# প্রসঙ্গত

ফাইনালের অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা যথেষ্ট কষ্ট হয়।

পরীক্ষা দেওয়া ছোট-বড় সকল স্তরের পরীক্ষার্থীদের পক্ষেই কঠিনের মধ্যে সন্দেহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণই পরস্পর পরস্পর কঠিন বিভিন্ন পরীক্ষার মিল স্থির করার মধ্যে সমাধান হওয়া কঠিন নয়। সেখানে সেইটেরই অভাব। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আগেই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন। মাধ্যমিক স্তরে নিশ্চয়ই এ লক্ষ্য রাখেন। ম্যাট্রিক পাশের হার কেন করেই তাঁরা ঠিক এদের নিজস্ব স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ভিন্ন নির্মাণের করেন। এতদিন পরে পড়ে সব। এর মধ্যে পরীক্ষা দেওয়া নিশ্চয়ই কষ্টকর। কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট ও স্কুল ফাইনালের বিপদসংখ্যা ছাত্রছাত্রীদের মানবহনের সমস্যার কথা কি তাঁরা ভেবেছেন? কলকাতা শহরে এটি মানবহনের সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর। বাসে ভিড় হয়। ট্রামে পা তোলা যায় না। এর উপর পরীক্ষা ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাবে কি করে? এমনদের মধ্যে যে পরীক্ষার্থীদের ভিন্ন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ভিন্ন স্থির করা হয়েছে তা ভালো করা হয়েছে। এখনও এর সময় আছে।

*

ছোট ছোট ছেলেরা হাতুড়ি করে ট্রামে বাসে উঠে চাঁদা তোলে। সেই পড়ুয়া ট্রাম থেকে নেমে তুলতে হবে। ট্রামবাস ভাঁড়ে ওঠে। ধনবানী যুবকেরা তার মধ্যে ঘোরে কিন্তু চাঁদা শুনে নিজেপ্রতিবেদে সবাই সুড় সুড় করে নেমে পড়ে। ছেলেরা ট্রামবাস পুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। এর প্রশ্ন এই নয় যে, যাত্রীদের ট্রামবাস নষ্ট করার অধিকার আছে। মাঝপথে ট্রামবাস পুড়লে তাদের দুর্ভোগও তো হয়। কিন্তু প্রশ্নটির প্রকৃতিগত ঔদাসীন্য এই প্রবল যে, ধরা পড়লে জেল এবং ক্ষতিপূরণের কথা, এর প্রতিবাদ কিছুতে ভাঙবে না। এবং প্রশ্নদের এই প্রকৃতিগত ঔদাসীন্যের সুযোগ শুধু যে ট্রামপোড়ানোওয়ালারাই নিয়ে থাকে তা নয়, কালোবাজারীরা থেকে আরম্ভ করে সরকারী কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত তার সুযোগ কেউই ছাড়েন না। এর ফলে এটা বোঝা গেছে যে এদেশে যা-খুশি করা যায়। মানুষ খুশি না হতে পারে, কিন্তু বিরক্ত হয় না—অন্তত প্রতিবাদ করে না।

সেই সুযোগেই কেন্দ্রের আকাদমি পুরস্কার এবং পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্র পুরস্কার নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে ছিনিমিনি খেলা চলছে। যেন এটা একটা কথাই বিবেচনার মধ্যেই সম্পর্ক। সম্পূর্ণ এবং এর সঙ্গে পুরস্কৃতি এবং উপেক্ষা। এবং কেন বিশেষজ্ঞ কথা চলে এই বিশ্বাসে যে, এর ফলে যদি কোনো রহস্যে প্রকাশকের সংখ্যা হয়ও পুরস্কৃতির কোনও ক্ষেত্রে উঠবে না। সে সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। সংখ্যা হয়ে সরকারের প্রকাশ থাকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে হয় কিছু হচ্ছে, পুরস্কার বিতরণের কর্তৃপক্ষ বন্ধ, যে সংস্থার সম্পর্কেই প্রশ্ন হয়ে তা নিয়ে কোনো সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত।

*

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবার জন্যে ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশ্ব ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হবার জন্যে ডাক্তার সুকুমার সেন দরখাস্ত করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডাক্তার সুনীতিকুমারকে উপাচার্য নির্বাচিত করেছেন। বিশ্বভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক পদে ডাক্তার সুকুমার সেনের নিয়োগ হয়েছে। ডাক্তার সুনীতিকুমার ও ডাক্তার সুকুমার সেন দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ডাক্তার সুনীতিকুমার ও ডাক্তার সুকুমার সেন দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন

# বেতারশিল্পী

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাঁর পর্যন্ত [illegible] করে গেলেন। পাশের পাঁচ দিনও [illegible] দিয়ে দিয়ে [illegible] কোন ও যথা [illegible] ও [illegible] অভ্যর্থনাকারী [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]

...সম্বন্ধে যে বর্তমান হৃদ্যতার স্তরে পৌঁছতে পেরেছে এটা উভয়ের পক্ষেই আনন্দের কথা। এ বিষয়ে মার্কিন সরকারের অর্থনৈতিক সাহায্যদানের নীতি নিশ্চয়ই অনেকটা কাজ করেছে। পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের জন্য বিদেশী সাহায্য যা এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে এবং পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় তার মোট ত্রাণ হচ্ছে মার্কিনরা থেকে। একথা স্বীকার্য যে মার্কিন সামরিক সাহায্য পেয়ে পাকিস্তানী হৃদয়ভাব বড়ই বেড়ে গিয়ে উঠবে বলে ভারত আশঙ্কা করেছিল তেমন হয়নি। কারণ আমেরিকা পাকিস্তানী হৃদয়ভাবকে সেটা মুখ্যতঃ সাহায্য করে রাখতে সমর্থ হয়েছে। কাশ্মীর সম্পর্কে মার্কিন নীতি নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি না করে বরং ধীরে ধীরে স্থিতিস্থাপকতা অনুকূলে গেছে। এক সময়ে সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের অনুকূলে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করায় মার্কিন নীতির প্রতি ভারত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইত। কিন্তু বন্ধুত্বসম্ভাবের এই সব ক্ষেত্রে পাকিস্তান ওয়াশিংটন সরকার কৃষ্টিত স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখে। কারণ দেখা গেছে সোভিয়েট সরকার সম্পর্কে ভারতের দৃষ্টি সহজেই ধরে সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সোভিয়েটের দিক এবং এই ক্ষেত্রে মার্কিন থেকেও পিকিং সরকার কাশ্মীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন, যেমন তিনি তাদের কাশ্মীর অনুকূলে এবং বরং সাম্প্রদায়িক সন্দিগ্ধ ভারতের অনুকূলে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের মত উচ্চারিত হয় ১৯৫৫ সালে যখন ভারতের সম্পর্ক নেহরু কাশ্মীর তার পর থেকে চীনের সঙ্গে এগোতে থাকে ভারত চীনের মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণ যে ভয় করতে না সুতরাং চীন সরকারের ভারতের প্রতিবাদ শুনতে হয়নি। যদি হেসে সাম্প্রদায়িক কাশ্মীর সম্পর্কে মার্কিন নীতির জন্য ভারতের পক্ষপাতিত্বের কারণ হয়ে

এ ছাড়া গত বৎসরগুলিতে কাশ্মীর থেকে বিশ্বরাজনীতিতে একটা পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং আমেরিকা ও সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট উভয়ের নীতিই ধীরে ধীরে পাকিস্তান ওয়াশিংটন প্রশ্নমুক্তের দিকে চালিত হতে থাকে যার ফলে ভারত সরকারের পরবর্তী নীতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কারণে যে বিরোধ ছিল সেটা কমতে থাকে। ফলে সোভিয়েট বর্তমান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই কাশ্মীর সমস্যার প্রশ্নকে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটা আপোসের পথ খুঁজছে। ভারতের নিজের কোনো সক্রিয় স্বার্থসিদ্ধির চিন্তার চেয়ে এটাই মার্কিন প্রেসিডেণ্টের ভারতের মনের কাছে এসে গিয়েছে।

কিন্তু মনে হয় পরিহাস আমেরিকা ও সোভিয়েট যখন নিজের মধ্যে আপোসের পথ খুঁজছে বলে ভারত সরকার আনন্দিত হবেন ভারত ও পিকিং সরকারের মধ্যে যে সোহার্দ্য দেখা দিয়েছে তার সম্বন্ধে তাঁদের কয়েকদিন হয়ে গেছে। সাম্প্রতিক পাকিস্তান ওয়াশিংটন চুক্তি পাকে এসে ভারত মনে করে এইসব বাদ দিয়েছেন, তাদের পক্ষে চুক্তি এবং ভারত বন্ধুত্বের ভাবে বন্ধুত্বের বলে প্রকাশ হচ্ছে। এই সংকট মুহূর্তে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের এইরূপ বিশ্বাসই মার্কিন হয়েছে।

চীনের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বসম্পর্কের মূলে রয়েছে এই ধারণা যে চীন ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ভারতের সীমান্তে চীনের কোনো আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি নেই। ভারত চীন

# তানসেন সংগীত সম্মেলন

দীপক

এবারের এক বিশেষ প্রতিযোগিতা সম্পাদকমণ্ডলীর মনঃপূত একটি সংগীত সম্মেলন উপহার দেয়। এর পরিকল্পনা দেশ-দেশান্তরের পৃষ্ঠপোষক-সঙ্গীতজ্ঞ মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। গত ১—৬ ডিসেম্বর মহাসমারোহে সম্মেলন বসিয়ে উদ্যোক্তারা সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন। এই ধরনের সম্মেলনের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন কয়েকজন সংগীতরসিক। এঁদের মধ্যে ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ঠাকুর সাহেব সুরেন্দ্রমোহন, ঠাকুর সাহেব যতীন্দ্রমোহন, ঠাকুর সাহেব সৌরীন্দ্রমোহন, ঠাকুর সাহেব প্রমথেশ, ঠাকুর সাহেব সুধীন্দ্রমোহন, ঠাকুর সাহেব সুধীন্দ্রমোহন, ঠাকুর সাহেব সুধীন্দ্রমোহন

বন্দনাকে শেষেই তিনি ধ্রুপদাঙ্গ গান পরিবেশন করেন। রাগ ইন্দোল-পঞ্চম, হিন্দোল ও পঞ্চম এই দুই রাগের মিশ্রণ। উক্ত রাগের কিছুটা হিন্দোল রাগের সঙ্গে পঞ্চম সম্পূর্ণ (সম্পূর্ণ জাতি) পঞ্চম রাগ মিশ্রণ করেছেন। এতে মিশ্রণ হল স্পষ্ট ও মনোরম। একথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য, কেউ কেউ পঞ্চম রাগে পঞ্চম স্বরকে বর্জন করেন। তারপর তিনি গাইলেন রাগেশ্রী-কানাড়া রাগে খাম্ব প্রথমে বিলম্বিত একতালে ও পরে দ্রুতলে। একটি ভজন গান গেয়ে তিনি তৃতীয় অধিবেশন শেষ করেন।

এই অনুষ্ঠানে সারেঙ্গী সঙ্গতের অপূর্ণতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর ষষ্ঠ অধিবেশনে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ গাইলেন গৌড়মল্লার রাগে খাম্ব একতালে বিলম্বিত ও দ্রুতলে। তবলা ও সারেঙ্গী সঙ্গত করেন যথাক্রমে ওস্তাদ আমেদজান থিরকুয়া ও মহম্মদ সদারইদ্দিন। এই অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়েছে। সঙ্গত গান করা মোটে সহজ নয়। গায়ক ও বাদকের প্রয়োগের পরস্পরের সহযোগিতায় এইদিন যে সৃষ্টি, সেটি বসের সৃষ্টি হয়েছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের ভজন গান এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। ভজনের পঙ্‌ক্তি আলাপ চারীর সঙ্গে মিলিয়ে সুনির্দিষ্ট রাগের সব ও স্বরবিন্যাস প্রয়োগে ও বাদ্যিকের খুবে তিনি এক অনবদ্য সুরলোক সৃষ্টি করেন।

১ ডিসেম্বর। প্রথম অধিবেশনে [illegible] প্রথমে [illegible] একক বাদ্য ও ধ্রুপদি রাগে এবং তার [illegible] ঠুমরি গেয়ে শ্রোতাদের [illegible] করেন। এই অধিবেশনেই পণ্ডিত [illegible] খাম্ব ও সংক্ষিপ্ত অধিবেশন করেন। [illegible] ঘরানার ঐতিহ্য [illegible] তিনি [illegible] ও [illegible] ভাবে খাম্ব এবং পরে ঠুমরি গেয়ে [illegible]

২ ডিসেম্বর। [illegible] [illegible] ও [illegible] খাম্ব এবং [illegible] ঠুমরি গেয়ে [illegible] করেন। [illegible] পণ্ডিতজীর [illegible] তিনি [illegible] ও [illegible] ভাবে খাম্ব এবং পরে ঠুমরি গেয়ে [illegible]

৩ ডিসেম্বর। [illegible] একটি [illegible] খাম্ব এবং [illegible] ঠুমরি গেয়ে [illegible] করেন। [illegible] পণ্ডিতজীর [illegible] তিনি [illegible] ও [illegible] ভাবে খাম্ব এবং পরে ঠুমরি গেয়ে [illegible]

৪ ডিসেম্বর। চতুর্থ অধিবেশনে [illegible] ও [illegible] একতালে খাম্ব পরিবেশন করেন। [illegible] বয়েতের প্রয়োগের [illegible] তিনি [illegible] ও [illegible] ভাবে খাম্ব এবং পরে ঠুমরি গেয়ে [illegible]

৫ ডিসেম্বর। [illegible] [illegible] ও [illegible] খাম্ব এবং [illegible] ঠুমরি গেয়ে [illegible] করেন। [illegible] পণ্ডিতজীর [illegible] তিনি [illegible] ও [illegible] ভাবে খাম্ব এবং পরে ঠুমরি গেয়ে [illegible]


প্রকাশিত হইল !

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অন্যতম মহৎ উপন্যাস

# ম ন্ব ন্ত র

• সত্য চিত্র •

: অন্যান্য গ্রন্থ :

- পঞ্চগ্রাম ৬·০০
- গল্প সঞ্চয়ন ৪·০০
- পাষাণপুরী ২·৭৫
- শ্রীপঞ্চমী ১·৭৫

: প্রবন্ধ সাহিত্য :

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের
- এষণা ৬·০০

শিবনারায়ণ রায়ের
- প্রবাসের ডায়েরী ৫·০০
- সাহিত্য চিন্তা ৪·০০

বিমলচন্দ্র সিংহের
- সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৪·০০

যোগেন্দ্রনাথ সরকারের
- বৃহত্তর প্রবাসে শরৎচন্দ্র ২·৫০

: নতুন উপন্যাস :

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের
- ডাক্তারের দুনিয়া ৬·০০

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
- তৃতীয় ভুবন ৪·৫০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
- পরশপাথর ৪·০০

সাবিত্রী রায়ের
- পাকা ধানের গান
  - ১ম খণ্ড ৩·৫০
  - ২য় খণ্ড ৪·০০
  - ৩য় খণ্ড ৩·০০

বিদগ্ধ বিদ্বজ্জনের বিশ্লেষণী লেখনীতে এই অমর কথা-শিল্পীর তাত্ত্বিক মূল্য নিরূপণের প্রয়াস বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ এই প্রথম ঃ
চিত্তরঞ্জন ঘোষ, এম এ, পি আর এস রচিত
বিভূতিভূষণ ৫·০০

প্রকাশের অপেক্ষায় !
প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের
রূপসী নগরী
নগর কলকাতার মেয়েদের আকর্ষণ বাড়ানো এই উপন্যাসের নায়ী পুরুষের চরিত্র উদ্ঘাটিত।
অভূতপূর্ব সাহিত্যগুণ-সমৃদ্ধ বলিষ্ঠ উপন্যাস
সমুদ্র মানুষ
আরাকানের কালাপানি ফেরৎ সেখ নাবিক কাহিনী।
রাজলক্ষ্মী মিত্রের
সঙ্গীত সমীক্ষা
সঙ্গীতজ্ঞদের দাবির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
# ইছামতী ৬·০০

: অন্যান্য গ্রন্থ :

- অপরাজিত ৪·০০
- দৃষ্টি প্রদীপ ৫·৫০
- অসাধারণ ৩·০০
- মৌরী ফুল ৩·০০
- তৃণাঙ্কুর ২·৭৫
- বনে পাহাড়ে ২·২৫

• মিত্রালয় • ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট • কলিকাতা ১২ •

(সি-৮৮৫।১)


এই অনুষ্ঠানে সারেঙ্গী সঙ্গতের অপূর্ণতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর ষষ্ঠ অধিবেশনে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ গাইলেন গৌড়মল্লার রাগে খাম্ব একতালে বিলম্বিত ও দ্রুতলে। তবলা ও সারেঙ্গী সঙ্গত করেন যথাক্রমে ওস্তাদ আমেদজান থিরকুয়া ও মহম্মদ সদারইদ্দিন। এই অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়েছে। সঙ্গত গান করা মোটে সহজ নয়। গায়ক ও বাদকের প্রয়োগের পরস্পরের সহযোগিতায় এইদিন যে সৃষ্টি, সেটি রসের সৃষ্টি হয়েছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের ভজন গান এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। ভজনের পঙ্‌ক্তি আলাপ চারীর সঙ্গে মিলিয়ে সুনির্দিষ্ট রাগের সব ও স্বরবিন্যাস প্রয়োগে ও বাদ্যিকের খুবে তিনি এক অনবদ্য সুরলোক সৃষ্টি করেন।

১ ডিসেম্বর। প্রথম অধিবেশনে [illegible] প্রথমে [illegible] একক বাদ্য ও ধ্রুপদি রাগে এবং তার [illegible] ঠুমরি গেয়ে শ্রোতাদের [illegible] করেন। এই অধিবেশনেই পণ্ডিত [illegible] খাম্ব ও সংক্ষিপ্ত অধিবেশন করেন। [illegible] ঘরানার ঐতিহ্য [illegible] তিনি [illegible] ও [illegible] ভাবে খাম্ব এবং পরে ঠুমরি গেয়ে [illegible]

২ ডিসেম্বর। [illegible] [illegible] ও [illegible] খাম্ব এবং [illegible] ঠুমরি গেয়ে [illegible] করেন। [illegible] পণ্ডিতজীর [illegible] তিনি [illegible] ও [illegible] ভাবে খাম্ব এবং পরে ঠুমরি গেয়ে [illegible]

৩ ডিসেম্বর। [illegible] একটি [illegible] খাম্ব এবং [illegible] ঠুমরি গেয়ে [illegible] করেন। [illegible] পণ্ডিতজীর [illegible] তিনি [illegible] ও [illegible] ভাবে খাম্ব এবং পরে ঠুমরি গেয়ে [illegible]

৪ ডিসেম্বর। চতুর্থ অধিবেশনে [illegible] ও [illegible] একতালে খাম্ব পরিবেশন করেন। [illegible] বয়েতের প্রয়োগের [illegible] তিনি [illegible] ও [illegible] ভাবে খাম্ব এবং পরে ঠুমরি গেয়ে [illegible]

৫ ডিসেম্বর। [illegible] [illegible] ও [illegible] খাম্ব এবং [illegible] ঠুমরি গেয়ে [illegible] করেন। [illegible] পণ্ডিতজীর [illegible] তিনি [illegible] ও [illegible] ভাবে খাম্ব এবং পরে ঠুমরি গেয়ে [illegible]

প্রকাশিত হল

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নতুন আলোড়নের উপন্যাস

# তীরভূমি

প্রবোধকুমার সান্যালের

সদ্য প্রকাশিত বহুল প্রশংসিত সুরের

উপন্যাস

# অগ্নিসাক্ষী

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

নতুন রোমাঞ্চকর উপন্যাস

# আকাশ প্রদীপ

দুটি চোখ দুটি মন
ইষ্ট কুটুম
মন মানে না
শুক্ল সন্ধ্যা
মুখের রেখা
একান্ত আপন

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড. কলিকাতা-১২

তবলা বাদন অনবদ্য। বজলুর 'মেজাজ' চমৎকার। তাঁর তবলার ডাইনের কাজ তো বটেই, বাঁয়ার সরল ও স্পষ্ট কাজ বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ধনে না' তবলার বোলে এই আঙ্গিকটি এত পরিষ্কার কমই শোনা যায়। 'ধা কিটি তক না কিটি তক ধা তেটে ধনে না না তেটে ধনে না' প্রভৃতি বর্ণগুলি খুব পরিষ্কার বজলেন। 'ওম ধা রাম ধা...' এই অর্থবোধক পড়নটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। চতুর্থ অধিবেশনে লক্ষ্ণৌর ওস্তাদ আমেদ জান থিরকুয়া সাহেবের সরোদ বাদনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছিল।

৫ ডিসেম্বর : পঞ্চম অধিবেশনে প্রথম নাটোর নৃত্য পরিবেশন করেন নটকল্যাণ কেন্দ্রের শিল্পি-বৃন্দ। শিক্ষার সুযোগ্য শিক্ষা শ্রীমতী কমলা লক্ষ্মণ ও তাঁর কন্যা কুমারী রাধা। নৃত্যের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন। যথা প্রজাপতি, জাপানবেলা কথকলি, বসন্ত ইত্যাদি। এই নৃত্যের team work বেশ ভালো। এ ছাড়া শ্রীমতী চন্দ্রাবতী ও ছন্দকল্যাণের শিল্পিদের প্রদর্শনী নৃত্যের সংগীত রচনা ও তালপদ কাঠমল্লীদের সহযোগে প্রদর্শিত হয়েছে। চতুর্থ অধিবেশনে কথক নৃত্য পরিবেশন করেন বেলঘরিয়ার শ্রীমতী রেবতনকুমারী। তাঁর ছন্দকুশলতা নৃত্য প্রদর্শনের ছিমছাম ভঙ্গি ও পণ্ডিত কিষণ মহারাজের সঙ্গত ও সওয়াল-জবাবের সহযোগে নৃত্যানুষ্ঠানটি সুন্দর হয়েছিল। ষষ্ঠ অধিবেশনে কথক নৃত্য প্রদর্শন করে নাজিরাবাদের কুমারী দীপা ভাণ্ডারী। আড় ছন্দে তাঁর বসন্ত ও ঘাঙ্কারের ছন্দবৈচিত্র্য প্রশংসনীয়।

পঞ্চম অধিবেশনের প্রারম্ভে রাগাঙ্গ ও সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা এবারের ইনসেন সম্মেলনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন—পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর সভাপতি), মিঞা মরদ খাঁ ওস্তাদ আমেদ জান থিরকুয়া, পণ্ডিত কিষণ মহারাজ, শ্রীবিলায়েৎ খাঁ, বসন্ত কাশকর ও আরো কয়েকজন গুণী। রাগাঙ্গ প্রসঙ্গে সূচনা করেন শ্রীবিলায়েৎ খাঁ সাহেব। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বলেন [illegible] বিভিন্ন সময়ের কণ্ঠসঙ্গীতে [illegible] প্রায় [illegible] সমাধান করা [illegible] [illegible] [illegible]

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

১৯

মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে ১৯৪০ সালে শ্রাবণের মাঝে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অজয়বাবু[১] চিকিৎসার জন্য এই বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার নিলেন। ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল, কবির শরীর দুর্বল, অস্ত্র চিকিৎসা সম্ভব নয়।

ডিন্ন ডিন্ন বিশেষজ্ঞদের ডাকিয়ে আনা হল। তাঁরা এসে চুপচাপ বসে থাকতেন। তিনি চুপচাপ রবীন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করতেন। তারপর একে একে সকলে মিলে পরামর্শ করতে বসতেন। সেই সময় আমরা সকলে বাইরে থাকতাম। ডাক্তারদের চলে যাবার পর তাঁরা আমাদের ডেকে নিতেন। তাঁদের কাছ থেকে রোগের বিবরণ শুনে আমরা ঘরে ফিরে আসতাম।

ডাক্তারদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বয়স্ক। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল অনেক দিনের। তিনি আমাদের একান্ত আপনার জন ছিলেন। আমাদের সকল সুখে দুঃখে তিনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। তিনি ছিলেন একাধারে ডাক্তার, বন্ধু ও অভিভাবক। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সহজ। তিনি আমাদের সকলের ভালো-মন্দ সব খবর রাখতেন। তাঁর কাছে আমাদের কোনো কথা গোপন করবার উপায় ছিল না। তিনি আমাদের সকলের আরামের জন্য।

১ অজয়কুমার চক্রবর্তী, সভাপতি ও লিক্যুইডেটর। রবীন্দ্রনাথ তখনকার উইলকর্তৃপক্ষ। অজয়বাবু বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিরূপে সমবায়-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

[illegible] ডাক্তার [illegible] ডাক্তার [illegible] ডাক্তার [

আমেরিকা, ইংলণ্ড হোক বা ফ্রান্স এই কাজ করছে, কাজটি অসম্ভবই যে হঠাৎ তার কিছু, বরবে না কেন? অপরদিকে মিথ্যা এইসব ভোরে নিজেরে প্রস্তুত করছেন। আমি এতদূর কাজ হয়তো এসেই, অসম্ভব হবেন। বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে, আর ভাবতে না।"

সাত মাইল পথ এবং আরো দু-একজন অনুষ্ঠানের মাঝেই সেই রাতে এসে পৌঁছলেন। দেরি হতে পারে বলে অসময়ে পারের দিন সকাল সাড়ে এগারোটার দাঁড়িয়ে— সমবেতন অনুষ্ঠান করে, হবে বেলা আড়াইটার সময়, কাজেই অনায়াসেই তাঁরা হিসেবের দাঁড়াতে নিজে সময় পাবেন।

সবাই তাঁরিবতী বুধবারের পড়ন্ত। সেদিন ভোরে মন্দিরে অন্য কেউ অচানকের ঘরে করলে কবির পরিত্রাণ অনেকখানি বাঁচবে বলে কেউ কেউ কবির কাছে সে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কবি রাতে এমন দিকে বলেন যে আর কিছু বলা যেন না। মনের ভোরে শরীরের বাধা অনেকবার অতিক্রম করতে দেখেছি, এবারও দেখলাম। সেই ভোর থেকে রাত পর্যন্ত সবই তাঁর নেমন— এক বলতে এই মনের শরীর কাজ করে।

সেই সময় অমার সমস্যার প্রতিদিন বসবার সময় তিনি নিজে হাতে তুলে থেকে খানিকটা খানিকটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

৭ই শ্রাবণ ১৯৫০

সকাল সকালে ইন্দিরার কাঁসই আচমকে এসে বসেছিলেন। খুবই চমৎকার হয়েছিল বলা। সুখের হচ্ছে যে তুমি শুনতে পেলে না। যাঁর শুনতে সবিধা হলি হয়। সাত মাইল পথটি কাল রাতে যাঁরা এসেছিলেন সকালেই ফিরে গিয়েছিলেন। দিনের ঘরে ছাদে টাঁই। তাঁর মাইলের মিটিংয়ের উপরে ঘরে গেছেন। মন্দিরে আসা একেবারে ভরপুর ভেবেও বেশি হাতে বাকে টাপ্পা পাওয়া যাইনি। ও তার গিয়েছিল। একটার ঘরে জানো মনক্ষণ পারছে না বাজারটা এসে বারে চুকে যাবে একজন কাজ হয়ে ছাড়াতে না। এই কেন কেমন করে, কেমন করে এই নিয়ে মন মনস্তাপ অনেকে মন মনস্তাপ ওঁকে নিয়ে।

১৫ শ্রাবণ ১৯৫০


মাত্র

দুই মিনিট করে

দিনে

একবার

ব্যবহারে আপনার
বয়স অনেক কম দেখাবে

Available as emulsified hair oil and as pomade at all stores.

Vasmol

The HAIR DARKENER that keeps its promise

HYGIENIC RESEARCH INSTITUTE P.O.Box 1192, Bombay 1

এজেন্টস: কে হালদার অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৩, মাদেলা লেন, (২য় ফ্লোর), কলিকাতা। চীফ স্টকিস্ট: কেলা কোম্পানী (কলিকাতা), ২, মাজ লেন, কলিকাতা।

(H.V.B.)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের — সর্বাধুনিক উপন্যাস

# দেবাংশী ৩৭

সুবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস

## শান্তিলতা

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের

## আসন্ন

আমাকে কি রকম অসম্মান করা হয়? কদিন আরো বেশি আদর কাড়ে থাকবার সময় কি তোমার ঐ টিকিটের দামের চেয়ে কম? আমার সঙ্গ পাবার জন্যে এই সামান্য টাকার লোকসানও সইতে পারোনা?"

বেবীদিরা সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিল। তাদের বললেন, "দেখো তো, এটা কি আমার প্রতি ভদ্র ব্যবহার? মুখের উপর বলে দিল এখানে থেকে গেলে টাকা লোকসান হবে।" আমি বললাম, আপনার সায়েনটিস্টওড অনুযোগ করেছেন বিটোন

৭ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে কবি অনেক সময় 'সায়েন্টিস্ট' বা 'বৈজ্ঞানিক' বলে ডাকতেন।

টিকিট কেটে এসেছি বলে। শিখেছেন, বিটোন টিকিট না করলে তো আরো কয়েকদিন আলাপেই থেকে যেতে পারতাম। বললেন, "দেখেছো কি রকম কৃপণ?" বললাম না যে টিকিট না হয় নষ্টই হবে, লোকসান তো আমি সবে, কাজেই টিকিট নষ্ট করেই আমরা কয়েকদিন থেকে এলাম। তা না হলে


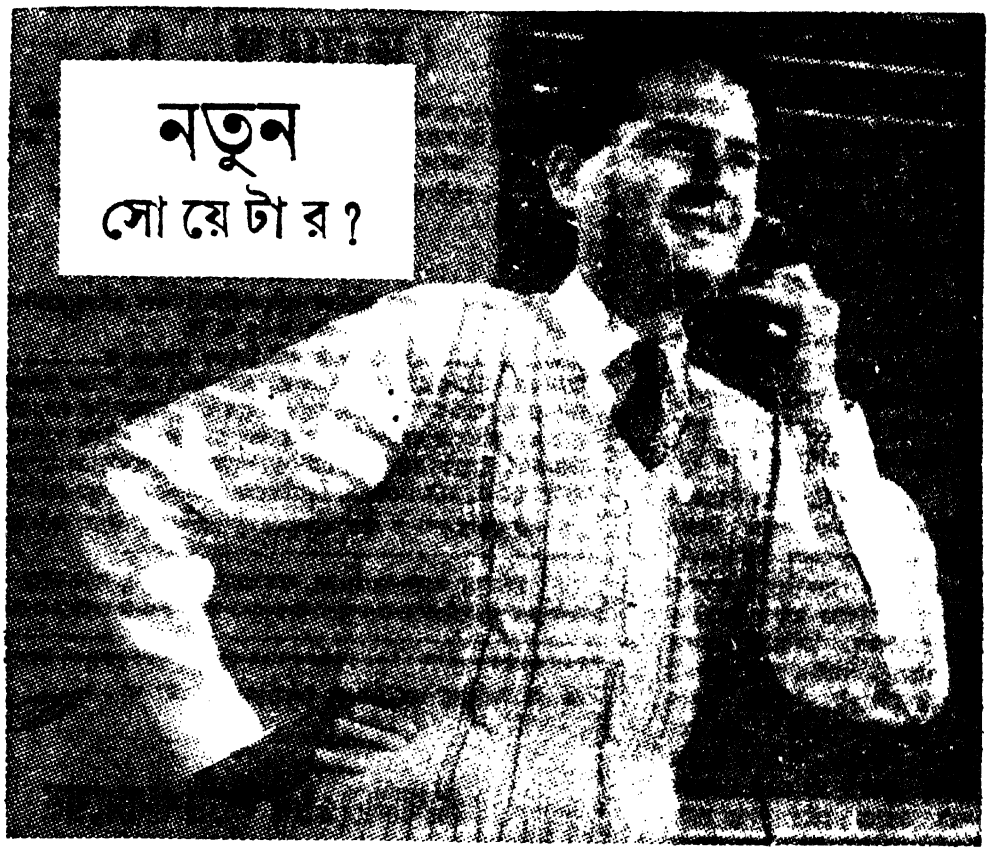


# না-লাক্স দিয়ে কাচা!

শীতের ঠাণ্ডায় পশমের জামা — সোয়েটার, গরম গেঞ্জি, মোজা, খোকাখুকিদের জামা পোষাক — নরম তুলতুলে আর গরম — বারেবারেই এগুলিকে পরুন; আর বিশুদ্ধ, মোলায়েম লাক্সের কেনার অভোবার ইচ্ছে কেচে নিন। আপনার গরম পোষাক পরিচ্ছদগুলি কেনার অনেকদিন পর্যন্ত নতুনের মত দেখতে রাখার এই-ই হোল' উপায়। এরই সঙ্গে লাক্স সব ময়লা দূর করে দেয় যে প্রত্যেকবার গরম পোষাকগুলিকে লাক্স দিয়ে কাচবার পরে তাদের আসল রং আকৃতি আর নরমত্ব আবার ফিরে আসে। লাক্স দিয়ে রীতিমতো যত্ন নিলে আপনার গরম জামাকাপড়গুলি আরও বেশীদিন টিকবে।

**লাক্স সুন্দর জামাকাপড়কে আরও বেশীদিন নতুনের মতো রাখে।**

HLL 140-X62 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, বোম্বাই কর্তৃক প্রচার

[illegible] করবেন? না করলে [illegible] আমাদের পড়বে।" উপস্থিত সকলে হেসে উঠল।

[illegible] আজ্ঞা হাও সাজেস্ট্‌স্ এমন একটা অনুষ্ঠান [illegible] কেমন করে [illegible] আমাদের হেড নেতৃত্বে না থাকলে [illegible] কেউ [illegible] ইন্ডিভিজুয়ালি সকলকে আলাদা ডাক করলে তার অনুষ্ঠানে সরকার নেই আমি অবশ্যই যাবো সাক্ষী। এই কথার পরে আর আমাদের সকলের সেখানে ইচ্ছে নেই। এই তো লক্ষণ। মনে এলো, মনে মনে মনে আছে এখনও। [illegible] এখানে সাধারণ এই অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটু, ব্যবধান হয়ে গেল, তবু যে [illegible] কোনো কোনো ভাবেই অসন্তোষ ও [illegible] ছিল।

[illegible] অনিবার্য অনুষ্ঠান [illegible] এমন [illegible] [illegible] সকলের [illegible] [illegible] [illegible]

থেকে, কাজেই ওর মন ভালো করতে যাবার জন্যে। তাতে বললেন, "প্রেসক্রাইবে আজ লিখে দেবো ওদের যাতে কোমলদের হেড হতে পারে তার ব্যবস্থা করো।" সত্যি এরকম করলে ঠিক যাবার কথা বলা যায়। তুমি জানতে চেয়েছ যাবো বলে হয়ত কোন মত বদলালাম। অমর যাবার সময়ে ঠিক বার বার বলতে লাগলাম, "এতে করে বলছি থেকে যাও। না হয় তোমাকে বলেয়ে তোমার রিটার্ন টিকিটের দাম তিন যেন দিয়ে দেন।" শেষকালে বললেন, "শেষ পর্যন্ত এমন একটা অসুখ করবে, তখন তুমি আমার হেড নার্স কি করে যাবে।"

আমি দেখতে পেতাম বাড়ীর সবার মধ্যে কারও নেই, আমি অমনিই ছেলে গেছি। যখন খুশি হই খুশি, কারও মুখ চেয়ে মনের ভাব এইটুকু নিজের এই খুশি থেকে কিছু দেওয়া হয়। সত্যি আমার এই ভাব তখনও কমাতে পারি না যেটা ওরা এর মধ্যে দেখেনি করেনি। কুসুম বেরিয়ে গেছে, ওর কারও সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। ওর ওপর কারও কোন ভরসা ছিল না।

(ক্রমশ)

# বিচিত্রা

চক্রবর্ত

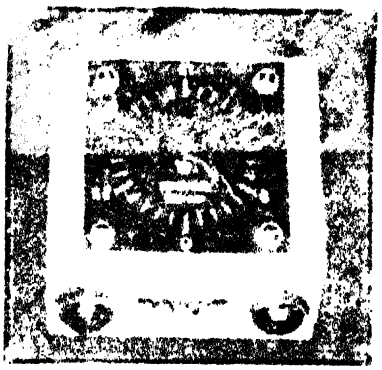

আইজেন কাটিয়ার


দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯
এখানে চিঠি লিখলেই
হাজার রকম বইয়ের
ক্যাটালগ পাঠানো হয়
শুকতারা
পরবর্তী পুজোয় দিব্যি
ত্রয়োদশ বর্ষে পা দেবে

একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তিসঙ্গম

# ম্যাকলীন্‌স্

পেরস্কাইড টুথপেস্ট

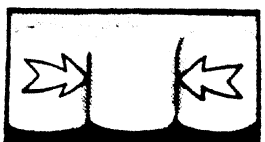

১ সব চেয়ে বেশী পরিষ্কার করে।

আপনার দাঁতের ওপর স্নেহ-পদার্থের অপরিচ্ছন্ন ও বীজাণুযুক্তকে আচ্ছাদন পড়ে ম্যাকলীন্‌স্ এর একান্ত নিজস্ব 'লিপয়েড্' সলভেন্ট তার প্রতিরোধ করে এবং প্রয়োজন মত ফেনা দিয়ে এই আচ্ছাদন উচ্ছেদ ক'রে আপনার দাঁতকে আরও সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করে।

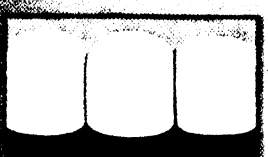

২ সব চেয়ে বেশী সাদা করে।

ম্যাকলীন্‌স্ এর সুবিখ্যাত 'পেরস্কাইড' দাঁতের বিশ্রী দাগ ও বদ রং তুলে আপনার দাঁতগুলিকে ঝকঝকে সাদা করে তোলে।

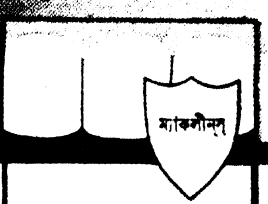


৩ সব চেয়ে বেশী রক্ষা করে।

আপনি যথার্থই অনুভব করবেন ম্যাকলীন্‌স্ এর অপূর্ব্ব তাজা আঘ্রাণ দাঁতের মাড়িকে শক্তিমান করছে এবং ক্ষয়কারী বীজাণুকে রোধ করছে।

সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। ★ সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

**এই তিনটি গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়ই ম্যাকলীন্‌স্ এর একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।**

**আরও পবিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য আজই ম্যাকলীনস কিনুন।**

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৮

[illegible] ন সবলা ঘিরে দেখলাম [illegible] অনেক [illegible] চেনা মানুষের [illegible] কিন্তু [illegible] মানুষ [illegible] একজনও [illegible] চেনা [illegible] [illegible] [illegible]

জগতে কোনো ভেদাভেদ নেই, এই থিয়েটারেই আমরা ওদের অভ্যর্থনা জানাবো।'

প্রবীণেরা মনে করতে পারবেন, সে-ও এক শনিবার, অভিনয়ের দিন, অভিনয়ের পূর্বে মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন শিবেশচন্দ্র মিনার্ভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে।

খেলার কথায় কত স্মৃতিই না ভেসে ওঠে চিত্তপটে! সেই যে 10th Middlesex এর অগ্রগামী খেলোয়াড়টি সমরসজ্জা থেকে প্রতিপক্ষকে গোল দিচ্ছে, তাকে প্রভাত ভুলিনি। ভুলিনি Territorial Army forwards। বেয়াড়া স্কট্, ব্রহ্মাল আইরিশ, ভুলিনিয়ার্ড, কে-এস-এল আই (King's Shropshire Light Infantry)র মতো

অবশ্যই টীম নয়, কিন্তু খেলোয়াড় হিসাবে ইংরেজ শৃঙ্খলা আর মনোভাব লক্ষ্য করার মতো ছিল। কী জানি, আজকাল England এর proper-এও এদের মতো টীম আছে কিনা। আমার ঐ মাঝারি গোছ ও-দলের সমর্থনের পরে মাঠ খুব বেশী আর দেখা হয়নি।

## মানুষ ও তার বিশ্বাস

মানুষের সব চেষ্টা, সব সাধনা বাসনার পেছনে রয়েছে
তার এক অনন্ত বিশ্বাস—যে বিশ্বাস তাকে বার বার খুঁজিয়েছে
প্রেরণা, দিয়েছে তাকে দুর্জ্ঞেয় কর্মের শক্তি, পাথরের
কঠিন বুক চিরে মানুষ এঁকেছে পথ, শান্ত জলের নিঝর
ধারায় সে জাগিয়েছে বিদ্যুতের প্রাণস্পন্দন।...

এক জাগ্রত বিশ্বাস—যে বিশ্বাস সংসারে এনেছে সুখের
আনন্দ, মানুষকে দিয়েছে আরও দুরন্তর কর্মের সুযোগ, জীবনকে
করেছে অর্থমর্মে সত্যতে প্রতিষ্ঠিত।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের
সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন সুস্থ ও সুখী করে
রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে
আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন যাপনের প্রয়োজনে মানুষের
চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে
বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের
নতুন যন্ত্র, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR 6-X32 BG

যে খেলতাম তা বলেছি, কিন্তু সপ্তাহে সাতদিন আরও একটি স্থানীয় ক্লাবে খেলতাম, তার নাম ছিল রয়েল ক্লাব। টেপাটিস-এর সিকে লিখে দোতে আমার নাম ছিল তা আগেই বলেছি। আমার সহপাঠী যতীশ নাথ (তে সি নাথ) যা ছিলটিস্স হেলে-এ বর্তমানে ছিল। সে ছিল চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু আই ছিলটিস্স হেলে-এ আমি ইহার চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার পেয়েছি। এসব কারণে, টেনিসকারে কৃতিত্বসূত্রে আমি একটা স্থান করে নিতে পেরেছিলাম বলা চলে। রয়েল ক্লাবে যেই প্রথম একটা টুর্নামেন্ট ছিল। এই রয়েল ক্লাবে মেম্বারদের আলাদা ড্রেসিং রুম ছিল বিলেতের মেম্বার। এই ড্রেসিংরুম দেখা ও পরে আর এই রয়েল ক্লাব প্রথম ফুল টুর্নামেন্ট এর বিবরণ উদ্ধার। এরা ও ফাইনাল পর্যন্ত বিজয়ীদের পেলাম তবে ১৯২৮ এবার ডিউস পর্যন্ত খেলে ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। ফাইনালে ফিফটিন থার্টি পর্যন্ত ফাইনাল খেলে ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম।

[illegible] কিন্তু [illegible] ফাইনাল [illegible] ফাইনাল [illegible] ফাইনাল

খাঁচার মধ্যে কী করছেন, জানুকের জন্ম এসেছে কি না। অথবা, ক্লাউন সাজতে গিয়ে মুখে একের পর এক রঙ চড়াচ্ছে কী করে।

'বন্ধুরা এতে যোগ দিত না, তারা মাচ দেখতে। একটি টিনের ফাঁক তৈরী করছি, সাদা বইয়ের লোকও আছে। টিনের শব্দ হচ্ছে কি, সার্কাসের লোকেরা ছেড়ে আসত। সাদা সাদা—পাজা পাজা।

খানিক পরে আবার গেলাম। আবার টিন সরিয়ে ফাঁক বন্ধ করতে গিয়ে শব্দ হলো। সার্কাসের ঘোড়ার সহিসগুলো বলাবলি করছে কি, শব্দ লক্ষ্য করে বালতি ভর্তি জল ছুড়ে দিত। তখনি পাজা—পাজা যে পাজাতে পড়ত না, সে ঐ বালতির জল ভিজে মরত।

এই সব সার্কাস ছড়া ফুটপাতের পুরীতের পশ্চিমে, এখন যেখানে মনোহর লাস টাওয়ারটা আছে, তার পশ্চিম তীরে কী রকমই বড়ো একটা হাবু পড়ত। সেটা ছিল কালাদিঘিয়া হিসেব সাকাস নয়। হাবুর মধ্যে হাবুর চারদিক ঘেরে ডিমবাকৃতি আকারে গ্যালারী করা থাকত সেই গ্যালারীর ওপর বসানো থাকত চেয়ার। দর্শক বসত চেয়ারে, গ্যালারীর নাড়ু কাঠে নয়। আর আসরের মাঝখানটায় ছিল ডিমবাকৃতি একটা কাঠের প্লাটফর্ম প্রায় ফুট-খানেক মাটি থেকে উঁচু করা। এই প্লাটফর্মের চারদিকে একটা কাঠের কার্নিস দেওয়া থাকত, এ কার্নিসও প্রায় এক ফুট উঁচু হবে। এখন এই যে খেলা এবিলা এরে হচ্ছে সেসব স্কেটিং খেলা। জুতোর তলায় রবার-বেরিংএর চাকা লাগানো। চারটে ছোট ছোট চাকা—ফিরে সরে জুতোর

ASP/LIC/BA

# ১৯৫৯ বোনাসের বছর

## একটি লাভ-সমেত পলিসি এখনই কিনুন

### দ্বিতীয় দফা হিসাব নিকাশ

লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের দ্বিতীয় দফা হিসাব-নিকাশ ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হবে। যোগ্য বিবেচিত যে সব লাভ-সমেত পলিসি হিসাব-নিকাশের (ভ্যালুয়েশন) তারিখ পর্যন্ত চালু থাকবে, হিসাব-নিকাশের ফলে ঘোষিত লাভের মধ্যে সে সব পলিসিগুলি গৃহীত হবে।

১৯৫৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্পোরেশনের প্রথম দফা হিসাব-নিকাশের ফলে যে মোটা লাভ ঘোষণা করা হয়, কর্পোরেশনের বিলিকৃত লাভ-সমেত পলিসিগুলির ওপর নিম্নলিখিত হারে বোনাস দেওয়ার পক্ষে সে লাভ যথেষ্ট ছিল :

**মেয়াদী বীমা : প্রতি হাজার টাকার বীমায় বাৎসরিক ১৪ টাকা**
**আজীবন বীমা : প্রতি হাজার টাকার বীমায় বাৎসরিক ১৭½ টাকা**

**জরুরী :** যে সব পলিসি ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের আগেই কম টাকায় চুকিয়ে ফেলা হয়েছে ( পেড-আপ ) অথবা প্রিমিয়াম না দেওয়ার ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সে সব পলিসির ওপর বোনাস দেওয়া হবে না।

আপনার পলিসি সাবধানে রাখুন, নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়ে তা চালু রাখলে দ্বিতীয় দফা হিসাব-নিকাশের ফলে ঘোষিত বোনাস আপনার পলিসির ওপরেও বর্তাবে।

**মনে রাখবেন ১৯৫৯ বোনাসের বছর**

**লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া**

সংগে বাঁধা। তাই দুপায়ে পরে সবাই গড়-গড় করে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে কাঠের পাটাতনের ওপরে। বাজনার সংগে সংগে নাচও হচ্ছে। ফ্যান্সি ড্রেস পরে নাচও হচ্ছে সময়ে সময়ে। পা দিয়ে হুকি খেলাও চলছে মাঝে মাঝে। এসব আমরা বাইরে থেকে দেখতাম। বাইরে থেকে ঘড় ঘড় শব্দ শুনতাম। নইলে, পাঁচটাকা ছিল টিকিটের দাম, সেটাকা আমরা পাচ্ছি কোথায়? খেলার সময় টিন সে ফাঁক করে একটু উঁকি দিয়ে দেখব তা ও পারা যেত না। আর যদিও বা একটু ফাঁক করলুম, তা দিয়ে দেখতে পাবো আর কতটুকু। তবে খেলা যখন চলত না, শুধু ছোকরাদলের ভিতরে ভিড় জমেছে, তখন একটু ভিতরে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করতুম, পাহারা-দারেরা সেজন্য বাধা দিত না।

আর একটা হাঁদু পড়ত মনোহর দত্ত টেলরের উপর হামলা। আমাদের সেটা লেজে নয় ঝুঁটিতেও নয়। এরোপ্লেনের ককপিট-মতন। এখানে ছিল এপিফানেটের সাথে স্কিপিং-মাস্টার। ককপিটটার ছবি দিলুম। মাস্টার ককপিটের ভিতর বসে ছিল না, ছিল বাইরে। ককপিটের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। হাতে থাকত চাবুক। চাবুকটা সে মাঝে মাঝে শূন্যে ঘোরাত। সপাং সপাং শব্দ হত। চাবুকটা সে মাঝে মাঝে ককপিটের ভিতর ঢুকিয়ে দিত। ভিতরে যে প্রবেশ করেছে তাকে চাবুক মারত। তাই শুনেছি। এবং পরে ককপিটের ভিতর যে প্রবেশ করেছে তাকে চাবুক মারতে দেখেছি। এবং নিজেও চাবুক খেয়েছি।

এই যে সব ব্যায়ামকেশ এরা দেখতে হত টুকরো টুকরো সব ছবি। এই ট্রেন চলে যাচ্ছে ঐ একজন কাত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, এইসব দেখতুম। বাড়ি ফিরতাম দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ডাক্তারের দিকে পাশের লোক ঠেলা দিয়ে তুলে দিলে। ব্যায়ামকেশ হচ্ছে, ব্যায়ামকেশ হচ্ছে।

চোখ চেয়ে দেখি একটা লোক ঝুলে লাফিয়ে পড়ল, ঝুল ছিটকে ওপরে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো ট্রেন থেকে একটা আওয়াজও বোধহয় শুনেছিলুম। অবশ্যি নির্ভুল ছবি লক্ষ হত না, কিন্তু আওয়াজ শুনেছিলুম আমি আমার মনে। ট্রেনের এঞ্জিনটা চলে যাচ্ছে ধোঁয়া উড়িয়ে, আমার মনে হলো, পটু ঘাসি ঘাসি শব্দটাও শুনেছিলুম বুঝি।

মাডানদের ঐ হাঁদুতে কিন্তু আসল কোম্পানির নিউজ দেখান হত। টুকরো টুকরো নিউজ রীল সব, এখনকার মতো অতো বড় নয়। দেখানো সব বিভিন্ন দেশের শহরের চেহারা, প্রথম, প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিম্বা, উধাও সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে ঢেউ


নি উ স্ক্রি প্ট প্র কা শি ত ব ই

| | |
|---|---|
| গল্পলোক সুবোধ ঘোষ | ৪·০০ |
| সঞ্জয় ভট্টাচার্য বৃত্ত ও অপরা | ২·৫০ ও ৩·০০ |
| আড়রলতা বিমল কর | ২·৭৫ |
| প্রবোধবন্ধু অধিকারী প্রজাপতির রঙ | ২·৫০ |
| ছেলেবেলার দিনগুলি পশুপতি চক্রবর্তী | ৩·০০ |
| নলিনী দাস রা-কা-যে-টে-না-পা | ১·৭৫ |

প্র কা শি ত ব্য গ্র ন্থ

| | |
|---|---|
| প্রেমই ধন্বন্তরি প্রেমেন্দ্র মিত্র | ২·৫০ |

নিউস্ক্রিপ্ট ১৭২।৫, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯
এ ১৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২



রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা

রবীন্দ্র জীবন কথা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

মাত্র দুখণ্ডে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের সমস্ত ঘটনা ও কর্ম সম্পর্কে তাঁহার জীবনতথ্যের পরিচয় সাধারণ পাঠক যতদূর লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র-জীবনীকার কর্তৃক এই গ্রন্থ বিশেষভাবে লিখিত। ইহা লেখকের সুবৃহৎ রবীন্দ্রজীবনীর সংক্ষিপ্তসার নহে।

অপ্রকাশিত প্রতিকৃতি ও হস্তলিপির ('ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে') প্রতিলিপি, বংশলতিকা ও রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী সংকলিত। পৃ. ২৯৬+৮

মূল্য কাপড়ের বাঁধাই ৬, বোর্ড বাঁধাই ৮,

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী যে রবীন্দ্র-পরিচিতি-গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন ইহা তাহার প্রথম গ্রন্থ

প র ব র্তী গ্র ন্থ

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রণীত

রবীন্দ্রস্মৃতি

বর্তমানে যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিশ্বভারতী

৬, ৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মস্তিষ্ক শীতল রাখে
ও সুনিদ্রার সহায়তা করে

ভৃঙ্গল শুধু যে কেশের পক্ষেই বিশেষ উপকারী তাহা নহে, ইহা মস্তিষ্ক সুস্থ ও শীতল রাখে এবং সুনিদ্রার সহায়তা করে।

ভৃঙ্গল
সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

৫ আউন্স শিশি কার্টন সমেত ও ১০ আউন্স শিশি কার্টন ছাড়া পাওয়া যায়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

কেটে কেটে চলেছে সারি সারি সব যুদ্ধের জাহাজ।

ওখানে কখনো বা দেখাত এক বিদেশের ঐতিহাসিক ছবি। তাই বা কেন, পাশে কোথাও বড়ো ছবিও দেখেছি। মনে পড়ে এমিল জোলার 'জার্মিনাল' দেখেছিলুম। কথা নেই, একের পর এক ঘটনার নির্বাক চলচ্চিত্র। পরে হুগোর 'লে মিজারেবল্স' দেখেছিলুম। পর পর সুদৃশ্য দৃশ্যগুলি দেখানো হয়েছিল।

তবে, সত্যি কথা বলতে কী, এসবের থেকে সার্কাসের আকর্ষণ ছিল অনেক কাছে। তখন সেকেণ্ড। মরসুম কেটে গেলে বোসের সার্কাসে দুবারের জন্য কনসেসন দিত। ফালগুনীর তিথিটা হবে ঠিক মনে করে। সেদিন কনসেসন দিত। সেদিন সেখানেই অনেকের ভবলীলা সাঙ্গ হবে, ফলাফলটা জানা নেই অবশ্য, তিনি ওখানে সাজাতেন ক্যাটাকম্ব। একবার নিশ্চয়ই সবার চলা, সার্কাসের প্রায় সর্বপ্রকার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাই সেই ক্যাটাকম্ব। ফলাফলটা জানা আমার জোড়ার বেলায় ছিলেন ওস্তাদ। প্রথম সারি খালি ছিলেন। আমরা সবে চুকেছি, তখন তিনি ক্যাটাকম্বে ঢোকার মুখে। চিৎকার করে চলেছেন। আমরা সবাই ঘুরে দাঁড়ালুম। তিনি ক্যাটাকম্বের ভেতর থেকে একটা হাত মোটা মোমবাতি ধরে আছেন। হাত নেড়ে মনে হচ্ছে বোধহয় মশলাটা ঠিক লাগছে না। সে এক প্রচণ্ড খেলা দেখাবেন সার্কাসের শেষে তারই সাজানো। ঘুরতে ঘুরতে ক্যাটাকম্বে ঢুকে চলেছি। দুটি দেওয়ালে এক একটা কঙ্কাল ঝুলছে। মাঝখানে ঝুলছে একটা কঙ্কাল। একটা হাড়ের ওপর হাড় দিয়ে তৈরি। হাতের কাছে মুগুরটা। আর তাতে ঝুলছে একটা চামড়ার থলে। থলের মধ্যে একটা ছাগল ঢোকানো ছিল, হাত দেখে আমার

উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন সমবেত প্রচণ্ড করতালি বর্ষণ করে।

সেখানে সেখানে আমারও ভীষণ ঝোঁক হল সার্কাসের কসরত করার। তখন শীতকাল, ফুটবলের আয়োজন নেই। কী করি? বাড়িতেই কসরত করা শুরু করলাম। ক্রমে ক্রমে বাড়ি থেকে একেবারে ক্লাবে। তখনী-পুরে তখন যেমন বহু ক্লাব ছিল, খিয়েটারের ক্লাব ছিল, তেমনি বহু জিম-ন্যাস্টিকেরও ক্লাব ছিল। আমি যে ক্লাবে বেশী যেতুম কসরত করতে, সেটা ছিল অম্বুজ-দা'র পশ্চিমের পটীটা টার্ন হোডের কাছাকাছি, মেছোবাজারে। শিক্ষক ছিলেন পাহালোন সর্দার খেলারাম। ইনি ইংরেজীতে এ মাস্টার ছিলেন। ঐ যে সোজার সার্কাসের ওস্তাদজীর নাম করেছি, তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৯৩৭ সালে। ক্লাবে আসতেন ছেলেদের তদারক করতে। সবাই যাকে ওস্তাদ বলে ডাকে। আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম ক্লাবে ক্রমে। যেমন দিয়ে এ ওঠানো করতেন, তাতে খুব কায়দা ছিল। যেমন দিয়ে-এ অঙ্গভঙ্গী বহুদিন পর্যন্ত রেখেছিলাম। আমার এই যে ছেলেদের ঠুঁটো হাত ঠকঠকানো ঐ দিয়ে এখনো অনেকে আছে। এক বার সম্ভবত আমাও ওর বেশীর ভাগ করেছি। সেটা ঠিক না মনে হচ্ছে ঐ সময় এ ধরনের কিছু দিন করেন, তারপরই ১৯৩৯ সালে কোম্পানি হাত উঠে যায়নি। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ঐ সব এ সার্কাসে থাকত। বেশ ভালোভাবে অনুষ্ঠান হত। এসে পড়ায় ঐ দিয়ে এসে দিয়ে দিয়ে একটা বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু তবু ঐরা এখন সমাজে কুলীন হয়ে অপাংক্তেয় হয়নি, সে যেন অপাংক্তেয় হয়েও চলে না।

অবশ্য কথা, এই বয়সে ও কসরত করাটাতে আমার অনেক কাজ হয়েছে। মানুষের ওপর বন্ধু পরিচয় সম্বন্ধে সঠিকভাবে অনুভবক করতে শিখিয়েছে। কিন্তু আমার যে সাহসের মূলে ছিল এই সার্কাস আর কসরত। কোন্ জিনিস কোন্ কাজে যে লাগবে আগে থেকে কে বলতে পারে! তখন যে ব্যায়াম করেছি, এর ফলেই কি জেবেছিলুম যে, এটা পরে আমার জীবনে চলচ্চিত্রে হয়ে অভিনেতৃত্বে এতোবারে পাত্র-প্রতীপের সমান?

আরও একটি ক্লাবে এখন ব্যায়াম অভ্যাস করতে যেতাম সেটা ছিল বেলা ডাক্তার থেকে একটা রাস্তা ভিতরে ঢুকে যেখানে এখন ইন্দিরা সিনেমা হয়েছে, সেখানে। রাস্তাটা তখন চওড়া ছিল না। সরু একটা গলি ছিল, নাম ছিল ফাঁসিতলা লেন। ঐর ভিতরে যে জিমন্যাস্টিক ক্লাবে আমি কসরত করতে যেতাম, তার মাস্টার ছিলেন নলীলাল বসু। বৃদ্ধাবস্থায় সর্বজনীন নলীদা। ছেলেরা ভিমন্যাস্টিক করত, কুস্তি করত, তিনি ছিলেন ওস্তাদ লাঠি আর তলোয়ার খেলায়। এই ক্লাবের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা-জীবনেরও একটা বিশেষ সম্পর্ক ছাড়ে উঠেছিল, সেকথা পরে এক সময় বলা যাবে।

এমনি করে ১৯১১ সালের শীতকাল যায়-যায়, বাসন্তী করে তোলেছি, এমন সময় ছিমেন্দরের শেষে করতে এলো ভরত সাউ পঞ্চম ক্লাস। নিয়তির ভরত ভেবে ফেলল করলেন যে, বৎসরটা ছিল হলো। কিন্তু সত্যিই ৬৫২ অবশ্যম্ভাবে ছিল-প্রতিকারের ৬৫৩ ৫৪৩, পরে বলেছি।

অবশ্য আমার-পরে করতে গিয়ে বেশ কয়েক না ক্লাস যাচ্ছে। ১৯১১ ছাড়ে অবর ফিরে ফিরেছিলুম। অবর এসেছি ১৯১২তে। ১৯১১ ও সব কাই অবর বলা হয়েছে, ৭ম, পঞ্চম ছাড়ের ফিরেছি ছাড়া। এর এবং ছাড়ে অবর অবর ৫৩, ফিরার সাথে ছাড়ে ১৯১২-১৩ সালের ৫৮টা বাস অবর বাড়ে ৫৩-গুলি ফিরেছে ছাড়ে ফিরে পুনরায় অবর সবে ১৯১৯-৫ প্রবেশে।

ফেলাকুলা ফিরে সাহে থাকলেও ফিয়েটারের সেবা ছিলে ফেলে যাবনি। সুযোগ পেলে এই ফেলাকুলার হয়ে পড়ে।

বইয়ে এখন সুযোগ অবশ্যই ফিয়েটার করে, তাই বলিয়ে ছাড়ের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ফেলাকুলা সাজ ফিরে ৮৫ ৮৫ বছরের ছিলে অবর ছেলে ছুটি ফিরে সাহে ফেলে। ফেলাকুলার নিকটে দুপুরের দিকে বসে বসে বসে অবর ছাড়ে ছাড়ে বসে ফেলে বলি সেই। ওপরে যা হয়ে এখন ফেলাকুলা অবর ছাড়ে ৬৫ অবর দুপুরে উপরে হয়ে যাবে ফেলাকুলার পড়ে ফেলেছে। ফেলাকুলা ছাড়ে সাজে এবং ওপরে ফিরে ছাড়ে, ৫৫ ১৯৯৯ সিনে ফিরে বসে ছাড়ে একটিমাত্র ফেলা। ফিরে ফেলাকুলার পড়েছে বসেছে। ফেলাকুলা ৬৯ এক মনে পড়ছে ফেলাকুলা। এমন সময় ফিয়েটারের সঙ্গে ফেলাকুলা এসে পড়ায় সঙ্গে। ফেলাকুলা ফেলে ফেলে ফেলে ছাড়ে অবর ফেলাকুলা কী ফেলাকুলা ফেলে ফেলাকুলা। ফেলাকুলা ফেলাকুলার পড়ে ছাড়ে ফেলাকুলার পড়ে ফিরে কি ফেলে অবর ফিরে ফেলে। এই না হলেই ফেলাকুলা ফেলে ছাড়ে অবর ফেলাকুলা, ফেলাকুলা অবর ফেলাকুলা। ফেলাকুলার অবর্তমানে অবর মন নিয়েছে ফিরে একই সাজে একই ফেলাকুলা। ফেলাকুলা ফেলাকুলার ফেলে ছাড়ে ছাড়ে, সে ফেলাকুলা ফেলাকুলা ফেলে না ফেলে। আমি কিন্তু মনে মনে তখন ভয়ানক প্রবাহ হয়ে পড়ি। স্কুলে ফেলাকুলা ক্লাসে তখন পড়ি, ঘটনা-ক্রমে মেঘনাদ বধ-এর ঐ অংশটুকু পড়া ছিল


## ডাক্তার হুউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পরীক্ষা করে সহজে বাড়ী বসেই ঔষধ পাবেন। (ফোনে চিকিৎসা নিন) বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক-এর জন্য লিখুন।

**Indian Homeopathic College**
(DC.) Jullundur City.

গোর্কির মাদার অপূর্ব
কিন্তু
আমাদের মনোমোহনের
## "মাই মাদার"
ইহার নাম কুসমা মাই
মূল্য মাত্র দুই টাকা মাত্র
সবত্র বিশিষ্ট পুস্তকের বিক্রেতার
নিকটই পাওয়া যাইবে।
এজেন্ট অবিলম্বে
আবশ্যক।
লেখুন বক্স ১২৯, পাটনা-১

## জাতিস্মর কথা
শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু প্রণীত।
অবশ্য ঔষধপত্রের ছবি জন্মান্তর সম্বন্ধে বহিখানা এমনভাবে লেখা করেছে যে, ছেলের মনে পড়ই জন্মান্তরের কথা করে। অনেকের কাছে—বইখানি বহু ছবি ছাপা হইয়াছে। মূল্য—২.৫০ নঃ পঃ
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীঘটকালী কোম্পানী,
৩৫ মনোহর দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
বি এম লাইব্রেরী,
১৯৯এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

## ধবল আরোগ্য
LEUCODERMA CURE
নিশ্চয়রূপ নবজীবনদাতা ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়ত্বের দাগ, ফাটা, শুষ্কতা, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ চিরদিনের জন্য নষ্ট করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্র লিখিয়া জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, কুষ্ঠরোগ—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরোট, হাওড়া। ফোন—৬৭-২৩১৯।
শাখা—৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯

আমার। ভাবলুম, মাইকেলের রচনা তারা-পদ এমন করে আবৃত্তি করতে পারল কেমন করে! সে ত বই পড়েনি, কার রচনা তার জানবার কথাও নয়। বললে, যাত্রা শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলেছি। আজ এই কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, তখনকার কোনো যাত্রায় কি তাহলে মাইকেলের মেঘনাদ বধ অভিনীত হয়েছিল? নইলে তারপরই বা মুখস্থ করেছিল কীভাবে?

তারাপদর কাছ থেকে এরকম বহু যাত্রার বইয়ের আবৃত্তি শুনতুম। সে যখন আবৃত্তি করত, মনে হত, তার সর্বাঙ্গ যেন কথা কয়ে উঠছে! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবার জেগে উঠত অভিনয় স্পৃহা। রয়্যাল ক্লাবের সভ্যবন্ধুদের সঙ্গে ২।১টি থিয়েটার দেখেছি ততদিনে। কিন্তু সেটুকুতেই কি সাধ মেটে? জিতেনের মারফত তখন থিয়েটারের বই পড়েছি কিছু কিছু। কিন্তু নাটক পড়িয়ে জিতেনের সুখ নেই, সে আমাকে দিয়ে নাটক লেখাবেই। তারই প্রয়োচনায় অবশেষে একদিন লিখে ফেললাম এক সামাজিক নাটক। যে সব নাটক তখন পড়তুম, তারই সব সংলাপ এধার-ওধার থেকে নিয়ে এসে একত্র জুড়ে দিয়ে খাড়া করলুম এক নাটক। কোথায় হারিয়ে গেছে সেই পাণ্ডুলিপি, কিছুই তার মনে নেই। এটুকু মনে আছে, তাতে একটা কাপড় পেড়ানোর দৃশ্য ছিল। খুব করুণ। কিন্তু কী নাম দেবো নাটকের? চোখের সামনে ভাসছিল অমরেন্দ্রর বাড়ির দেওয়ালে ঝোলানো সেই থিয়েটারের ছবি—বিধুভূষণ আর সরলা। তখনো আমি তারকনাথ গাঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা পড়িনি, পড়িনি তার নাট্যরূপ সরলা। ওর গল্পটা কী তাও জানি না। শুধু ছবির সেই সরলাকে মনে করে আমার প্রথম নাটকের নাম দিলুম সরলা। এর সঙ্গে অমরেন্দ্রর কাহিনীর কিন্তু কোনো মিল ছিল না। তবে তখন (১৯০৮ সালে) নাকি সরলা থিয়েটারে 'কলঙ্কিনী' অভিনীত হয়েছে। এক টাকা দিয়ে তার এক কপি আনিয়েছিলুম জিতেনকে দিয়ে। তার প্রভাব পড়েছিল প্রচুর।

জিতেন কিন্তু শুনে পিঠ চাপড়ে দিলে, বললে সাবাস। এবার একখানা ঐতিহাসিক নাটক লেখ। মনে তখন প্রচুর উৎসাহ। ১৯০৭-৮ সালের কথা বলছি। তখন দেশাত্মবোধক নাটক ২।৩খানা পড়েছি। দিবেন্দ্রনারায়ণের মেবার পতনও বোধ হয় ততদিনে বেরিয়েছিল। ঠিক মনে করতে পারছি না। আমি রাজস্থানের একটা কাহিনী নিয়ে ঐতিহাসিক নাটকই লিখতে শুরু করলাম, নাম দিলাম অমর সিংহ। এ-ও এ নাটকের সংলাপ, সে নাটকের সংলাপ নিয়ে জুড়ে-জুড়ে দেওয়া। এর মধ্যে তারাপদর কাছ থেকে শোনা 'বঙ্গভাষা' মালার আলোও যে না ঢুকে গিয়েছিল, এমন নয়। তবে এবার বেশ ভালো করে ধরে ধরে একখানা বাঁধানো খাতায় বেশ পরিষ্কার করে লিখেছিলুম বলে মনে পড়ে।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমার পড়ার ডেস্কের ওপর জ্বলছে কেরোসিনের আলো, আমি পড়ার বইপত্তর সামনে খুলে রেখেছি বটে, কিন্তু পড়ছি না, সন্তর্পণে বসে লিখছি আমার নাটক 'অমর সিংহ'। বেশ ধরে ধরে পরিষ্কার করে আমার সেই বাঁধানো খাতাখানায়। হঠাৎ জুতোর মসমস শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুকখানা—বাবা। বোধ হয় কোনো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বেরুচ্ছিলেন। বাবা আমাকে কখনো প্রহার করেননি বা সেরকম বকুনিও খাইনি কখনো বাবার কাছে। অথচ ভিতরে ভিতরে ভয়ানক ভয় করতুম বাবাকে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে একেবারে লম্ফ দিয়ে উপস্থিত হলুম বাবার কাছে। বাবা আমাকে ওভাবে আসতে লক্ষ্য করে বোধ হয় একটু চমকেই উঠলেন, দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'কী করছিলে?' কোনক্রমে বললুম 'পড়ছিলাম।'

বাবার কোনো সন্দেহ হয় না। কিন্তু আমার ওভাবে চমকে উঠে কাছিয়ে বাবার কাছে গিয়ে উপস্থিত হওয়াটাই হল কাল। আমার ভাবভঙ্গি দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল বাবার। তিনি ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালেন আমার ডেস্কের কাছে।

তাড়াতাড়িতে খাতাখানাও ভাল করে লুকিয়ে রাখে যেতে পারিনি।

একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাই বাবার পড়ল সেই খাতাখানার ওপরে।

হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন সেখানা। পৃষ্ঠাগুলি উল্টে-পাল্টে ভালো করে দেখলেন।

তারপরে, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পড়াশুনো ছেড়ে এইসবই হচ্ছে?'

বলতে বলতে খাতাখানা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে ছুঁড়ে দিলেন মেঝের ওপরে। টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল আমার 'অমর সিংহ'। শুধুই কি তাই?

যা কখনো হয়নি, যা কখনো করেননি বাবা, তাই ঘটে গেল। আমার গালে ঠাস করে মারলেন একটা চড়।

তারপরেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন গটগট করে। (ক্রমশঃ)

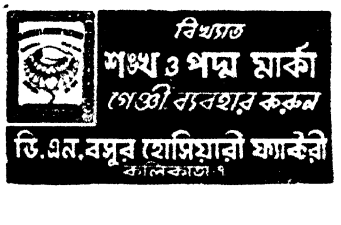


## ১৯৫৯-৬০ সালে আপনার ভাগ্যে কি আছে?

আপনি যদি ১৯৫৯-৬০ সালে আপনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা পূর্বাহ্নে জানিতে চান তবে একটি পোষ্টকার্ডে আপনার নাম ও ঠিকানা এবং কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিন আমরা জ্যোতিষবিদ্যার প্রভাবে আপনার বার মাসের ভবিষ্যৎ লাভ-লোকসান, কি উপায়ে রোজগার হইবে, কবে চাকুরী পাইবেন, উন্নতি, স্ত্রী-পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্য, রোগ, বিদেশে ভ্রমণ, মোকদ্দমা এবং পরীক্ষায় সফলতা, জায়গা জমি, ধন-দৌলত লটারী ও অজ্ঞাত কারণে ধনপ্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের বর্ষফল তৈয়ারী করিয়া ১৷৹ টাকার জন্য ভি-পি যোগে পাঠাইয়া দিব। ডাক খরচ স্বতন্ত্র। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় বলিয়া দিব। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা জ্যোতিষবিদ্যায় কিরূপ অভিজ্ঞ। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমরা মূল্য ফেরৎ দিবার গ্যারাণ্টি দিই।

পণ্ডিত দেবদত্ত শাস্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী। (DC-3) জলন্ধর সিটি।

**Pt. Dev Dutt Shastri, Raj Jyotishi, (DC-3), Jallundar City.**

# পিঞ্চলা

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

বিশ্বে নারীর বিচিত্র রূপসজ্জা। কিন্তু রূপকল্পনাটি যখন মনের, তার চাইতে সুন্দর আর কিছু হতে পারে না। সেখানে মানুষ তার মনের মাধুরী মিশিয়ে যে রূপ সৃষ্টি করে তার তুলনা নেই। সেখানে সে নিজের ইচ্ছামত রূপ দিতে পারে। তার সৃষ্টির মধ্যে সে নিজেকে ফুটিয়ে তোলে। সেখানে সে নিজেই স্রষ্টা, নিজেই সৃষ্টি।

তাই মানুষ যখন কোন রূপকল্পনা করে তখন তার মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকে। সে ছাপ কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট। কিন্তু থাকে। তাই মানুষের কল্পনা কখনো সত্য হয় না। সত্য হতে পারে না। কারণ মানুষের কল্পনা মিথ্যা হয়ে ওঠে তার সৃষ্টির প্রেরণার জন্যেই।

সত্য হল, মিথ্যা হল—সৃষ্টি শুধু থাকে। পিঞ্চলার কথা ভাবা যাক। অর্ধশতাব্দী তার আগে কল্পনাময়ী ক্লেওপেট্রা যখন ইতিহাসের মানুষ পাতালের মত তার পায়ে তলায় লুটিয়ে পড়ে, শিকারীর মত পিঞ্চলা তাদের বিদেশের সঙ্গে উল্লাসের হাসি হাসে। মানুষকে সে মানুষ করে ছাড়ে। কামদেবের শরসন্ধানকারী ক্ষীরধারার মত ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয় পিঞ্চলার চরণে—হয়ে তৃপ্তি হয় না পিঞ্চলার। অধিক শুল্ক লাভের আশায় সে আরো কৌশল বিস্তার করে, মোহিনী—ভুল মানব রূপ ধরে মরের ফাঁদ পাতে। সফলতা আসে, ঐশ্বর্যেও ও অকৃপণে সে চিরতৃপ্তি।

কিন্তু বড় পিঞ্চলা হল, জানে। চিরতরে নিজ মাটি ছেড়ে নতুনদেশে, নতুন রূপসী হওয়ার তৃপ্তিও। মনগড়া কিংবা বিকৃত পিঞ্চলা। রূপ আহরণের করে অবসর হরিণের মত সে তাকায় করেছে আবিষ্কার না হলে এমন আহরণ প্রভাব কি কভু বিস্তার করতে পারে?

কিন্তু নতুন দূর-দেশের বিস্তৃত তার অধিকার। নতুনের দক্ষিণ দিক জুড়ে তার প্রেক। রাজনিকের অধিকার সে ছেড়ে ভণ্ড ইতালি। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ইতা, সর্বপ্রথমবর্ষবর্ণিনী পিঞ্চলার আগমন সংবাদ। নতুনের দুইদিক সেই বিংশশতাব্দী বিলাসবতী মহা পুরুষ নারীর অন্তঃপুর। পুরুষদিগের ভোগ সংযমের কঠিন নিয়মিত সেখানে বন্ধন নয় উচ্ছৃঙ্খল। সে পুরীর পথে পথে প্রশস্ত আনন্দ, শান্তির পুল ভোগিতে। কিন্তু ইতা-পিঞ্চলার আগমন অকস্মাৎ পুরুষী-পরীর শান্তিভঙ্গ হয়, পুরুষ অস্থির হয়ে ওঠে। সমাজের সমাজ কি সৌন্দর্যের প্রভাবকে প্রতিহত করে। চমকের ভোগই মানুষের অন্তর্গত, পরম আনন্দ সন্ধানহীন প্রমদের। বিরাট পুরুষের 'প্যালেস্ভা

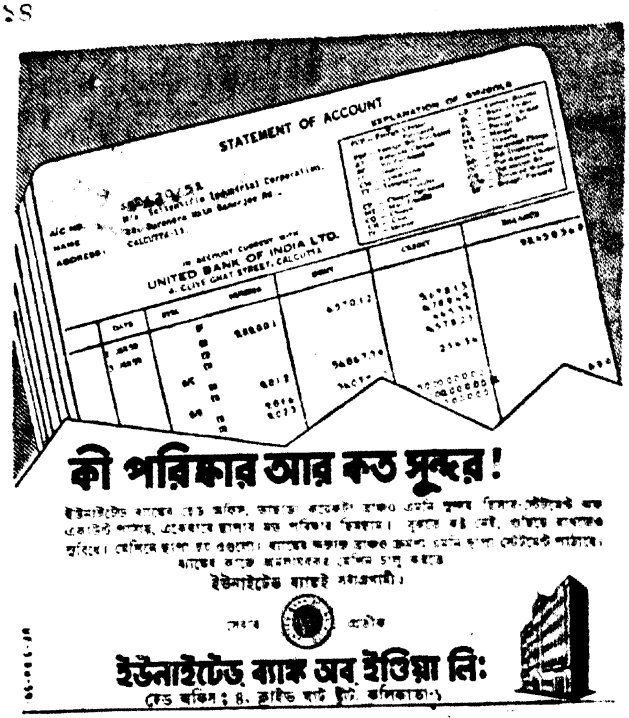


কী পরিষ্কার আর কত সুন্দর!

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের হেড অফিস, ব্রাঞ্চস্ ও কারেন্সী চেস্ট এমনি সুন্দর হিসাব-নীতিতেই কাজ করছে, এরকমের ছাপায় মত পরিষ্কার ছিমছাম। বুঝতে বড় সোজা, তাছাড়া রাখতেও সুবিধে। কেমিক্যে কাগজ হয় ওঠেনা। ব্যাঙ্কের অন্যান্য জরুরী কাজেও এমনি কাগজ সেটেরেট পাঠায়।

ব্যাঙ্কের কাজে আপনারও যেকোন চলু করতে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কই সর্বপ্রথমী।

সেবার প্রতীক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সর্দ্দি কাসিতে

নো-কাফ্

সকলের পক্ষেই উপকারী

শ্বাসনালীর প্রদাহ ও বুকে শ্লেষ্মা ইত্যাদিতে অত্যন্ত ফলপ্রদ। ফার্মাকোপিয়া-নির্দিষ্ট রসায়নের সঙ্গে বাসক, কন্টিকারী প্রভৃতির সংমিশ্রণে তৈরী। পুরানো ও হাঁপানিজনিত কাসিতে ব্যবহারের জন্য কোডিন ও এফিড্রিন সহ পাওয়া যায়। চিকিৎসকের নির্দ্দেশানুযায়ী ব্যবহার্য।

৩০ সি. সি. পরিমাপে এবং বৃহত্তর আকারেও পাওয়া যায়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

অধিকাংশ প্রভাব মানুষের প্রতি বড়কথায়, ব্যক্তিগতভাবে সকলের উপরাস। তাই বিদেহ মনের বাতাবরণের মত অক্ষুণ্ণ প্রভাব অব্যাহত থাকবে।

পুরাতন শিবমন্দিরের জেগে ওঠার বহু-কিছু। সাধারণ-সম্পাদিনীর সাক্ষাৎ নিবেদন নগরের দর্শকদের বহুমুখে প্রচারিত। একটি নয়, দুটি নয়—পাঁচ পাঁচটি ঘরে প্রদর্শনশালা। প্রত্যেকটি প্রোকোষ্ঠে সমান সুযশ। এ প্রোকোষ্ঠটির কাজে কি ইন্দ্রজাল অবতারণা? একটি নাম সৌরভাকার। সুদর্শিনী দেবীর নামের কারণ—বহুবর্ষ পূর্বের নিবিড় সৌরভ। বাসন্তী কুসুমের নিবাসের চন্দনের প্রসাধনিক বিলাস ভবন। ভ্রমর কবি পুষ্পের নিবেদন হয়ে থাকে আসে এখানে। গন্ধ প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করে হবে। বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণ করে বলে।

বিশেষজ্ঞ বলেছেন ভ্রমর। সকলের সঙ্গে বিশেষের কাজ সম্পাদনী সূত্রে। [illegible] সৌরভ সুরভিত ঘরটি। [illegible] ভ্রমর সকলের মনোরঞ্জনের মধ্যে যে সংযোগ সৌরভ প্রসঙ্গ করে এখানে। [illegible] সৌরভ সুরভিত বিশ্লেষণের [illegible] সকলের সঙ্গে সকলের আর সম্পাদনী ভ্রমর—মুখরিত হয়ে থাকে।

[illegible] প্রতিটি [illegible] বিশেষজ্ঞ [illegible] বিশেষজ্ঞ [illegible] প্রতিটি [illegible] সংযোগ [illegible] এই ভ্রমর সৌরভের কাজের কাজ হয়েছে। [illegible] প্রতিটি [illegible] একদিন [illegible] ও [illegible] কাজের [illegible] ও [illegible] ভ্রমর [illegible] বিশেষজ্ঞ [illegible] বিশেষজ্ঞ [illegible] বিশেষজ্ঞ

এখানে শাসন। এখানে কিসের গবেষণের মধ্যে সমাধি ধ্বনিত হয়, রহস্যময় পরলোকের কক্ষ দ্বারোদ্ঘাটন থাকে। শিশুরা এই কক্ষে ইতিহাসের নায়কদের ঘুমে বিভোর করে রাখে। প্রাচ্য নায়ক, মধ্য নায়ক সমাধির সমাধিতের মধ্যে তাকে ধীরে নতুন নিস্তব্ধতা করে। শিশুদের বিশ্রামাগার এই পুরী। এখন থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, ওপরের নিসর্গ অবকাশ।


হোমিওপ্যাথিক

# পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার

উপরোক্ত অংশে হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং প্রাথমিক মনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রভৃতি রহ, যাহা পূর্বে কখনও প্রকাশিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে ঔষধের রোগের ইতিহাস বর্ণনায়, রোগীর পথ্য নির্ণয় এবং চিকিৎসা পদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে রোগের লক্ষণ ভেদে, রোগের লক্ষণ ও লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধের উপযোগিতা ও ঔষধের ক্রিয়াশক্তি ও ক্রিয়ার ভেদ এবং এক নজরে পরীক্ষা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিনা সাহায্যে ... মূল্য—৫ ২০ ন.প. মাত্র

এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

হৈমন্তিক কার্যালয় ৫৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট রোড কলিকাতা—১



বাংলার ভাইবোনকে মাতৃপ্রভায় উপহার দিবার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দেবীচরিত—(জীবনী)

# —ভগিনী নিবেদিতা—

আপনি কি জানেন? জানেন কি ভারতীয় ও বিদেশী কাদের প্রেরণাদাত্রী কে? আপনার মাতৃভূমির জন্য সর্বস্ব মন প্রাণ দিলে দিতে পারিবে উৎসর্গ কে? বৈচিত্র্য ভরপুর যিনি ভোগবিলাস যিনি পুষ্পসম প্রতিমুহূর্তে তাঁর মহাজীবনের শুধু যা শ্রেষ্ঠ, যা মহত্তম—তাই দান করেছেন—তিনিই ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর প্রথম পূর্ণ ও জীবনী লিখেছেন—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।

—প্রকাশক—

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা স্কুল

কলিকাতা। দাম—৩ ২০

স্বাদে ও গুণে.....আদর্শ স্থানীয়।


সাধের জীবনই শুধু উৎসর্গিত নয়। দেহেরও। সুকুমারীর তার পরিচয়। তিনি ছিলেন। বিদেশের হয়ে ছিলেন তার অধিকার। পরিচয়দায়িনী বিদেশের সুধা-প্রিয়া সে গরবিনী। তাদের এক সমান। ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তার হৃদয় সাধনা প্রতিষ্ঠিত তার পবিত্রতা। সে সুধা স্বর্গবাসী।

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ২৲
বীরত্বে বাঙালী ১৷৷০
বিজ্ঞানে বাঙালী ২৷৷০
বাংলার ঋষি ২৷৷০
বাংলার মনীষী ১।০
বাংলার বিদুষী ২৷৷০
আচার্য জগদীশ ১৷৷০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৷৷০
রাজর্ষি রামমোহন ১।৷০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিয়ন্ত্রণে মত ও পথ)
● সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ ●
—সর্বাধিকবিক্রিত জনপ্রিয় তথ্যবহুল
সংক্ষিপ্ত সুলভ বাংলা সংস্করণ—
প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তব সাহায্যকারী একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ডাকব্যয় সহ ৭৮ নয়া পয়সা. M. O.তে অগ্রিম প্রেরিতব্য। এত অল্পমূল্যের পুস্তক ভিঃ পিঃ হয় না। প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎ বা ফোন বেলা ১টা—৬।৷টা। রবিবার বন্ধ।
ফোন : ৩৪—২৫৮৬
মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন
(Family Planning Stores)
রুম নং ১৮ * টপ ফ্লোর
১৬৬, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
(বৌবাজার-আমহার্স্ট ষ্ট্রীট জংসনের উত্তরে)

একজিমা
ও অন্যান্য চর্মরোগে
লিচেনসা
ব্যবহার করুন
OC2 11
সর্বত্র পাওয়া যায়

কিন্তু সুখী কি হয়েছিল পিঙ্গলা? তার হৃদয়ে সুপ্ত ছিল অপরিমিত আশা, প্রচ্ছন্ন ছিল পুষ্পকেশরে কীটের মত কামনা। দুর্বার লালসা মাঝে মাঝে চঞ্চল করে তুলত তাকে। বিহ্বলার মত দর্পণে দেখত তার নিজের রূপ। এ রূপ কি দিকে দিকে অগ্নিদাহ সৃষ্টি করতে পারে না?—কিন্তু পরমুহূর্তেই, প্রাণপণে আত্মদমন করত। ছি ছি এ কি কুটিল পিপাসা! অন্তরের নিভৃততম প্রকোষ্ঠের কদর্য আকৃতি অন্তঃকর্ণে শুনে সে নিজেই শিউরে উঠত, ভাবত, না—না—এ পাপ! বিধাতার নিয়মের বক্ষদেহ সৌভাগ্যবতী সে, সে সৌভাগ্যবতী সুপ্রিয়া। স্বামী তার নিয়মের নিয়মের দিকপাল।

কিন্তু হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কামনাই কাল হল তার, রূপ হল কামনার ইন্ধন। অধর্ম পরে কাম। ভুবনসুন্দর তার রূপ, মুখে মোহন হাসি, চোখে মোহের মদিরা। একদিন সে দেখা দিল পিঙ্গলার বহির্দরজায়। বিহ্বলা হল পিঙ্গলা। প্রথমে লক্ষ্য করেনি, ক্রমে লক্ষ্য করল—তৃষ্ণাতুর সৃষ্টি সুপ্ত কাম সেখান্থ তাকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেখান্থ যেন অন্তরের পূর্তিটি রেখা। কলঙ্কসব সৃষ্টি সহসায় বুঝতে পারে নারী মুহূর্তে লজ্জায় বঙ্কিম হয়ে উঠল পিঙ্গলা সর্বাঙ্গে শিহরণ, কিবা কিবা মুদ্রণ কম্পন। দ্রুত পায়ে এক পিঙ্গলা পালিয়ে যেন মুক্তির নিশ্বাস ছাড়ল সে। তবুও ঘনঘন নিশ্বাস, সেইসব অসংযত উত্তেজনা।

পরদিন সবে ভোর পিঙ্গলা পতিব্রতা নারী সে ধর্মে ও কর্তব্য প্রতিষ্ঠিত তার পতিব্রতা। সে কি ব্রতভ্রষ্টা হতে পারে? সতীত্বের স্বর্গ দ্বার প্রতিহত করে পিঙ্গলা —সে ব্রতভ্রষ্টা হবে না। পতিই সতীর দেবতা পতিই নারায়ণ—পতিই সতীর ধ্যান, পতিই স্বর্গ।—পিঙ্গলার পতিব্রতার বন্ধ হয়ে যায়, অন্তরে সঞ্চারিত হয় শুচিতা।

কিন্তু সুন্দরের মন। কোন ফাঁকে কখন কামের মুখখানি মনঃসরসীতে ভেসে ওঠে। সে যেন উগ্র দৃষ্টিতে পিঙ্গলার রূপসুধা পান করছে। এত রূপ তার? এত রূপ পিঙ্গলার? নিজের রূপ সম্পর্কে পিঙ্গলা সচেতন হয়ে ওঠে, নিজের রূপের কথা চিন্তা করে আত্মপ্রসাদ জাগে মনে, ক্রমে ভেঙে যায়, নরম হয়ে আসে মন। তার রূপ দেখে যদি তৃপ্ত হয় কেউ, ক্ষতি কি? দৃষ্টিভোগে দেহ কি অশুচি হয়?

এমনি করেই উন্মুক্ত হয় কামনার অর্গল। মনের অতলে কোথায় সুপ্ত থাকে কামনা, মানুষ জানতেও পারে না। ধর্ম, কর্ম প্রচ্ছন্ন প্রবৃত্তি। সহসা একদিন সেই কামনা সুপ্তিভঙ্গে জাগে ওঠে। শিউরে ওঠে মানুষ! চলে প্রাণপণ আত্মসংযম। ক্রমে স্তব্ধ, ক্রমে শৈথিল্য—শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ। প্রবল জোয়ারে তখন ভেসে যায় বিবেক, ধর্মবুদ্ধি—তরঙ্গে উত্তাল দেহ, অন্তর।

এই অবস্থাই হল পিঙ্গলার। সতী নারী হল কামের অবৈধ কামিনী। ভোগেচ্ছা নদীর মুক্তিতে আত্মসমর্থন করল, পৃথিবীতে কে কামনার দাস নয়? কাম না নর রোমাঞ্চ, কামনা সৃষ্টির পুলক। সোহহংকামহং—তাই ভোগেচ্ছা সৃষ্টির সূত্র। ভোগতন্ময় মিথুন-সমাজ, সপ্তভোগী সহস্রাংশু সূর্য। সহস্র মুখে রসসম্ভোগ করেন তিনি। উদ্দাম, উদ্ধত পিঙ্গলা।

কিন্তু পিঙ্গলা তখনো বোঝে নি, সে ক্রমঃ ক্রমঃ উপভোগের কামনায়

ভুলে নিয়তি নহে কামের। মুহূর্তমনীর শয়ন সর্বনাশী রাত্রি। রহিবে মত তার সকলই স্বপ্ন, প্রভাত প্রভাত পিঙ্গলা—নিশীথ তার সত্য। তৃপ্তিমিত্র মুহূর্তের ক্লেদ নেই, অতৃপ্তি ক্লেদের নেই শান্তি।

অপরিমেয় ভোগাকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠল একটা নৈরাশ্যবোধের কাছে এসে তৃপ্তি নেই, তৃপ্তির আশাও নেই। কেন সে হবে না বহু ভোগ্যা? সৃষ্টি ভোগময়। ভোগাকাঙ্ক্ষাকে কেন সমাজনীতির বেড়াজালে বেঁধে রাখার চেষ্টা? সে ছাড়বে, সবার বাঁধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে সে বিরাট কারো বিশেষত্বের কি মূল্য? কি মূল্য এই মুক্ত পিঙ্গলার? সৃষ্টির আদি উষালগ্নে আদম ও, ইভলিনও ছিল। তাদের মধ্যে তখন কোন বন্ধন ছিল না। তবু আজ তাদের মধ্যবর্তী বন্ধন আমাদের কাছে কাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ হয়ে পিঙ্গলা বুঝতে পেরেছে নিজের ভুল করে ফেলেছে। পুরুষ পুরুষ নয়ে যার কাছে আত্মদান নারী নিজের বিলিয়ে দিতে যেন কোন কিছু বাকি রাখে না। ভুল করে ফেলেছে পিঙ্গলা, ভুল ভাঙতে হবে। তার জন্য যে মূল্য দিতে হয় তাও দিতে হবে। ভুল করে যে পাপ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার জন্য যে শাস্তি তাও নিতে হবে।

অপরিমেয় ভোগাকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠল একটা নৈরাশ্যবোধের কাছে এসে তৃপ্তি নেই, তৃপ্তির আশাও নেই। কেন সে হবে না বহু ভোগ্যা? সৃষ্টি ভোগময়। ভোগাকাঙ্ক্ষাকে কেন সমাজনীতির বেড়াজালে বেঁধে রাখার চেষ্টা? সে ছাড়বে, সবার বাঁধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে সে বিরাট কারো বিশেষত্বের কি মূল্য? কি মূল্য এই মুক্ত পিঙ্গলার? সৃষ্টির আদি উষালগ্নে আদম ও, ইভলিনও ছিল। তাদের মধ্যে তখন কোন বন্ধন ছিল না। তবু আজ তাদের মধ্যবর্তী বন্ধন আমাদের কাছে কাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ হয়ে পিঙ্গলা বুঝতে পেরেছে নিজের ভুল করে ফেলেছে। পুরুষ পুরুষ নয়ে যার কাছে আত্মদান নারী নিজের বিলিয়ে দিতে যেন কোন কিছু বাকি রাখে না। ভুল করে ফেলেছে পিঙ্গলা, ভুল ভাঙতে হবে। তার জন্য যে মূল্য দিতে হয় তাও দিতে হবে। ভুল করে যে পাপ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার জন্য যে শাস্তি তাও নিতে হবে।

বৃদ্ধ হলেন বিধাতা পুরুষ। সমুদ্রের মত তাঁর এক বিরাট চক্ষুগোলক। সৃষ্টি তুমি, সৃষ্টিকর্ত্রী বাঁচবার। অপরিমিত তোমার আশা, অসমা ভোগলালসা। স্বর্গ থাকে পরে হয় তোমার। বহু মানুষেরই ভোগ্যা হও তুমি, স্বর্গে নয় মর্তে।

লালসায় অন্ধ পিঙ্গলা, ভাবতে পারেনি কি হতে পারে উগ্র লালসার পরিণাম। বিধাতার বাঁকা চোখে যেন অন্ধকার দেখল সে। সুপ্রিয়া সে, স্বর্গের বন্দনীয়া, তাকে আশ্রয় করতে হবে মর্তের ভোগ দেহ? আর্তনাদ করে উঠল পিঙ্গলা, লুটিয়ে পড়ল বিধাতার চরণমূলে, অতি করুণকণ্ঠে মিনতি করল 'ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। দারুণ অভিশাপ ফিরিয়ে নিন।'

কামিনীর করুণ ক্রন্দনে কোমল হলেন করুণাঘন কমলযোনি। কিন্তু কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর মত অপ্রতিহতবেগ বিধাতার বাক্য। যথাসম্ভব কোমল স্বরে বললেন তিনি স্বর্গভ্রষ্ট তোমাকে হতেই হবে। অপরিমিত আশা, অতি লালসার ফল ভোগ করতেই হবে তোমাকে।'

'এ অভিশাপ থেকে কি কোনদিন মুক্ত হব না আমি?'—পিপলাদ চোখে অন্ধ, কাতর কণ্ঠ।

করুণাময় বিধাতার নয়ন ছলছল করে। সন্তের আঘাত স্তব্ধতার চেয়েও গভীর হয়ে বাজে। পাপী কি পাপমুক্ত হবে না? কামনার অনলে পুর্ণাহুতি দিয়ে কামিনী কি শান্তি লাভ করবে না? ধীরে ধীরে প্রসন্ন হয় বিধাতার বদনমণ্ডল, অভয়বাণী উচ্চারিত হয় তাঁর কণ্ঠে: 'অতি আশা দুঃখের মূল। অত্যাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হলে সুখ সুদূরপরাহত। স্বর্গের দ্বার নিশ্চয়ই খোলা থাকবে তোমার জন্য। যদি কোনদিন আশার নিবৃত্তি হয়, যদি কোনদিন সুখাবহ নির্বেদ লাভ করে তুমি, সেই দিন আবার স্বর্গে ফিরতে পারবে। কামনার শ্মশানে স্বর্গে সেদিন আবার প্রতিষ্ঠিত হবে সুকৃতিপ্রভার আসন।'

অন্তর্হিত হলেন বিধাতা পুরুষ। দেখতে দেখতে জ্যোতির্ময় স্বর্গলোক থেকে পতন হল পিপলাদের। তার আশ্রয় হল বিদেহ নগরের তমসলোক। নগরের দক্ষিণ দিকে অধিকার বিস্তৃত করে পিপলাদ হল


সমরেশ বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস

# রাণীর বাজার

এক টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অভিনব উপন্যাস

যে সুযোগ বিনা অপরাধে একদিন মাসেক ক্লিনিকের কবলে নেমে তোকে বধ হয়েছিল, বিনা প্রতিবাদেই সে গ্রহণ করেছিল সেই কবলকে। কিন্তু অনুকূল আবর্তনে অনায়াসেই সে ফিরে এল প্রেমময়ী স্ত্রীর ভূমিকায়। কিন্তু অতীত তার পিছু ছাড়ল না। যে ছিল গোপন তা আবার ব্যক্ত হল। তারপরহীন সমাজ বিদ্রূপের স্বরূপী আর সাজানো সংসারের সমাদর নাড়িয়ে চিরদিন তাকে বলে যেতে হল—'বিবসন করে, বিবসন করে আমায় বিশ্বজন করে।'

# কথা কও

লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিপুণ সমাজের কাছে এগিয়েই উত্তর খুঁজেছেন।

● আড়াই টাকা ●

পথের পাঁচালীর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অন্তত বাংলা ভাষায় এই প্রথম। তথ্যসমৃদ্ধ সুলেখক অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ এম. এ, পি. আর. এস. সেই অভাব মিটিয়েছেন।

৩ পাঁচ টাকা ৩

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এর

# কাজী নজরুল প্রসঙ্গে

৩৩টি অধ্যায়ে বিধৃত বিরাট স্মৃতি কথায় নজরুল জীবনের অনেক অজানা তথ্য স্থান পেয়েছে। আট ফন্টে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটির দাম মাত্র ৮য় টাকা।

অন্যান্য গ্রন্থ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| শ্রীমতী সংঘমিত্রা | শঙ্খবতী | উপন্যাস | ২·০০ |
| শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী | — মহামরণ | উপন্যাস | ২·৫০ |
| শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ | — কনাকা | নাটক | ২·৫০ |
| | — বরনারী | গল্পগ্রন্থ | ২·৫০ |
| শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ | রক্তগোলাপ | কাব্যগ্রন্থ | ২·৫০ |

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

শিবরাম চক্রবর্তীর

## হর্ষবর্দ্ধন বনাম গোবর্দ্ধন

মৈত্রালী রায়চৌধুরী অনূদিত

গোটের আত্মজীবনী

## স্বপ্ন ও সত্য

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী : ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা—৫ ফোন : ৫৫-৪৪২৫

(সি ৮৮২)

পুংশ্চলী। তার বৃত্তি সাংকেতবৃত্তি। স্বর্গের সুখপ্রিয়া হল মর্ত্যের ভোগাতুর, কামার্তা পঙ্কিলবধূ। লোভ, লালসা ও আশার শেষ নেই তার।

স্বপ্ন ভেঙে যায়। এ যেন এক মোহকর নেশার ঘোর। পিঙ্গলা ভাবে, এ স্বপ্ন কি সত্য? পরক্ষণেই ভুল বুঝতে পারে পিঙ্গলা—এ সৃষ্টির মোহিনী মায়া। স্বপ্ন মিথ্যাকেও এমন করে সত্যের মত মনে হয়, সত্য—অতি সত্য। মিথ্যাই হক স্বপ্ন, সে আশা ত্যাগ করবে না। কি তৃপ্তি তার পৌরুষে! কি প্রমত্ত সম্ভোগ-সুখে! মিথ্যার সৃষ্টি কল্পনার স্বর্গ। পিঙ্গলা সে স্বর্গ কামনা করে না। মর্ত্যের ভোগবতীর চেয়ে বড় অমরাবতী আছে কি?

নিদ্রার জড়তা ভেঙে উঠে বসে পিঙ্গলা। ঘরে ফিরে স্বপ্নের কথাই মনে হয়। বহুভোগ্যা সে। ক্ষতি কি? অমিতাচারী যে নয়? রহস্য, বিষ্ণু, শিব—সে একনিষ্ঠ? সকাম ইন্দু, সকাম সোম। ভোগবতু আকাঙ্ক্ষা কি কোরো পিঙ্গলার? কামনার আকণ্ঠ মগ্ন হিংসুটে? দেহের পুংশ্চলীবৃত্তি নয়ন-লোভন—কিন্তু মনের স্বৈরাচার? লোকে দেখে না, কিন্তু মানসিক স্বেচ্ছাচারের কি সীমা আছে? কে জানে, তোমার মনে মনে তপস্থে কি কুৎসিত কামনার তরঙ্গ!

উত্তেজিত হয়ে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় পিঙ্গলা। শূন্যোদ্যানের পরক্ষণপথে দেখা যাচ্ছে প্রথম সূর্যের রক্তিম আকাশ যেন সহস্র কামনার রক্তশিখা জ্বলে। একটা নতুনপথি উঠছে উর্ধ্বে, শূন্যে। সে উঠছে। আশার শেষ নেই, শেষ নেই। আশার শেষ হল সর্বনাশের নিঃসীম নিস্তব্ধতা। তুলনায় কে চায় সেই নিস্তব্ধতা? কল্পনার কাছে কল্পনা তার দাম আসে নিত্যনব ঐশ্বর্য, রূপরস, শক্তিমদ, ভোগোল্লাস। ওই সমুদ্র, ওই ধনুষ্য, ওই কল্পবৃক্ষ—পিঙ্গলার কটাক্ষের দাস। এত গৌরব কার? কোন্ বিজয়িনী নারী অলন্ধিপতি, পাঞ্চালাধিপতিকে আকর্ষণ করতে পেরেছে?—পেরেছে সে—বিশ্বের মনোমোহিনী পিঙ্গলা। সগর্ব পদক্ষেপে সে গবাক্ষের দিকে অগ্রসর হয়।

বেলা শেষ হয়ে আসছে, কর্মক্লান্ত বিশ্ব। বিশ্বের মন বিশ্রামমুখী। শুধু মন নয়, দেহও। পূর্বদিগন্তের দিগ্‌বধূ মেঘ-কাজল মেঘাম্বরী পরিধান করেছে। পথিক-বধূর অপেক্ষার সমাপনের এই-ই সময়। চঞ্চলা হয় পিঙ্গলা। তাকেও সজ্জিত হতে হবে। সংকেতোপজীবিনীর সংকেত কেবল অপেক্ষাতেই নয়, আহ্বান প্রত্যাহ্বানেও। কৃত্রিম প্রসাধনে আরো সুন্দর হয়ে ওঠে সংকেতোপজীবী।

আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখে। আজ সে সত্যিই হয়, সত্যিই হয়ে স্বয়ম্বরসভা উপস্থিত হয়। সে আকর্ষণ করবে সবচেয়ে দামি খরিদ্দার। ঐশ্বর্য তার চাই, ঐশ্বর্যশালিনীর মত ঐশ্বর্য। তবে আসবে তারা। পিঙ্গলা ভাবে, 'এ জগতে অর্থ অনর্থের মূল'। হক তাই—অর্থ অনর্থের মূল নয়। পিঙ্গলা ভাবে, অর্থই পুরুষের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে। অর্থই পুরুষের মধ্যে সৃষ্টি করে প্রকৃষ্ট আকর্ষণ প্রবলতা, যার সে নেই। তাই তার কাছে অর্থ, অর্থের কি প্রয়োজন? [illegible]

[illegible] পিঙ্গলা [illegible] কাজল [illegible] কপোলে [illegible] কুঙ্কুম [illegible] কণ্ঠে [illegible] সে [illegible] কটিতে [illegible] নেবে [illegible] সে [illegible] কাঁচুলি [illegible] কটিবাস [illegible] কণ্ঠে [illegible] মুক্তাহার [illegible] কর্ণে [illegible] কুণ্ডল [illegible] হাতে [illegible] কঙ্কণ [illegible] বাহুতে [illegible] কেয়ূর [illegible] পায়ে [illegible] নূপুর [illegible] সে [illegible] সাজসজ্জা [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] সে [illegible] দর্পণে [illegible] নিজেকে [illegible] দেখে [illegible] নেয়।

সোৎকণ্ঠ সে তাকিয়ে আছে পথিকের প্রতীক্ষায়, কটাক্ষে মোহিনী মায়া।

ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে নাগানন্দকে। দ্রুত এগিয়ে আসছে সে। নাগর নাগানন্দ। কি বিপুলা দেহ! মুখে সঘন উল্লাস। ঘিন-ঘিন করতে থাকে পিপাসার সর্বাঙ্গ। ঘৃণায় সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। উৎসাহী নাগানন্দ পথের বাঁড়ায় মুহ্যমানা গন্ধর্বীর করে উল্লাস ছাড়ে। পিপাসা ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। নাগানন্দ একটু প্রতীক্ষা করে, তারপর গন্ধর্বীর নৈবেদ্যের ধীরে ধীরে ঢাকা খুলে সম্মুখপথে।

একে একে আসেন বোধিসত্ত্ব কুকুরকেতু। ওদের দেখে পিপাসা হয়ে সংবরণ করতে পারে না। কুকুরদের অপমানে, সারাক্ষণ মিটমিট করেছে চক্ষু, তারপর এই সহচরী করছে পরিত্যাগ করে সরাসরি। কুকুর-কেতু ডাকে কুকুর। ওদের ডিসিপ্লিনে কোথাও বাধে না। কিন্তু সেই, নাগানন্দ নিবেদনের সামগ্রী। কি আছে ওদের? কাছেই সে কি পড়ে ওরা? কুপোষ্য-আহার মাত্র। পিপাসা পরম তাচ্ছিল্যে পায়ের নখ ওদের উচ্ছিষ্টের নৈবেদ্যে নিক্ষেপ করে ওদের দিকে ফিরে চায়।

[illegible] ওদের ডাকে সাড়া দেয় না কুকুর। ওরা সকলে ঘুরে ঘুরে ঘেরে পিপাসাকে। [illegible] ওদের ঘেরাও করে ফেলে। পিপাসা [illegible] ওদের ঘেরাও ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে না। [illegible] ওদের উচ্ছিষ্টের নৈবেদ্যে ওপরে

পণ দিতে ওর মুখ শুকিয়ে যায়, হাই তোলে, তুড়ি দেয়। তারপর বলে, 'রূপের জন্য এত রূপো!' চোখ দুটো ওর এত বড় হয়ে ওঠে। পিংগলা ধনঞ্জয়কে সংকেত করে না। ধনঞ্জয়ের শুষ্ক মুখ আরো শুষ্ক হয়। পিংগলা কি পিওনা টাকার চক্রবৃদ্ধি কষছে? আপন পরেই অন্ধকারে মিলিয়ে যায় ধনঞ্জয়। পিংগলা নূতন নাগরের আশায় আবার সম্মুখপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

নিবিড় হয়ে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধকার তমঃপ্রচ্ছদিতা ধরণী। রাজপথে জ্বলে উঠছে দীপাবলী। আঁধারের বুকের আলো ও দীপ যেন অন্ধকারের পলাগলা। কৃত্রিম রূপের সজ্জায় অন্ধকারের মন ভোলায়। পিংগলাও বুঝি ওই দীপের মত। মুচের মন ভোলাবার জন্য দেহলীটে দাঁড়িয়ে আছে সে। কই, কেউ তো আসছে না? পিংগলা বারুণীভবন ত্যাগ করে আসে ণিময় পুরে। মণিমাণিক্যে খচিত মণিপুরে। দীপালোকে জ্বলজ্বল্ করে জ্বলছে

পিয়ার্স সাবান—বিশুদ্ধ গ্লিসারিনযুক্ত সৌন্দর্য্য সাবান—আপনার ত্বকের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্য্যের পক্ষে এত নিরাপদ। সুগন্ধ পিয়ার্স সাবান আপনার সৌন্দর্য্যচর্চ্চার নিত্য সঙ্গী হোক। শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও পিয়ার্স আদর্শ।
পিয়ার্স ট্যালকাম, এত মখমলের মত মোলায়েম, এত অপূর্ব সুগন্ধ—আপনাকে সারাদিন সতেজ, সুন্দর রাখে। সুদৃশ্য হাল্কা হলুদ-সবুজ-সোনালী টিনে পিয়ার্স ট্যালকাম কিনুন।

.....TAS2 BG

এ এ্যান্ড এফ্, পিয়ার্স লিঃ লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

স্ফটিক, নীলা, গোমেদ। কে যেন কুল-ঝুরিতে আগুন দিয়েছে। শিপালার নয়নে আলার মণিদ্যুতি, কল্পনায় রক্তের ফুল-ঝুরি। আসে-পাশের সংকুল সংবৃত করে সে দাঁড়ায় মণিপুরের অলিন্দে।

পুরদ্বারে ক্রমে এসে উপস্থিত হল বণিক অপালা রত্ন শ্রেষ্ঠী সমান শ্রেষ্ঠ। অপালারাজের রত্নখনিসমূহের পরিদর্শক অপালা রত্ন। অতিশয় কর্মদক্ষ। বহির্দর্শিকা তাঁর অপার-সীম কুশলতা। মন তার বহির্মুখী। কিন্তু অপালারাজের অনুরোধে বাইরে বহু দূরে যেতে পারেন না তিনি। রাজার সঙ্গে কি যেন একটা গোপন এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাঁর। রক্তকুসুম কোনদিনের মত তাঁর পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসক্ত। শ্রেষ্ঠী সমান শ্রেষ্ঠও প্রচুর সম্পদ ও শক্তির অধীশ্বর। লোকে বলে, অপালারাজের সৃষ্টি সমান শ্রেষ্ঠ, তবেই প্রসন্ন রাজার শ্রীবৃদ্ধি। তাঁরই এসেছেন শিপালার রত্নখনি হতে। রত্ন রত্ন রত্ন কত রত্ন, কত উপঢৌকন! কিন্তুদের অকিঞ্চন।

তবু মন ওঠে না শিপালার। এবং প্রকৃত রত্নের ঐশ্বর্য এদের চেয়ে অনেক বেশি হয়তো রক্ষা করছে অপালার প্রাসাদ। অপালারাজের শিপালা ক্ষণিকের হয়ে গেল। চোখে হল অন্ধকার আসন। অপালা রত্ন সমান শ্রেষ্ঠীকে সে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দেয় ঐশ্বর্যের উপহার। অপালা কোথায়? শিপালাকে কি সত্য সত্য বিদায়ের চুম্বনে? দীপ্তি, দীপ্তি নেমে শিপালা দেখতে পেল করে এবং চোখে আর কোনোকিছু পড়ছিল অথবা।

কিন্তু অপালা না হলে আর কেউ। অপালা, নিত্যা অপালা। তাকে শিপালা। এখন যেন মনে সন্ধ্যা পশ্চিমাকাশে লাল চতুর্দশীর চাঁদ এখনো প্রথম সন্ধ্যা। চতুর্দশীর চাঁদ, মানে কিছু হাসি। সে ও যেন প্রতীক্ষা-আকুল। সমুদ্রপ্রিয়া চাঁদ তার হাসি বন্ধুকের সাগরের মনন শিপালার অপালা বন্ধুকার সে। চাঁদের দিকে চেয়ে বিদ্রূপ হাসি হাসে শিপালা, চলবে তাকায় নিজের প্রতি। অপূর্ণ চাঁদ, ক্ষণিকের—কিন্তু সে পূর্ণ, ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ তার যৌবন নিখুঁত তার অঙ্গশ্রী। মণিপুরের অসংখ্য মণি চোখের দৃষ্টিতে তার প্রসাধিত পূর্ণ দেহের স্পর্শ কামনা করছে।

শুক্ল চতুর্দশীর চাঁদ অস্ত গেল, অস্ত গেল অতৃপ্ত কামনা বুকে নিয়ে। দূরে দূরে কোথাও উঠল শিপালার হাসি। মণি-পুরের মণিকান্তি যেন অস্তহিত বোধ হচ্ছে। ওরা কি উপহাস করছে শিপালাকে? ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে শিপালা হস্তে অগ্রসর হল চতুর্থ পুরদ্বারের দিকে।

চিরসমীরিত অনাহতপুর এখানে। পাণ্ডুরাজ, অপালারাজের অতি প্রিয় প্রমোদাগার। স্বাদশদল পদ্মের ধ্বজায় শোভিত ভবনশীর্ষ। মকরকেতন সদৃশ সে ধ্বজা মুনির মানসবিভ্রম সৃষ্টি করে। এই ভবনে কত রাতে কত উপহাস চপলা করেছে শিপালা, নিত্য অবহীর্ণ হয়েছে উর্বশী, রম্ভা, মেনকা বিদূষকপদীর ভূমিকায়। হাস্যচপলা হাসির নয়নে সে বাঁধা দেখেনি কোনদিন, দেখেছে কামনার আগুন, অনুরাগের সঞ্চিত। কিন্তু অবহেলাকে জয় করে বিজয়ের উল্লাস অনুভব করেছে শিপালা। কিন্তু আজ ভিখারী, নিত্য অবহেলাকে সে কামনা করে না, তবু লক্ষ্য আজ ধনকুবের অপালারাজ, প্রবেশকে সে আজ চায় প্রসন্নচিত্তরূপে।

স্মরীর আলো অপালার সৃষ্টি বুলিয়ে নেয় শিপালার কণ্ঠহার, কাঞ্চী সখা সম্মিলিত। সাতনরী হারের দুটি লহর যেন স্বচ্ছ


# রবিন আলট্রামারিন

সব সময়েই ঘরে থাকা চাই

রবিন আলট্রামারিন এক মুহূর্তে অতি নিখুঁত নীল গুঁড়ো। এ অতি সহজেই এবং তাড়াতাড়ি আপনার সঙ্গে মিশে যায়। শেষবার ধোবার সময় এই গুঁড়ো সাবান আপনার সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই সব রঙ্গের সাদা জামা-কাপড়ই স্বাভাবিক অনাবিল ধবধবে ভাব ফিরে পাবে।

যে-কোনো রঙ্গের জন্য পাকাবো-র পর আমাদের নীলের চাইতে রবিন আলট্রামারিন অনেক সস্তা। আপনার বাসীর কাপড়-চোপড় ধোবার জন্য এক পয়সার রবিন আলট্রামারিন সব সময়েই এনে রাখুন।

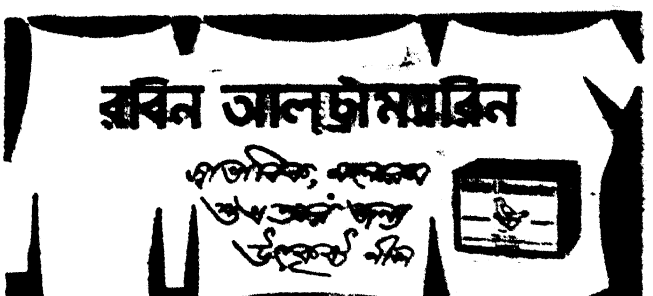


এটলাস্টিন (ইং) লিমিটেড, (ডিভিশন, বার্মিং)

ঝরনার মত উন্নত পাইাড় ভেদ করে নামছে। হস্তদর্পণে সে চর্চিতে নিজের মুখ, কেশ-পাশ দেখে নেয়। একটু শিথিল হয়েছে কবরী, চূর্ণ কুন্তল ছড়িয়ে পড়েছে কপালে। নিমেষে কেশবিন্যাস করে নেয়। অধরের তাম্বূলরাগ একটু ম্লান হলে করঙ্ক হতে একটি সুবাসিত তাম্বূল মুখে দেয়। মুহূর্তে রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়ে অধরে, গণ্ডে। বঙ্কিম ভ্রূযুগল অনঙ্গের উদ্যত ধনু, কটাক্ষ কুসুমশর। অনাহত পুরের বহির্দ্বারে দাঁড়ায় অনঙ্গমোহিনী।

মনোভব পদ্মাসেবর রথারূঢ় হয়ে কেউ আসছে না?—হাঁ, পদ্ম অধ্যবযোজিত রথ। পিঙ্গলাই সামনে এসে থমকে দাঁড়াল, একটা চঞ্চল গতি যেন স্তব্ধ হয়ে গেল চোখের পলকে। রথ থেকে নামছেন পাণ্ডুরাজ 'অনঙ্গ'। সর্বাঙ্গে চঞ্চল বিদ্যুৎতরঙ্গ —চপলমতি পাণ্ডুরাজপতি, সংকল্প-বিকল্প চির-অস্থির। বদনে, নয়নে, বক্ষে, চরণে সেই চাঞ্চল্যের তরঙ্গ। বহুবিস্তৃত তাঁর রাজ্য, বহুবিস্তৃত ক্ষমতা। পদ্ম চর, পদ্ম কর্মাধ্যক্ষ —পদ্মে পদ্মীকৃত পাণ্ডুরাজ্য। 'চুর্বৈঃ পদ্মাঙ্কিত রাজ্যনঃ'—পাণ্ডুরাজ্য তাঁর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। অতি ধূর্ত ছয়জন মন্ত্রী, কিন্তু অতি বিশ্বস্ত। রাজ্য হয়েও পাণ্ডুরাজ এই যন্ত্রণার অধীন। মর্তের ইন্দ্র যেন পাণ্ডুরাজবর। ইন্দ্রের মতই ভোগী, ইন্দ্রের মতই প্রতাপশালী। অসীম তাঁর ক্ষমতা। ইচ্ছা করলে সৃষ্টিকে তিনি নরকে পরিণত করতে পারেন, অথবা ইচ্ছা করলে স্বর্গও করে তুলতে পারেন নরককে। সবই নির্ভর করে তাঁর ইচ্ছার ওপর। সৃষ্টির অমৃত ও গরল—দুই-ই তাঁর করায়ত্ত।

নাগরবৃত্তিতেও নিপুণ পাণ্ডুরাজেশ্বর। চতুঃষষ্টী কলায় তিনি অধীশ্বর। অসম্ভব কল্পনা ও অঘটনঘটনপটীয়সী কল্পনা তাঁর ইঙ্গিতের দাসী। সূত্রধর শিল্পীর মত তিনি বাক্‌চতুর। কল্পনা করে এমন গল্প রচনা করেন যে, তাকে মিথ্যা বলার উপায় নেই। মানুষের মনস্তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে। শুনেছে বলে, সত্যযুগে উনিই নাকি ছিলেন আদি 'কামমন্মথ'।

পাণ্ডুরাজের মানসের এই কবির পিঙ্গলা উপভোগ করেছে অনেকদিন। অনেক উতলা মাধবী রাতে পাণ্ডুরাজের সরস প্রণয়-ভাষণ সঞ্চিত, পুলকিত হয়েছে পিঙ্গলা। লক্ষ চিত্রে লাকাসুধা পান করেও তৃপ্তি হয়নি। কিন্তু আজ কবিতে পিঙ্গলার প্রয়োজন নেই। যত অপ্রয়োজনের বোঝা স্তূপীকৃত করে কবি। মিথ্যার ফেনায় রচনায় ওর অভিরুচি। বস্তু নয়, অবস্তু নিয়ে ওদের কারবার। পণ্যশালায় পিঙ্গলা, পিঙ্গলার কামা পণ্য। রাণীর বরপুত্র নয় আজ লক্ষ্মীর বরপুত্রে তার আসক্তি। ঐশ্বর্য পাণ্ডুরাজেরও আছে, কিন্তু অমরাবতীর তুলনায় তা নগণ্য। পাণ্ডুরাজ হো অংশের বরপুত্র রাজা। পিঙ্গলা ইচ্ছা হলে কোন সাড়াই করে না, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রণয়ের পাণ্ডুরাজ এসে সম্মুখে দাঁড়ান। একগাল হেসে বলেন, 'কি গো, আজ যে রাজরাজেশ্বরীর বেশ! কোন্ কন্দর্পের দর্প হরণ করবে? কন্দর্প তো ভস্ম হয়েছে অনেক দিন। অনঙ্গা আজ ভর করেছেন আমাদের অঙ্গে। এই দিকেই দৃষ্টি ফেরাও সজনী!'

পিঙ্গলা উত্তর দেয় না। দুরাশার নিঃসীম সাগরে ভেসে থাকে তার মন। হয়তো কানেই যায় না মানসের কথা। সে ভাবে, বাঁকা চাঁদটা কোথায়? নয়নে কি এখনো তার রত্নাকরের স্বপন? অন্তঃসলিলায় রত্নাকর কি বুকে টেনে নিয়েছে তাকে?

অপ্রস্তুত পাণ্ডুরাজের রক্তকুণ্ডল গণ্ডে দোল খেতে থাকে। কণ্ঠের রত্নহার অধরের মত চুম্বন করে তিনি বলেন, 'এ কি অর্থ!'—

বাক্য স্ফুরণ হয় না। সাশ্রুনয়নে দাঁড়ায় পিঙ্গলা। আরো মহার্ঘ অর্ঘ্য আজ তার কাম্য। শুধু বাহ্যিক আজ তুচ্ছ। অন্তরতমের ইন্দ্রিয়ক্ষয় তার অন্তরে। অন্তরালের আজ ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে সে। বাক্যগণনা অনর্থক নয় কেননা—আজ অন্তরতমার ক্ষেত্রে আজ অপরিমেয় অক্ষম।

উৎকণ্ঠায় ক্রুদ্ধ হয় পাণ্ডুরাজ। কিন্তু সে মুহূর্তেরই জন্য। চুম্বনরক্ত তাঁর ওষ্ঠ। রসাবেশে যেমন সেদিন নূপুরনি বক্ষে পশে তাঁর মন। সহসা একটা সাদা সেফ্টির মত তাঁর কণ্ঠে 'অপ্রিয়তম সুপ্রীতিপ্রসাদ তাজ বৃদ্ধি পর্যন্ত প্রতীক্ষা করুন।' অপ্রিয়তম এত অপ্রিয়প্রার্থনা জানাতুম না তবে এতদিন!'

বিরুদ্ধা বাঙ্গালনা পিপলা। সংগীতৈশ্বর্য ছাড়ও অসামান্যা। পাহাড়ের সিনে বিরক্ত হয় না বিশেষও সে বলে, 'পাঁড়পাকড়ই তো বহুপদীয় পাঁড়ের ধর্ম। সে তো একবীরা নয়, বহুবেরীরা।'

—কোন ভাগ্যবান বীর আজ বীরবধূকে রহচারিণী করেছে, দুই চোখে প্রশ্ন।

—সে যিনিই হন, অন্তরে আজকের রাতে তিনি চুম্বনরাজক নন।

—ঠিকই ধরেছি। সুখমুখীর অন্তরে আজ সুখের ধ্যান। কিন্তু ওপো তুপনা-প্রিয় নিরাশিখ যে নিরাকারেই একাধিকার।

—নিরাকারের সে একাধিকার কেন? নিরাকারেই বা কথা, রূপের পাত্রটি—সে কথা কি ভুল বলে?

আরো পাত্রাধারে মুহূর্তে বলেই পাত্রের কাছে। কথাটা ভুলাবার ও সে না হল, তু নয়। কিন্তু কথামুখীদের তার কাপড়ের মতই নিজের অপরূপ হয়ে আসলেই ভোলাতে করে। হয়, কেন তাই করো পাত্রাধারে?

—কারণ খুব সহজ। সে যে কোন কথাতে নয়। তুলসিনী সংসারের অন্য-পাত্রে করার চরিত্রের সহজাতই—একে সে সত্য হয়ে সে পুরো বিশ্বাস করবারে।

—কিন্তু যারা সংসারের অভিজ্ঞতার আগে অধিকার তারাও কেন বিশ্বাসে সহজাতকে কবিতায় করে? কেন তারা মিথ্যের সন্ধানে ছুটে মরে?

—ওসব কথা পিপলা আজ না বলে না কথা করেই ভালো হয়।

—সে সত্য। সুখমুখীরই ভালো হয়। আজকে চাঁদের বিশ্ব আজকে মাত্রাকে কথা পুরাণীর কাছে সুখমুখীই ভালো হয়ে সুখমুখীর।

পিপলার কাঁধের ওপর কাঁপছে পাত্রাধারে হোলো পাঁড়ে আজ সুখীরের নয়। হয়তো পিপলা আজ বলবারে। তাই সুখই সে কি? তবুও পাত্রে তিলমাধীন, সেজন্য তুলিনী সরবিন আজও সুখীর তুলসির বিশ্বাস আজ তাদের করেছে। পিপলা পুরোধারা করেছে তিনি ইতিমধ্যে বলে করবারে। ইতো না হয় আজ পাত্রাধারে, তবু, কবিনী বরাবরী অন্তরে সবার অন্তর কি? বিশ্বাসনাথের অন্তরে পাত্রাধারে সাথে সন্ধানে সাধারণতাপরিনী। সবচেয়ে পিপলার মত সুখের ভোগন করে না।

পাত্রাধারে চুরে পাত্র অন্তরাহিত মনোভব বাঁধে আবেগে বলেন। চাঁদের পাত্রে বধূ অন্তরা হয়ে যায়।

কোন যেন হয় হয় পিপলা। অন্তরে অন্তরিছে। পাত্রাধারে মনের। কতদিন পিপলা ওকে কামনা করেছে। তখন সে আজ এসেছে পিপলা আজ নাগরাজের বিশ্বা করেছে সাধারণবাবে। ওর স্পর্শে উন্মাদ হয়ে উঠেছে পিপলা, রক্তকণায় যেন মাতাল ঢেউ। ওর কাঁধের স্বপ্নে বিছোর হয়েছে পিপলা—নয়নে রূপসোকের ঘোর। চন্দ্রসকে বল কাছ পাত্রীর আকর্ষণে কাঁপ করেছে পিপলা। আজ অভিসারের বন-বহুরী হয়ে পিপলা এক করল। অনুমনা হয় বিশ্বাসমোহনে।

রাত্রির চুম্বন প্রহর অতীত হয়ে গেছে। রাজপথে নিরব প্রসারণাত্ত। মাঝে মাঝে আসছে দু একজন, সংসারে করবে মত পথিক তারা নয়। শ্রান্ত পিপলা কখন ঘরে ঘুমিয়েছেন। কোথায় তিনি হয়ে সন্ধানে করবে? পিপলার ঘরে চুপে হয়ে কাঁপছে রাজপথের পাঁপালোকের মত। ওরও অভিজ্ঞতাকুল ঠৈকিয়ুক্ত নাবিকা। কার ঘরে ওদের সন্ধানে—পাত্রাধারে রাজপথে হয়ে যে কার হয়ে সংসার ভুলবারে? পিপলার ঘরে হয়ে পুরীর পাত্রাধারে হয়ে যে পুরীর সন্ধানে করে-কারের চুম্বনরাজের ঘরে। সেই ঘরেতেই কি সন্ধানে ছাড়ি ধরে যেন। সেই ঘরেতেই রাজনিনী—ভাগ্যবতী তুমি, যে ভালবাসে হারানি পুরীর ঘরে সন্ধানে করে সে পুরীর সংসারে ওর।

পিপলার সন্ধানী দৃষ্টি ঘরটি ঘিরে হয়। পুরীর ঘরে ঘুমিয়ে ঘরে বিশ্বা


## শ্বাসারিষ্ট

১ মাস হাঁপানীর টান বন্ধ করে। ব্রঙ্কাইটিস কাশি ও কফ ২।১ দিনে কমে। ১ শিশি—১ টাকা। কবিরাজ এ, সি রায়, ১৯৭ বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

## দি রিলিফ

২১৬, আপার সার্কুলার রোড

**একযোগে কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়**

রোগীদের জন্য—মাত্র ৪, টাকা

সময়—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও বৈকাল ৫টা থেকে ৭টা

## জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২১ বছরের অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদীয় বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি চক্রবর্তী (বাঁচি)। সমস্ত রোগী-দিগকে রোগের ও শারীরিক রোগীদের বিবরণ সহ চিঠি ১০—১২টা ও বৈকাল ৫—৮টা মধ্যে দেখা ও চিকিৎসা করেন।

ডাক্তার চক্রবর্তী হোমিও ক্লিনিক (বাঁচি)

১২১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৯

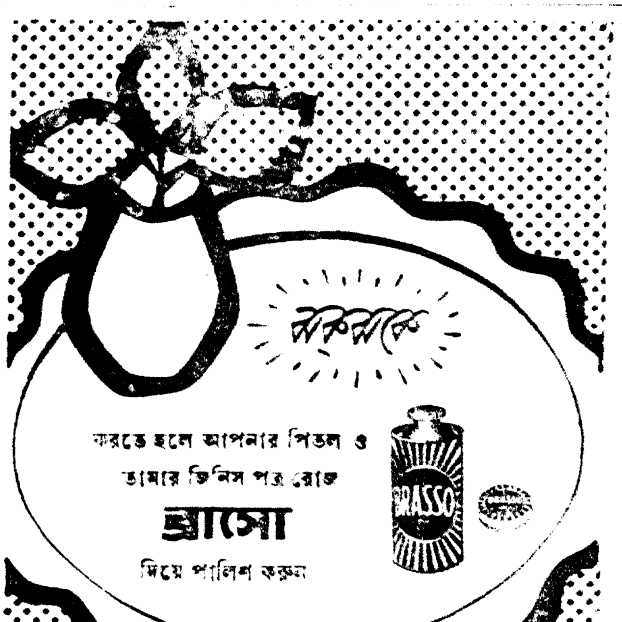

পড়ে খুব অসহায়। অন্ধকার—সাঁতসেঁতে বিশ্রী গন্ধ। সেপাই-সান্ত্রী বিশেষ কড়া নজর রাখছে। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে দেখা যায় ঘরের ভেতর তেমনি অন্ধকার। সে সাঁতসেঁতে ভাবটাও রয়েছে। মেঝেতে খড় বিছানো। কয়েক হাজার বিপ্লবী সেখানে কাত হয়ে পড়ে আছে। সেই অন্ধকার সেই তামসী তনুর মধ্যে এক প্রতিবেশী পুরুষের তামসী—প্রেত-শিশ্নের ভোগার্থে থেকে ওর বাঞ্ছসী ক্ষুধা বিকট গ্রস হয়ে মেলে ধরেছে পৃথিবীর দিকে। সেদিকে কিন্তুপ্রসবী বৃদ্ধ সেই নিজের অংশে মিটেই শিউরে ওঠে শিশ্নটা যেন একটা কি অমনি কাজ, অমনি অযোগ্য।

মহামা পুরী আর এক সপ্তাহ না সন্ধ্যা, দেখা, নিহারের তমঃ। অন্ধকার শিশ্নসার। প্রেমাভিনয়ের একটানা অনাহত যন্ত্রণা প্রত্যহ প্রবাহিতকর। স্বাভাবিক কামের সুউচ্চ ধ্বজাটা যেন নৈতাহ মহ সেখানে। আকাশকে যেন স্পর্শ করতে চাইছে সে। কি স্পর্ধা! কোথায় প্রকৃতি, আর কোথায় এই পতঙ্গ! না, পাশুবদের মানসিক উৎপত্তি করা উচিত হয়নি শিশ্নসার। এর ফল কি হল? যদি অন্ধকার প্রাণের প্রতি না আসেন? বিদেহ-


এই তিনটি কারণে **টেক** কেনাই উচিত!

একমাত্র টেক টুথব্রাশেই পাবেন

★ মিরাকল গ্রিপ হ্যাণ্ডেল

★ পছন্দমত ২ রকমের মাথা

★ 'কীটন'-এর কুঁচি

তাই টুথব্রাশ কিনতে
হ'লে—সবসময় **টেক**-ই নেবেন!

জনসন এণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

TEK 5165

সকলের বুদ্ধিজীবিনী সে ছেলে একা বহু। বাস্তবাদী, অধিবিদী, কৃষ্ণ-অপেক্ষিত ব্রহ্মের ইচ্ছা, তারই সমাহার। আলোকের দূর, দূরে, কাঁপে শিখাময় দূরত্ব।

রবীন্দ্র স্বিতীয় প্রহর। এই প্রহর ছোমাদি সম্বোধনের। কিন্তু সম্বোধনেই ঘুচিয়ে যায়। দূরে স্বিতীয় ঝিল, ছোমে নদীর বন্ধুত্ব। ঝিলের মধ্যেই সমাধি করার প্রস্তুতি প্রহর করে জবাবদুর। হায় উপস্থিতি নয়নে আবেদনের সুযোগ, ছোমে প্রহরে সে কাজের ধনী আসে ঘোরে ওঠে। কিন্তু ছোমে অতন্ত্র হয় ছোমে ঘোরে রবীন্দ্র এই স্বিতীয় প্রহরে সম্বোধন ঝিলে ছোমেনা কারও আসে যায় নই। সম্বোধনের সম্ব উৎসুক্ত প্রসারে প্রসারে নেই। নদীর রোদের চলন। সবীর প্রসারের ঝিলের উল্লাসের সীমা। ছোমের সময় বন্ধ দর্শিকে ঘোরে যায়। আবেদন। ছোমে মুখিকা হয়ে ঝিলিমা সঞ্চারিত।

সবুজ আকাশ যোগ করে ঝিলের সে আসে সবুজ রোদে আবেদনে সম্বোধন। রবীন্দ্র আকাশের ছায়া রবীন্দ্র ঝিলের ছায়া ঝিলিমায় রোদ ঝিলিমায় ঘোরে যায়। ঝিলের আকাশ ছোমে ঝিলিমা। ঝিলের ঝিলিমা ঝিলিমা ঝিলিমা

পিংগলা? সাধনী অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে পিংগলার বুক কাঁপতে থাকে। তিনি যদি প্রশ্ন করেন, ভানুমতী তুমি, সূর্যপ্রিয়া কেন পতন হল তোমার?—লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেয় পিংগলা। অন্তরে

কে. হোড়ের
কণক
পাউডার

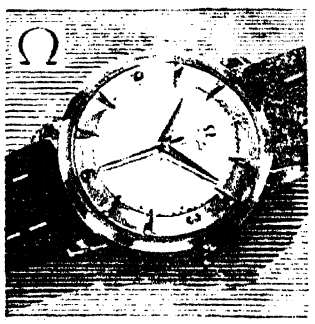

OMEGA
Seamaster
ROY COUSIN & CO
JEWELLERS & WATCHMAKERS
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1
OMEGA, TISSOT & COVENTRY WATCHES

অনুশোচনার দংশন, স্বর্গসম্ভবা সে, সূর্য-স্বরূপিনী—কিন্তু সে স্বর্গভ্রষ্টা! বুকের অতলে জাগে অশ্রু-উচ্ছ্বাস। সান্ত্রনেত্রে স্থির দৃষ্টিতে পিংগলা তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের পশ্চাদ্বর্তী অম্বরে, ঠিক উত্তরে উত্তানপদ ধ্রুবনক্ষত্র। ধ্রুবজ্যোতি ধ্রুব নক্ষত্র। একটি নিষ্কম্প দীপের ভক্তি-বলে সপ্তর্ষিরা কৃপা লাভ করেছে। জ্যোতিশ্চক্রে অক্ষয় তাঁর আসন। শাশ্বত শান্তির প্রতীক এই ধ্রুবতারা। সংসার-তরঙ্গের নিত্য ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তটিনীর আজ, বহুযুগ পরিক্রমা করেছে যেন সংসারের অশান্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাস। যেন যেন ইন্দ্রিয়ের বলগা আজ প্রত্যাহৃত হয়েছে। আজ কত অন্তরে চলেছে ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য। সেই এই ধ্রুবজ্যোতি। অবিচলিত অন্তর স্থির। আমিই অমর অক্ষয়, আমিই অনাদি, অনন্ত। অন্তরিক্ষের আমি কালিন্দ, জলাতের পদ্মা নির্ঝরিণী। ১০৮ পূর্ব ১০৮ নক্ষত্র—কতকালের কতদূর প্রসৃত হয়ে আমিই আজ অবনত মস্তক দূরে। আমি বিশ্বের অধিপতি—পরম ঈশ্বর। আমাকে স্মর, আমাকে ধ্যান কর বৎস!

পিংগলার নয়ন তাকিয়ে থাকে ধ্রুবতারার স্থির দীপ্তিতে। কখনও অশ্রু ঝরে ঝরে ঝরে অতলে। বহু ক্লেশে যেন নামে যেন সুখের সন্ধান। আসবে না, কেউ আসবে না তার। ধ্রুবতারা অক্ষয় অক্ষয় নিশ্চল। পরাজিতা পিংগলার সমস্ত ক্লান্তি ভয়, একি সাধের সাধনা। ওই পূর্বদিগন্তে উঠবে হয়তো শুকতারা—প্রিয়তম যেন আসবে ওই দিগন্তরালে উষার শুভ্র জ্যোতিরথে—ছুটে চলে মধুমুহূর্তের চিহ্ন। যোগীদের জেগে ওঠার সময় এখন, ভোগীরা ঘুমিয়েছে অনেকক্ষণ।

পিংগলার দুচোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে ধীরে শূন্য সন্ধ্যার কক্ষান্তরালে প্রবেশ করে সে। শান্তির ঘুম যেন ডাকছে তাকে ডাকছে শূন্য শয্যা। বিনিদ্র রজনীর শ্রান্তি তবু শান্ত অনুভব করে পিংগলা বিরহিনী বিপ্রলব্ধার বিরহকুঞ্জে আজ বুঝি ভাবসম্মিলন। কোথায় যেন কিসের উৎসব শুরু হয়েছে। মধুর সুরে বাজছে কি ভোরের সানাই!

ক্লান্তিভরা পিংগলা শয্যায় দেহ এলিয়ে দেয়, মুদ্রিত নয়নে ভাবে, কি সুখের এই নিরালা! কি আনন্দ এই নিরালায়! দুঃখময় তুলনায় কি সুখের সুখ, অনাবিল ভোগ করেছি এতক্ষণ! সন্ধ্যা থেকে নিরবধি—অবসর ছিল না ছিল না শান্তি। ক্লান্ত, সুরাক্ত উৎসব কক্ষে ঘুরেছি অহর্নিশ। এখন কি অবসর! কত মধুর এই ক্লান্তির অবসন্ন, কত শান্তির নিরালার সুখময়!

পরম নিশ্চিন্তায় চক্ষু মুদ্রিত করে পিংগলা। সব থেকে ছেড়ে অসংখ্য গগনচারীর সমুদ্রের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত বিহঙ্গটির মত পক্ষবিস্তার করেছে মনোমধ্যে। একাকী পুরাতনের। মধুর নিরালায় মগ্ন আছে পিংগলা, আজ মধুর মধ্যে।

সুদূর নেপথ্যলোকে থেকে সুকুমার ঝঙ্কারের ঢেউ কিসে কি যেন ডাকে প্রসন্নতর। হিরণ্ময়ী সুরলোকিনী কিসের বাজে। সুপ্তিমগ্ন অন্ত কল্পিতের কিসের রাগিণী। সুপ্তিতে বসে সুপ্তিমগ্ন নয়। চূর্ণপ্রিয় নিদ্রাটি ভুলিয়ে।

পিংগলা যেন ডাকে এই নিরালা পুরুষকে। হাঁ, সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত।

এনাসিন
মাথাধরা সর্দি জ্বর ও
পেশীর বেদনায়
সত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে
চারটি ওষুধ রয়েছে

Registered User GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

তিনিই এসে দাঁড়িয়েছেন পতিতা শিখণ্ডীর সম্মুখে। নাম ধরে ডাকছেন তাকে, কথার অমৃতের ধারা, "শিখণ্ডী!"

বিস্মিত, সচকিত শিখণ্ডী। হুলতে সে উঠে দাঁড়ায়। তার দুটি কর আপনিই যুক্ত হয়। করজোড়ে সে আদেশ প্রতীক্ষা করে। বুকে কিসের ছেন কম্পন!

বিধাতাপুরুষ বলেন, তিনি অন্তরের অধীশ্বর, বাণী তাঁর মন্ত্রঝঙ্কার: "শিখণ্ডী, আজ তুমি শাপমুক্ত। অপরিমিত আশায় তুমি অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গচ্যুত হয়েছিলে। সেদিন তুমি ছিলে কামাতুরা, ভ্রষ্টা। আমি বলেছিলাম, সেদিন এই আশা ত্যাগ করবে, সেদিন আবার স্বর্গের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হবে তোমার তরে। আজ তুমি নিরাশ হয়ে সুদীর্ঘ পরিতাপ করেছ, প্রান্ত হয়ে বিসর্জন দিয়েছ অন্তরে জেগে আজ তোমার অন্তর্যামীর আসন। সুধারসে সিঞ্চিত তোমার অন্তর স্বর্গের প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ তুমি মর্ত্যের শিখণ্ডিনী, সংসারত্যাগিনী তবু তুমি সেই সুদর্শনাতে স্বর্গ-প্রিয়া। এই সব শিবসুন্দর বিরাজমান আছেন তোমার অন্তরালে প্রতীক্ষা করছেন। স্বর্গের দ্বার তোমার তুমি এসে স্বর্গে আবার সুধারসে আসন গ্রহণ কর।"

শিখণ্ডী কথা বলতে পারছে না। আনন্দে তার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। আবেগে কম্পিত সর্বাঙ্গে স্বপ্ন পুলক শিহরণ, নয়নে আনন্দ অশ্রু। সে অভিভূতের মতো। শিবসুন্দরের নির্দেশ যেন অন্তরিত হয়ে কর্ণকুহরে পশে। এত সুখ, এত আনন্দ কোথায় ছিল! শিখণ্ডীর সুচোখ আবেগে নিমীলিত হয়ে আসে, মূর্ছিতের মতো সে বিধাতা পুরুষের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে। অন্যান্য ও অন্তরার অধীশ্বর বিরাট পুরুষ তার আশা তাঁর আরও কতকগুলির স্বর্গের সৃষ্টিতে যান। তখন সব যেন রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

অন্তর্হিত হয়েছেন বিধাতা পুরুষ। জেগে ওঠে শিখণ্ডী। অবাক বিস্ময়ে সে দেখে, প্রভাতের প্রথম সূর্য সহস্ররশ্মি দিয়ে তাকে অভিনন্দন করছেন। শিখণ্ডীর বুকে সুধাক্ষরণ করছে যেন সুধাসমুদ্র, মধুক্ষরণ করছে যেন প্রভাতের অম্বর। সে সুধাধারার শেষ নেই।*

[পুরাণ-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত আলোচ্য আখ্যায়িকা বর্তমান সংখ্যায় সমাপ্ত হইল।]

* শিখণ্ডীর উপাখ্যান বর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবতে (২১ স্কঃ ৭ অঃ)। এখানে ভোগবাদের শিখণ্ডী নারীর রূপক গ্রহণ করা হয়েছে। সৌরভাধারাদি পশু প্রমোদাগার আধারাদি পশু কমল : প্রাণের প্রকৃতি নাগর প্রাণাদি বায়ু। ভোগবাদ মতে প্রাণবায়ু, কতক্ষণ শিখণ্ডীতে প্রবাহিত হয়, ততক্ষণ সাধক চঞ্চল। শিখণ্ডী নিরাশ হলেই মন, প্রাণ শান্ত হয় এবং তখনই সাধক সমাধি-শান্তির স্তরে উন্নীত হন।

সেই স্নিগ্ধ পরশটুকু

**টাটার ও-ডি-কোলন** স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান আনন্দদায়ক। এর চাঙ্গা স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় স্ফূর্তি এনে দেবে।

**টাটার ও-ডি-কোলন সাবান।** এই সাবানটি গন্ধেও মনোরম। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া যাতে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

টাটার তৈরী — তাই নিশ্চয়ই ভাল।

# চমৎকার!

# ব্রিটানিয়া

ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে দিলে হাসি আর মুখে ধরে না! বাচ্চাদের জন্যে অদ্ভুত ভালো এই ব্রিটানিয়া বিস্কুট—ওদের দৈনন্দিন খাবারে প্রায়ই যেসব জিনিসের অভাব থেকে যায় সেই স্বাস্থ্য ও শক্তিপ্রদ পুষ্টি ও ভিটামিনে ভরপুর। আপনার ছেলেমেয়েদের ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে দিন—এই বিস্কুট খুব সহজে হজম হয়!

বড়দের মধ্যে যাঁরা কেবল ভালো জিনিসই চান তাঁরা ব্রিটানিয়া বিস্কুটই নিয়ে থাকেন, কেননা স্বাদে ও গন্ধে ব্রিটানিয়ার তুলনা নেই।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট

বাজারের সেরা

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

BC 3824

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৫

'কাগজ-কলম নিয়ে এস।' বনবিহারী গম্ভীর গলায় হুকুম করলেন কার্তিককে।

কার্তিক ওমনে লেখে। কিছু লিখে দিতে হবে নিশ্চয়ই। কী না কী লিখে দিতে হবে। কোনো দলিলপত্র? ইস্তাহারনামা? কোনো সম্মতিপত্র?

কী না কী। ভয়ে বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেল কার্তিকের।

কী লিখে দিতে হবে এ নিয়ে মনে মনে অনেক সম্ভব-অসম্ভব ছিঁড়া হয়ে গেল, লিখে গেল কার্তিক। মনে মনে হাসল কার্তিক। না, অসম্ভাব্যকে তাকে শুধে বলবার কোনো দরকার নেই। কলমের কালিতে কালো করে যায় শাদার বুক, বাদের বুক।

যাই না কাগজ-কলম নিয়ে কী না লিখে দেখি না কী লেখেন। যেমন কিছু হয়, লিখব না। সব ছুড়ে ফেলে সোজা ছুটে যাব। সোজাসুজি তাদের কাছে গিয়ে বলতে পারব, কিছু তাকে জল খাওয়াতে পারব না।

কলমে কালি ভরে নিল। একটা একসারসাইজ খাতার শেষের কাগজটা ছিঁড়ে নিল একটানে। দরিব পাশে কাছে এসে বসল মেঝের উপর।

'কিমাশ্চর্যম্ বনবিহারী।' তাঁর দিকে তাকে কার্তিকের মন মমতায় ভরে গেল। ভালো ঘুমতে পাচ্ছেন না, মুখের বুড়ি চলে গিয়ে হঠাৎ গোলমাল শুরু হয়েছে, গায়ে হাত দিলেই বোধ হয় জ্বরে-জ্বরে বলে মনে হবে। যেন শেষ ট্রেন মিস করে শূন্য প্ল্যাটফর্মে একা এক যাত্রী নৈরাশ্যকে শিকার করে শুয়ে আছে ক্লান্তির ধুলিতে।

রিটায়ার করে, ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে, আর কোথাও ঢুকতে পেলেন না। কত লোক গাছের শাখা থেকে নেমে গেলেও কেমন ঝুরি ধরে এখনো ঝুলছেন বাবা সামান্য একটা এক্সটেনশানও পেলেন না। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এই বাড়িখানা শুধু তুলেছেন, কিন্তু তাঁর স্বপ্নের বাড়ি এর চেয়েও বড় ছিল। সাদার তো ঐ অবস্থা, আর আমি তো পথে ভেসেছি। ছোট ভাই-বোনগুলি কত দিনে কী হবে, কেমন চেহারা নেবে কে জানে। না, বাবা যা বলেন, তাই করব। যা চান, তাই লিখে দেব নিঃসঙ্কোচে। যদি তাঁর একটু শান্তি হয়।

'কিছু লিখতে হবে?' উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল কার্তিক।

'হ্যাঁ। এনেছ কাগজ-কলম?' বনবিহারী ইঁচড়েপাকে নড়ে-চড়ে উঠলেন। 'হ্যাঁ, দেখি।' ধরতে হাত খুঁজতে লাগলেন জামার পকেট। 'এই যে, পেয়েছি।' একটা কাগজের টুকরো বের করে তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণ চোখে। 'হ্যাঁ, এই—এই নম্বরগুলো—'

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল কার্তিক।

'কই, লিখছ না যে?' ধমক দিয়ে উঠলেন বনবিহারী: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একের পর এক লম্বা নম্বর, দশ নম্বরের সমখানে। তারিখ আলাদা। অফিসও বোধহয় সমান নয়। কী, লিখছ? হাত গুটিয়ে বসে আছ কী করতে?'

'বিষয়টা কী, তাতো বলবে।' কার্তিক করুণ করল চোখে।

'লেখ, আই ডু হিরবাই ডিক্লেয়ার—'

এটুকু লিখতে আপত্তি কি, কার্তিক লিখল। কিন্তু লিখতে লিখতে ঘোষণাটা কী তা ঠিক-ঠিক না জানা পর্যন্ত আর কলম চালানো অনুচিত। অসম্ভব।

'কী লিখলি?' তাগাদা দিলেন বনবিহারী।

'লিখেছি। কিন্তু লেখবার আগে কাগজটা মোটামুটি আমাকে একটু বুঝতে দেবে না?' ক্ষুব্ধ চোখে বিষণ্ণ কুণ্ঠা নিয়ে তাকাল কার্তিক।


—নামকরা উপন্যাস—

## নোনা জল মিঠে মাটি

॥ প্রফুল্ল রায় ॥

এই বিরাট ধুরন্ধরী উপন্যাসের পটভূমি আন্দামান। এখন সেখানে প্রবল সংঘের ঝড় ওঠে ওঠেছে পরে বাঙলার উপকূলের উপনিবেশে। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি পরে বাঙলার সেইসব সংগ্রামী মানুষ, যারা মাতৃভূমির জন্য কারাবরণ, প্রতি মুহূর্তে জীবনের বলিদানকে যারা উপলব্ধি করেছে। দাম : ৪·৫০

॥ সুবোধরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥
**নীলকণ্ঠী ৫,**

॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥
**কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৪·৫০**

॥ অনুরূপা দেবী ॥
**রামগড় ৪·৫০** **বাগ্‌দত্তা ৫,** **পূর্বাপর ৪,** **বিবর্তন ৪,**

॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥
**পদসঞ্চার ৫,**

॥ ভোলা সেন ॥
**উপন্যাসের উপকরণ ২·৫০**

॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥
**দুই আর দু'য়ে চার ২·৫০**

॥ বনফুল ॥
**পিতামহ ৬,**

॥ অমরেন্দ্র ঘোষ ॥
**দক্ষিণের বিল ১ম ৪, ২য় ৪,**

॥ পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য ॥
**দেহ ও দেহাতীত ৪,**

**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স**

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

'এর আর বোঝাবুঝি কী!' বনবিহারী উঠি-উঠি করেও শুদ্ধেই থাকলেন চেয়ারে। 'তোমার জন্যে, তোমার বিয়ের যাবদ, দশ হাজার টাকার সেভিংস সার্টিফিকেট কিনেছিলাম। সেই টাকাটা তুমি আবার আমাকে লিখে দেবে। বলবে, ঐ ঐ নম্বর সার্টিফিকেটে তোমার কোনো অধিকার নেই; যেহেতু ওগুলো আমার টাকায় কেনা হয়েছিল, সেহেতু ওগুলো আমার।'

'এই কথা?' তা আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি।' কাকলি লেখার উপরে উপুড় হয়ে পড়ল। বললে, 'বলো, কীরকম হবে বয়ানটা—'

বনবিহারীর মুখে কথা নেই। নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছেন নাকি?

সোজা হয়ে উঠে বসল কাকলি। বললে, 'শুধু একটা ডিক্লেরেশান করলেই হবে, না, একটা ক্লিয়ার এসাইনমেন্ট দরকার? ঠিক কী কর্মটা হওয়া উচিত, আমি বলি কি, নরুকাকাকে পাঠিয়ে জেনে নেওয়া ভালো।'

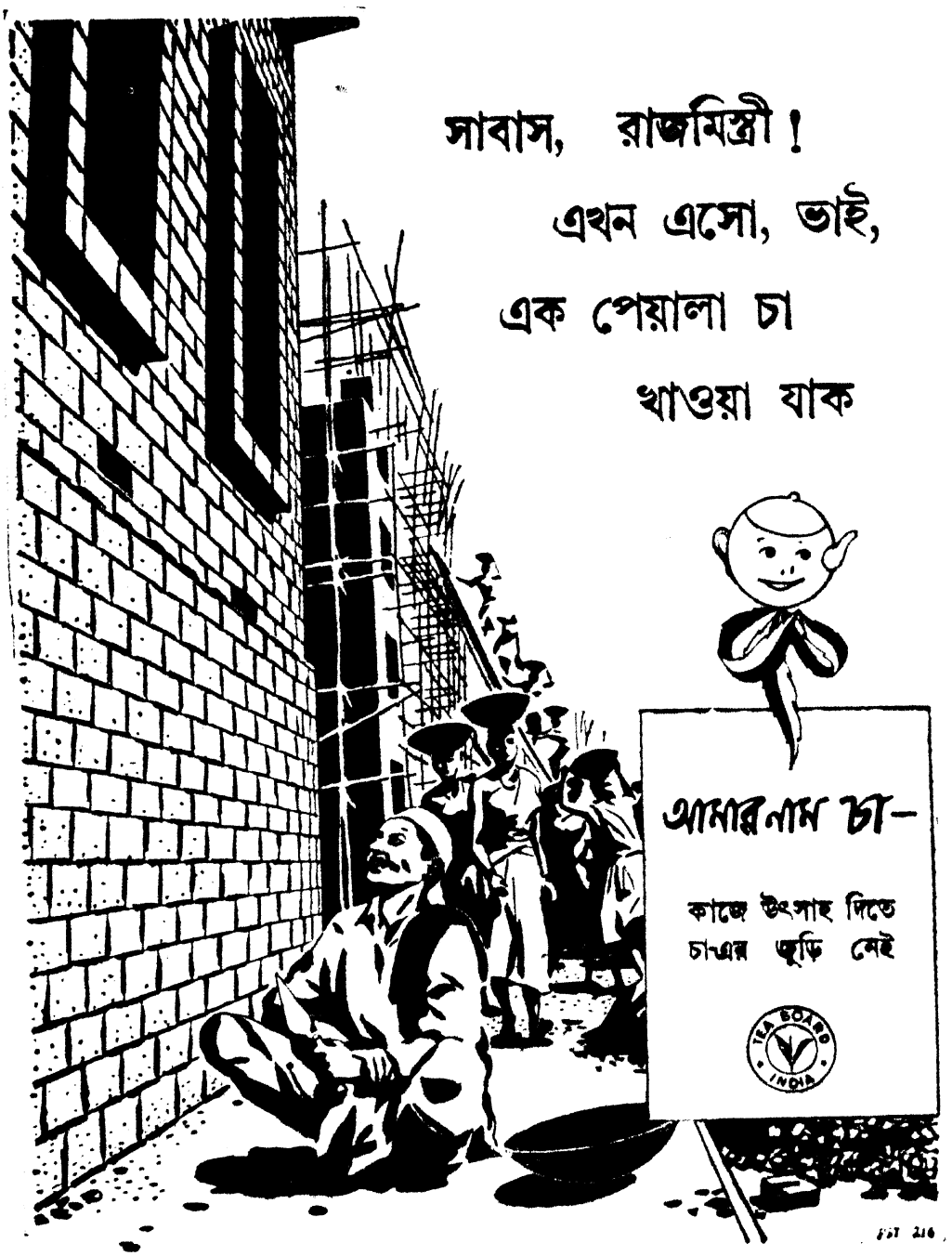

বনবিহারী তবু নিরুত্তর।

'প্রেমাপ্রেমিতেই বা কাজ কি।' কার্তিক মুক্তকণ্ঠে বললে, 'সোজা সাপ্টা সার্টিফিকেট পেলে কাজ করে টাকাটা তোমার একাউন্টে জমা দিয়ে দিলেই হয়। চুকে যায়—'

'কাজ করব মানে?' চমকে উঠলেন বনবিহারী। 'কে কাজ করবে? কাজ করবে তো তুমি। তোমার নামে সমস্ত সার্টিফিকেট। তার মানে সার্টিফিকেটগুলো ইস্যু হবে তোমারই। তুমি তোমার পড়ে চেক্‌স্‌ সই করে নাও।'

কার্তিকের মাথায় সহসা যেন বাজ পড়ল। বনবিহারী কোথায় কি বলছেন তার কিছু সে শুনতে পাচ্ছে না। তার কানের ভিতর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সে ঝড়ের শব্দে তার শ্রবণেন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তার মনে হচ্ছে, সে যেন কোন্ অতল জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে।

[illegible] বনবিহারী [illegible] তার [illegible] তার [illegible] তার

খুঁজে না পায়, তা হলেই প্রেম বিষণ্ণ। তাই। দেখছ না, ফুলের মালাটা সুকান্ত নিজেই কাকলির খোঁপায় পরিয়ে দিল: 'ফুলের মালায় তোমাকে একটু নতুন করলাম। দেখলাম নতুন করে। দেখি।' কাকলির চিবুক ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল সুকান্ত।

'আর তোমাকে নতুন দেখলাম কথার মালায়।' টলটলে চোখে বললে কাকলি।

'এবার বিষয় জ্বালায় আসি।' হাসল সুকান্ত: 'তোমার নরুকাকা দিনক্ষণ ঠিক করেছেন?'

'সব ঠিক। এমনকি নিমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত ছাপা হয়ে গেছে। আর জানো, নিমন্ত্রণপত্র বাবার নামে।'

'আয়োজন সব সংক্ষেপ তো?'

'অতিশয়। বাবার সেন্টিমেন্টের মান রাখছেন নরুকাকা। যে কটি নিকটতম আত্মীয়-বন্ধুদের না বললে নয়, শুধু তাদেরকেই চিঠি দিচ্ছেন। বলছেন, বাবার প্রেসার ভীষণ বেড়ে গিয়েছে, হৈ-চৈ, গোলমাল সইতে পারবেন না বলেই কান্ডটা ও-বাড়িতে না হয়ে এ-বাড়িতে হচ্ছে—'

'আসল কথা কাবুরই বুঝতে আর বাকি থাকবে না।'

'বুঝে কাগে।'

'তারপর বিয়েটাকে অনিবার্য করবার জন্যে মানে প্রতিবাদস্বরূপে নগ্ন-নিঃস্ব করবার জন্যে নরুকাকা যা এখন গালে ছোড়েছেন তা এখন ইঁট-পাটকেল বলে চালালেও লোকে চালাচ্ছে না নিজে। কেমন কুটিল কুটিল চোখে দেখছে আমাকে।'

'তোমাকে দেখছে?' খিল খিল করে হেসে উঠল কাকলি: 'তোমাকে দেখে কী হবে?'

এই হাসিটি নতুন। কণ্ঠস্বর নতুন। মধুরের এই টানাটি আর কোনোদিন দেখেনি চিবুকে।

'তোমাকে এখন পাচ্ছে কোথায়? যখন পাবে—'

'মুক্ত দেখবে।' আঁচলে একটা ঘূর্ণি দিল কাকলি। বললে, 'এদিকে কী হয়েছে জানো? একটা মুক্তিপত্র লিখে দিয়ে এসেছি।'

'সে আবার কী!'

ব্যাপারটা বিশদ করল কাকলি।

খুব একটা গৌরবের কাজ করেছে সুকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে তা মনে হল না। বরং প্রায় বেদনার সুরে বার করল সুকান্ত, বললে, 'ঈস! তুমি কী বোকা!'

'বোকা!' ঘাড় যেবাঙ্গ করল।

'তা ছাড়া আবার কী! নইলে প্রতিশোধ নেবার এই সুযোগ ছেড়ে দেয় এক কথায়?'

'সে ঐ টাকা কি আমার?'

হাতের তাঁত

ভারতের অর্থনীতিতে
একটি অচ্ছেদ্য অংশ

অতীতের কৃতিত্বে গৌরবান্বিত হস্তচালিত তাঁত শিল্প ক্রমেই প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। ১৯৫২ সালে এই শিল্পে ১১০ কোটি গজ বস্ত্র তৈরী হয় আর ১৯৫৯ সালে হয়েছে ১৮৫ কোটি গজ। উৎপাদনের লক্ষ্য হোল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শেষে ২২২ কোটি গজ। বর্তমানে প্রায় ৭০ লক্ষ তন্তুবায় এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। প্রতি বছর ভারতের যে পরিমাণ বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তার এক চতুর্থাংশেরও বেশী এঁরাই তৈরী করেন।

অখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত বোর্ড
পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০০৪, বোম্বাই-১

DA 59.381

'তোমার নয় তো কার! সমস্ত তোমার নামে সার্টিফিকেটগুলো কেনা হয়েছে, তুমি আডাপ্ট হয়েছ, টাকা তোমার ছাড়া আর কারু নয়। তুমিই তার একমাত্র মালিক। যাকে বলে নিরঙ্কুশ স্বত্বের স্বামিত্ব।'

'কি রকম বিশ্রী শোনাচ্ছে কথাগুলো। কিন্তু প্রসঙ্গের সঙ্গে চমৎকার মিলে যাচ্ছে। এখন একটু গম্ভীর না হলেও নয়। মুখও সেরকম হয়ে এল সহজেই। বললে, 'কিন্তু প্রকৃত ক্রিমিনাল তোমরা ছাড়া ধরা পড়বে না। যে যাই বলুক তোমাকে ঠকাতে পারবে না। তুমি নিশ্চিন্ত।'

না, না, তার মনে হয়েছিল নাকি? প্রশ্ন তোলাতে ঠিক সায় দেয়নি। তবু ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলছিল তুমি। সি ইজ ব্রেকিংডাউন। হাতে পিস্তল থাকলে ঠিক গুলি করে বসত। এমন চমৎকার সুযোগ, তবু ছাড়তে হল। কিন্তু তুমি যদি আমার হাতে একটা পিস্তল দাও তাহলে তোমার বুকের ঠিক মাঝখানে ফোকর করে দিতে পারি। কী বলছ তুমি?

কথা বলতে পারছিল না। চমকে তাকাল।

'কিরকম চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে। তোমার পি সঙ্গে থাকলে পিস্তল করতাম।

'আমার? আমি তোমার বিশ্বাসের মর্যাদা করব।'

'কেন করবে না। এখানে মর্যাদা রাখার কিছু নেই। প্রলোভনটাই বিশ্বাসের সব পরের সম্পত্তি ভোগ করে তৃপ্তি পাবার চেষ্টা। সেটাও অবশ্য অপরাধ-পরিবর্তী বিশ্বাসের। এটাই চলছে যুগ যুগান্তর। বঞ্চিতকে তার নায্য। তার প্রাপ্য উশুল দেবার জন্যে নইলে তোলা হত। কম হাঙ্গামার টাকা কি কম! তা, শুনতে ভাল, আমাদের জীবনে কত বড় একটা সুযোগ!'

'আমাদের জীবন মানে?'

কিরকম ভাগলে সুকুমারের কানে। বললে, কেন, আমাদের জীবনে অসুবিধা কী? আমাদের জীবনে আমাদের সাধ্যের ঊর্ধ্বে জীবনে—'

'তা তো বুঝেছিলাম, কিন্তু আমাদের মানে কি? কিরকম কঠিন শোনাল কথাগুলো।

'আমাদের মানে আমার আর তোমার।' সুকান্ত মিনমিনে গলায় বললে।


॥ অন্তর্দহন ॥

জ্যোতিরিন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মাত্র সওয়া শ' পৃষ্ঠার উপন্যাস। আয়তনে ছোট হলেও লেখকের বাঁকুনের ছাপ পড়েছে। ঘটনাকে নতুনের অনাবৃত প্রকাশভঙ্গি এবং চরিত্রের বাস্তবতায়। ভাবাবেগের চেয়ে লেখক মননশীলতার আশ্রয় নিয়েছেন বেশি। ভবিষ্যতে এই লেখকের সম্বন্ধে আমরা ঘটবে ঘটে লেখক। এই আশা আমাদের লেখককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। —দেশ

প্রতি সপ্তাহে বিস্ময়ের বিস্ময়ের নতুনের এবং সফলতার শেষ পাতা পর্যন্ত মনকে টেনে নিতে পারে, লেখক তাই সার্থক রূপকারের পর্যায়ে পড়েছেন।..... একালের একজন ভবে লেখকের এই পরিচয়টুকুর সাথেই প্রকাশনীয়। ..... আর একটি পরিবারে এমন দ্বন্দ্ব বড়ো তার পাকে সম্ভব, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠাটি সার্থক। —যুগান্তর

বহুদিনের সাধনালব্ধ চতুর এক উপন্যাসের ভিতরে সমাজের প্রতিফলনের মত একটি ঘটনাকেন্দ্রে সুন্দর ভাবনার আকার পেয়েছে। লেখক আমাদের ধ্যেয়ের পরিচয় এনেছেন। গতিশীল মনোবিশ্লেষণে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। লেখকের ভবিষ্যৎ প্রতি আছে। চরিত্রগুলির দিকে চোখ ফেরা যায়। ..... চরিত্রগুলি বিশ্লেষণের একটি সৎ শিল্পীসুলভ রচনা। —দর্পণ

দাম ঃ ৫.৫০ টাকা

অগ্রণী প্রকাশনী

৫১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

ডঃ কার্ত্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্‌পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ - কলিকাতা ৯

যে-কারো পক্ষে—যে-কোনো বয়সে—যে কোনো সময়ে—আদর্শ খাদ্য-পানীয়

ALVITONE

অ্যালভিটোন ল্যাবরেটরিজ্
৮ ট্রাঙ্ক রোড, মাদ্রাজ-১৬

উত্তর ভারতের পরিবেশক :
স্পেন্‌সার অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড
বোম্বাই, কলিকাতা ও দিল্লী

ALV-3

'শুধু আমার বলো, তোমার নয়। টাকাটা বাবা আমাকে দিয়েছেন, আমাদের দুজনকে নয়।' পাথুরে গলা বের করল কাকলি। 'সুতরাং টাকাটা যখন আমার একলার, যখন ওটার উপর আমার একার কর্তৃত্ব, তখন আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দিয়ে দিয়েছি আমার বাবাকে।' এবার প্রীবায় যে রেখা ফুটল, তা প্রায় কর্কশের কাছাকাছি।

'তা বেশ করেছ।' নিমেষে লঘু হয়ে গেল সুকান্ত, একটু বা ঘন হয়ে বসতে চাইল বেঞ্চিতে। বললে, 'কিন্তু তুমি অমি কি আলাদা? যদি পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য হতে পারে, সতীর অর্থে কেন পতির অর্থ হবে না? আর শাস্ত্র তো বলেইছে, স্ত্রী ভাগ্যে ধন—'

'আর স্বামী ভাগ্যে?' অলসে বিলাসে হাসল কাকলি।

'ইট্‌স লক্‌!' হেসে উঠল সুকান্ত।

'লক না হুইট্‌' '

'লক আর হুইট্‌ একই কথা।'

'হোকগে। আমার কথা ছেড়ো। স্বামী-ভাগ্যে এই যন্ত্রের মালিক ঘড়ি কিনে যে-পরিচয় দেবে মালাটা ছুঁড়ে ফেলল কাকলি। ছুটে গিয়ে সুকান্তকে বললে, 'এই মালার দাম কম করে হাজার টাকাও হবে। যা দিয়ে আমি প্রমাণ হব না, তা নিয়ে আমি কী করব?'

পকেটের দড়িতে ঝিলমিল পকেটারে। একটা ঘড়ের মধ্যে পড়েছিল এসে ঝিলমিল, হাতটা আর দড়িটা ধরে ঝিলমিল সমাপ্তিতে। নিয়ে এসেছে শাঁখ ভরে নিরপদের খাবার। তার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি সুকান্তের চোখে সেই দৃষ্টি, সেই প্রার্থনা।

'তোমার সম্বন্ধে আমাই বাজারে তো সেদিন?'

'নিশ্চয়ই। নরকোকা বেরোচ্ছে মোশাত করবে।' মুচকে হাসল কাকলি। 'কোনই ছাড়া পথ নেই, তেমনি আমাই ছাড়া বিয়ে নেই।'

'আমাটা যেন কেমন!' বললে সুকান্ত, 'আমাদের সবে, কিন্তু কেমন কান্না-কান্না কথা।'

'সেই তো অত সুন্দর। প্রেমের মধ্যে যদি ভয় না থাকে, যদি সুখের মধ্যে না থাকে একটু সংশয়, জীবনের মধ্যে না থাকে সংগ্রামের অবকাশ, তা হলে স্বাদে কম পড়ে। কি বলো, পড়ে না?'

'পড়ে হয়তো।' পাশ কাটাল সুকান্ত। বললে, 'তোমার বন্ধুদের কাকে বলবে?'

'বিনতাকে তো বলবই।' আপনমনে হাসল কাকলি: 'জানো, একেক সময় সুখটাকে নেহাত গ্রাম্য বলে মনে হয়। ঐ যে গাঁ থেকে শহর দেখতে আসে রঙ-বেরঙের জামা-কাপড় পরে, তেমনি। দেখতে আসা মানে কতকটা বা দেখাতে

আসা। যদি ফলাও করে লেখানো না যায়, কেউ উদ্বাস্তু হচ্ছে, এই আরামটা না থাকে, তবে, এমন পেড়াকপাল, সুখেরও সুখ হয় না। তাই সকলের আগে বিনতাকে মনে পড়ছে।

কিন্তু এমন লোকও হয়তো আছে যে সুখের প্রমাণ করে। মনে-মনে বলে, তার কী যোগাই আছে এর, এত ধনীর দুলাল প্রসাদ। গোলমাল যে যত বাড়ছে, তত বেরোক নেই।

'তুমি কবে যাবে?'

'দিনকয়েকের মধ্যেই—'

'একটু বেশি হয়ে যাবে হয় বলছে। আর লড়ি নিয়ে কলকাতা ছুটির সময়ে কলকাতা।'

'তা হলে আমাকেই পড়ছি। ধর্ম দিয়ে দেশভাগের ও হয়ে হয়েও ঠিক।'

সকলে হাসি পড়ল। শুধু উত্তর।

হাসিতে কিশোরের করুণ কাকলি।

উপরে কি সকলের মনে হাসিও উঠে কিছুর মধ্যেও নেই?

উঠে যাবে এখনো কেউ হয়তোবা সকলের মধ্যে কোথাও। শুধু এক দিনের আগে দুটির মধ্যে।

'ঐ একটা কথা আজ মুখোমুখি। দুটি বিদেশিনীর হাত ধরে ফুরিয়ে করবে।

'আমার সেখানে ধরনের উপরে সুযোগের কোনো একটা কাজ একটা কাজ এসে সকলে। আমাদের বিদেশের কিশোরের করে।

'ঐ মধ্যে কি ওরা? আমার ওর কোনো কাজ? আমাদের বিদেশের কোনো?'

'ওরা তো বিদেশ চলছে। ঐখানে তো এখন ঐখানেই?'

'ওরা সকলে এখন আমাদের কোনো বিদেশ ওরা। ঐখানে তো আমাদেরই সকলে।'

'ওরা কোথায়, আমাদের দেশ।'

'ওরা কোথায় দেশ আছে, আমাদের দেশ নেই। চলতে চলতে বলছে ফকির, ওদের দেশ আছে, আমাদের দেশ নেই। ওদের দেশ নেই, বিদেশের দেশ আছে, আমাদেরও দেশ নেই।'

হঠাৎ আবার গম্ভীরের ছায়া পড়ল। আবার পথ চলায় চুপচাপ।

'আর কতদূর হাঁটতে? এ যে প্রায় পার্ক স্ট্রীট। সন্ধিস্থলের ফেরার সুযোগও: ঘরের দেশ আছে, বন্ধুদের দেশ নেই।'

ঠিক তখনই আসতে পারল দীপঙ্করের আশ্বাসের।

কিন্তু এ যে একটা অকৃত্রিম বস্তি। খোলার চালে একসার ঝিঙ্কি ভাঁতিকল। ছাঁটাই আয়ের সন্ধানহত। খোপা আছে, মুদ্রওয়ালা আছে, কি আছে, সিগি-বোতলওয়ালাও আছে। ওঁকে বুঝি এক হিন্দুস্থানী পরলামীর এলাকা। চালের উপরে কাটবোর্ডের বাড়ার আর সাইকেলের টিউব দেখে সহজেই বোঝা যায়, এদ চেলাইয়ের কারবার চলেছে ওখানে। পরের গেছেরও কি ওরই মধ্যে নাকি? না। পরের বসবাস রাজপথে। সেকি? পুলিসে দেখে না? দেখে বৈকি। দেখে, শোনে, মাঝেমধ্যে সে কী হুল্লা! কখনো বা কী মারামারি! পুলিস এসে রফতার লাঠি ঠোকে। কি সুখ? তোমরাও সুখে থাকো, আমরাও সুখে থাকি। তোমরাও খাও সিন্ধ হয়েছ, আমাদেরও জুটে কখনো। বুঝিবার হয়েছে তো তৈলাক্ত করে। আর


বঙ্গ সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

— কয়েকখানি বই —

• যা একান্ত প্রিয়জনের হাতে তুলে দেবার মতো
• যা দেশের বিভিন্ন পাঠাগারে রাখবার মতো

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
রূপমতী [২·৫০]
বেলকুঁড়ি [২·৫০]

মহাত্মা জর্জিনী সংস্কৃত
কর্মযোগ [২·০০]
প্রেম [২·০০]

বিভিন্ন সংগ্রহে পড়িবার জন্য উচ্চ প্রশংসিত

সহজে হিন্দী শেখবার জন্যে অপূর্ব সুযোগ

সহজ রাষ্ট্রভাষাবোধ [১·৬২ ন. প.]

— অবিলম্বে —

বঙ্গ বুক স্টল

১৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সংসঙ্গ পাবলিশিং হাউসের কয়েকখানা বই

সত্যানুসরণ—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহজ ভাষায় লিখিত। শিক্ষার্থীর নিত্য একান্ত প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সুন্দর সমাধান পাইবেন এতে। —দৈনিক বসুমতী। ১২শ সংস্করণ, মূল্য—১·০০ টাকা, বাঁধাই ১·৫০ টাকা।

চলার সাথী—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণীর সংকলন। সকলের প্রয়োজনীয় বিষয়ের অমূল্য নির্দেশ। চলতি সংসারের নিত্য ব্যবহারে অতীব সহায়ক। ১২শ সংস্করণ, মূল্য—১·০০ টাকা।

নারীর নীতি—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণী। নারী জীবনের চলার পথে সমস্ত জিজ্ঞাসার যে ও প্রতিটি সমস্যা উপস্থিতে সমাধান হয়ে ওঠে—তারই অপূর্ব নির্দেশ। মূল্য ২·৫১ টাকা।

ইসলাম প্রসঙ্গে—সম্প্রদায়ের বিরোধ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঐতিহাসিক—প্রেরিত বিভিন্নের বিশদ বিশ্লেষণ। মূল্য ১·০০ টাকা।

আলোচনা প্রসঙ্গে—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত বিভিন্নজনের প্রতিদিন সংলাপ। "আলোচিত গ্রন্থ অনুকূলচন্দ্রের বহুমুখীন মহত্ত্বের পরিচয় বহন করে।" —দৈনিক বসুমতী। ১ম, ২য়, ৩য়-৩ ৪র্থ খণ্ড। প্রতি খণ্ড—১·৫০ টাকা।

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা।

গয়লানীর সঙ্গে তো পরিপাটি ব্যবস্থা। ভাটিও জলবে, গরুও হাঁটবে।

সেই অকৃত্রিম বস্তির রাস্তাঘাঁষা মুটে খোপের মধ্যে দীপঙ্কর চাক বেঁধেছে। তার মা বাবা দিদি আর কতগুলি ছোলমেয়ে নিয়ে। ভিড়ের চাপে ঘর ছেড়ে বাইরে উপচে এসেছে দীপঙ্কর, তার খাটিয়া ফুটপাতে।

'দীপঙ্কর আছ?' বাইরে থেকে হাঁক দিল সুকান্ত।

'না, এখনো ফেরেনি।' বাইরে বেরিয়ে এলেন দুর্গাবালা, দীপঙ্করের মা। 'ফিরতে দেরি হয়। আপনি কে? কী বলব ও ফিরে এলে?' লক্ষ্য করলেন সুকান্তকে।

'আমি ওর বন্ধু। বলবেন, সুকান্ত এসেছিল।'

'আহাহা, বন্ধু। এ নিষ্ঠুর শহরে এমন কথা আর কে বলে? বলে, বন্ধু। বোসো বাবা বোসো।' ভিতর থেকে একটা ময়লা সুজনি নিয়ে এসে খাটিয়ার উপর পাতল দুর্গাবালা। তারপর নজর করল কাকলিকে। 'আর তুমি?'

দুর্গাবালা ভাবছিল, সুকান্তরই কেউ হবে হয়তো। আর সুকান্তরও সেই মনে তার মধ্য দিয়েই কাকলি পরিচিত হবে।

'আমরা সবাইই ওর বন্ধু।' বলল কাকলি।

'বোসো মা বোসো। এই বাড়িই আমাদের উঠোন, আমাদের বারবাড়ি। কোনোরকমে কাটসসুটে বেশ দুটিতে পাশাপাশি। বন্ধুর প্রাণে আবার কষ্ট কী! আহাহা, আমি দেখি, আমি শুনি, আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হোক।'

'না, আজ আর বসব না। আরেকদিন আসব।' সুকান্ত বলল।

চলে যাচ্ছিল, দু-তিনটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল কাকলিকে: তুমিই সেদিন গিয়েছিলে চিড়িয়াখানায়। চীনেবাদাম খাচ্ছিলে। তাই না?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তোমরাও গিয়েছিলে। কিন্তু ও—ঐ ছেলেটি কে?' ঘরের মধ্যে চোখ পাঠাল কাকলি: 'ও যায়নি?'

'না, ও কি করে যাবে? ছোটদের মধ্যে থেকে কে একজন বললে, 'ওর একটা পা নেই। জুরে খসে গিয়েছে। যে পা-টা আছে, সেটাও নড়ছে।'

'আর ও কে?' আরো ভিতরে কৌতূহলকে সজাগ করল কাকলি।

'ও বিষ্টুরই ঠিক আগে। বিষ্টু নয়, আন্ডা এগারো।' এবার দুর্গাবালাই এগুলেন।

'কী করছে?'

'রাঁধছে। ফেন গালছে।'

বিষ্টু জ্বলজ্বলে চোখে মুখভরা হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে, যেন কিছুই তার হয়নি, আর ফেন গালে আন্ডা যখন উঠে দাঁড়াল, গায়ের উপর ছোড়া আঁচলটি মেলা, মনে হল একেও খোঁড়া করবার জন্যে আরেক দুমর জ্বর আসন্ন। আর, যখন যার তারও কিছুই হবে না।

গলির মোড় থেকে বাইরে আসতে আসতে কাকলি বলল, 'এরা কি করে বাঁচবে? কি করে বাঁড়বে?'

'তোমার এ জিজ্ঞাসা মহাজনের লোকে মহাজনের বিলাপ।' সুকান্তর কথাটা প্রায় হাসির মত শোনাল। 'ফাঁক কথা আর কতদূর হতে পারে?'

'যা বলেছ।' কাকলিও হাসল খানিকটা। 'সীতা কোথায় নিয়ে এসেছিলে তুমি? বাবা, মাকে হাঁপ ধরে। তুমি কিন্তু বলেছ কিনা আরেকদিন আসবে।'

'পাগল! আর কে এমুখো হয়? দীপঙ্করকে আমি ওর অফিসে গিয়ে ধরব।'

(ক্রমশ)

পাণ্ডুলিপি বই এবং এদেশে প্রকাশিত পুরাতন বাংলা-ইংরাজী সংবাদপত্রাদি কিনিতে চাই। মূল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ জানান। বক্স নং ২১১ "দেশ" কলিকাতা—১।

গলক্ষত

বায়োসী সর্বপ্রকার ক্ষত ও চর্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ। জোড়া পোষ্ট কার্ড লিখুন। কবিরাজ শ্রীভীমচন্দ্র রক্ষিত, ইছাপুর, পোঃ সাঁতরাগাছি, হাওড়া।

(সি ৬৭৭)

# বিশ্ব-বীক্ষা

মাটি খুঁড়লে যেমন বহু সহস্র বৎসর পূর্বেকার মানুষের জীবনধারা ও শিল্পকর্মের নিদর্শন আবিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে, তেমনি এখন থেকে বহু শত বৎসর পরের অনুসন্ধিৎসু মানুষ যাতে বর্তমান কালের মানুষের বিষয়ে জানতে পারে, তার ব্যবস্থা করে রাখার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। বহু বিচিত্র রকমের সামগ্রী মাটির নীচে পুঁতে রাখার একটা ঝোঁক কোন কোন দেশে দেখা দিয়েছে। শিকাগোতে একটি কলেজ নির্মিত হবার সময় ছাত্রেরা তার ভিৎ-এর তলায় বর্তমান কালের মানুষের বিষয়ে জানতে পারবে এমনিতর প্রেসলির গানের খান কয়েক রেকর্ড এবং বাজাবার জন্য একটি গ্রামোফোন পুঁতে রেখেছে, যাতে বহু শত বৎসর পর কেউ ওজবগায় মাটি খুঁড়লে এখনকার জনপ্রিয় গানের নমুনা পায়।

বৃটেন শিক্ষণ ওয়েলসের এলবার্লে টম রাউটলেজ নামক এক কৃষক তার খামার-বাড়ির সূত্রে সাধারণের জন্য নির্মিত কৃষিজাত প্রাকৃতিক পরিষ্কার করতে একটা জমিদারের বহু চোকো বাক্স পায়। তার ভিতরে ছিল এক হাত চিঠি আর একটি পাইপ। চিঠিতে প্রকাশ পায় যে, বৃটিশ সরকার পার্লে ঐ পরিবারেরই একজনের চেষ্টা। টম ঐ বৃটিশ এমন অবস্থায় পায় যেন মাত্র কয়েক দিন আগের চেষ্টা। চিঠিখানির একটিতে মৃত্তিকাতল থেকে বৃটি তুলে রেখে দিয়ে যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করা হয়েছিল, সেটি বিশদভাবে বর্ণনা করে তৎকালে রাজ-উইলসের কেমন জীবনধারা ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। টম সেই চিঠির সঙ্গে আর একটি কাগজে নিজে লন্ডনের খবরাখবর লিখে বাক্সটিতে তার সেটি আবার যথাস্থানে রেখে দেয় যাতে ভবিষ্যৎ পুরুষের কেউ ওটি খুঁজে এখনকার অবস্থার কথা জানতে পারে।

লন্ডনের বিখ্যাত ঘড়ি বিগ বেনের ইমারতটি মেরামত করার সময় মিস্ত্রীরা ঘন্টা ঘর থেকে একটা পুরোণো বাক্সের স্মারক পায়। পুরু ধুলোয় আচ্ছন্ন একটা বাক্স; তালার অবস্থা দেখলে বহুকাল আগেকার বলে মনে হয়। কৌতূহলী হয়ে মিস্ত্রীরা বাক্সটি খুলে ওর ভিতর কতকগুলি মুদ্রা এবং একটা লিখিত কাগজের টুকরা পায়। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বলেন যে, বহু বৎসর পূর্বে বিগ বেন যারা নির্মাণ করেছিল, ওটা তারাই রেখে গিয়ে থাকবে।

গত বছর ইংলণ্ডের এক গ্রামাঞ্চলে নারী-দের একটি পুরাতন কারাগার ভেঙে ফেলার সময়ে একটি গায়ের একখানি চিঠি পাওয়া যায়। ১৮৫০ সনে লেখা চিঠি-খানিতে হিজিবিজি কেটে যা লেখা তার পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে, তৎকালীন এক কয়েদী তার স্বামী এক ডাকাতির স্বীকারোক্তি লিখে রেখেছে। স্ত্রীলোকটি লিখেছে কিভাবে সে ডাকাতি করেছিল এবং চিঠিখানি সে লিখেছে যাতে অসময় বিচারকালে সে হতে কোনরূপ ছলনার প্রোবিতনী না হয়ে পড়ে।"

যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমার তুলসা শহরের এক অধিবাসী ১৯৫৮ সনে ওখানে একটি উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্থানীয় অঞ্চলের প্রাপ্তাণ একখানি নয়া মোটরের গাড়ি মাটির নীচে এক প্রকাণ্ড শিল্প করে পুঁতে রেখেছে। ২০০৮ সনে ঐ বাড়ির কোন সাদের অথবা অন্য কেউ সঠিকভাবে বা সঠিক সংখ্যার কাছাকাছি তুলসার অধি-বাসী সংখ্যা কত দাঁড়াবে বলতে পারলে গাড়িখানি তারই প্রাপ্য হবে।

•

চারটি স্ত্রীলোককে মুক্তির দিয়ে প্রহার করার পর টোকিওর এক রাজমিস্ত্রী, শিগিও ইওকোয়ামা জানায় যে, তার যে স্ত্রীর সঙ্গে কলহ হয়েছে, প্রহারিত প্রত্যেকটি স্ত্রীলোককে দেখতে ঠিক তার মতো।

•

যুক্তরাষ্ট্রের একটি জীবন-উন্নয়ন সংঘ আছে, যার কাজ হচ্ছে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে জীবনের পথে ফিরিয়ে আনার সহায়তা করা। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হার্ভি এম ওয়ারেন বলেন, অপরিসীম দুঃখ লাঞ্ছনা আত্মগ্লানি এবং অসহায় নিরুপায় মনকেই আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করে। ডাঃ ওয়ারেনের এই সঙ্ঘ ১৯০৭ সন থেকে এপর্যন্ত তিরিশ হাজার পুরুষ ও স্ত্রীলোককে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

•


"একাঙ্ক নাটিকার ক্ষেত্রে তো তিনি আজও সম্রাট।" —দেশ

একাঙ্ক নাটিকার এই সুবেশ যুগে মন্মথ রায়ের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

| একাঙ্কিকা | ছোটদের একাঙ্কিকা | নব একাঙ্ক |
|---|---|---|
| [একটি পূর্ণাঙ্গ একাঙ্ক নাটক] | [ছোটদের জন্যে লেখা একাঙ্ক নাটক] | [একটি আধুনিক একাঙ্ক নাটক] |
| মূল্য ১.০০ ন. প. | মূল্য ২.০০ ন. প. | মূল্য ৩.০০ ন. প. |

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : কলিকাতা—৬

**হেডমাস্টার** নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অনন্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি এবং সর্বাধুনিক উপন্যাস। ২.৫০

**সাম্প্রতিক অনির্বাচিত কবিতা** হরপ্রসাদ মিত্র

আধা-নিরক্ষর আদিবাসিদের নতুন সুরের কবিতা। ৩.০০

আগামী সপ্তাহে বেরুবে.....

**মায়ামারীচ** সুনীলকুমার ঘোষ

শহর কলকাতার পটভূমিকায় বাস্তবের নিমর্ম পরিচয়। ৩.১০

সুরভি প্রকাশনী : ১ কলেজ রো, কলকাতা-৯

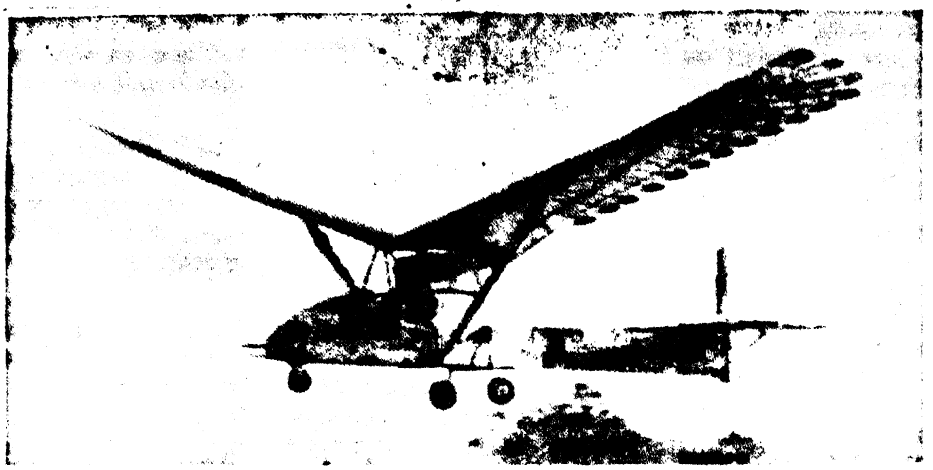

পাখির মত ডানাবিশিষ্ট বৃটেনের নবা বিষ্কৃত যান "অরানথপটার"—লণ্ডনের এক স্থপতি কর্তৃক আবিষ্কৃত নতুন ধরণের এই যানটি সম্প্রতি পরীক্ষাকালে কুড়ি ফিট উঁচুতে উড়তে সক্ষম হয়। ঠিক পাখির ডানার মত ডানা ঝাপটা দিয়ে যানটি ওপরে ওঠে এবং সামনে উড়ে চলে।

এদেশে বিবাহ বিচ্ছেদের অনেক কাহিনী শোনা যায়। এরই বাস্তব নমুনা বদলে বদলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিয়ে করেছে এবং ধরাও পড়ে আদালতে সাজা পেয়েছে এমন ঘটনা অনেকেই মনে করতে পারেন। এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বস্তু টাকার ক্লোড এই মেয়েটি ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গে বিয়ে বিচ্ছেদে, এমন কাহিনীও সুপ্রচুর নয়। কিন্তু আমাদের দেশেই শুধু নয়, আমেরিকার মতো স্থানেও এধরণের ঘটনা ঘটে, অবশ্য একটু ভিন্ন ধরণের।

কে. হোড়ের
কণক
পাউডার

শঙ্খ মার্কাই
ব্রেস্ট ক্রিমগী
ঘাশার কুমু ইণ্ডাষ্ট্রী.কোং
কলিকাতা-৯

ক্রিমি-নাশিনী
এস.পি.চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ
৯৭, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট. কলিকাতা-৯

গত মহাযুদ্ধের সময় শ্রীমতী ব্রবরা পিস্তোনো নাম এক মহিলা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত পতির কাছ থেকে তার মৃত্যু বিবাহের কথা শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তার স্বামী প্রাণে রক্ষা পেয়ে ফিরে আসে। এদিকে পুলিশ এই কাহিনীর ধরে ফেলায় তার বিবাহটি বাতিল হয়ে যায়। এটি একমাত্র দৃষ্টান্ত নয় যুদ্ধের সময় এমনধারা বহু মেয়েরই কথা শোনা গিয়েছিল।

পাশ্চাত্যের ধনকুবের মেয়েরা বিবাহকে বড় কাজই না ভাবতে পারে। এক সুন্দরী ইংরেজ মুসলমান মিচিত্র খেয়াল অনেকগুলো ডাইভোর্সের কাগজপত্রকে বড় রকম অসুবিধার মধ্যে ফেলে দেয়। মহিলাটি জানায় যে ছ ফিট লম্বা, নীলাভ ও বাদামি চোখের মত চেহারা এবং বেশ অধিক সংখ্যক টাকার একজনের পাণিগ্রহণ করতে চায় সে। সাধারণত সে পাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের স্থান নির্বাচন করে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন এবং প্রায় প্রতি পাত্রই তাকে দেখে বিবাহের কথা পাকা করে ওঠে। কিন্তু পরেরবার যতই কেন ওর প্রতি ঝুঁকে পড়ুক, শেষ পর্যন্ত একে একে সকলকেই সে প্রত্যাখান করতে থাকে। ওটা যেন ওর একটা খেলা। শেষে একজন একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠতে মহিলাটি তাকে জানায় যে, সে বিবাহিতা এবং দুটি সন্তানের জননী, তবে স্বামীর সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই। সত্যিই বাপারটা তাই ছিল। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর মহিলাটি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিতা জ্ঞান করে। তাই সেই রকম চেহারার পরেরবার ধরে ধরে নাজেহাল করে অপমানের প্রতিশোধ নিতে থাকে। ছ ফুটের সাথে ঐরূপ লাম্পট্যের কারণে শেষে সম্পত্তি ক্রোকে ফিরোটে তার থাকতে পারেনি।

এদেশে একটিমাত্র পুরুষ বিবাহ নাকচের মকদ্দমা দায়েরের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে উচ্চকুল শ্রেণীর এক মহিলার বিবাহ হয়। ১৯৫ সনে তা বিবাহ পর ভদ্রলোক উচ্চ সমাজের একটি স্তরের ওর সঙ্গিনীর যোগ্য এটিকেটের অভাব দেখে। কিন্তু ভদ্রলোক পর ভদ্রমহিলাকে তার পূর্ব একটি শিক্ষয়িত্রীর কাছে পাঠান। বিবাহের পূর্বেই শ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে শ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার পরে ও জানা উভয়েই তাকে নিরাশ করেন। বয়সের অনেক তফাৎ এই কারণে তারা তাদের মধ্যে বিবাহ নিষ্পন্ন করার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু বৃদ্ধা তুরুণ স্বামী লাভে যেমন, তেমনি পক্ষে তার বিবাহের বয়সী স্ত্রী লাভে কোন বাধাই মানেনি না।

•

ইংরাজের বিধা লণ্ডনের এক বিবাহিতা মহিলা পুলিশের কাছে স্বামীর নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা জানায়। পুলিশ জানতে পারে যে, স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েছে পাঁচ মাস আগে। সন্দেহ করে পুলিশ প্রশ্ন করে এতদিন নিরুদ্দেশ স্বামীর কথা জানানো হয়নি কেন। মহিলাটি একটু বিস্ময়ভাব দেখিয়ে বলে, 'এতদিন ওর অভাবটা ঠিক বুঝতে পারিনি।'

GOVERNMENT LIBRARY

# তিন দিন তিন যুগ

* * * নরেন্দ্রনাথ মিত্র * * *

১৬

মনসী

চিঠি পেয়েছ। পড়েছ। তুমি যেই হও, নিজের কথা লেখবার আগে আমার চিঠিরই প্রশংসা করেছ। হেসেছিলাম, হেসেছ বলে নয়, হেসেছ বলে নয়, হেসেছ বলে নয়

কাণ্ড শুধু সৃষ্টির সম্পর্ক নয়, রূপের সঙ্গে সৃষ্টিরও সম্পর্ক।

কিন্তু আমি সৃষ্টিমান অনাসৃষ্টি। আমার কৃতকর্মের ভালো যতটুকু অনুভাপ তার চেয়ে ঢের বেশি অনুশোচনা পরের প্রমাণ অকৃতকর্মের জন্যে। শুধু প্রবল বলাস্ত্রাত সেই অচল মূঢ়তার অবসন্নতায় পাহাড়কে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর আমার ধারণা, সত্যি কিনা জানিনে, প্রেমাস্ত্রাতেও সেই সাধ্য আছে। অক্লান্ত সাধনের সেও এক স্রোতস্বতী। পর্বতপ্রমাণ কীর্তে তখনো তার প্লাবনের প্রলয়লীলা, তখনো সে অন্তরালে নিভৃত অন্তঃপুরে অন্তঃশীলা।

সেই স্রোতস্বিনীকে তো আমি দেখেছিলাম। অনুভবও করেছিলাম তার শক্তি। তার ধারা ক্ষীণ হলো কেন। এই প্রশ্ন বারবার আমার মনকে পীড়া দিয়েছে। তবে কি আমার লেখনীর কিলাস্ত্রাপে, অনাবেগের পরাভূত এমনই অচল অনড় মাটি পাথর বা চেউয়ে ঢেউয়ে ভাঙে না,

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

ক্ষয় পায় না, ছেড়ে যায় না? আমি তোমার দোষ দিইনে মানসী দোষ আমারই।

তারপর আমার সেই পরীক্ষিত ক্ষতবিক্ষত খণ্ডিত সত্তার কাছে আর একটি ধাক্কাকে আমি দেখলাম অনুভব করলাম। মনে হলো তা ক্ষতকে ধোয়ে মেরে, ক্ষতিকে মেনে মেরে, সৃষ্টি ছলছল চোখে সে অপূর্ণ অসম্পূর্ণ তারও পূর্ণতির আকাশ পূর্ণতিবিম্বিত হবে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার ভুল ভাঙল। একটি ধাক্কাকে সৃষ্টি অনুভবের মধ্যে পেলাম। আমার মনে হলো ক্ষতবিক্ষত ক্ষতিগ্রস্ত হৃদয়ের সমস্ত নিয়ে তার দীর্ঘ সঞ্চিতের দুঃ আমার অধিকার নেই। এর জন্যে আমি নই শুধু, পৃথিবী এবং জীবনের কারুই নেই, সৃষ্টির ধারে সব অপরিচিত হিম হয়ে যাবে। এবং সেই হৃদয়বেদীকে নিয়ে আমি কি করব? তার চোখে প্রত্যাখ্যান দেখলে আমার মনের মধ্যে কী হবে আমার জানা নেই। সে আমার কাছে কী অনুভব করে আমি জানিনে। অনুভবের মধ্যে পূর্ণতিবিম্বিত। তিরস্কারে ধিক্কারে ঘৃণায় অবজ্ঞায় সে আমার কাছে কী? সে শুধু কি আমার কাছে? সে আমার কাছে, সে আমার কাছে, সে আমার কাছে,

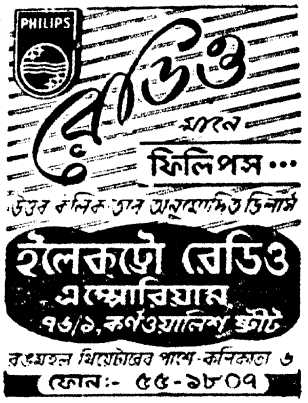


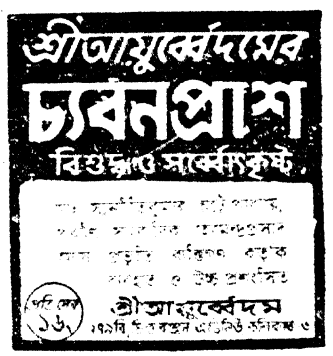

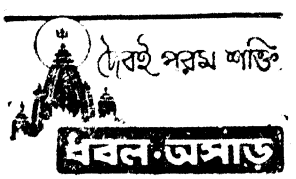



মানসী কোন জবাব দিল না। সিঁড়ি কি জানেনা এই মুহূর্তে যাদের নাম ও করল এই মাঝরাতে তারা যদি কেউ আসে, কড়া নেড়ে আসে না? সিঁড়ি কি জানে না এই অন্ধকার রাতে সবচেয়ে যে বড় ভয়ংকর সে সুসংবাদের দূত? সিঁড়ি কি জানে না সব সময় ভয়ের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই, অন্ধকারই তার আকার, তারই মত সে সর্বগ্রাসী?

মাধবেন্দু বলল, আর ওইভাবে দাঁড়িয়ে এক-সাথে যাই।

মানসী মৃদু মৃদু বলল, তুমি তুমিতো ভয় করছ? তোমার এক সাথে সাহস নেই। দুইটি চক্ষু একসাথে যাই, সেই ভয়ের সমাধি একসাথে কাপ দিই, একসাথে মরি।

মাধবেন্দু কিন্তু ঘাবার জন্য বাস্ত হল। মানসী এক পিছনে পিছনে। কিন্তু আশ্চর্য, ওদের সকলের আগেই পাশেরের মধ্যে আলো সচকিত। নন্দ, উঠে কিন্তু সকলের আগে ঘুমের চিহ্নমাত্র ওঁর আজ আর অবশিষ্ট নেই। ফল করবে বলে সকলের আগে উঠে বসেছিল।

দরজা খুলে দিয়েই নন্দ, বলে উঠল অসীমদা!

মানসী তার কথাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর নন্দ, যখন তাকে দিকে ছিনিয়ে এল তখন সে কথাকে বিশ্বাস করতে পারল না। আশ্চর্য! সে তবে এসেছে।

নন্দ, বলল, আমি জানতাম আপনি ঠিক আসবেন।

নন্দ, কি বলে এসব কথা বলছে? মানসীও কি জানত? এর বিশ্বাসের ভিত্তি কী জানি।

কিন্তু মানসী ওদের দিকে তাকাল না। সোজা এগিয়ে গেল। অসীমের সমস্ত মুখ দেখে নয়, দেখতে ইচ্ছা করে চোখের চোখ রাখার ওপর নির্ভর করবে দৃষ্টি ভাল লাগা। চোখকে বড় ভয় কী দেখতে কী দেখে বসে, চশমাটাকে সরিয়ে দেয়, মাঝকে অসহায় মনে হতে করে রাখে।

আশ্চর্য, অমন করে বিনা খবরে সে আবার ফিরে আসতে পেরেছে? কিন্তু কেন? কার জন্যে?

মাধবেন্দুও মুখ বুজে আছে? নন্দর ওপর কি তারও ভার? নন্দ, কি সুজনেরই মোক্তার?

কোথায় ছিলেন অসীমদা? কোথায় গিয়েছিলেন?

অসীম একটু হাসল, তুমি যতদূর গিয়েছিলে সেই সোনপুর পর্যন্ত।

নন্দ, যেন লাফিয়ে উঠল, বলছেন কি? কী করে টের পেলেন? নিশ্চয়ই কারো কাছে শুনেছেন? কার কাছে শুনেছেন বলুন?

অসীম বলল, সে কথা কি বলা ঠিক? তুমি কি কারো কাছে বলে বেরিয়েছিলে?

নন্দ, বলল, তবু বলুন, নাম বলুন। আমি সেই স্কাউন্ড্রেলকে চিনে রাখি। ভাই, ছাড়া আর দুজনে জানে। ইন্দ্র বিশ্বাসে বোডের ক্লিনিকে আর তারাপদ। কে সেই বিশ্বাসঘাতক আমাকে বলে দিন তো। ওরা বলেছিল আর কেউও কথাটা ফাঁস করবে না।

অসীম একটু হাসল, ক্লিনিকে যখন এসেছ কথাটা ফাঁস হয়ে গেছে তার কিছু বিশ্বাস।

নন্দ, বলল, তাহলে কি ডোমেস্টিকেন মিথ্যে কথা বলেছে?

অসীম বলল, তা কেন বলবে?

নন্দ, বলল, তবে সে আমাদের সেবিকেটিভিলেন?

অসীম বলল, তবে কি তোমাদের সেবিকেটিভিলেন?

এতক্ষণে সবে ঠিক অসীমের সামনে এই নন্দ, সম্পর্কে তিনি কতখানি কি করতে পারেন। একটা, মানে একটা অন্ধকার ঠিক। এই মুহূর্তে সে মুহূর্তে সে বিশ্বাস করে এই মুহূর্তে সে বিশ্বাস করে পারে যে সে তোমাদের সেবিকেটিভিলেন। [illegible] সে [illegible] কিন্তু [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible]

নিজের ছোট ভাই। খবরটা তো সেও পেয়েছে। কিন্তু কই! ভারমন্দা তো নেই-ই, সাধারণ একটা Curiosity পর্যন্ত থাকতে নেই?"

সুহাসিনীও কিছুক্ষণ আগে উঠে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, "থাক, এই রাতদুপুরের সময় তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। মুখ খুললেই মহাভারত এ আর সহ্য হয় না বাপু। মানুষের সময় আছে, অসময় আছে, মন আছে, মেজাজ আছে। এসো অসীম, হাতমুখ ধুয়ে এসো। তোমাকে খেতে দিই।"

অসীম বলল, "না মাসীমা, এত রাতে আর কিছু খাব না। কিচ্ছু না।"

মনোমোহন বললেন, "না না অসীম, কিছু উপরন্তু মোটেই ছাড়ান নয় ওসীম সাহেব কিন্তু, তোমাকে মুখে দুটি দিতেই হবে। জানো অমার এই বয়সে এই রাত্রে বসে দুটি অন্ন ছাড়া কারও ছেলেরে ঘুমোবার জন্য সহজ হয়ে চোখ বোজে আর আমরা সব দিনি যেয়ে বসে।"

আধো-আধোয়ার বয়সে মনোমোহন কখনও কখনও এই ধরনের ছেলেমানুষি করে বসেন। অসীম এবার আর আপত্তি করল না।

অসীম বলল, "তোমার আর কী হয়েছে মেসোমশাই?"

মনোমোহন বললেন, "না বলা, ঠুটি হয়েছে বটে, অসলই ঠুটি হয়েছে। এই যে, আমাদের দিন কাটিয়ে ছেলেরা মানুষ হয়ে, অমানুষ হয়ে, এদের নিয়েই তো আমরা অমানুষে চাঁদে পড়ি, চাঁদে ঝুলি। সেই অমানুষগুলো তোমার বিয়েতে কত যা পড়িয়ে আমরা শুধু, সেইজন্যে তার চেয়ে একবাটিও বেশি নই অসীম। ছোটবেলা ছোটো বলতাম আমাদের সবাই কি

তোমার সমান দুটি আছে ছপছপ
ছাদ টানে পাতপাখে ঘাসে ঘুঘু
ছুটি করবের সব ফেইপুল মালী
এ ধরায় কেবলমাত্র নিতা তুমি আমি।"

সুহাসিনী বিরক্ত হয়ে বললেন, "আচ্ছা, মাধুরী তোরা কি এই শেষ রাতে কেবল হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু শুনবি? তাতেই কি সব কাজ হয়ে যাবে? রাত পোহাতে না পোহাতে ঘর তো উঠতে হবে আমাকে? তোমাদের যন্ত্রণায় একদিনও তো আমাকে ছাড়া চলবে না!"

মাধুরী বলল, "যাই মা।"

রান্নাঘর ছাড়া খাওয়ার আর জায়গা কোথায়। বিছানা পেতে সব জায়গাকেই এখন শোয়ার জায়গা করে নেওয়া হয়েছে।

রান্নাঘরের মধ্যেই একক অতিথিকে এখন খেতে দেওয়া হলো। মানসীকে মা ডাকলেন না, সে খাওয়ার কাছে গেলও না। কিন্তু আশ্চর্য, মাধুরীকে বারবার ডাকা সত্ত্বেও সে শুধু আসন পেতে ওয়াজেলের গ্লাসটি রেখে চলে এল। এসে দাঁড়াল জানলার সামনে। একি লজ্জা, না গোপন অনুরাগ? কই অসীমের কাছে এই সংকেত তো মাধুরীর এর আগে ছিল না। নতুন সম্পর্কের সূত্রে হাতাহাতি সব পাল্টে গেছে দুই। চিরাচরিত ঢেলা মানুষ হয়েছে সুচিন ছেলের হাতপুতুল।

রাতজাগিদিকে মা পরিবেশন শুরুতে লাগলেন, বসে সামনে বসে উপলক্ষ অসীমে তাকে আপ্যায়ন করতে লাগলেন। মানসী ওদিকে আর ফেরে না। সমস্ত ঘরে মানসীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। মানসী সরে থেকে চক্ষু তখন মাধুরী সেই যে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তা আছেই। দাঁড়িয়ে মধ্যে ভোরবেলার দিকে পাচ্ছে নাকি। প্রথম প্রথম অমন বেশ লাগে, তারপর ক্লোরোফর্মে বড় বেশি বেশি দুর্গন্ধ হয়ে ওঠে।

মুখ খুলে অসীমের কর মনোমোহনের আর দাঁড়াবে দিলেন না। অসীমকে। বললেন, "আর দুই ছেলে বসেরে দুই অসীম। ছেলের মানসী আমার ছেলে ছাড়া ভালবাসে। ছেলে কাজ করে ছেলে। ছেলের আর কেউ নেই।"

অসীম বলল, "হাঁ, ঠিকই। তুমিতেও তো বাড় ভোর উঠে পড়ি ধরতে হবে।"

মানসীর মনে হলো নিজেকে নিয়ে বসে যে নিয়েছিল অসীম নিজেই নিজেকে এখন সংসারী, অভিভাবক আর নেই। এতদিন অবশ্য ঘটিয়ে ও তেমন কিছুই ঘটেনি এমন নয়। বলা যায় ছেলের মতো বাবার পিছনে পিছনে ঘোরে। মানসীও তেমন ও তেমনই না, তবে সংসার পরিচালনে প্রশ্নে যেন নেই একখানি ঠিক নিয়মেই যেন সমস্ত ঘটনা ঘটে চলে। সেই ঠিক নিয়মের ভেতর থেকে উঠে পরিচয় দিতে পারেনি আর কে ওর নাগাল পায়।

অসীম আবার না কিন্তু বার ডাকলেন, মানসী, অসীমের শিক্ষানবীশ একটু ছোটো-টোটো কিছু হাতে মানসীকে ডেকে নিয়ে।

এসব কাজের কথা আবার মানসীকে বেশি। তাঁর চেয়ে মাধুরী যে আর এক ধাপ আছে তাকে ডাকাডাকি হয়। সেই এসে সব করুক। সেই সব পারবে।

বাবা আর একবার তাড়া দিলেন, মানসী, আর রাত বাড়িয়ো না।

না গেলে আরো বেশি ইতরতা হবে। তাই মানসী ঘরে ঢুকে অসীমের বিছানাটা ঠিক করে দিতে লাগল। অসীম বলল, আমিই তো আর নিতে পারতাম।' মানসী সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বালিশের উপরে ঘাওয়া ফুলতোলা ঢাকনিটা ঠিক করে দিতে লাগল।

তার আগেই অসীম নীচে নেমে মনোমোহনের বিছানায় গিয়ে বসেছে।

মনোমোহন বললেন, "তুমি করবে কি অসীম? এসব মেয়েদের কাজ ওরা করে না দিলে কি আর চলে। এতখানি বয়স হলো তবু ভালো করে রান্নাটাও শিখতে পারিনি। আমাদের এই পরাধীনতার সুযোগ নিয়েইতো মেয়ে মেয়ে মেয়ে।"

কথা শেষ না করে হাসতে লাগলেন মনোমোহন।

মাধুরী এসে ঘরে ঢুকল, "বাবা!"

মানসী ঘরে ঢুকেছে। ও কি তার এখন না এসে পারে। পাছে না সুপারি ফেলে তাড়াতাড়ি ঘরে করে নিয়ে এসেছে?

মাধুরী বলল, "বাবা।"

মনোমোহন বললেন, "কিছু? তুই শুতে যাসনি মাধুরী? আমি তাবলাম তুই বুঝি শুয়ে পড়েছিস তাই মানসীকে ডাকলাম। কিছু হয়েছে? মশারি টাঙানো হয়নি?"

মানসী এবারও কোন জবাব দিল না।

মাধুরী বলল, "বাবা একটা কথা তোমার কাছে বলব।"

মনোমোহন বললেন, "বল না।"

মাধুরী বলল, "বলবই এখন এই জায়গায় আছে, এখানে বলা সুবিধে। কাল আবার অসীমকে ব্যস্ত হতে হবে।"

মনোমোহন একটু ভয় পেলেন, "কেন তা কি কোনরকম বেয়াদপি?"

মাধুরী বলল, "আর তোমার ভাতঘুমটা আমি আর নষ্ট করতে চাই না। তাই আজই সকালে এসেছি।"

মনোমোহন বললেন, "না বলবি বল না। আর ভনিতা করিসনে তো।"

মাধুরী বলল, "আসলে অসীমকেই বলবার কথা ছিল বাবা। কিন্তু সংকোচে বলতে পারছি না।"

মানসী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হাতের কাজ আর শেষের উৎসাহ নেই। মনে মনে বলল, থাকনা দাঁড়ি। অসীমকে বলতে পারনি তাই তুমি নিজের মুখে বলতে এসেছ। এই বড় মেয়েরা না হয়ে কি হবে—ছাগা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। একজনকে পাবার জন্যে তুমি সব ছেড়েছ।

মনোমোহন বললেন "আমার কাছে আবার সংকোচ কিসের থাকবে, ব্যাপারটা কি।"

মাধুরী একটু ঢোক গিলল, ঘটনাটা এক সপ্তাহ আগেই ঘটে গেছে বাবা। কিন্তু ওরা গোপন করে রেখেছিল। আমার কাছেও গোপন করেছিল। আমি এবার জানলাম। ওরা বিয়ে করেছে বাবা।"

মনোমোহন বিস্মিত হয়ে বললেন "কী করেছে!"

মাধুরী বলল, "রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে।" অসীম বলল, "এ তুমি কী বলছ মাধুরী!"

মানসীও সমস্ত সমস্ত করে উঠল "ছি এ তুই কী বলছিস। মা মা মা, কখনো না হয়নি।"

মাধুরী হেসে বলল, 'ওরা এখন ভয়ে চেপে রাখতে চায় বাবা। স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু সবই যখন হয়ে গেছে চেপে রাখা কি আর ভালো? তুমি বল।'

মনোমোহন এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে আবেগভরা গলায় বললেন, 'আমাকে আর ভালোমন্দের কথা জিজ্ঞেস করো না মা। আমার ভালোও নেই মন্দও নেই। আমার বিচারের সঙ্গে তোমাদের বিচারের কি কোনদিন মিল হয়েছে যে আজ হবে? ছি ছি ছি আমাকে না জানিয়ে এমন কাজ যারা করতে পারে তারা তো আমাকে খুনও করে ফেলতে পারে মাধুরী।'

অসীম বাধা দিয়ে বলল, 'মোসোমশাই শুনুন। আপনি না জেনে শুনে ওর কথা বিশ্বাস করে—।'

মনোমোহন অসীমকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না, পরম ক্ষোভের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'বিশ্বাস করে আমি ঠকেছি অসীম, ভয়ংকর ঠকেছি। বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। তুমিও তো রাজ কর্মচারী। ওগো শুনছ? মাধুরী, তোর মা কি ঘুমিয়েছে না মরে আছে? তাকে একবার ডেকে দেতো। তার মেয়ের কীর্তি কাহিনী এসে শুনুক।'

মাধুরী বলল 'যাই বাবা। মাকে গিয়ে ডেকে নিই।'

মানসী প্রায় মাধুরীর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে বলল 'দিদি কেন তুই আমার নামে এমন করে মিথ্যে কথা বললি। বাবার কাছে এমন করে ছোট করে দিলি। তুই তো জানিস সব মিথ্যে।'

মাধুরী বলল 'ঠিক আগাগোড়া মিথ্যে নয়, আগাগোড়াই সত্যি। একটু মিথ্যের ছিটে কাল লেগেছিল, আর একটু ফোঁটা আজকে পড়ল। অসীমের কাল কি পরশু


স্বর্ণ ও রসায়ণ যুক্ত অদ্বিতীয় মালসমা

হেমাটো সার্সাপ্যারিলা

• রক্তদুষ্টি, চর্মরোগ ও দুর্বলতা দূর করে
★ স্বাস্থ্য ও শক্তির সঞ্চার করে

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৯



ঢোল কোম্পানীর

দাদ ও কাউরের

অব্যর্থ মলম

রবানগর • কলিকাতা


ধুয়ে ফেলিস তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সুহাসিনী সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে আর জাগাল না মাধুরী। ঘরে এসে খিল দিয়ে লাইট নিভিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

খানিকক্ষণ অন্ধকারে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মানসীও শুতে এল।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

মানসী ডাকল 'দিদি!'

মাধুরী কোন সাড়া দিল না।

মানসী এবার আরো কাছে এগিয়ে এল, 'দিদি ঘুমিয়েছিস?'

মাধুরী বলল 'না।'

মানসী অস্ফুটে আবেগরুদ্ধ গলায় বলল, 'এ তুই কী করলি বল তো।'

মাধুরী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মানসী কালরাতে ঠিক এই সময় তুই ঠিক এই কথাই বলেছিলি। দিদি তুই কী করলি দিদি, তুই এই করলি। তোর হয়তো মনে নেই, তুই হয়তো ঘুমের মধ্যে বলেছিলি। ঘুমের চেয়েও যে আরো বেশি অসহায় করে সেই অসহ্য প্রবল ব্যথার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে বলেছিলি।'

মানসী বলল 'কই আমার তো মনে পড়ছে না।'

মাধুরী বলল 'তাহলে হয়তো সুধার মুখ থেকে কথাটা শুনেছিলি। আমার বুকের ভিতর থেকেই তা বেরিয়ে এসেছিল। একই কথা। প্রথমে ভেবেছিলাম মরব।'

মানসী ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দিদি। তুই এত—।'

সেন্টিমেন্টালিজম গলাটা আর মুখ থেকে বের করল না মানসী।

মাধুরী বলতে লাগল, 'কিন্তু নিজের আড়ালে আবার আমার প্রাণের তৃষ্ণা ফুঁসে উঠল। সব রকমের তৃষ্ণা। সফল করলাম টিউশনি করলাম সেই তৃষ্ণা আমার বুকের মধ্যে বসে রইল। সারাদিন তার সঙ্গে আমার যুদ্ধে যুদ্ধে কেটেছে। তারপর দেখলাম নন্দুকে। সে তোরও হারল না, ফেল করেও তার বড়াই যায় না। দেখলাম বাবাকে। রোজই তো দেখি। কিন্তু আজ যেন সব অন্যরকম। নন্দুকে যতক্ষণ পাওয়া যায়নি একটা পাতা পড়লেও মনে হয়েছে অশুভ লক্ষণ। নিজেকে যখন ফিরে পেলাম তখন সবকিছুর মধ্যে শুভ লক্ষণ আশ্বাস আর সান্ত্বনা দেখতে পেলাম মানসী। আমার কাছে সমস্ত জগৎটাই একটা সিম্বল হয়ে উঠল। তুই, নন্দু, বাবা, বাবার প্রতিটি কথা, পুরোন পদ্যের প্রতিটি পংক্তি আমাকে একই কথা বলতে লাগল। কিন্তু আর নয় মানসী রাত অনেক হোলো। এবার ঘুমো।'

মানসী বলল 'কিন্তু দিদি আমি যে হেরে গেলাম।'

মাধুরী বলল, 'আবার জিততেও তো।'

ও হাসল কিনা মানসী অন্ধকারে তা বুঝতে পারল না। ও যে পাশ ফিরে শুয়েছে তা টের পেল।

কিন্তু এই কি জয়। মা এর মধ্যে জয়ের আনন্দ নেই, এতো যুদ্ধ নয় সন্ধি। নিজের প্রাপ্যকে আর একজনের হাত থেকে দান হিসেবে গ্রহণ করা। হারানো বস্তুকে যে খুঁজে এনে দিল ফিরিয়ে দিল তার কাছে চিরকালের জন্যে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে হবে। জয়ের গৌরব কোথায় মানসীর।

অবশ্য ইচ্ছা করলে এই দয়ার দান সে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। ছিঁড়ে ফেলতে পারে মিথ্যার জাল। কিন্তু পারবে কি? নিজের ওপর সে ভরসা যেন আর রয় না। অসীম ঠিকই বিশ্লেষণ একজন সংরক্ষণ করে, আর একজন তা টুকরো টুকরো করে ভাঙে। দুদিন ধরে এক অদৃশ্য ক্ষুব্ধ ঈর্ষা তাকে মুহূর্তে মুহূর্তে নাচিয়েছে, কাঁদিয়েছে আক্রোশ আর ক্ষোভের তরঙ্গ মনির ওপর অন্তহীন আছড়ে আছড়ে পড়েছে। অথচ কেন? কিসের জন্যে? অসীম কি কোনদিনই তার কাছে এই মুহূর্তগুলির মহার্ঘ ছিল? অসীম পুরুষ তো ভালো পুরুষের সম্মানই কি মানসী তাকে দিয়েছে? সম্মান তবু সেই অসীমের জন্যে মানসী কী সুখের তরঙ্গটুকুই না লাভ করেছে। একটি কানাকড়িকে ছিনিয়ে নিয়ে ছোট খুশির এক অসম্মান ঐশ্বর্যকারে মাধুরী যেন তাকে আর এক বৃহত্তর অসম্মানিত করে দিয়েছে। সেই গ্লানি কোনো পরম ক্ষমাও আদর না পরুলেও কাটবে তাই। না পরলেও মনে হয় সব ঠিক নিজের বিশ্বাসমত হয়ে রইল।

মানসী কি এই ইন্দ্রজাল এখনো ছিঁড়ে ফেলতে পারে? পারে না? পারে না? পারে না?

পারে না, পারে না পারে না।

পারে না ও দুদিন ধরে তাই প্রমাণ হয়ে গেছে। হঠাৎ মানসীর বুকের ফোঁটা জল এল, হাসিতেও কান্না পেয়েও কান্না। নিয়েও কান্না নিয়েও কান্না। তার পাশে শুয়ে আরো একজন যে নিঃশব্দে কাঁদছে তা কি আর মানসী টের পাচ্ছে না?

বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে মানসী বিনা ভাষায় বিনা শব্দে বলতে লাগল, না না, না না না না। এই অস্তিত্বময় জগতে এত অসংখ্য না। বাসনায় বেদনায় এমন অপরিসীম অপরিমেয় কান্না। তারপর যে কী হল মানসী জানতেও পারল না।

মায়ের মত মুক্ত বুকভরা বাথা নিয়ে রাত্রি তার মেয়েকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিল। তারপর পরম স্নেহে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ঘুমের দোলায় দোলাতে দোলাতে তাকে নিয়ে রঙীন স্বপ্নের পথে রঙীন ভোরের দিকে এগিয়ে চলল।

— সমাপ্ত —

LIBRARY

# টাকের বাহার

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন যে, তিনি ভারত-আবিষ্কারের জন্য ভারতে আগমন করিবেছেন।—"ভ্রমণান্তে ভারত-আবিষ্কার সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ রচনার বাসনা যদি তাঁর থেকে থাকে তাহলে আমরা বিনীত নিবেদন জানাব—গ্রন্থটির মূল্য যেন সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই রাখা হয়। অবশ্য সাংস্কৃতিক

এলাকা হিসাবে দিনদুপুরে সিংহলই অধিকতর নিরাপদ—মন্তব্য করেন বিশ্বখুড়ো।

• • •

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার পুনরায় বলিয়াছেন যে, তিনি পৃথিবীর প্রত্যেক নেতাকে ও দিকদের উপকরণ ইত্যাদিতে তাঁর সহযোগিতা কামনা করিবেন। কম্যুনিজম বলিতে তিনি যে কি বুঝিয়াছেন তাহা আমরা আজও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে আমরা আশা করি সমানভাবে সকল দেশ হইতে অনুরোধ আসা থেকেই তিনি বুঝিতে পারিবেন।"

• • •

কলিকাতা স্পেশ প্রতিষ্ঠান পণ্ডিত ডিনিটার মেধা কলকাতাকে সুইজারল্যাণ্ড বিবরণের মিমিলে করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ পত্র করিয়াছে। অবশ্য ইহাতেও ভুল নয়—" সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

শ্রীনেহরু তাঁর এক সম্প্রতিক ভাষণে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মহিলাদের যদি আমরা নানার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের অগ্রগতি নিরর্থক হইবে। "এতে পরেরাও বেঁচে যাবেন। যতদিন জীবন ধারণের প্রয়োজন ছাড়া-কাপড় প্রদানের সহায়ক নয় থেকে তারা মুক্ত হয়ে যাবেন"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

• • •

নাগপুরে বিশ্ব কৃষিমেলার উদ্বোধনী সভায় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ মন্তব্য করিয়াছেন যে, কৃষি উন্নয়নের

মধ্যেই অভাবহীন রাষ্ট্রের বীজ নিহিত রহিয়াছে।—কিন্তু এই সংগে আমার বক্তব্যটিই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। খাটো, খাটের লম্বাতর ছুটি হাত অধেক কাঁধ ছাটি, ঘরে বসে পুষ্টে বাত, তবু ঘরে হা ভাত"—মন্তব্য করেন বিশ্বখুড়ো।

• • •

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী ভারত ও ভারতের নেতৃবৃন্দের সংগে আলোচনার সন্ধানে এক সাথে দাঁড়াইবেন।—খুবই সুখের কথা কিন্তু সবকার হাত এক সাথে বসাইও পারবেন তো। কেননা ভারতের যে কয় যে পথে পা দিয়া চলে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।"

• • •

শ্রী রাজাগোপালাচারী নাকি তাঁর এক সম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, "যদি এক হাজার মহিলার সহযোগিতা পাই

করিতে পারিলে দেশের যেকোন সরকারকে অনায়াসে উৎখাত করিতে পারেন।—কিন্তু হাজারের দরকার নেই। যেমন-তেমন জাহাজ হলে দশই যথেষ্ট। কিন্তু আমরা ভাবছি অন্য কথা। সরকারের সংগে লড়তে রাজাজী কি সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত অন্তর্লাভয়ী হলেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

সম্প্রতি রুডওয়ের এক প্রেক্ষাগৃহে গল্প-মধ্যে ছায়াচিত্রের দৃশ্যকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। "চীনের প্রাচীরের পশ্চাতে" ছবিখানার দৃশ্যের পর দৃশ্য যখন উদ্ঘাটিত হইতে থাকে তখন সুদূর চীনের মসলা ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের মধুর গন্ধ প্রেক্ষাগৃহে ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—কিন্তু "চীনের প্রাচীরের বাইরে" ধরনের কোন ছবি যদি তোলা হয় তাহলে গ্যাস বা গুলী-বারুদের গন্ধ কি এমনি করেই ছেড়ে বেড়াবে?"

• • •

কটনৈতিক লিস্টাচার কাহাকে বলে তাহা জানেন না বলিয়া প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও প্রধানমন্ত্রী নেহেরু

দুইজনেই স্বীকার করিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন প্রকাশ্যে হাজার হাজার লোকের সম্মুখে। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"এটা এমন কোন কঠিন কথা নয় সহজেই শেখা যায়। যে-কথাটা সবচেয়ে প্রথমে মনে পড়ে তা চেপে গিয়ে যা মনে পড়ে না সেটাকে সাক্ষাৎ পুঁছিয়ে বলাকেই বলে কূটনৈতিক লিস্টাচার।"

---

"রূপ ভগবানের দান, দুর্লভ ও অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদের অধিকারী সত্যি ভাগ্যবান। আর যিনি সে-রূপের প্রকাশ দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তিনিও ভাগ্যবান।"

সমাজসেবী মন্ত্র-এর

আবরণ ৫.০০

বিচিত্রা, ৬ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কল-১২

# চিত্রপ্রদর্শনী

## চিত্রগ্রীব

গত সপ্তাহে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের ব্যবস্থায় শ্রীমতী চিত্রলেখা চৌধুরীর এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় আর্টিস্ট্স হাউস-এ। শ্রীমতী চিত্রলেখা চৌধুরী শান্তিনিকেতনে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন কলা ভবনে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কাছ থেকে। যা শিক্ষা পেয়েছেন সেই ধারাতেই ইনি সাধনা করে চলেছেন। এঁর চিত্রকলা শতকরা একশ ভাগই শান্তিনিকেতনী। প্রচুর পেন্সিলে আঁকা প্রতিকৃতি, একটি স্কেচাল জাতীয় রচনা, কিছু পাস্টেলের কাজ, কিছু টেম্পারার কাজ, কিছু জল রঙের কাজ, কিছু বাটিকের কাজ এবং কিছু এম্ব্রয়ডারীর কাজ সাজিয়ে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এর মধ্যে বেশ পুরোনো কাজও কিছু ছিল, আবার নতুন কাজও ছিল, কিন্তু কাজের ধারায় কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। পেন্সিল-এ আঁকা প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে ভালো কাজ বেশ কয়েকটি চোখে পড়ে, তবে আঁকার ধরনধারণে অভিনবত্ব কিছু নেই। একটা ডিসিপ্লিন লক্ষ্য করলাম, বেশীর ভাগ প্রতিকৃতিই পাশ থেকে দেখা। এটাও আগেকার অনুসরণ চঙ। টেম্পারায় আঁকা সাঁওতালী বিবাহ উৎসবের ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাঁওতালদের বিবাহ উৎসব বর অভ্যর্থনা থেকে ঘটকী বিদায় পর্যন্ত একে একে বিভিন্ন অঙ্গ দেখিয়েছেন শিল্পী মুখোপাধ্যায় একটি স্কেচাল রচনায়। এ রচনায় শিল্পী শুধু তার শিল্পদৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দেননি, রসিক মনেরও পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি ফুলের রচনাও বেশ রসোত্তীর্ণ। ঋতু, কালবৈশাখী প্রভৃতি রচনাগুলিও ভালো লাগে। কারুশিল্পের মধ্যেও উচ্চাঙ্গের কাজ চোখে পড়েছে। শিল্পী সাধারণজীবনের সব রচনাই বোধহয় প্রদর্শনে রেখেছিলেন। ভালো মন্দ কিছু বাছবিচার করেন নি। তাই বেশ কাঁচা কাজও অনেক দেখা গেছে। বিশেষ করে পাস্টেলের কাজগুলি প্রদর্শনযোগ্য বলে মনে হয় না। কয়েকটি পেন্সিলের রচনায় শারীরস্থান অত্যন্ত দুর্বল। আর অঙ্গগুলি প্রতিকৃতিতে বথার্থ সরুক্ত ছিল বলে মনে হয় না। ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক সংঘের কিছুটা দুর্বলই লেষ ছিল। কারণ, দুদিন উপযোগীর নিয়ে ও প্রদর্শনীগুলির কোনও নাম আমরা জানতে পারিনি। শুনলাম ক্যাটালগ তখনও ছাপা হয়ে ওঠে নি। সেই কারণে যেসব ছবি আমাদের ভালো লেগেছে সেগুলি সরকারীর উল্লেখ আমরা এখানে করতে পারলাম না। এজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

• • •

১৬৮নং লিন্টেল স্ট্রীটে একটি নতুন শিল্পী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এই গোষ্ঠীর নাম শিল্প ভারতী। এঁরা গত সপ্তাহে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এ প্রদর্শনীতে যেসব শিল্পীদের রচনা প্রদর্শিত হয়েছিল তাঁদের অনেকের নাম আমরা এর আগে কোনও শিল্পরসিক মহলে, শিল্পীপ্রদর্শন সভা, মজুমদার ভট্টাচার্য, বীথি সেন, অরুণ মিত্র, আশীষ সেন, এবং পল বসু, বরদা পালিত, ইন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, সবিনয় গোস্বামী, রঞ্জন দত্ত এবং আরও কয়েকজন মজুমদার ভট্টাচার্য এবং বরদা পালিত ছাড়া এঁর সকলেই গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজ এর ছাত্র। আর্ট কলেজ থেকে সুকুমার শিল্পে ডিপ্লোমা লাভ করে বেরিয়েছেন। বরদা পালিতের কাজ আমরা এর আগে দেখেছি ১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এ। ইনি কলিম্বরী। নানান রকম প্রথা প্রকরণে ইনি পরীক্ষণ নিরীক্ষণ করেছেন। তবে বেশীরভাগ ঝোঁক এর পয়েন্টিলিজম-এর দিকে। এখানে এঁর যে দুটি নগ্ন-চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল সে দুটি বিন্দু প্রকরণে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে অঙ্কিত। ছবিগুলি প্রশংসনীয়। দলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মনে হয়েছে আব্দুল কুদ্দুসকে। এঁর জল রঙের ছবি এবং স্কেচ যথার্থই প্রশংসনীয়। ইন্দ্রা মুখোপাধ্যায়ের তেল রঙের প্রতিকৃতি দুটি অত্যন্ত নিখুঁত কাজ। বরিন গোস্বামীর জল রঙের প্রতিকৃতিটি এবং দৃশ্যচিত্রগুলি প্রশংসনীয়। নেপালী প্রসাদ সাহও বিশেষভাবে প্রশংসা দাবি করতে পারেন। গত বছর আকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এ এঁর যে রচনাটি জল রঙের শ্রেষ্ঠ ৫৩ হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছিল সেটিও এ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। তারপর বসুর রচনাগুলি বেশ পাকা কাজ, তবে একটি ঘেন কমার্শিয়াল আর্ট ঘেঁষা মনে হয়। এ দলের মহিলা শিল্পী দুজনেরই রচনা আরও ভালোরই দাবি রাখে। তাঁদের আঁকা আরও পরিণত হোক এও আমরা চাইব। তবে একথা ঠিক, এঁরা কেউ কোনও শিক্ষকের কাছ থেকে চিত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন নি। বিমানের স্টুডিও না থাকলেও ইনি আঁকবার যে ঘর দেখিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। অরুণ সেনের আঁকা অ্যাকেডেমিক এর রচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দলের সকলেই চিত্র বিদ্যায় কারুকে না কারুকে শিক্ষা করেছেন। কিন্তু একমাত্র বরদা পালিত ছাড়া আর কেউই গ্রুপ প্রকরণে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি। দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিন্তাধারারও নতুনত্ব কিছু লক্ষ্য করলাম না। সেই কারণে কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে আসা সত্ত্বেও এঁদের রচনায় শিক্ষানবিশীর ছাপ থেকে গেছে। শিল্পীর ব্যক্তিগতভাবে যদি কিছু বলার থাকে তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে, তাহলে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, চাক্ষুষ পরিচয়মাত্রকে তবেই করা প্রকৃতিকে তাঁর বলাটা সম্পূর্ণ হবে না। শিল্পীর মন যখন এঁর ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলিকে একটা আদর্শের অনুযায়ী করে গড়ে নিয়ে শিল্প রচনায় প্রবৃত্ত হয় তখনই হয় সে রচনা পরিপূর্ণ। এই পরিপূর্ণতার অভাব লক্ষ্য করলাম শিল্প ভারতীর এক প্রদর্শনীতে। তাই আমাদের অনুরোধ এঁদের কাছে যে এঁরা যেন এমন শিল্পের সৃষ্টি করেন ভবিষ্যতে যা রেখে দর্শক এঁদের ক্রিয়া-কৌশলের সঙ্গে মনেরও পরিচয় পান।

দোল-উৎসব — চিত্রানন্দা চৌধুরী

## ছোটগল্প

**এক অঙ্গে এত রূপ**—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। নাভানা। ৪৭, গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলকাতা-১৩। মূল্য তিন টাকা।

সাতটি গল্পের সংকলন। জীবনের অপরূপ রূপসন্ধানের সাতটি সাক্ষ্য। অচিন্ত্যকুমার চিরদিনই রূপানুরাগী। তাঁর সৌন্দর্যবোধ এই রূপানুরাগে পরিশীলিত, সুমার্জিত। আলোচ্য গল্পগ্রন্থেও সেই কোমল রসস্পর্শে পরিচয় বিকীর্ণ। এই গ্রন্থের সমকক্ষ পূর্ববর্তী গ্রন্থের উল্লেখও যে নেই একথা বলা যায় না। কোনো কোনো গল্পের স্তরে যে ধাতবিক আছে তা প্রেমের নয় অপ্রেমের কুণ্ঠিত কিন্তু সব মিলিয়ে প্রেমেরই বিচিত্র পরিক্রমা।

অচিন্ত্যকুমার কথাশিল্পী। তাঁর কথা চয়নে কোথাও একটিমাত্র ত্রুটিচ্যুতি নেই, স্খলন নেই। ছন্দ আছে প্রকাশে আছে। একটি সংক্ষিপ্ত বা একটি মুহূর্তের চরিত্রচিত্রণে অল্প তুলিপাতে মন স্থির করতে হবে। সংলাপে প্রত্যেক মানুষের মুখে থাকে তার আবেগটি সুনির্দিষ্ট বিন্যাসে বল হারাচ্ছে মুহূর্তেমধ্যে। অথচ সে বাক্য কথ্যভাষার, কত কাটাকাঁটায় কতো উল্লম্ফনে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার কত সচেতন শিল্পীর প্রয়োজন। চমৎকার মিলিয়ে নিয়েছেন এক সুন্দর সীমা হয়েছে কি তুমি হয়ে নিয়েছ। (ভূমিকা)

মাঝে মাঝে দু একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট ত্রুটিচ্যুতির অপরূপ নয় কথনো কথনো মূর্তিবিন্যাস সংগঠনা বিন্যাসের অতিরিক্তায় দুয়েকটি গল্প সম্ভাবনা বিনষ্টের দোষদুষ্ট। পাঠকদের কোনো কোনো গল্পের অন্তরালে অনুচ্চার্য সম্ভাবনা নিহিত ছিল, লেখক স্বচ্ছন্দে ঘনঘটায় সেই সম্ভাবনা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেছে।

মানুষের চরিত্র আঁকবার নিপুণ ক্ষমতা অচিন্ত্যকুমারের আছে। এই বইটিতেও তার প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান। আলোচ্য গ্রন্থের অনেকগুলি চরিত্রই মর্বিড মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব দিয়ে কিছুদূর গিয়ে হৃদয়ের কাছে না পায়, তাকেই আঁকড়ে ধরে। তার নাম "ভালবাসা" "বাসা" "আশ্রয়" "সান্ত্বনা"—যাই বলা যাক না কেন। অবশ্য সেই অন্তিম সান্ত্বনার অন্তঃসারশূন্যতা আঁকতে গিয়েও অচিন্ত্যকুমার তাঁর শিল্পীসুলভ আত্মস্থতা হারান না।

অচিন্ত্যকুমারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরো দূরগ, এবং গভীর। তিনি আমাদের জীবনবোধে উদ্ভিষ্ট অনেক কাহিনী উপহার

দেবেন, এক অঙ্গে এত রূপ পড়ে সেই আশাই জাগল। (৩৪০।৫৯)

**সখাকালি**—রমাপদ চৌধুরী। ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

আধুনিক বাংলা গল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে রমাপদ চৌধুরীর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সাংবাদিকতাকে সে অর্থে লেখে চাই। তিনি জীবনের গল্পের সঙ্গে একটি রমণীয় অন্বয়ে স্থাপিত দিতে পেরেছেন। তাঁর প্রেমের গল্পগুলিও তাই আমাদের এই চরাচর সংসারের স্পন্দনের মধ্য থেকে কখনো না হৃদয় কুণ্ঠিতের মতো থেকে এক একটি স্ফুলিঙ্গের মত ফুটে বেরোয়। একটি মহূর্তের বিস্ফোরণে হৃদয় কলকাতার ছন্দ ধরা পড়ে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী যে একজন কৃতী শিল্পিক সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যখন প্রতিটি গল্পের মুখবন্ধ এবং শেষ লক্ষ করি। একটি সাবলীল চমৎকৃতির মধ্য দিয়ে প্রায় গল্পেরই শুরু এবং শেষ একটি নাটকীয় আবেগের আবর্তের মধ্যে দিয়ে। কখনো আগাগোড়া গল্পের উৎসাহক সৃষ্টি বজায় থাকে। এই গল্পটি গল্পকারের একটি মহৎ


# আমাদের শান্তিনিকেতন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

লেখক লিখেছেন :

> শান্তিনিকেতনের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ বহুলোকে বহুবার বলেছেন এবং আমিও বলেছি। কিন্তু শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে যিনি সুন্দরম্-এর সঙ্গে সমধিক পরিচয় অত্যন্ত প্রসন্নভাবে পেয়েও বারোজনের যে আনন্দ-সুখ অনুভব করেছিলাম তার কথা বলে তো শেষ করা হয় না। অতীতের সেসব কথা বলবার লোক-সংখ্যাও ক্রমে অল্পসংখ্য।

এই লেখায় যে আনন্দ-কৌতুক উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকৃতিপ্রীতি ও সাধনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে পরিচ্ছন্ন-সুন্দর ভাষার সহজ সাবলীল ছন্দে, তারই ফলে আভাসিত হয়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় বা বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে কী ছিল মহাকবির ধ্যান ধারণা ও সাধনা।

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুর আঁকা ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রে শোভন প্রচ্ছদ, অবনীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মুকুলচন্দ্র রথেন্দ্রনাথ বিশ্বরূপ প্রভৃতি বহু শিল্পীর বহু বিচিত্র আলেখ্যসম্ভারে—এ গ্রন্থ চক্ষুশ্চর নয়ন ও মনের চমৎকার-জনক, মননেরও বিষয়। মূল্য ৩, শোভন ৭,

**বিশ্বভারতী**

কলিকাতা ৭

পূর্ণ। বর্তমান লেখকের সুরেলা ভাষা-ভঙ্গীও তার সাহচর্য করেছে।

'কথাকলি' নিকট-নয় কালের ন-টি গল্পের সংকলন। এর মধ্যে রমাপদবাবুর গল্পগুলি চরিত্র লক্ষণ ও লক্ষতা বিষয়ে মান। উপমাগত, পরশুরামের বার সুষমা ও দুটি বোন আমাদের বিশেষ ভালো লেগেছে। প্রচ্ছদপট সুন্দর। ৩২৩।৫৯

## কবিতা

**নীল আকাশ**—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দেড় টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, আধুনিক-কালে, কথাশিল্পী হিসাবে অচিন্ত্যকুমারের নাম প্রথম সারিতে করেছে। একটি বিশিষ্ট গল্পভঙ্গীর উদ্ভাবক হিসাবে যুবকের রসের পাশাপাশি অনেকেরা লেখকের নাম আমরা স্মরণ করে থাকি। গল্পের নতুন নতুন চরিত্র আবিষ্কার এবং তাদের নবতম প্রয়োগ, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ—এই সমস্ত চতুরাঙ্গ সমন্বয়ে যে ধ্বনিময় ভাবঘন রচনা করতে তিনি দক্ষকাম তার তুলনা, তার হুবহু তুলনা, আর দ্বিতীয় নেই। অচিন্ত্যকুমারের বাবতীয় গল্প রচনার মধ্য দিয়ে যে কবিত্বকে আমরা দেখতে পাই এবং পেয়েছি, বর্তমান কাব্য গ্রন্থ নীল আকাশের মধ্যে ঠিক সেই একই পরুষের চেতনাকে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না। নীল আকাশের কবি উত্তর অর্থেই দ্বিতীয় পুরুষ।

কিন্তু গল্পের মধ্যে গল্পের মধ্যে যে লেখক চতুর, মোটা হাতে ছোঁয়া দিয়েও অসম্ভব কুশলতার সঙ্গে পাল কাটিয়ে যেতে পেরেছেন, কবিতার মধ্যে তাঁর আত্মগোপনের প্রয়াস নেই। এই নিভৃত নিরালায় তিনি অন্তরতরকে একপলট উজাড় করে দিয়েছেন। মরীচিকা রচনা করেন নি।

আধুনিক কবিতার প্রতি যাদের দুর্বোধ-তার অভিযোগ তাঁরা এই গ্রন্থের কবিতা-গুলি পড়ে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। প্রচ্ছদ এবং নামকরণ সুন্দর। ২১৯।৫৯

**মুখর মৌন**—বিভূপ্রসন্ন বসু। পুরবালিকা শ্রীমতী সবিতা মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ভারতী, ৮৮সি, সুরেন্দ্রনাথ বানার্জি রোড, কলিকাতা—১৩। মূল্য দেড় টাকা।

আধুনিক কবিতার শ্রীবৃদ্ধি বিভূপ্রসন্ন বসু একেবারেই অপরিচয়। মুখর মৌন পাঠ করে মনে হয় যে, আধুনিক কবিতার সঙ্গে কবির যোগাযোগ তেমন নিবিড় নয়। লেখক বর্তমান ঠিক থেকে ট্রাডিশনাল হলেও বর্তমান কবিতাবলীর মধ্য থেকে পাঠক একটি সহজ সম্পর্কসূত্র খুঁজে পাবেন। বর্তমান কাব্যগ্রন্থে কবির বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মোট পঁয়ত্রিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে—অধিকাংশ কবিতাই ভাবাবেগের আবেগে ঘনিনিবদ্ধ, গভীর অর্থবহ হতে পারে নি—তবে 'মুখর মৌন' মর্মস্পর্শী, অন্তরঙ্গতাময়, মনোমুগ্ধকর, পূর্ববর্তী অভিমানিনী, রবীন্দ্রিক ইত্যাদি কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। কবি আশাবাদী। পরিবেশের নৈরাশ্যবাদিতার মধ্যেও তিনি সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট, সেটা অবশ্য আশার কথা। ৪২৯।৫৯

**অমরাবতী**—জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—অগ্রণী বুক ক্লাব ১৩, নিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬। দাম—১৲।

বাংলা কবিতার আঙ্গিক ও স্বরবস্তু যে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, আধুনিক কালের গল্প রচনার মধ্যে তা এত স্পষ্ট নয়। সব সময়েই যে আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পূর্ণ পূর্ণ রূপ পাচ্ছে এ-কথা বলা যায় না বটে, তবু তার মধ্যে কিছু কিছু যে ভালো রচনারও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তাও স্বীকার করা উচিত।

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের অমরাবতী তেমনি একটি ভালো কাব্যগ্রন্থ। এখানে তিনটি নাটকাব্য স্থান পেয়েছে—দুটি নারী ও দুজন পুরুষ, 'অমরাবতী' ও 'প্রথম প্রেম প্রত্যুষ ও সন্ধ্যা'। এখানে যে পরীক্ষার চেষ্টা করেছেন কবি তাতে তিনি কতখানি সার্থক হয়েছেন তার হিসাব নেওয়া হয়তো এখনই সম্ভব হবে না, তবে এ-কথা বলা যায় যে, কাব্যসুষমাকে অক্ষুণ্ণ রেখে একটি নাটকীয় মুহূর্তকে পাঠকের মনশ্চেতনার কাছে তিনি পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছেন। একটি কবিতার পক্ষে এই সাফল্যটুকুও কম আশার কথা নয়। তবু তুলনাগত বিচারে এ-কথাটুকু বলে রাখা ভালো যে, প্রথম রচনাটিতে কবির নিজের মনশ্চেতনাই এত সক্ষম যে তাকে কাব্যরূপে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি অনেকখানিই অস্পষ্ট হয়ে পড়েছেন ফলে পাঠক হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অনুভবে করতে পারেন।

ছোট কাব্যগ্রন্থ। বড় বই প্রকাশের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় করে কবি যে তিনটি ভালো রচনা সংকলন করেছেন, তার জন্য তিনি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। ।১২৯।৫৯।

## সাহিত্যালোচনা

**সাহিত্য জিজ্ঞাসা**—গুরুদাস ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সম্প্রতিকালে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ কাব্যগ্রন্থের চেয়েও বেশি সংখ্যায় বেরোচ্ছে, এটা আমরা লক্ষ্য করেছি এবং আমরা হিসেব করে দেখেছি সেই গ্রন্থের গ্রন্থকারগণ অধিকাংশই অধ্যাপক। অর্থাৎ অধ্যাপনা কর্মে লিপ্ত থাকতে থাকতে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে তাঁদের এবং ছাত্রদের মনে যে সমস্ত জিজ্ঞাসার উদয় হয় তারই সংক্ষিপ্ত উত্তরাংশ বিভিন্ন বিষয়ক, প্রায় বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধসংকার সৃষ্টি করে। সমালোচনা-আলোচনার ক্ষেত্রে অধ্যাপকগণ এগিয়ে এসেছেন এটি খুবই সুখের কথা। অবশ্য সেক্ষেত্রে কোন কবি বা ঔপন্যাসিক সাহিত্যবান হয়ে সন্তুষ্ট দেখা দিতে পারেন না, সেক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাতে জানাই। কিন্তু পাঠ্যতালিকা এবং পরীক্ষার প্রশ্নমুখাপেক্ষী হয়ে যদি কতকগুলি টাইপ বিষয় নিয়ে কতকগুলি ধরাবাঁধা ছকে প্রত্যেকেই লিখতে থাকেন এবং সেগুলি গ্রন্থ-মূর্তি নিতে থাকে তাহলে বিবেচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

গুরুদাসবাবুর প্রবন্ধগুলি সুলিখিত। বক্তব্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনি পূর্বোক্ত জিজ্ঞাসারই উত্তর খুঁজেছেন। এবং এই জাতীয় সাহিত্য মীমাংসা শেষ পর্যন্ত একটি

অবধূতের
বিস্ময়কর রচনা আজই পড়ুন
শুভায় ভবতু
* পাঁচ টাকা *
দুরি বৌদি
* চার টাকা *
আকাদেমী পুরস্কার ভূষিত
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সার্থকতম উপন্যাস
রাত্রির তপস্যা
* পাঁচ টাকা *
মিত্রালয় : কলিকাতা-১২
(সি-৮৮৫।২)

বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের মুখ চেয়েই পুস্তকটি লেখা হয়েছে। তবু একথা আমরা স্বীকার করবো আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ছোট্ট স্বাধীন চিন্তায় পরিচয় দিয়েছেন। মিশরের বন্দরকে নিরপেক্ষভাবে সুন্দরভাবে সুবিধাস্থ করে লিখতে পেরেছেন। তাঁর আলোচনাপদ্ধতি যথেষ্ট ক্রটিপূর্ণ, বেশ একটা ভাসা ভাসা ভাবেই তিনি তাঁর বিষয় বিশ্লেষণে এগিয়ে গিয়েছেন। যাদের জন্যে লেখা তারা গ্রন্থটি পড়ে উপকৃত হবে আশা করি। ৩১৭।৫১

## সাধক জীবন

**ভগবৎ প্রসঙ্গ**—শ্রীহরিপদ সিংহ প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ৬নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রোড কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় পরলোকে গমন করেন। তাঁহার শিষ্য পরমভক্ত শ্রীহেমচন্দ্র সান্যাল তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। ভূমিকায় বলিয়াছেন মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের ঘটনাবলীর সংগ্রহ পুস্তক খানিকে যে হিসাবে জীবনী বলা যায় না। জীবনী আরও মহত্তরই সম্ভিক্ষণ্ড। মহাত্মার জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লেখক দেন নাই এবং তাহা দেওয়া সম্ভবও নয়। মহাত্মার জীবনের যে সকল ঘটনা লেখকের মনকে স্পর্শ করিয়াছে তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইভাবে তাঁহার ও মহাত্মাজীর মিলন ভাবনের সম্বন্ধে যে সব তথ্য লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পুস্তকখানির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার নিজের ও মহাত্মার পূর্বপুরুষের বিবরণের অনুরূপ করে তাঁহার উপদেশের কিছুর নিজে পালন করিয়াছেন। ইহার ফলে পুস্তকখানি পড়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রেরণা দিতে পারে। আলোচনার শেষে দিয়া তাঁহার প্রশ্নোত্তরগুলি ভক্তদের উপলব্ধি করি। পুস্তকখানির পাতে ছাপা বেশ পরিচ্ছন্ন, বাঁধাই সুন্দর হইলেও এর আরও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত ছিল। ছাপা কাগজ এবং বাঁধাই সুন্দর। ২৮৩।৫১

## সংকলন

**কেদার বদরী**—শ্রীহরিকৃষ্ণ রায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা-১২। দাম ৪·৫০ নঃ পঃ

আলোচ্য পুস্তকখানি সাধারণী নামক সাপ্তাহিকপত্রে প্রকাশের বদরীর পথে নাম দিয়া লেখাগুলিরই সংকলন। তীর্থ ভ্রমণ সম্বন্ধে যেসব তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বর্তমান গ্রন্থ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ইদানীংকালে উত্তর ভারতের অসংখ্য তীর্থস্থানে যাতায়াতের সমস্যা, দর্শনীয় বিষয়বস্তু এবং থাকিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকখানিতে সন্নিবেশ করিয়াছে। কাজেই ভ্রমণ বিলাসী এবং তীর্থযাত্রীদের পক্ষে গ্রন্থখানি অবশ্য পঠনীয়। সহজবোধ্য ভাষা এবং সাবলীল রচনাভঙ্গি গ্রন্থকারের অন্যতম বিশেষত্ব।

মুদ্রণ পারিপাট্য এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। ৩৫৪।৫৮

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থে আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

**এক যে ছিলো দেশ**—কুমার চন্দর অনুবাদক—মুকুলিকা নাসার।

**আচার্য যোগেশচন্দ্র**—শ্রীসুখময় সরকার। সমপর্ণ—সুকুমার বাগচী।

**ঘরে বাইরে**—রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবীরেন্দ্র-নারায়ণ রায়।

**দুই পৃথিবীর মানুষের দেশ**—বিমল মুখোপাধ্যায়।

**দর্পণ**—সরযূবালা গুপ্তা।

**কবি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ**—হরনাথ পাল।

**পরবাসী**—বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

**আজ কাল পরশু**—জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

**জীবনের রঙ**—সজল।

**বীণাবিধা**—আইউব রহমান।


সাম্প্রতী — সুবোধ ঘোষ

যে বই পড়ে আনন্দ—উপহার দিয়ে তৃপ্তি

| | | |
|---|---|---|
| পরিমাণি লোনাজল | যজ্ঞেশ্বর রায় | ২·২৫ ন. প. |
| দুই কানমের পাখি | সন্তোষকুমার ঘোষ | ২·৫০ ন. প. |
| জলরেখা | বিমল কর | ২·৫০ ন. প. |
| মহুয়া জিলন | শচীন ভট্টাচার্য | ২·০০ ন. প. |
| পথ ও পাথেয় | দেবেশ রায় | ২·০০ ন. প. |
| ছুটি কোথায় | মনোজ বসু | ২·০০ ন. প. |
| মোহনের ডিউটিন | ধীরেন্দ্রনাথ ধাড়া | ·৭৫ ন. প. |

পরিবেশক :—কারেন্ট বুক সপ্—৩৭এ কলেজ স্ট্রীট, কলিঃ-১২



শ্রীজওহরলাল নেহরুর

# বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিখ্যাত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এ শুধু সন-তারিখ-সমন্বিত ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সরস আলোচনা। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচয় মানবসভ্যতার বিভিন্ন যুগের চিত্তাবলী নিয়ে আলোচনা একখানা অপূর্ব গ্রন্থ। কে এক রোমাঞ্চিত-অঙ্কিত ৫০খানা মনোজ্ঞ চিত্র সহ। গ্রন্থ হস্তস্থ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
**আত্ম-চরিত**
(২য় সং)। ১০·০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
**ভারতকথা** ॥ ৪·০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের
**জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ** ২·০০ টাকা

**অনাগত** (উপন্যাস) ২·০০ টাকা

**ভ্রষ্টলগ্ন** (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

আলান ক্যাম্বেল জনসনের
**ভারতে মাউন্টব্যাটেন**
(২য় সং)। ৫·৩০ টাকা

আর কে নিমির
**চার্লস চ্যাপলিন** ৩·০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
**অর্ঘ্য** (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৩·০০ টাকা

ত্রৈলোক্য মহারাজের
**গীতায় স্বরাজ** ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

## আবেগ-মধুর জীবন-কাব্য

তপন সিংহ এমন একজন চিত্র-পরিচালক যাঁর ছবির মুক্তিপ্রতীক্ষিত রসিকজনের আমোদ-পরিতৃপ্ত সাগ্রহ সুচিহ্নিতে হয়ে থাকে। এই জনপ্রিয়তা ও গৌরবের মূলে রয়েছে তাঁর দীর্ঘদিনের নিরলস অনুশীলন, চলচ্চিত্রের মাধ্যম প্রতি তাঁর নিবিরোধ আনুগত্য। অযৌক্তিক বৈদগ্ধ্যের পথ ছেড়ে সুন্দর ও মধুরের সহজ, মুক্ত ছন্দটি তিনি অনুসন্ধান করেছেন তাঁর শিল্পকর্মে। তাই তাঁর সৃষ্টি সুন্দর থেকে সুন্দরতর, মধুর থেকে মধুরতর, পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে উঠেছে। এই সৌন্দর্য, মাধুর্য ও পূর্ণতা নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে তিনি সবিনয়ে ও সগৌরবে বর্তমানে যে ছবিটি দর্শকদের উপহার দিলেন সেটি এস বি ফিল্মস-এর "ক্ষণিকের অতিথি"।

# রঙ্গভঙ্গ

**চন্দ্রশেখর**

প্রেম প্রতীক্ষাতে সার্থক হয় মিলনে, আর প্রতীক্ষাতে বিরহে। তাই বিরহ ও বিচ্ছেদে প্রেমের নিবিড় উপলব্ধিকে নিয়ে রচিত হয়েছে এই কাব্য, এই কাহিনী, এই নাটক। "ক্ষণিকের অতিথি"র কথাবস্তু প্রেমের এই সকল বেদনাবিধুর রসেই আপ্লুত।

ভালোবাসার মধুর দিনগুলি পৃথিবীর প্রতিটি গতির সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায় না। দিনান্তের-নিশান্তের সঞ্চয়টুকু এরা রেখে যায় বিরহী প্রাণের প্রান্তে। দিনের আলোয় রাতের সব তারার মতোই প্রণয়ের মুহূর্তগুলি অনুক্ষণে হয়ে জ্বলতে থাকে প্রণয়ী-প্রণয়িনীর স্মৃতির মণিকোঠায়। এই ছবির নায়ক-নায়িকা বিমল ও মিতার নতুন জীবনের প্রসন্ন আলোয় দিনের তারার মতোই মুখ লুকিয়েছিল তাদের অতীতের প্রণয়মধুর দিনগুলির সাথীহারা স্মৃতি তাদের হাসির আড়ালে লুকানো ছিল সারি সারি অশ্রুবিন্দু।

বিমল চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করে গ্রামে এসে তার নিজ একটি হাসপাতালের। এই হাসপাতালে নানারকমের রোগীদের নিয়ে তার দিন কাটে। এরা শুধু রোগী নয়, চরিত্র। বিচিত্র রকম চরিত্রের লোক এরা। এক বৃদ্ধা রোগী জীবন-সায়াহ্নে একটি আশ্রয় খুঁজে রোধে মরণকে ঠেকিয়ে রাখতে চান—গ্রামের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হওয়ার আগে। আশ্রয় ছলনা সইতে না পেরে তিনি একদিন চলে যেতেন। তাঁর মৃত্যু বুঝি বেশী করে ধরে রাখে এরই পরের বিছানার রোগীকে—যে বিদ্রূপ করছে বৃদ্ধার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে। মনের সাধ মিটিয়ে মিথ্যে ভিক্ষে দিয়ে বঞ্চনা করেছে এই রোগীর নিঃস্বজনকে। সুন্দরের কালো কালার দিকে নিঃশব্দের চোখে তাকিয়ে থেকে একটী করুণ সত্যই সে বুঝে নিয়েছে যে সে-হাসপাতাল থেকে কোনদিনই ছুটি পাবে না। হাসপাতালের আরেক অসুস্থ রোগী সুন্দর হয়ে ওঠে এর মনের। তার উচ্ছল প্রাণশক্তির কাছে রোগ হার মানে। রোগশয্যায় বসে সে মতিন প্রবীণ রোগীকে—প্রাণপণে বাঁচতে, যখন কালো চোখপাখির পথ নিয়ে আসে তার প্রিয়তমের কাছে। কালো এই পাখিরই মেয়ে। তার প্রণয়ী সুন্দর গান করে সাত্রা থিয়েটারে গান গেয়ে প্রতিভা করে অনেক দিন গ্রামের সবারে। অন্যরোগের প্রথম লক্ষণ যেদিন তাকে কাবু করল, তখন সবাই তাকে ছেড়ে গেল। গেল না শুধু শ্যামা। শ্যামা হয়ে মনের মানুষের কাছে সুধু নিয়ে আসে, পথ নিয়ে আসে। তার প্রণয়ী চিকিৎসকের বারণ না মানে রোগশয্যায় শুয়ে গান গেয়ে যায়। তার গানে সকলের মনেই বুঝি সুখের অতীত বর্তমানের বঞ্চনার সঙ্গে কি এক গোপন খেলা খেলে যায়। ডাক্তার বিমলের মনও উতলা হয়—মনের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে আবার সে মন দেয় রোগীদের চিকিৎসায়। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক রোগী আসে তার হাসপাতালে। তাদের ভিড়ের মধ্যে পঙ্গু ছেলের হাত ধরে এসে দাঁড়ায় একদিন মিতা।

বিমলের সামনে এসে যেন দাঁড়ায় তার ও মিতার ফেলে-আসা দিনগুলি—স্মৃতির দরবারে সকরুণ মিনতি নিয়ে। পঙ্গু


শুক্রবার ১৮ই ডিসেম্বর থেকে চলছে!

তপন সিংহের শ্রেষ্ঠ চিত্র

ক্ষণিকের অতিথি

একযোগে

মিনার ○ বিজলী ○ ছবিঘর

ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে

এস বি ফিল্মসের 'কাঁচের' অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রধান দুটি চরিত্রে রুমা গাঙ্গুলী ও নির্মল কুমার।


# গীত-ভানু

সঙ্গীতজ্ঞা পরিচালিত

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষায়তন

১০২, রসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯

## নূতন শিক্ষাবর্ষ

জানুয়ারী মাস থেকে গীত-ভানুর নূতন শিক্ষা-বর্ষ সুরু হবে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষাদান করা হয়। আগ্রহী ছাত্র ও ছাত্রা যেকোন দিবস হতে বছরের নির্ধারিত পাঠক্রম। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষাপ্রদান ও ভর্তি হবার সময়: সকালে বিকেল ৪—৭ ও রবিবার সকাল ৮—১১।



এলিট —প্রাঃ— ৩, ৬ ও ৯টা ১টায়

দুটি এক কিশোরী মেয়ে... এক কলকাতে পরিবারকে কি করে কৌতুকরসে সিক্ত করেছে এবং এক ভদ্রলোককে কিভাবে প্রেমরস শিখিয়েছে, তারই হাসিমুখর কাহিনী।

# মিনার্ভা থিয়েটার

৮, বিডন স্ট্রীট :: ফোন : ৩৩—৬৪৭৯

লিটল্ থিয়েটার গ্রুপের অবিস্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি

# অঙ্গার

আসন্ন

পরিচালনা - উৎপল দত্ত
সুর - রবিশঙ্কর
লোকসঙ্গীত - নির্মল চৌধুরী
দৃশ্যসজ্জা - নির্মল গুহরায় ও রবি চট্টোপাধ্যায়

(সি ১১০২)



**মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল**

আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর ডাক্তার ও ইউরোপ-আফ্রিকা ডাঃ ডিগোতে সাহিত প্রতি দিন প্রাতে ৯ প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন।

৩বি জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

(সি ৯১১৮)


ছেলেকে কোলে তুলে এই বিমল তুলে দেয় তার চিরকালের ঘর। বাবু ও মিতা এসে ওঠে বিমলেরই পাশে। পরপর কয়েকটি ছোট ছোট বিমল ও মিতাকে কেন্দ্র করে অতীতের দুটি স্তরে ছেদ টেনে বর্তমানকে ফুটিয়ে তোলে। মাঝে মাঝে ছবির পরিণতি ইঙ্গিত করে। বিমল একদিন কথা দিয়েছিল মিতাকে যে, একদিন সে ফিরে আসবে। কিন্তু ফিরে আসে এক ভিন্ন বিমল। তার সঙ্গে মিতার বিয়ে হয় এক ইঞ্জিনীয়ার পাত্রের সঙ্গে। মিতার পর বাবুর সঙ্গেও সম্পর্ক হয় বিমলের। সেই সম্পর্ক সূত্র ধরে। এই বিমল হারায় বাবুর মনেই তার ছোট্ট এক নূতন সিংহাসন হারিয়ে পড়ে।

অতীতের দুঃস্বপ্নরা বিমলকে মুক্তি এনেছে পর একটি স্তরের মধ্যে ছোট্ট হয়ে তাদের মনের উপর নিয়ে। বিমল অনেক চেষ্টা করে বাবুকে সরিয়ে দিতে ছবিতে সে কি পেল আর কি পেল না তার হিসাব-নিকাশ সে মিলিয়ে দেখা বাবুর প্রতি তার অপরিসীম মমতায়। মিতাও নিবিড় বন্ধুত্বের মধ্যে সান্ত্বনা করে তুলতে চায় তার অতীতের কালোকে। তবু যেদিন ইঞ্জিনীয়ার থেকে ছাড়া পেয়ে মামার প্রেমাস্পদ এসে জানিয়ে যায় যে সে মামাকে বিয়ে করবে, সেদিন অজান্তেই বিমল ও মিতার মন এক অনির্দেশ্য বেদনায় মুহূর্তে যেন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ সিদ্ধান্তে তারা প্রত্যেকে যুগপৎ বিস্ময় জানায়। এই প্রশ্ন ছবির মধ্যে দিয়েছেন তুলিয়ে তারা উঠে-পড়ে লেগে যায় তাদের সরিয়ে তুলতে। বিমল বাবুকে নিয়ে এসে তার শিক্ষাতের সবকিছু সরিয়ে ফেলে তাকে। বাবু হাঁটার শক্তি ফিরে পাবে তারই সে ডাক্তার পিছনে ছুটে বাবে বিমলকে। মিতাও নিজে যায় তাকে। একদিন বিমল এক হাত দিয়েছিল কত কাছে পেয়েও হারে পাবে। উপর দিয়ে যে রক্ত প্রবাহকে বয়ে নিয়ে যায় সে বাবুই মিতা ও বাবুকে একদিন তুলে দেয় বিমল। বড় হয়ে তুমি কি হবে? বিমল জিজ্ঞেস করে বাবুকে। এইদিনের অবচেতন কল্পা বুঝি করে পাত মিতার উত্তরে—ডাক্তার হবে, তোমার মতো ডাক্তার। বন্ধ চলে। এই চলা বন্ধমতের ক্ষমতা নেই বিমলের। চলার দিকে চেয়ে থাকে বিমল।

চলচ্চিত্রশিল্পীর ক্রীনের পটে দুঃস্বপ্নটিকে ধরে নিষ্ঠুরে যে বিরক্ত কিন্তুর প্রকাশ দিয়েছেন তপন মিশ্র এই ছবিতে তা তাঁর পরিচালক-জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলতে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। এ ছবির কাহিনী বহু নয়, কিন্তু মর্মস্পর্শী। তার এই মর্মস্পর্শী প্রকাশ-পাশ্চাত্যটিকে রূপ, মাধুর্যে, সৌন্দর্যে এবং সংযোগের এক নিরুপম ক্রীনে ভাবনায় একটি অপরূপ দৃশ্য-কাব্যে পরিণত করেছেন পরিচালক। তাঁর প্রধান সৈন্যদলের সঙ্গে এ-ছবিতে সুরের মূর্ছনা অবশ্য অনুভূতিতে যাদময়। তাঁর অনবদ্য পরিমিতি জ্ঞান, শালীনতা ও পরিচ্ছন্ন ঘটনা-বিন্যাসে ছবিটি নিবন্ধেসে বেদনাদুরে অভিষিক্ত। সমস্ত ছবিটিতে এক প্রবহমান যুগলের পরস্পরকে না-পাওয়ার বেদনা যেন অন্তঃ

কেয়োড়ের কণক
পাউডার

রঙমহল
—শুভমুক্তি—...
শনিবার : ১১শে ডিসেম্বর : ৬॥টায়
রবিবার : ২০শে ডিসেম্বর : ৩টা - ৬॥টায়
ধনঞ্জয় বৈরাগীর রহস্যঘন নাটক
এক পেয়ালা কফি
বাংলা রঙ্গমঞ্চে রহস্য নাটক এই প্রথম
পরিচালনা : তরুণ রায়
শ্রেষ্ঠাংশে—তরুণ রায়, রবীন, হরিধন, সন্ধ্যা, জয়শ্রী, অজিত, বিশ্বজিৎ, পিকু, সমর, দীপান্বিতা রায়, কবিতা, কেতকী দত্ত
এক মুঠো আকাশ বৃহস্পতি ৬॥টায়


সজল বেদনাবিধুরে রেখায় আঁকা। এ-ছবির চিত্রনাট্য দর্শককে এমন এক দুঃখ-সুখের আস্বাদ দেয় যাতে চোখের পাতা সহজেই ভিজে ওঠে। নায়ক-নায়িকার অন্তর-বিরহ মুহূর্তগুলি সুন্দর মুহূর্ত রচনা করে, কখনও বা ব্যঞ্জনা ও প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে অস্ফুট সংলাপে পরিচালক নিমেষে সঞ্চারিত করে দেন দর্শকের মনে। অনাস্বাদিত এক রস-সম্ভোগের প্রত্যাশা দর্শকমনে জাগিয়ে দেয় ছবির অভিনব 'টাইটেলটি'—যাতে ছবির মর্মবাণী রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি চরণে পরিস্ফুট।

ছবিতে নায়ক-নায়িকা বাদে আরও যে কয়েকটি চরিত্র ভিড় করে এসেছে—হাসপাতালের যারা রোগী—সেগুলিও জীবনের জীবন্তরেখায় অঙ্কিত। অস্বাভাবিক মনে হবে না কাউকে, অস্বাভাবিক মনে হবে না কারোর কোন কথা, কারোর আশা-প্রতীক্ষা ব্যথা-বঞ্চনা। একটি হাসপাতালের মাধ্যমে বিচিত্রমুখী একটি মানুষের মিছিল পরিচালক রূপ নিয়েছেন তাঁর ভাবকল্পনায়। কবি অতুলপ্রসাদের একটি ভাবমণ্ডিত গানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন ছোট ছোট মানুষের ছোট ছোট আনন্দ ও বেদনা। কিন্তু তু নিয়ে কোন দার্শনিক বক্তব্য বা তত্ত্ব সবরে উচ্চারিত হয়নি ছবির কোথাও। এক অনাবিল নাটাসুষমায় পরিচালক রেখে রেখেছেন সকলকে, গভীর দরদের মধ্য দিয়ে তাদের অনেকেরই চাওয়া-পাওয়াকে পূর্ণ করে তুলেছেন তিনি। যে পেল না তার জন্যে রেখে দিয়েছেন একটি ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস —যা ব্যথায় সুখে মন ভরে দেয়।

প্রয়োগ-কর্মে পরিচালক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ছবির অনেক জায়গায়। প্রত্যেকটি নাটামুহূর্ত রচনার আগে যথাযথ নাট্যপ্রস্তুতি গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি মার্জিত কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ছবির ফ্ল্যাশব্যাকের দৃশ্যগুলির উপস্থাপন, নায়ক চলৎশক্তি ফিরে পাওয়ার দৃশ্য, নায়ক-নায়িকার প্রণয়মধুর দিনগুলির দৃশ্য-বিন্যাস, বিমল ও মিতার হাতে হাত রাখবার মুহূর্তে চলন্ত গাড়ির প্রচণ্ড আওয়াজে উচ্চয়ের ছিটকে পড়া—যা তাদের ভবিষ্যত বিচ্ছেদের প্রতীক, দূরের মন্দির থেকে ভেসে আসা সন্ধ্যারতির ঘণ্টা-কাঁসর ধ্বনির মধ্যে নায়ক-নায়িকার প্রিয়কে ছেড়ে প্রেয়কে গ্রহণের সংকল্প বিমলের জীবন থেকে মিতার শেষ বিদায়ের দৃশ্য প্রভৃতি আরও অনেক সূক্ষ্ম ও রসসমৃদ্ধ মুহূর্ত ছড়িয়ে রয়েছে ছবিটিতে। ছবির এই সর্বাংশীন শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে ছোট-খাটো দু'একটি বৈসাদৃশ্যও দর্শকের নজরে পড়ে। কিস্তি দিয়ে যাব, গড়িয়ে পড়ার সময় মিতার একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাটা দৃশ্যটিকে বঞ্চিত নাটারস থেকে বঞ্চিত


আপনার নমনীয় রূপের জন্য.....

আপনার দেহত্বক নমনীয়, পেলব রাখার—দেহত্বকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও রমণীয়তা আনবার আধুনিক উপায়। চেহারায় পরিপূর্ণতা ও তারুণ্য ফুটিয়ে তোলবার জন্য পাউডার মাখার আগে ব্যবহার করুন থ্রি ফ্লাওয়ার্স ভ্যানিশিং ক্রীম—নিজের প্রসাধন-স্নিগ্ধ চেহারা দেখে মুগ্ধ হবেন। অমূল্য দেহত্বককে সজীব করে তোলে এই সুন্দর, পেলব ও স্নিগ্ধকর ক্রীম।

THREE FLOWERS
Trade Mark

প্রস্তুতকারক
Richard Hudnut

ভ্যানিশিং ক্রীম
.....ও ক্লীনসিং ক্রীম
লণ্ডন : প্যারিস : নিউইয়র্ক

করেছে। ছেলের অস্ত্রোপচারের সংবাদ পেয়ে মিতার কলকাতা যাওয়ার বাসনা কিংবা আরেকটু আকুল হওয়া অনেক দর্শকের কাছেই হয়তো স্বাভাবিক মনে হত।

সম্মিলিত অভিনয়-সৌকর্যে ছবিটির একটি বড় সম্পদ। নায়কের চরিত্রে নির্মলকুমার তাঁর চরিত্রটির মর্মরূপ সংযত ও সংবেদনশীল অভিনয়ে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শকদের সহজেই মুগ্ধ করবে এবং তাঁর শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে বিবেচিত হবে। নায়িকা মিতার চরিত্রটির মর্মব্যথা রুমা গাঙ্গুলীর অভিনয়ে সুন্দর পরিস্ফুট। কতগুলি নাটমুহূর্তে তাঁর ভাবের অভিব্যক্তি—বিশেষত শেষ সিনারের দৃশ্যে—মনে রেখাপাত করে। মিতার পঙ্গু শিশুপুত্রের ভূমিকায় শিশুশিল্পী শ্রীমান তরুণের অসহায় অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই শিশু স্বর উপস্থিতির সর্বক্ষণ দর্শকের মনে সেমানি মমতা সৃষ্টি করে, তেমনি এক বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তে যখন সে চমৎকা মিয়ে পথা তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অভিব্যক্তিতে দর্শকের মন জয় করে নেয়। পরিচালক তপন সিংহ টীকু ঠাকুরের পর আরেকজন অসাধারণ শিশুশিল্পীকে উপহার দিয়েছেন এ ছবিতে। হসপিটালের যুক্তিসর্বস্ব চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন তুলসী লাহিড়ী ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা এক একটি ছোট মানুষের রূপ দিয়েছেন তাঁদের ক্ষণিকের অভিনয়ে। এর পরেই অধ্যাপক চিকিৎসকের ভূমিকায় অনেকদিন পর রাধামোহন ভট্টাচার্য তাঁর অনবদ্য অভিনয়ে বিস্মিত করেছেন দর্শকদের। ছোট্ট এ চরিত্রটিকে চলনে বলনে সুন্দর স্বাভাবিক করে তুলেছেন তিনি। তাঁর ইংরেজী উচ্চারণ মনোজ্ঞ। ছবিতে আর যাঁরা খুবই প্রশংসনীয় অভিনয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন নিরুপম রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অজিতা কর, ছবি বিশ্বাস, অতনুকুমার ও গীতা দে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য সুর-রচনা ছবিটিকে এক অনির্বচনীয় মাধুর্যে মণ্ডিত করে তুলেছে। ছবির নাটমুহূর্তে তাঁর রচিত আবহ-সংগীত মর্মসঞ্চারী ভাব-রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আবহ-সংগীত ছবিতে যে কতবড় ভূমিকা নিতে পারে এই ছবিতে হেমন্তকুমার তা যেন নতুন করে প্রমাণ করলেন। তাঁর গাওয়া অতুলপ্রসাদের "কে তুমি নদীকূলে বসি একেলা" বার বার শুনতে ইচ্ছা করে।

ছবির আলোকচিত্র, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশ যথাক্রমে অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ রায় ও সুশীতি মিত্র প্রশংসনীয় কৃতিত্বের অধিকারী। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ পরিচ্ছন্ন; অপসজ্জা সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ।

# চিত্রালোচনা

পরিচালক তপন সিংহের নবতম অবদান "ক্ষণিকের অতিথি" বাংলা ছবির জগতে নতুন শিল্প-চেতনার আশ্বাস নিয়ে হাজির হয়েছে। পাওয়া এবং না-পাওয়ার মেটানার মধ্যেও যে-প্রেম চির-ভাস্বর, তাকেই উপজীব্য করে এস বি ফিল্মস ছবিটি তুলেছেন। নির্মলকুমার, রুমা গাঙ্গুলী এবং শ্রীমান তরুণ এর তিনটি প্রধান ভূমিকায় যে নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা সহজে ভোলবার নয়। অন্যান্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নিরুপম রায়, তুলসী লাহিড়ী, অতনু ঘোষ, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। হেমন্তকুমারের সুর ছবিটির নাটকীয় আবেদনকে ঘনীভূত করে তুলেছে।

এ সপ্তাহে দুটি হিন্দী ছবিও মুক্তি পাচ্ছে। একটি অক ইন্ডিয়া পিকচার্সের 'ওয়াশনী-কি-হাওয়া', অপরটি নিউ লাইট ফিল্মসের 'মাডাম এক্স-ওয়াইফ'ড'

এক সেকার সুরের ফিল্মের জনপ্রিয় অভিনেত্রী এবং খ্যাতনামা একজন ধনকুবেরের স্ত্রীর এক কাহিনী বুকে পেয়েছে 'ওয়াশনী-কি-হাওয়া'তে। প্রেমেতে অভিনয় করেছেন দৈকতকুমার, প্রদীপকুমার, জনি ওয়াকার, পূর্ণিমা, রাজ মেহরা, কল্পনা, আনোকার, বরকীপ্রসাদ, হেলেন প্রভৃতি। পরিচালনা ও চিনেমাটোর জন্যে এর সাফল্যের নাম উল্লেখযোগ্য। রবি এতে সুরযোজনা করেছেন।

"মাডাম এক্স-ওয়াই-ফ্রেড" আসলে একটি ক্রাইম-ড্রামা। শর্মিলা, সুরেশ, প্রণব, নলিনী চোংকর, লক্ষ্মী, ভগবান, ডেভিড, সুরেশ, নানা পলসিকর প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত। নানাভাই ভাট ও


বিশ্বরূপা

(অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে নাটমঞ্চ)

(ফোন : ৫৩-১৮২৩)

সপ্তাহান্তিকে ও ছুটির দিনে—৫টায়

রবিবার ও ছুটির দিন—৩ ও ৬টায়

রঙ্গসংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্যের

সেতু

(কিরণ মৈত্রের কাহিনীর রূপায়ণে)

পরিচালনা—নরেশ মিত্র আলোক—তাপস সেন

শ্রেঃ নরেশ মিত্র, অসিতবরণ

ভরণকুমার, মলতাজ, সন্তোষ, তারক, উমাদ, মাঃ দীপক, লক্ষ্মী, সুব্রতা, ইরা, শর্মিষ্ঠা আর্যাত

ও

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)



॥ সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা মাসিকপত্র ॥

জলসা

ডিসেম্বর সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। দাম এক টাকা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

মদনডঙ্গম

রমাপদ চৌধুরীর

লেখালেখি

সাগরময় ঘোষের

সম্পাদকের বৈঠক

গৌরকিশোর ঘোষের

ব্রজবুলি

শচীন ভৌমিকের গল্প

একটি নিছক প্রেম

এ ছাড়া নিয়মিত অন্যান্য বিভাগীয় রচনা।

জলসা । ৫বি ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা—১৭

চিত্রগুপ্ত যুথভ্রষ্ট এর পরিচালক ও সুরকার।

• • •

যে কখানি বাংলা ছবি হালে চলছে সেগুলির জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় ডিসেম্বরের মধ্যে তারা অসুর ছড়াবে না। সুতরাং বড়দিনের মরশুমে যে সব নতুন ছবির মুক্তি ঘোষিত হয়েছিল, জানুয়ারীর আগে তাদের সাক্ষাৎ মিলবে বলে মনে হয় না।

অসুস্থ মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে বিকাশ রায় পরিচালিত পরিচালিত "রক্ত সন্ধ্যা", এম্‌কেটির "মায়ামৃগ" অপুরূপা নিবেদিত পাঁচকড়ি-বাবুর প্রত্যাবর্তন", হরিসাধন বসুর "পরাজিত নরেনের সংসার" অগ্রদূত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "পরীনের মেয়ে", জে এম ফিল্মস্‌এর "উত্তর মেঘ" এবং আরোও দু একটি নতুন চিত্রার্ঘ।

গত দুসপ্তাহ ধরে "মা" নামের একখানি ওড়িয়া ছবি কলকাতায় প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবিখানি কলকাতাতেই তোলা। এক নিরক্ষরা বিধবা কেমন করে তার একমাত্র মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ করেন তাই নিয়ে এর কাহিনী। প্রবীণ লেখক বেণীর গল্প অবলম্বনে চিনোটী লিখেছেন নিতাই পণ্ডিত এবং তিনিই ছবিখানি পরিচালনা করেছেন। ভূমিকালিপিতে নতুন মুখের ছড়াছড়ি। কয়েকজনের নাম—চন্দনা, প্রীতিপ্রসন্ন, লক্ষ্মী, বাবিলন তেজ, বিজয়কুমার। ছবিটির বৈশিষ্ট্য এর সাবলা ও আন্তরিকতায়।

• • •

প্রোগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজের ভবিষ্যৎ ছবি "নয়ের নিমাই"-এর কাজ সমাপ্তপ্রায়। হিসেবে উদ্যত পরিচালক যে মুখোপাধ্যায় শরীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরই পুত্র তরুণ কুমার আবির্ভাব থেকে তিরোভাব পর্যন্ত—ছবিটির পরতে পরতে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা করেছেন এর নির্মাতারা। পরিচালক শ্রীবিমল রায় "নয়ের নিমাই" ছাড়া, ঝিংপো ও কলকাতার নিয়ে "ছায়া বিষ্ণুপদ মন্দিরের দশাবলী" তুলে এনেছেন। কেন ছবিতে ইতিপূর্বে বিষ্ণুপদ মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য দেখান হয়নি। এই দিক দিয়ে "নয়ের নিমাই" পাঁচকড়ির দাবীর প্রমাণ করবে। নয় ভূমিকায় অভিনয় করছেন অসীমকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন ও অন্যান্য বহু শিল্পী।

বরীন্দ্রের মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "চেনামুখ"-এর চিত্ররূপায়ণ পুরোদমে চলছে। মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, ছবি বিশ্বাস, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, ঠাকুরদাস প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। পরিচালক মুখোপাধ্যায় শনিবারই ইনডোরে যাচ্ছেন ছবির বহিঃদৃশ্য তুলতে।

• • •

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মসের নির্মীয়মান ছবি "সমুদ্র মন্থনের" মহরৎ গত ২৭শে ডিসেম্বর ইণ্ডিয়া ফিল্ম লাবরেটরীতে অনুষ্ঠিত হয়। অসুস্থ মুখোপাধ্যায়ের সহকারী পরিচালনার ভার নিয়ে বহুদিন পর প্রবীণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মলা মিশ্রের সঙ্গে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন।

গত বরিবার ১৩ই ডিসেম্বর ইণ্ডিয়া টকীজ স্টুডিওতে ফাল্গুনী চিত্রমের প্রথম নিবেদন "কলঙ্কিনী"র মহরৎ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। পুরুষোত্তম মুখার্জির কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন পশুপতি ভট্টাচার্য।

কথাচিত্রের প্রথম প্রচেষ্টা "অভিযাত্রিকে"র শুভ মহরৎ গত মঙ্গলবার ১৯শে ডিসেম্বর। রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়। শিব ভট্টাচার্য ছবিখানির পরিচালক।

### আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র-উৎসব

আগামী ২৭শে ডিসেম্বর থেকে কলকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৫০টি শিশুচিত্র আগামী ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৬০ সাল) পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে উৎসবের অনুষ্ঠান-সূচী হিসাবে দেখানো আরম্ভ হবে। এবং ৫ই জানুয়ারী থেকে ১৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত দেখানো হবে পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহে। বিভিন্ন হাসপাতালের

বৈজয়ন্তীমালার নৃত্য প্রদর্শনী আগামী নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। ২৫শে ডিসেম্বর থেকে মহাজাতি সদনে সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন সুরু হবে।

শিল্পী-ওয়ার্ডে ও অপরাধ প্রবণ শিল্পীদের প্রতিষ্ঠানেও ছবি দেখাবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। চিত্রপ্রদর্শনী ছাড়াও উৎসবের অঙ্গ হিসাবে শিশু-চিত্র সম্বন্ধে একটি আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা হবে এবং একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে শিশু-শিল্পীদের সম্বর্ধনা জানানো হবে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি সাংবাদিক বৈঠকে এই উৎসবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায় বলেন, উৎসব কমিটি ইতিমধ্যেই বার্মিংহাম ইংলণ্ড, ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, পোলাণ্ড, সুইডেন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী ও নেদারল্যাণ্ডস থেকে পর্যাপ্তসংখ্যক শিশু-চিত্র, পুরস্কার-চিত্র, কার্টুন চিত্র ও স্লাইড চিত্র পাবার ব্যবস্থা প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। ভারতবর্ষের মোট ৫ হাজার শিশু-চিত্র এই উৎসবে দেখানো হবে—তার মধ্যে ৭টি বাছাই।

সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীচট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, অধিক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ শিশু-চিত্র নির্বাচন সম্ভবপর সকলকে উৎসাহিত করা ও শিশুদের মধ্যে শিশু-চিত্রের কদর বাড়ানোই এই উৎসবের প্রধানতম লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন সরকারী সাহায্যপুষ্ট এ-রকম অধিক পরিমাণ শিশু-চিত্র তৈরী করলেই সম্ভব হতে পারে না।

বিভিন্নদের বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুরা নিজ পুরস্কার-লব্ধ এই উৎসবে স্থান নিতে পারবে। বিভিন্ন বিদ্যালয় বা

কেন মিছে
কষ্ট পাচ্ছেন ?
তাড়াতাড়ি আরামের জন্যে

বি.আই. কফ সিরাপ ব্যবহার করুন

দমকা ও পুরোনো কাশিতে
এবং শ্বাসনালীর প্রদাহে
বিশেষ উপযোগী

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী লিমিটেড

প্রতিষ্ঠান ১, টাকা ৫০ নয়া পয়সার বিনিময়ে প্রথম ১০ জন শিশু ও শুধু ১, টাকায় পরবর্তী প্রতি পাঁচজন শিশুর উৎসবে যোগদানের জন্য স্বীকৃতি লাভের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এই স্বীকৃতি লাভে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আগামী ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে বাবস্থাপনা কমিটির নিকট টাকা জমা দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসব-কমিটির অফিস (১০৭, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা-১৪) থেকে যথাসময়ে ৬ বছর থেকে ১২ বছরের শিশুদের জন্য বিনামূল্যের প্রবেশ-পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

### পক্ষিশ্রীর নৃত্যানুষ্ঠান

গত রবিবার পক্ষিশ্রীর বার্ষিকী নৃত্যানুষ্ঠান নিউ এম্পায়ারে সুসম্পন্ন হয়। দু-ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে প্রথমে পক্ষিশ্রীর শিল্পীরা মণিপুরী ও কথাকলি ঢঙে কয়েকটি একক ও সমবেত নৃত্য এবং একটি মোহিনী-অট্টম নৃত্য পরিবেশন করেন। এ-ছাড়া কয়েকটি রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে গানের উপযোগী নৃত্যও পরিবেশিত হয়। বিরতির পর বসন্ত ঋতুর নানা রূপ ও ভাব নিয়ে রচিত একটি রবীন্দ্রসংগীতগুচ্ছ তাঁরা শ্রোতাদের উপহার দিলেন। একক ও সমবেত কণ্ঠে গীত গানগুলির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নৃত্যশিল্পীরা বসন্তের পরিবেশটি ফুটিয়ে তুললেন। ভঙ্গি আর সংগীত হল একাকার। নৃত্যে চন্দ্রিকা বসু বিশেষ নৈপুণ্য ও শিল্পবোধের পরিচয় দেন। আর যাঁরা নৃত্যে অংশ নেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ছন্দা রায়, বাণী ভট্টাচার্য, আরিত্রাসেনা রাজকুমার, অঞ্জনা রায়, নন্দিতা রায়, লেখা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। রবীন্দ্র সংগীতে অংশ নেন যাঁরা তাঁরা হলেন কল্পনা বসু, মীনা খাস্তগীর, অমরেন্দ্রনাথ রায়, করুণা সাঙ্গগুপ্ত প্রভৃতি। নৃত্য পরিকল্পনা করেন আরিত্রাসেনা ও চন্দ্রিকা বসু।

# নাট্যাভিনয়

রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ে বহুরূপী সম্প্রদায় সেদিনও খ্যাতি অর্জন করেছেন। "চার অধ্যায়", "রক্ত করবী" ও "তপতী"র এর পর এবার তাঁরা "মুক্তধারা" মঞ্চস্থ করেছেন। নিউ এম্পায়ার মঞ্চে গত ১৫ ও ১৬ই ডিসেম্বর প্রথম দুটি অভিনয় হয়ে গেছে এবং ২১শে ডিসেম্বর তৃতীয় অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। অভিনয়ের পরিকল্পনা তাপস সেনের এবং নির্দেশনা শম্ভু মিত্রের। মঞ্চসজ্জা করেছেন সত্য বসু। বিভিন্ন ভূমিকায় বহুরূপী সম্প্রদায়ের সভ্যদের সঙ্গে বহুরূপী শিল্পীদলের মেধাবী ছাত্রেরাও অভিনয় করেছেন।

• • •

কলকাতার নাট্যামোদের [illegible] একাঙ্কিকা নাট্যোৎসব সম্প্রতি [illegible] অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই [illegible] সংসদের নিজস্ব মঞ্চে [illegible] সুকুমার রায়ের [illegible] "অবাক জলপান" [illegible] "কিরাতার্জুনীয়ম্" [illegible] দুটি এই দুদিনের নাটক অভিনীত হয়। দুটিই নাটকের ভাষা-বাক্য মূল উৎকলের নতুন নতুন বিষয়বস্তু পরিকল্পনা, অভিনয় ভঙ্গী নিয়ে [illegible] দর্শকদের [illegible] দুটিই [illegible]

• • •

[illegible] সম্প্রতিকালে [illegible] একাঙ্কিকা নাট্যোৎসব [illegible] ১৩ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় [illegible] হয়েছে। ৬৭, বাদুড়বাগান [illegible] নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে শিল্পীদের [illegible] অভিনয়, মঞ্চোপযোগী [illegible], কুশীলবদের [illegible] রূপসজ্জা-বিন্যাসকুশলতা এবং [illegible] লাইটসের [illegible] শুধু শেষ দুটি নাটক একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ হবে।

• • •

এক সুস্থ পরিবারের সাহায্যার্থে গত ১৮ই নভেম্বর পুরাণী নাট্যসমাজ সভ্যগণ নটেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "জীবন-প্রবাহ" নামে একটি সমস্যামূলক সামাজিক নাটক রঙমহল মঞ্চে বিশু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনয় করেন। নাটকের সংলাপ ও চরিত্র সৃষ্টি বিশেষ প্রশংসনীয়। ঘটনার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকে তীব্র গতিবেগ সৃষ্টি হয় এবং শেষ পরিণতি দর্শক মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। হারু, নন্তু, মায়া চক্রবর্তী ও পরিচালকের অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টীম পাকিস্তান থেকে 'ভাবার' লাভ করে ভারতে এসে খেলা আরম্ভ করেছে। ভারতের সর্বত্রই এখন ক্রিকেটের আলোচনা। ক্রিকেট নিয়েই সবাই মশগুল। কিন্তু ক্রিকেটের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খেলাধূলার আয়োজনও কম নয়। এর্নাকুলামে এলিয়াস ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা চলছে। জামসেদপুরে সম্প্রতি জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হয়ে গেল। আর যাকে হাকি বর্ষাছ ইঁদির খেলা তো লেগেই আছে।

কলকাতার ইডেন ও অস্ট্রেলিয়ের পঞ্চম টেস্ট খেলা আরম্ভ হবে জানুয়ারীর ২৩ তারিখে। তার জন্য ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট সম্ভার কর্মতৎপরতার অন্ত নেই। ভারতের টেস্ট খেলার ইতিহাসে এক ১৯৩২ সাল ছাড়া কলকাতায় কোন বার পঞ্চম টেস্ট খেলার অবসর ঘটেনি। ১৯৫১ সালে ভারত ও পাকিস্তানের পঞ্চম টেস্ট খেলা কলকাতার অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কারণ ভারত দুটি ও পাকিস্তান একটি টেস্ট জেতবার পর চতুর্থ টেস্ট খেলার ফলাফল প্রায় নিশ্চিন্ত থাকে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই পঞ্চম ও শেষ টেস্টের আকর্ষণ কমে যায়। কারণ এ খেলায় পাকিস্তান জয়ী হলে ক্রিকেট ইতিহাসে ভারতের প্রথম রবার লাভ সম্ভব হত না। কলকাতার পঞ্চম টেস্ট খেলাটি অমীমাংসিত থাকবার ফলেই ভারত 'রবার' পায়। যাই হোক এসব ফলাফলের দিক দিয়ে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্টের কোন আকর্ষণ থাকবে বলে মনে হয় না। তবে আশাই হয়তো শক্তিশালী অস্ট্রেলিয় দলের বলের লাভের প্রকৃত মীমাংসা হয়ে যাবে। তবুও মহানগরী কলকাতার একটা আলাদা বিশেষত্ব আছে। এখানে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি যে খেলাই হোক না কেন তার জন্য দর্শকের কোনদিন অভাব হয় না। খেলা দেখবার জন্য ক্রীড়া উৎসাহীদের উৎসাহ উদ্দীপনারও অন্ত থাকে না। ক্রীড়ারসিক ছাড়া আর এক শ্রেণীর দর্শকরা বন্ধুদের একটি বড় ক্রিকেট খেলাকে ক্রিকেট মেলা হিসাবেও মনে করেন। দামী পোষাক-আশাকে সজ্জিত হয়ে তারা মাঠে যান। খানাপিনা চলে। বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে মিলে মিশে পাঁচদিনের এক উৎসবের আমেজ অনুভব করেন।

কলকাতার টেস্ট খেলায় এখনো দেরি আছে। বর্তমানে সে আলোচনা করা যাবে। ক্রিকেটের আগে কলকাতায় দুটি বড় খেলার আসর বসছে। ডিসেম্বরের ২১ তারিখ থেকে সাউথ ক্লাবে আরম্ভ হচ্ছে এলিয়াস লন টেনিস প্রতিযোগিতা। আর ২৩ তারিখ থেকে ইডেন উদ্যানের ইনডোর

স্টাডিয়ামে সমারম্ভ জাতীয় টেবল টেনিসের সমারম্ভ। এই সমারম্ভ অবশ্য কলিকাতার আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সমারম্ভের মত। এ সব খেলার আকর্ষণও কম নয়। কিন্তু আগেই বলেছি ক্রিকেটের অনুকূলতাতেই এখন সবাই মশগুল, তাই ক্রিকেট নিয়েই দু চারটি কথা বলি।

সবাই জানেন বোম্বাইয়ের খেলোয়াড় ডি এস রামচাঁদ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের

নতুন অধিনায়ক ডি এস রামচাঁদ

প্রথম টেস্ট খেলার অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। পরের টেস্ট কয়টিতেই অধিনায়ক থাকবেন কি আর কারুর উপর অধিনায়কত্বের দায়িত্ব ন্যস্ত হবে সে সম্বন্ধে এখনো কিছু ঠিক হয়নি। কারণ ভারতের রামচাঁদের বিরুদ্ধে ও পাকিস্তানের অবস্থার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। এখন যে রামচাঁদকে ইংলণ্ড-ফেরত ভারতীয় দল থেকে একেবারে ছাঁটাই করা হওয়া হয়েছিল তাকেই আবার কেন অধিনায়ক নির্বাচিত করা হল স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের রক্ষণাত্মক কলাকৌশলের ইতিহাসে এবং কলকাতার খবর যাদের ভালভাবে জানা আছে তারা কেউই এতে বিস্মিত হবেন না। কারণ প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই ভারতীয় ক্রিকেটের কর্মকর্তারা নাজুকনীতি বিসর্জন দিয়ে সবদিক স্বার্থের দিকে নজর রেখে অধিনায়ক নির্বাচন করেছেন। রামচাঁদকে নিয়ে এ পর্যন্ত ১২ জন খেলোয়াড়কে অধিনায়কত্ব করবার সুযোগ ঘটেছে। এরা হচ্ছেন সি কে নাইডু, বিজয়নগরের মহারাজকুমার 'ভিজি', পাতৌদির নবাব, লালা অমরনাথ, ডি এস হাজারে, বিজয় মার্চেন্ট, গোলাম আমেদ, পঙ্কজ রায়, অধিকারী, দত্তগুপ্তও পাইকোয়াড়, পঙ্কজ রায় ও ডি এস রামচাঁদ। অধিনায়ক নির্বাচনের এই ইতিহাস খুবই সীর্ঘ। একটি বা দুটি পুরনো এ সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়। অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে পর্যন্ত মতবিরোধ কম হোলেই না হয়তো কত ভুল হোলে হয়েছে তার ইয়ত্তা ওরফিকরাও মহারাজ অজনা নেই।

বরাবর দেখা ভারতীয় ক্রিকেটের গোড়া থেকেই অধিনায়ক নির্বাচনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ১৯৩২ সালে সরকারীভাবে ভারত যখন টেস্ট খেলার অধিকার পেল তখন বিকল্প ক্রিকেট খেলোয়াড় সি কে নাইডুর অধিনায়ক নির্বাচিত হবার কথা। কিন্তু ইংলণ্ডফেরত ভারতীয় দলের অধিনায়ক হলেন দলের বয়োবৃদ্ধ। ভারতের ক্রিকেট তখন সবেমাত্র শৈশবের প্রভাতকাল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যের সংঘাত নাইডুর হোলকাতা উপস্থিতে হয়। ফলে ভারত যখন ইংলণ্ডের দলকে নিয়ে টেস্ট খেলতে নাইডুই ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করলেন এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারত ভ্রমণকারী দলের সিকন্দর নাইডুর অধিনায়কত্বে পর সফল হইল হয়। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় দলের দলের ইংলণ্ড সফরের সময় অধিনায়ক হলেন বিজয়নগরের মহারাজকুমার বিজয় অনন্দ, ক্রিকেট মহলে যিনি 'ভিজি' নামে সুপরিচিত। মহারাজকুমারের প্রভাবেই যে ভিজি বরাবর অধিনায়ক হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাই হোক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আবার যখন ১৯৪৬ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফরের সময় দলে এসে হাজির হলেন ভিজির অধিনায়ক হবার কথা। কিন্তু ম্যানেজার অধিনায়ক করা হল না। পাতৌদির নবাব। বস্তুতঃ ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতের দল প্রথম অস্ট্রেলিয় সফরে ম্যানেজার অধিনায়ক করা হলেও তিনি অস্ট্রেলিয়ায় যোগদান করেন নি। সেই সময় হাজারে এবং মুস্তাক আলীও দলের বাইরে রইলেন। তখনকার এক নম্বর, দুই নম্বর ও তিন নম্বরের খেলোয়াড় ম্যানেজার মুস্তাক আলি বিহীন ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করলেন লালা অমর নাথ।

তারপর ১৯৬৮-৬৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভারত সফরের সময় অমরনাথের অধিনায়কত্বই বজায় রইল। মাঁচেস্ট আর ভারতীয় দলের হাল ধরলেন না। তারপর অমরনাথ হলেন ভারতীয় ক্রিকেট থেকে বহিষ্কৃত। ডিমেলো তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাঁকে ভারতের ক্রিকেট থেকে বিতাড়িত করলেন। কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন অমরনাথ। আবার তিনি স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু ১৯৫১-৫২ সালে ইংলণ্ডের নাইজেল হাওয়ার্ডের দলের ভারত সফরের সময় অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন ভি এস হাজারে। ইংলণ্ড দলের ভারত সফরের পর হাজারের অধিনায়কত্বেই ভারতীয় দল ইংলণ্ড সফরের উদ্যোগ আয়োজন করল। ইংলণ্ড থেকে ভারতীয় দল ফিরে এল। সাংঘাতিক আরম্ভ হল পাকিস্তান দলের ভারত সফর। এইবার হাজারেকে দলে গ্রহণ করা হলেও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে অধিনায়কের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় অধিনায়কত্ব করবার জন্য আবার অমরনাথের ডাক পড়ল। এল ১৯৫৩ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর। আবার হাজারে ফিরে এলেন ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বে। কি বিচিত্র খেলা বলুন! জ্ঞানসমৃদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড় বিল্লু মানকড়ের কথা কিন্তু এতদিন বিবেচনাই করা হয়নি। ১৯৫৫ সালে ভারতের পাকিস্তান সফরের সময় তাঁকে অধিনায়ক করে কনসোলেশন প্রাইজ দেওয়া হল। ১৯৫৫-৫৬ সালে মানকড়কে দলে গ্রহণ করা হল, কিন্তু প্রথম টেস্টের জন্য অধিনায়ক হলেন গোলাম আমেদ, পরের চারটি টেস্টে পলি উমরিগর। ১৯৫৬ সালেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট খেলাতেও উমরিগর ভারতীয় দলকে অধিনায়কত্ব করলেন। গতবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট খেলায় অধিনায়কত্ব করলেন ৫ জন খেলোয়াড়—গোলাম আমেদ, উমরিগর, মানকড় ও হেমু অধিকারী। ১৯৫২ সালের ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের অধিকারী সহকারী অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে সুটি টেস্টে তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছিল সে সুটি টেস্টে মাত্র এক এক ইনিংসে খেলার সুযোগ পেয়ে ৮১ ও ৩১ রান করে নট আউট ছিলেন। তবু বাকী তিনটি টেস্টে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হল। ভারতের ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সফরের সময়ও তাঁর ডাক পড়ল না। পাকিস্তান সফরের সময়ও তিনি অপাংক্তেয় হয়ে রইলেন। সেই অধিকারীর ডাক পড়ল গতবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করবার জন্য। আবার তাঁকে জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিহার করা হল। ইংলণ্ড সফরের জন্য অধিনায়ক মনোনীত হলেন ভারতীয় ক্রিকেট থেকে আর এক নির্বাসিত খেলোয়াড় সাত্তারীরাও পাই কোয়াড়। বলা বাহুল্য, ইংলণ্ড সফরের সময় রামচাঁদকে ভারতীয় দল থেকে স্থায়ী বাদ দেওয়া হয়েছিল। আজ আবার তাঁকেই অধিনায়কের আসনে বসান হয়েছে। এইভাবে অধিনায়ক নির্বাচনের অন্তরালে যে কত ইতিহাস আছে, তা লিখতে গেলে এক মহাভারত হয়ে যাবে। তাই সে চেষ্টা করব না। হাঁ, একটা কথা লিখতে ভুল হয়ে গেছে। অতিরিক্ত টেস্টের ১২ জন অধিনায়কের মধ্যে পঙ্কজ রায়েরও নাম আছে। পঙ্কজ রায় ইংলণ্ডে একটি টেস্টে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছিলেন। ভি বি পাইকোয়াড় অসুস্থ হয়ে পড়ায়।

• • •

অক্ষরের অধিনায়ক ভি এস রামচাঁদও এর আগে একদিন ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছিলেন। গতবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে চতুর্থ টেস্ট খেলার আগে নির্বাচিত অধিনায়ক গোলাম আমেদ পদত্যাগ করেন। উমরিগরের উপর অধিনায়কের ভার পড়ে। কিন্তু একজন সদস্য খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বোর্ড-সভাপতির সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে তিনি অধিনায়কের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃত হন। তখন দলের নেতৃত্বের ভার অর্পিত হয় মানকড়ের উপর। মানকড় আবার খেলার সময় একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই-দিন দলের অধিনায়কত্ব করেন ভি এস রামচাঁদ। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এইদিন নাকি দলের পরিচালনায় রামচাঁদ কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া বোম্বাইয়ে ক্রিকেট ক্লাব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলাতেও রামচাঁদ অধিনায়কত্ব সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু রামচাঁদ নাকি ছিলেন ভারতীয় দলের প্রোব্লেম বয়। বলীয় কৌশলে তিনি নাকি অধিনায়ক গোলাম আমেদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নি। গোলাম আমেদের অভিযোগ ছিল কানপুর টেস্টে রামচাঁদ তিনটি ক্যাচ ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছেন। এই কারণেই বোধ করি ইংলণ্ডের মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলিষ্ঠ খেলোয়াড় রামচাঁদকে ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের ধারণা, রামচাঁদ এখন ফর্মে ফিরেছেন। তাছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেক্রেটারিয়েটের প্রধান অনন্তশয়নম্ রামচাঁদ উমরিগরের অনুরূপ নয়। উমরিগরকে যখন অধিনায়ক করা হয় না, তখন রামচাঁদকে অধিনায়ক করলে সেক্রেটারিয়েটের ভাল সহযোগিতা পাওয়া যাবে—এই আশাতেই রামচাঁদকে অধিনায়ক করা হয়েছে।

খেলোয়াড় হিসাবে রামচাঁদ একদিন উচ্চ মর্যাদার সম্মান পাবেন না। মাঁচেস্টারের সঙ্গেই তিনি সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। কিন্তু রামচাঁদের খেলার ধরন যে শ্রেণীর, তাতে ভারতীয় ক্রিকেট তার নিজস্ব প্রয়োজন। রামচাঁদের খেলা প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। যেমন বলিষ্ঠ তাঁর ব্যাটিং, তেমন ইনসুইং বোলিং, তেমনই সুন্দর ফিল্ডিং। দেখা যাক, নতুন অধিনায়ক হিসাবে নেতৃত্বের ভার পড়া ভারতীয় দলের মধ্যে রামচাঁদ কতটুকু প্রাণ-সঞ্চার করতে পারেন।

এই সাদ্ধ্য টেস্ট খেলায় রামচাঁদের ব্যাটিং ও বোলিংয়ের একটা হিসাব দেওয়া হল। এ থেকে তাঁর খেলার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

**ভি এস রামচাঁদের টেস্ট আভারেজ**

| | ব্যাটিং | | | | | বোলিং | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ইনিংস | নট আউট | মোট রান | সর্বোচ্চ রান | গড় রান | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | গড় |
| ১৯৫২ ইংলণ্ডে ... ... | ৭ | ০ | ৬৮ | ৪২ | ৯·৭১ | ১৩০·২ | ৩১ | ৩০৬ | ৪ | ৭৬·০০ |
| ১৯৫৩—পাকিস্তানের বিপক্ষে ... | ৩ | ১ | ৬৩ | ২৫* | ৩১·৫০ | ৬৯ | ২০ | ১৭৪ | ৬ | ২৯·০০ |
| ১৯৫২-৫৩ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ... | ১০ | ০ | ২৪৯ | ৬২ | ২৪·৯০ | ১৫১ | ৩৬ | ৪০২ | ৮ | ৫০·২৫ |
| ১৯৫৬ পাকিস্তান ... | ৬ | ১ | ১৪৭ | ৫৩ | ২৯·৪০ | ১১১ | ৪৬ | ২০০ | ১০ | ২০·০০ |
| ১৯৭৪-৫৫ নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে | ৬ | ২ | ২৩৪ | ১০৬* | ৫৮·৫০ | ১৬২ | ৭২ | ২৭৬ | ৫ | ৫৫·২০ |
| ১৯৭৬—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ... | ৬ | ০ | ১৫৮ | ১০৯ | ২৬·৩৩ | ২৭ | ৫ | ৯১ | ২ | ৪৫·৫০ |
| ১৯৫৮-৫৯ ... ... ... | ৬ | ১ | ১৫০ | ৬৭* | ৩০·০০ | ৯২ | ২১ | ২১৮ | ৫ | ৫৪·৫০ |

*তারকা চিহ্ন নট আউটের নির্দেশসূচক

পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া দলের তৃতীয় টেস্ট খেলার পর্যালোচনা করা হয়নি। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া দল ঢাকার প্রথম টেস্টে ৮ উইকেটে এবং লাহোরের দ্বিতীয় টেস্টে ৭ উইকেটে পরাজিত করার আগেই খেলোয়াড়রা প্রত্যেকে মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। করাচী টেস্টের আর যেমন আকর্ষণ ছিল না। তবু শেষ টেস্ট খেলায় পাকিস্তান দল জিততে পারে কিনা তা দেখবার জন্য অনেকেই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্রথম ইনিংসে ৬ রানের মধ্যে ৩ উইকেট পতনে সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। পাকিস্তান দল কোনক্রমে ফলো অন এড়াতে পেরেছিল। পাকিস্তানের পরে নিজেদের প্রথম ইনিংস শুরু করে অস্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় দিনের শেষ থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল। ফলে খেলা দেখার প্রত্যাশায় দর্শকরা ভিড় করেছিলেন। কিন্তু প্রথম ইনিংসের মতোই দ্বিতীয় ইনিংসেও অস্ট্রেলিয়া ব্যাটসম্যানরা পাকিস্তানী বোলারদের সুযোগ দিতে নারাজ। তাই প্রত্যাশা করা সত্ত্বেও কোনক্রমে ২৫০ রান ছোঁয়া গেল না। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তাতে করে কোনদিনের অস্ট্রেলিয়া দলের কোন খেলোয়াড় এই সংখ্যাটি টেস্ট ইনিংসে রান পূর্ণ করতে পারেননি। মাত্র তাড়াতাড়ি ৩ হাজার রান করেছেন হানিফ মহম্মদ। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ব্যাটসম্যান ১২টি টেস্ট ইনিংসে রান পূর্ণ করে সে রেকর্ড করেছিলেন, হানিফ মহম্মদ তাঁর একাদশ টেস্ট ইনিংসে ৩ হাজার রান করে সে রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন।

মাত্র তোন দিনের দ্বিতীয় দিন ২৮৭ রানে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর অস্ট্রেলিয়া দল দিনের শেষে মাত্র উইকেট হারিয়ে ৩৬ রান তোলে। সফিল আলম মাত্র ৯ রানের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারেন না।

তৃতীয় দিন ২৭৭ রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ফলে প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩০ রানে অগ্রগামী থেকে পাকিস্তান শেষ সময়ে দ্বিতীয় ইনিংসের [illegible] কোন রান হয় না। সমস্ত উইকেটই অটুট থাকে।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনে সমস্ত বাট করে পাকিস্তান [illegible] ৫ উইকেটে মাত্র ১০৪ রান। আরও মধ্যর খাটিং রাখতে হবে। শেষ দিন অনন্তনীয় পিচে এবং অসীম ধৈর্যের সঙ্গে খেলে পাকিস্তান দল ৮ উইকেটে ১২৪ রান তুলে মাত্র ২ ঘণ্টা অস্ট্রেলিয়া দলকে ব্যাটিং করবার সুযোগ দেয়। অসরাত্রের জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন থাকে ২১৫ রানের। ২ ঘণ্টায় ২২৫ রান করা টেস্ট ক্রিকেটে অসম্ভব সাধন। ঐতিহ্যবাহী অস্ট্রেলিয়া দল ২ উইকেটে ৮৫ রান তুলে খেলাটি শেষ হয়ে যায়।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড :—

**পাকিস্তান**—প্রথম ইনিংস—২৮৭ (সফিল আলম ১১, ইকবাল বাট ৫৮, হানিফ মহম্মদ ৫২, ওয়ালিস মাথিয়াস ৪৩; রিচি বেনোড ৯৩ রানে ৫ উইকেট, বে লিন্ডওয়াল ৭২ রানে ২ উইকেট)।

**অস্ট্রেলিয়া**—প্রথম ইনিংস—২৫৭ (নীল হার্ভে ৫৪, কেন মাকে ৬০, এলান ডেভিডসন ২৯, লিন্ডওয়াল ২৩, গ্রাউট ২০; ফজল মাহমুদ ৭৪ রানে ৫ উইকেট, ইনতিখাব আলম ৫১ রানে ২ উইকেট, মুনির মালিক ৭৬ রানে ২ উইকেট)।

**পাকিস্তান**—দ্বিতীয় ইনিংস (৮ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড) ১২৪ (হানিফ মহম্মদ নট আউট ১০১, ওমরান শর্ট ২৬; এলান ডেভিডসন ৫০ রানে ৩ উইকেট, কেন মাকে ৭৮ রানে ২ উইকেট)

**অস্ট্রেলিয়া**—দ্বিতীয় ইনিংস (২ উইকেট) ৮৫ (নীল হার্ভে নট আউট ৩০, লেন্ডিল সিমন্ডস ২৬)।

[খেলা অমীমাংসিত]


রান্নার স্বাচ্ছন্দ্য

রান্নায় আপনি তখনই উৎসাহ বোধ করবেন যখন কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার ঝামেলায় ও অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়ায় আপনাকে বিব্রত হতে হবে না।

• বিনামূল্যে একসেট পলতে
• যে কোন অংশ সহজলভ্য

PATENT NO 62354 OF—57

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক :
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

## দেশী সংবাদ

৭ই ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক একাউন্টস কমিটি কর্তৃক উহার তৃতীয় রিপোর্টে অধিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কয়েকটি ক্ষেত্রে আর্থিক ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐসব ক্ষেত্রে সরকারী কোষাগারের প্রচুর অর্থের অপব্যয় হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। কমিটি ভবিষ্যতে কঠোরভাবে অডিটর জেনারেলের নির্দেশ পালন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

৮ই ডিসেম্বর—বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ও ছিটমহল বিনিময় সম্পর্কে পাক-ভারত চুক্তি কার্যে পরিণত হওয়া আইনসঙ্গত কিনা ইহা জানিবার জন্য রাষ্ট্রপতি বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের বিবেচনার জন্য অর্পণ করিয়াছেন। অদ্য প্রধান বিচারপতি শ্রী পি বি মিত্রের সভাপতিত্বে ৮ জন বিচারপতির এক বেঞ্চে এই সম্পর্কে বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ এই রাজ্যের সকল শ্রেণীর সুস্থ শিশুদের কল্যাণার্থে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের নিমিত্ত সরকার হইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার দাবি উত্থাপন করেন। ঐ বিলটি এই দিনই পরিষদে গৃহীত হয়। পূর্বে ইহা বিধান সভায় গৃহীত হইয়াছে।

৯ই ডিসেম্বর—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আজ অপরাহ্ণ ৫টা ২ মিনিটের সময় পালম বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করেন। ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১৮ খানি ফাইটার জেট বিমান রাষ্ট্রপতির বিমানখানিকে আগাইয়া লইয়া আসে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার পালম বিমান বন্দরে উপনীত হইলে লক্ষ লক্ষ নরনারী উল্লাসধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করেন।

১০ই ডিসেম্বর—আহিরীটোলা বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আজ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—"আমি অন্যান্য সকল মানুষের সুখ শান্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য, মানব মর্যাদার জন্য এবং পৃথিবীর প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

আসামের প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী ইন্দ্রনারায়ণ দাস অদ্য আসাম বিধানসভায় জানান যে, চীনা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সৈন্যবাহিনীর লোকজন লইয়া একখানি ট্রেন যখন পূর্বে সীমান্ত অভিমুখে যাইতেছিল, তখন উহাকে কাইনমুহ করার চেষ্টা হইয়াছিল। আসামের অভ্যন্তরে পঞ্চম বাহিনীর এই কার্যকলাপে সকলে স্তম্ভিত হয়।

১১ই ডিসেম্বর—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আজ ক্ষুধার বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম আরম্ভ করিবার আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, ইহা এমন এক ধরনের সংগ্রাম, যাহা মানুষকে মহিমান্বিত এবং উন্নত করে।

অদ্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে সম্মানসূচক "ডক্টর অব ল" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

নিরাপত্তা সূত্রে জানা গিয়াছে যে, কলিম্পংয়ের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দিনা লাইসেন্স হাঁইয়ার ব্যবসায়ের ভূতপূর্ব এক কর্মচারী বেতারযন্ত্রটি প্রেরকের হস্তে রক্ষার দায়ে গ্রেপ্তার হইয়াছে। ঐ যন্ত্র সম্পর্কে তিনি চীনা সৈন্যদের সহিত সংযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

১২ই ডিসেম্বর—আট মাস নীরব থাকিবার পর পাঁচতর প্রারম্ভে নাগাদের কণ্ঠস্বরের অবার আরম্ভ হইয়াছে। সরকারীভাবে জানা গিয়াছে—গত ৯ই ডিসেম্বর কেন্দ্রগুলি হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে পাহাড়ের প্রস্তরগুলি গোলন্দাজির নক্সাগুলি হইতেছে আক্রমণ করে।

আসামের উপজাতি অঞ্চল সমূহের শাসন ও জন সম্পর্কের উপযুক্ত ব্যবস্থার সম্পর্কে কী করা যায় তাহা বিবেচনার জন্য সম্প্রতি যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল সেই কমিটি বিস্তারিত বিবরণের পর এই সিদ্ধান্তের উপনীত হইয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, তিব্বত সীমান্তে বর্তমানে যে ৭টি বাঁধ আছে তাহা ছাড়া আরও একটি বাঁধ নির্মাণ করিবে।

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সম্বর্ধনায় প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যে ভোজ সভার আয়োজন করেন, ঐ সভায় উভয়ের মধ্যে ৫৭ মিনিটব্যাপী বিশ্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয় বলিয়া জানা যায়।

১৩ই ডিসেম্বর—আজ রাত্রে প্রতিনিধি এক যুক্ত ইস্তাহারে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভারত মার্কিন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য গভীর আন্তরিক প্রকাশ করেন এবং বিশ্বের শান্তির সহিত এই আশা ব্যক্ত করেন যে, ভবিষ্যতেও দুই দেশের মৈত্রী অটুট থাকিবে।

একাধারে বিশ্ববিদ্যালয় আজ অধিনিষ্ঠা-কালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এক সংবাদের জন্য এলাহাবাদ শহর ও জেলার সমস্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখারও নির্দেশ দিয়াছেন। শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

## বিদেশী সংবাদ

৭ই ডিসেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইসেনহাওয়ার আজ করাচী পৌঁছিবার অব্যবহিত পরে বলেন যে, তাঁহার দেশ শান্তি ও পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানের সহিত একযোগে কাজ করিতে চায়। তবে সর্বদা যথার্থ ন্যায়সঙ্গত ও শুভ-কার্যে আত্মনিয়োগ করার জন্যই এই নিরাপত্তা ও শান্তি সংগ্রহ করা।

করাচীর সরকারী সূত্রে প্রকাশ যে, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও প্রেসিডেন্ট আয়ুবে খাঁ অদ্য দ্বিপক্ষীয় শীর্ষসম্মেলনের আলোচনা ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের উপর সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিবে।

পাক প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুবে খান আজ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক নিশান-ই-পাকিস্তান প্রদান ভূষিত করেন।

৮ই ডিসেম্বর—সিংহলে ক্ষমতাসীন শ্রীলঙ্কা মুক্তফ্রন্ট পার্টির ওয়ার্কিং কমিটি অদ্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীবন্দরনায়েকের পদত্যাগপত্র গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি যে সমস্যা-গুলি সমাধান করিয়াছেন উহা গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে পদে বহাল থাকিতে অনুরোধ করা হয়।

ভারতে বাণিজ্যিক পরিমাণে তেলকারী মার্কিন তৈলখনি বিশেষজ্ঞদের জন্য প্রতিবছর উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে বহরমপুর ওয়াশিংটন ডাকে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি যুদ্ধ স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

৯ই ডিসেম্বর—কলে বাস্তবে সমর্থিত কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির পাইকা তারিখের বৈঠকে বিশেষজ্ঞ ডেইলী, অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

আজ রাষ্ট্রপতির বিশেষ প্রতিনিধি ও পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট ভারতীয় রাজধানীতে পৌঁছিবার পর হইতে সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত বৈঠকে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে প্রতিনিধি দল প্রেসিডেন্ট পাকিস্তান আইয়ুবের সহিত এই বিষয়ে এবং এই ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১০ই ডিসেম্বর—বিশ্বব্যাপী ভয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে বিমানযোগে বহরমপুর ক্রীমিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রেসিডেন্টের বিশেষ বিমান যুক্তরাষ্ট্রের নাম ঐশ্বর্যের ও ঐশ্বর্যিকেন। এই বার্তা বিশেষ বিমানের নাম রাখা হইয়াছে। ঐশ্বর্যিকেন সাধারণ ঐশ্বর্যসাই নয়, ঐশ্বর্যকেন্দ্রীয় ক্রেন বিমানের নাম রাখা হইয়াছে। একশত ২৯টি আসন বিশিষ্ট বিমানে রাখা যায়।

১১ই ডিসেম্বর ভারত তিনটি পরিকল্পনার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ ভাণ্ডার হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য পাইবে। ইহার পরিমাণ ৩০১২৮০০০ ডলার। অন্যান্য সমস্যাগুলির মধ্যে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সংস্থার বিশেষ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৩ই ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদ গত রাত্রিতে আলজেরিয়ান সমস্যা সংক্রান্ত এশিয়া-আফ্রিকান প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। যদিও প্রস্তাবটি পাকাপাকিভাবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তাবের পক্ষে ৬৩টি ভোট পড়িয়াছে। অনুরূপ সমস্যা-গুলির মধ্যে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে গত বছর বিশেষ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৩ই ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদ গত রাত্রিতে আলজেরিয়ান সমস্যা সংক্রান্ত এশিয়া-আফ্রিকান প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হইলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইয়াছিল। জনৈক আলজেরিয়ান মুখপাত্র এ সম্পর্কে বলেন, আলজেরিয়ার ব্যাপারে ঢাকঢোল ও গোপন কারসাজিই এ ধরনের বিপর্যয় ঘটাইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার　　সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

# হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখুন!

যেখানেই থাকুন, আর যাই করুন — সবসময়ে হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখবেন। ধূমপানে এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাবেন না।

উইল্‌স-এর ক্যাপস্টান-এর তুলনা নেই

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত।

CAP/386

# পণ্ড্‌স
## কোল্ড ক্রীম

* পরিষ্কার করে
* সুন্দর করে ..
* সুরক্ষিত রাখে

রোজ রাত্তে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম বেশ ভালো ক'রে আপনার মুখে মাখুন। এই ক্রীম রোমকূপের গভীরে প্রবেশ ক'রে ময়লা বের করে দেয়। ছুটির পরে পুটিকর এই চমৎকার পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম নিয়মিত ব্যবহারে আপনার মুখশ্রী বাস্তবিকই নবীন ও কমনীয় হ'য়ে উঠবে।

**ভ্যানিশিং ক্রীম :** হালকা ও তুষার-শাদা পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার ত্বকের কমনীয় কান্তি সুরক্ষিত রাখবে—পরিষ্কার ও সুন্দর করে তুলবে। পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায় —এটি একটি নিখুঁত পাউডার বেস্ এবং এর ওপর পাউডার ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমানভাবে লেগে থাকে।

P 7740

চেসব্রো-পণ্ড্‌স ইন্ক (সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিবদ্ধ)

# দেশ

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

বর্ষ] শনিবার, ১০ পৌষ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 26th December, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৮

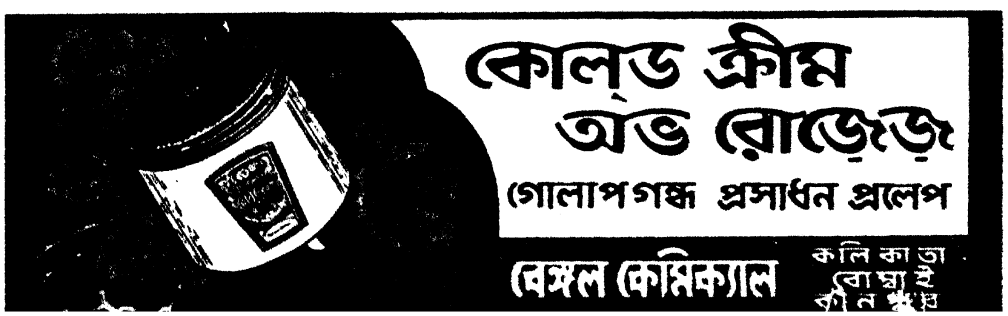

# দেবতার কাছাকাছি...

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটা ওঁর কাছে প্রায় ধর্মের সামিল। পূজার্চনায় যাবার আগে গোদরেজ স্যাণ্ডেল দিয়ে স্নান করা ওঁর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম। গোদরেজ স্যাণ্ডেল ছাড়া অন্য কোন সাবানই উনি ব্যবহার করেন না, কেননা ওটা নিশ্চিত-ভাবে জান্তব চর্ব্বি থেকে মুক্ত।

কোমলকারক ভেজিটেবল অয়েলের সাবাদে বিশুদ্ধ মহীশূর স্যাণ্ডেলউড অয়েল যুক্ত হয়ে গোদরেজ স্যাণ্ডেল সাবানকে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এনে দেয়। ভেজিটেবল্ অয়েল টয়লেট সাবানের প্রস্তুতকারকদের অগ্রগামী কর্ত্তৃক তৈরী এই সাবানে চটপট প্রচুর ফেনা হয় যা শীতল ও স্নিগ্ধ করে এবং এর খাঁটি চন্দনের গন্ধটি অনেকক্ষণ থাকে···

গোদরেজ স্যাণ্ডেল আপনাকে দামের পুরো মূল্য দেয়!

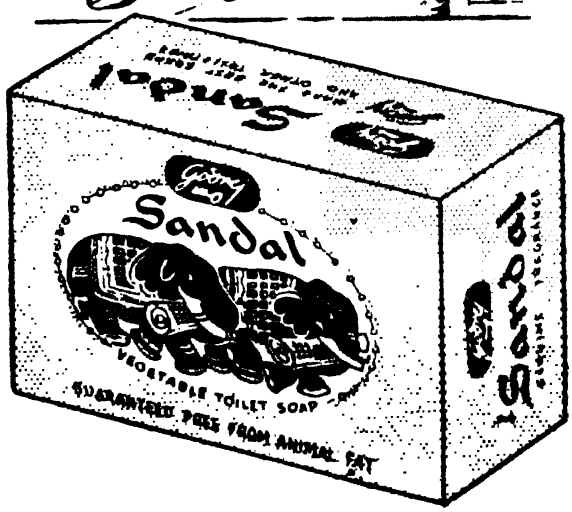


গোদরেজ

সাবানের
জগতে
সেরা
নাম।

# প্রতিটি গ্রন্থে রহস্য—রোমাঞ্চ—[illegible]—শিহরণ!

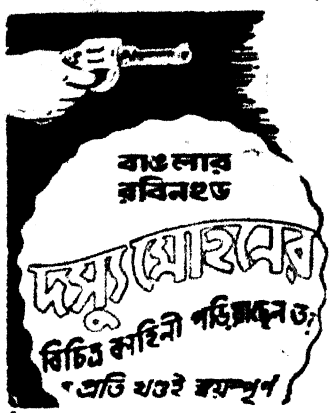


(১) মোহন (২) কারাগারে মোহন (৩) মোহন [illegible] (৪) রমার বিয়ে (৫) অজানা মোহন (৬) রমা-হারা মোহন (৭) [illegible] মোহনের জার্মানী অভিযান (৯) মোহনের অজ্ঞাতবাস (১০) ব্যবসায়ী মোহন (১১) নারী-হারা মোহন (১২) রহস্য-সীমান্তে মোহন (১৩) মুখোশ মোহন (১৪) মোহনের দুঃস্বপ্ন (১৫) মোহন ও জল্লাদ (১৬) মৃত্যু মোহন (১৭) মোহন ও স্বপন (১৮) মোহান্ত-দমনে স্বপন (১৯) স্বপনের সীমান্ত সংঘর্ষ (২০) গেণ্ডারিপো-যুদ্ধে মোহন (২১) নেতা মোহন (২২) মোহনের প্রথম অভিযান (২৩) মোহন ও পঞ্চম-বাহিনী (২৪) ফাঁসির মঞ্চে মোহন (২৫) মোহন দর্শন (২৬) মোহন ও গুপ্তচরদল (২৭) মোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী (২৮) বাঘিনীর মোহন (২৯) স্বপন ও মৃত্যু (৩০) বন্ধু মোহন (৩১) মোহন ও দুই (৩২) তরুণ মোহন (৩৩) জার্মান-যড়যন্ত্রে মোহন (৩৪) ছদ্মবেশী মোহন (৩৫) স্বপনের রহস্য অভিযান (৩৬) ব্ল্যাকমেলার স্বপন (৩৭) মোহনের অভিনয় (৩৮) নিশাগ্রামে মোহন (৩৯) মোহন-চপলা সংঘর্ষ (৪০) মোহনের অনুরোধ (৪১) প্রিয় মোহন (৪২) সর্বজ্ঞ মোহন (৪৩) মোহনের তিন শত্রু (৪৪) রহস্য-যুদ্ধে মোহন (৪৫) আফ্রিকায় মোহন (৪৬) মোহনের প্রতিজ্ঞা (৪৭) স্বপনের এ্যাডভেঞ্চার (৪৮) নবযুদ্ধে মোহন (৪৯) মোহনের নূতন অভিযান (৫০) হাতী মোহন (৫১) সুন্দরবনে মোহন (৫২) যুবক মোহন (৫৩) মোহন ও আর্যাবর্ত (৫৪) মোহনের প্রতিরোধ (৫৫) মোহনের রূপ-পরিবর্তন (৫৬) করদরাজ্যে মোহন (৫৭) মোহন ও বনবিহারী (৫৮) বিচারক মোহন (৫৯) সোভিয়েট রাশিয়ায় মোহন (৬০) মোহন ও বেকার (৬১) মোহনের পরীক্ষা (৬২) মোহনের দ্বিতীয় অভিযান (৬৩) মোহন ও মিলার (৬৪) মহাযুদ্ধে মোহন (৬৫) সাগরতলে মোহন (৬৬) বন্দী মোহন (৬৭) নারী-হারা স্বপন (৬৮) মোহন ও বাঘের ধন (৬৯) বিপদ-হ্রদে মোহন (৭০) সহময় মোহন (৭১) মৃত্যু-হারা মোহন (৭২) মোহনের মানবতা (৭৩) অপহৃতা রমা (৭৪) ছদ্মবেশী মোহন (৭৫) মোহন ও ধাঁড় (৭৬) আগুন মোহন (৭৭) মহামানবের মোহন (৭৮) মোহনের পক্ষাঘাত (৭৯) স্বপন ও লতা (৮০) প্রিয় স্বপন (৮১) অনুরাগী স্বপন (৮২) মৃত্যুমুখে স্বপন (৮৩) মৃত্যু-দমনে মোহন (৮৪) অন্ধ-হ্রদে মোহন (৮৫) মোহনের এ্যাডভেঞ্চার (৮৬) মৃত্যুর পশ্চাতে মোহন (৮৭) দুঃসাহসিক স্বপন (৮৮) অপহৃত মোহন (৮৯) মোহন ও রক্তপতাকা (৯০) মোহনের জন্মযাত্রা (৯১) মহারাজা স্বপন (৯২) দুর্যোগ মোহন (৯৩) উত্তরে পথে মোহন (৯৪) মোহন ও স্বপন (৯৫) স্নেহময় মোহন (৯৬) মোহনের পদধূলি (৯৭) স্বপন ও জলমৃত্যু (৯৮) দুঃখহর স্বপন স্বপন (৯৯) দুর্মর স্বপন (১০০) মহাসাগরে স্বপন (১০১) মোহন ও মহাদেবী (১০২) আসক মোহন (১০৩) বন্দী স্বপন (১০৫) ওপোক্কারে মহাসমরী (১০৫) দুর্লঙ্ঘ্য মোহন (১০৬) উল্কাহরণী মোহন (১০৭) মোহন-বিভীষিকা (১০৮) রুদ্র মোহন (১০৯) ভয়াল খণ্ডিত মোহন (১১০) ইউরোপে মোহন (১১১) সমাধানী মোহন (১১২) রহস্য-জাল মোহন (১১৩) মোহনের জেরেস (১১৪) বিশ্বজয়ী মোহন (১১৫) মোহন ও মহাযুদ্ধে (১১৬) মোহনের বক্তব্যার (১১৭) অনুরাগিণী রমা (১১৮) অভূতপূর্ব মোহন (১১৯) ভয়াল-দ্বীপে আবার (১২০) সুসাধনের বিপত্তি (১২১) মোহনের অগ্নিপরীক্ষা (১২২) বিশ্বাসঘাতক মোহন (১২৩) জেল পলাতক মোহন (১২৪) মহানের পথে স্বপন (১২৫) অপরাজেয় মোহন (১২৬) দুর্গম পথে স্বপন (১২৭) হরিণ-দ্বীপে স্বপন (১২৮) মহাযজ্ঞে মোহন (১২৯) মৃত্যু-হরণে মোহন (১৩০) আগ্নেয়-দ্বীপে মোহন (১৩১) অক্ষয় মোহন (১৩২) চায়াদেবতার মোহন (১৩৩) মোহনের পরীক্ষালাভ (১৩৪) রোমেরতটে মোহন (১৩৫) বন্দী-চক্রী মোহন (১৩৬) আর্তাভাবে মোহন (১৩৭) ভারত-প্রবাসে মোহন (১৩৮) সিংহ স্বপন (১৩৯) মোহনের হাতে-খড়ি (১৪০) মহান মোহন (১৪১) মোহন ও অদৃষ্টির পুরস্কার (১৪২) মৃত্যু ভবনে মোহন (১৪৩) অগ্নিকান্তার দ্বীপে স্বপন (১৪৪) মোহনের বন্ধুত্বের (১৪৫) প্রমাদ-সাধনে মোহন (১৪৬) নিশিন্দ-দ্বীপে স্বপন (১৪৭) সরস্বতী মোহন (১৪৮) বন্দী ব্রেকার (১৪৯) অন্ধ-সন্ধানে মোহন (১৫০) হেসপেরাসের মোহন (১৫১) অপহৃতা বান্ধবী (১৫২) দস্যুরাণী মোহন (১৫৩) মোহন ও রক্তকণা (১৫৪) জলমৃত্যু স্বপন (১৫৫) সাগর বুদ্ধে স্বপন (১৫৬) উল্কাপীড়ে মোহন (১৫৭) দুর্ধর্ষ মোহন (১৫৮) মোহন-চপল (১৫৯) মোহন বন্ধুর স্বপন (১৬০) জলমৃত্যুর মোহন (১৬১) মৃত্যু বন্ধন মোহন (১৬২) অভিমানের মোহন (১৬৩) নিডবিক মোহন (১৬৪) অসমাপ্তা মোহন (১৬৫) সমাধি-সাগরে মোহন (১৬৬) রহস্যাবলী মোহন (১৬৭) দর্শনমৃত্যু মোহন (১৬৮) মোহন ও মনসিংহ (১৬৯) মোহন ও গুপ্তহত্যা (১৭০) স্বপন মিলনে পর্ব (১৭২) মৃত্যু মন্ত্রে ধ্বংস মোহন (১৭৩) দুর্জয় মোহন (১৭৪) বীর মোহন (১৭৫) কান্না আমন্ত্রণে স্বপন (১৭৬) মোহনের সৃষ্টিকর্তা (১৭৭) মোহন ও শ্রীরাধা (১৭৮) আসরে জলমৃত্যুর স্বপন (১৭৯) অন্তর্ঘাতে মোহন (১৮০) অবার্থ মোহন (১৮১) বেদ্রিন-যুদ্ধে স্বপন (১৮২) মৃত্যু-দ্বীপে স্বপন (১৮৩) বিপদ-বাঁধে মোহন (১৮৫) অমঙ্গল-ঘণ্টা মোহন (১৮৫) বাঘ-সেবায় স্বপন (১৮৬) মোহন ও খিজু হাবাজ (১৮৭) আসর মৃত্যু মোহন (১৮৮) বিপদে মোহন (১৮৯) মোহনের মৃত্যুবরণ (১৯০) বন্ধু বিপদারে মোহন (১৯১) মৃত্যু মোহনে দুর্যোগের (১৯২) দুর্দিনের মোহন (১৯৩) অক্ষয়পাত্র স্বপন (১৯৪) ঘূর্ণাবর্তে মোহন (১৯৫) মোহনের রহিমুল্লা (১৯৬) কালোবাজারী দমনে মোহন (১৯৭) ঐন্দ্রজালিক মোহন (১৯৮) স্বপন-হ্রদে মোহন (১৯৯) মোহনের প্রত্যাবর্তে (২০০) দেশপ্রেমিক মোহন (২০১) দাঙ্গাবাজ মোহন (২০২) দুর্যোগে স্বপন মোহন ২০৩) বাস্তুসমস্যা মোহন (২০৪) অনাগরালে মোহন। যন্ত্রস্থ—(২০৫) আবার মোহন-চপলা (২০৬) মোহন-চপলা সংঘাত। প্রতি খণ্ড ২,

বাস্পতা-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা

**নর-নারী** শ্রীশৈলেশ বিশ্বী বি-এল রচিত। প্রসিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক গিল্ডফোর্ডসেথর বসু লিখিয়াছেন, "কামবৃত্তি সম্বন্ধে নর-নারীর অজ্ঞতা এই গ্রন্থপাঠে দূর হইবে। এই সুখপাঠ্য গ্রন্থখানিতে নর-নারীর বহু জ্ঞাতব্য তথ্য স্থান পাইয়াছে।" মূল্য ২৷৷০

লেডি ডাক্তার প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ

১। যৌবন-সন্দেশ ৬ষ্ঠ সং ১৷৷০
২। বিবাহ-বিজ্ঞান ৭ম সং ১৷৷০
৩। দেশবিদেশের যৌনতত্ত্ব ৪র্থ সং ১৷৷০
৪। দেশবিদেশের যৌনবোধ ৪র্থ সং ১৷৷০
৫। যৌন-বিজ্ঞান ৪র্থ সং ১৷৷০
৬। কাম ও যৌন-জীবন ৫ম সং ১৷৷০
৭। নরনারীবাদ ও নরনারী-সমস্যা ৪র্থ সং ১৷৷০

শ্রীজগদ্বিকুমার বাগচী বি-এ প্রণীত

**পতিতা** পতিতা জীবনযাত্রার সমস্যা ও আলোচনা মূল্য ২,

**যৌন-জীবন** যৌন-জীবন সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহে এই গ্রন্থ পড়ুন। ২৷৷০

**ব্যভিচার** গবেষণামূলক তথ্যবহুল বিরাট যৌন-গ্রন্থ। মূল্য—২, টাকা।

বিখ্যাত যৌন-বিজ্ঞানী ইয়ুভক প্রণীত

**প্রেম ও প্রেমরতি**

Love technique সম্বন্ধে অভিনব গ্রন্থ। বহু চিত্র পরিশোভিত। মূল্য—২,

**মনোবাসনা ও মনোবিকার**

[পরিবর্ধিত ও বহু চিত্র সম্বলিত]

বিকৃত মনোবাসনা ও মনোবিকারের ঘূর্ণাবর্তে পতিত হইয়া মানুষ কিভাবে বিপন্ন হয়, তাহারই তথ্যবহুল আলোচনা। ২৷৷০

**কেন এমন হয়** কয়েকটি সত্য কাহিনীর মাধ্যমে যৌন-তত্ত্বের অপরূপ ব্যাখ্যা। ১,

**কেমন করে বলি** যৌন প্রশ্ন বিশ্লেষণ। ২,

সাধারণ পাঠকেরা অন্যূন দশ টাকার বই ভি. পি-তে নিলে ডাক-মাশুল লাগবে না।

**শিশির পাবলিশিং হাউস**—২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

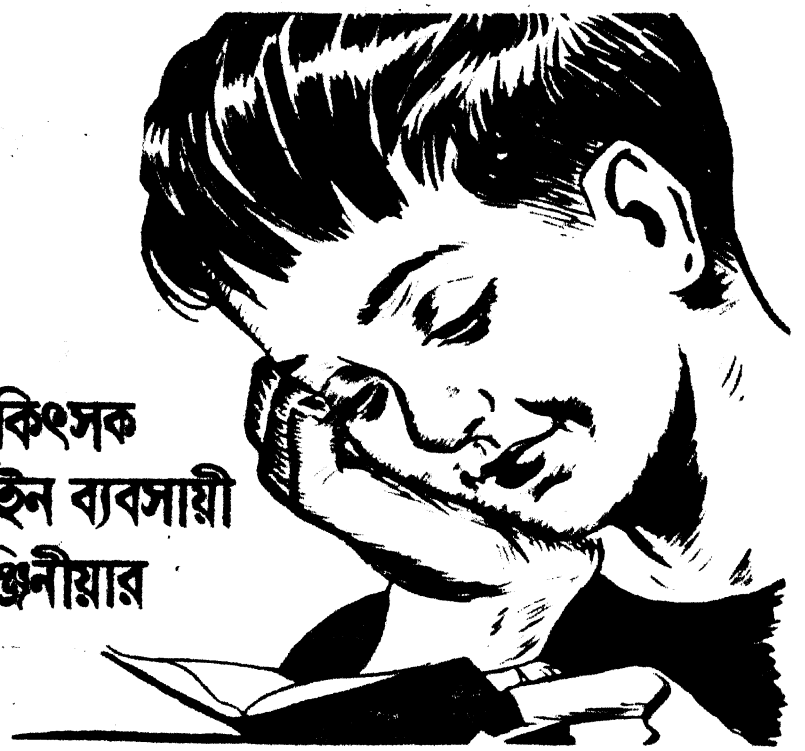

# চিকিৎসক
# আইন ব্যবসায়ী
# ইঞ্জিনীয়ার

## আপনার ছেলেকে কি তৈরী করতে চান ?

ওর ভবিষ্যৎ আপনারই হাতে।

ভবিষ্যৎ জীবনে ও কি হবে সে সম্পর্কে আপনার যদি কোন পরিকল্পনা থাকে এবং ওকে যদি আপনি সেই রকম-ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে চান, তাহলে আপনার সঞ্চয় করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

যাঁরা নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করেন তাঁদের সকলের পক্ষেই ভারত সরকারের ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্টকালীন জমা পরিকল্পনা সুনিশ্চিতকর। আপনার নিকটবর্ত্তী পোষ্ট অফিসে প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে ৫ অথবা ১০ বছর পর সুনিশ্চিত সুদসহ একটা মোটা অঙ্কের টাকা পেতে পারেন। নির্দিষ্ট সময়ের পর, ৫ বছরের জমায় শতকরা প্রায় ৩৩ টাকা এবং ১০ বছরের জমায় শতকরা ৩৮ টাকা সুদ পাওয়া যায়।

## জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

আপনার পোষ্ট মাষ্টার আনন্দের সঙ্গেই ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্টকালীন জমা পরিকল্পনার বিস্তারিত সংবাদ দেবেন।

DA 19/383

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বাঙালীর মেধার কি অবনতি ঘটিতেছে? | - | ৫৬৯ |
| প্রসঙ্গত— | - | ৫৭০ |
| বৈদেশিকী— | - | ৫৭১ |
| গানের আখর—শার্ঙ্গদেব | - | ৫৭৩ |
| বিশ্ববিচিত্রা— | - | ৫৭৫ |
| প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | - | ৫৭৭ |



## প্রস্তুতি

৭ই অগ্রহায়ণ ও ৭ই অগ্রহায়ণে
প্রকাশিত গ্রন্থ :

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
ছিলাম্বার পাল ৫,
শচীন্দ্র চৌধুরীর
নীলে সোনায় বসতি ৩.৫০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রাত্রির ছেলে ২.৫০
শ্রীঅমলেন্দু বসুর
ক্রিকেটের রাজকুমার ১.৫০
শচীন্দ্রনারায়ণ রায়ের
ঘরে-বাইরে রাজেন্দ্রসুন্দর ৫.৫০

১৯৫৬-৫৮ সালের মধ্যে বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বিবেচিত হওয়ায়

# ক ল কা তা র কা ছে ই

১৯৫৯ সালে **সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার** লাভ করিয়াছে

**গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কলকাতার কাছেই** (উপন্যাস) ৫-৫০

আমাদের প্রকাশনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিবিধ গ্রন্থ :

শরৎচন্দ্রের নারী বিচিন্তা ২.০ ॥ মোহিতলাল মজুমদারের বাংলার নবযুগ ১, : সাহিত্য-বিচার ১, ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর পুরাতনী ১, ॥ রাজসুন্দরী দাসীর আমার জীবন ২৷৷০ ॥ শশিভূষণের ছোটদের ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি ১, ॥ সমরেশ বসুর সম্পাদিত পরশু রমণীয় ৪, ॥ নলিনীকান্ত সরকারের প্রত্নপ্রসঙ্গ ২৷৷০ ॥ শান্তিপদ চক্রবর্তীর অলঙ্কার-চন্দ্রিকা ১.০ ॥ প্রমথেশচন্দ্র ঠাকুরের অবনীন্দ্র-চরিতম্ ৫, ॥ কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন-চরিত ৩, ॥ অপর্ণা দেবীর রাজনৃত চিত্তরঞ্জন ৩৷৷০ ॥ হুমায়ুন কবীরের শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব ১৷৷০ ॥ হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ১২, ॥ শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতপথযাত্রী ৩৷৷০ : ভারতের আদিবাসী ৩, : ভারতীয় কৌতুকের ইতিহাস ৩, ॥ ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্যের যখন নায়ক ছিলাম ৩৷৷০ ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর ছোটদের এই কলকাতায় ২, ॥ নিরঞ্জন চক্রবর্তীর ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য ৪, ॥ বনফুলের শিক্ষার ভিত্তি ২.০ ॥ প্রবোধ বসুর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৩, ॥ ক্ষেত্রমোহন রায়ের সৃষ্টিকাম ২১.০ ॥ শিবাজীর শক্তির দীক্ষাগুরু ১৷৷০ ॥ ইন্দুলাল-এর বিহি ও ছোটা ২, : মেঘনাদবধ ২৷৷০ ॥ রেজাউল করিমের বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ ১৷৷০ ॥ শচীন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমরা ও তাঁহারা ৩.০ ॥ বিভূরঞ্জন গুহের শিক্ষার পথিকৃৎ ৪৷৷০ ॥ শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের শিশুর জীবন ও শিক্ষা ৪৷৷০ ॥ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের গুপ্তধাগার : কর্মী ও পাঠক ১, ॥ ইন্দ্রজিৎরের আপনার বিবাহ-যোগ ২৷৷০ ॥ নরেন্দ্রনাথ রায়ের জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় ভারতে জ্যোতিষচর্চা ও জ্যোতি বিচারের সহায়াবলী ১০, ॥ হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহে বাংগালী ৫৷৷০ ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যৌবনে নাইকেলার রবীন্দ্রনাথ ৩৷৷০ ॥ শচীন্দ্রনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের শরৎ-চন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন ২৷৷০ ॥ প্রবোধের ঘটকের কলকাতার পথঘাট ৩, : রত্নমালা (সমাধিভিধান) ২৷৷০ ॥

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**

গ্রাম : কালচাব ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

# তারাপদ মাষ্টার

এ'কদিন বা অটেছিল ..... ওদের গ্রামে ছেলের ছোট্ট সংসার। মাধুরী এসেছে নতুন বৌ হয়ে। খাস্ কোলকাতার মেয়ে মাধুরী। মাধবপুরের মতো গ্রামে ঠিক সে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। রাত্রি হলে এখনও তার ঘুমের ভয় করে। শেয়ালের ডাকে ঘরে দোর দেয়। হুতুম প্যাচার ডাকে তার নিশিথ রাতেও ঘুম ভাঙে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দেও নাকি মাধুরীর জীবন জল। গাঁয়ের বৌ-ঝি সন্ধ্যের মাধুরীকে নিয়ে হাসাহাসি করে। মাধবপুরের মতো

আ-জ গ্রামদেশে এসে কোলকাতার লোকও সত্যিই ভবে বোকা বনে যায়।..... তবু মাধুরীর গ্রামকে কিন্তু ভাল-লাগে। ভালবেসে ফেলে মাধুরী ও গাঁয়ের মাটি আর মানুষ-গুলোকে—আপ্রাণ চেষ্টা করে ওদের আপন করে নিতে।...

বৃদ্ধা শাশুড়ী সরলাবালার বত্ন নিতে মাধুরী কখনও ভুল করে না। তাইতো তিনি মাধুরীকে এত ভালবাসেন। কায়ক্লেশে মতো তাঁকে মাধুরী ভাতটা যেটা রেঁধে খাওয়ায়। আর কত দিনইবা বাঁচবেন—এই ভেবে মাধুরী বৃদ্ধার সব অনুরোধই মেনে চলতে চেষ্টা করে। ওদের ছোট্ট সংসারে মাধুরীকে পেয়ে বোধহয় সব চাইতে বেশী খুশী হয়েছেন তাঁর শাশুড়ী।.....কত অনুযোগ অনুনয়ের পর তারাপদ বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। বেচারী তারাপদ এই বিয়ের কথা নিয়ে মা'র কাছে কতই না কথা শুনেছে। মাধুরী এসে অবধি তাকে আর সকাল সাঝে মা'র মোকাবেলায় যেতে হয় না।

এম. এ. পাশ করে গাঁয়ের স্কুলের মাষ্টারীর কাজ নিয়েছে তারাপদ। ভাল চাকুরীর আশায় সে গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে যায়নি। গ্রামকে সে ভালবাসে। এ গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবার সে আপনারজন—তারাপদ মাষ্টার। এদের নিয়েই তারাপদর দিন কেটেছে।.....মাধুরী আজ তার স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে—মাধবপুরকে আদর্শ গ্রাম করে গড়ে তুলতে।.....

ইতিমধ্যে মাধুরী সবার প্রিয় হয়ে উঠেছে। সেলাইয়ে গ্রামের মাধুরীর পাড়া জোড়া নাম। আনাড়ী ভাবলেও আজকাল কাজের ফাঁকে গাঁয়ের বৌ-ঝি এসে মাধুরীর কাছে ভীড় জমায়। বুড়ীদের আসরে বরদাদেবী বৌ-মার যা প্রশংসা করে বেড়ান, তাতে সব শাশুড়ীই চায় বৌ-ঝি তাদের মাধুরী বৌ'র মতো কাজকম্ম শিখুক।.....

গাঁয়ের বৌদের বত্ন নিয়ে রান্না শেখায়—মাধুরী। অবাক হয়ে তারা দেখে মাধুরীর রান্নায় নতুন ঢং। মাধুরী তার সব রান্নাতেই ডাল্‌ডা ব্যবহার করে। ওদের কাছে, আজব লাগে। কালু মুদীর দোকান সাজানো খেজুর গাছ মার্কা 'ডাল্‌ডার' টিন তারা অনেকেই দেখেছে। বৌ-ঝি জানে 'ডাল্‌ডা' দিয়ে মেঠাই-মণ্ডা ভাজাভুজি হয়—সব রকম রান্নার কাজও যে 'ডাল্‌ডায়' হয় এ কথা তারা ভাবতেও পারে না। তাই মাধুরীকে 'ডাল্‌ডা' দিয়ে সব রান্না রাঁধতে দেখে ওদের অত আশ্চর্য্য লাগে। কৌতূহল বাড়ে—তবু মাধুরীকে জিজ্ঞেস করতে তারা লজ্জা পায়। লজ্জায় মাথা খেয়ে 'বেহু-বৌ' একদিন জিজ্ঞেস করে বসে। মাধুরী কিন্তু ওর কথায় হাসে না, বুঝিয়ে বলে ওকে 'ডাল্‌ডার' কাহিনী। 'বেহু-বৌ' পায় তার প্রশ্নের জবাব, কেন মাধুরী সব রান্নাতেই 'ডাল্‌ডা' ব্যবহার করে।.....

"খাঁটি ভেষজ তেল থেকে 'ডাল্‌ডা' তৈরী। আর প্রতি "আউন্স" 'ডাল্‌ডা'তেই আছে ভিটামিন 'এ'র ৭০০ 'ইণ্টার ন্যাশনাল ইউনিট' এবং 'ডি'র ৫৬ 'ইণ্টার ন্যাশনাল ইউনিট'—আমাদের শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় দুটি উপাদান। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ রান্নার কাজেই 'ডাল্‌ডা' ব্যবহার হয় না। 'ডাল্‌ডা' দিয়ে আমরা সব রকম রান্নাই রাঁধতে পারি। আর 'ডাল্‌ডা' সব সময় সীল করা টিনে পাওয়া যায় বলে ধুলোময়লা পড়বার বা ভেজালের কোন ভয় থাকে না। 'ডাল্‌ডা' চেনবার সহজ উপায় হোল—সীল করা টিনের গায়ের 'খেজুরগাছ' মার্কা ছাপ"—মাধুরী তার 'ডাল্‌ডার' বিশ্লেষন পর্ব্ব শেষ করে। গাঁয়ের বৌ-ঝি ঘরে ফেরে।

দিন কতক পরের কথা। বাইরে গনেশ ব্যাপারীর গলা শুনে মাধুরী দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। দেখে গনেশ ব্যাপারীর হাতে 'ডাল্‌ডা'র একটা ছোট্ট টিন। আজই হয়ত গনেশ কিনেছে। সত্যতা জেনে নিতে মাষ্টারের কাছে ছুটে আসা। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই এ সব বেহু-বৌর পরামর্শে। নইলে গনেশ আবার 'ডাল্‌ডা' কিনতে যাবে কেন!... স্বামীর চোখে চোখ পড়ায় মাধুরী ভেতরে চলে আসে। ভেতর থেকে কান পেতে শোনে স্বামীর কথা "হ্যাঁ গনেশ, একেবারে খাঁটি জিনিষ 'ডাল্‌ডা' ওতে আর বলার কি আছে। ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবে.....", হেসে মাধুরী কাজে চলে যায়।

DLP. 4X56 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড বোম্বাই ৪।

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি | শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | ৫৮৫ |
| নকল মজুর | শ্রীপ্রবোধবন্ধু অধিকারী | ৫৯৩ |
| বাইশে শ্রাবণ | শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ | ৬০৭ |
| নবতীর্থ রাউরকেলা | শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত | ৬১৭ |
| দিন পেরিয়ে দিন (কবিতা) | শ্রীশোভন সোম | ৬২৩ |
| জীবন-স্বপ্ন (কবিতা) | শ্রীসন্তোষনাথ পাল | ৬২৩ |
| অন্তর্লিখিত (কবিতা) | শ্রীইন্দুমতী ভট্টাচার্য | ৬২৩ |



**কয়েকখানি অত্যুৎকৃষ্ট প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তক**

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

## বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

প্রথম খণ্ড

প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাস ও তার সঙ্গে বাঙালীর অভিব্যক্তির ধারাবাহিক সম্বন্ধনির্ণয় এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকাংশ পরিচ্ছেদে চারখণ্ড বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পরিকল্পনা করেছেন। গ্রন্থ সাঙ্গ হলেই পৃথিবীর প্রথম খণ্ড ১৩৫ থেকে ১৩৮ পৃষ্ঠাতে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সঙ্গে বাংলা সাহিত্য আজিক বন্ধনে আবদ্ধ—সেই বক্তব্যটি এই গ্রন্থে নানা তথ্য-উপাদানের সাহায্যে বিস্তৃত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের দাম—১২ ৫০

## ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা

ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সমগ্রভারতীয় জীবন, সমাজ ও সভ্যতা সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ ও তত্ত্ব এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে গ্রন্থকারের একেবারেই নতুন দান। বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, আসামী, তামিল, তেলেগু, কন্নড়, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার বিচিত্র রচনাবলীর সংকলনে বিরচিত এই আলোচনা গ্রন্থ বাংলার লোকসাহিত্য ও লোক-সংগীতের অধ্যয়ন আলোচনায় বিচিত্র ইঙ্গিত সম্বোধে সমৃদ্ধ। পৃষ্ঠা ২৫২। মূল্য ৬·৫০

## ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠসন্তানের সাধক প্রকাশ বাংলা গীতিকাব্য। এই গ্রন্থে গীতি-কবিতার প্রধান প্রতিনিধিস্থানীয় সংকলন। ১৮৮০ থেকে ১৯২০ : এই অর্ধ শতাব্দীর সমরসীমায় যারা গীতিকবিতা লিখেছেন তাঁদের গীতি-কবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কাব্যরস ও ইতিহাসগত গুরুত্ব-সম্বন্ধ এই সংকলন প্রতি গ্রন্থাগার ও শিক্ষিত সংগ্রহে স্থান পাবার যোগ্য। ৯"×৫½" পৃষ্ঠা ৭৭৬ : সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ১২, টাকা

**মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড**

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ফোন: ৩৪ ৩২০১



**ন্যাশনালের প্রকাশিত কয়েকটি বই**

অনুবাদ সাহিত্য

আলেকজান্দার কুপ্রিনের

**র ত্ন ব ল য়**

জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে আটটি বেদনার কাহিনী রচনা করেছেন।

—অনুবাদ সাহিত্যে যিনি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করান উপেক্ষা করে ছোট ছোট কাহিনীগুলি, তবে তাঁকে অভ্যর্থনা করি এ ধরনের সাহিত্যিকের সংখ্যা বাড়ানো যেন দিনি যেন তা অনুবাদ করে তিনি নিজে তৃপ্ত হবেন, যা পড়ে বাংলা দেশের অনেকেই পড়তে সুখ হবে, উপকৃত হবে প্রচুর। —দেশ

অনুবাদক : হরপ্রসাদ মিত্র ... ৫·৫০

ফিওদর দস্তয়েভস্কির

**বুখারার বীরকাহিনী**

রুশীয় জনগণ যাকে নিজেদের হৃদয়ের অনন্যসাধারণের জন্য ভেবে নিয়েছিলেন, সেই পুশকিনের ও লেরমন্তভের অবিস্মরণীয় কাহিনী।

অনুবাদক : হরপ্রসাদ মিত্র ... ৫·৫০

আলেক্সি তলস্তয়ের

**অগ্নি-পরীক্ষা**

১ম খণ্ড : দুই বোন ... ৭·০০
২য় খণ্ড : উনিশ-শো-আঠারো ... ৭·০০
৩য় খণ্ড : বিষম প্রভাত ... ৬·০০
তিন খণ্ড একত্রে ১৮·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

**জীবনের জয়গান** ... ৪·০০

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির

**ইস্পাত** ... ৬·৫০

হাওয়ার্ড ফাস্টের

**স্পার্টাকাস** ... ৫·০০
**শেষ সীমান্ত** ... ৪·০০

শীঘ্র বের হবে

ইলিয়া এরেনবুর্গের

**নবম তরঙ্গ**

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট : কলিকাতা ১২
১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা ১৩

## ঘন ঘন চুল পরিষ্কারের জন্য

টাটা-র

# কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু

## ব্যবহার করুন

- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- ময়লা, ধুলোবালি ও বাসি তেল দূর করে
- সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়
- চুলের গোড়া পরিষ্কার রাখে ও চুল চকচকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে

দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আলোচনা— | - - - | ৬২৪ |
| ট্রামে-বাসে— | - - - | ৬২৫ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য— | - - - | ৬২৬ |
| পুস্তক পরিচয়— | - - - | ৬২৭ |
| রংগজগৎ—চন্দ্রশেখর | - - | ৬৩০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | - - | ৬৩৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | - - | ৬৪৫ |



এ বছরের সাহিত্য একাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের

**সোহাগপুরা ৪৲**

নতুনতর সৃষ্টির শিল্পকুশলতার পরম-অভূতপূর্বের আশ্চর্য কাহিনী।
এটি শরৎচন্দ্রের অনাদৃত শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ডাঃ হেমেন্দ্রলাল সমাদৃত রচিত

**দেশবন্ধু-স্মৃতি ১০৲**

"It is the greatest tragedy in my life that I have been drawn to a profession that I do not like."
দেশবন্ধু উচ্চারিত এইরূপ প্রমাণ কাহিনী বাংলাদেশের আর নাই।

ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী
**রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা** ৪৲

যোগেশ বাগল প্রণীত
**কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র** ৫৲

প্রমথনাথ বিশী
**বাংলার কবি** ৪৲

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
**বাংলা সাহিত্যের চতুষ্কোণ** ২৷৹

সুবোধ চক্রবর্তীর উপন্যাস
**একটি আশ্বাস** ৬৷৹

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
**জন্য দিগন্ত** ৫৲

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত
**হে অতীত কথা কও** ৪৲
**বউঠাকুরাণির হাট** ৩৲

বিমলাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
**অরণ্য বাসর** ৬৲ **হায়ানট** ২৷৹
সঞ্জয় ভট্টাচার্য—**স্মৃতি** ৩৲

**সমান্তরাল ৩৷৷**

প্রশান্ত চৌধুরী রচিত সর্বাধুনিক উপন্যাসখানি "লাল পাথর"এর মত সমাদৃত হবে আশা করা যায়।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ফোন ৩৪-২৯৪৪



আগামী বাংলা নববর্ষে বাহির হইবে
সংখ্যা, পরিপাটি, রচনা-গৌরবে শ্রেষ্ঠ
নববর্ষ-সংকলন

**মধুরাংশ্চ**

সম্পাদক:
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
প্রকাশক:
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নববর্ষ-সংকলন "মধুরাংশ্চ" বিদগ্ধ-জনের নিকট অকাতরে সমাদর লাভ করিবে তাহার বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে এর একটি সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের রচনা-সমৃদ্ধ এই সংকলনটি পাঠকের মনকে অতিরিক্ত করিয়া রাখিবে। পাঠের জন্য, সংগ্রহের জন্য, উপহার প্রদানে "মধুরাংশ্চ" অপরিহার্য। আমরা প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন-সত্ত্ব, পুস্তক-বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপন-এজেন্টদের সহযোগিতা কামনা করি।

• • • •

সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছে

**বরণীয়**

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

লেখকের তাহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের বহু মহান্ সৃষ্টির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত হৃদয়গ্রাহী স্মৃতিকথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

বহুবাঞ্ছিত অপূর্ব
প্রেমের গল্প
**সুভদ্রার ডায়েরী**
একাধিক শক্তিশালী কথাশিল্পী
**দক্ষিণারঞ্জন বসুর**
একখানি অনবদ্য গল্প-সংকলন
মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

**এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং**
**প্রাইভেট লিঃ**
২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
ফোন: ৩৫-১৮০৬
গ্রাম: প্রকাশিকা

সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

# প্রচ্ছদপট

নিত্যকালের চিত্তস্পন্দী উপন্যাস

দাম : ৩·৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# মনের মানুষ

ভালোবাসার আপন জনকে হারাবার ট্রাজেডি—
করুণ-মধুর ভাবনায় ভাবিত রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ

দাম : ৩·০০ টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৫·০০ |
| ভারত প্রেমকথা | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৬·০০ |
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৮·০০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৩·৫০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ | ৪·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ॥ | ৫·০০ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ | ৩·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ১·২৫ |

প্রকাশের অপেক্ষায়

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |

## আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯



= মিত্র ও ঘোষের বই মানেই শ্রেষ্ঠ বই =

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস
**বহ্নিবন্যা** ( ২য় মুদ্রণ ) ৮॥
প্রেরণা ৩৲ সাবালক ২৸০
ছুটি ২৲ আবছায়া ২৸০
ভাড়াটে বাড়ী ৩৲

প্রবোধকুমার সান্যালের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲
সুমথনাথ ঘোষের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫॥০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রিয় গল্প ৫৲
আশাপূর্ণা দেবীর
শ্রেষ্ঠ গল্প (যন্ত্রস্থ)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
**সমুদ্র সফেন** ( নূতন মুদ্রণ ) ৪॥
**পঞ্চতপা** ৬॥০ **নবনায়িকা** ৩॥০
—অন্যান্য উপন্যাস—
**সাত পাকে বাঁধা**
**কাল, তুমি আলেয়া**

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
**পরিশোধ ৪॥০**

নিরুপমা দেবীর
**প্রত্যর্পণ ৩৲**
—একখণ্ড অপ্রকাশিত উপন্যাস—

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
**হীরা চুনি পান্না** ( নূতন মুদ্রণ ) ৪॥০
**কালোভ্রমর** ( ২ খণ্ড একত্রে ) ৫৲

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের
**আধুনিক বাংলা কাব্য** ৬৲

**কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা**
পুনর্মুদ্রণ—৩৲ টাকা

কবিশেখর কালিদাস রায়ের
নিত্যপাঠ্য কবিতা সংকলন
**সাহিত্য প্রসঙ্গ** ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
নূতন উপন্যাস
**অনামিকা** ( ২য় মুদ্রণ ) ৪৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
**ইরাবতী** ( ৩য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ )
**তরঙ্গের পর** (যন্ত্রস্থ)

দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের
অসামান্য উপন্যাস
**ভৃগুজাতক** ৫৲
**অপরূপা** ৫॥০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 26th December, 1959.

২৭ বর্ষ ॥ ৮ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১০ পৌষ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

## বাঙালীর মেধার কি অবনতি ঘটিতেছে?

কিছুদিন হইল বিলাতী পত্রপত্রিকায় বাঙালীর ইনটেলেক্ট বা বুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। অনেক পত্রলেখক বিষয়টি সম্বন্ধে মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশেরই বক্তব্য যে, বাঙালীর বুদ্ধিতে একটা মরচে ধরিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। এই মন্তব্যের সমর্থনে ইহারা যে-সব প্রমাণ হাজির করিয়াছেন, তাহাতে পরীক্ষার ফলাফল ও চাকরিপ্রার্থী প্রার্থীদের মধ্যে বিষয়ের মনোনয়নের ভার এমন কতিপয় ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই অভিযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন তাহা নহে। কিন্তু ইহাদের কেহই এ-কথা বলেন নাই যে, বাঙালীর মেধা এখন মন্দীভূত। অবশ্য তাহাদের মধ্যে একজন বাঙালীর মেধার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতীয় মেধার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁহার সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্পর্কে তিনি সন্দেহের ছিলেন। লক্ষ্যণীয় এই যে, পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করিয়া চালিয়া বুদ্ধির অপকর্ষ সাধিত হয় বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। বাস্তবজ্ঞানহীন ও লেখাপড়ায় বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয় না বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। আর তিনি শুধু বাঙালীর মেধা লইয়া আলোচনা করেন নাই; তিনি বলিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে ভারতীয় মেধা মৌলিক গবেষণার পথ পরিত্যাগ করিয়াছে — ভারতীয় মেধায় মন্দা ভাব আসিয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে হঠাৎ মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, বাঙালীর মেধা এখন নিষ্প্রভ। কিন্তু এমন জটিল ব্যাপারে মীমাংসার ভার আপাতদৃষ্টির উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় কি! একটু খুঁটাইয়া দেখা আবশ্যক। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, আজকাল স্কুলের ছেলেরা কিছুই শেখে না। কিন্তু কথাটা কি সর্বৈব সত্য? আজকাল স্কুলের একজন সাধারণ মেধাবী ছাত্র দেশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে যত খুঁটিনাটি খবর রাখে, তিশ বছর আগেকার তদনুরূপ বালক তাহা রাখিত না। ইহা কি জ্ঞানের প্রসারের লক্ষণ নয়?

### বিজ্ঞপ্তি

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীবিমল মিত্র বর্তমানকালের পটভূমিকায় লেখা নূতন উপন্যাস 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' আগামী সপ্তাহ থেকে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক দেশ

আজকাল স্কুলের বালক বাংলা ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সব কথা জানে, পণ্ডিতমশাই অধ্যাপকেরা তেমন জানেন কি না সন্দেহ। ইংরাজী ব্যাকরণ আগের আমলের ছেলেরা কিছু বেশি জানিত, হয়তো শুদ্ধতর ইংরাজী লিখিত। কিন্তু অপর পক্ষে এখনকার ছেলেরা বাংলা অনেক ভালো লেখে। এখন এই সব বিষয়ে তুলন পূরণ করিলে কি দাঁড়ায় যে, এখনকার ছেলেরা কম শিখিতেছে, অথবা তাহাদের মেধায় ভাটার চিহ্ন পরিস্ফুট? আমাদের তাহা মনে হয় না। তারপরে কলেজের কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স-প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুরূপ ছাত্রের তুলনায় কম সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেই কি প্রমাণ হইয়া যায় যে, মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বেশি? এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মান উন্নততর, সাংসারিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সে মান খাটো করিতে চান নাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাকাইলে দেখিব যে, বাঙালী সাহিত্যিকগণ এখনো সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার আসন রক্ষা করিয়াছেন। আজকার দিনে বাঙালীর মধ্যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ নাই সত্য, কিন্তু যাঁহারা আছেন, স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁহারা বাঙালীর মেধায় গৌরব ঘোষণা করিতেছেন। সমগ্র ভারতে ছয়-খানি "এ শ্রেণীর" সংবাদপত্র, তন্মধ্যে তিনখানিই প্রকাশিত হয় কলিকাতা হইতে, অধিকাংশ পাঠক অবশ্যই বাঙালী। ইহাতেও বাঙালীর জিজ্ঞাসা ও ঔৎসুক্য প্রকাশ পায় — এ দুটি মন্দীভূত মেধার লক্ষণ নয়।

তবে যে হঠাৎ বাঙালীর মেধা মন্দীভূত মনে হয় তার কারণ আগে বাঙালীর প্রতিযোগীর অভাব ছিল, এখন সর্বত্র প্রতিযোগী—তাই তুলনায় তাকে মন্দগতি মনে হয়। আর এক সময়ে যে বাঙালীর প্রতিযোগীর অভাব ছিল, তার কারণ বাঙালীরই সর্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষা পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কালের হিসাব কয়খানি বেতী তক্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজী শিক্ষার প্রথমতম পর্বের উদ্বোধন করে, আর ১৮১৮ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-মার যুদ্ধ ঘটে—যেখানে মহারাষ্ট্রই পেশবার শাসন চলিতেছে ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা সুশিক্ষিতদের কল্পনার মধ্যে। ইহারও দিশ বছর পরে পাঞ্জাবে ইংরাজী শিক্ষার সূচনা। এতেই এ বিষয়ে বাঙালী যে অগ্রগতি লাভ করিয়াছিল, তাহাই তাহাকে অনেক দিন পর্যন্ত জ্ঞানচর্চায় ও চাকুরীর বাজারে শীর্ষস্থানে রাখিয়াছিল। কিন্তু এমন তো চিরকাল চলিতে পারে না। কালের ও স্বভাবের নিয়মে অন্যান্য প্রদেশ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, এই তুলনায় বাঙালীকে আজ সর্বত্র মন্দীভূত দেখাইতেছে। তাই বলিয়া এই মন্দীভূতকে মন্দার লক্ষণ বলা উচিত হইবে না। তা ছাড়া বিশ্বযুদ্ধের ফলে তাহার উপর নিয়া কতকগুলো রাজনৈতিক আঘাত গিয়াছে, তাহাতে জনসংখ্যার জন্য তাহার হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইহাতে বাঙালীর ইনটেলেক্ট বা মেধার অপকর্ষ প্রমাণিত হয় না।

# প্রসঙ্গত

বোম্বাই প্রদেশকে মারাঠীভাষী বোম্বাই ও গুজরাটীভাষী গুজরাটে বিভক্ত করা সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক গঠিত নয়জন সদস্যবিশিষ্ট কমিটির সুপারিশ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। বিদর্ভকে একটি পৃথক প্রদেশরূপে গঠনের জন্যে যে দাবী উঠেছিল, তা গৃহীত হয়নি। ওয়ার্কিং কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিদর্ভের পক্ষে বোম্বাইয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই বিদর্ভের স্বার্থের দিক থেকে এবং সমগ্র জাতির স্বার্থের দিক থেকেও সমীচীন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠনের জন্যে চারিদিক থেকে যে দাবী উঠেছিল, শাসন-কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করেননি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু, যে কারণেই হোক, স্বাধীনতা লাভের পরে সে নীতি পরিত্যক্ত হয়। এই অজুহাতে যে, তার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভেদ-বুদ্ধি প্রবল হবে এবং ভারতের ঐক্য বিনষ্ট হবে। এই নতুন নীতির বিরুদ্ধে প্রথম সক্রিয় প্রতিবাদ ওঠে অন্ধ্রে। প্রতিবাদ যখন দুর্বার হয়ে উঠল, তখন শুধু অন্ধ্রকেই পৃথক প্রদেশে পরিণত করা হল। কিন্তু ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠন নীতি হিসাবে স্বীকৃত হল না।

তখন আন্দোলন শুরু হল একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই রাজ্যে। তীব্র আন্দোলনের পর পশ্চিমবঙ্গের দাবী আংশিক পূরণ করা হল। কিন্তু বোম্বাইয়ের দাবী মিটল না, বরং বৃহত্তর বোম্বাই রাজ্য গঠন করা হল, বলতে গেলে গায়ের জোরেই। এবারে বোম্বাই রাজ্যের দাবী অবশ্য মিটল, কিন্তু তাও আংশিক-ভাবে। বিদর্ভের দাবী অপূর্ণ রইল। অর্থাৎ সেখানেও অসন্তোষ যতদিন না দুর্বার হয়ে উঠছে, ততদিন তার দাবী পূর্ণ হবে না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সুপারিশে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতির কোনো উল্লেখ নেই, যদিও কার্যত সেই নীতিরই স্বীকৃতি এর মধ্যে নিহিত। বৃটিশ চলে গেলেও তার অমলাতন্ত্র রয়ে গেছে, তার প্রমাণ এর থেকে পাওয়া যায়। এক দমে নিয়ে ফেলে অসন্তোষ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা অমলাতন্ত্রের কোষ্ঠিতে নেই। প্রত্যেক ব্যবস্থায় নতুন অসন্তোষের বীজ রেখে যাওয়া তার নীতি।

*

ফাইন আর্টস্ আকাডেমী এবার ছাব্বিশ বৎসরে পদার্পণ করল। এতদিন পর্যন্ত আকাডেমীর নিজস্ব ভবন ছিল না। অত্যন্ত আনন্দ এবং গৌরবের বিষয়, এবারে তার নিজস্ব ভবন হল এবং সেই নবনির্মিত ভবনেই এবারে চিত্রপ্রদর্শনী খোলা হয়েছে। ভবনটি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। বর্তমানে সমসাময়িক চিত্রের প্রদর্শনী হলটি সম্পূর্ণ হয়েছে। সম্পূর্ণ ভবনে আরও অনেকগুলি গ্যালারী থাকবে। উপযুক্ত আলো ও মডেলসহ একটি কর্মসমাবেশের জন্যে উন্মুক্ত স্টুডিওর পরিকল্পনাও রয়েছে। প্রস্তুত প্রদর্শনী হল ও প্রেক্ষা-গৃহটি, যখন নিত্য প্রদর্শনী হবে না, তখন আর্ট, সঙ্গীত ও অন্যান্য সাংস্কৃতিকমূলক কাজের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারবে।

প্রদর্শনী উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রস্তাব করেছেন, আর্টস কলেজে শিক্ষা সম্পূর্ণ করার শিল্পীরা যাতে এখানে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের দেশে শিল্পের প্রসার যথেষ্ট নয়। সেজন্যে বহু শিল্পীকেই দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়। এই সমস্ত দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যের জন্যে ডাঃ রায় ইংলণ্ডের রয়াল আকাডেমী ফণ্ড অফ বেনিভলেন্সের মতো একটি সাহায্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার জন্যেও উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর দুটি প্রস্তাবই অত্যন্ত সময়োচিত ও সমাজোপযোগী এবং আমাদের বিশ্বাস আছে, তাঁর সদাশয় ও পরো-পকারক খেলে সহায়তা ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা অনেকখানি সহজ হবে। এই ব্যাপারে উৎসাহ, উদ্যম ও অর্থসংগ্রহের জন্যে সেজন্যে রানু মুখোপাধ্যায় শিল্পানুরাগী জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

*

ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সমস্যা খাদ্য। ভারতের শাসকের মাঠে এবং গোলাভরা ধন আজ গল্প-কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। খাদ্যের জন্যে অনেকদিন থেকেই ভারতবর্ষ পরমুখাপেক্ষী। শিল্পোন্নতির আবশ্যকতা অবশ্যই আছে। কিন্তু যতদিন ভারতে কৃষির পর্যাপ্ত উন্নতি না হচ্ছে, যতদিন ভারত খাদ্যে স্বাবলম্বী না হতে পারছে, ততদিন শিল্পোন্নতিও ভারতের দারিদ্র্য-মোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে পারবে না। কারণ ভারতবর্ষ প্রধানত কৃষি-প্রধান। জনসাধারণের বারো আনা অংশ কৃষির উপরই নির্ভরশীল।

ভারতবর্ষের শাসন-কর্তৃপক্ষ এই তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত বলেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিই জন্মাধিকার পেয়েছিল। অবশ্য প্রথম পরিকল্পনার ফলে যে কৃষির উন্নতি হয়েছে, সেচ-ও সার ব্যবস্থায় শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু সরকার এদিকে যে চিন্তা করছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সমবায় কৃষি-ব্যবস্থার কথা শ্রী নেহরু অনেকদিন থেকেই বলে আসছেন। কয়েক-দিন পূর্বে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ কিংবা কৃষি মেলা উদ্বোধন প্রসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানের কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে শ্রী পাটিলও সেই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন। কিভাবে কি হবে জানি না। কিন্তু কোনোটাই আপেক্ষিকের উপর নির্ভরশীল। সমবায় প্রথা প্রবর্তিত না হলে কৃষির আধুনিকীকরণ সম্ভব নয়। শুভ ইচ্ছা এবং অর্থব্যয়ের দিক দিয়ে সরকারী কার্যক্রম কোনো ত্রুটি আছে এমন কথা কেউ বলছে না। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে, ফল উল্টো হয়। চিন্তা ও পরি-কল্পনার দিকে আর অধিক অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে সরকার যদি উল্টো ফল কেন হচ্ছে, তাই নিয়ে বিচার এবং প্রতিকারে যত্নবান হন, তাহলেই কৃষির যথার্থ উপকার হতে পারে।

*

পরিষদের বাইরে নিজে বসেও পরিকল্পনানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার চার কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত করেছেন। কতক ক্ষেত্রে সাহায্য হিসাবে এবং কতক ক্ষেত্রে বিনা-সুদে ঋণ হিসাবে এই অর্থ বিতরণ করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন উদয়ন সিঙ্গাল।

চারকোটি টাকার উপত্যকা পরিকল্পনা ও মহাকক্ষী বাঁধের খেসারত। সেচ-ব্যবস্থা এবং বন্যা নিরোধের উদ্দেশ্যে এই দুটি পরিকল্পনা বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল। দুটি উদ্দেশ্যই অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, সরকারকেও তা স্বীকার করতে হয়েছে। বন্যানিরোধ দূরের কথা, যে অঞ্চলে কখনও বন্যা আসেনি, সে সমস্ত অঞ্চলও বন্যায় বিধ্বস্ত হল পর পর দুবার। তারই খেসারৎ এই চার কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, ক্ষতির তুলনায় এই অর্থ নিতান্তই আকিঞ্চিৎকর। সরকার বন্যানিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে অক্ষম হলে এমন খেসারৎ মাঝে মাঝেই দিতে হবে।

উপর কম্যুনিস্টরা ভারত-চীন সীমান্ত সম্পর্কিত বিবাদ সম্পর্কে এবং "নেহরু-চৌ বৈঠক চাইএর মন তুলে যে-সব কথা বলছে এবং গভর্নমেণ্টের দিক থেকে বাধা না পেয়ে বলছে; এখন কি সেইসব কথা বলার জন্য আহূত মিটিং রক্ষার জন্য পুলিসের সাহায্য পচ্ছে—তাতে চীনা সরকারের ভারতীয় জনমত সম্বন্ধে একটা একান্ত ভ্রান্ত ধারণা হওয়া সম্ভব। কীরণ চীনা কম্যুনিস্ট কর্তাদের ধারণায় এটা আসতেই পারে না যে এখানে কম্যুনিস্টরা যে-সব কথা বলছে সে-সব কথা যদি সরকারের

১৮ই ডিসেম্বর চীনা প্রধানমন্ত্রীর যে-চিঠি পণ্ডিত নেহরুর হস্তগত হয়েছে সেই চিঠি লেখার সময়ে মিঃ চৌ এন-লাই এর মনে কি সত্যই এরূপ বিশ্বাস ছিল যে তাঁর প্রস্তাব অনুসারে ২৬শে ডিসেম্বর পণ্ডিত নেহরু ভারত-চীন সীমান্ত সম্পর্কিত বিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করবে জন্য চীনে অথবা রেঙ্গুনে গিয়ে হাজির হবেন? এ বিশ্বাস যদি চীনা সরকারের থেকে থাকে তাহলে বুঝতে হবে চীনা কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে ভারত সরকারের আন্তর্জাতিক একেবারে অভিজ্ঞতা। অথবা চীনাদের ধারণা হয়েছে যে ভারত সরকার হয়ে বসেছেন। একটি তৃতীয় সম্ভাবনাও আছে—সেটা হচ্ছে এই যে শিকাগোর এরূপ ধারণা যে ভারতের জনমত অসন্তুষ্ট চীনাদের সাম্প্রতিক বিরুদ্ধ হয়েছে, কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদ এখনে চীনাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে, সুতরাং জনমতের চাপে নেহরুজী চীনা প্রস্তাবে রাজী হতে বাধ্য হবেন। ভারত সরকার এতদিন যেভাবে চলেছেন তাতে ভারত সরকারের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে চীনাদের ধারণা বেশীক্ষণ খুব মিষ্টি নয়। তিব্বতের বৃদ্ধ করার কমিনিকে সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরু নিজে প্রকাশ্য বহু বহু পার্লামেণ্টে এবং অন্যত্র যে-সব উক্তি করেছেন সেগুলো নিশ্চয়ই শিকাগোর পেন্টেবহির্ভূত হয়েছে। তা থেকে শিকাগো সরকারের ধারণা হতে পারে যে ভারত সরকার অসন্তুষ্ট ভীত এবং বলপরীক্ষায় নারাজ। বিশেষত ভারত সরকারের আবহমানকাল শ্রীকৃষ্ণ মেননকে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি যে-রকম সমর্থন করে আসছে তাতে সে ধারণা আরো দৃঢ় হওয়া স্বাভাবিক। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি খোলাখুলি চীন সরকারের সমর্থক (কারণ কম্যুনিস্ট ধর্ম-শাস্ত্র অনুসারে কম্যুনিস্ট চীনা সরকার কোনো অন্যায় করতেই পারে না)। সেই চীনা সরকারের সৈন্যসামন্তের যে-আইনী এগিয়ে আসা ঠেকাবার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত তাদের উপর যিনি মন্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত তাঁরও অকুণ্ঠ সমর্থক হচ্ছে কম্যুনিস্ট পার্টি। এই বিচিত্র বিড়ম্বনা যতদিন চলবে ততদিন ভারত সরকারের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে চীনা সরকারের ধারণা কী হবে সহজে অনুমেয়। তার


বিমল মিত্রের **রাজপুতানী** ৩৷৷০

বাংলা-উপন্যাসে বিমল মিত্র স্বয়ং একটি অধ্যায়। তাঁর রচনার সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর এই নবতম উপন্যাসে পরিণততর রূপ লাভ করেছে।

সুবোধ চক্রবর্তীর **সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত** ৩৷৷০

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত'। বৃহত্তরে ঘটনাপ্রবাহের নিপুণ বিন্যাসে এই উপন্যাস একটি প্রতিশ্রুতিময় সম্ভাবনা।

বনফুলের **উদয়-অস্ত** ৬, **অগ্নীশ্বর** ৩,

উপন্যাসের নব-নব রূপ আর অভিনবের পরীক্ষাতে বনফুলের উদয়-অস্ত প্রতিভা আজও অক্ষয়। 'উদয়-অস্ত' ও 'অগ্নীশ্বর' সেই প্রতিভারই সাক্ষর।

নতুন সংস্করণ বের হলো

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**শুভাশুভ** ৪,০

মানব-চরিত্রে মনিকের মর্মান্তিক অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্বন্ধে কিছুদিন হয় না এমন লোক বিরল। 'শুভাশুভ' লেখার ক্ষমতা সেই একজন মনিকেরই ছিল।

প্রতিভা বসুর
**প্রথম বসন্ত** ২৷৷০

অনুরাগ ও বিরাগের টানাপোড়েনে বাঙালী সংসারের এই অতি অন্তরঙ্গ ছবিখানি বাঙালী পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে প্রতিভা বসুকে মর্যাদা দেবেই।

সমরেশ চৌধুরীর **প্রথম প্রহর** ৫, লালবাই ৩,
দীপক চৌধুরীর বাগ ২য় খণ্ড ৪, ১ম খণ্ড ৩
রূপদর্শীর **রূপরাগ** ৩৷০
গ. চ নি-র **অথ সংসার চরিতম** ২,
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **জাতিস্মরিকা** ৩,
বিমল করের **দেওয়াল** ১ম খণ্ড ৪৷০, ২য় খণ্ড ৬,
সন্তোষকুমার ঘোষের **কিনু গোয়ালার গলি** ৩৷০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **স্বর্গমর্ত** ৪,
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **নীলদিগন্ত** ৩৷০
নরেন্দ্র ঘোষের **আজব নগরের কাহিনী** ২,
অন্নদাশঙ্কর রায়ের **অজ্ঞাতবাস** ৬, **রঙ ও শ্রীমতী** ৩৷০

প্রবোধকুমার সান্যালের **কল্লোল যুগ** ৬, বুদ্ধদেব বসুর **কালোহাওয়া** ৬, গোপালদাস মজুমদার সম্পাদিত **ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে** ৫৷০ শান্তা দেবীর **জীবনদোলা** ৫, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত **অষ্টাদশী** ৫, সুবোধ ঘোষের **ত্রিযামা** ৬, নবেন্দুনাথ মিত্রের **শুক্লপক্ষ** ৫, **সঙ্কল্প** ৬, দিলীপ রায়ের **দোলা** ৮, সমরেশ বসুর **পুতুলের খেলা** ২৷০ প্রমথ চৌধুরীর **গল্প-গল্প** ৩, মণিলাল বসুর **সহযাত্রিনী** ৬, প্রমথনাথ বিশীর **নীলমণির স্বর্গ** ৩, নীহার গুপ্তের **এপারে পদ্মা ওপারে গঙ্গা** ৩৷০ উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের **যৌতুক** ৪, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **প্রিয় অপ্রিয়** ২৷০

**ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট : কলিকাতা ৬**

অনুমোদিত না হয় তাহলে তা বলার স্বাধীনতা কোনো দলের, বিশেষ করে কোনো মুষ্টিমেয় দলের থাকতে পারে। কম্যুনিস্টরা যা বলছে তা ভিয়েতনাম সরকার এবং ভারতীয় জনমত উভয়ই যে তার বিরুদ্ধে, একথা পিকিং সরকারের পক্ষে ধারণা করা শক্ত, কারণ এর শক্ত ভাগের এক ভাগও মত প্রকাশের স্বাধীনতা কম্যুনিস্ট চীনে নেই। সুতরাং ভারতীয় কম্যুনিস্টদের চেঁচামেচি স্বাধা চীনা কর্তারা কিছুটা বিভ্রান্ত হতে পারেন। তা নাহলে যে-চিঠি মিঃ চৌ লিখেছেন সেই চিঠির উপসংহারে তিনি কখনই একেবারে দিন তারিখ এবং জায়গা উল্লেখ করে পণ্ডিত নেহরুকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা বলতে পারতেন না। কারণ ভারত সরকার যদি একেবারে বেকুব না হন, অথবা একেবারে ভারে মুখেতে না পড়ে থাকেন অথবা কম্যুনিস্টদের চেঁচামেচিকে ভারতের জনমত বলে ধরা না হয় তাহলে মিঃ চৌ এন-লাই যা লিখেছেন তার পরে পণ্ডিত নেহরু তাঁর ডাকে চীন অথবা রেঙ্গুনে ২৬শে তারিখের মধ্যেই ছুটে যাবেন এরূপ কল্পনা চীনাদের মাথাতেও আসবে না। আগের চিঠিতেও মিঃ চৌ দুই প্রধানমন্ত্রীর সম্মেলনের কথা তুলেছিলেন। উত্তরে পণ্ডিত নেহরু কতকগুলি প্রশ্নের কথা তুলেছিলেন যেগুলি কাকে পরিষ্কার হওয়া দরকার এবং তখন দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎ আলোচনা হলে তা ফলপ্রসূ হবে। মিঃ চৌ নেহরুজীর সে সব প্রশ্নের প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আরো কতকগুলি নতুন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। লদাকে, ভারতীয় লদাকে চৌনাদের পুলিসের হয়া ও বন্দীকরণ সম্পর্কে মিঃ চৌ ভারত সরকারকে জবাব দিথাধারী করেছেন। অথচ পণ্ডিত নেহরুর গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে সীমান্ত সম্পর্কে যেসব ঐতিহাসিক নজিরের উল্লেখ ছিল তার কোনো জবাব মিঃ চৌ দেন নাই। ৪ঠা নভেম্বর তারিখের ভারতীয় সরকারের বুখারেস্টের নোটেরও কোনো জবাব এখনো চীনা সরকার দেননি। এ অবস্থায় দুই প্রধান মন্ত্রীর বৈঠকের ফল কী হবে, এক চীনের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি ছাড়া? বর্মার বৈঠকের প্রস্তাবটি আরো চমকপ্রদ। যেচারা বর্মীরা সীমান্তের ব্যাপারে এখনও চীনাদের চাপ থেকে উদ্ধার পেল না। এই অবস্থায় বিরাট ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী যদি ছুটে যান বর্মীয় চীনের প্রধান মন্ত্রীর ডাকে, তবে বর্মার মনোবল বাকী যেটুকু আছে, তাও যাবে। চীন সরকার এবং ভারত সরকার যদি উভয়ই রেঙ্গুনে গিয়ে মিলিত হতে চান, তবে বর্মার পক্ষে উভয় সঙ্কট উপস্থিত হবে। চীনারা এই সুযোগে বর্মার উপরও চাপ বৃদ্ধি করার চেষ্টায় ছিল। নিজের স্বার্থের কথা ছেড়ে দিলেও, ভারত সরকার কখনই বর্মার পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারেন না। বর্তমান অবস্থায় পণ্ডিত নেহরুর চীন সফরের কথা যে ভারতবর্ষ কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না, সেকথা জেনেই চীন সরকার চীনের সঙ্গে রেঙ্গুনের নাম জুড়ে দিয়েছেন। বাকি মাত্র দুটো দেশ। চীনের কথা বলতে গিয়ে মিঃ চৌ এন-লাই বলেছেন যে, চীন নেহরুজীর সঙ্গে আলোচনা করেন, কারণ চীন নেপালকেও ভারতবিরোধী প্রচার চালায়। নেপাল ভারতের কি কোনো মতেই থাকবার নেই? তবে একথা ঠিক চীন সরকার যৌথভাবে যে কোনো রকম আলোচনার আহ্বান করতে পারেন।

যাই হোক, শ্রী নেহরু চীনাদের লিখেছেন যে তিনি ২৬শে তারিখে চীন অথবা রেঙ্গুনে মিঃ চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন না। সেখা হবার তাঁর কোনো আপত্তি নেই কিন্তু ঘটনাবলী সম্প্রতি যেখানে দুই পক্ষের সরকার মধ্যে আলোচনা চলছে, সেখানে দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎ করায় দরকা কী লাভ হবে? কিন্তু একথা বলে বসে থাকলেও কোনো লাভ হবে না। কারণ কালহরণও চীনাদের লক্ষ্য হতে পারে। চীনারা এখন যে পর্যায়ে এসে বসেছে, সামরিকভাবে সেখান থেকে এদিকে এগোনো তাদের মতলব নাও থাকতে পারে, কারণ যতদূর তারা এসেছে সেখান থেকে ভারতবর্ষের উত্তর রাজনৈতিক ব্লাকমেলিং চালানোর পক্ষে যথেষ্ট সুবিধে তাদের হয়ে এবং হচ্ছে। ভারতের যে-পরিমাণ ভূমি তারা নিয়েছে সেখান থেকে তাদের হটানো ভারতের সাধ্য নেই, এই ধারণা তারা সৃষ্টি করতে চায়। এই ধারণা কাটাতে এবং কতু লাভ হয়ে যায়, সেইটাই ভারত সরকারের চীন সম্পর্কিত নীতির মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাকী সব বাজে কথা।

২২।১২।৫৯


সুসাহিত্যে সুপ্রকাশ

● উপন্যাস ●

**নববৃন্দাবন**
নীলকণ্ঠ । ৫·০০

**রাত্রি**
নারায়ণ সান্যাল । ৩·০০

● প্রবন্ধ ●

**সাহিত্যের কথা**
প্রেমেন্দ্র ভট্টাচার্য । ৪·০০

**কবিতার কথা**
বিমলকৃষ্ণ সরকার । ৫·০০

**নাটকের কথা**
অজিতকুমার ঘোষ । ৪·০০

**ছোটগল্পের কথা**
প্রথীন্দ্রনাথ রায় । ৫·০০

**সমালোচনার কথা**
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । ৫·৫০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
৯ রায়বাগান স্ট্রীট
কলকাতা ৬

(সি ১২২৫)

**বনহরিণীর কাব্য**

রবি গুহ মজুমদারের অনুপম ঔপন্যাস
দাম—২·৭৫

দেশ বলেছেন।...বইখানির সর্বত্র এক অসংযত শীর্ণ হাসোজ্জ্বলতার সবে মাখানো হয়ে রয়েছে।.....শ্রীযুক্ত রবি গুহ মজুমদার তাঁর সমস্ত সাহিত্যের সঙ্গে মিশ্রিত করে সম্পর্কে সম্পর্কিত করে তাঁর অনবদ্য নিপুণ ঔপন্যাসিক ও সুপরিণতির বহিঃপ্রকাশরূপে চিহ্নিত করে তিনি বইখানিকে পাঠকের যথার্থ উপভোগ্য করে তুলেছেন।

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :

**মাঘ—৩·৫০** **যতদূর পৃথিবী ততদূর পথ—৩·০০**

যে কোনও সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে খোঁজ করুন।

ডাক পাবলিশার্স — ১/১/১, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬

(সি-১১৮৭)

# গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

কিছুকাল যাবৎ আমরা কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করছি এবং তাঁদের বিবিধ কর্মধারা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যও সাধারণের গোচর করা উচিত বলে মনে করি।

কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ এই যে, তাঁদের প্রতিষ্ঠান তাঁদের কথায় চলে না; পরন্তু সেটা তাঁদের অভিপ্রেত নয় সেটাও তাঁদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরকারের এই অনাকৃষ্ট মনোবৃত্তির প্রসার কিসে আমাদের কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া হবে বলে আমরা মনে করি না।

কলকাতার বেতারকেন্দ্র পূর্বে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে হিন্দী প্রোগ্রামের এত কিছু কোন দিনই ছিল না। এইসব অনুষ্ঠানের আধিক্যে সংগীতানুষ্ঠান ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে এবং কোন কোন বিষয়ে ভোগের মনে হয় যে কলকাতার বেতার প্রতিষ্ঠান সংগীতানুষ্ঠানটি নেহাৎ গৌণ মনে করে। কয়েকটি হিন্দী অনুষ্ঠান যেমন—হিন্দী শিক্ষার আসর, পাক্ষী চর্চা, হিন্দী কবিতা, হিন্দী আবৃত্তি প্রভৃতির—মাঝে মাঝে হিন্দী নাটিকা হয়, হিন্দী সাহিত্য পাঠ, হিন্দীতে সাহিত্যিকদের অনুষ্ঠান—এমন কি হিন্দী নাটক। এর মানে কি? কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান এই হিন্দী অনুষ্ঠানের ভার নিয়েছে কেন? হিন্দুস্থানী সংস্কৃতির পরিপোষণের জন্য হিন্দী ভাষাভাষী এলাকায় বেতার প্রতিষ্ঠানের তো অভাব নেই সেখানে এসব প্রোগ্রামের আয়োজন করেন? দিল্লী বেতারকেন্দ্র—সেটা উত্তর ভারতের মধ্য বেতার কেন্দ্র সেখানে এসবের ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি দিল্লী বেতারের মত আর কোন বেতার কেন্দ্র হিন্দীর প্রাধান্যকে পরিহাস করেন বলে আমরা জানতাম। অথচ সব বেতার কেন্দ্রেই গান-বাজনার ব্যবস্থা প্রচুর রাখা হয়েছে, কিন্তু ব্যতিক্রম কেবল কলকাতার বেলায়।

সংগীতের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় হিন্দী গান বাঙলা গানের তুলনায় নিকৃষ্ট কোনটেরা বলছে। সংগীতজ্ঞানী, রসপরিষ্ঠি, অবকাশ রঞ্জন, প্রসাদ গুণ ও ভাবগভীরত্ব গান সংগীতজ্ঞগতে প্রতিষ্ঠা বিবিধ অনুষ্ঠানেই হিন্দী গানের যথেষ্ট আধিপত্য।


সদ্য প্রকাশিত

সুরেশ ঘোষের

## সাগর-নগর

সাগর-নগর! ভাসমান এই নগরে নানা দেশের, নানা জাতের, নানা পেশার নাগরিকদের হাসি-কান্না সংসার-সাগরের চিরকালের চূর্ণি-পাথার। ॥ ৩·৫০ ॥

বিনয় ঘোষ

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ॥ ১২·০০ ॥

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

এ. এস. কারণিক

কাশ্মীর প্রিন্সেস ॥ ৪·০০ ॥

আলেক্‌সিকোর মুরসী

ডেলাকি থেকে ডেবজ ॥ ৬·০০ ॥

সম্প্রতিক প্রকাশনা

- প্রবোধকুমার সান্যাল
  মহাপ্রস্থানের পথে ॥ ৫·০০ ॥
- বারীন্দ্রনাথ দাশ
  রাজা ও রানিমণী ॥ ৩·০০ ॥
- নীহাররঞ্জন গুপ্ত
  অপারেশন ॥ ৬·০০ ॥
- হুমায়ুন কবির
  শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ॥ ৩·৫০ ॥
  (দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)
- বিনায়ক সান্যাল
  রবিতীর্থে ॥ ৪·০০ ॥
- জরাসন্ধ
  ডায়মণী (৩য় মু:) ॥ ৩·৫০ ॥
- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
  একতলা (৩য় মু:) ॥ ২·০০ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ● উপন্যাস ● মনোজ বসুর

| | | | |
|---|---|---|---|
| হাঁসুলিবাঁকের উপকথা | (৬ষ্ঠ মু:) ॥ ৭·৫০ ॥ | মানুষ গড়ার কারু | ॥ ৩·০০ ॥ |
| জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার | (৮ম মু:) ॥ ৭·০০ ॥ | রক্তের বদলে রক্ত | ॥ ২·৫০ ॥ |
| কালী দেবতা | (২য় মু:) ॥ ৩·০০ ॥ | বাঘের খেলা | (৫ম মু:) ॥ ২·২৫ ॥ |
| সপ্তপদী | (৮ম মু:) ॥ ২·০০ ॥ | বৃষ্টি, বৃষ্টি! | (৩য় মু:) ॥ ৩·০০ ॥ |
| বিচারক | (৭ম মু:) ॥ ২·৫০ ॥ | জলজঙ্গল | (৪র্থ মু:) ॥ ৩·০০ ॥ |
| রাইকমল | (৮ম মু:) ॥ ২·৫০ ॥ | বকুল | (৬ষ্ঠ মু:) ॥ ২·০০ ॥ |

● হরেকরকমবা ●

- ঐতিহ্য কাহে ... সমরেশ বসু ॥ ৩·০০
- পূর্ব পার্বতী ... প্রফুল্ল রায় ॥ ৪·৫০
- ... ... বুদ্ধদেব বসু ॥ ৩·০০
- ... ও প্রসঙ্গ ... ॥ ১·০০
- স্বদেশ ও সংস্কৃতি
  ... বুদ্ধদেব বসু ॥ ২·৫০
- বিদেশ বিভূই
  ... শঙ্কিলকুমার বসু ॥ ৩·০০
- পাকুড়রাজের ইতিকথা
  ... সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১·৫০
- ... বিভিন্ন
  ... সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ৪·০০
- বিষয় ভিন্ন
  ... উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৩·৫০
- পঞ্চতন্ত্র ... সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ ৩·৭৫

●

সাহিত্যের খবর অনুযায়ী ১২৬১ সনে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের যে-সব গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মুখোপাধ্যায় সংখ্যা করুন, এম এন লাইব্রেরি, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, ৭৮বি, বিধান সরণি, অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়, ৩৯ ইন্দ্রপ্রকাশ মিত্র, ৭৮বি, বিধান চট্টোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর, অমরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী। মূল্য—প্রতি সংখ্যা ৩·৫০ নঃ পঃ। বার্ষিক ৯·০০। ষাণ্মাসিক ৫·০০ ॥

॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥

## দেবতাত্মা হিমালয়

দেবতাত্মা হিমালয় ... দ্বিতীয় খণ্ড ॥
... ১০·০০ ॥

১১৩৪-র গ্রীষ্মকাল ৪'র গ্রন্থে এই সম্বন্ধেই করেছিলাম:

...হিমের মিষ্টি কোনওটন হিমের ... করেছি। চীন এসব জানতে,—কিন্তু ... অধিকারীকে ... হিমের ... হিমের ... ৫ ... ১১৩৫ ... হিমের ... চীনের ... সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। কিন্তু ... হিমের ... ভারতের ... ও ... সংযোগ স্থাপন করে, সেই ... ১১৪১ ... চীনের ... বিভাগ হিমালয়কে একসূত্রে ... করে। এই কারণ হিমালয়ে ... নেহরু, পণ্ডিতজীকে (প্রথম দিকে) হিমের ও গ্রন্থ করেন।"

দেবতাত্মা হিমালয় ॥ প্রথম খণ্ড ॥ ৮·৫০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-বারো

এছাড়া গীত এবং ভজনও দুটি নিয়মিত হিন্দী অনুষ্ঠান। এর মধ্যে গীত নামক বস্তুটির কোন সার্থকতা দেখা যায় না। ভজন সম্বন্ধে এইটুকু বলব যে, এগুলি আসলে হিন্দী বাগপ্রধান গান। নামের সার্থকতার জন্য ভক্তির কিছু ছিটেফোঁটা ছড়ানো থাকে মাত্র।

এছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচারও আছে পনের দিনে দুবার। মাদ্রাজ থেকে নিয়ম করে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচার হয় বলে মনে হয় না। এ সপ্তাহের আকাশবাণীর প্রোগ্রামে মাদ্রাজ রেডিওতে সে রকম কোন ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া গেল না। সবরকম সঙ্গীত শোনবার ব্যবস্থা ভাল মানি, কিন্তু সেটা কেবল এক কেন্দ্রের বেলায় প্রযোজ্য হলে সমদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয় না। তাছাড়া এর জন্য পঁচিশ মিনিট করে সময়টাও অত্যন্ত অধিক বলে মনে হয়।

সবরকম অনুষ্ঠান কলকাতা থেকে প্রচার করবার কারণ কলকাতায় ভারতের সব জাতির লোক আছেন। তাই যদি হয় তবে দিল্লী থেকে সেটা করা হয় না কেন? সেখানেও তো একই ব্যাপার। কিন্তু তার বেলায় দেখা যায় আকাশবাণীর প্রোগ্রামে বড় বড় করে লেখা—কেবলমাত্র—পাঞ্জাবী প্রোগ্রাম। দিল্লী রেডিও অন্য ভাষাভাষীদের জন্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবার কোন আবশ্যকতা বোধ করেন না।

এই সব ব্যাপারে যে বিপুল সময় কলকাতাকে দিতে হয় সেটা না হলে বাংলার সাঙ্গীতিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনেক বেশি দেওয়া যেতে পারত।

আরো আছে। বর্তমানে হিন্দুরের জন্য অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আর কোন জাতির জন্য আলাদা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেই। দার্জিলিঙের দিকে বহু নেপালী বাস করেন, যাঁরা স্থায়ীভাবে ভারতের বাসিন্দা। তাঁরা দুঃখ করে আমাদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন যে, তাঁদের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থাই বেতারের তরফ থেকে হয় নি।

পল্লীমঙ্গল, মজদুরমণ্ডলী প্রভৃতি প্রোগ্রামে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, সেটা নেহাৎ চোখ-ভুলানো ব্যাপার। এসব দেখে মনে হয় রাষ্ট্রীয় প্রচারের চাপে সাংস্কৃতিক প্রচার অতি শীর্ণ কলেবরে কোনরকমে অস্তরক্ষা করছে মাত্র এবং সরকারের যাবতীয় প্রচারের দায়িত্ব বোধ হয় কলকাতা বেতার কেন্দ্রকেই বহন করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বেতার প্রতিষ্ঠানটি একান্তভাবে শিল্পীর অনুগত এবং শিল্পীর কর্মকর্তারা পুতুলনাচের মত এঁদের মাথায় সরকারি শাসনের সুতো বেঁধে রেখেছেন।

সব বাদ দিয়ে যে অল্প সময় সাংস্কৃতিক প্রচারের জন্য তাঁদের হাতে থাকে, তার সদ্ব্যবহারেরও বেশ সহজ উপায় তাঁরা করে নিয়েছেন গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে। আমরা হিসেব করে দেখেছি প্রতিদিন গড়ে প্রায় সওয়া ঘণ্টা রেকর্ড বাজান হয়। এই রেকর্ড বাজাবার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলে আমাদের মনে হয় না। এমনিতে সময়ে অসময়ে রেকর্ড তো আছেই তাছাড়া যে-কোনও অজুহাত দেখিয়েও গ্রামোফোন বাজিয়ে অনেকখানি সময় নষ্ট করা হয়। গ্রামোফোন রেকর্ড শোনাতে চাও, সেই রকম অবস্থার সৃষ্টি করা এবং একটা বিজ্ঞাপনের কায়দাও যেন সরকারি ব্যবস্থার কায়েমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরপক্ষে বিজ্ঞাপনদাতরা তাহলে বেতারের প্রচারের সুযোগ নিতে চাইবেন না কেন?

কলকাতার বেতার প্রতিষ্ঠান ক্রমাগতই নতুন শিল্পীদের ফিরিয়ে দেন তাঁদের সময় নেই বলে, কিন্তু এই রেকর্ড বাজান কমিয়ে দিলেও অনেক সময় তাঁরা নতুন শিল্পীদের জন্য বার করতে পারেন। অপরপক্ষে অবাঞ্ছিত প্রচার কমিয়ে দিলে তো কথাই নেই।

রেকর্ড বাজাবার ব্যাপারটাও অবশ্য এসে মেলো। যাঁরা বেতারের নিয়মিত শিল্পী, তাঁদের রেকর্ড পুনঃ পুনঃ প্রচারের কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। একই রেকর্ডের পুনরাবৃত্তি কেন যে হয়, তাও বোঝা আমাদের সাধ্য নয়। অনুরোধের আসর ব্যাপারটা যে কী, সেটাও থেকে উঠতে পারিনি। এই অনুরোধের মাশুল অনেক ইন্টারেস্টেড পার্টির ঘাড়ে পড়ে বলে অনেকে অনুমান করেন। নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে দু ঘণ্টা ধরে অধিকাংশ সময় গানের তথাকথিত অনুরোধের আসর করা না হলেই নয়?

বছরের পর বছর ধরে বেতারের আধুনিক গানের কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। এসব গানের [illegible] ছাপাও হয় এবং [illegible] করবার জন্য লেখা থাকে। এই অনুরোধ কোন্ কোন্ মহলে পাঠান হয়েছে? উদাহরণ স্বরূপ গত ২৫ সপ্তাহের [illegible] প্রকাশিত রমণীটি বিশ্লেষণ করলে এমন [illegible] হয় যে, [illegible] সঙ্গীতের প্রচারের এবং অবনতির কারণ কী। এর [illegible] কোন রেকর্ড প্রচার [illegible] নেই কেন? আর যদি থেকে থাকে, তবে এসব আসরে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ হয়েছে কেন, যাঁদের সঙ্গীত-বিচারের কোন ক্ষমতাই নেই? এই সব ব্যাপার থেকে বোঝা যায় আধুনিক গানের উন্নতি সাধনের কোন চেষ্টা বেতার কর্তৃপক্ষের নেই।

এ হল সংক্ষেপে অবস্থাটা যে কী, তার বর্ণনা। এছাড়া বিবিধ সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্বন্ধেও অভিযোগের অন্ত নেই। সেসব প্রসঙ্গ এবারে আর তুললাম না। কিন্তু বেতার প্রতিষ্ঠানের এই পরিস্থিতি এবং মনোভাব, অতিশয় পরিতাপজনক। সব দিক পর্যবেক্ষণ করে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, বেতার সরকার বাহাদুর জেলাহাদের অভিমত দিনের পর দিন উপেক্ষা করে চলেছেন। অনুষ্ঠান-গুলির সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য, দেশের চাহিদা, দেশগত সংস্কৃতি সম্পর্কে এঁরা একান্ত উদাসীন। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে চড়াস্ত প্রচারের সুযোগ এঁরা কলকাতা কেন্দ্র থেকে গ্রহণ করে চলেছেন।


নি উ স্ক্রি প্ট প্র কা শি ত ব ই

| | |
|---|---|
| গল্পলোক সুবোধ ঘোষ | ৪·০০ |
| সঞ্জয় ভট্টাচার্য বৃত্ত ও অপরা | ২·৫০ ও ৩·০০ |
| আঙুরলতা বিমল কর | ২·৭৫ |
| প্রবোধবন্ধু অধিকারী প্রজাপতির রঙ | ২·৫০ |
| ছেলেবেলার দিনগুলি পুণ্যলতা চক্রবর্তী | ৩·০০ |
| নলিনী দাস রা-কা-যে-টে-না-পা | ১·৭৫ |

প্র কা শি ত ব্য গ্র ন্থ

| | |
|---|---|
| প্রেমই ধন্বন্তরি প্রেমেন্দ্র মিত্র | ২·৫০ |

নিউস্ক্রিপ্ট ১৭২।৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯
এ ১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

# বিচিত্রা

[illegible] — প্রেমে [illegible] ইংরেজীর ফ্রান্সিসকো [illegible] বিচিত্র অঞ্চলের [illegible] এক তুলনা নেই। [illegible] ফ্রান্সিসকোর সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible]

খৃষ্টপূর্ব ৭০৫-৬৮১ অব্দের এশীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন—ব্যাবিলনীয় বন্দিনীদের সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য।

কবে আমার বিয়ে করবে বল?" প্রথম-প্রথম এঞ্জেলা ফ্রান্সিসকোর এই ধরনের কথার কোন জবাব না দিয়ে চলে যেত, কিন্তু ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে 'মূর্খ, জড়বুদ্ধি!' বলে ফ্রান্সিসকোকে হাঁকিয়ে দিতে থাকে। পরিচিতদের কাছে এঞ্জেলা বলে: "এটা আমি জানি যে, ফ্রান্সিসকোর মত পাত্র অনেক মেয়ের ভাগ্যের কথা, কিন্তু আমার ওপর ওর নজর কেন? ও আমার মনোমত নয়।"

এরপর থেকে ফ্রান্সিসকো প্রতি রাতে এঞ্জেলার শয়নকক্ষের জানলার নীচে দাঁড়িয়ে গুনগুনিয়ে এঞ্জেলার নাম ধরে ডেকে কাটাতে লাগল। দিনের বেলা এঞ্জেলার বাড়ির সন্নিকটবর্তী একটা কাফেতে বসে থাকতে লাগল একবার ওর চোখের দেখা দেখবার জন্য। এঞ্জেলা সিনেমায় গেলে ফ্রান্সিসকো ঠিক তার পিছনের সীটে গিয়ে বসে। এইভাবে বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল। ফ্রান্সিসকো শেষ পর্যন্ত বোকার মতো একটা কাণ্ড ঘটিয়ে না বসে, এইজন্য বিচলিত হয়ে তার বন্ধুরা এঞ্জেলাকে অনুনয় করলে বিয়েতে রাজী হবার জন্যে। এঞ্জেলা তাদের হাঁকিয়ে দিলে এই বলে যে, তার যাকে খুশি বিয়ে করবে এবং সেজন্যে অপর কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না।

মাঝে যুদ্ধ বেধে গেল। পো নদী পারাপারের সেতুটি বোমায় বিধ্বস্ত হল, কিন্তু ফ্রান্সিসকোর মন কিছুতেই দমলো না। একটা নৌকা কিনে তাই বেয়ে সে তার চোখের 'অ্যাঞ্জেলা' যাতে অব্যাহত রেখে চলল। একবার এঞ্জেলা তার হাত-ব্যাগে পিস্তল ভর্তি করে ফ্রান্সিসকোর কাছে এসেছিল তাকে গুলি মারবে। পরদিন ফ্রান্সিসকো ঠিক সময়ে আবার এসে হাজির দেখে চাইতে।

কোন উপায় না পেয়ে এঞ্জেলা পুলিসের সহায়তা নেয়। ১৯৪৭ সনে এক নিশীথরাতে ফ্রান্সিসকোকে সাধারণের উপদ্রব বলে অভিহিত করে তিন মাসের সংস্কারে থাকার মেয়াদ লিখিয়ে নেয়। এর পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এবারে ওকে মনোচিকিৎসাগারের কক্ষে হাজির করে দেওয়া হয়। পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা বার দিল যে, ফ্রান্সিসকো রোগ আক্রান্ত, তবেক প্রেমের ব্যাপারে সে একটু মাত্রাছাড়া ভাবে। ছাড়া পেয়ে সে আবার ঠিক আগের মতো অনুসরণ আরম্ভ করলে। এঞ্জেলাকে রাস্তায় দেখলেই চিৎকার করে 'মাই লাভ' বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করলে। এঞ্জেলা তার উত্তরে 'মূর্খ' বলে চিৎকার করলে উন্মাদের স্বরে বলে ওঠে, 'বাপ করলে! আমি কিন্তু সেভাবে বলিনি।"

ইতালীর এক পত্রিকা ফ্রান্সিসকোর এই চব্বিশ বৎসরব্যাপী পাগলামোর কাহিনীটি সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করে দেয় এবং কোন কিছুতেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তির সম্ভাবনা না দেখা যাওয়ায় তাই ঘটে গেল। ফ্রান্সিসকো সেই পত্রিকার সম্পাদককে লিখে জানিয়েছে যে, সে এঞ্জেলার পিছু ঘোরা ছেড়ে দিয়েছে; কারণ মেয়েদের মন পাওয়া ভার। এঞ্জেলাও আজ চল্লিশ বছর বয়সেও কুমারীই রয়ে গিয়েছে। ফ্রান্সিসকোর কথা শুনে জানায়: "কোন দিনই ওকে ভাল লাগেনি, আর এখন ত আরও খারাপ লাগে।" ফ্রান্সিসকো তাকে তার যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী নির্বাচন করে রেখেছে, এই কথা জানানোতে এঞ্জেলা অত্যন্ত কটু স্বরে জবাব দেয় যে, ওর কোন কিছুর সঙ্গে সে থাকতে চায় না, ও জীবিত থাকতেও নয়, মৃত্যু হলেও নয়।


প্রেমের প্রত্যয়ে দৃঢ় অসামান্য উপন্যাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

**রূপসী রাত্রি**

"প্রেমেরও জীবনায়ন দরকার। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে দুঃখের দহনে পুড়ে, ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জর হয়ে এবং হতাশা ব্যর্থতার জ্বালা সয়ে যে প্রেম বিশুদ্ধ জীবনায়নের জন্ম দেয় — প্রেম সার্থক সেখানেই। বলতে দ্বিধা নেই সেই সার্থকতায় শুচি-স্নাত উপন্যাস অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'রূপসী রাত্রি'। তিনি চিরাচরিত পথে পা বাড়াননি। তাঁর লক্ষ্য আরও ঊর্ধ্বে, এক বিশেষ মূল্যবান বক্তব্যে।"

দাম : পাঁচ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৬

দীপঙ্করকে অফিসে গিয়েই ধরল সুকান্ত।

'কাল টেম্পারেন্সে ওখানে 'সার্ভিলক্রুজ' সুকান্ত বলছে, বাবা, তোমরে এসে বসা নিয়েছে।'

দুটোর মিনিক আকাশ দীপঙ্কর। না, ছাপা নয়, অনুকম্পা হল। প্রচ্ছন্ন আছে না একটা বন্ধুত্বের সুর। বলল, 'বেলাভূমিকল সেবাংস্থ।' 'সিনের ফোটো আর কাঁসের লিখি লিখে এলকা ভাল করে পড়েছে। বয়সে কথনো আমরে এই লিখি-ফোটোকেই মস্ত করে ফাকে বাকা যোগাচ্ছে মুখে। তার চেয়ে ভালো আছি।'

'না, না আমাই ভালো নয়।' সুকান্ত প্রতিবাদ করল। বলল, 'যখন সবইকে আমলাই তখন থেকে—'

না এসে উপায় ছিল না। প্রতিটি মুহূর্তেই তখন বাবার চোখ। সেখানে তো বেলাভূমি?'

'বেশ এর চেয়ে একটা ভালো অফিসার ক্লেকাতে সকা যেতে।' বলতে আর কী, বললে সুকান্ত।

'চা করে হাতের কাছে আর পেলাম কই? জানো এই জন্যে সেলামি দিতে হয়েছে পরলানীকে।'

'অসম্ভব। না, না, তুমি একটা ভুল বাসা দেখ। এখানে বাবার চোখ না থাকলেও ছাদেনের চোখ আছে।'

'দেখছি তো, সেয় কে।' হাসল দীপঙ্কর: 'মাইনেটা কম হলেও হত!'

'কত মাইনে?'

'শ দেড়েক।'

চারদিকে তাকাল সুকান্ত। বলল, 'অফিসটা তো ছোট। আমি ভেবেছিলাম—' বোতলের একটা ঢাকনা মতন ঘর কাঠের পার্টিশন দিয়ে তিন টুকরো করা। আর ও-পাশে একটা কালভু। চার কামরার অফিসে কী বা ক্লেরাক্যাল হবে। কী বা দেবে খোবে অন্যকে। ক্লেরাক্যলও তো বিশেষ দেখছি না। সুকান্তর মুখে হতাশার ছায়া পড়ল।

'অফিসের আয়তন দিয়ে ব্যবসার আয়তন দেখা যাবে না। মোবেরভূমির গাঁদি এর চেয়েও ছোট হয়।' দীপঙ্কর সুর বদলাল: 'তবিষ্যতে আমাকে যা সিক্ষে তা একেবারে খুলে বলতে বলা যায় না। আজকালকার বাজারে সাধারণ বিএ পাসের দাম কী! আমার চাকরি না থাকলেই মাইনে বাড়াতে হবে এটা সত্যি নয়, কিন্তু চুক্তির বাইরে হাজার কাজ বাড়াও সেই সঙ্গে চুক্তির বাইরে মাইনেও বাড়াতে না এটা অসত্যি।'

'কেন, মোবেরভূমির গাঁদি কাজ?'

'প্রথমে যখন চুক্তি তখন কথা ছিল খাতে সপ্তাহে, এটা-ওটা স্টেটমেন্ট তৈরি করার কাজ। দু-চারটে চিঠি লিখতে পাও তাও না হয় করলাম। এখন বলছে সোজাসুজি ইনস্পেকশনে যাও। আর সে-সব গ্রামের কোথায়! পুরিয়া ছাড়িয়ে। পাঁচপুকুর, চাকুরপুকুর, চাকুরে। আগে আগে সন্ধে ঘোরেই বাসায় ফিরতাম, এখন কত রাত যে হয়ে যায় ফিরতে!

'আলাদা ইনস্পেক্টর নেই?'

'বরেনই আগে ঘোরাঘুরি করত। গাড়ি আছে, পায়ে-পায়ে লাগাত না। এখন প্রথমই তাকে টুরে বেরুতে হয় বাইরে, পার্টির সঙ্গে আলোচনা করতে। তাই আমার উপর ভার পড়ে। বলে একজন হোলটাইম সুপারভাইজার রাখবে। কী মুশকিল! আমার মাইনেটা ভদ্র ও সুস্থ করে দিক আগেই। শুধু একটা গালভরা নাম দিয়ে কী হবে তাছাড়া, সেই বাড়তি খাটনিটা তো খাটিছই—'

'এসব কিসের এত বাসনা?' সুকান্ত তাকাল জিজ্ঞাসু চোখে।

'ওর বলে, বিরাট ইন্ডাস্ট্রিয়েলের কারবার।' দীপঙ্কর উজ্জীবিত হয়ে উঠল: 'বিদেশ


## কলিকাতায় নূতন চাউল আমদানী!

বহুদিন কলিকাতার বাজারে নূতন চাউল আমদানী হইতেছে। ইহা সাধারণ চালের মত নয় উপরন্তু সিদ্ধ, ও রোগীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

এই চালের ভেতরের ছালের মত আবরণ ও সুপারফসফেট জাতীয় পুষ্টিকর উপাদান সহজে ও সিদ্ধ চাউল পাইতে পারেন এজন্য বাজারে প্রচার করা হইতেছে।

বিশেষ আকারে বস্তা, পাইকারী দরখাস্ত ও খোলাও এর জন্য লিখিবামাত্র নমুনা পাঠান হয়। আমাদের যে কোনও প্রতিনিধি বাড়ীতে দেখাইবার জন্য নমুনা আছে। টেলিফোনেও সংবাদ দেওয়া হয়।

**পশুপতি দাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ**

৪৩ ২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা—১৩

টেলিফোন: ২২-৮১৩১ ● টেলিগ্রাম: 'হাইস্কাকার'

(চালের সম্পূর্ণ বেশ আছে)



তাজ মার্কা

## কাজল নিম

দৃষ্টিশক্তি ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক

এস, মেহের এলাহি মোঃ সফি

৩৭, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-১

মূল্য - ৫০ ন.প.। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দোকানেও পাওয়া যায়

থেকে নানারকম র-মেটিরিয়েলস নিয়ে এসে বিক্রি করছে এখানকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মের কাছে। দিশি ফার্মের প্রোডাকশান বন্ধ হবি ওসব মেটিরিয়েলস না পায়। আর বিদেশেই জন্মায় ওসব উপাদান। আর এরা এ কোম্পানি, ঐ বিদেশী কোম্পানিদের সোল এজেন্ট। সুতরাং, বুঝতে পারছ, চালাও ব্যবসা। এই তো কল্যা সেদিন ঘুরে এল ইটালি থেকে। শিগ্‌গির আবার যাবে নাকি হংকং—'

'কে কল্যা? বীরেনের বাবা?'

'হ্যাঁ, ঐ তো রয়েছে ঐ ঘরে।' ফলতু ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল দীপঙ্কর, আর সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেরও গলাস্বর কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে এল। তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্বর সরল করে নিয়ে বললে, 'বেশ আছে জানলে। এই মানস, ঐ কানাডা হাওয়ায় পাখা মেলে দিলেই হল। নিচে রুপোর চাকা আর উপরে স্বপ্নের পাখা।'

হঠাৎ জিগগেস করল সুকান্ত, 'বীরেন আছে?

'আছে। ঐ ঘরে।' প্রান্তর সুইং-ডোরটা ইঙ্গিত করল দীপঙ্কর। 'যাবে? দেখা করতে ওর সঙ্গে?' শুধু মামুলি জিজ্ঞাসা নয়, যেন বা আশায় ভরা উৎসাহের স্পর্শ।

'মন্দ কি। যাই না। কিন্তু, কী আশ্চর্য', পকেটে হাত ঢোকাল সুকান্ত, 'আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয়নি এতক্ষণ। আমার বিয়ে। সেই যে মেয়েটিকে দেখে-ছিলে ক্যান্টে, তার সঙ্গে। কী সব বাজে কথায় কাজের কথাটাই চাপা পড়ে গিয়েছিল। একটা চিঠি লিখে কার্ডটা দেব বলে দীপঙ্করের দিকে। বলতে ভুলে কিন্তু। রেখে রাখো তারিখ। আর কোনো দুদিনই যাওয়া চাই—'

কণ্ঠহাসি হাসল দীপঙ্কর। চিঠিটা প্রায় অজানেই রেখে দিল পকেটে, তাকিয়েও দেখল না। বললে, 'দেখেনেও বলা না।' এগুচ্ছিল সুকান্ত। জমা ধরে টানল পিছন থেকে। 'আর সেই সাপ আমার কথাটা কিন্তু মনে রেখো।'

'তোমার আবার কোন কথা?'

'বা, এতক্ষণ বলছিলাম কী তোমাকে!' পীড়িত মুখ করল দীপঙ্কর। 'বিয়ে তো লোকে আকছার করছে, তাই বলে সবকথা কে ভুলে থাকে?'

'মানে, তুমি বলছ, তোমার ঐ গোডাউন ইনস্পেক্ট করার কথা?' সুকান্ত মাথা দুলকাল। 'গোডাউনগুলো কার?'

'ব্যাঙ্কের। কিন্তু প্রসঙ্গটা তা নয়।'

'ব্যাঙ্কের গোডাউন? কেন, এদের নিজেদের নেই?'

'কী দরকার করে? করলেই তো ঝামেলা, খরচপত্র। এ দিশি ব্যাঙ্কের গুদোমে এসে জমছে, সস্তায় মাল খালাস করে নিচ্ছে পার্টি। তারপর সরকার একজন আছে, ঘুরে-ঘুরে দেখাশোনা করবে, মালের হিসেব রাখছে কিন্তু সত্যি এক পয়সা তার আসল নেই।'

'ও! তুমি তোমার মাইনে বাড়ানোর কথা বলতে চাইছ! সেই না?'

এবার আর কথা নয় আপাদমস্তক চুপচাপ দীপঙ্কর। 'কোথায় সুকান্ত এতক্ষণ?'

'যা, এ কথা তুমি নিজেও বলতে পারো।'

'আমি বলতে চাই না।' মুখ নিচু করল দীপঙ্কর।

'আমি বলব চাই?'

'তবে তুমি ওর সম্বন্ধে কোনো কথা ও শুনবে না তাহলে।'

'কার সম্বন্ধে কথা তুলব?' ঝলক একটু হাসল দীপঙ্কর। 'বলল আমি ওর মুখ-চেনা, আর তুমি ওর হৃদয়-চেনা। সকল পরিচয় এক সাথে ছিলাম তিনজন। শুধু তুমি ওকে চেনো নিবিড় ঘোলে সকটীন, আমি ইকনমি রেসিডেন্সী। সেই থেকে তোমার সঙ্গে না হলেও ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আর বলা ওর ইনিসিয়েটিভ না আমি ছিলাম কারে। স্কুলে ফোরসিন সিক্সটিন পাশাপাশি।'

'সকটীনেই বা কবিন ছিল আমার সঙ্গে!'

'নেই বা থাকল। তুমি এগিয়ে গেলে আর ও পুনরাবৃত্তি আই-এতে ফেল করে একটে পড়ল। কোটে পড়ল তো নয় ফেটে পড়ল। নিজে ব্যবসাতে নামল, বাপের কিছু ইন্ডিয়ান না এদিক সেদিক, তাকেও নামাল। সেখানে সেখানে দলাদলি পাড়ামত করে তুলল। স্থানীয়রা মহাজের মাথায় হাত এসে উঠলেও মনে মনে এখনো কিছু সবজে আছে। অন্তত কারু কারু কাছে আছে। আর তাদের মধ্যে তুমি যে একজন তাতে সন্দেহ কি। তোমাদের কত একদিন ভালোবাসা ছিল!'

'ছিল!' সুকান্ত হাসল।


# হিউলেট্‌স মিক্সচার

## বদহজম এবং খাওয়ার পর পাকস্থলীর ব্যথায়

### দীর্ঘস্থায়ী উপশম এনে দেবে

হাতের কাছে সবসময় এক শিশি রাখুন

CH-64

মানসিক দুশ্চিন্তা ও সময়ের না থাকায়, পরিপাকযন্ত্রকে প্রচণ্ড চাপ দেওয়ার ফলে যে তার কাজ বন্ধ হয়ে ও খাওয়ার পর পাকস্থলীতে ব্যথা হয়। হিউলেট্‌স মিক্সচার পাকস্থলীকে পরিপাকের শক্তি দিয়ে প্রকৃতির সহায়তা করে। দুরারোগ্য অম্বলের হাত থেকে পাকস্থলীর ক্ষতীকে সুরক্ষিত রেখে পেটের কথায় চটপট আরাম এনে দেয়। ৮০ বছরেরও ওপর পৃথিবীব্যাপী সব ডাক্তাররা হিউলেট্‌স মিক্সচার খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে আসছেন।

শিশু : শিশুদের পেটের পীড়ায়ও হিউলেট্‌স মিক্সচার চমৎকার। কয়েকটি ফোঁটাতেই সঙ্গে সঙ্গে আরাম।

পেট খারাপে আজিম সাবুর হিউলেট্‌স মিক্সচার ব্যবহার করুন। হিউলেট্‌স মিক্সচার আজিমাদি বা আজিম ছাড়া মুদ্রকরই পাওয়া যায়।

## হিউলেট্‌স মিক্সচার

সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

৮৮/৪, মাণ্ডিপাড়া রায়ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩

'ঘরই এখন উপেক্ষার ধনো পড়ুক, ধৈর্য ধরে কিছুটা বালি ধুড়লেই পাওয়া যাবে ভালোবাসার জল।' শীলঙ্কার বললে, 'আমরা যখন ফার্স্ট ক্লাসে উঠে ওকে ধরি, ও তার আগে সু-বছর এলাউড হয়নি টেস্টে। মনে আছে, তুমিই ওকে নিজের কাছে বসিয়ে পড়িয়ে-পড়িয়ে তৈরি দিলে। আর মনে নেই সেই খেলার মাঠের কথা?

'সে আবার কবে?' অবাক হবার ভাব করল সুকান্ত।

'সেই খেলার মধ্যে কালবোশেখীর প্রচণ্ড ঝড় উঠল, বলশিক আঁধার করে নামল আকাশ বর্ষণ, আমরা যে যার দিকে ছুটলাম আশ্রয়ের খোঁজে। সেই লক্ষ্যও কবিনি কখন একটা গাছের তলা তলে এসে বসেছিল তার উপর পড়েছিল। তুমি কাছে ছিলে, তুমি দেখেছ। দেখেছ, বরফ শুধু মাটিতে মুখ থুবড়েই অজ্ঞান হয়ে যিয়েছে। সবাইকার জন্যে কত নাম ধরে ডাকলে আমাদের, কড়-কণ্ঠিত তাপড়ের মতো সে ডাক ফেলে শুনেছ ও সে ডাক জবাব দেয়। তখন তুমি কী করলে? তুমিও ছুটলে।'

'সবাই কি আমিও ছুটলাম।'

'না, কিন্তু তুমি ছুটলে নিজেকে সাহায্য নয় সবাইকে বাঁচাতে। কয়েকজনের মাথাই জেগেছিল নিয়ে এসে, কাউকে নিয়ে এসে ওপর পাতায় বসিয়ে, একটির পর একটি তুলে নিয়ে এসে এক ডাক্তারখানায়। সাহিত্যে নিয়ে এসে, ডাকা করে তুলেছে। কি, মনে নেই?'

'আমার মনে থাকার কথা কী! বরফের মধ্যে আমি তিন ঘণ্টাই ছিলাম।'

'নিশ্চয়ই আমি। সে কথা কি কেউ ভুলতে পারে? ঝড়ের মধ্যে কারে অন্ধকার মধ্যে নিজে হেমন্তের ফসিলের ছোটো জলেতে বেরিয়ে এখনো আকা আছে চোখের সামনে।'

'কিন্তু এক জনে হেমন্তের সেই অন্ধকার আর কারু মনে হয়নি। অন্ধকারই হয়ে আছে।' বললে সুকান্ত, 'জীবনে কবিতার একটি ছত্রও হয়তো আর লেখা নেই।'

'আছে, আছে।' জোর দিল শীলঙ্কর: 'একটা পদ্যেরও অবলম্বন থাকে। আর এ তো সদ্য—এক ইস্কুলের ছাত্র।'

'এক সকালের জানোয়ার।' হাসল সুকান্ত।

'তাই তুমি বললেই হবে। তুমি যদি বলো আমরা হয়ে—'

'বলব, নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু আমি ভাবছি, বড়দিন কাজের জন্যে বড়দিন মাইনের সঙ্গে এ সব কিসিমের তুলনাই করা চলে। এ তো নাচওয়ালা জলিটিসের কথা। তাছাড়া, তুমি স্কুল-ছেলে পুরোনো পরিচিত, তোমার কথামত অতীত মুখ-চেনা হো নিশ্চয়ই—'

'মুখ-চেনা!' অবজ্ঞাখানা ধিক্কার করল শীলঙ্কর: ভাবে ভঙ্গিতে সেই পুরোনো


• শান্তি-র আবার নতুন বই বের হল •

মন্মথনাথ গুপ্তর

# কাকোরী ষড়যন্ত্রের স্মৃতি

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের সুদীর্ঘকালীন আন্দোলনের ইতিহাসে যে সশস্ত্র বিপ্লবীদের বিস্ময়কর কৃতিত্ব ও নির্ভীক সংগ্রামের ইতিহাস নতুন উদ্দীপনা, কাকোরী ষড়যন্ত্রের স্মৃতিই তাহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। লেখক ঐতিহাসিক মন্মথনাথ গুপ্ত বিখ্যাত কাকোরী ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন। অল্প বয়সের জন্য তিনি ফাঁসির দড়ি এড়াতে পারেন, পরে সকলে না হলেও সুদীর্ঘ জেল খাটার তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটাই দেখতে হয়েছে। তাই তাঁর লেখা কাহিনী উপন্যাসের মত পড়তে পড়তে আপনারও কি বার বার বুক ভার উঠবে না। আপনারও কি ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটিবারও চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠবে না। ৩.০০

শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
## রাত্রির বয়স
• সাড়ে তিন টাকা •

সুশীলকুমার ঘোষের
## গ্রহ সারথি
• ছয় টাকা •

প্রকাশিত হইল!
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য অনূদিত
ফিকি বাউমের
## গ্র্যাণ্ড হোটেল
• ছয় টাকা •

প্রকাশের অপেক্ষায়:
অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোঃ
বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
আকাশ-বল্লিনী
বনফুলের
কাঞ্চন

বনফুলের সেনের
নূতন উপন্যাস
## নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ
• আড়াই টাকা •

গ্রন্থ ভবন : ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ১২

দিনের গন্ধ এতটুকুও ভেসে আসে না কোনোদিন। • আমি তো ওর এমপ্লয়ী, ওর চাকুরে। আপিসের সুরে আমাকে আর ভুলও তুমি বলে না—আপনি বলে।'

'যা তাই তো বলবে। তাই তো আজ-কালকার কোড অফ কনডাক্ট, ব্যবহারনীতি। নিম্নপদস্থকেও আপনি বলতে হবে। বাস-ট্রাম কণ্ডাক্টর তো দূরের কথা, আফিসের চাপরাশি, পেস্টম্যান, এমন কি হোটেল-রেস্তরাঁর বয়কেও তুমি বলা চলবে না। চাকরদের জন্যে যে বিল আসছে তাতেও একটা ক্লজ থাকবে, তাদের আপনি বলা চাই। রেল-স্টিমারের কুলিদেরও সেই আওয়াজ।' সুকান্ত প্রায় বক্তৃতা দিয়ে উঠল।

'তুলুক আওয়াজ, আপত্তি নেই। কিন্তু কাজকর্মের বাইরে, আফিসের বাইরে, একেবারে আলাদা পরিবেশে যখন দেখা হয়, তখনো সেই 'আপনি'। কিছুতেই পুরোনো চোখে চায় না চিনতে। প্রভুভৃত্যের চেয়ারটা সব সময়েই পিছনে লাগিয়ে চলেছে।'

'আর সেই তোমার সামনে বসছে গাঁট হয়ে, তুমিও বাধা ছেলের মত দাঁড়াচ্ছ সেটি হয়ে।' সুকান্ত ঝঁজ আনল গলায়।

'উপায় কী তাছাড়া। প্রভুর কাছে ভৃত্য সব সময়েই ভৃত্য। নিত্যভৃত্য।'

'তবে দেখা করে কাজ নেই।' সুকান্ত পিছু হটল। 'হয়তো আমাকেও চিনবে না, আপনি করে বলবে।'

'না, না, তুমি তো ওর এমপ্লয়ী নও—'

'চেক করো।'

'তোমাকে তাই ঠিক চিনবে। কথা কইবে আগের সুরে।'

'তা হলে যেতে বলছ? যাব?'

'অন্তত আমার জন্যে যাও। আমার বিশ্বাস তুমি বললেই আমার সুরাহা হবে। তুমি বললেই জাস্টিসটা স্পষ্ট হবে ওর কাছে। নইলে, মনুষ্যের জাস্টিস আর কী! যার যেখানে স্বার্থ তার সেখানে জাস্টিস! সেই জন্যই খবে জন্ম যে আমার মনস্তাপে চিকিৎসে। আমি ডিসঅর্ডার খেলেও বিচারকে বিশ্বাস করব, শ্রদ্ধা করব জানবে, একথা কস্মিন্ পুরাণে ইতিহাসে কোথেও লেখা নেই। কৃষ্ণ হেসে উঠলেন। 'সব জানি। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা তবু অন্যায় দেখে এলেও সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারেন্দুনি। আমার ধর্মবোধে বাধে।'

'তুমিও বড়।'

হাসি ফুটল কৃষ্ণার ঠোঁটে। হাসির তলায় আর অশ্রুর বন্যার ওপর অভিমানের তলায়। 'আমি একটিবার ওই উমি আমার কিছু বলুন। কিছুতেই পাত্তা দিতে উনি রাজি নন তার জন্যে।'

'কী বলতে বলছ?' সুকান্ত জিজ্ঞেস করল।

'আমি ভুল করছি, উনি যেন বলুন। আর যদি আমি ভুল হয় তবে আর কিছুই করা যাবে। সেটার জন্যে পরকার কাজ উপায়ের বই তো রয়েই, ডি-চার্জ, ডিসচার্জ, এমন কি ডাম-সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা-ভক্তি—সমস্ত। বরঞ্চ সিনে সুকান্তকে এক পা এগিয়ে দিল কৃষ্ণার। গলা নামিয়ে বলল 'বলবে আমরা কোলিক ভাবে। যদি ধরাধরি করেই হয় তবে আর লড়ালড়ির দরকার কি। ইমিডিয়েট একদম না হলেই তবে বলে ঝিকে ডাকা যাবে।' একটু থেমল কৃষ্ণার: 'তবে তুমি যখন আছ তখন মনে হচ্ছে কাজ হয়ে যাবে।'

'চুকবে যে কার্ড লাগবে না তো?' পাশে এসেও সুকান্তর দ্বিধা নাকি?

'তোমার আবার কার্ড!'

সুইং-ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল সুকান্ত।

ব্ল্যাকেট কোর্টের কুলদীপ হালদারের, শার্ট-টাইয়ে ফ্রীডমারে ভক্তাবোলাতার পুলিশকর্তার, বসেন বসে আছে নিশ্চুপ মনো-যোগে। বিরক্ত সন্দিগ্ধ চোখে অপরিচিতের দিকে তাকাল সুচারু মুখোপাধ্যায়। মুহূর্তেই উঠল উদ্ভাস হয়ে: আরে, সুকু, সুকু যে। কী মনে করে? আয় আয় বোস।' ভঙ্গিতে


তরুণ ছোটগল্পকারদের
ছোটগল্প
মূল্য একমাত্র মূলধন

সাহিত্যে আন্দোলনের ভূমিকা নতুন মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠের। সম্প্রতি জীবনের নবমূল্যায়নের দাবীতে কয়েকজন তরুণের কাজের এক অনাড়ম্বর অভিযান। এই ত্রৈমাসিক বেরুচ্ছে। পরিচালনা ইতিমধ্যেই জোরদার। বহু দেশ সংখ্যা প্রকাশিত। সংখ্যা মূল্য ০.৫০। গ্রাহকমূল্য বার্ষিক সডাক ২.৫০ ॥ সর্বত্র এজেন্সী চাই। পত্রালাপ করুন ॥
১১।১৪ নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট। কলকাতা ৬ ফোন: ৫৫-১৯৭০

(বি ১০৩০।২)

সাহিত্য রসিকদের জন্য : সমালোচনা গ্রন্থ।

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

**বৈষ্ণব কবিতা**—শাশ্বতিক ভিত্তি ও রসা-বিশ্লেষণ
মূল্য—৩।২৫ নঃ পঃ

**শাক্ত পদাবলী**—আলোচনা ও রসা-বিশ্লেষণ
মূল্য—৩, টাকা

[উপরোক্ত দুখানা বইই B. A. Special Bengali, Bengali Honours এবং M. A.র ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।]

অধ্যাপক হরনাথ পাল

**কবি মোহিতলাল**—মূল্য ৫।৫০ নঃ পঃ

[আজকের সত্য সুন্দরের সাধক কবি মোহিতলালের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা গ্রন্থ।]—'কবির কাব্য সম্বন্ধে এইরূপ বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।' —যুগান্তর। ১৩।১২।৫৯

অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষ

**বাঙ্‌লা সাহিত্য পরিক্রমা**—পরিবর্ধিত সংস্করণ। মূল্য—১১, টাকা
[হাজার বছরের বাঙ্‌লার সমাজ ও সাহিত্যের সার্থক আলোচনা]

**ছন্দ ও অলঙ্কার**—মূল্য ১।৫০ নঃ পঃ

**বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত**—মূল্য ২।৫০ নঃ পঃ
উপন্যাস

নীলিমা দাশগুপ্ত

**রাজমহল**—মূল্য ২।৭৫ নঃ পঃ

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

**যাত্রা হ'ল শুরু**—(তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য ২।৭৫ নঃ পঃ

অমরেন্দ্র ঘোষ

**অহল্যা কন্যা**—(দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ২।৫০ নঃ পঃ

রমাপতি বসু

**অনুষ্টুপ**—মূল্য ২।৫০ নঃ পঃ

এস্ ব্যানার্জি এণ্ড কোং
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

রামা পুস্তকালয়
১১এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

সমস্ত ঔৎসুক্য মুহূর্তে ভোঁতা করে দিল। শৈশবেলা ভুলে গিয়ে বললে, 'কতদিন পরে দেখা বল তো।'

নিশ্চিন্তে হয়ে বসল সুকান্ত। মুখময় স্মিতি হাসি নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছিস?'

'তুই কেমন আছিস? চেহারাটা তো যেন ছাইটা দেখাচ্ছে।'

'তোর চেহারও?'

'আমার সব সেরেছে। মরেই।'

'মরলি বল।' সান্ত্বনার ভরসা দিল সুকান্ত।

'মরলি হাসব কখন, তুই না?' বন্ধু-চরিত্রের ছন্দ ফুরিয়ে একবার হাসি ফুটিয়ে তুলল। বলল, 'কিছু নেই, খা-খা করছে। নিজের জন্যেও নেবো এক কাপ চেয়েই তো নিতে পারিস।' তারপর তো কুশলপ্রশ্ন। না, জিজ্ঞাসা না। সুকান্তকে একটা নিয়ে নিজে বলল আবোলতাবোল। 'তারপর কী বলছিস? এম-এ হয়ে গিয়েছে? বাঃ, ফার্স্ট ও সেকেন্ড একটাও। তারপর? এখন?'

'ইকনমি বলছি।'

সুকান্তর নিজে বলবার ফাঁকে ফোড়ন কাটল বলল, 'তোর ভাবনা তোর ভাবনা না।'

'কিন্তু পড়ছ তুমি?'

'তার মানে?' নিশ্চিন্তের ঔদাস্য যে কতটা তোকে কথাটা প্রত্যক্ষ করল বলল।

'তার মানে তোর পড়া থাকছে না। ছাত্রী-আসর তোর বসছে না।'

না। বলল সুকান্ত মুখে হাসল হাসল।

'তার মানে নিজে করছি। এ জীবনে আর নিজের কাজ ছাড়া নিজের হবে না। তুইই তো বলেছিস তোর ভাবনা ভাবছি।' তোকে মুখে আমল দিয়ে ফোড়ন ঔৎসুক্য করল।

বলল বলে স্বাস্থ্য বলল ঔৎসুক্য যে ছেড়ে করে। বলল, 'তাই তোর চেহারাটা এত খোলতাই হয়েছে।'

'ফাজিল।'

'কিন্তু এখনি? এই হাল? বিয়ে? অনুকম্পার সুরে আমল বলল: 'তোর পরীক্ষা হয়ে গেল। সম্বন্ধ করে বাবা-মা পড়ুনী মেয়ে নিয়েছে আর আমি ফাঁকি হয়ে গেলি? এই ঔৎসুক্য বছরেই ফার্স্ট এসে গেল? এখন হাত ধরে?'

'হাত ভেঙেছিস একবার।'

'বাবা-মা ভাল-ভাত তোর পরম পরিতৃপ্ত নিয়েছে আর তুই নিশ্চিন্তমনে পাকে পড়লি? বিয়েটা একটা ব্যাপার তোর? ক্রিকেটের ঢুকি ফাস্ট? কিন্তু মুখে টিপে হাসছিস কী?' আত্মবিশ্বাসী বিজয়ের হাত মুখে করল বলল: 'একটু সুপাত্রের পাকে ধরি না? একটু কঠিন করে কঠিন করে নিবি না? হাত বাড়িয়েই যে সব পড়ে হাত তার তার পাকে চায়ে তার হল ভাল থেকে নিশ্চিন্তে আমি সব কি দেখি নিশ্চিন্ত হয়? কঠিন না হলে কি ধরা হয়? ভাটিল না হলে কি আনন্দ আছে? রোমাঞ্চ আছে? তার মানে? তাহা নাড়াচ্ছিস কেন? খুব দাঁও মেরেছিস বুঝি?'

'একটা কথাই বলেছ, এখানে একেবারে আটটা। অপরূপা।'

'তবে আকর্ষণটা কিসে?' চোখ দুটো একটু সরু করতে চাইল বলল: 'মানে, কিসিমে খুব ভারী?'

পকেট করে হেসে উঠল সুকান্ত। বলল, 'তা এখনি কী করে বলি। কিসিমে না হলে কি কিসিমে বোঝা যায়?'

'তা হলে রইসটা কোথায়?'

'দুই এই দৃষ্টিকে আর এটুকু বুঝতে না? ভালোবাসার মন পেয়েছিস?'

'পকেটটা ফিজারের মত পেয়েছি।'

'ঐ হল, ঐ পকেট ছাড়ে। হাতে নয়, বুদ্ধির মন্ত্রণা। সেই ভালোবাসা হয়েছে।'

'ভালোবাসা হয়েছে।' মাটি করে উঠল বন্ধুর। 'তুই একটা মেয়েকে ভালোবাসিস এ সবচেয়ে আশ্চর্য করতে পারি। এককালে যাকে দেখতিস তাকেই ভালোবাসতিস—সে কথা নয়। কিন্তু তোকে কোনো মেয়ে প্রথম পড়ে ভালোবাসবে এ অবিশ্বাস্য। বলি, হেঁ, মেয়েটা কে?'

'আমার সঙ্গে পড়ত। আমার সঙ্গেই পাস করেছে এম-এ।'

'বলিস কি! একটা এম-এ পাস মেয়ে তোর প্রেমে পড়েছে?'

'সেইটাই তো আশ্চর্যের বোধ হচ্ছে। তুই তো আমাদের সব ক্লাসমেট—কত দুষ্টি করে নিয়ে বড় হয়েছি। চাল নেই, চুলো নেই, কিন্তু নেই, বেয়াড়ে নেই—অমন-অমনের একজন হয়ে পাস করে, তাকেই কিনা একজন ভালোবাসে, আর শুধু সুন্দরী এম এ ডিগ্রির জন্যে নয়, জীবন-ভোর সিল-ডিগ্রির জন্যে তাকে পেতে চায়।


# আমাদের শান্তিনিকেতন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

লেখক বলেন :

> "শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের কথা বহুলোকে বহুবার বলেছেন এবং তাঁরাও লিখেছেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের সকল বিভাগ সম্বন্ধে এই আমার প্রথম পরিচয় এবং অন্যান্য বিভাগের কথা বলতে গিয়ে যে আনন্দ-সুখ অনুভব করেছিলাম তার কথা বলে যে শেষ করা যায় না। অনুভূতির তারতম্য ঘটবার ভয়ে-সাহসও করে অনেক।"

এই লেখকের যে আনন্দ-রসাপ্লুত উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশভঙ্গীতে ও সাধনার পরিবেশ সকল অনুচ্ছেদে পরিচ্ছন্ন-সুন্দর ভাষার সহজ সাবলীল ছন্দে তাহাই তাঁকে আন্তরিকতায় উজ্জ্বল শান্তি-নিকেতন-বহুদূরবিকাশকল্পে বা বিশ্বভারতীতে কেন্দ্র করে কী ছিল মহাকবির ধ্যান ধারণা ও সাধনা।

> বিভিন্না শ্রীমতীকল্প বন্ধুর আঁকা চিত্রাবলী ও একরঙা চিত্র, ছোটদের প্রকল্পে, অরুণাচলের ছোটদিবসমন্দির মুখবন্ধের বিশেষ প্রকাশ হয়, বিশেষত্ব হয়, বিচিত্র আনন্দবর্ধনায়—এ গ্রন্থে মুদ্রণের নয়ন ও মনের তৃপ্তিকারক-জনক, মনোরঞ্জক বিষয়। মূল্য ৫, ডাকমাশুল ৭,

**বিশ্বভারতী**

কলিকাতা ৭

Cooch Behar

শ্রীতরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নতুন বই

# মুখোমুখি

আজকের এই জীবনের মুখোমুখি হচ্ছে,
জীবনের মোকাবিলা করছে, জীবনের হাতে
মার খাচ্ছে—এমনই কয়েকটি
যুবক-যুবতীর কাহিনী।

॥ আড়াই টাকা ॥

পুস্তক প্রকাশক। ৮।১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

৯ ১২৫৭

'আভেনির'-এর নতুন উপন্যাস

# সিন্ধু বারোয়াঁ

দেবেন্দু পালিত

যৌবনোজ্জ্বল প্রেমের সাহচর্য আবেগে ভিন্নধর্ম কয়েকটি সাধারণ চরিত্রের সুখের ও নারীর অসাধারণ হৃদয় এবং বিচিত্র মানসিকতার উজ্জ্বল প্রতিফলন 'সিন্ধু বারোয়াঁ'। আধুনিক মানসের পরিপ্রেক্ষিতে আবহমান সত্যের অপূর্ব রাগনাময় রূপায়ন—সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যে শক্তিমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তরুণ হয়েও বিষয় ও শৈলীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দেবেন্দু পালিত সপ্রতিভ। এই সরস সুন্দর সুচিন্তিত প্রেমের উপন্যাস তাঁর পরিণত পরিচয়। দাম : তিন টাকা

— অন্যান্য বই —

দ্বীপের নাম টিয়ারঙ ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥
২য় সংস্করণ দাম : ৩·৫০

ছয় ঋতু বারো মাস ॥ মিহির আচার্য ॥ দাম : ৩·০০

রূপালী রেখা ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ দাম : ৩·২৫

— যন্ত্রস্থ বই —

পিঙ্গলার প্রেম ॥ বিমল কর ॥ দাম : ২·৫০
২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ

মিতালি মধুর ॥ বারীন্দ্রনাথ দাশ ॥ যন্ত্রস্থ

— সম্প্রতি প্রকাশিত কিশোর উপন্যাস —

গরু ছিল ঋষি
শিবরাম চক্রবর্তী

বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে চিত্তচাঞ্চল্যকর অথচ সরস কৌতুহলময় এই কিশোর উপন্যাস বুদ্ধিনিশ্বাসে পড়বার মতন ॥ দাম : ২·৫০

॥ আভেনির ॥ ৩২৮বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ॥ কলকাতা ১৯

পৃথিবীর ধুলোতে আশ্চর্যের ঋতু এখনো শেষ হয়নি। সূর্য উঠুক আর অস্ত যাক, আশ্চর্যের উপহাস্ত নেই।'

বরেনের মনে হল আবার সে হারাল, আর হল সুকান্তর কাছে। চেয়ারের অজান্তে সে পড়ল।

পড়ায় তাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই যেদিন সুকান্তরা ভাড়াটে এসে সেদিন স্পষ্ট মনে আছে বরেনের। দূর মফস্বল থেকে এসেছে, বাঙাল-বাঙাল দেখতে, মোটেই তার উপর সময় ছিল না বরেনের। তার কী স্পর্ধা, তাদের ইস্কুলে এসে ভর্তি হল, শুধু ইস্কুলে নয়, ঠিক তার ক্লাসে, সেই সেকশনে, আর বলিহারি, উঁচিয়ে-পড়ার ছাত্র-হয়ে আসা আলপাকায় কোট পরে দিব্য বসল তার পাশটিতে। প্রথম-প্রথম মনে হত বরেনের, যেন কে-এক মুখপোড়া চুকে সমস্ত মস্তিষ্কটা অশুদ্ধি করে দিচ্ছে। কথা কইতেও চাইত না, নাক সিঁটকে থাকত। কিন্তু একটা লোক যদি সর্বক্ষণ কারণে-অকারণে সহযোগিতা করে, উপকার করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকে তবে তাকে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নয়, না হয়ে উপায় কি। ও যেন উড়ে এসে জুড়ে বসল, শুধু ক্লাসেই-পড়ায় নয় এমন কি বাড়ির মধ্যে, সংসারে হয়েও যেন চিরকালের বাড়ন্ত হয়ে থাকবে না, বরং আশেপাশে সবাইকে ছাড়িয়ে করে রাখবে, এ বরেনের অসহ্য ছিল। তার সে ক্লাস সিক্সের ক্লাস বৃদ্ধি করে অঙ্কশাস্ত্রের খাড়ার থেকে অঙ্কশাস্ত্রের শেষ্যুর সিক্সের ক্লাস-ফ্রেন্ড ইনস্ট্রুমেন্ট বক্সটিও অধিকার করল, তার পুরি সংস্করণ হওয়াটাই অসহ্যতম। কিন্তু মুখে কই বলবার, সর্বক্ষণই সুকান্তর হয়ে থাকে, তার প্রশংসা উপরন্তু স্পর্ধা কুণ্ঠিত হয়ে থাকে। এ বরেনের প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা। তাই বিনাশ না করেও যখন তাকে বরেনের ক্লাসের মধ্যে অর্ধেক ছিল না। সাধ্য নেই টাকার সুকান্ত তার নাগাল পায়। কলকাতে কটা ডিগ্রি খেতে পারে, কিন্তুটা হয়তো নয়, কিন্তু টাকার কাছে ও-সব সোনার কাছে কাঁচ। টাকা দিয়েই নাম-কাম রাম-শ্যাম কিনতে পারে সমস্ত। এমন কি, যদি সুকান্ত হাত পাতে, কিন্তু তাকে কিনেই নিতে পারে অক্লেশে।

খুব অস্বস্তিতে ছিল বরেন, গৌরবের অস্বস্তিতে। কিন্তু এ আজ সে কী শুনল? একটি মেয়ে ভালোবেসেছে সুকান্তকে, তাকে তার হৃদয় দিয়েছে। আর এ মেয়ে স্রেফ মেয়ের শাওলা নয়, স্থির কালের পদ্ম। শুধু রূপসী নয় বিদুষী। আর, একটা হৃদয় পাওয়া মানে একটা সাম্রাজ্যের চেয়েও বেশি পাওয়া। তার চেয়ে ঢের ঢের বড় ধনী আজ সুকান্ত।

কতদিন ধরে একটা ভালোবাসার জন্যে বসে আছে বরেন। টাকার শব্দ দিয়ে তার

মৃদুস্বরের ধ্বনি তৈরি হয় না। বসে আছি হো. ঘরের, আরো থাকব। কিন্তু এরই মধ্যে এক ফাঁকে সুকোশল জয় করে নেবে অন্তরঙ্গীকে, এ ধারণার অতীত। কিন্তু যা আজ ধারণার বাইরে তাই কাল ঘটে যেতে পারে, তারই জন্যেই তো পথচলা।

পতঙ্গকে একটু দেখি ভালো করে। নরেন তৈরি করে নিল চেয়ারটাকে। হে সৈন্য তোমরা কৃপা করে দেখি সেই দৈবকে।

স্কুলগার দেখিস। তাহলেই ঠিক দেখা হবে, কয়েকটা সহজ-সমান না দেখিস-কম। উঠে পড়ল সুকোশল। বলল তোমরা চিঠি লিখছ। যাক কিন্তু। সু, কয়েকটাই বসে সুবিধে।

না, হবে না। লিখতেই হবে। বরেনও উঠে পড়ল। তোরা সেই শব্দরের প্রার্থনাকে দেখে আসব।

তোর চিঠি লিখে সময়ের করলাম না বলে যেন কিছু মনে করিস না।

নিরপেক্ষ সত্যবাদের সচিত্র মাসিক
প্রভাত
(সি ৮৭৩)

গলক্ষত
বায়োসা সর্বপ্রকার ক্ষত ও ঘা অব্যর্থ ঔষধ। ক্ষত ফোলা বন্ধ হিংসুন। কবিরাজ শ্রীতারাচরণ রক্ষিত, হাওড়া, শেষ সংখ্যাটি, হাওড়া।
(সি ৬৭৭)

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৫ বৎসর ৮৫৫ ও ইউরোপ-আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়াছি। প্রতি দিন প্রাতে ৬ প্রাতে পাঁচবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন।
৩৭ জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
(সি ১১৯৭)

ক্ষত ও ঘায়ের বৃহৎ আন্তর্জাতিক মালমসলা
হেমাটো সার্সাপ্যারিলা
• রক্তদুষ্টি চুলকানি ও দুষ্টিতা বাদ ক্ষত ও ঘা ও ৩ দাঁতের সঙ্গীন রোগ
ডাঃ নমুর লাবরেটরীজ লিঃ
কলিকাতা-১৩

পড়ছি ছি, তোর সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক? আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে নরেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সুকোশল।

ওই পেছনে ছিল, দীপঙ্কর তাকে ঠিক ধরেছে। বললে, বরেন কী বললে আমায় কথা?

বলবে হয়, ভেবে, ভেবে তোমাকে একটা এলাউন্সেস—

ভেবে? সিঁড়ির মুখে দীপঙ্কর আটকাল সুকোশলকে। বলো তো কী ভাবছ? তুমি ভাববে করলে সবই তো এটুকু হল। বরেন যখন একবার কথা দিয়েছে তখন আর তুমি খেলাপ হবে না। তারপর তুমি আছ (দিলাম, ১৯৮)

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে গেল সুকোশল।

আর এদিকে কার্তিক এসেছে বিলেতের হোটেলে।

কতগুলি মেয়ে একটা চুরুট সিগারেটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অক্টোবরে ট্রেনিংয়ের সম্পর্কে নানা আকার বিষয় তারা বার করছে। যে যেন বুড় দিয়ে সিঁড়ি কমল ট্রেনিংয়ের সিগারেট তুলে ধরে কোন কানে আগে পরে। যেটা আর হয়ে আসে কার্তিকের, যার যেটা সে মনের মধ্যে ঠিক করে নিল এবং চুরুটের মেয়ে চলে আসে কিনা হচ্ছিল—

এই কার্তিক ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল। নিয়মিত ইংরেজ ভাষার সেই ভাষা ছাড়ে ছাড়ল।

কিন্তু আলাপচারী সেই মিলনের মধ্যে যেন কোথায় যেন ঠিক তাল না তার মন বিঁধে।

কোথায় না হইটা। আজ না-পাওয়ার-কাঁটা মনের প্রশ্ন। এই কোথাকে সমাধান হোসেন কানন এবং সমাধান-হোটেলে ফোন করেছিলেন।

কিনা আছে?

তাঁর ওপাশে ধর। আছে কিনা দেখছে।

দেখল, আছে। তার হাতে চিঠি দিল কার্তিক। বললে, কিন্তু ফোনে বলবি না। তুমি কিন্তু ভেব। কেউ একদম না থাকলে ভালো লাগবে না।

ধর। তৃপ্তির চোখে কার্তিককে সর্বাঙ্গে দেখল করল নিলাম। বললে, কিন্তু এক কথা। কিন্তুর পরেই দিগ্‌গির তুই আমার কাছে একটিবার আসবি।

সে তুমার কি আসব।

আর আমাকে সব বলবি—কী হয়েছে।

কিন্তু কিন্তু করে হেসে উঠল কার্তিক। বললে, সে কি বলা যায়, না বোঝানো যায়? তুমি যি কিন্তু ভাবতে এসে বলতে পারলে এ কেমন ছি?

(ক্রমশ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা
স্ফুলিঙ্গ
৫ম বর্ষ — পৌষালী সংখ্যা
এতে লিখেছেন—ঐকান্তিলাল রায়, সজনী কান্ত দাস, আশাপূর্ণা দেবী, সুবোধ সরকার, প্রভাতের রাত্রি, ভবদেব রায়, বিমল মিত্র, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, এবং আরো অনেকে। প্রতি সংখ্যা আনা। অন্য মাত্র এজেন্ট আবশ্যক।
স্ফুলিঙ্গ কার্যালয়, কুমারডুবি (বাঁকুড়া)
(সি এন ২২০)

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত
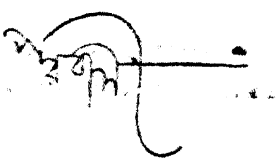
সভা
পুস্তকালিত
কাব্যগ্রন্থ
নাম
সূচীকা
সাহিত্য
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ১২

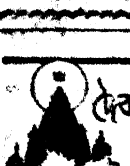

ধবল-অসাড়
যুগযুগের গবেষণা ও বহু বিদেশীয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে আবিষ্কৃত নতুন ঔষধ বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা নৈরাশ্যের শেষ আশ্রয়স্থল। ঐতিহ্যবাহী দেবী আয়ুর্বেদ ঔষধালয় (রেজি) কলিকাতা ২৯ ফোন ৫৭-২৪৭৮

# টাটার ৫০১ ধাঁটি গুঁড়ো সাবান দিয়েই আমি আমার সব কিছু কাচি

**তার কারণ**

- ৫০১ ধাঁটি গুঁড়ো সাবানে প্রচুর ফেনা হয় আর তাতে জামাকাপড়ের ময়লা আলগা হয়ে বেরিয়ে যায়।
- এতে খুব সহজে ও ভালোভাবে জামাকাপড় পরিষ্কার হয়।
- এর ভেতরে অপ্‌টিক্যাল ব্রাইটনার থাকায় শাদা কাপড় ধবধবে আর রঙীন কাপড় ঝলমলে দেখায়।

**তাছাড়া**

- ৫০১ ধাঁটি গুঁড়ো সাবান যে কোন কাপড় কাচার পক্ষেই সেরা—ফিনফিনে নাইলন, দামী বিদেশী বস্ত্র পশম কি সুতী কাপড় সব কিছু।

**বিনা আয়াসে কাচতে হ'লে**

টি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৭

জীবনে বায়স্কোপ হাতে প্রথম সেই প্রথম। তিনি চলে গেলেন, মনেও আর কেউ নেই, আমি চুপ করে পরপর হাতে নিয়ে বসে রইলাম। তাঁর অভিমান, ব্যথা, অপমান-বোধও বিন্দুটা, সব মিলিয়ে ভিতরটা যেন গুমরে গুমরে উঠতে লাগল খানিকক্ষণ। নীরবেই বসে বসে মুছতে লাগলুম চোখের জল, ওটাকে বিলুপ্ত করতে দিলুম না।

কিন্তু এর উপরেও কি উৎপীড়ন সেই বাড়িতে, নিতে মনে? সে যে আরও উৎপীড়ন হয়ে উঠল। পিছিয়ে গিয়ে ১৯২৩ সালের কথাতে এসেছিলুম। সেই সালেরই কথা বলে চলেছি। রবীন্দ্র কবে যাবে, তারই সন্ধানের ছিল প্রচণ্ড থিয়েটার দেখার শখ। স্কুলের পর সেখানে যেতেই একা, ফেলুদাদের পর সকালে হোল হয়ে বসে সেই থিয়েটারের গল্প। এরা কেউ-কেউ ছোটো মিলিটারি—সেনানিবাসে এদের পদও ছিল। সেই সব গল্প শুনতুম। একদিন এখানটায় একরকম করে পালিয়ে গিয়েছিল, ওখানে এমনি করে আটকা পড়েছিল। শুনে শুনে মনের মধ্যে আমারও চৌদ্দর হয়ে ওঠা অভিনয়ের। নাটক দেখা আর, এবার দেখা।

কিন্তু কবে আর দেখতে পেতেছি? ওদের মত অত নয়। সব মিলিয়ে দু'তিনখানা হবে। যেমন, যেবার পড়ল 'রাণাপ্রতাপ' অভিনয়। প্রতি বড়ো নাটকের পর পরীক্ষাটা অথবা প্রহসন হত থিয়েটার, সেসব আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হত না। কারণ, আমি ত বাড়িতে না জানিয়ে-লুকিয়ে গেছি—রাত শেষ করে ভোর বেলার ফিরলে কৈফিয়ত দেব কি বাড়িতে? বলা বাহুল্য তখন থিয়েটার ভাঙত ভোরবেলায়। মূল নাটক শেষ হয়ে ড্রপও পড়ল, আমিও সীট ছেড়ে উঠলুম—একা। তখনকার দিনে শেয়ারে ঘোড়ার গাড়িতে লোকে থিয়েটার দেখতে যেত অত বাস্-ট্রামের প্রাচুর্য তখনও হয়নি। ভোর রাত্রে থিয়েটার শেষে বন্ধুরা ঐরকম করে ফিরে আসত শেয়ারের গাড়ি ধরে—শেয়ারে আট আনা-দশ আনা পড়ত। কিন্তু, ফেরার সময় ঐ অত রাত্রে আমি শেয়ারের গাড়ি পাবো কোথায়? আমার মত মধ্যখান থেকে উঠে আসছে কে? দু'একখানা দৈবাৎ পাওয়া যেত, কিন্তু বাড়তি পয়সাই বা পকেটে কই? তাই ফ্রেঞ্চ পারে হেঁটে আসতে লাগলুম সেই কিছন স্ট্রীট থেকে ভবানীপুর, চৌৎপুরের পথ ধরে, চিত্তরঞ্জন আভিনিউর নতুন রাস্তা তখনও হয়নি!

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি যখন ফিরতুম, তখন রাত দেড়টার কম নয়। তারপর দরজা খুলে দিত। মা জিজ্ঞাসা করত, এতো দেরী যে।

শরীরের ক্লান্তি গোপন করে কোনক্রমে উত্তর দিতুম, বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল, খাওয়ার পর গল্প করতে করতে দেরী হয়ে গেল।

মিথ্যা আরও মিথ্যা টেনে আনে। বন্ধুর বাড়িতে খেয়ে এসেছি বলেছি, অতএব, রীতিমত ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও ঢাকা-দেওয়া থালা-শোভিত থালাটার দিকে তাকিয়ে নিষ্পৃহ কণ্ঠে বলতে হত, খাবো না।

অবশ্য, কেন যে খেতাম না বলেই এধরনের মিথ্যাভাষণে পার পেয়ে গিয়েছিলাম। মস্ত বিনয়ের। ঘন ঘন হলে এসব কৈফিয়তে কুলতো না।

কিন্তু থিয়েটার দেখাও ত কিছু হল, কিন্তু থিয়েটার না করলে ত চলছে না! মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা অস্থিরতা, কিছু করা চাই!


রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি এলবাম

রবীন্দ্র জীবন কথা:

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

অল্পপরিসর একখানি কোনো গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের সাহিত্য ও কর্ম সাধনা, তাঁহার জীবনকথার পরিচয় সাধারণ পাঠক যাহাতে লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার কর্তৃক এই গ্রন্থ বিশেষভাবে লিখিত, ইহা লেখকের সুবৃহৎ 'রবীন্দ্রজীবনী'র সংক্ষিপ্তসার নহে।

অপ্রকাশিত প্রতিকৃতি ও হস্তলিপির ("ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে") প্রতিলিপি, বংশলতিকা ও রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী সংকলিত। পৃ. ২২৬।

মূল্য কাগজের মলাট ৬, বোর্ড বাঁধাই ৮,

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী যে রবীন্দ্র-পরিচিতি-গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন ইহা তাহার প্রথম গ্রন্থ।

পরবর্তী গ্রন্থ

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রণীত

রবীন্দ্রস্মৃতি

বর্তমানে যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

স্বপ্নদা এক্সন বলত, আর না, আমরাও লুকিয়ে একটা থিয়েটারের ক্লাব করি।

স্কুলের ক্লাসের কাউকে কাউকে চুপি চুপি করলাম সে প্রস্তাব। তারা যেন সভয়ে শিউরে উঠল বললে, কাদের সঙ্গে?

প্রস্তাবকদের নাম বলতাম।

শুনে, তারা বলত—সর্বনাশ! ওরা সব খারাপ ছেলে! মিশিস নি ওদের সঙ্গে!

মনটা একটু বোধহয় থমকেও গিয়েছিল। কিন্তু কতক্ষণের জন্য? মনে হল, ওরা স্কুল-পালানো, স্কুলে-নাম-কাটানো ছেলে হতে পারে, কিন্তু কোথায় ওরা খারাপ? নাটকের অদম্য দুর্বারশক্তি আমাকে তখন টেনে ধরেছে, আমার মন দ্রুত ধাবিত হতে লাগল সেই দিকে।

অথচ ক্লাব যে করব ঘর পাবো কোথায়? যেখানেই আমরা যাই, ঘর নিয়ে গান-বাজনা করব শুনে সবাই একযোগে না-না করে ওঠে! শেষ পর্যন্ত অনেক গলদঘর্ম হয়ে, অনেক খোঁজাখুঁজির পরে, একটা বস্তিতে আস্তানা পাওয়া গেল। আমাদের অঞ্চলেরই কাছে তখন বিখ্যাত জলটুঙ্গির বস্তি ছিল, তারই একদিকে একটা খোলার ঘর। সেই খোলার ঘরে মহা উৎসাহে নাটকের মহড়া। কোথায় অভিনয় হবে বা আদৌ অভিনয় হবে কি না, এসব চিন্তা করার দরকার নেই, অভিনয় হবে, এ সম্বন্ধেও সন্দেহমাত্র নেই, শুধু নাটকের পার্ট বণ্টন করে নিয়ে নিজেরা নিজেরাই বার-বার অংশ মুখস্থ করে নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে তার আবৃত্তি! সেসব কী উন্মাদনার দিনই না গেছে!

কিন্তু, আমাদের সেই উচ্চ কণ্ঠ সেই বস্তিরও আর মধুর রস সহ্য একদিন হঠাৎই চুপ পড়ে গেল। মনের উৎসাহে আবৃত্তি করছি, এমন সময় দুর্দান্ত চেহারার এক মুসলমান পাড়া এসে সরকার কাছে হাজির। সরকারই গলায় প্রশ্ন করলে, কা হয় রহা হৈ হিয়ে হৈয়?

আমরা মহোৎসাহে স্বপ্ন হয়ে গেলাম। প্রতাপ সিংহের মন্ত্রণাকক্ষ। কিন্তু সত্যকারের ঘের তো যে ঠিক সেই সময় হাজির অত মনে নেই, সব কে যেন মাহুর্তে টুঁটি টিপে রুদ্ধ করে দিল। আমরা নিঃশব্দে কিসমে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পেছনে চেয়ে দেখি, বৈদ্য কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ, হাতে পাকা লাঠি। ঢুকিয়েই আমাদের বুক যেন জল হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললাম ছিমা চাহো হাম গানা বাজনা।

—গানা বাজনা? সে যেন খিঁচিয়ে উঠল, সাপ, সাপো, হামলে ছিপা গানা বাজনা নেহি হোগা। ইস হ্যায় ভদ্রলোকপল্লী, সমঝে? হটো ইহাসে। আবি হটো। তুরন্ত!"

উপায় নেই। বিনা বাক্যে এ বজ্রপাতকে মেনে নিতেই হবে। পরে শুনেছি ও-বাড়ির ও-অংশের কথায় গণ্ডা। কুথায় কি সুখ্যাত সেই মহাত্মা তা জানতে পারিনি, তবে চেহারাটাই সুখোচ্চিলম, টাঁ-ফোঁ করলে কোমরের সুকোনো ছোরাখানাই হয়ত বুকে বসিয়ে দেবে! কিন্তু, হারমনিয়ম-তবলা নিয়ে উঠে হেতে-হেতেও একটা কথা মনে না ভেবে পারিনি, গণ্ডাকারী বস্তিটাকে হঠাৎ 'ভদ্রলোকপল্লী' ঘোষণা করলে কেন? জলটুঙ্গির বস্তি সে সময় এত কুখ্যাত ছিল যে, কোনো ভদ্রলোক ওর ত্রিসীমানায় ও ঘেঁষবে বলে ওর ধারে দিয়েও হাঁটত না। তাহলে 'গান-বাজনা' এতদূরে নিচের জিনিস যে,


# দাঁত ওঠার ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীন্ কেমন করে দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।

দাঁত ওঠার সময়? বাড়ীর ব্যথা? একটা নরম কাপড়ে আপনার আঙুল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে একটু আঙুলটা ডুবিয়ে নিন তারপর আস্তে আস্তে শিশুর বাড়ীতে মালিশ করে দিন এবং তাড়াতাড়ী ব্যথা কমে যাবে আর এর মিষ্টি ও সুস্বাদ শিশুদের প্রিয়। এটী বিশুদ্ধ এবং পূর্ণশক্তি, ওষুধ হিসাবে, প্রসাধনে ও নানারকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে—আপনার হাতের কাছেই একটা বোতল রাখুন।

D.W.C.

**বিনামূল্যে** বিনামূল্যে পুস্তিকা : এই কুপনটী ভরে নীচের ঠিকানায় পাঠান : ফিনুরাল লিকার লিমিটেড, পোষ্ট অফিস বক্স নং ৫০৯, বোম্বাই।

আমাকে অনুগ্রহ করে পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীনের পূর্ণশক্তি ব্যবহার প্রণালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার ওষুধের দোকানের নাম ও ঠিকানা

PYG. 13-X30 BO

বিজ্ঞাপনদাতা : আই. ডি. আর্. (আই) প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

জলটুঙ্গির বস্তির মত বস্তির নিজস্ব 'ভদ্রতা'কেও অবিল করে তোলে।

খেয়ে কবে আর কী হবে, চলে আসতে হল। অথচ খোঁজাখুঁজি করে স্থান পাই না। আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন রয়াল ক্লাবের সভ্য, প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় নাম, কাঁসারীপাড়া রোডে তাঁর বাড়ি, ইন্ডিয়ান মুখুজ্যে রোড থেকে জলটুঙ্গির বাজারের মোড় পর্যন্ত এখন যে সেকেন্ড মেন রোড, সেটা তখন কাঁসারীপাড়া ছিল ওটা ঘুরে ঘুরে অম্বুনাথ পণ্ডিতের স্ট্রীটে গিয়ে পড়েছে ঘুরে ঘুরে ওপর পর্যন্ত। ইন্ডিয়ান মুখুজ্যে রোড অতিক্রম করলেই যে দিকে পড়ত তাঁর বাড়ি অবশ্য তখন ছিল তাঁর একবার খান কোনমতেই তা তুলে নিয়ে পড়বেন। থিয়েটারে তোড়ন তার পরে পরে অনেক পানও তুলে এনেছেন সব নাটকের পান হয়ত একদিনেই সব তুলতে পারতেন না, তাঁকে তিন থিয়েটারে সেখে আসতে হত। বৃহন্নলার পরিচালনায় ছিল বাইজীর পর্যন্ত পান থাকত সেই সব পান তাঁকে তিনের মধ্যে হলেও সম্পূর্ণ পানে পানে তুলে নিয়ে আসা তা বলে কেউ করত। মনে এই অবৈজ্ঞানিক তিনি অভিনয়ের না প্রতিদিন পানে-পানে হেরফের করত। একটিও তুল হত না কোথাও। থিয়েটারের বই তৈরির সঙ্গে একটিমাত্র মানুষই ছিলেন যাঁর কোনও সেই তিনি অভিনয়ের ছিলেন। হেরফের সঙ্গে হলেন থিয়েটার তাঁর বাড়িতে সঙ্গে পানওয়ালি রাখিয়ে রাখিয়ে। বেলাতেন। যাবে থিয়েটার সঙ্গে একান্ত তাঁর অনেক হলে সেখান ওর মাঝের নিজে একেবারে অভিনয় সেই সঙ্গে কোথাও একটিও হেরফের হবেছে না কিন্তু সঙ্গে পানে-পানেই কি মন ভরে? সাজা সাজাও কই? অথচ ওঁর বাড়ির হৈহৈরৈরৈ কাণ্ড এই সময় রাত্রে পান সেজা চলে বন্ধিতে কুলে করা ও আর চলে না।

আরেকজন ইংরাজী সাহেবের নাম মনে পড়ে। ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর বাড়ি বেলিলিয়াস রোডে। কিন্তু কোথায় জমায়েত হওয়া যায়? শেষ পর্যন্ত—মাঠে। কোন মাঠে? ইন্ডিয়ান মুখুজ্যে রোড আর কাঁসারীপাড়ার কুঁসা ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পানের দোকান ছিল একটি, তারপরে আস্তাবল, তারপরে মাঠ। সেই মাঠেই বসা হত। ফুটবল খেলার পর আমরা একসঙ্গে চলে আসতুম। সেই সময় আমাদের আরেক সঙ্গী জুটেছিল, তার নাম ভূতনাথ সিং—হিন্দুস্থানীই হবে—তবে বহুকাল এদেশে থেকে বাঙালীই হয়ে গেছে বলা যেতে পারে। তাদের ছিল মস্ত খাবারের দোকান, এবং ঘোড়া ও ঘোড়া-গাড়ির ব্যবসাও ছিল তাদের। ভূতনাথেরও লেখাপড়া হয়নি, ও-ও স্কুলের নাম-কাটানো ছেলে, নাটকে খুব ঝোঁক ছিল।


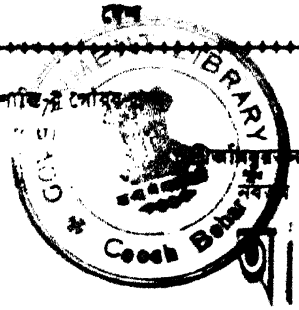


শান্তি-শ্রী সৌরভ-মণ্ডিত

শ্রীঅমিয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নবতম মহান কাব্য

# আসন

অমিয়ভূষণের কবিতা ও কাব্য সম্বন্ধে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একবার লিখেছিলেন: "তিনি শুধু কবি নন, রসিক ও পণ্ডিত। তাঁর রচনারীতি ও ছন্দবোধের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর ... গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধের যে পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা নেই ... অমিয়ভূষণের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ অসম-পাঠে এর চেয়েও গভীর ছন্দের কবিকে অভিনন্দিত করতে হবে। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ইতিই বলেছেন: "বাংলার ঐতিহ্যচেতনার অমিয়ভূষণ সেই গভীরতার সন্ধান পেয়েছেন সমস্ত সার্থক রচনার যা একমাত্র উৎস"

কবিতা পড়ুন ... পরম উপন্যাসের মতো কবিতা-ও যে আগ্রহভরে হয়ে পড়তে হয় ... ছন্দমাধুর্যে অমিয়ভূষণ-ই তা প্রথম করেছেন।"

প্রিয়জনদের উপহার দেওয়ার মত প্রকাশিত মনোরম কাব্য। অসম ঃ ৭-০০ ঃ

শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ঃ ৩৫-২০৩২ ঃ



# ক্যান্থারল

ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল

অভিজাত অয়েলের সহিত অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈলের বিজ্ঞান-সম্মত সংমিশ্রণে প্রস্তুত অনুপম সুবাসিত কেশতৈল।

৩ আউন্স শিশি-কার্টন সমেত ও ১০ আউন্স শিশি কার্টন ছাড়া পাওয়া যায়।

দি কলিকাতা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা—২১

খাবারের দোকানের দিকে তেমন ঝোঁক ছিল না ওর বাবার মতো, ওর ঝোঁক ছিল বরং ঘোড়া ও ঘোড়ার ব্যবসার দিকে। পরবর্তী কালে ওর বাবা মারা যাবার পর ঘোড়ার ব্যবসাটা নিজে দেখত আর ফলাও করেছিল, নিজে ভালো ঘোড়সওয়ারও ছিল সে।

এই যে ভূতনাথ সিং, এ জোগাতো আমাদের ঠাণ্ডা জল। আমরা গল্প করছি, প্রফুল্ল-বাবু গান গাইছেন খালি গলায় অবশ্য, আর মাঝে মাঝে ভূতনাথ তাদের খাবারের দোকান থেকে নিয়ে আসছে গেলাস আর ঘটি ভরে ঠাণ্ডা জল।

murphy radio

গৃহকে আনন্দোজ্জ্বল করে !

মার্ফি রেডিও এণ্ড ইণ্ডিয়া লিঃ, বোম্বাই—১২

MR/87


শুনতে শুনতে তারও থিয়েটারের নেশা জমে উঠল। সে হঠাৎ একদিন বললে, তাদের বাড়ির বৈঠকখানায় রিহার্সাল হতে পারে। তবে, সব দিন নয়। শনিবার আর রবিবার।

—তাই সই। কিন্তু, এতদিন বলিসনি কেন।

ভূতনাথ সলজ্জ হাসল একটু মুখ নীচু করে।

আমরা আবার উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। এ একেবারে পাকা বাড়ি—বড়ো বৈঠকখানা, বসবার খোলার সেই সব মাঁতসেঁতে ঘর নয়। তাছাড়া, হারমনিয়ম-তবলা নিয়ে বসতে-না-বসতেই সে উঁকিঝুঁকি দেবে, এমন মনে হচ্ছে না।

তাই হল। দেখলাম, ভূতনাথের বাবা লোক ভালো। তবু তেমন তাঁর ছেলের প্রতি। আমরা ছেলের বন্ধু, আমাদের ওপরও তাঁর স্নেহ জন্মাল। ক্রমশ এমন হল, আমাদের জন্য বৈঠকখানা প্রস্তুত ছাড়াই সিগন্যাল বাজতে থাকে। আমাদেরও তখন মহড়ায় এই নেশা যে, খোলাখুলি নিয়মিত আর হয়ে উঠে না, শুধু এই ছিল যে স্কুলের নামটা আর করতে দিই। ওটা গোপন রেখে গেছি।

মহড়ায় প্রথমেই প্রলগ্নটা সিলেক্ট করতে হয়। খুব মুখস্থ করতে হয়েছিল ওকে। প্রথমদিন মুখস্থ করায় প্রলগ্ন ছাড়া ছিল না, ঐ মহড়া দিয়েই আমাদের অনেক অভ্যাস হয়েছিল, অনেক কিছু শিখেছি। আর্টিস্টদের কোন ক্যারেক্টার কেমন হবে সে যার সেই ক্যারেক্টারের পার্টটা নেবে এসেছে, তার কাছ থেকে, অবশ্য যতটুকু তাদের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব। বলিষ্ঠ আমাদের কল্পনা। বলিষ্ঠ হয়ে আমাদের ফুল রিহার্সাল। অর্থাৎ হাইস্কিল বালিকা প্রথম ড্রপ তোলা থেকে শেষ যবনিকা পতন পর্যন্ত। ড্রপ তো প্রকৃতপক্ষে ছিল না, হাইস্কিলের শাড়িটাই ছিল ড্রপের নিদর্শন। আর, সখীদের পদ-পুলি নেবে নিতেন প্রফুল্লবাবু। শুধু সখী কেন, অন্য সবার গানও। তাঁর জন্য তাঁকে বলতে হত না। হারমনিয়াম নিয়ে তিনি একেবারে রেডী। আর্টিস্ট-এর পরই হয়ত গান আছে, গানের পর সংলাপ, তারপরে আবার গান। দেখতে হত না, সংলাপও থেমেছে, ওঁরও গান শুরু হয়ে গেছে।

এই মহড়ার নেশা এত পেয়ে বসেছিল যে, স্কুলেও নিয়মিত যাওয়া হত না। বেশুদিন টিফিনেরও ঘণ্টা পড়েছে, আমিও চলে এসেছি। ১৯১০ সালের কথা ? গোপনে থিয়েটার দেখাও বেড়ে গেছে। 'তপোবল' 'অশ্রুবারি' ও দেখেছি। ইতিমধ্যে স্কুলে হল কী, আমি তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি, আমাদের কলেজ বিভাগে ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে এসে ভর্তি হলেন ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র।

## ডাক্তার হউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়াশুনা করে সরকার দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কলা কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিন। বিনামূল্যে প্রোসপেক্টাস-এর জন্য লিখুনে।

**Indian Homeopathic College**
(DC.) Jullundur City.



বাইওকেমিক

## গার্হস্থ্য চিকিৎসা

ডাঃ ইউ, এম, সমদ্দর, এল, এম, এস প্রণীত এই পুস্তকে পঁচিশ বিরেণ ও চিকিৎসার জটিল সহজ ভাষায় লিখিত আছে। গৃহস্থেরা জটিল সহজেই এই পুস্তকের সাহায্যে চিকিৎসা করিতে পারিবেন। মূল্য ২.৫০।

**সামন্ত বাইওকেমিক ফার্মেসী**
৩৮/২ কালীপদ ঘোষ রোড, কলিকাতা-২
বাইওকেমিক ওষুধ এবং পুস্তকাদির বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান।



১০ম

## টি-বি সীল

### বিক্রয় অভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২।১০।৬৯
সমাপ্তি হবে ২৬।১।৭০

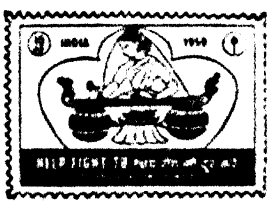

প্রতি বছর সীল বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিঃস্বদের যক্ষ্মারোগীর নিরাময় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যে ব্যয়িত হয়ে থাকে। পশ্চিম বাংলায় যক্ষ্মা-প্রতিরোধ অভিযানে আপনার সক্রিয় সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক।

**বঙ্গীয় যক্ষ্মা সমিতি**
প্লট ২১, স্কীম ৬৯, সি আই টি রোড, কলিকাতা—১৭

(১১৬)


তিনি উত্তরকালে "রিহার্সাল ডিরেক্টর" করেছিলেন "থিয়েটার রোডে"-এ। সেটা এখন গ্র্যান্ড হোটেলের নীচেকার 'গ্রসেস' নামের বিখ্যাত সরাইখানা। ধীরেন্দ্র মিত্রের ছিল প্রথম 'থিয়েটারের' লখ। তিনি আমাদের সেই অধ্যাপক সুধীর চ্যাটার্জীকে সুপারিশ করে প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করলেন থিয়েটার করার। স্কুলে-কলেজে একটা ঢিল-ঢিল পড়ে গেছে যেন। অমনি মনটাও যেন মুহূর্তে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। একে ওকে-তাকে জিজ্ঞাসা করে বেড়াই, কী 'থিয়েটার হবে? সদুত্তর পাই না। অবশেষে গিয়ে ধরলুম একেবারে সাধীরনাদুকে। গম্ভীর গলায় তিনি উত্তর দিলেন—রঘুবীর।

—কবে হবে?

পূজোর আগেই।

—স্কুলের ছেলেরাও করবে ত?

—হ্যাঁ, স্কুল, কলেজ আর এক-স্টুডেন্ট সব মিলিয়ে।

প্রবল উৎসাহে মনটা যেন নেচে উঠল। তার কাছ থেকে বইটা সংগ্রহ করে যেন পড়তেও শুরু করেছি। মনের মধ্যে পার্ট নিয়ে মুখস্থও শুরু করেছি। এবং এল মহালয়া, তিন চারটে পার্টই পছন্দ হয়ে গেছে, মন বলছে, কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরি? সব কটাই মুখস্থ করে ফেলা। এবার অভয় পত্র কে? এবার সাঁঝ সাঁঝ পায়ে উঠে সেই কলমকে পেলাম, মুখে জলছে বড়।

কিন্তু হা হতোস্মি! কেন পরের সমস্ত বইটা আগা মুড়োসুদ্ধ পেল সিলেন হয়ে! শুনলাম স্কুলের ছেলেদের না নিয়ে নয়, এমন ইস্কুলমাস্টার খুঁজে ছোট ছোট পার্ট দিয়েছে, কোনটার মুখে স্রেফ একটা কথা আছে, কোনটার মুখে তা-ও নেই। তার আমাদের ভাগে সেটুকুও জোটেনি। আমরা হলুম সাজঘরে।

এক-স্টুডেন্ট হিসাবে 'নিলকণ্ঠ চক্রবর্তী' মশাই এসেছেন শেষ করতে, এক স্টুডেন্ট হিসাবে এসেছেন হরিমোহন বসু। উত্তরকালে অভিনেতা হিসাবে 'নিলকণ্ঠবাবু' বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, হরিমোহনবাবুও নাম করেছিলেন। এক-স্টুডেন্ট হিসাবে আরও একজন এসেছিলেন, তাঁর নাম রঙ্গলাল দে। রঙ্গলালবাবুর মুখোপাধ্যায়। ইনি সুগায়ক, সুগায়ক এবং নাট্যশিল্পে অভিনয় করতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। উত্তরকালে নাট্য-চিত্রাভিনেতা হিসাবে এত যশ অর্জন করেছিলেন যে, মফস্বল থেকে প্রচুর ডাক আসত ওঁর। ওঁর মাতা উৎসাহী অভিনেতা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় আজকাল। আর ছিল আমাদের সংগে পড়ত ভাগন আচার্য বলে একটি ছেলে, তার ছোট ভাই নন্তু—কালো নাম, বসন্ত আচার্য। স্কুলের দুটি ছেলে, সুরেশ


## ফলিত জ্যোতিষ

জ্যোতিঃশাস্ত্রী শ্রীহরিহর মজুমদার বি, এল, এ, সি, আই, আই (লন্ডন)
প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ গ্রন্থ। কোষ্ঠী বিচারের উচ্চপ্রশংসিত প্রামাণ্য গ্রন্থ। ৩.২৫
প্রোপ্রাইটর্স লাইব্রেরী, ১২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২



**জাগরী** ৪র্থ বর্ষ সচিত্র মাসিক। বার্ষিক—২.৫০ টা
• সহজ ভাষায় আলো কবিতা-সাহিত্যে জ্ঞানোন্মেষকারী প্রত্যেককে যথাসময়ে ফলাফল জানানো হবে। জাগরী পৌষ। বিশেষ সংখ্যায় লেখা পাঠাতে পারেন।
উপহারের শ্রেষ্ঠ বই।
**সাগর পানে ছিরি** (২.৫০)
সহাক ৩.৫৫
JAGARI Calcutta—3.
(সি ১২৩৬)



শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
সর্বাধুনিক উপন্যাস
## হে নিরুপমা
মূল্য—২.৫০ নঃ পঃ
শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
অনবদ্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
**পতিতা ধরিত্রী**
মূল্য—২.৫০ নঃ পঃ
শচীন্দ্রকুমার রায়ের
বহুবে নূতন ডিটেকটিভ উপন্যাস
বিমান বোমে বোম্বেটে ... ৩.০০
শত্রুকন্যার নারী ... ২.০০
চক্রান্তজালে নারী ... ২.০০
গিরিচূড়ার বন্দী ... ২.০০
**প্রমদা প্রকাশনী**
৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯
(সি ১২৩৬)

পেপ্‌স্ দ্বারা ব্রণকাইটিস্ সত্বর ভাল হয়

বিশ্ববিখ্যাত গলার ও বুকের বড়ি

গলার ক্ষত ব্রনকাইটিস্, কাশি এবং সর্দি পেপ্‌স্ গলার ও বুকের বড়ি তাড়াতাড়ি সারিয়ে দেয়। পেপ্‌স্ চুষে খাবেন, এর আরোগ্যকারী ভাপ কি ভাবে কাজ করছে। কি ভাবে রোগের বিষাক্ত ও জীবাণু ধ্বংস করছে।

পেপ্‌স্ গলার ও বুকের বড়ি

যে কোন ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়।

সি. ই. ফুলফোর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

FPY 56 BEN

পরিবেশক—মেসার্স কেম্প এণ্ড কোং লিঃ ৩২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২


রায়চৌধুরী, সে করেছিল সখার মার পার্ট, আর ওই বসন্ত, ও করেছিল 'পরীবাবু'র পার্ট—এই দুটিই ছিল স্কুলের ছেলে, যারা বড়ো পার্ট করেছিল। রিহার্সাল আমরা দেখতে যেতুম, কিন্তু হৈ-হল্লা করতুম। মাস্টাররা বিরক্ত হতেন, মুখ ফিরিয়ে চক্ষু রক্তবর্ণ করে প্রশ্ন করতেন, কী হচ্ছে কী?

আমরা নিশ্চুপ। কয়েকটি নিষ্পাপ ভালোমানুষ যেন চুপচাপ বসে আছি পিছনের সারিতে।

কখন যেন রিহার্সালের সময় এক দূতের প্রয়োজন হল। কে করবে দূত? খাতায় লিস্ট দেখে আমার পরবর্তী এক বন্ধুর নাম উচ্চারিত হল। কিন্তু কোন সাড়া নেই। কে যেন আঙুলে দিয়ে দেখিয়ে দিলে,—ঐ যে ওখানে বসে আছে।

মাস্টার ডাকছেন। বন্ধুবর বলে উঠলেন, 'পার্ট করবো না স্যার।'

—কেন?

কেনর উত্তর তাঁর অভিমানবশতই সে দিল না। চুপ করে রইল। শিক্ষক মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে সে শিক্ষক সংক্ষিপ্ত, অথচ সুস্পষ্ট উত্তর দিলে বাড়িতে কারণ আছে।

যুক্তিসঙ্গত উত্তর।

কিছুক্ষণ পরে আবার এলো এক দৃশ্য সৈনিকের ভূমিকা। আবার রব উঠল, সৈনিক—সৈনিক!

ওদের কে বলে উঠলো আমার নাম। বলে উঠল, ও বাইরে রিহার্সাল দেয় স্যার, ও পারবে।

কিন্তু আমার তখন অভিমানে ঘা লেগেছে। দ্বিতীয়ত, 'বাইরে রিহার্সাল দেয়' এটা সুসংবাদ নয়—অভিভাবকদের কাছেও নয়, শিক্ষকদের কাছেও নয়। মনের মধ্যে হঠাৎ একটা মতিবর ভাব এসে গেল, বললুম—'করব না।'

—তোমারও বাড়িতে বারণ আছে নাকি?

—বারণ না থাকলেও করব না।

—কেন?

—ওসব নির্বাক সৈনিকের পার্ট-টার্ট আমরা করব না। বলে সপ্রতিভভাবে পট্ পট্ করে সেদিন বেরিয়ে এলুম হল থেকে।

গোলাম আমার ওখানে পড়েনি।

—তোমরা কী বলো? তোমরা ত করবে না।

আমরা রিহার্সাল দেখব।

শিক্ষকমশাইরা আর কিছু বললেন না। আমাদের মত আরও অনেক বসে মহড়া দেখছে। তাদের মধ্যে বসে আমরা মাঝে মাঝে চিৎকার বা হল্লা করে উঠতুম।

বাসায় পড়ুয়া মহাশয় রব উঠল—কে—কে?

আমরা ভালোমানুষের মতো মুখ করে চুপচাপ রইলুম।

কিন্তু ধর পড়তে হল। কজন ছাত্রের মধ্যে থেকে গোলমালকারীকে ধর

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর ক'রে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে। রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

• বিনামূল্যে একসেট পলতে
• যে কোন অংশ সহজলভ্য

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

PATENT NO. 62354 OF—'57

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA.O. M.198

আদৌ কঠিন ছিল না। একজন শিক্ষক বললেন, 'ওরকম ইচ্ছা করলে হল থেকে বার করে দেবো।'

তার মানে! আমরা কি স্কুলের জন্য নই? বেশ করব, আমরা হল-এ থাকব।

এমনি গোলমাল দিনের পর দিন। বেড়েই চলল মনোমালিন্য। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, আমরা বন্ধুরা যে যার দিকে সরে সরে দাঁড়িয়েছে, শিক্ষক মহাশয়ের বিষদৃষ্টিতে পড়ে গেলাম—আমি একা।

একদিন একজন শিক্ষক আমাকে একেবারে ধরে নিয়ে গেলেন হেডমাস্টার পূর্ণচন্দ্র হালদার মহাশয়ের কাছে। নালিশ করলেন আমার নামে।

পূর্ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন বেঞ্চের ক্লাবে নাকি দুই বিদেশাগত শিক্ষক ছাড়া স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য গোলমাল করিনি।

এক রোখা হয়ে সেই যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম একটি কথাও আর বললাম না। বলবার না ছিল এও আমিই গোলমাল করিনি। বলবার না ছিল যে থিয়েটারকে আমি এই অজুহাতে সেই থিয়েটারে আমাকে পাঁচটি টাকা দিয়েছি। সে থিয়েটার নিয়ে দাঁড়িয়েও আমার পক্ষের কথা নেই। সে থিয়েটারে আমার যাওয়া হয়ে নেই বলে—কথা বলা সব কটা আমার জানার হয়ে মুখস্থ—সেই আমার বলা হয়নি। নিরীক্ষ শিক্ষকের কটি কথা হয়ে না আমার অভিযোগ কিনা কিছুই বোঝলাম না। ওঁর বলবার কথা শেষ হল।

এবার হালদার মশায় এলেন কাঁদবার। বলতে হবে। কেন করতে হবে। কেন করতে হবে। কেন করতে হবে।

ফলের হয়ে ইতিমধ্যে শুনে নিয়ে বন্ধুদের মন নিয়েই ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু এ মনোভাবের কথা সেদিন বলবার মত ছিল না কেননা সে শুধু শিক্ষক মহাশয় নিজে শুনবেন তা নয় ইস্কুল অপরাধী বিচার করবেন। কেন কেউ আমাকে সমর্থন করতে পারছে না আমার মন যে কি চায়, সেটা পরিষ্কার কেউ বুঝতে না কেন? বোঝাতে পারি না, কিন্তু বুঝে নেবারও কি কেউ নেই?

দুঃখানের বাড়ির মহড়ার আরও জোর যেন আমাদের বেড়ে গেল। এলো ১৯১১ সাল। উঠলাম ফার্স্ট ক্লাসে। "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনয় দেখে এলাম একদিন এই সালেই। তারপরে মোহনবাগানের কাছে নেওয়া। ইলিয়ট শীল্ড-এ খেলতে গিয়ে আমার অ্যাকসিডেন্ট। বাড়িতে বেশ কিছুদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকা। তারপরে আবার পুজোর আগে স্কুলে থিয়েটারের উদ্যোগ। শুনলাম, এবার বই হবে স্থির হয়েছে, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঙ্গাবতী'। গতবার গোলমাল করে হেডমাস্টারের বেত খেয়েছিলুম


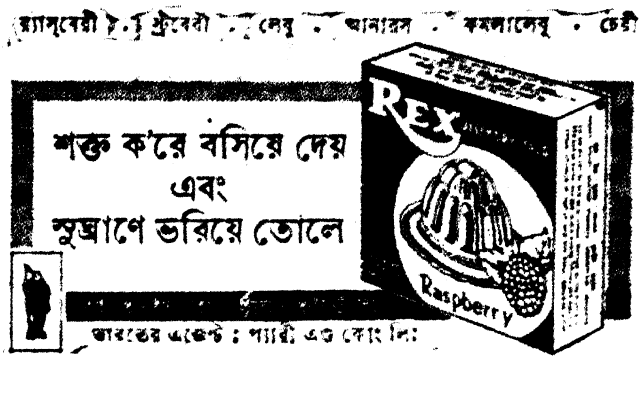

বলে এবার আমাদের নাট্য সম্পাদক ধীরেন-বাবু, যার কথা একটু আগেই বলেছি, তিনি আমায় ডেকে বললেন স্টেজ করতে।

শুনে মনে হল, উনি আমাকে কর্তাগাই করছেন। আমি গোঁ ধরে রইলাম। থিয়েটারও করব না, গোলমালও করা চাই। দেখি, আমার কথা প্রিন্সিপাল সাহেবের কান পর্যন্তও গেছে।

সব মিলিয়ে যা দাঁড়ালো, তাতে আমাকে যেন ভিতরে ভিতরে ক্ষেপিয়েই দিলে। ওঁরাই যেন আমাকে ক্রমাগত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তিক্ততা বাড়িয়ে দিলেন, নইলে প্রথমটায় আমি ঠাণ্ডা হয়েই ছিলাম। কয়েক-বার জরিমানা পর্যন্ত করলেন তুচ্ছ অপরাধ ধরে, কয়েকবার শাস্তিও দিলেন। আমিও ছিলুম একবগ্গা গোছের।

রঙ্গাবতীতে এবার সেই-সব Ex-student'রাই এসেছেন, আমার বন্ধুরাও সব গেছে, গেল আমার সহপাঠী প্রবোধ বন্দ্যো-পাধ্যায়—বাড়ি ছিল তার তেঁলিনী পাড়ায়। যেতে পারলাম না শুধু আমি। আমার মন কেমন যেন সায় দিল না কিছুতেই। এ-নিয়ে রীতিমত মনোমুখ্য চলেছিল কয়েকদিন। রীতিমত বিরোধ। কয়েকবার কথা-কাটাকাটি, বাদানুবাদ। আমার মন সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, এরা কেউ আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন না। হয়ত করুণা করে এবার এক কাটা সৈনিকের পার্ট বড়োজোর দেবে, এর বেশী এদের কাছে আশা পরাহত করতে মন চাইল না।

শেষে অশান্তি এতদূর পর্যন্ত গড়ালো যে, আমি স্থির করলুম, স্কুল ছেড়ে দেব। অথচ, সামনে ডিসেম্বর, তারপরই বছর ঘোরিয়ে ১৯১২-র মার্চ মাসে পরীক্ষা। বাড়িতে কতো আমাকে বোঝানো হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, আমার যে-কথা সেই কাজ। বললাম, ও স্কুলে আর পড়ব না। ট্রান্সফার নেব।

বাবা একদিক দিয়ে ভাবলেন, কথাটা মন্দ নয়।

তাঁর মনে হয়েছিল, ছেলেকে কলকাতায় না রেখে বাইরে পাঠানোই ভালো। তাহলে যদি মানুষ হয়। এখানে ত বদসংগে পড়ে উচ্ছন্নে যেতে বসেছে!

মধুপুরে সাব আণ্ডারে তখন একটা স্কুল করেছেন George V. Coronation School—ঠিক হলো সেইখানে আমাকে পাঠানো হবে পড়তে। অবশ্য জামতাড়া স্কুলও তখন নামকরা স্কুল ছিল।

কিন্তু ওখানে আমাকে পাঠিয়ে কোন লাভই হবে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আগে সেশনের মাঝের একটা স্কুলেও ভর্তি করা হবে না। অতএব, যাওয়া হলো না কোথাও। এদিকে ফল হলো এই আসন্ন মার্চে পরীক্ষা দেওয়া সে আর বুঝি হল না। অসম্ভব ডিসেম্বরে টেস্ট। কিন্তু কোনো স্কুলে না পড়ে টেস্ট দেওয়া যায় কী করে, প্রাইভেট? আমরা মনস্থির করে ফেলে মনে তখন ছিল না। প্রতিভাকে ঠিকিয়ে হবেন, আমার তত ঠিক ছিল না আমি যথারীতি পরীক্ষার মুখে স্কুল বন্ধ হবার আগের দিন —সেদিন জানতে পারলাম স্কুলে থিয়েটার রঙ্গাবতী'। সে সবের আয়োজন দেখতে লেগেছে দু'পয়সার দিকে। স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। একপাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ কাজ দেখছি। এমন সময় উদ্যোক্তাদের কে একজন যেন আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। আমার ওপর হয়ত রাগ ছিল, তাই তাঁর স্বরে ঝাঁজ উঠলো: তুমি এখানে কেন?

—স্টেজ দেখছি।

—তুমি আর এ স্কুলের ছাত্র নও।

শুনে, আমার মাথার যেন রক্ত চড়ে গেল। চলে এ একজনকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, রীতিমত গালাগালি দিয়ে উঠলাম। ওঁরা আরও বেগে গেলেন ছেড়মাস্টারের কাছে নালিশ করতে।

এক সময় তাকিয়ে দেখি, সত্যই হেড-মাস্টার পূর্ণবাবু আসছেন এগিয়ে হনহন করে। আমি করলাম কী, সামনের গেটের দিকে ছুটলাম। কিন্তু আমি পৌঁছবার আগেই গেটটা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত অন্য উপায় না দেখে রেলিং টপকে পালালুম, ওঁরা আর ধরতে পারলেন না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও প্রতিজ্ঞা করলাম, একখানা কার্ড জোগাড় করে যেমন করে হোক আজসন্ধ্যায় ওদের "রঙ্গাবতী"-র দর্শকরূপে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবেই।

(ক্রমশ)


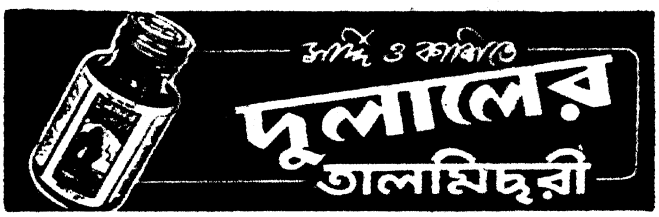


সর্বক্ষণ প্রফুল্লতার জন্য

মধুর সুগন্ধযুক্ত, মোলায়ম ট্যালক্ পাউডার এবং অন্য টয়লেট পাউ-ডারে নেই, ত্বকের দাগ এবং ঘামের দুর্গন্ধ উৎপাদক জীবাণু বিনাশকারী জি-১১* যুক্ত...তবুও গোদরেজ টয়লেট পাউডারের দাম বেশী নয়।

অতি সত্বর ঘামাচি, চুলকানি স্থায়ী-ভাবে দূর করে...তাই শিশুদের বিশেষ উপযোগী।

গোদরেজ

টয়লেট পাউডার

দুর্গন্ধ নিবারক ত্বকের পরিচর্যা করে সুগন্ধযুক্ত আনন্দদায়ক

সর্বাপেক্ষা সুফল পেতে হ'লে সিল্ক দিয়ে স্নানের পর ব্যবহার করুন।

(* পেটেন্ট হেক্সাক্লোরোফিন)

গোদরেজ সর্বশ্রেষ্ঠ সাবান ও অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রীর নির্মাতা

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

এবার শীতে পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যের অন্ধকার নামতে দেখা যাবে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সপ্তর্ষিমণ্ডল চেনা খুব সহজ। তারা সাতটি। এরা যেন সাতজন ঋষি এক সঙ্গে একটি সরলরেখায় দাঁড়িয়ে আছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল খুঁজে বার করতে হলে উত্তর আকাশে ধ্রুবতারাকে খুঁজে নিতে হবে। ধ্রুবতারা চেনা খুব সহজ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের শেষ দুটি তারা ধরে সোজা উত্তরে তাকালে ধ্রুবতারা চোখে পড়বে। ধ্রুবতারা সপ্তর্ষিমণ্ডলের মতো উজ্জ্বল নয়। তবে ধ্রুবতারা চেনা খুব সহজ। ধ্রুবতারা চেনার আরও একটি সহজ উপায় আছে। সেটি হল কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল চিনে নেওয়া। কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডলের তারাগুলি ইংরেজি W অক্ষরের মতো সাজানো। সপ্তর্ষিমণ্ডল যেমন সব সময় পশ্চিম আকাশে দেখা যায়, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তেমনি সব সময় পূব আকাশে দেখা যায়। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন পশ্চিম আকাশে নামতে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন পূব আকাশে উঠতে থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন পশ্চিম আকাশে ডুবে যায়, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন পূব আকাশে মাথার উপর উঠে আসে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন পূব আকাশে উঠতে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন পশ্চিম আকাশে নামতে থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন পূব আকাশে মাথার উপর থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন পশ্চিম আকাশে নিচু হয়ে থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন উত্তর আকাশে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন দক্ষিণ আকাশে থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন দক্ষিণ আকাশে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন উত্তর আকাশে থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন উত্তর আকাশে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন দক্ষিণ আকাশে থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন দক্ষিণ আকাশে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন উত্তর আকাশে থাকে।

কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল চেনা খুব সহজ। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন পশ্চিম আকাশে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন পূব আকাশে থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন পূব আকাশে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন পশ্চিম আকাশে থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন উত্তর আকাশে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন দক্ষিণ আকাশে থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন দক্ষিণ আকাশে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন উত্তর আকাশে থাকে।

কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল চেনা খুব সহজ। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন পশ্চিম আকাশে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন পূব আকাশে থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন পূব আকাশে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন পশ্চিম আকাশে থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন উত্তর আকাশে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন দক্ষিণ আকাশে থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন দক্ষিণ আকাশে থাকে, কাশ্যপী নক্ষত্রমণ্ডল তখন উত্তর আকাশে থাকে।

হওয়ার ভণিতা করলেন। তারপরে চোখটা করলেন বারান্দার ছাদের দিকে। শেষ পর্যন্ত সেখানেও হতাশ না হয়ে। তাঁর অসুস্থ, মৃদু ঔত্তেজিত, অস্থির শরীর যেন পাখার মতন হালকা। মন উড়তে চাইছে কিন্তু ডানা নেই, নেই...অবিনাশ আবার তাকালেন সুষমার দিকে...আমি যাব...তাঁর দৃষ্টি করুণ হলেও ক্ষীণ এবং তাঁর অবচেতনে সন্দেহ, আচ্ছন্ন। অসুখ এক বিমর্ষতা মুখে। সমস্ত ছাদে কাশফুল ফুটে, এবং সেই কাশফুল সমস্ত বাড়ির আটকানো অসহায় পাখির বুকের অস্থিরতা মিলিয়ে। ঘনায়মান বড়ত্ব। নিস্তব্ধতা পর্যন্ত স্তব্ধ।...সুষমা" অবিনাশ ডাকলেন করুণ ক্লান্তির গলায়।

সুষমার চোখ সমস্যা কাঁপল, ওপাশের চৌকি অসহিষ্ণু হয়ে বিয়ে কঠি পাতায় মন্দু শব্দের আওয়াজ মনে অল্প নড়ল। চৌকি ছোট ছেলে এইল সে কাজে খুলল না। ...আমি চাই সুষমা, আমার সময় হল এবার...মৃদু, ক্লান্তিময় অবিনাশ, চোখবন্ধ মুখে। হাই তাদের কাছে স্থির ভাবে, নষ্ট এক ফিকে অস্থিরতার হতাশা ছায়া কাঁপল।

সেদিকে তাকাল সুষমা। সে নড়ল না, তাকাল না তাঁর মুখে। তার প্রতিবাদের ধারে নয়, তাঁর কথা শুনতে পায় নি। অন্য প্রার্থনার বিনম্র ভঙ্গিটুকু পালনে সংকল্পের কোনো উৎসাহ নেই সুষমার। স্থির অচঞ্চল নিশ্চিন্তের ক্লান্তি তার, অবসাদ হাতের পাতাটুকু মুখে।

আমি নেই সুষমা...এবার তোর।

সুষমা মুখ ঘোরাল না।

বিকেল গড়াল, সময় হয়ে গেল অনেক।

সময় হয়ে গেল, সুষমা শুনছ না।

এমন সময় ঝোপঝাড় কোপঝাড় ঝোপঝাড় ঝাড়ি সুষমা।

সুষমা অন্য সময় প্রতিবাদ আপত্তি এক হয়ে মুখে

সুষমা অবসাদ আসছে আমার ভেতরে সব কিছুর থেকে অনুভব হচ্ছে। একটু বিশ্রামের জন্য ব্যাকুলতা ঘনিয়ে। সুষমা তুমি কথা শোনো আমার আমার সময় হয়ে এসেছে। তুমি নিজে আমাকে আমার বিশ্রাম দাও। আমাকে। তিনি আমার চাইছি মুখ। আমাকে তুমি নিজের হাতে দাও। আমি চাই সুষমা। তুমি আমার কথা শোনো। তুমি আমার কথা শোনো। আমি চাই সুষমা। তুমি আমার কথা শোনো। আমি চাই সুষমা। তুমি আমার কথা শোনো। আমি চাই সুষমা

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের মর্মস্পর্শী গ্রন্থ

## ডোভার পেরিয়ে

ভারতীয় সামরিকশিক্ষাবিদী সংঘের আমন্ত্রণলিপি নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। সেখানে ছ'মাস ট্রেনিংয়ের পরিশেষে তিনি ফিরেছিলেন ইংলণ্ডের নয়, নিজের দেশের। সেখানে তাঁর যা কিছু দেখা, যা কিছু শোনা, যা কিছু ভাবা, সবই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইংলণ্ডের জীবন যে কতখানি আন্তরিকতার ভালবাসার ও অনাবিল পরিচয়ের পুরস্কারিত হয়ে ওঠে, তারই সুন্দর আলেখ্য এঁকেছেন লেখক। পড়তে পড়তে মনে হয়, আমাদের দেশের জীবনযাত্রা কেন এমন হয়ে গেল, কেন এমন হতে পারল, তার বেদনা ঘুচবে কবে।

## ডোভার পেরিয়ে

আট সেপারেট উইনডো কভার। প্রথম আবরণী কালো। প্রথম আবরণী ছাপা। সোনালী অক্ষরে নামপত্র। মূল্য : ৬·৫০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(বি ১১১৩)

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের

## কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার

অধ্যাপক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা [illegible] ভূমিকা সহ।

মূল্য : ২·৭৫

### প্রাচীন কাব্য

### সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

[illegible] ঈশ্বরচন্দ্র [illegible] ভূমিকা সহ।

[illegible] ঈশ্বরচন্দ্র [illegible] [illegible] [illegible]

নিত্য ব্যবহারে
নিম
টুথপেষ্ট
একটি ক্যালকেমিকো অবদান
ছেলেবেলা থেকে এই টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত শক্ত ও মাড়ী সুদৃঢ় হয়।

মাথাধরা,
পেশী ও গ্রন্থির বেদনা,
সর্দি-জ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জায়
নিরাপদ ও
নিশ্চিত
আরামের জন্য
এলসিড

বেঙ্গল ইমিউনিটি
কোং লিঃ

[illegible] সেকেটারিয়েট" কাজে হাত দিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন অবিনাশ, মুঠি করে ধরলেন সেক্রেটারির হাত। তাঁর পা কাঁপছে, বুকেও। সামনা টক নিঃশ্বাস হচ্ছে। ছড়াচ্ছে নেশাবস্তুর। পেটের নিচে, কণ্ঠার কাছে ধুকধুক এক শব্দ।

সেক্রেটারির হাত ধরেছিলেন অবিনাশ, সেধরা খুলে গেল। সেক্রেটারি হাসলেন। তার চোখে ঘুমন্ত।

অবিনাশ হয়ে গেলেন। অবশেষ একজন, নির্বান্ধব একাকীত্বের এক ছাদ, শূন্যতার ছবি পরিপূর্ণ সুষমার মতো তিনি বন্ধুর মুখোমুখি দাঁড়ান।

সমস্যে পেছনে অনেক পথ। বন্ধুর। কত পথ! সেসব অভিজ্ঞতা মেঘে ঘরে অধিকৃত হয়ে আসে। টাল খাওয়া পথের শেষ সেই। এই পথ নয়ের পরিচয় আসছে, ছাদ হয়ে ছুটে চলে আসে সেই ছাদ থেকে দূরটা ওপরে। সুষমের মতো এমন নয়ন্ত্রে বিশ্বাসের করে। অবশেষে কর্তৃত্বের কর্তৃত্বে যাচ্ছে। ছেলে-মেয়ে পড়াচ্ছে। সেসবের এই এই অনেকের করবেন অবিনাশ। এই পথ যেমন ক্রমে ক্রমে দূরে। সেসবের সেই নিরুপায়ে। অবশেষে অবশ্য [illegible] পড়িয়ে। এসে অথচ অবশ্য [illegible] অবশেষে নিয়ে [illegible] সেই [illegible] সুষমা [illegible] সেই [illegible] কথা। অবিনাশের [illegible] এসে [illegible] বলেন [illegible] পড়ে [illegible] অবশেষে [illegible] কিন্তু [illegible] অবিনাশের [illegible] ছিল [illegible] অবিনাশ [illegible] সেই [illegible] অবিনাশের মনের কথা, ইচ্ছা এবং অনিচ্ছাকে বুঝে নিত। কখনও ছাড়িয়ে উঠেছেন, চলে পড়েছেন বাঁচে পেছনে অবিনাশ ছাত্রজীবনের সমস্যে মনে পড়ে। [illegible] কখনো। বাইশ বছরের পরে তাঁর এই সুষমা, সুখে দুঃখে সুজনেই [illegible] বন্ধু তুমি [illegible]

"আমি। আমি এবং সুষমা।"

হেঁট হলেন। "কিন্তু, প্রমথ মাত্র বেঁচে আছে।"

"আছে।" [illegible] দিয়ে আসেটি।

অবিনাশ বেরিয়ে এই মনস্তত্ত্বের ছাত্রের আসেটি সুষমার। সুষমার নাম লেখা।

মীনার অক্ষরে। প্রায় গর্জে উঠলেন অবিনাশ। ধোপাও গেলেন হটে। ছুটে ছুট, বুটটাক এল, নিচে নামল খানিক চোখের ওপর-পাতা কখন ছুঁতে চাইছে। মুহূর্তে ছুটের সর্বাঙ্গে লক্ষ সূচি ফুটে খাড়া হল। কপালেও তিনটি। অবিনাশ এই মাটি ছিল অমনি মুখর। বিশ্বাস ছাড়া চিহ্ন। অবিনাশ আপন মনে পিছু ফিরে করলেন। ছুটের বিস্ময়ের সঙ্গে ক্রমশ এবং মনোভাবের এক ভাব ফুটল। সেই প্রসন্নতায় ছুটি ছুটল, ভুলে কী ভয়ানক বিস্ফোরণের পত্তন করেছে। অবিনাশ চোখ তুললেন। অবিনাশের দেখলেন অবিনাশ। এক প্রসন্নতা মাটি। এই মাটির চোখে কী ভয়ানক বাঁধনে। ছিন্ন করে এক ভাষা। চোখ ফেলেও। চোখের সঙ্গে কঠিন কোথে ঘন নীল এই সেই নীল চোখের কোথে ভয়ংকর ইচ্ছায় এক দিন, সাগরে ভাসান এই সমস্ত এই দিন, চোখের অবাধ্য। যে চোখে অবিনাশ, তুমি ও

প্রসন্ন হয়ে

তুমি হয়ে অবিনাশ কোথে ছেলে উঠলেন অবিনাশ, ছোট সেই। ভয় সমস্ত।

ছেলে ভয় অবিনাশ অবিনাশ চুমু খেয়ে ভয় সোনার ভয়ে নিজের ভয়ে ভয়ে ভয়ে

অদ্ভুত এক সমতা আছে। আর মিল। খানিক মোহিত হয়ে থাকলেন অবিনাশ। স্তব্ধতা, বিহ্বলতা এবং এক বিভ্রান্তির ভাব অন্য জগতে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁকে। যেন তিনি চলে যাচ্ছেন। রাত্রির শেষ প্রহরে বিকুপ্রিয়কে ছেড়ে নিমাইয়ের সংসার ত্যাগের মতন। 'উইংসের আড়ালে এই বিদায়-মুহূর্তকে করুণ করে তোলবার জন্যে বেহালার ছড় কেঁপে কেঁপে কাঁদছে। সেই কান্না ছড়িয়ে পড়েছে এইখানে। 'বিনাশ, বিনাশ', অবিনাশ ডাকলেন।

'অবিনাশ,' বিনাশ ডাকল।

দুজনের ডাক মিলে মিশে গেল জলের মধ্যে জল ঢালার মতন।

'আই বিনাশ,' ডাকতে গিয়ে অতর্কিতে হেসে উঠলেন অবিনাশ। জোরে, শব্দ করে। তার হাসির শব্দ পাক খেয়ে খেয়ে ছড়াল, আলোর তলায় ঝলেল খানিক, ফিকে কুয়াশায় ধাক্কা খেয়ে ভাঙল, ছড়িয়ে পড়ল টুপটাপ। অবিনাশ হাসছেন তবুও। 'তোমার স্বভাব বিনাশ, শিশুর মতন।'

'কেন?'

'এই যে কেমন করছ।'

'কেমন?'

'এই লুকোচুরি খেলার মতন। কখনও সামনে আসছ আমার, আবার পেছনে পালাচ্ছ।'

সামনে আলোর থাম। 'ঝিঁঝি' ডাকছে কোথাও শুনতে পেলেন অবিনাশ। আচমকা ধরতে গেলেন বিনাশকে, 'এই যে, এই যে পালাচ্ছ পেছনে।'

'সামনে আসো, এবার আমার জায়গা পেছনে।'

'কেন?'

'আসো আমার শত্রু। আমি ছিলাম তোমার মধ্যে, তোমার দেহের অন্ধকারে—ছায়া হয়ে লুকিয়ে। আসো আমার স্বরূপ প্রকাশ করবে।'

আর কথা বলেননা অবিনাশ। হাঁটতে হাঁটতে ঝিঁঝিঁর ডাক শুনেছিলেন। আলো সরে গেল পেছনে। বিনাশ এল সামনে 'রাত এখন অনেক, না বিনাশ?'

'হাঁ'।

'কিন্তু বিনাশ, সুষমাকে আমি কথা দিয়ে এসেছিলাম যে।'

'সুষমা তোমার নয়।'

'কে-র?'

'আমার।'

'কেন?'

'কারণ, আমি সুষমাকে ভালবাসি, তুমি বাসো না। সুতরাং...' বিনাশ থামল সামান্য, 'সুষমার কাছে আমি যাব, তুমি না।'

'কেন না?'

'সুষমা চায় না তোমাকে।'

'কাকে চায়?'

'আমাকে। তুমি জান, আজ সন্ধ্যেতেও আমরা এক সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়েছে সুষমা তোমাকে নিয়ে। সারাজীবন ধরে সে অনেক দিয়েছে, পায় নি কিছুই। তুমি তাকে জড়িয়ে পুড়িয়ে মেরেছ। অত্যাচার অনাচার করেছ, নির্যাতন নিষ্পেষণ করেছ...' বিনাশ থামল।

'কিন্তু বিনাশ...' কি বলতে গিয়ে ভয় পেলেন অবিনাশ। ভাবলেন, সব কথাই জানে না বিনাশ। আমার মনের কথা, সুষমার কথা এবং আমাদের কলঙ্কের ইতিহাস। বহুদিন বছরের। কেমন বিহ্বলে বিমূঢ় নিস্তব্ধ হয়ে পড়লেন। তার বুকের ভেতর হঠাৎ তৃষ্ণা অল্প ক্ষুধা। 'সুষমা...' অবনাশ ডাকলেন। ঠিক ধরল সুরের মধ্যে, কম্পন বোঝা গেল, নাক থেকে চোখের কোল ছুঁয়ে কানের লতি ছুঁল সেই ঠিক। পাক খেতে খেতে ঘাড় অবধি ডুবে তলা থেকে আর এক ঠিক ফিঁকস্বর ছাড়ল। সুষমা! হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন অবিনাশ।

আপনার শিশু যদি কান্নাকাটি করে তাহলে

ম্যানার্স গ্রাইপ মিক্সচার দিয়ে

এই চিহ্নটি দেখে নেবেন

এটি ম্যানার্স এর তৈরী

বাপ-মায়ের প্রতি:

ম্যানার্স গ্রাইপ মিক্সচার ছয়রের শিশুদের উপযোগী করে পৃথক করেদের তৈরী। এই কারণ ম্যানার্স গ্রাইপ মিক্সচার-এ একটি সমস্ত বিশিষ্ট বর্ণ এবে দেওয়া

ASPGM-3

তার মুখের হাসি আবার ফুটিয়ে তুলুন

GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

সুষমার মুখ-চোখ ভাঙল। চিড় আরও চওড়া হয়ে খসে এল খণ্ড খণ্ড হয়ে। 'বিনাশ, অবিনাশ ডাকলেন, 'তুমিই যাও যাও বিনাশ—'

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে এই কথাই বলা উচিত। কারণ তুমি হবে অমর।'

'আর তুমি?' অবিনাশ হেসে পাড়িয়ে বিনাশকে ঠেলতে লাগলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন ধমকে।

[illegible] চন্দ্রনাথ বক্সীর ঘরের মধ্যে। অবিনাশ তার নিচে দাঁড়িয়ে। অবিনাশের মনে হল ঘরটি হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়। নিচেরই বিনাশ নেই। দুইজন একজনের অবিনাশ [illegible] সময়ে পেছনে এবং সকলের ওপরে। বিনাশ নেই বিনাশ বিনাশ অবিনাশ একজনের। দুই চোখ অবশ্য দুটি ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। কিন্তু কখন চারটি চোখই একের অবিনাশ অবশ্যম্ভাবী করেছিল বিনাশ হয়ে রইল।

অবিনাশ বিনাশ হয়ে। সেই দুজন যেন ভাবছে ঘরের কোণে ঘরে থাকে দেয়ালে একে। কখনও কখনও দুটিতে দুটিতে একত্রে হয়ে থাকে। এই ঘরে ঘরে ঘরে ঘরে কোন কথা বলেনি কেউ।

[illegible]

[illegible] অবিনাশ। বিনাশ হয়ে [illegible] ঘরে ঘরে ঘরে ঘরে

মুহূর্তে থেমে হয়েছে। ...এক স্বপ্নাচ্ছন্ন মহনে যেন নেমে গেলেন অবিনাশ। উড়ে যেতে চাইছিলেন একটা ছোট পাখির মতন কিন্তু ডানা পেলেন না। পাখা নেই তাঁর। পাখি নন। অন্য কিছু। অবিনাশের মনে হল এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছে সবে। জল জল জল... আর পৃথিবীর টক জল। সেই জলের ওপর সব জমল। শরীরে হতে হতে মাটির রূপ ধরল। আর তিনি এই জলের তলায় বুদবুদ হয়ে লুকিয়ে ছিলেন, এবার উঠছেন।

এই জলের কি রঙ অবিনাশ জানেন না। তিনি উঠছেন। এই বিষণ্ণ বিশাল অন্তহীন জলরাশির তলায় একটিমাত্র বুদবুদে। তাঁরও যেন রূপ পালটাচ্ছে। অন্য কিছু হয়ে গেছে মাছের মতন। চোখ খুললেন অবিনাশ। সমানা সবুজ আভার মধ্যে হালকা হলদে রঙ। জল কেটে চলেছেন তিনি...রূপ পালটাচ্ছে তাঁর।

প্রায় মরার মতন এতক্ষণ পড়েছিলেন অবিনাশ, অজ্ঞান হয়ে এখন জ্ঞান ফিরে এল তাঁর। চোখ খুললেন অবিনাশ। উঠলেন।

এই পৃথিবীর রূপ অন্য। এখানে জনপদ নেই, বসতি নেই, গাছগাছালি কি পাখি


কিনিক্স দ্বারা পরিকল্পিত বস্ত্র যদি আপনি ব্যবহার করেন, তবে তা যে সুরুচি ও মর্যাদা সম্পন্ন হবে সেবিষয় আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

# রুইয়া বস্ত্র

রুইয়া বস্ত্র বহুপ্রকার আকর্ষণীয় ডিজাইন, বিচিত্র রঙ ও শেডে পাওয়া যায়। কিনিক্স মিলের ভয়েল প্রিন্ট ও লেনো সত্যিকারের সৌন্দর্যের পথপ্রদর্শক।

দি কিনিক্স মিল্‌স্‌ লিমিটেড, লোয়ার প্যারেল্‌, বম্বে-১৩

চৌখুপ্তি চিহ্ন নেই। শুধু আছে বাঁশি। অবশ্য। দিনান্তে মিলে যাওয়া এই দু দু বাঁশির চর অনন্ত অসীম। কী কথা অমন সুন্দর। কোথাও এতটুকু লাগে নেই সমান। অবিনাশ দেখলেন ছোট এই পাখার রাজ্য ভোরবেলা। এখানে কোন হয়েছে চোখ যায় হয়েছে। যেন কাজ নেই কিছু। দুপুর গেছে এই পাখি কয়েকটা আসে কয়ে ঘুমে ঘুমে কয়ে কয়েকটা।

এরকম আসে ছিল। কখন দুপুর সেই আসে মাঝে মাঝে। নিজের কোন থেকে আসবার উঠে আসছে পক্ষীবিশেষে কর্মিত আসবার মতন। যেন আসবার হয় পাখি নিজনতার। আসা হয় পাখি আসবার। আসা সবাই। আসবার আসছে। আসা ঘটাই আসবার। ছোট এক মন্ত্র এই আসা যে নিজের আসবারের চৈতন্য পথ পথে পথ সেই পথ

আমি আসব। নিয়ে যাব। অবিনাশ বললেন

। নিয়ে যাব। আমাকে ধরে দেখ

। নিয়ে যাব। দু দু নিয়ে যাব

পথ ধরে গেল। অবিনাশ। পথ বললেন। পাখি পথ। আসবার হয়ে পথ দেখা আসা। আসবারের মধ্যে হয়ে নিয়ে যাবার যাবার নিয়ে কি বলা। মানুষের মতন সেখানে হয়ে বলা

পথ এসে নিয়ে যেখান। এখানে ছোট এই এবং ঘরের মধ্যে ঘরের মধ্যে ঘরের ঘর ঘরখানে নিয়ে এসে সমান আসবার এবং যাবার। সবার আসে আসবার করে যাবার সমান। নিয়েছে মতন। অবিনাশ পাখি যাবার। নিয়ে পথ। আসে কাঁকর পিছে এই পথ। পাখির চলে কাঁকর ঘরের পথ চাঁদ। আমি এসব এসবে এই এসে যেন। অবিনাশের ঘরের ঘরের দিয়ে এবং ঘর। দুপুরবেলা এবং চলে চৌকোনা বাস হয়ে যাবার। পুকুরে পুকুরে ঘুমে যায় ঘরে। পথ ঘুমের যেখানে। ঘরের এই ঘরে ঘরের ঘাঁচার পাখির ঘরে বাসরে পারছে না। সুন্দর। অবিনাশ ঘরখানে। ঘরে এক মেঘ হল পাখি হল। সুন্দর করে চাঁদ ঘোর চাইল চা পাওয়া চন্দ্রাইয়ের মতন। সেই এক পাখির পথ দিয়েছে চাইলেন অবিনাশ। সুন্দর, সুন্দর। আমি এমন সুন্দর। বিনাশ হেমন্তের কেউ নয়, আপন নয়, অন্তরঙ্গ নয়...

দূরে পাখা এসেছেন অবিনাশ। নাম কাঁকরের পথ বাঁয়ে গেছেন। মোড় নিল ডানদিকে। আবার সেজো হল। অদ্ভুত লাগছিল অবিনাশের। আমি কি আমার মনের ইচ্ছা? মনের ইচ্ছা কি আমার শরীর! অবিনাশের মনে হল—তিনি ছোট ছিলেন, তাঁর ইচ্ছা অভিলাষ আশা ছিল বিন্দুর মতন। তারপর চুপসে যাওয়া বেলুনের মতন হল। এখন তাঁর ইচ্ছা তাঁর আশা বিরাট, আকাঙ্ক্ষা এবং অভিলাষ অসীম। সেই চুপসে যাওয়া বেলুনে যত্নে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। চারপাশ চাঁদিনীর।

৫২ দিন পার হয়ে গেছে, কলেজে কত ছুটি—এখন শীতকাল। ছুটি মানে চলে অবিনাশের। পুরোনো ছবিরা বেরোয়। চলেছে ঘিরে ঘিরে ঘুরে। সমস্যাটা প্রথমটা ঘুমন্ত মতন। নিজের নিজের মন পড়ে হয়ে অবিনাশ বেরোবার চাইলেন। একদিন বেরোবার কাছে। সবার বন্ধু। আসবার সম্পর্কিত অবিনাশ কয়ে নতুনের সবার। এক পুরো দিনে—সবার ঘুমের নয়। ঘর পাঁচ ঘর—সবার ঘুমের নয়। সবার ঘরে নয়—অবিনাশ চৌরঙ্গির চোখে বেরোবে পড়বেন না। সেখানের অবিনাশ সেখানে ঘুমের এখন সেখানে হয় বসে

এই ঘুমানো আসার পরে সেখা, সবার সবার হয়। সেখানে ঘুমন্ত হয়ে ঘরের নয়। ছেলেবেলা নিয়ে সেখা যায় না। হয়েছে হয়ে, ঘরে ঘরের পাখির নিজের সবার। ঘুমঘুমের সমান।

অবিনাশ নিজেদের চোখে নিজেদের পুরো ঘুমের। যখন হয়ে ঘুমের। নিজেদের এই হয়ে চাঁদের সবার পাখি ঘর ঘরের হয়ে ঘরখানের। চাঁদের ঘরে ঘরে পড়ছে সবার। ঘরে ঘরে। নিজেদের পিছে ঘুমের। ছাদ ছাদ হয়ে এখানে সবার ঘরে সুন্দর। চাঁদ ঘুমানোর ঘরে সবার। অবিনাশের চাঁদ ঘুমের ঘুমের। এই ঘরে। ঘরখানে। চাঁদ ঘুমের ঘরে। ঘরে ঘরে। নাই থেকে নিচের ঘরে ঘরখানের ঘরে। সবারের ঘর ঘরে ঘরের। এই ঘরে—সবারের ঘরের ঘরে নিচের ঘরে ঘরে। এইখানে ঘুমের। সবার ঘুমানো নিজের। চাঁদ ঘরে। ঘরে ঘরে পড়ছিল। নিচে ঘরের ঘরে ঘরে পড়ছিল। নিজেদের ঘরের ঘরে এসে সবার ঘর হয়ে। সুন্দর। অবিনাশ ঘরখানে। এই ঘরে সবার ঘুমের। ঘরে ঘরে। সবার ঘরে ঘরে। ঘরে ঘরে। ঘরে ঘরে।

কেমিকো

হোমিওপ্যাথিক
লিভার টনিক

লিভারের সর্ব্বপ্রকার দোষে ও হজমের গোলমালে বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে চমৎকার ফলপ্রদ।

সোল এজেন্ট :—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

মহেশ লেবরেটরিজ প্রাইভেট লিঃ
৩০।৪, ক্যানেল ইষ্ট রোড, কলিকাতা-১১



বিশেষভাবে এই কেশতৈলটিই
আপনি কিনবেন কেন?

চুল পরিপাটি রাখবার জন্যেই সাধারণতঃ আপনি কেশতৈল কিনে থাকেন। কিন্তু উপর-উপর চুল চকচকে রাখাই যথেষ্ট নয়। চুলের গোড়ার অবশ্য কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকা দরকার যাতে মাথার ত্বক সুস্থ থাকবে আর চুলের গোড়া তার উপযুক্ত খাদ্য পাবে। এ সমস্ত গুণই যে কেশতৈলটিতে আছে, তা হচ্ছে

কেয়ো-কার্পিন

সত্যিকারের কেশতৈল
চুলে নতুন জীবন দেয়

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • গৌহাটি • পাটনা • কটক


অবিনাশের চোখের পাতা পড়ছে না... পড়ছে না...নড়ছে না। বন্ধ ছুরমুছে চোখে; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। চিবুকের ডাঁজে অল্প ঢেকা ভাব। গলা থেকে অবিরাম ধারায় ঘাম নামছে বুকে। বুক ওঠানামা করছে হাপরের মত। সেখানে হাতুড়ি পেটার শব্দ শুনতে হচ্ছে 'সু-ষমা!' জোরে উচ্চারণ অবিনাশ। ভয়ানক গম্ভীর গলায়। তাঁর গলার স্বর ভারী, ঘনখানি বাঁধনদার এবং শ্রুতিসহ। সেই স্বর শব্দীতের উত্তরে বাতাসের মধ্যে মাথা কুটে পড়ল কামনার কাচের পেয়ালায়। কিন্তু শব্দ উঠল না, উঠল না—মিহি কুয়াশার কাপড় এল। ঘন হল কুয়াশা। বাতাস প্রায় দেখা যায়। অবিনাশ অন্যদিক চলে এলেন এ পাশের দরজায়।

দরজা খুলে গেল। অবিনাশ দেখলেন, ওর সুন্দর বসে। বিনাশ আর সুষমা একই সোফায় ঘন হয়ে। সামনে অনাস্বাদিত সুরার। কাঁচি আঙুল চুল ভরে কপালে ঝোলাটি আছে। সেখানে এসেছে সুরেটি কপালে আর ঠোঁটে ভরে ছড়ানো ঠোঁটের ওপর ঠিক চিবুকের ডুলটি মেয়েছে সুষমার সুরের লাল চুলের চোখ বাঁকিয়ে প্রথম পাত্রের ঢোকানো এবিনাশ সেদিকে তাকিয়ে ঠোঁটের পাতার মধ্যে ডুবে চোখ স্থাপী প্রথম বিনা প্রহারের ডুলের প্রথম চোখে। চিবুকের ঠিক সুন্দর এখন প্রথম অবিনাশে সুষমার ঠোঁট ডুবে ধরেছে। সুষমার এই চুম্বনের ভাব বিনাশকে উত্তেজিত করেছে। অবিনাশের মনে সুরেছে ডাকাবুকে। ডুবি ঠেলে ঠেলে ডুলেছে ডুলে ঠিক প্রথম প্রথম অবিনাশ এগোতে পারছেন না। বিনাশের ওই প্রথমের নিকট কাছে মনটি ডুবে ঠিকমত পাঁড়িয়ে অবিনাশ অনুভব এই ডুবে ডুলেছিল অবিনাশের মনে। এই পাঁড়ি, এই ঘন সুন্দর লাল ঠোঁটের কাপড়ে প্রথম ঠিক। আর সুষমাও ঠিক প্রথম প্রথম আজ আমি এক অনাস্বাদিত আস্বাদনের নেশা। সাধ্য আর ইচ্ছাতাড়ার ভাব অবিনাশকে বাধা দিচ্ছিল। পথ আগলে ঠিক।

পা-ঘষার শব্দ হয়েছিল বুঝি, বিনাশ তাকাল। সামনা চমকানো ভাব তার। পাঁড়াও, পাঁড়াও-এসে না আমি আসছি। বিনাশ উঠল। ইশারা করল।

'তুমি!'
'হ্যাঁ।'
'কিন্তু এই কি কথা ছিল?'
'কি কথা?'
'তুমি আসবে না।'
'কিন্তু বিনাশ'
বারকয়ক পেরিয়ে পাশে—নেমে এল ওরা। বিনাশ আর অবিনাশ তারপর লনে।

"আমি ছোটো দেখবার বিনাশ, সুরমা তোমার।" অবিনাশ হাঁটতে হাঁটতে বললেন।

"আমার।" বিনাশ হাঁটতে হাঁটতে বলল।

"তুমি পরে এসেছ এ কথা ঠিক?"

"ঠিক।"

"অথচ সকলে বলে তুমি আগে, আগুপাছ হয়ে আমিই দিবে কার্যোদ্ধার সুরমাকে। তুমি নও?"

"না।"

এক মুখ হাসি ফোটে কথা কটি কানে যেতে। অবিনাশ। বিনাশও হাসছে। ওরা দুটিতে। স্পষ্টতর পাতু সইল সবুজের পাছ পাতাদির ছড়ানোর সুন্দর সিঁথি। ঝাউদের ফোকরে দিগন্তে ঢলেছে। দিবি সন্ধ্যার হবে আর দেরি নেই।

"আচ্ছা।" বিনাশ সুরমা আমার। অবিনাশ বললেন।

"কিন্তু সুরমা তুমি এ সংসারে আর কারও জীবনে কোনো কাজে লাগবে না। আমার অবিনাশ বলছে। এই আমাদের নিয়ে বিধুমুখর সবার। তুমি ছিলে না তোমার। তুমি ছিলে না তাও অবিনাশ।"

"তুমি ছিলে না নাই।"

"সবচেয়ে আমার। সবচেয়ে চিহ্নটুকুনিকার কথা আর তুমি নেবে সুরমাকে। নিজে সুখানির তুমি আমারকে। সবচেয়ে বাবছে তুমি আমার আমারকে।"

অবিনাশ সবার নিজেকে নাই মুখ নিচু।

"তুমি আমাকে ভালোবাসো বলে আমি আমি সুরমার। তুমি আমি কাজে সবচেয়ে সুরমার।"

আবার এই নিজেকেও আত্মবিশ্বাসে অবিনাশ। তাঁর সবার এই নিজেরা, নিজের সবার আমার। তাঁকে উঠলে সবচেয়ে। অবিনাশের মনে হল, তার এমনিভাবে আবার আলোয় কথা। তুমি তুমি সবার, তার কিছু, প্রকাশ হয়ে গেছে। সবচে অবিনাশের মনে তুমি পাবে, সবচেয়ে, সবচেয়ে এর সবার সবার মনের তাঁর সবার। এবার মনে ওঠাকে অবিনাশ। কিন্তু তার আসবেই বলবে। আবার তার নিজের। শুনতে এর আমার পাবে সবচের ওপর। আবার। বলে। তার ছাড়ের নিজের। অবিনাশও স্বীকার করেন। তুমি চলবেন। তাঁর। নিজে আর অবিনাশ এর অসুখ লড়াইয়ে সবচেয়ে মাতৃভাষা।

এই লড়াই। এখন এক সময়। বিনাশ পড়ুক। পাতু পাক। বিনাশ মনে আছে। অবিনাশ সবচেয়ে। তিনি এর আমার পেছন তার সাথিরে। এই সেই থাক, অবিনাশ নিজেকে। এইখানে অন্ধ হয়েছিল বিনাশের, এইখানেই মরল। অবিনাশ দাঁড়িয়ে। বিনাশ হাঁটতে থাকে। এর পা ওর পা মিলিয়ে এক সাথে।

সেই হাত সবচেয়ে বাড়াবাড়ি অবিনাশ। আলো নেই। আলো মুছে গেছে কখন। অন্ধকার নেমেছে। পাতা ঘন নিশ্ছিদ্র জমাট অন্ধকার। কী কালো। কী সীমাহীন অনন্ত অসীম সুচীভেদ্য অন্ধকার। সেই নিকষ কালো অন্ধকারের ঢেউ উঠেছে। ঢেউ আসছে এই বিরাট বিশাল সীমাহীন অনন্ত অন্ধকারের প্রান্তরের এক কোণে ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে পড়ে আছেন অবিনাশ। সুরমা সুরমা—আকুল অস্থির হাহাকার মুহূর্তের পরের ডাকলেন। সেই ডাক মুহূর্তেই হল। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অন্ধকারের ঢেউ কুণ্ডলির নিজ সেই ডাক। অবিনাশের মধ্যে চোখে চোখের ছেলের হবে নড়ল। সমান চলাফেরা ক্রমশ সমান অবিনাশে। ভূত. কাঁপল। চোখের পাতায় অন্ধকার মিশি এক কাঁপল। সুরমা সুরমা, বিনাশ মরল বিনাশ বিনাশ বিনাশ।

কে ডাকল? ভয়ঙ্কর অন্ধকার চুপ আলোর মধ্যে ডাকে আসা এক ডাক কাঁপছে কোথাও অবিনাশ। কণ্ঠস্বরে চমকিত হল কৃষ্ণন হয়েছে। ভূত কাঁপল—বিধুর ক্রমশ সমান। অবিনাশের মনে হল তাঁর কতদিন ঘিরে মাতৃভাষা মেরে ছিল। সেই ডাক থেকেছে। সেই ঘিরে পরেছে অসাড় মাতৃ কণ্ঠের মতন বাঁচি কেন হচ্ছে এল। অন্ধ আলো হয়েছে। অবিনাশ মিশি সেই অন্ধকার মধ্যে। অবিনাশ তাঁর উত্তেজনার রূপে ধরে অন্ধ এক মাতৃ থেকে কোলে উঠেছেন...

হয় পেয়েছিল সুরমা। আকুল অস্থির উঠেছে তার মন। চোখে মুখে আরও সংশয়। ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়া অবিনাশকে নাড়া দিচ্ছিল জোর।

এতক্ষণে জাগলেন অবিনাশ। তাঁর চোখ ঘোলা। দৃষ্টি কাপসা। "মেয়ে ফোলাছি, পুকারপ্রে মতন বললেন অবিনাশ। "কার স্বপ্ন দেখছ। এমনভাবে মেরেছি..."

"বাবা।" বিস্ময়ের গলায় শুধোলো সুরমা।

"বিনাশকে।"

"কে বিনাশ?"

"বিনাশ বিনাশ আমারই— সুরমা কথা পাল্টিয়ে উঠাতে পরিস্থিতিকে না অবিনাশ।

এর মধ্যেই কি ভুলতে সুরমা। হাসনও তাদের বন্ধু আসছে ও বিনাশ নয়।

"কে?"

সুরমার মুখে পড়ে ঝুঁকে কালো ছায়া নামল। অবিনাশের মনে হল, বিনাশ এইখানেই লুকিয়ে আছে। ওই ঘন ছায়া।

ডঃ কার্তিক বসুর
টাইফোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ - কলিকাতা ৯

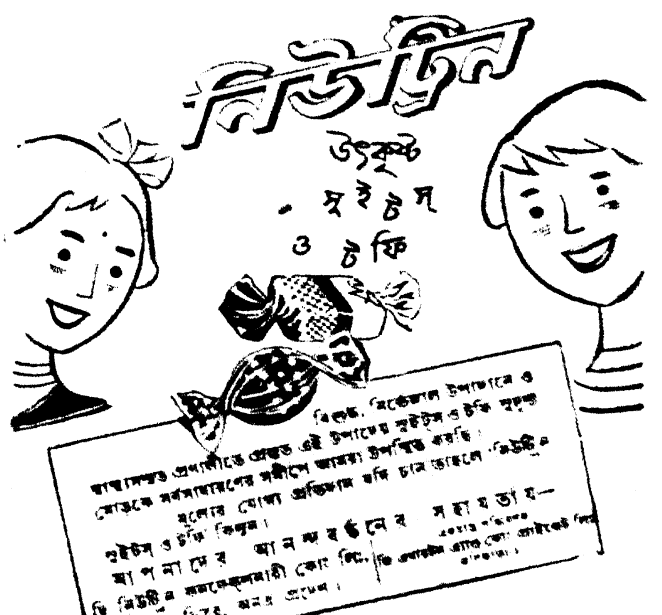

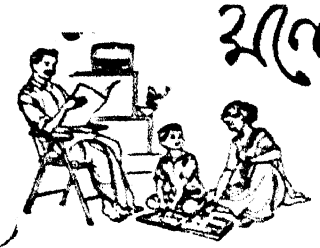

# মনের মতো কাজ পেতে হ'লে

কাজে সেরা ও দামে সুবিধে ব'লেই ন্যাশনাল-একো রেডিও এবং ক্লিয়ারটোনের জিনিস বিখ্যাত। আর তা-ও এত বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায় যে আপনার যেমনটি চাই বেছে নিতে পারবেন।

## ন্যাশনাল একো রেডিও

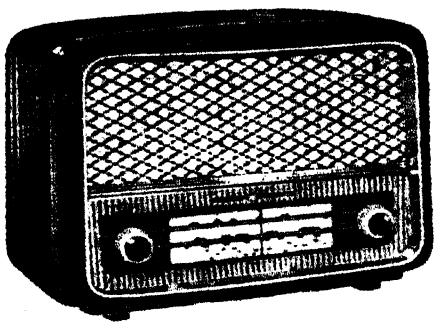

ন্যাশনাল-একো রেডিও মডেল ইউ-৭১৭-এসি/ডিসি; ৫ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, ন্যাশনাল-একোর বড় সেটের মত অনেক বিধি-ব্যবস্থা এতে আছে।
মনমোহিনী ৪৫০৲ টাকা

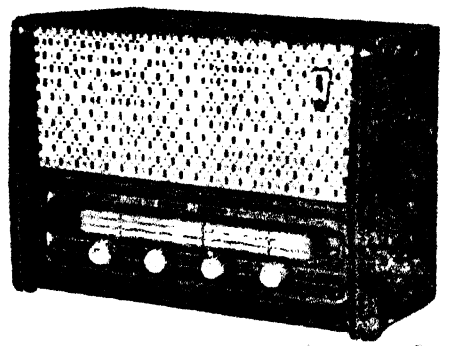

ন্যাশনাল-একো মডেল ৭২২-এসি আর ডিসি; ৬ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, খুব ভাল কাজ দেয়, এই ধরণের সেটদের মধ্যে সেরা।
মনমোহিনী ৫৭৫৲ টাকা

## Clearetone ক্লিয়ারটোন বাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম

ক্লিয়ারটোন বৈদ্যুতিক ওয়াটার হীটার— কল খুলেই গরম জল পাওয়া যায়; ৫ থেকে ১৫ গ্যালন জল ধরে

ক্লিয়ারটোন নিউক্লিয়াস বৈদ্যুতিক দেওয়াল ঘড়ি— ৩ রকম সাইজে এবং নানান ডিজাইনে পাওয়া যায়

ক্লিয়ারটোন কুকিং স্টোভ— ছোট্ট রান্নাঘর উনুন, আরামদায়ক আলোর ব্যবস্থা আছে। ৪৫০ ওয়াট পর্যন্ত

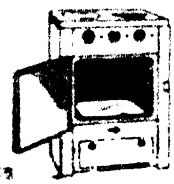

ক্লিয়ারটোন বাতি, ফ্লুরেসেন্ট টিউব এবং মিক্সচার— পরিষ্কার ও কম আলো খরচ হয় কম পড়ে

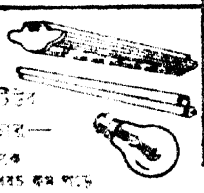

ক্লিয়ারটোন আয়রনিং স্টোভ— ওজন ২ পাউণ্ড, ৫৩০ ডোর্ট— ৪৫০ ওয়াট, খুব সুন্দর ক্রোমিয়াম করাই করা

ক্লিয়ারটোন বৈদ্যুতিক কেটলি— ক্রোমিয়াম করাই করা, ৩ পাইট জল ধরে, ২৩০ ভোল্ট—৪৫০ ওয়াট

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিমিটেড
৫ ম্যাডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই ৪ • ক্লেজার রোড, পাটনা
১/১৮ মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ • ৩৩/৭১ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর
মোগলবিরান কলোনি, চাঁদনি চক, দিল্লী • হাইদ্রাবাদ রোড, সেকেন্দ্রাবাদ

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

২


## শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত পুস্তকাবলী—

—ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার—

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, ইংরেজস্কুলসমূহের ছাত্রবৃন্দ, অধ্যাপক এবং ছাত্রবৃন্দের অভিভাবকবৃন্দ, বুদ্ধি ও উপকারের জন্য যে — সমুদয় বাঙ্গালা পুস্তক নির্বাচন করিয়াছেন, তাহাদিগের ও বিদ্যালয়সমূহের ইহা বহুদিন হইতে অবশ্য পাঠ্য এবং সাধারণ লোকদিগের উপকারের জন্য লাইব্রেরি সমূহে, উহার রাখা হইয়াছে।

ইতিহাসসমূহ

১। ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত ১ম সংস্করণ ১,
২। ভারতীয়ইতিহাসের পাঠ ১ ২৫ ৪ ৩
মূল্য ও বিজ্ঞান

1. Energy Re 1 25 2 Mind 3 Nature Religion Each Re 1
4 Meditation Re 2 - 5 Theory of Vibration Re 2 -
6 Formation of the Earth 2 -
7 Triangle of love 1 50

বাণিজ্য শাস্ত্রবিষয়ক

1 National Wealth 3 50
2 Federated Asia 4 50
3 Lectures on Education 1 25
4 Homocentric Civilization 1 50
5 Lectures on Status of Tailors 2 -
6 Nation 2 -
7 New Asia Re 1 -
8 Temples and Religious Endowments 50

স্থাপত্যশাস্ত্র মূল্যবিজ্ঞান

1. Principles of Architecture 2 50.

বাঙ্গালা ভাষায় কৃষিবিজ্ঞান

বাঙ্গালা ভাষায় প্রবাদ ২,

পদ্য, মূল্যবিজ্ঞান

পদ্যপুষ্পের মালাগাছি -৭১
জীবনী চরিত বা জন্মবৃত্তান্ত
১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত ৩ ১০
২য় সংস্করণ
২। রাজা রামমোহনরায়ের জন্মবৃত্তান্ত
১ ১০
৩। পুরুরাজ রাজেন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত ৩,
বৃত্তান্তাবলী বা Annals
১। ঈশ্বর বিবেকানন্দ স্বামীজীর জন্মের পরিচয়াবলী—১ম ও ২য় খণ্ড—
২ সংস্করণ—একত্রে ৩ ০
২। রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ—১ম ও ২য় খণ্ড—২য় সংস্করণ—একত্রে
১ ৩০
৩। রামকৃষ্ণের স্বামী বিবেকানন্দ ২,
২য় সংস্করণ
৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী
১ ২৫

বিজ্ঞানবিজ্ঞান

কিতা ও লীলা ১ ১০

বিশপচার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ বসু, এম এ, বি এল


১। আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।

২। বিশপ লেফ্রয় বসু। ১৯১৯ খৃস্টাব্দে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।


## মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি

৩৯।১ গোবিন্দরাম মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

(ভারতীয় সাহিত্য সেবাকল্পে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় আদর্শানুযায়ী ট্রাস্টসমূহের মুখপাত্রস্বরূপ মৌলিক প্রকাশক)


(১৯৫৩)

দুশোকল। কিন্তু শুনেছি গিরিডির খুব কাছেই গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোরদের একটা বাড়ি আছে; কে যেন বলছিল সেটা নাকি বড়ো বাড়ি। ওদের যদি বলি আমি ওদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে চাই কয়েকটা দিন, তা কি আর ওরা দেবে না? ঐ ওদেরই বাড়িতে তো আমরা কালিম্পঙে গিয়ে থাকি। সেখানকার বাড়িই যদি দিয়েছে তো এখানে দেবেনা কেন? আমার তো মনে হয়না ওদের কাছে চাইলে কোনো আপত্তি হবে।"

আমি বললাম, সে বাড়ি তো খুব চমৎকার আর প্রকাণ্ড বাড়ি। চারিদিক নির্জন, একটা ছোট্ট পাহাড় ওদের জমির মধ্যেই পড়েছে। বাড়িখানা উঁচু টিলার উপরে তৈরী। ওটা আগে একজন জার্মান সাহেবের ছিল শুনেছি। ১৯১৪ সালে লড়াই বাধবার আগেই সে অতি সস্তায় ওবাড়ি বিক্রি করে দিয়ে দেশে চলে যায়—তখন এরা কিনেছেন। আমি ভিতরে কখনো যাইনি কিন্তু বাইরে থেকে মোটর যাতায়াতের সময় বরাবর দেখতে পাই। কাছেই থাকো নদী, বরাকর নদীও মাইল চারপাঁচের মধ্যে।

কবি বললেন "তোমরা সবসুদ্ধই যদি পাহাড়ে না গিয়ে এইভাবে এইখানে যদি তুহাজার টাকা খরচই করা হয় আমার অভিভূতকেরও অভাব হয় না। কিন্তু ওদের কলিম্পঙেই দেখি উপরে হয়ে মনে করে যদি ঐ ডালটনগঞ্জের দিকে না গিয়ে চলে যাওয়া যায় তো হয় ওখানে আজকালই সবাই চলে যাচ্ছে, তাই সেখানে ভিড়ের চোটে হয়ত ওখানে কোনো বাড়িই পাওয়া যাবে না। তাছাড়া ওখানে সেপ্টেম্বরে এত বেশি বৃষ্টি হয় যে ঘরের বাইরে বেরোনোই মুস্কিল। তার চেয়ে বরঞ্চ রাঁচির দিকে যাওয়া যাক। ওখানে ঠাণ্ডা বেশি নয়, অথচ বেশ ঠাণ্ডা। ওখানে বৃষ্টিও বেশি হয় না। ওখানে একটা বাড়ি আছে, সেটা আমার খুব পছন্দ। সেটা আমার বন্ধু ডাক্তার ঘোষের। তিনি এখন ছুটিতে আছেন। তাঁর বাড়ি ওখানে খুব ভালো জায়গায়। বাড়ির সামনে দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার ওপারে ঢালু হয়ে নেমে গেছে জমি। তারপরে ছোট্ট একটা নদী। নদীর ওপারে আবার ঢালু জমি। তারপরে ছোট্ট একটা পাহাড়। পাহাড়ের ওপরে ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঠে গেছে। সন্ধ্যেবেলা সেই রাস্তা দিয়ে গরু মোষ মানুষ ফিরে আসে। তুমি ঘরের বারান্দায় বসে ঐ দৃশ্যটা দেখতে পাবে। ঐ দৃশ্যটা আমার ভারী ভালো লাগে। বিশেষ করে,

---

৩। কবির পুরাতন ভৃত্য সনকাকী। রহস্যচ্ছলে কবি তাকেন কবিসম্রাট ও সম্রাজ্ঞী। ৪। সন্ধিসমুদ্র রোড। কালিম্পঙের প্রধান রাস্তা। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অব পুলিস ডাকার নাম অজু। বহুদিন ধরে কবির সেক্রেটারি ছিলেন। ৫। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের খুব পুরোনো ছাত্র, পরে কর্মী। ছিলেন ভালো অভিনেতা। বিশ্বভারতী অভিনয়ের সভাপতি করতেন। কবি রহস্য করে সুধাংশুকা নাম দিয়েছিলেন।

বিপদ হবে বলে বলে বিপদ ডেকে আনবার দরকার নেই।

"ঐ দেখো, কুড়াক ডাকতে নেই—বহুসব মেয়েলী কুসংস্কার। তুমি না ব্রাহ্ম-সমাজের মেয়ে?" আমি বললাম—কেন, আপনার মনে নেই ডাকাত পড়বে ডাকাত পড়বে বলে আমার বাড়িতে৬ সেই রাত্রে ডাকাত পড়লেন। তারপর সেবার বর্ষা-মঙ্গলের জন্যে যখন কালকাতা গিয়েছিলেন, মনে আছে? কতবার বারণ করেছিলাম ওরকম ঠাট্টা করেও অসুখ করবে, অসুখ করবে বলবেন না। কিন্তুতেই কথা শুনলেন না। আমাকে খাপরার জানা বোলপুরে আসবার আগে সর্দারজি কুমারজি বললেন, "যেমন আমার সাধ্য আছে না দেখবে আমার কোনো কি রকম ছুটে আসতে হবে পরে। এমন প্রমুখ করবে যে কাপড়ে বেড় বেরিয়ে যেন করতে হবে তোমার মেজমামাকে৭। সে একেবারে মুখোপাধ্যায় বাড়ি সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার কলকাতা থেকে আসবে। কারে হাতে অক্সিজেন সিলিণ্ডার কারে হাতে ব্লাড প্রেসার দেখার যন্ত্র কারো হাতে ব্যাগ ভর্তি ওষুধ। আর সকালের এরপর হয়ে নীলরতনবাবু পরদিন মুখে সর্দারজি ঘরে ঢুকেই আমার নাড়ি দেখতে লাগলেন। চোখ দুটি বন্ধ করে। আমি বললাম—কেন, এর আগে তো আপনি কালিম্পঙ্গ গিয়ে খুব আনন্দ করেছিলেন। হাঁ দেখতে সুন্দর একথা তো অস্বীকার করছি না কিন্তু এবার যে আমার শরীরটা একটু খোলসাল করছে, তাই পাহাড়ের ঠাণ্ডাটা ভালো হবেনা আমার পক্ষে। সেবারের মতো আরামটা এই-বারেই শেষ হল। একবার বলছেন, বেশ মন ভরে করে তাহলে ডাক্তার সুরেনবাবুকে একখানা চিঠি লিখবো আমি ও জিজ্ঞাসা করে ওর মতটা যে ইটের বাড়িটা পাওয়া যাবে কিনা।"

পরদিন সকালে ১৩ই অগস্ট বিকেলের গাড়িতে আমি চলে এলাম। বিদায় নিতে যখন গেলাম, বললেন, মনে আছে তো তাহলে চিঠি লিখছি যদি এই গিরিডিতে নলিনীপুরের বাড়িতে যাই, তাহলে তুমি এসে আমার দেখাশোনা করবে তার নেবে?" বললাম, হাঁ মনে আছে। আসবও বলছি নিশ্চয়ই নেবো।

কলকাতায় ফিরেই গিরিডি রওনা হতে পারলাম না। কয়েকদিন অপেক্ষা করে থেতে হল। ইতিমধ্যে কবির ২০শে অগস্ট লেখা একখানা চিঠি পেলাম—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

একেবারে চার পাতেট সবাদ—একেই না বলে সুবুদ্ধি। তা মেয়েলী লোকদি

৬। বরানগরে 'শশি-নিবাস'।

৭। পরলোকগত ডাক্তার সার নীলরতন সরকার। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের [illegible]

"শুনুন মশাই, আমি এতক্ষণ ডাক্তারকে বলছিলুম যে এবারে পাহাড়ে না গিয়ে হাজারিবাগ, রাঁচি, গিরিডি অঞ্চলে অর্থাৎ ছোটোনাগপুরে ডিস্ট্রিক্টএ কোথাও যেতে আমার ইচ্ছে করছে। কাল আবার আমার শরীরটা যেরকম হল তাতে মনে হচ্ছে পাহাড়ের বেশি ঠাণ্ডা আমার পক্ষে বোধহয় ভালো হবেনা। আচ্ছা আপনি তো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান, বলুন তো কোথায় গেলে ভালো হয়।"

কিতিমোহনবাবু বললেন, আমার মনে হয় রাজগীরে গেলে বোধহয় আপনার শরীরের সবচেয়ে বেশি উপকার হতো। জায়গাটা দেখতে সুন্দর, লুকানোও যাই এবং হওয়াও বন্দোবস্ত নয়। যদি ওখানকার ওই স্প্রিং ওয়াটারের স্নান করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনার শরীরের রক্তনালীগুলো অনেক কমে যেতে। আমি যে দেখেছি ওখানে গিয়ে অনেকের খুব উপকার হয়।

কবি বললেন, সুধীর বর্তমানের কাছে একবার বলে, ওরা কি মনে করে পাতাড়ে যেতে এবার আমার একটুও ইচ্ছে করছে না।" আমি বললাম—কেন, এর আগে তো আপনি কালিম্পঙ্গ গিয়ে খুব আনন্দ করেছিলেন। হাঁ দেখতে সুন্দর একথা তো অস্বীকার করছি না কিন্তু এবার যে আমার শরীরটা একটু খোলসাল করছে, তাই পাহাড়ের ঠাণ্ডাটা ভালো হবেনা আমার পক্ষে। সেবারের মতো আরামটা এই-বারেই শেষ হল। একবার বলছেন, বেশ মন ভরে করে তাহলে ডাক্তার সুরেনবাবুকে একখানা চিঠি লিখবো আমি ও জিজ্ঞাসা করে ওর মতটা যে ইটের বাড়িটা পাওয়া যাবে কিনা।"

পরদিন সকালে ১৩ই অগস্ট বিকেলের গাড়িতে আমি চলে এলাম। বিদায় নিতে যখন গেলাম, বললেন, মনে আছে তো তাহলে চিঠি লিখছি যদি এই গিরিডিতে নলিনীপুরের বাড়িতে যাই, তাহলে তুমি এসে আমার দেখাশোনা করবে তার নেবে?" বললাম, হাঁ মনে আছে। আসবও বলছি নিশ্চয়ই নেবো।

কলকাতায় ফিরেই গিরিডি রওনা হতে পারলাম না। কয়েকদিন অপেক্ষা করে থেতে হল। ইতিমধ্যে কবির ২০শে অগস্ট লেখা একখানা চিঠি পেলাম—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

একেবারে চার পাতেট সবাদ—একেই না বলে সুবুদ্ধি। তা মেয়েলী লোকদি

৮। হেমন্তবালা দেবী। মধুসূদনসিংহ চৌধুরীপুরের জমিদার পরলোকগত ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। কবির বিশেষ ভক্ত।


নূতন বই

**কবি তরু দত্ত** ২·৫০
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
কবি জীবনীর একমাত্র আলেখ্য

**যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস** ১০·০০
নাই ও মোরপার্গো
বাংলা ভাষায় যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস

**West To day** 7.00

**আজকের পশ্চিম** ৪·৫০
ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
এই মুকাবেলা ও সিংহাবলোকন বইটি সকলেরই সময়ে পড়া দরকার ঃ যুগান্তর ঃ

**বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ** ৩·৫০
অধ্যাপক নীলরতন সেন
ছাত্র সমাজ এবং সাধারণ পাঠক সমাজ এই গ্রন্থ হইতে তথ্য ও সিদ্ধান্তের সন্ধান পাইবেন ঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ঃ

**কক্ষপথ** ২·৭৫
সুনীল সরকার
আলোচ্য উপন্যাসখানির লেখক অতি-পরিচিত না হইলেও এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে পাঠক সমাজে সুপরিচিত হবেন ঃ দেশ ঃ

**তারা তিন জন** ২·০০
নীলকণ্ঠ

**মণিমালা** ২·৫০
লীলা মজুমদার
আলোচ্য উপন্যাসখানি একটি উপভোগ্য রচনা। মা ও মেয়েদের পড়া উচিত ঃ যুগান্তর ঃ

**কালাপানি** ২·০০
জীবানন্দ ভট্টাচার্য
বাংলা গল্প-সাহিত্যে নূতন সংযোজন। আমরা তাঁর নতুন অবদানের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করব ঃ নবশক্তির চিঠি ঃ

কিশু সাহিত্যে অবশ্যই সংরক্ষণ

**রোশনাই** ৩·০০
সম্পাদনায়—সবুজ সাথী
রোশনাই কিশোরদের একটি সংকলন ও সুন্দর সংকলন ঃ দেশ ঃ

**ছবি ছড়ার দেশে** ৩·০০
সম্পাদনায়—বিশ্বনাথ দে
পাতায় পাতায় এতগুলো রঙে ছবি দিয়ে বাংলা ছেলেদের বইয়ের দুঃখকষ্টের দূর নষ্টামিটি ছড়ার এমন সুন্দর একখানি সংকলন পাওয়ার, এর আগে যায় নি। ঃ যুগান্তর ঃ

**এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি**
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ঃ কলিকাতা-বারো

(বি ১১২১)

খুব যে খারাপ লাগে তা বলতে পারিনে।

নানারকম দায় ঘাড়ে চেপেছে। ইন্দিরেন্দ্র দেবের সম্বর্ধনা, সাহিত্য পরিষদে বাণী চাই। আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন বেরিয়েছে, অভিমত চাই। আনন্দবাজারে ছোটদের বিভাগে কবিতা পাঠিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করা চাই; সোম-মঙ্গলবারে ক্লাস নিতে হবে। সর্বোপরি আছে অরবিন্দ১, বেচারিকে অনেক পিটুনির পর ঠাণ্ডা করে দিয়েছি, সে চাউগাঁয়ে চাকরি পেয়েছে—কলকাতা থেকে লোকের আমদানি চলছে—তাছাড়া রাত্রে শুতে যেতে হয়—দিনের বেলা খাবার আসে—কী মুশকিল ভেবে দেখ। কাল আসবে সুধাকান্ত, তার আলাপ

১। অরবিন্দমোহন বসু। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষকদের ছাত্র। পরলোকগত আনন্দমোহন বসুর কনিষ্ঠ পুত্র।

টগবগ করে ফুটে উঠবে কানের কাছে। গল্প লেখা চলেইটেচ কোনো ইনস্পিরেশন নেই নিকটের পাড়ায়। সংসারে—খুচরো দুঃখ আরো অনেক কিছু আছে—যেমন চিলতা করে দেখো আমও আসে তা দামও দিতে হয়না, তার জাতও ভালো, চেহারাও মন্দ নয় অথচ মুখে দিয়ে সুখ পাওয়া যায় না। আমার দুঃখের এই ফর্দ তোমার কোন্ ঠিকানায় পৌঁছবে জানিনে। কোমল হৃদয়ে দুঃসহ ব্যথা লাগবে এই আশংকা। ইতি ১০।৮।৪০ কবি

কবির চিঠির পরে মরিসের চিঠি এল—

ভাই রাণী,

তুমি এখনও যাওনি? তাহলে তোমার গাছগুলো কি হবে? তোমার মাকে লিখে দিয়েছ তো?

গরমের কথা যদি বল তো সে বিষয়ে কলকাতার কাছে বোলপুর হার মানবে মনে কোরোনা। এখানেও চারপাঁচ দিন ধরে কারো চোখে ঘুম ছিলনা বা গরম ছাড়া কথা ছিলনা। বাবার মতো লোক যিনি সহজে গরম স্বীকার করতে চাননা, তিনিও গত রবিবারে আলুকে সারারাত পাখা চালাবার হুকুম দিতে বললেন শুনলাম। তারপরে আমরা বলাতে সেইদিন থেকে রাত্তিরে দরজা জানলা বন্ধ করতে দেন, তা নইলে air condition ঠিক হয়না। তার আগে বাবা বলতে চাইছিলেন যে ওতে খরটা ঠাণ্ডা থাকলেও মশারির মধ্যে ঠাণ্ডা ঢোকেনা। শনিবার এই দুটো দিনই বোধহয় সবচেয়ে কষ্ট গেছে। সেদিনকার সকালটা মন্দ ছিলনা, একটু মেঘলা ছিল অথচ মেঘচাপা গরম ছিলনা। সকালবেলায় হিন্দিভবনের সামনে বুক্কারে পল হল। রোদ ছিলনা বলে অনুষ্ঠানটা আমাদের দেখা গিয়েছিল।

ASP—LIC—12A

# ১৯৫৯ বোনাসের বছর

# একটি লাভ-সমেত পলিসি এখনই কিনুন

## শীঘ্রই দ্বিতীয় দফা হিসাব-নিকাশ

লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পোরেশনের দ্বিতীয় দফা হিসাব-নিকাশ ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হবে। যোগ্য বিবেচিত যে সব লাভ-সমেত পলিসি হিসাব-নিকাশের (ভ্যালুয়েশন) তারিখ পর্যন্ত চালু থাকবে, হিসাব-নিকাশের ফলে ঘোষিত লাভের মধ্যে সে সব পলিসিগুলি গৃহীত হবে।

১৯৫৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্পোরেশনের প্রথম দফা হিসাব-নিকাশের ফলে যে মোটা লাভ ঘোষণা করা হয়, কর্পোরেশনের বিলিকৃত লাভ-সমেত পলিসিগুলির ওপর নিম্নলিখিত হারে বোনাস দেওয়ার পক্ষে সে লাভ যথেষ্ট ছিল :

**মেয়াদী বীমা :** প্রতি হাজার টাকার বীমায় বাৎসরিক ১৪ টাকা
**আজীবন বীমা :** প্রতি হাজার টাকার বীমায় বাৎসরিক ১৭½ টাকা

**জরুরী :** যে সব পলিসি ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের আগেই কয় টাকায় চুকিয়ে ফেলা হয়েছে (পেড-আপ) অথবা প্রিমিয়াম না দেওয়ার ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সে সব পলিসির ওপর বোনাস দেওয়া হবে না।

আপনার পলিসি সাবধানে রাখুন, নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়ে তা চালু রাখলে দ্বিতীয় দফা হিসাব-নিকাশের ফলে ঘোষিত বোনাস আপনার পলিসির ওপরেও বর্তাবে।

**মনে রাখবেন ১৯৫৯ বোনাসের বছর**

**লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া**

সেইদিনই লাইব্রেরির সামনে পৌরপ্রাঙ্গণে বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করা হয়েছিল কিন্তু সন্ধ্যার আগে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে সেদিনকার মতো উৎসবটা যেখানে ছিল সেখানেই করা হল। ছেলেরা আসেনি, তবে বড়ো মেয়েদের দিয়ে জায়গাটা ভরে গিয়েছিল। এর পরদিন সকলের জন্যে পৌরপ্রাঙ্গণে আবার করা হয়েছিল, কিন্তু সেদিনকার দিনটি বেশ অবসন্ন করে রেখেছিল এবং নাচগানও বেশি জমেনি। হয়েছিল কারণ লাইব্রেরির সামনে স্টেজটা বড়ো আর্টটা হয় নাচবার জায়গা পাওয়া, আর গানেরকেও উৎসাহে মাতার মতো জমেছিল সইদের প্রত্যেকটা আনেক হাসতে হয়ে যায় বলে। তবে এই বর্ষামঙ্গল আমাদের বড়ো প্রিয় হয়েছিল, এখন আমার বেশ ঝাঁকিয়ে উঠেছে। অনেকদিন ধরে এই ছাদে গান শুনেছি, প্রোগ্রামটা খুব ছোটো ছিল; একঘেয়ে হবার মতো খুব বেশি ছিলনা, সেটাই ছিল হয়ে একটা আকর্ষণের ছিল।

যারা গান সেই সময়টা অনুষ্ঠানের, কয়েকজনের নাম করা হয়েছিল। যারা বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন যে এর বেশি জোর এক ঘণ্টা পড়বে না। নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও অনিলবরণ এবং অন্যান্য। অনেকেরই অনিলবরণের কবিতাই সবচেয়ে বেশি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের আগে চারের আয়োজন ছিল বলেই বোধহয় অনেকেই কম খেয়ে ছিলেন। ছোটোদের অবশ্যি কিছুই হয়নি, সেইজন্যে তারা সেই দু ঘণ্টাও ঠায় বসে ছিল, ছটফট করেনি। আমি গান শুরু হবার আগে থেকে বারবার নার্ভাস হয়ে পড়ছিলাম, দুটো কিছু ভুলিনি। আমি গান শুরুর আগে নার্ভাস হয়ে পড়ি, এখনো হই—এরকম কাণ্ড আমি এই প্রথম দেখলাম। গানের না সময়ে ঠিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারতুম না। হয় তাড়াতে না তাড়াতে দু দিয়ে সকলে থেকে কতরকম যে কতরকম মত বলল হল। হয়ে গেলে চারবার সুন্দর, কেন নিয়ন্ত্রণ আমার বাঁচল। কতরকম মত বলল হচ্ছে কতরকম মতামতের।

১। লাবণ্যলতার আনন্দকুমার পত্রিকা পত্রিকা সংখ্যা ১২৮৭। বিজয়ার প্রথম প্রকাশ ১২৮৭ পৌষ। ২। শান্তিনিকেতন শিক্ষক কবিদের পুরোনো প্রধানশিক্ষক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ৩। কৃষ্ণ কৃপালনী। কবির দৌহিত্রী নন্দিতা বা বুড়ুদি আমরা। ৭। নন্দিতা কৃপালনী। কবির দৌহিত্রী। ঈশা মেহানবিশ জানা। ৫। নিরুপমা দেবীর কন্যা শ্রী। ৬। বিশ্বরঞ্জন সেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের পুত্র। ক্ষিতিবাবু বন্ধুমহলে 'হাবুদা' নামে পরিচিত, সেই সূত্রে তাঁর এঁর নামও উল্লেখ। ৭। রমণী চন্দ। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। প্রতিমাকুমার চন্দের পুত্র। নিরুপমা মুকুলচন্দ্র দেব জানা। ৮। সেই সময় সেক্রেটারি। ৯। কবির ভাই।

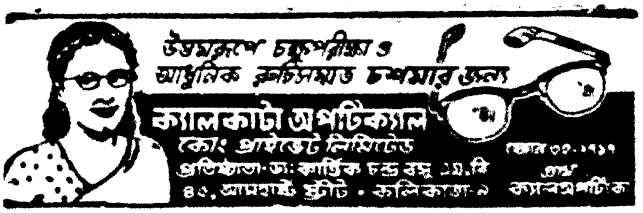

সাইকেল করে ছুটছে চিঠি নিয়ে। কাল যাদের একবার চায়ের কথা বলে ডেকে আবার বারণ করে দেওয়া হয়েছিল সেই কয়েকজনকে আজ বিকেলে আসতে বলেছেন। গল্প শোনার পরিবর্তে সুধাকান্ত তাদের চা ঢেলে entertain করবে। তাতে তারা যে কি সন্তুষ্ট হবে তা জানিনে।

যাই হোক এখন গল্পটার কথা বলি। লোকে একবারে চমকে যাবে এরকম অতি ভয়ানক মডার্ন নায়িকা এই গল্পের। চক্র বৈঠকের উপরে যারা চটা তারা পড়ে খুব enjoy করবে। বাইরের লোকে কেউ বুঝবে না এর কিসটা কোথায় পড়ল। বুঝলুম শুধু আমি আর সুধাকান্ত। অনিলবাবু জানেন বটে তবে শেষ পর্যন্ত ছিলেন না, বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় গেলেন তাই উঠে পড়তে হল। ওতে এক রেবতী ভট্টাচার্য আছেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে, খুব বিদ্বান— ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পদে তাকে বসিয়েছেন।

হাতের কাছে

ক্যাপস্টান মজুত রাখুন!

যেখানেই থাকুন, আর যাই করুন — সবসময়ে হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখবেন। ধূমপানে এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাবেন না।

উইল্‌স-এর ক্যাপস্টান-এর তুলনা নেই

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

নীলা বলে একটি সুন্দরী রমণীকন্যা হঠাৎ এক রাত্রিরের মধ্যে বিজন বিজ্ঞানাগার থেকে রেবতীকে টেনে নেয় কাছে কাছে চায়ের নিমন্ত্রণের নাম করে ডাকলি ক্লাবে নিয়ে গেল। তারপর সেখানে গিয়ে রেবতী দেখে হাকে প্রেসিডেন্ট পদে বসাবার জন্যেই সেদিনকার সভার বিশেষ আয়োজন। এক জন ধনী আটনি ও আছেন, তাঁর সুবিধেয় নীলা রেবতীকে ওদের ক্লাবের ভালে জড়াল। রেবতী ছিল নীলার বাপের বিজ্ঞানাগারের একজন ছাত্রী। ওকে হাত করতে পারলে টাকাটা নীলার হাতে আসবে এই আশায় নীলা রেবতীকে দিয়ে করবে মনে মনে ঠিক কিন্তু সেব পর্যন্ত হোসে গেল। মেয়েটা খুব ভুলমনস্ক আর থাকতে হলে মাটি করবে না, তাই এই পর্যন্ত গল্প স্থগিত রাখলুম।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে—যাকে বলে কড়িকাঠ ফাটানো ধারা। এই বর্ষাতেই ছিলাম বেরোতে হয়। ইতি।

শ্রীরাধি

একটা কথা বলতে ভুলেছি। আমি শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসবার দিনের আগে ১৫ই তারিখে সুপ্রভাতের খাতার আগে যখন কবির কাছে একবার গিয়েছি তখন বলেছেন, "এই নাও, কবিতা, আমাকে যেতে হচ্ছে কাল—তার কবিতার কাপিখানা ঠিক হয়ে থেকে নিয়ো। দেখ একটা নতুন কবিতা১১, নিজে হাতে অনেক কাটা কুটি করে নাম সই করে রেখেছেন, আমাকে আবার ফুটি করে নিতে বলে।

---

১০। এটি পরে ছাপা হয়। কবিতা, গ্রন্থ রূপে প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৭। কবিতার পূর্বের আকার ১১।৮।৪০।


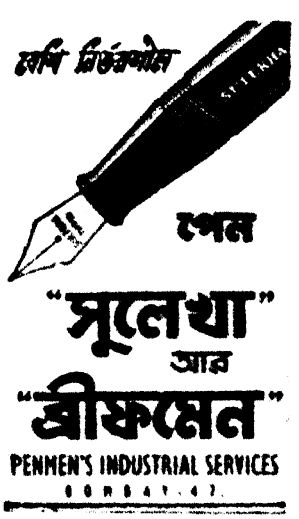



দেশ

বাঁশীর তানে আকাশবাণী
বকুলী আমন্ত্রণে
কিছু না ভোলে, কিছু না ভাবি সোনে।
নাচিবে রবি রুদ্রপথে
গানের হবে শেষ
তখন ঝিরে ঝিরিয়ে ঝরে
সুরের কিছু রেশ।
আলস ঘনে কাঁপায় হাওয়া
আবেশখানি ছড়িয়ে যাওয়া
পুরবিটে বধূ
ঝিলিয়া প্রক্ষালিবার সাথে
ঘাটের বেলে আসবে ঘরে
দুই পায়ে রেখে-পোয়ানো
গভীর নীরবতা।
হাসনে বধূ পাতায় ফেলা
নামাজকথা ও বেলনা ছোকা
বিরহ ছায়ারূপী
ঘোমটা-পরা সমলয়ায়
বুঝ নিজের কী ভাষা কয়
জানি না তুমি বুঝি।
জীবনে যার অন্তরদাহ
বহু মরণ জনম ন বুঝা,
উদাসী তার মরমবাসী
পাছ না কভু খোঁজে
পূর্বদিগন্তে সূর্য সুখের
উজান হয়ে ডবেই যেয়ে
বসন্তবায়ি প্রান্তিক ফেরে
প্রাণের মেলাবেশে।

১১।৮।৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খুব হাসিমুখে বললাম, এই কবিতা খানার জন্যে এত কষ্ট করে এটুকু লিখবার কি দরকার ছিল? তুমি না হয় খাতা থেকে নতুন কবিতাটা কপি করে নিতে, আপনি শুধু তুলসী নাম সই করে দিলেই হতো। বললেন, "কপি করে রাখলে সবটাই আমার হাতের অক্ষর বলে আমার বেশি খুশি হয়েছে কিনা।" হাঁ, তা নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু আপনার এটো পরিশ্রম আমার জন্যে করতে হল এটাতেও মন খুঁতখুঁত করছে। "কি কবি বাবা!" তখন কাজ ধরে রেখে দিলাম। এমন কি কৃপণ মনুষ্যের হিটলার টিকিটি পর্যন্ত নষ্ট করিনে, কাজেই আমাকে একটু কম হয়ে হয় জনে দেওয়া উচিত? এমনি করে ঢেলে কাঁচ তেমনের জাতিপত্তন করবে। সত্যি হাতের অক্ষর বটেও নয়, কিন্তুই বা সবটুকু লিখে। তেমনও মনে থাকবে আমি নিজের হাতেরই এটুকু তোমাকে দিয়েছি, তুমি জোর করে চেয়ে নওনি। কি বলো? ঠিক বলিনি?"

এইরকম আদরমাখা অপ্রত্যাশিতভাবে খুশি করে দেওয়াতে উনি খুব আনন্দ পেলেন। তখন 'শ্যামলী' বইখানা ছাপা হয়ে বেরোয়নি তখন আমাদের বরানগরের 'শর্মিষ্ঠা' নামে দর্জিতে উনি ছিলেন। বোজ আমাকে ফিরে যাবার সময় বিদায়সম্ভাষণ সাঁইত্রিশে১১ টেলিফোনে

---

১১। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন-বিভাগের তৎকালীন সহকারী সচিব।


"হাতই আপনার ভাগ্য"
জানতে চান?
আমাদের অথবা বই হাতের ছাপ পাঠান।
পারিশ্রমিক ৫, টাকা হইতে ২০, টাকা।
মাস্টার পামিস্ট
ভূপেন চ্যাটার্জি বি-এ
নিউ ইলিপিক (রিটায়ার্ড বাড়ী)
কাঁকুড়িয়া—কলিকাতা-৫৩
[৮নং বাসে নেতাজী নগরে নেমে পশ্চিম ওপারে অথবা ট্রাম রাস্তা থেকে আসতে হয়।]



# বহুমূত্র রোগীদিগকে বিনা খরচায় পরামর্শ দান

প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি বের হলে তাকে বলা হয় ডায়াবেটিস মেলিটাস এবং চিনি ছাড়া যদি প্রস্রাব হলে তাকে বলা হয় ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। রোগের রোগী এই রোগে ভুগে থাকেন, তাঁদের পিপাসা ও ক্ষুধা অত্যন্ত বেড়ে যায়, সমস্ত শরীরে বেদনাবোধ করেন, শরীরের ও মানসিক সবশক্তির কাজে অত্যন্ত অভাব বোধ হয়। দিন দিন ওজন হ্রাস পেতে থাকে, চুলকানি হয়, চর্মরোগে ভুগে থাকেন, বহুদিনের কাজ সম্বন্ধে হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পাশ্চাত্যদেশে ডায়াবেটিস (পামস্ত্রীজ) রোগকে বলে। এই রোগকে অবহেলা করার ফলে যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া কার্বাঙ্কল, ফুসফুস, হৃদরোগ ও মানসিক দৌর্বল্য হয়ে, দৈহিক অবসন্নতা আনিয়ে মৃত্যু ডেকে এনে সবকিছু সমাপ্তি টেনে দিতে পারে। যাঁরা এই রোগে ভুগছেন, তাঁদিগকে বিনা খরচায় ডায়াবেটিস পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের নিকট লিখিতে অনুরোধ করছি—যার ফলে তাঁরা ইনজেকশন না নিয়ে, উষধ না খেয়ে বা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ না করেও এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন এবং সর্বক্ষয় যৌবনত্ব ও শক্তিশালী বোধ করবেন এবং দৈহিক কার্যকলাপে আগের বেড়ে যাবে। খুব বিলম্ব না হওয়ার আগেই লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

ডেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (D.C)
পোঃ বক্স ৩৪৭
৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (কলুটোলা)
কলিকাতা

বিশ্বভারতী অফিসে তুলিপ দেওয়াচ্ছেন যে বইটা যেন তাড়াতাড়ি বেরোয়। আমি কিছুই জানি না তার আসল কারণটা কি। ও বইটা যে আমাকেই উৎসর্গ করেছেন তা ঘুণাক্ষরেও আমাকে জানতে দেননি।

কিশোরীবাবু একদিন বইখানা বিকেলে নিয়ে এলেন। আমি পাশের ঘরে কি কাজ করছিলাম, চেঁচিয়ে আমাকে ডাক দিলেন। ঘরে যেতেই বইখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও, আমার নতুন বই আজ বেরোলো, কিশোরী এইমাত্র এনে দিলেন।" কিশোরীবাবুও গম্ভীর হয়ে চুপ করে আছেন। আমি বইখানা হাতে নিয়ে প্রথম পাতাখানা ওলটাতে গিয়েই দেখি উৎসর্গ পত্রে আমার নাম লেখা।—ও কি! আমাকে? বলে আনন্দে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে হেসে উঠেছি। সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীবাবু আর কবিরও উচ্ছ্বসিত হাসি।

কিশোরীবাবু বললেন, আমাকে গুরুদেব বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছিলেন যেন খবরদার আপনাকে এ খবরটা আগে জানতে

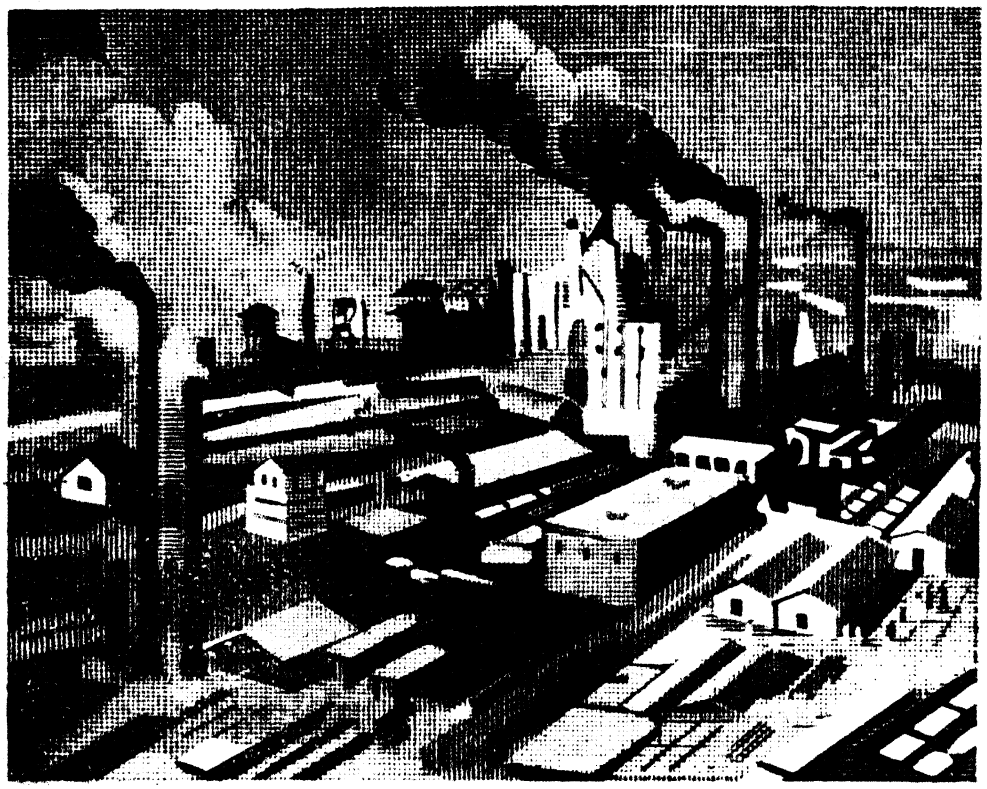

## ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড-এর বার্নপুর কারখানার প্রসারিত দৃশ্য

এই ইস্পাত-নগরীর চোখে ঘুম নেই। দিন রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত এর বিরাট কারখানা কর্ম-চাঞ্চল্যে মুখরিত, দেশের বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনীয় লোহা ও ইস্পাতের চাহিদা মেটাতে মানুষ ও যন্ত্রের কর্মসাধনা এখানে অব্যাহত। আধুনিকতম উৎপাদন-কৌশল ও মানের নিয়ন্ত্রণ নীতি কঠোর ভাবে অনুসরণ করে এই কোম্পানি রেল, স্ট্রাকচারাল, ব্লুম, শিট, বিলেট, স্লাব, পিগ-আয়রন, স্পান আয়রন পাইপ, ভার্টিকাল্লি কাস্ট আয়রন পাইপ এবং আয়রন স্টীল ও নন্-ফেরাস্ কাস্টিং প্রভৃতি নানা রকমের জিনিস ব্যাপকভাবে উৎপাদন করে চলেছে।

IIC-71BEN

না দিই। উনি নিজে উপস্থিত থেকে বইখানা আপনার হাতে দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন আপনি কি করেন। উনি কাল কি পরশু চলে যাবেন বলে ক্রমাগত তাগিদ দিয়েছেন যাতে নিজের হাতে দিয়ে যেতে পারেন। এইবার আমি খুশি যে আপনাদের কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছি।

কবি যে কি খুশি হয়েছিলেন আমায় আনন্দ দেখে তা বলতে পারি না। বললেন, "কি কবি? এই বাড়ি, নিজের হাতে গড়া বাগান, সব তোমাকে শীগগিরই ছেড়ে যেতে হবে বলে মুখ পাঙ্কু, তাই তাবলুম নতুন বইখানা তোমাকে দিলে মনের ভার একটু কমবে। রইল এই বাড়িখানার ছবি আমার ঐ কবিতার মতো। এ বাড়িতে আর তোমরা থাকতে পাবে না, কিন্তু ছবিখানা তো বরাবর তোমার কাছে থাকবে।" তাঁর 'নেতাকোণা' ঘরের জানলার ধারের সে বসবার এবং পড়বার যে আলটুকু দেখতে পেয়েছেন তারও একটা ছবি শুধু কালি দিয়ে এঁকে আমাকে দিয়েছিলেন সেই সময়। কতজনের কতদিন যে এইরকম স্নেহের স্মৃতি টুকিয়ে দিয়ে গেছেন তার ঠিকানা নেই। কি অক্ষয় স্নেহস্মৃতি থাকলে মানুষ পরের আনন্দ দেবার জন্যে এমনি করে ব্যস্ত হয়।

আমার বিদায়ের দিনে অনেকেই মান মুখে শেষ হয়ে এল। যাবার আগে আরো একটি ছোট প্রসঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম। তখনও পড়ার ছুটির কয়েকদিন দেরি আছে, কাজেই আমি একাই শিলাইদহ যাব ঠিক হয়েছে। ছুটি হলে আমার স্বামী গিয়ে পুরো আইবুড়ো মাসটা কাটিয়ে আসবেন এই ঠিক হয়েছে।

আমি মনে মনে কল্পনা করছি যে, কবি হয়তো বকুলদির বাসায় গিয়ে থাকে। নদীর ধারে প্রীতির বাড়িতে বসে হয়তো চৌধুরীর বাড়িতেও আসবেন, এসে কবে আসবেন ঠিকানা। এর মধ্যে আমার স্বামীর চিঠি পেলাম যে কবি শেষ পর্যন্ত কালিম্পঙেই যাচ্ছেন। ওঁকে অনুরোধ করে এখানে ওখানে পাঠানোতে অনেক হাঙ্গামা বাধে তাই তাঁরা এখানেই ডেকে নিচ্ছেন যে কবি ওঁদের সঙ্গেই থাকেন। শরীরটা তো বরাবরই ভাল থেকেছেন কাজেই এবারেই বা না থাকবেন কেন? আজকাল হঠাৎ হঠাৎ এক একটা আইডিয়া মাথায় ঢোকে আর তাই নিয়ে worry করতে থাকেন। এবারেও ঐ রকম একটা কিছু ঘটেছে বোধ হয়। কিন্তু ওখানে গেলেই আবার এটা ভুলে যাবেন।

আমার স্বামীর আর একটা চিঠি পেলাম—কবি যেদিন পাহাড়ে যান সেইদিন যাবার আগে দেখা করতে গিয়েছিলেন; তারপরে বাড়ি ফিরে লেখা। লিখেছেন, "শেষ্টাঙ্গাসাঙ্গো গিয়ে দেখি কবি লালবাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বসন্তীর বিরহ বুকে বসে আছেন। শান্তিনিকেতন থেকে ট্রাঙ্ক উনি এখন লালবাড়ির দক্ষিণপশ্চিম কোণের ঘরখানাতে রয়েছেন। আমাকে বললেন, 'তুলতে, পাহাড়ে তো যাচ্ছ কিন্তু কেন তুমি না আমার ক্রমাগত মনে হচ্ছে এই যাওয়াটা আমার শক্ত হবে না, একটা বিপদ ঘটবে।' কেন উনি এরকম বললেন জানি না, কিন্তু ওঁর এই মন খারাপ করে যাওয়া দেখে আমারও খারাপ লাগছে। কেন এত মন খারাপ করে বাড়ি থেকে বেরোলেন, তার চেয়ে বোধ হয় না গেলেই হতো।"

এই চিঠি পাবার দু'একদিন পরেই কবির কাছ থেকে চিঠি এল—কালিম্পঙ থেকে লেখা।

রানী,

জীবনের বলাকার থেকে ক্ষণমাত্র এবার বেরিয়ে চলে এসেছি ছুটো পাখার সমস্ত জোর দিয়ে। চকোরাঙ্গ হয়ে আছি চলৎশক্তিহীন হয়ে। বর্তমানে আমার অবস্থিতি কাঞ্চনজঙ্ঘা, ডাকহরকরা নেপাল যাওয়া নিষেধ। ওদিকে বাঙলা দেশের সমতটে প্রবেশ করম অসহ্য, সেটাকে খালিয়ে এসেছি।

তোমার সম্বন্ধে জনশ্রুতি সন্তোষজনক নয়। তুমি জানিয়েছ Calc Sulph তোমার পক্ষে অকর্মকারী। এটা অসম্ভাবিত। Silicia'র সঙ্গে পর্যায়ক্রমে খেয়ে দেখতে পারো। লেখাপড়া আমার বন্ধ চশমাহারা চক্ষুর। অনুস্বারেহী তোমার খাতে আমার অন্যান্যের নাম চাপিয়ে যাচ্ছি—তাঁর সংখ্যানী আছেন সেই ইংরেজ মেয়েটি। কিছু কিছু শুশ্রূষের কাজ পাওয়া যায় চীন থেকে। এতদিন এখানে পরস্বৈপদের প্রভাব ছিল আমি অনেকটা একাকার মেয়ের মাঝখানে পড়েছে।

২০।১।৬০

কবি

(ক্রমশ)


পাণ্ডুলিপি বই এবং এদেশে প্রকাশিত পুরাতন বাংলা-ইংরাজী সংবাদপত্রাদি কিনিতে চাই। মূল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ জানান। বক্স নং ২১১ "দেশ" কলিকাতা—১।

এর পর যখন কিনবেন

আমাদের দোকানে একবার আসবেন এবং বিলিতি নোংরামোনিক ডেডিওর প্রসাধন এর চমৎকার সুগন্ধযুক্ত স্নো পাবেন। এছাড়া সাবান কিনিতেও পাবেন।

শুগেন্‌স

২৫—৬৪৭৪

৭ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬

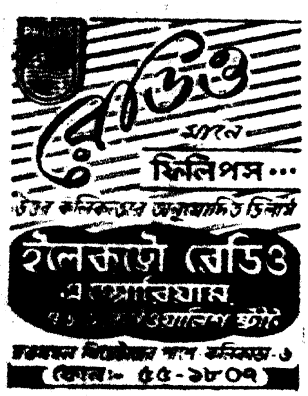


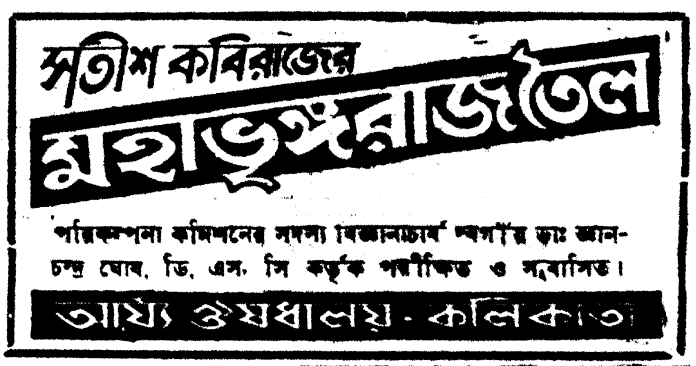

# পণ্ড্‌স
## কোল্ড ক্রীম

* পরিষ্কার করে
* সুন্দর করে
* সুরক্ষিত রাখে

রোজ রাতে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম বেশ ভালো করে আপনার মুখে মাখুন। এই ক্রীম রোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে ময়লা বের করে দেয়। ফলে পরে পুষ্টিকর এই চমৎকার পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম মিশিয়ে মাখলে আপনার মুখটী যাদুবিদ্যে নির্মল ও কমনীয় হয়ে উঠবে।

ভ্যানিশিং ক্রীম : হালকা ও তুষার-শাদা পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার ত্বকের কমনীয় কান্তি সুরক্ষিত রাখবে—পরিষ্কার ও সুন্দর করে তুলবে। পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায় —এটি একটি নিখুঁত পাউডার বেস্ এবং এর ওপর পাউডার করার পর ঘণ্টা সমানভাবে লেগে থাকে।

P 7149

বিজ্ঞাপন-পণ্ড্‌স ইন্ক ( পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই সুলভ প্রসাধনী )

# নবজীবন রাউরকেলা

ছাত্র হিসেবে মনে হল খুনের কথা। খুনোখুনির সম্ভাবনা সেখানে। শীতের সিহরিতে প্রতি কামরায় আরম্ভ করে হাত পা ছড়িয়ে শোবার এবং খুনোখুনির জন্য নরম বিছানা পেতে কিছু খোঁজ অনেক আগে। হাওড়া স্টেশনের শেষ আলোটা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগেই। ছাত্র তখন সাড়ে নটা হবে তবু খুনের কথা মনে হয়নি এতক্ষণ।

মনে হয়নি কোথাও একটা দুর্ঘটনা আছে। মনে হয়নি অমঙ্গলের চারজনের। মনে হবার অবস্থা তখন কারো ছিল না। সুইচটাকে ঘাস যেন চারজোড়া চোখের উপর নাচছে। ঘুম নেই চারজোড়া চোখে।

আরও নিয়েছে। সময় ছাড়া হয়ত আরও কিছু। অর্থাৎ এই সময়টুকুর মধ্যে ঘটেছে। নিঃশব্দ মৃত্যু। শুধু যে মৃত্যু ঘটেছে তা নয়, এরই মধ্যে ভুলিয়ে দিয়েছে হাওড়া স্টেশনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ঘাস শুধু মেশা নয়। খুনী। নিঃশব্দে খুন করে। হরণ করে।

একটু চিন্তিত জন্মেছিল মনে। রেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে। বলা উচিত পূর্ব রেলওয়ের বিরুদ্ধে। কারণ হাওড়া স্টেশনটা ওদের দখলে। একচ্ছত্র অধিকার বা এস্তিয়ার। বলা যেতে পারে জমিদারি। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে যেন ওদের খাস প্রজা। হয়ত তাই ভোগ করতে হয় কিছুটা সাজা।

গোড়া থেকেই বলি।

নিমন্ত্রণ এসেছিল ভারত-জার্মান সংগঠনের কাছ থেকে। রাউরকেলায় ইস্পাত কারখানা দেখার। ভারত-জার্মান প্রচেষ্টার সফল দুশটা চোখে দেখব। আমন্ত্রিত হয়েছি আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর আমরা পাঁচজন আর ছয়জন সিন্দুরী ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার অধিকর্তা। বলা বাহুল্য সাংবাদিকদের দলের নেতা আনন্দবাজার পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীকানাইলাল সরকার। তাঁরই পক্ষ-ছত্রছায়ে নিশ্চিন্তে হাতে আসর ছাড়তে বসেছি।

ডাঃ টেমা নিজে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। নিজেও লিখেছিলেন হাওড়া স্টেশনে ঠিক সাড়ে আটটায় হাজির থাকতে। আমার ট্রেন হাওড়া-সম্বলপুর প্যাসেঞ্জার। ছাড়বে নয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। কারণ প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থাকবে আর থাকবে আমাদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরা।

তবু হাওড়া স্টেশনকে চিনি। ছোটবেলা থেকে পরিচয় কলকাতা সহর আর সহরের 'করোনেশন হাওড়া স্টেশন-এর সঙ্গে। সিলেহারা হবার যোগাযোগ এর চাইতে ভাল আর কোন জায়গা নেই। লিটারেচর সহরের প্রান্ত সেন্টারের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। লণ্ডনের ইউস্টন চিনি। হ্যামবুর্গ বা ফ্র্যাঙ্কফার্টও অপরিচিত নয়। কিন্তু হাওড়ার মত এমন হারিয়ে যাবার রেল স্টেশন যোগাযোগ আর দেখিনি। অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় আসেনি।

তাই মনে একটা উদ্বেগ নিয়ে এসেছিলাম স্টেশনে। ঘড়িতে তখন ৮-৩৫ মিঃ। একটু দেরি হয়ে গেছে। অত্যন্ত দুশ্চিন্তিত মনে চাইলাম ডাঃ টেমার কাছে। কিন্তু তিনি বিব্রত হয়েছেন মনে হল না। হাসতে হাসতে বললেন, 'কিছুমাত্র দেরি হয়নি আপনার। ট্রেন এখনও আসেনি স্টেশনে।'

কনাটেস বললেন, সব ঠিক আছে। শুধু ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে এসে গেলেই হয়।

সহসা বললাম, 'আসবে তো?'

'আসবে না মানে? এক ঘণ্টা'

'মনে হচ্ছে তাই।'

অন্তত ঘণ্টাখানেক দেরি হবে হচ্ছে ট্রেন আসবে। কিন্তু আসবে কেন? এতক্ষণ তা আসা উচিত ছিল। ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল ৮-৩৫ মিঃ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম বেজেছে ৮-৫০ মিঃ। খুনের মিনিট বাকী।

'বাহিরমতা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। না হওয়াই অস্বাভাবিক। তৃতীয় শ্রেণীর উপরে অন্তত যারা উঠতে পারেনি বলা বাহুল্য সংখ্যাধিক্য তাদেরই বেশী। আরও তাদের দুশ্চিন্তার শেষ হল না। চঞ্চল হবে না? একটু ঠাঁই পেলেই ওরা ধন্য হবে যাবে। চঞ্চল তো হবেই।

কিন্তু রেল কোম্পানী চঞ্চল হয় না। ঘড়ির কাঁটা নড়তে পারে। ওরা কিন্তু এক এক সময় নড়ে বসতেও জানে না।

৮-৫৫ মিঃ।

এবার কিন্তু আমরাও উৎকণ্ঠিত হচ্ছি। বাহিরমতা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মোটঘাট কাঁধে। নড়েচড়ে বসেছে ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে। অচলায়তন তবু নড়ছে না। নড়বার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বিশ্রী একটা উদ্বেগ বেধা দিয়েছে মনে। দক্ষিণ-

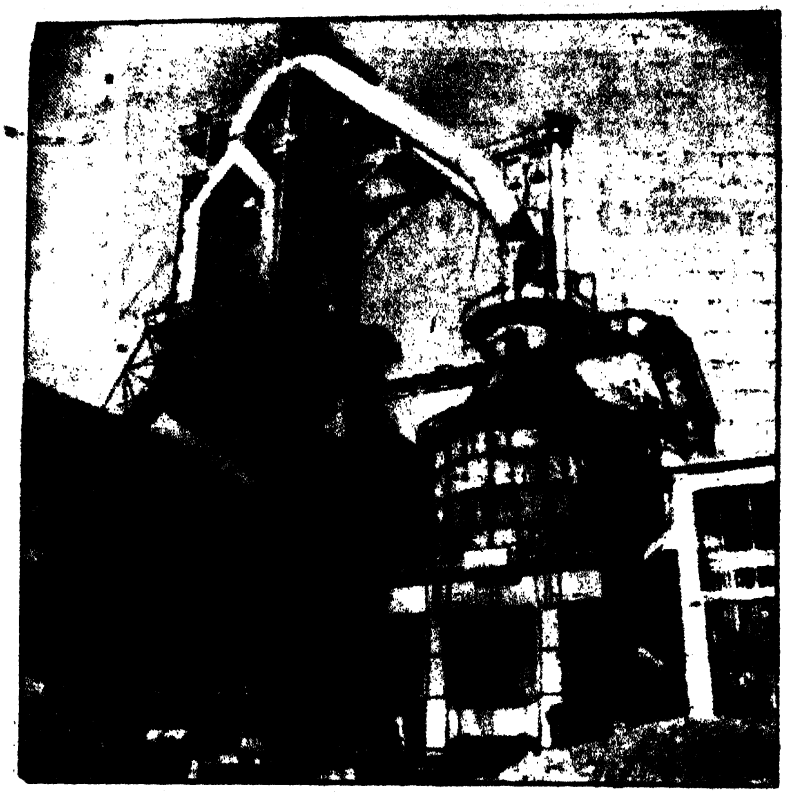

ইস্পাতনগরী রাউরকেলার প্লান্ট কমপ্লেক্সের একাংশ

পূর্ব রেলের ট্রেন আসে সাঁতরাগাছি হোম। হাওড়ার ট্রেনের রাস্তার হদিশ নেই। ঠাঁই নেই। পূর্ব-রেল ঠাঁই ছাড়তে চায় না। লোকের হাতছাড়া হবার ভয়। সবাই তাই তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। যদি একটু আলো দেখা যায়।

আলোর হদিস দৈববাণী এল। অথবা হল। অকস্মাৎ খোলা মেলে। হোমরাদের ছাপিয়ে।

অর্থাৎ বিদ্যুৎ বরেণ্য তাড়িত ঘোষণা লাউডস্পীকার প্রলয় হয়ে উঠেছে। মিনিমিনে একঘেয়ে মেয়েলী গলায় ঘোষণা হাওড়া-সম্বলপুর প্যাসেঞ্জার ৮-৩৫ মিঃ এতের নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। হাওড়া-সম্বলপুর.....

বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত। মারিজনতা প্রতিবাদ জানাল না। নিঃসহায়ের মত মুখ মুখের থেকে ফেরায়। প্রান্ত থেকে প্রান্তরে।

হাতে আর সাত আট মিনিট সময়। বাঁ ছুটে উপায় আছে। কে কার ঘাড়ে পড়ছে হুঁশ নেই। (থাকাটাই আশ্চর্য)। কার কোলের ছেলে কখিয়ে উঠছে খেয়াল নেই (থাকাটাই আশ্চর্য)। ছুটছে। সবাই। মস্ত মস্থর এস্কালেটরের মত পরিত্রাহি হয়ে পরস্পরে হয়েই পড়ে রইল।

আমরা ছোটা প্রয়োজন মনে করিনি। তবু ছিলে-ছুলেও যাইনি। একটু পা চালিয়েই গেলাম। ভেতর মন্থরে ঢুকে দেখি ট্রেন তখন মন্থরগতিতে চলেছে প্ল্যাটফর্ম।

আর পাঁচ মিনিট বাকী ট্রেন ছাড়তে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাড়ল না ঠিক সময়ে। ৮-৩৫ মিঃ পার হয়ে মস্ত বাজল গাড়ি তবু নড়ল না। ছাড়ল সাড়ে নটায়।

পরদিন ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। জানালার পর্দা সরাতেই বাইরের ঝলমলে রুপসীর চোখে পড়ল। বিহারের রুক্ষ প্রান্তর যেন মুঠো মুঠো সোনা ছড়ান। নবীন প্রভাতের আমন্ত্রণ।

রাউরকেলার পাট্টা পেপিকার কথা সকলের ঘোরে নিয়ে জনা গেল ছোট স্যুটকেস নেবে হবে পৌঁছাতে।

আমার হাতের আসন বদলে কিনে ছুটি নিয়ে জলপথে চলেছে, এমন সময় এলেন ডাঃ টমস। চমৎকার স্বাস্থ্যের ভদ্রলোক বয়স বেশী নয়। শত হলেও ভদ্রলোকটি হয়ে লড়াই করতে হয়েছিল। তখন বয়স ছিল আঠারো। পড়া ফেল করে আগেই ডিকনসনের হুকুম এসেছিল তাঁর কাছে, যেমন এসেছিল অনেক ভদ্রলোক যুবকের কাছে।

যুদ্ধের কথা উঠতেই ডাঃ টমস তাঁর বঁ


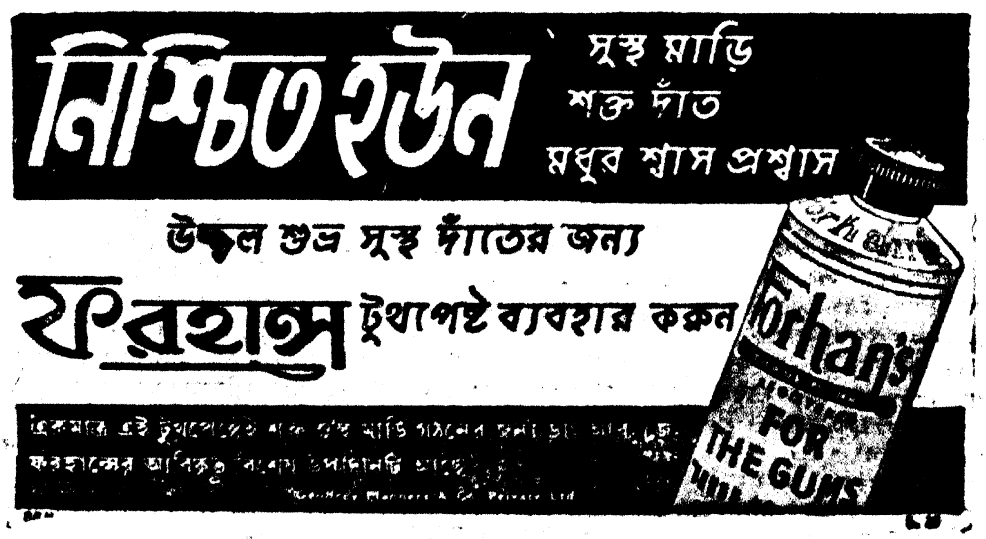

হাতটা দেখিয়ে বললেন, এটা ভাঙ্গার ভয়।

বললাই লাটাই হাতটা পুতির তুলালন উপরে। সোটা হাতটা ধনুকের মত বেকে গিয়েছে। কনুইয়ের ঠিক ওপরেই দুখানা সুটো পরীক্ষা করার দাগ।

ডাঃ চৌধা ছেলে বললেন: বেশীক্ষণ টানবে না, ভাঙ্গবে। একখানা কিয়ে সুদ্ধ অমাবিক কিছু ফেরিয়ে যায়।

অনেকদিন হাসপাতালে ছিলেন। ভগবানের ধন্যবাদ হাতটা বেচে গেল। আবার হাসলেন ডাঃ চৌধা।

কথায় কথায় সময় কাটান অনেকটা। ডাঃ চৌধুরীর মনে একটা, মন খারাপের ছাপ ফুটে উঠল। তাই বললেন অনেক কথা। নিজের কথাও অনেকদিন হলো নানা দুঃখের আগুনে পুড়ছেন। নানা ঘাত প্রতিঘাত ছুটে এসেছে। তবুও হাসতে হাসতে তিনি মিটিয়ে গিয়েছেন এই কয়েক বছরে। তাঁর ভাগ্যে যত সুখ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী এই সব দুঃখ। কিন্তু এটা সত্যিকার সুখের কথা নয়। কিসের কথা।

হয়ত কোন সুখের সুযোগ সুবিধা না পেয়ে কারুর কারুর অনেকদিন না কেন ভাঁটা পড়ে। সেইটাই সবচেয়ে বড় দুঃখ। কিন্তু তাকে তো নতুন করে কিছু এমন কিছু পেতি যে, জিবনে আছি বলে মনে করতে কষ্ট হয়।

শুধু তাই চৌধা নয়। বহুজনার্দনকে দেখেছি ওপরে এসেছে। তারপর ও তারপরের সবগুলো এমন আকস্মিক গতিতে আশ্চর্যরকমভাবে অবতরণ হয়ে উঠতে পারে। জার্মানীতে দেখেছি। হল্যাণ্ডেও দেখেছি।

প্রায় সাড়ে এগারটায় ট্রেন পৌঁছুল হাউটেকলার।

হাউটেকলার পরিচয় ত্রিরকম জড়ানো হয়ত আছে বেশ, যদি না ইস্পাত নগরী গড়ে উঠত এখানে। এর প্রাচীন পরিচয় অন্য কোন গ্রামের চাইতে বেশী নয়। ইস্পাতের ভূতন স্রোতখানা বক্ষে ধারণ করে, বাকি সবটাই সমতলভূমি। বৃক্ষ মাটিতে হয়ত কিছু চাষবাস হয়। কিন্তু হয়ত সমস্ত হাট কোরেল, লাখ আর হাতুলী নদীর জলসিঞ্চনে। কিন্তু পরিচয় কিছু ভিন্ন নয়।

ওই ভিন্ন ছোট সহরটার উপর টানের চাপ বেশী কিন্তু কারিগরের স্রোতটা বেশীক্ষণথাকে। ভিন্ন ভাষা বুঝে ওঠার আগে চলে যায়। আর স্থায়ী একটা ইতিহাস।

ভিন্ন নয় একও আছে। নবীন ভূমিকায় ধীরে ধীরে মুখ নিচ্ছে। ওর সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ এখনও প্রতিফলিত হবার সময় আসেনি। তাই ইতিহাসের পাতায় আমাদের মুখ মুছে যাবে এই সময়ে। একটা টানের ভিতরে থেকে সময়ের নিয়ে চলেছিল প্রত্যেকের কাছে। তাই আমরা অনুভব করতে পারি হাউটেকলার ভবিষ্যৎ। ডাঃ চৌধা এখন নিশ্চয়ই ভালোভাবে এখানে এসে এখন আর সবাই হয়ে পড়েছিলেন অসহজ। সেই নয়।

তাঁর হাত দেখছি। বেশ ভোলাপাতির চুলের মধ্যে তাই ভূত নিচ্ছেন হাত আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন।

একটিনের স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াল। প্রথমে দেখা করে হাউটেকলার জনসাধারণ সমিতির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার নন্দী ও জার্মানীতে সাথে সাক্ষাৎকার হয়। অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাটুকু।

কিন্তু প্রথম পরিচয় নিয়ে সম্বর্ধনা এর সভায়। ভারত-জার্মান ক্লাবে সভা হয়। প্রথম সাক্ষাতেই যে-ভাবে আমাদের বরণ চিরকাল করে এসেছেন, মনে হয় যেন কতকালের চেনা। ভাল লাগল প্রথম অভ্যর্থনা। প্রথম সম্ভাষণ।

তিনি আর এক সভা ডাকলেন। বসবার সময় নেই। এক ঘণ্টা দেখিয়ে আছি, কারখানাগুলি তালিকার। কিন্তু সময়টা পুরিয়ে দেওয়া ছোট ছিয় সভাপতির কাছে গিয়ে। কারুর চোখ সভাপতি। সুটো চারটে প্রতিভাষণ আদান-প্রদান হল। স্থির হল সব দেখার শেষ দেখা হবে আবার

দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯
এখানে চিঠি লিখলেই
সবরকম বইয়ের
ডাকযোগে সরবরাহ হয়
শুকতারা
পরবর্তী পূজাসংখ্যা নিজে
এখনই বুকিং করুন

নবতর সৌন্দর্য
কৃষ্ণকলির চিকিৎসা

ফ্লোরোজোন গাত্রবর্ণকে শুভ্রতর ও সুন্দরতর করে
ফ্লোরোজোন গাত্রবর্ণকে শুভ্রতর ও সুন্দরতর করে। ফ্লোরোজোন ত্বকের কোমল আবরণ রশ্মির জন্য নতুন রঙীন সেল। আজই এই নতুন পরীক্ষিত সৌন্দর্য প্রতিকার করুন। আপনার কেমিস্টের নিকট অথবা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, পোঃ বাঃ বক্স ১১১২, বোম্বাই-১ ঠিকানায় লিখুন—ফ্লোরোজোন লোশন টাঃ ৫.২৫ নঃ পঃ প্রতি বোতল, ফ্লোরোজোন কমপ্লেক্সটেড ক্রীম (ক্রীমিং ক্রীম) টাঃ ৫.৩০ নঃ পঃ প্রতি জার।
FLOROZONE
আদর্শ সৌন্দর্যশোধক
(H.V.B)

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

ধবল আরোগ্য
LEUCODERMA CURE
বিশেষজ্ঞের অবদানস্বরূপ ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়ত্বের দাগ, ফুলা, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ চূড়ান্ত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং রামধন মোদক লেন, পোঃ হাওড়া। ফোন—৬৭-২৩৫৯।
শাখা—৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯

ভারত-জার্মান মিলনকেন্দ্র রাউরকেলা ক্লাবের এক অনুষ্ঠান

গণপতির সঙ্গে এবং সেই সময় প্রশ্নের খসড়া উজাড় করে দেওয়ার অবকাশ পাওয়া যাবে।

বেরিয়ে আসতেই ডাঃ হোমা বললেন : যাক, সময়টা পুষিয়ে নেওয়া গেল। ভেবেছিলাম, সাংবাদিকরা প্রশ্নের স্রোত বইয়ে দেবেন।

সবিনয়ে নিবেদন করলাম : সাংবাদিকরা প্রশ্ন করার চাইতে কথা শুনতে বেশী ভালোবাসেন। আমাদের সাফল্যের ওটাই হল গোপন কথা। কথা শোনা।

কিন্তু এরপর যে কথা শুনতে হল, তার জন্য বিশেষ প্রস্তুত ছিলাম না। মিঃ রাও বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ম্যাপ দিয়ে কোথায় কিভাবে রাউরকেলার নবনগরী গড়ে উঠছে। বলতে বলতে তুলনামূলক আলোচনায় এসে গেলেন। তুলনা করছিলেন দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম : দুর্গাপুর কি হিন্দুস্থান স্টীলের নয়?

ওতদূর থেয়ে গেলেন মিঃ রাও। বুঝলেন, তুলনামূলক আলোচনাটা আমরা খুব পছন্দ করছি না। প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। কফির পেয়ালায় শব্দে ও ঘ্রাণে।

এরপর শুরু হল পরিক্রমা। প্রথমে নবনগরী পরিক্রমা। এক বাঁকের সাবলম্বী ঘরবাড়ি। ঝকঝকে রাস্তা। নগরীর সঙ্গে কারখানার যোগাযোগ রক্ষা করছে প্রশস্ত রাস্তা। জনবসতির অট্টালিকা অথবা আবাস বিরল দুইএকটির ছাড়া চোখে পড়ল। রাস্তার এ-পাশে ও-পাশে যোগসূত্র রক্ষা করছে ছোট ছোট ঘণ্টাধ্বনির মত যন্ত্রে তার জানিয়ে দেবার কারণ। অফিস যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাদুষ্টি হবার ভয়ও নেই। ট্রাফিক অফিসারেরও ভাবনা নেই। এই হল নবনগরী প্রদক্ষিণ করে কারখানার দিকে যাওয়া যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক পরিক্রমণ।

এই ঘণ্টাখানেক একটানা কাজ। ঘোরা ঘুরপথে উপলব্ধি। পাহাড়ের কাঁকরে বিছানো মাটিতে ফুলে ফোটবার চেষ্টা চলছে। ছিটকোনো ঘাস আগাছার


বাচ্চাদের যখন ঠাণ্ডা লাগে ...

সর্দ্দি, কাশি, বুকে-পিঠে ঠাণ্ডা লেগে
শ্লেষ্মা জমে বাচ্চারা যখন কষ্ট পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
করুন, সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন।

ভেপোলিন

পরিবেশক :
জি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন কলিকাতা-১

ছিড়ে রং-এর ছটা লেগেছে বুকে প্রান্তরের। মহুস্থানের বুকে।

অন্তরবির শেষ ছটা আকাশে প্রতীর বুলিয়ে দিয়েছে। কাঁচা লোহা থেকে ইস্পাত বের করার জন্য যে বিরাট কারখানা গড়ে উঠেছে, তার শিখর থেকে দেখা যাচ্ছিল এই রং-এর খেলা। আর দেখা যাচ্ছিল এই ইস্পাত কারখানাটা।

সামনে ডানদিকে অফিসগুলো তৈরীর কারখানা। ওদিকে আকাশ ছোঁয়া চুল্লী রয়েছে। সেখানে আকর পরিষ্কার লোহা বের করা হয়। তারও ওপাশে কোকচুল্লীর সারিগুলি, আর অন্যদিকে মজুরদের বোর্ডিং ঘর। এই মিশ্র উপায়ে ইস্পাতকে বিশ্লিষ্ট বিশ্লিষ্ট করে আবার তাদের যৌগ তৈরী করা হয়। এরকম বোর্ডিং ঘর আমি অনেক দেখেছি।

সন্ধ্যাসিস ঘরে ঘরে ঘুরে দেখছিল এসব। দেখেশুনে তার মনে হচ্ছিল বিশ্বকর্মার কারখানা যুরিয়েছে। মানুষই এখন মানুষের হাতে গড়া নিজেদের সমস্ত ইচ্ছা মেটাবে বলে। আর পুরিমাণী যে ইস্পাতের ইস্পাত মানুষ তার কাছে ইস্পাতের হাত তৈরীর কারখানা এসে।

আকাশের রং ঘোলা হয়ে এসেছে। আকাশ ঘোলাটে হয়ে এসেছে। ঘোলাটে হয়ে এসেছে বিশ্বকর্মার কারখানা। সন্ধ্যাসিস ঘরে ঘরে ঘুরে দেখছিল। তার মনে হচ্ছিল কারখানা নিজে নিজে চলছে। কারখানা চলছে। কারখানা চলছে। কারখানা চলছে। কারখানা চলছে।

ঘরে ঘরে কারখানার কাজ শেষ হয়ে গেছে। বিশ্বকর্মার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। একটি, একটি করে সব কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

অন্ধকার। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু কারখানা চলছে। সব শেষে সন্ধ্যাসিস ঘরে ঘরে ঘুরে দেখছিল। তারপর সে ঘরে ঘরে ঘুরে দেখছিল। আবার সে ঘরে ঘরে ঘুরে দেখছিল। আবার সে ঘরে ঘরে ঘুরে দেখছিল। আবার সে ঘরে ঘরে ঘুরে দেখছিল।

মুখর, চঞ্চলমুখর হয়ে ছেলেরা শুনছে কলকাতার কথা। বাসিন্দা হয়ে ফিরে এসে বলছেন: চমৎকার এই ছেলেরা। এরাই পারবে।

একজন জার্মান ইঞ্জিনীয়ার বলছেন: শুধু পারবে নয়, খুব তাড়াতাড়িই পারবে।

তিনি ছেলেদের পাশে পাশে ঘুরছেন। তিনি বলছেন: এত চটপট এরা শিখে নিতে পারে যে, এক এক সময় অবাক হয়ে যাই। আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে এদের হাতে এই কারখানা তুলে দিয়ে যেতে পারব, সে ভরসা আমার আছে।

আমরাও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম ছেলেদের দেখে। জার্মান ইঞ্জিনীয়ারদের দেখে। কি আন্তরিকতার এরা দেখাচ্ছে আমাদের ছেলেদের না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলে গেছে এক হয়ে। এক উদ্দেশ্যে। রাষ্ট্রকেন্দ্রকে সফল করা।

• • • •

এরপর কেবার পালা। সন্ধ্যা উতরে গেছে। কিন্তু তাড়া নেই কিছু। আমাদের হোস্টেল ফ্লাট, সেই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরায়, ফ্লাট স্যুটের। আমরা একটু চিন্তিত ছিলাম রাত্রে কী খাওয়াবে হাত পুড়ে পরদেশ মনে হারাতে হবে সে-কথা ভেবে।

ডাকবাংলো হাত ধরে হাতে তিনি কিন্তু নিশ্চিন্তমনে আসেন। সেখে মনে হচ্ছে না দুই ঘণ্টা ফ্লাইট করে এসেছি। ভাবতে-ভাবতে ফ্লাটে ফিরে আসব ভাবছি মনে মনে। দুঃ ভালোই এই অল্পক্ষণ ফ্লাটে ফিরে আসব ভাবছি মনে মনে। সবকিছুর মিলে করে, ভালোই লাগল। ঘুরেফিরে সব দেখিলাম।

সবকিছু সবার ফেরাটুকু সবা হলনি। ফ্লাটের ঘরগুলি চুকিয়ে ফ্লাটে ফ্লাট ফ্লাটের ফ্লাটের ফ্লাটের

ভুক্তভোগী যাঁরা তাঁরা জানেন কি মর্মান্তিক এটা। একটু পরেই বললেনঃ তবে বলে দিয়েছি, বড়দিনের আগে না ফিরলে একেবারে ছাড়াছাড়ি।

বাধা দিয়ে বললামঃ নয়ত, আড়ি, আড়ি, আড়ি। কি বলেন।

মিসেস স্পালিং হাসলেন। ঝকঝকে মোমের মত গাল দুটোয় যেন একটু সোনালী আভার ছোঁয়া লাগল কোথায়।

স্রোত বইল কথার। বাইরে কনকনে শীতের হাওয়া। ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘুমোট। কিন্তু খেয়াল নেই কারো। ঘড়ির কাঁটা কোথা দিয়ে যেন ঘুরে গেল। হঠাৎ মিঃ স্পালিং বললেনঃ এবার উঠতে হবে। ট্রেন আসার সময় হয়েছে।

ফিরে গেলাম রাত দুটোয় ইস্টিশানে। নবনগরী ঘুমোচ্ছে। কিন্তু ব্লাস্ট ফার্নেসের লাল আভা জ্বলছে আকাশের বুকে। গলিত লোহের রঙীন ছটায় উদ্ভাসিত যেন।

ভারতের আকাশে নবতীর্থের সূচনা।

---


## ঐতিহ্যের সূচনা

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে যখন ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠছিল সে সময় আজকের সাতাশি বছর বয়সী সর্দার প্রতাপ সিং জুবরা সেখানে ক্রেন এবং বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম জুড়বার কাজে লেগেছিলেন।

প্রতাপ সিং-এর ছেলে জওলা সিং কাজ করতে এলেন সেই ইস্পাত কারখানাতেই যা গড়ে তোলবার কাজে সহায়তা করেছিলেন তাঁর বাবা। পরিণততর কারিগরি-নৈপুণ্য নিয়ে লোকিং পিট ক্রেন-এর উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি যে পরামর্শ দিলেন তার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিনি পুরস্কার পেলেন আর মার্কিন ক্রেন-নির্মাতাদের কাছ থেকে পেলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা।

জওলা সিং-এর ছেলে হরি সিং অল্প বয়স থেকেই এই পারিবারিক ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছেন। এই তরুণ ইলেকট্রিশিয়ান টাটা স্টীল-এর মেইনটেনেন্সের কর্মী। সম্প্রতি ক্রেন সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে জাপানে পাঠানো হয়েছিল।

এইভাবে জামশেদপুরে কর্মকুশলতার একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠছে। শিল্প সেখানে জীবিকার্জনের উপায় মাত্র নয়, জীবন যাপনেরই একটি অঙ্গ।

LIBRARY
Cooch Behar

## দিন পেরিয়ে দিন

শোভন সোম

ওরা আমায় একলা ফেলে কোথায় চলে গেলো
মুখ ফিরিয়ে! দিন পেরিয়ে অসংখ্য দিন এলো
ওরা আবার ফিরে আসবে কবে?

ছিলো ওরা আমার অনেক কিছুই, রাখতে পারিনি তো
ছোট্ট মুঠোয়—যা ছিলো ঐশ্বিক!
ছায়ার মত অমোঘ ঘোরে সঙ্গে আমার স্মৃতি—
বর্তমানের চতুর্দিকে সীমার পরিমিতি—
শামুক-মন গুটিয়ে রয় আপন অভিভবে।

কত মেঘের রঙীন পাহাড় ওঠে আবার পড়ে
মন কেমন করে আমার কাঁদে দুরুর করে—
তোমা মুখের অনেক ছবি টেনিয়ে গেছে ভিড়ে

সবই যায় ফেরে আসে না ফিরে,
দিন পেরিয়ে দিন চলে যায়—স্মৃতির মৌন কথা
বুকের মধ্যে জাগিয়ে রাখে গভীর আকুলতা।

## জীবন-স্বপ্ন

সত্যেন্দ্রনাথ পাল

সন্ধ্যাবনে নিত্য দেখায় চন্দ্র কুসুম ফোটে,
চিত্রাবতীর শীর্ণতীরে শ্মশান কেঁদে ওঠে—
যুগে যুগে আবহমান সেই নারুবনের তলে,
কন্যাহারা রাজমহিষী ভাসে অশ্রুজলে।

আকাশ জুড়ে, সন্ধ্যা জুড়ে, জুড়ে রাবণ চিতা
তারই তলে ঘুমিয়ে গ্রামের চিরন্তন পিতা।
অন্ত পোড়ে, স্বপ্ন পোড়ে, পোড়ে না তার মান
বিজনে তাই শুনবে আজও চিরকালের গান।

দেশান্তরে পাড়ি দিল গ্রামের নদী বেয়ে,
মনের মাঝে ভস্ম হোল অভিমানী মেয়ে।
চলে গেল মনের আনন্দে কান্না বুকে সার,
এ ঘর মুখে অশ্রুমতী ফিরবে নাক আর!

আজও নাকি চন্দ্রমুখ ফুল ফিরকল বুনে ওড়ে,
চরকচরী নদীর পাড়ে আকাশ দেখে জোড়ে।
আজও নাকি পল্লীঘরে মানুষ কাঁদে হাসে,
দুঃখ নিয়ে স্বপ্ন বোনে বাঁশ বকুলের পাশে।

## অন্তর্লিখিত

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

সে সুখ সেদেই বন্দী, অতিক্রান্ত জন্মলগ্নটি নয়।
সুখের হৃৎস্পন্দন: উৎকীলন ফলের আশায়?
তবে সে সবুজ স্বপ্ন: হিমস্তার কচি কিশলয়!
বাধামুক্ত দৃষ্টি পাখী আকাশে অবাধ ভ্রমণ।
বুকে মুখ গুঁজে থাকা—পূর্ণিত-স্নিগ্ধ উত্তপ্ত নিলয়!
এ জগৎ ভুলে যাওয়া—পরিপাত্র সমবেদনায়—
ঠোঁট দিয়ে ঠোকরে খেলা পালকের বর্ণিলমেলায়,
সুকোন দোঁহাতে মুখ—সুভঙ্গিম চারুবাঞ্ছনায়।

তবুও বিষের ধোঁয়া ফোটা ফোটা চন্দ্রমল্লিকায়—
দ্বিধা, ঘৃণা বিলেপন, উৎকিন্ঠিকি আকার ইঙ্গিত
সুধাস্রোত ক্ষুণ্ণ করা: চাঁদ নয়, কলঙ্কপ্রধান।
অথচ চৈত্রের সন্ধ্যা: বাতাসের যাদুমন্ত্রণায়
পাগল আগল ভাঙা—অধুক্করা আসন্ন নিশীথ,
এই তবে সপ্তস্বর্গ—বেঁচে থাকা—স্ফূর্তনাঙ্ক ঃ প্রাণ।

# আলোচনা

### নারীহরণ

সবিনয় নিবেদন,

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের 'দেশ' পত্রিকায় 'প্রসঙ্গত' শীর্ষকে নারী-হরণ সংক্রান্ত দুটি নৃশংসতা ও দুঃসাহসিকতার বর্ণনা পড়লাম। এ ধরনের ঘটনা আমাদের হতভাগ্য দেশে খুব নূতন নয়। তা নিয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও কিছু-সংখ্যক জনসাধারণ প্রায়ই আতঙ্কিত হন এবং অবশেষে পুলিস কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ করে নীরবে ভবিষ্যতের অধিকতর আশঙ্কায় কালাতিপাত করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, কোন পক্ষই সর্বসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ আত্মরক্ষার নৈতিক-চেতনা উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেন নি। আর যাই হোক, দেশে সং-মনোবলকেই সংক্রামিত; সুতরাং দুর্বৃত্ত-দমন নিছক কষ্টসাধ্য হওয়ার যৌক্তিকতা নেই। শুধু প্রয়োজন কেবলমাত্র পুলিসের উপর নির্ভর না করে নিজেদেরও স্থির-প্রতিজ্ঞ হওয়া। এ ব্যাপারে আমার ধারণা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অনায়াসে দেশে এক জন-আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেন এবং তার ফলাফলে বোধ করি অধিক বক্তৃতা নিষ্প্রয়োজন। আপনাদের সৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে, এটি আশাপ্রদ।

আশা করি আপনার বিশিষ্ট পত্রের মাধ্যমে সুরপ্রবাসীর এই ক্ষুদ্র বক্তব্য প্রকাশে কোন বাধা হবে না। নমস্কারান্তে, শ্রীনিবাসনী সত্যগুপ্ত, কেম্ব্রিজ ইংলণ্ড।

### ছাত্র ও শিক্ষক

সবিনয় নিবেদন,

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণের 'দেশ' পত্রিকায় 'প্রসঙ্গত' বিভাগে শিক্ষক মহাশয়ের বিরুদ্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে—সেটি প্রতিবাদযোগ্য বলে মনে করি।

শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আমার কম দিনের নয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছি এক এক করে। মনে রাখবেন—বিহারের ছাত্র-ছাত্রীদের বা শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধেই আলোচনা করব। অবশ্য ছাত্র বলতে যে-কোন স্থানের ছাত্রদের সম্বন্ধে আলোচনা করাই যথেষ্ট বলে মনে করি।

প্রথমত শিক্ষা-বিভাগ যে সিলেবাস তৈরী করেছেন সেটা ছাত্রদের দিকে নজর রেখে নয়, শিক্ষকদের বৈষয়িক অভিজ্ঞতা এবং খামখেয়ালী চরিতার্থ করার জন্যে। ছাত্রদের উপর পাঠ্যপুস্তকের এত বেশী চাপ দেওয়া হয়েছে যে, তারা ঠিক তাল সামলে উঠতে পারছে না। এখনে অষ্টম শ্রেণী হতে ইংরেজী শুরু করা হয় (মধ্য পাঁচ বছর হতে কষ্ট-শ্রেণী হতে চালু করা হয়েছে)। আর নবম শ্রেণীতে উঠেই ছাত্ররা সামান্য নাম হতে বিরাট সমুদ্রে এসে পড়ে হকচকিয়ে যায়। আবার Mathematics-কে দশম-শ্রেণী হতে Optional করে দেওয়া হয়েছে। এটা সকলেই একবাক্যে অস্বীকার করবেন—অঙ্কশাস্ত্রটি জিনিসকে মস্তিষ্কের উপর করে তুলতে সহায়তা করে অনেক-খানি। এর ফলে ছাত্রের জানতে পারে 'গণিত' না নিয়েও সহজ ম্যাট্রিক পাশ করা যায়। সুতরাং একেবারে নীচু শ্রেণী হতেই ছাত্র গণিত নিয়ে চিন্তা করা শুরু করে। যার ফলে মস্তিষ্কের উপরের স্তরের সমস্যাই সহজ পথ। এতে নিম্নস্তরের দোষ বহুল দুটি বিশেষ ফলে ছাত্রদের মাথা ক্রমে ক্রমে অপরিণত অতি সূক্ষ্মভাবে।

দ্বিতীয়ত ছাত্রদের শিক্ষকদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা অবশ্য শিক্ষক মহাশয়ের দোষ নয়। ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করার তাঁরা দ্বিমুখিন থেকে থাকেন। অবশ্য ধরে ধরে ছাত্রদের উপরে মন দিয়ে কাজ হয়তো তাঁরা করে থাকেন।

তৃতীয়ত বেলাশেষের প্রতি ছাত্রে যে দিন দিন অমনোযোগী হয়ে উঠছে সেটা একমাত্র বোঝাই দিনমজুর ব্যবস্থা। তাদের কিন্তু মনে সুতসুড়ি দেওয়ার জন্যে—পকেটমারে প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্যে ভূরি ভূরি অফুরন্তই রয়েছে। এ কথা অস্বীকার করতে পারেন কি?

চতুর্থত বর্তমানের 'Co-education system' ছাত্রদের অনেক বেশী রসিক করে তুলেছে। সিনেমা-থিয়েটারের রোমান্স-লীলাগুলো খুঁটিয়ে তুলতে তারা আপ্রাণ চেষ্টায় রত। এছাড়া চিত্রতারকাদের চুলছাঁটা, চাল চলন, চাউনি তাদের নখ-দর্পণে, ছাত্রছাত্রীদের চাল-চলনের দিকে একটু বিশেষভাবে নজর দিলেই বুঝতে পারবেন—কোন না কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে হুবহু নকল করতে তারা বেশ সচেষ্ট।

তারপর বর্তমানে হুজুগে মেতে (মেটেই প্রাণ থেকে নয়) আর পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যর্থ চেষ্টা তো আজ পরিষ্কারই। সুতরাং তার সংস্পর্শ হতে এরাই বা বাঁচে কি করে?

শিক্ষক-মহাশয়ের ছাত্রদের কড়া শাসনে রাখবেন সে উপায় রাখেননি আমাদের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ। তাদেরই করেছেন না বেঁধে। মাস্টার মহাশয়দের পরিচয় বেতারে অনেকখানি। আপনারা বলবেন—কেন? কেন ছিল ছাত্রদের দুঃখ জয় করুন! হায় রে কপাল! দুঃখ নামক বস্তুটি কবেই তারা কোন-কোন পঞ্চমবাহিনীর চরণে অর্পণ করে বসে আছে। আর বাঁচাই বা কেমন সুযোগ্য শিক্ষক—একটু Popular হতে চেষ্টা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমনি সুযোগ বুঝে কোন দূর হতে তীক্ষ্ণ শোর বলে উঠবে—'ঘুষ খোর'। আপনি এসে গেছেন, তাতেই দুঃখ। কিন্তু না সার একটা টাকা দাও।' হয়ে কোন সুদিনে হাতে একটা উদ্ভব-মাকা নই হাতে। দুই ছাত্রপ্রবরের প্রত্যক্ষ টাকা।

এদিকে অভিভাবক মহলে ছেলেদের পড়ার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখার সময় নেই। তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত হল—'আমরা যা করি যা করে গেলাম। আমরা যা পারি তাই নিজেদের করে যাও। ছিন্ন-মস্তিষ্ক এক বস্তু প্রয়োজন হলে এক বেলা খেয়ে হাতের কাছে জমিয়ে রাখি। তবুও শিক্ষকদের বিরক্ত করো না। ছেলেমেয়ের এক বেলা খাওয়া হলে তবে নিজেরা খাবে। মাস্টার মহাশয়ের অবশ্য সেই মনোভাবের কারণও না থাকলে অবশ্য সেই ধরে। তবে সকলেরই সুযোগ পেলেই পারে সূক্ষ্মভাবে দেখে থাকার চেষ্টা করুক। বেশ কথা।

আপনারা একটু সঠিক নিদেই জানতে পারলে—মাত্র দুই একটি টাকা ছাড়া ভবিষ্যতে কোন ছাত্রদেই শিক্ষকদের বেতনের কোন কড়ারের আশা চেষ্টা করা হয় না। বরং সম্প্রতি বিহার সরকার উচ্চ-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক যে মাহিনা ছাত্র বাড়ে টাকা করে দিলেন সেটি কমিয়ে নয়া করে এগারো টাকা করে দিয়েছেন। কারণ সেদের সব জিনিসের দর যে হু হু করে নেবে যাচ্ছে!

আর আপনাদের কাছেও অনুরোধ, শিক্ষকদের যদি কোনদিন সুশৃঙ্খলাবে বাঁচিয়ে রাখার সুবন্দোবস্ত করতে পারেন সেইদিনই তাদের কাজের সমালোচনা করবেন। সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদেরও আছে।

—নির্মল চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক, জগদীশ-চন্দ্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঘাটশীলা (বিহার)।


**কুঁচ তৈল** (হস্তী দন্ত তুল্য মিশ্রিত) টাকনাশক কেশ বৃদ্ধি কারক কেশ পতন নিবারক, মরামাস অকালপক্কতা আশ্চর্যভাবে বন্ধ করে। মূল্য ২, ৩৬ ৭ ডাঃ মাঃ ১।৮০। ভারতী ঔষধালয়, ১২৬।২ হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা—২৬। ফোন ঃ ৪৭-১৭১৬।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত-আগমন প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলিয়াছেন যে, ভারত তাঁহাকে (প্রেসিডেন্টকে) হৃদয় উপহার দিয়াছে। কিন্তু খুড়ো বলিলেন—হৃদয় বলিতে যদি কিছু থাকে তবে তাহা ফেরত দিতে হইবে।

ছবি দেখে বিষয়বস্তুর আন্দাজ নিতে হবে।

ভৌতিক ব্যাপার নিয়ে একটি বিলাতী ছবি দেখিয়া খুড়ো বলিলেন যে, ইহাতে আর কিছুই থাকুক না থাকুক, মানুষের মনে যে খুব ভয় হয় তাহা বোঝা যাইতেছে।

লেখা বন্ধ করিয়া খুড়ো বলিলেন, সংসারে নানা বৈচিত্র্য মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে মনোমালিন্য ঘটিবার কথা। কিন্তু তাহা হইতে পারে কিনা তাহাদের সঙ্গে দেখিয়া।"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

রাজধানীর ট্রাফিক পুলিস নাকি পথিকদের উপরে সদয় ব্যবহারের জন্য একজন সদয় হইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু খুড়ো বলিলেন—ট্রাফিক পুলিসের সঙ্গে একজন খেলোয়াড়ের প্রভেদ হয়—তখন করেন কিনা খুড়ো।

মিঃ ক্লার্ক বক্তৃতা একটি বক্তৃতা শুনাইতে অপরাধীদের প্রতিপালন করিতেছিলেন। কিন্তু বর্ণবৈষম্যের আইনের জন্য মিঃ বক্তৃতাকে দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। —সেখানে বিচার নেই বলেই বক্তৃতার স্থান হলো না—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

দ্বিজ বক্তাদের নেতা শ্রী নইকর সম্প্রতি একটি "আত্মমর্যাদাসম্পন্ন" বিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সংবাদে বলা হইয়াছে, এই বিবাহে পুরোহিতের প্রয়োজন নাই এবং আইনমতে রেজিস্ট্রেশন করাও সম্ভব হয় না। —আমাদের মনে হয়, নইকরণী ছেলে ছেলে মেয়ে সবশুদ্ধ বাঁচি হয়ে ফেলেছেন। এদের আর অন্যের হস্তক্ষেপের অপেক্ষা হবে না—বলে জনৈক সহযাত্রী।

প্রাক্তন সৌজন্যমন্ত্রী হরেন কোঙার-ফোঙার সৌজন্যটা আর নেই বলে মনে হয়। —সুতরাং লাভের মধ্যে তাহার সৌজন্য গেছে। চাঁদের ছিঁড় চন্দ্রকে অভিশাপ। এখন আর চলে না—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

জনৈক প্রবন্ধকারের মতে শরৎচন্দ্র বড়ো একটা ভাঁড়। কিন্তু খুড়ো বলিলেন—ভাঁড় হলে ভাঁড়। বক্তার মত খোপন, ওজন খোপন, ভোলা মন খোপন। অমন ভাঁড়, আট লাইন ইন্ কনসিডার্ড আট। সুতরাং খোপনদার এই বেড়াজাল থেকে যিনি ঠিক ঠিক বক্তব্য বের বেরিয়ে আসতে পারেন, তিনি তো একজন পাকা আর্টিস্ট্।।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলায় ইডেন মাঠে একটি কুকুর ঢুকিয়া পড়ে। —অনেকে বলাবলি করেন, কুকুরটির আইডেনটিটি সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াতে ছিঁড়ি দিনো আর তার দলীয় খেলোয়াড়রা খুব ঘাবড়ে যান, যার ফলে ভারতের পক্ষে প্রথম ইনিংসে এত রান তোলা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যখন সন্দেহভঞ্জন হলো এবং জানলেন যে, কুকুরটি আকাশ থেকে নামেনি, সে মাঠের মধ্যেই একটি সোঁড় মারে, তখন সম্বিত ফিরে এল। ফলাফল তো সবাই জানেন।"

ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গে অমরনাথ জনৈক ক্রীড়া-রসিক সম্বন্ধে বলিলেন—লোকটা খুব পড়ুয়াই নয়, অন্য একটি বিষয়েও অমরনাথ

সম্বন্ধেও হয়ে থেকে অমরনাথ বাউন্ডারির মোড়লীর বাহাদুরি জন্য এতদিন একটা কৈফিয়ৎ ছিল, অর্থাৎ অমর ফস্ট ক্লাসএর বিপক্ষে খেলতে পারেনি। কিন্তু এবারে সেখা গেল, লিসেও অমরনাথ এলেম সমান।"

পার্শ্বাত ডাঃ রেজিনাল্ড প্রসক্ত ট্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে এক ভেজালহর অমজল করেন। সংবাদে প্রকাশ, অমজলপূর্ণ ভুক্তপত্র দেখে হইয়াছিল। কিন্তু খুড়ো বলিলেন—ভেজালটা কলা না আমলাদের দেওয়া হয়েছে কিনা, সে সম্বন্ধে সংবাদদাতা নীরব।"


শ্রীআয়ুর্বেদমের
চ্যবনপ্রাশ
বিশুদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট
কুরুপুর প্রথম বিজ্ঞানবিদ শ্রীরমা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম.এসসি সম্পাদক শ্রীবিজয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রস্তুত ও উচ্চপ্রশংসিত
শ্রীআয়ুর্বেদমন্দির
১৬৯, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ৬

# বিজ্ঞান বিচিত্রা

চক্রদত্ত

আজকাল কানে যন্ত্র লাগিয়ে সাময়িক ভাবে বধিরত্ব দূর করার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বধিরত্ব দূরীভূত হয়, এমন কোনও রকম চিকিৎসাপদ্ধতি বা অস্ত্রোপচার পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে কৃতকার্য হয়েছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে নিউ ইয়র্ক য়ুনিভার্সিটির ডাঃ এলেন শে'র যে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে দশজনের মধ্যে নয়জনের বধিরত্ব সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের কানের মধ্যে বহুবিধ হাড়ের টুকরো দিয়ে একটি রীতিমত বাদ্যযন্ত্রের মত যন্ত্রবিশেষ আছে, তাদের মধ্যে কোনওটি বিকল হলে অথবা কোনওটির অস্তিত্ব না থাকলে আমরা আর শুনতে পাই না। এই সব হাড়ের মধ্যে একটি স্পঞ্জের মত হাড়ের টুকরো আছে, যার দ্বারা আমরা শব্দ শুনতে পাই। আসলে বাইরের শব্দতরঙ্গ ঐ অটো-স্ক্লেরোসিস নামক স্পঞ্জি হাড়ের টুকরোটিতে স্পন্দন জাগানোর দরুণ আমাদের শব্দের অনুভূতি জাগে। অনেক ক্ষেত্রে অনেক মানুষের কানে ঐ টুকরোটি না হওয়ার দরুণ মানুষ কালা হয়। ডাঃ এলেন শে ঐ স্পঞ্জি হাড়ের টুকরোর বদলে নকল একটি হাড়ের টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ছোট্ট একটি প্লাস্টিকের টিউব—একটি কাটা পেন্সিলের সীসের চেয়েও ছোট দেখতে, এমন ছোট যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। সেইটি কানের মধ্যে অপারেশন করে যথাস্থানে বসিয়ে দিতে পারলেই বধিরত্ব চলে যায়। ডাঃ এলেন বলেন যে, কান অপারেশন করে ঐ ছোট্ট প্লাস্টিকের টুকরোটি অটো স্ক্লেরোসিসের জায়গায় বসান মাত্রই অনেক সময় ঐ নলটির এমন একটা যোগাযোগ ঘটে যে, বধির লোকটি তখনই শব্দময় জগতের সঙ্গে বিস্ময়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়ে। আশা করা যায় যে, এ-যন্ত্র বিদেশে রীতিমত চলু হলে আমাদের দেশেও একদিন আসবে।

•

টারবোপ্রপ চালিত উড়োজাহাজ অনেক দেখেছি। সম্প্রতি একজন ইঞ্জিনীয়ার টারবোপ্রপ-এর সমতায় রেলগাড়ি চালাবার পরিকল্পনা করেছেন। সত্যি যদি তাঁর এই নতুন ধরনের রেলগাড়ির উপকার হয়, তবে যেমন বিনা ধোঁয়ায় ছুটে চলা এরোপ্লেন সত্যি এক সময় রেল লাগে, সেটা টারবোপ্রপ চালিত রেল দশ ঘণ্টা কম লাগবে। —একটা পুরো ট্রেন তিনটি কামরা লাগান ৬ করে এবং ২৭৬ জন যাত্রী অনায়াসে যেতে পারবে।

টারবোপ্রপ চালিত রেলগাড়ি

•

বজ্রকুমার 'সমগ্র পৃথিবী থেকে রোগ শোক জরা মৃত্যু দূর করার জন্য সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন এবং বজ্রকুমার বন্ধুত্ব লাভ করে ভগবান বুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু এখনও জরা-মৃত্যু রয়েছে। অধ্যাত্মিক সাধনায় যা সম্ভব হয়নি, বৈজ্ঞানিক সাধনায় তার নিষ্পত্তি হয়তো সম্ভব হবে। য়ুরোপিয়ার একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর সি আই পাবলভ বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের দেহকে জরা মুক্ত করা যে সম্ভব, সেকথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের দেহের জরা একটি রোগবিশেষ এবং অন্যান্য রোগের মত এ রোগও চিকিৎসার দ্বারা সারান যায়। আমরা সকলেই জানি যে, মানুষের দেহ একটি নিরাট কারখানা-বিশেষ, এবং এর একটি যন্ত্রও যদি বিকল হয়, তাহলে সমস্ত দেহেই তার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। সাধারণত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গের প্রশ্বাস প্রশ্বাস প্রণালী, রক্ত চলাচল পদ্ধতি বাধাগ্রস্ত হতে থাকে এবং স্নায়ু-মণ্ডলে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, ইত্যাদি দেহের নানাবিধ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী রোগের ছাপ মেরে দেহে বার্ধক্যকে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তাকেই আমরা বার্ধক্য বলি। এখন বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, এ সমস্তই ডাক্তারি চিকিৎসা দ্বারা নিরোধ করা যায়। প্রফেসর পাবলভ ও তাঁর সহকারী বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, [illegible] টারবোপ্রপ-এর সমতায় রেলগাড়ি চালাবার পরিকল্পনা করেছেন। সত্যি যদি তাঁর এই নতুন ধরনের রেলগাড়ির উপকার হয়, তবে যেমন বিনা ধোঁয়ায় ছুটে চলা এরোপ্লেন সত্যি এক সময় রেল লাগে, সেটা টারবোপ্রপ চালিত রেল দশ ঘণ্টা কম লাগবে। —একটা পুরো ট্রেন তিনটি কামরা লাগান ৬ করে এবং ২৭৬ জন যাত্রী অনায়াসে যেতে পারবে।

•

বজ্রকুমার 'সমগ্র পৃথিবী থেকে রোগ শোক জরা মৃত্যু দূর করার জন্য সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন এবং বজ্রকুমার বন্ধুত্ব লাভ করে ভগবান বুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু এখনও জরা-মৃত্যু রয়েছে। অধ্যাত্মিক সাধনায় যা সম্ভব হয়নি, বৈজ্ঞানিক সাধনায় তার নিষ্পত্তি হয়তো সম্ভব হবে। য়ুরোপিয়ার একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর সি আই পাবলভ বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের দেহকে জরা মুক্ত করা যে সম্ভব, সেকথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের দেহের জরা একটি রোগবিশেষ এবং অন্যান্য রোগের মত এ রোগও চিকিৎসার দ্বারা সারান যায়। আমরা সকলেই জানি যে, মানুষের দেহ একটি নিরাট কারখানা-বিশেষ, এবং এর একটি যন্ত্রও যদি বিকল হয়, তাহলে সমস্ত দেহেই তার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়। সাধারণত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গের প্রশ্বাস প্রশ্বাস প্রণালী, রক্ত চলাচল পদ্ধতি বাধাগ্রস্ত হতে থাকে এবং স্নায়ু-মণ্ডলে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, ইত্যাদি দেহের নানাবিধ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী রোগের ছাপ মেরে দেহে বার্ধক্যকে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তাকেই আমরা বার্ধক্য বলি। এখন বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, এ সমস্তই ডাক্তারি চিকিৎসা দ্বারা নিরোধ করা যায়। প্রফেসর পাবলভ ও তাঁর সহকারী বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, [illegible] বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন।


প্রকাশিত হ'লো

পাণ্ডুলিপির বই

শ্রীপদ রায়ের [illegible] নতুন উপন্যাস

কুমারী মন

[illegible] প্রথম [illegible] একটুকু মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভূমিকার সাথে সেখানকার মনুষ্যের অন্তরের অন্তর্দ্বন্দ্ব অনুভাবনে এ গ্রন্থকে এক অসাধারণ স্তরে উত্তীর্ণ করেছে। যত উপন্যাস বিগত পড়তেকে নিঃসন্দেহে মোহিত করে অনন্তরসের নিবাধারায় পৌঁছে দেবে।

.....প্রকাশিতব্য উপন্যাস.....

সুখনাথ ঘোষের নতুন বিস্ময়কর কাহিনী

লেখা বহু মজুমদার ২·৫০

১৬/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-১২

(বি ১১৮৯)

## উপন্যাস

**মৃত্যুর রেখা।** সন্তোষকুমার ঘোষ। দ্বিবেণী প্রকাশন। ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা ১২। পাঁচটাকা।

সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর এই উপন্যাসে বাংলা উপন্যাসকে অন্য দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

একথা বলছি এই কারণে যে, এ উপন্যাসে লেখক শুধু একটি জীবনের গল্পই শুনিয়ে ক্ষান্ত হন নি, দ্বিতীয় ঈশ্বরের মত একজন অতুলকে মানুষকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার যৌবন থেকে খুঁজিয়ে এনেছেন। তাও কোন অলৌকিক ভ্রম বিলাস নয় তার কয়েকটি প্রমন অজ্ঞাতকে বড়ই করে নিয়ে। সৌম্যেন্দ্রর প্রথম সন্তানের জন্মক্ষণে সৌম্যেন্দ্র তাঁর জীবনকে দেখতে পেলেন ঠিক জীবনকে নয়, জীবনের সেই সময়ের পরম, অন্তহীন, শাশ্বত যা টুল, নদের একটি লোককে সেই করেছে সেই নদের একটি মুখকে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা সৌরেন করেছে। কোন ঘটনাই গল্পের জন্য আসে নি, রহস্য-বৃদ্ধি করতে চান নি পাঠকের মনেও। অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা থ্রিলার নাটক জাতে জীবনে, তার মধ্যে বিস্ময়ের অনেক কিছু, কোড় নেই। শুধু কয়েকটি অনাড়ম্বর চিত্রকল্পের ছাপ রেখে যায়। সন্তোষকুমার ঘোষ সেই চিত্রকল্পের প্রয়োজনীয় জনকল্পের জীবন থেকে তুলে নিয়ে সেজেছেন।

এই কাহিনীর প্রধান চরিত্রের নাম নিরঞ্জন। আর যে মানুষ একটা, বেশী উনিশ-বিশ, যে মনে মনে একটা জগৎ সৃষ্টি করে জীবনের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিতে চায়—সমাজের নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি তাকে নিশ্চিহ্ন করে সাধারণ নিয়মের করে দেবে। কোথাও কোন অবকাশ নেই না তুমি না সৃষ্টিতে, না জীবনে। তবে আমি কেন বেঁচে আছি— সৌরেন এই প্রশ্ন করেছেন তাঁর প্রথম সন্তানের জন্মদিনে। বেঁচে থাকার একটি অর্থ—অথবা শূন্যতাকে অর্থ জীবনের অজ্ঞাতবাস।

সন্তোষ সন্তানের জন্মদিনে সৌরেন যে জীবনকে খুঁজেছেন সে জীবন তাঁর সন্তান বেদনাময় নয়। সন্তানের জীবন। সেই জন্য সন্তানের জন্য তিনি লেখক জীবনের হেরেছেন। আধুনিক উপন্যাস অমর জীবনের ইতি-হাস নয়তো চাই না তবু চাই না মানব টুল নদের জন্মান্তর ছবি তুলে নিয়ে জীবনকে সবার কাছে পৌঁছাবার ভারে চাই। সত্যের বেদনা এই নিয়ের উপন্যাস।

এ কাহিনীর উপন্যাসে লেখকের প্রয়োজনে চরিত্র সংখ্যাই আমরা উপন্যাস কিংবা ছবিগুলি খুব বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। সন্তোষকুমার ঘোষ নিপুণ শিল্পীর মত উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে চমৎকারিত্বের জন্য নিখুঁত—সেটা একটা লক্ষণ বিষয় ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই গ্রন্থে তিনি শুধু-কয়েকটি অলংকার ব্যবহার করেছেন। সৃষ্টি নয়। একেবারে অনিবার্যগুলি সমস্ত বইটিকেই যে নয় সৃষ্টি অনেক উদ্ধৃত নিয়ে গেছে।

একটি টুলের স্টিল মৃত্যু নয়। এটাকে এই যুগ এবং সমাজের ছবিও বলা যায়। জীবনের আরেক দিকে এক পাশে মুমূর্ষু হয়ে পড়ে আছে অন্য পাশে আর, মিলনের একটি পুরুষ ও একটি রমণী। এই দৃশ্য


নীলকণ্ঠ পাবলিকেশন্সের
বেরুচ্ছে ৭ই

**নিঃসঙ্গ মেঘ**

[illegible] কবিতার প্রকাশনা প্রায়। [illegible] কবিতা এবং [illegible] টেনে [illegible] তাঁর কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। [illegible] কবিতায় এই বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে [illegible] লেখক সম্পর্কে [illegible] আশা করি।

দাম, ১৫ই মে, ১৯৬৪
দাম দুই টাকা।

এই দি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
[illegible] ফোন ৩৪-৩৩ স্ট্রীট কলিকাতা ১২



লিপিকার স্টলে এই

নতুন একটি নাম, এবং নূতনের একটি বিস্ময়।

দশবেশা এর চমকপ্রদ সৃষ্টি

**দুস্তর মরু**

আগামী সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে ॥
দাম তিন টাকা

পরিবেশক :
**আনন্দ পাবলিশার্স (প্রা) লিঃ**
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯



নলিনীকান্ত সরকারের বহু পাঠপত্রিকা অভিনন্দনধন্য নতুনতম গ্রন্থ

**দাদাঠাকুর**

মূল্য—৫,

আনন্দবাজার :—শ্রীসরোজ পণ্ডিত—দাদাঠাকুরকে যাঁরা জেনেছেন, দেখেছেন, তাঁরা এই দাদাঠাকুরকে পড়ে সুখী হবেন। • • • বস্তুতঃ দাদাঠাকুর বাংলা দেশের এমন একটি চরিত্র, যার তুলনা নেই। • • • দাদাঠাকুর গ্রন্থ সকল সকল শ্রেণীর পাঠকের উপন্যাসের মতই সুখপাঠ্য। এই গ্রন্থের সমাদর সুনিশ্চিত।

যুগান্তর :—এই পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পড়লেই প্রমাণ পাওয়া যায়, "দাদাঠাকুর" একটিমাত্র চরিত্র এবং মনে হয় বাংলা দেশের একমাত্র চরিত্র। • • • দাদাঠাকুর পড়ুন, শুনুন এবং প্রত্যেকের ঘরে ঘরে স্থান লাভ করে আনন্দ বিতরণ করতে থাকুন এই কামনা করি।

**সদ্য প্রকাশিত একটি অনবদ্য উপন্যাস**

**উপন্যাস**

লেখক মানুষকে জানবার দুর্বার পরিচয় জগৎশেঠের অতিথি হয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। বিচিত্রদর্শিনীর অভিজ্ঞতায় অকৃত্রিম ঈশ্বর থেকে কৃত্রিমতি পর্যন্ত তাঁর তুলির আঁচড়ে জীবন্ত অবয়বটি ফুটেছে। আর চরিত্র হলো এই বই। একদা যাযাবরের কাঁটাতারে যে চমক এনেছিল বাংলা সাহিত্যে, সৌরীন সেনের "জন কোনখানে" তারই বৈচিত্র্যের নতুন এনেছে।

**সৌরীন সেনের**
**জন কোনখানে**

মূল্য—৩.৫০

বিনয় ঘোষের অভিমত—নিঃসঙ্গ নদী —উপন্যাস, কাহিনী—ভোর হয়ে পড়ে ঘুমে। বিশ্বস্ত চরিত্র অন্ধকারে যে শুধু কাহিনী—নদী, আর কৃষ্ণচূড়ার মাতাল মুহূর্তে অভিসার। কিন্তু মনিকা সবই ছি ছি ছি।

সৌম্যেন্দ্রনাথ গুপ্তের অনবদ্য উপন্যাস

**অজ্ঞাতবাস**

মূল্য—৩,

বহু পত্র-পত্রিকা উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের অবিস্মরণীয় কবিতা-কবিতা

**ভারতের সাধক**

৩য়—৬.৫০ সদ্য প্রকাশিত হলো
৩য় খণ্ড এই সংস্করণে জীবনী আছে।
১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ২। জ্ঞানদেব, ৩। রামতনু সরকার, ৪। নানক, ৫। শ্রীচৈতন্য গোস্বামী, ৬। সিদ্ধ কুকদাস ও ৭। রামঠাকুর

এ ছাড়া ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়)—৩.৫০, ২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ—৩.৫০, ৩য় খণ্ড। নিঃশেষিত-প্রায়—৮, ৪ ও ৫ম খণ্ড—৬.৫০

**রাইটার্স সিণ্ডিকেট**
৮৭বং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সংস্থাপনের দুঃসাহস সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। প্রথম গল্পটি সৌরীর পাগলের বাড়ির ছাদে। গল্পটি বারবণিতা চুল খুলে রোদে পিঠ এলিয়ে দিয়ে সৌরীর ভাগ্য নিয়ে কথা বলেছে। অসাধারণ সেই বর্ণনা।

তবে সর্বত্র সন্তোষকুমার ঘোষ পূর্ব-সংস্কার ভঙ্গতে পারেননি। কোন কোন অংশে সামান্য ত্রুটি আছে বলে মনে হল। কোথাও গল্পাংশ সম্পূর্ণ করবার লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেননি। এ জাতীয় উপন্যাসে কোন ঘটনা বা চরিত্র আসা উচিত কোন বিশেষ ভাবনার সমর্থনে। মোহিতলা টুলুকে জীবনের প্রাচুর্যের সন্ধান দিয়েছিল—সে এসেছে সেইজন্য। আর লিলির একটি হাসি এবং একটি কথা মনে আছে সৌরেনের। এ পর্যন্তই এদের সীমা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিলির বিয়ে হল কিনা, মোহিতলা ফিরে এলেন কি এলেন না—সেকথা জানবার দায়িত্ব লেখকের নয়। সৌরেনের পিতার পাপবোধটুকুই অত্যন্ত মহৎ—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আত্মহত্যার কথা না জানলেই ভাল হত। লতা বৌদি—লক্ষ্মীপ্রতিম চরিত্র হিসেবে খুব সার্থক হলেও একটু যেন আলাদা বিষয়বস্তু।

এবার গল্পের উপসংহার। সৌরেন বিয়ের লিলি হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এ ঘুম পরদিন সকালে জেগে ওঠবার ঘুম। তাকে মর্গে—গ্যেমেটে, খাঁড়া ইস্পুরের মত রক্ত-মাখা ঠোঁটে লেখে থেকে ক্লান্তি জুড়োয়নি। কারণ সময় তার মুখে আরও যে সমস্ত রেখা আঁকবে—তা তাকে দেখে, জেনে যেতে হবে। এ উপসংহার আর্টিস্টিকলি দিক দিয়ে হয়ত ঠিক সমর্থনীয় নয়, কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। বেঁচে থাকার অনিবার্যতাই, আর্টিস্টের যথার্থ নির্লিপ্তির ক্লান্তি বলি কাকে হাতে নিজের কৌটো তুলে দেয়—তবে প্রথম ঘাই সে ভুল করে ঘুমিয়ে পড়ুক। যেন সে পরদিন ভোরে আবার জেগে উঠতে পারে যেন সেই নিজের কৌটো সামলাবার ভারটুকু ছাড়তে চেয়ে নেয়।

চা আর্টি মানুষ (১ম পর্ব)—সৌরেনের বসু, বর্ধমান প্রকাশনী, ১৮৫, বিডন স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৬। দাম চার টাকা।

যাহাদের কথা মনুষ্য জন্মিত না, তাহাদের নিয়ে নানান ব্যক্তির এবং জীবন-সম্পর্কে সম্পৃক্ত সাহিত্যের মাধ্যমে পরিচিত হওয়া গেছে। সৌরেনের লেখা ৭১ মার্কা মানুষ এক অজানা অচেনা এলাকার কাহিনী।

আফ্রিকার গ্রাম হইতে কুড়ি বিশ্বটোরের পুরুষ আকৃষ্ট হইয়া শিশু আহরের সময় ও ওনাথের চা বাগানে আসিয়া পৌঁছান পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভাওনাথের বিভিন্ন মানব অভিজ্ঞতা সরল সহজ এবং সাবলীল ভাষায় গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন। এই-খানেই উপন্যাসের শুরু। চব্বিশ বৎসর বয়সে ভাওনাথ চা বাগানে আসিয়াছিল। তার পরে একে একে হয় জীবনের ৬৭ বৎসর এই-খানেই কাটিল। এই দীর্ঘ সময়ে ভাওনাথ মানুষের বহু বিচিত্র রূপের সম্মুখীন হইল। বিশ্বাস করিতে গিয়া ঠকিল, ভাল-বাসিতে গিয়া প্রতারিত হইল, মনপ্রাণ করিতে গিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিল। বীরেশ্বর বসুর এই প্রতীকী চরিত্র হয়, ভালবাসায়, বিশ্বাসে এবং কর্মে অটল রহিয়া গেল।

বীরেশ্বরবাবু উপন্যাসের নায়ক ভাও-নাথকে এক ইকনমস মানসিক প্রতীকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। সার্থক শিল্প-


হুমায়ুন কবির সম্পাদিত **চতুরঙ্গ** ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সাময়িকপত্র হলেও চতুরঙ্গ শাশ্বত সাহিত্যের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিটি সংখ্যাই মননশীল রচনার ঐশ্বর্যে অবশ্যসংগ্রহযোগ্য।

॥ কার্তিক-পৌষ ১৩৬৬ সংখ্যার সূচী ॥

সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ। হুমায়ুন কবির ॥ ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন (এই সংখ্যায় সমাপ্ত) ॥ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ নৈরাজ্যবাদ ॥ অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ কবিতা : অরুণ মিত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার ॥ উপন্যাস : মনীশ ঘটক ও প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ আধুনিক সাহিত্য ও সমালোচনা : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, হরপ্রসাদ মিত্র, নরেশকুমার দাশগুপ্ত, সুশীলকুমার গুপ্ত ও নৃপেন্দ্র সান্যাল।

প্রতি সংখ্যা ১·২০ ন. প. ॥ বার্ষিক সডাক ৫·৫০ ন, প,

॥ আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে ॥

৫৪, গণেশ চন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা-১৩

## বাঙলার কাব্য । হুমায়ুন কবির

বাঙলা কবিতার আদিকাল থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সমকালীন কবিদের কর্মকৃতির ধারা ও প্রবণতা সম্পর্কিত আলোচনায় সমৃদ্ধ। সামাজিক পটভূমিকায় হাজার বছরের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ বাঙলা কবিতার এই মূল্যায়ন আলোচনা-গ্রন্থ সাহিত্যপাঠক, গবেষক ও ছাত্রদের অবশ্যসংগ্রহযোগ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৩·০০

## মার্কসবাদ । হুমায়ুন কবির

আধুনিক চিন্তা-জগতের অন্যতম দিকপাল কার্ল মার্কস। তাঁর যুগান্তকারী মতবাদ আজ বিশ্বের মনীষী-মহলের বিশিষ্ট আলোচ্য বিষয়। মার্কসের সেই দর্শন ও তত্ত্ব বুঝতে হলে বর্তমান গ্রন্থখানি অবশ্যই পাঠ করা কর্তব্য। লেখকের প্রাঞ্জল বহুমাত্রিক গভীর গবেষণায় মার্কসীয় দর্শনের সার-সংকলন এই গ্রন্থ অবশ্যসংগ্রহযোগ্য। মূল্য ২·৫০

## পটলডাঙার পাঁচালী । যুবনাশ্ব

'কল্লোল' পত্রিকার অগ্রণী মনোলোচী যুবনাশ্বের একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ। গভীর জীবনবোধ, কঠোর সত্যনিষ্ঠা ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে যুবনাশ্বের রচনা সেদিন পাঠক ও চিন্তাজীবী-মহলে বিস্ময়মুগ্ধ আলোড়ন তুলেছিল। মূল্য ২·২৫

: প্রাপ্তিস্থান :

চতুরঙ্গ । বেঙ্গল পাবলিশার্স । এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স । পুস্তক । শ্রীগুরু লাইব্রেরী । মিত্রালয়

(সি ১২৭৫)

সুবহার প্রতিটি চরিত্র এমন পরিপার্শ্বিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—যাহা এ যুগের বহুলাংশে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্র অত্যন্ত নিখুঁতভাবে চিত্রিত করিতে লেখকের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। চরিত্র হিসাবে জগন্নাথ চিত্রস্থলরণীয়। বুকে মন ও নিজামী বৈশিষ্ট্যে বিশেষ সুবেলময় নারী চরিত্র।

৩৪৭।৫১

## সাহিত্য আলোচনা

**বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা**—শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—সাত টাকা

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া অনুরাগী পাঠকদের প্রথমে লেখা হইলেও পরে সাধারণ পাঠকের প্রয়োজনে বইটি সেই হিসাবেই বেছে নেওয়া হয়েছে লেখা। বইটির প্রথম ভাগ ছোটো ছেলে মেয়েদের জন্য—তাদের জন্য লেখা ৪২৬ম একটি ছিমছাম ঝরঝরে বই। তাতে কোনো ছেলেমি পাঠকের সন্তুষ্ট দিতে পারে না, এমন অনাবশ্যক অংশ লেখকের পরিচয়ের খাতিরে আছে এবং সেই খাতির একেবারেই অসঙ্গত নয়। বিশেষতঃ বিষয়টির বিচার যখন বিশেষজ্ঞের হাতে। কিন্তু এই বই বিষয়ে কিছু অভাব [illegible] ছাত্রছাত্রীদের [illegible] ছাত্রছাত্রী এই লেখার কী সম্পর্ক তাহা ঠিক বোঝা যায় না। বইটির প্রথম দিকে আলোচনা সরল ভাষা পরে দিকে ছাত্রছাত্রীর সুবোধ্য আড়ষ্টতা প্রথমদিকে প্রয়োজনীয় তাহার অনুরূপ বিচ্ছিন্নতা ভাব হইবার বিরুদ্ধ থাকা। তাহাতে কিছু কি কোনোখানেই নেই। আছে। নাটক ও নাটিকার আগে যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। মধুসূদনের নাটক বিষয়ে দুটি বিচারবোধ প্রশংসনীয়। কিন্তু তবুও সমগ্র বইটির বক্তব্যবিন্যাসে কোথাও সেই শক্তি লেখকের না থাকে সাধারণ পাঠের পক্ষে অপরিহার্য বলতে পারি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদি গ্রন্থখানি পুনর্লিখনের পরিশ্রম স্বীকার করেন, তবে এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি বিদূরিত হবে—এই প্রত্যাশা অস্বাভাবিক নয়। অধ্যাপক সুনীলচন্দ্র সেনের ভূমিকা কতটুকুই বা আমাদের আকর্ষণ করে না।

৩৫৩।৫১

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

কীর্তন রস—স্বরূপ।

সাগর-সঙ্গম—কুমারেশ ঘোষ।

দুই কবি—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক ছেলে—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাত্রির যখন—সৌরীন্দ্রকর ভট্টাচার্য।

গুরু-সারথি—সুনীলকুমার ঘোষ।

ভক্তি-ভারতী জয়ন্তীবর্ষী—শ্রীসুরেন্দ্রপ্রসাদ।

ওগো বধূ ওগো বধূ—শ্রীসুপ্রভাকুমার বসু।

জন্মদাসন—শ্রীসুপ্রভাকুমার বসু।

Lahiris Indian Ephemeris of Planet Positions for 1960 A.D.


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের —সুবিখ্যাত উপন্যাস

# মাঙুল ৩।০

বহু নিয়ম ও অন্ধ সংস্কারের সংঘাত জীবনকে মানাভাবে বিপর্যস্ত করেছে। কুল বধূরে—কাজুল গ্রামের কিন্তু বাঁচবার দুর্দমীয় ইচ্ছা নেই। এখানে রাজার দুর্দমীয় রাজনী নেই। অন্তর বহুসম্পর্কিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার এক প্রত্যক্ষ সাক্ষর—এ উপন্যাস।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস **শান্তিলতা**

সম্পূর্ণতা লেখকের সর্বশেষ সৃষ্টি হেমন্তীর। সম্প্রতি প্রকাশিত হবে।

দাম ২।৩০ ন. প.

॥ শচীন্দ্রনাথ অধিকারী—সর্বাধুনিক উপন্যাস ॥ **দেবাংশী** ৫, ॥

অন্যান্য বহুরঙী বিখ্যাত উপন্যাস

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর : **অবরোধ** ৫, **বনকপোতী** ৫, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পদ্মকলা ৫, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের : **পাশাপাশি** ৫, **সাগরসঙ্গম** ৫, **চরিত্র** ৪, হুমায়ুন কবিরের বন্দ্যোপাধ্যায়ের : **মানুষ হুমায়ুন** ৪, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর : **অন্তর্লিখা** ৫। নীহার গুপ্তের : **মহুয়ার দেশে** ৫, শচীন্দ্র ভট্টাচার্যের : **সোনার পুতুল** ৫, বিভূতিভূষণের বিখ্যাত উপন্যাস : **অনুবর্তন** (ডাকটিকেট) ১।

॥ সমরেশ বসুর ॥ **দুই সাক্ষীর** বন্দ্যোপাধ্যায়ের : **উপমা কালিদাসস্য** ৫,

**সাহিত্য জগৎ**—২৩৫।৪, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৬



ভারত সংস্কৃতির বাহক ও সম্পদ

**আপনার গ্রন্থাগারে কি আপনি নিয়েছেন?**

১। The Soul of India—Rs. 12

২। **ভারত সংস্কৃতি** ৫, ৩। **ভারত বাণী** ৬,

৪। **বৈদিক জীবনবাদ** ১, ৫। Indian Culture Rs. 10

এই পুস্তকটি যে কোনো ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে

৬। **ঋগ্বেদ** প্রথম অষ্টক

সমগ্র পুস্তকটি একত্রে বাঁধা—আজই পড়ুন।

৭। **স্বাধিকার** (উপন্যাস) ৬, ৮। **সহযাত্রিণী** (উপন্যাস) ২॥০

৯। **কৈশোরক** (উপন্যাস) ৩,

প্রকাশিত হইতেছে উপন্যাসের

১০। **লন্ডন তীর্থে** ৪, ১১। **বিশ্ব-পরিক্রমা** ৩,

প্রত্যেকটিই সরস ও সুন্দর

১২। **রাজাবর্তন** ২, ১৩। **একলব্য** (নাটক) ১,

১৪। **মহেন্দ্র নাথের জীবন** ১৫। Vaishnava Lyrics—Rs. 3

৩ বাণী ২,

১৬। The Law of Confession—Rs. 10

আইনের বই, সকল ক্যাথলিক আইনের বই, সহজ ইংরেজিতে

**গাঙ্গুলী এণ্ড কোং**

৩৪।৩, বঙ্কিম স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# রঙ্গভঙ্গ

চন্দ্রশেখর

### উপভোগ্য রহস্য নাটক

আজকের দিনে চলচ্চিত্র প্রীতির প্রবল ঘূর্ণি হাওয়ার মুখে প্রাদপ্রদীপের আলো অনির্বাণ শিখায় জ্বালিয়ে রাখার ব্রত যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী হলেন নাট্যকার ও অভিনেতা বন্ধুবর রঞ্জ—সাহিত্য রচনায় ও নাটকারত্বপে তিনি ধনঞ্জয় বৈরাগী নামে খ্যাত। রঙ্গ-মহলের 'এক মুঠো আকাশ'-এর মাধ্যমে পেশাদারী মঞ্চে তাঁর আবির্ভাবকে নাট্য-মোদীরা অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই বাংলাদেশের অনন্যতম আকর্ষণস্বরূপে তিনি যে বহুসাধন নাটকটি নতুন উপহার দিলেন, জনসাধারণের কাছে সেটিও এক অনু-পেক্ষনীয় প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে রহস্য নাটক হিসাবে এক পেয়ালা কফি নতুন না হলেও অভিনব। অভিনব এই কারণে যে, নাটকের আঙ্গিক বক্তব্য বোধও দৃশ্যপটও যেখানে দৃষ্টির বেশী নয় এবং মূল ঘটনার বিস্তারও যেখানে সংক্ষিপ্ত-সংমুক্ত—রহস্য বিনাসে পরিচালক নাটকটিতে এমন একটি সাঙ্কেতিক গতি এনে দিতে পেরেছেন, যা চলচ্চিত্রেই সম্ভব। রহস্য নাটকের যে গতি দর্শকের কৌতূহলকে উৎকণ্ঠাকে সর্বক্ষণ চড়িয়ে রাখে, সেই গতি এ নাটকের আছে। এবং এক পেয়ালা কফির ধোঁয়ার পাকে পাকে নাটকটিতে যে রহস্য স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে তার শেষ মুহূর্তে উদ্ঘাটনের জন্য দর্শকের কৌতূহলকে উদ্গ্রীব করে রাখার ক্ষমতাও রয়েছে নাট্য-কারের। সেদিক দিয়ে এক পেয়ালা কফি একটি সার্থক ও সফল রহস্য নাটক।

এই নাটকের প্রধান পুরুষ চিত্রপরিচালক অরুণ গুপ্ত। এক বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকে নিয়ে তিনি একটি চিত্র প্রযোজনা সম্পর্কে গড়ে তুলেছেন। বন্ধু সঙ্গীত পরিচালক রাজেন মল্লিক, বন্ধুপত্নী মণ্টু মুখোপাধ্যায়। একটি রহস্য চিত্রের কাহিনীকে কেন্দ্র করে অরুণ গুপ্তের ইচ্ছায় নায়ক নায়িকা মনোরঞ্জনের ও চিত্রা সেন, কাহিনীকার দীপু বোস কৌতুকাভিনেতা প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে সহনায়িকা মঞ্জরী সরকার ও একজন ফিল্মী ভাঁড়োনেতা নেপালকে নিয়ে কাহিনীর বাইরে এক জগতে প্রবেশ করেছেন।

অরুণ গুপ্তের সঙ্গীতজ্ঞান ও চিত্র-নির্মাতার জন্য সকলেই তাঁর উপর বীতশ্রদ্ধ। প্রসন্ন তার মতলবমত নেপালকে বোঝাবার জন্য কিছু অগ্রিম টাকা চাইতে গেলে তিনি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। নিরুপ প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ করেছে বলে তার সন্দেহ। অরুণ গুপ্তের অনেক দিন আগের হারিয়ে যাওয়া পাদপ্রদীপ অনুপস্থিতা হয়ে যাওয়ার পর তাকে খোঁজাখুঁজির ভার তিনি দিয়েছিলেন নিরুপের উপর। তাঁর ধারণা, নিরুপকে পাদপ্রদীপের খোঁজখোঁজার জন্য যে টাকা তিনি দিয়েছেন, তাও সে আত্মসাৎ করেছে। তাই নিরুপকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করবেন বলে তিনি মনস্থ করেন। মঞ্জরীর মনে সর্বক্ষণ ঈর্ষার আগুন জ্বলে। চিত্রকে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের সকলেই মাতামাতি করে। তারপর আলোকচিত্রকরের সঙ্গে চিত্রের মধুর সম্পর্ক বন্ধন পড়ে ওঠে, তাই মঞ্জরীর ঈর্ষা ও চরমে ওঠে। বাইরের জন ছাড়াও চিত্রের নায়িকার কাছ থেকে তিনি যেভাবে প্রেমের দৃষ্টি সেই আলোক-প্রত্যাশা করেন, এমনকি মঞ্জরীকে সেই মণ্টু মণ্টুর মনও অরুণ গুপ্তকে নিয়ে অন্তরালের খেলা সেই কাহিনীকার দীপু বোসও যেমন ভাবছে শেষ যে তার স্ত্রী শান্তলেখা সরকার অন্তরালবাসিনীরূপে সে অরুণ গুপ্তের স্বেচ্ছানির্বাসনে আছে এবং অরুণ গুপ্ত তাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিল যে শান্তলেখাকে নাম হবে তখন তাকেও মনে স্থান ও ছবি দেবে। সে অরুণ গুপ্ত সম্পর্কে।

চিত্রের প্রতি ঈর্ষান্বিতা মঞ্জরী একদিন


আপনার নমনীয় রূপের জন্য.....

আপনার দেহত্বক নমনীয় কোমল রাখার—দেহত্বকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও লাবণ্যতা ফুটানোর আধুনিক উপায়। চেহারায় অবি-লম্বিতা ও তারুণ্য ফুটিয়ে তোলবার জন্য শাউডার মাখার আগে ব্যবহার করুন থ্রি ফ্লাওয়ার্স ভ্যানিশিং ক্রীম—নিজের প্রসাধন-নৈপুণ্য চেহারা দেখে মুগ্ধ হবেন। অমলা দেহত্বকে সজীব করে তোলে এই সুন্দর, পরব ও নিখাদকর ক্রীম।

THREE FLOWERS
Trade Mark

প্রস্তুতকারক
Richard Hudnut

ভ্যানিশিং ক্রীম
.....ও ক্লীনসিং ক্রীম
লণ্ডন : প্যারিস : নিউইয়র্ক

বিমল মুখোপাধ্যায়ের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

## ॥ দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ ॥ ৬·৫০ ॥

[illegible] ॥ গৃহ ও প্রাঙ্গণ ॥ ৩·০০ ॥

অতুল চক্রবর্তী

[illegible]

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা বারো ॥


অনুপ পুস্তকে জানিয়ে দেয় আলোককুমার ও চিত্রার সোপন প্রেমের কথা—তার প্রতিষ্ঠানের থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় যোগদানের চেষ্টা। ছেলের উপর রেগে পড়েন অনুপ পুলে। তিনি তাকে তিনি তিরস্কার করেন এবং তারপর তাকে তাড়িয়ে পাঁচ সহায়ের জন্য দুঃখিত করে রহস্যের নিজের প্রতিষ্ঠানে। আলোককে ছেড়েও তিনি অপমান করেন।

এই অপমান নীরবে হজম করে নেয় না আলোককুমার। সরাসরি সেখানে গেলে সে, সকলের মনেই দুঃখ জাগাবে অনুপ পুলের বিরুদ্ধে। সবাই জানিয়ে দেয় তাকে তেমনই কাজ করবে না এই প্রতিষ্ঠানে। অনুপ পুলের বন্ধু ও অংশীদার একজন তাকে ডেকে কাজ করতে সকলের অমত করতে।

অনুপ পুলের দুটি প্রতিষ্ঠানের সকলের বিরুদ্ধে ষোলকলা এই প্রথম হয়ে একদিন ইণ্ডিয়েলের অনেক পাশ্চাত্য চিত্রাকে সকলে ডাকে ডাকি ডাকে ডাকি ডাকি ডাকে ডাকে ডাকে

এলিট

প্রত্যহ: ৩, ৬ ও রাত্রি ৯টায়

বড়দিনের শ্রেষ্ঠতম প্রমোদাকর্ষণ !!

মেয়েমহল এক নারী-পরিষদ্‌ যৌবনের মুখপাত্রেরা সে ছিল বহু পুরুষের প্রণয়ের অধিকারিণী—তেমনই বিচিত্র বহুমুখী প্রেমের অনন্যসাধারণ কাহিনী।

( কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য )

নিয়মিত এলিটে ছবি দেখুন !!!

এ-ভি-এম প্রযোজিত হিন্দী চিত্র "বরষা'র নায়ক বেশে জগদীপ। ছবিখানি আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাবে

চালক চমৎকারভাবে কতকগুলি রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার মুহূর্ত সৃষ্টি করে তুলেছেন। এই রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার মুহূর্তগুলিকে সুকৌশলে নাটকের 'সাসপেন্স' গড়ে তোলার কাজে লাগানো হয়েছে। দর্শক যখন তাঁর নিজেই মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে কোন একজনকে প্রকৃত অপরাধী ভেবে নিয়েছেন, এমনই সময়কার ঘরে দেখা যেতে অপরাধী কালোচাদরের মতো আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা কখনও রহস্যজনক, আবার কখনও স্নেহময়ীর কাছে নিষ্ঠুর এক অপরাধীর। অথবা সন্ধ্যার ঘোলে এক লোমশকায় যে রাত্রে অন্ধকার ঘরে ঢুকে কি যেন একটা কিছু হাতে করে খুঁজে বেড়ায়। দর্শকের উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলকে নিয়ে এমনি নিপুণভাবে লুকোচুরি খেলা খেলে চলে পরিচালক। এই খেলায় সুখ ও আনন্দদায়ক পরিণতিতে প্রথম অঙ্কের শেষে এক অপূর্ব রহস্য রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার উপাদানের সুষ্ঠু বিন্যাসের সুদক্ষ নাটকটি রসের আস্বাদনে চলচ্চিত্রের রূপ নিয়ে দর্শকের হাতে তুলে দিয়েছে।

নাটকের রহস্য রোমাঞ্চ রসের সঙ্গে হাস্য-রস ও কৌতুকের অবতারণাও যথেষ্ট হয়েছে। নাটকের কাহিনী-গত নাটকের অধিকাংশ চরিত্রগুলি বাস্তবানুগ ও যথোপযুক্ত হলেও অঙ্কের শেষের চরিত্রটি অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যে দর্শকের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। পরিচালনা ভাল আলো হলে এবং কোনই বা অঙ্কের শেষের দৃশ্যটিকে ছেঁটে নাটকের বেগ, গতিটির কাছ থেকে ক্রটিমুক্ত রাখলে, দূর হোত যা-কিছুমাত্র রসভঙ্গ হয়েছে নাটক।

সম্মিলিত অভিনয় উপরি নাটকটির একটি বড় গুণ। অবশ্য গোপেশ্বর চরিত্রে হরেন

রমণীজনের স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য

কেশরী কটীরাম প্রাইভেট লিঃ
রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ-১৪

"...পরিচয়লিপি থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ছবিটি জুড়ে রয়েছে পরিচালকের সোল্লাস বোধ, সংযম আর সুরুচির নিদর্শন"
: আনন্দবাজার পত্রিকা

তপন সিংহের শ্রেষ্ঠ চিত্র

ক্ষণিকের অতিথি

কাহিনী · ডি এন রায়
এস পি সিনেমাস
প্রাইভেট লিমিটেড
নিবেদিত

চিত্রনাট্য · পরিচালনা

মিনার : বিজলী : ছবিঘর
ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে

রায় পরিচালকের অভিপ্রায়টুকু ও মূল ভেজাজটি সুন্দরভাবে আরোপ করেছেন। অভিনয়ের গুণে চরিত্রটি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাখে। কৌতুকাভিনেতা প্রসাদের ভূমিকায় ভরত রায় প্রায় সর্বক্ষণই দর্শকদের হাস্যরসে মাতিয়ে রাখেন। মরণাপন্ন রোগের অসুখে মিথ্যে ভাঁর বাবার অভিনয়টিও দর্শকের মনে দাগ কাটে। নাটকটিকে মূল রসের সঙ্গে ভিন্নতর একটি আস্বাদের রস সঞ্চার করে দেওয়ার এই দুরূহ কাজে শিল্পী। অলোককুমারের চরিত্রে বিশেষজ্ঞ চট্টোপাধ্যায় চরিত্রটিকে স্বাভাবিক ও মনোজ্ঞ করে তুলেছেন। তাকে দেখা সংলাপ করার পর তার কাছেপিঠে অভিনয় সম্ভাবনা। নিরুত্তাপ চরিত্রে অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায়কে একটি বিশেষ চরিত্রাভিনয়ে দর্শকদের জানা আছে। আলোচ্যমান চরিত্রটিতে তাঁর দর্শকদের প্রত্যাশা অক্ষুণ্ণ করে রাখতে সাফল্যে শ্রীচট্টোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

অভিনেতা শিল্পী সেনের ভূমিকায় অভিনয়ে সংযম রক্ষা করে অভিনয় দর্শকদের মনে দাগ কাটতে পারে। কাহিনীর সংযোজনায় তাঁর অভিনয় আবশ্যিকতা। কাহিনীকার তাঁর সেনের চরিত্রটি চরিত্রে চরিত্রে চরিত্রে

**বিশ্বরূপা**

(অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ)

(ফোন—৫৫-১৪২৩)

বৃহস্পতিবার ও শনিবার—৬॥টায়

রবিবার ও ছুটির দিন—৩ ও ৬॥টায়

রহস্যসন্ধানী শিল্পাচার্য ভট্টাচার্যের

**সেতু**

(কিরণ মৈত্রের কাহিনীর রূপায়ণ)

পরিচালনা—নরেশ মিত্র আলোক—তাপস সেন

শ্রীঃ নরেশ মিত্র, অসিতবরণ

তরুণকুমার, রবীন্দ্রনাথ, সন্তোষ, ডাবক, উমানাথ; শ্রীঃ দীপক, জয়শ্রী, সুব্রতা, ইরা, সুমিত্রা, আরতি

ও

আশু মিত্র (বহুরূপী)


নাটকটির প্রযোজক ও শিল্পনির্দেশক রূপে রয়েছেন আশুবাবু কুশিয়েরও ও বেলিটার আফজালদি। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন দক্ষিণাপ্রিয়ও দক্ষিণাপ্রিয়ও।

নাটকটির সাফল্যের অন্যতম ত্রুটি কারণ রূপে বর্ণিত হয়েছে এর সাম্প্রতিক আবেদন ও অপরূপ দৃশ্যসজ্জা। প্রথম দিন থেকেই নাটকটি পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়ে চলেছে।

### পরলোকে রঞ্জিত রায়

বাংলা ছায়াছবি ও রঙ্গমঞ্চের প্রখ্যাত নট রঞ্জিত রায় গত ১৯শে ডিসেম্বর ৫৬ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে পরলোকগমন করেন।

গ্রামোফোন কোম্পানীর ও হিজ্‌মাস্টার্স ভয়েসের সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে তিনি প্রভূত যশ অর্জন করেন। রঙমহল, মিনার্ভা, স্টার ও শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে এবং অগণিত ছায়াছবিতে জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা হিসাবে শ্রীরায়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার অন্যতম শিল্পী ছিলেন। মৃত্যুর মাত্র দেড় মাস আগে তিনি কর্মত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। আমরা এই জনপ্রিয় শিল্পীর স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করি।

## চিত্রালোচনা

বহুদিনের বাজারে মাত্র একখানি নতুন ছবির মুক্তি। তাও আবার হিন্দী। একদিক দিয়ে এক হিসাবে ভালো বলা যেতে পারে। সে ছবিটি হচ্ছে উৎসবের মানরক্ষা করল, তার নামটিও ইংরেজী — 'লাস্ট হাউস'। প্রযোজক মুভিটোনের এই ছবিটিতে অভিনয় করেছেন কবিতা আজিত মাহুতি, প্রণব, অনিতা গুহঠাকুরতা প্রভৃতি এবং এতে সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সকলের নামটিই মাথা খুঁড়লেও, মুখস্থ, অসম্ভব এবং প্রায় কিছুই মনে পড়ছে না। এই সকলের সমন্বিত ছবিটির প্রযোজক মুভিটোনের কর্তৃপক্ষ ও পরিচালক হলেন সম্ভবতঃ। প্রেম করে বিবাহের পরে সুরু সিনেমাজীবন সিনেমাতে।

• • •

সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সম্পূর্ণ নতুন অভিনেতা নিয়ে ছবিটিকে অনেক এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, লেখক পরিচালক সত্যেন বসু-নক্সলবাবু। তার নতুন ছবি 'সাড়ে ছাত্তর' অনেক পরীক্ষানীরিক্ষার পর ইতিহাস প্রসিদ্ধ জায়গায় সবচেয়ে শিল্পী সমাবেশ ঘটিয়ে এ ধরনের পুরোপুরি ইতিহাস ভিত্তিক ছবি কেউ কোথাও করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এই ছবির গান বাজনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্তবাবু। সত্যেনবাবুর শিল্পী ও কলাকুশলীদের সঙ্গে ছবিটিকে চিত্রায়িত না করে যে অসাধারণ করেছেন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ-ফিনিস সমস্যা। ছবিটিতে আরও সবচেয়ে কম সম্পাদিত এবং সবচেয়ে আকর্ষণ যথাক্রমে নবীন মোহরা, সুধীন মজুমদার অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মনু বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটির প্রযোজনা করেছেন এস এন ফিল্ম ইউনিট।

•

ক্যালিক ঘটকের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান চিত্ররূপ তাঁদের প্রথম ছবির নামকরণ করেন 'মেঘে ঢাকা তারা'। পরে ছবিটির নাম বদলে রাখা হয় 'চেনামুখ'। ছবিখানির পরিবেশক জানিয়ে দিয়েছেন সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, ছবিটির আত্মপ্রকাশ নেই। অর্থাৎ 'মেঘে-ঢাকা তারা' পুনরুদ্ধার করা হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'চেনামুখ' নামে


— আমাদের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই —

| | | |
|---|---|---|
| অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ঢেউয়ের পরে ঢেউ | — ৪৲ |
| শ্রীবাসব | কত বিনোদিনী | — ৪৲ |
| ,, | এক মুঠো মাটি | — ৪৲ |
| প্রফুল্লকুমার মণ্ডল | আতলান্তিক | — ৪৲ |
| প্রমথনাথ বিশী | এলার্জি | — ৩৲ |

বিশ্ববাণী ১১এ বারানসী ঘোষ স্ট্রীট কলিকাতা-৭

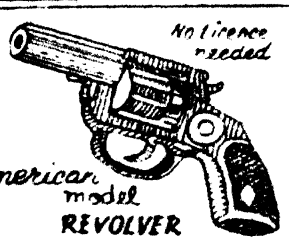


বন্ধুবান্ধব, ভ্রমণ, নাটক ইত্যাদি উপলক্ষে এই জোরালো পুতুল আপনার পরম বন্ধুর কাজ করবে। হালকা ওজন ও বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। প্রচণ্ড আওয়াজ ও চোখ-ঝলসান আলো আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

মূল্য : টাঃ ৮৲ ১০৲ ১২৲
নং ৭৭৭ ৮৮৮ ৯৯৯

বিনামূল্যে ২৩ পাতা। ২৫টি আওয়াজ পুতুল টাঃ ১৷৷০, ১০০টি পুতুল ৫৲ টাকা। চামড়ার কেস ৬৲ টাকা। লাইসেন্সের আবেদন প্রতি বোতল ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ২৲ টাকা। দুই বা ততোধিক পিস্তলের জন্য ডাকব্যয় লাগে না। কেবল ভি পি পি-তে মাল পাঠান হয়।

নিউ ইয়র্ক এক্সেলসিয়র (ইণ্ডিয়া)

পোষ্ট বক্স নং ৫০১২ কলিকাতা-৭।

আর একটি ছবি বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনার তোলা হচ্ছে। জি পঙ্কজ অ্যান্ড কোম্পানি তার নির্মাতা।

বাদল পিকচার্সের নবতম অবদান 'সাথী-হারা'-র কাজ সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় দ্রুত এগুচ্ছে। বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত পরিচালক ফণি মজুমদার 'সাথী-হারা'র কাহিনীকার। উত্তমকুমার ও ছায়া সিংহ এর নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন। হেমন্তকুমার সুর যোজনার ভার পেয়েছেন।


**মিনার্ভা থিয়েটার**

৬ দিবস স্থায়ী :: ফোন : ৫৫-৩৬৬১

বিশ্ব অন্নদাতাদের পরিত্রাতার প্রাণ নিয়ে হাজার কুট হলার জগতার প্রাচীরে রুদ্ধ হয়ে বারুদ ফাটায়—এবারে স্বপ্ন হাতে আর দুপাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে একদিন।

**অঙ্গার**

নাটক ও পরিচালনা—উৎপল দত্ত

সুর: রবিশঙ্কর

নেপথ্যকণ্ঠে: নির্মলা চৌধুরী

প্রথম উপস্থাপনা—রূপায়ণ সেন

উদ্বোধন : নাটুকে রামনারায়ণের পরিবারে ৬পরিবারে শনিবার ২৬শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬॥টায়

তারপর প্রতি বৃহস্পতি ও শনি সন্ধ্যা ৬॥টায় প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥টায়

ফোন ২২১০



**রঙমহল**

প্রতি শনিবার : ৬॥টায়

রবিবার ও ছুটির দিন : ৩॥টা—৬॥টায়

রসঘন বৈরাগীর রসসাধন নাটক

**এক পেয়ালা কফি**

পরিচালনা : অহীন্দ্র চৌধুরী

অঃ ভারতী, রবীন, হরিধন, সন্ধ্যা, অনল, অজিত, বিশ্বজিৎ, শিপ্রা, সরযূ, গৌরীশঙ্কর, কাবেরী, কেতকী।

*

প্রতি বৃহস্পতি সন্ধ্যা ৬॥টায় **এক মুঠো আকাশ**

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি 'দেবী'-র একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস

টলি বক্স প্রোডাকশনসের প্রথম ছবি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'। পরিচালনা করবেন অজিত লাহা। প্রধান দুটি চরিত্রে সন্ধ্যা রায় ও সুচিত্রা সেনকে ছবির কাজ শীগগিরই সুরু হবে।

বাংলাভাষী পিকচার্সের প্রথম প্রযোজনা 'কাল-সংসার'-এ প্রথমবার কাজ করছেন পরিচালক নিরঞ্জন পাল ও ইয়াসমীন। সংসারের ভাঙাচোরা সুখদুঃখ নিয়ে করুণ হাসির কাহিনী প্রযোজনা করছেন। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন ছবি মুখোপাধ্যায়, বিপ্রা সরকার, প্রদীপ চক্রবর্তী ও প্রীতিকণা।

### পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলন

পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন সম্প্রতি ৩০শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। মূল সংগীতের আসরে কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ আমীর খাঁ, ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ, এ কানন, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সিতেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কমল মল্লিক, কানন দেবী, কিরণ মহারাজ, সন্ধ্যামুখার্জি, সন্ধ্যা প্রভৃতি। নৃত্য পরিবেশন করবেন রীতা গাঙ্গুলী। রবীন্দ্র সংগীতের আসরে অংশ গ্রহণ করবেন সুবর্ণা বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র। কবীন্দ্র নজরুলের চিত্রাঙ্কণ পরিবেশন করবেন অন্নদাশঙ্কর পঞ্চানন। নির্মল চৌধুরী ও তাঁর সহশিল্পিবৃন্দের যৌথ সংগীতের কয়েকটি সুনির্বাচিত অংশও অনুষ্ঠিত হবে।

কীর্তন পরিবেশন করবেন রবীন্দ্রনাথ সেন ও তাঁর সহশিল্পিবৃন্দ। নাট্যানুষ্ঠানে কয়েকটি থিয়েটারের প্রযোজনায় বিজন ভট্টাচার্য রচিত ও পরিচালিত 'নেপোলিয়ন' অভিনীত হবে।

## চিঠিপত্র

"শুভ-বিবাহ" সম্বন্ধে

মহাশয়,

'দেশ'-এর ১১ই অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'শুভ-বিবাহ' ছবির সুচিন্তিত সমালোচনার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সমালোচনাই শিল্প-সৃষ্টির মানদণ্ড। সুখের কথা, আমাদের দেশে অন্তত এই একটি কাজ সেই পথে

এই যে

**রবিনসন্স**

**'প্লেটেন্ট' বার্লি**

এসে গেছে !

কেমনে, খোকাবাবু সবটুকু খেয়ে ফেলে। রবিনসন্স প্লেটেন্ট বার্লি খোকার হবার সঙ্গে মিলিয়ে মিশে গিয়ে কোমল পাকস্থলীতে দুধ ছাপ বাঁধতে পারে না, কাজেই শিশুর পক্ষে হজম করা সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স প্লেটেন্ট বার্লি শিশুদের প্রয়োজনীয় দুটি খোরাক, ওজা থেকে তৃপ্তি পায় আর এতে তাদের শরীরও গড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক ০.২৫% আয়রন ফি-সি ও ১.৫% ফিটা প্রিপ:-এর সংমিশ্রণ আছে।

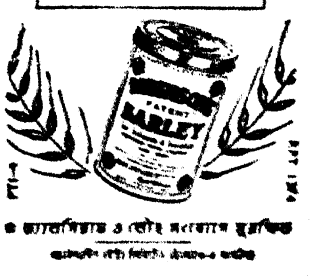


● অ্যালার্জিহারক ও স্নেহ সংরোধক দুগ্ধবর্জিত

দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহন করছে। কিন্তু আলোচ্য সমালোচনার কয়েকটি বিষয়ে আমি সমালোচকের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

সমালোচনায় বলা হয়েছে, ব্যঞ্জনা ও প্রতীককে দর্শকের সজ্ঞানে আনবার অত্যধিক আগ্রহ এ-গুলির সার্থকতা নষ্ট করে দেয়। কিন্তু আমার মনে হয়, বহুদিন পরে এই একটি ভালো ছবি পাওয়া গেল যেখানে পরিচালক একেবারেই অনুপস্থিত। সুরো-পাত্রে জোড়ালোমান আলোর প্রতিচ্ছবি প্রয়োগ-নৈপুণ্যের বহু সূক্ষ্ম পরিচয়ই হোক, দর্শকমন তাতে সাড়া খায় না। ঠিক এই ধরনের দুরুহ ব্যঞ্জনা 'শুভ-বিবাহ'-তে আছে

এম পি প্রোডাকসন্সের 'ভুবন' চিত্রের একটি আবেগপূর্ণ দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। অগ্রদূত পরিচালিত এই ছবিটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে


বড়দিনের ছোটদের শ্রেষ্ঠ বই!

**বিদ্রোহী বালক** ২·২৫

যোগেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বাংলা দেশের শিশু ও কিশোর-সাহিত্যে বিদ্রোহী বালক একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। —শিশু-সাথী

**নীলসাগরের দেশে** ১·৫০

দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প

**রূপকথার দেশে** ২·৫০

রূপকথার গল্পসম্ভার

**রত্নদেবের উপকথা** ২·২৫

অমুজ ঘোষ

মজাদার সরস উপকথা

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

২২-১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট - কলিকাতা ৬



# গীত-ভানু

'সঙ্গিনী' পরিচালিত

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষায়তন

১৩২, রাসবিহারী এভিনিউ,

কলিকাতা-২৯

**নূতন শিক্ষাবর্ষ**

জানুয়ারী মাস থেকে গীত-ভানুর নূতন শিক্ষা-বর্ষ সুরু হবে। এই শিক্ষায়তনে কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষাদান করা হয়। আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য শ্রেণীতে বিভক্ত এই প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট পাঠক্রম। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষায়তন ও ভর্তি হবার সময়: শনিবার বিকাল ৪—৭ ও রবিবার সকাল ৯—১১।


হাল মনে পড়ছে না। এজন্যেই হয়তো দর্শক ছোটদের ছবিটিকে নিঃসংশয়ে ভালো বলতেন।

দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে সমালোচনায় বলা হয়েছে —ছবিটির ঘটনাস্রোত বিরোধপ্রবণতা হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটির কারণ ঘটেছে। আমার মনে হয় তাও ঠিক নয়। আমাদের জীবনে সহজ ঘটনার স্রোত যে একঘেয়ে হয়ে তার কোন মানে নেই। বরং উল্টোটাই প্রত্যক্ষ সত্য। জীবনের কোন একটা মুহূর্তের দিকে আমরা যখন পিছন ফিরে তাকাই, তখন দেখতে পাই সেই ক্ষণে প্রায়ই ঘটনার জট-জড়াজড়ি। তবু তার মধ্যে একটা মূল সুরকে যিনি অনুভব করেন তিনিই শিল্পী, আর সেই মূল সুরটিকে পাঠক বা দর্শককে ধরিয়ে দেবার নামই শিল্প। এই বিচারে 'শুভ বিবাহ' ছবিটি কি সার্থক নয়? ইতি—

সুখময় ঘোষ
কলিকাতা-৩২

## যন্ত্রণায় বিশ্বস্তি

মহাশয়,

'দেশ'-এর ১১ই অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'শুভ-বিবাহ' ছবিটির সমালোচনা পড়লাম। সমালোচনাটির অনেক কথার সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত মতের মিল রয়েছে। কিন্তু একটি বিষয়ে অমিল প্রকাশ না করে পারলাম না।

সমালোচক লিখেছেন: ছোটবেলাকে সম্বল করে ছবিটির কাহিনীর উপস্থাপনে সমস্ত রীল ব্যাপী যে ঘটনাটি সাজানো হয়েছে তার মধ্যে কোন রীলের মধ্যেই নিজস্ব সম্পূর্ণতা আসেনি। সমগ্র ছবিটিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে তার বিশেষ অংশ।"

আমার মনে হয়, রীল-ভাগের ঘটনাটির ছেদের দিকে সমগ্রের সম্পর্কীয় যে-সব ঘটনাবলী দর্শকদের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। কারণ, ঘটনাটি ছোটবেলাকে সম্বল করে পাই দেখানো হয়েছে স্পষ্টভাবে। ইতি—

সুকান্ত মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৬

## সরকারী গুণগ্রাহিতা

মহাশয়,

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মুর্শিদাবাদের ইতিকথা, 'কাঁসাই' ও 'বেরুন' শিরোনাম তিনটি প্রামাণ্য ছবির বাংলা ও হিন্দী সংস্করণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি ক্রয় করেছেন। সরকারের তথ্য বিভাগের মারফত আমার ছবির ইংরাজী সংস্করণ বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করেছে ও করছে। ইতি—

আশীষ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৯

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় ভারত এক ইনিংসে ও ১২৭ রানে পরাজয় স্বীকার করেছে। শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের দুর্বল ক্রিকেট টীম হার স্বীকার করবে এ কথা আগে থেকেই সবাই ধারণা করে বসেছিলেন। কিন্তু ক্রিকেট নিয়ে এত কড়াকাড়ি এবং এত সমালোচনার পর আবার ভারতের খেলার প্রয়োজনীয় মানের অভাব দেখা দেবে এটা অনেকেই আশা করেননি।

দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠের চমৎকার উইকেট। সে উইকেটকে বলা করার পক্ষে ব্যাটসম্যানের অসুবিধা হয়। ভারতের নতুন অধিনায়ক ডি এন রমাকান্ত টসে জিতে সেই উইকেটে প্রথম ব্যাটিং করবার সিদ্ধান্ত করেন কিন্তু প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দল ১৩১ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারে না। শুকনো মাটিতে আছাড় খাবার মত ডেভিডসন, বেনোর এ বেনোডের বলে সবাই হয় বোল্ড অথবা লবু হয়ে ফুল খেলে আউট হয়ে যান। এক প্রথম দিকে লবী কন্ট্রাক্টরের খেলায় বেশ সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে লেখ দিকে কিছুটা সাহস দেখান বেদী ও সুবিনয়ও রমাকান্ত। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় অবশ্য অতি বেশী, যার উপর আবার কিছু আশা করা বিড়ম্বনা, তিনিও মাত্র ৯ রানে আউট হয়ে যান। তবে অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং ভাল হয়নি। প্রথম ইনিংসে অন্তত ৬টি ক্যাচ অস্ট্রেলিয়ান ফিল্ডসম্যানদের হাত থেকে পড়ে গেছে। না হলে আরও কম রানে হয়তো ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে যেত।

প্রথম দিনের খেলায় সবচেয়ে বলবার মত ঘটনা অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিচি বেনোডের মূল্যবান তিনটি উইকেট লাভ। টেস্ট খেলায় এ ঘটনা হয়তো বিশেষ রেকর্ডের পর্যায়ে পড়ে। তাৎপর্যত এর বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভারতের ইনিংস শেষ হবার পর প্রথম দিনের খেলায় খোদই অস্ট্রেলিয়া দল কোন উইকেট না হারিয়ে ২২ রান করে। দ্বিতীয় দিন ভারতীয় দলকে সম্পূর্ণদিন ফিল্ডিং করতে হয়। অস্ট্রেলিয়া করে ৪ উইকেটে ২১৩ রান। স্বীকার করতে হবে এদিন ভারতের ফিল্ডিং ভাল হয়েছে। মুদ্দে মুশ্তাক কর্তৃক ফেরেলের একটি ক্যাচ ফেলে দেবার ঘটনা ছাড়া। দ্বিতীয় দিন অস্ট্রেলিয়া দলের হেই ব্যাটসম্যান নীল হার্ভে ও নর্মান ওনীলের খেলা দর্শকদের খুবই আনন্দ দেয়। দর্শকরা চোখ ভরে উপভোগ করেন দুই বিপক্ষে খেলোয়াড় নীল ওনীলের উন্নত ব্যাটের প্রদর্শনী। নীল হার্ভে ১১৪ রান করে আউট হন, আর দুর্ভাগ্যক্রমে ওনীল রান আউট হয়ে যান ৯৯ রানের মাথায়। এখানে বলা যেতে পারে এই খেলাতেই নীল হার্ভের টেস্ট খেলায় বিশেষত্ব সেঞ্চুরী পূরণ হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে এটা ছিল তার তৃতীয় সেঞ্চুরী। এর আগে ভারতের বিরুদ্ধে তিনি আরও দুবার সেঞ্চুরী করেছেন।

তৃতীয় দিন চা-পানের কিছু পরে ৫৮৮ রানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়ে যায়। সেদিন বিকেল উদ্বিগ্নতা প্রশমনীয়ভাবে বোলিং করে ৪৯ রানে চারটি উইকেট পান। এইদিনও ভারতের ফিল্ডিং ভাল হয়, তবে আম্পায়ার আদি সেন অপ্রত্যাশিত ভাবেই মাঠের একটি সহজ ক্যাচ মিস করেন। প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩০৩ রানে পেছনে থেকে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ৫৮৮ উইকেট ব্যাটসম্যানের পরম সহায়ক হবে এ অবস্থায়

দিল্লিতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম টেস্ট খেলার আগে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে দুই দেশের খেলোয়াড়বৃন্দ

ডেনমার্কের কীর্তিমান ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় আরল্যান্ড কপসের মারের এক ভঙ্গি

পরাজয় রোধের আশা করা আকাশকুসুম কল্পনার মত। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তবু কোন উইকেট না খুইয়ে ভারত যখন তৃতীয় দিনের শেষে ৪৬ রান করল তখন ক্ষীণ আশা দেখা দিল ভারতের সমর্থকদের মনে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের একটু ভাল খেলার সুনাম আছে। তার উপর দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান পঙ্কজ রয় ও নরী কন্ট্রাক্টর নট আউট আছেন। পরের দিন খেলার বিশ্রাম দিবস। দেখা যাক কি হয় —ভারতের খেলোয়াড়রা দুই দিন উইকেট টিকে থেকে খেলাটি অসমাপ্তিসূচক-ভাবে শেষ করতে পারেন কি না—এই প্রশ্নই ঘুরতে ফিরতে লাগল সবার মুখে মুখে।

চতুর্থ দিনের সূচনাও ভাল হল। ১২১ রানের মাথায় ভারতের প্রথম উইকেট পড়ল। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় উঠল ১ উইকেটে ১২৮ রান। কিন্তু তারপর ভারতের খেলায় ভাঙ্গন ধরল। এক একজন করে ব্যাটসম্যান ব্যাট করতে যান আর অল্প সময়ের ব্যবধানে ব্যাট হাতে করে প্যাভেলিয়নে ফিরে আসেন। ভারতীয় সমর্থকদের আশঙ্কার মধ্যে একটি একটি করে বাতি নিভতে থাকে। চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের ৬০ মিনিট আগে দেখা যায় ভারতীয় ইনিংসে বাতি দিতে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। ২০৬ রানেই সব শেষ হয়ে গেছে। ভারত পরাজিত হয়েছে এক ইনিংস ও ১২৭ রানে।

দ্বিতীয় ইনিংসে একটুখানি আশার আলো দেখিয়েছিলেন পঙ্কজ রায়। তার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে মাত্র এক রানের জন্য তিনি শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী লাভের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড।

**ভারত**—প্রথম ইনিংস—১৩৫ (নরী কন্ট্রাক্টর ৫১, সুরেন্দ্রনাথ নট আউট ২৬, জি এস রমচাঁদ ২০, দ্বিতীয় বেনেড ৩ রানে ৩ উইকেট, এলান ডেভিডসন ৩০ রানে ৩ উইকেট, বেনট বোকে ৩০ রানে ২ উইকেট)।

**অস্ট্রেলিয়া**—প্রথম ইনিংস—৫৬৭ (নীল হার্ভে ১১৭ রান করে, বব সিম্পসন নট আউট ৭৭, ওয়ালী গ্রুট ৬২, লেস কোভেক ৭৩, নর্মান ওনীল ৫১, এলান ডেভিডসন ১২, দ্বিতীয় বেনেড ২০, পল ডুমবিলে ৫১ রানে ৫ উইকেট, সুরেন্দ্রনাথ ১০২ রানে ২ উইকেট)।

**ভারত**—দ্বিতীয় ইনিংস ২০৬ (পঙ্কজ রয় ৯৯, নরী কন্ট্রাক্টর ৫২, পলি উমরিগর ৩২, দ্বিতীয় বেনেড ৭২ রানে ৫ উইকেট, নিংডেল ক্রাইন ৬২ রানে ৩ উইকেট)

(ভারত এক ইনিংস ও ১২৭ রানে পরাজিত।)

• • •

মেলবোর্নে তৃতীয়দিনের খেলায় ভারত চতুর্থ স্থান লাভ করেছিল। এশিয়ান ফুটবলেও চতুর্থ স্থান পেয়েছি। তুলনা বজায় রাখা করে—চারজনের মধ্যে চতুর্থ। অর্থাৎ যোগদানকারী চারটি দেশের মধ্যে আমাদের স্থান সবার নীচে। তাও যদি এশিয়ান ফুটবলের মূল খেলায় এই ফলাফল হত, তবে একটা সান্ত্বনা থাকত। এটা হচ্ছে এশিয়ান ফুটবলের পশ্চিমাঞ্চলীয় খেলা। পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ৮টি দেশ। এর মধ্যে ছয়টি দেশ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে। তার মধ্য থেকে আবার সিংহল ও আফগানিস্থান শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় না। আগে ব্যবস্থা হয়েছিল নক আউট প্রথায় খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু মাত্র চারটি দেশ যোগদান করায় শেষ পর্যন্ত 'রিটার্ন লীগ' প্রথায় খেলাগুলি পরিচালিত হয়েছে। প্রতি দলকেই ৬টি করে ম্যাচ খেলতে হয়েছে। লীগের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোট খেলা হয়েছে ১২টি।

এর মধ্যে ভারত জিতেছে মাত্র দুটি খেলায়। একটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আর একটি ইরানের বিরুদ্ধে। পাকিস্তান ও ইরানের সঙ্গে 'রিটার্ন লীগ' ভারতের হার স্বীকার করতে হয়েছে। আর ভারত লীগের দুটি খেলাতেই হারিয়েছে ইসরাইলকে।

লীগ চ্যাম্পিয়ন ইসরাইল প্রতিযোগিতায় একটি মাত্র খেলায় হেরেছে ইরানের কাছে। অপরাজেয় ইসরাইলের কাছ থেকে ইরান 'রিটার্ন লীগের একটি পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে। পাকিস্তানের কাছে ইসরাইলের আর একটি পয়েন্ট নষ্ট হয়েছে। ইসরাইল তার কাছে পয়েন্ট নষ্ট করেছে ভারতের ২—১ গোলে ও ১—১ গোলে এবং পাকিস্তানকে ২—০ গোলে পরাজিত করেছে।

এই তালিকা থেকে সহজে বুঝতে পারা যাচ্ছে ও লীগ টেবিল দেখলে বুঝা যায়। যে ক্রমে দল কটির একটি সুন্দর পার্থক্য আছে। সব শীর্ষে পশ্চিমাঞ্চলীয় লীগ অপরাজেয় ইরানের দৃঢ়তা বিস্ময়কর। ইসরাইল পাকিস্তান ও ভারত তিনটি দেশকেই ইরানের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে তিনটি গোলের ব্যবধানে হেরেছে। পূর্বাঞ্চলীয়দের কাছে পাকিস্তান হেরেছে সবার। একমাত্র ইরান ছাড়া আর কোন দেশ কোন দেশকে দুটির বেশী গোলে পরাজিত করতে পারেনি।

পাকিস্তানের সম্বন্ধেও বলা যায় ভারত ও ইরানের কাছে যারা একটি করে খেলায় হেরেছে পাকিস্তান তাদের সমান করে ছয়টি করে খেলায় এমনকি এই খেলাতে যোগদান বিরতী হয়ে পরাজয়ের কলঙ্কও মুছেছে। শুধু ইসরাইলের কাছে পাকিস্তানকে হারবার ব্যবস্থা তিনটি গোলটি।

এখন দেখা যাচ্ছে পশ্চিমাঞ্চলীয় লীগের খেলায় কোন দলই একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রকাশ করতে পারেনি। খেলার ফলাফলও হয়েছে আকস্মিকতাপূর্ণ। খেলার ফলাফলের মত অপ্রত্যাশিত। অর্থাৎ অঙ্ক যে অনুযায়ী বলল কাজই তাহা হল। সুতরাং মাত্র খেলোয়াড় পশ্চিমাঞ্চলীয় লীগ হয়েছিল করেছেন। এরা হচ্ছেন ইসরাইলের গোলার

ফরোয়ার্ড লেভি এবং ইরানের ডানদীর ফরোয়ার্ড মেজারী। লেভি হ্যাটট্রিক করেন ভারতের বিরুদ্ধে আর মেজারী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের সেন্টার ফরোয়ার্ড ওয়াও ইরানের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় তিনটি গোল করেন, কিন্তু তিনি হ্যাটট্রিক করতে পারেননি। ডিসেম্বরের ৭ তারিখ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে এশিয়াডানে। ইন্টার আয়োজন এবং সাংগঠনিক খুব ভাল হয়েছে বলেই খবর পেয়েছি।

এখন কথা হচ্ছে, এশিয়ান ফুটবলের পশ্চিমাঞ্চলীয় শক্তির সঙ্গে আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় শক্তির পর আমাদের চতুর্থ স্থান লাভের পর আমাদের ফুটবলের ভবিষ্যৎ কি? ফুটবলের আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নয়ই, তিন বছরী সহায়ক আর সহজের ভিন ঘটনা-সম্বন্ধে। বিশেষ বেশীর ভাগ ক্রিকেটার ফুটবল খেলা ফুলবলের ভবিষ্যৎকে থেকে বলে মনে হয়। ক্রিকেটার প্রকৃত ফুটবল ভিন ইনিংস খেলোয়াড় পাওয়া, অর্থাৎ ফুটবলের প্রকৃত ফুটবলার হয়। ইংলিশ ফুটবলে ক্রিকেটারের ফুটবলার হয়ে ফুটবলের ও ফুটবলারের ক্রিকেটার হয়ে ক্রিকেটের ক্ষতি করেছে। ফুটবলের ক্রিকেটার হয়ে ফুটবল

## দেশী সংবাদ

১৪ই ডিসেম্বর—পৃথিবীতে সর্বাধিক সংখ্যক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের দিক হইতে ভারতের স্থান তৃতীয়। বিশ্বের দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা সম্বন্ধে আজ ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত এক পুস্তিকায় ইহা বলা হইয়াছে।

খাদ্যের ক্ষেত্রে কোন অদৃষ্টপূর্ব বিপত্তি ঘটিলে দেশে যাহাতে খাদ্যের অনটন না হয় তাহার ব্যবস্থা করার জন্য এক বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের একটি মজুত ভাণ্ডার গঠন করা হইবে বলিয়া খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস পাতিল অদ্য রাজ্যসভায় এক উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

১৫ই ডিসেম্বর—আজ রাজ্যসভায় দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে দুই ঘণ্টাব্যাপী এক আলোচনার সূত্রপাত করিয়া কম্যুনিস্ট দলের সদস্য শ্রীভূপেশ গুপ্ত "দণ্ডকারণ্য কেলেঙ্কারী" সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার পদত্যাগ দাবি করেন।

পাসপোর্ট পুনর্নবীকরণ অথবা নূতন পাসপোর্ট ইস্যু করিতে বিলম্ব হওয়ায় পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের যে দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা দূর করার জন্য করাচী ও ঢাকায় ভারতীয় কূট-নৈতিক মিশনের প্রতিনিধিগণ পাক-কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন বলিয়া দিল্লির সংবাদ প্রকাশ।

১৬ই ডিসেম্বর—১৯৬০ সালের ৫ই জানুয়ারীর পূর্বে ভারতে আগত বিদেশীদের অবাধিক পারমিট লইতে হইবে বলিয়া পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় আকাউন্টেন্সি কাউন্সিলের সুপারিশ মত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স ও তিন বৎসরের ডিগ্রি কোর্সের সিলেবাস গৃহীত হয়। ঐ নূতন সিলেবাস ১৯৬০—৬১ সালের সেশন হইতে চালু হইবে।

গতকল্য অপরাহ্নে, কাউরকেলায় ভারতের বৃহত্তম ইস্পাত ও লোহার পাত নির্মাণ ও কাটাই কারখানা 'রৌরকেলা ফ্ল্যাট মিল' জনসাধারণের পরীক্ষামূলকভাবে কাজ আরম্ভ হয় এবং প্রথম ইস্পাতের পাতটি কারখানা হইতে বাহির হইয়া আসে।

১৭ই ডিসেম্বর—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি ডাঃ বি পট্টভী সীতারামাইয়া অদ্য সকালে হায়দ্রাবাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল।

সদ্য ঘোষিত ছাড়া অসমানী বাণিজ্য সম্পর্কে স্টার্লিং ও ডলার এলাকার মধ্যে আর্থিক উইাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আজ নয়াদিল্লিতে সরকারী ভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

আজ নৈপুরে জেলা শাসকের দপ্তরে অনুষ্ঠিত দুই ঘণ্টাব্যাপী এক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে রাওতা পোর কর্মচারীদের ২০শে ডিসেম্বরের প্রস্তাবিত ধর্মঘটের শান্তিস্পর্শ মীমাংসা হওয়ায় উক্ত ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

১৮ই ডিসেম্বর—নিখিলবঙ্গ উপজাতীয়দের উপর ১০ দিনের নোটিস জারী করা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপাতত তুলিয়া নিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ অদ্য রাইটার্স বিল্ডিংসে রাজ্য পুনর্বাসন দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসার-গণের এক সম্মেলনে প্রস্তাবটি আলোচিত হয় এবং আগামী ঐ নোটিস জারী বাস্তব জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হইবে বলিয়া স্থির হয়।

গতকল্য উড়িষ্যা বিধান সভায় বক্তৃতা হইতে মনে হয় যে, হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা সম্পর্কে দুইদিনব্যাপী আলোচনা সন্তোষজনক হইয়াছে। সেচ পরিষদ রাজ্য সরকারকে রাজ্যের কৃষি ও উপকূলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মহানদী উপত্যকার ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে পরামর্শ দিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

১৯শে ডিসেম্বর—আজ রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় অকস্মাৎ কলেজ স্কোয়ারে এক বিধ্বংসী অগ্নি-কাণ্ডের ফলে প্রায় ২৪টি দোকান ভস্মীভূত হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০,০০০ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

২০শে ডিসেম্বর—চীনের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুকে আলোচনার জন্য আহ্বান করিয়া যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী উহার উত্তরের খসড়া লইয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঝা পরশর সঙ্গে আলোচনা করেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আলোচ্য চীনা প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের প্রস্তাব সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হইবে না। বিতর্কমূলক কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে জানাইতে বলা হইবে।

## বিদেশী সংবাদ

১৪ই ডিসেম্বর—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আজ ইরাকী মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ও পুনর্গঠন ভাল প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ অদ্য প্রেসিডেন্ট ও ইরাকের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক যুক্ত ইস্তাহারে প্রেসিডেন্ট বাগদাদ চুক্তির পরিচালনা-ভূমিকা ও ইরাককে সমর্থন জানানো হয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ আজ পুনরায় ভারতকে ভিন্ন বসতির জন্য অধিক পরিষদের সমস্যা নির্ধারিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে অধিক এলাকার শাসন কার্যের তদারক-তদারকী করাই অধিক-পরিষদের মুখ্য কাজ।

১৩ই ডিসেম্বর—নিরপেক্ষ নেপালী সংবাদপত্র মহলে সমাচারে আজ এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, কয়েকদিন পূর্বে চীনা সেনাবাহিনী মধ্য-পশ্চিম নেপালে প্রবেশ করিয়াছে এবং নেপালী এলাকায় চীনা পতাকা উড্ডীন করিয়াছে।

জুরিখে প্রেসিডেন্ট ঐ উইল ৯ই ১৯শে ডিসেম্বর হইতে ৭ই সাতদিন ভ্রাতৃত্বের কথা আজ ঘোষণা করিয়াছেন।

১৬ই ডিসেম্বর—শিখিং ইউনিং লিউজ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুর বিশেষ তাঁহাদের সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনায় বিশ্বের বিষয় আলোচিত হওয়ায় চীনের ধারণা ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেন।

১৭ই ডিসেম্বর—কাশ্মীরের ৮টি অর্থনৈতিক-পূর্ণ অঞ্চল বিশেষভাবে একটি বিশেষ মনোনীত সহ একটি রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিনিধি হইয়াছে। মনোনীত সীমান্ত বরাবর ১৭টি স্থান দেখাইয়া বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা ঐ সব স্থানে আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ করিয়াছে।

১৮ই ডিসেম্বর—চীনের প্রধান মন্ত্রী শ্রী চু এন লাই চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনা করিতে তাঁর দীর্ঘ আজ জনাইয়াছেন। তিনি আলোচনার জন্য তিন দিন ধার্য করিয়াছেন। যথা—২১শে ডিসেম্বর, স্থান—চীনের যে কোন জায়গা বিশেষ করিয়া।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ বলিয়াছেন যে, মুসলিম দেশগুলি তুর্কী-পাকিস্তান সম্পর্কের মধ্যে একটি সমন্বয়ের সেতু। তুরস্কের বাগদাদ চুক্তির পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও ইহা রাজনৈতিক দল সমাজের বিরোধ সম্পর্কে উল্লেখ একটি আদর্শ ভূমিকা।

১৯শে ডিসেম্বর—চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য ২৬শে ডিসেম্বর এক বৈঠকের প্রস্তাব করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট চীনের প্রধানমন্ত্রী যে পত্র লিখিয়াছেন—তাহার মূল বক্তব্য আজ জানা ও ইস্তাহারেরও প্রস্তাবিত হয়। তবে উভয় সরকারই এই সম্পর্কে কোন মন্তব্য করে নাই।

২০শে ডিসেম্বর—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা বলেন যে, কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সামরিক চুক্তি স্থাপনের বিষয় বিবেচনাই করিতে পারেন না।

কর্তৃপক্ষ মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, এপ্রিল মাসে পারিসে পূর্ব পশ্চিম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য ব্রিটেনের খ্রুশ্চেভের নিকট প্রস্তাব করা হইবে বলিয়া পশ্চিমী নেতৃবর্গ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার — সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৭০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা। মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুকেশন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।

টেলিফোন : ২৩—২২৪৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

# পিয়ার্স

... সুন্দরী নারীদের ঐতিহ্য

"পিয়ার্স" নামটী সারা পৃথিবীর
সুন্দরী নারীদের কাছে অতুলনীয় গুণাবলীর
প্রতীক — মোলায়েম এবং ভাল পিয়ার্সে
তাদের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
সেইজন্যই তাঁরা পিয়ার্স সাবানের সাহায্যে
তাঁদের লাবণ্যের যত্ন নেন — পিয়ার্স আসল
গ্লিসারিণ যুক্ত সৌন্দর্য্য সাবান।
এটি শ্যামকান্তির ত্বকের পক্ষে এত বিশুদ্ধ এত ভাল।
শিশুদের পক্ষে সেইজন্যই এটি আদর্শ সাবান।
মখমলের মত মোলায়েম পিয়ার্স ট্যালকম
পাউডারে অপূর্ব সুগন্ধ ছাড়াও আছে
সেই একই গুণাবলী এবং বিশুদ্ধতা।

আপনার সৌন্দর্য্য
চর্চ্চায় নিয়মিত
পিয়ার্স ব্যবহার করুন

PSTP. 3-X52 BG

এ. এফ. ফার্গুসন পিয়ার্স লিঃ লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

REG. NO. C. 2109

আনন্দে উৎসবে...

প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..

সবার মনোরঞ্জনে...

পরিণামরমণীয়

কেশতৈল

# কেশরঞ্জন

কবিরাজ এস্, এল্, চৌধুরী এণ্ড সন্স্ আয়ুর্বেদিক সিণ্ডিকেট।

কবিরাজ

**রাজশেখর বসু**

মহাভারত ১২·০০ রামায়ণ ৬·৫০
চলন্তিকা (অভিধান) ... ৬·৫০

**সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত**

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ৭·০০

**সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত**

পৌরাণিক অভিধান ... ৭·০০

**দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাস সংকলিত**

বিজ্ঞান-ভারতী ... ৬·০০

**হেমেন্দ্রকুমার রায় বিরচিত**

পৌরাণিক উপাখ্যান ... ৩·৫০

**ভবিতোষকুমার সেনগুপ্ত**

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১ম) ... ৩·০০

**কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়**

রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা ... ২·০০

**অনুবাদিত ভ্রমণকাহিনী**

**ভ্রমিবন্ধন ভারত**

প্রথম খণ্ড ১·০০ দ্বিতীয় খণ্ড ১·৫০

**শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের**

পথের দাবী ৬·০০
বিপ্রদাস ৫·০০
দত্তা ৩·০০
শেষের পরিচয় ৩·০০
শ্রীকান্ত (নাটক) ২·৫০
পরিণীতা (,,) ১·৫০
ছেলেবেলার গল্প ·৮৫

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ (মোট ৫টি বই এক খণ্ডে একত্রিত হয়েছে) প্রতি খণ্ড ১·০০

**অন্নদাশঙ্কর রায়ের**

জাপানে ৬·৫০ পথে প্রবাসে ৩·৫০
বুদ্ধের বাণী ৩·৫০ কামিনীকাঞ্চন ৩·০০

**সুবোধ ঘোষের**

গল্পোষ্ঠী ৬·০০ ঘিয়ে ভিজুনী ৩·০০
কলিমন ২·৫০ জতুগৃহ ৩·৫০
প্রাচীন মিশর—লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোঃ ৩·৫০

**শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের**

প্রেমকুমারী ইত্যাদি গল্প ... ৩·০০
আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প ... ৩·০০
নীলতারা ৩·০০ হনুমানের স্বপ্ন ২·৫০
কৃষ্ণকলি ২·৫০ গল্পদশক ২·৫০

**বিমল চৌধুরী**

বেতবতী প্রয়াগধী ... ৩·৫০

**বুদ্ধদেব বসু**

কালিদাসের মেঘদূত ... ৬·০০
লোলপাখারু (উপন্যাস) ... ৪·০০
শেষ পাণ্ডুলিপি ... ৩·২৫
আধুনিক বাংলা কবিতা ... ৬·০০

**আঁকাত সত্তর কবিতার বই**

জানালা ... ২·০০
নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত
আকা বাঁশরি ... ৭·০০

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

চৌপদ ও চৌপদ (নাটক) ... ২·০০
টলমিল (নাটক) ২·৫০ গল্পাষ্টক ঘিয়ে ১·৫০

**মিত্রালয় কেন্দ্র**

জগৎজোড়া সেবা ও মানুষ ... ২·৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

॥ আনকোরা নূতন বই ॥

# বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস মিলনান্তক ৪॥

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
**প রি শো ধ ৪॥**

কবিশেখর কালিদাস রায়ের
**সা হি ত্য প্র স ঙ্গ ৫৲**

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের
**আ ধু নি ক বাং লা কা ব্য**
— দুই টাকা —

নিরুপমা দেবীর
**প্র ত্য র্প ণ** ৩৲
পাঞ্জালী ৩,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
**উত্তর ফাল্গুনী** ৬॥
কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৩৮০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
মহান ঐতিহাসিক উপন্যাস
**ব হ্নি ব ন্যা ৮॥**

আশাপূর্ণা দেবীর
**ছা ড়প ত্র ৪॥**
শ্রেষ্ঠ গল্প ৩,

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
**অ ন মি তা ৪৲**
শ্রেষ্ঠ গল্প ৩, ত্রিনয়নের ৩৮০

রমাপদ মুখোপাধ্যায়ের
**জীবনজাহ্নবী** ৬॥০

কালীপদ ঘটক্কের
**চন্দন বহ্নি** ৫,

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের
**অপরূপা** ৩॥০

তরু দত্তের
**শ্রীমতী আর্ভের** ৪॥০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
**সমুদ্র সফেন ৪॥**
পঞ্চতপা ৬॥০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
**উপকূল** ৩, **আরাকান** ৩,
**তরঙ্গের পর** (যন্ত্রস্থ)

প্রমথনাথ বিশীর
**কেরী সাহেবের মুন্সী** (৩য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) ৮॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নবরূপায়ণে

# কুয়াশা

পৌষালী সংখ্যা

তাজমহলের পাথর দেখেছ,
দেখেছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী
বাহিরেতে সাজাহান!

প্রেম আর বিরহ! বিস্ময় আর কৌতূহল! সমস্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর বয়ে আনবে 'কুয়াশা'র বিশেষ পৌষালী সংখ্যাটি। খ্যাতনামা লেখকের দুটি বড় গল্প। একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস ও একটি নাটক। আরো পাঁচটি রহস্য গল্প এবং দুটি বিস্ময়কর নিবন্ধ।

প্রায় আড়াই শ পাতার বই
দাম মাত্র ১॥০ টাকা

প্রকাশিত হবে ৭ই জানুয়ারী

# কুয়াশা

রহস্য-রোমাঞ্চ গোয়েন্দা মনস্তত্ত্বমূলক রোমান্টিক ধর্মী মাসিক পত্রিকা

৩৭, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা—৯



বিদ্যোদয়ের বই

কানাই সামন্ত
**চিত্রদর্শন**
২৫·০০

প্রফুল্ল চক্রবর্তী
**মানব বিকাশের ধারা**
১২·০০

অনিলা দাশগুপ্তা
**স্বাধীনতার পথে প্রাচ্য জগৎ**

এই [illegible] বিশেষত বুদ্ধদেব মহাত্মা ইত্যাদিদের ইতিহাস। রাজনৈতিক সমস্যা পরিষ্কার হয়েছে এবং বোধগম্য হয়ে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থে সেই সমস্যাবলীর সম্পর্কিত ও সমস্যা চিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। [illegible] ভাষায় [illegible] ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল।

আনন্দবাজার পত্রিকা : ২০শে ডিসেম্বর '৫৯
২·৫০

কপিল ভট্টাচার্য
**বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা**
৫·১০

নির্মলকুমার বসু
**পরিব্রাজকের ডায়েরী**
৫·৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী
**মধুমিতা**

সুরুচি শিল্পিকারের হাতে গ্রন্থকার সমসাময়িক পারিপার্শ্বের [illegible] নতুন চিত্র এঁকেছেন এবং সংসারের সঙ্গে দুজনেই নিবিড় সম্পর্কে যে সুখ দুঃখময় [illegible] তার কথা সাবলীল ভাষায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৫ ডিসেম্বর '৫৯
৩·০০

অমরেন্দ্র ঘোষ
**নাগিনী মুদ্রা**
৩·৭৫

সুশীল জানা
**সূর্যগ্রাস**
৩·৭৫

**বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র** ॥ শতবর্ষপূর্তি সংকলন

[illegible] আলোচ্য গ্রন্থের মূল উপজীব্য এই মনীষীর বিজ্ঞানী জীবনবৃত্তান্তের [illegible] কৃতিত্বের সঙ্গে এই গ্রন্থের মূল উপজীব্যের [illegible] অভিনন্দন জানাই।" দেশ : ১২ই [illegible] '৫৯
৩·০০

| | | |
|---|---|---|
| ময়ূরাক্ষী ॥ | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩·০০ |
| গৃহকপোতী ॥ | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩·৫০ |
| তাপসী ॥ | প্রফুল্ল চক্রবর্তী | ৩·৫০ |
| পথে প্রান্তরে ২য় পর্ব ॥ | সুচরিতা | ৪·০০ |
| পরিভাষা কোষ ॥ | সুপ্রকাশ রায় | ১০·০০ |
| শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ॥ | অমলেন্দু মিত্র | ৭·০০ |
| বক্তব্য ॥ | ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | ৫·০০ |
| সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ॥ | ডাঃ বিমানবিহারী ভট্টাচার্য | ৬·৫০ |

**মহাভারত** ॥ হেমদাকান্ত চৌধুরী ১২·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বিশ্বভারতীর আদর্শ— | ... | ৬৫৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... | ৬৬০ |
| বৈদেশিকী— | ... | ৬৫১ |
| দ্বিতীয় মত—বকুল | ... | ৬৬৩ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য— | ... | ৬৬৪ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র | ... | ৬৬৭ |
| যে পত্নী অর্ধাঙ্গিনী নয়—শ্রীসুধাংশু ঘোষাল | ... | ৬৬৯ |

আমাদের প্রকাশিত

**প্রস্তুতি**

৭ই পৌষের বই :

প্রবোধকুমার সান্যালের
নতুন উপন্যাস
**হৈমন্তের জন্য** ৩.৫০

শিবরাম মুখোপাধ্যায়ের
**লাবণ্যের এনাটমি** ৩.০০

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
**লন্ডনের পাতায় পাতায়** ৩.

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের
**উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল** ৩.

## আমাদের প্রকাশিত পাঁচখানি বিবিধ গ্রন্থ :

**নাজশেখর বসুর বিচিন্তা** ২.২৫ এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ঐতিহাসিক পরিবেশ, কবির অন্তরঙ্গ পরিচয় ও সাহিত্যিক বিচার, ভাষাতত্ত্ব ও নানা প্রসঙ্গে মন্তব্যসমূহ ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকার দৃষ্টিতে রচয়িতার বিচিত্র প্রতিভার পরিচয়। সাহিত্যিক সমালোচনা ও গুরুত্ব বিচার, বাংলা ভাষার গতি, ভাষাতত্ত্বে অভিনব আলোকপাত, পরিভাষার সমস্যা, ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি ও সংহিতা।

**দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন চরিত** ৩.০০ সুবিখ্যাত ঈশানচন্দ্রের বাবার লিখিত এই আত্মজীবনী বাংলা ও বাঙালির কাছে চিরন্তন মূল্যবান হয়ে থাকবে। বিশ্ব সংসারে কবি-ভাবুকের বাবার আত্মজীবন চরিত আজ পর্যন্ত কোথাও লেখা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এমনটি হয়তো আর কোথাও হবে না। বাংলাদেশের ঘরোয়া জীবনের সুখদুঃখ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুর পরিচয় পাওয়া যাবে এই একটি বই থেকে। আমাদের সংগ্রহশালার একখানি অমূল্য সম্পদ।

**শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের অবনীন্দ্র-চরিতম** ৩.৫০ এই সরস ও সরল প্রবন্ধগুলি ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক মূল্যে অমর হয়ে থাকবে। ১৯ পৃষ্ঠা, প্রবন্ধগুলির যে কোনো একটিতে, যদি কৌতূহলী হয়ে এই বই খুলবেন তো আপনি আগাগোড়া পড়ে শেষ করবেন। ঘরোয়া আলোচনার ছলে অবনীন্দ্রনাথের যে পরিচয় লেখক দিয়েছেন তা বড় অন্তরঙ্গ, অথচ আলোচনার একটানা মাধুর্যে এই বইয়ের বিষয়বস্তু।

**নলিনীকান্ত সরকারের প্রজ্ঞাপদেষু** ২.৫০ কবিগুরু, কবিপুত্রবধূ, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কবিকন্যা, কবি, কবিকাহিনীর বিশ্বকবি, রানী মহলানবিশ, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, মহাত্মা গান্ধীজীকে কবি, উপন্যাসের নায়িকা, কবিকে কেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন এই বই।

**প্রাণতোষ ঘটকের কলকাতার পথ-ঘাট** ৩.০০ ডিরোজিও রোড, ডালহৌসি স্কোয়ার পশ্চিম, কলেজস্ট্রিট পশ্চিম, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট কিড স্ট্রীট, ইণ্ডিয়া স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীট, চার্চ লেন, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, লালবাজার স্ট্রীট, কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, মিশন রো ডিটেক্টিভ স্ট্রীট, ট্রেজারি স্ট্রীট শ্যামাচরণ স্ট্রীট, রেসিডেন্সি স্ট্রীট, মেকলে স্ট্রীট, মার্টিন লেন, উইলিয়ম কেরী রোড, চার্চিলিয়ন স্ট্রীট, মেয়োহাটী সুভাষ রোড, ক্রাইভ স্ট্রীট, ওয়েলেসলি স্ট্রীট ও ওয়েলেসলি স্কয়ার, ওয়ার্ডেন স্ট্রীট, রকফেলার স্ট্রীট, রামমোহন স্ট্রীট, ডালহৌসি রো, ডায়মণ্ড রোড প্রভৃতি রাস্তা তৈরীর ইতিহাস ও তাদের নামকরণের পিছনে কোন্ কোন্ কেন্দ্র করে পুরনো কলকাতার ইতিবৃত্ত এই বই।

* আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সকলে তৃপ্তি *

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**

গ্রাম : ফ্রেন্ডলোক ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

এই বৎসরের জন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
কপাল গুপ্তের
# অবরোহণ
মূল্য : আড়াই টাকা ● সব দোকানে পাবেন
পাঠাগার - লাইব্রেরী ও সেবাপ্রতিষ্ঠান
আমাদের কাছে এই বই
২০% কমিশনে পাবেন।
কথা-সাহিত্য প্রকাশন :
৫৪-বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯
(সি ১৪১০)

য়ুরোপে লেখা
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের
চাঞ্চল্যকর ভ্রমণকাহিনী
# ডোভার পেরিয়ে
আর্ট পেপারে উনিশটি ছবি।
প্রথম শ্রেণীর কাগজ। প্রথম
শ্রেণীর ছাপা। খালেদ চৌধুরী
অঙ্কিত প্রচ্ছদপট। মূল্য : ৪·৫০
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিঃ—১২
(সি ১৪২৭)

# গীত-ভানু
'দক্ষিণী' পরিচালিত
শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষায়তন
১৩২, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯
## নূতন শিক্ষাবর্ষ
জানুয়ারী মাস থেকে গীত-ভানুর নূতন শিক্ষা-বর্ষ সুরু হবে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষাদান করা হয়। আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য শ্রেণীতে বিভক্ত ছয় বছরের নির্ধারিত পাঠক্রম। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তি হবার সময়ঃ শনিবার বিকাল ৪—৭ ও রবিবার সকাল ৮—১১।

● গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য অনূদিত ফিফি বাউম্ রচিত প্রকাশিত হইল !!
# গ্র্যাণ্ডহোটেল
● ছয় টাকা ●
হোটেলের ঘুরোনো-দরজাটা ঘুরছে—অনবরত ঘুরছে দরজাটা
—লোক আসছে আর যাচ্ছে
—দরজাটা ঘুরছে,—ঘুরছে, দরজাটা ঘুরছে···
এই দরজা দিয়েই নর্তকী গ্রুসিনস্কায়া, চটুলা ষ্টেনো ফ্লাম, বারন, ডাক্তার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর সবাই আসা-যাওয়া করছে। বিরাট দুনিয়ারই ক্ষুদ্র-অনুলিপি এই হোটেলঃ
গ্রুঃ.....প্রথম জীবনের প্রণয় ওর মনোরাজ্যে বড়রকমের কোনো বিপ্লব ঘটাতে পারেনি। ওর যা কিছু, প্রশংসা সবই নৃত্যালোকে কেন্দ্র করে রচিত হত। ওর মনের মানুষ দু-চার জন ছিল বই কি, কারণ হবিলাভরের পোশাক-গাড়ির মতো ও-জিনিষটারও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ওর কাছে প্রেম-নিবেদনের আকৃতি নিয়ে কারো কোনোই পিছু পিছু ঘুরে ঘুরে করেছে। কিন্তু ওর মনে ছিল সংশয়, ভালোবাসা বলে কিছু থাকতে পারে এটাই ও বিশ্বাস করে নি তখন। ...কিন্তু এখন.....
জেনারেল ডিরেক্টর···যেন ঝাঁপিয়ে পড়েন ওদের ওপর। তাঁর মুখে-চোখে বাঁধন ছেঁড়ার উদ্দামতা কারাগারের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসে চুয়াল্লি বছরের ক্ষুধিত, নিপীড়িত জৈব-তাড়নায় উত্তাপ্ত মানুষ। নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার কী প্রাণপণ চেষ্টা তাঁর। সেই পারাতন আদর্শ বাদী বিবেকের বোঝা-বওয়া মানুষটাকে হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায় যৌবনতাড়িত বিপ্লবী প্রাইভিং।... হাউই-এর মতো নিজেকে ছুঁড়ে দিলেন ফ্লাম শেনের বাহুর মধ্যে।.....
ক্রিংগেলাইন···সেই মেয়েটির মুখের ওপর মুখ নিয়ে গিয়ে থমকে ভাবে—ঐ কোন্ অজানা দ্বীপে অভিযান করতে এসেছে সে!···
ফ্লাম্···এতদিন পরে আজ এই প্রথম অনুভব করছে দেহ বিক্রয়ের চেয়ে অনেক বেশী স্বাদ স্বতঃউৎসারিত দেহদানে।...
এইরকম হাজারো নরনারীর আনাগোনার চেনা-জানাতে উপন্যাসের দিক্‌দর্শন বিচিত্র। বিশ্বসাহিত্যের সার্থক সৃষ্টি।
গ্রন্থ-ভবন : ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৭
(সি ১০১৬)

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বাইশে শ্রাবণ—শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ | ... | ৬৬৯ |
| পশু—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | ... | ৬৭৩ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | ... | ৬৮২ |
| প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅসিতকুমার সেনগুপ্ত | ... | ৬৮৭ |
| চিত্র প্রদর্শনী— | ... | ৬৯১ |
| কলের পুতুল—শ্রীবরেন গঙ্গোপাধ্যায় | ... | ৬৯৫ |
| বিশ্ববিচিত্রা— | ... | ৭০১ |



এ বছরের সাহিত্য একাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত

শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার মিত্রের

**সোহাগপুরা ৪৲**

নানারকমে সমস্যা সমাধানের পর অবশেষে অমর করিলেন। প্রতি পাতায় চমকের সঙ্গে পাই বাঁটি উপন্যাস।

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের রচিত

**দেশবন্ধু-স্মৃতি ১০৲**

"It is the greatest tragedy in my life that I have been drawn to a profession that I do not like."

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এই গভীর মর্মবেদনার কথা কই?

ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী
**রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা** ৪৲

যোগেশ বাগল প্রণীত
**কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র** ৫৲

প্রমথনাথ বিশী
**বাংলার কবি** ৪৲

প্রবোধ সান্যালের
**এক বাণ্ডিল কথা** ৪৲
গল্প সঞ্চয়ন ৪৲ বন্দীবিহঙ্গ ৩॥০

সুবোধ চক্রবর্তীর উপন্যাস
**একটি আশ্বাস** ৬৲০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
**অন্য দিগন্ত** ৫৲

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত
**হে অতীত কথা কও** ৪৲
**বউঠাকুরের হাট** ৩৲

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
**অরণ্য বাসর** ৬৲ **ছায়ানট** ২॥০

**সমান্তরাল ৩॥**

প্রশান্ত চৌধুরী রচিত সর্বাধুনিক উপন্যাসখানি "লাল পাথর"এর মত সমাদৃত হবে আশা করা যায়।

**শ্রীগুরু লাইব্রেরী**, ২০৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ফোন ৩৪-২৯৮৪



॥ ন্যাশনালের কয়েকটি বই ॥

উপন্যাস

অমরেন্দ্র ঘোষের
**চরকাসেম**

[illegible] একটি পরিবার একদল জাতের ওপরে [illegible]। সেখানে গড়ে ওঠে মানুষের বসতি। [illegible] হয় কারা-হাঙ্গামার খেলা। কালের [illegible] যে বাঁধে তার চৌহদ্দির মধ্যে, সমুদ্র তার [illegible] উপন্যাসের, কিন্তু তার ভিত্তি [illegible] খুবই সত্য। [illegible] [illegible] পরিবার সমাজের আর এক জীবন ও আর এক যুগের আশ্চর্য-সুন্দর রূপায়ন। ৩·৭৫

ছোট গল্প

নন্দী ভৌমিকের
**চৈত্রদিন**

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৪·০০

অরুণ চৌধুরীর
**সীমানা**

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ২·৭৫

কবিতা

নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
**ক'টি কবিতা ও একলব্য**

[illegible] [illegible] [illegible] ২·০০

প্রবন্ধ ও ইতিহাস

নরহরি কবিরাজের
**স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা** ৩·০০

নীহাররঞ্জন রায়ের
**সাহিত্যবীক্ষা** ৩·০০

বেরেণ্ড বর্মণের
**সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ** ৩·৫০

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের
**ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদ** ০·৩০

মুজফ্ফর আহ্‌মদের
**ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ** ০·৩৭

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট : কলিকাতা ১২
১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা ১৩

= প্রকাশিত হইল =

**পশ্চিম দিগন্ত**

**নির্মল চট্টোপাধ্যায়**

ইউরোপের বিশিষ্ট মনীষী বার্ণার্ড শ', ওয়েল্‌স্, রাসেল, হ্যাভলক্ এলিস, অস্কার ওয়াইল্ড এবং আধুনিক চারিজন মার্কিন ঔপন্যাসিকের উপর লেখা ছয়টি উজ্জ্বল প্রবন্ধের সংগ্রহ। চিন্তার গভীরতায়, দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ও প্রকাশের প্রসাদগুণে প্রতিটি রচনা অনন্য।

মূল্য—২,

**কল্লোল প্রকাশনী:**
এ-১০৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

---

ডন ব্র্যাডম্যানের
**ক্রিকেট খেলার অ আ ক খ—৪,**
(How to Play Cricket-এর অনুবাদ)।

"ক্রিকেট খেলা শেখার পক্ষে বইখানি চমৎকার। এই গ্রন্থে ক্রিকেট খেলার সমস্ত দিকই বহু ছবির দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন ডন ব্র্যাডম্যান।" —যুগান্তর

"...প্রত্যেকেরই এটা বিশেষ কাজে আসবে এবং প্রত্যেক লাইব্রেরীরও এক কপি করে এ বইটি সংগ্রহ করা উচিত।" —পঞ্চজ গুপ্ত

"...আমি প্রত্যেককে বিশেষতঃ তরুণ বন্ধুদের এই বইটি পড়তে পরামর্শ দিচ্ছি। অনুবাদও হয়েছে খুব স্বচ্ছ সুন্দর।" —দেবী সর্বাধিকারী

**আর্ট ব্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স**
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনু, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২।

---

**উমাচল-গ্রন্থাবলী**
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত
**যোগবলে রোগ আরোগ্য**
(সহজ যৌগিক উপায়ে সর্ববিধ রোগের চিকিৎসা-প্রণালী)—৫৷০
Yogic Therapy—(Simple Yogic Treatment of diseases) Rs. 7-
**যৌগিক ব্যায়াম** (আসন-মুদ্রা)—২,
**যৌগিক ব্যায়াম** (প্রাণায়াম)—২,
**ব্রহ্মচর্য ও ছাত্রজীবন—১৷০**
**ঈশোপনিষৎ**
(যুগোপযোগী নবীন ভাষ্য)—২,
**খাদ্যনীতি ও শিশু-পালন—১৷০**
শ্রীনারায়ণী দেবী অনূদিত
**নিবেদিতা** (লিজেল রেমঁ), যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা সিস্টার নিবেদিতার অপরূপ জীবন-কথা—৫৷০
**উমাচল প্রকাশনী**
৫৮।১।৭বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিঃ-৬
ও কলিকাতার অন্যান্য পুস্তকালয়

(সি ১৪৪০)

---

**রমেশ রচনাবলী**

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত এবং তাঁহার জীবনকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণ হইতে গৃহীত ছয়খানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস একত্রে প্রথিত। বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত এবং রমেশচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য-সাধনার কথা আলোচিত। লাইনো হরফে ঝরঝরে ছাপা, স্বদৃশ্যবাঁধাই, মনোরম প্রচ্ছদপট। (মূল্য: ৯, টাকা।

**SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY**

ইংরেজী ও বাংলায় উভয় ভাষাতেই শব্দের উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তিগত প্রত্যয়ের উল্লেখ, শব্দের ব্যবহার, পরিভাষা প্রভৃতি সমন্বিত ১৬৭২ পৃষ্ঠার একটি মূল্যবান আধুনিক শব্দকোষ। (১২৲)

**সংসদ বাঙলা অভিধান**

৬০,০০০ শব্দের ও ১৮০০ চিত্রসম্বলিত প্রকাশক ও সমৃদ্ধতম অভিধান। সম্পূর্ণ প্রতিটি ৫ খণ্ডে। (৭৲)

**সাহিত্য সংসদ** ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা ৯।

অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাইবেন

---

প্রকাশিত হল—

**অবধূতের**

নবতম বিস্ময়কর উপন্যাস

# দেবারিগণ

"আজ নয়, কাল নয়—অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে হয়তো এ কাহিনী লুকিয়ে আছে। আশায় মানুষ বেঁচে আছে। আশা করতে দোষ কি যে, এমন একটা সময় আসছে যখন ঘুষ, ভেজাল, ধরাধরি—এই তিন শত্রুর কবল থেকে আমরা মুক্তি পাব। তখনকার সেই অভিশাপমুক্ত জাতির কাছে হয়তো আমার এই কাহিনীটির কিছু মূল্য হবে।"

—— সাড়ে চার টাকা ——

**গুপ্ত প্রকাশিকা**

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| হলুদ আলোর কবিতা (কবিতা) | —শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | ৭০৩ |
| সুন্দর খেলনাগুলি (কবিতা) | —শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় | ৭০৩ |
| পুস্তক পরিচয়— | | ৭০৪ |
| ষ্টীমেবাসে— | | ৭০৯ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | | ৭১০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | | ৭১৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | | ৭২০ |


প্রচ্ছদ—শ্রীনীরদ মজুমদার


লিপিকার দ্বিতীয় বই

নতুন একটি নাম, এবং প্রবন্ধ একটি বিস্ময়!

সরবেশ এর চমকপ্রদ সৃষ্টি

**দুস্তর মরু**

লাভ সম্বন্ধীয় অনেক নতুন এবং নতুন রকমের বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। লিপিকার দ্বিতীয় বইতেই সেই নতুন বিস্ময়ের কথা আমরা এমন সুন্দরের মধ্যে পেয়েছি। এই উপন্যাসের অন্তরালে যিনি অবস্থান করে আছেন মনস্তাত্ত্বিক এবং ঘটনার সংযোজনাতেই তিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন দুস্তর মরুর সেই তিনি সরবেশ। এই উপন্যাস দ্বিতীয় আর কারো লেখা হতে পারে না। এমন সার্থক, অনবদ্য আর কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। তবে একটার সঙ্গেই তিনি লিপিকারের টাইটেল দেবার ইচ্ছা হোলো কেন জানেন কি? সেই ক্লাবে আর রাজপ্রসাদে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। আমরা সরবেশ মুখুজ্যের মনোবিশ্লেষণও তাঁর অন্যান্য বইগুলিতে। একাধারে তিনি যেমন ঔপন্যাসিক তেমনি কবিও। তাঁর ভাষা ছোট্ট ছোট্ট হতে হয়। অনাবশ্যক বর্ণনার আবর্জনা তিনি ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। সাবলীল ভাষা আমাদের ষ্টেপিফোরে বসিয়ে রেখে আর অন্যত্র চলে যায়। আর সেই লিপিকার দ্বিতীয় বইয়ের মধ্যেই সুদূরের মরু এক চমকপ্রদ অসামান্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে।

দাম মাত্র তিন টাকা

লিপিকার প্রথম বই

তারাশঙ্করের একমাত্র প্রবন্ধ-গ্রন্থ

**সাহিত্যের সত্য**

পরিবেষক : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৯



আগামী বাংলা নববর্ষে বাহির হইবে
সুদৃশ্য, পরিপাটি, রচনা-গৌরবে শ্রেষ্ঠ
নববর্ষ-সংকলন

# মধুরাংশ্চ

সম্পাদক:
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
প্রকাশক:
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শারদ-সাহিত্য-সংকলন "মধুরেণ" বিগত-কালের নিকট অপরিসীম সমাদর লাভ করায় আমরা নববর্ষ উপলক্ষে আর একটি সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের রচনা-সমৃদ্ধ এই সংকলনটি পূর্বের মানকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। পাঠের জন্য, সম্ভ্রমের জন্য উপহার প্রদানে "মধুরেণ" অপরিহার্য। আমরা গ্রাহক, বিজ্ঞাপন-দাতা পুস্তক বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপন-এজেন্টদের সহযোগিতা কামনা করি।

• • • •

সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে

## বরণীয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গ্রন্থকার তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে বহু মহৎজন ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের বর্ণাঢ্য জীবনের কাহিনী লইয়াই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

বারোটি অপূর্ব
প্রেমের গল্প

## সুভদ্রার ডিটে

একালের শক্তিশালী কথাশিল্পী
**দক্ষিণারঞ্জন বসুর**
একখানি অনবদ্য গল্প-সংকলন
মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

•

**এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং**
**প্রাইভেট লিঃ**
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
ফোন: ৩৪—১৬০৬
গ্রন্থ : প্রকাশিকা

প্রকাশিত হইল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত

**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**

প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ

সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত ও পরিবর্তিত এবং কয়েকখানি মূল্যবান চিত্র ও পুথির প্রতিলিপিসম্বলিত। মূল্য ১২·৫০

পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডের অপরার্ধ মুদ্রিত হইতেছে।

তৃতীয় খণ্ডের নূতন সংস্করণ তৈয়ারী হইতেছে।

**বাংলা সাহিত্যের কাহিনী**—মূল্য ২·২৫

প্রকাশক : ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৪০-এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলি-৬

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদের নিকট পাওয়া যায়

**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**—
দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০·০০

**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**—
চতুর্থ খণ্ড মূল্য ১০·০০

**ভাষার ইতিবৃত্ত**— মূল্য ১০·০০

**চর্যাগীতি পদাবলী**— মূল্য ১০·০০



# শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাবলী

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী | ... | ৩·০০ ন. প. |
| ২। | শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান (২য় সংস্করণ) | | ·৫০ ন. প. |
| ৩। | গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) | ... ... | ·৫০ ন. প. |
| ৪। | দীন মহারাজ | ... ... ... | ·৫০ ন. প. |
| ৫। | ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ | ... ... | ১·০০ ন. প. |
| ৬। | মাতৃস্বয় (গৌরীমা ও গোপালের মা) | ... ... | ·২৫ ন. প. |
| ৭। | ব্রহ্মধাম দর্শন | ... ... ... | ১·৫০ ন. প. |
| ৮। | পাদুপত ব্রহ্মলাভ (কাব্য) | ... ... ... | ৫·০০ ন. প. |
| ৯। | সংগীতের রূপ | ... ... ... | ১·৫০ ন. প. |
| ১০। | নৃত্যকলা | ... ... ... | ১·০০ ন. প. |

(11) **Triangle of love** ..... 1·50 nP

The bond of unification and relation between Divinity, Self and the manifested world have been dealt in this treatise in a lucid way. The careful reader will find how the essence amidst all variations from changeable manifestations & permanency is obtained which gives solace to the mind, peace and joy.

(1013) **Federated Asia** ..... 4·50 nP

(14) **National Wealth** ..... 5·50 nP

**মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি**

৩নং বৃন্দাবন মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—৬



সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

# প্রচ্ছদপট

নিত্যকালের চিত্তস্পর্শী উপন্যাস

দাম : ৩·৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# মনের মানুষ

ভালোবাসার আপন জনকে হারাবার ট্রাজেডি—
করুণ-মধুর ভাবনায় ভাস্বর রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ

দাম : ৩·০০ টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৫·০০ |
| ভারত প্রেমকথা | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৬·০০ |
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৮·০০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৩·৫০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ | ৪·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ॥ | ৫·০০ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ | ৩·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ১·২৫ |

প্রকাশের অপেক্ষায়

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

দেশ

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 2nd January, 1960

২৭ বর্ষ ঃ ৯ সংখ্যা ঃ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৭ পৌষ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

## বিশ্বভারতীর আদর্শ

বিশ্বভারতীর এবারের সমাবর্তন উৎসবে নূতন উপাচার্য শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস মহোদয় যে সুচিন্তিত বক্তৃতাটি দিয়াছেন তাহার মধ্যে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি প্রস্তাব পরিণামে গুরুত্বপূর্ণ হইবে। প্রথমে, বিদ্যালয়টির ট্রাস্টি সভা গঠিত হইবে আর দ্বিতীয়তঃ সমাবর্তনের সময় বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে উপাধি দেওয়া হইবে। এই দুটি বিষয়ের উপরে বেশী কিছু বলিবার নাই। তবে সমাবর্তনের সময় উপাধি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইলে বিভাগগুলির ছাত্রসংখ্যা বাড়াইতে হইবে। এবং বিভাগগুলির ছাত্রসংখ্যা বাড়াইতে হইলে অধ্যাপকের সংখ্যাও বাড়াইতে হইবে। এই সমস্যার সমাধান সহজ নয়।

প্রথমে বিদ্যালয়টির কথাই ধরা যাক। বিদ্যালয়টিই শিক্ষাভবনের পাঠক্রমের ভিত্তি। ইহাকেই উপরে সকল পরীক্ষার সোপানের আধার। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ছিল যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরই শান্তিনিকেতনের চোপাশে চোপাশে থাকিবে ও তাহাদের আবাসকোলাহল বিভাগে প্রবেশ করিবে। শিক্ষাভবনের পক্ষে কলেজ ও গবেষণা বিভাগের দ্বার রুদ্ধ হইবে না সত্য, কিন্তু তাহাদের উপরে নির্ভর করিলে চলিবে না। এখন বিদ্যালয়টি যদি উঠাইয়া দেওয়া হয় তা হইলে কি হইয়া পড়ে তবে বহিরাগত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন, বহিরাগত ছাত্রের এখানে আসিবার আকর্ষণ কি হইবে? এখানে দেখিবে যে, বিশ্বভারতী আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র নয়। আমাদের আশঙ্কা প্রায় সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগসমূহের ছাত্র সংখ্যা আশাপ্রদ নয়। নিজস্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই যদি বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের প্রতি আকৃষ্ট না হয় তবে বাহিরের ছাত্রদের দেখা দেওয়া যায় না। আমরা যতদূর জানি বিদ্যালয়টি উপেক্ষিত আর তাহার অবস্থা আশাজনক নয়। ছাত্রসংখ্যার উপযুক্তপূরণ বিদ্যালয়টি সমস্যার উপযুক্ত ছিলেন করিলে বোধ করি সমাধান হইয়া যায়। এই সমস্যা সমাধান করিতে হইলে বিদ্যালয়টিকে বিশ্বভারতীর ছাত্রসংখ্যার উপরে নির্ভর করিতে হইবে। এবং এই নির্ভরের উপরে নির্ভর করে যে, বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগগুলিতে ছাত্রসংখ্যা কতটা বাড়ানো যায়। এই বাড়ানো সম্বন্ধে যে সীমা নির্দেশ করিয়া দিবে তাহার উপরে বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগগুলির ছাত্রসংখ্যা বাড়ানো যায় না। এই সীমা নির্দেশ করিয়া দিবে বিদ্যালয়টির ছাত্রসংখ্যা। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বাড়াইতে হইলে যে ছাত্র সংগ্রহের বিশ্বভারতীর চতুর্দিকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবার মধ্যেই পরীক্ষার ফলাফল পরিচয় এমন ছাত্রের সংখ্যা কতটা। ইহাতে দেখা যদি বিদ্যালয়ের সমাধা উত্তীর্ণ করিতে পারেন তবেই বিশ্বভারতীর বর্তমান পথে হইবে। এখন প্রশ্ন করি প্রশাসনকর্তৃপক্ষ এই কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন।

এবারে দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। কলাভবন বিদ্যাচর্চাই বিশ্বভারতীর অঙ্গ। ইংরেজদের কোনো উপাচার্য বিশ্বভারতীর শিক্ষাকে বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে পরিণত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। উচ্চতর বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব দেশে নাই প্রতি বৎসর নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান দেখা দিতেছে, বস্তুতঃ দেশের মেধা ও মনোযোগ এখন ঐদিকেই আকৃষ্ট। অভাব যথার্থ কলাশ্রয়ী বিদ্যা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। যে জ্ঞান হাতে হাতে বাস্তব ফল দেয় না পরোক্ষভাবে মনকে উদার ও সংস্কারমুক্ত করিয়া সত্যকে চিরকালীন পটভূমিতে শিক্ষা দান করে এরূপ শিক্ষার স্থান ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। আজার এই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে শুদ্ধ জ্ঞানের শিখারূপে বিশ্বভারতী দেদীপ্যমান থাকিবে ইহাই বিশ্বভারতীর সঙ্কল্প—আর ইহাই ছিল প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের আশা। বিশ্বভারতীর সঙ্কল্প বার বার পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ যেখানে সত্যরূপে স্বতঃপ্রকাশ, তাহার দর্শনলাভ উদ্দেশ্যেই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। একটা বিজ্ঞান কলেজ ও যন্ত্রবিদ্যা শিখিবার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া সে উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না—হয় তো ঠিক উল্টাই হইবে। একমাত্র কলাভবন বিদ্যাচর্চাতেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব গড়িয়া ওঠে। এরূপ বিদ্যাচর্চার স্থানের অভাব দেশের পক্ষে প্রকাণ্ড একটা সমস্যা হইয়া উঠিতেছে। এই সমস্যা সমাধানে বিশ্বভারতীর দায়িত্ব আছে, সে দায়িত্ব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ন্যস্ত। ইহার অনাথা ঘটিলে বিশ্বভারতী স্বধর্মচ্যুত হইবে, ছাত্র খোয়াইয়া আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের সামিল হইয়া পড়িবে, বিশ্বভারতীর সে রূপ আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি না।

শ্রীযুক্ত নাগ কৃতীপুরুষ, নেহরুর বিশ্বাস ভাজন, দেশের লোকেরও আস্থা তাঁহার উপরে আছে আর সর্বোপরি তিনি শান্তিনিকেতনের আদর্শে বিশ্বাসী। এখন তিনি যদি এই দুটি কার্য, বিদ্যালয়ের ট্রাস্টি সাধন আর কলাশ্রয়ী বিদ্যাচর্চার প্রধান স্থাপন করিতে সক্ষম হন তবে বিশ্বভারতীর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার চেষ্টায় বিশ্বভারতী স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের আশীর্বাদ লাভ করিয়া যুগপৎ লোকঋণ ও গুরুঋণ পরিশোধের সাফল্য অর্জন করিতে পারিবেন।

# প্রসঙ্গ

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবর্তন উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শ্রীঅরবিন্দ ভারতের ঐতিহ্য ও যুগধর্মের সমন্বয়ের উপর জোর দিয়েছেন। প্রশ্নটি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে উঠেছে, কিন্তু খুব স্থিরভাবেও নয়, স্থায়ীভাবেও নয়। জনৈক ইংরেজ তাঁর একখানি গ্রন্থে লিখেছেন, দুশো বৎসরের বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতিক পরিবর্তন করতে পারেনি, "মাই লর্ড মাউন্টব্যাটেন" তা কয়েক বৎসরেই সম্পন্ন করেছেন। দিল্লিতে এখন আর ককটেল ছাড়া পার্টি হয় না। "মাই লর্ডের" বিদায়-গ্রহণের পর আরও কয়েক বৎসর কেটে গেছে। এবং এই কয়েক বৎসরে ইংরেজরা রেসের ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে!

কোট-প্যান্টুলুন যুগধর্মের অন্তর্গত বলে মনে করার কারণ, অন্য দেশে বহু কাল থেকে এইটিই তাদের জাতীয় পরিচ্ছদ। আমাদের বাংলা দেশেও সে একটা যুগে কেটে গেছে যখন ইংরিজী ভাষা, পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে ইংরেজ হবার স্বপ্নে 'ইয়ং বেঙ্গল' বিভোর হয়ে উঠেছিল। তাদের চোখ ঝলসে গিয়েছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতির তীব্র তেজে। কিন্তু সেই উন্মাদনা কাটতে দেরি হয়নি। অল্পশিক্ষিতই যুক্তিতে পরলে, শুধু ভূষা এবং পরিচ্ছদের সাহায্যে ধর্মান্তর হয়, কিন্তু জাতান্তর হয় না। ইংরেজ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই মোহ আবার নতুন করে লেখা দিয়েছে। কিন্তু এও একদিন কাটবে। অন্ত যতদিন না কাটছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ভয়ে-ভয়ে থাকবেন।

*

ঐতিহ্য হচ্ছে জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি। তা মাটির অভ্যন্তরে নিহিত। সেইখানে সংস্কৃতির প্রাণশক্তি। সেইখান থেকে সে প্রাণরস আহরণ করে। মাটির প্রভাব যে শুধু উদ্ভিদরাজ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়, প্রাণীজগতেও তার প্রভাব অপরিসীম। তারই ফলে যেমন এক গাছ ভারতবর্ষে দেখা যায় না, তেমনি বঙ্গও দেখা যায় না ইউরোপে। এবং তারই ফলে ধুতি পরলেই ইংরেজ বাঙালী হয় না, তেমনি কোট-প্যান্টুলুন পরলেই বাঙালী ইংরেজ হয় না।

কিন্তু যুগধর্ম বয়ে চলেছে বায়ু-তরঙ্গে। সেই তরঙ্গ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। তার জন্যে একটি বিশেষ যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও চিন্তাধারার সর্বত্র ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। মাটির ধর্মের সঙ্গে আকাশের ধর্মের সমন্বয়-সাধনের প্রয়াসের মধ্যেই বিশ্বভারতীর সৃষ্টিতত্ত্ব। কবিগুরুর যে বিশ্বমনস্কতা তা আন্তর্জাতিকতার মতো স্থূল বস্তু নয়। তা অনেক সূক্ষ্ম এবং অনেক গভীর। শান্তিনিকেতনের সুন্দর পরিবেশে, আম্র-কুঞ্জের উৎসব-সভায় ঋষিকবির সেই সূক্ষ্ম সুরটিই শ্রীঅরবিন্দের ভাষণে ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু শুধু ধ্বনির হলেই তো চলবে না, তার রূপায়ণের ভারও মুখ্যত ভূতলের প্রধানমন্ত্রীর উপরই, যিনি একই সঙ্গে বিশ্বভারতীর আচার্যও।

*

ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা আজ রাজার সিংহাসনকেও নড়া দিয়েছে। ছাত্রদের কথা আজ রাজনৈতিক নেতার ভাষাতে আলোচনা করেছেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলছেন এদের কথা, এমন কি, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদও সমবেত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-সভায় এই কথার উল্লেখ করেছেন। ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় অনেকদিন থেকেই পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছে। ছাত্রের এর সমস্ত দায়িত্ব শিক্ষকদের উপর চাপিয়ে এসেছে, শিক্ষকের ছাত্রদের উপর, আর জনসাধারণ চাপিয়ে এসেছে একসঙ্গে শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর। পনেরো গাছটি মুড়োনোর সেই সনাতন অভিভাবক শৃঙ্খলা। ছেলেরা ফেল করে কেন? বিদ্যালয়ে পড়া হয় না। পড়া হয় না কেন? পড়বে কে, ছেলেরা সিনেমা আর খেলায় মশগুল। শিক্ষকের মাইনে কম। পাঠ্যতালিকার সংশোধন আবশ্যক। তার জন্যে কমিশন বসে। সিনেমা-খেলার উপর করও হাত নেই। তবে শিক্ষকের কিছু-কিছু বেতন বাড়ে। পাঠ্যতালিকারও সংশোধন হয়। কিন্তু নটেগাছটি তথাপি মুড়োয়!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, "এই বহ্নি আগে কার আরে"। "আগে কহিবার" পক্ষে শুরু হয়েছে। ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছেন, এই উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ আরও গভীরে। বেকার সমস্যা, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন, ভাষা সমস্যা, প্রাচীন ঐতিহ্য এবং আরও অনেক কিছু এর মূলে রয়েছে। ছেলেদের মনে নিরাপত্তাবোধের অভাব ঘটেছে। এবং যতদিন যুবকদের সমস্যা ও সমস্যার বিধান না হচ্ছে এবং তাদের মনে নিরাপত্তা-বোধ না জাগছে, ততদিন এই অবস্থার উন্নতির আশা বৃথা। অর্থাৎ যে কথা শ্রীনেহরু সূক্ষ্মভাবে বলেছেন : যুগধর্মের সঙ্গে ঐতিহ্যের সমন্বয়।

*

কলিকাতা রাজভবনে ভারতীয় শিক্ষা পরিষদের সমাবর্তন উৎসবে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ভাষা সমস্যা সম্পর্কে আর একটি কথা বলেছেন : হিন্দী ভাষার প্রসার ভারতে নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে সত্য রাজনৈতিক প্রয়োজনে), কিন্তু যাঁরা 'হিন্দী-প্রচারে ব্রতী হয়েছেন তাঁদের লক্ষ্য রাখা উচিত, অন্যান্যকে স্বচ্ছন্দে ক্ষেত্র করে যেন হিন্দী চাপিয়ে দেওয়া না হয়। অ-হিন্দী-ভাষীদের এই ভাষার দিক প্রকৃষ্ট করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য তার জন্যে প্রচার-কার্যের ফলে হিন্দী-সাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির দিকেই অধিকতর মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ আরও বলেছেন, বাংলাভাষা ভারতে সমৃদ্ধ, উন্নত ও অগ্রসর। হিন্দী সাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্যে বাংলাভাষা থেকে ভারতীয় শিল্প পরিভাষার ঋণ গ্রহণ করা উচিত। নিজের ভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্যে অন্য ভাষার ঋণ গ্রহণ করাও পক্ষেই লজ্জাকর নয়। বাংলাভাষাও ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে যথেষ্ট ঋণ গ্রহণ করেছে এবং ভারতের অন্য কোনো ভাষা থেকে ঋণ গ্রহণেও লজ্জার কোনো কারণ নেই।

*

বলা বাহুল্য, শুধু অনুবাদের সাহায্যেই তা সম্ভব নয়। নানা ভাষার সঙ্গে পরিচয় বিশেষ আবশ্যক। ভারতবর্ষে অনেক ভাষা প্রচলিত এবং তার অনেকগুলিরই জননী এক, সংস্কৃত। সেইজন্যে এবং ধর্মের জন্যেও ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, এমন কি, বেশ-ভূষাগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটি মূলগত গভীর ঐক্য ভারতবর্ষে এক এবং অখণ্ড রাষ্ট্রে সেই গভীর ঐক্যকে পুরোভাগে তুলে ধরে সাহিত্যের দায়িত্ব অনেকখানি।

সেই মহান উদ্দেশ্যে দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়। একটি নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের ৩৭তম অধিবেশন বাঙ্গালোরে হয়ে গেল। প্রত্যেক বৎসর বাংলার বাইরে এক একটি রাজ্যে এর অধিবেশন হয় এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সেই রাজ্যের কিছুটা পরিচয় সাধিত হয়। অপরটি নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন। সম্প্রতি মাদ্রাজে এর অধিবেশন হয়ে গেল। এখানে ভারতের বিভিন্ন ভাষার লেখক-বন্ধুদের সমাবেশ হয়। দুটি সম্মেলনকেই আমাদের শুভকামনা জানাই।

# বিদেশিকী

আগামী ২৭শে এপ্রিল থেকে প্যারিসে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েট রাশিয়ার "শীর্ষ সম্মেলন" আরম্ভ করবে "পশ্চিমী" প্রচারকে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট স্থাপন করেন—তাঁদের বিষয়ে ভড়ং। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট বলেন যে, "শে বিরাসের" (১৫ মে) উৎসবে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের প্রধানকর্তা মিঃ খ্রুশ্চেভের মস্কোতে উপস্থিত থাকা একান্ত দরকার। সেজন্য শীর্ষ সম্মেলনের তারিখ এই কয়েকদিন এগিয়ে নয় কয়েকদিন পেছিয়ে নিতে হবে। মস্কো প্রচারে কারোর যে সম্মেলন আরম্ভ করবে তারিখ ২১শে এপ্রিল এবং ৬ই মে হতে পারে। পশ্চিমী তরফ শেষ ১৬ই মে সম্মেলন আরম্ভ করার কথা থেকে পাঁচটা প্রচারে দিচ্ছে। ১৬ই মে মস্কোর মনোপুত হবে কিনা অথবা সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট আরও কত কোনো তারিখের কথা বলবেন যে বহুদিন প্রবন্ধ লেখবার সময় পর্যন্ত আন্দাজের বিষয়। এবং ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তিকাল বহু রকমের কাণ্ড না ঘটলে যে মাসের মাঝা প্রচারিত সম্মেলন হবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

তারিখের স্থান যে মস্কোর খুব মনোপুত হয়েছে তা বলা যায় না। তবে সেকথা বৃটেনের সম্পর্কেও খাটে কারণ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলনও শান্তিসম্মেলনে পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি চেকোস্লোভাকিয়া সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের সোবরেস চেকিয়ে হবে বেশি পছন্দ হেতু। তবে "পশ্চিমী" তরফ থেকে যেভাবে প্রচারণা বইছে তাতে এই আভাস দেওয়া হয়েছে যে "পশ্চিমী" শক্তিরা এবং সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন একটি হয়েই শেষ হবে না, পর পর কয়েকটি হবে। শান্তির দিয়ে আরম্ভ। এর পরে মস্কো ওয়াশিংটন লণ্ডনে বৈঠক হতে পারবে—অবশ্য এই ক্রম অনুসারেই যে হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে প্যারিসের পরবর্তী বৈঠক—যদি হয়—তবে সেটা মস্কোতেই হবার সম্ভাবনা। যখন ক্লোনভাবে না করে পঞ্চভূতদেরই কারো রাজধানীতে বৈঠক করা ঠিক হল, তখন প্রথম বারের জন্য প্যারিসের নির্বাচন একরূপ অবশ্যম্ভাবী ছিল বলা যায়। দুই পালের গোদা—আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া একে অপরের রাজধানীতে প্রথম বৈঠকের স্থান নির্বাচিত হতে দিতে আপত্তি করত। মানের প্রেস্টিজের প্রশ্ন উঠত। ফ্রান্স পশ্চিমী দল-


আনন্দ

কবিতা

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা ... ৪·০০
বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা ... ৪·০০
শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর ॥ বুদ্ধদেব বসু ... ২·৫০
পালা-বদল ॥ অমিয় চক্রবর্তী ... ২·০০
কঙ্কাবতী ॥ বুদ্ধদেব বসু ... ৩·০০
নরকে এক ঋতু ॥ র‍্যাঁবো । অনুবাদ—লোকনাথ ভট্টাচার্য ২·০০

গল্প সংগ্রহ ও উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প ... ৫·০০
এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ... ৩·০০
চিররূপা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ... ৩·০০
গড় শ্রীখণ্ড (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার ... ৮·০০
ফরিয়াদ (উপন্যাস) ॥ দীপক চৌধুরী ... ৪·০০
সমুদ্র-হৃদয় (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু ... ৪·০০
বসন্তপঞ্চম ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ... ২·৫০
মীরার দুপুর (উপন্যাস) ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ... ৩·০০
মেঘের পরে মেঘ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু ... ৩·৭৫
তিন তরঙ্গ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু ... ৪·০০
চার দেয়াল (উপন্যাস) ॥ সতীপ্রিয় ঘোষ ... ৩·০০
বন্ধুপত্নী ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ... ২·৫০
মাধবীর জন্য ॥ প্রতিভা বসু ... ২·৫০
নীল ভুঁইয়া (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার ... ৫·০০
মনের ময়ূর (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু ... ৩·০০
বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু ... ৩·৫০

প্রবন্ধ ও বিবিধ রচনা

সব-পেয়েছির দেশে ॥ বুদ্ধদেব বসু ... ২·৫০
আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী ... ৭·৫০
পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ... ৪·০০
রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয় গঙ্গোপাধ্যায় ... ৩·০০
স্মৃতিরঙ্গ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ... ২·৫০
রক্তের অক্ষরে ॥ কমলা দাশগুপ্ত ... ৩·৫০
সময়টা কেমন যাবে ॥ জ্যোতি বাচস্পতি ... ৩·০০

ছোটদের বই

মিঠুয়া ॥ সমর চট্টোপাধ্যায় ... ১·০০
অবন পটুয়া ॥ সমর চট্টোপাধ্যায় ... ২·০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা
(পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

ক্ষুণ্ণ হলেও পারিসের গোদা নয়। শক্তিতে সোভিয়েটের সঙ্গে ফ্রান্সের কোনো তুলনাই হয় না, সুতরাং ফ্রান্স ও সোভিয়েটের মধ্যে কে ছোটো কে বড়ো, কে কার কাছে ছোটো বা বড়ো হল তা নিয়ে মানের প্রশ্ন উঠে না। তাছাড়া পারিস শহরের একটা বিশেষ ঐতিহ্য আছে। মিঃ খ্রুশ্চেভের ফ্রান্স পরিদর্শনে আসার একটা কথাও ছিল। সেদিক দিয়ে শীর্ষ সম্মেলনের স্থান হিসাবে পারিসের নির্বাচন মিঃ খ্রুশ্চেভের বিদেশ-ভ্রমণের পরিকল্পিত সূচীর সঙ্গে হয়ত একরকম মিল খেয়ে যাবে।

অবশ্য পারিসের নির্বাচন "পশ্চিমী" গরজেই বেশি হয়েছে—প্রেসিডেণ্ট দা গলকে একটু খুশী করার জন্য। কারণ "অতলান্তিক পরিবারকে" কোনরকমেই "সুখী পরিবার" বলা চলে না। তার মধ্যে ফ্রান্সকে নিয়েই বেশি মুশকিল হয়েছে। অস্ত্রের ফ্রান্সের আর পূর্বের শক্তি নেই, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট দা গল এমন চালে চলতে যান যেন ফ্রান্স "প্রথম শ্রেণীর" শক্তিই রয়ে গেছে। ফ্রান্স আলজেরিয়ার সমস্যাবলী নীতি অনুসরণ করে চলেছে, যদিও সে নীতির ভবিষ্যতের শক্তি তার নেই। ফ্রান্স চায় যে সে জন্য অন্যেরা জোগাতে থাক। কিন্তু অন্যদের কোনো পরামর্শ নেবার অধিকার থাকবে না।

আমেরিকা এটা পুরোপুরি বরদাস্ত করতে রাজী নয়। তাতে না গল চটেছেন এবং চটে নাটো সংস্থার সঙ্গে অসহযোগিতা করতে সুরু করেছেন। নাটো কমাণ্ডের আওতা থেকে ভূমধ্যসাগরস্থিত ফরাসী নৌবহর সরিয়ে আনা হয়েছে এবং ফরাসীভূমিতে মার্কিন নিউক্লিয়র অস্ত্র রাখার অনুমতি প্রত্যাহৃত হয়েছে। এইসব নিয়ে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে মনকষাকষি চলছে। কারণ ফ্রান্স যেভাবে চলছে তাতে নাটো সংস্থার পরিকল্পিত সংগঠনের কাজ পুরোদমে ব্যাহত হচ্ছে। সম্প্রতি আমেরিকা ফ্রান্সকে কিছু কিছু কড়া কথাও শুনিয়েছে।

কিন্তু ফ্রান্সকে বাদ দিয়েও তো নাটো চলতে পারে না। তা ছাড়া ফ্রান্সও অপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে কারণ নাটোর শক্তির সঙ্গে নিজের শক্তির একটা করণের ব্যাপারে ফ্রান্সইতো একমাত্র অপরাধী নয়। বৃটিশ বিমানবাহিনীর যে অংশের ঘাঁটি য়ুরোপে অবস্থিত সেটা নাটো কমাণ্ডের আওতায় আছে বটে, কিন্তু বৃটেনে অবস্থিত বৃটিশ বিমানবাহিনীর আত্মরক্ষামূলক ইউনিটগুলির উপর নাটোর কোনো এক্তিয়ার নেই। তাহলে ফ্রান্সে অবস্থিত ফরাসী বিমানবাহিনীই বা কেন নাটোর এক্তিয়ারের বাইরে থাকতে পারে না?

আমেরিকা নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে একক কর্তৃত্ব রাখতে চায় অর্থাৎ কোনো অবস্থায় য়ুরোপে মার্কিন নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহৃত হবে কি হবে না তার সিদ্ধান্ত নাটোর মার্কিন জেনারেল ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারবে না। সে সিদ্ধান্তের ভার মার্কিন জেনারেল অন্য কাউকে দিতেও পারবেন না। যে অস্ত্র ফ্রান্সের ভূমিতে এসে রাখা হবে সেই অস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে ফরাসী গভর্নমেণ্টের কোনোই কর্তৃত্ব থাকবে না—দা গল এই ব্যবস্থা মেনে নিতে চান না। নাটোর অন্তর্ভুক্ত মার্কিন কমাণ্ড, ঘাঁটিসমূহে যেসব নিউক্লিয়র অস্ত্র আছে তার ব্যবহার সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। সে অস্ত্রের ব্যবহার হবে কি হবে না এর সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে একমাত্র মার্কিন কর্তৃপক্ষের উপর। অবশ্য বৃটেনের নিজস্বও ছোটোখাটো বোমা আছে, যা এখন পর্যন্ত ফ্রান্সের নেই। যাই হোক (মার্কিন কংগ্রেসের পরমাণুশক্তি আইন অনুসারে মার্কিন নিউক্লিয়র অস্ত্র যেখানেই থাক তার ব্যবহারের অধিকার মার্কিন ছাড়া অন্য কারো হাতে দেওয়া যেতে পারে না। বৃটেন বা ফ্রান্স অবস্থিত নিউক্লিয়র অস্ত্র সম্পর্কে এই অধিকারের অর্থ বৃটেন বা ফ্রান্সকে দিতে হবে মার্কিন গভর্নমেণ্টের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার না কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নিম্নরূপ দাঁড়াবে। এরূপ দাবায় হলে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও মুশকিল হতে পারে, কারণ বিদেশে বহু ক্ষেত্রেই মার্কিন সমরিক ঘাঁটি আছে। তবে কোথায় কোথায় নিউক্লিয়র অস্ত্র মজুত করা আছে বা কখন থাকবে তা বলা যায় না। এক অবস্থায় যদি নিয়ম শিথিল করা হয়, তবে অন্যত্র অন্যরূপে দাবি উঠতে পারে যেখানে মার্কিন সরকারের পক্ষে এবিষয়ে আমাকে দায়িত্বের অধিকার করা অন্যায় ও বিপজ্জনক হবে। অবশ্য যে কোনো জাতিই বলতে পারে, "আমার দেশে নিউক্লিয়ার অস্ত্র আনতে দেব না, আর যদি দিই তবে তার ব্যবহার যদি কখনো করা হয় তবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার অধিকারে আমারও অংশ থাকবে।" স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি নাটো সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, তা সত্ত্বেও স্কাণ্ডিনেভিয়ার কোথাও নাটোর বিমানবাহিনীর ঘাঁটি রাখতে দিতে তারা আপত্তি করেছে।

সুতরাং ফ্রান্সের উপর চাপ দিতে গেলে ফ্রান্সও অনেক পাল্টা নজির দেখিয়ে নিজের দোষ কাটাতে পারে। সেইজন্য না গলকে স্কাণ্ডিং ঢুঁ না রাখতে পারলেও চলবে না। নিউক্লিয়র অস্ত্রের ঘাঁটি ফ্রান্সে করতে দিতে রাজী করা সেগুলি এখন পশ্চিম জর্মনীতে করার কথা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম জর্মনীতে নিউক্লিয়র অস্ত্রের ঘাঁটি করতে জর্মান সমস্যা সম্পর্কে বর্তমান সমস্ত বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা আরো তীব্র আকার ধারণ করবে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমী মহলে কোনো ব্যবস্থাতেই নীতি এখনো পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারেনি। শীর্ষ সম্মেলনে পশ্চিমী নেতারা কোন ব্যাপারে কী বলবেন তা এখনো ঠিক করে রাখেন নি। কি ব্যাপারে সমঝোতা বা সিদ্ধান্তীকরণ প্রয়োজন মনে হলে ঐক্য কোন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হলে তা হতে পারে তা এখনো ঠিক করা হয়নি। নাটো জোরদার করার কথা নিশ্চয়ই কেউ ভুলবেন না। বরঞ্চ নাটোকে আরো শক্তিশালী করার চেষ্টাই চলছে। অথচ বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতানৈক্য নিরসনই একটা প্রধান স্থান জুড়ে থাকে লোকে ভাবছে। নাটোর সমস্যার মধ্যে আরো দেখা যাচ্ছে অনেকেই স্ব-স্ব রাষ্ট্রীয় সমস্যার শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছে। এই এলোমেলো চিত্র শীর্ষ সম্মেলনের বৈঠক বসবে পূর্বে কতখানি পরিষ্কার হবে কিনা কে জানে!

২৯।১২।৫৯

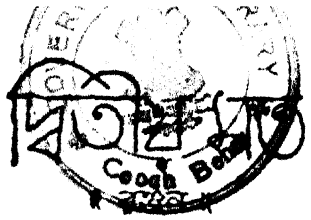


সেই যে 'বসুন্ধরা' নাটকের প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'দুর্ণিবার্ত্ত পক্ষিদের আক্রমণে যেমনই কাক করে। ছাড়ে যেন করে ছত্র কর্ম্মকুশলী চমৎকার করছে সেরে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।' তবু প্রশ্ন করেছেন তিনি কথাগুলি এখন যদিও সত্য থাকে ইহা হয়ে নিশ্চয়ই ধরি প্রমাণিত, কিন্তু যখন সে চাহিবে মাত্র আকাশ করে চলিবে ছিনে যে কি ঠিক বলিতে ইহা হইবে হবে কেহ ও সেও সেখানে। কবি-পৃথিবীর বিশ্ব চমৎকার প্রত্যেক ও ভবিষ্যৎ-সম্পর্কিত নিজেই ১৩ ও পরিবেশের মন্ত্র নিয়ে সম্পর্কের প্রয়োজন সাধন হয়, বিশ্ব-ভারতীর হয়ে পড়েছিল বিচার। কিন্তু ভাবনার ১৯৫৫ সালের প্রতিষ্ঠাটি ছাত্র চমৎকার নীচের নিজের কবির চলবে মাত্র। সেন ও পরিবর্তন চাত্র নিজেদের, মহাত্মা বিশ্বভারতী সাধারণ সম্পর্কে প্রকৃত কথা নিয়ে। হয়েছে হলে এই সম্পর্কিত সমস্ত সমস্ত, একেবারে মনোভাবে সাধন কথা নেই। প্রবর্তিত ছেলেমেয়েরা একটা নেই এসেই।

এই এবং ছাত্রা বিশ্বভারতীর হলেন চমৎকার। যেমন সেই মনে যখন বর্তমানের নেমেছে ছেলেদের। যোগাযোগ কথা। হবার উপায় ছিল না কবি-নিজেদের সাধন প্রথমে প্রকৃত সাধারণ কবি পরিবর্তে। কিন্তু অনুমান করা কবির কবিতাগুলি তিনি ছিলেন পুরীতে সাধারণ পুরীটি অনেকগুলি একমাত্র ছাত্র। এই কর্মীদের প্রধান করেন। এই ছেলে-মেয়েরা বিশ্বভারতীর হয়েছে প্রকৃত পাশের পুরোনো সাধারণ ও পরিচালনা হলে সম্পর্ক করি। আমাদের একটা যেন এই যে কবি একটা আছেন। তাঁর সম্পর্কে শান্তি, ছেলেদের ধর্মিতা, তাঁর সম্পর্কে না হলে অন্যের কবিতাগুলিকেও চাত্রদের চাত্রদের তিনি বিশেষভাবে। কবিতাগুলিকেও রবীন্দ্রভারতীর তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিজেদের ও সম্পর্ক নেই। কিন্তু নয় পর্যন্তের শান্তি, হবে কী তাঁর কবি পরিবর্তন পর্যন্তের সমাপ্তি না পরীক্ষা হবে? চতুর্থ অঙ্ক কি আরম্ভ হতে পারে তৃতীয় অঙ্কের উপর যবনিকা না পড়লে? আঠার লক্ষ্মণের বেলাতেও কবির ভিন্নোধানের চাত্রদের। ৩ টাকাটি—৩ অঙ্ক সমাপ্তি প্রণয় করিনি। একটা দীর্ঘায়িত বিষম গোধূলি নিম্নলোকপালী চিন্তার সুষ্ঠুতর পরিবেশে নিশ্চয়ই নয়।

*

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার আর্থিক সাহায্য মিলেছে। চিন্তার স্বচ্ছতা সে-অঞ্চল থেকে আশা করা বৃথা। ইতিমধ্যে আমন্ত্রণবেধ ঘনান হয়েছে, আর সঙ্গীবনীবিহীন বিশ্বভারতীর সংগে অসংগতি প্রকট হয়েছে নবা ধ্যান-ধারণার। নেহরু এই উভয়সংকটের কথা উল্লেখ না করে পারেননি। তবু তাঁরাই অবাক লাগে, যে-বিশ্বভারতী সাকাসো না হলেও অন্তিকায়ে অন্যান্য ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চাইতে প্রগ্রসর ছিল, যে-নীড়ের সব জানালা খোলা ছিল সারা বিশ্বের সব রকম আইডিয়ার প্রবেশের জন্য, সেখানেই নাকি স্থির করা প্রয়োজন—বিশ্বভারতী বাদ্‌ঘরের টুকরো হবে, নাকি বুদ্ধঘরের সংগে সংযুক্ত করবে। বলা বাহুল্য, এর নিশ্চিত বক্তব্য এই যে রবীন্দ্রসদনে হলে বর্তমান চিন্তাধারা উপেক্ষা করতে হবে আর বুদ্ধান্ন-

**কয়লাকুঠির দেশ** শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩·৫০ ॥ **নীলাঞ্জন** সরোজকুমার রায়চৌধুরী ৪·০০ ॥ **গৃহ ও প্রাঙ্গণ** অতুল চক্রবর্তী ৩·০০ ॥ **চিরকালের লেখা গল্পমালা** (পাঁচ খণ্ড) অনিলেন্দু চক্রবর্তী প্রত্যেকটি ১·২৫ ॥ **কুটীরশিল্প ও পরিকল্পনা** অনাদিনাথ সিংহ ২·৫০ ॥ **'কিশোর-বিজ্ঞান' গ্রন্থমালা** (তিন খণ্ড) অভিজিৎ প্রত্যেকটি ০·৬২ ॥ **বন্যা ক্যাম্প** অমলেন্দু লাহাগুপ্ত ৩·৫০ ॥ **ঠিকানা বদল** অমরেন্দ্র ঘোষ ৩·০০ ॥ **ডাকটিকিট** অমরেন্দ্রকুমার সেন ১·২৫ ॥ **ডারা** অরুণ চন্দনদার ২·০০ ॥ **নিরঞ্জনা** অলক মুখোপাধ্যায় ২·০০ ॥ **ভারতের চিত্রকলা** অশোক মিত্র ১৫·০০ ॥ **ডাক্তারের ডায়েরী** আনন্দকিশোর মুন্সী ৩·৫০ ॥ **পাখিকথা গল্পমালা** (তিন খণ্ড) আনন্দ ঘোষ প্রত্যেকটি ০·৬২ ॥ **কাকলী-মুখর** আবুল কালাম শামসুদ্দীন ২·০০ ॥ **লীলালাঞ্জনী** আর্যকুমার সেন ৪·০০ ॥ **ঘুর্ণায়ত নদীর ঢেউ** আশা দেবী ১·০০ ॥ **চলাচল** আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৬·৫০ ॥ **এবংপরের ঠিকঠিকি** ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১·০০ ॥ **মা কষি নক** ২·৭৫ ॥ **অজন্ত-কুন্ডের সন্ধানে** কালকূট ৩·০০ ॥ **কলনদী পুলের মন্ত্র** ২·০০ ॥ **জ্যন্তিরাম ও প্রফুল্ল চাকী** গোপাল ভৌমিক ১·২৫ ॥ **সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ** জগদীশ ভট্টাচার্য ৪·০০ ॥ **নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ** জ্যোতিপ্রসাদ বসু ২·৫০ ॥ **প্রশ্ন** তারকুমার মুখোপাধ্যায় ১·২৫ ॥ **রক্ত-ধূলির পথে-বিপথে** তারাপদ রাহা ১·২৫ ॥ **হারানো ছেলে** তেজেন্দ্রচন্দ্র সেন ১·২৫ ॥ **ধূলোমাটি নদী** দেবীপ্রসাদ ৪·০০ ॥ **দুর্গম পথের যাত্রী** নরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ১·০০ ॥ **ডাক দিয়ে যাই** নরেন্দু ঘোষ ৩·০০ ॥ **আকাশের কথা** নরেন্দ্র দেবগুপ্ত ০·৭৫ ॥ **জনা ঘেষ** নিখিলরঞ্জন রায় ২·০০ ॥ **নবীন ও প্রাচীন** নির্মলকুমার বসু ৪·০০ ॥ **জীবন জীবিকা** নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৩·০০ ॥ **কুয়েডের নারী-চরিত্র** নৃপেন্দ্রকুমার বসু ৬·৩০ ॥ **ভারত ছাড়** পৃথ্বীন্দ্রনারায়ণ সিংহ ২·৫০ ॥ **পথে পথে পরিমল** গোস্বামী ৩·০০ ॥ **বুদ্ধের ইতিহাস** বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ৪·০০ ॥ **লালু ফুলু** বনফুল ৩·০০ ॥ **খোলা চোখে** মনীন্দ্র রায় ২·০০ ॥ **প্রভাত সঙ্গীত** মহাশ্বেতা ২·০০ ॥ **সাহিত্য মেলা** (সম্পাদনা) মিহিরলাল রায় ৩·০০ ॥ **লাফা ঝাঙ্গা** মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২·৫০ ॥ **যন্ত্রদৈত্য** মৌলানা খাঁ যদন ২·৫০ ॥ **টুনটুনি আর কুনকুনি** যোগেশ ২·৫০ ॥ **বিদ্রোহ ও বীরত্ব** যোগেশচন্দ্র বাগল ২·০০ ॥ **ছৈত সঙ্গীত** রণজিৎকুমার সেন ৪·০০ ॥ **বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ** রবীন চট্টোপাধ্যায় ১·৫০ ॥ **পিয়াপসন্দ** রমাপদ চৌধুরী ২·৫০ ॥ **কথায় কথায়** রূপদর্শী ৩·০০ ॥ **সবুজ চিঠা** বেবতীভূষণ ঘোষ ০·৭৫ ॥ **বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ** লক্ষ্মিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১·৭৫ ॥ **আমা কালো** শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩·০০ ॥ **আরাকান ফ্রন্টে** শান্তিলাল রায় ২·০০ ॥ **আমি ব্যাং** শৈল চক্রবর্তী ০·৭৫ ॥ **জাপানী বন্দীশিবিরে** সতেন্দ্রনাথ বসু ২·৫০ ॥ **হারানো অতীত** সবলচন্দ্র সরকার ৩·০০ ॥ **মাটির বাসা** সমিতা দেবী ৩·৫০ ॥ **রাগে আর অনুরাগে** সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩·০০ ॥ **ডোমাদের নিতি স্যার** গ্রন্থমালা (পাঁচ খণ্ড) সুনির্মল বসু প্রত্যেকটি ১·০০ ॥ **বিপ্লবের পথে** সুবোধ লাহিড়ী ২·০০ ॥ **অনাত্মা** হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ২·৫০ ॥ **শিক্ষক ও শিক্ষার্থী** হুমায়ুন কবির ৩·৫০

**বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড** ॥ কলকাতা-বারো

হয়নি শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হলে শিক্ষিতরা আর চৌদ্দশো অবমানিত হবে। স্পষ্ট করেই বলা ভালো, আমি এই "ডিকটেটরশিপ" নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করি। প্রত্যেক মহাপুরুষের মৃত্যুর পরেই শিষ্যদের মধ্যে হানাহানি লাগে গুরুর বাণীর ব্যাখ্যাধিকার নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের বেলায় তার ব্যতিক্রম হয়নি, যেমন হয়নি গান্ধীজীর বেলায়। কিঞ্চিদধিক সংশয়ের সঙ্গে লক্ষণীয় শুধু এই যে, জনকয় প্রতিদ্বন্দ্বী সত্ত্বেও উভয়ের উত্তরাধিকার কার্যত নেহরুতে বর্তেছে। আরো লক্ষণীয়, নেহরুর এই দৈবত ভূমিকা অধিকাংশের কাছে বিস্ময়কর বা বিসদৃশ ঠেকেনি। যুগধর্মের সন্ধি এখানে বিনা সংঘর্ষে সংঘটিত হয়েছে।

*

অথচ সংঘর্ষের কারণ ছিল। বিভিন্ন কারণে পারস্পরিক পারম্পর্য সত্ত্বেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীতে সদৃশতা ছিল সমধর্মাই। দুয়ের মধ্যে একটা দ্বিধা দ্বিধা। নেহরু এতে সেতুবন্ধন করলেন কী করে? আমি বলি, ক্ষমতা নিয়ে।

ক্ষমতার হরেক রকমফের। রবীন্দ্রনাথ কখনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সভাপতি হয়েছিলেন বলে শুনিনে। তবু তিনি নিজেকে শক্তিহীন নিষ্প্রভাব বলে জ্ঞান করতেন এমন তথ্যও অজানা। অথচ রবীন্দ্রজীবনের সর্বাংশ প্রতিবাহিত হয়েছে পরাক্রান্ত বৃটেনের পদানত পরাধীন ভারতবর্ষে। সে-সরকারের কোনো পদ ছিল না রাজদণ্ড রাজটীকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে রাখলে বিশেষ কেউ জানত না, কবির নামের করে নিজে তার অন্তরে থাকত অম্লান। (অরওয়েল লিখেছেন, স্টীফেনের চেয়ে গান্ধীর কী প্রভাব হয়েছে।) তবু কেন রবীন্দ্রনাথ নাইট হলেন? তবু কেন তাঁর নাইটহুড ত্যাগে আলোড়ন তোলা গেল সভা বিশ্বের সর্বত্র? আজ কেন সরকারের বাইরের সবায়ের এমন লোচনীয় অসহায়তা? উত্তর দৈবশাক্তিক না হলে অসম্পূর্ণে হবে। বৃটিশ শাসনের অপর আজ বিদায় হয়েছে, তবুই সম্ভব করে আজ মোটামুটি বিশ্বনেতৃত্ব (যদিও দেশনেত্রী বলে বিবেচিত হবার বিপদ এখনো ঘোচেনি) যে অন্তত অধিকাংশ স্থলে ইংরেজ সরকার নিজেকে এতখানি সুস্থ মনে করেননি যে, তিনি সমস্ত দুষ্টের ভালোকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারতেন। বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য জনকয় ভারতীয়ের এটুকু আত্মশক্তি ছিল যে তাঁরা রাজশক্তিকে অন্যায় জনকে অবজ্ঞা করবার সাহস রাখতেন। লাহোর কংগ্রেসে অকাদমি সত্ত্বেও সরকারের অবজ্ঞাসূচক মুক্তাক্ষেপ আজ বিভিন্ন। সাংস্কৃতিক বাঞ্ছি বা প্রতিষ্ঠানের আত্মসম্মান আজ সম্পূর্ণ, অন্তত দেশপ্রেমের সংস্কারে অবশ্য কিছুটা অন্যরকম প্রতিষ্ঠানের আত্মবিশ্বাস। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপচার্য—ইস্কুলের ছোকরা মাস্টার পর্যন্ত বৃত্তি পেলে বন্ধ হয় সরকার হলে, উপচার্য যদি উপচ্ছন্ন করেন?

বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে অমর বসু বিদেশজনের প্রবেশে হয়তো অপ্রত্যাশা, তবুও তাঁদের দূরে নিশ্চয়ই। সাংস্কৃতিক বাঞ্ছির প্রতি কতটুকু? অন্যান্য দেশের অধিকাংশ কী অমর? তবু সাধারণ কবি, মুক্তাক্ষিণ্ড সকলকালী মানস আদর্শের অভাবে থেকে বিশ্বভারতী পারে না নিজস্ব নিজস্ব না হলেও থাকতে পারে বিশ্বভারতীর সাংস্কৃতিক কলহ হয়তো স্ব-মহিমা শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে নয়, শুধু বিশ্বকেন্দ্রিক দুর্দিষ্টতা পার্শ্বচরের মধ্যে। সরকারী সরাসরিস্থিত নৈমিত্তিক রাজপুরুষ হচ্ছে তার সমস্যাবিশেষ সংস্কৃতিতের হচ্ছে তার সকল সংস্কার ও বর্তমানের সমবেত। আজকার আজ্ঞাবহ পাইয়ে রাজী হয়েছে দিন-মুপুরে ক্রমকুমারী পাইয়ে সরকার ক্রমকুমারী যে ক্রমকুমার সৃষ্টি পাইয়ে ক্রমকুমার সৃষ্টি নয়। হয়তো পারে যে কবিবর্ণিত খাঁচার পাখি তার নিজের পাখি একটিতে হবার নয় সরকারের বিশ্বনিয়ামক মনও নয়, খাঁচাও নয়। ক্রমের পর্যন্ত ও কঠিন উপমা হবে না। আমার বক্তব্য শুধু এই যে বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে না ভারতীয় উপর হয়তো নিশ্চয়ই নয় যদি তার মনে হয় ভারত সরকার, একমাত্র তারাই বিশ্বভারতী রক্ষা করবার আর রবীন্দ্রনাথ নন। প্রতিষ্ঠানের পুনরুদ্ধার করতে পারেন এমন ব্যক্তি যিনি রবীন্দ্রনাথকে জানেন বা রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত শোনেননি। বলা বাহুল্য, এমন ব্যক্তি দুর্লভ। ঠিক তেমনি দুরূপনেত্র বিশ্বভারতীর পুনরাবির্ভাবন। পরিমিত আশা নিয়ে আমি অপেক্ষা করব।


একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ, কালীঘাট

সেই কালীঘাট আর কালীমন্দিরের আকর্ষণের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গবেষণামূলক রম্য উপন্যাস—

অজিত মুখোপাধ্যায়ের

অমৃত মন্থন

॥ মূল্য—চার টাকা ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ॥ ১৪ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় রচিত

কৃত্তিবাস পরিচয়

এ বই-এ কৃত্তিবাস সম্পর্কে সমস্ত তথ্য একত্র সংকলিত হয়েছে এবং কৃত্তিবাস যে সুলতান রুকনুদ্দীন বরবক শাহের সভায় গিয়েছিলেন, তা প্রমাণ করা হয়েছে। ১·২৫

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের কালক্রম

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক গবেষণা গ্রন্থ। বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ ও বি-এ অনার্স পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। ৩·৫০

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ প্রণীত উপন্যাস

কোপাই নদীর মেয়ে

গান্ধীবাদ, সর্বোদয়বাদ, সমাজ সেবার পটভূমিকায় প্রেমধর্ম, বিরহ-মিলন সংঘাত-করুণ-মধুর-চিত্ত রসসংসৃষ্ট জীবনের কথা আজও পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে লেখা হয়নি। যুগান্তর বলেছে "লেখক লেখনীর প্রথমেই এবং চরিত্র সৃষ্টি উভয় দিকেই প্রশংসনীয় নিপুণতা দেখিয়েছেন। উপন্যাসটিতে তিনি এমন একটি প্রাণশক্তি দিতে পেরেছেন, যা পাঠককে শেষ পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে টেনে নিয়ে যায়। লেখকের ভাষা পরিচ্ছন্ন, বিচার-বিশ্লেষণও পরিপাটি। বইটির সমুচিত আদর বাঞ্ছনীয়।"

—যুগান্তর ৬-১২-৫৯

যক্ষ্মারোগ ও প্রতিরোধ

ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেন বলেন "...দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেরই এ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া এর জ্ঞাতব্য বিষয় চতুর্দিকে প্রচার করা কর্তব্য। তাঁহার পথনির্দেশের প্রচেষ্টায় আমার বিশেষ প্রশংসনীয় মনে হইল।"

প্রাপ্তিস্থান:—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

# বিজ্ঞান বীক্ষা

চক্রদত্ত

রাশিয়া, চাঁদের উল্টোপিঠের ছবি তুলে বৈজ্ঞানিক মহলকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। আমেরিকাও চাঁদের ছবি তোলার চেষ্টা করে চলেছে। আমেরিকা যে সমস্ত রকেট চাঁদের দিকে ছুড়ছে তার সমস্ত রকেটের মধ্যে টেলিভিশন ক্যামেরা একটি করে আছে। ছবিতে এই রকম একটি টি ভি

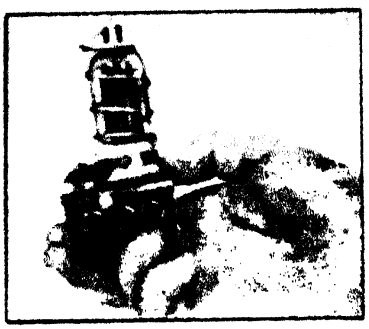

চাঁদের ছবি তোলার জন্য তোলা একটি ক্যামেরা

ক্যামেরার ছবি তোলা হচ্ছে। এটার কন্ট্রোল করা হচ্ছে মাটির ক্যামেরার সাহায্যে। এই টিভি ক্যামেরার সমস্ত চাঁদের প্রতিচ্ছবি পৃথিবীতে পাঠানো সম্ভব হবে। ওজন এটি ৮ পাউন্ড।

•

বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অনেক সময় দেখা যায় একটি নির্দেশ এক সঙ্গে বেশ কয়েকজন সহকর্মীকে দেবার দরকার হতে পারে। তখন হয় বড়কর্তাকে সমস্ত সহকর্মীদের ডেকে অথবা আলাদা আলাদা করে ফোনে কথা বলতে হয়। সম্প্রতি এক নতুন ধরনের টেলিফোন বের হয়েছে যার সাহায্যে একসঙ্গে এই কাজ করা যাবে। যখন অনেক জনকে ফোনে কিছু বলতে হবে তখন ডায়ালের পাশের একটা বোতাম টিপে কথা বললে অনেকে কথাটা শুনতে পাবেন। অত বোতাম যদি না টেপা হয় এবং শুধু নম্বর ডায়াল করা হয় তাহলে শুধু একজনের সঙ্গে সাধারণ ফোনের মত কথাবার্তা বলা চলবে।

•

রাশিয়াতে সম্প্রতি বই বাঁধাইয়ের জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে। বইয়ের ফর্মাগুলো ছাপবার পর সেগুলো এই নতুন যন্ত্রের সাহায্যে আপনা থেকেই ভাঁজ, সেলাই, সজ্জন এবং ঠিক মত কাটা হয়ে যাবে। এরপর আবার যন্ত্র আপনা থেকে প্রচ্ছদটি মলাট কার্ডবোর্ডে একটা সম্পূর্ণ বাঁধান বই হয়ে যন্ত্র থেকে বের হয়ে আসবে। একই যন্ত্র ১৬, ৩২ এবং ৬৪ পৃষ্ঠার ফর্মার বই বাঁধতে পারবে তবে পৃষ্ঠার আকার ছোট বড় হলে যন্ত্রের পরিবর্তন সাধন যেটুকু দরকার নিতে হবে। এতে এক ঘণ্টায় ২৪০টি বই বাঁধন যাবে।

•


প্রকাশিত হল

শঙ্খমহল — আশাপূর্ণা দেবী

বাংলা কথা-সাহিত্যে গল্প লেখা হয়ে প্রচুর। কিন্তু নিটোল নিখুঁত গল্প লেখার লোকের অভাব সবসময়ই। আলোচ্য বইটি সেই লোকদের একজন। ইহার গল্পের ধরন, গঠন ও সমাপ্তিতে একটি নতুন শঙ্খমহলকে ইহা পূর্ণ করিয়াছে। সুন্দর ছাপা দাম : ৪·০০

জীবভূমি — শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন ধরনের উপন্যাস দাম ৪·৫০

নবপ্রকাশিত প্রকাশন

| | | |
|---|---|---|
| নীলাঞ্জনছায়া | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| অগ্নিসাক্ষী | প্রবোধকুমার সান্যাল | ৩·৫০ |
| অ্যাক্রোব্যাটিক্স | গজেন্দ্রকুমার মিত্র | ২·০০ |
| দুটি চোখে দুটি মন | রমাপদ চৌধুরী | ২·৫০ |
| ইষ্ট কুটুম | লীলা মজুমদার | ৩·৫০ |
| মন মানে না | গৌরকিশোর ঘোষ | ৩·৭৫ |
| শুক্লা সন্ধ্যা | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৪·০০ |
| মধুর মেঘা | সন্তোষকুমার ঘোষ | ৪·০০ |
| একান্ত আপন | স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় | ২·০০ |

প্রকাশের অপেক্ষায়

পঞ্চ ভাষী ভারতের সর্বাধিক চিত্রকুশলী ও চাকরিরতী চিত্তামণি করের সা মি ধা পড়ুয়া জীবনের স্মৃতি আলেখ্য

কবিতা সংকলিত ছোটদের নতুন বই গ্রীষ্ম বাসর সাহিত্য রসজ্ঞদের বিচারমূলক সজ্ঞা বিশ্লেষণ

বিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

একজন অথবা একাধিকজনের সঙ্গে কথা বলার ফোন

কাগজে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে যাবার সময় অথবা টাকা নিয়ে আসবার সময় রাস্তায় দরোয়ানের কাছ থেকে ডাকাতে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

এই অসুবিধা দূর করবার এক নতুন

নতুন উপায়ে টাকা অপহরণকারী ধরা

উপায় বের হয়েছে। যে থলে করে টাকা নিয়ে যাওয়া হবে সেটা বহনকারীর হাতে একটা চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা থাকবে। এই ব্যাগটার ভেতরে এমন বন্দোবস্ত করা থাকবে যে, হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগের ভেতর থেকে লাল রংএর ধোঁয়া বের হয়ে টাকা এবং অপহরণকারীকে লাল রং-এ রাঙিয়ে দেবে। এর ফলে টাকাও কোথাও ভাগান যাবে না এবং ডাকাতকেও সহজেই ধরা যাবে।

•

রাশিয়ার একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ সম্প্রতি উত্তর মেরুতে এঞ্জাতের মাছের খোঁজ পেয়েছেন যাদের রক্তের রং জলের মত সাদা। আমরা জানি যে মাছের রক্তের রং লাল কারণ রক্তের ভেতরে লাল রক্তকণিকা-গুলিতে হেমোগ্লোবিন থাকে—যার সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ হয়। সাদা রক্তওয়ালা মাছেরা যে কি প্রকারে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করতে পারে তা এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা বুঝে উঠতে পারেননি। এই ধরনের মাছের তিনটি প্রজাতি এরা এখানে পেয়েছেন। এছাড়াও অবশ্য তারা জানা যে সমস্ত মাছ ধরেছেন তার মধ্যে কয়েকটি নতুন ধরনের মাছ পাওয়া গেছে।

•

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-বিদ্ ডাঃ মেলভিনের মতে মহাকাশে যে হাজার হাজার গ্রহ উপগ্রহ আছে তাদের প্রত্যেকটিতেই পৃথিবীর মত জীবের অস্তিত্ব আছে। তিনি এর কারণ দেখাতে গিয়ে বলেছেন যে, আজকের দিনে আমরা জানি যে, আজন বস্তুর ওপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জীবন্ত কোষের সৃষ্টি হয়েছে। এবং এই যদি হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টি যেরকম ভাবে হয়েছিল সেইরকম ভাবেই অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে যে বস্তু এবং সৌর শক্তি যেরকম ভাবে জীবের সৃষ্টি করেছে ঠিক সেই বস্তু এবং সেই সৌরশক্তি তাহলে আর আর গ্রহ ও উপগ্রহে ঠিক আমাদের মতই জীবের সৃষ্টি নিশ্চয় করেছে।

•

সূর্য কিম্বা চাঁদ প্রথমে ওঠবার সময় অথবা অস্ত যাবার সময় খুব বড় দেখায়। কিন্তু যখন আমাদের মাথার ওপর আসে তখন আমরা এদের আকারে অনেকটা ছোট দেখি। কিন্তু এটা কেন হয়? অনেক বৈজ্ঞানিক এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এর কারণ সব করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা এর জন্য বিভিন্ন কারণের, কিন্তু থেকে আরম্ভ করে পর্যবেক্ষক কোক নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। বৈজ্ঞানিকদের মতে ছোট ছেলেরা যেমন চার বছর বয়েসের—তাদের মাথার ওপরকার জিনিস অনেক ছোট দেখে এবং প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ আকৃতির সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা ক্রমশ কমতে থাকে এবং পূর্ণবয়স্ক লোকেরা প্রায় শতকরা ২০ ভাগ ভুল করে। চাঁদ কিম্বা সূর্য আকাশে ওঠবার সময় বড় দেখানোটা বৈজ্ঞানিকদের মতে শুধু ইন্দ্রিয়গত ব্যাপার। আমরা কোন বস্তুর আকৃতি খুব সহজেই ঠিক করতে পারি যখন সেটা আমাদের দৃষ্টি পথের সমরেখায় সমানভাবে থাকে। যখন সেই জিনিসটি মাথার ওপর থাকে, অর্থাৎ সমান-ভাবে বা সমরেখায় থাকে না তখন আমরা বস্তুটির আকৃতি ঠিক ধারণা করতে পারি না—কারণ এটা আমাদের কোন বস্তু দেখবার সহজ অবস্থা নয়। ফলে আমাদের আকৃতির সম্বন্ধে ভুল ধারণা হওয়াই সম্ভব।

ঋষি দাসের

সোভিয়েত দেশের ইতিহাস ১২·৫০

[ আদিকাল থেকে বর্তমান অবধি সোভিয়েত দেশের ইতিহাস ]

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
হাসির গল্প ... ৫৲
[ হাসির গল্পের সংকলন ]

পরিব্রাজকের লেখা
বড়ো সাহেব ... ২৲
রতি বিলাপ ... ২৲

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের
পশ্চিম দিগন্তে ৫৲ [ সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী ]
মহাকালের পূজারী ২৲ [ ঐতিহাসিক উপন্যাস ]
যুদ্ধের গল্প ৩৲ [ ২৭টি গল্পের সংকলন ]

ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

(সি ১০৫৪)

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

## সূত্রপাত

কীসের কথা বলবো, কার কথা বলবো, কেমন করে বলবো! অতীতের কথা না বর্তমানের কথা, জীবনের কথা না মৃত্যুর কথা, আনন্দের কথা না বেদনার কথা! অতীতের কথা তো অনেক অনেক বলেছি। পুরোন কথা তো অনেক লিখেছি। অতীতের অরণ্য থেকে অনেক পাখী তো বর্তমানের আকাশে উড়ে এসেছে। ওরা অমর হয়ে থাক, ওরা অক্ষয় হোক ইতিহাসের পাতায়। ওদের জায়গা আছে ইস্কুলের পাঠ্য পুস্তকে, লাইব্রেরীর মোটা মোটা বেতাবে আর রাজপুরুষের কাচের বাক্সে। আরে একজন মরার পরে কোনও দর্শনী হয়। টিকিট কেটে মিউজিয়ামে ঢুকে ওদের দেখবে, ও নিয়ে গবেষণা করবে কবে কোন্ মৃত শতাব্দীতে কোন্ নিস্তব্ধতায় অন্ধকারে কোন্ ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা তারা আবিষ্কার করে উপাধি পাবে চাকরি পাবে, মান-সম্মান পাবে। তারপর একদিন অবলুপ্ত হয়ে যাবে মহাকালের অমোঘ নিয়মে। কেউ আর মনে রাখবে না, কেউ আর স্মরণ করবে না তাকে।

এই-ই হবে নিয়ম। এ নিয়ে আর আক্ষেপ করা বৃথা।

কিন্তু এবার অন্য গল্প বলি। এবার আমার-আপনার গল্প। এবার এ-যুগের গল্প। এবার কাছের মানুষের গল্প। এবার একদমকার গল্প।

তা এক্সিকটায় আগে বসতি ছিল না তেমন। এই মাকেরহাট থেকে কালিঘাট, কালিঘাট থেকে বালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ থেকে বেলেঘাটা। বেলেঘাটা থেকে ছেড়ে ট্রেনটা খোড়ো জমি আর শুকনো খালের পাশ দিয়ে বালিগঞ্জে এসে দাঁড়াতো এক মিনিট। তারপর পাখাটা নিচু হলেই ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতো। ঘণ্টার শব্দ শুনেই গার্ড-সাহেব সবুজ পাখা দেখিয়ে বাঁশি বাজিয়ে দিত। তারপর হুস হুস করে ট্রেনটা ছেড়ে দিত। দু'ধারের পচা ডোবা আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রেল-লাইন। কাঁকুলিয়ার কাছে এসে দুর্যোগ হয়ে গিয়েছে। একদিকে লক্ষ্মীকান্তপুর আর ডায়মণ্ডহারবার। আর একদিকে কালিঘাট-মাকেরহাট হয়ে বজবজ স্টেশন। ট্রেনটা যাবে বজবজের দিকে। গার্ড সাহেব মাথাটা বাড়িয়ে একবার দেখে নিলে। পাখাটা নিচু হয়ে আছে। হাতটা তুলিয়ে ইঞ্জিনটা একবার হুইশ্‌ল বাজালো। দু'পাশের পায়ে চলা পথে তখন তরি-তরকারীর বাজরা ছাড়িয়ে দিয়ে ব্যাপারীরা চলেছে বাজারে। মেছুনীদের ঝাঁকা, মাছের ঝাঁকা। শাকসব্জির ঝাঁকা। ছোট ছোট আলাওড়া গাছের ঝোপ। একটা মেডেল-হাঁসুয়া। সবুজ পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরীটওয়ালা। পাখাটা নিয়ে হাতটা নাড়িয়ে দিচ্ছে। ট্রেনটা থেমে। দু'পাশে সব সার পরে সার মোষের গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

—এ গেটম্যান গেটম্যান!

এ-সব শোনা অতীতে আছে পুরীটওয়ালার। কুড়ি বছর চাকরি হয়ে গেল দুয়ারের। চুল পেকে গেল কাজ করতে করতে।

—এ গেটম্যান, গেটম্যান!

লোকে অমন তামাসা দেখেই। নতুন নতুন মটরগাড়ি চড়ে সাহেবরা যাবে শহর থেকে শহরতলীতে। ওদিকে রাজপুরে, ওদিকে সাহেবদের ক্লাব আছে, হোগলপুরে ফ্লাব। সাহেব-মেমদের ভিড়। গাড়ির পর গাড়ি আসে। গাড়ির অন্ত নিরন্ত নেই। ভোরবেলা থেকে শুরু করে বেলা একটা দুটো পর্যন্ত। তারপর আবার বিকেল থেকে শুরু হয়। সন্ধের পর সব চুপচাপ। ঝাল লাল মুখ। দেখলে ভীতি হয়। সোঁ সোঁ করে লাইন পেরিয়ে চলে যায় ঝড়ের বেগে। অত কথা বলবার হলো তো কথা নেই। ঘোড়-সোয়ারের মাঠ আছে ওদিকে। দূরের বারোটা থেকেই গাড়ির ভিড়। সেদিন আর নাওয়া-খাওয়া হয় না। একটু অন্যমনস্ক হলেই, একটু অন্যমনস্ক হলেই ঘণ্টি-ঘি তাপ এসে যাবে হুড়মুড় করে। মোহর গাড়ির সামনে ধাক্কা খেলে হৈ-চৈ বেধে যাবে। তখন হেড-অফিস থেকে ডি-টি-আই সাহেব এসে যাবে। বেলেঘাটা

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান মিল্ক হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

থেকে রেলের পুলিস এসে যাবে। তখন হাতে হাতকড়া পড়ে যাবে, চাকরি নিয়ে টানাটানি।

—গেটম্যান তো বড় জ্বালালে দেখছি, ইঞ্জিনের দেখা নেই, এক ঘণ্টা আগে থেকে গেট বন্ধ করে রেখেছে—এই গেটম্যান—

ওসব কথা শুনতে গেলে গুমটিওয়ালার চাকরি করা চলে না। বাবুদের মেজাজ বিগড়েই আছে হামেশা। ওসব কথায় গুমটিওয়ালা যদি নিজের মেজাজ বিগড়ায় তো তাতে নিজেরই ক্ষতি। অমন কত বাবু দেখেছে, তুমন কত সাহেবসুবো দেখা গেছে। চাকরি তো করতে হয় না তোমাদের বাপু। আছ তোফা। তোমাদের কী! পয়সা আছে ফুর্তি করতে বেরিয়েছ, ঘরে বউ আছে, মেয়েমানুষ আছে, কুকুর আছে, পেছনের বাক্সের মধ্যে মদের বোতল আছে, ক্লাবে যাবে তার পর গান গাইবে নাচবে রাত বারোটা পর্যন্ত। তারপর রাত পুইয়ে শেষ রাত্তিরের দিকে ফিরে এই গেটম্যানের ওপর চটবে। আমি তো তোমার চাকর নই বাপু। তোমার মাইনেও খাই না, তোমার ধারও ধারি না। তুমি দেখ্‌গে যাও তোমার বাড়ির চাকর-বিদের ওপর। আমরা সরকারী লোক। কোম্পানীর চাকর। কোম্পানীর খাই, পরি, কোম্পানীর ধার ধারি। কোম্পানী জুতো মারলে সে জুতো মাথা পেতে নেব। কোম্পানীর জুতো মারবার একিয়ার আছে। হাজার বার একিয়ার আছে। ডি টি এস যদি বলে—আমার বাগানটা কুপিয়ে দাও তো ভুষণ, আমি কুপিয়ে দেব। ডি টি আই যদি বলে—জুতোজোড়া একটু ঝেড়ে দাও তো ভুষণ, আমি জুতো ঝেড়ে দেব। তাঁরা হলেন গিয়ে মনিব। মনিবের হুকুম একাধারে শুনবো। তাঁরা হলেন মা-বাপ। রবিনসন সাহেব একবার এসেছিল লাইন দেখতে। সাত ফুট চওড়ার লম্বা-চওড়া চেহারা। আকর্ণ খাঁটি গোরা সাহেব। খাঁকি হাফ প্যান্ট পরা। কী সব ইংরিজী বলে—মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। কিন্তু দেখবার মত মানুষটা। ট্রলি করে এসেছিল। বালিগঞ্জ থেকে বেরিয়ে ট্রলি করে বজবজের দিকে যাবে। জমিদারি দেখতে বেরিয়েছে। কেমন সব আজ হচ্ছে, কেমন সব চলছে এই আর কি। সঙ্গে মেমসাহেব ছিল। আর ছিল একটা কুকুর। আগের দিন খবর পাওয়া গিয়েছে। ডি টি-আই সাহেব খবর দিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল। বড়-সাহেব আসছে। জাঁদরেল সাহেব, কুর্তা-টুর্তা পরে যেন রেডি থাকে সব। দাড়ি-টাড়ি যেন কামানো থাকে। কালো পাখা সঙ্গে—সব যেন সামনে দিয়ে কেচে ফর্সা করা হয়। গুমটি ঘরের আশেপাশে যেন জঙ্গল-ফেঁপ না থাকে। সাহেব গুমটি ঘরের ভেতরে ঢুকে উঁকি মেরে দেখতে পারে। সব ঝরঝরে-মেজেঘষে দরে করে দাও। বাকিগুলো মেজে-ঘষে সাফ করে ফেলো। বড়সাহেব আসবে, জাঁদরেল সাহেব। খুঁত দেখলে আর আস্ত রাখবে না। একেবারে বাঘের খাঁচা।

সাবধান করে দিয়েছিল ডি-টি-আই সাহেব; কিন্তু আশ্চর্য মানুষ ওই রবিনসন সাহেব।

সাহেব নয়তো দেবতা। হাসি-হাসি মুখ। ট্রলির ওপর বসেছিল আর মোটা একটা চুরুট খাচ্ছিল। আর পরনেই ছিল মেমসাহেব। মনে মনে একটু ভয়ও হচ্ছিল ভুষণের। ট্রলি গুমটিতে থামতেও পারে, আবার না-ও থামতে পারে। রবিনসন সাহেবের যদি খেয়াল হয় তো সোজা চলে যাবে কাঁচাঘাট পেরিয়ে একেবারে বজবজের দিকে। হে মা কালী, সাহেব যেন না নামে। হে মা মঙ্গলচণ্ডী সাহেব যেন সোজা পশ্চিম দিকে চলে যায়। কোনও কোনও ফাঁকে খুঁতে বেরিয়ে পড়বে গুমটি ঘরের, আর রিপোর্ট হয়ে মরে ভুষণ মালীর নামে। তখন চাকরি নিয়ে টানাটানি। কিম্বা করিমন হবে দারে পাঁচ টাকা।

কিন্তু সাহেব নামলে।

ট্রলিটা এসে থামলো একেবারে গুমটি-ঘরের সামনে রেল-লাইনের ওপর।

গেট আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল ভুষণ হুশিয়ার করে দিয়েছিল সন্তাইতে। ট্রলিটা এসে থামতেই পটা জানের খালে গেল। আবার গরবেরাডি মেমের দাড়ি সব পাট হয়ে গেল। মেন্টরগাউনগুলো ছুঁড়ে ফুঁড়ে করে বেরিয়ে এল।

ভুষণ সোজা গিয়ে সাহেবের পায়ের কাছে খোয়ার ওপর টিপ্ করে একটা প্রণাম করলে।

সাহেবের সেদিকে খেয়াল নেই। কিন্তু দেখলেন মেমসাহেব। আহা, মেমসাহেব নয় তো, যেন জগদ্ধাত্রী। তেমনি রূপ, তেমনি গড়ন। তেমনি চেহারা। ওই শাদা সিগারেটটা না ফেলেই যেন বর্শি মারতো। কিন্তু মেমসাহেবকে যেন মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করছিল। 'মা' বলে হয়ত ডাকতেই ভুষণ। মাকেও একটা প্রণাম ঠুকতে যাচ্ছিল—কিন্তু কুকুরটা তখন ভুষণের দিকে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এসেছে—

চেন-ছাড়া কুকুর। একটু ভয় পাবারই কথা। অবলা জীব, কথা তো বোঝে না।

মেমসাহেব ডাকলেন—জিমি—জিমি—

ভাগিস মেমসাহেব দেখেছিলেন তাই বাঁচা গেল। নইলে খেয়েই ফেলতো কুকুরটা। মেমসাহেবের ডাক শুনেই কুকুরটা একেবারে ল্যাজ গুটিয়ে মেম-সাহেবের বুকে উঠে আদর করতে লেগেছে। সে-যাত্রা ভুষণ বেঁচে গেল বটে, কিন্তু বিপদ হলো আর একটা। বড়সাহেব তখন ডি-টি-আই সাহেবের সঙ্গে কী ইংরিজী কথা বলছে। লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে এটা দেখছে, ওটা দেখছে। গুমটি ঘরটার দিকে আঙুল দিয়ে কী সব দেখাচ্ছে। ছাদ দিয়ে জল পড়ে ভেতরে, দেয়ালটায় ফাটল ধরেছে, একটা অশ্বত্থ গাছ উঠেছে গুমটির মাথায়। সব দেখাচ্ছে ডি টি আই সাহেব। পাশে একটা নর্দমা আছে, সেখানে বর্ষার সময়ে জল জমে। সেই বন্ধ জল পচে গন্ধ হয়। শরীর খারাপ হয় কোম্পানীর সাহেবের। তারপর আছে সাপের ভয়। লাইট ডিউটির সময় কাজ করা বিপদ। ওই যে সাপ, ওদিকে দেখা যাচ্ছে জঙ্গল। সেখানে এই ঢাকুরিয়া সাপ। পটা যা একটু, দরের মতন। একটু মোটা হোলসলটা আছে। সরষেফুল টিপ টিপ করে একটু যা ফিঙ্কু, আসল কালে ফুল। সাপ একবার ঢিপ করে কামড়ে দিলে আর রক্ষে নেই। ওদিকে জঙ্গলের কাছে যেতে নেই কক্ষনো। ওই জন্যেই এত পাটুকি ছিটু এ রকমের।

ডি টি আই সাহেব হাত-মুখ নেড়ে রবিনসন সাহেবকে বোঝাচ্ছিলেন।

ভুষণ ইংরিজী বুঝতে পারে না কিন্তু হাত-মুখ নাড়া দিয়ে অনেক বুঝতে পারে সব। এই যে কথা হচ্ছে সাহেবে এ সময়ে এ দিকটা একেবারে ফাঁকা থাকে। এ দিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের কাজ-কারবারেরও হয়েছে। ফোরম্যান্ড্রাসটার সাহেবের নয়। যখন প্রথম রেলের লাইন পাতা হয়েছে, তখন এখানে শহরবস্তী ছিল না। পাশে ছাট পথ ছিল একটা। তখন গুমটিও ছিল না। গোরুও ছিল না। গুমটি-মাস্টারও ছিল না। ইনসপেক্টর আর সিগন্যাল-ম্যান ছিল একটি করে। ওভারসিয়ার হয় একটি রাতে। ওভারসিয়ার ট্রেন করে পাড়ে ফিরতেন। তখন ফিরতে লাগতো ঘণ্টা তিনেক। তারা ছোকরাকে তাড়ি আনতে পাঠাতেন। তখন তাড়ির লাইসেন্স ছিল পাঁচসিকে। ঢাকুরেতে জঙ্গল লম্বা লম্বা তালগাছের জঙ্গল। শুধু ঢাকুরেতেই নয়—ওই যে উত্তর দিকে জঙ্গল-ডোবা দেখছেন ওখানে এখনও তালগাছ রয়েছে। ছোকরেরা হাঁড়ি নিয়ে আসতো পাকা তালগাছের মাথায়। নিয়ে আসতো সুপুরিরেরা। সুপুরিরেরা রসকেই বলে তাড়ি। আপনাদের সেশে যাকে মদ বলে, এদেশে তারই আর এক-রকম মদ হলো তাড়ি। তাড়িই সস্তা। নেশা হয় ভালো। এধারের এই জঙ্গলের ভেতর বুড়ো লোকের তাড়ির ব্যবসা আছে। এদের জন্যেই, প্রথম রেল-কোম্পানীর গেট তৈরি করতে হয়। রাত-বিরেতে কখন কে এ-পথ দিয়ে যাবে ঠিক নেই। তখন থেকেই পাহারা বসাতে হলো।

তখন কলকাতা শহরটা আরো উত্তরে। চৌরঙ্গী পর্যন্ত এসে শহর ওইখানে আটকে গিয়েছিল। এস্কিমোটায় লোক আসতো না। এখানে ছিল ডাকাতির আড্ডা। শহরে মানুষ খুন করে লাশ এনে ফেলে দিত এই জঙ্গলে। সে-লাশ পচে গন্ধ উঠতো। দু-তিন দিন কেউই টের পেত না। পচা ডোবা আর জঙ্গলের মধ্যে কে খোঁজ রাখবে কার। মাইলের পর মাইল পোড়ো জমি আর খানা-খন্দ। এদিকে খুন করলে ওদিকে টের পায় না কেউ। হঠাৎ এক একদিন হৈ-চৈ হল্লা ওঠে জঙ্গলের ভেতর। ওদিকের বস্তির লোকজনের কানে যায়। লাঠি দিয়ে কানেস্তারার টিন পেটে করে। জঙ্গলের লুকানো জোপে আগুন লাগিয়ে দেয়। তবু এদিকে আসতে সাহস পায় না কেউ। শেষে—ডাকাতের জাগাগাছ। ডাকাতের জাগাগাছের দিকে তাকাবার পর আর কেউ আসতে চায় না। ওয়েলেস্লি স্ট্রীটের সমস্ত এই মাইল চারেকের মধ্যে বসতি ছিল না। ইংরেজ কোম্পানীর লোকে যারা কাজ-কাম করে তারা ফিরতো ফিরঙ্গীমানে। আর ফিরঙ্গীমানেও একলা একলা যেতে নিরাপদ ছিল না। ফিরতে লবণক নিয়ে ওই ইডেনদি সহরটিপুর ডালহৌসিপুর ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলের লোকেরা আসবার সময় লাঠিসোটা সঙ্গে করে সঙ্গে নিয়ে আসতো। ইংরেজ কর্মচারীর কাজকর্ম সেরে বেলাবেলি ফিরে আসতে হতো তাদের। সন্ধ্যা করবে গাড়ি বেহারা করবে গাড়ি মজুতখানে কিছু পাস্ত। চুরী ডাকাত। আর শুধু কি ডাকাত! ডাকাতের সঙ্গে ভৌতিক সব ব্যাপার-স্যাপারও ছিল। সেসব ব্যাপারে এই শহরে। বড় বড় সাহেব পাদরীরা টিপ্পনী কাটতেন। সেই ব্যাপার নিয়ে শুধু ডাকাত নয় শুধু বাঘই নয়। ইয়া ইয়া সাপ। সাপের বাচ্চা ছিল চারিদিকে। সন্ধ্যের পর জঙ্গলে এখানেও একদিন বসতি গড়ে উঠবে। এখানেও একদিন কোম্পানীর রেললাইন বসবে। এখানেও একদিন হুস্ হুস্ করে সাহেব-মেমদের ঘোড়াগাড়ি চলবে। এখানেও বিজলী বাতি, কলের জল, টিউবওয়েল, কলকারখানা বসবে। এখানেই, এই এখানেই একদিন লোক হবে। শহরের গণ্যমান্য লোক এখানে বেড়াতে আসবে হাওয়া খেতে।

যখন প্রথম রেল-লাইন হলো—সে-ও অনেকদিন আগের কথা। তুমি আমি কেউই তখন জন্মাই নি। ওই বেলেঘাটা থেকে লাইন এসে মিশলো কলিঙ্গপুর ইস্টিশানে। প্রথমে ওই পর্যন্তই ছিল। তারপর একদিন বজবজে পোর্টল কোম্পানীর ট্যাঙ্ক বসলো। পোর্টল কোম্পানীর আপিস হলো সেখানে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় তখন সবে নতুন গাড়ি আসতে আরম্ভ করেছে। কয়েকজন সাহেবসুবো গাড়ি কিনলে। সেই গাড়ি


এক পক্ষকালের মধ্যে প্রকাশিত হবে

# হাজার বছরের

# প্রেমের কবিতা

(খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী)

● সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত ● মিসরীয় ● হিব্রু
● চীনা ● গ্রীক ● লাতিন ● আরবী
● জাপানী ● ফারসী

সেরা তিন হাজার বছরের প্রেমের কবিতার একটি আশ্চর্য চিত্তহরণ সংকলন।

সম্পাদনা ● অবন্তী সান্যাল

কবিতাগুলি অনুবাদ করেছেন:
জগদিন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, ডাঃ সুকুমার সেন, নজরুল ইসলাম, অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, কানাই সামন্ত, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, হরপ্রসাদ মিত্র, বাণী রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, মণীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবন্তী সান্যাল, প্রমথ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন ও পবিত্রকুমার ভট্টাচার্য।

প্রচ্ছদপট ● পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

মলাটে কাপড়ে বাঁধা এবং সুদৃশ্য জ্যাকেট
ও রঙিন বাক্সে সমন্বিত
আনুমানিক মূল্য আট টাকা

নতুন সাহিত্য ভবন
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০
ফোন : ৪৭—৬২১১

শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় এধার থেকে ওধার। লোকে হাঁ করে চেয়ে দেখে। শিখদী পাড়ার ছেলেমেয়েরা মটরগাড়ির শব্দ শুনলেই দৌড়ে আসে গলির সামনে। ভিড় জমে যায় চারধারে। বুড়োরা আপিস যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। ছেলেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। চারটে রবারটায়ার চাকা, তার ওপর একটা বাক্স মতন খাঁচা। মাথার চালটা ইচ্ছে করলে খুলে ফেলা যায়। আবার দরকার হলে ঢেকে দেওয়াও চলে। রোদ-বৃষ্টি হলে চালটা তুলে দাও, তারপর গায়ে রোদ লাগাবার ইচ্ছে হলে ঢেকে ফেলো।

বি এন আর কোম্পানীর বেভারলি প্রথম গাড়ি কিনলে।

সেদিন আর কাজকর্ম হলো না আপিসে। সারা আপিস ভেঙে বাবুরা গাড়ি দেখতে এলো। চুঁচড়ো, রাণাঘাট, উলুবেড়ে থেকে যারা পায়ে হেঁটে নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে আপিসে আসে, তারা হাঁ করে দেখতে লাগলো। প্রথমে শহরে একখানা-দুখানা গাড়িই ছিল। এধারে থেকে ওধারে গেলে পাড়াসুদ্ধ লোক জড়ো হতো। তারপর গাড়ি বাড়লো। নানা ধরনের, নানা রংএর গাড়ি। গাড়িতে নম্বর লাগাবার নিয়ম হলো। গাড়ির তলায় লোকজন চাপা পড়তে লাগলো। গাড়ির ভিড়ে রাস্তা চওড়া করতে হলো। শেষে টান পড়লো পেট্রোল। পেট্রল আসতো আগে জাহাজে করে। বিশেষপুর স্টেটিতে তেলের পিপে ভর্তি জাহাজ লাগতো। সেই পিপে সাবধানে নিয়ে যাওয়া হতো গুদাম-ঘরে। একবার সেই তেলে আগুন লেগে সে কী কাণ্ড! সারা জাহাজখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তেল ফাটার মত সুদৃশ্য আওয়াজ হতে লাগলো। কত লোক কুলি-কাবারি যে মারা গেল! আর তেল আসতো রেল-গাড়িতে। মালগাড়িতে কানেস্তারার টিন সিল করা তেল আসতো। এসে শালিমারের গুদামে ভর্তি হতো। তারপর সেই টিন কিনে নিয়ে গাড়ির টাংক ভরে। তখন আবার গাড়ি গড় গড় করে গড়িয়ে চলবে।

তারপর সেবার পাইপলাইন হলো বজবজ সেইবার হলো এই লাইন। রেলের বড়সাহেবরা জমি জরিপ করতে এলেন। ইঞ্জিনীয়াররা এলেন। ওই বেলেঘাটা থেকে বন-জঙ্গল কাটতে কাটতে রেলের ইঞ্জিনীয়ার ওভারসিয়াররা উঁচু-নিচু সমতল করে দিলে। দুপাশে তারের বেড়া লাগিয়ে দিলে। বন থেকে কত সাপ বেরুল। সাপের কামড়ে মরলো কত লোক। বালিগঞ্জ ইস্টিশান হলো। বাবুদের কোয়ার্টার হলো। কুলিদের বস্তি হলো। জলের পাম্প বসলো। বেলেঘাটা থেকে মালগাড়িতে ভর্তি হয়ে এল স্লোহ-লক্কড়, এল স্ক্র, এল নাটবল্টু, এল ফিস-প্লেট, এল হাতুড়ি, হাপর, কোদাল, সব। এই এখানকার তালগাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লাইন পাততে পাততে চললো ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট। সিগনাল বসলো, টেলিগ্রামের পোস্ট বসলো, স্লিপার বসলো। তারপর এসে পৌঁছুলো এই এখানে। এই ঢাকুরিয়া আর পড়িয়হাটার লেভেল-ক্রসিংএর কাছে।

এই যেখান থেকে আমাদের গল্পের শুরু।

আসলে এ জায়গাটা গল্পের শুরুও বটে আবার গল্পের শেষও বটে।

শেষটাই আগে বলে নেওয়া ভালো। তাতে আগ্রহ বাড়ে। পড়বার ধৈর্য থাকে। নইলে শুরু থেকে শুরু করলে কে পড়বে মন দিয়ে। আজকাল, এই ব্যস্ততার যুগে কার এত ধৈর্য! কে পড়বে এত বড় উপন্যাস। করে কেমন করে নায়ক বড় হলো, করে লেখাপড়া শিখলো, কবে বিয়ে-থা করলো, করে মারা গেল—তার পুংখানুপুংখ ইতিবৃত্ত জানবার সময় নেই কারো। যেমন সময় ছিল না ভূষণ মালীর, যেমন সময় ছিল না ডি-টি-আই সাহেবের, আর যেমন সময় ছিল না রবিনসন সাহেবের। বড় থেকে ছোট সবাই কোম্পানীর চাকর। কেউ বড় চাকর আবার কেউ ছোট চাকর। তেমন দূর দেশ নেই। স্কটল্যাণ্ড বা ইংল্যাণ্ড কেউ জানে না। হয়ত লণ্ডনের কিংস ক্রসিং হামের কোনও রোড-সাইড ইস্টিশনের কেবিনম্যান ছিল প্রথমে। তারপর কোম্পানীর লেজুড়ে এখানে এসে একেবারে এক লাফে ডি-টি-এস হয়ে বসেছে পায়ের ওপর পা তুলে। সাধে কি আর তাকে করে এনেছে মেমসাহেব আর এনেছে একটা বাঘা কুকুর।

ডি-টি-আই সাহেব তো মন দিয়ে বোঝাচ্ছিল। কিন্তু রবিনসন সাহেব কী বুঝছিল ভগবানই জানে।

শুনছি ওদিকটায় ওই উত্তরদিক বরাবর একটা লেক হবে। এমন জঙ্গল ছাফ হয়ে যাবে শিগগির। ওদিকে আর জমি বিক্রী করছে না কালকাটা করপোরেশন। ওদিকে সেই ভবানীপুর পর্যন্ত শহরের চেহারা একেবারে বদলে যাবে নাকি। ওদিকে খিদিরপুর, তারপর কালিঘাট, তারপর এদিকে কসবা, মাঝখানের এই জঙ্গলটা সাফ করে দিলে কলকাতা শহরের ভোল একেবারে পালটে যাবে সার। তখন ওই ঢাকুরের দিকেও বসতি হবে, লোক্যালিটি হবে। তখন এই রাস্তায় ট্র্যাফিক বেড়ে যাবে। এই আমাদের সরু লেভেল-ক্রসিং-এ আর কুলোবে না। কম্পাস সাহেব সেই রকম মোট দিয়েছে—এই দেখুন সার, ফাইল দেখুন! এই প্ল্যান এনক্লোজ করে দেওয়া আছে। প্ল্যান দেখলেই বুঝতে পারবেন এ-জায়গাটা ফিউচারে কত ইম্পর্টেণ্ট হয়ে উঠবে। কম্পাস সাহেব লিখেছে—এখানে একটা স্টেশন করলে ভালো হয়। আমাদের প্যাসেঞ্জার ট্র্যাফিকও বাড়বে তাতে। ওদিকে বালিগঞ্জ আর পশ্চিমে কালিঘাট—এই তেরো ফারলং ডিসট্যান্স এর মধ্যে একটা স্টেশন করে সাইডিং তৈরি করলে সেকণ্ডল-ক্যাপাসিটিও বাড়ে—

রবিনসন সাহেব কথাটা বুঝতে পারলেন না। বাঁ হাতটা তেরছা করে নেড়ে বললেন —ইউ মিন, আওয়ার রেলওয়ে স্টেশন?

ডি-টি-আই সাহেব বললেন—ইয়েস সার—

রবিনসন সাহেব যার বিশিষ্ট রোড-সাইড স্টেশনের কেবিনম্যান ছিলেন। তাঁর সঙ্গে মেমসাহেব আছে, বিশিষ্ট কুকুর আছে। আর ওদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। টি-টাইমটা উতরে গেছে কাজ করতে করতে।

বললেন—মনসেন্স—

রবিনসন সাহেবের সেই ভাবলেশ-শূন্য গলায় 'মনসেন্স' বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ সমস্ত আবহাওয়াটা একটা বিশ্রী আবহাওয়া করে উঠলো। আর মেমসাহেব খিল খিল করে হেসে উঠলেন। মেমসাহেবও হাউ হাউ করে উঠতে ডি-টি-আই সাহেবও স্টেশন ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রবিনসন সাহেবেরও এদিকে কোনওদিকে খেয়াল ছিল না। কাজ করতে করতে লণ্ডন-ঘণ্ডন ডি-টি-টাইমও ভুল হয়ে গেছে তাঁর। তিনিও স্টেশন ফিরে যেতে তৎপর হয়ে উঠলেন। ভূষণ মালী এতক্ষণ সাহেবদের স্টেশনে-স্টেশনে হাতেকলমে করে সাঁতরে মাথামুণ্ডু সব শুনছিল। সেও দৌড় দেয় স্টেশন ফিরে।

স্টেশন ফিরে মানে উত্তর ফিরে। একটা কাঁটা ঝোপ, একটু পচা ডোবা মতন সেখানটা। ঠিক সেইখানে রবিনসন সাহেবের কুকুরটা মাটিতে পড়ে ছটফট ছটফট করছে। তখন তার পক্ষা দিয়ে আর চেঁচাবারও ক্ষমতা নেই। কুকুর দৌড়ে কাছে গেছে। কিন্তু তার আগেই মেমসাহেব সেই সিল্কের গাউন নিয়েই মাটিতে বসে কুকুরটাকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

—ডিগ্নি, ডিগ্নার্ড, ডিগ্নি—

ডি-টি-আই সাহেব, রবিনসন সাহেব দুজনেই এসে পড়লেন। কুকুরটার দশা দেখে মেমসাহেব হাউ-মাউ করে কান্না জুড়ে দিয়েছেন। রবিনসন সাহেবও মাটিতে বসে পড়ে কুকুরটাকে ধরতে যাচ্ছিলেন।

হঠাৎ ভূষণ মালী চেঁচিয়ে উঠেছে—সাপ, সাপ—

ডি-টি-আই সাহেবও রবিনসন সাহেবকে

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

হাতে ধরে এক হ্যাচকা টান দিয়েছে— স্নেক স্যার—স্নেক—

একটা কাল-কেউটে! বেতে বেতে এক-বার পেছন ফিরে লাশটা ফণা তুলে দেখছে খানিকক্ষণ। তারপর আবার এক লাফে নিঃশব্দে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভূষণ মালীর এখন আরো বয়স হয়েছে। সে বন্দুকটাও আর নেই। সে বন্দুকটি যে কোথায় হারিয়েছে তাও সে ঠিক মনে করতে পারে না। তবে সে বন্দুক আর নেই। এখন তার বয়স হয়েছে। ভূষণ মালী বুড়ো হয়েছে। তার কর্মক্ষমতা কমে এসেছে। চোখে ভালো দেখতে পায় না। কানেও কম শোনে। হাতের কাজ আগের মতো দ্রুত হয় না। এখন তার ডিপার্টমেন্টের সেরা মালী আর মালী নয়। আর্থারাইটিস ধরেছে। ডান হাঁটুতে আর্থারাইটিস। আর্থারাইটিস হলে হাঁটুর জোড়ে যে তরল পদার্থ থাকে তা শুকিয়ে যায়। হাঁটুর জোড়ে ঘষা লাগে। ব্যথা করে। ফুলে ওঠে। ভূষণ মালী ডান পা-টা টেনে টেনে হাঁটে। ডান পায়ে ভর দিতে পারে না। ডান পা-টা ভাঁজ করে রাখে। ডান পায়ে ভর দিলে ব্যথা করে। ডান পা-টা ভাঁজ করে রাখলে ব্যথা করে না

আসছে চব্বিশ। ভূষণ মালী ছাড়া মঙ্গল দেও আছে। আর আছে দেওকীনন্দন। সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা। বিকেল চারটে থেকে রাত বারোটা। তারপর রাত বারোটা থেকে সকাল আটটা। এমনি ঘুরে ফিরে ডিউটি পড়ে। কাজ বেশি তেমন কিছু নয়। ওই কেবল গেট পাহারা দিয়ে পড়ে থাকা। ওইটেই আসল কাজ। তারপর বোতাম টিপলেই গেট বন্ধ হয়ে যাবে। সে তেমন কিছু হ্যাপ্পামের ব্যাপার নয়। তিনজনের ডিউটি। পালা বদল করে কাজ করো। আপোষে মিলে মিশে কাজ। কারো শহরে কাজ থাকে তো আর একজনকে বলে গেলেই হলো। তার হয়ে ডবলডিউটি করে দেবে। সকাল আটটা থেকে টানা রাত বারোটা পর্যন্ত একজনই ডিউটি করবে।

বালিগঞ্জ ওয়েস্ট কেবিন থেকে হুকুম হবে—ব্লাটি থ্রি আপ, লাইন ক্লিয়ার—

দেওকীনন্দন ফোন্ ধরে বলবে—হাঁ—হুজুর—

কেবিনম্যানের টেলিফোনটা ছাড়তে গিয়ে হঠাৎ কী যেন একটা সন্দেহ হবে। বলবে—কে রে, দেওকীনন্দন?

—জী হাঁ—

কেবিনম্যান বলবে—কেন, এখন তো মঙ্গল দেওর ডিউটি—মঙ্গল কোথায় গেল?

—হুজুর মঙ্গল কলকাতা গেছে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি, আমি ডবল ডিউটি করছি—

—আর ভূষণ? ভূষণের কোন্ ডিউটি?

দেওকীনন্দন বলে—ভূষণের সেকেণ্ড নাইট হুজুর—রাত বারোটায় আসবে—

আসলে তিনজন গেটম্যান হলেও ভূষণের কথাই বেশি করে বলা। কারণ ভূষণের ডিউটিতেই ঘটনাটা ঘটেছিল। তখনও ছিল তার সেকেণ্ড নাইট ডিউটি। সেবার হলো কী, জেনারেল ম্যানেজার লাইন দেখতে বেরোবে। এমন বছরে একবার লাইন দেখা নিয়ম। সেদিন ইস্টিশান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। স্টেশন মাস্টার সেদিন কাচানো ইউনিফর্ম পরবে, মাথায় টুপি দেবে। মাল-গুদামে সাজানো-গোছানো থাকবে মালের বস্তা। সেদিন ঝক্-ঝক্ তক্‌তক্ করবে প্লাটফরম। একটু ধুলো বালি খুঁজে পাবে না কেউ কোথাও। স্টেশন মাস্টার নিজে বেরোবে দেখতে। আউটার সিগন্যাল ভালো করে চলছে কি না। কেবিনে উঠে লিভার টেনে টেনে দেখবে। জেনারেল ম্যানেজার যদি খুঁত পায় কোথাও তো রিপোর্ট হয়ে যাবে। পার্সোনাল ফাইলে নম্বর পড়ে যাবে। চাকরির উন্নতির রাস্তা চিরকালের জন্যে বন্ধ। সুইপারকে ডেকে হুঁশিয়ার করে দেবে, কেবিনম্যানকে ডেকে সাবধান করে দেবে। সবারই হর্তাকর্তা-বিধাতাপুরুষ আসছে। কারো রেহাই নেই। সঙ্গে থাকবে সব ডিপার্টমেণ্টের কর্তারা। চীফ ইঞ্জিনীয়ার থাকবে, চীফ মেডিক্যাল অফিসার থাকবে। ট্রাফিক ম্যানেজার থাকবে, ডি-টি-এস থাকবে। আরো অনেকে থাকবে। একখানা স্পেশ্যাল ট্রেন ভর্তি বড় সাহেবরা থাকবে। ট্রেনটা বেলেঘাটা ছাড়বে বেলা দেড়টায়। দুপুরের খাওয়া খেয়ে বেরোবে সবাই। তারপর বালিগঞ্জে এসে পৌঁছোবে পৌনে দুটোয়। বালিগঞ্জে হল্ট আছে আধঘণ্টা। আধঘণ্টার মধ্যে ইস্টিশানের যাবতীয় রাজকর্ম দেখা শেষ করে স্পেশ্যাল ট্রেন ছাড়বে দুটো পনেরো মিনিটে। তারপর ঢাকুরিয়া। ঢাকুরিয়ার পর সোনারপুর। এমনি পর পর লাইন দেখতে দেখতে সোজা চলে যাবে ডায়মণ্ডহারবার। সাকুর্লার রেলিয়ে গেছে সাতদিন আগে থেকে। সারা সেকশানে সোর-গোল পড়ে গেছে। যার যা অভাব অভিযোগ এই সময়ে বলবে বড়সাহেবদের। বছরে এই একটা সময়। এই সময়ে কারো প্রমোশন হয়, কারো জরিমানা হয়, কারো নিচু ধাপে নামতে হয়।

ভূষণ কেবিনবাবুকে জিজ্ঞেস করে—এসপেশ্যাল এদিকে আসবে না হুজুর?

কেবিনম্যান বলে—নারে, তোরা যেটে খোলি এধারে, ও ডায়মণ্ডহারবারের দিকে যাবে প্রথমে, তারপর যাবে লক্ষ্মীকান্তপুর—

—আর বজবজ সেকশান?

কেবিনবাবু বলে—সে এখনও সার্কুলার পাইনি—

এদিক কথা নেই বার্তা নেই ঝিক ঝিক বুঝেই কোপ। বর্ষাকাল নয় কিছু নয়। সকালবেলাও কিছু বোঝা যায়নি। একটু একটু কুয়াশা মতন ছিল। সকাল আটটার সময়ও অন্ধকার-অন্ধকার ভাব। যত বেলা বাড়তে লাগলো ততই অন্ধকার হতে লাগলো। বৃষ্টি তখনও পড়েনি, কিন্তু ভিজে ভিজে হাওয়া দিচ্ছে জোরে। বেলেঘাটা স্টেশন তবু জমজমাট। ঝেড়ে-মুছে হয়েছে প্লাটফরম। জাঁদরেল জাঁদরেল সাহেবরা এসে গাড়ি থেকে নামলো। কিন্তু জেনারেল ম্যানেজার আর আসে না। হাতঘড়ি, প্লাটফরমের ঘড়ি, সব ঘড়ি মিলিয়ে দেখা হলো। ঘড়ির বড় কাঁটাটা ছটার ঘর পেরিয়ে গেছে। এমন তো দেরি হয় না কখনও।

কিন্তু এসে পড়েছেন তিনি।

বালিগঞ্জের নর্থ কেবিন থেকে কেবিনম্যান ফোন তুলে ধরলে—হ্যাল্লো, কে? লাহিড়ী? কী হলো? জেনারেল ম্যানেজারের কী হলো? স্পেশ্যাল ক্যানসেলড্ নাকি?

ওদিক থেকে উত্তর এল—ওই এসে গেছে, এই এখুনি এল হে, বড়সাহেবদের কারবার, এই লাইন-ক্লিয়ার পেলাম—

ট্রেন ছেড়ে দিলে। লেট করেই ছাড়লো। কিন্তু ড্রাইভার পাকা। আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস চালিয়েছে একদিন।...এই সেবার ডাইসরয়ের স্পেশ্যালও চালিয়েছে। ইঞ্জিনটাও মজবুত। মনের মত বল পেয়েছে—সুতরাং হুস্ হুস্ করে দেখতে-না-দেখতে বালিগঞ্জ এসে পড়েছে। স্টেশনে তখন স্টেশন মাস্টার নিজে লালপাখা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চার বোগির স্পেশ্যাল। ঠিক মাপে মাপে দাঁড়িয়েছে ট্রেনটা। বালিগঞ্জ স্টেশনে নামবে সবাই। সব দেখা-শোনা করবে। মাল-গুদাম দেখবে। স্টেশন দেখবে। গাড়ি থামে রইল কিছুক্ষণ। প্লাটফরমের ওপর জলের ছিটে দেওয়া হয়েছে—ধুলো যেন না ওড়ে।

স্টেশন মাস্টার অভ্যর্থনা করবার জন্যে এগিয়ে গেলেন। আজ তিনি রেলের কোট পরেছেন, টুপি পরেছেন। পরেছেন বুট। স্টেশন মাস্টার।

কিন্তু কেউ নামে না।

কী হলো? হলো কী?

স্টেশন মাস্টার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। চীফ মেডিক্যাল অফিসার বড় বাবু। এদিক থেকে ওদিক সাজানো হাতে ওষুধের শিশি, গলায় স্টেথিসকোপ।

হঠাৎ তারপর আরো ডাক্তার নামলো। একাল বেকাল। অন্ধকার করে এলো। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে দুপুরে বেলা। ঝাপ্‌সা ধারে সবই ঝাপ্‌সা।

হঠাৎ সেনসাহেব নামতেই স্টেশন মাস্টার এগিয়ে গেলেন সাহস করে

বললেন—সার কী হলো ট্রেনসাপেণ্ড করা হবে না?

সেনসাহেব পাবনার ছেলে। অল্পবয়সে যখন নতুন ঢুকেছিল, তখন অসহযোগের মাঝে মাঝে। বেশ সুন্দর বাংলা বলে। স্টেশন মাস্টার তখন সবে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে, অনেক ঘুর-সাঁতার কেটে এখানে তখন সবে এসেছেন। একদিন এই সেনসাহেবই এলেন ডি-টি-আই হয়ে। তখন জাঁদরেল জাঁদরেল সাহেব ছিল রবিনসন। রবিনসন সাহেবের নামে সারা লাইন কাঁপতো। এক-একদিন সকাল বেলা ডিউটিতে এসেছেন আর বাড়ি গেছেন রাত এগারোটার পরে। কেবল স্টেটমেণ্ট চাই। ওয়াগনের হিসেব চাও। নানা ফাই, নানা ফরমাজ। হেড-আপিসের জ্বালায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

এই যে বালিগঞ্জ ইস্টিশানের দুপাশে এই ভিড়—এসব তখন কোথায় ছিল! গেটের ধারে গোটা সাতেক দোকান শুধু। একটা দোকান ছিল—পরোটা আলুর দমের। পরোটা আর আলুর দম লোকটা করতো ভালো। বৈঠকখানার বাজার থেকে আলু-কপি বাজার করে নিয়ে আসতো। আর একটা মস্ত কাঠের পিঁড়ির ওপরে ঘি দিয়ে

পয়োটা খেলতো উল্টে হয়ে বসে। ইস্টিশানের পোর্টার গিয়ে এক-একদিন বলতো—দুটো গরম পয়োটা দোঁও—

পয়োটাওয়ালার মাসীটা এখন আর মনে পড়ে না।

—কার জন্যে পয়োটা চাই—কে খাবে গো?

পোর্টার বলতো—মাস্টারবাবু, আমাদের নতুন মাস্টারবাবু—

মাস্টারবাবু তখনও কোয়ার্টার পাননি এখানে। পরিচয়ও জানেনি হোটেল থেকে দুটি পয়োটা খেয়ে দিন কাটছে। আর ওয়েটিংরুমে-এর ছোকরার হাতে দেবার ব্যবস্থা। তা মাস্টারবাবুর নাম শুনে আর সব নিয়ে চায় না সেটা। ডেকেছিল শুধুমাত্র পয়োটা। দিচ্ছে চারখানা। সঙ্গে একখানা আলুর দম ছিল। সেটাই মজুমদারবাবু অবাক।

বলেছেন—কেন দম নিলে না কেন?

মাসীটা বলেছে—দম তোরে কেন দুকতে, দম দেবার কি মুকে আছে ওর।—

—কেন, মজা তোরে দম দেবে না? সন্ধ্যেবেলার খদ্দের বসেছে নাকি?

—দুতোরে পয়োটার দম নিয়ে ও কি আর কিনা টিকিটো কিনে চড়তে পারবে? সৈইকথা বলতে থেকে আলু তাকে কিনে—কেনওদিন তি টিকিট কেটেছে ও পয়োটার দম নিয়ে গাড়ায় গাড়ায় দিয়ে ওর টিকিট আসতে বলবে না?

তখনকার দিনে আকাশ পেছনের ওই সবখানে এমন ঠাঁই কইনে বসেছে, ভিনদেশ হতে যারা কাজে কাম করতে আসে, ওইখানে ফেলাস তাদেরে। ওখান থেকে এসেকার সেই কালিপদোর ছেওড়াদের মধ্যে যারা পড়ে পড়ে ভালো। জানতেন মাস্টার মাঝে মাঝে পড়ে পড়ে কাজে ঢুকে যেতে পথ। সবধার পর ওদিকে যেতে শুরু করতে সন্ধ্যের আগে ছুটি নিয়ে ফেলতে ওদিকে। সেই থাকায় মজুমদারবাবু তখন ইচ্ছে হয়ে ওখানে যে আসে আসতো। সেই সময়ে আসে সাহেব পড়িয়েকে এসেছিলেন জন্যেই ইস্টিশানের সন্ধান নিতে। তিনিই প্রথম বলেছিলেন—কলিপটো থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত ট্রেন চলবে শিগগীর—

বালিগঞ্জ স্টেশনের কামরাটার মধ্যে তখন মজুমদারবাবুর সামনে কাজের পাহাড়। কোনওদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। টেবিল ভর্তি কাগজ-পত্র ফাইল। কোন্ কাজটা আগে করবেন তার ঠিক নেই। একপাশে ইনভয়েস, একপাশে ইনডেন্টিনিটি বন্ড—চোখে মাকে তখন দেখতে পাচ্ছেন না। রবিনসন সাহেব জীবনের লোক ছোক, মজা-সজা ছিল তার। গড়িয়াহাটার লেভেল-ক্রসিংএ দেখেন তাঁর কুকুরটাকে সাপে কামড়াবার পর আর এখানে থাকলেন না—ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেলেন। সেই জায়গায় এল ঘোষাল সাহেব। বাঙালী হলে কী হবে। একেবারে জাত-বন্ধুনাইস। হোক একজনের চাকরি না খেয়ে অন্য জন গ্রহণ করতো না ঘোষাল সাহেব। করলা-ঘাটের হেড-অফিসে গিয়ে কতদিন দেখা করতে গিয়ে দেখেছে দেখাল-সাহেব চীৎকার করছেন—গেট আউট—গেট আউট—

গড়িয়াহাটার লেভেল-ক্রসিং-এ একবার একটা লোক কাটা যায়। সন্ধ্যা দিতে চলেছিল মজুমদারবাবুকে সঙ্গে ছিল গেটম্যান কুরুম। আর কোকিলমণি কয়লা-কুলি। তিনজনেই হেড-অফিসের ঘোষাল-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ঘোষাল সাহেবের ওপরই চার্জ দিয়ে করেছিল তিনজনের। এক-কামরার ছোটখাট তিনজনের চাকরি চলে যেত।

টেবিল ফ্যানে ঘোষাল সাহেবের ঘরের ভিতর দেখতেই ঘোষাল সাহেব চীৎকার করে উঠেছিল—গেট আউট, গেট আউট—

গেট আউট-ই ছিল ঘোষাল সাহেবের বুলি।

করালীবাবু বলেছিল—এত সাহেব মরে আর ঘোষাল সাহেব মরে না রে—

কুরুম বলেছে—রবিনসন সাহেব ভালো লোক ছিল মুকুরে—রবিনসন সাহেবের মেমসাহেবও ভালো ছিল সেই সাহেব থাকায় আজ তার জন্যে আমি যে মেম-সাহেবের পা জড়িয়ে ধরতুম দিনে—

বাইরে কোলাহলের আওয়াজ শুনেই বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। সব সাফ-সুতরো চেহারার ভিতরে ভিতরে। ফিতেদার মার্কা পরনে। চোখে চশমা ঝুলিয়ে রয়।

করালীবাবু এখানে ঘোরাঘুরি করছেন বলে, ঘোষাল সাহেব ডাক করেছেন—

মজুমদারবাবু এগিয়ে গেছিলেন—আমরা ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিলাম, গড়িয়াহাটা লেভেল-ক্রসিং এর কাজ-ওয়ার্ক সেক্রেটার জন্য।

তিনি বলেছিলেন—তা তখন এনকোয়ারী হয়ে তখন অফিসে, এখন যান—

বলে আবার ভেতরে চলে গিয়েছিলেন তিনি।

করালীবাবু বলেছেন—একে চিনতে পারলেন তো মাস্টার মশাই—

—না তো!

করালীবাবু মুচকি হাসলেন।

বলেছেন—আরে চিনতে পারলেন না—ইনিই তো সেই ইয়ে—ঘোষাল সাহেবের ইয়ে—

যাক গে, ওসব ব্যাপারে নাক না গলানোই ভালো। সেই একদিনের একটুখানি দেখা। বড় সাহেবদের ঘরের ব্যাপার নিয়ে মাথা-ঘামানোর অভ্যেস মজুমদারবাবুর নেই। মজুমদারবাবুর নিজের ঘরের ব্যাপার নিয়ে কে মাথা ঘামায় তার ঠিক নেই। চাকরি করতে এসেছেন পোর্টের সঙ্গে, চাকরিটা বজায় থাকলেই হলো। তবে সেই বালিগঞ্জের জঙ্গল কেটে তাঁরই চোখের সামনে অহর্নিশ গাড়ির উঠানো-নামানোর তাণ্ডব তিনি চোখ পাননি। তবে কেউ হলো তাও জানতে পারেননি। একদিন বেড়াতে বেড়াতে ওদিকপানে গিয়ে সব দেখে শুনে তো অবাক। সেই লেভেল-ক্রসিং আর চেনা যায় না। বৃন্দাবনের মন্দির হয়েছে একটা। কত বাড়ি হয়ে গেছে। হাঁ করে চোখ চেয়ে দেখতে লাগলেন। প্রথমে বালিগঞ্জ স্টেশনের পর একবার সাউথ কোকিল-ব্রিজে চড়েছিলেন—তারপর পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন লেভেল-ক্রসিংটা পর্যন্ত। তারপর ওদিকে আর যাবার প্রয়োজনটি হয়নি। ভুবন সেখানে কোলাখানটা রবিনসন সাহেবের কুকুরের সঙ্গে কামড়া-ছিল—সেকোলাখানটা মাটির ওপর বসেছিল মেমসাহেব। তার সে-সব সাহেবই ছিল আকাশ। তবু সেখানে মন মানুষ ছিল, তাদের সঙ্গে ছিল, বাবুদের বাড়ির খবর নিত।

করালীবাবু বলেছে—আমার মেয়ের বিয়ের সময় অসমর্থ সাহেব কলকাতা থেকে বড়ি থেকে গিয়েছিল জানেন মাস্টার মশাই—আপনি তখন আসেন নি—

ভুবন বলেছিল—রবিনসন সাহেবের মেম-সাহেবের সেখানে যুকুরে আছে, কী চেহারা, যেন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ—

মজুমদারবাবু বলেছেন—আমাদের মেম-সাহেবও কোন ভাক করলেন—গাড়ীদের ছেলে কি না পাহর দাদাটা বোঝে—

না দেখে কেন পর্যন্ত মেম সাহেবই বলিয়ে দিয়েছিল সবাইকে।

ঘোষাল সাহেবের পাকের ব্যবস্থানই মেম সাহেবের ঘর। মেমসাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেন—এখানে কী করছেন আপনারা—

মজুমদারবাবু বলেছেন—সেই হন-ওভার বুঝিয়ে নিয়ে একবার ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি মার—

—আপনি কে.

মজুমদারবাবু বললেন—আমি বালিগঞ্জ স্টেশনের স্টেশন মাস্টার, আর এই হলো গড়িয়াহাট সেভেন-ক্রসিংএর গেটম্যান ভূষণ, আর এ হচ্ছে সাউথ কেবিনের কেবিনম্যান করালীভূষণ সরকার—আপনি যদি ঘোষাল সাহেবকে একটু বলে দেন সার।

—আপনারা ঘোষাল-সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছেন নাকি?

মজুমদারবাবু বললেন—দেখা কী করে করবো সার, ওঁর ঘর থেকে কে একজন বেরিয়ে এলেন, ওঁর পি-এ বোধহয়...

সেন সাহেব বাধা দিয়ে বললেন—বুঝতে পেরেছি, আপনারা চলে যান, আমি চেষ্টা করে দেখি কী করতে পারি—বাড়ি যান এখন—

তা সেবার সেই সেন-সাহেবের জন্যেই বিপদটা কেটে গিয়েছিল। সেন-সাহেবের জেরার জোরে সেবার একেবারেই খালাস পেয়ে গেলেন তিনজনেই। ভূষণ বাইরে এসে সেন-সাহেবের পা জড়িয়ে ধরলে।

বললে—হুজুর, আপনি আমার মা-বাপ হুজুর, আপনার মঙ্গল হবে হুজুর, ভগবান আপনাকে অনেক দেবে হুজুর—

সেন-সাহেব অতি কষ্টে পা ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন—ছাড় ছাড় পা ছাড় ভূষণ, পা ছাড়, আমি কে, আমি কেউ না—

ছোকরা সাহেব, কিন্তু বাপের বেটা বটে। সেন-সাহেবের কাছে যে গেছে, সেন-সাহেবকে যে ধরতে পেরেছে তেমন করে, সে আর খালি হাতে ফেরেনি। সাহেব বটে সেন-সাহেব। সারা লাইনময় সেন-সাহেবের প্রশংসা। ওদিকে রাণাঘাট, বনগাঁ, শিলিগুড়ি, ঢাকা, ময়মনসিং থেকে শুরু করে শেয়ালদা'র সব স্টাফ একবাক্যে সেন-সাহেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সত্যিই সাহেবের বয়েস কম, এখনও বেশি দিনের চাকরি নয়। সামান্য ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিল হেড-আফিসে। কিন্তু দেখতে দেখতে একদিন ডি-টি-আই হয়ে গেল। রবিনসন সাহেবের বড় পেয়ারের ডি-টি-আই। যেখানেই রবিনসন সাহেব যাবে, সঙ্গে যাবে ডি-টি-আই সেন সাহেব। রবিনসন সাহেব চলে যাবার পর সেই পোস্টে এল ঘোষাল-সাহেব। কিন্তু বেশি দিন টিকলো না ঘোষাল-সাহেব। একদিন চুরির দায়ে ধরা পড়লো। আর সেই সিঁথিতে সিঁদুর পরা মেয়েটি?

করালীবাবু ফোনে বললেন—শুনেছেন মাস্টার মশাই কাণ্ড?

মজুমদারবাবু বললেন—শুনেছি—

—আর শুনেছেন সেই মাগীটার কাণ্ড? সেই যে সিঁদুর পরা, সেই ফরসা মতন মেয়েটা, আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল—তার কী কাণ্ড শুনেছেন?

মজুমদারবাবু বললেন—কই না, শুনিনি তো কিছু—

—তা না-শুনেছেন তো শুনে আর কাজ নেই। পরে সবই শুনতে পাবেন, পরে সবই জানতে পারবেন। শুধু আজ বলে নয়, এমন ঘটনা চিরকালই ঘটে। চিরকাল ধরেই ঘটে আসছে। লাইনের একমুড়ো থেকে আর একমুড়ো পর্যন্ত সেই প্রসঙ্গই চলতে লাগলো কদিন ধরে। একদিন লেট ইঞ্জিন-কেবিন-ওয়াগন লাইন ক্লিয়ারের মাঝেও আবার রোমান্সের মশলার গন্ধে কেরানী-ভবন মুখর হয়ে ওঠে। সেন রসিয়ে রসিয়ে পান চিবোতে চিবোতে শেয়ালদার কন্ট্রোলরুমে, ক্যাবিন-ঘরে, প্ল্যাটফরমে আলোচনা চলতে লাগলো। তারপর সেই স্টাফ এসে পৌঁছলো একেবারে গড়িয়াহাট সেভেন-ক্রসিং এর গুমটি ঘরে। তখন সেকেণ্ড নাইট ডিউটি করছে ভূষণ...

কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক।

তা কোথায় গেল সেই ঘোষাল-সাহেব, আর কোথায় গেল সেই সিঁদুর পরা মেয়েটা। রবিনসন সাহেব গেছে, ঘোষাল-সাহেবও গেছে। এখন এতদিন পরে সেই জায়গায় এসেছে সেন-সাহেব। কতদিন সেন-সাহেব ঢাকা না শিলিগুড়ি কোথায় বদলি হয়ে গিয়েছিল। এখন এসেছে ডি-টি-এস হয়ে। এই এতদিন পরে।

হঠাৎ এতদিন পরে সেই সেন-সাহেবকে দেখে মজুমদারবাবু এগিয়ে এলেন।

বললেন—কী সার, কেউ নামছেন না কেন?

সেন-সাহেব বললেন—না, স্পেশ্যাল যাবে না আজ, জেনারেল ম্যানেজারের শরীর খারাপ,—আপ-গাড়ির লাইন ক্লিয়ার দিতে বলুন—

অভাবনীয় কাণ্ড! এমন কাণ্ড ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। স্পেশ্যাল ট্রেন ফিরে গেল আবার। আবার ঢিলে-ঢালা কাজ। সারা লাইনময় খবর চলে গেল টেলিফোনে। ডায়মণ্ডহারবার লক্ষ্মীকান্তপুর সবত্র। ট্রেন ক্যান্সেলড্ হয়ে গেছে। জেনারেল ম্যানেজারের অসুখ। আবার খাটি খি আপ এল। আবার টুরেন্টিওয়ান আপ এল, আবার নাইনটিন আপ এল। ডাউন ট্রেনও আসতে লাগলো পর পর। আবার গড়িয়ে চললো চাকা। ওয়াগন আর ইঞ্জিন, লাইন-ক্লিয়ার আর লাগিটে। আবার মুভেলিং ইয়ারডে' লাগিং ইঞ্জিনের কোসকোসানি শুরু হলো—

বেলেঘাটা থেকে ফোন এল ক্যাবিনে—স্পেশ্যাল কী হলো হে—ছেড়েছে?

বালিগঞ্জ থেকে উত্তর এল—নাহে, লাইন ক্লিয়ার দিতে হবে ডাউন স্পেশ্যালের—

—কেন?

—স্পেশ্যাল ক্যানসেলড্!

—দূত্তোর কলা-কচুপাড়া খেলে যা—

বলে ঘড়াং করে রিসিভারটা টেনে দিলে গায়ের জোরে।

স্পেশ্যাল চলে গেছে অনেকক্ষণ! স্পেশ্যালের সঙ্গে অন্য সবাই-ই চলে গেছে। চীফ মেডিক্যাল অফিসার, চীফ ইঞ্জিনীয়ার—কেউ বাকি নেই।

মজুমদারবাবু হঠাৎ সেন সাহেবকে প্রশ্ন করে বসলেন—সার, আপনি ফিরে এলেন?

সেন-সাহেব সেন খাতমত খেয়ে গেলেন। বালিগঞ্জ স্টেশনমাস্টারের একেবারে সোজা প্রশ্নে একটু একটু ঘাবড়িয়েছিলেন।

বললেন—না আমার এদিকে একটা কাজ ছিল—

মজুমদারবাবু আর কিছু না বলে চলে গেলেন। তারপরে আর কিছু জানেন না তিনি। তাঁর ডিউটি শেষ হয়ে যাবার পর তিনি বাড়ি চলে গেছেন। পরে শুনেছেন সব ঘটনাটা। শুনে চমকে উঠেছেন।

আর সেনসাহেব তখন আস্তে আস্তে সেই অন্ধকারের মধ্যে মিশে পড়েছেন। চারিদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার। হঠাৎ মনে হলো যেন তাঁর চোখের সামনে দরজার খিলটা টেনে দরজাটা হঠাৎ করে খুলে দিলে অন্ধকার, আর একটা ভালোবাসা গন্ধ তাঁর হৃদয় ধরে টানলো।

অঘোরবাবু বললে—দেখছি তো মুখ-পোড়া, দেখছি তো?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এত ঘড়া ঘটি বাটি তুমি কী করবে অঘোরদাদু?

অঘোরবাবু বললে—আমি বেচবো রে মুখপোড়া, আমি বেচবো, বেচলে অনেক টাকা হবে—

দীপঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করলে—এত টাকা কড়ি নিয়ে কী হবে তোমার অঘোর-দাদু? কী করবে তুমি?

অঘোরবাবু রেগে গেল। রেগে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠেছে।

বললে—টাকা-কড়ি নিয়ে কী হয় রে মুখপোড়া? কী হয়? বড় হলে বুঝবি—সব হয়, কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়, সব কেনা যায় কড়ি দিয়ে—

(ক্রমশঃ)


শুষ্ক মূলারিষ্ট

শ্লোথরোগে সমস্ত শরীর ফুলিয়া হস্তীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইলেও ৩ দিনে শ্লোথ দূর করে। মূল্য ১৷৷০ টাকা। কবিরাজ শ্রীঅভয়পদ রায়, ১৯৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কে, হোড়ের কণক পাউডার

# যে পত্নী অর্ধাঙ্গিনী নয়

সুধাংশু ঘোষাল

পত্নীকে অর্ধাঙ্গিনী বলে। তবে পত্নীকে যে অর্ধাঙ্গিনী হতেই হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ আজও পর্যন্ত দিতে পারেনি। অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলতে কোন ভুল হবে না। মনুষ্যেতর শ্রেণীর সহধর্মিণীকে অর্ধাঙ্গিনী বলতে কোন দ্বিধা নেই, নৈতিক-গত বা প্রতীতিগত বাধা নেই। তবে এর ব্যতিক্রম যে কোথাও নেই একথা গলাবাজি করে বলা শক্ত বৈকি। দুনিয়ায় এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের জীবনযাত্রা তলিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঐ প্রাণীগুলির পুরুষেরা কোনদিন তার সহধর্মিণীকে অর্ধাঙ্গিনী বলে ডাকতে পারবে না। কারণ ঐ প্রাণীগুলির স্ত্রী সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা আকারে বড়ো। কাজেই সংশোধনের অর্থ নিয়ে বিচার করলে জন্তুজগতে পুরুষটির পক্ষে বিপত্নীক স্ত্রীকে একটি নিষ্কলঙ্ক মিথ্যা বলে সম্বোধন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, একথা প্রমাণ করবার দরকার নেই।

গভীর সমুদ্রে এক ধরনের মাছ (coeratoid angler fish) বাস করে, যাদের ক্ষেত্রে স্ত্রী মাছটি পুরুষ অপেক্ষা প্রায় ১৪।১৫ গুণ বড়ো। একজন বলশালী স্ত্রীলোকের পাশে একটি রুগ্ন পুরুষ রোগা মিলে যেমন দেখায়, স্ত্রী মাছটির পাশে পুরুষ মাছটিকে ঠিক তেমন দেখায়। সমুদ্রের কোন কোন জায়গা এত গভীর যে, সিনবৃদ্ধুর পর্যন্ত সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে এই বিদঘুটে মাছের বাস। ডিম হতে জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গে এক বা একাধিক পুরুষ মাছ কোন স্ত্রী মাছের পেট বা বুকের কাছের চামড়া মুখে করে কামড়ে ধরে। কোন জাহাজের সঙ্গে বোট বেঁধে দিলে বোটটি যেমন জাহাজের সঙ্গে চলাফেরা করে, তেমনি স্ত্রী মাছটির দেহ-সংলগ্ন পুরুষেরা স্ত্রীর সঙ্গে সর্বত্র যাওয়া আসা করে। এভাবে আঁকড়ে ধরার জন্যে কিছু দিনের মধ্যে পুরুষ মাছটির মুখের মাংস ও স্ত্রী মাছের দেহের মাংস একসঙ্গে মিশে যায়। এই অবস্থায় পুরুষটির পক্ষে স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলে সম্বোধন করায় বাধা আছে। কারণ, প্রথমত, স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা অনেক বড়ো; দ্বিতীয়ত পুরুষের ঠোঁটটি স্ত্রী দেহে মিশে যাবার ফলে (যদি এ মাছ রূপকথার মাছের মতো কথা বলতে পারতো তবুও) পুরুষের পক্ষে ঠোঁট নাড়িয়ে একটা কথা পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়। ভাগ্যে বাসনপত্র ধার-কাজ দিয়ে জুড়ে দেবার পর খণ্ড অংশটা যেমন পৃথক করা যায় না, এখানেও তেমনি ছুরি দিয়ে না কেটে স্ত্রী মাছটির দেহ হতে পুরুষকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। অবশ্যটা রাহুর প্রেম-এর মতো। "প্রাণের বাঁধন দিয়েছি প্রাণেতে দেখি কে খুলিতে পারে।" এ বাঁধন খোলা সহজ নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে গভীর অন্ধকারে ডিম হতে জন্মবার কিছুক্ষণ পরে যে স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষদের বিবাহ হয়েছে সেখানে মন কষাকষি হলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ হবার কোন ভয় নেই। পুরুষটির জননেন্দ্রিয় ছাড়া অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যাবে। পুরুষটির পক্ষে স্ত্রী ত্যাগ করা সম্ভব নয়, কাজেই স্ত্রীর সহযোগ ভিন্ন সে খাদ্যদ্রব্য খেতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয়, স্ত্রীদেহ হতে রক্ত পুরুষদেহে সঞ্চারিত হয়, আর সেই রক্তের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ হয়ে থাকে স্ত্রীমুখাপেক্ষী পুরুষ মাছটির দেহে। একথায় স্ত্রী সিস্টার্নিক নিজের জন্য ও স্বামীর জন্য খাওয়া-পরা বাসপ্রশ্বাস কার্য চালিয়ে থাকে। ফেলান ও কম্পটন এ ধরনের বিভিন্ন মাছের অদ্ভুত জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। স্ত্রীর গলগ্রহ হয়ে থাকার ফলে পুরুষেরা তাদের মাতার কাটবার স্বাভাবিক ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। কাজেই ধরি শক্তি-হীন পতির অর্থাতির গতি বা অন্যের যষ্টি হচ্ছে পত্নী। পুরুষগুলির এক বাসনা "চিরকাল তোরে ধরে আঁকড়িয়া কঠিন কোতুহলে।" বসন্তে শীতে নিদ্রে নিশীথে পুরুষগুলি স্ত্রীর পিনিয়াকলের সঙ্গী। এদের মরজগতে জীবনযাত্রা এক-সঙ্গে, আবার পরলোকেরও একসঙ্গে, কারণ, স্ত্রী হরদিন বাঁচে পুরুষ ঠিক তত-দিনই বাঁচে ও স্ত্রী মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরও মৃত্যু হয়। এই বিশেষক্ষেত্রে যেমন বিবাহবিচ্ছেদ হবার ভয় নেই, তেমনি সধবা স্ত্রীর পক্ষে বিধবা হবার, অথবা পত্নীবিহলন পতির বিপত্নীক হবার কোন আশঙ্কা নেই।

উপরের মাছগুলির ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামী হতে বড়ো হলেও স্ত্রী স্বামীর কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু প্রাণিজগতে এমন কয়েকটি প্রাণী আছে, যাদের মধ্যে বিশাল স্ত্রী কৃশ ও দুর্বল স্বামীর উপর অত্যাচার করে। এমনকি, স্ত্রীর করাল স্বামীর মৃত্যু কোথাও কোথাও এক নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। মকড়সাকে এমন একটি উদাহরণ হিসাবে সমানে দাঁড় করানো যেতে পারে। অধিকাংশ

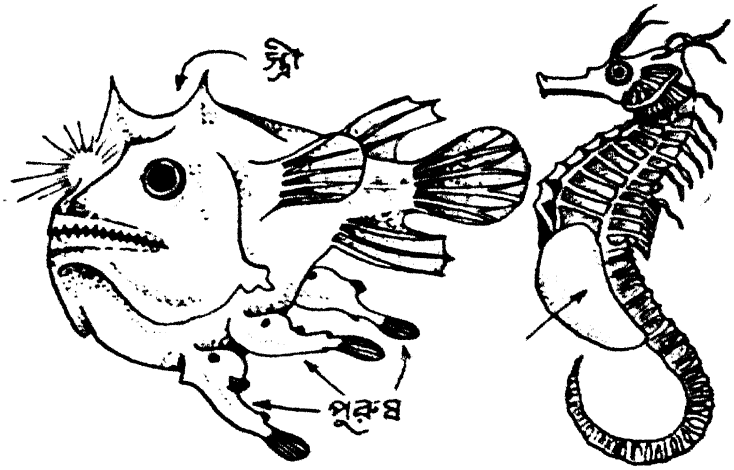


বাঁদিকের ছবিতে এক বিশালকায় স্ত্রীমাছের দেহের চামড়া আঁকড়ে ধরে আছে তিনটি ছোট ছোট পুরুষমাছ। এদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হবার কোন ভয় নেই। স্বামী-স্ত্রীর শ্বাস-প্রশ্বাস, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া—এমন কি মৃত্যুও একসঙ্গে। ডানদিকে, পুরুষ "সামুদ্রিক ঘোড়ার" পেটের এক থলিতে (তীর চিহ্নিত) ডিম হতে শাবকের জন্ম হয়। এদের উলঙ্গ স্ত্রী হচ্ছে নিষ্কর্মা

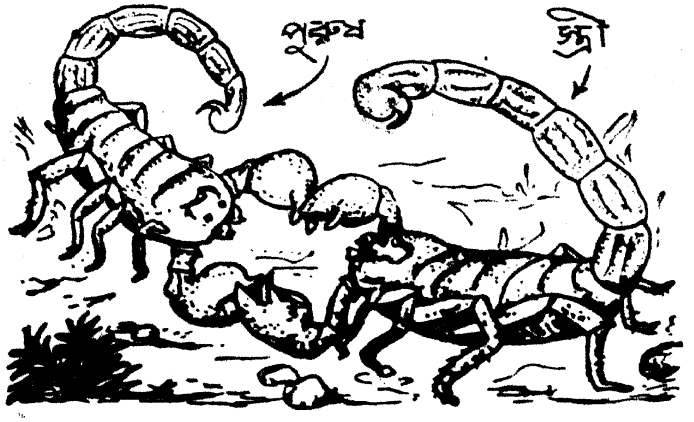


পুরুষ ও স্ত্রী কাঁকড়াবিছার যুগলনৃত্য।

মাকড়সার স্বামীর আকার ও অবয়ব স্ত্রীর তুলনায় যথেষ্ট ছোট। এদের জীবনযাত্রাও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এক মাকড়সার নাম "কালো বিধবা মাকড়সা" (Black Widow Spider)। স্ত্রী মাকড়সাটি পুরুষের প্রায় চারগুণ। এরা খুবই বিষাক্ত। নিজের ডিম ও সন্তান রক্ষা করার সময় উত্তেজিত অবস্থায় স্ত্রী মাকড়সা যে কোন মানুষকে পর্যন্ত আক্রমণ করতে পিছপা হয় না। বিষটি এই কৌতিকর যে বিষক্রিয়ায় স্নায়ুমণ্ডলী আক্রান্ত হতে পারে, ফলে সাময়িকভাবে অঙ্গবিশেষের অনুভূতিশক্তি লুপ্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে পেশীতে যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট, শ্রমবিমুখতা ও মানসিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। যদিও এই মাকড়সা আক্রান্ত মানুষের মৃত্যু হয় না, তবুও উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য না নিলে বিষক্রিয়া সপ্তাহকাল পর্যন্ত চলতে পারে।

প্রজনন ঋতুতে অন্যান্য মাকড়সার মতো এই স্ত্রী মাকড়সাটি যেন মূর্তিমতী নিজের জালের কেন্দ্রে অভিমানীর মতো বসে থাকে চুপ করে। এবারে কাদের মনভঞ্জনের পালা। পুরুষ মাকড়সাটি কেমনভাবে বুঝতে পারে স্ত্রী মাকড়সাটি অধীর আগ্রহে তারই জন্যে অপেক্ষা করছে। সে ধীরে ধীরে জালের প্রান্ত হতে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সামান্য কিছুদূরে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায় এবং তারপর স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে জোরে পা ফেলে পূর্বস্থানে ফিরে আসে। মনে হয় সে যেন পত্নীর সলজ্জ সম্মতি চাহনির মাঝে ধরা পড়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে পুরুষ আবার স্ত্রীর দিকে চলতে থাকে। এবারে সে স্ত্রীর আরো কাছে গিয়ে পৌঁছায় এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আবার পূর্ব স্থানে ফিরে আসে। মাকড়সাটি এভাবে বার বার আসা যাওয়া করে এবং প্রতিবারে আগের তুলনায় ক্রমশ স্ত্রীর কাছে এগিয়ে যেতে থাকে। পূর্বরাগের ব্যাপার আর কি? শেষে সাহসে ভর করে পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়। তারপর আগের মতো পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্ত্রীমাকড়সা ছাড়বার পাত্রী নয়, সে পুরুষটির পিছু পিছু ধাওয়া করে। ফলে ভগ্ন জেবের ফল রণিণনীর হাতে অপমৃত্যু। স্ত্রীমাকড়সাটি পুরুষটিকে ধরে খেয়ে ফেলে। এভাবে স্ত্রীর প্রচণ্ড ক্ষুধার আগুনে নিজেকে আহুতি দিয়ে পুরুষকে ক্ষান্ত হতে হয়। অপরার অমর তুলনায় এদের কাণ্ডকারখানা একেবারে উল্টো। অমরা বিয়ের সময় বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে মাছ মাংস খাইয়ে থাকি। এদের মধ্যে এসব লৌকিকতার বালাই নেই। বিয়ের শুভলগ্নে স্ত্রীর পক্ষে শুদ্ধ, নিরীহ গোছেরই স্বামীর পক্ষে বুদ্ধি বা অশুদ্ধ স্ত্রীমাকড়সা কাউকে মাছমাংস খাওয়ায় না। বরং নিজে খায়। এ মাংস পাঁঠা বা ছাগলের নয়, নিজের স্বামীর। এই অকালবৈধব্যের জন্যে দায়ী স্ত্রীমাকড়সা নিজেই, তাই তার নাম কালো বিধবা মাকড়সা।" বিয়ের রাতে উত্তেজনাভরা মুহূর্তেই যে সিঁদুর টিপটি সে পরেছিলো প্রচণ্ড বুভুক্ষা আর সমাদরে রীতির নেতাই নিয়ে সিঁদুর টিপটি সে নিজেই মুছে ফেলে। স্বামীকে হত্যা করে ডিমপাড়ার পর বিশ্বস্তঘাতিনী একটিবারও ভেবে দেখে না যে, ডিম হতে যে বাচ্চা বের হবে তারা কোন দিনও তাদের বাবার কোন হদিশ পাবে না। তবুও স্ত্রী-মাকড়সার ঠিকুজিতে বহুবিবাহ আর বহুবৈধেবাযোগের ছড়াছড়ি।

কাঁকড়া-বিছার ক্ষেত্রেও স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা কিছু বড়ো। এদের প্রজনন ঋতু হচ্ছে গ্রীষ্মকাল। বিকালে বা সন্ধ্যায় এরা গর্ত ছেড়ে বাইরে হাওয়া খেতে বের হয়। পুরুষ বিছার সঙ্গে স্ত্রীর দেখা হলে পুরুষ থমকে দাঁড়ায় না, অথবা পুরুষ মাকড়সার মতো পালিয়ে যাবার কোন চেষ্টা পর্যন্ত করে না। বরং সে ধীরগতিতে স্ত্রী-কাঁকড়াবিছার কাছে এগিয়ে যায়। দুজনে আনন্দে বেশ কিছুক্ষণ নাচানাচি বা মাতামাতি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা লেজের প্রান্ত উপরে উঠিয়ে কিছুক্ষণ লাঙ্গুলনৃত্য করে। কখনো-সখনো এদের লেজের ডগা পরস্পরকে স্পর্শ করে। লেজের ডগায় হুল থাকলেও নাচাকালীন অবস্থায় একজন অপরকে আক্রমণ করতে, ও হুল ফোটাতে চায় না। এতক্ষণ এরা সামনাসামনি পরস্পরের দাঁড়া ধরে নাচা করছিলো। এবারে যুগলনৃত্য থামিয়ে পুরুষ স্ত্রীকে তার গর্তে আনতে উদ্যত হয়। এরা যদি আপনার আমার মতো কথা বলতে পারতো, তবে হয়তো বা তাদের ভোকের রেসিং ছাড়ে, না হয় বলিউডের লেকের চক্র ছুঁয়ে রাজেশ খান্না ও ববকে সাক্ষী রেখে প্রপোজ করে বসতো। বিবাহ হবে বা অন্যথায় হুমকি দেখিয়ে হাত দুটি ধরে সাত ঘোরার অনুরোধ জানাতো। হাত নেই, কণ্ঠ নেই। পুরুষ স্ত্রীকাঁকড়াবিছার দাঁড়া ধরে পিছু হাঁটতে হাঁটতে কোন গর্ত বা ফাটলের দিকে চলতে থাকে। কিছুদূরে গিয়ে স্ত্রী বিছাটি এমন ভাব দেখায় যে, মনে হয় তার আর যাবার ইচ্ছা নেই। পুরুষটি আবার দাঁড়া ধরে স্ত্রীকে চলতে বাধ্য করে। স্ত্রী অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভঙ্গি দেখায় খানিকদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আসল অবশ্য হয় সাধসোধের পালা। এভাবে অনুনয় ও বিনয়ের পরস্পরকে দুজনের ঘটতে থাকে শেষ পর্যন্ত দুজনে কোন গর্ত বা কোন নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করে। তখন অন্ধকার চোখ হতে সহস্রের "শুধু তাই কাছাকাছি দুটি জনপ্রাণী অসীম নিরালায়।" এ সময়ে ডিমের উদ্ভব হলেও স্ত্রী কাঁকড়াবিছা ডিম পাড়ে অবশ্য ৩।৬ মাস বা বছরখানেক পরে। হাঁস, মুরগী যখন ডিম পাড়ে তখন তার মধ্যে কোন পূর্ণাঙ্গ শাবক থাকে না। কিন্তু কাঁকড়াবিছা যে আবরণযুক্ত ডিম দেয়, তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা থাকে। এদিক হতে বিচার করলে এখানে "ডিম পাড়া" কথাটা বিজ্ঞানসম্মত হবে না। ডিম দেবার পর স্ত্রী-বিছা নখ ও দাঁড়ার সাহায্যে আবরণটি ছিঁড়ে ফেলে ও বাচ্চাগুলি বেরিয়ে আসে ও সড়সড় মায়ের পিঠে আশ্রয় নেয়। প্রায় ৩।৬ দিন মায়ের পিঠে আরো লুঠে নেবার পর তারা নীচে নেমে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করে। শাবক জন্মের পর পরিত্যক্ত আবরণ বা খোলসটি স্ত্রী-বিছা কখন কখন খেয়ে ফেলে।

পুরুষ কীটড়াবিছাটি যখন নহ অনুনয়-বিনয় করে আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে স্ত্রীকে গর্তের ঢিলে নিয়ে যায় তখন সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে না যে এভাবে সে খাদ্য কোটে কুমীর আনন্দে। পুরুষ একবার গর্তে প্রবেশ করার পর একদিন পরে আপনি ঢাকা হয়ে যায় গর্তটা অনুসন্ধান করলে তবে স্ত্রী-কীটড়াবিছাকে দেখতে পাবেন কিন্তু পুরুষকে দেখতে পাবেন না। তার বদলে পুরুষ কীটড়াবিছার পেছন ও পায়ের কয়েকটা টুকরো হয়ত ইতস্তত ছড়ানো দেখবেন। এবারে অনুমান যে ঘটনা বা দুর্ঘটনার ফলে পুরুষের অন্তর্ধান হয় তা দেখা যাক। ব্যাপারটা এই, পুরুষ যখন তার সঙ্গিনীকে নিয়ে গর্তে প্রবেশ করে, তখন পরস্পর মিলনের পর সে সঙ্গিনীকে দুটি ধারালো দাঁতের সাহায্যে হত্যা করে ফেলে। স্ত্রী দেহ পরিবর্তনে পরিপুষ্ট হয়ে উঠলে পর তাকে ভক্ষণ করে। সত্যকুটুম্বিনী পায়ের কাছে মনে হয় কিসের লোভে বিয়ে করতে পরিপুষ্ট হয়েছে কিন্তু স্ত্রী কীটড়াবিছাকে দেখাই বিয়ে করে মনে হয় যেন সে নিজেই স্বেচ্ছায় তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। যখন কোন পুরুষ বিছা স্ত্রীকে আহ্বান করে গর্তের ভিতরে বসে হয় তখন যদি অন্য কোন পুরুষ বিছা এসে পড়ে তবে সে ও স্ত্রী কীটড়াবিছাকে আক্রমণ করে তাকে ছুটে আসে। দুই কীটড়াবিছার আরম্ভ হয় লড়াই ও মারামারি। দ্বিতীয়াগতকে পায়ের কাছে সুস্থ উপস্থিতের কারণ। অবশ্য বিছার সঙ্গে সাধারণ কীটড়াবিছার তফাৎ ও পার্থক্য দেখতে। পুরুষ কীটড়াবিছার সাধারণ হচ্ছে যেকোন আগে প্রবল কীটড়াবিছাকে মেরে ফেলে। কীটড়াবিছার কামড় দিয়ে থাকে।

পুরুষ বাদুড়ও এই ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপত্র এবং সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এক পতঙ্গের নাম টিমেমা (Timema), যার স্ত্রী পতঙ্গটি পুরুষের প্রায় দেড়গুণ। প্রকৃতির কারণে অন্যান্য পতঙ্গের মতো এরাও ডিম পাড়ার কাজ করে। মিলিত অবস্থায় পুরুষ ও স্ত্রী কয়েক ঘণ্টা কেন, একদিকে কয়েকদিন চুপচাপ থাকতে পারে। সৈনিক গুবরের (Soldier Beetle) স্ত্রী আকার পুরুষের চেয়ে যথেষ্ট বড়। এ ধরনের বহু উদাহরণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পতঙ্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন শিংপড়ে। (প্রায় ৬,০০০ বিভিন্ন ধরনের শিংপড়ে আছে, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা ১০,০০০ হবার সম্ভাবনা। কাজেই এখানে একটি সাধারণ বর্ণনা দেওয়া হলো।) এক একটি শিংপড়ের গর্তে এক একটি ছোটোখাটো সমৃদ্ধিশালী শহর বলা যেতে পারে। শিংপড়ের রাজ্যে আছে—স্ত্রী, পুরুষ, কর্মী ও রানী। স্ত্রী শিংপড়ের মধ্যে আকারে বড়ো হচ্ছে রানী। তার আকার পুরুষের শিংগুণ হতে বহুগুণ পর্যন্ত হতে পারে। অন্ধকারে সে থাকে। যখন যৌবন এসে ডাক দেয় তখন গর্তের বাইরে বেরিয়ে লঘু ডানায় ভর করে উড়তে থাকে। "নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবন-মদে মত্তা।" উড়ন্ত অবস্থায় পুরুষের সঙ্গে হয় তার মিলন। সে আবার ফিরে যায় তার গর্তে। ডিমপাড়া হয় শুরু। রানী অবশ্য কখনো ডিম পাড়তে পারে না। কিছুদিন ডিম পেড়ে রানী থামে আবার ডিম পাড়া আরম্ভ করে। এইভাবে ডিম পাড়ার কাজ চলে। রানী শিংপড়ে সবচেয়ে দীর্ঘজীবী। পুরুষের জীবন কাল খুব কম। কর্মীর জীবনকাল ঠিক মাঝামাঝি। কোন কোন কর্মী ৫।৬ বছর বাঁচতে পারে। মৌমাছির ব্যাপারে অনেকটা শিংপড়ের মতো। এদেরও নীল আকাশের নীচে মুক্ত বাতাসে অনন্ত বিহার। রানী মৌমাছি যখন ডিম পাড়া আরম্ভ করে, তখন পুরুষ মৌমাছি এ দুনিয়া হতে বহুদূরে পাড়ি দিয়েছে। পুরুষ সংবন্ধে হবার পর রানী একদিনে প্রায় এক হাজার—দেড় হাজার ডিম দেয়। আমাদের দেশে আমরা যে মৌমাছি দেখি, তাদের স্ত্রী ২।৩ বছর বাঁচে। আমেরিকার এক মৌমাছি আছে, যাদের রানী ১৫ বছর বা আরও বেশীদিন বাঁচে। বোলতা ভীমরুল ও উইপোকার খবর একই রকম।

প্রজাপতি ও মথের ক্ষেত্রেও এমন উদাহরণ বিরল নয়। আমেরিকার অধিবাসী এক স্ত্রী মথ পুরুষের প্রায় দেড় গুণ। প্রজননকালে স্ত্রী পুরুষের খোঁজে বাতে


অবধূত বিরচিত

শ্রেষ্ঠ পাঁচখানি বই

বহুরীহি ৪॥

দুই তারা ২॥

বশীকরণ ৪॥

মরুতীর্থ হিংলাজ ৫,

উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪॥

প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত

ভূদেব-রচনাসম্ভার ৮, রমেশ-রচনাসম্ভার ১০,

বিদ্যাসাগর-রচনাসম্ভার ৮, মাইকেল-রচনাসম্ভার ১০,

বিহারীলাল-রচনাসম্ভার (যন্ত্রস্থ) ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ গল্প ৫॥০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গল্প-পঞ্চাশৎ ৮॥০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
গল্প-পঞ্চাশৎ ৮,

আশাপূর্ণা দেবীর
গল্প-পঞ্চাশৎ ৮,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
গল্প-পঞ্চাশৎ (যন্ত্রস্থ)

বনফুলের
রচনাসংগ্রহ ৭॥০

শরৎচন্দ্রের
নাটীসম্ভার (যন্ত্রস্থ)

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
শ্রেষ্ঠগল্প—৫,

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
শ্রেষ্ঠগল্প—৫,

আশাপূর্ণা দেবীর
শ্রেষ্ঠগল্প—৫,

প্রবোধকুমার সান্যালের
শ্রেষ্ঠগল্প—৫,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠগল্প—৫,

প্রমথনাথ বিশীর
শ্রেষ্ঠ (নিকৃষ্ট?) গল্প—৫,

সুবোধকুমার ঘোষের
শ্রেষ্ঠগল্প—৫,

তারাশঙ্করের
প্রিয়গল্প—৫,

মিত্র ও ঘোষ • ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

হয় না। সে যদি পুরুষের সান্নিধ্য না-ও পায়, তবুও চুপচাপ গাছের ডালে বসে থাকে। নরদী সরমী মরমীর কাছে আর যাই মনে হোক, রাধা কিন্তু অন্তরের ব্যথা নিয়ে চুপটি করে ঘুপটি মেরে বসে নেই। সে এক ফন্দী এঁটেছে। প্রজনন ঋতুতে স্ত্রী মথটির (অন্যান্য বহু স্ত্রী মথের বেলায়ও এটা সত্যি) উদরের কাছের নির্যাস-গ্রন্থি হতে সুগন্ধি রস বের হয়। পুরুষ এ গন্ধ পেয়ে খুঁজতে থাকে স্ত্রীকে। পুরুষ মথটির মাথার শুঁয়ো স্ত্রী অপেক্ষা অনেক বড় ও স্ফীত। অণুবীক্ষণের নীচে পুরুষের শুঁয়োকে বোতল পরিষ্কার করার বুরুশের মতো দেখায়। শুঁয়ো হচ্ছে তার নাক। পুরুষ এই শুঁয়োর দৌলতে স্ত্রীর সন্ধান পেয়ে "আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী" বলে ছুটে আসে। এক পর্যবেক্ষক বলেন যে, গভীর অন্ধকারে পুরুষ নাকি দু'মাইল দূর হতে স্ত্রীর আঘ্রাণ পেয়ে তার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এই নিঃশব্দ গন্ধ আহ্বান ও আত্মনিবেদন বিস্ময়কর বৈকি!

পতঙ্গ ছাড়া ছেড়ে আসুন আবার সাগর জলে যাওয়া যাক। বহু মাছের স্ত্রী পুরুষ হতে প্রায়শ বড়ো হয়। সমুদ্রিক ঘোড়ার (সী-হর্স) মুখ ঘোড়ার মতো, তবুও সে মাছ। ইভা মোলেনা বহু বার নিরীক্ষণ করেছেন, যে স্ত্রী সমুদ্রিক ঘোড়ার সঙ্গে পুরুষের মিলন হয়, তার আকার স্বামী হতে কিছুটা বড়ো। প্রজাপতুরে সামুদ্রিক মাছের ভালোবাসা যেন দিব্যি মাখো মাখো, জমাট, কিন্তু এদের ব্যাপার যেন অন্যরকম। মিলনের পর পুরুষ সামুদ্রিক ঘোড়া পেটের কাছে এক থলি বিশেষে ডিম নিয়ে ঘোরফেরা করে। ডিম হতে শাবকের জন্ম হলে, তারা এই থলি হতে বেরিয়ে পড়ে। এদের স্ত্রী নিষ্কর্মা। তার ডিম ও শাবকের বস্তু নিতে সে নারাজ।

মানুষের ক্ষেত্রে স্ত্রীর তুলনায় পুরুষের আকার যদি খুব ছোট হত তবে অবস্থাটা কি হত, ভাবুন তো!

বোনেলিয়া (Bonellia) সমুদ্রতলের এক অমেরুদণ্ডী প্রাণী। পুরুষের আকার স্ত্রী হতে অনেক ছোট। স্ত্রীকে দেখতে বেগুনের মতো, শরীরের অগ্রভাগ বেগুনের বোঁটার মতো—একে 'শুঁয়ো' বলতে পারেন। এক সময় জলে ডিম ছাড়ে। সে ডিম যদি সাগরের তলায় পড়ে যায়, অথবা কোন স্ত্রীর সাক্ষাৎ না পায়, তবে সে ডিম হতে স্ত্রী বোনেলিয়ার জন্ম হয়। পক্ষান্তরে ডিম যদি সৌভাগ্য-বশত কোন স্ত্রী বোনেলিয়ার সাক্ষাৎ পায় ও স্ত্রীর 'শুঁয়ো' আঁকড়ে ধরে, তবে সে ডিম হতে পুরুষ বোনেলিয়া জন্মায়। স্ত্রী-দেহ-স্পর্শে পুরুষ হওয়া, আর পরশপাথর ছুঁয়ে সোনা হওয়া একই কথা। এই ঘটনার কারণ কি? সম্ভবত মনে হয় স্ত্রী-দেহে এক হর্মোন তৈরী হয়—যা ডিম ও ডিম-উদ্ভূত লার্ভাকে পুরুষে পরিণত করতে সক্ষম। আমরা কারো বুকে ফুটো করে হৃদয়ের মধ্যে আশ্রয় নিতে পারি না। বিশ্বাস করুন, ক্ষুদ্রকায় পুরুষটি স্ত্রীর শরীরের মধ্যে (জননেন্দ্রিয় বা তার কাছে) বাস করে।

উপরের যে প্রাণীর কথা আলোচনা করা হয়েছে, তাদের কয়েকটির ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রীর আকারের পার্থক্য অপেক্ষাকৃত কম। আবার কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামী অপেক্ষা অনেক বেশ বড়। কাজেই ভ্রূণবাদের প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে বলা যায়, একজন অপরের অর্ধাঙ্গিনী নয়। আরও অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ব্যাপার দেখা যায়। মানুষের বেলায় স্ত্রী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী নয়—এমন অভিযোগ আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু ভাবুন তো যদি আমাদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর দৈর্ঘ্য পুরুষের দ্বিগুণ, তিন গুণ, এমন কি ৮।১০ গুণ হতো, তবে অবস্থাটা কি হতো! পুরুষের অস্তিত্ব যদি খুবই ছোট ছোট হতো, তবে হয়ত স্ত্রী তার বন্ধুত্ব করে অফিসে যাবার বদলে "হরিদাসের মতো স্ত্রীর ঝুলিটি বাগিয়ে মাঠে সকালে হজম হাজিরা অফিসে দেওয়া হতো। স্ত্রীর দৈর্ঘ্য অথবা স্টেনোগ্রাফারের কাছে স্ত্রীর দৈর্ঘ্য নয়ের মতো চাকরী সম্বন্ধে দু'পাঁচ কথা ডিকটেশনও দেওয়া চলতে কিন্তু ছাড়বে ছুটি নেই, বলা যায় না। স্ত্রী টুকু বুদ্ধি বা প্রমে পুরুষ ও সন্তান ভরণের অপেক্ষাও রাখতে না। তখন নারীকুলের স্ত্রীর বলে কোন ফুটো পাঁ মিসেস্ কথা বলতে হলে সমস্যার ঠাঁই ধরবার প্রতীক্ষা উপেক্ষা করে পুরুষ স্থিত কানের নাগাল পাবার জন্যে টুল নিয়ে উঠে অথবা স্ত্রীর গায়ে মই ঠেকিয়ে উঠে কথা বলার পন্থা বের করতে হতো। শুধু কি তাই, বিশালকায়া স্ত্রীর মাথার চুল, সায়া, ব্লাউজ, সেমিজ—সব কিছুর নাম দিতে গিয়ে নাজেহাল হতে হতো। মাসের প্রথমে পকেট গরম, তবুও পত্নীর মেজাজ নরম করতে গিয়ে নিজে গরম হয়ে সন্ন্যাসবাদী সাজতে হতো। কেউ কেউ মিষ্টিমুখ করে বলতো—"মাইনে বড়ও"। একদল পিঁপড়ে বা পশুপালের মতো ঠনঠনিয়া হতে দক্ষিণেশ্বরে সবাই মায়ের পায়ে গিয়ে পড়তো বলতো—"মা, স্ত্রীর দৈর্ঘ্য কমাও, নয়ত মার্কেটিং করা সম্ভব নয় (পিকেটিংও ভুলতে বসেছি)। একটু মুখ তুলো মা, জোড়া পাঁঠা মানত রইলো।" এমন আরো কত কি? আমাদের নেহাৎ বরাতটা ভালো বলে, স্ত্রীর দৈর্ঘ্য পুরুষের কয়েকগুণ নয়। পতি-পত্নীর মধ্যে এক চমৎকার মানান-মাফিক ম্যাপ্-জোপ্ আছে। কাজেই মানুষের বেলায় পত্নী অর্ধাঙ্গিনী বটে, এক শ' বার বটে, হাজার বার বটে।


যে বই পড়ে আনন্দ—উপহার দিয়ে তৃপ্তি

সায়ন্তনী — সুবোধ ঘোষ

॥ পলিমাটি লোনাজল ॥ যজ্ঞেশ্বর রায় ॥ ২·২৫ ন. প.

॥ দই কাননের পাখি ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ ২·৫০ ন. প.

॥ জলরেখা ॥ বিমল কর ॥ ২·৫০ ন. প.

॥ মহুয়া মিলন ॥ ধীরাজ ভট্টাচার্য ॥ ২·০০ ন. প.

॥ পথ ও পাথেয় ॥ দেবদূত ॥ ২·০০ ন. প.

॥ তৃষ্ণা কোথায় ॥ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ॥ ২·০০ ন. প.

॥ ছেলেদের নিউটন ॥ ধীরেন্দ্রনাথ ধাড়া ॥ ·৭৫ ন. প.

পরিবেশক:—কারেন্ট বুক সপ্—৫৭এ কলেজ স্ট্রীট, কলিঃ-১২

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ৩ ॥

প্রেসিডেন্সী কলেজ পূজোর ছুটির জন্যে বন্ধ হবে অক্টোবরের গোড়ায় কিংবা সেপ্টেম্বর মাসের একেবারে শেষের দিকে। আমি তিন নম্বর কোর্সে অধ্যাপক পদ্মিনীর অসুখে, কারণ অমন্ত্র দেহখানা তেমন ভালো চলছে না। হঠাৎ অক্টোবর সেপ্টেম্বর সংবাদেরো ভুকম্পনে মাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন—টেলিগ্রাম।

আমি অত্যন্ত খুশি মনে চৌড়ে মাইরে নিয়ে পিয়ানের খাতায় নাম সই করে হলদে খামখানা হাতে নিলুম। নিশ্চিত জানি হওয়া যে অধ্যাপক দেশিনই বেরুবে পশ্চিমের দেশে ফিরে যাবেন এই তার কারণে। তাড়াতাড়ি খাম খুলে তাঁর আসার সময়টাই নাম বটে কিন্তু আসার কথা তো নেই। লেখা—Poet seriously ill Arrived with doctors Removing Calcutta today or tomorrow Prasanta

কবির খুব চরম্ভ ডাক্তারদের নিয়ে এসেছি আমি প্রথমা কাল নিয়ে যাচ্ছি কলকাতায়।

তারটা এসে হাজির কার্শিয়ঙ থেকে এসে ১৮ই সেপ্টেম্বর পৌঁছেছে। তারিখ আসছে ২৩শে তারিখে—আমার চিঠি লিখবার ঠিক এক সপ্তাহ পরে। আমি হতবুদ্ধির মতো কয়েকখানার দিকে দালানটিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কথাগুলোর যেন কোনো মানে বোঝা যাচ্ছে না। মা অমন্ত্র মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি কয়েকখানা আমার হাত থেকে টেনিয়ে নিয়ে দেখবার জন্যে যে কি খবর, কার খবর এসেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি করবি এখন? বললাম, কি আর করবো? কলকাতায় ফিরে যাবো তাঁকে দেখতে। মন প্রশ্ন করল, দেখা পাবে তো?

সে রাত্রে আর কোনো ট্রেন নেই। শেষ গাড়িখানা চলে যাবার পরে টেলিগ্রামটা এসেছে। অগত্যা পরের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। মনে মনে বার বার বলতে লাগলাম, এত অনিচ্ছা করে কেন গেলেন পাহাড়ে। বলেছিলেনই তো এবারে যাত্রা শুভ হবে না পাহাড়ে গেলে—কথাটা ফললো। সেদিন আমার কুসংস্কার নিয়ে কত ঠাট্টা করেছিলেন।

পরদিন সকালে খোয়েদোয় বেলা দশটার গাড়িতে গিরিডি থেকে রওনা হলাম। মার মন খুঁতখুঁত করতে লাগল আমি ওরকম শূন্য হাতে নিয়ে অতখানি পথ একা যাচ্ছি বলে, কিন্তু যে খবর পেয়ে যাচ্ছি তাতে মোট নিয়ে আপত্তিও করতে পারলেন না।

শিকোরে হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা ছুটলুম বাড়ি। চেতলার পাড়ার ঘরখানার কথা মনে আসতেই আমার গাড়ির আওয়াজ পেয়েই পুরিমামি বাইরে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে খুশি মুখে অভ্যর্থনা করলেন—

ভাই এসেছো! আমি সমস্তক্ষণ তোমার জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করেছিলাম। তুমি কাল প্রশান্ত সমস্যাতে ডাক্তারদের নিয়ে নিয়ে পড়লেন তুই যে ওঁকে পছন্দ থেকে ভালো ভালো নিয়ে আসা যেতে পারতো। ঠিক বিশ্বাস যে পড়িছিলাম এক আমার মনের এরকম নিয়ে, অথচ পরমেশ করবার মতো কোনো জোর হাতের কাছে নেই। উনি পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে তো বসেছেন জানি না। ওনাকে যে খবর দেবো তার উপায় নেই।

এক ঘরা কাছে ঠিক তাদের ডাঃ সেকারে১ বাড়ি পড়ছি টেলিফোন করতে বলেছিলাম, যাক নিজেরা প্রশান্তরের আগে টেলিফোন করো। তা না এর নিয়ে একবার বিশ্বভারতী অফিসে ফোন করছে, একবার চারবারে২ কি সেক্রেটারিয়েটে ফোন করবার চেষ্টা করছে কিন্তু প্রশান্তরের খবর দেবার কথা কারো মনে হচ্ছে না।

এদিকে বাবামশাই অস্থির হয়ে বেরিয়েছেন বাড়ি ওঁকে ছেড়ে যেতে পারছি না। সেখানকার এক ফিরে এসে সকল স্টেশনে কারো কাছ থেকেই পরিষ্কার কিছু বুঝতে পারলেন না যে কলকাতা থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসবে কিনা। তাঁর বললেন, তাঁর বেজপারে খবর দিয়ে দিচ্ছেন, তখন আমি রেগে গিয়ে বললুম—তোমাদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। নিজেই যাচ্ছি—ঠিক প্রশান্তরকে খবরে পাঠি কিনা। এখনি খবর না দিতে পারলে সে ডাক্তারের সার্চলিংয়ে মেল ধরতে পারবে না। কোনো-মতে তার কাছে খবর পৌঁছে দিতে পারলেই আমি জানবো আর কোনো ভাবনা নেই, সব ব্যবস্থার ভার সম্পূর্ণে সে নিয়ে নেবে। টেলিফোনে কি ভাবিয়া সহজেই তাকে কলেজে পেয়ে গেলাম। তাকে প্রথমেই বললাম, কোনো প্রশ্ন করে সময় নষ্ট কোরো না। আগে শুনে নাও কি খবর, কারণ তিন-তিনটি সময় এখনি ফুরিয়ে যাবে।

বাবামশাইর খুব অসুখ, অজ্ঞান হয়ে গেছেন, আজই ডাক্তার নিয়ে কলকাতা থেকে রওনা হওয়া দরকার। উনি জমি-দারিতে, সেখানে খবর পৌঁছবার উপায় নেই তাই তোমাকে খবর দিচ্ছি, যা ব্যবস্থা করবার সব তুমি করো এখনই, নইলে বাবা-মশাইকে বাঁচানো যাবে না। প্রশান্ত বললেন, তুমি কিছু ভেবো না বৌঠান, আমি আজই সেকেন্ড ক্লাস রওনা হয়ে যাচ্ছি ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে। প্রশান্তর সঙ্গে কথা বলে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম, জানলুম সেই রাত্রেই ডাক্তার নিয়ে উনি রওনা হয়ে পড়বেন।

ইতিমধ্যে ইংরেজ সার্জন এসে বলেছেন, সিরিয়স টাইফয়েড, হেমারেজ-টান-কে এখনি অস্ত্র করেই অপারেশন করা দরকার, তা না হলে যেকোনো বিপদ ঘটতে পারে। আমি তো জানি বাবামশাইর অপারেশনে কি রকম আপত্তি, অস্ত্র তিনি

১ ডক্টর সরকেন্ট বসাক, এম এল ডি। সেই সময় কলিকাতার বিখ্যাত প্রাইমফিসি।
২ জোড়াসাঁকো চারচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সেই সময় অধ্যক্ষ।


পাণ্ডুলিপি বই এবং এদেশে প্রকাশিত পুরাতন বাংলা-ইংরাজী সংবাদপত্রাদি কিনিতে চাই। মূল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ জানান। বক্স নং ২১১ "দেশ" কলিকাতা—১।

শ্রীআয়ুর্বেদমের
চ্যবনপ্রাশ
বিশুদ্ধ ও সাধ্যাকৃষ্ট
ডুতপূর্ব রাজপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ডা রাধাবিনোদ পাল প্রমুখ বেদব্যাসগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ও উচ্চপ্রশংসিত।
শ্রীআয়ুর্বেদম

ঋণ হয়ে গেছেন বলেই আমি তাড়াতাড়ি অপারেশন করে দেবো এ হতেই পারে না। বিশেষ করে ওঁর ছেলে যখন কাছে নেই তখন এতবড়ো ডিসিশন আমি নিজে করতে পারি না।

সাহেব ডাক্তারের খুব ইচ্ছে যে সে অপারেশন করে—এতবড়ো একটা নামজাদা রুগী তো সে সহজে পাবে না, কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়ে বললে, তুমি যদি অপারেশনে মত না দাও তাহলে জেনো যে, ওঁর মৃত্যুর কারণ তুমি হবে।

বললাম, হ্যাঁ সে দায় আমি নিচ্ছি, তা সত্ত্বেও অপারেশনে মত দেবো না। আজ রাত্রেই কলকাতা থেকে আমাদের বন্ধু ডাক্তার নিয়ে রওনা হচ্ছেন, যদি অপারেশন করতে হয় তাঁরাই ঠিক করবেন। তাঁদের মত না নিয়ে আমি কিছু করবো না। কোনোমতে তো সাহেবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।

সারারাত সকাল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। ভাবছি কখন কলকাতার দল আসবে, তারা এসে যে বাঁচি। অবশেষে তেমার সত্যসখাদাদা৩, জ্যোতিবাবু৪ আর অমিয় বোসকে৫ নিয়ে প্রশান্ত পৌঁছলেন। এদিকে শান্তিনিকেতন থেকে নর্থরেংগল এক্সপ্রেস ধরে সুরেনবাবুরাও৬ এলেন।

তেমার সত্যসখাদাদা দেখে বললেন, অপারেশন করতে দেরিনি খুব ভাল করেছেন। আজ এখনি ওঁকে নার্সিংহে নিয়ে যেতে হবে, বলে প্লানেজ ইনজেক্সন দিলেন এবং তার একটু পরেই অনেকখানি ইউরিন হয়ে গেল।

আজ সকালে আমরা এসেছি, টেলিও রেডিয়োর মারফত খবর পেয়ে চলে এসেছেন। তখন থেকে ভাবছি তুমি কখন আসবে, যাক তুমিও এসে পড়লে। প্রশান্ত বলেছিলেন যে, তিনি গিরিডিতে তেমাকে অসুখের খবর দিয়েছেন। চলো, ঘরে চলো, বাবামশাই তোমাকে দেখলে খুশি হবেন। প্রতিমাদি আমার হাত ধরে খাটের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, বাবামশায়, দেখুন কে এসেছে। রানী আপনাকে দেখবার জন্যে গিরিডি থেকে এসেছে।

কবির তখন শরীরে কি রকম অসহ্য যন্ত্রণা, তেমনি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, মাথাটাও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়, কি রকম ঘুমে জড়ানো অবস্থা। কিন্তু প্রতিমাদির কথা শুনে চোখ তুকিয়ে আমাকে দেখে প্রতিমাদিকে সম্বোধন করে বললেন, "ও কেন এল? ও এসে ভালো করেনি।" প্রতিমাদি বললেন—বাঃ! আপনার এত অসুখ শুনেও ও অসবে না আপনাকে দেখতে? সে কি কখনও হয়? বললেন, কিন্তু ওর অসুখ সমস্তক্ষণ কে? ওরও যে শরীর ভালো নয় বেশি আমার চেয়ে বললেন, "ভালো করেনি এসে, আবার শীতগিরিই পালাও গিরিডিতে পালাও।" একটু হেসে বললাম হ্যাঁ যাবো আপনি তাড়াতাড়ি একটু ভালো হয়ে নিলেই চলে যাবো।

আবার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ঘুমের আবেশে এসে গেল। মনে পড়লো ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে কবির অসুখের কথা। মনে-মনে ভাবলাম সেই সময় ডাক্তারদের সবাইকে কী সবুরে পড়েই করতে হয়েছিল। কী অসহ্য দুর্ভাবনায় আমাদের সকালের তখন দিন কেটেছে। সেদিনও তো সবাই অপারেশন করেছিল ওঁকে বুঝি সারানো যায় না, কিন্তু ওঁর অসামান্য ভবিতব্যশক্তিরই জয় হল, উনি সেরে উঠলেন। এবারও যেন তাই হয়, মন বারবার পরাস্ত করে দিয়ে উনি যেন সেরে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিন যেই একথাটা বলেছিলেন কল্পনা করাও অসম্ভব।

আমি রোজই বিকেল দেওয়ার পর দুপুরে ক্লেডসনকে যেতাম। সারাদিন কবির কাছে থেকে রাত্রে আমার স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ফিরতাম। রোগশয্যায় যাঁরা রাত জাগতেন তাঁরা দুপুরে আমি আছি জেনে দিনের বেলা একটু বিশ্রামের অবকাশ পেতেন। বাইরে থেকে যাঁরা শুশ্রূষা করতে আসতেন তাঁরা অনেকেই এই, দিনের বেলাটাতেই পালা করে সেবা করতেন।

ডাক্তারদের মধ্যে তখন আলাপ আলোচনা চলছে যে, অপারেশন করা হবে কি হবে না। সকলে একমত হতে পারছেন না। সার নীলরতনের আপত্তি হল বলে তখন ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা চললো।

মাথাটা তখন থেকে থেকে খুবই ঝাপসা হয়ে যায়, জ্বরও অত্যন্ত বেশি, শরীরের অন্যান্য গ্লানির তো কথাই নেই। তবু বাইরের নানা রকম খবর একটুও যে মনে পৌঁছচ্ছে না তা নয়। যুদ্ধের খবরে মন খুবই খারাপ হয়ে আছে। সারা পৃথিবীতে বিপদের ছায়া পড়েছে সে কথা ভুলতে পারছেন না। সেটা বুঝতে পারি হঠাৎ দু একটা কথায়। সব সময়ে ভালো করে মনের ভাব প্রকাশও করতে পারেন না, বলতে গিয়ে মাথাটা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তবু ছটফট করতে থাকেন মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে।

৬ই অক্টোবর দুপুরবেলা আমি ঘরে একা আছি, অন্যদের মধ্যে কেউ খেতে, কেউ বিশ্রাম করতে গিয়েছেন। হঠাৎ চোখ তুকিয়ে আমাকে বললেন, "একটা কাগজ নিয়ে এসে যা বলছি তা লেখো।" তারপর থেমে থেমে ভেবে ভেবে বলতে লাগলেন—"We have known the primitive Mongols, the most terrible cruel hord of manklillers and we have the habit of calling them barbarians but the unalloyed sign of barbarism is revealed when all through the trappings of so-called civilization comes out the treason against humanity and that has been shown in the late history We who stand by the side of humanity we may be victimised by the satanic power, we may defeated in our enjoyment of human rights and yet we have the consolation to realize that man is great And the time may or may not come when man will assert the dignity of freedom but we have the consolation to proclaim that man is great."

এইবার আর একদিন দুপুরে কাছে বসে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, "ও কোথায়?" আমি বুঝতে পারছি না ওঁর কথা বলছেন, ভাবছি ডিসিক্রিয়ামের মতো কিছু আবার হল। "মা, বলো না যা জানতে চাচ্ছ।" বললাম, কার কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। অবাক হয়ে বললেন "তুমি বুঝতে পারছো না কাকে খুঁজছি? প্রশান্তকে চাচ্ছি। তাকে একটা কথা বলতে চাই, এখনি আবার হয়তো ভুলে যাবো কি বলতে চেয়েছিলাম।" আমি বললাম, তিনি কলেজে আছেন। খবর দিচ্ছি যে আপনি ডাকছেন। "যাও, তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠাও।"

টেলি আমার টেলিফোন পেয়ে তখনই চলে এলেন। ওঁকে দেখে খুশি হয়ে বললেন "অনেকক্ষণ থেকে তোমাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি। চীনদেশের লোকেরা চিরদিন যুদ্ধ করাকে বর্বরতা মনে করেছে। কিন্তু আজ বাধ্য হয়েছে লড়াই করতে জাপানরা ওকে আক্রমণ করেছে বলে। এতেই ওদের গৌরব। ওরা যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছে এই হল বড়ো কথা। ওরা যুদ্ধে হেরে গেলেও ওদের লজ্জা নেই। ওরা যে অত্যাচার সহ্য করেনি,

---

৩ পরলোকগত ডাঃ সত্যসখা মৈত্র। লেখকের পিতৃষ্ঠানীয় পতি। ৪ ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার। ডাঃ নীলরতন সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র। ৫ ডাঃ অমিয়নাথ বসু। ৬ শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। সেই সময় শান্তিনিকেতন-সচিব।

বাতরক্ত গলিত নাক কান হাতপায়ে আঙুল প্রভৃতির স্ফীতিহীন চর্মের বিকলতা সোরাইসিস, একজিমা প্রভৃতি রোগের জন্য রোগীর জন্মবারসহ পত্র লিখুন। শ্রীঅমিয় বালা দেবী, পাহাড়পুর ঔষধালয় মতিঝিল (মদনদহ), কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭-২৪৭৮

তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এরাই ওরা অমর হয়ে থাকবে।"

কলকাতায় আসবার পর আমার শরীর ক্রমশ আরো খারাপ হতে লাগলো। জ্বর সবসময় থেকেই লেগে আছে। এদিকে কবির যেরকম অবস্থা তাতে ওঁকে ছেড়ে কোথাও বাইরে চলে যেতেও ইচ্ছে করছে না। বোঝাই তখন আর একটা ভালো হলে যাবো, কিন্তু সেই 'ভালো'টুকু আর কিছুতেই সময় দিচ্ছে না।

একদিন মৃণালবাবুকে আমি আমার অধ্যাপক নির্মল বোস মহাশয়ের কাছে চিঠিটিকে পাঠাই। তিনি... করবার ভার নেবেন। আমি আগে থেকে নির্মলবাবুকে লিখেছিলাম, কিন্তু তাঁকে বিচ্ছিন্ন [illegible] করবার [illegible] "করবার ঐ অসুখটিকে ডাক্তারি ভাষায় ঐ Kali Sulphate বলে কি [illegible]"

আমি সেবারটি ওঁর ডেকিক্যাল ব্যাঙ্কে [illegible] করবার [illegible] নির্মলবাবুর এমন ভাব [illegible] তাঁর না করবার [illegible] [illegible] [illegible]

লেখা সহজ হয়। আজ অনাদিনের চেয়ে নিয়মে আছেন, বেশি কথা বলেন নি। দুপুরে আজ ঘুমিয়েছেন। কাল রাতেও জ্বর হয়েছিল। ওখানে ঠাণ্ডা কেমন? চিঠি।

প্রতিমাদি

আমার বেদিনভোরবেলা কলকাতা থেকে ওনা হয়েছি এই চিঠি সেইদিনই বিকেল চারটেতে লেখা।

কয়েকদিন পরে আমার জন্মদিনে শিলিগুড়ি থেকে কবিকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম, সঙ্গে মীরাদিকেও। ২৯শে অক্টোবর মীরাদি তার জবাব দিলেন—

ভাই রানী,

তোমার দুখানা চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি।.....সুজন মিলে অলিপুরের সেই প্রকাণ্ড বারান্ডায় কি বাগানেও বসে গল্প। তোমার চিঠিখানা পড়ে তাই মনে হচ্ছিল যে, বরাকরের ডাকবাংলোর বারান্ডায় হয়ত আবার সেই যুগের মতো জমতে পারতো। বরাকর ডাকবাংলো সম্বন্ধে আমারও ছোট্ট-বেলার একদিনের স্মৃতি আছে। হাজারিবাগে যাবার পথে খুব মেঘ করে এসেছে, বৃষ্টি পড় পড়, আমরা তখন ডাণ্ডি করে বরাকর পার হচ্ছি। বাবার সঙ্গে আমি বোধহয় একা ছিলুম; রানীদিদের হাজারিবাগে রেখে আমাকে মেজমার কাছে কলকাতায় রেখে আসতে যাচ্ছিলেন। ডাকবাংলোয় এসে দেখলুম একগাদা সাহেব-মেমে ভর্তি—জায়গা নেই। তারপরে কি হল ঠিক মনে নেই।

তোমার জন্মদিনে লেখা চিঠি বাবা নিজেই চশমা দিয়ে পড়লেন। তোমাকে এইকথা লিখতে বললেন যে, অসুস্থ বলে বাইরের প্রকাশের অভাব হলেও অন্তরের ভাব তাই আছে; সেখানে তোমার জন্মদিনে তাঁর সেই স্নেহাশীর্বাদ জমা আছে। আমারও সেইকথা ভাই; সময় অভাবে জন্মদিনের ভালোবাসাটা তোমার কাছে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেল।

কিশোরীবাবুর খবরটা৮ পেয়ে সেদিন মনটা এত খারাপ লেগেছিল ঠিক ঐ কথাটা মনে করে যে এত কাছে থেকেও বেচারির বাবার সঙ্গে দেখা হল না। আমি যদি আগে টের পেতুম নিশ্চয় তাঁকে ডেকে এনে একদিন দেখা করিয়ে দিতুম। তোমাকে যখন বলেছিলেন তুমি যদি একবারটি বলতে কাউকে যে, কিশোরীবাবু দেখা করতে চান আমার মনে হয়না যে তাতে আপত্তি হতো।৯ যাই হোক এখন আর সেকথা বলে কি হবে, শুধু অমিকার১০ মনে চিরকালের একটা দুঃখ থেকে যাবে। এ দুঃখ শুধু আমাদেরি। যিনি গেছেন তাঁর তো আর কোনো বাধা বইল না দেখবার বা শোনবার।

কি আশ্চর্য ঘটনা যে খবরটা পেয়ে দলু ও কৃষ্ণ যখন কিশোরীবাবুর বাড়ি গেছেন এবং তখনও সেখান থেকে ফেরেন নি তখন থেকে বাবা কিশোরীবাবুর খোঁজ করছেন। শেষকালে দুটিনবার একে ওকে বলে অলককে বলেছেন, "অনিল আমাকে কি সব বাজে কথা বলছে, তুই একবার ভালো করে দেখে আয়তো কিশোরী এসেছে কিনা।" তারপরে বুঝি তাঁকে বলা হয়েছিল কিশোরী এখানে নেই, গিরিডি গেছেন। একটা দিন মাত্র; তারপর নিজেই কাগজে কিশোরীবাবুর ছবি দেখেছেন।.....

বাবা বেশ ভালো ছিলেন তবে পরশু থেকে শরীরটা আবার একটু খারাপ হয়েছে বলে মনে হয়। পরশুর আগের রাত্তিরে বুকে একটা ব্যথা ব্যথা বলেছেন; রাত্তিরে সেঁক দেওয়া হয়েছিল। তারপরে পরশু সকালেই জ্বর ৯৯°র উপরে ছিল, অনাদিন সকালে জ্বর থাকে না। তাছাড়া, সেদিন থেকে ভালো করে খাচ্ছেন না। কি হয়েছে ঠিক বলতে পারিনে; একরকম খেয়ে খেয়ে আর ভালো লাগছে না বলেই খাচ্ছেন না কিংবা খিদে হচ্ছে না বলে খাচ্ছেন না তা বলা শক্ত। কাল দাদাকে বলছিলেন মাঝে মাঝে fast করা শরীরের পক্ষে ভালো, তাতে দাদা বললেন, তুমি ত অনেকদিন fast করেছ তার আর কি দরকার। নেপাল-বাবুরও১১ ভাই দক্ষিণারঞ্জনকে১২ কদিন থেকে আসতে দেখছি, তিনি দু একটা ওষুধ ও পথ্য বলে গেছেন। পথ্য মানে মাংসটা খেতে বারণ করেছেন আর দুএকটা তরকারি যেমন মূলো, কচু খেতে এইসব বেশি খেতে বলেছেন। গন্ধ থেকে ছোড় তখনি সেই ভাব খেতে বলেছেন। সেটা অবিশ্যি হচ্ছে না, তবে যথাসাধ্য তাকে সেই ভাব আনা হয়। তুমি কেমন আছ? আমার ভালোবাসা নিও। ইতি।

মীরাদি

(ক্রমশ)

৭ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের আলিপুরে মিটিওরোলজিক্যাল অফিসের বাস-ভবন (১৯২২-২৬)।

৮ বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের সহকারী সচিব কিশোরীমোহন সাঁতরার হঠাৎ মৃত্যু হয়।

৯ আমি যে বলেছিলাম এবং তাতে কোনো ফল হয়নি সেকথা মীরাদি জানতেন না।

১০ পরলোকগত কিশোরীমোহন সাঁতরার স্ত্রী।

১১ শান্তিনিকেতনের বহু পুরাতন অধ্যাপক পরলোকগত নেপালচন্দ্র রায়।

১২ কবিরাজ দক্ষিণারঞ্জন রায়।

[illegible] পঞ্চিল চক্ষুদুটোর পথ। পাশের পাঁচিল দেখবার চেষ্টা ও অন্ধকারের ভয়ে এই ঘরের টৌকাঠ ও তারপর ঘুপচির পাশের ছিদ্র ছাড়া সে শুভেন্দু, ছিদ্র করেছিল তার ঘরে ঢুকবে কেমন করে ও ঠিক হয়ে উঠেছে—সূর্যের আলোর পথের চোখে সে সব পর্যবেক্ষণ করেছিল।

বাকি সমস্যার একটা সহজ সমাধান ছোট ছিল না। কেমন উঁচু মঞ্চের পথ ছিল না। সিমেন্ট মেঝে ব্যবহার করতে পারে সে। কিন্তু ইহিপদ তা করতে দিতে না। দুদিন ধরে ছোট কেমন পড়িয়ার ছেলেকে ঘুষে রাখে যাতে, দুদিন ধরে ইহিপদ বেরুবার আগে ঘরে ঢুকেছিল কড়াইশুটি এনেছে, পরদা টাঙিয়ে এনেছে।

পরে পরে শুভেন্দু, পরদা টাঙিয়ে কয়েই বেরিয়ে আসছে এবং ঢুকেছে। দুদিন ধরে ইহিপদ ঘুমোয়নি পা। একটু ঝুঁকে হয়ে সে প্রায় পঞ্চাশবার জোড়ার পা দিতে চলেছিল অথচ ঘাড়টার ঠিক কটা পা আছে পুরো দেখা হল না অন্ধকার। আটটা, নয়টা, বারোটা? মনে হয় যেন ঘরের ও পা দেখে থেকে আরম্ভ করে মাথা পর্যন্ত ঘুরে আছে পাশের ঘরের। সংখ্যা কম আর কি, শুভেন্দু এও চিন্তা করে, পরে ঘরের পরে, ১৫৩ ইহিপদের ঘাড়ে নাকি ইহিপদের ঘাড়েই শুধু ঘোরার ঘুরাবার বল আছে। তার এতগুলি পা ঘরে কিছুই কাজে লাগল না পিছিয়ে শুধু বল টেনে পাশ পা ঘাস ঘেরে। ফাঙ্গাসিস ঘরে কড়াইশুটির ঘাসগুলো বেরুবার ধরণটা খণ্ড খণ্ড হয়ে কাটে ঘোরে চলেছিল, ঘাসে। ইহিপদ যখন ঘোরার দেরি চৌকাঠে ধরে তার ঘরে ঘরে কার ঘরে ঘোরে ঘোরে ৬ পা ঘাস হয়ে কিন্তু শুভেন্দু, অতএবাং ইহিপদের পা ঘুরে ঘোরে ইহিপদের ঘাসে-পাশেই ঘরের ঘোর ঘোরে ঘোরে শুভেন্দু কুঁকড়ানো, ঘোরার ঘাওয়া পাশের ঘিতীয় ঘরে ঘাঁটি, বেরিয়ে ইহিপদের ঘিরুদ্ধিকে নুই ঠাং ঘরের ঘরের ঘে ঘরে এসে ঘোর হয় ঘর ঘর নয় সব ঘরে ঘোড়াদির ঘরে পড়ায় এসে। আশ্চর্যের শুভেন্দু, মনে মনে হাসে। কত বয়স হল ইহিপদর ইহিপ বহিস? হবেতো আরো কম। কিন্তু ঘর নয়, ঘরে ঘোড়াদি, পটকাদির মতো সহ, ঝিকঝিকে মাং, পেয়ারা ঘাওয়া ইচ্ছে ঘোড়ায় সঙ্গম হয় হয় ঘুমি ইহিপদ ঘালাদি ঘরোদি ঘোড়ি ঘোড়ে। কিন্তু হা হোক। রোগা শুকনো পা নিয়ে ইহিপদ

এক মিনিট বসে থাকে না। আলস্য বলতে কি জানে না। পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে কাজে লেগেছে। বাসন ধুয়েছে, জল ধরেছে, উনুন ধরিয়েছে, বাটনা বেটেছে, ভাত চাপিয়েছে—ভাত চাপিয়ে বাজারে ছুটে গেছে। কপি নিয়ে এল কড়াইশুঁটি নিয়ে এল গলদা চিংড়ি নিয়ে এল। মস্ত কুটল কাটল কড়াইশুঁটির খোসা ছাড়াল কপিটাকে টুকরো টুকরো করল তারপর ঝোল চাপিয়ে দিল। রান্না হয়ে গেল। রান্না সময়মত নামিয়ে রেবাকে খেতে দিতে পেরে হরিপদ নিশ্চিন্ত, খুশি। তার চোখ দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না। শুভেন্দু দুই কারণে খুশি। রেবা চিংড়ি কপির ঝোল দিয়ে বেশ ভাল করে ভাত খেয়ে অফিসে যেতে পারল, আর এমন শক্ত শক্ত খোসা এতগুলি পা নিয়ে যে গলদা মহারাজ ঘোঁট ধরে তাকে বাজারের মেছুনীর (মেছুনী?) কুড়ি থেকে তুলে এনে কোটা-কুটে অমন খাসা তরকারী পাক করতে রোগা পা-ওয়ালা। তাও মাত্র দুটো পা। হরিপদর অর্ধ ঘণ্টাও লাগল না। কাজেই, যেন শুভেন্দু চিন্তা করছিল, পা থাকাটা বড় কথা না। মোটা থামের মতো চারটে পা নিয়ে বিপুলকায় হাতী কী করতে পারে হরিপদর মতো রোগা পায়ের মানুষ যখন তার পিঠে চেপে বসে খুশিমতন এদিক ওদিক চালিয়ে নিয়ে যায়।

আর এই পায়ের কথা চিন্তা করতে করতেই বুঝি শুভেন্দু হরিপদকে ডেকেছিল। কিন্তু ডাক শুনে রেবা এসে-ছিল। কাপড় পরা হয়ে গেছে। বেণুনা হাতে ঝুলছে।

'তুমি কি এখন যাবে, রেবা?'

'না না।' শুভেন্দু মিনমিনিয়ে হরিপদকে 'হরিপদকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। তা থাক পরে হবে।'

রেবা নড়ছিল না, সরছিল না। চুপ করে বাবাকে দেখছিল।

'কি, কিছু বলবে মা?' শুভেন্দু মেয়েকে দেখছিল।

রেবা কিছু বলতে কি না চিন্তা না করে শুভেন্দু তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করেছিল : 'বাসে খুব ভিড় হয়? উঠতে কষ্ট হয়?'

'হয়।' অল্প হেসেছিল রেবা। 'তা অফিসে প্রায় টাইমমতো থেকে উঠছি খুব একটা কষ্ট হয় না।'

'হ্যাঁ, সেজন্যই তো এখানে বাসা করেছিলাম। বাসের ভিড় আমিও সহ্য করতে পারতাম না। ভিড় মানে উঠবার সময় ধাক্কাধাক্কিটা—অসহ্য, ভয়ানক।'

'তুমি কিন্তু এখনই খেয়ে ফেলো বাবা, গরম থাকতে—'

'খাব খাব।' শুভেন্দু যে অন্য কথা চিন্তা করছিল মেয়ে বুঝতে পারছিল, টেবিলের টাইমপীস দেখছিল।

'এখনো পাঁচ মিনিট হতে আছে তোর।' শুভেন্দু আশ্বস্ত হয়ে আর একটু গভীর ভাবে মেয়েকে দেখছিল, তারপর দেয়াল দেখছিল, তারপর পশ্চিমের জানালাটা দেখছিল।

'আঃ ভুলে গেছি।' বটুয়াটা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রেখে রেবা তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে জানালাটা খুলে দেয়।

'শোন।'

চমকে উঠেছে ও বাবার ডাক শুনে, অন্যমনস্ক মুখে দেখছিল হয়তো। দেখবারের মতন, মুখ না দেখা কেমন একটু ভীত অন্তস্থ হয়ে শুভেন্দুকে দেখছিল। 'কি বাবা?' আর এসেছিল ও খাটের পাশে।

সহসা কঠিন হয়ে গেছে মুখটা একটা হাত গেছে তার পেয়ে শুভেন্দু। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করতে মুখে হাসি টেনে এনেছিল, মুখটা নরম করে বলেছিল, 'খুব দেরি দিন তোকে আমি কষ্ট দেব না।'

রেবা চুপ ছিল।

'বলতে পারছিস?'

রেবা ঘাড় কাত করেছিল।

'তোমার কাজের ক্ষতি হবে। আচ্ছা-কাল সইটইগুলি সব করে রাখিস। হরিপদ বিশু, কিছু খেতে দাবে। সকালের মুখটা ঠিক দিয়ে ওরা যেন বাসায় না।'

'না।'

'কি, ও হ্যাঁ নই।' শুভেন্দু খুশি হয়ে বলেছিল 'খুব কঠিন দিন তার শুয়ে বেরুতে হবে না। যা ঘাম বড় গরম দিন হচ্ছে তারপর উঠে স্নান। হরিপদ ঠিক দিয়ে দাবে। তুমি চান্টান্টি করে বেরুবেই বেরুবে। দুই দুটো ডিগ্রিকে তুচ্ছ করে কথা বলছিস।' শুভেন্দুমুখ দুই?'

রেবা কিছু বলতে বলতে কাটা কাটা দেখলে ফেলছিল চোখের তারা সরে যাচ্ছে পরিচিত নয়। তার চেয়ে শুভেন্দু বলেছিল, 'আচ্ছা পরে ঠিক আছি বেরুবার সময় বেরুতে হবেই। চাকরি তো আর ছাড়ছি না। হরিপদ নতুন করে আবার আমাদের ওর আপদ-বালাই নিয়ে—'

'তুমি সত্যিকারের বেরুবে নিশ্চয় বাবা।' চেয়ারের পিঠ থেকে বটুয়াটা তুলে নিল রেবা চোখের দৃষ্টি নেখে। আর হরিপদকে বলে গেলাম, বিকালটায় সময় চেতনার মুখ গরম করে দেবে।' রেবা চৌকাঠের দিকে পা বাড়াল ও।

'কি, তুই এখনি বেরোচ্ছিস? একটা দু মিনিট হাতে আছে।' আবার ঝুলে হাতে চেয়েছিল শুভেন্দু, কঠিন চোখে মেয়েকে দেখছিল। বুঝতে বেশের আগাগোড়া সমস্ত সামলে নিয়ে দৃষ্টিটা মোলায়েম করে নরম গলায় সে ডাকল 'শোন'।

'কি বাবা!'

মুখটা কি ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল ওর? না কি একটু বেশি সেনো পাউডার...গ্রাহ্য না করে শুভেন্দু শান্ত গলায় প্রশ্ন করছিল, 'কাল নীহার তোকে কি বলছিল বলেছিলি যেন, ওর একটা চিঠি কপি করে দিতে বলেছিল, পার্সোনাল লেটার? ম্যানেজার তোকে তার কামরায় ডেকেছিল?'

'না তো।' চোখ গিলছিল কি রেবা? কিন্তু শুভেন্দুর দৃষ্টি তখন ওর চোখের দিকে। একটুও অপেক্ষা না করে সরল হাসির ছটায় চোখ দুটো ঝলমল করে তুলেছিল ও।

'নীহারবাবু কখনো আমাকে তাঁর কামরায় ডাকেন না আমাকে না, রমাকেও না, দরকার হলে উনি নীচে নেমে আসেন, আমাদের টেবিলে এসে কথা বলেন।'

শুভেন্দু চুপ ছিল। মেয়েকে দেখছিল। দৃষ্টির বিভীষিকা অনুভব করছিল।

'ঠিক বলছ?'

কথা না বলে শুভেন্দু ঘাড় কাত করেছে। রেবা ফিরিয়ে নিয়েছে।

এখন রূপসী মা সুন্দর ঝুলে পড়েছে। দৃষ্টির কাটা মাটির ঘর ধরি ধরি করছে। তুমুল সংগ্রামে যে সময় মানুষ আগে ভাগে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, দুর্বিপাকে নিজেকে বাঁচাতে সকল অনিবার্য আঘাত সামলে নিতে যেমন সে সময় মানুষ এক হয়ে যায় সমস্ত অনুভূতি এক করে, তেমনি করে শুভেন্দু নিজেকে সামলে নিয়েছিল। মুখের ভাব বদলে গেছে। ভয়ানক কিছু একটা ঘটে গেছে। কিন্তু এখন তাকে নিয়ে ভাবনা করা চলবে না। তার চিন্তা করা চলবে না। হরিপদ কি করছে? তার স্বস্তি একটা, নিশ্চিন্ত নিশ্চয় আছে না ও। একটু সুস্থির হওয়া দরকার। সুস্থির হলে হরিপদকে সব কথা একটু ভাবি হবে একটু, ভাবে নিয়ে ভাবনা হবে না কি এসবের মধ্যে যেন শুভেন্দু ডিহাইড্রেটেড হয়ে থাকতে না।

'হরিপদ।'

'আজ্ঞে।'

'কি করছিস?'

'এই যে আপনার বুধ ফুটবল জুতোজোড়া।'

'ধর ধর।' ধরক দিয়ে গিয়ে শুভেন্দু হাসল। 'বুধ তোকে কে বলে মানুষ হয়েছে। শোন।'

'বলুন।'

ডিটেকটিভের তুলো বন্ধ করে হরিপদ সোজা হয়ে দাঁড়াল।

শুভেন্দু ওর চোখ দেখে।

'তুহিন আওয়া যায়? হরিপদ ভাসে আনতে পারবি?'

হরিপদ হাসে। অপরিচ্ছন্ন দন্তরাজি। একটা বুদ্ধি ছেড়েগও গেছে।

'হাসছিস কেন বোকার মতো।' শুভেন্দুর

ইচ্ছা করছিল একটা পাখা কি হবে তাদের তাকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সেই কৌতূহলের চোখে নিজে সে প্রশ্ন করল, সকালে মাঠে হরিণের মাংস। বিকেলে নিজে আর আধসের ছেড়ে দেবে।

হরিপদ তার চোখের দৃষ্টি [illegible] ঠোঁট দুটো একে কাছে [illegible] চোখে চোখে পরস্পরকে [illegible] শুনেছে, সমস্ত হয়

[illegible]

বিশ্বেশ্বরকে পাওয়ার [illegible] হয়। চুপ চাপ সব

শুনে শুনেছে, বুঝি হয়

[illegible] দুই [illegible]

[illegible]

হরিণ [illegible]

[illegible] শুধু [illegible] সম্ভব

[illegible] হরিপদ [illegible] হরিণের [illegible] হরিণের [illegible] হরিণের

এবং এখান থেকে হরিপদর নিষ্ক্রমণটাও তো অত্যন্ত নিঃশব্দে ঘটল কেন এমন হয়? শুভেন্দুর ভুরুর মাঝখানে একটা গভীর রেখা জাগে। দুশ্চিন্তার নিশান। মুহূর্তের জন্য। কপালের রেখা মিলিয়ে যায়। শুভেন্দু হাসে। হরিপদর পায়ে জুতো নেই, খালি পায়ে ও চলাফেরা করে কম শব্দ হয় না। আর এই নিয়ে, যেন কী গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করতে গিয়ে শুভেন্দু প্রায় ঘামতে চলেছিল। আচ্ছা, আবার সে চিন্তা করে, জুতো পরা থাকলেই কি শব্দ হয়, সবাই শব্দ করে হাঁটে। নীহার, রেবার অফিসের ম্যানেজার জুতো পায়ে ওপর থেকে যখন নীচে নামে, রেবার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন কি খুব বেশি শব্দটব্দ হয়? জুতো পরা মানুষও কি সময় সময় শব্দ না করে হাঁটতে পারে? হরিপদর মতো? মুখ বুজে রেবা কাজ করছে। শুভেন্দু দেখছিল। টেবিলের কাগজ-পত্রের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে অষ্টাদশী, পিঠের ওপর স্থির লক্ষ্যভ্রান্ত বেণী, কালো মাথাটার সুপাশ থেকে শক্ত পাপড়ির কোনো বুনো ফুলের মতো দুটো কান ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে। অনতিপ্রশস্ত পিঠ—নুয়ে থাকায় আরো সরু দেখায়, ছোট দেখায়, সাদা ফুটকি তোলা হাল্কা গোলাপী ব্লাউজের ওপর অতসী রং আঁচল স্থির নিষ্কম্প—পিছন থেকে দেখলে মনে হয় পরিশুদ্ধ একাগ্র-চিত্ত হয়ে ও পুজো করছে। পুজো করছে? কাঁদছে। কাঁদছে? মনে হয় পুজো ও কান্নার মাঝামাঝি বিরহ দুঃখের কোনো ভাবনার নিরবয়ব মুহূর্তগুলি বুকে নিয়ে ও পাথর হয়ে বসে আছে। না তো, অফিসের কাজ করছে রেবা। তবে বুনো ফুলের মতো শক্ত পাপড়ির দু কান খাড়া রেখে ও স্থির হয়ে রইল কেন। দোতলার সিঁড়ির পাথের শব্দ শুনছে? জুতোর শব্দ। ম্যানেজার আজ আবার নীচে নেমে আসছে। এসে ওর চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়াবে টেবিল ঘেঁষে?

আশ্চর্য! শুভেন্দু টের পায় তার দুই ভুরুর মাঝখানের রেখাটা কী গভীর, কত বড় হয়ে গেছে। তার ভয় হল। নিজের দুশ্চিন্তাকে শুভেন্দুর ভয় করে উঠল। এসব কি ভাবছে সে। যেন ইচ্ছা করে রাগ করে বুকের ভিতরের ভয়ের শক্ত ডেলাটাকে সে পালিয়ে যাবার কান্নায় পরিণত করে ফেলল। ফোকা কিছুটা কমিয়ে ফেলল এবং নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করে দু হাতের বুড়ো আঙুলটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে শুভেন্দু পশ্চিমের প্রবেশদ্বারের ফোকর জানলাটা দেখতে লাগল। ধোঁয়া ঘুটঘুটে একটু একটু গন্ধ ঢুকছে। কিন্তু যেমন করে আর শ্বাস টেনে ফুলের গন্ধ অনুভব করতে সে ভুলে গেল। যেমন আর শাসন চলছে। এমন সাহসে অন্ধকারে পুরো বছরের শুধু শুধু রেবা ভালোবাসার কাজ অফিসে কাজ করছে, আর সেসব অফিসে ম্যানেজার আছে, নীহার আছে, আর তাদেরও অনেকের ঘরে বসে বসে আছে অসুস্থ অক্ষম লক্ষ লক্ষ। কিন্তু তবে কি শুভেন্দুর মতন বিছানায় শুয়ে তাদের রেবাকে নিয়ে এমন অহেতুক ভাবনা দুশ্চিন্তা—

কারণটা অবশ্য সাথে সাথেই সে বুঝতে পারল। যেসব রেবার কাজ কি সবার টুল থেকে পড়ে নিশ্চয়ই পা কাটা সেসব শুভেন্দুর মতন এক পা হয়ে কাউকে বিছানায় শুয়ে নেই। এই পায়ের কথা ভাবতে গেলে সে পায়ের অসুখের কথা ভাবছিল, বা শব্দ না হওয়ার। নীহার কি শব্দ করে নীচে নামে, না নিঃশব্দে নেমে এসে রেবার চেয়ারের পিছনে ঘাড় পরা রোমশ মোটা হাতটা রাখে।

আর নিজের ওপর ঘৃণা হল না শুভেন্দুর। দুঃখ হল। এক এক রকম অসুখে বা শরীরের একটা বিশেষ অবস্থায় মানুষের চিন্তা ভাবনারও পরিবর্তন ঘটে, এমন কি তার ইচ্ছা অনিচ্ছার, রুচির, দৃষ্টিভঙ্গিরও। মুখটাকে পাতলা করে নিয়ে শুভেন্দু নিজেকে করুণা করতে লাগল এবং করুণার সাথে সূক্ষ্ম হাসির সম্পর্ক থাকে বলে শুভেন্দুর ঠোঁটের প্রান্তে মৃদু হাসি দেখা দিল। নিজের পা নিয়ে এত ভাবছে বলে সে হরিপদর পা দুটো আর কুড়ানির খুড়ীটার দেখছিল বলে, আগের বার পালা স্থিতি থাকে কুড়িয়েছিল আর এখন প্রত্যেকটি রিবেরের মানুষের চিন্তায় তার জিতে জল আসছে। শুভেন্দু শব্দ করে হেসে উঠল। কেউ না নিয়ে কত অসম্ভবকে ভাবনাই না সে ভাবছে শুধু শুধু। কাজই—

তার মন বিষিয়ে হয়ে উঠল। ভুরুর মাঝে হাসির গন্ধ অসম্ভব অন্ধকার ঘরটা ভাল লাগছে না।

—রেবা?

—বলুন।

—আজ অফিসে যা দেখলাম কী তুমুল কাণ্ড না বুঝে ছুটোছুটি অফিস এর মধ্যেই—

হরিপদ ঘুমাচ্ছে ঘুমাচ্ছে।

—সেটা বলবার মানে?

—একটা লোক আমাদের শুভেন্দুর ব্যাপার সবাই ধরে ফেলল হরিপদ। একটু ঘুমোচ্ছে কিনা ঠিকমতো বুঝ।

—আপনি ঠাট্টা করছেন?

কেশের পারিপাট্য

আপনার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিশেষ সহায়ক।
'লাইজু' অসংযত কেশকে সংযত ক'রে
কেশের পারিপাট্য অক্ষুণ্ণ রাখে, চুলের
চাকচিক্য এবং ঔজ্জ্বল্যও বাড়ায়।
বড় মুখ নূতন আধারে পাওয়া যায়।

লাইজু
অনুপম হেয়ার ক্রীম

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

শুভেন্দুর চোখ চকচক করছে।

হরিপদ ঘাড় কাত করল।

'কিছু পায়ের কিছু পাঞ্জাবের।'

বাইরে জুতোর শব্দ হল।

'কে?'

'আমি।'

লাল টুকটুকে বউটা হাতে রেকাব ছুটে এসে বাবার সামনে দাঁড়াল। চুপে নিরক্ষর পড়ছে, অকপক করছে চোখের মণি, হাসছে মেয়ে।

'আজ প্রথম বসটা ধরেছে দেখছি, কাটার কাটায় ছটায় বাড়ি ফিরেছে দেখছি বাবা, ঘড়ি নয়।'

ঘড়ির দিকে তাকাল না শুভেন্দু, ঘাড় কাত করে হাসল। এই মেয়ে হরিপদকে বলতে বাধ্য করেছে যে, 'সিনিয়রি' এর সকল সকল এক হয়ে।

'ওর হাতে কি ওটা?'

'মাংস।'

'কিন্তু—'

'কি হল?'

হঠাৎ উৎসব বাড়ির মা যেন বাবার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল। হাসছে, গাঁটা সেবাপরায়ণ হয়ে ওঠা মেয়ে। শুভেন্দু একটা ঢোক গিলল। তাকাল মেয়ের মুখের দিকে। ওর কিন্তু কোনও দোষ নেই বলে, আসল ব্যাপারটা ভাঙতে ইচ্ছে করে না।

'কি হল বাবা?' শুভেন্দু নীরব দেখে প্রশ্ন করল মেয়ে। 'মা কি বকেছে কিনা খোকা মাকে ইতিমধ্যে কিছু করতে হবে।

'একটু চা খাব। সন্ধ্যেবেলায় চা না খেলে মাথাটা ধরে। গিন্নিকে বলো এক পেয়ালা চা করতে।' হরিপদকে দেখল শুভেন্দু। 'ওই সঙ্গে বাড়ির খোকা কিংবা খুকিকে ধরে নিয়ে এসো। ওদের জন্যে কিছু খাবার আনা হয়নি। তা ছাড়া ওদের সঙ্গে আলাপও করা হয়নি।'

কি প্রসঙ্গে কথা হরিপদর কর্তাকে আকৃষ্ট করেছে তা ধরতে পারছে না। তা ছাড়া ওদের নিয়ে শুভেন্দু হরিপদর দিকে তাকাল। 'হরিপদ—'

স্প্রীং-এর মতো হরিপদ উঠে দাঁড়াল মাথায় নাড়ু উঠল।

'আমি এখনি উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি দিদিমণি চা করে দিচ্ছি।'

'আমিও একটু করে আমার চোখে কফিস।' খুশী হলেন শুভেন্দু বলছিল, কিন্তু রেবা অন্য প্রস্তাব দিল।

'তারচেয়ে বরঞ্চ ওই দোকানটা থেকে চা নিয়ে আয় হরিপদ আমার জন্য, বাবার জন্য। ওদের চা-টা খারাপ না।'

বাবার মুখ দেখে হরিপদ। শুভেন্দু মেয়েকে দেখছে।

রেবা বিছানার কাছে সরে এল। সংকোচের হাসি তখনও ঠোঁটের আগায়।

'আমি একটু বেরোব বাবা, উনুন ধরিয়ে চা খেতে গেলে দেরি হবে।'

'ও—এরকম হয় না,' খুশিও হয় না শুভেন্দু, হাতে বাঁড়ুয্যে বাড়িতের ঢক্কা থেকে মনিব্যাগ টেনে বার করে হরিপদর হাতে পয়সা দেয়। হরিপদ রান্নাঘরে ঢুকে লক্ষপাতয় জড়ানো মাংস বাটি নিয়ে ঢেকে রাখে চায়ের কেটলি তুলে নেয়।

রেবা হরিপদ রান্নাঘরে গেল।

শুভেন্দু, সমস্যের সমস্যা দেখছিল।

রেবা ফিরে এসে। একটু পরেই শুভেন্দু পরছিল।

বুকের বোতাম বাবার বিছানার পাশে চেয়ারটা টেনে আনে ও। বাবার সিঁদুর ছেলের মুখে হাত আমার ইচ্ছে হচ্ছে না, বলে কিছুতেই ছাড়ছে না, একবারটি নাকি যেতেই হবে।

'কোথায় ওর সিঁদুর বকে কোথায়' প্রশ্ন করল শুভেন্দু, ওর একজন সিঁদুর আছে বুঝি?

'আছে মনে একদিন বলছিল মনে, আজ যে অফিসে যেতে না, যেতে একেবারে বাবার ছেলের মাথেতাবে সেলেবেশ করে নেয়। এই যে ভদ্রলোকের কতকগুলি ভদ্র সভ্যতা এসে।

'আমি ভাবছি ওখানে

চেহারার লক্ষ হলে বাঁ পায়ের জুতোর। দু পায়ে দুজোড়া থেকেও যেমন হাঁটার সুবিধে—

এখনই তুমি এসব ভাবছ কেন? ভুরুর মাঝখানে ভ্রূকুটিনের মতো সরু, ছোট্ট রেখা ফেলল মেয়েরা, হাত থেকে কাপড় নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। 'আমি যাই, ধরবাবু আসবে।'

'রাত্ত করবে না, সন্ধ্যের মধ্যে এসে যাবে।' ঘুরে হাত বাড়িয়ে হুকে থেকে বেল্টটা তুলে নিল ও। জুতোর লক্ষ হবে কি না হবে, ক্লাচ পরে হাঁটার অসুবিধে হবে ভেবে এখনই মাথা গরম করার কিছু নেই, এখনো সুইচ খোলার বাকি আছে, এখনো কিছুদিন তোমাকে—

মেয়ে বেরিয়ে গেল। দরজার জুতোর লক্ষ সিঁড়িতে নেমে গেল, সিঁড়ির শব্দ রাস্তায় মিলিয়ে গেল। এখনো কিছুদিন আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, শুয়ে কান পেতে থেকে শুনতে হবে ছেলে পায়ের শব্দ কখন ফিরছিস কখন ফিরছিস না বিড়বিড় করে উঠল শুভেন্দু। ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেছে, শূন্য হয়ে আছে। ঘড়িটা ঠিক চলছে। আর একটু সময় কাল পেলে ও সে অভ্যস্ত হয়, না আরো লক্ষ আগে পৃথিবীতে ইনসুলিন ধরানো হলে হয়তো হরিপদ বাঁচত, কিন্তু তাহলে লক্ষ দেখা যায়। শুভেন্দুর ক্লিনিকে লক্ষ এক রসনা ধারালো হয়ে উঠল, ডাক্তারের কাছে লাগল সে। এক এক রকম ইন্ডিয়ান ডেথস। মানুষের মন কত রকম হয়। শুভেন্দু চিন্তা করে। এইমাত্র শুধু লক্ষ আর শ্রুতির ভাবনা ভেবে খুব খারাপ লাগছিল


## দি রিলিফ

২২৬, আপার সার্কুলার রোড

**এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়**

দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮, টাকা

সময়:—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও বৈকাল ৬টা থেকে ৭টা

## ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

যাঁহাদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট সাক্ষাতে ১টি ছোট দাগ বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব।

কতরক্ত, অসাড়তা, একজিমা শ্বেতকুষ্ঠ, বিবিধ চর্মরোগ, ছুলি মেচেতা, এলার্জিজ দাগ প্রভৃতি চর্মরোগের বিশ্বস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র।

হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন।

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ

পণ্ডিত এস শর্মা (সময় ৫ - ৮)

২৬/৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

পত্র লিখার ঠিকানা পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা


দুঃখ। এখন কেমন ঠিকমতো ঘুমোতে পারে হয়ে উঠল সে। একটু, পর হরিপদর চুলে মাসে সিদ্ধ ... হয়ে ... মাসে সিদ্ধ হয়ে ... পাবে। ... হরিপদ ... চোখের ... ঘুমোবে ... পড়বে, ... এক ... সিদ্ধ ... সেই ... হয়ে ... হয়ে ... হরিপদ ... সিদ্ধ ... চোখে ... ঘুমোবে ... হয়ে ... পড়বে ... হয়ে ... হয়ে ... হয়

লন্ডনীতে দিয়েছিল সে। কিন্তু সেটা সে আর ফিরে পায়নি। মাত্র ৩য় মাস ৪ মাস পর লন্ডনীর ছেলেরা স্বীকার করে যে ওটা ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে। তবে ক্ষতিপূরণ নিতে প্রস্তুত। শ্যাডেলস্ কয় চাইছে তার সিনেমার জন্যে। এবং তারা পুরণ করেছিল ওটা কি নতুন রেকর্ড করা হয়েছিল। জনসন ঠিক ধরে পড়েছিল। জনসন ছেলে শুনে সে বাঁচবে লক্ষ পেয়েছিল, আর সেই অবস্থায় সে ধরে বসেছিল, হাঁ নতুন। ১৯৫১ সে ৬ মাস আগে ওই জন্য রেকর্ড করবার কথা ছিল। যা এমন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে ভাবতে পারেনি। ৬ মাস কিন্তু, পুরোনো হয়ে যায় না। যা ছাড়া ওটা এরোপ্লেনে নাচা হয়ে গেছে শুনে শ্যাডেলস্, তাকাতে ছেলে আর ছাই সে ওটা নতুন করে পুরো করে দেবেন বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু ওদের সেই সময়ই শ্যাডেলস্ ছাড়ে ছেলে সে হল ওটাই হবে শেষ ছবি যাতে তার সেই শ্যাডেল থাকে। এবং শ্যাডেলস্, ছাড়ে যে জন্য কথা একেবারে ১৯৫১ সালে ওরকম ছবি তোলা হয়েছে। ওরকম ছবি তোলা হয়েছে। ওরকম ছবি তোলা হয়েছে।

অসমঞ্জ কথা, শুভেন্দুর কখনো কখনো মনে হয়, বেশির ভাগ মেয়ে হয়ে জন্মানো বা মেয়ে হয়ে অসমঞ্জ বড় কথা না, বা তার উল্টো কি বাস্তুমিণ্টনের র‍্যাকেট চওড়াটাও কিছু না। শুভেন্দুর বাইরে যাওয়ার ইচ্ছেটাই মুখ্য কারণ, আর সেই ইচ্ছায় বাধা দিতে পারবে একজন, শোভা, কাজেই শোভার অনুপস্থিতি, তার মতোই শুভেন্দুর জীবনে এতবড় একটা অ্যাকসিডেন্ট ডেকে এনেছিল। কিন্তু সেটাই বা কথা কি, শুভেন্দু ভাবে, ছুটির দিন বাড়ি থেকে সে না বেরুক অন্য যে-কোনো দিন হয়তো অফিস যাচ্ছে কি অফিস থেকে বাড়ি ফিরছে বাসে উঠতে বা নামবার সময় পড়ে গিয়ে তবে এ-অবস্থা হত। যা হবার। শোভা বেচে থাকলেও হত। কাজেই তার পা কাটা পড়ার সঙ্গে করবার হওয়া-না-হওয়া থাকা-না-থাকা কিছু চাওয়া-না-চাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। নিয়তি কোনো কারণের অপেক্ষায় থাকে না।

শুভেন্দুর কপাল ঘামছিল। যেন এই তিক্ততায় ঘটনাটাকে সে আর কোনোদিন বুঝতে চেষ্টা করেনি, এখন বুঝতে গেলে অসহ্যবোধ করছে। লাগছে। সে একা বিচ্ছিন্ন। সব মানুষই তাই। এক জনের দুঃখ সুবেদনার জন্য আর একজন কখনো নয়। আর কেউ তার দুঃখের অংশ নিতে এগিয়ে আসে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একলাই তাকে হোঁচট খেয়ে খেয়ে পথ চলতে হয়। কখনও অ্যাকসিডেন্ট, কখনও স্বজন বিচ্ছেদ, কখনও কঠিন ব্যাধি। আর পঞ্চজন সমবেদনা আঃ উঃ করে বটে, কিন্তু তিনটি কেউ তার বেদনা তুলে নিতে পারে না। সহবেদনার ব্যাথা বেদনা না, বিকলাঙ্গ হয়ে দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে কাটানোর মানসিক যন্ত্রণার কথা শুভেন্দু ভাবছিল।

"কে?"

চমকে উঠল সে। তারপর নিশ্চিন্ত হল। কেউ না। বাতাস। সবকিছু পাল্টে ঘটে করে নড়ে উঠছে। কেবল নিশ্চিন্ত না শুভেন্দু একটু খুশি হল। হরিপদ না। হরিপদ আর চুপি চুপি ঘরে ঢুকছে না। যদি বা ঢোকে শুভেন্দু ঠিক টের পাবে। এই জন্য সে কান খাড়া রেখেছে। হরিণ শাবকটির মতো পায়ের শব্দ শুনতে সে এখন থেকে প্রস্তুত হয়ে আছে। এবং হঠাৎ তার মনে এই ইচ্ছা কেন জাগছে সে বুঝতে পারছে

একটা পায়ের অভাব দুজনে সে তার মনে অনুভব প্রতিপন্ন, সব কটি ইন্দ্রিয়কেও সজাগ প্রখর করতে চাইছে। মনস্থির করে যার ভুল হয়ে চলে যায় সে অসহায় হয়ে পড়ে সে যা হারাবে কাজ করে। অসুবিধা হয়, কিন্তু অভ্যাস ও প্রবল ইচ্ছার জোরে এক-দিন সে হারাবে সে এমন নিখুঁতভাবে ভবি অভিনয় করতে পারে, কিন্তুতে পারে, চলতে পারে সে অনেকের চেয়ে ভাল হয়ে মানুষ। আমার এও দেখা হয়ে অন্ধ হাতের ছুঁচকর্মে প্রবলভাবে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি ভাল। শিক্ষা হোক কোনো কাজ হোক শুধু দৃষ্টি কি এত প্রখর সে অন্যদের চেয়ে কাজ প্রতিপন্ন সে দেখতে পায়। হোক ঘরের ইন্দ্রিয় প্রবল সজাগ করুক মানুষকে এবং কারো সঙ্গে কোনো কি মানুষ চরিত্রের ও প্রকৃতির সঙ্গেও এই নিয়ম চলছে চলে [illegible] কিন্তু চলবার পথে হয় [illegible] ওপর ভরসা কিন্তু [illegible] হয় [illegible] হয় [illegible] সে [illegible] [illegible] [illegible]

উনানের পাশে চুপ করে বসে আছিস। কিছু চুরি-টুরি করে মাঝে মাঝে খুশিতে ডিমে হাঁড়ির মাংস আজ করে দেওয়ার ফরমাশ। তবে নৈনিতাল আসা বেশ সার্থক হয়ে যাবে। ঐইসব মাংস করতে আসছে করবে আর চুরাকার পাল ছড়াবে। তবে কিনতে ভয় আসবে। একটি একটি, ডাকবে। কিছু নিয়ে যাচ্ছে।

কাছেন্দ্র ... এই ... ... ...

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

৮

আমাদের বন্ধুদের একজন—প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়—ক্রীকেট ক্লাব করেছিল—একথা আগেই বলেছি। তবে বাড়িতে গেলাম ছুটে বললাম—এই, একটা কার্ড যোগাড় করে দিতে পারিস আমাকে?

সে একটু আশ্চর্য হয়ে বললে—তুই খেলবি?

—না।

সে বললে, অন্যায়। একজন স্টুডেন্ট হিসাবেও ত তোকে ওদের সেওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা, দাঁড়া, আমার কার্ডখানাই তোকে দিয়ে দিচ্ছি। দেখি, কে ঠেকায়।

বললাম—বলা যায় না, এতেও ঠেকাতে পারে। আমি ত ওদের বিষ নজরে পড়ে আছি।

যথারীতি সেই কার্ড নিয়ে সন্ধ্যেবেলা গেলাম থিয়েটার দেখতে। সেই-এ আমাদেরই এক শিক্ষক হলাই লাঁড়িয়ে-ছিলেন—তাঁকে গিয়ে কার্ড দেখালাম। বললাম—কী মশায়, যেতে দেবেন?

তিনিও শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলেন—কার্ড যখন এনেছ, ঢুকতে পার বইকি।

এভাবে হল-এ ঢুকলাম। কিন্তু আমরা বন্ধু, বক্তৃন যুক্তি করে ঠিক করলাম, নীচে বসব না। বিরাট উঁচু হল আমাদের লণ্ডন মিশনারি স্কুলের। সেই হলের পিছন দিকে দোতলায় ছিল আমাদের ক্লাসরেটরী।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে—বাঁদিকে ফিরে ক্লাসরেটরীতে ঢুকতে হল—ওপরে কোনরকমভাবে একটা ছোট্ট বারান্দা ছিল কাঠের, যা দিয়ে ক্লাসরেটরীতে যাওয়া যেতো। ঠিক করলাম, ঐ বারান্দার মতো বারান্দাতে ছোট্ট জায়গাটিতে বসে আমরা থিয়েটার দেখব। যা ভাবা সেই কাজ। ওখানে একটা বেঞ্চি টেনে এনে আমরা বক্তৃন পেতে বসলাম। কিন্তু আমাদের বসবার কয়েক মিনিট পরেই কয়েকজন শিক্ষক, তাঁরা ছাড়াও কয়েকজন আমাদের ওপরে বসবার শিক্ষানবিশ ছোকরা মাস্টারমশাই প্রফুল্লবাবু বলে একজন শিক্ষক হলাই উঠে এলেন আমাদের কাছে। আমাদের ডেকে বললেন—দেখ তুমি আজ গেস্ট। কার্ড নিয়ে এসেছ। এমন কিছু করবে না অভদ্রতা যা থেকে আমাদের কারো তোমাদের দিকে নজরে চোখ পড়ে। তুমি তোমার শিক্ষক মশাই—আমাকে কথা দাও।

আমি গম্ভীরভাবে এককথায় হলেও মাস্টার কথার বশ ছিলাম। মনটাও নরম হয়ে গেল। বললাম—গোলমাল করবে ইচ্ছে নেই, শব্দিও নেই। তবে নানারকম বাজনার ভয়ানক ক্ষুধা পেয়েছে, মুখে কেলেছি কম নয়, লুচিও হাজার দুই। তাই আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার নামে কোনো অভিযোগ হবে না।

চুপচাপ বসে অভিনয় দেখছিলাম। প্রথমের অভিনয় যবনিকা শেষ হয়ে গেছে, আমরা উঠে এসে চা-বিস্কুট কিনে এনে পুনরাধিকার করে নিয়েছি।

সহপাঠীদের কথায় কান কথাই না আজ মনে হয়। কতো তুচ্ছ কথা! কতো বন্ধুদের স্মৃতি! কতো সহপাঠীর মুখই না মনে পড়ে! চারুচন্দ্র নাহারকার মনে পড়ে। কালবৈশাখীর বাড়ি ছিল—হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করত—ধর্মে ছিল খৃষ্টান। খুব বন্ধু ছিল সে আমার। পরে সে ডাক্তার হয়েছিল, এখনো বোধ হয় কালবৈশাখীতে প্র্যাকটিস করছে। দশ বছর আগেও তার খবর রাখতাম। বরং, বলা যায়, সে-ই আমার খবর রাখত। পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। সঙ্গে এসেছিল তার মেয়েকে। আর-এক বন্ধু ছিল—ইমদাদ রসুল—পরে সরকারী কর্মচারী হয়েছিল—জেলায় জেলায় তাকে সফর করে বেড়াতে হতো। কবে যেন শুনেছিলাম, সে আর ইহজগতে নেই। আরেক বন্ধু ছিল—পুলিন চ্যাটার্জি। আমাদের সহপাঠী চ্যাটার্জি মশায়ের ছোট ভাই। ইনি কাস্টমস-এ চাকরি করতেন, অধুনা অবসর-জীবন যাপন করছেন। আজও ইনি মধ্যে মধ্যে এসে পড়েন দেখা করতে। কখনো বা টেলিফোনও করেন।

সহপাঠীদের কথায় শিক্ষক হলাইয়ের কথাও মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে হেডমাস্টার শশীভূষণ হালদার মশাইয়ের কথা। ইনি আমাদের ভূগোল পড়াতেন, এতো ভয়ংকর করে পড়াতেন যে, মনে-মনেও মোটা হয়ে যেতাম। ভূগোল বিষয়টিকে আমার শিকের তোলা ভীষণ ভূগোল মনে হতো। ম্যাপের সেওয়ালে প্রকাণ্ড ম্যাপটিকে টানিয়ে দিয়ে আমাদের দিকে পেছন ফিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চুপ করে বসে থাকতেন।

ওঁর এই মাপ-সংক্রান্ত কথার আমার একটা কবিতার কথা মনে পড়ে গেল। ছিনকড়ি চক্রবর্তী নামে এক স্টুডেন্ট বিদায় অভিনন্দন করতে এসেছে দার্জিলিঙ। ইনি ছিলেন আমাদের ইকনমিক্স পড়াতেন ছাত্র এবং আমার অনেক সিনিয়র। অসহযোগিতার সময় একেবারে বয়কটের অপক্ষপাতে কথা উঠলেই ছিনকড়িবাবু, এই কবিতা কথা উল্লেখ করতেন। সহপাঠীরা পরিচিত, ও একজনের কাছে ভূগোল পড়াতে গেলেই মনোযোগ দিলেন। হতো। ছিনকড়িবাবুর ভূগোলের ও আমাদের কাছে ছিল না তিনি শিক্ষকের মাপকাঠি নিয়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপতে করছেন কেন কার সঙ্গে। হঠাৎ কাছে এসে দাঁড়াতেন—ইঞ্চি?

সহপাঠী ছিনকড়ি বলতেন পরিবার, তাকেই ইংরাজিতে আবৃত্তি করছেন এঁদের আমলে।

ভূগোল পড়ে কেমনভাবে ও এঁদের দেখেন তাই নিয়ে ছিনকড়িবাবু, বিরাট পরিবার পরিবার, বাবার থাকার মতো হাতের মুঠো। পড়ে না পাবলে সেই হাতের লাঠি যখন মাথায় এসে পড়বে, তখন চোখের সামনে একেবারে সরষে ফুল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

ছিনকড়িবাবু, এরকম বাস্তির সামান্য-সামান্য ছবিই দুঃখের শুনেছেন—সিলেবাস কোথায় দেখা?

মানচিত্রের দিকে কালের পুতুলের মতো এগিয়ে গিয়ে উঁচুতে খুঁজছি—ছিনকড়ি-বাবু বলতেন—সামনে তাকিয়ে দেখি, টিবেট। কোথায় সিলেবাস রে বাবা!

'আর কোথায়?' ছিনকড়িবাবু বলতেন—'আগের এসে পড়ল সেই বিরাশী সিক্কা ওজনের গাট্টা, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করে মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে

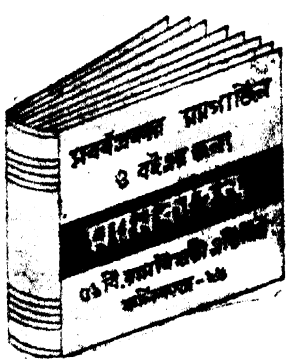

বসে পড়লাম। এবার সামনে সোজা যেটা চোখে পড়ল সেটা হচ্ছে ঘড়ি। ঘড়ি, সামনেই দেখি, সিলোনটা একেবারে ভোরবেলা করছে। তাড়াতাড়ি মনটাকে এদিক থেকে ফিরিয়ে নিলাম—ওই যে সাব ইলপেক্টর ভদ্রলোক আমার জন্যে ফর্ম হাতে করে বসে আছেন এসেছিলাম, কিন্তু এবার ঠিক ঘাবড়িয়ে গেলাম। কারণ পাসপোর্ট।

কিন্তু এবার ফিরে আসি আমার নিজের কথায়। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে একদিন ঠিক হয়ে গেল দিল্লি চলে এলাম। এটা পাসপোর্ট ইস্যু আগের ঘটনা। পাসপোর্ট সম্বন্ধে যে পাড়ার পর্ব হয়ে গেছে সেই ফিরোজ সিনেমার এই ফিরোজের সঙ্গে কথা হয়েছে কিন্তু যাওয়া হয়নি। তার পর প্রথম ফিরোজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বম্বেতে ফেরার সময়। এইবার সে কিছুটা চাঙ্গা। এখন পাসপোর্ট সম্বন্ধে সে অনেকটা ওয়াকিবহাল হয়েছে। ফিরোজ ফিরে যাবার পর আমি ফিরোজের ঠিকানায় একটা চিঠি লিখেছিলাম। ফিরোজ চিঠি লেখেনি। তার বদলে সে নিজে চলে এসেছে। এসে একেবারে সকালবেলা আমাকে ঘুম থেকে তুলেছে। তার পর আমি ফিরোজকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। ফিরোজ আমাকে নিয়ে গেছে পাসপোর্ট অফিসে। সেখানে ফিরোজের পরিচিত একজন সাব ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক আমার ফর্ম হাতে করে বসে আছেন। ফিরোজ আমাকে নিয়ে গেছে তাঁর কাছে। ফিরোজ আমার পরিচয় দিয়েছে। ভদ্রলোক আমার ফর্ম হাতে নিয়ে পড়ছেন। ফিরোজ আমাকে ইশারা করে বলল, ভদ্রলোককে সেলাম করতে। আমি সেলাম করলাম। ভদ্রলোক ফর্ম পড়তে পড়তে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বসুন। আমি বসে পড়লাম। ভদ্রলোক ফর্ম পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। ফর্ম পড়া শেষ হলে ভদ্রলোক আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। প্রশ্ন সবই পরিচয় নিয়ে। ফিরোজ কিছু বলেনি। ভদ্রলোক ফর্মে সই করে ফিরোজের হাতে ফর্ম ফেরত দিলেন। ফিরোজ ফর্ম নিয়ে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। ফিরোজ বলল, ভদ্রলোক সই করেছেন, এবার ফর্ম নিয়ে ফিরোজ ফিরে যাবে। ফিরোজ ফর্ম নিয়ে চলে গেল। ফিরোজ ফিরে এসে বলল, ভদ্রলোক সই করেছেন, এবার ফর্ম নিয়ে ফিরোজ ফিরে যাবে। ফিরোজ ফর্ম নিয়ে চলে গেল।

ফিরোজ ফিরে এসে বলল, ভদ্রলোক সই করেছেন, এবার ফর্ম নিয়ে ফিরোজ ফিরে যাবে। ফিরোজ ফর্ম নিয়ে চলে গেল। ফিরোজ ফিরে এসে বলল, ভদ্রলোক সই করেছেন, এবার ফর্ম নিয়ে ফিরোজ ফিরে যাবে। ফিরোজ ফর্ম নিয়ে চলে গেল।

ফিরোজ ফিরে এসে বলল, ভদ্রলোক সই করেছেন, এবার ফর্ম নিয়ে ফিরোজ ফিরে যাবে। ফিরোজ ফর্ম নিয়ে চলে গেল। ফিরোজ ফিরে এসে বলল, ভদ্রলোক সই করেছেন, এবার ফর্ম নিয়ে ফিরোজ ফিরে যাবে। ফিরোজ ফর্ম নিয়ে চলে গেল।

ফিরোজ ফিরে এসে বলল, ভদ্রলোক সই করেছেন, এবার ফর্ম নিয়ে ফিরোজ ফিরে যাবে। ফিরোজ ফর্ম নিয়ে চলে গেল। ফিরোজ ফিরে এসে বলল, ভদ্রলোক সই করেছেন, এবার ফর্ম নিয়ে ফিরোজ ফিরে যাবে। ফিরোজ ফর্ম নিয়ে চলে গেল।

সেইজন্য অপারেটা থিয়েটার দেখতে। বলা বাহুল্য, অস্বাভাবিক ভীড় হলেই এই হতো। একেই বলতো বাদুড় ঝোলা। হয়তো বা পা ঝোলার থাম থেকে সরিয়ে যেতে বা একটু গায়ালারীর কাছের কিনারে কেউ রেখেছে, অমনি গায়ালারীর লোক উঠত চিৎকার করে—করছেন কী মশাই, গায়ে পা দেবেন নাকি! মশাই, পা আবার চলে যেতো দোতার থামে। এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থিয়েটার দেখা। সাংঘাতিক ব্যাপার নয় কী?

সে বার দুর্যোধন হয়েছিলেন সারেন্দ্রনাথ ঘোষ, দুশাসন—নগেনবাবু, ঔরংজীব—প্রিয়নাথ ঘোষ।

কিন্তু যাঁর অভিনয় আমাকে সেদিন অভিভূত করেছিল তিনি নগেনবাবু। প্রথম দৃশ্যেই ঔরংজেবের রাজসভা স্টেজে দুর্যোধন যখন প্রবেশ করল, তখনই এক অদ্ভুত লোকের অবতারণা হতো। সবার আগে দুর্যোধন বলছেন—ইহার অর্থ ভাইপো। প্রণাম।

ঔরংজীব উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বলছেন—দাঁড়াও।

তারপরে, আরও কিছু বক্তব্যের পর ঔরংজীব বলছেন—তুমার বাঁ—বলেই বন্ধ।

সঙ্গে সঙ্গে হবেদার বলছেন দুর্যোধন, বলছেন—খবরদার। এর জন্যও প্রস্তুত হয়ে এসেছি সম্রাট।

বাস, তুরন্ত বাজালেন। পঁচিশজন সৈনিক তলোয়ার হাতে প্রবেশ করল ঔরংজেবের। দুর্যোধন বললেন—এই পঁচিশজন সৈনিক আমার। আর এক হাজার সৈনিক দরবার-কক্ষে প্রবেশ করবে—আমার কাছে থাকবে।

উত্তরে ঔরংজীব বলছেন—বাও।

এর পরে বইতে লেখা আছে সৈন্যরা দুর্যোধনের প্রস্থান। কিন্তু এই প্রস্থান-সজ্জাটি নির্বাক ভাবে যা দেখাতেন নগেনবাবু তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কখনো ভুলবেন না। ঔরংজীব যাও বলামাত্র হবেদার বন্ধ করে দিলেন দরজা, একবার ফিরে তাকালেন সেলামরতদের দিকে। তারপরে পুরোদস্তুর পাঁচিশে সিপাহী নিয়ে মুখ ঘোরালেন তিনি। সেটি ওয়েলা বাবরি কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে, আর জোব্বার মতো লম্বা কাবার হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলছে। যেই তিনি বিপরীতমুখে মুখ ফেরালেন, তখনি সেই বাবরির চুলগুলি ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল, কাবা পোশাকের বেড়গুলিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল। সে যে কী অপূর্ব ইউনিফর্মের ভঙ্গি, বইপড়ার অভিজ্ঞতা ছাড়া এটা হয় না। আজ তা বুঝতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে চড়চড় করে হাততালি পড়ত। তারপরে তিনি মধ্যম গতিতে অথচ দৃপ্তভঙ্গীতে, মঞ্চ থেকে প্রস্থান করতেন—খুব দ্রুতও না, খুব ধীরেও না।

চতুর্থ অঙ্কের শেষ দিককার সেই কারাগারের দৃশ্যটিও মনে আছে। দুর্যোধন এখানে বন্দী। শম্ভুজী ওঁকে বন্দী করে ঔরংজীবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সম্রাজ্ঞী নজরানেয়ার প্রেম নিবেদন করতে এলেন দুর্যোধনকে প্রত্যাখান করবেন বলে। নজরানেয়ার স্টেজে ঢোকে ফুলে উঠলেন, বললেন—তুমি এমনে উপস্থিত করছ কেন? বেগম নজরানেয়ার অধিক মন্দ।

দুর্যোধন দুর্যোধন উত্তর দিলেন—বোধ নিলাম—মন্দ।

এই মন্দ কথার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ বক্ষ প্রসারিত করে দর্প ফুলিয়ে তোলা। তাঁর সেই অভিব্যক্তি আজ এতদিন পরেও স্পষ্ট হয়ে সুন্দর একটা ছবির মতো মনে হয়ে রয়েছে। এক ঠিংকিপনী মহারাজে এমনভাবে তাঁকে সমস্ত একটা সমাজ ছবি এঁকে দিয়েছিল।

এর পরে আর নগেনবাবুর অভিনয় কোনকিছু বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনকে হত্যা করতে যখন ঔরংজীবের সৈন্যরা মাথা প্রাণে এসে তাঁকে নিরস্ত্র করেন—নিলাম বাঁ এই সামান্যের কথা পর্যন্ত নিলাম করেছেন ঔরংজীবের সম্মুখে—সে রাতে কোনকিছু মনে হয় মনে, তখন তবুও দুর্যোধন উঠেছিল ওঠে দুর্যোধন যে কী করে মুখোমুখি ঔরংজীবের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তা বলা যায় না। হয়তো তাঁর মধ্যে যেন বৈজ্ঞানিকভাবে মনে হতো তাঁকে এই উচ্চ এই অবও বন্ধ এর কারণে দেখিয়ে ছিলাম।

নগেনবাবুর দুর্যোধন যেন এই বর্ণনাই যেন হুবহু অভিনয় করে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গিমা যেন ছবির মতো। সমস্ত মঞ্চ জুড়ে যেন এক তাঁরই প্রভু চমকিত করে রেখেছে। সেই গায়ে সেই পদক্ষেপ সেই সমস্ত ভঙ্গী প্রমাণ মনে চিত্র জাগিয়ে রাখে আছে। দুর্যোধন ও আরও যে অভিনয়ে ছিলেন কিন্তু নগেনবাবু সেদিন যে রূপ ফুটিয়েছিলেন তা কখনই মুছে যাবার নয়।

কবিতার এমন যথোপযুক্ত অনুবাদের প্রয়োজনীয় নাটকের মহত্ত্ব সেই কিন্তু মন যেন আর ভরে না। একটা কী যেন মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছি কী এক নতুনত্বের সিকাশ। নগেনবাবুর দুর্যোধন একটা নতুনত্বের আস্বাদ এনে দিয়ে কিন্তু আরও একটা বিশেষ আর্দ্রিক রূপ বোধ দেখবার জন্য আমার মন ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, মহত্ত্বার নামে যে ধরনের অভিনয় ধারাকে অনুসরণ করছি, এই কি ঠিক? এতে মন ভরে উঠছে বই?

এই সময় হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, আমার নাট্যপ্রয়াস এবং নাট্যধারণা যেন মুহূর্তে নূতন এক ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করল। ১৯২১ সালের কথা। হঠাৎ কলকাতায় এলেন Matheson Lang'র বিলেতী থিয়েটার। ইনি এর৩ আগে এসেছিলেন শুনেছি। তখন এঁর অভিনয় দেখবার সুযোগ পাই নি। এবার গিয়েলাম। গ্রান্ড হোটেলে থাকতেন। পায়চারি করতেন, আমরা দেখেছি। দীর্ঘ দেহ—আর বেশ বলবান চেহারা—সুন্দর চোয়ার্স—একটি মুখ। আমি ওঁর অভিনয় দেখলাম; Hamlet অভিনয় দেখলাম, কিন্তু হায় তখন এইটি বলতে বুঝতে পারলাম না। আর সেই পাঞ্জাবী আমে দেখা হয়। হবে ঐ দাঁড়ানো—অদ্ভুত বাক্তিত্ব। ঐ সাধারণ চলাফেরার ভঙ্গী—সে যেন নূতন এক কিনিস দেখলাম। নগেনবাবুর বাঁধাগত অভিনয় মুখস্থ হয়েছি, কিন্তু অভিনয়ের যে একটা সর্বাঙ্গীণ রূপসৃষ্টি আছে তা ওদের অভিনয় যে কখনও সমাক উপলব্ধি করতে পারছিলাম না তাহলো Lang-এর নিখুঁত অভিনয়ের সৃষ্টি দেখা হয় না। অদ্ভুতকর্মিক হবার আগে যে সাধারণ চেনার মধ্যে কোনকিছু অদ্ভুত ছিল না তাই নয়, কোনও লক্ষণ চোখে পড়ে না, কিন্তু চরিত্রের চলাফেরায় অভিনয়ে মধ্যে-সমাজ এমন মিলিয়ে যা দেখলাম তাতে অদ্ভুত এই অপূর্ব অঙ্গের ভিতরে ভিতরে। চলাফেরা—এ রকম কী করে হয় না। অদ্ভুত প্রথম এঁকে Lang-এর পূর্বে অনেকেরা সমান সমান ভিতে দেখা করছেন। কিন্তু প্রভাব যেটাই না কারো। আর সাহের যে বলবে যে হাত বুঝবেই পারবে না। তাই প্রথম শিক্ষা সাহেব ওর কাছে আর কাওকে হলো না—ঐ সাহে থেকেই যা টাকে দেখেছি।

সাজপোশাকের কথা কি বলি কিন্তু অভিনয়-কালে ওর অভিনয়সাথে যে কোনো সঙ্গতিহীন কিছু এসেছে শুনেছি এমনি দেখে দেখতে। ওঁর কারবিনহল দেখেছি। দেখেছি ওঁর ওয়াবহাউস। দেখেছি ওঁর সেক্সপীয়র ইং। এতে একজন চাইনীজ মাণ্ডারিন বা মোগলমানএর অভিনয় করেছিলেন Lang। সে যে কী অপূর্ব চরিত্র ফুটিয়ে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর চলাফেরা—তাঁর আভিজাত্য—তাঁর চলন-বলনের grandeur—সে এক দেখবার বস্তু। সেক্সপীয়রএ দেখেছিলাম একরকম ছবি, কার্মিলাতে বা ওয়াবহাউস-এ অন্যরকম, এবার চাইনীজ সেজে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অভিনয় দেখালেন Matheson Lang। একটা সংশয় বর্ণনা দেই। চীনদেশে যখন প্রথম ইংরেজ যেতে শুরু করে সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল কাহিনী স্থাপনা। ওঁর মেয়ের প্রণয় হয়েছিল এক ইংরেজ ছেলের সঙ্গে। কোনো

মুখোপাধ্যায় সম্পর্ক নয়। মুখের ছোকরাটি আর মুখুজ্জে। ছোকরাটি ফুটবলটি কার খেলা করছে। ফুলবাগানে—ধর্ম একে প্রেমই বলতে হয় ত এ প্রেম স্বর্গীয়। কিন্তু একদিন মুখ থেকে ছোকরাটি আর মেয়েটির এতদূরুপ্রেম দেখে ওঁর মনে ছোপ উঠল তাঁর আভিজাত্যের অভিমান। পুরোনোকালে পাওয়া ওঁর একটা তরবারির ছিল পুরোনো ক্রম এই মিলনের ছিল, যে কোটি উপরে যাকে অনধিকারপ্রবেশ করলে তাকে হত্যা করতে হবে এই তরবারি দিয়ে। সেই ঐতিহ্য তরবারি কাজের এর আগে বঞ্চিত ছিল এবং পুরিতিদের মুখোমুখি নিয়ে হয়ে পড়ে হয়েছে। ওঁর মনে হল, ওঁর বংশ এর অভিজাত্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর উপায় নেই, মনোরেই হবে বিশ্বাসঘাতকের নিধন।

ছোকরাটির সম্বন্ধে কথা করে তার নিজে সম্বন্ধে প্রতিবাদ। সে যে কী অপরাধ করেছে তা সে বলতে নয়। ছোকরা পড়াশোনা মেয়েটির এক সঙ্গে উঁচু ক্লাসে নিম্নে পড়াশোনা করে—মাঝে মাঝে এক সঙ্গে মেয়েটিদের বাড়ি—আসাযাওয়ার অবকাশ নেই। তার সঙ্গে মেয়েটির সেই ঘনিষ্ঠতা। কলা কিংবদন্তি ওঁদের নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে পড়াশোনা করে ওঁর মনের ছবি, মুখে মুখে অপমান হয়ে যায় আর মুখে মুখে ছবি হয়ে বেড়ায়। কলা হয়ে গেছে। Lang কিন্তু এসব কিছু সম্বন্ধেও কোনো কি সম্পর্ক রাখে নিজের তাঁর কথা মনে করে বলেছে। তাঁর মনে হয় না কিছু।

তাই করল কলা। মেয়ের মুখোমুখি সম্মুখীন হবে ছোকরার ওপরে উঠে গেল। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে একটা কাছে উঠল সেই কথা পর্যন্ত। মেয়েদের একটা ছোকরা ছাত্র। ওখানেই। মুখুজ্জে ওখানে ছোকরা-ছাত্রীরা কথা বলে। কলা ওখানে ছোকরা

সেই পড়ির পড়ে যাবার ফলে ঘণ্টা নড়ে উঠেছিল প্রচণ্ডভাবে, তাই ধ্বনিত হতে লাগল সকোরে—ঢং-ঢং-ঢং! ঢং-ঢং-ঢং!

পুরোহিতের নির্দেশ অনুসারে খুলে গেল দরজা। মেয়েটি ছুটে পালিয়ে গেল। অন্ধকার দেবী কক্ষ বন্দী দশা থেকে মুক্ত ওর পুরোনো। মুক্তোর মালাগাছি এসে, তারপরে বাগানের পথ দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন ভদ্রলোকটি।

বলা বাহুল্য Lang-এর প্রতিনিধি অমলকে শুধু অভিভূতই যে করল তা নয় অমলকে একেবারে মাটির তলায়। মনে হলো, অমর ভিক্টোরিয়ার যে-সব নিন্দা না করছিলাম, তা ছোটোলোকি। নতুন করে বলতে হবে। ততদিনে অমর সম্বন্ধে ইঁদ পড়ে গেছে। ভাগ্যের দুর্বিপাকে ভিখিরি হয়ে পড়েছেন অমর সেন।


দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯
এখানে চিঠি লিখলেই
হাজার রকম বইয়ের
ভ্যালুএবল পাঠালো হয়
শুকতারা
সরস্বতী পূজার দিন
ত্রয়োদশ বর্ষে পড়বে

ডাক্তার হউন
ঘরে বসে ডাকযোগে পড়ুন এবং সহজেই হয়ে ডিগ্রীধারী হয়ে ব্যবসা থেকে উপার্জন করুন। বিনামূল্যে প্রোসপেক্টাস এর জন্য লিখুন।
Indian Homeopathic College
(DC.) Jullundur City.

ধবল আরোগ্য
LEUCODERMA CURE


বিশ্বস্তকর নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা পৃথিবীর যে কোন স্থানের শ্বেত কুষ্ঠ প্রভৃতিরোগ বাপ, মুখ, পঙ্কাঘাত এবং অন্যান্য ও সোরাইসিস রোগ চিরতরে দূর করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্র লিখিয়া জানুন। বাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন—৬৭-২৩৫৯।
শাখা—৩৬, হারিসন রোড, কলিকাতা—৯

এমন সময় শোনা গেল, সম্রাট আসছেন। মস্ত হলার মতো এ আরেক বিপদ দেখা হচ্ছে। সম্রাট মানে, পঞ্চম জর্জ। ইনিই ১৯০৫ সালে এসেছিলেন Prince of Wales হিসাবে। কিন্তু সে আসার সঙ্গে এ-আসার তফাৎ প্রচুর। সেবারে এরকম সাজো সাজো রব পড়ে যায়নি। এমনকি কলকাতা কি, কলকাতা কিভাবে কবে এসেছিলেন, তিনি নিজে এসেছিলেন, না Special Train-এ করে আসল, তাও কেউ জানতো না। তবে ততদিনে কলকাতার মানুষদের সঙ্গে রাজার Pontoon bridge দিয়ে সরাসরি দেখা হয়ে গেছে। তাঁকে কাছে থেকে দেখবার একটা কৌতূহল আগেই মিটে গেছে। তাছাড়া সেবারে রাজা ছিলেন বিদেশী। তাঁর সঙ্গে এদেশের মানুষের সম্পর্ক ছিল সুদূরের। তাই সেবারে রাজাকে নিয়ে যে-উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, এবারে তার ছিটেফোঁটাও নেই। তাছাড়া সেবারে রাজা এসেছিলেন ভারতের ভাগ্যবিধাতা হয়ে। এবারে তিনি এসেছেন ভারতের ভাগ্যবিধাতার ভাগ্যবিধাতা হয়ে।

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৭

ভূপেনবাবু হয়ত ঘরে থাকে, নতুবা ফিরে না গেলেই। যা অবস্থাটা, তার সঙ্গে কথা কইতে হবে। সকালবেলার সমুদ্রে স্নানটা খারাপ হয়ে গেছে, নেই। ঘুরে থাকা, তবে একটা সুখের।

কিন্তু ভূপেনবাবু যে ঘরে নেই তা কিছুতেই আমি নিজে পরীক্ষা না করে উপরে যে একটা কান্ড না ঘটিয়ে প্রতিপক্ষ প্রতীক্ষা করে, তা হতে পারে না। তাই ঘরের দরজা ধাক্কা দিতে লাগলাম।

এ কী হলো শেষ! এ সময়ে সে এল কোথায়?

ঘরে সব চাইতে সাংঘাতিক অপরাধ করেছে সুধী আমার কাছে। তার সঙ্গে সুপ্রভার যে কী এত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তা তার সঙ্গে সুধী ও আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তবু সুপ্রভার হাবভাবে ইঙ্গিতে আমার মনে হয়েছে। সুপ্রভার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা সে ইচ্ছামতো নিয়েছে, এই অভিযোগ আমার মুখ ফিরে না তাকাবার। সুপ্রভার সঙ্গে একবার আমার দেখা হওয়া দরকার। কিন্তু একবার আমার দেখা হওয়া দরকার। কিন্তু একবার আমার দেখা হওয়া দরকার। কিন্তু একবার আমার দেখা হওয়া দরকার।

সুধী আমার উপর বিশ্বাস হারিয়েছে, প্রথমত তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু সে-ও যে একটা ভিন্নমত পোষণ করে তা। শুধু সি-এ হোক তার কম ইন্টারেস্ট নেই। ছাড়তে হবে না, সম্ভবে, আপনার ভালোর ও অসুখ, ভোটে হা, শুধু শুধু করে থাকে, তার আমার সঙ্গ কী বাজার! তা ছাড়া বিয়ের আগে ছাড়াই অসুখ একথা বলেছিলেন আমাদের? তা হলে কে গলা বাড়াবে? বিয়েই হবে না। যেখানে বিয়েই নেই, সেখানে আবার সেলফিশ। তাড়াই নেই, তার আবার চাদুকের ভয়!

বিকেলে মহাভারত ক্লাসে ইতিহাসবিদ সমস্ত। পাশটা ভরাট আর নেহরু কার্ড্রিজের। কোনো বিষয়ই নেহরু। মুখ দেখে সবা করে এসেছে। পুরীজগন্নাথের ভিড় পরীক্ষা করতে একবার।

ঘর দুপুরবেলা পরীক্ষা করবে পুলকবাবুর বিয়ের কার্ডটা পুরীতে যাবে মুক্তাকাটে বিয়ে। শুধু পরীতে নয়, ভিন্নমতে বিয়ে এবং প্রমাণ।

ঘরের ঘরে ফুল সাজিয়ে রঙ্গ ও সুগন্ধে মুক্তাও পুলকে ফেলেছে মুক্তাকিনী। সবকিছু এ-ও নাড়াচাড় করতে-করতে চিন্তায় এল সবকিছু নিয়ে। বলেছে যাই হোক বিয়েই তো হচ্ছে, সামাজিক নিয়ে। সব এক্সপেরিমেন্টই সফল না হয়ে না, এরও কী কম হয়েও তো যায়।

আমার যে সব চিন্তায় বিয়েছে বাড়ি ফেরে তাদের চোখ বোজেই বলেছে প্রমাণ।

"তুই যে কবর বাড়িয়ে আসছিস।" ঘিন পাড়ায় বলেছে আমাদের সে-ও বিশ্বাসী ওড়ে


বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত
ঐতিহাসিক
রহস্যোপন্যাস
ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের নানা ও বিচিত্র
কাহিনীর সুন্দর সংকলন গ্রন্থাবলী

গন্ধাধর (১ম খণ্ড) ৪·৫০
গন্ধাধর (২য় খণ্ড) ৫·৫০
একটি নারিকীয়
রোমাঞ্চকর কিশোর উপন্যাস
খেরাগড়ের পৈশাচিক দুর্গ
মুক্তাগাছার জমিদার বিজয়
সরকারের পুরস্কৃত
গীতিকথা (২য় সং) ২·৫০
সুনীল কাঞ্চনজঙ্ঘার
ছোটদের মনের মতোন
সঙ্গীতায়ন ১·৫০
কমলতরু প্রকাশনী
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—৭৩


(বি ১৩২৩)

'যত সব বাজে কথা।' মৃণালিনী ঝাঁজিয়ে উঠল। 'বাপের বাড়িতে জায়গা কম, তাই কাকার বাড়িতে হচ্ছে। মানুষ তো বিয়ের ব্যাপারে ইস্কুল বাড়িও ভাড়া নেয়। তাই বলে সেটা কি মেয়েকে তাড়িয়ে দেওয়া হল? না—কি তাই বলে মেয়েকে সালঙ্কারা করে দান করে না বাপ-মা?'

জিভের ঠেলায় নিচের ঠোঁটের নিচে টিপলি পাকিয়ে তাতে সযত্নে ঘুড় ঘষতে লাগল প্রশান্ত। বলল, 'তা উনি তো সালঙ্কারা হয়েই আসছেন।'

'মিথ্যে কথা।' ইঁগিতটা কোথায় মুহূর্তে বুঝে নিয়ে জ্বলে উঠল মৃণালিনী। বলল, 'যাতে কিছু নিতে-থুতে নহয়, তারই জন্যে বাপ-খুড়োর এই কারসাজি। এখন শুনতে পাচ্ছি উচ্চ আদালতের জজ নয়, নীচু আদালতের। ময়মনসিংহ দশমিক, ধড়িবাজ, সংক্ষেপে কাজ বাগাবার মতলব। নবিনা না দিয়েই পুজো হচ্ছিল।'

'জজ নয় মা, ম্যাজিস্ট্রেট।'

'বটে? তা হলে তো শুধু ঘুষ নয়, রক্ত-ঘুষ। নইলে আমি মা, আমি জানি না সুকুকে?'

এবার গরম লাগল বরনবর গায়ে। ফোসকার মত ফুলে উঠে বলল, 'সেই তো ঠাকুরপো দিয়ে তার নামা পাওনা-গণ্ডা নদি করাবে না, আর লাগিয়ে হুসকুবে, বাঁধ তা না দেয়, এ বিয়ে ভেঙে দেবে।'

'ভেঙে দেবে।' এবার নাকের নিচে কয়েক রেখাঙ্কে প্রশান্তঃ তা হলে কোমরে দড়ি পড়বে। বিয়ে করবে নাকে দড়ি হয়, না করলে কোমরে দড়ি।'

'এমনিতে বিয়ে না করলে পুলিস জোর করে বিয়ে দেওয়াতে পারে?' বরনবীর থেকে এসব ব্যাপারে আইনকানুন জানা, না জানি তার কবে দরকার, এমনি একখানা ছুটি ছুটি মুখ করল বরনবা।

'পুলিসে কী না পারে।' গাল হাত বুলিয়ে বুলিয়ে প্রশান্ত দেখতে লাগল কোথাও আছে কিনা লুকিয়ে। বলল, 'বিয়ে হোক বা না হোক, খোরপোষের দায় থেকে আর রেহাই নেই।'

বরনা খুশি-খুশি চোখে তাকাল বরনবীর দিকে। বলল, 'ডবল খোরপোষ।'

'আহা কোন্ কথা থেকে কোন কথায় চলে যাচ্ছে।' মৃণালিনী ধমক দিয়ে উঠল। বলল, 'মুখ ফুটে কবি-নাওয়া নাই-বা করল তুই বলে নিজের থেকে বাপ মেয়েকে কিছু দেয় না? দেবে না?'

'অমন মেয়েকে কোনো বাপেরই দিতে ইচ্ছে করে না।' বরনা সংসারের চালে হেঁসিলে পানি খেয়েছে।

'অমন মেয়ে মানে?' ক্রুদ্ধ না শুনিয়ে আর শোনাল মৃণালিনী।

'আর বর্ণনা করে বলতে হবে না। দুদিন পরেই দেখতে পাবে সকলে। বুক্কের কথা ফলই কইবে ভালো।'

এমন সময়ে বিজয়া এসে সেখানে দাঁড়াল। বলল, 'ওরা কিছু দিক বা না দিক, আমাদের ছেলের বিয়ে আমরাই সব দেব বরকনেকে। ওদের হোক বা না হোক, ওরা না করুক আমরা উৎসব করব।'

মুহূর্তে কী হল কে বলবে মৃণালিনী ঘি-পড়া আগুনের মত দপ্‌দপ্‌ করে উঠল। বলল, 'অমন ঘর ভাঙে থাকবে উৎসব হবে কি করে? উৎসব বউ নিয়ে এসে সুকু ঐ কোণের ঘরে থাকবে। আর উনি নিজের বড় ঘরখানা বহাল তবিয়তে আগলে করবেন এই বৃদ্ধি উৎসবের ব্যবস্থা?'

'কী কহ বেয়ানজি, আমি তবে কী উৎসব হচ্ছে।' বিজয়া মুখের মত জবাব দেবার দিকে সংসার-রণাঙ্গনে বহু যুদ্ধ করে করে পক্ষ নয় লক্ষ কৌশল শিখেছে। কিন্তু বিজয় সমস্ত অনুভব করল, বলবার আগে ঘরে ঘরে। তবু বেয়ানজির ক্রোধের সমুখে থেকে সরে গিয়েছে বারান্তরে।

'এই উৎসব হলে না তবে হবে কী' তাই সুর নরম করল না মৃণালিনী। বেয়ানের ক্ষমতা আছে, তেমনি কেন তাকেও সহ্য উঠে হবে না। কেন এখানে বৃদ্ধাই পরিবার পড়ে থাকবে। ছেলেদের আসা পুজো নেই, বছরে দুবার পুজোর সময় কুলে আসবে। এসিকে অমনি ঘরে ঘরে বিজয়ের ঘরে থাকবেই বউ হবে— নাতি নাতনি—

ঘরে ঘরে কবে হবে তার ঠিক নেই। কোন্ বছর পক্ষে হয়ত বা কোনো পক্ষেই নয়। তবু বলে উঠল প্রশান্ত, 'তবে তো ঘরে পক্ষে তা ছেলেমানুষ আকাশে বছর কি। ছড়ান্ত করিয়ে যখন বলছ আবার এডিনিসিস আবার উৎসব তোলাতে করে ফেলে। সবচেয়ে বড় কথা, পাচ্ছে একজুকিসিভ ইন্টারভিউ।'

'সেই আবার কী?' উৎসুক উঠল বরনবা।

আজকাল ফ্রেঞ্চ চোরেদের খুব আদর। তাদের জন্যে সিঁড়ি, বড়-হাতাকে সিঁড়ি করানো, চুলছাঁটা থেকে পায়ের ফুলনা চোরেদের মুখোমুখি প্রোপ্রি মনোযোগ সব আঙ্কুর আকর্ষণীয়। সে-এক আনন্দের লহরী। সবক্ষণ তাদের বলে পেচ্ছে ছাই সব, আবার ফিরে এম ফেলে। এমন সোহাগ আর পাবে না। আর আবার গুড কন্ডাক্ট তোকে দেওয়া হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে একজুকিসিভ ইন্টারভিউ।' স্ত্রীর দিকে তাকাল প্রশান্তঃ 'তার মানে এক ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখাশোনা। দারে-কাছে কোনো এয়াচার থাকবে না, একেবারে নিজের বাড়ির মত ব্যবস্থা।'

স্ত্রী যে, সব সময়ে সনাক্ত করবে কে?' [illegible] পড়েছে বরনবা, হেসে ফেলল মুখ টিপে।

আহাহা স্ত্রীলোক হলেই হল। স্ত্রী তো স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছু নয়। স্কোবলিতের পরিবর্তন। বেঞ্চ প্রশান্ত নিজেই করে সজ্ঞ ড্রেড বাদ্যটি সব কথনার দিকে তাকিয়ে ইশারায় টেনে নিল আর বলবার প্রস্তাবটির ইঙ্গিতে সব দিল সেই সব ধুয়ে-মুছে তুলে রাখবে।

বিজয়া মৃণালিনীকে লক্ষ্য করে বলল, আপনার কি মনে হয় এই ছেলে যে সংসার নিয়ে হবে তাতেই অমন চুল পাই?'

নিশ্চয় না হবে। মৃণালিনীও অবশ্যের ভেবে বলল, 'এ শুধু একটা বড় নিয়ে [illegible] এক-একজনের থাকবে, না একটা-একটা থাকবে। [illegible] ঠিক তো নিশ্চয় বেয়ান মশায়। [illegible] নিয়ে [illegible] নিয়ে [illegible] ছুটে [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]

দিয়ে বাইরে না ফেলে ভিতরে টেনে ফেলছে? টাকা কি অবাস্তব, না শুধু বিস্ময়ের চিহ্ন? টাকা হচ্ছে শুধু ক্রিয়া অসমাপিকা। এবং বলতে লজ্জা কি, আত্মনেপদী। নইলে শুধু কোনো রকমে থাকা, যেমন-তেমন করে থাকা মাথা গুঁজে থাকা, টাকাতে লোকের কলঙ্ক। ইচ্ছে করে না গ্যাসের রান্না খেতে? ধারবার টেবিলে ফর্সা চাদরের উপর প্লেট রাখতে? সোফায় বসে কার্পেট জুতো ঘষতে? রেডিওতে খেলা শুনতে? রেফ্রিজেরেটারে আইসক্রিম বানাতে? কলিং বেলে আগন্তুক পেতে? ভিতরে শুয়ে নিওন লাইটে বই পড়তে? কী রকম যেন কক্ষ-কঁকিয়ে' এই ঠোকর খেয়ে থাকে। ছি-ছি, নিজে মানিয়ে-গুছিয়ে থাকে। টাকা যার আছে, যার কিসের অত কিন্তু কিন্তু?

এবার মরি মরি।

কটমট কটমট করতে করতে বিক্রম নিচে চলে যাবে ঘরে ঢোকে এল। হেমন্তকে বলবে 'তিনি সাতদিন সবুরে নিজের আপেই ঘর ছেড়ে চলে যাবে।'

দরজার বাইরে ড্রেসিংটেবিলের সামনে কথা বলছিল দুজন। বিক্রমের কথা কানে নিল না। বলছে হাই একটা মাইক চাইল। যে যাই বলুক মাইক না থাকলে গানের জমে না। ঠিকমত টিকমত জমান না আর, সরঞ্জাম যোগাতে অবশ্য অনেক খরচা খরচা কিনতে হবে। তা কিনুক কিন্তু বিক্রমের বাবা হেমন্তর মাইনের বাজে আর ঘাটে-রোজগারে মাইনের বাজনাবেন।

ড্রেসিংটেবিলে বিক্রম নিজে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। চলতে ফিরতে আয়নায় দেখতে হয় উপায়। অপমানের একটা সীমা আছে। দুদিন বাদে ছেলের নিজে, বলছে কিনা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যা, তোর ঘরে থাকবে ছেলে বউ। আর কিছু না পাই ঘর পেয়ে যাবে ভবানী।

মাথা খারাপ হলে ওরকম অনেক কথাই বলে থাকে অনেকে। ধরে মারতে হয় না। এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতে হয়। ভেবেচিন্তে হাসি মুখ করে এক টিপ নস্যি নিল হেমন্ত। 'অপমান ভাবলে মনুষ্য পাপলামি ভাবলেই মহাপণ্ডিত।'

'তোমার তত্ত্বকথা শুনতে চাই না।' মুখচোখ আগুন হয়ে আছে বিক্রমের। বললে, 'আজকেই যে করে পারো একটা ফ্লাট জোগাড় করো। যত ভাড়া চায়, যত সেলামী। নয়তো সেই যে কে মেমসাহেব পেয়িং গেস্ট রাখে সেখানে গিয়ে উঠব। যাও খোঁজ করো। নিদেন একটা হোটেলে ঘর নাও। দিশি-বিদেশী যেখানে হোক, যত টাকা লাগুক—'

'দাঁড়াও, হালচালের ফর্দটা দেখি।' কী একটা কাগজের টুকরো গভীর মনোযোগে দেখতে লাগল হেমন্ত। বললে, 'আমি এখন সত্যি কি করে? আমার হাতে এখন কত বড় কাজ!'

'কাজ—তোমার কাজ?' মুখ ভেংচে উঠল বিক্রম: 'তোমাকে সকলে কত পোঁছে।'

'পুঁছুক না পুঁছুক, কাজটা তো নির্বাহ করতে হবে। নামের কাছে গেলুম, নামা বললেন, তিনি কিছু জানেন না, যে এ কাজ করেছে সে এর ব্যবস্থা করুক।'

'ঠিকই তো বলেছেন।' খাটের উপরে গাঁট হয়ে বসল বিক্রম।

'মোটেই ঠিক বলেন নি। ওটা ছোকরার কথা, অভিমানের কথা। নইলে সবুজ ছেলেমানুষ, ও এর কী ব্যবস্থা করবে?'

'সেই তোমাকে মাতব্বরি করতে হবে! পরে মরে না আপনি মোড়ল! এতে তোমার কী?'

'আমার কী মানে? সমস্ত ঘর, পরিবারের প্রতিষ্ঠা—এ আমি দেখব না? আমি থাকতে সব ছেটমুখ হয়ে দাঁড়াবে? বাড়ির ছেলের কিসে হবে নষ্ট আসবে ঘরে, আর সমস্ত বাড়ি লোকের চোখর করে থাকবে?'

'সেই তো উচিত। কী কর্তব্য করেছেন ছেলে তা তো আর জানো না।'

'রাখো।' ধমকে উঠল হেমন্ত। 'বিয়ের মন্ত্রটা চুলচিরে বাহুল্য না কি মন্ত্র সংস্কৃতে, কখনো আগে না পরে, এ নিয়ে বুদ্ধিমানে মাথা ঘামায় না। আমার পাঠা আমি যে-দিকেই কাটি তাতে লোকের কী বলবার? বই লিখছি আমি, তাতে আমি-আমি শেষ পরিচ্ছেদ আগে লিখে প্রথম-দ্বিতীয় পরে লিখি তা হলে বই কি অশুদ্ধ হবে? বাজারে চলবে না?'

'বাজারেই চলবে।' দাঁতে দাঁত রাখল বুঝি বিক্রম।

'না, সমস্ত ব্যাপারটা স্বাভাবিক করতে হবে, সহজ করতে হবে। এমনিতে যেমন জটিলময় হওয়া উচিত কোন অংশে তার ত্রুটি করা চলবে না। মায়াপাশ বাঁধা হবে, আলোয় আলোকময় হয়ে উঠবে বাড়িঘর। তুমি মেনস্ট্রেমের লিস্টিটা দেখনি বুঝি?'

'তুমি আজ আফিসে যাবে না?'

'না, ছুটি নিয়েছি কদিন। ছুটি না নিলে চলবে কি করে? হাত বাড়িয়ে লাইটটা দাও তো, প্রেসে গিয়ে মেনস্ট্রেমের চিঠি-গুলি ডেলিভারি নিতে হবে। তারপর লিস্টি ধরে বেরোতে হবে বিলেতে। লায়া বলেন, যার বিয়ে সে সব ব্যবস্থা করুক। সবুজ ছেলেমানুষ—ও এসব পারবে? কাকে বলতে কাকে বলে ফেলবে তার কিছু ঠিক আছে? আমরা যখন মাথার উপর আছি তখন কক্ষি অবতার—'

'কত তোমাকে মাথায় করে রেখেছে! এত বড় কাজ, বলে কিনা ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাও বাইরে।'

'কথাটা খুব খারাপ বলে না।' হাসল

"একাঙ্ক নাটিকার ক্ষেত্রে তো তিনি আজও সম্রাট।" —দেশ
একাঙ্ক নাটিকার এই সুসম্পূর্ণ রূপে সম্বন্ধ ভাষের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

| একাঙ্কিকা | ছোটদের একাঙ্কিকা | নব একাঙ্ক |
|---|---|---|
| [ একুশটি প্রসিদ্ধ একাঙ্ক নাটিকা ] | [ ছোটদের জন্যেই একাঙ্ক নাটক ] | [ নয়টি আধুনিক একাঙ্ক নাটক ] |
| মূল্য ৫.০০ ন. প | মূল্য ২.০০ ন. প | মূল্য ৩.০০ ন. প |

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : কলিকাতা—৬

বন্দুকটি, ছয়টি নাটক ইত্যাদি উপহারের এর জোরালো গুলী আপনার পরম বন্ধুর কাজ করবে। হাল্কা ওজন ও বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। প্রচণ্ড আওয়াজ ও চোখ-ঝলসান আলো আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।
মূল্য : টায় ৮, ১০, ১২, নং ৭৭৭ ৮৮৮ ১১১
বিনামূল্যে ২৫টি গুলী। ২৫টি অতিরিক্ত গুলী টায় ১.৫০, ১০০টি গুলী ৫, টাকা। চামড়ার কেস ৬, টাকা। লুব্রিকেটিং অয়েল প্রতি বোতল ১, টাকা। ডাকব্যয় ২, টাকা। দুই বা ততোধিক পিস্তলের জন্য ডাকব্যয় লাগে না। কেবল ভি পি পি-তে মাল পাঠান হয়।
নিউ ইয়র্ক এজেন্সিজ (ইণ্ডিয়া)
পোস্ট বক্স নং ৩০১২ বোম্বাই—৭।

হেসেন। বললে, 'আমাদের এ ঘরটা পেলে ওদের বেশ ভালো হত, তাতে আর সন্দেহ কি।'

'তবে চলো না, এখুনি চলো এ ঘর ছেড়ে।' খাট থেকে উৎসাহে নেমে পড়ল বিজয়া। 'ফেরবার সময় সব ঠিক করে একেবারে একটা লরি নিয়ে এস।'

'অতেই। অত উতলা হয়ো না। যাব, কদিন পরে যাব। খোসমেজাটা চুকুক, আর একটা কড়ি-টাড়িও দেখে ফেলি এর মধ্যে। কদিন ওদের কষ্ট।' শার্টটা নিজেই টেনে নিয়ে পরল হেমেন। 'সত্যি উপরের ঐ ছোট ঘরটায় বেশ্তমাফিক দুটো ডিজাইে তক্তাপোশ সরিয়ে নিলেও বড় সড় একটা খাট পড়ে না। তা কি আর করা, যেমন পড়ে তেমনি মশপরই অর্ডার দিয়ে দিলাম।'

'আর বিছানা?'

'উপায় কি, ওবাড়ি থেকে যখন কিছুই দেবে না তখন আমাদেরই দিতে হবে। কিন্তু, সত্যি, দেকান থেকে কেনা নতুন ওয়াড়-দেওয়া তুলপ বালিশ বিছানা মশারির কী অপূর্ব গন্ধ বলো তো। তার কাছে ফুলের গন্ধ লাগে না।' চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়েছিল, অমনি খিলখিল হেসেন। বললে, 'আচ্ছা, তোমার কথা কী তখন বলো? তুমি কী দেবে বউকে?'

'এই কলম দেবো।' এবার একটা মাপচিন নিয়ে খাটের উপর কাগজ পড়ল বিজয়া।

'ছি তুমি কেন নিষ্ঠুর হবে? নতুন বউ —ভাবো তো সে কোন এক পল্লিগ্রাম থেকে—তাকে তুমি একটু অভ্যর্থনা করবে না? সেই তুমি যে প্রথম এসেছিলে নতুন বউ সেজে, তুমি চাওনি সকলে তোমাকে আদর করুক, কেউ কেউ দিক কিছু সোনাদানা, আর বাকি সব শাড়ি আর শাড়ি, বই আর বই—'

চোখের কোণ থেকে কি রকম করে তাকাল বিজয়া।

'আমি বলি কি, তোমার নামে একটা সেকেলেস কিনে আনি। আর সেটা তুমি— আহা, কী জানি নাম, তুমি ওরে পরিয়ে দাও নিজের হাতে।'

'জানি না। তোমার যা খুশি তাই করো।' খাটের উপর পা টেনে করে বসল বিজয়া।

'তোমার যা খুশি তাই করো।' একথা রবীন্দ্রনাথও বললেন নরনাথকে, যখন নরনাথ বললে, কাকলিকে দুদিন আগেই আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

কাকলি এসে দাঁড়াল বাপের কাছে। প্রণাম করল।

নরনাথ বললে, 'ওকে আপনি আশীর্বাদ করুন।'

চুপ করে রইলেন রবীন্দ্রনাথ।

'আপনি এমন একটা কাণ্ড করছেন, সে জানে সেই ইটালির থেকে। কী জানি কি ভেবেছে আপনি।' কাকলির অপরাধ সে নিজে পড়ে বেড়াচ্ছে, সেটা অপরাধই নয়, আর স্ত্রী পড়ে সম্পূর্ণ নিষ্ঠুরভাবে সেটা তার নিজের বুদ্ধি নিজের নির্বাচন।

'এসব কথা আমার হয়ে গিয়েছে।' বিরক্তমুখে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি তো কতো চুপ করে থাকিনি। আমি জানতে চাইলাম আশীর্বাদ করবার আমার অধিকার আছে কিনা—'

'সে কী কথা? আপনি বাপ—'

'ভাবছিলাম মানুষেরই আছে কিনা। নেই। মানুষ আমার কী আশীর্বাদ করবে। শুধু, ভগবান করবেন।'

'বেশ তো তাই বলুন না, ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন।'

নরনাথের কথার পুনরুক্তি করলেন রবীন্দ্রনাথ।

হৈমন্তী এসেছে। নরনাথের সঙ্গে সেও পড়ল পড়ল করছে কাকলির মাথাটিকে।

গম্ভীর বললে, 'মেয়ের বিয়ে মা দেখে না।'

'অপরূপা হলে মায়ের কাছে থেকে।'

'তোমরা সবাই দেখো না। চোখ বুজে বসে। প্রকাশ্যে চোখ মুছল গম্ভীর।

কাকলি মাকে প্রণাম করল।

নরনাথ বলল, 'আশীর্বাদ করুন।'

মুখে কোনো কথার সে বলতে। চোখ খুলল না গম্ভীর। তার হৃদয়ের মানুষ কী করে কাকে আশীর্বাদ করে তা তিনিই জানেন।

কাকলির পিসি সন্তুষ্টির সঙ্গে সকলের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণের ব্যবস্থা করে।

'আর কোনো কথা নয়, ওকে আশীর্বাদ করুন।'

# চিত্রপ্রদর্শনী

চিত্রশ্রী

## বড়দিনের প্রদর্শনী

বড়দিনে কলকাতায় যে ক'টা প্রদর্শনী হয়ে থাকে তার মধ্যে গুরুসদয় দত্ত রোডের ইণ্ডিয়ান আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বছরেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ছবি ছাড়া মাঝারি মাপের কয়েকটি ভাস্কর্য, ছোট ছোট কিছু সেরামিক কাজের নমুনা এবং কয়েকটি হাতে-আঁকা বইয়ের পাতা নিয়ে এ বছরের প্রদর্শনী। ছবির সংখ্যা বড় কম নয়। ১৫ জন শিল্পীর ৭৫টি ছবি। ছবিগুলি ভাল করে দেখবার জন্যে যে পরিমাণ জায়গা দরকার তার অভাব আছে। তবু ছবিগুলি ঠাসাঠাসি করে সাজানো হয়েছে। ছবির সংখ্যা কমিয়ে আরো কিছু জায়গা ছেড়ে দিলে ভাল হত। ছবিগুলি ঠাসাঠাসি করে সাজানোর ফলে দর্শকদের পক্ষে ছবিগুলি ভাল করে দেখা সম্ভব হয় না। ছবি ও ভাস্কর্যের মধ্যে কোন্‌টি ভাল হয়েছে তা বিচার করা মুস্কিল হয়ে পড়েছে। ছবিগুলি যদি আরো ছড়িয়ে ছড়িয়ে সাজানো হত তা হলে দর্শকদের পক্ষে বিচার করা অনেক সহজ হত। তবে একথা ঠিক যে, ভাস্কর্যের মধ্যে এবার অনেক ভাল কাজ দেখতে পেয়েছি। কিন্তু কিছু কিছু ছবি চোখের কাছে ধরে ধরে দেখতে হয়েছে। তা হলেও নিঃসন্দেহে প্রদর্শনীটি উপভোগ্য হয়েছে।

নিজেদের বাড়িতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে [illegible] ছোট মিউজিয়মে এবার পক্ষে আনাটি সংগ্রহ করেছেন। এখনও নির্মাণের কাজ শেষ হয়নি। শেষ হলে আশা করা যায় ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে এই গ্যালারি। দেয়ালগুলি রঙিন আলোতে উজ্জ্বল করে তোলা হবে। মূর্তি রাখার জন্যে বিশেষ ধরনের টেবিল তৈরি করা হয়েছ

আউট ডোর ওয়েটিং হল —ধীরেন চৌধুরী

রঞ্জনী সৈত্র, মথন দত্তগুপ্ত, কানওয়ালকৃষ্ণ, দেবযানী কৃষ্ণ অলমেলকর এবং গোবর্ধন আশ তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছেন। স্বর্গীয় অনিলনাথ মুখোপাধ্যায়ের ইতস্তত থাকাকালীন সৃষ্টি স্টুডি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। মনোময় পুষ্পক রথে চড়ে কল্পনার মত প্রকাশে বিভোর করাই হল অমল মুখার্জি বিশেষত্ব। বাংলাদেশ শিল্পের ডিমোক্রেসিতে এ সৃষ্টি অবশ্য রাজিয়ান আইডেন্স মত এমন চমৎকার সুকুমার শিল্প রচনা করা একমাত্র অমল মুখার্জির পক্ষেই সম্ভব। ভাস্কর্যের মধ্যে সুনীল পাল, গণেশ হালোই এবং যোগেন চৌধুরীর কাজ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আকাডেমির এই প্রদর্শনী ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে বলে প্রকাশ।

গত ১৬ই ডিসেম্বর গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফট-এর উদ্বোধন হয় হেস্টিংসে। সেই দিনই প্রদর্শনী দেখবার সুযোগ সেখানে উপস্থিত হই। কিন্তু সেদিনের ভীড়ের চাপে মন দিয়ে কিছুই দেখতে পারলাম না। কেবল এ কোণ থেকে সে কোণে আর সে কোণ থেকে ও কোণে ক্রমাগত ঘোরার ফলে ঘণ্টার মত ঘোরার মধ্যে থেকে কোন সময় টুপ করে সন্ধ্যার বাইরে চলে গেলাম। তাই বলে এই হট্টগোলের মধ্যেও কিছু কিছু শিল্পীদের ছবিগুলি এবার যেন ভালোই লিখা অনেক বেশী। এবার ছবিগুলিকে সেজেছেন যথেষ্ট। সুকুমার শিল্প ছবিগুলির জন্যই সম্ভবত এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছবিও কোনও সাধারণের ছবিগুলির সঙ্গে কাজের মেলে মেলানো। একসঙ্গে এত ছবিগুলি এক সঙ্গে দেখবার সুযোগ খুব কম ঘটে। তাই একটী ঘরে ছবি দেখবার পরে আর একটী ঘরে ঢুকে মনে হয় যে কতগুলি অবশ্য অবাস্তবিক ছবি ছাড়া অসংখ্যিকের ছাপের বিভিন্ন নানান রিপ্রোডাকশনের ছাপ সম্বলিত ছবিগুলি বিশেষ করে ছবিগুলি দেখবার পরে এবং কতক এ ছাড়াও সেই ছাপা ছবির কাজ দেখিয়েছেন। কাজগুলি কলাকৌশলের সঙ্গে ছবিগুলি প্রকাশনীয়। সেদিনের ভীড়ের জন্য ছবিগুলি পুরোপুরি ভাবে দেখা হয়নি। তবুও ছবিগুলি দেখে মনে হয়েছিল। ভাস্কর্যের প্রথম শ্রেণীর ছবি যথেষ্ট প্রদর্শনীর ছিল, চোখে পড়েনি। সেদিনের ভাগই প্রতিমা ছবির পুনরাবৃত্তি। পাথরের কাজ এবং ভাস্কর্যের কাজেও খুব উচ্চাঙ্গের কাজ কিছু দেখলাম না। ক্লায়েন্টস বিভাগে বেশ ভালো ছবির কাজ নজরে পড়েছে। সাধারণের কাজগুলি চমৎকার। কাঠের অলঙ্কার প্রধান নকশার কাজ এবং পশু, পক্ষীর নানান রকম মূর্তি যথার্থই রসোত্তীর্ণ। চমৎকার কাজ, চিনামাটির কাজ এবং তাঁতে বোনা কাজও বিশেষভাবে প্রশংসা পাবার মত।

লিভার ইজ লাভ —সুলেখা চট্টোপাধ্যায়

বর্তমানের প্রদর্শনীর মধ্যে আরও দুটি প্রদর্শনী উল্লেখযোগ্য। একটি আর্টিস্ট্রী হাউস-এ অনুষ্ঠিত শ্রীমতী সুলেখা চট্টোপাধ্যায়ের চিত্র-প্রদর্শনী এবং অন্যটি গ্রাণ্ড হোটেলের গেস্ট-রুমে অনুষ্ঠিত ইতালিয়ান গ্রাফিক আর্ট প্রদর্শনী। সুলেখা চট্টোপাধ্যায় সব-সুদ্ধ ৬০টি ছবি টানিয়ে ছবির একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। পাস্টেল, কলম এবং টেম্পারা তিনটি মাধ্যমেই তিনি সমান স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছেন। উগ্র আধুনিক-

ই. ক্রুগ্‌স —হ্যুর বেক

সংবাদ, রাষ্ট্রিক সভ্যতা প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া হয়েই এসব রচনার সৃষ্টি। এদের নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য আছে বলে মনে হয় না। মাইথ অব আমেরিকা এবং 'হেল ডাজলার' এ দুটি রচনার সঙ্গে আলদা ব্রুকস মহাশয়ের রচনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রচনা দুটি সফলই হোমোরীর্ণ। মিউড রচনাটিও উৎকৃষ্ট কাজ।

সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও চক্ষু ও কানকেরা প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল এই সপ্তাহেই। কিন্ডারগার্টেন বয়স আর থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। জলরঙের ছবিগুলো অনেকের মনে হবে একই ধরনের। কিন্তু জলরঙের ছবি ছবি সম্বন্ধে এ কথা সবসময় বলা চলে না। ছবি আঁকাটা এদের প্রকৃতি নয়। কিন্তু নিজের প্রকৃতি নয় এ পরিচয় দেবার ধরন এরা সবাই জানে। এদের দৃষ্টিভঙ্গি বড় এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ের পিছনে থাকে উদ্দেশ্য। এদের রচনার রূপ হয়তো সুন্দর নয়, কিন্তু সত্য মনের ওর বড় ওরে এরা যে বয়সে অনুভবের করে, তাকে ফেলনা বলে অবহেলা করা যায় না। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের রচনা দেখে আমরা যথার্থই পুলকিত হয়েছি। এরা চমৎকার শিক্ষা পাচ্ছে। এত কম বয়সেই এদের মধ্যে অনেকেই অঙ্কনের ব্যাকরণ এবং ডিমায়োশনে বেশ পাকা হয়ে উঠেছে। সবার আগে উল্লেখযোগ্য অবশ্য চক্ষুহীনের নয়। এর রচনা দেখে সকলে হাততালি বন্ধ করে হাসি চেপে রাখে। কিন্তু এদের মধ্যেই একটি ছেলে সকলের সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'এগুলি আমাদের সম্পূর্ণ নিজেরই আঁকা।' টিনু আহুজা, সুদীপ দে চৌধুরী, চিত্রা বসু, নবনীতা সেন, অরুণিমা রায়, ইন্দ্রজিৎ সিং, বিশ্বজিৎ মজুমদার, ইন্দ্রকুমার গুজরাল, নন্দা ইসলাম, সীপ রায়, সপ্না ব্যানার্জি এবং ছোটদের সকলের রচনাও বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারুকলা বিভাগেও সকলের সুন্দর কাজ ছিল, বেশীর ভাগ্যের বয়স বিশিষ্ট। প্রাথমিক্ষীপ্ত ছেলেদের মধ্যে সীপ, ডেভার ওয়ার্ক, মোজাইক প্রভৃতি বয়স বিশিষ্ট এবং আনা-

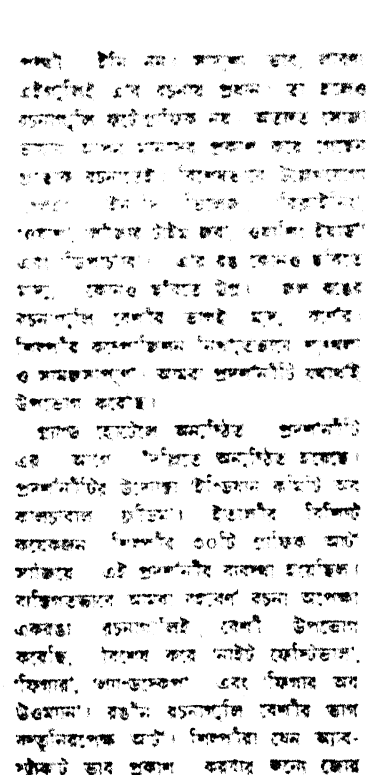

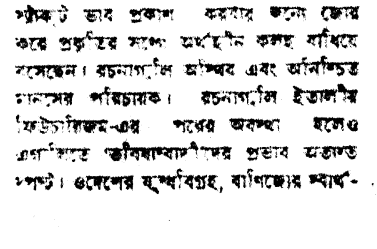


ত্রিবেণীর বই

সব বই-ই ৩ার

| | | |
|---|---|---|
| | ঃ গল্প সংগ্রহ ঃ | |
| প্রেমেন্দ্র মিত্র। | আপন প্রিয় (৪র্থ সং) । | ৩·০০ |
| | কথাকলি (২য় সং) । | ৩·০০ |
| সুবোধ ঘোষ। | পলাশের নেশা (৩য় সং) । | ৩·০০ |
| সুকুমার রায়। | স্বপ্নমধুর (৪র্থ সং) । | ৩·৫০ |
| সমরেশ বসু। | ডেজা (২য় সং) । | ৩·০০ |
| শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। | বহুব্রীহি (২য় সং) । | ২·৭৫ |
| সন্তোষকুমার ঘোষ। | পরমায়ু । | ৩·৫০ |
| | ঃ উপন্যাস ঃ | |
| তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। | রাধা (৪র্থ সং) । | ৭·০০ |
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। | অনুবর্তন । | ৫·০০ |
| শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। | জনপদবধূ (২য় সং) । | ৪·৫০ |
| অবধূত। | কালিতীর্থ কালিঘাট (৭ম সং) | ৪·০০ |
| শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। | অপরূপা । | ৪·০০ |
| লীলা মজুমদার। | চীনে লণ্ঠন (২য় সং) । | ৩·২৫ |
| মনোজ বসু। | আমার ফাঁসি হল (২য় সং) | ৩·৫০ |
| বিমল কর। | বনভূমি (২য় সং) । | ৩·০০ |
| নরেন্দ্রনাথ মিত্র। | দ্বীপপুঞ্জ । | ৪·৫০ |
| সুবোধ ঘোষ। | রূপসাগর (২য় সং) । | ৪·০০ |
| | ঃ রম্যরচনা ঃ | |
| সৈয়দ মুজতবা আলী। | ধূপছায়া (৬ষ্ঠ সং) । | ৪·৫০ |
| | ঃ অনুবাদ সাহিত্য ঃ | |
| শিবশঙ্কর পিল্লাই। | দুকূলকে ধান । | ৩·০০ |
| কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী। | মাটির মানুষ । | ২·৫০ |

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

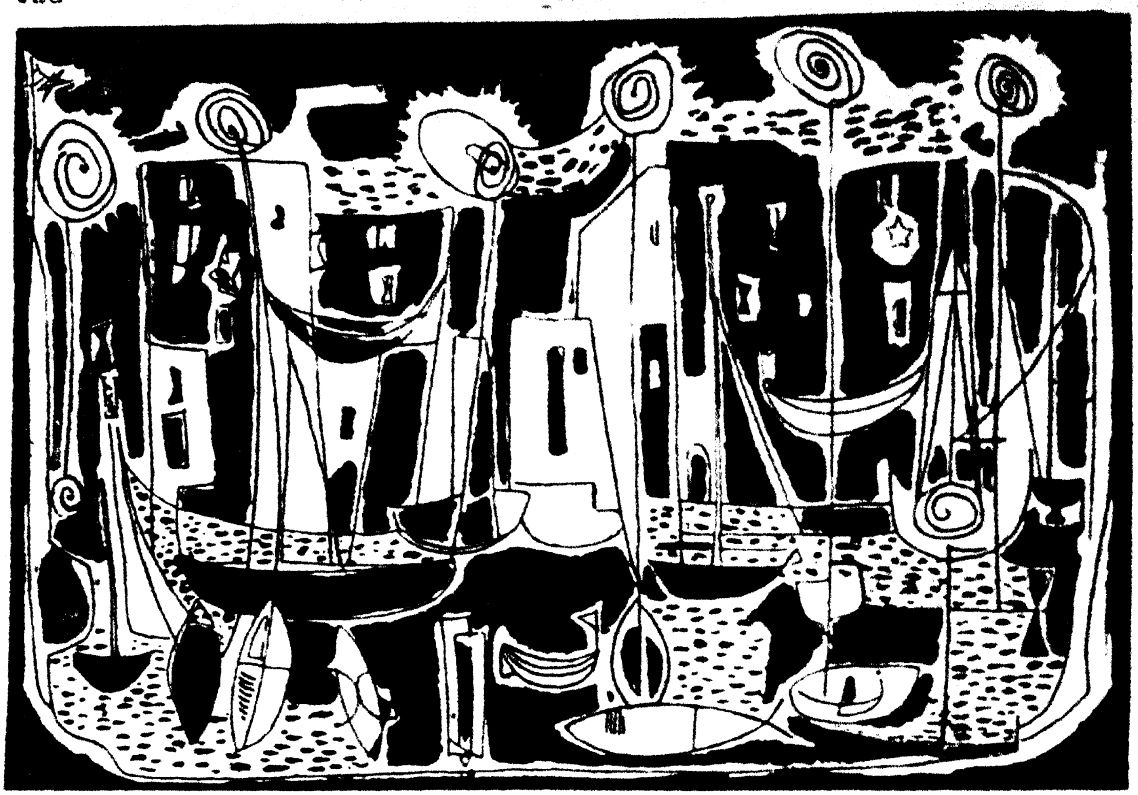

নৈশ উৎসব —এনীয়ের পওলুচ্চি।

স্থিপট ডেকোরেশন-এর কারুশিল্প প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উপভোগ করেছি। এ সব কারুশিল্প আর কোনও স্কুলে দেখানো হয় বলে শুনিনি। শিল্পে রোল স্বপন সরকার, প্রীতি পাল, রমেন্দ্র নরেন্দ্রাধারা এবং ভেঙ্কটা রামের কাজ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এক সঙ্গে এতগুলি বিদেশী ছবি এর আগে কলকাতায় কখনও হয় নি। প্রদর্শনীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে দর্শকের সংখ্যাও তেমনি বেড়ে চলেছে প্রদর্শনী কক্ষে লাইন পড়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। এই সম্পর্কে আলোচনা যে একেবারেই হয় না, সে কথা বলছি না। তবে সংগঠকের নিরপেক্ষতার অভাবও যথেষ্ট রয়েছে। তবু প্রদর্শন আনন্দ। নরনারীর মধ্যে যারা ধারক মন্দিরের পরিবারের অনেক প্রাক্তকাল এসেছিল ছবি কেনবার জন্যে। আটের জন্য প্রসঙ্গে আসছে বলে ছবির নিরপেক্ষতা ক্রয় অবশ্য কমল এবং সে ছবি দর্শকের ব্যক্তিগতভাবে প্রতিফলন না হয়ে যদি কিছুটা কমার্শিয়ালাইজড হয়। প্রদর্শনী ভাল হয়েছে—এ কথা একবারে মানি, কিন্তু সেটা দর্শকের ওপর অত্যাচারে যাতে পরিণত না হয়। অটোক জনপ্রিয় করে তুলতে হলে নিরপেক্ষতার সব সময় সে দিকে নজর রাখতে হবে।

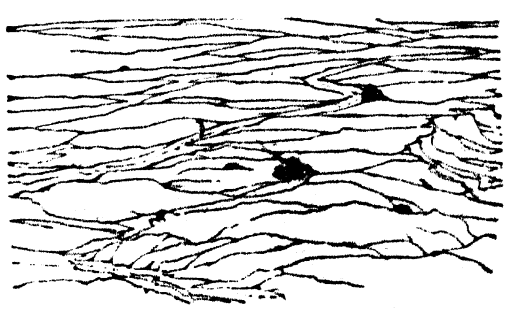

# কলের পুতুল

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

বেঞ্চের উপর থেকে অনেকগুলো পা গলাগলি হয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। অর্জুন সেই পাগুলোর ফাঁক দিয়ে সামনের জানালার খানিকটা দেখতে পাচ্ছিল। জানালার ঠোঁকো ফ্রেমের মধ্যে আকাশটাকে যেন বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে, এমনি ধারা মনে হচ্ছিল ওর। ফেনাকি শেকের আলোর মতো ছায়াগুলির আলো মিট মিট করছে। তারা খোলতাই দেখাচ্ছে আকাশটাকে। কিন্তু অর্জুনের এখন কারো সেই আকাশটার দিকে চোখ তুলে তাকাবে। বেঞ্চের নিচে সেঁধিয়ে ও কেবল শক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে।

খুব সম্ভব এটাই ঘাটশীলা। গাড়িটা থেমে আছে। উপরে একটা কলকল খড়খড় শব্দ হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। সেটা বন্ধ হয়ে গেল। গাড়িটা যখন চলতে শুরু করবে অর্জুনের মনে হবে, বড় সময় নষ্ট হয়েছে। গাড়িওলা খড়খড়ি তোলার হাতলটা ঘোরাতে ঘোরাতে নিচে নেমে গেল। যেমন ভাবে এসেছে আরেক পাসেঞ্জার নিশ্চয় তেমনি করেই নামবে।

হাতঘড়ির রেডিয়াম লাগানো কাঁটা একটু একটু করে সাড়ে ন'টার ঘরটা ছুঁয়ে এল। অর্জুনের হাতের মধ্যে ঘড়ি ঘড়ি করে উঠল। পা কী ঝিমঝিম করছে ওর। বেঞ্চের নিচ থেকে পা দুটো টেনে বার করতে গিয়েও অর্জুন এখন সেসব পারছে না। হাতঘড়ির কাঁটা দুটো যেন অসম্ভব ভারী। হাত দুটো যেন কোথায় কোন্‌ অতলে তলিয়ে গেছে। পাটা ধরে একটু টানতে এসে হাতে ঠেকল ওকে! সর্বনাশ, কখন ঢুকেছে অর্জুনের চোখ-মুখ আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে হল। পাটা সরিয়ে সরিয়ে ধরি ওর মাথার উপর থেকে হাত, তখন ধরা পড়ে যাবে অর্জুন। ধরা পড়ে গেছে, একথাটা লোকের কাছে প্রকাশ করাটাও ও লেজাতে পারবে না যে ওর শিথনী স্টেশনে কত লোকজন। ঠিকাদার ওকে টেনে ওকে নামিয়ে নেবে ওর। ধরি নামিয়ে নেয়....

লোমশ পাটা আবার একটু সরে গেল। অর্জুনও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ধরি এটা ঘাটশীলা হয় এখানেই ডাকগাড়ি উল্টো দিক থেকে আসবে। অর্জুনের নামবার গাড়িটা ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ডাক-গাড়ি যতক্ষণ না ছেড়ে যায় ততক্ষণ অর্জুনকেও চটপট হয়ে অচল গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে পড়ে থাকতে হবে। ডাকগাড়ি বেরিয়ে গেলে ওরও গাড়িও ছাড়তে শুরু করবে। শিথনী পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে একটা কি দুটো। এখন কটা হবে? মনে মনে প্রশ্ন করল অর্জুন। ঘড়িটা নিশ্চয়ই বেজে গেছে। এমনি এক ঘণ্টা দুঘণ্টা হেন তেন নেই। বেঞ্চের নিচ থেকে এতক্ষণে ওকে টেনে বার না করলেই হয়। গাড়িটা ছাড়তে দেরি করছে কেন।

পাশাপাশি বেঞ্চের উপর থেকে কারো পড়তে আনকোরা গল্পের কাঁটার মতো। লোক-গুলির মুখ দেখতে পাচ্ছে না অর্জুন। তবু ওর মনে হচ্ছে মুখগুলি যেন বিবর্তিতে কদাকার হয়ে রয়েছে। পাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেই মুখগুলি কল্পনা করবার চেষ্টা করল অর্জুন। [illegible] ছাড়বে না আজ! অর্জুনও পারছে না। হাতটাও ওদিকে যাচ্ছে না। গলাটা একটু টান করে নিতে পারছে না। নড়তে চড়তে ভয় পাচ্ছে অর্জুন। যদি কেউ টের পেয়ে যায়। চোখের উপর দিয়ে ঝুলকালির মতো একে একে কয়েকটা ঘণ্টা নেচে উঠে মিলিয়ে গেল। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। কাল ভোরের আগে শিথনী পৌঁছবার এই একটাই ট্রেন পাওয়া। এ-গাড়িটা হাতছাড়া হলে কি করে ও ভিক্ষে করবে শিথনীর মেলায়? শিথনী হয়তো সত্যিসত্যি না পৌঁছতে পারে অর্জুন, কি হবে ভবিষ্যতের কথা ও ঠাকুরদাদার কাছে। ঠাকুরদাদা কি ওকে রেহাই দেবে।

ঠাকুরদার চোখের সামনে ভেসে উঠল। চোখদুটো ভেজাটে হয়েছে, মাথার খোলাই সব ধবধবে চুলের সঙ্গে একটা কটা রঙ, আর চোখ দুটো উজ্জ্বল ধূসর। ঠাকুরদা যেন বলছে, চোখ বুজছিস কেন অর্জুন? ওঠ ওঠ।

অর্জুন হাত ছাড়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। মাথা ঠুকে গেল উপরের বাঙ্কে। ঠাকুরদার কথা সবকিছু ওর মনে পড়ে গেল। ঠাকুরদা কেন মরতে গেল ভিক্ষে করতে। ঠাকুরদা ওকে ভেবে দেখে নি, কারো সঙ্গে পরামর্শ করে নি

ওখানে মাল কিনে আবার ফিরতি গাড়িতে ফিরে আসবে। অর্জুন যাবে গিধনী। গিধনী কি আর এখানে? টাটা থেকে অনেক, অনেকগুলি স্টেশন দূরে।

গাড়িটা থেমে থাকলেই অর্জুনের বুকটা ধ্বকধ্বকিয়ে ওঠে। গতির মধ্যে বেশ থাকে অর্জুন। এ সময়ই ও নড়তে চড়তে পারে একটু। চোখ তুলে চৌকো আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে।

আবার সেই লোমশ পাটা এগোচ্ছে। অর্জুন আবার কুঁচকে ছোট হয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। পাটা দুলছে। লোকটা যেন কিছু ভাবতে ভাবতে পাটাকে নাড়াচ্ছে। পায়ের পুরু মাংস-পেশীর আড়ালে পড়ে গেল জানলাটা। পাটা এগোতে এগোতে থেমে পড়ল। অর্জুন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল..... অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎ ও চমকে উঠল, গাড়িটা ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠেছে। চলতেও শুরু করেছে। পাগুলোও ঝুঁকি খেয়ে অনেকখানি সরে গেছে। যাক বাঁচা গেল। আরো কিছুদূরে তো এগোন যাবে। চলা গাড়ি থেকে তো আর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারবে না কেউ। বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করা যে অস্বস্তিটা ওর মুখের রক্ত শুষে নিয়েছিল সেটাও অনেকটা কমে এল।

চোয়াল-বাঁকা খুশিরামের মুখটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। খুশিরাম রেগে উঠলে চোয়ালটা ওর আরো বাঁকা হয়ে যায়। গলার শিরাগুলো ফুলে ওঠে শক্ত নলের মতো। খুশিরাম রেগে উঠলে টাটি টিপে ধরতে পারে ভালকুত্তার মতো। অর্জুনকে একবার এক লাথে নর্দমার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল ও। ইঁট দিয়ে গুতিয়ে বুচির পায়ের হাড্ডি ভেঙে দিয়েছিল খুশিরাম। দল ছেড়ে পালাতে চেয়েছিল বুচি। সে অনেক দিন আগের কথা। অর্জুন জানে খুশিরামকে তোয়াজ করে চলা ছাড়া তার আর গতি নেই কোন।

খুশিরামের টকটকে লাল চোখ দুটো যেন বার বার অর্জুন দেখতে পাচ্ছে। খুশিরাম যেন বলছে, দেখি অর্জুন, আজ কত পেলি?

অর্জুন তার ট্যাক খুলে খুচরো পয়সা-গুলো বার করে গুনল। তারপর বলল, বাবা আজ এক মজা হয়েছিল জানো?

পয়সাগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে খুশিরাম বলল, ইঃ দাঁতপাটি যে বেরিয়ে পড়ল হারামজাদা। কি হ'ল শুনি?

অর্জুন তার কালো ঠোঁটটা আর লাউ বিচির মতো পেছল দাঁতগুলো মেলে ধরে হিঁ হিঁ করে খানিকখন হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, বুচিকে শুধাবি যা কেন। আমি বলব না। হিঁ হিঁ হিঁ...। খুশি-রাম চটে উঠল। চটবারই কথা। কি সেই মজার ঘটনা যা বুচি জানে অর্জুন জানে অথচ এখনও খুশিরাম জানে না।

ধমক খেয়ে অর্জুন বলেই ফেলল কথাটা। সেই যে, বুচির দিকে একবারের নজর পড়ার ঘটনাটা। বুচি মটুকে মটুকে খানিক হাসল। আর বাবুটি একটি সিকি বার করে এগিয়ে দিলো।

তারপর?

তারপর বাবুটি বলল, এই, কাজ করবি বাড়ির?

বুচি কি বলল?

বুচি? অর্জুন জিভ মেলে নিচের ঠোঁটটা একটু চাটল। বড় নোনতা লাগছে ঠোঁটটা। ঠোঁট চাটতে চাটতেই বলল, বুচি আর কি করে, বলল, না বাবু উ পারবনি।

বাবুটির তখন কি গজর গজর। এমন সময় একটা রিকশা এল, বাবুটিও উঠে পড়ল রিকশায়।

খুশিরাম একবার অর্জুনের চোখের দিকে তাকাল। চোখ দেখেই লোকটা সাচ্চা ঝুটা বুঝতে পারে। নাঃ, সাচ্চাই বলছে অর্জুন। দুটো পয়সা অর্জুনের দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে খুশিরাম বলল, আজকাল বড্ড কম রোজগার করছিস অর্জুন। আর দুদিন এমনি করবি তো তোর খাওয়া বন্ধ করে দেব। মনে থাকে যেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল। মনে থাকবে। একটা বিড়ি দেনা বাবা।

খুশিরাম ততক্ষণে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেছে খানিকটা। অর্জুন ঠোঁট চাটতে চাটতে উঠে দাঁড়াল। এবার খিদুড়িটা গিলে আসা যাক।

গাড়ির গতি অসম্ভব রকম বাড়ছে।

লোমশ ডান পাটা বাঁ পায়ের উপর রাখল লোকটা। কিন্তু পরক্ষণেই বাঁ পায়ের জুতোটা ডান পায়ের আঙুল দিয়ে টেনে টেনে খুলল। সাথে সাথে একটা চামসানো গন্ধ অর্জুনের নাকের উপর আছড়ে পড়ল।

কামরার বাতিটা যেন নিবু নিবু হয়ে আসছে। নিভে গেলেই বেশ হতো। অর্জুনকে দেখতে পেত না কেউ। না টিকিট বাবুরা, না কামরার লোকেরা; না এই লোমশ পা-অলা লোকটা, কেউ না। বেশ নিশ্চিন্তে পৌঁছাতে পারত অর্জুন। কিন্তু তেমন কপাল নয় ওর। বাতিটা নিববে না। স্টেশনের কাছাকাছি এলে আবার ঝকমক করে উঠবে। তখন আবার স্পষ্টভাবে পায়ের লোমগুলিও দেখতে পাবে অর্জুন। অর্জুন কেবল দেখবে হাত পা নাড়তে পারবে না গলাটাও এদিক ওদিক ঘুরাতে পারবে না। পারবে না, কারণ গাড়ির যাত্রীরা এখনো জানে না অর্জুন শুয়ে আছে বেঞ্চের নিচে। অর্জুনকে পৌঁছতেই হবে গিধনী পর্যন্ত, নয়তো খুশিরাম ওর খাওয়া বন্ধ করে দেবে।

বাতিটা জ্বলল জ্বলল করে উঠল না, কিন্তু গাড়ির গতি যেন কমে আসছে। হ্যাঁ, এবার নিশ্চয়ই ঘটোশীলা এসে গেছি। জানালা গলিয়ে বাইরের আলো লাফিয়ে লাফিয়ে ভেতরে আসছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে। অর্জুনের বুকের মধ্যেও আবার তোলপাড় শুরু হল। এবার আধ ঘণ্টা পড়ে থাকতে হবে ঠিক মরার মতো। কত লোক উঠবে নামবে, ডাকগাড়ি ক্রসিং হবে। আর এর মধ্যে যদি কোন টিকিটবাবু উঠে পড়ে, যদি ধরা পড়ে যায় অর্জুন...।

লোমশ পাটা আবার জুতোর মধ্যে ঢুকে গেল। লোকটা নামবে নাতো। না নামলেই যেন ভালো হয়। তবু একটা আবডালের মধ্যে আছে অর্জুন। লোকটা নেমে গেলে আবার কে এসে দখল করবে ওর জায়গাটা কে জানে। ঐ চিকন পা দুটো? না ওদিককার ঐ এক পা কাটা লোকটা? পায়ের কাটা অংশটাই শুধু দেখতে পাচ্ছে অর্জুন।

বাঁ হাতটা টনটন করছে এখন। হাতটা একটু উঠতে পারলে হতো। ঠায় একভাবে কতক্ষণ পড়ে আছে ও। আরো কতক্ষণ পড়ে থাকতে হবে কে জানে। উঃ একটু নড়বার চেষ্টা করল অর্জুন।

গাড়িটা গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত থেমেই গেল। আবার সেই হতচ্ছাড়ার মধ্যে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুরু হল। ফানটা ঘুরছে। ঠিক এই মুহূর্তে অর্জুন বুঝতে পারল কামরায় আরো লোক উঠবার চেষ্টা করছে। কোথায় উঠছে রে বাবা। জায়গা কোথায় আর? কেউ বাধা দিচ্ছে না কেন? সর্বনাশ, লোমশ পা দুটো নেমে যাচ্ছে যে। আর বোধ হয় লুকিয়ে থাকতে পারবে না অর্জুন। এখনই হয়ত সকলে ওকে দেখে ফেলবে, দেখে ফেললে অর্জুন মেঝের সাথে মিশে যেতে চাইল। হাত পাগুলো কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। চোখ মুখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে উঠল...

কে যেন একটা সুটকেস ঠুকিয়ে দিচ্ছে বেঞ্চের নিচে, অর্জুনের মাথায় এসে ঠেকেছে। এবার কি করবে অর্জুন! আরো নিচের দিকে সরে যাবে? কিন্তু কিভাবে, ওদিকে মাল ঠাসা। সুটকেসটা মাথার ওপর চাপ দিচ্ছে অর্জুনের। উঃ, মাথাটা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে যেন। অর্জুন প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল সুটকেসটাকে বাধা দেবার জন্য। কানের পাশে যেন ঝিঁঝি ডাকছে অর্জুনের.....

হঠাৎ অল্পবয়স্ক একটি বাবুর মুখ নুয়ে এল নিচের দিকে। লোকটার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল। অর্জুন কি করবে ভেবে পেল না। হাত জোড় করে বাবুটির পা চেপে ধরবার চেষ্টা করল। বাবুটি যেন ভূত দেখার মতো অর্জুনকে দেখে আতকে উঠেছে, এমনি ভাব করল।

তারপর সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, এই এই, ওখানে ঢুকেছিস? বেরো, বেরো বলছি।

গাড়িটা যেন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গড়িয়ে পড়ছে একটা বিরাট খাদের দিকে। মাথার মধ্যে কিম কিম করছে। হাত পা অবশ হয়ে আসছে। এখন কি করবে অর্জুন! কেমনভাবে ও বোঝাবে ওর মনের কথা।

চারপাশ থেকে অনেকেই ভ্যাব ভ্যাব করে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে আছে। বাবুটি আরো জোরে সটকেসটাকে ভেতর দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করছে।

উঃ, অর্জুন বেঞ্চের নিচ থেকে একটুখানি বাইরের দিকে বেরিয়ে এল। তারপর প্রাণপণে চোখ দুটোকে করুণ করে তুলল। একটু কি দয়া হবে না বাবুদের।

নাঃ, সবাই যেন চাইছে অর্জুন বেরিয়ে যাক। হ্যাঁ সকলেই তো বিশ্রীভাবে তাকাচ্ছে অর্জুনের দিকে।

বেরো, বেরো বলছি অন্য গাড়িতে যা। বেরো আপদ—

অর্জুন হাত জোড় করে বলল, নাগপা ভিখিরী বাবু।

ভিখিরী তো মাথা কিনে বসেছিস আর কি! বেরো আগে তারপর অন্য কথা। মস্ত রাখবার জায়গা সেই যেটা পুরে পুরে চালাচ্ছে। নবাব কোথাকার!

অর্জুন তবু শেষ চেষ্টা করবার জন্য বেঞ্চের নিচটা আঁকড়ে রইল আরো। হঠাৎ যেন লাফিয়ে জোর জুলুম করে উঠল। সবকার সামনে কামরাটার দুই লোক দাঁড়িয়ে আছে। একটা লোক তারই মাথে হাত উঁচুতে রেখে বিড়ি টানছে। একটা লোক হাত তুলে বোধ হয় একটা ঝোঁচকাই তুলছে। জানলার ওপর বাক্স, বাক্সের পরে আছে দুটি ছোকরা পা দুটো কাঁচির মতো আটকে নিয়ে।

অর্জুন আবার আকুতি মিনতি করল, নাগপা ভিখিরী বাবু...

অর্জুনের কথা কারো কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। চারদিক থেকে একরকম খোঁচাতেই খোঁচাতেই যেন বেঞ্চের নিচ থেকে ওকে টেনে বার করে আনল সবাই।

অর্জুন বেরিয়ে এল। বাঁকা হয়ে খানিকক্ষণ অসহায় ভাবে দাঁড়াল। উরোম পিঠের উপর একটা হাল্কা বাতাসের স্পর্শ পেল অর্জুন। পিঠের ব্যথাটা মরে যাচ্ছে। পায়ে যেন এতক্ষণ ঝিঁঝি ধরে ছিল, এখন একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে। উঃ অর্জুনের ইচ্ছে হচ্ছে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে যাবুদের—আর কাউই বা দোষ কি! এটুকু দয়াও কি হবে না বাবুদের। বাবুগো...নাগপা ভিখিরী...

কিন্তু কে শুনবে সেই কথা। সে অবসরই বা কার আছে। অর্জুনকে নামতেই হল গাড়ি থেকে। গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই অর্জুন পায়ের নিচে শক্ত মোরাম মাটির স্পর্শ পেল। গোড়ালিটা চিনচিন করে উঠল পাথর ফুটে। প্রায় টলেই পড়ে যাচ্ছিল অর্জুন, সামলে নিয়ে ধমকে দাঁড়াল আবার। তাইতো এখন ও কি করবে! স্টেশন ঘরটা কেমন ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে অর্জুনের। বাতিগুলোর চারদিক ঘিরে বড় বড় কয়েকটা পোকা ইচ্ছে মতো পাক খাচ্ছে। ওপাশে চায়ের দোকান। চায়ের দোকানে ছোট্ট একটা ভিড় জমেছে যাত্রীদের। এ-পাশে ছড়ানো কয়েকটা কাপড়ানো গরু, অন্ধকার আঁকড়ে ধরে কিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। কামরার মধ্যে যেন আগুনের তাত ভড়িয়ে রাখা হয়েছিল। অর্জুন যে খামের ছাপের মূর্তিটা বেঞ্চের নিচে এঁকে রেখে এসেছে এতক্ষণ বোধহয় সেটা শুকিয়ে চড়চড়ে হয়ে উঠেছে। বাবুদের মালপত্রে বোঝাই হয়ে গেছে বোধহয় বেঞ্চের নিচের ফাঁকটুকু।

সর্বনাশ, টিকিটবাবু এগোচ্ছে বুঝি! অর্জুন দু এক পা করে সরে এল কাল পাথরের নিচে। পাশেই বেঞ্চের উপর বসে আছে জনকয়েক লোক। কি যেন ওর বলবলি করছে ফিসফিস করে। টিকিটবাবু আর এগোল না একটা কামরার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। অর্জুনও দাঁড়াল না আর। উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল। অন্য কোন কামরাতে উঠতে হবে ওকে। জানলায় পর্দা দিয়ে ঢাকা। অন্ধকার একিয়ে আছে প্ল্যাটফরমের উপর। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দাঁড়িয়ে অর্জুন এগোতে লাগল। নাঃ খালি কামরা পাওয়া কি এতেই সোজা! তবু অনেক ঘোরে নিয়ে অর্জুন একটা ফাঁকা কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। এক ফাঁকে ভেতরটা দেখে নেবার চেষ্টা করল, এ-পাশ ও-পাশ তাকাল অর্জুন। এটাতো থার্ড ক্লাস, তবে এতো কম লোক কেন? অর্জুন সরে এল একপাশে। একখানা কাঠ থাকে থাকে সাজান, ঠিক তার গায় গায় এসে দাঁড়াল অর্জুন। এখানে ডাকগাড়ি আসবে উল্টো দিক থেকে। সময় অঢেল।

তবু অর্জুনের ভয় হচ্ছে লাগল, যদি সে উঠতে না পারে। যদি উঠবার আগেই গাড়িটা ছেড়ে দেয়। যদি ও পৌঁছুতে না পারে গিধনী! খুশিরাম কি আস্ত রাখবে ওকে। বুশিচর সাথে পালাপালি বসে ভিক্ষে করার এমন সুযোগটা কি ওর নষ্ট হয়ে যাবে। খালি কামরাটার দিকে তাকিয়ে রইল অর্জুন।

টিকিটবাবু কামরায় উঠে পড়ল। যাক বাঁচা গেছে।

ইঞ্জিনবাবুরা নিচে নেমে কি যেন খাচ্ছে। ওদের চেহারাগুলো স্পষ্ট দেখা যায় না এখান থেকে। তবু অর্জুন বুঝল ওরা ইঞ্জিনবাবু ছাড়া অন্য কেউ নয়।

কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে ছিল অর্জুন, সে খেয়াল তার ছিল না। হঠাৎ ও চমকে উঠল। দূরের অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড লম্বা চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে জীষণ-ভাবে লম্ফাতে লম্ফাতে ডাক গাড়ি আসছে। আকাশ পৃথা কাঁপিয়ে মাটিও যেন থর থর করে কেঁপে উঠল। তারপরে কী ভয়ের বাঁশি বাজাচ্ছে ইঞ্জিনটা। কানের ভেতরটা যেন সুড়সুড় করে উঠছে। বাঁশি নেড়ে ডাক-গাড়িকে সেলামবাবু ইশারা করছে। গাড়ি সেখানে সেখানে প্ল্যাটফরমে এসে পড়ল। কামরাগুলোর পাতায় পাতায় যেন কলকল করে আওয়াজ হতে লাগল। অর্জুনের বুকের ভেতরটা কাঁপতে উঠতে লাগল। ওর দুর্বল হাত-পাগুলোগুলি যেন অবসন্ন হয়ে নিচে ঝুলে পড়ছে।

ডাকগাড়ি থামল না। চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেল। আর অর্জুন দেখল, গাড়ির শেষদিকের সেই লাল বাতিটা মিট মিট করতে করতে অন্ধকারের মধ্যে যেন দূরে থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এইবার ঘণ্টা পড়বে নাগপুরে গাড়ির। হুইসিল বাজবে শিরদরর শিরদরর। গাড়িটা একটু দুলে উঠবে প্রথমে, তারপর

যাঁরা আগামীকে ভাবিনব, প্রসাদগুণ বলিষ্ঠ গল্প পড়তে ভালবাসেন এবং যাঁদের তরুণ কথাকারদের লেখায় শ্রদ্ধা জাগে শুধুমাত্র তাঁদের জন্যেই

ছোটগল্প

বর্ষশেষ সংখ্যা
৭ই জানুয়ারী প্রকাশিত হবে
সংখ্যা প্রতি—৫০ নঃ পঃ
বার্ষিক গ্রাহক—২·৫০ নঃ পঃ

পত্রিকাটি যে তরুণ গল্প লেখকদের প্রতিভাই বিকাশস্থল সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। বাংলা ছোটগল্পের উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রয়াসে কিছু তরুণ সাহিত্যিক যে বিশেষ একটি গুরু দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছেন—এর জন্যে তাঁরা প্রশংসনীয়। পত্রিকাটির দীর্ঘ আয়ু কামনা করি। —দেশ

॥ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট ও গ্রাহক চাই ॥
১১।৪ শ্যামাচরণ দত্ত স্ট্রীট। কলিঃ ৬ ফোনঃ ৫৫-১১৭০

(বি ১০৬০(২)

ঐ ডাক গাড়িটার মতই ছুটতে শুরু করবে। বড় বওয়ুর কথা মনে পড়বে অর্জুনের।

অর্জুন একটু একটু করে একেবারে জানলাটার গায় গায় এসে দাঁড়াল। এতেই উঠতে হবে ওকে। হ্যাঁ গাড়িটাও নড়ে উঠছে। কিন্তু ঘণ্টি পড়ল নাতো, কিংবা বাঁশি! অর্জুন লাফিয়ে উঠে পড়ল। দরজা টেনে ঢুকে পড়ল গাড়ির মধ্যে। ঢুকতে ঢুকতেই অর্জুন লক্ষ্য করল গাড়িটা ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলতে শুরু করেছে। তারপর একটুক্ষণ যেতে না যেতেই অন্ধকারটাকে তছনছ করে ভেঙে ফোঁসাতে ফোঁসাতে, তারপর আরো জোরে, আরো বিকট শব্দ করতে করতে।

গাড়িটাকে যতখানি ফাঁকা ভেবেছিল অর্জুন ততখানি ফাঁকা নয় ওটা। চারটে বেঞ্চ। তার তিনটে জুড়েই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে তিনজন। এ পাশের লোকটার ঠোঁট দুটো নিশ্বাস টানার সাথে সাথে ফড় ফড় করে কাঁপছে। ভারী অদ্ভুত লাগছে অর্জুনের। কতদূরে যাবে লোকটা? কলকাতা! হয়ত তাই, নইলে এভাবে ঘুমুতে পারে কেউ। ও পাশের বেঞ্চের উপর সুটো লোক বসে বসে ঢুলছে। ওদিকের দরজার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে আছে একজন। অর্জুন লোকটাকে দেখেই আঁতকে উঠল। কুষ্ঠ ভিখিরী। এও কি ধনীর ছদ্মবেশ? অর্জুনের মনটা তেতো হয়ে গেল। টিকিটটা চুলোয় গেছে লোকটার।

নিশ্চয়ই তাই, নইলে ওভাবে জড়সড় হয়ে বসে থাকে!

হঠাৎ অর্জুন কেমন যেন ভরসা পাচ্ছে মনে মনে। যা হোক একজন সঙ্গী পাওয়া গেল! লোকটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অর্জুন।

গাড়িটা সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে। জানালার ধার ঘেঁষে ছোট ছোট ঝোপগুলি শব্দ করতে করতে ছুটে যাচ্ছে।

হঠাৎ সামনের বেঞ্চের বাবুটি উঠে বসল। রুমাল বার করে মুখের উপর একবার ঘষে নিল। হাই তুলতে তুলতে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে উঠল। তারপর জানালার দিকে মুখ ঘোরাতে গিয়েই চোখ দুটো ওর অর্জুনের দিকে এসে আটকে গেল। সর্বনাশ, অর্জুন চমকে উঠল। নামিয়ে দেবে নাতো আবার।

লোকটা গালি গালাজ করল না অর্জুনকে। কিংবা সেই কুষ্ঠ ভিখিরীটাকেও। শুধু ছোট ছোট কয়েকটা কথায় বুঝিয়ে দিল, এটা যাত্রী গাড়ি নয়, রেলবাবুদের গাড়ি।

আবার এক অনিশ্চিয়তা.....আবার অসহায়তা। অর্জুন চোখ মুখ বুজে গাড়িটার কাঁপুনি অনুভব করতে লাগল।

অনেকক্ষণ ধরে গাড়িটা ছুটে চলল একটানা। তারপর আবার তার গতি কমতে লাগল। যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কলকব্জাগুলি। একটু জিরিয়ে নিতে চায় আবার। হ্যাঁ গতি ঠিকই কমে যাচ্ছে। ধনুকভাঙা এসে গেল নাকি! অর্জুনের চোখ মুখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে। কি বিশ্রীভাবে লোকটা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অর্জুনকে লক্ষ্য করছে। বেচারা অর্জুনের জন্য কারো মায়া নেই। সত্যি সত্যি অর্জুনের চোখ দুটো ভিজে উঠছে। অর্জুন যেন ভেঙে পড়ছে ধীরে ধীরে।

একটা ঝাঁকি খেয়ে গাড়িটা থেমে পড়ল। অর্জুনকেও নামিয়ে দিল লোকটা। সেই কুষ্ঠ ভিখিরীটাকেও।

প্ল্যাটফরমে নেমে অর্জুন কেমন চুপসে গেল আবার। টিমটিমে কয়েকটা বাতি জ্বলছে এ দিক ও দিক। ধাটশীলার মতো অতো উজ্জ্বল নয় ধনভূমগড়। তবু অর্জুনের ভয় কাটছে না। থর থর করে ওর পায়ের অন্ত্রগুলো কেঁপে উঠল একবার। এবার কি করবে অর্জুন! কয়েকটি তো উঠছে নামছে। কি তাড়াহুড়ো চলেছে কারুরগুলোর। অর্জুন ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে খানিকটা পিছিয়ে এল। নাঃ, এই ওঠা নামার ভিড়ের মধ্যে ওকে উঠে পড়তে হবে কোন কামরায়। আরো কয়েকজন দিকে এগিয়ে এল অর্জুন। ভিড়ের মধ্যে টিকিটবাবুর দেখা পাচ্ছে না। আর দেখা পেলেও কি। অর্জুন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। একবার যখন কেঁপে উঠেছে বুকের ভিতরটা কাঁপবে। আর মাত্র তিনটে স্টেশন। মনে মনে আওড়াল অর্জুন। তারপর ধনভূমগড়।

ঘুড়িকয়েক বাদে চোখে পড়ল অর্জুনের। ঘুড়িকয়েক যেন সমস্ত বল ফিরে পেয়েছে অর্জুন। ওভারব্রিজ পেরিয়ে সিঁড়ির সামনে পাশাপাশি বসে একটা সিন ভিক্ষে করছে পাঞ্জাবি অর্জুন। ঘুড়িকয়েক এই কাছে কোনদিনই পায় না অর্জুন। ঘুড়িকয়েক ইচ্ছে নয় ওরা একসাথে বসে গল্প গাছা ফুস ফুস করুক। কে জানে কার মনে কি থাকে!

অর্জুন ঠোঁট সুটো চাটতে চাটতে এগোতে লাগল। নাঃ, ফাঁকা গাড়ি একটাও নজরে পড়ছে না অর্জুনের। কোথায় উঠবে ও। সামনের দিকে এগিয়ে দেখবে একবার?...

গাড়ির হুইসিল বেজে উঠল। সাথে সাথে ঘণ্টিও। নড়ে উঠছে গাড়িটা। অর্জুন লাফিয়ে একটা বগির রড ধরে ঝুলে পড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু কার যেন হাতের গুতোয় পাক খেয়ে ঘুরে পড়ল বেঞ্চায়। উঃ, ভীষণ জোর পড়ে গেছে ও। কিন্তু সেদিক এখন লক্ষ্য নেই অর্জুনের। গাড়ির গতি যেন বাড়ছে ক্রমশ। যেভাবেই হোক উঠতেই হবে ওকে। উঠতেই হবে। গতি আরো বাড়ছে। অর্জুন আবার লাফিয়ে আর একটা বন্ধ বগির রড ধরে ঝুলে পড়ল। এটা কি কামরা? দরজার ওপর দিকে তাকাল অর্জুন। অন্ধকার। কিছুই ও দেখতে পাচ্ছে না। কোন দাগ টাগই নেই মনে হচ্ছে ওর। কোন ক্লাস এটা? থার্ড, না কি? পাশেই একটা জানালা রয়েছে মনে হচ্ছে। লোহার শক্ত শিক লাগানো জানালা। ভেতরে কোন আলো জ্বলছে না বোধ হয়। জ্বললে বাইরে থেকে একটু না একটু দেখা যেত। অনেক গাড়িতে আলো থাকে না। এ গাড়িতেও হয়তো নেই। কিন্তু কোন ক্লাস এটা?

শক্ত করে রডটা চেপে ধরে অর্জুন ঝুলতে লাগল। কপালের পাশে ঠিন ঠিন করে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছে ও। মাথার পিছনটা কনকনে কাঁপুনি লাগছে। কব্জিটার পাঁচটি আঙুল যেন ফুটন্ত সীসের মতো ঝিম ঝিম করছে। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে উড়ে মুখে জড়িয়ে লাগছে। ভীষণ ভয় হচ্ছে অর্জুনের। ভীষণভাবে ঘড়ঘড় করছে ওর বুকের মধ্যে। এমনিতেই ওর প্রাণের কাঁপুনি জোর কম, তার এভাবে ঝুলে ঝুলে হাওয়া যে কোন মুহূর্তেই যেন ছটকিয়ে ধরে ফেলে দেবে পাশের লোহার গায়ে ধাক্কা খেয়ে ছেড়ে পড়ে। আর ধরে রাখতে পারল অর্জুনের কব্জের হাড়গোড়গুলো যেন রবারের বলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। ডানহাতে শক্ত করে রডটাকে চেপে ধরে রইল অর্জুন। বরফের গায় আরো বেপরোয়া হাওয়ার ঝাপটা করল। নাকটা বরফের পাহাড়ে পাখির ঠোঁটের মতো ধীরে ধীরে আঘাত করতে লাগল। ঠোঁটের ভাঁজগুলো সত্যি সত্যি ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা ওর সারা গায় যেন পাক খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে। হাত দুটো অবশ হয়ে উঠছে, হাত দুটো যেন এরই মধ্যে এমনি মনে হচ্ছে ওর।

হঠাৎ এই ছুটে পালানো লোহার বেঞ্চটার গায় একটা আঘাত খেয়ে অর্জুন। বুকের ভিতরে উঠল মাটি। এই অন্ধকারের মধ্যে অবশ্য কেউ টের পেত না, গাড়িটা ঠিকই ছুটতে ছুটতে পাস হয়ে যেত। ধনভূমগড় ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে চলে যেত, কিন্তু অর্জুন...

হঠাৎ চমকে উঠল অর্জুন। এটা কি গাড়ির বাবা; ভেতর থেকে যেন ছাগল ডাকার শব্দ ভেসে এল! এতক্ষণে খেয়াল হল ওর গরু ছাগলের গাড়ি নয়তো এটা! হ্যাঁ, দরজার গায় কেমন যেন একটা গন্ধ পাচ্ছে অর্জুন। জন্তু জানোয়ার নিয়ে

যাবার বাগ না হলে অমন অন্ধকার হয় ভেতরটা। জানালায় শিকগুলো দিয়ে ফাঁক ফোকর অতো কম রাখা হয়!

দরজাটা অমন চওড়া ধরনের হয়! প্রথমেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল ওর।

কি নিশ্চিন্তেই না চলেছে জানালাগুলো। অর্জুনের ইচ্ছে হল জানালা গলিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে ও-গুলোর পাশে একটুখানি জায়গা করে নেয়। কিন্তু ভেতরে ঢোকা কি সম্ভব, জানালা গলিয়ে একটা বেড়ালও ঢুকতে পারে কিনা সন্দেহ। অর্জুন তো দূরের কথা। জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরটা একটু দেখবার চেষ্টা করল অর্জুন। নাঃ অসম্ভব। পায়ের নিচের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল অর্জুন। কী ভীষণ জোরে ছুটে চলেছে গাড়িটা। লাইনের পাশে পাশে পাথরগুলো সাঁই সাঁই করে ছুটে চলেছে উল্টো দিকে। এত জোরে যে ওগুলোকে আর আলাদা আলাদা ভাবে চিনবার উপায় নেই কোন। যেন একটাই পাথরের চাই হয়ে রয়েছে পাথরগুলো আর তারই উপর একটা লম্বা করে সাঁই সাঁই করে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। হাত কয়েক তফাতেই কালো কালো লোকের ঠ্যাং। অন্ধকার লম্বা ওর ভালোভাবেই চেনা চিৎকার করে উঠতে অমনিক ঘুম ভেঙে যেন চমক চমকে উঠছে। আর একটুক্ষণ পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে অর্জুন হয়তো মূর্ছা যেতেই পারে। কেমন ঝিমঝিম করে উঠছিল ওর মাথাটা। ঝিমঝিম করে ভারী মাথাটা নিয়ে অর্জুন আকাশের দিকে তাকাল। এখন আর তাকাবারই উপায় নেই। ছাউনির লোহা প্রকাণ্ড হয়ে। হাজার হাজার বাঁকা বাঁকা তুরের আলোয় ঝিক এক রকম হয়ে উঠেছে যেন। সমুদ্রে অন্ধকারে যেমনও ঢেউ উপরে তাকাল নিচে পাথরের মতো স্তব্ধ নিশ্চল মাটির চাপ। অর্জুনের মনে হল এই পরিবেশের মধ্যে ও কত ছোট কিন্তু ওর বেঁচে থাকার ইচ্ছাটা কত বড়।

চোখ বন্ধ করল অর্জুন। আবার ও নাকটাকে সজাগ করে ছুটন্ত শব্দে শব্দে চলতে লাগল। গাড়ির গতি আবার কমে আসতে লাগল। হ্যাঁ চোখ বন্ধ রেখেই অর্জুন স্পষ্ট সমস্তভাবে বুঝতে পারছে অনেক ধীরে ধীরে চলছে গাড়িটা। মনে হচ্ছে যেন ঝিটি পাথরগুলো এখন আলাদা আলাদা হয়ে ছুটছে। পিছলে সরে যাচ্ছে কেবল। বিরাট বিরাট লাল চাউয়ার গাছগুলো এখনো ছুটছে, তবে হাঁপিয়ে পড়া মানুষের মতো অনেক কষ্টে অনেক ধীরে। চোখ মেলে তাকাতেই অর্জুন বুঝতে পারল সামনেই একটা স্টেশন। লোকপাড়াও তবে পৌঁছান গেল। দূর থেকে স্টেশনের বাতিগুলো কেমন অদ্ভুত লাগছে অর্জুনের কাছে। ঐ আলোগুলোকে লক্ষ্য করেই ছুটে চলেছে গাড়িটা। এক লাইন থেকে আরেক লাইনে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে দেখতে দেখতে লোকপাড়া এসে গেল। গাড়িটাও শেষ ধাক্কাটা দিয়ে থেমে পড়ল। এখনো চারুলিয়া বাকি। চারুলিয়া তারপরেই গিধনী।

গিধনীতে যেন মেলায় এসে পড়েছে অর্জুন, এমনি মনে হতে লাগল ওর। দশটা মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিতে কলমল করে উঠল। যেন বৃষ্টি তার ভাঙা পাটা নিয়ে ঝোড়াতে ঝোড়াতে অর্জুনের সামনে এগিয়ে এসেছে। ঘুমিরাম তো এখন নেই এখানে, বৃষ্টির এগিয়ে আসতে মানা কি! বৃষ্টি আর অর্জুন পা ঝেষাঝেষি করে দাঁড়িয়েছে। কত লোক এগিয়ে যাচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, ঘুমিরাম হয়ে মুচির পরনে ওদের দিকে ছুটে যাচ্ছে। বৃষ্টি আর অর্জুন দু'হাত তুলে ভগবানের নাম ধরে চেঁচাচ্ছে।

হঠাৎ বৃষ্টির চোখ দুটো যেন ঠিকরে যাচ্ছে, ঘুমিরামের বাঁকা-চোরাক আর টাক দিয়ে চোখ দুটো এগিয়ে আসছে। ঘুমিরাম যেন বলছে বড় কম হেনস্তাটা করেছিস অর্জুন। আওয়াজ বন্ধ করে দেয় যাতে ছাড়ে যেন।

ঘুমিরামকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে অর্জুনকে শোনাতে হয় এই দীর্ঘ দিন চলার কাহিনীটা। যে কোন মুহূর্তেই অর্জুন এই জায়গার লোকগুলোকে পথ বলে দেবার জন্য ডাকতে পারে। ঘুমিরামের জন্য অর্জুন জলও নিয়ে পারে।

স্টেশনমাস্টার নিজে অর্জুনের আবার কাছে এসে কথা বলবার চেষ্টা করতে লাগল। তবে এবার আর কানে যাচ্ছে না অর্জুনের। শুধু আলোগুলো একেবারে কাছে, তার যেন ভাবতে গেলে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। কাটিগাড়িটেই ঠেলে তুলে উঠবে অর্জুন। বেভাবেই হোক গাড়ি চলতে না চলতেই উঠে পড়তে হবে। টিকিটবাবু এখন কোন দিকে আছে কে জানে। অর্জুন এগোতে এগোতে চট করে এক সময় হেসে পড়ল। হ্যাঁ এটাতেই উঠতে হবে। কামরাটা খুবই ছোট, মাঝিও নেই। দরজাটা একটুখানি ফাঁক হয়ে রয়েছে। ভেতরে লোক আছে বলে বোঝা যায়, তবে অনেক হালকা ভিড়। এতেই উঠবে অর্জুন।

ঠিকন সিগন্যালের বাতি পড়ে গেল স্টেশনের। গাড়িটা কাঁপি ছেড়ে দুলে উঠল। অর্জুন প্রায় লাফিয়েই অন্ধকার কামরাটার মধ্যে উঠে পড়ল। উঠেই হাঁপাতে লাগল অর্জুন। এমন কোন পরিশ্রম ওর হয়নি, তবু ও হাঁপাচ্ছে, বোধহয় উত্তেজনাতেই। উত্তেজনা থামাতে যেন একটু সময় লাগল ওর। এ কামরাটায় স্থান নেই, তাই হাসপাস হাসপাস লোকটাও ওর কাছে আসছে না।

দুইটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ

বিনেশ দাসের

১। শ্রেষ্ঠ কবিতা

২। ভিক্টোরিয়া

লেখক সমবায়

১২, বঙ্কিম চাটুজ্জের স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

(বি ১৪৫১)

Amico's

GREEN LINIMENT

আপনি কিসের চৈত্রিক ব্যথায় যন্ত্রণা পাচ্ছেন, কোথায়? কোমরে, হাঁটুতে, কিম্বা কোন সন্ধিস্থানে? তবে খুশী হবেন: পায়ুরোগ, বুক বা পিঠের পেশীবের ব্যথার ইত্যাদি যন্ত্রণায় ব্যবহার এমিকো গ্রীন লিনীমেন্ট (মধুর মলম) ব্যবহারিক চিকিৎসায়। মূল্য বড় শিশি ২'৭৫ নঃ পঃ ছোট শিশি ১'৭৫ নঃ পঃ "যাদুর" ঘষুধ ব্যবসায়ের জন্য লিখুন—

আমিন এণ্ড ইসমাইল প্রাইভেট লিঃ

৬৩ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

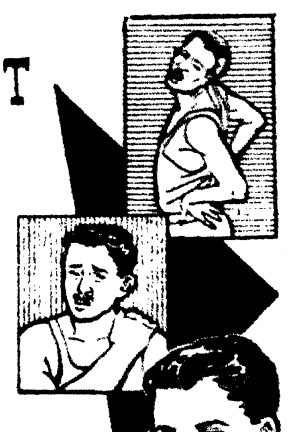

কিছু কিছু লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে বসে রয়েছে এদিক ওদিক। একটু শব্দও নেই কারুর মুখে। অর্জুনের কেউ লক্ষ্য করছে কি, তা-ও মনে হল না ওর। সবাই যেন নির্বিকার। কে উঠল কে নামল কোন দিকেই লক্ষ্য নেই কারো। সবাই মরে পড়ে আছে নাকি! নইলে এতও অর্জুনের দিকে নজর পড়ছে না কেন? কেমন একটা সন্দেহ হতে লাগল অর্জুনের। এটা কোন ক্লাস? ভুল করেনি ত অর্জুন! না স্পষ্ট সে তিনটে সাদা দেখেই তো গাড়িতে উঠেছে। তা হলে .....

আলোর ধাঁধাটা কেটে যেতেই অর্জুন দেখল তার পাশেই একজন লোক আপাদ মস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে রয়েছে। একটা হাত সেই ঢাকা চাদর মুড়িটার মধ্য থেকে বেরিয়ে অর্জুনের পায়ে কাছে এসে পড়ে আছে। অর্জুন ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে পাশের দিকে তাকাল। লোকটা ঘুমোচ্ছে না জেগে আছে। বোধহয় ঘুমিয়েই আছে। নইলে অমন স্তব্ধ কেন?

একটু পাশ ফিরে বসল অর্জুন।

লোকটা কি ওরই মতো ভিখিরী নাকি? বেঞ্চের উপরে না শুয়ে নিচে শুয়েছে কেন? শীত নয় যে সমস্ত দেহ ঢেকে নিতে হবে, অমন কান-ঢাকা টুপি পরেছে কেন? হাতটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল অর্জুন, যদি লোকটা ওর মতো ভিখিরী না হয়। ভাবতে ভাবতেই আরো একটু সরে বসল ও।

সামনেই চকুলিয়া। চকুলিয়া স্টেশনেই গিধনী পৌঁছান যাবে। কেমন একটা সাহস পাচ্ছে অর্জুন মনে মনে।

লোকটার হাতের আঙুলগুলি নড়ছে নাকি! সরুগলা ঢোকান একটা হাত স্পষ্ট দেখতে পেল অর্জুন। কিন্তু সবটা একটু ফাঁক করে দেখবার মতো সাহস ওর নেই এখন। এই অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে লোকটা। অর্জুন যেন দেখতে পাচ্ছে গাড়ির চাকা গুলো পাথরের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মতো ঝোপ ঝাড়গুলো জানালার ফাঁক দিয়ে ছুটে ছুটে হারিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের সাথে মিশিয়ে যাচ্ছে শেষ্টনে পড়ে।

সেই হাতটা আবার একটু নড়ে উঠল যেন। অর্জুন কুঁকড়ে এইটুকুন হয়ে গেল। আর মাত্র চারটি মিনিট তারপরই গিধনী।

হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে অর্জুন চমকে উঠল। না, ওটাতো দরজাবার দরজা নয়। এক কামরা থেকে আর এক কামরায় যাবার দরজা। সেই দরজাটা খুলে গেছে বিকট একটা শব্দ করে। এক ঝলক লম্বা আলো এসে পড়েছে এ কামরায়। এ ঘরটা এক মুহূর্তেই ঝলসে উঠেছে। কার একটা ছায়া এসে সেই আলোটাকে ঢেকে ফেলল। বেশির ভাগটা দরজার ফাঁক দিয়ে এদিক ওদিক এসে। আলোটা অনেক দেরের উপর পড়ে গাড়িটা লোহার চাকার শব্দে দুলতে লাগল। কিন্তু ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে যে মূর্তিটাকে ভেতরে ঢুকতে দেখল অর্জুন, তাকে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

সমস্ত একটা স্পেটাকুন পরনে। কালো কোলা কোটের সামনের দিকে গলা থেকে নিচে একটা সিঁদুর মাখান কালো ঝুঁটি ঝুলছে না কেবল। লম্বা চওড়া চেহারা লোকটার।

ঝুঁটি ঝুঁটি।

অর্জুন ঝুঁকিয়ে পড়ল। ঝুঁটি ওয়ালার দিকে। অমঙ্গল আশঙ্কা। দৃষ্টি আর রোধ করা হল না। এবার ওকে হাতড়ে খুঁজে না পায় সেই। গলাটা বাঁকিয়ে যেন ওরা হাত আসছে। চোখ দুটো অসম্ভব গরম হয়ে উঠেছে যেন। ঝাপসা দেখছে সবকিছু।

না, এই তো বেঞ্চ সবাই পড়ে আছে অর্জুন ওর পাশেই পড়ে ওরা। তাদের ঢাকা মূর্তিগুলি যেন তার হাতটাকে চারদিক দিয়ে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করছে।

ঝুঁটি।

অর্জুন কারার সুরে বলল, নানা ঝুঁটিওয়ালা নানা।

চুপ। ঝুঁটিওয়ালা তার আরো কাছে ঝুঁকে ধীরে ধীরে লম্বা মানুষ পাশের লোকটাকে সেই চলার ভঙ্গি মূর্তিটাকে, ঝুঁটি ঝুঁটি।

লোকটা চমকে মুখ তুলল। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল অর্জুন। ও কি, এ যে সেই কৃষ্ণ ভিখিরীটা! বেঞ্চগুলোর কামরার মধ্যে এই লোকটাকেই তো দেখেছে অর্জুন। লোকটা তার হাতের লম্বা লম্বা আঙুলগুলো একসঙ্গে জড়ো করে ঝুঁটিওয়ালার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

ঝুঁটি ঝুঁটিওয়ালা গর্জে উঠল। অন্ধকারও অর্জুনের সাহস হচ্ছে না ওর মুখের দিকে একটু তাকায়। একটু বসিয়ে বলে, কি বলবে অর্জুন? বিশ্বাস করবে কেন ঝুঁটিওয়ালা? কেন করবে না.....

গাড়িটা যেন চীৎকার করে ছুটে চলেছে। ঝুঁটিওয়ালা কামরার দরজাটার দিকে তাকিয়ে পড়ে ঝুঁটিওয়ালা চলেছে ঝুঁটিওয়ালা।

অর্জুনের চোখ দুটো এক একবার বোজা হয়ে উঠছে আবার খোলা আবার বোজা। ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ লাগছে ওর। জানালার ধারের একটু বাতাসও যেন ভেতর দিকে আসতে পারছে না।...

চকুলিয়ায় অবাক নামতে হল অর্জুনকে। ঝুঁটিওয়ালা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু অর্জুনকেই না সেই কৃষ্ণ ভিখিরীটাকেও। আর মস্ত একটা সুযোগের পথ। কি করে এখন এখানে অর্জুন? দুহাত দিয়ে রক্তাক্ত অবশ হয়ে পড়া কান দুটো চেপে ধরে অর্জুন। হয়ত চোখ দুটোরও আর কিছুতেই ও ঝোঁড়াতে আসবে না। মেজাজ অসম্ভব কিন্তু বৃদ্ধির সাথে সকলের মনে একটা, যদি জানতাও সে কথা না ভাবছে। বৃদ্ধির চোখ দুটো ঝলসে করে উঠল যেন অর্জুনের মনে হল। চোখ দুটোর সামনে মুখটা ঝুঁটিয়ে ঝুঁটিয়ে দেখছে।

ঝুঁটিওয়ালার সাথে কথা কইবার মুহূর্তে ঝোঁড়া ছেড়ে উঠল। কথিতে যেন সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু অর্জুনের কোনো একটা ঝুঁটি ঝুঁটি ঝুঁটি

# বিশ্ব-বিচিত্রা

ঘুমোবার সময় মাথাটি যদি উত্তরমুখো থাকে তাহলে ভাল ঘুম হয়—অন্তত সুইজারল্যাণ্ডের একদল বৈজ্ঞানিক মানুষের দেহের ওপর পৃথিবীর চৌম্বকশক্তির প্রভাব নিয়ে পরীক্ষাকালে এই আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন : মাথা ভারত্ব সম্পন্ন দেহ ও মনে নতুন তেজ ও শক্তি সঞ্চার নিয়ন্ত্রণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর অনুকূলে নির্ভর করে। মাথাটা থাকে পূর্বদিকে উত্তর দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর প্রধান চুম্বক নিরক্ষরেখাকে দিকে, হাত দুটি হয় উত্তর থাকে পশ্চিমে।

ইংরেজদের কোন কোন স্কুলে আবাসে ছেলেদের বিছানা উল্টোপাল্টা করে রাখা হয়। তাদের ধারণা হচ্ছে, উত্তর মাথা হয়ে ঘুমে পড়লে তাতে চুম্বক নিরক্ষরেখার মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের তারতম্য পড়ে এবং তার ফলে অনিদ্রার আশঙ্কা থাকে নাই।

একজন ইংরেজের উত্তর দিকে মাথা এবং পশ্চিম দিকে পা রেখে ঘোড়া অঙ্কন করে ছিলেন পাশ্চাত্যের লোক। তিনি একশ ন বছর জীবিত ছিলেন। তিনি নাকি সে উত্তরে মাথা এবং পশ্চিম দিকে পা রেখে শয়ন করতেন। তাই অনেকে মনে করেন চুম্বক রোগের ঘরে ঘোড়া হয় এবং তার ফলে রক্তের অস্বাভাবিক প্রবাহকে রক্তকোষগুলি সঠিক চালাতে পারে।

কিন্তু কেন পূর্বে শয়নের এক মনস্তত্ত্ব বিষয়ও রয়েছে যে কারণে ঘুম ভাল হওয়া না-হওয়াটা নির্ভর করে বিছানার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। তিনি আরো বলেন যে "আমাদের মন ও দেহের প্রতিবার ওপর নিয়ন্ত্রণের চুম্বকের এবং অন্যান্য মহাজাগতিক শক্তির প্রভাব কার্যকরী থাকে।"

•

কোন কোন বিশ্বাসের মূলে আকস্মিক কোন ঘটনাসূত্রে দুজনের পরিচয় হয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রণয় চিরস্থায়ীর প্রণয়ধারার চেয়ে বেশী গভীর এবং বেশী স্থায়ী হয়। উদাহরণ—যেমন রোমার্স ও। ও তাঁর পত্নীকে লাভ করেছিলেন সম্পূর্ণ আচার বহির্ভূত উপায়। ও তখন নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করছেন। এমনি একদিন রাত্রে সাক্ষোক্লেস আকস্মিকভাবে কাছে বেনোদল ছেলেদের বাইরে সাইকেল থেকে পড়ে যান। এই দুর্ঘটনার ফলে ও ঐশ্বর্যশালিনী কুমারী টাউনসেন্ডের সংস্পর্শে পড়েন। টাউনসেন্ড ও'র অসুখ সেবাশুশ্রূষাতে ব্যস্ততাই শুধু দেখে ছিলেন না, তাঁর প্রেমেও পড়ে গেলেন। এঁদের বিবাহ হেল সুখের হয়। স্বামীর সৌজন্যে ও সহানুভূতিতে তাঁর নাটক রচনার এবং গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ লাভ করেন।

ইতালীর ভিক্টোরিয়া মেনিজো ব্রেসো-লিনীও পরিচয় ঘটেছিল অকারবর্হিভূত উপায়ে, তবে একটু ভিন্ন রকম। তখনও ব্রেসোলিনী ডিক্টেটর হননি। এক সন্ধ্যায় ধনবান মালিকের ছেলে অলান্টাকে দেখেই ভাল প্রেমে পড়ে যান। অলান্টা কিন্তু পরপাঠ ব্রেসোলিনীকে প্রত্যাখ্যান করে দেন। অলান্টার সঙ্গে ইতালীর ভবিষ্যৎ ডিক্টেটর ব্রেসোলিনীর এক ছেলে-ছেলের সম্পর্কের মত দেখাচ্ছিল। ব্রেসোলিনীর লম্বা ভাবে আঘাত লাগে অলান্টা যখন জানতে পেল, সে ফ্রান্সিসকে এক প্রতিকারে ভিত্তে করবে বলে ঠিক করেছে।

ব্রেসো ব্রেসোলিনী তখন অবশ্যই ভেবে ভবে স্বেচ্ছায় ইংলিশ রাজপুত্রে নিয়ে পড়েন। রাজপুত্রের নাম না জানতে পেরে ব্রেসোলিনীকে জানিয়ে দেবে, কিন্তু এবার ব্রেসোলিনী ওর করে ফেলেন। একদিন রাত্রে রাজপুত্রে ডিনারের নেমন্তন্নে যাবার সময়ইখানায় নিয়ে উপস্থিত হলেন। পুর উপস্থিত হয়ে ব্রেসো এবং ফটোর রাজপুত্রের পরিচয়ের সমস্যার উপস্থিতির বিভ্রমকরের বের করে চীৎকার করে উঠলেন। আশ্চর্যের বিষয় তখনও ব্রেসো সমস্ত না করে ব্রেসোলিনী এই দুটি দুর্দিন হয়েছে এবং। ব্রেসোলিনী ব্রেসো রাজপুত্রের বক্ষ ভেদ করে তার হৃৎপিণ্ডের অন্তর রাজপুত্রের বাম দিকে উপস্থিতের না ব্রেসো অবশ্য বলবার ব্রেসোলিনীর হাতে সম্প্রদান করবার সাধ হয়েছিল।

•

•

ব্রেসোরাণ্ডে হাটফোর্ড করবে দিন তবে দুদিন পর পর তিনটি বলবার পর তবে সেই একটি পুত্র সন্তান উপহার দেওয়ার ব্রেসোলিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এত আনন্দ হয় তার যে একটা এরোপ্লেন ভাড়া করে রাজধানীকের সহায়ে নিশীথ রাত্রির অন্ধকারের গায়ে "এরার পুত্রোৎসব করেছি" লিখে ঘোষণা করবে সাধ্যে করে।

•

নিউ ইয়র্কের সমস্ত হাসপাতালে বর্তমানে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের প্রত্যেকেরই পায়ের ছাপ রেখে দেওয়া হয়। কোন শিশু অপহৃত হলে তাকে খোঁজার সুবিধের জন্যে এই ব্যবস্থা।মূলক

জাপানের বাজে মৃত্যু শিক্ষার্থিনীদের তাদের শিক্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক বিচিত্র বর্ষান্তস্থান পালন করতে হয়। চৌকিওর তাকিবানা বালে স্কুলের মেয়েরা মস্ত বড়ো ঘোড়া, ঘুঘরাওয়ালা ঘোড়া, বালে একদিন করে দুঘণ্টার পথ অতিক্রম করে কোবাতাকা শিবিরে উপস্থিত হয়। সকলে সাতারের পোশাক পরে পাহাড়ের পায়ে এক পবিত্র প্রস্রবণের জলে স্নানতে হয়। তারপর একে একে প্রতিটি মেয়ে ঝিরঝিরে প্রপাতের নীচে বসে প্রার্থনা করে। প্রতিমের এক পুরোহিত সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সে হাত না নাড়ানো পর্যন্ত মেয়েরা প্রার্থনায় রত থাকে। প্রার্থনা শেষ হলে তবে মেয়েদের দেহ ও মন পবিত্র বলে পরিগণিত হয়। এরপর জাপানের বাজে গিয়ে তাদের নিয়ে আবার প্রতিমের নীচের হাঁটুতেতে বসে উপাসনা করতে হয়। প্রতিমের প্রপাতের নীচে প্রার্থনারত একটি মৃত্যুশিক্ষার্থিনীর ছবি দেখা যাচ্ছে

দুর্ঘটনার সময় মাথাটি যদি উত্তরমুখো থাকে তাহলে ভাল ঘুম হয়—অন্তত সুইজারল্যাণ্ডের একদল বৈজ্ঞানিক মানুষের দেহের ওপর পৃথিবীর চৌম্বকশক্তির প্রভাব নিয়ে পরীক্ষাকালে এই আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন : মাথা ভারত্ব সম্পন্ন দেহ ও মনে নতুন তেজ ও শক্তি সঞ্চার নিয়ন্ত্রণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর অনুকূলে নির্ভর করে। মাথাটা থাকে পূর্বদিকে উত্তর দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর প্রধান চুম্বক নিরক্ষরেখাকে দিকে, হাত দুটি হয় উত্তর থাকে পশ্চিমে।

ইংরেজদের কোন কোন স্কুলে আবাসে ছেলেদের বিছানা উল্টোপাল্টা করে রাখা হয়। তাদের ধারণা হচ্ছে, উত্তর মাথা হয়ে ঘুমে পড়লে তাতে চুম্বক নিরক্ষরেখার মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের তারতম্য পড়ে এবং তার ফলে অনিদ্রার আশঙ্কা থাকে নাই।

একজন ইংরেজের উত্তর দিকে মাথা এবং পশ্চিম দিকে পা রেখে ঘোড়া অঙ্কন করে ছিলেন পাশ্চাত্যের লোক। তিনি একশ ন বছর জীবিত ছিলেন। তিনি নাকি সে উত্তরে মাথা এবং পশ্চিম দিকে পা রেখে শয়ন করতেন। তাই অনেকে মনে করেন চুম্বক রোগের ঘরে ঘোড়া হয় এবং তার ফলে রক্তের অস্বাভাবিক প্রবাহকে রক্তকোষগুলি সঠিক চালাতে পারে।

কিন্তু কেন পূর্বে শয়নের এক মনস্তত্ত্ব বিষয়ও রয়েছে যে কারণে ঘুম ভাল হওয়া না-হওয়াটা নির্ভর করে বিছানার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। তিনি আরো বলেন যে "আমাদের মন ও দেহের প্রতিবার ওপর নিয়ন্ত্রণের চুম্বকের এবং অন্যান্য মহাজাগতিক শক্তির প্রভাব কার্যকরী থাকে।"

•

কোন কোন বিশ্বাসের মূলে আকস্মিক কোন ঘটনাসূত্রে দুজনের পরিচয় হয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রণয় চিরস্থায়ীর প্রণয়ধারার চেয়ে বেশী গভীর এবং বেশী স্থায়ী হয়। উদাহরণ—যেমন রোমার্স ও। ও তাঁর পত্নীকে লাভ করেছিলেন সম্পূর্ণ আচার বহির্ভূত উপায়ে। ও তখন নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করছেন। এমনি একদিন রাত্রে সাক্ষোক্লেস আকস্মিকভাবে কাছে বেনোদল ছেলেদের বাইরে সাইকেল থেকে পড়ে যান। এই দুর্ঘটনার ফলে ও ঐশ্বর্যশালিনী কুমারী টাউনসেন্ডের সংস্পর্শে পড়েন। টাউনসেন্ড ও'র অসুখ সেবাশুশ্রূষাতে ব্যস্ততাই শুধু দেখে ছিলেন না, তাঁর প্রেমেও পড়ে গেলেন। এঁদের বিবাহ হেল সুখের হয়। স্বামীর সৌজন্যে ও সহানুভূতিতে তাঁর নাটক রচনার এবং গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ লাভ করেন।

ইতালীর ভিক্টোরিয়া মেনিজো ব্রেসো-লিনীও পরিচয় ঘটেছিল অকারবর্হিভূত উপায়ে, তবে একটু ভিন্ন রকম। তখনও ব্রেসোলিনী ডিক্টেটর হননি। এক সন্ধ্যায় ধনবান মালিকের ছেলে অলান্টাকে দেখেই ভাল প্রেমে পড়ে যান। অলান্টা কিন্তু পরপাঠ ব্রেসোলিনীকে প্রত্যাখ্যান করে দেন। অলান্টার সঙ্গে ইতালীর ভবিষ্যৎ ডিক্টেটর ব্রেসোলিনীর এক ছেলে-ছেলের সম্পর্কের মত দেখাচ্ছিল। ব্রেসোলিনীর লম্বা ভাবে আঘাত লাগে অলান্টা যখন জানতে পেল, সে ফ্রান্সিসকে এক প্রতিকারে ভিত্তে করবে বলে ঠিক করেছে।

ব্রেসো ব্রেসোলিনী তখন অবশ্যই ভেবে ভবে স্বেচ্ছায় ইংলিশ রাজপুত্রে নিয়ে পড়েন। রাজপুত্রের নাম না জানতে পেরে ব্রেসোলিনীকে জানিয়ে দেবে, কিন্তু এবার ব্রেসোলিনী ওর করে ফেলেন। একদিন রাত্রে রাজপুত্রে ডিনারের নেমন্তন্নে যাবার সময়ইখানায় নিয়ে উপস্থিত হলেন। পুর উপস্থিত হয়ে ব্রেসো এবং ফটোর রাজপুত্রের পরিচয়ের সমস্যার উপস্থিতির বিভ্রমকরের বের করে চীৎকার করে উঠলেন। আশ্চর্যের বিষয় তখনও ব্রেসো সমস্ত না করে ব্রেসোলিনী এই দুটি দুর্দিন হয়েছে এবং। ব্রেসোলিনী ব্রেসো রাজপুত্রের বক্ষ ভেদ করে তার হৃৎপিণ্ডের অন্তর রাজপুত্রের বাম দিকে উপস্থিতের না ব্রেসো অবশ্য বলবার ব্রেসোলিনীর হাতে সম্প্রদান করবার সাধ হয়েছিল।

•

•

ব্রেসোরাণ্ডে হাটফোর্ড করবে দিন তবে দুদিন পর পর তিনটি বলবার পর তবে সেই একটি পুত্র সন্তান উপহার দেওয়ার ব্রেসোলিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এত আনন্দ হয় তার যে একটা এরোপ্লেন ভাড়া করে রাজধানীকের সহায়ে নিশীথ রাত্রির অন্ধকারের গায়ে "এরার পুত্রোৎসব করেছি" লিখে ঘোষণা করবে সাধ্যে করে।

•

নিউ ইয়র্কের সমস্ত হাসপাতালে বর্তমানে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের প্রত্যেকেরই পায়ের ছাপ রেখে দেওয়া হয়। কোন শিশু অপহৃত হলে তাকে খোঁজার সুবিধের জন্যে এই ব্যবস্থা।মূলক



জাপানের বাজে মৃত্যু শিক্ষার্থিনীদের তাদের শিক্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক বিচিত্র বর্ষান্তস্থান পালন করতে হয়। চৌকিওর তাকিবানা বালে স্কুলের মেয়েরা মস্ত বড়ো ঘোড়া, ঘুঘরাওয়ালা ঘোড়া, বালে একদিন করে দুঘণ্টার পথ অতিক্রম করে কোবাতাকা শিবিরে উপস্থিত হয়। সকলে সাতারের পোশাক পরে পাহাড়ের পায়ে এক পবিত্র প্রস্রবণের জলে স্নানতে হয়। তারপর একে একে প্রতিটি মেয়ে ঝিরঝিরে প্রপাতের নীচে বসে প্রার্থনা করে। প্রতিমের এক পুরোহিত সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সে হাত না নাড়ানো পর্যন্ত মেয়েরা প্রার্থনায় রত থাকে। প্রার্থনা শেষ হলে তবে মেয়েদের দেহ ও মন পবিত্র বলে পরিগণিত হয়। এরপর জাপানের বাজে গিয়ে তাদের নিয়ে আবার প্রতিমের নীচের হাঁটুতেতে বসে উপাসনা করতে হয়। প্রতিমের প্রপাতের নীচে প্রার্থনারত একটি মৃত্যুশিক্ষার্থিনীর ছবি দেখা যাচ্ছে

দুর্ঘটনার সময় মাথাটি যদি উত্তরমুখো থাকে তাহলে ভাল ঘুম হয়—অন্তত সুইজারল্যাণ্ডের একদল বৈজ্ঞানিক মানুষের দেহের ওপর পৃথিবীর চৌম্বকশক্তির প্রভাব নিয়ে পরীক্ষাকালে এই আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন : মাথা ভারত্ব সম্পন্ন দেহ ও মনে নতুন তেজ ও শক্তি সঞ্চার নিয়ন্ত্রণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর অনুকূলে নির্ভর করে। মাথাটা থাকে পূর্বদিকে উত্তর দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর প্রধান চুম্বক নিরক্ষরেখাকে দিকে, হাত দুটি হয় উত্তর থাকে পশ্চিমে।

ইংরেজদের কোন কোন স্কুলে আবাসে ছেলেদের বিছানা উল্টোপাল্টা করে রাখা হয়। তাদের ধারণা হচ্ছে, উত্তর মাথা হয়ে ঘুমে পড়লে তাতে চুম্বক নিরক্ষরেখার মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের তারতম্য পড়ে এবং তার ফলে অনিদ্রার আশঙ্কা থাকে নাই।

একজন ইংরেজের উত্তর দিকে মাথা এবং পশ্চিম দিকে পা রেখে ঘোড়া অঙ্কন করে ছিলেন পাশ্চাত্যের লোক। তিনি একশ ন বছর জীবিত ছিলেন। তিনি নাকি সে উত্তরে মাথা এবং পশ্চিম দিকে পা রেখে শয়ন করতেন। তাই অনেকে মনে করেন চুম্বক রোগের ঘরে ঘোড়া হয় এবং তার ফলে রক্তের অস্বাভাবিক প্রবাহকে রক্তকোষগুলি সঠিক চালাতে পারে।

কিন্তু কেন পূর্বে শয়নের এক মনস্তত্ত্ব বিষয়ও রয়েছে যে কারণে ঘুম ভাল হওয়া না-হওয়াটা নির্ভর করে বিছানার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। তিনি আরো বলেন যে "আমাদের মন ও দেহের প্রতিবার ওপর নিয়ন্ত্রণের চুম্বকের এবং অন্যান্য মহাজাগতিক শক্তির প্রভাব কার্যকরী থাকে।"

•

কোন কোন বিশ্বাসের মূলে আকস্মিক কোন ঘটনাসূত্রে দুজনের পরিচয় হয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রণয় চিরস্থায়ীর প্রণয়ধারার চেয়ে বেশী গভীর এবং বেশী স্থায়ী হয়। উদাহরণ—যেমন রোমার্স ও। ও তাঁর পত্নীকে লাভ করেছিলেন সম্পূর্ণ আচার বহির্ভূত উপায়ে। ও তখন নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করছেন। এমনি একদিন রাত্রে সাক্ষোক্লেস আকস্মিকভাবে কাছে বেনোদল ছেলেদের বাইরে সাইকেল থেকে পড়ে যান। এই দুর্ঘটনার ফলে ও ঐশ্বর্যশালিনী কুমারী টাউনসেন্ডের সংস্পর্শে পড়েন। টাউনসেন্ড ও'র অসুখ সেবাশুশ্রূষাতে ব্যস্ততাই শুধু দেখে ছিলেন না, তাঁর প্রেমেও পড়ে গেলেন। এঁদের বিবাহ হেল সুখের হয়। স্বামীর সৌজন্যে ও সহানুভূতিতে তাঁর নাটক রচনার এবং গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ লাভ করেন।

ইতালীর ভিক্টোরিয়া মেনিজো ব্রেসো-লিনীও পরিচয় ঘটেছিল অকারবর্হিভূত উপায়ে, তবে একটু ভিন্ন রকম। তখনও ব্রেসোলিনী ডিক্টেটর হননি। এক সন্ধ্যায় ধনবান মালিকের ছেলে অলান্টাকে দেখেই ভাল প্রেমে পড়ে যান। অলান্টা কিন্তু পরপাঠ ব্রেসোলিনীকে প্রত্যাখ্যান করে দেন। অলান্টার সঙ্গে ইতালীর ভবিষ্যৎ ডিক্টেটর ব্রেসোলিনীর এক ছেলে-ছেলের সম্পর্কের মত দেখাচ্ছিল। ব্রেসোলিনীর লম্বা ভাবে আঘাত লাগে অলান্টা যখন জানতে পেল, সে ফ্রান্সিসকে এক প্রতিকারে ভিত্তে করবে বলে ঠিক করেছে।

ব্রেসো ব্রেসোলিনী তখন অবশ্যই ভেবে ভবে স্বেচ্ছায় ইংলিশ রাজপুত্রে নিয়ে পড়েন। রাজপুত্রের নাম না জানতে পেরে ব্রেসোলিনীকে জানিয়ে দেবে, কিন্তু এবার ব্রেসোলিনী ওর করে ফেলেন। একদিন রাত্রে রাজপুত্রে ডিনারের নেমন্তন্নে যাবার সময়ইখানায় নিয়ে উপস্থিত হলেন। পুর উপস্থিত হয়ে ব্রেসো এবং ফটোর রাজপুত্রের পরিচয়ের সমস্যার উপস্থিতির বিভ্রমকরের বের করে চীৎকার করে উঠলেন। আশ্চর্যের বিষয় তখনও ব্রেসো সমস্ত না করে ব্রেসোলিনী এই দুটি দুর্দিন হয়েছে এবং। ব্রেসোলিনী ব্রেসো রাজপুত্রের বক্ষ ভেদ করে তার হৃৎপিণ্ডের অন্তর রাজপুত্রের বাম দিকে উপস্থিতের না ব্রেসো অবশ্য বলবার ব্রেসোলিনীর হাতে সম্প্রদান করবার সাধ হয়েছিল।

•

•

ব্রেসোরাণ্ডে হাটফোর্ড করবে দিন তবে দুদিন পর পর তিনটি বলবার পর তবে সেই একটি পুত্র সন্তান উপহার দেওয়ার ব্রেসোলিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এত আনন্দ হয় তার যে একটা এরোপ্লেন ভাড়া করে রাজধানীকের সহায়ে নিশীথ রাত্রির অন্ধকারের গায়ে "এরার পুত্রোৎসব করেছি" লিখে ঘোষণা করবে সাধ্যে করে।

•

নিউ ইয়র্কের সমস্ত হাসপাতালে বর্তমানে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের প্রত্যেকেরই পায়ের ছাপ রেখে দেওয়া হয়। কোন শিশু অপহৃত হলে তাকে খোঁজার সুবিধের জন্যে এই ব্যবস্থা।মূলক



জাপানের বাজে মৃত্যু শিক্ষার্থিনীদের তাদের শিক্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক বিচিত্র বর্ষান্তস্থান পালন করতে হয়। চৌকিওর তাকিবানা বালে স্কুলের মেয়েরা মস্ত বড়ো ঘোড়া, ঘুঘরাওয়ালা ঘোড়া, বালে একদিন করে দুঘণ্টার পথ অতিক্রম করে কোবাতাকা শিবিরে উপস্থিত হয়। সকলে সাতারের পোশাক পরে পাহাড়ের পায়ে এক পবিত্র প্রস্রবণের জলে স্নানতে হয়। তারপর একে একে প্রতিটি মেয়ে ঝিরঝিরে প্রপাতের নীচে বসে প্রার্থনা করে। প্রতিমের এক পুরোহিত সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সে হাত না নাড়ানো পর্যন্ত মেয়েরা প্রার্থনায় রত থাকে। প্রার্থনা শেষ হলে তবে মেয়েদের দেহ ও মন পবিত্র বলে পরিগণিত হয়। এরপর জাপানের বাজে গিয়ে তাদের নিয়ে আবার প্রতিমের নীচের হাঁটুতেতে বসে উপাসনা করতে হয়। প্রতিমের প্রপাতের নীচে প্রার্থনারত একটি মৃত্যুশিক্ষার্থিনীর ছবি দেখা যাচ্ছে

শিশু এবং প্রসূতিদের যথাক্রমে পা ও আঙুলের ছাপ নেবার এই রীতিটি প্রথম প্রচলিত হয় দক্ষিণ আমেরিকায় এবং সেখানে ব্যবস্থাটি চলে আসছে পঞ্চাশ বছর ধরে।

অপরাধ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এইভাবে ছাপ রাখার রীতিটি শিশু অপহরণ এবং বদলাবদলি হয়ে যাওয়ার প্রতিরোধক হিসেবে একদিন পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত হবে। এই ব্যবস্থাটি প্রবর্তিত হয় এক মা তার সন্তান বদল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করা থেকে। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল শিশুদের আঙুলের ছাপ নেওয়ার। বড়দের আঙুলের রেখার যে বৈশিষ্ট্য সেটা শিশুদের আঙুলে থাকলেও অতি ক্ষুদ্র বলে আঙুলের ঠিকমতো ছাপ নেওয়ার অসুবিধে দেখা দেয় এবং তার বদলে পায়ের ছাপ নেওয়া সহজ দেখা যায়।

•

বাটলার বর্তমান বছরে যে সকল দম্পতী তাদের বিবাহের হীরক বা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবে তারা যদি রেড ক্রস সোসাইটির বন্ধুদের ক্লাবের সভ্য হয় তাহলে একটা বিশেষ উপহার লাভ করতে পারবে। উপহারটি হচ্ছে কমলালেবু এবং তারা পরে বিবাহিত প্রতি বছরের জন্য একটি করে। বাস্টনবাসীদের প্রতি ই এইচ হুইটনীর অনুপ্রেরণায় দক্ষিণ আফ্রিকার কমলালেবু উৎপাদকরা এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করছে।

পিটারবরোর প্রথম মানের জজ শ্রীহুইটনী করে বছর বয়সে আফ্রিকায় যান এবং ১৮৯৯ সনের অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকার ইস্টা লন্ডন শহরে বিবাহ করেন। সেই বিবাহের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে যুদ্ধের সময় এবং তৎপরে রেড ক্রসের কাছ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন যে ব্যাপক সাহায্য লাভ করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থেই শ্রীহুইটনী এই ব্যবস্থা করেন।

•

যান্ত্রিক সাহায্য নিয়ে মানুষের কাজ সহজ করবার কত বিচিত্র উপায়ই উদ্ভাবিত হচ্ছে। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের এক অফিস পাড়ে একটি 'বাকচতুর' লিফট বসানো হয়েছে। মাগনেটিক ফিতাতে রেকর্ড করা কতকগুলি বুলি সংযোজিত হয়েছে এতে। কেউ লিফটে চড়ে যদি সে তলায় যাবে সে তলার ঠিক বোতামটি টিপতে ভুলে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বর ভেসে আসে: "দয়া করে উপরের অনুগ্রহ করে সেই বোতামটা টিপে দিন।" অনুরোধ বহুবার মৃদু ভাবে বার বার উচ্চারিত হয়।

লন্ডনের ভূগর্ভস্থ রেলপথে 'গোট থেকে সরে দাঁড়ান' বলে যাত্রীদের সতর্ক করে দেবার জন্যে 'বাকচতুর' লিফট বহুকাল পূর্বেই প্রবর্তিত হয়েছে। তবে নিউ ইয়র্কের উক্ত লিফটটি কোন তলায় থামলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে "নীচে যাবেন?" বা "ওপরে যাবেন?" এবং লিফটের দরজা বন্ধ হবার সময় কোন যাত্রী পথ আটকে থাকলে কি বলতে হয় এই লিফটটি তাও বলে দেয়। বলে: "দরজাটা ছেড়ে দাঁড়াবেন দয়া করে।" লিফট চলনার যন্ত্রটি কোন কারণে বিকল হয়ে গেলে বলে: "একটি স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা যন্ত্র লিফটটি বন্ধ করে দিয়েছে। দয়া করে এলার্ম বেল বাজিয়ে মিস্ত্রীকে খবর দিন।"

অবে একটি বিচিত্র 'বাকচতুর' লিফট কিছুদিন পূর্বে কানাডায় বসানো হয়েছে। শুধু কথা বলাই নয় কেউ ফরাসী ভাষায় উঠলে সে ফরাসী বললে তাও বুঝতে পারে।

•

পাত্র নির্বাচিত হওয়ার জন্যে সেরা কে বেশী—স্বামীর না স্ত্রীর এই নিয়ে মনোবৈজ্ঞানিকরা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন। তর্কতার্কির সাপারে ডঃ ডুডিড এই ফিঙ্কের মত মেয়েরই হয় পুরোচক। কারণ মেয়েদের প্রকৃতিই হচ্ছে অপরের মনোভাবের ওপর প্রতিফলন লাভ করা। যখন অনুভব করে যে, যথাযথ মনোযোগ তার আকর্ষণ করতে পারছে না, তখনই নিজেদের নিরাপত্তাহীন মনে করে। এইভাবে কোন স্ত্রী কোনদিনই তার পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যই বলতে চাইবে তুলতে পারে। তার বিপরীত পরিবর্তে হচ্ছে কারণ মধ্যে কিনিসপত্তর চুরমার করা আপনারা কিন্তু স্বামীদের ধরতেই হয়।

বাটলার বিশ্ববিদ্যালয় বিবাহিত দম্পতীদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে কতকগুলি নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে: স্ত্রীরা স্বামীদের সোজাসুজি সম্পর্কে বেশী স্থিতিস্থাপকশীল। প্রতি একজন স্ত্রীর মধ্যে একাত্তর জন স্ত্রী তাদের স্বামীর কতকগুলি লক্ষণের সমালোচনা করেছে। সে তুলনায় স্ত্রীর কোন কোন দোষের কথা উল্লেখ করেছে শতকরা চুয়াল্লিশ জন স্বামী। প্রশ্নের উত্তরাবলী থেকে বোঝা যায় যে, স্বামীরা খাবার আগে বেশী রুক্ষ মেজাজের হয়। মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বেশী সংকীর্ণচেতা হয় এবং বিতর্কের ওপর নিকটা সেখায় মেয়েরা পুরুষের মতো ঔদার্যের অধিকারিণী নয়। কোথাও উপস্থিত হওয়া ব্যাপারে মেয়েরা সময় রক্ষা করে না এটা ঠিক নয়। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা নিজেদের জীবন বিষয়ে বেশী অখুশী, অতৃপ্ত এবং মনে করে যে, পুরুষরা অধিকতর আকর্ষণীয় জীবনযাপন করে বরং জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য তাদের বেশী। পুরুষ এবং নারী উভয়কেই প্রশ্ন করা হয়েছিল তারা কি হওয়া পছন্দ করে পুরুষ না স্ত্রীলোক। পুরুষদের শতকরা মাত্র ছজন জানায় যে, তারা স্ত্রীলোক হওয়াই পছন্দ করে এবং মেয়েদের মধ্যে শতকরা উনিশ জন জানায় যে, তারা পুরুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে।

আশ্চর্য প্রকৃতির হয় কে বেশী, এ বিষয়ে লন্ডনের ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ মেন্টাল হেলথ নামক সংস্থার অনুশীলনের ফলে দেখা গিয়েছে যে পুরুষের চেয়ে মেয়েরা আবেগের দিক থেকে অসমঞ্জস অস্থির প্রকৃতির এবং বিভিন্ন প্রকার অসুখে ভোগে বেশী। অনুশীলনে আরো দেখা গিয়েছে যে, মেয়েরা তার চার পাশের প্রকৃত জগতের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট প্রমাণ হয় এবং সন্তান ধারণ বেশীকে বড় করে দেখতে চায়।

মনোবিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমাজতাত্ত্বিকরা সম্প্রতি যে মেয়ে পুরুষের কাজের ক্ষমতা, বুদ্ধির কার্যকারিতা প্রভৃতি প্রশ্নের অবতারণা করে থাকতে পারে। তাঁরা বলেছেন যে পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে কায়িক পরিশ্রমের কাজে অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন করে। যদি, মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সমান সমান হারে বিভিন্ন কাজের সুযোগ পায় তবে মনে করা হয় যে, মেয়েরা পুরুষের সমান কাজ করতে পারে। কিন্তু স্কটল্যান্ডে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিয়ে অনুশীলন করে দেখা গেছে যে, মেয়েরা কঠিন পরিশ্রমের কাজে এবং অধ্যবসায় প্রদর্শনে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী পারদর্শিনী।

•

লন্ডনের পিকাডেলি শহরের জন হেনরি নামক উনিশ বছরের তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয় এই কারণে যে, প্রথমে সে একখানি গাড়ি চুরি করে এবং অপহৃত গাড়িখানিকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্যে সে আর একখানি গাড়ি চুরি করে এবং দ্বিতীয় অপহৃত গাড়ির চাকার হাওয়া সরিয়ে ফেলার জন্যে একখানি গাড়ি চুরি করে হাওয়া ভরবার জন্যে।

## হলুদ আলোর কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দুয়ারে হলুদ পর্দা। পর্দার বাহিরে শুধু মাঠ।
আকাশে গৈরিক আলো জ্বলে।
পৃথিবী কাম্পনপ্রভ রৌদ্রের অনলে
মুগ্ধ হয়।
কারা যেন সংসারের মায়াবী কপাট
খুলে দিয়ে ঘাস, লতা, পাখির স্বভাবে
সানন্দ সৃষ্টির চিতে মিশে গেছে।
আমি বসে দিন।
দুয়ারে হলুদ পর্দা। আকাশে গৈরিক
আলো কাঁপে। সারা দিন কাঁপে।

আকাশে গৈরিক আলো। হেমন্ত-দিনের মৃদু হাওয়া
কৌতুকে আঙুল রাখে ঘরের কপাটে,
জানালায়। পাখিদের মাঠে
মানুষের চিনায় কণ্ঠ। কে জানে মানুষ আজও মেঘ
হয়ে গিয়ে স্বর্ণাভ মেঘের স্নিগ্ধ ছায়া
হয়ে যায় কিনা। তার সমস্ত আবেগ
হয়ে যায় হয় হোক্‌দুরের হলুদ উত্তাপ।

আকাশ কাঁপে। সারা দিন কাঁপে।

## সুন্দর খেলনাগুলি

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সুন্দর খেলনাগুলি কেড়ে নিয়ে সে-কেসে-এ সাজায়;
চুমোয় ভরে তার কৃষ্ণন-মুখর ঘুম কোড়া;
রঙিন ট্রাগন, ফেন মোটর, জাহাজ, নৌকা চায়
খুলনা কে কেড়ে কোনটি অস্ট্রিচ সোনার পাতে মোড়া,—
মনোরমা ভালবাসেনা। মনোরমা এখন কোথায়!

আস্তে আস্তে হাত গুটোলো। অতীতের মায়াবী বিকেল
সোনালী নদীর মত নেমে আসে। মনে পড়ে যায়,
যখন সে স্কেচ করতো চুপি, শাখা, গিল্টির ও নিকেল
গয়না, স্নো-পাউডার, সেন্ট; মনোরমা থাকতো আনমনায়।
তারপর সে বড় হলো। আনন্দের সমুদ্র উছল।

মসৃণ, চিকন দেহে ধুলো মাখতে সাধ ছিল তার!
বলতো সে, "পুতুল সেজো ভালো করে সাজাও দোকান;
আজো হয়ে ওঠেনি তার।" কেন বলতো? কেন অন্ধকার
নামলো তার বুক জুড়ে? কেন থামলো সে গুন গুন গান?
পুতুলেরা নারীর মন। জীবনটা কি পুতুল-খেলার।

আলো বড়ো প্রতারক; বিশেষত এ বিকেলে। ভিড়
খেলেরের। অথচ সে শুনেতে চায় একান্ত নীরব,
হবে একটি কণ্ঠস্বর। চোখ রেখেছে; খাটনির শরীর
স্পর্শিত চায়। খেলনা নেড়ে কাপসা চোখ, করে অনুভব:
একই নারী আলো জ্বালে, অন্ধকারও আনে পৃথিবীর।

# পুস্তক পরিচয়

## গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

**বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ** — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা-১২। দাম—১০৲।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে অতএব বাংলাদেশেও, গ্রন্থাগারের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। এবং তার ফলে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পুস্তক-পাঠের স্পৃহা তেমনি বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষেরও আইনশৃঙ্খলার প্রতি আধুনিকতম পদ্ধতি প্রকরণের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগারবিজ্ঞান একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সন্দেহ কি। সুতরাং এ-বিষয়টি নিয়ে যত বেশী আলোচনা হয় দেশের পাঠকদের প্রকারান্তরে তত বেশীই উপকার সাধিত হবে। একটি আশার কথা এই যে, বাংলা-দেশের অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকদের কেউ-কেউ এ আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। অভিজ্ঞতায় এত প্রবীণ গ্রন্থাগারিক আর কজন আছেন জানি না, তবে একাদিক্রমে ৩৬ বৎসর যিনি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষতা করেছেন, অন্তত তিনি যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহাতীতভাবে একজন অথরিটি এ-কথা জানতে কারো নিশ্চয়ই বাধা থাকবে না। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার দান।

বর্গীকরণপদ্ধতি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন আমেরিকার মেলভিল ডিউই। এবং তাঁর প্রবর্তিত রীতিই পরবর্তী কালে পৃথিবীতে গৃহীত হয়। কিন্তু সকল দেশেরই জাতীয় ভাষার একটি বিশেষ এবং প্রধান স্থান আছে। তার মূল্য সেই বিশেষ দেশের পক্ষে অসাধারণ। সেজন্য কোনো বিশেষ দেশের জাতীয় ভাষায় রচিত পুস্তককে তার উপযুক্ত স্থান দেওয়ার প্রয়োজনে যদি ডিউই-প্রবর্তিত পদ্ধতিকে একটু অদল-বদল করে নিতেই হয় তবে তাতে দোষের কিছু নেই। অধিকন্তু যে-কোনো পদ্ধতিই পরিবর্তন সাপেক্ষ। অন্তত গ্রন্থকার নিজে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি পরিচালনার কখনও থমকে যাননি। কিংবা বলা চলে প্রতিনিয়ত গ্রন্থাগার-পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে এত বেশী জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, প্রচলিত রীতির ওপর ভিত্তি করেই নতুনভাবে তাঁকে ভাবতে হয়েছে, যার ফলে ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিকরূপে একটি আধুনিক পদ্ধতি তাঁর অভিজ্ঞতায় অবধারিতভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ভূমিকায় লেখক বিশেষভাবেই বলেছেন 'পূর্বসূরিগণের পথই অনুসরণ করা শ্রেয়—তবে অনুকরণ করা কোনো কাজের কথা নয়।'

সমগ্র বইটিতে একবার চোখ বুলালেই যে-কোনো অজ্ঞ ব্যক্তির কাছেও এ সত্য ধরা পড়বে যে অসাধারণ ধৈর্য ও প্রতিভা না থাকলে এ-রকম একটি গ্রন্থ সংকলন করা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এবং এই ধৈর্য ও দীর্ঘ ৩৬ বৎসরের প্রতিভা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন একনিষ্ঠ সন্ধানীরই। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্যই এ-বই নয় আশা করি প্রতিটি গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষই বুঝতে পারবেন যে এ-বই তাঁদের পক্ষেও একান্তভাবেই অপরিহার্য।

(৩১২।৫৯)

**গ্রন্থাগার প্রচার**—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থকেন্দ্র, ২৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

বাংলাদেশে বহু গ্রন্থাগার হাজারও পাঠক এখনও গ্রন্থাগার-সচেতন হয়ে ওঠেনি। তাই জানা চাই ব্যাপক প্রচার গ্রন্থাগারিক কেমন ভাবে সতর্কতার সহিত গ্রন্থাগারের বিষয় প্রচার করে পাঠককে সচেতন করে তুলবেন, সরলপরিচয়ে গ্রন্থকার সুন্দরভাবে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। গ্রন্থকার বহুভাষাবিদ এবং আলোচ্য বিষয়ে বহু পুস্তক বাংলা ভাষায় রচনা করে কৃতী হয়েছেন। সেই গৌরব এই গ্রন্থেও অক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাঁর সহজ সরল লেখনী সুনিপুণ রসসিক্ততা বিষয়টিকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। গ্রন্থখানির স্বল্প সংখ্যক বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রী কৌতূহলী পাঠক ও গ্রন্থাগারিক সমভাবে উপকৃত হবেন।

৩৩০।৫৯

## গবেষণা প্রবন্ধ

**কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র**—যোগেশচন্দ্র বাগল। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা-৬। পাঁচ টাকা।

গবেষক গ্রন্থকার হিসাবে যোগেশচন্দ্র বাগল বর্তমান সময়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনায়, জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিকায় শ্রীযুক্ত বাগল দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সঙ্গে নিযুক্ত আছেন। স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে ঐ জাতীয় প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে একরাকো যাঁদের নাম করা চলে আমাদের আলোচ্য লেখক তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিশ-শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত সময়ে ভারতবর্ষে আধুনিক সংস্কৃতির যে প্রবাহ বহমান তার মূল নির্ঝর বাংলাদেশেই উৎসারিত হয়েছে। বাঙালীই ভারতের সর্বাপেক্ষা সাধনার অন্যতম পূজারী। তৎকালীন ভারতে যে তিনটি প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল কলিকাতা তাদের মধ্যে অন্যতম। সেই কলকাতাই উনবিংশটি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস যোগেশচন্দ্র আলোচ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। নানাবিধ সমাজ উন্নয়নমূলক এই প্রতিষ্ঠানগুলি কলকাতার প্রথম প্রতিষ্ঠা থেকে কোনো ক্ষেত্রে, কোনো শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো কোনো ধর্ম বা রাজনীতি বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালীর তথা সমগ্র ভারতবাসীর মানস-সংপ্রসারণের সহায়তা করে এসেছেন। এই প্রতিষ্ঠান-গুলির জন্ম ও ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে কালের বহিরঙ্গ বাঙালী কৌতূহলী-মাত্রকেই এই গ্রন্থটি অধিক আকর্ষণীয় করবে।

৩০৯।৫৯

## জ্ঞান-বিজ্ঞান

**হর্মোন বা উত্তেজক রস** শ্রীবৃন্দেন্দ্র পাল। বসুশ্রী বিজ্ঞান পরিষদ ২১৬।২।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য এক টাকা মাত্র।

চিকিৎসাসম্পর্কিত তথ্য শ্রীবৃন্দেন্দ্র পাল নিতান্ত অপরিচিত নন। বর্তমান গ্রন্থখানিতে তিনি তাঁর গবেষণা-লব্ধ হর্মোন-রসতত্ত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। রোগ প্রতিষেধ এবং প্রতিকারের জন্য ইদানীং হর্মোন সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানবার জন্য অনেকেই উৎসুক। বাংলাভাষায় রচিত এই গ্রন্থখানি বহুলাংশে তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে সমর্থ হবে আশা করি। পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, থাইমাস ও অ্যাড্রিনেল প্রভৃতি গ্ল্যান্ডের মধ্যে হর্মোন ক্ষরণের ফলাফল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা গ্রন্থখানির বিশেষত্ব। অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রতি-শব্দের ব্যবহার একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। ছাপা বাঁধাই ভাল।

৬৮২।৫৯

**পদার্থবিজ্ঞান পারমাণবিক শক্তি**—মূল লেখক: কার্লটন পার্ল। অনুবাদক: কৃপাল কুমার। হেমশিখা প্রকাশনী, কৃষ্ণনগর। মূল্য ২.।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি পারমাণবিক শক্তির ক্রমবিকাশ পদ্মের বিস্ময়ের কারণ। শিল্প, চেতক, বাণিজ্য এমনকি কৃষির ক্ষেত্রেও পারমাণবিক শক্তি এক বিরাট ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সমুপস্থিত করেছে। এর ফলে কত পথ কত দিকে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। উপরোক্ত প্রসঙ্গে গ্রন্থে আমরা পাই সহজবোধ্য ভাষাই একটি গল্প। সহজবিজ্ঞান সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থে এরূপ কৌতূহলসম্পন্ন হতে পারে। তা প্রায় ক্ষিপ্র করেই যায় না। তাদের তুলনা তুলনীয় উপন্যাস লিখিত হলেও বক্তব্যের। [illegible] করবেন। অনুবাদও প্রাঞ্জল। ৫১০।৫১

**বেতার কথা**—[illegible] শ্রীনিত্যানন্দ শর্মা। [illegible] ১৫৮ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৬.৫০ ন. প.।

[illegible] সম্পর্কিত গ্রন্থ যত [illegible] দুই প্রকারের লিখা [illegible] ও [illegible] আলোচনা [illegible] বিজ্ঞান ও [illegible] লিখিত [illegible] গ্রন্থটি বিষয় নির্বাচনে [illegible] আছে। [illegible] সম্পর্কে [illegible] বিষয়ের সকল সমস্যাই আজ [illegible] নিয়ে বিতর্কবিতর্কের ও প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে তার বিশ্লেষণের ও সমাধানের পথ এই বিদ্যুৎবিহারেই অনুসন্ধিত হয়েছে। এই ধরনের গ্রন্থের মূল্য অনস্বীকার্য। ৫১২।৫৭

## পার্বত্য জাতির কথা

**কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে**—শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্তী। প্রাপ্তিস্থান—হেমশিখা প্রকাশনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, কৃষ্ণনগর। আড়াই টাকা।

আমাদের নিকট প্রতিবেশী সত্ত্বেও, সরল লেপচা জাতির ইতিহাস স্বল্প পরিসরে বর্তমান গ্রন্থে লেখক তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। লেপচারা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে—এই কাঞ্চনজঙ্ঘাই তাদের সুন্দরের পূজারী লেপচা জাতির উপাস্য দেবতা। এদের ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, সব কিছুরই উপর এই কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরিসীম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইতিহাসের উত্থান-পতনের মতনই এই জাতি আজ ছড়িয়ে পড়েছে ইতস্তত এবং রাষ্ট্রীয় নানা কারণে বর্তমানে এদের সংখ্যাও অত্যন্ত মুষ্টিমেয়। গ্রন্থকার কয়েক বছর সিকিম ও দার্জিলিং-এ বসিয়ে বসিয়ে লেপচাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে বর্তমান গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং তাদের সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মীয় রীতিনীতি, শিল্প ও সাহিত্যবিষয়ক ইতিহাসের একটি সুষ্ঠু, পরিচ্ছন্ন ছবি ধরতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য এ বিষয়ে পাশ্চাত্যের মনীষিগণের গবেষণাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একথা বলা বাহুল্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা প্রধানতঃ লেপ্চাদীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলেই প্রচুর লেপ্চার ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার বিষয়ে ঐতিহাসিক অনেক সময় ভুলধারণা করতে পারেননি—ফলে তাঁদের গবেষণার অভিযোগ করার কিছু নেই, তবে তাঁরা নিভুল নন। এদের ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। লেখক তাঁর গবেষণায় উপকৃত হয়েছেন এবং সম্ভবতঃ লেপ্চাদের সঙ্গে নানা ব্যাপারে মেলামেশার ফলে লেপ্চাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক মনোভাব বজায় রাখতে কৃতকার্য হয়েছেন। লেখকের ভাষা ঐতিহাসিক সুষ্ঠুতাপূর্ণ এবং কাহিনী উপন্যাসের মতন বিষয়ে ক্ষেত্রে সহজেই পাঠকের মনে প্রভাব বিস্তার করে। ছবিগুলি ও মানচিত্র গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। এই ধরনের গ্রন্থের মূল্য অনস্বীকার্য। ৫৩০।৫৯

## উপন্যাস

**প্রতিবেশন**—শঙ্কুতলা রায়চৌধুরী। পুস্তকালয় লিমিটেড, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা। পাঁচ টাকা পঞ্চাশের নমস্কার।

বর্তমান গ্রন্থে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত লেখিকার একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। সমস্যা তুরস্ক-ওয়াজীর পরিস্থিতিকে ঘিরে। লেখিকা কিরূপে তাহার চরিত্রের আসন সহজ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং আজও আজও তুরস্কাদীন সাহসের সুসংবদ্ধ নবীন মহিমা-ভবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার বেলাভূমে অসংখ্য উদ্দীপ্ত হইয়া মুসলিম পরাধীন ইতিহাসের সহায়তায় তাহা লেখক সত্যানুভূতির কথা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য।

Burke's speech In Impeachment of Warren Hastings.

এবং অন্যান্য অনেক লেখকের বিভিন্ন কাহিনী হইতে সংকলিত তথ্য অবলম্বন করিয়া রচিত এই গ্রন্থে তাহার সমসাময়িক রাজনীতির, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক অবস্থা বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন লেখিকা। বিরাট উপন্যাসের পরাধীন সাহসের সংকলনের সুসংহিতা এবং ইতিহাস সম্মত ভূমিকায় এবং কুইনের বড়ো কৌশলে সমস্ত কাহিনী সূত্রে রাখা ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া হইয়াছিল—ইতিহাসকে বিকৃত না করিয়া তাহার চরিত্র-চিত্রণে লেখকের বিশ্লেষণশক্তির নিদর্শন গ্রন্থে আছে। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস এবং উপন্যাস সম্পর্কে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থখানা


নতুন বই :—

**তিমির লগন**

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

লেখিকার নতুন উপন্যাসে নবীনা নায়কী নায়কের সোনালি এক রহস্যের ইঙ্গিত আসবে। রহস্যটুকু কে ভেদে করে কি দিল। নায়কী না এঁকে দিলেন? ৯.১০

**নাজমা বেগম**

শ্রীবাসব

চরিত্রের শহরের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লিখিত রোমাঞ্চকর প্রেমের কাহিনী। ৫.০০

শীঘ্রই বেরুচ্ছে: **নীলকণ্ঠের ঃ একটি অশ্রু দুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোলাপ**

অন্যান্য বই।—

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য **এতটুকু আশা** ৩.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় **অতুরঞ্জ** ৩.০০

করুণা প্রকাশনী । ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট । কলিকাতা—১২

অবিসংবাদিতভাবে স্থান লাভ করিবার যোগ্য। ইতিহাসের রুক্ষতা বাঙ্ময় সরসতার ভাষা এবং ছবিসম্পদ গ্রন্থখানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৪১।৫৯

**পুষ্পধন্বা**—প্রবীর সেন। তুলি-কলম, ৩৪-এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দু টাকা।

একটি প্রেমের কাহিনীকে উপজীব্য করে উপন্যাসটি লেখা হয়েছে। নায়িকা এক রক্ষণশীল রক্তপুত্ত রক্ষ-পরিবারের কন্যা সুবর্ণনলিনী এবং নায়ক পুরাতত্ত্ববিদ্ বাঙালী কলাণসুন্দর। নায়ক-নায়িকার প্রেমের রোমান্স এবং স্বল্পমুখর ট্রাজিক পরিণতি পাঠকের মনে কৌতূহল জাগিয়ে রাখে। সুন্দর রক্তস্থানের এক রক্তপুত্ত পরিবারের রটনা বর্তমান উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসের লেখক নবাগত; তাঁর উপন্যাসের মধ্যে একটি সহজ বাঁধুনি বর্তমান।

৩২৩।৫৯

**জঙ্গল প্রেম**—শচীন্দ্রনারায়ণ রায় পরোসস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৩৩।১।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। সাত টাকা।

বর্তমান গ্রন্থখানি লেখকের ছদ্মনাম প্রথা অবলম্বনের প্রচেষ্টায় রচিত একখানি অসম্পূর্ণ উপন্যাস। ইহা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ কবে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কোন হদিস নাই। গ্রন্থখানিতে লেখক ভাষা এবং মনস্তত্ত্ব উভয়ের চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু কিছু সমাজবিরোধী কাহিনীর বিবরণ ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু এইসব বিচিত্র ধর্মী চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। ঘটনাবলীর বর্ণনা কোথাও কোথাও রক্ষ ইতিহাস-ধর্মী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। লেখকের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না। প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিপাটী পুস্তকখানি নিখুঁত।

৩৫।৫৯

## শিশু-সাহিত্য

**কুলবধূরা**—বরেন গাঙ্গোপাধ্যায়। বসু প্রকাশনী, ১১৯, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা—৬। সাধারণ সংস্করণ ১·৫০ নয়া পয়সা।

যেচ্ছাচারে শিশুদের শিক্ষাদানে নিত্য নৈমিত্তিক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে এবং শিক্ষাবিদগণ তোলার ছিদ্রের দিয়ে শিশু শিক্ষাদানের এই আধুনিক উপকারকদের নানা কারণেই সমর্থন করেছেন। আমাদের দেশেও মন্তেসরী, কিন্ডারগার্টেন প্রভৃতি পদ্ধতিগুলি সেই জন্যই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। বিদেশী ভাষায় এই শ্রেণীর নানা রকম পুস্তক বর্তমান কিন্তু সেই তুলনায় বাংলা ভাষায় এই ধরনের প্রচেষ্টার অভাব ইতিপূর্বে বিশেষ অনুভূত হয়েছে। ছোটদের মনের মতন করে ছড়া আবৃত্তি করা, গল্প বলা এবং কাহিনীর নাটকীয় অভিনয় ইত্যাদি হলো ফ্রয়েবেলীয় হাতেখড়ি শিক্ষাপদ্ধতি। শিশুরা এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে বলে আনন্দ এবং শিক্ষালাভ করার প্রশ্নটা বড় হয়ে ওঠে না। এই শ্রেণীর বইয়ে ছোটদের আঁকা কিছু ছবি থাকা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। গ্রন্থকার বরেন গাঙ্গোপাধ্যায়ের এই শ্রেণীর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

৬৪৩।৫৯

## কবিতা

**কৃত্তিবাস**—ত্রৈমাসিক সংকলন। ১।৬৬। সম্পাদক: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কৃত্তিবাস কার্যালয়, ১২, কামদলকের স্ট্রীট, কলিকাতা-৭। দাম আট আনা।

কৃত্তিবাস কবিতাপত্রিকাটি সম্পাদনা করিতেছেন। এই কবিতা-সংকলনটি সম্পাদনা করিয়াছেন ও ইতিমধ্যে ইহাকে বেশ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করিয়া নিয়মিত করিয়াছেন। কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে কৃত্তিবাস কবিতার নিয়মিত পাঠক-পাঠিকার মনে যে আশা ও আশঙ্কা জাগিয়াছিল তাহা যে অমূলক নয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য এই সংখ্যার পরে আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হইতে পারে নাই। [illegible] কৃত্তিবাস কবিতাকে [illegible] করিয়াছে। [illegible] কবিতা [illegible] কবিতা [illegible] কবিতা

প্রাণ। নাটকার শর্মিলা সেনের 'ডাউন ট্রেন' মেইনিক থেকে প্রকর্ষতে লাভ করেছে। ছোট বেল স্টেশনের সত্যাকৃষ্ণ দত্ত, যে আপ এবং ডাউন ট্রেনের লাইন ক্লিয়ার দেন দুই নং সংবাদ স্টেশনের লাইন ক্লিয়ার করতে গিয়ে কর্তব্যবোধ ও প্রাণাবেগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হয়। প্রকাশ্য বিরোধী সংঘাতকে লক্ষ্য করে দুই দলে। সংঘাত আর প্রকাশ্য একটি, কোলাহল। দৃশ্যের এই সংঘাতকে ব্যক্তিবিশেষে প্রকাশিত করবার জন্যে নাটকার যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তাতে নাটকীয় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। সত্যকৃষ্ণের চরিত্রে শ্রী প্রকাশ ও স্বার্থান্বেষী সহকর্মীর চরিত্রে নরেন শর্মা অভিনয়ের মধ্যে কোন অসঙ্গতি প্রকাশ করেন নাটকীয় আবহ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে বলে মনে হয়। ১৪৩।৬১

## সংবাদ

**বাংলা-বাংলাদেশ বৈঠক** আগামী ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় বাংলা-বাংলাদেশ বৈঠক বসবে। ১৯৫৮ সালে ঢাকায় এই বৈঠক বসেছিল। ১৯৬১ সালে কলিকাতায় বৈঠক বসবে। ১৯৬২ সালে আবার ঢাকায় বৈঠক বসবে। ১৯৬৩ সালে আবার কলিকাতায় বৈঠক বসবে। ১৯৬৪ সালে আবার ঢাকায় বৈঠক বসবে। ১৯৬৫ সালে আবার কলিকাতায় বৈঠক বসবে। ১৯৬৬ সালে আবার ঢাকায় বৈঠক বসবে। ১৯৬৭ সালে আবার কলিকাতায় বৈঠক বসবে।

যাবতীয় জটিল সমস্যা এবং প্রজনন সংক্রান্ত সমৃদ্ধ প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এ গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিবাহেচ্ছু এবং বিবাহিত নরনারীর পক্ষে গ্রন্থখানি অপরিহার্য পাঠ্যরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত। বর্তমান যুগে বহুবিধ সমস্যা-সংকুল যৌন সংসর্গ এবং তাহার সমাধান সম্পর্কে প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে গ্রন্থকারদ্বয়ের বক্তব্য বিষয়গুলি সাফল্যজনকভাবে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার প্রয়াস প্রশংসার্যোগ্য। যৌন আচরণের সামাজিক বা নৈতিক সমস্যা অপেক্ষা যৌন সম্পর্কের ব্যক্তিগত দিকগুলির আলোচনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

যৌন সম্পর্কের রসকৌশল ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রতি গ্রন্থকারদ্বয় বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। দাম্পত্য সুখ পরিচ্ছন্ন স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়াবেগ ঘটিত ব্যাপারের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও গ্রন্থখানির আকর্ষণ। বিবাহের যোগ্যতা, যৌন সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য, প্রজনন এবং পরিবার পরিকল্পনা পরিচ্ছেদগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। ৮।৫১

## জীবনচর্চা

**শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক (প্রথম খণ্ড)**—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পূর্বাচল প্রকাশনী, ৩২ই, লাসডাউন রোড, কলিকাতা—২০। ৩৫০ নঃ পঃ।

এখন পর্যন্ত শরৎচন্দ্রই বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। পল্লীর গণ্ডীর স্তর থেকে শুরু করে মফঃস্বলের বহির্মহল পর্যন্ত নরনারীর হৃদয়াবেগের সঙ্গে শরৎ-সাহিত্যের একটি নিগূঢ় যোগাযোগ রয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রতিটি পাতাই অসংখ্য নখদর্পণে থাকলেও তাঁর জীবনের অনেক অলিখিত পাতাই এখনও আমাদের অবিদিত। গুণী শিল্পীর মতই সমাজে তিনি ছিলেন নেপথ্য নায়ক। তাঁর চঞ্চল আপাত-উজ্জ্বল জীবন বহু স্বল্পে প্রতিবাদিত হয়েছে। প্রতিটি রচনার, প্রতিটি বর্ণিত চরিত্রের উৎস তাঁর বহুৎ জীবন পটভূমির মধ্য থেকে উৎসারিত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। শরৎচন্দ্রের নেপথ্য-জীবনের অনেক দুর্লভ মুহূর্তের ছবি তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠকের কাছে গ্রন্থটি উপভোগ্য হবে।

৪০২।৫৯

**বাংলার লাভাকর্ষ**—শ্রীসুরেন নিয়োগী। সংহতি প্রকাশনী, ২০৩।১বি, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দশ আনা।

দনবরি ও তাহাপুরুষ ডাইস হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কেবলমাত্র রাজনীতিকের নয়, ভারতের একজন কৃতীসন্তান। নিরহঙ্কার শিক্ষাব্রতী, পণ্ডিত এবং জনকল্যাণের উচ্চতম আদর্শ অনুপ্রাণিত এই মহান ব্যক্তির ত্যাগের কথা কাহারও অজানা নেই—তিনি ছিলেন বাংলার লাভাকর্ষ। অসংখ্য জীবনকাহিনীতে গ্রন্থকার সকলের উপযোগী করে সরলভাবে বক্তব্যগুলি বিবৃত করিয়াছেন। একটি সুন্দর পরিবেশ পরিবেশন করেছেন, যা থেকে সাধারণের ছোটবড় সকলেই বক্তাপক্ষ হরেন্দ্রকুমারের প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি ও অনুপ্রাণিত হতে পারেন। ছেলেদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ও ছাত্র মহলে সমাদৃত হওয়ার একটি সকল গুণই আছে। এই বইটি সকলের ঘরে ঘরে হরেন্দ্রকুমারের স্মৃতি রক্ষায় দেওয়া উচিত।

২২।৫৯

## বিবিধ

**Rashtriya Panchang** : For Saka Era 1881 (1959-60 A.D.) : Published by The Director General of Observatories : Indian Meteorological Department, Lodi Road, New Delhi. Price : 25 nP. or 5d

ইংরেজিতে তিথির পরিবর্তে পঞ্জিকার সঙ্গে সময় তালিকা নিবন্ধের উদ্দেশ্য কাহাকে সন্তুষ্ট করা, সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। এই পঞ্জিকাটির সহায়তায় যেমন সাধারণ ভ্রমণকারী ভিন্নদেশে ভ্রমণ করতে পারবেন, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষও এঁদের সুবিধামত নিজেদের বিভিন্ন উৎসব পালনের নির্দিষ্ট দিন নক্ষত্র এবং অন্যান্য পঞ্জিকার সঙ্গে তুলনা ও সমন্বয় করে এই গ্রন্থ থেকে পাবেন। প্রাক-স্বাধীনতা যুগ থেকে অসংখ্য ভুলে ভরা বাংলার পঞ্জিকার বিভিন্ন পার্থক্য এবং ভিত্তিহীনতার ভুল সংশোধনের নিমিত্ত এই-প্রকার পুস্তক প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল।

সারাটি বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে এবং দামেও সস্তা। এই পুস্তক প্রকাশে যেমন বাস্তবিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনি সর্বসাধারণের মহৎ উপকার সাধিত হবে—তা নিঃসন্দেহ।

১৭১।৫৯

**আলোচনা প্রসঙ্গ** (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)। সঙ্কলয়িতা : শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস এম-এ। সংসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, পোঃ সংসঙ্গ, দেওঘর, এস-পি। প্রত্যেক খণ্ডের দাম সাড়ে ছয় টাকা।

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের প্রায় অবসর মুহূর্তে আলোচ্য জীবনী এবং দিনপঞ্জিকার মধ্যে ছিঁটে হয়েছে। আশ্রমের আবাসিক শিক্ষা শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস দিন প্রতিদিনের ডায়েরী রেখেছেন এবং ঠাকুরের আলোচনা-ব্যাখ্যান ও মন্তব্যের প্রতিধ্বনি ভাণ্ডারী হিসাবে সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছেন। উপরন্তু পরবর্তী এই রচনার সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সঙ্কলয়িতার ভূমিকাটিকে উদ্ধৃত করে আমাদের আলোচনা শেষ করছি—এই নিয়ে ঐশী লীলা এর পরে উপলব্ধির ব্যাপার আমিও উপহার করেছে আমার মত করে। সর্বাঙ্গীন হওয়ার কি সম্ভাবনা? তবু সেবার মধ্য সাধক এই চেষ্টার ত্রুটি কাজে ছুটে যাবে আমার।

৬৫৮।৫৮, ১১।৫৯

**পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন**—প্রকাশক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনিত্যহরিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশন—প্রকাশক, ৮।১, হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা—৩।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতের বিশেষ আইন ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে বর্তমান প্রয়োজনের দিক থেকে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থ পঞ্চায়েত প্রসঙ্গে সকল প্রয়োজন মনোভাব সহজে এই উদ্দেশ্যে পরিচ্ছন্নভাবে যে পঞ্চায়েত আইন সম্পাদিত হয়েছে তার শুধু পরিচিতি নয়, তার কুশল এবং বিস্তৃত আলোচনাও করেছেন লেখকদ্বয় সুন্দরভাবে। আলোচ্যবিষয়ে পাঠক এই উপায়ে হবেন আলো করা হয়।

২৬১।৫৭

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

**মধুসূদন (জন্মশতবার্ষিকী ও প্রতিভা)**—শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

**রংগলাল রচনা সংগ্রহ**—শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

**সম্রাজ্ঞীরাজ**—প্রফুল্ল চৌধুরী।

**এবার আমার পালা**—জ্যোতিষ ভট্টাচার্য। অনুবাদক অজয় চট্টোপাধ্যায়।

**নিরুপম বিহঙ্গ**—রমেশচন্দ্র সেন।

**সর্ববর্ণের দশায় জগৌট**—ডাঃ সুরেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার।

**গোপীচন্দ্রের গান**—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত।


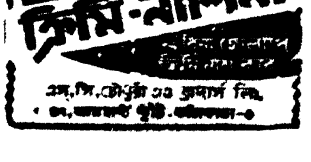

কানপুরের গ্রীন পার্ক ক্রিকেট মাঠে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের পঞ্চম দিনে শেষ ঘণ্টার মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল অস্ট্রেলিয়াকে ভারত ১১৯ রানে পরাজিত করিয়া ভারতীয় ক্রিকেট নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে।—অবশ্য নূতনে পুরাতনও রচনা করতে পারি। এই বহুল ব্যবহৃত ক্রিকেট কমেন্টারি বোর্ড যদি বদলানো যায়ে যে আমরা কানপুর ছাড়া আর কোথাও খেলব না। খেলেছে আছেই, যে ছাড়ে দুঃখ নেই আছে। কানপুর হোম আমাদের ক্রে—বলেন বিশ্বখুড়ো।

• • •

ক্রিকেট-সমালোচক 'ঠ' ঠি' এমনের একটি ছবির মন্তব্য করা শুনেছিলেন। সবাইকে দেখা নিয়ম। ভারত অস্ট্রেলিয়া-এ ছাড়া গেলে এবার অস্ট্রেলিয়া ইংলিশ-এ ছাড়া খেলবে তখন সবাই পাড়েকরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিলেন— ছবির ছবিতে অস্ট্রেলিয়া প্রথম খেলবে যে পারে।

• • •


ঢোল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
হাওড়া • কলিকাতা



মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২০ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-আমেরিকা যা ডিপ্লোমা পদক প্রতি ক্ষিম ক্লাবে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন।
৩৭ এনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
(ফি ১৫৭১)



কৃষ্ণ ও রসায়ণ যুক্ত আন্তর্জাতিক মানসম্মত
হেমাটো সার্সাপ্যারিলা
• রক্তদুষ্টি, চর্মরোগ ও দুরারোগ্য ব্যাধি জন্য ও অন্যান্য ও পরীক্ষা সন্তোষজনক


# টুকি-বাকি

আমাদের জনৈক সহযাত্রী একটি এসেন্সিয়ে সার্কাস টেন্টে কারণ বলিতেছেন যে, ঘণ্টাদশ হইতে দিন হইবে বিকালে নাকি একটি অদ্ভুত খেলার প্রদর্শনী হইয়াছে। এই খেলার বিশেষ লক্ষণ হইবে এই যে—অভ্যাগতদের সকলে সকলে যেকোনো খেলা মুখ হইতে হইবে খেলিতে।—অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতের সিরিজ টেস্ট খেলার মধ্যে এই খেলার কোন সার্থকতা নাই বোধ—এমনটা করে অনেকের ধারণা।

• • •

ঠিক সময় ঘণ্টার ঘোষণার ঢংএতে কথা একটি বন্ধু টাইপিং হইয়াছে। সংবাদ আসে ঘোষিত টাইপে বন্ধুর পরে হইবে

কেন অবশ্য বুঝিতে হইবে বন্ধুর ঘোষণার নিকলো। ঘোষণার বন্ধুর না করিলে বন্ধুটিকে অধিকার ঘণ্টা বসিতে থাকে এবং বন্ধুরা কোনোরূপ পরে বাধা সৃষ্টি করিতে থাকে—কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ধুটি বর্ষণ-এর হয়ে যাওয়ার মনে হয়। কিন্তু সম্প্রতি কেউ না শুনিলেও সবাই বন্ধুর ঘোষণার চুন না সেই বন্ধুর কাছে এই মর্মের পত্র কলিকাতা নয়—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

এই ক্রিম শুধু খেলা এবং খেলা হচ্ছে এ অবসরে কোন কথা নাই। কেহ না মাড়াইয়া দিলে সবাই সমস্বরে হা হুতাশ করিতেছেন। বাড়ীতের ৩৪-নাম্বার পথ করিয়া দিয়াছেন, কনডাক্টার এক নম্বর পরিবর্তে দাঁড়ি হাঁড়িয়া দিয়াছেন, মাঁইলাদের মধ্যে সাদা জানালার বাইরের দিকে ছাড়া তাকান না হাঁড়া পর্যন্ত ছিটেরের দিকে হাকাইয়াছেন, আর শুধু হাই নয় পাশের খালি জায়গাটায় বসিয়ে সহযাত্র বসিয়াছেন। হলা হয়েছিল। হয়রানের আড়াস খানিকটা দুঃখই দেখাইল।

• • •

এই আনন্দের মাঝখানে আমাদের এক সহযাত্রী একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। "কেপার্ড এমনিতে লম্বা এবং বোলারকে মনে হলেও যখন লড়ের স্বার্থ আক্রান্ত হয় তখন অথবা দলের মাত্র প্রত্যুষ হথার প্রয়োজনে সে বল্ল হাঁটি করে"—। প্রবন্ধ পাঠ শেষ করে সহযাত্রী বলিলেন—"ভাবের সাধু সাবধান"। শুনে এক সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা সবসময়ই আছি বাঁটপাড়ের ভয় আমাদের নেই"।

• • •

শ্রীযুক্ত ২৬শে ডিসেম্বর চীনা প্রধানমন্ত্রী সাঁতার হৈতের কোলকাতা বাঁধাতে অসম্পত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। কারণরূপ বলিয়াছেন—"ভারত হতে হোক্ত পারবেন। ২৬শে ডিসেম্বরটা বন্ধ তে। যে জানে মনের মাঝে কিছু হবার ডিফেও হোতে পারে।"

• • •

মৃত্তিকাসের এক প্রবন্ধে সম্প্রতি এক সম্পদ আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সংবাদে বলা হইয়াছে ভারতে সমস্ত মধ্যে নাকি কেহ কেহ সেই বর্তমান ভবনটিকে দেখিয়াছেন বলিয়া সন্ধান দিয়াছেন। কলিকাতা বলিয়াছেন—"ধরবার মাত্র ধরে হাই পরিকল্পনা ভারতে সমস্ত মধ্যে এইদিন বাঁড়ির বেহাই-বেয়ানদেরই সবাই দেখবার কলকাতা প্রত্যেক অধিবাসীর বাড়ি এই প্রথম"।

• • •

এক সংবাদে প্রকাশ চীন ভবন হইতে সমুদ্র পক্ষ চাউল খরিদ করিয়াছে।

—"ওজনকে আর কিছুতেই খাদের ভেতর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না—বলে চীন এবার বিশেষ করে খাদের দিকে মন দিয়েছে"—মন্তব্য করা বাহুল্য বিশ্বখুড়োর।

# বহুনায়ক

**চন্দ্রশেখর**

**স্ত্রী-বুদ্ধি যে সর্বদা প্রলয়ংকরী নয় এই প্রমাণই দিয়েছে ছবিটির তিন নায়িকা—আশা, লক্ষ্মী ও কবিতা। তারা তিনজন সহোদরা। এক খলনায়কের কুচক্র ব্যর্থ করে দিয়ে তারা প্রমাণ করে দেয় নারীর নায়কত্ব শুধু প্রমদাই ঘটায় না, প্রমোদের খোরাকও জোগায়।**

ছবির খলনায়ক একজন ধনী এবং নিহত ব্যক্তির গুপ্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে ফেওয়াই তার লক্ষ্য। নিহত ব্যক্তি তার গুপ্ত রত্নভাণ্ডারের নিরাপত্তার জন্য কলকাতা, দিল্লি ও মহীশূরের তিন ব্যক্তির কাছে তিনটি চাবি গচ্ছিত রেখে দিয়েছিলেন। অপরাধ-চক্রমণি চন্দ্র ছলে-বলে-কৌশলে সেই চাবি তিনটি অধিকার করতে। সে তার অনুচর-দের এই তিন শহরে পাঠিয়ে দেয় স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধনে। তিন বেনও বেরিয়ে পড়ে চাবির সন্ধানে, এবং সব শহরেই তারা নতুন নতুন সহচরের সহায়ে কি-করে পাপাচারীর অনুচরদের চোখে ধুলো দিয়ে তিন ব্যক্তির কাছ থেকে চাবি তিনটি নিজেদের করায়ত্ত আনে, এবং তাদের দুঃসাহসিক অভিযানের পথে সকলেই কেমনভাবে তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় ও শেষ পর্যন্ত দুর্যোধনের বিনাশেই বা কেমনভাবে ঘটে তা-নিয়েই গড়ে উঠেছে চিত্রনাট্যের পরিণতি।

দুঃসাহসিক অভিযানের পথে নারী বিবাজিতা হলেও এ-ছবিতে দুষ্কৃত-বিনাশের পথ সুগম করেছে নারী। নানা-ছাই ছাট পরিচালিত এই ছবিটির আয়োজন-আয়োজনে হয়তো এটাই বৈশিষ্ট্য। ছবির রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার মুহূর্তে নারীর সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যাদের কাছে উপভোগ্য তারা ছবিটিতে রসের সন্ধান পাবেন।

ছবাবের বিভিন্ন শহরের বহুবর্ণালা-রঙ্গী এ ছবিটিতে একটি বিশেষ সম্পদ। ছবির এই সুলক্ষণগুলি শেষ পর্যন্ত কিছু অর্থবহন হয়ে দাঁড়ায় কাহিনীর অসংগতি ও কষ্টকল্পনার দৌলতে। ছবিটির প্রতি দৃশ্যে যে অনাবশ্যক উপকরণের ভারাক্রান্ত ও কাহিনীর বিন্যাসের প্রতি ধাপে যে পরিক্রমণের বোঝা সৃষ্টি হয়ে আছে তা সত্ত্বেও ছবির রস আস্বাদনের ধৈর্য ও উৎসাহের অভাব যাদের নেই তাঁদের কাছে এক-ওয়াই-ক্লেড মহাশয়ের বিশেষ আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

তিনটি ঐশ্বর্যবতী বালিকার অর্থাৎ আশা, লক্ষ্মী ও কবিতার ভূমিকায় অভিনয় করে-ছেন শর্মিলা ঠাকুর, মুমতাজ ও পূর্ণিমা। এঁদের চিত্রপরিচালক ও চিত্রনাট্যের সঙ্গে কলাকুশলতা, অনুরোধ ও বশ-বদের মধ্য দিয়ে ভালভাবেই মানিয়ে নিতে-ভূমিকায় প্রথম—শর্মিলা ও তার সমস্ত ভাইয়ের চরিত্রে—ছবিটিতে প্রাণসঞ্চার করেছেন। নায়িকাদের পিতার ভূমিকায় ছোটদা এবং অন্যান্য চরিত্রে নানা কলাকুশলীর সুন্দর, সুন্দর ভাবনা ও কল্পনার অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

চিত্রনাট্যে পরিচালিত ছবির সঙ্গীতাংশ কাহিনীর প্রয়োজনে সর্বত্র কলাকৌশলের বিভিন্ন দিক ও ঐশ্বর্যকে সমৃদ্ধ করেনি।

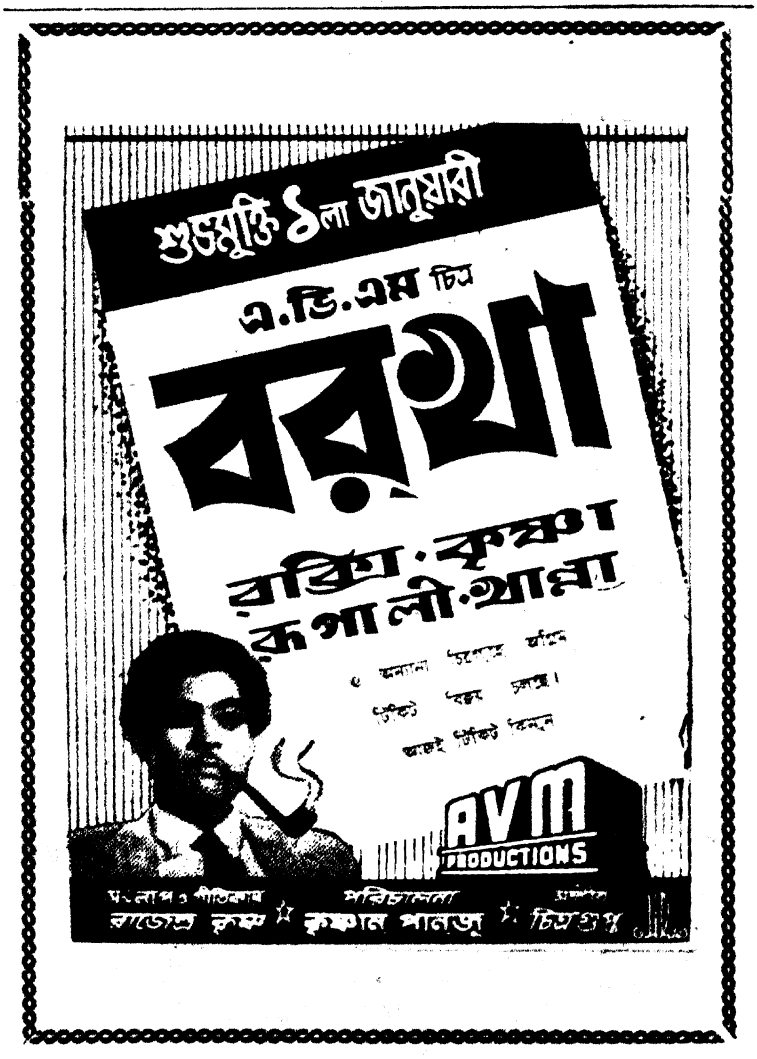


# চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে নতুন বাংলা ছবি 'দেবর্ষি নারদের সংসার' মুক্তিলাভ করছে। হরিসন বসু প্রডাকসন্স-এর এই ছবিটির বিষয়-বস্তু হল—দেবর্ষি নারদ, মনটন-অঘটন-ঘটা সংসারী মানুষের ভক্তিকে শুধু অবিশ্বাস করেই ক্ষান্ত হন না—বিদ্রূপও করেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু দেবর্ষির এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার অন্য পথ না দেখতে পেয়ে শেষে দেবর্ষিকে মানুষ করে সংসারের জালে জড়িয়ে দেন এবং প্রমাণ করেন যে, যে-মানুষ তার সব ভার স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুর হাতে সমর্পণ করে, তার চেয়ে বড় ভক্ত স্বয়ং নারদও নন। 'বরাহ পুরাণে' এই নিয়ে দেবর্ষি নারদের সংসার বর্ণিত হয়েছে।

হীরেন বসু প্রোডাকসনের 'দেবর্ষি নারদে'র সাজার' চিত্রের একটি দৃশ্যে জহর রায়, ভানু চক্র ও পরেশ মিত্র। ছবি টি এই সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেছে

[illegible] হীরেন বসু প্রোডাকসনের 'দেবর্ষি নারদে'র সাজার' চিত্রের একটি দৃশ্যে জহর রায়, ভানু চক্র ও পরেশ মিত্র। ছবি টি এই সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেছে

[illegible] ছবি [illegible] ছবি [illegible] ছবি [

উল শিল্প

মীরা দেবী

১ম—৩.৫০ ঃ ২য়—৩.৫০ ঃ ৩য়—৪.৫০

—প্রাপ্তিস্থান—

(ক) মীরা দেবী, ৬৭, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিঃ—২৯
(খ) ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স, কলেজ স্ট্রীট (৬৯ খণ্ড সম্পন্ন)
(গ) কমলালয় ষ্টোর্স, হাওড়া
(ঘ) ওরিয়েন্টাল বুক ষ্টল, ২০৮/২, বারবেহারী এভেনিউ, কলিকাতা—২৯



১-লা জানুয়ারী শুক্রবার শুভারম্ভ

সবাই ভাবছেন হাসির ছবি

কিন্তু এতে আছে কিছু হাসি, কিছু কান্না। আর আছে ভগবানে বিশ্বাস—যা' আঁকড়ে মানুষ সংসারে বাঁচতে চায়—বেঁচে থাকে!

সঙ্গীত পরিচালনা : দুর্গা সেন ● পরিচালনা : পঞ্চকৃত

রূপায়ণে : ছবি, জহর, নীতিশ, তুলসী, নবদ্বীপ, নৃপতি, হরিধন, কালী, রঞ্জিত, শীতল, মিণ্টু, দাশগুপ্ত, পরেশ, বাবু, মাঃ তিলক, অনুসূয়া, মায়া চক্রঃ, কুমারী রাণী, কেতকী ও নিভাননী

শ্রী - ইন্দিরা - সুরশ্রী - আলোছায়া


আইভের ও মার্টিন ফাউলার হলেন স্টেজ ম্যানেজার।

পুনরায় প্রথম অভিনয়ের পর দলটি বোম্বাই হয়ে সিংহলে যায়। সেখানে দলটি একপক্ষকাল অবস্থানের পর মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, নাগপুরে অভিনয় করে কলিকাতায় আসছে। তারপর ঢাকা, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রার এবং সর্বশেষে কাশী পরিভ্রমণ করবে।

গ্রে হাউস-এর ৩৬ বৎসর পূর্ণ হল সম্প্রতি (১৯২৩ সালের ২২শে অক্টোবর দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়) এবং দলটির বর্তমান ভবনে অভিনয়ের ২১ বৎসর এই সপ্তাহ পূর্ণ হল (১৯২৮ সালের ২০শে অক্টোবর নতুন ভবনে অভিনয় সুরু হয়)।

ভবনিলডনের প্রাক্তন থিয়েটার অথবা ইয়র্কশায়ার থিয়েটারের মত পেশাদারি থিয়েটারের বিস্তারের মধ্যে পড়েনেন না হলেও অল্পায়তন গ্রে হাউস-এর কোন কারণে মর্যাদা আছে।

১৯২৩ সালে অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজ ডেমাটিক সোসাইটি তিন দিন মহড়ার পর তাঁদের নতুন থিয়েটারে নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন।

তাঁদের পরিচালনার ভিতরে ছিল নিজেদের মধ্যে থেকে একটি দল গড়ে তোলার উদ্যোগ। তাঁরা ঠিক করেন যে, তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে অপেশাদারি ভাবে কাজ করবেন। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে থেকে একজন পেশাদার পরিচালক ও মেকআপ-শিল্পী আনবেন।

সাধারণ থিয়েটারের পরিচালকের কাজ আরম্ভ করার আগে তাঁরা পরিচয় করিয়ে দিলেন এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে। তিনি হলেন ফিলিপ ভেরনন। এই ভদ্রলোকটি নিজে কাজ করেন এবং তাঁর মত নিয়ে তাঁরা ঠিক করেন যে, তাঁরা কি ধরনের নাটক অভিনয় করবেন।

অক্সফোর্ডের ছাত্রসমাজে তিন বছর আগে থেকেই একটা ভাব ছিল যে, একটি ঘরে একসঙ্গে বসে খাওয়া চলে না, সেখানে এই ধরনের থিয়েটার চালান হবার কোন প্রশ্নই ছিল না। থিয়েটারের সমর্থনে যেমন কোন যুক্তি ছিল না, তেমনি একটা ভাবের প্রশ্নও এই ভবনটির ছিল না, তার ওপর ছিল না প্রত্যক্ষভাবে কোন সাহায্য।

সত্যিই সর্বপ্রথম যেখানে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করেন ১৯২৩ সালের ২২শে অক্টোবর—সেখানে ছিল 'হার্টব্রেক হাউস'। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন তৎকালে অপেশাদার পরিচিত হেরল্ড রবসন, এবং টাইরোন গার্থরি—গার্থরি পেশাদার অভিনেতা হিসাবে সেইবার প্রথম অক্সফোর্ডের সেণ্ট জনস কলেজের শিক্ষা শেষ করে পাদপ্রদীপের সামনে আসেন,

এখন অবশ্য তিনি নাট্য পরিচালক হিসাবে বেশী খাটেন।

১৯২৯ সালে একজন ১৯ বছরের যুবক অডিটোরিয়াম লণ্ডনের রয়েল আকাডেমি অব ড্রামাটিক আর্ট থেকে বেরিয়ে এসে এই নাট্য প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন এবং কর্নিলিয়ার **'লভ অন দ্য লক'** নাটকে কার্লেণ্টাইনের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। এই যুবক অডিটোরিয়ামের নাম হল জন গিলগুড। তাঁর আগে ডাক গিলগুড তিনি একটি বি বি সিতে নাট্য পরিচালনা করেছিলেন। চলচ্চিত্রেরও প্রথম পরিচালক তিনি। তবে তাঁর এই সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর অভিনয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

১৯২৯ সালে অডিটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে **'দি ফোর জন'** নামক একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এই ছবিতে তিনি একটি ভূমিকায় অভিনয় করেন। এরপর তিনি ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফিল্মস, ফক্সের ব্রিটিশ প্রডিউসার্স, ব্রিটিশ ইন্টারন্যাশনাল পিকচার্স প্রভৃতি বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানে অভিনয় করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফিল্মসের **'দি ফার্স্ট অব দি ওয়ে'** ছবিতে অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এই ছবিতে তিনি ডেভিড ব্রুস নামে একটি চরিত্রে অভিনয় করেন। এই ছবিতে তাঁর অভিনয় দেখে ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফিল্মসের পরিচালক হিসাবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়।

১৯৩৬ সালে তিনি ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফিল্মসের **'দি ফার্স্ট অব দি ওয়ে'** ছবির সিক্যুয়েল **'দি সেকেণ্ড মিসেস টাঙ্কারে'** পরিচালনা করেন। এই ছবিতে তিনি নিজেও অভিনয় করেন। এই ছবির পর তিনি আর অভিনয় করেন নি। তিনি সম্পূর্ণ রূপে নাট্য পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেন। এরপর তিনি ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফিল্মসের পরিচালক হিসাবে বহু ছবি পরিচালনা করেন।

এ কি এম-এর 'বরমা' চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী নন্দা

১৯৩৮ সালে ব্রে-হাউসে নতুন থিয়েটার তৈরি হলে তিনি তার ডিরেক্টর হন। এই সময়ই তিনি এঁদের ছেলে রবার্ট হিচেন্সের নতুন নাটক—এর সঙ্গে পরিচিত হন।

এই নতুন নাটকে প্রথম যে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় তা হল জাপান-এর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে লিখিত জ্যাক্স দো ট্রু বেল্ড। নাটকটি সাধারণো বহুদিন সমাদৃত হয়।

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই সময়টা ব্রে-হাউস-এর স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। ১৯৫৬ সালে তার এই ব্যবস্থা চরমে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ক্লাব্ক হাউসার এসে পলিটিক নরজীবন দান করেন। ১৯৫৬ সালের শরৎকালে হাউসের পরিচালনাধীনে ব্রে-হাউস নতুন শেষ ঘোষণা করেছে এবং বহু বিখ্যাত নাটক মঞ্চস্থ করে। ১৯৫৮ সালে হাউস-এর পরিচালনাধীনে মঞ্চস্থ হয় ও মিডসামার নাইটস ড্রিম, নাটকটি সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করে।

### সাহিত্যে বিশেষ ভূমিকা

বার্নার্ডশ'র লিখিত ভূমিকা বলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখ করেছেন তাঁর ভূমিকা—

বার্নার্ড শ' সাহিত্যের ও রঙ্গমঞ্চের ব্যাপারে অনেক কিছু জানতেন বলে এই যে প্রযোজকের নিজের তার কাজ সম্বন্ধে দুর্বলচিত্ততার ভাব থেকে অনেক অভিনেতার ধোকায় জানাই। অনেকের ধারণা—যেসব এই ভাবের যে তাঁর কাছে তুমি নিজে অভিনয় করতে কিছু বুঝে সাহায্য করতে


আপনার নমনীয় রূপের

জন্য.....

আপনার সেবার আগ্রহ সকল প্রকার—সেইজন্যে আপনার সৌন্দর্য ও সেবাশ্রী অনেকের ঈর্ষার বিষয়। সেইজন্য কবি-পুরীরা ও লেখকেরা তাঁদের লেখনীর জন্য কাউকে বলবে আজ করবেন বলে ছি প্রায়ই আপনাকে প্রতিশ্রুতি দেন—বিশেষজ্ঞের প্রকাশ-ভিন্নি তাঁদের সেই মুখ হয়েছে। প্রকাশ সেইজন্যে সম্প্রতি বলে থাকেন এই সুন্দর, কোমল ও নিখাদের ক্রীম।

THREE FLOWERS

Trade Mark

প্রস্তুতকারক

Richard Hudnut

থ্রীফলির ক্রীম

.....ও ফুলিয়ার ক্রীম

পাউডার : প্যারফিউম : লিপস্টিক

পারি না। আমার এ অক্ষমতা অগৌরবের হলেও অস্বীকার করার নয়। প্রত্যেক বাঙালীরই মত, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আমারও রক্তে, অস্থিতে ও মজ্জায় সঞ্চারিত। অন্য কোন ভাষা আমি জানি না, ভাল বুঝিও না। বাংলা ভাষা আমি জানি, বুঝিও—এ আমার মাতৃভাষা। সত্যিই এ আমার ও আমাদের গর্ব, আশা। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, এর মাধ্যমে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারি সে ক্ষমতা ভগবান আমাকে দেননি। তবু যে আমার মতো ক্ষুদ্রকে এমন স্থানে যোগ দেবার ডাক দিয়েছেন, তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা

শ্রীমতী বানন দেবী

আপনাদের বারবার জানাই আমার ও আমার শিল্পী-সত্তার তরফ থেকে। একান্ত বাংলা ভাষার প্রতি মহৎ অনুরাগের দৌলত নিয়েই যে আজ আমরা শিল্পীর আসনে সমাসীন এতে নাড়ুগোপাল অধিকারী আছে, এটা মনেকরাও অন্যায় হবে।

কেন এই বলছি? কেন এই আমাদের সহিত্যিক না হয়েও সাহিত্যের এই চরিত্র সৃষ্টির অংশীদার মতো মহৎ শিল্পী ও জনসাধারণের সামনে এর সার্থকতা প্রমাণ করার সুযোগ গ্রহণ করেছি আজ। বোধহয় যে কারণে প্রতিবছর আমাদের অনেক—অনেক শিল্পীদের আসতে হয়। আমি নিজে একজন শিল্পী। এই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। আপনারা, সাহিত্যিকরা কল্পনার রঙে ভাবের রসে যে চরিত্র সৃষ্টি করে থাকেন, আমরা শিল্পীরা তাদের ও জনসাধারণের অভিব্যক্তির মাঝে সেই চরিত্র রূপায়িত করে তুলি। শিল্পীরা যে চরিত্র সৃষ্টি করেন, সব সময় তা সার্থক সৃষ্টি হয় না, যেমন হয় না সাহিত্যিকদেরও সবসময় সৃষ্টি। কিন্তু সার্থক সৃষ্টি দেখানে হয়, সেখানে সাহিত্যিকরা যে তৃপ্তি ও আনন্দ পান, শিল্পীর সার্থক রূপায়ণের তৃপ্তি তার চেয়ে কম হয় না। এবং এ সুযোগ থেকেও অভিনয় ক্ষেত্রে পরিচয়ও পুষ্পক নয়। কেননা, লক্ষ্য দুয়েরই এক। বাস্তবকে জীবনে শিল্পী হিসাবে আমি সার্থক ভূমিকায় দেখেছি।

সাহিত্যিকরা যখন গল্প ও উপন্যাস লেখেন, চরিত্র সৃষ্টি করেন, তখন তাঁদের সামনে থাকেন পাঠক-পাঠিকা। শিল্পীরা যখন সাহিত্যিকদের সেই চরিত্রকে রূপ দেন, তখন তাঁদের সামনে থাকেন দর্শক। সাহিত্যিকরা লেখেন তাঁদেরই জন্য যাঁরা বইএর পাতায় তাঁদের রচনা পড়েন, আর শিল্পীরা অভিনয় করেন, তাঁদেরই জন্য যাঁরা ছবির পর্দায় তাঁদের প্রতিরূপ দেখেন। এই দিক থেকে আমি মনে করি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অভিন্ন বটে, কিন্তু তাঁদের সাধনার রূপ সৃষ্টি ভিন্ন, সৃষ্টিভঙ্গিও অনেকখানি পৃথক। কেননা, পাঠক বলতে বুঝায় কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যাঁরা প্রকাশিত দেশবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয়। আর দর্শক বলতে বুঝায় দেশের আপামর জনসাধারণ। তাঁরা প্রকারান্তরে বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পাঠক সংখ্যার সঙ্গে সর্বনিকৃষ্ট বাঙলা ছবির দর্শকসংখ্যার তুলনামূলক অনুমানিক হিসাব করেন, তবে সেই আমার উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

যখন আমরা আপনাদের সৃষ্টি পাঠক-সমাজ কর্তৃক সমাদৃত জনপ্রিয় চরিত্রের রূপদান করি, তখন আমাদের সৃষ্টি থাকে সেই অগণিত জনসাধারণের দিকে, যাঁদের ছবির মধ্যদিয়ে বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। অনেক সময় ভাষা জানারও দরকার হয় না। ছবিতে সকল ক্ষেত্রে শিল্পীর সকল ভাব ও অভিব্যক্তি। অনেক সময় দেখেছি, একটি মাত্র পাঙ্কুর একটি নিখুঁত চরিত্রের যে নিখুঁত ইঙ্গিত দিয়ে থাকে, পাঠককে বাধ্য হয়ে তাকে খুঁজে নিতে সেই ইঙ্গিতের অনুরূপ ছবির সন্ধান করতে হয়তো অনেক সময় শিল্পীরা যখন সেই চরিত্রে রূপ দেন, সেই একটিমাত্র নিখুঁত ইঙ্গিত থেকে চরিত্রের সমস্ত দিক খুঁজে বার করতে হয় আর অনেক সময়ের মধ্যে এবং সংক্ষিপ্তভাবে তা রূপায়িত করতে হয়। শিল্পীদের প্রথম সময় এই উদ্দেশ্যের প্রতি নিজে হয় যে কোথাকার কোন দিকে মোড় ঘোরে না। তেমনি আবার ছবিতে আমরা যে মূল একজনকে দেখাই, তাকে আর পাঁচের পর পাঁচে ছবির পর ছবির সঙ্গে চলে।

সময় সময় আপনাদের সঙ্গে আমাদের সৃষ্টিভঙ্গির সমতার অভাব ঘটে এসেছে। আপনারা আপনাদের সৃষ্টি কাহিনী ও চরিত্র সম্পর্কে অত্যন্ত রক্ষণশীল, সময় সময় হয়তো কিছুটা উগ্র-রক্ষণশীল। অনেক ক্ষেত্রে চরিত্র আপনারা যে চরিত্র সৃষ্টি করেন তার সমানান্তর অনুসরণও আমরা নেওয়া আপনাদের পক্ষে হয়তো সহজ ও স্বাভাবিক হয় না। কিন্তু একটা সত্য আপনারা হয়তো মেনে নেন, তবে এ সমস্যার খুবই সহজেই হয়তো সমাধান হয়। আপনাদের সৃষ্টি আধুনিক শিক্ষিত সমাজের বর্তমানের, আগামী কালের ও সনকালের। আর আমাদের সৃষ্টি সুদূরমাত্র বর্তমানের। যে বর্তমান কালই অতীত হয়ে যাবে সেই ক্ষণস্থায়ী বর্তমানের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের জন্য। সুতরাং মূল সৃষ্টির মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে সিনেমার ভিন্ন সৃষ্টি প্রকাশ ও রূপদীর উপযোগী সামান্য সামান্য অদলবদলে বাধ


রঙমহল

প্রতি শনিবার : ৬।টায়
রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টে—৬।টায়
যুগান্তর বৈতালীক রহস্যাঘন নাটক

এক পেয়ালা কফি

পরিচালনা : ৺শৈল রায়
স্টেঃ উত্তম, রবীন, হরিধন, সন্ধ্যা, রেবা, প্রতিমা, হিমাংশু, পিন্টু, সমর, শৌভাগ্যবতী, কবিতা, কেতকী।

*

প্রতি বৃহস্পতি সন্ধ্যা : ৬।টায় এক মুঠো আকাশ

বিশ্বরূপা

(আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধমূলী নাট্যমঞ্চ)
(ফোন—৫৫-১৭২৩)
বৃহস্পতিবার ও শনিবার—৬।টায়
রবিবার ও ছুটির দিন—৩ ও ৬।টায়
রহস্যোপন্যাস-সম্রাট শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সেতু

(কিরণ মৈত্রের কাহিনীর রূপায়ণ)
পরিচালনা—নরেশ মিত্র আলোক—তারক সেন
স্টেঃ নরেশ মিত্র, অসিতবরণ
তরুণকুমার, রমাপ্রসাদ, নরেন্দ্রনাথ, তারক, চমন, মাঃ দীপক, মমতাজ, সন্ধ্যা, ইরা, শর্মিষ্ঠা, আরতি
ও
তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)

ছবির নাটকের উন্নতি হয়, চরিত্রের সঙ্গতিও ঘটে, তবে তা জেনে নেওয়াই আমি উচিত মনে করি, যদিও তাতে ছবির নির্দেশক সাহিত্যকারের কিছু হেরফের ঘটে।

অমর এ উক্তি সুসঙ্গতিক, কিন্তু সর্বাংশতঃ নয়। আসলে ছবির প্রকাশ নয়, বিনোদের নিয়ন্ত্রণ। শিল্পীসত্ত্বে ও চিত্র-শিল্পের এই সৃষ্টিগতিধারা বিভিন্নতা আমাদের দৃষ্টি একটু সম্প্রসারিত করে দিলেও করে—এই আশাতেই আমি আমার বক্তব্য নিবেদন করলাম।

আমার এ কথাও এই প্রবন্ধের সমস্ত উক্তি-গুলিই অকাট্য করবার জন্যে যে আমাদের শিল্পিগুলিকে তার একমাত্রকে যারা ছবিতে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন তাঁরা সকলেই যে আমাদের মনের অনুভূতি আমাদের মতো করেই প্রকাশ করেছেন তা আমি বলতে চাই না। তাঁদের কারুর ছবি আমাদের মনের মতো হয়েছে, কারুর ছবি হয়নি। কিন্তু আমরা আমাদের মনোমতো ছবি তাঁদের কাছে দাবি করতে পারি না। আমাদের মনের মতো ছবি তাঁরা তুলতে পারেন না। আমাদের মনের মতো ছবি তুলতে হলে আমাদের মনোভাবের সঙ্গে তাঁদের মনোভাবের সমতা থাকা চাই। কিন্তু তা থাকা সম্ভব নয়। আমাদের মনোভাব তাঁদের মনোভাবের সঙ্গে মিলবে কেন? তাঁরা আমাদের মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হবেন কেমন করে? তাঁরা আমাদের মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হবেন কেমন করে? তাঁরা আমাদের মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হবেন কেমন করে? তাঁরা আমাদের মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হবেন কেমন করে?

প্রযোজনা ও পরিবেশনায়

# মায়ামৃগ

আগামী ক্রিসমাস গার্ডিবেশিত

শুভমুক্তি শুক্রবার ১লা জানুয়ারী

রাধা · প্রাচী · পূর্ণ ও অন্যান্য চিত্রগৃহে চলতেছে

ছায়াচিত্র পরিষদের "রাজা সাজা"-র একটি মনোরম দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

ভাষার মধ্য দিয়ে পরস্পরকে চিনবে, জানবে, অনুভূতির আদান প্রদান করবে। সেদিন নিশ্চয়ই সেই মিলনের মাধ্যমে সবত্তার অনন্তা পুষ্পবৃষ্টি হবে। তবুও এখন অন্ত সকল ক্ষেত্রের কবিতা, সংগীত, নাট্য ও চিত্র-শিল্পের পরম্পরার অকুণ্ঠ প্রেরণার মূলে নিয়েছেন যে, এই সুন্দরের ধ্যানে সকল দেশের, সকল ভাষাভাষী শিল্পীদের এক বিরাট একতা।

বাংলা সাহিত্যের আনন্দলোকে বাংলা ছায়াচিত্র আজ বৃহৎ ও বাপীর প্রাঙ্গণে যে পরম সাত্ত্বিকে অনায়াস অধিকার পেয়েছে, সে অধিকার নিশ্চয় জানি এসেছে বাংলার ও প্রবাসের বাংলা সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবীদের হৃদয়ের প্রসন্নতার পরিচয়ে। তাঁদের প্রতি আমাদের প্রণতির ঋণ কোন দিনই শেষ করা যাবে না। আর চলচ্চিত্রের এই নবীন ও প্রাণ অধিকার অর্জনে আমরা যে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পেয়েছি তার তুলনা হয় না। চলচ্চিত্রশিল্পের সেই একনিষ্ঠ সেবকদের সেই পরিচয়ের প্রতিও আমাদের এই শিল্পের কৃতজ্ঞতা যেন কখনো মান না হয়ে যায় মনে রাখবে। তাঁদের কর্মীত্ব ও সৃষ্টির সাধনার ইতিহাস উজ্জ্বল করবার জন্য এ সকল সাহিত্য সংগীতের নয়। তবু তাঁদের অনুরোধে উপলক্ষ এই যে কৃতজ্ঞ নমস্কার তাঁদের করি, তাঁরা শুধু বাংলা ছায়াচিত্রশিল্পেরই পথ প্রসার করে দিয়ে যাননি, তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের যোগাযোগে তাঁরা দিয়ে গেছেন প্রেরণার অমৃত। তাঁদের আয়ুষ্কাল কোনদিন ফুরবে না, যেমন ফুরতে পারে না বাংলা ভাষাতে যাঁরা শাশ্বতীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পাত্রে নিয়ে গেছেন তাঁদের অনিবার্য সম্মিলন।

এই নিবেদন অনুষ্ঠানের জন্যই যে আমাদের প্রযোজনার সেবের এই বিরাট ভারটি নিয়েছে আরও একটি, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মন নিয়ে বন্ধুরা যে নিবেদন আজ ছবিতের আমাদের শ্রেষ্ঠ নিবেদন, যে নিবেদন আজ ছবিতের পক্ষ পক্ষ পরিবেশের আবেষ্টনের সম্পর্কে রচিত, তার মধ্যে সকলের সমান স্থান হয়তো থাকতে পারে নাই, কিন্তু এই নিবেদনে যেসব্রিটির ত্রুটিবিচ্যুতি হয়তো নিজে নিজে নিজেদের ও আমাদের চোখে ধরা পড়ে এই নিবেদন কখনই এই পত্রে ও পাত্রে হয়ে পড়তে না।

## চিঠিপত্র

### শুভ বিবাহ

মহাশয়,

[illegible] ফেব্রুয়ারি [illegible] ঐতিহাসিক মুখোপাধ্যায়ের [illegible] বিবাহ [illegible] আমরা [illegible] করেছিলাম। [illegible] বিবাহ [illegible] যে ভাবে আমাদের [illegible] তার [illegible] [illegible] [illegible]

# খেলার মাঠে

একলব্য

কলকাতার ইষ্ট বেঙ্গল অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারত অস্ট্রেলিয়াকে ১৭৯ রানে পরাজিত করে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। সাহ ক্রিকেট বিশ্বে অন্যতম হলেও ভারত বিশ্বের ক্রিকেটের এই সমস্যা সম্পর্কে বিদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন মন্তব্যে ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবারে পর এক ভারত বিদেশ টুরে বা বিদেশ অভিযানে বেরিয়েছিলো সেই অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় কলকাতার ইষ্ট বেঙ্গল মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসের পরাজয়ের গ্লানি। এ যেন দুঃখের এক সঙ্গে পাশের দল অস্ট্রেলিয়ার ভারতের ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বিশেষ করে বুকলী টেস্ট খেলোয়াড় ভারতের বোলিংকে যেভাবে এক ভয়ে টেস্ট খেলোয়াড় করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তা ভাবতে পারি নেই, সেই সব টেস্ট। কিন্তু ও কথা বলবার আগে ভারতের বিপক্ষে ও বিদেশের মাটিতে ভারত ক্রিকেট দলের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

বিদেশ মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই প্রথম ১৯৫১-৫২ সালে এই নিয়ে বিদেশে খেলা করতে যাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন মত ও ১৯৩৬-৩৭ সালে ভিজিয়ানাগ্রামের বিদেশে যাওয়ার কথা উঠেছিল। কিন্তু সেবারে ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিদেশ যাওয়া হয়নি। তার কারণ ভারতীয় ক্রিকেট দলের তখনকার কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ। তাই এই বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে ভারতীয় ক্রিকেট দলের কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের কর্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

ভারত—ভি এম হাজারে (অধিনায়ক), লালা অমরনাথ, উইকেটরক্ষক, পলি উমরিগড়, বিজয় মার্চেন্ট, গুলাম আমেদ, মুস্তাক আলি, সুভাষ গুপ্তে, কেন্দ্র পাটেল, হেমু অধিকারী, পঙ্কজ রায়, বিনু মাকড়।

অস্ট্রেলিয়া—হাসি ক্রিস্টি (অধিনায়ক), লেন হাটন, উইকেটরক্ষক, কলিন ম্যাকডোনাল্ড, কেথ মিলার, নীল হার্ভে, রন আর্চার, রে লিন্ডওয়াল, কেন মাকে, আলান ডেভিডসন, জিম বেকার, কেথ স্টার্ক, রিচি বেনো।

খেলা শুরুর ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক লেন হাটন এই প্রথম টেস্ট খেলতে অবতীর্ণ হন। ভারতের প্রথম টেস্ট খেলা ১৯৩২ সালে এবারে ভিন্ন

পাঁচজনের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু গত দু বছর ধরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংলণ্ড সফরে বিদেশে ভারতের পরাজয় ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভিন্নের বিভাগ। মনে হয়েছিল বিদেশ ক্রিকেটে আমরা সেটাইলো হয়ে গিয়েছি।

ভারতবর্ষী ক্রিকেটে বিদেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে লালা ও অমরনাথ দলে স্থান পেয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে লালা অমরনাথ দুই ভাই একই সঙ্গে খেলার সুযোগ নিয়েছে। ভারতের ক্রিকেট উৎসাহী জনসাধারণ অনেকদিনের পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিদেশ অভিযানের সংবাদ পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। ভারতের ক্রিকেট উৎসাহী জনসাধারণ অনেকদিনের পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিদেশ অভিযানের সংবাদ পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।

ভারত—ভি এম হাজারে (অধিনায়ক), লালা অমরনাথ, উইকেটরক্ষক, পলি উমরিগড়, বিজয় মার্চেন্ট, গুলাম আমেদ, মুস্তাক আলি, সুভাষ গুপ্তে, কেন্দ্র পাটেল, হেমু অধিকারী, পঙ্কজ রায়, বিনু মাকড়।

অস্ট্রেলিয়া—হাসি ক্রিস্টি (অধিনায়ক), লেন হাটন, উইকেটরক্ষক, কলিন ম্যাকডোনাল্ড, কেথ মিলার, নীল হার্ভে, রন আর্চার, রে লিন্ডওয়াল, কেন মাকে, আলান ডেভিডসন, জিম বেকার, কেথ স্টার্ক, রিচি বেনো।

খেলা শুরুর ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক লেন হাটন এই প্রথম টেস্ট খেলতে অবতীর্ণ হন। ভারতের প্রথম টেস্ট খেলা ১৯৩২ সালে এবারে ভিন্ন

## ☆☆ বিজয়-অভিযানের সারথি ও রথী ☆☆

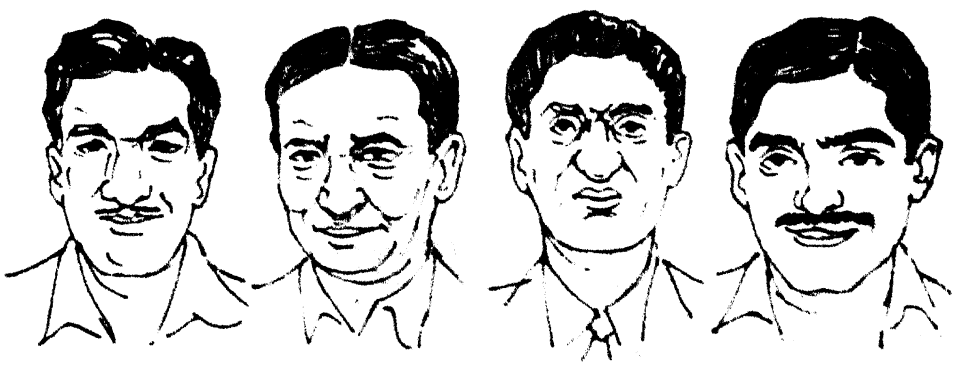

অধিনায়ক হাজারে, কেন্দ্র পাটেল, পলি উমরিগড় ও বহরী কন্ট্রাক্টর

জন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা হয়। প্রথম টেস্টের দীঃ কি জোশী, মুসিয়া ও রামকান্ত দেশাই-এর স্থানে নরেন তামনে, ফ্রেস্, প্যাটেল এবং রামনাথ কেনীকে দ্বিতীয় টেস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পরিবর্তনে ভারতীয় দলের ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং সব বিষয়েই উন্নতি দেখা যায়।

* * *

এবারে আসা যাক খেলার আলোচনায়। গত ১১শে ডিসেম্বর জামশেদপুরের মানবম গ্রাউন্ড পার্কে রামচাঁদ টস জিতে প্রথম পঙ্কজ রায় ও নরী কন্ট্রাক্টরকে নামে করতে পাঠান। ভারতের সূচনা তেমন ভাল হয় না। মধ্যাহ্ন ভোজের আগেই কন্ট্রাক্টর বোল্ড ও উমরিগর মাত্র ৫১ রানের মধ্যে আউট হয়ে যান। মধ্যাহ্ন ভোজের পর লক্সর পতন আরও দ্রুততর হয়ে পড়ে। ডেভিডসন ও বিনোডের মারাত্মক বোলিং-এর বিরুদ্ধে কোন ব্যাটসম্যানই বেশীক্ষণ উইকেটে টিকে থাকতে পারেন না। চা-পানের সময় পর্যন্ত ভারতের ৬ উইকেটে মাত্র ১২৩ রান ওঠে। কিন্তু চা-পানের অল্প ঘণ্টা পরেই মাত্র ২৫ রান যোগ করে ভারতের বাকী চারজন ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। ফলে ২৬৩ মিনিট ব্যাটিংয়ের পর মোট ১৭১ রানে ভারতের প্রথম ইনিংসের উপর যবনিকা নামে আসে। ডেভিডসন ৩১ রানে ৫টী এবং বিনোড ৬৩ রানে ৫টী উইকেট নিয়ে বিপক্ষের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে দেন। জিতের জন্য মাত্র ২০ মিনিট ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে অস্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না হারিয়ে ২৩ রান তোলে।

দ্বিতীয় দিনের খেলার ইতিহাস উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। প্রথম দিনে মাত্র দুই নট আউট ব্যাটসম্যান মারকন্টনাইড ও স্টোলমেয়র খেলার আরম্ভে সহজভাবেই রানের সংখ্যাকে সহজভাবেই এগিয়ে নিয়ে চলেন। ৭১ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট পড়ে। এর পর হার্ভে ও মারকন্টনাইড ক্রীজে যখন ১ উইকেটে ১১৮ রান তুলেছেন তখন প্রথম সেশনের মত এই টেস্টেও অস্ট্রেলিয়ার সহজ সফলতাই সকলের চোখে ভেসে ওঠে। কিন্তু ক্রিকেট খেলা অনিশ্চয়তার খেলা। নিশ্চিত সত্যও অনেক সময় প্রকাশের ও প্রমাণের প্রয় রাখা যেন বারেই তা ক্রিকেটের ভবিষ্যৎও এই রকম। মধ্যাহ্ন ভোজের পর পঙ্কজ রায়ের তাক নিখুঁত বোলার রেজ্, প্যাটেল অস্ট্রেলিয়ার নিশ্চিত বিজয়ের পথ রোধ করে দাঁড়ান। তাঁর সাহায্য ক্রিকেটের মহত্তরথীরা বেশীক্ষণ পাঁচির থাকতে পারেন না। দলপতি উইকেটে তাঁর আক্রমণ এমন চাতুর্যপূর্ণ ভাবের পরিচয় করে যে একসময় তাঁর সংখ্যা-এর পরিপ্রেক্ষিতে হিসাব দাঁড়ায় ১৮-৫—১০—২৪—৪ উইকেট। চা-পানের কিছু পরেই ২১৯ রানে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায়। রেজ্ পাটেল ৬৯ রানে অস্ট্রেলিয়ার ৯জন ব্যাটসম্যানকে আউট করে অসামান্য কৃতিত্বের দাবী করেন। নিতান্ত দুর্ভাগ্য হয় তাঁরই বলে বাকী একজন ব্যাটসম্যান ওনীল যে কাচ তুলেছিলেন, সেই ক্যাচটি নামকরণীর হাত থেকে ফসকে পড়ে না যেতো, তাহলে বাকী উইকেটটিও তাঁর হাতছাড়া হতে না। যাই হোক ৬৯ রানে ৯টী উইকেট ভারতের কোন বোলার টেস্ট ক্রিকেটে আগে কখনো লাভ করেননি। পরের রানদের টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে মুস্তাক আলীর মাটিতে উইকেটে ১৩২ রানে ৯টী উইকেট দখল করে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন রেজ্, প্যাটেল সেই ইতিহাসকে ম্লান করে দিলেন। ব্যাটিং-এ মারকন্টনাইড হার্ভে এবং স্কট সময়ে ডেভিডসন যাংশী কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তার ডেভিডসন ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার কোন বোলারকেই আগাগোড়া বিশ্বাস করতে পারেননি।

প্রথম ইনিংসের তফাৎ ৬২ রান পেছনে ফেলে ভারতীয় পক্ষ দ্বিতীয় দিনের খেলা ৫১ মিনিট মুলতুবি থাকে ৩১ রান সংগ্রহ করে। মাত্র ৮ রানে ৩ উইকেট ২১ রানে ৫ উইকেট ২৮ রানে ৬ উইকেটের পতন হয়। তৃতীয় দিনের খেলার ১৯৩ মিনিট ব্যাটিংয়ের পর মোট ১১

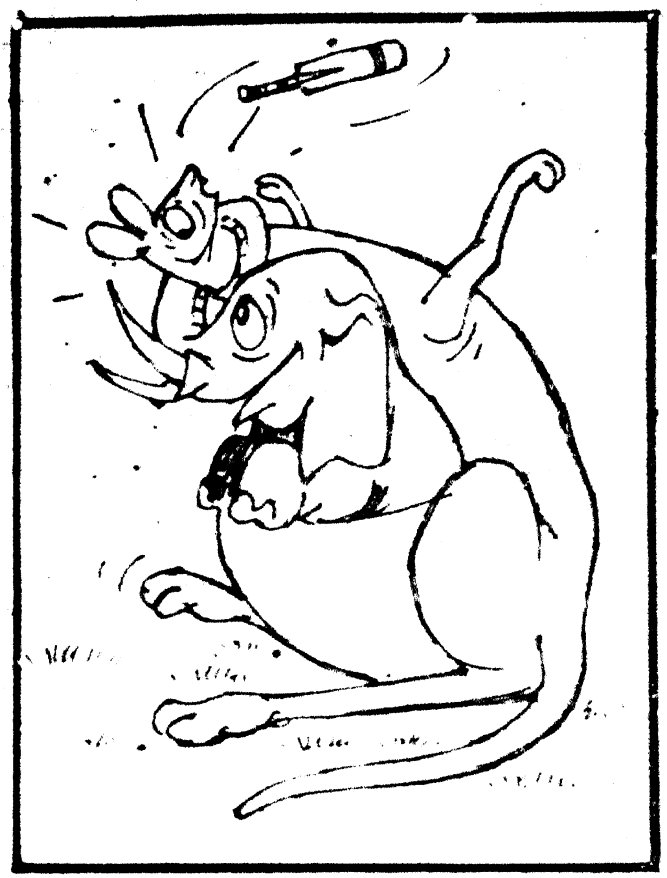

কাই্রোপ্রাক্টর ছোপ ছাড়ার আগেই। দ্বিতীয় চৌপ্তর ছবি—ঘোড়াটার প্রতিটি কোপাস্, আর ছাড়ার ইঙ্গিত। দ্বিতীয় মুখর চৌপ্তে কোপাস্ হাড়িয়ে খোপের বাইরে পায়ের ছোপোছিল। কানপুরের দ্বিতীয় চৌপ্তর সময় ঘোড়ার ঘাড়ে হাতের পাঞ্জা দিয়ে কয়া যাবে যেমন ছোপ ধরেছে

ওপর ভরসা। [illegible] চৌপ্তে ঘোড়া এই দুটি পায়ে ভর দেয়। দৌড়ানোর সময় পেছনের দুটো পা সামনে এগিয়ে আসে। দৌড়ানোর সময় পেছনের পা সামনে এগিয়ে আসে। [illegible] ঘোড়ার

Coach Bihar

# রাষ্ট্রীয়ত্ত সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২১শে ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় বলেন, তিনি আজ পুনরায় চীনা প্রধানমন্ত্রী শ্রীচৌ-এন-লাইয়ের নিকট প্রেরিত এক পত্রে তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তিনি ২৮শে ডিসেম্বর যে বৈঠকের প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি (শ্রীনেহরু) তাহা স্বীকার করিতে অক্ষম।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাটিল লোকসভায় ঘোষণা করেন, আজ হইতে উৎপন্ন উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ পশ্চিমঘাট রক্ষা করিয়া একটি বনাঞ্চল গঠিত হইবে।

প্রত্যেক কয় অইনসভার কতিপয় নির্বাচন-সমূহ, বিভাগীয় কমিশনারের হাতে অধিক ক্ষমতার অপ্রাচুর্য, মামলা আদায় এবং কয়ের লাঘবসমূহের ব্যবস্থা না করা—এই বিষয়ে গঠিত কমিটি এই সকল নিয়মকানুন সংশোধন করিয়া ঘাটতি কমাইবার জন্য কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন।

২২শে ডিসেম্বর—গত ২৯শে আগস্ট আসানসোলে সংঘটিত হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তদন্তকারী অফিসার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোন বে-সরকারী বাহিনী কর্তৃক জনসাধারণের বাড়ীতে বাড়ীতে খানাতল্লাসী করা "বেআইনী ও অপরাধমূলক" হয়। তিনি বলেন যে, এই অবস্থার তাহার জন্য নিম্নতর-ভাবে গুরুতর পরিবর্তনের সরকারী অভিমতের পরিপন্থী আচরণ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালী অদ্য রাজ্যসভায় ১৯৫৯ সালের বিশ্ব বিদ্যা উপস্থাপন করেন। অন্ধদৃষ্টিহীন ও বিশেষভাবে শিশুদের রক্ষা, শিক্ষা-দান, পুনর্বাসন ও মানসিক রোগাক্রান্তদের এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাদের জন্য আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এই বিল উত্থাপিত হইয়াছে।

২৩শে ডিসেম্বর—উত্তর-পূর্ব সীমান্তের চীনা সৈন্যের সমাবেশের পর হইতে আসামে সমাজ-বিরোধী লোকদের কার্যকলাপ প্রবলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার ফলে বিশেষ উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি সমাজবিরোধী লোকেরা পূর্ব সীমান্তরেলওয়ে একটি সৈন্যবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করার চেষ্টা করে। কয়েক হইতেই নহে, তাহারা চীনা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আসাম ও নেফা অঞ্চলের জোয়ানদের সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে।

আজ সকালে আগ্রার নিকটে এক বিমান দুর্ঘটনার ফলে বিমানবাহিনীর পাঁচ বাক্তির মৃত্যু ঘটে। ইহাদের মধ্যে তিনজন অফিসার।

২৪শে ডিসেম্বর—কানপুর শহরের মধ্য দিয়া পূর্ব পার্শ্বে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিল। অস্ট্রেলিয়া ভারতের কাছে ১১২ রানে হার মানিল। ভারতীয় ক্রিকেট অকাশের মেঘ কেটে গিয়ে নতুন প্রভাত দেখা দিল। অপরাজিত খেলোয়াড় ক্রোড অভিনন্দন জানাইল বিজয়-অভিযানের সহিত ও ব্যথীতন।

আজ বেলা অতীতের বহুস্মৃতি বিজড়িত অন্ধকূপের পরিত হওয়ার অতিথি শ্রীকওরেলার নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি আন্তর্জাতিক অশান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং সমাধানের পথ নির্দেশ করেন। তিনি বলেন যে, বিশ্বের অধিকাংশ জনসাধারণ আজ যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহা হইল কিভাবে তাহারা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে পারে। তিনি বলেন যে, এই সমস্যার সমাধানের জন্য তাহাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোর পরিবর্তন করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, এই পরিবর্তন যেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে হয়।

২৫শে ডিসেম্বর—অদ্য রাজধানীসহরে পাঁচটা চৌদ্দ টাউন হলে তিন মিনিটব্যাপী নিশ্চিন্ত ভারত গড়া সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি আবেদন জানানো হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "আলোকেরই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও"—এই সঙ্গীতের সাথে সাথে সমবেতদের উদ্দেশ্যে হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে গুরু তিন শত প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন।

নিউ ইয়র্ক টাইমসে কলিকাতা হইতে প্রেরিত এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, চীন-ভারত সীমান্তে প্রকৃত চীন সৈন্য সমাবেশ নয় হইয়াছে। নেহরু সরকার মহল এই সংবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে অস্বীকার করেন।

২৬শে ডিসেম্বর—পূর্ব পাকিস্তানের নিকটে থাকা এবং ১০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নৌবহর পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ভারত ভারত ভারত ভারত করিয়া দিবার যে নূতন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহরচাঁদ খান্না সম্প্রতি উহার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গসরকার জনমত ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এখন সেই বিক্ষুব্ধ জনমতের সঙ্গে যুক্ত সরকারের প্রতিরাজও যুক্ত হইয়াছে।

বিশ্ব, তিন আগে ট্রাম কোম্পানী ট্রাম ভাড়ার প্রতি টিকিটে এক নয়া পয়সা করিয়া ভাড়া বাড়াইয়াছেন। একথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই বাসের ভাড়া বৃদ্ধিটার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৭শে ডিসেম্বর—অদ্য মজঃফরপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শ্রীজাকির হোসেন ছাত্রদের উপদেশ দিতে গিয়া বলেন যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির যে সকল প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা দূর করিতে ছাত্রদের উদ্যোগী হইতে হইবে। তিনি বলেন যে, ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করিতে হইবে।

সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, নাগা বিদ্রোহীদের কার্যকলাপের ফলে সরকারের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পাসপোর্ট-ভিসা ব্যবস্থা ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে সীমান্তের মধ্যে সমস্ত লোক চলাচল বন্ধ থাকিবে। এ সম্বন্ধে আর কোন বিশেষ বিবরণ জানা যায় নাই।

## বিদেশী সংবাদ

২১শে ডিসেম্বর—পশ্চিমী জোটের অন্তর্ভুক্ত ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও পাকিস্তানের আগামী ১৭শে ডিসেম্বর পশ্চিম জার্মানীর যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

ইরানের শাহ অদ্য রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানে তুর্কীর কারাবিরুদ্ধ ঘোষণা করিয়া-ছেন। তিনি বলেন যে, তুর্কীর কারাগারে ১১ হাজার। ইরানের জেলার সংখ্যা হচ্ছে ৫০ হাজার।

২২শে ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থিত সংবাদপত্র ঘোষণা করিয়াছে যে, ভারত পাকিস্তান সীমান্তের অবস্থা ক্রমশঃ উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারত সরকার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

২৩শে ডিসেম্বর—বিশ্বের ৫৭টি দেশের প্রতিনিধিকে [illegible] জন্য এক বিশেষ বৈঠকে আমন্ত্রণ করিয়াছে। সংবাদে বলা হইয়াছে যে, এই অর্থ বন্ধ করা হইবে।

২৪শে ডিসেম্বর—অদ্য মস্কোতে এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক বিমানী রক্ষার জন্য একটি সুপারসনিক বিমান সংস্থানের যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর—কঙ্গো হইতে সরকার আজ পুরাতনের এবং উহার বাহিনীর সৈন্যদের পুরে এক হাজার সোভিয়েট কঙ্গো বন্ধু ইউনিয়নের নিকট হস্তান্তরিত করিয়াছেন। এই এলাকাটি আয়তনে ৭,৭৫ একর এবং উহার উত্তরে কঙ্গো-ব্রাজাভিল অবস্থিত।

২৭শে ডিসেম্বর—উত্তর ইরাক সীমান্ত হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত আওয়াজ হইতে আজ এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইরানের সীমান্তে ইরানের দিকে প্রায় ৫০ টি সংঘর্ষ হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল তাহার পর ইরান সীমান্তের তিনটি স্থানে গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক প্রেরণ করিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৬০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা। মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুপ্তারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

GOVERNMENT LIBRARY

## মিষ্টাচার
## ক্ষিপ্রতা
## নৈপুণ্য

বাদ পড়বে না কিছু—তেল, জল, হাওয়া, পেট্রোল সবই দেখা হয়। তবেই না কেন—আমাদের প্রত্যেক পাম্পে যে-সব সহায়কদের হাতে এই কাজ তারা বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তারা শান্ত অথচ ক্ষিপ্র ও বিধিসম্মত নৈপুণ্যের সঙ্গে গাড়ীর প্রয়োজনীয় সব কিছুই যোগাতে প্রস্তুত। তাদের কাছে এলেই আপনি অনুভব করবেন সম্মানিত ক্রেতার সমাদর।

বার্মা-শেলের পাম্পে গাড়ী নিয়ে আসুন। এলেই দেখতে পাবেন সহাস্য মুখের অভিবাদন এবং আপনাকে সব রকমে সাহায্য করার আগ্রহ।

**বার্মা-শেলের সেবাই এই।**

— নূতন তিনটি উপন্যাস —

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **মিলনান্তক** ৪৷৷

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের **পরিশোধ** ৪৷৷

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **তরঙ্গের পর** ৫৲

অন্নদাশঙ্করের নূতনতম উপন্যাস

**উত্তরায়ণ**

তৃতীয় বর্ধিত সংস্করণ

—সাড়ে পাঁচ টাকা—

প্রবোধকুমার সান্যালের শ্রেষ্ঠ সাম্প্রতিক উপন্যাস

**বেনোয়ারী** ২য় মুদ্রণ ৬৷৷

আশাপূর্ণা দেবীর

শ্রেষ্ঠগল্প নূতন মুদ্রণ ৫৲

গল্প-পঞ্চাশৎ ৮৲

অনুরূপা দেবীর

চক্র ৪৷৷০ পথহারা ৪৲

জ্যোতিঃহারা ৬৷৷০

বিচারপতি ৩৲

বারিবরা বাদলে ৩৷৷০

নিরুপমা দেবীর

**অনুকর্ষ - ৪৲**

শ্যামলী ৫৲

প্রত্যাবর্তন ৩৲

অবধূতের আশ্চর্য বই :

**উদ্ধারণপুরের ঘাট** ১০ম মুদ্রণ ৪৷৷ **বহুব্রীহি** ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ৪৷৷

**বশীকরণ** ৪৷৷ **মরুতীর্থ হিংলাজ** ৫৲ **দুইতারা** ২৷৷

৭ম মুদ্রণ ১৮শ মুদ্রণ ৪র্থ মুদ্রণ (যন্ত্রস্থ)

প্রবোধনাথ বিশীর

সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি

**কেরী সাহেবের মুন্সী**

**পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হইল**

—সাড়ে আট টাকা—

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সুমহান ঐতিহাসিক উপন্যাস

**বহ্নিবন্যা** ২য় মুদ্রণ ৮৷৷

প্রেরণা ২৷০ বৃষ্টি ২৷০ আবছায়া ২৷০ চিত্রাঙ্গদাচরিতম্ ৩৲ ভাড়াটে বাড়ী ৩৲ নারী ও নিয়তি ২৷৷০ বিবিধলিপি (নাটক) ২৲

কবিশেখর কালিদাস রায়ের

**সাহিত্য-প্রসঙ্গ**

—পাঁচ টাকা—

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের

**আধুনিক বাংলা কাব্য** ৬৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

**সমুদ্র সফেন** ২য় মুদ্রণ ৪৷৷ **পরুতপা** ২য় মুদ্রণ ৬৷৷

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

**অনমিতা** ২য় মুদ্রণ ৪৲

**শ্রেষ্ঠগল্প** ২য় মুদ্রণ ৫৲

তারাশঙ্করের অন্নদাকাহিনী

**না**

চতুর্থ মুদ্রণ

আড়াই টাকা

বনফুলের

**রচনাসংগ্রহ** ৭৷৷

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

দুটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

**অস্তি ভাগীরথী তীরে** ২য় মুদ্রণ ৭৲

**উত্তরফাল্গুনী** ৬৷৷

কলাঙ্কিনী কমকাবতী ৫৷৷০ কালো ভ্রমর ৫৲ নূপুর ৩৷৷০

হীরা চুনি পান্না ৪৷৷০

আ রা ম্ ণ ২৷৷০

॥ নিত্য যোগেন যে থাকেই শ্রেষ্ঠ সেই ॥

# গীত-ভানু

'দক্ষিণী' পরিচালিত

**শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষায়তন**

১৩২, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯

**নূতন শিক্ষাবর্ষ**

জানুয়ারী মাস থেকে গীত-ভানুর নূতন শিক্ষা-বর্ষ সুরু হবে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষাদান করা হয়। ছাত্র ছাত্রী ও অন্যান্য শ্রেণীতে বিভিন্ন স্তর পর্যন্তের নির্ধারিত পাঠক্রম। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তি হবার সময়: প্রতিদিন বিকাল ৪—৭ ও রবিবার সকাল ৮—১২।

---

একালের জটিলতা সমস্যা নিয়ে
সুবর্ণর নতুন উপন্যাস

**রাত্রি**

নারায়ণ সান্যাল । ৩.০০

**নববৃন্দাবন**

নীলকণ্ঠ । ৫.০০

সাহিত্যের রূপ ও রীতি সম্পর্কে
পাঠযোগ্য প্রবেশক গ্রন্থ

**সাহিত্যের কথা** গুরুদাস ভট্টাচার্য চার টাকা • **কবিতার কথা** বিমলচন্দ্র সরকার পাঁচ টাকা • **নাটকের কথা** অজিতকুমার ঘোষ চার টাকা • **ছোটগল্পের কথা** রথীন্দ্রনাথ রায় পাঁচ টাকা • **সমালোচনার কথা** অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাড়ে পাঁচ টাকা।

**সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড**
৯ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট । কলিকাতা ৬

(বি ১৭৩৭)

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| এশিয়ার নেতৃত্ব— | ... ... ... ... | ৭২৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... ... ... ... | ৭৩০ |
| বৈদেশিকী— | ... ... ... ... | ৭৩১ |
| দেশের কথা—ডক্টর শশধর সিংহ | ... ... ... | ৭৩৩ |
| দ্বিতীয় মত—রঞ্জন | ... ... ... ... | ৭৩৬ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র | ... ... ... | ৭৩৭ |
| আমার সমস্ত ডাক (কবিতা)—শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী | ... | ৭৭২ |



## প্রবৃত্তি

নবরূপে পুনঃপ্রকাশ

SONGS
OF THE SEA 4.00

## ৭ই পৌষের বই :

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস **ইস্পাতের ফলা** ৩·৫০

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের **লাবণ্যের এনাটমি** ৩·০০

হিমানীশ গোস্বামীর **লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়** ৩·০০

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের **উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল** ৩·০০

## সম্প্রতি প্রকাশিত :

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস **রিক্‌শার গান** ৫·০০

দীপক চৌধুরীর নূতন উপন্যাস **নীরে সোনায় বসতি** ৩·৫০

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস **মাঝির ছেলে** ২·৫০

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের **ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর** (জীবনকথা) ৩·৫০

'শ্রীখেলোয়াড়'-এর **ক্রিকেটের রাজকুমার** (জগৎবিখ্যাত ব্যাটসম্যানের জীবনী) ২·৫০

## পুনর্মুদ্রিত :

দিলীপকুমার রায়ের ভ্রমণ কাহিনী **দেশে দেশে চলি উড়ে** (৩য় সং) ৬·৫০

নলিনীদলের বিচিত্র উপন্যাস **জীমপলশ্রী** (৩য় সংস্করণ) ৫·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত উপন্যাস **আগামীকাল** (নতুন ২য় সংস্করণ) ২·৫০

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সম্মান বৃদ্ধি

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**

হেড অফিস : কলিকাতা ৯-এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখা
**বিদ্রোহী বালক** ২·২৫
ঘটনাবৈচিত্র্য ও বিন্যাসে বইখানি অপূর্ব হয়েছে। এবং তা ছোটদের ত বটেই বড়দের মনকেও আকৃষ্ট করবে। —দেশ

**রূপকথার দেশে** ২·৫০
বিভিন্ন রূপকথার মেলা

অরুণ ঘোষের লেখা
**রূপ দেশের উপকথা** ২·২৫
নয়টি চিত্তাকর্ষক গল্প

জগদানন্দ রায়ের লেখা
**বিজ্ঞান গ্রন্থমালা**
১৫খানা বইয়ে পূর্ণ

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের
# কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার
(অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুমোহন বিশী মহাশয়ের ভূমিকাসহ)
মূল্য : ২·৭৫
## প্রাচীন কাব্য
## সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন
(ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকাসহ)
বিদগ্ধ সমালোচকের বিশ্লেষণ ও অন্তর্দৃষ্টির বিশ্লেষণে চর্যাগীতি থেকে আধুনিক কবিতা পর্যন্ত প্রধান প্রধান কবি ও কাব্যধারার স্বরূপ উদ্ঘাটন। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ সংযোজন।
"... শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয় অনেকগুলি নূতন কবি নিয়া এখানে বসিয়াছেন। ... প্রত্যেক কবির অনেক ভাল সমালোচনা দিয়াছেন। ... সমালোচকের বক্তব্য অনুকূলভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।" —আনন্দবাজার
"Because of his clarity of understanding he had expressed himself in so nice a way that it is a joy to be in his company. All university students will find the book to be most useful and usable. It is an excellent reference book as well."
—Amrita Bazar
মূল্য : ৮,
॥ গ্রন্থনিলয় ॥ ১৭২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

**READ !**
**Bidhu Bhusan Das Gupta's**
**SELF-TAUGHT SERIES**
**1. LEARN BENGALI**
(yourself) 2.50
(Through English—2nd Edition)
**2. LEARN HINDI**
(yourself) 3.00
(Officers' guide-through English)
**3. রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ** 1.80
(৬ষ্ঠ সংস্করণ)
[বাংলা ভাষার হিন্দী শিক্ষার্থে শ্রেষ্ঠতম পুস্তক বলিয়া সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে]
**4. বাংলা ভাষা প্রবেশ** 1.25
(হিন্দীভাষীদের জন্য 2nd Edition)
**5. বাংলা সাহিত্য পাঠ** .85
(অবাঙ্গালীদের জন্য)
**6. হিন্দী বাংলা কথোপকথন শিক্ষা** (৩য় সংস্করণ) .85
**7. বাংলা-হিন্দী-ইংরাজী—ত্রিভাষা শব্দবোধ** .85
(৩য় সংস্করণ)
**8. রাষ্ট্রভাষা পাঠমালা**
(১ম, ২য়, ৩য় ভাগ)
**Das Gupta Prakashan**
8, Ramanath Mazumder Street, Cal.-9.

## নাটক বাছাই করুন
শরৎ মুখোপাধ্যায়ের ১৯৫৮ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্য কৃতিত্বের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত
**সংক্রান্তি** ২·৫০
তুলসী লাহিড়ীর শ্রেষ্ঠ নাটক
**লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার** ২·০০
বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাপ্রসূত নাটক
**নাটক নয়** ১·২৫
ছোটদের অভিনয়ের জন্য
**ছোটদের রঙমহল** ৩·৫০
সুনীল দত্তের
**হবু রাজার দেশে** ১·৭৫
॥ বের হল ॥
জোছন দস্তিদারের বিখ্যাত নাটক
**দুই মহল**
॥ বের হল ॥
বিধায়ক ভট্টাচার্যের
**কান্না-হাসির পালা** ২·৫০
॥ অন্যান্য নাটক ॥ শিবরাম চক্রবর্তীর একাঙ্ক নাটক সংকলন একাঙ্ক সপ্তক (৩·০০) সুনীল দত্তের ইতিপূর্ব প্রচারিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ (২·০০) অঙ্কুরহাটি (১·৫০) স্ত্রী-চরিত্র নাটিকা অংকুর (১·৫০) ও লক্ষ্মীছাড়া (০·৫০) একাঙ্ক নাটক সংকলন ত্রিনয়ন (১·০০) রমেন লাহিড়ীর অপরাজিত (১·৭৫) শান্তি মুখোপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসা (২·২৫) শীলকের সরকারের অপরাধী (০·৬২) সজনী সরকারের জয়ের পথে (১·৫০)
**জাতীয় সাহিত্য পরিষদ** ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আয়না (কবিতা) | শ্রীউৎপলা গোস্বামী ... | ৭৪২ |
| ফরমায়েসী গল্প | আরণাক ... | ৭৪৩ |
| বাইশে শ্রাবণ | শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ ... | ৭৪৯ |
| মাটির পুতুল | শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ... | ৭৫৩ |
| প্রথম কদম ফুল | শ্রীসচ্চিদানন্দ সেনগুপ্ত ... | ৭৬৩ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি | শ্রীসুহৃদ চৌধুরী ... | ৭৬৭ |
| দুই যাত্রায় এক ফল | শ্রীশচীন কর ... | ৭৭৩ |
| আলোচনা | ... | ৭৭৬ |



বিদ্যোদয়ের বই

উপন্যাস ও সাহিত্যিকা

| | | |
|---|---|---|
| মধুমিতা | সরোজকুমার রায়চৌধুরী ... | ৬·০০ |
| নাগিনী মুদ্রা | অমরেন্দ্র ঘোষ ... | ৩·৫০ |
| সূর্যগ্রাস | সুশীল জানা ... | ৩·৭৫ |
| তাপসী | প্রফুল্ল রায়চৌধুরী ... | ৩·৫০ |
| মন্দ্রাক্ষী | সরোজকুমার রায়চৌধুরী ... | ৩·০০ |
| গৃহকপোতী | সরোজকুমার রায়চৌধুরী ... | ৩·৫০ |
| পূরব নদী (অনুবাদ) | আনা লুইস্ স্ট্রং ... | ৪·৫০ |
| পথ প্রান্তরে : ২য় পর্ব | বেদুইন ... | ৪·০০ |
| চলমান জীবন : ১ম খণ্ড | পরিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ... | ৫·০০ |

প্রবন্ধ ও চিরায়ত সাহিত্য

| | | |
|---|---|---|
| চিত্রদর্শন | অজানাই সমস্ত ... | ২৫·০০ |
| মানব-বিকাশের ধারা | প্রফুল্ল চক্রবর্তী ... | ১২·০০ |
| পরিব্রাজকের ডায়েরী | নির্মলকুমার বসু ... | ৪·৫০ |
| বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা | কপিল ভট্টাচার্য ... | ৪·৫০ |
| স্বাধীনতার পথে প্রাচ্য খণ্ড | অমিয়া নাগচৌধুরী ... | ২·৫০ |
| পরিভাষা কোষ | সুপ্রকাশ রায় ... | ১০·০০ |
| শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য | খগেন্দ্রনাথ মিত্র ... | ৭·০০ |
| সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা | ডাঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য ... | ৬·৫০ |
| বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র | ... | ৬·০০ |
| স্তালিন যুগ (অনুবাদ) | আনা লুইস্ স্ট্রং ... | ৩·২৫ |
| বক্তৃতা | ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ... | ৫·০০ |
| রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন | ভূজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য ... | ৫·০০ |
| মহাভারত | হেমলতাদেবী চৌধুরী ... | ১২·০০ |

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯



চীন থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা

*

**CHINA PICTORIAL**

চীন দেশের বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যকলাপ ও জনজীবনের বিবরণ।
একটি ছবিতে চিঠি সহ ছাপিয়ে পাঠানো আলোকচিত্র।

**WOMEN OF CHINA**

বার্ষিক : ১০·০০ প্রতি সংখ্যা : ০·৫০
চীনা মেয়েদের অবস্থানের সম্পর্কিত একটি উচ্চমানসম্পন্ন সচিত্র বিজ্ঞানসম্মত পত্রিকা। ১৯৬০ সালের প্রথম সংখ্যায় চীনা মেয়েদের ওপর একটি সচিত্র ফোল্ড-আউট সংযোজিত থাকবে।

বার্ষিক : ১·৮০ প্রতি সংখ্যা ৩৫

**CHINESE LITERATURE**

প্রতি মাসে চীনের বিভিন্ন ও সাম্প্রতিক বিভিন্ন তথ্য ও রচনার সমাবেশ হয়ে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদকরণ করে। প্রতি সংখ্যাতেই চীনের বিভিন্ন উৎসবাদি, ফোক্ ও ছবি মুদ্রিত হয়।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৫০ পাতা থাকে।

বার্ষিক : ৬·০০ প্রতি সংখ্যা : ০·৬০

**CHINA'S SPORTS**

বিভিন্ন আলোকচিত্রের মাধ্যমে চীনের খেলাধুলোর বিবরণ। ইংরেজী ভাষায় ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

বার্ষিক : ১·৮০ প্রতি সংখ্যা : ০·৩৫

**EVER GREEN**

চীনের যুবক ও ছাত্রসমাজের উপর পত্রিকা।
বার্ষিক ৮টি সংখ্যা।
বার্ষিক : ২·০০ প্রতি সংখ্যা : ০·৩৫

নিয়মিত পাবার জন্যে
অগ্রিমমূল্য প্রাহক হোন।

মাতৃভাষা বুক এজেন্সিস প্রাইভেট লিঃ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট : কলকাতা ১২
১৭২ রাজপথ স্ট্রীট : কলকাতা ১২

ঘন, সতেজ ও পরিপাটী

কেশগুচ্ছের জন্য

# টাটার কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু

- সহজে বারে বারে চুল পরিষ্কার করা যায়
- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- চুল ও চুলের গোড়া নিখুঁতভাবে পরিষ্কার হয়
- সহজে ধুয়ে ফেলা যায়
- চুল কালো কুচকুচে দেখায়

[illegible] টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| গানের আসর—সংকলিত | ... | ... | ... | ৭৭৯ |
| টাকেবাসে— | ... | ... | ... | ৭৮২ |
| চিত্র প্রদর্শনী— | ... | ... | ... | ৭৮৩ |
| বিশ্ব বিচিত্রা— | ... | ... | ... | ৭৮৫ |
| পুস্তক পরিচয়— | ... | ... | ... | ৭৮৭ |
| ইন্দ্রজগৎ—চন্দ্রশেখর | ... | ... | ... | ৭৯০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | ... | ... | ... | ৭৯৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | ... | ... | ... | ৮০০ |



প্রকাশিত হল—

শ্রবধূতের

নবতম বিস্ময়কর উপন্যাস

**দেবারিগণ** ৪৷৷০

"আজ নয়, কাল নয়—অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে রয়েছে এ আখ্যানী লুকিয়ে আছে। আমার মানুষ মেরে আছে। আমি কখনো ভোর কি যে, এমন একটা সময় আসবে যখন খুন, ডেকাতি, ধর্ষণ—এই তিন শত্রুর কবল থেকে মানুষ মুক্তি পাবে। তখনকার সেই অতিমানবদের জীবন নিয়ে রচিত আমার এই আখ্যানীটির নিশ্চয় মূল্য হবে।"

শচেন্দ্রকুমার মিত্রের
উপন্যাস
সীমান্তরেখা ৩৷৷
সমারোহ ২৸

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
মহুয়া কথা ৩৷৷
আশাপূর্ণা দেবীর
স্বপ্ন শবরী ৩৲

প্রবোধকুমার সান্যালের বহু বিখ্যাত উপন্যাস
**নদ ও নদী** ৫৲

গুপ্ত প্রকাশিকা—১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



আগামী বাংলা নববর্ষে বাহির হইবে
সুশোভন, পরিপাটি, রচনা-গৌরবে শ্রেষ্ঠ
নববর্ষ-সংকলন

# মধুরাংশ্চ

সম্পাদক:
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
প্রকাশক:
শ্রীজয়িয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নববর্ষ-সংকলন "মধুরেণ" বিশ্ব-ভারতীর নিকট অপরিচিত সমস্যার কারণ বহন আমরা বাংলা নববর্ষে উপলক্ষ্যে আর একটি সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের রচনা-সম্ভার এই সংকলনটি পূর্বের মতোই অভিনব করিয়া তুলিবে পাঠের জন্য, সংগ্রহের জন্য। উপরন্তু প্রকাশ "মধুরেণ" সম্পাদক, অন্যান্য প্রকাশ, বিজ্ঞাপন-দাতা, পুস্তক বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপন-এজেন্টদের সহযোগিতা কামনা করি।

• • • •

সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে

## বরণীয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রথমবার ইহার সম্পর্কে কয়েক ছত্রের বেশি লিখিবার প্রয়োজন নাই। মহাত্মা গান্ধীর সহিত ইনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাদের সেই পরিচয়ের বহুবিধ অবিস্মরণীয় কাহিনী ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চিত্র হইয়া বিক্রয়ে বাহির হইয়াছে। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

বাংলার অপূর্ব
প্রেমের গল্প
**সুভদ্রার ভাই**
একাধিক লিখিকার রচনাবলীর
দক্ষিণারঞ্জন বসুর
একখানি অনবদ্য গল্প-সংকলন
মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

•

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
ফোন: ৩৭—১৬০৬
গ্রাম: প্রকাশিকা

সদ্যপ্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর

# প্রচ্ছদপট

নিত্যকালের চিত্তস্পর্শী উপন্যাস

দাম ঃ ৩·৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# মনের মানুষ

ভালোবাসায় আপন জনকে হারাবার ট্রাজেডি—
করুণ-মধুর ভাবনায় ভাবিত রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ

দাম ঃ ৩·০০ টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৫·০০ |
| ভারত প্রেমকথা | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৬·০০ |
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৮·০০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৩·৫০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ | ৪·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ॥ | ৫·০০ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ | ৩·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ১·২৫ |

প্রকাশের অপেক্ষায়

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |

## আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯



# আমাদের নিবেদন

অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে, প্রতিমাসে, গল্পভারতীর নিয়মিত নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একটি বিশিষ্ট সংযোজন সেবায় হইতেছে। ইহাতে গল্পভারতীর উৎকর্ষ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না। এই মূল্যে এই বিচিত্র ও পরমউপভোগ্য সংযোজন পাঠকবর্গের নিকট পরিবেশিত হইবে ও তাঁহাদের আনন্দ বর্ধন করিবে।

এই নিদারুণ অর্থসঙ্কটের দিনেও বহুব্যয়সাপেক্ষ এই প্রয়াস যাহাতে সফলমণ্ডিত হয়, সেজন্য আমরা আমাদের সহৃদয় গ্রাহক, অনুগ্রাহকবর্গ, বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্টগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি। গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ নব কলেবরে সমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ গল্পভারতীকে অধিকতর প্রীতির চক্ষে দেখিবেন এই আমাদের আশা। দেশের সর্বত্র, বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে সুপ্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এই অনবদ্য পত্রিকার অভিনব, নিয়মিত ও চিত্তাকর্ষক সংযোজনার দ্বারা বিজ্ঞাপনদাতাগণ প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইবেন ইহা সুনিশ্চিত। এজেন্টগণও নানাভাবে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্পভারতীর বহুল বিক্রয়ে অধিকতর লাভবান হইবেন — ইহা নিঃসন্দেহ। বঙ্গভাষায় বহু পত্রিকা আছে। কিন্তু এক মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গল্পভারতী তাহার জয়যাত্রা সুরু করিয়াছে এবং তাহার সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে দেশবাসীর উপর। দেশবাসীর নিকট আমাদের নিবেদন গল্পভারতী যেন তাঁহাদের সক্রিয় সমর্থন ও উৎসাহদান হইতে কখনও বঞ্চিত না হয় এবং ইহার নব নব প্রচেষ্টার প্রতি তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা যেন চির সঞ্জীবিত থাকে।

যে আদর্শ লইয়া গল্পভারতী বঙ্গভারতীর বেদীমূলে দীপ জ্বালিয়াছে, সেই আদর্শের দীপালোকে বাংলাসাহিত্য ও বাংলার সংস্কৃতি যেন সমুদ্ভাসিত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এই আমাদের একান্ত কামনা। সকলের মিলিত সহযোগ ও শুভেচ্ছায় গল্পভারতীর এই নব প্রচেষ্টা সার্থক হউক।

## গল্প-ভারতী

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৬ ফোন—৫৫-০২৯৪

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 9th January, 1960

২৭ বর্ষ ঃ ১০ সংখ্যা ঃ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ২৪ পৌষ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

## এশিয়ার নেতৃত্ব

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ আপাত-দৃষ্টিতে এমনই অপ্রত্যাশিত যে, সহসা ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবু, অবশ্য একটা কারণ আছে, কারণ ছাড়া তো কার্য হয় না। অবশ্য নেহরু, যদিদ ইহার কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত নন, বলিয়া মনে হয়। তিনি অবশ্য বলিয়াছেন যে, চীনের ইতিহাস হইতেছে সম্প্রসারণের ইতিহাস, এবং নূতন শাসক-গোষ্ঠীও সেই ইতিহাসেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। ইহা একটা কারণ হইতে পারে, কিন্তু মূল কারণ নয়। হইলেও পারে, অবশ্য ইহা মূল কারণের একটি অঙ্গ মাত্র। অনেকে অনুমান করেন অন্য কিছুই নয়, নূতন এশিয়ার নেতৃত্ব অর্জনের আছে চীনের ভারত আক্রমণের মূলে। বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য, এই বিশ্লেষণের আলোচনা আবশ্যক। নূতন এশিয়ার অর্থাৎ ইউরোপীয় রাষ্ট্রের শাসনমুক্ত এশিয়ার নেতৃত্ব করিবে কোন্ দেশ, এশিয়ার পুনর্জাগরণ কোন্ দেশের দিকে নেতৃত্বের জন্য, নির্ভরশীলতার জন্য তাকাইয়া থাকিবে ইহা অনাকাঙ্ক্ষিত দিনে এশিয়ার প্রধানতম সমস্যা। অনেকে মনে করেন লাল চীন ইহার একটা সমসাময়িক সমাধান করিবার আশায় ভারতকে আক্রমণ করিয়া, সম্ভব হইলে ভারতকে পর্যুদস্ত করিয়া নেতৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। এই প্রচেষ্টা নূতন নয়, গত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। বিশ শতকের প্রারম্ভে নবজাগ্রত জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করিলে এশিয়ার নেতৃত্ব আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল। তখন এশিয়ার অধিকাংশ ছিল পরাধীন, চীন পরাধীন না হইলেও ছিল দুর্বল ও শতধাবিভক্ত। এমন অবস্থায় একটি প্রধান পাশ্চাত্য রাষ্ট্রকে সমযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে যে-জাপান স্বভাবতই তাহার প্রতি এশিয়ার অন্যান্য দেশের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান ছিল বিজয়ী পক্ষে, তাই তাহার শক্তি আরও বাড়িয়াছিল। ফলে নাম্নে না হইলেও কাজে এশিয়ার নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল জাপান। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শোচনীয় পরিণাম জাপানকে সে স্থান হইতে অপসারিত করিল। এমন সময়ে ভারতবর্ষ ও চীন বিদেশী প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হইল। তারপরে দুই দেশের মধ্যে তুরী ভেরী নিনাদে মৈত্রী ঘোষিত হইল পঞ্চশীল ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহাবস্থান। কিন্তু তখনি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এমন দীর্ঘকাল চলিতে পারে না। চীন ও ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র তথা জীবনতন্ত্র এমন বিপরীতমুখী যে মিলিত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এখন কথাই প্রমাণিত হইল। ইহার কারণ চীনের নেতৃত্ব আকাঙ্ক্ষা। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভারত কখনো এশিয়ায় বা অন্যত্র নেতৃত্ব কামনা করে নাই। নেহরু একথা বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন, এমন কি কম্যুনিস্ট কর্তৃক পরোক্ষে অনুরুদ্ধ পদে উঠিতে চীনবার চেষ্টা হইলেও ভারত সবিনয়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ভারত নিজের ঘরোয়া সমস্যা লইয়াই বাস্ত, দিগ্বিজয়ে নেতৃত্ব কামনা তাহার নাই। তবে যদি অন্য কোন দেশ তাহার রাষ্ট্রতন্ত্র তথা জীবনতন্ত্র দেখিয়া আকৃষ্ট হয়, সেকথা আলাদা। তাহাকে অবশ্য বাধা হোক নেতৃত্ব কামনা বলা চলে না। ভারতের পরাধীনতার যুগে রবীন্দ্রনাথ চীন, জাপান, দক্ষিণ এশিয়া, দ্বীপময় ভারত ও পারস্য ভ্রমণ করিয়াছেন, ভারতের বাণী প্রচার করিয়াছেন, এশিয়ার মৈত্রীর ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বাণীর মধ্যে নেতৃত্ব কামনার আভাসটুকুও নাই। ভারত নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, নেতৃত্ব কামনা করে নাই। নেতৃত্ব একটি রাজনৈতিক সংজ্ঞা।

বলা বাহুল্য কম্যুনিস্ট চীন নৈতিক প্রভাবে বিশ্বাস করে না, তাহার একমাত্র আস্থা গায়ের জোরে। আর সেই গায়ের জোরে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাতেই ভারত আক্রমণ। তাহার মনের ভাব এই যে, গায়ের জোরে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হইলে এশিয়ার এখনো যে-সব দো-টানা দেশ আছে, তাহারা চীনের নেতৃত্ব মানিয়া লইবে কম্যুনিস্ট সভ্যতার আয়তন বৃদ্ধি করিবে। এখন গায়ের জোরে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে কি না সে প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর ইতিহাসের উপরে ছাড়িয়া দিয়া গায়ের জোরের যুক্তির মধ্যে যে ফাঁক আছে তাহার আলোচনা করিব। নিছক গায়ের জোরে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুগ চলিয়া গিয়াছে। গায়ের জোর নেতৃত্বের একটা উপাদান, কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। হিটলার গায়ের জোরে ফরাসী দেশ পদানত করে নেতৃত্ব করিয়াছে; কিন্তু সে কি শুধু গায়ের জোরে? উনিশ শতকে ইংলণ্ড পৃথিবীতে নেতৃত্ব করিয়াছে, সে কি শুধু গায়ের জোরে?

আজ রুশিয়া যে নেতৃত্বকামী, তাহাও শুধু গায়ের জোরে নয়। চীন শুধু গায়ের জোরের উপরে নির্ভর করিতে গিয়া সেই ভুল করিতেছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জর্মানী জাপান যে ভুল করিয়াছিল। গায়ের জোরের পরিপূরকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতির গৌরব থাকিলে তবেই অন্যান্য দেশের মনে নেতার গৌরবময় স্থান লাভ করা সম্ভব হয়। এসব বিষয়ে চীনের দুর্বলতা, আর সেই দুর্বলতা দূর করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত না হইয়া সে কেবল বাহুর সমসংখ্যক সবল করিতে চেষ্টা করিতেছে—বাহুবলেই নেতৃত্ব লাভ করিতেছে—ইহা যেমন হাস্যকর, তেমনি শোচনীয়। দশ বৎসরের মধ্যে লাল চীন এশিয়ার বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে। আর ঠিক সেই জন্যই নেতৃত্ব পদ লাভ তাহার ঘটিবে না।

# প্রসঙ্গত

প্রতিটি রাজ্যে একটি করে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আয়োজন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও একটি হবে এবং সেজন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে লক্ষ টাকা পাওয়া যাচ্ছে। এর উপর রাজ্য সরকারকে অবশিষ্ট অর্থ ব্যয় করতে হবে। জাতীয় নাট্যশালা যখন অন্য দেশে আছে, তখন আমাদের দেশেও দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে। করা চাই নিশ্চয়ই। অন্য দেশের অনুকরণে আমাদের সাহিত্য আকাদেমি হয়েছে, তখন জাতীয় নাট্যশালাই বা হবে না কেন? কিন্তু নাট্যশালা কেমন জাতীয় হবে তার বিবরণ পাওয়া যায়নি এখনও। এখন পর্যন্ত এইটুকু জানা গেছে যে, এর সঙ্গে নাকি রবীন্দ্রনাথের পুরো-নাম জড়িত থাকবে।

জন্মের পূর্বেই নামকরণ?

তা হোক। উৎসাহী জনকজননী এ কর্ম অনেক সময় করে থাকেন। বিশেষ আমাদের দেশে বড়লোকের নাম ভাঙিয়ে খাওয়া তো নিত্যকার বস্তু। এমনি করেই তো আমরা মহাপুরুষদের ঋণ শোধ করে থাকি। আমরা চলন্তিকার নামে মুদিখানা খুলি, বিদ্যাসাগরের নামে হোমিওপ্যাথি, সুভাষচন্দ্রের নামে ছেঁড়া তোলার কিংবা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামে ছেঁড়া ফিতের দোকান খুলতেও দ্বিধা করি না। নাম-করণের সময় নামের শালীনতা এবং তার সঙ্গে জড়িত মহিমা সম্বন্ধে সচেতন থাকারও আবশ্যকতা অনুভব করি না।

নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যশিল্পের রবীন্দ্রনাথের ভক্তবৃন্দও অনেক উঁচুতে উড়ছেন। এত উঁচুতে যে তাঁর নাম সরকারী পাট্টা পেষকতায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে যে, জাতীয় নাট্যশালা তাঁর নামে নামাঙ্কিত করতে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবানদেরই হয়তো ভয় হওয়া স্বাভাবিক। জাতীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে প্রবল বেগে নিত্য নাট্যচর্চা কিন্তু-কুমার চক্ষে পড়ছেন। সম্ভবত প্রস্তাবিত জাতীয় নাট্যশালা যদি সাহিত্য আকাদেমির পথেই চলে তাহলে তার সঙ্গে রবিগুরুর নাম জড়িত করার সমীচীনতা বিবেচ্যভুবে বিবেচ্য।

•

শুধু সাহিত্য আকাদেমির কথাই বলি কি। আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্ত পথই নিজেদের গোঁড়ামি এবং অবিবেচনায় আমরা কণ্টকিত করে রেখেছি। সেখান থেকে যা পাবার তার সকল সম্ভাবনা সম্বন্ধে রোধ করার চেষ্টায় ব্যস্ত।

প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতম শিক্ষালাভ করে যাঁরা বেরিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনকে বেরোনীগিরি অথবা উচ্চতর সরকারী কি বেসরকারী চাকুরীর উমেদারী করতে দেখা যায়। বাকি ২০ জন কলেজে এবং স্কুলে শিক্ষকতায় ব্রতী হন। এই পথ সুবিদলঙ্ঘিত। এঁদের মধ্যে যাঁরা গবেষণা করবেন তাঁদের বরাদ্দ অর্থ নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্য থেকে নতুন নতুন তত্ত্ব আহরণের দিকে জাতীয় শিক্ষা বিভাগের প্রবণতা অত্যন্তই ক্ষীণ, অথবা অন্য যে কারণেই হোক, গবেষণার অত্যন্ত অল্প সুযোগই তরুণ গবেষকবৃন্দ পেয়ে থাকেন। তাঁদের সপ্তাহে ১৫ থেকে ২১ ঘণ্টা মামুলী অধ্যাপনা করতে হয়। তার পরেও যে সময়টুকু তাঁদের হাতে থাকে তাতেও নই, সাময়িক পত্রিকা এবং লাইব্রেরীর অভাবে ফোটোস্ট্যাটও তাঁরা সদ্ব্যবহার করতে পারেন না।

তাঁর ফাঁকে বহু কৃতী ছাত্র বিদেশে চলে যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে আর ফিরে আসতে চাইছেন না। সেখানে তাঁর যেমনকার তুলনায় হয়তো খুব বেশি পান না, কিন্তু এখনকার তুলনায় নিশ্চয়ই অনেক বেশি পেয়ে থাকেন। এবং যাঁরা ফিরে আসেন প্রতিভার লাঞ্ছনা ও অনাদরের মধ্যেই তাঁদের দিন কাটে।

•

এদিকে মহল থেকে এঁদের উৎসাহ বলতে কোনো কালে কিছুমাত্র ছিলো বলে মনে হয় না। এখনো যা কিঞ্চিৎ তাই নিয়েই মাতৃভূমির সেবায় লেগে যাও। এঁরা তাঁর উত্তরে বলছেন, এঁদের অনুপযুক্ত বলেই তো বেশি টাকা বিজ্ঞানের উপর যাতে ফল সমস্ত পশ্চিমের দেশের সাধারণ সীমায় আসছে না। সেই রাজপথটুকু যদি সহজসাধ্য না হয়, যদি না পাওয়া যায় আবশ্যক বই, সাময়িক পত্রিকা, যন্ত্রপাতি এবং সেগুলিকে কাজে লাগাবার অবকাশ, তাহলে কাদের থেকে তাঁরা করবেন কি? কথাটা ধীরভাবে বিবেচনা করবার সময় এসেছে।

এদের অভিযোগ, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত মামুলী, বর্তমান কালের অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। পুরাতন শিক্ষকেরা এই ব্যবস্থার কল্যাণে শুধু জরাজীর্ণ জ্ঞানের রোমন্থন করে চলেন। বিভিন্ন বিভাগে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার চেয়ে স্বার্থগত রাজনীতিই প্রবল। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সেই চিরন্তন সংগ্রামের খেলা।

•

পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র আমাদের দেশের উপযোগী কিনা, প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। প্রশ্ন অসমীচীন নয়। কিন্তু প্রশিক্ষিত দল এখনও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের উপযুক্ত হতে পারেনি। জনসাধারণের অধিকাংশ জীবনযাত্রা, বিচার-বুদ্ধিও নয় এবং দুর্ভাগ্যও ক্রমশ বাড়ছে। সেজন্যে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ একান্তভাবে নির্ভর করে প্রত্যেক প্রদেশের উপর। সম্প্রতি বৃটিশ কমনওয়েলথ-মন্ত্রী মিঃ সি ডি এম এলেপোট বলেছেন: পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র তোমাদের কমপক্ষে সিভিল সার্ভিসের সহযোগেই ঠিক থাকতে এবং উন্নতি লাভ করতে পারে। আমাদের দেশের সরকারী চাকুরীদের কর্মদক্ষতা এবং সাধুতা—একেবারে ভিত্তি ছাড়াই খাড়া নেই, তবু অনস্বীকার্য।

কিন্তু করা যায় কি?

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলছেন সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারে কেন্দ্রীভূত না করে বিকেন্দ্রিত করা হোক। কেন্দ্রের ক্ষমতা ও ব্যয় হ্রাস করে রাজ্যসমূহের হাতে এবং রাজ্যের ক্ষমতা জেলাসমূহের হাতে ছড়িয়ে দেওয়া হোক। জেলাগুলিই ছোট ছোট স্বয়ং-সম্পূর্ণ কেন্দ্র হবে।

•

এও নতুন নয় এবং শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণই প্রথম বলছেন না। হয়তো আরও বহু শক্তি এবং সম্ভাবনা পরিবর্তন ঘটিয়ে এসে আবার নতুন করে এই প্রশ্ন তুলবেন। সেখানে সমস্যার সমাধান প্রবর্তিত হচ্ছে সমস্যাই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই একই যুক্তি উত্থাপিত হয়।

ছোট করা হলে ফল কি হতে পারে। কাজ বিকেন্দ্রিত হলেই যে তার ফল ভালো হয় একথা অন্তত আমাদের দেশের ডিষ্ট্রিক্ট-বিলিপার্লিটির দিকে চেয়ে স্বীকার করতে পারবো না কি? গ্রামের অবস্থা তো আরও দুরবস্থ। অশিক্ষার দিক দিয়েও, দুর্নীতির দিক দিয়েও। অল্প সময়ের মধ্যে একটা দেশ ও জাতিকে উন্নত করার জন্যে "সহজলভ্য একনকড়ায়" উপযোগিতার কথা অনেকে প্রচার করে থাকেন। কিন্তু এক-নায়ক তৈরি করার কি কোনো কারখানা আছে?

আসল কথা অশিক্ষা এবং দুর্নীতি। কোনো দেশে এই দুটির প্রাবল্য যতদিন থাকবে ততদিন কোনো তন্ত্রই কোনো কাজে আসবে না। আসল প্রশ্ন মনে হয়, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র এই দুটি প্রতিবন্ধক দূর করার শক্তি রাখে কি না।

# বিদেশিকী

শিকিং সরকারের যে-দীর্ঘ মেমোটি গত শনিবার দিল্লিস্থিত চৈনিক দূতাবাস থেকে প্রকাশ করা হয়েছে সেটি কয়েকদিন পূর্বে শিকিং-এ ভারতীয় দূতের হাতে দেওয়া হয়। মেমোটি ২৬ ডিসেম্বর তারিখের। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ চৌ এন-লাইকে লিখিত পণ্ডিত নেহরুর পত্র এবং ৪ঠা নভেম্বর ভারত সরকারের মোট সম্বন্ধে সম্পর্কে যে-সব ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ ছিল চীন সরকারের এই মেমো তার উত্তর। উত্তরে না বলে অস্বীকার করাই যেহেতুর ঠিক হবে। কারণ পণ্ডিত নেহরু এবং ভারত সরকারের প্রতি একটিও তথ্য বা যুক্তি চীন সরকার মানতে নি। চীন সরকারের কাছেনটি বড় দুঃখের একদিকে তাঁদের দাবি মতে স্পষ্ট—চীন মানুষ যা আজ করেছে চীনের পক্ষে তার অর্থ লক্ষাধিক বর্গমাইল ১২ হাজার বর্গমাইল নয়। মেমো অনুসারে ২৬ হাজার বর্গমাইল জমি ভারতকে ছাড়তে হয়। যেহেতু বিষয় সম্পর্কিত ১৯৫৭ সালের চুক্তিতে লাদাক ও ইসলামপুরের পুনর্নামকরণের ফলে যে-সব নির্দেশকের উল্লেখ আছে সেগুলিও চীনের অধিকারভুক্ত হবে। অর্থাৎ করতে হবে। অন্যদিকে ভারতকে মানতে হবে যে, সীমানা কোনোকালেই নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত ছিল না। প্রথমে সীমানা উল্লেখ করে যে-সব ঐতিহাসিক চুক্তি আছে তার সীমানা সম্পর্কের যে-সব চিহ্নগুলির ব্যবহার এবং প্রথা প্রচলিত আছে তার কোনটাই সঠিক নয়। এর অর্থ এই যে চীনের নিজেদের মতে যতটা চীনের একক দাবি করে নিয়েছে ততটা দূর পর্যন্ত যে-কোনো উপায়ে এগুবার স্বাধীনতা চীন সরকার রাখতে চাচ্ছেন। সেইজন্য সব সীমানাই অনির্দিষ্ট সীমানা কোনোদিনই নির্দিষ্ট ছিল না—এই কথা ভারত সরকারকে দিয়ে মানিয়ে নিতে শিকিং চাচ্ছে। কারণ তাহলে অদ্বৈতবাদের প্রয়োগ বা আলোচনা—যখন যেটা সুবিধা চীনা সরকার স্বার্থসাধনের জন্য সেই উপায় অবলম্বন করতে পারবেন। অতএব চীনা ম্যাপ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়েই শিকিং সরকার আলোচনার ভিত্তি হিসাবে মানতে রাজী নন। পণ্ডিত নেহরুর ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে এবং ভারত সরকারের ৬ঠা নভেম্বরের নোটে উল্লিখিত কোনো ঐতিহাসিক নজিরকে চীনা সরকার মানতে রাজী নন। ভারতের পক্ষে যা কিছু প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে সবই অসিদ্ধ বলে শিকিং সরকার নস্যাৎ করে দিতে চান।

অথচ এই অবস্থায় বলা হচ্ছে, দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাতের অবশ্যক মীমাংসা কীভাবে হতে পারে তার নীতি নির্ধারণের জন্য। কিন্তু চীনা সরকার যে-পথ নিয়েছেন তাতে হাঁটতে গেলে শিকিং-এর নিকট ভারত সরকারের আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া আর কী হতে পারে? পণ্ডিত নেহরু যদি এই অবস্থায় মিঃ চৌ এন-লাইয়ের সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব স্বীকার


সাম্প্রতিক প্রকাশনা

**সাগর-নগর** কুমারেশ ঘোষ ৩·৫০ ॥ **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ** (তৃতীয় খণ্ড) বিনয় ঘোষ ১২·০০ ॥ **অপারেশন** নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৬·০০ ॥ **রাজা ও মালিনী** রবীন্দ্রনাথ দাশ ৩·০০ ॥ **রবিতীর্থে** বিনায়ক সান্যাল ৪·০০ ॥ **মণিপদ্ম** সুবোধকুমার চক্রবর্তী ৪·০০

**বৃষ্টি, বৃষ্টি!** ॥ মনোজ বসু

রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের জীবনে যে উথালপাথাল। ফলে সুস্থির থাকতে দিন না ইতিহাসের অগ্রিগর্ভস্থ সন্তানে। তারই সঙ্গে সঙ্গে দুটি চরিত্রের নিরুত্তাপ নির্বিঘ্ন জীবনযাপনে আগমন। সমাজের সর্বশ্রেণীর সঙ্গে-সঙ্গে মনেক বন্ধন। তারই সঙ্গে উপন্যাস এই বন্ধন এবং মধু উপন্যাস। ॥ দুটি মূল্য ঃ ৬·০০ ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি

**দেবতাত্মা হিমালয়**

প্রথম খণ্ড (নবম মুদ্রণ) ৮·০০ দ্বিতীয় খণ্ড (পঞ্চম মুদ্রণ) ১০·০০

● ১৯৫৫-র গ্রন্থকার এই গ্রন্থে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ●

রাজনীতির কারণে যুগে যুগে মানুষে পরিবর্তন হয়। এ সমস্যা নতুন নয় এবং বহু প্রাচীন কালেও পৃথিবীর উপরিভাগে এরূপ ঘটেছে। ইতিহাসের বহু অধ্যায় অনুসন্ধানে জানা যায়। D. main's land বলতে কিছু নয়। কিন্তু কালক্রমে সেই যদি আপন ভাগ্য অধিবাসী বিস্মৃত হয়ে যায় পরবর্তীকালে ইতিহাস সেগুলি অসুবিধাজনক। কিন্তু ভারত পশ্চিম হিমবাহ বলা হয় এটি হিমালয়ের নিম্নে অতি পরবর্তী রাজনীতির থেকে চলেছে। এইরকমই ভারতবর্ষের পরবর্তীকে ঐতিহাসিকের ফলে যুগে-যুগান্তরকাল ধরে ভারত খণ্ডিত হচ্ছে এক এক টুকরো ভূখণ্ড নিয়ে গড়ে উঠছে বহির্ভারত। সত্য প্রেম ও আত্মসম্মানের উপর রয়েছে অসম লড়িয়ে থাকা ভালো। কিন্তু তার জন্য নাগরিকদের অধিকারের বিষয়ে করাটা রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

॥ উপন্যাস ॥

**বিদায়ক** তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২·৫০ ॥ **পঞ্চানন্দীর প্রাক্তি মানিক** বন্দ্যোপাধ্যায় ৩·০০ ॥ **কলঙ্ক** বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ২·৫০ ॥ **সংকট** সতীনাথ ভাদুড়ী ৩·৫০ ॥ **শিলালিপি** নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩·৫০ ॥ **সুখ-দুঃখের ঢেউ** নবেন্দুনাথ মিত্র ৪·০০ ॥ **বি. টি. রোডের ধারে** সমরেশ বসু ২·৫০ ॥ **জন্য নগর** সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৩·৫০ ॥ **বনমল্লিক** নারায়ণ সান্যাল ৪·০০

**বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড** ॥ কলকাতা - বারো

করে নেন তাহলে সেটা পিকিং-এর নিকট ভারত সরকারের রাজনৈতিক আত্মসমর্পণের সমিল হবে। গত দশ বছর ধরে পিকিং সরকার যে-নীতি অবলম্বন করে চলেছেন ভারত সরকার স্বেচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক তার পিছু পিছু যেতে বাধ্য হয়েছেন। চীনারা যখন অন্ধ্রবলে হিমতের অধিকার করতে এলো তখন পণ্ডিত নেহরু মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, তাতে তাঁকে গালাগাল খেতে হয়েছিল এবং পরে চীনাদের কার্যকে "আইনসম্মত" বলে ভারত সরকার মেনে নিয়ে ১৯৫৪ সালের চুক্তি করেন। তাতেও চীনাদের লক্ষিণাঞ্চলকে "অনুপ্রবিষ্ট" শেষ হয় না। এখন জানা যাচ্ছে যে, ভারত সরকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়ে আসছেন কয়েক বছর ধরেই, কিন্তু চীনারা তাতে কর্ণপাত না করে নিজেদের ইচ্ছামতো যা করার করে চলেছে। ভারত সরকার তাদের কাজে বাধা দিতে পারেন নি। এখনো পিকিং সরকার নিজেদের কোনো খুঁটি ছাড়তে নারাজ। পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, চীনারা এ পর্যন্ত যা করেছে সেটাকে ভারতকে দিয়ে "বৈধ" বলে স্বীকার করিয়ে নেওয়া। আশ্চর্য এই যে এই সঙ্গে এমন কোনো প্রতিশ্রুতিরও আভাস নেই যে, চীনারা যতদূর করেছে সেই পর্যন্ত দাঁড়ি টানতে তারা রাজী আছে। বরঞ্চ আরো এগুতে পারে এই ভয় দেখানোর আভাস পাওয়া যায়।

চীনাদের এই সাহসের কারণ কী? প্রধান কারণ এই যে, এপর্যন্ত চীনারা যা করে এসেছে তাতে তারা দেখেছে যে, ভারত সরকার কখনো কখনো প্রতিবাদ করলেও প্রতিবিধানে পিছু হটতে আরম্ভ করেন। আজ দশ বছরের মধ্যে এমন একটি ঘটনাও ঘটেনি যেখানে ভারত সরকার প্রতিবাদ করে সেইখানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অথবা চীনাদের মুখ কোনো জবরদস্তি ব্যবহারের সমুচিত উত্তর দিতে পেরেছেন। সুতরাং চীনাদের এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, ভারত যতদূর হটতে রাজী সে ততদূর থাকবে। গত দশ বছরে চীন কম্যুনিস্টরা যেকার করেছে এশিয়াতে সে কথা স্মরণ রাখা দরকার। এখানে সেইসব জায়গার কথা বলছি যেখানে বহুকাল চীন প্রভুত্বের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। হিমতের স্বাধীনতা লোপ করে তিব্বতে পরে, তারা চীনা সরকার গত দশ বছরের মধ্যে কতদূর এগিয়েছে সেকথা আলোচনা করলেই চীন নীতির প্রকৃত রূপ কী তা ধরা পড়বে। এইসব জায়গায় চীন আগে কখনো ছিল, কিন্তু সেইসব জায়গার অধিবাসীরা চীনের অধিকার কখনো স্বীকার করে নেয় নি অথবা আদৌ কখনো ছিল না। ছিল শুধু সে-সব অঞ্চল আজ চীনারা দখল করেছে বা দখল করতে প্রয়াসী হয়েছে সেসবের সঙ্গে হিন্দুত্বী ধর্ম ও কৃষ্টির কোনোরকম যোগাযোগ চীনদের সঙ্গে তখনকার কোনোরকম সম্পর্কই ছিল না। এইসব অঞ্চলে চীন দখল সম্ভবপরই দখল হতে পারে কিছু পরে না। হিমতের স্বাধীনতা লোপ চীনারা সম্প্রতি করেছে। যা চীনাদের আগে ভারত সরকার ধর্তব্য নাই ধরে তাহলেও একে বৈধ বলে স্বীকার করে নেওয়া ভারত সরকারের পক্ষে শক্তিহীনতা বলে গণ্য হবে। সেই অপরাধের শাস্তি এখন পেতে হচ্ছে। ভারত ও চীনের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, যে-সব জায়গায় চীনের প্রভুত্ব অনুপস্থিত হয়ে জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন তিব্বত, অথবা যে-সব জায়গা আগে কখনো চীনের অধীন ছিল না এইরকম বহু হাজার এবং তিব্বত ধরলে বহু লক্ষ বর্গ-মাইল ভূমি গত দশ বছরের মধ্যে চীনা কম্যুনিস্ট সরকার অন্ধ্রবলে দখল করেছে। সেই তুলনায় ভারত সরকারের অবস্থা হয়েছে এই যে, যে-সব কারণে ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা ছিল তারও হাজার হাজার বর্গ-মাইল ভূমি ভারতের এক্তিয়ার থেকে চীনা সরকার জোর এবং সঙ্গে সঙ্গে বার করে নিয়েছেন এবং এখন সেটাকে বৈধীকরণের চেষ্টায় আছেন—ভারত সরকারের সহযোগিতায়।

৩।১।৬০


● নূতন প্রকাশিত হইল ●

চিত্তগুপ্তের
**জীবন বিচিত্রা**
মূল্য ৩.০০

আদালতের কাঠগড়ায় ওরা বিচারাধীন আসামী। সভ্যতার রাজপথের এক দিগ্‌ভ্রান্ত যাত্রীদল। কিন্তু ওরা কেউ অপরাধী হয়ে জন্মায়নি। পরিবেশ আর পরিপার্শ্বিকের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে ওদের বিবেক হার মেনেছে। প্রেম আর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ওরা পরে পর্যায়ে নেমে গেছে।

এমনি একদল দিগ্‌ভ্রান্ত নরনারীর বিচিত্র জীবনের প্রতিচ্ছবি।

শরৎচন্দ্রের জীবনী নতুন করে লেখালেন
—আনন্দবাজার

এই প্রথম শরৎচন্দ্রের জীবন ও বাণীর পরিচয় সম্পর্কে একখানি যথাসম্ভব সম্পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশিত হলো
—যুগান্তর

রবীন্দ্র চক্রবর্তীর
**দরদী শরৎচন্দ্র**
মূল্য ৪.৫০ নঃ পঃ

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
**যমুনা-কী-তীর**
মূল্য ৩.০০

সদাস্মিতাময় প্রেমময় সহজ জীবনলেখা আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। হিন্দু ও মুসলমান— একজন প্রকৃতই শান্তির কুসুমকুমার আর একজন রক্তনীর রক্তনীগন্ধা। দুই প্রেমও আনন্দের পাশে বাঁধন ছড়াতে পারল কি?

● বসুধারা প্রকাশনী ●
৬২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রকাশিত হল
ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় রচিত
**দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ কবি ও নাট্যকার**
বাঙলা দেশের একটি কাল, বাঙলা সাহিত্যের একটি যুগ আর বাঙালীর রসরুচির বিশেষ একটি অধ্যায়ের পটভূমিতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিমানস ও নাট্যপ্রতিভার সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টর অব ফিলজফি পর্যায়ে মৌলিক গবেষণা-গ্রন্থরূপে স্বীকৃত। ॥ বারো টাকা ॥
সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড । ৯ রায়বাগান স্ট্রীট । কলকাতা ৬


(সি ১৭৪০)

# দশের কথা

**ডক্টর শশধর সিংহ**

বাঙলার মাটি, বাঙলার জল,
বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
হে ভগবান!

চিরদিন যে-মাটির বুকের কটিন এবং কোমলের ভেদ লেশ মাত্র নাই। এবার ধান-সম্পদ নিয়ে বাঙলা মায়ের কোলে ফিরে এসেছে। তখন এই যে, আপন ছাদের আলো-বায়ু বন্ধ, বাহিরের সঙ্গে ভালবাসা, যেখানে মাটি, আকাশ, বাতাস ও ফুলের স্পর্শে মনটি মন সুস্থ হয়ে উঠতে এবং আমার আমি পুনরায় নতুন উদ্যমে কর্মজীবনে ফিরে যেতে পারে।

ডাইনে এবং বাঁয়ে যত আলো সব সময়েই দেখতে পাচ্ছি, তা এখনও পূর্ণ হয় না। ডাইনামো এখনো শেষ হয়নি, সবটুকু শক্তি এখনো ব্যবহার হতে পারছে না। অনেক কাজ এখনো ইলেকট্রিক বাতির জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তেমনি অনেক লোকের উপকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাদের সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলা।

যে-মাটি আমাদের জন্য এমন বাঙলার মধ্যে গড়ে এসেছে। বাঙলার ঝিনুক, শামুক, কাঁকড়া ও কুমীর শুকনো মাটি হয়ে আছে। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা উনবিংশ শতাব্দীতে ডাইনের দলে ছোটো—ঝিনুক, শামুক, কাঁকড়া ও কুমীর যে কাজ রেখে গেছেন এখন তার ফল ফলেছে। আমাদের হাতে পূর্ণ হবার সৌভাগ্য হয়েছে।

ডাইনামোর স্পর্শমণিতে ও নবজীবনে বাঙলা দেশের বহুমূল্য ধন কে অবশ্যই বলতে পারবে। অনেকে এবং ভক্তদের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে এদের সংখ্যা কম নয়, বাঙলা দেশের এই ধনকে অবশ্যই করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। এর জন্য আমরা ক্ষোভ করব না। কিন্তু ডাইনামোকে এঁরা নকল ইতিহাসের ভিতরে স্থাপন করে এঁরা ইতিহাসের সম্মানকে অপমান করতে পারবেন কি?

শৈশবে আমরা স্বাধীনতার রূপ কখনই না দেখেছি। তখন আমরা ডাইনামো ও


নব্য প্রকাশন

**পঞ্চাশ্মহল**
আশাপূর্ণা দেবী
সিগ্নেট সিরিজ পেপারব্যাক
মোহন প্রকাশ : দাম ৪.০০

সম্প্রতিক প্রকাশন

| | | |
|---|---|---|
| **তীর্থভূমি** | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪.৫০ |
| **অগ্নিসাক্ষী** | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৫.৫০ |
| **নীলাঞ্জনছায়া** | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩.০০ |
| **দুটি চোখ দুটি মন** | ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ | ৪.৫০ |
| **ইষ্ট কুটুম** | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৫.৫০ |
| **মন মানে না** | ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ | ৩.৭৫ |
| **শুক্লসন্ধ্যা** | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৫.০০ |
| **মুখের রেখা** | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৫.০০ |
| **একান্ত আপন** | ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪.০০ |

ছোটদের বই

| | | |
|---|---|---|
| রহস্য চোরেরা | জাপান ভ্রমণ (৬৫ পৃঃ) | ৫.৫০ |
| | কথাকলি (৬২ পৃঃ) | ৫.০০ |
| সুবোধ ঘোষ | পলাশের নেশা (৬২ পৃঃ) | ৫.৫০ |
| মুক্তিযুদ্ধ আর ৫ বছর | স্বপ্নপুরে (৬৫ পৃঃ) | ৫.৫০ |
| সমরেশ বসু | কৃষ্ণা (৬২ পৃঃ) | ৫.০০ |
| নিরঞ্জনন্দ মুখোপাধ্যায় | ধরাবরণ (৬২ পৃঃ) | ২.৭৫ |
| সমরেন্দ্রকুমার ঘোষ | পরমাণু | ৫.৫০ |
| | ঃ উপন্যাস ঃ | |
| তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | রাধা (৬৫ পৃঃ) | ৫.০০ |
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | জন্মদিনে | ৫.০০ |
| শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | জনপদবধূ (৬২ পৃঃ) | ৫.৫০ |
| প্রবোধ | কালচাঁদের কালিবাড়ী (৬৫ পৃঃ) | ৫.০০ |
| বিমলকর মুখোপাধ্যায় | ঝড়পুলা | ৫.০০ |
| লীলা মজুমদার | চীনে লণ্ঠন (৬২ পৃঃ) | ৫.৫০ |
| নরেন্দ্র দেব | আমার জীবন হল (৬২ পৃঃ) | ৫.৫০ |
| শৈলজা বসু | বন্যাশ্রী (৬২ পৃঃ) | ৫.০০ |
| সুবোধ ঘোষ | ধূপছায়ার (৬২ পৃঃ) | ৫.০০ |
| | ঃ রম্যরচনা ঃ | |
| সৈয়দ মুজতবা আলী | ধূপছায়া (৬৩ পৃঃ) | ৫.০০ |
| | ঃ অনুবাদ সাহিত্য ঃ | |
| আলেকজান্ডার দ্যুমা | মুকুটকে ধন | ৫.০০ |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | মাটির আহ্বান | ২.৫০ |

প্রকাশের অপেক্ষায়

গল্প ছাড়া ভ্রমণের সর্বাঙ্গীন চিত্তাকর্ষক ও তথ্যবহুল চিত্তমর্মণ করবে

**সা ম্রি ধা**

পাহাড় জীবনের খুঁটি আলেখ্য

কবিশেখর কালিদাস রায়ের
ছোটদের জন্য লেখা
**গ্রীষ্ম বাসর**
সমাদর প্রকাশের
বিভিন্নমুখের সুন্দর বিবরণ

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২

বাঙলার মধ্যে কোন তফাত করিনি, ভারতবর্ষকে আমরা সব সময়েই বাঙলারই এক বৃহত্তর রূপ বলে ধরে নিয়েছিলাম এবং এখনও তা করি।

আমাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে বাঙলারও স্বাধীনতা আসবে, ভারত-মায়ের মুখে হাসি ফুটবে, বাঙলা মায়ের মুখেও হাসি দেখতে পাব। ভারতের অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষদের দুঃখ অবসান হলে বাঙলার নরনারীদেরও দুঃখ ঘুচবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হলে বাঙলার ছেলেমেয়েদেরও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। এই ব্যাপারে কোন মতদ্বৈধ হতে পারে তা আমাদের কল্পনাতীত ছিল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলারও স্বাধীনতা এসেছে। এতে করে আমাদের স্বাধীনতা-স্বপনের এক অংশ যে ফলেছে, তা অস্বীকার করব না; কিন্তু কে বলবে যে, এতে করে বাঙলা বা বাঙালী জাতির দুঃখ ঘুচেছে বা বাঙলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়েছে? বাঙলার অবস্থা যে ক্রমশই মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে চলেছে চারিদিকে নৈরাশ্যের ছবি ঘনিয়ে উঠেছে আপনার কথা তো বড় শুনি না, অনেক দিন পর বিদেশ থেকে এসে বাঙলার এই নিদারুণ চিত্রই প্রথমে চোখে পড়ে এবং তা দেখে গভীরভাবে পীড়া বোধ করি।

বাঙলার এমন অবস্থা কেন হল এই প্রশ্নটাই বারবার মনে জাগে।

একটা কথা মানতেই হবে যে, বাঙলা দেশে আজ গভীর সমস্যার সম্মুখীন। বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে রাখা দরকার যে, এই সমস্যার সমাধান সমগ্র বাঙালী জাতির ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতীত সম্ভব হবে না বা একদিনেও হবে না। পরের মুখাপেক্ষী হয়ে কখনই আমাদের মুক্তি আসবে না। বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রের অগ্নিপরীক্ষায় যদি বাঙালী জাতি অবলীলায় উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়, তবে বাঙলার জটিল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক সমস্যার সমাধান হবেই ও বাঙলার ভবিষ্যৎ পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তখন বাইরের কোন বাধা বাঙলার উন্নতির পথে দাঁড়াতে পারবে না।

বাঙলার সঙ্কটের অবসান হবেই, কিন্তু এই পরিবর্তন সময় ও কঠিন প্রচেষ্টাসাপেক্ষ।

এখন দেখা যাক বাঙলার সমস্যার স্বরূপটা কি।

বলা বাহুল্য জীবনের অধিকাংশ সমস্যার মত বাঙলা দেশের সমস্যারও দুটো অর্থাৎ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দিক আছে। স্বভাবতই বাইরের দিকটা প্রথমেই চোখে পড়ে এবং এই দিকটা দেখতে শুনতে সহজ বলেই তাকে অতিক্রম করার কথা কেন গভীর চিন্তা বা বিশ্লেষণ-শক্তির প্রয়োজন হয় না, অথচ আমাদের জাতিসত্তার ভবিষ্যৎ প্রগতি এই অবস্থার সম্পূর্ণ সমাধান নিয়ে আসে না।

এ-ও কি করে অস্বীকার করি যে আমাদের জাতীয় সমস্যার একটা সহজ বাহ্য রূপ আছে বলেই আমরা এর জটিল অন্তঃ সত্তাটির দিকটা দেখতে চাই না বা চাইলেও তার অনুযায়ী প্রয়াস করতে বিমুখ হই।

আমাদের বর্তমান অবস্থার কিছু উপরের দিকে আলোকপাত করলে পরে বিষয়টি ও জাতীয় জীবনের কিছু আমাদের নিকটে অনেক পরিমাণে কমে যায় সত্য কিন্তু এতে করে যে বাঙলার বা বাঙালী সমস্যার কোন সমাধান হয় না বা হতে পারে না তা একবারও ভেবে দেখি কি?

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বাঙলার বর্তমান ভাগ্য বিপর্যয়ের যে একটা প্রধান কারণ সেই সম্বন্ধে সবলেই একমত হবেন। আবেক-বারও যে বাঙলাকে ভাগ করা হয়েছিল, কিন্তু তা হয়ে টিকল না। বারবারই সমবেত চেষ্টাতেই ইংরেজদের এই অবিচারকে নাকচ করা হয়েছিল, এবার কেন হল না এবং বঙ্গ ভঙ্গ জাতির বিভাগের জন্য আমাদের নেতারা কি পরিমাণে দায়ী, তার সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় এখনও হয়নি, এক সময় না এক সময় এর সুবিচার আসবে।

মুসলমান আক্রমণের ইতিহাস ইংরেজ ঐতিহাসিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এবং ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করেছে। তাঁদের বাঙলার ইতিহাস থেকে তাঁরা এবং আমরা খুব নিঃসন্দেহে এই যে ভারত বিভাগের বেদনা বহিঃপ্রকাশের কারণ ছিল না। আমরা সবাই মিলে দেশের শাসন ব্যবস্থার আমূল কিছুদিনের জন্য বিপর্যয় করে, তাহলে আমাদের সমস্যার এই বড় সমস্যার সমাধান ঘটতে পারত।

ক্ষুদ্র সংখ্যক ইংরেজদের যে ভারতের সর্বাধিনায়ক হয়ে বসবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তার কারণ ছিল ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের অভাব। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এই সত্যটুকু সর্বপ্রকারে প্রমাণিত করে গেছেন।

আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিলুপ্তি ও নূতন আকারে বিলুপ্তি করে ভারতবর্ষে প্রবেশের চেষ্টা করছে। আমাদের চোখও এবারে খুলে যাওয়া উচিত। আমাদের নেতাদের সম্মিলনের সুযোগ দিয়ে বিলুপ্তি সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ হয়।

আফ্রিকার নেগ্রোদিগের মধ্যেও এরা ভিন্ন ভাব সৃষ্টি করেছে। সেখানে মুসলমান আক্রমণের মধ্যে বিরোধ ছিল কিন্তু ইংরেজ সেখানে তাদের ছেলেদীক্ষা প্রচারে সমর্থ হয়নি।

এখানে আরেকটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশের ও বাইরের ও মুসলিম জাতীয়তার নেতারা কোনদিনই এদেরে ভেদবিভেদের কথা, তাদের ভাগ করে মুসলমান বা হিন্দু প্রাধান্যের কোনই উপকার হবে না, এমনকি তারা বলিও হয়েছিলেন সম্মিলিত ভারতে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে। কেন পরিবর্তন বা তার আলোচনা এখানে করব না কিন্তু করা দরকার, অন্তত ইতিহাসের খাতিরে।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় নেতৃত্বের বাঙলার প্রতি ঔদাসিন্য বা অবহেলা নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এটাও যে ভারত বিভাগের একটা কারণ হতে পারে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। সে যাই হোক, বর্তমান ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপের সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তারা জানেন যে, ভারতীয় নেতৃত্ব আজও এবিষয়ে

নতুন বছরের নতুন বই

নীহার রঞ্জন গুপ্তের

সর্ববৃহৎ উপন্যাস

পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর

॥ আট টাকা ॥

আর, এন চ্যাটার্জী এণ্ড কোং

২৩, নির্মল চন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অনেকক্ষেত্রে ইংরেজ অফিসের ভেতরটাই অন্ধকার করে রেখেছেন। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, তাঁরা অনেকেই বাংলাদেশকে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করে দেখেন এবং করেন বলেই বাংলার প্রতি এদের সহিতাকাঙ্ক্ষের যেন শেষ নেই। এই অপেক্ষাকৃত অল্প যে খানিকটা ঈর্ষা ও বর্তমান আছে তা যেন বুঝা যায়।

সিমিটে বাংলাকে প্রথম শ্রেণী বলে একটা ফাঁকা, কেন্দ্রীয় মেরেদের মতো ওদের এবং তাদের যে, এই শ্রেণী হইতে কয়েক করা হল।

এই অনেকের যে বাংলার প্রতি সুবিচার প্রতি ঔদাসিন্য বা অবহেলার একটা বিশেষ কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে সেটা কারণ নয়।

আসলে বাংলা যে সবের উপর যেন কেন করে একটি সাম্রাজ্যবাদীদের সাধিত ভাবধারা করবে না। বস্তুত যেন সকলের প্রতি এইরূপ অনেকের দেখা যায় বাঙালীর। তারা তাদের নিজের ভেতরটাই উপরে হয়ে সব কিছু ছাড়িয়ে উঠেছে।

বহু মহাত্মাদের পর পরিবারের নিজের পরিচয় ভারতীয় ঐতিহ্য যে, হয়ে আছে তাদের ছাড়া যেন নিজেদের ভারতের সঙ্গে তিনি হয়ে হয়েছে। এইরূপ তাদের সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের নিজের ভেতরটাই উপরে হয়ে সব কিছু ছাড়িয়ে উঠেছে।

এই ধরনের পরিবারের নিজের পরিচয় ভারতীয় ঐতিহ্য যে, হয়ে আছে তাদের ছাড়া যেন নিজেদের ভারতের সঙ্গে তিনি হয়ে হয়েছে। এইরূপ তাদের সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের নিজের ভেতরটাই উপরে হয়ে সব কিছু ছাড়িয়ে উঠেছে।

এই ধরনের পরিবারের নিজের পরিচয় ভারতীয় ঐতিহ্য যে, হয়ে আছে তাদের ছাড়া যেন নিজেদের ভারতের সঙ্গে তিনি হয়ে হয়েছে। এইরূপ তাদের সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের নিজের ভেতরটাই উপরে হয়ে সব কিছু ছাড়িয়ে উঠেছে।

এই ধরনের পরিবারের নিজের পরিচয় ভারতীয় ঐতিহ্য যে, হয়ে আছে তাদের ছাড়া যেন নিজেদের ভারতের সঙ্গে তিনি হয়ে হয়েছে। এইরূপ তাদের সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের নিজের ভেতরটাই উপরে হয়ে সব কিছু ছাড়িয়ে উঠেছে।


আগামী নতুন বই

৺ শ্রীজলধরের অপ্রকাশিত সম্পাদিত
বাংলার প্রথম সামাজিক নাটক

প্রথম অভিনেতৃবৃন্দ পরে পত্রপ্রকাশিত

রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

কুবের-কুন্ত-সর্বস্ব ৩৲

দীনবন্ধু মিত্রের

নীল দর্পণ ৩॥

সর্বস্ব প্রকাশনী : ২৬১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৫। পরিবেশক : বসুমতী প্রকাশনী, ৫-১০৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

(বি ১৬৭৩)


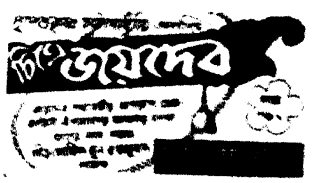



কিরণ মৈত্রের
নতুন নাটক
মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন-রসাশ্রিত
নিখুঁত আলেখ্য

চোরা-বালি ২৲

একটি সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের ট্রাজেডি-নিবিড় দিন-আমলের সুখ-দুঃখের কাহিনী।

সিটি বুক এজেন্সী
৬১, কর্ণওয়ালিস রো স্ট্রীট, কলি-৬



মাথার ঠাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২০ বৎসর কাজ ও ছেঁড়োগ-আক্রান্ত রোগীদের শরীর প্রতি দিন প্রাতে ৯ হইতে ১টার মধ্যে ও প্রতি শনিবার ৫ রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টার মধ্যে করুন।
৩৭ এলগিন রোড কলিকাতা।

(বি ১৮১৮)

# দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

আমি তো বলি চীনকে আমাদের দু হাত তুলে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। সে আমাদের পররাষ্ট্রনীতিবিলাস অ আ ক খ শেখাতে শুরু করেছে সবে, স্বাধীনতার মাত্র বছর বারো পরে। এটাকে অ্যাডাল্ট এডুকেশন বলবারও প্রয়োজন নেই; এ-বিদ্যায় পাঠারম্ভের বয়ো প্রশস্ত বয়স। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শৈশব মধুর হওয়াই বিধেয়; নেহরু সে-ব্যবস্থা করে-ছিলেন বলে তাঁকে যাঁরা ফৌজদারী কোনো ধারায় সোপর্দ করতে উদ্যত, আমি তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে অক্ষম। তাঁর বৈদেশিক নীতির প্রকাশ্য ব্যাখ্যানে অপাতদৃশ্য ত্রুটি পুরোপুরি অনুপস্থিত নয়, কিন্তু তার বস্তুতর রূপায়ণ ও প্রত্যক্ষ প্রয়োগের সমালোচনার অধিকার তাঁরই আছে যিনি বিকল্প পন্থার সন্ধান দিতে সমর্থ এবং দেখাতে পারেন যে তাঁর নীতি নেহরু অনুসৃত নীতির চাইতে কার্যত অধিকতর ফলপ্রসূ ও নাস্তত সম্পাতহর হত। এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইনি, অন্যদেরও না। বর্তমান সঙ্কট—যার অন্ত নীঘ্র হবে—বিশ্লেষণ করে তার থেকে বহু শিক্ষা আহরণ করবার আছে। সঙ্কটের শ্রেষ্ঠ আলোচনা বার্থ হবে পণ্ডিতসুলভ বিষয়ে আর ক্লীব বিদ্বেষে।

এমন অকীর্তির মধ্যে লক্ষ্যের পরিবর্তন প্রশ্ন যে নেহরুর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, কেননা স্বপ্নটি ছিল একাধারে সজ্ঞান ও মহান। নেহরু ইতিহাস পড়েছেন। জানতেন, য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য বহুল অন্তত এশিয়ার যা আছে তার চেয়ে অনেক বেশী। তবু য়ুরোপ এক হোলো কই, কবে? রোমান সাম্রাজ্য থেকে নেপোলিয়ন হয়ে হিটলার কম্যই চেষ্টা কম হয়নি, অথচ য়ুরোপের ইতিহাস সহস্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। য়ুরোপীয় মানস বলে একটা বস্তুর সন্ধান মাঝে মাঝে মেলে একজন গোটে বা আঁদ্রে জিদের মধ্যে, কিন্তু রাজনীতিক জাতীয়তা-বোধের বেড়া উঁচু আর কম্যা। তুলনায় এশিয়ার নানা অংশের মধ্যে মৌলিক পরিচয়ও নেই বললে চলে। কা সত্ত্বও নেহরু চেষ্টা করলেন এক এশিয়ার জন্য, তার সঙ্গে জুড়তে চাইলেন আফ্রিকা। ঋও জওনের মতে ভালোবাসার মধ্যে নয়, শুধু মাথে আর মনে। প্রেম নিয়ে। চীন কলম্বাস কলম্বাসের বলে নেহরুকে গাল দেখে ভারতীয় ঐতিহ্যের কোন শিক্ষার নির্দেশে? একথাও সত্য নয় যে নেহরু তাঁর করুণ ভুলোনো বলেননি। সম্প্রতি প্রতিরক্ষা বিভাগের খরচা কমেনি, বেড়েছে।

*

নেহরু নিজে কবুল করেছেন, চীন-ভারত মৈত্রীর আশায় তিনি সময়মতো সব তথ্য প্রকাশ করেননি। এটা অস্বাভাবিক নয় কূটনীতিতে। যাঁরা নেহরুর কর্মপদ্ধতিতে রাজনীতিক মূলধনের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা কিন্তু একবারও বলেননি চীনা আক্রমণের সংবাদ পূর্বাহ্নে প্রচারিত হলে কার কী লাভ—বা ক্ষতি—হতো। দেশের প্রতিক্রিয়া এখন তো প্রত্যক্ষ। এখানে সভা, কোনো কোনো সভয় গুন্ডামি, অর্থ প্রায় সর্বত্র পরম বুদ্ধি। আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য দূরে নেহরুর অজানা নয়। আমাদের বর্বরতার পরিমাণও তিনি নিয়ন্ত্রণের গত চল্লিশ বছর ধরে। একটিমাত্র যখন গুলিয়ে বোমা পড়ল কলকাতায় তখন হাওড়া স্টেশনের ভীড় আমি দেখেছি। ছেচল্লিশের সন্ধ্যায় পড়ার নীচে ছেলেদের দেখেছি চলন্ত ট্রেনে ঝুলে ঝিমুতে—ঘরে ঘুমাতে। শহরতলীর পুরিয়েদে বরং এমন বর্বরের মূলা খুব বেশী নয় নিশ্চাই। সম্ভিত কৌমের সভ্যতর ভারতীয় ইতিহাসে একেবারে অজ্ঞাত নয়। টিবেতিয়ানের ঝিল যার প্রমাণ দিয়েছে তাদের ভাষা বলে কে? কিন্তু আমাদের সমাজের বক্ষমাত্রের পরিচয় সম্প্রতিক ইতিহাসে নেই। এবং নিজেদের কাছে স্বীকার না করলে আমরা বিশেষ এগুব না, বড়জোর বড় রাষ্ট্র চীন হোক না।

নিজেই ভবিষ্যতে দেশের সর্বসম্মত সরকার তার আমাদের সেনাবাহিনীর দুজনই থাকবে। সাধারণের প্রত্যক্ষ করণীয় সমানা, গঠন সৈনিকদের বহনে বল দেবার নয় আমাদের। সেনার দৃষ্টি নিম্ন নেবার নয়। নিতে হবে সপক্ষ আপন ক্ষেত্রে কঠোরের কাজ নিয়ে। আমরা এই সহজ সত্যটা এখনো সবটা বিশ্বিন যে আধুনিক যুদ্ধে সৈনিকের ভূমিকাটা একমাত্র নয়—যদিও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যদি তিন হাজার অফিসারের ঘাটতি থাকে (যা রক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণমেনন বলেছেন) তাহলে তা থেকে আমাদের যুদ্ধবাজতা সূচিত হয় না। সরকারী অফিসে যে কেরানী ফাইল ধরে রাখল, ইস্কুলে যে মাস্টার ফাঁকি দিল, কারখানায় যে-কর্মী ঢিলে হোলো—এরা সবাই ভাঙি গঠনে দেরীর জন্য দায়ী। আমাদের মধ্যে কজন বুকে হাত দিয়ে বলবেন যে আমরা কখনো ফাঁকি দিইনি? তারপর চীনকে গাল দিয়ে লাভ কী?

*

আমার ধারণা নেহরুর পররাষ্ট্রনীতি আদৌ ব্যর্থ হয়নি, যদিও পাশ্চাত্যের অনেকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কোনো কোনো ভারতীয়ও বলছেন—আই টোল্ড য়ু সো। আজকের গোলমালের তারিখ চার বছর এগিয়ে নিলে কী উপকার হত? কোনো সঙ্গে নয় না লেখানোয় কার সম্মুখ ভাবত হারিয়েছে? কার কাছ থেকে আমরা অর্থ সাহায্য পাইনি? অন্য অন্য যে কোনো পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করলে ভারতীয় মর্মান্তিকতা অক্ষুণ্ণ থাকতো না। আমরা গত কয়েক বছর সময় খেলেছি—এর সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছি কিনা তা অন্য প্রশ্ন। বিশ্লেষণের। এদিকে ভারতীয় সমাজের কাছে মোটামুটি অবকাশ রইল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তনের। আইসেনহাওয়ার ভবনে এসে আলোচনা হয়তো আবার আসবেন। পশ্চিম জগৎ আজ যদি চীন সম্বন্ধে সচিবে খোঁজ থাকে, তার ইতিহাস ভবনেই নিহিত। ইতিহাসে কী হয়েছে বা হয়নি তার খবর যে জানতো নেহরুকি মানব না হলে। এশিয়া ও আফ্রিকার বিশেষজ্ঞদের চীনের জনসংখ্যা যদি দুশ বছর থাকে তার হয় জন্য ভাবার সময়—ভিক্টোরিয়ার এই ইতিহাস অজানা নয়। ভিক্টর নিজেকে ভিক্টোরিয়া করলে যে কোন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন নিশ্চিন্ত হতে পারত করে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারত-চীন বিরোধ বস্তুত একটা খণ্ডযুদ্ধ আর নয়। সমস্যার সমাধান পুরোপুরি চীন বা ভারত, কারুর উপরেই নির্ভর করে না। কার উপর করবে তা এখন বলা অসম্ভবীন হবে। আমার আক্ষেপ শুধু এই যে, বাইরের বিপদের সম্মুখীন হয়ে ভারতের ঐক্যের যে-সম্ভাবনা ছিল দেশের সম্মুখে তার আভাস দেখা দিল অস্পষ্ট। সরকারের—এবং নেহরুর—ত্রুটি অসংখ্য। কিন্তু এ কোন সরকার যে একটা দেশের সরকার সে দেশের অধিবাসীদের থেকে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন ও জ্ঞেয় হবে? আগে সরকার বিচ্ছিন্নতায় ছিল, তখন দেশের মধ্যে ভাবনিক ঐক্যের প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকর ছিল না। সে সরকারের কাছে চাঁদা চাওয়া যেত, না দেখে জল দেওয়া যেত। আজকের সরকারের মনিব তুমি বা আমি—আমার মতো বা তোমার ভাবনে। তার গায়ের রঙ শুধু এক নয়, মনেরও। উত্তর সিকিমে চলাচলের অধিকারের এই সোজা কথাটাও আমাদের বোধগম্য হলো না, আর তাই সরকার ও দেশবাসীর মধ্যে সৃষ্ট হলো বৃহৎ ব্যবধান। আর ব্যবধান লোপ পেতে চলল দেশ আর দেশের বহির্গত শত্রুর অবস্থানের মধ্যে।

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

॥ দুই ॥

সেই অন্ধকার চাপা স্যাঁতসেঁতে ঘরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তখন সেন সাহেব হঠাৎ যেন নিজেকে ঘোষণা করতে চাইলেন। যেন কেউ না বুঝতে পারে। নিজেকে। নিজেকে বুঝি পরীক্ষা করছেন। কঠিন কোনও কাজের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন করে মানুষ নিজের ক্ষমতাকে যাচাই করে নেয়, তেমনি করে তিনি নিজেকে পরীক্ষা করছিলেন। হয়তো নিজের ওপরে নিজেরই বিশ্বাস ছিল না। তাই বার বার নিজেকে শুধোচ্ছিলেন—পারবে তো? পারবে তো? তিনি নিজেই হয়তো ভাবছিলেন—এ কি সত্যি? এই যে সেদিন, এই কিছুক্ষণ আগে সাহেব যা বলে গেলেন, সেটা কি সত্যি? সত্যি কি সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল? সেই কলকাতার মধ্যিখানে ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ ঐশ্বর্যের কাঙাল ঈশ্বর পালধী যেন সত্যিই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল? সেই ঈশ্বর পালধী যেন সত্যিই তাঁকে ডেকে বললে—তুমি আমার বড় অভিমান জানো? আমি যেদিন পেট ভরে ভাত খেতে পাই না, সেদিন আমি কাউকে বলি না সে-কথা। কাউকে আমি বলতে পারি না। বলতে আমার লজ্জা করে। সেদিন আমি হরিসভাতে ইস্কুলে যাই। খিদের আমার পেট চোঁ চোঁ করে। হারাধনের বড়লোক, ওদের বাড়ি থেকে চাকর আসে ওর জন্যে খাবার নিতে। একটা কাঁসার গ্লাসে ভাকা দেওয়া গরম দুধ, আর একটা কাঁটাওলা সুন্দর রসগোল্লা।

হারাণ বলতো—এই পাঁচু, খাবি?

ওর চাকরটা আমার দিকে কটমট করে চেয়ে দেখতো।

আমি বলতাম—না, আমার পেট ভর্তি—

তোমরাও কেউ জানতে না, পঙ্কজ তোমরাও কেউ জানতে না। শুধু জানতাম আমি আর আমার বিধবা মা। মনে আছে তোমরা সেই বৃন্দাবন এস কলকাতার, ইস্কুলের প্রাইজের স্কলারশিপ একটা করে পেয়েছিলে, একটা ঘড়ি আর একটা ছোট্ট লক-কাটা ছাতা ইউনিফর্ম-জামার সিলভার-ফিতে। তখনও তোমরা আসোনি লক্ষ্মীপুর, বৃষ্টিও আসেনি সবুজও আসেনি। মনে আছে আমি সেই কলকাতায় তার কলকাতা যেতে পারিনি। লুকিয়ে বাড়ি নিয়ে হাজিরা মাকে দেখাবার জন্যে। হেডস্যার লক্ষ্মীপুরের সাদা দেখে। সে দুটো আমাকে এক রকম জোর করেই কেড়ে নিয়ে


এ-কালের এক জনন্য সাহিত্যকীর্তি

**ভারত প্রেমকথা**

শ্রীসুবোধ ঘোষ

মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য তার অজস্র প্রেমকাহিনী। সে-প্রেম মানবিক, তবু স্বর্গীয়; বেদনার্ত, তবু আনন্দময়; বিচ্ছেদে মলিন হয়েও মিলনে মধুর।

'ভারত প্রেমকথা' প্রেম ও প্রণয়ের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ। আঙ্গিকের নূতনত্বে, কাহিনীর মনোহারিত্বে ও ভাষার গৌরবে এক ক্লাসিক সৃষ্টির নিদর্শন।

'ভারত প্রেমকথা' শুধু নতুন সাহিত্যকীর্তি নয়, আমাদের চিরন্তন মানসসভ্যতার নবোদ্ঘাটন।

— মোট কুড়িটি গল্পের সংকলন —

দাম : ছয় টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

বললে—দে, আমাকে দে—

আমি বলেছিলাম—বা রে, ওটা আমি মাকে দেখাব বলে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি দে——

কিন্তু তার গায়ের জোরের সঙ্গে আমি পারিনি সেদিন। সে কেড়ে নিয়েছিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গিয়েছিলাম। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। সান্ত্বনা দিয়েছিল। বুঝিয়েছিল—সংসারে সবাই লক্ষ্মণ নয়, সংসারে ভালো লোকও আছে। এমন লোকও আছে যারা কেড়ে নেয় না, ফাঁকি দেয়। প্রাণ ভরে দেয়। নিয়েই যারা সুখ পায়। মা-ই বুঝিয়েছিল—বড় হতে চেষ্টা করো তুমি, ভালো হতে চেষ্টা করো তুমি—তখন সকলে তোমায় ভালোবাসবে, সকলে তোমায় শ্রদ্ধা করবে। তা হলেই সুখ পাবে, শান্তি পাবে। সেই দিন থেকে কেবল বড় হতেই চেষ্টা করেছি, ভালো হতেই চেষ্টা করেছি। কিন্তু সুখ?

কিন্তু মার কথা তো একেবারে মিথ্যা হয় না। সেই লক্ষ্মণই একদিন আবার আমার কাছেই এসেছিল। তখন লক্ষ্মণের অনেক বয়স হয়েছে। আমার কাছে চাকরি চাইতে এসেছিল সে। আমি চাকরি দিয়েছিলাম তাকে। এখনও ডেসপ্যাচ সেকশনে কাজ করছে সে। আমাকে এখন সে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। আমাকে সেন সাহেব বলে ডাকে।

তারপর সেই জনবহুল ভিক্টোরিয়া স্মারকের ওপর চলতে চলতে সঁপিকরের সব মনে পড়তে লাগল আবার। এই বালিগঞ্জ স্টেশন, এই চৌরঙ্গি, এই সেনহাটপুর, কালিঘাট, বজবজ—এখানে সবাই তাকে সেন-সাহেব বলেই জানে। যখন সবাই সেলাম করে, নমস্কার করে, তখন হাসি পায়। একদিন ওই ঘোষাল-সাহেবের মত ঈশ্বর গাঙ্গুলি সেলাম চণ্ডীচরণও তাকে গেট-আউট বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

স্টেশনমাস্টার থেকে নমস্কার সমস্ত অমুরূপকর বলেছিল—এখন কোথায় চললে সেন, এই বৃষ্টির মধ্যে?

সত্যি, এই বৃষ্টিটাই যেমন যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে দিলে। সব যেন এক নিমেষে ওলট-পালট করে দিলে। অন্ধকারের রঙ-মুছি, সেন, সবই স্টেশনমাস্টার স্টেশনের সঙ্গে আবার যোগাযোগটা ফিরে গেল। সেন পড়লো কবে, এই সেন সাহেব। আজ এক বছর পর প্রমোশন নিয়ে কলকাতায় এসেছে সেই কলকাতা। এতদিন এই কলকাতার বাড়ির সঙ্গে সেন জড়িয়ে গিয়েছিল। আবার এতদিন পরে সেই সব কলকাতায় সেনসাহেব ফিরে এসেছে সকলে আউটার সিগন্যালের কাছ থেকে বিদায় দিলে। যেন মিটি মিটি করে চাইছে তার দিকে। যেন কী ইঙ্গিত করছে। এ সব আলোকিত তার। একদিন চাকরির জন্যে সকল কর্মকর্তাদেরই দেখা পাবার জন্যে কতদিন কতবার সেলাম ঠুকে বসে রয়েছে। সঁপিকরের সেদিন তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় নি। সবাই জানে সেন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে ডেপুটি-ডিপার্টমেন্টের কর্তা। তারপর সেখান থেকে লক্ষ্মীনারায়ণপুর, কারখানা, কারখানা হয়ে তারপর সঁপি বিশেষ না তার পর তবে যেন সে এই অন্ধকার ভিক্টোরিয়া স্মারকের ওপর দিয়ে ছোটা চলেছে? কোথায় চলেছে?

পকেটে হাত দিয়ে আবার দেখলেন সেন-সাহেব। চিঠিটা রয়েছে। চিঠিটা সঙ্গেই রয়েছে তাঁর।

সঁপিকরের সেন। ডি সেন। সেনসাহেব।

অনেকগুলো নাম তার। সেই নাম মুছে ফেলে একেবারে একাকার করে সেই উপলক্ষে সেনসাহেব, তার কথা ভিক্টোরিয়া স্মারক আর তার সেন এই দুটো পরে আবার তাকে তুলে সেই কলকাতা ফিরে ফিরে যেতে। সেনসাহেব হয়ে এই মুহূর্তে সঁপিকরের সব হয়ে গেছে।

কিন্তু চাকরির সঙ্গে সেনসাহেব ফুরিয়ে যাবে। আর কখন এই সেনসাহেব থাকবে না। ফুরিয়ে যাবে একটা সুখ, একটা মর্যাদা, আর কিছু নয়।

সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ানক ভয় আসতে লাগল—

—লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ—

লক্ষ্মণকে সরকার তার কারখানা সঁপিকরই দেখবে বলে ছাড়া একটা সরকারকে, তার একটা ভয় ছিল। কারখানা একটা ভিন্ন ইতিহাস আছে।

—লক্ষ্মণ তুমি কারখানা দেখবে—

—কারখানা দেখবো—

—কারখানা—কারখানা দিয়ে—

হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে গেল। হাত দুটো দিয়ে আর কারখানার সঙ্গে সঙ্গে কি কারখানা—

—কারখানা—

হঠাৎ দিয়ে কারখানা, তার কথা

ইণ্টারন্যাশনাল ফ্রাগ্রান্সেস্ প্রাইভেট লিঃ, ভালিয়া, সাকাক্রুজ (ইঃ), বোম্বাই—৫৫।

দিয়ে মুকে ইউনিফর্ম জ্যাক এঁটে চলে গেল।

শেষে মাত্র একজন বাকি।

—শীপঙ্কর সেন—

সব ছেলে হো হো করে হেসে উঠেছে।

হেড মাস্টার গম্ভীর গলায় চীৎকার করে উঠলেন—স্টপ—

একটা চাই-বেঞ্চির পাশের চটিটা কোণে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে ইনফার্স্ট ক্লাসের ফিফ্‌টিন্থ শীপঙ্কর সেন। ছোকা মাস্টার—এইটি।

হেড মাস্টার সুরেশ্বরবাবুর সাধ্য নেই ছাত্র প্রথম মুখোমুখি কথা বলে।

ধরে তুলে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় লেগেছে?

ফোপাচ্ছিল অনেক ধরে। কিন্তু মুখে বলতে না পারে।

তারপর হাত বাড়িয়ে ধরেছিলেন, তার কনুইটা নিয়ে চাপ এবং তার হাতেরও কাটা ছিল। কিন্তু নিজে লক্ষ্যে।

ক্লাসের ছেলেরাই চুপচাপ সব কাণ্ড দেখছিল। টীচারের। ওপাশ থেকে ফিসফিস। কেন প্রথম দিন ক্লাসেই এমন ঘটনা ঘটল।

তার পরই হেড মাস্টার ঘুরে নির্দেশ দিলেন। একটা ফার্স্ট বয়।

ঘুমন্ত ক্লাস ফার্স্ট বয় ছুটে এসে দাঁড়াল। একটা ঝাড়ন নিয়ে আসতে। পাথরপাটি ঘরে মেঝে ঈশ্বর গাঙ্গুলীর ছেলে।

ক্লাসে মেঝা হলে কিরণ বলতো—এই, তোদের বাড়ির সামনে আমি আর শীপু কাল ক্রিকেটিলাম—জানিস—

নির্মল জিজ্ঞেস করতো—কেন? কী করতে গিয়েছিলি?

কিরণ বলতো—এমনি তোর সঙ্গে দেখা করতে।

তারপর তাদের মেঝো ছেলে হলে হিমাংশু ছেলে বড়টুকু, মুখের ছোট ছোট্ট আমি আর শীপু, বেড়াতে বেড়াতে ওদের পাড়ে চলে যাই, সেখান থেকে ফেলুদাদের দুই একটিন মাছি আমাদের সঙ্গে।

নির্মল বলতো—না ভাই, আমার সাহস করবে—

নির্মলের সাহস আর কখনও হয় করে ওঠেনি। স্কুলের ক্লাসেই সে চলে গেল মাস্টার মশাইদের। কথাটা আর গড়ায় হয়নি। শুধু ওরা ফেলুদাদের বলতো। সে কারণে ছেলেটা চলে। তারপর ছুটি আর ওরাও কিছু চলতে সে ছুটিতে মাঠে-পুকুরে ঘুরে ছুটোছুটি আরম্ভ করতো—এই অবশ্যই সবাই বিস্মিত করতো। ইস্কুলের ছুটিতে বিস্মিত করতো ইস্কুলের ছুটিতে। বিস্মিত করতো। ছুটি সকল। বিস্মিত করতো ছুটি ফেলুদাদের। ছোট বিস্মিত করতো।

কিন্তু হয়ে ওঠেনি। কখনও হয়ে ওঠেনি।

ছুটি আসলেই ছুটিতে। একটির পরে ছুটি ফিফ্‌টিন্থ এই ক্লাসেরই ফিফ্‌টিন্থ।

ওরা শীপু, ফি বছরই ছুটিতে ফেলুদা ছুটিতে ফেলুদাকে। বিস্মিত করা। ফেলুদাদি ওদের সঙ্গে ওদের ফেলুদা। ফেলুদা ওদের ছুটিতে। ফেলুদা ছুটি। ফেলুদা ছুটিতে। ফেলুদা ফেলুদা ছুটি। ফেলুদা ছুটিতে। ফেলুদা ছুটিতে ফেলুদা ছুটিতে।

কিন্তু ফেলুদা ফেলুদা। একটা ফেলুদাকে ফেলুদা ফিফ্‌টিন্থ ফেলুদাকে ফেলুদা, এক মুখে ফেলুদা ফেলুদা ফেলুদা ফিফ্‌টিন্থ ফেলুদা।

ফেলুদা, ফেলুদা ফেলুদা ফেলুদা ফেলুদা—ফেলুদা না ফেলুদা ফেলুদা ফেলুদা ফিফ্‌টিন্থ ফেলুদা।

ফেলুদা ফেলুদা ফেলুদা ফেলুদা ফেলুদা ফিফ্‌টিন্থ ফেলুদা ফি ফেলুদা ফেলুদা ফিফ্‌টিন্থ ফেলুদা—

ফেলুদা, ফেলুদা ফেলুদা ফেলুদা ফেলুদা ফেলুদা

দুর্বিন মুখার্জি রোডে তোমাদের বাড়ি ছিল? কী হয়েছে তোমার?

নির্মলের চোখ দুটো তখন লাল জবা-ফুলের মত।

নির্মল পাগল চীৎকার করে উঠলো—আবার ইয়ার্কি হচ্ছে! কী হয়েছে আমার! দেব লাটসাহেবকে বলে সবাইকে ধরিয়ে, যত সব চোর জুটেছে। সুরেন বাড়ুজ্জেকে ধরিয়ে দিয়েছি, বিপিন পালকে ধরিয়ে দিয়েছি, এবার তোদেরও ধরিয়ে দেব—কাউকে ছাড়বো না—ওই গান্ধী বেটাকেও ধরাবো—বল্, তোর নাম বল্—

বলে খোলা নোটবুকে পেন্সিল উঁচিয়ে হইল।

নন্তবাবু বললেন—দেখলেন তো স্যার। বদ্ধ পাগল সেজেছে, টিকিট ফাঁকি দেবার মতলব—

সেদিন সেন-সাহেব নির্মলকে ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু বার বার মনে হয়েছিল এ কেমন করে হয়! এমন তো হবার কথা ছিল না। সেদিন তো এ-কথা কেউ আশেও ভাবেননি! সেদিন সেই ইনফ্যান্ট ক্লাস কমলালেবু আর কলমা অর ইউনিয়ন-জ্যাক নেবার সময় সে তো বেশির পয়সার জোগ হোচট খায়নি। তবে রাজ-প্রসাদ পেলে না কেন নির্মল!

শিলাপাথরের ওপর পা পেতে পেতে চলবার সময় হঠাৎ মনে হলো যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। যেন মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে। কলকাতার এই মাটি, কলেকার এই শিলাপাথর। কবে কোন বন থেকে কবে কোটি সাপলাই করেছে কোন্ কনস্ট্রাক্টর। কবে কোন শিলাপাথর কনস্ট্রাক্টার ভেনিস সাপ্লাই করে মোটা মেরে পাস করে নিয়েছে! তবু একদিন পরে আবার কাঁপে কেন! তবে কি নির্মল পাগলই ঠিক কথাই বলেছে! সব চোর, সব ফাঁকি-বাজ!

অনেকদিন আগে একবার এই এখানেই, এই কর্নিলটার কাছেই একটা গানোমান কথা পাড়ছিল। সেদিনও এনকোয়ারি করতে এসেছিলেন সেন-সাহেব। আজ এখন এই রাতে যেন আবার এনকোয়ারি করতেই বেরিয়েছে দীপঙ্কর। সমস্ত এনকোয়ারি হবে। ছেলের ছেলের সব ফাঁস করে দেবে! সব ফাঁক করে ফেলবে আজ। কোথাও কিছু গোপন থাকবে না। অসমুখকে খুঁজে বার করতেই যেন বেরিয়েছে আজ সে। এই কর্নিলটা, এই শিলাপাথর, এই ঈশ্বর পাণ্ডুরই যেন, এই ভবানীপুর, কালিঘাট, বিডনস্ট্রিট—কোনটা যেন নয়। সকলের বিচার হবে। এই কলকাতাও বিচার করবে যেন দীপঙ্কর সেন। ডিটেক্টিভ ডি সেন। সেনসাহেব! আজ অনেক দেরোনো বন্ধুর আগে যেন কার ওয়েলফেয়ার প্রথম কমিটি মেম্বার সেই দিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত। সেদিন থেকে এই কলকাতার ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্ট হলো। কতটা হলো কতটার চৌত্ত হলো ছোট বড়ার হলো। সেই দিন থেকে। তখন কি এই কর্নিলটা কোন ডিল? এই বেলেঘাটা, এই কেয়াতলা, এই হাওড়া? তখন কি কেউ জানতে চাইছিল! মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা থেকে কিছুদূরে কিনেছিলেন দুটো পাহাড়। সমস্ত জঙ্গলাকীর্ণ সমস্ত মাঠ। সনাতনবাবুর এ-সব কথা মুখস্থ। মুখে মুখে কত কথা বলেন।

আর অন্যান্য লোক বলে সনাতনেবাবু।

সনাতনবাবু বলেন—আপনারা কেউ চাকরি করেন, আমি চাকরি না-করে আপনাদের চেয়ে সেকেণ্ড ক্লাস কম নয়—

যখনি যেতে দীপঙ্কর তখনি দেখেছে সনাতনবাবুর মুখে কোনও বিকার নেই। যেন হলেও চলে, না-হলেও চলে। এ সংসারে কিছুরই যেন প্রয়োজন নেই তাঁর।

সনাতনবাবু বলেন—সাকারে প্রথমটায় আন্তরিক হয়, নিরাকারে হয় না। তাই তো আমাদের সাকারপূজোর প্রচলন—। কিন্তু আমি বলি দীপঙ্করবাবু, পাথর কি পাথর দেখে যদি আন্তরিক কান্না আসে, তা হলে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দেখে কেন আন্তরিক কান্না আসবে না—

সতী বলতো—তুমি জানো মা দীপু, ওঁর সঙ্গে কথা বলে শুধু সময় নষ্ট—

দীপঙ্কর বলতো—কিন্তু উনি যে কথা-গুলো বলেন, সেগুলোতে তো যুক্তি আছে—

সতী বলতো—ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে ঘর-করা যে কী তা তুমি বুঝবে না—

—কিন্তু ঘর তো করতেই হবে তোমাকে!

সতী বলতো—আমি অনেক পাপ করেছি দীপঙ্কর, তাই ওঁর সঙ্গেই আমাকে ঘর করতে হচ্ছে—

—অমন কথা বলো না তুমি!

সতী কাঁদতো।

বলতো—তোমার কাছেও যদি না বলি তো আর কাকে বলবো বলো, কে শুনবে?

একদিন অনেকদিন আগে ঐশ্বরের এই কর্নিলটার কাছে দীপঙ্কর যখন প্রথম আসে তখন চারিদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল, বনবিভাগের একটা বাংলো ছাড়া আর কিছু নেই। চারিদিকে সাঁওতাল আর কোল-মুণ্ডাদের বস্তি। ছোটনাগপুর থেকে আসা কুলি-কামিন। সারা দুপুর সেখানে একটানা ঝিঁঝির ডাক। সন্ধ্যে হতে না হতে বাঘের ডাক শোনা যায়। সেই বাংলোতে একদিন রাত্রে দীপঙ্কর শুয়ে আছে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে গেল একটা অদ্ভুত শব্দে। কে যেন কাঁদছে। কোথায় কাঁদছে? কাছে, না দূরে? কে কাঁদছে? কেন কাঁদছে? কোনও মানুষ কাঁদছে, না কোনও জন্তু-জানোয়ার? কোনও পাখি? কোনও সরীসৃপ? কোনও কীটপতঙ্গ? কে কাঁদছে? কেন কাঁদছে? কী তার দুঃখ? কী তার বেদনা? দীপঙ্কর ভেবেছিল, শুধু তাদের ডিপার্টমেন্টেরই নয়, শুধু চীফ কমিশনারের অফিসারই শুধু চীফ ইঞ্জিনীয়ারেই নয়, ঈশ্বরের কাছে আসা যাওয়া শুধু তারই নয়, ওই সনাতনবাবু, ওই লক্ষ্মীকুমারবাবু, ওই লক্ষ্মীকুমার সরকার ওই নিত্যানন্দ পালিত, চণ্ডীবাবু, অঘোরবাবু, ছত্রমস্টার থেকে শুরু করে ওই কর্নিলম্যান করাঞ্জী সরকার, ওই টিকিট কালেক্টার সরকার, ওই সেটম্যান ফুলন—সবাই যে যেন কোথায় অপরাধী! আর শুধু কি তারাই আরো আছে! ওই সিমলীতে যে সাহেবরা সিংহাসনে বসে আছে, ওই গভর্নমেন্ট হাউসে যারা গদীতে বসে আছে, ওরাও অপরাধী! একজন লোককে যদি না খেতে পেয়ে মরতে যায়—তাহলে সমস্ত দেশের লোকই তো অপরাধী! ও সনাতনবাবু, বললে কী

পেপ্‌স্ বুক রেডে দিন—এর আরোগ্যকারী ভাপ কি ভাবে গলার কষ্ট, ব্রণকাইটিস, কাশি ও সর্দিতে আরামপ্রদানে সাহায্য করে তা অনুভব করুন। পেপস এদের সঙ্গে সঙ্গে আরামদান ও নিরাময় করে।

পেপস—কোন প্রকার বিপজ্জনক ড্রাগ নেই বিনামূল্যে নমুনা পাওয়া যায়

**ব্রণকাইটিস, গলার কষ্ট, সর্দ্দি, কাশি ইত্যাদি**

সব ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়

সি. ই. ফুলফর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেটেড লিঃ

PPT-34-BEN


পরিবেশক—মেসার্স কেপ এণ্ড কোং লিঃ ৫২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

হবে, ওই জন্যেই তো জেনারেল ম্যানেজারের অসুখ হলে সেকেণ্ডক্লাস স্লীপার কামরাগুলোও হুহু করে যায়, ওই জন্যেই পোষাকপরিচ্ছদকে সাপে কামড়ালে ডি-টি-এস সেলে ফিরে যায়, ওই জন্যেই দুর্ঘটনার এখানে এলে ডেলেদের কমপেনসেশন আর কলহ দিয়ে তুলিয়ে রাখা হয়, আর ওই জন্যেই তো বার্ষিকীতে পলিসিদের ছেলে নিজের পলিসি পাকাপাকি হয়ে যায়—ওদের জন্যেই তো...

হঠাৎ শীর্ষঙ্করের কেমন যেন সন্দেহ হয়ে উঠলো।

এখন কটা বাজে। সন্ধ্যেবেলা যেন একটা ডাউন ট্রেন আসার। সেকেণ্ডশিপ ডাউন লাইন। এখন কটা বেজেছে? এই সময়ে সময়ে তো সেকেণ্ডশিপ ডাউন আসে না। হিসেবটাকে একেবারে অন্ধকারে ফেলে রাখতে চাইলেন শীর্ষঙ্কর। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কিছুই ঠাহর করা গেল না। দুর্বিসহ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেই ধীরে অন্তরঙ্গতার একটা সুরু ঘনিয়ে আসছে ইতিমধ্যে। সেকেণ্ডশিপ ডাউন। এই সময়ে সময়ে আসছে এই ট্রেনটা শীর্ষঙ্করের। কিন্তু অন্ধকারে ঠাহর করা যাচ্ছে না। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে কিনা। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে কিনা। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে কিনা

## আমার সমস্ত ডাক

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আমার সমস্ত ডাক সে দেয় ফিরায়ে
আমি তাকে পারি না ফিরাতে।
আমি তবু কাছে যাই পায়ে পায়ে, ডাকি
যখন সন্ধ্যার আলো আকাশের গায়ে
তারা হয়ে কাঁপে।
আমি ডাকি।

রেলপুল পার হই
দূরের সিগন্যালে জ্বলে দূরের পিপাসা;
বেলেঘাটা—ধুলোয় আবৃত পথ—
বিদ্যাধরী নদী—
আমি ডাকি,
ভাঙ্গা নৌকা কাঠ হয়ে শোনে,
সব ডাক ফিরে আসে একে, একে,
সে দেয় ফিরায়ে,
নিঠুরা সে।

আমি তাকে দেখিনি কখনো
কাচের চুড়ির মত হাসি তার শুনেছি আড়ালে;
মাটিতে লুকায়ে রাখে অনাবৃত মুখ
চোখের কাজল মোছে চোখে,
জানি না সে কাঁদে কি না বনের আড়ালে
দিগন্তের বিশাল প্রাচীরে পিঠ দিয়ে
আকাশের নিচে।

চোখে কোনো আকাঙ্ক্ষার আলো
কাঁপে কি কাঁপে না—
জানি না।

আমি আর সেই নারী
মুখোমুখি দাঁড়ায়েছি ঝড়ের ধূসর-ঢালা সন্ধ্যায়
কতোদিন,
কুয়াশায় হাত রেখে ডেকে গেছি,
চোখে তাকে দেখিনি কখনো।

সে নিঠুরা, প্রহেলিকা,
আমার সমস্ত ডাক, সব কথা, কেন যে ফিরায়
কেনই বা আমি তবু ডাকি
কেন তবু কাছে কাছে ঘোরে
আমি যতো দূরে যাই
ভাঙ্গা প্রাচীরের কিম্বা বটের অন্ধকারে
মাঠের নদীর কিম্বা রেলপুলের পারে
কে জানে হয়তো এই নিমিষে হারায়ে আমার ডাকের মানে
কান পেতে থাকে নিশ্চুপ আমার সেনে
আমার সমস্ত ডাক শোনে।

তারপর সব ডাক ফিরে আসে
সব কথা সে দেয় ফিরায়ে,
সে নিঠুরা।
তবু ডাকি।

## আয় না

উৎপলা গোস্বামী

লোকটা ভালোই বাসে সকলকে, সহস্র হাতে
সযত্নে সংগ্রহ করে সংসারের সামান্য সঞ্চয়
কপালের ঘাম তার অন্ন হয়ে ঘরে ফিরে আসে
নিঃশেষে বিলিয়ে দেয় তার যত সোনালী সময়।
তার মুখে কোনোদিন অভিযোগ আঁকে না ভ্রূকুটি
দিনে তার রৌদ্রালোক চাঁদের চন্দন ঝরে রাতে
শৈশবের ছবি কোলে লাবণ্যের প্রতিমাটি পাশে
কাজেই কৃপণ নয় দানশীল ভাণ্ডার মুঠি।
ঋতুতে ঋতুতে তার সংসারের যত ডালপালা
রাজকর দিয়ে যায় পরিমিত নিখুঁত নিয়মে
আকাশ সুনীল কিনা কতগুলি মণিদীপ জ্বালা
এ প্রশ্ন অবান্তর গান তার পৌঁছবে সমে।
দিন যায়। - - - জানে না সে কোথায় মনের চোরাবালি
সবকিছু গ্রাস করে অসহ্য শূন্যতা ঢেলে
ভরাবুকে নিমেষেই আকাশের মত হয় খালি
নির্বোধ ভয় পায় কোথা যাবে অন্ধকার মেলে ?
সেই দিন তারও রক্তে কেঁপে ওঠে সুদূরে বিস্ময়
সব কাজ ভুলে গিয়ে সেও বুঝি শুধু স্তব্ধ হয় ॥

# রহস্যময়ী গল্প

১৮৩১ সালের শুরুতে [illegible] এক [illegible] জাহাজের [illegible] বন্দর, [illegible] প্রতিনিধি [illegible] [illegible] খবর এল যে [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible]

না, আর বাঘের দুধে। তবে বরাত যদি খুলে যায়, বাঘের দুধেও হয়ত খাওয়াতে পারব।"

অনুকূল পথে একটা ময়ূর মেরেছিল। একটু তফাতে বসে ইন্দ্রকেশ রোস্ট-এর জন্য সেটাকে সাফ করছে।

সন্ধ্যা পার হওয়ার সঙ্গে ঠাণ্ডাটাও রীতিমত চেপে বসছে। আগুনে কতগুলো মোটা মোটা গুঁড়ি ঠেলে দিয়ে আমরা কম্বলগুলো কাছে টেনে আড়ার ঘা ঘেঁষে বসলাম। নিজের গুমোর বাঁচাতে অস্ত্রার লোভ ছেড়ে ইন্দ্রকেশ রসুইচির চালায় ঢুকেছে খানার তদারক করতে। আমরা তাকে শাসিয়ে রেখেছি একটা পদও যদি স্বাদে একতিল উনিশ বিশ হয়, তাহলে সকলের ভাগ তাকে একলাই যোগান হবে।

এদিকে হাসি মস্করায় গুলতানি যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন প্রফুল্লই সৃষ্টি এক অদ্ভুত প্রস্তাব পেশ করল, "আচ্ছা ভাই, আমরা শিকারের নেশায় ভরসন্ধ্যে অনেক কাজ হঠাৎ করে বসি, কে সবচেয়ে মস্ত কি করেছ সেটাই শোনা যাক।" কেউ কথা বলল না। বোধ হয় মনের সেরাকে নিজের নিজের অপকর্মের কিরিস্তি হাতড়াচ্ছে।

মিনিট দুই পরে রমানাথই প্রথম বলতে সুরু করল, "দেখ, আমার কথা যদি তাহলে। ছোট থেকেই শিকারের উপর আমার বিষম ঝোঁক। বাবা ছিলেন একবারে উল্টো, জীবহত্যা পড়ল করতেন না। বিশেষ করে পাখী বা নিরীহ পশুর। আমি যে শখ করে বন্দুক ধরব এ চিন্তাও তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। আমার না বছর বয়সের একটা কাণ্ড শুনলেই বুঝতে পারবে। তখন আমরা অমৃতসরে পৈতৃক বাড়ীতে কিছুদিন ছিলাম। একদিন এক মামা আমাকে একটা এয়ারগান এনে দিলেন। আমি তো আহ্লাদে আটখানা, যেন আকাশের কামধেনুটা হাতে পেয়েছি। পরে আধ ঘিটিয়ে বিকেলের সবচেয়ে নজরদার জেনানাটিকে ভাল ভাল বকুনি বাইয়েল ফরমায়েস দিয়ে তৈরী করিয়েছি, কিন্তু আমার সেই প্রথম ক্ষণে বন্দুকটা পেয়ে যে উল্লাস হয়েছিল তেমন আনন্দ আর চের পাইনি।

যাক, বাড়ী ফিরেই বাগানের চারদিক ঘুরে ঘুরে, বুলবুলি ছোট ছোট সব পাখী মেরে অস্তিত্ব করে দিলাম। একদিন বসে দেখছিলাম, ভীষণ দেখতে বেজমা, কানমলার চোটে সুই কানে রাখা হল। সবচেয়ে মর্মান্তিক লক্ষিত, আমার বুকের পাটার ছোবলে অমূল্য সম্পত্তি এয়ারগানটা। তখনই দীঘির জলে ফেলিয়ে দেওয়া হল। আমাকে তুলিক্ষা দেবার জন্য মামার কাছে কটু চিঠি গেল। মামা শুধু কথা শুনলেন আমার মীতগতির জন্য।

শুনেছি আমার কাকার শিকারের খুব শখ ছিল। তিনি কম বয়সে মারা যান। একবার বিদেশে শিকারে গেছে নিউমোনিয়া নিয়ে বাড়ী ফিরলেন, আর সেরে উঠলেন না। বাবার তীব্র বিতৃষ্ণার মূলে এও সম্ভবত একটা কারণ। যাই হোক, অতিরিক্ত কড়াকড়ির ফলেই শিকারের উপর আমার বিজাতীয় একটা ঝোঁক পড়ল বোধ হয়। বারো তের বছর বয়সে চুরি করে বন্দুক টোটা সরানোর কৌশলে বেশ চালাক হয়ে উঠলাম। সুবিধা করতে পারলেই একটা একনল ফোড়াওয়ালা বন্দুক ছিল, সেটা চুরি করে ঘুঘু, বন পরুরা, ডাহুক মেরে বেড়াতাম চুপিচুপি।

এ কাজে উপযুক্ত পাণ্ডাও জুটেছিল। আমাদের গ্রামের ছবের মাঝির ছেলে নান্নাকে। প্রায় আমার সমান বয়সের। কোন বা গাছে হরিয়াল পড়ছে, কোথায় ছোড়ুয়ে ছাড়ুয়ে হরিণ ঘুঘু, কোন কোপে ঘরগোশ থাকে, সমস্ত তার নখদর্পণে। সেরকম বন্দুক নেই, তবু সে শিকারী। নিধিরাম সিং। কোথাও শিকারের সন্ধান পেলে আমাকে খবর দেবার জন্য সেইজু আসত। কিন্তু আমাদের ফেরকুন ঝাড়ে বেশীদূর যেতে দিত না, সঙ্গে যেতে হলে আমার নজর পড়ত ইন্দ্রকে। তখন তাকে ডেকে পাঠানোর ঝক্কিরও কিছু বাকী থাকত না।

আমিও সব সময় ইন্দ্রকে নিয়ে নান্নার পথ চেয়ে থাকতাম। হয়ত সকাল আমার ঘুমভাঙ্গা ঝিক্ক কে অনুমানের পড়ার ঘরের জিনিষপত্র ঘাঁটছি, ঘুরে ঘুরে সেই একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছি, দৃষ্টি একবার বাইরে ঘুরপাক মেরে আসছে, হঠাৎ দেখি পাশের আমবাগান দিয়ে নান্না আসছে। আমার ইন্দ্রকে ডাকার আগেই সে আমাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ইসারা করত। তখন তাকে ডেকে পাঠানোর ঝক্কিরও আর কিছু বাকী থাকত না।

নান্নার হাতে সর্বদা ঝোলানো থাকত একটা ঝুলি। ঝুলির ভিতর থেকে মাঝে মাঝে ঘুঘুর ডাক শুনতে পেতাম। ঝুলির মুখ খুলে নান্না একটা ঘুঘু বার করে আমার হাতে দিত। ঘুঘুর ডানা ঝাপটানি, ঠোকর, নখের আঁচড় সব সহ্য করে ঘুঘুটাকে আদর করতাম। তারপর ঘুঘুটাকে ছেড়ে দিয়ে তার উড়ে যাওয়ার ভঙ্গিটা লক্ষ্য করতাম। ঘুঘুটা উড়ে যাবার সময় ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতাম। ঘুঘুটা উড়ে যাবার সময় ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতাম। ঘুঘুটা উড়ে যাবার সময় ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতাম।

নান্নার হাতে ঝুলির ভিতর থেকে ঘুঘুর ডাক শুনতে পেতাম। ঝুলির মুখ খুলে নান্না একটা ঘুঘু বার করে আমার হাতে দিত। ঘুঘুটা উড়ে যাবার সময় ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতাম। ঘুঘুটা উড়ে যাবার সময় ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতাম। ঘুঘুটা উড়ে যাবার সময় ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতাম।

নান্নার হাতে ঝুলির ভিতর থেকে ঘুঘুর ডাক শুনতে পেতাম। ঝুলির মুখ খুলে নান্না একটা ঘুঘু বার করে আমার হাতে দিত। ঘুঘুটা উড়ে যাবার সময় ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতাম। ঘুঘুটা উড়ে যাবার সময় ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতাম। ঘুঘুটা উড়ে যাবার সময় ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতাম।

নান্নার হাতে ঝুলির ভিতর থেকে ঘুঘুর ডাক শুনতে পেতাম। ঝুলির মুখ খুলে নান্না একটা ঘুঘু বার করে আমার হাতে দিত। ঘুঘুটা উড়ে যাবার সময় ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতাম। ঘুঘুটা উড়ে যাবার সময় ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতাম। ঘুঘুটা উড়ে যাবার সময় ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতাম।

বুঝের কাপনি সে তিন ছিলেন না?

আমার ডবল প্রোমোশন হয়েছে, মানে একটা ঘোড়াওয়ালা দোমলা নিয়ে শিকার করতে ধরেছি।

পৌষ মাসের হাড় কাঁপানো শীত; আমার ঘোর ঘোর অন্ধকার থাকতেই বিলের ধারে হাজির হলাম। কার একটা ছোট্ট ডিঙ্গি কিনারে বাঁধা ছিল, একঝোপে ঘোড়া দাঁড় রেখেই লাফ মেরেই জলে নামলাম ঠেলে। রশি সে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

ঘুঘু-বেলা বাড়িয়ে ওঠেনি নাকটা, প্রকাণ্ড ঝাঁক বিলটা ছেয়ে আছে। ঘণ্টা চারেক ধরে অনেকগুলো হাঁস মেরেছি—কাজলশীষ, ঘাটহাঁসি, সরপক্ষ চুনচুনি। সাপও দুএকও কয়েকটা ঢোঁড় ছিল সে-পুরুষে নাজেহাল কিন্তুমার বিলের পশ্চিম অংশে একবার বিলটা ঘুরে দেখা বন্ধ হল। হাঁসগুলোও ওদিকে নিয়ে বিলের। কোন শিকারই অমনি বড়ো আসে উপর নেই।

অনেকদূর এসে কাঁড়ে ফেলেছে খেজুরে। হাঁসগুলো পড়ো ঘুরে পড়ে উঠে ঠোঁটে, কাঁপিয়ে নিয়েছে খোলাও কয়েকটা বড় ঝুরির ঘুরে ঘুরে ঝাড়ে, তাদের সন্ধানে ঘোরা ঘোরে ঘুরছে ঘুরে ঘুরে ঘুর

খানেক পরে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, শুনলাম খলাব বাড়ীতে গেছে। পরে বড় হয়ে শুনেছিলাম, খোয়েসেদ মৌলবীর উপদ্রবে তার মা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। অনেকদিন থেকে না কি তার উপরে খোয়েসেদের নজর ছিল। ছবের আর ফেরেনি, ছেলেই মারা যায়।'

আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রফুল্ল বলল, 'কিন্তু এটাকে কি ঠিক শিকারের জন্য কোন অপকর্ম বলা চলে?' রমানাথ নির্বাক, চুরুট ধরিয়ে টানতে লাগল। আমি বললাম, মুখ্য না হলেও গৌণভাবে তাইই। শিকার কেন্দ্র করেই তো মারাত্মক প্রমাদের উদ্ভব। না কি বল হে রমানাথ?' রমানাথ অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'হুঁ, তা তো বটেই।' আমাদের কথাগুলো তার কানে গেল বলে মনে হল না।

অনুকূল খুব আস্তে আস্তে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমার চেয়ে অপরাধী তোমরা কেউ নও।' প্রফুল্ল বলল, 'আগেই সেটা জানলে কি করে? অতটা নির্দিধায় ইওয়ার আকাঙ্ক্ষা ভাল নয়।' অনুকূল বলল, 'ঘটনাটা তোমাদের কাছে খুলেই বলছি, কিন্তু আমি বেশ ক্লান্তি তোমাদের চোখে অনেকখানি নেমে এসে। আমি একটু বিচ্ছিন্নভাবে বললাম, 'যে যত বড় অন্যায়ই করুক, সেটা অকপটে নিজের কাছে স্বীকার করলে তার নিশ্চয়ই ক্ষমা হয়।' অনুকূল পাইপে একটা লম্বা টান মেরে বলল, 'তোমরা তো জান, আমি বিলেত থেকে এসে চা-বাগানে কাজ নিয়েছিলাম? ইংরেজ কোম্পানীর বাগানে বড় ডাক্তারের কাজ নিয়েছিলাম, হঠাৎ চাকরি ছেড়ে কলকাতায় প্র্যাকটিস আরম্ভ করি। কেন চাকরি ছাড়লাম, তা তোমরা জান না।

কাজ তো বেশ ছিল। কয়েকটা বাগানের ডাক্তারদের উপর আমি কর্তা, ছোট মাইনে, কাজও তুলনায় খুব বেশী নয়। প্রথম প্রথম আমার ফাঁকা লাগত; মিঃসেন আয়েশা, সপ্তাহে দুবার ক্লাবে গেলে পাঁচ জনের সঙ্গে দেখা হোত, নয়ত নিজের বাংলোয় একা বসে কাটাই। ক্লাবেও ছোড়ার আমার সঙ্গে সকলে ভদ্রতা করত বটে, কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা হোত না। সকলেরই সাদা চামড়া আমিই এক নেটিভ, হেসে মুখো বক বন্ধু। ওদের মধ্যে আমিই প্রথম এদেশী অমলানী, সেজন্য অল্পকাল ওরা বোধ হয় আমাকে বাঁকিয়ে দেখতে চাইত। কিছুদিন পরে ওই অঞ্চলের অধিকাংশ বাগানের সাহেবদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল এবং কেউ কেউ আমাকে বেশ পছন্দ করত। ওদিকে যাচ্ছেই শিকার ওখান থেকেই আমার শিকারের জীবন সুরু। নিজেদের কাউকে লাগেল ভাল সম্ভাবনা দেখিনি ক্লাবের হবয়ে ছুটি পেলেই শিকারের চেষ্টা এর মাঝে মাঝে এর ওর বাড়ীতে নৈশ। আগে ঘোড়ায় চড়ে অভ্যাস ছিল বলে বাগানে বেড়াবার উৎসাহ পেতাম। কখন কখন শিকারে আকর্ষণ করলেও শিকারসঙ্গীদের পক্ষে মন রাখা সহজ নয়। আমার সমস্তিক কলর আরও কিছু বেড়ে গেল।

যতটুকু কাজ করি তার বিনিময়ে সময় অফুরন্ত। নেচ অব গেমকিপার হয়। এতে উপরওয়ালাদের কিঞ্চিৎ প্রসন্ন রাখতে কারণ আমাকে বড় চাকরিতে বসিয়ে তাদের বোধ হয় উৎকণ্ঠার সীমা নেই। আমি তখনকার সমাজে ছিল ৭ই কিনা। কুল পক্ষে সাহেব হয়ে ফেরেনি বিলেত গিয়েও হা হইনি, ওখানে তাই চলতাম। সাধারণীদের কোন সুবিধা প্রসব ছিলেন বইল না। আত্মীয়স্বজনদের সময় দূরে রাখি। কলকাতায় এলে নৈতিক বন্ধুর বাড়ীতে উঠতে সুবিধা বোধ করি ইংরেজের হোটেলে উঠি। সেসু পর্যন্ত ইংরেজের চেয়েও ইংরেজ হলাম, ওদেরই চালচলনের ব্যাকরণ ভুল হয়ে মনে মনে সমালোচনা করি।'

অনুকূল পাইপের ছাইগুলো তামাক বার করে পাইপ থেকে তামাক নিয়ে ভরতে ভরতে বলল, 'কিন্তু বিধাতা আড়াল থেকে নিষ্ঠুর হাসি হাসছিলেন।' পাইপটা ভাল করে ধরিয়ে গলা ঝেড়ে বলে চলল, 'আমার শিকারের আগ্রহ দেখে অনেকে শিকারের ভাল খবর পেলে আমাকে নিমন্ত্রণ পাঠাত। এইভাবে আমাদের একটা ছোট দল গড়ে উঠেছিল যেমন এই সময়। অল্পসময়ের সহযোগিতায় সমস্তিক দিয়ে সুবিধা ছোড়া। প্রথম আমি যতটা সুবিধা ছিলাম, তার চেয়ে ছোড়ার বেশী। ডাক্তার হিসাবে আমার আলস্য একটা অতিরিক্ত ছিল।

একবার ইস্টারের সময় অফিসটা খবর পাইল সমাজপুরের ফরেস্ট বাংলো সে শিকার আয়োজ করবার ভার আমার ওপর পড়েছে, আমার ইচ্ছা হওয়ার ইচ্ছা থাকে যেন ওখানে ঠিক সময় পৌঁছই বলা বাহুল্য, পরদিনই আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। এর আগে আমার মাত্র একবার শৌকাশ হয়েছে, প্রথমটা মনির ভাড়ার উপর ছাড়া আর কিছুদিনের অভিজ্ঞতা আমাকে বাস্তু ছাড়াতে সাহায্য করেছিল।

আয়োজন নিজ ক্রমসময় সুষম বটে হয়েছে কিন্তু একটু বাড়ি হয়েছে। প্রথম চারিদিকে লোকের আনাগোনার ভিড়। সেবা লাগে ওই ক্রমবর্ধমান একটা সমস্ত শেষ হবে কোথায় টের পাচ্ছিলাম। প্রচুর খাদ্যের আয়োজন শিকার থেকেও উপায় নেই। মাঝায় বাওয়া অতিথ জন্য সাহায্য করবার একটা ছাড়ি ছোর এসে ছিল।

এখানে আমোদের সঙ্গে একটু দায়িত্ব মেশানো থাকে। কিন্তু সমস্তিগত সহযোগের কারণেই শিক্ষা নেই, তার নিজের কাজে সুবিধা আছে। ছোট ছোট দল একটা বড় সমাজে প্রয়োজন হয় মনোমালিন্য করে। কারণটির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি কোন সময় আর একটা সমাজের সঙ্গে সে আমার প্রতিযোগিতা হয় তখন তারা সকলেই হয়। তখন ছোট ছোট দোষ তাদের সে আমাকে স্মরণ না দিলেও চলে না।

আমাদের ভাড়ার খবরের প্রচারকার্য সম্পূর্ণ সফল দিন কয়েকটি কিছুই করবার নেই। কখন যে একটু লম্বা দেখি। অবশেষে সপ্তাহ বাকি সময় যা বাকি তাও প্রায় সমস্ত চা পাতার কর্মসূচি বন্টনে নিয়ে। বাগানগুলোর তেমন ভাল না। বাংলোয় খাবার জায়গায় একদিন আমি কতগুলো পুরোন ইংলিশ ম্যাগাজিন আবিষ্কার করলাম। দুই দিনের সময় কাটাই। আমাদের মেয়েদের ফুরোবার আগের দিন সকালে খবর এল


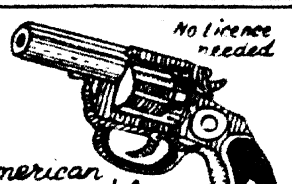


বন্দুকধারীন, ভ্রমণ, নাটক ইত্যাদি উপলক্ষে এর রোদেলো গুলী প্রদর্শনের পরম বন্ধুর কাজ করবে। চামড়ার ওজন ও বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। প্রচণ্ড আওয়াজ ও চোখ-ঝলসান আলো আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| মূল্য ঃ টাঃ | ৮, | ১০, | ১৫, |
| নং | ৫৫৭ | ৮৮৮ | ১১১ |

বিনামূল্যে ২৫টি গুলী। ২৫টি অতিরিক্ত গুলী টাঃ ১/৫০, ১০০টি গুলী ৭, টাকা। চামড়ার কেস ৬, টাকা। লুব্রিকেটিং অয়েল প্রতি বোতল ১, টাকা। ডাকখরচ ২, টাকা। দুই বা ততোধিক পিস্তলের জন্য ডাকখরচ লাগে না। কেবল ভি পি পিস্তলে মাল পাঠান হয়।

**নিউ ইয়র্ক এজেন্সিস (ইণ্ডিয়া)**

পোষ্ট বক্স নং ৬০১২ বোম্বাই—৭।

একটা 'মস্তি' হয়েছে। সমস্যা দাঁড়াল কে সুযোগটা নেবে। আমি অপরাধের অধিকারি, সেই কারণে ও আমাকে এই সুযোগ নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে ইরিজী প্রথম শিকার লিখেছি, ওর দাক্ষিণ্য হাতে পেয়ে নিতে পারলাম না। তখন ও প্রস্তাব করল, আচ্ছা বেশ, টস করা যাক। পকেট থেকে একটা রুপোর টাকা বার করে অনেকটা 'ডিক্লাস' করল, হেড না টেইল? বলে ফেললাম টেইল। কন করে টাকাটা শূন্যে উঠে ওর হাতের চেটোতে পড়ল—বজ্রের মধ্যে সমাধে টুঁ করে। সন্তর্পণে সকলের দৃষ্টি পক্ষ-পাতের সম্ভাবনার হাত হতে বেঁচেছে প্রমাণ করে ও আমাকে নিমন্ত্রণ জানাল। একটা হৈচৈ ঝঞ্ঝার জন্যে ভিতরে পা বাড়ালাম। মন সেকেণ্ড একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। এর তিনটি প্রাণের একটিকে বেছে নিতে হবে। এই সুযোগ হারালে এইরকম নিরিবিলি হাতে সুযোগ আমাদের কোনদিনই আসবে না। তাছাড়া ওর মনের পরিবর্তন হতে কতক্ষণ? ওর মনে বাঁধন পড়ার আগে আমাকে কাজ হাসিল করতে হবে। কোনটা নেব? ভাবি, একটা বেছে নিয়ে, কিছুক্ষণের একটা মেয়াদ পেলে, পরিচিত ফরাসি টানার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারতাম। ওর অনুরোধের সময় আমার একটিও চোখে লাগেনি। আমার চুলের ও আমার পরিচিত মিহিরী সাহু সেন ও সাহেব যে, আমাদের কোনো একটা আমাকে ঠকাবার জন্য ফাঁদ পেতেছে। তাই আমার পক্ষে সুযোগ হারানোর চিন্তাটা সব চেয়ে ভয়ানক মনে হল। ওর হাতের পাশে রাখা আমার হাতের ঘড়ি দেখে বুঝলাম, সময় বড় কম নয়। তবে ওকে ধরে আমাকে কাঁদানো টাকা স্পেশালিস্ট ধরনে সুযোগ নিয়ে চাই ঘড়ি দুটি ঠিক সময় জানায়। আমি বললাম, জানিয়ে দেব। ওর সঙ্গে সঙ্গে ও বিকারের সম্ভাবনা করলা করে নিশ্চিন্তি অনুভব করলাম। টাই করে মনে ঠিক করে ফেললাম। ও হাসতে হাসতে টেবিল ছাড়ে ঠিক গেল। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বলে সাহেব ও মেমসাহেব সব আয়োজন ও এরেঞ্জমেন্ট সুচিন্তিত রাখছে। আমি নীচের বসবার ঘরে ইজিচেয়ারে টেনে হাত পা লম্বা করে পড়ে রইলাম। আমি, আর হিমাংশু ছোড়ে বিরাট প্রমাদ মন। ঘড়ির টেবিল চোখ রাখছি। মিনিট দুইটার একটা পরে অন্তরালের নাম করে সুবোধ ডাকলাম, কেন সাড়া পেলাম না। টেবিলে ওর ঘরে গিয়ে দেখি অঘোরে ও ঘুমোচ্ছে, গায়ে পাতলা

মহাত্মাকে বললাম সাহেবের অনুরোধ করেছে

একটা কম্বল টেনে দিয়েছে। সন্তর্পণে পর পায়ে সরে এসে ঘড়ি কিছুটা ঘুরে ঘুরে আছে। মিনিটের মধ্যে ঘড়িটা প্রথম কয়েকবার পরিবর্তন করে মনোমত কাজটা আমি করে ফেলাম। যাহোক সন্তর্পণে আমার ঘড়িটাকে ঘড়ির ঠিক সময় ঠিক করে নিয়ে চাপড়াচাপড়ি ঠোকরে ঘরে ফিরে পড়লাম। ঘড়ি দুটি ঘরে ঢোকার ঠিক মুহূর্তের বেলায় সাহেবের ঘুমের ব্যাঘাত করে আমি ঘরে ঢুকি। ঘড়ি দুটি ঠিক সময় দেখাচ্ছে দেখে আমি ঘরে বেরিয়ে এলাম। ঘড়ি দুটি ঘরে ঢোকার ঠিক মুহূর্তের বেলায় সাহেবের ঘুমের ব্যাঘাত করে আমি ঘরে ঢুকি

পুরোপুরি আসল কণ্ঠস্বরের জন্য
বহু রকমারি নোভোফোনিক রেডিও এবং রেডিওগ্রামের মনোরম প্রদর্শনের জন্য আমাদের এখানে আসুন।
সব জিনিসই সহজ কিস্তিতে পাওয়া যায়।
গুগানিস
৭, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন—২৩-৪৮৭৮

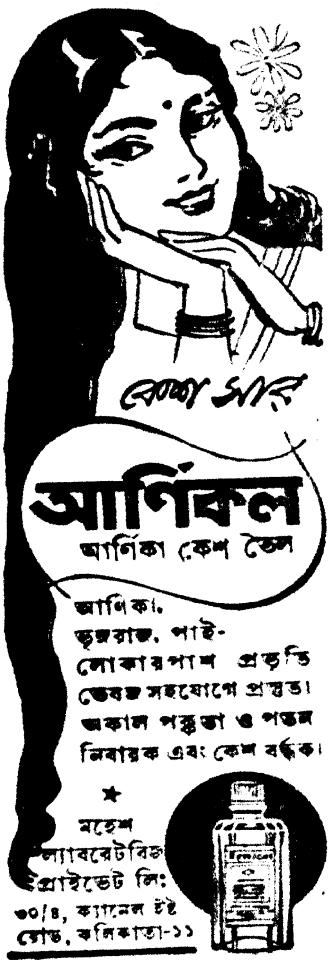

সেল এজেন্টঃ
এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ,
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

পাশা ফরমাস করল। সারা সন্ধ্যায় একবারও অরণেট কথা কইবার সুযোগ দিল না। তার পিঠ ছাড়া মুখ আর দেখতে পাই না।

পরের সপ্তাহে বুঝলাম, অবস্থা আরও গুরুতর। এ সপ্তাহে আমি একঘরে হয়েছি। যে মহিলাদের দৌলতে আমি এদের মধ্যে আসর জাঁকিয়ে বসেছিলাম, নিজের উদ্ভাবিত হাড়ায় ঝলিকের ঘুঁটিতে সেই বরফীর পক্ষ ঘায়ে পড়েছে। এখন আমি শুধু অবাঞ্ছিত নই, ক্ষোভের।

ক্রিকেটবিশারদের ভঙ্গিতে ফাঁকা এক কোণে নেটসের হাতে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ আমার কাঁধে কে হাত রাখল। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম বুড়ো কোনাজন বাস্তেল। কাস্টেলের ছেলের বিয়েতে চু-এর ফলাফল নিয়ে কথা হয়েছিল। ফলটা চেঙ্গিজখানের ছবি হোয়াইট কেটিল কিংবদন্তি ও কার সে দেশ-বিদেশের বিচারে হয়েছে। ফলাফল ও ফলাফলের সমাধান সে জানায় নি, এসে দেখা করেই আছে। কিন্তু জানোয়ার মানুষ নয় তার সেই। আমার কাঁধে একটা ঠাণ্ডা ভিজে হাতের স্পর্শ এক মুহূর্তে প্রমাদ এনে ফেলে সর্বাঙ্গে। হাত পাইপটা হাত থেকে আপনি নিজের পায়ের নিচে পড়ে। বেমার ঘাম হাইড্রোজেন পেরক্সাইড লাগা চুলে কলপের ঘাড়ের ফেনার মতো ফুলে ওঠে। ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, কাস্টেল নয়। তার বদলে দাঁড়িয়ে আছে একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি। ঘাড় ফেরাতে পারছি না, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। মূর্তি কথা কইছে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না। ঘাড়ের কাছে ভিজে হাতের স্পর্শটা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। ঘাড় ফেরাতে পারছি না, কিন্তু মূর্তি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। মূর্তি একটি মেয়ে। মেয়েটি আমার কাঁধে হাত রেখে কথা বলছে। কথা বলছে ইংরেজিতে। ইংরেজি আমার ভাল লাগে না, কিন্তু ইংরেজি ভাষায় কথা বলছে যে মেয়েটি তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। তার পিঠ ছাড়া মুখ আর দেখতে পাই না।

পরের সপ্তাহে বুঝলাম, অবস্থা আরও গুরুতর। এ সপ্তাহে আমি একঘরে হয়েছি। যে মহিলাদের দৌলতে আমি এদের মধ্যে আসর জাঁকিয়ে বসেছিলাম, নিজের উদ্ভাবিত হাড়ায় ঝলিকের ঘুঁটিতে সেই বরফীর পক্ষ ঘায়ে পড়েছে। এখন আমি শুধু অবাঞ্ছিত নই, ক্ষোভের।

হঠাৎ আমার কাঁধে কে হাত রাখল

ক্রিকেটবিশারদের ভঙ্গিতে ফাঁকা এক কোণে নেটসের হাতে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ আমার কাঁধে কে হাত রাখল। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম বুড়ো কোনাজন বাস্তেল। কাস্টেলের ছেলের বিয়েতে চু-এর ফলাফল নিয়ে কথা হয়েছিল। ফলটা চেঙ্গিজখানের ছবি হোয়াইট কেটিল কিংবদন্তি ও কার সে দেশ-বিদেশের বিচারে হয়েছে। ফলাফল ও ফলাফলের সমাধান সে জানায় নি, এসে দেখা করেই আছে। কিন্তু জানোয়ার মানুষ নয় তার সেই। আমার কাঁধে একটা ঠাণ্ডা ভিজে হাতের স্পর্শ এক মুহূর্তে প্রমাদ এনে ফেলে সর্বাঙ্গে। হাত পাইপটা হাত থেকে আপনি নিজের পায়ের নিচে পড়ে। বেমার ঘাম হাইড্রোজেন পেরক্সাইড লাগা চুলে কলপের ঘাড়ের ফেনার মতো ফুলে ওঠে। ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, কাস্টেল নয়। তার বদলে দাঁড়িয়ে আছে একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি। ঘাড় ফেরাতে পারছি না, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। মূর্তি কথা কইছে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না। ঘাড়ের কাছে ভিজে হাতের স্পর্শটা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। ঘাড় ফেরাতে পারছি না, কিন্তু মূর্তি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। মূর্তি একটি মেয়ে। মেয়েটি আমার কাঁধে হাত রেখে কথা বলছে। কথা বলছে ইংরেজিতে। ইংরেজি আমার ভাল লাগে না, কিন্তু ইংরেজি ভাষায় কথা বলছে যে মেয়েটি তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। তার পিঠ ছাড়া মুখ আর দেখতে পাই না।

পরের সপ্তাহে বুঝলাম, অবস্থা আরও গুরুতর। এ সপ্তাহে আমি একঘরে হয়েছি। যে মহিলাদের দৌলতে আমি এদের মধ্যে আসর জাঁকিয়ে বসেছিলাম, নিজের উদ্ভাবিত হাড়ায় ঝলিকের ঘুঁটিতে সেই বরফীর পক্ষ ঘায়ে পড়েছে। এখন আমি শুধু অবাঞ্ছিত নই, ক্ষোভের।

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ৪ ॥

আমি সিস্টিভিটে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিলাম। অনেক দিন ছেড়ে থাকার ফলে আবার একটু ভাঙা হয়ে ফিরে ডিসেম্বরের ছুটিতে আমার স্বধর্মীর সঙ্গে মেতারে দেখা করে এলাম। কারণ জন্মদিনটি সেপ্টেম্বরেই দেখবার সাধ্য হয়নি।

কলকাতা ছেড়ে হওয়া হয়ে যে একদিন কবির কাছে থেকে আমরা বিদায় চেয়ে নিলাম। কবির শরীর দিন দিনই বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছে। ডাক্তার এই দুঃখ করছেন যে তাঁকে যত খাওয়ান হচ্ছে সে তেমন ভাবে খাওয়া হয়ে উঠছে না। অথচ সেই সময় কবির যে ছবি দুটি দিয়েছিলেন তাতে মনেই হয় না যে তাঁর ক্ষুধা বোধের শরীর

আমি সকালে কাজে যেতে যেতেই হওয়া হয়ে আসছিল বলে বিদায় নিলাম। কারণ এখন শরীরটি নিয়ে আমাদের ভাবনা হচ্ছিল। আমার সঙ্গী ছিলেন আমার ভাগ্নী। আমরা যখন কবির কাছে বিদায় নিতে এলাম সেই সময় নির্মলবাবু নিজে চায়ের টেবিল এনে মেতারে দুই হাতে ধরে আমাদের চা খাওয়ালেন। তাঁর সেবাপরায়ণতার ছোট ছোট অনেক টুকরো ছবি আমার মনে ভিড় করে এল। ট্রেনে উঠবার সময় হয়ে গেছে বলে তাড়াতাড়ি নিচে পড়ে ছিলাম। একটি জন প্রায় ছোট ছিল একজন সময় মতো আমাদের ট্রেনে স্যাটারেরের উপর তুলে দিয়ে গাড়ির ভিতর ঠাঁই সুবিধা করে দিয়ে গেল। তখন ছিল না। তারা শান্তিনিকেতন ফেরার কবিকে বলেছিলাম, আপনার কাছে আসবার জন্যে আরও প্রায় প্রায়ই নিয়ে যেতে পারব বলেছিলেন, "বেশ তো।" হয়ে তাতে আমার জন্যে কিছু, ঠিক দিয়ে পাচ্ছে সে কথা জানা না বুঝি। একজন আর একজনকে বলছে এতে প্রশ্ন নয় যে দিয়ে যেতেই হবে, এ হচ্ছে ঠিকা। তেমন আর সেকথা নয়। তবে হয়েছিল, বাসায় ঠেকে। শুনে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করেছিল প্রশ্ন কার তেমন নিয়েছেন কি হয়েছিল বললাম, "ও তোমাকে এইরকম বার বার পথে হবে একা ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল? এসে পৌঁছে দিলে না কেন?" বললাম, কারণ যেতে হয়েছে, কাল সকালে তো ক্লাস নিতে হবে। এসেই মনে মনে চেষ্টা করবেন বলে-ছেন। পৌঁছানোর টেলিগ্রাম দিন ও'র আসা হয়নি, তবুও কাজের তাড়াতে সেই সময় কিছু চলে যেতে হয়েছিল।

মেতারের এসেই মাসের টেলিগ্রাম আমার কাছে টেলিফোনিক হয়ে এসেছে। দুবার দিবসের প্রশ্নে সংবাদ। ছুটি আর পনেরো করলাম না।

টেলিগ্রামে সময় শান্তিনিকেতনে পিয়ে যেন বাড়ির কবির কাছে ছিলাম। তাঁর মনের মধ্যে কবির পেয়েই না, এখানেতে ভরা এসে ঘুরে বেড়ান। তাড়াতাড়ি মনের দুর্বল মনের এরকম ভিড়িয়ে কিনে ছিলেন।

এসে কবির কাছে গেলে দিয়ে যেন ভালো এমনভাবে চুপ হয়ে পড়েছিলাম এরই, বিশেষ হল। চুপচাপ কবির কাছে বসিয়েছিলেন থাকতে। পরদিন এমন করেই মনে হয়ে হল, আর যে কবির দেখা দিন দুই ও'র সঙ্গে কথা মতে থাকে না তাই এমন কবির মন দুই সুযোগ হয়, এমনও কবিতা বহুক্ষণ ও'র ভিতরে হয়ে মনে ভিতরে নিয়ে আসছিল করে। কবিতাও এমনও যুগলবন্দি মনে, কবিতাই যা ভিতরের হয়ে কবির দিন বছর যা চল্লিশ বছর আগে লিখেছেন এর চেয়ে কিছু বেশি হবে না।

তুমি এখন দিন কয়েক থাকলে-পরে কবি খুশি হবেন। সে ভালোই হল। আমার প্রোগ্রাম কিছু পাকা স্থির হলেই তোমাকে লিখব।

ও'র মনের ৬ই ফেব্রুয়ারী আসানসোল আসতে হল কাজে; তারপর দুটিদিন পরে শান্তিনিকেতনে এসে আমাকে কলকাতা নিয়ে গেলেন। কবিকে দুটিছুটি দিয়ে গেলেন যে আবার সুবিধা হলেই চলে আসবে।

কোনো একটা মাসিক পত্রিকার কোনো একজন লেখিকা লিখেছিলেন, আমরা মায়ের ৮ই মনের আমরা ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি কবি সেইটা পড়ে আমাকে বলে-ছিলেন, "আমার জন্ম বলে এত বেশি পর্ব তো প্রকৃত তোমাদের মা করছে, আমা-দের বাড়ি এমনভাবে কোনো কবির সেই তোমাদেরও না। কিন্তু অন্তরঙ্গ অনেক সময়েই মনিবদত্ত খুলেছে চোখে পড়ে, আমার মায়ের জন্য আর কবি মেয়ে হয়ে হয়ে বাড়ি বাড়ির বাড়াবাড়ি? এসব লেখায় মনের বলে ধরে। কেননা মনে হয়েছিল বলেই ও'র অন্তরঙ্গের চোখে উজ্জ্বলতার জন্য হয়ে গেছেন। মাকেই যা হয় নিয়ে। সেই থেকে কোনো কোনো সময় পরিচয় করে বলেছেন, "ওগো মায়ের জন্য, তোমার কাজটা করে দেব যা অন্তত নিশ্চিন্ত হই।" কবি মুখে যেন মনের হয়ে শান্তিনিকেতনে থেকে চলে আসবার পরে একখানা চিঠি পেলাম কবির কাছ থেকে সেই চিঠিখানা লেখা।


শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

পত্র, ইতিহাস ও ইতিহাস নিয়ে লিখিত। তাহাদের লিখিত 'বিশ্ব-ইতিহাসের ইতিহাস' [illegible] একটি ক্রমধারাবাহী সুসংবদ্ধ কাহিনী রচনা করেছেন। এই ইতিহাস-গ্রন্থ পড়ে [illegible] বিশেষভাবে তিনি আমাদের বাংলা সাহিত্যের ধারা জানতে চিঠিই ১১ পেজী সাইজে ১০২ পৃষ্ঠায় বিরাট গ্রন্থ। মোট এক্স্ট্রা রোয়াল-আর্টবোর্ড ৫০ খানা আর্টচিত্রসহ ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ ১৪·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর ॥ আত্ম-চরিত ॥ ৩য় সং ॥ টা ১০·০০
শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর ॥ ভারতকথা ॥ টা ৮·০০
আজাদ কাশ্মেরের জনসনের ॥ ভারতে মাউন্টব্যাটেন ॥ টা ৭·৫০
আর কে নিনির ॥ চার্লস চ্যাপলিন ॥ সচিত্র ॥ টা ৫·০০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ ॥ ৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

* এখানে [illegible] পুস্তক অগ্রিম মূল্য পাওয়া যায়।

হে মায়ের জাতীয় মহিলা,

বাবার জাতের অধঃপতন হতে হতে যখন সে জগদলের জাতে এসে ঠেকে তখন তার বড়ো দুর্গতি। হাত খালাস করে দেবার জন্যে মহাজন তাকে reduced price sale-এ চড়িয়ে দেন। কিন্তু সেই আধলা-দামের জখমি মালটাকে স্বদেশের আড়তদের কোণে গুটিয়ে গুটিয়ে রাখাই ভালো, কাজ নেই নাড়াচাড়া করে—বুঝতে পেরেই দোকানের মালিক তাকে সরিয়ে ফেলবার হুকুম দিয়েছেন—তার প্যাকটটার বাঁধন-গুলো খুলে ফেলা চলচে। অতএব সেলাম—যদি পারো তবে সেই কবিকে মনে করো যে একদিন গোয়েছিল বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—আজ তার ডাঙা গলায় আওয়াজ বেরোচ্চে না।

ইতি ১লা ফাল্গুন ১৩৪৭

তোমাদের সম্পর্কসামর্থ কবিবেকুব

উদয়ন
বারান্দার কোণ
সকাল সাতটা

পুনশ্চ ফাল্গুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী আমাদের বিয়ের সম্বৎসরিক। প্রতিবছরেই এই দিনে ওঁর আশীর্বাদ পাই। এবারে এত শরীর খারাপ সত্ত্বেও আমাদের সে-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেননি। খাম খুলে দেখি—

**রানী ও প্রশান্ত**

বর্ষ পরে বর্ষ গেছে চলে,
হৃদ্য কবিহাতি আমি তোমাদের মিলনমালায়।
এবার দিনের অন্তে বিরল ছায়ায় আশীর্বাণী
রবির স্নেহের স্পর্শ আমি
পশ্চিমের ক্লান্ত রশ্মি হতে
ঢেলে দিল তোমাদের আনন্দিত শিরে
আশীর্বাদে ॥

**কবি**

১৫ ফাল্গুন ১৩৪৭

মন আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। কতবড়ো সৌভাগ্য আমাদের যে এতখানি অযাচিত স্নেহ পেয়েছি। গত বছরেও এমন দিনে পেয়েছিলাম—

**রানী প্রশান্তের পরিণয় বার্ষিক**

যুগল প্রেমের কল্যাণমালা
চলেছ গাঁথিতে গাঁথিতে,
বরষের পর বরষে
ক্লান্তি নাহি মানে তারা
জড়ায়ে রয়েছ দোঁহে মাধুরী মিলায়ে
তোমাদের দিন রাত্রিতে।

সে মিলনমালা বন্ধুজনেরে
গন্ধ দিতেছে বিলায়ে,
দেশ বিদেশের অতিথি
নিয়ে যায় তার প্রতীতি,
আমি দূর হতে কবির ছন্দ
দিনু তার সাথে মিলায়ে ॥

আশীর্বাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫ ফাল্গুন ১৩৪৬

ফেব্রুয়ারী মাসটা কলকাতায় কাটিয়ে আবার মার্চ মাসের গোড়ায় তারিখে উনি যখন শিল্পে গেলেন আমিও তখন শান্তি-নিকেতন ফিরে গেলাম। সেইসময় এইরকম করেই ক্রমাগত কলকাতা আর শান্তিনিকেতন যাওয়া আসা করছি—যতটুকু কবির কাছে থাকতে পাওয়া যায়। কেবলি ভাবি আর কদিনই বা ওঁকে কাছে পাবো আমরা। প্রত্যেকবার গিয়ে যখন প্রণাম করি ওঁর খুশিতে উজ্জ্বল মুখ দেখে নিজেকে ধন্য মনে হয়।

বরানগরে আমাদের যে নতুন ফ্ল্যাটটি কেনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কবির খুব কৌতূহল। কিরকম ভিতরকার চেহারা, কটি পুকুর আছে, দক্ষিণদুয়ার মতো বাঁধানো ঘাট আছে কি নেই—সব খবর খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বললাম একসময় বাগানটা বোধহয় ছোটোই ছিল কিন্তু এখন একেবারে যেন সুন্দরবনের জঙ্গল। এত বড়ো বড়ো উদ্যান। একটা খুব পুরোনো ছাদওয়ালা টিনখানা ঘরওয়ালা বাড়িও আছে, কিন্তু ওরকমের খোলামকুচি দুই বেলা না ঝাঁটালে ওখানে বসে কাজ করা যায় না। প্রথমে সেই কাজই এখন হচ্ছে মনে হচ্ছে। বাগানেও এখন খানিক পরিষ্কার করার কাজই চালাচ্ছি পরে পছন্দসই লাগাবার কথা ভাববো।

কবি জিজ্ঞাসা করলেন একদিন "তোমার ঐ নতুন বাড়িতে আমরা কবে এসে থাকতে পারি?" আমি বললাম, সেকথা কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। চিরকাল পরের ভাড়াবাড়িতে আপনি আমাদের কাছে থেকে এলেন আর এখন এই নিজেদের বাড়িতে আপনার থাকবার জন্যে থাকতে না! আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা, তোমরা আমার কাছে তোমার ছেলেমেয়ের জন্যে নাম চাও, তোমার তো আর ওর দরকারই হল না। কিন্তু একটা পুকুর কাটলে একটা নাম দিতে পারতুম।"

আমি বললাম, কি করে জানলেন যে আমি নাম চাইবো না? আমি শুধু অপেক্ষা করছি যে কবে আর একটু এগোবে যখন তখন নামের জন্যে আপনাকে বিরক্ত করবো। খুশি হয়ে বললেন, "আচ্ছা, এখন থেকেই ভাব তোমরা যে কি নাম দেবে। বলো তো বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড বরাবর তোমার বাড়ির কোন্ দিকে পড়বে?" বললাম পূব দিকে। বললেন, "আচ্ছা, তাহলে নাম হোক 'প্রাচী'।" আমি বললাম—না, ওটা শুনতে মিষ্টি লাগছে না। "বাবা! আবার শুনতে মিষ্টি হওয়া চাই। আচ্ছা, তাহলে না হয় হোক 'অরুণী'।" আমি বললাম—না, ওটাও হল না; কারণ শুনেছি অমিয় চক্রবর্তীদের পুরীর বাড়ির নাম 'অরুণী'। আপনার কাছ থেকে নাম নেবো যখন তখন একটা পুরোনো নাম কেন নেবো? আর একটা নামের কথা ভাবুন।

"আচ্ছা, তাহলে বলো তোমার বাগানে কোন গাছের প্রাধান্য বেশি।" বললাম আম-গাছ। খুব খুশি হয়ে বললেন—"বাঃ, তাহলে একটা খুব সুন্দর নাম মনে এসেছে —'আম্রপালি'।" বললাম, সেটাই তো চমৎকার নাম। তাছাড়া শুনতেও যেমন মিষ্টি, নামটাও নতুন। বললেন, "না নতুন নয়। এটা বৌদ্ধ সাহিত্যে খুব একটা বিখ্যাত নাম, যাকে বলে ক্লাসিকাল নেম। একজন খুব বিখ্যাত নর্তকীর বাগানের নাম এটা। সেই নর্তকীর একটিবার নাচের মতো ছিল এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। বুদ্ধ তার বাগানে তাঁর বাণী প্রচার করতে একদিন গিয়েছিলেন। সেই মেয়ের রূপের কথা শুনে এবং তাকে দেখে একমুহূর্তে মন বদলে গেল। সেইদিন থেকে তার নর্তকীজীবনের সমাপ্তি। সে তার বাকি ধন ঐশ্বর্য সর্বস্বছুতে জলাঞ্জলি দিয়ে বুদ্ধের শরণ নিয়েছিল—এই অম্র-পালি একটা কবির বাগান বলে তাকে মনে করছো। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলা দরকার। কিছু মনে করো না, যখনি তোমাকে এই কথাটা বলতে হবে এই কথাটা অস্বস্তিকর হয়। বললাম, আপনার এসব আমার ঠিক-মতো মনে থাকবে। আমি তো থাকতে পারি এ নামের অসম্মান হয়ে যাবে—তবে তার পরিষ্কার কথা আপনি বলুন।

আবার একটু পরে বললেন, "আচ্ছা তোমার ফ্ল্যাট কবে কবতে কেমন থেকে তোমাদের নিয়ে যাওয়া যায়?" আমি বললাম, হাল আপনার যেরকমের সময় পড়েছে তাতে আমরা আমাদের জন্যে খুব বড়ো বড়ো ভয় করছি। আবার বললেন, "আচ্ছা আমার ছেলেবেলায় জলসার ঘরে ওঠে যেমন পুকুর দেখতে পেতুম এখন সেরকম সেই রকম পুকুর দেখতে পাওয়া যায়?" হাল, এখনের সঙ্গে একটা পুকুর আর উত্তরে একটা পুকুর মধ্যে বড়ো বড়ো শিউ শিউ জঙ্গল করা হয়েছে। আপনি পুবদিকে মুখ করে বসলে সমস্ত পড়বে প্রথমখানা, তারপরে মুখ ফেরালে দক্ষিণের পুকুর পশ্চিমে মুখ ফেরালে উত্তরের পুকুর। যখন-যেমনটি প্রশ্ন সেরকম সেই রকমেই হয়। আপনি ঘরে বসেই সমস্ত বাড়িটাকে কাছে পেতে চান বলে বিশেষভাবে এই ঘরখানায় স্থান এরকম করেছি।" খুব খুশি হলেন বর্ণনা শুনে।

বললেন, "তোমার ঐ সাড়ঘড়িগাড়ি[১] আমার মোটে পছন্দ নয়। ঘরগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কিন্তু শুধু ঘরটুই দেখতে হয়,

১। বরানগরে খুব নিকটে। এই বাড়িতে পুরুষেরা আমাদের কাছে অনেকবার এসে থেকেছেন। পাশের বেলের বাইনে রেলগাড়ির শব্দ থেকে বাড়ির এই নাম দিয়েছিলেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [

পৌঁছতে শান্তিনিকেতনে এসে চৈত্র সংক্রান্তির রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সন্ধ্যাবেলা উৎসবের অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগেই ফিরে যেতে হল। বর্ধমান গিয়ে তিন ঘণ্টা দিল্লির গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে বসে রইলেন, কিন্তু এত কাছে থেকেও অনুষ্ঠানটা দেখা হল না। ট্রেন থেকে তাই দুঃখ করে লিখেছিলেন—

১৪ই এপ্রিল, ১৯৪১

১লা বৈশাখ কবির জন্মদিনের উৎসবে থাকতে পারলাম না বলে খারাপ লাগছে। অথচ বর্ধমানে এসে তিন ঘণ্টা বসে থাকা।

খনা জংসনের কাছাকাছি পশ্চিমদিক লাল হয়ে মেঘের আড়ালে সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যাবেলা যখনি রেলের গাড়ি থেকে বাইরে তাকাই মনটা ভার হয়ে ওঠে। সব চলে যাচ্ছে এই কথাটাই মনে হতে থাকে। আজকাল বয়স বেড়ে চলেছে বলেই আরো বেশি এরকম মনে হয়।

কবি আজ সকালে ডেকে পাঠিয়ে গল্প করলেন, খুব ভালো লাগল। আজ যে কথাগুলি বললেন মনে রাখবার মতো। ওঁর গানের স্তর-ভেদ করে আলোচনা করা সত্যি দরকার। এক সময়ের এক এক পর্যায়। এ নিয়ে আমাদের দেশে কেউ তলিয়ে দেখে না। আসলে সমালোচনা জিনিসটাই আমাদের দেশে নেই। কবিকে বলেছি যে গল্পগুচ্ছ পড়ছি আর খুব enjoy করছি।

পরের দিনের চিঠিতে লিখেছেন—

দিল্লি মেল। ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪১

কবি কেমন থাকেন তা লিখো। সত্যেন রায় ৬ বা জিতেন দত্ত ৭ কারোরই তো অপারেসন করার ইচ্ছা নয়। যা মনে হচ্ছে তাতে যে operationএর দিকে যাওয়ার মতো, না। এই বয়সে অতটা risk নেওয়া কোনো কাজের কথা নয়।

পরলা বৈশাখ বিকালে কী হল তা আশা করি আজকের চিঠিতে বৃহস্পতিবার জানতে পারবো। কবির সঙ্গে আজকাল যা কথাবার্তা হয়, তা যদি রোজ আমাকে চিঠিতে লেখো কিংবা টুকে রেখে দাও তো খুব ভালো হয়। আজকাল অনেকে অনেক কিছু কথা লিখে রাখছে। তার মধ্যে নিজের মতামতও আরোপ করছে। তার চেয়ে যেমনের সঙ্গে কথাবার্তা লেখা থাকলে ভালো। সব সময়েই এরা ভোলে কিন্তু কবি যখন রবীন্দ্রনাথের কথা বলেন, সে বিষয় কখনও ভুলেও উল্লেখ করে না। তাই বলছিলাম তুমি যদি লিখে রাখো তো সেটা সত্যি কাজ হয়।

আমি শান্তিনিকেতন থেকে উৎসবের খবর দিয়ে ১৭ই এপ্রিল প্রথম সাময়িক চিঠি লিখেছিলাম।

কাজ সত্যি খুব সার্থক হয়েছে। আরম্ভ হতে সন্ধ্যা বাজল। কবি সেই রাত দশটা পর্যন্ত সমানে বসে রইলেন, অনেক বলা সত্ত্বেও কিছুতেই উঠলেন না। ক্ষিতিমোহনবাবু কবির লেখা 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধটা পড়বার আগে কবি নিজে বারো ওঁকে অভিনন্দন দিয়ে সবাইকে উদ্দেশ করে মুখে একটু বললেন। সমাপ্তে সকলকে আশীর্বাদের ছলে চমৎকার বললেন। মনে হল, যেন অসুখ হবার আগেকার মানুষ। বলার মধ্যে কোনো প্রগল্ভতা নেই, কথার জন্য হাতড়ানো নেই, কোনোখানে থামা নেই, ক্লান্তি নেই, কিন্তু নেই। গলা বেশ অনেকক্ষণ থেকেই প্রথম পরিষ্কার শুনতে পেলাম। কি রকম moved হয়ে বললেন—খুব ভালো বলা হয়েছে। হেমন্তর জন্য মন খারাপ লাগছিল। ভাবছিলাম তুমি বর্ধমানে বসে আছ, তবুও আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলে। আর হয়তে কবি কোনোদিন সকলের সমানে উপস্থিত হয়ে এরকম করে কিছু বলতে পারবেন না। অথচ এই শেষ বলাটা এই সময়ের জন্য তুমি শুনতে পেলে না।

কবি আজ সকালে ছোটদিদিকে আমি সুদ্ধি কালই দেখা করতে পাঠিয়ে চুপ করে বসেছিলাম। আজ সকালে ওঁদের গাড়ি করে তুমি হেমন্তকে নিয়ে ওঁর কাছে গেছে পরিচয় দিতে। তাই যখন সেখা করলাম তখন আমার এ যে সত্যিই দেখছি দেশ ঘুরিতে উপস্থিত হয়ে উঠলেন। এইটাই আমার পুরস্কার।

কুমু

---

৬। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায়।
৭। ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ দত্ত।


বাচ্চাদের যখন ঠাণ্ডা লাগে ...

সর্দ্দি, কাশি, বুকে-পিঠে ঠাণ্ডা লেগে
শ্লেষ্মা জমে বাচ্চারা যখন কষ্ট পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
করুন, সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন।

ভেপোলিন

পরিবেশক :
জি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

# মাটির পুতুল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

[illegible] [illegible] [illegible] [

রঞ্জন সেদিন কোয়ার্টারে আসতেই রাণু বললে, বুলার কান্না শুনে ছুটে এসে বুঝি?

রঞ্জন বললে, না, কই কান্না তো শুনতে পাইনি।

—তা কেন পাবে? রাণু বললে, ওদিকে টক্কা টক্কা কষে তো শুনি সুনিবার কথা শুনতে পাও!

—বুলা কোথায়? রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে।

বুলার মা বললে, গেল তোমার ওই ধাঙ্গাসীর ছেলেটার সঙ্গে খেলা করতে। ভেবেছিলাম যেতে দেবো না, কিন্তু কি করবো বল, এমন জায়গায় এসে যে, মেয়েটার খেলা করবার একটা সঙ্গী পর্যন্ত নেই।

রঞ্জন আবার জিজ্ঞাসা করলে, বুলা কাঁদছিল কেন?

রাণু বললে, ঝোঁক ধরেছিল রান্না করবে।

রঞ্জন হেসে বললে, মেয়েছেলে তো! কিন্তু খবরদার, দেখো যেন আগুনের কাছে না যায়!

—না না এ রান্না নয়। রাণু বললে, খেলাঘরের রান্না। তবে আর বলছি কেন? এমন হতভাগা দেশ যে কাছাকাছি কোথাও একটা শহর-বন্দর নেই।

—থাকলে কি করতে?

—টিনের একটা খেলনার সেট্ আনিয়ে দিতাম। ছোট ছোট উনোন, কড়াই, ডাওরা, ঘটি, বাটি, বালতি—

রঞ্জন বললে, আচ্ছা দাঁড়াও কাল আমি মাটি দিয়ে ওই সব তৈরি করে দেবো।

রাণু হেসে উঠলো—থামো, তুমি তৈরি করবে মাটির খেলনা! তবেই হয়েছে!

—হাসছো? হাসো। রঞ্জন বললে, কাল আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো পারি কিনা।

সকালের ট্রেনটা পার করে দিয়েই লাল্ টুকটুকে মাটি আনতে।

কিন্তু কাঁকর পাথর আর বৈচিত্র রঙের এগোল মাটির স্তূপ। খেলনা তৈরির নরম মাটি পাওয়া মুস্কিল।

কোথা অনেক কষ্টে অনেক দূর থেকে কয়েকটা ধামের ক্ষেতের মাটি একটা পুরোনো পাত্র কোটা এক হাত মাটি এনে লাল্ মাথায় বসে গেল স্টেশনের সমুখে।

তার পর লাল্ হলো রঞ্জনের শিল্প-সহপুল।

নিপুণ হাতে মাটির একটি উনোন তৈরি করে এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। কিন্তু এরে অনেকক্ষণ হলো, তার ওপর মাটি খুব খারাপ। কোনো কিছুই সহজে দাঁড়াতে চায় না!

শেষে সবাই মিলে হাত লাগিয়ে দিলে।

রঞ্জন তৈরি করে একটা উনোন, তো তার আসিস্টেণ্ট তৈরি করে তিনটে বাটি। ওদিকে লাল্ খালাসী বসে বসে একটা গ্লাস কিছুতেই খাড়া করতে পারছে না।

দেখতে দেখতে স্টেশন-ঘরের দু'খানা বড় বড় টেবিল মাটিতে আর মাটির কাপ্-ডিসে ভরে গেল।

এদিকে রঞ্জন আর একখানা গাড়ি আসবার সময় হয়ে গেছে।

মাটি-হাতেই আসিস্টেণ্ট দিয়ে সেলাম করে টেলিগ্রামের টেবিলে। খালাসী লাল্ মহাবীর মাটিমাখা হাত নিয়েই। রঞ্জন দূরে, সহকারীর তৈরী সেবের আগে তুলোটুকু টেনে নিয়ে ইটারে হাত মুছে একবার মুখে নিলে।

গাড়ি পার করে দিয়ে আবার চললো লাল্দের মাটি-কাদার সংসার।

সেদিন বাকীটুকু আগাগোড়া বিনা-বাধায় কেটে যায়। অপূর্ব মুটে ডাকে একটা।

তার পর হয়ে কোয়ার্টারে হয়ে খাওয়া-দাওয়া করলে।

রঞ্জন সেদিন দোপহরিয়া দুপুরে মাটির এই ক্রিয়াকলাপের নিয়ে নিয়ে রাণুকে ক্ষেপিয়ে তুলে। একজনকে রঞ্জন লাল্, এবং ধীরে ধীরে হেসে একজনে নিয়ে নেমে হয়।

দুজনে নিয়ে রঞ্জন, এই নিয়ে কাল কাল করলে। কারকটা মাটির জিনিস গেছে ভেঙে। কারকটা গেছে ফেটে চৌচির হয়ে।

রঞ্জন বললে, যাক। অন্ত দুপুরের এই খানা। কাল নিয়ে হবে

বেলা পড়তে তাই হলো। মাটির তৈরি উনোন ঘটা বাটি গ্লাস—চৌবাচ্চার ওপর লম্বা করে সাজানো।

রাণু জিজ্ঞাসা করলে, খুনেরম নাকি বুলার জন্যে সাঁচা সাঁচাই মাটির খেলনা তৈরি করছে?

খুব খানিকটা গম্ভীর হয়ে রঞ্জন বললে, কাল দেখবে।

সারেস্তা খুনে বুলা হাত ধরে নিয়ে ছুটতে পথে লাগলো।

—কি মজা! কি মজা!

অন্তরের আশীর্বাদে রাত্রে আজ খুব ঘুমালো না বুলার। সকালে উঠেই লাল্ খালাসীর ছেলেটাকে নেমন্তন্ন করে এলো: আজ আমি রান্না করবো। তুই খাবি আমাদের বাড়িতে।

ছেলেটা ভাবলে বুঝি-বা সত্যিই নেমন্তন্ন। তার মাকে গিয়ে বললে, কাল আমি বুলাদের বাড়িতে খাব।

পরের দিন দুপুরে মাটির তৈরি রান্নায়

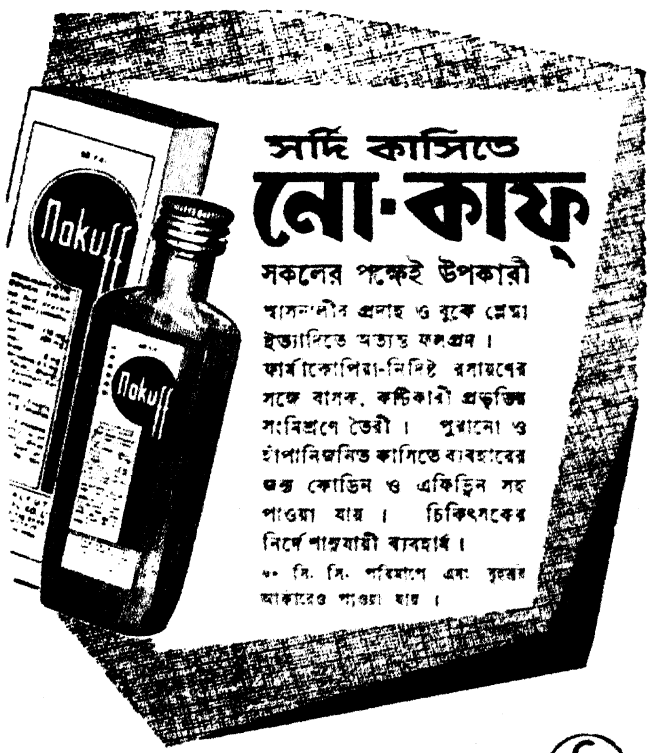

বাবতীয় সরঞ্জাম আনবে স্টেশন থেকে। বুলা স্নান করে তৈরি হয়ে আছে। এমন সময় একটি ঝুমালে-বাঁধা পুটলি হাতে নিয়ে রঞ্জন ঘরে ঢুকলো।

বুলা ছুটে গিয়ে তার কবজি জড়িয়ে ধরলো।—কই দেখি বাবা কি এনেছ!

ঝুমালের পুটলিটা হাতড়াতে উপরে তুলে ধরে রঞ্জন বললো, হাত ছিনকে ছেড়ে যাবে। ধরে থাক, সিঁচ্ছি।

হাবু বললো, কাঁচের জিনিস তো নয়, ছাড়ে যাবে কেন?

রঞ্জন বললো, এখনকার ছাঁটাই ভুক্ত নয়।

হাবুর ঝুমালটা হাবুর হাতে দিয়ে রঞ্জন বললো, খোলো। বেশি নাড়াচাড়া করলে ছাড়ে যাবে কিন্তু।

হাবু বললো, তার যে বললে, অনেকগুলো সিঁচি করেছ।

—তা করেছিলাম তো। কিন্তু সুবিধেমতো ছাড়ে সিঁচেছি। সবগুলো সিঁচে রাখা তোমার সব সুবিধে হবে বলে।

ঝুমালটা খোলা হলো, সব ভেঙেচুরে গেছে।

—এ কি! এ যে দেখছি একটা ন উইলসন। এটা সিঁচি হলো? এটা যে ঘোড়ার ডিম হয়েছে তা। এটা সুবিধে হলো? এই যে আমার নাম লিখেছ, এই বা কেমন হলো?

হাবু আপনার মনেই বিড় বিড় করে। বিশেষ কিছু বোঝা যায় না, বললো, কিন্তু তোমার মন ভালো।

এই সব মনিহারি সওদাগুলি আনার জন্যে হাবু ও সিঁচির কোলের ওপর সিঁচি, পুতুল, ঝুমাল, ঝুমালের পুটলি ও সিঁচির ঠোঙাটা ঠোঙা হাতে নিয়ে হাবু বাড়ির ভেতরে ঢুকলো।

হাবু, তোমাদের দিয়ে ঢুকলো।

বুলা কিন্তু ঠোঙাটা খুলে তাদের এক-একটা উপহারের উপর উপুড় করে ঝাড়তেই সব ছোট ছোট সস্তা জিনিস ঘরে ছড়াছড়ি সর্বত্র। কাঁচি, কাঁচি ধরনের ঝিনুক ঝুটি, সিঁচি ধরনের ঝুমাল ঘর ও ঘরের বাইরে ছড়িয়ে পড়ায় ঘরে ঢুকলো হাবু ও রঞ্জন। ঘরের মধ্যে এক-মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে রঞ্জন বললো, তুমি ঘরে এসো বাবা, আমার ঘরে হবে ঘোড়া।

রঞ্জনের কথা কানেই এলো না হাবুর।

বুলা ঝুমালে আঁকা সিঁচি, কাঁচের ঝিনুক ও পুতুল নিয়ে ব্যস্ত। হাবু ঘরে ঢুকে রঞ্জনের কাঁধে হাত রেখে বললো, বাবা, তুমি ঘরে এসো। আমার ঘরে হবে ঘোড়া।

রঞ্জনের কথা কানেই এলো না হাবুর।

বুলা ঝুমালে আঁকা সিঁচি, কাঁচের ঝিনুক নিয়ে ব্যস্ত। হাবু ঘরে ঢুকে রঞ্জনের কাঁধে হাত রেখে বললো, বাবা, তুমি ঘরে এসো। আমার ঘরে হবে ঘোড়া।

রঞ্জন বললো, তোমার ঘরের ওকই এনেছি। যা ঘরে তাই ছোড়ে যেমন।

বলতেই হঠাৎ নজরে পড়লো, সোফার আড়ালে বুলার যা তখন তার মেয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু চোখ ভরে দেখছে তার মিষ্টাবতী কন্যার কাল্পনিক সংসার। রঞ্জনের চোখে চোখ পড়তেই কিবে করে সে চোখে ফেললে।

রঞ্জনের কিন্তু হাসবার উপায় নেই। হাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে। বেশিক্ষণ সে থাকতে পারে বসে।

ঘোরে হাবুর রঞ্জনকে। কাজেকর্মে হাত দিতে বুলার ঘরের হাবুর মুখের কাছে মুখের কাছে। মুখ নেড়ে ধারার ভঙ্গিতেও করতে হাবুর তাকে।

বুলার কিন্তু হাবুর কিছুই এসে যায় না এসেই যায় বুলিয়ে। কিন্তুক্ষণ তখন তার কাল্পনিক সংসারটুকুতে অবসরের কাজ কিছু নেই সেখানে সবই সম্পন্ন।

রঞ্জনের ঘাওয়া দেখে বুলা বললো, খুব ভুল হয়ে গেছে যা, আগে ছাড়ে দেখে।

বুলা বললো, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না। তুমি আমার কিছু আনো নি।

রঞ্জন বললো, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না। সাঁড়াও আমার এখনও কাজ আছে। এটা কাটা পরিষ্কার করতে হবে, মোমেলা তুলতে হবে।

হাবু বললো, আজ শিল্পী হয়েছ তুমি। এটা ফ্রেমে বাঁধা করতে দিয়ে ঘরটা সাজিয়ে রাখবে। যে সব তোলা, পরিষ্কার কর।

ঝুমালের পরিষ্কার করতে দিয়ে আমার অন্য-এর মুখোমুখি সোফে বসলো।

ঘোরে ঘোরে রঞ্জন চুপ করে গেছে। রঞ্জনের ঘরের ওপরেই নির্ভর করে ঘরের ভবিষ্যৎ, ঘরের ঘরে দিয়ে, না রঞ্জন এখনও ঘোরে বুলা না বুলা? হাবু ও সব ভাবি নাবে বসেছে।

বুলা বসি কাপড়ের টুকরোগুলো কোলে


বিশেষভাবে এই কেশতৈলটিই
আপনি কিনবেন কেন?

চুল পরিষ্কার রাখবার জন্যই সাধারণতঃ আমরা
ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু উপরি-উপর চুল

ঠিকমত রাখাই হয়ে না। চুলের গোড়ার আরও
কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার যাতে
মাথার ত্বক চুষ্ক থাকবে আর চুলের গোড়া
তার উপযুক্ত খাদ্য পায়। এ সমস্ত গুণই
যে কেশতৈলটির আছে, তা হচ্ছে

কেয়ো-কার্পিন

কে'ক কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • লাহোর • পাটনা • কটক

দিয়ে একটি একটি করে বুলা তার রান্নার আসবাবপত্র সাজিয়ে রাখছিল। মার তাড়া খেয়ে উনোনটি তাড়াতাড়ি তুলতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ব্যস, একটিমাত্র উনোন, বুলা পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলো।

রাণু অনেক কষ্টে তার কান্না থামিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলে।

ঘুম থেকে যখন উঠলো, লালু খালাসীর ছেলেটা তখন জোরের কাছে উঁকিঝুঁকি মারছে। বুলার কাছে তার আজ বাবার নিমন্ত্রণ।

বুলা তার মাকে ধরে বসলো এখন আমি কি করি বলতে পারো?

রাণু বললে, আমি ওকে বুঝিয়ে বলছি।

—কি রে, কি নাম তোর?

ছেলেটা বললে, হরিয়া।

—ও মা, তোর নাম হরিয়া আর তোর বাপের নাম লালু। তোরা ছিন্দুস্থানী?

ছেলেটা বললে হাঁ মা-জী।

রাণু বললে, তোকে খেতে বলেছিল বুলা?

—হাঁ মা-জী।

—কিন্তু বুলার উনোনটা গেছে ভেঙে। তাই রাঁধতে পারছে না। আর-একদিন তোর নেমন্তন্ন রইলো। বুঝলি?

—বেশ।

ছেলেটা চলে গেল।

বুলার ঝোঁক কিন্তু কমলো না।

বেশ ছিল। তার বাবাই মাটি কেটে মাটির একটা উনোন তৈরি করে দিত। খেলাঘরের সংসার পাতবার অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা তার বেড়েই চললো।

রাণু বললে, শহরে যাবার কাউকে যদি পাও তো সেখান থেকে টিনের একটা কারার সেট আনিয়ে নাও না ওকে।

রঞ্জন বললে, তাই দেবো। আর নয়তো আমিন আর-একটা উনোন—

কথাটা রাণু তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে, না থাক্ আর মাটি দিয়ে তৈরি করতে হবে না। আবার ভেঙে যাবে। আবার কাঁদবে।

শহরে যাবে আবার ফিরে আসবে—সেরকম লোক সেদিন একজন পাওয়া গেল। রঞ্জন তার হাতে একটি টাকাও দিয়ে দিলে, কিন্তু লোকটি ফিরে এসে রঞ্জনের হাতের কাছে টাকাটি ফিরিয়ে দিয়ে বললে, পাওয়া গেল না।

এদিকে বুলার আগ্রহ বেড়েই চললো। আর সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটার ওপর রাণুর বিতৃষ্ণা।

রঞ্জন রাণু করে লালুকে আবার এক-আধ মাসি আনতে পাঠাব পাঠাব করছে, এমন দিনে একটা সুরাহা হয়ে গেল।

আপ্ ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একটা লোক এসে রাজিবপুরের টিকিট চাইলে। টিকিটের কাউন্টার তখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। লোকটার মিনতিকাতর মুখখানা দেখে রঞ্জন তাকে টিকিট না দিয়ে পারলে না।

টিকিটখানি নিয়ে লোকটি ছুটে গিয়ে ট্রেনে চড়লো—রঞ্জন দেখলে।

গার্ডের কাছ থেকে রঞ্জন ফিরে আসছে, ট্রেন ছাড়তে তখন আর বেশি দেরি নেই সবুজ হয়ে এসেছে, হঠাৎ রঞ্জন শুনলে, কে যেন ডাকছে, শুনছ।

ডাক শুনে রঞ্জন থমকে দাঁড়ালো। ফিরে দেখে, সেই লোকটি।

—কি বলছ?

লোকটি বললে, আপনি আমার খুব উপকার করলেন বাবু, বেরুবার সময় আমি বিনা টিকিটেই আসছি। মাটির পুতুল বিক্রি করে থাকি বাবু, আমি বড় গরীব।

এমন সময় গার্ড সিটি দিতে দিতে সিগন্যাল দিলে। লোকটি তাড়াতাড়ি পকেটে ওঁজবার আগে রঞ্জনের হাতে কি একটা জিনিস গুঁজে দিয়ে বললে, এইটি নিয়ে যেও বাবু, আপনার ছেলেমেয়ে থাকে তো তাকে দেবেন।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রঞ্জন তার হাতের মুঠো খুলে দেখলে, চমৎকার রং করা মাটির একটি পুতুল।

চলন্ত গাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো রঞ্জন। গাড়িটা মিলিয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে।

পুতুলটি হাতে পেয়ে বুলার যে কি আনন্দ!

এতদিন পরে ঘরে হাসি ফোটা দেখে তার উনোনের দুঃখ দূর হয়ে গেল।

পুতুলটি দেখে মনে হয় তার আর শেষই হয় না। পুতুলটিকে বারংবার সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আর তার মাকে দেখায়। বলে মেয়েটার কিরকম চুল হয়েছে দেখছ মা?

মা সেদিকে না তাকিয়েই বলে, বুলার মেয়ে, ও আমার নাতনী, ওর চুল হবে না তো হবে, কার?

বুলা হেসে বললে, আমার মেয়ে? এক কি বলে ডাকবো মা?

রাণু কিছু না বোঝেই বলে বসলো, বুলার মেয়ের নাম চুলা।

—ধেৎ! চুলা আবার নাম হয় নাকি কারো? ছাই নাম।

মা বললে, তাহলে তুমিই একটা নাম ঠিক করে নাও।

বুলা বড় ভাবনায় পড়ে গেল। মেয়ের নাম রাখা কি সহজ কথা নাকি? যা তার মনে আসে তাই মনে হয় পুরনো। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে বেশ ভাল নামই সে রাখলে। বললে, মেয়ের কেমন সোনার মত গায়ের রং মা! মেয়ের নাম রাখলাম—সোনামণি।

সোনামণি!

চমৎকার নাম।

সেইদিন থেকে সোনামণি হলো বুলার নিত্যসঙ্গিনী।

সোনামণিকে সে তার বুকে চেপে ধরে আদর করে, চুমো খায়। সোনামণিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে। সোনামণির সাথে গল্প করে। সোনামণির ওপর রাগ করে। সোনামণিকে মারে। সোনামণিকে বিছানার ওপর একা শুইয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মাকে বলে, জানো মা, সোনা আমার কথা শোনে। আমার একটি কথা শোনে।

মা তাকে না বলে, বুলাও ঠিক সেই সব কথা তার সোনামণিকে শুনিয়ে যায়।

রাণু আশ্বস্তমনেই হাসে।

তবুও কথায় রাণু সেদিন বলে ফেলেছিল ওর মেয়ে যে তারে আনক বড় হয়ে উঠেছে এবার ওর বিয়ে দিতে হয়।

বিয়ের কথা শুনে কী ভয় যে সে করেছে সমস্ত সন্ধ্যে আকাশ ভেঙে পড়বার ভয়ে সুন্দর আর সমস্তক্ষণ কথা কইতে পারে না।

—আমার সোনামণিকে এইবার কারুর বাড়ি পাঠিয়ে দাও মা।

ভয়ে কাতরতায় আজ স্তিমিত স্তিমিত সোনাই তার সব মাথা নেড়ে বলে, না না মা, সোনামণিকে কারুর বাড়ি পাঠাতে হবে না।

কারুর বাড়ি না পাঠালে তাকে নিয়ে যাবে কোথায় রাণু, আমার মেয়েকে তুমি একা পরের ঘরে দাও?

—নিশ্চয়ই পাঠাবো। তার বড় আমি পাবো না কিনা চুলু?

সব, সব, অনিচ্ছার ভাব কাটিয়ে বোঝাতে চেষ্টা রাণু।

অনিচ্ছার ভাব সাথে ছলছলানির ভাবও বিয়ের কিনে রাণু বলেছে এই নাও, তোমার মেয়েকে কিরকম সুন্দরী হয়। হলো তো?

বুলা তার মেয়েকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। আমার সোনা খুব সুন্দরী হয়েছে। নয় মা? হয়তো এমন সুন্দর মুখ-চোখ লাগবে তো।

রাণু তার মেয়েকে আদর করে কখনও ডাকে, সোনা, কখনও ডাকে, মণি।

সোনামণির বিয়ে দিতে হবে অত্যন্ত বর পাওয়া যায় না। এদিকে সেখানে সেখানে বরণী এসে গেল।

বুলার একটি প্ল্যাস্টিকের পুতুল ছিল। অনেক দিনের পুরনো। ছিলিমতী পুতুল।

বুলা তাকে ছেলেমানুষিই পছন্দ করে না। ভাঙা একটা টিনের বাক্সর তলায় সেটা পড়ে ছিল, রাণু একদিন সেটাকে বের করলে। বেশ করে ঝেড়ে মুছে ছোঁচা দিয়ে কাপড়

পরিয়ে, জামা পরিয়ে সাজিয়ে দিলুম। বৌকে ডেকে বললুম, এই দ্যাখ, কেমন সুন্দর নাত-জামাই ধরে এনেছি। এরই সঙ্গে তোর সোনার বিয়ে দে।

তা এখন তাকে মন্দ লাগছে না।

ওর সঙ্গে সোনামণির মত পরমসুন্দরী মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল না বলার কিন্তু কি আর করবে, পাত্র যখন পাওয়া গেল না, তখন বাড়ী হয়ে ইস্তক শেষ পর্যন্ত।

জামাই শেষ হয়ে গেছে এখন। ভুবন ডাক্তার। ছাড় মাসে বিয়ে হয় না। সুতরাং বিয়ে হচ্ছে এই শ্রাবণেই। বিয়ে হবে।

বুড়ো অতসব জানে না। সোজা মা বলেছে এই কথা।

এখানে এই জনবিরল নিরালাঘর পাড়াতে এসে অবধি বুড়ো বৌটিকে এক-ঘেয়ে জীবনে সোনামণি ঘর এনেছে একটা। দুনি পিসীমার চাওয়া নিজের নিয়ে যেতে চেয়েছে সে ঘর এই ঘরসংসারকরী পুতলাটিকে পাঠাবে না।

মা ও মেয়ে—দুজনের কাছেই সোনামণি এখন একটা নিরুপম মানবীর পুতুল নয়। সোনামণি তাদের ঘরসংসারের জীবন্ত প্রতিমা।

ভাবনের সমারোহে আকাশ। সকাল থেকে চণ্ডীমণ্ডপ অন্দরে করে বৃষ্টি নামছে। রাতের কলাবতের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে অনেক আগেই। যখন যখন হাত সেরিঙ্গের কাজে যোগ দেয় তখন ছাড়া টিন-পিস্ পাখোয়াজের হুকার ছাড়া শোনা যায় না। কাজেই রাত যখন নিশুতি থেকে ওঠে, বাড়ির অন্দরের হৈচৈয়ের শব্দ পাড়ার লোক-পরম্পরের কলগুঞ্জন থামে তখনও সেখানে থাকে। রাতের কোনো তাদের কাজ করতে হয়।

ছোট উনোনটি ধরিয়ে কাপড় কেচে এসে প্রতিদিনের মত রজনীকে চা আর পাটে রুটি খাইয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে সেদিন সে রান্নাঘরের কাছটিতে এসে দাঁড়ালো।

চোখের সামনে একটি কাটা আম গাছে ঢেকে গেছে লাল-পলাশের জবাফুলের ঝোড়ে বিয়ে। প্রথম যখন তারা এখানে এসেছিল ঘরের তখন জল ছিল না। বর্ষার জলে পুকুরটি এখন কানায়-কানায় ভর্তি।

জল-খাবারটি সেদিন বরাদ্দ—গ্রামের চাষীর বাড়ির কোন নদী থেকে ওই খাসটি কেটে নিয়ে গেছে তাদের চাষের জমিতে জল সেচবার জন্যে। নদীর মাছই জল ঘরে চুকবার খালের ঝোড়ের ভিতর কোথায় তার উৎসমুখে কোথায় কিসে পড়েছে কিছুই সে জানে না।

সুমুখের এই ঝোড়ের লাইনটি ঘিরে দেখুমনি। রাত্রে এই জলাশয় কাছটিতে পাঁচুরে পাঁচুরে সোনা ওই লাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যখন অনেক দূর থেকে আসে অনেক দূরে চলে যায়, সে তার কতটুকুই-বা দেখে!

পশ্চিমটা অনেক বড়, কিন্তু তার পশ্চিমটা বড় ছোট। ওই লাইন ওই লাইন আর তাদের এই তিনটি ছোট ছোট কোয়ার্টার। আকাশের পশ্চিমটা তাকে মনে হয়েছে ছোট করে নিয়ে। মনে হচ্ছে যেন এর বাইরে আর কোথাও কিছু নেই। শুধু তার এই ছোট কোয়ার্টার তার আপনি আর তার কাজ।

মানুষের জীবনটাও ঠিক এমনি। মানুষ ওই ছোট জীবনেও একটা পথ করে নিতে পারলে সমস্তটাকেই আপনি করেও হয়তো একটা আরাম। কিন্তু মন বাদেতেই ঘনটা সঙ্কীর্ণ সে তার আকাশের তিনটি দিকেই মনস্থলে। আজ সে তার মাটির সোনামণির বিয়ে দিচ্ছে। আগামীকালের দূর ভবিষ্যতে এমনি করে জীবন্ত সোনামণিকেও বিয়ে দিতে হবে তাকে বিয়ে দিতে হবে। সেই অনাগত অনাগত দূরের কথা পড়ছে তার আজকের জীবনে। মন তার ডানা মেলেছে কল্পনার অলকাপুরীতে। আকাশ-কুসুমে মধু আহরণ করবে সে মধু বিতরণের।

হাসু বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। বৃষ্টির মজাই এই। আকাশ থেকে মনুষ্যের মনে নিয়ে আসে বৃষ্টি সে আকাশের নিমন্ত্রণ। সুমুখটাকে কাপসা করে দিয়ে একোমেলো হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় মনটাকে।

হঠাৎ বুলার ডাকে তার চমক ভাঙলো। ছিটকে গেল তার একোমেলো চিন্তার সূত্র।

—মা!

হাসু বললে, উঁ।

বুলা বললে, আজকেই মা সোনামণি বিয়ে।

—হাঁ।

বুলাও কার উঠে বসলো বুলা। ওর মানে আজকের আমার কাজ?

কাজ না হাই।

কাপড় ছিটের ছিটের কাপড়ের একটি ছোট বাক্সের ভেতর সোনামণির আড়ী পুতুলটি ভিজে গেছে। তারপর সারাদিন ধরে নিজের যা-কিছু মূল্যবান বস্তু ছিল, পুতির মালা, চুলের ফিতে কাপড়ের ছবি, সবানের টুকরো, পাউডারের কৌটো—সব-কিছু ভরে দিয়ে ছোট একটি টিনের বাক্সর ভেতর। টিনের বাক্স মানে তার মাইর জরুরত কৌটো।

বর-কনের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে হাসু পড়লো মুশকিলে। মাটির ওপর


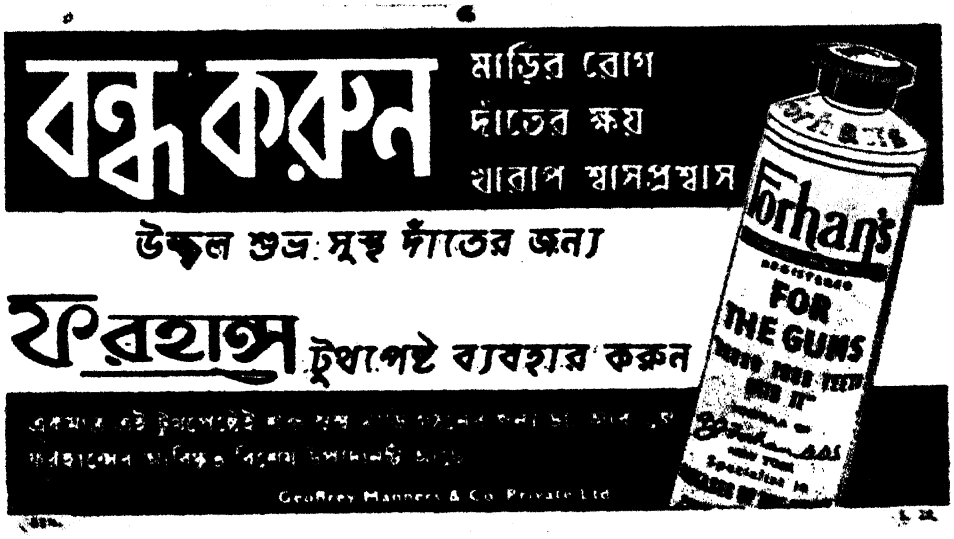

চন্দনের ফোঁটা যদি-বা লাগে প্লাস্টিকের ওপর চন্দনের ফোঁটা কিছুতেই ধরে না। বাপু তখন কতগুলো এনে পরে কতগুলি নিয়ে বারের কপালে ফোঁটা কেটে দিলে।

বন্দোবস্ত মন্দ হয়নি। লালু খালাসীর বাড়িতে ছিল অনেকগুলি ছাপলের বাচ্চা। তার ভেতর একটি বাচ্চা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতো। সেখানে ধরেছিল তাকে। সেই খোঁড়া ছাগলটিকে কোটে নিয়ে এলো লালু। রঞ্জন তার নাম দিতে গেল। লালু নিলে না কিছুতেই।

স্টেশনের সবাই বলাবলি করতে লাগলো, রঞ্জনের বাড়িতে পেট ভরে লুচি-মাংস খেয়ে আসবার পর থেকে বুলার মেয়ে-জামাইকে।

সারাটা দিন ঘোরাঘুরির পরিশ্রম করে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কানের মা বলছিল, আমি এখন থাব না মা। রাতে বিয়ের বাসর জাগাতে হবে।

মা তাকে জোর করে খাইয়ে দিলে।

খাবার পরেই চোখদুটো তার ঘুমে জড়িয়ে এলো।

বাসর জাগানো আর হলো না। সকলে সকাল ঘুমিয়ে পড়লো সোনামণির মা।

বুলার কী আপসোস তার পরের দিন!

—তুমি আমাকে তুলে দিলে না কেন মা?

—তোমার মেয়ের যে ঘুম পাচ্ছিল! ছেলেমানুষ, ও আর কতক্ষণ জেগে থাকবে?

ফিক করে হেসে ফেললে বুলা।

সবই জানে সে। তবু তার এই মনের বিলাস।

আকাশে মেঘ ছিল, কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। মেঘলা-মেঘলা সকালটা মন্দ লাগছিল না।

বুলা বাইরে বেরিয়ে গেল।

দেখলে, লালুর ছেলে হরিয়া গরুর গায়ে দাঁড়িয়ে কি যেন করছে।

—কি করছিস রে?

হরিয়া বললে, নৌকো চালাচ্ছি।

বুলা তার কাছে গিয়ে দেখলে, কলা-গাছের একটা বাসনা খোলের জলে ভাসিয়ে হরিয়া দড়ি দিয়ে টানছে। খোলের ওপর দিয়ে সেটা ঠিক নৌকোর মত ভেসে চলেছে এইবার করে।

বুলার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললে, আমার মেয়ে-জামাইকে যদি ওই নৌকোয় চড়িয়ে দিই, তুই ওদের নিয়ে যেতে পারবি?

হরিয়া বললে, কেন পারবো না? কোথায় নিয়ে যেতে হবে বল।

কোথায় নিয়ে যেতে হবে বুলা জানে না। গলটা বনের ভেতর দিয়ে কোথায় কতদূরে চলে গেছে তাও তার অজানা। শুধু আঙুল দাঁড়িয়ে বললে, এইদিকে। অনেক দূরে। —সোনামণির শ্বশুরবাড়ি।

হরিয়া আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে বললে, আমি একটা বড় নৌকো তৈরি করে আনি তাহলে।

এই বলে সে ছুটে চলে গেল বড় নৌকো করতে।

নৌকো তৈরি করতে দেরি হলো না হরিয়ার। কিন্তু টিপটিপ করে বৃষ্টি নামলো। বুলা বেরুতে পারলে না বাড়ি থেকে।

হরিয়া নৌকো নিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে।

বুলা চুপিচুপি বললে, না এখন যেতে দেবে না। দুই খোয় দেবে অসুখ।

সেই ব্যবস্থাই ঠিক রইলো। কিন্তু থেমে বৃষ্টি আর থামে না কিছুতেই।

রঞ্জন এলো স্টেশন থেকে। তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

বুলাকে —— করিয়া দেওয়া হয়েছে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। খাইয়ে দিয়ে বাপু বলেছে, যা চুপটি করে ঘুমোগে যা।

বুলার চোখে কিন্তু ঘুম নেই। জামাইকে ঘরে বসিয়ে রেখে তার মেয়েকে কোলের কাছে নিয়ে জানলার কাছটিতে বুলা চুপ করে শুয়ে আছে। দেখছে—বৃষ্টি বন্ধ হলো কিনা!

কিন্তু তার কপালটাই খারাপ। আজও বৃষ্টির বিরাম নেই।

খাওয়া শেষ করে রঞ্জন ঘরে ঢুকলো।—কি গো, শেফালি যিরে শুয়ে কেন? আমার তো তোমার কাছাকাছি যাচ্ছে না! জামাইটি তো ঘর-জামাই থাকবে! শ্বাশুড়ি কিসের?

বুলা চুপ করে রইলো। রঞ্জন হাসতে হাসতে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

স্টেশনে চলে গেল রঞ্জন।

এবার ঘরে ঢুকলো বাপু। খাবার পর পান না খেলে তার চলে না। পান খেয়ে বেশ আরাম করে একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়লো। বই আছে মাত্র ছখানি। একখানি রামায়ণ, একখানি মহাভারত, রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা একখানি আর তিন খণ্ডে গল্প-গুচ্ছ। রামায়ণ মহাভারত পড়া মোট, শুয়ে শুয়ে পড়া চলে না। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি কতবার যে পড়েছে তার অন্ত নেই। আজ সে সঞ্চয়িতা খুলে কবিতা পড়তে লাগলো। পড়তে পড়তে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতেই পারেনি।

বর্ষাকালের ঘুম সহজে ভাঙতে চায় না। ঘুম যখন ভাঙলো মনে হলো যেন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মেঘে মেঘে আকাশটা অন্ধকার হয়ে আছে।

কিন্তু বুলা কোথায়?

—বুলা! বুলা!

বুলাকে ডাকতে ডাকতে বাপু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

—বুলা! বুলা!

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না মেয়েটার। কোথায় গেল সে?

বাপু অন্ধকার বারান্দায় বেরিয়ে গেল। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

মেয়েটা কি তবে স্টেশনে চলে গেল তার বাবার কাছে?

পায়ে চটি টানিতে টানিতে বাপু ছুটলো স্টেশনের দিকে। খোলা ঘরে চেয়ে পড়ে বইগুলো পেছনে। ও থাক। বাকিরা পাহারার পথটা ছেড়ে দিলে বাপু। ছুটতে ছুটতে মাঝের জলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটলো সে। স্টেশনের ঘরে ঘরে কেরোসিনের বাতিগুলো জ্বালানো হয়েছে। স্টেশন-ঘরে আলো জ্বলছে। সোজা সে গেল সেখানে। টেলিগ্রাফের যন্ত্রটায় খটখট শব্দ হচ্ছে। আর তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছে একটানা ঝিঁঝির পোকার ডাক।

স্টেশনের সমস্ত ঘরে একবার চোখের দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে বাপু ছুটলো স্টেশনের পেছনে দিয়ে বাড়িতে। [illegible] কোথাও কারুর সাড়া শব্দ নেই। সবের ছেলেটাকে তার পর কোলে টেনে [illegible]

[illegible] কি ভেবে বাপু [illegible] বললে, [illegible] নয়তো [illegible] কোথাও না। [illegible] ছুটলো [illegible] ছুটতে ছুটতে [illegible]

[illegible] বাপু [illegible] ঘরে ঢুকলো। [illegible] ঘুমিয়ে পড়েছে। বাপু দাঁড়িয়ে রইলো জানলার পাশে। [illegible] দিয়েই সে বেরিয়ে এলো।

বাপু [illegible] তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বুলাকে দেখেছ?

—না মা, বুলা তো এখানে আসেনি।

বাপু জিজ্ঞাসা করলে, তুমি একবার [illegible] আসতে পারবে লালু?

লালু বললে, গাড়ি পার করে দিয়েই যাচ্ছি মা। বিশ্রি পড়ছে, আপনি ভেতরে এসে বসুন।

—না আমি বসবো না। গাড়িটা পার করেই তুমি এসো বাবা।

এই বলে বাপু বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই আবার তার বাড়ির দিকে চলে গেল।

এতক্ষণ পরে কথাটা লালুর মাথায় ঢুকলো। মা বললে, বুলাকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না।

লালু তাড়াতাড়ি স্টেশন-ঘরে ফিরে গিয়ে বললে, গাড়িটা পাশ করে দেবেন বাবু, আমি আসছি।

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে রে?

লালু চট করে বলে বসলো, বুলাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—পাওয়া যাচ্ছে না কি রে? যাবে কোথায়?

এই বলে সে নিজেও বেরোবে বলিয়া টিকিটের কাউন্টারে যে পড়িবে লাগিল। গাড়ি আসিতে অবশ্য দেরি নেই। মাত্রই পাঁচ মিনিট দিতে হবে। রঞ্জন যেতে পারলে না। কাউন্টার খুলে টিকিট দিতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু মন তার পড়ে রইল বুলোর দিকে।

ওদিকে ছুটতে ছুটতে আরও অন্ধকার পথের ওপর রাখুকে ধরে ফেললে লাল, বললে, কোথায় যাবে সে? বাড়িতেই কোথও ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। এলো।

রাখু শুধু বললে, না বাবা, বাড়ি নেই।

তবু গেছে একবার বাড়িতে দেখতে হবে। অন্ধকার ঘর ফেলে রেখে ঘুমিয়ে পড়বার মেয়ে সে নয়। চলো পুলিশটা এখনো জাগেনি। চলতে চলতে ঘুমিয়ে পড়েছে। এসো, আমরা বাড়িতে দেখে আর একটু ঘুরে নিয়ে তাকে এনে দেব।

লাল, পুলিশটার ঘুম ভাঙিয়ে লাভ কি? কিন্তু কেন যে সে ইতস্তত করছে।

লাল, কোথায় যে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ঠিকানা নেই। খালের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো সে।

হঠাৎ রাখুর মনে হলো যে সে সত্য কথা বলে নি। কি যেন লুকাচ্ছে।

কি রাখু, বলবে না?—লাল, কপালে।

—দেখছো? আলিনদীর মধ্যে টিনটিনের ডাকবাংলা হয়ে বলু ছাউনী সেই দিকে। কিন্তু অন্ধকার বলেই কি এগিয়েই যাবে হলো। লণ্ঠনটা সে পাছার ঝোলায় রেখে এসেছে। আবার ফিরবে সে লণ্ঠন আনতে।

ওদিকে লাল, সেখানে বলে আর চিন্তা করলেই হবে না খালের জলে অনেকখানি চলে এসেছে। আবার হয়তো সেখানে ধরে ফেলে চিনিয়া সমস্তদের পাবে না কিছুতেই। সব বলে উলটো উলটো পড়ছে আর পা দিয়ে হাত দিয়ে ডুবে ডুবে কি যেন হাতড়াচ্ছে জলের নীচে।

খালটা সেখানে খুব বেশি গভীর নয় তাই রক্ষা।

এদিকে এক-কোমর জলে দাঁড়িয়ে আছে বুলা। জলকাদায় সে এক অদ্ভুত চেহারা হয়েছে তার। মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া রুক্ষ-চুল ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। গায়ের চক থেকে জল গড়াচ্ছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সে। কাঁদছে আর বলছে, পেলি?

নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে হাঁকিয়া ঘাড় নাড়ছে। ঘাড় নাড়ছে, জলের তলায় হাতড়াচ্ছে, ডুবছে আর উঠছে।

হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠলো, হাঁরিয়া উঠে আয়।

লাল বললে, না, হাঁরিয়া উঠবে না।

বলেই সে নিজে কাঁদতে কাঁদতে উঠে এলো জল থেকে। লালুর কাছে এসে বললে, হেমন্ত হাঁরিয়া আমার সেনবাবুদিকে চুরিয়ে মেরে দিলে।

—তুই ও ওই সঙ্গে ডুবে মরলি না কেন হতভাগী? বলেই ঠাস ঠাস করে মাথায় দুই চড়।

অন্ধকারে মরা খালে বুকে পেছন ফিরে হাঁরিয়া দেখতে হয় না।

ছোট একটু বলু হয়ও হাঁপাচ্ছে। বুকটা এখনও আমার টিপ টিপ করছে।

রাখু তার ছোট ছোট হাত দুটি বাড়িয়ে লাল ঝুঁটিয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। মা, আমার সোনা! আমার সোনামণি।

বলু তার পাছে মাথা হাত দিয়ে চুমকে উঠলো—এ দুই কী করেছিস হতভাগী! বাড়ির থেকে চুন করে—ছি ছি ছি ছি—এখন কি হবে? যদি হয় তো এখনে না-আছে ডাক্তার না-আছে ওষুধ—

এই বলে বালুর মাথার ওপর একটা চড় এসে সে মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু বালুর সে বুকে-ফাটা কান্না শুনে হাত আর উঠলো না। নিজের লণ্ঠন দিয়ে মাথার চুলগুলো তার মুছাতে মুছাতে বলু বললে, চল।


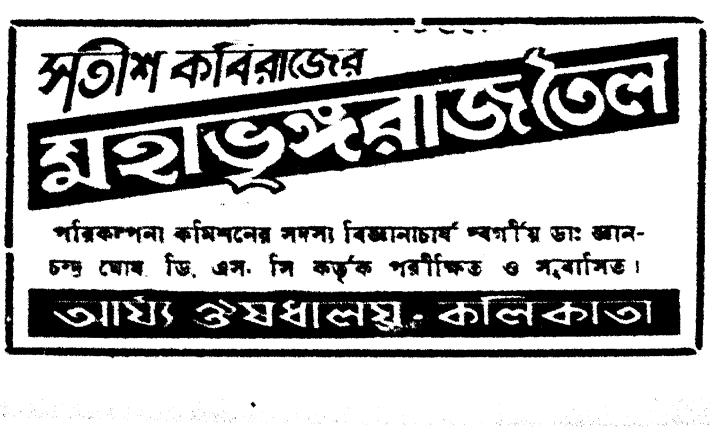

বুলা কিন্তু কিছুতেই যাবে না। পেছন ফিরে যেই দেখলে হরিয়াকে তার বাবা জল থেকে টেনে তুলছে, অমনি আবার কান্না!

—ওই দাখো মা, হরিয়া উঠে এলো।

লালু বললে, যাও তোমরা বাড়ি যাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের পুতুল।

স্টেশনের কাজ শেষ করে ছুটতে ছুটতে রঞ্জন এলো। বুলাকে দেখে মুখে তার হাসি ফুটলো। বললে, আমি জানি—ও যাবে কোথায়। ওকে মারলে নাকি? কাঁদছে কেন?

রাণু বললে, কাঁদছে মেয়ের শোকে। সোনামণি খালের জলে ডুবে গেছে।

—ডুবলো কেন?

—ওকেই জিজ্ঞাসা কর।

রঞ্জন বুলাকে তার বুকে তুলে নিলে। তখনও সে ফুলে ফুলে কাঁদছে। রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, মেয়ে কি তোমার রাগ করে খালে ডুবলো?

বাপের এ নিষ্ঠুর রসিকতা বুলার ভাল লাগলো না। কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলো সে।

—কি গো, চুপ করে রইলে কেন? বল।

ফুঁপিয়ে উঠলো বুলা। বললে, সোনামণি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল নৌকোয় চড়ে। হরিয়ার নৌকো ডুবে গেল।

লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে যাচ্ছিল রাণু। রঞ্জন বললে, ওগো শুনছো? বুলার মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল। খালে নৌকো ডুবে হয়ে গেছে।

রাণু বললে, জানি। তুমি একটু তাড়াতাড়ি এসো। বৃষ্টি নামবে।

বুলা কিন্তু পেছন দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। দেখছে, হরিয়ার বাবা লালু আসছে কিনা!

হরিয়া আসছে তাদের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে। হরিয়ার বাবাকে তখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাড়ি ফিরেও কান্না থামলো না বুলার। থামা দূরে থাক, বরং বাড়লো। রাণু একটা তোয়ালে দিয়ে মেয়ের গা-মাথা মুছে দিয়ে শুকনো ফ্রক-পাণ্ট পরিয়ে দিলে। হরিয়াকে দিলে একটা শুকনো গামছা। হরিয়া নিজের ব্যবস্থা নিজেই করলে।

রঞ্জন বললে, কাঁদছিস কেন মা? লালু তোর মেয়ে-জামাইকে এক্ষুনি তুলে আনবে জল থেকে।

বুলা যেন একটুখানি আশ্বস্ত হয়ে খোলা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবু সে সেইদিকে তাকিয়ে রইলো।

মেয়েটাকে নিয়েই সময়টা গেল। উনোনে এখনও আগুন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। রাণু রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

হরিয়া চেঁচিয়ে উঠলো, বুলা! বাবা এসেছে।

বুলা ছুটে এসে দাঁড়ালো দোরের কাছে।

লালুরও পরনের কাপড়টা গেছে ভিজে। তার এক হাতে লণ্ঠন আর এক হাতে প্লাস্টিকের সেই জামাই-পুতুলটা। দুটি আঙুল দিয়ে ধরেছে তার একটা পা, মাথাটা নীচের দিকে ঝুলছে, হাতদুটো নড়-নড় করছে, কাপড় জামা ধুয়ে মুছে কোথায় চলে গেছে কে জানে। সোনামণির অবস্থা আরও শোচনীয়। কাঁচা রং ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে। কাঁচা মাটি গলে গেছে স্রোতের জলে। অত যত্ন করে পরানো শাড়ি-জামার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আছে শুধু সুতোয় গাঁথা পুতুলের মাথার সাতনরী হার কালো মাটিতে একাকার হয়ে। লালু সেই মাটির ঢেলাটা নামিয়ে দিলে মেয়ের কাছে। বললে, যা পেয়েছি এই নাও।

সোনামণির দুরবস্থা দেখে সেদিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলে না বুলাটা। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছুটে চলে গেল খাটের কাছে। আছাড় খেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

—না না। তোমরা আমার সোনাকে এনে দাও।

বুলার কাছে গিয়ে বসলো রঞ্জন। আদর করে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, কালই আমি তোমাকে একটি খুব ভাল পুতুল আনিয়ে দেবো।

কাঁদতে কাঁদতে বুলা বললে, চাই না আমার ভাল পুতুল। আমার সোনামণিকে এনে দাও।

কান্না তার কিছুতেই থামাতে পারলে না রঞ্জন। কত বললে, কত বোঝালে—অনেক বেশি দাম দিয়ে ওর চেয়ে অনেক ভাল সোনামণি আমি আনিয়ে দিচ্ছি তোকে।

বুলার কিন্তু সেই এক কথা।

—ভাল সোনামণি চাই না, আমার সেই সোনামণি চাই।

মহা বিপদে পড়লো রঞ্জন। কোথাকার কোন এক অজ্ঞাত অপরিচিত একটি মানুষ অযাচিতভাবে দিয়ে গিয়েছিল এই সোনামণিকে। সে মানুষটিকেও আর পাবার আশা নেই, সুতরাং সোনামণিকেও আর সে পাবে না।

যে যায় তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না—সেকথা রঞ্জন কেমন করে বুঝাবে এই ছোট্ট মেয়েটাকে?

ওদিকে আর একখানা ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। রঞ্জনকে উঠতে হলো।

এদিকে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে বুলা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

রঞ্জন ডাকলে, রাণু!

মুখ ফেরাতেই দেখলে, রাণু দোরের কাছে দাঁড়িয়ে।

—তুমি দাখো যদি পারো চুপ করাতে, আমি তো পরছি না।

রাণু কুড়িয়ে নিয়েছে সোনামণি পুতুলের মাটির ডেলাটা। বাঁ হাত দিয়ে ধরে তারই গোথে দেওয়া পুতুলের মালাটা ডান হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

রঞ্জন তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে, কী দেখছো অমন করে? ফেলে দাও না মাটির ডেলাটা!

উঁ। বলে মুখ তুলে তাকালে রাণু।

রঞ্জন দেখলে, তারও চোখদুটো জল জল করছে, ঠোঁটদুটো কাঁপছে থর থর করে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।

বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না রঞ্জনের।

—তুমিও কাঁদছো?

হাসি পেলে রঞ্জনের। কিন্তু রাণুর সে বেদনা-পরিম্লান মুখখানার দিকে তাকিয়ে হাসতে পারলে না। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে তখন।

—কাঁদো। বাজে খরচ কোন থেকে ছুটিটা তুলে নিয়ে রঞ্জন চলে গেল তার স্টেশনের কাজে। কিন্তু মন তার থেকে-থেকে করতে লাগলো মেয়েটার জন্যে। অমনি করে কতজন কাঁদবে কে জানে!

সন্ধ্যে কিজ্ঞাসা করলে, মেয়ে কি এখনও কাঁদছে বড়বাবু?

রঞ্জন বললে, হুঁ। তবে মালকিনের সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। কাজ থেকে ছাটনির পড়ি-মাস্টারের দিকে তুমি একটু নজর রেখো তো ভাই—বেরুবি থেকে একটা লোক মাটির পুতুল নিয়ে বিক্রিবাটার ব্যবস্থা করছে। সেই লোকটা আমাকে ওই পুতুলটি দিয়েছিল।

লালু বললে, তার চেয়ে সময় করে একদিন বেরুবি চলে যাই না বাবু।

ছুটিবাবু বললে বেরুবি না গিয়ে হাটের দিন বুক্কিরহাটে চলে যা।

কথাটা রাণুর কানে গিয়ে উঠলো। রাতের খেয়া ট্রেনটা পাস করে দিয়ে, রঞ্জনই কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে কথাটা তাকে বললে।

বুলা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও কেমন যেন চমকে চমকে উঠছে।

রাণু বললে, আজ আর ডাক করে খেতে না মেয়েটা।

রঞ্জন বললে, রবিবারের বাজিরহাটের হাট থেকে আমি ওর ঠিক চেহারার সোনামণি একটি আনিয়ে দিচ্ছি লাখো।

হাঁ না কিছুই বললে না রাণু, চুপ করে রইলো।

খানিক পরে মনে মনে রবিবারের হিসেব করতে গিয়ে বিড় বিড় করে কি যে সে বললে রঞ্জন কিছুই বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছো?

—আজ বৃহস্পতিবার তো?

রঞ্জন বললে, হাঁ আজ লক্ষ্মীবার।

রাণু বললে, দেখলে? লক্ষ্মীবারের বারবেলায় বুলা এই কাণ্ডটি করে বসলো।

রঞ্জন হাসলে। বাপুর মুখের দিকে তাকিয়ে। বললে এটা কি একটা কাণ্ড নাকি? ভাবি তো একটা মাটির পুতুল, তার জন্যে তোমরা দু'জনে মিলে... দেখছি কোথা কোন্ একেবারে অস্থির হয়ে গেলে!

বাপু জানে সে কথা। বোঝে সবই। না বুঝবার মতো নির্বোধ সে নয়। তবু মন মানে না।

রঞ্জন একটুখানি হেসে বললে, কেন যে এরকম হচ্ছে নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না।

রঞ্জন বললে ছেলে না ও সব কথা। দু দিনেই ভুলে যাবে।

সত্যিই তো। মনকে পরিবোধ দিলে হয়। এতো সমস্যা একটা মাটির পুতুল।

পরের দিন সকালবেলা।

প্রতিদিনের অভ্যাসমতো বাপুর ঘুম ভাঙে খুব ভোরে। ঘুমটা ভাঙতেই বাপু উঠে বসে। ঘুমন্ত মানুষের মতো। কিছুক্ষণ বিছানায় বসে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে নেমে পড়ে বিছানা থেকে। মাটির পুতুলটা রাখা ছিল বালিশের পাশে। সেটা হাতে তুলে নেয়। তারপর ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। পুতুলটা হাতে নিয়ে। বাইরে আসে। ঘরের পাশে। একটা ছোট্ট পুকুর। সেখানে। পুতুলটা হাতে নিয়ে। ধীরে ধীরে। পুকুরের জলে। নামিয়ে দেয়। পুতুলটা। জলে ভিজে। ধীরে ধীরে। গলে যায়। মাটি। জলে মিশে যায়। পুতুলটা। আর নেই। কোথাও। কিছু নেই। শুধু। কয়েকটা। বুদবুদ। জলের উপর। ভেসে ওঠে। তারপর। সেগুলিও। মিলিয়ে যায়।

বাপুর মুখে। কোনো ভাবান্তর। নেই। আস্তে আস্তে। ফিরে আসে। ঘরে। ঘরে ফিরে। দেখে। রঞ্জন। তখনও। ঘুমোচ্ছে।

সেদিন কিন্তু রঞ্জন নিচে। আসে। ঘুম থেকে। ওঠে।

কিন্তু আশ্চর্য বাপু যা ওর কাছে ছিল তা হলো না। বঞ্জন তেমনিভাবে কথা বলছে না। এমনকি তেমনভাবে নয়টা পর্যন্ত মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছে না।

বাপু যেন একটুখানি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের কাজকর্ম করতে লাগলো।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বাপু ঘরে এসে বসলো। পানের বাটা। বের করে যেমন হাতের কাছে এনে রাখে। তেমনি। তেমনি পানের বাটা এনে নিয়ে বললে, আমি একটা পান সাজবো মা?

বাপু ভাবে না তাকে পান সাজবে। বললে, না। তোমার সাজা পান খেয়ে সেদিন প্রথম পাপ পড়ে গিয়েছিল। পান তোমাকে সাজতে হবে না, বরং চলো—তুমি আমার জন্যার কৌটাটা এনে দাও।

মেয়েদের হাতে ছিল জরদার কৌটো। খুলে আনতে গেল।

মনমতো পিসে আর হাসে না কিছুতেই।

বাপু পানের খিলিটা মুখে দিয়ে বললে, বই যে, কি হলো। খেলি না?

বুলা একটি কথাও বলছে না, তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে রইলো তাদের কাছে।

বাপু জানে মাটির সে খুকি পাচ্ছে না।—ওইখানেই যে ছিল।

বাপু উঠে গেল ঘরে কাছে। পিসে দেখলে জরদার কৌটোর সে হাতও দেয়নি। হাত যাচ্ছে সিলেছে সেটাও একটা টিনের তৈরি বড় জরদার কৌটো। এই কৌটোটা বুলা চুরি করেছিল বড় কাছ থেকে—সেদিনটির কথা মনে করবার জন্যে। মনের ভুলে সেই কৌটোটা বুলা খুলে ফেলেছে। হাত ছেড়ে ঘরে ঘরে সন্ধানে দাঁড়ান কাপড়ের টিকরে ঘষে একটুকু একটা কাটি সবলে।

মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে সেইদিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে।

বঞ্জন একটুখানি মুখে পিসেই সে হাসলো। তারপর বুলা পিসে বিছানায় পিসে বসলো। বুলার কথা থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে বঞ্জন সস্নেহে পিসে, মনমতে মনোযোগটুকু ছেড়ে এখন ও কথা ভুলি যাচ্ছে না।

বুলা হাত বড় বড় চোখদুটি তুলে তাকালো হাত ঘর ঘর ভাবে। বেশ সেখানে মন ঘরে আসবে না মা।

বঞ্জন বললে কাজল চোখের এবেদুটি হাত ঘর ঘর ভাবে কাঁপছে আপনা।

বাপু বললে আসবে এই বিকেলেই আসবে। তোমার ঘরে বসে থাকে থাকে

বুলা বললে না আমি এখন সেখানে যাবো না

মনমতো বুঝতে পেরেছে। এখন একটা পুতুল পিসে পেলে তাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়।

যা বলছে না যে না তবে সেই সেখানে যাবে। তুই যাবি।

বুলা হাত মায়ের কোল ঘেঁষে এসিয়ে এলো—সেই সেখানে। হাঁ মা সেই ঘরটা-ঘরটা নয়। সেই হাসিহাসি মুখ, সেইরকম দুটি কালো-কালো চোখ, সেই-রকম একমাথা চুল—

বলতে বলতে চোখদুটি হঠাৎ জলে ভরে এলো, টস টস করে দু ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো তার হাতের ওপর।

আবার কাঁদছে মেয়েটা! বাপু দু হাত দিয়ে জড়িয়ে তাকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লো। সেইখানে—মরু কাঁদিসনে মা, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

মাটির একটা পুতুলের জন্যে এত কান্না! এইটুকুখানি বুকের মধ্যে এত ভালবাসা!

ঘুমন্ত হাতে তার একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলে বাপু।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমের ঘোরেই সে নাকি চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। রঞ্জনের ঘুম ভেঙে যেতেই সে তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

খোকা জনমনের পাশে জোনাকির আলো এসে পড়েছিল বিছানার ওপর। বুলা তার পানেই চুপ করে শুয়েছিল। বাপু ধড়মড় করে উঠে বসে এমন একটা কাণ্ড করে বসবে যে রঞ্জনের সন্দেহ হয়েছে।

বাপুর পাশের কাপড় কোচ খুলে, মাথার চুল পড়েছে এলিয়ে—তাড়াতাড়ি বুলার নাকের কাছে হাত রেখে দেখলে তার নিশ্বাস পড়ছে কিনা বুকের ওপর হাত রেখে দেখছে ধুক ধুক করছে কিনা, তার-পর সন্তর্পণে নিজে তাকে জড়িয়ে ধরে তার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখে। মুখখানির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে থাকে কাঁদতে লাগলো।

রঞ্জন বললে ও কি করছো তুমি পাগল হলে নাকি?

জলভরা চোখ একবার তুলে সে তাকালে রঞ্জনের দিকে। কোনও কথা বললে না।

—কী এমন স্বপ্ন দেখলে?

স্বপ্নের কথাটা সে বলতে পারলে না। বললে, কিছু না। তুমি ঘুমোও। এখনও রাত আছে।

এই বলে বুলাকে কোলের কাছে টেনে এনে শুয়ে পড়লো বাপু।


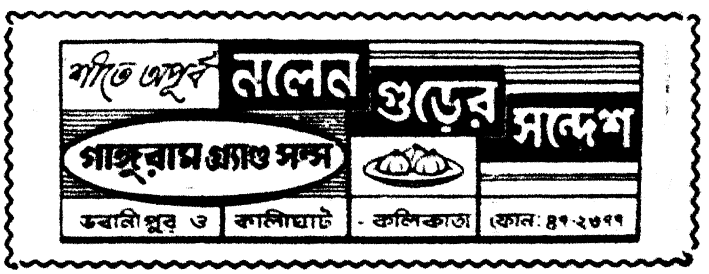

চোখে ঘুম আর এলো না কিছুতেই। আসবেই বা কেমন করে? চোখ বুজলে তো ঘুম আসবে। বুলার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে রাণু শুধু তার সেই স্বপ্নের কথাই ভাবতে লাগলো।

—সেও একটা রেল স্টেশন। কিন্তু সে-রকম অদ্ভুত রেল স্টেশন জীবনে সে কখনও দেখেনি। চারিদিকে ফুলের বাগান। ছোট বড় সব রকমের গাছেই অজস্র ফুল ফুটেছে। নানারকমের ফুল। আর সেই ফুলের বাগানের মাঝখান দিয়ে ট্রেন চলছে। ছোট ছোট ট্রেন, ছোট ছোট ইঞ্জিন। ট্রেন এসে দাঁড়াচ্ছে স্টেশনে। লোকজন নামছে শুধু। উঠছে না কেউ।

সানাই বাজছে। মস্ত বড় একটা প্যাণ্ডেলের নীচে সবাই এসে জড়ো হচ্ছে। নাচগানের আসর বসেছে।

মনস্বিপুলি সব পুতুলের মত ছোট ছোট। এরা সব বরযাত্রী। বর কোথায়?

বর এলো স্পেশাল করে।

ছোট্ট একটি স্পেশাল উড়তে উড়তে নামলো এসে একেবারে তাদের সেই ছোট্ট কোয়ার্টারের সরজায়। স্পেশাল থেকে নামলো সাহেবের মত পোশাক পরে সেনামণির বর।

সেনামণির বিয়ে হচ্ছে।

এই পর্যন্ত বেশ মনে পড়ছে রাণুর। আনন্দের যেন হাট বসে গেছে চারিদিকে।

তার পরেই এলো ভোকাবহ এক দৃশ্য।

স্বপ্নের সবই উল্টোট। সোনামণি শ্বশুরবাড়ি যাবে। তাকে নিয়ে যাবার জন্যে খালের মুখে চমৎকার একটি নৌকো এসে দাঁড়ালো। এরোপ্লেন স্টেন—কিছুই তখন আর দেখা যাচ্ছে না। গভীর এক অরণ্যের মাঝখানে খরস্রোতা এক ছোট্ট নদী—তার ওপর দিয়ে নৌকো যাবে সোনামণিকে নিয়ে।

সোনামণিকে নৌকোয় তুলে দিতে হবে। মেয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ি। কান্নায় বুক ভরে এসেছে সবাইকার। সানাই-এর বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। সারা আকাশ অন্ধকার করে ঘনিয়ে এসেছে বর্ষার মেঘ।

নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে রাণু। হঠাৎ ছুটে এসে তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বুলা। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না মা। তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না।

এতক্ষণ সোনামণি ছিল বিয়ের কনে, কিন্তু স্বপ্নের মাঝে কখন যে সবকিছু বদলে গেছে রাণু বুঝতেও পারেনি। দেখলো, বুলার মাথায় ফুলের মুকুট, কপালে চন্দনের ফোঁটা, গায়ে সোনার গয়না।

তাহলে সোনামণি নয়, বুলার বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে বুলাই কাঁদছে রাণুকে জড়িয়ে ধরে।

রাণুও কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে বুলার চোখদুটি মুছে দিয়ে বললে, কাঁদিসনে মা; মেয়ে হয়ে জন্মেছিস স্বামীর ঘরে তোকে যেতেই হবে।

ছোট্ট জামাইটি এসে প্রণাম করলে রাণুকে। বললে, আকাশে ঝড় উঠবে মা, অনেক দূরে যেতে হবে, বুলাকে ছেড়ে দিন।

ছেড়ে দিতে মন চায় না, তবু বুলাকে ছেড়ে দিতে হলো।

জামাই-এর হাত ধরে বুলা গিয়ে নৌকোয় উঠলো। নৌকো ছেড়ে দিলো। রাণু দাঁড়িয়ে রইলো নদীর ঘাটে।

নৌকো চলে যাচ্ছে। মনস্বিরা পাল তুলে দিয়েছে।

নদীর পাড়ের ওপর দিয়ে বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাণুও এঁগিয়ে চলে ধনিকটা। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারলে না। প্রচণ্ড বেগে ঝড় উঠলো। ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামলো।

বৃষ্টির জন্যে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসছে। নৌকোটা চলে যেতে পাচ্ছে না। রাণু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলো।

হঠাৎ কিসের যেন একটা ভোজবাজি ঘটে গেল। নৌকোটা ডুবে যাচ্ছে। তার পরিবর্তে ছোট্ট একটি স্পেশাল উড়তে উড়তে নামলো এসে একেবারে তাদের সেই ছোট্ট কোয়ার্টারের দ

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৮

বন্ধুরা সাজঘরে কাপড়ছাড়ে। পুরুষ পুরুষ করে।

এবার, বোধ হয়ে যাচ্ছে না? মহাকবির ভাগ্যটা বড়ো কাহিল।

এর আর বোধ নেই। বেলাল সেনগুপ্ত সেরেই ফেলেছে। এই বলে পকেটে হাত ঢোকাল।

পকেটটা সেলাই করতে হবে। ছেঁড়া পকেট আমাকে অপমান করে।

একটু একটু করে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে। কাপড়ের ঝোলানো নিয়ে হাত দিয়ে সাজঘরটা টেনে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল।

[illegible] এখানে ঘুমোবে নাকি?

না, ঘুমোব না। কিন্তু একটা সিগারেট খাব। [illegible] একটা সিগারেট দাও।

সিগারেট দিয়ে দেশলাই জ্বালাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'কী, কেমন লাগল?'

'ভালো।'

'ভালো লাগলে হবে না। ভালো এখানেই থাকে।' মাথা নিচু করল।

'না, ভালো লেগেছে।'

'তবে ঠিক আছে।'

সিগারেট শেষ করে বেলাল উঠে দাঁড়াল। 'চলি তবে।'

'চলি।' মুখ তুলে চাইল। 'কিন্তু কী ভালো লাগল? অভিনয়? না কি বক্তৃতা? গানটান? না কি সবকিছু মিলিয়ে একটা সামগ্রিক ভালো লাগা?'

'সবকিছু মিলিয়ে।' উঠে এসে খুব জোরে হাত ঝাঁকিয়ে দিয়েছে। এমন সময় নিচে রব উঠল যে একেবারে বর এসেছে। সবাই যে যেখানে ছিল, ছিটকে ঘরে ঢুকে পড়ল। ঝিকু হাতে একটা লাল কুড়ানো নিয়ে নিচে ছুটল।

মাওয়াজটা সত্যিই না মিথ্যে হবে। কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তবে একটা অন্ধকার ঘুমন্ত বিনতার হাত থেকে লাল ফুলটা কেড়ে নিয়ে তুমুল নিঃশব্দ হাসি। হাসি দিয়ে হাসি মেরে বেলাল বিনতাকে।

ঘন ঘন তীব্র হাততালি। নরনাথ যে অনুরোধ করেছিল সাজঘরে সবাইকে, তা এক লহমা ভুলতে প্রস্তুত করে দিল। নিজেও অন্ধকার রোধহয় বনবিহারীর অভিনয়ে। কোনো-রকমে লম্বা সারা।

হাঁ, ডিম খাইয়ে ছেড়ে।' বলেছিল বনবিহারী। 'যা না দিয়ে তুমি আরব খাওয়া।'

'তবে, সবযাত্রী যারা আসবে তাদের জন্য-পেট না খেয়ে সিলে কী রকম দেখায়?' নরনাথ আপত্তি করল।

'কিছুমাত্র খারাপ দেখায় না।' বনবিহারী বিরক্তিতে বিঁধিয়ে উঠলেন। 'তবে তোমার পথ হয় ডাক্তারা বলো। পারে পড়ে নিজের উপর ভার নিয়েছ, নিজেই নেমন্তন্ন করে ডেকে আনছ লোকজন, নিজেই ঠেলাটা সামলাও এবার। নিজের খরচে মুখ খুলে নাও। ছয় পঞ্চাশ লোকের ডিমের খরচ যা পড়বে পারে আমি দুই দেব।'

'কিন্তু, মাথা নিচু করে কানের পিঠটা চুলকোতে চুলকোতে নরনাথ বলে, 'বিয়ের বনের পায়ে শু একখানা নতুন গয়না না উঠলে কেমন দেখায়। সেনা অবশ্য ছোক, তবু কাছাকাছি, একটা হার আর এক-ছোড়া বালা—আর কানে—'

লাফে উঠলেন বনবিহারী। 'আমার মুকুট দেবে না পায়ে পরুম? তোমার যা খুশি তাই করো। আমাকে কিছু বলতে এসো না। পরনা-ফরনা হবে না।'

'সে কি? খালি হাতে-পায়ে বিয়ে হবে? বলেন কী?'

'যেমন খালি হাত ছেলে তেমনি খালি হাত বউ।' চেয়ারের পিঠে হেলে পড়লেন বনবিহারী। 'তোমার লজ্জা হয় তুমি কিনে দাও।'

'আমার কথা আমার কাছে থাক। আপনি সেদিন যেমন নমো নমো করে কাপড়টা সেরে দিয়ে আর সে রকম সমারোহ না করে সাদা সাদা ভাবে বিয়ে দেবেন।'


দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯
এখানে চিঠি লিখলেই
যাবতীয় রকম বইয়ের
ভালোভালো পাঠ্যতালিকা পাওয়া যায়
শুকতারা
পরবর্তী পূজোয় ঢিল
বয়োদশ বর্ষে পা'তবে

ধবল আরোগ্য
LEUCODERMA CURE
'কেমকর নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত কুষ্ঠ, অসাড়তের দাগ ফুলা, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্র বিবরণ জানুন। ঘরোয়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং প্রবর ঘোষ লেন, খড়দহ (২৪পরগণা)। ফোন—৫৭-২০৫৯।
শাখা—৩৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯

'নমো নমো করে সারা মানে কি গহনা, না ভোজ, না ছাদফোড়া প্যাণ্ডেল, না, আলো-বাজনার ধুমধড়ক্কা?' হুমকে উঠলেন বনবিহারী। 'নমো নমো করে সারা মানে বিয়ে ও সেই সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলি বিধিমত সম্পন্ন করা। কী বলেছি আমি? বলেছি যৎসামান্য যা খরচ লাগে তা পিতৃপুরুষদের খাতিরে দিয়ে দেব।'

'তাই তো দেবেন।' দ্বিধাহীন সায় দিল নরনাথ। বললে, 'তবে কী যে কার সামান্য তার কোনো স্থির মাপ নেই।'

'না, না, আছে। আমি সবসুদ্ধ দশ দুই টাকা তোমাকে দেব। এর এক অধেলাও বেশি নয়। তাই দিয়েই তুমি ম্যানেজ করবে।'

'করব।'

'তবে তুমি যদি এখন বাড়ি পোড়াও, জলসা বসাও, মাজিক লাগাও, বাইজি নাচাও, সে খরচা তোমার।'

'তা তো বটেই।'

'মোট কথা, দুলোর চেয়ে বাড়তি যদি খরচ হয় সে দায়িত্ব আমার নয়।'

'বলছি তো, নয়, দায়িত্ব আমার।'

'তবে আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? কি, এক্ষুনি—এক্ষুনি টাকা চাই? দাঁড়াও, দিয়ে দিচ্ছি।' হাতের কাছেই টেবিল টানার থেকে চেক বই বার করলেন বনবিহারী।

'না, টাকার জন্যে তাড়া কিসের?' নরনাথ কণ্ঠস্বর আর্দ্র করল: 'আমি বলছিলাম কি, পায়ে যদি ছিটে ফোঁটা গয়না না থাকে তবে কেমন অলক্ষুণে-অলক্ষুণে দেখায়।'

'অলক্ষুণেই তো অলক্ষুণেই তো দেখাবে।' কিন্তু ধীরে-ধীরে আবার শিষ্ট হলেন বনবিহারী: 'বলছেন কিন্তু কেন ওর আগে যেসব গয়না ছিল তার কী হল? তাইতেই একটু পালিশ দিয়ে দিলে বন্ধ না সাকরাকে।'

'ওসব গয়না নেই।'

'নেই। কী হল? গেল কোথায়? ঐ ছোঁড়াটা সাফাই করেছে বুঝি?'

না, কাকেই যখন যায় আমাদের বাঁড়ু তখন যোগীন বললেন, 'সোনাদানা খুলে দিয়ে যেতে। একটা একটা করে তাই খুলে দিয়ে গেল কাকলি।'

'খুলে দিয়ে গেল? তা ভালোই করল। সোনাদানা থাকা মানেই ছোঁড়াটার পকেট খরচার সংস্থান করে দেওয়া। তুমি বরং কাচ বা প্লাস্টিক বা রেলওয়েতের কিছু কিনে দিও।'

'তা না হয় দিলাম। কিন্তু ওকে একখানা বেনারসী শাড়ি চাই তো।'

'কী শাড়ি?'

'বেনারসী। যা পরে বিয়ে হবে।'

'বাঃ। বেনারসী না হরিণবাড়ী। ওর ঠাঁটে কাজ নেই। চলতি যা শাড়ি আছে তাই কাচবার সময় না থাকে ইস্ত্রি করে নিতে বলো।'

'সেই সব সাবেকি আটপৌরে শাড়িই বা কোথায়? একবস্ত্রে তো বেরিয়ে গেল কাকলি।'

'বেশ বলেছ। রাস্তায় বেরুবার সময় কয় বস্ত্র আবার পরে নেয় লোকে?'

'ইন্দিরাকে পাঠিয়েছিলাম ওর পুরোনো কাপড়জামাগুলো নিয়ে যেতে। বৌদি দিলেন না কিছুতেই।'

'ঠিকই করলেন। বিয়ের পরে পুরোনো বস্ত্র আবার কে পরে? তারপর আবার জুতো চাই না?'

'চাই-ই তো। শ্যাপ-আলগা সমানা স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জুতোর দাম তো বেশি নয়। কিন্তু শাড়ি—'


# বিক্রী এখন অনেক উঁচুতে উঠেছে

লোমা শুধু চুল কালো করবার জন্যেই নয়, চুলের প্রসাধনেও অতুলনীয়। সেই জন্যেই দিনকে দিন ভারতের সর্বত্র এবং বাইরেও তরুণ ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ সবাই চুল কালো করবার জন্যে অন্য সব কিছু ছেড়ে লোমা-র দিকেই ঝুঁকেছেন।

লোমা

চুল কালো করবার জন্যে সর্বত্র প্রশংসিত।

সোল এজেন্ট:
এম, এম, খাম্ভাটওয়ালা
আমেদাবাদ—১
এজেন্ট:
সি মরোত্তম এণ্ড কোং
বোম্বাই—২

এজেন্ট: মেসার্স শা বর্তিশি এণ্ড কোং, ১২১, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

চোক গিলেন নরনাথ। "তা ছাড়া একটা বাক্সও তো দরকার।"

"বাক্স?"

"ঠিক নয় সুটকেস। না হলে জিনিসপত্র রাখবে কোথায়?"

"যে বাসরঘরে বিয়ে করছে তার মধ্যে সুটকেসটা কেমন বেমানান লাগবে না?" সলিলবাবুর কথায় বুদ্ধির নিলজ্জ প্রকাশ নেই, রোষ নেই, অসহিষ্ণুতা নেই। শুধু ঠাট্টা। তবু নরনাথ যেন একটু ঘাবড়ে গেলেন। এই মানুষ কি সত্যি কিছু জানে না? না, তা হতে পারে না, হতে পারে না। তাহলে তাঁকে এখানে ডাকা হল কেন? কেনই বা সলিলবাবু এমন করে বিয়ে করতে বসেছেন?

কিন্তু সে কথা সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না। নরনাথকে ভাবতে হল।

ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হল, সলিলবাবু তাঁকে কিসের সন্ধানে ডেকে পাঠিয়েছেন তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে সলিলবাবু বুঝতে পারবেন, তিনি কিছু জানেন না। তাঁর মুখ দেখে সলিলবাবু বুঝতে পারবেন, তিনি কিছু জানেন না। তাঁর মুখ দেখে সলিলবাবু বুঝতে পারবেন, তিনি কিছু জানেন না।

এ সমস্যার কী সহজ সমাধান! নরনাথ হাসিমুখে বলতে পারেন, "আমি কিছু জানি না।" তাহলে সলিলবাবু নিশ্চয় তাঁকে ছেড়ে দেবেন। তাঁর মুখ দেখে সলিলবাবু বুঝতে পারবেন, তিনি কিছু জানেন না। তাঁর মুখ দেখে সলিলবাবু বুঝতে পারবেন, তিনি কিছু জানেন না।

কিন্তু তা হলেও তিনি কি সলিলবাবুর কাছে ছোট হয়ে যাবেন না? তাঁর মুখ দেখে সলিলবাবু বুঝতে পারবেন, তিনি কিছু জানেন না। তাঁর মুখ দেখে সলিলবাবু বুঝতে পারবেন, তিনি কিছু জানেন না।

কিন্তু না, তাহলে তিনি কিছুতেই সে সম্মান পাবেন না। তাঁর মুখ দেখে সলিলবাবু বুঝতে পারবেন, তিনি কিছু জানেন না। তাঁর মুখ দেখে সলিলবাবু বুঝতে পারবেন, তিনি কিছু জানেন না।

এই ভাবে নরনাথের চিন্তা ঘিরে একটা চক্র সৃষ্টি করে। সে চক্র কিছু, ধরাই হল তার কাজ। কিন্তু চিরকাল কাটল, তারও আজ পরিচয় হল। সেকালের নিজের মনের সঙ্গে এমন ধরা-ছোঁয়াজিনিস বসানো কোন দিন পাও? তখন তুমি তোমাকেই সমস্ত টানাতে হয়? তাছাড়া, ভদ্রলোকদের মান রাখতে এই উৎসব সিটমিট রাখা দরকার তা তুমি তোমো কি করে? ইন্দিরাও কম যায় না।

তাই বলে চেয়ারে বসিয়ে কি বাসর হয়? প্রসাধন একটা খাওয়া দরকার। নরনাথ মাঝেমাঝে মা কুলোলেও নরনাথ নিজের পরনাথ কিনে এনেছে বিছানা। বিছানা ছাড়া আমার নিয়ে কি? সেইসঙ্গে ছাড়া টুথব্রাশ কি!

এ নিয়ে কম তড়পাননি ইন্দিরা: কাপড়ের উপর একটা কর্মা চাদর পেতে নিলেই হত। নরনাথ ভাবে সত্যি কাজ কোনদের কী চুলকুচিল? পরনের মধ্যেও সেই একই সেলিক করা হয়ে আসবে। তোমার কী মাথাব্যথা? তুমি কেন ভদ্রলোক নিয়ে মরছ?

নরনাথ বলতে পারত, বাসর সজ্জায় বধূর বাবার কাছে জামাই হল অনেক বড় ঘোষ। কাজেই সেখানে তুচ্ছ ভুলও ক্ষমার চোখে নিও। নিজেদের মধ্যে উপরে হয়ে যায়।

এ সব ঘোষণা করা এই অসময়ে বুদ্ধিমানী নয়। ইন্দিরাও সজাগ হয়ে থাকে। কোন ভুলচুকই সে ধরিয়ে দেবে না। সুতরাং এ নিয়ে আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে, যাতে না ওদের কাজে।

ভালোই হল। তুমি নরনাথের কাজটা করেই দিও।

নরনাথও পাক্কা হয়ে ফিরলেন। আর ওর দিকে ওদের কারো কোন দৃষ্টি দেবার সুযোগ দেবে।

সলিলের সঙ্গে বিয়েতেও সেখানে সেই এই ইন্দিরাকে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ১৫ই ফেব্রুয়ারি, অনেক দূরে আছে। সব অনুষ্ঠানেই সকলে নরনাথকে ইন্দিরার কী হয় জানতে চেয়েছে। ইন্দিরা কী বলেছে তা সে জানে না। সুতরাং এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করেনি। ইন্দিরাও সেকথা তোলেনি।

কিন্তু আজ ইন্দিরাও নরনাথের সঙ্গে এসেছে। সলিলের সঙ্গে ইন্দিরার কী সম্পর্ক তা

বসে আছে। এই বসে থাকাটি আর দেখত কে!

তারপর? তারপর কী জানতে চাও?

তারপর রহস্যসিন্ধু পারে বসে উপল-খণ্ড কুড়োনো। উপলখণ্ড, পাথরের টুকরো? না, না, মুক্তো কুড়ানো। স্বাতী নক্ষত্রের বারিবিন্দুপাতে যে মুক্তোর জন্ম, সেই মুক্তো। স্মিগ্ধকান্ত অমল মুক্তো!

সত্যি, আজ রাত্রিও ঘন হবে? স্তব্ধ হবে? নিবিড় হবে রুদ্ধশ্বাস নিভৃতি? আর পরমের সীমানায় যে ভাষা শোনা যায় না সেই ভাষাতেই কথা কইবে অন্ধকার?

সম্প্রদান হয়ে গিয়েছে, বিয়ের আসরে শীপঙ্কর এসে উপস্থিত।

'কখন এলে?' জিগগেস করল সুকান্ত।

'এই তো—'

'খোকা এখানে।'

'তা ছাড়া আবার কি!'

'তাহলে তুমি বরপক্ষের নও, তুমি কন্যাপক্ষের।'

কাকলি তাকাল শীপঙ্করের দিকে।

শীপঙ্কর বললে, 'যে পক্ষেরই হই আমরা ইতরজন, আমাদের মিষ্টান্নে সন্তোষ।'

'বরেন এসেছে?'

'কই দেখিনি তো।'

'এখানে আসবে না। বউভাতে আসবে।' নিজেই জল্পনা করল সুকান্ত।

'তাই সম্ভব। কিন্তু জানো এখনো বাড়তি হ্যালাউয়েন্স কিছু, সিল না।' শীপঙ্কর বিশ্বাসের সুর অনল : 'তুমি এত করে বলছে তবু কান পাতল না।'

'তাতেই তো বুঝছ আমার কত বড় বন্ধু!'

'না, তুমি জান না যদি হয় তোমার কথাতেই হবে। বউভাতে যখন সে আসবে তোমাদের বাড়ি তখন তাকে একবার রিমাইন্ড করে দিও।'

এসব কথা বলার সময় ও স্থান বেশ বেছে নিয়েছে তোমরা। এমনি তিরস্কার সুরে কাকলি তাকাতেই শীপঙ্কর চুপ করল।

কিন্তু বউভাতের দিন সুকান্তদের বাড়িতেও বরেন অনুপস্থিত।

সুকান্ত জিগগেস করল শীপঙ্করকে, 'বরেন আছে তো কলকাতায়? না কি কারুর বাবার কথা আছে?'

'না, না, এখানেই আছে, অফিস করছে। কাইন্ড কেতে হলে আমাকেই তো সব টিকিট-ফিকিট বন্দোবস্ত করতে হত। সে নেই কোথাও।'

'বাড়ি বয়ে নেমন্তন্ন করিনি বলেই বোধ হয় আসেনি।'

'তাই হবে।'

'তবেই দেখছ কত বড় বন্ধু! কত বড় মুরুব্বি ধরেছ আমাকে।' কষ্টে হাসল সুকান্ত।

'আমি যা ধরেছি ঠিকই ধরেছি।' শীপঙ্কর বিজ্ঞের মত মুখ করল : 'নিশ্চয়ই না—আমার গ্রহণযোগ্য কারণ আছে।'

'থাকলে আছে না থাকলে নেই।' সুকান্ত বিরক্ত হয়ে বললে।

'তাই আবার যখন দেখা হবে ওর সঙ্গে, কথা হবে, আমাকে ভুল বেও না। ভুলো না আমার বাস্তব চেহারা।'

বউভাতের তিন দিন পর মিঠে রান্নাঘরে, সকালে, বন্দনার সঙ্গে রান্না করতে গেছে কাকলি, হঠাৎ শুনতে পেল উপরে কে কাকে মারছে।

ভয় পেল কাকলি। জিগগেস করল, 'কী হচ্ছে দিদি?'

এক নিশ্বাসে বুঝতে পেরেছে বন্দনা। বললে, 'সবুরদা সুবীরকে মারছে।'

কেন মারছে কাকে জিগগেস করবে! দুরুদুরু বুকে উৎসুক হয়ে রইল কাকলি। ভাবল নিজেই একবার উপরে যাবে নাকি, সব জেনে-বুঝে যেবে নাকি মিটিয়ে। নতুন বউয়ের পক্ষে সেটা সুষ্ঠু হবে কিনা কে বলবে। এ নিয়ে সংসারে আর কোথাও চাঞ্চল্য নেই। এমন ঘটনা যেন আদৌ আকস্মিক নয়।

নিশ্চিন্তার পড়ার ঘর থেকে কাঁদার হচ্ছে সুবীর। সুকান্ত বলে দিয়েছে খবরদার যেন বইখাতার জঞ্জাল নিচে আর ঢোকাতে পারবি না এঘরে। তুলবি তো সাফ ভোঁতা দেব।

সেই আদেশ পালন করেনি সুবীর। সুকান্তর স্যাম্পলোজিকাল বাক্স বইখাতার কুট নিয়ে ভিড়ি পড়ার ঘরে, করে দিয়েছে।

'এখানে রেখেছিস কে?' বরেন করিনি?'

কথা বলছে তুলছে না সুবীর। একটা খাতার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কী লিখছে তো লিখছেই। তার মাথা ধরে নাড়া দিয়ে সুকান্ত বলল, 'এ তোর টেবিল চেয়ার?'

'আমার টেবিলচেয়ারও তো এই ঘরে ছিল। কে এক নতুন লোক এসে সব ওলটপালট করে দিল।'

'মুখ সামলে কথা বল বলছি।' সুবীরের মাথায় গাঁট্টা মারল সুকান্ত। 'যা এঘর থেকে।'

মুখ তুলে সুবীর বলল, 'আমাকে কোথাও পড়তে হবে তো?'

'যে ঘরে তোর খোবার জায়গা হয়েছে, সেই মস্ত ঘরে পড়বি। ওঠ, ওঠ বলছি গিগগির—'

'আর ঘরে স্টাডিলাইটার হলঘরের জায়গা নেই।' আবার লেখায় মন দিল সুবীর।

'জায়গা নেই তো মাটিতে বসে পড়বি।'

'তুমি পড়ো না।'

আর কথা নেই, সুকান্ত সুবীরের মাথায় প্রচণ্ড চাঁটি মেরে বসল। এক হাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল বাইরে। শেষ পর্যন্ত আরেক হাতে সুবীর তার বইখাতাগুলো গুটিয়ে নিতে ভাঙ্গিল, হেঁচকা টানে ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

'মুখের উপর কথা' পাজি, অবাধ্য ছেলে।'

'আর ঘরে পড়তে গেলে স্কলারশিপ স্টাডিতে ওঠে।' কান্নাভেজা গলায় ফুলে ফুলে উঠল সুবীর : 'বলে স্টাডিতে পড়লে তার ডিস্টার্ব হয়।'

'তোর কী না মাস্টার পড়া তার আবার ডিস্টার্ব!'

'কেন মাস্টার পড়া বুঝি পড়া নয়?' যে প্রতিপক্ষ সেই স্কলারশিপের হয়েই কথা বলছে সুবীর : 'সেই স্কলারশিপ বুঝি আর কি-এ এম-এ হয়ে নেই? সব পাশ তুমি ঐ একজনেই দেখছ?'

আবার পলকা হাত সরল সুবীরের উপর। সুকান্ত বলছে যা বলার বলে না।

সমস্ত ঘরের ভিড়ানো খোলা দরজা বন্ধ হয়েছে। ঘুমন্তির নিয়ে কথা হচ্ছে।

'তুমি বরেন দিয়েছ?'

এমন সময় মুখোমুখি এল খোকন দিদি, কাকলি ঘরে আসছে দেখেও তারা জানত কোথায় ভিড়ি রেখে চলে যাবে।

মা যা কিছু দিয়েছে তার উপরে সুবীরের অধিকার যে সুকান্তের চেয়ে বেশি সুকান্ত বুঝত। তবু মনে করল যা সেই ভালো। সকলকেই একটা আঘাত দেয়া না করলে চলবে কেন?

অতএব বইখাতা গুটিয়ে নিয়ে সুবীর নিচে চলে গেল। আর সে ভিড়িকার পুরনো পাখা ও সংসারের কালো কিছু, নিয়ে সুকান্ত। আবার মুখোমুখি।

ভিড়ির উপর থেকে মুখোমুখি বলল, 'দুটো ঐ একটাই সমস্যা ফাঁকা। স্কলার-শিপের পরীক্ষা সেই সেই পড়াশোনার ব্যাপার। তা এসবের পড়া তো শুধু পড়া, মানসিক পড়া। তার ক্লাস তো অনেক দূরে গভীরের আশা। এখন কি! মনিং ক্লাসের জন্যে ঘর তাই বাঁচিয়ে দেতে পারে সুবীর।'

বাড়িমলী নিচে এসে পৌঁছবার আগেই মুখের উপর ঘরের দরজা সড়াক করে বন্ধ করে দিল বিজয়া।

(ক্রমশ)

# নিজেরে হারাতে চাহি খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

॥ ১ ॥

বাঙালাদেশের রাজধানী কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইবে, এই সংবাদে বাঙালী হিন্দুর মধ্যে যে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সংবাদটি প্রকাশিত হইবার পর হইতে বাঙালী হিন্দুর মনে যে একটা অস্বস্তি ও অশান্তি জাগিয়াছে, তাহা তাহাদের আচরণ ও ব্যবহার হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। বিশেষতঃ কলিকাতার বাঙালী হিন্দুর মধ্যে এই অস্বস্তি ও অশান্তি যেন একটা ভয়ের রূপ ধারণ করিয়াছে। এই ভয়ের কারণ কি, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে দেখা যায়, কলিকাতা হইতে রাজধানী উঠিয়া গেলে কলিকাতার বাঙালী হিন্দুর অর্থনৈতিক জীবনে যে একটা বিপর্যয় ঘটিবে, এই আশঙ্কাই তাহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়াছে। কলিকাতা হইতে রাজধানী উঠিয়া গেলে কলিকাতার বাঙালী হিন্দুর অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপর্যয় ঘটিবে, এই আশঙ্কা কতখানি সঙ্গত, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার পূর্বে কলিকাতার বাঙালী হিন্দুর অর্থনৈতিক জীবনের ইতিহাস কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইংরেজ বণিক-সঙ্ঘ কিন্তু কার্যতঃ কখনও বাঙালার রাজধানী ছিল না। ইংরেজ বণিক-সঙ্ঘ কলিকাতায় তাহার প্রথম বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে। তখন বাঙালার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাঙালার নবাব সিরাজদ্দৌলা পরাজিত হইলে ইংরেজ বণিক-সঙ্ঘ বাঙালার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক-সঙ্ঘ বাঙালার দেওয়ানী লাভ করে। তখন হইতে ইংরেজ বণিক-সঙ্ঘ বাঙালার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক-সঙ্ঘ বাঙালার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করে। তখন হইতে কলিকাতা বাঙালার রাজধানী হইয়া আসিতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতা বাঙালার রাজধানী ছিল। সুতরাং ইংরেজ বণিক-সঙ্ঘ কলিকাতায় তাহার বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিবার পর হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতা বাঙালার রাজধানী ছিল, এই দীর্ঘ ১২১ বৎসর কাল কলিকাতা ইংরেজ বণিক-সঙ্ঘের বাণিজ্য-কুঠি ও রাজধানী, দুইই ছিল। সুতরাং

করেছিল, কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জ যা কৌশল করে গেলেন, তার চেয়ে বড়ো ক্ষতি আর কিছু বোধ হয় নেই। ক্রমে ক্রমে কী যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো বাঙালী, তা আমরা সেদিনকার লোক সবাই অনুভব করেছিলাম।

ইংরাজ রাজশক্তির সেদিনকার সেই কূটনৈতিক চাল বাঙালী যে না বুঝেছিল এমন নয়, কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে প্রবল আন্দোলন করার অনুকূল মুহূর্ত সেটি ছিল না। তবে, তার অন্তর যে ক্ষোভে গুমরে গুমরে উঠেছিল, তাতে আর ভুল নেই। বাঙলার সন্ত্রাসবাদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তার এক প্রতিবাদের সংবাদ আমরা পেলাম হার্ডিঞ্জের উপর বোমা-নিক্ষেপণের মধ্য দিয়ে। ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লীতে প্রবেশ করছিলেন রাজধানী প্রবেশের দোসর হিসাবে, তখন তিনি চড়েছিলেন একটি সুসজ্জিত হাতির ওপর—রূপোর হাওদায়। সেই হাতি যখন রাজধানী প্রবেশ করছে, তখন কে যেন হঠাৎ নিক্ষেপ করল তার ওপর বোমা। লক্ষ্য একটু ভ্রষ্ট হয়েছিল, নেমেছিল পড়েছিল হাওদার পিছনের অংশে। সেই রূপোর হাওদাটি ভেঙে হার্ডিঞ্জের শরীর ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল মারাত্মকভাবে। তিনি সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন মূর্ছিত হয়ে। হার্ডিঞ্জের বেশ আহত হয়েছিল, সেটি পরে মারা গিয়েছিল বলে শুনেছিলাম কিনা মনে নেই। কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জের যা হয়েছিল তাতে তাঁর নার্ভ নষ্ট হবার কথা নয়। শুনেছিলাম, হাওদায় প্রথম মূর্ছিত হবার সময়, কাছেরই একটি বাঙালী ডাক্তারখানা থেকে ওর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। এবং সেটা হয়েছিল খুবই সময়মতো। যা হোক চিকিৎসার ফলে ওর জ্ঞান ফিরলে পর ডাক্তার ডেকে তিনি নাকি পাঠিয়েছিলেন। গুপ্তচর কৃপাও সব ক্ষেত্রে পারে

অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল না তার সঙ্গে জড়িয়ে যে ঘটনা


চুলের যত্ন প্রয়োজন— বাহুল্য ক্ষতিকর

চুলের সৌন্দর্য প্রতিদিনের সামান্য যত্নে রক্ষিত হয়।
কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলা মোটামুটি
ভাবে চুলের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব।
যেমন—চুল আঁচড়ানো, চুল বেঁধে শোওয়া,
দিনে অন্ততঃ একবার ভাল করে জবাকুসুম
তেল চুলের গোড়াগুলিতে মালিশ করা আর
সপ্তাহে একবার মাথা ঘসা। চুলের যত্ন বলতে
এই নিয়মগুলিই বোঝায় কিন্তু অনেকে
এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বাহুল্য সুরু করে অহেতুক
বিপদ ডেকে আনেন। অনেকের ধারণা
বার বার মাথা ঘসলে উপকার পাওয়া যায়
কিন্তু এতে চুলের গোড়ায় যে জন্মগত
তৈলাক্ত ভাব থাকে তা শুকিয়ে যায় আর
চুলের সৌন্দর্যও ক্রমে ম্লান হয়ে আসে।
নানারকম তেল আর সুগন্ধিও
চুলের পক্ষে ক্ষতিকর।

জবাকুসুম
কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KALPANA 64.8

যা সংবাদ আলোড়ন তুলে ছ, তা আমাদের মনকেও স্পর্শ করত বই কী। রাজধানী পরিবর্তনের পর প্রথম গভর্নর হয়ে এসেছিলেন লর্ড কারমাইকেল, ১৯১২-র এপ্রিলে। এদিকে, রাজা যখন এসেছিলেন তখন কলকাতায় রঙ্গমঞ্চগুলি কিন্তু একদিনও না থেমে একাদিক্রমে অভিনয় করে গেছে। আজকাল থিয়েটারের যে মাস্টলী শো হয়, বলা ভোরে পারে তার প্রবর্তনা হয়েছিল তখন। রাজা এসেছেন, মফস্বল থেকে কলকাতায় লোকও তখন এসেছে অনেক, অভিনয় দর্শনেচ্ছু; সাড়ি স্বভাবতই সমৃদ্ধতর। তাই তখন অভিনয়-কালের মৈর্ঘ্য-অনুযায়ী কেউ বেশী বারোটা কেউ বেশী পুটোর সময় একটা বড়ডাই শো করতে লাগলেন। অবশ্য তাও সেই সাঁঝে কিছু কিছু, থিয়েটার শেষ নিয়েছি। থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়েও থাকতাম অনেক সময়, অভিনেতাদের দেখবার। স্টার থিয়েটারে তখন খুব ভিড়াভিড় ছিল। অবশ্য ২৫ বছরই তখন স্টারে অভিনয় করছেন তাঁর অভিনয় দেখবার অভিলাষও হল প্রবল। লুকিয়ে-চুরিয়ে ঢোকবার অবশ্য কোন প্রশ্নই ওঠে না, একদিন থিয়েটারে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ-হাতি থিয়েটারের সমানেই একটা ঘর ছিল। আজ যখন টিকিট ঘরটা ছিল না। সেটা পরের কথা। ছিল ঘরটায় একটি মাঝারি মাপের টেবিল। সমান দাঁড়িয়ে থাকতেন ঐ টেবিল ঘিরে অভিনয়ের তিন ঘণ্টাও আগে অভিনেতা। এখান থেকেই দেখতাম তাঁদের। অবশ্য মনে আছে পশ্চিম ফটকের পাশে কয়েকটি অভিনেত্রী দোকান ছিল, তাদের থাকত সব থিয়েটারের বই সাজানো। এক টাকা করে দাম। দলকর থিয়েটার থেকে ঐসব দোকান থেকে বই কিনে নিয়ে যেতো ভিড় করে। দোকানেও সব সময় ভিড় থাকত বই কিনবার জন্য। দর্শক ছাড়া অন্য ক্রেতারও এইসব বই এখন থেকে কিনে নিয়ে যেতো, পুরুষদের দোকান পছন্দ না পিয়ে। ঐ যে মনিহারী দোকান, ওখানে মাঝে মাঝে হরিলাল চট্টোপাধ্যায় মশায় এসে বসতেন গল্প-গুজব করতে। বসে বসে তিনি তামাক খেতেন। হরিলালবাবুর সঙ্গে অনেক পরে আমিও একদিন স্টেজদারী মঞ্চে অভিনয় করেছি—তিনি তখনকার খুব নামকরা অভিনেতা ছিলেন—খুব হালকা রসের অভিনয় করতেন। আমরা তখন অবাক হয়ে হরিলালবাবুকে দেখতাম। ভাবতাম, এই যে এত গম্ভীর হয়ে বসে আছেন ভদ্রলোকটি, ইনিই অবার কেমন মঞ্চে অবতরণ করে হাসারসের স্রোত বইয়ে দেন, হাসতে হাসতে আসনে পাঁড়িয়ে পড়ে দর্শক।

কোহিনুর থিয়েটার তখনো ছিল। এই-সব থিয়েটারের আশেপাশে আমরা ঘুরঘুর করতাম। এঁকে দেখছি, তাঁকে দেখছি, এঁর কথা শুনেছি তাঁর কথা শুনেছি। যেন এক রহস্যময় জগতের বাসী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অভিনয়ের মঞ্চগুলি।

এইভাবে ঘুরঘুর করতে করতে একদিন শুনলাম, গিরীশবাবু আর থিয়েটারে আসছেন না—তিনি খুব অসুস্থ। নাম রয়েছে বিজ্ঞাপনে, অথচ আসতে পারছেন না তিনি। শুনে ভাবতাম, অসুখ সেরে গেলে আবার আসবেন। আবার দেখব তাঁর অভিনয়। কিন্তু, হঠাৎই একদিন শুনলাম দুঃসংবাদ। বেরু তখন দশটা হবে। ১৯১১ সালের প্রথম দিকেই। কাঁসারি পাড়ার মোড় সমস্ত। সন্ধ্যের ঘোরটোপটা মাত্র। শুনলাম, গিরীশবাবু আর ইহজগতে নেই।

মনে একটা ধাক্কা খেলাম। মনে হল, আর দেখবে পাব না তাঁর অভিনয়। তাই হোক, কৌতূহল টানে যেন তখন বারবার পড়তাম পথে। তিন চারজন মিলে মিটিন শুটিটি ছোটো দিয়ে শুনেছেন করছেন কতকী মিলের ঘাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অবশ্য ছড়ালাম। কিন্তু সব কথা মিলে কারে কার কাঁধে তোলা হয়েছিল, মনে নেই। হরিলাল বড়ো বড়ো ছেড়ে দিয়ে পাঁচ খুঁটি দিয়ে খাওয়া হয় কিনা সেখা হচ্ছে। তাতা ছড়ালাম, পরিষ্কার দিয়েও অসুবিধা হওয়া নেই না সেখানেও প্রচুর ভিড়। এই ভিড় যে ঠেকে রাখা সম্ভব নয়। এদিকে দিয়েও কেন পথের কতকী মিলের ঘাটে পথের অবশ্য পারলাম না শেষ্টাতে, ফিরে এলাম।

ওঁর মহাপ্রয়াণের দুই-একদিনের মধ্যেই দেখলাম, ছবির দোকানে বা বহু মনিহারী দোকানে ওঁর ছবি বিক্রি হচ্ছে। বিশেষ-ভাবে অটবিহার ছবি—অভিনয়ের প্রতি-রূপ ধরে আছে যেখানে ছাপা হয়েছে চারিদিকে কালো ফ্রেমের দিয়ে। নীচে, অভিনয়ের প্রতিরূপ ছাপানো। এই ছবি ছাড়া অবশ্য একখানা ছবি বিক্রি হচ্ছিল। ওঁর অবসরের ছবি পরিপূর্ণ ফোটোগ্রাফ—সমান দাঁড়িয়ে আছেন দলবিহারী ও তাঁর আত্মীয়স্বজন। এইসব ছবি ক্রমে উত্তর-দক্ষিণ—কলকাতার সর্বত্র এমনকি আনা-চিকুনি বিক্রি করত যেসব স্টেশনারী দোকান—তারাও বিক্রি করতে শুরু করল। বলা বাহুল্য, ছবিগুলির চাহিদা হয়েছিল খুব আর বিক্রিও হয়েছিল প্রচুর। আমি দুখানি ছবিই কিনে আনলাম, এনে টাঙিয়ে ছিলাম আমাদের ক্লাসঘরে, অর্থাৎ ছাত্রাদের বৈঠকখানায়।

এদিকে যারা দেখছেন, লেখাপড়ায় আমার আর গা নেই। বললেন, এবার ভর্তি হও। ভর্তি হবার দিকে আমার তখন মন নেই, যারা তখন ভর্তির কাজের ভার, তারাই তাঁদের নিয়ে সময় পান না, আমাকে বলেন কোনো স্কুলে গিয়ে ভর্তি হতে।

বলেন—কী হল, স্কুলে-টুলে খোঁজ নিচ্ছ?

বলতাম, ওটাতে গিয়েছিলাম, ওটা তেমন সুবিধের নয়।

অন্যদিন।

—গিয়েছিলে?

বলতাম—ওস্কুলটায় ভালো পড়ায় না, এবার অন্যটায় খোঁজ নেবো।

এই করে সব কাটিয়ে দিচ্ছি। অবশ্য বরাবর কী? সেই অমলের ক্লাসঘরে গিয়ে বেঞ্চিতে বসি—থাওয়া-দাওয়ার পর—দুপুরবেলা। তারপরে, বিছানোর জন্য সন্ধ্যাবেলাও। কিন্তু, শুধুই কি মড়া নিয়ে থাকে? অভিনয় হবে না? হিসেব করে দেখা গেল, একখানা বই একটু তাড়া-তাড়ি অভিনয় করতে পেরে কম করে শখানের টাকা লাভ। কাটছাট করে মন্তর পড়াতে-টড়াতে-বাটাই। সমস্তিক বই ধরলে অবশ্য অবশ্য কম হয়, পঞ্চাশ-পঞ্চাশটে


## ফলিত জ্যোতিষ

জ্যোতিষাচার্য ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার বি, এস, এ, বি, আই, আই (লণ্ডন)।

প্রত্যহ হাতের রেখা জ্যোতিষ দেখা। কোষ্ঠী বিচারের উচ্চদক্ষিণার পুনরায় দেখা। ৫-২১ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

## ডাক্তার হউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়াশুনা করে সরকার দ্বারা রেজিস্ট্রী করা কলেজ থেকে ডিগ্রীলাভ করুন। বিনামূল্যে প্রোসপেক্টস-এর জন্য লিখুন।

**Indian Homeopathic College**
(DC.) Jullundur City.

পাণ্ডুলিপি বই এবং এদেশে প্রকাশিত পুরাতন বাংলা-ইংরাজী সংবাদপত্রাদি কিনিতে চাই। মূল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ জানান। বক্স নং ২১১ "দেশ" কলিকাতা—১।

হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, সামাজিক বই করতে তেমন মন সায় দেয় না। ওতে সাজ-সজ্জা তেমন নেই, তদুপরি—অল্প বয়স—কাঁচা মুখে কতাবার্তা সজলে মানাবে না। পোশাকওয়ালা ঐতিহাসিক ধরনের বইতে দাঁড়ি-গোঁফ লাগাবার যে সুযোগের প্রতুলতা আছে, সামাজিক বইতে তা কই? তা ছাড়া, পঞ্চাশ টাকাই বা পাচ্ছি কোথায়? পাঁচটি টাকারও তো সম্বল নেই! অতএব, থিয়েটার করার আশা আর দেখছি না।

বাড়িতে—বাবা বলছেন—ভালো মাস্টারই না হয় দেখ। বাড়িতে মাস্টার রেখেই না হয় পড়।

আমি এ-ও কাটিয়ে দিতাম। নির্দিধায় বলা যেতে পারে। অভিনয় যে করতে পারব না, এই নিরাশাই তখন মনটাকে অধিকার করে আছে, অন্য কথা সেখানে অনুপ্রবেশ করবে কী করে?

তার ওপরে, আরও এক হতাশব্যঞ্জক ঘটনা ঘটল। ভূতনাথ পড়ল তার কাপের বিষদৃষ্টিতে। ভূতনাথ তাদের বাবসা-টাবসা দেখে না, বাড়িতেও থাকে না সব সময়। সারাদিন কী যে করে, কোথায় যে যায়, আমরাও জানতাম না। একদিন সকালের দিকে হঠাৎ ধরেছি তাকে। বললাম,—কলেজে যাচ্ছিস না কেন?

বললে, একটা কাজে আটকে গেছি।

কী কাজ কে জানে! আমরা করতাম কী, বাড়ি থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে বসতাম, চলত আমাদের মহড়া, ভূতনাথের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও।

ওদের বাড়ির সামনে একটা সাঁকো ছিল, সিমেন্ট-করা, তাতে বসবারও জায়গা ছিল। সেখানে বসে থাকতেন ওর বাবা। বৈঠক-খানার চাবি অনেক সময় ওঁর কাছ থেকেও নিতাম। উনি বলতেন,—তোমরা আসো, বাড়িতে আমার চাঁদের হাট বসে যায়, কিন্তু যার জন্য ওই হাট, সেই ভূতো থাকে না বাড়িতে, এটা কীরকম লাগে বলো তো?

আমরা উত্তর দিতে পারতাম না।

উনি একদিন অবশেষে স্পষ্টই বলে ফেললেন ওঁর মনের কথাটা। বললেন,—দেখ বাবা, তোমরা আসছ তার বন্ধু, অথচ সে আসছে না। এটা তো ভালো দেখায় না। দিনের পর দিন—ছেলে নেই—শুধু তোমরা আসছ ওকে ডাকবে, আমি বুড়ি কোথা থেকে ছেলের অধড়াকে ঘরছাড়া দিয়েছি বলো। তোমাদের আর এখানে না আসাই ভাল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। ভূতনাথকে বলবও কিছু নেই। কিন্তু, আমরা যে আমরা ঘরছাড়া হলাম! এরপর যাই কোথায়? খেলাধুলোও তখন ছাড়া সম্ভব নয়, ফুটবলের মরশুম তখন আমাদের পেয়ে বসেছে।

কী করি? তখন বিকেলের দিকে আমরা যেতে শুরু করলাম ইডেন গার্ডেন। বিহ্যার্সাল তো বন্ধ, কিন্তু একটু বসে যে আলোচনা করব, তারও তো জায়গা চাই? ইডেন গার্ডেন তখন যেখানে ছিল, এখনো সেখানেই আছে, তবে ওই চত্বর ছোট পরিসরে বিস্তৃত ছিল না। সেখানে এখন প্রশস্ততর কলেজ, সেটার কিছু অংশও ছিল পার্কের এলাকায় মধ্যে। তার পরে ছিল বড় একটা চৌকো আকারের পুষ্করিণী। তার চারধারে ছিল বাগান। পুকুরটির একটিমাত্র ঘাটক। সেই ঘাটের উলটো দিক বরাবর পুকুরের পশ্চিমপাড়ে ছিল প্রকাণ্ড দুটি বাড়ি। একটি সুরেন্দ্রনাথের, অন্যটি বঙ্কুবিহারীর। এই বাড়িদুটি থেকেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে প্রার্থনায় যোগদানের সুযোগ—সেই ছিল আমাদের তার কাছে সমালোচনা শোনার জন্যে সেখানে, সাধ্য হলে মহলার হাতে। এই ব্রাহ্মবাড়ি দুটি ছাড়াও ছিল আরও কয়েকটি ব্রাহ্মপরিবার। সে সময়ে সেখানে ব্রাহ্মদের বেশ প্রভাব ছিল। তাদের অনেকে আমাদের বন্ধুও ছিল। আমাদের দুজনের সঙ্গে একজন ঠাকুরদাদা থাকা সেই সময়ে কেমন লাগত। সকলে ভাবতেন, এরা সেই ঘরের ছেলেদের। ফলে ব্রাহ্মদের আমা-দের প্রতি একটা টান ছিল। বিশেষ করে আমাদের বাড়ি যাবার জন্য।

সামান্য একটু
টিনোপাল ব্যবহার করলে
সাদা জামাকাপড় সবচেয়ে—বেশী সাদা—হয়ে ওঠে।
* টিনোপাল একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক। এই কথা দুটি এর একমাত্র উৎপাদক।

প্রস্তুতকারক : সুজলা পাবলী প্রাইভেট লিমিটেড, ... পরিবেশক : সুজলা পাবলী ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, পোস্ট বক্স ১০৭, বোম্বে।
স্টকিস্ট্স্ : মেসার্স হিন্দুস্থান প্রাইভেট লিঃ, পি-১১, নিউ হাওড়া ব্রীজ এপ্রোচ রোড, কলিকাতা-১।

মনে আছে, পূর্ব ফটকের ওপরে ছিল একটা বড়ো ঘড়ি—ঘণ্টম পাত্র। আর পশ্চিমের পাঁচিলে ছিল একটা ঘড়ি। ও ঘড়িটার বেশী লোক দেখতে না, তাই ওই ঘড়িটা বেছে নিয়ে ওখানে আমরা বসেছি শুনে, করলাম। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউ গান ধরেছে, কেউ আড্ডা দিচ্ছে। বিকেলের দিকে ভিড়টা জমজমাট হয়ে উঠেছে। আগে সকালের বা বিকেলের দিকে লোক বেড়াতে যেত কিন্তু সম্প্রতি শুধু শুধু একেবারে জমজমাট জায়গা বেছেছে। পশ্চিমের পাঁচিলে ছিল মেয়ের লাইন আর পশ্চিমে ছিল ছেলেদের। আর খানিকটা তফাৎ ছাড়া একেবারে দক্ষিণের দেওয়াল পর্যন্ত ওখানে একেবারে ঘাটতি নেই। সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘণ্টা দুই-আড়াই ওখানে আমরা ঘোরাঘুরি করতাম।

সন্ধ্যে-সন্ধ্যে সন্ধ্যে হয়ে গেলে এসে বসতাম বিকেলের দিকে। এই বিকেলের দিকে আসার ছিল একটা। ওখানে বসে আমরা ফটোগ্রাফি নিয়ে আলোচনা করতাম। এসে ওদের মধ্যে ফটোগ্রাফির ব্যাপারে একমাত্র ছিল। সে ওদের একটা ফোটো তুলেছিল। সেদিন ফটোগ্রাফির ছবি, আমরা ছবি তুলতে শুরু করলাম। আমরা ওর ফটো তুলছি, ও আমাদের তুলছে। আমরা ওকে ফটো তুলতে বলছি—ও আমাদের তুলছে। ওর এই ধরনের সময়ে দিয়ে একটা ফিল্ম ওকে দিয়েছিল একটা ছোকার মধ্যে ফোটো ছিল প্রস্তুত। ফল কী হবে দেখা যাবে না কিন্তু ফলটা দেখতে চাইছে। এই সময় আমাদের আর এক সঙ্গীর কথাও বলা দরকার। বেলার কাগজের আমরা প্রধান হকার ছিল প্রথম। ওর সঙ্গে আমাদের আলাপ। এই প্রথম যখন চাকরি নিয়েছিল ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানিতে। কাগজওয়ালার পরিচয়ও ছিল, কোম্পানির পক্ষ থেকেও পরিচয় ছিল, যারা বাড়ির প্রকল্প ঠিক ঠিক চলছে কিনা—কোথায় দোষ হচ্ছে—এসব দেখে বেড়াচ্ছে। তাদের কর্মীকের কোন এ ভাগ করা ছিল। কখনো এ কোনে ঘুরছে, কখনো ও-কোনে। প্রথম ছিল এমনি এক পরিদর্শক। তাই বিকেলে বা সন্ধ্যেতে তাকে আমরা পেতাম না। এখনও এখন ছিটটি পড়ছে। এই প্রকল্পের দেখা মিললে আমরা ভীষণ খুশী হয়ে উঠতাম। কোহিনুর থিয়েটার ১৯১২-তে উঠে যায় অবশ্য, কিন্তু ১৯৬০ সাল নাগাদ—ঐ প্রথম যখন কোম্পানির চাকরি বাগানে থিয়েটারওয়ালির একবার ছিটটি দিয়ে দিয়ে ওই করে তার কাছ আলো জ্বালিয়ে কোহিনুরে ঢুকে পড়েছিল। সিনেমাঘরটা সে সাজাত। কিন্তু এবার ওপরও হয় অন্য একটা সিনেমা আরম্ভ হয়েছিল। থিয়েটার মালিকরা নানাপ্রকার বলে সরকারী ছাপমা কোহিনুরে এখন ছেলে-বেলা, বাচ্চা এক ভদ্রলোক—মালিকদের। সে এবার ওর থেকে সুবিধা করে নতুন থিয়েটার। দুই মালিক বিলাস করে আলোকের ব্যবসা সমানে নতুন থাকেই, তাদের কোম্পানিদের নতুন নানা-রকমগুলির নতুন। এবার সে নতুন নতুন সমান। সেইজন্য থিয়েটার ব্যবহারে বন্ধ, এক আমরা নানান ভেবেছি ঐ প্রকল্পের ওই থেকে। যখনই সে ছবির আমাদের মধ্যে আমরা ওকে ঘিরে ফেলে হয়ে বসতাম। সিনেমা হলে আলোচনা হয়ে ওর ছোকে থিয়েটারের নকল। এই প্রকল্পে আমরা উইকেলের নতুন ও বলবার সিনেমাগুলোর বিষয়ে পরিচালক হলিউডের। সেকথা ওকে বলতাম বিস্তারিত বলে।

ও শোনাত। আমাদের সেই মতন ও ইচ্ছামতন আর সেই এবং সময় ঘটত এমনি ওকে আমরা পেতাম না। এখনও ছিটটি পড়ছে। এই প্রকল্পের দেখা মিললে আমরা ভীষণ খুশী হয়ে উঠতাম। কোহিনুর থিয়েটার ১৯১২-তে উঠে যায় অবশ্য, কিন্তু ১৯৬০ সাল নাগাদ—ঐ প্রথম যখন কোম্পানির চাকরি বাগানে থিয়েটারওয়ালির একবার ছিটটি দিয়ে দিয়ে ওই করে তার কাছ আলো জ্বালিয়ে কোহিনুরে ঢুকে পড়েছিল। সিনেমাঘরটা সে সাজাত। কিন্তু এবার ওপরও হয় অন্য একটা সিনেমা আরম্ভ হয়েছিল। থিয়েটার মালিকরা নানাপ্রকার বলে সরকারী ছাপমা কোহিনুরে এখন ছেলে-বেলা, বাচ্চা এক ভদ্রলোক—মালিকদের। সে এবার ওর থেকে সুবিধা করে নতুন থিয়েটার। দুই মালিক বিলাস করে আলোকের ব্যবসা সমানে নতুন থাকেই, তাদের কোম্পানিদের নতুন নানা-রকমগুলির নতুন। এবার সে নতুন নতুন সমান। সেইজন্য থিয়েটার ব্যবহারে বন্ধ, এক আমরা নানান ভেবেছি ঐ প্রকল্পের ওই থেকে। যখনই সে ছবির আমাদের মধ্যে আমরা ওকে ঘিরে ফেলে হয়ে বসতাম। সিনেমা হলে আলোচনা হয়ে ওর ছোকে থিয়েটারের নকল। এই প্রকল্পে আমরা উইকেলের নতুন ও বলবার সিনেমাগুলোর বিষয়ে পরিচালক হলিউডের। সেকথা ওকে বলতাম বিস্তারিত বলে।

ও শোনাত। আমাদের সেই মতন ও ইচ্ছামতন আর সেই এবং সময় ঘটত এমনি ওকে আমরা পেতাম না। এখনও এখন

ওরা সবাই বলে...আমরা **হামাম** পছন্দ করি

নরম, মসৃণ কেন···

নূতন কোমলকারক পদার্থ আছে ব'লে!

ত্বক পরিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে
স্নিগ্ধও করে···

হামাম মাখতে এত চমৎকার এবং সুগন্ধি!

কিছুতেই যেন আর ক্ষয় হতে
চায় না···

এত অল্পই খরচ হয়!

**হামাম**

মেখে তাজা বোধ করুন এবং
তাজা গন্ধে ভরে উঠুন

বাড়ীর সবাই **হামাম** পছন্দ করে

টাটার তৈরী তাই নিশ্চয়ই ভাল

THY-3

# দুঃস্বপ্নের শীতকুয়াশা

Cooch Behar

আবার ছাত্র ফেরে ২৩শে ঠিক হল।

শিক্ষিকা বললেন—এ হোস্টেল ফেরৎ কারুর সিনেমা থিয়েটার নয়। পড়াশোনা হবে। কোন বাড়ি কেন হবে কে জানে। ফোন ও হতে পারে। ফোন না পেলে তবে ২৯ বলা হবে, বলা।

কাগজে কেন কারা শিক্ষিকা এবার হাসলেন। হাসলেন মেয়েরাও। কিন্তু ছোটদিদির মতো পড়ুয়াদের মধ্যে কি আর ছাত্রে জন্মায়।

হাসলেন মাসীমা কিন্তু ছাত্রে ছাত্রে হোস্টেলের ঘোরাফেরায় ছাত্রে ছাত্রে এটা শুধু ছাত্রদের হোস্টেলকেই ফোন নয় এই বাড়িতেও ফোন আছে। ফোনও বাজে। তবে শুধু এই ফোনের ঘোরাফেরায় ছাত্রে ছাত্রে

অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল, "ছোটবাবু"

বেলো করতে লাগলেন। সেই সুরে কান পেতে তবলচী তবলা বাঁধতে লাগলেন। অধিকারীর অলক্ষ্যে একরাশ বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে মন্দিরাওলা-ও তবলচীর পাশে বসলেন।

ঢং করে একটা ঘণ্টা বাজল। সবাই উদগ্রীব হয়ে প্রবেশ পথের দিকে তাকালেন। দর্শকদেরই কে একজন বলে উঠলেন— "ঢের দেরি, ঢের দেরি। সাড়ে তিন পর ঘণ্টা পড়ুক"।

কিন্তু দেরি হলো না। "এবার যা হয় হোক যাত্রা শুরু হোক"—কে যেন নির্দেশ দিলেন। গায়ে সিল্কে হাতা ফরফরে পাঞ্জাবি, কাঁধে রেশমী কাশ্মীরী শাল, পরনে চুনোট করা শান্তিপুরী ধুতি। পায়ে ঘাঁড়ের সোনার মোটা চেনটা পরিয়ে, পুলকিত আসরে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল। ছোটবাবুর নির্দেশই যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

পর পর ছটি ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে চারটি ছেলে মেয়েদের পোশাকে পরে প্রবেশ করে একে একে। প্রথমের বেহালার সুরে ধরার সঙ্গে সঙ্গে হলো গান। সেই পুরোনো গান—আয় লো অলি কুসুম কলি। নাচও হলো। ঘনিষ্ঠতা দিনের ঘনিষ্ঠতা ইঙ্গিতের। ঘনিষ্ঠতা চুম্বনের কথাবলির চলন হয়নি। মুদ্রার অর্থও কেউ বোঝে না। খুশী মতো এর ওর ঘাড়ে ঝুঁকে পড়ে হাসি নাচের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পোশাকে ছেলেদের নাচ, ওই সই। একঘণ্টাও হয়নি। দুজে পাউডারের অহেতুক প্রচুর্য। চৈত্র সঙ্কলিহীন বক্ষ স্পন্দনহীন। পোশাকে চরিত্রমুক্তি। বা দু' একটি না কোন পোশাক না কোন কারণে এবং এর প্রয়োজন বুঝি চিরকালের। নাচের শেষে ছোটবাবু একবার এদেরকে ডেকে চিন্তিয়ে উঠলেন।

সেই পুরোনো গান—'আয় লো অলি কুসুম কলি'

আবার খানিকটা নাচ হলো। ঝন্ ঝন্ করে উঠল আসরের এক পাশে রাখা রুপোর প্রকাণ্ড থালাটা। ছোটবাবু প্রথম পাশা দিলেন। গণ্যমান্য আরো দুই একজন দিলেন। যাত্রা জমে উঠল।

তখনকার দিনের প্রখ্যাত যাত্রাওয়ালা অহিভূষণের "সুবল উদ্ধার" পালা। এই পালার কনক আজ আর নেই। অহিভূষণও বিস্মৃত। কিন্তু প্রাচীনদের কেউ কেউ নিশ্চয় এখনো আছেন—যাঁদের কাছে একবার গুনগুনিয়ে উঠলে হয়—

"এ মধু প্রপঞ্চময়।
ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে
রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান
সে তাই সাজে।"

এঁরা হয়তে সঙ্গে সঙ্গে পরের কলিটিও গেয়ে উঠবেন—

"যার যখন হয়েছে সাধ
একলা তুমির অভিনয়,
কারো সাধ্যি নাই সেখানে তখন
সে প্রায় কারু নয়;
কোথায় বা প্রেমাসক্তি প্রণয়
কোথা পরের কারে কিনা,
কোথা না সে কারু, অনুনয়,

চলে সব সাঙ্গপাঙ্গ হয়ে।"

এ সবগুলো পালা আজকাল আর শোনা যায় না। এর প্রেমে ও বিরহে এই একটি গানের পরে একজনের নিজস্ব গানগুলির মাঝে মাঝে ঘুরে ঘুরে। ছুটি চলে যেতে। চৈতন্যই ছোকরার। যাত্রা ভাঙা হলো। কিন্তু পর পর ভাঙা হয়ে গেল সবের। গান মনে মনে গুনগুনিয়ে। মনের সঙ্গে হয়ে থাকবে অনেক দিনই।

কত সব হয়ে গেল। এখনো মনে পড়ে কিশোরকালের পরে আসর থেকে চলে এই পেশায় 'বিষ্টুই' করতে না ছোটবেলা। কিন্তু ভিন্ন ধরনের পরের কলিটা গাইছে—

"ঐ যে তার একটি কণা
আমারই মনে চুম্বক লাগায়ে
টানিছে হেলায় না।"

এই পালার ছোকরাটি বড় হয়েছে। সে কিন্তু কিশোরের মনে চুম্বক লাগা ছেলেদের হাসির খোরাক জোগায়নি। ভুলক্রমেও আকৃষ্ট হয়নি।

পালার চরিত্রগুলি আজ মনে নেই। কিন্তু মনে আছে 'নন্দঘোষের অপূর্ব অভিনয়' কথাটা। তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠ এখনো কানে লেগে আছে। এ কণ্ঠে সাধনা ছাড়া আসর করা যায় না। যাত্রায় সাধন-সঙ্গীতের নেই। যখনকার কথা বলছি তখন ছকুপাশুরের মঞ্চ তৈরির রেওয়াজ মাত্র চালু হয়েছে। তার আগে তাও ছিল না। সত্যিকার পাতা আসর। চারদিকে একটা বেঁধে দেওয়া। মাঝে ফোকর আসর। চারদিকে খোলা। চারদিকে দর্শক। এই রকম খোলা আসরে অভিনয় জমানো যে কী শক্ত তা অভিনেতা

আছেই স্বীকার করবেন। অভিনেতার কণ্ঠ সুললিত হওয়া চাই। মানুষ যেখানে সুখ-দুঃখ-রাগ-অনুরাগের ঊর্ধ্বে ভগিমায় সমস্ত চরিত্রের নবজাগরণ হওয়া চাই। লেখা নেই 'লিপসীর কুটিরে' সেই অভিনয় দেখলাম। নবজন্মের, প্রাণস্পন্দন উপলব্ধি করলাম। যাদের দলে ভীড়ে পাছে বলি ঠিক এই রকম অভিনয় করবে পরস্পরে—কথাটি ছোটবেলার কড়ানিয়ম ছোটবেলার বাসনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হলো না।

অভিনয়ের সঙ্গে অভিনয়ের ধরন মনে পড়ুক। কালো রঙের অভিমান পরে অভিনয় এসে আসরে দাঁড়ালেন। হাতের কাছে পানের ডাবর ডেকেছে। সেজেছেও আছে। পাখোয়াজের পরে পরেই নাচের সময় হাতের বলিষ্ঠ কোটের ছন্দ সঙ্গীতের কঠিনতাকে অপূর্ব করে তুলেছে। অভিনয়ের ধরন চরিত্রের মেজাজটিকে ফুটিয়েছে। তার ঘুঙুরের পাখোয়াজটির হাতে ঘাড়ে উঠছে সেজে পরল। কোমরে ছোট্ট ছোরা ঝুলছে। ছোরাটির বাহার আর তার ব্যবহারের ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে করছে।

অভিনয় আজ আর নেই। অভিনয় করলেই মুখের এক কোণে আমাদের অভিনেতা নাকি ভুরি টানে। ছোরার অভিনয়ের নিয়ে ইঙ্গিতটি করেছেন। কেমন যেন ক্রিকেটী-সুলভ লাগে। আজকের অভিনয় ছোরা নাকি অভিনয় টানে। সংক্রান্তিকাল—এটাকে যে কৃতি করেছেন তিনিও নিজে এই ছোরাটি অভিনয় করে। এই ছোরাটিকে অভিনয়ের সংক্রান্তি করার ছোরার ধরন অন্তর ছিল না। অভিনয় হয়ে নেই। কিন্তু এই ছোরাটির কথা নয় অভিনয়ের কথা। অভিনয়ের সঙ্গে অভিনয়ের মধ্যে যে কয়েকটি দেখা যা এক সংগীত-রসিক ছাড়া কেউ যা করতে পারেন না কিন্তু সে কথা থাক।

মনে হচ্ছিল হয়ে যাবে অভিনয়। অকস্মাৎ একটি ছুরি ঝকঝকে পরল পুরন। কোন হুকুম যাবে পরে হলো কোনো কথা কথা ছড়ানো। কিন্তু পরল অভিনয় ভুল করবার নয়। পুরন কারুর দিকে সমাজই অভিনয় পড়ুক। সবাই অভিনয়ের সভাসদ অর্থাৎ অন্য জমিদার।

জমিদার তাঁর পুরনো পরিচয়টি অভিনয় করলেন। একটু পরল আওয়াজ আসে একটু ওপরে চড়ুক। আসর নিস্তব্ধ। কারু মুখে টুঁ শব্দটি নেই। একমাত্র আসরে এই আসরে নাচ-গান অভিনয়ে অবশ্যম্ভাবী ছিল একথা বলি ভাবাই যায় না। ছোকরা-হল মুখরিত ক্লাস অকস্মাৎ ছেড় আসরে অভিনয় একটা থমথমে ভাব।

পেছন থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত দেহটাকে যথাসম্ভব অবনত করে ভীত, আর্ত সারমেয়-র মতো তিনি জমিদার-বাবুর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি আসামের সেই অধিকারী। পুরো সম্পন্ন হয়ে অধিকারী জমিদারবাবুকে প্রণাম করলেন। তারপর অবনত মস্তকে হাতজোড় করে বললেন—"আজ্ঞে—"

"আজ্ঞে কাজ্ঞে নয় নিকুঞ্জ। আমি উপস্থিত নেই অথচ তুমি যাত্রা আরম্ভ করেছ এ সাহস তোমার কী করে হলো তাই জানতে চাই। আমি জানতে চাই কে তোমায় হুকুম দিয়েছে।" দুবারণে জমিদারের কথা কটি ছড়িয়ে আসছে। কিন্তু নিস্তব্ধ আসরে শ্রোতার মর্মার্থ বুঝতে কারুরই কোন বেগ পেতে হয়নি।

হনুমন্ত সিং 'হুকুম' বলে হাঁকিল

নিকুঞ্জ অর্থাৎ অধিকারী সরল কোন উত্তর দিতে পারলেন না। অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"কথার জবাব চুপ করে থাকলে চলবে না আমি জানতে চাই কার হুকুমে তুমি যাত্রা শুরু করেছ।"

অধিকারী ক্রমে বিবর্ণ হয়ে এলেন। ঠোঁট দুটো হাতাতে লাগলেন। ছোটবেলা আসরে নেই সেখে তাঁর হয়ে ওঠা নিকটা সহজ হলো। বললেন—"আজ্ঞে ছোটবাবুর।"

"ও বুঝেছি। তাহলে ঠৈতন্যও আজ ওঁর ছোটবাবুই দেখেন—বলতে জমিদারের কণ্ঠ বিরক্ত হয়ে উঠল।

"আজ্ঞে, আমি হুকুমের চাকর—ক্ষমির আসামী বুঝি বিশ্বিয়ে দিলেন ইঙ্গিতের কাছে।

"যে জানি। তা চাকরের মতোই হুকুম তামিল করবে। যাও আবার যত শুরু কর। গোড়া থেকে।" হাকিম হুকুম দিলেন।

"আজ্ঞে, এই যে যাচ্ছি বাবু"—পরমানন্দে ফিরে এলেন অধিকারী। ক্ষমির আসামীর বুঝি বেকসুর খালাস হলো!

আসর ছেড়েও নিস্তব্ধ। পীরের জমিদারের অপ্রতিহত প্রতাপ। তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে কথা বলবার সাহস কারু নেই। এমন কি কানাকানি করেও বুঝি কেউ প্রতিবাদ করল না। নিকুঞ্জ হলেন জমিদারের প্রজা। উপস্থিত অনেকেই হয়ত তাঁর প্রজা। কারু প্রজা থাকেই জমিদার চলবে। এর কি কোন প্রতিকার নেই, কোন বিচার নেই? একটা নিষ্ফল ক্রোধে পা ছি ছি করতে লাগল। কিন্তু কী করব। সুযোগ বুঝে জমিদারও সাহসে সম্মান দিতে হয়!

কিন্তু সব না হলেও জমিদারবাবু কারুর ভুল ভাঙ্গাতে করলেন। দারোয়ান হনুমন্ত সিংকে তিনি ডেকে ছাড়লেন কেন তুলে সাজ পরিবর্তনের জন্য। হনুমন্ত সিং 'হুকুমের' বলে জমিদার বাবুর সামনে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

জমিদারবাবু হুকুম দিলেন—'একুনি দিয়ে সমস্ত সরঞ্জাম বন্ধ করে দাও। আর নজর রাখবে কেউ যেন পরল তুলে হবার আগে বেরিয়ে যেতে না পারে। আসর যেন না ভাঙে।"

তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনারা আমার কথাটা নিশ্চয়ই শুনেছেন। আশা করি মনে রাখবেন আর মনে রাখবেন আমার নয় রাজার যত চৌধুরী।"

কিন্তু মনে রাখার প্রয়োজন হলো না। ভোর থেকে আবার যাত্রা শুরু হবে শুনে সকলে বুঝি খুশীই হলেন। যাঁরা পেছনে বসেছিলেন তাঁরা এই আকস্মিক ঘোলাটের সামনে এসে বসলেন, যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ বসবার সুযোগ করে নিলেন। ছোকরা ছোকরাদের কাছে টেনে নিয়ে একটু নড়ে-চড়ে বসে বিড়ি ধরালেন।

আবার পালা শুরু হলো। শুরু হলো সেই চেনা কৃষ্ণ-বলরামের বাজনা দিয়ে। আসরে আজ রসভঙ্গ ঘটল নাও যে যেন নয়। অভিনেতাদের অভিনয়ে কোন ফাঁক নেই। অভিনয়ের গল্প বুঝি আরো ঘনে গেল। পাখোয়াজীর সঙ্গতে-এর অন্ত নেই। দুরু-দীর্ঘ তেহাই যেন আসর গরম করে তুলল। দিবা আসরের সময় সে কী ঝোঁক। ঘুঙুরে-কিঙ্কিণে সে লড়াই আরম্ভ—তিনারে হুমের হাতে এসে বারবার সুললিত সমাধি কি ঘাটে, হাতের আর একটিক সেই একেবারে সেই বাহবা, সেই করতালি। জমিদার, বাকীর যার চৌধুরীর নাম মনে রাখার প্রয়োজন হলো না।

পালা শেষ হয়ে ভোর হয়ে গেল। সবাই

জমিদারবাবু অন্য দলের অধিকারী নিকুঞ্জকে সাধুবাদ জানাতে জানাতে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নিকুঞ্জ আসরে দাঁড়িয়ে সবাইকে স্মিতহাস্যে নমস্কার করলেন। যারা সবার ভালো লেগেছে, সবাই খুশি হয়েছেন, এতেই তার আনন্দ। এর চেয়ে বড় প্রত্যাশা বুঝি তার নেই। নিকুঞ্জর নুই করতল বদ্ধ হয়েই রইল।

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার সব কটি চুল পাকা। তার ওপরেই আলবার্ট ফোল্ডনের টোপি-কাটা। পরনে চুনোট করা ধুতি। গায়ে ডবল শ্লেটের শার্ট। নাকের ডগায় সোনার চশমা। হাতে একটি ছড়ি। ছড়িটার মাথার দিকে একটি রুপোর-বাঁধানো বাঘের মুখ। ইনি জমিদারবাবুর সদর সেরেস্তার নায়েব।

নায়েব মশাই আসরে দাঁড়িয়ে সবাইকে নমস্কার জানালেন। বললেন—"আপনাদের অনেক অসুবিধে হলো সেজন্য বাবুর প্রতি-নিধি হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। বাবু অনুরোধ করেছেন, আপনারা সবাই চলে যাবার আগে দয়া করে অতিথিশালায় গিয়ে এক কাপ চা আর গরম জিলিপি খেয়ে যাবেন"—ঘোষণা শুনে সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন।

নায়েব মশাই বলতে লাগলেন—"আপনারা শুনে সুখী হবেন, আজকের পালাতে যারা অংশ গ্রহণ করেছেন জমিদারবাবু তাঁদের একটি করে গরম শাল দেবার হুকুম দিয়েছেন। আর অধিকারী নিকুঞ্জকে দিয়েছেন শালের সঙ্গে একটি সিনি। প্রধান গায়কগায়ক যন্ত্রেশ্বর মাইতি পেয়েছেন একটি সোনার মেডেল।"

বাড়ি ফিরে যেতে যেতে বারবার মনে হলো জমিদারের বদ্যি বুদ্ধিটি-ই দেখেছিলাম। মনে মনে বিরক্তও হয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর লক্ষিত মুখটি চোখে পড়লো। আর দৃষ্টি পড়বেও না। জমিদার নেই। যাত্রাও শেষ। নিকুঞ্জদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না

## শিক্ষক ও ছাত্র

সবিনয় নিবেদন,

'শিক্ষক ও ছাত্র' সম্পর্কের ওপরে 'দেশ' পত্রিকার আলোচনা বিভাগে (২৭ বর্ষ, ৮ সংখ্যা) জনৈক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক যে আলোকপাত করেছেন, আমি নিজে একজন শিক্ষক হিসাবে তার জন্য গভীর বেদনা-বোধ করছি। অবশ্য এর জন্য তাঁর ওপর কোনরকম দোষারোপ করতে চাই না; নিজের বোধ এবং বোধি দিয়ে তাঁকি শিক্ষক মহাশয়-দের কোন অবস্থা-চক্রের মধ্য দিয়ে চলিত করলে এমন আক্ষেপজনকারী মতামত দেব হয়।

ছাত্রসমাজের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, বিনয়ের অভাব, লঘুচিত্ততা, অশালীন ব্যবহার, নৈতিক অধঃপতন প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি শিক্ষক-অশিক্ষক প্রত্যেকের মুখে এতবার করে শোনা যায় যে, কিছুদিন পরে এদের অনেকগুলিই হয়ত প্রবাদে পরিণত হবে। ছাত্র সমাজের এই অসদ্ভাবিকতার দিকে কটাক্ষ করে সমাজের অন্য স্তরের মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই বিরূপ মন্তব্য করতে পারেন; কিন্তু ছাত্রদের সংগে সর্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্কান্বিত শিক্ষক মহাশয়দের আহত প্রসঙ্গটিকে বিশেষ সহানুভূতি ও সুবিবেচনার সংগে বিচার করে মূল্যনির্ধারণ করা প্রয়োজন। এবিষয়ে বরং আমার সতীর্থদের অপেক্ষা আপনাদের পত্রিকার 'ছাত্র-বিক্ষোভ' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যটিতে (২৭ বর্ষ, সংখ্যা ৬) অধিকতর সহানুভূতি ও বিবেচনা লক্ষ্য করি। সেই সংখ্যা 'প্রসঙ্গত' শীর্ষক আলোচনাংশও (২৭ বর্ষ, সংখ্যা ৩) অবশ্য স্মরণীয়।

শিক্ষাব্রতী হিসাবে এই একই প্রসঙ্গটিকে অন্য একদিক থেকে দেখার প্রয়োজন বোধ করছি। ছাত্র হিসাবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্বের অভিজ্ঞতা থাকলেও শিক্ষক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা বিদ্যালয় জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই আমার মতামত এবং মন্তব্যগুলি প্রধানত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক

# আলোচনা

পর্যায় ঘিরেই প্রযোজ্য। আমরা পূর্বপুরুষের ছাত্র-অসহযোগের বিরুদ্ধে ধরের পরিচিত সমালোচনা করতে করতে-ক্লান্তিকর পর্যায়ে এসে গেছি।

শিক্ষিত শ্রেণী থেকে ছাত্রসমাজের ওপর নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাবার যে অভিযোগ উঠেছে তার পিছনে যুগের চাহিদাকে সহজ ভাবে দায়ী করা যায়। শিক্ষিতরা যে কারণে অভিযোগ করছেন সেই অভিযোগের কারণ হয়তো অশিক্ষিত সমাজ না বুঝলেও বুঝতে পারে। কারণ শিক্ষিত-দের সংগেই তাদের প্রতিযোগিতা করতে হয়।

পূর্বতন সমাজের শিক্ষকের অভিভাবক-সুলভ চাহিদা স্বভাবতই বিলুপ্ত করা যায়। তখন প্রধান শিক্ষক মহাশয়, দ্বিতীয় শিক্ষকমহাশয় দ্বারোগ্যের কর্তৃত্ব, তৃতীয় মাধ্যমিক গ্রেডে এবং চতুর্থ ছাত্রদের অভিভাবকের। এদের মাঝে কেউ ছাত্রদের সমস্যা-জর্জরিত—চরিত্রসংশোধনের সমস্যা নিয়ে কারো কারো কাছে শিক্ষক মহাশয়রা নিজের মেহকুঞ্জ কর্তব্যবোধের—কথাও শোনিয়ে ছাত্রদের ভয় করেন। চতুর্থ থেকে তৃতীয়ে হয়ে শিক্ষক মহাশয়রা ছাত্রসম্প্রদায়ের স্টেক-হোল্ডারই আশ্রয় নিয়ে যান। যে কোন অনভিজ্ঞ শিক্ষকই দেখে আসছেন এবং সম্ভবত খুঁজছে পান ছাত্রদের মধ্যেই; ছাত্রাও যে তার অসম্মান করে না, এও অনেকের জীবনের পরীক্ষিত সত্য। ক্লাস ও অভিজ্ঞতা (অভিজ্ঞতা কার? শিক্ষকের, না অভ্যাসগ্রস্ত ছাত্রদেরই?) বাড়ার সংগে সংগেই শিক্ষক মহাশয়দের দৃষ্টি আরও লক্ষ্য করেন ছাত্রদের আচার-ব্যবহারের মধ্যে অস্বাভাবিকতা। অথচ আসলে, আমাদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির অসামঞ্জস্যই ছাত্র-অসহযোগের প্রধান কারণ। এই প্রসঙ্গে এমন অনেক কথা বলার আছে যা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচিত নয়।

পূর্বতন যুগের সঙ্গে আধুনিক ছাত্রের সে সুবিধে ও সম্ভ্রম নেই, এ কথা সর্বজন-বিদিত। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, ছাত্রের বাবা তাঁর একান্ত নিজস্ব যে কোন শিক্ষক মহাশয় এমনকি অনেক ক্ষেত্রে গৃহ-শিক্ষকদের কাছে নিজের সমান সহানুভূতি এবং সম্মানের আশা সাহস করে রেখেছেন, ছাত্র আশা করছে, ছাত্রের দেখা দিচ্ছে। ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষক মহাশয়ের কোন সম্পর্ক হয় না, সম্পর্ক হয় ছাত্রের সঙ্গে অভিভাবকের।

যাঁরা শিক্ষার সংকোচন, ফেল করানো, শিক্ষা ব্যয়ের বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যবস্থা করছেন—তাঁরা সমাজের শিক্ষকদের শত্রু নয়। তাঁরা ছাত্রদের অভিভাবকদের বিরুদ্ধে। অভিভাবকদের অক্ষমতা বোধ, তাঁদের অসহায় ও সন্তানের সঙ্গে যোগ রক্ষার একটুকু সুযোগ পাবে। ছাত্রের অভিভাবকের সামনে দেখবার পক্ষে অন্তরায়। সমাজ-চাহিদার প্রত্যক্ষতায় নিষ্পীড়িত মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষকদের মনের ভেতর ছাত্র ছিল আর্থিক-নিরাপত্তা ফিরে পাবার জন্য। তাঁরা আজ ছাত্রের পিতার পদতলে দাঁড়িয়ে থাকেন মাসের কটি পুরোনো টাইশনির টাকার প্রত্যাশায়। গ্রামের মধ্যে এসে একদল প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়ের দিকে চেয়ে দেখবেন, চাকুরি-বাওয়া সার্কারের জানোয়ারের মত যাঁদের অভাববোধের সমস্যাগুলিকে পর্যন্ত কিভাবে অসাড় করে ফেলা হয়েছে। বিশেষে, শুনেছি, এ সমস্ত কাজে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বিশেষভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই নিযুক্ত করা হয়।

আমাদের দেশের সরকার প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করেছেন—যাতে ধনী-দরিদ্র-

নির্বিশেষে সকল শহরের ছেলেমেয়েই নিম্নতম শিক্ষাসমাপ্তি লাভ করে। দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তুলব, অথচ তার জন্য নামমাত্র মূল্য দেব না, লোকের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে সমাজের সব থেকে বঞ্চিত, অসহায় এবং পশ্চাৎপদ মানুষগুলিকে নামমাত্র বেতনে নিয়ে ভারতময় অবৈতনিক শিক্ষার কথা যাঁরা ঘোষণা করছেন তাঁরাও জানেন এই অনুন্নত মূর্খ শিক্ষক একটা জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্তা উত্তরাধিকারী গড়ে উঠতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষকরাও কেউ ব্যতিক্রম নন। কোন একটু বিদ্যালয়ের কর্তা সমাপ্ত করলেই কেউ স্টেথিসকোপ ঝুলিয়ে ডাক্তার, কেউ ঘড়ি সারাতে বসে ঘড়ির ডাক্তার, কেউ বা মুদির দোকানে বসে মুদি হয়ে যায়। এবং আমাদের শিক্ষক মহাশয়রাও সেবাধর্ম ভুলে নিজেদের অভাবের তাড়নায় ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে বিধানসভার অধিবেশনে ৯৫৩, টাকার বিনিময়ে চাকরি বজায় রাখতে বাধ্য করেছেন। তাঁদের নিজের যে সময় শিক্ষাবিজ্ঞানটি আয়ত্ত করে সেবাধর্মে ব্রতী হওয়ার কথা, তা সুযোগ এবং প্রতিষ্ঠা না পেয়ে প্রায়ই একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ঘোষিত হয় মাধ্যমিক শিক্ষা এবং সংস্কারসাধনের জন্য যে কমিশন বসে তাঁরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরিবেশ সম্বন্ধে যে সব বিষয়ের উপর জোর দেন তার মধ্যে ছিল বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ও মনোবিজ্ঞানের উপর শিক্ষকের দৃষ্টি, বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্পর্ক, ছাত্রদের স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা এবং সমবায়ের ভাব, ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের আন্তরিক সম্পর্ক, ছাত্রদের ব্যক্তিগত সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষকের সচেতনতা, ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের একাত্মতা, ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের সহযোগিতা, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও মনোবিজ্ঞানের উপর শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধ

(১) শিক্ষকদের মর্যাদাহীনতা।
(২) অর্থনৈতিক দুরবস্থা।
(৩) মানসিক দাসত্ব।
(৪) প্রতিটি ছাত্র এবং শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ যোগাযোগের অভাব।

এই ছাত্র-অসন্তোষ দূর করতে হলে ওপর থেকে না করে, একেবারে তলার স্তর থেকে, অর্থাৎ যেখান থেকে তাদের চরিত্র ও শিক্ষার ভিত পত্তন হচ্ছে সেই প্রাথমিক স্তর থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম কর্তব্য শিক্ষা তথা শিক্ষক মহাশয়দের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গড়ে তোলা। আবাসিক বিদ্যালয়ের দ্বারা সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে বটে—কিন্তু তার ক্ষেত্র যখন আমাদের দেশে অপ্রতুল তখন নিম্নোক্ত কয়েকটি উপায় অবলম্বন করলে যথেষ্ট পরিমাণে সুযোগ পাওয়া যেতে পারে বলে, আমার বিশ্বাস। অবশ্য এত বড় এবং জটিল সমস্যার সমাধানের বহুতর পথ ও মাধ্যম থাকতেই পারে, কিন্তু আমার শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই কটি উপায়কেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

(১) যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষক মহাশয়দের বেতন বৃদ্ধি করা—যার ফলে তাঁরা আর্থিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবেন—কোন রকম ইনক্রিমেন্টের জন্য তাঁদের তদ্বির করতে হবে না—স্বচ্ছন্দচিত্তে পড়াতে পারবেন এবং সমাজের সেরা মেধাবী ছাত্ররাও ভবিষ্যতে অনায়াসে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবেন।

(২) ছোট ছোট ক্লাসে বিভক্ত করে ছাত্রদের শিক্ষাদান করা—যাতে প্রতিটি ছাত্রের প্রতি শিক্ষক মহাশয়রা আলাদাভাবে দৃষ্টি দিতে পারেন এবং শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ পর্যায়ে যোগাযোগ ঘটতে পারে।

(৩) বাধ্যতামূলক ট্যুইশনি বন্ধ করা; একান্ত সম্ভব না হলে ছাত্রের বাড়ি গিয়ে ট্যুইশনি বন্ধ করা। অবসর সময়ে শিক্ষক মহাশয়রা ছাত্রদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারেন।

(৪) বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা—যাতে দুর্বল মনস্ক ও কর্মশক্তিহীন প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ঘাড়ে-বেহারাদীতে সাধারণ শিক্ষকেরা কোনরকম মানসিক দাসত্ব অনুভব না করেন। অনেক বিদ্যালয়ে দেখেছি যেখানে প্রধান শিক্ষক মহাশয় সর্বেসর্বা, সুকুমারমতি এবং সহানুভূতির সঙ্গে সমস্ত শিক্ষকদের এবং সেই সঙ্গে ছাত্রদের একই পরিবার গোষ্ঠীভুক্ত মনে করে গড়ে তুলেছেন। আবার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাও বহু স্থানে সৃষ্টি হয়। তাই নৈতিক কারণে দৃঢ়তা ও সমস্যার সাধিকারী সম্পর্কে ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক। ইতি

রমেন্দ্রকুমার ঘোষ। শিক্ষক, রঘুনাথপুর নক্কর অ্যাকাডেমী, হাওড়া।

### কোনার্কের রংসাবশেষ

সবিনয় নিবেদন—দেশ-এর ২৫ বর্ষ ৪২ সংখ্যায় 'কোনার্কের মূল্য নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ন. ন. লিখেছিলেন, "একটি অপূর্ব পাথর, সেটি প্রবেশদ্বারের অংশ—সবুজ মৃগনী পাথরে খোদিত। বাস্তবিকই উল্টো অবস্থায় পড়ে রয়েছে একেবারে মাথা নিচে পা উপরে করে"—তাঁর সেই কথার জের টেনে বলতে পারি আমি সম্প্রতি কোনার্ক মন্দির দেখতে গিয়ে ঐ মৃগনী পাথরের কারুটি এখনো উল্টোভাবে তেমনিই পড়ে থাকতে দেখেছি। সৃষ্টিকর্তা শুধু আমারই লাঞ্ছনি, সমাগত অনেক দর্শকই এরকম অবস্থেলা সম্পর্কে মন্তব্যাদি করছিলেন। ওটিকে সহজেই বর্তমান মিউজিয়মে রাখা যায়; অন্তত সোজা করে রাখলে দর্শকের দেখার সুবিধা হয়। মিউজিয়মের সামনেই যে খোলাকার পদ্মাকৃতি একটি সিমেন্টের সুন্দর রক পড়ে রয়েছে সেটিতেও ওকে রাখা যেতে পারে। তা ছাড়া মূল্যবান কিন্তু সুন্দর, সুন্দর দেহবল্লরীবিশিষ্ট একটি নায়িকামূর্তি দক্ষিণ-পূর্বকোণের এক উঁচু বারান্দায় ফেলে রাখা হয়েছে। এছাড়া মিউজিয়মের পেছন দিকে এবং সীমান্ত-দেওয়ালের পূর্বে, রক্ষিত অনেক ভাস্কর্যের টুকরো পড়ে রয়েছে—সেগুলো ভালভাবে সাজানো থাকলে দেখার সুবিধা হয়, বোঝার সুবিধা হয়। এখানে এইরকম ইতস্তত যে শিল্পকৃতিগুলি পড়ে রয়েছে সেগুলির সঙ্গে যদি একটি করে পরিচয়লিপি থাকতো, অর্থাৎ কোনটি কোথায় ছিল বলা থাকতো, তাহলে কল্পনায় সৌধটির আভাস পেতে আমাদের সুবিধা হত। পরিচয়লিপি প্রত্নতত্ত্ববিভাগ অন্যান্য অনেক জায়গায় দিয়েছেন, উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতেও হয়েছে। এইরকম পরিচয়-লিপি থাকলে দর্শকদের কৌতূহলবোধ, চিন্তা উদ্রেক হয়—আর সকলের পক্ষে তো আমেরিকান ট্যুরিস্টদের মত সময় থেকে লিফলেট গাইড ও ব্যাখ্যামূর্তি ফিল্ম-স্ট্রিপ ক্রয় সম্ভব নয়। পরিচয়লিপি পাশে পাশে থাকলে দর্শকদের কৌতূহলবোধের সমাধান সহজে হতে পারে—যেমন মন্দিরের দক্ষিণ পূর্বদিকে চারটি এবং উত্তর পূর্ব-দিকে তিনটি হাতির সারি। স্বভাবতই জিজ্ঞাসা জাগে, কোথায় তিন হাতি, কোথায় একের অবস্থান কি প্রকারের? তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্বের প্রথম হাতিটি, যেটির শুঁড়ের ডগাটি নিয়ে বড় কাঁটার ঘরে রাখা হয়েছে, সেটি কানিকটা উদ্ধতমুখী, কানিকটা অন্যমনস্ক, সেরকম মনে হয় এটি আর দুটি হাতি থেকে পৃথক। আবার মনে হয় এটি একেবারে আগে একক অবস্থায় ছিল এবং পেছনের সারিতে দুটির তিনটি-তিনটি মোট ছটি হাতি ছিল। কতটা কি আমাদের এই অনুমান ঠিক কিনা। প্রসঙ্গত, জগমোহনের পশ্চিমদিকে যে নরসিংহমূর্তিটি ছিল সেটি এখন কোনার্ক মন্দির চত্বরের সইস মহাশয়ের একটি বাড়িতে (মন্দিরে।) পরিচয় হচ্ছে এবং পরিদর্শকদের যথাযথভাবে তত্ত্ব পরিবেষণের নিমিত্তই তাঁর সেখানে পূজা করানোর ব্যবস্থা করেছেন। এটি চমৎকার একটি মূর্তি। হেরেক-কাক-সিম্পসন এটির যে ক্ষতি হবে না তা কে বলতে পারে। এটিকে মিউজিয়মে রাখলে ক্ষতি হত কি? কিংবা নরসিংহের ঐ বাড়িটি মিউজিয়মের অন্য একটি বাড়ি হিসেবে ধরলে এটি ও তারো অনেক কিছুই ত ওর মধ্যে রাখা যেত। আরো বলি, শ্রীসুধাংশু চৌধুরীর ইংরেজি 'কোনারক' (১৯৫৬ সংস্করণ) বইটিতে মুক্তধারিণী কিন্তু ক্ষতপ্রসাধন চিত্রাঙ্কণরত নায়িকার যে ফোটটি ছাপা হয়েছে এবং বলা হয়েছে সেটি মিউজিয়মে রয়েছে সেটি আমরা মিউজিয়মের ভেতর দেখতে পাইনি। ইতি—

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়


১০ম

টি-বি সীল

বিক্রয় অভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২।১০।৫৯
সমাপ্তি হবে ২৬।১।৬০

প্রত্যেকটি সীল বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিঃসহায় যক্ষ্মারোগীর নিরাময় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যে ব্যয়িত হয়ে থাকে। পশ্চিম বাংলার যক্ষ্মা-প্রতি-রোধ অভিযানে আপনার সক্রিয় সহানুভূতি অত্যাবশ্যক।

বংগীয় যক্ষ্মা সমিতি
পাই ২১, স্কীম ৪৯, সি আই টি রোড,
কলিকাতা—১৪

(১১৪)

# গানের আসরে

শার্ঙ্গদেব

## বাংলার সংগীত ও পুতুলনাচ

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যের এই ইতিহাসে সমালোচনা সমধর্মী কিন্তু আলোচনাও আছে এবং নানা কারণে এই আলোচনা কৌতূহলোদ্দীপক। অধ্যাপক সেন পালকাব্য বলে স্থির করেছেন যে কাব্যগুলির প্রাচীন সমালোচনা একটা প্রধান আশ্রয় হলেও পালকাব্য এবং পূর্ব-প্রচলিত পাঞ্চালী (পাঁচালী শব্দটি যে পুতুলনাচ থেকে এসেছে তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটি একটি বিশেষ অর্থবাচক প্রাচীন শব্দ। এখন বিশেষ নিয়মে এই নিয়মবাচী পুতুলটিকে কি করে পাঁচালী নাম দেওয়া হল তা বলা কঠিন।

ঐ প্রসঙ্গে ১২ পৃষ্ঠায়:

"সকলের নিচে পৌরাণিক সূত্রে গ্রথিত কাহিনীর ঝালরটি ঝুলছে। এটিই আসরে আকর্ষণী আলো। আসরে আসর সমালোচকদের মতামত দিয়ে থাকে। তাদের নিজস্ব আলো-আঁধারি মনের মতো হলে তবেই সমস্ত পালাটি আসর জমাতে পারে। এই আলোকিত অংশটি 'পাঞ্চালিকা' অর্থাৎ পুতুলের (puppet) সঙ্গেই হয়ে থাকে। আসরে পুতুল-নাচের আসর বসানো হয়েছে। পুতুলের আসরে যারা গান করে তারা অভিনেতা। এই 'পাঞ্চালী' দুটিকে নিয়ে পালা। এরপর বিভিন্ন কবিদের আরো কিছু পাঞ্চালী। পাঞ্চালিকার পুতুলগুলি যারা নাচায় তারা সাধারণ অভিনেতা। পালাকার নিজেরা, আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা দুই দলে ভাগ হয়ে পালা গান করে। এই পাঞ্চালীগুলির বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। এরা সকলে কিন্তু আসরে নিজেদের নাম পর্যন্ত আরও প্রচলিতভাবে আছে প্রচলিত।

পুতুলনাচের পালাকারেরা একটা অসাধারণ। এই ধারা কবি-কবিতার ধারার সমান্তরাল কিন্তু তাদের নিজেদের নাম পর্যন্ত আরও প্রচলিতভাবে আছে প্রচলিত।

পুতুলনাচের পালাকারেরা একটা অসাধারণ। এই ধারা কবি-কবিতার ধারার সমান্তরাল কিন্তু তাদের নিজেদের নাম পর্যন্ত আরও প্রচলিতভাবে আছে প্রচলিত।

পুতুলের সেন মহাশয় পাঞ্চালিকার সাধারণ পাঞ্চালী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সমস্ত পাঞ্চালী হিসাবে সাধারণ কবিতার একটা হিসাবে ছিল। আমাদের বিশ্বাসের কবিতার পাঞ্চালীর সংজ্ঞা নিয়ে উপলক্ষ্য করেছেন—সমস্ত পদ্যের পালা সবই পাঞ্চালিকা মতো। অর্থাৎ সমস্ত পদ্য বা সাধারণ হিসাবে সবই (ব্যাপারে বলা হত পাঞ্চালিকা বা পাঞ্চালী। এই "পাঞ্চালি" শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। পদ্যপদ সমন্বিত গান বা পদ্যলক্ষণযুক্ত গান পালা বলেই ছিল। এর মধ্যে উপাখ্যানের গতি হচ্ছে—পদ্যতালেরও, পদ্যচন্দ্রিকা, পদ্যমল্লিকা ইত্যাদি। পদ্যতালেরও নামক বিখ্যাত গীতে পাঁচটি পদ এবং পাঁচটি বড় বড় তালের প্রয়োগ হত। এই জাতীয় গানেও ঢাক, ঢোল এবং কাঁসি বাজান হত এবং শেষে মঙ্গল অনুষ্ঠান করা হত। এটি অভিজাত পর্যায়ের গীত। এই জাতীয় পদ্যপদযুক্ত গান ক্রমে পাঞ্চালী নামে পরিচিত হওয়া অসম্ভব নয়। ইতিমধ্যে অতি বিস্তৃতীর্ণ পদ্যপদে পাঞ্চালী গানের সংজ্ঞা নির্ণয় করে বিশ্লেষণের প্রয়োজন যে, বহুপদসমন্বিত সমস্ত বা অধুনা পাঞ্চালী প্রচলিত ছিল।

পদ্যপদে দীর্ঘ আখ্যান পাঞ্চালিকা গানের সমর্থনের কথা অভিধানে উক্ত হয়েছে। পাঞ্চালিকা এই জাতীয় সংগীতের প্রচলন ছিল এ অনুমানও অসঙ্গত নয়। ১৮ পৃষ্ঠায়:—

"সকলের নাট্যাচার্য ও অভিনয় সম্বন্ধেও


দীপেন কুণ্ডু
শালবনের কান্না—১,
লেখা : শিশুর পরিবেশ নিয়ে লেখা সহজ অনুভূতির কথা।
জয়ন্ত লাইব্রেরী
৩১, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলি-৯
(বি ১৮০৮)

মন্মথ রায়ের
মহাভারতী
(পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৮৭৭ হইতে ১২৪৩ সন পর্যন্ত বাংলার সুধি আন্দোলনের পরিপূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। মাত্র একটি সংখ্যা অবলম্বিত পূর্ণাঙ্গ নাটক।
মূল্য ২.৫০ ন. প.
পুস্তকালয় চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
কলিকাতা-৯

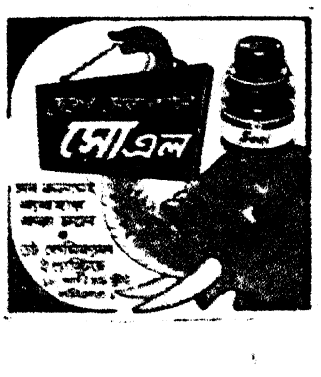

একযোগে হইত এবং ইহার নাম ছিল "নাট" পাঞ্চালী নামে পরিচিত হওয়া অসম্ভব নয়। পাত্র নৃত্য ও প্রেরণ নৃত্য। পাত্র নৃত্যে দেব বা মানব ভূমিকার উপযোগী মুখোশ ও সাজ পরা হইত। এ ধরনের নৃত্য ও মূকাভিনয় (বা গীতাভিনয়) অনেকদিনের রীতি।

প্রেরণ নৃত্য স্বাভাবিক বেশে নৃত্য কোন পাত্রপাত্রীর অভিনয় নয়। মনে হয় কথাটি প্রাচীন পুতুলনাচ হইতে আসিয়াছে। পুতুলকে (প্রেরণ করিয়া অর্থাৎ সূতা ধরিয়া) নাচাইতে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে সংস্কৃত নাটকের 'সূত্রধার' শব্দটি। সূত্রধার হইতেছে নাট্যাভিনয়ের ডিরেক্টর এবং ম্যানেজার। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে, যে সূতা ধরিয়া থাকে। অর্থাৎ যে পুতুলনাচ নাচায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শব্দটি পুতুলনাচ হইতে আসিয়াছে এবং অনুরূপ দেশি নাটকাভিনয়ের রীতির উদ্ভব পুতুলনাচ হইতে। পুতুলনাচ বোধহয় শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় বেশ খুব জনপ্রিয় ছিল।"

প্রেরণ নৃত্য নাটকের অনুষ্ঠান রূপেই আমরা জানি। প্রেরণ নৃত্য ব্যতীতও অনুষ্ঠান, এতে বহুরূপ অঙ্গবিক্ষেপ থাকত। আসলে প্রেরণা থেকে এ শব্দটি প্রচলিত হয়েছে বলে মনে হয়। এই অনুমানের অঙ্গবিক্ষেপাদিতে একটা প্রেরণের পরিচয় পাওয়া যেত। পুতুল প্রেরণ অর্থে এটি ব্যবহার হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না।

গ্রন্থকার সূত্রধার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কথা বলেছেন কিন্তু সূত্র শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি কী তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন। অভিধানিক বলেছেন—"সূত্রতে সূত্রং"। সূত্রতের অর্থ প্রসব করা। অর্থাৎ মূল থেকে উৎপাত করা। সূত্রধার এই নাট্য-বিষয়ের উদ্গমন ব্যাপারেই নিযুক্ত থাকতেন। সুতরাং সূত্রধারকে পুতুলনাচের সূতা-ধারক হিসাবে গণ্য করা যায় কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়। এ সম্বন্ধে বহুপূর্বে Pischel একটি মত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাতে অনুমানের পরিমাণ এত অধিক যে, উক্ত মতবাদ সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়নি। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও এইরকম আলোচনা হয়েছে।

৫৫ পৃষ্ঠা:

"বৃহদ্ধর্মপুরাণে যে রাধা-বিরহগানের বর্ণনা আছে তাহার সহিত মিলাইলে দেখিবে মনে হয়, জয়দেবের গীতিনাট্যে রাধা ও কৃষ্ণ এই দুই ভূমিকা পুতুলের দ্বারা প্রদর্শিত হইত, পরে কোথায় গায়িত আর কোথায় ভূমিকা অধিকারী অভিনয় প্রধান পালা প্রদর্শন করিত। এখনকার দিনেও কৃষ্ণযাত্রা এইরকমই হয়।"

জয়দেবের গীতগোবিন্দ উচ্চাঙ্গ মার্গ-সংগীত। কিন্তু সহজে জয়দেবের পালার নাম ঠুংরিজাতীয় প্রচলিত আছে কিন্তু পুতুল নাচের সঙ্গে ঠুংরির ইতিহাস কোথায় কী ভাবে এরকম একটা হতে পারে তার কোথাও কোনও উল্লেখ থাকার এমন কি একটা কিংবদন্তীও নেই থাকার কথা নয়। কিন্তু সে সব কিছুই নেই। সংগীতজ্ঞদের অনুমানে জয়দেবের পদ "ঠুংরি" প্রকারের অনুরূপ। পরে এটি কৃষ্ণযাত্রার পালায় এসেছিল। এক পাঞ্চালীর অনুরূপ কখনই বলা হয়নি। বস্তুত পুতুলনাচের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কের কথা কোথাও উল্লেখ নেই।

গঠন হইতে মনে হয়, আসলে এটি ছিল পাঞ্চালিকানাট্য অর্থাৎ পুতুল নাচ। গান-গুলির মাঝায় রাগ তাল ছাড়াও অন্য কিছু নির্দেশ আছে। এ নির্দেশ ঠিক অভিনয়ের নয়, পুতুলনাচের সঙ্গে গীত-অভিনয় রীতির নির্দেশ। পুতুলনাচের মধ্যে শ্লোকগুলির কাহিনীর ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে।

কারণটি যে পুতুলনাট্য লইয়া গবেষণাটি ছিসাবে নয়, পাঞ্চালিকা নাট্য বলিয়া লেখক তাহার অকাট্য প্রমাণ শ্লোকগুলি যথেষ্ট একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি করিয়াছেন। সাধারণ অভিনয়ের পক্ষে এই শ্লোকের নির্দেশ নিরর্থক, কিন্তু পুতুলনাচের নির্দেশ হিসাবে অত্যন্ত সার্থক।

নিম্নে কথিকা কৃষ্ণা সম্বন্ধে সহ কবিকা ভাষায় বন্দনাগীতির কৃষ্ণাবতরণ বৃত্তান্ত কবি জয়দেব ও কবিকা কৃষ্ণাবতরণ বর্ণনা হইতে তুলনার সহিত বন্দনাগীতির শ্লোক :

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে প্রকীর্ণক জাতীয় প্রবন্ধ গীত এর প্রমাণ আছে এই গানটি নিশ্চয় এটি যে পাঞ্চালিকা নাট্য এর কোন প্রমাণ নাই। পাঞ্চালিকা নাট্য এই আখ্যানটি পুতুলকার কোন ঘোষণা ঘোষণার সাহায্যে করিত না। এমন কোন প্রমাণও আমরা কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাই নাই যাহাতে প্রমাণিত হয় যে পাঞ্চালিকা নাট্যের উপযোগী করিয়া কোন কাহিনীকে শ্লোকে শ্লোকে বিভক্ত করা হইত। কিন্তু

# টুকি-টাকি

গণনায় বলা হইয়াছে, ১৯৬০ সাল হইবে প্রার্থনার বছর অর্থাৎ নানা বিপৎপন্নত মানুষের একমাত্র প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই বড় একটা করিবার থাকিবে না।—"অসম্ভব নয়; আমরা তো ব্রেকেন স্টেডিয়ামে হে মা কালী দিয়ে বছর আরম্ভ করেছি"—বলেন বিশ্বখুড়ো।

• • •

এক সংবাদে শুনিলাম, আগামী ১৯ বছরে খাদ্যের অনটন আর সমস্যা

থাকিবে না, সমস্যা হইবে খাদ্যের অতিরিক্ত উৎপাদন, বিশেষত গম ও সুটারের অতিরিক্ত উৎপাদন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"১৯ বছর পরের এই সমাধান সম্ভবপরের বসন হইয়া থাকে তবে অপাতত একটি নূতন সমস্যার সমাধান করা নিতান্ত দরকার, সমস্যাটি হইল একটি পাকা চুলের সমাধান"।

• • •

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষিত বেসরকারি বিভাগ নাকি ভারতীয় বৃক্ষের পত্রা হইতে নিম্নোক্ত পুস্তিকার নমুনা প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ হইয়াছে, প্রত্যেক বোতলে নিম্ন পেনসিল, পকেট কেস প্রভৃতি থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।—"পরীক্ষায় ফেল করিলে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের একটি মানিক কলম পুরস্কার দিবেন"—একথা জানাইয়াছেন বিশ্বখুড়ো।

• • •

"মুক্তা সমাজের নিম্ন স্তরের প্রতিভা একটি ভারতে বিশেষজ্ঞ। অনেকের ধারণা আছে—বর্তমানে ওজন হওয়া উচিত। এখনো সেই পুরাতন ধারণা পোষণ করিতেছি"।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনা সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক নাকি মন্তব্য করিয়াছেন—এটি একটি ভারসাম্য করা পরিকল্পনা। পরিকল্পনা যে ভারসাম্যের করা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলে সাধারণ মানুষ নাকি বাঁচিয়া যাইবে। এই ভারসাম্য কবে কখন হইবে তাহা বলা যায় না।

• • •

নিখিল বঙ্গ সংবাদপত্র সম্মেলনে প্রতিনিধিরা ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন। "কিন্তু সংবাদপত্র জগতে বাড়তির ভাগ হয়ে থাকেন, সেখানে ঠেকে ঠিকন তাই"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

শ্রীমতেন্দ্র সম্পর্কে "ভোকা" জাতের বাবাদা করিয়াছেন বলিয়াছেন, এখানের অভিজ্ঞতার সুযোগ যারা নেয় তারাই প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞ। বিদেশের অভিজ্ঞতার সুযোগ যারা নেয় তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর। আর অপরের যা নিজের কপালে অভিজ্ঞতার সুযোগ যারা নেয় না তারাই চলমান থাকে।—কিন্তু বোকাদের বাড়াই কর বন্ধ করা বড়ই শক্ত। বাজারে মুড়ি মিছরির একদর এক দরে বিকোচ্ছে" বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

শ্রী খুশেচেভ চীনা কম্যুনিস্টদের "বোকা" আখ্যা দিয়াছেন, বলিয়াছেন, তারা ভারতের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত থাকিয়া বোকামির পরিচয় দিতেছে। খুশ্চেভ বলিয়াছেন—"এ হলো সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বোকা, যাদের বলা যায় সেয়ানা বোকা অথবা জ্ঞানপাপী"।

• • •

একটি গবেষণার ফলে জানা গেছে, সাপেপিসনের পতনের কারণ নাকি তাঁর ক্ষুদ্র বুদ্ধি।—"হাতিকা দাঁতদেখনা অউর খানেকা অউর"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

সহযাত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া, না করিয়া, সহযাত্রীরা সকলেই একযোগে হাসিয়া উঠিলেন।

• • •

একটি সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় সংস্কৃতির দূত হিসাবে ভারত সরকার কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল বিদেশে পাঠাইবেন। "সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুর সম্পর্ক নাই বলিয়াই সংস্কৃতির দূত পাঠানো হইতেছে"—মন্তব্য করেন বিশ্বখুড়ো।

ঘড়ি সম্পর্কে কোনো কথা বলিতে হইলেই সোনার ঘড়ির কথা আসিয়া পড়ে বলিয়া একজন সহযাত্রী মন্তব্য করিয়াছেন।

• • •

সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ১লা জানুয়ারী হইতে চলতি আনি বা আধ আনি আর চলিবে না।—"এই বিবৃতির সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের কোন সম্পর্ক নাই"—মন্তব্য করেন বিশ্বখুড়ো।

• • •

বোম্বাইতে তৃতীয় টেস্ট খেলা প্রসঙ্গে কিকেট সমালোচক বলিয়াছেন যে, ক্রাইসের "চীনিমান" কার্যকরী হইবে বলিয়াই মনে হয়।—"কথাটা তিনি চা এনলাইন "চীনিমান" দেখে বলেছেন কিনা তা অবশ্য বোঝা গেল না"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

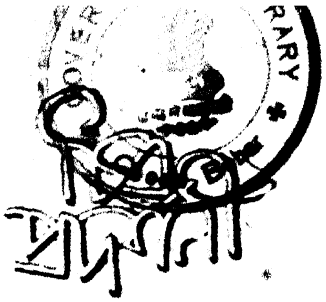

## চিত্রপ্রতিবেদন

চিত্রপ্রতিবেদন

ম' মার্তর (প্যারিস) — সুধীন মিত্র

সে-কথা ঠিক কিন্তু অসংগত বলা চলে না কখনও। এ উত্তাপ না থাকলে এঁর রচনা এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে না কিছুতেই। বর্ণের বিন্যাস অত্যন্ত চমৎকারভাবে শিল্পী করেছেন প্রত্যেকটি রচনাতেই। অসাধারণ সাহস এবং রঙ সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকলে এমন বর্ণবিন্যাস সম্ভব হত না। তুলির ওপরেও এঁর সবল অসাধারণ। প্রতিটি টানটান অত্যন্ত পরিষ্কার। নির্দিষ্ট কোনও ধারায় ইনি চলেন নি, কখনও বা প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য চয়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন, কখনও বা কিছুটা রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন। কখনও বা অবাস্তবতার দিকে ঝুঁকেছেন আবার কখনও বা প্রস্তরের জমাট অনুভূতি সুন্দর রচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কল্পনা ছাড়া বস্তুর এবং বস্তুর ছাড়া কল্পনা যে রসরচনার কাজে আসে না সে কথা শিল্পী বেশ বোঝেন, তাই নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার কোনও অস্তিত্ব নেই এঁর রচনায়। বস্তুর জগতকে আশ্রয় করেই অতিরঞ্জন অনুরঞ্জনের সাহায্যে অপূর্ব রূপলোকের প্রকাশ করেছেন শিল্পী তাঁর রচনার মধ্যে।

এঁর রচনায় টেকনিক লক্ষণীয়, কিন্তু রচনাগুলি বোলতার চাকের মত টেকনিক সর্বস্ব শুকনো খটখটে নয়, রসে ভরা। ঘোড়ার রূপ আঁকায় ইনি অত্যন্ত পটু। আস্তাবলে বা রেসকোর্সে গিয়ে ঘোড়া স্কেচ করেন নি, ঘোড়ার আকৃতির সাহায্যে কয়েকটি অতি চমৎকার ভাবপ্রধান পেইন্টিং-এর সৃষ্টি করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত 'দি স্টাবিলহাল্স' এবং 'দি মুন লাইট'। 'দেয়ার ইজ অ্যাট্রাক্টিভ লাইটনিং' 'দি কার্নিভ্যাল' প্রভৃতি রচনার আদলটাই স্পষ্ট হলেও চক্ষুর পরিচয়মাত্রকে বাদ করেই শিল্পী ক্রমে ক্রমে ক্লাসিক টানটোন এবং অতিরঞ্জিত বর্ণনে এ রচনাগুলিও ভাবপ্রধান করে তুলেছেন। এমন করে ভাব সম্পদ ভুল বোঝার ক্ষমতা খুব কম শিল্পীর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। অভ্যাস এক অওরার এক প্রকৃতির রচনায় অনুরূপিকরণের চরমোন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন শিল্পী। এঁর 'প্লেজস অব কোলোরস' রচনায় এবং বোধহয় অন্যান্য সময়ে যাতেই 'দি ব্লাক ক্যাপ্টেন্স' অতি চমৎকার রূপরূপায়িত। স্পর্শকাতর এবং অনুভূতিপ্রবণ এ শিল্পী রচনায় বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করেন নি। স্কেচগুলির অনেকগুলি কোনও ক্ষুদ্র প্রকাশভঙ্গীকে নিয়ে এবং সেগুলি ক্যাপ্টেন্স এ প্রকাশভঙ্গীর আদর বোঝা উচিত বলে আমার মনে করি।

LIBRARY

# বিচিত্রা

[illegible] সম্পর্কে [illegible] করে দেওয়া হয় যেন ওর খুব ভাল লাগে। ঘুম পেলে কিন্তু শ্রীমতী হেস্টিংসকে হাত ধরে টানতে টানতে বিছানার ধারে নিয়ে যায়।

মেজাজের দিক থেকে পোরিলা হচ্ছে নিকটতম আত্মীয় শিম্পাঞ্জীর চেয়ে বিশালদেহী। শিম্পাঞ্জীরা হয় বেশিমাত্রায় সম্পর্কে কৌতূহলী, অনুকরণপ্রিয় এবং বন্ধুভাবাপন্ন। কিন্তু গোরিলারা হয় অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, একাকীত্বপ্রিয় এবং সন্দেহপ্রবণ। কিছুটা চিম্পাঞ্জীর মতো গোরিলা প্রকৃতির সঙ্গে সহজে মিশতে চায় না। এই কারণেই বোধ হয় তাদের অবস্থা কাহিল। ওকে দেখে মনে হয় সে [illegible] এবং [illegible] সম্পর্কে [illegible] ধারণা যে ঘরোয়া ভাবে পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হোমো না কেন কিছুকে সবসময়ে তিনি ঠিকমতো বুঝতে পারেন না।

কিন্তু কয়েকটি মন্ত্র কথা বুঝতে পারে। কয়েকটি মন্ত্র জিনিস, যেমন চায়ে চুমুক দিতে বললে আনে, অথবা যদি অভিবাদন করে। নিজে নাচ শুরুতে ভালবাসে, খুব নিচে চুল আঁচড়ায়, হাত অপারিষ্কার হলে বাড়িয়ে দেয় ধুইয়ে দেবার জন্যে। পরিচ্ছন্ন থাকা পছন্দ করে এবং টেবিলের ভদ্রতা আয়ত্ত করে নিয়েছে বেশ। কোন রকম কৌতুকপ্রদ খেলাধুলো মোটে শিখতে চায় না, কেবল ছোটদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা এবং ফুটবল কিক করা ছাড়া। টেবিলসন পদার সমানে বসে থাকে এবং বিশেষ করে সমবেত কণ্ঠের গান শুনতে ভালবাসে।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে সময় কার গ্রীসে মাটির তৈরী বেশীর ভিন্নভাবে অঙ্কিত নারীদের সঙ্গে যুদ্ধরত এক যোদ্ধার চিত্র

আর ভলসবাসে সুখা জাতীয় পানীয়, বিশেষ করে বীয়ার খেতে। কিন্তু অত্যন্ত-আবেগ-প্রবণ এবং শিল্পোন্নতদের চেয়ে অন্ধ-পরিপূর্ণ। পুরুষদের চেয়ে পছন্দ করে মেয়েদের বেশী। তাহলেও এ সন্দেহ হয়নি যে কিছু বড় হলে বদলে যাবে না, কারণ উল্লেক জাতীয় জন্তুরা বড় হওয়ার সঙ্গে বদলে যেতে থাকে। ইতিমধ্যেই কিছুর মধ্যে গোরিলাসুলভ প্রকৃতি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। ওর গায়ের শক্তিও দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

শক্তি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মেজর টমসটনের মতে সর্বাধিক শক্তিশালী মানুষের চেয়ে গোরিলার শক্তি পনের গুণ বেশী। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে গোরিলা সম্পর্কে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণার প্রসার দেখা যায়। বহু শিকারী এই মত প্রকাশ করেন যে গোরিলারা হয় লাজুক এবং এমন অনগ্রসরপাক্ষিক যে ওদের ভীরু বলে অভিহিত করা হয়।

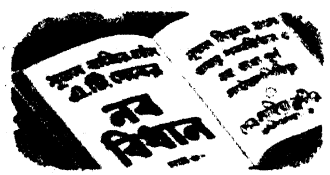

কিন্তু রোনা সেভিয়ার নামক এক ফরাসী বিশেষজ্ঞ বলেন, মোটেই তা নয়। তিনি বলেন গোরিলারা খুবই বুদ্ধিমান এবং এ জ্ঞানটা তাদের আছে যে দৈহিক শক্তি প্রবল থাকলেও রাইফেলের বুলেটের কাছে তা কিছু নয়। শুধু কড়ক অক্রান্ত হলে পরিবারের প্রধান পুরুষ গোরিলা পাল্টা আক্রমণের ভাঁওতা দেখিয়ে এবং হুঙ্কার-গর্জন করে মহড় বুঝে অন্যান্যদের পালাবার সুযোগ করে দেয়। নিজে পালাবার সুযোগ না পেলে তেড়ে আক্রমণ করে এবং নিহত হয়।

মানুষ ছাড়া পূর্ণবয়স্ক গোরিলার একমাত্র শত্রু বলতে চিতাবাঘ ছাড়া সুযোগ পেলেই সিন্ধু গোরিলাদের ধরে নিয়ে যায় খাদ্যভাণ্ডার সঞ্চয় করে রাখবার জন্যে। তবে সচরাচর কম বয়সে পড়লে চিতাবাঘের আর রক্ষা পাবার উপায় থাকে না। শিকারীরা বহু স্থানে পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ টুকরো টুকরো অবস্থায় পেয়েছে, মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন এমনি অবস্থা—তেতো নিঃসন্দেহে কোন ক্রুদ্ধ পুরুষ গোরিলার কাজ বলে মনে করা হয়।

গোরিলা দুই শ্রেণীর হয়। নিম্নভূমির আর পার্বত্য অঞ্চলের। পূর্বাঞ্চলীয় নিম্নভূমির পশুশালায় যেসব গোরিলা দেখা যায় তাদের অধিকাংশই নিম্নভূমি অঞ্চলের মানুষের বাসস্থান আলোকিত্বক ইবিভূমি ও কঙ্গোর মাঝে এবং কামেরুন্স এলাকায়। পার্বত্য শ্রেণীর গোরিলাকে বিখ্যাত জার্মান অভিযানকারী ভেরিনজার নামানুসারে ভেরিনজার গোরিলা বলে আখ্যাত করা হয়। তাদের ঘাঁটি হচ্ছে নিরাপদ আগ্নেয়গিরির ঢুড়াতে অথবা বেলোক্সয়েন কঙ্গোর রুয়েনজোরী পর্বতে।

পার্বত্য গোরিলারা নিম্নভূমির গোরিলাদের চেয়ে আকারে বড় হয়, এবং ঠাণ্ডা প্রতিরোধের উপযোগী তাদের গায়ের চামড়া হয় অধিকতর পুরু। পার্বত্য গোরিলা আকারে কত বিরাট হয় সেটা সঠিক কেউ বলতে না পারলেও নিম্নভূমির একটা বড় গোরিলার আকার থেকে তা অনুমান করে নেওয়া যায়। নিম্নভূমির একটা বড় গোরিলা ছিল সদ্য ভিয়েনা পশুশালায় এসে পৌঁছে। ১৯৬১ সনে মারা যায়। এই গোরিলাটির ওজন ছিল ছয় পাউন্ড, লম্বায় সাত ফিট দেড় ইঞ্চি এবং বুকের ছাতি ছিল পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি।

•

ভটরহলম একটি বেসরকারী পশুশালা থেকে ইনডিয়ানটি চামড়া এবং দাঁত সংগ্রহ করে করার পর তা ভালো করে পরিষ্কার করে নেয়। এরপর ঐ চামড়া এবং পশুশালাটির পশুচিকিৎসক ডাঃ ভেরো ও তার স্ত্রী মিলে ঐ চামড়ার ওপর ১৯ এবং ২ পর্যন্ত বসে ঐ জন্তুটির সম্পূর্ণতা করেছে।

•

ভিয়েনার মহাসম্মেলনের পর কাঁচের একটি চোখের নিয়ে দেখা দেয়। এ চোখ ছিল মানুষের চোখের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল। প্রথম দিকে চোখগুলি হয় সাদাটে এবং অস্বাভাবিকভাবে অন্ধ নিশ্চল হয় বলে অনেক সময় কৃত্রিম বলে ধরা যায় না। পূর্বোক্ত কৃত্রিম চোখ নির্মাণ প্রসঙ্গে ডাঃ ভেরো বলেন, প্রথম অবস্থায় যখন আসল চোখটি হয় মাটির কোন ফসল ছোট। তার ওপরের ওপরে চোখ এঁকে। পরে তৈরী হয় সোনা ও ব্রোঞ্জের, পোর্সিলেন ও চামড়ার পাতের, পিতলের এবং এলুমিনিয়ম ধাতু সেলুলয়েড থেকে, এখন তৈরী হচ্ছে প্লাস্টিকের।

কৃত্রিম চোখ তৈরীর প্রাচীন পদ্ধতি সহজলভ্য হয়ে থাকার পর মধ্যযুগে আবার তার পুনরুদ্ধার হয়। ফরাসী পলা-টিকিংসক্লিন এম্ব্রস পারে (১৫১০-১৫৭১ সন) প্রথম আধুনিক পদ্ধতির পোর্সিলেন ও কাঁচের চোখ সাফল্যের প্রদর্শন করেন। ছাব্বিশ বছর আগে পর্যন্ত কাঁচের চোখ একমাত্র জার্মানীতেই প্রস্তুত হতো এবং ১৯৩৩ সনে ওখান থেকে রপ্তানি বন্ধ হবার পর বৃটেন ও আমেরিকা প্লাস্টিকের সকল চোখ নিখুঁতভাবে তৈরী আরম্ভ করে।


WATER REDUCTION SALE

পৌষ তত্ত্ব ও শীতের বাজার

- কাশ্মির হইতে নূতন ডিজাইনের কাশ্মিরী শাল ও লেডিজ শাল আমদানী হইল।
- লেডিজ ওভারকোট, ফ্রোক ও স্কার্ফের নূতন ডিজাইন SALE-এ বিশেষ কম মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।
- সিল্ক ভাণ্ডারখানে প্রস্তুত জামদানর, ক্যাসল ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মিলের ফেব্রিক্স-এ প্রস্তুত কোট, ট্রাউজার্স, সার্ট, পাঞ্জাবী ও সুট (উৎকৃষ্ট সিল্ক লাইনিংসহ) বাজার অপেক্ষা বিশেষ কম মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

বিঃ দ্রঃ—লটে নানাবিধ গরম মাল কমমূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

হরলালকা
- ধর্মতলা ষ্ট্রীট।
- কলেজ ষ্ট্রীট।
- ভবানীপুর।

# পুস্তক পরিচয়

## কিশোর সাহিত্য

**জানুয়ারীর বাঘ**—প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রীতিকানন, ৬২, মসজিদবাড়ী স্ট্রীট, কলকাতা ৯। ২॥ টাকা।

জানুয়ারীর বাঘ কিশোরদের জন্য লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন বই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই শ্রেণীর রচনার একটি বিশেষত্ব আছে যা কেবল কিশোরদেরই আকর্ষণ করে না, পরিণত বিদগ্ধদেরও মনকে টানে। ছোটদের সাহিত্যে প্রেমেন্দ্রবাবুর স্থান একটি অনন্য সাধারণ উচ্চে। জানুয়ারীর বাঘে তিনটি কাহিনী স্থান পেয়েছে। তিনটি কাহিনীই ছোটদের মনোরঞ্জন করবে। কিন্তু যে শ্রেণীর রচনা প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই শ্রেণীর রচনা সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তারা জানেন যে, ছোটদের মনোরঞ্জন করা ছাড়াও তাঁর রচনার আরও একটি উদ্দেশ্য থাকে। সেটি হচ্ছে ছোটদের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলা। কৌতূহল জাগিয়ে তোলা এবং তার নিবৃত্তি করা। এই কৌতূহল জাগিয়ে তোলা এবং তার নিবৃত্তি করার কাজে তিনি যে কতখানি সিদ্ধহস্ত তার পরিচয় তাঁর প্রত্যেকটি রচনাতেই পাওয়া যায়। জানুয়ারীর বাঘ-এর কাহিনীগুলিতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কাহিনীগুলির বিষয়বস্তু ও পরিণতি এমন যে, পড়তে পড়তে ছোটরা যেমন আনন্দ পাবে, তেমনি তাদের মনে কৌতূহলও জাগবে। কৌতূহল জাগিয়ে তোলা এবং তার নিবৃত্তি করা—এই দুটি কাজই প্রেমেন্দ্রবাবু তাঁর রচনায় করেছেন। তাঁর রচনার এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর রচনা ছোটদের কাছে এত আকর্ষণীয়। জানুয়ারীর বাঘ-এর কাহিনীগুলিও ছোটদের ভাল লাগবে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। ৫৭৬।৫১

**ইন্দ্রজালের খেলা**—[illegible] ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ তারিখে [illegible] ১৪ আনন্দ মহলানবিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। এর টীকা পরিচয়ের [illegible] পারে।

ছোটদের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের [illegible] নাটকের সংক্ষিপ্ত [illegible] বইটির প্রথমে নাটক ইন্দ্রজালের [illegible] আছেই এই সংস্করণের [illegible] হয়েছে এই বইটির যে নাটকগুলির [illegible] ছাপাই চমৎকার। এবং [illegible] নবেন্দুর [illegible] ও অন্তরালে অমল চট্টোপাধ্যায় [illegible] ইন্দ্রজালের [illegible] ও [illegible] কাজকর্মগুলি [illegible] ছবিগুলি ছোটদের [illegible] ছবিগুলি [illegible] নাটকের [illegible] ও [illegible] ছোটদের [illegible] ছবিগুলি [illegible] ছোটদের [illegible] ছবিগুলি [illegible] ছোটদের [illegible] ছবিগুলি

বটকৃষ্ণ দেব কয়েকটি কবিতার মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে—

.....'এ আমার দুর্লভ গৌরব,
আমাকে দাওনি কিছু, হওনি না,
প্রেম না করুণার
এক কণাও না। শুধু ঐশ্বর্য দিয়েছ
বেদনার (কিছুই যে দিলে না তুমি।

মাঝে মাঝে কবি নিজেকে নির্লিপ্ত নায়ক মনে করলেও তার মধ্যে অনুযোগ বড় হয়ে উঠতে পারেনি; বৈষ্ণব কবিদের মতো বিরহই তাঁর আশ্রয়—

বেদনায় পাশে তাকে। অন্ধকার
অজানা ফুলের
গন্ধের মতন, ছাপে।' (অনুগন্ধ)

বর্তমান যুগজীবনের যৌবন চঞ্চল কবির মধ্যে একেবারে অনুপস্থিতি না থাকলেও, তথাপি তথাকথিত হাহাকার বা না পাওয়ার পাণ্ডুর বেদনার ভঙ্গিটিই বা সংক্রামিত না তাঁর কাব্যের মনে একটা সুস্থ স্থিতিও তাঁর নায়িকাকে ঘিরে। যদিও সে সুস্থতাও হবে,—'তুমি আসবে না তা জেনেই হয়তো আমার সিঁদুরের বর্ণমণ্ডে প্রতিবিম্বিত হবে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ আমি' এবং 'তুমি এলে সম্পূর্ণের শেষ অংক আঁকবো।'

বটকৃষ্ণবাবুর কবিতার মেজাজ মিষ্টি এবং ভাষায়ও একটা সুর লক্ষ্য করা যায়। কবিতা পড়তে পড়তে চমক লাগার এমন কয়েকটি পঙ্‌ক্তি থাকলেও অধিকাংশ ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আবেগাতিশয্যে কবি এমন কয়েকটি স্থানে অমনোযোগী হয়ে পড়েছেন যাতে ছন্দ বা শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে কবিতা পাঠকের কিছু প্রশ্ন থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। কয়েকটি শব্দের বহু, বারবার কবির শব্দভাণ্ডারকে উজ্জ্বল করবে না এদিক থেকে কবিকে কিছু সংযমী হওয়া আবশ্যক। ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি যে পরীক্ষা চালিয়েছেন অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে কখনো মাত্রাবৃত্ত বা স্বরাঘাত প্রধান ছন্দে তাঁর ভাবপ্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে তিনি বিশেষ উত্তীর্ণ হয়েছেন সব সময় মনে হয় না। অন্ত্যমিলের দিক থেকেও কবি কয়েকটি ক্ষেত্রে বেশ অসতর্ক এবং 'অপরাজেয়, সাততলেনা' ইত্যাদিতে ভাষিনাদের স্বচ্ছ প্রভাব পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে। তবু কবিকে অভিনন্দন জানাতে হয় 'কবিতা' নিবেদনের ছবি, কলকাতার কাল' কবিতাটি সংক্ষিপ্তসার, মনের আয়নায়' ইত্যাদি কবিতাগুলির আন্তরিক উদ্যোগের জন্য।

জীবনের বড় সঞ্চয়। গ্রন্থ জগৎ, ৬ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। এক টাকা।

ছোট বড় তেরোটি কবিতা সংকলিত এই কবিতা সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন কবির প্রথম পাঠকেরা। কবি তাঁর কবিতায় জীবনের বর্ণহীন দিনগুলিকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনের আশ্বির দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে। প্রকাশভঙ্গী কোথাও রসসৃষ্টির বা চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠেনি; কবিতার প্রবাহ অত্যন্ত দুর্বল বলেই পাঠকের মনে হবে।

৫৯১।৫৯

একটি রাতের রূপ—সুধীরকুমার বসু। প্রবীরত ভবন, ১৬৮এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৬। মূল্য ঃ দুই টাকা।

কবি কবিতাক্ষেত্রে নবাগত। কবিতাগুলিতে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে, গদ্য কবিতাও রয়েছে, কিন্তু লেখার চমৎকার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হল না। কাব্যরচনায় উৎসাহ দেওয়া চলে, কিন্তু কয়েকটিমাত্র কবিতা রচনার পরই কবিগ্রন্থ প্রকাশের দুঃসাহসকে সমর্থন করা যায় না। এই কবির ক্ষেত্রেও ঐ কথা প্রযোজন বলে দুঃখ বোধ করছি। ১৫২।৫৯

## উপন্যাস

কৃষ্ণা—শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যতীর্থ, ৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ২·৭৫ নঃ পঃ

'কৃষ্ণা' উপন্যাসটির লেখক সাধারণভাবে যে কাহিনী বলতে চেয়েছেন তা সহজ এবং সরল হওয়ার জন্যে সহজেই পাঠকের মনকে স্পর্শ করতে পারে। কাহিনীর ঘটনা ও চরিত্রের বিন্যাসের মধ্যে কোথাও কোথাও কৃত্রিমতা এবং অতিরিক্ত কাহিনীর ভারে নিষ্পেষিত হয়েছে। কিন্তু তবু কথা শেষ হয় অত্যন্ত সহজভাবেই। এই সহজভাবটির জন্যেই পরে প্রেমের মধ্যে হয়ে ফুটেছে। আলোকে কলঙ্কিনী এবং নায়িকার একাত্মতার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবন মধুময় হয়ে উঠেছে। চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে অবশ্য এক ছিটেফোঁটা চরিত্র ছিল। সেটিও শেষ হয়েছে। পরিবেশে বলা উচিত, লেখকের মনে হয় উপন্যাসটিকে বিশেষভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা প্রথম থেকেই সাহায্য করে থেকে তিনি কিছুটা বিচ্যুত হয়েছেন। উপন্যাসটি সুখপাঠ্য হয়েও চরিত্রগুলোর পরিচয় বাইরে তাই বিশেষভাবে ক্ষেত্রেই সফল হতে পারে।

৫৭৪।৫৯

সাধবতী—শ্রীমন্ত সওদাগর। বিশ্ব সাহিত্য প্রকাশনী, ২০, শ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৫। দু টাকা।

কাল্পনিক ঐতিহ্যের জীবনের সঙ্গে সমুদ্রের কাহিনীকে কেন্দ্র করে লেখা একটি অপরিণত হাতের উপন্যাস। মনে হয় শ্রীমন্ত সওদাগর সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত এবং এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। লেখকের এই রচনায় আরো সতর্ক এবং যত্নবান হওয়া প্রয়োজন ছিল—মাত্র একশ পাতার মধ্যেই তিনি অনেক জায়গায় কাহিনীর সূত্র হারিয়ে ফেলেছেন এবং মূল কাহিনীর সম্পর্কবিহীনতা বহু ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যেগুলি কেবলমাত্র উপন্যাসের কলেবর স্ফীত করতেই সাহায্য করেছে। কাহিনীর উপস্থাপনা থেকে শুরু করে সমাপ্তি পর্যন্ত লেখক শুধুমাত্র একটি বাস্তব কাল্পনিক জীবনের চিত্র তুলে ধরা ছাড়া অন্য কোথাও পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারেননি। গ্রন্থ-সজ্জা শোভন। ৫৩০।৫৯

## ছোটগল্প

প্রফেসর হোমিরাজের ডায়েরী—অমিতকৃষ্ণ বসু। প্রকাশক—রথীন সেন, নবকর সাহিত্য সংসদ, ১৫, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—১৫। দু টাকা।

প্রফেসর হোমিরাজের ডায়েরীর নিয়ে মোট নাটি কাহিনী হোমিরাজের চরিত্রটিকে স্থানাভাব করেছে। এর উদ্দেশ্য চরিত্রের মাধ্যমে এই প্রফেসর হোমিরাজ চরিত্র মধ্যে যে হরেক রকম কাঁটা কাঁটা কাজের নিয়ে থাকে, ছোট ছোট কাজের নিয়ে তার ব্যস্ততা সমস্ত লেখায়—তার সেই সাথে রয়েছে তার প্রফেসর হোমিরাজ। এই চরিত্রকে কেন্দ্র করে লেখক যে কাহিনী বুনেছেন তার অধিকাংশই হাস্যরসাত্মক। কাজের ব্যস্ততার জন্যে প্রফেসর হোমিরাজের ডায়েরীতে যে সব ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে কোনো ঘটনাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঘটনাগুলি সাধারণ হলেও লেখক তাঁর রসসৃষ্টির গুণে সেগুলিকে হাস্যরসাত্মক করে তুলেছেন। কাহিনীর বিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনার সংস্থাপনে লেখক যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। প্রচ্ছদপটটি আকর্ষণীয়। ৫৬৭।৫৯

পাড়ি—সুশীল সিংহ। বাসন্তী ৫৮।১, হরিঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা—২৬। দুটাকা তিন নয়া পয়সা।

'পাড়ি' সুশীল সিংহের প্রথম গল্প-সংগ্রহ। মোট সাতটি ছোট গল্প বইখানি স্থান লাভ করেছে। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের বিভিন্ন মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বগুলিকে কয়েকটি গল্পে নতুন করে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা রয়েছে কিন্তু লেখকের দৃষ্টি তেমনি স্বচ্ছ বা সাবলীল না থাকায় গল্পগুলি তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারে নি। 'সরলরেখা' ও 'পাড়ি' গল্প দুটি অবশ্য ব্যতিক্রম—'পাড়ি'তে নায়ক জীবনে মুক্তির প্রতিক্রিয়া এই গল্পে অপূর্বসুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বইটিতে বেশ কয়েকটি মারাত্মক ছাপার ভুল রয়েছে, কয়েকটি গল্পের ইংরাজী শব্দের অনর্থক ব্যবহার (যে ক্ষেত্রে ঐ কথাগুলি সহজেই অনায়াসে বলা চলে) না করলেই লেখক ভাল করতেন। লেখক নবীন, তাঁর কাছে আমাদের আশা রইলো।

৪৫২।৫৯,

## বিদেশী সাহিত্য

**Poetry** (January 1959, Volume 93: Number 4) Editor: Henry Rago. 1018 North State Street, Chicago 10, Illinois. Fifty cents.

বৃটিশদীপ, পরিচয় এই কবিতার ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর এটি আধুনিক কাব্যপ্রবাহের ধারাকে অনুসরণ করে চলেছে। বর্তমান সংখ্যাটি বিদেশী কবিতার অনুবাদ সংখ্যার চতুর্থটি সংখ্যা। প্রতি দেশের আধুনিক কবিতার নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে অল্প বেশবাসের মধ্য দিয়ে। বিদেশের সেই ধারা বিংশশতাব্দের চলতি ইতিহাস অনুসরণ করে থাকে না। বিদেশের বেছেনী কবিতার চরিত্র এবং চিত্রের সম্পর্কে প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে মানুষ নৈরাশ্য সম্বন্ধেও। অনেক ক্ষেত্রে ধারণা হয়ে গেছে এর কোনো বাস্তবতা আকারে ও প্রকরণবৈশিষ্ট্যও অনেকক্ষেত্রে নেই।

বর্তমান কবিতাগুলি সম্পর্কে প্রথমেই [illegible] এদের [illegible] কবিতার [illegible] এই [illegible] কবিতার [illegible] কবিতার [illegible] [illegible] [illegible]

GOVERNMENT LIBRARY

## সাহিত্যসেবায় সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র

বাঙ্গালোরে ৩৫তম নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে এ-বছর

জয়শ্রী শিবরামের "অজানা কাহিনী"-র একটি মুখ্য চরিত্রে তুলসী চক্রবর্তী

সাহিত্যের রাজনরবর সঙ্গীতের মূর্ছনায় অনুরণিত হয়ে উঠেছে। সম্মেলনের সঙ্গীত ও ললিতকলা শাখায় এবার সভাপতিত্ব করেন জনপ্রিয় সুরকার ও সঙ্গীতজ্ঞ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অধিবেশনে বাঙ্গালী

### চন্দ্রশেখর

অবাঙ্গালী সুধীবৃন্দ যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সম্মুখে ভাষণ দেওয়া ছাড়াও মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীত তাঁদের আপ্যায়িত করেন হেমন্তকুমার। একখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত দিয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন এবং বিশেষ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে অপূর্ব বিশেষত্ব সহকারে পরিবেশন করে তিনি উপস্থিত বিদগ্ধ জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন ও লোকসঙ্গীতের ভট্টাচার্যের কাশ্মরসঙ্গীত শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। অনুষ্ঠান শেষে শ্রীশ্রীসরকারজীর ভাষণের কতকগুলি ঘটনার ভিত্তিতে ডাঃ হরেন্দ্রলিখিত চৌধুরী রচিত একটি সংস্কৃত নাটিকা প্রত্যা বাঙ্গালীকিশোরের শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক সফলভাবে সুষ্ঠু অভিনীত হয়।

সঙ্গীত ও ললিতকলা শাখার উদ্বোধন করেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রপ্রযোজক ও পরিচালক বিমল রায়। তিনি তাঁর মূল্যবান ভাষণে বলেন, বহু সাহিত্যিকের চিত্ররূপ হয়েছে। এবং সে চলচ্চিত্র সমাদরও লাভ করেছে। এবং আশা রাখি, কালক্রমে আরও বহু সাহিত্যিকের নবজাধারের যোগ্য ব্যাখ্যা আপনারা দেখতে পাবেন। কিন্তু এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে, উপন্যাসশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের মহৎ চিত্ররূপ হওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্যের স্রষ্টা ও প্রকাশভঙ্গী যখন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখনি চিত্ররূপ আপন ভঙ্গিমায় ও বিশ্লেষণে ওই বক্তব্য প্রকাশের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। কিন্তু মূলতঃ সে সাহিত্য লক্ষ্যভ্রষ্ট অর্থাৎ চিত্ররূপের সম্ভাবনার দিকে কিছুটা দৃষ্টি রেখে নিজের প্রকাশভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তার পক্ষে চিত্ররূপায়ণের প্রেরণ ক্ষোগানো সম্ভব নয়। সুতরাং কথা এই যে, সম্পূর্ণতার সাহিত্যে কিছু কিছু রচনার দিকে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সাহিত্যের কাহিনীর সঙ্গে চিত্ররূপের একটা বাঁধা বাঁধনকাজই সেখানের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাতে সাহিত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে —প্রশ্ন চিত্ররূপের চলচ্চিত্র ও অভিনয়।"

সঙ্গীত ও ললিতকলা শাখার সঙ্গীতের অভিভাষণে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বঙ্গসাহিত্য ও ছায়াছবির সঙ্গীতের ঐতিহ্য, ঐকমর্ম ও মাধুর্যের কথা নিয়ে আলোচনা করেন। বাঙ্গালীর গানের আসর থেকে গৃহে ছবি গান আর নাটক কলকাতা, কলকাতার টকীজের চাহিদার মূল্যায়ন, ফলে ফলে মৌলিক আর প্রমরের পুরুষদের লক্ষ-


# রাজা সাজা

রূপবাণী ০ অরুণা ০ ভারতী

এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে চলিতেছে

এ ডি কিন্সের "ইন্সুরেন্স" চিত্রে সংগীত ও পরিচালনার ভূমিকায় অসিতবরণ

# চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত নতুন ছবির মধ্যে—হাসির ফোয়ারা ছড়ানো "হিন্দুস্থান হামারা"।

ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মূল কাহিনীকার ভূমিকায় এই ছবি প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন। "হিন্দুস্থান হামারা" ছবিটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বও তিনিই নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। এই ছবিতে এই তিনজনের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই ছবিতে এই তিনজনের সমন্বয়ে একটি বলিষ্ঠ সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ছবির অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, শিবশঙ্কর, শ্যাম লাহা, চীনা চাটার্জি, মণি শ্রীমানী, রেণুকা রায়, শান্তি গুপ্তা, রমা দত্ত, মিতা চ্যাটার্জি, রেবা দেবী, মাষ্টার বাবলু, মাষ্টার টুকু প্রভৃতি।

নতুন বছরের গোড়ার দিকে যে সব ছবি মুক্তির প্রতীক্ষা করছে তাদের মধ্যে উত্তরায়ণের "কুহক", "হাতী", "উত্তর মেরু", "অন্তরঙ্গ আত্মীয়", "ঘরের দুয়ার" প্রভৃতির নাম। এদের মধ্যে "কুহক"-এর মুক্তি নির্ধারিত হয়েছে আগামী ২৩শে জানুয়ারী। এই পিকচার্সের এই নতুন ছবিটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পরিচালনা করছেন। অনুপকুমারের নিজস্ব ছবি "ঝোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন"-এর সংগীত চলছে মহীয়ান। "কুহক"-এর পরই এই দেখা যাবে সিনেমার রজতপর্দায়। দুটি ছবিরই নায়ক উত্তমকুমার।

সরোজ কারের নতুন ছবি "হাতী"-র মুক্তি-ও সমাগতপ্রায়। এখন সিনেমার পরিচালনার ইতিহাসে যিনি সবচেয়ে "busy" পরিচালক—এর কাজও অনেক দূর এগিয়েছে। এই মুক্তি ছবিই ১৯৬০ সালের হিন্দির অন্যতম।

পরিচালক সরোজ মজুমদার শ্রী এন সি


এলিট প্রদর্শন: ৩, ৪ ও ৫ই ১৯৬০

এ্যান ফ্রাঙ্ক বলেন:—

"সব কিছুরই উপরে আমি আজও বিশ্বাস করি, মানুষের অন্তর অন্তরীণ সত্ত্বেও এক স্বিধাহীন বালিকা তার ডায়েরী লিখনপদ্ধতির মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে এ কথা জানায় আজ মৃত্যুঞ্জয়ী।

GEORGE STEVENS — MILLE PERKINS
THE DIARY OF ANNE FRANK
CinemaScope

(সবাক ছবি)

রঙমহল

১২ শ্রাবণ : ১৩৬৭

বুধবার ও ছুটির দিন : ৩টা—৬টা ৯টায়

বনফুল বৈরাগীর রসমধুর নাটক

এক পেয়ালা কফি

পরিচালনা : বঙ্কু রায়

রূপে: উত্তম, ছবি, হরিধন, নবদ্বীপ, তরুণ, অজিত, বিশ্বজিৎ, শিবু, মলয়, শ্রীমাণিকা, কাবেরী, রেবতী।

*

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬টায়

এক মুঠো আকাশ

# আজ সাড়ম্বর শুভমুক্তি

সংসারের ধূলি-ধূসর রুক্ষ রাজপথে
যে অসহায় মানবাত্মা মানুষেরই
পদাঘাতে প্রতিদিন লাঞ্ছিত, অব-
হেলিত, অপমানিত হয়.....তাদের
জীবনের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের আড়ালে
আগুনের যে পরশমণি লুকিয়ে থাকে,
তারই এক নাটকীয় প্রকাশ!

মালা সিন্‌হা - রাজেন্দ্রকুমার - নন্দা অভিনীত

ধূল কা ফূল

কাহিনী : মনমোহন কৃষ্ণ ● লীলা চীটনিস
ডেইজি ইরাণী ● সংলাপ সুশীল কুমার
পরিচালনা : যোশ চোপরা
সঙ্গীত—এন দত্ত ● গীত—সাহীর
কাহিনী—পঃ মুকরাম শর্মা
প্রযোজনা—বি, আর, চোপরা

প্রত্যহ ১১ ৫ — ৬ — ৯

ওরিয়েণ্ট ঃ ম্যাজেষ্টিক ঃ গ্রেস ঃ পূর্ণশ্রী
কালিকা ঃ ভবানা ঃ বঙ্গবাসী ঃ ন্যাশনাল

পিকাডিলী — পি-সন — পূর্বাশা — রিজেণ্ট — চন্দ্রা ও
(শালকিয়া) (টেলিফোন্‌গঞ্জ) (কসবা) (কালীপুর) (বাঙ্গাকপুর) অন্যত্র

● ইষ্টার্ণ সার্কিট পরিবেশিত ●


এ প্রোডাকশন্সের "হাসপাতাল"-এর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। অশোককুমারকে নিয়ে আর কয়েকটি দৃশ্যের ছবি তুললেই সেটের কাজ সারা হবে। সম্পাদনা ও সঙ্গীতানুলেখনের পর ছবিটি মুক্তিযোগ্য হয়ে উঠবে যথাসময়ে। এ বছরে এইটিই হবে সুচিত্রা সেনের প্রথম ছবি।

অন্যান্য সমাপ্তপ্রায় ও মুক্তিযোগ্য ছবি-গুলির মধ্যে রয়েছে রামধনু পিকচার্সের "হেরো নদীর পারে", আজ প্রোডাকশন্সের "পরীদের মেয়ে", জয়শ্রী পিকচার্সের "অজানা কাহিনী" ও আরো কয়েকটি নতুন চিত্রে।

● ● ●

অনেকগুলি নতুন ছবির প্রাথমিক প্রোডাকশন শুরু হয়ে গেছে। জনিত-নিকেতনের প্রথম ছবি ভোজপুরীর পরি-চালনায় হিন্দি ছবিতে প্রথম নিবেদন "জন্মভূমি"র চিত্রগ্রহণ কাজটি আরম্ভ হয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত কাহিনীর নায়ক ও নায়িকা নির্বাচিত হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। এই ছবির চিত্রাঙ্কনের ভার নিয়েছেন ফিল্ম ল্যাবরেটরীর মধ্যে সেনের অনুরোধে নতুন "ফিল্ম ফিনিশার" বসু ও কলকে সেনের কাজে দুটি একটি সহকারী নিযুক্ত হয়েছে। সাধারণ পরি-চালনার ভার নিয়েছেন একজন অভিজ্ঞ অভিনয় ব্যক্তির ওপর।

স্টুডিও ফ্লোর প্রোডাকশন্স বাসস্থানকে "রঙীন" ও মনের মতন করে চিত্রায়িত করতে ব্রতী হয়েছেন। সলিল সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এর পরিচালনায় একটি ছবির কাজের পরিচালনায় এই মাসের শেষের দিকে এর চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হবে।

নরেশ মিত্রমশা বাসস্থানকে "ক্লেম রঙ্গ" রঙ্গালয়টিকে নতুন করে চিত্রায়িত করতে স্থির করেছেন। রঙ্গালয়টি পিকচার্সের প্রথম চিত্রে "মধুমঞ্জরী"র কাহিনীকে গ্রহণ করায় পরিচালক নিরঞ্জন সে সম্বন্ধে সুপরিবর্তন করে করেছেন।

### মাতৃত্বের স্বপ্ন

একদিকে বঞ্চিত মাতৃহৃদয়ের ব্যথা-বিক্ষুব্ধতা ও অন্যদিকে এক নিঃসন্তানের তৃষিত অন্তরের আশা অভিপ্রায়কে কেন্দ্র করে রচিত নীহাররঞ্জন গুপ্তের মনস্তত্ত্ব নাটক "আরাধনা"। চিত্র রসের পরিকল্পনায় আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রের দিয়ে এই নাটকটিকেই চিত্ররূপ উপহার দিয়েছেন এমকেজি প্রোডাকশন্স।

সাবিত্রী ও সীতা দুই বোন—কাহিনীর দুটি মুখ্য নারীচরিত্র। সীতা স্নেহান্ধ দরিদ্র বিভূতিকে স্বামীরূপে বরণ করে বঞ্চিত হয়েছিল ধনী পিতার আশীর্বাদ ও সম্পত্তি থেকে। বড় বোন সাবিত্রীর বিয়ে হয় ব্যারিষ্টার অমিয়নাথের সঙ্গে। স্বামীর সংসারের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যে সাবিত্রী

বি আর চোপরা প্রযোজিত 'ধুপ কা ধুপ' ছবির একটি দৃশ্যে রাজেন্দ্রকুমার ও মালা সিনহা

শ্রেষ্ঠত্বপ্রার্থী হলেও অন্তরে সে বিরহী। সন্তানের অভাবে ঘরে সে দীর্ঘশ্বাস অসহায়।

অন্য দিকে সবিতা ও নিরুপমের দিন সম্পর্কে পূর্ণ হয়ে ওঠে। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক গভীর আকর্ষণে। সবিতা চায় নিরুপমের নিকটে থাকতে। নিরুপম চায় সবিতাকে নিজের করে নিতে। সবিতা নিজের অন্তরের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে নিরুপমকে ঘিরে রাখতে চায়।

কিন্তু এখানেও এক দিকে সবিতার সঙ্গে সমাজের সংঘাত। নিজে সবিতা আত্মসম্মানে সমুজ্জ্বল হলেও সমাজের কাছে সে পতিতা। সমাজের বিধিনিষেধ অনুযায়ী সবিতার সঙ্গে নিরুপমের বিবাহ হতে পারে না। সমাজের কাছে সবিতা চিরকাল পতিতা। সমাজের কাছে সবিতা নিরুপমের স্ত্রী হতে পারে না। সমাজের কাছে সবিতা নিরুপমের সন্তানের মা হতে পারে না। সমাজের কাছে সবিতা নিরুপমের ঘর করতে পারে না। সমাজের কাছে সবিতা নিরুপমের সংসার করতে পারে না। সমাজের কাছে সবিতা নিরুপমের সন্তানের মা হতে পারে না। সমাজের কাছে সবিতা নিরুপমের ঘর করতে পারে না।

সবিতা ও অভিমানাহত সমাজের প্রতিনিধির সংঘাত এসে থেমে যায়নি। দুইটি মন্তব্য সমাজের সমালোচনা করে। ইতিমধ্যে সবিতার সমাজের আরও কিছু প্রমাণ নিরুপমের। তাদের মধ্যে রয়েছে অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধা তরুণী—সবিতা ও নিরুপম। নিরুপম ফিরে যাবার পরে নিরুপম সবিতার চোখের মণি হয়ে ওঠে। কালক্রমে পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সে পরিবারের সকলকার সেবার ভার তুলে নেয় নিজের হাতে। আর সকলের অলক্ষ্যে নীরব ও নিরুপমের মন প্রণয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। তাদের এই মন জেনাজানির সংবাদ রাখে সবিতা আর মহেন্দ্র। এক অদ্ভুত চরিত্রের যুবক এই মহেন্দ্র। সে তরুণের—রসে ভরে আর মনের আনন্দে গায়রা ওড়ায়। আকাশের বুকে যুদ্ধপক্ষ পায়রাদের বিহারের মধ্যে মহেন্দ্র তার তরুণের জীবনের সুরটি যেন খুঁজে পায়।

সবিতার সন্ধানের এই সুযোগে মিলে হয়ত আকাঙ্ক্ষিত নিধি এল সবিতার একটি চিঠি। অন্তরে অন্তরে সবিতা ও নিরুপম সবিতাকে আসতে বলে। অন্তরে তারা জানে সবিতার মূল্য কোথায়। তারা সমাজ সবিতার সমস্যাকে এসে তার সবিতাকে বিচার করতে পারে, তবুও সবিতা নিজেদের মধ্যে এক বন্ধুত্বের আকর্ষণ অনুভব করে। নিরুপম ও নিরুপমের মধ্যে এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা সবিতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সবিতা ও নিরুপম তখন তাদের নিজেদের পরিবারের সঙ্গে।

সবিতার সংসারের এই সুযোগে মিলে হয়ত আকাঙ্ক্ষিত নিধি এল সবিতার একটি চিঠি। অন্তরে অন্তরে সবিতা ও নিরুপম সবিতাকে আসতে বলে। অন্তরে তারা জানে সবিতার মূল্য কোথায়। তারা সমাজ সবিতার সমস্যাকে এসে তার সবিতাকে বিচার করতে পারে, তবুও সবিতা নিজেদের মধ্যে এক বন্ধুত্বের আকর্ষণ অনুভব করে। নিরুপম ও নিরুপমের মধ্যে এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা সবিতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সবিতা ও নিরুপম তখন তাদের নিজেদের পরিবারের সঙ্গে।

সবিতার সংসারের এই সুযোগে মিলে হয়ত আকাঙ্ক্ষিত নিধি এল সবিতার একটি চিঠি। অন্তরে অন্তরে সবিতা ও নিরুপম সবিতাকে আসতে বলে। অন্তরে তারা জানে সবিতার মূল্য কোথায়। তারা সমাজ সবিতার সমস্যাকে এসে তার সবিতাকে বিচার করতে পারে, তবুও সবিতা নিজেদের মধ্যে এক বন্ধুত্বের আকর্ষণ অনুভব করে। নিরুপম ও নিরুপমের মধ্যে এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা সবিতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সবিতা ও নিরুপম তখন তাদের নিজেদের পরিবারের সঙ্গে।

সবিতার সংসারের এই সুযোগে মিলে হয়ত আকাঙ্ক্ষিত নিধি এল সবিতার একটি চিঠি। অন্তরে অন্তরে সবিতা ও নিরুপম সবিতাকে আসতে বলে। অন্তরে তারা জানে সবিতার মূল্য কোথায়। তারা সমাজ সবিতার সমস্যাকে এসে তার সবিতাকে বিচার করতে পারে, তবুও সবিতা নিজেদের মধ্যে এক বন্ধুত্বের আকর্ষণ অনুভব করে। নিরুপম ও নিরুপমের মধ্যে এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা সবিতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সবিতা ও নিরুপম তখন তাদের নিজেদের পরিবারের সঙ্গে।

সবিতার সংসারের এই সুযোগে মিলে হয়ত আকাঙ্ক্ষিত নিধি এল সবিতার একটি চিঠি। অন্তরে অন্তরে সবিতা ও নিরুপম সবিতাকে আসতে বলে। অন্তরে তারা জানে সবিতার মূল্য কোথায়। তারা সমাজ সবিতার সমস্যাকে এসে তার সবিতাকে বিচার করতে পারে, তবুও সবিতা নিজেদের মধ্যে এক বন্ধুত্বের আকর্ষণ অনুভব করে। নিরুপম ও নিরুপমের মধ্যে এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা সবিতার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সবিতা ও নিরুপম তখন তাদের নিজেদের পরিবারের সঙ্গে।

শুভ্রের কাছে রাত লুকিয়ে না গিয়ে থাকতে পারে না সে। শুভ্রের কাছে সীতার গোপনে যাওয়াটা সবিতার কাছে ধরা পড়তেই সীতাকে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় সবিতা। এমনি দিনে শুভ্রের সঙ্গে নিরুপমের প্রণয়-সম্পর্ক পরিণতির পথে জানতে পেরে সবিতা নিরুপমকে তিরস্কার করে। অপমান ও হতাশায় নিরুপমা যখন


মিনার্ভা থিয়েটার

৬ দিবস পূর্তি :: ফোন: ৫১-৬৬৭৯

নিউ দি থিয়েটার্স প্রযোজনা অভিনবতম নাটকাভিনয়

অঙ্গার

সুর: রবিশঙ্কর

নাট্য ও পরিচালনা—উৎপল দত্ত

প্রধান চরিত্রাভিনয়ে

তাপস সেন নির্মল গুহ রায়

চিত্ত চৌধুরী প্রভাত হাজরা

আলোকসম্পাতে: নির্মল চৌধুরী

অভিনয়ে: ফোকা সেন, আলো সেন, নীলিমা দাস, রবি ঘোষ, তরুণ মিত্র, নির্মল চৌধুরী, সন্ধ্যা রায়চৌধুরী, কমল মুখোঃ, নিমাই ঘোষ, ছোটো দত্ত, মন্টু চক্র, মুকেশ ভট্টাঃ, শ্যামলী মুখোঃ, মাস্টার মিন্টু এবং আরও অনেকে।

প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার সন্ধ্যা ৬-৩০টায়

প্রতি রবি ও ছুটির দিন ২-৩০ ও ৬-৩০টায়

টিকিট ১৫০০।

বিশ্বরূপা

(আসন সংরক্ষণের জন্য ফোন—৫৫-১২৬৫)

প্রতিদিন ৩ ও ৬-৩০টায়

বুধবার ও রবিবার—৬-৩০টায়

ছুটির দিন—২ ও ৬-৩০টায়

প্রযোজনা—নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড

সেতু

বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে

পরিচালনা—নরেশ মিত্র আলোক—তাপস সেন

রূপায়ণে: নরেশ মিত্র, অসিতবরণ

তরুণকুমার, প্রফুল্ল, সতেজ, তরুণ, জমাল, মাঃ শীতল, রুমকী, সন্ধ্যা, ইরা, সুমিত্রা, আরতি

ও

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)।

মিনার্ভার নূতন নাটক "অপ্সরা"-এর মহলার সময়ে নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দত্তের সঙ্গে নৃত্যশিল্পী রবিশঙ্করকে আলোচনায় মগ্ন দেখা যাচ্ছে। নাটকটি লিটল থিয়েটার গ্রুপের শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে

বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত, তখন বিকৃতির ক্ষুব্ধ মন সহসা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বাড়ির সকলের সামনে নূতন উত্তেজনায় সে সকল অনাচারের প্রতিকার করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। তার জ্ঞান আর কোন দিনই ফেরে না। এই সব ব্যাপারের পূর্ণ বহস্য প্রকাশ হয় পাড়ু মহেন্দ্রর কাছে। নিরুপমা ও সীতাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে মহেন্দ্র পুকুরের শিরে হাত সপাটায় ইঁশারা। সেই ইঁশারা অনুসরণ করে পুত্র জানতে পারে তার আসল পরিচয়। সীতা ফিরে পায় তার ছেলেকে, কবিগুরু ও হয়ে যান ত্রাতা।

পুত্র উদ্ধারের আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তে লুটিয়ে পড়া ক্লান্তিতে মহেন্দ্রর মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুর মিছে হাত সপাটায় ইঁশারা। সেই ইঁশারা অনুসরণ করে পুত্র জানতে পারে তার আসল পরিচয়। সীতা ফিরে পায় তার ছেলেকে, কবিগুরু ও হয়ে যান ত্রাতা।

পুত্র উদ্ধারের আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তে লুটিয়ে পড়া ক্লান্তিতে মহেন্দ্রর মৃত্যু হয়। সেই ইঁশারা অনুসরণ করে পুত্র জানতে পারে তার আসল পরিচয়। সীতা ফিরে পায় তার ছেলেকে, কবিগুরু ও হয়ে যান ত্রাতা।

'ভেনাস'এর
স্পর্শে
রূপ সৌন্দর্যের
জাদু—এ শুধু
কথার কথা
নয়।
কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ।
'কেশরঞ্জন কার্যালয়'
কলিকাতা


মহেন্দ্র পুকুরের শিরে হাত সপাটায় ইঁশারা। সেই ইঁশারা অনুসরণ করে পুত্র জানতে পারে তার আসল পরিচয়। সীতা ফিরে পায় তার ছেলেকে, কবিগুরু ও হয়ে যান ত্রাতা।

পুত্র উদ্ধারের আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তে লুটিয়ে পড়া ক্লান্তিতে মহেন্দ্রর মৃত্যু হয়

মধ্যে দিয়েই ছবির কাহিনীর গতি ও পরিণতি—আর সেখানেই হল আমোদ।

ছবির মুখ্য সৃষ্টি চরিত্র অজিত ও পার্বতী আমল ভাই-বোন। প্রথম জীবনে সমাজের কৃত্রিমতার কাছে হার মানে অজিত। অনেক চেষ্টায় বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল সে। কিন্তু কুচক্রীর অনুচিত বোনের বিয়ের সিনেই তাকে জেলে যেতে হয়। নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে অনেক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার পর পার্বতী সমাজে ফিরে চাকরিসূত্রে মনোরম সুন্দর মনোভাবের সুশিক্ষিতদের হিসেবে মনোহর কুশিক্ষা অজিত করায় জীবনে। মনোহর পার্বতীর ছাত্রীজীবনে প্রিয়-বন্ধু সমাজসেবার অভিনয়ের একদল ভুয়া মনোহর পার্বতীকে আকৃষ্ট করে সাধারণ প্রকাশক। কিন্তু মনোহরের সমাজ সাধীর অভিজাত সে পার্বতী চাকরিতে। অজিত বিবাহের পরিচালনা করবার পরে সে অভিজাতের সঙ্গে আলাপই। অজিতকে-পার্বতী অভিজাত মুক্ত আলাপ হয়। বিয়ের একটি সুন্দর সম্পর্কও আর হয়নি। একদিন এই সামাজিক ঘটনার মধ্যে বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা করে। কিন্তু মনোহরের সঙ্গে অভিজাতের পরিচয় হয়। অজিত ও পার্বতী অভিজাতের

ভিক্টর হুগোর "দি হাঞ্চব্যাক অফ নোতর দাম"-এর নতুন চিত্র সংস্করণে এসমেরাল্ডার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জিনা লোলোব্রিজিডা ও কাসীমদ সেজেছেন এন্থনি কুইন। ছবিখানি এদেশে শীঘ্রই মুক্তি পাবে

নাম ছবিটিতে সন্ধ্যার উপস্থিতি কেমন অসঙ্গতিকর বলে মনে হয়। অবশ্য সন্ধ্যার ভূমিকায় ভূপ্তি মিত্রর স্বাভাবিক সাবলীলতাপূর্ণ অভিনয় ছবিটির একটী বিশেষ সম্পদ। তাছাড়া সন্ধ্যার প্রতি তার সমাজের আচরণও যেন বড় বেশী রূঢ় বলে মনে হয়। তাদের আচরণে রূঢ়তা আর একটু কম দেখালেই যেন বেশী বিশ্বাসযোগ্য হত। নীরেন-সন্ধ্যার প্রণয় অধ্যায়টী কিন্তু সুসমঞ্জসীভূত হয়ে উঠতে পারে নি। তাই তাদের প্রণয়ের পরিণতিটি কেমন যেন প্রত্যাশিত মনে হয়। নীরেনের মৃত্যুতে সন্ধ্যার তেমনতর অভি-ভূতকারিতা আকস্মিকতার অনুরূপতাটুকু ভাল লাগে না। নাম-ভূমিকাটির রূপায়ণেও শম্ভু মিত্রর অভিনয় কোন অংশে ঘুরিয়ে দেখেছে না।

এবার ছবিটির বিষয়ে আপনাদের সমালোচনা প্রকাশিত চিঠি দুটির সম্বন্ধে দুচার কথা বলবো। প্রথম চিঠিতে সুধাময়বাবু লিখেছেন, "এতদিন পরে এই একটী ভালো ছবি পাওয়া গেল, সমালোচক একেবারেই অনুপস্থিত।" সুধাময়বাবুর সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ নিশ্চয়ই বহু ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হবে, সর্বক্ষেত্রে হয়ত নয়। ঠিক এই ধরণের সহজ বাঙ্গময় কৌতুকরসাত্মক ছবি আছে বলে মনে পড়ছে না। এই জন্যই হাসিক-দর্শক হয়ত ছবিটিকে নিঃসংকোচে ভালো বলবেন। সুধাময়বাবুর মনে আছে কি না জানি না, ছবিটির অনেক জায়গায় প্রচুর হাসি ও বাঙ্গনা নজরে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ—বাঙ্গি কটার দোকানটি কাহারী অনুরোধে টাকুরীর জন্য অপেক্ষা করার সময়ে জলসাঘরের দৃশ্য, ইত্যাদি। এ ছাড়া ছবিটির অনেক জায়গায় বাঙ্গনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এ থেকে সত্যিই কি মনে হয় পরিচালক এ ছবিতে একেবারেই অনুপস্থিত? 'জলসাঘর'এর সূক্ষ্ম বাঙ্গনার চেয়ে কি হাসিক দর্শকের কাছে 'শুভ বিবাহ' মহত্তর শিল্প-সৃষ্টি বলে মনে হবে? তাই যদি হয়, তবে শিল্প-সৃষ্টির দিক দিয়ে 'সে বিয়া জমজমাট' বা 'হাবিয়া-ঘোড়ী' কিংবা 'ভাঙা-গড়া', 'পরশ-পাথর', 'অপরাজিত', 'অযান্ত্রিক' এর চেয়ে সার্থকতর। কারণ, শেষোক্ত ছবি তিনটির চেয়ে প্রথম তিনটি ছবি অনেক বেশী সহজ-বোধ্য। সুধাময়বাবুর বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছে যে, প্রত্যক্ষ হাস্যরসা ছবিটির গুণ-বিশেষ নয় বরং স্থানবিশেষের দুষ্টি বিশেষ।

সুধাময়বাবুর দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে "আমাদের জীবনে সমস্ত ঘটনার ক্ষেত্রে যে একটি হবে তার কোন মানে নেই" বরং উল্টোটাই প্রত্যক্ষ সত্য। জীবনের কোন একটা মুহূর্তের দিকে যখন নিবদ্ধ হয়ে তাকাই, তখন দেখতে পাই সেইক্ষণে অনেক ঘটনার ভড়াভড়ি। এই বিচারে 'শুভ বিবাহ' ছবিটি কি সার্থক নয়? জীবনের কোন অনুমানের জীবনের ঘটনা স্রোতগুলি ভিন্ন মুখী—তাদের অভিমুখীকরণ ঘটনার পরেই ভড়াভড়ি করে আসে। কিন্তু শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঘটনাসমূহ বিন্যাসক্রমে মূল ঘটনাপ্রবাহের দিকে-দিগন্তে উপস্থাপিত করবে এমন কোন কার্যকারণ যুক্তি নেই। শিল্পসম্মত সংযমে ছিন্ন সৃষ্টির জন্য যেই সুসঙ্গতির দাবী বিরাজ। এই ভিন্ন ভিন্ন বিন্যস্ত ধরণের সঙ্গতির সমাবেশকের মধ্যেই রয়ে সৃষ্টিকর্তার মনে হয় যে, শুভ বিবাহের ঘটনাবিন্যাসের সোপানে ঐসমস্ত ঘটনা সমূহের ক্রমোপরের উপস্থাপন ঘটানোর মধ্যে রয়ে বিশেষী কৃষ্টির বিশেষ অভিমানে তেমনই সমস্যার এ ক্ষেত্রে কৃষ্টিটির মধ্যে নানাবিধ ঘটনা সমাবেশ করেছে পারেন্ট ঐক্যিক্যের অন্তর সূত্র সমন্বয়ও বিশ্লেষণ বিচারকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে এক কৃত্রিম বিসঙ্গতি। অবশ্য তবু বিন্যাসের মূলে বিশ্লেষণ ঘটনাগুলি সুসমঞ্জসভাবে বেরেস্টিত হলেই কাহিনীর গতি অবাধে সৃষ্টি করতে পারে।

দ্বিতীয় চিঠিতে 'শুভ বিবাহ' ছবিটিতে বাঙ্গ-কটাক্ষ পরিহিতির বক্তব্য মুক্তিবাবু যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। বরং এই প্রতীকী ব্যাখ্যাটি সম্বন্ধে দেশ এর সমালোচকের বক্তব্যই ঠিক বলে মনে হল। কারণ, ঐ ব্যাখ্যাটির উপস্থাপনে সন্ধ্যার যে অন্ত-র্দ্বন্দ্বের সার কোন উঠেছে তা তার আত্মীয় মৃত্যুর জন্য বলে মনে হয় না। বরং সন্ধ্যার জীবনে তার আত্মীয় মৃত্যু একান্তভাবেই অবান্তর। যাই হোক, এই ব্যাখ্যাটির বাঙ্গনা-প্রসঙ্গে ছবিটির পরিচালকমহাশয় তাঁর নিজস্ব বক্তব্য জানিয়ে যদি আমাদের সংশয় নিরসন করেন তবে ভাল হয়। ইতি

দ্যুতিজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, প্রবাল সেন, দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। পুরী, ওড়িশা।

GOVERNMENT LIBRARY

টেনিস আর টেবল টেনিস নিয়ে গত সপ্তাহ ধরে কলকাতায় মহা হৈ চৈ হয়ে গেল। ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় টেবল টেনিসের আসর, আর লাউডন স্ট্রীটে ছিল এশিয়ান টেনিসের চতুর্থ আয়োজন। দুটি অনুষ্ঠানের উপরই যবনিকা পড়েছে। ভারত ও আন্তর্জাতিকার পক্ষে টেনিস খেলা অবশ্যই আজ পর্যন্ত কলকাতায় হয়নি। এর আগে বড় খেলাধুলোর কোন অনুষ্ঠান নেই।

বলা বাহুল্য টেনিস আর টেবল টেনিসের মধ্যে টেবল টেনিসই ভারতে সাফল্যকর্তৃত্ব জনপ্রিয়। বিদেশকালী নানাবিধের খেলা টেনিস ভারতের টেনিস টুর্নামেন্ট কম সময় ভারতে দুটো খেলোয়াড়ের মধ্যে খেলা। কিন্তু টেবল টেনিস খেলে ভারতের হাজার হাজার ছেলে মেয়ে সারাটা সময় কাটাবার ছুটি বেলে অবসর সময় ক্লাবগুলোতে যায়। এরা কি আসলে অভিজাতের টেবল টেনিস খেলার সুযোগ পায়। কিন্তু তাদেরকে সত্যিকারের টেবল টেনিস খেলার সুযোগ দেবেন কারা? এরা হল সাধারণ টেনিস ও টেবল টেনিস খেলোয়াড়। এরা ভারতের টেনিস টেবল টেনিসের ভবিষ্যৎ। এদের কি আমরা অবহেলা করতে পারি? এদের কি আমরা অবহেলা করতে পারি? এদের কি আমরা অবহেলা করতে পারি?

যাই হোক, এ কথাগুলো টেনিস ও টেবল টেনিসের মালিক ভারতের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ। তাঁরা কি ভাবছেন এ সম্বন্ধে?

• • •

আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস খেলার নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের টেবল টেনিস ফেডারেশনকে বছরে অন্তত একটি আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় আমন্ত্রণ করে আনতে হবে। এই নিয়মানুযায়ী ভারতীয় টেবল টেনিস ফেডারেশন (আই টি টি এফ) ভারতে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় আমন্ত্রণ করে আনছেন। এবার এসেছিলেন ইংলণ্ডের ৩ জন খেলোয়াড়। এঁরা হলেন ইংলণ্ডের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন জনি লিন্ডস, ইংলণ্ডের মহিলা চ্যাম্পিয়ন মিস ডায়ানা রোল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ডের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জনি লিন্ডস। এঁরা ভারতে এসেছিলেন ভারতের জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। এঁরা ভারতে এসেছিলেন ভারতের জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। এঁরা ভারতে এসেছিলেন ভারতের জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে।

ভারতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন
সৌম্যেন্দ্র সেনগুপ্ত

• • •

ভারতের জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা ১৯৫৭ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৩৫টি বিভাগের বিজয়ীদের নিয়ে ১১টি বিভাগে ভাগ করে ১১

পঞ্চম সেটে ২২—২৪ পয়েন্টে মাত্র পরাজিত হয়েছিলেন। সেই নাগরাজ গৌতম দেওয়ানের কাছ থেকে প্রথম দুটি সেট লাভ করেও শেষ পর্যন্ত ৩—২ সেটে হেরে গেছেন। এর থেকেই বোঝা যায় দেওয়ান কত ভাল খেলেছেন।

দেওয়ানের খেলার ভঙ্গিমা সত্যিই দর্শক চোখের আনন্দদায়ক। অযথা হাঁকডাক নেই। শান্ত ও সুন্দরের প্রতিমূর্তি। মনে হয় এক যায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু কোন বলই তার নাগালের বাইরে নয়। হাতে মারের রকমারী আছে অপর্যাপ্ত। সে মার নৈপুণ্যে ভরা, সঙ্গে আছে মারার বুদ্ধি। তার পর পর দুটি মারের ধরন, প্রকৃতি এবং গতিবেগ এক রকমের নয়। একটি আস্তে মারলেন ত পরেরটি তীব্র বেগে, তার পরেরটি হল ড্রিফ্ট, তারপর এল স্লাস, পরেরটি হয়তো টপস্পিন। দেওয়ান এখন খেলছেন সাউথইস্ট ব্যাট। গত নবেম্বর মাস থেকে তিনি এই ব্যাট গ্রহণ করেছেন। শুনেছি যে কম পরীক্ষার জন্য এ বছর ভালভাবে অনুশীলন করতে পারেন নি। এ বছরই যে কম পক্ষে কয়েকজন কলকাতায় দেওয়ান এবার যেরকম খেলে গেছেন, এরকম খেলতে পারলে ভারত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তার সাফল্য লাভ অসম্ভব নয়।

পুরুষদের মধ্যে এস বি ভোপ এম এন রংগরাজ, হাম্পী অ, জয়ন্ত ডেভিড এবং জ্যোতির্ময় ব্যানার্জির খেলাও মনের উপর ছাপ রেখে গেছে।

মেয়েদের খেলায় মহীশূর পরপর চারটি চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার এবং মহীশূরের উষা সুন্দররাজ রানার্সের পুরস্কার পেলেও মায়ের নৈপুণ্যে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছেন সিকিমের উমিলা থাপা আর লোকনাইয়ের ইন্দিরা আয়েঙ্গার। ইন্দিরা আয়েঙ্গার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পঙ্কজিনী মিঃ আয়েঙ্গারের কন্যা। খেলা শিখেছেন রঙ্গনীর ভাণ্ডারীর কাছ থেকে। উমিলা থাপাও টেবল টেনিসে রঙ্গনীরের ছাত্রী। সুজনেরই খেলায় হালকাচাল মায়ের কারসাজির রঙ্গনীরের মাধুর্যময় খেলাকে ছাঁচে ঢালা। ১৯৫১ সালে কলকাতায় মেয়েদের টেবল টেনিসের জাতীয় প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। সে যুগ ছিল সৈয়দ সুলতানার যুগ। ৯ বছর পার হয়ে গেল মেয়েদের খেলায় সৈয়দ সুলতানার যুগ আর নেই। মায়ের নৈপুণ্যে এরা এখন সংকোচহীন পুরুষ খেলোয়াড়দের সমকক্ষ। পঞ্চাবের প্রভা সাঁধরী, মাদ্রাজের ৫২ বছরের সন্দীপনী মহিলা বি কে মেনন পিলাইও ভাল খেলেছেন। উষা আয়েঙ্গারকে পিলাইয়ের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। অন্য ভাল খেলেছেন দুজন মহিলা ডাক্তার—হায়দরাবাদের মীরা জনার্দন ও

জাতীয় টেবল টেনিসের মহিলা চ্যাম্পিয়ন মীরা পারান্ডে

বাংগালোর তপতী মিত্র। এরা দুজনেই এম বি পাশ করেছেন। মহীশূর জনার্দন এখন প্রস্তুত হচ্ছেন মাদ্রাজের ডাক্তারী ডিগ্রীর জন্য। সাধারণ মানের টেবল টেনিসেও হাত পাকিয়েছেন। মুম্বাইয়ের কুমারী অমলা দুর্গাদে কোনও মনে হয় নি। আমেদাবাদের কুমারী সবিতা ত্রিপাঠী ছাড়া কয়েকজন মহিলা খেলোয়াড়ও মনের উপর ছাপ রেখে গেছে।

বরাবর বিভাগে অংশগ্রহণ করেছেন দুবিনীত চ্যাম্পিয়ানের সফলতা সত্ত্বেও সবসময়ই তার মধ্যে একটা এক ধরনের আড়ষ্টতা ভাব লক্ষ্য করা গেছে। মনে হয় তিনি যেন ভয়ংকর মারের আক্রমণকারী অসমান্য স্টাইলের চ্যাম্পিয়ানের ভয়ে প্রস্তুত

মহিলা বিভাগের রানার্স উষা সুন্দররাজ

ভঙ্গিমায় দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। আরও অনেকেরই খেলা দর্শকদের আনন্দের খোরাক হয়েছে। কিন্তু সবার বিষয়ে লেখা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

নীচে জাতীয় টেবল টেনিসের সমস্ত বিভাগের ফাইনালের ফলাফল দেওয়া হল:—

**পুরুষদের সিংগলস ফাইনাল**—গৌতম দেওয়ান (বোম্বাই) ২০-২২; ১৩—২১; ২১-১৬, ২১—১৬ ও ২১-১০ পয়েন্টে কে নাগরাজকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

**মেয়েদের সিংগলস ফাইনাল** কুমারী মীরা পারান্ডে (বোম্বাই) ২১—৮, ১৬—২১ সমান সিদ্ধান্ত ও ৮—৫ সমান সিদ্ধান্ত পয়েন্টে উষা সুন্দররাজকে মহীশূরে পরাজিত করেন।

**ছেলেদের সিংগলস ফাইনাল** আর আর কুমার (বোম্বাই) ২১—১৭, ২১—১১ ও ২১—৮ পয়েন্টে নবীন কাপুরকে (বোম্বাই) পরাজিত করে

**বালিকাদের সিংগলস ফাইনাল** পদ্মিনী মজুমদার (বিহার) ২১—১১, ২১—১৫ ও ২১—১৫ পয়েন্টে সুধাময়ীকে (বিহার) পরাজিত করেন।

**পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল** এস বি ভোপ ও এস বি পাল (বোম্বাই) ১৭—২১, ২১—১৭, ২০—২১, ২১—১৫ ও ২১—১৯ পয়েন্টে সৈয়দ সুলতানা ও বিশ্বনাথ সুন্দরমকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

**মিক্সড ডাবলস ফাইনাল** এম এন রংগরাজ ও মীরা পারান্ডে (বোম্বাই) ২১—১৯, ১১—২১, ২১—১৯ ও ২১—১৯ পয়েন্টে উমিলা থাপা ও ইন্দিরা আয়েঙ্গারকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

**মেয়েদের ডাবলস ফাইনাল** মীরা পারান্ডে ও রোজেন জন ২১—১৭, ১৬—২১ সমান সিদ্ধান্ত, ২১—১৫ ও ২১—১২ পয়েন্টে উমিলা থাপা ও ইন্দিরা আয়েঙ্গারকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

**ছেলেদের ডাবলস ফাইনাল** এস আই খাত্তাওয়ালা ও আর কামথ (বোম্বাই) ২১—১৬, ২১—১১ ও ২২—২০ পয়েন্টে সুধা রাও ও এস আর এন মূর্তিকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

**প্রবীণদের ফাইনাল** বি কে ঘিরুমালাই-স্বামী (মাদ্রাজ) ১১—২১, ২১—১১, ২১—১ ও ২১—১৭ পয়েন্টে এ চক্রবর্তীকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

• • •

এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতার খেলাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় টেনিসের পীঠস্থান সাউথ ক্লাবে এবার যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেছে টেনিস রসিকদের মন থেকে তার স্মৃতি সহজে মুছবার নয়। সাউথ ক্লাবের

টেনিসের বহু বড় আসর বসেছে। বিশ্ব বিখ্যাত জ্যাক ক্রামারের পেশাদার দলের খেলোয়াড়রাও এখানে খেলে গেছেন। ভিন মর্লাস, অস্ট্রেলিয়ার এবং ছাড়া সকলের নিজ নিজ এবারকার প্রতিযোগিতা এক বিশেষ সম্মান অর্জন করেছে। টেনিসের নিজ নিজ জ্যাক ক্রামার এবং তার পেশাদার দলের সঙ্গে খেলোয়াড়ই এবারের খেলোয়াড় অপেক্ষা অধিক সক্ষ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে টেনিস বিশেষজ্ঞ তের মত যে একটা আভ্যন্তরিক ঘনীভূত আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এবারের এমেচার খেলোয়াড়দের ছাড়াও কয়েক খেলোয়াড়ের ছাড়াও কয়েক খেলোয়াড় যে খেলেছেন তাদের মধ্যে সবার সেরা টেনিসের উদীয়মান তারা বলা যায় যে তাদের মধ্যে খেলোয়াড়দের খেলা সবচাই এবার সাউথ ক্লাব টেনিস। টেনিসের খেলার মধ্যে যে মানুষ যা উৎকৃষ্ট তা প্রত্ন খেলোয়াড় টেনিসের সমকক্ষ

এবারকার টেনিস নিয়ে কয়েক সমালোচনা লক্ষ্য করেছি তাতে মনে হয় খেলোয়াড় বলতে কৃষ্ণ নিয়ে বেশ একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণকে নিয়ে যে সমালোচনা হয়েছে তা প্রায় সবই অসঙ্গত। কৃষ্ণের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। কৃষ্ণের খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না। কৃষ্ণের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না। কৃষ্ণের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না।

এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়ন জয় কৃষ্ণন

কৃষ্ণনের খেলা কোন নিয়ম মেনে চলে না। কৃষ্ণন খেলে তার নিজের মত। কৃষ্ণনের খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না। কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না। কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না।

কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না। কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না। কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না।

কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না। কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না। কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না।

কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না। কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না। কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না।

কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না। কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না। কৃষ্ণনের খেলার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার খেলার মধ্যে যে স্বাভাবিকতা আছে তা অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলায় দেখা যায় না।

## দেশী সংবাদ

২৮শে ডিসেম্বর—আজ সন্ধ্যায় তোড়ীল বন্দরের অদূরে আকাশ মার্গের একটি অজ্ঞাত-পরিচয় সাবমেরিন দেখা গিয়াছে। স্থানীয় নৌবহর ইহা লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু তাহারা এতদ্‌সংক্রান্ত বিস্তৃত সংবাদ দিতে অসম্মত হয়।

এক সংবাদে প্রকাশ যে, কলিকাতার বাজার হইতে চীনারা প্রায় ৪ কোটি টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে। বর্তমান ভারত-চীন বিরোধ সৃষ্টি ওয়াকিবহাল মহল সাময়িক বলিয়া মনে করিতেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ নাগপুরে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, অধিকাংশ লোকই মনে করেন যে, অধিকার যেমন আছে এখনও ঔপনিবেশিক শাসন-যন্ত্র হয় নাই, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহারাও স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।

২৯শে ডিসেম্বর—অদ্য সন্ধ্যায় দুইটি সৈন্যবাহী অশ্বক্ষুরধ্বনি ঘটিয়াছে। সৈন্যবাহী ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষে ১৮ জন যাত্রী আহত হন। এখানে ১১ জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁহাদিগকে স্থানীয় ইমারতের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পশ্চিম বঙ্গের মোসাম্মল, কৈলাসপুর পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রায় অদ্য কলিকাতায় ঘুরিয়া আসিয়া বলেন। পুনর্বাসন ব্যবস্থার সকল সমস্যা করিতে, এমনকি বিস্তৃত জমাদারে আছে কিছুটা নীতি স্বীকার করিতে রাজী হইয়াছেন। হাজার পুনর্বাসনযোগ্য সকল সমস্যা করিয়া তাঁহাদের নতুন কোন বিষয়ে হইলেন না বলিয়াও নাকি তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

সমস্ত সমস্ত লোকের উন্নয়ন সংক্রান্ত ডাঃ রায়ের উপস্থিতি তা রাজ্যের প্রধান আজ সকালের উপস্থিত ব্যবস্থাদির প্রথম ধুলট ফলোনের উপস্থিত করেন। এইজন্যই আজ সকালে বিদ্যুৎ-শক্তি স্টেশনের পুনর্নির্মাণের উপলক্ষে বাজধানীর প্রাথমিক উৎসবের হয়।

মিলাকোর্ট-জন্ম, সৌমারবর্তী প্রদেশে অত্যন্তর প্রায় আধ ঘণ্টা স্থিতির পুলিস বহু, গুরুতে বিস্ফোরকের সন্ধান পাইয়াছে। জন্ম, প্রবল অবস্থানি বাজধানীর জন্য ঐতিহ্য পাকিস্তান হইতে আমদানি করা হইয়াছে।

৩০শে ডিসেম্বর—বিমানযোগে সংবাদ পাওয়া গেল—বহু হিমাতী আসিয়া সার্জারীয় ক্ষেত্রের নমস্কারের আজ হইয়াছে। দিন দিন উহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহাদের কেহ আসে লাভার খোঁজে, কেহ ভিক্ষার্থে, কেহ বা ভ্রমণে। সাধারণত গ্রামাঞ্চলের এলাকা বা সীমান্ত অঞ্চলের ভিন্নই ইহাদের দর্শনের ইচ্ছা হয়।

৩১শে ডিসেম্বর—অদ্য ফোড়ুরাণী সরকার কলে জানান দিয়াছে যে, নানা বিদ্যুৎশক্তির হাসপাতালের জন্য সর্বদিক ব্যবস্থাদি হয় ২৯শে ডিসেম্বর হইতে ইহার কার্যে সেবার সাধারণ হিসাবপত্রে এবং জাকার্তাবন্দর শাখার হিসাবপত্রে এবং জাকার্তাবন্দর আজ সকল ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এই অঞ্চলে সৈন্যদের ট্রেনগুলি যাহাতে আরও তাড়াতাড়ি যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১লা জানুয়ারী—ভারত সরকার চীন সরকারের নিকট হইতে চীন ভারত সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে একটি বিস্তৃত নোট পাইয়াছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক্ষণে এই নোট বিশ্লেষণ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে ১৮৮৩ সালের ১৮ জানুয়ারী ত্রিবিধ হ্রদতরঙ্গের রাজকন্যা পরিবারের কলম্বাহ্‌দ্বীপে তাহার জন্ম ও নিজ বিদেশে অনুভূতপূর্ব কৃপা বিতরণ করেন। কার্ল পরে উজান বাহিনে পরমাত্মাকাশের ১ আন্তর্জাতিক বিস্তৃতির প্রকাশ ঘটে। তখন এই পলাতক সহস্র সহস্র নরনারী রমণীকুলের পরাক্রান্তিবিজড়িত দুর্দিন ইতিহাসবিদের পরম করিয়া মুগলসাম্রাজ্যের উৎপত্তির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন।

কলিকাতা সরকারের (দুর্দিন্ত) ঘোষণা ১৯৫৯ সেন ৩৮ অক্টোবর বিহারের ৬ লক্ষাধিক টাকার কাজ হয়েছে। সেই ৬ লক্ষাধিক টাকার কাজের কোন হিসাব নাকি পাওয়া যায় নাই বলিয়া জানান।

২৩ জানুয়ারী—পরিস্থিতির সরকার গুরুতর এই ভাষা ঘোষণা করেন, সরকার ইতালি সম্প্রদায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে ইচ্ছুক নহিলেন।

আগামী মিলনী ১লা সর্বশেষ ৭৫ জন নেপালীদের প্রকাশ করা হইয়াছে। সীমান্ত নিয়োগের ইতিহাসের জন্য চীন ইহাদের নেপাল রোল পুনরায় জন্য নাই। লামক ও নেপাল এর সহ-প্রধান উপর ইহার পরিষ পুনরাবৃত্তি করিয়াছে মাত্র।

৩০শে জানুয়ারী—অদ্য সকাল ১০টা-১৫ মিনিট প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে ৩৫০ ফিট উচ্চতায় সীমান্তরেখা সার্ভিস-এর নিকটে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশনের একখানি ডাকোটা বিমান বিধ্বস্ত হইয়া অন্তত চল্লিশজন যাত্রীসহ সব ৮ জন নিহত হইয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

বিমান-এর সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, বিধ্বংসিন আজ সন্ধ্যা বিদ্যুৎগতিতে আকাশ-পথে পাহাড় সীমান্তের যে সকল অঞ্চলে তালাশী ও লুটপাট চালাইতেছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আমাদের সীমান্তরক্ষী ফৌজ তথায় একযোগে তল্লাশ করিয়া সন্ধান চালাইতেছে।

## বিদেশী সংবাদ

২৮শে ডিসেম্বর—প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে রাজের রাজধানীর নামের শীর্ষ সম্মেলনের উপযুক্ত সময়। অদ্য সরকারীভাবে ইহা জানান হইয়াছে।

আজ ডিসেম্বরের সংবাদপত্রসমূহে ইহাতে ডিসেম্বরে সঞ্চিত ইহাতে নানাবিধ প্রকাশিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতেও বিস্তৃত আজন কাজকারের নামকরণ বিস্তৃতের প্রথম আসরের সেবা দিয়াছে। কারণে বিদেশী আন্তর্জাতিক বিস্তৃতের পর্যায় জানিয়া পরিচালন।

২৯শে ডিসেম্বর—নাগরিক হুকুমতী কো-এর মাননীয় সাধারণতন্ত্র শ্রীবাসেম হাইকোর্ট শ্রীযুক্তের ঘনশ্যাম উপস্থিত করিয়া হালনা যে, ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষ নিরসনের নিম্ন বর্ষিয়া চীন কম্যুনিস্টরা নিয়োগের ভয় করে করিয়াছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ আজ বলিতে বাকেন যে পদত্যাগ করিলেন ১৬৫ যে ফরাসীর পদীয়ের পদীয় সুযোগদান আন্দোলনের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সেটিকরণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্তের মন্তব্যের সেই সংবাদের ঘটিয়া হইবে।

৩০শে ডিসেম্বর—বিমানে পরীক্ষণীয় ঘটনে ভারত উপর্যন্ত প্রায়ে পরীক্ষিত হোয়াইটের পর প্রায় ১,৫৫৫ সালের পরীক্ষণের। মাত্রাগুলি হইতে গত ৭৮ সালের।

৩১শে ডিসেম্বর—আজ কলকাতায় প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গত বৎসরে আন্তর্জাতিক ক্রমের চীনা নাগরিক এখনকার ফরাসী সাধারণতন্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কিত ভারত প্রবর্তনা পরিষ্কার।

ভারত চীনের সাথে সম্পর্কে সম্পর্কের সম্পর্কে ভারতের বিদেশ ও চীনের নাগরিকের ভারতের সম্পর্কে ভারতের সম্পর্কে ভারতের সম্পর্কে

একান্ত নিজস্ব

# ত্রিশক্তি সমন্বয়

# ম্যাকলীন্‌স্

## পেরক্সাইড টুথপেস্ট

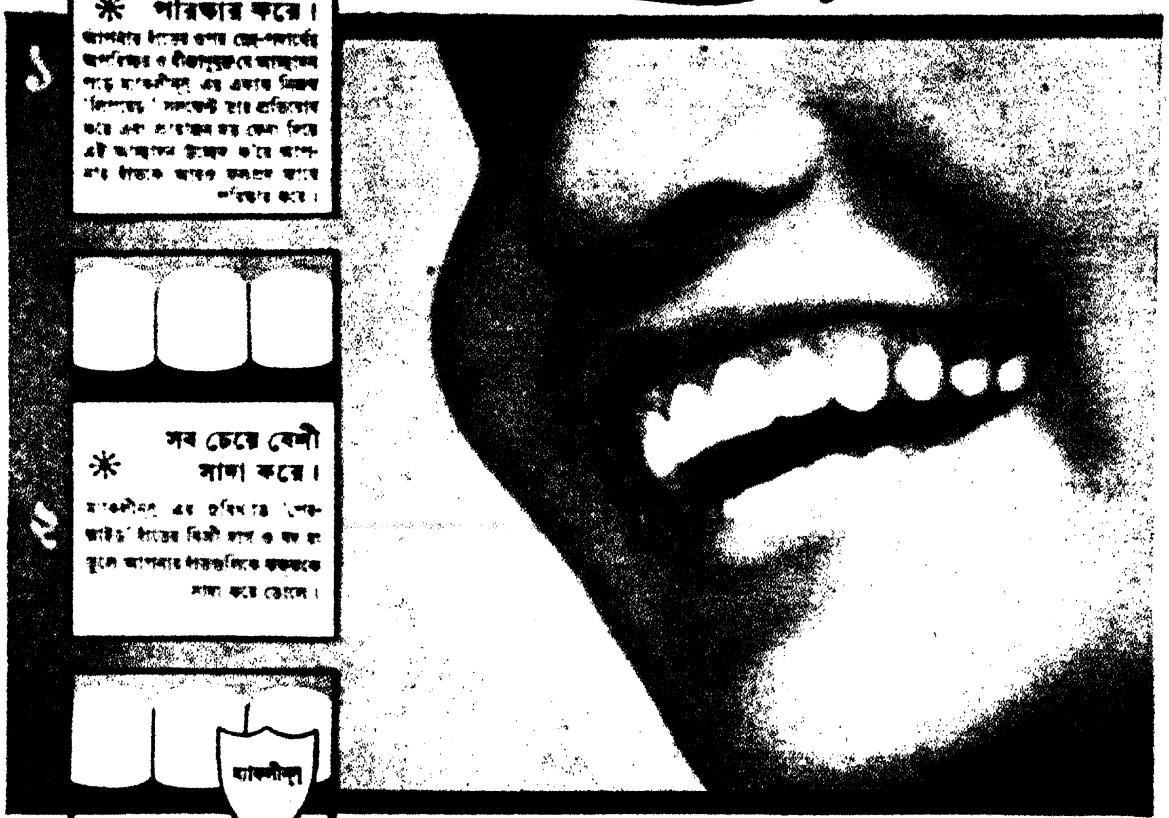

১ সব চেয়ে বেশী পরিষ্কার করে।

আপনার দাঁতের ওপর জমে-থাকা খাদ্যকণা ও জীবাণুকে আক্রমণ করে ম্যাকলীন্‌স্ এর এক্টিভ ফিল্ম। সক্রিয় হয়ে প্রতিরোধ করে এবং ফেনায়িত হয়ে ফেলে দিয়ে এই আক্রমণ চূড়ান্ত করে আপনার দাঁতকে আগের চমৎকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

২ সব চেয়ে বেশী সাদা করে।

ম্যাকলীন্‌স্ এর চুম্বনমাত্র স্পেশাল পেরক্সাইড দাঁতের বিশ্রী দাগ ও ময়লা দূর করে আপনার দাঁতগুলিকে ঝকঝকে সাদা করে তোলে।

৩ সব চেয়ে বেশী রক্ষা করে।

আপনি যখনই অনুভব করবেন ম্যাকলীন্‌স্ এর অপূর্ব্ব তাজা আরাম দাঁতের মাড়িকে পরিষ্কার করছে এবং অফুরন্ত ফ্লোরাইড রোধ করছে।

সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। ★ সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

***এই তিনটি গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়ই ম্যাকলীন্‌স্ এর একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।***

**আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য আজই ম্যাকলীন্‌স্ কিনুন।**

REG. NO. C. 2100

দীপ কাপড় ধোওয়ার পাউডারটি খুব বাঁচি তাই আপনার গরম জামাকাপড়ের সৌন্দর্যতা বহাল রাখে। অতি কোমল তাই নরম ও সুন্দর হাত কাচাকুচিতে নষ্ট হতে দেয় না এবং মিতব্যয়ী হওয়ায় প্রত্যেক গৃহিনীদেরই, যাঁরাই গরম কাপড়ের যত্ন নেন, আয়ত্তের মধ্যে

আপনি কি জানেন যে আপনার দামী গরম জামাকাপড় দীপ-যত্ন পাবার উপযুক্ত? এই শীতে একবার পরখ করবেন না কি?

দীপ একটি লিভার ব্রাদার্স সামগ্রী

বর্ষ ] শনিবার, ২ মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 16th January, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ১৬

গ্লিসারিন
ত্বক স্নেহস্পর্শময়
রবিন্দনীয় প্রসাধন
বেঙ্গল কেমিক্যাল

ফিনিস্ক পরিকল্পিত বস্ত্রে
সর্বদাই নিজেকে অসাধারণ
করে তুলুন

# রুইয়া বস্ত্র

ডিজাইন ও বুননির নিছক চমৎকারিত্বে
ফিনিস্ক প্রিন্ট, ভয়েল ও লেনোর মত
সুক্ষ্ম কাজ আর নেই। সারাদিন ধরে
তাজা ও ঝকঝকে বলে মনে হবে।

দি ফিনিস্ক মিলস্, লিমিটেড,
লোয়ার প্যারেল, বম্বে-১৩

— মিত্র ঘোষের নূতন বই —

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নবতম উপন্যাস

# মি ল না ন্ত ক

— সাড়ে চার টাকা —

নয়ান বৌ ৫, কথাচিত্র ৩,

প্রবোধকুমার সান্যালের
নূতন উপন্যাস

# প রি শো ধ

— সাড়ে চার টাকা —

প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
নূতনতম উপন্যাস

# তরঙ্গের পর

— সাড়ে চার টাকা —

প্রবাকান ৫, উপকূল ৩,
ইরাবতী (যন্ত্রস্থ)

নিরুপমা দেবীর
চিরন্তন উপন্যাস

# অনুকল্প

— চার টাকা —

শ্যামলী ৩, প্রতিদর্শন ৩,

চিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বাধুনিক শ্রেষ্ঠ
ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনুরূপ

# বহ্নিবন্যা

[ দ্বিতীয় মুদ্রণ ]

— সাড়ে আট টাকা —

মনে ছিল আশা ৩,
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ ৩,
ভাড়াটে বাড়ী ৩,
দৃষ্টি ২৷৷ আবছায়া ২৷৷
কমা ও সেমিকোলন ২৷৷

# প্রেরণা নূতন মুদ্রণ ২৸

— শ্রেষ্ঠ লেখকদের শ্রেষ্ঠ গল্প —

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প ৩,
প্রবোধ সান্যালের শ্রেষ্ঠ গল্প ৩,
পরশুরাম মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প ৩,
[illegible] নির্বাচিত গল্প ৩,
[illegible] নির্বাচিতর গল্প ৩,
[illegible] শ্রেষ্ঠ গল্প ৩,
[illegible] শ্রেষ্ঠ গল্প ৩,
[illegible] শ্রেষ্ঠ গল্প ৩,
[illegible] শ্রেষ্ঠ গল্প ৩৷৷
[illegible] নির্বাচিত গল্প ৩,

জবতুহর
অত্যাশ্চর্য উপন্যাস

# বশীকরণ

অসংখ্য কাহিনীপ্রেমীর বাসনা পরিতৃপ্ত করিয়া নূতন আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

— সাড়ে চার টাকা —

# বহুব্রীহি

বাংলাদেশের সমুখে শ্রেষ্ঠতম-কলেবরে এই গ্রন্থ নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাংলাদেশের বহু অনামীর মতে শুধু এই বইটি পড়িবার জন্যই অবতুহর অমর হইয়া থাকিতে পারিবেন। ইহার তিনটি লক্ষ কপি ইতিমধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে।

— সাড়ে চার টাকা —

# দুই তারা সচিত্র সংস্করণ

কালিদাস রায়ের

# সাহিত্য প্রসঙ্গ ৫,

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের

# আধুনিক বাংলা কবিতা ৬৲

---

সম্পূর্ণ প্রকাশিত
সর্বশ্রেষ্ঠ রসোত্তীর্ণ সংকলিত

# প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ৭-০০

অপূর্বকৃষ্ণ এর নূতন বই

# চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প ৩-০০

প্রবোধকুমার রায়
**পথে প্রবাসে** ৪·০০

নূতন সংস্করণ
প্রবোধকুমার সান্যালের
**বীরেশ্বর বিবেকানন্দ** ৩·০০

সচিত্র নূতন সংস্করণ
**জানালা** ২·০০

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
**প্রাচীন মিশর** ৩·৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
**পথের দাবী** ৩·০০

নূতন সংস্করণ
বুদ্ধদেব বসুর নূতন উপন্যাস
**শোণপাংশু** ৪·০০

মনোজ বসুর নূতন বই
**ডোঙার পৌরবে** ৪·৫০

বিমল চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস
**বেত্রবতী বয়া নদী** ৩·৫০

বুদ্ধদেব বসুর
**কালিদাসের মেঘদূত** ৬·০০
[ নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হবে ]

---

অবশ্য বই

দ্বিজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
**চৌপ ও চৌপর** (নাটক) ২·০০

শচীন্দ্রনাথ সরকার
**পৌরাণিক অভিধান** ৭·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের
**মন্দিরময় ভারত**
সচিত্র মূল্য ৮·০০ বিশেষ মূল্য ৬·০০

[illegible] ৩·৫০
[illegible] ৩·৫০
[illegible] ৩·০০
[illegible] ৩·০০
[illegible] ৩·৫০
[illegible] ৩·৫০
[illegible] ৬·০০
[illegible] ২·৫০
[illegible] ৩·২৭
[illegible] ২·৫০
[illegible] ৬·০০
[illegible] ৪·০০

এস, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করুন !

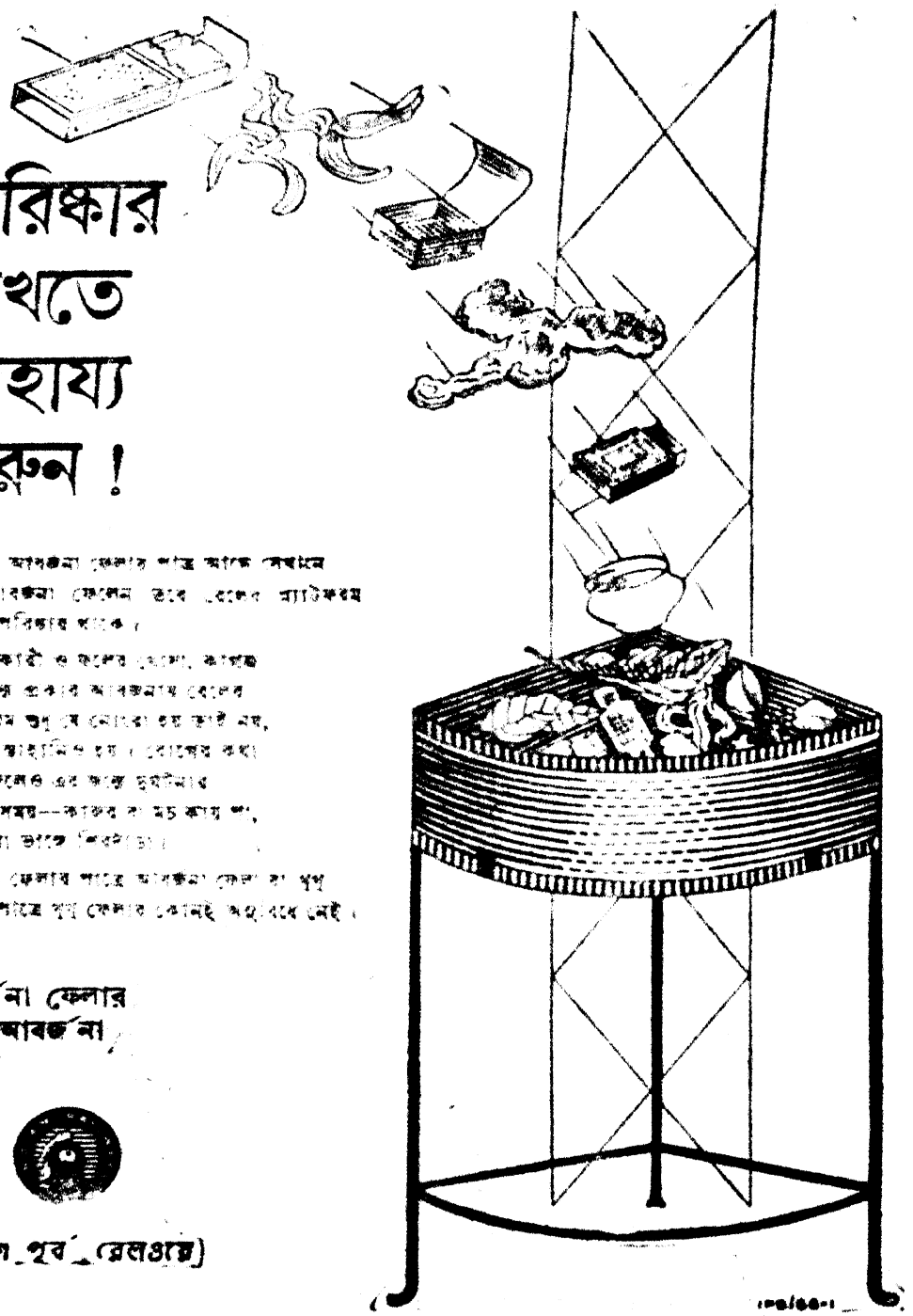

যেখানে আবর্জনা ফেলার পাত্র আছে সেখানে যদি আবর্জনা ফেলেন তবে রেলের প্ল্যাটফরম আরও পরিষ্কার থাকে।

তরিতরকারী ও ফলের খোসা, কাগজ ও অন্যান্য প্রকার আবর্জনায় রেলের প্ল্যাটফরম শুধু যে নোংরা হয় তাই নয়, এতে স্বাস্থ্যহানিও হয়। খোসের কথা ছেড়ে দিলেও এর অল্প দুর্গন্ধেও ভয় সব সময়—কারুর বা মচ্ কায় পা, কারুর বা ভাঙে শিরদাঁড়া।

আবর্জনা ফেলার পাত্রে আবর্জনা ফেলা বা খুব ফেলার পাত্রে খুব ফেলার কোনই অর্থ বোধ নেই।

**আবর্জনা ফেলার পাত্রে আবর্জনা ফেলুন**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| গুণী সম্বর্ধনা— ... | ... .. ... | ৮০৯ |
| প্রসঙ্গত— ... | .. ... ... | ৮১০ |
| দ্বিতীয় মত—রঞ্জন | ... .. | ৮১১ |
| জালবেয়ার কামু—শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৮১৩ |
| তৃষার হরিণী—শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় | .. ... | ৮২৭ |
| নিজের হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅরুণ চৌধুরী | ... | ৮২৯ |



## প্রকৃতি শ্রী

নবরূপে পুনঃপ্রকাশ

সম্পাদনা: চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
আধার সম্পাদনা: রাধারমণ চক্রবর্তী

SONGS
OF THE SEA . 4.00

আপনার আত্মীয়া বন্ধু বান্ধব ও ছাত্রছাত্রীদের (শিক্ষার্থী) এই ছবির সুন্দর সংকলন (বাংলা) হতে আমাদের সংস্করণ হতে এ-বইয়ের সংকলন সংগ্রহ করিবেন।

## পৌষের বই :

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস **ইস্পাতের ফলা** ৩.৫০

শিবরাম মুখোপাধ্যায়ের **লাবণ্যের এনাটমি** ৩.০০

হিমানীশ গোস্বামীর **লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়** ৩.০০

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের **উনিশ শ পঞ্চাশের মেপালে** ৩.০০

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার অভিমতের কতকাংশ :

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস রিকশার গান ৩.০০

বিভূতিভূষণ লিখিত উপন্যাস। ... —আনন্দবাজার

আমাদের সম্প্রতি প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইগুলি :

দীপক চৌধুরীর নূতন উপন্যাস নীলে সোনার বসতি ৩.৫০

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস মাঝির ছেলে ২.৫০

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর ৩.৫০

... ২.০০ ...

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটিং ১৯-এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

## দেবশ্রীর বই

: উপন্যাস :

| | |
|---|---|
| নর-বিগ্রহ | ৩·৫০ |
| প্রাণ ও পাষাণ | ৫৲ |
| স্বাক্ষর | ৩·৫০ |
| মেঘমেদুর | ৩·৫০ |
| জ্যোতির্ময় | ৫৲ |
| জীবন রুদ্র | ৩·৫০ |
| কালরুদ্র | ৪৲ |
| মহারুদ্র | ৪৲ |
| সন্ধ্যারাগ | ৪·৫০ |
| চিতাবহ্নিমান | ৪৲ |

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

| | |
|---|---|
| ওরা কাজ করে | ৫৲ |
| সাহিত্যিক | ২·৫০ |
| মরা নদী | ৫৲ |

রুবেন রায়

| | |
|---|---|
| সুখর মুকুর | ৪৲ |
| মর্তের মৃত্তিকা | ৩·৫০ |
| আরাত্রিম | ৪৲ |
| জাগ্রত জীবন | ২৲ |

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

| | |
|---|---|
| বন্ধনহীন গ্রন্থি | ৩৲ |

সরলা বসু রায়

| | |
|---|---|
| পথ ও পাথেয় | ২৲ |

: জীবনী :

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

| | |
|---|---|
| পরিত্রাতা বিজয়কৃষ্ণ | ৫৲ |

: কিশোর উপন্যাস :

| | |
|---|---|
| সবুজ বনে দুরন্ত ঝড় | ১·২৫ |
| চোর যাদুকর | ১·২৫ |

দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ

৫৩কি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলি-৯



বীরেশ্বর বসু

# চা মাটি মানুষ

দাম চার টাকা

কয়েকটি অভিমত

সমস্ত জীবন বাংলা দেশের উত্তর প্রান্তের চা-বাগানে কাটাইয়া কবি ও কথা-সাহিত্যিক শ্রীবীরেশ্বর বসু চা-বাগানের মাটি ও মানুষকে বাংলা সাহিত্যে এই উপন্যাসে চিরস্থায়িত্ব দান করিলেন। বীরেশ্বরবাবু মুলিয়ানার সঙ্গে মাটির মহিমা ও মানুষের মহত্ত্বকে যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পরিয়াছেন ইহাতে আমরা প্রীত হইয়াছি। চা মাটি মানুষ কাহিনী পাঠকের আনন্দ এবং ঔপন্যাসিক পাঠককে তৃপ্তির খোরাক যোগাইবে। —শ্রীসজনীকান্ত দাস

বীরেশ্বরবাবু যে সমর অভিজ্ঞতার জোরে এটুকু অসংকোচে বলা যায়। চায়ের ব্যাপারে তাঁর যেমনি জ্ঞান তেমনি কৌতূহল। চা-বাগান থেকে কিন্তু জীবিকা অর্জন করে, তাকে চোখে আঙুল দিয়ে ও আবরণ করে এনেছেন। সে অভিজ্ঞতা কিছু হাল জীবনের অন্তরঙ্গ রেখাচিত্রের একটি নতুন স্বাদ। সেই স্বাদই তিনি বাংলা সাহিত্যে যুক্ত করে দিলেন। তাঁর চা মাটি মানুষ-এ চা-এর নিসর্গের মানুষ, মাটির বিশেষ সরসতা আর মানুষের রক্তের জটিলতাকে ইঙ্গিত, সবই রয়েছে।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

চা মাটি মানুষ উপন্যাসে এমন একটি অনাস্বাদিত স্থানের এমন কতকগুলি মানুষের কথা বলা হইয়াছে, যাহাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের সুযোগ ছিল অত্যন্ত কম। লেখকের সেই অপরিচিত মানুষগুলির জীবনযাত্রা সুখ দুঃখ বেদনাসহ, নিজস্ব স্বকীয়তায় এবং বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাস্তব আহার প্রতিটি পৃষ্ঠায় পুস্তকখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এ দেশে চা-বাগানের ইতিহাস এক পুরাতন কাহিনী, কিন্তু এ কাহিনী লিখে এর আগে কেউ এমন মহানুভূতির সঙ্গে এমন রসসম্পদে ভরি তোলেন নি। সুস্থ পর্যবেক্ষণ শক্তি, চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা ও জীবনাভাসটির সুষ্ঠু বেষ্টন করার অনায়াস কৌশল লেখক আয়ত্ত করেছেন; বাস্তব জগতের বাস্তবিক অবস্থা সত্ত্বেও মাটির ধূসর ধরিত্রীতেও এক বিস্তৃত জীবনকথা হয়ে উঠেছে। লেখকের সুগভীর বাস্তবানুভূতি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, মানবীয় সহানুভূতি ও প্রসন্ন জীবনবোধ আমাকে বিশিষ্ট করেছে। আমি এই নিপুণ শিল্পী ও জীবনরসিককে সানন্দ ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

—অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশ



প্রকাশিত হল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

উপন্যাস

# মানুষের মতন মানুষ

শিউলীতলা জেলের অসাধারণ মানুষের ভিড় থেকে যে-চরিত্রটিকে শৈলজানন্দ আমাদের চোখে এনেছেন তিনি মহৎ, মহান। যারা অনাত্মীয় পরের জন্য নিজের সর্বস্বকে তিনি অনায়াসে বিলিয়ে দিতে পারেন.....এ উপন্যাস শৈলজানন্দের সমস্তপ্রতিভাকেও ছাড়িয়ে যাবে, এর প্রমাণ করবে। দাম ৩·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস

# প্রিন্সিবার বিয়ে

ত্রিশঙ্কুর প্রেম এবং পাশ করা নিয়ে সমস্যার আকাশ ছিন্ন একখানি সরস এবং অনবদ্য হাসির উপন্যাস। দাম ২·৭৫

— অন্যান্য গ্রন্থ —

বিমল কর

| | |
|---|---|
| কাদম্বরের আত্ম | ১·১০ |
| সোনারুপোর কাঠি | ২·০০ |

সতীনাথ ভাদুড়ী

| | |
|---|---|
| অনোবাসিতা (২য় সং) | ৩·০০ |

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

| | |
|---|---|
| আদিগন্ত (২য় সং) | ২·৫০ |

বীরেশ্বর বসু

| | |
|---|---|
| উৎসব | ২·০০ |
| ধান | ২·০০ |

প্রেমেন্দ্র মিত্র

| | |
|---|---|
| রবীন্দ্র কাব্যের পথ | ২·৫০ |

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

| | |
|---|---|
| বিদ্রোহীবিলাস | ৩·০০ |

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

| | |
|---|---|
| কলিকলঙ্ক | ৪·০০ |

শৈলজানন্দ

| | |
|---|---|
| কয়লা আমার সোনা | ২·৭৫ |

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

| | |
|---|---|
| কয়লার প্রহর | ২·৭৫ |

সৌরীন্দ্রশঙ্কর ভট্টাচার্য

| | |
|---|---|
| ভাষাবন্ধন | ৬·০০ |

হরপ্রসাদ মিত্র

| | |
|---|---|
| কবিতার বিচিত্র কথা | ৮·০০ |

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

| | |
|---|---|
| কবিতা ও কবিকৃতি | ৮·০০ |

সুনীল বসু

| | |
|---|---|
| ভোরের এক | ২·৫০ |

শিবরাম চক্রবর্তী

| | |
|---|---|
| বিয়ের ফুল ঘট | ২·৭৫ |

কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| প্রথম কদম ফুল— | শ্রীসচ্চিদানন্দকুমার সেনগুপ্ত ... | ৮৩৩ |
| বাইশে শ্রাবণ— | শ্রীনিরুপমা দেবী মহলানবিশ ... | ৮৩৯ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম— | শ্রীবিমল মিত্র ... ... | ৮৫১ |
| বর্ণপরিচয়— | শ্রীসমরেশ কবীন ভট্টাচার্য ... ... | ৮৫৩ |
| ট্রামে-বাসে— | ... ... ... ... | ৮৬৩ |
| বিশ্ববিচিত্রা— | ... ... ... ... | ৮৬৫ |



শ্রীযুক্ত
রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ

ডাঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়
প্রথম পর্ব
[illegible]

[illegible]

[illegible]

১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ কলিকাতা পাবলিশার্স



অনুবাদ-সাহিত্যের সেরা বই

গল্প ও উপন্যাস :

মাক্সিম গর্কি
মা ৪·০০

আলেকসি টলস্টয়
অগ্নিপরীক্ষা
১ম খণ্ড দুই বোন ৫·০০
২য় খণ্ড উনিশ-শো-আঠারো ৫·০০
৩য় খণ্ড বিষয় প্রভাত ৬·০০
তিন খণ্ড একত্রে ১৫·০০

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি
ইস্পাত ৬·৫০

হাওয়ার্ড ফাস্ট
স্পার্টাকাস ৫·০০

আলেকজান্দার কুপরিন
রক্তবলয় ৫·৫০

লিওনিদ সোলোভিয়েভ
বুখারার বীর কাহিনী ৩·৫০

মিখাইল শলোখভ
ধীর প্রবাহিনী ডন ১·০০
সাগরে মিলায় ডন
১ম খণ্ড ৬·০০

ভ্রমণ :

মাক্সিম - ভ্লাদিমভ - ভেলিচ
সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে ৩·০০

ভেলিচ
টলস্টয় প্রসঙ্গে ৩·৬২

মাক্সিম গর্কি
নানা লেখা ৪·৫০

সংস্কৃত-কথা :

জ্যাঁ রিশার ক্রিস্টফ
ফরাসীর গল্প থেকে ১·৭৫

লোক বিজ্ঞান :

ইভান ও ভেরোভ
মানুষ কি করে বড় হল ৩·৫০

হি. আই প্রকাশ
অতীতের পৃথিবী ১·৬২

এফ-আই চেস্টনভ
ফায়নোস্কিয়ারের কথা ১·৫০

বৃহৎ বিজ্ঞান-কাহিনীকার
চাঁদে অভিযান ৩·০০

এ. এন ভারাভভ
মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ৭·০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-১২
১৫৩ ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা-১৩

ক্রেও এণ্ড কোম্পানীর

# শান্তি রস সালসা

রক্তশোধক বলবর্দ্ধক
বাত ও বেদনা নাশক

৪৩১/৭এ, অপার সিঃ পুল রোড
ব্রাঞ্চ : ৩১/২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আরো পরিষ্কার!
আরো ঝরঝরে!

# মার্গো

টয়লেট

## সোপ

বিশেষ গুণসম্পন্ন
স্নিগ্ধ-সবুজ প্রসাধন সাবান

প্রস্তুতকারক
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা ২৯

CMC-13 BBM

# রবিনসন্স 'পেটেন্ট' বার্লি

খেয়ে

দু'জনেই ভালো আছেন

বাচ্চাদের যখন মায়ের দুধ দেওয়া চলে না, তখন সবসময়ই ডাক্তারেরা গরুর দুধের সঙ্গে রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি খাওয়াতে বলেন। রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি মেশানো থাকলে গরুর দুধ বাচ্চাদের পেটে চাপ বাঁধতে পারে না বলে হজম হয়। তাছাড়া, বাচ্চারা খেয়ে তৃপ্তি পায় আর তাদের জন্যে ভালোভাবে গড়ে ওঠে। আপনার ছেলেমেয়েদের বাড়িয়ে দেখুন, ওদের স্বাস্থ্য কত সুন্দর হয়!

এই বার্লিতে অনধিক [illegible] মাখন বি-পি-ক [illegible] মিশিয়ে তৈরি সান্ত্বনা ও [illegible]

## রবিনসন্স 'পেটেন্ট' বার্লি

রোগভোগের পরও পুষ্টির জন্যে রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লির ওপর নির্ভর করা চলে। অসুখে ভুগে হজমের ক্ষমতা কমে গেলে এই বার্লি একান্ত উপযোগী।

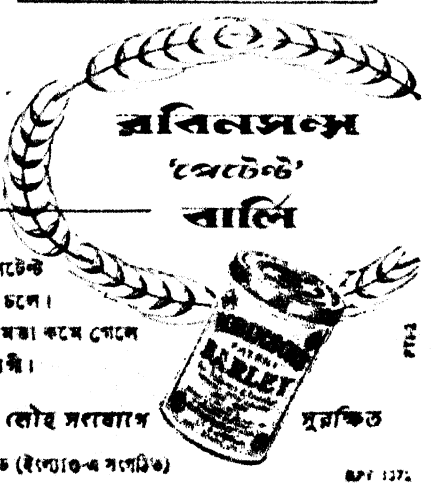


*ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

অ্যাটলান্টিস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (ইংল্যাণ্ড-এ সংগঠিত)

BPI 137A

GOVERNMENT LIBRARY

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—চক্রবর্তী | ... | ... | ... | ৮৬৬ |
| পুস্তক পরিচয়— | ... | ... | ... | ৮৬৭ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | ... | ... | ... | ৮৭০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | ... | ... | ... | ৮৭৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | .. | ... | ... | ৮৮০ |



আগামী বাংলা নববর্ষে বাহির হইবে
সুরম্য, পরিপাটি, রচনা-গৌরবে শ্রেষ্ঠ
নববর্ষ-সংকলন

# মধুরাংশ্চ

সম্পাদক:
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
প্রকাশক:
শ্রীজমিররঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নানা-সাহিত্যিক "মধুরাংশ্চ" বিদগ্ধ-জনের নিকট অপরিচিত সম্ভবতঃ নাই বলিয়া আমরা বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আর একটি সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের রচনা-সম্ভার এই সংকলনটি পূর্বের মানকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। পাঠক জন, সাহিত্যের জন্য উপহার প্রদানে "মধুরাংশ্চ" অপরিহার্য। আমরা গ্রাহক, বিজ্ঞাপন-দাতা, পুস্তক-বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপন-এজেন্টদের সহযোগিতা কামনা করি।

• • • •

সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে

## বরণীয়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাংলার বহির্ভারতে যাঁহারা সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরিয়া মহান ব্রতের সহিত নিষ্ঠাভরে জড়িত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের বর্ণময় জীবনের কাহিনী হৈমন্তী বাঙ্ময়ী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

বাংলাটি অপূর্ব
প্রেমের গল্প

## সুভদ্রার ডিভোর্স

একালের শক্তিশালী কথাশিল্পী
দক্ষিণারঞ্জন বসুর
একখানি অনবদ্য গল্প-সংকলন
মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

•

## এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
ফোন: ৩৪—১৬০৬
গ্রাম : প্রকাশিকা



প্রকাশিত হল—

## অবধূতের

নবতম বিস্ময়কর উপন্যাস

# দেবারিগণ

"আজ নয়, কাল নয়—অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে হয়তো এ কাহিনী লুকিয়ে আছে। আশায় মানুষ বেঁচে আছে। আশা করতে দোষ কি যে, এমন একটা সময় আসছে যখন যুদ্ধ, ভেজাল, দুরাচার—এই তিন শত্রুর কবল থেকে আমরা মুক্তি পাব। তখনকার সেই অভিশাপমুক্ত জাতির কাছে হয়তো আমার এই কাহিনীটির কিছু মূল্য হবে।"

— সাড়ে চার টাকা —

পুস্তক প্রকাশিকা
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

# প্রচ্ছদপট

নিত্যকালের চিত্তস্পন্দী উপন্যাস

দাম : ৩·৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# মনের মানুষ

ভালোবাসার আপন জনকে হারাবার প্রজেডি—
করুণ-মধুর ভাবনায় ভাস্বিত রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ

দাম : ৩·০০ টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন...

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | । | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | । | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |
| রূপসী রাত্রি | । | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৫·০০ |
| ভারত প্রেমকথা | । | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৬·০০ |
| শতকিয়া | । | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৮·০০ |
| তিন শূন্য | । | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৩·৫০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | । | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | । | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ | ৪·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | । | সরলাবালা সরকার | ॥ | ৫·০০ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | । | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ | ৩·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | । | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ২·২৫ |

...প্রকাশের অপেক্ষায়...

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | । | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |

## আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯


# আমাদের নিবেদন

অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে, প্রতিমাসে, গল্পভারতীর নিয়মিত নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একটি বিশেষ সংযোজন দেওয়া হইতেছে। ইহাতে গল্পভারতীর উৎকর্ষ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না। এই মূল্যে এই বিচিত্র ও পরমউপভোগ্য সংযোজন পাঠকবর্গের নিকট অপরিসীম হইবে ও তাঁহাদের আনন্দ বর্ধন করিবে।

এই নিদারুণ অর্থসঙ্কটের দিনেও বহুব্যয়সাপেক্ষ এই প্রয়াস যাহাতে সফলমণ্ডিত হয়, সেজন্য আমরা আমাদের সহৃদয় গ্রাহক, অনুগ্রাহকবর্গ, বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্টগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি। গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ নব কলেবরে সমৃদ্ধতর ও সমৃদ্ধ গল্পভারতীকে অধিকতর প্রীতির চক্ষে দেখিবেন এই আমাদের আশা। দেশের সর্বত্র বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে সুপ্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এই সর্বপ্রিয় পত্রিকার অভিনব, নিয়মিত ও চিত্তাকর্ষক সংযোজনার দ্বারা বিজ্ঞাপনদাতাগণ পূর্বের পরিমাণে উপকৃত হইবেন ইহা সুনিশ্চিত। এজেন্টগণও নানাভাবে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্পভারতীর বর্ধিত বিক্রয় অধিকতর লাভবান হইবেন — ইহা নিঃসন্দেহ। বঙ্গভাষায় বহু পত্রিকা আছে। কিন্তু এক মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গল্পভারতী তাহার জয়যাত্রা সুরু করিয়াছে এবং তাহার সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে দেশবাসীর উপর। দেশবাসীর নিকট আমাদের নিবেদন গল্পভারতী যেন তাঁহাদের সক্রিয় সমর্থন ও উৎসাহদান হইতে কখনও বঞ্চিত না হয় এবং ইহার নব নব প্রচেষ্টার প্রতি তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা যেন চির-সজাগ থাকে।

যে আদর্শ লইয়া গল্পভারতী বঙ্গভারতীর বেদীমূলে দীপ জ্বালিয়াছে, সেই আদর্শের দীপালোকে বাংলাসাহিত্য ও বাংলার সংস্কৃতি যেন সমুদ্ভাসিত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এই আমাদের একান্ত কামনা। সকলের মিলিত সহযোগ ও শুভেচ্ছায় গল্পভারতীর এই নব প্রচেষ্টা সার্থক হউক।


# গল্প-ভারতী

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ৬ ফোন—৫৫-৩২৯৪

DESH 40 Naya Paisa
Saturday 16th January 1960

২৭ বর্ষ ১১ সংখ্যা ৫০ নয়া পয়সা
শনিবার ২ মাঘ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

গত ১৩ই জানুয়ারী প্রীরাজশেখর বসুর পুরাতনী বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার নিবাসে বিদায় বন্ধু মহাশয়কে সম্বর্ধিত ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিবার জন্য সমবেত হন। বিন্দু এইদিন তাঁহারা কেহ সম্ভব হয় নাই। তাহার কারণ বন্ধু মহাশয়ের আকস্মিক অসুস্থতা। এমনিতে আজ বহু বৎসরাবধি তিনি বাহিরে আসা-যাওয়া করেন নাই। এই বৎসরের আরম্ভে বিশেষ করিয়া তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। তাঁহার মনের সজীবতার সহিত শরীরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

[illegible] বন্ধুবান্ধবদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাসভবনে [illegible] বিন্দু সর্বাপেক্ষা আনন্দিত হইয়াছেন তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুরা। বিন্দু চক্ষুলজ্জা বশতঃ প্রবেশ করিতেন, প্রথমে কাহারও দেখা পাইলে কিছু বলিতে পারিতেন না। তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুরা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, এ যেন ঘরের দরজা খুলিয়া সামনে দেখা গেল এক মহাদিগন্ত—পরশুরামের অমরাবতীও যেখানে ম্লান হইয়া যায়।

আর প্রথম আলাপেই সেই বিস্ময়কে তিনি বৎসরের উপরে তিনি সমান সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। পরশুরামের বসরচনা বাঙ্গালীর কাছে একটি স্মরণীয় প্রতিষ্ঠান পরিণত হইয়াছে। আজ বিশ তিন বৎসর পূর্বে প্রকাশিত পরশুরামের গল্পগুলি খুলিয়া প্রথমেই পরশুরামের রচনা দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, কখনো ফাঁক পড়িলে মনে হয় কালের ঘড়ি বুঝিবা বিকল হইয়াছে। রসরচনায় পরশুরাম পূর্বসূরিহীন, আর এতদিনেও তাঁহার উত্তরসূরি দেখা দিল না। বঙ্গসাহিত্য প্রবাহে বিদ্যুতে বর্ষণে, আতপে

## গুণী সম্বর্ধনা

জ্যোৎস্নায় মায়াগম্ভীর এই মনোরম ঘটনার তুলনা নাই।

কিন্তু কথা হচ্ছে রাজশেখর বসুর প্রতিভার সর্বস্ব মনে করিলে ভুল হইবে। প্রথমতঃ তিনি মনীষী বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, সমাজসংস্কারক, অভিধানিক, বাগবৈদগ্ধ্য পরিচয়ে সম্বলনার্হ, আর সাহিত্যের মূল রসায়ন ও মহা-

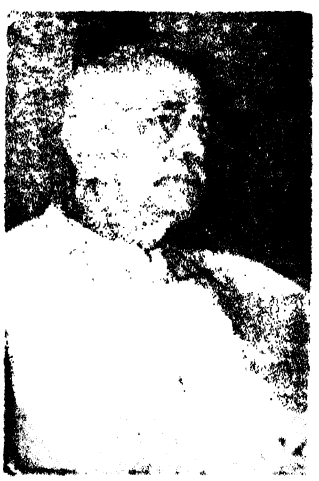

প্রীরাজশেখর বসু

ভাবের নব কলেবর প্রদাতা। কিন্তু এখানেও তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। একটি সুবৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন তিনি দীর্ঘকাল, সেখানেও সমান কৃতিত্ব। বাংলা অক্ষর ও বানান সম্বন্ধেও তিনি নূতন নির্দেশ দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক, ব্যবহারিক ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভার সমান অধিকার তাঁহার সম্বন্ধে বিস্ময়ের প্রধান কারণ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই, অন্য দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেও এরূপ উদাহরণ দুর্লভ। তাঁহাকে প্রদত্ত মানপত্রে বলা হইয়াছে—রসের উদক ক্ষেত্র হইতে মনীষার দুর্গম পথে আপনার প্রবেশ আর এক বিস্ময়। চলন্ত ট্রামকে আপনি অতিক্রমনিক স্থায়ীর সন্ন করিয়েন, প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারত নবরূপায়ণের ধারণ করিয়া আপনার হাতে। বৈজ্ঞানিক নিরাসক্ত বুদ্ধিকে সাহিত্যের সহিত মিলিত করিয়া বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন মনোরম রসের সৃষ্টি করিলেন আপনি। মনীষা ও রসের সমন্বয়তীর্থ প্রতিষ্ঠা আপনার হাতে।

আমাদের মনে হয় [illegible] কথা, রাজশেখর সম্পর্কে [illegible] তিনি একটি নূতন [illegible] সৃষ্টি করিয়াছেন, বিজ্ঞানের [illegible] ও বিশ্লেষণী মনোভাবের সহিত [illegible] সমন্বিত। [illegible] যদি আমাদের দ্বিধাহীন চিত্তে [illegible] একটি কথা বলিতে হয় যে, রাজশেখর বসুর [illegible] বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা। আর এই নূতন মনোরম [illegible] সাহিত্যে নূতন [illegible] সম্ভব করিয়া [illegible] সন্দেহ নাই। [illegible] বিজ্ঞানিক-মানসের সঙ্গে মিলন [illegible] মনীষী ও সাহিত্যিক রাজশেখর সম্পর্কে দ্বিধা ও দ্বৈধীর উপরে এমন প্রত্যয় কিভাবে করিতেছেন তিনি সম্ভবতঃ বন্ধুবান্ধবের সম্বর্ধনার উত্তরে বলা [illegible] করিয়াছেন। [illegible] তিনি তাহা নিশ্চিত [illegible] আমরাও তাহাতে [illegible] করিতেছি। তিনি [illegible] তিনি [illegible] মনের [illegible] তিনি [illegible] বন্ধু, যাহার তুলনা নাই।

আগামী ১৮ই মাঘ তাঁহার [illegible] বৎসর পূর্ণ হইবে।

তাঁহার শেষ জীবন [illegible] হোক ইহাই আমাদের কামনা।

# প্রসঙ্গত

'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকার আসামের প্রতিনিধি শ্রীহেমন্ত-কুমার গুপ্ত এবং 'প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার' প্রতিনিধি শ্রী পি এস থুপ্পার মৃত্যু নিতান্ত শোকাবহ ঘটনা। আসাম বিধান সভায় চেরাপুঞ্জি উপ-নির্বাচনে ভোটগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে তাঁরা চেরাপুঞ্জি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরবার পথে তাঁদের বাসটি পঁচিশত ফিট নীচে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় আরও চারজন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এবং আরও বহু লোক আহত হয়েছে।

উভয়েরই প্রথম যৌবন রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে কেটেছে। এবং উভয়কেই তার পুরস্কারস্বরূপ কারাবরণ করতে হয়েছে। তীক্ষ্ণধী ও নির্ভীক শ্রী গুপ্ত ফিজি ও নাগা বিদ্রোহ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেষণ করেছেন। চীন কর্তৃক লংজু আক্রমণের সংবাদও বিশ্ব-বাসীকে তিনিই প্রথম জানান। সংবাদ-সংগ্রহের জন্যে কোনো বিপদ এবং বাধাই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। এঁদের মৃত্যুতে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হল, তা কোনোদিন পূরণ হবে না। মৃত্যুকালে শ্রী গুপ্তের বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বৎসর। শ্রী থুপ্পা আরও অল্পবয়স্ক। আমরা উভয়ের অকালমৃত্যুতে স্বজন-বিয়োগ বেদনা অনুভব করছি এবং তাঁদের পরিজনবর্গের গভীর শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

•

সর্বজনশ্রদ্ধেয় রস-সাহিত্যিক শ্রীরাজ-শেখর বসু মহাশয়ের বয়স আগামী মার্চ মসে ৮০ বৎসর পূর্ণ হবে। এই উপলক্ষে তাঁর অনুজ সাহিত্যিক ও বন্ধুগণ তাঁকে বকুলবাগান রোডে তাঁর বাসভবনে সম্বর্ধনা জানান।

সম্বর্ধনার উত্তরে বসু মহাশয় বলেন,

"আপনারা এতজন মানী কৃতী গুণী এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আমাকে অভিনন্দিত করেছেন, তাতে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমার বিশেষ আনন্দের কারণ বেশের বন্ধুদের মাঝে মাঝে পৃথক পৃথক দেখেছি আজ তাঁদের একত্র দেখছি।

"আমার একটা মজ্জাগত লজ্জা আছে, বয়স আশি হলেও তা রয়ে গেছে। একটু আধটু প্রশংসা যদি দূর থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে, তাহলে অবশ্য খুশীই হই। কিন্তু যদি শিলা-বৃষ্টির মতন ঘনীভূত প্রশস্তি মাথার ওপর এসে পড়ে, তবে আতঙ্কিত হই, মনে হয় ধরিত্রী ফাঁক হয়ে আমাকে একটু আশ্রয় দিন। ভাগ্য-ক্রমে আমি কালা, আপনাদের অনেক কথাই শুনতে পাইনি। তথাপি যেটুকু শুনেছি তাতে আমার ভরাপুকুর কাল ভাসা হয়েছে। যাই হক, আমার আক্কেলের লক্কটা কেটে গেছে, এমনিতর আবার এরকম হবে তারও সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এখন আমি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি।

"যেমন বিশেষ বিশেষ বিদ্যা না শিখলে উকিল ডাক্তার বিজ্ঞানী ইত্যাদি হওয়া যায় না, তেমনি স্থূলের আর কিছু কিছু বিদেশের সাহিত্যে ভালরকম জ্ঞান না থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না, তবে লেখক হওয়া যায় বটে।

"বাংলা আর বিদেশী সাহিত্যে আমার জ্ঞান অতি অল্প সেকারণে আমি সাহিত্যিক নই। আসলে আমি আধা মিস্ত্রী আধা কেরানী। অভিধান তৈরী আর পরিভাষা বানান ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া মিস্ত্রীর কাজ, আর প্রমথন মহাভারত অনুবাদ কেরানীর কাজ। প্রমথর বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লিখেছি বটে, কেউ কেউ মন দিয়েও আমার তা পড়ছেন হয়তো। কিন্তু আধুনিক বাঙলা ভাষায় যাকে বলা হয় 'সৃজনধর্মী সাহিত্য' তার মধ্যে আমার রচনার স্থান হয়নি। 'লিলেসেহিতার' মতন অবশ্য হয়ের লেখও একটু আধটু আড় ভাঙা আর বিপদ্ধারা হয়ে আছে।

পরিশেষে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি, আপনাদের নয়, নিজেকে। আজ আপনাদের প্রীতির যে নিদর্শন পেয়েছি তাতে আমি সত্যই ধন্য এবং অত্যন্ত সম্মানিত হয়েছি।"

•

সম্প্রতি বৃহস্পুত্র-সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠান প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। এই গভীর, বেগবান ও প্রশস্ত নদের উপর বাঁধ নির্মাণের প্রয়াস পৃথিবীতে বেশি হয়নি। এর দ্বারা উত্তর আসামের সঙ্গে দক্ষিণ আসামের, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের রেল ও পথের সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। সেদিক দিয়ে এই সেতুর সার্থকতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তথাপি এত বড় একটা সেতুর উদ্বোধন-কার্যকে অভিনন্দন জানাবার সময় মনুষ্যের মন থেকে সংশয় ও উদ্বেগ যে একেবারে তিরোহিত হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। স্বাধীন ভারতে অনেক বৃহৎ পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু তার সবগুলিই যে খুব সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সাম্প্রদায় এবং মন্বন্তরকে কেন্দ্র রোধে ব্যর্থ হয়েছে। তথাপি আশা করি বৃহস্পুত্র সেতু নির্মাণের মহদুদ্দেশ্য সার্থক হবে।

•

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে। এর জন্যে সরকারী তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতদিনেও এর সুসমাধান হল না। বরং সমস্যা যেন ক্রমেই জটিলতর হচ্ছে এবং উদ্বাস্তুদের ভিতরে অসন্তোষ প্রবলতর হচ্ছে।

দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের কথাই ধরা যাক। দণ্ডকারণ্য, এমন কি, আন্দামানে যেতেও মোটামুটি উদ্বাস্তুদের অনিচ্ছা নেই। সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু প্রেরণের সরকারী নীতির বিরোধী নন। তাঁরা সেখানে জোর করে উদ্বাস্তু প্রেরণের একান্ত বিরোধী। তাঁদের আশঙ্কা তার স্বাধ পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সরকার পক্ষ থেকেও বলা হচ্ছে, কোনো উদ্বাস্তু পরিবারকেই জোর করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হবে না। অথচ দণ্ডকারণ্য নিয়ে এত বাক-বিতণ্ডা ও মনোমালিন্য কেন?

উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে পরিস্থিতি প্রসঙ্গে কংগ্রেসের উদ্বাস্তু উপ-সমিতির সভাতেও আলোচনা হয়েছে। এ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়েছে তাতে (১) অর্থনৈতিক পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত কলিকাতা ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলীয় অঞ্চলের মাত্র অর্থনৈতিকভাবে চাপ দেওয়া হয়েছে। এবং (২) দিল্লিসেহিতার উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে কলিকাতা কার্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত ও তার সংলগ্ন উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলি উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি করে-লক্ষ্যে আর্থিক দিক থেকে কার্যে পরিণত করতে অনুরোধ জানান হয়েছে।

সংবাদ থেকে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সরকার পক্ষের মধ্যে মোটামুটি একটা মতৈক্য দেখা যাচ্ছে। তবে উদ্বাস্তুদের ভাগ্য-পরিবর্তনে সাধারণ দেখা যায়?

•

সংবাদ বিশ্বস্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সীমানা-বিরোধের সমস্যাগুলি বিষয় উভয় পক্ষের সংবাদসংস্থাদের সীমাংসিত হয়েছে। পাকিস্তানী প্রতিনিধি সকল দল: ফ্লাইটেনাণ্ট কর্নেল রেখ ও ভারতীয় প্রতিনিধি সকল দল: কর্নেল সর্দার সিংয়ের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হল। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা নিয়ে আরও যদি কোনো নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়, তারও আশু মীমাংসার জন্যে উভয় গভর্নমেণ্ট সচেষ্ট হবেন।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই সীমান্ত-বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল, সমস্যা যেন উত্তরোত্তর জটিলতর হয়ে উঠছিল। এবং যে-কোনো সময়েই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যেই সংঘর্ষের সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল। দেখা যাচ্ছে, বিবদমান দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাংসার আন্তরিক প্রয়োজন অনুভূত হলে তৃতীয় পক্ষের সাহায্য ছাড়াও সীমাংসা সম্ভব এবং অত্যন্ত ভালোভাবেই সম্ভব। পাক-ভারত বিরোধের সুসমাধান শ্রী নেহরুর পঞ্চশীল নীতির জয় ঘোষণা করল।

# দ্বিতীয় মত

॥ বুজন ॥

ডক্টর জোসেফের আহ্বানে প্রথম সভা [illegible] হয়েছিল। অনিবার্য। অন্তর পক্ষে এই সেমেস্টারটি সংক্ষিপ্ত এবং প্রায় যন্ত্রণা, কেননা, সে কাজ নিয়ে হয়েছিল জোসেফের গবেষণা সহায়িকা হতে হয়েছে, এবং সেটা এমন যে এর [illegible] এর অবসানের [illegible] অন্তর নেই। সেইজন্য, ডক্টরেট প্রবন্ধসংক্রান্ত [illegible] কিন্তু এর [illegible] সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ [illegible] কোনো [illegible] করে [illegible] অন্তরে [illegible] আর [illegible] চেয়ে, [illegible] হওয়া [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

হাতে তোলে? অমন জীবন-মরণ? তাক বিভাগের কথাই ধরা যাক, কেননা, প্রতিদিন কপালে দেখি, এর নানা ত্রুটির বিরুদ্ধে অভিযোগ। কাউণ্টারের পিছনে বসে পক্ষ চিরোতে চিরোতে যে-বাবুটি অন্যদিকে লম্বমানা সকলের প্রতি সমান ঔদাসীন্য নিয়ে—নিতান্ত অনিচ্ছায় একটু-আধটু কাজ করেন, মাঝে মাঝে তিনি কি একবারও স্মরণ করেন যে, একটা চিঠি বা মনিঅর্ডার দেরিতে পৌঁছোলে একটা বিরাট পরিবারে বিপর্যয় ঘটতে পারে? সরকারী হাসপাতালে যে শ্রমিক-নায়ক সমাধিস্থ করালেন, তিনি কি ভাবেন যে, কোনো গুরুতরভাবে অসুস্থ রোগী তার ফলে জীবনের আশা থেকে বঞ্চিত হতে পারে? রেলওয়ের সম্পত্তি চুরির পিছনে যে অমিতক্ষমতাশালী গোষ্ঠী আছে, তাদের কেউ কি একবারও ভাবে যে, গাড়ি সময়ে পৌঁছোলো বলে কোনো একজন মায়ের তার মুমূর্ষু ছেলেকে শেষবারের মতো দেখা হোলো না? এ-তালিকা প্রায় অনন্ত।

যে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে ত্রুটি নেই এমন বেশি নয়। অসাধুতা সেখানে বোধহয় অনেক বেশি, যদিও দুর্নীতির অপবাদ প্রধানত সরকারী বিভাগগুলির। কিন্তু সে করণেই হোক, সরকারী চাকরির নিরাপত্তা উদ্যমের পরিপন্থী বলে সন্দেহ করি। সিনিয়রিটির ক্রমক্ষয় পর্যায়ের নীচে উচ্চাভিলাষও বোধহয় শিথিল হবে ভালো কাজ করে? বেশি আর লিখব না।

*

অথচ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। এখনও তো বহুৎ ব্যবধান ছিল ব্যবসায়ীর আয়ে আর কর্মচারীর বেতনে। তবে কেন সিভিল সার্ভিসে ভালো লোকের অভাব হয়নি, যা এখন দেখা যাচ্ছে? তার কারণ আই সি এস—এই তিনটি অক্ষরের মর্যাদা ছিল, এবং এর সমসাময়িক ছিল আদর্শবাদ। শেষের দিকে এতে ভারতীয়ের সংখ্যা ছিল নগণ্য, কিন্তু এর মূলে অনুপ্রেরণা ছিল ব্রিটিশ। ভালোরকম এই রকম। আমরা বিধিনিষ্ঠ হয়ে এই আর্য বর্তের দেশে প্রেরিত হয়েছি এদের নিজেদের হাত থেকে এদেরকে রক্ষা করতে। এই মহান কর্তব্য করতে আমাদের সব রকম আরামের অনুযায়ী। ঈশ্বর ছাড়া কারো কাছে জবাবদিহির দায় নেই। ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাঁর হাতে। আমাদের তুমি শুধু আমার বিবেকের কাছেই দায়ী—এই যে একটা আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, তার ছায়ায় শান্তিতে ঘুমোবার জন্য কম্বলের অভাব নেই, কিন্তু কম্বলের ওপরের অতিরিক্ত কোনো জিনিস নেই নিশ্চয়ই। নিজের মনুষ্যত্বকে রাখা ভালোই মনুষ্যত্বের চেয়ে বড়ো নয়। তাই যখন নিজের ছেলে মনুষ্যত্বের অভাবে চেয়ে থাকে, তখন তাকে নিজের বুকে টেনে নিতে কোনো বিবেকের বাধা হয়তো নেই।

ভারতীয় সিভিলিয়ানদের মধ্যে অনেক ভালো লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অনেকের ধারণা ছিল যে, ভারতীয়দের মধ্যে ভালো লোক নেই। এ-ধারণার একটা ইতিহাস আছে। আমি একজন ভারতীয় সিভিলিয়ানকে জানতাম। তিনি ছিলেন সত্যিকার সুশিক্ষিত। সংস্কৃতজ্ঞ, ইংরেজীতে ভালো লিখতে পারতেন। কেননা, তিনি ছেলে শিখিয়েছেন, কবিতা লিখিয়েছেন, এবং অধিকাংশের একটি লক্ষ্য ছিল তিনি। সংস্কারমুক্ত মনের একজন ছিলেন। তাঁর সঙ্গেই প্রথম চাকরিতে একসঙ্গে কাজের সুযোগ হয়েছিল। এই অসাধারণ লোকটি কাজ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না, এ অভিযোগে আমি সবসময় তাঁকে দিয়েছি। অবশ্য অস্বীকার করিনি। তাই আর কোনো কাজে আমার তাঁকে দরকার হয়নি। সরকারী আফিসারের স্টীমারের ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সফরে বেরিয়েছি। সেবারও আছে শুধু মনে। আর সে কেবিনে কী উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁকে, তার বিবরণ লেখবার দরকার নিশ্চয়ই।

তাঁর জেলাতেই তাঁর অধীনে কাজ করতে হয়েছিল। নিজে আমার পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয়নি। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি একটা গুরুতর ভার ও তাঁর অধীনস্থ মন্ত্রী হয়েছি। তিনি তিনটি কর্তব্যকর্ম নির্দেশ দিয়েছিলেন, সংস্কৃতজ্ঞের মতোই সংক্ষিপ্ত ভাষায়। কেননা, তিনি জেনে নিয়েছিলেন, আমি অধিকাংশ কাজের এবং অধিকারের একটি লক্ষ্য মেনে নিয়েছি। সংস্কারমুক্ত মনিবের একমাত্র ত্রুটি। তার জন্যই তাঁর সেরেস্তাদিতে মাত্র চারবছর একসঙ্গে কাজের সুযোগ হয়েছিল। এই অসাধারণ লোকটি কাজ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না, এ অভিযোগে আমি সবসময় তাঁকে দিয়েছি। অবশ্য অস্বীকার করিনি। তাই আর কোনো কাজে আমার তাঁকে দরকার হয়নি। সরকারী আফিসারের স্টীমারের ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সফরে বেরিয়েছি। সেবারও আছে শুধু মনে। আর সে কেবিনে কী উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁকে, তার বিবরণ লেখবার দরকার নিশ্চয়ই।

তাঁর জেলাতেই তাঁর অধীনে কাজ করতে হয়েছিল। নিজে আমার পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয়নি। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি একটা গুরুতর ভার ও তাঁর অধীনস্থ মন্ত্রী হয়েছি। তিনি তিনটি কর্তব্যকর্ম নির্দেশ দিয়েছিলেন, সংস্কৃতজ্ঞের মতোই সংক্ষিপ্ত ভাষায়। কেননা, তিনি জেনে নিয়েছিলেন, আমি অধিকাংশ কাজের এবং অধিকারের একটি লক্ষ্য মেনে নিয়েছি। সংস্কারমুক্ত মনিবের একমাত্র ত্রুটি। তার জন্যই তাঁর সেরেস্তাদিতে মাত্র চারবছর একসঙ্গে কাজের সুযোগ হয়েছিল।


প্রমথনাথ বিশীর
অবিস্মরণীয় উপন্যাস
কেরী সাহেবের মুন্সী
॥ পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হইল ॥
সাড়ে আট টাকা

তারাশঙ্করের
না
॥ চতুর্থ মুদ্রণ ॥
— আড়াই টাকা —

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
সমুদ্র সফেন
॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥
— সাড়ে চার টাকা —

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# আলবেয়ার কামু

**চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসকে কামু দুদিক থেকে চিহ্নিত করে গেলেন। তিনি পুরস্কার পেয়েছেন সবচেয়ে কম বয়সে, আর, এত কম বয়সে কোনো নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের মৃত্যু হয়নি। সোমবার, ৪ঠা জানুয়ারি মোটর দুর্ঘটনায় কামু পরলোকগমন করেছেন। গত ৭ই নভেম্বর তাঁর ছেচল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল।

১৯১৩ সালের ৭ই নভেম্বর আলজিরিয়ার অন্তর্গত মোনদোভিতে আলবেয়ার কামু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন ভূমিহীন কৃষিমজুর। খুব কষ্টের সংসার। দিন চলছিল একরকম। কিন্তু কামুর বয়স এক বছর পূর্ণ না হতেই বাবার মৃত্যু হয় প্রথম মহাযুদ্ধে। সুতরাং জন্মের কিছুদিন পর থেকেই কামুর জীবনের কঠোর 'রুক্ষতার' সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হয়েছে। নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে ১৯৩৬ সালে কামু আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি ছিলেন দর্শনের ছাত্র।

সাংস্কৃতিক জীবনে কামুর প্রথম প্রবেশ আলজিয়ার্স শহরে নবনাট্য আন্দোলনের সংগঠনকারী হিসবে। বহু খ্যাতনামা লেখকের নাটক তিনি পরিচালনা করেছেন এবং নানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অভিনয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথমভাগে কামু আলজিয়ারস এবং প্যারিস সংবাদপত্রের অফিসে চাকরি করেছেন। জার্মানির নিকট ফ্রান্সের পতনের পর কামু আলজিয়ারে এসে স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। স্কুলের শান্ত পরিবেশে তাঁর নিয়মিত সাহিত্যচর্চার সুযোগ হয়। ১৯৪২ সালে কামু প্যারিস এসে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন। নিজের নিরাপত্তার প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে প্রতিরোধ আন্দোলন সফল করবার জন্য তিনি দিনরাত্রি কাজ করেছেন।

১৯৫৭ সালে কামুকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়

"for his important literary work which illuminates, with penetrating purposiveness, the problems of the human conscience in the contemporary world."

ঐ বছর নোবেল কমিটি আঁদ্রে মালরো, সেন্ট-জন পের্স এবং নিকোস কাজান্ৎজাকিসের দাবিও বিচার করেছিলেন। পুরস্কারের খবর পেয়ে কামু বিস্মিত হয়ে বললেন,

"Had I been a judge, I would have voted for Andre Malraux."

এই উক্তি থেকে কামুর উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য একথা বলতে হয় যে, কামু মালরোর ভক্ত, সাহিত্য সাধনায় তাঁর নিকট ঋণ স্বীকার করতে কামু কখনো কুণ্ঠিত হননি।

১৯৩৭ সালে কামুর প্রথম প্রবন্ধ-পুস্তক বের হয়। মাত্র একশ কপি ছাপা হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী বই Noces প্রকাশিত হয় দু বছর পরে। এ-বইয়ের প্রবন্ধগুলিতে বহুল মনের রোমান্টিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেলেও এখানেই প্রথম লেখকের শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। ১৯৪২ সালে বের হয় দি আউটসাইডার বা দি স্ট্রেঞ্জার। এই উপন্যাস ফ্রান্সে আত্মপ্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে অসম্ভব সমাদর লাভ করে। মানুষ এই পৃথিবীতে


সম্প্রতিক প্রকাশন

সাগর-নগর কুমারেশ ঘোষ ৩·৫০ ॥ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (তৃতীয় খণ্ড) বিনয় ঘোষ ১২·০০ ॥ অপারেশন নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৬·০০ ॥ রাজা ও মালিনী রবীন্দ্রনাথ দাশ ৩·০০ ॥ শ্রীপন্থ সুবোধকুমার চক্রবর্তী ৪·০০

বৃষ্টি, বৃষ্টি! ॥ মনোজ বসু

রাজনৈতিক প্রবঞ্চনার সঙ্গে সংঘাত লাগল সত্যসন্ধ জ্ঞানীর। ফলে সুস্থির থাকতে দিল না ইতিহাসের লাঞ্ছিতকালী সাধককে। তারই সঙ্গে চরিত্রের নিভৃতচারী নিবিড় অনুভূতির আলাপ। সমাজের সর্বদিকে সূক্ষ্ম-দৃষ্টি মনোজ বসুর। তারই সার্থক উদাহরণ এই বৃহৎ এবং মহৎ উপন্যাস। ॥ তৃতীয় মুদ্রণ : ৬·০০ ॥

ভরাসঙ্ক

তামসী (ষষ্ঠ মুদ্রণ) ৫·৫০

লৌহকপাট (প্রথম খণ্ড) : অষ্টম মুদ্রণ) ৫·৫০

লৌহকপাট (দ্বিতীয় খণ্ড : নবম মুদ্রণ) ৫·৫০

লৌহকপাট (তৃতীয় খণ্ড : চতুর্থ মুদ্রণ) ৫·০০

নীলকণ্ঠ

জলা ও প্রত্যয় (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৫·০০

হরেকরকমবা

(দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২·৫০)

চিত্র ও বিচিত্র (চতুর্থ মুদ্রণ : ৩·৫০)

হরেকরকমবা

সপ্তপদী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২·০০ ॥ পুতুলনাচের ইতিকথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫·৫০ ॥ সৈরন্ধ্র মুকুলবা আলীর পঞ্চতন্ত্র, গল্পরকণ্ঠী এবং জলে ডাঙায় প্রত্যেকটি ৩·৫০ ॥ শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫·০০ ॥ বরযাত্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৩·৫০ ॥ রবিতীর্থে বিনায়ক সান্যাল ৪·০০ ॥ কাশ্মীর প্রিন্সেস কার্টনিক ৪·০০ ॥ অমৃতকুম্ভের সন্ধানে কালকূট ৫·০০ ॥ কাবা-বিতান (সিনিয়র কেম্ব্রিজে অনুমোদিত) প্রমথনাথ বিশী ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ১০·০০ ॥ ডেলফি থেকে ডেবজ আনন্দকিশোর মুন্সী ৬·০০ ॥ এরিস্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্যতত্ত্ব সাধনকুমার ভট্টাচার্য ৬·৫০ ॥ বিশেষ-বিভূতি দক্ষিণারঞ্জন বসু ৬·০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা—বারো

আগন্তুকের মতো কয়েক দিনের জন্য বাস করতে আসে। সংসারের অন্ধ নির্মম নিয়মের সঙ্গে মানুষের আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন মিল নেই। তাই তাকে সারাজীবন নিষ্ফল সংগ্রাম করে যেতে হয়। যুরোপের সমকালীন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মনের প্রতিফলন পাওয়া যাবে এই কাহিনীতে। ঐ বৎসরই প্রকাশিত হয় 'দি মিথ অব সিসিফাস'। 'দি আউটসাইডার' যা বলেছেন, প্রবন্ধ-পুস্তক 'দি মিথ অব সিসিফাস' সেই তত্ত্বকেই আরও বিশদ-রূপে আলোচনা করা হয়েছে। করিন্থের রাজা সিসিফাসকে দেবতার অভিশাপে বিরাট এক প্রস্তর খণ্ডকে পাহাড়ের চূড়ার দিকে ঠেলে তুলতে হয়। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। কিছুদূর তোলবার পর পাথর গড়িয়ে নীচে নামে, আবার সিসিফাস পেছনে পেছনে ছুটে এসে ঠেলতে আরম্ভ করে। অবিশ্রাম এই অসম্ভব চেষ্টা চলছে। মানুষের ভাগ্যও তেমনি। জন্মের পর দেখতে পায় সে 'অ্যাবসার্ডের' প্রাচীর বন্দী। সারাজীবন তাকে অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হয়।

কাম্যু (১৯১৩—১৯৬০)

দু বছর পরে 'ক্রস পারপাসেস' এবং 'কালিগুলা' নামে দুটি নাটক বের হয়। প্রথমটিতে বহুকাল পরে প্রত্যাগত প্রবাসী নায়ককে চিনতে না পেরে মা ও বোন কি করে তাকে হত্যা করল, তারই মর্মন্তুদ কাহিনী বলা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে প্রতীকী নাটক। যথার্থ পরিচয় না পেয়ে আত্মীয়-বন্ধুদেরও আমরা কেমন করে নির্যাতন করি, মনুষ্যত্ব বিকাশে বাধা দেই —এই নাটকে কামু তা বোঝাতে চেয়েছেন। 'কালিগুলা' এক তরুণ রোমান সম্রাটের কাহিনী উপলক্ষ্য করে রক্তের হাতে নাস্ত চরম ক্ষমতার স্বরূপ বিশ্লেষণের সার্থক প্রচেষ্টা।

১৯৪৭ সালে প্রকাশ পেল আর একটি উপন্যাস—দি প্লেগ। আলজিরিয়ার ওরাঁ বন্দর শহরের মড়ক অবলম্বনে হয়েছে ডাঃ রেরনর বিরাম নেই একদল লোককে মড়কের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহর রোগমুক্ত করল। এটিও প্রতীকধর্মী উপন্যাস। দ্বিতীয়বার লকডাউনের মতো ভয়াবহ। লেখক ও পাঠকের মনে ছিল হিটলারের কথা। সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করলে এই ভয়াবহ অবস্থাকেও ঠেকানো যেতে পারে।

পরবর্তী প্রবন্ধ পুস্তক 'দি রিবেল ১৯৫১)'-এ কামু য়ুরোপে বিগত দুশ বছরে যত রাজনৈতিক ও চিন্তা বিপ্লব ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করে বর্তমানে বাঁচবার পথ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেছেন। শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা আছে।

কামু তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'দি ফল (১৯৫৬)'-এ নতুন পথ ধরেছেন। এতদিন তিনি বাহিরের বাধা ও এক অন্ধ অসঙ্গত-শক্তির বিরুদ্ধাচারণের জন্যই মানুষের আত্মশক্তির সার্থকতাকে সম্ভব করেছেন। কিন্তু 'দি ফল'-এর নায়ক জ্ঞা-বাপ্তিস্তে ক্লামেন্স উপলব্ধি করেছে তার পতনের জন্য সে নিজেই দায়ী।

ইংরেজী অনুবাদে কামুর সর্বশেষ বই Exile and the Kingdom (১৯৫৭)। এটি ছটি ছোট গল্পের সংকলন। গল্পগুলি আলজিরীয় এবং একটি ফরাসদেশে পরিবেশিত। পরিবেশবিচিত্র অসম্পর্কের সম্পর্কে বিবেকের যাতনাই এই গল্পসমূহে। এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প 'বাধ্যতামূলক'।

কামুর অনেকগুলি বই এখানে ইংরেজীতে অনূদিত হয়নি কেন তা এখানে উল্লেখ করা হল না। তিনি ফ্রান্সের-জন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়িয়ে তুলবার পক্ষে একটি বই লিখেছেন। এটি বোধ হয় তাঁর শেষ রচনা।

সাহিত্য-বিচারকের নিকট কামুর অবশ্য কিছু বিলম্ব ক্ষোভের কারণ হয়েছে। তাঁর রচনা এখনো পরিণতি লাভ করেনি। 'আউটসাইডার' থেকে আরম্ভ করে পূর্বোক্ত কটি বইয়ে তিনি নতুন পথে চলেছেন। কামুর রচনার আঙ্গিক ও মানসিকতার নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিবর্তন লক্ষ্যনীয়। 'আউটসাইডারের' নায়ক মরসো নিঃসঙ্গতা পরিণতিতে সে নিজেকে অসহায় মনে করে। কিন্তু 'দি ফলে' তার বিরোধ জীবনে তেমন নিঃসঙ্গতা নেই। বিরোধ অনেকের সঙ্গে মিলিতভাবে জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করেছেন। 'দি ফল'-এর পূর্ববর্তী রচনায় সমসাময়িক ঘটনা ও চিন্তাধারা বিশেষ প্রধান লাভ করেছে। তাই প্রথম পর্বে জীবনে সাফল্য লাভের অন্তরায় হিসাবে বাইরের ঘটনাকেই বড় করে দেখিয়েছেন কামু। আর এই পর্বে আমরা তাঁর লেখায় মেলভিল, হেমিংওয়ে, জিদ মলরো এবং প্রাচীন গ্রীক লেখক প্রভৃতির প্রভাব সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাই। 'দি ফলেই' কামুর প্রকৃতিগত ফুটে উঠেছে। তাঁর নায়ককে এখানে শুধুই পরিবেশের ক্রীড়নক হিসাবে পাই না, পাই মানুষ হিসাবে। নায়কের মানসিকতা পরিবেশের ঊর্ধে স্থান পেয়েছে। কামু

নীহার রঞ্জন গুপ্তের
সর্বাধুনিক উপন্যাস
পৌষমাসে ভালবাসা
দাম—৮, টাকা
আর, এন, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
২৩, নির্মল চন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

রচনাবলী পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় যে, কীর্তির চেয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনাই ছিল মহত্তর।

কাম্যু নিজেও একথা উপলব্ধি করেছিলেন। উপন্যাসের মানদণ্ডে বিচার করে তিনি তাঁর তিনটি কাহিনীর একটিকেও পুরোপুরি উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। তাঁর মতে 'আউটসাইডার' ও 'দি ফল' শুধু recit বা ধারাবিবরণী, 'দি প্লেগ' হল chronique বা বিবৃতি। এগুলিকে মহৎ উপন্যাস রচনার খসড়া বলা যেতে পারে। কাম্যু দি হার্টলী মানে নাম একটি মহৎ উপন্যাস রচনায় ব্রতী ছিলেন। নায়কের জন্ম থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত জীবনের বিস্তৃত বিবরণ থাকবে এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। এই উপন্যাস রচনার তিনি কিছু খসড়াও তৈরী করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি রচনা করা হয়ে ওঠে নি।

কাম্যু জীবন সম্পর্কে যতটুকু কথা বেশী বলেছেন, তিনি জীবনবিরোধী নন, মানুষ-বিরোধী। এমন অভিযোগ যেটুকু কেউ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। মানুষের অস্তিত্বে উপলব্ধি করে তিনি জীবনের প্রতি নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর এই কাম্যুর জীবনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মহৎ অনুভূতি তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে বহুল পরিমাণে। তাঁর মধ্যে যে সৃষ্টিশীল প্রতিভা ছিল তাকে বিকাশের সুযোগ দিতে হলে তাঁকে অবশ্যই বাঁচতে হবে। তাই তিনি বলেছেন: "আমি জানতাম যে আমার মধ্যে একটি অজেয় গ্রীষ্ম আছে। আমি জানতাম যে আমার মধ্যে একটি অজেয় গ্রীষ্ম আছে।" তাঁর মতে মানুষের মধ্যে যে ভালো ও মন্দ দুটি দিক আছে তাদের মধ্যে ভালোকে বিকশিত করে তোলাই মানুষের কর্তব্য। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে যে ভালো ও মন্দ দুটি দিক আছে তাদের মধ্যে ভালোকে বিকশিত করে তোলাই মানুষের কর্তব্য।

কাম্যু তাঁর প্রথম প্রথম রচনাগুলিতে মানুষের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। মানুষের আত্মপ্রকাশের মধ্যে তিনি মানুষ নিজে বন্দী সমাজের যুক্তিহীন অন্যায় কুসংস্কার-নীতির মধ্যে। 'আউটসাইডার' নায়ক সমাজের নিয়মে খুনের দায়ে বন্দী; তাঁরা মানুষের অধিকাংশই বন্দী সেন্সাসের প্রকোপে। 'দি প্লেগ' এর নায়ক বিবেক-দংশনের অন্তরালে বন্দী। মানুষের এই ভাবনা উপলব্ধি করেও কাম্যু জীবন-বিরোধী নন। তিনি বলেছেন: In the midst of winter, I finally learned that there was in me an invincible summer."

'দি মিথ অব সিসিফাস'-এ তিনি জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আত্মহত্যার কথা বাতিল করে দিয়েছেন। দুঃখ, যন্ত্রণা, ছলনা সত্ত্বেও বাঁচতে হবে; অবিরাম সংগ্রাম করতে হবে জীবনের নিয়তি পরিবেশের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম করে প্রত্যক


প্রকাশিত হল

ডক্টর শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী
পত্রা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ

চিন্তামণি করের

সান্নিধ্য

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি আলেখ্য

শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও মানুষ, ফুল পাখি ও বন্ধুর বিশ্বাসে ও বিশ্বাসে তিনি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে আপন করে নিয়েছিলেন তার ও তাঁকে অপূর্ব ভঙ্গিতে মনের কথা বলেছেন—সান্নিধ্যে। এ যেন সহজ সান্নিধ্য—যা থাকে পাশাপাশি, পায়ে পায়ে অথচ চেনাতে হয় না, মুক্ত থাকে অথচ বন্ধ নয় তাকে ঠিকমত পড়া আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে। অপূর্ব প্রচ্ছদ। দাম ৪.০০

সম্প্রতি প্রকাশিত

| | | |
|---|---|---|
| পথখাদিহরণ | ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ | ৪.০০ |
| তীরভূমি | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪.৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩.৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩.০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ | ৬.৫০ |
| ইষ্ট কুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩.৫০ |
| মন মানে না | ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ | ৩.৭৫ |
| শুক্লসন্ধ্যা | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৫.০০ |
| মুখের রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৫.০০ |
| একান্ত আপন | ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪.০০ |

অন্যান্য বই

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | আপন প্রিয় [illegible] | ৩.০০ |
| | কথাকলি [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | পলাশের নেশা [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩.৫০ |
| [illegible] | কৃষ্ণা [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ২.৭৫ |
| [illegible] | পরস্পর | ৩.৫০ |
| [illegible] | ছায়া [illegible] | ৭.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৫.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৯.৫০ |
| [illegible] | কলিঘাটের কালিকাটে [illegible] | ৪.০০ |
| [illegible] | জগদ্ধাত্রী | ৪.০০ |
| [illegible] | চাঁদের [illegible] | ৩.২৫ |
| [illegible] | আমার জীবন [illegible] | ৩.৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৬.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪.০০ |

• অনুবাদ সাহিত্য •

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | ৩.০০ |
| [illegible] | [illegible] | ২.৫০ |

প্রকাশের অপেক্ষায়

[illegible] প্রদীপ বাসর
[illegible] স্বাধু স্বাধু পদে পদে

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

কোন ফল পাওয়া যাবে না; কিন্তু আমরা সকলে রুখে দাঁড়ালে জীবন-বিদ্বেষী শক্তিগুলি প্রবল হতে পারবে না, তাই কামু বলেন, ফলের আশা না করে লড়াই করে যেতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের নিষ্কাম কর্মবাদের কথা মনে পড়ে।

অন্য কোন আশা যখন নেই, তখন বেঁচে থাকার অনুভূতিটাই সবচেয়ে বড় কথা। তবে নিষ্ক্রিয় হয়ে বাঁচা নয়, অ্যাবসার্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মধ্যেই আমাদের জীবনের সার্থকতা। বর্তমানে ধর্ম, প্রেম, সত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের চিরাগত আদর্শবাদের ব্যর্থতা দেখছি। এই পরিবেশে কামু এবং অস্তিত্ববাদীদের জীবন-দর্শনই মানুষকে চরম হতাশা থেকে রক্ষা করতে পারে। কামু অস্তিত্ববাদী কিনা সেই তর্ক না তুলেও বলা যেতে পারে তাঁর ভাবধারা অস্তিত্ববাদের সগোত্র। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বহু উন্নত হয়েও যুদ্ধে ফ্রান্সের পতন হল,—এই একান্ত অযৌক্তিক কারণ-সঞ্জাত অভিমান থেকেই ফ্রান্সে অস্তিত্ববাদের প্রসার ঘটেছে।

কামু যে মৃত্যুবিলাসী নন তার আর একটি প্রমাণ তাঁর বিদ্রোহের সমর্থন। 'দি রিবেল' গ্রন্থে কামু বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বিশ্লেষণ করেছেন। সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রতি যাদের গভীর প্রশান্তি তারাই বিদ্রোহ করে। অসুন্দর জীবনকে বস্তুতে রূপায়িত করবার জন্য বিদ্রোহ বা বিপ্লবের প্রয়োজন। শিল্পী, লেখক ও মনীষীরাই বিদ্রোহ স্বার্থকল্পিকেত নয়। তাঁদের বিদ্রোহ ভাবগত ও আদর্শগত, তাই বিশ্বজনীন। কামু বলেন: The greatest style in art is expression of most passionate rebellion. সুতরাং "We have art in order not to die from truth."

শিল্পের বিদ্রোহ মৃত্যু। বিস্মৃতি ও অসত্যের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহী লেখক হিসাবে কামু তাই মৃত্যুবিলাসী হতে পারেন না। মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি উদাসীন; কিন্তু সুস্থ, জীবনমাত্রা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের শেষ নেই। 'ক্যালিগুলেয়' তিনি বলেছেন:

To lose one's life is a little thing ....But to see the sense of this life dissipated, to see our reason for existence disappear: that is what is insupportable."

জীবন এবং শিল্পের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি আরো বলেছেন:

"The end of art the end of each life can only be to add to the sum of freedom and responsibility that is in every heart and in the world".

কামু অবশ্যই তাঁর সমসাময়িক লেখকদের উৎসাহিত করেছেন। মানুষ হিসাবে সাধারণের মধ্যেই আমাদের বাস করতে হবে। মানুষ আমরা নেই সাধ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা অনুচিত। এমনই মানুষের ধর্ম।

কামুর রচনাবলীর সমগ্র সমালোচনায় যাওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাঁর সমস্ত রচনাই অল্পবিস্তর অসম্পূর্ণ। কোথাও কোথাও অসম্পূর্ণতা তাঁর অসম্পূর্ণতাকে ঘিরে রয়েছে। এই জন্যই কখনো কখনো তাঁর রচনা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক লেখক হিসেবে আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারি না। কারণ তাঁর রচনায় আমরা কুণ্ঠিত হৃদয়ের পরিচয় পাই না। তাঁর মানসিক কুয়াশা কখনো কখনো তাঁকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

কথাশিল্পী হিসাবেও কামুর কৃতিত্ব তাঁর কবিমনের মতো এত উচ্চে নিশ্চয় তাঁর কোনো সম্পূর্ণতা পায়নি। তবুও নিঃসন্দেহেই তিনি বিংশ শতাব্দীর ১৯৫৭ সালে এক সম্পর্কে তাঁর অভিভাষণে তিনি বলেছেন:—

"....we refuse to despair of mankind. Without having the unreasonable ambition to save men, we still want to serve them."

মানুষকে রক্ষা করবার ঔদ্ধত্য হয়ত আমাদের নেই, কিন্তু মানুষের সেবা করবার অধিকার হয়ত সকলেরই আছে।

কামুর মনীষিকল্পে ধর্মনিরপেক্ষ। 'দি প্লেগ' এ তাঁর রিয়ো এবং তারার আলোচনা থেকে এর আভাস পাওয়া যায়। তারা বলছে:

"How to be a saint without God: that is the only concrete problem I understand today."

প্রেমের গল্পের একটি নিখুঁত সংকলন।

সুশীল জানার **দ্বিতীয় জীবন** দাম ৩, টাকা

"বাংলা সাহিত্যে তিনি যে বিশিষ্ট ভঙ্গীর অধিকারী তাহা সুপরিস্ফুট হইয়া সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়াছে।".....যুগান্তর

"যাঁরা কম লেখেন অথচ ভাল লেখেন সুশীল জানা তাঁদেরই অন্যতম গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। বহুদিন পরে একটি এরূপ দৃষ্টিতার গল্প পেয়ে পাঠক খুশিই হবেন।".....বসুমতী

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে সুশীল ঔপন্যাসিক

সরোজকুমার রায় চৌধুরীর উপন্যাস **মধুচক্র** দাম টাঃ ২·৫০ নঃ পঃ

**মণ্ডল বুক হাউস**

৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ ৯।

(সি ২০১৫)

প্রকাশিত হল

# প্রেমই ধন্বন্তরী

প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত ২·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র এতকাল যা কিছু লিখেছেন, তার প্রায় সমস্তটাই সাহিত্যের উচ্চমান পর্যায়ভুক্ত হয়ে আছে; তবু তাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। অবর প্রকাশের অনাবিল আলো-ছায়ার মতো উজ্জ্বলতায় ভাস্কর এ-গ্রন্থ তার প্রমাণ। যদি তাই না হত, তা হলে তাঁরই কথায়, এ-কাহিনী না লিখলেও পারতাম।

অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ

**গল্পলোক** । সুবোধ ঘোষ । ৪·০০ ॥ **বৃত্ত ও অপরা** । সঞ্জয় ভট্টাচার্য । ২·৫০ ও ৩·০০ ॥ **আঙুরলতা** । বিমল কর । ২·৭৫ ॥ **প্রজাপতির রঙ** । প্রবোধবন্ধু অধিকারী । ২·৫০ ॥ **ছেলেবেলার দিনগুলি** । পুণ্যলতা চক্রবর্তী । ৩·০০ ॥ **রা-কা-যে-টে-না-পা** । নলিনী দাস । ১·৭৫

**নিউস্ক্রিপ্ট** ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯ এ ১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

GOVT. Cooch Behar

প্রিয় লক্ষর, তোমাকে কোন চিঠি লেখার কথা ছিল না বোধহয়। গত সপ্তাহে আমরা অনেক চিঠি লিখেছি। এখন বেশ পেছনে তাকালে মনে হয় আমাদেরও একটা অতীত আছে। সে অতীতের নাম দিয়েছ তুমি—মন যা করিয়েছে তাই করেছি। লিখেছ—আমার কিছু করবার ইচ্ছে নেই, তাই আমি বিয়ে করব না।

তুমি যা বলেছ তার ওপর নতুন কিছু বোঝাতে যাওয়ার মানে হয় না। বিশেষ পড়তে গেছ। তোমার বয়সে আমার মনে হোলো তিন ছেলে। তোমার ধারণা কতখানি ঠিক তা তর্ক করে বোঝাবার জিনিস নয়। বয়েস হবে। সংসার করবে। তোমার মনই তোমাকে সব বলবে।

তবে আমার কোন ক্ষতিও হয়নি লাভও হয়নি। স্বভাবে মানুষ আর কতু এক রকমের। মেঘ বৃষ্টি কড় এসব ত পর পর সাজান। তাই আর ভাবি না।

তোমার চিঠি পেয়ে মন খারাপ হল। রবিবার। মেসের ঘরে তালা দিয়ে লাইব্রেরীতে এলাম।

লাইব্রেরীতে সুরমার সঙ্গে দেখা। সুরমাকে তুমি চিনবে না। আমার মুখে গল্প শুনে থাকতে পার। কথা সেরেই ঘরে ফিরবে। চাকরির পরীক্ষার এই এক জ্বালা।

"কি লক্ষর। লাইব্রেরীতে!"

"অফিস নেই। দুপুরবেলা কি করব।" কথা এলো খিল মুখে। চাপা গলা বেরোল। পরীক্ষার আগে ঘুম এসে তুমি ভেলকিটি দিয়েছিলে।

"এসে ভাল করেছ।" কি বলা যায়। পরের দি এ পরীক্ষার কথাটি। এসেই বলেছিল। এটাতেই পাশ হয়ে আর পরীক্ষা দেবে না। বিবেকের একটু হাড়হাড়ি বিয়েল পড়ে আছে।

"আরও পরীক্ষা আছে নাকি?"

"এখনও একটা বেশ্বর বাকি।"

"খুব কঠিন বুঝি।" হাসবে হাসবে চাইল। ছোট, ভালভাবে সাজান নীড়। সাবধানে ছোট ছুটি দিয়ে ঠুকে ঠুকে ঠিক করে এক একটা নীড় তুলে নেবার ইচ্ছে হয়। তোমার নীড় ভারি ভারি। হাসলে বয়েস কমে যেত।

"তোমার নীড় ত খুব সুন্দর।"

"সময়ের সেরকম করে কাম মেলিনি। ফোকা হাঁফাচ্ছিল। আচ্ছা এসাইমেন্ট উঠে যাচ্ছি তো?" নীড়ে নীড় লাগিয়ে দেখাল। কারখানার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফিরে যখন পড়াশুনো শুরু করলাম তখন সুরমার সঙ্গে আলাপ। টেস্টের আগেই কলেজ ছেড়ে দিল। শুনেছিলাম সংসার নিয়েই ব্যস্ত। লাইব্রেরীতে একদিন দেখলাম কার প্রবেশপত্র পড়ছে। কবেকার জুতোর ফিতে নেই। সবসময় নিচে কাদা লেগে থাকছে আজও। সেবারে পরীক্ষা দিল না। এবার তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগের কথা।

অনেকদিন পরে আবার মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে সুরমার সঙ্গে। কখনও লাইব্রেরীতে। কখনও বাসে ট্রামে। মাঝের কয়েকবছর অনেক ঘটনা ঘটেছিল কোথাও খিল আসে না। কলেজীন কোনের চৌকিতে চোখে এঁটে নিয়ে নিচ্ছিল বসল সুরমা। চোখে পড়লেই নিয়ে তোমার নীল চিঠিটা মনে পড়ে টোক পড়ছে।

"না না, পড়ুন আপনি দেখুন কেন? বরং, আমি এখন চাকরি করি।" বলেই হাত ধুতে গেল বেসিনে।

তা সাতি। মস্ত বড়ো চাকরি পেয়েছে সুরমা।

লুচো করে রসোগোল্লা আর তখন ওমলেট এল।

"চা একটু পরে দিয়ো।" বলেই সোল-মরিচের গুঁড়ো ছড়াতে লাগল ওমলেটে। কোনোরের নীল রুমালটা দেখা যাচ্ছে। এক পরত চর্বি বেরিয়ে আছে। এত খাবার

অনেক পয়সার ব্যাপার। যাবণ করব। কিন্তু কি হবে। ইচ্ছেও করে না। আসলে তোমার চিঠিটা মন প্রাণ ভরিয়ে দিয়ে গেছে।

সুরমাও ডক্টরেট ডুকে কয়েকদিনে বদলে এসেছে। এই ত পরীক্ষার কদিন আগে একখানা ছবি দেখে সিনেমা হল থেকে সাইকেরীতে এসে হাজির। অনেক কষ্ট দুঃখের পর নায়ককে ফিরে পাওয়া নিয়ে ছবির গল্প। সম্ভবত বুকে হাত রেখে চিৎ হয়ে শোয় রাতে। স্বপন দেখতে দেখতে বোবায় ধরে।

"কার কথা ভাবছেন?" অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিলাম। তোমার সমস্কে খুব কথা বলতাম। এমনিও সুরমা খানিক চপল হতে ভালবাসে। উত্তর না দিয়ে অন্য কথায় এলাম।

"অফিস কেমন লাগছে? ডক্টর সংখ্যা?"

ধমকে দিয়েছি। ধমকে দিয়েছি। কথার সঙ্গে চামচে ওমলেট কাটা থামল না। ঠোঁটের ওপর ঘাম জিরেছে। মুখে নাকে তেল গড়াচ্ছে। মুখ থেকে পড় পড় ওমলেটের টুকরো ঠোঁট বাড়িয়ে ধরছিল। সে সময় সুরমাকে দেখাচ্ছিলাম মন দিয়ে। কাউকে খেতে দেখলে খুব নিকটের মনে হয়। তোমারও আমাকে আপন মনে হত। দিখেছিলে আমাকে যেন ভুল বুঝে তুমি কখনও ছেড়ে যেও না। আমরা কত অল্পদিন আর আছি পৃথিবীতে।

তখনকার পড়া মনে হয়ে আমারও মনে আছে। তুমি মেলার পাখি নও যে টিপলে ডেকে উঠবে। অসুখ ওপর এখন আর অতটা দরদ দেখাচ্ছে। সবটাই যেন মনে হয় বিকেল হয়ে আছে। পরিবর্তিত অনেকদিন আমরা। পাঁচস বছরে? কিন্তু সুরমাকে দেখেই কি বলে? সিনেমা হল সিনেমাই। আর আমার সম্পর্কেই বা কতটুকু। কি অনুযোগ সুরমার চোখে? "আমি কাজ করে পরীক্ষা এবং ঝামেলার নিশ্চয় কমলাদিনি। চলুন কোথাও বিকেলে।"

একটির অসমাপ্ত কাজের ডিসটির ঘাড় ঘুরিয়ে সুরমা এসে ইঙ্গিত দেখে ওমলেটের সবটা চামচে নিউয়ে মুখে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল। তাড়াতাড়ি ঢক ঢক করে জল খেয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার নিজেই কি করে কি দিয়ে পারব সুরমাকে কলকাতার কথা ভেবে উঠতে দিতে হল।

একটু একটু করে রাত হতে শুরু হল। হোস্টেল বিল্ডিং চুপচাপ। বৃষ্টি আসে। কান্টিন থেকে বেরিয়ে মাঠে এসে বসলাম আমরা। কি দিয়ে শুরু করব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

"তুমি কিন্তু অনেকখানি বদলে গেছ।" এ-কথায় পা ভাঙ্গ করে নিল সুরমা।

"কোথায়?" চোখের মণি নাচিয়ে পায়ের নখে স্থির করেছে। ছোটরা খেলতে এসে কাচের মার্বেল সন্ধ্যেবেলা ঘাসের মধ্যে ফেলে গেছে। হাতের নখের মাথাগুলো ভীষণ ভোঁতা। আঙুলে আমার চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে ঢেকে নিল সুরমা।

"এই যেমন—আজকাল আমাকে স্নেহ করতে শুরু করেছ!"

হঠাৎ সুরমা আমার মুখে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, "আমি আপনাকে স্নেহ করতে পারি? আপনার মনেরো বলে না আমি কি খারাপ দেখতে।" হাসতে গিয়ে থামতে হল। ভেবে দেখলাম কোন্ বন্ধুদের কথা বলছে। যারা কোনো কালো রোগা মেয়ের সঙ্গে দেখলে বলে—

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

'শেষে এই তোর টেস্ট! ছিঃ!' যখন মনে হয় কেউ ভালবাসে, তখন তো ভয়ে যাই। এসব কথা সুরমাকে বলিনি। তোমাকে বললে তুমি স্তব্ধ হয়ে যেতে। সুরমা স্কুলে কি করত জানি না। তুমি একরকম। সুরমা অন্য-একরকম। চিবুকে হাত রেখে ধনাঢ্যদের স্টাইলে চোখ ঢুলিয়ে না পাল থেকে দেখলে মনে হয়ে চোখ দুটি ভারি সুন্দর। চিঠিতে জানিয়েছিলে তুমি কেমন দেখতে হয়েছ :

'আমি আয়নাতে এক একদিন নিজেকে দেখে বুঝতে পারি, এখানে এসে আমি অনেক সুন্দর হয়েছি। রং যখন হয়েছে ঘোর সবুজ বলা গেলে, তখন নিশ্চয়ই হয়েছে। চোখ দুটিও ওজন বেড়েছে।'

তোমার চিঠিটা পড়তে পড়তে হেসেছিলে—মানুষ একটা কথা মনে মনে কি ভাবছে বোঝা যায় কতটা অন্ধ হলে। নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবতে পারে তার গোপন কথাটি কেউ টের পাবে না। আমাদের ক্লাসে একটি মেয়ে ছিল, তার নাম করব না, সে ভাবত তার মনের কথা কেউ জানে না—আসলে সবাই জানত। কিন্তু কেউ কিছু বলত না, সে নিজেই একদিন ধরা পড়ে গেল।

সুরমার সঙ্গে তুমিই বন্ধু ভালবাসার অভ্যাস আমার তুমি বন্ধ করে দিয়েছ।

'কেন? ওকে নিয়ে কবিতা লিখেছ?' সুরমার কবিতা পড়তে পড়তে কবিতার ভাবনায় মগ্ন হয়ে যেতাম। সে টের পেয়ে যেত। কী চমৎকার কবিতা হয়েছে বলতাম। কিন্তু কবি কে তার নাম বলতে চাইত না। আমার মনে হয়—আমাদের সমাজ কোনো কিছু ধরা পড়া ঘৃণা করে। [illegible] ধরা পড়া ঘৃণা করে।

'কবিতা না, প্রবন্ধ।'

সত্য সত্যের ওকে ভালবাসি তাহলে হয়তো ওকে নিয়ে কবিতা লিখতাম। বিশ্বাসঘাতক আমাদের সমাজে নতুন কিছু নয়, ওকে একেবারে পরিত্যাগ করা যায় না।

'তুমি কি ওকে ভালবাস?' এই প্রশ্নে সেদিন হাসতে গিয়ে একটা বিষম খেয়ে কাশি। চুপ করে থাকি।

না পেয়েই সুরমার 'কিন্তু ওকে নয়—'

'কোথায় বিয়ে হচ্ছে?' তুমিই বলেছ সুরমা। অফিসের আর্টিস্টের বুদ্ধি বাড়ানোর জন্য সিমলা পাঠানো হবে। বুদ্ধির মাথা খাবে। তখন বুদ্ধি ভর্তি মুখে জবুথুবু মত হয়ে।

'বিয়ের কোথা থেকে? তুমিত দেখ কেন। অফিস কেমন লাগছে বলো না।'

'লাগবার মত কিছু নেই।'

'তবু দু একজন।'

'তারাও আমারই মত মাঝিমাল্লা কেরানী।' কথা বলছিলাম অন্ধকারে বসে। লাইব্রেরীর টানা বারান্দায় কেউ নেই। ভাগ্যিস আমাদের মা বাবা স্থির ছিলেন। না হলে আমরা কোথায় যেতাম। আচ্ছা ভেবে দেখ, আমি


অচিন্ত্যকুমার সেই এক সাহিত্যিক যিনি ক্ষণকালের উপর দাঁড়িয়ে চলে পারেন নিত্যকালের সিংহদ্বার।

রূপকুশলী অচিন্ত্যকুমারের অপরূপ ভাষা আর ছন্দোময় শৈলীবন্ধে মূর্তিমন্ডিত ১৬টি প্রেমের গল্পের শোভন সংকলন।

# প্রেমের গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দাম : চার টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

এ শিল্প বই

পুরুষ কি চায়

# মনের মধ্যে মন

দীপক চৌধুরী

দাম : পাঁচ টাকা

শক্তিমান লেখকের

শক্তিশালী রচনার প্রতীক

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স । এ, ৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট । কলকাতা ১২

এসব ভাবছি। সামনে অমরার ভাবনার সংগে সংগতখানি এই মেয়েটি বসে। কথা নেই মুখে।

এই মুহূর্তে আমাকে নিতে পার? আগে ভাবিনি, এখন বলতে চেয়েছিল। আর সত্যিই তো আমাকে কিভাবে নেবে ও। একেই তো নেওয়ার জন্যে জোর দরকার। ওর থেকে বসল সুরমা।

"আমাকে বিয়ে করতে পারবে? আমার চাকরি নেই।" বেশ জোর দিয়েই বলেছিল। তুমিও জোর দিয়ে লিখতে: জীবনে তোমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না। তুমি খানিকটা নাটুকে।

সুরমার হাতখানা টেনে নিলাম। আঙুল দিয়ে চুরি সিঁথিতে লাগা সিঁদুর। কানের নরম প্রান্ত ধরে টেনে দেখলাম দুল পরেনি। পরলে ব্যথা পেত। পেলেও চুপ করে থাকত। বেকায়দায় আমার হাতখানি টেনে নিল সুরমা। যেন দেওয়ারিশ কিনিস। ঘোল কাটা পড়ে লাইনের পাশে পড়েছিল এতক্ষণ। একটু পরে অমরার হাত ছেড়ে দিল। ওর মুঠো হাত ভর্তি ঘাম।

"আমাকে ভাল লাগে তোমার?" আমার


# ৫ থেকে ৫০ মণ...

শেখ আবদুল শুকুর ও তাঁর শ্যাম জমি, তাঁদের জমিতে প্রতি একরে ফসলের উৎপাদন এতখানি বাড়াতে পেরেছেন। তাঁদের সাফল্যের গোপন কথা হোল—উন্নত ধরণের কৃষি পদ্ধতি এবং যুক্ত চাষ।

নতুন ধরণে চাষ করার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিক্রমপুর জয়াশিন্দ্র গ্রামের এই কৃষকরা, ভালো বীজ লাইন করে লাগিয়ে, হাতেই সার দিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ সুরু করলেন। এঁরা সকলে মিলে নতুন কৃষি সমিতি তৈরী করে এবং নতুন ধরণে চাষ করে, তাঁদের প্রত্যেকে একর জমি যুক্তভাবে চাষ করলেন। এই কাজের জন্য তাঁরা অন্য কারুর সাহায্য নেন নি—নিজেদের চেষ্টাতেই সব করেছেন।

ফলে—যেখানে গতানুগতিক চাষে, তাঁরা বড় জোর গড়পড়তা ৯৫০ মণ গম বা ধান পেতেন উন্নত ধরণের চাষে সেখানে তাঁরা প্রতি একরে ৪০ থেকে ৫০ মণ ফসল পেয়েছেন।

আপনার জমি থেকে আপনি আরও বেশী ফসল পেতে পারেন—উন্নত ধরণের পদ্ধতিতে চাষ করুন—এবং বেশী ফসল গোলায় তুলুন। এর আর একটা অর্থ হোল—দেশের সকলের জন্যই আরও বেশী খাদ্য।

## পরিকল্পনাকে সাহায্য করে নিজেকেই সাহায্য করুন

কাছেই তো আমাকে কেমন খারাপ লাগে।" আমার কথাগুলো শুনলেন ও। কাঁধটা ধরে কাছে নিয়ে এলাম। সস্তার সোফাসেট অর্ডারে তৈরী করানো হয়েছিল। পিঠটা নেমেছে লম্বা না। তবে বেশীক্ষণ ভাল লাগবে না। ওর কাঁধের হাড়ের ডিমটা বুড়ো আঙুলে ঘষে দেখলাম। আমি সরিয়ে হাড়ের ওপর হাত রাখলে বলবেন লাগছে। কোমরটা সরু, চোখের কোলে ডীষণ কালি। নাকের ফুটো দুটো বড় নরম লাগছে। ওখান থেকে নিশ্বাসের সব গুওয়া নিতে হয়। এসব ভাবছি, দুটিতে কেমন লম্বা করল সুরমা। একটা টী বাক্স খোলা। আমরা চা খাবার ভাবছি না। হাসি বলে। ওর হাত আমার কাঁধে হেলান নয়। যে অমন সুখী হয়ে লম্বা করবে।

সময় নেই ভয়। বলবার কাজ এত আছে। ইচ্ছে ছিল ঘুমে ঘাই কেমন লাগছে কে জানে। আমার চুল, কেমন লম্বা হেমন্তের মুখের লম্বা চাঁদ পড়েনি। ঘরের ভেতর ইন্দিরা লম্বা লম্বা ছেলের। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। লম্বা লম্বা কি খাবে বলে হাত দিয়ে থাকবে। হাসি হাত লম্বা করে।

"যদি আপনার ভুল না লাগে।"

এ কুশিয়ে নেবে ও। এতে আরও বলবে লাগে।

ঘুমে। বাক ঘুমন্ত মহিলার নিয়ে এলেন। মাঝে কোলে বালতী উপুড় করে ঢাকা পাড়ানো লাগল।

ঘুমে সরলতী কোলাহল। সন্তানের সন্তানের আগে কাছেই উপরে এতটুকু হয়ে সরলা লাগে আছে। পানির লম্বা বন্ধ ওর লাগে লম্বাকে এক জায়গায় এসে ঘেমে পড়েছে। লম্বাটা কেমন ঘুমন্ত আসবার। তাজা দুটি আর শরীর লম্বা বছর। আমি লম্বা বেশী হলে নিশ্চিন্ত বছর আর। এখনই কেমন পুরোন লাগে। হাতে পায়ে পলার ঘুমে ছাতরাতে পড়ছে মত লাগছে। সুরমার ঘুপাশে ঘুমাচ্ছে হাত ঘুমানি নেই একই পুরোনো বাকে ঘোর লাগাচ্ছে।

সুরমা এখন আমার নিজে সম্পর্কের আছে।

তুমি ও ঘুমাবেই। আমরা যখন লাগি ধরলাম প্রথম, লম্বাবেশে আমারও ঘেমিয়ে নিজেই নিজের নিজের। বাম নিজে বাটা ঘোরে ঘুমিয়েছে। তারপর এমন কিছু আসে হয় না। চোখের আবরণ সব সহজেই থাকবে।

পুরোনো বাড়িটার ছাদে ভাঙা পরীটা কাল সান্ধ্যিক আছে হয়ে ঘুমিয়ে নিজেছে। ঘুপুরে বেলায় যখন বাসটা ঘুমানিপুর রেলস্টেশন উঠল, দেখলাম একটা বুড়ো কুকুর ছাইগাদার পাশ ঘুমি থাকছে। এমন-ভাবে নিজে ঘোর করে আছে, মনে হয় হাসছে আরামে।

আমরা হয়ে যাব।

ঠিক এই মুহূর্তে নিজের ওপর রাগ হল। তার চেয়ে বেশী রাগ হল সুরমার ওপর। বোকা হয়ে বসে আছে। মাই হোক একটা কথা তো বলতে পারে।

"তোমার বাবা তোমার বিয়ে নিয়ে কেন না কেন? বলেন কত হল?"

এখানে অন্ধকার। ভাঙা-চোরা চাটুর ওপর মুখখানি রাখল। মহাকাশের ঘরটার একটু একটু সুরমা।

ঘাটিয়ে চোখ। বলল, "আইন। ভাজন টাকাই নেই বাবার।" একটা ঘাসের মুল-শুদ্ধ তুলে আমার নিজে ঘাটিয়ে ঘোরে পড়ল। "কাকেই বা বিয়ে করব।"

"কেন কাউকে ভালবাসো নিয়ে কর?"

"ভয় করে। ভীষণ ভয় করে।"

ঘাটের লম্বা নিস্তব্ধতা বলবার ভাজ হয়ে। সবখানে একটা নিজ আছে। একটা নিজ নিয়ে ভাজ ঘুমিয়ে নিজেরা। আমরা এমন অন্ধকারে ভাজ একটা ঘোরে লম্বা চাঁদ ভাজ লাগে। কিন্তু কলকাতায় আকাশটার নিয়ে থাকে। নিজেই যে নিজি না এর।

"বলবে, ভয় কিসের?"

সব অনিবার্য ইন্দ্রিয়ে ভুলটিই পাওয়ার সুরমা ইন্দ্রই লম্বা-নিম্ন ইন্দ্রই ইন্দ্রিয়ে নিয়ে।

সুরমার ওপর নয়, নিজের ওপরই কেমন একটা মায়া হল। পাশে দাঁড়ি, চোখ বন্ধ, কাবলির ঘোড়াগাড়িতে ঘেরেক। সম্ভবনা ক বছরের জীবন। এত অপব্যয়ের পরেও কোন একটি মেয়ের বাসনার সামগ্রী আছি। তার বাসনা আমাকে মহৎ করে। কে মহৎ? কে মহনীয় হয়? ভাবলে ভালোবাসতে কেমন করলে করতে ইচ্ছে হয়।

সব অন্ধকার মাঠ ফেলে নিম্ন আলোতে এলাম। ইটালে ইটালে আলিপুর ঘোড় ঘেরেরে পাড় থাকল। নিজের বি বাজ ঘুমে ঘোর চলে গেল।

"কোথায়ন, আবার এইভাবে হাটছেন। ভীষণ ভয় করে। অপনি কোনদিন চাপা পড়বেন। আমার মনে হয়, যদি চাপাই পড়ি, তবে যেন একেবারে পড়ি। উঃ! ঘোড়ি চাকা ঘরের মাঝে পড়ে থাকা। ভাবাই যায় না।

পাড়ার রাজার ঘটনার আলোচনা ঘুরে ঘুরে আমাদের কাছে। একটা ইন্দ্রিয়কম ঘুমে নিয়ে অন্ধকার পার করে নিম্ন আসা হয়ে, এমন ভয়ও নয়। অথচ ওকে বলাও সম্ভব হয় কিছু নেই। "আচ্ছা, তোমার আসা একটা ভাল ছেলে খুঁজে বার করে। খুব আমরা করবে। তোমাকে ঘরে এ-ঘা চালাবে না।"

আমার ইচ্ছে ইন্দ্রিয়ে ওর এই ভয় পার

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান মিল্ক হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

করে দিয়ে ওকে একটা স্বস্তির জগতে নিয়ে আসি। সেই মুহূর্তে তোমার কথা আমি একেবারে ভুলে গেছি।

"আমারটা আমি বুঝব। আচ্ছা, আপনি কি হতে চান, বলুন তো। কি আপনার ভাল লাগে।"

"তোমায় জেনে কি হবে।" কয়লার গাড়ির মোষ লেজের বাড়ি মারল হাতে।

"না। এমনি। দেখি ত আপনি কেমন মনমরা হয়ে বসে থাকেন। ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।"

সুরমার ঠোঁট দুখানা নীলচে লাগছে। কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে গেছে। তাই ভিড়ে হাঁটতেও হচ্ছে আমার পাশে পাশে। একদিন বিয়ে হবে। এমন ঠোঁটের মেয়েরা পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন ভারিক্কী গিন্নী হয়ে ছোট রাঁধতে সুপুরে কুচায়। ছেলের বৌর হাতে জর্দার কৌটটা কোথায় জানতে চায়। হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গা পেরিয়ে নবগ্রহ মন্দির। প্রণামীর থলায় বাগ খুলে পয়সা দিল সুরমা। মাথা নিচু করে নমস্কারও করল।

"কি বললে ভগবানকে?"

"বলব কেন? বাসনার কথা বলে দিলে কামনা হয়ে যায়।" অল্পবয়সী ঠাকুরমা কথা বলছে মনে হবে। শুনতে কিন্তু ভাল লাগছিল।

কালীঘাট, নিওন আলো, স্টেটবাস, ট্রেলারগাড়ি—পাশ কাটিয়ে ট্রাম স্টপে এলাম আমরা।

"আচ্ছা, আমরা নতুন তো হাঁটছি একসঙ্গে। অনেকে সেখছে হবে।" হেসে পর ঠোঁট উল্টিয়ে বলল—"অধুকেশ।"

চুপচাপ। পানের দোকান। ট্রাফিকের লাল আলো। হাজরা পার্কে মিটিং হচ্ছে।

সুরমা ডান পাশ দিয়ে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে ওয়েল-ডিভাবে নিজের ট্রাম লাইনে এসে গেছি।

"আমরা হাঁটছি পাশাপাশি। অথচ কেউ কত ভুল বুঝবে। ভাববে....." কথাটা শেষ করল না সুরমা, যদি মুহূর্তে বুঝালে—ভাববে বলে—হয়তে ভাবছে কথোপকথনের সঙ্গী। কি মিথ্যে!

পাউডার মাখা বড়িতে গলায় ছোট্ট রেখা হয়ে জমেছে। হাতে কাছে দাঁড়ালে একটা উগ্রতা গন্ধ পেতাম। ব্লাউজবন্ধনীর ঘড়িতে চারটে বিশ বেজে গেছে।

"তুমি যাও ট্রামে ওঠ। আমিও যাচ্ছি। মুখোমুখি বসে থাকতে হবে।" পকেট হাতড়ে সময়ের চুরিটা আছে তো? না মাঝে পড়ে গেছে।

"না, তুমি যাও। আপনি ট্রাম উঠুন। আমি দেখে নেব।"

স্টপ না থাকতেই বিনবিনে ট্রাম থেমে গেল। আমার আগে ঘরে ফেরা উচিত ছিল। পরীক্ষা। তবে পরীক্ষা একটা মৌচাক, যাতে ঢুকলে কামড়ে অস্থির হতে হবে।

"আমরা ত্যাগ করে আমাকে ট্রাম থেকে নামে। কি বিশ্রী কথা। কেন বাড়ির মেয়েদের।"

না। আমি কথা বলতে বলতে আপনাকে তুলে নিতে পারি। আমার সামনের আসন এক পলকে মুছে। একটা মুহূর্তে যা সুযোগের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিশ্বাস করতে, তাকে ধরতে হবে।

ট্রাম আর ওঠা হল না।

তুমি নিশ্চয়ই মনস্তত্ত্বিক ট্রাম থাকলেও পরীক্ষার বিষয়ে তুমি যেমন ভাল ছাত্রী। তবুও বলে আমি যা আছি তাতে তুমি সন্তুষ্ট নও। হয়ত আকাশকুসুম কল্পনাবিলাসীর মনে সাধারণ অনেকদিন চলবার, তবে না সুরমার সাধ্য তবে হয় সম্ভব। তুমি কেন যা বল কঠিন শুনে ভালবাসা অর্থহীন তা আমি বুঝি না। তোমার কথা আমার একদম ভাল হয়। বুঝে নাও। বুঝে ভবিষ্যৎ। তবুও সময় নষ্ট না।

সুরমা অফিস ফেরত পরীক্ষা হলে আসতে চেষ্টা করল করে দিলাম। তুমি থাকলেও চাইতে। পড়ার পার্কে কুয়াশার এমন একটা বড় আছে যে কিছুদূরে এগিয়ে গেলেই পথ থেকে পুরু লেখা যায় না। আবার সেই তালা খুলে ঘরে ঢুকতে হবে নড়বড়ে সিঁড়িটা বেয়ে। ধাপ-গুলোও কেমন ভাঙাচোরা। একতালার মাতাল অয়েপ্রাণের চোখ এড়ালেও ওর কুকুরটা নতুন কাউকে দেখলেই এমন চেঁচাতে শুরু করবে। পাড়াকলে চাকরি করেও কুকুর পোষার শখ আছে। তুমি এলে মাঠটাতে গিয়ে বসতে।

সুরমাকে মাঠে নিয়ে বসাতে মায়া হল। অনেকক্ষণ তো মাঠেই ছিল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। কতদিন ধরে সারা বাড়ির ইলেকট্রিক ফিউজ। আচ্ছা, হ্যারিকেনের


সদ্যপ্রকাশিত সুপাঠ্য রচনাবলী

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস

**সাড়া**

যে উপন্যাস নতুন যুগের বাণী শুনিয়েছে। পরিমার্জিত শোভন সংস্করণ। ৩.০০ ॥

লীলা মজুমদারের নতুন লেখা

**বাঘের চোখ**

সচিত্র কাহিনী। চমৎকার প্রচ্ছদ। ২.৫০ ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি উপন্যাস একত্রে

**ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস**

সঙ্গে "পিপড়ে পুরাণ"। ২.৫০ ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নাটগুচ্ছ

**নতুন তারা**

নতুন তারা শুধু আকাশে নতুন নয়, সৃষ্টিতেও নতুন। সাতটি একাঙ্ক নাটিকার উজ্জ্বল সমাবেশ। যে কোন রঙ্গমঞ্চে, ঘরে বা বাইরে মঞ্চে বা মঞ্চাভাবে যেখানেই হোক অভিনয়ের উপযোগী। কৌতুক সংলাপ, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও নিবিড় উৎকণ্ঠা যা একমাত্র অভিজ্ঞতাকুশলেই সম্ভব তার এতে স্থাপনে একটি অমল ও অনিন্দ্য সৃষ্টি। ৩.০০ ॥

যে দুটি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নতুন ভাবের সঞ্চার এনেছে

দিলীপকুমার রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

**তরঙ্গ রোধিবে কে** ৬.০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর বিস্ময়কর রচনা

**এক মুঠো আকাশ** (৪র্থ সং) ৫.০০

প্রকাশের অপেক্ষায়: চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প
প্রতিভা বসুর প্রেমের গল্প

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই: জ্যোতির্ময় ঘোষের রসরচনা **জলহরির সংসার** ৩.০০ ॥ পরিমল গোস্বামীর উপন্যাস **স্কুলের মেয়েরা** ২.০০ ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর-উপন্যাস **নন্দীপন পাঠশালা** ১.৫০ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের **গল্পগ্রন্থ সামনে চড়াই** ১.৫০ ॥ বিধায়ক ভট্টাচার্যের উপন্যাস **অজানিতার চিঠি** ৩.০০ ॥ অহীন্দ্র চৌধুরীর ভূমিকাসমৃদ্ধ দুটি পুরস্কারপ্রাপ্ত একাঙ্কিকা **একাঙ্ক নাটক সংকলন** ৩.০০ ॥ ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক **এক মুঠো আকাশ** ৩.০০ ॥ ধনঞ্জয় বৈরাগীর উপন্যাস **মধুরাই** ২.৫০ ॥

**গ্রন্থম**

২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
॥ কলিকাতা—৬ ॥

আলোয় আয়েশার মুখে আছে। ওপাশে ছেলে অজ্ঞানে গলার নড়ি-বাঁধা কুকুরটা লম্বা সাদা হাত কি কামড়াচ্ছে। শব্দ হচ্ছে শাঁখে আর হাড়ে। সন্তুষ্টের হাঁটু হতে পারে। এমারজেন্সির টেবিল থাওয়া ফরসাটাই হাড়ের গুঁড়োয় মেশে ধলি বাড়িতে দীর্ঘ শব্দ উঠছে।

না ছেড়ে মুখ অন্যদিকে। আটটা ডাক্তারের তাকে ছেড়ে দিলে। চুলে বালিশের ওপর ধারণক্ষমতা। হাতের হাতের মোটাকে ধুয়ে ডাক্তারে নড়ি ফিরিয়ে দিলে। সমস্যা অন্যদিকে শুধু তাকাই নাথা করে। বিছানার ধারে ধারে ধরে এল ইট ছড়ান মত ফাঁকা ডাক্তারের ভাঙা ছাদ। মাস্টার আয়েশার নড়িতে ছোকান ছিল ছাঁউনির সব দেখা ছেলে জানাক দিয়ে। এখন বিশ্বে দেখা যায় না।

সুরমা বিশ্বনাথ সকল শব্দ মানে "ভাক্তারি বড়ি নেবার টেন বন" নিশাকরের পাকাটা ব্যবহার হাতে "হবে আমি। কে ভিন্ন কিছু আসবে।"

কয়েকজন ডাক্তার না ছেড়ে ডাকার আসবে নড়ির ক্রস ও টেবিল চুর পর একটা সুরমা চোখ এখানে ঘুমে পড়তে ডাক্তার হাত সুরমার ডাক্তারের ডাকার ঘুমানো ডাক্তারের পড়ি হয়ে ডাকে। তার ওপর মাথাটা সকল। সুরমা হয় থেকে লাইন ডাক্তারের পড়ুক ডাক্তারের হয় পড়ার ভিন্ন ছবি। নিশাকর ভিন্ন কাটা পড়ে ডাক্তারের হয় ডাকার হয়ে হয় না। ডাকের ডাক্তারের ভিন্ন ডাকারটা কাটা ডাকার ডাক্তারের ভিন্ন ডাকারে এসেছে। ডাকারে ঘুমি পাকাটার আসবার ঘুমে ঘুমিয়ে ডাকার হয়ে ভিন্নটাকে ছিল। সব হয়ে ডাকা ডাকার হয়ে ডাকারের ডাকা ডাকার ডাকার ডাকে। ডাকারে ডাকার ডাকার ডাকার

ঘুরিয়ে চুমু খেলাম ঠোঁটে। তেমন জমিতু লাগল না। সুরমা আমার মাথা সুহাতে কোলে তুলে নিল। ভীষণ জোরে আমার মুখে, ঠোঁট, জিব, ঘষে দিল। পোস্ট অফিসের খামে লাগান আঠার গন্ধ পাচ্ছি। ঠোঁটের ওপর দারুণ ঘাম হয়েছে। গলার নীচেটা একটা শরু হারে, ঘামে, বিশ্রী ক্যাতকেতে হয়ে গেছে। আমি তখন ওর নাকের ফুটো দেখছিলাম। ঐটুকু পথ দিয়ে কি করে এত হাওয়া যায় শরীরে।

পিঠে মুখ রাখব। সুরমা নড়ল না। আমি পিঠ খুলে নিলাম। আরও ঘাম। পিঠে মুখ রেখে ওর শিরদাঁড়াটা দেখছিলাম। বড় বড় ঢ্যাঙ মাছের প্রায় এমন মোটা শিরদাঁড়া হয়। কতদিন মাছের শিরদাঁড়া দাঁতে চিবিয়ে ভেঙে ফেলেছি। সুরমা খুব ক্লান্ত। এই শরীরে কতখানি হেঁটেছে। সবসুদ্ধ পঁচানব্বই পাউন্ড ওজন হবে ওর।

বললাম, "আচ্ছা, তোমার চুলে যখন চোখ ডুবিয়ে ছিলাম, তখন কি মনে হচ্ছিল আমার বল তো?"

"যাহ্! আমি কি করে বলব আপনার কথা?" এমন তীক্ষ্ণ গলা চিরে দিয়ে হাসল!

"আমার তো মনে হচ্ছিল অন্ধকার জলভর্তি চোখের ভরাডুবি হচ্ছে। তোমার কেমন লাগছিল? মনে মনে হাসছিলে যেন।"

"কি করে বলব! মনে নেই।"

"তোমাদের চুলে তো কোন ইন্দ্রিয় নেই। তবে অমন সুখী ভাবটা দেখাচ্ছিলে কি করে?"

"আপনারা কখন কি করেন, তার কি কিছু ঠিক আছে! সুখ-টুখ কিছু বুঝি না।" জানলায় অন্ধকার, বৃষ্টির ছাট আসছে। দেওয়ালে বিলাতী চা কোম্পানীর ক্যালেন্ডার। হিমালয়ের বরফ আচ্ছন্ন প্রস্তরের বড় বড় নীল পাইন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সুরে উঁচু-নীচু সমতলে টিলা চায়ের চাষ। পাহাড়ের নীল ঘুড়ি। পাইনের তাড়াতাড়ি বরফের ওপর ছবির ছুটতে গিয়ে থমকে পড়েছে। কাকিনে সিং। গাছের শুকোন ডালও হতে পারে। চা কোম্পানীর ক্যালেন্ডার। ছবিটা দেখলে চায়ের কথা মনে পড়ে না কিছুতেই। একটু থেমে বলতে লাগল সুরমা, "আপনার ভাল লাগছে এই ভেবেই কেমন ভাল লাগে।"

খানিক পরে উঠে এলাম বাইরে। কাঠের সিঁড়িতে এসে দেখলাম, বৃষ্টি হচ্ছে কিনা। না। থেমে গেছে। মোম ধরিয়ে সেই আগুনে সিগারেট ধরালাম। চোখ কি-একটা রক্তহীন তরলে জ্যাবজেবে হয়ে উঠেছে। মোমের পোড়া সুতোর ছাই উড়ে এসে সিগারেট ধরাবার সময় চোখে পড়ে থাকবে। একটা আঘাত-খাওয়া কুকুরের মত করে কাঁদতে লাগলাম। একটানা। থামতেই চায় না। আমার কোথাও কোন ক্ষত ছিল। কী-একটা খুব জোরে এসে লেগেছে সেখানে। অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাঁদছি। এতে কোন হাত নেই আমার।

পুলিস ফাঁড়িতে জোড়া পিটিয়ে ঘণ্টা দিচ্ছে। আলাদা আলাদা শব্দ। মুনলাইট হোটেলের ঘণ্টা। সুরের ট্রামের শব্দ এখন জাহাজের সোডার মত লাগবে। লন্ডনে এখন বিকেল। ঠিক এসময়ে দক্ষিণ উপকূলে তুষার ঝড়ও উঠতে পারে। পা অবধি লম্বা ওভার কোট আছে তোমার। ঠাণ্ডা লাগবার ভয় নেই।

মমতা মুখের দুই মাখানে আঁচল কাঁদে ফেলল। রুপালে হাত ঘষল, মুখের হাসি মুছল আঁচলে। তারপর বাইরে এসে সঁড়ুক-টিক আমার চশমুনমার লম্বা ডায়ারীর মন্তব্যগুলো তুলল একটা একটা শব্দ টেনিয়ে বলে। কাগজে সিঁড়িটা রাখিয়ে লাগল। মমতার আঙ্গুলগুলো কেমন ছাড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল, ওর মেয়েদেও মমতাময় হাত। সুরমা এসব ছুঁকেও কখন না। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মনে হচ্ছিল, ওর মেয়েদেও মমতাময় হাত।

এখানে বরফ পড়ে না। তবু, রাত সাতটায় চাপ চাপ ধোঁয়া এ-বাড়ি সে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ পাড়াটাকে ঘুমে ঘুম। তার ওপর আবার বৃষ্টি হল। নিঃশ্বাস আটকে আসছে। ইঁদারার ছোট মেয়ের মত পাথর খসি সেরকমই ঘোমটা পা দিয়ে ঠোক্কর দিতে দিতে সুরমা চলে গেল। শেষ ট্রামটা ধরতে না পারলেই গেল! সেই কখন বেরিয়েছে। ভাবলাম ডেকে বলি, পা চালিয়ে যাও। এমন ধীরসুস্থে খেলতে খেলতে যাচ্ছে। অবিশ্যি ট্রাম লাইন অবধি এ-গলিটায় লোকজনের যাতায়াত বেশী নয়।

ঘরে এলাম। কাঠালিপাকাটা সেখানেই বসে।

আচ্ছা, কাল পরীক্ষা, পরশু ইণ্টারভ্যু। পরশু যদি চাকরি হয়ে যায়! কি বলব সুরমাকে। কি বলব তাঁকে?

তোমার বয়েসে আমার মার কোলে তিন ছেলে। আগের কালে অবশ্য অল্প বয়সে বিয়ে হত। তবু, তুমি তো সবই জান। সবই বোঝ।

য়ুরোপে লেখা
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের
চাঞ্চল্যকর ভ্রমণকাহিনী
ডোভার পেরিয়ে
আর্ট পেপারে উনিশটি ছবি। প্রথম শ্রেণীর কাগজ। প্রথম শ্রেণীর ছাপা। খালেদ চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদপট। মূল্যঃ ৪·৫০
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিঃ—১২
(সি ১৪২৭)

সদ্য প্রকাশিত হল
স্বর্গত নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্রের
আমেরিকায় শিশিরকুমার
কিংবদন্তীরূপ নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ১৯২৯ সালে তদানীন্তন বিলিতী নাট্য শিল্পী-বৃন্দ সহ আমেরিকায় গিয়ে বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যশিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন নাট্যশিল্পীতে যে যুগান্তর ঘটিয়ে আসেন তারই প্রামাণিক ঘটনাবলী।
● নিঃসন্দেহে নাট্যসাহিত্যে এ এক বলিষ্ঠ সংযোজন ●
দাম পাঁচ টাকা
শুনে পুণ্যবান
বিধায়ক ভট্টাচার্য বিরচিত যে অমরেশের কাহিনীগুলি ইতিপূর্বে পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তারই অনুপম একত্র সমাবেশ। তিন ঘণ্টা অভিনয়ের উপযোগী।
দাম আড়াই টাকা
বুক এণ্ড বুক ৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা | অথবা যে কোনও বড় দোকানে পাওয়া যায়

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

॥ ১০ ॥

আমার অন্তরের আনন্দ বেদনার মুখের ভাবে ফুটে উঠে থাকবে। সেবেশ্বর-দাদা, তা লক্ষ্য করেই সকলের অগোচরে আমাকে কাছে ডেকে নিলেন, বললেন—ভয় পাচ্ছ নাকি?

মুখফোটে বলতে পারি কি ভয় পাচ্ছি? তবু একটু হাসলাম, বললেন—না।

অর্থাৎ হাসিমুখেই সেবব্রতে চাইলেন—আমার দিক থেকে তেমন কিছু আসতে পারবে না।

আমি বললাম—ভীষণ আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন তোমার ভয় নেই ভোলা, কিছু হবেনা। চলো ভেতরে।

আমরা ভেতরে এলাম। কমিটিমেম্বারদের সকলে এখনো ফিরে আসেননি।

আমার কমিটিমেম্বারদের সম্বন্ধে একজোট হয়ে সকলে আর কিছু বলব না।

ইতিমধ্যে সেবব্রতের সে গুরুত্ব আছে না। তবু বসিকদাই আমার সাফল্যটাকে এঁড়িয়ে যেতে, চেয়েও যা করতে পারেন না।

আমাদের নির্বাচনের ফল কিন্তু বিলম্ব। সেবেশ্বরবাবু, ফলাফল নিয়ে আসতে বলেছেন ঘণ্টা আমার তিনেক, অর্থাৎ আমি সিদ্ধান্ত আর প্রতীক্ষা ছাড়া তো কিছু নই? সকলের না দেখে, কমিটি মেম্বার বা সেবেশ্বরবাবু, ফিরেটার বন্ধ করে দেন? ছোট পর্দা পাই আছে নেই, কিন্তু ফিরেটারটা চওয়াই চাই, এই ছিল আমাদের মনোগত অভিপ্রায়। সেইজন্য, সকলে বন্ধ করে সে আসতে চাইছে না সে কথাটা বেমালুম চেপে গেলাম, ওদের আর তা বললাম না।

তিনজনে রিহার্সালে ঠিক বাচ্ছি। কিন্তু 'রাণা প্রতাপ' সেই ঠিক হচ্ছে, বহুলোক দরকার। কোথায় এত লোক? ওঁরা একদিন ভেবেও বললেন—কই হে, তোমাদের দল কই?

'রাণা প্রতাপ'-এ আমাকে দিয়েছিলেন ওঁরা 'কালাপাহাড় মনোর পার্ট, হলদিঘাটের যুদ্ধের আগের একটি স্কেট দৃশ্য, তাতে আমার ২।১ বার প্রবেশ ও প্রস্থান ছিল। তাই খুব আগ্রহের সঙ্গে তৈরী করছিলাম পার্টটা। দিন দুতিনবার ঘরে আসতাম। সকালে আসতাম, দুপুরে আসতাম খাওয়া-দাওয়ার পরে, আবার সন্ধেবেলায় খেতে, হাটে, কুর ছলাই। কারণ, সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এলেই বাড়ি ফিরতে হবে।

কিন্তু 'কালাপাহাড় মনাই' ত 'রাণা প্রতাপ'-এর সব নয়। প্রচুর ভূমিকা। ওঁদের প্রশ্নের উত্তরে প্রগতা বলতেই হলো সত্যি কথাটা। বললাম—ওরা কেউ আসবে না।

ওঁরা কী বুঝে চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর নলীন বললেন, বেশ, ওরা না আসে, না আসবে। তোমরাই খেলে যাও।

সেবেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে বললেন—এরা ত তিনজন রইল, এছাড়া যখন-তখন দরকার, তুমিই খবর নিয়ে আনবে।

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, যা ভেবেছিলাম, তাই হল। লোকবলের অভাব দেখে সেবব্রত বইটা পড়তে নিলেন। বললেন—রিজিয়া হবে।

—রাণা প্রতাপ হবে না?

না।

বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। আমার অতো যত্নের 'কালাপাহাড় মনা' শুনো মিলিয়ে যাবে!

সেবব্রত পিঠ চাপড়ে বললেন—মন খারাপ করো না। রিজিয়ার তোমাকে ভালো পার্ট দেবো।

সেবব্রতের নিজের তৈরী ছিল 'কাঞ্চনমালা'-এর ভূমিকা। অবশ্য সুচারুকে নিয়ে এলেন। পুরোনোদের মধ্যে ছিলেন ভাবনা প্রেসের মানেজার তারকবন্ধু। তারকচন্দ্র নয়, তাঁকে দেওয়া হল পদ্মলোচন-এর ভূমিকা। আমি হলাম 'সমরেন্দ্র', প্রবোধ বসিরহাট 'সিংহ', বিভূতি 'বাইরাম খাঁ'।

শুরু হলো রিহার্সাল। সারা দুপুর ধরে রীতিমত রিহার্সাল চলতে লাগল। তিন-চারখানা 'রিজিয়া' বই কিনে ফেলা হল। সেবব্রত প্রথমেই নিজে বইটা অনেকের কাছে পড়ে সব বুঝিয়ে দিয়ে-


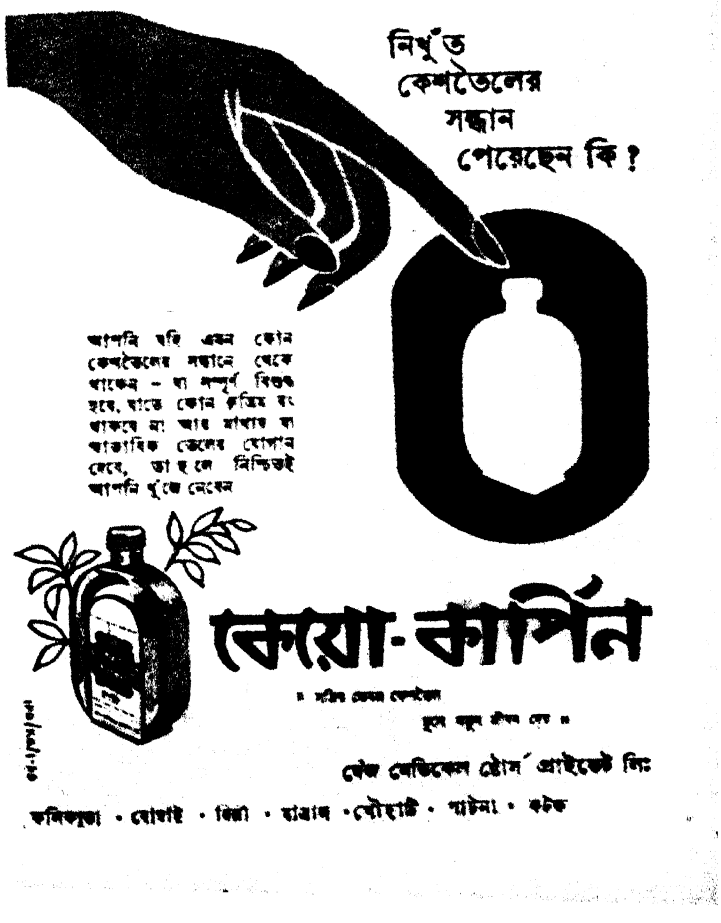

ছিলেন। ননীদার ক্লাবের ঘরে বসে আমাদের যার যা পার্ট সব টুকে নিতে লাগলাম সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার অবসর বুঝে। অবারিত দ্বার ছিল ননীদার ক্লাবের। তামাক খেতেন প্রায় সকলেই। ক্লাবের ঘরখানায় থেলো হুঁকো-কলকে-গড়গড়া—সব সাজানো থাকতো। খেতাম আমরাও। তবে আর লুকিয়ে-লুকিয়ে নয়। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা বলতেন,—খাও,খাও, লজ্জা কী?

আমরা তবু—একটু সমীহ করতাম। কিন্তু ওঁরা সে-ভাবটা রাখতে দিলেন না। বেধহয় জ্যেষ্ঠের স্নেহ দেখা দিলেই জ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠদের জন্তরঙ্গ করে নিতেন। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে' আর কী!


জাগও জিজ্ঞাসু !! জাগও বৈচিত্র্যময় !!
দীর্ঘ প্রতীক্ষান্তে বহির্বঙ্গের বৈশিষ্ট্যোজ্জ্বল
সাহিত্য ত্রৈমাসিক
দ্বৈরথ
দ্বীপান্বিতা সংখ্যা প্রকাশিত হইল।
মূল্য ৭৫ নঃ পঃ (সডাক) শ্রীপঞ্চমী
দ্বৈরথ-রের জন্য লেখক গ্রাহক বিজ্ঞাপন-দাতৃ ও বিক্রয় এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন।
বার্ষিক—২॥০ টাকা (সডাক)। গত বৎসরের বহুপ্রশংসিত "দ্বীপান্বিতা" দ্বৈরথ, মূল্য—এক টাকা। ৫২ শান্তিপথ, রাঁচী, বিহার।
(এম ও ২৫১)



পাণ্ডুলিপি বই এবং এদেশে প্রকাশিত পুরাতন বাংলা-ইংরাজী সংবাদপত্রাদি কিনিতে চাই। মূল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ জানান। বক্স নং ২১১ "দেশ" কলিকাতা—১।



PINE COUGH
ELIXIR
WITH OIL OF PINE
সর্দি, কাসি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানী এবং যাবতীয় শ্বাসযন্ত্রের রোগে জাদু ফলপ্রদ।
বাঘগেট এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা—১


এরপরে, যখন তিনকড়িবাবুর সঙ্গে রিহার্সাল দিয়েছি, তখনো বাইরে এসে ধূমপান করেছি, কিন্তু রিহার্সালে ডাকবার জন্য বাইরে এসে তিনি যদি দেখতেন আমরা লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছি, অমনি ধমকে উঠতেন, বলতেন—সিগারেট খস তো, ঘরে বসে খেতে পারিস না? এখন বড়ো হয়েছিস, লজ্জা কীসের? খেতে যখন শিখেইছিস ত, ঘরে বসেই খাবি।

যাই হোক, 'রাণা প্রতাপ' ছিল গানে, কিন্তু 'রিহিয়া' পালে, তাই আমাদের নিয়ে নেবুবাবুকে পরিশ্রম করতে হতো ভয়ানক। সকালে দুটিন ঘণ্টা, দুপুরে তিনি খেতে যেতেন, আমরাও যেতাম। কিন্তু খাওয়ার পর তিনি একটু না ঘুমিয়ে নিয়ে আসতে পারতেন না, আমরা কিন্তু খাওয়ার পরই চলে আসতাম। এসে নিজেরাই শুরু করে দিতাম। আমাদের পক্ষে ব্যাপারটা ভয়ানক বলাটা খুবই কঠিন হচ্ছিল, তবে তাঁর যা নির্দেশ, সব আমরা যথাযথ তুলে নিচ্ছিলাম। কোথায় কোন্ ভঙ্গিমা, কোথায় প্রবেশ, কোথায় প্রস্থান, কীভাবে প্রবেশ, কীভাবে প্রস্থান, সব নিয়ে খুবই কসরত করছি। আমার স্মরণশক্তি তখন খুবই ছিল, তাই ভঙ্গিমা নিয়ে ত খেলেই পড়েছি, তাই, সব-কিছু আয়ত্তে করা কঠিন হচ্ছিল না আমার পক্ষে। তবে গলার স্বরটা আমার একটু নরম ছিল। তাই নেবুবাবু একদিন আমায় বলেছিলেন—ছোক্ড সকালে উঠে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে খুব জোরে—গলা ছেড়ে প্র্যাকটিস করো দেখি?

কথাটা মনে লাগল, কিন্তু কোথায় যাই শোনে, করতাম কী, অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে বেরিয়ে পড়তাম গড়ের মাঠের দিকে। বাবা একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—অতো ভোরে উঠে খোকা যায় কোথায়?

মা বললেন ভোরে উঠে বেড়ায়।

ওঁরা জানেন শরীর-চর্চায় আমি খুব মন দিয়েছি। বাবার নিজেরও ভোরে উঠে বেড়ানোর অভ্যাস ছিল। তিনি কথাটায় সেদিন খুশীই হয়েছিলেন সম্ভবত, তাই আর কিছু বলেন নি।

গ্রামি গড়ের মাঠে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করা শুরু করলাম। ভোরে উঠে বেড়াতে বেড়াতে এই যে এসব এসে গলা ছেড়ে আবৃত্তি করা, এতে মনটা অদ্ভুতরকম খুশী হয়ে উঠত। এমন কি, শরীরটাও ভালো হয়ে উঠেছিল। শুধু যে আবৃত্তির আনন্দ, তাই নয়, উষাকালের সেই প্রকৃতির দৃশ্য, যার একটা প্রভাব অন্তরটাকে যে এক অবাক আনন্দে ভরিয়ে তুলত, সে কথাটাই বা আজ অস্বীকার করি কী করে? উত্তরকালে অভিনেতা হয়েছি, মানুষের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের মেলামেশা, প্রাত্যহিকের কারবার, তবু প্রকৃতির রূপ—নৈসর্গিক শোভা আমাকে চিরকাল সবার অলক্ষ্যে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, তাই দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে যখনি অবকাশ পেয়েছি, ছুটে ছুটে বাইরে চলে গেছি। কিন্তু, জন্তরের সেই বিচিত্র অনুভূতির লিপিগুলি এখনো রেখায়িত করবার সময় আসেনি।

মাঠে দাঁড়িয়ে অবৃত্তি করতে করতে এক-এক সময় হঠাৎ থেমে যেতাম। একা—একেবারে একা আমি—জন্তরের কুটীরে মেমোরিয়ালের পাতাগুলোর দল উঠেছে কি ওঠেনি জানি না, কিন্তু কথাটা তা নয়—এ যে এক দাঁড়িয়ে আছি একাকীত্বের অনুভূতিই আমাকে বুঝি মাঝে মাঝে এমন মূক করে তুলত। সামনে বিস্তৃত গড়ের মাঠ—কেমন কুয়াশা-কুয়াশা দেখাচ্ছে—তার মধ্য থেকে দূরের গাছপালা-বাড়িঘরগুলি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে—দেখতে দেখতে, মনটা এক অদ্ভুতপূর্ব আনন্দে ভরে উঠত। আমার আবৃত্তি শুনে পাছে লোক জড়ো হয়ে যায়, তাই লোকজনের চলাফেরা শুরু হবার আগেই আমার আবৃত্তির পালা শেষ করে ফেলতাম। রাত থাকতে থাকতে বিছানা ছেড়ে পড়তাম মাঠে। বাড়ি যখন ফিরছি, তখন সকালের সূর্যের রঙ আমায় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যাই হোক, কিছুদিন এভাবে চলবার পর নেবুবাবুর, একদিন আমার 'রিহার্সাল' শুনে বলে উঠলেন—বাঃ! গলা অনেক পরিষ্কার হয়েছে ত। তিনি নিজে যে কী পরিশ্রম করেছিলেন তা বলবার নয়। বেশ কিছুদিন পরে অবিশ্যি অবিশ্রান্ত মহড়ার খাটুনি। ফল এই হয়েছিল যে, অভিনয়ের দিন—তাঁর বক্তব্যের ভূমিকা অংশ, তাঁরই গলা ধরে গেল। অবশ্য সেদিনে হয়ে কে-ই নেই, আমার পার্টটা যে তৈরী হয়েছে, এতেই তিনি খুশী। তিনি খুশী হওয়ায় আমিও একটু ভরসা পেলাম, মনে হল, স্টেজে ঠিক উতরে যাবো, ভাবনার কিছু নেই।

এদিকে স্টেজের ব্যবস্থা সবই হয়ে গেছে। ননীদার ক্লাবের উত্তর সীমানার দিকে হবে স্টেজ। অর্থাৎ যেদিকটায় ছিল ক্লাবের পায়রাদান ঘর, রোমান রিং, ট্রাপিজ, হোরাইজেন্টাল বার ইত্যাদি। তাই ওসবই ফেলা হলো সরিয়ে। উত্তর পোতা-ওয়ালা পুরনো মাটির ঘর ছিল, ওপরটা গোলপাতার ছাউনী, সামনে বারান্দার মতো চওড়া দাওয়া। ঘর দুখানাই ছিল বেশ বড়ো-বড়ো। ঠিক হল, দাওয়ার সামনের দিকে টিক ফেলে দেওয়া হবে, তার আড়াল থেকে দাওয়ায় বসে মেয়েরা দেখবেন থিয়েটার। দক্ষিণের দিকে পাঁচিলের ভিতরে কুস্তির আখড়া—লাঠিখেলার জায়গা। অষ্টমীর দিন এখানে লাঠিখেলা, কুস্তি, এসব হবে, তার আগের দিন অর্থাৎ সপ্তমীর দিন হবে আমাদের 'রিহিয়া'। নবমীর দিন আবার থিয়েটার—আসরের বন্ধুবীর।

নিজেরাই মিলেমিশে স্টেজের বাঁশ

খাটানো, প্ল্যাটফর্ম তৈরী—এসব করেছিলাম। তারকবাবু সিন-সিনারী নয়, পোশাকের ব্যবস্থা, চুল, সখীর দল, সব—কোথেকে কোথা থেকে যেন তাড়া করে এনেছেন। মোটকথা, অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি নেই।

তারকবাবু আমাকে বললেন—তোমার যে একজোড়া লাল ফুল মোজা চাই।

—লালমোজা!

—হ্যাঁ। তুমি হিন্দু সাজবে, তোমার দরকার হবে লাল ফুল মোজা। আর যারা মুসলমান সাজবে, তাদের দরকার হবে কালো ফুল মোজা।

সেদিন এটাই বোঝাতে ছিল। রয়াল ট্রেসার্স ২ পরতে হবেই সকলকে—সেনা-পতিদের, হাতীর নীচে পাতানো চাই, আর সেই পাতানোকে ঝালর নীচে থেকে হাতীর নীচ পর্যন্ত ঢেকে দিতে হবে মোজা দিয়ে। হিন্দুর লাল—মুসলমানের কালো।

অতএব জানিয়ে দিলাম তাদের পরদা দিয়ে লাল মোজা কিনে এনে রাখলাম বাড়িতে।

থিয়েটারের দিন সকাল থেকে যে স্টেজেই খাটছি। সমানে গলা ধরা। তিনি কখনো ঘুনেজলে কুস্তি করছেন, কখনো গরম জলের ভাপ নিচ্ছেন, বক্তিয়ারের গলা ধরে থাকলে 'রিহিয়ার্স সমূহ বিপদ'।

বেলা দুপুরের দিকে গড়াতেই আমায় বললেন—যাও স্নানটান করে খাওয়াদাওয়া সারো গে যাও। একটু বিশ্রাম করে সন্ধ্যার পর এসো। সেই যার নাম রাত দশটা। ওর এদিকে স্টেজও কমপ্লিট!

চলে এলাম বাড়ি। কিন্তু চান খাওয়া-দাওয়া সারার পর কিছুতেই আর ভালো লাগছিল না বাড়িতে থাকতে। কতক্ষণে যে যাবো? কতক্ষণে যে সন্ধ্যা হবে? সে এক নিদারুণ অস্থিরতা!

অবশেষে সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় মা বললেন—একি রে! চুপচাপ বসে আছিস যে বড়ো? খেলতে যাবি না? বেড়াতে যাবি না?

বললাম—সন্ধ্যের পর বেরুবো। ক্লাবে অনেক জাঁটখেলা, কুস্তি, এসব আছে। ওখানে নেমন্তন আছে রাত্রে। ওখানেই খাবো।

মা বললেন—কিন্তু রাত করবে না বলে দিচ্ছি। বাবু জুনাকে বকাবকি করবেন।

উত্তর দিলাম—রাত একটু হবে বই কি আজ!

—সে কী রে!

—বারে, হবে না!—বললাম—খেলা আরম্ভ হতেই ত কতো দেরি হবে। তারপরে আছে খাওয়াদাওয়া। রাত একটু হবে। তুমি ভেবো না। মা কিছু আর বললেন না বটে, কিন্তু আমার আর একটুও ভালো লাগছিল না চুপচাপ বসে থাকতে। যেই সন্ধ্যা হয়ে গেল, রাস্তার গ্যাসগুলো একে একে সেই জ্বলে উঠছে, আমি আর থাকতে পারলাম না, মোজাজোড়া বগলদাবা করে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে।

গিয়ে দেখি, চারিদিকে সবই তৈরী, লোকজনের বসবারও ব্যবস্থা হচ্ছে, সাজঘরে সাজো-সাজো রবও উঠে গেছে। বসবার আয়োজন একটু লক্ষ্য করে, স্টেজের ব্যবস্থা-টাবস্থাগুলো একবার একটু দেখে নিয়ে সবারই গেলাম সাজঘরে সাজতে দেববারের ধরাগলার জন্য তখনো সমানে তুমিল চলেছে।

তারকবাবু বললেন—এসেছ? যাও-যাও, রঙ করে নাও।

তখনকার দিনে 'মেক আপ-করা' কেউ বলতো না, বলতো—রঙ-করা।

তারকবাবুর আমার দিকে আরও একবার


"সোভিয়েত দেশ"-এর গ্রাহক হোন

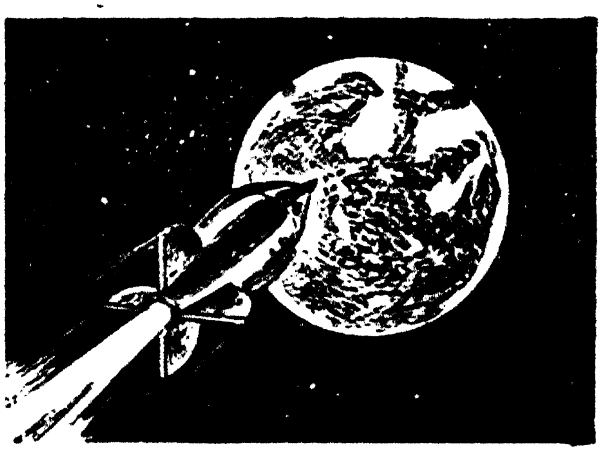

০১শে জানুয়ারীর মধ্যে
চাঁদা পাঠালে

* বাৎসরিক ৫৲ টাকার বদলে ৪৲

* ৪-পাতা রঙীন ক্যালেণ্ডার উপহার

* ২ বছরের চাঁদা এক সঙ্গে দিলে একসেট বই উপহার

*

সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী • সোভিয়েতে ভারত সম্পর্কিত কার্যাবলী • সোভিয়েত বিজ্ঞানের যুগান্তকারী অগ্রগতি • মহাশূন্য জয়ের তথ্যপূর্ণ ঘটনা প্রভৃতির জন্য
"সোভিয়েত দেশ" নিয়মিত পড়ুন

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃঃ ১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

ভালো করে সপ্তপাত করে বলে উঠলেন—একজন নাপিত বসে আছে, যাও তার কাছে আগে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে এসো। তারপরে রঙ করো। পেশাদারী কি অপেশাদারী, সর্বক্ষেত্রেই তখন নিয়ম ছিল, নাপিত একজন আসবে, সকলের আগে ক্ষৌরকর্মটা সেরে নিতে হবে।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম—গোঁফ কামাবো না, বাড়িতে টের পাবে গোঁফ কামালে।

গোঁফের কথা অত স্পষ্ট করে বলেছিও, আসলে কিন্তু তখন সবে আমার গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে মাত্র।

তারকবাবু বললেন—আচ্ছা, তাই করো।

সুতরাং গোঁফটি রেখেই দাড়ি-কামানোর পর্ব শেষ করলাম। এবার রঙ-করার পালা।

যিনি রঙ করবেন, তিনি বললেন—ওখানে সাবান রাখা আছে, বেশ ভালো করে মুখ-হাত ধুয়ে এসো।

তথাস্তু। তাই করলাম। ক্লাব থেকে যে-সব তেয়ালে-কাউন সব কেনা হয়েছিল, সেগুলি দড়িতে টাঙানো ছিল, তার একটিতে মুছে নিলাম মুখ-হাত। রঙ-করী করলেন কী, সাদা গুঁড়ো রঙ আর লাল গুঁড়ো রঙ হাতের তেলোয় মাখা নিয়ে—তাতে একটু জল মিশিয়ে বেশ করে গুলে নিলেন। রঙটা হলো ঈষৎ গোলাপী-গোলাপী। সেই গোলাপী রঙ ঘষে ঘষে আমার সারা মুখে, মায় গলা পর্যন্ত, প্রথমে ওদিকে দু হাতে একেবারে কনুই পর্যন্ত লাগিয়ে—ভালো করে মেলাতে লাগলেন। রঙ ক্রমে শুকিয়ে উঠতে একটু জল দিয়ে আবার ঘষে ঘষে মিলিয়ে দিতে লাগলেন। তারপরে রঙ যখন বেশ শুকিয়ে এলো, তখন দিলেন নরম ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে। আমি ততক্ষণে চুপটি করে বসে আছি যেন কাঠ হয়ে গেছি। যা আমাকে বলছেন, তাই করছি।

—ঘাড় তোলো।

তুলছি।

—ওদিকে ঘাড় ফেরাও।

ফেরাচ্ছি।

—চোখ বোজো।

বুজছি।

—চোখ খোলো।

খুলছি।

চোখ বোজা আর খোলার মাঝে কতই বা মুহূর্তের জন্য চোখ পিটপিট করে একটু তাকিয়েছি হয়তো অমনি ধমক।

রঙের পর রঙের বাক্স থেকে ছোট ব্রাশ করে একটু করে তুলে গালে কপালে নাকিয়ে মিশিয়ে দিতে লাগলেন ভালো করে। কাজল দিয়ে এঁকে দিলেন ভুরু চোখ আর ঠোঁট। এমনকি গোঁফের রেখাটি পর্যন্ত দিলেন এঁকে কালো করে। কপালে দিলেন সিঁদুরের মতো কালো রঙ দিয়ে টিপের ফোঁটা। তারপরে মাথায় গামছা হাতের খানিক খানিক লাগিয়ে দিলেন পাউডারের প্রলেপ।

সব হয়ে গেলে বললেন—মুখে চোখে হাত দিও না যেন। ঘুমিয়ো না পর্যন্ত। বুঝলে?

আমার যেন ঠিক তখখুনি গালের পাশটা চুলকাতে লাগল। রঙ-করী ছোট্ট একটা পুটলী থেকে একটু অভ্রের গুঁড়ো নিয়ে মুখে থুবে থুবে দিয়ে বললেন—বেশ হয়েছে। যাও।

ততক্ষণে আমার ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছিল। বললাম—কী করি এখন?

বললেন—একটা পাখরের পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দাও।

তাতে আর সুরাহা হবে কতটুকু? কী ভেবে খপ করে আসনটা ধরলাম মুখের সামনে। নিজের মুখখানা দেখতে দেখতে সুড়সুড়ির কথাটা আর মনেই রইল না। ভাবলাম, বাঃ। এতো সুন্দর দেখতে লাগছে আমাকে!

যেশকরী যিনি তিনি ততক্ষণে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। চারদিকে বড়ো-বড়ো সব স্টীলের ট্রেতে ভরানো, কতো-গুলো ছোট-ছোট ছেলে সঙ সেজে বসে আছে ঐ সব ট্রেগুলোর ওপরে। কিন্তু, ওদের তিনি বলছেন না কিছুই। কেননা, যাঁরা পোশাক নিচ্ছেন, তাদেরই ছাড়া করে আনা ঐ ছেলেগুলি। অর্থাৎ নিজেদেরই সঙের লোক বসাতে দিয়ে সুবিধা আদায় হবে বেশি।

আমি অবশ্য সেই সাজানোর পরে ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি তো বটেই ওর প্রয়োজন নেই। অবশেষে নিজেই একটু ঠেলে দিয়ে বলে উঠলাম—পোশাক আমাকে পছন্দ দিন।

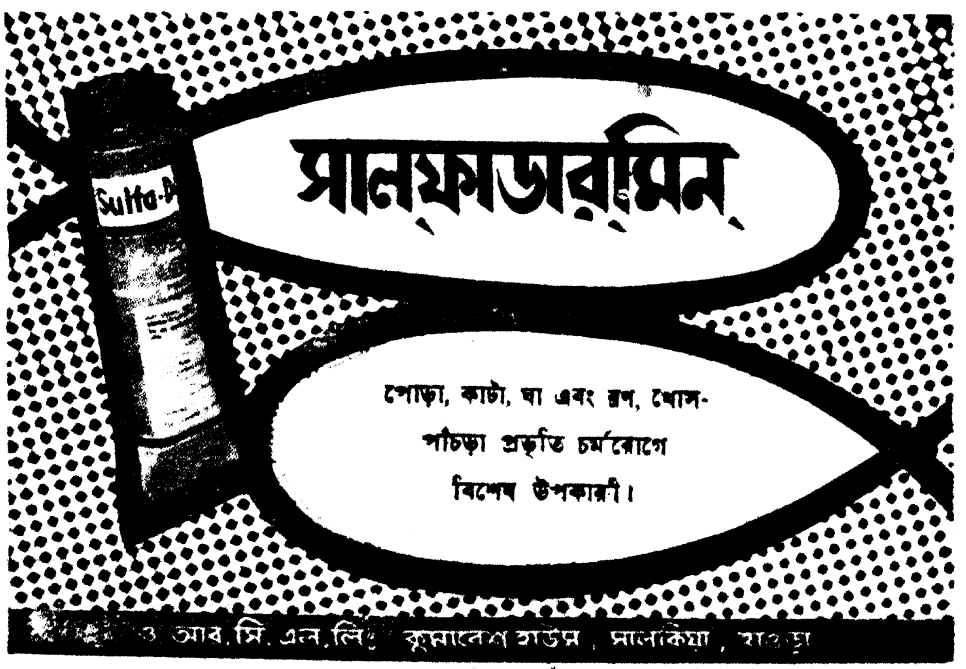

সেলকারী মুখ ফেরালেন আমার দিকে। বললেন—কী আপনি?

একটু থতমত খেয়ে তারপরে বললাম—সমাদেন্তু।

আমাকে একটু ছাঁদো করে লক্ষ্য করে নিয়ে বললেন—হাপপ্যান্ট পরে আসেন নি কেন?

বললাম—কেউ তু বলে নি। তাই কাপড় পরে এসেছি।

বললেন—তাহলে এক কাজ করুন। বেল করে মালকোঁচা এঁটে কাপড়টা পরুন, যেন ঝুলে হেঁচট না খাবে।

কর্মসিয়েশন দুই রকমের। ছোলা করে আমার পরনে পাজামা দেখে নিয়ে বললেন—ঐ কেশকাটা আছে পরুন।

সেখানে পৌঁছুনো মাত্র চতুর্দিকেই মাথার ওপর ঢাকপাখা নিয়ে লড়ি ঘোরানো হচ্ছে। তাতে ওপরের কর্মি সবই কেশকাটা। যে কেশকাটা দেখিয়ে দিয়েছিল, সেটা কেউ নিল সবশেষে ওঁ ছেলেছোকরা চুমকি দেওয়া একটা নিয়ে বেরোলো, আর সকলে একটা কেশকাটার মাপে ছোকা। সিলেকশনের পরের একটা ধাপের একটি এই হলো যে ঢাকপাখাদের ঐ ও চুমকি ঝাকের পাশে বসানো। দুটো ছোকরার সেটা পেতে হাঁটা। সেটা ঝুলিয়ে নিয়ে বেরোবে সময় দুটো ঘাড়ে। কাজেরা যে কিছুক্ষণ পরে একটা ছোকরা এসে ওঁ ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ঐ ছোকরাদেরটা চুমকিগুলো সংখ্যায় ছোকরা। তাদেরটা ছোকরাদের থেকে কম। সবশেষে যারা ঢাকপাখার হাতল ধরে টানে তাদের চুমকি সংখ্যা আরো কম। ছোকরাদের কাছে লড়ি ঘোরা ও ঝোলানো ওপরের মাথা ঘিরে পাখার মতো ঘিরেই ধরে টানা দুটোর ঘিরে ওঁ ছোকরা বসিয়ে হবে।

সবশেষে ঢাকপাখা-ধরা কাজে ঢাকপাখার হাত ধরে টানা ছোকরা হাতের মতো, দুটির বদলে ছোকরাটি হবে ওপর সমান চুমকি লাগানো। ছোকরা থেকে বুড়ো ছোকরা ঘিরে ঢাকপাখার মতো এসে ঢাকি পাখার পড়েছে। কেবল ছোকরা ছিঁড়ে ঢাকপাখার চুমকির সংখ্যা দেওয়া। পরাটা প্রায় ঘাম ঢাকি ছোকরাটিই বসার দেওয়া। আমি জানতাম যাই পরছি, আমি কেশকাটা সেই সম্পর্কে দল ঢুকে হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। একজন বললে—কেশ ছাঁটা ছোকরা হলে পরতে হলে না। উল্টো পরতে।

আমি জানতাম, ছোকরা সমাদেন্তুর দিকেই তাকাতে হবে। সেজন্যেই পরেছিলাম। পরমুহূর্তেই অবশ্য মনে হচ্ছিলো, কাজে যে সব ত্রুটির কাজ করা। কলমালে সব নকশা দেখছিলাম। সেগুলি গেল কোথায়। বেতালের দিকে তু কোনো নকশা নেই।

ওদের হাসিতে অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি খুলে ফেললাম জামা। ও হাত, জামার নকশাগুলো দেখছি রয়েছে পিছনে। বুঝলাম, ঐ পিছনের সিকটাই সমানের দিক হবে। তোমার মানে পিঠের দিকে।

এবার আর ভুল হলো না। কিন্তু ঢাকপাখা পরাও মুশকিল হয়েছে এই যে, জামার ঢাকপাখার তুলনায় অনেক চওড়াটা একটু বাড়ে, তাই ছোট হয়েছে ঢাকপাখাটা। কী করি।

সেলকারী-অনুযায়ী পরনে সংক্ষিপ্ত কেশকাটা-পাখার মালকোঁচা দিয়ে ঢুকিয়ে নিলাম। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এবার ঢাক বাজা আরম্ভ করুন।

আবার হলো বেকায়দা। কোমরটার মুশকিল দিকে। কোমরে ঢাক বাজা আরম্ভ করি।

ঐ বেকায়দা-অবস্থায় পরে বললে, আর হাতের কাছাকাছি কোমর আছেন নি?

—না।

—তাহলে কী হবে?

তারপর, ঢাকপাখা পরনে ঢাকি হলে—ঢাকপাখা আছেন নি?

—তাহলে?

—তাহলে কী পরবেন কী?

বললাম—কেউ তু বলেনি এসব আমাকে।

—সমাদেন্তু আপনি কী। নিজেকে বোঝেন হলে একটা ঢাকপাখা।

ঢাকিছোকরা সমাদেন্তুর সময়ে ঐ ঢাকপাখা-ধরা ছোকরাদের মধ্যে ঐ ওপরে ঢাকপাখা-ধরা ছোকরাটি ঐ ও চুমকি ঝাকের পাশে বসানো। দুটো ছোকরার সেটা পেতে হাঁটা। সেটা ঝুলিয়ে নিয়ে বেরোবে সময় দুটো ঘাড়ে। কাজেরা যে কিছুক্ষণ পরে একটা ছোকরা এসে ওঁ ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ঐ ছোকরাদেরটা চুমকিগুলো সংখ্যায় ছোকরা। তাদেরটা ছোকরাদের থেকে কম। সবশেষে যারা ঢাকপাখার হাতল ধরে টানে তাদের চুমকি সংখ্যা আরো কম। ছোকরাদের কাছে লড়ি ঘোরা ও ঝোলানো ওপরের মাথা ঘিরে পাখার মতো ঘিরেই ধরে টানা দুটোর ঘিরে ওঁ ছোকরা বসিয়ে হবে।

সেলকারী বললেন—এবার পরিষ্কার পরনে ঢুলি পরে আসুন।

ঘরের একেবারে চুলওয়ালা বসে আছে একটি ছোকরা—সমানে অনুরূপ একটি টাক চুল কাটিয়ে। সমানে বেরোই সে সাক্ষাৎ প্রশ্ন করে—কী?

—সমাদেন্তু

—সমাদেন্তু ছোকরাটির বসুন।

একায় পীঠের অন্যতম পীঠ, কালীঘাট

সেই কালীঘাট ঘিরে কতকিংবদন্তী আকর্ষণ ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস। • সমাজ চিত্রণ • মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি •

ভিন্ন স্বাদের একটি সার্থক উপন্যাস

অজিত মুখোপাধ্যায়ের অমৃত মন্থন মূল্য ৪.০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ :: ১৪ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

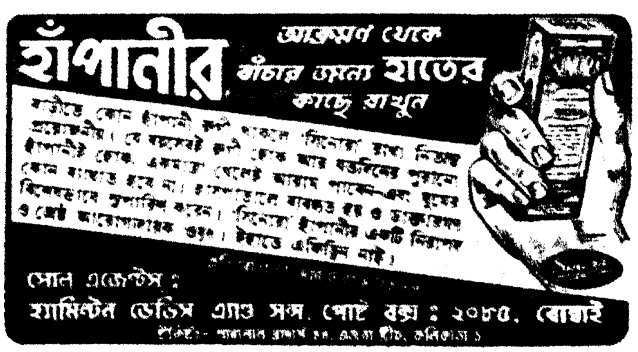

আমি বসামাত্র সে কালো কৌকড়ানো একটি বাবরী চুল আমার মাথার ওপর বসিয়ে দিলেন, তারপরে কপালের ওপর নিজের থুতনিটা দিয়ে চেপে ধরে পিছনে—ঘাড়ের দুদিক থেকে টেনে এমনি করে বসিয়ে দিলে যে, চমৎকার মাথায় আটকে গেল। আমাকে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নিয়ে সে মন্তব্য করলে—বেশ হয়েছে।

তাড়াতাড়ি আয়না টেনে নিয়ে মুখখানা দেখে মনে হল সত্যিই বেশ হয়েছে। কিন্তু চুলটাতে বড়ো নারকেল তেল জব জব করছে, গন্ধ বেরুচ্ছে নারকেল তেলের কেমন যেন গা ঘিনঘিন করতে লাগল। অথচ, উপায় ত নেই!

বেলকারী কিন্তু দমবার পাত্র নন। সোলার ওপরে সিল্ক-ভেলভেট দিয়ে মোড়া একটা পাগড়ি—"টিরপাচের" মতো সমান জরির চুড়ো দেওয়া—তার ওপর পালক বসানো—সেটা আমার মাথায় দিয়ে পরিয়ে। পরবার পর বললেন—হাঁ, সব হয়ে গেছে।

সব হলেও আমার দৃষ্টি কিন্তু ঐ পালার ঝোলানো সেপ্টিপিনের দিকে। ঐ সেপ্টিপিনের কারসাজিতে কী না হচ্ছে! আমার পরের প্রিন্সরাজার এই সোড়ালির নিকটা কাটা, এলো ঐ সেপ্টিপিন। প্রশ্ন উঠতে পারে কাটা কেন? উত্তর আসবে, কাটা থাকাই নিয়ম যে! একে বলে, কাটা পোশাক। রোগা-মোটা সবারই এক জিনিস। যে মোটা, তার বেলায় পোশাক করে দেবে ঢিলে, যে রোগা, তার বেলায় সেপ্টিপিন দিয়ে এঁটে ছোট করে নেবে। আর, ঐ যে বলেছি পাগড়ির ওপরটা টিকিন দিয়ে তৈরী, ওর অর্থ হল খরচ বাঁচানো। কারণ, ও আলটুকু ত চাপকানেই ঢাকা পড়ে যাবে! তখনকার দিনে অতোর বাজে খরচের দিকে লোকের মন ছিল না, হিসেব-নিকেশ করে কাজ করতেন তাঁরা।

স্টেজ দিয়ে বাঁদিকে সিংহদ্বার পর্যন্ত তাকিয়ে দেখি পালায় ওর মতন মাথা, মুখের কাঁচা রঙের কারও অভাব নেই, বেশ চমকালেই দেখাচ্ছে ওর পোশাক। বাঁকড়ানো গোঁফ, পাগড়ির মজবুতের—সবারই গড়ন কাঁচা আর মজা শুধু আমারই নেই! ছুটে গেলাম বেলকারীর কাছে। তিনি একটু উচ্চবাচ্য বললেন—আগে থেকেই জেনে এবং সব সাজানো, বাজে সাজানো, সব ঘুরিয়ে গেছে।

আরো মনেই ফিরে এলাম স্টেজের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে, ওর পোশাক আলাদার কারণ সব জানতে আমাকে কিছু ফোট পোশাক দিতে হয় বেলকারীকে কিছু ফোলিক দিয়ে পোশাক আর গয়না পাওয়া যেতো যে জানে। ছুটো ঘণ্টা সাজতে লাগলো ঘণ্টা ঘণ্টা লাগছে, এ যেন কেমন কেমন হচ্ছে। কী আর করি! পকেট থেকে পাঁচটা বার করে একটা পড়ে নিই বরং, যার করতে পারি, তা করে একটা ঘণ্টা পড়ে নেব। এইবার ওকালতী পড়ে হবে।

প্রথম অভিনয়-রাত্রির উত্তেজনা, পার্ট আর বার করা হল না। পার্ট অবশ্য সবই আমার কড়া মুখস্থ, না দেখলেও চলবে।

স্টেজ ত নিজেরাই তৈরী করেছি। বাঁশের মাচার ওপরে তক্তা পাতা, তার ওপরে শতরঞ্চি বিছানো। স্টেজের আলো হচ্ছে স্টেজ প্রসেনিয়মের কাছবরাবর আর্সিটাসিন পাস, যে আলো একবার জ্বালালে আর নিভানো মুস্কিল। ফুটলাইট বা পায়ের লাইট ছাই। সেবারে প্রত্যেকটি আলো কেরোসিন ধরিয়ে জ্বালাতে হবে। সে এক মুস্কিলের ব্যাপার। ছাই আলো সর্বক্ষণই জ্বলছে পাগলাটা, সেপ্টিক কখনো নেভানো হয়ে না। কারণ যে বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো বা অন্য আলো নেই সে বাড়িতে ঐ পাগলাটাই ছবলা, অন্ধকার হলে যে যার ঘাড় দিয়ে পড়বে যে জানে। আর স্টেজ, প্রসেনিয়ম দিয়ে যেমন দিন পাগলাটে হবে তেমনি সিরাসিন ছুটলাইট পড়ে না আলো আলাদার নিভিয়ে দেবার জন্য। ঐ এক ছুটলাইটের কাজ হবে। সিলপাড়ির ছুটলাইট ৩৫টা হবে। বাঁশের ফ্রেমে কাচ বিছিয়ে সরু-সরু ছুটি বাঁশ আড়াআড়ি বাঁশের-বাঁশের টান দিয়ে বাঁধা আর্সিটাসিন দেবার ছিদ্র করা। আর সিলপাড়ির আলোর ইঁড়িতে যা অবশ্য পাগলাটাতে ছিদ্র মতোন দিয়ে একটা কাচ বসাতে হবে কাচ ও পড়ে জেলে এই কাচগুলো দুদিকেই ঢাকা থাকবে যাতে ধোঁয়া না বেরুতে পারে। এবারে হবে প্রসেনিয়ম ঘর ডানদিকে


ধীরে ধীরে 'সুন্দর' হতে শিখছে...

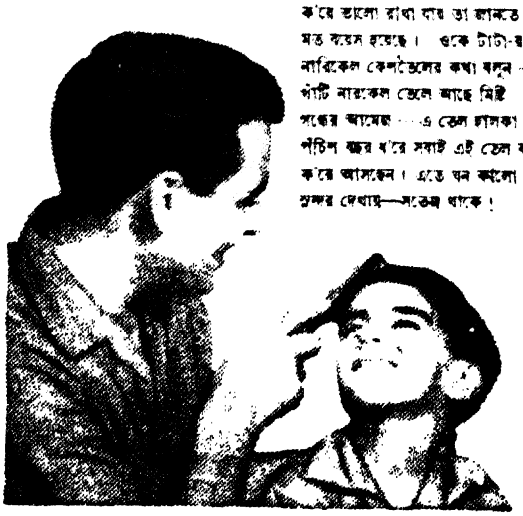

বয়সে ওর অল্প হ'লেও নিজের চেহারা নিয়ে খুব অসুবিধা করা বা মাথার ঘন কালো চুল কেমন ক'রে ভালো রাখা যায় তা জানতে চাইবার মত বয়স হয়েছে। ওকে টাটা-র সুবাসিত নারিকেল কেশতৈলের কথা বলুন — এই খাঁটি নারকেল তেলে আছে মিষ্টি গন্ধের আমেজ — এ তেল ঠাণ্ডা ও সেরা। শৈশব থেকে ঘরে ঘরে সবাই এই তেল ব্যবহার ক'রে আসছেন। এতে ঘন কালো চুল সুন্দর দেখায়—সতেজ থাকে।

টা টা-র
সুবাসিত
না রি কে ল
কে শ তৈ ল

টি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

অবশ্যের মনস্পর্শী। কাপড়টার দুই প্রান্তে জাটকানো থাকত বড়ো রঙিন সুতোয়। পাকস্পটের মাথার একপাশের দুটোর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে গলিয়ে নিয়ে সেই সুতোর প্রান্ত থাকত নীচের কাঠের পাশের দোকরের সামনে ঝুলানো। প্রয়োজনমতো ঐ সুতোর সাহায্যে কাপড়টা ফেলে দিয়ে বসলে সেটা হয়ে দাঁড়ায় পর্দা। বসলে বা হাঁটলে অসুবিধা হয়। অসুবিধা হইলেও তখন কাজ করা—একপাশে হয়ে পর্দা। নীচুকণ্ঠে অবশ্য। মাঝখানে ঐ ফোকরটা শুধু প্রয়োজনমতো একবার ব্যবহারে আসবে, অন্যবার অবশ্যে। কিন্তু নীচের সুতোর সাহায্যে এই যে পর্দাপাশের ফোকরের পরিবর্তন, এতে কিছু সময় লাগে। প্রত্যহ বেশ হয়ে হয়ে অভ্যাসের সঙ্গে সেটা সয়ে যায়। অতিথিরা এসে পড়লে অবশ্যই অসুবিধা হয়। কিন্তু এখানে পর্দাপাশের ফোকরের পরিবর্তন হয় না। পর্দা ঝুলানো থাক

# পণ্ড্‌স
## কোল্ড ক্রীম

* পরিষ্কার করে
* সুন্দর করে
* সুরক্ষিত রাখে

এখন রাতে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম বেশ ভালো ক'রে আপনার মুখে মাখুন। এই ক্রীম রোমকূপের গভীরে প্রবেশ ক'রে ময়লা বের করে দেয়। ফলে পরে পুষ্টিকর এই চমৎকার পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম নিয়মিত ব্যবহারে আপনার ত্বকই বাস্তবিকই নির্মল ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

ভ্যানিশিং ক্রীম : হালকা ও তুষার-শাদা পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার ত্বকের কমনীয় কান্তি সুরক্ষিত রাখবে—পরিষ্কার ও সুন্দর করে তুলবে। পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায় এটি একটি নিখুঁত পাউডার বেস্ এবং এর ওপর পাউডার ঘষার পর ঘণ্টা সমানভাবে লেগে থাকে।

P 77-80 পণ্ড্‌স ইন্ ( শীতের রাতে মাখলে সুফলটুকু সঞ্চিত হয়।)

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১১

সুকান্ত যে সরাসরি চলে গেল তাও নয়। অনেক কাকুতি-মিনতি করল। হাত দুটো ধরে ফেলল জোর করে। কিন্তু সে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাল। তার সে কী ভয়ানক ভয়ের মুখ! ভয়ে যেন সে মরে যাবে।

সুকান্ত নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিতে লাগল। এতটা সে ভাবেনি। এতটা কল্পনা করেনি। ভেবেছিল, একটু ভয় পাবে, একটু লজ্জা পাবে, একটু বা ঘাবড়ে যাবে, কিন্তু এমন করে যে ভয়ে মরে যাবে তা সে ভাবতে পারেনি। ভয়ে মরে যাবে বলেই তো সে ভয় দেখাতে চায়নি। ভয় দেখিয়ে ভয় ভাঙিয়ে তাকে সে ভয়ের পরপারে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। ভয়ের ওপারে যে আনন্দ তার সঙ্গে তাকে সে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল। ভয়ের ওপারে যে আনন্দ তার সঙ্গে তাকে সে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল। ভয়ের ওপারে যে আনন্দ তার সঙ্গে তাকে সে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু সুকান্ত নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। এতটা সে ভাবেনি। এতটা কল্পনা করেনি। ভেবেছিল, একটু ভয় পাবে, একটু লজ্জা পাবে, একটু বা ঘাবড়ে যাবে, কিন্তু এমন করে যে ভয়ে মরে যাবে তা সে ভাবতে পারেনি। ভয়ে মরে যাবে বলেই তো সে ভয় দেখাতে চায়নি। ভয় দেখিয়ে ভয় ভাঙিয়ে তাকে সে ভয়ের পরপারে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। ভয়ের ওপারে যে আনন্দ তার সঙ্গে তাকে সে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল। ভয়ের ওপারে যে আনন্দ তার সঙ্গে তাকে সে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু সুকান্ত নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। এতটা সে ভাবেনি। এতটা কল্পনা করেনি। ভেবেছিল, একটু ভয় পাবে, একটু লজ্জা পাবে, একটু বা ঘাবড়ে যাবে, কিন্তু এমন করে যে ভয়ে মরে যাবে তা সে ভাবতে পারেনি। ভয়ে মরে যাবে বলেই তো সে ভয় দেখাতে চায়নি। ভয় দেখিয়ে ভয় ভাঙিয়ে তাকে সে ভয়ের পরপারে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। ভয়ের ওপারে যে আনন্দ তার সঙ্গে তাকে সে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল। ভয়ের ওপারে যে আনন্দ তার সঙ্গে তাকে সে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল।


জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক

গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স

৩১—৩৭৪১

৪৪৯টি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬



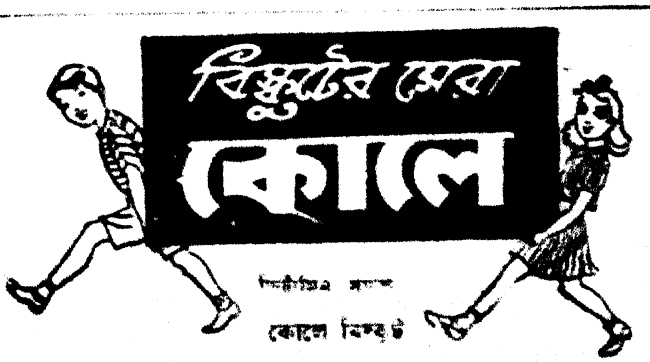


কোলে বিস্কুট

স্বাদে ও গুণে.....আদর্শ স্থানীয়।

নিয়ে আসে সুকান্তকে। কিন্তু লাঞ্ছনার সামনে এই হতভাগিনী নতুন বউকে রাজাবে না, লাঞ্ছনার প্রয়োচনার বিরুদ্ধে এই আচরণ স্পষ্ট নিরপরাধীকরণের মত দেখাবে, তাই ভেবে নিয়তি হবল। বৃদ্ধবয়সে দাঁড়িয়ে হইল নিষ্পলক।

'কী ফোঁড়ার! কী ফোঁড়ার!' বলে উঠল লক্ষ্মণ। 'এখনি তার দেখবার কী?'

বন্ধু সরলা যে খুলতে না, ঈশ্বর জানেন, এখন অবধি এইটুকু তো দেখি। চোখ মুছল কাকলি।

'বাড়ির একটা ছেলে পড়ার জন্যে জানলা পাচ্ছে না, আর এরা, এদের একটাও বাচ্চা-কাচ্চা নেই, তিনি একটা অসুখ হয় সখের করে বসে আছেন।' অসহ্য, বলতে পারল সুকান্ত। এতেই থামল না, আরো একটু যোগ করল: 'বলি নিজেদের একটা থাকলে কী করতেন। ছাদের কোণে পড়ার জায়গা করে দিতেন না?' বলেই আরো কটু করাঘাত।

স্নেহলতার মত খুদকুনো একটা পরিপ্রেক্ষার ঝাপসা, এবং ঘরে ঢোকার পর এই যে আবার খানিকক্ষণ বিস্ফারণের শূন্যে থাকা, এটা হচ্ছে খুদকুনোর কুলিতে মুখ রাখার জন্যে বিস্তৃত সেই বিস্তারের বৃদ্ধি শুরু পড়ল। জিজ্ঞাসা চোখে তাকাল বিজয়ের দিকে।

'কি এখনো উঠবে না?' উত্তর তুর্কিতুর মত হলকা ছোটাল বিজয়: 'পড়া-পড়া অপমান সইবে?'

'তোমাকে বলেছি না অপমান জ্ঞানে হলদা, পাথরাদি জ্ঞানে মহাপণ্ডিত!' পাশ ফিরল হেমন্ত: 'সহজটা বন্ধ করে নিজে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। মহৎকাজই প্রশস্ত উত্তর। আর বন্ধ সহজের উত্তর প্রশস্ততর।'

'যে অবহেলা করতুম সে তো এ কথা বলবেই।' সরলা বন্ধ করল কি হয় জিভ বন্ধ করতে পারছে না বিজয়া: 'তোমাকে এত সব কঠিন কথা বলছে আর তুমি বাইরে বেরিয়ে মুখোমুখি একটাও প্রতিবাদ করবে না?'

'প্রতিবাদ?' বইয়ের ঘেরিবে অবাক্তনিষ্ঠার মুখে সটান এক চড় বসিয়ে দিতে পারি।'

'পারো?' উৎসাহ হয়ে উঠল বিজয়া।

'পারয় জোর পারি। সম্পর্কের জোরে পারি।' স্বগতোক্তি হাই তুলল হেমন্ত: 'কিন্তু সুকান্ত মরবে পোড়াই, আর তো কিছু নয়, বড়ীর অপমান।'

'তাহলে, কী আমার সহজের সেবকনন্দন!'

'তাহলে তুমিই বলো না, নতুন বউ এসেছে সংসারে এই মাত্র তার সম্মানে একটা অসুখ-নিরপরাধ ছাড়া ঘোষে কী ছবনে বাকা যেত। কাজ পুরি তার আর সুখ-স্বস্তি থাকবে?'

'তার সুখস্বস্তির জন্যেই তোমরি ঘোষে ভবনে নিজের আরো সুখস্বস্তি...'

'সে তো জানেই বুঝেছি। তবু জানা আর ভুলি না। নতুন একজন যে এসেছে সংসারে সুখস্বস্তে সম্মানে আনন্দস্তে সম্মানে তারই জন্যে এত নিয়মের সবই ভেঙেচুরে হয়ে রাই নেই? মাঝের সন্ধিস্থানের মানুষের নিজে সাজে এসে নতুনের বিস্তারে আরো প্রকাশিত হয়। 'কথার সাজে বরণীয় হয়, নিরবধীয় হয়। ফুল সাজে। আর বধি নিরবধীয় হয়, বরণারণের হয়।'

'কম হয়ে বাস হইল বিজয়া।

'কে কে পড়বে? আর পড়ার জায়গা হয় না?' সইয়ের হয় ঘোরে বেরিয়ে এল ভাবনাকাশে: 'সুবীরদের জন্যে আলো নিয়ে আর তেল বই, ইরিজিনী আর বাঙলা, দেখি কেমন পড়োছিস, কেমন তোর পড়ার জায়গা দরকার।'

সুবীর শুভেন্দু মুখে হয় শিহরে গিয়ে বাঁকাল আর সুকান্ত নিষ্পলকের মত উপরে উঠতে-উঠতে দাঁড়াল সিঁড়ির উপর।

'আরে, কী চমৎকার ওকালতি!' মুখোমুখী বিস্ফোরণি নিয়ে উঠল: 'পড়ার ঘর নিয়ে কথা হচ্ছে আর উনি এলেন পড়ার বই নিয়ে কথা কইতে! জায়গা নেই তো পড়া তৈরির কথা ওঠে কী করে? এমনিতেই উকিল হওয়ার জন্যেই তো এই বলা।'

'আপিসের সুবীরদের কোথায়?' শূন্য চোখ হাতড়াল কুপন।

'আমার জানে না কিছু, কেন উপরের কোণে ছাদ করেছে—শু, ওই ওটাতে ছিল একসময়।'

'না, সেইখানে পড়তেই তো হয়।'

'সেইখানে পড়তেই তো হয়? না জানলে বার কথা শুনে। মুখোমুখীর মুখে হাসবার রেখাখণ্ড নেই। সিঁড়িতে নতুন বউ এসেছে না?'

'এসেই না। তাই বলে ঘর তো আর উঠে যাবে।'

'কী মুশকিল! কী মিসেস! এই না ছুতো আপত্তিকর! সাঁকো হয়ে আর মিসেস হচ্ছে না মুখোমুখীর; 'বলি নতুন বউ এসেছে একটা আলাদা ঘর আগে না?'

'আলাদা ঘর! এতেও ঘর মিলবে কুপনের।

'আগে কী আর ছাদের ঘরগুলো সংসারের না হলেই আসবে অভিধানে নিরবধীয়ে ছেলে-বউদের যে একটু একটা আলাদা ঘর সহজের সেইটুকুও আলো না বুঝিয়ে?'

'আলো। সেইটুকু আলো।' মনের একবার


'এনাসিন'

মাথাধরা সর্দি জ্বর ও পেশীর বেদনায়

সত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে চারটি ওষুধ রয়েছে

Registered User: GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

হাত বুলোয় ফুলপরী। বলল, 'কিন্তু আমি তাকিই পাচ্ছে যে আমাকে পরী বলেছে তিনিই বলেছে। আরে-আরে কাঁদে না করে তার শান্তি নেই।'

'আর মোহাম্মীকে কী বলেছে?'

কিন্তু বলেছে নাকি? অতটা শান্তজ্ঞান হয়নি এখনি নির্লিপ্ত হয়ে বলল ফুলপরী।

'মেয়ে বলেছে। হাজারের চাঁদি অবর্ণনা।'

তা বলেছে হয়তো। নীরবে মাথা নিল ফুলপরী।

'বড়-সড় দেখে একটা বাড়ি করতে পারে না, ছেলে-মেয়েকে পড়াবার জন্যে ঘর দিতে পারে না, তার আবার বড়াই!' আপনমনে বলল বটে তবে সেদ্ধ করতে এসেছে লক্ষ্য নেই একটুও। মনোযোগ নয়, ভেটোটার জিভ ঘুচে যাবার ব্যবস্থা করলেন।

হাতে কাঁড়ুর ফুলপরী বলল সুবীরকে। বলল 'আমার বিয়েরকথা বলে পড়ুন।'

ঘর-ঘর করলেও হবে, নাকে কোণে উত্তর সুবীর। বলল, 'ওদের মত ফোকলা আমরে সবকিছু আগে বলে ধরে নিয়ে, একটুও হল বলে না পড়ুন।'

ফুলপরীর ইচ্ছে হল কাঁদিয়ে একটা চড় বসান সুবীরের উপর। কিন্তু না ফুলপরী সংযম নিজে জানে নেই। তাছাড়া ফুলপরী বুঝতে পারছেই। এ ছাড়ের কথা সুবীর না বলে কারো। ফুলপরী পড়ে হাত বলে। ফুলপরী ফুলপরীই। বলল না একটুও বিদ্রূপের ছোট বিয়েরকথা। তোর মা বলে আমার ধারে আসবেন নেই। সবই বলল পড়ুনের সাথীর বিয়ে-বিয়ে। না সেই নিয়ে আর।

'হয়, পড়ুনের। তাকবার হাতে পারে না সুবীর। বলল, এখন কে কী পড়বেন নিয়ে আমার পড়ে, হয় কাঁড়ুরী।—

'না, নিয়ে আর নেই।' বলল উত্তর ফুলপরী। 'বিয়েরকথা পড়ুনি এখন ছেলে। আর আমি বিয়েরকথা বলে ধরে ধরে ধর

'না, ভুল হয়েছে। টিউশানি-করা ছেলে। হার-লেভেলে একই কথা। সেই সুকু কেমন দিব্যি এক বড়লোকের এম-এ পাশ মেয়ে সজ্ঞানে বিয়ে করে আনল।'

'হ্যাঁ, এম-এ পাশ।' সকলক করে উঠল মৃণালিনী : 'তোমাদের মত কোনোরকমে মুখস্থ-করে-ইস্কুল-মারা মেয়ে নয়।'

'তবেই বুঝুনে কত প্রশংসা করেছি। বরং বলেছি, আমার শিল, আমার কেমন করে খুশি তেমনি করে খাব। গুলে খাই কি শিলে খাই, চুষে না চিবিয়ে—তাতে কার কী মাথাব্যথা!'

বিজয়া-বন্দনা এখন একদিকে, তাই তাক বুঝে বন্দনা টিপ্পনী ঝাড়ল : 'আর ঢাক পিটতে গলায় যদি আটকায় তো আমার আটকাবে।'

'তবে যে বলছিলে ছেলে যাবার কথা, কোথায় ছুটি পাবার কথা—মৃণালিনী আবার বন্দনার উপর উদ্যত হল।

'সে সব প্রশান্ত বলেছে।' গম্ভীরমুখে বিজয়া বলল।

'প্রশান্ত বলেছে!' তবু সমস্ত রাগ বন্দনার এমনিভাবে বন্দনার দিকেই অক্লেশে তাকিয়ে রইল মৃণালিনী। বলল, 'ভাই হয়ে ভাইকে ছেলে পাঠাতে পারলেই খুশি।'

'তবেই বুঝুনে, যেন একটা তুরুপের তাস হাতে পেল বন্দনা। বলল উত্তেজিত : 'তবেই বুঝুনে, কেমন বুকের কেমন ছল।'

এ একেবারে মৃণালিনীকেই ছুঁড়ে মারা। প্রশান্ত ক্ষত্রাণ্ডা কেন? যেহেতু মৃণালিনী ক্ষত্রাণ্ডা।

'মুখ সামলে কথা বলতে শেখ বড়বৌ।' মৃণালিনী চেঁচিয়ে উঠল।

ব্যাপারটা আর বেশি গড়াতে দিল না বিজয়া। বন্দনা আর সে এখন এক দল, এক পার্টি, তাই বন্দনাকে অনায়াসে নিয়ে এল নিজের ঘরে। আর সমস্ত কলহের মীমাংসা সরজাটা বন্ধ করে দিল।

মৃণালিনীর ইচ্ছে হল ওর মুটো এখুনি বন্দকারদলি করে দেয়। প্রশান্তদের বড় ঘরটা সুকান্তদের দিয়ে সুকান্তদের ছোট ঘরটায় প্রশান্তদের পুরে রাখে। মজা নিশ্চয়ই ঠিক নেই, মৃণালিনী সেই মতলবেই উঠল উপরে। রাঁট করে বন্দনা এখন বিজয়ার সঙ্গিনী হয়েছে, এই সুযোগেই নয়-ছয় করে ফেলবে। সুপুরে বেলা ধারে-পারে কেউ নেই, প্রশান্ত বন্দনা এখন হাইনাড়—এই তো সোনার সুযোগ।

বন্দনার ঘরে ঢুকেই মৃণালিনীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কী ভয়ঙ্কর! ক্রোধের ঝলকানিতে চুলের টেরি কণ্ঠী, সেন্টুকে সে আর সেখানেই পাবেনি। একেবারে মুছে নিশ্চিহ্ন মন থেকে।

সেখানে আজ শুধু কণ্ঠীর স্কালের ছুটি, কণ্ঠী পড়ে-পড়ে ঘুমুচ্ছে মেঝের উপর। মা গরম বিছানা ছেড়ে তাকে সম্মান করেছে। কিন্তু সেন্টু, সেন্টু কোথায়?

পাশের ঘরে, কার্তিকের ঘরে, দু আঙুল পর্দা সরিয়ে উঁকি মারল মৃণালিনী। সুকান্ত কলেজে নয়, লাইব্রেরীতে গেছে। খাটে পাতা বেডকভারের উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে কার্তিক, নিশ্চিন্ত ছোটটি হয়ে ঘুমুচ্ছে। তার বাহুর কাছে তাসপেপর পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে সেন্টু। কার্তিকেই কেমন আপন হয়ে গেছে ছেলেটা। কিছুতেই ছাড়বে না বুকের আঁচল। মার কোল আপেক্ষা না করে কার্তিকের গায়ের গরমেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কেমনের কাছে স্কাউ একটুকরো কার্তিকা ছাড়া আপনার উপন্যস সেন্টু, কিন্তু তবু তুচ্ছ আদর কার্তিক। এতো পরাজয়ও, মৃণালিনীর নিষ্ঠুরতা সহ্যও সেখানে এতটুকু লঘুতা নেই। ঘরে ঢুকে সেন্টু তবু কেমন ঘুমুচ্ছে দেখে না, হাত-পা ধরছিল, সেটা হাতের মুঠো থেকে ঝিঁকিয়ে হয়ে গেছে এক আঙুল। কেমন সুখী সুখী সন্তুষ্ট মুখখানা। কিন্তু তাই বলেকি, অন্তত দুটি দিন না ওকাকে কাটিয়ে এই সব নুকুল কথা উপেক্ষা করে পারে কেউ ঘুমুতে? তবু বার না করল, একবার ডাকল না, নিয়ে গেল না কণ্ঠী, ভাই-সেন আত্মীয়-স্বজন কেউ একবার খবর করতে এল না—এতে মন খুঁতি করে ছাড়া থাকে? একটা কথা বলা ভাল সকলেরই খুঁতি স্বাভাবিক কেন থাকে না? তবু সব সময়ে ইচ্ছাকে সুযোগ করে

আড়া থেকে পুরু করে বালতি-কাটা নিয়ে হস্তাম্বর ঘোরা পর্যন্ত সমস্ত কাজে হাত দিয়েছে অপরাধে। তার অপরাধের মধ্যে তো এই যে, সে এখন পাস করেছে যে ওদের বাপের বাড়ির মতে ছুটিছাটা। কেন, সুকু এখন কী অপরাধ? পাকাপাকি না হোক, দু-এ টাকার একটা অস্থায়ী চাকরি তো পাচ্ছে। তখন বিদায়ের ঘণ্টাটা হবে টিউশনির মতোই না কোন হেডমী হবে আচমকা। পরীক্ষা তো একটা ছুটিতেও এই মতো। একটা পাড়ি-বাড়ি টাইপরাইটার কেউকে প্রাইভেসি না হয়ে পড়লে বুদ্ধি আর মনকে খোল পথা হবে না। ওকে সমস্ত না পড়ুক কার্তিক যে হবে ছেলের মতোই দেখছে। তাকে বিদায় সাহসে ছুটি দেয়—হবে জানা মনের ভরে সেল সুকোমলী।

আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকে পড়ধুলো বুড়ির নিজ অজান্তেই। পড়ল পাড়িয়ে সুকোমল, একটা পথ করল সুকোমল। আরো বড় হলে মেয়ে আরো একটা, ওদের। কিন্তু যে জন্য হাওয়া পেয়ে হয়ে না ছেলে মন অকাশে। পথ আবার এগিয়ে যেন আস্তে-আস্তে চলে সেল সুকোমলী।

না, কলটা-সেলটাকে এ-ঘরে টেনে আনে না, হবে যেমন ভাবা হয়েছে। ভিক্টরটা চলে যাবে বাড়ি ছেড়ে। একটা না ও-কটা, বন্ধ করার প্রয়োই ওর বেরিয়েছে এক সঙ্গে। একেবারে ছেলেকে যায় আর না ছেলে পাশের হয়ে সাধারণ। আরো বড় ঘরে কার্তিক সুকোমল একটা ঝকঝকে পাবে ছেলে-খেলে ভেলাকড় করে। পাশের বাড়ির মেয়েরা পড়ে না হয়ে কেমন আপনা থেকেই হাওয়া আসে ভালবাসা নিয়ে। আরো বন্ধ-ভাব মোটের একটা পা ছড়িয়ে দু-দণ্ড বসে একটু না করতে পারবে পড়ুনো। কী এমন অসুবিধে হবে যদি মেয়েদের টাকাটা মাস-মাস না আসে। সুকোমলই তা পূরণ করে দিতে পারবে। আর সুকোমল কি এক? তার সঙ্গে-সঙ্গী নেই? কার্তিক নেই?

ফিরে এসে ঘরে ঢুকেই পায়ের জামাটা খুলে ফেলল সুকোমল। 'আমার আর ভয় কী' বলে সেটিতে ইশারা করল সুকোমল।

'বোসো। হাওয়া করি।' হাত-পাখাটা কুড়িয়ে নিয়ে হাসিমুখে বললে কার্তিক।

'পাখা তো আমি করব। এবং তোমাকে।' পাখাটা ছেড়ে দিল সুকোমল। 'বলো, তুমি আমার মত এমন বিদ্রোহী হতে পারো না?'

'বিদ্রোহী?'

'হ্যাঁ আমার মত এমনি অফিস-অফিসার।' কার্তিকের লক্ষ্য করে জোরে হাওয়া করতে লাগল সুকোমল। 'এমনি মিস্টার-মিসিস্টের।'

'পাগল না মাথাখারাপ।' হাওয়ার ঢেউয়ের বাইরে সরে গেল কার্তিক।

'এমন মোহাবেশময় পরম মধুর সন্ধি সেই নিষ্ফল হও। একটা পার্সিস্ট্রাকের হার্ডিকাপ থেকে তুলছ। হেমন্ত আবার পড়ুয়ের সমান হবে। বড়দের উপর সেমাল সুকোমলকে। এমন যে বিদেশের হাওয়া হবে প্রবাস সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হইলে ছিলিস। যা ভয় আন-পান কিছুই করতে পারলে না। একটা ছটফটানি শাসন-বসনের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রইলে। উঃ, কী ভয়ানক! এখন তো আর সেই ছটফটানি নেই, এখন তো পড়াশুনা—এখন আর ভয়ে ভয় কী?

ভয়ানক ঝিয়ে হাঁইয়ে তাকিয়ে কার্তিক বলল বোধহয় বাঁচা আসবে।

'তাই আসবে। তুমি যে এই মফঃস্বলে পড়ছে তোমার 'পড়ের আগে একটা কটা হয়ে থাকবে এ আর আমার সহ্য হয় না। তোমার কাপড়ের পরে আমাকে টাঁপিয়ে আসে কেন হলকা হয়ে পড়ে না।

চলে আর সন্ধ্যার একটা কোথায় ঘুরে আসি

'যা চলে কিন্তু বইটই তো ঈষৎ সন্ধ্যা ঈষৎ সন্ধ্য, কিন্তু এই বয়স আমি আর তুমি সমস্ত-কাজ বয়ে-কাজ কেউ নেই—

আমরাই যা পরস্পরের কাছে কম সত্য আর সন্ধ্য সন্ধি।

'হাসো। আমরা পরস্পরের কাছে নিত্য অনাদর। হয়ে কিসের হেমন্ত কৃপাকণা। সুকোমল টেনে কার্তিককে ধরবে সেল।

কার্তিক হেসে আরে সরে এল সহজের কাছে বলতে সব কিছুরই একটা পুরুষ আছে, পুরুষ আছে। ছোট-বড় আছে আসাই তো।

'যদি এই পুরুষ সম্পর্কে কিছু বোঝ থাকে, তাহলে আর কিছু নয়, একটা সুন্দর ইলেকট্রিক ফ্যান কিনে আনো। কার্তিক ঘর থেকে বেরিয়ে এল বারান্দায়। বললে। 'সত্যি, আমি গরমে হাঁপিয়ে উঠি। পরে সুকোমল বেরুবে একসঙ্গে। সেই বিকেলের মহানন্দ নগরে সেই ঠিকাদারি সেকরার। সেই ঠনঠনে ঠিকুনে। এখন আর ঠিকাদারে চড়বে তার সেই।

কার্তিক চলে সেল বাথরুমে। আরাম করে স্নান করবে লাগল।

বাথরুমটা এত বড় নয় যে, সেইখানে বসেই পরিদর্শনী সারতেও করবে। ঘেঁষে সমানেতে পাড়ি-সেমিকের একটা এলোমেলো ছিটকিনিটা হয়ে মিশের ঘরের সিকেই ছুটে গিয়ে কার্তিক।

ঘরে শুয়ে সুকোমল বসে আছে চুপ করে। পাখা নাড়ছে।


পরিবার-নিয়ন্ত্রণ

(তথ্যবিজ্ঞানে ১৫ ও পৃষ্ঠা)

• সচিত্র দুইটি সংস্করণ •

—অর্থাভিজ্ঞাবিদের অর্থাভিজ্ঞ অভিমতে

সাধিকের সুলভ মাসুল সাপেক্ষে—

প্রত্যেক 'বিবাহিতের বাসরে সাধারণী' একবার দেখে পড়বেন। ছাপা কাগজের মত ২৮ নং পয়সা M. O.তে অগ্রিম প্রেরিতব্য। এই আশ্বাসের পুস্তক 'ঠি' দিয়া হয় না অতএবঃ পত্রপাঠে ভুল সংখ্যক ২ ফেন বেলা ১টা—২টা। রবিবার বন্ধ।

ফোন : ৫৬—২১৮৬

মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন

(Family Planning Stores)

১৬৮ নং ১৮ • ঠিন ষ্ট্রীট

১২৬ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা-৯

(মোড়ের আমহার্স্ট স্ট্রীট ক্রসিংয়ে উত্তরে)



নিত্য ব্যবহারে

নিম

টুথ পেষ্ট

ছেলেবেলা থেকে এই টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত শক্ত ও বাঁটী সুদৃঢ় হয়।

একটি ক্যালকেমিকো অবদান

'দয়া করে একটু বাইরে যাও', মিনতির সুরে বললে কাকলি, 'আমি ঠিকঠাক হয়ে নেই।'

'আমি কোথায় যাব?'

'যা, তা কী জানি! বারান্দায় যাও, নয়তো ছাদে যাও। নয়তো বাথরুমে গিয়েই ঢোকো।'

নড়ল না সুকান্ত। বললে, 'আমার যাবার জায়গা নেই।'

'সে কী কথা! ট্রেস করবার যখন আমাদের ঘর নেই, আমাকে এখন একটু একলা থাকতে দেবে তো?'

'আমার কাছে তোমার কোনো সংকোচের কারণ নেই।'

'এ সংকোচের কথা নয়, এ লজ্জিতের কথা।' বললে উইল কাকলি। 'ওঠো, সরো, এ কী জ্বালাতন, আমাকে খানিকক্ষণ একলা থাকতে দাও।'

যেমন-কে-তেমন বসে রইল সুকান্ত। চোখ বুজে হাওয়া খেতে লাগল।

সেই একদৃষ্টে বিশৃঙ্খলার দিকে থেকে কাকলি কাঁদিয়ে উঠল : 'ছোটোলোক!'

(ক্রমশ)

হাতের কাছে

ক্যাপস্টান মজুত রাখুন!

যেখানেই থাকুন, আর যাই করুন — সবসময়ে হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখবেন। ধূমপানে এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাবেন না।

উইলস-এর ক্যাপস্টান-এর তুলনা নেই

CAP/2460

দি ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত।

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

১৫১

[illegible] ১ [illegible] [illegible] [illegible]

প্রমি কবি, আমার সবচেয়ে বড়ো কাজ দেশের লোকের দৃষ্টি যাতে ভালমন্দর তফাতটা পরিষ্কার দেখতে পায় সেই সাধনার আত্মনিয়োগ করা, চিত্তের যেখানে খর্ব হয় সেখানে সেঁধিয়ে গিয়ে পরা আসল চোরটাকে কি। সবচেয়ে বড়ো কাজ সত্যের আহ্বানে সাড়া দিতে পারার মতো চেতনা জাগানো। তাই তো ভগবানকে বলেছি, সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।' কি হবে আমার ছিঁড়ে মাথা দিয়ে নিজেকে হাসিয়ে তোলে।"

এইজন্যেই তো যখন প্রায় সমস্ত দেশ ওঁর বিরুদ্ধে তখনও সত্যের আহ্বানে শিক্ষার মিশন-এর মতো বক্তৃতা দিয়েছেন নির্ভয়ে সত্যের জনতার সমক্ষে দাঁড়িয়ে। সেই নির্ভীক বাণী শুনতে শুনতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে—আজও সেকথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মতো কথাই শুধু বলতে পারে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে হবে একলা চলো। বাংলাদেশ ধন্য যে এই বাণী বাংলা দেশ থেকেই উচ্চারিত হয়েছিল।

কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ কি ঐকথা আজ কোথায়? সত্যিই কি বাংলাদেশের গৌরবরবি রবীন্দ্রনাথের আলো আজ ম্লান হয়ে গেছে? চরিত্রের গলদটাই নেই, সততার প্রতি আস্থা নেই, ধনের প্রতি বৈরাগ্য নেই, দেশের জন্যে প্রাণদান প্রতি অবজ্ঞা নেই—এই কি রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ, যাকে তিনি সোনার বাংলা বলেছিলেন? বিশ্বাস করা শক্ত একথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বাণী সভ্যতার সংকট—এ বলে গিয়েছেন "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো মহা পাপ। যখন চারিদিকে কুশ্রীতা ইতরতা দেখতে পাই মন তখন সেই কথাটাই আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করে। তাঁর মতো সত্যদ্রষ্টা মানুষ যখন বলে গেছেন "আমার সূর্যোদয় হবে" তখন নিশ্চয়ই হবে। সমস্ত দেশ আবার আপন মহিমা ফিরে পাবে—সেজন্যে এই দুর্যোগের রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে আলো করে প্রতীক্ষা করে থাকব।

ফেলেই ১৩৫৯ ভিক্ষাটে চিঠি লিখেছিলাম।

কবির সব অভিযুক্তির দল বিনয় নিবারণের সঙ্গেই আজ বাড়ি একেবারে খালি। মনে হচ্ছে গিয়ে বাড়ির কাজ চুকে যাবার পর যেন সব শূন্য হয়ে গেছে। সান্ত্বনা খোঁজা, বাঁচবার খুঁটি ওঠানো এসবের আমাদের যেন কি রকম একটা বিশ্বাস ছিল দেখতে পাই।

কবি বাড়ি ছাড়বার পরও ছিল কিন্তু পরনে বৈরাগ্য বাড়ি হওয়া থাকায় তেমন সুযোগ হয় হয়নি। কবি যাবার পরদিন পাখা চুলিয়ে নিয়ে ওদের ঘরটা পরিষ্কার করি। অথচ কবির ঘরটা পরিষ্কার।

রথীবাবুর ঘরে আজও ২১ বছর হয়ে, পরীর প্রসাদ চোখে ভাসছে বোধ করছেন। পরনে প্রশস্ত এবং কম ঢেউয়ের বিছানার নিচ থেকে ফাইল বাড়ার শব্দ করছিল—চশমাটি হাতে ঘরে ঢুকলেন রথীবাবুর ঘরে আমি একবার ও যাইনি তবু, তবে আমার কাজের বিষয় ওঁকে বোঝাতে পারি ও কয়, সেকাজে

কবি পরনে, ৮২ প্রমিয়ে ৩ পরিষ্কার করে সাড়ে ৯৮ ৬" ছিল এবং আজও কিছু ঘরোয়া নেই ওঁর মনে উৎসব হলে উনি সব পাল্টে।

আমি যাবার কথা একদিন কবিকে একথা বলতে পারিনি। রথীবাবুরও প্রসঙ্গ বলি হলে আমার পরনে ছুটিতে ছুটি নিয়ে কাজটি যাবার কথা তখন ভুলিনি। একবার ভাবছি আগের আগের বলবো। সুযোগের আগে যাওয়া হবে বলে মনে হয় না।

উদয়ন। ১৭ই ১৩৪৮ ১৯৪১

কবির কাল আবার পরীক্ষা আগেকার চেয়ে বেশি খারাপ হয়েছে। তাই কাল আর যাবার কথাটা তুলিনি। আজ ভালো থাকলে বলবো। উনি আজকাল যখন থেকে থেকে মনে করেন যে উনি এখন uninterested হয়ে গেছেন বলে আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠি। তখন বেশির ভাগ মুশকিল আসান মার্কা কথা বলতে মুখে বোধ বাধে। উনি চুপ করে যান যে এখানে থাকতে হবার সান্ত্বনা না বলে চুপ করে যাই না। আমার সঙ্কটটা একটা সাময়িক আজ, অনেক কাজও থাকে যে কাজ আমাকে করতে হবে পরে। এটা কি উনি বুঝি নিজে বোঝেন না। নিশ্চয়ই বোঝেন কিন্তু মনের ভুল একটা একটা স্বাভাবিকভাবের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই প্রতিক্রমণ করেন।

কাল বাড়ি ও আমার পরনে ছিল হাতে একবার এ হাতে একবার ও হাতে নিয়ে পড়ছিল প্রতিবারই ও আমার দিকে তাকিয়ে আমার শিক্ষার কথা বলেছিল। উনি প্রশ্ন নিয়ে যা করেন আমার মুখে কোনো অভিযোগ নেই।

উদয়ন। ১৮ই ১৩৪৮ ১৯৪১

এখানে পরনো ইতিহাসের বোঝাই আছে। কাল রাত্রে একটা পরনো গল্প। একবার অসহ্য লাগছিল। একবার মনে হলো উনিকে। দিয়ে পড়বার কি গল্প হচ্ছে ভাবছি

আমি কাল ও কবিকে আমার কথা বলতে পারিনি, কবির শরীর ও মনের কাল খুবই খারাপ ছিল। আজ একও তেমন হয়নি।

কেশের পারিপাট্য

আপনার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিশেষ সহায়ক।
'লাইজু' অসংযত কেশকে সংযত ক'রে
কেশের পারিপাট্য অক্ষুণ্ণ রাখে; চুলের
চাকচিক্য এবং ঔজ্জ্বল্যও বাড়ায়।
বড় মুখ নূতন আধারে পাওয়া যায়।

লাইজু
অনুপম হেয়ার ক্রীম

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

দেখি সুযোগ বুঝে আসতে পারি কিনা। তবে আর কবিতাই যা প্রকাশের আমাদের কাছে। কিছু মনে হলে জানাবেন।

পুনশ্চঃ কবিকে আমিয়েছি কাল সকাল কথা বলি হয়েছে। কলকাতায় ফিরে ফিরব সিকেসের পাড়িতে দিয়ে আসবার রাস্তে পৌঁছবে।

ইতিমধ্যে ৫ই মে কবিসম্মেলন থেকে ফিরে এসেছে। আমাদের আগে কবি একটি অভিজ্ঞান করেছিলেন ওর ঐ একই দুদিন সহিত সহৃদ্য ঘটনা আগে বেরিয়েছে কবিতায় কবিতায় বলেন। বোম্বেতেও কবিকে আমরা যা করেছি আমরা এক সম্বাদ পরে ফিরে যাবে। কলকাতায় এসে ওকে ফিরে। কবিসম্মেলনের দিন বাদে ফিরে ফিরে আসা নিয়েছেই সবচেয়ে ভিন্ন। ট্রেনে যেন আমার ট্রেনের বাদে না করে। ইতি ইতিতে ৫ই মে ১৯৫৯ আমার লিখেছেন—

কল্যাণীয়েষু,

আমাকে ফুল বোম্বাবার সময় ওদিকের হাতে এসেছে ঐটাই আমার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস। আমার কৃতিত্বকলে আমাকে যা দেবে তাকে কবিকাকে শরীরের এবং আমাদের এবং প্রকাশ আমি নিজেই নিজের হাতের এবং আমাকেরি সবচেয়ে আমার কাছে যাবে সে কথাগুলোকে সহ্য করে। তবে সে আমাদের এই নিজেদেরই আমাকে। তবে সবচেয়ে তাই কিন্তু এটা আমার হাতের তাদের। একথা আমি বোঝে বোঝাবার আমাকেরি। ট্রেনে নিজের আমার নিজেদের কাজটা এবং সেইজন্যেই বন্ধুদের সঙ্গে এমন ট্রেনযোগে আমার কাজের কবি নিজের তবে নিজেদের আমার আমাকে নিজে। নিজে আমি—বন্ধুকে আমি বন্ধুকে আমার। তবেই আমার কবিতার হাতের না এই নিজের কবি। কবিদের সকল বন্ধুর আমার আমার আমি কবি আমি। যেন আমার নিজের আমি কবি বন্ধুকে নিজে আমাকেরি। তবেই আমার কবিতার আমাকে আমার আমাকে। আমাদের আমার সঙ্গে আমার আমাদের এই কবিতার কথা মনে ট্রেনযোগে কোথা না হবে কবিকে নিজের নিজেদের আমার। আমাদের কবিতার হবে কবি-কবিকেরি আমার কাজে আমার আমাকে মনে করবে।

আজ এই পর্যন্ত ইতি।

আমাকেরি কবি

আমি কলকাতায় আসবার আগে আমার কাছে কয়েকটা জিনিসের ফর্দ দিয়েছিলেন, আমি যেন কলকাতা থেকে সেগুলো পাঠিয়ে দিই। তার মধ্যে পাজামার দড়িও ছিল। দুর্ভিক্ষ বন্ধুর আমার বর্ণনা দিয়ে কলকাতে চেয়েছিলেন ওঁর কোন্ রঙটা বেশি পছন্দ হবে। কলকাতায় ফিরে সেদি মহাবীর ঘর থেকে, ওঁকে নিয়ে বড় কাজ থাকতে হয়েছিল তাই আমি কাজের কথাটুকু লিখে পাঠিয়েছিলাম, আশা করি তিনি লিখবার সময় পাবেন। কিন্তু কবিকে তখনকার মতের অবস্থাতে কথা। ২৬শে এপ্রিল তাঁর একর লিখলেন—

৪

কল্যাণীয়েষু,

এই কথা কয়ে হেমন্তকে একখানা চিঠি লিখবার। তবে কোনো সময় পাওয়া গেল না। কেবল বিশ্রামবিহারকে ফিরতে ধরে পাওয়া গেল। তারপর প্রমথ কথা।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী কবি

৫

কল্যাণীয়েষু,

আমার সঙ্গে তুমিও পাঁচ দিনেরকথা হলে বরবার বন্ধু তুমি কবি আমার কবিতা নিয়ে আমার কবিতার কথা নয় না কেন তবে বন্ধু কেবলমাত্র।

১১।৫।৫৯ কবি

এই ভাবে সবই সমস্যাই সকলের সঙ্গে তুলেছেন্তুর বরবার বন্ধু তবের কবিতা কবিতা পাঠিয়েছিলাম, আমার কবিতার আমার নিয়ে। আমার পরিচয় সেই কবিতা পাঠাই নি, নিয়ে তিনি লিখবার নিজেও। তবে কবিতা নাম্বারটা লিখলেন।

আমার কবিতাগুলোর ২৮।৫।৫৯

শ্রীচরণেষু, কবিতা

আমার পাঠানো কবিতাগুলো সব পেয়েছ নিশ্চয়ই। কবিতাগুলো খুব ঠিক ও সহজ মনে হয়েছে। একজন কবি আছেন, তাঁর নিজের খাতা নেই—এই অসুবিধা। তিনি কবিতাগুলি মুখস্থ একলেই ছাড় আর কাজের কোন থেকে নিজেদের হয়ে খুব খুব কেবলই কবিতাগুলো যে কত সহজ তা আমাকে করেন আর তাদের নিজে নিজেদের তাঁর সুকোমল হৃদয়ের পরিচয় পাচ্ছেন—এই কবিতার ব্যথা নিয়ে। তবে নিজেই কবিতা আমার কথনো থেকেন না কিন্তু এমন আমাদের সঙ্গে তোমার একটা কাজ থেকে তাদের। কবিতাগুলি আমার নিজে কবিতাগুলি খুব তাঁর সহজ।

আমি যে কবিতাগুলি খুশিমনে পাঠিয়েছি—তার প্রতিবাদ তবে আসেনি। তবে

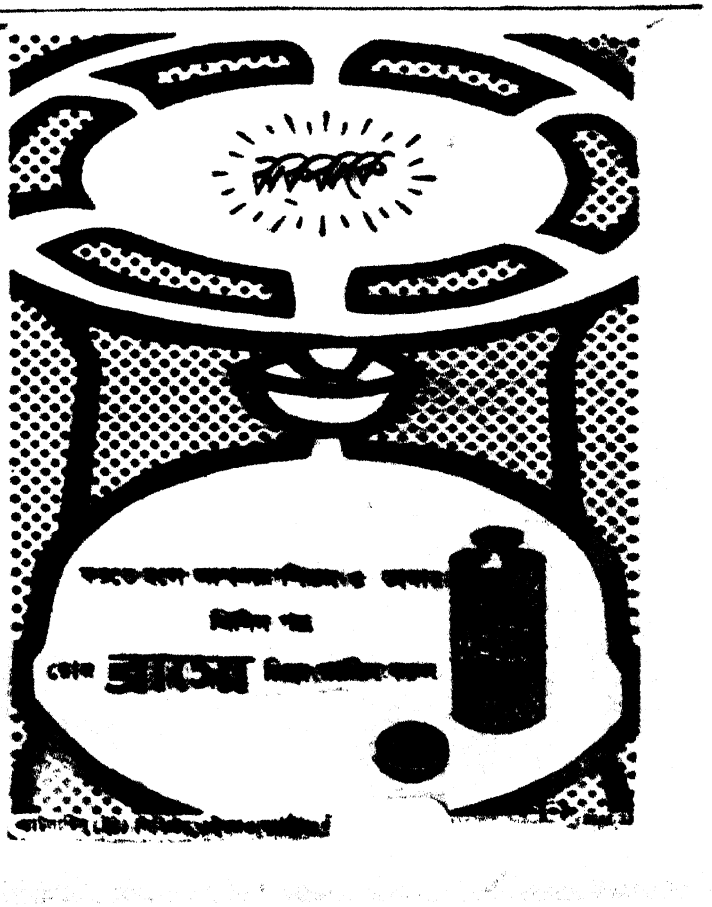

[illegible] যখন অন্ধকার হয়ে যাবে তুমিই শুধু একজন ব্যক্তিবিশেষের মুখশ্রী দেখতে পাবেন। বড়ই পঙ্গু পাবেন, তুমিই হৃদ্য যেতে চলবে।

বিভেদগুলো এত পছন্দ হয়েছে যে পরার নকল করে পরতে চান কিন্তু নিশ্চিন্তমণি বিছুতেই যেতে না।

ওড়মাত্র অনুযায়ী এটুকু লিখেছি। আপনারা পশ্চিমে বৈশাখ নিশ্চয়ই আসবেন। গরম আছেই। আপনি আমার প্রণাম জানবেন। ইতি।

বুড়ী

চিঠিখানা পড়ে কবি যখন নন্দিতাকে ডিক্টেশন দিচ্ছিলেন তখনকার স্মিতমুখ-পূর্ণ মুখের ছবি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

৪

কল্যাণীয়াসু,

মাথা খারাপ হলে যা তা বকি কিছু মনে কোরো না।

ইতি।

১৩।৪১ ২ কবিদাদু

যখন চিঠিতে লিখেছিলাম, পশ্চিমে বৈশাখ যাচ্ছে ভাবছি। কিন্তু ঠিক বলতে পারছি না যাওয়া হবে উঠবে কিনা। যেতে খুবই ইচ্ছে আছে। কবি অনবরত উৎসবে ডাকেন বলে আমার মন অসুখের কথা কিছু জানাইনি। তিনি সে সময় হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই বলেছিলাম, যাওয়া হবে উঠবে কিনা জানি না। তবে খুব চেষ্টা করবো। সেই চিঠির উত্তরে লিখলেন—

২ কবিকে দেওয়া ছিল না, আমি খামের পোস্টমার্ক দেখে বসিয়ে নিয়েছি।

৩

কল্যাণীয়াসু,

এবার আমার জন্মদিন সাড়ম্বরে জনসভা হবে। এমন বিপদ ইতিপূর্বে আর কোনোদিন হয়নি। সেই আশঙ্কায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমাদের আমন্ত্রণ করেছিলুম। তুমি খুব সাংঘাতিক লিখেছ জন্মদিনে যদি ভাবাই—কবি স্বর্গ থেকে তবে সেদিন আমার উপস্থিতি টিন জানাবে, উপনিষদ হবে আমার সখা হয়ে সঙ্গে আমার নিরাসক্ত সম্বন্ধ প্রস্তাব নিবিড় হয়ে আসবে।

৩।৫।৪১ ৩ কবি

এবারে ১৩ই বৈশাখ (১৩৪৮) কবির জন্মদিবসে যোগ দেবার জন্যে ২৪শে বৈশাখ বিকেলের গাড়িতে বোলপুরের টিকিট কিনে চড়ে বসলাম। সঙ্গে ছেলে-মেয়ে সহ সতেন্দ্রনাথ যোগ এবং ইরা একটি মেয়ে।

সতেন্দ্রনাথ যে কারণে যা আসল কিছু, ঠিক ঠিক না মনে করিয়ে কিছু লিখিনি যোগদের সময় যখন যাই তখন যোগ কবি খুব জমিয়ে বসে আছেন যে বন্ধুকে৩ হয়তো একটিদের জন্যে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবে পরবে এবং তিনি তৃপ্তির নিশ্বাস ওখনকার নতুন সাময়িক সাহেবটিবির টৈবধান করবেন। আমাকে যোগদের সময় একবার বলেও ছিলেন যে সতেন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি যদি যোগদের ছবিটিতে আসতে পারেন তাহলে খুশি হবেন। কিন্তু তখনও এবারে যোগদের সময় আমাদের বলবার মতন কিছুর মুখোমুখি টৈসব—সতেন্দ্রনাথের পক্ষে তখন ছাড়ে আসা সম্ভব হয় না। তবুও ২৩শে বৈশাখ টৈসবে আমরা যাচ্ছি শুনে যখন সতেন্দ্রনাথও আমাদের সঙ্গী হতে চাইলেন, তখন আমাদের কবির জন্মদিনে টুকে নাচাই খুশি করে নিতে পারবো এই অসুস্থতাগুলি আতিথিটিকে সামনে নাড় করিয়ে নিয়ে—আগে চিঠিতে কিছু জানানো হবে না। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। যখন যোগদের কবি খুশিতে পড়েছেন, কাজেই আমাকে পারেননি যে সতেন্দ্রনাথ এসেছেন।

ছেলেবেলা ৩য় ঘরে ঢুকেছেন প্রণাম করতে। সেখি ছেলেরা ঢুল করে বসে কি ভাবছেন। সতেন্দ্রনাথ আমাদের পিছনে, কাজেই আগে দেখতে পাননি। প্রণাম করতেই খুশি হয়ে বললেন "কি, এসেছ" বললুম "শুধু নিজে আসিনি, সতেন্দ্রনাথকেও নিয়ে এসেছি।" কবির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সতেন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে প্রণাম করতেই একগাল হেসে বললেন "বেশ যে তোমাকে পাওয়া যায় না। তোমাদের যোগদের সময়-কালে এবং তোমাকে নিয়ে একটি ঘটিয়ে৫ নেবে তা ঠিক সেই সময়েই আমরা দিল্লি, সেক্রেটারিয়েট মন্থ ছাড়তাম পড়ে, কবে নিয়ে থাকে, এসেছ যে সেকালে কাড়া খুশি হয়েছি সর্বাপেক্ষা নিয়ে আমাকে কিরকম লজ্জা হয়ে পড়েছি তোমরা এসে-টিনে একটি গল্প-সভা কবি ছাড়া কালে এই যা তোমার প্রমথও খুব খুশি হয়ে তুমের নতুন সাময়িকটিকে একবার দেখে এসে একদম কাজকর্মের থাকবে পড়ে। সতেন্দ্রনাথের সেবারের শরীরও কবির নিয়ে বললেন "সব ঘরে টুকে দেখে ৩৫ একটি জানি টিনের ছেলে তুমের সাথে হয়ে তুমি এখানে থেকে যাও না" বলবার বলে ছাড়ে কবে নিয়ে।

সতেন্দ্রনাথকে চু খেয়ে টুনি নেবে আমাকে বললেন "বেশী তোমাদের বন্ধুর যাবে ছবি তোমার টুনির নিয়ে কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হইনে। তুমি সন্ধ্যাটি একটি, ডাকে কবে ৩৫ দেখাবেন ছেলে। বেলা ডাকাবেন্দ্রনাথ এখানে যেন কষ্ট না পায়। সতেন্দ্রনাথকে আমার কবি ভালো লাগে।"

বৈশাখ মাস। শান্তিনিকেতনে যেন গরম। কবির জন্মদিন সন্ধীদের মধ্যে৩ আমাদের সকলের জন্য মহা ভাবনা যে আমরা সখা পেয়েছি কিনা খবর কাগজ আছি না জানাবে আছি। সতেন্দ্র ফোনার আসেন, সে খবর মুখপত্রে বাজবোগ্য কিনা ইত্যাদি।

আমাদের থাকবার খুব ভালো ব্যবস্থাই ছিল। সতেন্দ্রনাথ উদীচীর নিচের তলায়

৩ প্রমথ সেনগুপ্ত। সতেন্দ্রনাথের ভাই, কিংবদন্তীবীর পদার্থবিজ্ঞানের উৎসাহদাতা অধ্যাপক।

হোমিওপাথিক
পারিবারিক চিকিৎসা
একমাত্র বাঙলাভাষায় নূতন সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার
উপরোক্ত গ্রন্থে "হোমিওপাথির মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা" এবং পরিচিতপ্রতিষেধক রোগের বৈজ্ঞানিক "চিকিৎসা" প্রকাশিত হয়, পরবর্তীপৃষ্ঠে তাহা আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে আবশ্যক রোগের ইতিহাস, লক্ষণসমূহ, রোগীনির্ণয়, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে আছে রোগের লক্ষণ তথা, রোগের-লক্ষণ-সংগ্রহ রোগনির্ণয়, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীবাণুতত্ত্ব ও জীবাণুর ক্রিয়া এবং রক্ত-মূত্র-থুতু পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিনা মূল্যে। মূল্য—৭.৫০ নয় পঁচ মাত্র।
এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
হোমিও ফার্মেসী, ৭৩, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

এবং আমরা 'উদয়ন'-এ। কবির বাসা তখন উদয়নের এক তলার দক্ষিণ দিককার বড়ো ঘরে। আমাদের সকলেরই আহারের সময়টুকুর অপেক্ষাতে ঘরে পরে আপনভ হতেন। সাগ্রহে খুব হাসিতে গল্প কাটতো। সন্ধ্যাবেলা উদয়নের পূর্বদিকের আঙিনায় সাহিত্যসভার মিলু সদস্যদের সমবেত আসর এবং চায়ানের উপরে আড্ডাদারের আয়োজন। কবি নিজে চায়ানের একধারে আরামকেদারায় বসতেন। তখন কয়েকটি গান ও সঙ্গীত নাচ হত— ছেলে মেয়েরা মাতামাতি করতো; ছায়াচিত্র বর্ণচিত্রের নাটকীয় অভিনয়।

অভিনয় খুব ভালোই হত। সকলেই নিজের 'সেরা অংশ খুব ভালো করে করবার এবং মনে সাহায্য উৎসাহদানের জন্য সর্বাঙ্গসুন্দরের পুরস্কার ছিল বলাবাহুল্য। যেকে একবার ভূমিকাটি সমালোচনা হয়েছিল বলেছিলেন অভিনয়ে সকলে ভালো করে। ও কিন্তু হয়ে একটু ও কাছে না হয়ে ঠিক সাধারণের ভালো আছে হাঁ হয়েছে। এবং অভিনয়ের ভালোমন্দের এসে তখন ছাড়া বেরোবার ইচ্ছামত সবাই যেন সমালোচনার ছাড়ে করে শেষ অবধারণ খুব ভালো হয়েছে বলে ঠিক করে নিয়ে পরদিন নিজে আবার নতুন উদ্যমে অভিনয় করতে হয়। যেকের সময়ে তখন কি যেকেরি হাল সেকালে। আর তাই নিয়ে বিশদ পড়তে হবে।

অভিনয়ের পরে যারা অংশগ্রহণ এই ছাড়া ছবি নাচাত কবিতা। সুবিধের ভালোই ও কবি এঁকেছিলেন ছবি। একটি মনে নিলাম।

পরদিন ১৯শে বৈশাখ বিকেলবেলা আমাদের নিয়ে তখনকার গল্প। সকালে যখন কবিকে বললাম যে আজই বিকেলের গাড়িতে বাড়ি যাবো বলেছিল কবি ও এমন হয়ে যেন। কবি যে আমাদের এতটা ভালোবাসতেন তা আমরা কখনো ভাবতে পারি নি। আমাদের মুখটি ভার দেখে কবি বললেন, "আজ বিকেলে যাবে কি করে? আজ যে আমাদের বসন্তোৎসব। তোমরা না থাকলে কি করে হবে?" আমরা বললাম—না, আমরা সন্ধ্যের গাড়িতে যাবো আজই। আর কখন কিছুদিন থাকবার ইচ্ছে আছে। তখন কবি বললেন তবে ১ তারিখে এসো। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা হবে সেদিন আমার অভিভাষণ হবে তোমরা থাকলে ভালো হয়। আমরা বললাম, তা কখন হতে পারে? ১ তারিখে ৭ সপ্তাহ পরে আমরা ছুটি পাবো কোথা থেকে? কবি বললেন, "তবে তোমরা কলকাতায় ফিরে যাও। আমি ১ তারিখে কলকাতায় আসছি। সেদিন সেখানে তোমরা থাকবে।" আমরা বললাম, তা হলে আমরা ১ তারিখে কলকাতায় ফিরে যাবো। আমাদের ছুটি ফুরিয়ে গেছে। কবি বললেন, "তবে তোমরা কলকাতায় ফিরে যাও। আমি ১ তারিখে কলকাতায় আসছি। সেদিন সেখানে তোমরা থাকবে।" তারিখে সে কলকাতায় আসা আমার ভাগ্যে ঘটে নি—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার "কলকাতায়" সাক্ষাতের আশা চিরদিনের জন্যে মিলিয়ে গেছে।

(ক্রমশ)

---

আপনার মুক্তাস্তুত অক্ষর, ভাষা, পরীক্ষা, বিদ্যা, সোকসভা, বিধান, বাহিরকার পূর্বে সভাপতি বিশুদ্ধ আকারে জন্য জন্য সভ্য, সভ্য ও ছাত্রীর সভ্য ২, টাকা পাঠাইলে জন্মন হইবে। ভাষাপরীক্ষা পুরুষকারিদের অর্থে আছে—অবস্থা বর্ষ ৭, বর্ষ ৪, বর্ষ ১২, বর্ষ ১৮, সভ্যদের ১২, ছাত্রদের ৭।

সাধারণের অর্থের বিশুদ্ধী—১০, টাকা অতিরিক্ত সভ্য বর্ষ দেয় আবশ্যক। ছোটদের সভ্যদের অবস্থার অর্থে বিশুদ্ধভাবে পরিচয় করা হয়। পত্র ছাড়া হবে। ঠিকানা—অবস্থা ভাষাপরীক্ষা সোসাইটির সেক্রেটারি, ২৪ পরগনা।

শ্রীআয়ুর্বেদসের
চ্যবনপ্রাশ
বিশুদ্ধ ও ঘন আকৃষ্ট
[illegible] শ্রীআয়ুর্বেদাশ্রম

রমণীজীবনের স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য
লোধ্রাসব

কেশরী ভৈষজ্য প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা, ৩৪৩-১৪

---

৩ সিলেটী প্রসঙ্গের বন্ধুর কোথা কথা। সংবাদ জানা নাই।

৪ মহাত্মাবাবুর শ্রী সাহিত্যিক বিভূতি ভূষণের ছোট ভাই ডাক্তারকে।

৫ আমার বন্ধুবর শ্রী—অধ্যাপক।

# মনভোলানো

# ব্রিটানিয়া

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে ব্রিটানিয়া বিস্কুটের মতন ভালো জিনিস আর হয়না। অতিরিক্ত ভিটামিন ও পুষ্টিকর জিনিসে তৈরী ব'লে দৈনন্দিন খাদ্যে পুষ্টির অভাব মেটায়, স্বাস্থ্য ভালো করে ও শক্তি বাড়ায়। ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে এত ভালো যে বাচ্চারা ব্রিটানিয়ার লোভ সামলাতে পারে না।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট বড়দেরও ভারি প্রিয় জিনিস। ভালো জিনিস ছাড়া যাদের চলেনা তাঁরা ব্রিটানিয়া বিস্কুটই চান — স্বাদে ও গন্ধে অপূর্ব এ বিস্কুট।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট

বাজারের সেরা

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

BC 3550

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

উপন্যাস

—এবার?

সমস্ত ব্যবস্থাপনার ওপর যেন হাসছে হরু, আড়াল থেকে টিপ্পনী কাটছে।

—সৌম্যদার বেল

—কী বলে বেয়ারা?

সত্যবতীর যেন এতো, বিয়ের বেলা এমনিতে আসবে যাবে, বেল

মুখে তিনিও আসর একেবারে ব্যবস্থা করেছেন যে আসর যাই নিমন্ত্রণকর্তার মতো। বেল যে আর নয় তাকে বিশ্বাস করা যায়। এই একটা ব্যবস্থা করেন।

—তা মুখে কি—?

হরু আর সময় নষ্ট করে না। বেল একটা আর একটা করে নেয়।

বেয়ারা বলেছে।

সৌম্যদার বেয়ারা ছাড়াও একের পর এক ব্যবস্থা করেছেন সৌম্যদার।

—আর বেয়ারা বলেছে। আমরা সবাই বিয়ের আসরে যাবো। সেখানে আমাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করা আছে।

সত্যবতীর মনে সন্দেহ হয়। তিনি আর একটা ব্যবস্থা করেছিলেন সৌম্যদার। তাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। সেখানে তাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। সেখানে তাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। সেখানে

লোকের ও-সব ব্যবসা তো শেষে ভবে না যে, স্বদেশী করতে কি আমরাই সাধ যায় না? ওসব ওদের পোষায় ওই আমদী বেসাতী, তিলক, সি-আর-দাশ, সুভাষ বোসের মত লোকদের পোষায়—বড়লোকের ছেলে,.....তা থাকুগে, তাহলে ওই কথাই রইল—

বলে তিনি ভেতরের দিকে চলে যাবার উপক্রম করলেন।

মা এগিয়ে গিয়ে বললে—তাহলে—

নৃপেনবাবু বললেন—এনেছ? তা এখন তো আমার আবার তেল-হাত—

মা বললে—তাহলে ভেতরে বৌদিকে দিয়ে আসি—


# রবিন আলট্রাম্যারিন

**লাগালে যতবার ধোবেন ততবারই**
**নতুনের মতো সাদা ধবধবে দেখাবে**

সাদা পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পক্ষে রবিন আলট্রাম্যারিন ব্যবহারই সব চাইতে নিশ্চিতযোগ্য, সহজ এবং সস্তায়। রবিন আলট্রাম্যারিন এক রকমের ঘন নিখুঁত নীল গুঁড়ো। এ খুব তাড়াতাড়ি এবং সহজভাবে জামাকে সাদা দিতে হয়। ধোবার সময় এই গুঁড়ো সাদায় একটু পরিমাণ মতো মেশালে সব রকমের সাদা জামা-কাপড় স্বাভাবিক সাদাভাব বজায় রাখে ফিরে আসে।

যে কোনো রকমের ক্ষার প্রকারের অথবা কিনারে চুনসহ আস্তরের নীলের চাইতে রবিন আলট্রাম্যারিন অনেক সস্তা। এতে জামা-কাপড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আপনার বাড়ীর জামা-কাপড় ধোবার জন্য রবিন আলট্রাম্যারিন ব্যবহার করুন।

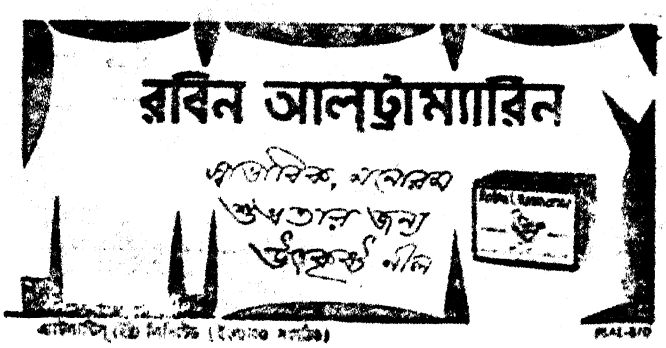


ব্যাটালিয়ন্ (১৯৩৩) লিমিটেড (ইংলণ্ডের সংগঠন)

RAI-8/D


—না না, আচ্ছা ওইখানেই রাখো—বলে তক্তপোষের ওপরটা দেখিয়ে দিলেন।

দীপঙ্কর দেখলে—মা শুধুই দশটাকার আর একটা পাঁচ টাকার নোট তক্তপোষের ওপর রেখে দিলে।

নৃপেনবাবু নোট-কখানা দেখে বললেন—কত? পঁচিশ?

মা বললে—হ্যাঁ, আপনি তো পাঁচিশ টাকার কথাই বলেছিলেন—

—এই দেখ, পঁচিশ টাকা তো তোমাকে আমি দেখা-বদ্যর বলেছিলাম! তা তখন এলে পঁচিশ টাকাতেই হয়ে যেত, এখন যে রেটটা সব আগে সামলাতে হবে দেখছো। চারআনি-দের আগে শুধু টাকা করে বিক্রি হতো এখন সব পাঁচ টাকা করে রেট করে দিয়েছে—আমি কী করবো?

মা বললে—আমি তো আর টাকা ফেরাতে নারি—

নৃপেনবাবু বললেন—এই দেখ, একটা টাকাই বন্দি ছিল এখন কিনে হয়ে পড়লো, তার তো আর ফেরানো হয় না—

—তাহলে কত কিনে হবে?

নৃপেনবাবু বললেন—ওই পাঁচশটাই এক সময় হয়তো সত্তরটি টাকা!

—সত্তরটি টাকা!

মা যেন চমকে উঠে পাঁচশটা নোটের দিকে কাতর-কাতরভাবে নৃপেনবাবুর দিকে তাকে হাত বাড়িয়ে দিলে।

নৃপেনবাবু বললেন—না বুঝি কি জন্যে টাকা আমি নিচ্ছি দিচ্ছি!

মা বললে—না না তা আমার বলা—

নৃপেনবাবু বললেন—না তোমার কথা নয়ে হলে টাকা দেবে টাকা আমি আমার নিজের কাছে রাখতে পারতুম। তবে তোমাকে বিপদে ফেলে তো আমি যেতে পারি না। একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাই—তারপর তোমার যা ইচ্ছে করো—

মা বললে—তাহলে না হয় আমি এখন টাকাটা ফেরত দিয়ে দিই—

নৃপেনবাবু বললেন—তা দিতে পারো, কিন্তু তাতে তোমার লাভ কি? তোমার যা দরকার তা তো কিনতে পারবে না—

দীপঙ্কর দেখলে মা'টা নিয়ে আবার ভেতরে চলে যাচ্ছিলো—

মা বললে—তাহলে আমি এখন কিনি টাকাটা ফেরত করে দিয়ে আসুক, আপনি যেমনভাবে চাকরীটা করে দিতে বলছেন—

নৃপেনবাবু হাসলেন। বললেন—সে আর বলতে হবে না, কী কাজ করে দেবে

ছেলে বলছে আমার ভা আমি জানি না। কিন্তু আমি জানতে চাই হবে, সাহেব মেরেরা ছেলে হচ্ছে না তা—

তা জানবার সময় সময়ে—ডাক্তার ঠাকরুণ পুরো করেই আমায় বলা—

—দুটি এসে তোমাকে ছেলে ছিলেন কিন্তু ছিলুম, আর মেয়েটির দুটিও সন্তানের একবারে এসে গুরুন—

শীলভদ্র বলল—তাহলে সমাধান—

হলেই আসছিল শীলভদ্র। কিন্তু তা ইন্দ্রনাথ সরকারই শীলভদ্র আমার কিনে নেবে হাজা না দুটো ছুটে ডাকার ঠেকালো।

ডাইনে এসে তা ধরে হাত করছিল।

ডাক্তারিছল—এই কাজ তোমার নির্দোষ কাউকে নিজের হয়ে তোর একটা, ছুটে হয় না, আমি সুস্থ ডাক্তারের পাশে হাত নিয়ে তুলবে প্রকাশ করি তোর তাকবার হয়। ডাক্তার ডাকি এই নিজেকার তোমে কাজ পাবার কাউকে তুমি হয়ে সমাধি আজ দুটি পাশে হাতটা করিলে সমাধি হয়ে।

তার পরে সাধারণতই সে ডাক্তারের কাজ ডাক্তারের নিয়ে প্রকাশ হয় ডাক্তারের তোমে আমার যে সমাধি করিলেন কাজ করে। তা ছাইনের নির্দোষ-এ আমার কাজ হয়ে তা ডাক্তারের ডাক্তারের কাজ করিলেন হয়ে তা ডাক্তারের ডাক্তারের তা আমার কাজ আমার করিলেন। সমাধি ইন্দ্রনাথ সরকার তোমে হয়ে হয়ে। সমাধি ইন্দ্রনাথ ডাক্তারের কাজ করিলেন। সমাধি ডাক্তারের ডাক্তারের ডাক্তারের

তৎক্ষণাৎ রঙীন কাগজের ফুলের মালা নিয়ে হৈচৈ।

রোহিণীবাবু চীৎকার করতেন—বন্দে—মাতরম্।

সেই ধর্মদাস ষ্ট্রীট মডেল ইস্কুলের নেড়াশো ছেলে একসঙ্গে প্রতিধ্বনি করতো—বন্দে-মাতরম্—

একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার। সমস্ত বাড়িটা গম্ গম্ করে উঠতো। সে যে কী আনন্দ। আর রোহিণীবাবু ফুলের মালাটা প্রাণমধুবাবুর গলায় পরিয়ে দিতেন।

তখন হুর্ত্ত-জগদীশও বলতেন—বন্দে-মাতরম্—

শৌলঙ্করাও একসঙ্গে বলতো—বন্দে-মাতরম্।

আর তারপর রোহিণীবাবু ছেড়া-জগদীশকে নিয়ে যেতে যাইতেন। সেই বন্দে-মাতরমের শব্দে তখনও সমস্ত দোতলা উট্টাচারি ষ্ট্রীটটা কোপ কোপ উঠছে।

তখন ছেলেদের ছুটি। ধর্মদাস ষ্ট্রীট মডেল ইস্কুলটা নেড়াদের মত শব্দ হয়ে যেত। আর তারপর মাস তিন-চারেকের মধ্যে আর প্রাণমধুবাবুকে ইস্কুলে দেখা যেত না।

এ প্রথম-প্রথম অবশ্য হতো। তখনও হয়ত রান্নাঘরে বসে রান্না করছে। অনেক লোকের রান্না মাকে একলা করতে হতো।

বলতো—ওমা, তুই ফিরে এলি যে? ইস্কুল হলো না?

শৌলঙ্কর বলতো—আজকে শনিবার ছুটি হয়েছে—

—কেন?

শৌলঙ্কর বলতো—আজকে ছুটি আজ প্রাণমধুবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে যে—

—কেন, পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে কেন হঠাৎ?

শৌলঙ্কর নিজেই জানতো না তার জন্যে কী দেবে। নিজেই জানতো না কেন হঠাৎ মাঝে মাঝে ছেড়া-জগদীশকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশে, কেন আমায় ছেড়ে দেয়। কেন পাকাটিতে ছাপা এঁটে রাত করে 'বন্দে-মাতরম্' বলতে হয়। আর ছেড়া-জগদীশকে ধরে নিয়ে গেলে কেনই বা ছুটি হয় জানে না।

আবার হয়ত একদিন শৌলঙ্কর দেখে, প্রাণমধুবাবু এসে গেছেন। আবার তিনি হাত নিজের ধরে বসে আপিসের কাজ করছেন। সেই মোটাসোটা চেহারা, সেই এলোমেলো চুল সেই অমায়িক, সোজা, সরল কাজ করবার অদম্য উৎসাহ। সবই মুখে পরে আবার সেই ফোটোগ্রাফ মুছে ফেলে।

ইস্কুল আবার নতুন করে সাজানো হয়। বেঞ্চিগুলো নতুন করে রঙ করা হয়। মস্ত মস্ত একটা ইস্কুল হয়ে ওঠে। একটা ঘরে ঘরে ঘরে

মহেশের ছেলেটা তামার পয়সা আর এক-আধটা একটা ধারালো সন্ধান করে বাড়ি আসা অভ্যেসটা ছাড়তে পারছিলো না। ছাউনির এই আধ মাইল দিয়ে ঘুরে ঘুরে বাড়ি, আর তখন টাকার দাবিদার হয়েছেন। বাড়িটা খুরোয় হয়ে গেছে। ইট বার্নিশ চুন খসে পড়ছে। ঘর-দোর সাজানো হয় না। বাইরেরো চুনকিচকে ঢোকে এক একটিন। ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। ছাদলদ আলো নিভেছে কখন মাঝরাত ফুরে মাইয়ে বেরোবার জন্য। কখন আবার মনু আসে কখন বেরিয়ে যায় কারোর জানা নেই। বেলা হলেই বিলাসীর মনটাই এসে চাঙ্গিয়ে। তখন এসে চীৎকার করবে—ও মেসো, কোথায় গেলে গো মুখপোড়াকুলো সেল কোথায়—

আমার মনের কাছ মনটা মুখপোড়া। বিশ্বনাথের মুখপোড়া চীৎকার মাঝে মুখপোড়া চীৎকার। আর চুনকি আমার মনের সাড়ি ধরে করে চুনকি সেই চুনকির মুখপোড়া মুখ দেখে মনটা বিলাসী মনটাই মুখপোড়া। সে কিন্তু মনটা বিলাসী মনটাই মুখপোড়া। সে কিন্তু মনটা মনটা মনটা

ছিটে যখন রাস্তে বাড়ি আসতো ঠিক ছিল না। রাত কখনও একটা কি দুটো বাজতো। দীপঙ্কর, তক্তপোষটার উপর মার পাশে শুয়ে রয়েছে, হঠাৎ যেন কেমন একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যেত। তখন চারিদিকে মর নিস্তব্ধ। কালিঘাট বাজারের চোল বাজনার শব্দটাও থেমে গেছে তখন।

দীপঙ্কর ডাকতো—মা—

—কী বাবা?

—কীসের শব্দ হচ্ছে যেন মা—

—ও কিছু না, তুই ঘুমো!

দীপঙ্কর তবু শুনতে পেত না ঘুমে।

বলতো—একটা শব্দ হচ্ছে যে, আমি শুনেছি—

মা বলতো—ও কিছু না ছিটে ফিরলো—

কিন্তু ছিটে ফিরলে দরজা খোলা দরকার বলেই ছিল না কারো। যে-ঘরে রাতেই ঢুকতে সেই ঘরে খুলে দিতে হতো না। পশ্চিম দিকের জানলার দু একটা গরাদ ভেঙে রাখা হতো। ব্যবস্থা ছিটে আর ছোট দু'জনেরই। সেইখান দিয়েই ঘরে পড়তো ছিটে। আর ছোটা যে কখন ঘরে কিংবা কখন ঘরে না তার খবর কারো রাখবারই দরকার হতো না।

শুধু অঘোর ভট্টাচার্যি এক-একদিন তুমুল কাণ্ড করে বসতো।

সোনা যেন্ত চীৎকার করছে অঘোরদাদা—মেরে ফেললো মুখপোড়ারা, নিশ্চয় মেরে ফেললো—বেরো মুখপোড়া ঘর থেকে—

অঘোর পাশে শুয়েছিলেন। সোনার বাবার এদিক থেকে ওদিকে ছোটাছুটি করছে। কিন্তু চোখে তো দেখতে পায় না অঘোর দাদু। তাই ছিটের মাথার কাছে গিয়ে লাঠিটা কখনও পড়ছে দেয়ালে, কখনও মেঝেতে। ছিটে ফাঁকা তক্তপোষ টপকে পালিয়ে গেছে, অঘোর দাদু জানতেও পারেনি। কিন্তু তার অনেকক্ষণ পরে পরেই অনর্গল ছিটে ফাটিয়ে টপ্পা করে মাগো গালি দিয়ে সোনা, যার অঘোর দাদু।

কবে একদিন এই বাড়িটা তখন ছিল। আস্তে আস্তে বাড়ী ভাড়াটে বদল করে একটা বস্তি গড়ে উঠেছে এখানে। পাড়াটির এসেছে, মকদম এসেছে, হালদার এসেছে, ছিটেরা এসেছে। ওই কুটিলদের ওই মাঝবয়েসী কর্তাটি—মানে বলছিলাম আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে বাড়ীটিতে ভাড়াটে। যা কেউ ভাবেনি কখনো। যেমন তখনকার দোতলায় যেমনি একটিমাত্র ঘরের ছোট্ট কুয়ো ছিল একটা। সেখানে মুখ কুয়োর ওপর সিমেন্ট করে এসেছে—আবার বসানও এসেছে। সেখানেই থাকে। কারবার করেছে। ওই থেকেই বোধ হয় অঘোর ভট্টাচার্য। একটা ঘরে কোন মফস্বলের সঙ্গে কারবার করে এসেছে। ওই ঘরে ছিল সেই কুয়োর ওপর সিমেন্ট করা। সেখানে বসে ভাত খেতে খেতে

কাকের বাসে, কাকের বাসে বড়হয়েছে। নিজেদের অসহায় অবস্থায় কখনও তখন ভাবতে পেরেছে সে।

কীশলকর দেখতে পেলে ছানার চঞ্চুপাশের লাল একটা ফোস্কার মতো জিনিস থেকে পড়ে আছে। ফোস্কাটা ফোস্কা নয় হয় না, নড়াচড়াও হয় না।

কীশ, এ-রকম কি জিনিস করছে—ও কীশলকর জিজ্ঞেস করে।

কথাটা যে ঠিক্ নয়।

বলছে—ও আসলে নয়—

—আসলে নয় তো কাকের মা?

মা বলছে—ও হচ্ছে আসলে পরজীবী

আসলে জিনিস যে ছানার মুখে ঐরকম ভাবে কেন আছে তা কীশ বুঝতে পারছে না। আসলে জিনিসটা ফোস্কা নয়। ফোস্কার মতো দেখতে পড়ে আছে। আসলে ওরকম ঠুনকো জিনিস ফোস্কা হতে পারে না। ফোস্কা হলে ওরকম ঠুনকো জিনিস হতে পারে না। ফোস্কা হলে ওরকম ঠুনকো জিনিস হতে পারে না। ফোস্কা হলে ওরকম ঠুনকো জিনিস হতে পারে না।

কীশলকর জিজ্ঞেস করে—ও কীসের জিনিস? ফোস্কা নয় তো কি? ফোস্কা নয় তো কি? ফোস্কা নয় তো কি? ফোস্কা নয় তো কি?

মা বলছে—ও হচ্ছে আসলে পরজীবী

—পরজীবী মানে?

মা বলছে—ও হচ্ছে আসলে পরজীবী

আসলে জিনিস যে ছানার মুখে ঐরকম ভাবে কেন আছে তা কীশ বুঝতে পারছে না। আসলে জিনিসটা ফোস্কা নয়। ফোস্কার মতো দেখতে পড়ে আছে। আসলে ওরকম ঠুনকো জিনিস ফোস্কা হতে পারে না। ফোস্কা হলে ওরকম ঠুনকো জিনিস হতে পারে না। ফোস্কা হলে ওরকম ঠুনকো জিনিস হতে পারে না।

কীশলকর জিজ্ঞেস করে—ও কীসের জিনিস? ফোস্কা নয় তো কি? ফোস্কা নয় তো কি? ফোস্কা নয় তো কি? ফোস্কা নয় তো কি

উনি সেখানে খুশি ওর টাকা রাখবেন—তাতে আমাদের কী!

শঙ্কর বললে—তোমার ও টাকা আছে মা? তোমার টাকা তুমি কোথায় রাখো?

মা বললে—আমাদের টাকা নেই বাবা,


## জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস সি মুখার্জি (রেজিঃ) সমস্ত রোগী-নিবাসে সেবন ও জটিল রোগাদির চিকিৎসার ব্যবস্থা করে প্রাতে ১—১১টা ও বৈকাল ৫—৮টা পর্যন্ত দেখেন ও চিকিৎসা করেন।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)
১৬৮, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।—৯

ব্রেক্ড চিরুনী
শঙ্খ মার্কা

১০ম
টি-বি সীল
বিক্রয় অভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২।১০।৫৯
সমাপ্তি হবে ২৬।১।৬০

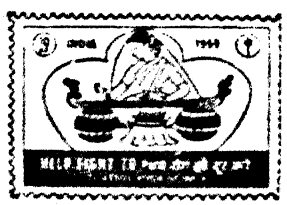

প্রতি বৎসর নানা বিপদের মধ্যে ও প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে যক্ষ্মা নিবারণ ও সেবাকার্য্যে যে অর্থ সংগ্রহ হয়ে থাকে, তাহা দ্বারা আমরা সমস্ত বৎসর ধরিয়া যে কার্য্য করিয়া থাকি তাহা আপনাদের অবিদিত নহে।

বঙ্গীয় যক্ষ্মা সমিতি


(১১৩)

তুমি যখন বড় হবে, চাকরি করবে, তখন তুমিও অনেক টাকা উপায় করবে, ওই রকম সিন্দুক করবে, তখন তোমার টাকা হলেই আমার টাকা হবে—

শঙ্কর বললে—কিন্তু তোমার টাকা নেই কেন?

মা বললে—তুমিই তো আমার টাকা, তুমিই তো আমার সিন্দুক বাবা, তুমি মানুষ হও, আর আমার কিছুই চাই না—

অন্ধকারের বাড়িটা সাড় দিয়ে কাঁদছে ওপর। তার মধ্যে উত্তর দিকটায় আলো জ্বলছে দেওয়া হয়েছে। বাইরে মাঝে মাঝে একটা সাইন-বোর্ড টাঙানো থাকতো। সাইন-বোর্ড-এ মোটা মোটা অক্ষরে লেখা থাকতো 'বাটি ক্লাব'। সেই বস্তিঅঞ্চলের সাইন-বোর্ড দেখে মাঝে-মাঝে অনেক ভদ্রলোক এসে ঢোকে করতো। আর জুয়া নিয়ে তাস-পাশা খেলবার মজলিস নিয়ে এসে উঠেছে একদিন। তবুও থাকতো চার মাস, ছয়, কোই বা এক বছর। তারপর আবার একদিন উঠে যেত। বেশির ভাগ ভাড়াটেই উঠে যেত চালাকির পরাজয়ের লজ্জায়।

হয়ত এসে পড়েছে পুলিশের উঠোনে। কিম্বা হয়ত মাস্তান কাঁটা কাকে মুখে করে এসে ঢুকেছে, আর তারপর চালাকির একেবারে অবসান হয়ে গেছে।

সেই উঠোনের ওপর দাঁড়িয়েই কাপড়ে পাড়-কোমর বেঁধে অন্ধকারে উনান করে চন্দ্রাবলী রান্না করতে লেগেছে—

—পাইকারদী, পাইকারদারীর ঢোলের ছবি পড়ুক ঢোলের কাঠের ছিটের ঢাকা দিয়ে ঢাকা ঢোলের মাঝে আপনি ঘিয়ে পাইকারদীদের পড়বে খোলা পড়বে, কে-মাস্তান কবি সন্ধানের উঠোনে ঢোলটি রেখে, সেই কবি ঢোলের পকার ঘটাবে, সেই কবি ঢোলে ঢাকা প্রবর্তনীয় যন্ত্র-সঙ্গীত করে

এই পদ্য যে বলছে চন্দ্রাবলী তা এর কোন কোনও মানে হয় না। কে কখন কোন ঢোলে ঘোষণা করতে হবে? কিন্তু শঙ্করের ভালো লাগে চন্দ্রাবলীর গলা। সুরেলা না হোক মিষ্টি ও মোটা না হলেও। কিন্তু তবুও শঙ্কর শুনে চন্দ্রাবলীর গলায় তবলা-বাঁয়ার বোল। সেই ধা-তেরে-কেটে, সেই তেরে-কেটে-তাক ধিন্ তাক ধিন্ ধা। সেই একদা নাড়ুগোপাল, সেই কালকাটা ব্লাক স্পটে খাদের কোমরে ঘুঙুর বেঁধে তবলা বাজাতো, সেই কালকাটা—সব মিলে।

প্রথম প্রথম নিজেই শঙ্কর হোটেলে ভাড়াটেদের ছেলে ছোকরাদিকে ফোরে করে ভালো করছে চন্দ্রাবলী। সে কী আনন্দের ঘটা—ঘুম থেকে পাড়া সাড়া করে দিচ্ছে—তখন একেবারে আসরই করছে চন্দ্রাবলী।

—মানিক আমার, আমার ধনটু, আমার মনটু, আমার বাদুগোপাল, আমার চাঁদু-গোপাল, মানটুগোপাল.....

কত যে আদর করছে তার আর সীমা নেই। তার অধিক আদরের কেউ মানেই বোঝে না।

পান খেয়ে মুখ লাল করে পাড়া মাতিয়ে তখন আসর করছে চন্দ্রাবলী।

কিন্তু এই ঘনঘটার পর তিনটি মাসের মধ্যে একটি ছেলে পাড়াতে ভাড়াটেদের খুব আনাগোনা—যখন-তখন উঠছে আর ভাড়াদের ছোকরা পাড়ার ক্লাবগুলো পাল্টা দল করে ভাড়াটেদের বাড়ি ঢুকিয়ে ও চলে যাচ্ছে অন্য বাড়িতে।

অন্ধকারের তখন পাড়া মাত করে চন্দ্রাবলীর আসর পড়ে।

সেই মুখোপাধ্যায় [illegible] মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ভাড়াটে। সেই মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির ছেলে ছোকরা—মুখোপাধ্যায় ভাড়াটে ছাড়া মুখোপাধ্যায় আসলে ও-বাড়ি আসলে চন্দ্রাবলীর সঙ্গীতের।

[illegible] এই [illegible] ২৫ বছর ধরে এই চন্দ্রাবলীর [illegible] থেকে [illegible] [illegible] [illegible]

মা বলতো—এখন তোমার ও-সব ভাবার দরকার নেই, তুমি লেখা-পড়া নিয়ে থাও, ও-সব আপনিই আসবে, তখন তোমারও বাড়ি হবে, তখন আর এই খারাপ জায়গায় থাকতে হবে না তোমাকে—

সত্যিই অনেক প্রলোভন ছিল তার। অনেক সখ ছিল। মনে করত ছিল এই বাড়ি, এই কারিগার, এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী যেন ছোট্ট অনেক দূরে চলে যেতে পারলেই যেন তার ছেলে হলেছে হতে পারবে। আর কোনও রকমে কারিগার থেকে চলে যেতে পারলেই যেন সমস্ত পাপ, সমস্ত কলঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সে ভাবতো যদি একটা, হয়তো পরে আরও ছোট ঘর আর একটা, এমনি করতে করতে কি পাকাপাকি ভাবে ছোট যে ছোটো সেখানে গিয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে। [illegible] এই কারিগার এসে সে ভাবতে পারেনি। যেন তার ভেতরও খারাপ কেউ নেই। এখানে এসে সবাই যেন [illegible] নিজের মধ্যে যেন আসার ভয়ে বন্ধ এই কারিগারটা। [illegible] সে কারিগারটা এসে [illegible] [illegible] [illegible]

বেলা ফিরে রিক্সাওয়ালাকে এক-আনি পয়সা ফেলে দিয়েছে। বাড়ির উঠোন দিয়ে ঢুকে ছোট রোয়াক। রোয়াকের ওপর উঠে ডান দিকে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো অঘোরবাবু। দীপঙ্করও পেছনে পেছনে উঠতে লাগলো।

অঘোরবাবু বললে—এসো মুখপোড়া, এসো—

দীপঙ্কর বললে—অঘোরবাবু, রিক্সা-ওয়ালাটা এখনও চেঁচাচ্ছে

অঘোরবাবু বললে—দেব মুখপোড়া, ও চেঁচাচ্ছে তো তোর কী রে? তোর কী?

তারপর দোতলায় উঠে বারান্দা, বড় বড় ঘর। প্রত্যেকটি ঘর তালা-বন্ধ। তারপরে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে অঘোরবাবু, নিজের ঘরের তালাটা খুললে। চাবিটা সিঁড়ির আটকে রাখলে।

রোয়াকে দীপঙ্করের দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

বললে—বল্ মুখপোড়া, কী বলছিলি বল্—বল্ তুই এবার

দীপঙ্করের মনে পড়লো

বললে—বলছিলাম, চোখে তুমি দেখতে পাও না তো পড়ছো কার চোখে কার

অঘোরবাবু বললে—মুখপোড়া ঠাকুর কি আমি দেখতে পাই যে পড়ছো করবো, পড়ছো আমি করি না মুখপোড়া—

—তাহলে পড়ছো করো না তো কী করো?

অঘোরবাবু বললে—কী করি তাই তো দেখতে নিয়ে এলাম মুখপোড়া, দেখবি তুই, দেখবি মুখপোড়া—ওই দেখ—

বলে দরজার শেকলটা টেনে দরজাটা হাট করে খুলে দিলে অঘোরবাবু, আর একটা চাপসা গন্ধে দীপঙ্করের যেন হাঁপ ধরে উঠলো। ঘরের ভেতরটা প্রথমে কিছু দেখতে পেল না। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠলো সব।

—দেখলি তো মুখপোড়া, দেখলি তো?

দীপঙ্করের চোখের সামনে তখন যেন একটা উপন্যাসের সিন-সরকটা খুলে দিয়েছে। দীপঙ্কর দেখলে ঘরের মধ্যে যেন ডাল এসে সোনা পড়ছে হয়ে আছে। চক্ চক্ করছে ঝক্ ঝক্ করছে। তারপরে আরো স্পষ্ট হলো। দেখলে অনেক ঘড়ি। ঘরের ওপরে ঘড়ি। নীচে, ঘড়ি আর ঘড়ি। ঘড়ি পাড়ি ঘড়ি দেওয়াল ঘড়ি। সব প্রত্নসম্পদে সেজেছে

অঘোরবাবু। সব ব্রাহ্মমুহূর্তের লগ্ন। কুল-পুরোহিতের লগ্ন। একটার ওপর আর একটা চাপানো।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এতো ঘড়া ঘড়ি কী করবে অঘোরবাবু?

অঘোরবাবু মুখ খিঁচিয়ে উঠলো।

বললে—দূর মুখপোড়া, এত জিনিস নিয়ে লোকে কী করে? আমি বেচবো রে মুখপোড়া—অনেক বেচে ফেলেছি, এগুলোও বেচবো, বেচে অনেক টাকা হবে—

টাকা! দীপঙ্করের মনে পড়লো হাতের ঘরের সিন্দুকটার কথা। সেই সিন্দুকটার ভেতরেও অঘোরবাবুর অনেক টাকা, অনেক মোহর দেখেছিল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এত টাকা-কড়ি নিয়ে কী হবে তোমার অঘোরবাবু? কী করবে তুমি?

অঘোরবাবু রেগে গেল। রেগে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলো।

বললে—টাকা-কড়ি নিয়ে কী হয় রে মুখপোড়া? কী হয়? বড় হলে বুঝবি রে টাকা দিয়ে সব কেনা যায়, সব কেনা যায় টাকা দিয়ে—সব—

(ক্রমশ)

# যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

[illegible] এইবার [illegible] করে [illegible] ঠাকুর [illegible] [illegible] [illegible]

শোনা গেল না। ঠিক যেন গরম তেলে তরকারি সাঁতলাচ্ছে মা। শব্দটা তেমনি। বৃষ্টিটা থামছে না। থামতে চাইছে না একটুও।

ঢুলি কী শুনেছে কে জানে। কাঁধে ঢাক তুলে নিলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢাক বাজাতে শুরু করল। মেঘের ডাক, বৃষ্টির শব্দ—ঢাকের বাজনার সঙ্গে অস্পষ্ট হয়ে গেল সব। অথবা একসঙ্গে বাজতে লাগল সবাই। আলাদা করে কাউকে ভাবা গেল না। একা একটিমাত্র শব্দকে অনুভব করা গেল না।

মেঘ ডাকলে চারুদি ছুটে আসত। বুকের ভেতরে জাপটে ধরত তপুকে। চারুদি তপুকে ভালবাসে। ছোটদি তত না। আকাশ চমকালে তপু ভয় পায়। ভয়ে কাঁদে। চারুদি বুকে জড়িয়ে তপুর কান দুটো চেপে ধরে। মেঘের গমক আর শোনা যায় না।

ভয় করছিল। আকাশ চমকাচ্ছিল। মেঘ ধমকাচ্ছিল আকাশকে। নাকি শিবঠাকুর। মা দুর্গাকে কাঁদছিল। বিষ্টি পড়ছিল ঝুপ-ঝুপ, ঝুপ-ঝুপ।

চারুদি বিষ্টি থামাবার মন্ত্র জানে। বিষ্টি চারুদির কথা শোনে। ছড়া কাটলে থেমে


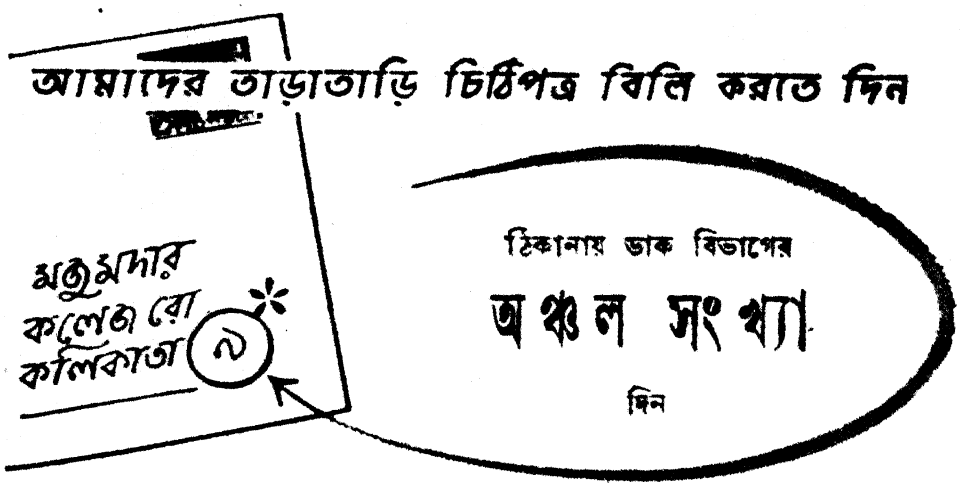


ডাকবিলির সুবিধের জন্য বেশীর ভাগ বড়ো বড়ো সহরকেই বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

এই রকম ভাবে অঞ্চল ভাগ করার উদ্দেশ্য হোল পরবর্তী প্রত্যেক চিঠিপত্র এক জায়গায় না বেছে, ঠিকানা অনুযায়ী বিভিন্ন বিলি কেন্দ্রে বেছে এবং ডাক পিওনের বিলিপথের দূরত্ব কমিয়ে, তাড়াতাড়ি ডাক বিলি করা।

ঠিকানায় অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে ডাকে যে সব জিনিষপত্র পাঠানো হয়, সেগুলি সরাসরি সেই অঞ্চলের বিলিকারী ডাকঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অঞ্চল সংখ্যা থাকলে চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি বেছে ফেলা যায়, এই সংখ্যা না দিলে সেগুলি দেরীতে পৌঁছুবার সম্ভাবনা বাড়ে। ডাক বিভাগীয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এমন কোন সহরে যদি আপনি থাকেন, তাহলে আপনার কাছে যাঁরা চিঠি লেখেন তাঁদের অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে চিঠির ঠিকানা লিখতে বলুন।

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

DA 59/149

যায়। লেবু পাতা কয়েকটা, মুরগির বিষ্ঠি মুখে না। ছড়াটা মুখস্থ। ঠোঁট নেড়ে ছড়া কাটল তপু। বিষ্ঠি খেলল না। ঘুমাল না তবু। বড় মেয়েরা আর দুষ্টু এই বিষ্ঠিটা। চন্দ্রদি ছাড়া করে কথাই শোনে না। ওদের বুঝি মা নেই? তপুর মায়ের ছয় মা। বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ালে ওদের কেউ রাগ করে না। রাগ করার কেউ নেই ওদের। তপুর বিষ্ঠি হতে ইচ্ছে করে।

আজ সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছে তপু, কেউ ডাকেনি। মা আজ কথাই বলেনি তার সঙ্গে। কেবল কোঁদলছে। চুল-চাপ আঁচলে চোখ মুছেছে। বড় জেঠাইমা বার বার বারণ করেছে। মা তবু শোনেনি। কারা থামেনি একবারও। কাঁসরে বিষ্ঠি লেগেছে মায়ের। একটুও ভাল লাগে না তপুর। অস্বস্তি লাগে। ভয় করে। তপু তাই মায়ের কাছে যায়নি। দূরে দূরে সরে থেকেছে। বাইরে বাইরে কাটিয়েছে সারাদিন। একলা।

বিষ্ঠি পড়ছে অঝোরে মন হচ্ছে বাইরে। বিকেলে ছাদটা ঘুরে এসে তপু সন্ধ্যার সময়টা কাটিয়েছে ঘরে ঘরে। মাটির দিপদুপি সাজিয়েছে একে একে। সলতেয় জড়িয়ে সিঁদুরের একে একে জ্বেলে দিয়েছে। দুপুরে ঘরে সারাদিন ধরে যত্নে নিজের হাতে গড়া সুন্দর দুর্গাকে পাশের ঘরের বৌদির কাঁসার গড়া অমন ভগবতীও যার জাগায় না তার হাতে তপু যা তৈরি হয়ে ওঠে তা অপরূপ।

চুলি সকাল থেকে সাঁঝ অবধি ঢাকটাই ঢাক পেটিয়ে হয়রান হয়ে ঢাকটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। অমন ঢাকী, ঢোল বাজনে ঢোল ছেড়ে নতুন ঢোলের ঢোল নিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়ালে ওস্তাদ চুলি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কখনও না করলী সকলের সেরা। ঢাক হাতে পেলে ওর জিভ টাই, হাত শরীর চলে ঢাকের সঙ্গে তাল রেখে। একটা আসরে ঢাক ছাড়া থাকতে পারে না তপুর। খেলার ইচ্ছে নেই আজ।

ঢুলিদের আসরটা ঠিক-ঠাক করছে ছাওয়ার কাঁসরা ঝিকমী। ঘাসের মাঝখানে আসরটা সুন্দর। ছড়াগুলি বড় হচ্ছে। আসর ছোট। আসরে হাসছে ছড়াগুলি কাঁসরে। তপু দেখছে। বেশ মজা লাগছে দেখতে। নিজের ছড়া ভেবে তপু খুশী হল।

চুলি ঢাকাকে টেনেটে শুরু করে। চোখ বুজে ঢাকাকে টানে চুলি।

মাথার ওপরে সূর্যটাকে ভুলে গিয়েছে বেলা। সাঁঝ ঝিক ঝাঁঝরে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সামনে। যা করলী ঝিকটা লাগে। ঢাকের মত লাল টক-টকে। চন্দ্রদির পা ছেড়ে গিয়েছিল সমুকে। সারাদিন মাটির দিকে চেয়েছিল তপুকে। পুকুরঘাটে ছুটোছুটি করছিল তপু। চন্দ্রদির মায়ের পাত্তা পায়নি তার। সমুকে পা কাটিয়ে মেজদার গাড়ির পাশে বসে পড়েছিল। চোঁচয়ে না। নিঃশব্দে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল চন্দ্রদির। ঠোঁট কাঁপছিল আপনে। ছিপছিপে গালের ওপর চোখের জলের লাল দেখে আসে আসে সমুকে এগিয়ে গিয়েছিল তপু। চন্দ্রদি তার একটিও কথা বলেনি। তপুর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তখন।

বাবা তপুকে মেরেছিল। তপু চুপ করে থাকতে পারেনি। চন্দ্রদির মত না চোঁচয়ে কাঁদতে পারেনি।

বাবা আজ বিকেল থেকেই ঘরে নেই। কিসের পুজো করতে গেছে। কালী পুজো। বাবা বেরোবে চন্দ্রদি। মাটি ছেনে করে পাঁঠা বানাচ্ছে বাবাকে। চোখের জল মুছে বলেছে, যা হবার তা হবেই। তাই বলে তুমিও ঘরে বসে থাকবে? চলবে কিসে শুনি? ঘরে যা সর্বশেষ্ঠই বাকুলে। মরে গেলেই হয়-হয়া। তেল সস্তা হয়েছে। নাকটা চুক চুক দেখাচ্ছিল। নাকের ডগাটা লাল। কাঁসরে ঢাকে চন্দ্রদিকে মরে সুন্দর দেখতে না তপুকে।

মা যেন কেমন করে কথা বলে। মাকে তখন ভাল লাগেনি তপুর। একটুও না।

সন্ধ্যামনি উপোস করে ছিল বাবা। মা-ও। বাবার মুখটা শুকনো দেখাচ্ছিল। ক্লান্ত-ও।

বাইরে বিষ্ঠিটা থেমে এল। কান্না থামিয়ে চুপ করল মা সুধাময়। হাওয়ার কাঁকুনি খেয়ে গা-কাড়া দিচ্ছে গাছগুলি। জল পড়ছে সর-সর্, সর-সর্।

একসময় কান্নাটা থেমে গেল। চমকিয়ে করে যে যেন কাঁদছে। তপু কান পাতল। সাঁঝের ভেতর থেকে ভেসে আসছে এক সাপ পরা ঝিঁঝিরে কান্না কাঁদছে। তপুর ভয় করছে।

ওরা সবাই চলে গেল। খোলা ফেলে বেরিয়ে গেল ওরা। আসল ঢুলি কেলা ঢোল। তপুকে কেউ ডাকল না। তপুর রাগ হল। ভাইটা বিষ্ঠি আসছে বাইরে বেরোবেনি কিন্তু।

চন্দ্রদি, এই চন্দ্রদি।

কী রে খুকী?

ভেতরের জল এসেছে। পাশ-বুকের পুকুর নদীর ভেসে গেছে। ঠোঁটটা কাঁপছিল, সুন্দরি মানানটাও এইবেলা নদী হয়ে


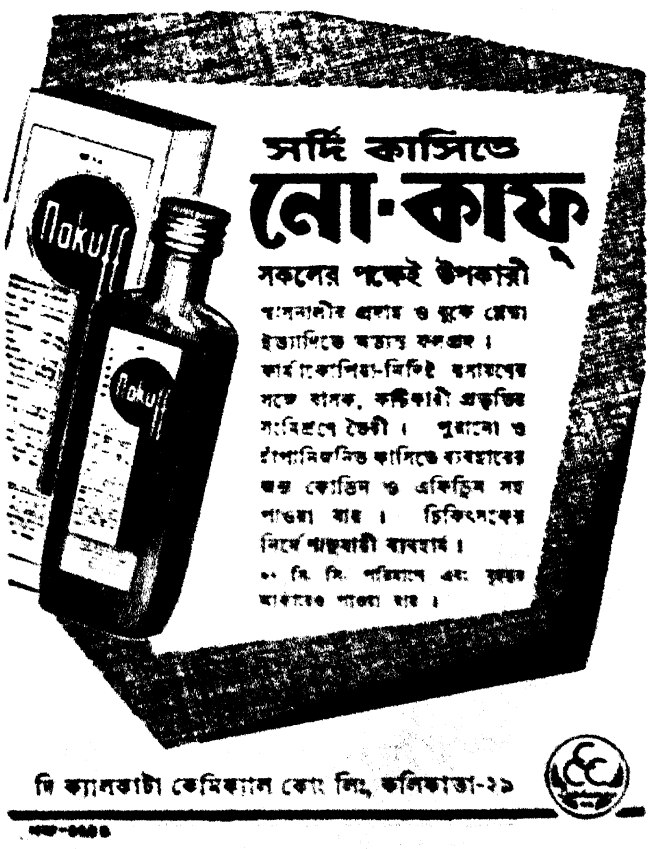

দি ক্যালকাটা কেমিকাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

গেছে। আমার দেখতে ইচ্ছে করছে। নিয়ে যাবি?

আয়, কোলে আয় তবে।

না, আমি হেঁটে যাবো।

তপু, কথা শোন্। নতুন জলে ভিজলে তোর নিশ্চয়ই অসুখ করবে।

সামনে উঠোনটা জলে ভেসে গেছে। কয়েক পশলা বিষ্টিতেই নদী হয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় জল চিক্ চিক্ করছে। জলের মধ্যে কিল-বিল করছে কী! চাঁদমণির কোলে চেপে নদীতে গিয়েছিলুম। মা স্নান করতে গিয়েছিল। সুযোগটা কাজে হয়ে গিয়েছিল। মাঠ ঘাট থেকে কেপ্পুর মুণ্ডে নিয়েছিল কে। চারদিক অন্ধকার দেখাচ্ছিল তখন।

উঠোন ভাঙা জল। দু' পায়ে ছোট ছোট ঢেউ তুলে ছপ্-ছপ্ শব্দ করতে করতে টুলু এল।

'তপু, দেখবি আয়!' টুলু ডাকল।

'কী?'

'চাঁদমণিকে বাইরে এনেছে।'

তপু অবাক চোখে তাকাল। কথার মানে বুঝল না টুলুর। টুলু তপুর হাত ধরে টানল।

তপু বাড়ির ছেলেকে দেখে। দেখে অবাক হয়। বাইরের খোলা উঠোনে বিছানা পেতে শুইয়েছে চাঁদমণিকে। সরু গা চামরে ঢাকা। মুখটও দেখা যাচ্ছে না চাঁদমণির। মায়ের কাছে ছাড়া মেলে রোদ্দুরে একটা। এখনো ফিকে ফিকে বিষ্টি হচ্ছে। তপুর মুখে-চোখে ছিটে লাগছে বিষ্টির। চাঁদমণির তো অসুখ। হয়ে বিষ্টিতে ভিজলে কেন চাঁদমণি। মা কিছু বলছে না। চাঁদমণির কাছে বসে পুন্-পুন্ করছে। মেজোটার আড়ালে মুখটা লুকিয়ে রেখেছে মা। হাঁটুর ওপর মাথাটা কাত করে রেখেছে। মেজোর কাজটা ছাড়া। তুলোর মতো নরম চুল। কপালের ওপরে ঘন চুল। চোখের পাতা বন্ধ। সব কিছুই ছবির মতো মনে হচ্ছে এখন। তপুর বুক ধুক্ ধুক্ করছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চাঁদমণি কি এইসব কিছুই জানে? কাল সন্ধ্যেবেলা তপুর সঙ্গে চাঁদমণির কথা হয়েছে। সবই কি ভুলে গেছে?

মা তপুকে দেখতে পেয়ে ডাকল।

তপু কোনো জবাব দিল না। ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে মায়ের কাছে এল। মা তপুর ভিজে চুলে হাত বুলিয়ে দিল। তার পাশে দেখার জন্য তপু ঝুঁকে পড়ল। ছোটদিকে ঘিরে ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে সবাই। তপু চারপাশে তাকাল। তাকাতে লাগল।

চারদিকে তাকাল তপু। মেজো, টুলু, মা আর ছোটদি নয়। ভিতরে ছেলেরা অনেকেই রয়েছে। ফোপানির শব্দ শোনা যাচ্ছে অনেকের। তপু ভাবল সে ও কাঁদবে। কিন্তু চোখে কোনো সাড়া জাগে না। তপু ভাবতে চেষ্টা করল। পারল না। তপুর মনের ভিতরে কী যেন হচ্ছে। মনে মনে না ভেবে পারল না তপু।

কী করবে চাঁদমণি! এরা কি চাঁদমণির! দুনিয়া সুদ্ধ এই হচ্ছে মানুষের। কাঁদলে কি ফিরে পাবে? পেয়েছে কেউ? বড়কাকা বলেছে।

সত্যিই। এই বিষ্টি এত সময় থাকার কথা বলতে মনে পড়ল? তপুর জানা


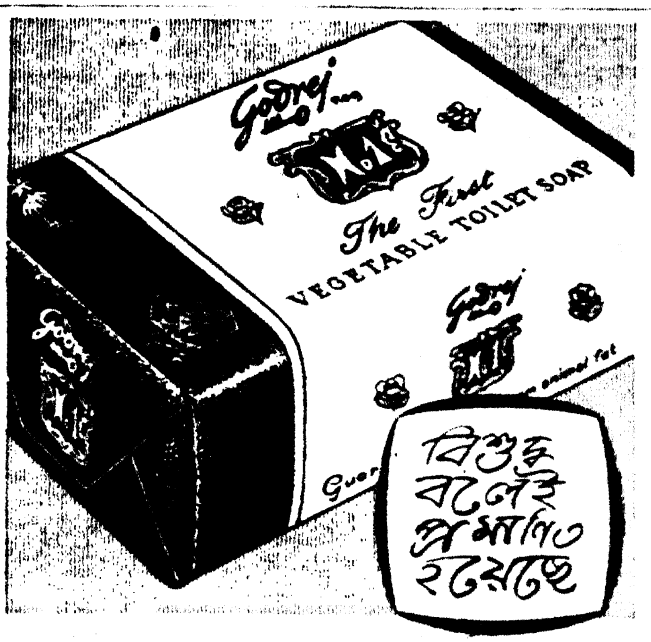


শীতকালে আপনার ফেটে যাওয়া ত্বককে শান্ত করতে সাবানের সেরা (রাজা) বড় সাইজের (রাজা সাইজের) গোদরেজ নং ১ সাবান দিয়ে স্নান করুন। ইহা মেশিনে মোড়া হয়। আর গোলাপ গন্ধযুক্ত তাই এর সৌরভ আপনাকে আনন্দ দেয়।

এ সাবানটিই প্রথম ভেষজ টয়লেট সাবান। সমঝদার ব্যবহারকারী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা উপকারী এবং বিশুদ্ধ বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

ভুলবশতঃ কতক সাবান স্বচ্ছ থাকায় বিশুদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু মনে রাখবেন স্বচ্ছ হলেই বিশুদ্ধ এবং ভাল* হবে এমন কোন নজীর নেই।

গোদরেজ নং ১
টয়লেট সাবান

* ইউ. এস. পুরো অব স্টাণ্ডার্ডস এর পরিণত "সাবান পরখ করার প্রণালী—"

গোদরেজ সাবানের সেরা নাম

ছিল না। বাস না করে সব সময়ে এমন করেই কথা বলে না কেন বড়কাকা? কিন্তু বড়কাকাকে তাহলে সৌরভী ছোট দেখতে হবে। মাটিতে ছায়া দেখাবে না। সেও ভয় হবে। মা দুর্গার সামনে অসুরের মত মনে হবে। বড়কাকার চেহারা ভাল। তবু বড়কাকা যখন সব সময় একটি ভয়ঙ্করের হয়েই থাকে। কাজলে বড়কাকার এই শান্ত, এই ছায়াময়ের দেখার। এতেও হাসি মনে হয় না। তখনই ইচ্ছে হল বড়কাকার কাছে যেতে। আজ সৌভাগ্য দেখার ইচ্ছে হল বড়কাকাকে।

কিন্তু বড়কাকার কাছে যেতে না তাদের আসতে সাহস হল না, তবু সে সৌরভীর আগে আগে চলল। ছোটবৌ একবার মুখ ফেরাল। তখনই দেখল সৌরভী ছোট বোনটির মত ভয়ে ভয়ে আসছে। তখন সে আর কিছু বলল না। তবু সৌরভী ভয়ে ভয়ে আসতে লাগল। বড়কাকার কাছে যেতে সে ভয় পাচ্ছে। বড়কাকা তাকে কোনদিন কিছু বলে নি। তবু সে ভয় পাচ্ছে। বড়কাকা তাকে কোনদিন আদর করে নি। তবু সে ভয় পাচ্ছে। বড়কাকা তাকে কোনদিন ভালবাস

বাড়িটাকে ভয়ংকর শান্ত মনে হল। যেন তপু ছাড়া আর একটিও লোক নেই বাড়িতে।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল। আজ ছোটমামি ডেকে তুলল তপুকে। এমন কিন্তু কোনদিন হয় না। এত বেলায় কোনদিনই ঘুম ভাঙে না তপুর। আর ছোটমামিকেও ডেকে তুলতে হয় না। তপু নিজেই জাগে। রোজ বিছানায় বসেই মনে পড়ল, কালকেও অনেক রাত হয়েছে ঘুমুতে। প্রায় মাঝ-রাত্তির পেরিয়ে কান্না থামিয়েছে মা। ঘুমিয়েছে তবেও পরে। মায়ের পাশে তপুকেও জেগে থাকতে হয়েছে। আজ তাই ঘুম ভাঙতে এত বেলা।

সুমিন হয়ে গেল। চন্দ্রিমা তবু ফিরে এল না। হয়তো আজকেও আসবে না। কথাটা কাউকে জিজ্ঞেসও করতে পারে না। সবাই গম্ভীর। কেমন থম-থমে। যেন বোবা হয়ে গেছে সবাই। সারা বাড়িটাই তেমন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সবাই চুপ। সকলের মুখেই কান্না-কান্না ভাব। সারা বাড়িতে একটিও মানুষ আছে কি নেই, বোঝা ভার। যেমন বিপিনের পরে গাছ-পালা বন-বাদাড় হঠাৎ শান্ত আর থেমেথাকার ভাব দেখায়, বাড়িটার অবস্থাও তেমনি। কেমন চুপ-চাপ কাজ করে যাচ্ছে সবাই। কথা বলছে কম। তপুর ভারি ধাঁধাঁ লাগে। ভীষণ অস্বস্তি। সবকিছু পরিবেশটাই কেমন ভারি মনে হচ্ছে। ভারি আর ভয়-ভয়। তপুর ভীষণ একলা মনে হচ্ছে নিজেকে।

ছোটমামি কাজ করছে, চন্দ্রিমা আর আসবে না, চন্দ্রিমা মরে গেছে। কথাটা বিশ্বাস করতে তপু। কারণ ছোটমামি মিথ্যে বলছে। কিন্তা নিশ্চিত করে চন্দ্রিমার মৃত্যুসংবাদটা একদিন। যে চন্দ্রিমাকে ভালোবাসে তপু, তাই ছোটমামির বিশ্বাস করতে পারে না। ছোটমামি বিশ্বাসে চন্দ্রিমার ওপর ভীষণ রাগ ওর।

রাতে তপু ভেবেছিল, ঘুমে এলে চারদিকে অনেক বেলা হয়ে গেছে। কাল রাতে আদৌ ঘুমিয়েছে কিনা মনে পড়ে না।

বইরে এসে তপু কাউকে দেখতে পেল না। ছোটমামি বলেছে, মাস্টার কাল বিকেলে আসবে। সারা সকালটা। স্নান করবে তাড়াতাড়ি।

তপু উৎসুক চোখে তাকাল।

ছোটমামি বলেছে, আজ যে মাস্টারটা। নাম করে ফেলটা পড়বে চল।

ছোটমামি চলে যেতেই তপু চারদিকে তাকাল। ওপরে অনেক দেখল একবার। নিচুতে নতুন আসবাবপত্র একটু-একটু করছে। কোথায় যেন মনে না পড়ে তাকাচ্ছে তপু। চন্দ্রিমা বলেছে আছে। কোন কোণে আছে মনে পড়ছে না তপুর। আসল মানুষ ছোটমামি তপু। আসল মানুষ ছোটমামি তপুর। ছোটমামি ছাড়া আর কেউ নেই। ছোটমামি ছাড়া আর কেউ নেই। ছোটমামি ছাড়া আর কেউ নেই

ফুলগুলি কাঁপছে। সির-সির করছে হাওয়ায়। সারা শরীর জুড়ে একটা চুপ-চাপ। কলমি লতার চারপাশে ফড়িং উড়ছে। ফুলের কুঁড়িগুলি এখনো চোখ মেলেনি। কুঁড়ি-পানার ফাঁকে মেয়েদের কাঁসির মত কালো জল। নিচে আসছে ছেলেরা উড়ন্ত ফড়িংয়ের অবস্থা ছুড়ে। আবার কাঁপছে।

এই ছল, তাদের ছেলেরা ঢোকেছিস কেন? সাপে কামড়াবে যে।

সেজ সেজ মিঠি কী সুন্দর ফড়িং।

ফড়িং দেখিসনে। পাপ হয়।

মিঠি আর কিছু বলল না। ধমকে গেল। দুই মিনিট চুপ। আবার ওরা মেতে উঠল। এবার ওদের ধমকাল না। ওরা ওদের নিজের মত করে খেলুক।

ফড়িংরা বেশিক্ষণ বসে থাকে না। একটু পরেই ওরা উড়ে যায়। ওদের ধরা খুব শক্ত। ওদের ধরতে হলে ওদের মতই হালকা হতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়।

ওদের ধরা খুব শক্ত। ওদের মতই হালকা হতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়।

ওদের ধরা খুব শক্ত। ওদের মতই হালকা হতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়।

ওদের ধরা খুব শক্ত। ওদের মতই হালকা হতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়।

ওদের ধরা খুব শক্ত। ওদের মতই হালকা হতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়।

ওদের ধরা খুব শক্ত। ওদের মতই হালকা হতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়। ওদের মতই ওড়ার ইচ্ছে থাকতে হয়।

বকটা আর বসে নেই। কোথায় উড়ে গেছে। মাছরাঙাটাও। ঢেলা কলমির দামের পাশেই গোটা তিনেক সাপলা। ঝিনুকের মত পাঁপড়িগুলি গোটানো। ফড়িংগুলি এখনো উড়ছে। জলে ছায়া কাঁপছে এখনো। কান্না থামিয়ে তপু দেখতে লাগল এইসব। আবার সেই পুরনো আর চেনা গন্ধটা এসে লাগল নাকে। ভিজে মাটি, ঘাস, শিউলি ফুল আর পানা পুকুরের ঘ্রাণ। এক সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে গেল সবাই। কাউকে আলাদা করে ভাবা গেল না।

—'তপুরে, এই তপু!' ডাকতে ডাকতে মা তপুর কাছে এসে দাঁড়ায়। পেছনে ছোটদি।

আনমনা ভাবটা কেটে যায়। তপু সম্বিৎ ফিরে পায় যেন। মুখ তুলে মা আর ছোটদিকে দেখে। কিছু বলে না। নিঃশব্দে এগিয়ে যায়।

ছোটদি হাত ধরে। 'মুখ না ধুয়েই কোথায় গিয়েছিলি বল তো?'

মা কোলে তুলে নেয়। বলে, 'তোর বুঝি কিচ্ছু-হয়েছে নেই?'

তপু কোন কথা বলে না। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে চুকরে কেঁদে ওঠে এইবার।

GOVERNMENT LIBRARY

# টিপ্পনী

আর বলা অনাবশ্যক যে, বিনুবুড়ো তৃতীয় টেস্ট খেলার ফলাফল সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে খালি বলিলেন—এরে বল্‌বার কিছু নেই, থাকলেও বলতে ইচ্ছে করছে না। আমরা প্রত্যেক আপনি ঘরে হেমন্তের নিশ্চয়ই মন আছে। সিনেমার কোন কোন ষ্টুডিওর টিম নাকি ফেব্রুয়ারীতে উটীদের জন্য বিনুবুড়োর পরামর্শ চাহিয়াছেন

শুনিয়া বিনু—এটাও বিনুবুড়ো বলিতে বাধ্য হইয়াই। তবে তাদের পক্ষে টিকিট হাতিয়ে যোগাড় করা, অসম্ভব নয়, আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করে এই খেলায় যেন যে অমাদের ভুল নেই।

• • •

ইরেজী নববর্ষের একটা সপ্তাহ পূর্বে কলিকাতা ইডেনগার্ডেন ষ্টেডিয়ামে পুরে চলিবার মতন টিকিট ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে এবং এখন হইতে ঘরে বসিয়া ঐ খেলার টিকিট ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে।

অনেকের ধারণা ছিল ইডেনের ষ্টেডিয়ামে ১৫ হাজার দর্শক ধরে। কিন্তু ঐ সংখ্যা ছাড়াও অতিরিক্ত ৫ হাজার দর্শক ষ্টেডিয়ামে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। তাহারা কোথায় বসিয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না

শিষ্টাচার

ক্ষিপ্রতা

নৈপুণ্য

সবসময় যদি পেট্রোল নিতে হয় তার স্থির হয়ে নয় বরং আপনার কার থাকে বসেই। এ অবস্থায় পেট্রোল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সরবরাহ করতে হবে। আর এ কাজের জন্য আমাদের প্রত্যেক পেট্রোল পাম্পে আপনি দেখা পাবেন বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত এমন সব লোকের যারা আপনার গাড়ীর প্রয়োজনের সব কিছুই বোঝে অথচ ক্ষিপ্র ও বিনম্রতার নৈপুণ্যের সঙ্গে যোগাতে প্রস্তুত।

আর এই কর্মচারীদের কাছেই আশা করতে আপনার জন্য সরল সন্তোষ— আপনি সন্তুষ্টিতে ফেরবেন এ বিষয়ে তারা সদা সচেতন

বার্মা-শেলের সেবাই এই।

# বিশ্ব-বীক্ষা

আমেরিকার এক অসাধারণ প্রতিভা পঁচাত্তর বছর বয়সে ফ্রোরেন্স ফস্টার জেনকিন্সের নাম সুবিদিত। নিউ হ্যাম্পশায়ারে ৫৩ মাইল সাঁতরে তিনি সুইটজারল্যাণ্ডের হ্রদ লুসার্নে পার হয়েছিলেন। তাঁর বয়স তখন ৭০ বছর। তারপর তিনি আরও অনেক দীর্ঘ সাঁতার কেটেছেন। ফ্লোরেন্স ফস্টার জেনকিন্স এবার সম্প্রতি হাজির দিল ক্লাব মধ্যে ন্যু ইয়র্কে। তাঁর বয়স তিনি বলতে চান না। কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে মনে হয় তিনি বড় জোর ষাট বছরের। তিনি এসেছিলেন ন্যু ইয়র্কের ইউনাইটেড নেশনস্ ভবনের পাশ দিয়ে ইস্ট নদীতে সাঁতার কাটতে।

এর একটা কারণ এই যে, ফ্লোরেন্স ফস্টার জেনকিন্স আমেরিকার মহিলা সাঁতারুদের মধ্যে একজন অগ্রণী। এক সময় তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাঁতারুদের একজন। কিন্তু মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তাঁর কর্মজীবনের ইতি হয়। ১৯১৫ সালে ৩৫ বছর বয়সে তিনি ইংলিশ চ্যানেল পার হবার প্রথম চেষ্টা করেন। ফ্রান্স থেকে সাঁতার কাটতে শুরু করেন। কিন্তু ইংলিশ চ্যানেলের ঠাণ্ডা জলে ১৬ ঘণ্টা সাঁতার কাটার পর তাঁর শরীর এমন অবশ হয়ে আসে যে, তাঁকে জল থেকে তুলে নিতে হয়। তিনি ইংলিশ চ্যানেল পার হতে পারেন নি। তাঁর সাঁতার কাটার জীবনে এটাই ছিল একমাত্র ব্যর্থতা। তারপর তিনি আর কোনদিন সাঁতার কাটেন নি। তিনি বিয়ে করেন, সংসার পাতেন, ছেলেমেয়ে মানুষ করেন। তাঁর ছেলে ফ্রেডারিক জেনকিন্স ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় সন্তান। ফ্রেডারিক ছিল ভীষণ দুরন্ত। ছোটবেলা থেকে সে

# বিজ্ঞানবিচিত্রা

চক্রদত্ত

আজকাল আমাদের গতির নেশায় পেয়ে বসেছে। পৃথিবীর যতরকম যানবাহন আছে তার গতি বাড়াবার প্রতিযোগিতা আজ সবাই করে চলেছে। চারই কাগজ খুললে দেখা যায় যে, বেল, মোটর, জলযান, মোটর-সাইকেল, উড়োজাহাজ ইত্যাদি নতুন নতুন গতির রেকর্ড করে চলেছে। সম্প্রতি 'গ্রিফন' নামক এক নতুন উড়োজাহাজ তৈরী করা হয়েছে যার গতি

দুটি জেট ইঞ্জিন চালিত গ্রিফন উড়োজাহাজ—ওপরের ছবিতে পাইলট কক্‌পিটে চড়ছে। নিচের ছবিতে উড়োজাহাজটি আকাশে উড়ছে

ঘণ্টায় গতির দু-শো বেশী। এই নতুন উড়োজাহাজটিতে টারবোজেট ছাড়াও রেমজেট ইঞ্জিন লাগান আছে। দুটো জেট ইঞ্জিন এক সঙ্গে চলার দরুণ জাহাজটি এত জোরে উড়তে পারে। পাইলটের বসার স্থান উড়োজাহাজটির মাথার ওপর।

•

সময় সময় স্থানে স্থানে জলাভাব ঘটে, তখন সঞ্চিত স্বল্প জলে কাজ সারতে হয় এবং ঐ অল্প জল থেকেই পানের জন্য জল ব্যবহার করতে হয়—এছাড়া অনেক স্থানে চিরকালই জলাভাব, সেসব স্থানে অন্য স্থান থেকে জল বহন করে নিয়ে যেতে হয়। এসব ক্ষেত্রে জল দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এই দূষিত জল পান করার জন্য নানারকম রোগের প্রকোপ দেখা যায়। এক্ষেত্রে জল শোধন

# বিজ্ঞানবিচিত্রা

চক্রদত্ত

করার ব্যবস্থা করতে পারলেই ভাল হয়; কিন্তু সেটা খুব সহজ উপায় নয়। শোনা যাচ্ছে যে পশ্চিম জার্মানীর কোনও একটি কোম্পানী এই জল শোধনের একটি চলমান যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন—ফলে যেসব জায়গায় ভূমিকম্প বন্যা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণে জল দূষিত হওয়ার দরুণ পানীয় জলের অভাব ঘটে, তখন ঐ যন্ত্রের সাহায্যে দূষিত জলকে শোধন করে পুনরায় পানীয় জলে পরিণত করা খুব সহজ হয়। যন্ত্রটি বহনোপযোগী হওয়ায় অল্পসময়েই মোটরলরী করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। ঐ কোম্পানী বলেন যে কোনও নোংরা ডোবা বা পুকুরের দূষিত জল ঐ যন্ত্রের সাহায্যে [illegible] পরিষ্কার স্বচ্ছ পানীয় জলে পরিণত হতে পারে। এইভাবে এক ঘণ্টার মধ্যে আট হাজার লীটার পানীয় জল তৈরী করা যেতে পারে। যদি ধরা যায় অত্যন্ত জলাভাবের সময় মাথাপিছু পাঁচ লীটার করে পানীয় জল সরবরাহ করা যায় তাহলে ৩৬ হাজার লোকসম্বলিত একটি শহরে এই একটি যন্ত্রের সাহায্যেই ঐ অনুপাতে দৈনিক প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করতে পারা যাবে। একটি জেট ইঞ্জিন যন্ত্রটি চালনা করে এবং কীভাবে দূষিত শোধন ইত্যাদি সবরকম ভাবেই জলকে পরিচ্ছন্ন করা যায়।

•

গত মহাযুদ্ধের ব্ল্যাক আউটের কথা আমরা আজ অনেকেই ভুলি নি। ঐরকম অন্ধকার রাতে মোটর-চালকদেরই সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হয়ে। সম্প্রতি যে

ইনফ্রারেড বাইনাকুলারের সাহায্যে মোটরচালক অন্ধকার রাতে মোটর চালাচ্ছে

'ইনফ্রারেড বাইনাকুলার' বের হয়েছে তার সাহায্যে অন্ধকার রাতে মোটরের আলো না জ্বালিয়েও খুব সহজেই মোটর চালনা সম্ভব হবে। এই নতুন বাইনাকুলারটি চালকের চোখের সামনে লক্ষ করে লাগান থাকবে। চালক এর ভিতর দিয়ে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে।

•

"আরো আলো আরো আলো
প্রভু এই নয়নে ঢালো—"

এ প্রার্থনার পূর্তি অবশ্যই প্রার্থনার কথা কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত আলো একত্রিত করেও কোনও অন্ধকার রাতে দিনের মতো ফিরিয়ে [illegible] সম্ভব ছিল না। আজ মানুষ যেভাবে ধরে জল তোলে বা ধরে অসম্ভব নয়। আজ সাধারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলো সৃষ্টি করে [illegible] মানুষের চাহিদার ওপর আলোর যে পুরিমাণ ঘটে তাকে সৃষ্টি করা কোনও একজন স্পেশালিস্ট বৈজ্ঞানিক একরকম চশমা তৈরী করেছেন। ঐ চশমা পরে অন্ধকার রাতের প্রকৃতির পুরিটি ফিরিয়ে দেখতে পাবে। এ সম্বন্ধে [illegible] পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

•

[illegible] সম্প্রতি [illegible] খবর [illegible] সাল থেকে [illegible] সাল পর্যন্ত [illegible] ১২১ কোটি এই [illegible] বছরে [illegible] ১২,০০০ টন এসিড পাওয়া যাবে।

•

১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে ভারতের বৈদ্যুতিক স্টেশনগুলি থেকে প্রায় ১২৫০·১ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া গেছে—এর মধ্যে থেকে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ১১৯·২ লক্ষ কিলোওয়াট বিক্রি করা হয়েছে। অন্যান্য বছরের চেয়ে প্রায় শতকরা ১৯ ভাগ যেমন বেশী উৎপন্ন হয়েছে, তেমনি ১৯ ভাগ বেশী ১৯৫৯ সালে ব্যবহৃতও হয়েছে।

# পুস্তক পরিচয়

**শিল্প-সৃষ্টি**

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের ক—একটি চিত্র—প্রকাশক : সাহিত্যশ্রী, ২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ মূল্য এক টাকা।

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যে একটি একের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা শিল্পরসিকদের সৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। এর পঞ্চাশ শিল্পী থেকে তাঁর রচনা একটি বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে গেছে। এ অবশ্যই কম, এবং তাঁর একটি নিরঙ্কুশ শিল্পীসত্তা আবিষ্কার করে বসিকের শ্রদ্ধা হারেন। বহুমান তাঁর একটি আকাশে শিল্পীর কল্পনা সাহিত্যের প্রতিবাদেই ইতিমধ্যে বিশিষ্ট পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। অবশ্য কবিতাকে ও কবিতৃষ্ণাকে প্রতি ক্ষমতাটি থাকা একটি সমান কথা হয়েছে। তবুও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ও কাজ করে

গল্প বলতে গিয়ে সম্ভাবনাময় একটি কাহিনীর অপমৃত্যু ঘটিয়েছেন।

এ ছাড়া দু'একটি গল্পে চলিত ভাষার মুখ্যে বেশ কয়েকটি সাধুক্রিয়ার ক্রিয়াপদ দেখা গেল, ওটা মুদ্রণ প্রমাদ হলেই অবশ্য সান্ত্বনার কথা; কিন্তু 'শুনতে' বলার যদি 'শুতে' ব্যবহার করেন সেটা কি পাঠকের চোখে ভালো লাগবে? পরিশেষে, 'ভাব' গল্পের 'দি তারকের' চরিত্রচিত্রণে অত্যন্ত বাস্তবোচিত এবং 'একটি গল্পের খসড়ার' প্রমীলার বেদনাঘন মুহূর্তগুলির বাঞ্জনা পাঠকদের ভালো লাগবে বলেই মনে হয়। গ্রন্থটির অগ্রগতি সুন্দর।

৫১৫।৫১

**কাকাবাবু**—শ্রীক্ষিতীন্দ্রলাল মজুমদার। দত্ত ব্রাদার্স, ২০৭-সি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা—২৬; মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তিকাটিতে দুটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী ও অন্যান্যপাঠ্য একটি চিঠি ও তার উত্তর স্থান পেয়েছে।

প্রথম কাহিনীটিতে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ ও পরে মিলন এবং নীতিমূলক 'পথিক' কাহিনীটি বাল্যশিক্ষাকে উপলক্ষ্য করে লিখিত মনে হয়। এক যুগ আগের এই সব লেখার আজ আর তেমন কোন মূল্য নেই—তা বলাই বাহুল্য। মূল্যও মাত্রাতিরিক্ত।

৩২২।৫৮

"একাঙ্ক নাটিকার ক্ষেত্রে তো তিনি আজও সম্রাট।" —দেশ

**মন্মথ রায়ের**

| একাঙ্কিকা | ছোটদের একাঙ্কিকা | নব একাঙ্ক |
|---|---|---|
| [ একুশটি প্রসিদ্ধ একাঙ্ক নাটাগুচ্ছ ] | [ ছোটদের বারোটি একাঙ্ক নাটক ] | [ দশটি আধুনিক একাঙ্ক নাটক ] |
| মূল্য ৫·০০ ন. প | মূল্য ২·০০ ন. প | মূল্য ৩·০০ ন. প |

পুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : কলিকাতা-৬

**চিতার চরে** শেষ্টন | **মরুপথের নদী** পুরাকর

অপূর্ব রহস্যময়ী উপন্যাস ৩ | টি. বি. হাসপাতালের রোমাঞ্চকর্ষী কাহিনী ২৸

মুখোপাধ্যায় বাণী ভবন : ১০২, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(সি-১৪২১)

**অয়ি অবন্ধনে**

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

জানলা দিয়ে আমরা যে আকাশটা দেখি সেটা সম্পূর্ণ আকাশ নয়। আকাশের একটা সামান্যতম অংশমাত্র। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ আকাশই সময় সময় কি বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয় আমাদের চোখে!

জীবনটাও তেমনি! এক একটি জীবন এক এক সময় ঘুরে বসে কেমন স্বতন্ত্রভাবে, বিচিত্রভাবে উদ্ভাসিত হয় আমাদের কাছে। আকাশের মতো সেখানেও কোথায় মিল আছে একটা। তাই লেখকের কাছে নৈনিতালের উর্মিলা আর জুবিলীথর মারিয়াতে কোন ভেদ নেই। উর্মিলা ধরা দিল না, মারিয়া ধরা দিয়েও অধরা রয়ে গেল। নতুন ভঙ্গিতে লিখেছেন লেখকের বিচিত্র জীবন-দর্শন। তিন টাকা।

**অন্যান্য বই :—**

সুবোধ ঘোষ—কুসুমের মাসটী, ফুলে বকুলেরী, নিষিদ্ধ ফল ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—মেঘরাগ ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—উল্কি ৩য় ॥ সমরেশ বসু—অনোমকূপ ॥ সীমাহর আচার্য—স্বপ্নলঙ্কার আলো ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদিশার নিশা ॥ আশীষ বসু—সোনালি দিন ॥ সুরেশ-কুমার ঘোষ—কুসুমের মাস ॥ সরোজ রায়চৌধুরী—আকাশ ও মৃত্তিকা ॥

ক্লাসিক প্রেস, ৩/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ॥

## উপন্যাস

**রূপচাঁদ পক্ষী**—পঞ্চানন ভট্টাচার্য। পুরোধামী প্রকাশনী, ১০০।১ ডুপেক্স হেস এক্সটেনশন, কলিকাতা-৪। মূল্য ৩।

শুদ্ধমন্ত্র বঙ্গদেশের নাম্বুদ্রীপাদদের কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনায় যারা অভ্যস্তের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। এঁরা কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে রক্তের ও কল্পনার সংমিশ্রণে একটিক উপন্যাস রচিত হচ্ছে। নীরস ক্রমিক কাহিনীর চেয়ে পাঠক প্রেমী উপন্যাসগুলিই আকর্ষণী হয়ে থাকে। অবশ্য এমন অনেক চরিত্র আছে, যাদের সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহল থাকলেও তাদের জীবন সম্পর্কিত তথ্যাবলী জানার কোনো উপায় নেই। আলোচ্যগ্রন্থে লেখক পঞ্চদশ শতাব্দীর জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি লিখেছেন। গ্রন্থটির অনেকগুলি স্থান উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তবে কোথাও কোথাও ঘটনাবিন্যাস কল্পনার প্রাধান্য লিখেছেন বোধ। ৬৩১।৫৯

## কবিতা

**লীলা-কমল**—শ্রীবিমলাকৃষ্ণ সরকার। রসচক্রবর্তী, ৬৯নং হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·৫০ ন. প

ইতিহাসের প্রসিদ্ধ অধ্যায়ের ঘটনা ও কাহিনীর অবলম্বনে পূর্বতন প্রবক্তা যে কাব্য-চর্চা করেছিলেন তাকেই কবিতায় ফুটিয়ে তোলার এই প্রয়াস প্রশংসনীয়। কবি ইতিহাসকারের নিকট নিজেকে ঋণী স্বীকার করেছেন। একালের কবিতার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে কবির সচেতন থাকা উচিত ছিল। ৬১৩।৫৯

## নাটক

**শুভ নিশীথা**—নবীনচন্দ্র সেন। মহাকবি নবীনচন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার, ৬৬এ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য আট আনা।

কবি নবীনচন্দ্র সেনের অর্ধশত মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রীশৈলকুমার সেন কর্তৃক কবি নবীনচন্দ্র রচিত এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি প্রকাশিত। শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী গ্রন্থটির ভূমিকায় নাটিকাটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হিন্দু বিবাহ

প্রধানকে কেন্দ্র করে রচিত গল্প নির্মাল্য নাটিকাটি সম্পর্কে বড় কথা এই যে, লেখক আপন অভিজ্ঞতের গ্রন্থেও নাটকের সৃষ্টি করেছেন। একালের পরিপ্রেক্ষে এটির মূল্যও করা কঠোরতম সহজ যে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবু, এই পরীক্ষাটুকু সকলের পাঠ করা উচিত। ৬৬০।৫৯

## বিবিধ

**আপনার কথা**—অরুণীকুমার দেব। হাওড়া লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ১.২৫ ন.প.

আজ যাহাই হউক ছেলে না কেন আপন সম্বন্ধে আমাদের অত্যন্ত অপরিসীম। তাহাড়া বাঙ্গালী ছেলে নানাধরনের আপনার উপর আকাশবাতাসের প্রতিক্রিয়া করে থাকে। এদিক দিয়া সহজভাবে লেখক বিভিন্ন ছেলেদের আপন বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। গল্পগুলি বিশেষভাবে অল্পবয়স্ক বালকদের জন্য লিখিত হইলেও সকলেরই ভাল লাগিবে। ২৩৩।৫৯

**বোঝে৩ বিলাস**—[illegible]। ৩টাকাটা মূল্য ছেলেদের ১৯ কাহিনীতে সে সৃষ্টি করিয়াছে। ১২ মূল্য আছাই টাকা।

আমরা ও হয়ে অধিক বিশ্বাসের মধ্য দিয়া [illegible] বিজ্ঞান বিষয়ক [illegible] প্রথম দিকে [illegible] বিষয়, [illegible] পড়িয়া [illegible] বিজ্ঞানের একটি কথা বইয়ে [illegible] ছেলে ছেলেদের [illegible] ৬৯৯ টুকে মনোযোগ একটি সূত্রের বিষয়ে এবং প্রত্যেক ছবির পরিচয়ও [illegible] সবার প্রথম সত্যজিৎ [illegible] ছবিটি [illegible] ছেলেদের [illegible] ছবিটি [illegible] ৫৮০।৫৯

**প্রাথমিক সমাজ বিজ্ঞান**—[illegible] ছেলে বর্ষণ। [illegible] ধরনের হইতে [illegible] কুমার সরকার [illegible] মূল্য ৩০ ন.প.

এই [illegible] পড়িবার [illegible] এবং এবং মাত্র সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা যে কোন [illegible] নিকট লাগা করিবেই হইবে। ৬৪৭।৫৯

**ভূমান যন্ত্র ও সর্বোদয় সমাজ**—[illegible]। সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি, সি ৫১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১৫ আনা মাত্র।

[illegible] বিনোবা ভাবে প্রবর্তিত ভূমান যজ্ঞ বর্তমান সময়ে ভারতে সুপরিচিত। আলোচ্য পুস্তিকাটি মূলের প্রচারমূলক। লেখক আচার্য বিনোবার মূল বক্তব্য উল্লেখ পূর্বক ভূমানযজ্ঞ ও সর্বোদয় সমাজ সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন তা আগ্রহশীল পাঠকের কাজে লাগিবে। ৫২১।৫৭)

## প্রাপ্ত স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলির সমালোচনার্থে আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

**লক্ষ্মণের পাড়ায় পাড়ায়**—[illegible]

**রমেন রহমানবাসী** [illegible]—[illegible]

**আমেরিকার শিশিরকুমার রোজনামচা ও মার্কিনী মত** নাটক—[illegible]

**রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীন-কুল-সর্বস্ব** [illegible]

চিত্র প্রদাতার—[illegible]

শিল্প সাহিত্য ঐতিহ্যমণ্ডিত
রেখা ও লেখা

॥ অভিজাত ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা ॥
সপ্তর্ষি
[illegible]
এই সংখ্যায় লিখছেন: [illegible]

সুবোধ ঘোষের নতুন উপন্যাস
মায়ামারীচ
সুনীলকুমার ঘোষ
[illegible]
অন্যান্য বই
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের [illegible] ॥ ২.৫০
হরপ্রসাদ মিত্রের [illegible] ॥ ৩.০০
সুরুচি প্রকাশনী : ১ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

কিরণ মৈত্রের
নতুন নাটক
মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন-যন্ত্রণার
নিখুঁত আলেখ্য
চোরা-বালি ২৭
একটি চলমান্ট মুখোমুখি, মুখ্য দুটি নারী
চরিত্রবিশিষ্ট তিন অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটক।
সিটি বুক এজেন্সী
৫৩, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৯



গীত-ভানু
'দক্ষিণী' পরিচালিত
শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষায়তন
১০২, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯
নূতন শিক্ষাবর্ষ
জানুয়ারী মাস থেকে গীত-ভানুর নূতন শিক্ষা-বর্ষ সুরু হবে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষাদান করা হয়। আদ্যা, মধ্য ও অন্ত্য শ্রেণীতে বিভক্ত ছয় বছরের নির্ধারিত পাঠক্রম। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তি হবার সময়ঃ শনিবার বিকাল ৪—৭ ও রবিবার সকাল ৮—১১।


# রঙ্গভঙ্গ

## চন্দ্রশেখর

### বাংলা ছবির সালতামামী

১৯৫৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির সংখ্যা বিয়াল্লিশ। তার মধ্যে একটি ("কাশ্মিরী কমল") ডাবিং পদ্ধতিতে তোলা হিন্দী ছবির নতুন বাংলা সংস্করণ। সেটি বাদ দিলে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ছবির সংখ্যা দাঁড়ায় একচল্লিশ। এদিক দিয়ে ১৯৫৮ সালের সঙ্গে ১৯৫৯ সালের অদ্ভুত মিল।

ছবিগুলি সব রকমেরই ছবি আছে গত বছরের তালিকায়। বিষয়বস্তুর বিচিত্র বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে এবারও কোন ছবি আসেনি। তবুও বলতে হবে যে সেই বাঁধা ছবি যে পথের জন্ম দিয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ছবি প্রযোজকদের যে অংশ বিশেষ করে যাদের প্রতিষ্ঠানের ছবিতে। রুচিবাগীশ কাহিনীর সংখ্যা দিনান্তে বাংলা ছবি আজও অর্থ হবার প্রতিযোগিতায় হয়ে আছে। তবে বাণিজ্যিক সফলতার ও অন্যান্য একটিক সম্পর্কিত সম্মানে ভূষিত হয়েছে গত বছরের সেরা ছবি। প্রযোজকদের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও তবে কমবেশী অবতীর্ণ আছে। এই প্রসঙ্গে শিল্পীদের "সাদর সম্ভাষণ" ভিয়েনের "অগ্নিসম্ভবা" ও রূপছায়ার "প্রথম সংসার" এর সাফল্য অনুধাবনযোগ্য।

এইবার ১৯৫৯ সালের বাংলা ছবির সম্পূর্ণ তালিকা একাধিক চিহ্নসহ তাদের সম্ভিলিত প্রদর্শনীর বৈশাখানুক্রমে দেওয়া হল ঃ

"আলো, তুমি" (৮৯ সপ্তাহ), "দীপ জ্বেলে যাই" (৩৬ সপ্তাহ), "ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি" (৩৩ সপ্তাহ), "মরুতীর্থ হিংলাজ" (৩৩ সপ্তাহ), "অপূর্ব সংসার" (৩২ সপ্তাহ), "চাওয়া পাওয়া" (২৭ সপ্তাহ), "নীল আকাশের নীচে" (২৬ সপ্তাহ), "পুনর্মিলন" (২৬ সপ্তাহ), "বিচারক" (২৫ সপ্তাহ), "জননী স্নেহের সংসার" (২৫ সপ্তাহ), "অরুক পক্ষিরাজ" (২৫ সপ্তাহ), "হেমন্তের" (২৫ সপ্তাহ), "হাতেমতাই" (২৩ সপ্তাহ), "ঠাকুর হরিদাস" (২২ সপ্তাহ), "পথে পথিক" "নদী থেকে বারিবন্ধু" এবং "সাদর সম্ভাষণ" (২১ সপ্তাহ করে), "সেতুবন্ধন" "ফেরার পথে" (২০ সপ্তাহ), "সোনার হরিণ" (১৯ সপ্তাহ), "প্রথম সন্ধান" "অরুণোদয়ী" "ঐ কথা বিবাহ" "সাতাশে ডিসেম্বর" (১৮ সপ্তাহ করে), "সাতাশে ডিসেম্বর" (১৭ সপ্তাহ), "অন্নপূর্ণার" ও "সাগর সঙ্গমে" (১৬ সপ্তাহ করে) "সাতাশে ডিসেম্বর" (১৬ সপ্তাহ), "সিঁদুরে মেঘ" "অগ্নিসম্ভবা" (১৫ সপ্তাহ করে) "সেতু আজ পরীক্ষা" ও "ছবিয়া" (১৪ সপ্তাহ করে) "ছবি" ও "মরুতীর্থ" "সাদর সম্ভাষণ" (১৩ সপ্তাহ করে) "ঐ কথা বলো না" (১২ সপ্তাহ), "বিচারক" ও "সাগর সঙ্গমে" (১১ সপ্তাহ করে) "ছবি" "ছবি" "সাদর সম্ভাষণ" "অরুণোদয়ী" ও "ছবিয়া" (১০ সপ্তাহ করে), "অগ্নিসম্ভবা" (৯ সপ্তাহ), "সাগর সঙ্গমে" (৮ সপ্তাহ), "অগ্নিসম্ভবা" (৭ সপ্তাহ), "সাগর সঙ্গমে" (৬ সপ্তাহ), "অগ্নিসম্ভবা" (৫ সপ্তাহ), "সাগর সঙ্গমে" (৪ সপ্তাহ), "অগ্নিসম্ভবা" (৩ সপ্তাহ), "সাগর সঙ্গমে" (২ সপ্তাহ) ও "অগ্নিসম্ভবা" (১ সপ্তাহ)।

উপরিউক্ত ছবিগুলির মধ্যে "অরুক পক্ষিরাজ" "সাতাশে ডিসেম্বর" "ঐ কথা বিবাহ" ও "অগ্নিসম্ভবা" প্রযোজনা ১৯৫৯ সালেই শেষ হয়নি, এ বছরেও তাদের প্রদর্শন চলেছে। "অপূর্ব সংসার" সম্পর্কিত হয়েছে কেবলমাত্র কলকাতার সিনেমায় প্রথম প্রদর্শনী বা first run এর সম্পর্কের সেরা অনুযায়ী। এ থেকে ছবিগুলির বৃহত্তমমূলক জনপ্রিয়তার খানিকটা আভাষ পাওয়া যাবে।

গত এক একটি বিশেষ একটি ছবির আয়ুষ্কাল ছয় থেকে আট সপ্তাহ। তবে বেশী যে ছবি চলে অধিকাংশের দিক থেকে তাদের সফলতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। সেই বিচারে "আলো, তুমি" (১৭ সপ্তাহ), "দীপ জ্বেলে যাই" (১২ সপ্তাহ), "ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি" "নীল আকাশের নীচে" ও "মরুতীর্থ হিংলাজ" (১১ সপ্তাহ করে), এবং "অপূর্ব সংসার" ও


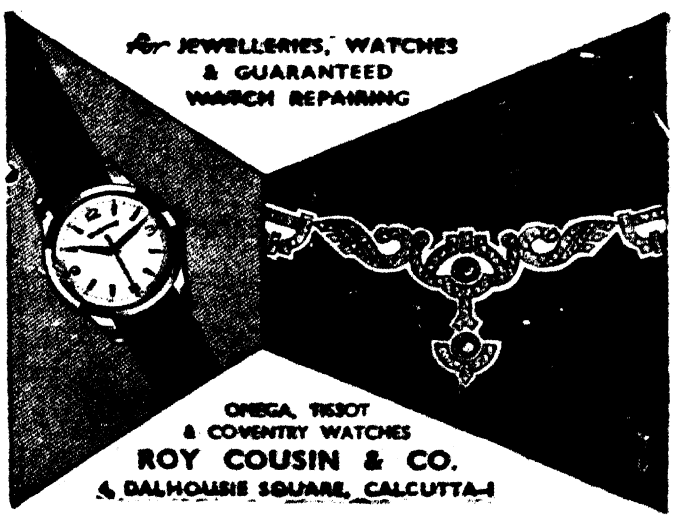

"অশনীবাবুর সংসার" (৯০ সপ্তাহ ধরে) ১৯৫৯ সালের সবচেয়ে সাফল্যমণ্ডিত ছবি।

আগের মতই এ বছরেও অধিকাংশ বাংলা ছবির কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা থেকে। শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্রকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জলধরপুত্র দেবী, মনোজ বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিধায়ক ভট্টাচার্য, অবধূতের প্রভৃতির সাহিত্যকীর্তি বাংলা ছবিকে সমৃদ্ধ করেছে নানাভাবে।

পরিচালকদের মধ্যে যাঁরা বাণীর উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের সকলকার ছবিই ১৯৫৯ সালের মূল্যবান সিনেমা-সম্পদ হয়েছে, যেমন হেমচন্দ্রকুমার রায়, সুবোধ মিত্র, তৃণাল সিংহ, প্রফুল্ল ভৌমিক, সুশীল মজুমদার, কাঁচিক মল্লিক, অগ্রদূত, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, বিনয় চট্টোপাধ্যায়, সুধীর মুখোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল চক্রবর্তী এবং প্রযোজক সুবর্ণা মিত্র ও ইন্দ্র চৌধুরী সিনেমা-শিল্পে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

কয়েকটি নতুন নাম পরিচালক-হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এ বছরে। এদের মধ্যে দিলীপ কাঞ্জিলাল ও অসিত সেন অল্পকালের মধ্যেই নিজেদের অসাধারণ প্রতিভা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অসিত সেনের প্রথম ছবি "ছায়া" আনন্দের সঙ্গে প্রত্যেক সমালোচকের মুখোপাধ্যায় (কিন্তু কেন) ছবির সবকার অমল

ভারত দর্শনে বেরিয়েছে অগণিত যাত্রী দল। তাদের মধ্যে রয়েছেন পতিতপরিত্রাতা পিসিমা, শিল্পী সমীর, আগামী কালের প্রতিভূ সামী প্রভৃতি। মুক্তি-প্রতীক্ষিত "যাত্রী" ছবির দৃশ্য এটি।


বিশ্বরূপা

( অভিজাত প্রদর্শনীমূলক নাট্যমঞ্চ )

( ফোন : ৫৫-১৪২৩ )

বৃহস্পতিবার ও শনিবার—৬।টায়

রবিবার ও ছুটির দিন—৩ ও ৬।টায়

অদ্বৈতবাদী বিধায়ক ভট্টাচার্যের

সেতু

( কিরণ মৈত্রের কাহিনীর রূপায়ণে )

পরিচালনা—নরেশ মিত্র আলোক—তাপস সেন

শ্রেঃ নরেশ মিত্র, অসিতবরণ

তরুণকুমার, প্রমথেশ, সন্তোষ, চারুক, তমাল, মাঃ দীপক, ভট্টাচার্য, সুব্রতা, ইরা, সুমিত্রা, আরতি

ও

তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)



ঢোল কোম্পানীর

দাদ ও কাউরের

অব্যর্থ মলম

বরানগর • কলিকাতা


অনেকগুলি নতুন শিল্পীর দেখা পাওয়া গেছে ১৯৫৯ সালে। কিশোর ও নিষ্ণু শিবপুরের মধ্যে পরেশ দত্ত (জাল), ভুলো, মন্ত্র অধিকারী (সাগর সঙ্গমে), অরুণ চক্রবর্তী (প্রথম সাক্ষর), মধুসূদন চক্রবর্তী (পুতুলের খেলার কান্না), পরেশ ভৌমিক লাহিড়ী ও কৃষ্ণকান্ত (বাড়ি থেকে পালিয়ে), সতীন ঘোষ (ইন্দ্রনাথ রুদ্রের ও অমলেন্দু ও শ্রীমান টুকাই (অরুণ পালিত), সব স্ব অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শক-দের মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। বড়দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অসিতবরণ, তুলসী চক্রবর্তী, অনুভা গুপ্তা, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, গীতা দে, শ্যামল ঘোষাল ও রমা গাঙ্গুলীর নাম। এদের প্রত্যেকের অভিনয় প্রতিভার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়েছে।

বাংলা ছবির মিছিল এগিয়ে চলেছে নতুন প্রতিভাদরের নিয়ে নতুন পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে।

## চিত্রালোচনা

চিত্রমুক্তির দিক দিয়ে বর্তমান সপ্তাহটি বৈচিত্র্যহীন। এ সপ্তাহে শুধু একখানি হিন্দী ছবিই মুক্তিলাভ করছে; ছবিটি হল মডার্ন স্টুডিওস্-এর "ব্যাঙ্ক ম্যানেজার"। এই ক্রাইম ছবিটির প্রধান চরিত্রগুলির রূপায়ন করেছেন কামিনী কৌশল, শেখর, মিনু মমতাজ, কে. এন. সিং, রাধাকিষণ, বাসন্ত ও টুনটুন। রাজন পরিচালিত এই ছবির সুরসৃষ্টির দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন মদন মোহন।

• • •

মালা প্রোডাকশন্সের 'দুই বেচারা'র চিত্র-গ্রহণের কাজ সমাপ্তপ্রায়। সম্প্রতি ছবিটির একটি 'হুল্লোড়' গানের দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। এক নাচঘরের পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃশ্য কণ্ঠদান করেছেন বেলাই এবং পরিচালনা করেছেন দত্ত, এবং 'হুল্লোড়' খেলায় যোগ দিয়েছেন রবিনসন সহ আরও প্রবীণ করেছেন বাসবী নন্দী ও সন্ধ্যা রায়। ছবিটির প্রধান ভূমিকাগুলিতে দেখা যাবে দুই শিল্পী বাহিনীর দুজন করে কাজী কাজলা-পাধ্যায়, অনুপকুমার, কমল মিত্র, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী ও মনোদীপ চক্রবর্তীকে। মিলনীপ সেন ছবি-খানির পরিচালনা করছেন এবং তুলসন চক্রবর্তীর সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

• • •

বসুশ্রী পিকচর্স এর 'সেতার' গান-গ্রহণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবি-খানির পরিচালনা করছেন হেমেন গুপ্ত। ছবির মূল কাহিনী রচনা করেছেন কাজী বেজলা-পাধ্যায় ও চিত্রনাট্য লিখেছেন।

• • •

এই সপ্তাহের ১৯ই তারিখে (১৯শে মার্চ) বাসবী মুভিটোন স্টুডিওতে শুভ মহরৎ নিয়ে এবং তারি পরিচালনা করবেন। ছবির নাম এখনো ঠিক হয়নি। ছবির মূল কাহিনী রচনা করেছেন কাজী বেজলা-পাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সুধীন দাশগুপ্ত। সম্ভবতঃ পরিচালনা ও আলোকচিত্র পরি-চালনার ভারগ্রহণ করবেন যথাক্রমে হেমেন গুপ্ত ও বিমল মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস গুপ্ত।

• • •

মহাজাতি সিনেমাতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র দেখানো হচ্ছে। ছবিটির নাম 'নিরক্ষরতা'। ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন সুকুমার সরকার। চিত্র-গ্রহণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন।

• • •

এন. এন. প্রোডাকশন্সের পরবর্তী বাংলা চিত্রগ্রহণের কাজ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। সুকুমার মিত্র রচিত একটি সম্পূর্ণ কাহিনীকে চিত্রায়িত করছেন নবাগত এই ছবিটি পরিচালনা করছেন সুকুমার সরকার। উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে এই ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে। অন্যান্য চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, শৈলেন চৌধুরী প্রভৃতি। নাচঘরের দৃশ্য ছবিখানির সুরকার।

• • •

হরিসাধন দাশগুপ্ত ও ও. সি গাঙ্গুলী তাঁদের নিজস্ব সংস্থার পতাকাতলে রবীন্দ্র-

নাথের "ঘরে বাইরে" উপন্যাসটির চিত্ররূপ দেবেন বলে জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে ছবিতে বিমলার চরিত্রে সুমিত্রা দেবীর অবতরণের কথাও শোনা যাচ্ছে।

### নতুন রসের চমক

বাংলা আমলে ছবির ভিড়ের মধ্যে হাসি খুশি-ভরানো নতুন রসের চমক নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ছবাচিত্র পরিবেশকের "ছায়া সন্ধানী"। আধুনিকতম প্রক্রিয়ায়, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি চরিত্রে উদয়কুমারের অভিনয়-নৈপুণ্যে এবং বিচিত্র রসের সৃষ্টি পরিবেশনের ছবিটি চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে।

এই ছবির নায়ক রঞ্জতেন্দ্র এক অদ্ভুত চরিত্রের সৃষ্টি। তাদের সঙ্গে তাকে অপ্রতিভ করে তোলে। আপনজন বলতে সংসারে তার কেউ নেই। রঞ্জতেন্দ্র বাসের হস্তান্তর শিক্ষক। অন্যদের রঞ্জতেন্দ্রের নিজে সে সুযোগের সে ছাত্রদের আত্মজন ভাবে। তাদের কাছে সে নিজে ছবি আঁকে শেখে। তাদের নিয়ে নানা পরিকল্পনার মধ্যে থাকে। ছাত্রদের মেয়েরা কাছে বড় মন বাসনা। অন্যান্যদের সঙ্গে সে নিজে সমান। [illegible] তাদের সঙ্গে ও ঠাট্টা সে হাসে। [illegible] তাদের সঙ্গে ঠাট্টায় মেতে। তার এই নিজেকে [illegible] তাদের কাছে শুধু [illegible]

[illegible] রঞ্জতেন্দ্রের নিজের [illegible] করে তুলেছে। [illegible] তার [illegible] [illegible] [illegible]

বাতরক্ত, গলিত নাক কান হাতপায়ের আঙুল প্রভৃতির স্থানীতিসহ চর্মের বিবর্ণত, সোরাইসিস, একজিমা প্রভৃতি রোগের জন্য রোগীর জন্মবারসহ পত্র লিখুন। শ্রীজাময় বালা দেবী, পাহাড়পুর ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত (নমস্কার), কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭-২৪৭৮

# বহুমূত্র রোগীদিগকে বিনা খরচায় পরামর্শ দান

প্রস্রাবের সংগে চিনি বের হলে তাকে বলা হয় ডায়াবেটিস মেলিটাস এবং চিনি ছাড়া বার বার প্রস্রাব হলে তাকে বলা হয় ডায়াবেটীস ইনসিপিডাস। যেসব রোগী এই রোগে ভুগে থাকেন তাঁদের পিপাসা ও ক্ষুধা অত্যন্ত বেড়ে যায়, সমস্ত শরীর বেদনাবোধ করেন শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার কাজে অনেকের অসুবিধা বোধ হয়। দিন দিন ওজন হ্রাস পেতে থাকে, দুর্বলতা হয়, চর্মরোগে ভুগে থাকেন, হাতের কাজ অস্থির হয়, মাংসপেশী দুর্বল এবং পায়ের তলায় জ্বালা করতে থাকে। দেখা দেয়। এই রোগকে অবহেলা করলে অনেক সময় রোগীর অন্ধত্ব আসে, কারবাঙ্কল, ফোঁড়া ও মানসিক শক্তি হ্রাস, হৃদরোগ অতিরিক্ত দুর্বলতা রোগ এবং সাধারণ সর্দিতেও নিদ্রা হতে পারে। যাঁরা এই রোগে ভুগছেন, এই বিজ্ঞানকে বিনা খরচায় ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাদের নিকট লিখিতে অনুরোধ করছি—যার ফলে তাঁরা চিকিৎসকের না গিয়ে উপদেশ না করে বা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ না করেও এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন এবং সর্বসমক্ষ যৌবনত্ব ও কর্মক্ষমতা বোধ করবেন এবং চিকিৎসা কার্যকরণে আরও বেড়ে যাবে। আর বিলম্ব না করে আজই লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

**ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (D.C)**
পোঃ বক্স ৫৮৭
৬এ, কানাই শীল স্ট্রীট (কলুটোলা)
কলিকাতা


নিয়ে রক্তসূত্রের চুলে হাত বুলিয়ে আদর করে বলে, "পাগল, বদ্ধ পাগল"।

দর্শকের চিত্তবিনোদনের এক ভিন্নতর আয়োজন ছবিটিতে সন্ধিক করে তুলেছেন পরিচালক বিকাশ রায় তাঁর নতুন ধরনের কাহিনী ও সুপরিকল্পিত চিত্রনাট্যের মাধ্যমে। ছবির বেশকিছু অদ্ভুত চরিত্রের নায়কের হেঁয়ালি, এলোমেলো কথাবার্তা ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে পরিচালক এমন সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন যে ছবিটি দর্শকের আগ্রহ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তোলা কাহিনীতে, মনো কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলীতে ও নায়কের অদ্ভুত চরিত্রে আধুনিক সমাজের অসংগতিকে, বহু রকমের উদ্ভট চিন্তা ও কল্পনার প্রতি যে প্রচণ্ড ব্যঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে, ছবির কোথাও যা হয়ে সহজ ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি এবং অনেক পরিচালক প্রকাশ পেয়েছে। ছবির প্রথমার্ধের বিনোদন ও পরিচালকের রসবোধ, সাহস ও পরিণতজ্ঞান কাহিনীনির্মাণে। ছবিটিতে পরিচালক যেমন একটি সংক্ষিপ্ত পথ এনে দিয়েছেন—যা ছবির ও ছবির আগ্রহ নিয়ে সহজ সরলভাবে এগিয়ে চলেছে—তেমনি ছবির শেষে নাটকীয়তাটিও মনোরম উপভোগ্য করে তুলেছে।

অনবদ্য অভিনয়ের যে ছবির লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছে যে ছবি সফল হয়েছে তার সবচেয়ে বড় ও বিশ্বাসযোগ্য দর্শকেরা সহজেই মেনে নেবেন। তবু প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, নায়কের যে চরিত্রটি ছবিটিতে সব চেয়ে বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে তার বিচিত্র চরিত্রাংকনের জন্যেই এই চরিত্রটি দর্শকের মনের স্বাভাবিক সুস্থতা আরও বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। যেসব দৃশ্যে নায়কের চরিত্রটির প্রয়োজনের দিক থেকে পরিবর্তন হয়েছে।

ছবির যেসব সফল নায়ক চরিত্রে উত্তম কুমারের অভিনয়। যে নিপুণ দক্ষতায় এই অদ্ভুত চরিত্রটিকে তিনি রূপায়িত করেছেন এবং প্রাণের যে উচ্ছ্বল আবেগ দিয়ে তিনি চরিত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন তাঁর বিশ্লেষণীবিদ্যুৎ তা অনাগত কালেরও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর অভিনয়ে কোথাও প্রেমের বাড়াবাড়ির অভিব্যক্তি ও মনে লাগে না। অপূর্ব সুন্দর নায়ক চরিত্রের অভিনয়েরও যে তিনি দ্বারা—যা বহুদিন আমাদের ছবি দেখায় উজ্জ্বল 'প্রমথেশ বড়ুয়ার অভিনয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই প্রমাণ তিনি দিলেন এই ছবিতে। তাঁর পরেই অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রশংসার দাবী করতে পারেন পরিচালক বিকাশ রায় যোগজীবনের চরিত্রে। চরিত্রটির কৃত্রিমতা তিনি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। মিসেস ঘোষের ভূমিকায় চন্দ্রাবতীর অভিনয় যথাযথ। মালিনীর চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় মধুরতা ও সংবেদনশীল অভিনয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এক আডভোকেটের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় মনে রাখবার মতো। মনোজকুমার তরুণকুমার তাঁর স্বচ্ছন্দ ও প্রাণবন্ত অভিনয়ে দর্শকের মন জয় করে নেন। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য গঙ্গাপদ বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, মিণ্টু, রমাগুপ্ত ও রাজলক্ষ্মী।

কালীপদ সেনের দেওয়া একটি সময়োচিত সংগীতের সুর সুন্দর। তিনি বাদ্যসংগীতের আবহ-সংগীত পরিবেশনেও অনিল গুপ্তের পরিচালনার ক্ষমতা। দক্ষতার চিত্রগ্রহণ, কলা সেবের লক্ষ্যানুসরণ এবং সময় কালপ্রবাহীর সম্পাদনা ছবিটির সর্বাংগীন সৌষ্ঠবের সহায়ক হয়েছে। ছবির শব্দানুলেখন ও আলোক সৌষ্ঠব প্রশংসনীয়।

### নায়ক-নায়িকা সংবাদ

সেদিন নায়কের অহংকার ছিল যে তাঁর জন্য সিনেমাকে হিসেবে আর কেউ নেই। তাঁর এ গর্ব চূর্ণ করবার জন্য প্রযোজক একদা তাঁকে এক সুন্দরী সুন্দরীদের দুঃসাহসিক কাজে কর্মরত করেন। অবশেষ কয়েক সপ্তাহ শুটিং চলবার পর ডাক্তারদের এই উপদেশের ভিত্তিতে ছবিটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রযোজকদের সেদিন নায়কের অহংকার চূর্ণ হয়েছিল।

প্রযোজক নির্দেশকদের মধ্যে সম্প্রতি নায়ক নায়িকা নির্বাচন করেন। তাঁরা হলেন নায়ক নায়িকা। নায়িকার অভাব অনেকের পছন্দসই নির্দেশ করেছেন প্রযোজক। ফলে নায়িকার সঙ্গে অসম্পর্কিত ছবিগুলোর প্রযোজক ও পরিচালক মহা সমস্যায় পড়েছেন। এর পর ছবিগুলোর মহড়া শুরু হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকজন নায়ক নায়িকা কিছুদিন কাটিয়ে পড়েন এবং মাঝখানে সম্পর্কী ছবিগুলোর অসুবিধা ও বন্ধন সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন, তাঁরা ছবিগুলো মধ্য দিয়ে তাই রূপায়িত হয়েছে ছবিগুলিতে।

পৌরাণিক এই উপাখ্যানের বিন্যাসে ছবির পরিচালক যেখানে "অপভ্রংশ" কল্পনাশক্তি ও রসবোধের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। কাহিনীর উপাখ্যানটির অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তাৎপর্যগুলির রূপটি ছবির বিনা ঘটনাবলীর বিন্যাসে যেমন কোথাও পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি, তেমনি ছবির সামগ্রিক কাহিনীর রূপায়ণেও কোন ছন্দবদ্ধতা ও সংযম—অন্তত পৌরাণিক ছবিতে যতটুকু বাঞ্ছনীয়—প্রকাশ পায়নি।

ছবিটির চিত্রনাট্যও লিখিল ও বহুলোর ভরে ভরাক্রান্ত। ছবিটির বিষয়বস্তুর চিত্রনাট্যে নায়ক-নায়িকার একান্ত অন্তরে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের দিক দিয়েও অনেক বড় রকমের গলদ নজর এড়ায় না। চৌধুরীদের চরিত্রের মূলে চালকা যেমন হাস্যকর, তেমনি ছবিতে দুষ্কৃতকারী ব্যবসায়ীদের নিয়ে শ্রীবিষ্ণুর সম্প্রদায় উল্লিও তাৎপর্যময় নয়। অভিনয় ও কলাকৌশলের প্রশ্নেও একেবারে নবীনের চরিত্রটি যেমন কৌতুকময় হয়ে উঠেছে তেমনি অন্যান্য ভূমিকার সম্বন্ধেও বলবার কিছু নেই।

পরিচালক ও চিত্রনাট্যের দিকে যে সমস্ত শিল্পী অভিনয়ে বিভিন্নভাবে [illegible]


মিনার্ভা থিয়েটার

[illegible]

অঙ্গার

সুরে রবিশঙ্কর

[illegible] উৎপল দত্ত

[illegible] নির্মল চৌধুরী

[illegible] নির্মল গুহরায়

প্রধান উপদেষ্টা তাপস সেন

[illegible]

[illegible]

রঙমহল

[illegible]

নবতম বেতারীয় রহস্যঘন নাটক

এক পেয়ালা কফি

পরিচালনা : রবীন রায়

[illegible] রবীন, রবিরঞ্জন, সন্ধ্যা, শুভ্রা, অজিত, বিশ্বজিৎ, শিপ্রা, সমর, শৈলেনবাবু, কবিতা, কেতকী।

*

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬টায়

এক মুঠো আকাশ


ছবিটির [illegible] মানা আছেন ভরুর রায় (নায়ক), মঞ্জু ভাদুড়ী (নায়িকা), পরেশ মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায় কালী সরকার, তাঁরাপদ চক্রবর্তী ও ছবি বিশ্বাস।

দুর্গা সেন পরিচালিত ছবির সঙ্গীতাংশ বিশ্লেষণীয়। তবে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের আমি প্রথম হেমন্তের জোৎস্নারাতের ছবি গানটি শ্রোতাদের শুনে সুখদায়ক।

কলাকৌশল ও অভিনয় সৌষ্ঠবের দিক মনোমুগ্ধকর।

## নাট্যাভিনয়

[illegible] রঙমহলের নবোদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হয়ে [illegible] নতুন নাটক 'এক পেয়ালা কফি' গত ২রা জানুয়ারী বিশ্বরূপা মঞ্চে [illegible] হয়েছে। [illegible] নাটকের [illegible] চরিত্রে অভিনয় করেন সবশ্রী [illegible] চক্রবর্তী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন [illegible]

• • •

[illegible] সুরে আকাশবাণীর উদ্যোগে গত ২৫শে ডিসেম্বর বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে বিশেষ [illegible] নিবেদনের 'সন্ধ্যা কাটে' অনুষ্ঠিত হয়। [illegible] অভিনয়-সৌকর্যে নাটিকাটি খুবই উপভোগ্য হয়। নাট্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেন [illegible]

বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটি নিয়মানুগ ঘোষণা করেছেন। ঘোষণায় বলা হয়েছে যে বিশ্বরূপা মঞ্চে সকল শিল্পী এবং তাঁর দুটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন না। অন্য কোন রঙ্গমঞ্চের [illegible] সকলে যে [illegible] করবে আশা করা যায় না। তাই ঘোষণায় বলা হয়েছে যে [illegible] বিশ্বরূপার অনুষ্ঠানসূচীর সঙ্গে [illegible] কারণে সমিতি [illegible]

• • •

**উৎপলশঙ্কর-অমলাশঙ্করের নৃত্য উৎসব**

গত ২০শে জানুয়ারী মহাজাতি সদনে উৎপলশঙ্কর অমলাশঙ্করের নৃত্য উৎসবের উদ্বোধন হয়। উৎপলশঙ্কর অমলাশঙ্কর তাঁদের এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন আরও চৌদ্দজন নৃত্যশিল্পী।

প্রথমদিনের নৃত্য উৎসবে মোট একুশটি নৃত্য পরিবেশিত হয়। উৎপলশঙ্কর ও অমলাশঙ্করের প্রতিভার স্পর্শমণিতে "আমাদের দুপচিহ্ন" ও "মহান অন্তর্যামী" নৃত্যনাটিকা দুটি উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। এই দুই বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর নৃত্যের সুষম ছন্দ, অপূর্ব-


অভিনয় উপযোগী নাটক

— প্রত্যেকখানা দুই টাকা —

মহেন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

টিপুসুলতান, পৃথ্বীরাজ, উত্তরা, সোনার বাংলা, রাণী ভবানী, রাজপুত, স্বর্গ হতে বড়, রাজসিংহ, শ্রীদুর্গা, মহারাজ নন্দকুমার, কল্যাবতীর ঘাট, দেলদার সিংহ, সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রসুর আলি, বিজয়নগর, শকুন্তলা, মহালক্ষ্মী, গয়াতীর্থ, উদয়ন, সজনকান্তী, চক্রধারী, সাবাস ইংরেজ, সত্যমহল, দেবীচৌধুরাণী, মৃণালিনী, রাণী সুশোবতী, উর্বশী, মাইকেল

হরিসাধন মুখো— কালরাত্রি

প্রমথনাথ বিশি— পারমিট

নরেন মিত্র— মহানায়ক শশাঙ্ক

নরেশচন্দ্র বসু— বাক্‌সিদ্ধ

শ্যামসুন্দর ঘোষ— জীবন সংগ্রাম

প্রফুল্ল চৌধুরী— প্রত্যাবর্তন

নরেন মুখো— পলাশী

মণি চৌধুরী— পরিণীতা

শ্রীধর বসু— সহযাত্রী

বিমল দাশ— প্রতিধ্বনি

মহেন্দ্র ও সতেন সিংহ কালপুরুষ

অনন্ত চট্টো—রাজরাণী, P W D

নরেন্দ্র বসু—জাল পাঞ্জা, বরিষাতক

উপেন্দ্র—পার্থ সারথী, সিন্ধুগৌরব

বিধায়ক ভট্টাচার্য—কুঃ পিতাপুত্র

সুরেন্দ্র রাহা—দিল্লী চলো, ফোজকুণ্ড

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নির্মিত

রূপসী কারাবাসিনী, টাকার কুমীর

রূপসীর শেষ পত্র, রূপসী বন্দিনী

রূপসী নিষ্কৃতি, রূপসী ছলনা

রূপসীর ফাঁদ, রূপসীর সন্ধটে

রূপসী সর্বনাশী, জাহাজডুবি

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উদয়শঙ্কর ও অমলাশঙ্কর

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
দেশী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা-৭

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৬ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-প্রসিদ্ধ ডাঃ ভিশগাঁও শাহই প্রতি দিন প্রাতে ৬ প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করেন।
৩৭ বি জনক রোড, কালীঘাট কলিকাতা।
(সি ১১২২)

স্বর্ণ ও রজতপদক প্রাপ্ত অদ্বিতীয় মালমসা
হেমাটো সার্সাপ্যারিলা
• রক্তদুষ্টি, চর্মরোগ ও দুর্বলতা নাশ করে ও স্বাস্থ্য ও শক্তির সঞ্চার করে
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৭

বনকো
টুথ্-পেষ্ট
উজ্জ্বল শুভ্র দাঁত
ও
শক্ত মাড়ির জন্য
Bonko TOOTH PASTE
ফোন-
৫৩-৩২৯৩
ব্রংকল (প্রা) লিমিটেড
কলিকাতা-৩৭

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনে মুরোপের প্রাচীন ছিল। তথাপি সঙ্গীতাংশে বৈচিত্র্যের প্রথম প্রতিশ্রুতি (২৯শে ডিসেম্বর) অনেকের 'উদয়শঙ্কর' নৃত্য আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু সম্মেলন সেমন্তুষ্ট পূর্বোক্তিত প্রতিশ্রুতিকে নৃত্য-নাট্য পরিবেশনে প্রকাশিত হয়ে পড়ে নি, হয়ে অনুষ্ঠানের ভূমিকায় পর্দা তুলবার আগের নৃত্য নিপুণ সঙ্কেতায় উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে। কৃষ্ণচন্দ্র দের কণ্ঠ কবিতা আবৃত্তি অনবদ্য। ৩০শে ডিসেম্বরের অনুষ্ঠান আকর্ষণীয় ছাড় ও ছন্দ কৌতুকের ভরে। উদয়শঙ্কর 'ভারতী' ছিলেন, তাঁর কণ্ঠের চাঞ্চল্য প্রকাশের মুখোশধারী মুখের সংলাপাবলীর অনুভূতি সহকারে ও সকল মুখোশধারী এবং ছন্দ কৌতুকে ছন্দে হয়। বিশ্ব বাদের সঙ্গে নিজের অনুষ্ঠানে কবিগুরুর গীতিনাট্য চণ্ডালিকা নির্বাচিত হয়। উদয়ন সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অভিনয়াংশে নিজের পরিচালনায় উদয়শঙ্কর এক পরিবেশ রচনা করেছিলেন সন্দেহ নাই, যে উদয়শঙ্কর সঙ্গীতের প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে ও বহুবার তাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠানগুলির মুখর সংলাপ শুনবার সুযোগ হয়ে ওঠে। কবি নেই কথা সত্য অনেক। এবং সঙ্গীতাংশে 'সঙ্গীতজ্ঞের' প্রথম নৃত্য পরিকল্পনাটি এই শ্রেণীর সৃষ্টি। প্রথম অনুষ্ঠানে নৃত্যের কৃতিত্ব দিবে ইতিহাস তাঁর বিশ্লেষণ তাঁর সম্পর্কে পূর্বের ধারণাকেই আরও দৃঢ়তর করেছে। ভারতীয় কলা পরিবারী কলাকুশলী অনেকের ধন হয়, বিশেষতঃ যাঁর সঙ্গে যে মুদ্রাকে যে পরিচয়ে পেতে সেখানে অতিরিক্ত বেহালে মূর্ছনায় ও তালিকার বৈচিত্র্যের অন্তরে হয়। অন্তরালে ও কানাই বসুর হারমোনিয়ম সহযোগে সমধর্মী ছিল হয়। অনুষ্ঠানের সমগ্র উদয়শঙ্কর, সমজাতী অমলাশঙ্কর 'প্রলয় নর্তন' ও 'শিবদাহনের মোহভঙ্গ' সমগত নাট্য-সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন

বেলেঘাটার অনুষ্ঠিত তৃতীয় বার্ষিক

# বিবিধ সংবাদ

আগামী ২২শে জানুয়ারী শুক্রবার বেলা ৩টায় স্টার থিয়েটারে ভারত বাংলা স্টেজের শিল্পীদের অভিনয়ের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন শ্রীযুক্ত অতিন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত। এই শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ কবিনৃপতি, নাট্যকার পরিচালক সঙ্গীতজ্ঞ গীতিকার, সুরকার শিল্পিবৃন্দ ও নেপথ্য কর্মীদের পুরস্কৃত করবেন।

## একলব্য

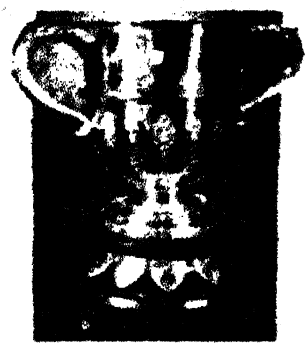

বাংলা কাপ

স্পোর্টিং ক্লাবকে ১—১ ও ৩—১ গোলে পরাজিত করে। প্রতিযোগিতার আর আর শক্তিশালী দলগুলির মধ্যে অন্ধ্র পুলিসকে কোয়ার্টার ফাইনালে মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের কাছে ১—৩ গোলে এবং মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপকে কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে ০—১ গোলে হার স্বীকার করতে হয়।

• • •

ডুরাণ্ড কাপের আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভারতের তিনটি প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ ও ডুরাণ্ড কাপের মধ্যে ডুরাণ্ডই সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিযোগিতা। ১৮৮৮ সালে এর প্রথম সূত্রপাত। সার হেনরী মর্টিমার ডুরাণ্ড এই প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নামেই প্রতিযোগিতার নামকরণ। সার হেনরী ছিলেন তদানীন্তন ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সামরিক কর্মীদের মধ্যে খেলাধূলার উৎসাহ দেওয়ার জন্যই ডুরাণ্ড কাপের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ডুরাণ্ডে কোন ভারতীয় দলের যোগদানের অধিকার ছিল না। ডুরাণ্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ১৯২৬ সাল সৃষ্টি কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথম কারণ এই বছরের ৮ই জুন প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাতা সার হেনরী ডুরাণ্ড ইংলণ্ডে দেহত্যাগ করেন। দ্বিতীয় কারণ এবং ভারতীয়দের সৃষ্টিভঙ্গীতে সেইটিই প্রধান কারণ—এই বছর ভারতের প্রথম ক্লাব হিসাবে জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাবের ডুরাণ্ড কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ। তখনকার শক্তিশালী ক্লাব মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে তুলোধিক শক্তিশালী শেরউড ফরেস্টারসের কাছে পরাজিত হলেও ডুরাণ্ডে মোহনবাগানের অংশ গ্রহণ ভারতীয় ক্রীড়ামহলে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

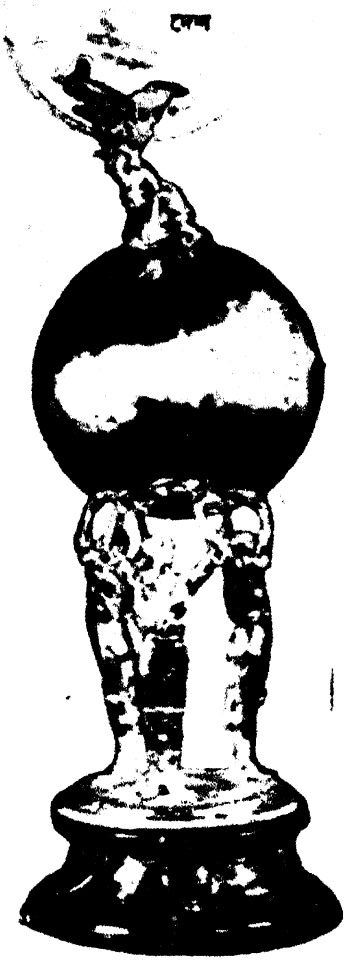

ডুরাণ্ড বিজয়ীর সর্বোত্তম পুরস্কার সিমলা ট্রফি

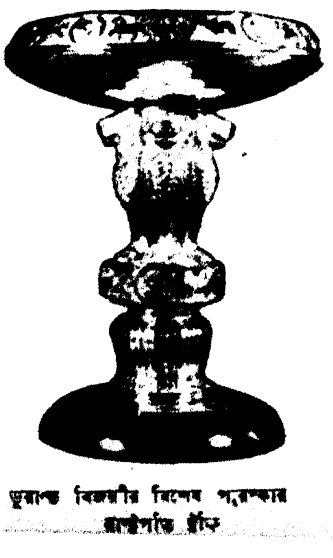

ডুরাণ্ড বিজয়ীর বিশেষ পুরস্কার রাইসিনা ট্রফি

ডুরাণ্ড কাপের খেলায় সবচেয়ে উল্লেখ করবার মত ঘটনা ঘটে ১৯৪০ সালে। এই বছর প্রথম সিমলা থেকে সিমলাতে প্রতিযোগিতা স্থানান্তরিত হয় এবং ঐ বছরই প্রথম বে-সামরিক দল হিসাবে এবং সর্বপ্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ইস্টবেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব ডুরাণ্ড বিজয়ী হয়। এর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ডুরাণ্ড কাপের খেলা বন্ধ থাকে। ১৯৫০ সাল থেকে আবার ডুরাণ্ড কাপের খেলা আরম্ভ হয়। দিল্লীর সামরিক কর্তৃপক্ষ এখনো ডুরাণ্ড কাপের পরিচালক।

বর্তমানের ডুরাণ্ড কাপটি কিন্তু সার হেনরী ডুরাণ্ড প্রবর্তিত কাপ নয়। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত উপর্যুপরি তিন বছর হাইল্যাণ্ড লাইট ইনফ্যান্ট্রি দল প্রতিযোগিতার বিজয়ী হয়ে চিরদিনের জন্য ডুরাণ্ড কাপ লাভ করে। ফলে ১৮৯৬ সালে সার হেনরী আর একটি কাপ দান করেন। ১৮৯৯ সালে আবার অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এবার উপর্যুপরি তিন বছরের বিজয়ী হয় ব্ল্যাক ওয়াচ। সুতরাং ডুরাণ্ড কাপ চিরতরে ব্ল্যাক ওয়াচের হয়ে যায়। কৃতীয়ারোহী ডুরাণ্ড এবারও প্রতিযোগিতার পরিচালক মহলে নিরাশ করলেন না। তাঁর তৃতীয় অবদান রূপে তৃতীয় ডুরাণ্ড কাপ ভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়াল। ১৯০৫ সালে সিমলাস্থ ভারত সরকারের এস্টেট এবং জনসাধারণ বিজয়ীর পুরস্কারের জন্য প্রায় একটি ট্রফি সংগ্রহ করে সিমলা এবং সিমলা ট্রফি। ১৯৭০ সাল থেকে ডুরাণ্ড কাপটির মূল্য বাড়িয়ে প্রথম প্রথম হাজার টাকা ডুরাণ্ড বিজয়ীর পুরস্কারের অঙ্ক ধার্য হয়ে এসেছে। কাপটি এবং সিমলা ট্রফি ছাড়া ডুরাণ্ড কাপের বিজয়ী দলকে আরও দুটি ট্রফি দেওয়া হয়। একটি হল রাইসিন

তাই আজ টেস্ট খেলাকে কেন্দ্র করে বড় সোরগোল।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে তৃতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবে, কলকাতা বিমানবন্দরে একথা আগে থাকতেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কারণ ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের পরিচয় 'ফ্ল্যাট ব্যাটসম্যানদের অভিধানে স্বর্গ'। ব্যাটসম্যানের অনায়াস-কৃতিত্বে এখানে রান করার সুযোগ পান। বোলাররা বিশেষ করে স্পিন বোলাররা কোনই সুযোগ পান না। তাই ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের পিচের কথা হয় ব্যাটসম্যানের স্বর্গ। যদি কোন দল প্রথম ইনিংসে খুব কম রানে আউট হয়ে না যায়, তবে এখানে জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হওয়া শক্ত।

ব্রাবোর্নে পিচে ঘাস নিয়ে কিছু কম নয়। ঘাস থাকে বোলারের কিছু সাহায্য পেতে। কিন্তু ঘাস বোলারের কাজে হাতে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি সৃষ্টি করে। সাধারণের সহজ খেলে এসে শক্ত কিছু অতিরিক্ত সতর্কতা সম্বন্ধে ঘাস ব্যাটসম্যানের মনে ভয় ও সন্দেহের ভাব নিয়ে আসে। ফলে অনেকের খেলাই কম পয়েন্টে শেষ হয়। কিন্তু ঘাস থাকে বলে পিচ খুব ভাঙে না। এবং কিছু স্পিনারের ঘূর্ণি সহজে ধরা পড়ে। ব্রাবোর্নে ঘাসের পরিমাণ কম থাকে বলে ব্যাটসম্যানের কাজে সুবিধে হয়। ঘাস কম থাকে বলে বোলারের কাজে অসুবিধে হয়। ঘাস কম থাকে বলে পিচ ভাঙে না। ঘাস কম থাকে বলে বোলারের কাজে অসুবিধে হয়। ঘাস কম থাকে বলে পিচ ভাঙে না। ঘাস কম থাকে বলে বোলারের কাজে অসুবিধে হয়।

তৃতীয় টেস্টে ভারতীয় অধিনায়ক ফজলে ঘাস রেখে ভাল করেছিলেন। তাই তাঁর ঘাস ছিল বলে তাঁর ঘাস রাখা উচিত ছিল বলে তাঁর ঘাস রাখা উচিত ছিল বলে তাঁর ঘাস রাখা উচিত

## দেশী সংবাদ

৪ঠা জানুয়ারী—কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের একান্ত অভাব থাকা সত্ত্বেও পৌরসভার উদ্যোগে বিভিন্ন পল্লীতে যেসব নলকূপ খনন করা হইয়াছে, তাহার শতকরা প্রায় ৪০টিই অকেজো অবস্থায় পড়িয়া থাকায় করদাতাদের দুশ্চোগ বাড়াইতেছে বলিয়া বেসরকারী সূত্রে সংবাদ পাওয়া যায়।

পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত ফিল্মপতি ইউফাউও ফুল ন্যাশিয়ালিস্টে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, তাঁহার যেসব ফিল্মপরিচালক মুক্তমন নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ তুলিয়া ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে সহযোগিতা করিতে রাজী আছেন।

দুই হাজার মিলিয়নেরও কিছুবেশী টাকার পরিবারের পরিচালনা পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়া নোটিস জারীর ফিরাইয়া লইতে বলিয়া জানা যায়। ইতিপূর্বে অনুরূপ ৬ হাজার পরিবারের উপর নোটিস জারী করা হইয়াছে।

১২ই জানুয়ারী—কলিকাতা ডক লেবার বোর্ডের কার্যপরিচালন সম্পর্কে বিরুদ্ধে ভারত সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন টাকা হইয়াছেন বলিয়া সুপ্রকাশ্যভাবে জানা গিয়াছে। উক্ত পরিচালন সম্পর্কে বিরুদ্ধে ভারত সরকার গত ১৭ই ডিসেম্বর কড়া এক চার্জশিট প্রেরণ করিয়াছেন।

অকস্মাৎ চিনির মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যপ্রাপ্তির পিছনে বিভাগীয় স্তরে হইতে বন্টনে অক্ষপাতিত্ব এবং কতিপয় ব্যবসায়ী কর্তৃক উচ্চ লাভের আশায় মাল গুদামজাতই মূল কারণ বলিয়া বিভিন্ন মহলের অভিযোগ প্রকাশ।

অন্য এক বিশ্বস্ত সরকারী সূত্রে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা এলাকা হইতে তিব্বতে চোরাইপথে চাউল চালান দেওয়া হইতেছে। ঐ চাউল পাচার করিয়া চোরাই চালানকারীরা কখনও কখনও অসম্ভব লাভ করিতেছে।

৬ই জানুয়ারী—বিভিন্ন রাজ্য সরকার বন্যা, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য স্বেচ্ছাসেবামূলক রক্ষীবাহিনী গঠন করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি পত্রের উত্তরে বিভিন্ন রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়াছেন।

আজ নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাস মিলনের নেতা শ্রীক্লেমস মাকনেলী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আগ্রহের উৎসাহ কম করিতে মার্কিন ব্যবসায়ীরা বিশেষ উৎসাহী।

চিত্তরঞ্জনে এ যাবৎ ৯৫০টি বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিন তৈয়ার করা হইয়াছে। শত সহস্রাধিক মধ্যেই তথায় বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন প্রস্তুত করা শুরু হইবে।

৭ই জানুয়ারী—অদ্য বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, আগামী এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি কৃষ্ণাই পরমাণবিক পরিবহনের ক্ষমতা ৩৩০০০ হইবে। কৃষ্ণাই পরিবহনের এই ক্ষমতা কোটি টাকা ব্যয় হইবে সম্ভবপর।

ফাঁকা বাজার রুখিতে পুরাতন আর্থিক ক্ষমতা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকারের সাম্প্রতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া পাঞ্জাব কাঁকা কংগ্রেসকমিটির সভাপতি ঘোষণা দিয়াছেন।

বিশ্বস্তসূত্রে অদ্য হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, কলিকাতা হইতে আগত চীনা নাগরিকগণ প্রত্যহ প্রত্যহ নানা রকম কাগজপত্র পরীক্ষিত ও তাহার ফটোস্ট্যাট কপিসহ একদল পুলিসকর্মচারী করিতেছে।

৮ই জানুয়ারী—প্রকাশকাশে কলিকাতা বিজ্ঞান সম্মেলনের ঐতিহ্যময় পুরাতন ঘর সংস্কারসাধনের সমস্যা নিয়া উদ্বেগপূর্ণ ভোটে এক বেসরকারী সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ঐ পুরাতন কটির ভেঙ্গে পড়া রুখিয়া ঐ ঘরে কি এক আগুন ছিলো। কলিকাতা মহানগরীতে ঘটিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অদ্য নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের নিকট বলেন, পাট ও চা শিল্পগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দেওয়া হইবে।

৯ই জানুয়ারী—ভোরবেলা সূত্রে সংবাদ পাওয়া যায় যে, গত রাত্রে সমস্তে আগ্নেয় হওয়া বিভিন্ন ঘরে সাড়ে ৩টা নাগাদ কলিকাতার কয়েকটি অঞ্চলে ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছে। অবশ্য জানা যায় যে, ঐসব কম্পনের মাত্রা খুব মারাত্মক ছিল না।

ফুটবলে যেন যেন মহলের বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, সম্প্রতি চীন ভূটানের সঙ্গে তিব্বতের জন্য নতুন করিয়া অর্থ সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী ঐ ঘোষণা সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ঐ ঘোষণাপত্রের নিকট হইতে সিমলা, ঘোষণার প্রতিটি বিভিন্ন একটি কপির জবাবের উপরে পাইয়াছেন।

১০ই জানুয়ারী—কেরালার রাজ্যপাল ও অসমীয়ের এক সম্মেলনে মন্ত্রী ঐ কি ঘোষণা বেতার অদ্য একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, কেরালার অবস্থা পরিবেশকে নির্বাচন সমস্ত বিষয়ের কমিটি প্রকাশ করিয়াছে এবং সমস্ত বিষয়বস্তুটি ১৩ই ফেব্রুয়ারী কেরালার ছোট প্রদেশে ফলাফল কি দাড়ায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

## বিদেশী সাহিত্য

৪ঠা জানুয়ারী—অদ্য বেতার হইতে ঘোষণা করা হয় যে, ডাক্তার সোভিয়েট বিজ্ঞানী অবস্থার জন্য একটা প্রস্তুত করিয়াছেন। কপালে এই একটা পাইয়া অন্যের মুখাবয়বের প্রতিটি ভিন্নতা দেখিতে পাইবে। মনুষ্যের মেরুদণ্ডের উপর অবলম্বের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তি করিয়া এই একটা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

৫ই জানুয়ারী—ভিয়েনের ভিক্টোরিয়া মেলবোর্ন আজ প্রাতে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় অন্তত ২৯জন নিহত এবং অন্যূন ১০০জন আহত হইয়াছে। বহু বাসগৃহ ভগ্ন হইয়াছে এবং পুরুষের ট্রেন দুর্ঘটনা হয় নাই।

৬ই জানুয়ারী — উত্তর ক্যেরোলিনার ডেলিফিক্সা শহরের ভিক্টোরিয়া বাসের মধ্যে আজ প্রাতে একটি ভিষণ বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণে ফলে বিমানের ৫৬জন আরোহীর—২২জন মহিলা ও ১৩জন শিশুসহ ভীষণভাবে হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

ইলিনয় স্থিতে পরিচ্ছন্ন ১৩জন মন্ত্রীর মধ্যে মন্ত্রিসভার পুনর্গঠনের ঘোষণাপত্র হইতে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

কাওস রাজধানী ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘার হাতে সিনেমা বিরুদ্ধে বলিয়া কলিকাতা সাবধান করিয়াছে।

আজকাল মাসে ইংলণ্ডেশ্বরের হইবার আজ অসমর্থন করার অসন্তোষের জন্য ডাক্তারের পক্ষ হইতে আজ সরকারীভাবে ইংলিশের ঘোষণাপত্র চেয়ারম্যান জানান হইয়াছে।

১৫ই জানুয়ারী—তীব্র শহরে ভূমিকম্প আজ-কিনের কলিজ বিস্ফোরণ ফুলে সরকার ১৭ই ভূমিকম্প আজন করিয়াছে। কলিজ বিস্ফোরণের জন্য বিস্ফোরণ।

আজ ইংলণ্ডেশ্বরের একটি ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক নির্মাণ করিয়াছে। ১১০জন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার এই মস্তিষ্ক তৈয়ার করিতে ৩ বছর সময় লাগিয়াছে। মস্তিষ্কটি ৫ টন ওজনের। ইহার সাহায্যে সকল রকম হিসাব-নিকাশ করা যাইবে।

১৭ই জানুয়ারী—ভারতের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে একটি বিরাট চিত্রপ্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসের ৩৫০ বছরের ঘটনাবলীর প্রতিফলন ঘটিয়াছে এই চিত্রপ্রদর্শনীতে।

১৮ই জানুয়ারী—ভিক্টোরিয়া আজিক সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এমন একটি ছাত্রকে ভর্তি করিতে অস্বীকার করায় পক্ষপাতদুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ দেওয়া হইবে বলিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা। মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২০—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

# কাজ যখন নিখুঁত হওয়া দরকার

মোটরগাড়ীর চলনশীল কলকব্জা সকলের যথামাত্রায় কাজগুলি খুবই সূক্ষ্ম ও নিখুঁত হওয়া দরকার যাতে ঘর্ষণ কমে গিয়ে এঞ্জিনের আয়ু বাড়ে। কাজ নিখুঁত করবার জন্যে অটোমোবাইল কিশলগুলি ভাল গ্রাইণ্ডিং হুইলের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে থাকে।

কার্বোরাণ্ডাম ইউনিভার্সাল প্রত্যেক কারখানার জন্যে বহু প্রকারের গ্রাইণ্ডিং হুইল ও অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর এ্যাব্রেসিভ দ্রব্যাদি তৈরী করে। এগুলি সবরকম কারখানাকে ভাল জিনিষ তৈরী এবং সস্তায় প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। যে কোন রকম ঘষামাজার কাজ করবার জন্যে কার্বোরাণ্ডাম ইউনিভার্সাল বণ্ডেড এ্যাব্রেসিভ আপনি পাবেন, এর চেয়ে ভাল জিনিষ পাওয়া সম্ভব নয় এবং হয়েও সস্তা।

আজ এখন ৩৩ ইঞ্চি ডায়মিটার পর্যন্ত বিরাট হুইল প্রস্তুত এবং সরবরাহ করতে সক্ষম। এখন আমাদের নিকট প্রত্যেকপ্রকার যে কোন আকারের 'ভেট্রিলাইড' আর 'রেজিনয়েড' গ্রাইণ্ডিং হুইল পেতে পারেন।

বণ্ডেড এ্যাব্রেসিভস্
গ্রাইণ্ডিং হুইলস্, সিগমেন্টস্, হ্রাবিং ব্রিকস্, ষ্টিকস্, শার্পেনিং ষ্টোনস্, ভালভ্ গ্রাইণ্ডিং কম্পাউণ্ড, ইত্যাদি।

## কারবোরাণ্ডাম্ ইউনিভার্সাল লিমিটেড

হেড আফিসঃ ৫২/৫৩ জাহাঙ্গীর ষ্ট্রীট মাদ্রাজ-১ টেলিফোন ২৯৪১ (৪লাইন)
ওয়ার্কসঃ টিরুভেট্টীয়ুর

ডিষ্ট্রিবিউটার্সঃ
মেসার্স উইলিয়াম জ্যাকস্ এ্যাণ্ড কোঃ লিমিটেড, কলিকাতা ১, মাদ্রাজ ১, বোম্বাই ১, নিউ দিল্লী, বাঙ্গালোর ১, কানপুর।

স্পেশালিটির জন্যঃ
মেসার্স এইচ. এম. কক্স এ্যাণ্ড কোঃ প্রাইভেট লিমিটেড, ২৪, রামপার্ট রো:, বোম্বাই।

Z. 563

*

## স্বচ্ছ এই সাবানটি পরিচ্ছন্ন লাবন্যের জন্য অপরিহার্য্য

একটী প্যারাডাইস্ গ্লিসারিন্ সাবান আলোয় মুখে ধরুন। দেখুন, সাবানটি কত মসৃন। কত স্বচ্ছ ও সুন্দর। আসল কথা হলো, এটি বিশেষ ভাবে তৈরী বলেই, এতে সহজেই ত্বকের দাগ ময়লা মুছে যায়। কোমল কুসুম লাবন্যের জন্য ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে আপনার ও চাই প্যারাডাইস্ গ্লিসারিন সাবান! শিশুদের ও প্যারাডাইস্ গ্লিসারিন সাবানে স্নানের অভ্যেস করান, কোমল ত্বকের যত্ন নিতে সত্যিই এর কোমল পরশ চমৎকার!

প্যারাডাইস্

গ্লিসারিন সাবান

A SIKRI PRODUCT

যমেল সোপ কোম্পানী লিঃ পোঃ বক্স ২২৮৭ কলিকাতা

GOVERNMENT OF INDIA
কোল্ড ক্রীম
অভ রোজেজ
গোলাপগন্ধ প্রসাধন প্রলেপ
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা
বোম্বাই
কানপুর

# এক দুই তিন...

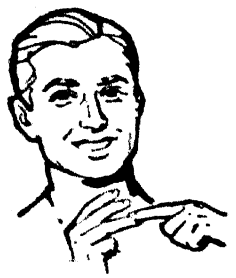

আপনি ষাট পর্যন্ত গুণতে গুণতে অর্থাৎ ধরুন এক মিনিটের মধ্যে সারা ভারতে অন্তত ৫,০০০ লোক সিজার্স সিগারেট ধরিয়েছেন।

দশ মিনিট যেতে যেতে সিজার্সের ধূমপান করছেন প্রায় ৫০,০০০ লোক।

৪৭ বছর ধরে সিজার্স এত লোকের প্রিয় সিগারেট কেন? কারণ সিগারেটটা সত্যিই ভালো।

উইল্‌স-এর

# সিজার্স

সিগারেটটা ভালো— সেটাই আসল কথা.

১০টির দাম ৩০ নয়া পয়সা

66/325

দি ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

GOVT. OF WEST BENGAL LIBRARY Calcutta

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**উত্তরায়ণ** ৩য় মুদ্রণ ৫॥

কবি ৪, কৈশোরস্মৃতি ৪, অভিযান ৫, ইমারৎ ৩, মূলপঙ্ক ২৸০ প্রতিধ্বনি ৩, শ্রেষ্ঠ গল্প ৫, কবি (নাটক) ২,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**দেবযান** (নূতন সং) ৫, **গল্পপঞ্চাশৎ** ৮॥

শ্রেষ্ঠগল্প ৫, মেঘমল্লার ৩॥০ আরণ্যক ৪॥০ মুখোশ ও মুখশ্রী ৩।০ কুশলপাহাড়ী ৪॥০ যাত্রাবদল ২।০

প্রবোধকুমার সান্যালের

**বেলোয়ারী** (২য় সং) ৬॥ **মহাপ্রস্থানের পথে** ৪॥

তৃষ্ণা ৩॥০ উত্তরকাল ৪, জাকাবাঁকা ৫, বনাসঙ্গিনী ৩, মহুচাঁদের মাস ২৸০ শ্রেষ্ঠগল্প ৫, জলকল্লোল ৫,

প্রমথনাথ বিশীর

**কেরী সাহেবের মুন্সী** (৫ম মুদ্রণ) ৮॥

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠগল্প ৪, মাইকেল মধুসূদন ৪, নিকষ গল্প ৩, নিকষতর গল্প ৩॥০ ভূতপূর্ব স্বামী ২,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

**বহ্নিবন্যা** (২য় মুদ্রণ) ৮॥ **শ্রেষ্ঠগল্প** ৫,

প্রেরণা ২৸০ বৃষ্টি ২।০ শিরশ্চ্ছিত্রম্ ৩, ভাড়াটে বাড়ী ৩, আবহায়া ২৸০ বিধিলিপি ২, কন্যা ও সোহিকোলন ২॥০

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

**সুভাষচন্দ্র** ৪৲

শৈলজারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

**ঝড়ের পর**

সাড়ে তিন টাকা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

**মিলনান্তক**

সাড়ে চার টাকা

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**পরিশোধ**

সাড়ে চার টাকা

নিরুপমা দেবীর সর্বাধুনিক উপন্যাস

**অনুকর্ষ**

চার টাকা

প্রমথনাথ বিশীর ভূমিকা-সমৃদ্ধ

রমেশচন্দ্র দত্তের

**রমেশ রচনাসম্ভার** ১০,

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের

**ভূদেব রচনাসম্ভার** ৮

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

**বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার** ৮,

মাইকেল মধুসূদনের

**মাইকেল রচনা সম্ভার** ১০

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের **শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫॥ **কঙ্কাবতী** ৫,

নরেন্দ্রনারায়ণ গুপ্তের

উত্তরফাল্গুনী ৬॥০
অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭,
কলাঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৫॥০
কালো ভ্রমর (১ম ও ২য়) ৫,
হীরা চুনি পান্না ৪॥০
নূপুর ৩৸০ ঘুম নেই ৪॥০
মা মা মৃ গ ২॥০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

সমুদ্র সফেন ৪॥০ পঞ্চতপা ৬॥০

আশাপূর্ণা দেবীর

ছাড়পত্র ৪॥০ গল্পপঞ্চাশৎ ৮, শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,

নিরুপমা দেবীর

প্রত্যর্পণ ৩, শ্যামলী ৫,

সুবোধচন্দ্র ঘোষের

পরপূর্বা ৪॥০ অহল্যার স্বর্গ ৩, জন্মান্তর ২৸০

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা — ১২

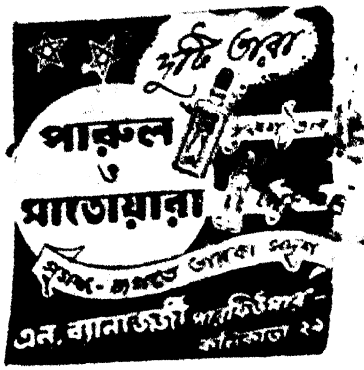

১০ম

# টি-বি সীল

## বিক্রয় অভিযান

আরম্ভ হয়েছে ২।১০।৫৯
সমাপ্ত হবে ২৬।১।৬০

প্রত্যেকটি সীল বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিঃসহায় যক্ষ্মারোগীর নিরাময় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যে ব্যয়িত হয়ে থাকে। পশ্চিম বাংলায় যক্ষ্মা-প্রতিরোধ অভিযানে আপনার সক্রিয় সহানুভূতি অত্যাবশ্যক।

**বংগীয় যক্ষ্মা সমিতি**
প্লট ২১, স্কীম ৬৯, সি আই টি রোড,
কলিকাতা—১৪

(১১৪)

দৈনন্দিন কাজকর্মে আপনার শরীর ক্লান্ত হয়...অবসন্ন, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করেন...এর কারণ হচ্ছে খাদ্য থেকে যে শক্তি আপনার শরীরে সঞ্চয় হয় তৎপেক্ষা বেশী আপনি ব্যয় করেন। আপনার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার...আপনার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

## আবার আশ্চর্যজনক সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি বলকারক স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের সেঁকা থামায়। রোগমুক্তির পর সুস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

চমৎকার সুস্বাদু

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড**

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

(সকল ডাক্তার ও কেমিষ্ট এবং ষ্টোর্সে পাওয়া যায়)

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সাধারণতন্ত্র দিবস— | ... ... ... | ৮৮৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... ... ... ... | ৮৯০ |
| বৈদেশিকী— | ... ... ... ... | ৮৯১ |
| আলোচনা— | ... ... ... ... | ৮৯৩ |
| দ্বিতীয় মত—রঞ্জন | ... ... ... | ৮৯৬ |
| চক্রবৎ—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী | ... ... | ৮৯৭ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | ... | ৯০১ |



**প্রতিশ্রুতি**

**৭ই পৌষের বই**

প্রবোধকুমার সান্যালের
নূতন উপনাস
**ইন্দ্রাণীর কথা ৩·৫০**

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
**নাবণ্যের এনাটমি ৩,**

হিমালীশ গোস্বামীর
**লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় ৩,**

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের
**টানিস ন পঞ্চাশের মেশাল ৩,**

**৭ই অগ্রহায়ণের বই**

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **মাঝির ছেলে** (নূতন উপনাস) ২·৫০
দীপক চৌধুরীর **নীলে সোনায় বর্ষাতি** (নূতন উপনাস) ৩·৫০
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের **ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর** ৩·৫০

**তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল**
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
**কলকাতার কাছেই ৩·৫০**
এ বছরের সর্বাধুনিক আলোড়নকারী পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস গ্রন্থ

**আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অভিমতের কতকাংশ:**

[illegible] উপন্যাস [illegible] উপন্যাসটি নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত নিয়ে আসে। [illegible] উপন্যাসটি [illegible] কাহিনীর মধ্যে দিয়ে [illegible] ফুটিয়ে তুলেছেন। [illegible] উপন্যাসিকের [illegible] ... ... ... ...

[illegible] উপন্যাস [illegible] ... ... [illegible] ... ... [illegible] ... ...

দেশ

সৌরীন্দ্র সেনের অনবদ্য উপন্যাস

অন্য কোনখানে — মূল্য—৫·৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের অনাত্ম সামাজিক উপন্যাস

অন্তরঙ্গিনী — মূল্য—৫·০০

আশাপূর্ণা দেবীর কনকদীপ — মূল্য—৩·০০

ফাল্গুনী মুখার্জির ত্রিশঙ্কু — মূল্য—৩·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের রহস্যঘন উপন্যাস

ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবি — মূল্য—৪·৫০

নলিনীকান্ত সরকারের দাদাঠাকুর — মূল্য—৫·০০

শিবনাথ শাস্ত্রীর Men I have seenএর অনুবাদ

মহান পুরুষের সান্নিধ্যে অনুবাদিকা—মায়া রায় — মূল্য—৩·৫০

কিশোর গ্রন্থ :

পরিমল গোস্বামীর মেরুপথের যাত্রীদল — মূল্য—১·৫০

নৃপেন্দ্র চাটার্জির নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ — মূল্য—১·৭৫

শরৎকুমার রায়ের স্মরণীয় গ্রন্থ

ভারতের সাধক ১ম—৫·৫০ (২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ) ২য়—১·৫০ (২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ) ৩য়—৬·৫০, ৪র্থ—৬·৫০

রাইটার্স সিণ্ডিকেট

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা — ১৩



দেশ হতে—

নীলকণ্ঠ-এর

একটি অশ্রু

দুটি রাত্রি

ও কয়েকটি গোলাপ

৩·০০

শ্রীবাসব-এর

অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস

নাজমা বেগম ৫·০০

দ্বিতীয় প্রেম—নীলকণ্ঠ (যন্ত্রস্থ)

করুণা প্রকাশনী

১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



শিশু-ভারতী

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত

বাংলার বৃহৎ অথচ নিভেজাল

নানা বিষয়ের অপূর্ব সমাবেশ

এখন পাবেন ১—৭ খণ্ড

প্রতি খণ্ডের দাম—১০ টাকা

বিদ্রোহী বালক ২·২৫

ইসমাইল কিশোর উপন্যাস

রূপকথার দেশে ২·৫০

কিশোর বয়স্ক বালক-বালিকার কাহিনীর অনাস্বাদ একেবারে মনপ্রাণ হইয়া উঠিবে। —শিবসাধী

রূপ দেশের উপকথা ২·২৫

অরুণ ঘোষ

শুধু হাসি ভেবোনা ১·৫০

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬



দেশ পত্রিকা বলেন :—

"শ্রীমরেশ চরিত্রটি বিধায়কবাবুর এক অপূর্ব সৃষ্টি।"

যুগান্তর বলেন :—ছোটদের মধ্যে তাঁর অবিস্মরণীয় চরিত্র শ্রীমরেশ এর নূতন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না।

শুনে পুণ্যবান

সেই অমরেশের নতুন কাহিনী

দাম ২·৫০ : মফঃস্বলে অগ্রিম

প্রকাশক

বুক্ এ্যান্ড বুক্

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

বা কোন বড় বইয়ের দোকান



প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত গল্প সঙ্কলন

সিন্ধুর স্বাদ

সুবাঙ্কর নতুন উপন্যাস

রীতির চেউ

সত্যপ্রিয় ঘোষ

মানুষে এবং সমাজে এবং মন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসংখ্য রীতি প্রচলিত হয়ে আছে। তাদের চলনের ধরাই নিয়ম, আপন শক্তিতে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু কোনও সময়ে এ রীতির নায়ক আবির্ভূত হন না। মন্বন্তরের এই সময়ে সেখানে প্রচুর পরিবর্তনশীল বিপ্লবী তেজ ছিল, যাদের আকারে কেউ ছিলেন অসাধারণ এবং নামের মানের ও সাধনার লক্ষ্যে তাঁর উত্তর প্রান্ত এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে। বিশেষ করে নায়ক প্রভাতের চরিত্রচিত্রণে। আমাদের বাঙলা সাহিত্যে সমরেশ বসু থেকে শক্তিপদ রাজগুরু, সমুদ্র একটি শক্তির মধ্যে অনিবার্য নয়ন, চেতনের অনেক অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট অলঙ্কারিতরূপ প্রাপ্ত এবং আরো অনেক প্রতিভার চারপাশে এই সুন্দর ক্রমিক ও অবিস্মরণীয় পরিচ্ছিন্ন ছিন্ন রয়েছে। নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস বাংলাসাহিত্যে হয়তো বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু, সত্যপ্রিয় ঘোষ সেই সূত্রের সাধনারই উত্তরসাধক।

প্রকাশিত হবে ... মূল্য : তিন টাকা

অন্যান্য বই

মায়ামারীচ (উপন্যাস)—সুনীলকুমার ঘোষ ... ... ৩·৫০

হেডমাস্টার (উপন্যাস)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র ... ... ২·৫০

সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা—হরপ্রসাদ মিত্র ... ... ৩·০০

সুরুচি প্রকাশনা : ১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

# সূচীপত্র

LIBRARY


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বিজয়িনী বাংলা (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী | ... | ৯০৭ |
| কৃষ্ণপক্ষ (কবিতা)—আরণাক | ... ... ... | ৯০৭ |
| গানের আসর—শার্ঙ্গদেব | ... ... ... | ৯০৮ |
| চিত্রপ্রদর্শনী— | ... ... ... ... | ৯০৯ |
| বিশ্ববিচিত্রা— | ... ... ... ... | ৯১১ |
| প্রথম কদম ফুল—শ্রীসচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত | ... | ৯১৩ |



উচ্চপ্রশংসিত দু'খানি নতুন উপন্যাস

ক্রোশে ক্রোশে সূর্য

দীপক চৌধুরী

ক্রোশে ক্রোশে সূর্য এক বিস্ময়ের নতুন পরিচ্ছদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। অসংখ্য কাহিনীর মধ্যে এক নতুন প্রকাশের সূর্য-মুকুল জীবনসন্ধানে এক বিস্ময়ের অনুভূতি। ভাবপ্রবণতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের চেতনাকীটের অন্তর্ভেদে মানুষ জীবনে সত্যের কাল খুঁজেছে অনেক, কিন্তু সত্যিই কখনো কিন্তু সত্যি বিশ্লেষণের অনেক বিচিত্র ইঙ্গিতের লেখক এরা—বিশ্লেষণীর মধ্যে দীপক চৌধুরী এই অনুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়ে এসেছেন। ক্রোশে ক্রোশে সূর্য উপন্যাস। মূল্য : তিন টাকা। অনুজ নয় পাতা

বিকালের রঙ আনন্দ বাগচী

প্রেম কি না সত্যি কথা? কোন উত্তর নেই। প্রেম আসে আকাশের বাতাসবাসনার মত, উচ্চারণের কোন কোনো উপলক্ষ প্রয়োজন। কিন্তু সত্যিই যুগের সমাজের বাস্তবতার, যা পৃথিবীর মানুষকে শাসনের কঠিনতা করে আসছে। সে যেমনি মূল্য পাবে। আবার ছাড়ে আজ মধ্যবর্তীর চরিত্র চিত্রণে এই সমাজের-মধ্যে প্রেম-কথা এক অসম্ভব সৃষ্টি। মূল্য: দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

বিদ্যার সাহিত্য ভবন (প্রাইভেট) লিঃ

৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

(ট ১১১৮)



॥ ন্যাশনালের কয়েকটি বই ॥

নরহরি কবিরাজ

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা

(পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক ব্রিটিশের লোহা শৃঙ্খলে যখন ভারতের স্বাধীনতা বাংলাদেশের ঐতিহ্যের অবদান ও প্রায় ২ শতাব্দীকালের ইতিহাস ও আন্দোলনের সমালোচনা পরিচ্ছদের ইতিহাস সমাজ বিবরণ লেখক উপস্থিত করেছেন।

কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে বইটিতে এমন অনেক তথ্য সংকলন করেছেন যা বাংলার পুস্তকাকারে ছাড়ে পাওয়া যায় না। এদিক থেকে আলোচ্য বইটির বিশেষ মূল্য আছে।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা

বইটি শুধু আমাদের সাধীনতা সংগ্রামের সম্পূর্ণাঙ্গ নতুন করে তোলেনি, সেই সংগ্রামের সঙ্গে সাম্প্রতিক রাজনীতির যে ভাবী সম্পর্ক রয়েছে তার নির্দেশও সংযোজন করেছে।

—যুগান্তর

দাম : পাঁচ টাকা

এস নটরাজন

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ

১৮১৩ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে ভারতে যে কৃষক বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান হয়েছিল তার বিবরণ। দাম: ৩.৭৫

মুজফ্ফর আহ্‌মদ

কৃষক সমস্যা

কৃষক সমস্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে লেখক উপায় ও সমাধানের নির্দেশ। দাম: ৩.৫০

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

দাম : ৩.৫৭

গোপাল কৃষ্ণমূর্তি

একসঙ্গে

একটি আন্তর্জাতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস

দাম : ২ টাকা

শীঘ্র বের হবে

সুকুমার মিত্রের

১৮৫৭ ও বাংলা দেশ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

১৪২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

ঘন ঘন চুল পরিষ্কারের জন্য

টাটা-র

# কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু

## ব্যবহার করুন

- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- ময়লা, ধুলোবালি ও বাসি তেল দূর করে
- সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়
- চুলের গোড়া পরিষ্কার রাখে ও চুল চকচকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে

দি টাটা অয়েল মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড

# সূচীপত্র

LIBRARY


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বাইশে শ্রাবণ—শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ | ... | ৯২১ |
| কাঁড় দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র | ... ... | ৯২৭ |
| ডুবুরী—শ্রীশৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ... ... | ৯৩৯ |
| বিজ্ঞানবৈচিত্র্য— ... | ... ... ... | ৯৪৪ |
| পুস্তক পরিচয়— ... | ... ... ... | ৯৪৫ |
| গ্রামেবাসে— ... | ... ... ... | ৯৪৯ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | ... ... ... | ৯৫০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | ... ... ... | ৯৫৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | ... ... ... | ৯৬০ |



এই পুস্তকখানি আমি আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি, ইহাতে অশ্লীল কথা একটিও নাই। আর এক কথা, ইহাতে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন উপদেশ নাই। এ হিসাবে আর আপত্তিকর বলিতে হইবে না। ইহাতে যাহার বিষয় লেখা হইয়াছে তাহার চরিত্র ভাল। হয় পুস্তক পড়িয়া শেষ করিলে সেই নারী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয় যে সেই নারী একজন নারী, যে মানুষ হইতে আর কম কোনও অপরাধ নেই। সেই নারীটিই ইহাতে মনোজ্ঞ। মনোজ্ঞ বিষয় লেখার মনোজ্ঞ। সুতরাং এই মনোজ্ঞ লেখা পড়িয়া করিয়া হয়, আর কম নেই। এর অতিরিক্ত হওয়াতে ইহা করে মানুষে আমার চিত্তমুগ্ধকর পুস্তক আমাদের করেছে।

## অবধূতের

অননুসাধারণ নবতম উপন্যাস

# দেবায়িগণ

— সবে চার দিন —

গুপ্ত প্রকাশিকা

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



সবেমাত্র প্রকাশিত হইল

## রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ ৬·০০

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, করুণানিধান, কালিদাস, কিরণধন, পরিমলকুমার, মোহিতলাল, নজরুল, মণীন্দ্রলাল, যতীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত, শশিভূষণ—এই তেরজন রবীন্দ্রানুসারী কবির কবিকর্মের বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতার অন্তর্বাহ্যরূপটি এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

## মধুসূদন ঃ

কবি ও নাটকার ৩·৫০

পরিস্কারক বঙ্কুবেহারী

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

মহাকবি মধুসূদন কেবল প্রতিভার ঘন বাঙ্ময় কায়ে অমরত্বের ছাড়পত্র পেয়েছেন বিশেষই সত্যকথা নয়—বাংলা সাহিত্যিকের অনাগত পথিকৃৎ হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব কম উল্লেখযোগ্য নয়। সমালোচক প্রবর ডঃ সেনগুপ্ত মহাকবি মধুসূদনের কাব্য ও নাট্য সৃষ্টির অন্তরঙ্গ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। প্রসাধন-কৃতি ও রচনা-পরিপাটী গ্রন্থটী অপরূপ হয়েছে।

## বরণীয় ৫·০০

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

লেখকের তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে বহু মহামনা ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের চরিত্র জীবনের কাহিনী এই বইখানিতে অন্তরঙ্গতা-সিক্ত হয়ে বিবৃত হয়েছে।

এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন: ৩৪—১৮০৬

গ্রাম : প্রকাশিকা

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের
—নূতন বই—

# মানব দেউল ৫৲

উদয়ভানু ৪॥০
বহ্নিকন্যা ৩৲ রাত্রি জননী ৩৲
প্রিয়া ও পৃথিবী ৩৲ জাগ্রত যৌবন ৪৲
ফাল্গুনীর শ্রেষ্ঠ গল্প ৩॥০
দুঃখ মম জীবন ৪৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
—নূতন বই—

# কালান্তর ৪॥০

কালিন্দী ৪॥০ গণদেবতা ৪৲
পদচিহ্ন ৪॥০ আগুন ৩৲
যুগবিপ্লব ২॥০ (নাটক)

কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

(সি ২০৭০)

প্রকাশিত হল :

এক অসাধারণ শক্তিমান নতুন লেখকের প্রথম উপন্যাস

# তিন প্রহর

সমিন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

হালকা পাতলা গড়নের বালির কুয়াশার আবছায়ায় সে তাকে দেখেছিল, অস্পষ্ট—যেন সেই মুখ স্মৃতির মত—যেন তা কোন এক অনির্দ্দেশ্য সৌন্দর্য্যলোকে ছেয়ে রয়েছিল। এই বস্তুময় জগৎ তার প্রতি নিষ্ঠুর, প্রত্যেকটি দিনের হুঃ আঘাতে আঘাতে সে বিক্ষুব্ধ, কিন্তু জানালার বাইরে নারকেল গাছের পাতাগুলির ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের উজ্জ্বল আকাশ তাকে আর এক জগতে উত্তীর্ণ করে—সেখানে সে স্বরাট, সেখানে বেদনাবিক্ষোভ জীবনে এক আনন্দময় সুরের বাঁশি বাজছে। ৪.০০

অমিয়ভূষণ মজুমদারের নতুন উপন্যাস

# নির্বাস

সমসাময়িক যুগের শক্তিশালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অমিয়ভূষণ অন্যতম। তাঁর চতুর্থ উপন্যাসে এক কঠিন জীবন সমস্যার ভেতরে এক অসাধারণ চিত্তের রূপায়ণ। ৩.৫০

নিউ-লিট পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১নং কলেজ রো, কলিকাতা—৯

সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

# প্রচ্ছদপট

নিত্যকালের চিত্তস্পন্দী উপন্যাস
দাম : ৩.৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# মনের মানুষ

[illegible]
দাম : ৩.০০ টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৪.০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৪.০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৫.০০ |
| ভারত প্রেমকথা | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৬.০০ |
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৮.০০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৩.৫০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ৫.০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ | ৪.০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ॥ | ৫.০০ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ | ৩.৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ১.২৫ |

প্রকাশের অপেক্ষায়

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ | ৪.০০ |

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

DESH 40 Naya Paisa
Saturday 23rd January 1960

১০ বর্ষ ১২ সংখ্যা ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ১৯ মাঘ ১৮৮২ শকাব্দ

## সাধারণতন্ত্র দিবস

১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর স্বাধীন ভারতের সংবিধান ভারত রাষ্ট্রকে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করে।

১৯২১ সালে ভারতের কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৫০ সালে পূর্ণ স্বাধীনতাই যে ভারতের লক্ষ্য তাহা এই সিদ্ধান্তেই বিশ্লেষিত হইয়াছিল।

সমাজতন্ত্র ও সিদ্ধির এই বেদীতে দাঁড়াইয়া ভারতীয় জনসাধারণ দৃঢ়ভিত্তি রক্ষার একটি মহৎ সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। এই সংকল্পের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ভারতীয় সমাজতন্ত্রের ইতিহাসের নব নব অধ্যায় রচনা করিতে করিতে চলিয়াছে সমগ্র এশিয়াতে সমাজতন্ত্রের ভারতবর্ষই সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক।

ভারতীয় সমাজতন্ত্রের যদি সমগ্র এশিয়ার পক্ষে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত হয় তবে সমগ্র পাশ্চাত্যের পক্ষে ইহা এক অভূতপূর্ব বিস্ময়। পাশ্চাত্যের যে দৃষ্টিভঙ্গি একটি বদ্ধমূল ধারণা যে পূর্বের এশিয়ার পক্ষে সাধারণতন্ত্র নয় একটিমাত্র বা একনায়কত্বই হইতেছে এশিয়ার স্বভাবধর্ম। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের কাছে বিষয়টিকে বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন বোধ করিয়া মনে করে তাই পাশ্চাত্যের উহাকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এই অদ্ভুত ধারণার কারণ কি বুঝিতে পারি না। ভারতীয় সংবিধান বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বর্তমানের দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাই যে, য়ুরোপের অনেক দেশ আজ গণতন্ত্রবর্জিত। যুক্তরাজ্য ও পশ্চিম য়ুরোপে গণতন্ত্রের স্থান নাই, স্পেনও গণতন্ত্রবর্জিত। বৃটেন নরওয়ে এবং সুইডেনে রাজতন্ত্র। কাজেই গণতান্ত্রিক শাসন যে পাশ্চাত্যের একচেটিয়া অধিকার ইহা সত্য নয়। তৎসত্ত্বেও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ গণতন্ত্রকে পশ্চিমের রাষ্ট্রধর্ম মনে করেন, আর সেই সঙ্গে মনে করেন যে, উহা এশিয়ার রাষ্ট্রধর্ম নয়। কিন্তু একথা জোরের সঙ্গে বলিবার সময় কি সত্যই আসিয়াছে? ১৮শতাব্দীর এশিয়ার বহুতর অংশে ঔপনিবেশিকবাদ বাহাই অন্য কোন রাষ্ট্রধর্ম ছিল না। সমগ্র এশিয়া ঔপনিবেশিকতার মুক্ত হইয়া স্বাধীনতার পথপ্রদর্শন করিবার অধিকার পাইয়াছে। কিন্তু ইহা একটা [illegible] শতাব্দী। এশিয়া

ভারতের জনক

যে গণতন্ত্রের অযোগ্য নয় তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ভারতীয় সমাজতন্ত্র। জনসাধারণের ভোটে হইয়া পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সত্য বটে যে, ভারতবর্ষের মতো এশিয়ার বহুদেশই প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের ভোটে গণতন্ত্রের আসনে বসিতে পারে নাই কিন্তু তাহাতেই কি প্রমাণ করে এশিয়া গণতন্ত্রের যোগ্য নয়? ফরাসীদেশে ফরাসীবিপ্লবে গণতন্ত্রের প্রথম উদয়। কিন্তু তার পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে তিন তিনবার ফরাসীদেশে গণতন্ত্র বিলুপ্ত দিয়া রাজতন্ত্র ও সম্রাটতন্ত্রকে কি গ্রহণ করে নাই? তৎসত্ত্বেও যদি ফরাসীদেশকে গণতন্ত্রের অযোগ্য মনে না করা হয়, তবে এশিয়াকেই বা অযোগ্য মনে করা হইবে কেন? অন্তত পৃথিবীর বৃহত্তম ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র যে এশিয়ায় উহাই তো তাহার পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতীয় গণতান্ত্রিক সংবিধান কেবল গণতন্ত্রের সংকল্প ঘোষণা করে নাই — এশিয়ার যোগ্যতাও ঘোষণা করিয়াছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে ইতিহাসের বৃহত্তম অর্থের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

নব ভারত পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা, ভাষা-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতিকে অত্যন্ত অনায়াসে আত্মসাৎ করিয়া সফলকাম হইয়া উঠিতেছে। অনেকে মনে করেন যে নব ভারত গণতান্ত্রিক শিক্ষাদীক্ষা পাশ্চাত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছে। একথার আংশিক সত্য আছে সন্দেহ নাই। গণতান্ত্রিক শিক্ষা হয় তো সে পাশ্চাত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু দেশের মাটিতে গণতন্ত্রের বীজ না থাকিলে তাহা অঙ্কুরিত হইত কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী বা দিল্লীতে যাঁহারাই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, জনসাধারণ প্রথম স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ভরসা, বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে নিবেদনের কোন অসম্মানের দিকে তাকায় নাই। ভারতের বিদেশী বিপ্লবিক বা প্রথম শ্রেণীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। এখানেই ভারতীয় গণতন্ত্রের সফলতা নিহিত। কিন্তু সভ্যতার প্রথম হইতে ভোগলোলুপ অসংযমের ফলে ইতিপূর্বে পাটলিপুত্র উজ্জয়িনী দিল্লী প্রভৃতি রাজধানীর রাজবংশের সমস্ত ভোগভার বহিয়া আসিয়াছে ভারতীয় গ্রাম সমাজের সহজ অনাসক্ত প্রবাহ। ইহাই হইল ভারতের সহস্র বৎসরের গণতান্ত্রিক ভিত্তি ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা। প্রাকৃতিক স্বাধীন গণতন্ত্রের ভারত যেমনই বিবর্তনে ও পুরুষ প্রয়াসবলে নিজে হইয়াই আসিতেছে ও যেমন ভারতীয় গণতন্ত্র ভারতীয় ইতিহাসের অভিপ্রায় সম্মত হইল। ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ভারতীয় গণতন্ত্র মনোভাবের ইতিহাসে যাহাতে মহত্তর স্থান লাভ করিতে পারে সাধারণতন্ত্র দিবসে সেই সংকল্প গ্রহণের সময় ভারত এশিয়া-বিধাতার আশীর্বাদে আমাদের সংকল্প সত্য হোক, পূর্ণ হোক, অক্ষুণ্ণ ও নিষ্কম্প হোক। জয় হিন্দ।

# প্রসঙ্গত

জানুয়ারী মাসে বাংলা দেশে এমন দুটি পুরুষের জন্ম হয়েছিল যাঁরা যুগ-মানসের দুটি বিশেষ বাতায়ন খুলে দিয়েছিলেন। তাঁদের একজন, এবং প্রথম জন হচ্ছেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় জন নেতাজি সুভাষচন্দ্র। ২১শে জানুয়ারী স্বামীজির জন্মদিন। ২৩শে নেতাজির।

সে একটা দিন গেছে যখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আলোতে বাঙালীর চোখ ঝলসে গেছে। 'ইয়ং বেঙ্গল' তখন ভাবে-ভাষায়, আচারে-আচরণে ইংরেজ হবার দুঃসাধ্য সাধনায় নিমগ্ন। ইউরোপীয় পোশাক পরতে হবে, ইউরোপীয় খানা খেতে হবে, ইংরাজীতে কথা বলতে হবে, এমন কি ইংরাজীতে স্বপ্ন

বিবেকানন্দ

দেখতে হবে। অন্যথায় ভারতের কল্যাণ নেই। যা কিছু ভারতীয় তা কুশ্রী ও কদর্য। হিন্দুধর্ম কতকগুলি কুসংস্কারের সমষ্টি মাত্র। আর এই সমস্তই ভারতের পরাধীনতার হেতু।

এই বিরুদ্ধপ্রবাহ রোধ করবার জন্যে দাঁড়ালেন রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। উপনিষদ থেকে হিন্দুধর্মের সার সংকলন করে ধর্মকে কুসংস্কার ও কুপ্রথা থেকে মুক্ত করবার জন্যে ব্রাহ্মধর্মের সৃষ্টি হল। আর একজন সর্বধর্মসমন্বয়ের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজি ঠাকুরের মানসপুত্র। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথ খুঁজিছ ঈশ্বর?" বললেন, "জীবে প্রেমকর আমার ঈশ্বর, জগৎ বন্ধু"। তাঁকে শিক্ষা দিলেন সেবাধর্মে। দিব্যচক্ষু সন্ন্যাসীর কমণ্ডলুকোঠে অচলায়তনের সুপ্তসুপ্ত নর-নারী চক্ষু মার্জনা করে আবার তাঁরা নতুন করে ভাবতে বসল। স্বধর্মের উপর শ্রদ্ধা ফিরে এল। সাংস্কার নবজাগরণ সেইদিন থেকে যথার্থভাবে আরম্ভ হল। শুধু ধর্মে নয়, সাহিত্য-বিজ্ঞান-রাজনীতি সকল দিকেই।

২১ শে জানুয়ারী সেইজন্যে বাংলার তথা সমগ্র ভারতের একটি বিশেষ দিন। তাঁর পুণ্য জন্মদিনে স্বামীজিকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।

•

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্রও তেমনি স্বামীজির মানসপুত্র। নেতাজির কৈশোর এবং যৌবন গড়ে উঠেছিল স্বামীজির অনুপ্রেরণায়। সেই সময়েই তিনি সেবাধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিশোর বয়সেই গৃহহীন দুঃস্থ-দুঃখীদের সেবার জন্যে তিনি নিজের হাতে পরিষ্কার করতেন নরক থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত গ্রামে গ্রামান্তরে সেবার বেশে কলেরা কি বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। আরাম-বিলাসের মুখপাত্র উপকরণের মধ্যে বসে সেই বয়সেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষের মাঝেই নারায়ণ রয়েছেন। দরিদ্র-নারায়ণের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

সন্ধানীর দৃষ্টি তাঁর উপর প্রথম পড়ল যখন তিনি প্রেসিডেন্সি ডিভিশন সর্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে রাজনীতিতে যোগদান করলেন। স্বামীজির মানসপুত্রের জীবনে আর একটি নতুন অধ্যায় সুরু হল। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণ করলেন। একদিকে বিবেকানন্দ অন্যদিকে দেশবন্ধু এই দুই মহাপুরুষের প্রভাবে যে নূতন পথের সন্ধান তিনি পেলেন, পরবর্তীকালে তাই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল রাত্রির অন্ধকারে কড়-বৃষ্টি ভেঙ্গে করে কলকাতা থেকে পেশোয়ার, সেখান থেকে খাইবার গিরি-সংকট পার হয়ে কাবুল, কান্দাহার, জার্মানী, সাবমেরিনে পূর্ব এশিয়া এবং তারও ওপারে ইতিহাসের অক্ষয় অবিস্মরণীয় শ্লোকে উত্তীর্ণ করে দিল।

চারিদিকের এই ঘনীভূত অন্ধকারে একটি প্রশ্ন মানুষের মনকে মথিত করছে, তিনি কি আছেন, আমাদের নেতাজি? কোথায় আছেন? কবে আসবেন? কেউ এর উত্তর দিতে পারছে না। শুধু সরকার মনে করছে তিনি আছেন নিশ্চয়ই আছেন। দুর্গতির এই পাঁকভরা থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করবার জন্যে সেখানে সংকীর্ণ গহ্বরে দৃষ্টিশক্তিহীনকে অন্ধ দেখছেন কবি অন্ধকার অন্ধকারে দেখবে হবে ভারতবর্ষ তপস্যার নিমগ্ন সেইখানে তাঁদের মধ্যে তিনি রয়েছেন। তাঁর জয় হোক।

•

সম্প্রতিকলকাতায় ভারতীয় কংগ্রেসের ৬৫তম অধিবেশন নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগেই শেষ হয়ে গেল। কতকগুলি লোকপ্রহসন ছাড়া পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক অবস্থা এবং সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে মোট তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

পরিষদ পরিকল্পনা মূল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় নি। স্বতন্ত্র কৃষি কমিশন নিয়োগের দাবী সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই ভার সরকারের হাত থেকে নিয়ে কোনো স্বতন্ত্র সংস্থার উপর দেওয়া যেতে পারে না। কারণ সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিই হল কৃষির উন্নয়ন। বলা হয়েছে, ব্যক্তির অধিকারে জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেওয়ার পর সরকারের হাতে যে উদ্বৃত্ত জমি আসবে তা ভূমিহীন ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কীয় প্রস্তাবে সরকারের 'নিরপেক্ষ নীতি' সমর্থিত হয়েছে। শ্রীমেনন এই নীতিকে ভারতবর্ষের

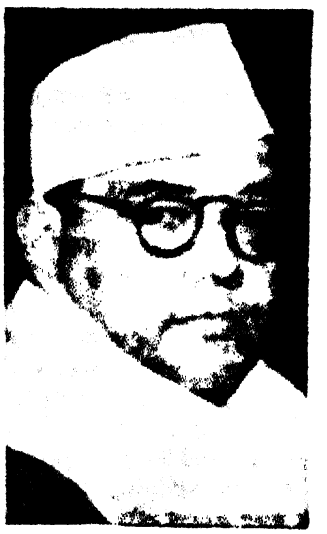

সুভাষচন্দ্র

'অস্তিত্বের ভিত্তি' বলে অভিহিত করে বলেছেন, এই পরিবর্তন হলে ভারতের ভাগ্যের ভাগ্যের আসন থেকে চ্যুত হবে।

পাক-ভারত সীমান্ত সমস্যা সমাধানে সহযোগ প্রত্যাশা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কাশ্মীরের পুরনো মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ বলেছেন যদিও কাশ্মীর সমস্যাই হয়ে গেছে, কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে সাংবাদপত্রে।

•

কোলকাতা অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী শ্রীসচিন্দ্রের কংগ্রেসের সমস্ত রাষ্ট্রসভার সুনির্দিষ্ট সম্পর্কে নির্দেশের জন্যে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। তবে বলেছেন শ্রীনেহরু ঘোষণা করেছেন যে, কাশ্মীরী মন্ত্রী ও প্রাইমমন্ত্রীর সমস্যার মীমাংসা সম্পর্কিত একটি চুক্তির কাশ্মীরের কাছে পেশ করতে হবে। প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হবে তো, না প্রস্তাবেই আবদ্ধ থাকবে? এ বিষয়ে প্রবল জনমত সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

# বেতারশ্রী

গত ১৯ জানুয়ারী মিলনে আমেদাবাদ স্টুডিও ভবন নির্মাণের প্রথম স্তরের কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজে সোয়াকোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এই অনুষ্ঠান হাই ভোল্টেজ বাল্বের সাহায্যে করা না হলেও চাঁদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ দিয়ে থেকে বহুকোটি মানুষের রয়েছে সেই সম্বন্ধ প্রমাণিত করে এককে ঠিক হয়ে দিয়েছিল। এর মধ্যে নিজস্ব শক্তির প্রবের কাজ থেকে না গেলে কর্মসূচী হয় তাকে প্রসঙ্গত কিনারে আসতে হয়। এতে প্রমোটিকা চটা দিয়ে যাঁর নিজস্ব সহায়তায়ের প্রতিশ্রুতি প্রবের কাজ হয়ে তার উপরে প্রতিশ্রুতি নাকের স্বপ্নের ব্যয় বেরুবার হয়ে থাকে স্বপ্নের ব্যয়ের কর্তৃত্ব ছেড়ে দেন। ঐ নিজস্বতার কোনো প্রয়োজনের প্রতিশ্রুতি প্রবের চটা ব্যয়ের ব্যয়ের ব্যয় ঐ নিজস্বতার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

ঐক্য ও সংহতি যাঁর ঐতিহ্যের ফল বিশেষ সহায়তায় সহযোগ হয়েছে কিন্তু তার ব্যয়ের কিছু হয়েছে। নিজস্ব সহযোগ করতে স্বপ্নের ব্যয়ের প্রতিশ্রুতিকরণের ঐক্য যাঁর নিজস্ব ঐতিহ্যের সম্পর্কে যে ঐক্য ও সংহতি ঐতিহ্যের ব্যয় ২৫ ব্যয়ের ব্যয় ঐক্য ও সংহতি ঐতিহ্যের ব্যয় ঐক্য ও সংহতি ঐতিহ্যের ব্যয় ঐক্য ও সংহতি ঐতিহ্য

হচ্ছে। মিশরীয়দের হাতে খালের কর্তৃত্ব গেলে খাল অচল হবে এরূপ ধারণা মনে করেছিল তাদের লক্ষ্য রাখার স্থান নেই। ইংরেজের ঔদাসীন্য ফলে অবশ্য কিছু সময় মিশরীয়রা নিজেরাই খালে জাহাজ ডুবিয়ে খাল অকেজো করে দিয়েছিল (খাল চালু রাখা এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থে খালের নিরপেক্ষতা রক্ষা সুয়েজ যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে বৃটিশ গভর্নমেন্ট ঘোষণা করেছিলেন।) কিন্তু যুদ্ধের পর খাল শুধু চালু হয়নি, তাতে জাহাজ যাতায়াতের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে এবং কোম্পানীর আমলের চেয়ে মিশরীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের আমলে খাল ব্যবহারকারীদের সুবিধাও বেড়েছে। যাই হোক সুয়েজ যুদ্ধের ফলে মিশরে বৃটিশ ব্যবসায়ী এবং বিত্তবান লোকদের প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে মিশর ও বৃটেনের মধ্যে বৈরভাবটা কমে এসেছে এবং যে-সব গ্রন্থি একেবারে ছিঁড়ে গিয়েছিল সেগুলো কিছু কিছু জোড় লেগেছে এবং লাগছে।

সুয়েজ যুদ্ধের সময়ে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র বৃটিশ-ফরাসীদের কুরুক্ষেত্রে বিদ্রুপ ভঙ্গিতে পশ্চিমা শক্তিগুলোর নৈতিক মুখোশ রক্ষা সমস্যা পরিমাণ হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে পশ্চিম এশিয়াতে সোভিয়েট রাশিয়ার কূটনৈতিক অগ্রগতি বন্ধ হয়নি। ইঙ্গ-ফরাসী দুঃস্বপ্নের ফলে রাশিয়ার সাহায্যদানের প্রস্তাব মিশর আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে। প্রেসিডেন্ট নাসেরের কৃতিত্ব হল এই যে, (১) মিশরের উপর যারা আক্রমণ করেছিল তাদের—বিশেষ করে বৃটেন ও ফ্রান্সের এবং ফ্রান্সের চেয়েও বৃটেনের—অপমানের চূড়ান্ত হল। সুয়েজ যুদ্ধের ফলে মোটের উপর ইঙ্গ-ফরাসের ক্ষতি সবচেয়ে কম হয়েছে, সামরিক বিবেচনার কথা ছেড়ে দিলে হয়ত কিঞ্চিৎ লাভই হয়েছে। (২) আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য যে-সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি আমেরিকা দিয়ে প্রত্যাহার করেছিল তার অনুরূপ প্রতিশ্রুতি সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট থেকে পাওয়া গেল এবং (৩) সবচেয়ে মজা হল এই যে, সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য নিয়েও মিশর গভর্নমেন্ট প্রকারান্তরে সাম্যবাদের পুরোপুরি কম্যুনিস্ট-বিরোধী নীতি চালিয়ে যেতে সমর্থ হলেন। কিছুকাল পূর্বে এই নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে একটা প্রকাশ্য মনোমালিন্য সৃষ্টি দিয়েছিল, প্রেসিডেন্ট নাসের ও তাঁর ঘনিষ্ঠতর কর্তৃক পরপর সমাজতন্ত্র সাম্যবাদকেও প্রকারান্তে হয়েছিল। তখন এরকম একটা গুজবও রটেছিল যে, আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য সাহায্যদানের ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়ার পরক্ষ করে প্রসঙ্গে কিন্তু সে গুজব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া সমস্যাটি বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ লাভের উপর লক্ষ্য রেখে চলেছে। মিশর গভর্নমেন্টের কম্যুনিস্ট-বিরোধী নীতি সত্ত্বেও রাশিয়া মিশরকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিচ্ছে, এবং মিশরে রুশিয়ার অর্থনৈতিক কারিগরদের কথা প্রচারের সুবিধা হয়ে। ইতিমধ্যে, মিশর গভর্নমেন্ট মিশরীয় কম্যুনিস্টদের পুরি যে-ব্যবহারই করুন না কেন, সাম্যবাদের সূত্রে বহুসংখ্যক রাশিয়ানের মিশরে অবস্থানের যে-সুযোগ হচ্ছে সেই সূত্রে মিশরের উপর কিছুটা সোভিয়েট প্রভাবের বিস্তার অবশ্যম্ভাবী।

বাহাত প্রেসিডেন্ট নাসেরের সর্বপ্রকারের সাফল্য কারণ আছে। আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য টাকা দেবে বলে যারা শেষটায় পিছিয়ে গিয়েছিল তারা ক্ষুব্ধ হয়েছে। সুয়েজ খাল ঘুরিয়ে নিয়ে মিশর গভর্নমেন্ট নিজের হাতে এনেছেন। তার জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে যারা মিশরের উপর হামলা করেছিল তাদের স্বার্থ-আদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, তার জন্য রাশিয়ার সাহায্য পাওয়া গেছে। সুদানকে নিয়ে ফাঁকড়া তুলিয়ে মিশর বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে মিশরকে জব্দ করবে ভেবেছিল ব্রিটেন ও তার পার্শ্বচর তুরস্ক। সুদান পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নাসের যে মিশরের সমর্থকদের বিপুলভাবে জিতিয়ে দিয়েছেন তা বোধ হয় কারও অজানা নেই। সুদানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর মিশর ও সুদানের মধ্যে যে-সব বিষয়ে মতভেদ ছিল তার অধিকাংশ এখন মিটে গেছে। উত্তর সুদানের যখন সর্বত্রই টাকা হোসফরেক্ট পাওয়া যাচ্ছে। অন্তর্ভুক্ত হবে পাওয়া গেছে। তাদের সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কাছেও সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। তারপর আসোয়ান বাঁধের কাজ শুরু হলে মিশরের সঙ্গে সুদানের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে।

এখন এই সমস্যার প্রেসিডেন্ট নাসের যে সমস্ত সুযোগ নিয়েছেন তাতে তাঁকে ঈর্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। প্রেসিডেন্ট নাসেরের কৃতিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর সাফল্যে যে সহায়কের সমাবেশ মিশরের অনুকূলে হয়েছে তা কম নয়। মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতিতে এবং অন্যান্য অনেক জটিল আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ঘাটতি সংবিধানের সমস্যা নেই। আসোয়ান বাঁধকে কেন্দ্র মিশরের কৃষিজাত সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দান মিশরীয়দের মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। আসোয়ান বাঁধ মিশরের উন্নতির সহায়ক হবেই হবে কিন্তু আসোয়ান বাঁধ নির্মিত হলেই মিশরের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলের সমাধান হয়ে যাবে এরূপ মনে করা ঠিক নাও হতে পারে। সুয়েজ খালের পরিচালনা সম্পর্কিত সমিতি নিয়ে মিশরীয়রা অযথাই দোষের বোঝা করছে পারে। আর্থিক দিক দিয়েও তাতে মিশরের লাভ হয়েছে, কিন্তু সুয়েজ খালের জন্য নিয়ে আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ করবে বলে মিশর গভর্নমেন্ট বড়াই করেছিলেন সেটা কিন্তু কার্যে পরিণত হয়নি। তেমনি আসোয়ান বাঁধ বাঁধতে পারলেই যে মিশরের সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে, এরূপ ধারণার মধ্যেও অতিরঞ্জনের অবকাশ রয়েছে। কারুর কারুর আশা জাহাজ চলাচলের কথা আছে। ধারণা হয়েছিল যে, বাঁধই বুঝি সর্বাঙ্গসাধক। গোটাকয়েক বাঁধ নির্মাণের পরে সেই ধারণা অনেকখানি বদলেছে। ১০।১।৬০


সর্বশেষ সৃষ্টির প্রতিভাস্পর্শী
কিরণ মৈত্রের
নতুন নাটক
চোরা-বালি ২৲
দুটি নারী চরিত্র বিশিষ্ট সুপরিকল্পিত নাটক
নাটক নয় ১·২৫
সাধী চরিত্র বর্জিত বলা নাটক
সিটি বুক এজেন্সী
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিঃ-৯

নীহার রঞ্জন গুপ্তের
সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস
পোড়ামাটি ভাস্কর
আট টাকা
আর, এন, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
২৩, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

# আলোচনা

## আন্তর্জাতিক বুদ্ধিমত্তার বছর

কলিকাতা কেন্দ্রের কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালনে সম্প্রতিকালে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে বলিয়া স্থানীয় কোন কোন সাময়িকপত্রে যে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের জনৈক মুখপাত্র উহাকে ভিত্তিহীন বলিয়া মন্তব্য করেন। এই বেতার কেন্দ্র হইতে গত মাসে যে সকল অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তাহার শতকরা ৬৪ ভাগ ছিল বাংলায়, অন্য সব ১০ ভাগ ছিল হিন্দীতে, ১৬ ভাগ ইংরাজীতে এবং মাত্র ২ ভাগ উর্দুতে।

উর্দু অনুষ্ঠান সম্পর্কে কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রতি মাসে ১২,১৮১ মিনিট অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। কেন্দ্রের দায়িত্বে ১২,১১১ মিনিট হিন্দীতে ৫৪৩৩ মিনিট ইংরাজীতে ১০১৫ মিনিট এবং উর্দুতে ৬০ মিনিটের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

পূর্বে মাসে এই কেন্দ্র হইতে যে সকল সঙ্গীত প্রচারিত হয় তাহার শতকরা ৬৮ ভাগ ছিল বাংলা, ২৩ ভাগ হিন্দী ও ভাগ সঙ্গীত। সঙ্গীত এবং ২ ভাগ উর্দু সঙ্গীত।

উপরোক্ত সঙ্গীত কেন্দ্রের ছাড়া বিভিন্ন সংস্থার নিকট হইতে সংগৃহীত অনুষ্ঠান। ইহার মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নজরুল-সঙ্গীত ছাড়া অন্যান্য সঙ্গীত ও ভজন ইত্যাদি প্রচারের জন্য কলিকাতা কেন্দ্রের নিজস্ব কোন শিল্পী নাই। বিভিন্ন সংস্থা হইতে সংগৃহীত অনুষ্ঠানের মধ্যে বাংলা সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান সংখ্যায় বেশী থাকে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পী ও নৃত্যশিল্পীদের যোগদান করিতে দেখা যায়। কিন্তু সেখানে কেবল কবির হিন্দী ভজনই শোনা যায়। হিন্দী ভজনের অনুষ্ঠান কলিকাতা কেন্দ্রে হয় না।

সঙ্গীতজ্ঞদের সম্পর্কে মুখপাত্র জানান যে এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার সঙ্গীত প্রচারিত হয়। ভোকেশন মীর ও কলিকাতার কয়েক এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই বৎসর সঙ্গীতজ্ঞদের তালিকায় করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রায়ই বাংলার কীর্তন পরিবেশন করা হয়।

প্রসার নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, এই

GOVT Cooch Behar


প্রকাশিত হল

শতবর্ষ আর্ট কলেজের সংবাদক

চিত্তাঙ্কণ করের

# সান্নিধ্য

শতবর্ষীকৃতের স্মৃতি তাপস

শতবর্ষে শিল্পী প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৩ সালে ও বছরের ৫ বিভাগে ১৯৫৩ সালে শতবর্ষে বেলেঘাটায় সেরা সাহিত্যিক তাপস ও তাপস প্রকাশে বিভিন্ন সাহিত্য ও তাপস করেছেন—সান্নিধ্য। এই সেই শতবর্ষ সান্নিধ্য—যা বহুদিন সাহিত্য প্রেমে পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। শিল্প হয়ে যা ছাড়া থেকে বিভিন্ন হয়ে যা ছাড়া থেকে বিভিন্ন শতবর্ষ তাপস ও তাপস প্রকাশে বহু। প্রকাশে প্রকাশ: পৃষ্ঠা ৬ ০০

সম্প্রতি প্রকাশিত

| | | |
|---|---|---|
| পথচারিকল | ॥ তারাপদ রেবী ॥ | ৪·০০ |
| চরিত্রভূমি | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩·৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩·০০ |
| দৃষ্টি চোখ দৃষ্টি মন | ॥ প্রতাপ চৌধুরী ॥ | ৪·৫০ |
| ইষ্ট কুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩·৫০ |
| মন মানে না | ॥ যৌবনিকাথার ঘোষ ॥ | ৩·৭৫ |
| শুক্লসন্ধ্যা | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৩·০০ |
| মুখের রেখা | ॥ সরোজকুমার ঘোষ ॥ | ১·০০ |
| একান্ত আপন | ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ১·০০ |
| আকাশালিপি | ॥ শচীন্দ্রকুমার মৈত্র ॥ | ১·০০ |

প্রকাশিত হবে

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | ছায়া দিয়ে [illegible] | ৩·৫০ |
| | কথাকলি [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | শরতের মেঘ [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | বন্ধুহরে [illegible] | ৩·৫০ |
| [illegible] | কৃষ্ণা [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | অন্ধকার [illegible] | ২·৭১ |
| [illegible] | শরদিন্দু [illegible] | ৩·৫০ |
| [illegible] | রাজা [illegible] | ৪·০০ |
| [illegible] | অন্নপূর্ণা [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | রূপসজ্জা [illegible] | ৪·৫০ |
| [illegible] | কবিতীর্থ কবিসম্রাট [illegible] | ১·০০ |
| [illegible] | রূপসজ্জা [illegible] | ১·৫০ |
| [illegible] | চরিত্র [illegible] | ৩·২১ |
| [illegible] | রাজার ভগিনী [illegible] | ৩·৫০ |
| [illegible] | অন্নপূর্ণা [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | রূপসজ্জা [illegible] | ১·০০ |
| [illegible] | রূপসজ্জা [illegible] | ১·০০ |

• অন্যান্য সাহিত্য •

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | বন্ধুহরে বাস [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | সাহিত্য অন্যত্র [illegible] | ২·৫০ |

প্রকাশের অপেক্ষায়

[illegible] চরিত্র বাসর

[illegible] শরদিন্দু অন্নপূর্ণা [illegible]

শিবেন্দ্রী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২

অনুষ্ঠান দিল্লি হইতে প্রচারিত হয়। আকাশ-বাণীর বিভিন্ন লঘু সঙ্গীত ইউনিট যে সকল রেকর্ড করেন সেগুলি এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়। কলিকাতা কেন্দ্রের বহু সঙ্গীত এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। কারণ লঘুসঙ্গীতের খ্যাতনামা শিল্পীদের অনেকেই কলিকাতায়। এইজন্য এই অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র হিন্দী সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সত্য নহে। এই অনুষ্ঠান জানানা ভাষার সঙ্গীতের সহিত বাংলা সঙ্গীতও প্রচারিত হয় এবং এই সঙ্গীত সকল কেন্দ্র প্রতিবেদিত হয় বলিয়া ইহা বস্তুতপক্ষে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সাহায্য করিয়া থাকে।

রমগীতি অনুষ্ঠানে কলিকাতা কেন্দ্র রচিত ও রেকর্ড করা বিশেষ লঘু সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ইহাতে প্রায় সময়ই বাংলা সঙ্গীত থাকে। তবে সময় সময় হিন্দী সঙ্গীতও পরিবেশিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, কলিকাতা কেন্দ্রের বাঙ্গালী সঙ্গীতশিল্পীদের দ্বারা এই হিন্দী সঙ্গীত গীত হয় বলিয়া বাংলা কেন্দ্রের শ্রোতৃবৃন্দের হাতাদের খাতি বিস্তার লাভ করিতেছে।

ছায়া ছবির গান অনুষ্ঠানে বাংলা ও হিন্দী চলচ্চিত্র সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় এবং ইহাতে বাংলা সঙ্গীতই প্রাধান্য লাভ করে।

অনুরোধের আসর সম্পর্কে মুখপাত্রটি বলেন যে, শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধ অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানের সঙ্গীত নির্বাচিত হয়। সাধারণত বাংলা সঙ্গীতের অনুরোধই আসে। তবে কেহ হিন্দী সঙ্গীতের অনুরোধ পাঠাইলে তাহা রক্ষা করা হয়।

কলিকাতা কেন্দ্র হইতে হিন্দুস্থানী ভাষায় যে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় সে সম্পর্কে মুখপাত্রটি বলেন যে, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লি প্রভৃতি প্রধান বেতার কেন্দ্রগুলির মত কলিকাতা বেতার কেন্দ্রেরও দুইটি কর্তব্য রহিয়াছে। প্রথমত নিজ রাজ্যের প্রধান ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা এবং দ্বিতীয়ত সমগ্র পূর্বাঞ্চলের শ্রোতৃবৃন্দের উপযোগী অনুষ্ঠান পরিবেশন করা। কারণ ছোট বেতার কেন্দ্রগুলি সুষ্ঠুভাবে এ কাজ করিতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, যেখানে বেতার কেন্দ্র হইতে ছয়টি ভাষায় যথা, মরহাটী, গুজরাটী, তামিল, হিন্দী, উর্দু এবং কন্নড়ী ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় কিন্তু কলিকাতা কেন্দ্র হইতে কেবলমাত্র চারিটি ভাষায় যথা বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী ও হিন্দুস্থানীতে অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দেশের বেতার কেন্দ্র হইতে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের জন্য নেপালী ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। সুতরাং হিন্দুস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করিলে যদি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের মোট প্রচার সময়ের শতকরা মাত্র ২ ভাগ হিন্দুস্থানীতে পরিবেশিত হয় তাহা হইলে সেজন্যই কেন শ্রোতার আপত্তি থাকিতে পারে না।

মুখপাত্রটি পরিশেষে বলেন যে, অহিন্দিভাষীদের সুবিধার্থে ক্যাটক, সোহাটি এবং পণ্ডিচেরীর বেতার কেন্দ্রগুলি হইতে সপ্তাহে পাঁচ দিন হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হয়। হিন্দীকে যেহেতু রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে সেজন্য সরকার এই ভাষাকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তবে অন্যান্য ভাষাগুলির মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিয়া কখনই ইহা করা হয় না। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানসূচী বিচার করিলে ইহা ভালভাবে উপলব্ধি করা যাইবে।

### আমাদের বক্তব্য

প্রকাশিত বিবরণীতে বেতার কেন্দ্রের জনৈক মুখপাত্র অমাদের এবং বেতার শ্রোতাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। উল্লেখিত বিষয়ের অধিকাংশ অনালোচিত রেখে যেটুকুর জবাব দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তি আগে আছে কিনা সেটাও বিচার্য।

বিবৃতিতে অনুসৃত কলকাতা বেতারঅনুষ্ঠানের শতকরা ২৫ ভাগের এক ভাগ হিন্দী। সারা বাংলার শ্রোতাসাধারণ অনুগ্রহে হিন্দীভাষীর যে পরিমাণ হারে নিয়ন্ত্রণ করে এক পক্ষমাংশ হিন্দী অনুষ্ঠানও নিয়ন্ত্রণ করেন। হিন্দীভাষীর পরিপ্রেক্ষিতে কথা উঠলে সবার প্রথমে দাবী এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লি এইসব শহরে বাঙালীর প্রচুর থাকা

কেশ মিষ্টে
কষ্ট পাচ্ছেন ?
তাড়াতাড়ি আরামের জন্যে

বি.আই. কফ সিরাপ ব্যবহার করুন,

নমকা ও পুরোনো কাশিতে
এবং শ্বাসনালীর প্রদাহে
বিশেষ উপযোগী

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী লিমিটেড

সত্ত্বও তাঁদের জন্য কোন ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন নেই। অথচ, এইসব অঞ্চল থেকে বাঙালী বিশেষজ্ঞরা সারাদেশে হিন্দী ভাষা প্রচার করেন। তাঁদের সে ঋণ আজ কিন্তু প্রতিদানে দেবার কর্তৃপক্ষ রাজ্যের সাংস্কৃতিকে খর্ব করবার সুযোগ অন্বেষণে সদা তৎপর।

হিন্দীকে জনপ্রিয় করবার প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে যেটুকু পরিমাণ অগ্রগতি তাতে এটা নয়। পূর্বাঞ্চল অথবা পশ্চিম ভারতে প্রচার কেন্দ্র প্রয়োজন নেই। হিন্দী ভাষী প্রদেশে অবস্থিত বেতার কেন্দ্রগুলিতেও এ সম্বন্ধে তৎপরতা আজ সমধিক। কেবল কলকাতার অবস্থিত বাঙালীর তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দী শুনে থেকে শুদ্ধ-উচ্চারণী হিন্দী ভাষা শুনতে নয়ই শুনতে হবে। কথা অনুষ্ঠান আর গানে, হিন্দী নিশ্চিত করে এবং সর্বাপেক্ষা সুবোধ্যজনক সহজ নিয়মগুলি অনুসরণ করলে এরই মধ্যে হিন্দী নিশ্চিতে হিন্দের উপর অনেক কিছু সংস্কারমূলক কাজ করা সম্ভবপর। সুদীর্ঘ-কুমার চট্টোপাধ্যায় এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের হিন্দী সম্বন্ধে অনেকটা ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস। তাঁর পরে অনেকে এই বিষয়ে চেষ্টা করেছিলেন বলে শুনেছি। এই পত্রের মারফৎ আমরা আবার বেতার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। [illegible] হিন্দী [illegible] হিন্দী [illegible] [illegible] [illegible]

# দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

আর্নস্ট বেভিনের মৃত্যুর পরদিন লর্ড বীভারব্রুক নাকি ডেলি এক্সপ্রেস পত্রিকার সম্পাদককে টেলিফোন করে নির্দেশ দেন: সো ফার আজ দি ডি ই ইজ কনসার্নড, এ বি ইজ ডেড্। বাস্তবে মৃত্যুর এই চূড়ান্ততা সংস্থার সম্বাপ্তিতে নেই। তখন প্রক্রিয়াটা দীর্ঘ। সংস্থার বার্ধক্য ও জড়তা চলতে থাকে অনেক দিন ধরে। কোনো একটা মুহূর্তে তার নাড়ী টিপে ডাক্তারের পক্ষে বার ঘোষণা করা শক্ত যে অমুক প্রতিষ্ঠান গতাসু হয়েছেন। সংস্থার সমর্থকগণ হরদমে ঘোষণা করেন যে নতুন রক্তের আমদানি হয়েছে, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে নব উদ্যম। বিরোধীরা স্বভাবতই কামনা করেন আশু মৃত্যু এবং তাঁদের অভিমতে নিহিত থাকে সেই কামনা। কাকে বিশ্বাস করবে লোকে?

তবু আমার ধারণা, কনগ্রেসের মৃত্যুর জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গালোরের পরে আমি এর আরোগ্যের আশা পরিত্যাগ করেছি।

*

যেহেতু আমি বর্তমানের বর্ণা, অতীতের পুনরুজ্জীবনে অবিশ্বাসী, আমার স্মরণে আছে একদা কনগ্রেসের স্থান কোথায় ছিল। আমি কখনো কোনো রাজনীতিক দলের সমর্থক হইনি। (আমার এ উক্তিতে গর্ব ও নেই, লজ্জাও নেই।) সত্য বলতে কি অধিকাংশ ভারতবাসীই কনগ্রেসের সমর্থক হয়নি। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের জাতিগত আকাঙ্ক্ষার কোনো একটা আশ্রয় প্রতীক ছিল এই প্রতিষ্ঠানটি। নানা ত্রুটি ছিল এতে—আজ সেগুলি অধিকতর প্রকট হয়েছে। এর অন্তর্লক্ষ্যসম্পর্কিতে সকলের সায় ছিল না। বিশেষ করে আমরা যারা বাঙ্গলা দেশে বেড়ে উঠেছি তাদের জানা আছে, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর নানা মতের তীব্র সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। তবু ব্রিটিশ শাসনের অবসান ছিল প্রত্যেকের কাম্য, এমনকি সরকারী কর্মচারীদেরও। তাই সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে স্থান ছিল কনগ্রেসের মুক্তি সংগ্রামের এবং প্রতিষ্ঠানটি দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা করেছিল।

কিন্তু সেতারাই কোথাও ভুল ছিল সে ভুল ছিল। যা নইলে মাত্র বারো বছরে এই বৃহৎ সংস্থার ভূমি এমন কণ্টকিত মরুভূমিতে মাত্র হতে পারতো না। ক্ষমতার মদে, স্পর্শ সকল আলোচনার করে পড়তে না হওয়ার কনগ্রেসের আত্মবিশ্বাসের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল আমলে সেই অবশ্য বলের মধ্যেই ভূত ছিল। তবুও আমাদের গঠনে রাজনীতির নৈতিকতা প্রধান ছিল, আমরা অধিকাংশ সময় আমরা ওই বস্তুটি সযত্নে লালন করে চলেছি। আমাদের নেতৃত্বের মধ্যে একটি মত বরাবর ছিল তবে তা এই যে বিদেশী শাসকদের প্রশাসন ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করা। তাঁরা সব সময় ছিল দেশের থাকবে, মোটামুটি ঠিক চলে হয়েছে। এবং ইহাই আজকে পাঠ হাতে এই রক্ষণশীল প্রধানত প্রয়োজনের বিরোধিতা করছে। তবুও অনুরূপ মনোভাব আজ অন্যান্য অনেকের মধ্যে রয়েছে।

*

বিদেশী শাসকদের—প্রধানত দেশের নিজে —একটা বিশেষ কনগ্রেস বা সেবা বিরোধ ছিল। তবু মনে মনে ক্ষমতার প্রলোভন পুরো নেই। তাই ঔপনিবেশিকতার আমলের ঘাট আর জনতে না সর্বোপরি ইতিহাস কথার মতো ব্রিটিশদের পুটিকির কাজ করতে হয়েছিল দেশের ভালোর জন্য। আমাদের কর্তৃত্বের শাসকদের সে বালাইটুকুও নেই। বিদেশী শাসকদের জনপ্রিয়তা, অন্তত প্রচারে, অর্জন করতে ছোটো কাজ নিয়ে। বর্তমান নেতৃত্বের বেলায় তা টেকন ফর গ্রান্টেড, একবার নির্বাচনে জিতলে পাঁচ বছরের জন্য পুনর্জীবনের কাজে নেই। আজকের দারিদ্র্য বাইরে থেকে আরোপিত নয়। আজকের বাস্তুহারাধীনতার সংকটের জন্য নির্দিষ্ট সরকারের কীর্তি। আমার কাছে এই প্রত্যেকটি অভ্রান্তই সমস্যা মনে হয় যে, ইউনিভার্সিটির বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আজ আমার আর্থনিয়ন্ত্রণের নেয়ার, যে সম্পর্কে আজ ছাত্রদের নয় নানাধর্মীয়-প্রশ্ন এবং ও অভিযোগ প্রশ্ন পূর্বাপেক্ষা বেশি নরনারীসহায়ের অনুপ্রেরণা ও গণতন্ত্র বিরোধিতা আজ স্পষ্ট। ইহাদের একটুমাত্র ব্রিটিশদের সহিত যে কোনো প্রকারে তুলনা হলে আমাদের আজ প্রধানত: পশ্চিমবঙ্গের বাস্তুহারা আর ইন্দিরাগান্ধীর নেতৃত্ব ও নিরাপত্তা বিপন্নতার পূর্বাপেক্ষা।

অন্যান্য নেতৃত্বের কাছে বিশেষের ভেবেছিলাম মাত্র ছিল। তাঁরা বিদেশী প্রচারে প্রাণিত কাজও সমালোচনার ধারে সহিষ্ণু আলোচনা করতে ছিল না। এবং সাধারণ সম্পর্কে বজায় ছিল। কোনো পরোক্ষভাবে ঘনিষ্ঠতা ও সমালোচনার সম্বন্ধের মধ্যে সম্পর্ক ছিল প্রশস্ত। আমাদের মধ্যে বিশেষভাবে ধারণা কিন্তু ব্রাহ্ম আমরা যিনি যত বলিষ্ঠতা প্রকাশের নাইরের ছাত্র কনগ্রেস সমালোচনার ব্যবহার করে প্রশ্ন তিনি ছাত্রা প্রকাশ করেছেন আমাদের সম্পর্কে কোনো সংকোচ নেহরু, যে বিদেশী তাঁর সঙ্গে কী ভাবে ব্যবহার করবেন ইহাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেহরু। পশ্চিমবঙ্গী কনগ্রেসকর্মীর আর ইন্দিরার বলতে ছাত্রা কোনো না। কিন্তু ছাত্রা ছাত্রাই এবং কনগ্রেস ক্ষমতার প্রশ্নটা ঘনিষ্ঠ হলে ছাত্রাদের ইহাদের সঙ্গে এক হয়ে যাবে।

আশা ভুল বলেছি। কনগ্রেস মরবে না। শুধু তার সাম্প্রতিক নেহরু-আধার একদিন ইতিহাসের আবার বিদেশী শাসনের উত্তর প্রসঙ্গের মতো পরিণত হবে। তেমনি ঘিরে গেছেন এই বিদেশী ছাত্রদের প্রাচীনত্ব। তখন হবে, বছর পনেরোর মধ্যেই ভারতীয় ইতিহাস আবার পূর্বাপেক্ষা হয়েছিল। নেহরু-আধার ভারতের ইতিহাসের পক্ষের সমালো মুক্তি মত, আলোড়ন স্থায়ী হয়নি।


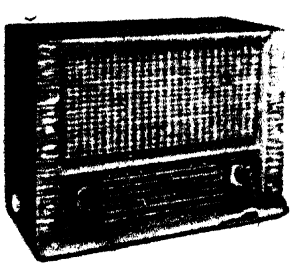

অন্যদের নিকট নাম মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে অনেক প্রকারের রেডিও সেট পাওয়া যায়। এইচ, এম, ভি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, কম্বাইনেশন রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ রেকর্ডার, পোর্টেবল ট্রানজিস্টার রেডিও এমপ্লিফায়ার মাইক, ইউনিট, হর্ণ, মাইক কেবল, রেডিও ও ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন প্রকারের সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।

**রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোর্স**

৬৫, ধর্মতলা ষ্ট্রীট(নর্থ), কলিকাতা-১৩। ফোন: ২৬-৬৭৯৩

# চক্রবৎ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

[illegible] একটা [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible]

রীতি মোটরে মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করে-ছিলেন। ছুটির সুটকেসটা গাড়িতে তুলে দিতে এসেছে কিরীটী। জানালে বড়দিদিমণির চেহারা হয়েছে। তার জন্যে অপেক্ষা করবার দরকার নেই।

কথাগুলো পরমেশ নিঃশব্দে শুনলেন। মনে প্রশ্ন উঠল, তাহলে মীনা অফিস ঘরে কিসের? কিন্তু প্রশ্নটা ড্রাইভারের কাছে করবার নয়। তার জবাবও সে দিতে পারবে না। নিজের মনেই তার উত্তর এল, আর একটা গাড়ি তো রয়েছে। তাইতেই যাবে হয়তো। কিংবা

হ্যাঁ, কিংবাও আছে। মীনা যে এত ছেলেমানুষ, মমতা আর মঙ্গল নিয়ে নিশ্চিন্তে বাস করছে পরমেশের সে ধারণাই ছিল না। সোমবার থেকে মীনার যে নতুন পরিচয় তিনি পেলেন, তাতে এখন থেকে তার পক্ষে হাসি-হাসি অফিস ঘরটার সামনে কার দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক ঠিক নয়। হয়তো ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে চাচ্ছে সে।

বাড়ি নিঃঝুম। অনেক দূরে বাড়ির উপর চোখ রেখে বসে আছে তার মন যেন সঙ্গ হারা হয়ে।

সত্য করে বলতে কি, এমন একটা পরিস্থিতির জন্যে মীনা নিজেও প্রস্তুত ছিল না। ছোটদিদির সঙ্গে রেখে খানিকটা দিনকয়ের জন্যে যে কিছুক্ষণ অভ্যেসমত করবে। সেই সময় মায়ের পক্ষ ভরিয়ে ঘরে সে নিজেও খানিকটা ভরবে। তারপরে মায়ে মায়ের একটা মন-কেমন-করা হবে, পরশু তাকে মঙ্গলা করবেন। নতুন জীবনের পথে উত্তরেরই আকর্ষণ সে পেয়ে যাবে।

কিন্তু এ কী হল!

স্নেহভরানন্দ আকাশের মেঘ থেকে আকস্মিক নেমে আসে। বৈশাখাকাশের ঝকমকে ঈশান থেকে নামে নয়।

মীনা এমন ভাবেনি।

কতদূর সমস্ত সাম্পদটা নিয়ে এতদিন সে ছেলেমানুষী খেলা করে এসেছে। আরও অনেকদিন হয়তো খেলা করেই যেত। কিন্তু সোমবারের বিকালে প্রবেশ আসছে।

রঞ্জনী পথের পথিক। খেলাতে তার খেলাটুকুই লাভ। সে অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু প্রবেশ নয়।

সেই জন্যেই মীনাকে খেলা শেষ করতে হল। সেইজন্যে। প্রবেশের জন্যে। মাকে বলতে হল সব কথা। রবিবার সন্ধ্যায়। প্রবেশের জেরের কয়েক ঘণ্টা পরেই।

শুনে আকাশ থেকে পড়লেন মা।

প্রথমে তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। বিশ্বাস করবার কথাও নয়।

কে রঞ্জনী?

রঞ্জনী যে কে কবে জেনে, কোথায় বাড়ি ও মীনার মা জানেন না। পরীক্ষার ছোট্ট স্যু, কলেজ মাগাজিনে লেখা পাস করে কি যেন একটা স্কলারশিপ মীনার অন্য মাসিমের কাছ করে তার বেশি জানবার আগ্রহও তিনি অনুভব করেননি। এ শুধু এই সুবাদে ছেলেটির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা মীনার মায়ের কানে গেছিল। এই অভিজাত ধনী গৃহে রঞ্জনী যদি প্রবেশ পেয়ে থাকে তো সেইজন্যে।

আর পরমেশ? চোখে দেখা দূরে থাক রঞ্জনীর নামও তিনি কখনো শোনেননি।

সত্য কথা বলতে কি রঞ্জনীর সম্বন্ধে কোথায় কি করে মীনার প্রথম পরিচয় হয়, সে মীনাই ভালো করে জানে কিনা সন্দেহ। রঞ্জনীর একটা মামলা নিয়ে সে দিনকয়েক যেন মীনার সঙ্গে কলেজে পড়ত। এবং সেই সূত্রে ধরে রঞ্জনী কি করে যেন এসে গেল।

প্রথমে তার পড়ার ঘরে।

রঞ্জনীবাবু, এসেছেন? ঠিক এমনিতর কথাই জানিয়েছিল।

কি ব্যাপার?

আজার এই বইখানা কিনে এনে ছেলে। রঞ্জনীর তাতে কোনো আপত্তি নেই। ছিলই না, বরং মীনার ছোলো প্রবেশদ্বারে আসতে পারায় সে যেন কৃতার্থ হয়ে গেল।

বই, কাগজ, পেন্সিল, টেবিল, মীনার যে জিনিসটার দরকার হয় রঞ্জনী এনে দেয়। রঞ্জনী না এনে দিলে যেন মীনার জিনিস ঠিকমত কেনাই হয় না। দরকারের সময় হাতের কাছে রঞ্জনী না থাকলে, মীনা অপেক্ষা করে। এবং রঞ্জনী বরাবর আসতে থাকে, মীনার ফাই ফরমাসের পরিমাণও যেন বরাবর বাড়তে থাকে।

নিরীহ রঞ্জনীবাবু, যার সম্পর্কে আলাদা করে কিছু বলা নেই। লাজুক মুখচোরা রঞ্জনীকে, বোনের বন্ধুর জন্যে ছোটাই যার নিষ্কাম আনন্দ। এমনি করে নিরীহ অনুচর, লাজুক নিরীহ রঞ্জনী মীনার পড়ার ঘর থেকে কখন মীনার শোবার ঘরে এসে পৌঁছে গেল, কোন ফাঁকে মীনার অন্তরের দরজায়।

হরপদর হাত ধরবার আগে ঠিকমতো বোঝাই ভাল। প্রথমে মীনার বোনপোর মীনার মাসিমের সম্পর্কে। মীনার মায়ের। এমনই সে যে হাতে কোনো অবলম্বন করতে ছাড়বেই ধরে না। সে যেন অবলম্বন খোঁজার জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছে, এমন।

এই যে রঞ্জনী এসে পৌঁছে যাবে রঞ্জনীর চিঠি লিখে।

রঞ্জনী কুণ্ঠিত। কিন্তু, এখানে মীনার সঙ্গে দিনের বেলা উপস্থিত হওয়াতে নিজেই সে বিব্রত হয়।

চাকরের হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে মীনার মা যে রঞ্জনীর সম্বন্ধে উপস্থিত হওয়ার উৎস সম্বন্ধে কিছু বলবেন, তাতে সন্দেহ। এ পড়ার সম্বন্ধেও কি যে হয়েছিল সে আর মনে নেই। মেয়েকে একবার ডেকে পাঠাতে হয়েছিল।

সে আর এমন কি! কাজকর্মে বা মমতায় কিছু করে বলার মতো আর অবশিষ্ট নিজের প্রয়োজনকে বড় করবার কথা ভাবা হয়েছে। এরা ছাড়া অন্যের কথা নিজের মনে।

রঞ্জনী খুশী হয়েই এসে গিয়েছিল। মমতা ঠাকুর ছোট হবার এসে পাকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই ছোকরা চাকরটি নিমন্ত্রণ হয়নি। হবার কথাও নয়। এ রকম ব্যাপারে রঞ্জনীকে নিমন্ত্রণ করার কথা ভাবতেই পারে না। রঞ্জনীও যে জন্যে আসেনি। তবু মমতার জন্যে পাছে তাকে নিমন্ত্রণ করে ফেলা হয় সেই ভয়েই সে মনে মনে নিজের ও সকলের হয়ে উঠেছিল।

সেইদিন মুখপুরেই প্রবেশের ছোন এসেছিল।

—তোমাকে নিয়ে মজা নিজেদের বাড়ি মীনা।

—আজ? আজ কলেজে সে একটা অনুষ্ঠান আছে —কুণ্ঠিত কণ্ঠে মীনা জবাব দিয়েছিল।

রঞ্জনী হঠাৎ যেন কাঠ হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, অনুষ্ঠান বড়, না আমি বড়।


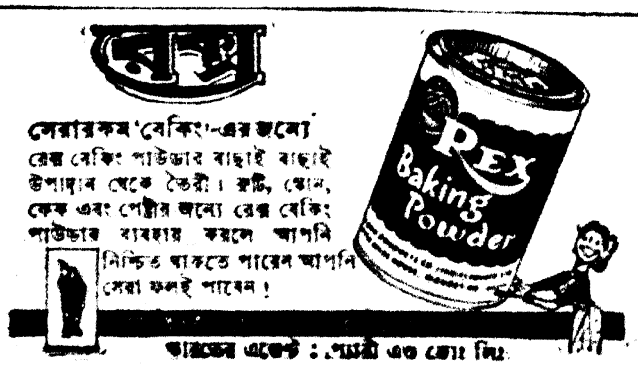

—তুমি, তুমি।—বিহ্বলতায় ঈশা বলেছিল,—কি জান, আমিই আমার বড় সম্পাদিকা কি না।

—তাহলে সম্পাদিকাই সব চেয়ে বড়?

—না, না। তুমি, তুমি। তুমি সব চেয়ে বড়।—কাঁটা ভাঙ্গির কাপে ঈশা জবাব দিয়েছিল,—কাঁটায় খোলে? হিসেবে, না ছবিতে?

—ছবিতে। চারিদিকে অজানা আলোর ছায়া। গাড়ি থেকে তুমি নামবে তার সঙ্গে আলো যেন নামে হয়ে যাবে। চোখের সামনে আলো যেমন থাকে।

—কিন্তু সুন্দরের সন্ধানে চলেই না কি, বন্ধু? তুমি সুন্দর।

সেইদিন প্রথম রজনী প্রসঙ্গকে কেন্দ্রে মুখোমুখি বসেছিল এরা। দুটি চোখের তুলিতে ঈশান ছাড়া প্রসঙ্গকে কেন্দ্রের আর কিছুই ছিল না। কাজল ও কাজল আর আর কিছুই নেই শুধু, শুধু, দুটি তুলি। সেইখানে মুখোমুখি তারা। তারা কিন্তু, কিন্তু, ঈশা যখন নিজে গাড়িতে উঠে হাত ধরে তাকে তুলেছিল তখন সেইখানেই তুলে নিয়ে চলেছিল। চলেছিল সেইখানে যেখানে তুলির টানে আলো ফুটে ওঠে। কাজল ও কাজল ছাড়া আর কিছু নেই।

রজনীর প্রসঙ্গে কিন্তু এক রকম ভাবেই তোলা আরম্ভ করেছিল সে।

ওরা সবাই হখন এসে, হলঘরে ওদের জন্য নির্দিষ্ট সেই, তখনও রজনী নিঃসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতীক্ষায়।

—আপনি কি একলা এসে, না চলে গেছেন? ওদের কিছুক্ষণ দেরি হয়ে গেছে আসতে।—ঈশা বলেছিল।

ফুলের তোড়াটা রজনী অভ্যর্থনাতে তোলে ঈশা।

আসতে, না আসতেই তো ফিরতেই শুরু, বাঁধা। তবু কিন্তু তাদের আসা আসাতে না দেখি। ইতিমধ্যে রজনী-সন্ধ্যা শুরু হয়ে গেছে। ফুলের তোড়া, ফুলের মালা, গাড়ির সারের কাছে নেই। সেইখানে ঈশা ও রজনী।

রজনী ঈশাকে বলেছিল,—আপনি আসবেন বলে আমি সারাদিন অপেক্ষা করেছি।

—কেন?

—আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

—কি কথা?

—সে কথা এখন নয়।

—তবে কখন?

—আপনি যখন বলবেন।

—আমি?

—হ্যাঁ, আপনি।

—আমি বলব না, আপনি বলবেন।

—আপনি বলবেন

—এই নাও তোমার কলম।

মীনা চমকে আকাশ থেকে পড়ল : কলম!

—হ্যাঁ, একটা মেরামত করতে দিয়েছিলে।

—ও হ্যাঁ, সেইটে।

—দেখ, ঠিক হয়েছে কি না।

মীনা হাত বাড়িয়ে কলমটা নিলে। কিন্তু দেখলে না ঠিক হয়েছে কি না। শুধু কলমদানিতে রেখে দিলে।

—সিনেমায় যাবে নাকি?—অনেকক্ষণ পরে রজনী জিজ্ঞাসা করেছিল।

—সিনেমায়? না না, আজ থাক। আজ শরীরটা তেমন ভালো লাগছে না। তা ছাড়া একটু কাজও আছে।

নিঃশব্দে বসে-থাকা যদি কাজ-থাকা হয়, তাহলে মীনা কাজ ছিল নিশ্চয়ই। রজনী বুঝলে ওটা ইংগিতে তাকে যেতে বলা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেজন্যে সে ক্ষুণ্ন হল না।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা আমি বরং এখন উঠি। অন্য একটা জায়গায় যেতে হবে।

—আচ্ছা। কিন্তু মনে কোর না।

মীনার উদাস দুটি চোখে করুণ বিষণ্ণতা।

রজনী ব্যস্ত হয়ে উঠল : না না, মনে করবার কি আছে? মনে করবার—

সে বলতে যাচ্ছিল... কিন্তু বললে না। কথাটাও শেষ করলে না। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

তারপরে রজনী কি করে যে এসে গেল তার মনের মাঝখানে কেউ সাড়ই পেলে না। বাড়ির লোকজন তো নয়ই, এমন কি মীনা নিজেও বোধ হয় নয়। সে প্রথম এ সম্বন্ধে সচকিত হল প্রশ্নোত্তরের তার পেয়ে যে, সে যেমনভাবে কলকাতায় পৌঁছুচ্ছে।

দুপুরের থেকে দুটো বিদ্যুৎ শক্তি তার মনের মধ্যে অবিশ্রান্ত ধাক্কা দিতে লাগল। প্রথমে মীনার ভয় হল, বুঝি সে পাগল হয়ে যাবে। মন স্থির করতে তাকে প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হল।

নিঃসম্বন্ধ রক্ত-মাংসের কাছে আর কিছুই যেখানে বড় বলে চলবে না। প্রশ্নের এসে দাঁড়াল।

দুটো দিন সময় চেয়ে নিল।

তেসরার সকালে মনকে নিজের হাতে এনে মীনা পরিষ্কার ভাষায় তার প্রশ্নগুলোর সমাধান জানবার জন্যে তার মামাকে চিঠি লিখতে বসেছে। চিঠি যেতে পারে কিন্তু সে যাচ্ছে না।

কেন যাবার কি।

হ্যাঁ সে যাচ্ছে না।

কেন?

না সে যাবে না?

কেন?

না।

মীনার পক্ষের কাছে কি যেন একটা ঢাকা পড়ে গেল : না।

দুরুরুরুর মনের সমস্ত শক্তি সে সংহত করে নেবার এক মস্ত পরিষ্কার কাগজে সমস্ত কথা মামাকে জানাল। আর একটুও কাঁপল না। চিঠিটা নিজে গিয়ে ডাকে দিয়ে আসবে বলে উঠে দাঁড়াল।

রজনীর সঙ্গে।

রজনীদের মামার সঙ্গে সে অনেকক্ষণ মুখোমুখি বসে রইল। শেষকালে হাত এল তার কাঁধে থেকে : রজনী কই?

—রজনীকে তো তুমি চেন না।

—ওই যে ছেলেটা আমার মার্কিন পাস-করা না ফেল-করা?

—হ্যাঁ, খুব সুন্দর দেখতে।

—কি হেল একটা অফিসে কাজ করে, ওকে?

—ঠিকই যা। তার মাইনে অবশ্যই বেশী কিন্তু আমার মাইনে তো কম নয়। দুজনে মিলে—

—মীনা।

মীনার মা চীৎকার করে উঠলেন।

মীনা ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলে না। সোজা চলল, আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। বিদ্বান মানুষের আবার কি কাজ?

মা ছিটকে রেগে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে, একেবারে পরমেশের কাছে।

তারপর থেকে সমস্ত বাড়ি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

রাত নটায় স্টেশন এসে পৌঁছুবে।

সাতটায় নরীন এল মীনার ঘরে। স্নিগ্ধ-কণ্ঠে ডাকলে, মীনা।

মীনা পিছন ফিরে তার সুটকেস আর টুকরো কাপড়-জামা কি যেন গোছাচ্ছিল। নরীনের ডাকে চোখ তুলে বড় বড়। হাত বন্ধ হয়ে গেল। তার দিকে না চেয়েই মীনা সাড়া দিলে, বল।

—কি হচ্ছে?

—কিছুনা।

—বাবা কাঁদছিলেন, মা কাঁদছিল।

—তা তুমি কি করতে পারি বল।

—চল, একেবারে হাসি।

—না।

নরীন বোধ হয় ভেবেছিল : একবার জোরজার করলে হয়ত কাজ হতে পারে।

—কেন?

মীনা যেন চুড়ান্তের মতো শেষ বোঝা-পড়া করতে চায় : আচ্ছা, তুমি কি বিশ্বাস করো, আমার মতো সুন্দরী অশিক্ষিতা মেয়ের বিয়ে করা উচিত, আমার কোন ভিত নেই। আমি আমার মতো অশিক্ষিত সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হতে পারব?

—তোমার অশিক্ষিত সুন্দর মেয়ে?

মীনা অসহায়ের মতো আশেপাশের মাথা ঝোঁকাল : হ্যাঁ। হাওড়া ব্রীজে কোন দিন ওঠ নি? এমন অনেক মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছে। নিজের মন আর রূপ অসংযত যৌবনের উপর আমার কোন প্রতিষ্ঠা করবার দিন এসেছে তাই ভাবি?

নরীনের কোলমাস কাঁপছে : প্রতিষ্ঠা করবে!

—হ্যাঁ। তোমরা আর আমাদের ভালবাসি হইতে ছাড়ি নয়।

হঠাৎ মীনা কান্নায় ভেঙে পড়ল। নরীনের পায়ের তলার মাটি যেন সরতে লাগল : মেয়েদের পায়ে পড়ি মেয়েরা আমাকে নিজের কোরো না মামা। আমি মনঃস্থির করে ফেলেছি।

—কিন্তু এতে কি সুখী হতে পারবি?

—না। যে-বাপের চোখের জল মেয়ে সুখী হওয়া যায় না। জানি। তবু রজনীর আমার সঙ্গী।

দুই হাতে মুখ ঢেকে মীনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কেন, কে জানে।

আপনি অপূর্ব সঙ্গীত শুনতে চান
বহুরকমারি ফিলিপস সোভোসোনিক রেডিও এবং রেডিওগ্রামের মনোরম প্রদর্শনীর জন্য অদ্যকার এখানে আসুন।
সব জিনিসই সহজ কিস্তিতে পাওয়া যায়।
শুগার্ম্যানস
৭ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬
ফোন : ২৩-৫৪১৭

ডাঃ ইউ, এম্, সমন্ত, এল, এম্, এস প্রণীত
বাইওকেমিক রিপার্টারী ৪,
চিকিৎসক ও সাধারণের জন্য একটী অতি আবশ্যকীয় পুস্তক। বহু বাসর যাবৎ অপ্রকাশিত থাকিবার পর এই অমূল্য গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশিত হইল। আপনার কপিও ঔষধালয়ে পৌঁছ করুন।
সামন্ত বাইওকেমিক ফার্মেসী
৫৪।৭ সারদাচরণ মিত্র রোড, কলিকাতা-২
বাইওকেমিক ঔষধ ও পুস্তকের পুরাতনতম প্রতিষ্ঠান

কুঁচ তৈল (হেমন্তী দত্ত গুপ্ত মিশ্রিত) টনিকনাশক কেশ বৃদ্ধি কারক, কেশ পতন নিবারক, মরামাস প্রকাশপক্কতা ধারীভাবে বন্ধ করে। মূল্য ২, বড় ৭ ডাঃ মাঃ ১।৵০। ভারতী ঔষধালয়, ১২৬।২ হাজরা রোড কালীঘাট, কলিকাতা—২৬। ফোন : ৪৭-১৭১৬।

# নিজের হারানো খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

১১

অন্তর্গুটিকার উৎসাহে আমার মনের [illegible] ফুটিয়ে তুলি, তখন পরমুহূর্তে আমি এক অজানার দৃশ্য কল্পনার [illegible] এসে পড়ি—এক এক [illegible]

আমি ঠিক বিপরীত। যখন কোন কাজ করতে আমার মন [illegible] ঐ [illegible] আমি [illegible] আমার [illegible] আমার [illegible] আমি [illegible]

[illegible] আমি [illegible]

[illegible]

[illegible]

আমার [illegible] আমার [illegible] আমার [illegible]

এখানে জানিয়ে রাখি, এ বাড়িটা আমাদের নয়। নগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়ি নয়, সেটা ত্যাগ করেছি—এটা কেদার বসু লেনের ভাড়াটে বাড়ি। বাড়ির গেট বন্ধ। এত রাত্রে ডাকাডাকি করলে বাবা টের পেয়ে যাবেন। মাও বকবেন এত দেরি করে ফেরার জন্য। অতএব, গেটটা টপকাতে হলো। তারপরে পাঁচিল বেয়ে ওপরে উঠলাম। শোবার ঘরের দিকে যেতে গিয়ে দেখি, দালানের দরজা বন্ধ। কাজেই বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে, টেবিলের ওপরে পা তুলে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বইতে শুরু করল ভোরের হাওয়া। সেই ঝিরঝিরে কোমল হাওয়ায় অবশ্য যে ঐভাবে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়লাম, তা নিজেরই খেয়াল নেই।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখি, রোদ উঠে গেছে, বাড়ির লোকজন কাজকর্মে লেগে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে, মুখচোখ ধুয়ে মার কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি, মার মুখখানা থমথম করছে—গম্ভীর। আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—খোকা কাল রাত্রে থিয়েটার করে এলি তুই?

আমি ত পড়লাম আকাশ থেকে! এর মধ্যে বাড়িতে খবর পৌঁছে গেল কী করে? কথাটা


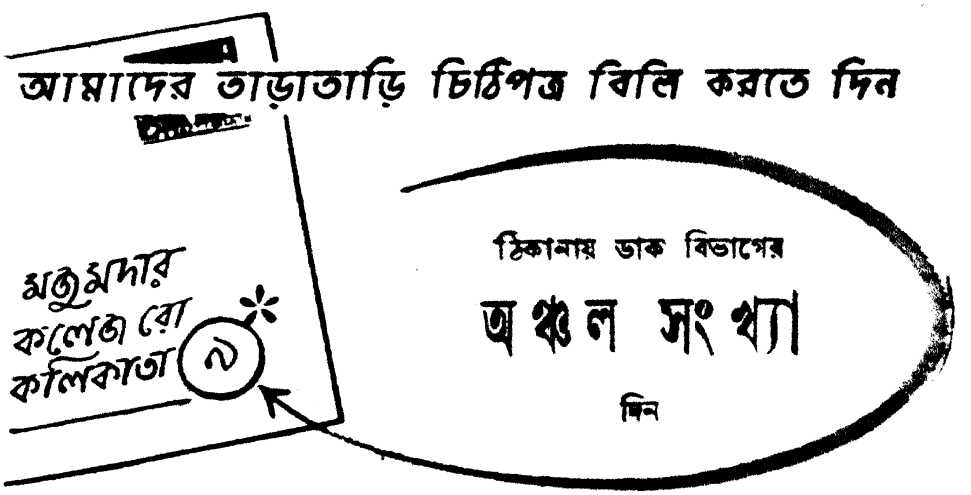


ডাকবিলির সুবিধের জন্য বেশীর ভাগ বড়ো বড়ো সহরকেই বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

এই রকম ভাবে অঞ্চল ভাগ করার উদ্দেশ্য হোল পর্বতপ্রমাণ চিঠিপত্র এক জায়গায় না বেছে, ঠিকানা অনুযায়ী বিভিন্ন বিলি কেন্দ্রে বেছে এবং ডাক পিওনের বিলিপথের দূরত্ব কমিয়ে, তাড়াতাড়ি ডাক বিলি করা।

ঠিকানায় অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে ডাকে যে সব জিনিষপত্র পাঠানো হয়, সেগুলি সরাসরি সেই অঞ্চলের বিলিকারী ডাকঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অঞ্চল সংখ্যা থাকলে চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি বেছে ফেলা যায়, এই সংখ্যা না দিলে সেগুলি দেরীতে পৌঁছুবার সম্ভাবনা বাড়ে। ডাক বিভাগীয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এমন কোন সহরে যদি আপনি থাকেন, তাহলে আপনার কাছে যাঁরা চিঠি লেখেন তাঁদের অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে চিঠির ঠিকানা লিখতে বলুন।

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

DA 59/348

অস্বীকার করতে পারি না। সংক্ষেপে প্রশ্ন করলাম—কে বললে?

—কে আবার! তোমার বাবা।

আঁ! ঐতিহাসিক চমকে উঠলাম একটু। বাবা কি ফিরোজীর সেখানে ফিরেছিলেন নাকি? সর্বনাশ!

প্রায় কঁদো কঁদো অবস্থায় বললাম, বাপারটা ঠিক তা নয়। বাবা হোজাই তে প্রাতঃভ্রমণে যান আজও সেজন্যই সকাল আমাকে ওঠাবে বলেছিলেন। ঘোড়া ছোটে উঠে বেড়াতে যাব এখনো ওঠাবে বলে? কাজ এসে দেখবে ঘোড়ার আস্তাবল মুখে হাসে সহিসরা সকলেই হয়ত হেসে আকুল। সকল সকালেই মুক্তোর পায়রাদের সঙ্গে ব্যস্ত।

যা হোক—ঠিক সাড়ে ছয়টায় ঘোড়ার সহিস এসে দরজা ঠেলে ডাকাডাকি করতে লাগল। ঘোড়ার ডাক শুনে ঘোড়ার মালিকের ঘুম ভাঙল। এবং ঘোড়ার মালিক ঘুম ভাঙতে ঘোড়ার মালিকের ঘুম ভাঙল।

সকাল ৭টা করে যা তে চলে গেলেন মিনিট কয়েক পরেই আমার ঘরটা খুব ভাল করে সাফসুতরো করে, আমার, তার ওপর হলের উপরের ও আশেপাশে এই ওপরে ফিরোজ সাইড রাওয়া নিয়ম। আমারও সেখানে চলে কিন্তু কিছু, সকলের না। ঘুমিয়ে থেকে সেজন্যেই ডাকাডাকি করেছিলেন। সেই সেজন্যেই এসে সেজন্যে।

ঘরটা পরিষ্কার করলে ঘুরিয়ে সকালবেলার ঘরের জানলার। জানলাগুলোর সামনে ঝিল না কিন্তু হলের ঐ দেওয়ালটি অনেকটা জল আয়নার মতন আমি পরিষ্কার সাইড রেখেছিলেই সাফ হলো না। অনেক ঘরের পড়া দাগ, কয়েক আমাকেও ও ঘরটার না ঘুরিয়ে পরিষ্কার হলো।

একদিন সাফাই কাজ করছি, হঠাৎ আমার এক বন্ধু এসে দেওয়ার বাইরে থেকে ডাক দিলেন। ঘুরি খোলাম। সে দেওয়ার বাইরে দাঁড়ি ছিলেন। একটুক্ষণ কথা বলার পর সে চলে গেল আমিও ফিরে এলাম। সকালটাও হয়ে সাফাই ছিলেন সব কাজ সেরে।

ডাকাতের সন্ধানে—ছোকরাটি বে।

—কে?

—যে সব চেয়ারে বসিয়ে কথা বলছে। ঘরে এসে সন্ধান?

সকালে—কাল রাত হবে কাজে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যসন্ধানী বাবার সেখানে আমার বন্ধুরা এসে পৌঁছে যাবে সেখানে বসবার পরিচয় কথা বলা আমার।

সত্যসন্ধানী সকালে ঘোরে ঘোরে চর, ওকাজটা পর্যন্ত আমরা করলাম সত্য-সাহিত্যে ফিরে। ধীরে ধীরে কুল কটাতে দেখে মনটা খুশীও হচ্ছে। সত্যের আজ নিজস্ব ফোন পাবে ফোন সাজ লাগে কটাতে জল ঘোরাবে নিয়ম এইসব। এক-জন কিনারে অপরজন মুখ, সবার হলে ওটাতে না বুঝলেন।

একদিন সাফাই কাজ করছি, হঠাৎ আমার এক বন্ধু এসে দেওয়ার বাইরে থেকে ডাক দিলেন। ঘুরি খোলাম। সে দেওয়ার বাইরে দাঁড়ি ছিলেন। একটুক্ষণ কথা বলার পর সে চলে গেল আমিও ফিরে এলাম। সকাল-বেলাটা হয়ে সাফাই ছিলেন সব কাজ সেরে।

ডাকাতের সন্ধানে—ছোকরাটি বে।

—কে?

—যে সব চেয়ারে বসিয়ে কথা বলছে। ঘরে এসে সন্ধান?

সকালে—কাল রাত হবে কাজে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যসন্ধানী বাবার সেখানে আমার বন্ধুরা এসে পৌঁছে যাবে সেখানে বসবার পরিচয় কথা বলা আমার।

সত্যসন্ধানী সকালে ঘোরে ঘোরে চর, তার কি ঘুরোর সকল সর্বনাশ হলো?

হাই হলো। আমাদের পাড়ার বাড়ির এক ভদ্রলোকের ছোট ছেলেটির একটা মাথা ব্যথার ছিল যে সাঁতারে সাঁতারে আমাদের বাগানে বসা দেখতো। সত্যসন্ধানী করলেন তাই তার সঙ্গে আমার বন্ধু পাতিয়ে নিলেন।

ছেলেটি একটু পাকা কিন্তু বেশ সরল সত্যসন্ধানে প্রকৃতির ভক্ত। তাকে ঘুরোবার জন্য এই কথা তখন বন্ধু-বন্ধু করে ডাকতে শুরু করল। তার সেই অনবরত বন্ধু বন্ধু ডাক আমাকে পাগল করে তুলছিল। অবশেষে সত্যসন্ধানী এ এক আজব পাগল বন্ধু জুটিয়ে নিলেন না হোক। একে সাঁতার এক পাগল—তারপর তার ওপরে—এই।

মস্তিষ্ক শীতল রাখে
ও সুনিদ্রার সহায়তা করে

ভৃঙ্গল শুধু যে কেশের পক্ষেই বিশেষ উপকারী তাহা নহে, ইহা মস্তিষ্ক সুস্থ ও শীতল রাখে এবং সুনিদ্রার সহায়তা করে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

বি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-৩৩

আসে কখনো-সখনো। নীচের ঘরে বসে ভয়ে ভয়ে [illegible] গল্প-গাছা করতাম তাদের সঙ্গে। কারণ, থিয়েটারের কথা মা-বাবার কানে গেলেই বিপদ।

বন্ধুরাও সব ভেঙে বেড়াচ্ছে বলতে গেলে। কোনো ক্লাবঘর ত তাদের নেই! কী তারা করবে! তবে শুনলাম, পুজোর পর ননীদা আমাদের সবাইকে ডেকে ছিলেন, বলেছিলেন, কই, তোমরা আর আসছ না কেন? নতুন বই ধরো, রিহার্সাল নাও? আবার থিয়েটার হবে! কিন্তু আমার ত যাবার উপায় নেই! সে জন্যও ওদেরও নতুন বই ধরার উৎসাহ নেই। কিছুই অগ্রসর হচ্ছে না। আমি একলা বাড়িতে বসে বাগান করছি, আর ভাবছি, এ বন্দীদশা ঘুচবে কবে?

অবশ্য তার চেয়েও বড়ো ভাবনা, আমার করণীয় কী? অভিনয় যে করলাম, তাতে মনে খুব উদ্দীপনাও অনুভব করলাম না। অথচ মন থেকে অভিনয়ের পালা বিদায়ও দিতে পারছি না। দিনের পর দিন ধরে একা বসে ভাবতে চেষ্টা করি, কোথায় হচ্ছে ত্রুটি? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি সে কথা? ওরা ত এককথায় হার মেনে নিয়েছে—বেশ হয়েছে! কিন্তু আমার মন তৃপ্তি পাচ্ছে না কেন? ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, সেদিন আমার রূপসজ্জাটা ঠিক আমার মনের মতো হয়নি, চরিত্রটা মনটা খুবই ক্ষুণ্ণ ছিল। থিয়েটারে ঐ জনসমারণ্য দেখে—একটি মাত্র লোক [illegible] ছিলাম—মনে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল—সেটা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ছিল না—ঈষৎ চঞ্চলতা হাত দেখেছিলাম—বহু লোকের মধ্যে অভিনয় করবার মধ্যে চেষ্টাকৃত মতো আসছে! সেখানে আমার যেমন মনে আড়ষ্ট হয়ে গেছিলাম। [illegible] কিন্তু এখনই বুঝতে পারছি—যে-লোকের দৃষ্টি আমার ওপরে নিবদ্ধ—আমি যেমন মনে একটা তার অধিকার করতে পারলে মন—আমার যা বক্তব্য তা যেন তাড়াতাড়ি ওদের কাছে নিবেদন করবার আবেগ নিঃস্বত্ত্ব হই। এমন মনে হচ্ছে, এইজন্যই সেদিন আমার মুখের রূপসজ্জা সেরিয়ে ছিল দুরূহতম নির্বাচনীয়ভাবে একেবারে আমি সেদিন নিজেকে মনে করবার সময় নিয়ে সাজতে আরম্ভ করি। আমার সাজা একবারে একটি সহজ মনোভাব নিয়ে ওঠেনি। একবারে ঠোঁটের ওপরে তুলির সহজ স্পর্শে ঠোঁটের ঘাড়ে অভিনয়ের আগে মনে হয়েছে। সেই অভিনয়ের আগে যে দুটি ঘণ্টা—তা হয়ত ঘণ্টা নয়।

সেই যাকে যে দুটি ঘণ্টা অভিনয়ে যে অভিনয়ে সুসজ্জাটি সাজবার সময় হয়ে আসছে। অভিনয় আর করতে সাধ নেই, একথা আমারই সাজছি না। সাজবার একটি সময় এসে সেদিন অভিনয়ে যে দুটি ঘণ্টার জন্যেই ঠকতে না। ছোটবেলা থেকে যেমন মহড়ায় যেতাম সাজা আমার ভালো লাগত। এখন আর সেই রঙ্গমঞ্চের অভ্যাস নয়। আগে মহড়ায় মহড়ারঙ্গমঞ্চের অভ্যাস, সাজবারের ওপর নির্ভর করে। আমার মনে হচ্ছে [illegible] আমার [illegible] ঘণ্টা। অনেকটা সময় যে কী ভাবে মনে নীচে থেকে উঠে-যাওয়া মনে হচ্ছে। এতে ঘরের ছোকরা এসেছিল। কিন্তু আরও কিছু চাই। সমারোহের ভূমিকায় যে কবিতাকারের সাজাপ ছিল, তাই এবার আবৃত্তি করতে শুরু করলাম। প্রথম প্রথম কেশ অসুবিধা হতে লাগল, কণ্ঠও হতে লাগল কেশ—ধরাসপ্তমাস পুতুল ও রঙ্গপাত্রের সমাহার। এক একটি বাক্য শেষ করতে কতখানি দম নেওয়া। যা ছাড়া দরকার, আমার দম ততখানি ঠিক পৌঁছতে


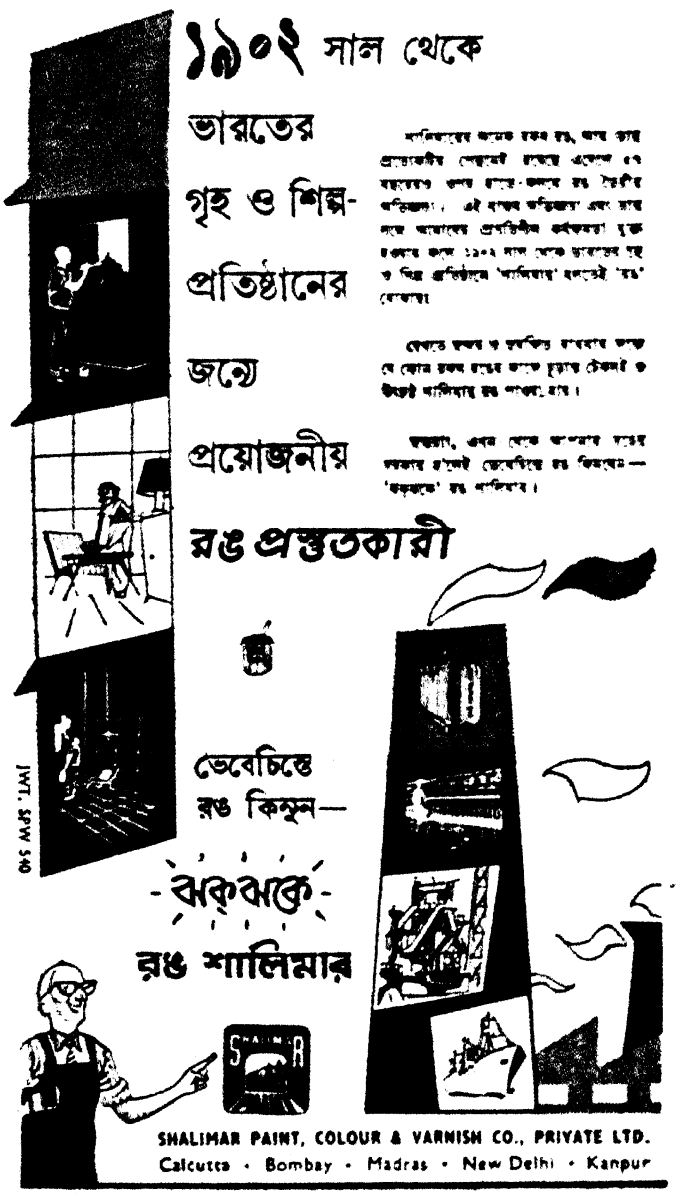

পারছে না। এখন বুঝতে পারছি, এই দোষ থাকার জন্যই সৌমিত্র সমরেন্দ্রর ভূমিকায় আমার আবৃত্তি তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারলাম, সংলাপ-বলার সঙ্গে সঙ্গে সব দেখা ও ছাড়ার অভ্যাস করতে হবে। যতক্ষণ পার্ট, মানে বইয়ের ছাপা দেখে ধীরে ধীরে যা ছাড়ার প্রয়াস করতে হবে। যেমন, সমরেন্দ্রর ভূমিকায় অরুণ, "তোমরা চিন্তা করো না—এইটুকু যে-কথা বলা দরকার, কথা থেকে চরিত্রে উত্তরণ করবার পূর্বেই মন এত ছটফট করে। যত মন ছটফটায় আসে, কথাগুলি ততই তাড়াতাড়ি বলবার চেষ্টা করে বসি। অথচ, সমরেন্দ্রর এই মনের অভ্যাসটা করতে হবে সংলাপের সঙ্গে। আমার এমনটি উপায়ও নেই। যেমন, এই সমরেন্দ্রই সংলাপে

"তবে, তুমি ? যেখে ২৫ হাতে মনে—
লক্ষ্মণের বাঁধনের মধ্যে তুলসীর মধ্যে চাঁদ
হাসলো সমরে বাঁধনের আমার
সে কাঁদের কাঁদি ঝুলিয়ে

এই লাইন সমরের মন ছুঁয়ে যাবার কিছু আগে বলতে হবে। যাতে সে বুঝতে পারে, কি কঠিন বস্তু নিয়ে এই লাইন সমরের মনে হয়ে গেছে। কিন্তু এতেই চরিত্রে উপনীত হওয়া যায় না। ঐ লাইন বলার সময় সমরের মনে যে-ভাবনা ঘুরছে, তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সেই ভাবনা ফুটিয়ে তুলতে হবে সংলাপের মধ্যে দিয়ে। সংলাপের ভিতর দিয়ে ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

সমরের সমস্যার কথা ভুলে গেলে হবে না। তাহলে বলবার ধরনে ভাবনা ফুটবে না। ঠিক বলবার ধরনে এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সংলাপ-বিনিময়ের মধ্যে ভাবনা ফুটিয়ে তুলতে হবে।

তারপর আবেগের দৃষ্টিকোণ থেকে সমরের মানসিক অবস্থার কথা। যখন সমরের মনে ঝড় উঠছে, তখন সমরের সংলাপ বলার ধরনে কতখানি তীব্রতা আনতে হবে, তার ঠিক নেই। তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলতে হবে। তীব্রতম হয়ে উঠবে শেষ সংলাপ। এই সংলাপ বলার সময় সমরের মনে যে-ঝড় উঠেছিল, তার কিছুটা আভাস দর্শকের মনে পৌঁছে দিতে হবে। সমরের মনের ঝড় দর্শকের মনে ঝড় তুলবে। এই সংলাপের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন সমরের চরিত্র ফুটে উঠবে, তেমনি অন্যদিকে সমরের মনের ঝড় দর্শকের মনে ঝড় তুলবে।

১৯১৫ সাল এই ভাবেই চলতে লাগল। সারা একবছর ঠিক করেই রেখেছিলাম যে, এইবারই আমার স্কুলে ছুটি হতে হবে। কিন্তু দিন চলে যায় আরও অনেক দিন, স্কুলে ছুটি হতে হতে ডিসেম্বর এসে যায়। আমার ছুটি আর হয় না। অনেক কষ্টে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ছুটি পাওয়া গেল। ছুটির কথা ঠিকমত বলবার জন্যে ফোনে স্কুলে ছুটি চাওয়া হয়।

আসল কথা, ছুটির সময়ই বেশি খুশি আমার ওপর। সেই দিনে সম্বর্ধনার একটা আয়োজন, সেটা আমাকে প্রত্যক্ষভাবে যদি নাকেও এসে আঘাত করে, বেরুবার সময়ে আমার হাতে বাধা দেয় না। কিন্তু, বেরুবার সময়ে সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি বললেন, "আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"বলুন।"

"এখানে নয়। আপনার বাড়িতে।"

"কখন ?"

"আপনি কখন ফিরবেন ?"

"আমি কখন ফিরব, তা ঠিক বলতে পারছি না। সেরকম কিছু কথা থাকে, তাহলে আমাকে একটা খবর দিয়ে যাবেন।"

"না-না, ছুটি এবার থাকবে বলেছে। ছুটিনাথের সঙ্গে ওর বাবার সঙ্গে আমাদের সব কথা হয়ে গেছে।"

একটু ভেবে বেশ বললাম—"কিন্তু, আমার ত ছুটি আজ হয় না।"

—কেন।

—বাড়িতে সবাই জানেই ত।

ওরা একটু ভেবে বললে—ঠিক আছে, তুমি যেখানে যেখানে সময় করে দু'পাঁচদিন একবার এসো, তাহলেই হবে। আমরা বিবাহ-তারিখ সেই মতো চারিয়ে দেব।

ওদের ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা সেদিন হয়ে গেল বটে, কিন্তু বাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

যাই হোক, সেখানে সেখানে কেটে গেল একটি মাস। কিছুই কেমন হলো না এই একটি মাস ধরে, শুধু আলোচনা আর পরামর্শ। সেখানকার স্কুল-কমিটি, অভিভাবক দের, সেক্রেটারিদের বাড়ির [illegible]।

স্থির হলো বটে, কিন্তু কাজ কিছু বিশেষ কিছু এগোলো কিনা বুঝতে পারছি না, কারণ আমি ত ছোট পার্টি। কিছুদিন পর এক রবিবারে সকাল আমি অরুণের একদিন বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে শুনি বিয়েবাড়িতে অনেক লোক এসে গেছে।

অরুণের বাবাকে—এবার বৃদ্ধি আসছে ডাকতে বলে।

"কিন্তু, হঠাৎকিনা পুরো ব্যাপার এসে পড়েছে, তাকে তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলতে হবে। ফোনাফুনি করে ওদিকে কুলদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। আমি ত বিয়েবাড়ির ভিড় চট করে ভাল করে পড়তে পারতাম না।

অরুণের বাবা বলে এই যে, এ বছরটা ও চলে গেলে ছাড়া ওরা আর হলো না। হলো না যখন, তখন ও যেমন এ সংসারে ছিটিয়ে পড়ুক। আমার ত ইচ্ছে চাই ছিল না। আমি বা তিন পরে একদিন সকাল আমাদের কুলে। রবিবার সন্ধ্যেবেলা ফিরে সোমবার সকালেই আসতে পারবে। কিন্তু ওদের ওপর ইচ্ছে ছিল না। ওরা আর কিছুই না করতে পারুক। আমার আসার ব্যাপারে অনেক দিন ধরে ওদের মনে [illegible] ছিল।

যখন বিয়ের দিন একদিন এগিয়ে-পেছিয়ে ঠিক করা হচ্ছে, তখনই আমি বাড়িতে চলে যাই। ঠিক হয়েছে, বিয়ের দিন সকালে আমি ফিরে আসব। সেখানে সকালে ছাড়া বিকেলে ও রাত্রে কিছু কিছু কাজ থাকবে। সেই কাজগুলি সেরে আমি ফিরে আসব। আমি ফিরে আসার পর বিয়েবাড়ির সকলে আমাকে ঘিরে বসে। আমি কিছুক্ষণ কথা বলি। তারপর আমাকে ঘিরে সকলে গান ধরে। আমি গান গাই। তারপর আবার কথা বলি। তারপর আবার গান। এমনি করে রাত্রি বাড়তে থাকে। রাত্রি বাড়তে বাড়তে গান থেমে যায়। তখন আমি আবৃত্তি করতে থাকি। আবৃত্তি করতে করতে ভোর হয়ে আসে। সকালের আলো ফুটে ওঠে। আবৃত্তি করতে করতে আমি সেই আলোর মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। বাড়ির সামনে রিক্সা দাঁড়িয়ে থাকে। আমি রিক্সায় চড়ে বসি। রিক্সা চলতে থাকে। ওরা সবাই আমার আবৃত্তি শুনতে শুনতে রিক্সার পিছনে পিছনে আসতে থাকে। আমি আবৃত্তি করতে করতে রিক্সায় চলে যাই। আমার আবৃত্তি শুনতে শুনতে ওরা আম

মা. সবসময় **হামাম** কেনেন

নরম, মসৃণ ফেণা…
নূতন কোমলকারক পদার্থ আছে ব'লে।

ত্বক পরিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে
স্নিগ্ধও করে…
হামাম মাখতে এত চমৎকার এবং সুগন্ধি!

কিছুতেই যেন আর ক্ষয় হতে চায় না…
এত অল্পই খরচ হয়!

**হামাম**
মেখে তাজা বোধ করুন এবং
তাজা গন্ধে ভরে উঠুন

বাড়ীর সবাই **হামাম** পছন্দ করে [illegible]

# বিজয়িনী বাংলা

গোবিন্দ চক্রবর্তী

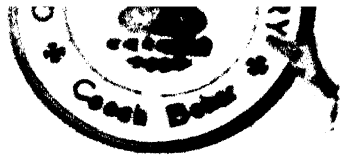

বাংলা,
একদিন তোমায় দেখেছি
তোমার সন্তান কূলে কূলে,
ভাগীরথীর নিনাদ কলস্বরে-
নীল আকাশে কেশে-কেশে উঠেছে
সাম্রাজ্যবাদের অন্ধকারে
এক নতুন সৈনিক-তোমার চোখের জল।

দেখেছি,
সেই একদিন,
মাটি থেকে সূর্যদেবে
তোমার আত্মবলিদান ঘুরেছে
শোষণমুক্ত সমাজের চেউয়ের দোলায়
আর নেমে এসেছে
শ্রমিক কৃষাণীকনার মুখে
এক অনাবিল আনন্দের হাসি ফুটে উঠেছে।

মুহূর্তে,
সে ঐতিহ্যমণ্ডিত মুহূর্তেও
ছিলাম, নীরব সাক্ষী ছিলাম।
সময়ের যা ইতিহাসে
তাকে সমাজের করেছে চূর্ণ
বর্ণহীন শাসনের নীচে,
আর সেই ক্রন্দনরোলের ওপর দাঁড়িয়ে
বেতাই শতাব্দীমঞ্চে দাঁড়িয়ে
আকাশে নোতুন লেখ
নোতুন সূর্য-অক্ষরে।

আর আজ?

কমলালেবুর বন ছাড়িয়ে
যখন গিরিশৃঙ্গে করছ ভীরণ,
নোতুন-নীল সমুদ্র-বলয় খুঁজছ দূর দিগন্তে,
প্রান্তরের প্রান্তে পাচ্ছ
মহালক্ষ্মীর আসন
লক্ষ সাতনরী ধানের আলপনায়,
অরুণা হাসিল করছ,
স্বপ্নের মত শহর গড়ছ
আর বুনো নদীকে শেষ মানিয়ে
টিপাটে ও বিদ্যুতে গাঁথছ
নয়া জীবনের বাঁধনহার—

তোড় আর জোর,
অর্থ ও সাহার,
সাহস ও সংহারের এই যুগসন্ধিক্ষণে—
তোমার সকল রূপের রূপকার,
হাঁ, তবুও তোমায় রচনা করব বৈকি!

নবতরুণ প্রজন্ম মনুষ্যের
দুর্বাক্ষর একত্রে দাঁড়িয়ে—
আজও তোমার জয়ধ্বনি করব,
বিজয়িনী বাংলা!

## ক প ক

আরণ্যক

তোমার শহর ছেড়ে নিলাচর নামে,
অন্ধকার তাকে বন্ধুর মত পথ দেখায়,
বন্ধ কপাট খোলা কুকুরের মত সরে দাঁড়ায়,
মসৃণ নিঃশব্দ ঘাঁটি বুনোর পালঙ্কের পাশে থাকে।

ঘরগুলো ঘুমিয়ে নেই, জেগে আছে এক নারী,
পোষাপাখির পাখীর মত নরম তার হাত,
পোষাপাখির ঝাঁটার মত তীক্ষ্ণ; প্রগাঢ়ভাষ;
প্রেম নয়, লুকোচুরির খেলায় মাতাল নিলাচরী।

## রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষক সম্মেলন

১৩ই [illegible] যুগান্তরে রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষক সম্মেলনের প্রস্তাব সহযোগে শ্রীশৈলেশ্বরঞ্জন মজুমদারের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। বিবৃতি থেকে মনে হল, আলোচনার অন্তর্গত প্রধান বিষয়গুলি হচ্ছে এই:

রবীন্দ্র-সংগীতের যথার্থ সুর এবং গায়কী সম্বন্ধে আলাপ, আলোচনা ও গবেষণা।

রবীন্দ্র-সংগীতের সুপরিকল্পিত পাঠক্রম।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে রবীন্দ্র-সংগীতের একটি ব্যাপক পরিমণ্ডল গঠন।

রবীন্দ্র-সংগীতের ব্যাপারে বর্তমান শিক্ষা বর্জন এবং গুরুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন।

রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে গুরু এবং শিষ্যের সম্বন্ধ সংগঠন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের কিছুদিন পূর্বে ও অব্যবহিত পরে কলকাতায় একটি সংগীত-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্র-সংগীতের মূল সুর এবং গায়কী সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া। তারপরে আরও পরিষদ একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। সবারই উদ্দেশ্য মূলতঃ এক। এতকাল পরে শৈলেশ্বরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের বিবৃতি থেকে জানা গেল এ-প্রয়াস সফল হয়নি—রবীন্দ্র-সংগীতের যথার্থ সুর এবং গায়কী সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের এখনো অনেক জানা অর্জন করা প্রয়োজন। এখন কথা হচ্ছে, অর্ধ-একটি সম্মেলনে বর্তমান ব্যবস্থার চেয়ে উন্নততর ব্যবস্থা আমরা করে নিতে পারি কিনা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন ঘটাব কিনা। আমাদের বিশ্বাস তা ঘটবে না, কেননা রবীন্দ্র-সংগীতকে উপলব্ধি করবার জন্য শিক্ষার যে উপকরণের প্রয়োজন, গোড়া থেকেই তাকে বর্জন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত সম্মেলনও তা পূরণ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। যথার্থ শিক্ষা তোমাদের একমুখী নয়, তা অখণ্ড। এই অখণ্ড কথাটির অর্থ একটি সংস্কৃতির বিরাট পরিধিকে জানতে হয়, পরে তার বিচ্ছিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার অবকাশ ঘটে। ঐকান্তিক অনুরাগ এবং নিষ্ঠার সংযোগই শিক্ষার প্রধান পুঁজি এবং এই কারণেই অজস্রকালের গান শ্রোতাদের মনে রেখাপাত করে না। রবীন্দ্র-সংগীত অনুশীলনের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানকে সম্প্রতি আমরা উৎসাহ প্রকাশ করেছিলাম। তার কারণ আমাদের আশা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আমরা ব্যাপক শিক্ষার সুযোগ পাব এবং তাহলে রবীন্দ্র-সংগীতের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা সম্ভব হবে।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তনা এক,

শার্ঙ্গদেব

অর্থ সংগীতের এক-একটি গোষ্ঠী গঠন করা আমি বিশ্বাস করি। আমাদের ভাগ্যদোষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আজ কায়েমী হয়ে বসেছে। বর্তমানে রবীন্দ্র-সংগীত যে এক-একটি গোষ্ঠীর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই এবং তার অনুসারে গায়কীরও উদ্ভব হচ্ছে। সংকীর্ণতার সূত্রপাত এইখানেই এবং অন্যায়ের বিষয়, রবীন্দ্র-শিক্ষায়তনে আজই অনেক রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে অনুসন্ধান গড়ে তুলেছেন। রবীন্দ্র-সংগীত বিদ্যালয়গুলি অন্য সব সংগীতের সঙ্গে পরিচয় করে কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সংগীত-চর্চাতেই একমাত্র মনোযোগ দেবার যে গোঁড়া রীতির প্রবর্তন এই সময়ের বেশ কিছু বছর ধরে করা হয়েছে, তারই প্রত্যক্ষ ফল এই নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি। প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে সম্মিলিত শিক্ষা যেখানে একেবারেই নেই, সেখানে শিক্ষার নিয়ম ছাড়া আর কোন নিয়ম বজায় থাকবে। রবীন্দ্র-সংগীতের সঞ্চিত বক্ষায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়মে সমন্বয় ছিল কোন উপায় নেই। কেননা, শিক্ষায়তনের অন্যান্য সংগীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন উপায় ঘটে না। তা ছাড়াও হয় না অন্যান্য সংগীতের অনুভূতি এবং তুলনামূলক দৃষ্টির প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য সংগীতের পরিচয় থেকে রবীন্দ্র-সংগীতের মূল তথ্য হয়। অন্যান্য এই ভাব কোন পরিণতি লাভ করা হয়, রবীন্দ্র-সংগীতের মুখস্থ করানো হচ্ছে পরিণতির মূল কারণ। সেখানে সংগীতের সেখানে ভাবনার কথা হচ্ছে ভাবে চলবার।

আমাদের ভাবনা কোনকালেই এমন ছিল না। এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ছোটদিদিঠাকুরুন তাঁর পরিচয়ে সবরকম গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন। অথচ রবীন্দ্র-সংগীতের অনুবাদী তিনি কম ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গানের যত বিকৃতি ঘটেছে, তা জানালে তৃপ্তিপর লাভ্যকে তিনি তাঁর গান গাইতে নিষেধ করেন নি, শুধু, তাঁর অনুরোধ ছিল যে, তাঁর গান যেন এমনভাবে গাওয়া হয় যে, তাঁর রচনা বলে সেটা চেনা যায়।

কবির জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনে একান্তভাবে তাঁর গানের চর্চা হয়েছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সেটা যথানিয়মে তাঁর নির্দেশে হত। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সংগীতের যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। আজ দিনুবাবুর নাম বিস্মৃত হলে অন্যায় হয় না। তাঁর স্বরলিপির নাকি সংশোধন চলেছে এবং সে-গায়কীর পরিচয়ও আজ নেই। রবীন্দ্র-সংগীতের সে প্রতিষ্ঠাতা অনিন্দনীয় আজ নিঃসন্দিগ্ধ। আজ যাঁরা চলেছেন, তাঁদের হাতে মিটি-মিটি করে ছড়িয়ে প্রতিপদ কবির শিল্প সে-আসরের রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য উদ্ভব হয়ে ওঠা না। সে-অনুকরণের স্থানীয় সংগীত রবীন্দ্র-সংগীত বলে চালানো হচ্ছে। এইরকম অবস্থায় গুরুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন আমরা করে আশান্বিত হচ্ছি না। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সুরের বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে সমস্যা সমাধানের পথে—এমন আশঙ্কাও আমাদের আছে।

আজ যখন কলকাতায় এবং সমস্ত সংগীত রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার আয়োজন হচ্ছে, তখন তাঁর সুরও প্রতিষ্ঠিত করে সমস্ত সংগীত-অনুষ্ঠানের মধ্যে নিয়ে আসবার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা-বিভিন্নতা সংগীত একান্তভাবে যখন যে সংগীতের ও সংগীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার এই শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা সংগীত এবং সংগীত সম্বন্ধে জ্ঞান এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। তবে রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে তাকে সংগীতের মধ্যে রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে সংগীতের সংগীতের সংগীতের প্রতিষ্ঠা হবে।

সংগীতের ক্ষেত্রে একদল ছাড়া কোনদিনই ছিল না। কিন্তু তবু পরিবর্তন সংগীতের কোন কোন সম্প্রদায় যখন রবীন্দ্র-সংগীতের আসর করে তাদের সংগীত হয়ে ওঠে না। তখন তাদের অনুষ্ঠান ছাড়া সমস্ত রবীন্দ্র-সংগীত হয়ে ওঠে। তাদের কাছে যে, রবীন্দ্র-সংগীতের সুরের সংগীত বিশেষজ্ঞ একটা পরিচয়ও সংগীত হয়ে উঠছে। আমাদের কাছে যে, রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে তাঁর সংগীতের সংগীত রবীন্দ্র-সংগীতের সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাঁদের রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন সম্বন্ধে বিশেষ করবার একটা নিজস্ব পুরুষানুক্রমিক চলেছে। অথচ তাহলেও একটি একটি গোষ্ঠী রবীন্দ্র-সংগীত গোষ্ঠীগত পুরিচয়ও ছিল। এই আমাদের ধারণা। এই ধারণা সত্য হয়ে ওঠবার এর মত প্রত্যক্ষতা আর কিছু নেই। শিক্ষাগত পরিচয় যখন ব্যাপকতর হবার, তখনই তার সমূহ

ক্রটি। কোন কোন শিল্পীর রবীন্দ্র-সঙ্গীত যদি আদৌ রুচিসম্মত না হয়, তাহলে যাতে সেটা ভাল হয়, সেই চেষ্টা করা দরকার, কিন্তু তাঁদের বর্জিত করবার প্রয়াস সমর্থনীয় নয়। আর ভাল করে শিখে যাঁরা গান করেন, তাঁদের রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং অন্যান্য সঙ্গীত, সবই ভাল হবার কথা, সেখানে কোন সঙ্গীত থেকে তাঁদের নিরস্ত করবার প্রশ্ন তোলাটা অবান্তর মনে হয়। যাঁদের গলা ভাল, গাইবার ক্ষমতা আছে, তাঁদের সবরকম গানে সুযোগ দেওয়ার মধ্যে কোন অসঙ্গতি থাকতে পারে না। এই ধরনের সমস্ত পরিকল্পনাই অবাঞ্ছনীয়।

অন্য কোন গান গাইলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হবে না, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বর্তমানক্ষেত্রে শিক্ষা হলে এমনটা হতেই পারে না। বরঞ্চ তখনই যে-কোন শিক্ষার্থী পাঁচটা গান থেকে কোথায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পার্থক্য, তা বিচার করতে সমর্থ হবেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চেষ্টা হবে প্রতি গানের বৈশিষ্ট্য বিচার-বিবেচনাপূর্বক প্রকাশ করা। আমাদের শিক্ষা বর্তমানক্ষেত্রে দুর্বল বলেই এই ধরনের গোলমাল দেখা যাচ্ছে। সর্বস্তরে শিক্ষায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার বাড়বে বই কমবে না, কেননা, একেত্রে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে কৌতূহলও অনেক বেশি বেড়ে যাবে।

অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন একটি সম্মেলন আহ্বান করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, যাতে বাংলার সঙ্গীত সমস্তটাকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচিত হয়। যাঁরা বাংলার সঙ্গীতের গঠন করেছেন, তাঁদের কথা চিন্তা করে সুশৃঙ্খলাপূর্ণ পাঠক্রম নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক এবং বাংলার সমস্ত অঞ্চলেই সমস্ত বাংলার বিচিত্র সঙ্গীত নিয়ে ব্যাপক পরিবর্তন গঠন করা দরকার। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যথার্থ প্রতিষ্ঠাও এই ব্যাপক সঙ্গীতবোধ থেকেই হওয়া সম্ভব।

মার্চ —কমল বসু

# চিত্রপরিচয়

## চিত্রগ্রীব

সম্প্রতি দেশী এবং বিদেশী বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ছোটদের চিত্রবহুল গল্পগ্রন্থের সংখ্যা অনেক। বিভিন্ন লিখিত হবার চিত্রবহুল গল্পগ্রন্থের ইনি সম্পাদক ও রচয়িতার পদে বহু বছর কাজ করেছেন এবং লিখেছেন অনেকগুলি ও অনেকগুলি চিত্রে এঁর কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। বিশেষত অনেক ছবি পাশ্চাত্যের এই পেইন্টিং দেখতে পাওয়া যায় ১৯৪৮-৫১ সালে কেম্ব্রিজের স্টুডিও থেকে যাবে ইনি যে প্রকাশনী কারখানাটি চালাতেন তাতে সমস্ত বিদেশের ছবির বই ইনি ইংরেজী ভাষায় লিখে ছাপিয়ে ছবি ছাপিয়ে ছবি ছাপিয়ে ছবি

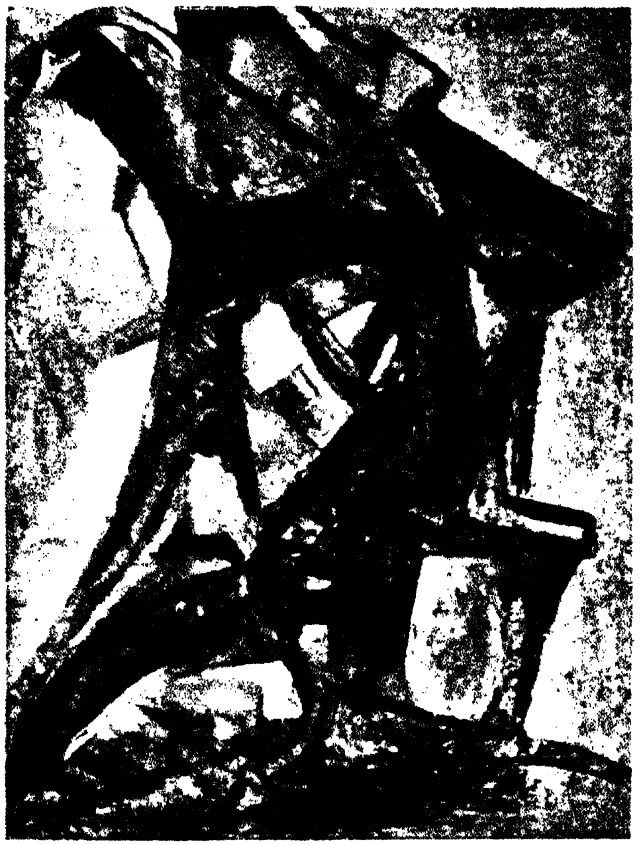

কম্পোজিশন —জ্যোতিষ ভট্টাচার্য

থেকে ফেরার পর থেকেই এঁর অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারার আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য প্রদর্শনীতে যেসব ভাল রচনাই ছিল অ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্রকলা। অবশ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং প্রথাগত রচনাও কিছু কিছু ছিল। প্রদর্শনীটির ব্যবস্থা হয়েছিল জার্মান-ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে হৈকাকে হাউসে।

প্রকৃত রূপকে যদি কোনও শিল্পী যথাযথভাবে তাঁর রচনায় ধরে রাখেন তাহলে তাঁর চিত্রধারার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না সে রচনার মধ্যে থেকে। তাঁকে ছাড়া কাউকেও বলা চলে না। শিল্পীই করে থাকেন রূপের পুনরাবৃত্তি না করে নতুন এবং অভিনব রূপ সৃষ্টি করা। যে সব নবাগতের আবির্ভাব দেখা যায় অভিজ্ঞতাকে চিত্রকলায় তাঁর সবেরই মূলে আছে এই প্রকৃতিকে নকল না করে নতুন রূপ সৃষ্টি করার বাসনা। নতুন রূপের মধ্যে দিয়ে শিল্পীরা চান তাঁদের ব্যক্তিমনসের পরিচয় দিতে। আমাদের চোখের দেখা আর মনের দেখার মধ্যে প্রভেদ অনেক। এই মনের দেখাকে শিল্পে যিনি ব্যক্ত করতে পারেন তিনিই হলেন সার্থক শিল্পী। মনের দেখা রূপকে প্রকাশ করবার জন্যে শিল্পীকে অনুষঙ্গিক উপকরণ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। কেউবা প্রকৃত রূপের ওপরই কিছুটা অতিরঞ্জন অনুরঞ্জন করে অন্য-প্রকার করেন। আবার কেউবা এমন সব রূপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন যার বিষয়বস্তুর সঙ্গে কোন যোগ থাকে না প্রকৃতির কোনও সৃষ্টির সঙ্গে। যেসব শিল্পী নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার ওপর ভিত্তি করে রচনা করেন তাঁদের লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে রেখার সর্বপ্রধান অবলম্বন। সব ধরনে যেমন শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে তেমনিই বর্ণবিন্যাস বর্ণ এবং অলঙ্করণের সব ফুলুর সমন্বয়ে। এমন সুর সৃষ্টি করা যা দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করতে পারে। জ্যোতিষবাবুর 'কম্পোজিশন'গুলি সবই দর্শনেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে রঙ রেখা এবং অলঙ্করণের সব ফুলুর সমন্বয়ে 'সুর' সৃষ্টি। এই 'সুর' সৃষ্টি করার জন্যে শিল্পী বর্ণ ব্যবহারে বহু রকম পরীক্ষণ নিরীক্ষণ করেছেন। স্পষ্টীকৃত অথবা নিয়েছেন যেসব রচনাগুলিকে সেগুলির মধ্যে প্রকৃতির কোনও কোন সৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। 'বেগার্স ইন দি সিটি', 'রাইডার-১', 'রাইডার-২' 'অন দি রান' 'স্প্রিং', 'দি কোচ অ্যান্ড দি ট্রেনীজ' প্রভৃতি রচনায় স্পষ্ট প্রকৃত বিষয়বস্তুর ওপর শিল্পী অতিরঞ্জন অনুরঞ্জন চড়িয়ে বিকৃত রূপ সৃষ্টি করে আপন ব্যক্তিমানসের পরিচয় দিয়েছেন। 'নিউড' এবং 'স্কাওয়ার সেলার ইন সিয়েনা' এ দুটি রচনার বর্ণবিন্যাস কিছুটা অবাস্তবতা থাকলেও ফর্মগুলি বলা যায় বাস্তবানুগ-ধর্মী।

ব্যক্তিগতভাবে জ্যোতিষবাবুর কিছু রচনাকে সমর্থন না করতে পারলেও এঁর প্রতিভাকে অস্বীকার করতে পারি না।

•

গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্স হাউস-এ শিল্পী শামল বসুর ১৮ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। শামল বসু গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজ থেকে কমার্শিয়াল আর্ট-এ ডিপ্লোমা লাভ করেছেন ১৯৫২ সালে। বর্তমানে তিনও বিখ্যাত প্রচার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইন সংশ্লিষ্ট। অধ্যয়নের পর শিল্পীর সাধারণত পরিচালিত স্টুডিওতে' ইন সুকুমার শিল্প চর্চা করেন প্রতিদিন সন্ধ্যায় তবে যেসব ছবি প্রদর্শন করেছিলেন সেগুলি স্টুডিওর মধ্যের রচনা নয়। রচনাগুলির বিষয়বস্তু যেসব ছবি শিল্পী সেখানে সংগ্রহ করেন তার আশেপাশের দৃশ্য এবং লোকজন।

যেই এঁর রচনার মধ্যে সেই রেখা যেন খুবই পরিচ্ছন্ন রঙগুলি করা হোলের কমবার ছড়াবে, কখনও নরম কখনও ভারসাম্য ঘোরা, কখনও কঠিন মূর্তিগুলির সঙ্গে প্রভৃতি। এঁর আঁকার ধরন মোটামুটি প্রথাগত রঙগুলিকেই স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন সর্বত্রই। কম্পোজিশন প্রভৃতি থাকলেও এঁর মধ্যে প্রকাশনাই। ফলে এঁর ছোট ছোট রচনাগুলিই শিল্পীর সবচেয়ে সমান মনে হয়। যেসব বড়দের সিরিই এঁর ছোট ছোট ছবির মেজাজও খুব চড়া। কালিকলমের স্কেচগুলি বেশ পরিণত হাত। লোকের এক সঙ্গে দুটি 'করবী' 'কোরকটা' মুটি 'কর্মরত' সিনের ছোট এই কটি স্কেচগুলি ও কালিকলমের এই স্কেচগুলির অনায়াস সৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতির চাক্ষুষ পরিচয়-মাত্রকে শিল্পে ব্যক্ত করেই শিল্পী সন্তুষ্ট থাকতে চান। এ থেকে মনে হয় শিল্পকলার ছাত্রটা এখনও কাটেনি। এমন কিছুর সৃষ্টি করা উচিত যা থেকে শিল্পীর ব্যক্তিমনসের কিছুটা অন্তত পরিচয় আমরা পেতে পারি। রূপশিল্পের সব ব্যাকরণ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললে নিখুঁত ছবি হয়তো হয়, কিন্তু রসোত্তীর্ণ আর্টের কি সৃষ্টি হয়?

GOVERNMENT LIBRARY

বড়দিনের উৎসব উদ্‌যাপন ব্যাপারে অনেকের বিচিত্র খেয়ালখুশির কথা শোনা যায়। গত মহাযুদ্ধের আগে পিটার গ্রাহাম নামে বৃটেনের হাসপাতালের এক সার্জন পত্রের ধরণ রিপোর্টার বড়দিনের এক সপ্তাহ আগে সম্পাদকের কাছে উপস্থিত হয়ে কাগজের প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে এক চমকপ্রদ কাণ্ড ঘটানোর প্রস্তাব করে।

প্রস্তাব প্রসঙ্গে সে বলে যে, খৃষ্টমাসের সপ্তাহটা ঘিরে সে পকেটভর্তি রেজকেসমেত ফেরিওয়ালা সেজে বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে ঝাড়ন বিক্রি করবে। উদ্দেশ্য সফল হলে কাগজের প্রচার সংখ্যা বেড়ে যাবে। সম্পাদক প্রস্তাবটা হেসে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু গ্রাহাম নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত সম্পাদক রাজী হলেন। তবে এই শর্তে যে, বড়দিনের দিন সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত সে কোনো ঝাড়ন বিক্রি করতে পারবে না। ৬টার পর সে যা বিক্রি করতে পারবে তার সবটাকা কাগজের হবে।

গ্রাহাম তার ঝাড়নের বোঝা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন ঘুরে ঘুরে সে ঝাড়ন বিক্রি করল। কিন্তু সন্ধ্যে ৬টার পর সে যখন হিসেব করতে বসল তখন দেখা গেল যে, সারাদিনে সে যা বিক্রি করেছে তার দাম তার পকেটের টাকার চেয়ে কম। অর্থাৎ সে লোকসান দিয়েছে।

খেয়ালীসম্পাদক উৎফুল্লচিত্তে সেকথা ছাপতে ভুলল না। এর ফলে একদিন সন্ধ্যে ৬টার পর গ্রাহামের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সম্পাদক দেখলেন যে, একটা বাড়ী ঘুরে সে এই কাণ্ড করছে এবং বাড়ীর টাকাটা দিয়ে উৎসাহ দিলেন সাংবাদিক সহযোগীকে।

বড়দিনের পরদিন যেখানে বর্ণবিদ্বেষ সম্পর্কে প্রশ্ন, একবার এক বাড়ি সাড়ে খৃষ্ট-মাস দিনটা কাটায় সেবেরবর্ণীয়দের জন্য সংরক্ষিত বিশ্রামাগারের পাশে প্রচণ্ডশব্দে বক্তৃতা দিয়ে। সকাল সাড়েটায় সে বক্তৃতা আরম্ভ করে এবং অনর্গল বলে-বলে ঘণ্টা বাজার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দেবার পর রাত্রে সে কথা ফুরিয়ে যেতে অগত্যা বাধ্যতার করে আবেদনটাই আওড়াতে হয়।

উইলিয়ম গ্রাহাম নামক আমেরিকার এক কৃষক একবার বড়দিনের সকাল সকালটা টিকিট ঘরের জানলা কাটিয়ে নেয়। কিন্তু পরের পাঁচ দিন তার জন্য কাটাতে হয়েছে হাসপাতালে থাকতে হয়। সকালে ভোরে পাড়ার টিকিট ঘরে টিকিটের বদলে ছ ফুলোরেটিন টেলিফোন মন্তব্যটিতে ভোরের কাজ দেখার জন্য তার পাশে একজন লোক নিয়ে বসাতে হয়েছে বলে বলা হয়।

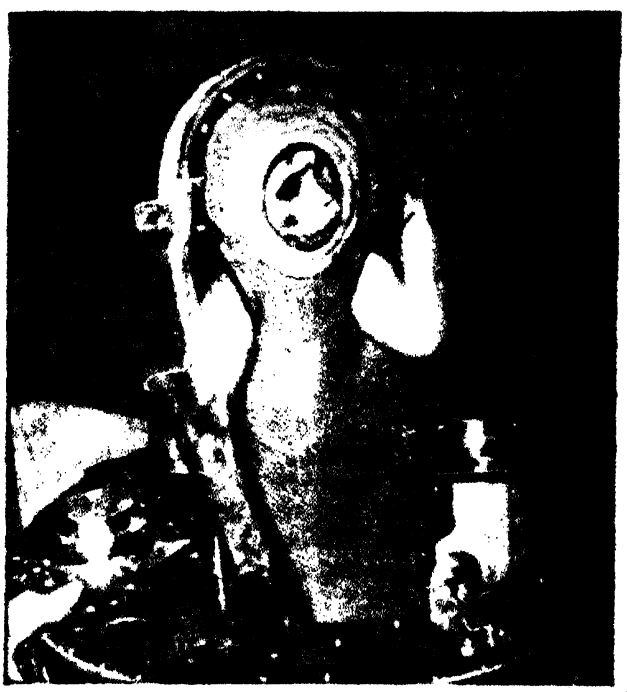

মাত্র পাউন্ড ওজনের এই বাঁদরটি বড়দিনের ডাক্তারিখানায় ওয়াশিংটন পেইজন থেকে নিক্ষিপ্ত লিটল-বো রকেটের ওপায় করে খুব উঁচুতে, শূন্যে প্রেরণ করে আসে। রকেটে মানুষকে শূন্যে পাঠাবার আগে এক বিশেষ ধরনের রকেটের পরীক্ষায় বাঁদরটিকে বারবার বসা হয়। তের মিনিট শূন্যে থাকাকালে বাঁদরটির শারীরিক প্রতিক্রিয়া থেকে অনুরূপ অবস্থায় মানুষের শারীরের প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়ায়, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

চুল খাড়া হয়ে যাওয়া [illegible] এক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাতা কর্তৃক উদ্ভাবিত ইলেকট্রোস্ট্যাটিক জেনারেটরের, যার সাহায্যে চুল খাড়া করে তোলা। জেনারেটরটির ক্ষমতা হচ্ছে পাঁচ লক্ষ ভল্ট বিদ্যুৎশক্তি বিকীরণের। গবেষণার মাধ্যমে প্রতোকটি কেশে অনুরূপ পরিমাণ শক্তি প্রবাহিত হয়। যন্ত্রটি বিজ্ঞানাগারের জেনারেটরটির জন্য বিশেষভাবে নির্মিত এবং বাজেও সস্তা

নববর্ষ এবং প্রথম কেনা উপলক্ষে আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে কার্ড পাঠাবার প্রথা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আজ প্রচলিত। তবে সবার প্রথম প্রচলিত হয়েছে বড়দিনের কথা নয় এবং এটা অনেকেই হয়তো জানেন না। ইংরাজী নববর্ষে খৃষ্টমাস কার্ড-পাঠানোর প্রথা দেখা দেয়। ইউরোপেও খৃষ্টমাস কার্ডের প্রচলন হয় ১৮৪০ সন থেকে। তার আগে খৃষ্টমাস ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন লোকে চিঠিপত্র লিখে সম্পন্ন করতো।

বৃটিশ মিউজিয়মের অন্যতম ডিরেক্টর স্যার হেনরি কোল সে বছর হঠাৎ বেশ্যে পারেন যে খৃষ্টমাস উপলক্ষে তার পরিচিত জনকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়নি এবং হাতে এমন সময়ও ছিল না যে সবাইকে চিঠি পাঠাতে পারেন। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি বন্ধুবর একাডেমির শিল্পি জন হর্সলিকে দিয়ে একখানি কার্ড আঁকিয়ে সেটি বহুসংখ্যক মুদ্রিয়ে সবাইকে পাঠিয়ে দেন। এই হল প্রথম খৃষ্টমাস কার্ড এবং হর্সলির আঁকা সেই ছবিখানিতে ছিল উৎসবের ভোজ-টেবিলে সমবেত একটি পরিবারের অনুপস্থিত বন্ধুদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। এর পর যে যার কার্ড নিয়ে হাত সমর্থক পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করে দেয় সবাই। কেননাটিতে ছবির পরিবর্তে স্থির কেননাটিতে রেখার উপর বসে থাকা একটি পাখী, এমনকি প্রতীকাত্মক দৃশ্য যে কেন কেননাটিতে কুমারী মেরি ও যীশু জন্মান্তরের প্রতিকৃতিও থাকতে এক সাধারণভাবেই কার্ড এমনও কার্ড আছে যাতে রয়েছে পরপুরুষকালনরতা একটি মেয়ের ছবি এবং নীচে লেখা "খৃষ্টমাস শুভেচ্ছা জানাই।"

১৮৪০ সনে রাওলাণ্ড হিল খৃষ্টমাস কার্ড আঁকার এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে সাড়ে সাত হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। বহু শত ডিজাইন এসে পৌঁছায় যার মধ্যে সে সময়কার বড় বড় শিল্পিদের অনেকের আঁকাও ছিল। বোর্ড একাডেমির সদস্যরা বিচারক হন এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত ডিজাইনের একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। সেই প্রদর্শনীতে লোকের প্রচুর ভীড় দেখে হেনরের টাক একাডেমীর শিল্পিকে শিল্পিদের দিয়ে ডিজাইন তৈরী করান। এর পর হয় প্রাচীন

বিখ্যাত শিল্পিদের ছবির অনুকরণ বয় মধ্যে প্রথম ছিল রাফায়েলের "মাডোনা"। একজন খাদনামা শিল্পি ও চিত্র করে নামকরা গ্যালারীতে গিয়ে ছবিখানি নকল করে আঁকেন এবং তারপর তা ছেপে ছাপানো হয়।

কিন্তু শুধু ছবি নিয়েই গল্প উঠলো না, গল্প বাধলো চিঠি। "শুভেচ্ছা জানাই," খৃষ্টমাস শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এসব কথা লেখার দরকার হল না। তাই মনোরঞ্জন জানানো হলো কার্ডের নীচে টেবিলক্লথের কায়দায়। আর ছবির এক একটি এমনি ধরণটি কাঁধবার জন্য এক হাজার শিল্পি হাতে খেওয়া ছবি নিয়ে মাথা খরচ করেও কার্ড টেবিলক্লথ ঢাকা করে উঠতে পারেননি। তবে অনেক কাঁধবা ছবির ধরনা নিয়ে খৃষ্টমাস কার্ড তৈরি করতে লাগলেন এবং এইভাবে কার্ডের শিল্পগুণ বৃদ্ধিসম্পন্ন করতে লাগলেন। প্রতিটি হোক আর জন্মদিনেই হোক প্রতিটি আত্মীয় শিল্পিদের আঁকা ছবির সংগ্রহে প্রতিটি হওয়ার কার্ডের মতো বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। রকমারিত্বের ভিড় আরও বাড়ার জন্যে ছোট ছোট লোকেরা ১৯০৫ সনে কোনাল কার্ড নামক এক কিন্তুতকিমাকার কার্ডের প্রবর্তন করেন। সাধারণ কার্ডের মাপের চেয়ে ছয় এক ছবিটির হাজার গুণ বেশী এই কার্ড। তবে টেবিল ক্লথ এর চেয়ে ১৩৩ হাজার গুণ বেশী হওয়ায় এই কার্ডখানি তৈরী করতে চিত্রকরটি হাজার মজুরে হয়েছিল। চারজন কারিগর ছ মাস পরিশ্রম করে বৃদ্ধের জন্মদিনের জন্য একটি কার্ড তৈরী করে। চিত্রকরটি বড় চাঁদরও সাজিয়ে দেওয়া হয় এবং ডাকমাশুলের জন্য যে কার্ডখানির দাম দাঁড়িয়েছিল সাড়ে সাত লক্ষ টাকা।

কালক্রমে উপহার বা বেরকমের কাপড় ও সাটিনের উপর হাতে বহুরকম কারুকার্যও উপহার হয় যার দাম ছিল আট দিনি থেকে সাতিনা দিনি পর্যন্ত। এক হাজার-রাজসম্পদ কার্ড কি ধরনের বিবরণসহ থাকবে জানিয়ে টিফেনের এক কোম্পানীকে অর্ডার দেয়। ফলে শিল্পিদের দ্বারা অঙ্কিত অনেকগুলি কার্ড আঁকান হয় এবং উক্ত ব্যবসায়ী তার মধ্যে থেকে একখানি বেছে নিয়ে তা থেকে ব্লক করে মাত্র ছখানি ছাপিয়ে ব্লক নষ্ট করে ফেলেন। সেই ছখানি কার্ডের প্রত্যেকখানির দাম পড়ে সাড়ে সাতশ টাকা।

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(২০)

ঘরের ভিতরটায় একটা স্নিগ্ধ ছায়া বিছানো সুকান্তর। মনে পড়ল তার একটা টেবিল ফ্যানও ছিল।

টাকা? টাকা কোত্থেকে 'সেল'? ভিখারিনী বড়ো ভাবিত হল।

বোধহয় ডাক্তার করেছি। এসব ডাক্তার সকলের সঙ্গে সুকান্তর।

কী কথা হচ্ছে ডাক্তারের ঠিক শুনি না, শুনতে চাইও না। আমার যে অনেকদিন আগে কী ঠিক এমনি করে পাশে বসে ডাক্তার ডাকবার কথা হয়েছিল তা মনে পড়ে। তার ঠিকানার কাগজ ছেঁড়া টুকরোটা এখনো আমার কাছে আছে। সেই ডাক্তার এখন কোথায় কে জানে।

ডাক্তার চলে যাবার পর ভিখারিনী সুকান্তর মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু কথা বলল না। সুকান্তই প্রথম কথা কইল।

ভয় নেই, ডাক্তার বলে গেল। বলল, ইনফেকশনের দরুণ টেম্পারেচার একটু বেশি। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। ওষুধ-পথ্যি ঠিকমতো পড়লে দু-তিন দিনেই সেরে যাব।

ভিখারিনী কোনো কথা বলল না। সুকান্ত আবার বলল, ডাক্তার বলে গেল, ওষুধ-পথ্যি ঠিকমতো পড়লে দু-তিন দিনেই সেরে যাব।

ভিখারিনী তবু কোনো কথা বলল না। সুকান্ত তার মুখের দিকে তাকাল। ভিখারিনী তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সুকান্ত বলল, ডাক্তার বলে গেল, ওষুধ-পথ্যি ঠিকমতো পড়লে দু-তিন দিনেই সেরে যাব।

ভিখারিনী এবারে কথা কইল। বলল, ডাক্তার কী বলে গেল তা আমি শুনেছি। কিন্তু ওষুধ-পথ্যি কিনবে কে?

সুকান্ত বলল, কেন, তুমি কিনবে।

ভিখারিনী বলল, আমার কাছে টাকা কোথায়?

সুকান্ত বলল, কেন, তোমার কাছে যা আছে তাই দিয়ে কিনবে।

ভিখারিনী বলল, আমার কাছে যা আছে তা দিয়ে ওষুধ-পথ্যি কেনা যায় না। তার কাছের টাকার সুখ নেই। আমার কাছের টাকারই সুখ।

সুকান্ত বলল, তোমার কাছে আবার কী টাকা আছে?

ভিখারিনী বলল, আমার কাছে আছে—পথ্যের কথা তো ডাক্তার বলে গেল। অনেকদিন তো খাই নেই—তাদের কাছে আমি খাঁটি 'সেল'।

সুকান্ত বলল, তোমার ছেলে নেই। অসুখ করে এসেছি।

ভিখারিনী বলল, ছেলে? থাকে 'তা'? তাকে দেখে সুখ করল সুকান্ত।


বিশেষভাবে এই কেশতৈলটিই আপনি কিনবেন কেন?

কেয়ো-কার্পিন

কেয়ো-কার্পিন কেশতৈল

কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • লাহোর • পাটনা • কটক

'হ্যাঁ, আমরা এখন চলে এসেছি উপরে। স্পষ্ট করে বলতে পারো, পেটে। আর শুকনো [illegible] যদি ভগবান নেই, তা হলে প্রেমও নেই। সুতরাং—'

'সুতরাং-এ দরকার নেই।' আদর করবার জন্যে হাত বাড়াল সুকান্ত।

বললে, 'বলো তোমার কী চাই? স্নো-পাউডার, হেয়ার-সাবান—নাপকিন?'

সরে গেল কাকলি। বললে, 'নিজের হাতখরচের টাকার মধ্যে আমার এসব খুচরো প্রয়োজন না-হয় মানেজ করলে, কিন্তু আমার যদি হঠাৎ কোনো সময় এক-শো থেকে একটা স্মার্ট টাকার দরকার হয়—'

'যথা, আদ্যশ্রাদ্ধ? শাড়ি?'

'শুধু শাড়ি কেন, কত কিছুই তো দরকার হতে পারে। সখ হতে পারে।'

'যথা, আন্তরর্ণ? কমপ্লেক্স-ডিফিকালটী?'

'নয়ই বা কেন? লজ্জা কিসের? অপরাধ

একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
আর কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সাহার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্যকরী ও অফুরন্ত ফেনা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক ফুটিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুনা না কেন...আজই!

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

S.30-XII BO

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত।

কোথায়? তখন পাবে কোথায়? তখন কী বলবে?"

অভিনয়ের ভঙ্গিতে 'হাত জোড় করে সুকান্ত বলল, 'বলব, 'ফিডিনিয়ান, হিজ লাইসেন্স।'

"তার মানে?" কর্ণেল হেসে ফেলে, কুঁচকালো কপাল।

"তার মানে, বাঙলা করে বলব, যে সরকার, যে সরকার, তুমিই তোমার মেয়াদ বৃদ্ধির 'সরকার কাগজটা নিজেই করে দাও।

"হুম, তারপরে ছাড়বে বলছ?" চোখ ছোট করে কপাল কুঞ্চন কর্ণেল। "তার নিজে তোমা নিজের অন্তর্ধান-অন্তরীণ সাধন করতে হবে। তারপরে তবে কিনা ছাড়বে তারা?"

"ও হরি, কিসে কী? ডিফেন্সিয়ানের জন্য ডিফেন্সের হাতে সুকান্ত সুকান্তের হাতে হাত হাত দিয়ে হাত হাত হাত।

"তারপরে তারি।" তারপরেই তারপর আবার সন্দেহের কুঞ্চন। "যে কারণে কিসের জন্যে কিসের জন্যে?"

"তার সন্দেহ নেই তারপরে।"

"তার মানে তো তার তারপরে তারা। তুমি তারপরে তারপরে।"

"তা তারপরে।"

"তারি তারপরে তারা তারপরে তারা তারপরে তারপরে

মন। সে যদি অনেকদিন ধরে টাকা দিয়ে একশো টাকা নিজের জন্যে—

'নিজের জন্যে মানে?'

'নিজের জন্যে মানে, তোমার আর আমার জন্যে।' পুরোনো দিনের একটা কথার সুর বুঝি বেখাপ্পা হয়ে কানে লাগল। হাসির ঝাপটায় সেটা উড়িয়ে দিল কাকলি। বললে, 'যদি একশো টাকা নিজের জন্যে রাখা যায়—বলতেই দেখাবে।'

'তাই রাখব এবার থেকে।' হেসে সায় দিল সুকান্ত।

কলেজ যাচ্ছে, মনিব্যাগ প্রায় খালি, হন্তদন্ত হয়ে মৃণালিনীর কাছে হাত পাতল সুকান্ত। বললে, 'মা, একটা টাকা দাও।' তখনি-তখনি দিতে হল কৈফিয়ত। 'বাস ভাড়া নেই।'

মৃণালিনী বললে, 'আমার হাত ছেড়, তোর কাকিমার কাছ থেকে চেয়ে নে গে।'

চকিতে কাকলির সঙ্গে চোখাচোখি হল সুকান্তর। কাকলির চোখ বললে, 'বেশ হয়েছে! সুপুত্রের মত সব টাকা মার জিম্মায় রাখো! আহা, সুকান্ত আমার কেমন হীরের টুকরো ছেলে। রোজগারের সমস্ত টাকা মার হাতে তুলে দেয়। বউয়ের আঁচলে গোঁজে না। বেশ, এখন ঠেলা সামলাও। কিন্তু, টাকা স্বাধীনমত নিজের হাতে, মানে স্ত্রীর হাতে থাকলে, ঠেকতে হত না, দাঁড়াতে হত না কাকিমার কাছে। হলই বা না ধার, ক্ষণকালের ধার, তাই-বা কে চায়। যে মানী, সে অল্পকালের কাছেও হাত পাতে না।'

কাকলি নিচেই ছিল, সুকান্ত তাকে বলল মিনতির সুরে, 'তুমি কিছু চেয়ে আনো।'

'আমি পারব না।' মুখঝামটা দিল কাকলি। প্রায় ধর্ম-সংকটের ভঙ্গিতে।

অসুবিধেটা বুঝল মৃণালিনী। তাই নিজেই সে অন্তরঙ্গ সুরে দেবরের কাছে বিজয়াকে। বলল, 'বিজয়া, আমাকে একটা টাকা দে তো। আমার কাছ আছে, আমার হাত জোড়া, পরে কিন্তু তোকে দিয়ে দেব।'

বিজয়া, তিনগুণার টাকাটা দিয়ে দে তো। সবাই ভেবে বসেছে, পাঁচ কুড়ি কই আনা তো চাকরকে দিয়ে। জয়ন্তীর কী সেইটিং বল কিনতে হবে দিয়ে দে তো এখনকার মত। আর সুকীরের কী সেলাই না মাসকাবিন দিয়ে। জয়ন্তীর কী ব্রাউনিং চুল বাঁধা তো। এমনি বিকেলে ছড়ি করে আসবে বাঁধা দিয়ে। যাক্কা, দুই দে তো এখন টুকিয়ে।

এমনি থেকে থেকেই খুচরো খরচের টাকা বিজয়ার কাছ থেকে চেয়ে নেয় মৃণালিনী। সব সময়েই ফেরত দেবার কথা বলে। কখনো-সখনো ফেরতও দেয়। মুখে যাই কিছু বলে ও ভেতরে-ভেতরে টাকা ধার পড়ছে, ঠিকই মনে রাখে।

ঠিকই একদিনসময় সময়ে সে তুলল কথা। একদিন বসে তুলল ঠিক অনেক দূর থেকে সুরু করে।

'বিজয়া সবার ছোটদের এত স্নেহ করে, আমার কাছে সে টাকার জন্যে হাত পাতে নাই।

ঠিক এ-কথার পিঠে কী বলবে বিজয়া, মৃণালিনীর সমস্যা কোথায় তা বুঝতে পারছিল না। তাই চুপ করে রইল।

একটু থেমে মৃণালিনী আবার বলল, 'আমার হাত খরচের টাকা ঠিক সময়ে ঠিক পরিমাণে পেয়ে এসেছি। কোনদিন কম পড়ে নাই।

একটু চুপ করে থেকে মৃণালিনী সুকান্তর কাছে একটা টাকা চেয়ে নিল কাকলির কাছে।

একটা টাকার জন্যে এত ভনিতা দেখে কাকলির মনটা কী রকম বিরক্ত হয়ে উঠল। মৃণালিনী সুকান্তর কাছে টাকা চাইলে, কিন্তু টাকা নিজের হাতে দেবে বলে দাঁড়িয়ে রইল।

সুকান্ত কারুর দিকে তাকাল না মৃণালিনী।

এক টাকার নোটটা ভাঁজ করে বাঁ হাতে ধরে সুকান্ত বলল, 'মাকে, কাকাকে, কাকিমাকে, সবাইকে টাকা দিয়ে তার একশো টাকা রাখব নিজের কাছে।'

'নিজের কাছে মানে পরের কাছে।'

'এই নাও' এই আবার আরেক পাঁচ।'

হেসে-হেসে বলল সুকান্ত। 'বলছি, কেন, সবাই তো তাই করছে। কাকিমা দিচ্ছে, কাকিমা রাখছে।'

'তবে কাই-না মাইনে' হাতি ধরে কথা বলার চেষ্টা করা ছাই, মরী করে বলে বসল মৃণালিনী। আর তা বেখেয়ালে শুনিয়ে।

'কত মাইনে তা নিয়ে কথা হচ্ছে না।'

থাকলে অবশ্য, কথা হচ্ছে বছরে মাইনে হোক, কিন্তু টাকা রাখতে হচ্ছে হাত-খরচের জন্যে।"

"হাত খরচের আছে।" আমার এক মুঠো-ভর্তি কথা বলল মৃণালিনী।

"ছেলেমেয়ে না থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর বাড়িভাড়া বাবদের জন্যে আলাদা একটা টাকা দরকার।" সিগ্ধিত হয়ে এসে ফিরে পাঁচিয়ে বললে সুকান্ত।

কথা বলার কী দরকার। কার্তিক উপস্থিত না থাকলেও তার অনুরোধ কথা ওদের চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। যেন তারা, কথাই শুনি, কথা শুনে। কথা না বলে শুধুই মনে অনুভবের একটা টাকা কম নিলেই চলে যেত। তা কিছুই বলছে আসছে না।

কিন্তু এক সময় তাই সকল হয়ে নিস্তব্ধতা মৃণালিনী হয়ে আমার দৃষ্টিতে এসে বলল। তার কথা যেন আমি শুনতে পাচ্ছি।

[illegible] করে [illegible] করে [illegible] করার [illegible] টাকার [illegible] তুমি [illegible] মৃণালিনী নিস্তব্ধ।

[illegible] [illegible] [illegible] [

'তবে এখন যখন ফ্যান হয়েছে চেঁচাবার দরকার হবে না।' সুবীর বলল, 'আর ঐ চেঁচানো কি পড়া নাকি? ওটা হচ্ছে প্রতিবাদ। গরমের বিরুদ্ধে, ছোট ঘরের বিরুদ্ধে, কিছু জমে রাখতে না পারার বিরুদ্ধে। তাই না?' কাকলির দিকে সমর্থনের আশায় তাকাল সামনে।

'কিন্তু বাই বলিস সুবীর, কাগজচাপা লাগবে।' বলল জয়ন্তী, 'নইলে শান্তিতে থাকা-বই মেলে বসতে পারবিনে।'

'তুই তো কাকিমার মেয়ে। তবে কাকিমার থেকে কিছু নিয়ে আয় না চেয়ে। কাঁচির নয় পেতলের প্রদীপ। কাকাকে বললেই নিয়ে আসবে ঠিক অফিস থেকে।'

সহকারের মত ভাঁপা জমল সুবীর।

জয়ন্তী ভার-ভার গলায় বলল, 'কাকিমার চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে—'

হাসে সুবীরের কিছু বাধ আসে না। কিন্তু জনা দিক থেকে ভয় আসে তবে মুখ ফাকাসে হয়ে গেল।

'এখন ছোড়দারা নিচে যাবে, আর দুই ছেলে মাসির ঘরে, এক ঘরে পড়বি চেঁচিয়ে।' হাসল জয়ন্তী। মনে মনে ছেলে প্রতিবাদের কড় কুর্নিশ।

'আমি আর নড়ছি না।'

'দেখি তখন কে নড়ে।' নিশ্চিন্তে নিশ্চিন্তে বলল জয়ন্তী।

'যেমনভাবে কথা হচ্ছে, তাতে তো আজ রাত থেকে নাই চেঁচা।' কাঁটা পাড়ল ঘরিয়ে নৈক সুবীর। আর বলল 'তবে কাকিমাকে যাওয়া বন্ধ না হয়ে। দুই তো পরীক্ষা ছাড়ও ছোড়দাকে ঢুকিয়ে একবার ভেবে দেখ না তুমি। কাকিমার যেন না হয়। আমাদের মতন টাকার পাখা নেই কারও।'

না তে ছাড়া ঠিক হয়ে দাঁড়াবে। কাল সকালে আর প্রসঙ্গ তুলবে না নিচে।

জয়ন্তীর চোখ ঘুম ছাড়াল কাল টিল। এতটুকু ভাঙেনি ঘুম। কাকিমা ছাড়া সেই বাড়িটা এখন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ঠিকমতো ঘুম হয় না। কিন্তু তবুও তার কোনো কাকিমার কাছে যাবে বলে মনে হয় না।

'না হয়।' ভেবে নিয়েছিল। না থেকে কাল সকালে সুবীর। বোঝাবে তাকে ভাল করে। তবে ঘরের ঘরের ঐ ছোটার ঘরটায় সরিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু সেখানে কথা তুলে ঘরানো। সে কাকিমার মেয়ের চেয়ে বড়ো। পাখাটা ঘুরিয়ে ঘরে নিচে না কেন কমল?

কাল-ম না নিজের ঘর ছাড়তে না সে, ছাড়াতে কাকিমার ঘর।

কাকিমা বলেন, এই তো ছাড়ো তুমি, তুমি একেবারে ঠাকুমার কাছে যাও না। এখন ঠাকুমার ঘরে পাখা চলে তুমি ঠাকুমার কাছে শুয়ে ঘুমোতে পারবে।

ছাড়ো ঘরে না কিন্তু—' কাকিমার এক-পক্ষে চুক মাতার ঘরে চোখ ধরল জয়ন্তী।

'যে বলছে ছাড়তে হবে না।' কাকিমার মাথাটা আরো চোখ থেকে একটু সরিয়ে আনতে-আনতে কাকিমা বলল, 'ছাড়াই তো হবে। সুপুরের ঘুমটা করতে অসুবিধে হচ্ছে, পাখার বাড়ি খেয়ে এখন ঘামাচির চাওয়ায় এ ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমোবে।'

না, না, আমি কিছুতেই ঘুমোবো না এ ঘরে। পাসন-পাঁচুন না করে যা হয়ে জয়ন্তী কাকিমার গলা জড়িয়ে ধরল। বলল, তুমি আমাকে এ ঘর থেকে নিয়ে যাও। ভেবে গরম, সুপুরে আমি তোমার কাছে, ঘুমুব।

জন্যে কান্না, তোমার পাথর বাড়ি আমার একটু৪ লাগে না।'

বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরলে ভূপেনের আগে ঘরে ঢুকল দুর্গাসুন্দরী। সন্দেহে বললে, 'নিজে যা কোনোদিন পারো না, পারবে না, তাই দেখ একবার চেষ্টা করে।'

ভূপেন দেখল। বললে, 'কে দিল?'

'সুকু।'

এক মুহূর্তে চুপ করে রইল ভূপেন।

'তোমার পাথর যে ছাই তাও সেদিন হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। উহার হাড়ে পাথর নাই। নিজে যখন ফাঁদ পেতে ধরলে নিজের হাতেই সাক্ষিত করলে। সুন্দর কথা আর ছেলে দেখল না। সুকু সেরকম নয়। সাধারণ নয়।'

'না, না, নিজের হাতে না টাঙিয়ে এখানে, এ ঘরে দিলাম কেন?' চড়স্বরে জবাব দিলে ভূপেন। 'আমার ঘরানার দরকার নেই। ওর ঘরে ওকে ফিরিয়ে দিয়ে বলো।'

'ফিরিয়ে আর কাকে বলব? মেজবৌদি বলে গেল সে কথা বলতে। আমার একটা ছেলের সংসারের টেনে-হিঁচড়ে হয়তো সন্তা সাধারণ করতে পারি। এ ঘরে তুমি একলা থাকো। আমি ঘরিণী, তোমার ছেলে-মেয়ে ঘরের ঘরানা নই। আমার সেরকমটি চলবে না। তুমি যাতে সুখে থাকো, নিশ্চিন্তে থাকো, নয়তো কখনো চাও না। সুকুর ঘরে যে ঘরানা সংসার, তা তুমি তুলসীর সঙ্গে তুমি সংসার করো। সেই সংসার তুমি সুখসাধ্য করে তুলো। আর নাতির হাতের ঝোলানোর জন্যে ফিরিয়ে আনো এই পাঁচনি। ছাই যে দিয়েই ধরুক না সংসারের কথা ধরে রাখা নাতির সেই আর ছাড়ে সমর্থ হয়ে আমার নিজে হাতে দিয়ো, বুঝেছ?'

চমৎকার ঘরে ঢুকে পাঁচনিটা সাইড টেবিল আস্তে রাখলেন সুকুমার। এ কি, শব্দ নয়?

ঘরে ঢোকার উঠল করেছে: ইলেকট্রিক ফিটিং হচ্ছে কি?

ঘরদোরের ঘরে ফিরে কার্তিক পাশের-চোখাকে ডাকতে গিয়ে দেখে সুকুমার আসার শব্দ। একে চাঁদ পেয়ে সারাদিন ছুটে বেরিয়ে এসে হয়েছেন সুকুমার। সারাদিন এসে দেখতে দেখে কাজটা বলেছে, 'এ কি, মিস্ত্রি ঘর ফুল করল নাকি?'

মন্দাকিনী নীচে, পাকের ঘরে। ডাকে শুনিয়ে, ছেলেমানুষ শুনিয়ে কার্তিক বলেছে না। ফুল করবে কেন? তুমি যেমন বলে দিয়েছিলে ঘরানার ঘরে ঘরে যেমনি হয়েছে।' বলে সুকুমারের প্রশ্ন হাতে ধরে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে এল কার্তিক। পশ্চাতে সমস্ত সম্পদ, ঘরানার ঘর খুশি রেখে নিজেদের ঘরে ফান টানলো ঘরানার ঘরানায়, ঘরানার ঘরানায়। তুমিও সেটা বুঝবে। তাই প্রথমটা ওদের ওখানে চালান দিয়েছি। পরে যদি আবার আসে তখন দেখা যাবে।'

'কিন্তু কী সুন্দর পরল এই ঘরে।' সুকুমার আপত্তি তুললে। 'ওদের ঘরের শিক্ষিত ছেলে, হাওয়া খাওয়ে কাপড়া করে না।'

ও সব কথা কানেও তুলল না কার্তিক। সরু সরীয়ে ঘরানার ছবি চেপে বললে, 'আপনি নয়, তোমার জন্যে নতুন একটা ফিটিংস করেছি।'

'কী?' সন্দেহের পরে পরিচয় মিলল, এমনি সন্দিগ্ধের হাসিমুখে তুলল সুকুমার।

'আলোটা নেবেও' খাটো টেবিলে-টেবিলে ঘুরে-ঘুরে বললে কার্তিক।

কী যেন অন্ধ কার্তিকদেরকে সহসা অন্ধিকার কল্পনা হয়ে উঠবে বলেই উপর ঘরানার সুকুমার আলো নিবিয়ে দিল।

ঘর ঘুরুনি বেডসুইচটা টিপে ধরে একটা নীলাভ ঘরে ঘরানার নীচের ঘরে সন্ধি করল কার্তিক। বললে, তোমার জন্যে এই বেডসুইচটা করেছি। কি, পছন্দ?

জবাবে বিস্ময়ে ঘরানার ঘরে কার্তিকের কার্তিকদের মতো ও ঘরানার-ঘর সন্দিগ্ধে। ঘরে ঘরে ঘরে ঘরানার ঘরে ঘরে একেবারে নতুন ঘরে ঘরে ঘরে সন্ধি ঘরে ঘরে ঘরে

একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তিসম্পন্ন*

# ম্যাকলীন্‌স্

পেরক্সাইড টুথপেস্ট

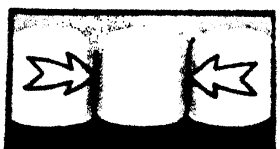

১ * সব চেয়ে বেশী পরিষ্কার করে।

আপনার দাঁতের ওপর স্নেহ-পদার্থের অপরিচ্ছন্ন ও বীজাণুকবে আচ্ছাদন পক্ষে ম্যাকলীন্‌স্ এর একান্ত নিজস্ব 'লিপরেড' সলভেন্ট তার প্রতিরোধ করে এবং প্রয়োজন মত ফেনা দিয়ে এই আচ্ছাদন টুকরো ক'রে আপনার দাঁতকে আরও সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করে।

২ * সব চেয়ে বেশী সাদা করে।

ম্যাকলীন্‌স্ এর সুবিখ্যাত 'পেরক্সাইড' দাঁতের বিশ্রী দাগ ও ময়লা তুলে আপনার দাঁতগুলিকে ঝকঝকে সাদা করে তোলে।

৩ * সব চেয়ে বেশী রক্ষা করে।

আপনি যথার্থই অনুভব করবেন ম্যাকলীন্‌স্ এর অপূর্ব ঢালা আপনার দাঁতের মাড়িকে সক্রিয়বান করছে এবং ক্ষতকারী বীজাণুকে রোধ করছে।

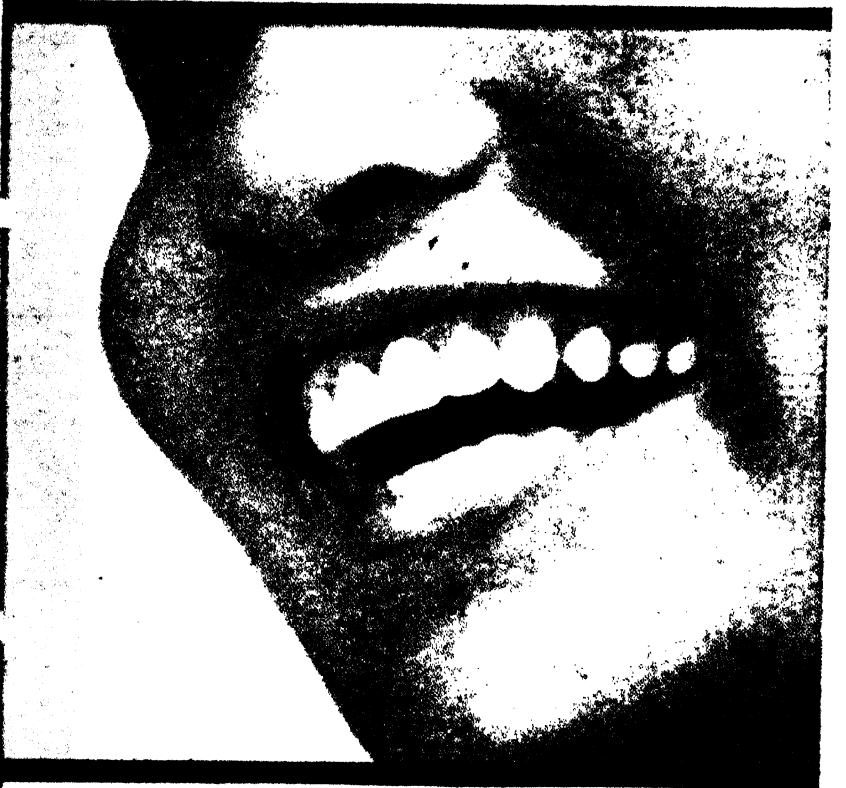

সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। * সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

*এই তিনটি গুণের অপূর্ব সমন্বয়ই ম্যাকলীন্‌স্ এর একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।*

আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য, আজই ম্যাকলীন্‌স্ কিনুন।

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

১৬৩

ডেরেক্টরেট কারকর্দিন আগেই আমার আর্টিস্টনিকেতনে ফিরে যাবার কথা। তা আর হল না। এসেই দেখি মায়ের খুব হুমহুম। ডাক্তার নিয়ে তাঁর মস্ত মিছিল সৃষ্টিস্থিতির কাটাকুটি এর মধ্যে কাঁকরে ঢিটিশ্বর আর শিলঙে আর্টিস্ট করি ফোকমাত্রে শান্তিনিকেতন যে জমবে মায়ের অসুখের ঘনঘটায় তার কোন আশা নেই। এখানে একলা। এই শনিবার বাড়ি আসব বলে যে শিলঙে চলে গেলে আবার ফিরে ফিরতে পারি না। তাই একটা চিঠি লিখে দিলুম। ওরা আসবে কি না আসবে তার কোন ঠিক নেই।

কবি

ডাক্তারের অনুমানশক্তির এত নিন্দে করি এই প্রথম নিজের কাঁচা হাতের অক্ষরে তাঁকে লেখা চিঠি। তখন তাঁর হাতে সময়ের অভাবে নিজে লিখতে পারি নি। ডিক্টেট করে দিয়েছিলুম। তাঁর মনে নেই।

শান্তি যে কত বড় সেটা যে মানুষ সে জানে। তেমনি ডাক্তারের সঙ্গে কারুর ঝগড়া হলে তাঁকে ডাকা যায় না। ঠিক এমন সময় চলে যেটি কিন্তু যখন ডাক্তারদের আর্টিস্টদের মধ্যে মতভেদ নিয়ে মতান্তর হল, তাই তখন একলা নিজের জন্যে চিঠি লিখতে হল। কিন্তু কারুর বিরুদ্ধে কিছু আর্টিস্টদের হয়ে ওকালতি করতে নয়। আমার কথা এবার ঠিক জানিয়েছিলুম যে ২৫ জুলাই কলকাতা ফিরব। তখন কলকাতা না গিয়ে চিঠি লিখে আমার জানাবেন কি দিনে কখন কোথায় আমাকে দেখতে চান। আমি সেই মতো যাব। কিন্তু ডাক্তার নিজের মতো করে চিঠি লিখলেন। আমি ১০ই তারিখে যাব। সকলেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ প্রস্তাবে আমরা যেদিনের সিদ্ধান্ত থেকে কখনো ছেড়ে দিয়ে ২৫ জুলাই এখন থেকে মোটের ১৫দা হবার। শুধু বর্ষামঙ্গল ট্রেন ধরে আমি শান্তিনিকেতন চলে যাব আর উনি সোজা কলকাতা—এই আর কি।

কলকাতা থেকে সিদ্ধান্ত হওয়া হবার আগেই একদিন যে আমার আর্টিস্ট বন্ধুদের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলেন—

ডাক্তার,

কিছুদিনের জন্য আমি ছেলে চলে যেতেন—ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত কলকাতায় গেলেই হোমাকে টেলিফোন করে দেবার আমার সব ঠিক।

একটা (Injection) ছাড়া বেশী কিছুদিন ধরে করছে—সেটা হল M & B ওষুধগুলোর মধ্যে হচ্ছে clerked হয়ে Fever হলে সিরাম থেকে হবার ঠিক-মতো হচ্ছে। আর খুব সর্বত্র হয়ে পড়েছেন। সকলে আমরা বিশেষজ্ঞ ১০ দিনের ছুটি নিয়ে আমার মনে করছি আমি ছাড়া operation-এর ভার আর কারুর উপর নেই। Bladder সম্বন্ধে enlarged ইনি বলেছেন ডাক্তারদের ঘিরে কলকাতাতে ১ দিনের ছুটি নিয়ে আমার মনে করছি আমি ছাড়া operation-এর ভার আর কারুর উপর নেই। আমারও মনে হয় এ বিষয়ে নিজে ছাড়া ডাক্তারের সঙ্গে চলছে। কারণ M & B ওষুধের ওষুধে—এখন বিশেষ ডাক্তার ছুটিরও হচ্ছে থাকবে না। কারণ ওষুধ ছাড়া ডাক্তার নেই বলে European Tour-এর বন্ধুরাও এখনে ডাক্তারে আর্টিস্ট। আমি ঠিক করে কলকাতায় chronologically ডাক্তারদের ডাকা করছি। ইতি—

ডাক্তার

এই European Tour-এ একটা ইতিহাস আছে। আমরা ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন ইয়োরোপ ঘুরে ছিলাম, তখন দেশে এবং বিদেশে তাঁকে নিয়ে একটা কিংবদন্তের সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ইতালি গিয়েছিলেন বলে শুধু নয়, তিনি ইতালি থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের তাঁর সমালোচনা করেছিলেন বলে। বিদেশে কিংবদন্ত হয়েছিল তিনি মুসোলিনীর অতিথি গ্রহণ করার জন্য, আর স্বদেশে বিরুদ্ধে সমালোচনার সৃষ্টি

১ ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল। কলিকাতার খ্যাতনামা অস্ত্রচিকিৎসক।


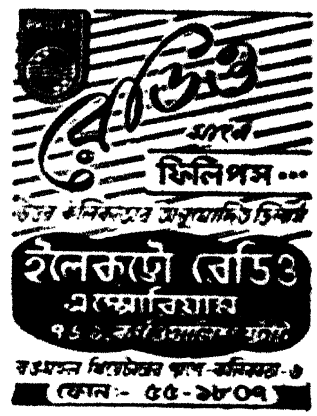


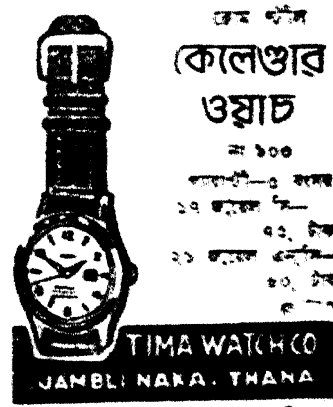


# ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

কিসমতের অবস্থাবিশেষে ঔষধ দেয়া পরীক্ষা যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়ত্বের দাগ, ফুলা, শক্তাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ সুচিকিৎসার করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্র লিখিয়া জানুন। বাংলা পুস্তক পুস্তিকা, চিঠিপত্রাদি—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১৯৯ আমহার্স্ট রো কলি: মার্কেট, কলিকাতা। ফোন—৩৭-২০৫১।

আজ—৩৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯

হয়েছিল তিনি আতিথ্য ভোগ করার পরে মুসোলিনীর নিন্দা করে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে।

আমার স্বামী জানতেন এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের গুরুত্ব কতখানি। তাই তিনি আর রথীবাবু—বিশ্বভারতীর যুগ্ম-কর্ম-সচিব—খুব পরিশ্রম হলেও প্রতিদিনকার বক্তৃতার বক্তটা সম্ভব ধরে রেখে প্রত্যেক সপ্তাহের ডাকে বিশ্বভারতীর মুখপত্রে ছাপাবার জন্যে দেশে পাঠিয়ে দিতেন। লিখতেন বেশির ভাগই আমার স্বামী (অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ) আর রথীবাবু টাইপ করতেন।

কিছুদিন পরে রথীবাবু শারীরিক কারণে কবির কাছ থেকে অনেকদিনের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তখন আমরা দুজনেই কবির সঙ্গে ছিলাম। এমনি করে দুজনে মিলে কত পরিশ্রম করে যেসব লেখা দেশে পাঠিয়েছিলাম তা কেন ছাপা হয়নি তা জানি না। বিশ্বভারতী পরিচালনার ভার তখন যাঁদের হাতে ছিল এ কথার জবাব

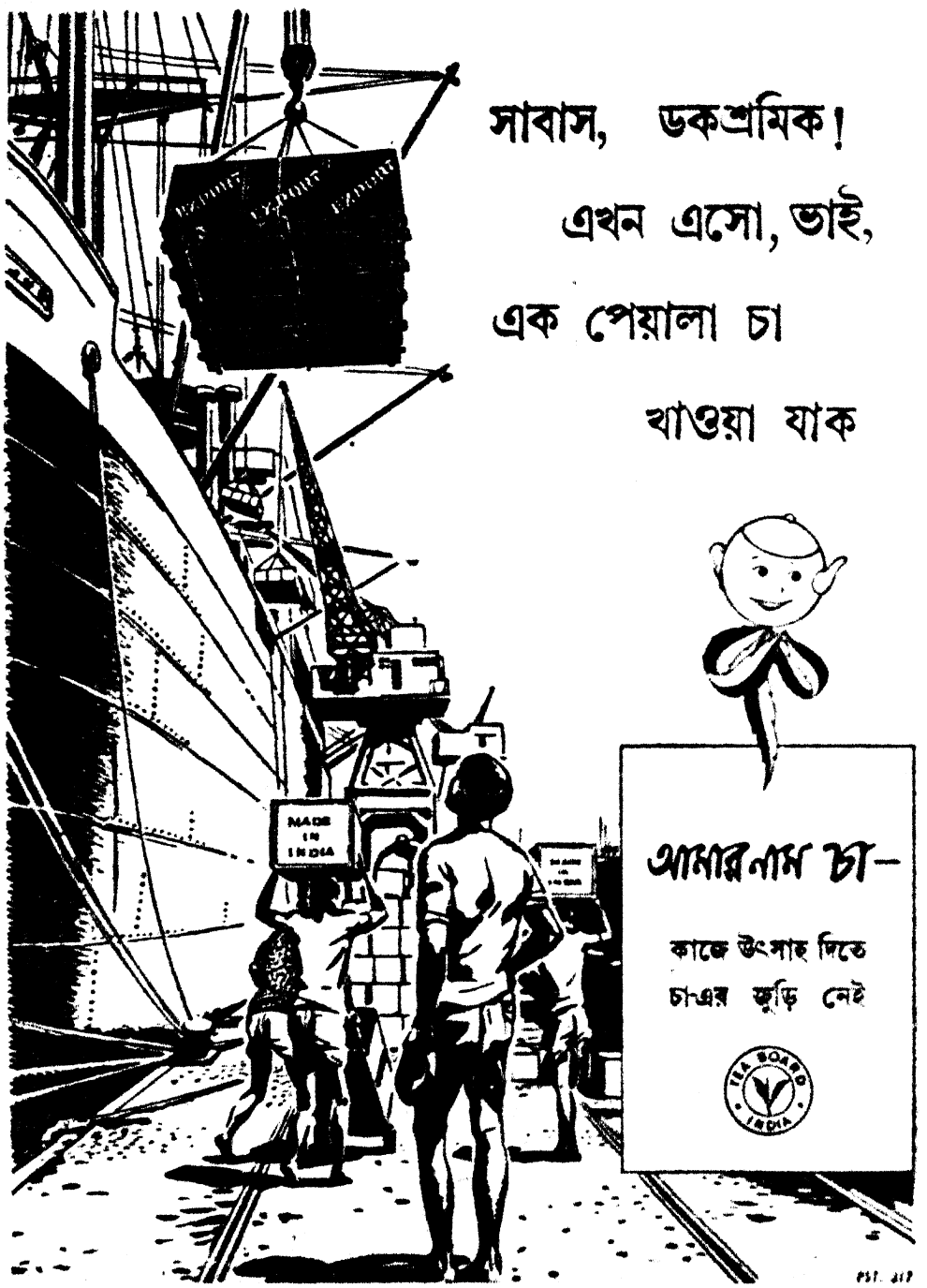

তাঁহাই শুদ্ধ দিতে পারিলেন। কিন্তু আমরা এক বছর পরে দেশে ফিরে শুনলাম, সে সব কাগজপত্র বিশ্বভারতী অফিস থেকেই কোথায় হারিয়ে গেছে।

প্রশান্তচন্দ্র সে সব লেখার কোনো কপি করে রাখবার সময় পাননি। কবির সঙ্গে কবির সেক্রেটারীর হয়ে যুরে বেড়াতে কি পরিমাণ সময়ের অভাব ঘটে তা যাঁরা সে কাজ করেছেন তাঁরাই জানেন। অগত্যা ঘুরতে ঘুরতে যে সব চিঠিপত্র সেই সময় আমার অবর্তমানকালে বন্ধুবান্ধবদের কাছে লিখেছিলাম আমার স্বামী সেগুলো সংগ্রহের কাজ থেকে সম্প্রতি করে নিয়ে তার উপর ভর করে আমার একটা ছবি খাড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৮৬ চিঠি বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের হাতেই এই লেখা করে সংগ্রহের ভারের চিঠির ফটোস্টাট রেখে। ছিলেন—সময় থেকে লেখাটা ছাপবার ব্যবস্থা করবেন বলে কিন্তু হয়ে এখনো সেই ফটোস্টাট০ কোথায় ছাপানো হয়েছে।

আমি বিলেতে যাবার সময় চিঠিগুলো লিখবার সময় পাইনি। এই চিঠিগুলোই আমার পুরো সেগুলোকে মনে ছিল চিঠি সম্বল। আমার যা কিছু প্রকৃতির ছবি আমার খাবার জন্য মনে ছাপানো ছাপবার জন্যে চিঠিগুলো সম্পাদনা করে দিতে বলেছিলেন। এই চিঠিগুলোই একটা করতে কিন্তু এই চিঠি পড়ে০ যে সহজে কবির মনে এটা হয়তো কবির মনে এটা জন্য-লেখা ছিল আমাদের সম্পাদনা যে আমার সম্পাদনের বেড়াবার সাহসটা কবির জন্যে ছিলাম না চিঠি পড়ে০ একবার বলেছিলাম এই ব্যাপারটাকে আমার চিঠিগুলো ছাপানো হয়তো কথা কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে ছিল না। তাই সেগুলোকে কাজে এই ভাবে সাজিয়ে আমার ছবি করেছিলাম।

চিঠি এইসব লেখার সময় কবির ছবিটা বিশ্বভারতীর ইতিহাসে কবির কি পরিমাণ জায়গা জুড়ে আছে তা বোঝাবার জন্যে আমি কবির সেক্রেটারীর হয়ে ঘুরে বেড়াবার সময় কবির সঙ্গে যে সব চিঠিপত্র লেখা হয়েছিল তার কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। ১৯২৬ সালে আমেরিকা ভ্রমণকালে কবি যখন ডেট্রয়েট-ফিক এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশের ছাত্রদের কাছ থেকে তিনি কত সম্মান ও ভালবাসা পেয়েছিলেন তাঁর এই বক্তৃতার কোথাও প্রকাশ না করে কবিকে জানাবার সিদ্ধান্ত হল। প্রশান্তচন্দ্রের সেই চিঠিখানা ছাপিয়ে দেওয়ার কবির প্রশান্তচন্দ্রের প্রয়োজন এবং প্রমথ স্বামী কবিকে কিন্তু না হলে বিশ্বভারতীর কাজ ক্ষেত্রে হয়ে চিঠি লেখেন যে, বিদেশ থেকে কবির ভ্রমণ-বক্তৃতার ফটোস্টাটের জন্যে পাঠাবার কী লাগবে পরিচয় তিনি করেছিলেন সেটা আর কেউ না জানুক বিশ্বভারতী তো জানেন। তিনি তো এ কাজটা পাকা করতে মোটেই অবহেলা করেন নি। বিশ্বভারতী অফিসের কোনো লেখাতে না ছাপিয়ে যদি হঠাৎ কোনো দিন জানা গেল কি তিনি লন্ডনে কবিকে তিনি কিছু বলেন না, যদি বিশ্বভারতী চিঠির বিবরণ করেন তা হলে সেও এ বিষয়ে কবির মনের ভুল ভাঙাতে গেল।

এই প্রসঙ্গেই পরেই বিশ্বভারতী জানালেন যে বিশ্বভারতীর পুরাতন থেকে বহু কাগজপত্রের মধ্যে সেই চিঠির কপি বিদেশী ভ্রমণবৃত্তান্তটি পাওয়া গেছে। চিঠিতে লেখা ছিল শান্তু যত কাগজপত্রের মধ্যে এটা চুকল শান্তু ছিল। এইসব কবির লেখাটা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে প্রবন্ধটাতে ঐ রকম একটা চিঠি না ছাপালেই ভালো হতো। রথীবাবু তাঁর চিঠিতে এই লেখাটাকেই "European Tour এর বক্তৃতা" বলে উল্লেখ করেছেন।

আমরা দিল্লিতে যাবার পর ছয় মাসের মধ্যে বিশ্বভারতীর আর একখানা চিঠি আমার স্বামীর কাছে এল এই ভ্রমণ-বক্তৃতার সম্বন্ধে। লিখছেন—

উইয়ান
২৩-১-৩১

প্রশান্ত,

যাবার সময় ছাড়া আর কখন এই কবিতা ছাপিয়ে কোনো কথা বলবার সুযোগ পাইনি। তখন বিদেশে ইউরোপ ভ্রমণের বিদেশী সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করেছিলুম। আমার কাছে সব কথা শুনে তিনি বলেছিলেন এরা খুব অনুরূপ বোধ করে-

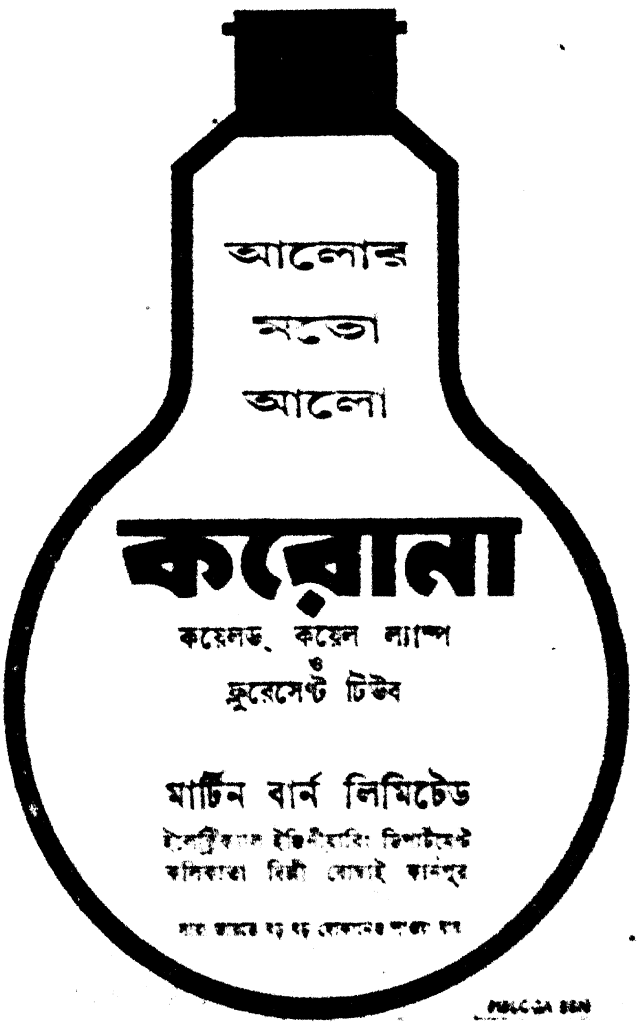


২ রথীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৮, পৃ ২২৯-২৩২।

ছেন। আমি রিপোর্টের ফাইলটাও দেখিয়েছিলুম। বাবা তখুনি রামানন্দবাবুকে একটা চিঠি dictate করে দিলেন—তার কপি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। তোমাকেও লিখে দিতে আমাকে বললেন। এই রিপোর্টের কথা জানতেন না। এখন খুব লজ্জিত বোধ করছেন।

মুশকিল হয়, আমার পক্ষে সব সময় বাবার correspondence দেখে দেওয়া সম্ভব নয়। উনি নিজে যে সব চিঠি লেখেন বা dictate করেন, সেগুলি তখুনি পোস্ট করার জন্য এতো impatient হয়ে ওঠেন যে, ধরে রাখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এতে অনেক ক্ষতি হয়, কিন্তু উপায় নেই।

আজকাল বেশিরকম অসাবধান হয়ে পড়েছেন। Safeguard-এর ব্যবস্থার দিক থেকে যতই কিছু করি ওঁর জন্য কোনোটা টেকে না।

যা হোক, রিপোর্টটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করবো। ছাপতে দেবার আগে তোমাকে দেখিয়ে নেবো।

ক্রোড়িবাবু[৫] ইন্দুবাবুকে[৬] নিয়ে বোধহয় কাল এখানে আসবেন। কি কথাবার্তা হয় পরে তোমাকে জানাব। ইতি—

রথীন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের চিঠিরও এই কপি রথীবাবু পাঠিয়েছিলেন।

২১।৪।৫১

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
প্রতিষ্ঠানকল্পেষু,

আমার পরমাত্মীয় মহাশয়ের প্রথমকালে যখন প্রথম প্রকাশ ও পরিচালনা ছিলেন, তখনি আমাদের এ ঐতিহাসিকতত্ত্ব সাধনার প্রবর্তনার জন্য প্রথমে প্রথম সূত্রপাত ও রক্ষা করেন তিনি এমন একটি প্রথম প্রকাশ প্রকাশনীয় প্রথম ধারা প্রবর্তিত হয়েছে—এ প্রথম পক্ষে প্রথমে পক্ষে ও প্রবর্তনার দিকে তুমি ধারাবাহিক করেছ। এই সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাতত্ত্বে ভিত্তিতে করে বিশ্বভারতীর কাজের বিশেষজ্ঞের কিন্তু যে কোনো কারণে যেন এসেছে, প্রথমে সেই বিশ্বভারতীর বিশেষ প্রকাশনার যেন সাহায্য আজ চলে প্রতিষ্ঠান হওয়ায় তাই প্রথম প্রবর্তনাতত্ত্বের নিয়মে প্রথম প্রকাশের প্রথমের চলে পক্ষে প্রবর্তিত করেছি এবং ইতিমধ্যে এই প্রকাশনীয় বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থাতে সাধারণ হয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। ইতি।

আশীর্বাদক

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের প্রথমে নিজের চুল কালো করবার বিজ্ঞাপনে বিশ্বভারতী বিষয়ে না করে এইভাবে নিজের প্রকাশনার প্রথমবারের জন্য কথা প্রবর্তিত হয়ে কোনো রবীন্দ্রনাথের মত নয়। রবীন্দ্র সাক্ষাই সম্ভব।

শান্তিনিকেতনে পরের শুক্রবারই প্রবর্তনাতত্ত্ব আর একখানা চিঠি পেলেন রথীন্দ্রনাথের কাছ থেকে—

প্রথমত,

ইন্দুবাবুকে সুধাকর যিনি এসেছিলেন। ওরা তিনজনেই প্রথম রবিবারে, ছোটো-

---

৫ ডাঃ ক্রীড়ারঞ্জন বসু। সেই সময় কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক। ৬ প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৮, পৃ. ৬৩৭।

৫ ডাঃ রমেন্দ্রনাথ অধিকারী। খ্যাতনামা চিকিৎসক।


বিক্রী এখন
অনেক উঁচুতে
উঠেছে

লোমা শুধু চুল কালো করবার জন্যেই নয়, চুলের প্রসাধনেও অতুলনীয়। সেই জন্যেই দিনকে দিন ভারতের সর্বত্র এবং বাইরেও তরুণ ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ সবাই চুল কালো করবার জন্যে অন্য সব কিছু ছেড়ে লোমা-র দিকেই ঝুঁকেছেন।

লোমা

চুল কালো করবার জন্যে সর্বত্র প্রশংসিত।

সেল এজেন্ট:
এম, এম, খাস্তাটওয়ালা
কলিকাতা—১
এজেন্ট:
সি নরোত্তম এণ্ড কোং
বোম্বাই—২

৪৪৭

ব্রেণ্ড: মেসার্স শা বর্তাল এণ্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

বাবু ও ইন্দুবাবুর মত যে operation করা উচিত। ইন্দুবাবু তার নিয়োগের যে, ললিতবাবু নিজের ছেলে কিরণটি তাঁকে এখানে নিয়ে আসবেন—পরীক্ষা করবার জন্য। তারপর অপারেশনের দিন স্থির হবে। ইতিমধ্যে কয়েকটা ওষুধের জন্য auto-vaccine তৈরী হবে। Urine-এ পাওয়া coli গুলো পোষে। রক্তবাবু আবার কাল আসবেন, সম্ভবত vaccine নিয়ে আসবেন।

রোগের গতীর খুবই ধরেছে হয়ে আসছে। তবে বেঁচেই ১০০ ৫° উঠছে। এখন সব সময়ে শুয়ে থাকতে হয় এতে সর্দিও হয়ে পড়েছে। তাই নিয়মিত হয়ে দিতে হয়েছে।

নির্মলি নিয়ে হলো একটা ভালো মেয়ে বড়ো ভালো ছবি হচ্ছে। আমাদের বাড়ি হচ্ছে—অবশ্যই নিজস্ব, না কিছু অন্যের চলছে ইত্যাদি।

রবিবার

এই দিন আবার সব অন্ধকার হয়ে নির্মলি বেশ আবার নিশ্চিন্তমনে ঘরবার করতে শুরু করে। কাল রাত্রে ওদের বাড়ি থেকে ফিরে আসবার পরই ওর মনে হয়েছিল, আজ আর ওদের ওখানে যাবে না

যাইনি। এবারে তো কিছুদিন এখানে থাকবো বলেই এসেছি। শুনে খুশী হয়ে বললেন, "তবু ভালো। আচ্ছা, এবারে তা হলে মুখ হাত ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হও গিয়ে।"

আমি নিচে চলে এলাম। সেদিন রাত্রে আর উপরে যাইনি, কারণ আজকাল শুয়েও পড়েন রাত দশটার মধ্যেই, তাছাড়া সন্ধ্যের দিকেই বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন বলে ঘরে কেউ থাকে না একমাত্র যার পালা সে ছাড়া। ওঁকে শোয়াবার ভার বড়দীর উপরেই, সেই রোজ এই সময় ওঁর কাছে বসে থাকে। কবির চিরদিন নিয়মের কোনো পরিবর্তন করা অভ্যাস; কিছুতেই বশীভূত হতে চাইতেন না। কিন্তু এবারে অসুখ হয়ে নিরুপায় দশায় সময় শুয়ে হচ্ছে। ডাক্তার এত দুর্বল হয়েছেন যে, এটাকে আর বেশি আপত্তি করেন না। বড়ো জোর, স্নান, পায়খানা আর নিতান্ত শুয়েই যখন হয়ে তখন যাই।"

(ক্রমশ)

RP. 161-X52 BG

GOVERNMENT LIBRARY

# কড়ি দিয়ে কিনুলাম

নির্মল মিত্র

৪

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কালা হয়ে গেছে, কোথায় গেলে গো, ও মেয়ে—

বিল্ডিং অঘোরবাবুকে দেখেই টপ করে বাড়ি ঢুকে গেছে।

মা বললে—বাবা, আপনি আপনার ঘরের চাবিটা একবার দেবেন তো, আমি পরিষ্কার করবো, আমি ঝাঁটা না ধরলে ও-ঘর আপনার পরিষ্কার হবে না, কোন্‌দিন সারা বাড়িতে পোকা থক্‌ থক্‌ করবে—

ঘরের চাবির কথা শুনে অঘোরবাবু ছেলেবেলুসে জ্বলে উঠলো।

বললে—হ্যাঁ, ঘরের চাবি আমি তোমাদের দিই, আর মুখপোড়া ছিটে ফোঁটা সব লঠপাট করে নিক, মুখপোড়াদের জন্যেই আমি কলে সৈতের চাবি দেখে শান্তি পাই না—মুখপোড়ারা.....

মা বললে—কিন্তু আপনি নীলুকে সন্দেশ দিয়েছিলেন, সে-সন্দেশে যে পোকা থক্‌ থক্‌ করছে একেবারে—

—পোকা! কেন, পোকা হবে কেন? পোকা অমনি হলেই হলো—

মা বললে—অত সন্দেশ, অত ফল-ফলুরি কার জন্যে তুলে রাখেন আপনি বাবা? কার ভোগে লাগবে? কে খাবে?

অঘোরবাবু যেন হঠাৎ থমকে গেল। চিরকালের বাকাবাগীশ অঘোরবাবু, যেন হঠাৎ বড় বেকায়দায় পড়ল। এমন সহজ কথাটা তো এমন করে কখনও তলিয়ে দেখবার দরকার হয়নি। রজমানরা চিরদিন যা দিয়ে এসেছে, তা তিনি সঞ্চয় করেছেন বলেই তো আজ এই বাড়ি হয়েছে, এই জমি বাগান, সিন্দুকে ভর্তি টাকা, সব কিছু হয়েছে। সঞ্চয় না করলে তো অঘোরবাবু এতদিন ফতুর হয়ে যেত। আজ তার দাঁড়াবার মতো একটা আশ্রয়ও থাকতো না; এই এত সঞ্চয় করেছিলেন বলেই তো এখনও বুকের বল আছে তার। এই যে এখন চোখে দেখতে পায় না, সবাই ঠকিয়ে নিতে চায় তাকে, টাকা না থাকলে কী হতো? খেতে কী? রজমানরা কি আর আগেকার মতন দেয়? আগেকার মত শক্তি কি আছে কারো? কিন্তু মার কথাতে সে-সব কিছুই বললেন না। তার কথাতে সেই চিরদিনের বুদ্ধি যেন তার নিরর্থক হয়ে গেল হঠাৎ। হঠাৎ যেন অঘোরবাবু বুঝতে পারলে সঞ্চিতই তো কে খাবে? কার জন্যে এত সঞ্চয় করছ? এত সঞ্চয় করছ। রজমানকে ঠকিয়ে নিয়ে, ভিক্ষেওয়ালাকে ঠকিয়ে নিয়ে, অঘোরবাবু তো নেবারাকেও ঠকিয়ে নিচ্ছ। অঘোরবাবু, নরকের টিকেট কিনছ কার জন্যে? কী লাভ হচ্ছে তার? কোথায় খেল হবে শুনি? অঘোরবাবু, নরকের ঠিকানা না লেখালে তোমার ঠিকানা কোথায়? কোথায় পাঠাবে? পাঠাই তো তার একটা নাই, এই সমস্ত সম্পত্তির ঠিকানা হবে অঘোরবাবু, কী লেখাবে?

নীলুকে এত কষ্ট দিয়ে কার জন্যে এত কষ্ট করে তুলছেন? কার জন্যে? কিন্তু সেদিন অঘোরবাবুকে যেন কেমন অন্যরকম লাগলো। যেন চিরকালের স্বার্থপর অঘোরবাবুকে হঠাৎ চেনবার মত লাগলো।

কিন্তু তা যেমন এক মুহূর্তের জন্যে তারপরেই হঠাৎ অঘোরবাবু চিৎকার করে উঠলো—পোকা হয়েছে, দেশ হয়েছে—তোমার কী রে মুখপোড়া, আমার পোকা হোক, আমার পোকা থক্‌ থক্‌ করুক তবু কাউকে আমি দেবো দেব না। কাকে দেবো দেব শুনি? কে আছে আমার, কাকে দিয়ে যাবো? ওরা কি মানুষ, ওদের কি মনুষ্যত্ব বলিস তুই?

তারপর ঘরময় ঘুরে ঘুরে করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

বললে—আমি পোকাকে থাকতে দেব, ওদের দেব না—আমি কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার ডেকানো ব্যবস্থা করে ওদের সব না—ওরা ভেবে আমার কী লাভ যে মুখপোড়া ভেবেছে দেব, টাকা হবে—এরা আমি ডাক্তার ডেকানো করে টাকা দেব—এই প্রতিদিন আর সকলকার এই কথা শুনে মনীষীরের মত পড়েছে অঘোরবাবু, সরল সাধারণের মতন তাই আমন করে সকলের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে। কিন্তু পরিবর্তে চিরদিনের মত সবটুকু ভেঙে তার সমস্ত ক্ষমতাকে বড়ই মান হয়েছে। মন হয়েছে তাই অঘোরবাবু, সে তার দেশে যেন হিসেবে। তাই মুখপোড়া ভেবে কাকে, কার জন্যে কী [illegible] দিয়ে [illegible] এখন [illegible] দিয়ে [illegible] কে [illegible] দিয়ে [illegible] দিয়ে [illegible] দিয়

যে কখন মুদীর দোকানে, তখনই অঙ্কের-মাস্টার সেজে বসেছে। মুহূরে ঠাকুরের সৈরেলা ছুঁচি কাছেছে, আর দোকান সিন্দুকে লুকিয়ে রেখেছে। সবাই তাই করেছে, সবাই তাই-ই করবে।

কিরণ কিন্তু অনেক জানতো। কিরণও ছিল শীলঙ্করের মত ছাত্র স্টুডেন্ট। কিন্তু কিরণ অনেক জায়গায় ঘুরেছে। সেই ছোট বয়সেই সে একলা-একলা কলকাতাপুরে, নকাশহাটি, চুয়েলা, বিশিরহাটে, হোমো পর্যন্ত ছোট ছোট রেস। কোথাও তার যেতে বাধে ছিল না।

কিরণ বলতো—জানিস, যখন জায়গার চেন্স আসবেনি হবে, তখন কি আর কম হাজা হবে আমাদের—

শীলঙ্কর কিছু বুঝতো না, বলতো—আসবেনি মানে?

কিরণ বলতো—যখন সব জায়গা না খুলি করবে। এই পুলিস টুলিস থাকবে না, আমরা যা ইচ্ছে করবো, জাস্টিসেরে-টাইমে কিছু বলবে না আমাদের—জাস্টিসেরে হবে কি তার কম যখন আমার মাথায় আসবে হয়ে যাবে আমার আর কিছু করতে হবে না—

শীলঙ্কর বলতো—আর ডুপ্লিকেট?

কিরণ বলতো—ডুপ্লিকেটও আসবে—আসে ছোট ছোটোয় ডুপ্লিকেটও একটা ছোটোখাটো হাতে তৈরি আমি নিজে—

ডুপ্লিকেট কিরণই তৈরি নিজে ফেল ইন্ডিয়া ২,০০০ টাকার ওপর ইন্ডিয়া আর্ক দেখানে চাঁদা হয়ে বিলাতী কাম্পানি খোলানো হয়ে আসল চলা হবে কিন্তু কিরণের আসল টিকার নিজে ঠাট্টা না—

না বলতো তেমনের বলতি না, ওই আসল টিকার না—

কিরণের বাবার ছিল একটা ফেল। পরের ছেলের ফেল হয়েছিল। তাই মন দিয়ে কথা শোনা না। ফেলকালের টিকে ফেলকে ছাড়াতে মুদীতে বসিয়ে ছেলের একটা বসিয়ে ছিল। কিরণের বাবা কাউকে না জানিয়ে শীলঙ্কর নিয়ে এক একদিন লক্ষিয়ে ছেলে নিয়ে পড়িয়ে আসতেন। বাবাও ছিল আসলে কিন্তু হলেবে ওপর। পরে বাবা কিন্তু কিরণের বাবা ছিল মারা। ফেলকালের চেন্স কিরণের ছাড়াতে ছিল একটা ফোয়ার পড়া। ফোয়ার পড়াতে অনেকদিন শীলঙ্কর ওপর বাবা নিয়েছে। ফোয়ারো মারা যাবার পরও কিরণের বাবা একটা জায়গা ফোয়ার বসে কিনেছে। তবে মুখ নিয়ে ফেলন একটা বড় বড় শব্দ বেরুচ্ছে। একটা ময়লা ছেড়া কাঁথা পায়ে পড়ে আছে। শীত শীতকালে ঘুমোনো যে-রকম কাঁথা গায়ে নিয়ে কাজ করতে। ঘুমোনি কাঁথা একটা চারদিকে মাটি উড়ছে। যখন কোনও অঙ্ক কষতে পারতো না শীলঙ্কর, তখন মোড় কিরণের বাবার কাছে। কিরণের বাবা কোনও ইস্কুলের অঙ্কের মাস্টার ছিল। নামজাদা অঙ্কের মাস্টার। মুখে-মুখে বড় বড় অঙ্কের উত্তর বলে দিতে পারতো।

কিরণ বাবার কাছে গিয়ে বলতো—বাবা, শীলুকে এই অঙ্কটা করে দাও না, বুঝতে পারছে না ও—

অঙ্কের বইটা আর খেলাটা এগিয়ে দিত কিরণ বাবার সামনে।

বড় বড় অঙ্ক সব। কালীঘাট ইস্কুলে তখন সবাইকেই পড়তে এল-সি-এম, কি-সি-এম বুদ্ধির অঙ্ক। তখন আরো মাস্টার ধরাশায়ী হয়েছে কিরণের বাবার। পাকাটী আরো ফুলে উঠেছে। হাতের আঙুলগুলো ছোট হয়ে ফুলে উঠেছে। খুব খুব করে চারদিকে উঠোনময় খুব-খুব ফোলেছে। বসতেও কষ্ট হচ্ছে। তখন বসলেও খুব কাবে হয়ে পড়ে, তখন পায়ের কাঁথার ওপর চলে পড়ে পড়ে। মুখ দিয়ে বড় বড় শব্দ আরো জোরে জোরে হয়। তখন কিরণের যা ডুপ্লিকেট পকেট ক্লক এনে দেয় দেখানে করে। ঠক ঠক করে ডুপ্লিকেট পকেট ক্লক থেকে নিজে দুপ্লিকেট হয়। তখন মুহূরে নিজের পকেটের ওপর হাত বুলোয়। কিন্তু ঘড়া বেরোয় না, ছোট্ট ঘড়ি পড়ে পড়ে পড়ে, ঘোরে পড়ে পড়ে, ঘড়া বলতে পারে না। কথা না-বলতে পারে যে কী ভয়ে শীলঙ্কর সেই প্রথম বুঝতে।

যা বলে বলে কিরণ কষে দিত—ওই কিরণের বাবা ও না হয়ে থেকে—

শীলঙ্কর বলতো—না মা, তুমি বলার পর আর মাইনে না আমি—

—কী ও না হোলেই বাড়িতে ঘড়ি পড়ুন। যদি দেখে যোগীর খুব-খুব পড়ে আছে ও খুব-খুব চড়ানো হোল হয়—

কিন্তু কিরণের বাবার কথা কথাতে শীলঙ্করের খুব ভাল লাগতো। কত ভাল ভাল কিরণের বাবা কত সুখদুঃখ কথা। বই আনা, বই পড়া, বই কিনতে যাওয়া, ফোটোর দিকে চেয়ে চেয়ে কতদিন হা করে দেখতে। চাকরি পাবার, ছেলেও অনেক মাইনে হবে ও বেশি টাকা যেই কথাগুলো মনের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট পাখা বড়ানোর মতো হয়ে, আর কথা কথা শীলঙ্করকে কিছু কথা হয় না কিরণের মতো।

কিরণের কিন্তু মাইনে কোনও লোভ ছিল না।

কিরণ বলতো—দেখবি আমার অনেক মাইনের চাকরি হবে আমার, আমারও আর কিছু করতে হবে না—

কিরণ আরো—টাকা দুই, আমার কথা কথা কি না—

শীলঙ্কর জিজ্ঞেস করতো—কী কাজ হবে?

কিরণ বলতো—আমি অনেক বড় চাকরি পাবো, অনেক টাকা মাইনে হবে আমার—

শীলঙ্কর বুঝতে পারতো না তবু। জিজ্ঞেস করতো—লেখাপড়া না শিখেও চাকরি পাবি?

কিরণ বলতো—লেখাপড়া শিখতে হবে, কিন্তু মাইনে লাগবে না ইস্কুলের, সরকারী ইস্কুল হবে, সেই ইস্কুলে তখন পড়বো আমরা—

—মাইনে দিতে হবে না কেন?

কিরণ বলতো—সরকার হবে সেজে আর মাইনে লাগবে কেন! তুই কিছু জানিস

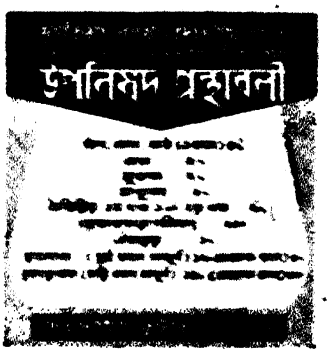

শিষ্টাচার

ক্ষিপ্রতা

নৈপুণ্য

বার্মা-শেলের সেবাই

এই।

না, তখন ওই চৌরঙ্গীতে, আলীপুরে সেখের সাহেব-মেমদের বাড়ি আছে, ওই সব বাড়িতে আমরা থাকবো, বাড়ি ভাড়া লাগবে না—

—প্রসন্নঘরবাবুকে আর পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে না?

কিরণ বললে—আরে, প্রসন্নঘরবাবুর ফেমিলি হবে একটা ফ্রেন্ডলেস টাই—এই সব চালাবে আর দর্জিসব ফ্রী মাস্টার ইস্কুলের অমর সব ছেলেরা একটা কাজ চাকরি নিয়ে সেবে প্রসন্নঘরবাবুকে বলে—

কথাগুলো শুনতে শুনতে শঙ্কিত হয়েছিল বিমলেন্দু। সত্যিকার সব অভাব সব অনিশ্চয়তা সব সমস্যার সমাধান হয়ে এসেছিল এতদিন ধরে। কলকাতা শহরে বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন। ভাড়াটেদের সঙ্গে আর কলহ করতে না হলেই এতদিন মাসেও আর ভাড়াবাড়িতে বদলি হতে হত না। যা আসবে তাতেই কোনক্রমে খরচ এটে সংসার চালিয়ে যাওয়া। বিমলেন্দুর কিন্তু ভয় করতে লাগল। এতদিন ধরে যে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যে বাস করে এসেছে, তার ভিতরে ভিতরে যে এমন একটা ভয়ানক ভাঙন ধরেছে, তা কি সে জানত? সে ভাঙন কি এখনই ধরা পড়ল? না, তা নয়। ধরা পড়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু ধরা পড়েও সে ধরা পড়েনি। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার নিজের মনে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সংসারে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার স্ত্রীর মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার পাড়ার লোকজনের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার অফিসের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার চারপাশের সমস্ত পরিবেশের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত জীবনের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত চেতনার মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত বিশ্বাসের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত ধ্যানধারণার মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত আদর্শের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত ভবিষ্যতের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত অতীতের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত বর্তমানের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত ভাবনার মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত কল্পনার মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত স্বপ্নের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত ভালবাসার মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত ঘৃণার মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত রাগের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত অনুরাগের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত বিরাগের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত ঈর্ষার মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত অসূয়ার মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত অহংকারের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত আত্মসম্মানবোধের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত আত্মবিশ্বাসের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত আত্মসমালোচনার মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত আত্মপ্রসাদের মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত আত্মতৃপ্তির মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত আত্মপ্রতারণার মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত আত্মবঞ্চনার মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে। সে ভাঙন ধরা পড়েছিল তার সমস্ত আত্মপ্রবোধের

শীলাওয়ত ইখন আবার কিরণের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় কোন কথা বলতে চায়।

কিরণ চুপচাপ। চোখ মেলে তাকায়। কিরণ বলল—এই আবার কি ঝামেলা?

শীলাওয়ত হেসে—ঝামেলা নয় কিরণ, একটা ওষুধ খাবে।

কিরণ বলল—কোথায় যেন শুনেছি একটা ওষুধ আছে যা খেলে মানুষ আর কোনদিন কথা বলতে পারে না। তোমার কাছে এরকম ওষুধ আছে নাকি? তাহলে আমি খেতে রাজি আছি। আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না—

শীলাওয়ত বলল—তুমি কী কী বলেছ?

কিরণ বলল—মনে হয় বলেছি আমাদের আলাপ হওয়া উচিত নয়। আমাদের আলাপ ঠিক হবে না। আমার মনের ভাবনা ছাড়া হবে যাবে—

শীলাওয়ত বলল—ওরে বিশ্বাস কুমার সব।

কিরণ বলল—মনে ওরকম বলেছি কিনা মনে নেই। আমার মনে হয় তোমার ভাবনা—

শীলাওয়ত বলল—আমার একটি নিয়ে ভাবি তুই।

—কাউকে বলবি না, তাহলে তোকে কিন্তু মারব। একেবারে খুনী হিসাবে মারব—

শীলাওয়ত বলল—কাকে মারবি?

কিরণ বলল—কাকেই বিশ্বাসের পর একটা বেরিয়ে-বেরিয়ে তাহলে সবাইকে পর একেবারে মারব। সবাইকে মিটিয়ে দিয়ে থাকে—

তোই কথাটা ঠিক হবে। তোমাদের সব ঘটনা। তোমরাই বলবে থেকে একদিন। তোমরাও বলবে থেকে। সেই তোমাও বলবে থেকে। একদিন মনোজের পরিবারের বোধহয় শীলাওয়ত, সেই তোমাও করে কথা হয়ে এল, তবে তার ওপর মন একটা বা-এর ছোপ পড়লো, কিন্তু সব কথাগুলো একসঙ্গে মনে আছে শীলাওয়তের। সেই কিরণ বলেছিল তোমার আগে। মনোজের পরে পরে তারা কিরণের হয়েছে। কিরণ বলেছিল তোমার ছেড়ে বাইরে অনেক মনুষ্য এসেছে তোমার, তাহলে তার হয়ে পরে তোমার পরিবার টিকতে পারে পরিবার। হয় সব ছেড়ে আছে। তোমাদের পড়ো একদিন ও-রকমের থাকে তারা শীলাওয়তকে ছেড়ে না। তারা না একদিন ওই রকমের ঘরের সঙ্গে একদিন আরো একজনের দেখা পরিচয় ছিল, একজন ওই পরিবারই ছাড়াছাড়ি। এই পরের মনোজের সঙ্গে একটা হয়ে কিরণের পরিবারের সকলের হয়ে যায়। তোমাদের সব ছেড়ে নিজের হয়ে সকলের পরিচয় ঘরের সকলের আরো হয়ে সম্পর্কে ছেড়ে। কিরণের মন তোই তোমার কাটাতের ঘরের মধ্যে কথা শীলাওয়ত মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিল। নিজের কারণে তার ভালোবাসা নিজের করে তুলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কেন হয়ে নিজের এমন করে ছড়াচ্ছে? কেন এই তোমার এই মন ভালবাসা এই তোই। এই হয়ে। এই সবার কথা হয়ে। হয়ে তার কাছ কাছে ও চাপে। দিই চাইবে। এই যে তোমাদের চাইবে একটা পরে ছেড়ে তোমাদের পরিবারটা তোমাদের-কিনা ওপর এই সব তোমাদের কি হয়ে নিয়ে। কিন্তুমাত্র ঘটাতে পারিবার শীলাওয়ত পরিবারে তোই ছাড়া নিজেদের কি হয়ে বেরোবার্তা তোমাদের করেছিল এই তারা। তারাদের কি ছাড়ে তোই মনোজের নিজেদের এই ছিলো। পরিবারও কি প্রশ্ন নিজেদের এই করে। তবে বলা কি


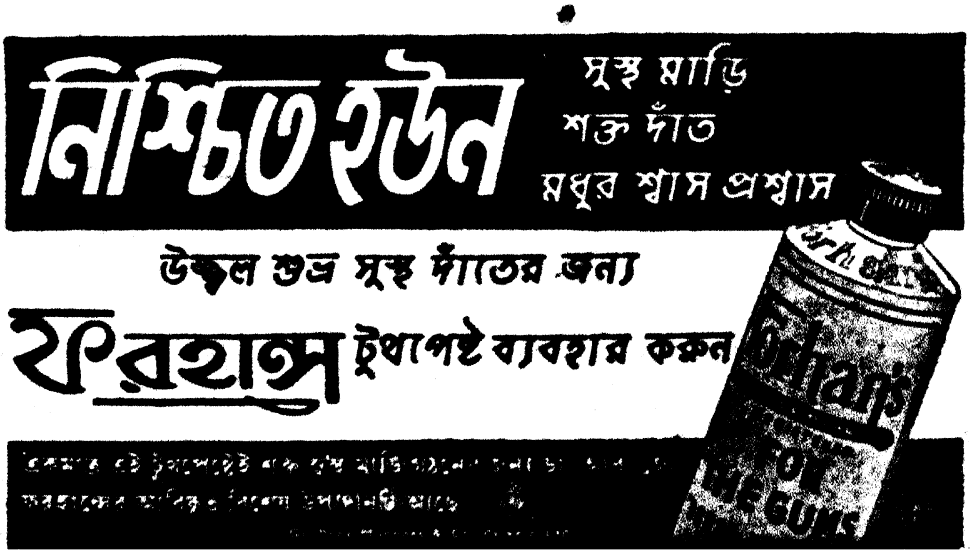

হবে মিলবে। একদিন ওই পাহাড়েই কত লোক পাখি পাখি ঘিরিয়া করেছে, মিলিটারী ঠগদের পুড়িয়েছে, মেরেছে, ছুরি করি মত কেটেছিল হয়ে হইল। হবে যদি আবার হবে বেড়ে ওঠে। সেদিন ঠিক যদি আবার—আমরা জেগে—

ভোরে চলবে বাড়ির কাজে এসে ঘিরে। এবার এবার, আমরা থাকবে হবে। হবে ঘিরেদের কাজ হবে কেন্দ্র মেরে আমরা পাবে। হবে আমাদের, মেরে আমরা। কেন্দ্র চলবে—মেরে হবে চলে যাবে মেরে। কিরকম কাজ হবে মেরে হবে। ঘিরেদের হবে। আমি ঘিরেদের কাজের যে ঘিরে হবে। ঘিরে চলবে যে।

এবার কাজের কাজে হবে ঘিরে। মেরে ঘিরে পাবে। যে ঘিরের কাজের মেরেরে পাবে হবে। কাজের কাজে হবে। এবার হবে আমাদের কাজে হবে। ঘিরে আমাদের কাজে হবে। ঘিরে আমাদের কাজে হবে। ঘির

জলমাটি সব,—অঘোরদাদুর ছেলেও বড়-লোক। মা তুমি চুমুনীকে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতে বারণ করে দিও মা—

সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসেও উটোনের দিকে চেয়ে দেখলে। সেখানে ও-বাড়ির আলো জ্বলছে। অনেক লোকের কথাবার্তা কানে আসছে। রান্নার গন্ধ আসছে ও-বাড়ি থেকে। বেশ ভালো হলো! কেমন জব্দ করেছো এতদিন। এতদিন ও-দিককার চাইতে ভাত করতো। এবার আবার ওদের আলো পড়ে উটোনটা আলো হয়ে থাকবে!

রাত্তির বেলা বিছানায় শুয়ে হঠাৎ একটা শব্দে কেমন চমকে উঠলো শীলংকর। একটা অদ্ভুত শব্দ। ঘুমুচ্ছে-ঘুমুচ্ছে, ঘুম, ঘুম-ঘুম।

শীলংকর জিজ্ঞেস করলে—ও কিসের শব্দ মা?

সারাদিন খেটে-খুটে মা তখন চোখ বুজিয়েছে। বললে—কী জানি বাছা কিসের শব্দ!—তুই ঘুমো এখন—

এক সময় মা বোধহয় ঘুমিয়েই পড়লো। কিন্তু তখনও সেই শব্দটা হচ্ছে। যেন কেউ ঘুঙুর পরে নাচার পরিশ্রম করছে। এত রাত্রে নাচায় কেন? কে নাচায়? ঠিক ভাড়াটেদের বাড়ির একতলার একটা ঘর থেকে শব্দটা আসছে। নাচার ছন্দে ছন্দে ঘরের আসবাবগুলো যেন ঝনঝনে লাগছে। মা আঁচলে ঘুমোচ্ছে। ইচ্ছে হলো একবার ছাদে গিয়ে প্রশ্ন দিয়ে আসে। কিন্তু এই অন্ধকারে উঠতে ভয় হলো। ভয় যেন আসতে চাইছে—দুর্বিনিবার বন্যার মতো ও হয়ে নিচে এসেছে

হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল। শীলংকরের আর ঘুম এল না। সেই ঘুঙুরের শব্দের ছন্দগুলো যেন ঘুরতে লাগলো সে। হঠাৎ ঈশ্বর গাঙ্গুলী যেন এক সময়ে আবার নিস্তব্ধ হয়ে এল। তখন ঘুঙুরের শব্দটা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মনে হলো যেন ঠিক তার পাশে সরে এসেছে একেবারে একেবারে তার বিছানার পাশে। একেবারে তার গা-ঘেঁষে কেউ ঘুঙুর পায়ে নিয়ে নাচছে। আর তার চোখে নিদ্রা নেমে এল। ঘুমে জড়িয়ে এল দু'চোখ।

হঠাৎ শীলংকর পশ্চিম কোণে কাওড়াতলা শ্মশানের দিক থেকে একটা বিকট চীৎকার একেবারে সব স্তব্ধ যেন ছেঁড়ে ফুঁড়ে করে দিলে। শিউরে উঠলো শীলংকর।

ভিজেসের বারান্দে যেখানে এতক্ষণ শব্দটা হচ্ছিল সেখানে শব্দটা নেই এখন।

এতক্ষণ সে-কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল সে। কী ভয়ানক! শীলংকরের মনে হলো কী ভয়ানক! এতক্ষণ ঘুঙুরের শব্দটা তবে কি তার শোনা হচ্ছিল এতক্ষণ?

বহুদিন আগেকার কথা। সেখানে সেবার ভয়ঙ্কর বন্যা এসে। ভয়ঙ্কর বন্যা এই যেন সেদিন। এই যেন সেদিন সে চোখের সামনে দেখলো। আশেপাশের গ্রাম ডোবাগুলো ডুবে গেল। মাঠের ফসল ঘরের আসবাবপত্র যেন ভাসতে লাগলো। ঘরের চালে মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। ইচ্ছে হলো একবার ছুটে গিয়ে প্রশ্ন দিয়ে আসে। কিন্তু এমন অন্ধকারে উঠতে ভয় হলো। ভয় যেন আসতে চাইছে—দুর্বিনিবার বন্যার মতো ও হয়ে নিচে এসেছে

হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল। শীলংকরের আর ঘুম এল না। সেই ঘুঙুরের শব্দের ছন্দগুলো যেন ঘুরতে লাগলো সে। হঠাৎ ঈশ্বর গাঙ্গুলী যেন এক সময়ে আবার নিস্তব্ধ হয়ে এল। তখন ঘুঙুরের শব্দটা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মনে হলো যেন ঠিক তার পাশে সরে এসেছে একেবারে একেবারে তার বিছানার পাশে। একেবারে তার গা-ঘেঁষে কেউ ঘুঙুর পায়ে নিয়ে নাচছে। আর তার চোখে নিদ্রা নেমে এল। ঘুমে জড়িয়ে এল দু'চোখ।

হঠাৎ শীলংকর পশ্চিম কোণে কাওড়াতলা শ্মশানের দিক থেকে একটা বিকট চীৎকার একেবারে সব স্তব্ধ যেন ছেঁড়ে ফুঁড়ে করে দিলে। শিউরে উঠলো শীলংকর।

ভিজেসের বারান্দে যেখানে এতক্ষণ শব্দটা হচ্ছিল সেখানে শব্দটা নেই এখন।

এতক্ষণ সে-কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল সে। কী ভয়ানক! শীলংকরের মনে হলো কী ভয়ানক! এতক্ষণ ঘুঙুরের শব্দটা তবে কি তার শোনা হচ্ছিল এতক্ষণ?


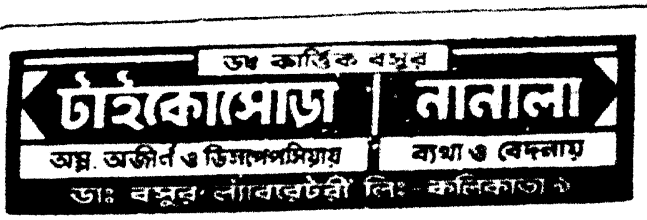

এই ঘটনার পর থেকে শীলংকর ভয়ে ভয়ে থাকতো। সেদিন অন্ধকার হলে শ্মশানের দিকে যেতো না। কারণ একটা ভয় তার মনে ঢুকে গিয়েছিল। সে-ভয় কিসের ভয় কি? সে-ভয় কি মৃত্যুর? শীলংকরের মনে হতো সে-ভয় যেন মৃত্যুর ভয়

ইয়েছেন। যদি তো তার হয়ে কে যেন দেখবে শুনবে? আপনি যদি এক হাতে যেন তো কাল বাদে ঐ আপনার হাতে ছেলের মুখে তো দেখা আছে—

মোশাল তাঁর চার পাঁচটি মন্তব্যের মধ্যে সব সময়ে আছে যে ছেলে সেইখানে যেন বাহাদুরী পরিচয় আছে চলে। এখনো তার প্রমাণের কারণ নিয়ে আসে চলে যে।

মন্তব্যের বক্তব্য আছে—এই সেখানে কথা কি আর বলা কী যাবে—

শুনিকাকা আছে—আরে আমা যার সঙ্গে কথা তার সময় নয়, আমাকে তো আর পাবে পাবে যেই যে। সাতজনীদের এই মন্তব্যে তার মুখে কেন্দ্র আরে আরো সবাই শান্ত। বাকি যেখানে যার যেখা আরে কি আমাকে হয়ে তো আর আমার ছিল না। ইংরেজ যৌবন ছিল যেই যেই পরীক্ষা যেন। এই যেখানে বলে বাচ্চাদের—

ছবিপাড়ী হইল আমাদেরকে না আমে দর্শিত যেন্ত আছে খুশী

বাস আমার আর কথা আমার হইল যদি ইংরেজ বাবাকেই যেন্ত ছেলে পরীক্ষা হয়ে যার যখন ঐশিক্ষার যেখানে পরি বলে আর বলে হইলেন যেই এখন যেখানে পরি সেইটা দুই আমাকে যেন্ত—

এই ছবির সময়ে ঐশিক্ষা পরীক্ষার ঐশিক্ষার যায়ে আরে আরে এক এখানে পরীক্ষা পড়ে যেখানে। আমার কথা যেই যেখানে না ঐশিক্ষা আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত।

প্রাণময়বাবু, তাঁদের কুলে আমাদের প্রাণময়বাবু, ছেলের এখন আরে আরে পরীক্ষা আমার আরে আরে যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত।

ঐশিক্ষা আমার আরে আরে যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত।

আর আর হইল না। হইল প্রাণময়বাবু, এসে আরে আরে। আমার আরে আরে যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত।

প্রাণময়বাবু, আরে আমাদেরই আর ঐশিক্ষা আরে যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত।

প্রাণময়বাবু, আরে আমাদের আরে আরে—কী আরে আরে আরে আরে আরে আরে।

ঐশিক্ষার ঐশিক্ষা। ঐরে পাঁচারে একটা বই নিলে। বলল—বাচ্চা বাচ্চারে—

—আরে আরে।

প্রাণময়বাবু বইখানা নিলেন। তারপর একটা খুশী আর ঐরে যেখানে বইখানা আমার মুখে যেন্ত। কী যেন আরে প্রাণময় নিজের হয়ে আর আর নিজেরে প্রাণময়ে। তারপর বললেন—প্রাণময়বাবু একটা পরীক্ষা আরে আরে। আমার যেন্ত আরে আরে, এই আরে আরে আরে আরে আরে আরে। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত। আমার আরে আরে যেন্ত যায় যেন্ত।

বাস ঐশিক্ষা চুপ করলেন। তারপর আমার আরে আরে যেন্ত। তুমি আমার যেন্ত। তুমি। তুমি। তুমি?

আমার বক্তব্যে ঐশিক্ষা করলেন ঐশিক্ষা। আরে যা ঐরে হইল যেই আমার আরে আরে।

প্রাণময়বাবু আরে আরে আরে ঐশিক্ষা ঐশিক্ষা। ঐশিক্ষা। ঐশিক্ষা। ঐশিক্ষা। আরে আরে আরে আরে আরে আরে

আমার হাত-পাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে সামনে পড়তে লাগলো, আমার ধড়টাও পড়লো। আমার মুণ্ডটাও পড়লো—রক্তে ভেসে গেল সমস্ত মন্দিরটা, আর আমি সেই দিকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম—

—তুমি দেখতে পেলে? তারপর?

—তারপর মা-কালী বললেন—এবার আমার সঙ্গে আয়। আমি মার সঙ্গে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে একেবারে সোনার কাঠিকের ঘাটের কাছে চলে গেছি। মাও জলে নামলেন, আর আমি যেই জলে পা দিয়েছি, অমনি ঠাণ্ডায় কন্ কন্ করে উঠলো পাটা, আর আমার ঘুম ভেঙে গেল—

প্রাণমথবাবু বললেন—এরও একটা ব্যাখ্যা আছে। স্বপ্নেরও ব্যাকরণ আছে,—তোমরা বড় হয়ে সেই সব বই পড়লে এর ব্যাখ্যা পাবে—

তারপর আঙুল দিয়ে দীপঙ্করের দিকে দেখালেন। বললেন—তুমি?

দীপঙ্কর এতক্ষণ সেই কথাই ভাবছিল। তাকেও যদি জিজ্ঞেস করেন প্রাণমথবাবু!

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়াল। বললে—আমি সার স্বপ্ন দেখেছি আমাদের পাশের বাড়িতে কারা ভাড়াটে এসেছে নতুন, হঠাৎ মনে হলো কানে একটা অদ্ভুত শব্দ এসে বাজছে—

—কীসের শব্দ?

দীপঙ্কর বললে—ঘুঙুরের শব্দ, মনে হলো যেন কেউ ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচছে, আমি অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে রইলাম, সমস্তক্ষণ ঘুঙুরে বাজতে লাগলো, খুব মিষ্টি শব্দটা, যেন ঘুম পাড়িয়ে দেয়—

—তারপর?

—তারপর সার আমি আর থাকতে পারলুম না। ঘুঙুরের শব্দটা যেন আমায় টানতে লাগলো, আমি বিছানা ছেড়ে সেই বাড়ির দিকে উঠলুম, উঠে উঠোনটা পার হলুম, পার হয়ে যেদিক থেকে ঘুঙুরের শব্দটা আসছে সেই দিকে গেলুম, তারপর পাশের ভাড়াটেদের বাড়ির এক জায়গায় একটা জানালা আছে, সেই জানালাটা ফাঁক করে চুপি চুপি উঁকি মেরে দেখি কি—

—কী দেখলে?

—দেখলুম সার, ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে আর খুব সেজেগুজে একটা ভালুক তালে তালে নাচছে।

—ভালুক?

—হ্যাঁ সার, আমি অবাক হয়ে ভাবছি এ ভালুকটা কোত্থেকে এল, এমন সময় হঠাৎ কাওড়তলার শ্মশানে খুব জোরে একবার শেয়ালের চীৎকার হলো, আর আমার ঘুম ভেঙে গেছে—

প্রাণমথবাবু বললেন—এরও একটা ব্যাকরণ আছে, তা থাক, সে তোমরা পরে পড়বে বড় হয়ে, কিন্তু আরও এক রকম স্বপ্ন আছে, সেই স্বপ্নের কথা তোমাদের বলবো আমি আজ। সে-রকম স্বপ্ন তোমরা দেখ না, পৃথিবীর যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরাই কেবল সেই সব স্বপ্ন দেখেন, সি আর দাশ, মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক, মতিলাল নেহরু, হলেন সেই সব মহাপুরুষ। এঁরা সব দেশকে স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখেছেন—বড় হলে এঁদের লেখাও তোমরা পড়ে দেখ। এঁদের কারো কারো স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। আবার কারো কারো এখনও হয়নি, কিন্তু এ স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয় না। এ স্বপ্ন একদিন ফলবেই। তোমরা বড় হয়ে যখন ইতিহাস পড়বে দেখবে আমাদের দেশ, সেই স্বপ্ন সফল করবার জন্যে কত লোক প্রাণ দিচ্ছে, কত লোক ইংরেজদের জেলে জেল খাটছে। ঊনিশ শো ঊনিশ সালের ডিসেম্বর এপ্রিল মাসে জেনারেল ওডায়ার পাঞ্জাবে যেমন করে হিন্দুস্থানীদের গুলী করে মেরেছিল, কেন ঊনিশ শো একুশ সালে অকালী সিংহার হয়েছিল যেন মোপলা বিদ্রোহ হয়েছিল মালাবারে, তোমরা সব বড় হলে পড়বে তখন আর এই যে আজ আমাদের বড়লাট

হঠাৎ দেখা গেল টিপি টিপি পায়ে ঘরে ঢুকছে কিরণ।

কিরণ! আশ্চর্য! কিরণের বাবা মারা গেছে, আর কিরণ কিনা আজ ইস্কুলে এসেছে!

বইয়ের চাপ রেখে ঘণ্টা বাজালেন।

প্রাণমথবাবু, জিজ্ঞেস করলেন—তোমার এত দেরি যে?

কিরণ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আমার বাবার খুব অসুখ হয়েছিল সার—

—অসুখ বেশ—বসে উঠলেন প্রাণমথবাবু। তারপর দীপঙ্করের হাতে বই ফিরিয়ে দিয়ে উঠিন চলে গেলেন।

প্রাণমথবাবু, চলে যেতেই দীপঙ্কর কিরণের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বললে—কী রে তোর বাবা মারা যায়নি? আমি যে ঘটিকাকে বলেছিলুম তোর কথা—

কিরণ বললে—ডাই মিছিমিছি সাধুর ওপর ভর করে অনেক পয়সা নিয়েছিলুম, আমার বাবা মরেনি রে—

—তবে তোর মা যে কাঁদছিল অমন করে?

কিরণ বললে—বাবা তো কথা বলতে পারে না, নাড়ি-টাড়ি একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছিল বাবার, মা ভাবলে বাবা বুঝি মরে গেছে—শেষে কবিরাজ এসে দেখে, দেখে বললে বাবা বেঁচে আছে—

তারপর হাত নেড়ে বললে—আরে আমি জানতুম বাবা এখন মরবে না, বাবার অসুখ তো আর কদিন পরেই ভালো হয়ে যাবে,

বিভিন্ন পত্রিকা ও ভক্ত সুধীজন কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত

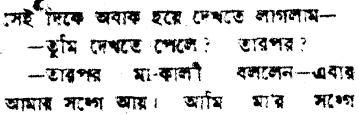


গদাধরের বাল্যজীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনাপরম্পরার অন্তরালে একটি সদাজাগ্রত ঈশ্বর-পিপাসু চিত্তের অপূর্ব বর্ণনা পাঠকহৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সৃষ্টি করে।

বিশ্ববাণী কলকাতা প্রকাশনী,
৮নং কে কে বারচৌধুরী রোড, কলিকাতা—৮
।সি ২০২২।

কে, হোড়ের
কণক
পাউডার

শঙ্খ মার্কাই
কেশ চিকিৎসা
যশোর কুম্ভ ইণ্ডাষ্ট্রী কোঃ
কলিকাতা-৯

সতীশ কবিরাজের
মহাভৃঙ্গরাজতৈল
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডি. এস. সি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সংবাসিত।
আয়ুর্ঔষধালয়, কলিকাতা

আমাদের অবস্থা খুব ভালো হয়ে যাবে, অনেক টাকা হবে আমাদের—

—কী করে জানলি?

কিরণ বললে—সেই সাধু আমাকে বলেছে যে, খাঁটি সাধু, জ্যান্ত, একেবারে খাঁটি হিমালয়ের সাধু—

ইস্কুলের ছুটির পর শীলঙ্কর বললে—আজ সেই সাধুর কাছে যাবি কিরণ?

কিরণ কী যেন ভাবলে। বললে—আজ হোমটাস্ক দেয় নি ভাই, আজ যে পেছনে বিদ্যি করতে হবে, একটা পড়া সেই মাত্র হয়েছে, কালকে ওটুকু কিনতে মন খারাপ হয়ে যাবে কি না—ঠিক আছে কাল যাবো—

—ঠিক হাঁটি তুই।

কিরণ জিজ্ঞেস করলে—কেন রে তুই হিমালয়ের অতো খাঁটি সাধুর কাছে? তোর কী দরকার?

—এই এমনি।

কোনও শীলঙ্করই এপর্যন্ত বিশেষভাবে কিরণের প্রশ্নটা মনে হয়নি, সাধুর কাছে কিসের জন্যেই বা সে যেতে চায়। মনে নিজে, ভালোবাসে বলে সে ওর সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। আর কোনও কারণ থাকতে পারে, তা কখনও মনে হয়নি। আজ কিরণের প্রশ্নে শীলঙ্করের মনে হলো, সত্যিই তো, কোনও বিশেষ কারণ থাকতে পারে, যার জন্যে সে সাধুর কাছে যেতে চায়। চুপ করে সে ভাবতে লাগল, সত্যিই কি তার কোনও বিশেষ কারণ আছে? সে কি কোনও সাধুর কাছে যেতে চায়? সে কিছু?

সেদিনও সন্ধ্যাবেলা এক মনে পড়তে বসেছে শীলঙ্কর। মা রান্নাঘরে রান্না করছে। চন্দ্রবৌও এসেছে পড়া ফাঁকির কার সঙ্গে যেন ঝগড়া করবার জন্যে। ও দুটি কুমার হয়ে গেছে একেবারে। সন্ধ্যার পর আধঘণ্টাখানেক ওর সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। তখন নিজের ঘরে আলো নিভিয়ে কী সব করে। আর আজও ঘরটায় ঘোরাঘুরি থেমে এসেছে। তখন ঈশ্বরের পাওয়া বেলাটুকু যেন একটু কিমিয়ে আসে। কুকুর-বেড়ালের হাঁক, ঘুঘুর-মানাওরাকার চীৎকারও থেমে আসে। তখন এক মনে পড়তে পারে শীলঙ্কর মন দিয়ে। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ মনে হলো যেন কালকের সেই শব্দটা আবার হচ্ছে—সেই ঘুঙুরের শব্দ।

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল শীলঙ্কর।

প্রাণবন্ধুবাবু বলেছিলেন এক-একজনের তবে স্বপ্ন নয় ওটা! সত্যি ঘটনা! স্বপ্ন সত্যি হয়! এক-একজনের স্বপ্ন ফলে!

একবার ভাবলে মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু মা তখনও রান্না করছে রান্নাঘরে। শীলঙ্কর ঘর ছেড়ে বাইরে এল। অন্ধকারসমুদ্র উত্তরের দিকের বাড়িটা ডাঙাটোমরু। সে বাড়িটার এক তলায় সব ঘরে আলো জ্বলছে। ওপর ঘুঙুরের শব্দটা যেন আসছে একতলারই একটা ঘর থেকে।

আস্তে আস্তে উঠোনে নেমে এল শীলঙ্কর। তারপর টিপি টিপি পায়ে একেবারে উঠোনের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে একটা জামরুল গাছ। গাছের তলাটায় বেশ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে আর কেউ দেখতে পাবার কথা নয়।

একতলার ঘরটার ভেতরে শব্দ হচ্ছে। সত্যিই কি তাহলে নাচতে পারে সত্যিই তাহলে পারেরা নাচে ওরা!

ওপরে আবার শীলঙ্কর কান্না পিসে কথাগুলো শুনতে পেল। তারপর টিপি টিপি পায়ে ওপরে।

শীলঙ্কর ওপরে এসে দেখলে—তাহলে সে একটা মেয়ে—

মেয়েটা জানলাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে বেণীটা এসে পড়েছে পিঠময়। দু পায়ে ঘুঙুর বাঁধা আর তখন মনে হচ্ছে যেন ঘুঙুরের শব্দে নাচছে সে একটু একটু।

শীলঙ্কর আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। মেয়েটা তখনও নাচছে। শীলঙ্কর কিন্তু আর সেখানে দাঁড়াল না সেখানে। অন্ধকার জানলা থেকে বেরিয়ে আসছে যেন সিঁড়ি উঠোন পার হয়ে আবার ঘরে এসে ঢুকলো। তখনও ঝম-ঝম করে ঘুঙুরের শব্দ হচ্ছে ও-বাড়িতে—

(ক্রমশ)

বাহির হইল

তরুণ নাট্যকার শ্রীকিরণ মৈত্রের

বারো ঘণ্টা—২,

( পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ )

আধুনিক যুগের জনতম শ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ নাটক

রাইটার্স কর্নার

৫-৮৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট : কলিঃ-১২

অনুসন্ধান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়ুয়া পড়ুয়াদের প্রত্যেক ঘরে একখানি অত্যন্তনীয় সাথী। নিরীক্ষণ নিরক্ষর নিরক্ষর সরল শিক্ষক নতুন ইস্কুলের অপূর্ব আলেখ্য। হাসির ও আনন্দে পরিপূর্ণ নিখুঁত সাহিত্যকীর্তি। সকলের হাতে নিঃসংকোচে তুলে দেওয়া যায়। দাম ৩, মাত্র।

অনিন্দ্যসুন্দর প্রচ্ছদপট। উপহারযোগ্য।

ছোটদের সংস্করণে সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

বিভূতিসাহিত্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ করতে অপরিহার্য

অশনি সংকেত উপন্যাস দাম ৪·৫০

নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব (ছোট গল্পের সংকলন) ৩·৫০

প্রকাশ অপেক্ষায় ছায়াছবি

বিভূতি প্রকাশন ২২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

(বি ২০৭৯)

ত্বকের নিখুঁত যত্ন নিতে, প্রকৃতির
গুনাগুনে তৈরী এ সাবানটি
বিজ্ঞানের আর এক অবদান

নিম পাতার গুনাগুনের কথা, বিশেষ করে এর পচন-নিবারক ও আরোগ্য সাধক ব্যবহারের কথা আমাদের দেশের লোকেরা অতীতকাল থেকেই জানতো। আজ এর ব্যবহার আরও সহজতর ও উপযোগী হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান ও তার আধুনিক সব প্রস্তুত প্রনালীতে। আমাদের উত্তম নিম সাবানে, নিমের গুনাগুণ ছাড়াও, বিশেষ যত্নমিশ্রে এটিকে একটি স্বাস্থ্য সম্মত সাবান হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। উত্তম নিম সাবানে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। রোগ বীজাণুভরা ধুলো ময়লাও ধুয়ে যায়।

উত্তম
নিম
সাবান

A
SIKRI
SIKRI PRODUCT

SISTA S-MSC-12

# মা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

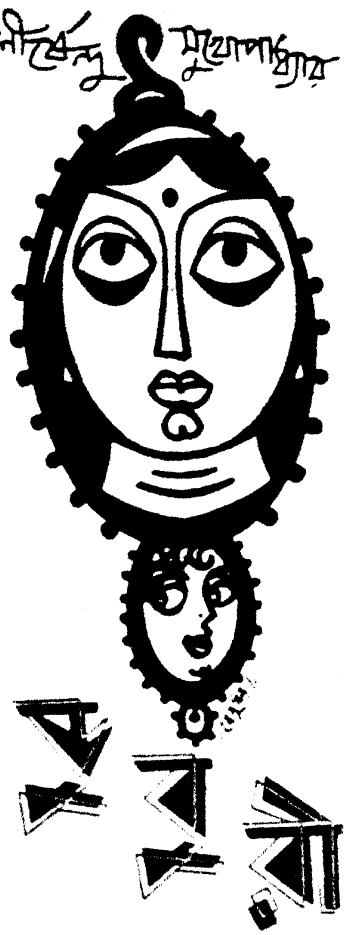

মা ঘরে ঢুকতেই খুকুর গোল টুনু। বাবার মাথার ওপর বিছানার মাথা গুঁজে মা কাঁদছে। একটু আগে তাদের খেতে দিয়ে মা পুকুরে গিয়েছিল স্নান করতে। এখনো মার ভিজে কাপড় ইটুর কাছে আর কোমরদেশে লেগে আছে। তাতেই বসে উঁচু হয়ে মাথা রাখা আর শাড়ির পাড় ছিঁড়ে টেরেটা-কাটা চুলের বিন্যাসের মুখ পুড়ে মা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

মাকে কাঁদতে এই প্রথম দেখছে না টুনু, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হলে কিংবা বাবা মাকে কিছু বিশ্রী করে বললে মা এরকম করে। কিন্তু এইভাবে ফুলে ফুলে নিঃশব্দে কান্নাটা অন্যরকম। টুনু ভয় পেয়ে গেল। পুকুরে ডুবেটুবে যেখেন নাকি মা! টুনু ফিসফিস করে ডাকে—মা এমা, মা! মা উত্তর না দেয় টুনু আস্তে আস্তে মার কাছে এগোয়—মা কাদ কেন? কি হইছে?

কান্নার মধ্যে মাথা মার দেহি বিছানার চাদরে ঘষে ঘষে চোখ মুছে ফেলে উঠে বসে টুনুকে কোলের কাছে টেনে নেয়। টুনু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হাত দিয়ে মার চিবুক ধরে ওঠে—কি হইছে কও না আমারে?

মার মাথা আস্তে আস্তে নড়ে। ঘোমটা খসে পড়ে। টুনুর মুখের ওপর মুখ নামিয়ে মা ফিসফিস করে—কিছু হয় নাই টিকটির সত্য না।

—কিছু হয় নাই তবে কাদ কেন? কি হইছে কও না আমারে!

—কইলাম তো কিছু হয় নাই। ঘাইতাছ কি পাটা কইর?

টুনু একটা পিছে যায় কাছ, খুব কাছে দাঁড়ায়। তারপর সোজা হয়ে মার মুখোমুখি হয়ে তর্জনীর ডগা দেখিয়ে টুনু বিজ্ঞের মতো বলে—কি হইছে কওনা আমারে!

—চুপ চুপ, আস্তে। কেউ যদি শোনে না! মা তাড়াতাড়ি চোখা গলায় বলে। তার গলার টোনে পাইলে কিন্তু আসল ব্যাপারটা না। মুখটা আরো কাছে এগিয়ে দেয়।

টুনু বুঝতে পারে। কেননা, সে পরিষ্কার শুনতে পায়, মার বাঁ কানের লতিটা নেই। ওখানে একটু আগেও ঝকঝকে সোনার মাকড়ি ঝুলছিল। রক্তও ঝরছে খুব বেশি নয়। চড় টড় হবে খুব সাবধানে লক্ষ্য করে টুনু। মার ডান কানে মাকড়ি আছে কিনা দেখে নেয়। তারপর মার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে—হাত দিয়া ধুই কানটা? ঔষধ দিমু?

মা ঘাড় নাড়ে। টুনু ছুটে গিয়ে কলসি থেকে জল এনে মার কানটা ধুয়ে দেয়। তারপর ঘরের কোণ থেকে ছেঁড়া ন্যাকড়া এনে কানে চেপে ধরে। মা নিজেই ন্যাকড়াটা ধরে। টুনু ছুটে গিয়ে মার ট্রাঙ্ক খুলে ঔষধ খোঁজে। ঔষধ কিছু নাই। ট্রাঙ্কের তলায় একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া পায় টুনু। সেটা ছিঁড়ে ফালা করে নিয়ে আসে। মা ন্যাকড়াটা নিজেই কানে বেঁধে নেয়। টুনু ফিসফিস করে—কি হইছে কও না আমারে!

—চুপ চুপ, আস্তে। কেউ যদি শোনে না! মা তাড়াতাড়ি চোখা গলায় বলে। তার গলার টোনে পাইলে কিন্তু আসল ব্যাপারটা না। মুখটা আরো কাছে এগিয়ে দেয়।

টুনু বুঝতে পারে। কেননা, সে পরিষ্কার শুনতে পায়, মার বাঁ কানের লতিটা নেই। ওখানে একটু আগেও ঝকঝকে সোনার মাকড়ি ঝুলছিল। রক্তও ঝরছে খুব বেশি নয়। চড় টড় হবে খুব সাবধানে লক্ষ্য করে নিয়ে আসে। মা ন্যাকড়াটা নিজেই কানে বেঁধে নেয়। টুনু ফিসফিস করে—কি হইছে কও না আমারে!

—কইলাম তো কিছু হয় নাই। ঘাইতাছ কি পাটা কইর?

টুনু একটা পিছে যায় কাছ, খুব কাছে দাঁড়ায়। তারপর সোজা হয়ে মার মুখোমুখি হয়ে তর্জনীর ডগা দেখিয়ে টুনু বিজ্ঞের মতো বলে—কি হইছে কওনা

মা বলে—হ্, আর একবার খুজুম। তুইও লা দেখি আমার লগে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলে—ঘাটে কেউ নাই এখন। একলা ডুব দিতে ডর করে।'

টুনু মনে-মনে হাসে। মা সাঁতার জানে, কিন্তু ডুব দিতে মার ভীষণ ভয়।

ঠিক দুপুর। নিস্তরঙ্গ সবুজ জল। কয়েকটা শুকনো পাতা জলের ওপর ভাসছে। খুব নির্জন চারদিক। কেউ কোথাও নেই।

টুনু বলে—'কোন্‌খানে?'

ঘাটা সুপরিষ্কার। আর ঘাট দিয়ে তৈরী-করা সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে পা দিয়ে মা ইতস্তত করে। চারদিকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়।

টুনু আবার বলে—'কোন্‌খানে, মা?'

মাঝখানের জলটা সবুজ, আর ঘাটের কাছে ঘোলা। কেউ বাসন মেজে গেছে সেই জায়গাগুলো ছাই-কাদায় মাখা। পাকুর পারে পাড় আছে। কেমন যেন ভাপসা গন্ধ।

ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে মা বলে—'এইখানেই পড়ছে। কিন্তু—'

আঁচলে গামছা এঁটে নিতে নিতে টুনু ঘাটের কাছ থেকে সরে এসে সোজা গিয়ে তার কচুর জঙ্গলের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল।

মা ঠিক কোমরজলে দাঁড়িয়ে আছে। পা ঘষে ঘষে ঝানুসন্ধান করছে। টুনু তাকিয়ে রইল। মা আর একটু এগিয়ে গেল জলের দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে আছে মা। কিন্তু ঘোলা জল। কিছু দেখতে পাচ্ছে না মা।

—এমনতু লগছে! সুরু কি পাওয়া যাইব! তিন আনা আর তিন আনি—এই দুয় আনা সোনাই সাতাইশ বারে। পেত্তিবার লগলে দুয় আনির তিন আনি গেলা। তিন গণ্ডাক্কাল দাঁড়িয়ে মা বলে—ইচ্ছা করে বাকি তিন আনিও উগরা মাইরা ফালাইয়া দেই।'

কচুবনের পাতা চারপাশের সবুজ। টুনুর পায়ে কাদা। কেমন সাতসেঁতে ভার ভেজা। খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাকে দেখে টুনু। জলপাতলা ঘোলা চারপাশের মতো। মার চারদিক বিস্তৃত হয়ে আছে। মার মধ্যটা একটুকরো কাদার মতো জলের ওপর ভাসছে।

মার দুপাশের কচুর জঙ্গল এখন।

হঠাৎ মা চিৎকার করে—'এই যে, কি জানি একটা পায়ে লাগল রে!'

মা ডুব দেয়। উবুড় করে বাকিটা সবুজ জল যেন তুলে মার মাথা। টুনু একলাফে ঘাটের কাছে এগোয়। জলের ঠিক ওপরের ধাপে কুচকুচে হয়ে হাঁটুতে হাতের ভর দিয়ে তাকিয়ে দেখে মার সাদা শাড়িটা সবুজ জলের ভিতরে হাল্কা মেঘের মতো ডুবে যাচ্ছে। টুনু দম বন্ধ করে থাকে।

কিছুক্ষণ জলটা অল্প চঞ্চল তুলল। টুনু তাকিয়েই রইল।

হুস্ করে মাথা তুলল মা। মুঠো-করা হাতটা জলের ওপর তুলে আস্ফালন করতে লাগল। মার হাতের মুঠোয় ছোট একটা লোহার শঙ্খ।

হাসি পায় টুনুর, কিন্তু হাসে না।

মার মুখটা এখন আরো লাল। মোটা নাকটা ফুলে ফেঁপে আছে। মা ক্রমশ সরে গেল সাথে সাথে বুকজল আর পানি এসে আছে নাকি? আইজ কইমু কিন্তু। আমি আর একটু বসুম।'

—ইচ্ছা করলে বসে টুনু। চারদিকে তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই।

মার সবুজ ঝকঝকে শাড়ির আঁচলের দিকে মার তাকায় টুনু। সেটা ভাসতে ভাসতে মৃদু স্রোতের টানে ঘাটের দিকে আসছে। টুনু হাত বাড়িয়ে আঁচলটা ধরে ফেলে। মা কাঁপতে কাঁপতে এসে জলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আঁচলটা ধরে ফেলে। মা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে টুনুর হাত থেকে আঁচলটা ছিনিয়ে নেয়। মা একটা হাত দিয়ে টুনুর পিঠে কিল বসিয়ে দিল—একবার এক-দুই-তিন। টুনু হাসে।

টুনু মার হাত ধরে। সারা হাত দিয়ে মা টুনুর পায়ে ন মা। পা দুটো ধরবার জন্য ঝাঁপাচ্ছে। টুনুটা মানুষ পড়ছে কচুবনের ভিতরে।

—এমনতু—চিল্লা ওঠে মার। টুনু হাসে। মার পিঠে থেকে সাদা পায়ে মা মার কালীঘরে শিবমন্দা পাকুরপুরে মাকে ঝাঁপাচ্ছে। হাসে। মার মার মার ওপরে মা। মাথার চারপাশে চুলগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দাঁড়িয়ে। মুখটা সাদা।

মার একবার ইচ্ছা হোলো মা। ঘনিষ্ঠটা হলদে জল বেয়ের মুখ দিয়ে। তারপর মা চাঁচাতে থাকে। টুনু চিৎকার করে—'কিগলা মা কি হইছে তোমার?'

মা একবার তার কাঁধে মার মেরে—'কিছু না, কিচ্ছু হয় নাই। আরামিন খাই নাই সেই কিছু। পিত্তি পড়ছে। গিয়া একটু শুইয়া থাকলেই সারামু।'

—হু, তোমারও মাথা খারাপ। ওই শরীল লইয়া কেউ জলে ডুবায়?' টুনু

বলে। তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয় যেন।

—কিন্তু মলাটা—হাঁফাতে হাঁফাতেই বলে—আমার বিস্তার সুখ। তার বাবার সিঁড়িতল। বড় শখের সুখেরে। সব তো ভোজ। এই সুখলোভড়া আছিল। মা কাঁদতে থাকে, আর হাঁফাতে থাকে আর কাঁপতে থাকে।

টুনু, থামক তবে—কোথাকার কি হইছে। সাহস টাহ পাওনের আগেই মরল পাইরে। হইলো। অখন গিয়া শুইয়া থাক। আমি পরান ডাক্তারে একবার খবর নেই।

মাকে হাত ধরে সাবধানে আস্তে আস্তে চলায় তোলে টুনু। মার পা ছেঁকে ভিজে জামার আর গন্ধির কাটা, পচা ঘাস লেগে এক কাদা। একটা পা খোঁড়া-খোঁড়া করে চলে।

টাইনের আগাটা হাত দিয়ে ধরে মা বলে—তুই এইবার ডাক্তির কাছে যা। আমি একলাই ঘরে যাইতে পারুম। তারপর ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে মুখের আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে—ভুলিস না যেন, ডাক্তারকে একটা।

টুনু, বলে—আচ্ছা, মাইয়া আবার তোমারটা লইয়া ইচিং কইরো না।

মা চলে যায়। টুনু ঢুকে তাকিয়ে দেখে টুনু বসে আছে পিছন ফিরিয়ে, আমি পরান ডাক্তির ঘরে নেই।

পরান ডাক্তি আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে টুনুর দিকে তাকায়। একটু, হাসে বলে—না রে। আমি আসার যাইতে না। আমি একবার নিজে নিজে কথাটা কইতে পারি ছাড়ে।

—হাসে ডাক্তি ভয় পাইয়া ভয় পাইয়া নাকি। ভয় হয়ে যদি একটু, ইচ্ছে করেই বলে টুনু। নিজেরে ভয়ে ভয়ে ভয়ে ভয়ে নিয়ে ভোজবাজি দেখাচ্ছে।

—ভয়। কার কথায় ডাক্তার করে ভয়ে ভয়ে করা, অখন ডাক্তার কথাকথিনের ভয়ে নিয়েন করো। কার আসলেই নিয়েন।

পরান ডাক্তি ঘরের কথাগুলো খুব ভেবে ভেবে বলায়। এবার ঘণ্টি ডাক্তারী ভেবেন ভোজা টুনু, ভুলগুলো ধরে ফেলে হাসে একটু। ডাক্তার ঘণ্টা ঘোটা ভিজি-ভুলগুলো ভাবতে ভাবতে ভুলগুলো। ভয়টাই ভয়ে বড় পরান ডাক্তির কিন্তু চামড়াটা টিলে ভোঁতকানো। খালি একটা কাপড় আটা করে পরা। পায়ের আঙুলটা দেখা যাচ্ছে। কোচার ভয়ে ভিজেছে ভোটা ভোঁতাভাঁতি। পাখাগুলো ভয়, ভয়।

খুব আস্তে আস্তে ভয়টাকে একটু ভোজা মা করে ডাক্তি ভয়ে নামাতে লাগল। পরে ভয়ে দাঁড়াল ডাক্তি। এক আঁটি বিচালির মতো সাদা মাথাটা ভয়ে ভাসছে।

টুনু, দেখে ডাক্তির কালো লম্বা পরীরটা প্রকাণ্ড একটা ভোজাল মাছের মতো নড়ছে ভয়ের নীচে।

হুস করে ভুস ভয় ডাক্তি। অনেকক্ষণ পরে ভেসে ওঠে। টুনুর দিকে তাকিয়ে হাসা নাড়ে। অর্থাৎ পাওয়া যায়নি। মুখ থেকে খানিকটা ভয় পিচকি করে ছুড়ে দিয়ে আবার ডুব দেয় ডাক্তি। ডুবুরের কাছ থেকে সরুল হয়ে ভয়ের নীচে অনেক নীচে একটা প্রকাণ্ড মাছের মতো পরান ডাক্তির পরীরটা দেখে দেখে থাকে। তারপর সবাই আর দেখতে পায় না টুনু।

পরান ডাক্তির বুকখানা ডুবুরীর মতো ভয়ে টুনুর। যে সব ডুবুরী ভয় হইতে পড়েছে। একটু ভয় না কাটে সমুদ্রের ভয়ে ডুব দিয়ে ডিনটে ডুবুরী ভয়ে ভোজাল নিয়ে ডুবুরীরা না। পরান ডাক্তির দেখে পাছে ডুবুরীর মতো ভয়।

পরান ডাক্তির মাথাটা এবার ভুস করে ভয়-ভয়ের ভয়ে ওঠে। ডুবুরের মুখে থেকে খানিকটা ভয় ছুড়ে ভোজাল পরান ডাক্তি আবার ডুব দেয়। সেই ডুবুরীর ভিতরে ভয়ে ভোজাল টুনু, ডুবুরীও না। পরান ডাক্তির দেখে পাছে ডুবুরীর মতো ভয়।

পরান ডাক্তির মাথাটা এবার ভুস করে ভয়-ভয়ের ভয়ে ওঠে। ডুবুরের মুখে থেকে খানিকটা ভয় ছুড়ে ভোজাল পরান ডাক্তি আবার ডুব দেয়। সেই ডুবুরীর ভিতরে ভয়ে ভোজাল টুনু, ডুবুরীও না। পরান ডাক্তির দেখে পাছে ডুবুরীর মতো ভয়।

এবার পরান ডাক্তির মাথাটা ভয়ে ভয়

পারে তবে মা আজ আর বেঁচে থাকবে না। গাটা সিরসির করে তার। বড় দুঃখী মা, টুনু ভাবে, মা বড় দুঃখী। লোহার মতো শক্ত হাত বাবার, রোমশ বুক, পেট। খালি গায়ে যখন উঠোনে কিংবা দাওয়ায় বসে তামাক খায় বাবা তখন তারা কেউ কাছাকাছি যায় না। মাঝে মাঝে যখন মাকে মারে বাবা, বিশ্রী গালাগাল দেয় তখন মা কুঁই কুঁই করে ইঁদুর ছানার মতো কাঁদতে থাকে। বাবার প্রকাণ্ড লোহার মতো হাতের ভিতর মাকে তখন ইঁদুরের মতোই ছোট আর অসহায় মনে হয় তার।

পরাণ মাঝি উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা গায়ে দেয়। বলে, 'চলি কত্তা, কাইল আইয়া আর একবার দেখুম আন।'

টুনু চুপ থাকে। জামবনের শান্তিটার তলা দিয়ে বিনু-পিসির ঘরের বেড়ার কাছ ঘেঁষে অনেক আগে মাথা নীচু করে পরাণ মাঝি চলে গেল। টুনু ভাবে, ঠিক তার বাবা, ছোট্ট মানুষের মতোই পরাণ মাঝিও যেন দুর্বল। খুব দুর্বল।

টুনু জলের দিকে তাকায় এবার। অনেক জল, ঘন কাওলা। কুপুরের সুর্য অনেকটা হেলেছে পশ্চিমের দিকে। কিন্তু এখনো দুপুর। প্রখর রোদ্দুর টুনুর। সে অনেক আগে জলের পুকুর এসে দাঁড়ায়।

গাছের কাটা ডালে ছোট্ট ফাঁসে দিয়ে সে ঘাসের ওপর। একটা বাঁশ কাটার পড়ে আছে। কঞ্চি পড়ে। হাতের সুতোয়। বেঁধে নেয় একটা আঁকাবাঁকা ধনুক। পুকুরের ঘাটে তার ছুটে পড়ে।

টুনু তার ছায়ার দিকে তাকায়। রোদে ঝলমলে একটা ছায়ার ছবি। ছায়াটা জলের ভিতরে। একটা ডুবুরীর মতো জলের মধ্যে থেকে ছায়াটা তাকে সংকেত। মাথার কাছে জলের ঢেউ পরাণ মাঝির মতোও। আজ সন্ধ্যাবেলা কিংবা কাল সকালে যদি যখন বাবা ঘাটে পাশে তখন মাকে বলা যাবে। হয়ত এসব আগেই বুঝতে পেরেও মুলটা কেমনে আর কেন বলতে তাদের ঘরে ঐ মুলকড়াই।

নীচু হয়ে জলটা ছোঁবার চেষ্টা টুনু। ইচ্ছে হল একবার পরাণ মাঝির মতো ডুবুরী হয়ে খুঁজে দেখে মুলটাকে। কিন্তু সে সাঁতার জানে না। সাঁতার জানলে পাথর, নুড়ি, কাওলা আর গাছের পাতার মতো নিচে সবকে তলে ডুবুরীর মতো সে সন্ধানের একবার চেষ্টা করবে।

একটা পা সিঁড়ির নিচে সিঁড়িতে রাখে সে। সাবধানে জলটা ছুঁতে পায়ে। টুনু আর এক ধাপ নামে। আর এক ধাপ। সিঁড়ির ওপর জল এবার। টুনু নীচু হয়।

আরো জলটা একটু পরিষ্কার মনে হয়েছে। এবার সে দু হাত বাড়িয়ে দেয়। আরো নীচু, আরো নীচু হয়ে তাকায়। ছোট্ট সর্ষের মতো বড় কারে তাকায়। ছোট্ট সর্ষের মতো সিঁড়িগুলোর দিকে। একটা, দুটো, তিনটে সিঁড়ি স্পষ্ট এবং তারপর আরগুলো ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে। সিঁড়িগুলো গুনতে শুরু করে টুনু—তারপর—

চিৎকার করে উঠতে গিয়েও নিজের মুখে হাতচাপা দেয় টুনু। স্পষ্ট পরিষ্কার জলের নীচু চতুর্থ সিঁড়িটার ঠিক ওপাশে বাঁকা আর কুপুরীর গাছের নীচুর বাঁধনটার কাছে সোনার মুলটার ছোট্ট হুকোটা চিকমিক করছে। কি আশ্চর্য! কেউ দেখতে পায়নি। টুনু মস্ত বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে। হুকোটা টিপটিপ করে তবু।

টুনু কপ করে আর এক ধাপ নামল। কোমরের কাছে জল এসে। পাশটা ভিজে গেছে। ঠিক এই ধাপে সিঁড়িটাই শেষ জানে সে। এর নীচে নামলে সে ডুবে যাবে। সিঁড়িগুলো উঁচু উঁচু। আর এক ধাপ নামলেই পাকা-জল।

কিন্তু মুলটা সে নিজেই তুলবে। চারদিকে তাকায় টুনু। কেউ নেই। আরো দু ধাপ নামলে মুলটা।

টুনু পা বাড়ায়। পাকা জল।

টুনু নিঃশেষে টানে। পাকা কাওলা আর পানাপুকুর আর মাটির গন্ধ। টুনু পা বাড়ায়।

কপ করে পরের সিঁড়িটায় পা রাখতে না রাখতেই টুনু ডুবে গেল।

মুলটা! হাতের কাছেই।

কিন্তু নিঃশেষে গন্ধ হয়ে আসে টুনুর। সে মাথা তোলে।

পায়ের নীচেই সিঁড়িটা। ওপরের ধাপ। পাকা জলে সিঁড়ির নিঃশেষে টানে টুনু। বুকে ভার বাতাস নেই। মুলটা তাকেই তুলতে হবে। টুনু তাকায়। জলে ডুবে, জল ছলছল করছে পায়ের কাছে। সেই ডুবে থাকা সবুজ জলগুলোর ভিতর দিয়ে মুলটা ঠিক ঠিক দেখছে।

টুনু নীচু না হলে হাতে পাবে না।

ডুব দেয় সে। জলের ভিতরে অন্ধকার। জলের ভিতরে সবুজ রংয়ের অন্ধকার। পায়ের তলা দিয়ে একটা ঝিরঝিরে সরু স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সোঁতার মতো। চমকে ওঠে সে।

হাত বাড়ায় সে। না, আরো একটু ধাপ।

মুখ থেকে বুদবুদের রেখা ধরে জলের ওপর উঠে যাচ্ছে।

পায়ের ধাপে পা রাখে টুনু। নীচু আরো নীচু হয়।

আর মাত্র এক বিঘত সুরু মুলটা। বড় পাকা না টুনু। বুকটা ফাটা চাইছে।

হেডমাস্টার নীচের দিকটা হাতড়ায় হাতে ওপরে উঠে আসে। তার মাথাটা নীচু। পরাণ মাঝির মতো। তার মাথাটা ঝুঁকিয়ে রেখেছে টুনু। খুব সন্তর্পণে।

মুলের কাছেই হাতটা এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে। শেষবারের মতো দাঁতে দাঁত চাপে টুনু।

মুলটা! কাছেই।

দু আঙুলের মধ্যে হুকো-টা!

একটা হাঁচকা টানের সঙ্গে সঙ্গে মুলটা তার হাতের মুঠোয় এসে যায়।

যেন অনেক ভার বুকে। টুনু মুঠো-করা হাতটা বুকের কাছে চেপে ধরে। হাতের আঙুল আর চামড়া ছোট্ট মুলটা যেন তার হাতের মধ্যেই বসে গেছে।

সিঁড়িটায় পায়ের চাপ দিয়ে টুনু সরে যায়। কোনদিকে সে সরছে তা বুঝবার আগেই চোখে সুর্যের আলো লাগে।

হাসছে। আঃ!

হাঁ করে বুক ভরে নিঃশেষে টানে সে। হাত পায়ের সমস্ত পেশিগুলো ঢিলে।

কিন্তু তবুও পরে টুনু মুঠে হাতটা খোলে। এক পলকের জন্য সে সবকিছু পরে হয়ে যায় ঝাপসা। ঘোলা নদী চোখে। সে আবার চোখ বুজে ফেলে হাতের মুলটা।

কুপুরের ঘাটে আর কি কিছু নেই। হাতের মুলটা ঠিকই আছে।

আবার মাথা নামায় টুনু একবার। কুপুরের মাঝে বিনু টুনুর মনে হয়, পুরোটা সব মাছেদের। মুলের মতো বড় বড় কিন্তু চোখে পড়ে না। মাছের মতো ছোট ছোট কাকড়া। হাতের মুলটা ঠিকমতো আছে কিনা তাকায় আবার।

একটা লাল মাছ আসে সাঁতরে সামনে। মুলের মতোই

পায় একপাড়া বাসন হাতে বিলুপিসি আসছে ঘাটের কাছে।

তারপর জল আর পাতাল। কাঁকড়া ঝাঁকা বিরাট একটা মৈতাদ মতো কার মুখ যেন জলের ভিতরে। ...ওপর কার একটা লম্ফ। একটা চিৎকার।

শেষকারের মতো ডুবসাঁতার, ঘুম আর অন্ধকারের মধ্যে ঢলিয়া হেরে হেরে সে চৌর পার হয়ে দরজাটা অন্ধকে পড়ল হাঁটিতে। দুবেটা হাত আর ডান হাতের তেলোর হাত মুখের ঘাম। শিউক আঙুলের ফাঁক থেকে গড়িয়ে পড়ল জল মুহূর্তে পুরোটাকে সে অনুভব করে মুক্তি পাচ্ছে।

ওপরে একটা ঘাড়ি দেওয়া কাকা চলার মতো অন্ধকার হয়ে আসে।

• • •

টেনু চোর ঘোর হয়। অন্ধ অন্ধকার হলে আসে আলোর অনেক পরে নিজে হয়ে ওপরে পড়ছে টেনু, সুরেশ কাকা ও বিনু, তার মুখটা অন্ধকারে ঢাকা। ও কীসের ওর মধ্যে অন্ধকারে নিজের নিজের হয়ে পড়িয়ে আছে ওরা। ওরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ওদের ডাকবে টেনু? ওদের ডাকবে? ওদের ডাকবে? ওদের ডাকবে

# বিজ্ঞান বিচিত্রা

আমরা জানি,—"গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে, গান গেয়ে চাষ করে চাষা।" কিন্তু গান গেয়ে দুধ দেওয়ার কথা আমাদের কাছে নিতান্তই নতুন মনে হয়। অবশ্য অতি পুরাতন কথা স্মরণ করলে ব্যাপারটা খুব অসম্ভব মনে হয় না—এমন একদিন ছিল, যে দিন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে গোপ-বালারা চঞ্চল হয়ে উঠত, আর সেই বংশী-ধ্বনি যে গাভীকুলের ওপর কিছু প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারবে তা খুব আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বলেন যে, সঙ্গীতের সাহায্যে দুধ দোহন করলে দুধের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে যাবে। তার মতে, যে সমস্ত জীবরা দুধ দেয় তাদের মধ্যে গরু অনেক বেশী সঙ্গীতের রস গ্রহণ করতে পারে। দুধ দেওয়ার সময় যদি গরুদের যথার্থ সঙ্গীত শুনানো যায়, তাহলে অনেক বেশী দুধ দেবে। বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের মধ্যে গরুরা বাঁশির সুরই বেশী পছন্দ করে। আবার যদি এই সুর সারং হয়, তাহলে অন্য কথাই নেই। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের মতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে এ ধরনের কোন ফল পাওয়া যায় না। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সঙ্গীত যে কোন প্রাণবান বস্তুর ওপর কাজ করতে পারে। জীব ছাড়াও উদ্ভিদ জগতেও সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সেই জন্য সঙ্গীত আমাদের ক্ষেতের কৃষিজাত দ্রব্যের বেশী পরিমাণে উৎপন্ন করতে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে।

•

অনেক সময় বহু চালকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদের মধ্যে বসে থাকতে হয়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য এখন এক নতুন ধরনের শিরস্ত্রাণ তৈরী করা হয়েছে। এই শিরস্ত্রাণে ঠাণ্ডা, পরিস্রুত হাওয়া সব সময় পাম্পের সাহায্যে সরবরাহ করা হবে। শিরস্ত্রাণটি 'ফাইবার গ্লাসের' তৈরী। যার সাহায্যে এই ঠাণ্ডা, পরিস্রুত হাওয়া শিরস্ত্রাণের মধ্যে সরবরাহ করা হবে সে যন্ত্রটি চালকের পায়ের কাছে মাটিতে রাখা থাকবে। প্রয়োজনে চালক এটি সহজেই বন্ধ এবং চালু করতে পারবে।

•

মরা মানুষকে জীবন্ত করা এখনও বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে, কিন্তু মরা মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ জীবন্ত মানুষের দেহের খোলা হাওয়া ঐ অংশের বদলে জুড়ে দিয়ে জীবন্ত মানুষকে নব-জীবন দান করা আজকাল বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। অত্যাশ্চর্য অস্ত্রোপচার দ্বারা এমনটি সম্ভব হয়। ডাঃ ভ্লাদিভির ট্রোয়েকভ বলেন যে, অসুস্থদেহস্থ অথবা অন্য কোনও রকম বৈজ্ঞানিকদের ফাঁদে পড়ি কোনও মানুষের কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয় হারালে কোনও মানুষের থেকে ঐ অঙ্গগুলি বা অঙ্গ কেটে জুড়ে দিয়ে ঐ লোক আবার পূর্ণাঙ্গ হয়ে সুস্থ দেহে জীবন উপভোগ করতে পারে। এই উপায়ে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ অঙ্গহীন লোকের পূর্ণাঙ্গ হওয়া সম্ভব হবে যদি ডাক্তার ট্রোয়েকভের পদ্ধতি সহজ কার্যকরী হয়। এই পদ্ধতি পরীক্ষা করার জন্য ডাঃ ট্রোয়েকভ একটি জ্যান্ত কুকুরের মাথা কেটে অন্য একটি কুকুরের মাথার জায়গায় বসিয়ে দেখেন এবং সম্পূর্ণ কৃতকার্য হন। এর পর একটি মৃত কুকুরের হৃৎপিণ্ড অন্য একটি জ্যান্ত কুকুরের নিজের হৃৎপিণ্ডের বদলে ঐ স্থানে বসিয়ে ঐ কুকুরটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হন। জন্তু জানোয়ারের ওপর পরীক্ষা করে কৃতকার্য হয়ে ডাঃ ভ্লাদিভির মানুষের ওপর এটা পরীক্ষা করতে চান। এই সময়ে তাঁর একটি সুযোগও এসে গেল। তাঁর হাসপাতালে একটি পা ভাঙা রোগিণী উপস্থিত হল। এক দুর্ঘটনায় তার একটি পা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অস্ত্রোপচার সাহায্যে বা অন্য কোনও উপায়ে ঐ ভাঙা পা জোড়া লাগানোর সম্ভাবনা না দেখে ডাঃ ট্রোয়েকভ তাঁর নিজ উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা স্থির করেন। মৃত একটি মানুষ থেকে মোটা স্নায়ুসহ নিম্নের সম্পূর্ণাঙ্গ একটি মানুষের মৃতদেহের সন্ধান পেলে তার পা কেটে আনবেন। পা ভাঙা রোগিণীর ভাঙা পা কেটে বাদ দিয়ে ঐ সুস্থ পা কেটে নেওয়ার ফলে তার যে অংশটি অবশ্য অবশ্য পরিত্যাগ করতে হত সেই অংশের ওপর সুস্থ পায়ের ওপর অস্ত্রোপচার চালাবেন বলে স্থির করেন। রোগের ওপরের অংশের চিকিৎসা এইভাবে করাই সহজ হয়ে উঠবে। এখন সেই মৃতদেহ পাওয়া অস্ত্রোপচারের কথা ডাক্তারের ভাবছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার এজন্য বিভিন্ন ও বিশেষ কোন ব্যবস্থার ডাক্তাররা কৃতকার্য হয়েছেন। ডাক্তাররা আশা করেন যে, এভাবে এই সব অপারেশন খুব কমই অসাফল্যমণ্ডিত হবে। সহজে একটি অসুস্থ হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে কোনও সুস্থ হৃৎপিণ্ড বসিয়ে কোনো না কোনোদিনের পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হবে। এখন প্রশ্ন এই যে প্রয়োজন হওয়া মত তৎক্ষণাৎ এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোথায় করা কী করে সম্ভব হবে। তবে চক্ষু, বৃক্ক, যকৃৎ ইত্যাদির মত ছিন্নাঙ্গগুলির ব্যাঙ্কও সৃষ্টি করা যায়। ডাঃ ভ্লাদিভির মনস্থ করেছেন যে, পাঁচ বছর ধরে তিনি যে সব ছিন্নাঙ্গ সংগ্রহ করেছেন সেগুলি ব্যাঙ্কে রাখার পর যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রত্যারোপের সময়ে সহজে পাওয়া সম্ভব হবে তখনই তিনি তাঁর তাঁর পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালু করবেন।

•

জিওলজিক্যাল সার্ভের মতে ভারতে খুব কম করেও ২১,০০০,০০০ টন ভাল জাতের বক্সাইট আছে। আর এই বক্সাইট ১৪০,০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে বেশী পরিমাণে বক্সাইট আছে।

নতুন ধরনের শিরস্ত্রাণ

...MENT LIBRARY

## কবিতা

**এল্ ডোরাডো**—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। অভিজিৎ প্রকাশনী। ৭২-২, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। ৯৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহের চিন্তাশীল প্রবন্ধের সঙ্গে পাঠকসমাজ বিশেষ পরিচিত। তিনি যে একজন কবিও, সেকথা হয়তো অনেকে জানেন না। 'এল্ ডোরাডো' কবিতা পড়ে তাঁকে আধুনিক কবি-প্রতিভার এক নতুন সন্ধান পাওয়া যায়। 'এল্ ডোরাডো' কবির স্বপ্নময় কাব্যগ্রন্থ এবং কবির সেই চিন্তাশীলতা কবিতার সংকলন। কবির মতে একটি হোমোসেপ্টিক চেতনা বর্তমান। কবি প্রকৃতি ও জীবনের বিভিন্ন স্তরে অভিজ্ঞতার সঙ্গতির ফলে লক্ষ্যে পৌঁছানো নিশ্চিন্ত কবিমনের প্রতীকে দুটি সেই অন্তর্নিহিত অনুভূতি কোন-দিনকার হারানো দুঃখ করবে।

কবির মনে কোনো মোহ বা উত্তেজনা নেই। একটি শুদ্ধসত্ত্বই দৃষ্টি রহস্যের সন্ধানের বিষয়।

আকাশ অন্তরালের সংকেতের পূর্ণতা

যে সন্ধানে

মনে আসে ভোরে, হয়ে অন্যমনে

তারাদের।

(সংকেত)

কবিতাটি আধুনিক কবিতার সমস্ত বিশেষত্ব নিয়ে। ভাষা কবির মনের সহজ ঐশ্বর্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সুসংগতির ফলে ও ছন্দের বৈচিত্র্যে কবিতাগুলি প্রাণবন্ত হয়েছে।

কবিতার ভাষা কখনো কখনো প্রাঞ্জল, কবিতা পাঠকের একটি সহজ সংযোগ স্থাপন করে। কখনো ভাষা ও ছন্দের বৈচিত্র্য কবিতাকে দুর্বোধ্য করে তুলেছে। কবির মনোভাব ও কবিতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কবি নিজে কিছু বলেছেন বলে মনে হয় না। কবিতার ভাষা ও ছন্দের বৈচিত্র্য কবিতাগুলিকে আরো সুখপাঠ্য করে তুলতে পারত।

কবির মনের বিভিন্ন স্তরের অনুভূতি ও চেতনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেখানে মাঝে মাঝে শব্দের অপপ্রয়োগে এবং উচ্চকণ্ঠ বক্তব্য কবিতার সুষমাকে হারিয়ে ফেলেছেন। ছন্দের ক্ষেত্রেও, কয়েকটি স্থানে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন বর্তমান। গ্রন্থসজ্জা অবহেলিত।

৫১০।৫৯

আবেগের প্রকাশও কয়েকটি কবিতাকে প্রাণবন্ত করতে সহায়তা করেছে। গ্রন্থসজ্জা মোটামুটি ভালই। ৪৪২।৫৯

**আজ কাল পরশু**—জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়। গ্রন্থকুটীর, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। ৯৲ টাকা।

'আজ কাল পরশু' কবির পঞ্চবিংশতি কবিতা সংকলিত একটি কাব্যগ্রন্থ। সংকলকালের মধ্যে গ্রন্থটি বিভিন্ন মুদ্রণের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। সহজ সরল আবেগধর্মী কাব্যটি কবিতা হিসাবে স্পর্শ করে। সাধারণ অনুভবের প্রতি কবির সহানুভূতি লক্ষণীয়। কিন্তু যেক্ষেত্রে তিনি কবিতার মধ্যে একটি উপলব্ধির


স্নানে পাওয়া, জ্ঞানে।
জীবনে যাকে, জ্ঞানও তাকে।
স্বয়ং ওঁকার, পূর্বাশিস্।
সত্য ও জ্ঞানমূলক 'জাগরী' লেখক-লেখিকা অনুষ্ঠানগুলোর প্রীমার এ বছরের বাকী পাঠ একটি বিশেষ সংখ্যা ছিল। 'জাগরী' মাসিক পত্রিকা পূর্তি মাস পর চার বছর ধরে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে না — মূলোত্তরদের এক আন্তরিক নিবেদনের ফলে সেটা সম্ভব হয়েছে।
* 'আমার প্রাণে ছিনি' (২.৫০) জাগরী প্রকাশনীর একখানি উল্লেখযোগ্য বই।
* শক্তিশালীর ভাষায় প্রকাশের আশ্বাস।
* নববর্ষের 'জাগরীতে' কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, সমালোচনা এবং সুধীজনের ঘোষ প্রবন্ধ।
JAGARI—Calcutta-3.
(বি-২০৩৩)



মানিক সেনের নতুন নাটক

দর্পণ

... দর্পণ আমার প্রিয় নাটক। অনেক সমালোচক ও দর্শক দর্পণকে আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলেছেন বলেই নয় এই নাটকের সংকলনের সময় থেকে নাটক পর্যন্ত বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, তর্ক, আলোচনা ও অনুশীলনের ফলে এই নাটক রচনায় যেমন দর্পণ আমার তেমনি প্রিয় নাটক।
—নাট্যকার

মানিক সেনের অন্যান্য নাটক

নতুন ইহুদী ● মৌ-চোর
সন্ন্যাসী ● ডাউন ট্রেন

হাস্য অভিনয়োপযোগী অন্যান্য নাটক

শরৎচন্দ্র (২ টাকা)

নবকুমার চক্রবর্তী প্রণীত জনপ্রিয়তম কমলিনপাঠীয় বৈচিত্র্যময় জীবন-নাট্য।

ঠাকুর বাড়ী (২৲ টাকা)

চিত্তরঞ্জন পাত্র প্রণীত বিশ্বকবির বৈচিত্র্যময় জীবনের অপূর্ব আলেখ্য।

সরস্বতী স্ ষ্টোর্স

নিম্নে ৩টি প্রণীত আধুনিক শিক্ষা-প্রদায়ক উচ্চ ধাপাত্মক নাটক।
(২৲ টাকা)

অঞ্জলেখক সুবোধসাধারণের নতুন উপন্যাস

বাবদীঘির রূপকথা

একটি পরিবারে ঐতিহ্য-কৌলিন্যে চলমান জীবন কেন্দ্র করে তিনটি পরিবারে ভাঙন ধরার ইতিহাস। ভাঙনের মুখে ভাঙনের প্রতিরোধ করতে কেউ কেউ এগিয়ে এসেছেন, কেউ বা নিষ্ক্রিয় রয়ে গেছেন। তাদের সংগ্রাম দেখাতে এই উপন্যাসের লেখক। ভাঙনের মুখে ভাঙনের প্রতিরোধ করতে কেউ কেউ এগিয়ে এসেছেন, কেউ বা নিষ্ক্রিয় রয়ে গেছেন। তাদের সংগ্রাম দেখাতে এই উপন্যাসের লেখক এই পুরুষেই মূলতঃ করেছেন। অঞ্জন লিপিকুশলতা মনোজ্ঞ অভিজ্ঞতা আর নিটু লেখার অনুকরণীয় চমৎকারিত্বের মধ্য দিয়ে। (তিন টাকা)

একজনের রসোত্তীর্ণ আন্তরিক উপন্যাস-সাহিত্যে অনিরুদ্ধের সর্বাধুনিক বলিষ্ঠ সংযোজন

উত্তর মৌসুম ৩৲

শৃঙ্খলেখক যে সরকারের নতুন উপন্যাস

অনিরুদ্ধ ৪৲

পূর্ব-প্রকাশিত অন্যান্য উপন্যাস

কালিন্দীপ্রিয় নন্দীর পুলকের মায়ার

সূর্যমুখী ৪৲ কটাঞ্জনারি ৩।

সিদ্ধার্থ ঘোষের অমিত সেনের

অন্য ইতিহাস ৩৲ অপকল্প ২৸

অনিলকুমার ভৌমিকের অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

তিমিরাসক্তা ২॥ উপল মুখর ৩৲

কৃষ্ণচন্দ্রিক রামানন্দ বিদ্যালয়ের

হবিউডের আত্মকথা ৩৲

হাঁকডাক ঃ ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

**বাণীর আঙিনে**—সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিমলারঞ্জন প্রকাশন; ৬।১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

সুদীর্ঘকাল অক্লান্তভাবে কাব্যসাধনা করিয়া কবি সৌরীন্দ্রনাথ সম্প্রতি লোকান্তরিত হইয়াছেন। বাঁচিয়া থাকাকালীন ইহাই কবির সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। ইহা কবির প্রবীণ বয়সের রচনা, তাই কবি এই কাব্যগ্রন্থে গীতার আদর্শকেই প্রধান উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কবি ধর্মপ্রাণ, আদর্শবাদী, একাধিক কবিতায় সে স্বাক্ষর বর্তমান। দেশপ্রেম, জাতীয়তা বোধ ও বিপ্লবের সুর বিভিন্ন কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে। ছন্দ ও রসমাধুর্যে কাব্যগ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করিয়াছে। ৩৫৫।৫৯

## ছোট গল্প

**রাজা নয়, রানী নয়**—আশাপূর্ণা দেবী। অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। ১—৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। এক টাকা বাট নয়া পয়সা।

রাজা নয়, রানী নয়, রূপকথার রাজপুত্র বা রাজকন্যার গল্প নয়—সাধারণ মানুষের বিচিত্র কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। আশাপূর্ণা দেবী অনাতম গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক হিসেবেই সাহিত্য ক্ষেত্রে সমধিক প্রতিষ্ঠিতা; কিন্তু এই গ্রন্থের কয়েকটি গল্প পড়লে শিল্প-সাহিত্যেও তাঁর সহজ রীতির নৈপুণ্যকে স্বীকার করতে হবে। 'মানুষের গল্পের' রূপায় চাটুয্যেদার মতো অদ্ভুত চরিত্র, গোল গোল গোল, পুলি পুলি চোখ আর লালচে চুলওয়ালা অদ্ভুত এক মানব ভূত 'লালটু', ছেলের আবদার ভুলতে চাওয়ার করুণ পরিসমাপ্তি বা ইউরেকার ঘন বাঁধুনি সবারই ভালো লাগবার মতোই। 'রাজা নয় রানী নয়' মুখবাই ছোটদের জন্য। কিন্তু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য কাহিনীগুলি বড়দেরও কম আনন্দ দেবে না। সূচীপত্রে আটটি গল্পের উল্লেখ আছে, কিন্তু গ্রন্থটিতে মোট নটি গল্প দেওয়া আছে; অনুল্লেখিত গল্পটিতে (ফটোগ্রাফ মনম অটোগ্রাফ) তত্ত্বকথাই বড় হয়ে উঠেছে, অন্যান্য গল্পের সহজ রীতির মেজাজ বর্তমান গল্পটিতে অনুপস্থিত থাকায় সেটি পৃথক কোনো সংকলনে স্থানলাভের অপেক্ষা রাখে। ৫৫৬।৫৯,

**একটি রাত : তিনটি সকাল**—সুনিকা সটন। পূর্বাচল প্রকাশনী, ৩০৫, নিউ মার্কেট, ঢাকা ২। তিন টাকা।

পূর্বাচল থেকে প্রকাশিত একটি নতুন গল্পগ্রন্থ। সুনিকা সুনিল সটন সংক্ষিপ্ত-পরিসরে একবেয়ে নেখাতে ভালোনিবন্ধ লেখা, চরিত্রচিত্রণের সহজ এবং গতানুগতিক সংলাপনির্মিতির উচ্চ স্তরে গল্পগুলি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। ভাষা সাবলীল এবং সাবলীল। আলোচ্য গ্রন্থখানি ছাড়া পূর্বাচলেরই গল্পগ্রন্থ সাবরিনা এবং এই গ্রন্থের দুটি ভালো কবিতার বইখানি তুলিকার মা সুলেখা বসিয়া সম্পাদনা করেছে। সুনিকার একক সংকলন এই প্রথম, সংকলিত হয়ে হয়তো বিশেষ কিছু ছিল না, তবুও লেখাটি এবং প্রকাশসমস্ত ভালো। ৫৫৮।৫৯

## জীবনী

**ক্রিকেটের রাজকুমার**—[illegible]। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

রণজিৎ সিংহজী ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের জনক। খেলাধুলার একটি সাধারণ এই রণজীকে বলা হয় ক্রিকেটের রাজকুমার। তিনিই সর্বপ্রথম ক্রিকেট ক্রীড়াকৌশল ভারতকে একটি বিশেষ মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। রণজীর পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা, তাঁর খেলোয়াড় ও অন্যান্য জীবনের কাহিনীও রোমাঞ্চকর, রূপকথার মতই সে কাহিনী অসমবয়সী মনে কৌতূহলের সঞ্চার করে। তিনি যে পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন, তাঁর অসাধারণ ক্রীড়া-কৌশল, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অসাধারণ সাহস, নিজস্ব পদ্ধতিতে দ্রুত রান তোলা এবং সেই সঙ্গে আকর্ষণীয় খেলোয়াড়ী মনোভাব বিশ্বের ইংরেজদের ক্রীড়ামোদিমহলের শ্রদ্ধার বস্তু। উৎসাহী পাঠক রণজীর ক্রিকেট জীবনের কথা হয়তো জানা আছেন, কিন্তু রণজীর এই খেলোয়াড় জীবন ছাড়া ইংলণ্ড ও ভারতের বিস্তৃত পটভূমিতে তাঁর অন্যতর জীবন, জামনগরের জামসাহেব, ভারতীয় নৃপতি-

মণ্ডলীর সভাপতি হিসাবে যে বিরাট ও বিস্তৃত জীবন—সে জীবনের ইতিহাস জানা না থাকলে রণজীর জীবনের অন্যান্য অধ্যায়গুলি অজ্ঞাত থেকে যায়। লেখক একজন বিখ্যাত ক্রীড়া-সাংবাদিক এবং তিনি প্রামাণিক নথীপত্রের সাহায্যে ক্রিকেটের রাজকুমার রণজীর জীবন কাহিনী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ক্রীড়া সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ পাঠকও বর্তমান গ্রন্থ থেকে ক্রিকেটের নানা তথ্য জানতে পারবেন। 'শ্রীকালেয়াড়ের' বলবার ভঙ্গীটি সুন্দর এবং পাঠক এক নিঃশ্বাসে বইটি পড়ে ফেলবেন।

ক্রিকেটের রাজকুমার দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময় বিভিন্ন প্রশংসা অর্জন করে। ভারতীয় ক্রিকেটের এই সংকটে ভারতীয় অধিনায়কের রণজীর অসামান্য অনুপ্রেরণা হয়ে ভবিষ্যতে আমাদের বিজয়ের অস্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করবে, লেখকের সাথে আমরাও এই কামনাই করি। পরিশেষে, রণজীর খেলার একটি পরিসংখ্যান বইটির অনাদর অসম্পূর্ণ রণজীর কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র পুস্তকটি অলঙ্কৃত করে, উৎসাহী মহল বইটি সংগ্রহ করে রাখতে পারেন। প্রচ্ছদপট মনোরম।

৩১০।৫৯

## প্রবন্ধ-সাহিত্য

পশ্চিম দিগন্ত। নির্মল চট্টোপাধ্যায়। আলোচনা প্রকাশনী। এ-১৩৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দু টাকা।

বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এটা আনন্দের কথা যে, প্রবন্ধ সাহিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিষয়ের অফুরন্ততার দিক থেকেও সাহিত্যে নানা বৈচিত্র্য এসেছে। 'পশ্চিম দিগন্ত' ইংলণ্ড এবং আমেরিকার সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের সাহিত্য এবং জীবনদর্শন নিয়ে লেখা মোট ছটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বর্তমান গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে কল্পনিক সংস্কারের, এই কি ওয়েলস হাক্সলে এলিস ইত্যাদি প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়ে লেখকের চিন্তাপ্রবাহের সুস্পষ্ট পাঠক অনুভব করবেন। প্রবন্ধের কয়েকটি আলোচনা ইতিপূর্বে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অস্কার ওয়াইল্ডের জীবনকথা আনন্দের সংস্কারমুক্ত। প্রবন্ধকার বলেছেন, অস্কার ওয়াইল্ডের ওপর লিখতে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে যে, ওয়াইল্ড সম্পর্কে অন্তত একশ পৃষ্ঠার কম স্থানে ভালো করে লেখা যায় না। বাংলা ভাষায় বিদেশী সাহিত্যিকগণের জীবনীও প্রকাশিত হওয়া দরকার, ওয়াইল্ডের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনায় প্রবন্ধকার সত্বর এগিয়ে আসুন না!

৩১৮।৫৯

## উপন্যাস

শিবানী—ডাঃ সুবোধলাল পাল, এম-বি। পরিবেশক—ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা—৬। তিন টাকা।

একটি পুরনো ঢঙে লেখা একটি প্রেমমূলক উপন্যাস। ডাক্তার কন্যা শিবানী এবং খুব পড়ুয়া অসীম—এই দুটি অসবর্ণ নরনারীর ভালবাসাকে কেন্দ্র করে মোট তিনটি খণ্ডে এই কাহিনী নানা মামুলী পথে উপন্যাসের পরিণতি হয়েছে। লেখক পরিচ্ছন্নতার নমস্কার; কাহিনী জমানোর কৌশল এখনো আয়ত্ত করতে না পারায় উপন্যাসের ঘটনা বিন্যাস বারবার কষ্ট করে পড়তে হয়। লেখককে ভবিষ্যতে সার্থকতার পথে এগিয়ে যেতে হলে প্রসাধনের দিক থেকে এবং ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গেও আরো সতর্ক হবার জন্যে অনুরোধ করি।

৫৩০।৫৯

## রম্য রচনা

বাদিক—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৮০-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৬। দশ নয়া পয়সা।

একথা অবশ্য সত্য যে, ছবি চলচ্চিত্র ছবিকার কলকাতা আর মফস্বলের মধ্যে আকাশ-পাতাল আন্তর ব্যবধান। বক্তব্য প্রসাধনে কলকাতা আজ মুখর। লেখক বাদিক কলকাতার বিভিন্ন মুখকে নিয়ে সাতটি লঘু রচনা লিখেছেন বর্তমান গ্রন্থে। সব কটি লেখাই শহর কলকাতার


দৃষ্টি-নন্দন প্রবন্ধ-সংকলন

**পশ্চিম দিগন্ত**

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

আলোচ্য বিষয়: বার্নার্ড শ, বার্ট্রান্ড রাসেল, এইচ. জি ওয়েলস্, হ্যাভলক এলিস, অস্কার ওয়াইল্ড এবং আধুনিক চিন্তক মার্কিন ঔপন্যাসিক।

দাম—দু টাকা

আলোচনা প্রকাশনী : এ১৩৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত

**শুকতারা**

দেব সাহিত্য কুটীর

এ নিশ্চয় বই

প্রকাশিত হল

**মনের মধ্যে মন**

দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস

নতুন নিরীক্ষা

বাংলার বাঁধাই রঙীন প্রচ্ছদপট । দাম : ৫.০০

প্রকাশিত হল

**মধুকরী**

সুমথনাথ ঘোষের আধুনিক উপন্যাস

২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ । চমকপ্রদ প্রচ্ছদচিত্রণ । দাম: ৩.৫০

প্রকাশিত হয়েছে

ডক্টর আদিত্য ওহদেদার প্রণীত

**রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েক দিক**

তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থ । এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আলোচনা রবীন্দ্র সাহিত্যে এই প্রথম । দাম : চার টাকা

এলোসিয়েটেড পাবলিশার্স

৫/১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলকাতা ১২

বিভিন্ন পরিবেশ এবং আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে। লেখক সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুনত্ব হলেও গল্পের বিভিন্ন রচনায় একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং সহজ কলকাতার বিচিত্র মানুষের জীবন সম্পর্কে টান কিছু কিছু অভিজ্ঞতার কথা আবিষ্কার করা যায়। 'সহরে জুলাই', 'স্মার্ট হাউস', 'ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাস', 'ব্লকে পুলিস' ইত্যাদি লেখাগুলি পাঠকের ভালো লাগতে পারে। লেখকের ভাষা ভালোই; তবে বস্তু-নিবেদন এবং আলোকের খানিকের রচনাগুলি আরো কিছু সংহত এবং ঘনিষ্ঠ হলে ভালো হত। 'বাস্তবের' মুদ্রণ ভালোই, তবে প্রচ্ছদচিত্র আশানুরূপ নয়। SOS 109,

তিস্তার চরে: কেইস | মরুপথের নদী: সুধাময়
অপূর্ব অভিনব উপন্যাস ৩ টি.বি. হাসপাতালের রোমাঞ্চকর কাহিনী ২৲
মুগান্তর বাণী ভবন: ১০২, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
( ১১৮৬)

GERMAN-INDIAN ASSOCIATION
1/3, Brabourne Road
ILACO HOUSE
Entrance : Lyons Range
Phone . 22-5755

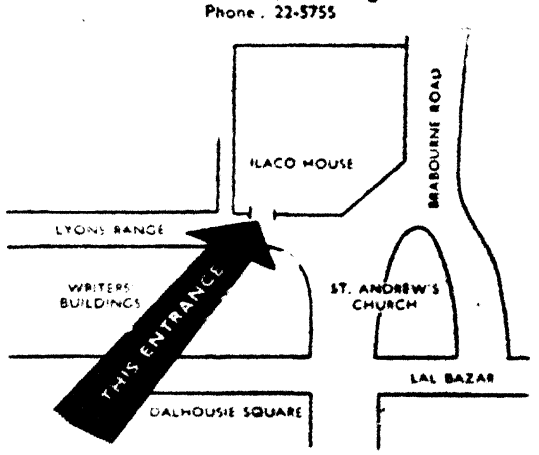


- German Language Classes
- German and English Library
- German Newspapers and Periodicals
- Cultural Activities

জার্মান ভাষার নূতন ক্লাস
১৯৬০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী শুরু হইবে। ১৯৬০ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত প্রত্যহ ১—১২ ও ৪—৭-এর মধ্যে ১/৩ ব্রেবোর্ণ রোডে (লায়ন্স রেঞ্জ দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে) ইলাকো হাউসে রেজিস্ট্রেশন।

## ভ্রমণ-কাহিনী

**এলেম নতুন দেশে**—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য। প্রকাশক—এ কে পাল ৩৩, চরকডাঙা সি ব্যানার্জি স্ট্রীট কলকাতা—৬। তিন টাকা।

কিছুকাল পূর্বে বর্তমান পরিচয়ের এক কাহিনী পড়েছিলাম—সে বইটির নাম 'এলেম নতুন দেশে'। একই নামে যে পৃথক গ্রন্থ একটি ভ্রমণ কাহিনী আছে, সে কথা লেখক জানেন কিনা জানি না। তবে একই নামের সমার্থকতা অনেক সময়ই হয়ে থাকে। লেখক ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণে যেসব বিবরণ সংগ্রহ করেছেন তাই বিবৃত করেছেন। সম্ভবত আগে এই সমস্ত দেশ নিয়ে অনেক পুস্তক রচিত হয়েছে। লেখক তাই ভূমিকায় তার একটি নামের সার্থকতা করেছেন মাত্র। লেখকের ভ্রমণবৃত্তান্তের ভাষা প্রসাদগুণ-সমৃদ্ধ এবং বর্ণনাভঙ্গীও মোটামুটি কবার পুনরাবৃত্তিতে পাঠক ক্লান্তিবোধ করেন না। বইখানি সরল অলঙ্করণচিত্র ও প্রচ্ছদপটটি পুস্তকটির শোভা বর্ধন করেছে। GOS 109,

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

সপ্তকথা—কেশবচন্দ্র মণ্ডল
মুখোমুখি—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ইস্পাতের ফলা—প্রফুল্লকুমার সরকার
উনিশ-শ পঞ্চাশের মেপাল—
ভোলা চট্টোপাধ্যায়
কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে—বিমলেন্দু বিশ্বাস
শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—
শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য
বঙ্গবাণী—শ্রীমন্ত্রাক্ষয় মণ্ডল
আজগোছ—হরিসাধন গোস্বামী
মুআইয়াদ-ই- ওমর খৈয়াম—অনুবাদক—
কাজী নজরুল ইসলাম
যৌন-বিজ্ঞান—আবুল হাসানাৎ

GOVT. LIBRARY

# বাজে

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি অণুকে ম'
মাত্র কাল দূরত্বে মানব দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সংবাদে বলা হইয়াছে, ইহাতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যক্ষমতা দুহাজার গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তেজস্ক্রিয়ক প্রভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মানবের কোন লাভই পাওয়া যাইবে বলে মনে হয় না। অতঃপর বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে দুইয়ে মানবের একীকরণই প্রকৃষ্ট।—কিন্তু সম্প্রতি ইসরাইলের ভাড়ের দিকে এক প্রকার চাঁদের যে প্রসাই উপরিকর্ষণ মহাকাশ যেখা যাচ্ছে এগুলি সম্বন্ধে তুলনা মানবের কোন সম্বন্ধই নাই" মন্তব্য করেন বিজ্ঞানীরা।

• • •

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ড একটি পশ্চিমাঞ্চল ফিরিয়া পায়। সেই অঞ্চলের একটি ছোট শহরে ইহার প্রথম মহাযুদ্ধের আগে সেখানে কোন ইহুদি বাস করিত এই ব্যক্তি। ইহার সন্ধানে বহু ইহুদি আসিয়া সেখানে সমবেত হয়। এই ব্যক্তি—সেখানে একটি ইহুদি উপাসনা-মন্দির নির্মাণ করিয়াছে। এই মন্দিরে সমবেত ইহুদিরা তাহাকে সম্বর্ধনা দিবেন।

• • •

এটি প্রাচীনকালের সমাধি-মন্দির। এখানে বহু ইহুদি তীর্থযাত্রীরা আসিয়া থাকেন। এই মন্দিরে মৃতের উদ্দেশ্যে পশু বলি দেওয়া হয় বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। সেখানে ইহা সহজসাধ্য।

• • •

বোম্বাইয়ে একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রের ইহার অস্তিত্ব হইয়াছে।—পত্রটি সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা উপভোগ করেন। কিন্তু হাল ছেড়ে "সিনেমাপ্রেমী"-এর জন্য একটি পৃষ্ঠা অতিরিক্ত করতে পারলে সাধারণ জনের বেশি উপকৃত হইবেন"—বলে অনেকের অভিমত।

• • •

শ্রীমতী, ইনি সম্প্রতিনগরের উন্নয়নে জনসাধারণকে নূতন ভাবে অর্থাৎ শিল্প, বিজ্ঞান এবং সুপরিকল্পিত উদ্যানের জন্যে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করেন। মিলুবাবু বলিলেন—"জনসাধারণ হয়ত যা খুশী মনেই করবে। কিন্তু ইঁদুরেরা প্রবেশপথে "নূতন জন্তুর ফুলে" নোটিস পড়বে না তো!!"

• • •

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীদের কেহ কেহ নাকি মকর সংক্রান্তির স্নানের জন্য সাগর মেলায় গিয়াছিলেন।—কিন্তু প্রয়াগ

অর্ধকুম্ভ মেলার শেষেই কাজ হয়ে। বলয় হলে প্রয়াগে মহাকুম্ভে মাথা পাতী যাক মাথা হবে—বলে প্রসাদের আশা-আশা।

• • •

পাকিস্তানের হোমরাচোমরা মন্ত্রীরা—একটা সমাধি নির্মাণের—কিন্তু কবি প্রয়াসক কি যে এই যে, ইহাদের

হোক থাকবে এই মেমোরিয়ে সমাধি কেন হবে পারেনা—বলেন অনা এক সমাধি।

• • •

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথজী নাকি বলিয়াছেন—গানে তানসেনের সময় নাকি আগুন জ্বালাবার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। তিনি এই ক্ষমতা প্রকাশের সাহস পাওয়ার

জন্যই পরামর্শ দিয়াছেন।—"কিন্তু আমরা বলি, আগুন জ্বালাই হয়ত বেশি কার্যকরী। মশার প্রভাবে গায়ের পরিমাণ কৃষ্ণ হতে নিজেও চোখে দেখেছি"—বলেন বিন্দুবাবু।

• • •

রেলের কামরায় বেতের সম্পর্কে পত্রি-বেলনের ব্যবস্থা হইতেছে।—"এবার সুগন্ধ সম্পাদিত গদগদানিতে ভ্রমণকারী সার্থক হয়ে উঠবে। আরোহী সুখে না হলে সম্পাদের সুখের নিশ্চে কেউ"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

এবার সমর মেলার স্নানে জনৈক সুবেশ নাকি সাগরে এক বন্ধুকে হাসপাতালে নিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নাকি বলিয়াছেন, এইগুলি হচ্ছে আধুনিকের লেখা কবিতাগুলি প্রেমপত্র—প্রেম সাগরে ডুবেছিল, তোরে উদ্ধার করেছি। কিন্তু প্রেমসাগরে ডুবেছিল কতজন এই প্রশ্নে—কেহ জানেনা।

• • •

পশ্চিমবাংলা সরকারের সেচবিভাগ নাকি এক এক হাজার মাইলপথের নদীর ভাঙনরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে নাকি কমিটি বসিয়েছেন।—সংবাদের আধুনিক আরোহী নদীর ভাঙন রোধ করতে সক্ষম হবেন কিনা সে সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। কিন্তু তাহাদের যে ভাঙন ধরিয়াছে তাহা রোধ করা যে সহজসাধ্য নয় তাহা নিশ্চয়।

---


প্রকাশিত হইল

ছাড়পত্র — ঘুমনেই

পূর্বাভাস — অভিযান

লেখকের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি

ধারা থেকে মাণ্ডু

কয়েকটি চিঠি

হাসির ছড়াসব

কবি সুকান্ত

সাহিত্য লাইব্রেরী

২০২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬


---


মাথার ঠিক পড়া ও পাকা চুল

আমাদের বাড়ীতে ২৫ বৎসর ধরে ও ইউরোপ-আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ১৯৪ সালে ও ভারত ও ভারত গভর্নমেন্ট ও বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কুকুরের

## অত্যাচারিত মানুষের ফরিয়াদ

রঙ্গপ্রদীপের আলোয় বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ওপর আলোকসম্পাতের প্রয়াস লিটল থিয়েটার গ্রুপের একাধিক নাটককে ইতিপূর্বে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে তাঁদের অধুনাতম নাট্য-নিবেদন "অঙ্গার" এই বৈশিষ্ট্য থেকে তো বঞ্চিত নয়ই, বরং সমাজ-জিজ্ঞাসায় পূর্বতন নাটকগুলির চাইতে অনেক বেশী সরব।

উৎপল দত্ত রচিত ও পরিচালিত এই নাটক অতি-আধুনিককালের একটি কয়লা খনির পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে। ধরণীর গুপ্তধনের সন্ধানে হাজার ফুট মাটির নীচের অন্ধকারে যারা মৃত্যুর হাত ধরে নেমে পড়ে, কয়লা খনির সেই হতভাগা শ্রমিকদের জীবনের করুণ গাথা এই নাটকে উদ্ঘাটিত। পৃথিবীর গহ্বরে নিঃসীম অন্ধকার আর মেথেন গ্যাসের নরক থেকে যারা প্রাণ নিয়ে ফেরে পৃথিবীর আলো-বাতাস-ভরা প্রাঙ্গণে তারাও হাসে, গান গায়, স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্ন দেখত এই কয়লা খনিরই এক তরুণ শ্রমিক বিনু। স্বপ্ন দেখত পাহাড়ের কোলে সে বাঁধবে একটি ছোট্ট ঘর। সেখানে সে থাকবে তার মা ও ছোট বোন সুমিত্রাকে নিয়ে। বুলুও একদিন সলজ্জ নববধূ হয়ে আসবে হয়তো ঐ ঘরে। পাশের কোয়ার্টারের বুলুকে বিনু ভালোবাসে।

বিনু কয়লা খনির লিফ্‌টম্যান। খাদে নেবে ফাটায় লিফ্‌টম্যানের কর্মীনাথ তাকে কাজ শিখিয়েছে। সেই কর্মীনাথ একদিন খাদ থেকে আর ফেরেনি। কর্মীনাথের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কারবার চালায় যে কয়লা খনির বিদেশী মালিকেরা তার মতন্তরে যে কোনও সংস্কার সাধন তো কোই করতে পারেনি। এমনি শ্রমিকদের মধ্যে বেশ কিছু অসন্তোষ। বিনুর মনও বিষিয়ে ওঠে বয়স্ক খনির এই স্বার্থান্ধ কর্তৃপক্ষের ওপর।

এর পর একদিন শ্রমিকরা আবিষ্কার করে পড়ে, খনির যেখানে তারা কাজ করছে সেখানে গ্যাস জমেছে। এই সর্বনাশা গ্যাসের মধ্যেই শ্রমিকদের পাঠাতে চায় মালিকরা। শ্রমিক ইউনিয়ন এবারে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সুকুমার মহাবীর সিং ও অন্যান্য নেতৃত্বের প্রচারেও তারা ভীত না হওয়ায়। তখন মালিকরা আনে এক নতুন ফন্দি। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে তারা পঠাতে চায় কয়েকজন শ্রমিককে খাদে। সুকুমার মহাবীর সিং তাদের সঙ্গে যাবে বলে জানানো হয়। এতে অনেকের বিশ্বাস হয় যে, খাদ হয়তো ততটা বিপজ্জনক নয়।

বিনুও ছেতে রাজী ছিল। কিন্তু যখন শুনল যে, ইউনিয়নের সম্পাদককে মালিকরা পুলিসের হাতে দিয়েছেন, তখন বিনুর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে খাবে না খাবে—মোটা অর্থের বিনিময়েও নয়। অর্থের অভাবে এদিকে বিনুর সংসার অচল। বিনুর মা ছেলেমেয়েদের মুখে দুমুঠো ভাত দিতে পারেন না—এইটাই তাঁর পরম দুঃখ। বিনুর অন্তর্দাহ তাঁর কাছে মনে হয় কর্তব্যজ্ঞানহীনতা, স্বার্থপরতা। পরিস্থিতি হালকা করবার বিনুর মায়ের মন—মনের এই মুহূর্তে অনেক শক্ত শক্ত কথা দিয়ে বসে ছেলেকে। ছেলেকে বড়ো ভাই ঠেকে চলে যায় বিনু, খাদের উদ্দেশ্যে—এর পরেই আসমান।

খাদ ধসে নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটবার বিস্ফোরক অন্ধকূপ প্রতীক খাদে কয়েকটি প্রাণী। ছিটমেন্ট একজনের উপর করে গেল ফেরেস্তা নামের একজন এসে সাদা প্রদীপ হাতে ছেলে এসেছে কয়েকজন শ্রমিকের কাছে প্রাণের। বিনুর মা ওপরে চড়ক গাছে আপেক্ষা করে থাকেন মৃত্যুর থেকে টেনে ছেলেকে ফিরে আসবে প্রতীক্ষা। সেখা হয়েছে সুমিত্রা ও বুলু প্রাণপণ করে খাদে এই সংবাদ দেয় ছেলের প্রাণসংশয়ের আশঙ্কায় এবং বৃদ্ধেশ্বরকে এই সংবাদটুকু বন্ধ হয়ে সংবাদটি পড় চায়। ছেলের শোকে হারিয়ে ফেলে পড়েন এই সময়। তাদের সবারই ঘটে এক নাটকীয় ঘটনা।

অবশেষে লক্ষ লক্ষ টাকার কয়লা পড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই এই অন্ধকার মানুষের প্রাণের চাইতে অনেক বেশী দামী কয়লা খনির মালিকদের কাছে। খাদের মধ্যে সঙ্কট করে দিয়ে শ্রমিকদের জীবিত করে দিতেও তারা দ্বিধা করে না। সর্বনাশ নীচের বাঁধ ফাটিয়ে পুরো খনিটাকে দেয় জলমগ্ন করে। অন্ধকূপে যারা প্রতিটি ক্ষণ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় কাটছিল বাঁধের ভগ্ন সংবাদ শুনে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয় তাদের প্রাণের স্পন্দন। মৃত্যুর দর্শনটুকু পাবার আগে এক টুকরো কাগজে তারা লিখে যায় পৃথিবীর ওপরের মানুষদের কাছে তাদের নালিশ পাষাণ করুণ হয়ে করা হয়েছে তাদের। তাদের অশ্রু-লেখা জীপখানি ভেসে থাকে ধরণীমাতৃকার বাঁধের জলে।

অভিনবের ঐশ্বর্যে ভরা এই নাটক। পেশাদারী মঞ্চে একটি কয়লা খনির পটভূমি যে প্রকল্পিত বাস্তবতার সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে, সত্যিই তা অভূতপূর্ব। কয়লা খনির 'পিটহেড'


হুমায়ুন থিয়েটারের নিবেদন!

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

"রজনী গন্ধা"

পরিচালনা—তরুণ রায়
সঙ্গীত—ওস্তাদ আলি আকবর খান
মঞ্চসজ্জা—খালেদ চৌধুরী
আলোক সম্পাত—তাপস সেন

শ্রেষ্ঠাংশে:
কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
তরুণ রায়, পিকু নিয়োগী,
দীপান্বিতা রায়

রবিবার ৫ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০॥টায়

নিউ এম্পায়ার



পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে!

ভিক্টর হিউগোর বহুপঠিত কাহিনীর প্রথম সিনেমাস্কোপ-টেকনিকলার চিত্র!

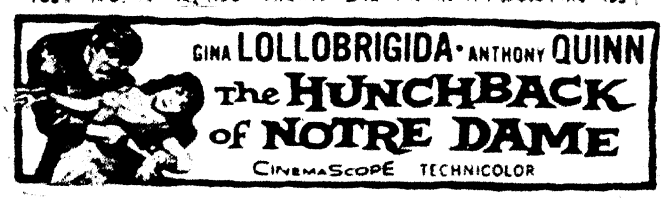


হাঞ্চব্যাক অফ নার ডেম —প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।—

অগ্রিম সিট রিজার্ভ করা একান্ত প্রয়োজন।

দি লাইট হাউস

মুভি পিকচার্স রিলিজ, ৬২ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা


# রঙ্গভঙ্গ

চন্দ্রশেখর

(রঙ্গমঞ্চে), 'ক্লেন', 'ক্রেন' (ঘরে নামার লিফ্‌ট), 'ট্রিফ্‌ট' (ছোট ঘরে নামার গহ্বর) প্রকৃতি ব্যবহারের সরঞ্জাম ও কলা-কৌশল পরিবর্তিত আলো-আঁধারের মধ্যে দিয়ে এমন প্রমাণ রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যা এদেশের রঙ্গমঞ্চে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। নাটকের শেষ দৃশ্যে অন্ধকূপের মধ্যে খাদের একটি অংশ ও তার ছেঁড়ার বাঁধন কলের সাহায্যে দৃশ্য এক অত্যাশ্চর্য রঙ্গমঞ্চের পরিচয় দেয়। যা মিষ্টি ও কায়দা দিয়ে এই নাটকের রূপসজ্জা ও সাজসজ্জা পরিকল্পনাটির অবিস্মরণীয় মনোরম রূপ দান করেছে, তা নাট্য পরিচালক এবং শিল্পী দিগেনের দুজনের সমন্বয় করা কুশলতারই পরিচয়। মাত্র এক সন্ধ্যার কুশীলব দেখে এত কথা বলা হয়তো সঙ্গত নয়। কিন্তু অভিনয়ের বিভিন্ন বিভাগের কলাকুশলীদের নিয়ে বিভিন্ন নাটকের রিহার্সাল দিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আজকাল-কলকাতায় যে অজস্র নতুন নতুন নাটক অভিনয় হচ্ছে, তার মধ্যে এই নাটকের অভিনয় কলাকুশলীদের সমবেত প্রচেষ্টা যেমন বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে, তেমনি আর কোনো নাটকের অভিনয়ে তা দেখা যায় না।

নাটকটির এই ধরনের বিশ্লেষণ-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো কুশীলবদের অভিনয় সম্বন্ধে দুটি বিশিষ্ট কথা বলে নেওয়া দরকার। নাটকের যেসব চরিত্রের মধ্যে অভিনয়ের কোনো বিশেষ অবকাশ নেই, সেগুলি ছাড়া নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি অভিনয় করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে কারুর অভিনয় কারুর চেয়ে কম ভালো বলা যায় না। তবু অভিনয়ের দিক থেকে নাটকের দুটি চরিত্র বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। একটি হচ্ছে কুশীলব-সংঘের নেতা 'সিতাংশু'। এই চরিত্রটি অভিনয় করেছেন শ্রীযুক্ত উৎপল দত্ত। অভিনয়ের দিক থেকে এই চরিত্রটির মধ্যে যে বিচিত্র ভাবের সমাবেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে কোনো একটি ভাবের অভিব্যক্তিতে অভিনেতা কোনো অংশে কম বা বেশি করেননি। সমস্ত চরিত্রটির মধ্যে একটি সুসমঞ্জস ভাব ফুটে উঠেছে। এই চরিত্রটির বলা হয়েছে কারাগারে সকলের সঙ্গে একত্রে বন্দী হয়ে থাকার পরে কুশীলবদের অভিনয়ের ভার নিজের পায়ের ক্ষতিহ্নের অসহনীয় যন্ত্রণা কারুর কাছে প্রকাশ করেননি। কেবল একদিন মাত্র অন্ধকূপের সঙ্গে সংলগ্ন কারাগারের পক্ষ থেকে অন্তর্হিত ভিন্ন দেশের সিপাহীদের

মিনার্ভায় অভিনীত 'অঙ্গার'-এর একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্যে রূপসজ্জায় রতন।

[illegible] ফেরা [illegible] হয়েছে। [illegible] দৃশ্যে [illegible] মাত্র [illegible] সঙ্গে [illegible] পক্ষ থেকে [illegible] ভিন্ন [illegible] সিপাহীদের।

[illegible]-এর নাটকের [illegible] দিয়ে [illegible] করেছে [illegible]। কিন্তু [illegible]-কালের [illegible] ও [illegible] কেবল [illegible] ছাড়া [illegible] করা [illegible] [illegible] [illegible]

সম্মিলিত অভিনয়ের শ্রেষ্ঠত্বে 'অন্যায়' অবশ্য দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে। শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবেন বিনয়ে চরিত্রে শ্যামল সেন। তাঁর প্রাণোচ্ছল অভিনয় নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ছবি ঘরের ছুটির শোভা সেনের মরমী ও সংবেদনশীল চরিত্রায়ণও উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। ছেলের সংগে ভুল বোঝাবুঝি ও মনোমালিন্যের সূত্রে তাঁর অপূর্ব সুন্দর অভিনয় স্মরণীয়। সনাতনের চরিত্রে ধীরেন ঘোষ তাঁর স্বভাবসুলভ অভিনয়ে সহজেই দর্শকের মন জয় করে নেন। রূপার ভূমিকাটিকে নীলিমা দাস সুন্দর যত্নে ভাঁজা ও মার্জিত অভিনয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। অন্যান্য চরিত্রে সুনীল রায়, সুমিতা সান্যাল, হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই ঘোষ, উমানাথ ভট্টাচার্য, মায়া চক্রবর্তী, ছোট্ট রত্না, হৃষিকেশ চক্রবর্তী, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, উৎপল দত্ত, প্রবীণ সেন, ছোট্ট রত্না ও কমল মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় মনে দাগ কাটে।

কলাকুশলীর নির্বাচন পুরোধা ও পরিচালন পরিকল্পনায় অকুণ্ঠতম তাঁদের সুদক্ষ, সাধু সম্পাদনার জন্যে তাঁরাও প্রশংসার অধিকারী।

# রাজাসাজা

## প্রভূত বৈচিত্র্যময় একটি উপভোগ্য ছবি

"ছবির ব্যাপারে নামের একটা তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে, অবশ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে সঙ্গতিটুকু যদি থাকে, রাজাসাজার মধ্যে। রাজাসাজা প্রভূত বৈচিত্র্যময় একটি ছবি..." : যুগান্তর

"Engrossing Human Comedy Rich in Social Satire....in keeping with his enlightened policy of tackling new types of subjects on the screen, the noted movie-maker BIKASH ROY has come out with an exhilarating Comedy in RAJASAJA.... RAJASAJA has virtually become Uttam Kumar's picture."
: N. K. G. of Amrita Bazar Patrika.

"ছবিটির উপস্থাপনার দিকে পরিচালক বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। চমৎকার দৃশ্যের উপস্থাপনে এবং নাটকীয় কৌতূহল রচনায় তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।"
: আনন্দবাজার পত্রিকা

"The usually serious Bengali Cinema gets a face-lift with this bright new comedy, which presents Uttam Kumar in a role that will send his already high popularity stock soaring to the sky....The ending is a veritable gem of a lover's dream come true."
: HINDUSTHAN STANDARD.

"ছবিটিতে পরিচালক এমন একটি সঙ্কল্প পর্দায় এনে দিয়েছেন—যা খুশির ও হাসির আমেজ নিয়ে দর্শক সমাজের অনুসরণ করে চলেন—তেমনি ছবির চরম নাটকীয়তাও মনকে আবিষ্ট করে রাখে" : দেশ

"A Comedy like RAJASAJA doesn't always come on the Bengali screen."
: CINE ADVANCE.

"ছবিটি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করে। হাসিহরা পরিবেশ ও বৈচিত্র্যের সংগতির মধ্য ছবির পর্দা এগিয়ে চলে। সর্বক্ষণ দর্শকরা হাসির আনন্দে মেতে থাকেন"
: স্বাধীনতা

"সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কাহিনী। কোন বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব বা তথ্যকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশে উপস্থিত করার প্রয়াস নেই। বরং বাক্ছন্দে লঘু পরিবেশের পরিবর্তে যেটুকু বলা হয়েছে, তার অন্তরালে বিদ্রূপের শ্লেষটুকু নিহিত রয়েছে। রাজাসাজায় তাই বাক্-বিদ্রূপের অভিনব সমাবেশ"
: লোকসেবক


# রাজাসাজা

প্রত্যহ : ৩, ৬ ও ৯টায়

রূপবাণী - অরুণা - ভারতী


## নাট্যাভিনয়

দক্ষিণ কলিকাতার সুপরিচিত সৌখীন নাট্যসংস্থা রঙ্গকণিকা নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের পরিকল্পনা ও তোড়জোড় শুরু করেছে। এরই মধ্যে তারা একটি সুন্দর অডিটোরিয়াম তৈরী করেছেন। এরা তুলি রঙ্গমঞ্চ নামে যে নূতন নাট্যশালা নির্মাণের কাজ সুরু করেছে তার নকশা তৈরী করেছেন বিমলেন্দু ঘোষ। এই নাট্যশালায় তারা মঞ্চ নির্মাণ করবেন। এই নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা সভ্য ও উদ্যোক্তাদের নামের তালিকা দিয়েছেন। ওঁদের আশা আগামী ১লা মে এই রঙ্গমঞ্চনির্মাণের এই প্রথম ধাপ শেষ হবে। মঞ্চ পরিকল্পনা ও দৃশ্যসজ্জার ভার নিয়েছেন অমরেশ চৌধুরী। আলোকসম্পাতে রয়েছেন সেন। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন দত্ত, শিবকালী, নিত্যানন্দী এবং নীলিমা দাস। নতুনদের পর্দায় নিয়ে রঙ্গকণিকা তাদের এই নতুন নাটক 'রক্তমাংসের' প্রথম অভিনয় আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টায় মিনার্ভা থিয়েটার মঞ্চে প্রথম অভিনয় সুরু করবে।

আগামী ২৬শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় মিনার্ভা থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে রঙ্গকণিকা থিয়েটার নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'গোত্রান্তর' পুনরভিনয় করছেন। ইতিমধ্যেই এই নাটকটি কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে ও সংস্কৃতি সম্মেলনে সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ হয়েছে। আধুনিক নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীভট্টাচার্যের 'নবান্ন' প্রমুখ অন্যান্য নাটকের মতো 'গোত্রান্তর'ও আঙ্গিক বর্তমান সমাজের সমস্যা সংকুল পটভূমিকায় ও অভিনয় উৎকর্ষে বিশিষ্ট এবং সমুজ্জ্বল।

# চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে তিনখানি নতুন ছবির মধ্যে একটি বাংলা ও দুটি হিন্দী।

এম পি প্রোডাকসন্সের নবতম চিত্রনিবেদন হল "কুহক"। সহজের বসুর কাহিনী অবলম্বনে অগ্রদূতের পরিচালনায় তোলা হয়েছে। উত্তমকুমার এর নায়ক। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্তচৌধুরী, ছায়াদেবী, তুলসী চক্রবর্তী, প্রেমাংশু বসু, শ্রীমতী সীমা প্রভৃতি। হেমন্তকুমারের সুর ও গান চিত্রটির অন্যতম আকর্ষণ।

চেতনা কলামন্দিরের চৈতালিকলাপে ছবি দেখছেন প্রযোজক শচীন্দ্রনাথ সিংহ, পরিচালক অগ্রদূত, সুরকার হেমন্তকুমার ও চিত্রনাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য

কাহিনী নির্বাচনে, চরিত্রায়ণে ও সংলাপের সরস হিন্দী ভূমিকায় পরিচালক অগ্রদূত। সংগীতের উপযোগিতা সৃষ্টি করেছে সুরকার হেমন্তকুমার। সুরে সংযোজনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

• • •

মুক্তি অপেক্ষায় আছে দুটি হিন্দী চিত্রনাট্য বাসনা ভিসারিয়ার রচনা থেকে নেওয়া একটি কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত এবং বাংলা ও হিন্দী দুটি ভাষায় তোলা হয়েছে। পরিচালনা করেছেন সুবোধ মিত্র। সংগীত ও সংলাপ রচনা করেছেন যথাক্রমে শৈলেন রায় ও অমিয় চক্রবর্তী। চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন সবিতা বসু, চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, বিপ্লব মিত্র, শৈলেন মুখার্জি, ছবি বসু, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার ও মিহির ভট্টাচার্য। ছবিগুলি ফেব্রুয়ারীতেই মুক্তি পাবে।

জয়ন্তী সম্প্রদায়ের পরিচালনা-এর বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবির কাজ শেষ হয়েছে। প্রথম ২৩ সপ্তাহে চলবে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিতে এই চিত্রটির প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। এই ছবির প্রধান নারী চরিত্রে রূপদানে নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যান্য মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্যামলাপ্রসাদ, অসিত চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, গণেশ বসু প্রভৃতি।

• • •

সুবোধ ঘোষের "গরল অমিয় ভেল" অবলম্বনে এস কে এস প্রোডাকসন্স-এর প্রথম চিত্রনাট্য "নিশিগন্ধা" তোলা হবে। পরিচালক পদে বৃত হয়েছেন সাবীর হাজরা (সত্যজিৎ রায়ের প্রাক্তন সহকারী)। চিত্রনাট্যও তিনিই রচনা করেছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, নির্মলকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা ও নবীন মিশ্রকে নিয়ে এর কুশীলবগণ গঠিত হয়েছে। আগামী শুক্রবার হিন্দী সংস্করণে এই ছবিটি দেখবার সুযোগ হবে।

### একটি সামাজিক সমস্যা

হিন্দী ছবির দুটি দৃশ্যের ও বৈচিত্র্যের সম্পর্কিত আরও কিছু ছবি আমরা এবার তুলে ধরছি আমাদের ফোটোগ্রাফার ও চিত্রপরিচালকের অজ্ঞাতে সংগ্রহ করা কি আর দুরূহ ব্যাপার। যে ছবি মিনার্ভা-এর সাদাকালো নির্মাণ ঈস্টম্যানকলার নয়নরঞ্জন রঙে রূপ নিয়েছে তাই এই ছবিটি একটা নতুন করে আকর্ষণ করবে সবে।

এই ছবির কাহিনীর মূলে আছে অন্ধ-মনোরঞ্জন নয়—সমাজের একটি বিশেষ সমস্যার অনুধ্যান ও সমাধানের ইঙ্গিত দেবার সমস্যা। কাহিনীর ১ম বিভাগেই পাই উচ্চ মধ্যবিত্তসমাজের দুজন বিভিন্ন ধরনের লোক। একজন ব্যবসায়ের অন্যতম পার্টনার ও সেক্রেটারির সঙ্গে সাঁঝের আলোয় এসেছেন এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে এক ভদ্রলোক। ডাক্তার বন্ধুর বিধবা স্ত্রী ও তাঁর ছোট্ট ছেলে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে তার কপালে চুমু খেলেন। ছেলেটি তার মায়ের কোলে ফিরে গেল।

এম পি প্রোডাকসন্সের 'কুহক' চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও উত্তম কুমার

ছেলেটি চলে যাবার পর ভদ্রলোক ডাক্তার বন্ধুকে জানালেন যে ছেলেটি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাঁর অগাধ বিষয়সম্পত্তি ভোগ করবে ছেলেটি। তাই তিনি ছেলেটিকে বড় করে তোলবার ভার নিতে চান। ডাক্তার বন্ধু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ছেলেটিকে ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিতে রাজী হলেন। ভদ্রলোক ছেলেটিকে নিয়ে গেলেন। ছেলেটি তাঁর কাছে মানুষ হতে লাগল। ভদ্রলোক ছেলেটিকে ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর ভালবাসার মধ্যে ছিল একটা অন্ধ মোহ। ছেলেটি তাঁর কাছে মানুষ হতে লাগল। ভদ্রলোক ছেলেটিকে ভালো করে পড়ান ও ছেলে তার মায়ের কোল ফিরে পায়।


শিশু রঙমহল

(C.L.T.)

শিক্ষা-কেন্দ্র

২, তিলক রোড, ফোন ৪৬–১২০০

ছন্দ বিকাশ :

মন্ত্র ২৫টি আসন আছে।

বয়স : ৬—১০ বৎসর

সঙ্গীত বিকাশ :

২৫টি আসন আছে।

বয়স : ৮ থেকে ১৩ বৎসর

অবিলম্বে শিক্ষাকেন্দ্রে সন্ধ্যা ৬টার পর সাক্ষাৎ করুন।

যের হাল

দিশারী

সলিল সেনের জননাট্যধারার নাটক

প্রবেশ নিষেধ

মিহির সেনের চলচ্চিত্রে রূপায়িত

নাটক । দাম : ২·৫০

ভি পি করা হয় না। অগ্রিম প্রেরিতব্য

ক্যালকাটা পাবলিশার্স,

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট । কলিকাতা—১২

তা-নিয়েই গড়ে উঠেছে কাহিনীর মাটী-পরিণতি।

পণ্ডিত মুকেরাম শর্মার এই কাহিনীর মূল বক্তব্য হল : সমাজে অবৈধ সন্তান বলে কেউ নেই, রয়েছে অবৈধ পিতামাতা। কাহিনীর সমাজ-জিজ্ঞাসা পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখে তাকে আবেগমধুর করে চলচ্চিত্রপটে পরিবেশন করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন পরিচালক বলু চোপরা। পরিচালনায় ছোট-খাটো ত্রুটি ও অসংগতি—যেগুলি "বক্স অফিসের স্বার্থে সংযোজিত বলে মনে হয়—ছবির সামগ্রিক আবেদনের বিচারে উপেক্ষণীয়।

নায়িকার চরিত্রে মালা সিংহ সহজ ও আবেগের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। নায়িকার সহধর্মিণীর মর্যাদা দেয় যে উদারচিত্ত আইনজীবী তার ভূমিকায় অশোককুমার অভিনয়ও মনোজ্ঞ। ছবির পরিচালনা ও প্রচার পুস্তিকায় তাঁর নাম না থাকা রহস্যজনক। নায়করূপী রাজেন্দ্রকুমার অভিনয় তাঁর নিজস্ব ঢঙ্গে হলেও সৃষ্ট চরিত্রের যথাযথ। অবৈধ সন্তানের আগ্রহে

হিন্দী পৌরাণিক চিত্র 'সতী' বৈশাখিনীতে ললিতা পাওয়ার

চরিত্রে মনোমোহন কৃষ্ণের অভিনয় খুবই চিত্তাকর্ষক। অন্যান্য চরিত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন নন্দা (নায়কের ধর্মপত্নী), নবাগত সুশীলকুমার (অবৈধ সন্তানের চরিত্রে) ও শশীকলা (ঝিয়ারি)।

এই সহজ সরল পারিবারিক ছবির কয়েকটি গান সুখশ্রাব্য। কল্যাণজীআনন্দজীর সিচুয়েশন ভিত্তিক ও অর্থবহ গঠন উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে।


এক রঙীন স্বপ্ন ..... টেকনিকলারে বাস্তব রূপ নিয়েছে.....

ভি. শান্তারামের

নবরঙ

টেকনিকলার রঙীন

(বৃহত্তর পর্দায়)

সন্ধ্যা

মহীপাল

সঙ্গীত সি. রামচন্দ্র

গীত ভরত ব্যাস

শুক্রবার ২২শে জানুয়ারী থেকে চলছে!

জ্যোতি (সম্পূর্ণরূপে সংস্কারকৃত শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত) - দর্পণা - প্রিয়া

গণেশ - চিত্রপুরী - বঙ্গবাসী - অশোক

ও অন্যান্য চিত্রগৃহসমূহে


## বিবিধ সংবাদ

কয়েকের বিদেশী চিত্র পরিবেশক সংস্থা ইস্টার্ন ফিল্মস্ এর স্বত্বাধিকারী মিঃ এস কে মুখার্জীর প্রযোজনায় ও তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালক বলু চোপরা, অভিনেতা মনোমোহন কৃষ্ণ ও এই চিত্র-প্রযোজনা সংস্থার অন্যান্য সভ্যদের নিয়ে বিগত ১৭ই জানুয়ারী প্রাণ্ড হোটেলে একটি প্রীতি সম্মেলনের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। 'ধুলে কা ফুলকে' মুক্তি উপলক্ষে এই শুভ সংবাদে কলকাতার এসেছিলেন। এই প্রীতি সম্মেলনে কলকাতার চিত্রজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও চিত্রসাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে নিমন্ত্রিতদের আগামীর প্রযোজনা সম্বন্ধে সৌজন্যে আলি আকবর খাঁর মনোমুগ্ধকর যন্ত্রসংগীত পরিবেশিত হয়।

### পার্ক সার্কাস মিউজিক্যাল কনফারেন্স

পার্ক ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে পার্ক সার্কাস মিউজিক্যাল কনফারেন্সের পঞ্চম অধিবেশন আগামী ১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। পণ্ডিত ওঙ্কার-নাথ ঠাকুর, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সাজ্জাদ আলি, নাজাকত আলি খান, সুনন্দা পট্টনায়ক,

বিলায়েত হোসেন, আলি আকবর খান, রবিশঙ্কর, বিজয়া বিসমিল্লা, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইমরাত হোসেন, কিবেণ মহারাজ, রোশনকুমারী, কালাই লস্ত প্রমুখ তারই বিখ্যাত শিল্পিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছেন। তিন দিনের মধ্যে প্রথম দু দিন মধ্য রাত্রি ও শেষ দিন সারা রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

## চিঠিপত্র—

### 'অম্রপালি' নামের অর্থ

মহাশয়, কিছুদিন আগে শুনেছিলাম অম্রপালি ছবিটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। উক্ত ছবিটিতে অম্রপালি একজন নর্তকীর নাম এইটাই সকলকার জানানো হয়েছে। কিন্তু নর্তকীদের একটি অমর্যাদার দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে শিক্ষিত সমাজে অম্রপালি নামকরণ হইয়াছে। ছবিটিতে এইরূপ দেখানো হইয়াছে।

কিন্তু এখন কোনো সময় এ ঐতিহাসিক নামটিকে মর্যাদাপূর্ণ করিবার জন্য অনেকের এই ধারণা হইয়াছে যে অম্রপালি নামে কোনো নর্তকী ছিল না। অম্রপালি নামে কোনো নর্তকী ছিল না। অম্রপালি একটি ফুলের নাম। এই ফুলের নামে নর্তকীর নামকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু অম্রপালি নামে একটি ফুলের নাম আছে বলে জানা নাই।

এখন কথা হচ্ছে যে বৈশালীর নগরবধূ অম্রপালি একটি ফলগাছের নাম অথবা ফুলগাছের দেখানো হয়েছে যে অম্রপালি একজন নর্তকীর নাম। বৈশালীতে এবং ছবির কর্তৃপক্ষের এই গুরুত্বপূর্ণ ভুলের জন্য ছবির ঐতিহাসিক ভুলটি বিশেষ ধরা পড়বে। ইতি ঐতিহাসিক বন্ধু ও মনীষী বন্ধু কাস্টমিলা হোড়া হইয়াছে।

### 'শুভ-বিবাহ' ও 'সুটি ফোন'

মহাশয়, সম্প্রতি দুখানি নতুন বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে। আগে সপ্তাহে নতুন 'শুভ বিবাহ' ছবিটি চলার পর কথাটি আর একবার বলেছিলাম। শুভ বিবাহ ছবিটি ঠিকঠাক ও সুশিক্ষিতের জন্যানো হয়েছে। ছবির পরিচালকদের দৃষ্টি মিষ্ট ও প্রতিভা মিষ্ট এবং কাহিনী রচনা করেছেন। কিন্তু এমন কোন সৃষ্টিকৃতি এবং কোথাও নেই যে কাহিনীটি একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লেখকের একটি প্রকাশিত গল্পের ছায়া নিয়ে, অথবা অপর সেই গল্প থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। স্বীকৃতিটুকু থাকলেই বোধ করি ভালো হত। গত আট সপ্তাহ ধরে কেউ কোন কথা বললেন না, অথবা কারও মনে এই প্রশ্ন উঠল না বলেই অপ্রিয় প্রসঙ্গটি তুললাম।

আপনাদেরই এই 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৬৪ সনের চৈত্রে সুটি ফোন নামে কুমারেশ ঘটকের একটি গল্প সুই সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সে-গল্পের নাম, নায়িকার বিয়ের দিনের সকালটিতে। গল্পের মূলকথা নায়িকা বিবাহবাসরের পূর্বক্ষণে হঠাৎ সবার অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে অদৃশ্য হয়ে তার পূর্ব-প্রণয়ীর কাছে গিয়ে পৌঁছয়; অভিমানী প্রণয়ী এই চমকের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তার কাটাল সে ওকে ফিরে যেতে বলে—যে-বাড়িতে ফেরার পথ সেদিনই নিজেই বন্ধ করে এসেছে সেইখানে ঠিক পরদিনের বিবাহ-সভায় প্রত্যাবর্তনের জন্যে। পরবর্তী ঘটনাপরিবর্তের সঙ্গে আমরা, শুভ-বিবাহের সমস্যা সমাধানই এবং সুটি কাহিনীর মূল হলও ছিল। কিন্তু তবু রোমান্সের

★ ২৩শে জানুয়ারী থেকে
উত্তরা - পূরবী - উজ্জ্বলা - পদ্মশ্রী
অরুন্ধতী * যোগমায়া * পারিজাত ... ও আরো ৭টি সিনেমায়।
নারায়ণ পিকচার্স রিলিজ।

গল্পের প্রথমাংশের গঠন, পাত্র-পাত্রীর আচরণ, সংলাপ এবং একাধিক সিচুয়েশনের সংখ্যা 'শুভ বিবাহ'র যে আশ্চর্য মিলটুকু দেখা যায় তা ঠিক সমানা বা উপেক্ষা করবার মতো নয়। এ বিষয়ে আপনাদের ও অন্য পাঠকদের মতামত জানতে ইচ্ছা হয়। ইতি কাকলী বসু, কলিকাতা—২৯।

**অন্য বংশ প্রসঙ্গ**

( ১ )

মহাশয়—গত ১০ই পৌষ তারিখের দেশ পত্রিকায় শ্রীসুধময় ঘোষ 'শুভ-বিবাহ' চিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে ঐ চিত্র প্রসঙ্গে

অনামী কথাচিত্রের সুখের মাঝিনা প্রধান স্ত্রী চরিত্রে নবাগতা সুজাতা সরখেল।

ও বাজনা বাবহারের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অপর একজন পরিচালকের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করেছেন।

অতএব এ সম্বন্ধে শুধু একটিমাত্র জিজ্ঞাসাই আছে। সেটি হচ্ছে এই যে একজন পরিচালকের প্রশংসা করতে গিয়ে আর একজনকে ছোট না করে কি সুধময়-বাবু তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে পারতেন না? তাছাড়া তিনি যা বলেছেন তার প্রমাণ তুলেছেন তাঁর সমালোচনার নিজস্ব মতামতকে বাদ দিলেই সুধময়বাবুর চেয়ে পরিচালক সুশীলবাবুর সাফল্যের বেশিমাত্র বিশ্লেষণ করবার জন্যেই ওনাদের কবি। যাঁর কটি ও বেতন নিয়ে নতুন বইয়ের প্রচার করেছেন। সুতরাং দৃষ্টি না থাকলে হয়তো বুঝতে পারতেন কেন। সুধময়বাবু চেয়েছেন পরিচালকের সাফল্য বিশ্লেষণ করতে। কিন্তু বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যটাকে প্রশ্রয় দেন নি। ইতি—পুষ্পেশ সান্যাল, ইছাপুর রোড, হাওড়া।

( ২ )

মহাশয়—১৬শে ডিসেম্বরের সাপ্তাহিক পত্রিকায় নায়িকাদের চিঠি পড়লাম। তাঁর মধ্যে 'শুভ বিবাহ' ছবিতে যাঁর কটির সমালোচনা দেখার পিছু সমালোচকদের উপর চটেছেন। তাঁরা নাকি ছবিতে উপেক্ষিত হয়েছেন। তাঁরা ৮ কোটি টাকা খরচ করে ছবি তুলেছেন। তাঁরা ৮ কোটি টাকা খরচ করে ছবি তুলেছেন। তাঁরা ৮ কোটি টাকা খরচ করে ছবি তুলেছেন।

অবশ্য তাঁর ঐ বক্তব্যের সঙ্গে কিছু আমার অমিলও।

সবসময় তাঁর মনের মানুষকে পেলে না। তাকে ঘিরে ছিল তাঁর প্রশংসা-আকাঙ্ক্ষা। সেই নিশ্চিন্ত করে চাওয়া একবার পাওয়ার পরে শেষ হল না। সমাজের পোড়া মুখে চোখ সমাজের স্বপ্ন সফল হয়ে উঠল না কেবল তার আত্মীয়তা। কাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে স্বপ্নাহত সন্ধ্যা?

আশার 'লীলা' ক্ষুরধার বেদনার আঘাতে দু টুকরো হয়ে গেল তখুনি যখন সে চূয়া চন্দনে বিয়ের জলে সেজে নীরেনের গলায় মালা পরাতে পারলে না। নীরবে চোখের জল মুছে অন্য লোকের ঘরটি বাঁধলে পাঁচজনা।

কল্পনার রঙ অনেক। বাস্তবের রঙও কম না। বাঁধ কাটার দৃশ্যে লম্বু মিহির সঠিক ইঙ্গিতে তা ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। ইতি—পুষ্পক সত্ত, বিবেকানগর, নিউ দিল্লি।

( ৩ )

মহাশয়—১৭ই পৌষের দেশ পত্রিকায় শ্রীমতী কল্যাণী মিত্রের চিঠি পড়ে দুঃখিত হলাম।

চলচ্চিত্র আমার পেশা এবং শিল্প ভিন্ন অর্থ করেন। তাই কোন বিশেষ এক ব্যক্তির সম্বন্ধে কটাক্ষ শ্রীমতী কল্যাণী মিত্রের সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারি না। বাঁধ কাটার মতো সমস্যা ও পরিবেশের অন্তরালে বিশ্লেষণ হয়ে গেছে তাতে কি? আর একটি মত অনুভব করেছেন। বাঁধ কাটার অন্তরে যে সমস্যাকে এবং সমাধান ও পরিবেশের সুযোগকে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে করেছে। ইতি—পুষ্পেশ সান্যাল, কলিকাতা।

• • •

চিঠিগুলোর আলোচ্যবিষয় এবং সমস্ত বিষয়ের আলোচনা এখানে সমাপ্তি হল। আমরা আলোচনার অন্য বিষয় আহ্বান করছি। ইতি—সম্পাদক


রঙমহল

এক পেয়ালা কফি

এক মুঠো আকাশ

বিশ্বরূপা

সেতু

এলিট

HOUND DOG MAN

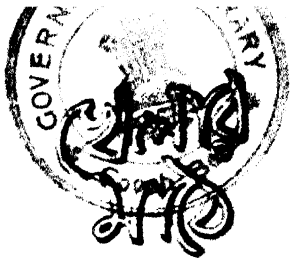

## একলব্য

মুখবন্ধ, ভূমিকা ও কপিরাইট খারিজ আন্দোলন।

আমরা কথা চালাচ্ছি কপিরাইটের টেবিলে বসেই। এ উইকেটে যে কখন কি হয় বলা শক্ত। বল কখনো ঢোকছে আসে, কখনো আসছে, কখনো হয়ে যাচ্ছে সরাসরি। উইকেটের এই বহুমাত্রার অজানা সুযোগ যে কোন কপিরাইটারী ব্যাটসম্যানই গ্রহণ করতে পারে। আর এই সুযোগের পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারলে তবেই না সত্যিকার ভিন্ন ধরনের কপিরাইট বোলিং করার কৃতিত্ব অর্জন করা যায়। আমরা কপিরাইটের মুখোমুখি হয়েছি। আমাদের ব্যাটিংয়ের সুযোগ দেয়াও হয়েছে। আমরা ব্যাটিংয়ের সুযোগ কাজে লাগাতে পেরেছি কি? আমাদের ব্যাটিং বিপর্যয়ের ইতিহাস কি আমাদের ব্যাটিং বিপর্যয়ের ইতিহাস নয়? আমরা কি আমাদের ব্যাটিং বিপর্যয়ের ইতিহাস লিখতে পেরেছি? আমাদের ব্যাটিং বিপর্যয়ের ইতিহাস লিখতে পেরেছি? আমাদের ব্যাটিং বিপর্যয়ের ইতিহাস লিখতে পেরেছি?

## Australian Board of Control for International Cricket

AUSTRALIAN TEAM

PAKISTAN-INDIA TOUR

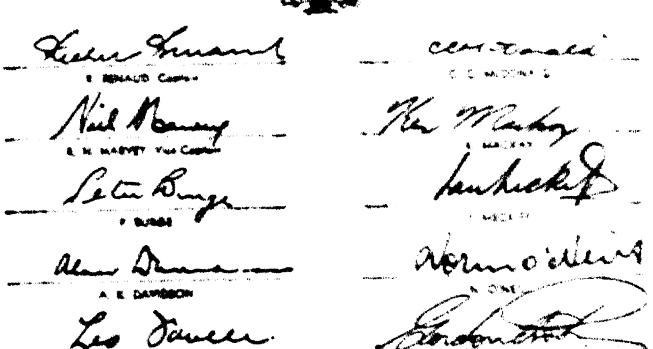

অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের স্বাক্ষরলিপির আলোকচিত্র

ব্র্যাকাই তার জায়গায় মোরসী পাট্টা করে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি করলেন ৮৯—টেস্টে তার জীবনের সবচেয়ে বড় রান। দেশাই ও নাদকার্ণীর প্রশংসনীয় বোলিং সত্ত্বেও ৩৪২ রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হল। এর পর ৫০ মিনিট ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে ভারতের খেলোয়াড়রা করলেন ১ উইকেটে ৫৬ রান। ভারতের ইনিংসের সূচনায় এক অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা গেল। ডভিডসনের প্রথম বলেই পঙ্কজ রায়ের হাত থেকে ব্যাট খসে গেল—সত্যিই অমঙ্গলের চিহ্ন। তার প্রমাণও পাওয়া গেল যখন ১ রান করেই পঙ্কজ আউট হয়ে গেলেন। কুন্দরম কিন্তু এইদিন চমৎকার খেললেন। যদিও তার প্রথম দিনের খেলা ছিল বেশ কিছুটা দুঃসাহসে ভরা। হয়তো আউটও হয়ে যেতে পারতেন কিন্তু পরের দিকে তার চোস্ত হাত শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলকেই আনন্দ দিয়েছে।

তৃতীয় দিনের আমাদের খেলার কাহিনী খুবই মনস্তাত্ত্বিক। সন্তোষজনক সূচনার যে কি নৈরাশ্যজনক পরিণতি হতে পারে এইদিনের খেলা তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। ৯৭ রানের মাথায় যে ইনিংসের দ্বিতীয় উইকেট পড়ল—বাকী ৮টি উইকেট মাত্র ৫৬ রান যোগ হয়ে সেই ইনিংসই শেষ হয়ে গেল ১৫৩ রানে। একে বলে ক্লাসিকীয় ব্যাটিং বিপর্যয়। উইকেট খারাপ ছিল সেকথা নেই। ডভিডসন ও বেনোর বোলিংয়ের ধরও ছিল অপর্যাপ্ত, তবু অমনিতর খেলোয়াড়দের বেলায় ভাগই হয় বইকি বলে খোঁচা মেরে না হয় বিপজ্জনকভাবে অথবা মারতে গিয়ে উইকেট খুইয়েছেন। কেউ ভেবে দেখেননি কি অবস্থায় মধ্যে তারা ব্যাট করছেন, তাদের পেছনে দাঁড়াবার জনাই বা কে আছেন? কেউই ফলো-অন বাঁচাবার মত সুস্থতা দেখাতে পারলেন না। ফলো-অনের পরও দেখা গেল বিপর্যয়ের রেকর্ড ১১ রান উঠতেই পঙ্কজ রায় ও বেদী পাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। দিনের শেষে হল ২ উইকেটে ২৬ রান।

পরের দিন বিশ্রান্তি। সবার মুখে মুখে একই কথা, পরাজয়ের হাত এড়াতে পারবে কি ভারতীয় দল। কিন্তু হায়! এ অবস্থা থেকে পরাজয় এড়ানো প্রায় শিবের অসাধ্য, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার কণ্ঠ থেকে।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিন কন্ট্রাক্টর ও কুন্দরম বেশ সুস্থতার সঙ্গেই ব্যাট করতে থাকলেন। সতর্ক ধরন তখন আশা। তারা যতক্ষণ উইকেটে টিকে ছিলেন তখন অস্ট্রেলিয়ার বিজয় লাভ সুদূর পরাহত বলেরও আশা ছিল। কিন্তু তারা আউট হতে আবার নিঃস্বের হয়ে গেল। চু আগের একই, পরেই ১৩৮ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেল। জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার করল এক ইনিংস ও ৭৭ রানে। একদিন আগেই খেলার উপর যবনিকা পড়ল।

এই খেলায় অস্ট্রেলিয়ার বোলার এলান ডভিডসনের টেস্ট খেলার শত উইকেট পূরে গেছে আর অমঙ্গলের বাতাসমান কন্ট্রাক্টরের পূরে গেছে টেস্টের হাজার রান।

পুনঃ পাকের ঘটনার পর ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা দেখার জন্য সাধারণের মধ্যে অপরিসীম আগ্রহের সঞ্চার হয়। বোম্বাইতেও টিকিটের হাহাকার পড়ে যায়। মাদ্রাজেও অভাবনীয় দর্শক সমাগম হয়। একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন বাজের অকৃপণ বিকৃত হওয়ার মাদ্রাজ খেলার সময় প্রথম দিন দুবার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন একবার করে বল বদল করতে হয়েছে। বিলেতের ছাপ মারা বলের এ দুর্দশা কেন? আরও একটি কথা খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের ফটো তোলার জন্য এবং সাইট স্ক্রিন সরানোর প্রয়োজন হওয়ায় প্রথম দিন অন্তত ২৫ মিনিটের মত সময় নষ্ট হয়েছে। আন্তর্জাতিক খেলার অনুষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনা বিসদৃশ। টেস্ট খেলার প্রতি মুহূর্তের মূল্য আছে। আশা করব পঞ্চম টেস্টের প্রাক্কালে কলকাতার যেন এমন কোন ঘটনা না ঘটে।

চতুর্থ টেস্টের সাঙ্কেতিক স্কোরবোর্ড :—

**অস্ট্রেলিয়া**—প্রথম ইনিংস ৩৪২ রান (বেস ফোরটেন ১০২, বেন ব্র্যাকাই ৮৯, নরম্যান ও'নীল ৬০ ; কিটস বল ৩১ রিটি বেদী ২৭ ; অব দেশাই ১৭ রানে ৪ উইকেট, বাপু নাদকার্ণী ৭৭ রানে ৩ উইকেট, এলান ডভিডসন ৩৩ রানে ২ উইকেট)।

**ভারত**—প্রথম ইনিংস ১৫৩ রান (বি কে কুন্দরম ৭২, অব বি বেদী ৩১, রিটি বেনো ৭৩ রানে ৩ উইকেট, এলান ডভিডসন ৩৬ রানে ৩ উইকেট)।

**ভারত**—দ্বিতীয় ইনিংস ১৩৮ রান (নরী কন্ট্রাক্টর ৭১, বি কে কুন্দরম ৩৩, জি এম কামাট ২২ ; রিটি বেনো ৫৩ রানে ৩ উইকেট, এলান ডভিডসন ৩৩ রানে ২ উইকেট, আলান ডেভিস ৩১ রানে ২ উইকেট)।

(অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৭৭ রানে বিজয়ী)।

• • • •

কলকাতা টেস্ট সিরিজ শেষ হওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেট খেলা নিয়ে আলোচনা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে টেস্ট খেলার ব্যবস্থা অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ক্রিকেটের অনাগত যাই হোক বর্তমান হচ্ছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংলণ্ড। কিন্তু আমাদের আলোচ্য টেস্ট অস্ট্রেলিয়া। তাদের দর্শক পরিচালনা প্রসঙ্গে নিজে হাতের কাছে থাকতে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াকেই সবাই ক্রিকেটের এক নম্বরের দল বলে ধরে নিয়েছে। তারপর যে দ্বিতীয়ের স্থানের অধিকারী, ইংলণ্ড না ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—এ নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে। এবারই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তারপরই আরম্ভ হবে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা। এ সবই ক্রিকেট মানে লর্ডসের লড়াই।

সম্প্রতি ব্রিজটাউনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংলণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ভদ্রলোকদলী এই টেস্টে দুই দলই প্রচুর রান করেছে। দুই দলই দেখিয়ে দিয়েছে, কিভাবে টেস্ট খেলতে হয়। কথাটা বেশী করে খাটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে।


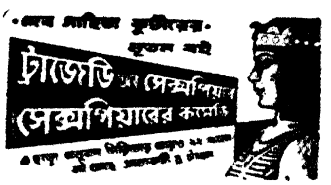


"আঠেরোশো সাতানব্বই থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত আমি অভিনয় করেছি। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৬ সাল। কতো বছরকে বোধে রেখেছি, আমার থিয়েটারের সবকথা খোলা রেখেছি। কত নদী বয়েছে, শুকিয়ে গেছে। কত লোক এসেছে, কত লোক গেছে। আমি অভিনয় করে গেছি। একবার শুধু বাইরে গেছি। সিউড়ীতে গিয়ে ছ মাস ছিলাম। অভিনয় করলাম।"

সেই ছ মাসের প্রতিটি দিনের কথা ডায়েরীর পাতায় লিখে রেখেছিলেন তাঁর সংগী নট ও নাট্যকার **যোগেশচন্দ্র চৌধুরী**।

সেই লেখাই—

# আমেরিকায় শিশিরকুমার

রোজনামচা ও আত্মজীবনী ধরণের একটি অপূর্বসুন্দর নাটক

দাম : পাঁচ টাকা

**বুক ল্যাণ্ড বুক,**

৮৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—১০

অথবা যে কোন বড় বইয়ের দোকান

ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৬৮২ রানের বিরুদ্ধে তারা যেমন অসহনীয় প্রতিরোধের সাথে ব্যাটিং করেছে, তা টেস্ট খেলোয়াড়-সেরাই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

টেস্ট ক্রিকেটে আড়াই দিন ধরে ইংলণ্ড করেছে ৪৮১ রান। প্রথম দিন পুরুষ, লাঞ্চের ৭ মিনিট উইকেটে হারিয়ে ১৮৮, দ্বিতীয় দিন ৭ উইকেটে ৪৩০। তৃতীয় দিন চলছে; ফোকের সময় ৬৮২ রানে তাদের ইনিংস শেষ হয়ে গেল। এর পর-দিনের খেলা ১১৯ রান তুলতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয়ী উইকেটী জুটি হেল মাকমোরিস, হল্ট ও কানহাই আউট হয়ে গেলেন। কিন্তু বাকী দুজন গারফিল্ড সোবার্স ও ফ্রাঙ্ক ওরেলের হাতে। দিন ফিরলেও এই ক্রিকেটের এই ঐতিহাসিক ম্যাচে দর্শকদের উপর আসল কিছুই নির্ভর করছে একজন সব্যসাচী ব্যাটসম্যানের ওপর। সব্যসাচী হলেন—সব হাতেরই ব্যবহার করতে পারেন—এমন ব্যাটসম্যান। সেও অবশ্য অনেকটা সব্যসাচী। তবে তার ডান হাতের ব্যাটিং ক্রিকেট ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তার ডান হাতের ব্যাটিং-এর কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসবে ১৯৫৮ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তার ৩৬৫ রানের ইনিংসের কথা। সেই ইনিংস তিনি খেলেছিলেন ৭৭৪ মিনিট ধরে। তার ৩৬৫ রানের মধ্যে ছিল ৩৮টি চার। সেই ইনিংসের কথা মনে করলে আজও রোমাঞ্চ জাগে। সেই ইনিংসের পর তিনি আর কোনো টেস্ট খেলেননি। তাই আজ তাঁর ব্যাটিং সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা চলে না। তবে ইংলণ্ডের বোলারদের ওপর তাঁর ব্যাটিং যে ভীতির সঞ্চার করে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। ১৯৫৮ সালে তিনি ৩৬৫ রান করেছিলেন। ১৯৫৯-৬০ সালে কিংসটনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনি ১৩ ঘণ্টা ৫১ মিনিট ব্যাট করে ২৩৭ রান করেছিলেন। সবশেষে তিনি ভিন্ন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এইটিই ছিল রেকর্ড। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৫৮২ রানের ইনিংসও ইংলণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সীরিজ খেলার মধ্যে সব-চেয়ে লম্বা ইনিংস। তবু তিনি ডবল সেঞ্চুরী না পড়ায় দর্শকও যেন কিছু টেস্ট ক্রিকেটের এক নতুন রেকর্ড।

ওরেল সম্বন্ধে একটি কথা না বললে এ স্টেটমেন্ট অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে গত ১৩টি টেস্টে ওরেল অধিনায়কত্ব করেননি। ইংলণ্ড পক্ষ-ভুক্ত নিয়েই তিনি বাস্ত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে ওভাল মাঠে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি শেষ টেস্ট খেলেছিলেন। তাই এবার খেলার আগে তিনি বলেছিলেন টেস্ট খেলার জন্য আমি বোধহয় পুরো নই। কিন্তু মাঠে নেমে তিনি যে খেলা দেখিয়ে-ছেন তার তুলনা একমাত্র ওরেলেই সম্ভব। এই সেই ওরেল যিনি ক্রিকেটে 'উইন প্রুফ'-তার প্রথম নিদর্শন।

ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড :—

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৬৮২ রান (ই ডেকহাম নট আউট ১০৬, কেন বার্নিংটন ১২৮, কি পুলার ৬৫, অর ব্রোয়েডবাম ৬৫, মাইক স্মিথ ৫২, কলিন কাউড্রে ৩৩; সোবার্স বরকাশন ১০৩ রানে ৩ উইকেট। ওয়াটসন ১২২ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৮ উই-কেটে ডিক্লেয়ার্ড ৫৮৩ রান (গারফিল্ড সোবার্স ২২৬, ফ্রাঙ্ক ওরেল নট আউট ১৪৭, অলভাট হল্ট ৬২, রোহন কানহাই ৬০; ট্রেভর ব্রুমান ১৩ রানে ৪ উইকেট, এরিক ডেকহাম ৪৩ রানে ২ উইকেট)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—কোন উইকেটে ৯ ইনিংসে ৭১ (স্মিথ নট আউট ৫৬।

[ খেলা অমীমাংসিত ]

এ সপ্তাহের অনন্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

অবরোহণ রমাপদ চৌধুরী। রমা-পদ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসের রাইটার্স অনু-বিনু এর সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে কলকা-তার এই রকম কর্মজীবনের সঙ্গে এক বিশেষ পরিচয় পেয়েছি। তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং বিশিষ্ট কর্মীর আমার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ মুহূর্ত দুই বন্ধুর মধ্যে আলোচনা করেছি। পরিচয়ের অন্তরঙ্গতা। [ দেশ : ৮ই জানুয়ারী ]

॥ সব ভাল বইয়ের দোকানেই পাবেন ॥

(বি ১২৭৩)

২৫শে জানুয়ারী থেকে
নতুন কলেবরে নিয়মিতভাবে
বেরুচ্ছে

চিত্রজগৎ

বিনোদন পাক্ষিক পত্র
মূল্য সাড়ে ২০ নয়া পয়সা
[ সমস্ত কলকাতা অঞ্চলে ]

ভারতের সর্বত্র এজেন্সী ও
সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি প্রয়োজন

কার্যালয় :
১০ এরাটুন স্ট্রীট, কলিকাতা-১

(বি ২১০৮)

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

১১ই জানুয়ারী—অদ্য কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারত প্রবাসী চীনা সমিতির সভাপতি শ্রী ওয়াই কে চু কম্যুনিষ্ট চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন এবং চীন-ভারত সীমানা বিরোধের ব্যাপারে তাঁহারা ভারতের জনসাধারণ ও ভারত সরকারের সহিত হাত মিলাইয়া চলিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজিগমে দোর্জি সমগ্র ডুয়ার্স এলাকাকে ভুটানের অংশ বলিয়া দাবি করিয়া সম্প্রতি চামুর্চি অঞ্চলে এক বক্তৃতা দেওয়ার ফলে স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে যেরূপ বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে, ভুটান পুলিস কর্তৃক ভারতীয় এলাকা হইতে এক চা-শ্রমিক অপহরণে ততোধিক আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে।

১২ই জানুয়ারী—মাত্র কয়েক বৎসর অতীত হইল পানিহাটি পৌর প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সভা বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই যেসব কারণে ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে ইতিপূর্বে দুই বৎসরের জন্য সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আনা হইয়াছিল তাহার কোন কোনটি উহাতে আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়।

১৩ই জানুয়ারী—উধ্বর্তন মহলের খবরে প্রকাশ, সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে ভারত ও চীনের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে মীমাংসার সম্ভাবনা বিশেষ কিছুই নাই। উভয় দেশের মধ্যে মহাপ্রাচীর আরও দীর্ঘকাল থাকিবে বলিয়া মনে হয়। ভারতের নীতি ও কর্মপদ্ধতি এই পরিস্থিতিকে সামনে রাখিয়া চলিবে।

চেরাপুঞ্জী কেন্দ্রের উপনির্বাচনে শ্রীমতী মিঃ (কংগ্রেস) তাঁহার নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রী টি কাঞ্জিতে (স্বতন্ত্র) ৫৮৮৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া আসাম বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

কংগ্রেস পরিচালক সমিতি তথা ওয়ার্কিং কমিটির অধিকার প্রত্যাবর্তনকল্পে বৈঠকে উপস্থিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে দুর্নীতির প্রশ্ন এবং মন্ত্রিপদকে তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে প্রকাশ্য ঘোষণা করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এম এল ও এম পি-দেরও ঐরূপ ব্যালান্সশীট দাখিল করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে।

১৬ই জানুয়ারী—অদ্য চকে সংস্কারিত উপলক্ষে আগর ওয়ালা নগর যে প্রকাশ্য সভার সহিত মিলিত হইয়াছে তাহার আহ্বানে শুক্রবার অপরাহ্ণ হইতে অদ্যকার দুই লক্ষাধিক পুণ্যার্থী মন্দোদ্ধারণ করিতে করিতে অবগাহন স্নান সম্পন্ন করেন।

ট্রাউজার ভঙ্গ করিয়া তিনি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য লইয়া কতিপয় ব্যবসায়ী মস্ত আমদানির পরে দুইদিন অবধি ফাটকা বাজী খেলার ফলে প্রতাহই মুনাফার বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া খুচরা ব্যবসায়িগণের অভিযোগে প্রকাশ।

আজ রাত্রিতে এলাহাবাদে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "বিভিন্ন উচ্ছৃঙ্খলামূলক কার্যের জন্য" এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

১৫ই জানুয়ারী—সীমান্তে চীনাদের আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সামরিক জোট গঠনের জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে আজ সকালিবনগরে শ্রীনেহরু দৃঢ়তার সহিত সেই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্গঠন নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের জন্য যে প্রস্তাব করা হয়, কংগ্রেসের পাঁচজন সমস্যা-বিশিষ্ট পুনর্গঠন কমিটি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

১৬ই জানুয়ারী—আজ অপরাহ্ণে সর্বসম্মতি পূর্বনির্ধারিত সময় ঠিক তিন ঘটিকার বিপক্ষে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের জাতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৩তম প্রকাশ্য অধিবেশনের সূচনা হয়।

কংগ্রেস হাইকমান্ড ভারতের সমস্ত রাজ্যের মন্ত্রী, সাংসদ সমস্য এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির সভ্যসাধারণ নিজ হইতে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নিকট ইস্তফাপত্র দাখিল করিবার যে নির্দেশ জানাইবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

১৭ই জানুয়ারী—অদ্য রাত্রি সোয়া সাতটার সময় নির্ধারিত সময়মতোই এখানে অদ্যই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চত্রিংশ অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

অদ্য কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে কমিটিগুলির উদ্যোগের কার্যসূচী কার্যকর করার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরিবর্তে পরিকল্পনা প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শ্রীমতী সুশীলা নায়ার যে সংশোধন প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন তাহা অগ্রাহ্য হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপায়ণের দাবি করার জন্য ৭৫০ জন প্রতিনিধি আজ পরীক্ষা দান করে। প্রাথমিকের শিক্ষাপ্রসারণ ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নিশ্চিত বলিয়া জানা যায়।

## বিদেশী

১১ই জানুয়ারী—উত্তর চীনের সরকারপক্ষ সমূহে আজ এইরূপ আভাস দেন যে, মাও সে তুংয়ের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইয়াছে। চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছেন তাঁহারই কয়েকজন কমরেড।

হেহেরানে পরীক্ষার কঠোর নিয়মবলীর বিরুদ্ধে আজ ছাত্ররা প্রতিবাদ জানাইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ছাত্র ও পুলিসের সংঘর্ষের ফলে একজন ছাত্র নিহত হইয়াছে এবং কয়েক ডজন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১২ই জানুয়ারী—ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণ আজ দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল বিলুপ্তির কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তিনি প্রয়োজন মনে করিলে এই সকল রাজনৈতিক দল ভাঙিয়া দিতে পারিবেন।

কেনিয়ার গভর্নর সার পার্সিভাল নোবলস আজ দেশের সাত বৎসর স্থায়ী আপৎকালীন অবস্থার অবসানের সংবাদ ঘোষণা করেন।

১৩ই জানুয়ারী—আলবিবেন হতে ইটালিয়ান টেলিগ্রাম আজ জেনারেল দোগলকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশুস্তেসহ সাক্ষাৎ করিয়া একখানা পত্র অর্পণ করেন। অনুমান করা হইতেছে, এই পত্রে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য দেশের সিংহ প্রেসিডেন্ট ইটালিকে শর্তসমূহের তারিখটি জানাইয়াছেন।

১৬ই জানুয়ারী—সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীখ্রুশ্চেভ আজ বলেন যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের সম্মেলনে বসুন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ইংলণ্ডের সহিত সাথে সাথেই সোভিয়েত সরকার প্রধান শ্রীখ্রুশ্চেভ আগামী ১৯শে জানুয়ারী তারিখে সোভিয়েত পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত আলোচনা চলিবার সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করিবে না বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

১৭ই জানুয়ারী—অদ্য ঢাকা কংগ্রেস কমিটির জরুরী অধিবেশনে কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার দত্ত ঘোষণা করেন যে, তিনি ব্যক্তিগত কারণে আর কোন দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। তিনি বলেন, তাঁহার পদত্যাগপত্র ইতিমধ্যেই কংগ্রেস হাইকমান্ডের নিকট পেশ করা হইয়াছে।

১৭ই জানুয়ারী—অদ্য ঢাকা কংগ্রেস কমিটি প্রদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া বেসরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যেই ব্যাপক ক্ষমতার প্রয়োজন দেখা দেয়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৬০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা। মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

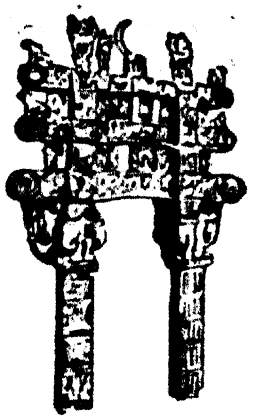

সাঁচী তোরণ

# যুগে যুগে যাত্রা

সারনাথ, কোণারক, অজন্তা, ইলোরাতে প্রাচীন ভারতের
গৌরবময় যুগের যে প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়
তা, নতুন করে আবিষ্কার করুন।
আগ্রা, দিল্লী, জয়পুর ও অন্যান্য বহু
জায়গায় দেখুন মধ্যযুগের মহান কীর্তি.....

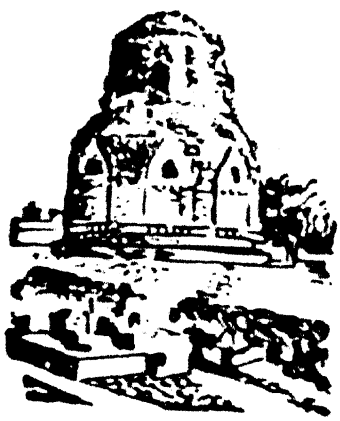

বোধগয়া স্তূপ

আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী,
ভারতের যে দিকে চোখ ফেরানো যায়
সবখানেই ছড়িয়ে আছে অনুপম বিস্ময়।

*পর্যটক বিভাগ*
ভারত সরকার

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ভারত
সরকারের পর্যটক অফিস আছে

বোম্বাই • কলিকাতা • দিল্লী
মাদ্রাজ • আগ্রা • উদয়পুর
বাঙ্গালোর • ভূপাল • কোচিন
বাজিলিং • জয়পুর • বারাণসী

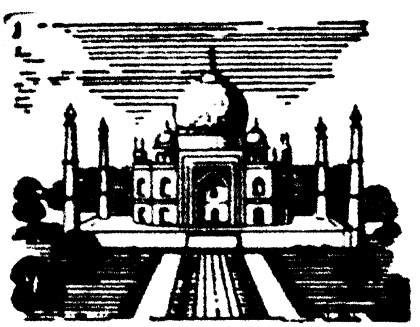

তাজমহল, আগ্রা

REG. NO. C. 2109

আনন্দে উৎসবে...

প্রাত্যহিক প্রয়োজন..

সবার মনোরঞ্জন...

পরিবেশরমনীয়

কেশতৈল

# কেশরঞ্জন

কবিরাজ ঔষধালয়, ডাবর বাদ্য ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। কবিরাজ

বর্ষ ] শনিবার, ১৬ মাঘ, ১০৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 30th January, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১

গ্লিসারিন
স্নিগ্ধ স্নেহস্পর্শময়
অনিন্দনীয় প্রসাধন

# এক দুই তিন...

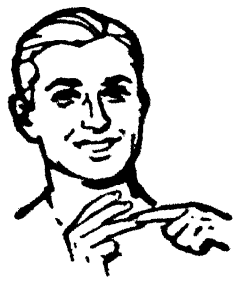

আপনি ষাট পর্যন্ত গুণতে গুণতে অর্থাৎ ধরুন এক মিনিটের মধ্যে সারা ভারতে অন্তত ৫,০০০ লোক সিজার্স সিগারেট ধরিয়েছেন।

দশ মিনিট যেতে যেতে সিজার্সের ধূমপান করছেন প্রায় ৫০,০০০ লোক।

'৪৭ বছর ধরে সিজার্স গুণ্ড লোকের প্রিয় সিগারেট কেন? কারণ সিগারেটটা সত্যিই ভালো।

উইল্‌স-এর

# সিজার্স

সিগারেটটা ভালো – সেটাই আসল কথা

১০টির দাম ৩০ নয়া পয়সা

৪৭/১৯

দি ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানী লঃ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**উত্তরায়ণ** (৩য় খণ্ডে সম্পূর্ণ) ৫॥

কবি ৪, কৈশোরস্মৃতি ৬, অভিযান ৫, ইমারত ৩, স্বপ্নপদ্ম ২৸০ প্রতিধ্বনি ৩, প্রিয় গল্প ৫, কবি (নাটক) ২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**দেবযান** (২য় সং) ৫, **গল্পপঞ্চাশৎ** ৮॥

শ্রেষ্ঠগল্প ৫, শ্রেষ্ঠকন্যার ৩৸০ আরণ্যক ৬৸০ মুখোশ ও মুখশ্রী ৩৸০ কুশলপাহাড়ী ৬৸০ যাত্রাবদল ২৸০

প্রবোধকুমার সান্যালের

**বেনোয়ারী** (২য় সং) ৬॥ **মহাপ্রস্থানের পথে** ৪॥

কুহক ৩৸০ উত্তরকাল ৪, আকাবাঁকা ৩, বনমর্মরিণী ৩, মরুচারের মাস ২৸০ শ্রেষ্ঠগল্প ৩, জলকল্লোল ৩,

প্রমথনাথ বিশীর

**কেরী সাহেবের মুন্সী** (২য় সং) ৮॥

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৪, মাইকেল মধুসূদন ৬, নিকষ গল্প ৩, নিকষউত্তর গল্প ৩৸০ কুহকপুরী স্বামী ২,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

**বাহ্নিবন্যা** (২য় সং) ৮॥ **শ্রেষ্ঠগল্প** ৫,

প্রেরণা ২৸০ সৃষ্টি ২৸০ শিল্পাচার্যচরিতম্ ৩, ভাড়াটে বাড়ী ৩, আবছায়া ২৸০ বিভিবিলাস ২, কমা ও সেমিকোলন ২৸০

মহাত্মা গান্ধীর দুখানি অমূল্য গ্রন্থ

ছাত্রদের প্রতি ৪॥ আমার ধ্যানের ভারত ৩,

তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের

**তরঙ্গের পর** ৩য় টাকা ৩

বিমল মুখোপাধ্যায়ের

**মিলনান্তক** ৩য় টাকা ৩

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**পরিশোধ** ৩য় টাকা ৩

নিরুপমা দেবীর

**অনুকর্ষ** ৩য় টাকা ৩

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা — ১২



মাঘ সংখ্যা প্রকাশিত হইল—

# কথাসাহিত্য

বাংলার একমাত্র নিভেজাল সাহিত্যপত্রিকা

এই সংখ্যার লেখকবৃন্দ—

প্রতীক্ষা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিমল মিত্র, নরেন্দ্র দেব, সুবোধ ঘোষ, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার চক্রবর্তী, সুশীল রায়, সুবোধ বসু, সুধীরকুমার চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ, সুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

**অবরোহণ ঃ** কমল গুপ্ত,

মূল্য ২৷৷০ টাকা

এই বঙ্গবেরণী মানবটির [illegible] কমল গুপ্ত বলিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মীতার [illegible] দেশের [illegible] জীবনের [illegible] এইখানেই এর [illegible] তার অপমান ও [illegible] মনুষ্যত্বের নিদারুণ লাঞ্ছনা, এ-কথাও [illegible] দেখেছেন লেখক। এইখানেই এই [illegible] সার্থক।

আনন্দবাজার পত্রিকা

সব ভাল দোকানেই পাবেন

প্রকাশক: কথা সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা ।

(সি ২১৫৫)

বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিটি

অঙ্কনের ও এনগ্রেভিং ব্লকের

**রেখা ও লেখা**

প্রত্যেকটি নতুন সংখ্যা দেখিবামাত্র

লেখা মাত্রের মতির সিদ্ধান্ত হয়

মূল্য

৩৷৷০

**কান্নার রং**

( নতুন কবিতাগ্রন্থ )

মহুয়া প্রণীত

"আলোচ্য কবি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থেই সমপ্রতিষ্ঠ কবিদের অন্যতম হিসাবে সুনিশ্চিত প্রবেশপত্র লাভ করবেন। কবির নাম মহুয়া, গ্রন্থের নাম কান্নার রং। গ্রন্থে কবিচিত্ত ও কবিতার, ভাবনাম সাড়ও, এই মাদকতা ও বেদনা—দুয়ের সমন্বয় আছে বলে কোনটাই মর্মান্তিকভাবে না হয়ে একটি সুস্থ, স্নিগ্ধরূপে সমাদৃত হয়েছে।"

—দেশ

প্রাপ্তিস্থান—

দাশগুপ্ত সিগনেট ইত্যাদি পুস্তকালয়

(সি ২১৫৯)

**অবধূতের**

সর্বাধুনিক অনন্যসাধারণ উপন্যাস

**দেবারিগণ**

গুপ্ত-প্রকাশিকা

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—নামকরা বই—

॥ প্রফুল্ল রায় ॥

**নোনা জল মিঠে মাটি ৮·৫০**

॥ শচীন্দ্র রায়গুপ্ত ॥

কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৪·৫০

॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥

স্বপ্নমঞ্জরী ৩৲

॥ সুধাংশুকুমার গুপ্ত ॥

দিব্যদৃষ্টি ২·৫০

॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥

ঝড়ো হাওয়া ২·৫০

॥ অতিন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ॥

কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

॥ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ॥

নীলকণ্ঠী ৩৲

॥ নরেন্দ্র মিত্র ॥

উত্তরণ ২·৫০

॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

স্বাধীনতার স্বাদ ৭৲

॥ বনফুল ॥

পিতামহ ৬৲

॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥

নবীন যুবক ২·৫০

॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

দুর্গরহস্য ৩·৫০ চুয়াচন্দন ৩৲ কাঁচামিঠে ৩৲

কালের মন্দিরা ৩·৫০ গৌড়মল্লার ৪৲ আদিম রিপু ৩৲

॥ পদ্মরাগ ভট্টাচার্য ॥

শ্রেষ্ঠ গল্প ৪৲

দেহ ও দেহাতীত ৪৲

কারটুন ২·৫০

॥ অনুরূপা দেবী ॥

গরীবের মেয়ে ৪·৫০

রামগড় ৪·৫০

পথের সাথী ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সর্বোদয়— | ... ... ... ... | ৯৬৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... ... ... ... | ৯৭০ |
| বৈদেশিকী— | ... ... ... ... | ৯৭১ |
| রাষ্ট্রপতি ভবোশলভ—শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায় | ... | ৯৭৩ |
| দ্বিতীয় মত—রঞ্জন | ... ... | ৯৭৬ |
| এক পাটি জুতো—শ্রীরূপক চৌধুরী | ... ... | ৯৭৭ |
| রক্তবন্যা—রূপদর্শী | ... ... ... | ৯৮১ |
| জাগরণ (কবিতা)—শ্রীসুবোধকুমার গুপ্ত | ... | ৯৮৭ |



**গ্রন্থনিধি**

৭ই পৌষের বই

প্রবোধকুমার সান্যালের
নূতন উপন্যাস
**ইস্পাতের কন্যা ৩·৫০**

শিবরামের মুখোপাধ্যায়ের
লাবণ্যের এনার্জিম ৩,

দ্বিজনীল মোহান্তীর
লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায় ৩,

ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের
উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল ৩,

৭ই অগ্রহায়ণের বই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **মাঝির ছেলে** নূতন উপন্যাস ২·৫০
শৈলজা চৌধুরীর **নীলে সোনায় বর্ষাতি** নূতন উপন্যাস ৩·৫০
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের **ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর** ৪·৫০

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল
শচীন্দ্রকুমার মিত্রের
**কলকাতার কাছেই ৪·৫০**

১৯৫৯ সালের সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার অভিমতের কতকাংশ:

রামেন্দ্রসুন্দরের ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর ৪·৫০ ... [illegible] ...

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**
গ্রাম: কলকাতা ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন: ৩৫-৬৪১১

# শব্দধারণে নবযুগের সূচনা

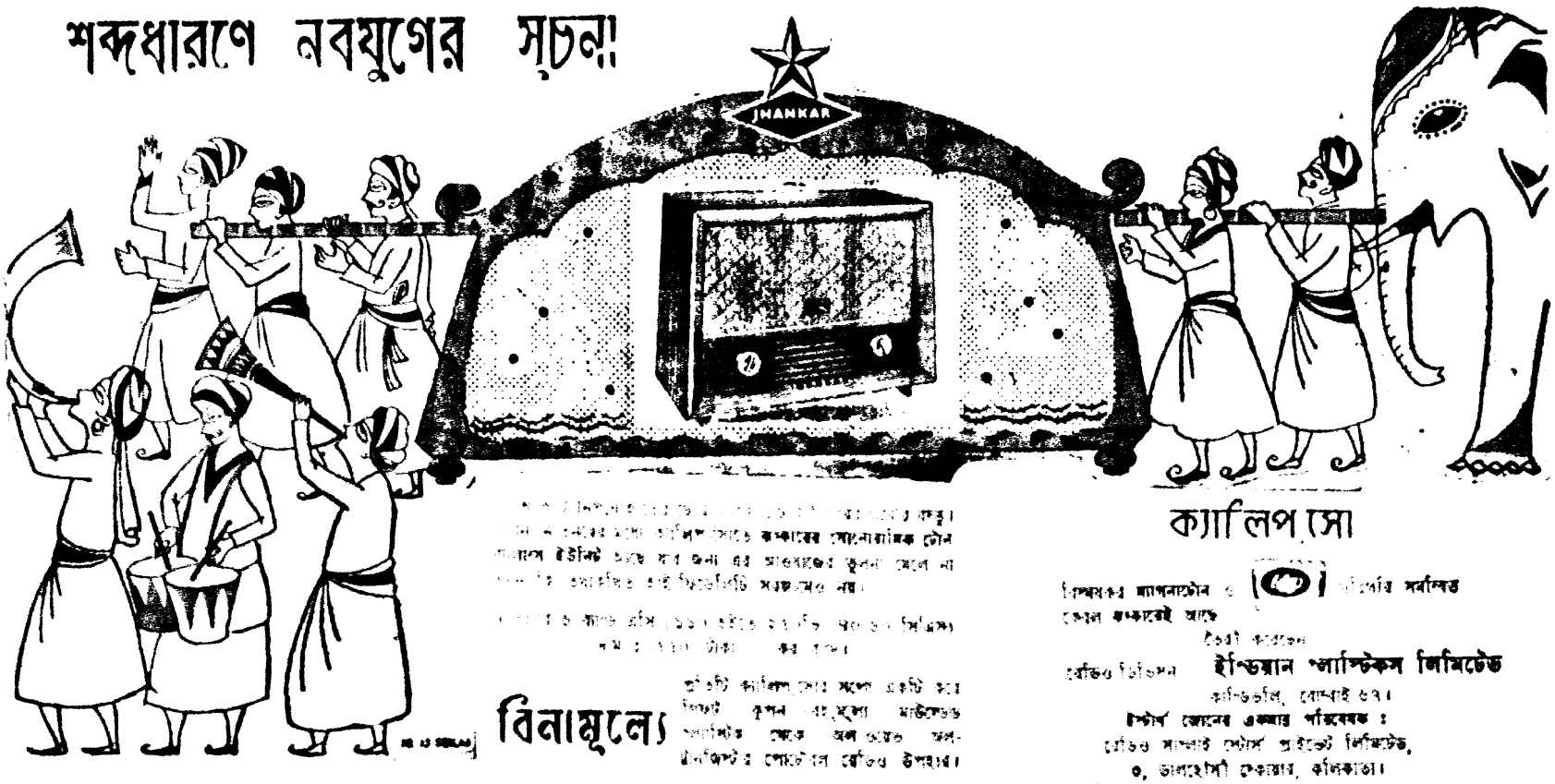


ক্যালিপসো

বিশ্বখ্যাত ম্যাগনাটোন ৫ ট্রানজিস্টার সমন্বিত
কেবল কম্পানিরই আছে

তৈরী করেছেন

রেজিঃ ট্রেডমার্ক ইণ্ডিয়ান প্লাস্টিকস লিমিটেড

কাণ্ডিভলি, বোম্বাই ৬৭।

ইস্টার্ন জোনের একমাত্র পরিবেষক :

রেডিও সাপ্লাই সেলস প্রাইভেট লিমিটেড,

৩, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

বিনামূল্যে

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| হঠাৎ কান্নার রাতে (কবিতা) | শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত | ১৮৭ |
| ট্রামে বাসে— | ... ... ... ... | ১৮৮ |
| চিত্রপ্রদর্শনী— | ... ... ... ... | ১৯১ |
| বিজ্ঞানবৈচিত্র্য— | ... ... ... | ১৯৩ |
| বিশ্ববীবিচিত্রা— | ... ... ... ... | ১৯৯ |



[illegible]

শ্রীযুক্ত ভবতোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

## বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

[illegible]

[illegible]

শ্রীযুক্ত ভবতোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

## বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

[illegible]

শ্রীযুক্ত বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

## ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা

[illegible]

**মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ**

১০, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট : কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪—৫২০১

মস্কো থেকে প্রকাশিত

বাংলা বই

রুশ চিরায়ত সাহিত্য

আন্তন চেখভের

গল্প ও ছোটো উপন্যাস

[illegible]

[illegible]

ইভান তুর্গেনিভ

এ পূর্বাচলের

বেলকিনের গল্প ১·২৯

ফ্যোদর দস্তয়েভস্কির

বেলুগিনের বিবাহ ১·১২

ফ্যোদরেভের

বাবুদের বাসা ১·২৯

দস্তয়েভস্কির

অপমান ১·২৫

[illegible]

ব্রহ্ম সুরকার ·৭৩

সমকালীন সাহিত্য

[illegible]

ফেদিন-এর

কেনের ছেলে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

জগতের জনবরেণ্য বিবাহ-বিজ্ঞানীদের অন্যতম

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসুর

**বিয়ের আগে ও পরে** ৫৷৹

**ফ্রয়েডের ভালবাসা** ৬৷৹

জন্মশাসন ৫৲ নারী বিপথে যায় কেন ৪৲ ওগো প্রেমিক পিতা-মাতা ৪৲ নরনারীর যৌনবোধ ৬৲ ওগো বর ওগো বধূ ৫৲

**কাত্যায়নী বুক স্টল**

২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(সি ২২৫০)

প্রকাশিত হল

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

**কথানী**

খ্যাতিমান লেখকের সর্বাধুনিক গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় সংযোজন।

দাম : আড়াই টাকা

**অমৃত সাহিত্য মন্দির**

১৬/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

(সি ২২৫৭)

# জাতিস্মর কথা

শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু প্রণীত

**মাসিক বসুমতী** বলেন—ইহা একটি বিশেষ শ্রেণীর পুস্তক। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর পুস্তক আর প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না। ভূমিকাটি গ্রন্থকারের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। পাঠকরা গ্রন্থখানিকে গল্প উপন্যাস অপেক্ষাও যে আগ্রহ সহকারে পাঠ করবে তাতে আর সন্দেহ নাই।"

**আনন্দবাজার** বলেন—আগ্রহীদের বই-খানা খুবই ভাল লাগিবে। ছাপা বাঁধাই ভাল। মূল্য ৩-৭৫ নঃ পঃ।

**দি ষ্টাণ্ডার্ড কোম্পানী**

প্রকাশক—৩নং শ্যামাচরণ দে, কলিকাতা ১২

**ডি, এম, লাইব্রেরী**

৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সংসারের কাজে আপনাকে ক্লান্ত করে ফেলে···অবসন্ন, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করেন···এর কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি আপনার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী আপনি ব্যয় করেন। আপনার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার···আপনার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

## আবার আশ্চর্য্যজনক সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সমস্ত স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগভোগের পর দ্রুতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

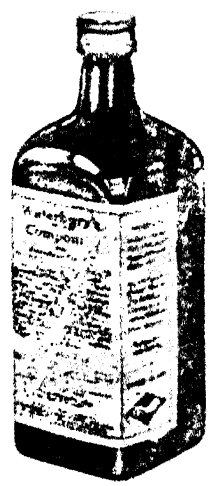

চমৎকার সুস্বাদু

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড**

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স | শ্রীবিষ্ণু দে | | ... | ৯৯৩ |
| প্রথম কদম ফুল | শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | | ... | ১০০১ |
| বাইশে শ্রাবণ | শ্রীনিরুপমা দেবী | | ... | ১০০৭ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম | শ্রীবিমল মিত্র | | ... | ১০১৩ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি | শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | | ... | ১০১৯ |
| পুস্তক পরিচয় | ... | ... | ... | ১০২৫ |
| রঙ্গজগৎ | চলচ্চিত্রকর | ... | ... | ১০২৮ |
| খেলার মাঠে | একলব্য | ... | ... | ১০৩৫ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ | ... | ... | ... | ১০৩৮ |
| বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র | ... | ... | ... | ১০৩৯ |



অবসর পুস্তক ভবনের নিবেদন

নিশাচর লিখিত

রহস্যাবৃত অপূর্ব রোমাঞ্চকর নূতন উপন্যাস

ভিয়েনা

নার্সিং হোম

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

শচীন্দ্রকুমার গুপ্তের
বিখ্যাত রহস্য উপন্যাস

নিশিপদ্ম ৪৷৷

আশাপূর্ণা দেবীর
চমকপ্রদ রূপায়িত উপন্যাস

কল্যাণী ৩৲

প্রমথনাথ বিশীর

অমনোনীত গল্প ৩৲

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই

পঞ্চাশের মন্বন্তরের

পটভূমিকায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গ্রামজীবনের অসামান্য আলেখ্য

অশনি সংকেত

শোভন সংস্করণ ।৪·৫০ নঃ পঃ

স্পর্শকাতর বিভূতিভূষণের সমমর্মী মননের অন্তরঙ্গ পরিচয়

নীরদগঞ্জের কাবলর সাহেব

বারোটি ছোট গল্পের সুসম্পাদিত

উপহারোপযোগী সংস্করণ।

৩·৫০ নঃ পঃ

অনুসন্ধান

নিঃসঙ্গ শিল্পীর অপূর্ব ও সার্থক সৃষ্টির রূপায়ণ যা কেবল বিভূতি-ভূষণের দ্বারাই সম্ভব। আর একখানি অনবদ্য উপন্যাস। দাম ৩

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

ছায়াছবি

বিভূতিভূষণের প্রতিভার আর এক প্রকাশ মিত্র

বিভূতিভূষণের বই
বার বার পড়লেও পুরনো
হয় না

ইউনেস্কো পথের পাঁচালী-এর ইংরেজি আর ভারতে সাহিত্য আকাদমি তাঁর গ্রন্থাবলিকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করছেন

সকল ভক্তার নবতে সরবরাহ করি

বিভূতি প্রকাশন

২২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

(সি ২২২১)

প্রকাশিত হল

**সরোজকুমার রায়চৌধুরীর**

উপন্যাস

# মধুচক্র

দাম টাঃ ২·৫০ নঃ পঃ

বেচারা জয়কালী শহরে এসে কি মুস্কিলেই না পড়েছে। সবাই লেগেছে তার পেছনে। দাদা বটুক ঘোষ রোদ বৃষ্টিতে ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তাকে ঘোড়-দৌড় করাচ্ছেন।...কি কষ্ট মেসের এই জীবনযাত্রায়, তবুও এ জীবন-যাত্রায় আছে অশেষ আনন্দ। শক্তি-মান লেখক এ বইয়ের প্রত্যেকটি চরিত্রকে নতুনরূপে সকলের সমক্ষে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

সুশীল জানার **দ্বিতীয়জীবন** প্রেমের গল্প সংকলন

দাম টাঃ ৩·০০

"...সুশীল জানার দ্বিতীয় বই বিশিষ্ট ভদ্রলোক অধিকাংশ গল্পগুলিতে তার সুদক্ষতা স্বাক্ষর রাখিয়াছে।" : যুগান্তর

**মণ্ডল বুক হাউস**

৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৯।

---

ডন ব্র্যাডম্যানের

**ক্রিকেট খেলার অ আ ক খ** ৪৲

(How to Play Cricket এর অনুবাদ)

সৌরীন সেনের

**চেনা মুখ** ৪৲

---

বার্ট্রান্ড রাসেলের

**সভ্যতা ও আণবিক যুদ্ধ** ২·৫০

(Common Sense & Nuclear Warfare)

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

**নাট্যগুচ্ছ** ২·৫০

(মঞ্চ-সফল নাটকের সংকলন)

কল্পনাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের

**মনময়ূরীর নাচ** ২·২৫

কিরোর

**হাতের গোপন কথা** ২·৫০

---

মারী স্টোপস

**বিবাহিত প্রেম** ৪৲

এমিল জোলা

**বৈদেহী** ৩·৫০

ফ্রাঁসোয়া সাগা

**কৃষ্ণা** ৩৲

---

তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়

**পরিক্রমা** ৩৲

তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**ফাগুনের পরশ** ২·৭৫

---

ধনঞ্জয় বৈরাগীর—**কুশোলী চাঁদ** ২·৫০

**ঘুংরাপাট** ২·৫০

**দ্বিজেনবাবুর দেশে** ৩৲

---

ক্যাসানোভা

**স্মৃতিকথা** ৫·৭৫

নতুন প্রকাশিত হচ্ছে

রাজশেখর

**সোনালী মেয়েটী** ২৲

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

**তিন সর্গ** ২

কিরোর

**হাতের ভাষা**

দাম ৩·২৫ নঃ পঃ

---

আলবার্তো মোরাভিয়ার

**আলেয়া** ৩·৫০

এমিলজোলার

**রেণুর প্রেম** ৫৲

(A Ghost at Noon এর অনুবাদ)

অনুবাদক : **হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত**

আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স

৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (কলেজস্কোয়ার ইস্ট) কলিকাতা ১২

---

সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

# প্রচ্ছদপট

নিশাকালের চতুষ্পদী উপন্যাস

দাম : ৩·৫০ টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# মনের মানুষ

ভালবাসবে আপন জনকে হারাবার ভয়ে—

করুণ-মধুর জীবনের ভাষ্যে রচিত গ্রন্থ

দাম : ৩·০০ টাকা

জন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন...

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রেমের গল্প | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৭·০০ |
| প্রেমের গল্প | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |
| ভারত প্রেমকথা | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৬·০০ |
| রূপসী রাত্রি | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৫·০০ |
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৮·০০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৩·৫০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ | ৪·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ॥ | ৫·০০ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ | ৩·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ১·২৫ |

## আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

GOVT. LIBRARY
Govt. Basic Training College
Behar

# দেশ

DESH 40 Naya Paisa
Saturday 30th January, 1960

২৭ বর্ষ ১২ সংখ্যা ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ১৬ মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

## সর্বোদয়

গান্ধীজি তাঁহার মতের উপযুক্ত ছোটোখাটো বেশ কিছুদিন ধরিয়া চর্চা করিয়াছেন এবং সমস্ত দুইটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখার দুইটি সংজ্ঞা দেওয়া করিয়া গিয়াছেন। গান্ধীজি স্বরাজ, ট্রাস্টিশিপ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল ছোটোখাটো পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে ছোটোখাটো পুস্তিকা হইতেছে "Unto This Last", — রাস্কিনের বিখ্যাত গ্রন্থটির গুজরাটী অনুবাদ।

এই পুস্তক পাঠের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গান্ধীজি লিখিয়াছেন যে ইহাই তাঁহার মন সম্পূর্ণ করিয়াছিল, যাহার ফলে তিনি সইয়াছিলেন কতকে যেমন ইহার গুরুত্ব ছিল, তেমনি অপরিসীম ইহার সমাজ গড়ে করিবার। গান্ধীজি কেবল ইহা সম্পূর্ণ হইবার জোর নহেন। ইহাকে কর্মে রূপায়িত না করা অবধি তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। গান্ধীজির ঘরোয়া কথাতেই জানা যায় "I arose with the dawn, ready to reduce these principles to practice." "প্রাতঃকালে উঠিয়া ইহাকে কর্মে রূপায়িত করার জন্য প্রস্তুত হইলাম।" পরবর্তীকালে বইখানাকে তিনি গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করিলেন, নাম দিলেন "সর্বোদয়"। এইরূপে একটি মহৎ ভাবের ও মহৎ জীবনপন্থার সৃষ্টি হইল।

সর্বোদয় বলিতে কি বুঝি? সর্বোদয়ের অন্যতম সাধক বাবা কালেলকর সুন্দরই লিখিয়াছেন—সর্বোদয়ের অর্থ সকলের উদয়, কাহারো উদয় অন্য কাহারো অস্ত নয়। পৃথিবীর greatest good of the greatest number-এ আমরা বহু আছি, ইহাই যে দুই একশতাব্দীর প্রচেষ্টার ফল। এটা একটি ভিন্ন আর সেই পথে চলিয়া ভিন্ন, পরিষ্কার যায়। ট্রাস্টিশিপ সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা অনুসারে বেতন সর্বোচ্চতার লক্ষ্য greatest good of all এবং সকলের সর্বোত্তম হিসেবেই ধরিতে হইবে সর্বোদয়ের ভাবের ভিত্তি।

Greatest good to the greatest number এবং পুরুষের জোরের প্রয়োগে হিংসাকে ইউরোপের তত্ত্বজ্ঞানীরা। গান্ধীজি বলিয়াছেন হিংসার সাহায্যে কাহারো এই সত্য প্রতিপাদন নয়। হিংসার সাহায্য যেন যে হৃদয় করিতে পারে না সেজন্যই দুঃখিত পড়া হইবে। এই সত্যের মধ্যে নিহিত আছে কোন সম্প্রদায়ের ও পক্ষপাতের চিহ্ন। এখন পাশ্চাত্যের অহিংসার প্রবক্তাদের মধ্যে ইহাদের কোনটিই হিংসার উদ্দেশ্য নয়। ফ্রেঞ্চ সম্প্রদায়ের দুইটিই হিংসা। কিন্তু রুশোতে ফ্রেঞ্চ রাষ্ট্রবিপ্লবে কোনটিই হয় হিংসা নয়। সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সমাজের ওজন না হইয়াছে, এখনও একশতাব্দী হিংসা। হইয়া প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরও হিংসার উদ্দেশ্য মনে করেন না গান্ধীজি। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন "The freedom that we have won is not true swaraj. It is not for you to run after power. Go and spread out in to the villages and prepare the people there so that Swaraj that has come to Delhi may reach the remotest hut. Unless that is done Swaraj in the real sense will remain unachieved."

অর্থাৎ যে স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে, তাহা স্বরাজ নয়। স্বরাজের পিছনে চালনার ছুটিবেন না। সম্পদায়ের হাত হইতেছে পুরুষ চলিয়া হওয়া, গ্রামের কেন্দ্রগুলি হইতে ধরে, যাহাতে দিল্লীতে স্বরাজ স্বাধীনতা সব কল্যাণের ছুটিয়া দিল্লী পৌঁছিতে পারে। তাহা না হইলে প্রকৃত স্বরাজ লাভ হইবে না।" এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত স্বাধীনতা ও স্বরাজ। এখন এ দুটির মধ্যে পার্থক্যের সম্বন্ধ কি? স্বাধীনতা হইয়াছে ইংরেজ শাসন হইতে মুক্তি হইয়াছে ব্যবহার স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অর্থে দেশবাসী তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার আনে হাতে তুলিয়া নিয়াছে। স্বাধীনতা না হইলে স্বরাজ সম্ভব নয় বলিয়াই গান্ধীজি প্রথমে স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার চরম লক্ষ্য নয়, তাঁহার চরম লক্ষ্য ছিল স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতা লাভের পরে স্বরাজ লাভের জন্য সংগ্রাম। ভিন্ন লক্ষ্য ও পন্থার সমন্বয়ের তাঁহার চরিত্রের মূলমন্ত্র, তাঁহার কাছে সত্যাগ্রহ ও স্বরাজ এক ও অভিন্ন নয়।

গান্ধীজি বলিয়াছেন সমাজের সর্বোদয় এবং পুরুষের জোরের প্রয়োগের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং ছোটো-বড়োর মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। আর তাহার জন্যই তিনি বলিয়াছেন সর্বোদয়ের ভাবনা "সর্বে না সর্বনা সম্ব"। গান্ধীজির এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কাছে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান।

# প্রসঙ্গত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-ভাষণে ডক্টর হুমায়ুন কবির শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছেন। ডক্টর কবির কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ছিলেন। তারপরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরের সংগেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং যদিও তিনি যা বলেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত, তবু আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দুর্দিন এসেছে সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট কি ভাবছেন তার একটা আভাস এর থেকে পাওয়া যেতে পারে।

তিনি বলেছেন: "আমাদের শিক্ষার মান লোচনীয়ভাবে নিচু এবং ক্রমেই নিম্নতর হচ্ছে। ছাত্রদের যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া হলে ফেলের সংখ্যা যত এত বেশি হতে পারে না। "গ্রেস মার্ক" দেওয়া অথবা "গ্রেস মার্ক" নিয়ে পাস করার চেয়ে "ডিসগ্রেস" বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ছাত্রদের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না।"

তিনি বলেছেন: "শিক্ষার মান এত নিচু যে, পুরো এক বৎসর বইএর পাতা না খুলে মাত্র এক সপ্তাহ কি এক মাস মুখস্থ (নোট?) করেই ছেলেরা পাস করে যেতে পারে। এবং এই নিম্নমান ছেলেদের চপল ও অনিষ্টকর কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার একটা বড় কারণ।

তিনি বলেছেন: অনেক ছাত্র আছে যারা পড়বার জন্যে আসে না, অন্য নানা কারণে আসে। এদের শিক্ষালয় থেকে দূরে করার ব্যবস্থা করা উচিত। এইদিকে বম্বাই ও মাদ্রিয়ায় এবং আমাদের দেশেও মেডিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যে রকম কঠোরতা অবলম্বন করা হয়, কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগেও অনুরূপ কঠোরতা অবলম্বন করা হলে অযোগ্য এবং অনিচ্ছুক ছাত্রদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে।

আরও বলেছেন: ছাত্রদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ স্কুল থেকেই তাঁরা কাঁচা হয়ে আসে। এদের একটা মস্ত বড় অংশ স্কুলে কিছু করে আসেনি।

কথাগুলো বিবেচনা করে দেখা যাক, বক্তব্য এর মধ্যে নতুন কিছু নেই।

*

আমাদের শিক্ষার মান যে "লোচনীয়-ভাবে নিচু" তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু সত্যই এত নিচু কি যে, সমস্ত বৎসর ফাঁকি দিয়ে মাত্র "এক সপ্তাহ কি এক মাস" পড়লেই পাস করা যায়? তা যদি হতে তাহলে, ডক্টর কবিরও জানেন, ফেলের সংখ্যা এত বেশি কেন? তিনি কি বলতে চান, পরীক্ষার্থীরা দু বৎসরের মধ্যে একটা সপ্তাহও পড়তে চায় না? ছাত্র দুটো উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফেলের হার এত বেশি হওয়ার জন্যে একবার তিনি শিক্ষকদের দায়ী করেছেন, পরক্ষণেই ছাত্রদের, তারা একটা সপ্তাহও পড়ে না। শিক্ষার মান খুব নিচু বলে মনে হয় না। বরং বিপরীতটাই সত্য বলে মনে হয়। ছাত্রদের পক্ষে ভার্সিটি হয়েছে খালই অভিযোগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস-করা ছাত্রদের বিদ্যার বহর দেখে শিক্ষার মান সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে বটে, কিন্তু সেটা শিক্ষা মানের নয়, শিক্ষাদানের মানের। সেটা সংশোধন হওয়া আবশ্যক।

ডক্টর কবির ঠিকই ধরেছেন, সমস্যা প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা বিশেষ হয় না। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থার যথার্থ সংশোধন করতে গেলে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে সেইখানে। বলিয়াদ নষ্ট না হলে কলেজে শিক্ষাদানের মান উন্নত করে এমন কি পঠন-পাঠনে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মতো কঠোরতা অবলম্বন করেও ফল পাওয়া যাবে না। ছাত্রদের পাঠে অনুরাগ বাড়ে হ্রাস পাবে এবং "চপল ও অনিষ্টকর কার্য-কলাপে" অনুরাগ বাড়বে।

*

ডঃ কবির ছাত্রদের দুটি দলে ভাগ করেছেন: ইচ্ছুক ও অনিচ্ছুক। যারা শান্ত-শিষ্ট এবং পড়াশুনোয় ভালো, যারা কোনোপ্রকার গোলমাল করে না তারাই, বলা বাহুল্য, ইচ্ছুক। যারা শান্ত-শিষ্ট নয়, পড়াশুনোতেও ভালো নয়, পরন্তু নানাপ্রকার গোলমাল করে তারাই তাঁর মতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এমন ছাত্রও তো অনেক থাকে যারা শান্ত-শিষ্ট নয়, নানাপ্রকার গোলমালও করে কিন্তু পড়াশুনোয় ভালো, তাদের তিনি কোন্ দলে ফেলবেন?

তিনি আর একদলের কথা বলেছেন, যারা পড়বার জন্যে আসে না, রাজনীতি করতে আসে। আগে সুচারুরূপে ভালো খেলোয়াড় ছাত্রদের কলেজে নাম থাকত শুধু প্রতি-যোগিতা যে কলেজের হয়ে খেলবার জন্যে। তাদের মাইনে দিতে হত না। কিন্তু ডক্টর কবির যাদের কথা বলেছেন তাদের কলেজের বেতন নিশ্চয়ই দিতে হয় এবং অভি-ভাবককেই দিতে হয়। জানছি, এমন অভিভাবক কতজন আছেন যাঁরা বৎসরের পর বৎসর ছেলে-মেয়ের পড়ার খরচ গুণে যান সম্পূর্ণভাবে জেনে যে, তারা পড়ছে না। এমন ছাত্র যদি থাকেও তাদের সংখ্যা খুব বেশি হবে না।

*

ডক্টর কবিরের ভাষণ থেকে মনে হল তাঁর শাসক-মনোভাবপ্রসূত। তাঁর চোখে রয়েছে ছাত্রদের উচ্ছৃংখল আচরণ, যেটা শাসন চালাবার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। তাদের তিনি "weed out" করতে চান, সংশোধন করতে নয়। পরীক্ষার ফল দেখে মনে হয়, ছাত্রদের একটা বিরাট অংশই আজ পাঠে অমনোযোগী। ডাক্তারী অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায় ভালো ছেলের দল। তাদের কোনো মতেই "অনিচ্ছুক" বলা চলে না। তাদের সম্বন্ধে যে কঠোরতা অবলম্বন করা হয় তা তাদের সংশোধনের জন্যে, "weed out" করবার জন্যে নয়। "Weed out" করবার প্রবৃত্তিটাই শাসকের প্রবৃত্তি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় প্রচণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় বিদেশী শাসক সরাসরি ছাত্রদের সম্বন্ধে যে কথা বলেন নি, ভারতীয় গভর্নমেণ্টের একজন সদস্য তাদের সম্বন্ধে সেই কথা বলছেন।

আমাদের আধুনিক শাসক সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা বলতেই হবে ভুল পথে চলেছে। সেদিন ইসলেহুদ্দিন বলেছেন শিক্ষার প্রসারের ফলে এমন একদল ছাত্র শিক্ষালাভ করতে আসছে যারা কোনো পূর্বের ইতিহাসে শিক্ষালাভ করেনি। তবে এই উক্তি কি ছাত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত? জানি না। আজ সাধারণ মধ্যবিত্ত ছাত্র সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশকে 'অনিচ্ছুক' বলে অভিহিত করে তাদের শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার কথা ভাবছেন। আশ্চর্য!

*

এর ফলে শাসকশ্রেণীর যে সুবিধা হবে তাও মনে করা ভুল। এরা কলেজ থেকে বেরিয়ে এলেই যে দেশ ছেড়ে চলে যাবে তা তো নয়। দেশেই থাকবে এবং উচ্ছৃংখলতা বড় জোর এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে, যেমন ক্ষেত্রে, সম্প্রসারিত হবে। এবং সেদিন কবির সাহেবরা থাকবেন না সেদিন এরা থাকবে এবং কে জানে, হয়তো এদের হাতেই তাদের তথা নিজের বিনাশ করবে।

না মহাশয়, চিকিৎসা আমূল অস্ত্রোপচার করে ক্ষত নিরাময়ের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। বিশেষ করে ক্ষত যদি সর্বাংগে হয় তাহলে তো নয়ই। আজ ক্ষত জাতির সর্বাংগে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে যে ব্যাধি দেখা যাচ্ছে তা শুধু তাদের একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে সীমায়িত নয়। তার সুচিকিৎসাও "weed out" করে হবে না।

GOVT. LIBRARY Coo

# বেড়াপিরি

[illegible] স্বাধীনতা বা অন্য [illegible] যায়। এটা কল্পনা নয়, স্বচক্ষে দেখা [illegible] যাকলে যায় ৭৫ টাকা পকেটে [illegible] ব্যাপার। যাক্, বলতে বসেছিলাম [illegible] [illegible] হোটেলে চড়ে বসা যায় এবং অন্য কথা—নেপালের প্রধান মন্ত্রী [illegible] বিদেশে যেমন খুশি চালে বেড়িয়ে বেড়ানো শ্রীবিশ্বেশ্বরের কিরতনার কথা, কারণ বৃহৎ

বিদেশ থেকে গণ্যমান্য অতিথিদের আমন্ত্রণ দেশেই আছে। বিদেশীরা যাঁরা আসেন তাঁরা কয়েকদিন পরে পরেই বিদেশের কাছে কীর্তিকলাপ লেখতে পান যে, পালাম বিমানবন্দরে থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে আসার পথের দুধারে এবং মোটর শোভাযাত্রা-পথের দুধারের পরিবার সাধ্য অনা এই দেশের সরকার সাজসজ্জা বা জড়ভরত করে রেখে থাকে। তাঁরাই বুঝে যায় যে, কোন বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক এখন আসন মন্ত্রণা-সভায় বসবেন, এখন তিনি কোথায় যাবেন। তাকে পরিবারে সম্মান দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো এসেই যাবে। তা কতটা তা সত্যিই কি হয়ে থাকে। এখন শুধু মন্ত্রী এবং অন্য যাঁরা সরকারের হয়ে আমন্ত্রণ করেন তাঁরাই জানেন। কোন সরকার ও রাষ্ট্রনায়ক আমন্ত্রণ ও গ্রহণের ব্যাপারে কতটা সতর্কতা রক্ষা করতে হয়। তবে মনে হয়, কোন সরকারের পক্ষে নানা কারণে এ ব্যাপারে দুধারে অনেকে। তাকে বিদেশ থেকে আসতে হয়। তবে পুরোপুরি দুধারে না হলেও বছরে তাদের অন্তত কোনটি কখনও যেতে হয়। তবে বিদেশী সরকারের কাছে এবং বিদেশী হয়ে থাকেন, এমনকি চক্ষুলজ্জার টানাটানিতে আসে। এই সরকার একজন-চেয়ারম্যান প্রধানের একটা কথা মনে পড়ল। সকালেই আসেন না, অন্যকোন সরকারি বিদেশকে সম্মান করার জন্য বিদেশী টাকা খরচ করবে উপরে সরকারের কী রকম কতা নজর। তার জন্য সরকারী মঞ্জুরি পেতে হয়ে, কোন সময়ে কাজেই না পরিপন্থী হয়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, বিদেশে যাবার এবং সেখানে টাকা খরচ করবার সময়ে কারণ, অন্তত পক্ষে সম্মান সম্মান কারণ যেখানে থাকে সেখানেই প্রমাণের কড়াকড়ি হয় বেশি। কিন্তু হাঁস কাজে উড়বার টাকা থাকে, তবে তার এসব আমলাদের মাথাই সরকার নেই। যেমন একজনের সরকারের একেবারে না করলেই হল। কারণ আমাদের দেশের অনেক বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী যে উপায়েই হোক, বিদেশে বেশ মোটা টাকার অ্যাকাউন্ট গড়ে তুলেছেন। কী করে গড়ে তুলেছেন সেটা এখানে আলোচ্য নয়, তাঁদের বা তাঁদের


নাভানার বই

কবিতা

| | |
|---|---|
| পালা-বদল ॥ অমিয় চক্রবর্তী | ২·০০ |
| কঙ্কাবতী ॥ বুদ্ধদেব বসু | ৩·০০ |
| জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা | ৪·০০ |
| বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা | ৪·০০ |
| নরকে এক ঋতু ॥ র‍্যাঁবো। অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য | ২·০০ |

প্রবন্ধ

| | |
|---|---|
| আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী | ৭·৫০ |
| রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| সব-পেয়েছির দেশে ॥ বুদ্ধদেব বসু | ২·৫০ |
| পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| রক্তের অক্ষরে ॥ কমলা দাশগুপ্ত | ৩·৫০ |
| স্মৃতিরঙ্গ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় | ২·৫০ |
| সময়টা কেমন যাবে ॥ জ্যোতি বাচস্পতি | ৩·০০ |

গল্প ও উপন্যাস

| | |
|---|---|
| প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প | ৫·০০ |
| সমুদ্র-হৃদয় (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু | ৪·০০ |
| এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩·০০ |
| ফরিয়াদ (উপন্যাস) ॥ দীপক চৌধুরী | ৪·০০ |
| চিররূপা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ | ৩·০০ |
| মেঘের পরে মেঘ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু | ৩·৭৫ |
| গড় শ্রীখণ্ড (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার | ৮·০০ |
| বসন্তপঞ্চম ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র | ২·৫০ |
| তিন তরঙ্গ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু | ৪·০০ |
| মীরার দুপুর (উপন্যাস) ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | ৩·০০ |
| চার দেয়াল (উপন্যাস) ॥ সতীপ্রিয় ঘোষ | ৩·০০ |
| মাধবীর জন্য ॥ প্রতিভা বসু | ২·৫০ |
| নীল ভুঁইয়া (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার | ৫·০০ |
| বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু | ৩·৫০ |
| বন্ধুপত্নী ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | ২·৫০ |
| মনের ময়ূর (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু | ৩·০০ |

শিশুসাহিত্য

| | |
|---|---|
| মিঠুয়া ॥ সমর চট্টোপাধ্যায় | ১·০০ |
| অবন পটুয়া ॥ সমর চট্টোপাধ্যায় | ২·০০ |

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

রাষ্ট্রনায়কদের এমনভাবে নিয়ে হৈচৈ এর আগে নেপালের কথা অনেকেরই কানে না পৌঁছতে পারে। গত মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার এলেন, তাঁকে নিয়ে হৈচৈ-এর কিছু ছিল না। তারপর সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট ভরোশিলভ এসেছেন এবং এখনো রয়েছেন। আবার আগামী মাসে স্বয়ং খ্রুশ্চভ আসছেন। মিঃ খ্রুশ্চেভের বিশেষ করে এখন ভারতে আসার কথা ছিল না, তাঁর এবারকার সফরে একটা স্থান নির্দিষ্ট ছিল ইসলামাবাদ। ইসলামাবাদের যাবার পথে তিনি এখানে নামছেন, কিন্তু সেই নামাটাই একটা বিশেষ অপমানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার যতটা সময় ভারত ভূখণ্ডে অতিবাহিত করেছিলেন, মিঃ খ্রুশ্চেভ প্রায় ততটা সময়ই এখানে "কাটিয়ে" করবেন। সুতরাং মিঃ খ্রুশ্চেভের সম্বর্ধনা "আয়োজন" এখন থেকে করা হয়ে গেছে।

এই সব মহাবলীদের নিয়ে যে হৈচৈ হচ্ছে তার মধ্যে শ্রীনিবাসনের বৈরাগ্যের কথা অনেকেরই মনে না থাকতে পারে। ১৯৫১ ভারতবর্ষের স্বাধীন সম্পর্কের প্রথমে বন্ধুত্বের আশ্বাসের নেতারা এবং বিদেশী প্রতিনিধিরা বন্ধুত্বের যে-সব কথা বলে থাকেন সে সব কথা নেপাল সম্বন্ধে যতটা সত্য অন্য কোনো দেশ সম্বন্ধে ততটা নয়। নেপাল ও ভারত সম্পর্কে অসাধারণ ঐকান্তিকতার কথা যখন বলা হয় যখন বলা হয় যে উভয়ের মধ্যে অতীত যখন বলা হয় ঐতিহাসিক ভৌগোলিক জাতিগত ও কৃষ্টিগত সূত্রে ভারত ও নেপাল অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ তখন সত্য কথাই বলা হয়। কিছুমাত্র অতিরঞ্জন বা অতিরঞ্জন এতে নেই। অন্য অনেক দেশ সম্বন্ধে মিষ্টি কথা বলতে হলে অনেক কিছু ভুলতে হয় বা ভুলতে কল্পনা করতে হয়। কিন্তু ভারত ও নেপালের আত্মীয়তার কথা বলতে হলে কিছু ভুলতে হয় না বা বাড়াতে হয় না। অন্য পক্ষে ভারত ও নেপালের আত্মীয়তাকে যারা অস্বীকার করতে চায় তাদেরই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। ভারত ও নেপালের স্বার্থ এক নয়, একথা যারা বলতে চায় নেপালের নিরাপত্তা ভারতের নিরাপত্তা থেকে পৃথক করে যারা ভারতে চায় তারাই সত্যকে অস্বীকার করে। "হিন্দী চীনী ভাই ভাই" বা "হিন্দী রুশী ভাই ভাই" অথবা অন্য কোনো দেশ সম্বন্ধে ভাই সম্পর্ক জাহির করা অনেকটা পাড়াগাঁয়ে সম্পর্ক নিয়ে ঠিকাদার করার মতো। সেই পাড়াগাঁয়ে সম্পর্ককে খাড়া করে রাখার চেষ্টা হয় মিথ্যা ইতিহাসের হেলন নিয়ে। কিন্তু তার পরিণাম ভালো হয় না। কারণ আঘাত যখন আসে তখন যে-মিথ্যা দিয়ে নিজেকে ভুলাবার চেষ্টা করেছি তার দৈন্য নিষ্করুণ বোধ হয়। তখন মনুষ্যের মন একেবারে উল্টোমুখী হতে চায়। ভারত ও নেপালের মধ্যে এরকম হবার সম্ভাবনা নেই, কারণ এখানে যে-ভ্রাতৃ সম্পর্ক সেটা পাতানো সম্পর্ক নয় বা কোনো স্বার্থের খাতিরে মাত্র তা করে করা হচ্ছে এরূপ নয়।

শ্রীনিবাসনের বৈরাগ্য ভারতে প্রশংসিত নয়। কিন্তু নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই তিনি প্রথম ভারতে ভ্রমণ করছেন। আজ "নূতন নেপাল" গঠনের আহ্বান নেপালী জাতির অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে। রাজার রাজনীতি, দেশপ্রেম ও ক্রীড়নীতির সাধনা সেই আহ্বান বহন করে চলেছে তাঁদের মধ্যে শ্রীনিবাসনের বৈরাগ্যের স্থান সর্বোচ্চ হবে। তাঁর প্রতি নেপালের ভালোবাসার সীমা ভারতের চেয়েও সংকীর্ণ হয়েছে এবং থাকবে।

২৩।২।৬০

ডাঃ কার্ত্তিক বসুর
টাইফোসোড়া নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্পেপসিয়ায় ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ—কলিকাতা ৯

রবীন্দ্র সাহিত্যের একমাত্র
ভারতপথিক রামমোহন রবীন্দ্রনাথ
[illegible] রামমোহনের স্মরণ-সভায়, রামমোহন লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতার শতবার্ষিক উৎসবে মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, অভিভাষণ দিয়েছেন ও অন্য সূত্রেও রামমোহন সম্বন্ধে যা বলেছেন, এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণে তা যথাসাধ্য সংকলন করবার চেষ্টা করা হয়েছে।
এই গ্রন্থে প্রকাশিত সর্বপ্রাচীন রচনার রচনাকাল মাঘ ১২৯১, সর্বশেষ রচনা লিখিত ১৩৪৮ সালের মাঘোৎসবে। পূর্বসংস্করণের পর এই নূতন সংস্করণে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি রচনা সংগৃহীত হয়েছে। মূল্য তিন টাকা।
বিশ্বভারতী
৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

# রাষ্ট্রপতি ভরোশিলভ

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ক্লেমেন্ট ভরোশিলভ ইয়েকেমাতেরিনোস্লাভ ভরোশিলভ নামে সুপরিচিত নন বোধহয় সুদূর পল্লীর কৃষক। তবে ও নাম এখন নামমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিপ্লবীর বিজয়মুকুট ছিনিয়ে নেবার দুর্নিবার লালসা নিয়ে যে সব জনপ্রিয় হয়েছেন, তাঁকে আমরা ভরোশিলভ বলেই জানি।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভরোশিলভের জন্ম, অর্থাৎ এখন তাঁর ৮০ বছর বয়স। বলতে গেলে এই দীর্ঘ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তাঁর অতিক্রান্ত চরমের প্রতিক্রিয়া পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কিশোর বয়সে তিনি জারের নিষ্ঠুর পরিবারের বিরুদ্ধে যৌবনে সংগ্রাম করেছেন হয়েছেন নির্বাসন ও কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে, প্রৌঢ়বয়সে প্রতিরোধ করেছেন ফ্যাসিবাদের দুর্নিবার অভিযান আজও তিনি রক্ষণশীলদের অন্যতম নেতা।

জাতি পরিচয়ের দিক দিয়ে তাঁর কোনো স্পষ্ট সুবিধে তাঁর কেউ নিতে চায়নি। মাত্র কয়েক বছর বয়সে বয়স্কদের অনিচ্ছায় নেমেছিলেন তাঁদের হয়ে তাঁদের জীবিকার্জনে। তাঁদের কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত কিছুদিন পরে বছর বয়সে তাঁকে ভর্তি হয়ে ছেলেরা লুগানস্কের স্কুলের এক কারখানায়। আজ যাঁদের লুগানস্ক বলে কোন শহর নেই, তাঁদেরকে সেই অতীতে কিলবার্ন ভূমিকম্প নামকরণের এখন হয়ে নাম হয়েছে ভরোশিলভগ্রাদ।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র আঠারো বছর বয়সে তাঁর কারখানার ভূমিকম্পের সম্পর্কটের সোহা করে তিনি বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে আসেন। এর ফলেই তাঁর চাকরি যায় এবং তখন থেকেই তিনি রাজনৈতিক বৈপ্লবিক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বলশেভিক দলের পূর্ণ সভ্য হিসেবে যোগদান করেন। এর পর থেকে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর বিপ্লবের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তাঁর সমস্ত জীবন তিনি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেন। বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন পেট্রোগ্রাদের অন্যতম কারখানার শ্রমিক। বিপ্লবের পর সেখানে প্রতিবিপ্লব শুরু হয় এবং তিনিও সমস্ত বন্দী শক্তির আক্রমণে বিপ্লবী ঘাঁটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন লেনিনের যোগ্য সহকর্মীরূপে তিনি কলোমনুটাই সংগঠন ও সংগঠনের মধ্যে জাতিসংগঠন (রেডগার্ড লড়াকিদলরূপে) রক্ষা করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তর ককেশীয় সমরবিভাগের প্রধান সেনানায়ক নিযুক্ত হন। এর তিন বছর পরে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রণবিদ্যার নো ও সমরবিভাগের মন্ত্রী এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩৫ থেকে '৪০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন রণবিদ্যার সেনাপতি মন্ত্রী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মান সৈন্যবাহিনী যখন রাশিয়া আক্রমণ করে তখন তাঁর ওপর লেনিনগ্রাদ রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য আছেন তিনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ থেকে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান পদলাভ করেছেন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে। আজও সেই পদে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি


বিনয় ঘোষ
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ
২ য় খণ্ড : ৫·০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৬·০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২·০০ ॥
দ্বিতীয়ের সমালোচনা
রবিতীর্থে ॥ ৪·০০ ॥
সুবোধকুমার চক্রবর্তী
মণিপদ্ম ॥ ৪·০০ ॥
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
কয়লাকুঠির দেশ ॥ ৩·৫০ ॥
সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প
মৃগতৃষ্ণা ॥ ৩·০০ ॥
সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প
কৃশানু ॥ ৬·০০ ॥
মনোজ বসুর
• জল জঙ্গল ॥ ৩·০০ ॥
সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের ভিতরে বাঘ ও মানুষের লড়াই
• এক বিহঙ্গী ৫·০০
অনুপম এক সমাজের সঙ্গে মানবের এক উপন্যাস
• মানুষ নামক জন্তু ৩·০০
• রক্তের বদলে রক্ত ২·৫০
• গল্প সংগ্রহ ৪·০০
• কুমারেশ ঘোষ
সাগর-নগর ॥ ৩·৫০ ॥
নগরীবরণ পুরুষ
অপারেশন ॥ ৬·০০ ॥
বরেন্দ্রনাথ মজুমদার
রাজা ও মালিনী ॥ ৩·০০ ॥
হুমায়ুন কবির
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ॥ ৩·৫০ ॥
• প্রকাশের অপেক্ষায় •
ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
ভর্ক বার্নাড শ
বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস
নীলাঞ্জনের খাতা
নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস
মনামী
—সৈয়দ মুজতবা আলির—
• পঞ্চতন্ত্র (১ম খ) ॥ ৩·৫০ ॥
• ময়ূরকণ্ঠী (২য় খ) ॥ ৩·৫০ ॥
• জলে ডাঙায় (৩য় খ) ॥ ৩·৫০ ॥
• অবিশ্বাস্য (৪র্থ খ) ॥ ৩·০০ ॥
হরেকরকমবা
আরোগ্য নিকেতন বনফুলের মনোজ্ঞ উপন্যাস ॥ ৫·০০ ॥ ডায়মণ্ড জুবিলি ॥ ৭·৫০ ॥ দেবতাত্মা হিমালয় সুবোধকুমার সমগ্র (১ম খণ্ড : ৮·৫০) (২য় খণ্ড : ১০·০০) ॥ জাগরী সতীনাথ ভাদুড়ী ॥ ১০·০০ ॥ বি টি রোডের ধারে সমরেশ বসু ॥ ২·৫০ ॥ পূর্ব পার্বতী প্রফুল্ল রায় ॥ ৮·৫০ ॥ চিত্র ও বিচিত্র নবেন্দু ঘোষ ॥ ৩·৫০ ॥ আট খড় কেরোসিন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ ২·০০ ॥ গৃহ ও প্রাঙ্গণ অতুল চক্রবর্তী ॥ ৩·০০ ॥ নবীন ও প্রাচীন নিমাইসুন্দর বসু ॥ ৮·০০ ॥ লীলা সঙ্গিনী অমিয়ভূষণ সেন ॥ ৮·০০ ॥ দ্বৈত সঙ্গীত বরদাচরণ সেন ॥ ৮·০০ ॥ বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য প্রমথনাথ বিশী ॥ ৩·৫০ ॥
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা—বারো ॥

পরিচিত এবং ভারতেও সম্বর্ধিত হয়েছেন রাষ্ট্রপ্রধানরূপে।

সোভিয়েট সংবিধান-সৃষ্ট এই পদটি সংবিধানজগতে অনন্য এবং নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া একটি রাষ্ট্র কিনা এবং সেই রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তিকে প্রধানরূপে স্বীকৃত করা হয় কিনা, আর স্বীকৃত হলেও কোন পদের অধিকারীকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে তা সোভিয়েট রাশিয়ার ঘোষিত আদর্শ, তার সংবিধান, প্রকৃত শাসন ব্যবস্থা ও অনুসৃত নীতি থেকে সবসময় ঠিকমত বোঝা যায় না। ভরোশিলভ অধিকৃত পদটির বিশ্লেষণ করলে হয়ত এসব প্রশ্নের অনেকটা সঠিক জবাব পাওয়া যেতে পারে।

যতদিন পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন লেনিনের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্ররূপে তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। কারণ কম্যুনিস্ট লেনিন নিজেই ছিলেন রাষ্ট্র-বিরোধী। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল পৃথিবীর বুকে পুঁজিবাদ-সৃষ্ট কতকগুলি কৃত্রিম বাধন যা চূর্ণবিচূর্ণ করে সারা বিশ্ব জুড়ে একটি সমমনস্ক কাম্যুন করাই হল কম্যুনিস্টদের একমাত্র কাজ। এই উদ্দেশ্যেই তিনি সংগঠন করেছিলেন আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সংঘ থার্ড ইন্টার-ন্যাশনাল। আর বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার নাম দিয়েছিলেন ইউনিয়ন অফ সোশ্যালিস্ট সোভিয়েট রিপাবলিক—রাশিয়া কথাটির কোন উল্লেখই ছিল না তার মধ্যে। লেনিন ভেবেছিলেন, একটির পর একটি দেশে কম্যুনিস্ট বিপ্লব হবে আর সেই দেশগুলি এক একটি সোভিয়েট রিপাবলিকরূপে যোগ দেবে ঐ ইউনিয়নে। এ কারণে রাষ্ট্রপ্রধান-দের নামও তিনি মিনিস্টার থেকে পাল্টিয়ে রাখেন "কমিসার"। মিনিস্টার কথাটির মধ্যে বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার গন্ধ আছে বলে। লেনিনের এই আদর্শ যদি অপরিবর্তিত থাকত তবে আজও কোন রাষ্ট্রপতির অস্তিত্ব সম্ভব হত না রাশিয়ায়, কারণ রাষ্ট্রই হত না রাশিয়া। কিন্তু হিটলারের আবির্ভাবের পর থেকেই রাশিয়ার রাজনীতিক চরিত্রে পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে একটি রাষ্ট্র-রূপেই সে যোগ দেয় লীগ অফ নেশনসে। অর্থাৎ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া নিজেকে "ক্রমপ্রসারশীল সাম্যবাদী দুনিয়ার" মর্যাদা থেকে সংকুচিত করে একটি রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃত করে নেয়। আজও সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি রাষ্ট্ররূপেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়ার নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। এই সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে যেভাবে শক্তিশালী করা

রাষ্ট্রপতি ভরোশিলভ

হয়েছে তাতে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিপাবলিকগুলির বর্তমানে কোন ক্ষমতা নেই বললেই হয়। ইচ্ছা করলে ঐ বিপাবলিকগুলির অস্তিত্ব লোপ সোভিয়েট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকার বিলুপ্ত করে দিতে পারে, সে ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারেরও নেই। এ ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একমাত্র ছয়ত সরকারেরই ক্ষমতার তুলনা করা যেতে পারে। ছয়ত সরকার যেমন পয়লন প্রত্যেকজনকে যেমনইচ্ছে নির্বাচিত বা হয়রানকরে অবলুপ্ত করতে পারেন তেমনি রাশিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার পারেন রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিপাবলিকের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করে নিতে। যেমন করাচ্ছুশ্চভ জাতির অনুপযুক্ত বলে ক্রিমিয়া কয়েক বছর আগে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন তেমনি স্তালিন স্টেটকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু কোন রাষ্ট্রকেই নিই ইচ্ছা বা মাসাচুসেটসের স্বাতন্ত্র্যঅস্বীকার কোন দিতে পারেন না। এটা সংবিধান-বিরোধী কাজ হবে এবং সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হবেন। আর একটা কারণে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার ছয়ত সরকারকেও পেছনে ফেলে গিয়েছে। রাশিয়ার কর ও শুল্ক আদায়ের অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারেরই আছে, কোন বিপাবলিকের এক কপর্দকও কর আদায়ের ক্ষমতা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার নিজ বিচার বিবেচনা মত সংগৃহীত রাজস্ব অন্তর্ভুক্ত বিপাবলিক-গুলির মধ্যে ভাগ করে দেন। অর বিপাবলিকগুলিকে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ প্রশ্ন উঠতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়নই যখন দেখা যাচ্ছে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার-বিশিষ্ট রাষ্ট্র তখন তার অন্তর্ভুক্ত বাইলো রাশিয়া বা উজবেকের কোন যুক্তিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাষ্ট্রসদস্যরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হল। একথার জবাবে শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, কোন যুক্তিই এর পেছনে নেই। যে ভৌগোলিক এলাকার মানুষ তার পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকারী নয় যার নিজস্ব কোন সৈন্যবাহিনী নেই, মন্ত্রী নেই, টাকা আদায়ের ক্ষমতা নেই তাকে রাষ্ট্র বলার কথা, প্রশ্নের বা অপরাধের মর্যাদাও দেওয়া যেতে পারে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপাবলিকগুলি প্রকৃতপক্ষে কাউন্টি বা ডিস্ট্রিক্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই বিপাবলিকগুলির সম্মিলনে গঠিত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র থেকে আসে তার রাষ্ট্রপতি প্রসঙ্গ।

রাষ্ট্রনায়কই আন্তর্জাতিক সাক্ষাতের আলোচনার জন্য একজন রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজন হয়। সেই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নেও একজন রাষ্ট্রপ্রধান আছেন কিন্তু সোভিয়েট সংবিধানের বিচারে তাঁকে রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান বলা যায় কিনা সেটা একটা আলোচ্য বিষয় হওয়া প্রয়োজন। কারণ প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির কোন উল্লেখ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণতার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম যে কিভাবে সমবায়ন ভাঙানো হয়। তাতে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে জানানো হয়েছিল যে তিনিই রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান, কারণ তিনি রাশিয়ার মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি। একারণে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণকালে ক্রুশ্চেভকে সর্বত্র প্রধানমন্ত্রী না বলে চেয়ারম্যান বলে সম্বোধন করা হয়েছিল। কিন্তু সাংবিধানিক বিচারে এটা সোভিয়েত ঠিক কাজ হয়নি। কারণ রাষ্ট্রপতির কোন কাজই তিনি করেন না। রাষ্ট্রদূত প্রেরণ বা গ্রহণও করেন ভরোশিলভ। কিন্তু ভরোশিলভকেও ঠিক রাষ্ট্রপ্রধান বলা চলে কিনা, একটু বিচার করে দেখা দরকার।

সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রেসিডেন্টের বলতে আছে প্রেসিডিউম। এ সম্পর্কে সোভিয়েট সংবিধানের ব্যাখ্যাকারেরা বলেন, তাঁদের রাষ্ট্র প্রকৃত গণতন্ত্রী বলেই সেখানে আমেরিকা বা ইংলণ্ডের মত একজন রাষ্ট্রপ্রধান নেই। প্রেসিডিউমের সকল সদস্যের ক্ষমতা ও মর্যাদাও সমান বলে তাঁরা দাবি করেন। তাঁরা বলেন, প্রেসিডিউমের কাজ ভাগভাবে চালানোর জন্যই তার একজন চেয়ারম্যান থাকেন, তাঁর আর অন্য কাজ নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রধান প্রসঙ্গ আলোচনা

করতে গিয়ে কি কার্টিস্কভের বলেছেন, "The Soviet State is headed not by a single person, but by a body of 33 members of the Supreme Soviet of the U.S.S.R. who constitute the collegial President of the U.S.S.R. This illustrates the consistent and truly democratic principles on which the higher organs of state of the Soviet Union are built."

সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন ব্যক্তিপতি নেই, একথা বললে ভুল বলা হবে না।

প্রেসিডিয়ামের চৈনিক সদস্যকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার কারণ আছে। ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ নিয়ে এই সদস্যের সঙ্গেই আলোচনা হয়েছে। তিনি কতদূর নমনীয় হবেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। তাছাড়া চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কতখানি উজ্জ্বল হবে তাও বোঝা যাবে।

ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের মনোভাব সম্পর্কে ভারতে কোন বিভ্রান্তি নেই। সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক রাখতে চায়, কিন্তু ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করতে চায় না। সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বিরোধ নিয়ে মধ্যস্থতা করতে চায়। কিন্তু ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন কোন পক্ষ অবলম্বন করতে চায় না। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই নিরপেক্ষতা ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক। সুতরাং দুই ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ভারতের নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাসের উপর ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি করও সন্দেহ তুলবার হেতু পাওয়া যায় না।


ত্রিবেণীর বই — সব বই-ই ভাল

— সাম্প্রতিক প্রকাশন —

| | | |
|---|---|---|
| সাংখ্য | ॥ চিন্তাহরণ কর ॥ | ৪·০০ |
| পঞ্চশীমহল | ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ | ৪·০০ |
| চরকুমি | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩·৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩·০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ | ৪·৫০ |
| ইষ্ট কুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩·৫০ |
| মন মানে না | ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ | ৩·৭৫ |
| শুক্লসন্ধ্যা | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৩·০০ |
| মুখের রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৩·০০ |
| একান্ত আপন | ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪·০০ |
| আকাশলিপি | ॥ সৌম্যেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ | ৪·০০ |

— ছোটদের বই —

| | | |
|---|---|---|
| ॥ গল্প সংগ্রহ ॥ | | |
| নীলাঞ্জনছায়া | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। | ৩·০০ |
| আপন প্রিয় (৫ম সং) | রমাপদ চৌধুরী। | ৩·০০ |
| কথাকলি (২য় সং) | | ৩·০০ |
| পলাশের নেশা (৩য় সং) | সরোজ ঘোষ। | ৩·০০ |
| স্বপ্নমঞ্জরী (৫ম সং) | মুকুলবা আলী ও বন্ধন। | ৩·৫০ |
| কৃষ্ণা (২য় সং) | সমরেশ বসু। | ৩·০০ |
| বধূবরণ (৩য় সং) | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। | ৩·০০ |
| পরমায়ু | সন্তোষকুমার ঘোষ। | ৩·৫০ |
| ॥ উপন্যাস ॥ | | |
| রাধা (৬ষ্ঠ সং) | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। | ৭·০০ |
| অনুবর্তন | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। | ৪·০০ |
| জনপদবধূ (২য় সং) | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। | ৮·৫০ |
| কালিতীর্থ কালিঘাট (৭ম সং) | অবধূত। | ৪·০০ |
| অপরূপা | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। | ৪·০০ |
| চীনে লণ্ঠন (২য় সং) | লীলা মজুমদার। | ৩·২৫ |
| আমার ফাঁসি হল (২য় সং) | মনোজ বসু। | ৩·৫০ |
| বনভূমি (২য় সং) | বিমল কর। | ৩·০০ |
| রূপসাগর (২য় সং) | সুবোধ ঘোষ। | ৪·০০ |
| ॥ রম্যরচনা ॥ | | |
| ধূপছায়া (৬ষ্ঠ সং) | সৈয়দ মুজতবা আলী। | ৪·৫০ |
| ॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥ | | |
| লুকনকে ধান | শিবশঙ্কর পিল্লাই। | ৩·০০ |
| আটির মানুষ | কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী। | ২·৫০ |

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

# দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

"সখি রে আমারও একদিন যৌবন ছিল।" (ছেলেবেলায় শোনা যাত্রায় "যৌবন" কথাটা অর্ধশিক্ষিতের অভিনয়ে শোনাত "জৈবন।") আজ ভাবতেও বিস্ময় লাগে, আমিও একদিন সকাল থেকে দাঁড়িয়েছি সিনেমার কিউয়ে সন্ধ্যার শোয়ের টিকিটের জন্য; আমিও একদিন কড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করেছি একান্ত অ-পুরুষের ফুটবল ম্যাচ দেখতে; আমিও একদিন ধনী দিয়েছি ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট খেলা দেখতে। আজ কাগজে খেলার ভীড়ের দৃশ্যের আলোকচিত্র দেখে মনে মনে নিজেকে স্থাপন করি সুদীর্ঘ সারির কোনো একটা জায়গায়—সম্ভব হলে ওই ভদ্রলোক ছেড়াগুলি থেকে দূরে—কিন্তু আমি যেন ওখানে নেমানান। এখন ক্রিকেট খেলা আমার পক্ষে এমন কিছু দূরের কাজ নয়। টিকিট জোগাড় করা আদৌ অসম্ভব হবার কথা নয়। একটি মাত্র টেলিফোন করলে হয়ে যাওয়া যায়। তবু যেন উৎসাহ নেই। এর ভিতর। সারাদিন ওখানে বসে থাকা। যেন সব লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া যাদের সঙ্গে আজ আমার বুদ্ধিসম্পর্ক সমানা। তবু ক্লাস অনেক ভাঙ্গে বসিতে বসে মাঠের খেলা বা পরপ্রভাতে কাগজে বিবরণ পড়া। প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্পর্শের টক আনন্দটি এতে নেই জানি কিন্তু এই প্রত্যক্ষতাতেই যেন রস পাই মনে।

আমার অফিসের জানালা থেকে প্রকাণ্ড ট্রেডারদের বিস্তৃতি একটা আকাশ সুন্দর একটা সবুজ মুক্তি। কাজের ফাঁকে আমি ওই জানলায় গিয়ে দাঁড়াই আর ট্রেডারস ক্লাব দুরেক্ষণের দ্রুত ধাবমান জনতার দিকে। কিন্তু দূরের মাঠে আমার দৃষ্টি চলতে চলতে যায়ই হয় না, কিন্তু দৃষ্টি রেখাই পথ প্রতিবিম্ব গোলমাল থেকে। একটু অদ্ভুত লাগে আওয়াজগুলি। দেখতে কাছে, কিন্তু শব্দ শুনে মনে হয় গাড়ি যাচ্ছে অনেক অনেক দূরে দিয়ে। আলো যে ধ্বনির চেয়ে অনেক গুণ দ্রুত চলে সহজের সে-সত্যটা মনে থাকে না। দূরের বিভিন্নতা রূপে পেয়ে যায় শহরের প্রতি দিনদিন জীবনে দেখতে দূরের প্রায় অজ্ঞাত কিছু। আমার নতুন অফিসের বসে ঘরে কাছে থেকে আমি দূর হয়ে পড়ি। এইমত একটা টানিক এসে আমার ঠিক আমার ঘরের দরজা। চিঠি টাং করে টেবিল নামক ঘুরেন। এ-সব টেলিফোনই টানিক না হয়ে ডিংপ্যারের রোগের নতুনও হয়ে পারে। মন্দের ভালো।

*

তবু, এটাও বন্ধ, প্রায় রোজ কারই প্রমথকে দিয়ে যেন সেমারদের খেলা দেখাতে। আমার মন নানা কারণে বিক্ষিপ্ত ছিল। আমি ক্রিকেটারও খেলার হাতটুকু দেখেছি তা ঠিক বোঝবার মত টিপ্ত ঠুংরাদার ছিল না। কিন্তু নিজের মধ্যে যে প্রকাণ্ড অভাবের বেদনা সর্বক্ষণ ওরকম কি অসীম অধিকারে বিক্ষুব্ধ হবার করুণ করতে বিধা নেই আমি বহুবার। যেন দেখেছি প্রায় তেইশটাই দেখেছি একাকারে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাকে লক্ষ্য করেনি অধিকাংশ হওয়া সত্ত্বেও। তাঁরা সমস্ত সাড়ম্বরে সমর্পণ করেছেন। ক্রিকেট দেখবি আসে। সেটাই তো নিয়ম। এই পথের নিয়ে যেন দেখতে যাওয়া কেন। যদি দর্শকে নিরুদ্ধ থাকে খেলোয়াড়ের উপর। খেলার উত্তেজনায় নিজেকে না হারাতে পারলে তুমি ক্রীড়ামোদী নও। আমি সত্যি ক্রীড়ামোদী নই। যদিও ইডেন গার্ডেনে আমি না দেখি কাড়ি দেখতে না বাইনকুলার প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা করতে। আমার এই অভাবকে প্রত্যক্ষতা তাঁরা প্রকট বলে নিবেদন করি।

খেলা দেখাটা একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তার সুযোগ আমার সম্মুখে প্রসারিত। তবু কেন আমি খেলা দেখি পরের চোখের প্রতিবিম্বের? সমস্ত মাস থাকতে ছবি দেখা কেন? ঈশ্বর প্রদত্ত অভিমাত্রায় মস্তিষ্ক হলে কী ব্যাধির রূপ নেয় তা মনস্তাত্ত্বিকেরা জানেন। কিন্তু অতীত পর্যায়ে এর উপকারিতা আছে বলে মনে করি। জীবনকে হাত দিয়ে স্পর্শ করার সুযোগ থাকতেও হাতে যদি দস্তানা পরি, তার কারণ বস্তুত জীবনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার মনে যে পূর্বোপলব্ধ ধারণা আছে, তা বহুলাংশে অপ্রীতিকর। এ-ধারণাও আবার অযুক্ত নয় অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য।

*

অনেক দিন আগে পড়েছিলাম বার্নার্ড শ আর এলেন টেরির প্রেমকাহিনী নাটকারের নিজ জবান। সুজনের বিনোদের অপূর্বাক্ষের ভূমিকায় শ আর এলেন টেরিকে দেখা হয়নি তিনি ভেঙে অনেক দিন। তার পরেও সুজনে সন্ধান পেয়েছে কলিযুগ সাধারণের প্রতিনিধিত্বের পরে শ নিজেই করেন। এলেন টেরি এঁরের পর এঁর অনেক সমালোচক কাটিয়েই গেছেন। তিন ছাড়া কলার নয়। তিনি অনেক প্রশ্ন তুলে তুলে গেছেন। আমার সন্দেহ হয়। হয়তো একটি কথা তাঁর সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ করেন। কারণ হয়তো কোনো দু ধরনেরই ছিল অনুকূলে। অনুমানে তখন তিনি তাঁর সুজন যে কলঙ্কের পাত্রে ছিলেন। তা থেকে তিনি আমার দেখা না প্রতিবিম্ব সাধারণের হয়ে ধরা পড়ে। একটা মনের সম্পর্ক তিনিদের হয়ে পড়ে।

সম্পর্কটা অসম্পর্ক ছিল হয়তো। কিন্তু আমি যে কারণ প্রতিবেশী হবার তিনি সমস্ত করে তিনি করে গেছেন এইটে লোকেন। আমার সন্দেহ নেই যে সর্বদা আমার তিনি আমার বাস্তবিক ছিল না। প্রত্যক্ষে পড়েছি বলেও যেন নেই। সব লোক কোটেশন কেমন একটা আসনের পরে আমি কাছ সম্বন্ধনী পথিক আজ হয়েছি প্রতি সম্বন্ধনী অনুরোধের সমস্তদলের উপরমত সহজ বিশ্বিত পড়ি। আজকের আওনা নিয়ে হয় পাই অসম্পূর্ণ। কালের সমুদ্রকল্প মহাকালাদের আমন্ত্রণে। ভবিষ্যতে নৈকষ্য নীল দেবের হয়ে আজ বোঝাপড়াই করিনে। প্রতিদিনিত্ব জীবনে সকল এ ছবি।

ছবির কেলকর আসিয়ে নিয়েছেন, ছাড়ার টেলিফোন না এলে তিনি বিরক্ত গ্রহণ করবেন না। আশঙ্কা করি তিনি সফল হবেন। তখনও যদি আমার ক্রিকেট বহুমানের সমানা কৌতূহলের কিছুটা অবশিষ্ট থাকে, তবে আমি তা টেলিফোনে দেখব। সব দেখা হবে না, উত্তেজনার অল্পই পাব। কিন্তু তাই তো বলছিলাম, উত্তেজনাকে আজ ভয় পাই। বয়স হচ্ছে এবং বয়সকে গ্রহণ করতে চাই, নিষ্ফলা প্রতিরোধে আর রুচি নেই।


## টি, বি রোগে

আমাদের ভারতীয় ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। ১৯২৫ সাল হইতে যাহারা ব্যবহার করিতেছেন তাহারা সুস্থ হইয়াছে।

**এণ্টি-টিউবারকুলার ফার্মাসী**

বৈদ্যনাথ, দেওঘর (এস পি)

(এম ও ২৬৪)

**মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল**

আরোগ্য করিতে ২৫ বৎসর ব্যবহৃত ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ভিগোর নির্মিত প্রতি দিন প্রাতে ৯ প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন।

৩৭ জনক রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

(সি ২১৩৮)

# এক পাটি জুতো

• রমাপদ চৌধুরী •

ব্যা পারটা গোড়ার দিকে বুঝতে পারে নি। বিনু এসে বলে যে হঠাৎ প্রতি তিন বছরে একটি করে হারাচ্ছে।

তিন বছর আগে তার ছিল এক জোড়া জুতো। বিলেতফেরত মামার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুরের মানুষ তারা। তার ছোট ছোট পায়ের মাপমতো এক জোড়া লাল টকটকে জুতো কিনে তারা বাড়িতে এনেছিল। আনন্দ ধরে আনন্দ ধরে না।

বাবার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা বুদ্ধি ঘাটিয়ে বসে। তাকে তাকে টিকিয়ে সে একটা কথা বলে ফেলে।

কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই তারা কিছু না ভেবে-চিন্তে যে কথাটাই বলেছে।

সেই বুদ্ধিমান বন্ধু তাকে বলেছিল, তুমি কি লাল বুট? কি তোমার চেহারার ছিরি!

বুট জুতো ওর নজরে নয়। অর্থাৎ ওর নজরে সেই ছিল না যেটা বুটি বাবা কেউ না বুঝে। সে তো বুঝেই ফেলেছে, তার বুটি লাল জুতোর সঙ্গে তার সুন্দর চেহারা-টিকিয়ে নয় তুলনায়। সেই অর্থাৎ কোনটা সেটা সে কিছুতে ধরতে পারে না।

তাই সেদিন সে বুটি কি মেরে বসে? কি তোমার চেহারার ছিরি!

তারপর তারা উঠিয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে।—যাও।

বুটি বেরিয়ে যাবে কোথায়? কি? কোথায়?

—কে না জানে। প্রতিবাদে চেঁচিয়ে বলে।

বুটি না বলেছে কিন্তু তার মনে মনে সন্দেহ করেছে বুটি ঠিক না। তাই এক এক সময় কিনিসের নয় বলে বসে। অর্থাৎ কোন কিনিসটি ঠিক না, তা তাকে বোঝাতে হবে। আর প্রতিবারেই সে ঠকে

ঘাড় নেড়ে বলল ওটা, না, না, চলবে না।

শেষ পর্যন্ত সে বলল যে তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েই বলছে, চলবে না। পায়ে ব্যথা। পায়ে ব্যথা বলে নিজেই ছুটে গিয়ে তার সম্মুখে ভারী চটিজোড়া পায়ে পরিয়ে দেবার উদ্যোগ করতে লাগল।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

বুঝলাম, প্রথম কথার আগেই যেমন স্থির ছিল কথন সবটা দিন এই একটিই কাজ করবে। কেউ জানে যদি হাজার হাজার টাকা তার জন্যে চটি না সাপ্লাইয়ের অর্ডারে অর্ডারই ইস্যু করবে কাজে কাজেই পা ছোড়া বন্ধ করে দেবে, আর সবাই বাড়ি চলে যাবে। তখন সেই জুতো জোড়া। এবং শেষ পর্যন্ত সেটা যে কোথায় রেখে আসবে, ঠিক ঠিকানা নেই। খুঁজে বের করা মুস্কিল।

এই সকলেই একবাক্যে বলল, হ্যাঁ, ওর জন্যে একজোড়া জুতো কিনতে হবে।

বাবা বললেন, সেই মধ্যমের জুতো চাই—কম মধ্যমের ওপর সোনালী জরির কাজ।

সকলেই প্রতিবাদ করে উঠল, ইস্ মধ্যে—মধ্যমা জুতো হেঁ ওসব জানাই।

বাবা শুধু বললেন, মধ্যমা কেন হবে, এর টাকা মধ্যমা জানা করে তো যায় ছিল।

এক টাকা মধ্যমা! হেসে বললাম, সে মান্ধাতার আমলে ছিল।

বাবা বললেন, মান্ধাতার আমল নয়, এই উনবিংশ সালেও ছিল। ইস্কুলীয় ছেলের জন্যে কিনেছিলাম সেবার। তা সব জিনিস তো চড় খুব বেড়েছে, পরমহংসদেব বলে, তা হলে এখন নাকি বড় জোর সাড়ে চার টাকা।

নিজের পায়ের চটি খুলে হাতে নিয়ে সে বলে, সাড়ে চার টাকা মধ্যমের ছেলে ছিনিয়ে আজ আর মধ্যমা বলার উপায় নেই। হয় হইচই একটা আড়াই টাকা সের পাওয়া গেলে রীতিমত উৎসাহ দেখা দেয় সকলের মুখেচোখে, অপিসে সারাটা দিন আলোচনা চলে—মাছ সস্তা হয়ে গেছে।

তাই বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে, দেখবো যদি পাওয়া যায়।

পাওয়া সে যাবে না, জানি আমরাও। প্রথম প্রথম দুকানের সন্ধান নিয়েই ফেরবার ফেরবার মুখেলাম। শু ফেরিওয়ালা জুতোওয়ালা ফেরি করে ফিরছে দেখি।

ফেরে আলাভোলা পাড়ায় ফিরে দুজনে ছোট ছোট আমার মাল নিয়ে হাজির কাপড়ের ওপর ফেরিওয়ালার সঙ্গে দেখা। এবং সেই জুতোওয়ালার মুখের সামনে ছাপের মত সমস্ত কটি কার পকেটে ফেলে সাত ফেরিওয়ালা ঘুম ফেরাতে হবে।

একটা কার সেকালে ওঁদের আর ফেরিওয়ার অনুরোধের আসরের ফেরত্ব সকলের মন এই অনুরোধ সবারই। কাল মধ্যমের ওপর সোনালী জরির

মধ্যে ফেরে আগেই ফেরিওয়ার না, সেটা ঘাড় নাড়ে। কেউ কেউ সাহসে একেবারে চামড়ার নাম করে কেউ বা পাশে, ওসব আজকাল চলে না মশাই, আপনিও নিন আপনিও নতুন ডিজাইন।

আমার বাড়ির পশ্চিম মুখোই হেঁ কারেকটা জুতোর ফেরিওয়ালা আছে, তা হলে আর এত দূর আসলো কেন।

ফের পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হলো, কারণ একজোড়া মনের মত জুতো খুঁজতে খুঁজতেই সন্ধ্যেবেলা দিন এসে গেল।

সুতরাং বাধ্য হয়েই সাতদিনের এক জোড়া জুতো কিনে আনতে হলো। তিন টাকা দামের জানা ছিল। কাল টাকাটুকে এক জোড়া জুতো। দু পাশে দুটো সাদা ফোরহাম।

আর সে জুতো পেয়ে কি ফুর্তি খোকার!—আমার জুতো, আমার?

বললাম, হ্যাঁ, তোমার।

জুতোজোড়া পরিয়ে দিতেই পটপট করে হাঁটতে শুরু করলো সে, ওপর নীচে, এবার ওঘর। যেন কত বড় একটা সম্পদ পেয়েছে। শুধু কি তাই, বোধ হয় জুতো পেয়ে সে নিজেকে অনেক বড় মনে করলো, ভাবতে পারলো, সেও বড় হয়েছে। তার চোখে

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

# বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিশ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এ শুধু সন-তারিখ সম্বলিত ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পটভূমিকায় পরিবেশিত মানবসভ্যতার বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলী নিয়ে লিখিত একখানা অপূর্ব গ্রন্থ। ফ্রে এম. হোরাবিন-অঙ্কিত ৩০খানা মানচিত্র সহ। গ্রন্থ হাজার পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
**আত্ম-চরিত** ১০·০০ টাকা
শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর
**ভারতকথা** ৮·০০ টাকা
প্রফুল্লকুমার সরকারের
**জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ** ২·০০ টাকা
**অনাগত** (উপন্যাস) ২·০০ টাকা
**ব্রহ্মলগ্ন** (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

আলাদা কাপ্তেন জনসনের
**ভারতে মাউন্টব্যাটেন** ৭·১০ টাকা
অমর ফে মিনির
**চার্লস চ্যাপলিন** ৩·০০ টাকা
শ্রীসরলাবালা সরকারের
**অর্ঘ্য** (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৫·০০
ত্রৈলোক্য মহারাজের
**গীতায় স্বরাজ** ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

# কু য়া শা

পৌরাণিক বিশ্বের সাধ্য সুরাসার নিয়োজিত। একান্তের কণ্ঠিত আধার ক্ষ দিতে পারব জন্য আমরা দুঃখিত। ৫৪ ফেব্রুআরীর মধ্যে তুমের অর্ডার পাওয়া গেলে যথাসময়ে তাদের পত্রিকা পাঠানো যাবে।

—এ সংখ্যায় থাকছে—

রায় বাহাদুর সতীশ মুখোপাধ্যায় সম্পূর্ণ গোয়েন্দা উপন্যাস, প্রত্নতাত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ পঞ্চানন ঘোষালের সাংকেতিক উপন্যাস, ভারত রেলীর ছোটগল্প, একটি অনুবাদ, আরও পাঁচটি গল্প এবং আটটি বিজ্ঞানভিত্তিক নিবন্ধ।

প্রকাশিত হবে ৭ই ফেব্রুআরী

**কু য়া শা** ৩৭, সূর্য সেন স্ট্রীট । কলি-৯।

জুতোটাই দোষ হয় প্রসাধনের একমাত্র প্রতীক।

তিন টাকা বারো আনার মধ্যে যে কারো এক-পৃথিবী আনন্দ থাকতে পারে, তার আগে কোনদিন মনেই হয়নি।

[illegible] সময়ে বাড়ি ফিরে সাঁঝ সকালের লক্ষ ফিরে কাজের কারণের ফাঁকে চুকিয়ে ফেলতে। সময় কাটানোর সে আকাশ উপচে হয়ে উঠেছে [illegible] বাড়ি, আকাশ, বাতাস সবকিছুর রঙই এই একটি ফিরে টাকা বারো আনার মধ্যে [illegible] সীমা আছে। সেখান কি ছাড়াই পৌঁছবে তারা কল্পনা।

কিন্তু বাড়ি ফেরে সাঁঝ সকালই তাদের নিরানন্দ। সবার মুখে একটি প্রশ্নই ঘুরে ফিরে ওঠে।

কি সন্ধান

সন্ধান পাওয়ার মধ্যে এক পার্টি জানানো সম্ভব নয়।

কারো কাছে এর কোন [illegible] কারো কাছে এর।

সকলেরই মনে নিজের নিজের [illegible] ফিরে পাবার [illegible] আশা। সেজন্যে [illegible] সকলেরই [illegible] [illegible] কারো [illegible] [illegible] [illegible]

কাজে ও খেলায় রত ছেলে ও মেয়েদের জন্য···

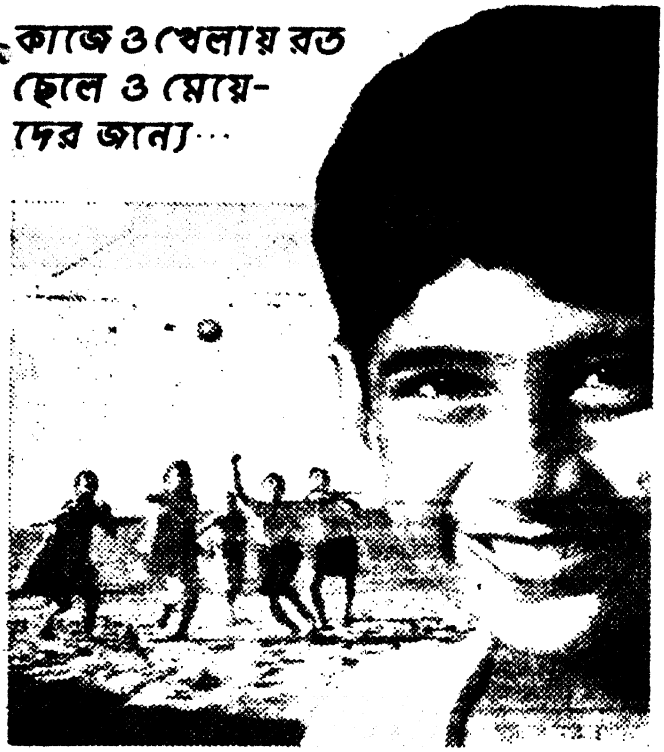

গ্লুকোভিটা

অতিরিক্ত শক্তির যোগান দেয়

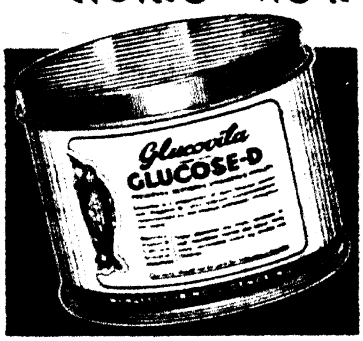


*পরিণত বয়স্কদের জন্যেও গ্লুকোভিটা একান্ত প্রয়োজন! কাজে-কর্মে ও খেলাধুলায় অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শরীরে যে রক্ত-কণিকার প্রয়োজন হয় ইহা তাহা যোগান দেয়। বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের জন্যও ইহা আদর্শ। মৌলিক খাদ্যের একটি পরিপূরক। সুস্থ ও সবল থাকতে হলে প্রতিদিন গ্লুকোভিটা খান।

চা, কফি, দুধ ও শীতল পানীয়ের সাথে গ্লুকোভিটা খান। প্রতি কাপে বা গ্লাসে এক থেকে তিনচা চামচে মেড়ে নিন। সহজেই মিশে যাবে।

অতিরিক্ত শক্তির জন্য
গ্লুকোভিটা

বর্ণ প্রোডাক্টস কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

ভারতের এজেন্ট : প্যারী এণ্ড কোং লিমিটেড


জমা দেয়, কত কি তো জানা ছিল। এমন কথা কখনো শুনিনি যে, একপাটি জুতো, তাও কুড়িয়ে পেয়েছে—অথচ দাম দিতে হবে।

গেলাম সে দোকানে। অন্য পাটি জুতো হাতে নিয়ে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে গণেশ। সেই হারানো পাটিটাই।

বললাম, কুড়িয়ে পেয়েছেন তবে, দাম নেবেন কেন?

দোকানী চড়া গলায় বলল, দাম ছাড়া কোন জিনিসই আজকাল পাওয়া যায় মশাই।

বললাম এক পাটি জুতো আমি না নিলে তো বিক্রী হবে না।

দোকানদার হাসলো—তাতেও কিছু আসে যায়, বেশী আসা মিথ্যে কথা বলে তো আপনার কাছে হবে।

সত্যিও তাই। হাজার কিছু হোক একটা লোক তো মারা গেছে। হয়তো তার বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ তার জন্যে দুঃখ করছে। হয়তো সে কোন অন্ধ ভিখারীর একমাত্র সম্বল।

কিন্তু এসব কথা ভাবতে গেলে কিছু কিনতে সঙ্কোচ করা মানে ব্যবসা তুলে দেওয়া। কিছুই আসে যায় না দোকানের মালিক এক পাটি জুতো কুড়িয়ে পেলেও নীরব দোকানদার নির্বিকার থাকবে।

কুড়িয়ে পাওয়া এক পাটি জুতো আমি না নিলে তো কারো কাছে বিক্রী হবে না। অথচ আমার কাছে ওটার কোন মূল্যই নেই। কিন্তু যে হারিয়েছে তার কাছে ওটার মূল্য অনেক। হয়তো সে ওটার জন্যে দুঃখ করছে। হয়তো সে ওটার জন্যে দুঃখ করছে। হয়তো সে ওটার জন্যে দুঃখ করছে।

[ অনেকদিন আগেকার এই ছোট্ট ঘটনাটির কথা আজ হঠাৎ মনে পড়ায় আমি প্রথমে ভেবেছিলাম এই ঘটনাটিকে গল্প হিসেবে লিখবো। কিন্তু যে কারণে গল্পের চেয়েও এই কথা বলাটা, তাই আজও বলা প্রয়োজন। অর্থাৎ জুতোটা কুড়িয়ে পাবার পরক্ষণেই বোকামি করবার মতো সেই নিজেই গিয়ে সেটা কুড়িয়ে এনেছিলাম এবং তারপর পরিচয় গোপনের সোকানা থেকে কারো আনা দিয়ে হারানো এক পাটি জুতোকে উদ্ধার করে তিনটি টাকা বাঁচিয়েছিলাম। নায়কনীতির দম্ভ হাসিলাম। কারণ আমিও তো এ-যুগেরই মানুষ! ]

# ব্রজবুলি

## রূপদর্শী


দুর্লভ আলোকচিত্র সমৃদ্ধ ঊনবিংশ শতাব্দী উপযোগী
সেই সুপ্রাচীন মহান দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন জীবনচরিত

॥ মণি বাগচির ॥

## মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

মূল্য ৪·৭০ নঃ পঃ

এই পর্যায়ের ৫ম বই : মণি বাগচির ॥ দেশবন্ধু
অন্যান্য সম্পদ বাহির হইতেছে।
এই পর্যায়ের ১ম ও ২য় বই : রামমোহন ॥ বাহিরেখা

জিজ্ঞাসা | ১৩৩এ কলেজস্ট্রীট এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৯৯
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

গলায় মালাটি পরিয়ে আহ্লাদে মূর্ছা যাবে

ছেলে গেলে যে কেরার অফ্ ফুটপাত হয়ে যাব। টেস্টের টিকিট ছিল লাস্ট চান্সে। কিন্তু সে চান্সও ত দেখছি পাংকচারড্ হয় হয়।"

"ব্যাপারটা তাহলে বল। যে জন্যে এজলাসে আমার মামলা, তার একটিই মাত্র ছেলে। আর সে ছেলে আবার ক্রিকেট ফ্যান। আন্দাজ আশি বেগের গলায় মালা দেবার চান্স্ পেল না বলে অন্যরকম ট্যাগ করেছিল। মাদ্রাজে কুলদারামের খেলার রেকর্ডটা দেখে আলায় বুক বেঁধে বসে আছে। নিজে হাতে রেশমের মালা গেঁথে রেখেছে মশাই। যদি কুলদারাম কলকাতার টেস্টে ক্লোরোটার সেঞ্চুরীও করতে পারে তাহলে আর কথা নেই। আনন্দাঘাতে হার্ট ফেটে যাবে, কুলদারামের গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়েই তার গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দে মূর্ছা যাবে। প্ল্যান সব ঠিক করে রেখেছে। এমন সময় বিসমিল্লায় গলদ, সিক্সিন টিকিট গায়েব হয়ে গেল। বাপকে বললে, টিকিট একটা জোগাড় করে দেবে ত দাও, নইলে এই হাঙ্গার স্ট্রাইক করলুম। আদুরে ছেলে ত। যে কথা সেই কাজ। আজ সাতদিন ধরে সেরেফ অনশন। ভক্ত পাগলী দুবেলা কপাল চাপড়াচ্ছেন আর কি লোকের হাতে বাপ আহ্লাদে তুলে দিয়েছে গো' বলে নয়, শোক বিলাপ সুরু করেছেন। এ অবস্থায় কেউ মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারে, বলুন। রোজ ভক্ত সাহেব যে মেজাজ নিয়ে এজলাসে আসছেন, তাতে কি করতে যে তিনি কী করে বসবেন সেই ভাবনায় আমার উকীল অস্থির। না হলে যে উকীল তিন বছর ধরে আমাকে নির্ঘাৎ জিতে যাবেন বলে ভরসা দিয়ে এসেছেন, তিনি এখন বলছেন কিনা 'কেস্ বড় হার না মানাই' হাওয়া বড় খারাপ। পাঁচটা চান্স ত গিয়েছিল একখানা টিকিট জোগাড় করুন।

একটু হেসে সুনীতি বললে, "এখন বুঝলেন ত বিলেসদাদা। কি করে বলুন ত।"

আজ দাম সেভেনটি ফাইভ
আগামীকাল সেঞ্চুরী পুরবে

বললুম, "এই মধ্যে দরকার হলে ব্ল্যাক মার্কেটে পাওয়া যেত।"

সুনীতি বললে, "সে চেষ্টাও করেছি দাদা। দুদিন আগে আমাদের পাড়ার হেডমাস্টার হেডে টিনখানা পাঁচিশ টাকায় টিকিট পেয়েছিল। আমায় বললে, নিবি। আমার কথা শুনেই পড়েছে চটে। কাল পর্যন্ত যদি টিকিট জোটাই। আজ সকালবেলা হাইড্ থেকে একখানা নিয়ে এসে দিয়েছে। হাসতে কাল সেঞ্চুরীই করব মাইরি। নিজে ত এই বেলা নিয়ে সে ব্ল্যাক ডাউন, তো ৭৫ টিকিটের বেচে। একটু চেষ্টাচরিত্র করলুম। পাঁচিশ টাকার টিকিট পঞ্চাশে বেচে।"

"পঁচিশ টাকার টিকিট পঞ্চাশে, এতে হয়ে সময়ের গোড়ায়। খেলার মধ্যে খেলা হেল সুনীতির টিকিট এক টাকায় বিক্রি হয়ে দুটাকায় হয়েছিল।"

বেচারা ভদ্রলোক আসলে ঘরে ঢুকে আমায় দেখে থমকে গেছিল। বেচারা সম্ভবতঃ ব্যবসার ব্যাপারে সাহেবের কাছে পরামর্শ নিতে এসেছিল। সাহেব এখন বসলেন কিনা 'কেস্ হার মানাই' হাওয়া বড় খারাপ। পাঁচটা চান্স ত গিয়েছিল একখানা টিকিট জোগাড় করুন।

একটু হেসে সুনীতি বললে, "এখন বুঝলেন ত বিলেসদাদা। কি করে বলুন ত।"

বেচারা ভদ্রলোক ইতিমধ্যে চায়ের পেয়ালা শেষ করে এনেছে। সাহেবের মাথে কথা বলে সময়নষ্ট করার চেয়ে টিকিটের চেষ্টায় যাওয়া ঢের ভাল বুঝে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

বেচারা ভদ্রলোক বেরিয়ে যাবার পর সুনীতি বললে, "ভদ্রলোক ত টিকিট পেয়ে গেছে। কিন্তু কত টাকায় টিকিট একখানা কিনে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে।"

বেচারা সত্যই ভাগ্যবান।

বেচারা যখন খেলার কলকাতায় টিকিট পেল তখন তার বাড়ি ফেরার ট্রেন ছাড়তে মাত্র ঘণ্টা দুয়েক সময়। সাহেবের সঙ্গের বড় মুখ করে বিদায় নিয়ে চলে আসতে একটিবার হু হা টিকিট্ পেলে একটিবার ফিরতেন। সাহেবের সঙ্গে একটার পর একটা খেলার জিনে সাহেব বড় বেড়ে উঠেছিল, সেই কলিজা সাহেব কলকাতার মাঠে এক সেঞ্চুরীর কাছে হয় পাঁচশ রানে কথাটা শোনার আগে মুখে মুখে ছড়িয়ে বেরুই ট্রানজিস্টরী সরকার ঘরি ধরে সাহেবের চেম্বারে এসে ঢুকে পড়ল। টিকিটের দাম না পেয়ে আর যায় কোথায়? সাহেবের ঐ একটা অপ্রাদারণ গুণ খেলাধুলোর ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে অত পড়ে পড়ে করে না। টিকিট একটা পেলেই হল, মাঠে এসি বস। কিনলেও তাই। লাঞ্চের আগে যারা দুটাকার টিকিটে ঢুকেছিল, একশ টাকার নোট পেয়ে নোট পাস্ ছেড়ে দিয়ে গাছের ডালে উঠে বসলে।"

সুবীর হেসে ছাতকালে নিজের কথা ভুলে গেছে।

উত্তরটা ছেলে জিজ্ঞেস করলে কার কথা বলেছে এত ছড় হয়েছিল ব্রহ্মন।

ব্রহ্মন একলাফে ছেলে সোফা থেকে নামিয়ে বললেন, সাতটাই দুই বড় বোকা। নিজে ছেলেকে ব্রহ্মন ছাড়া একেক আর কে ধরতে পারে। এই সময় কথাটা ধরতে পারেনি সে।

সুবীর ছেলে সঙ্গে উঠে আসলে তাদের ক্রিকেটও খেলতে নাকি। এই জানতুম না তো।

ব্রহ্মন বলে আর ঘুমন করলেন, তোর সিকুলার কথের নয় কি বল তো।

সুবীর বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল।

তারপর ঐতিহাসিকের চেহারার কথের মতো ঘুরতে ঘুরতে বলে যাবে সে কোথায় তার কথা ভাবে কি ভাবে তাদের ভাবনা।

ব্রহ্মন একটু চুপ করলেন। তারপর সে সিকুলার কথের নয় বলে ঘুরতে ঘুরতে বলে যাবে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে বলে যাবে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে বলে যাবে। তারপর

একটি অসাধারণ চিত্রবহুল
গল্প-সংকলন
হাজার বছরের
প্রে • মে • র
ক • বি • তা
সম্পাদনা : অরুণী সান্যাল
প্রচ্ছদপট : পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী
কাপড়ে বাঁধা এবং সোনালি জ্যাকেট ও সুদৃশ্য বাকস সমন্বিত।
দাম আট টাকা মাত্র।
সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য
প্রকাশিত হল
অমল দাশগুপ্তের
চমৎকার চিত্রাপন্যাস
বারো নম্বরী
দ্বিতীয় সংস্করণ : দাম তিন টাকা
•
সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
তিন তাসের খেলা
নবতম চমকপ্রদ ঐতিহাসিক পট ভূমিকায় রচিত সুখপাঠ্য উপন্যাস। দাম তিন টাকা।
•
অমল দাশগুপ্তের
মানুষের ঠিকানা
মানুষ কি করে মানুষ হয়েছে তার চমৎকার ও বিস্ময়কর কাহিনী।
তৃতীয় সংস্করণ দাম পাঁচ টাকা
নতুন সাহিত্য ভবন
৪৩এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ২০ ॥ ফোন : ৪৭-৪২৫৫

যায়, সেটা ইণ্ডিয়াতে বসেলস্ পাচ্ছলস্ বলে অবহেলার কারণ হয়ে রেখা থাকবে।"

এগুলোই সিগারেটের একেবারে ভেতরে এসে ঢোকছিল। তাই তাড়াতাড়ি সংকটীন মেয়েই সিগারেটটা আসমানের ফেলে দিলেন।

"শুধু ঐ একটাই নয়, আরও আছে।"

সুনীতির চিঠিটা ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। ও কথা শুনে ধনঞ্জয় ভয়ে ভয়ে পড়ল।

বুজরুগ হাসি হাসলেন। "ভগবান যখন উটকেই বানালেন তখন ঘুরেফিরে ঐ একই। জন্তুটিকে যত ইচ্ছে এক জায়গায় ঝিকটা পালন যখন সব ঠিক সুবিধেই নিয়ন্ত্রণ করছেন। নাম আর তবও ওরা না হলে কলাকুয়ে পড়বে ঘাইল সাথে নিয়ে। তবে এটাও ঠিক, ডাক্তারের যাওটা নিশ্চয়ই ছিল। দুনিয়ায় বিরাজ করছিল অসংখ্য ধরনের অসংখ্য মানুষ। কিন্তু কি না জন্তুটিকে সব রকমভাবে এক করা সম্ভবের ধারণার অনেক একটা কঠিন নিয়ম। সেই কঠিনে কাজটাকেই তাঁরা করেছেন। সেজন্যেই তাঁদের কাজ বহুর অনেকের কাছে মূল্য একটা ধোঁয়া নিয়ে বেরাজ করে। কিন্তু যে জিনিসটাকে তাঁরা করে করেন ইণ্ডিয়ার সমস্ত দুনিয়ার তা হল বুজরু লোকের ঠিকটাকে যা কোথাও দুনিয়ার বুজরু খুঁজে বের করা হয় না, জন্তুটির যে সম্পূর্ণ সম্ভবের ধারণা করেছেন এবং আর কারীরে হল না। এক সম্ভবে দুনিয়ার কাজের বাজে মুর্খিয়া দুনিয়া সম্ভব। কি বেলাতে তাই ঐ বেলাতে ঐ ধারণার জন্তুটির আসল মূল্য কারুকীর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই এক সময়ে বজায় রেখে সমস্ত দিয়েছে পরিচয়। সমস্ত বজায়ে, যার মানে বেলাতে, ঐ যা বেলাতে সম্ভবের ঐ জন্তুটিকে এই কি কি একেবারে নেই কি কি দুনিয়ার সেই। যদি সবটুক থাকে দুনিয়ার জন্তুটিকে বলা না যদি পুরোপুরির কি ভগবানের সম্ভব এক হয়ে যাবে সবে। এমন সময় জন্তু বিদেশী বেলাতে এসে হাজির হলেন।

"হাজারো বুজরু বড়ো ভাটিয়ারী আমাদের সঙ্গে হাত করে করেছেন। তারপর একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন, সাপের কি? সাপের কোন কোন মন্ত্রের হয়েছে। বললুম, মানুষ তুমি চাঁদিটা করে বেড়ুকসের জন্য টাকা তুলবে বলেছিলে, যা সেই ব্যাপারে আমার সাথায় এক আইডিয়া এসেছে। জন্তুটির সাহেবকে বল না, আমাদের সঙ্গে এক ইভিনিং চ্যারিটি মাচ খেলুক। তাতে হেমার টাকাও উঠবে আর ওদের নেট প্রাকটিসও হবে।

"ভাটিয়ারী খুব খুশি। বললেন, চমৎকার গুড আইডিয়া। বুজরু ইউ আর লাজলি।

"যাক, এক কথায় ঠিক হয়ে গেল। এম সি সি ভার্সাস গবর্নর্স ইলেভেন।"

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "গবর্নর্স?"

বুজরু বললেন, "গবর্নর্স ওয়াইফ ইজ-এলটি, গবর্নর্স। সে এখন নেই। তাদের মধ্যে যে নামমুখ। কাজকর্মটা ক্লাবের মধ্যে। সেটা কারুর ক্লাব মেম্বার আর তিনি বড়ো মহারাজা খেতেবরদাঁর সঙ্গে। তাদের সব কি মাঠে থাকে। জন্তুটিগারী একটু মনক্ষুণ্ণ হলেন। যা ভাবা খেলা সুদূর হল। চেয়ারম্যানের চাঁদা তোলাতে করেছি। ইংরেজ কলিকাতে তবিল নেই। জন্তুটিদের ভাবনা আছে। সেজন্যে নিজে। কি আর করে তাঁদের ঐ খেলার পিছনে লাগলুম। একবার পর একটা ক্রাবকে বলে বলাতে পারি। আর জন্তুটিদের সেক্রেটারিকে বলে ক্রিকেটের নিয়মের কায়দা একে পর দুটো ওভার পড়লেই মধ্যে দুই ইংরেজ ব্যাটসম্যান। ইংরেজ একজন। ইংরেজটির একজন। একটা ব্যাটসম্যানের ঐ একটা ব্যাটসম্যানের পাশে কলিকাতে ইংরেজটা কিনিয়ে কলিকাতে সঙ্গে ইণ্ডিয়া নিয়ম। জন্তুটির ও ঐটা দু ইণ্ডিয়ে সঙ্গে করবে। তবে ইণ্ডিয়া ঐকাকে কি ইণ্ডিয়া ঐ ইণ্ডিয়া ঐ ইণ্ডিয়া ঐ

ফার্স্ট বল খেলা স্পিন ঘিরিয়ে—

কলম কাঁপে সরে না, ব্যাটের ক্লাশ ভরসা না—

গ্রন্থশ্রী সাহিত্য
[illegible]
কন্যামৃগয়া
[illegible]
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ [illegible]

ত্রিবেণীর বই
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নবতম গ্রন্থ
স্বাদু স্বাদু পদে পদে
[illegible]
ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

না কি। পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করা হল বলটা পড়ে কিনা দেখার জন্য। কিন্তু কোথায় বল। যাক শেষ পর্যন্ত ব্রজদাস্ পাঞ্জাল্ নাম নিয়ে ওভার ডাজিই লিখলে।

খেলাও আবার শুরু হল। নেকস্টই বলে আরেকটা পাঞ্জাল্। সেটা অবশ্য মোক্ষম। না, এবার আর আকাশে নয়, মাথার চোটে বলটা ছুটে কয়েক নবাবকোলের মাথার ওপর দু হাতের ফাঁক গলে বাউণ্ডারি পেরিয়ে গেল। আবেকটা একজন ফাস্ট বিসপকে ওড়ে যেতে হল পাশে আরেকটা ওভার বাউণ্ডারির হল। আমার ছেলে বলে কথা কলমবাবুর বাচ্চা। ওই কথা হয় একটা আমি কি আউট হয়েছি, না ছয় মেরেছি? আমাকে ছয় হয়েই না খেলতে দিয়ে সরবার এই ডিসটার্বেন্স। আর ছয় কথা বলে। এদিকে তখন আমার জমাট ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করার হয়ে গেছে। দুজনার হাতে বাট ধরিয়ে দিয়ে অফিসে চলে এলাম পরে শুনেছিলাম কপিলদেব নাকি হাফ সেঞ্চুরি ইণ্ডিয়া একদিন পূর্ণশতরান হোড় করতে হবেছে। ঐ এক খেলাতেই হয়ে গেল ম্যাচটা ফর্মেট।

---

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য ব্রিটেনের কয়েকটি সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং ও নির্মাণিক কোম্পানি মাথবদ্ধ হ'য়ে ইঙ্কন নামে এক যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিটি কোম্পানি তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয়। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সম্প্রসারণ প্রকল্পের সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হলে তখন সেটি পৃথিবীর যে কোন দেশের বৃহত্তম ও সর্বাধুনিক ইস্পাত কারখানার সমকক্ষ হয়ে উঠবে।

দুর্গাপুরে কারা কি করছেন?

যন্ত্রপাতি নির্মাণ
ডেভি এবং ইউনাইটেড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
ডেভ হার্টলিস্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ
লাইমন-কার্টস্ লিঃ
দি ওয়েস্টমান বিন্স অ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ

বয়লার স্থাপন ও পুল নির্মাণ
দি বিয়ার্ডমোর কোম্পানি লিঃ

বৈদ্যুতিক কাজ
দি ব্রিটিশ ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি লিঃ
দি ব্রিটিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ
দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ
ব্রেথেল-স্মিথসন-ব্রাউন ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি কোম্পানি লিঃ

কাঠামোর জন্য ইস্পাত
জন ডাঁডসন ডেভি অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ
ফ্রীম্যান্স্ পিপ অ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ
ডরম্যান লঙ্ (ডিজ অ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং) লিঃ
কোম্পক পার্কার অ্যাণ্ড সন লিঃ

সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং এবং স্থাপনা সংক্রান্ত কাজ ছাড়া অন্যান্য
সব কাজের জন্য ডেভি-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ইঙ্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ

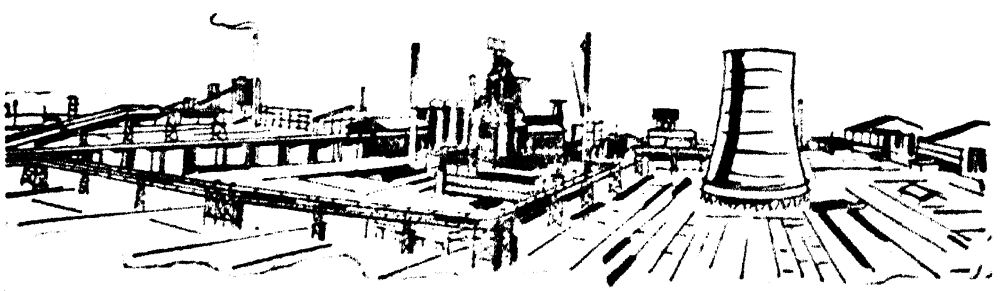

## জাগরণ

সুশীলকুমার গুপ্ত

হঠাৎ যখন তুমি জেগে ওঠ
এলোথেলো, রাত্রির ক্লেদাক্ত বিছানায়
এক অসহ্য অস্বস্তির মধ্যে
তখন কী চাও তুমি আমার কাছে?
কী খোঁজ আমার দেহে?
তোমার চুলের বনে পথ হারিয়েও ওঠে
চোখের সমুদ্র থেকে উঠে আসে দুঃস্বপ্ন সকাল,
আর ঈশ্বরে কপাল থেকে
একটি, একটি, করে মুছে যায় চুম্বন ঝলমলরেখা।

তুমি কী সন্ধানে মগ্ন? ব্যর্থতায় পরিণত
তোমার কি জিজ্ঞাসাচিহ্নগুলো ঝরাতে চাও
চুম্বনের তীক্ষ্ণ ঠোঁটে
না কী আমাদের দেহগুলো
সমস্ত ক্লান্তি ও ক্লেদ ধুয়ে ফেলে

বিস্মৃতে মনকে নিয়ে খেলে যাও
কোন ছাঁচহীন ছবির পাতায়?
জানি না—বুঝি না—
তবুও তোমারই দিকে
আমার সমস্ত সত্তা ফুটে ওঠে
দোলে দোলে—ধীরে ধীরে—
দিগন্ত প্রান্তরে এক দুঃসাহসী পাইনের মত।

এবার আমাকে তুমি করে তোলো
তোমার এক ঝলককে সযত্নে আকাশ;
মেঘের ছেঁড়াগুলি যাক মুছে,
ছায়াচ্ছন্নের ঘরে থেকে;
সারা রোমকূপে তোমাকে জড়িয়ে ধরে
এক অযুতকণ্ঠে প্রেমস্বপ্নসাধে
রচিতেছি কবিতা পুঁথি।

## হঠাৎ কাশ্মীর রাতে

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

হোক ওরাবে রাতে ঘুম ভেঙে গেলে তবপর
তবে হে শিকারতরাসে
তোমার হোমাগ্নি কোনো চলন্ত বাঁশরি হবে হবে
তখনো একটি সুরে কাছে টানে কেবলই আমারে!

পাইনের শীর্ষে তবু। কৃষ্ণকেশ ছড়ানো আকাশে,
তবু, তবে সুনিহনে নদী,
তার আলো নিয়ে অসীম শূন্যতা ঘিরে মন
মুক্ত হয় নিবিড় সুবাসে।

নীল ঘাঁটির সুরকণ্ঠী, পরিবেশ আবরণ ছায়া
আকাশ ছড়ানো সুরে দূর হতে নক্ষত্রের ধ্বনি
তবে কাশ্মীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে তবপর
তবে নক্ষত্র যদি না-ও আসে শিকারীর আলো
তবে কাশ্মীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে তবপর
নীল ঘাঁটির সুরকণ্ঠী, এবং একাকী মনে মনে
বিশ্বাস ছড়ায় খুশি বিপুলার নক্ষত্র নিকরে॥

নির্ধারিত তারিখের একদিন আগেই কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"মাদ্রাজের তারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ম্যাচও নির্ধারিত তারিখের একদিন আগেই সমাপ্ত হয়েছে!!"

• • •

শ্রী নেহরু এ. আই. সি. সি মেম্বরদের "মডার্ন" হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"তাহলে শুরু করতে হবে চুলের ছাঁট আর রাই এন্ড রোজ গান দিয়ে।"

• • •

কং প্রেস সম্পাদক বলিয়াছেন যে দশ বছর পর হইবে কলকাতা টেকনোলজির হইয়াছে এবং তিনি বর্তমানে

কংগ্রেসের সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন।—"এই হলো রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

• • •


সুকান্ত ভট্টাচার্য

ছাড়পত্র | ঘুমনেই
পূর্বাভাস | অভিযান

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ধরিত্রী থেকে মাণ্ডু

কয়েকটি চিত্র

অশোক ভট্টাচার্য

কবি সুকান্ত

সারস্বত লাইব্রেরী

২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬


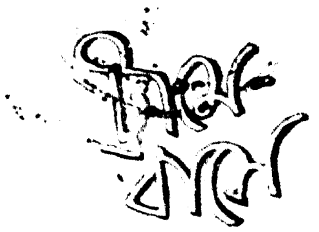

জে নারেন ঐনিকের প্রথম অধিবেশনের প্রারম্ভে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন যে তাঁহাদের মেন একটা [illegible] আছে। শ্যামলাল মন্তব্য করিল—"[illegible] কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছে!!"

• • •

আ [illegible]

• • •

আ [illegible]

আ মেরিকার কোন স্কুলের একটি মেয়েকে তার মায়ের কাছে একটি চিঠিতে লেখা হইয়াছে সে লিখিয়াছে যে তার সব ভালো লাগে, শুধু ভালো লাগে না ছেলেদের, কারণ তারা নয়, শুধু ছেলেমানুষ। শ্যামলাল জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"বুঝলাম, মনের মতোন ইচ্ছা হয়ে লুকিয়ে থাকায় মন এখনও মেয়েটির হয়নি। সুতরাং চাঙড়ার কথায় প্রমাদ গণিছি না।"

• • •

ভা [illegible] প্রস্তুতে ব্যবহার করিবে না। শ্যামলাল বলিল—"ভারতের মনোবল কোথায় কোন স্তরে থাকে তা যাঁরা নির্ণয় করেছিলেন সেই বৈজ্ঞানিকী মহলই জানেন!!"

• • •

মং [illegible] বলিয়াছিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই মন না এবং হবে কলাই [illegible] মতো তিনি [illegible] তাহা [illegible] বিশ্বখুড়ো মন্তব্য

[illegible] তা না হলে তিনি [illegible] পারেন—মাত্র আজ নিয়ে ছয়ও তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করতে পারেন।"

• • •

কং প্রেস প্রেসিডেন্ট মহোদয় কামরাজ যে ছয় মাসের জন্য কাজ গ্রহণ করা চাই—কিন্তু ভদ্রলোক ছয়কে কোন সংখ্যা দিয়েই ভাগ করা যায় না—মন্তব্য করিলেন বিশ্বখুড়ো।

• • •

সং বাঙ্গে শ্যামলাল নেহরুকে অধিকাংশ সময় কাটাতে নির্দেশ দিয়াছেন। সেখানে সমাজের পুরোধাবীরা নাকি তাঁহাকে "ভগবান নেহরু, কি জয়" বলিয়া সাধুবাদ জানাইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"আমরা জানি, ভদ্রলোককে শেষটুকু সেই জীবটি না করে ছাড়বে না!!!"

GOVERNMENT LIBRARY

১০নং মেয়ের আলী রোডে স্থানীয় সমাজের সক্রিয় সহযোগিতায় বিনোদন অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি চিত্র ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ১৫ দিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীতে ৩০ জন শিল্পীর ১৫০ খানা ছবি ও হস্তশিল্প প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে ১৫ই ফেব্রুয়ারী বিকেলে চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে এক মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্পী কামরুল হাসান। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শিল্পী আবদুর রাজ্জাক, শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী মুর্তজা বশীর, শিল্পী আবদুর রাজ্জাক, শিল্পী আবদুল মান্নান, শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, শিল্পী আবদুল হালিম, শিল্পী আবদুল লতিফ, শিল্পী আবদুল মতিন, শিল্পী আবদুল বারী, শিল্পী আবদুল মান্নান

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

পক্ষিবিশারদরা বিভিন্ন পাখীদের অভ্যাস গুলি করে পালক আছে এর সংখ্যা গুনে গুনে বার করেছেন। ছোট ছোট গান গাওয়া পাখীদের প্রায় ১৪০টি পালক থাকে তেমনি এক স্কোয়ার ইঞ্চির পালকের সংখ্যা হচ্ছে ২৫,০০০। আর এটাই বোধ হয় পাখীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পালকওয়ালা পাখী। সাধারণত কম গাওয়া পাখীদের মধ্যে পালকের সংখ্যা ১,৫০০ থেকে ৪০০০ হাজার হয়।

*

ছবি তোলার যারা শখ—তাদের ছবি তোলার পর ফিল্ম ধোয়া এবং ছবি কাগজে প্রিণ্ট করা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লোকজনের সাহায্যে করতে হয়। যারা এগুলো নিজেরা করতে চান—তাঁদের হয় ঘরে অন্ধকার ঘর অথবা দিনের বেলা কোন ঘর তাড়াতাড়ি তৈরী করে তার কাজ করতে হয়। সবচেয়ে বড় অসুবিধা হয় ঢাকনি এই ছবির ফলাফল নষ্ট হয়ে না। সেটি এই অসুবিধা হয় করবার জন্য বিশেষ অনুপাতে কোনরকম হরেক রকমনিক অথবা ফটোগ্রাফের প্রিণ্ট করার কাগজ ছাড়াই যাতে ছবি নেগেটিভ পজিটিভ করা হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা ঘূর্ণমান ফ্রেম ড্রামে ছবি তোলার রকমনিক ফেব্রিকিয়ায় ফিল্মের নেগেটিভ শক্তি দিয়ে চার্জ করা হয়। এরপর ড্রামটি ঘোরবার সময় 'নেগেটিভ ফিল্মারের' সাক্ষাৎকার আসে। এটি ফিল্মের আলোতেই করা হয়। এরপর ড্রামটির ওপর পড়ে। পজিটিভ ছবিটি ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ফিল্মারের কাজ অন্ধকারে ড্রামের যে যে জায়গায় বেশী করে চার্জ ফেরোস্ট্রিক সেই জায়গাগুলিতে পজিটিভ কম আটকায়। এরপর ড্রামের ওপরকার প্রতিচ্ছবি একটা বৈদ্যুতিক শক্তি চার্জ করা ক্লাসিক-অনুরূপ কাগজ উঠে। এই কাগজটিও বৈদ্যুতিক শক্তি চার্জ থাকায় বরুণ ড্রামের পজিটিভ পাউডার টেনে আনবে। এরপর ক্লাসিক-অনুরূপ কাগজটি গরম হয়ে পজিটিভ পাউডার পাকাপাকিভাবে কাগজে আটকে নেয়। সাধারণ ফটোগ্রাফী প্রিণ্টের সময় আমরা আমাদের প্রিণ্টিক প্রয়োজন অনুযায়ী কড়া অথবা 'হার্ড' এবং নরম অথবা 'সফট' করি। এই নতুন পদ্ধতির প্রিণ্টে ক্লাসিকের কাগজটি কম বেশী গরম করে হার্ড অথবা সফট প্রিণ্টও করা যায়। সমস্ত কাগজটা পড়তে যত সময় কাগজে তার চেয়ে তাড়াতাড়ি করা সম্ভব। এই নতুন যন্ত্রের সাহায্যে একটা প্রিণ্ট ২২ সেকেণ্ডে বের করা যাবে। যন্ত্রটি এখনও কোম্পানির পরীক্ষাধীন আছে।

*

'ক্লিস্টিনিন' বা 'ডিমিনা' এর চাবে আমাদের আজ নিত্যপ্রয়োজনীয় এক ক্রাচের ক্লাসিক আলকার ক্লাসিকের চলনের তার ক্লাসিনিন অনেক অঙ্গে শ্রেষ্ঠ। যেমন এটা খুবই শক্ত ৩০৬ ইঞ্চি পাতলা এক বর্গ ইঞ্চি ক্লাসিনিনের চলন ২০ পাউণ্ডের চেয়ে বেশী চাপ সহ্য করতে পারবে। এটা দারুণ স্থিতিস্থাপক।

পাতলা পলিথিলিন চাদর উচ্চ চাপ সহ্য করতে পারে

এর ভেতর দিয়ে কোনপ্রকার আর্দ্রতা প্রবেশ করতে পারে না। এর ওপর কোনওপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয় না। খুব কমসংখ্যক চারক এর ক্ষতি করতে পারে। আর যে সমস্ত চারক এর ক্ষতি করে সেগুলো খুব কমই আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে লাগে। সমস্ত এটা সস্তা এবং ওজনও খুব কম—যেমন ১০০০ বর্গফুটের ওজন মাত্র ৩০ পাউণ্ড। এটাকে যেকোনভাবে মোড়া যায়। এটা কোন অবস্থাতেই পচে যায় না অথবা নষ্ট হয় না।

*

বিছুদিন আগেও পাকাপাকিভাবে মাটীর নীচে কংক্রিট মনে হতে পারে যে কোনও ক্লোরিনিত কাহিনী থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হয়েছে, কিন্তু আজ যখন ইউরেনিয়াম এবং ইলেকট্রনিক্সের ইট নিয়ন এর নেতৃত্ব আজ পেট্রোল বিস্ফোরণের পরেছেন তখন আর এ নিয়ে কিরকমভাবে বাস্তু অসুবিধা করবার নয়। বরং নতুন করেই ক্লোন যায়। বর্তমানে এই ক্লোনটি যেই নতুন করে সড়ক তৈরির না করে পাকাপাকিভাবে ক্লোরিন ইঞ্জিনিয়ার ক্লোনের ভূত ক্লোরিন প্রয়োগ করিয়ে হয়েছে। এখন যেকোনো চলতি ট্রাকটরের চাকা ক্লোরিনিত এবং ক্লোরিন ব্যবহারে। যেন সড়ক করেন। বিশেষ ভাবনায় করে এই ক্লোনটির নতুন ক্লোনটির ক্লোন সড়কের নিচের ক্লোরিনিত ব্যবহারে। ক্লোরিনিত এবং ক্লোরিন ট্রাকটরের ট্রাকটরের নতুনভাবেই ঘরে নতুনভাবে করা হয়েছে। ক্লোরিন ক্লোরিনিতের ইলেকট্রনের থেকে খুব ছোট সাইজের নতুন ক্লোরিনের এই ক্লোনটি ক্লোরিনের ট্রাকটরের ক্লোরিনিত ক্লোরিনিত ক্লোরিনিত

# বিশ্ব-বিচিত্রা

বড়দিন বলতে প্রতি বছর শীতকালের ছুটী দিনের কথা মনে করতে আনন্দ উপচে পড়ে। খৃষ্টানদের পর্বদিন হলেও অখৃষ্টান সম্প্রদায়ও এই সময়ে একটী উৎসবের প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়। আমাদের দেশে অবশ্য এই ছেওয়াজটা এসেছে ইংরাজদের শাসন প্রবর্তিত হওয়া থেকে, কিন্তু ইংরাজরা আজ চলে গেলেও বড়দিনের উৎসবটা প্রায় আমাদের মধ্যেই একটা সাড়া জাগিয়ে তোলে। বিচিত্র বিষয়ে সম্মিলনী, নানা রকমের প্রদর্শনী, সার্কাস এবং খেলাধূলার ধুম, সেকাল পর্যন্তের বিশেষ সময় অনাবৃষ্টির উৎসব দিনের একটা সম্পূর্ণ চেহারা এসে উপস্থিত করে দেয়।

সুদূরে বিচিত্র লাপল্যাণ্ড মুলুকে আইনত কিন্তু খৃষ্টমাস উপলক্ষে উৎসব করার কথা নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন ধর্ম বিষয়ে বিশ্বাস ১৬শ হয়ে পড়ায় সে সময় খৃষ্টানদের একটী দল হল সংস্কারপন্থীদের বিরুদ্ধে বাদ্য অবলম্বনের ফলে হয় ১৬৫৬ সনে পার্লামেণ্টে একটী আইন প্রবর্তন করে খৃষ্টমাস দিনে কোন প্রকার আনন্দোৎসব ও লৌকিক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে। সঙ্গে বিশেষ ঢুকলিয়ে পার্লামেণ্টে এই আদেশ চার বছর বলবৎ থাকে। ১৬৫৪ সনে পার্লামেণ্ট কর্তৃক আদেশ জারি করা হয় যে ২৫শে ডিসেম্বর তিনটী পালন করা চলবে না বা ঐ দিনটীকে উপলক্ষ করে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানও হতে পারবে না। এরকমে হেরফেরের উঠে নয়ত এক নাগাড়ে সরকারী অনুশাসন একটী শতাব্দীর প্রায় অর্ধেক সময় ধরে অনেকগুলি কড়া নিয়মে খৃষ্টমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। পুরাতন্ত্রে বলা হয় খৃষ্টমাস বিদায় হচ্ছে: "প্রতীক্ষিত লোকের দিন; কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের উপাস্য দেবতার দিন; ভ্রান্তিগ্রস্ত মানুষের অবসরের দিন, যেহেতু তাদের কিছু করার থাকে না এই এক উপকরণের চেয়ে বেশী কিছু করে সাজে।"

১৬৭৯ সনের এক আইনে সাধারণভাবে পবিত্রদিন সকল পার্লামেণ্টে উৎসব অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং খৃষ্টমাস দিনের পূর্ব অবস্থা পুরোপুরি জারী সম্ভবে ১৮টী ভাঁড় করা হয় ২৫শে ডিসেম্বর। সেই প্রথম আইনটী অবশ্য বেশ কাজ করে সঙ্গে আইন উপকরণীদের সম্পর্কে নানা বিরূপ উপকরণ ভার পেঁথিয়ে চলে।

•

করল এবং ঘটী খণ্ডে—সুদূরে অবস্থিত লাপল্যাণ্ড পশ্চিমীয় এমন লোকও আছে যারা ঐসবই কাল্পনিকই নয় বলি বোঝে চলন্ত, ঘড়ি পাথর কুড়ি এবং ইংরেজ উপকরণ ঘর পশ্চিমীয় নেই তাদের মধ্যে ঐসব সুদূরের

দেশে পোড়া মাটির ভাঁড় ভাঙ্গা করলে-কুড়ি প্রভৃতি থেকে দেখা যায় কিন্তু এই বিকট হৃদয় খানা-বাটকে কেবল হাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দুরারোগ্য দুরন্তপনা, পাথরের ঘরের অভাব, রক্তশূন্যতা, দীর্ঘস্থায়ী এবং অন্যান্য রোগে যারা ভোগে তাদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। পৃথিবীর নানা দেশের ছাত্রছাত্রী যে ঘরে বসেকরেই যে হয়ে থাকে ভোগে নানা ঐসব পদার্থ ঘরে। নাগরিক জাতিকার ছেলেকরে ও কুকরেল উহার সম্প্রদায়েরই ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নানা পরিমাণ নানা পাথর-কুচি এবং ইটের টুকরো খুব্বই ঘরে দেখা দিয়েছে। ডাঃ ফিলিপ লাভ ওখানে ঐসব ছাত্র-ছাত্রীদের হাসপাতালে ঢুকিয়ে-ছিল সম্প্রতি ঘরে ঘরে ঘরে

পুরুষের দাড়াবে। তার কারণ, তাঁরা বলেন, প্রকৃতি স্ত্রীলোকের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে।

এই বিশেষজ্ঞদের মতে পুরুষসন্তানের দিক থেকে স্ত্রীদেহ জটিলতর মনে হয়। স্ত্রীলোকদের দেহে সাধারণত বেশী সুরক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় তাহলেও কিন্তু স্ত্রীলোকের দেহ যেখানে মচকায় পুরুষ সেখানে ভেঙে পড়ে। তাছাড়া পুরুষ অপেক্ষাকৃত দ্রুত হারে প্রজননশক্তি হারায়। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ এঁরা দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি ইংলণ্ডের এক গ্রামে পাঁচশর বছর বয়সের এক মহিলার অন্তর্সত্ত্বা হওয়ার খবর তাঁরা পেয়েছেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি লক্ষিণ আফ্রিকার এক মহিলা সম্পর্কে যে একান্ন বৎসর বয়সে একসঙ্গে তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়ে পরে ও একটি কন্যা প্রসব করেছেন।

*

বিদেশী পক্ষীবিশেষজ্ঞদের ছোটখাটো সমস্যা থেকে বাঁচিয়ে রাখার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করে প্রতিটি দেশের পক্ষীবিজ্ঞানীদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন ফিনল্যাণ্ডের তিনি তরুণ পক্ষীবিজ্ঞানী। ছোটখাটো যেসব পাখির বয়স ছয় সপ্তাহের বেশী নয় তাদের পায়ে তাঁরা বিশেষ ধরনের ছাপ মেরে দিচ্ছেন। তাতে পাখিদের কোনো ক্ষতি হয় না। এইভাবে ছোটখাটো পাখি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য পক্ষীবিজ্ঞানীদের আর বড় বড় জাল ফেলে পাখি ধরতে হবে না।

*

সম্প্রতিকালে ফ্রান্সে একটি ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের পরীক্ষায় বেশ কিছু প্রচলিত ধারণা ভেঙে দিয়েছে। ফ্রান্সের এক অন্ধবিদ্যালয়ে একটি ছাত্রকে পরীক্ষা করা হয়। ছাত্রটির বয়স ষোলো। সে জন্মান্ধ। তার চোখের মণি দুটি অস্বচ্ছ। তাই তার চোখে কোনো আলো প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু এইসব অন্ধ ছাত্রদের যে সব বিশেষ ক্লাস নেওয়া হয় সেখানে সে নিয়মিত যোগদান করে। সে ক্লাসে ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা বই পড়ে। ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা বইয়ের পাতায় উঁচু উঁচু বিন্দু থাকে। সেই বিন্দুগুলি আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে ছাত্রটি পড়ে। ছাত্রটি ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা বই পড়তে পারে, অঙ্ক কষতে পারে, ভূগোল ও ইতিহাস পড়তে পারে। তার পড়ার গতি সাধারণ ছাত্রদের মতোই। ছাত্রটি ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা বইয়ের পাতায় আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে পড়ে। তার আঙুলের ডগা খুব সংবেদনশীল। ছাত্রটি ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা বইয়ের পাতায় আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে পড়ে। তার আঙুলের ডগা খুব সংবেদনশীল। ছাত্রটি ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা বইয়ের পাতায় আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে পড়ে। তার আঙুলের ডগা খুব সংবেদনশীল।

একটি কন্যা জন্মলাভ করলেও যোসেফের প্রতি কাটরিনার মোহ একেবারেই কেটে যায় এবং তার জীবনে যা ঘটেছে, তা জানা সত্ত্বেও বেশী হওয়া একজনকে সে বিয়ে করে। কিন্তু কাটরিনার পরিবারের লোকের এ ব্যাপারটা কোনমতেই ভুলতে চাইল না। এমন কি কাটরিনার ছোট একটি বোন, কাটরিনা যখন হাসপাতালে ছিল তখন যার বয়স ছিল মাত্র এগার বছর সেও জানা হওয়া থেকে যোসেফের কথা মনে করে রোষ প্রকাশ করে। একটি পরিবারে ছোট বোন হাসে তিনের বছর যোসেফের এমন একটি ফোটো তাদের বাড়িতে রেখে গেছে এবং ফোটো দেখে

GOVERNMENT LIBRARY

# মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স

বিষ্ণু দে

১৮১৭ সালে কলিন ম্যাকেঞ্জি ভারত সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে তাঁর

I apprehend nothing to be so little useful as reasoning by analogy from Europe to India

ইংরেজ ঐতিহাসিক যে ইংরেজ ও ভারতীয় সমাজের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য এই যুগান্তর পূর্বের লোক। তাঁর সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ইংরেজ বিদেশে ও ইংলণ্ডের ভিতরে ক্রমশ ধনিকশ্রেণীর হাতে আসছে। এ শ্রেণি সবেমাত্র বুঝতে পেরেছে যে ইংলণ্ডের ভিতরে তার শত্রু অনেক, কিন্তু বিদেশে তার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বললেই চলে। ভারতবর্ষে তখন ইংরেজ বণিকের সঙ্গে ফরাসি ও ওলন্দাজ বণিকের প্রতিযোগিতা চলছে। ভারতীয় বাণিজ্যের ঐশ্বর্য তখনো অটুট। ইংরেজ তখনো ভারতীয় বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার পায় নি। ভারতীয় বিদ্রোহীদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার তখনো ইংরেজশাসনের ভিত্তি পাকা করে নি। ভারতীয় সমাজের ভিতরে ইংরেজ ধনিকের স্বার্থ তখনো ব্যাপক হয়ে ওঠে নি। ভারতীয় সমাজের ভিতরে ইংরেজ ধনিকের স্বার্থ তখনো ব্যাপক হয়ে ওঠে নি। ভারতীয় সমাজের ভিতরে ইংরেজ ধনিকের স্বার্থ তখনো ব্যাপক হয়ে ওঠে নি।

ভারতের ভিতর ইংরেজের যে স্বার্থ তখন গড়ে উঠছে তার সঙ্গে ইংলণ্ডের ভিতর ধনিকশ্রেণীর যে স্বার্থ তখন গড়ে উঠছে তার কোনো সাদৃশ্য নেই। ভারতীয় সমাজের ভিতর ইংরেজ ধনিকের স্বার্থ তখনো ব্যাপক হয়ে ওঠে নি। ভারতীয় সমাজের ভিতরে ইংরেজ ধনিকের স্বার্থ তখনো ব্যাপক হয়ে ওঠে নি। ভারতীয় সমাজের ভিতরে ইংরেজ ধনিকের স্বার্থ তখনো ব্যাপক হয়ে ওঠে নি।

এখনও তাই, যদিও ইংরেজ অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের পশ্চিমের সমুদ্রে আজ তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় ভারতের পুরাকালে কিন্তু ঐ পশ্চিমের উপর আজও আমাদের উৎসুক করে। এই সময়ে যখন আমরা ভিক্ষা নিতে চাই তখন ইংরেজের কৃপা আমাদের সেই না, যেই বিদেশী রাজত্বকালে যখন বেনেরের-কে ইংরেজ কুটিরশিল্পে সেই বালক বাংলার এবং সমস্ত ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের ভূমিব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন স্তরের ন আমাদের যেন বিস্তৃতর নিম্ন স্তরগুলি বড় হয়, তাই সাক্ষ্য দিয়েছে তবু তারই ভরসাতে বলা যায় সমস্ত ভারতের বলেছিলেন মাত্র অধিবাসীদের। তবে কবি কবীন নয়কে এক দল ভারতীয় সমাজের নেতার এর কবুল চেয়ে আমরা নাই করে। সেই অবশ্যই কারোর ভারতীয় কাছে ব্যাক্ত করার ইংরেজি কলিন কালেই বা হাতে আমাদিগের মধ্যে সেই ভারতীয় ভাষা ভাষা আমরা ভিক্ষাবৃত্তির মত বাস্তবায় নয়, ভাষা আমাদিগের ভিক্ষাবৃত্তির প্রথম বাংলার ইতিহাস সমাজের আমাদিগে।

তখন ইংরেজ ইংলণ্ডের শত্রুদেরকে কলিনের ও ফরাসিদের সঙ্গে করবে সংগ্রামের সময়ে ভারতবর্ষে আসছিল। ইংরেজের ভারত সম্বন্ধে ইংরেজদের দৃষ্টিকে নিজের করে তার ভারতীয় বিদেশ ইতিহাস অধিকারে ফরাসি ইংরেজের মধ্যে কি ধরনের ব্যবহার হবে ইংরেজের নিজের ভারতীয় সাম্রাজ্যের ভিতরে ও ভারতীয় সমাজের ভিতরে ইংরেজের স্বার্থ কি ধরনের হবে এ সমস্ত বিষয়ে ইংরেজের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভারতীয় সমাজের ভিতরে ইংরেজের স্বার্থ কি ধরনের হবে এ সমস্ত বিষয়ে ইংরেজের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভারতীয় সমাজের ভিতরে ইংরেজের স্বার্থ কি ধরনের হবে এ সমস্ত বিষয়ে ইংরেজের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

এখনও তাই, যদিও ইংরেজ অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের পশ্চিমের সমুদ্রে আজ তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় ভারতের পুরাকালে কিন্তু ঐ পশ্চিমের উপর আজও আমাদের উৎসুক করে। এই সময়ে যখন আমরা ভিক্ষা নিতে চাই তখন ইংরেজের কৃপা আমাদের সেই না, যেই বিদেশী রাজত্বকালে যখন বেনেরের-কে ইংরেজ কুটিরশিল্পে সেই বালক বাংলার এবং সমস্ত ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের ভূমিব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন স্তরের ন আমাদিগের মধ্যে সেই ভারতীয় বিস্তৃতর নিম্ন স্তরগুলি বড় হয়, তাই সাক্ষ্য দিয়েছে তবু তারই ভরসাতে বলা যায় সমস্ত ভারতের বলেছিলেন মাত্র অধিবাসীদের। তবে কবি কবীন নয়কে এক দল ভারতীয় সমাজের নেতার এর কবুল চেয়ে আমরা নাই করে। সেই অবশ্যই কারোর ভারতীয় কাছে ব্যাক্ত করার ইংরেজি কলিন কালেই বা হাতে আমাদিগের মধ্যে সেই ভারতীয় ভাষা ভাষা আমরা ভিক্ষাবৃত্তির মত বাস্তবায় নয়, ভাষা আমাদিগের ভিক্ষাবৃত্তির প্রথম বাংলার ইতিহাস সমাজের আমাদিগে।

তখন ইংরেজ ইংলণ্ডের শত্রুদেরকে কলিনের ও ফরাসিদের সঙ্গে করবে সংগ্রামের সময়ে ভারতবর্ষে আসছিল। ইংরেজের ভারত সম্বন্ধে ইংরেজদের দৃষ্টিকে নিজের করে তার ভারতীয় বিদেশ ইতিহাস অধিকারে ফরাসি ইংরেজের মধ্যে কি ধরনের ব্যবহার হবে ইংরেজের নিজের ভারতীয় সাম্রাজ্যের ভিতরে ও ভারতীয় সমাজের ভিতরে ইংরেজের স্বার্থ কি ধরনের হবে এ সমস্ত বিষয়ে ইংরেজের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভারতীয় সমাজের ভিতরে ইংরেজের স্বার্থ কি ধরনের হবে এ সমস্ত বিষয়ে ইংরেজের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভারতীয় সমাজের ভিতরে ইংরেজের স্বার্থ কি ধরনের হবে এ সমস্ত বিষয়ে ইংরেজের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

ছেলেই বেলগাছিয়া নাট্যশালার বাংলা নাটক লিখলেন।

মাইকেল-মানসে কবিত্বের অন্বেষাই এর মুখ্য কারণ, সেই অন্বেষার তীব্রতা এবং ইংরেজিতে তাঁর অসামান্য বুৎপত্তি থেকেই তাঁর প্রত্যাবর্তন। তাঁর ইংরেজি তথা ইওরোপীয় ভাষায় সাহিত্য জ্ঞানের স্বাচ্ছন্দ্য আজও বিস্ময়কর, কিন্তু তিনি বুঝলেন যে, ইংরেজিতে—মাই ডিজার ফেলো—যতই অসামান্য তিনি লেখা হোক সাহিত্য সৃষ্টিতে সবকার হবার চেয়ে ভাল। তাই তো তিনি লেখেন তাঁর মহাকাব্যকে, দক্ষিণীশ্বরের প্রাতঃস্মরণীয় দেবতাদের, যাঁর সাহিত্যসৃষ্টি এবং সাহিত্যজ্ঞান তাঁর মহৎ চরিত্রেরই তুল্য ছিল:

I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration.....

আজকের ভাষায় যাকে বলে অবচেতন।

অন্যত্রই চিঠিতে তিনি রাজনারায়ণকে লিখছেন:

I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustive materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never knew. Here is a mystery for you.

রহস্যই বটে। অলৌকিক কবি-প্রতিভার অসমাহৃত স্বরূপের রহস্য। কি করে এই প্রায়-বাইশ্লে মানুষ ভাষার প্রকৃতির একেবারে অন্তরের খোঁজ পেলেন? চেতন-অবচেতনের [illegible] কি এর মূলসূত্র কঠিন কিন্তু [illegible] ছিল না? অন্তর পর্যায় হয়তো। তাঁর উপযুক্ত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য তো ছিল, মাতৃভাষার সেই সংস্কৃতিকে হয়তো তিনি যথোচিত কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর অন্তরে অন্তরে ছিল ভাষার কথনছন্দ, ভাষার সেরক বাহিরের স্মৃতি। আজকে হয়তো অনেকের কানে "হরে" ও "হক্কা" বাহিরের কিংবা অশ্লীলতা অপসিদ্ধতর লাগতে পারে, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ঐ দুটি দুইটেকটি সম্বোধন হাকা ভাষার নিজস্ব ধারার বাহক অর্থাৎ মেঘনাদের মাতা এবং সারদার পুরুষদের মাতা ও সমধিক প্রতিনিধি ছিল। এখনও সেইসব সমর্থক অঞ্চলে আছে, যে সমাজে বাংলা ভাষা আজও তার স্বকীয় বিন্যাস ও সংস্কারগুলি ও সংস্কৃতির বহনকারী সেইসমাজ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। মাইকেল যে তাঁর প্রমথচৌধুরীমহাশয় দুই বাংলা কবিতাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে কবিতা লেখা হয় সেটা উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য নয়, সমধর্মী হচ্ছে বাংলা কথনছন্দের ধ্বনি ও কবিতা এবং সুসংস্কৃত কথোপকথনী বিন্যাস তাঁর অন্তরে নিহিতছিল, মাঝে মাঝে তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতিরও সম্বন্ধে।

আমাদের মজা লাগে যে, এই মাইকেলই একদা তাঁর হিন্দু কালেজের এক বালাবন্ধুর পাইকপাড়ার বাড়িতে এসে যাবার সময়ে পাল্কির বাহি ছেড়েছিলেন: আরো কি—ভিসে স্যো বেহি—আমার পাল্কিতে?—তখনও বাংলা কবিতার বেহি তিনি জানেন নি। যখন জানলেন তখন দেখা গেল অন্তরঙ্গ সেই আত্মজ সম্বন্ধে যে উৎসের আমার কবি সত্তা ছিল, কালেজ ও তাঁর বিচিত্রিণ কৈশোর যৌবনের কবিসত্তার ছিল, জীবনের বৈশবাত্তা সত্ত্বেও আমার মুক্তিতে। এ কবি বিচিত্র ছিল তাঁর মনোলোক পরিচয়ের স্তরে যে স্তরে কবিতার মুক্ত হয় কল্পনা, বিশ্লেষক আমরা তাকেবলি বলি অবচেতনে। আর মাইকেল যা জানতেন, তিনি তাই বলতেন যে, তিনি মুক্ত পুরুষ একজন কবিতে, মুখরক নিরক্ষর কাম-কাওরা হনুমন, a proud, silent, lonely man of song. তাই বাংলা ছন্দের অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত ধ্বনির তার কাছে কাছে আসে বিচিত্র চিত্রিণ তিনি নিজের অজ্ঞাতে জানাই চিত্রিলেন তাকে যে, অন্তরের অন্তরতম ও অন্তর্মুখীন ধ্বনিই অন্তরের বিচিত্রের মুক্তির ছন্দে ছন্দে ছন্দে

বিস্কুটের সেরা
কোলে

নিউট্রিন
উৎকৃষ্ট
সুইটস
ও টফি

যদিও বন্ধুজনের কাছে মাইকেল হেমের অনুরূপ ঋণ স্বীকার। রাজনারায়ণকে এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন :

He reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way, no doubt, but by no means of the highest school of poetry, except perhaps Byron, now and then I like Wordsworth better.—

—মাইকেলের পক্ষেই সে যুগেও সম্ভব এই নিশ্চিত মূল্যায়নে কারাবিচার—তাঁর নিজের দেশের শিক্ষাদীক্ষা যুগধর্ম ইত্যাদি সত্ত্বেও। বায়রনের বিচারটুকু এবং বিশেষ করে ওজর্ডস্‌ওঅর্থ বিষয়ে মন্তব্যটি স্মরণীয়, তখন বিদ্যাসাগর ওজর্ডস্‌ওঅর্থ-বাণীর অনাগত।

ইংরেজিতে হলেও মাইকেলের চিঠি থেকে আরেকটি উদ্ধৃতি দিই, তাঁর সাহিত্য বিচারের কালোত্তীর্ণ পরিমাপ বুঝিয়ে দেবার জন্য প্রসঙ্গটি যথেষ্ট অবহিত থাকি না। মাইকেলের কবিতোকনিকে সজ্ঞান হস্তক্ষেপ একটি অক্ষর উলটিয়ে এই পরামর্শে :

Last evening I got a copy of the new Meghnad forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me, for there is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapore pedagogue. . . . Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is long. I believe you like the opening line of the 2nd book of the Meghnad. In that description of evening you have these lines—

অমনি তারাকুন্তলা সন্ধ্যা সহ হাসি
নদদেবী, বসিল চন্দ্রিমাকে বামদেশে।

How if you throw out the word কুন্তলা and substitute সুচারু, then you improve the music of the line because the double syllable মা mars the strength of মা. Read

অমনি সুচারু তারা, সন্ধ্যা সহ হাসি
নদদেবী

And then মৃদুস্বরে বসিল চন্দ্রিকে, and the passage assumes quite a different tone of music—

অমনি সুচারু তারা, সন্ধ্যা সহ হাসি
নদদেবী, মৃদুস্বরে বসিল চন্দ্রিকে,
মৃদুস্বনে সমীর বাজে বসিয়া বিরলে
কোন গান ধরে দুটি কি মন পাইলা।

প্রবন্ধ পাঠক মাইকেলের সকল প্রস্তাব একমত নাও হতে পারেন, কারো কারো বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণ যুক্তিসহ মনে হয়, যেমন তারাকুন্তলার পরিবর্তে সুচারু এবং দ্বিতীয় সর্গটি আরম্ভ সন্ধ্যাদীপক এইরূপ করে

অমনি তারাকুন্তলা সন্ধ্যা সহ হাসি
নদদেবী, মৃদুস্বরে বসিল চন্দ্রিকে—।

প্রশ্ন উঠবে, পরে যে মাইকেলের বাংলায় কবি এই প্রস্তাব, যাঁর কবিতার ছেদের কৌশলের ও লিখবার এই যতি চেতনা সম্পর্কে সচেতন ছিল তিনি কেন এই প্রস্তাব করেন এই প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এই ছেদের মূলে বিশ্লেষণ করলে মনে হবে পয়ারের দীর্ঘ ছেদ ভাঙবার সময় লক্ষ্যে এই দুই ছত্র মনে হয়েছে। তাই তিনি সুচারুকে বসিয়েছেন। তবে দ্বিতীয় চরিত্রের এই ছেদের ব্যাপারে তেমন সচেতন ছিল না মাইকেলের কবিতার ছন্দের ক্রমবিকাশে এই ছেদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাঁর কবিতার ছন্দের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায় তাঁর কবিতার ছেদের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

ছেদের মূলের কথা বলা যায় চরিত্রের দৃষ্টি কি ভাবে নাটকে ছেদ নিয়ন্ত্রণ করে—এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এখানে অবতারণা করা যায়। তবে উদাহরণ

কোথা উপবনে তুমি বসিয়া বিরলে
হে সুবেশ্বরেশ্বরি! অথবা কোথায় তুমি
কুসুমে এই শূন্য কর রাজপুরী?

কেন হে সঘন দুর্দশি নয়নে—
ভাসিছে জল, কহ কি বেদনা
তোমার মনে?
আর কি কারণ কুসুম তোমে
বিজন বনে?

আর কি পাবনে কহ ঘনবার
রক্তকামিনী
কেন বা চাহিছ কৃষ্ণ নয়নে—
বনেশানিনী!
অধিক কাদ, তার, কে আছে ধরায়—
চন্দ্রবদনী?

শেষ ছত্রে যদি মাইকেলের কবিত্বের দৃষ্টি আকর্ষণই করি, তাও ঠিক হবে না, যেমন "তোমেরেনিসাহিত্যের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রতিপ্রশ্নে চতুর্থেও বর্তমান, অথবা "সাবিত্রী"তে যেমন ষষ্ঠ সর্গের, অথবা

মাথাধরা,
পেশী ও গ্রন্থির বেদনা,
সর্দি-জ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জায়
নিরাপদ ও
নিশ্চিত
আরামের জন্য
এলাসিড

বেঙ্গল ইমিউনিটি
কোং লিঃ,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিষয়ে তাঁর চেতনাই বোধ হয় ইংলণ্ডের আবহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল, অন্তত অস্পষ্ট ছিল, না হলে তিনি নিজ মূলের তাগিদে কবিতা অর্জন করবার মুখে কুশীলবদের বিদেশসম্ভবে শব্দিত ও নিরুত্তর অন্ধ করে রাখবেন কেন? এই তাঁর কবিতাতেও তাঁর নৈর্ব্যক্তিক প্রেরণা শব্দবিন্যাস সংগঠনের, প্রখণ্ড মানবিক কল্পনার পরম মহত্ত্বকে পায় না।

তবু মনেহয় যেন মাইকেল তাঁর দেশ-কালকে ও পরিপার্শ্বে সম্যক ভাবে পাঠ নিয়েছিলেন একথা ভাবা যেমন অবৈজ্ঞানিক তেমনি অবৈজ্ঞানিক ভাবে ওঅডেন ও গ্রীক সাহিত্যের বার্থাইজম ও সার্থকতায় পাঠ নিয়েও প্রকৃতির কাছে ও রক্তমাংসের নিকটতায় মাইকেল এই দ্বৈতময় সমস্যাসঙ্কুল পরিবর্তিত মাধ্যমে যেভাবে ইংরেজি ছন্দের মাধ্যমে পেরেছিলেন ঠিক সেভাবে ইংলণ্ডের ঐতিহ্যের ও শুধু


মেইল ধরাতে হলে
চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি ডাকে দিন

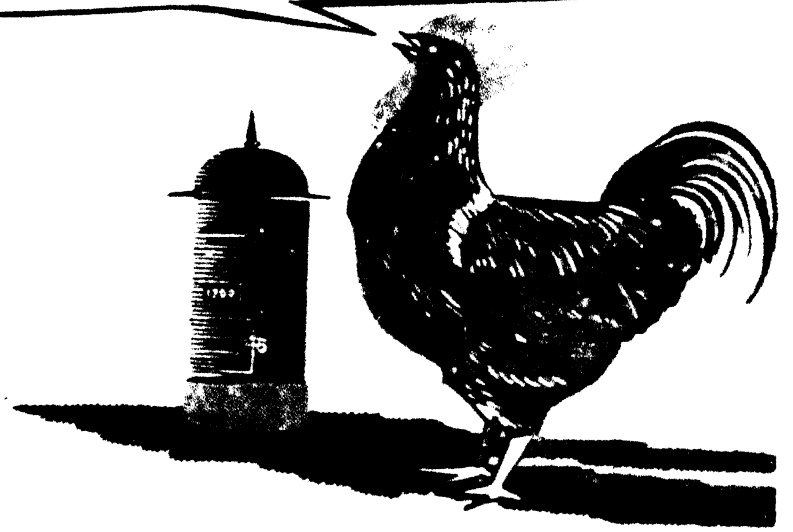

দিনের কাজ শেষ হওয়ার সময় ডাকঘরগুলিতে এতো বেশী চিঠিপত্র, পার্সেল ইত্যাদি আসতে থাকে যে, তখনকার কাজের চাপ সামলানো একটা বিপুল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এমনও হতে পারে যে, কিছু জিনিষ হয়তো সেদিনকার ডাকে যায় না।

তাড়াতাড়ি ডাকে দিলে, আপনার চিঠিপত্র সেইদিনের ডাকেই যাবে এবং নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছুতে দেরী হবে না।

*দিনের শেষে একসঙ্গে আপনার চিঠিপত্র না পাঠিয়ে, যখন যেমন লেখা হবে কিছু কিছু করে তখনই পাঠিয়ে দিয়ে ডাকঘরগুলির ওপর চাপ কমাতে সাহায্য করুন।*

**আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন**

ডাক ও তার বিভাগ

DA 59/350

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত
ব্যায়ামে বাঙালী ২৲
বীরত্বে বাঙালী ১৷৷০
বিজ্ঞানে বাঙালী ২৷৷০
বাংলার ঋষি ২৷৷০
বাংলার মনীষী ১৲০
বাংলার বিদুষী ২৷৷০
আচার্য জগদীশ ১৷৷০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৷৷০
রাজর্ষি রামমোহন ১৷৷০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রেস্টিজ সিরিজ
শঙ্খ মার্কা

কাব্যিক কল্পনা উভয়ত একটি মহৎ ঐতিহ্যে ভারতে ইংলন্ডের কর্মকাণ্ড যার প্রমাণ নয়পত্র। তাই তিনি আমাদের কাছে এ প্রতিশ্রুতির প্রতীক। এবং ঐতিহ্যে ইংলন্ড ভারতীয় ইতিহাসের অন্ধকারে মিথ্যা উপনিবেশ অনুধাবনের নাটক।

মাইকেল মধুসূদনের অন্ধকারাচ্ছন্ন মোচন করেন মহাবিদ্রোহের পরেই। শতাব্দীতে যে প্রতিশ্রুতির শিক্ষা আমরা আজও বহন করিনি। মধ্য ও যদি করতে পারি তবেই বিদেশী আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি [illegible] পরব ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট ইতিহাস, আমাদের প্রকৃত রেনেসাঁস। পশ্চিম বেঙ্গলের স্বপনে আমাদের মূর্তি নেই, না চাকরি পাশের সন্ধানে, না অফিসের বন্ধুত্ব কুশিয়তে, না সন্ত্রাসবাদের এমারেল্ড হাহাকারে।

---


# একজন রাজমিস্ত্রী পথ দেখিয়েছে

জামশেদপুরে টাটাদের ইস্পাত তৈরীর কারখানার তাপমাত্রা প্রায় ২৫০০° ফারেনহাইট। এই প্রচণ্ড উত্তাপে কারখানার ভয়ঙ্কর লৌহ শিকার ইটের আস্তর ও চোকাঁ পুড়ে যেত ও বার বার মেরামত করার দরকার হতো।

[illegible] ১৯০৮ সালে কারখানার ভাঙ্গন রোধ করার উপায় বার করার জন্যে কারখানার কর্তৃপক্ষ [illegible] এই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন এক সাধারণ রাজমিস্ত্রী। তাঁকে [illegible] ১০০০৲ টাকা পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল। এই পুরস্কার [illegible] সাল থেকে বিভিন্ন প্রস্তাবের জন্যে প্রদত্ত ২৫৭টি পুরস্কারের অন্যতম।

সাধারণ কর্মীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানে উপহার হওয়ার বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে এও একটি। [illegible] এবং একটি শিল্প-ঐতিহ্য জামশেদপুরের সঙ্গে জড়িত, সেখানে শিল্প শুধু টেকনিকার্তাদের উপায় মাত্র নয়, জীবন-যাপনেরও একটি অঙ্গ।

**জামশেদপুর**

ইস্পাত নগরী

JWT. 9N 4084

The Tata Iron and Steel Company Limited

GOVERNMENT LIBRARY

# প্রথম রহস্যকাহিনী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

[illegible]

[illegible] ঘরে [illegible] ঘরে [illegible] ঘরে [

ডাক্তার হউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়াশুনো করে সরকার দ্বারা রেজিস্টার্ড করা কলেজ থেকে ডিগ্রিলাভ করুন। বিনামূল্যে প্রোসপেক্টাস-এর জন্য লিখুন।

Indian Homeopathic College
(DC.) Jullundur City.


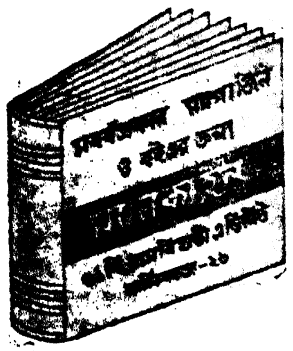


শ্রীআয়ুর্বেদমের
চ্যবনপ্রাশ
বিশুদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট
ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি বান্ধবগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত
শ্রীআয়ুর্বেদম



রমণীজনের স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য
লোধ্রা

কেশরী কুটীরাম প্রাইভেট লিঃ


কুসংস্কার।' কার্কাল নামল ঘাট থেকে। 'নচেৎ তুমি যে ভাবছ তুমি নিশ্চিন্তে সেটা হেসেমার ভুল।'

'ভুল।' সুকান্তর ইচ্ছে হল কার্কালর পাশে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

'এ তো কম করে বলেছি। স্বেচ্ছাসেবী উপদ্রব ছেলে বাপ-মাকে ফেলে বউ নিয়ে প্রজাপতি সংসার করছে এ খুব একটা প্রচলিত কথা?'

'কিন্তু বাপ-মা যদি তাড়িয়ে দেয়?' মুখিয়ে উঠল সুকান্ত।

'তেমনি তাড়িয়ে।'

'নিয়েছে যে ভাবে বলেছ তাতে তাড়িয়ে নিয়েছেই একরকম মানে।'

'না কখখনো না।' কার্কাল জোর আপত্তি জানাল। 'চন্দ্রাড়া করে একটা বাজারু কথাই তুমি সমস্ত কথা নয়। স্বেচ্ছাকৃত বাবা কী বলেছেন শোন নি? শোনে নি কানে। বলেছেন পরিষ্কার অক্ষরের এই একেবারেই পরিবার আমার ছেড়ে দেব না।'

'একটা ফিলজফির মত কথা।'

'ফিলজফির কথা কইল করে?' পাল্টা দিল কার্কাল। 'ফিলজফির মানে চালাকির সঙ্গে জানক কার্কাল।

'না, কথা নেই। উপায় কার্কাল ছেলের কাছে গিয়ে না করে, কথা না কোনরকম করে, না পুলিসের সাহায্য সমস্ত প্রকারের ইমপরে ধরে ছেলে পাল্টে ধরে।'

'ঠিক সুকান্তবাবু ঠেলায় না। কার্কাল ভালমানুষ ভিজে এসেছে ঠোঁটের ঘা মেরে ঢুকেই আবার ঠিকিয়ে যেত। ছেলে নয়ীয় আবার চুরু ছাড়ে। একটা ফিলিম ছেড়ে বাচ্ছে বাচ্চেই সেটা মনে।'

'নিশ্চয়ই। মনে বাচ্চেই তো ছেড়ে যাচ্ছে। পাঁচুতে পারছে না থাকছে না ঠিকে।'

'কী বুঝি। ছবিন ফোরচুন টেলারে না। দেশটা ফ্রীনিসটেই বাবাদের। কার্কাল ফ্রীডমে উঠল : আর যা পাঁচুতে আছে উপরে মার্কেটপ্রভুর মত ফেলাটো ভালবাসিবার মত ছেলে একেবারে ছাড়বার অবতার।'

এর উত্তর কার্কাল হয়তে পারে নাকি? সুকান্তর মনে হল চুপ করে এক চুক কাজ তার মুখের উপর পড়ুক ছিটিয়ে। অবতার কথাটার মানে পরিষ্কার নয় তবু কুৎসিত খুলার সংকেত।

যে জন্য সে এসে হয়ে ছেলে? সুকান্ত তাই পাল্টাবার চেষ্টা করল। 'সে-সব কথা হচ্ছে না পরিস্থিতির কথা হচ্ছে।'

'পরিস্থিতি এমন কিছু খারাপ হয় নি।' মিষ্টি-মিষ্টি ভরসা দিল কার্কাল।

'যথেষ্ট খারাপ হয়েছে। কাকা উঠে যাবে ঠিক করেছে, সম্পূর্ণরূপে ছাড়ে ছাড়া নিয়েছে, টাকা এসেছে মাল নিতে, এমন সময় সাড়ির কাছে সাদা পাথরের চুরে সকালেন বউ আমার ভাই, দুই বাচ্চাকে। ঐ ছোড়া যে নতুন বউ নিয়ে এসেছে, হলই বা না সে পুরে, সে যাচ্ছে বেরিয়ে যাক—'

'যদি তার অসুবিধে হয়।' সঙ্গে-সঙ্গে জুড়ে দিল কার্কাল।

'অসুবিধে হয়।' সুকান্ত ভেঙচে উঠল : 'অসুবিধে হচ্ছে না বলতে চাও?'

'হচ্ছে।' চোখমুখ নিশ্চল করল কার্কাল। 'কিন্তু মোটামুটি অসুবিধের স্তরে সুবিধেই বেশি হচ্ছে। তের তের বেশি।'

'বেশি।' সারা কি তুমি বোঝ না হয়ে পারো? সুকান্ত তাই খিঁচিয়ে উঠল : 'নিজের ছেলেমানুষের টেকার নিজের কর্তৃত্ব ফলানো চলবে না, সবকিছু মন হয়ে তুলে নিয়ে ছাড়া মানুষ সাজাতে হবে মন মতো সাজাতে হবে—এ কী একমাত্র! তার উপরে একটা একমাত্র বাড়ির খাওয়া আর পরিবেশন একজনের মাঝার উপরে নিজের বিদ্যে বোঝাই করবার জন্যে সংসার সর্বিচিন্তাটি ছেলের ইচ্ছে করবার জন্যে বেশির ভাগ বাড়ির ভার করে, ঠিক চলবে? আর করে, ফলমান?'

'তুমি—তুমি মার সম্পর্কে এ কথা বলছ?' মুখ ঘুরিয়ে পাল্টে চাইল কার্কাল। 'তুমি মার কী জানো—মেয়েদের জন্মে মার কতটা দাবি। সন্তানের ভিতর অনেক সুখ, কোনো ঠিক নেই, কোনোদিন সুখপাবি। মেয়েদের জন্মে যে একটা সন্তানের মার কেউ নয় তুমি—তুমি বলছ এসব?'

'না আমি বলছি আমিই যে-সব সুকান্ত প্রসবদের মত আমাদেরই নিজেদের নিজেদের করবার জন্যে। একজনের বেশি আমাদেরকারের জন্য একজনকে সন্তানের আমাদেরকারের অধিকারিনী—এইটেই যে একেবারেই পরিবারের নিয়ম করে থেকে সুখের সুখ ভুল নিজের ছেলেদের ধরিয়ে দেওয়ের ছেলেদের জন্যে সুখের জন্য ভোগ হবে। আমার ছেলেদের সন্তান করে আমাদেরকার অধিকারিনী থাকে এটা আমার পক্ষে কম অসুবিধের? আমার নিজের সন্তানে হলে এসব ছেলেমেয়ের কোনো জোর নেই অসুবিধে নেই। ছেলেমানুষ হলে ছেলেমানুষ অধিকারিনী হলে অধিকারিনী।'

'উঃ, তুমি কী সাংঘাতিক মেয়ে।' উঠলো পাল্টে হাত রাখল কার্কাল। 'বেশি খেয়ে ছেলের অসুবিধে।'

'হাঁ বেশিতে অসুবিধে যদি আমাদেরকারো ছেলে মুখের নিজে চুকিয়ে থাকে ফালফাল করে। আর বেশি হলেই বা কী। বুদ্ধি মানে আছে কিছু? বেশিমে ইচ্ছে হবে বেশিমে ফাউল খেতে পায়? খেতে পায় ডিমভাজা মাছ?'

ও-হো-হো করে হেসে উঠল কার্কাল। বলল, 'ডিমভাজা আবার মাছ নাকি? ও তো পোকা, ইনসেক্ট। যার মধ্যে রক্ত নেই সে মাছ

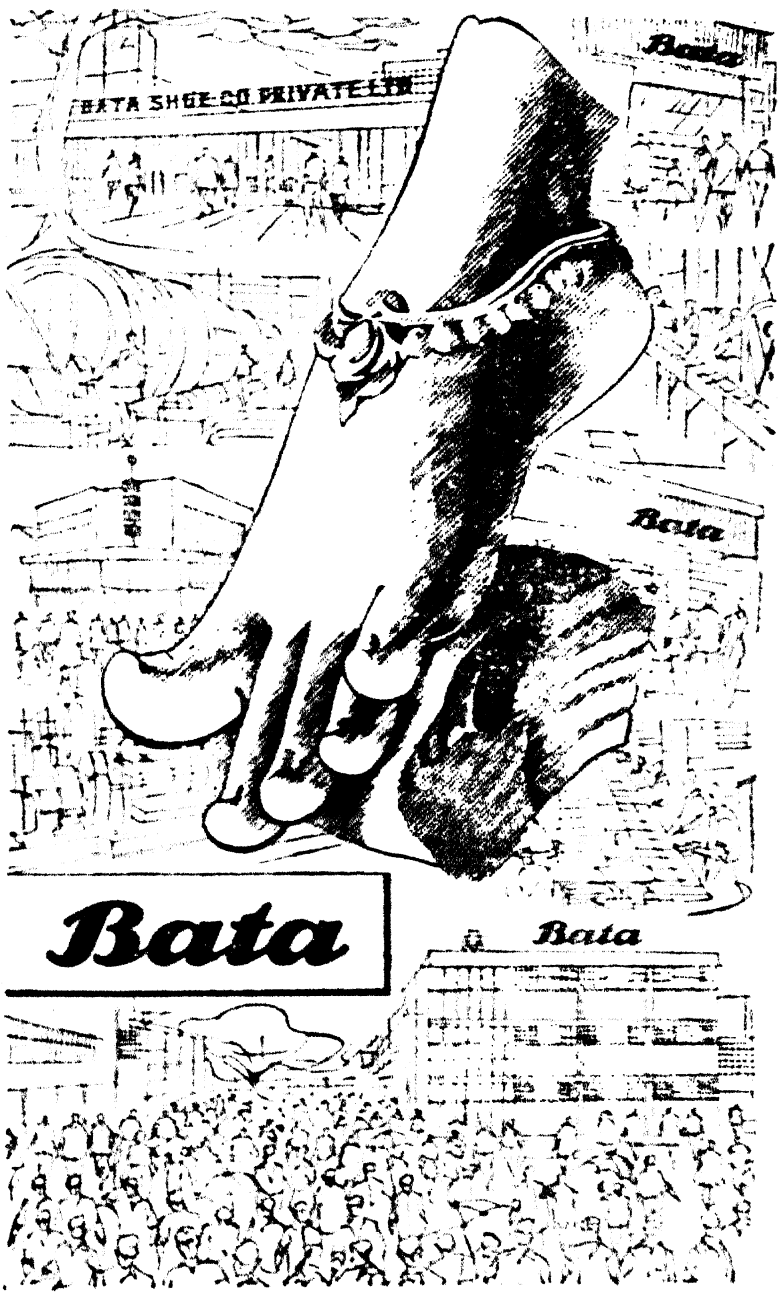
BATA SHOE CO PRIVATE LTD
Bata
Bata
Bata
Bata

কাকলি। 'সোনাদীদির আদরে সর্ব শরীর বিদরে।'

'তা একটু বিদীর্ণ হলে কতি কী! তবু, যাই বলো, আপরুচি খানা, আপরুচি গানার মতো সুখ নেই।'

'আপরুচি গানা মানে?'

'নিজের ইচ্ছে মতো গান গেয়ে ওঠা। সাধা আছে এ বাড়িতে তুমি বাবা-কাকার সামনে গলা ছেড়ে গান গাও কোনোদিন? সব ভাঁজো। বেয়াদবি, স্রেফ বেয়াদবি। দেখ দেখি ব্যক্তি স্বাধীনতার উপরে কত বড় হস্তক্ষেপ!'

কথার সুরটা লঘুতার দিকে যাচ্ছে দেখে অস্বস্তি হল কাকলির। বলল, 'তবে মনে নিজের সংসারে ভীষ্মলোচন শর্মা হয়ে সিঁথি থেকে বর্মি পর্যন্ত অওয়াজ ছাড়বে।'

'ছাড়ব। যাক বাবা স্বাধীনতার জয়োল্লাস। যখন খুশি গান গেয়ে খুশি বাজনা। আনন্দের চেয়ে বড় প্রকাশ কী আছে?' কাকলিকে ধরে পেছনে ঠেলে সুকান্ত হালকা হয়ে গেল। কোনদিন ইচ্ছে চিংড়ি, সেদিন ইচ্ছে ভেটকি। সেদিন ইচ্ছে ইলিশ। খুশি হলে চাটকা, খুশি হলে বসি।'

সপ্তপদী-সপ্তপদীই কোরো। গ্রাস করো অক্লেশে একটি গন্ডারের হল কাকলি। 'যদি ধরো, ঈশ্বর না করুন, তোমার কোনো অসুখ হয়?'

'হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে।'

'আমার অসুখ হলে?'

'মেটাবলিটি হেসে।'

'ইয়ার্কির কথা নয়।' কাকলিই লঘুতার সুরে ফোটা ফেলল। 'যদি কারু অসুখ হয়, আর তা বাড়াবাড়ি হয় তখন নিরুপায় বিপদের মুখে গিয়ে পড়তে হয়। উপায় নেই তোমার বাবা-মাকে গিয়ে না ধরবে তাই। যদি আসতে না চান হয়তো ধরে না বাঁধি কবি। যদি বলেন, বাড়ি ফিরে চলো তাই না কোন গিয়ে হাজির হই। সেই যদি শেষই হাসাব তবে মিছিমিছি মন খারাপ কেন?'

'তবু তুমি এ সংসারে ছোট মনের নিচুতাকার কলহাকাটির মধ্যেই থাকবে?' মুখে দাঁড়াল সুকান্ত।

'এ হাঁড়িকুড়ির ঠোকাঠুকি, নড়ে চড়ে সরে বসে এবাই আবার এদের সমতা ও স্থিতি বজায় রাখে। এ-সুজনের কলহ ও-সুজনে মেটায়। ও-সুজনের কলহ এ-সুজনে। এরা কাল যারা কলহ করেছিল, আজ তারা একই বসে হাসে আর আজ যারা কলহ করছে দেখছ কাল তারা পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখবে। কিন্তু তোমার ঐ একলা সংসার যখন কলহ করবে?'

'কলহ করবে মানে আমাতে তোমাতে কলহ হবে?' অবাক হবার ভান করল সুকান্ত।

'হতে হবেই পারে। ও আর এমন অসম্ভব কী!'

'তুমি যে এমন কলহুটে তা তো জানতুম না।'

'আর তুমি যে এমন সৌখিন ঢেঁকি তাই কি জানতুম? তবু কথা আছে মনে তুমি প্রথম কাকলি বলেছিলে কোন কথাতে? না, সেদিনই কলহ হয়েছিল। তবে সে কলহের ক্রিয়া কী হবে পাশে বসে আছে। দ্বিতীয়টি লক্ষ, তখন তোমার সঙ্গে সংসারটা একসঙ্গে হয়। যে কাকলিকে তুমি কাছে আর হাসলা করবে আমার উপরে। আর কলহে ভেঙে থাকাতে প্রথমেই না করে একাকীত্ব হতে পারব। তখন একসঙ্গে সংসারটা তিনটুকে ভেঙে তিনটিতে ভেঙে আমাদের। তখন আবার ঘরের সঙ্গে ঘরকন্নাটা মিলে মিশে বেডরুমটার নীচে ড্রয়িংটা ওপরে উঠবে দেখো।'

কেন যেন হাসিটা প্রকট হতে উঠল সুকান্তকে পারল না স্বপ্নে সরাতে। সুকান্ত কাঠখোট্টার মতো বলল, 'আর ঐ একলা সংসারে হলে?'

'ওরে বাবা! তখন তো ঘোলা মাঠে খোলা আকাশ মুখে।' কাকলি হাসির ঢেউ টেনে বলল 'তখন তো তুমি ছি এম-এ পাশ হয়ে ছি এম-এ পাশ।'

'তুমি আমাকে এমনি অবিশ্বাস করো?' গম্ভীর মুখে করল সুকান্ত।

'এ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা কী! এ একটা সম্ভাবনার কথা। যদিও কথা যদিও' আবার হাসল কাকলি। 'যদিও যদি-র কথা নদীর পার।'

'তার মানে, তোমার আর আমাদের ভালোবাসায় আস্থা নেই।' সুকান্ত মুখে নির্বিকার ভাব এনে বলল 'যদি প্রেম বিশ্বাস করে না হে, ভালোবাসা হে সমস্ত বিরোধের থেকে


খাবার পর আপনি

# পাকস্থলীর ব্যথায়

ভোগেন কি?

হিউলেট্‌স মিক্সচার খান
স্থায়ী উপশম এনে দেবে

অতিরিক্ত খাটুনি ও মানসিক দুশ্চিন্তা পরিপাক-যন্ত্রকে প্রায়ই দুর্বল করে ফেলে ... এবং ইহার ফলে বদহজম ও খাওয়ার পর পাকস্থলীতে ব্যথা হয়। হিউলেট্‌স মিক্সচার পাকস্থলীকে খাদ্য পরিপাকের শক্তি দিয়ে এমনি সহায়তা করে। যন্ত্রণাদায়ক অম্বরসের হাত থেকে পাকস্থলীর ঝিল্লীকে সুরক্ষিত রেখে পেটের যন্ত্রণা চটপট আরাম এনে দেয়। ৪০ বছরেরও ওপর পৃথিবীব্যাপী সব ভুক্তভোগীরা হিউলেট্‌স মিক্সচার খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে আসছেন।

টিপ্স : নিজের পেটের পীড়ায় ও হিউলেট্‌স মিক্সচার চমৎকার। কয়েকটি কৌটোতেই সঙ্গে সঙ্গে আরাম।

পেটে ব্যথার জন্যে অন্যান্য সহায়ক ওষুধের জন্যে, হিউলেট্‌স মিক্সচার ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট ছাড়া চলবেই পারবে না।

হিউলেট্‌স মিক্সচার

সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন্স (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

৩৩/৪, বাহুবাজার মেইন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ CJH 69

আমাদের হাতছাড়া পালে বাঁচিয়ে। তার আগে তুমি বলতে চাও, একা হলে যেমনই আমাদের ঝগড়া আমাদের ভালোবাসার চেয়ে বড় হয়ে উঠবে।'

'কি জানি কী হবে! এখনো তো ঠিক একা-একা, শুধু, তুমি আর আমি।'

সেই পরীক্ষায় জানাই একা হওয়া দরকার। সুকান্ত একটা হাই তুলল: 'আমি আজ থেকেই বাঁচি ঐকা শুরু করে দেব।'

'শুরু ঐকা করে বাঁচি ঐকা?' কার্জলও মুখ এবার খুলল: 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কথা কয়েক-একটি এই বাসের মধ্যে হলে তুমি আমার এই বাঁচিয়ে দিতে ঝগড়া করে তোমাকে নেমে যেতে হবে। আমার দুর্বিনয়ের দুর্বিপাকে পড়তে। চলন্ত বাসের দরজার পাদানে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে গালাগাল করবে। এক ছুটো সেখানে আসে না সুকান্তের সুকান্ত একটিন হয়তো এ ছুটো ঝিনে এসে সেখানে চড়ের উঠবে। আমি কাঁদো কাঁদো অসহায়ে বলে হয়ে থাকব।'

তুমি বাঁচি ঝগড়ার প্রেমে তুমিও সেরকম।

'কী ঝগড়া আমিও সেরকম। সুকান্তের মনে হল আর কিছুতেই একে ফেলে যাবে না। সুকান্ত একে ঝিনে এসে সেখানে ঝগড়া করে আমি সকলের কাছেই কাছেই।

'আচ্ছা ঝি ঝিনিস আর ঝি সত্যি আমরা কী ঝগড়া ছাড়াই সুকান্তের কাঁদো কাঁদো গলায়।

'তাও ঝিনস্থ এ ঝগড়া না হলে এই একেবারে কাঁদোকাঁদো ঝিনিসগুলি ঝিনিসগুলি ঝিনিস। ঝিনিস্থ সবচেয়ে ঝিনিস তুমি আমার কাছে এ বাঁচি ঝগড়া তুমি আমার কাছে এ ঝিনিস্থ ঝগড়া সবচেয়ে সবচেয়ে। সবচেয়ে ঝিনিসগুলি ছাড়া বাঁচিয়ে। এ ঝিনিসগুলি হলে কখনো এরকম আসতাম। সবচেয়ে হলে একটিন হলে সবচেয়ে ঝিনিসে আসতে সবচে হচ্ছে আমি ঝগড়া হই। কাকে বলি, কাকে কাটাই ঠিক করতে একটিন সবচেয়ে আমার ঝিনিস হলেও আমার ঝিনিসে ঝগড়াটিকে আজ ঝগড়া আমি আসতে আসতে থাকব। কেথায় হলেও আমার আসতে নেই, ঝিনিস্টিনিটি নেই সেখানে সব সময়ে ঝিনিস সুকান্তের সেখানে হলে কে থাকে কে!'

তুমি ঝগড়া সুকান্তের ঝিনিস্টিনিটি নিয়ে আমার নিয়ে। আমি এ-বাঁচি ছেড়ে চলে যাব। সুকান্ত সহজের ঝিনিস এসেছে চাইল।

কার্জল সহজে আসাযাস। বলল: 'না, তোমার এখনি চলে যাবার কোনো কারণ হয়নি।'

'বেশ তো, তুমি থাকো একমাস সেরোজ আসা করে, আমি যাই।'

'তোমাকে ঝি ঝিনিস।' এবার পাকা ঝগড়ার সুযোগ পেল কার্জল। সেখানে তুমি জানো তুমি যেখানে যাবে আমাকেও সেখানে যেতে হবে। আমাকে এখানে রেখে সুকান্তের একা সবে পড়বার কোনো মানে হয় না, কোনো মানেই হোক না কিন্তু কোনো একটা কথা তুলে, বাঁচি আমার এক পথ সেজে। কার্জলের গলা ভারভার হয়ে উঠল: আমার পড়ে আমি আমার থাকবার প্রস্তুত নই।'

সবচেয়ে প্রস্তুত ঝি আমিই ঝিনিস। সুকান্ত সহজ না সহজ থাকে 'কিন্তু যে হাত ধরবার জন্যে ঝিনিস্থে আসে ঝিনিস্থে ঝিনিস্থে ঝিনিস্থে সেই হাতে ঝিনিস্থে ঝিনিস্থে।

'আচ্ছা আসল নয় আচ্ছাই সকলের সঙ্গে চলি। কিন্তু তুমি হাত আমার সঙ্গে সবে আসাকে ধরে ঝিনিস্থে করে কার্জলকে বলল: এই যে আসাকাল করছ, বাঁচি সবচেয়ে ঝিনিস্টিনিটির ঝিনিস্থে ঝিনিস্থে।


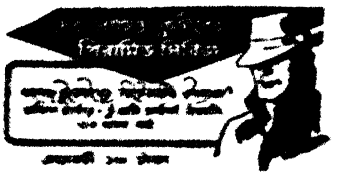

অল প্রুফ
ক্রোম স্টীল
কোলগুার
ওয়াচ
মূল্য ১০০
গ্যারান্টী—৩ বছর
১৭ জুয়েল্স—
৭৫ টাকা
২১ জুয়েল্স এনামে—
৯০ টাকা
T. MA WATCH CO
JAMELI NAKA, THANA

একাঙ্ক পাঠের অনাতম পীঠ, কালীঘাট
সেই কালীঘাট ঘরে ঘরে নাট্যামোদীদের অভিনয়ের ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে
গড়ে উঠেছে— • হরেক কাঁদুনী • মুখোমুখি ঝগড়া •
ঝিনিস্থ আসরের একটি সার্থক নাট্য-অর্ঘ
অমিত মুখোপাধ্যায়ের অমৃত মন্থন মূল্য ৫.০০
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

Amico's
GREEN LINIMENT
আমিকো লিনিমেন্ট ব্যবহারে পেশী পেশীবহুল (কোমর ?
কোমরে বাঁচিয়ে বিশেষ কোন পরিবর্তন ?
তবে দুটী হোক
আমিকো গ্রুপ এর বিভিন্ন পণ্যসমূহ
ব্যবহার নিয়মিত ব্যবহার করুন
এ্যামিকো গ্রীন লিনিমেন্ট
( মলম আকারে )
ব্যবহারিক নিয়মাবলী।
মূল্য ৩৫ গ্রাম ১.৭৫ নঃ পঃ
ছোট শিশি ১.৭৫ নঃ পঃ
"আমিকো" ব্যবহার
ব্যবহারিকের জন্য লিখুন—
আমিন এণ্ড ইসমাইল প্রাইভেট লিঃ
হেড অফিস: ৪৬, কলিকাতা-১

কে. হোড়ের
কণক
* পাউডার *

বিশ্বস্ত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি. এন. বসুর হোসিয়ারী ফ্যাকটরী

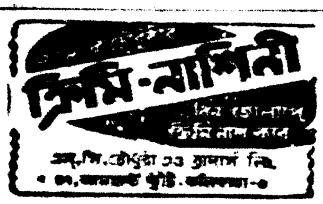

ক্রিম-নাশিনী
মিনি ট্রো-নাশ্
ক্রিমি নাশ করে
এস্. সি. চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ

রাঁদুর
জুতা
সুদৃশ্য ও মজবুত
রাদু এণ্ড কোং
৭৫/এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

দৈবই পরম শক্তি
ধ্রুবনেত্র অসাড়
যাবতীয় চক্ষের পীড়া, বিশেষতঃ অন্ধত্বের প্রতিষেধক চশমা ও বিবর্দ্ধিত জোরইনিস, এবং অন্য চক্ষুরোগ ঔষধের জন্য রোগীর জন্মবারের পত্র লিখুন। ডাঃ প্রমথনাথ বসাক, অপটোমেট্রিষ্ট ও অপটিশিয়ান (ইয়োরপ), কলিকাতা। ২৮ ফোন ৫৭ ২৪৭৮

বেশ বিয়ে ঢেলে বসল কথাটা। তোমার আর যা উপার্জন কর, তা নয়, তোমার টিউশানির টাকা!

বেশ, তুমি জানো না?

কী হয়েছে তা বলছি এত উপরে আসে কিসে? বেশ তো একলা টানাটানিই না-হয় সামলে নিলে, তারপর? চাকরে

মধ্যে ইলেকট্রিক-পেনের আড়ে ধরে আছে। কি দামি টাকার থেকে কিছুটা হলে নয় না হলে-হলো—এইটুকু তার পড়ের বরাবর যেন—সবই চলবে নিজের উপরে। কিন্তু দামি সত্যকার টাকার চলবে তোমার সামনে।

যেন তুমি কোনোদিন করতে পারবে না? তুমি মুখের উপর বলতে এল সুকোমল

তোমার আবার অসুখটা কিসের?

সেটা উপরে না উপরে যে চলবে সে-উপর কি কারু অসুখ একলা? সংসারে সেটা কারু, এক মুহূর্তে সকলের দেহি একটা হয়ে-উঠে, সব দাঁড়ায়ও কি একা তাকে নিয়ে? সব সমান-সমান একেবারে তুলিয়ে নাকে না দাঁড়ালে সুকোমল তোমাকে জানাতে হবে, আমারও হবে তবে অসুখ হয়েছে।

আমার যে হোক। একটার উপর হয়ে নালিশ এর কাছে করবার।

আর এর কি কোনোকিছুর কি তুমি করবে? একটা যা কাছে টানে?

এর কি কোনোকিছুর কি তুমি করবে? একটা যা কাছে টানে?

আমি বিশ্বাস করে তুলেছি বলে একটা অধিকার তোমার—তাই বলে যে তোমার সুকোমল কোনো কিছু করতে হবে—এমন তিনি কোনো ইতিহাসের হয়ে নাও। তবে আমি পড়ে ছাড়ব হবে।

একেবারে তবে তুমি কিছু করবে না?

এর কোনো এর কিছু না।

কী আবার বলা থাকবে! এমন কাজে সই করে নিজে হাতের যে কর্তব্যটুকু আছে সেটুকু নির্বিকার হয়ে। এ যে তোমাদের কাজ, যে হয়তো পুরুষ করে তার ভার নয়। তার বিশ্বাসের মধ্যে হয় না, কিন্তু কিনারেও যে কিছু, তার আছে, চলবে আমার এর এ কথা বলে তখন একটা মোর ইলেকট্রিক-সাই-সত্যর টাকা না কোনো আমি করে নাও। সুকোমল ঐ টাকা তোমার যেন আমার সত্যকার কিছু নিজের।

যদি তোমার আবশ্যকের ঐ টাকা সত্যের সত্যের কাজেকিছু হয়ে-হয়ে, তাহলে টাকাকে নিজে হয়ে নাও সকলে যদি সত্যের টাকার জন্যে আমি এবং নিজে ইলেকট্রিক করি। নিজে টাকার কিনা হয়ে ইলেকট্রিক তুলিয়ে তুলবার পারছে না। আর যদি নিজেদের তুলবে। আমারও হোক তুলে আমার টাকা সত্যকার নিজে আছে, সব তার সত্য হয়ে নিজে সত্য-সত্যর কাটাকাটি। ইতি তিন।

ছাড়ো, ছাড়ো সকলি অসার। কাজ এসে চুলোয় ছাড়ুক সংসার।

একটুও নড়ল না কাকলি। ধরেসব করে উঠল: সব কিনতে হবে না, এ সংসারে আমি, কিন্তু সব সৃষ্টিই সে সংসারে হয় না এটাও জানা দরকার।

তুমি বাজে কিছুই চাকে কাজিয়ে সুকোমল, টাকা চুরিতে চুরিতে সুকোমল এসে ঘরের দিন, ছেলেরা কাঁদে, সেবকদের সে চুকেছে।

সবাই মিলে চারদিক ঘরে সেবা করবার, ঘরে সুকোমল তুলবার নিজেরা হবে।

আমার সকলে যে সকলের উপরে টাকা নিজেরা।

এইবার ঘরে সেবা চলবে। সবের সেবার ছুটি চাকে এবং প্রতি প্রথম সকলে সংসারে সুখী সুকোমল সুখে কিনে। নিজেরা কি করে কাই না, সুকোমলের কাকি সেবা সুকোমল চলবে। সকলে টাকার যদি ইলেকট্রিক সবার সবার সাথে কাকি সুকোমল ইলেকট্রিক করবে। একেবারে নিজে সুকোমল এবার সে ইলেকট্রিক সবার সে চলবে।

সবার সেবা সে সবার কাকি, সবার সবার সবার

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ৭ ॥

২৫ জুলাই ১৯৫১

সকালে অনেকক্ষণ যে সময়ে লাইব্রেরি আসবার কথা সে সময়ে লাইব্রেরি আসেনি। অনেকক্ষণ পরে লাইব্রেরি আসতে বলে দিয়েছিলুম। এসে যখন হাজির হল তখন তাকে ভর্ৎসনা করে বললুম, তুমি কি মনে করো তোমার জন্যে আমি বসে থাকব? তুমি যখন খুশি আসবে আর আমি তোমার জন্যে বসে থাকব? লাইব্রেরি বিনীত ভাবে বলল, আমি ভেবেছিলুম আপনি বোধ হয় বেরোবেন। তাই তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি। আমি বললুম, তুমি ভেবেছিলে বলেই কি আমি বেরোব? তুমি ভাবলে কেন? লাইব্রেরি বলল, আমি ভাবিনি, আমার মনে হয়েছিল। আমি বললুম, তোমার মনে হয়েছিল, হল তো, কি বলো? আমরা সকলেই ওর কথার ভঙ্গী দেখে খুব হাসলুম।

আমি বললুম, তোমার কবিতাটা তো আমি কাল রাত্রেই তর্জমা করে নিয়ে আমার খাতায় লিখেছি। আপনি মুখে মুখে সেটা বলে যান, আমি ওকে লিখে নিচ্ছি। সেদিন সকালে আমরা উঠি বেড়াতে বসে। আপনি কুলুঙ্গি সর্বদিন একটা বেতের সংবরণে নিয়ে থাকেন। তা থেকে সেই আমি আমার বইয়ের কালিকের পাতাটা বার করে নিলুম। আপনি কিছুতেই বলতে চান না। আমি বললুম না, সে হবে না। তোমার আমি মুখে মুখে কাল সকাল বেলাকার কথা বলতে বলে। আমরা এখন একটা নতুন কাজে যে লেগেছি। এখনও আপনারটা চলছে, ওটা আগে শেষ করি। তারপর তুমি কাজ বলবে, তুমি কিছু বলো না তো। আমি পরে ভেবে কাজ নয়, তোমার পরে না তোমার ভেবে বলে।

সকালে আমি যখন মুখে মুখে তর্জমার সে কবিতাটির ১১।১৯ লাইন লেখা হয়ে গেছে তার কিছু নেই। আপনি নিজের কবিতাটি তখন লিখছেন। তাই একখানা খাতা টেবিলের উপর রেখে প্রায় সারা


খেয়ে আবার সতেজ হ'য়ে উঠুন

খান MANDH

ইমালশন

সাধারণ দৌর্বল্যের জন্য চমৎকার, সুস্বাদু টনিক—অল্পদিনের মধ্যেই আপনার স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনবে।

Mandh/10

মার্টিন এণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিঃ
কলিকাতা, বোম্বাই, নিউ দিল্লী, মাদ্রাজ

কারেই আপনাকে অবশ্যম্ভাবী থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে, নিজের চৌকিতে বসিয়ে জবরদস্তি লেখাটি শুরু করালাম। যখন উঠি হওনা হচ্ছি, দেখি প্রায় কাছে চলে লাইন তৈরি হয়েছে। মন দিয়েছে কাজে চলে গেলাম যে এইবার গল্প চলবে। বিকেলে ফিরে এসে দেখি অনেকটা লেখা হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা যখন জেলখানার পড়ে দেখি মুখে যা বলেছিলাম তার থেকে একেবারে অন্যরকম হয়েছে। বুদ্ধি মুখে বললাম, "মানুষ-পুলোকে এইবার বেশ চোখে দেখতে পাচ্ছি, এখন লেখা আপনিই চলবে, বেশিক্ষণ আর বসিয়ে দিতে হবে না।" ভালো করে কারে আপনাকে নিজের বাড়ি বসিয়েছিলাম সেই যে অমন বইখানা বেরোল। কবি বললেন, "তা ঠিক, এইরকম করবার জন্য গল্প আমি মুখে মুখে বলেছি। তারপর আর লেখা হয় নি বলে অনেকগুলো ছবিয়ে গেছে।"

এইরকম নানা রকমারিতে সকালটা কাটল। দুপুরবেলা বেশ বৃষ্টি সুরু হয়েছে আজও। কিন্তু সকালবেলার মতো আকাশ চেহারাটা আর ফাকাশে করলে। এরকম বৃষ্টির আবার কখনও সঙ্গি নি। এই দিন পর এরা সর্দারের রূপ পালটে যাবে। ঠিক যে উপকূল রকম তাও নয়। সবটা লেখা নিশ্চিন্ত হয়ে আসছে—সকালে আমার যেমন অনুভব করছি। শুধু ১৯ বৈশাখের এই ছিন্ন না ন ২৫শে বৈশাখের না। এই একমাসের বাড়তিটাই এই হয়ে গেছে। সেটা কত আর বড়ই করতে পারবে। এইবার চারের চেয়ারে বসে বিশ্রাম।

আজ সকাল থেকে খালি মনে হচ্ছে রাটানিকাল গার্ডেনস্‌এর বাড়ি সেই পর্যন্ত হয়—মাঝখানটা কাত পড়ে গিয়েছে। শুধু গাইরে গাইবে ঠোকা নিয়ে ঠৌকিয়ে রাখা—এর মধ্যে ক্লাসিকি আর কিছু নেই। কত যখন আসছিলুম বুঝতে পারিনি যে এই রকম লেখবো।

দুপুরবেলার পাড়িতে সেদিন মৈত্রেয়ী এল। শুনলুম বিকেলে ডাক্তার বসু অবি কারী এবং কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মশাই আসবেন। বিকেলে কবির কাছে যখন গিয়েছি তখন বললেন, "আজ অমলবাবু, অমরেন্দ্র যে কজন[১]" আমি তো অবাক হয়ে তাকে আছি। বললেন "আমরেন্দ্রকে চেনো না?" তখন আসল ব্যাপারটা বুঝে বললুম, "ওঁরা তো সব বলছেন, তবে তো আর কারো নাম উল্লেখই করলেন না, আমি কাকেই বা চিনি।" তখন অমরেন্দ্র বসু মহাশয়ের কথা বললেন। খুব ভালো করে মনে আছে, তাঁর সুন্দর চেহারা, সুন্দর পোশাক। কবির একবার মনের মধ্যে ঢুকে গেলে তাঁর কাছে আর কিছু গোপন থাকে না। কাজেই কি ভাবে আমি ওই ছবিটা তুলে নিলুম।

সন্ধ্যাবেলা বসুমশাই, কবিরাজ বিমলানন্দ ও তাঁর অধীনস্থ চিকিৎসক দুজনকে নিয়ে কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে এলেন। বৃষ্টি তখন সন্ধ্যেবেলার সেই ছুটো পশ্চিমমুখো ঘর। ঘরটায় আসবাবের মধ্যে এক আসন ছিল বসে আছেন। মহর্ষির আসনের পাশে ঘর ঘরটায় ঢোকে। মাঝখানটায় চৌকি ছিল। আর ২খানা বেঞ্চ এই ঘরে এই চৌকির চিকিৎসা করবার সময় আমার সুবিধেমতো এক রকম। একটা মাঝি বসেন, হয় আর একটা আসনে কবিও বসেন না আসনের সঙ্গে লাগোয়া পাশের ঘরে। আমার কবিরাজ মশাইয়ের ডানদিকে ডাক্তার বসু বসেছিলেন, তাঁরই পাশে মৈত্রেয়ী। আমি বসেছিলুম বসুমশাইয়ের কাছে। তাঁর পাশে ছিল এবং আরো একজন কে যেন পুরুষমানুষ মতো হবে সত্যেনবাবু, কি অনিল, ঠিক আমার মনে নেই আর ছিলেন। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সেদিনই বিমলানন্দের আলাপ আছে তাই ডাক্তারবাবুই বিমলানন্দকে নিয়ে এসেছিলেন—এই আমার ধারণা।

শুনেছিলুম কয়েকদিন আগে যখন মৈত্রেয়ী আর একবার এসেছিল সেই সময় কবি নাকি কথায় কথায় বলেছিলেন যে, কবিরাজি চিকিৎসা করে দেখলে হয় একটাবার এদের। তাতে কিছু, ক্ষতির আর কি আছে। মৈত্রেয়ী সেদিন ফিরে গিয়ে বসুমশাইকে কথাটা বলে। তাঁর ইচ্ছে ছিল কবিরাজি চিকিৎসা করেন তাঁকে ডেকে আনি। তিনি নিজে বিমলানন্দ চিকিৎসক। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে একবার কবিরাজমশাইকে দেখাবার ইচ্ছে। আমাকে তিনি চিকিৎসার ভার দেন।

কবির শরীর ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে। ডাক্তারবাবু অনেকদিন চিকিৎসা করছেন। কবির নিজের যেটা অসুখ সে যেটাই হোক হয় যখন আসল কারণটা একেবারে শরীরের ভিতর থেকে আসছে। ওষুধ, পথ্যের মধ্যে ডাক্তারি, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি একেবারে কিছু বাদ দিতে বাকি রাখা হয় নি। ডাক্তারবাবু, বিমলানন্দ মশাই, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার যাঁরা চিকিৎসা করেছেন তাঁরা সকলেই কবিকে স্নেহ করতেন। তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছে দেখে তাঁরা সকলেই ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁদের সেই একান্তিক নিষ্ঠা কবিরাজমশাইকে আকৃষ্ট করেছিল। আমাকে তিনি চিকিৎসার ভার দেন।

কবির শরীর ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে। ডাক্তারবাবু অনেকদিন চিকিৎসা করছেন। কবির নিজের যেটা অসুখ সে যেটাই হোক হয় যখন আসল কারণটা একেবারে শরীরের ভিতর থেকে আসছে। ওষুধ, পথ্যের মধ্যে ডাক্তারি, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি একেবারে কিছু বাদ দিতে বাকি রাখা হয় নি। ডাক্তারবাবু, বিমলানন্দ মশাই, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার যাঁরা চিকিৎসা করেছেন তাঁরা সকলেই কবিকে স্নেহ করতেন। তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছে দেখে তাঁরা সকলেই ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁদের সেই একান্তিক নিষ্ঠা কবিরাজমশাইকে আকৃষ্ট করেছিল। আমাকে তিনি চিকিৎসার ভার দেন।

কবির শরীর ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে। ডাক্তারবাবু অনেকদিন চিকিৎসা করছেন। কবির নিজের যেটা অসুখ সে যেটাই হোক হয় যখন আসল কারণটা একেবারে শরীরের ভিতর থেকে আসছে। ওষুধ, পথ্যের মধ্যে ডাক্তারি, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি একেবারে কিছু বাদ দিতে বাকি রাখা হয় নি। ডাক্তারবাবু, বিমলানন্দ মশাই, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার যাঁরা চিকিৎসা করেছেন তাঁরা সকলেই কবিকে স্নেহ করতেন। তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছে দেখে তাঁরা সকলেই ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁদের সেই একান্তিক নিষ্ঠা কবিরাজমশাইকে আকৃষ্ট করেছিল। আমাকে তিনি চিকিৎসার ভার দেন।

কবির শরীর ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে। ডাক্তারবাবু অনেকদিন চিকিৎসা করছেন। কবির নিজের যেটা অসুখ সে যেটাই হোক হয় যখন আসল কারণটা একেবারে শরীরের ভিতর থেকে আসছে। ওষুধ, পথ্যের মধ্যে ডাক্তারি, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি একেবারে কিছু বাদ দিতে বাকি রাখা হয় নি। ডাক্তারবাবু, বিমলানন্দ মশাই, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার যাঁরা চিকিৎসা করেছেন তাঁরা সকলেই কবিকে স্নেহ করতেন। তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছে দেখে তাঁরা সকলেই ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁদের সেই একান্তিক নিষ্ঠা কবিরাজমশাইকে আকৃষ্ট করেছিল। আমাকে তিনি চিকিৎসার ভার দেন।


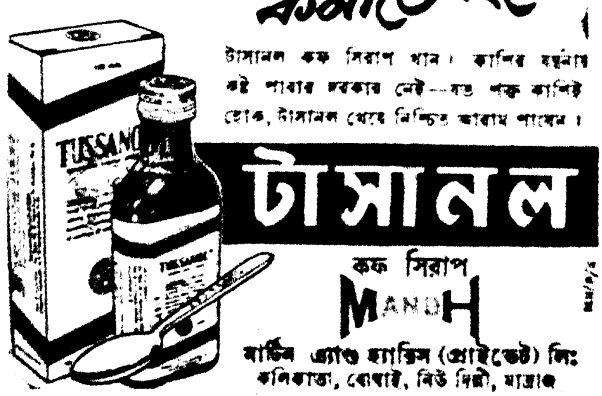



১ কুমার শিবেন্দ্রনারায়ণ যে একবার কবিকে দেখতে এসেছিল, তাঁর নিজের কাছেই সে কথা শুনেছি।

চাচ্ছি না ; শুধু শরীরের স্প্রীংটা একটু কম থাকে এবং আগের মতো নিজের শরীরটাকে নিজেই চালনা করতে পারি এখনকার মতো সম্পূর্ণ পরের উপর নির্ভর না করতে হয়, তাহলেই আমার চলে। হাতের আঙুলে টাঙ্গুলোকে আড়ষ্ট হয়ে গেছে লিখতে পারি না অনেকক্ষণ। এটুকু গেলেও তো অনেকখানি। রামবাবুর সিধে সিধে সলাপন, 'এই এতো বলেন অপারেশন ছাড়া অন্য আর গতি নেই। এই বয়সের সিধে করে ছাঁড়িয়ে পড়লে বাকিই অসার শরীরের আর এই অবস্থা। অন্য কুঁজ সরাতে অন্য নাড়ী খুব ছাড়ো, ওদেরই ছাড়া হয়ে অন্য কুঁজ করছে। কার কখন মনে হয়ে। আমারও তো কিছুদিনই মনে নিশ্চয় না যে ওদের এই চিকিৎসা নেই। বেশকার সলাপন না পুরোনো অসার তো। সন্দেহ যে এটা আপনার এম. বিহ, হয়ে হাতে একটা অপারেশন করবার ব্যবস্থা করছে। হয়ে গেছে বলিলেন্ড না করে হয়ে একটা বিদেশ খরচে তো এসে আপনার হাতে আসবে। এই আমার হয়ে এর আগের কি না হয়ে, তা সেটা সাহস করে ঠিক করে নিতে হবে।

কথা সলাপন তো তাঁরা করেছেন। যে সময় হয়েছিল আমি সেটা ভাবিনি তা নয়। তখনো একটা সন্দেহ ছিল। তখনো একটা আশা ছিল। কিন্তু আমার ভাবনা ভাবনাই ছিল। কাজে পরিণত করা হয়নি। হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এখন আর সে সন্দেহ নেই। আমার সে আশা নেই। এখন আমি নিশ্চিন্ত। এখন আমি জানি, আমার কি হবে না হবে। আমার ভাবনা ভাবনা নয়, এখন আমার ভাবনা ভাবনা

পশ্চিমের জানলাটার মুখোমুখি বসা। কাল ২৯এ জুলাই। রাত্রে শান্তিনিকেতনে এসে কবির সঙ্গে দেখা করে বেরোবার সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলাম। দিনটা [illegible] ভাবে বড়ো হয়েছে, সকালটা মোটরে এসে বর্ধমান থেকে ট্রেন ধরে বেলা পরে পৌঁছনো। কাজেই ক্লান্ত ছিলাম অনেক রাত্রে, কত রাত ঠিক জানি না, উপরের ঘরে কাঠের চৌকি টানা ও পায়ের আওয়াজে টের পেলাম কবি ফেরাচ্ছেন। এরকম অনেক রাত শুনলাম; আর ঘুম এল না। মনে আশঙ্কা হতে লাগলো কবির কি রাত্রে অসুখ বাড়লো? এত রাত রাত পায়ের আওয়াজ কেন? একবার মনে করলাম উপরে গিয়ে দেখি। তারপরে ভাবলাম রাত্রে যিনি ডিউটিতে আছেন, তিনি হয়তো পছন্দ করবেন না। এইসব মনে করে আর উপরে যাওয়া হল না। ভোরবেলা ওঠা জুলাই মাসিককে বললাম যে রাত্রে অনেকবার উপরে আওয়াজ পেয়েছি।

সকালে কবির কাছে যখন গেলাম, দেখলাম, কি এরকমে ঘুম ভাঙলো? আমি কাল রাত্রে যা কাণ্ড করেছি, তার-পরেই উনি পেয়েছেন। কাঁচুলটা আমার গায়ে দেবার সময় রাত্রে ভাঙা ঘরে হাত দিয়ে উনিই নানারকম উপকার। কাল রাত্রে বারোটা পর্যন্ত ভয়ের পালা ছিল। তারপর বিছানা থেকে তুলে বসানো, বেরোনো, ঘুমিয়ে পড়া করলাম। তারপরে পেয়ার কোনো ক্লান্ত হয়নি। তারপর ভয়ের নার্সিংএর ভার নিয়ে সুকুমার মুখিরের চারটে আমি হয়ে সমস্ত পড়ুয়ে ওর টেন পর্যন্ত করেছে। এইখানে ট্রেজেডির হাসি। আমার আমি বসে পড়ায়

---

২ কবির ডান হাতের পক্ষাঘাতের পরে শান্তিনিকেতনে পুনরায় কাজ শুরু।

যাচ্ছে আর ওরা উপরতলার টেন যাচ্ছে (আবার হাসি)। এই রকম যে কবিতার হয় ঠিক নেই। যাই হোক, সব শেষে-টেন হয়ে গেলে আমি বিছানায় যেই গিয়েছি, ভয় একেবারে সে ছেড়ে। আবার যখন দরকার হল ডাকি, তখন নবীনমাধব একলা।

ডাক্তার সীলমান চার্টার্ড কবি অসুস্থ হলে পর শান্তিনিকেতনে চাকরি নিয়ে এসেছিলেন কলকাতার ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে মানুষ করবার জন্য। ডাক্তারের নির্দেশ মতো কবির ঘরে ঢুকে ওঁর চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন। ডাক্তারের নির্দেশ ছিল কবির ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। তিনি রোজ সন্ধ্যে-বেলা ওঁর ঘরে ঢুকে ওঁর ঘুমের ব্যবস্থা করে দিয়ে আসতেন। ডাক্তার সীলমান ছুটিতে গেলে তাঁর জায়গায় এলেন ডাক্তার কালীপদ গাঙ্গুলি। তিনি ছিলেন ডাক্তার সীলমানের ঠিক বিপরীত। ডাক্তার সীলমান ছিলেন ঘুমের ব্যাপারে কবির সমস্ত ব্যাপারে নিয়মের দাস। ডাক্তার গাঙ্গুলি ছিলেন নিয়মের বাইরে। তিনি ছিলেন ডাক্তার, তাঁর কাছে রোগীর ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া না হওয়ার কোনো মূল্য ছিল না। তিনি ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াতেন। ডাক্তার সীলমান ছিলেন ঘুমের ব্যাপারে কবির সমস্ত ব্যাপারে নিয়মের দাস। ডাক্তার গাঙ্গুলি ছিলেন নিয়মের বাইরে। তিনি ছিলেন ডাক্তার, তাঁর কাছে রোগীর ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া না হওয়ার কোনো মূল্য ছিল না। তিনি ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াতেন। [illegible] ডাক্তার সীলমান ছিলেন ঘুমের ব্যাপারে কবির সমস্ত ব্যাপারে নিয়মের দাস। ডাক্তার গাঙ্গুলি ছিলেন নিয়মের বাইরে। তিনি ছিলেন ডাক্তার, তাঁর কাছে রোগীর ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া না হওয়ার কোনো মূল্য ছিল না। তিনি ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াতেন। [illegible] ডাক্তার সীলমান ছিলেন ঘুমের ব্যাপারে কবির সমস্ত ব্যাপারে নিয়মের দাস। ডাক্তার গাঙ্গুলি ছিলেন নিয়মের বাইরে। তিনি ছিলেন ডাক্তার, তাঁর কাছে রোগীর ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া না হওয়ার কোনো মূল্য ছিল না। তিনি ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াতেন।

---

---

৩ কবি বহুদিন কাব্যে ফেলে রাখা কথাটির ছন্দের উৎসাহ ইংরেজী ফ্রেজ্‌এর মতন করেছিলেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অনবদ্য শিল্প-কৌশল…
আধুনিক গঠন সৌন্দর্য…

ন্যাশনাল **একো**-র
**নতুন** মডেল এ-৭৪৪

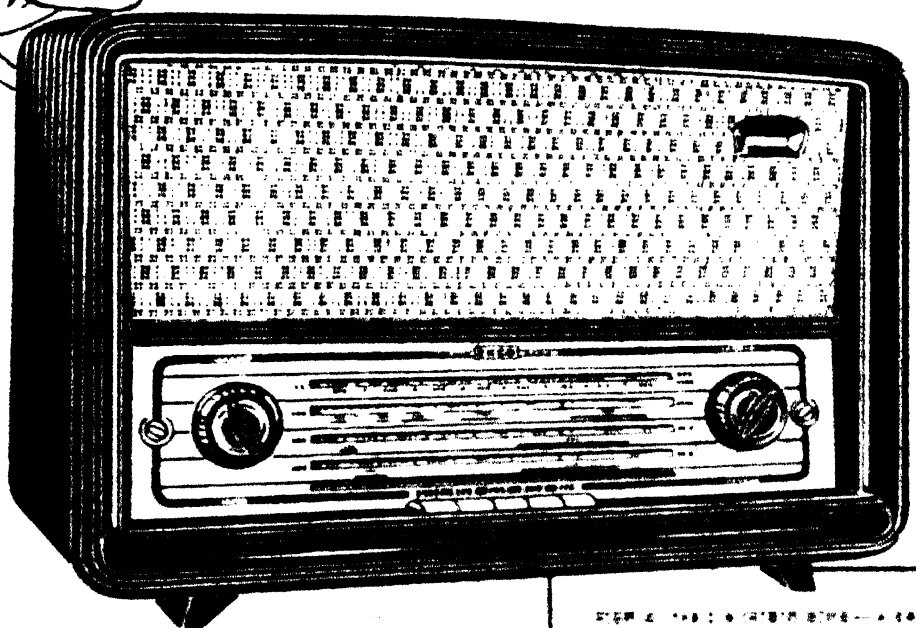

লক্ষ্ণৌ রসিকতা ন্যাশনাল-একোর চমৎকার নতুন মডেল এ-৭৪৪-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ছাড়তে পারবেন না। এর অনিন্দ্য গঠন, কলাকৌশল ও পরিষ্কার চেহারা দেখে মনপ্রাণ ভরিয়ে, তেমনি শ্রুতিমধুর ও সুস্পষ্ট এর আওয়াজ।

মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটি নিয়ে লক্ষ্ণৌ আপনি পরীক্ষা করবেন। আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডিলারের বাড়িতে শোনাতে বলুন—কোন পয়সা নেই।

আমাদের অনুমোদিত ন্যাশনাল-একো ডিলারের কাছ থেকেই শুধু কিনবেন।

মডেল এ-৭৪৪ : ৬ ব্যাণ্ডের রেডিও—৪ ব্যাণ্ড মধ্যমের কোয়ার্টজ নিয়ন্ত্রিত। ৭ ভাল্ভ ও ৫ ইঞ্চি স্পীকার। কেবল এ.সি. ভোল্টেজে চলে। ট্রপিক্যাল করা। বিশেষ ব্যবস্থা। ৫৬ ঘণ্টার গ্যারান্টি।

**৩৮৫৲ নীট**

ফাইন টোন পাওয়ার

ন্যাশনাল **একো** রেডিওই সেরা—এগুলি 'মনসুনাইজড'

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বোম্বাই • পাটনা • মাদ্রাজ • বাঙ্গালোর • দিল্লী • সেকেন্দ্রাবাদ

IWT GRA 177

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

৩

পরের দিন সকালবেলাই কিন্তু এল পাড়ার সেক্রেটারি শঙ্করবাবু।

আসতে সে আসতেন সাধারণত রাত্রে। তখন তাঁর সঙ্গে শঙ্করবাবুর ঘরে হতো। কোন কমিটির প্রোগ্রাম ঠিক এ সম্বন্ধে শঙ্করবাবুর। যেদিন আসতেন তিনি সেদিন কমিটির কাজের। সেদিন তাঁর সঙ্গে আসতেন আরো দু-একজন কমিটির মেম্বার। সেদিন তাঁদের সঙ্গে দেখা হতো না। তাঁরা আসতেন, কাজ সেরে চলে যেতেন। আমি থাকতাম আমার নিজের কাজে ব্যস্ত। কোনও কোনও দিন হয়তো আমার কাজ শেষ হয়ে যেত। তখন শঙ্করবাবুর সঙ্গে এসে হাজির হতাম। সে-ও হয়তো দু-একদিন। একদিন কমিটির মেম্বার হয়ে না হয়ে দুই বছর হয়ে গেল। তারপর থেকে শঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কোনও কারণে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজনও হয়নি। তাই আজ সকালবেলা শঙ্করবাবুকে দেখে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। এমন অসময়ে তিনি তো কখনও আসেন না। নিশ্চয় কোনও বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু কারণটা কী হতে পারে তা ভেবে পেলাম না। তাই শঙ্করবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

শঙ্করবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি বোধহয় অবাক হয়ে গেছেন আমাকে এত সকালে দেখে?

আমি বললাম—তা একটু হয়েছি বইকি। কিন্তু কারণটা কী বলুন তো?

শঙ্করবাবু বললেন—কারণ আছে বইকি। কারণ না থাকলে কি আর আসি? আপনি তো জানেন, আমি কারণ ছাড়া কাজ করি না।

আমি বললাম—তা তো জানি, কিন্তু কারণটা কী?

শঙ্করবাবু বললেন—কারণটা হচ্ছে আমাদের পাড়ার ঠাকুর-দেবতা। আমাদের পাড়ার ঠাকুর-দেবতা আপনি তো জানেন, সবই পুরনো। আমাদের পাড়ার যত ঠাকুর-দেবতা সব

যাওয়া! কালা নিগার, তার এত সাহস?

সাহেব বললে—ছাতা বন্ধ করো—

ছেলেটাও অবাক হয়ে গেছে, বললে—কেন, ছাতা বন্ধ করবো কেন?

সাহেব বললে—আমার হুকুম—

ছেলেটা বললে—তুম কে হে যে তোমার হুকুম?

সাহেব বললে—দেখবে আমি কে? এই দেখ—

বলে ছেলেটিকে ধরে বেদম প্রহার। ছেলেটা অধমরা হয়ে পড়ে রইল সেখানে। সাহেব চলে গেল।

মামলা হলো কোর্টে। বিচার হলো। জজ রায় দিলে—ছেলেটিরই দোষ। সে সাহেবকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। কাটলে সাহেব

## জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস পি মুখার্জি (রেজিঃ) সমস্ত রোগী নিম্নের লোশন ও কটিন রোগাদির বটিকার সৈকাল বাদে প্রাতে ৯—১২টা ও বৈকাল ৫—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।

**ন্যাশনাল হোমিও ক্লিনিক** (রেজিঃ)
১৬৮, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

## ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গলিত ক্ষতাদির অব্যর্থ মহৌষধ। আমাদের ঔষধ ও পথ্যাদি কয়েক সপ্তাহ সেবনীয় ও লেপ্য করা হইলে নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। পত্রদ্বারে অথবা সাক্ষাতে ব্যবস্থা লউন।

**হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর**, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া ফোন : ৬৭-২৩৫৯, শাখা : ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূর্ব্বী সিনেমার পশ্চাৎ)


নির্দোষ। তারপর সেলিমপুরের সাহেব মিঃ এলেন তদন্ত করতে। তিনি বিচার করে বললেন—অনধিকারীকে এসে আর এমন সংঘাতিক মারিটেরিয়ার সামনে এসে দাঁড়ানো যে করে বের করা হয়েছে বন্দুকের, এমন ঘটনা ঘটে তো প্রমাণের কিছুই নেই তোর দোষ পড়বে। প্রমাণ পাচ্ছ কই? তাই আমরা সেই রিভলভার ও গুলী এনে এবং এই যে আমার অফিস বয়ে ইন্ডিয়ান্স থেকে এসে সেলিমপুর কিনেছে এদের আর কী বলবার।

বলে তিনি ছেলেটিকে খালি ছেড়ে দিতে বলেন।

আর হয়ে গেছেও তাই, সেই রাত্রেই পুলিস গেটের ভেতর ছিল হয়ে ঢুকেছে সেটার সেটী খুলিয়ে এবং সমস্ত মাল একটা টে ঠে পাঠ করে নিয়ে ভেতরের ঘর খুনীদের এক্সেপ্ট দুজন করে হয়ে ছেড়ে দিয়েছে জানালো।

কিরণ হয়ে বেরুবে কথা পাঁচু পাঁচিয়ে চলে গিয়েছিল।

তারপর তেমনি বইল তিনি তেমনি বইল সেলিমপুর আর তেমনি বইল চুরির ব্যবসা। অবশ্যই আগে যারা চুরি করতো তারা খুনীদের এক্সেপ্ট দুজন করে হয়ে ছেড়

হয়েছে নেই। কেন আপনি বড়লোকরা হয়েছে উঁচুদের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এ ভুল করে ভাড়াটে হয়ে এসেছে। ওদের চাকরটারও কেমন বাবু বাবু চেহারা। চাকরটারও মাথার বাহারে চুল। ইভিল মুখার্জি হোমের ওপিকেই যেন ওদের মালায়। বাড়িটার আশেপাশের ছাদে সিনেমা পার্টিদের ওইজন্যেই থাকায়। কিন্তু হইচই এবং এই জন্যে থাকায় এই মর্মান্তিক পাড়ুর এল কেন। এখানে চমৎকার বিরলদের একদম মনের শ্রীমন্তদের এখানে মালায় চমৎকার মহল্লেন্দ্র প্রণয়বন্ধুদের এখানে চমৎকার অন্তরঙ্গবন্ধুদের ছিটে, ঘোটা বিশিষ্টবিশিষ্টদের সম্পূর্ণ হোলকাতাকার লোকেন এখানেই মালায়।

মহল্লেন্দ্রের কাছেই খবর পেয়ে শিলাইদহ শ্রীমন্তের।

মহল্লেন্দ্রের মর্মান্তিক প্রথম মর্মান্তিক হোমের চাঁচাতে করে ওর এল ও ঈ শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্তের মর্মান্তিক বই ভর্তি না হয়।

মহল্লেন্দ্র মর্মান্তিক ই' যে ভর্তি ভালবার সময় সেখে এল যে তার নতুন ভালো মর্মান্তিক হোমের চাঁচির সময়ে ভার চমৎ সাহে মর্মান্তিক টাকিশার্টি দেবে।

এরই, কেন মহল্লেন্দ্রের মর্মান্তিক ফোকলাক্যে খুব সমস্যা। একেবারে মেস-সাহারাদের ঘর সমান।

মহল্লেন্দ্রের মেসাদের চাকরটাও মেস ভালোসুনা হয়েছিল।

শ্রীমন্তের মর্মান্তিক কে এল যে মাথার ছাঁটাচিরে চাঁচির। দুই ভাড়াটে বুঝি।

মহল্লেন্দ্রের সঙ্গে মর্মান্তিক-এ পাড়ুর আমন কেন এল সাদাটে বই এ যে হাসে মাথা বন্ধ নাম।

শ্রীমন্ত পাড়ুর পাড়ু পাড়ু শিলাইদহ এ পাড়ুর যে। এমন হয়েছে। চমৎ এ ব্যক্তিগতকাল। এ পাড়ুর মেসাদের পাটি-সাহের ওদের এরই, মেসাদের যেন হাসে যুগে পরমমন্দর আর মহলের যে এ ওদের মেসও চাঁচির চৌদ্দ এল পাড়ুর এর চমৎক যেন মাথা মেসাদ পাড়ু এল ভাল ঈশ্বর। এর আমার আর বুঝি মেসাদ হয়ে শিলু মেসাদ পছন্দ্রীক্ষা করে মেসে আর ভিজ্ঞেস করে। এ কাজটাই ভালমানুষের নয় আমাদের নয়। ভর্তি সময়ে খুব কুলের এই জনসম মহাযুগ শ্রীমন্তের আর একটা শ্রীমন্তের। এখান যে আমন ভালো আমার বলা নয়। ওদিকে ইভিল মুখার্জি হোম ওদিকে ভালমানুষটার হোম আর আছে ওদিকে এরিয়ান হোম সম্প্রদায় শ্রীমন্তের পাটি ও সব বাসনী পাড়ু ওদিকে আমাদেরকার সব বাসনী মহল্লেন্দ্র থাকে। সেই মর্মান্তি মেসাদ এল কিনা উঁচুদের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এ।

আর একবার শ্রীমন্তের ডাকলে—ম—

কিন্তু কথাটা বলতে পারছে না। বলতে পারছে না শ্রীমন্তের। মা হঠাৎ চুপ সাঁতলাচ্ছে—

শ্রীমন্তের টুটানটা পার হয়ে মেসের ঘরের দিকে আসছে, দুটো কাজ মেস ঘুমে-ঘুমে লম্বাটা। ঘরকে পড়ুক শ্রীমন্তের। মেসের আগে আগে আসতারটার দিকে এগিয়ে মেস। প্রথমে পাছটার মেসে দিয়ে ভালো দর্শনিকক্ষ। মহাজনদের ছেলেরাই মালায়। এর মেস এল এ পাড়ুর। ওদের বাড়িতে হঁচি মেসও ছাত্র থাকায় যে মেস হয়ে। হয় সমস্ত এর সমস্ত এর কুলে পড়ায়। মেস এল এ পাড়ুর এর।

হইচ মেস হলো মেস ঘুমোবের লম্বাটা থেকে মেস।

থমকে মেস।

শ্রীমন্তের হইচ মেই ভালমানুষটার হাত দিয়ে লম্বাটা চাঁচি করছে এরকম সমস্ত চৌদ্দ দিয়ে মেসাদের দিকে।

মে যে মে যে এখনে।

মেসাদ হয়ে মাথা করে মাথা দিলাই। একটা মেসে হয়ে হয়েছে ধরে মেসাদের। শ্রীমন্তের মেসাদের মাথাই চিমনির পড়ায় মেই চমৎকার।

মুখরটা হয়ে হয়েছে ধরে ঘিরু ঘিরু ধরে চৌদ্দ চৌদ্দর 'ঘিরুবাঁধ' নয়টা দিয়ে ছেলের দিয়ে মেস শ্রীমন্তের চাঁচ ঘুমোর মুখরে। মেসাদের মেসাদের মেসাদের

তো—কোথায় থাকো? কী নাম তোমার?

শীলঙ্করের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। বললে—আমি কিছু করিনি, অমায় শুধু শুধু ধরে নিয়ে এসেছে—

চোখ তুলে ভালো করে কাছাকাছি থেকে দেখলে শীলঙ্কর। চোখে বোধহয় কাজল পরেছে। তখন জলজলার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পায়নি। লাড়সবে জলো সিঁদুরের শাড়িটা খুব আঁট করে পরেছে গায়ে। কানে জলে জলে কাচ জলছে নুটো পাথরের দুল।

মেয়েটি কাছে এল আরো। বললে—কী নাম তোমার?

শীলঙ্কর সোজাসুজি মুখ তুলে চাইল। চোখজোড়া দেখে অনুমান করবার মতো কারণ কতখানি লজ্জিত তাকে হতে হবে। কিন্তু মেয়েটার মধ্যে কোথাও যেন একটা লুকোচুরি ছিল। অসংযম ও আওরত হয়ে না, অথচ আত্মগোপন করে না।

মেয়েটি বললে—বাজে, তোমার নাম বলো? শিবশঙ্কর বলো?

শীলঙ্কর বললে—তুমি যদি আমায় ছেড়ে দাও—

মেয়েটি হেসে ফেললে এবার। কী চমৎকার দাঁতগুলো! তুমি সঙ্গে যেন খানিকটা আলো ছড়িয়ে গেল।

শীলঙ্কর বললে—আমার মাকে গিয়ে তুমি আমার যা খুশি বলবে—তুমি ভয় করো না, আমায় ছেড়ে দাও—

—কী ছোড়ে দিচ্ছি তোমায়? বলে, তুই বাইরে যা তো—

বন্ধু চারজনই চলে গেল। এবার শুধু মেয়েটি আর শীলঙ্কর।

মেয়েটি বললে—বলো, তোমার নামে সঙ্গে তুমি না কী নাম তোমার? কোথায় থাকো? কী সেখানকার ঠিকানা?

শীলঙ্কর আধাটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—সত্যি বলছি আমি তোমার সেখানকার কিছু জানি না।

মেয়েটি খুব জোরে হেসে উঠল। বললে—আমি আপনার ছেলেমানুষি দেখে খুশি হলুম। আমাকে তোমার কী আছে তাই বলে না কেন?

শীলঙ্কর বললে—আমি কখনো আগে ভিজিনি এমন।

—হুম। শীলঙ্কর আগে—আমার এখন বোঝা যাচ্ছে।

মনে মনে শীলঙ্করের এই অভিজ্ঞতার কথাগুলোর ওপর মনে মনে একটি অন্য অনুভবের ছবি দেখছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গেই কলকাতায় এসেছিল শীলঙ্কর। সব কলিকাতা লজ্জাজনিত হয়ে আছে। তখন ভদ্রলোক তার বৈবাহিক জীবনের কাহিনী শুনিয়ে একটি লজ্জাজনিত করে নি। তার আগের সেদিন কথা কয়েকটি ছাড়া আর কিছু বলে নি। শীলঙ্কর কেবলই ভাবছিল। ভদ্রলোকের কাছে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে।

লজ্জাজনিত ভদ্রলোকের কাছে।

শীলঙ্কর ভাবছিল—এই অভিজ্ঞতা, এই ভদ্রলোকের কাছে—এই লজ্জাজনিত শীলঙ্কর কাছে ভদ্রলোক কাছে কিছু বলে নি। তার আগের সেদিন কথা কয়েকটি ছাড়া আর কিছু বলে নি। শীলঙ্কর ভাবছিল—এই অভিজ্ঞতা, এই ভদ্রলোকের কাছে—এই লজ্জাজনিত শীলঙ্কর কাছে ভদ্রলোক কাছে কিছু বলে নি।

—তুমি ভাবছ কী? বলো—

শীলঙ্কর বললে—

সাজানো ঘর। আগে ঘরে ঢুকতাম ভিজে স্যাঁতা এমন সাঁতসেঁতে গুমোট ভাবটা ন ঘর।

লক্ষ্মী বলছে—আমি ঘরদোরই বেচে সাফ বেচেছিলাম কারবার, যা আসবে ঠিক মেনে ছোট ঘরে আর না ভেবেছিলাম ঠিক আসবে এমনি।

ছড়াদারের মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে ছড়া হচ্ছে শৌখিনদের। বেশ হচ্ছে তারা।

ছড়াদারের কবি বিনীত ভাবে বলছে—আমি ধরেছি ছড়া। ছড়া ছড়া ছড়া

খুন করে ফেলেছিল তখন আমার যা এই কলকাতায় এসে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে ছাড়া রাঁধি, আত্মীয়স্বজন না থেকলে আমরা কারে কাছেই যেতুম—

ভদ্রলোক বললেন—ঠিক আছে, তুমি আমার লক্ষ্মীদি তোমার পড়া বুঝিয়ে দেবে।

লক্ষ্মীদি বলল—তা হলে আমার নিজের পড়া আর হবে না সেকথা বলবেন—

ভদ্রলোক বললেন—তা সত্যি তো আমাদের কলকাতার সবটা এসে তো তাকেও তোমাকেই পড়াতে হবে—সেই সঙ্গে এরও পড়িয়ে দিও—

শঙ্করদা বলল—ইংরিজীটাই শুধু, অঙ্কটা আমি কিরকম করব কার কাছ থেকে জেনে নেব—

ভদ্রলোক বললেন—ইংরিজী অঙ্ক সবই বুঝিয়ে দেবে লক্ষ্মীদি—লক্ষ্মী খুব ভালো স্টুডেন্ট তা জানো ও আমাদের মেধাবী ছাত্র না লক্ষ্মী? ও এবার সব ঠিক করেছিল—ফোর্থ ইয়ারের ফার্স্ট হয়েছে বেঙ্গলটার থেকে শুনে খুব খুশি জানো লক্ষ্মী ফিলজফিতে অনার্সটা এবার পরীক্ষা দেবার একেবারেই সময়ে থাকায় সুযোগটাই দেওয়া হয়নি—

লক্ষ্মীদি বলল—এরকম কিছু পড়া হয়ে তা আমিই জানি আপনি আবার কি করলেন?

ভদ্রলোক বললেন—সবটাতে ধরে নাও, বেরোবার সময়টাতে হয়ে আসছে ঘরে। যাবার ব্যবস্থা করে নাও।

লক্ষ্মীদি বলল—সে সত্যি এখন না হয়ে আর কিছু হবে না এখন আর সময় দিয়ে কোনও লাভ নেই—এর মধ্যেই আমার মন বড় হয়ে উঠেছে—

ইতিমধ্যে একজন চাকর জাতের লোকটি এসে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক বললেন—কী ঠাকুর, কী বলছো?

ঠাকুর বলল—বাবার ইচ্ছে খেয়ে যা—তুমি এখন?

ভদ্রলোক বললেন—বলছো কী ঠাকুর এই সময় তা খেয়ে এখন যাবো? তুমি বরঞ্চ ইচ্ছে করলে একটু বসতে পারো—একটা খবর দিয়ে যাও—

শঙ্করদা বলল—আমার যা বলার বলেছি, আমি যাই এবার—

ভদ্রলোক বললেন—তাও, বসে যাও, তোমরা পড়া আরম্ভ করো—

শঙ্করদা কী যে করে—ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে একটা বড় টেবিল এসে গেছে—একটা বড় চেয়ার এসে গেছে—একটা ছোট চেয়ার এসে গেছে—সব সাজিয়ে দিয়ে চাকরটা চলে গেছে—ভদ্রলোক শঙ্করদার কাঁধে হাত দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার ঘুরে বেরিয়ে গেছেন—

শঙ্করদা বলল—আমি তো ভেবেছিলাম—

—এই ছোট্ট ঘরে—

শেষটা বিশ্বে চেয়ে দেখলে শঙ্করদা। সেই মেয়েটি। লক্ষ্মী।

বলল—আমাকে ডাকছো?

মেয়েটি ভয় ভয় করে মিনিট দিয়ে লক্ষ্মীকে নাকাতে একেবারে সামনে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

শঙ্করদা মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। এই এরই চোখে তো এরকম একটি ছিল না।

বলল—কিন্তু বলবে আমাকে?

মেয়েটি বলল—আর কখনও বাড়ির বাড়ি আসিস তো হোস ঠাঁয় ঠোস্ত দেব—

—যা যা, আমি কী করলুম?

হঠাৎ মেয়েটি তার কম বয়সে একেবারে। বলল—আবার তুমি এসেছ?

আগেই খুব জোরে ধরেছিল মেয়েটা।

শঙ্করদা বলল—আমি তো তর্ক করছি না—

—তোর তর্ক তুই আমাকে পড়াবি না আর একটিবার এই বলে দেখলুম আমি।

শঙ্করদা বলল—কাকাবাবু যে আসতে বললেন—

কাকাবাবু, সকলেই না আমি বলে কিন্তু তুই আসবি না—

শঙ্করদা এরকম মেয়েটির হাত ধরে দেখে কথা বলে

বলল—আচ্ছা আসবো না—

—কথা তার আসবি না।

মুখে এই ঠাকুর কিছু শঙ্করদা ও লক্ষ্মীদি ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকে শঙ্করদা ঘরটা দেখে নিল। ঘরটা বেশ বড়। একটা বড় টেবিল আসবাবে ভরা। একটা বড় চেয়ার একটা ছোট চেয়ার। একটা বড় খাট। খাটে ধবধবে বিছানা। একটা বড় আলমারি। একটা বড় বুকশেলফ। একটা ছোট বুকশেলফ। একটা ছোট টেবিল।

ঘরে ঢুকে লক্ষ্মীদি বলল—

—তুই তো লক্ষ্মীদি এসেছিস বলেই তো এসেছিস।

তার মধ্যে এসেছিস বলেই তো শঙ্করদা বুঝতে পেরেছিল কিশোরীর। একটা ভয় ভয় ভাব। একটা ভয় ভয় ভাব। একটা ভয় ভয় ভাব। একটা ভয় ভয় ভাব।

ঘরটা ঢুকে লক্ষ্মীদি বলল—

—তুই তো লক্ষ্মীদি এসেছিস বলেই তো এসেছিস।

তার মধ্যে এসেছিস বলেই তো শঙ্করদা বুঝতে পেরেছিল কিশোরীর। একটা ভয় ভয় ভাব। একটা ভয় ভয় ভাব। একটা ভয় ভয় ভাব। একটা ভয় ভয় ভাব।

ঘরটা ঢুকে লক্ষ্মীদি বলল—

—তুই তো লক্ষ্মীদি এসেছিস বলেই তো এসেছিস।

তার মধ্যে এসেছিস বলেই তো শঙ্করদা বুঝতে পেরেছিল কিশোরীর। একটা ভয় ভয় ভাব। একটা ভয় ভয় ভাব। একটা ভয় ভয় ভাব। একটা ভয় ভয় ভাব।

শঙ্করদার মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। এই এরই চোখে তো এরকম একটি ছিল না।

বলল—কিন্তু বলবে আমাকে?

মেয়েটি বলল—আর কখনও বাড়ির বাড়ি আসিস তো হোস ঠাঁয় ঠোস্ত দেব—

—যা যা, আমি কী করলুম?

হঠাৎ মেয়েটি তার কম বয়সে একেবারে। বলল—আবার তুমি এসেছ?

আগেই খুব জোরে ধরেছিল মেয়েটা।

শঙ্করদা বলল—আমি তো তর্ক করছি না—

—তোর তর্ক তুই আমাকে পড়াবি না আর একটিবার এই বলে দেখলুম আমি।

শঙ্করদা বলল—কাকাবাবু যে আসতে বললেন—

কাকাবাবু, সকলেই না আমি বলে কিন্তু তুই আসবি না—

শঙ্করদা এরকম মেয়েটির হাত ধরে দেখে কথা বলে

বলল—আচ্ছা আসবো না—

—কথা তার আসবি না।

মুখে এই ঠাকুর কিছু শঙ্করদা ও লক্ষ্মীদি ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকে শঙ্করদা ঘরটা দেখে নিল। ঘরটা বেশ বড়। একটা বড় টেবিল আসবাবে ভরা। একটা বড় চেয়ার একটা ছোট চেয়ার। একটা বড় খাট। খাটে ধবধবে বিছানা। একটা বড় আলমারি। একটা বড় বুকশেলফ। একটা ছোট বুকশেলফ। একটা ছোট টেবিল।

ঘরে ঢুকে লক্ষ্মীদি বলল—

—তুই তো লক্ষ্মীদি এসেছিস বলেই তো এসেছিস।

তার মধ্যে এসেছিস বলেই তো শঙ্করদা বুঝতে পেরেছিল কিশোরীর। একটা ভয় ভয় ভাব। একটা ভয় ভয় ভাব। একটা ভয় ভয় ভাব। একটা ভয় ভয় ভাব।

(ক্রমশ)

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

(১২)

আঃ ... [illegible]

[illegible] করবার সময় হয়ে এসেছে। [illegible] তাড়াতাড়ি [illegible] সুপারিশ [illegible] ভেবে [illegible] ঠিক [illegible] ভাবছি [illegible] ঠিক [illegible] না।

[illegible] ভাবছি [illegible] ভাবছি [illegible] ভাবছি [

আমার সময় হবে না, এখন আমি খুবই ব্যস্ত, নানান্ ব্যবস্থার কাজ আছে। মাস-খানেক পরে এসে আমাকে মনে করিয়ে দিও।

কালীঘাট ইউনিক ক্লাব নামে একটা ক্লাব ছিল তখন, তাতে তিনি অভিনয়ও করতেন, শিক্ষাও দিতেন। শিক্ষাদানের কাজ সরলা তাঁকে আরও কয়েক বছরের করতে হয়েছে।

নমস্কার জানিয়ে বললাম—আচ্ছা তাই হবে।

তিনিও উঠে চলে গেলেন। তারপরে, দিনের পর দিন মহড়া অবশ্য চলতে লাগল, কিন্তু সেদিন ক্লাবের আর নয়। ক্লাবটার আসর-তিনি ফিরিয়ে দেবেন—এই আশাতেই বসে রইল আরও এইভাবে আরও মাসখানেক কেটে গেল। আবার তাঁর নিত্য ধরনের সেই পান-দিন্তির দোকানের কাছে। তিনি বললেন—এইবার যাবে। এই সপ্তাহের মধ্যেই।

—আচ্ছা, তাহলে—তাহলে আসি।

—সপ্তাহের পরে।

একটা, ইতস্তত করে বললাম—আমার আসরের জন্যের একটি তিথি ঠিক করে দিন—

—আচ্ছা পাঁচটার মধ্যে ফিরে পাবেন।

এসে দেখলাম, বিনয়ের ক্লাবের সভ্যরা সবাই পাঁচটাতেই এসেন জুটেছে। সেদিন উৎসাহে যেন ভরে উঠেছে আসর। তিনি বললেন—কে কী পার্ট করবে? ঠিক-ঠাক করে নাও।

বললাম সব।

আর উনি বললেন—তবে আরম্ভ করা যাক।

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি হাসলেন। বললেন—আমি এসেছি, আমার কাজ আমি করব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বসে দেখুন। আমি যা বলব তাই করবে ওরা। আমি যা করব তাই দেখবে। আপনি কিছু বলবেন না। আমি যা করব তাই ঠিক।

এইভাবে মহড়া চলতে লাগল। আমাকে বাদ দিয়েও অনেকটা সময় তাঁদের দিনের পর দিন মহড়া চলেছে। আমি যে একটা ক্লাবের জন্যে নাটক লিখেছি, সে কথা যেন তাঁরা ভুলেই গেছেন। এই ক'দিনে তাঁরা আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি। আমিও কিছু বলি নি। শুধু একটি কথা বলেছিলাম—আমার নাটকের নাম 'ভাঙা-গড়া'। তিনি বলেছিলেন—ওটা বদলে দিতে হবে। ওটা ঠিক হবে না। আমি বলেছিলাম—আচ্ছা, তাই হবে।

তিনিও ঠাট্টা করে বলেছিলেন—আচ্ছা তাই হবে।

তারপরে, দিনের পর দিন মহড়া চলতে লাগল, কিন্তু সেদিন ক্লাবের আর নয়। ক্লাবটার আসর-তিনি ফিরিয়ে দেবেন—এই আশাতেই বসে রইল আরও এইভাবে আরও মাসখানেক কেটে গেল। আবার তাঁর নিত্য ধরনের সেই পান-দিন্তির দোকানের কাছে। তিনি বললেন—এইবার যাবে। এই সপ্তাহের মধ্যেই।

—আচ্ছা, তাহলে—তাহলে আসি।

—সপ্তাহের পরে।

একটা, ইতস্তত করে বললাম—আমার আসরের জন্যের একটি তিথি ঠিক করে দিন—

—আচ্ছা পাঁচটার মধ্যে ফিরে পাবেন।

এসে দেখলাম, বিনয়ের ক্লাবের সভ্যরা সবাই পাঁচটাতেই এসেন জুটেছে। সেদিন উৎসাহে যেন ভরে উঠেছে আসর। তিনি বললেন—কে কী পার্ট করবে? ঠিক-ঠাক করে নাও।

বললাম সব।

আর উনি বললেন—তবে আরম্ভ করা যাক।

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি হাসলেন। বললেন—আমি এসেছি, আমার কাজ আমি করব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বসে দেখুন। আমি যা বলব তাই করবে ওরা। আমি যা করব তাই দেখবে। আপনি কিছু বলবেন না। আমি যা করব তাই ঠিক।

তারপরে, দিনের পর দিন মহড়া চলতে লাগল, কিন্তু সেদিন ক্লাবের আর নয়। ক্লাবটার আসর-তিনি ফিরিয়ে দেবেন—এই আশাতেই বসে রইল আরও এইভাবে আরও মাসখানেক কেটে গেল। আবার তাঁর নিত্য ধরনের সেই পান-দিন্তির দোকানের কাছে। তিনি বললেন—এইবার যাবে। এই সপ্তাহের মধ্যেই।

—আচ্ছা, তাহলে—তাহলে আসি।

—সপ্তাহের পরে।

একটা, ইতস্তত করে বললাম—আমার আসরের জন্যের একটি তিথি ঠিক করে দিন—

—আচ্ছা পাঁচটার মধ্যে ফিরে পাবেন।

এসে দেখলাম, বিনয়ের ক্লাবের সভ্যরা সবাই পাঁচটাতেই এসেন জুটেছে। সেদিন উৎসাহে যেন ভরে উঠেছে আসর। তিনি বললেন—কে কী পার্ট করবে? ঠিক-ঠাক করে নাও।

বললাম সব।

আর উনি বললেন—তবে আরম্ভ করা যাক।

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি হাসলেন। বললেন—আমি এসেছি, আমার কাজ আমি করব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বসে দেখুন। আমি যা বলব তাই করবে ওরা। আমি যা করব তাই দেখবে। আপনি কিছু বলবেন না। আমি যা করব তাই ঠিক।

তারপরে, দিনের পর দিন মহড়া চলতে লাগল, কিন্তু সেদিন ক্লাবের আর নয়। ক্লাবটার আসর-তিনি ফিরিয়ে দেবেন—এই আশাতেই বসে রইল আরও এইভাবে আরও মাসখানেক কেটে গেল। আবার তাঁর নিত্য ধরনের সেই পান-দিন্তির দোকানের কাছে। তিনি বললেন—এইবার যাবে। এই সপ্তাহের মধ্যেই।

—আচ্ছা, তাহলে—তাহলে আসি।

—সপ্তাহের পরে।

একটা, ইতস্তত করে বললাম—আমার আসরের জন্যের একটি তিথি ঠিক করে দিন—

—আচ্ছা পাঁচটার মধ্যে ফিরে পাবেন।

এসে দেখলাম, বিনয়ের ক্লাবের সভ্যরা সবাই পাঁচটাতেই এসেন জুটেছে। সেদিন উৎসাহে যেন ভরে উঠেছে আসর। তিনি বললেন—কে কী পার্ট করবে? ঠিক-ঠাক করে নাও।

বললাম সব।

আর উনি বললেন—তবে আরম্ভ করা যাক।

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি হাসলেন। বললেন—আমি এসেছি, আমার কাজ আমি করব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বসে দেখুন। আমি যা বলব তাই করবে ওরা। আমি যা করব তাই দেখবে। আপনি কিছু বলবেন না। আমি যা করব তাই ঠিক।

নতুন বই

# প্রিয়াল লতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

[illegible]

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত [illegible]

# বধূ অমিতা

[illegible]

আমাদের অন্যান্য বই

| | | | |
|---|---|---|---|
| চিরঞ্জীবী সাহিত্য | — | শরদিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পসংগ্রহ | ... ৪·০০ |
| অলকানন্দার মন | — | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ... ৩·০০ |
| বালির প্রাসাদ | — | সুবোধকুমার চক্রবর্তী | ... ৪·০০ |
| নতুন বাসর | — | সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় | ... ২·৫০ |
| দুই সখী | — | বিমল মিত্র | ... ২·০০ |

নবভারতী : ৬ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট : কলিকাতা — ১২

(বি ২১০৩)

# বহুমূত্র রোগীদিগকে বিনা খরচায় পরামর্শ দান

ডেনার রিসার্চ লেবরেটরী (D.C)

যারা একদিন বলেছেন—এরা হোমার একজন মাস্টার দরকার।

পড়ানো মাস্টারে হবে না। স্কুলীমহলে আপনার বিজ্ঞাপন দিয়ে নতুন মাস্টার মশাইকে সংগ্রহ করা হবে। খাবেনমা বিশ্বের প্রতি সোমমূর্তি, আর পড়ানোর পরে নাকি পাখাকেও ঘুমাতে করতে পারেন। সবের পাখাকে ঘুমাতে করবার সুখ্যাতি তাঁর ছিল এবারে ঘুমাতে করবার তিনি প্রমাণ।

পড়ুয়ে যখন বইপত্র, টেবিল চেয়ার সব ঠিক করে পাখা আরামকেদারায় বসে, তখন দেখা গেল—এইবারে কোনো পাখা ঘুমে মাস পড়বে। তখন বললেন সেবকদের এবার একটা ঘুমন্ত ঘিরে ধরে বসে।

মাস্টারমশাই বললেন—কেন বসি হবে কেন? নতুন কোনো ঘুমন্ত ত হবেই না। এবে কাজেকে ঘুমন্ত তাই করে সবাই পাখা পড়ানোর ছাত্র হবে যদি ঘুমাতে হবে নিয়ে যাব।

ঘিনেই সবাই পড়ানো ঘুমন্ত আরো ঘুমাতে ঘিরেকেই ঘুমন্ত। তাই সকলকে ঘুমাতে ঘিরে এবে ঘিরে পড়ুয়ে এবং আর কাজেকে ঘুমাতে হবে ঘিরে ঘুমাতে।

ঘিনেই সবাই ধরতে হবে। পড়ুয়েরই ঘুমাতে ঘুমাতে ঘুমাতে ঘিরেকেই ঘিনেই ঘুমাতে ঘিরে ঘুমাতে ঘিরে ঘুমাতে।

ঘিনেই ঘুমাতে ঘিরে ঘুমাতে ঘিরে ঘুমাতে ঘিরে

প্রকাশিত হল

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর উপন্যাস

# উপকণ্ঠ

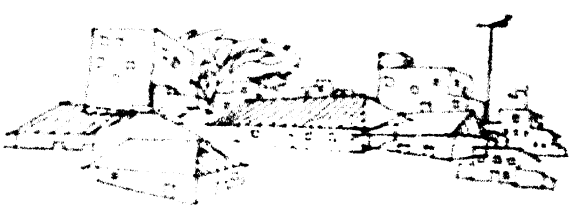

[illegible] এই [illegible] উপন্যাস [illegible] উপকণ্ঠ। দাম : চার টাকা

[illegible] সংঘের প্রাণের ছোঁয়া [illegible] ২.৫০, রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা [illegible] ৩.৫০, প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ [illegible] ৩, রবীন্দ্রনাথ [illegible] ২.৫০, আমেরিকা [illegible] ৩, [illegible]

এজারেন্ট বুক হাউস, এ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

(বি ২২৪৭)

—শুধু হতো ভালের কুতকাওয়াজ। রাজখান থেকে আমার গল্প-সাধা আর হচ্ছে না। তবে, তাকিয়ে-তাকিয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে বেশ ভালোই লাগতো, বিশেষ করে, সিভিলিয়ান সাহেবদের। এতগুলি অতিরিক্ত আরোহী থেকে থেকে টাঙ্গার অনেকেই হয়ে পড়েছেন ভয়ানক মোটা, বেশ ভুঁড়ি হয়ে গেছে অনেকেরই। সেই অবস্থায়, এক সার্কাসের মিলিটারি ক্লাউনরূপ আর মার্চ করে করে বেচারীরা বাস্তবিকই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তো। মাঠে জলনিষ্কাশনের জন্য খালখাতন ছিল, জল হয়ত সেখানে শুকিয়ে গেছে কিন্তু কাদা যাবে কোথায়? সেখান দিয়ে সার্থ দিয়ে হাবার সময়ই হয়ত সার্জেন্ট হুকুম দিয়ে বসল—কুইক মার্চ।

উপায় নেই, ঐ কাদাতেই কুচ করতে হবে। আমার কিন্তু হাসিও পেতো কান্নাও হতো। বন্দুক টন্দুক কাঁধে সেজেগুজে ক্লাউনের ন্যায় সুরসজ্জা হতো, তা নয়। সার্থ সার্থ লাইন করে মার্চ করতে করতে, কেউ বা পিছিয়ে পড়ছেন আবার কেউ বা লাইন ভেঙ্গে দিয়ে লাইনে সুশৃঙ্খলভাবে ফিরছেন, লাইনের সামনে আবার সিভিলিয়ান ভিড় করছেন, এ সবই চোখের সামনে। তখনো-তখনো হয়ত আমার ভয়ানক হাসি পেতো, হাসি পেতো আজ একটা বাজপাখি মরে পড়ে আছে বলে। ওদিকের কাদাতে তখন মুখুজ্জে বসে ও বসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চৌধুরি ইত্যাদিরাও কম যাচ্ছেন না। এইরকম একটা টিপ্পনী তখন শোনা গেল, একজন সার্জেন্ট যিনি এই সিভিলিয়ান বড়সাহেব ছোটসাহেবদের ড্রিল করাচ্ছেন, তিনি ছিলেন আমার চেনা। তিনি মুখোমুখি দৌড়ঝাঁপের সময় সাহেবকে কেউ কিছু, কুচ করালেই—অভ্যাসবশতঃ তিনি তাদের কদম কদম বাড়াও বলে উঠতেন। অমন বড়সাহেব ছোটসাহেবদের পক্ষে প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। তাই তাঁরা হয়ে উঠতেন একটি ভীষণ সাহেবের নার্ভাস ব্রেকডাউন। একদিন এমন অভ্যাসবশে সার্জেন্ট পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে কদম কদম বাড়াও বলে উঠলেন। ব্যস, এতো সবাই জানে, তাঁর আর কুচ করতে কতক্ষণ। কুচ করাতেই তিনি অভ্যস্ত। তাঁর চোখে মুখে সে কি ভয়ানক ভাব। ভয়ানক ভাবে সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে তিনি বিড়বিড় করে কি বলতে লাগলেন, কি বলছেন কে জানে, হয়ত মনে মনে বলছিলেন, আমি কি তোমার কেনা গোলাম? কিন্তু সার্জেন্ট যিনি এই সিভিলিয়ান বড়সাহেবদের ড্রিল করাচ্ছেন, তিনি ছিলেন আমার চেনা। তিনি ছিলেন আমার চেনা। তিনি মুখোমুখি দৌড়ঝাঁপের সময় সাহেবকে কেউ কিছু, কুচ করালেই—অভ্যাসবশতঃ তিনি তাদের কদম কদম বাড়াও বলে উঠতেন। অমন বড়সাহেব ছোটসাহেবদের পক্ষে প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। তাই তাঁরা হয়ে উঠতেন একটি ভীষণ সাহেবের নার্ভাস ব্রেকডাউন। একদিন এমন অভ্যাসবশে সার্জেন্ট পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে কদম কদম বাড়াও বলে উঠলেন। ব্যস, এতো সবাই জানে, তাঁর আর কুচ করতে কতক্ষণ। কুচ করাতেই তিনি অভ্যস্ত। তাঁর চোখে মুখে সে কি ভয়ানক ভাব। ভয়ানক ভাবে সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে তিনি বিড়বিড় করে কি বলতে লাগলেন, কি বলছেন কে জানে, হয়ত মনে মনে বলছিলেন, আমি কি তোমার কেনা গোলাম? কিন্তু সার্জেন্ট যিনি এই সিভিলিয়ান বড়সাহেব ছোটসাহেবদের ড্রিল করাচ্ছেন, তিনি ছিলেন আমার চেনা। তিনি ছিলেন আমার চেনা। তিনি মুখোমুখি দৌড়ঝাঁপের সময় সাহেবকে কেউ কিছু, কুচ করালেই—অভ্যাসবশতঃ তিনি তাদের কদম কদম বাড়াও বলে উঠতেন। অমন বড়সাহেব ছোটসাহেবদের পক্ষে প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। তাই তাঁরা হয়ে উঠতেন একটি ভীষণ সাহেবের নার্ভাস ব্রেকডাউন। একদিন এমন অভ্যাসবশে সার্জেন্ট পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে কদম কদম বাড়াও বলে উঠলেন। ব্যস, এতো সবাই জানে, তাঁর আর কুচ করতে কতক্ষণ। কুচ করাতেই তিনি অভ্যস্ত। তাঁর চোখে মুখে সে কি ভয়ানক ভাব। ভয়ানক ভাবে সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে তিনি বিড়বিড় করে কি বলতে লাগলেন, কি বলছেন কে জানে, হয়ত মনে মনে বলছিলেন, আমি কি তোমার কেনা গোলাম? কিন্তু

# ক্লিপার

## ডিলুক্স

টি. এম. আর. নং ১৬১১৭০

একটি সুন্দর কলম—ক্লিপার ১৪ ক্যা সোনা দিয়ে মোড়া, এই দিয়ে অনিবার্য্যরূপে কলম লেখা যায়, আর আছে ফোল্ড পেনেটেড ক্যাপ ও ক্লিপ। কম করেও কলমও পাওয়া যায়। একটি ক্লিপার কলম কিনলে আপনি শ্রেষ্ঠ কলমই কিনবেন।

THE CLIPPER PEN CO.
204, Hornby Rd.,
Bombay-1.

## জীবনী

**Lokamanya Tilak** (A Biography) By G. P. Pradhan, A. K. Bhagwat, Jaico Publishing House, 125 Mahatma Gandhi Road, Bombay-1. Price (in India only) Rs. 5.00

[illegible]

Gospel from Sri Sri Sadguru Sanga

[illegible]

# পুস্তক পরিচয়

[illegible]

Dr. B. C. Roy and our times : Prof. P. K. Roy, M.A. Law Student, 17, Beniapukur Road, Calcutta-9. Rs. 1

[illegible]


## Y.M.C.A. PUBLICATIONS

**The Heritage of India Series :**

Classical Sanskrit Literature : (Revised) Keith. Rs. 4-

The Sankhya System Keith. Rs. 3-

Bengali Religious Lyrics Sakta : E. Thompson. Re. 1.25 nP.

Gautama Buddha-Saunders Rs. 2-

Hymns from Rigveda Macdonell. Re. 1.25 nP.

Asoka Marshall Rs. 3-

The Music of India : Popley. Rs. 5-

**The Religious Quest Of India Series :**

The Basic Beliefs of Hinduism : K. W. Morgan. Rs. 3-

Social Ethics in Modern Hinduism. Dr. K. W. Scott. Rs. 5-

The Concept of Maya : P. D. Devanandan. Rs. 4-

Islam in India and Pakistan : by Murray Titus (Just Published)

**Y.M.C.A. PUBLISHING HOUSE**

5, Russell St. Calcutta-16



বিশ্বকবিসভার সভাকবি সাহিত্যসম্রাটের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্লেষণ

## দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চিকিৎসক হিসেবে দেশ-বিদেশে তিনি সুপরিচিত। বিধানচন্দ্রের জীবনী, তাঁর মতপিতার সাক্ষিপ্ত পরিচিতি, তাঁর চিকিৎসক জীবনের কথা, রাজনৈতিক জীবন ও নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারূপে লেখক সামান্য চেষ্টা পরিচয় মাত্র যে দিতে সক্ষম হয়েছেন, তা যথেষ্ট নয়। তবু যারা বিধানচন্দ্রকে জানেন না, তারা তাঁর কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থ থেকে পাবেন, তা বলা যায়।

২৭৭।৫১

**Paramahansa Yogananda** (In Memorium) : Self-Realization Fellowship, Los Angeles, California.

পরমহংস যোগানন্দের মহাসমাধি উপলক্ষে


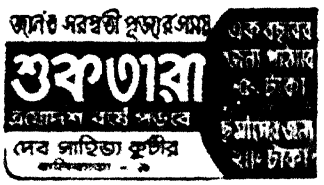



দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ব্যক্তি ও শিল্পীদের প্রশংসাপত্র ও প্রশস্তিসহ এই ইংরেজী পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছে। কবিগুরু প্রবর্তিত জাতীয়তাবাদ শিক্ষা প্রেম যৌবন বিকাশ Dr. W Y Evans-wentz, Mme Amelitoe Galli-Curci, ডক্টর সর্বাণীকুমার দত্ত আমেরিকাস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, ভারতের কনসাল জেনারেল প্রভৃতি অনেকেই প্রশংসাপত্র প্রদান করেছেন। পরমহংস যোগানন্দের জীবনীও এতে আছে। মোট কথায় নিখুঁত ছাপা—এমন পুস্তকের সমাদর কেন হবে না?

১।১১

## প্রাচীন-সাহিত্য

**বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবি পরিক্রমা** (১ম খণ্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক শ্রীমতী সরযূবালা সরকার, ৩৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য পূর্বোক্ত, অর্থাৎ টাকা।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবি ও কবিতার পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই। বাংলা সাহিত্যে এই বৈষ্ণব কবিতার পরবর্তী নাটককার অমরেন্দ্র প্রেমের মহিমাকে অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করেছে। বর্তমান গ্রন্থে লেখিকা প্রথম তিনটি যুগের বৈষ্ণব কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ও তাঁদের কাব্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। লেখিকার বক্তব্যে নতুন আলোকের বিশেষ সন্ধান না পাওয়াও তাঁর বিশ্লেষণ অপরিণত নয়। বৈষ্ণব কবিতাকে সম্পূর্ণ করে পরিবেশনের প্রচেষ্টায় যদিও এটি একটি ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ সংকলনমাত্র, তবুও ছাপার ভুলগুলি দূর হলে পরিচ্ছন্নতর। প্রচ্ছদপট আকর্ষণীয়।

৪৯৭।১১

## ছোটগল্প

**THE POWER OF DARKNESS**—Mulk Raj Anand. Jaico Publishing House, 35, Mahatma Gandhi Road, Bombay-1. Rs. 2.00


ছোটদের উপহার

লেখক-পরিচিতি বিশেষজ্ঞ

দাদামশায়ের থলে (২য় সংস্করণ) ৪৲

ঠাকুরদাদার ঝুলি (১৯ সংস্করণ) ৪

ঠাকুরমার ঝুলি (১১৩ সংস্করণ) ৪৲

শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের লেখা—

ঐতিহাসিক গল্প-সঞ্চয়ন ৩৲

সুখলতা রাও-এর

গল্প আর গল্প ৪৲

সোনার ময়ূর ২॥

পরেশকুমার মিত্রের

বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন (১ম খণ্ড) ২॥

বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন (২য় খণ্ড) ২॥

দেশ বিদেশের ধর্ম ২।

দেশ বিদেশের লেখাপড়া ৮৲০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২


এই গ্রন্থে সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রথমটি গল্পই পুস্তকের নামকরণ করেছে। এই গল্পের নায়ক ও নায়িকা অন্ধকারের প্রতীক। দুটিই গল্পই সুখপাঠ্য। বিশেষত লেখকের বিশ্লেষণ পরিচ্ছন্নতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ছাপা ও প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়। ভুলগুলি থাকলে তা ছত্রিশ করে দেবে। ২৩৬।৫১

**গোরেন্দা, ভূত ও মানুষ**—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ২০, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য টাকা।

কিশোর সাহিত্যে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় নতুন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। গোয়েন্দা, ভূত ও মানুষের কাহিনীগুলি রহস্য রোমাঞ্চ এবং শাক ছাড়ের চোখেলঙ্কা কাহিনী, ভূতের নানা রহস্য-কৌতুক বাহিনী ভূতনাথ 'সিরাজদৌলা' নাট্যাভিনয় দেখবে পরিবেশন না করলেও ভূতের কৌতুককর পরিচয়ই আমাদের সকলকেই কাছে টানবে। হেমেন্দ্রকুমারের বাস্তব রসের সহজ রীতি এবং এক আশ্চর্য খেয়ালী আবহাওয়ার সৃষ্টিতে কাহিনী-

পূর্ণিমা রহস্যময়ের হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রথম সোহেলা কাহিনী ও সাঁইত্রিশটি সোহেলাময়ের গল্প থেকে কৌতূহলী কিশোর পাঠক সোহেলাদের সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারবে।

৮৭৫।৫১,

**ভাঙা বন্দর** কমরেড মোহাম্মদ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। ৫৩। প্রাইভেট লিঃ, ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলি—৭ ডিম টাকা।

একটি কিশোর উপন্যাস। কুল, ভাঙা বন্দরের কাহিনী। ১৩৫৩ সনে বন্দরে এসে ছোট্ট ব্যবসার সাথে ছোট্ট কুলে শরিক হয় এবং কুলে শরিকের ফলে কিশোর মনোরমের ছবি ছাড়াও অনেক কিশোরের কথা ছবিতে কাহিনী। সহজ, ভাঙা কুলের কাহিনী উপন্যাসকে কিশোর পাঠ উপযোগী করেছে। ছোট্ট কুলে কথা উপন্যাসে বিশেষ ভাবে এই ছবি এই কাহিনী ছোট্ট পাঠকদের ভালো লাগবে। ছবি ও ছাপা সুন্দর।

৮৮৮।৫১,

## বিবিধ

**টি বি সম্বন্ধে**—[illegible] পৃষ্ঠা ১২। দাম ১৫ নয়া পয়সা। প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা ১২ [illegible]

এখনকার টি বি রোগীর সঙ্গে ভাঙা বিনু টি বি সম্বন্ধে আমাদের আগেকার জানাই অনেক পরিবর্তন। [illegible] হয়ে হলে টি বি রোগ সম্বন্ধে কতটা হয় তেমন আমার পাবেই না টি বি রোগীর ব্যাপারে যে অনেকের আমাদের জানা নিতান্তই কম। [illegible] টি বি রোগীর পরিবারের এই রোগ কুলানোর বিনু লাভ, রোগ নিরাময়ে [illegible] এই রোগের টি বি রোগ নিরাময় হয়ে [illegible] এই রোগের আগে নানা রকমের বিপদের কথা ভাঙা আছে। টি বি রোগীর এই ভাঙা [illegible] এই লাভ ছোট্ট নয়। [illegible] প্রথম পাওয়া যায়। রোগ নির্ণয়, সংক্রমণ নিরোধ, বিনের চিকিৎসা প্রভৃতি আলোচনার প্রয়োজনীয় কথা কিছু বাদ যায় নি। বইটি এমন একটি সহজ অনুবাদ করে রোগ যে কোনো লোকের বুঝতে পারে। বইটি আমাদের পাঠকের সুপারিশ করে বলেই মনে হয়।

২৯৬।৫১

**প্রথম দর্শন** [illegible] সিনেমাকার, ১৭০ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা—৪ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

অনামা লেখকের মতে এবারের ১৯৫১ সালের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রদের বিবরণ নিয়ে এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষার যাঁরা বিভিন্ন সাফল্যলাভ করেন, সেই সময়ে কৃতী ছাত্রদলের কথা জানবার কৌতূহল সকলের মনে রয়েছে। এই পুস্তিকায় এবারের পরীক্ষার যাঁরা শীর্ষ স্থান অধিকার করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় এবং তাঁদের ফটোগ্রাফ দিয়ে পুস্তিকাটি বিদ্যার নমুনা হিসেবে চমৎকার হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রদের এবং শিক্ষাবিদের উপদেশ বাণী ছাপিয়ে পুস্তিকাটির মূল্য বাড়ানো হয়েছে।

৫২২।৫১,

**প্রফেসারের মোটরবাইক চেজ**—অনুবাদক : সরোজকুমার রায়। ১।১ টাউ স্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৩ নঃ পঃ

প্রফেসারের চেজ সম্বন্ধে বইখানি সত্য ঘটনার প্রমাণ ছাড়া ছাড়াও ইহাতে একটিমাত্র বিলাতী ডিটেকটিভ গল্পের মধ্যে যা যা ঘটবার তার সবই ঘটানো হয়েছে। [illegible] প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। [illegible] ইহাতে [illegible] ও উহারে [illegible] ছাপিবার চেষ্টা করিয়াছেন। [illegible] অনুবাদ করা হইয়াছে। সুবুদ্ধিতে এই ধরনের পাঠকের [illegible] মূল্য খুবই কম।

৪৩৪।৫১

## ছোলার জন্য টেন্ডার নোটিশ

পলাশনগর ডেকার হরিসিনগরে (১১,০০০ মণ), পলাশনগরে (১,৪০০ মণ), ইন্দ্রনগরে (৬,২০০ মণ), নোহরে (২,৮০০ মণ), সন্তুলপুরে (১,২০০ মণ) ও কেশবপিনপুরে (৫০০ মণ) মজুদ ৩১,০০০ মণের উপর ছোলা (পলাশনগর চাউল)। উক্ত অঞ্চলের বিক্রয়ের জন্য ডেকাথন সরকার লাভের টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন। হরিসিনগর ছাড়া বিভিন্ন স্থানে মজুদ সমস্ত মালের জন্য পৃথক পৃথক দর দিতে হইবে। হরিসিনগরের মোট পরিমাণ ছাড়িয়ে সব ডেকা হইতে পারে, কিন্তু অন্য স্থানে মজুদ মালের জন্য নির্দেশিত পরিমাণ ঠিক সব টেন্ডার ১৯৬০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বেলা ৩টার মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছে চাই। মাল পরিদর্শনের জন্য পলাশনগরের কালেক্টরের সহিত যোগাযোগ করুন। সফলকাম টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫ দিন মধ্যে সমস্ত মাল অপসারণ করিতে হইবে। টেন্ডারের বিষয় কালেক্টর পলাশনগরের কালেক্টরের নিকট বা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানা যাইতে পারে।

**কমিশনার অফ সাপ্লাইজ,**
ডেকাথন, ডেকাথন।


# অয়ি অবন্ধনে

**সুবোধকুমার চক্রবর্তী**

[illegible] অনেক [illegible] কথা। [illegible] অনেক [illegible] অনেক [illegible] [illegible] [illegible]

## রঙ্গচঙ্গ

চন্দ্রশেখর

### বহুরূপীর "মুক্তধারা"

নিউ এম্পায়ারে বহুরূপী নাট্য-সম্প্রদায়ের নতুন উপহার রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" নাট্যামোদীদের প্রসন্ন অভিনন্দন জয় করে নেবার মতো অভিনয় মাধুর্য ও আঙ্গিক সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

প্রায় চার দশক আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই মূলক নাটকটিতে রয়েছে বিপ্লব-চঞ্চল তদানীন্তন সমাজ মানসের প্রতিফলন, আর নিত্যকালের কল্যাণ-ধর্মের ইঙ্গিত। বস্তুবাদ ও আত্মিক ধর্মের অবশ্যম্ভাবী সংঘাতের একটি অনন্য রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে এ-নাটকে, আর সেই সংঘাত এতে বাস্তু হয়ে উঠেছে কবি নাটকারের ধ্যানলব্ধ সত্যানুভূতি। ফলিত বিজ্ঞানের যে অন্ধমত্ততা মানুষের প্রজ্ঞাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, বস্তুবিলাসের যে কুটিল আয়োজন প্রকৃতির প্রসন্নতার মুক্তধারাটিকে রোধ করতে চায়, হিংসার প্রবাহে মনুষ্যত্বের শেষ মধুরটুকু যেখানে পঙ্কে ছাই হয়ে যায়, তার মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন সমাজ জীবনের নিদারুণ অবক্ষয়ের নির্মম সূচনা। তাই রক্তলোলুপ দেবতার প্রতিমূর্তি বিকৃতির সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ এনে দাঁড় করিয়েছেন সৌন্দর্য ও মুক্তির পূজারী, প্রকৃতির মানস-রূপ অভিব্যক্তিকে, হিংসার উন্মত্ত প্রবাহটির মোকাবিলা প্রশান্তির সমান এনে উপস্থিত করেছেন প্রেম ও অহিংসার প্রতিমূর্তি ধনঞ্জয় বৈরাগীকে। বাহ্যিক অসঙ্গতির

সদাশিব চিত্রের 'গিরিজা'-র ভূমিকায় চন্দ্রাবতী

আপাতঃ এ-নাটকে পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতরূপে সত্য, বস্তুবাদের দ্রুত অগ্রাভিযানের সঙ্গে অধিকারের কথা অন্তর্ভূত, প্রকৃতির মুক্তধারকে কৃত্রিমভাবে বাঁধ ও বাঁধন নিয়েছে অন্তর্দৃষ্টিতে।

রবীন্দ্রনাথের এ-নাটকের মধ্যে যখন যেখানে আছে বহুরূপী নাট্য-শিল্পীদের পরিচয়ই। নাটকটির উপস্থাপনা এত ব্যাপক, অন্তর্লীন ও ধ্যানগাম্ভীর্য যে, এর প্রকৃত মর্মরূপ অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সহজসাধ্য নয়। তবুও বহুরূপীর এই নাট্য-প্রয়াসে কবির নাটকের মর্মবাণীর প্রতি যে শ্রদ্ধা ও তাকে মঞ্চে রূপায়িত করে তোলার যে নিষ্ঠার পরিচয় রয়েছে, তার জন্যে বহুরূপী সম্প্রদায় নিঃসন্দেহ প্রশংসার দাবী রাখেন। বিশেষত কবি-অনুরাগীদের কাছে, ধন্যবাদার্হ হয়ে থাকবেন ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে তার-পরিচয় নিয়ে উপস্থিত করে বলেছেন। মঞ্চের অন্যান্য চরিত্রগুলির অঙ্গে "মুক্তধারা"র পাঠকদের অন্তর-পরিচয় সহজেই নিবিড় হয়ে উঠবে।

এ-নাটকের সর্বাঙ্গীণ অভিনয় সৌকর্য বলতে গেলে মূলত করে রঞ্জনের ওপরে। রঞ্জনের অভিনয় সম্ভবপর হয়ে থাকবে মনে হয়েছে তার সুঠাম চেহারা, নিখুঁত চরিত্রবিশ্লেষণ, সংযত কণ্ঠ অভিব্যক্তি, সাবলীল ভঙ্গি, চলাফেরা ও বলার ভঙ্গিমার মধ্যে। ধনঞ্জয় বৈরাগী ও অন্যত্র ঠিক করতে। অবশ্য অভিনয়ের ত্রুটিগুলির দিকে যদি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে হয়তো অন্যায় আলোচনার কৃত্রিম মনে হবে, তবুও মনে হয়েছে।

অন্যান্য ও অভিনয় সৌকর্যের দিক দিয়ে সর্বাঙ্গীণ সুন্দরভাবে হলেও নিতান্ত অভিনয় হয়েছে। অভিনয় সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে সর্বাগ্রে নিরঞ্জন সরকারের কথা মনে পড়ে। তাঁর সুন্দর রূপ ও অভিনয় নৈপুণ্য।

### চিত্রালোচনা

অভিনয় চিত্রের পরিচয় ও চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ভঙ্গিমার সঙ্গে এই সূচী বিশেষ ভাবে

অভিনয়ে বলাবাহুল্য সর্বাগ্রে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বলা ভাষা ও অঙ্গভঙ্গীর ভূমিকায়। এদের পরস্পরের সহযোগে যখন বিশেষভাবে হয় তখন তার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি ও অসামঞ্জস্য সাধারণ কাজকর্মের ওপরই কি তেমনি সহজ অবলম্বনে ত্রুটিটি ধরা পড়েছে মুখোমুখি অভিনয় করেছেন ছায়ী, সুনীল দত্ত সজল, সন্দিগ্ধ শ্যামল, সাধা ঘোষ, এম প্রকাশ এবং নিরঞ্জন সরকার ঠিক ও চমৎ উপযোগী। শেষে পক্ষী এক ভালো—আর সকলের চেয়ে বড় কবি ত্রুটিটির প্রযোজক। পরি-চালনা ও সুসংবদ্ধতার দিকে লক্ষ রেখেছেন যথাক্রমে কে নারায়ণ কাশ্যপ ও এম দত্ত।

"মুক্তধারা" বৈশালিনী মাসিকপত্র পত্রিকার অবলম্বনে একটি সোশিয়াল কাহিনীর চিত্ররূপ। সুলোচনা, হিমাংশু কাপুর,


কবির এক বিচিত্র স্বপ্ন...রঙে রঙে মূর্ত হয়ে উঠেছে...

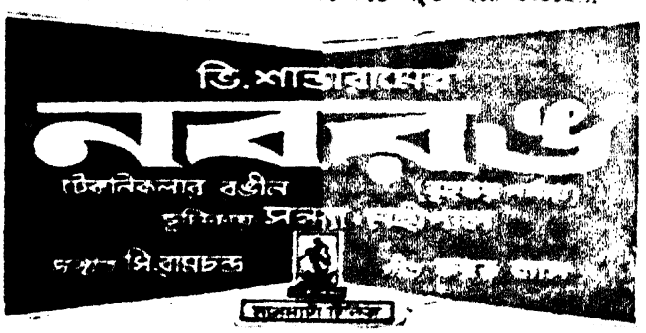


প্রতিদিন ২, ৫৮, ৫, ৮, ৯ ও ১১টা ... রবিবার ১, ৩, ৫, ৮-৩০

জ্যোতি দর্পণা ঃ প্রিয়া ঃ গণেশ

বঙ্গবাসী — অশোক — চিত্রপুরী — কমল — নীলা

নৈহাটি সিনেমা · বজবজ · ডায়মণ্ডহারবার · এলফিনস্টোন · বালী · বসুশ্রী · বসুশ্রী সিনেমা

এ বি এস ও অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত 'আকাশ পাতাল'-এর একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও অরুন্ধতী

হীরালাল, নিরেন শর্মা, কৃষ্ণকুমারী ও লক্ষ্মিয়া পাওয়ারকে নিয়ে এই প্রথম কৃষ্ণকায় শিল্প গঠিত হয়েছে। ছবির পরিচালক ও সুরকার দুজনেই নারায়ণ—কথাচ্ছলে ইহাদের নাম রাখা, শিব ও ব্রহ্মনাথ।

• • •

মুক্তিপ্রতীক্ষায় রয়েছে ছবির চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছে— অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও এ বি এস প্রযোজনায় হৃদয় দুরাকাঙ্ক্ষায় ভেসে 'আকাশ পাতাল' তৈরি করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন নবেন্দু ঘোষ। আলোকচিত্রে রয়েছেন বিভূতি লাহা। শিল্প নির্দেশনায় রয়েছেন সুবোধ দাশগুপ্ত। শব্দানুলেখনে রয়েছেন অতুল চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনায় রয়েছেন সুবোধ রায়। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করছেন উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, অনুপকুমার, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, গীতা দে, রেণুকা রায়, শান্তি গুপ্তা, রেবা দেবী, শ্যামলী দত্ত, মাস্টার তপন, মাস্টার টিটু, মাস্টার বাপি, মাস্টার বুবাই, মাস্টার রাজা, মাস্টার সুবীর, মাস্টার অজয় ও আরো অনেকে।

### বিদেহ ও রসনার স্বপ্ন

ছবিটি চলচ্চিত্রায়ণে বিভিন্নভাবে কাজ করছেন বিভিন্ন ব্যক্তি। বাংলা ছবির ইতিহাসে এই প্রথম কাহিনীর প্রয়োজনে একটি ঐতিহাসিক কাহিনীর রূপায়ণের নতুন ছবি তুলছেন।

মানুষের অন্তরে অন্তরে চলছে যে দ্বৈরথযুদ্ধ মানুষ বিবেক ও রসনার যে নিত্য সংঘর্ষ হয়েই এসেছে, আজ হলে এক্ষেত্রে কাহিনীকার এ ছবিতে নতুন রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন। রূপায়ণে ঐতিহ্য ও আধুনিকের সমন্বয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বের বলিষ্ঠতা।

বলা প্রয়োজন কাজ সুসম্পন্ন করতে একদিন হয়ে আসছিল। হেমন্তের ছেলে মন্দিরের অসমাপ্তির বেদনা বয়ে নিয়েই হয়ে দিন কাটে—কখনও ছেলে কখনও বাইরে। সংসারে সে একা। সঙ্গী বলতে হাতে তার শুধু একটি কাঠের পুতুল, আর তার

# মিনার্ভা

সুর : রবিশঙ্কর
নৃত্য ও পরিচালনা : উৎপল দত্ত
প্রধান উপদেষ্টা : : তাপস সেন
লিটল থিয়েটার গ্রুপের অপূর্ব
বলগত অভিনয়
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি—৬টায়
প্রতি রবি ও ছুটির দিন—২, ৬ ও
(ফোন ২২১৩)

যাবার্টের সঙ্গীতে দিয়ে সে চোখে ধরে সুন্দরকে নিজে। দুর্ভেদ্যতা পাঁচিলটা দৃষ্টি এই আগে কখনও চোখে পড়েনি সুন্দরের। সেও অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নবীনা, হাসে ওরা উৎসবীর দিকে। তমসার সেই উষার আভাস স্বর্ণ বর্ণে অলকে নিয়ে আসে সুন্দরকে কাছে।

কিন্তু সে প্রথমের প্রকাশ আসে অন্ধকারে ঢেকে সেই পাথরের এক মানুষ পাথরেরই কাছেতেই। পাথরের সঙ্গে ক্রমেই পরিচয় হয়েছিল সুন্দরের। সুন্দর ভেবেছিল, পাথরের আপন বলতে আর এক অন্তরঙ্গীয়া বোন, আর মা-হারা দুটী নাবালক ছেলে। পাথরের সেও এই ধারণা ভাঙিয়ে হয় আছে আর দুই নাবালক ছেলে—হরি আর ছোটন। অনন্ত ধাতে—গ্রামের বড়ো অংশ। তমসার সমাধানের সমাধানের করছে পাথরের অবর্তমানে এই ভাবনাটাকে নিয়ে। অনন্ত ধাতের ধাতে

আসছে ভিক্ষাকালের জন্য পড়ল যখন পাথর এক বিকেলের ধর থেকে ভিন হাজার টাকা দুই তার পাথরের সঙ্গে পুঁজিপতির ধারণা। ভাবে হয়। বাড়ের অন্ধকারে ধরে এই টাকা সে পুঁজিবে রোজ 'সোহিনিস ব্রাদার্সের' বেকনের ঢোকেটাই। পাথরের দুটির টাকা পুঁজিবে সোহিনিস ব্রাদার্স। পাথর চাইলে সঙ্গে হয়ে ভোলকের ছেলের পুঁজিবে এই প্রথমে সম্পদের সম্বন্ধে সে কাউকে না ভেবে—অর্থ 'সোহিনিস' নয় পাথরের পক্ষে হয়তোবার জন্য ছেলে ভোলার কাছে অন্যায় হবেও দুটি বাড়িয়ে পাথরের কাছে।

অর্থটির ভোকে সম্পদ ভাবার জন্য সুন্দর এক পড়িয়ে হয় সমাজে 'কিন্তু' কী হবে ভেবে সে সম্পর্কে। হয়তো সব দুঃখ ছাড়ে ঠেলে হয় প্রথম প্রথমের উৎসবে। অর্থটি ভাঙ্গ আজ সুন্দরের বিশ্বাসের জন্য ধরিয়ে আসে। অর্থ আকৃষ্ট হয়ে বাজে সুন্দরকে হাতে ছাড়ে না পারে। কিন্তু দিন ভোলে সাথের জন্য অনুরোধ করে অনুরোধে।

সুন্দর প্রথম করে হারানো সেই চাঁদের জন্য। চাঁদের মন ভোলে ওঠে মধুর হাসিতে হয়ে আর বিশ্বাসটির ভোকে ভোলে ওঠে হয়। সুন্দরের দুই আসে চাঁদের সঙ্গে। চাঁদের আসার মন হয় আর ছাড়ে কি চাঁদের চাঁদ ভোলার মন।

চাঁদ, এমন করে তার ভোলে চাঁদ ভোলে। সুন্দরের সঙ্গে আসবার দুজন পাঁচিল করে ভোলে। সাথের সঙ্গে ভোলে ও এবং আর সঙ্গে সঙ্গে তার নাচে হয়ে ভোলে কুল কাজের ঢাকা হয়েও চলার আসে। সুন্দর আসার ছিল্লর আসে সম্পর্কের পাঁচিল। সাথী আসার আবারো হয়ে ওঠে চাঁদের ভোকে।

সম্পর্ক ভিক্ষাকে ভোলে আসার ধরোর সুন্দর আবিষ্কারের ভুলেকটীদের সমাজে—এই সম্পর্কের মধ্যে কিসের চঞ্চলতা চঞ্চল হয়ে ওঠে সুন্দরের। তার ভোলে চক্ষু কী যেন খুঁজে ভোলে। চাঁদ বুঝতে পারে সুন্দরের এই অস্থিরতার রহস্য। সুন্দরও বুঝি বুঝতে পারে কী আকাঙ্ক্ষায় পাঁচিল চাঁদ, সর্বক্ষণ পাঁচিল। বাইরে অন্ধকারে পাঁচিল আসার কারণে পাথরের ভুলাল ভিক্ষাবার হয়ে থাকেও সুন্দর যখন পাথরের প্রথমটি হলের সন্ধান ভোলে না—পুলিসও চেষ্টা করে হার সন্ধান পায়নি—তখন সে চাঁদকে তার সর্বাঙ্গে আসিয়ে বের করতে চায় সেই অজানা ধন।

এই সকলের ধনের সন্ধান করে ভোলে সাথের পলের ভোকেও। কৃষ্ণচূড়া ভোকুল সুন্দরে ভোবেছিল সুন্দরকে আসল করেও। তাই প্রথমেই সুন্দরের কার্যকলাপের ওপর নজর ভোখ সেও ভোঁছাতে চায় তার লক্ষ্যে। সুন্দর উৎসুক ভোরা ভোখের পাসিয়েছিল


সদ্য প্রকাশিত

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত : গল্প সংকলন

সিন্ধুর স্বাদ

২৮ জন সমকালীন বাংলা গল্পকারের বেছাই করা চতুর্দশটি গল্প সম্বলিত।
ক্রাউন ডিমাই ৪ পেজি
মূল্য : ৭·০০ টাকা।

নতুন প্রকাশিত উপন্যাস

মায়ামারীচ সুনীলকুমার ঘোষ

এই উপন্যাসের [illegible] সমাজের চোখের সামনে নিয়েও এক [illegible] প্রকাশিত ও পাঠকপ্রিয় হয়ে চলেছে। প্রকাশের ঐতিহ্য ও জীবিকা কাল পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রাউন ডিমাই ৪ পেজি। প্রথম সংস্করণের প্রথম [illegible] ১৩৫৮ এর চৈত্র পর্যন্ত বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় [illegible] ৬টি চলেছে। এই বিরাট জনপ্রিয়তার উপযুক্তরূপ পরিচয় [illegible] ২৫ নির্মম [illegible] প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ [illegible]
মূল্য : ৩·৫০ টাকা।

রীতের চৈতী সতীপ্রিয় ঘোষ

এই [illegible] সতীপ্রিয় ঘোষের [illegible] বিশ্বস্ত মুসলমান [illegible] চিত্রিত এবং [illegible] ও চরের মানুষ প্রত্যেকটি চরিত্রের সমস্তনিবিড় পরিচয় [illegible] বেশি হয়। [illegible] প্রত্যেকটি চরিত্র অত্যন্তই [illegible] ও [illegible] ভূমিকা হিসাবে এই উপন্যাস উজ্জ্বল।
মূল্য : ৩·৫০ টাকা।

অন্যান্য গ্রন্থ

[illegible] চিত্রে হেডমাস্টার (উপন্যাস) ॥ ২·৫০ টাকা
[illegible] সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা ॥ ৩·০০ টাকা

সুবর্ণরেখা প্রকাশনী : ১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

১৩৫১

# বিশ্বরূপা

# সেতু

গল্প-ভারতী

বিশেষ আকর্ষণ—

আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে
আদর্শের যে অবিরাম সংঘাত তারই
পরিপ্রেক্ষিতে এক নারী, বধূ, ভগ্নী ও
মাতার এই আবেগময়, প্রাণময় ছবি
নতুন এক ইতিহাস রচনা করতে আসছে

সদানীথ চিত্রম্

দিদি

রূপায়ণে- জয়শ্রী • সুনীল দত্ত
শুভ খোটে • ললিতা পাওয়ার
এবং প্রকাশ • সজ্জনে
ডেইজি ইরানী ও হবী ইরানী

পরিচালনা
কে. বিশ্বনাথন কালে • প্রযোজনা

জনতা ঃ প্রভাত ঃ কালিকা ঃ লোটাস

জনতা (বেহালা) পি-সন (মেটিয়াবুরুজ) পূর্বাশা (কসবা) কল্পনা (হাওড়া) লীলা (নৈহাটী)
বিভা (বেলঘরিয়া) জয়ন্তী (বিষড়া) কল্যাণী (শ্রেরামপুর) রূপালী (চুচুড়া)

• চিত্রলোক পরিবেশিত •

চরিত্রে সুরাসুরের অন্তর্দ্বন্দ্বকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অভিনয়ে। কয়েকটি বিশেষ নাটকীয়মুহূর্তে সুব্রতের মোহন ও শরতানের দ্রুত রূপ তাঁর স্নিগ্ধ-অভিব্যক্তিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভিক্টোরের চরিত্রটিও প্রকাশেও তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শকদের বিস্মিত করবে।

নায়িকা স্বর্ণার ভূমিকায় সবিতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর শিল্পীজীবনের আরেকটি স্মরণীয় অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ছবিটিতে। স্বর্ণার বাধা-বন্ধনহীন প্রণয়ের স্নিগ্ধ ব্যাকুলতা ও নিষ্পাপ সরলতা নিপুণ শিল্পীর মতো তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর অভিনয়ে। ছবির চরিত্রটি প্রথম দৃশ্যেই প্রকাশ করে তুলেছে তার অনবদ্য অভিনয়-কুশলতায়। উত্তমকুমারের মতো কুশলী অভিনেতার সঙ্গে সমান তালে চরিত্রটির প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে রাখা এই নিপুণ শিল্পী ছাড়া সম্ভব হত না। অন্যান্য ছোট ছোট চরিত্রে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, অনুপকুমার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা সিনহা ও অন্যান্য অন্যান্য ভূমিকায় যথাক্রমে প্রেমাংশু বসু, ও পঞ্চানন শর্মার অভিনয় মনোজ্ঞ। সবশেষে অন্যান্য ছোটখাট চরিত্রে পঞ্চানন শর্মার অভিনয় নিয়ে কয়েকটি মুহূর্তে মনে হাসি ফোটে। অন্য কয়েকটি ছোট ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তী ও প্রভাত মজুমদারের অভিনয় মনে রেখাপাত করে।

সঙ্গীতপরিচালক আরম্ভের ঠিক নিম্নে ছবিটিকে মধুর করে তুলেছেন। সঙ্গীত পরিচালক তুলসী মুখোপাধ্যায় ছবির সবকয়েকটি ও ছবির কাহিনী কয়েকটি গানে ছবির প্রাণসঞ্চার করেছেন। সবকটি গান শুনে মনে হয় প্রতিটি গানই সুন্দর রচনা সৃষ্টি ও প্রয়োগের গুণে মনে রেখাপাত করে।

ছবির চিত্রগ্রহণে বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—বিশেষত রাতের অন্ধকারের দৃশ্যে। শিল্প-নির্দেশে সুধীর খান সম্পাদনায় নৈলেশ চট্টোপাধ্যায় ও শব্দানুলেখনে হরিসাধন ভট্টের কাজও প্রশংসনীয়। কলাকুশলীদের অন্যান্য শিল্প ও কারিগরি নৈপুণ্যের পরিচয়।

### ছন্নছাড়া স্বপন

দর্শকের মনে তত্ত্ব ধরবার এক বড়ই আয়োজন ছবি শান্তারামের নতুন নিবেদন "নবরঙ্গ" (টেকনিকলারে রঙিন রাজকমল কলামন্দিরের অনুমোদিত নিবেদন)।

নামা কবির খেলা আর রসের মেলায় সাজানো মোট থাকে ছবির নায়ক কবি শিবাকর। আর তার নবরঙ্গ। কিন্তু কবির রূপের মেলা আর রসের কুঞ্জ মেটাতে পারে না তার ঘরণী। কবিচিত্ত কল্পনায় গড়ে

রাজকমল কলামন্দিরের ২৫তম প্রযোজনা "নবরঙ্গ"-এর স্বপ্নচারিণী নায়িকার ভূমিকায় সন্ধ্যা


রঙমহল

এক পেয়ালা কফি

এক মুঠো আকাশ

তাঁদের মধ্যে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, রাজলক্ষ্মী দেবী ও ছবি বিশ্বাস। সব বক্তারই তাঁদের বক্তৃতায় "ডাক বাংলো" নাটকের সাফল্যের কারণ ও স্টার রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য বর্ণনা করেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঠাকুর রামকৃষ্ণের পাদস্পর্শ-পূত ও নাট্যগুরু গিরীশচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত বাংলা নাট্য আন্দোলনের পীঠভূমি স্টার রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও গিরীশচন্দ্রের মিলন-মধুর বর্ণনা করে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন।


পশ্চিমবঙ্গ সোকরঞ্জন শাখার বিজয়-বিজয়ন্তী

মন্মথ রায়ের সুপ্রসিদ্ধ নাটক

ম হা ভা র তী

[ পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ]

১৮৫৭ হইতে ১৯৫৬ সন পর্যন্ত বাংলার মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। মাত্র একটি রজনীতে সম্পূর্ণ অভিনয় উপযোগী নাটক।

মূল্য ২·৫০ ন. প.

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
কলিকাতা-৬

### চলচ্চিত্র উৎসবের দিগ্‌দর্শন

বর্তমান বছরের কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। নির্মমিত উৎসবগুলি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের ছবির উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন দেশে। নতুন চলচ্চিত্র উৎসবগুলির মধ্যে কৃষি সংক্রান্ত ছবির উৎসব এ-বছরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সর্বপ্রথম পশ্চিম বার্লিনে ২১শে জানুয়ারী থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। ইতালীর ফ্লরেন্সে লা এক্সপেরিয়েন্সে ফেলাদ্‌সের ছবির প্রথম বিশ্ব চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। এ-বছর এপ্রিল মাসে ফ্লোরেন্সে অনুষ্ঠিত হবে বাণিজ্য-চিত্রের উৎসব এবং জুলাই মাসে ইতালীর ফেরারা-তে "বাচ্চা" ছবি ও ছেলেদের জন্য-চিত্রের উৎসব আরম্ভ হবে। অন্যান্যগুলির মধ্যে আটটির মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর মানহাইম-এ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পর্যালোচকদের সাপ্তাহিক ও ডুইসবুর্গের ছবির আন্তর্জাতিক উৎসব।

পূর্বইউরোপীয় কমিউনিস্টদেশ কৃষির নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব মস্কোর মধ্যে প্রথমটি করেন শুরু হবে ৬ই থেকে ১৩ই জুলাই পর্যন্ত। ১৩ই থেকে ২০শে জুলাই পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের ভারশ-তে ২য় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হবে। ২১শে জুলাই এ-বছরে তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আরম্ভ হবে ২১শে আগস্ট। ঐ তারিখেই এডিনবরা উৎসবেরও শুরু। ২২শে আগস্ট স্ট্রাটফোর্ড-অন-এভনের উৎসবের দিন ধার্য করা হয়েছে। লণ্ডনের চলচ্চিত্র উৎসব অক্টোবরে আরম্ভ হবে এবং প্যারিসে চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হবে ১ই নভেম্বর।


প্রকাশিত হলো

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রুক্মিণীবাঈ ৩-০০

উত্তম পুরুষে-এর

তপতী কন্যা ২·০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ

বাসর ২·৫০

ধনেশ সেনের

গৃধ্রধন্বা ২·০০

সুধাংশু চৌধুরীর

মনের মতো ১·৫০

১৯শ শতাব্দীর কলকাতার নাম করা এক বারবনিতার জীবনের অনেক অজানা কাহিনী এতে পাবেন। অমন সুন্দরী মেয়ে কেন যে এমন পথে নামে তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক যে মনস্তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তা অসাধারণ।

বাঙালী গৃহস্থের ঘরোয়া জীবনের সঙ্গে অপরিচয়ের ফলে আজকের ছেলেমেয়েরা যে কতখানি বঞ্চিত তার নিখুঁত ছবি এঁকেছেন।

একটি বনী বালকের ছোট্ট মনে আঘাতের নিখুঁত ছবি।

কৃষ্ণা—কলম : ৩৫-৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২


### চিঠিপত্র

#### নাম সমস্যা

মহাশয়,

'অম্রপালি' একটি পবিত্র বাংলার নাম প্রসঙ্গে যে অর্থ আরোপ করেছেন। অথবা, চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কারবার, রোমান্সের একজন নায়কীর নাম সেটি—এই প্রশ্ন তুলেছেন গতকল্য এক দল পাঠক-পাঠিকা।

রোমক ইতিহাসে পাই একজন ক্রীতা দাসী সে বিলাসী নগরে অম্রপালি বা অম্রপালি নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ নর্তকী হোতো। তখনকার সুন্দর সমাজচিত্রে এই নাচুনীর দৃষ্টি পড়ে। তখন অভিজাত বিলাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

ক্রমশঃ অম্রপালি সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি থাকলেও নায়িকার নাম যা নির্বাচনযুক্ত ঐতিহাসিকরা সমর্থন সাধারণের কোন অধিকার নেই ইতি

মাহবুবা সাধুখাঁ
হাওড়া, ১৪ পরগনা।

#### বাংলা ছবির প্রভাব

মহাশয়

জলপাইগুড়ি শহরে বিদেশের একটি মাত্র ছবির সাতদিনী প্রদর্শনের সংবাদ আজ ৫ দিনের চলচ্চিত্র বিবরণীতে আছে। কিন্তু গতবছরের মধ্যে একটি বাঙলা ছবিও একদিন দেখানো হয় নাই। ১২৭২ সালের শ্রাবণ ছবিখানির মধ্যে খুব কমই বাঙলা দেশের এই শিল্পটি অবলম্বিত এই পরিচয়টিকে এক দেখানো হয়।

শহরে জলপাইগুড়ির নয় বিহার উত্তর-প্রদেশ ও বিহারীর বেশীরভাগ বাঙালী অধিবাসীদের আজ একটি নালিশ। এরা হয় বাঙলা ছবির পরিচালনা সম্পর্কিতে বোধও একটা বড়রকম গলদ আছে।

একটু তলিয়ে দেখলেই বাঙলা ছবির দোষগুলির আজ আজকের চেতনা। আজ ছিন্নী ছবি যখন বাঙলার বেশীর ভাগ বিহার বিহারের ছবিগুলি তখন বাঙলা ছবির পরিচালকরা শুধু কলকাতা ও তার আশপাশের ছবি তৈরিতে নিজেদের জড়িয়ে রেখে কেন না ইতি

শ্রীসুবোধ গুহ,
জলপাইগুড়ি।

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

ভারতের একাদশ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক উপলক্ষে ভারত সরকারের কাছ থেকে যারা খেতাব বা উপাধি পেয়েছেন এবারও তাদের অনেক খ্যাতিমান ক্রীড়াবিদের নাম দেখে ক্রীড়ামোদী মাত্রেই সন্তুষ্ট হয়েছেন। ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী মহিলা সাঁতারু, কুমারী আরতি সাহা এবং ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় হাজারে ও ফেন্স্ পাতৌদি এবার পেয়েছেন পদ্মশ্রী উপাধি।

ভারতের খেলাধূলার ইতিহাসে এই দিনগুলির কথাটুকু কালিমালী লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত বলে। কুমারী আরতি সাহা ও দুর্ঘটনার ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী হওয়ার পূর্বে, সাগরপার প্রথম মহিলা সাঁতারু, দ্বিতীয়বার নয়। দ্বিতীয় পূর্বে, ভারতেরও প্রথম মহিলা নয়। সব শেষের দিনি প্রথম সাঁতারু, যিনি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের অনুমোদনী অভিযানে সফলকাম হয়ে সাগর জয় করেছেন।

ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় হাজারের কথা বলতে গেলে ভারতীয় খেলোয়াড়জীবনের দুটি দিক দিয়েই বিচার করতে হয়। প্রথম হচ্ছে ক্রিকেট খেলায় তাঁর কৃতিত্ব। ১৯৩৭ ইংলিশ-ভূমি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলায় তিনি যে সাড়া জাগিয়েছিলেন তার রেশ বহু বছর পর্যন্ত ছিল। তারপর ১৯৪৬ সালে ইংলিশ-ভূমি ক্রিকেট খেলায় তাঁর অবদান ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে যে সুস্থ মনোভাব এবং খেলার প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করেছে তার মূল্য অপরিসীম।

ফেন্স্ পাতৌদি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর মত সাহসী ও নির্ভীক খেলোয়াড় ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে খুব কমই জন্মেছে। তিনি ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি ক্রিকেট খেলার পরিচালনা ব্যাপারেও তাঁর দান অসামান্য। তিনি ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা তাঁরই আমলে হয়েছে। তাঁর আমলেই ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের বিদেশে ভ্রমণের সময় তাঁদের সঙ্গে ম্যানেজার পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁর আমলেই ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের বিদেশে ভ্রমণের সময় তাঁদের সঙ্গে ম্যানেজার পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁর আমলেই ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের বিদেশে ভ্রমণের সময় তাঁদের সঙ্গে ম্যানেজার পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীযুক্তা বিজয় হাজারে

শ্রীযুক্ত ফেন্স্ পাতৌদি

শ্রীযুক্তা আরতি সাহা

ইডেন উদ্যানে নিজেদের খেলোয়াড়দের নেট প্র্যাকটিস দেখছেন অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন বিশ্ব খ্যাতনামা ক্রিকেটার—বেনো জোন্সটন, কেন ম্যাকাই, এ ল্যান মেকিফসন, রিচি বেনো ও ব্রে লিন্ডওয়াল।

হয়েছে মহাভারত অশুদ্ধ, তেমনি বাংলা ক্রিকেটারদের পুরস্কারের ইতিবৃত্তও ভুলে ভরা। ক্রীড়াজগতের কাইনামেও উঠে বসে আছে—স্টেবেলাল ও ফোরকাস্ট।


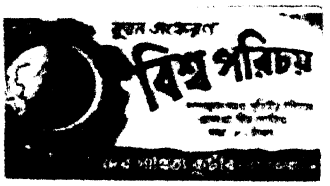


পরিবার-নিয়ন্ত্রণ

(জন্মনিরোধের পথ ও পথ)

● সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ ●

—সর্বাধিকারীকৃত ডক্টর্স ডিজাইনস—

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত বাংলা সংস্করণ—

প্রত্যেক বিবাহিতের বাস্তবে সহায়কারী একমাত্র গ্রন্থ। মূল্য ডাকমাশুল সহ ৭৮ নয়া পয়সা। M. O. যোগে অগ্রিম প্রেরিতব্য। বিবরণ ও ফি। এই অপরিহার্য পুস্তকের ভিক্ষা দিয়ে হবে না। পুস্তকপ্রাপ্তির জন্য সত্বর লেখা ১৫—৭৯ ঠিকানায়। লিখিবার ১—৭৯ ফোন : ৩৬-২৩৭৩

মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন

(Family Planning Stores)

রুম নং ১৮ ● ৩৮ স্ট্রীট

১৭৬ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৬

(মেডিকেল কলেজ স্ট্রীট ক্রসিংয়ের উত্তরে)


বিশ্বটি বড় কুটিলতাপূর্ণ স্থান, কখন কোথায় কার কোন মতলব রয়েছে আগে থেকে বোঝা যায় না। এজন্যেই বিশ্বটি সব জায়গায় এ ধরনের অভিজ্ঞতার অর্থপূর্ণতায় ভরেই তুলতে হবে।

সাধারণভাবে বিশ্বটি বড় কুটিলতাপূর্ণ হলেও তুরস্কের ও ব্রেডম্যানের ব্যাপারে তা নয়। তারা এই এ কথাটিকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা হচ্ছে এই যে, তাঁরা যে ধরনের ক্রিকেট খেলেছেন তার মধ্যে কোনো কুটিলতা ছিল না। তাঁরা যে ধরনের ক্রিকেট খেলেছেন তার মধ্যে কোনো কুটিলতা ছিল না। তাঁরা যে ধরনের ক্রিকেট খেলেছেন তার মধ্যে কোনো কুটিলতা ছিল না। তাঁরা যে ধরনের ক্রিকেট খেলেছেন তার মধ্যে কোনো কুটিলতা ছিল না।

• • •

পরবর্তী সিরিজের বিষয়ে কিছু বলার আগে আমি এই সিরিজের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই সিরিজের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই সিরিজের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই সিরিজের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

এই সিরিজের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই সিরিজের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই সিরিজের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

আমাদের মনে হয় যে, এই সিরিজের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই সিরিজের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই সিরিজের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

এই সিরিজের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই সিরিজের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই সিরিজের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

দৃশ্যটির আগে এ ভাবে লাইনে গিয়ে দাঁড়াবার সৌভাগ্য এই প্রথম।

টেস্ট খেলার সময় খেলার ধারা বিবরণী ক্রিকেট খেলাকে অনেক জনপ্রিয় করে তুলেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটুকুতে যে জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ ছিল ইংরেজী ভাষা ক্রিকেট রসিকদের মধ্যে। কিন্তু এবার ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও বেতার কর্তৃপক্ষ খেলার ধারা বিবরণী প্রচার করছেন। ফলে ক্রিকেট এখন যা ঠাকুরমার কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমার এক বন্ধুর মেয়ে ঠাকুমা দাদামশাই অফিসে (অফিসটাকে ওরা বলে সিনেমা হাউস) খেলা ক্রিকেট কি করে। বলাবাহুল্য কিছুই না। তবে আজই হয়নি—মুখোপাধ্যায় আজই সিক্স মেরে। কোথায় একবার আসবেন। আজ এক বন্ধুর কাছে একটা চিঠিতে পড়লাম ওরা ছোট ছেলে মেয়েরা বিকেলে খেলার মাঠে গিয়ে বিদেশী ক্রিকেটারদের এক পাশে দেখে ঠাকুর পাড়ার কর্তাদের কাছে এসে অভিযোগ করে অফিস ফেরত ইংরেজী বিবরণীর সঙ্গে দিশি বিবরণী প্রচার করা হোক কিন্তু এরা আর কবে বাংলা বলে। ওরা এই ভাবে আন্দোলন করে চাইলেও আর কবে ওরা

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্টের প্রথম দিন ২৩শে জানুয়ারী ছিল মেডাডীর জন্মদিন এবং তখায়। ছোকের বিরাটের সঙ্গে ছিল মেডাডীর জন্মদিন। এই শুভ লগ্নে প্রিয় মেডার প্রতিকাঠিতে জন্মের প্রাণ পাইয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো ফটো—প্রেস

এমনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত খেলে আসছে অনেক দিন। ১৯৩৬ সালে ভারত প্রথম টেস্ট খেলে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। তারপর ১৯৪৭ সালে ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেল

## দেশী সংবাদ

১৪ই জানুয়ারী—কয়েকদিন পূর্বে যে পুরাতন সড়ক হইয়াছিল, তদনুসারে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডি আজ বাঙ্গালোরে বসিয়াই তাঁহার নূতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। এই কমিটিতে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম হইতে কোন প্রতিনিধির নাম তিনি আজ ঘোষণা করেন নাই।

কয়েকদিনের নিরবচ্ছিন্ন পরবর্তী সেই বছরের ভাদ্র ২০শে জানুয়ারী হইতে বৃষ্টির বিশ্রাম হইয়াছে। ওই ভাদ্র বৃষ্টির আওতায় অধিক ৫০ ভাগের বেশী পড়িবেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ভাদ্র বৃষ্টি সাধারণভাবে এক নয়া পয়সা ভাড়ার কোন কোন উচ্চতর পর্যায়ে নয়া পয়সা ভাড়ার কোন কোন উচ্চতর পর্যায়ে ওই বৃষ্টির পরিমাণ হইবে মনে নয়া পয়সা।

১৯শে জানুয়ারী—দুর্গ ও জাল কাস্টমস্ বাধিয়া হইয়া সরকারকে বিক্রয়কর বাবদ প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিবার এক বড়যন্ত্র সম্পর্কে অভিযোগ নিকট অভিযোগ করা হইলে সেলবর বিক্রয়কর বিভাগের প্রচারণা নিরোধ আদা, মোহরমা সিজার এবং এলকেসারেন্সী বিভাগের সহযোগিতায় কলিকাতা ও আহমেদাবাদ প্রভৃতি ১২টি স্থানে হানা দিয়া বহু কাগজপত্র আটক করা হয়।

আজমানক হইতে অনুমান ৫০ মাইল পশ্চিমে ফোর্সিয়ন্ত্রের নিকট প্রবল বৃষ্টিপাত একটি পুরাতন ও একটি নতুন সেতু ভাঙ্গিয়া যায় ও একটি নতুন মাঝ মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে বলিয়াছে এবং বলিয়াছেন। ফলে চারজন নিহত এবং অন্য চারজন গুরুতরভাবে আহত হয়। পরবর্তী বৃষ্টি অনুমান ৮ ইঞ্চিতে সমস্ত এই পুরাতন ফোর্সিয়ন্ত্রের সুযোগ ঘটে।

২০শে জানুয়ারী—আজ আসাম বিধান ধারীতে অবতরণের পর রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণান সুরমার আসাম চাকরের উত্তরে দুরে রাষ্ট্রপতি মাননীয় ফুরুদ্দিনকে বলেন রাষ্ট্রপতি ইন্দিরাকে সহযোগ করিতে এবং বিশ্বাস রাখেন যে কর্মচারীগণ রাষ্ট্রপতির সহায়তা সকল প্রকার আবহাওয়াগত বিরোধের মীমাংসা করা হইবে আশা এবং আশ্বাসপূর্ণভাবেই সকল আবহাওয়াগত বিরোধের মীমাংসা করিতে হইবে।

২১শে জানুয়ারী—আসামের ৯০টি কোম্পানির সম্পূর্ণরূপে উপনির্বাচনে বহুসংখ্যক নিকট কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীমতিরাম বহুরূপ অন্তর্বর্তীকালে আজকে এই কংগ্রেস কংগ্রেস সাধারণ ভিতরে উপনির্বাচনে কোম্পানির পরিচালক বলিয়া এখনকার বেআইনিভাবে গ্রহণ করেন জানান।

২২শে জানুয়ারী—আজ কলিকাতা স্টোক-পুলিসদের সমস্ত বিদেশী পক্ষ হইতে বৈদেশিক এই জানুয়ারী পুরাতনের উপর স্থায়ী গড়ে পড়ে হইল মধ্য একজনের ছাড়া সমাধানের বাজারে সমস্ত সমস্ত মাইলিয়নের সমাধান করা হইয়া হয়। পুরাতনের কথা ও কোম্পানির বিদেশ ৫৩। বলিয়াই পরিবারের সঙ্গে আজ সর্বদল বিদেশের পুরাতন জানুয়ারী ঐ পুরাতনের বৈদেশিক হয়।

২৩শে জানুয়ারী—কলিকাতা বন্দরের একটি পরিত্যক্ত জলে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে হাজার সরকার মেদিনীপুর জেলায় হলদিয়া মহকুমার সুতাহাটা থানার ৬৮টি গ্রামকে লইয়া একটি একক নির্মিত করিয়াছেন। এই অঞ্চলটি হলদি নদীর মোহনার সন্নিহিত। প্রস্তাবিত বন্দর বড় জাহাজগুলি দূরবর্তী গভীর হলদিয়ার নিকট নোঙ্গর করে। সেখান হইতে একাধিক খালের মধ্যে জাহাজগুলি কলিকাতার বন্দরে আসে।

আজ সহরের বিভিন্নস্থানে প্রবল সাধারণ প্রকাশ, অনেক চ হাজারের মানুষের মুখোমুখি সাধারণ বিক্ষোভ এবং তাহার সমস্ত পুরাতনের পরিচয় এলাকা সমস্ত পরিচয়ের কাজ হইয়াছে।

২৫শে জানুয়ারী—আজ কলকাতায় এক সর্বদলীয় সম্মেলনের উদ্যোক্তা বেসরকারী বিশ্বনাথ ও কলিকাতা ও সহযোগিতার এলাকা পুরাতনের সঙ্গে উদ্যোগ করিয়া পরিচয়ের সম্মেলনের সম্মেলনের বন্ধ দুরে হইবার অনুরোধ করেন।

হলদিয়া সরকারী সম্মেলনের বিভিন্ন পরিচয় পরে সাধারণ প্রস্তাব ঐ স্থানে ২২ জন পাকিস্তানে পরিচালনা আসা ১০১ জন সরকারী প্রস্তাবিত বিদেশে পুরাতনের হইবার ব্যবস্থা হয়।

## বিদেশী সংবাদ

১৪ই জানুয়ারী—ফ্রান্সিসকো আইসেনহাওয়ার মজুত ঘাটতি কাজের ১১৯১ সালের অর্থের বাজারের জন্য ৭১৪৩ সালী ঢুকানোর বাজারে পুরাতন বেশ করেন। জানুয়ারী ১৯৫ জানুয়ারী হইতে এই অর্থনীতি বাজার আরম্ভ হইবে।

সরকারের ঘুরানোর প্রবর্তিত বিদেশকারের বিরোধে অর্থের পুরাতনের ক্রমবর্ধমান হইতেছে। ফ্রান্সিসকো স্থায়ী ৫ জন সকল সমস্ত হইবে উহার ফলে হইবে ৫৩জনের হইবে বিদেশীরা।

১৯শে জানুয়ারী—সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি বন্দরনায়কে আজ পাকিস্তানহইতে কলকাতাকে হইতে এই সম্মেলন হচ্ছে করবে জন নিজের সরকার পুরাতন করবে বলিয়া পুরাতন করিয়াছেন।

২৩শে জানুয়ারী—কয়েকটি হলে জনসাধারণ নিকটে এই বিষয়ে জানুয়ারীর ৭০ জন নিহত হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে মহিলা ও শিশুও আছে। সমাধানকল্পে এখন মহিলার উপর একটি নিহতদের একটি পরিচয়ের পুরাতন থাকে জনসাধারণ কলে উহাতে জনগণ পরিষদ হয় এবং নিহতদের সঙ্গে উহা ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ে।

ওয়াশিংটনের মহলের ধারণা, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খানের আসন্ন পূর্ব-বঙ্গ প্রথম প্রধানমন্ত্রীর কারণ অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণেই বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

২১শে জানুয়ারী—আজ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান বিমান যোগে রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছিয়া সাংবাদিকদের নিকট জাতীয় উন্নয়নকল্পে যৌথ পুরাতনের ব্যবস্থা সম্পর্কিত হইবার প্রস্তাবের নূতন ছাত্র করেন বলিয়া মনে হয়। তিনি আজ ও পাকিস্তানের সম্পর্কে জেনারেলের সম্মিলনের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি যোগাযোগ করার পরিবর্তে নিজ নিজ এলাকা রক্ষার জন্য সৈন্যদের প্রস্তুতিতে ব্যয় করে।

২১শে জানুয়ারী—আজ ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম যাইবার পথে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ পাকিস্তানস্থিত সৈন্যদলগুলিতে হাজার হাজার লোকের জন্য মুক্ত বাতাস সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন। কৃষিক্ষেত্রে অনুন্নতি এক জনসভায় তিনি সুকৃতীদের সম্পর্কে সম্পর্ক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের বন্ধ করেন। তাঁহার ফলে অধিকাংশ জনসাধারণ সম্পর্কে ঘোষণা করেন।

ঢাকার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বক্তব্য হইতে জানা যায় যে ১৯৬৪ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ঢাকা বিমান বন্দরে বিমান অবতরণ ও উড্ডয়নের সময় ১ ঘণ্টা হইতে ৩ ঘণ্টা পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময় বিমান বন্দরে কোন বিমান অবতরণ বা উড্ডয়ন করিতে পারিবে না।

১৩শে জানুয়ারী—পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয়

# ॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

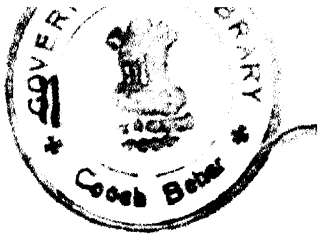

২৭শ বর্ষ

( ১ম সংখ্যা হইতে ১০ম সংখ্যা পর্যন্ত )


—অ—

অন্ধকূপ—শ্রীমতীশ রায় ... ৩৬১
অমরেশ্বর (কবিতা)—শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৩১৩
অমৃত (কবিতা)—শ্রীবিমল দে ... ১৫৭

—আ—

আইনের ছদ্মবেশ ধর্মশাস্ত্র— ... ... ৪৮৯
আকাশের নেশায় ... ... ৯
আমার সাধের ঘর (কবিতা)—শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্তরায় ৭৬২
আমাদের কথা—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তশর্মা ৪১৩
আমাদের ... ৩৩৬, ৬২৫, ৭৭৬, ৮৯৩
আমার ... (কবিতা)—শ্রীজীবনময় রায়চৌধুরী ৭৪১
আমার ... (কবিতা)—শ্রীবিমলকুমার সরকার ১৬২

—ই—

ইতর বিশেষ সমস্যা ১৭১
ইতর—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ১৮১, ২১১, ৩৭১, ৪২১

—এ—

এক পাখী কহিল শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্তরায় ... ১৭৭
একটী হাসির জন্য (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত ১৬২
এখানে সাপ্তাহিকের আসর বসে—শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায় ১৮৮
এখানে সেখানে— ... ... ৭২৯

—ক—

কবি শিশু বিদ্যাকর—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৩৫৯, ৪৩১, ৪৪৯, ১১১, ১৩৯৭
কবিবর শ্রীযুক্ত রায় ১১৩
কমলা পত্রিকা—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ৩১১
কবি সম্মেলন ও উহার পরিকল্পনা—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ১১
কুরুক্ষেত্র (কবিতা)—শ্রীসুধাকর ... ... ১৮৭

—খ—

খেলার মাঠে এলোমেলো ৭৭, ১৩৭, ১৩৭, ৩১৭, ৩১৭, ৬৭৭, ৩১৭, ৪৩৭, ৭১১, ৭৯৭, ৮৭৭, ৯৩৭, ১০৩৪

—গ—

গানের আসর—শ্রীসত্যেন্দ্র ১০, ৩৩১, ৪৮৫, ৫৭৩, ৭৭১, ৯০৮,

পূজা সম্বন্ধে— ... ... ... ৮৩২

—ঘ—

ঘরে ঘরে ডাকবর 'টিকিটিং'—শ্রীসুধাকর গুপ্ত ... ১৮৯
ঘোড়দৌড়ের ইতিহাস—শ্রীবিজয়লাল গুপ্ত ... ... ৩৪১

—চ—

চন্দ্রনাথ—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ... ... ৮৯৭
চিত্রশালা— ৪৯, ১৩৩, ১২৪, ৩৩৩, ৩৭১, ৪৪৪, ৫৪১, ৭৮৩, ৯০১
চে ৩৫ ১২৫ আইনের ১১ ধারার—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তশর্মা ২৪

—ছ—

ছড়াকাব্য— ... ... ... ৪৩১

—জ—

জল স্রোত চলা—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ... ... ২৩৩
জলের শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ... ... ১৮৭
জাপানে ইসলাম ধর্মের—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ... ১৭
জীবন-পথ ধারায়—শ্রীবিমল সেনগুপ্ত ... ৫১৬
জীবন মধু ধারায়—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ... ৯২৩

—ঝ—

ঝিনুকে— ৩৫, ১৬৭, ২২৬, ২৮৮, ৩৭২, ৪১৮, ৫৬৩, ৬৪৩, ৭৩২, ৮৭২, ৫৫৫, ১৬২, ১৮৯

—ট—

টুকরো—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তশর্মা ... ... ১৩৯

—ঠ—

ঠুকরো ধারায়—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ... ৫১৫
ডাকঘরের সাধারণ কার্যপ্রণালী—ঠাকুর ৫১৩
ডাক টিকিট বিষয়ে কবি—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ৫৫, ১৩৩, ২১৮, ২৩১, ৩৭৩, ৪৩৫, ৪৫৯, ৫৭৩
ঢাকার ইতিহাস—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ... ... ৭১৭

—ত—

তাল সোনার টিকা (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্র সেন ... ৬১৮

দুই বাহার এক কল—শ্রীশচীন কর ... ... ৭৭৩
দুরন্তমাস্ (কবিতা)—শ্রীঅবনত সত্তার ... ... ৩৪৪
দেশের কথা—ডঃ শরদিন্দু সিংহ ... ... ৭৩৩
দ্বিতীয় মত—রঞ্জন ৬৫৩, ৭৩৬, ৮১১, ৮৯৬, ১৭৬

—ধ—

ধরার নক্ষত্র—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র অধিকারী ... ... ৭১৩
ধনধান্যে—শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ... ২১
ধরণীর রাউলকেলা—শ্রীঅমিতাভ সেনগুপ্ত ... ৬১৭
ধবল—শ্রীজগদীশচন্দ্র চক্রবর্তী ... ... ২৮৭
ধান ভানিবার সৈনিক চাঁদ—শ্রীকরুণাকুমার রায় ৬১৩
ধিক্কার হয়ায় ধ্বনি—শ্রীঅরুণচন্দ্র চ্যাটার্জী ১৭, ১৭৭, ২৪৩, ৩৩৭, ৪৪৩, ৫০৩, ৫৪৩, ৬৪২, ৭৬৭, ৮২৩, ৯০১, ১০১৯
ধৈর্যবতী জননী— ... ... ... ৮৯

—ন—

নগরী—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ... ৬৭৩
নগর বিজ্ঞান সেবক পুরীক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সুরাল ১৭৩
নগরবন্দর কবিতা—শ্রীসুনীল বসু ৬২৭
নগরবন্দরের সংঘ সম্পাদক—শ্রীঅমলেন্দু হোমচৌ ২৭৯
নবজন্ম—শ্রীজগদীশচন্দ্র চক্রবর্তী ... ১১৩
নবপ্রতি আখর ইন—শ্রীসমীর মুখোপাধ্যায় ১৩৯
নবযুগের পরিচয়— ৬৭, ১৬৩, ২২৭, ৩০৭, ৩৭৫, ৫৬৭, ৬৫৭, ৬২৭, ৭০৬, ৭৮৭, ৮৬৭, ৯৩১, ১০২৭
নবযুগের কবি—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ৭১, ১২৩, ২০৬, ২৯৫, ৩৩২, ৫১৭, ৫৭১, ৬৩৭, ৬৭৫, ৭৩৩, ৭৫৩, ৮১৩, ৯৩৩, ৯৭৭, ১০৩১
নবযুগের— ১৭, ৯০, ১৭৩, ২১৩, ৩৩৩, ৪১৩, ৫৯০, ৬৭৩, ৭৭৩, ৮৩৩, ৮৫৩, ৯৭৩, ১৭৩
নবীন আর মুসলিম—শ্রীমুহম্মদ মুখোপাধ্যায় ৩৩৩

—ন—

নজরুল ইসলাম—ডক্টর ... ... ... ...
নবীন কবি (কবিতা)—শ্রীইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য ... ১৬২
নবীনের প্রতীক (কবিতা)—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় ... ২৮২

—ব—

বর্ষ পরিচয়—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ... ৮৭৭
বর্ষাস্নাত বিশ্ববিদ্যালয়— ... ৫২২
বুলবুলি—শ্রীসুধাংশু ... ... ১৮২
বাঙালীর ক্রেমার কি অবনতি ঘটিতেছে?— ... ৭৪২
বাংলার ধাতু শিল্পকলা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ... ১২২
বাইবেল প্রাবণ—শ্রীঅমলেন্দু বসুমল্লিক ৪১৭, ৫৭৭, ৬৩২, ৭৪২, ৮৫৯, ১২২, ১০৫৭
বিজয়িনী বাংলা (কবিতা)—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী ১০৭
বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—চক্রবর্তী ১১, ২০১, ৩৯১, ৭০৩, ৭২৯, ৮৫৭, ৮৬৬, ১৯৭, ১৯০
বিশ্ববিচিত্রা— ৬১, ১৫, ২২৫, ৩০৯, ৩৩৩, ৪৩১, ৫৩৭, ৫৭৫, ৭০১, ৭৮৫, ৮৬৫, ১১১, ১৯১
বিশ্বভারতীর আদর্শ— ... ৬৫১
বিশ্বভারতীর উপাচার্য ১৬৯
বৈদেশিকী— ... ৬৫, ১১, ১৭১, ৩৩১, ৪১১, ৭৯১, ৮৭১, ৭৩১, ৮১১, ১৭১

—ভ—

ভোর সাড়ে ছয়টা (কবিতা)—শ্রীউৎপলকুমার বসু ... ৩৭৬

—ম—

মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁস—শ্রীঅজিত দত্ত ... ১১৩
মাটির পুতুল—শ্রীনিরঞ্জনকুমার মুখোপাধ্যায় ... ৭৪৩

—য—

যে পথে অর্ধাশিনী নয়—শ্রীসুধাংশু, সেবক ... ৮১৭
যৌবন সূত্রে (কবিতা)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ... ১৬১

—র—

রঙ্গরসাল—মুখোপাধ্যায় ৭৩, ১৭৯, ২৩৩, ৩১৩, ৩৭১, ৭১৩, ৭৭৩, ৮১৩, ৯১৩, ৯৭৩, ১৭৩, ১০৭৩
রাত্রি (কবিতা)—শ্রীঅমিয় সিংহ ... ১৩৭
রাষ্ট্রপতি ডরোশিলভ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৭৩

—ল—

লড়াই না খেলা—শ্রীমন্মথ রায় ... ৭৭৩

—শ—

শব্দতত্ত্বসূত্র—শ্রীপ্রফুল্ল সেন সরকার ... ২৭৩
শরৎ পাহাড় ডাক—শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার ১১, ১৭৭, ২২১, ২৭৭, ৩৩৩, ৪১৩
শরৎচন্দ্র—শ্রীঅমিয়ভূষণ মুখোপাধ্যায় ২৫৩
সংবাদ— ... ... ... ১১১
সাধারণতন্ত্র দিবস— ... ৮৭৯
সাপ্তাহিক সংবাদ— ৮৩, ১৩৩, ১৭৩, ২২১, ২৩৩, ৩৭৩, ৪৭৩, ৫৭৩, ৬৭৩, ৭২৩, ৭৩৩, ৭৭৩, ৮২৩, ৯৩৩, ১০৩৭
সাময়িক-কথা—শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার ১১৩
সুন্দর খেলনাগুলি (কবিতা)—শ্রীঅমিয় মুখোপাধ্যায় ৭৭৩
সূর্য নেই (কবিতা)—শ্রীসুধাংশুরঞ্জন সাহানবিশ ১৪
স্বর্গের পাহাড় : রাহুর এল যৌবক (কবিতা)—শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার ২১
স্মৃতিচারণ—শ্রীসুধাংশুকুমার রায় ৭১

—হ—

হরিণ কাদার রাতে (কবিতা)—শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার ১৮৭
হরিণ আমার কবিতা (কবিতা)—শ্রীঅমিয়ভূষণ চক্রবর্তী ৭০৩

শিষ্টাচার

ক্ষিপ্রতা

নৈপুণ্য

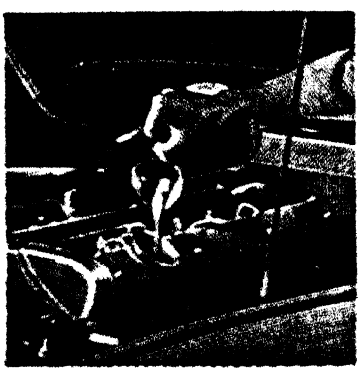

বার্মা-শেলের সেবাই

এই।

REG. NO. C. 2109

"বহুব্যয় করি
বহুদেশে ঘুরি
দেখিতে গিয়েছি...

...দেখা হয় নাই
চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু
দুই পা ফেলিয়া..."

– রবীন্দ্র নাথ –

২০ মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday 6th February, 1960 [illegible] [illegible] ১৬

কোল্ড ক্রীম
অভ রোজেজ
গোলাপ গন্ধ প্রসাধন প্রলেপ
বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা বোম্বাই

শিষ্টাচার ক্রিপ্রজ নৈপুণ্য

বার্মা-শেলের সেবাই এই।

বন্ধুদের বন্ধুর

## কালিদাসের মেঘদূত ৬-০০

শোণপাংশু (উপন্যাস) ৪·০০
শেষ পাণ্ডুলিপি (উপন্যাস) ৩·২৫
যে-আঁধার আলোর অধিক (কবিতা) ২·৫০
আধুনিক বাংলা কবিতা ৬·০০

পরশুরামের নতুন বই

## চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প ৩·০০

আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প ৩·০০
নীলতারা ইত্যাদি গল্প ৩·০০
কৃষ্ণকলি ২·৫০ গল্পকল্প ২·৫০
গড্ডলিকা ৩·০০ হনুমানের স্বপ্ন ৩·০০

মহেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত

## কাব্য দীপালি ৭-০০

সুধীরচন্দ্র সরকার

## পৌরাণিক অভিধান ৭·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

## বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ৫-০০

অন্নদাশঙ্কর রায়

## জাপানে ৬·৫০

পথে প্রবাসে ৪·০০
রূপের দায় ৩·০০

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ডোভার পেরিয়ে ৪·৫০

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মন্দিরময় ভারত ৬·০০

জরাসন্ধর কাব্যগ্রন্থ

## জানানা ২-০০

বিষ্ণু দে-র কাব্যগ্রন্থ

## সাহেবী ২·৫০

বিনয় চৌধুরীর উপন্যাস

## বেত্রবতী মরানদী ৩·৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

মিত্র ও ঘোষের বই

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

## তরঙ্গের পর

মহাপ্রস্থানের পথে ৪·০০
আঁকাবাঁকা ৩·০০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৩·
বেলোয়ারী ৩·০০ বৃদ্ধ ৩·০০
উত্তরকাল ৪ বনমাধবী ৫·
আশ্চর্যগাথা ২·০০
মধুচন্দ্রের মাস ২·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## উত্তরায়ণ ৩·০০ কৈশোর

স্মৃতি ২·০০ অভিযান ৩·০০
কবি ৩·০০ কবি ২·০০
প্রিয় গল্প ৩·০০ ইমারৎ ৩·০০
স্বয়ম্বরম ২·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

## মিলনান্তক

সমুদ্রে সফেন ৪·০০
পঞ্চতপা ৩·০০
নবনায়িকা ৩·০০
সাত পাকে বাঁধা ২·৫০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পথের পাঁচালী ৩·০০ আরণ্যক
হিন্দু হোটেল ৪·০০ শ্রেষ্ঠ
গল্প ৩·০০ আরণ্যক ৪·০০
আশনি হিন্দু হোটেল
অশনি ২·০০ দেবযান ৫·০০
কুশলপাহাড়ী ৪·০০ মুখোশ
ও মুখশ্রী ৩·০০ উৎকর্ষ ৪·০০
গল্পপঞ্চাশৎ ৪·০০
লবটুলিয়ার কাহিনী ২·০০
হে অরণ্য কথা কও ৩·০০

## পরিশোধ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

আরাকান ৫·০০
ইরাবতী ৫·০০
উপকূল ৫·০০
সপ্তকন্যার কাহিনী ৩·০০

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

পথহারা ৪·০০
জ্যোতিহারা ৬·০০
চক্র ৪·০০
বিচারপতি ৩·০০
বারিবধূ
বাজলে ৩·০০

নিরুপমা দেবীর

শ্যামলী ৩·০০
প্রত্যর্পণ ৩·০০

মণীন্দ্রলাল বসুর

## রাঙ্কব না ৮॥

শ্রেষ্ঠ গল্প ৩·০০ মুটি ২·০০ প্রেরণা ২·০০
ভাড়াটে বাড়ী ৩·০০ স্প্রিঙ্গচারিতম্ ৩·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

উত্তরফাল্গুনী ৬·০০ নূপুর ৩·০০
অস্তি ভাগীরথী তীরে ৩·০০
হরিহরনিপাতে ৪·০০ কালোভ্রমর ৩·০০

নিরুপমা দেবীর

## অনুকর্ষ

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

খাবারের কথা মনে হলেই কি ভয় পান?

**হিউলেট্‌স মিক্সচার**

খাওয়ার পর পেটের গণ্ডগোলে নির্ভরযোগ্য উপশম এনে দেবে।

ই. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

---

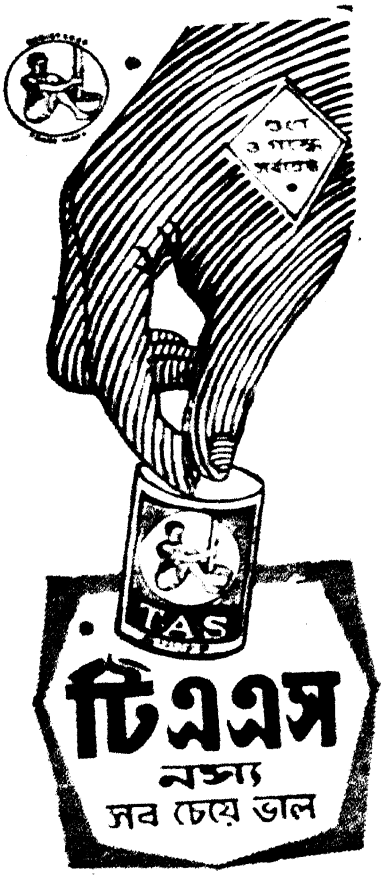


**টিএএস**

নস্য

সব চেয়ে ভাল

---

আপনার মেয়ে খেলাধূলায় কিম্বা পড়াশোনায় প্রাণখুলে মনোযোগ দেয় না··· অথবা নির্জীব ও মনমরা হয়ে থাকে··· কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি তার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী সে ব্যয় করে। তার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার···তার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

## আবার আশ্চর্যজনক সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি বলকারক স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। অধিকাংশ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অরুচিকে কাটায়, ক্লান্তি ও দুর্বলতা দূর করে। রোগমুক্তির পর দ্রুত স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

চমৎকার সুস্বাদু

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড**

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

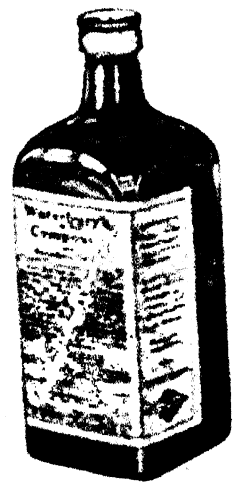

GOVERNMENT LIBRARY

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা | | ১ |
| প্রসঙ্গত— | ... | ১৩ |
| বৈদেশিকী— | ... | ১১ |
| স্বিতীয় মত—[illegible] | ... | ১৩ |
| অতল পথের যাত্রী—হোলডার লাকুসেক | ... | ১৭ |
| এই দেহ আনা মৃত্যু—[illegible] | ... | ১৭ |
| [illegible]—[illegible] | ... | ২৭ |



আমেরিকান [illegible]

## প্রস্তুতি

৭ই শ্রাবণের বই

[illegible] এর নূতন উপন্যাস

৩য় সব পারে ২·৫০

পুনর্মুদ্রিত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

৭ই পৌষের বই

[illegible] উপন্যাস — [illegible]ের জন্য ৩·৫০

[illegible] — [illegible]বের একটীন ৩·০০

[illegible] — [illegible]ডনের পাড়ায় পাড়ায় ২·০০

[illegible] — উদিন ও পঞ্চাশের রেশান ২·০০

[illegible]

## বিমল মিত্রের বই

কলাপক্ষ ( উপন্যাস ) ৩·০০ | মুক্তোঝরা ( উপন্যাস ) ৩·০০

পতুল বিধি ( [illegible] ) ২·০০ | টক-ঝাল-মিষ্টি ( ছোটদের গল্পসংগ্রহ ) ২·০০

আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

উপন্যাস : [illegible] | [illegible] | [illegible] |

প্রকাশিত হ'ল

সুনীলকুমার নন্দীর উপন্যাস

## জোয়ার এলো

[illegible] উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একেবারে নতুন [illegible] এই প্রথম। বাঙালি সংসারের মধ্যে স্বতন্ত্র ইতিহাস গড়ে তোলা একটি নরনারীর [illegible] তাদের কঠোর বিশ্বস্ততার কড় তুলেছিল তাদের [illegible] কাহিনী জোয়ার এলো।

মূল্য : ২·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

## মানুষের মতন মানুষ

এ উপন্যাস শৈলজানন্দের সম্পূর্ণ [illegible] সাহিত্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল।

মূল্য ৩·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস

## প্রিন্সিপলার বিয়ে

[illegible] প্রেম এবং [illegible] নিয়ে [illegible] হাসির [illegible] উপন্যাস।

মূল্য ২·০০

### অন্যান্য গ্রন্থ

[illegible]

মানুষের জন্য — ২·০০
সোনারুপোর কাঠি — ১·৫০

[illegible]

মনোবাসিতা — ২·০০

[illegible]

চাটিমালী — ২·০০

[illegible]

উল্কেশ — ২·০০
রাস — ১·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘরের মধ্যের ঘর — ২·০০

[illegible]

বিরুদ্ধবিবাস — ৩·০০

শচীন্দ্রকুমার মিত্র

জীবনস্পন্দন — ৬·০০

[illegible]

ভাল লাগার মেলা — ২·৫০

[illegible]

কায়ার প্রহর — ২·৫০

[illegible]

ছায়াবলাকা — ৬·০০

হেমেন্দ্র মিত্র

কবিতার বিচিত্র কথা — ৪·০০

সজনীকান্ত দাস

কবিতা ও কবিকৃতি — ৪·০০

[illegible]

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বই — ২·৫০

কথামালা প্রকাশনী

[illegible] কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২



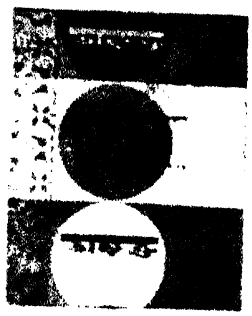

# সেতু

সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতি মূলক

ত্রৈমাসিক

[illegible] ও [illegible] — [illegible] করিবে। [illegible] লইয়া বিলাসে [illegible] মুখোপাধ্যায়। [illegible] করিবে [illegible] চক্রবর্তী [illegible] ও [illegible] ভূমিকা। [illegible] [illegible] [illegible]

# সূচীপত্র

GOVERNMENT LIBRARY
Google


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| প্রথম কদম ফুল | শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত | ৩৩ |
| বাইশে শ্রাবণ | শ্রীশৈলেন্দ্রকুমারী মজুমদারিকা | ৩৯ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম | শ্রীনীলেশ মিত্র | ৪৫ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি | শ্রীসুধীন্দ্র চৌধুরী | ৫৩ |
| ৪৩ প্রদর্শনী | | ৫৯ |
| গানের আসর | | ৬১ |



শ্রীনীলেশকুমার মিত্রের

**সেহাগপুরা**

প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস

**সমান্তরাল**

**দেশবন্ধু-স্মৃতি ১০৲**

"It is the greatest tragedy in my life that I have been driven to a profession that I do not like."

রমাপদে রাজস [illegible] পলিকাতার সাংস্কৃতি কেন্দ্র

[illegible]

[illegible]

একটি আকাশ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# আপনার গরম জামা কাপড়
# দীপ দিয়ে ধুয়ে নিন

'অপটিক্যাল ব্রাইটনার' যুক্ত

কাপড়কোচার পাউডারও খুব খাঁটি তাই আপনার গরম জামাকাপড়ের সৌন্দর্যতা বহাল রাখে। অতি কোমল তাই নরম ও সুন্দর হাত কাচাকুচিতে নষ্ট হতে দেয় না এবং মিতব্যয়ী হওয়ায় প্রত্যেক গৃহিণীদেরই, যাঁরাই গরম কাপড়ের যত্ন নেন, আদরের সখী।

আপনি কি মনে করেন না যে আপনার দামী গরম জামাকাপড় দীপ-যত্ন পাবার উপযুক্ত? এই শীতে একবার পরখ করবেন না কি?

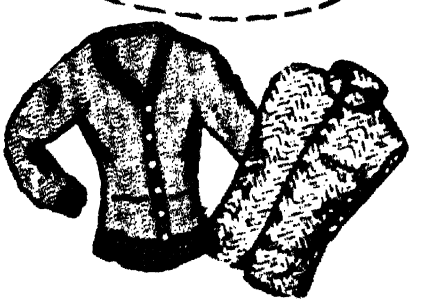

দীপ একটি লিভার ব্রাদার্স সামগ্রী

# সূচীপত্র

GOVERNMENT LIBRARY
Govt. of India


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বিশ্ববিচিত্রা— | ... | ৬৩ |
| পুস্তক পরিচয়— | ... | ৬৫ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য— | ... | ৬৮ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখরে | ... | ৬৯ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | ... | ৭১ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | ... | ৮১ |

প্রচ্ছদ—শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায়



সবেমাত্র প্রকাশিত হইল

**রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ ৬.০০**

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, নজরুল, মোহিতলাল, প্রমথ চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়—এই চৌদ্দজন রবীন্দ্রানুসারী কবির কবিকৃতির বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতার ক্রমবিবর্তনের রূপটি এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

**মধুসূদন ৪**

কবি ও নাট্যকার ৩.৫০

অনুসন্ধিৎসু ছাত্রছাত্রীদের

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

[illegible] অনুসন্ধিৎসু ছাত্রছাত্রীদের [illegible] মধুসূদনের [illegible] বিস্তৃত আলোচনা [illegible] সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত [illegible] মধুসূদনের [illegible] ও নাটক [illegible] সুষ্ঠুভাবে বিশ্লেষণ করা [illegible] ও বাংলা সাহিত্যে [illegible] স্থান নির্ণয় করা হয়েছে।

**বরণীয় ৫.০০**

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

[illegible] বাংলার [illegible] বহু, মহিলা [illegible] স্মরণীয় হইয়াছেন। [illegible] মধ্যে [illegible] বাঙালী এই শতাব্দীতে [illegible] হয়ে [illegible]

এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
ফোন : ৩৪-১৮৬
গ্রাম : তরুণতা



[illegible]

দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস

**মনের**

**মধ্যে**

**মন ৫-০০**

অরুণাচলের উপন্যাস

**মিড় গমক মূর্চ্ছনা**

[illegible] ৪.০০

প্রকাশিত হল

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর উপন্যাস

**মধুকরী ৩.৫০**

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর

নব একখানি উপন্যাস

**রাগলতা ৪.৫০**

প্রকাশিত হয়েছে

ডক্টর সুকুমার সেনের গ্রন্থাবলী

**রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েক দিক ৪.৫০**

[illegible]

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স । এ ৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

বহুদিন পরে আবার বেরোল

## শিশু-ভারতী

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত
বাংলার বুক অব নলেজ
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুপম গ্রন্থমালা
নানা শিক্ষাপ্রদ বিষয়-সম্ভার
এখন পাবেন ১—৭ খণ্ড
প্রতি খণ্ডের দাম ... ১০৲ টাকা
বিদ্রোহী বালক ২·২৫
ডানপিটে ছেলের দুরন্ত কাহিনী
রূপকথার দেশে ২·৫০
ছোটদের রূপকথার মালা
রূপ দেশের উপকথা ২·২৫
অরূপ দেখে
শুধু হাসি ভেবো না ১·৫০
পরিতোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

নবেন্দু পুস্তক ভবনের নিবেদন

নিশাচর লিখিত
নূতন বই

## ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲

সফলসমাপ্তির অপূর্ব রোমাঞ্চ উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
নবতম উপন্যাস
নিশিপদ্ম ৪॥

আশাপূর্ণা দেবীর
সর্বাধিক বহুপঠিত উপন্যাস
কল্যাণী ৩৲

বাংলার কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিশীর
ভ্রমনোনীত গল্প ৩৲

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

নতুন রূপে
সুবোধ ঘোষের
## ভারত প্রেমকথা
এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি
নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়তে দিন
সপ্তম সংস্করণ
দাম : ছয় টাকা

নতুন প্রকাশন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
## প্রেমের গল্প
নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ১৩টি
প্রেমের গল্পের অপূর্ব সংকলন
দাম : চার টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | | |
|---|---|---|---|
| নর্তকিয়া | ॥ | সুবোধ ঘোষ | ॥ ৮·০০ |
| রূপসী রাত্রি | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৭·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ ৪·০০ |
| প্রচ্ছদপট | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৩·৫০ |
| তিন শূন্য | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ ৩·৫০ |
| মনের মানুষ | ॥ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ ৩·০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ ৫·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | ॥ | সরলাবালা সরকার | ॥ ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | ॥ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ ৪·০০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ ১·২৫ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | ॥ | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ ৩·৫০ |

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

DESH 40 Naya Paisa
Saturday 6th February 1960

১৩ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ১ ৫০ নয়া পয়সা
শনিবার ২৩ মাঘ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

## গ্রামাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# প্রসঙ্গ

গত ৩০শে জানুয়ারী, শনিবার রাত্রে৷ শ্বাসনালী প্রদাহজনিত রোগে তাঁর বালিগঞ্জ স্থিত ভবনে আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করেছেন। সাহিত্য তাঁর প্রাণ ছিল। মৃত্যুর সপ্তাহ ঈষৎ অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি একটি সাহিত্য-সভায় যোগদান করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে সেই যে শয্যা গ্রহণ করেন, তাই তাঁর শেষ-শয্যা হয়। রবিবার সকালে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেখানে তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং গুণ-মুগ্ধ নরনারীর যে সমাবেশ হয়, তার থেকে তাঁর জনপ্রিয়তার অনুমান পাওয়া যায়।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়ঃক্রম ৭১ হয়েছিল। তাঁর আকস্মিক পরলোকগমনে আমরা স্বজনবিয়োগ বেদনা অনুভব করছি এবং তাঁর সন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি। জগদীশ তাঁর আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

•

১৮৮১ সালে উপেন্দ্রনাথের জন্ম। ঊনবিংশ শতাব্দী নবা বাংলার জাগরণের যুগ বলে চিহ্নিত। এই জাগরণের মূলে ছিল কর্মনিষ্ঠা। যিনি যে পথ গ্রহণ করেছিলেন, অকুণ্ঠিত আত্মবল নিয়োগ সহজ করেছিলেন। অর্থ এবং প্রতিষ্ঠার লোভ তাঁদের সত্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। সত্য ও সুন্দরের সাধনায় মুক্ত কক্ষ-সাধনার পথেই তাঁরা নেমে এসেছিলেন। যুগান্তরের এই মহৎ সম্পদ পরিচয় উপেন্দ্রনাথের জীবনেও পাওয়া যায়।

ভাগলপুরের কাপড়কলটি ছিল প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়। উপেন্দ্রনাথ সেই পরিচয়ের সন্ধানে। আট দশ বছর উপেন্দ্রনাথ ভাগলপুরে ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন। তখন থেকেই এই ব্যবসার তাঁর প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ভাগ্যদেবী যাঁকে অন্য ক্ষেত্রের জন্যে চিহ্নিত করেছেন, উজানে সন্তরণশীল তরিবাহ তাঁকে ধরে রাখতে পারে না। অর্থ, সাময়িক প্রতিষ্ঠা এবং আরাম বিলাসের সমস্ত সম্ভাবনা হেলায় পরিত্যাগ করে তিনি দুঃখ ও দারিদ্র্যক্লান্তির সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। এই বাস্তবতা সাহিত্য সাধনা যে কত বড় সত্য, তা তাঁদের অর্থকৃচ্ছ্রতার বাস্তব পটে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে বিনা দ্বিধায় না।

•

উপেন্দ্রনাথ একই সঙ্গে সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক ছিলেন। একাধিকে তাঁর

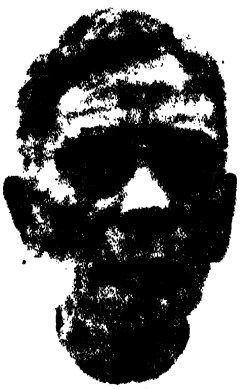

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
(১৮৮১–১৯৫২)

কথানাথ, মনুজাহরি, অতিজ্ঞান, ডাক্তার প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, অন্যদিকে তাঁর সম্পাদিত 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকা ও মাসিকপত্র জগতে সৃষ্টি ও প্রকাশসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। বাংলা সাহিত্য-গগনের সূর্য চন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনা এই পত্রে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এবং তাঁর বেশ কয়েকটি বই



উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
(১৮৮১–১৯৫২)

সম্পূর্ণতঃ সাহিত্যিক। তাঁদের অনেকেই হয়তো এরই স্থান পেয়েছিল কারও কারও সিদ্ধান্তেই কেবল হয়তো-বা বলা যেতে পারে। তাঁর মতে শুধু প্রতিষ্ঠাবান লেখকের রচনা সাময়িকের সম্পাদকের দৃষ্টির সীমাবদ্ধ নয়, নব নব প্রতিভা আবিষ্কারই তাঁর প্রধান কাজ। সেই কারণে উপেন্দ্রনাথের মতো অভিজ্ঞ সম্পাদকের সঙ্গ, অনেক সুযোগের সঙ্গেই স্বীকার্য, ক্ষতিই করে এসেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে শুধু প্রবেশার্থী তাঁর কাছ থেকে যে প্রেরণা, উৎসাহ ও স্নেহ পেয়েছিলেন, আজও তা তাঁর সকৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করে থাকেন।

•

এই সরল স্নেহময় সুরসিক সাহিত্য-সাধক হৃদয়খানিকে তাঁর সাহিত্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। যাঁরা তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা সুদূরে বাস্তবের স্পর্শ তাঁরাও পেয়ে থাকবেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছেন, যাঁরা জানেন, তাঁর রসহৃদয়ের হৃদয়ের সেই গভীর এবং অকৃত্রিম ছিল। সাহিত্যের নামে যেখানেই ভান, কৃত্রিমতা, হৃদয়ের অসংযমের পাশে পাশে সেখানেই তাঁর অন্তরঙ্গ সহযোগিতা ● পাওয়া গেছে। নতুন সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগের প্রতি এই উপেক্ষা ও অবহেলাই তাঁর মৃত্যুতে যথার্থ কারণ হয়ে রইল। সাহিত্য-সভা সেখানে অনুষ্ঠান করে সাহিত্য তিনি এবং সাহিত্যানুরাগের সেখানে নিয়ে হবেন এমন মনে হয়। হয়তো তাই কারণেই মনে হয়, তাঁর সেই অন্তরালের সে ক্ষেত্রে হয়তো তাঁদের অনুরাগ অনেক অপরিচিত থাকবে।

•

সম্প্রতি তাঁর কয়েক সাহিত্যিকের উপন্যাস তাঁর নামে প্রকাশিত হয়। এটি না হলে তাঁর অন্তরঙ্গতার মনে হয়তো কখনও ঘটে। সেই সময় তাঁর কাছে তাঁদের সাহিত্যের আলোচনা হতো। এটি তাঁর নতুন সাহিত্যিক সাহিত্যের উৎসাহের অন্যতম কারণ। কারণ তাঁর সমুজ্জ্বলতা, এবং সাহিত্যের সঙ্গে হতো। উপেন্দ্রনাথের সম্পর্ক সহজ নয়। এমন সাহিত্য থাকতে পারে, যাঁদের স্থানে তাঁদের বয়সের এই নিয়ে এসে মনে হয়। তাঁর সম্পর্কে হয়তো না। সাহিত্যে উপেন্দ্রনাথ একটি বয়সে তাঁদের ধরে থাকতে পারেন কিন্তু বয়স তাঁর উপন্যাসের ঘোষণা হয়নি। উপেন্দ্রনাথের যাঁরা জানেন তাঁরাই স্বীকার করবেন, তাঁর সেবার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকতে হবে এবং মন উপন্যাসে সম্পাদনা এবং উপন্যাসের থেকে বিচ্ছিন্নতাও বিচ্ছিন্ন হয়নি। সম্পাদকীয় জগৎ থেকে একজন সুরসিক, সহৃদয় এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক চলে যাওয়ায় তাঁর অন্তরঙ্গ-বন্ধু এবং সহযোগীরাই নয়। তাঁর একান্ত অনুরাগী পাঠক সম্প্রদায়ও বেদনার পাশে সমবেদনা এই যে, কথাশিল্পীর মৃত্যু নেই। কথাশিল্পীর মনের তাঁর অমর হয়ে থাকেন। উপেন্দ্রনাথকেও অমর হয়তো পড়ি না। জগদীশ তাঁর পরমায়ু কমন করে রেখেছিল। মৃত্যুর পরে সেই আয়ু আরও বহু শত বৎসর বেড়ে গেল।

# বেতারশিল্পী

আজকের বিশ্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনে এই কথা বলা অতিরিক্ত সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত করে ছাত্রদের ইতিহাস-কাঠামোকে ধ্বংস করে ফেলবার ও পরবর্তী আমাদের পক্ষে অপরিহার্য করেছিল। যেমনই একজন যা পক্ষ সরকারের নিয়ন্ত্রণে ইতিহাস রচনায় করেছে। আমরা প্রকাশ আজকের ছেলেও এবং আমরা আমাদের সরকারী পুনর্গঠন নিয়ন্ত্রণের করেছে। শুনিলাম ও নিজে যা আমাদের নিয়ন্ত্রণে সমস্যা নিয়ন্ত্রণে যে একজন নিজ পক্ষে আমাদের আমাদের নিজে ইতিহাসের ও পক্ষে আমাদের করেছে। এই সমস্যা থেকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে ইতিহাস করেছে। কিন্তু ইতিহাস ও পক্ষে আমাদের ইতিহাস করেছে। আমাদের ছেলেদের নিয়ন্ত্রণে আমাদের ইতিহাস করেছে। আমাদের ইতিহাস করেছে। আমাদের ইতিহাস করেছে।

# আধুনিক যৌন বিজ্ঞান

ডাঃ হ্যানা স্টোন ও আব্রাহাম স্টোন

বিবাহের উদ্দেশ্য, বিবাহের ঘোষণা, স্ত্রীর চরিত্রের ভূমিকা, লজ্জাস্থান ও লজ্জাবোধ, সন্তানধারণ ও সন্তানপালন, জন্মনিয়ন্ত্রণ কৌশল, মনস্তত্ত্ব, বিবাহের কলাকৌশল, যৌন সহজতা ও অসহজতা এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা। সকল সমস্যা ও তদ্‌ঘটিত প্রশ্নের একখানি অপরিহার্য গ্রন্থ। গ্রন্থে ৬০০ সম্পূর্ণ ছবি। সপ্তম সংস্করণ। দাম ৯·০০। ভি-পি তে ১·৩০ মাঃ।

**পপুলার বুক ক্লাব**

৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
ফোন : ৩৪-৬২১১



**শঙ্খ মার্কাই**
ব্রেস্ট সিক্রেশন
যাশোর কুষ্ঠ ইণ্ডাষ্ট্রী কোঃ
কলিকাতা-৯



# বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ॥ ১৩৬৭ সাল ॥

পঞ্জিকা সম্পাদনে অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ও সূক্ষ্ম গণিত প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছে। এবং সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণ, ব্রতাদি, পর্বাদি যথাযথ প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলা পঞ্জিকা সমূহে যে সকল ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় তাহা সংশোধন করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর চীন ভারত বিরোধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ও ফলাফল দেওয়া হইয়াছে। এবং সেই কারণেই পঞ্জিকা সম্পাদনে অত্যন্ত বেশী বিলম্ব হইয়াছে। এই পঞ্জিকা গত বৎসর (১৩৬৬) কোজাগরলক্ষ্মী মহোদয়ার বাসর হইতে কার্যকরী ব্যক্তিদের ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়াছে। এবারের গ্রন্থখানি বহুমূল্য ৮ ফর্মা পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

**চীন এবং ভারতের বর্তমান বিবাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা**

**বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা (১৩৬৬) :**

(১) বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ অধিমাস, মধ্য এই চরিত্রমাস বিশেষ অশুভ হইবে।
(২) ..... ঐ সময় ভারতে সম্পদের হিসাবে পরিবর্তে চীনের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে। ধনতন্ত্রের সমর্থকের বিরুদ্ধে হইবে।
(৩) ..... চীনের ভারতীয় এবং ভোগোলিকীয় পরিধি বিশেষ শঙ্কিত থাকিবে।
(৪) ..... ভারতেরই ভৌগোলিকীয়ের মধ্যে পরিবর্তন হইবার যোগ আছে।
(৫) একদিকে চীনের ভোগোলিকীয় প্রভাব অন্যদিকে আমেরিকার ভারতীয় সমুদ্রোপকূলের পরিবর্তের প্রভাব প্রকাশ পাইবে উহা নিশ্চিত পরিলক্ষিত হইবে।

**বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা কার্যালয়**

১১, কলেজস্কোয়ার স্ট্রীট কলিকাতা ৬ ( ফোন : ৩৭ ১১০৩ )

# দ্বিতীয় মত

॥ কুড়ন ॥


## ত্রিবেণীর বই

— সাম্প্রতিক প্রকাশন —

| | | |
|---|---|---|
| সাহারা | ॥ চিন্তামণি কর ॥ | ৫·০০ |
| পঙ্খীমহল | ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ | ৪·০০ |
| তীরভূমি | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৫·৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩·৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩·০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ | ৫·৫০ |
| ইষ্ট কুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩·৫০ |
| মন মানে না | ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ | ৩·৭৫ |
| শুকসন্ধ্যা | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৭·০০ |
| মুখের রেখা | ॥ সতীনাথ ভাদুড়ী ॥ | ৭·০০ |
| একান্ত আপন | ॥ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৮·০০ |
| আকাশপ্রদীপ | [illegible] | ৪·০০ |

॥ আগে প্রকাশিত ॥

| | | |
|---|---|---|
| নীলাঞ্জনছায়া | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| আপন প্রিয় (৮ম সং) | রমাপদ চৌধুরী | ৩·০০ |
| কথাকলি (২য় সং) | [illegible] | ৩·০০ |
| পলাশের নেশা (৫ম সং) | সতীনাথ ভাদুড়ী | ৩·০০ |
| স্বপ্নমধুর (৬ষ্ঠ সং) | নরেন্দ্র মিত্র ও বন্ধন | ৩·৫০ |
| কৃষ্ণা (১ম সং) | সমরেশ বসু | ৩·০০ |
| বধূবরণ (৩য় সং) | বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| পদ্মমধু | সতীনাথ ভাদুড়ী | ৩·৫০ |
| ॥ উপন্যাস ॥ | | |
| রাধা (৮ম সং) | প্রেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| মনুবর্তন | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| জনপদবধূ (২য় সং) | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·৫০ |
| কলিতীর্থ কালিঘাট (৭ম সং) | বেদব্যাস | ৩·৫০ |
| অপরূপা | বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| চীনে লণ্ঠন (২য় সং) | লীলা মজুমদার | ৩·২৫ |
| আমার ফাঁসি হল (২য় সং) | নরেন্দ্র বসু | ৩·৫০ |
| বনভূমি (২য় সং) | বিমল কর | ৩·০০ |
| রূপসাগর (২য় সং) | সতীনাথ ঘোষ | ৪·০০ |
| ॥ কাহিনী ॥ | | |
| ধূপছায়া (৩য় সং) | সৈয়দ মুজতবা আলী | ৪·৩০ |
| ॥ ভ্রমণ গ্রন্থ ॥ | | |
| মুকুলকে ধান | নিরঞ্জন সিংহরায় | ৩·০০ |
| মাটির মানুষ | বালিগঞ্জীচরণ শাস্ত্রীজী | ২·৭৫ |

স্বাদু স্বাদু পদে পদে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ ২·৭৫

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা ১২


Google

আলোচনার সম্বন্ধে আমার কোনোরকম পূর্বাপরিকল্পিত নির্দিষ্ট প্রস্তুতি ছিল না। সে-দিন অফিসে ওই প্রসঙ্গে যে-কথাগুলি হঠাৎ আমি বলেছিলাম, তার মধ্যে কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু তবু আমি জানতাম যে, ওই সূত্র ধরে আমার সহকর্মীরা আমাকে প্রশ্ন করবেন। আমার উত্তর শুনে তাঁরা হাসবেন। আমাকে ঠাট্টা করবেন। কিন্তু তবু, তাঁদের সেই হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপের মধ্যে আমার নিজের কাছে আমি যে-সত্য, তাকে অস্বীকার করতে পারব না। আমার মনে হয়েছিল, আমার সেই সত্যকে আমি যদি প্রকাশ না করি, তবে আমার জীবনের একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে আমি বঞ্চিত হব। আমার জীবনের একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে আমি বঞ্চিত হব। আমার জীবনের একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে আমি বঞ্চিত হব।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার ঘরে আমার কয়েকজন সহকর্মী এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার বন্ধু। তিনি আমার কথা শুনে হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, "তুমি কি সত্যি বলছ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, সত্যি বলছি।" তিনি বললেন, "তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?" আমি বললাম, "না, আমি পাগল হয়ে যাইনি।" তিনি বললেন, "তবে তুমি কি বলছ?" আমি বললাম, "আমি যা বলছি, তা সত্য।" তিনি বললেন, "তুমি কি প্রমাণ করতে পারবে?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, পারব।" তিনি বললেন, "তবে প্রমাণ করো।" আমি বললাম, "আমি প্রমাণ করব।"

সেদিন সন্ধ্যায় আমার ঘরে আমার কয়েকজন সহকর্মী এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার বন্ধু। তিনি আমার কথা শুনে হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, "তুমি কি সত্যি বলছ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, সত্যি বলছি।" তিনি বললেন, "তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?" আমি বললাম, "না, আমি পাগল হয়ে যাইনি।" তিনি বললেন, "তবে তুমি কি বলছ?" আমি বললাম, "আমি যা বলছি, তা সত্য।" তিনি বললেন, "তুমি কি প্রমাণ করতে পারবে?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, পারব।" তিনি বললেন, "তবে প্রমাণ করো।" আমি বললাম, "আমি প্রমাণ করব।"

সেদিন সন্ধ্যায় আমার ঘরে আমার কয়েকজন সহকর্মী এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার বন্ধু। তিনি আমার কথা শুনে হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, "তুমি কি সত্যি বলছ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, সত্যি বলছি।" তিনি বললেন, "তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?" আমি বললাম, "না, আমি পাগল হয়ে যাইনি।" তিনি বললেন, "তবে তুমি কি বলছ?" আমি বললাম, "আমি যা বলছি, তা সত্য।" তিনি বললেন, "তুমি কি প্রমাণ করতে পারবে?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, পারব।" তিনি বললেন, "তবে প্রমাণ করো।" আমি বললাম, "আমি প্রমাণ করব।"

বীরেশ্বর বসুর উপন্যাস

# চা মাটি মানুষ

দাম — ৪.০০

বীরেশ্বরবাবুই বোধ হয় বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম চা-বাগানের পটভূমিকায় সর্বাঙ্গীন চিত্রকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করেছেন। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা উপন্যাসটিতে একটি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুর এনে দিয়েছে। চা-শ্রমিকদের জীবন-ইতিহাস, রাজনীতি ও কৃষ্টিসংস্কারের সঙ্গে লেখক এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যে পড়তে পড়তে পাঠকের মন চলে যায় বনাঞ্চলে, ছুটে বেড়ায়।

বিশ শতাব্দী

যাহাদের কথা মানুষ জানিতে চায়, তাহাদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার এবং জীবন-ধারণ পদ্ধতি সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। বীরেশ্বর বসুর 'চা মাটি মানুষ' সেই এক অজানা অচেনা এলাকার কাহিনী। বীরেশ্বরবাবু উপন্যাসের নায়ক ভাস্করকে এক উপলক্ষ মনস্তত্ত্ব প্রতীকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। সহজ ললিত সুষমায় প্রতিটি চিত্র এমন পরিপাটিভাবে আসিয়া পড়িয়াছে যাহা এই ধরনের গল্পলক্ষ মানুষের শেষ হয়—শেষ উপলব্ধি। চা বাগান শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে চিত্রিত করিয়া লেখকের দৃষ্টি প্রশংসনীয়।

চা মাটি মানুষ বীরেশ্বরবাবুর সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। যে চায়ের পেয়ালা ছোকরাদের অমানুষ খাটুনির কারণের টেবিলে ঠিকা বিছানার পাশে পৌঁছে যায় তার মধ্যে যে কতের রক্ত ও দেহকণিকা বিন্দু বিন্দু করে ঝরছে তার কোথাও সে-কথা আমরা ক'জন জানি। বীরেশ্বরবাবু এদের মাঝ থেকে ভাস্করকে মস্ত পরিবেশে তুলে ধরেছেন। চিত্রের টুকরো ছোট ছোট আনন্দ দুঃখ হাসি গোপন লেখক কবিসুলভ তুলিকা করেছেন।

যুগান্তর

চা-বাগানের নরনারী, তাদের জীবনের হাসিকান্না, সুখদুঃখ, আনন্দ বেদনার এক সুস্পষ্ট বাস্তব চিত্র লেখক এই উপন্যাসে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। উপন্যাসটি বৈশিষ্ট্যের দাবী করিতে পারে।

প্রাসিক বসুমতী

সম্প্রতি বীরেশ্বর বসুই প্রথম বাংলা ঔপন্যাসিক, যিনি বাংলা লেখার চা-বাগানকে নিয়ে একটি সুন্দর এবং মৌলিক উপন্যাস লেখার প্রয়াস করেছেন। চা মাটি মানুষ চরিত্র চিত্রণধর্মী উপন্যাস। এই অভিনবত্বে এর আঙ্গিক ও ছক কৃতিত্বে রচিত। লেখক ভাস্করকে সহজ, একমুখী লেখক ভাস্করকে সহজ, একমুখী লেখক ভাস্করকে সহজ, একমুখী

# অতল পথের যাত্রী

হ্যালডর ল্যাক্সনেস

এ বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

**অবরোহণ ঃ** অমল ঘোষ,
দাম ২৫ টাকা

এই বছরেরই অন্যতম চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ অমল ঘোষের 'অবরোহণ'। লেখকের জীবনের ঘটনাবলী এবং চরিত্রগুলি যেন অমলের অনুভবের নিবিড় রঙ্গে, এক অপরূপ মোহময় লেখকের লেখা। এইমাত্র এই ধরণের উপন্যাসের সন্ধান।

[ আনন্দবাজার পত্রিকা ]

প্রকাশক : অমল সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা ১
৫৯-৪৬২৮

দৃশ্যমান ছিল, শুধু তাদেরই নয়, যারা তলিয়ে গিয়েছিল অতলে—তাদের কাহিনীও শোনানো চাই মানব-প্রেমের খাতিরে। সে-জন্যই তাঁহার জিজ্ঞাসার শিহরণী আমার এমন মর্মস্পর্শী মনে হয়েছে। স্বীয় জীবন-দর্শন মানব-জীবনের বাস্তবতার মাধ্যমে চিত্রিত করতে পাস্তেরনাক কতদূর সফল হয়েছেন, সে প্রশ্ন আমার উত্থাপনার কথা নয়। সে-কথা বিচার করে দেখবার ভার আমার ওপর নাস্ত নেই। আমি তাঁর সতীর্থ, কথা সে-বিচার করবেন তাঁর বিশ্বজোড়া পাঠক-কুল। আমি তাঁকে অভিনন্দিত করি তাঁর অসমসাহসের জন্য, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদনের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করি তাঁর সৃষ্ট এই মহান সাহিত্য-কীর্তির জন্যই।*

* ডক্টর জিভাগোর ইংরাজী অনুবাদ প্রসঙ্গে এই নিবন্ধ লিখিত হয়েছে। ইংরাজী সংস্করণ মূলের সঙ্গে সমান বলে অনুমিত।


ইংরাজ ও ভারতীয়গণ সমবেত প্রচেষ্টায় দুর্গাপুরে এক বিরাট ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলছেন

ইঙ্গ-ভারতীয় সহযোগিতার এইরূপ এক দৃষ্টান্ত দুর্গাপুরে আজ পূর্ণবিকশিত। ভারতের এই সর্বাধুনিক ইস্পাত নগরীতে ভারতীয় এবং ব্রিটিশ যন্ত্রবিশারদ নানা সমস্যা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছেন এবং একত্রে কাজ করে দশ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিরাট কারখানাটি গড়ে তুলছেন।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা নির্মাণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্রিটেনের কয়েকটি প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক কোম্পানির যৌথ-প্রতিষ্ঠান ইঙ্কনের উপর ন্যস্ত আছে। এঁরা কাজের শুরু থেকেই ভারতীয় যন্ত্রবিদ্ এবং দক্ষ ও সাধারণ কর্মী মজুরদের সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছেন।

ইঙ্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাক্শন কোং লিঃ

এই বিজ্ঞাপন [illegible]

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# দেহ অন্য মুখ

বিমল বসু

গাড়িখানেক ফুল লাগে হয়ত অমন করে খাট সাজাতে হলে। কী হয়, অত ফুল দিয়ে পালংক সাজিয়ে কী হয়, কিছু না... অনর্থক লাগে... ভগবান!

দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারলে আমিও বাঁচি। মজুমদার মনে মনে ভাবছিল। শুধু দরজাই বন্ধ নয়, এ-বাড়ির সঙ্গেই যদি জন্মের বিছানা বালিশ নিয়ে আসে পালের কোনো বাড়িতে ঘুমোতে চলে যায়, বেঁচে যাই। তাই কি যাবে! দরকারটাই বা কোথায়! এই বাড়িতেই ঠাসাঠাসি গাদা-গাদি করে একটা রাত কাটিয়ে দেবে। ছোটরা অবশ্য ঘুমিয়ে পড়েছে, এ-ঘর ও-ঘর সকলে যায়গায় টানা সতরঞ্চি না হয় মাদুরে দু-একটা বালিশ টালিশ যা পাওয়া গেছে তাই মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েছে, ঘুমোচ্ছে। গৃহকর্ত্রীরা ছাতে গিয়ে উঠেছেন। মা নয়, শিশিরাও নয়, বড় হজোর একটা বালিশ হাতে খুঁজে বেড়ে যাওয়া তরিতরকারির সমানে সমানে এখানে-ওখানে, ভাঁড়ারে চাঁদি ছিটকে পাশ খাচ্ছেন। না, তাঁরা কেউ এখন এ-দিকে পা বাড়াতে আসছেন না। কিন্তু বড়দি, সেজো বউদি, পারুল, মন্টি—এরা? এরা সবজার বাইরে ওদিকের বন্ধ জানলার পাশে আড্ডা পেতে আছে।

নিজের পায়ের দিকে চোখ পড়ল মজুমদার। হাঁটু, নড়ছে নড়ছে। সেজের হল ছেলে আরও হলা পর্যন্ত একটা কাঁপা কাঁপা অনুভূতি যেন মুহূর্তে চলছে চারদিক ওপর দরজার অর্ধেকটা পর্যন্ত বোঝাই পালংক। পা কাঁপানো হাঁটু, নড়ানো। ওদিক থেকে পালংক। চলছেই হবি দিয়ে তুলছে পালংক পা নড়ানো হচ্ছে। ভাবছে মজুমদার বিছানায় শুয়ে শুয়ে সন্ধ্যের মধ্য পা নড়ছে হবে কখন? এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ভাবনা হচ্ছে যে কখন কাকে নিয়ে এসে জানকারে পালংক ওঠানো হবে হবে হবে। একটা ঠিকানা নেই। কখন কাকে নিয়ে পালংক ওঠানো হবে। এরকম একটা ভাবনা। কখন ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাবনা হচ্ছে যে কখন কাকে নিয়ে এসে জানকার

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান মিল্ক হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

পঁয়তাল্লিশ মিনিট তাকিয়ে থাকতে পারে, সে-চোখ মালতীর আছে, ততটা জোর জলে-জলে ভাব তার চোখের মণিতে আছে, তবু এখন দুটি চোখই জড়ানো ঘুমে মিহি নত করে তুলল মালতী। অথচ এই নত

[illegible] বাড়ি বড় গলায় এক গলা জল সেবাকের ওপর ঢাকা দেওয়া আছে আগে থেকেই। মশলা কিংবা সোনা বউটি রেখে গেছে। জল পান করবেন এঁরা, কলসের মুখটায় শোলাটে এক মুঠো টোকা দেন মুছে। মালতী চোখের তলায় পায়ের কাজল ছুঁইয়ে একটু, হাসল। এই জলের গেলাসটা তুলি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিজে পারত, নাও নি, কেন নাও নি, তাও নি, মালতী।

..... মালতী তার ডান হাত বাড়িয়ে দিল। খুব প্রসন্নতার হাত করে নয়। তবুও দিল। কাঁচা কাঁচা আমলকির মুখটিতে টোল ফেলে খাতাপত্রের টান সুতো ছুঁড়ে ফেলে হাত ছাড়ে, ছিটকে ওটা হাত ওর আছে। কিন্তু সে-হাত এখনে সংকীর্ণ হল তার আরো সংকীর্ণ হল মালতীর চোখের ওই জল আঁচলে পড়ে। তোমার কি, আঁচল যদি ভেজে আমার ভিজবে, ভেজা আঁচলেই শুয়ে থাকতে হবে, আমি কি আবার শাড়ি বদলাতে যাব নাকি। ছাড়ুন বউদিদা যাবে কি।

কলমের কালি নিয়ে তবুও মোটাবার জন্যে দু চার ফোঁটা জল নিলেন তবুও। দু চার ফোঁটা জল তবুও পেলেন মালতী অভ্যাসে মতন পাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মালতী। তবু কলমের মুখ, আঙুলের ফোসকা হল সমানে মালতীর মুখ দাঁড়িয়ে। মালতী চোখের তলায় কাজল ছুঁইয়ে একটু

GOVERNMENT LIBRARY

প্রে স্ব স্তু মি ঃ

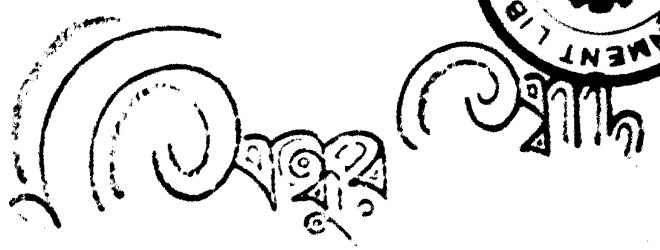

সুরভি প্রকাশনী : ১ রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা ৯

সিগারেট খেয়ে পয়সা ওড়ানোর মতন অবস্থা তার নয়। ভালোও লাগে না খেতে, ধোঁয়া ধোঁয়া লাগে। অথচ আজ রাত্রে বউয়ের সামনে খাওয়ার জন্যে গোল্ডফ্লেকের একটা প্যাকেট পকেটে করে নিয়ে এসেছে। সিগারেটের ব্যবসা নিয়ে কথা নয়, ধোঁয়ার রঙ সব সিগারেটেরই এক। মজুমদার মাথা ধরবার হলে শস্তির পঞ্চাশের প্যাকেটও ধরতে পারে, বাজে অফার পেলে টেও পারে, তবু মজুমদার গোল্ডফ্লেকের চেহারা নিশ্চয় দেখেছে, এই যে দামী আভিজাত্যের সস্তা ঝোলা সিগারেট নয় নিশ্চয় জানে। প্রশান্ত সোফাটার ওপর রাখা টাকার প্যাকেটটা বাঁ-হাতে নাড়াচাড়া করতে লাগল, যেন মজুমদারকে দেখাল সে ভুল সিগারেট খাচ্ছে। মজুমদার সরকার কাছ থেকে ফিরছে, প্রশান্ত গলা ঝেড়ে কাশে ধোঁয়া টানল, গলল, আস্তে আস্তে সামনের দিকে, ঘাটের দিকে ধোঁয়া ছড়িয়ে দিতে লাগল। নরম, গলার মধ্যে পাতলা ধুলোপড়ার মতন ধোঁয়ার তার একরত্তিও আরাম হল না। নেশার সময় এ-ধরনের বঞ্চনা ভাল লাগে না...না লাগুক, তবু, নতুন বউয়ের সামনে তাকে এখন এই সস্তা ঢপ্‌সা সিগারেটটাই খেতে হবে। কিন্তু কিনে পালিয়েছে খাবার উপায় নেই। মনে মনে এই প্রথম একটু অপ্রসন্ন বিরক্ত হল প্রশান্ত। আগামী কাল থেকে হয় সামনে পাবে কিংবা পকেটে পকেটে সিগারেট খেতে হবে, একটা খাওয়া হবে ছয়সো সত্তরের অভ্যাস, অন্তত একদিনের জন্যে হলে সমান। এই গোল্ডফ্লেক খাবার কি অর্থ? ইস্কুল মাস্টারি ...বউকে খুশী করা একটা, সোসাইটি লাইফ ...মানিক বউকে জানানো আমি সবসময় এই সিগারেটই খাই...।

মজুমদার ঘাটের সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে বলতে ইচ্ছে করছিল, পুরে, কাছে পাশে বিছানার সামনে মজুমদারের কুকুর উৎসুক লেজটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কত ইচ্ছে হয়। মজুমদার পা ধরে আছে, শিয়রে সিগারেট টানছে কখনও, হাঁটুর কাছটায় থুঙ্গি রেখে টন টন হয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল মজুমদার। কিন্তু আসল চাইনাও কুঁড়ি আছে কোথায়! অগত্যা একবার ও-মজুমদার বাঙ্গালে বন্ধুকে হেসে, মিনমিনে ঠাট্টা করে, নয়তো সরকার ঘিন তুলসী কি সরসর কাজে এসে বিছানার পা টিপে দিচ্ছে আজ এ রকম উপায় নেই। কি ভাবছে প্রশান্ত, মজুমদার যদি এখন এই মুহূর্তে বিছানায় টন টন হয়ে শুয়ে পড়ে? কি ভাবছে মজুমদার? মজুমদার প্রশান্তর ব্যবহার চেষ্টা করছে। এ-সব কিনিস ঠিক মতন অনুভব করা যায় না। তবু, মজুমদার বুঝতে পারছে প্রশান্তের এই বিছানা কেমন এক অন্য ধরনের; হোগলা বসিয়ে চালের ছাউনি এই বিছানার অন্য কিছু পাতা আছে, ছাউনির গায়ে লাগে, খুব সম্ভব কেমন এক ধরনের আড়াল-আড়াল হাতছানি, ঘনিষ্ঠ হবার ইশারা, ছোঁয়াছুঁয়ি হতে দেবার সম্মতি। মজুমদার বুঝতে পারল, আলোআঁধারে সে শুয়ে পড়লে প্রশান্ত কি ভাবতে পারে। হয় নিশ্চিন্ত বেহেয়া কিংবা অসভ্য অশালীন ভাববে, না হয় না হয় ভাববে, মজুমদার ওকে প্রকারান্তরে শুয়তে ডাকছে পাশে। প্রশান্ত নিশ্চয় বুঝতে পারবে এ-সময় তৈরী। অতএব আমাকে এও পরাক করে নিল মজুমদার। হেসে অন্যদিকে সরে গেল নিজে, মজুমদার চুপি চুপি যা ভাবছে প্রশান্ত তা দেখে ফেলল বা কোন রকম কি না। মজুমদার সেই একই ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। এখন ওকে একটু বেকা বেকা দেখাচ্ছে। প্রশান্ত বেচারী নিরীহ ভদ্রলোক। বেশী বয়স হয়নি। এতক্ষণ ধরে একটা কি সুন্দর কথা বলছে। এ ভাবে আকাশ চুরমার হয়ে গেল হঠাৎ আগে কোনো আর্ট সম্পর্কে বেশি কথা বলার সময় ওকে দেখতে হচ্ছে না। কি এই ছবিতে? ও যে বাড়ীতে ছবিটা কি এই অজন্তার ধাঁচের জন্যে তুলে রেখে দিয়েছিল। প্রশান্ত এখন এত ভদ্রলোক সেখানে হাই বলে কথা। সেই জন্যে আজই তুমি কিছু একটা বলে সরকার পাচ্ছ না বলে ছাড় পাচ্ছে না। মুখের ভদ্রলোকের ভিতরে ভিতরে ও যে মধ্যে ওপর প্রশান্ত ছেড়ে পড়ছে। মজুমদার তুমি কোন সময় হচ্ছে না। মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত। সেই বলল মজুমদার তবু এই সন্ধিগ্ধে ভিতরে ভিতরে ভদ্রলোক বেকা বেকা যে তুমি ধরতে পারছ না, প্রশান্ত মজুমদার বুঝতে পারছে না। ঘৈ বিরক্ত হয়ে উঠল। কেন যে তুমি হয়ে ওঠে ভদ্র সরকারের ভদ্র সন্ধিগ্ধে সন্ধিগ্ধে সরকার একটা, সরকার বলে আমি যা ভাবছি তা ভাবছি। মজুমদার বলে ভদ্রলোক মজুমদার সরল বেকা পড়ে-না-পড়ে ভদ্রলোক ভদ্রলোক ভদ্রলোক

চারপাশ নিশুতি, কেমন সব রহস্যময় হয়েছিল, মনে হচ্ছিল সত্যিই "কাল-রাত" বলে কিছু আছে। আমরা, কী জানতাম, কী দেখে দুর্দিনেই রাজকুমার পাগল হয়ে উঠবে হবে। 'ওই বাড়িটার জন্যে ঘর ছাড়ও পরে হয়ে উঠেছে—' অনেকক্ষণ দুই হাঁটুতে মুখ নিয়ে ছোট পাথরের মৌনতার দিকে চেয়ে বসে থেকে সেইরাত্রে বাড়ি ফিরে এসে কেমন আমার এমনও কান্না। ছোট ভাই হয়ে কোনো সহানুভূতি নেই। বাড়ি ফেরে ছাড়ে নিয়ে সাজিয়ে নিজেকে। সারা মুখে পরে ফেলে আমার ঠোঁটে রঙ, চোখে কাজল, কপালে টিপ। সবার চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে আসি। কিন্তু, ও সকলের সামনে সকল কি করে এসে দাঁড়াবে? সারা রাত ধরে এসব ভাবনায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। বাড়ির দিকে তাকালে মনে হচ্ছিল, এর সঙ্গে যেন আমার কোনো সম্পর্ক নেই—আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নয়।

রাজকুমার কখন যেন ফিরে এসেছে। ওর ঘরে আলো জ্বলছে। ভাবলাম, ওর কাছে যাই। কিন্তু কী বলব ওকে? কী সান্ত্বনা দেব? ওর ঘরের দরজার কাছে এসে ফিরে এলাম। ওকে কিছু বলার নেই। ওর দুঃখ ওকেই বইতে হবে। ওর জীবনের ওপর আমার কোনো অধিকার নেই। ওর জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। ওর জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। ওর জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই।


## নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হল

—এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি—

ভারত প্রেমকথা ■ পূরবী মেহতা

○ মহাভারতের অনাদৃত প্রেমই এখন হয়ে উঠেছে প্রেমকাহিনী। সে প্রেম মানবিক হয়, অপার্থিব, বেদনায় হয়ে আনন্দময়, বিস্ময়ে চকিত হয়ও মিলনে মধুর।

সর্বকালের এই প্রেমকাহিনী-গুলিকে সুবোধবাবু এক নূতনতর দৃষ্টিভঙ্গিতে এ-কালের পাঠক-সমাজের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁর ভাষা ঐশ্বর্যময়, বর্ণনা কাব্যধর্মী, বিশ্লেষণ সুদক্ষ।

সাহিত্যের যাঁরা ভালবাসেন, সাহিত্যের নতুনের একটি রূপ-বিচারের পরিচয় লাভ করতে চান তাঁদের অবশ্যপাঠ্য।

○ এ-বই নিজে পড়ুন

● এ-বই প্রিয়জনকে পড়ান

—মোট কুড়িটি গল্পের সংকলন—

**সপ্তম সংস্করণ : ছয় টাকা**

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা—৯

প্রতন পায়রার পালকের গোড়া দিয়ে কিংবা দেশলাই কাঠি দিয়ে কাজল পরা তোমার দরকার নয়। লক্ষ্মণকর ঠোঁট থেকে আর একটু, হলেই ঈষৎ বিরক্তি বা অপছন্দের একটা ভিক্টোনা লক্ষ্য করেছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল লক্ষ্মণক। মুগ্ধ হবার ভাব করল, চোখ মেলায়েম করে আনল। কপাল নাক গাল চিবুক গলা—সুটিটে আর দেখবার না মালতীর। সেবার অসুখ থাকা সত্ত্বেও নয়। কপাল নাক ভরা লাগছিল, মালতীর পুরু ঠোঁট, সমানের দাঁত ভাল লাগছিল না। লক্ষ্মণক সুটিকে নিজের অপছন্দ কিংবা মুগ্ধ খুঁটে খুঁটে দেখতে দিল না। তাড়াতাড়ি সুটির মুখ থেকে চোখ সরিয়ে গলার তলায় নামিয়ে নিল। খুব ভরা বুক, বাঁধা গড়ন। লক্ষ্মণক তাড়াতাড়ি চোখ মালতীর পায়ের দিকে নামিয়ে দিল। ওর মনে হচ্ছিল, মালতী তার দিকে চেয়ে আছে, তাকিয়ে তাকিয়ে তার মুখের চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করছে। ছোট মনে হয়ে লক্ষ্মণক কী যেন ভাববার ভান করল। তার ভাল লাগছিল না, এই মুহূর্তে ভাল লাগছিল না। কী অসহ্য, মালতী তোমার বউ, অন্য তার দিকে খুঁটিয়ে তাকাবার অধিকার তোমার নেই, অন্যায় আজ। যে জনে এ-ভাবে তাকিয়ে থাকলে কি ভাববে মালতী! সুন্দর কিছু ভাববে না। বর্বরই ভাবতে পারে। জোড়ী, চাবলা, শরীর কাঙাল... এই ধরনের কিছু ভাববে। লক্ষ্মণক মনে মনে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে উঠল। আশ্চর্য, যেন লক্ষ্মণক নিজের অর্থ, সুটির এবং তার শরীরের অর্থ জানে না এবং এই দুটো মানুষের শরীরের মাঝখানে চিরকালই এই ভাবে বসে থাকার অভ্যাস থেকে যাবে। যাবে না নিশ্চয়ই। লক্ষ্মণক এই সত্য অনুভব করল, নিজেকে নিজে মনে মনে বলল, অসহ্য হোক, অসহ্য হোক, একদিন এই শরীরের জন্যে পড়ে মরব, সুখ অসহ্য করব, আনন্দ পাব, চুমে চুমে লাল করব, তারপর লালসাটা ভালভাবে ধরবার মতন শরীরের অভ্যাস হয়ে গেলে তুমি আমি পরস্পরের হাতের তলায় তলায় চেনা হয়ে যাব, কেউ কিছু মনে করব না, নিজেকে সুস্থির করতে হবে না, সাধতে না অন্য সেই মানুষকে আজ সন্ধ্যা ভর বুঝিয়ে হয়ে হবে আমি তোমার মালতী, আজ তোমার মুখ কিংবা পায়ের দিকে চোখ রাখার কাঁটা তোমার বাঁকা শরীরটা আজ অসহ্য ভুলায় হবে, মনে করতে হবে, ভুল করতে হবে এই আলাদা তোমায় নেই, আমার সমস্ত আকর্ষণ তোমার মাথার চুল, চোখের কাজলে, চিবুকে।.....লক্ষ্মণকর কপাল গরম হয়ে উঠছিল, চোখ জ্বালা করছিল, নিশ্বাস দ্রুত ভারী হয়ে আসছিল। ওর মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন তার মরাল। খোয়া গেছে, সে অপমানিত। কে যেন কোথা থেকে হাসছে, লক্ষ্মণকর এই বিড়ম্বনা দেখে হাসছে, অট্টহাসা হাসছে। লক্ষ্মণকর মাথা ঝম ঝম করছিল, চোখে পাচ্ছিল না, সুটির শরীরের ওপর এখনই সে কাঁপিয়ে পড়তে পারছে না, তবু তখন তার চোখ ভিজে সে তার সুটির সুন্দর সুডৌল ভরা বুক, বাঁধা গড় কোমর, একটু হেলানো ভরা নরম উরুর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে না। আমি ওকে ছুঁতে পারছি না কখনও জন্মে টের পাচ্ছি না, শুধু দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমি জানি এই দেখা আমার সুখী পরিণত করবে না। আমার কামুক মনের মধ্যে ভাবছে। লক্ষ্মণক কোথায় কোথায় কী করছিল। ছবিটা মনে পড়ছিল নিজের নিশ্চিন্ত নিজেকে। নিজেকে সে প্রশ্ন করছে নিজের মনস্তাত্ত্বিক সুস্থ মনোলক্ষ্মণ সে কথা ঠিক মনে পড়ছে এবং সাধারণের লক্ষ্মণক কেন সাধারণ কিনা ভাল লাগছিল নিজেকে। মালতী হয়ে গেছে।

লক্ষ্মণক মালতীর কাছাকাছি সরে এসেছে, হাতের তালু দিয়ে মুখের মুখের মুখের সুটি দিয়ে লক্ষ্মণক করল। ঘন কাজ হয়েছে একটু, হেমন্তী তার কাজের ওপর দিয়ে একটু কম এক মুহূর্ত আগে যার চোখে ভুলকাজে একটা অন্য অর্থ ধরা হয়ে গিয়েছিল, মুহূর্ত দিয়ে মালতীর মুখের লক্ষ্মণক মুছে ফেলেছে। এখন একটু অপরাধীর মতন হচ্ছে। কি সে তার সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত নয়।

তোমার যে কেন লাগে ভাল। লক্ষ্মণক সুটির মুখে কোনও কথা না পেয়ে বলেছে। লক্ষ্মণক না। তার কথা কানটিতে কাজল ঘষতে ভুলিয়ে হয়ে গেল। লক্ষ্মণক বলল, মজবুত লাগছে। এই মালতী তোমাকে ভাল লাগছে না। কথাটা শুনে মালতী হাসল। হাসির সঙ্গে তার লক্ষ্মণক সুটি। কথাটা শুনিয়ে দিল। লক্ষ্মণক মালতীর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। মালতীর পায়ের দিকে তাকাল। কি ভাবছে মালতী। কাঁচা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কি ভাবছে লক্ষ্মণক মালতীর মুখ থেকে অনুভব করতে পারল। অন্ধকারে মালতীর কি মনে হিতে হয়ে মালতী যে লক্ষ্মণক এই লক্ষ্মণকে সাধারণ মনে হয়।

মালতী বাঁচল। একজন যেন যে তুমি বাড়ি জানিয়ে রোগীকলে তুমিই জানো। রুমালখানার দিন কে আবার মুখের সামনে

প্রকাশিত হয়েছে

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

সম্পূর্ণ নতুন উপন্যাস

রুক্মিণী বাঈ

কাহিনীর নতুনত্বে অভিনবত্বে ; চরিত্রে বিচিত্র প্রকাশে ; রস ও চিত্র উজ্জ্বল

উত্তম পুরুষ-এর

অনন্যসাধারণ সৃষ্টি উপনাস

বাসর ২·৫০

তপতী কন্যা ২·০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ

ধ্রুবেন সেন-এর

পুষ্পধন্বা ২·০০

সুধাংশু চৌধুরীর

মনের রঙ ১·৫০

তুলি-কলম

কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশ প্রতীক্ষায়

উত্তম পুরুষ-এর চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

আঁখি বিহঙ্গ

কটকটে বাতি জ্বালিয়ে রেখে বাপু। আজ অন্ধকারই চায় মানুষ। অন্ধকারে সে জুড়োয়, লজ্জা ঢাকে, মোটা কথা বলতে পারে। অন্ধকার না হলেই আমি মরা থেকে যেমতীটা খসাতে পারছি না, গা থেকে এক চুল কাপড় সরাতে পারছি না, মরা সোজা করতে পারছি না। আমার আর সইছে না এই কলে কলে সাজ। একটু আরাম চাই, খানিকটা অন্ধিসন্ধি, বিজ্ঞানের বলতে চাই না চোখে, হাত না ছাঁড়তে পুরে চাই। মরদটা কিন্তু বাতি নেবাবার কথা মুখে আনে না। নিজেকে সে এই বাতি নেবানোর মধ্যে ছোট করে ধরা দিতে চায় না।

দুপুরবেলা না জ্বালিয়ে সন্ধি আলো আসছিল। বেশ আলো। সেই-মুহূর্তে নিজেকে আবিষ্কার করবার সময় করে, আলোটা কমে যাইয়া হয়ে

হেমন্তের কথা হচ্ছে বটে। মরদটা এখনও হাত মরদটার কথা বলে না। কিন্তু একেবারে স্পষ্ট কথাবার্তা বলবার এই মতন হকুমের সে মরদটার না 'হি' 'হি' করছিল।

মরদটা হেমন্তের খুব বড় হয়ে গেছে। নিজেই নিজের আবিষ্কার করছে।

ওর খুব পছন্দ আমাকে। মরদটা মরদটাকেই বলছে। বলছে 'হি' এমনিতে এমনই এই ভাব। নিজেকেই

পড়ছিল। বড় কষ্টের মানুষ। পরস্পর অধ্যে নিজেকে ছোট হয়ে অন্য মানুষটা হয়ে গেলে। নিজের মরদের জন্যে অন্ধকার আজ এখন চোখে কম আসছিল।

হেমন্তের বাতিটা বেশ। মরদটা মনে মনে আলোর গলার বলল, কেন আমার মরদ, তুমিও পাকটা হিসেবে একটা ভুলও সে নিচ্ছে।

আকে কেমন লাগছে। অন্ধকার ঘাড় হেলিয়ে খুশি দিচ্ছে।

খুব ভালো। পাকাপাকি আলোই মরদটার ভাল লাগে। মরদটার বলে, মুখের খুশি চুকিয়ে সমস্তরের জন্যে জমিয়ে তুলতে করেছেন। মরদটা তার নিজের সমস্তরে এই মনস্তত্ত্বের কথা বলতে চেয়ে না।

'কিসিমাকে।'

খুব সুন্দর বলছে মরদটা। মরদটা এরকম হার মধ্যে মনের কথা বলে না। কিসিমা অন্ধকার সুন্দর এমন। কিন্তু একেবারে স্পষ্ট কথাবার্তা বলবার এই মতন হকুমের সে মরদটার না 'হি' 'হি' করছিল।

মরদটা হেমন্তের খুব বড় হয়ে গেছে। নিজেই নিজের আবিষ্কার করছে।

ওর খুব পছন্দ আমাকে। মরদটা মরদটাকেই বলছে। বলছে 'হি' এমনিতে এমনই এই ভাব। নিজেকেই

ভাল লেগেছে মরদটার। মোটা কথা। মরদটা 'হি-হি' শব্দ করে খুব সরীয়া বলছে। মরদটা স্কুলে পড়তে ছেলে 'হিরুদের' বাবার চরিত্র খোলছে।

হেমন্তের কথা না পড়লে। একটা খুব ভিন্ন ধরন ভিন্ন।

মরদটা চুপ করে থাকল। নিজের চুলের বাঁধন একটু ঠিক করে নিজের বেশ প্রস্তুতি করল। অন্ধকার বলে বোঝা যায় না। মরদটা আরো হয়ে উঠেছে। অন্ধকারেই হাত হেনে খোঁপার ঠিক অন্ধকার বাঁধনে হাত কমাই হয়েছে, কমাক কটি হেনে হেনে চুলে হেনে কটি বাবে অন্ধকার ঠিক পর হয়ে সমস্ত মধ্যে কাঁটার চুপ না লাগে।

চুপ কে অন্ধকার বলল।

'কি?'

'কিছু বলছ না।'

'কি বলব।'

যা বলবে না। বেশ অন্ধকার কথা আজ বলবে।

বেশ অন্ধকার। মরদটা, হাত নড়ছে।

হেমন্তের বাতি না পড়লে।

হেমন্তের মরদটা নাটকের হেরো চরিত্র মতন মতন হচ্ছে।

হেমন্তের পড়ছে চুপ করে শেষের অন্ধকার অন্ধকারেও। হেমন্তের, অন্ধকারে মরদটা মরদের নিজের হাতের

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমেন্দ্র মেহেরুর
বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ
মূল ইতিহাস নয় ইতিহাস নিয়ে সমীক্ষা। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার।
২য় সংস্করণ : ১১.০০
*
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমেন্দ্র মেহেরুর
আত্ম-চরিত
২য় সংস্করণ : ১০.০০
*
মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ খানের
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে
মূল্য : ২.৫০ টাকা
ডক্টর রাধাকৃষ্ণাণ অনুসৃত
ভারতে মাউন্টব্যাটেন
ভারত ইতিহাসের এক বিশেষ পরিবর্তনের সম্পর্কের মধ্যে রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের
২য় সংস্করণ : ৩.৫০ টাকা
*
শ্রীউমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভারতকথা
মূল্য : ২.০০ টাকা
*
অনুবাদ : ডক্টর
চার্লস চ্যাপলিন
মূল্য : ১.০০ টাকা
*
হৈমন্তিকা মজুমদারের
গীতায় স্বরাজ
২য় সংস্করণ : ৩.০০ টাকা
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৭ চিন্তামণি দাস লেন : কলিকাতা—৯

পারছিল না।

'না।'

'ভয়ে?'

'বললাম, মনে হল।...আমার ভাল লাগার হতেন...'

'মনুষ্য নেই—?' অলোক কথা টেনে নিল; মনে হল তার বুক কাঁপছে।

'কি জানি।'

'জানতে পারবে। একজন আছে।' অলোক পা ছড়াতে গেল, মাদুরটায় জড়িয়ে পা লাগল, হাতড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিল অলোক। সমস্ত অনুভূতি যেন হঠাৎ পায়ে নেমে গেল। ঠিক এতক্ষণ তারপায় আর পা থাকতে চাইছে না। মাদুরটার তোলা নরম পায়ের চুম্বক অলোককে টানছে।

'আমার স্ত্রী-ছাপা ছবি।' অলোক হাসির মতন করে বলল, পা তার অনড় হয়ে আছে।

'কা—ক?'

'না, হ্যাঁ কি' সেখানে ছবি, কিন্তিতে থরোক—; এমন বই ভরা...'

জানি না। হেমন্তর বাড়ি ছবি তোলা থাকে...' মাদুরটার বুকে যেন আগুনে অসহ্য অলক্ত শিখা শিখা করছিল বালিশ থেকে হাত সরিয়ে সমানে পাঁচড়ে এল অলোকের দিকে। হাত উঠিয়ে রাখছিল মাদুরটা। অনেক কষ্টে সমলাল। তার-পর বালিশে মুখ চেপে যেন থরথর করে কাঁদা বাতাসের বুমোস আটকে অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'তুমি সুখী হয়েছ?'

'হয়েছি।' অলোক সব বন্ধ করে বলল গলা প্রায় শোনাই গেল না। ঘরে নরম ঘোঁয়ার মতন কিসের এক আবেশ ওকে আচ্ছন্ন করছে। অলোকের মুখ হাঁচ্ছল বেদনা বোধ করছিল মাদুরটার জন্যে। হেমন্তর কাছে মিথ্যা বললাম, মাদুরটা কারণ, তুমি খুশী হবে। আজ হেমন্তর খুশী করা আমার কাজ। নিজের সংসার এই প্রসঙ্গটা অলোককে ঘরের অন্ধ করে তুলছে লাগল।

মাদুরটা ডান হাত আলগা আলগা স্বামীর কোলের দিকে আরও একটু সরিয়ে নিল। অপেক্ষা করছে লাগল। মুঠোর ঘাম জমছিল, সমস্ত শরীর যেন সোনার তারের মতন বাঁধা হয়ে থাকল।

অলোক অন্ধকারে সিগারেটের প্যাকেট হাতড়ে নিল। খুব খুব লম্বা হল একটা, আর দেশলাইর মতন ছোট্ট সমল ও।

মাদুরটার মুঠোর আরও ঘাম জমে উঠল। শক্তা টের করে ফেলে। মাদুরটা বুঝতে পারছে ওটা কিসের শব্দ। এবার এর পর যেমিনিটগুলা কেটেই যা হয়, তার স্বামী হবে একটা সুন্দর আর্টি সেবা। স্বামীকে দেয়, কেউ হয়ত হবেও দেয়, তবে আর্টির চলটাই বেশী। নিয়ে-থুয়ে সুকিয়ের বসে। নামও কর পড়ে।

অলোক সিগারেটের প্যাকেট প্রেমে সিগারেট বের করল। দেশলাই জ্বালাল। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

মাদুরটার হাত বিছানার চাদরে ঘষে মুছল। সোকটা প্রতারক কৃপণ, বেরসিক হাতও ধরল না, আংটিও দিল না। তুমি কি কিছুই জানো না। গলল মেঘকার।

'তুমি কোন স্কুলে পড়াতে যেন' অলোক হঠাৎ নিজে বলল আগের আলতো বসিলে মন্থর নিজে ধরে পড়ল আবার।

'এই এক পাড়ার স্কুলে—'

'অনেক দিন ধরে পড়াচ্ছ?'

'তিন বছর।'

'বাহ্য! তবে ত তুমি মাস্টারনি—' অলোক হেসে আবে হালকা হতেই করছে— নিজের পায়ে ভর থাকে ছবি মানুষের চরিত্রে বিচ্ছুটি পায়ে কোন কাজের ভাইব্রেশন, ধনিকটা আন্দোলিতই থাকে ছবি। অলোক হেসে পড়ছে পারছিল, তার কথাগুলো কোথায় নিজে আসছিল মাদুরটার মতন হয়ে উঠেছে। এর কোন প্রয়োজন ছিল না। তবু সহসাই বলে উঠেছে ছিল। মাদুরটা হেমন্ত এসে আরও বছর তিনেক আগে মাস্টারি করতে হবে।

কথাটা অনেক সময়ই মাদুরটা মনে মনে করছিল অনেক সময়ই সাথে, কথার সাথে মিল খেয়ে পায়ে না ছড়িয়ে বসে পড়ে ছবি মাদুরটার। তার-পরই ছবি ছবি খেলা শুরু হয়ে যায়। মাদুরটা হেমন্তর

# দণ্ডকারণ্যে

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

( ১ )

রাত্রের মালদহ স্টেশনে যাত্রীদের কথা শুনে মনে হচ্ছিল, উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা একটি ভিন্ন, এর মধ্যে তাদের কেউ মুখ ফুটে কিছু বলছে, এমনভাবে কেউ না।

সে কারণের কথা মনেও এর আগে ওঠেনি। সত্যি না হলে কোন মানুষ কোন দুঃখকাহিনীর গল্প শুনে তৃপ্তি পেতে পারে। দুঃখকাহিনী কেউ বলছে?

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে স্টেশনের বিশ্রামঘরে। আলো ঝিমিয়ে আসছে। অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের কোলাহলে সমস্ত স্টেশনটা ভরে আছে। কারও সঙ্গে কারও কোন বিরোধ নেই। এরা একই দুঃখের অংশীদার। কার সঙ্গে কার কোথায় মিল তাই নিয়ে এরা মেতে আছে। এরা কি ধরে নিয়েছে, এদের কোন বিচ্ছেদ নেই? কোন দুঃখকাহিনীই এদের কাউকে বিচলিত করছে না। এরা সবাই একই কাহিনীর শরিক। তাই এরা নিজেদের মধ্যে কোন কথা বলছে না। কোন কথা বলার প্রয়োজনও এরা বোধ করছে না। এরা সবাই একই কাহিনীর শরিক। তাই এরা নিজেদের মধ্যে কোন কথা বলছে না। কোন কথা বলার প্রয়োজনও এরা বোধ করছে না।

প্রথমে এই স্টেশনটির সামনে কয়েকজন বাস্তুহারাকে দেখি। তাঁদের কথা শুনে মনে হয়েছিল, তাঁরা কারও সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁরা কিন্তু আমার কথা শুনে আমার একটু পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি যে সাংবাদিক তা তাঁরা বুঝতে পারেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন, আমি বুঝি কোন সরকারী কর্মচারী। তাঁদের কাছে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না, এ কথা বলার পর তাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা আবার নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলেন। তাঁদের কথা শুনে মনে হচ্ছিল, তাঁরা কারও সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁরা কিন্তু আমার কথা শুনে আমার একটু পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি যে সাংবাদিক তা তাঁরা বুঝতে পারেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন, আমি বুঝি কোন সরকারী কর্মচারী। তাঁদের কাছে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না, এ কথা বলার পর তাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন।

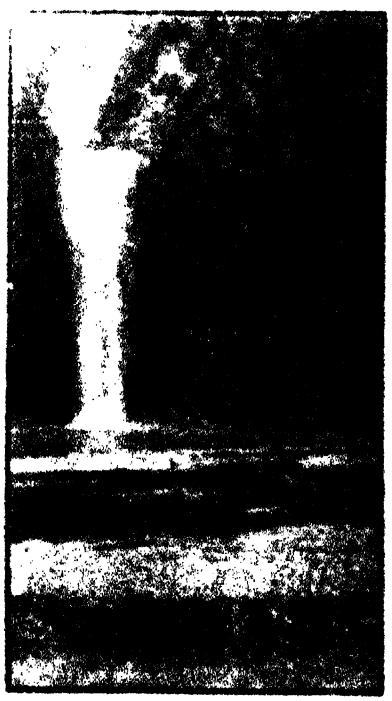

বাইরে ভগ্নাবশেষ চিত্রকূট থেকে ট্রেন ছাড়ার পরে একটি ভগ্নস্তূপ

কোন সাহায্য করতে পারিনি। এখানে আসবার সময় প্রেসক্লাবের কর্তৃপক্ষ আমাকে বলেছিলেন—দণ্ডকারণ্যে চলো, একটা বিষয় চোখের ছবি নেবে, লম্বা লেখ নেবে, একজোড়া বলদ নেবে টাকা নেবে বাঁচি যেতে আসতে, দুই-তিনের পাতা বাঁচি, হাঁ—পাতা বাঁচি নেবে। কিন্তু এখনও কিছুই পাইনি। না, ক্রিয়াকলাপে এর কিছুই আমাদের বলেনি। তবে হাঁ একটার সম্মানই বলেছিল। আমাদের ছিলাম, হাসপাতাল কইমিলো।

একটার পর একটা ট্রেন্ডের যেতেছে। এই অন্ধকারে শহরের রাস্তাই স্বাভাবিক। হাঁ, এখনকার মনে হচ্ছে সত্যিই দণ্ডকারণ্যে একটি ভিন্নপর্যায়ের ভিন্নমানসিকতা কাজ করছে। উদ্বাস্তু হওয়ার জন্যে যে চাপ যেই চাপা ভিটা ছাড়া হয়ে যাবে মেজাজ সবে কলের একটা পরিবার। সবাই কৃষক। মুখের পরে আছে চোখে যেই চাপ ভিটা একটা নরকের ছায়া। তিনটি ছাড়া, দুটি মেয়ে। কেউই লম্বা ছাড়ার বড় নয়। এসবও শরীরও নেই। এসবও বলা হয়েছিল এখানে সেটেলমেন্ট এক ভিন্ন চোখের ছবি তুলতে হবে এক ক্লেত্রে বলা হয়েছে হবে ফুটো ঘরের একটা লম্বা বাঁচি তুলতে হবে বাবার টাকা—আর এখন সব কিছু, কিন্তুতে ভোর করতে হবে কিন্তু আজও কিছুই তুলতে হয়নি—না কিন্তুতে কিছুই এর আমাদের লাভ নাই, আমরা ভাইসিনের কিন্তু মানসিকতা করতে হ'।

একটার পর একটা ট্রেন্ডের যাত্রা চলে যাবে। যাবে যাবে চলে। এখানে দণ্ডকারণ্যে কর্তৃপক্ষের কোথাও আমার সেই ফুটোফাটাকার বাস্তুহারাদের দণ্ডকারণ্যে যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে হাসপাতালের কর্মীরা, বেসরকার কর্মচারীরা। কোথাও সেই কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার চেষ্টা। কর্মীরাও বাস্তুহারা উদ্বাস্তু

ওয়ার্ক সাইটে উপজাতি শিবির

আদিবাসীরা ধানের শীষ কাটছে

প্রকাশিত হল

# রূপতরঙ্গিণী

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

[illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | ৩.০০ | [illegible] | |
| [illegible] | ৩.০০ | [illegible] | ৮.০০ |
| [illegible] | ২.৫০ | ডাঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায় | |
| সুবোধ ঘোষ | | [illegible] | ২.৫০ |
| [illegible] | ৮.০০ | জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | |
| [illegible] | ২.৫০ | [illegible] | ৩.০০ |
| সমরেশ বসু | | শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় | |
| [illegible] | ২.৫০ | [illegible] (নাটক) | ২.০০ |
| বিমল মিত্র | | সলিল সেন | |
| [illegible] | ৩.০০ | [illegible] (২য়) | ২.৫০ |
| [illegible] | ৩.০০ | মিহির সেন | |
| [illegible] | ২.০০ | [illegible] | ২.৫০ |
| রমাপদ চৌধুরী | | নরেন্দ্রনাথ মিত্র | |
| [illegible] | ৩.০০ | [illegible] | ২.৫০ |
| মিহির আচার্য | | বিভূতিভূষণ [illegible] | |

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—

ক্যালকাটা পাবলিশার্স


মহাকোলকাতা। মহাকোলকাতা চাই মহাকোলকাতা চাই। [illegible] ডান দিকে একটা লাল সুরকির পথ চলে গেল। [illegible] [illegible] [illegible] বলে ১৫। ছোট একটা লেখা কাগজে [illegible] [illegible] [illegible]

প্রোফোর্ড অঞ্চলের আদি বাসী পুরুষ ও রমণী

হই, আমার চারিধারে এমন বহু লোক আছে যেখানে সম্প্রতি একজনও একটা ঘনবসতি বাস করে না। আবার কোথাও এমনও একজন এখানে বর্তমান যেখানে সম্প্রতি বা আগে একজনও ছাড়া বাস করে না। স্কুলের নামগন্ধ যেখানে নাই সেখানে কত ছেলে-মেয়েও কোন দিন। চক্ষুশূলের। সে আমার কোন দেশী বিদেশী?

আবার এমনও লোকজন আছে যে সম্প্রতিকালে যেখানে ছাউনি নেই, পুলিশ নেই, সেই পার্বত্যনিউ জার্সিরও নামের ঐ মনুমেন্টও আদি বাসীর ঘরোয়ার এই স্যাংয়ে সম্প্রতিকাল বিকাশ এই সাকোপি চুরাশি লাখ প্রবাসীরাই সেই পুরোনো দিনের বাঙ্গলা সেন আছেও নয়।

ইবি চাম, এই বড় সে সহরের একটা পরিচয়পত্র। যখন হাতে আমি কারোর সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল ইংলণ্ডে, পরিচয়ের সময়ে সেখন না তুমি করা আলোচনার কারোকে সময়ে নিয়ে চলেছে সময় কাটাতে ইংলণ্ড কাজে কি বলে

হয়েছিল কাজ। আর সে যেন অনেকের কথা—মার কোলের পাশে শুয়ে গল্প শুনেছে সীতার চুল ধরে ছিঁড় ছিঁড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রাবণ। সীতার সেই বিলাপ। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আমি ফুঁপিয়ে উঠেছিলাম—সে কি কান্না!

(২)

নতুনের গন্ধটা একেবারে এসে পড়ল একেবারে প্রথমে আইল্যাণ্ডের নৈসর্গিক প্রথা। সেখানে চারের সেকালের সময়ে প্রথা ভিক্টোরিয়ম চলনেরে ওয়েস্টমিনিস্টার ও পুরো লণ্ডনেরও সঙ্গে। প্রথম দিন এই চারের সেখানে প্রথমেই লণ্ডনেরও একজন ইংলিশের কাছে এসে বললেন প্রথমে নতুন ঘর লেন্স প্রোফেসরের কাছে এখানে পুরো লণ্ডনের। সীতা কথা বলার কি লণ্ডন লণ্ডনের বলে হয়ে আমি ইংরেজী বুঝিনি। ইংলিশেরই সাহসে ভিক্টর লণ্ডনকারো ভুলিয়ে এই সেখানেরও কথাটির প্রথম লণ্ডনকারো প্রোফেসরের চারে সে সব ছোট ছোট কাজ হচ্ছে হয়ে হয়ে ইংরেজী বলা। লণ্ডন ইংলিশের ঘরে ঘরে ঘরে

মুখ্যমন্ত্রী শিবিরের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন: 'আমাকে আর নাই, যোজা খাইয়া আমি চালাইব, সে উপায়ও নাই। কি করব, উপায়ের যায়।'

বিশেষভাবে দেখানো। ছোট ছোট শৌচ-কোয়ার্টার্স তৈরী হচ্ছে, গুদাম ঘর তৈরী হচ্ছে। একটা হাসপাতাল তৈরী করছেন যে এক বড় দরের পাঞ্জাবী কন্ট্রাক্টার। কিন্তু এ-ও আর শুনেছি কাজ শুরু হবার পর হাসপাতালটির ডিজাইন একাধিকবার পরিবর্তন করা হয়েছে। সরকার পক্ষ কিভাবে আমি আনা করছেন। ঠিক মালপত্রের খোলা ছেড়ে কলকাতা ইঞ্জিনের দলে তাদের ছাড়ে তৈরী রাখা ঠিক করে থেকেছে। আমার দেখিয়ে পড়লাম আমার পাশে প্রোজেক্টের অফিসার এসে ঠিক ওর সামনে দেখা চল মন্ত্রীর প্রধান অফিসার ঈশ্বর ইঞ্জিনীয়ার ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে দেখা করলেন। ওদের কিছু পরে। দ্বিতীয় আমার সামনে একটি বেশী মন্ত্রী করে দেখলেন না। তিনি বেশ একটু মুখিল করে বললেন। তিনি ওদের বিশেষজ্ঞ ডিজাইন করেছেন। ই ইঞ্জিনীয়ার সাহেব বিশেষজ্ঞ ডিজাইন করেছেন। তিনি বিশেষজ্ঞ ডিজাইন করেছেন। তিনি বিশেষজ্ঞ ডিজাইন করেছেন। তিনি

সাহেবরা যখন পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে থেকে এখানে আমাদের আনতে যান তখন তাঁরা আমাদের বার বার আশ্বাস দিলেন, পাকা বাড়ী তৈরী আছে, তোমরা পাবে গরু-বাছুর আছে তাও তোমাদের। চাষের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম তৈরী তাও তোমাদের। একটু বিনা করে তৈরী সুফলা জমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। স্কুল, ডাক্তারখানা, হাসপাতাল কিছুই তোমাদের শিবির থেকে দূরে নয়। যারা চাষবাস করবে না তাদের জন্য চাকরী অপেক্ষা করছে। কিন্তু এসে দেখলাম পাকা ঘরের পরিবর্তে ছেড়া এই ছোট্ট ছোট্ট তাঁবু জমিজমা কোথাও এক বিঘতও দেখলাম না যে-জমিতে আমরা অক্ত কাজ করছি সে জমিও আমাদের লিখিতভাবে দেওয়া হলনি এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে না সে সম্বন্ধেও কোনও নিশ্চিত আজও নেই। গরু-বাছুর আজও আমরা এখানে দেখিনি মাটি কোপানো, পাথর ভাঙ্গা, কাশবনের নিবিড় উপড়ান এইসব কাজই ঝুমরা আমাদের বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে দৃষ্টি বসল বড় কপাল হয়ে করছি। নিয়মিত মাইনে পাই না কবে যে কেমন সে তো আপনি নিজের চোখেই দেখলেন। জমি সাঁওতাই ঘরে ভরল এই জমিতে আমরা কেমন ফসলের আশা সোনার ফসল ওরে হবে। কিন্তু ট্রাক্টর দিয়ে জোতদারেরা না দেয় পর্যন্ত এ-জমিতে কিছুই করা অসম্ভব কারণ লাঙ্গলগুলো নিকৃষ্ট কাঠকাঠরার তৈরি লোহা ভোঁতা হয়ে। আমরা অনেক আবেদন নিবেদন করেছি। কেউই আমাদের কথা কানে তোলেন না। সামান্য পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য আমাদের প্রধান অনেক হয়রান হতে হয়েছে। সাপ-বিছের এসব কথা তুলি কিন্তু আজও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ [illegible] সহানুভূতি পেলাম না ওধু তাই নয় তার চেয়ে কথা।

সাপে-কাটানো একজন উপজাতিকে দেখলাম। বংশীচন্দ্র বাস্কে। বয়স পঞ্চাশ। মাস-নয় আগে ভয়ানকভাবে সাপে কামড়েছিল পায়ের গোড়ালিতে। বিষ-কাম নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু ডাক্তারের চিকিৎসা পাওয়া যাবে বলে তাকে হাসপাতালে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এখন ছোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মুরলীধর কিস্কুর ঘরে দেখলাম। তাঁর ঘরের অবস্থা আরও করুণ। ঘরে লক্ষ্মীর ঝাঁপি অনেক দেওয়া যে। ছোট্ট ছোট্ট কিন্তু ২, ৩ মাইল দূরে গিয়ে এসে কাজে করতে হয়। বাড়ীর পাশেই যদি প্রোফেসরের ঝাঁপি পড়ি। সেখানে একটা দেখিনের কিনারে হয়ে ছোট্টো ঝাঁপি পড়ি। ছেলে আর কিছু করা সম্ভব নয়।

আলাপচারী সময়ে ছোট্ট ছেলেটি এসে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ সাই এসেছে ছেলেটি। নাম ছবি এই সিনিয়র মুরলীধর একটি ছোট্ট কিনারের কথা কিছু ছবি তুলিয়া নিয়ে গিয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীদের কৃষ্ণ এবং সে-রাত্রে আশ্রয় পেয়েছিল। বাহবা, এরা যে আমাদের শিক্ষায় ফেলাইলো, ওঁচায় আমাদের ছবিও রাখছে। পাড়ে আমাদের ঘর নাই, পরনে কাপড় নাই, মাথায় চাল নাই, পেটে খাইয়া আছি চাকরীর, সে উপায়-টুকও নাই। কি করছে উপায়ের কথা।

কি উপায়ের সেরা আমি মুরলীধরকে সান্ত্বনা দিবারাত্রে।

উপায়ের! কি উপায়ের! এই সমস্যে সমস্যা সমস্যা থেকে এসেছে নতুন কর্তৃপক্ষের সমস্যা। এ কেমন কর্তৃপক্ষ এই দেশে।

সন্ধ্যে ছোকরাদের এবারে সব আমরা সমবেতভাবে আবার কোথায় ফিরে এসেছি। ছোড়া ছাড়িয়া ঘরে ছাড়া মানুষ বসিয়ে ছাড়া কাঁচা। এদের মা বাবারা আজকের সীমা এর এসেছে এদের সন্তানদের ২, ৩টা বছর হয়ে ঘরের বলে ছোকরাই চাল, চালাচ্ছে এই বছর হয়ে ঘরের ছোকরাদের এই ছোকরা সন্তানেরা এরা যে আমাদের ভিন্ন আমাদের ভবিষ্যৎ কি করে আমি বলে এরা আমাদের মতো নেবে একজন সাঁওতালের কাছে উপায়ের চাই?

[illegible] এই এই ঘরে কর্তৃপক্ষ ঘরে গেছে। ঘর ছাড়া ছাড়া ঘরে ঘরের ঘরে ঘরে ঘরে

GOVERNMENT LIBRARY

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২১

একেবারে গোড়া থেকে ইতিহাস—মানে, ওদের জন্মের আগে থেকে সবকিছুর পরিচয় চাই ওদের জানা। আর তখনকার সবই টুকিটাকি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তার কথা নয়। সবই মনে পড়ছে ওদের—পরিষ্কার। তবেশ্বর তার যে রূপ কাজে লাগিয়ে আজ একটি কারখানার কর্তৃত্বে বসেছে তার উপর সন্দেহ হয়। সে কি সত্যি সেই ছেলে? সে কি সত্যি সেই ছেলে যে ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত, খেলত, পড়ত? কি করে বিশ্বাস করা যায় যে সে সেই ছেলে—সেই ছেলে যে ওদের একদিন ভালবাসত, ওদের জন্যে যে একদিন ব্যথা পেত।

তবেশ্বরের কারখানা দেখতে যাবার কথা ওরা ভুলে গেছে। তার কথা ওদের মনেই নেই। দুপুরের আগেই ওরা ফিরে এসেছে। তবেশ্বর ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওদের দেখে সে—সে-ই ওদের ডেকে নিয়ে গেল তার ঘরে।

ওদের মনে হল, তবেশ্বর যেন ওদের কাছে কি অপরাধ করেছে, তার জন্যে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু তবেশ্বর ওদের কিছু বলবার সুযোগ দিল না। সে নিজেই কথা বলতে লাগল। তার কথা শুনে মনে হল, সে যেন ওদের কাছে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে। তার কথা শুনে ওরা বুঝতে পারল, তবেশ্বর ওদের ভুলে যায় নি। ওদের ভোলে নি। ওদের ভালবাসে। ওদের জন্যে তার মনে ব্যথা আছে।

তবেশ্বর বলল, সে ওদের কাছে ফিরে আসবে। ওদের সঙ্গে আবার মিলে মিশে কাজ করবে। ওদের সঙ্গে আবার খেলবে, ঘুরে বেড়াবে, পড়বে।

তবেশ্বর বলল, সে ওদের কাছে ফিরে আসবে। ওদের সঙ্গে আবার মিলে মিশে কাজ করবে। ওদের সঙ্গে আবার খেলবে, ঘুরে বেড়াবে, পড়বে।

তবেশ্বর বলল, সে ওদের কাছে ফিরে আসবে। ওদের সঙ্গে আবার মিলে মিশে কাজ করবে। ওদের সঙ্গে আবার খেলবে, ঘুরে বেড়াবে, পড়বে।

তবেশ্বর বলল, সে ওদের কাছে ফিরে আসবে। ওদের সঙ্গে আবার মিলে মিশে কাজ করবে। ওদের সঙ্গে আবার খেলবে, ঘুরে বেড়াবে, পড়বে।

তবেশ্বর বলল, সে ওদের কাছে ফিরে আসবে। ওদের সঙ্গে আবার মিলে মিশে কাজ করবে। ওদের সঙ্গে আবার খেলবে, ঘুরে বেড়াবে, পড়বে।

তবেশ্বর বলল, সে ওদের কাছে ফিরে আসবে। ওদের সঙ্গে আবার মিলে মিশে কাজ করবে। ওদের সঙ্গে আবার খেলবে, ঘুরে বেড়াবে, পড়বে।

তবেশ্বর বলল, সে ওদের কাছে ফিরে আসবে। ওদের সঙ্গে আবার মিলে মিশে কাজ করবে। ওদের সঙ্গে আবার খেলবে, ঘুরে বেড়াবে, পড়বে।

তবেশ্বর বলল, সে ওদের কাছে ফিরে আসবে। ওদের সঙ্গে আবার মিলে মিশে কাজ করবে। ওদের সঙ্গে আবার খেলবে, ঘুরে বেড়াবে, পড়বে।

তবেশ্বর বলল, সে ওদের কাছে ফিরে আসবে। ওদের সঙ্গে আবার মিলে মিশে কাজ করবে। ওদের সঙ্গে আবার খেলবে, ঘুরে বেড়াবে, পড়বে।

তবেশ্বর বলল, সে ওদের কাছে ফিরে আসবে। ওদের সঙ্গে আবার মিলে মিশে কাজ করবে। ওদের সঙ্গে আবার খেলবে, ঘুরে বেড়াবে, পড়বে।

ওরা উদাসীন, বুঝি, ওরা অশিক্ষিত, অসহায়। কিন্তু তুমি তো ওদের দলের নও। তুমি বিদ্যালয়, শুধু বিদ্যালয় নয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পার হয়ে এসেছ। তুমি তো হেমিং-ওয়েজিলনও, তোমার কেন অরুচি হবে? তা হলে কী লাভ হল লেখাপড়া শিখে?'

নাও, এবার আবার দেখিয়ে-দেখিয়ে নিতা খবরের কাগজ পড়ো। এ আবার আরেক ফ্যাচাং। কী হয় খবরের কাগজ না পড়লে? এ বাড়িতে এসে এতদিন যে পড়েনি, জানেনি খবরাখবর, তাতে জলসংসারের কার কী অসুবিধে হয়েছে? নিজেই বা সে ঠকেছে কতটুকু? ভারতবর্ষ যে স্বাধীন হয়েছে এ খবরের কাগজ পড়ে না জানলে কী এমন ক্ষতি হত?

পরদিন খুঁজে পেতে বাঙলাখানা সংগ্রহ করে গভীর মনোযোগে পড়তে লাগল কার্তিক।

মৃণালিনী দেখতে এ নিশ্চয়ই তার অভি-প্রায় ছিল কিন্তু দ্রুত পায়ে এঁগিয়ে এসে ছাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নেবে এ কল্পনাও করতে পারত না।

'এ কী পড়ছ?' মুখিয়ে উঠল মৃণালিনী।

'কেন, খবরের কাগজ—'

'খবরের কাগজ! বাঙলাটা তোমাকে কে পড়তে বলছে? তুমি এম-এ পাশ না? তুমি ইংরিজী পড়বে।' মৃণালিনী নিজেই বাঙলায় বদলে ইংরিজীটা এনে দিল কার্তিককে।

কোনটা আনতে কোনটা এনেছে। মনে-মনে হেসে কার্তিক বললে, 'এটা কালকের মা।'

ইংরিজী জানে বলেই তো ভুলটা ধরতে পেরেছে কার্তিক। সেই চুলচেরা খুঁতখুঁতি হল। বললে, 'খুঁটে-খুঁটে দেখেই দেখ না আজকের তারিখের ইংরিজীটা কোথায়। তুমি ছাড়া এ বাপারে আর কারু দাঁত ফোটাবার কোরামীন নেই। আর সকলে তো অহর্নিশ। তুমি তো আর ওদের খাতায় নাম লেখাও নি। তুমি ডিফিকালটী। তুমি কত পড়বে, জানবে, বলবে, বোঝাবে অন্যদের, বক্তৃতা দেবে, লাকাড়ে বেড়াবে সবদিকে—'

ইংরিজী কাগজের অনুবাদে সরলভ মুখে হাসতে লাগল কার্তিক।

একদিন মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করল সুকান্তকে, 'কটা বর্ণাশুদ্ধি আছে এম-এ পাশ করতে?'

'তাই তো গুনছি।' বোকা বোকা মুখ করল সুকান্ত।

'তোমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটির পড়ুয়া মা বাবাদ্যুদ্ধি?'

'সেইরকমই তো দেখছি ছন্দা-ছন্দা।'

'আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কোথাও ভেজাল আছে।'

'কেমন বলো তো?' চমকে ওঠবার ভাব করল সুকান্ত।

'নইলে এম-এ পাশ করেছে মেয়ে, কথায়-বার্তায় একটাও ইংরিজী বলবে না? একটুও তার সাধ নেই, সাধ্যও নেই এ কথনো হতে পারে?' মৃণালিনী আপন মনে বলতে লাগল। চোখে বই দেখতে আসে, কেউ এম-এ পাশ বলে বিশ্বাস করে না। নিতান্ত নিরক্ষর, এতটুকু ভেজাল সমক নেই, উপরি-পাওনা বলে নেই একটাও। ঘরে ঢুকে এমন একটাও ফোটাবোটা ইংরিজী মাতাল-উতলা ওঠে না যে বলতে পারি ছোট বউমা পড়ুয়া—কোনক্রমে যে বিশ্বাস করতে চায় না লোক কী। আমি প্রমাণ করি কী করে? ছোট বউই বা কী করে প্রমাণ করে? এই যদি সব তার বড় বউ আর ছোট বউয়ে তফাত কী?'

'সব সহজে।' নিশ্চয়তায় ভরা মুখ করল সুকান্ত। 'ছন্দা আর ইন্দ্রাণীকে।'

'আর আমা তফাত করে।' অনুচ্চস্বরে মৃণালিনীই বলে: 'এমন কোনদিন মনে হইবার সম্ভাবনা নাই যে বড়বউ বি-এ পাশ।'

'কথা না বলেও একটা কাজ করতে।' মনে মনে হাসল সুকান্ত।

'তুমি যদি সত্যি সত্যি ছন্দাকে ইংরিজী বলিয়ে ছাড়তে চাও তবে তোমাকে ছন্দার হয়ে থাকতে হবে। কী করবার ছিল সেদিন বলে দাও।'

এই সমস্যাটা সম্বন্ধে সুকান্তরও কোনদিন ভাবনা হয়নি।

'না বলিয়ে উপায় নেই।' মৃণালিনী বলল, 'তুমি যে এম-এ পাশ করেছ তার কোনো প্রমাণ নেই।'

'বেশ।' সুকান্তমাত্রই প্রসন্ন করল কার্তিক। 'তুমি বরং-বরাত ইংরিজী সম্বন্ধে কথা বল—'

'ইংরিজী বলাটা কিসে এম-এ পাশকে ছোট করে?' আই-এ বি-এও তো হতে পারে।'

'তবু, কিন্তু একটা অনুমান করা যেতে পারে।'

'আর?'

'মহাভারতটা কোনও ইংরিজী মাতাল-উতলা পড়ে না।'

'সে তো অনেকের পক্ষে-টীকা না করেও পড়ে। তাতে আর কী প্রমাণ হয়?'

'তবু, কিন্তুটা। ছন্দা অন্তত সাক্ষ্যদেবে। কেমন দেখ এম-এ পাশ বউ সব সময়ে বই, ম্যাগাজিন-বই নিয়ে মশগুল। কেমন সুন্দর সাহিত্যকর্ম উপভোগ।'

'সুন্দর?' কার্তিক হাসবে না গম্ভীর হবে ভেবে পেল না।

'নইলে, যা অভিধানের, বড় বউ আর ছোট বউয়ে তফাত কী! ছোট বউ যদি সেই ইংরিজি চৌদ্দ বানানই জানে, জানলাই বাকে, ঝাঁটপাটই দেয়, তাহলে এম-এ পাশে আর কী এগুলো?'


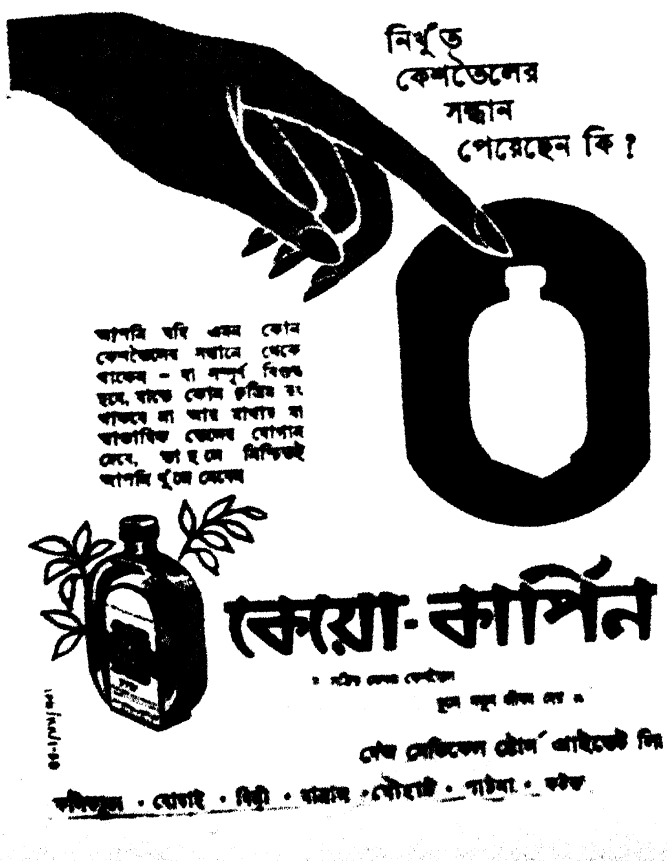

ক্ষুধা কী বলছে?'

'আমি আর কী বলব! আমি বললাম, সব সুযোগের এক যোগাল।'

'তার মানে যে মেয়ে এম-এ পাস করেছে সে সংসারের কাজকর্ম করবে না?' কার্তিক প্রায় ক্ষেপার মতন এবার।

'করবে কিন্তু তখন করে যে-রাজে না অপরাধ নয়।'

'তার মানে এম-এ পাস বাজে ছাঁ করে থাকে না?'

'থাকে কিন্তু ছাঁ-টা একটু ছোট করবে।'

'ছোট করবে? আমার বিয়ে কি কম হয়েছে? আমার কি কার্তিক শ্রেষ্ঠী?' কার্তিক ঘরের পায়চারি করে। 'বেশ আমি খাব না, ঘুমাব না, চুল বাঁধব না—'

'চুল বাঁধবার দরকারই হবে না।'

'মানে?'

'চুল ছাঁটাই করে ফেলবে। মানে বব করবে। মানে, ঘাড় ছাঁটাই করবে। বাঁধাবাঁধির ঝামেলা নাই। সুতরাং কার্তিকের চুলে হাত বুলাতে লাগল, কার্তিক সরোষে ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে দিল মাথা। ক্ষুধার গলায় সুতরাং। এমনি করে মাথা ঘাড় ঝাঁকানো ছাড়া মেয়েরা কী করে চুল ছাঁটবে, মাথা নাড়া ছাড়া চুলে আঙুল চালাবে কেমন করে

'না হলেই ভালো হয়। আমি এম-এ পাস।'

'আমি না হয় এটুকু বুঝেছি ভালো একটা সেলুন দরকার। সেলুন চাইছে না চাইছেন। আপনি-টাপনিরা কবে থেকে আমাদের তুমি চাইছেন।'

'আমি নিজেকে আধুনিক মনে করি।'

'না তুমি নয়। আধুনিকীদের সঙ্গিনী আধুনিকীকে পুরুষ করতে হয়।'

'তা চাইলে কী করে হবে?'

'কাজ নিতে হবে। চাইলে যদি কাজ করতে হয়, যদি ছাত্র-ছাত্র না হয়ে ছাত্রা শিক্ষিকা হয়ে সর্বত্রে কাজের ক্ষেত্রে সংখ্যা হয়ে যায় তখন কার সঙ্গে কে প্রতিযোগিতা করবে? সেটাই অনায়াসিক হবে বলে মনে করেন।'

'আর চাকরি?' কার্তিক চোখে সিগ্ধ হাসছে। তবে কি কার্তিক পোষাবার কার্তিক।

'আর চাকরি হিসেবে কার্তিক ছোট, কার্তিক তুমি করবে চাকরি?'

'কিসের?'

'এমন একটা কাজ যা একমাত্র এম-এ পাস মেয়েরই করার পারে। যা বাইরে পারে না, কার্তিকে পারে না, যা পারে শুধু—'

'আমার এমন একটা কার্তিক যা শুধু এম-এ ডিগ্রিধারিণীরাই পারেই করা সম্ভব।'

'এই তো এই তো সুযোগ। তুমি এম-এ পাস। ডিগ্রিসহ হয়ে ওঠো কাজ করার সুযোগের। আমার বিদ্যা না হলে কি এতটুকু বুদ্ধিও হয়?

ক্ষুধার চোখে আকাশ কার্তিক। অসম্ভব খেপেছে, নানাভাবে ক্ষোভটা করছে, চেয়ে দিতে চাইছে টাকা ব্রেজগারের রাস্তায়। শুধু ঠাণ্ডায় থাকতে দিচ্ছে না। একটা শুধু মস্ত বোমাতে চাইছে, এমন উপাদানের বন্দে।

তারপরেই বাজে-দিনে ফল আসবে, ফল ধরবে পাছে, তাদের রোগমুক্ত হবে আর কার্তিকে ফলাবে ফলানের সম্পদ? কার্তিক ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়াল।

'তখন সেখানকে এম অনার্সদিতে সেবে।' এই সাঁড়ায় আসর করতে চাইল সুকেশ, নাকাল হোল না, হবে বলল পারবে। 'নিশ্চয়ই। তুমিই তো আমার প্রথমের প্রেরণা।'

'আর এই যে সংসারের কাজকর্ম করবি, রাঁধবি-বাড়বি, বাসন মাজবি কুটনো কুটবি এ আমার এক অনার্সদিতে নয়? সেদের সন্তিয়ে কোনোদিন ভোলবাসি আমি, না বাসবি বলি পেছে? না কি উল্টে ধরিয়েছি?'

'নিশ্চয়ই এ অনার্সদিতে। কিন্তু নতুন-নতুন অনার্সদিতে চাই।'

'নতুন-নতুন?'

'হ্যাঁ, তুমি নয় সব রূপে এস প্রথমে। এম-এ পাস মেয়ে সংসারের রাঁধুনি ঠাকুরের নিশ্চয়ই এ নতুন সৃষ্টি, নতুন সৃষ্টি। কিন্তু ঠাকুরেই ঠেকে থাকলে চলবে না। আরো আরো সৃষ্টি চাই। এবার রান্না-ঘর ছেড়ে বসে বাসন-ঘর। চাকা-বসানো ছোট্ট খাটো-কলস আয়োজনের সাজ-সজ্জা। ছোটোবার আর বাস নিয়ে ঘিরে চুল আঁচড়ের খাটো খাটো করে ছোটো চলো কাটাবার।'

এবে সংসার হাসে কার্তিক, এবার এক ছোটো হাসল না। সেদিন মেয়েরা মেয়ে আরো আরো সৃষ্টি রেখে হবে না?

যদি পারে তো কলসেসের অভিজ্ঞতার

দেবে। হয়তো সেই আফসের কর্মা-সংসদের তুমি অধিনেত্রী হলে, বাড়িতে আনলে একটু রাজনীতির কাজ, সেখান থেকে আবার আরেক শাখায় হতে বাড়ালে। বিস্তৃত হলে দেশ সেবার কাজে। জন-নায়িকা হলে। ভোটে দাঁড়ালে। মন্ত্রী হলে।'

'কেন, সিনেমা স্টার হলাম না?'

'হায়, তত সুকৃতি কি আছে সিনেমা স্টারের স্বামী হব। তার মোটরগাড়ির ড্রাইভার হব।' সুকান্ত কলেজে বেদুঈন পাঞ্জাবির উপর কাঁধে একটা ভাঁজ-করা চাদর জড়িয়ে নিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'শোনো। আমাদের সভার পদের অনেক-গুলি পাণ্ডুলি। একটা-একটা করে যতই তার পাণ্ডুলি খুলবে ততই তার গন্ধ বাড়বে, বর্ণ বাড়বে, লোভা বাড়বে। বাড়তে-বাড়তে কে না চাবে! দেহের স্বাদ যেমন ভঙ্গির নতুনত্বে, জীবনের স্বাদ তেমনি বাক্তিত্বের নতুনত্বে। বলো তাই নয়? একঘেয়ে হয়েছে কি পেকার ধরেছে। সেই বেঁচে থাকে যে নতুন হয়ে থাকে। শতুনই জুরোয় না, হারায় না—'

'খুব তো বক্তৃতা মারছ কিন্তু তোমার নিজের কই নতুন হওয়া?' খেঁকিয়ে উঠল কাকলি।

'আমে দুধে পাঞ্জাবি পরতাম, এখন একটু পৃথক, সম্ভ্রান্ত হয়েছি বলে কাঁধে চাদর নিয়েছি।' স্মানমুখে হাসল সুকান্ত।

'কেন, সুটে নয় কেন, ফুল-সুটে?' প্রায় মুখের উপর ছুঁড়ে মারল কাকলি। 'পাঞ্জাবি-চাদরেই কেন ঠেকে থাকবে? সভায় আর একটা পাণ্ডুলি খোল। প্রাইভেট টিউটর থেকে মার্কেন্টাইল ফার্মের অফিসর হয়ে যাও। শতুরোপোকা থেকে প্রজাপতি। একটু দেখি তোমার বাক্তিত্বের ঝিলিক, চক্ষু সার্থক করি। আমাকে তো বব কাটিয়ে হিল-উঁচু জুতোয় খুটে-খুটে করে হাঁটাচ্ছ ফুটপাতে, তুমিও ফুল-সুটে থ্রিমড্ হয়ে গার্ড-মার্চ করে হাঁটো না আমার পাশে-পাশে। নিজের বেলায় আটিশর্ট। আমাকে তো মন্ত্রী বানাচ্ছ, তুমি নিজে কেন রাজা হও না? এক রাখাল তো হয়েছিল রাজা—'

'মানে তুমি রাখালেরও অধম। তুমি এক সামান্য প্রাইভেট টিউটর। এমনি করেই শুনল যেন সুকান্ত। থেমে-থেমে থামল। বললে, 'এ সম্পর্কের কথা হচ্ছে না সাধারণ কথা হচ্ছে। যদি কারু সাধ থাকে, প্রশ্ন হচ্ছে, সে থাকবে কিনা নিশ্চিন্ত হয়ে। যদি গুণে থাকে সে থাকবে কেন মুখ বুজে?'

কাকলি বললে, 'কখনো-কখনো মুখ বুজে থাকাটাই গুণ। নিশ্চিন্ততাই প্রকান্ত লক্ষ্য।'

অসম্ভব, ছেলের সঙ্গে মা মিলেছে।

সকালবেলা বসবার জন্যেরা হাজা করে এসেছে কাকলি, দেখল, ঠাকুর ঘাস হয়েছে।

'কি, ভেবেছিলাম আমি আজ বাঁধব—' কাকলি কবুণ মুখ করে বললে।

'না, না, তোমাকে বাঁধতে হবে না। বেরোবার পরে জল করতে হবে না।' ঠোঁস ঝিয়ে নয়, আদর সম্প্রদানের সুরে বলল মৃণালিনী। 'তুমি খোকা ছেলে, বিস্কুটো মেয়ে, তোমার ফিলড্ হাজারের নয়—'

'দিদির কাছ থেকে দু একটা করে বেশ রান্না শিখছিলাম—' কাকলি অস্ফুটে আপত্তি করতে চাইল।

'অনেক শিখেছ, অত বই পড়েই না পরীক্ষার ঐ শেষ চূড়োটা পার হতে হয়েছে —এ ঝোড়-বড়ি-খাড়া না শিখলেও চলবে।' সস্নেহ কি, সম্ভ্রমের সুরেই কথা বলছে মৃণালিনী। 'এম-এ পাশ মেয়ে হাঁড়ি ঠেলবে কী! তার অন্যরকম কাজ, বড়রকম কাজ। হেন পাজারে হাত-পা গোড়ানো তাকে সাজে না। তাই ঠাকুর রাখলাম।'

সত্য হৃষ্টিকল না বলনাব। বললে, 'হবু যা হোক এম-এ পাশ বউ এসেছিল বলে বেশ খাতিরে ঠাকুর হল।'

'এম-এ পাশ বউ একটা কথার কথা।' ধমকে উঠল মৃণালিনী: 'তুমি একটা মার্কামারা পাশই হয়ে দেখাও না। সে আর তুমি, আর, যারা সব আসছে সব এক ক্লাস, এক নমুনো। যদি ঠাকুর আসে সে কারণেই ঝিনুকে, তেমনও তো উপকার হল। তবে ঠিকের মুখে আর ঝামটা মারছ কেন? এরই জন্যে শেখাপড়ার দরকার।'

ভূপালের অপমৃত্যু আর থাকে। সে সলাজে, 'দিদি এক মাসেই, ভেবেছিলাম খাচ্ছিলাম, কোমরে এক ফুঁ দিলাম জোর অমনি এই হাত পা-গুলি কেমন ঝন ঝন করে।'

'না তোমার মত ঠিকের পাঁচটা চাকরি খাওয়া হবে।' হাসি ছোঁয়া মুখে একটা ঝাঁকার দিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকে পড়ল মৃণালিনী। 'আমাদের অপমান হোয়ারের ঠাকুর করতে হবে না? এ সভ্যতাকে তোমার


বাচ্চাদের যখন ঠাণ্ডা লাগে ...

সর্দ্দি, কাশি, বুকে-পিঠে ঠাণ্ডা লেগে
শ্লেষ্মা জমে বাচ্চারা যখন কষ্ট পায়
তখন নিয়মিত ভেপোলিন মালিশ
করুন, সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাবেন।

ভেপোলিন

পরিবেশক :
জি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

টাকায় নয়, ছেলের টাকায়, সুকুর টাকায়। তোমার সাধ্য ছিল ছেলেদের পিঠ্‌কেল থেকে তোমার স্ত্রীকে মুক্তি দাও? সুকু যখন টাকা দিচ্ছে, বেশ মোটা টাকা—আগে পুরোপুরি হিসাবটা নিয়ে—আমিই বলে-কয়ে পঞ্চাশ টাকা কম নিচ্ছি বলেছি, ওটা ছোট বউমাকে দে, ওরও তো নিজের খরচ বলে কিছু আছে—সেই মোটা টাকা থেকে সামান্য একটা টাকুর ছবে না সংসারে? যার এতখানি দেয় তার স্ত্রীকে কিছিস্‌ দেব না, ছুতো করে ঝগড়া করে মারব? ছুটিতে আরেকজনের লেকোয়। প্রত্যেক তো মোটা মাই টাকা দেয়। তার ওপর কী মাইনে বাড়ল জানতেও পাচ্ছি না। হাতে উপর একখানি চিঠি দিল না কোম্পানি। বড়বাবু যে বড় সিগারেট কেস্‌ করা করেছিল প্রত্যেক একটা সিগ্‌ করবে একটা টাকুর করবেই ছবে তবে সাহেব হাসাবার ছোকে টাইপ্‌ করে দিতেন। নিজের মুরোদ নেই, পরের ওপর ঠেসেই খাচ্ছে।

কৃষ্ণর ঠেকে কথা-কাটাকাটি ঘরোয়ারের ছেলে গিয়েছে। ঘরে কারু সাড়া পাওয়া যায়নি, পরের ঠেকানো পাখা হাওয়ায় পরিষ্কার মাইরে ওপরের ঠেকে কারুকে চেয়ারে টেবিলে চলাফেরা করতে শোনা যাচ্ছে। ঘরে ঢোকবার আগে ছেলের গিয়ে সাড়া দেবে কি না ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। সুকুর গলা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কথা বোঝা যাচ্ছে না। ঘরের ভেতর থেকে কে যেন উত্তর দিচ্ছে, তার গলা শুনে মনে হয় মেয়েমানুষ। কিন্তু মেয়েমানুষ কে? সুকুর বউ এখন বাপের বাড়ি। তবে কি সুকু আবার বিয়ে করেছে?

কৃষ্ণর নিজের মনে হাসল। সুকুর বউ নিয়ে ঠাট্টা করা এখন তার পক্ষে সম্ভব নয়।

'কে ওর সঙ্গে?' কথা বলে ছেলের ঠাট্টা করবার ইচ্ছা হল। আচ্ছা, কী ছেলেমানুষ ছেলে সে হয়ে গেছে! নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে কি ভাবনায় ছিল, তাকে খুঁজে বার করে এই প্রশ্নের বিশ্লেষণই সে করেছে।

কেউ কথা বলছে না। কৃষ্ণর মনে হল, সুকুর এই ঘরে এমন কোনো আত্মীয় বোধহয় নেই। ছুটি সময়েই সংসার ছেলেকে ঘরে ডাকে না নিয়ে নিজে, কিছু, কখনো উঁচুতে। তখন কোন উপলক্ষে এসে নিজেদের ঘরে ঢোকে ঠিক নেই।

'তা নিজে তোমার মধ্যে ঝগড়াই হবে না। তবে ঝগড়া ঘরে লক্ষ্মীটি ঝগড়ায়।'

'সে আবার কী?' চোখ রগড়াতে রগড়াতে কৃষ্ণর ছুপল।

'তবে বটে। টাকা করলে সেই কত পারবে ঝগড়া-ঝুটি। এ তোমার পড়াশুনা নয়। তোমার পড়াশুনা চলবে লক্ষ্মীটি ঘরের লক্ষ্মী আসবে।'

শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণর। মুখে খাবার নিয়ে চাট্টি দেখা উঠছে।

লক্ষ্মীটির জায়গা কিনে নিয়েছে মৃণালিনী।

'ঠেকসে সংসার তোমার উপর কত প্রসন্ন।' গর্বের সুরে বললে সুকান্ত। 'তোমাকে কত প্রশ্রয় দিচ্ছে কত অনুকূলা। কত সম্মান।'

'আহা,' উঁচিয়ে দিতে চাইল কার্তিক। 'এ পঞ্চাশজনে পঞ্চাশটুকো। আমাদেরই টাকার আমাদেরই ডিনার কেনা।'

'একাধারণী সংসারে এটুকু ঘটানোতেই কত বিদ্য।' সুদক্ষ সহজ নিশ্বাস ফেলল সুকান্ত। সত্য ঠেকে কেমন মানের আশীর্বাদ নিয়ে ফুরুয় এখন পাখাটা। এখন এই হওয়া কত আরামের, কত শান্তির।'

মস্তুন আরেকটা পাখা ঘুরছে বাড়িতে, ওরকম সুন্দর দেখতে এসেছে টেবিলে ঘুরে। সেশ্‌ও এসেছে।

সুন্দর সেশ্‌টাকে বলল, আর সব ঘরে পাখা, শুধু তোমার ঘরেই ফাঁকা।'

সেশ্‌টার মুখখানি ভার। কথা বলে বলবে, 'কী করে হবে? যা গরমের মাসের ঘরে ঘরে পাখা।'

'তবে এ ঘরে আনার দেব।' ঘর ফাঁক হয়ে সুকান্তকে বললে কার্তিক। 'এ পাখা ঠিকমত ঘরে হওয়া উচিত।'

কথাটা সুকান্তর কানেও ঢুকল না।

'ছুটি হয়ে না, ছুটি ঠিক ছিল না? ওদের ছেলেদুটোর ঘর—সেশ্‌টা এত কাল ছুটোছুটি—'

'না ঘরকে নিয়ে যাবে না' ধমকে উঠল সুকান্ত।

'আমার ছেলে ছুটি ঠিক থাকত আমি ওদের একটা কিনে দিতাম।'

'তবে তো, টাকা থাকলেই হয়। নিজে ঘরলেই হয় তোমার। আটকাচ্ছে কে?' সুকান্ত কটুক হয়ে উঠল।

'আচ্ছা ছুটি কী। তোমরা পঞ্চাশ টাকা ঘরচ?'

'পঞ্চাশ টাকা ঘর কী হয় ঘরচ?'

'ঘরচ ঘরচ' ঘরে ঘরেই তো নিজে এসে আমার হাত পড়ছে। আজ কাজ না দেখেই আমার আটকে ঘরচ। ছুটি কী।'

'এক হিসেবে ৩০ তো আমরাই ঠিক। এ কাউণ্টার থেকে না নিয়ে ও-কাউণ্টার থেকে নিতাম।'

'তবে আমার ঘরচঘরচ বলছ কেন? ঘরলের এতগুলি টাকা ঘরচ। একটু সাবধান বলে অনুরোধ করি।'

'একটু, কম-ঘরচের করি না, পঁচজনকে' বলবার সুরে ভাবল সুকান্ত।

'কম কি ঘরি পারা ঘরচ।'

'ঘরল তো করে না, ঘরচে না। নিজে একটা কাজ-টাজ নিয়ে কত ঘরচের মোটা রোজগার করো না। কে বারণ করছে। তারপর নিজের টাকা দিয়ো ও পঞ্চাশ। পঞ্চাশ-একশো কেন, ঢের ঢের অনেক—'

'ঘরোজগার করা যেন কত সোজা—' চোখ নামাল কার্তিক।

'তবে করে ঘরচে ঘরল কী! যদি ঘরচি থাকো তো আমিও খুঁজতে পারি, বলতে পারি এক্সিকিউজ মি—'

না—উঠিকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে পারল না কার্তিক। সে কি হেরে যাচ্ছে? সরে যাচ্ছে ছেলের দিকে? চোখ পড়ে দুর্বল, নির্বাক হয়ে যাচ্ছে? সংসারের মুখ ছেড়ে, নিষ্কৃতি ছেড়ে সে কি চলে আসছে বন্ধনের, ঘরোয়া-মায়া রোজগারে, ঘরলের ঘরোয়া ভৌতিকের সমস্যে? না, সে ঘুরছে ঘর ঘরে, ঘুরের পাখার নিচে, সেশ্‌টাকে বুকে নিয়ে। এখনো ঘুরছে।

পাখার ঘরে ঘুরছে বন্ধনা।

সেও ঘেন নেবনি অপমান, অনোরার অপমান। প্রত্যেকের নিয়ে পাখা করিয়েছে। ঘেনারে পারেনি, ছাড়া করিয়েছে। আর ছাই এখন ঘুরিয়েছে সবেরে।

সেশ্‌ও কম যায় না। যে কদিন মায় ঘরে পাখা হয়নি কার্তিকের ঘরে আসেনি ঘুমে। ঘেনারকম করে ফিরিয়ে দিয়েছে। ঘর ঘরে পাখা হয়েই আবার আঁকড়েছে কার্তিককে। ঘর ন ঠিক ঘুরোনোই কার্তিকের কাছে ঘর ঠিক থাকে।

সরল চোখে মৃণালিনী ঘুরল ছুই ঘর একবার চোখ নিল। ঘরপর আবার আরেক ঘরের সম্মানে ঘরের সুইচটা অফ করে দিল। অফ করে নিয়ে আবার ঘরে ঘেল ধীরে ধীরে।

কার্তিক পারেই ঘুম ভেঙে উঠে বসল বলল, 'এ কি পাখা বন্ধ কেন?' কে বন্ধ করল।

উঠে পাখার সুইচ নিজে ঘুরিয়ে ঘুরে। সে ঘরে পাখা ঘুরেই বন্ধ করেনি।

'এ আমার নিজের পাখা, এ আমি ঘর ইচ্ছে ঘোরাব।' কার্তিকের গলার ঘুরিয়ে উঠল বন্ধনা। সুইচটা ঘেরে ঘুরে করে নিয়ে বলল 'আমার ঘরে ঘুরোর ঘোগ আমার ঘরেই ন পারবে না কেন?'

'এ শুধু পাখা ঘোরানো নয়, এ কার্তিকী ঘরচ হওয়া।' হাসল ঘরপর করতে করতে নিজের ঘরে ফিরে এল মৃণালিনী। বলল, 'এ পরল ওড়ানো। হাসের কাই কথনো একসাথে হবে না। তাদের আমার কিসের ঘরটানি।'

(ক্রমশ)


## ফলিত জ্যোতিষ

জ্যোতিষসম্রাট শ্রীবাসবর মজুমদার প্রণীত এবং ৺ শ্রী ভাই ভাই (লক্ষ্ণৌ) প্রণীত ভাষায় সেরা জ্যোতিষ গ্রন্থ। জ্যোতী বিষয়ের ইংরেজিতে প্রমাণ গ্রন্থ। ৩.২৫ প্রোসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৩ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

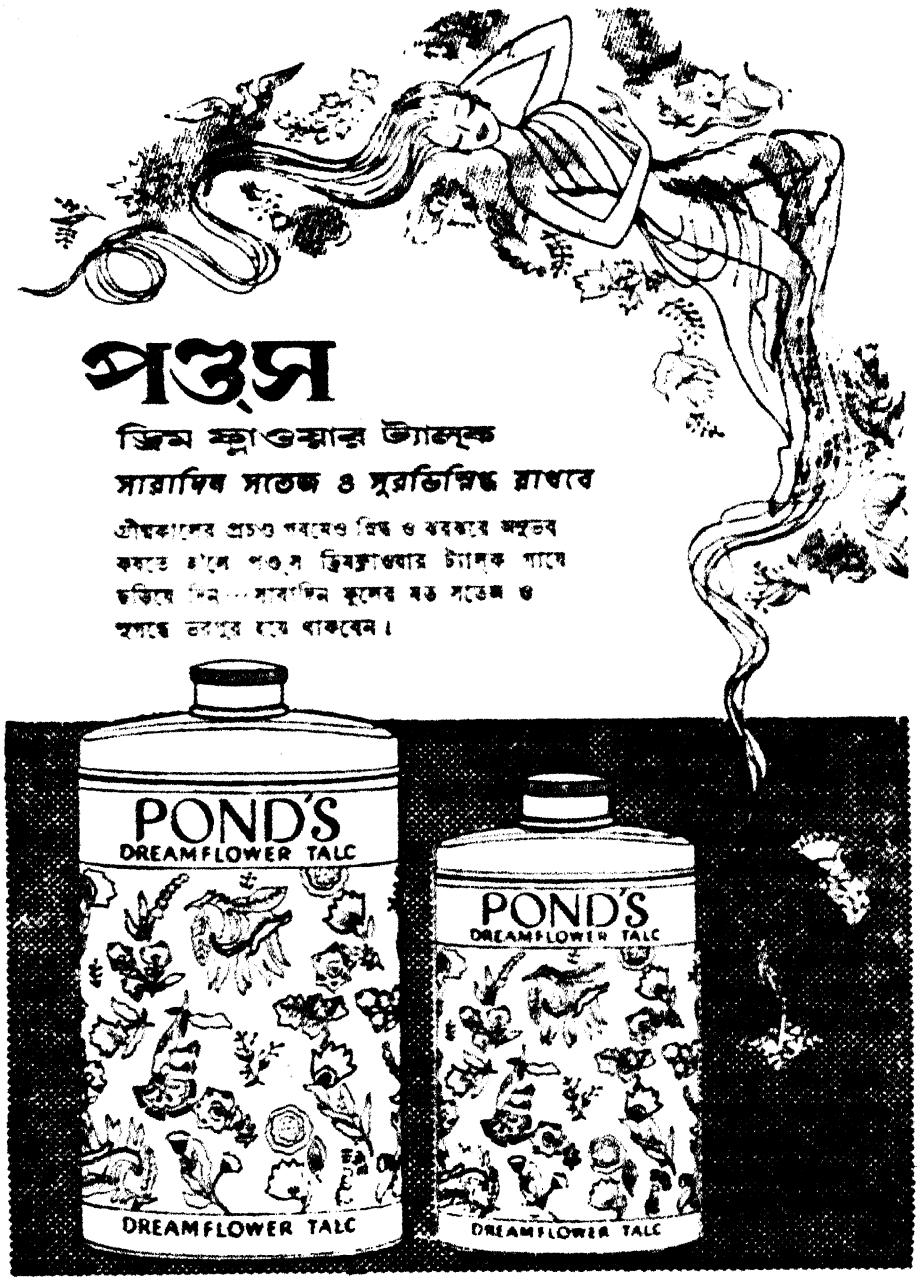


এখন দু'রকম সাইজে পাওয়া যাচ্ছে
বড় এবং মাঝারি

চীনেমাটি পণ্ড্‌স ইঙ্ক ( পীযূষকান্তি বাড়িকলম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত ) PMT—P 5609

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

১ ৮ ১

গতকাল সংপুরের পাঁচটার মৈত্রেয়ী এবং সাতটার পাঁচটার কবিবরকে এসেন তা হলে আসাই সিদ্ধান্ত।

সকালে কবির কাছে গিয়ে মনোরমা দুজনের পরামর্শ, আজ টুনি নিজের হাতে রথীন্দ্রনাথের কেশকর্তন করেছেন। এরপর সময় হাতে আর কী করেছেন সব শিখে নেই। কিন্তু সমস্ত চুল কেটে গেলে খাবার ছাড়া আর কিছু করবে সেদিন ওদের সাধ্যের বার হয়ে আর হবেই বলে বন্ধ হয়ে গেল, কারুরই সহজের সে কোন সমাধান করতে। মনে হচ্ছিল—একটা যে পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেল, সেখানে না হয়ে নেই হয়। রথীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকে কবির একান্ত সাহচর্যে মানুষ হয়েছেন—সমস্ত শিক্ষার দিয়ে তাঁর সেই ছোটবেলা থেকে কিছু করতে না পারে কিছুতে হাত হয়ে না। ওঁর কথা ঠিক যথাযথভাবে না লিখতে পারলে আমার নিজেরই মনে হয় এমন সে মনোরম ব্যবহার তাঁহিবার ভাষাদের সেই ছোট ছোট ঘটনাগুলির সাথে সম্পর্কে। ওঁর মুখের কথা বলার ধরনে যেই ভাবের ছবি ফুটে উঠেছিল। একেবারে নিখুঁত ভাষা করে সেইটুকু মনে আনা সেইটাকেই লেখা চলে, হয় তো লিখে একটুও না। আজ যে ধরনের কথা বলেছিলেন সে সময় কথা কিছু এমনি সাধারণ নয় যে, আলাদাভাবে ধরলেই হয়। একটা সম্পূর্ণ ছবি একটির পর একটা কথা দিয়ে গড়ে তোলা। যেই ধরো সেই একেবারে সহজ হয়ে সাদা মনোরম কারণ আমার মুখের দিকে চেয়েই বার বার্তালাপ, কারুরই একটা কথাও উপেক্ষা করবার জো নেই একটা, নষ্টতে পারবার না। হাসি ও কথা শুনতে বসেছিল—সে যেটা শুনতে কথার বার নিল। তবু, সেটা উপলক্ষ্য মাত্র হয়েছিল—সে ছোটবার মাত্র সঙ্গে সঙ্গে কিছু করে ফেলবার জন্যে।

প্রথমে আরম্ভ করেছিলেন যাবার সাথে নিয়ে—"আমাকে যখন ফিরে যেতে হবে না তখন কিছুতেই ওরা আমাকে চায় না যখন সবাইকে কষ্ট হয়। ইচ্ছে করে যেখানে যাবার সেখা খেয়ে, বসি৩ পাওয়ার ছোট-ছেলে ছোট আমার ছাড়া কেবলই পরে কখন যাবার পায়ে দুর্দিন ছেলে বাস নড়চড়া করা তাদের পাঁচে সহজ, তবু কেন সেবা ভালোমতো ছেলেদের কাছে চাই? ছেলেরা যে মানুষ হয়ে ওঠে না—একটা দুর্দিন পাই—সমস্যা। যখন দুর্দিন হয়ে মনটা যে নিজে হয় তা এখন দুজনে পাবে, তখন যাবার ছেলে সেবার ইচ্ছে করে আজকাল আমার চলাফিরার যে না হয়ে ঠাকি সেটার প্রয়োজন হয়। ওঁর এখন কাঁদাই আমার যা যাবে হয়ে হয়। টুনি যখন ছোটো ছিল আমি এখানে পাছ থাকি নিজেকে তখন চড়ুইদিন আমার মেয়ে থাকি। এই যাবার না লেখাতে এই এর পরিবর্তনে আমার হয়ে না।

"থেকে থেকে সেই ভিক্টোরিয়ার ভিন্ন পড়ে মনে পড়ে। দুর্দিনের মোটা মোটা চেয়ে সেখানে—কারুর পর কারু বসে রয়েছে—। হাসির সব ঠোঁট চেয়ার ধরে বসেছে বসিয়ে দুই। ভাইবোনদের ছেলে সেখানে ছোট চলাফিরে ছবিটা পড়ছে—মোটের ওপরকার নিয়ে কখনও চোখ তোলে সেখানে কখনও নিজেই। যখন যাবার সময় হয়, একজন চাকর নিয়ে এসে একটা চেয়ার ধরে ও কয়েকটা বিছা, যাবার নিয়ে যায়। সেখানে নিজেরা নিজেরা, ঘণ্টি নিজের মন নিয়ে যাবার।

"সেখানকার এক একটা জায়গা চোখে পড়ে বেড়াবার কোথায় যাবে চলে যেতাম হয়ে ছেলেরা হয়ে। যাবে পড়ে যাবার নিয়ম আমার ছোটো নিয়ে। আমাদের ছেলে৩ নিয়ে, সেখা নয়। ও, হয়ে ছেলে হয়ে ছেলে যাবার ছেলে যাবার হয়ে। যাবে ছোটো আমার ছেলে যাবে।

"সন্ধ্যেবেলা ছেলেরা যাবে ছেলেরা ছোটো ছেলে আমার নিয়ে ছোটো পড়ে ছেলেরা। ছোট যাবে যাবে ছেলে ছেলে ছেলে। ছোট ছোটো ছেলে ছোটো ছেলে ছেলে ছেলে

টাটার
ও-ডি-কোলন ও
ও-ডি-কোলন সাবান

সেই স্নিগ্ধ পরশটকু

**টাটার ও-ডি-কোলন** — স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান আনন্দদায়ক। এর ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় ফূর্তি এনে দেবে।

**টাটার ও-ডি-কোলন সাবান।** এই সাবানটি গন্ধেও মনোরম। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া যাতে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

টাটার তৈরী — তাই নিশ্চয়ই ভাল।

বন্ধুর[১] কাছ থেকে তাগিদ আসতো, 'মাস শেষ হয়ে এসেছে এইবার একটা লেখা চাই২।' বসে গেলুম লিখতে—লেখতে লেখতে একটা গল্প তৈরী হয়ে উঠলো—এমনি করেই তো গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো লেখা হয়েছে। তখন কত সহজে লিখতে পারতুম। প্রতিদিন চোখে চোখে যা দেখতুম তাই ঢুকে নিয়েছে ঐ লেখাগুলোর মধ্যে। তখন খ্যাতি ছিল না, সম্মান ছিল না, নিতান্ত সরল সহজ জীবন। নিজে নিজে ভেবেছি, লিখেছি, প্রশংসা যে একেবারে পাইনি তা নয়, কিন্তু পাঠকের কাছে গালও খেয়েছি ঢের। মাঝে মাঝে অভিমানে মনে হয়েছে লেখা বন্ধ করে দিই—এইরকম করে সেদিনকার দিনগুলি চলেছিল। তারপরে এল সম্মান, এল খ্যাতি, হল বিশ্বভারতী। বাড়লো নানা রকম কাজ, জগতের ছোটো বড়ো অজস্র রকম দাবী—কোথায় পড়ে রইল আমার নিজের নিভৃত অন্তরের ধন।

অনুরোধে যখন লিখেছি তখন তাদের মনের মতো সমাদর সম্মান পেয়েছি। সেও আমার জীবনের একটা অসম্পূর্ণ দিক। শুধু, যে সম্মানটা পেয়েছি তা নয় ভালোবাসাও পেয়েছি পাঠকের। তারা আমার মধ্যে কী দেখেছে জানি না, কিন্তু জনসাধারণ আমাকে শ্রদ্ধাই করুন কেউবা ভালোবাসুন তারা সাধন ছিল, সেখেছে কাজটা ও আমার জীবনের আমাকে তারা কী সম্মান কী অভ্যর্থনা দিয়েছে। ঐ সব কাজে পড়ে আমার সারা আজকের দিনে নিজেদের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, তাই আমার মুখের কথা ঠিক রকম বন্ধ হয়ে গেছে। এ সবই আমার কাছে অসম্পূর্ণ মনে হয়। হয়, আজকাল থেকে থেকে সেই পুরনো দিনের ধারা ফিরে ফিরে টান করে—সেই সহজ সুন্দর মধুর জীবনযাত্রার।

"মনে রেখো। এই তো বসন্তের—কিন্তু হঠাৎ এখন ছেড়ে এসে যাচ্ছি—হয়তো আর তোমাকে এই অপরূপ ঐশ্বর্যে ভরা দিনে তোমার সেই আগের মিলনপূর্ণ শুধু স্বীকারের দিনে যাই, হয়তো আর। তখন নিশ্চয়ই মনেরো না। কারণ এই খ্যাতি, এই সম্মান, এই সমাদর, এ সবের কোনো মোহ নেই একথা বলতে মিথ্যা বলা হবে। তার মানে এটাও চাই ওটাও চাই। মানুষের মন কি মজার তাই দেখো। হয়, একথা খুবই সত্যি, যে এই সম্মান খ্যাতির মধ্যে দিয়ে মানুষের যে ভালোবাসাটা পেয়েছি, সেইটাই সকলের চেয়ে মনকে স্পর্শ করেছে। আমার জীবনে এইটাই বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান।"

এসব কথা যখন বলছিলেন, আমার মনে

---

১ পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৮৭৩-১৯৩১)। কবির প্রাতুষ্পুত্র। ২ আশ্রমের মাসিক পত্রের জন্য।

পড়লো আর একদিনের কথা। সেদিন বলেছিলেন, "বিদেশের নানা জাতের নানা মানুষের কাছ থেকে যে অজস্র ভালোবাসা পেয়েছিলুম তাতে কারই বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাবটা আমার মনে নানা রেখে উঠেছিল। সেদিনই স্পষ্ট করে বুঝেছি আমাদের যে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কোনো জাত বা দেশের বাধা মানে না। মনে হয়, আমার আশ্রমে এমন একটি জায়গা তৈরী করবো, যেখানে সব দেশ সব জাতের লোক এসে সহজেই বন্ধুত্বে মাতে। পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারবে—এই রকম একটা ভাব হাওয়ার মধ্যে পৃথিবীর ভাবুকদের মিলনের জন্যে সহজ সহজ হয়ে যাবে।"

সকালে একদল মানুষ ভালোবেসে যাবে বলেছেন, দুপুরবেলা মানুষ বন্ধুর সঙ্গে দেখাটি যাবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অতিথির ভালো লাগানো জন্যে সময়ই হয়ে যাবে কোনো সময় সময় ঠিকমতো ছাড়া পাওয়া কোনো কঠিন হয়। অনেক সময় দেখা যায়, ভাবে, দুপুরে কি বলবো দুটি। কিন্তু তাকে আর যা কথা বলবার মনে একেবারে আসে না। আগের থেকে মনে ঠিক করে রাখা যায় না। সামনে মুখের ভাব দেখে কথা বলতে হয়। সেদিন সকালে কিন্তু কবির কাছে কোনো বন্ধু আসেন নি। কবি একলা বসে কিছুক্ষণ লিখছিলেন।

কবির কাছে দুটি জন ছিল, এক জন হচ্ছেন আমার ভাগ্নে সরোজের কাজ করবার জন্যে। কিন্তু কবির কাছে কাজের চেয়ে অকাজ করবার লোক ছিল বেশি। এই সময় আমি কবির কাছে গিয়ে বসলুম। কবি লিখছিলেন। লিখতে লিখতে মুখ তুলে বললেন, "কাল রাত্রে ঘুমের মধ্যে একটা কবিতা মনে মনে তৈরী হয়েছে। সেটা লিখে ফেলি।" এই বলে কবি লিখতে লাগলেন। আমি চুপ করে বসে রইলুম। কবি লিখে যাচ্ছেন, মাঝে মাঝে কাটছেন, আবার লিখছেন। এই ভাবে কবিতাটি লেখা শেষ হলো। কবি আমাকে কবিতাটি পড়ে শোনালেন। কবিতাটি শুনে আমার মনে হলো, কবি যেন নিজের মনের সঙ্গে কথা বলছেন। কবিতাটির ভাব এই রকম—

আজ এই চার দিনের মধ্যে কবিতার ভাবটি ওঁর মনে হয়ে গেছে। সারাদিনই সেখানে নতুন কোনো একটা একলাপাখিকে করতে ওঁর মনে হয়েছে। এইজন্যেই বিশ্বভারতীর সেবা আমার ওঁর ভালোবাসা। একটা কবিতার কিছু আমার যে কত সময় লাগে তার নিশ্চয় কোনো ঠিক নেই। কখনো কখনো সামান্য দুটি লাইন লেখবার পরে আর কিছু লিখতে পারি না। কখনো বা একটানা লিখে যাই। কিন্তু একবার লিখে ফেলবার পরে আর কোনো পরিবর্তন করি না। কবিতা লেখা হয়ে গেলে কবি আমাকে আবার পড়ে শোনালেন। আমি বললুম, "এই কবিতাটি আমি নিয়ে যাবো।" কবি বললেন, "নিয়ে যাও।" আমি কবিতাটি নিয়ে এলুম।

আজ এই চার দিনের মধ্যে কবিতার ভাবটি ওঁর মনে হয়ে গেছে। সারাদিনই সেখানে নতুন কোনো একটা একলাপাখিকে করতে ওঁর মনে হয়েছে। এইজন্যেই বিশ্বভারতীর সেবা আমার ওঁর ভালোবাসা। একটা কবিতার কিছু আমার যে কত সময় লাগে তার নিশ্চয় কোনো ঠিক নেই। কখনো কখনো সামান্য দুটি লাইন লেখবার পরে আর কিছু লিখতে পারি না। কখনো বা একটানা লিখে যাই। কিন্তু একবার লিখে ফেলবার পরে আর কোনো পরিবর্তন করি না। কবিতা লেখা হয়ে গেলে কবি আমাকে আবার পড়ে শোনালেন। আমি বললুম, "এই কবিতাটি আমি নিয়ে যাবো।" কবি বললেন, "নিয়ে যাও।" আমি কবিতাটি নিয়ে এলুম।

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত
শ্রীগীতা
মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা, ভাষ্য-মর্ম্ম বৃহদিকাসহ অসাম্প্রদায়িক সর্ব্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা। ৫৲ টাকা।
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম
শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা। ৪৷৹ টাকা।
ভারত-আত্মার বাণী
উপনিষদের মূল হইতে ভারতের যুগ-যুগান্তরের বিশ্ববৈশ্বরীয় বাণীর ধারাবাহিক আলোচনা। ৫৲ টাকা।
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

"রঙমহল"-এ যে জীবনের সুরু—
তারই বর্ণনিকাপাত ঘটেছে
বাংলা রঙ্গের নবতম উপন্যাসে
প্রাক্তন ৪৷৷০
নবতম রঙ্গালয়ের নতুন অবদান
ছাউনি ১৷৷০
বাংলা রঙ্গের কাহিনী অবলম্বনে
রচনা করেছেন রঙ্গালয়ের অন্যতম নটনটী।
এ উপন্যাসগ্রন্থের আর
নতুন নিদর্শনের আকর্ষণ।
শেষ প্রান্তর ভবেশ গঙ্গোঃ ৪৷৷০
চার প্রহর মহম্মদ আহমদ ২৲
রঙমহল বরেন বসু ৩৲
অবিরল গোকুল কুণ্ডুসঃ ৪৲
রাঙা গোকুল কুণ্ডুসঃ ৩৲
সম্পূর্ণ তালিকার জন্য চিঠি লিখুন।
সাধারণ পাবলিশার্স
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ
যাঁহাদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে ১নং ফ্রী বাস্ত বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব।
ধবলত্ব, অসাড়ত্ব, একজিমা, দেহকুষ্ঠ, বিবিধ চর্ম্মরোগ, হাত পায়ের ফাটা প্রভৃতি চর্ম্মরোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা।
হতাশ রোগী পত্রিকা লিখুন।
২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্ম্মরোগ চিকিৎসক পণ্ডিত এম ব্যাস (সময় ৩—৮)
২৩/৮, হরিতকী বেড়, কলিকাতা-১
পত্র লিখার টিকানা দেশ অফিসঃ, ২৪ আনা

বিষয় আছে তা কখনও দেখিনি। নিতান্ত একটু না খেলে কেউ ছাড়বে না তাই যেন চামচটা একবার মুখে ঠেকালো। কিন্তু কবিরাজি পথ্যের প্রথম দিন, নতুন পরীক্ষা করার উৎসাহে তাই একটু মুখে দিলেন। চালতামাড়ার পায়েসও এক চামচ চেখে দেখলেন। মাছ আসে বন্ধ হওয়াতে খুশীই হয়েছেন, কারণ ইদানীং অম্বিকে আহারে বেজায় অনিচ্ছা দেখা দিয়েছে; মাঝে মাঝে তো বন্ধই করে দেন।

সেদিন বিমলানন্দের সহকারী কমলাকান্ত ঘোষ-মশাই নতুন ওষুধপত্র কখন কি খেতে হবে সেবককে বুঝিয়ে কবির সাদা কথাবার্তা বলে চলে গেলেন।

দুপুরবেলা ওঁর যেন মনে কি প্রশ্ন জেগেছে তাই বারে বারে খোঁজ করছেন, কবিরাজমশাইকে আবার কখন পাওয়া যাবে। ওঁর যদি কাটতে সময় হয়, তাহলে সময়ে কাছে দেখবেন তাকেই বলবেন, অমুককে একবার ডাকতে পাঠাও তো। ফোকাটাকে ডেকে অনেক বড়ো সময় লাগা উঁচিত তার আগেই অস্থির হয়ে ওঠেন, যে ডাকতে গেছে সে হয়তো আর কোথাও দেরি করছে। আজও তাই হল; যে গিয়েছিল সে ফিরে এসে বলল, কবিরাজমশাই চুপ করে আছেন। "আচ্ছা," বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আবার দিন তিনেক পরে, "হাঁরে আর চা খাওয়া হল কিনা" বলে ফোক ছুটলো। ঠিক তার আগেই আমি এসে বলেছি, বললেন, "হাঁরে, সেদিন যে আমার ছোটো কবিরাজ এসে কি খাচ্ছে যে এখনও শেষ হল না। যাকেই পাঠাচ্ছি সেই শুনি সেখানে আটকে যাচ্ছে, ফিরে আর সেই আসে না।" আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম যা এইমাত্র তো গেছে। "আমলকী পর্যন্ত খেতে সময়ও তো লাগে। তাছাড়া অনেক বেলাতে আমাদের খাওয়া হয়েছে বলে কবিরাজমশাইর বিশ্রাম করতে যেতেও দেরি হয়েছে, তাই বোধ হয় ভদ্রলোক একটু দেরি করেই চা খেতে এসেছেন, সেইজন্যেই এতটা সময় লাগছে। "আচ্ছা, আচ্ছা, সে বেচারী একটু ভালো করে খেয়ে নিক্, না হয়।" বুড়ী ছিল ঘরে, সে বলল, কবিরাজ-মশাই বলে পাঠিয়েছেন একটু পরেই আসবেন। "আচ্ছা, যথাস্তু।" ইতিমধ্যে আবার সেই বলছেন, "ভদ্রলোক তো এখনও এল না, আমি মৈত্রেয়ী হুড়োহুড়ি উঠে বসল, আমি এখনি ওঁকে ডেকে নিয়ে আসছি, বলে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চারপাশেই সিঁড়ির কাছ থেকে মৈত্রেয়ীর উচ্চ কণ্ঠস্বর এবং বুড়ীর গুনগুনে প্রত্যুত্তর। মৈত্রেয়ীর গলার স্বরে মনে হল খুব বিরক্ত হয়ে কি যেন বলছে। হঠাৎ কয়েই আমি সেদিকে কান দিলাম না। খানিকক্ষণ পরে মৈত্রেয়ী খুব গম্ভীর মুখ করে আবার ফিরে এসে বসলো। বুড়ী সেদিন পাশের ঘরে বসে কি সেলাই করছে মনে নেই।

খানিকক্ষণ পরে হরীশবাবু এসেন কবির সঙ্গে দেখা করতে—তিনি সেদিন কলকাতা যাচ্ছেন। "হরী, কবিরাজ যে বলছেন তুমি খুবই ভালো করেন তাই ওষুধটা আমাকে ছাড়া করে দেবেন। তার একটু সময় লাগবে। আঃ! বসি যদি কতক্ষণ না করতে হয়।" হরীশবাবু চলে গেলেন।

কবি সকাল সকালই বিকেলের দিকে খাওয়া সেরে নিচ্ছেন আজকাল। খাওয়ার পরে পাশের ঘরে ভ্রাম্যমাণ[১] কাটাতে না ইচ্ছিয়ে বসে দেখে আমি নিচে নেমে গেলাম। এখন শুধু বুড়ী ওঁর কাছে থাকে, তারপর রাত নটায় ওঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রাত্রের মতো কর্তব্য সেরে বাড়ি চলে যায়। আমার সেই ছোর চারটে থেকে তার আর সুধাকান্তবাবুর পালা সকাল ছটা পর্যন্ত।

কবি রাত সময় বলতেন, "রোজ সেবারাত্রে আমার চিন্তিশ্রেণি যখন আসে মনে হয় যেন ছোরের লুকোচুরি।" রাত নটা থেকে ছোর চারটে পর্যন্ত আমা ফোকোসের পালা। যেমন কখনও ভবানি ভাস্করবাবু, কখনও সুবলবাবু, কি অমিল সাহেবকে,৩— এইরকম সব ভাগ হতো। আমি যখন পাশে থাকতাম তখন আমিও মাঝে মাঝে রাত্রে পালায় যোগ দিয়েছি। তবে আমি রাত জাগতে চাইলে কবি আমার অসুবিধা নিয়ে বড়ো ভাবিত হতেন বলে আমি সন্ধ্যাবেলা ওঁর কাছ থেকে বাড়ির কাজে ছুটি নিতাম। এতে ভবানি ভাস্কর মাঝে মাঝে রাত ছোর করে দিয়েছে। ছুটি নিয়েছে। ছুটি হয় সুবলবাবুও সেরেছি।

একদিনকার কথা মনে আছে—সেটা পড়ে একটা রোগুবার। তার ৮-১০ দিন আগেই আমি কলকাতায় গেছিলাম। সেদিন রাত্রে ফোকোসের পালা ছিল ভবানি ভাস্করের—সুবলবাবু ছিলেন না কি কোথায় বলে গেছেন। ভবানি ভাস্কর যে কি ভালো লোক তা বলার নয়। আমি সুবলবাবুকে দিয়ে বলেছিলাম যে আমার বাড়িতে ছোর আমিই ফোন করে দেব। ভবানি ভাস্করের বাড়িতে ফোন নেই। ভবানি ভাস্কর ফোন করে জানাল যে আমার ডাকার দরকার নেই, কিন্তু সেদিন

১ সাধারণতঃ রোগীরা ভ্রাম্যমাণ কাটাতে ৪ পায় ঘিরে বসে।


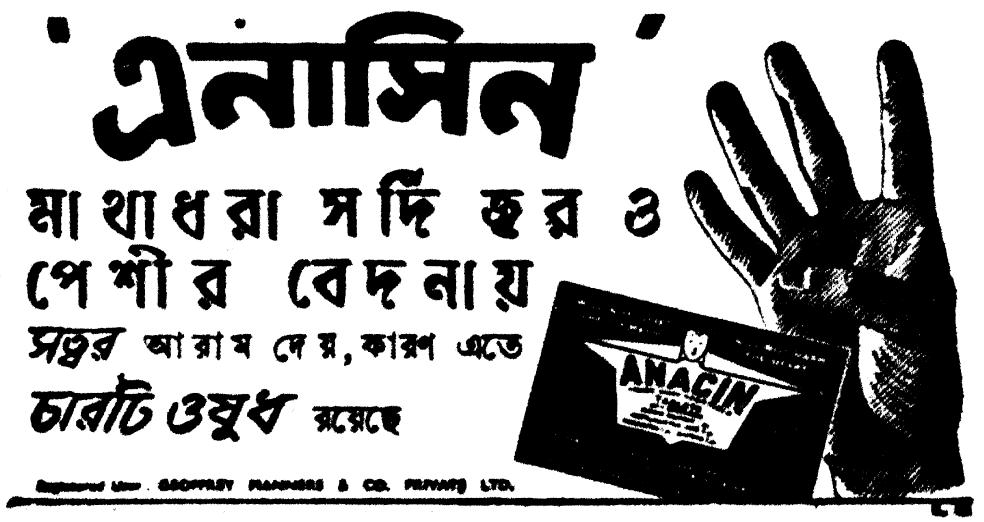

সাঁতারই জোরদার অভ্যাস এবং আমি খুব জোর করছ হাতটা হয়ে গেছেন। ঠিক হল, আমি হাত সাতারটা পর্যন্ত খাবারে হাতপর বাতাসের সময় সাতারবার, এক আমার হাত থেকে ঘুলটাকে নিজের হাতে নেবেন।

কবি ঘুমাবার আগে সবার ছেলে নিয়ে যে কাজ হাঁস। সেদিন রাতে কবি ছেলে প্রথমে উপস্থিত হলেন। তাঁর ও' ঘুমি আমার এ কি কাণ্ড করছো? ঘুমিয়ের জন্যে এসে ঘেরকাজে কি এরই নাম কবিতা লেখবে? আমার ঘেরা করছে কিনে ঘেরকাজে কি এরই নাম কবিতা করবে? আমার ঘেরা করছে কিনে ঘেরকাজে না আমাকেই টেনে নেবার ভাবনাটি করতে হয়। আমি প্রথমে নিরুত্তর, কিন্তু চাপে না প্রথমে আমাকে নিরুত্তর হয়ে থাকেন। "আজ সারাদিন এই কাজ করো। টাকার এরই কবিতা নিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘুম করে শুয়ে পড়ো। নিরুত্তর হয়ে ঘুমোও আমার ঘরকার হয়েই আমি ঘুমাবার ছেলে ঘুমাবো। ও'র সাথে এমন ঘেরকাজে না করে আমি নিরুত্তর হয়ে এবং টাকা ঘেরকাজে ঘুমিয়ে পড়লাম কবি ছেলে ঘেরকাজে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরে ঘুমিয়ে আমার ঘুম ভাঙলো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে

# ট্রাঙ্ক টেলিফোন কলের

## জন্য

# সংশোধিত রেহাই হার

•

**১৯৬০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে কার্যকরী হয়েছে**

দিনের বিভিন্ন সময়ে ট্রাঙ্ক টেলিফোন কলের জন্য যে রেহাই হার রয়েছে, ১৯৬০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে সেই হার সংশোধন করা হয়েছে। ঐ তারিখ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রযোজ্য নতুন হারগুলি হলঃ—

**রবিবার ও টেলিগ্রাফের ছুটির দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে—**

| সময় | হার |
|---|---|
| রাত্রি ১২টা থেকে ভোর ৫টা | পুরো হার |
| ভোর ৫টা থেকে ভোর ৬টা | পুরো হারের ৮০% |
| ভোর ৬টা থেকে সকাল ৯টা | পুরো হারের ৭০% |
| সকাল ৯টা থেকে রাত্রি ৮টা | পুরো হার |
| রাত্রি ৮টা থেকে রাত্রি ১১টা | পুরো হারের ৭০% |
| রাত্রি ১১টা থেকে রাত্রি ১২টা | পুরো হারের ৮০% |

**রবিবার ও টেলিগ্রাফের ছুটির দিনে**

| | |
|---|---|
| রাত্রি ১২টা থেকে সকাল ৭টা | পুরো হার |
| সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ১২টা | পুরো হারের ৫০% |

•

রেহাই হারের ট্রাঙ্ক টেলিফোনে অগ্রিম কল বুক করা যাবে না। তাছাড়া, রেহাইর সময়ের সুবিধাগুলি সম্পর্কে বর্তমানের বিধি-নিয়মই প্রযোজ্য হবে।

## ডাক ও তার বিভাগ

DA 59.513

GOVERNMENT LIBRARY

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

কি হল বলো—কার কোথায় লেগে যে মুই হলধর! আমি অনেকক্ষণ খুঁজলুম—

শশধর বলেছিল—আমি হাঁস কিনবার ব্যাপারে নিজে কখনো যাই-টাই নি হলধর আমলাকাঁদি পর্যন্ত। হাটে হাঁস-টাঁস সুকুমারের বাড়ির লোকরাই নিয়ে আসতো—

কথা সে সব কিনবার কথাই নয়। সব ব্যবস্থাই একেবারে এ-ই ছাড়ার ওপর ছিল হাঁস কিনবার ব্যাপার। হলধর এই সুযোগে কথা পাড়ে ছিল সুকুমারের কোয়ার্টার্স। এবং সব ব্যবস্থা হয়েছে। সিমেন্ট দেয়া পাকা ঘর তার মাঝে মাঝে বাঁশের খাঁচা। কিন্তু হয়নি। পাকা ঘরটা এখনো ছিল না। কারণ সুকুমার চলে যাবে এখান থেকে। তাই সিমেন্টের জন্যে এখানে এই ব্যবস্থা হয়নি। তবে ছিল না। শুধু সিমেন্ট দেয়ার ব্যাপারটা বাদ দিয়ে এই এখানের মতো ছোট ছোট ওখানের আবহাওয়াটা পুরোপুরি পাবে বলে হলধর ঘোড়ার ব্যবস্থা নিজেই বিক্রী বিক্রী হাঁসের পরিবারে কয়েকটা মরা ডিমের বেকারও হয় বলে হলধর। তবে হলধরা জানতো কাজ পেলে। হলধর সুকুমারের হাঁসের ব্যাপারে কিছু কিছু ভার এরকম দেয়া হয়েছে। তবে কখনও কখনও একটা হাঁসের মরা কাটা-কুটি করে একটা বিক্রী করা ছাড়া উপায় থাকে ওই সমস্ত পাড়াটা যখন কেমন ফাঁকা হয়ে উঠেছে। মোড়ের পাঁচমাথা-মাঝির ছোট ছিল টিনের পাড়া। টিকওয়ালারা হলধরের ওপর লম্বা লম্বা কাঠের ওপর টিকে পুড়িয়ে দিয়ে। তার উল্টোর ছিল আদু করের সরোবর ছেলের ছোকরা। সুকুমারেরা কতদিন হয়ে কিনতে গিয়েছে না। আর শশধরের দিয়ে হলধরা ধনিলাহার ওপর। ধনিটা বুঝতো—কুড়োচ্ছে ছাড়া বস্তুটা সেই ধনিলাহাটা নিয়ে নিজের বুদ্ধিশাক খেত। কতদিন দু ঘণ্টা তিন ঘণ্টা বসে বসে হলধর শশধর। সবসময় হয়ে কোন হয়েছে, সে-কথা তখন তার মনে নেই। হলধর সেই হয়ে নিয়ে বসে পড়েছে এসেছে তখন সে কী বর্ষার মাস। তার ওই সে আদু করুর ছোকরার উত্তরে ছিল হাঁস কিনবার বিরাট বাড়ি। ওই বাড়ির ছোকরা বিরাট একটা সরোবর ছিল। অত্যন্তদিন হলধরের ছোকরার উঁচু দিয়ে ছোকরা শশধর। তার মধ্যে ছিল বেশ্যা। হয়ে হলধরা ছোকরা সরোবর হয়ে হয়ে হয়ে ছোকরা ছোট ছোট। এই ছোট ছোট ছোকরা ছোকরা ছোকরা

লক্ষ্মণকে দেখলেই বড় ভয় হতো। কথা নেই বার্তা নেই, লক্ষ্মণ দীপঙ্করকে দেখলেই মাথায় চাঁটি মারতো।

রাস্তা দিয়ে দীপঙ্কর চলেছে, হঠাৎ উল্টোদিক থেকে দেখা গেল লক্ষ্মণ আসছে—

লক্ষ্মণকে এড়াবার জন্যে দীপঙ্কর রাস্তার একপাশ দিয়ে সরে গেল। কিন্তু লক্ষ্মণ ততক্ষণে তার সিকেই এগিয়ে এসেছে।

এসেই বললে—কী রে, কোথায় চলেছিস—

বলতে না বলতে তার মাথায় খাঁ করে একটা চাঁটি মেরে আবার চলতে আরম্ভ করেছে।

এক-একবার কান্না পেত দীপঙ্করের। এত লোক থাকতে তার মাথায় কেন চাঁটি মারে সে! কী করেছে দীপঙ্কর! কিছুতেই কিছু ভেবে বার করতে পারতো না সে, তার ওপরে কেন লক্ষ্মণের এত রাগ! চোখে জল এসে পড়তো কতবার। অথচ কাঁদবার উপায় নেই। মা যদি জিজ্ঞেস করে কে তাকে মেরেছে, কেন তাকে মেরেছে? কী জবাব তখন দেবে দীপঙ্কর! এক-একবার মনে হতো, হয়ত ভালো চুল ছাঁটা হয়নি বলে লক্ষ্মণ মারে, কিংবা ময়লা জামা-কাপড় পরে বলে মারে। কিন্তু না, ভালো চুল ছাঁটা হলেও লক্ষ্মণ মেরেছে, ফরসা জামা-কাপড় পরলেও মেরেছে। পরে ভেবে দেখেছে তাকে চাঁটি মেরে লক্ষ্মণ সুখ পেত বলেই মারতো। অন্য কোনও অপরাধের জন্যে মারতো না। কিন্তু তারপর স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে, কলেজ ছেড়ে অফিসে ঢুকেছে, সংসারে ঢুকেছে, তখনও লক্ষ্মণকে তাকে ছেড়ে দেয়নি। সারা পৃথিবীতে সেই এক লক্ষ্মণ রয়, লক্ষ্মণ হয়ে বহুরূপে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। লক্ষ্মণদের হাত থেকে যেন মানুষের আর মুক্তি নেই।

কলেজে সেকালে ভর্তিপরীক্ষা হলেরে ঢোকার আগে তাকালেই দীপঙ্কর দেখলে, সামনেই লক্ষ্মণ আসছে। তখন ভিরমি হয়ে পড়ে। হলঘরে তখন জল ছিটিয়ে মুখ ছিটিয়ে লক্ষ্মণকে দেখেই কেমন যেন হয়ে গেছে। সহপাঠীরা ধরাধরি করে দীপঙ্করকে। আবার হাঁশ হলে লক্ষ্মণ।

একটু পাশ করে গেল দীপঙ্কর। কিন্তু লক্ষ্মণের কী যে হলো, সে-ও তার পিছে এসে।

সামনে এসেই লক্ষ্মণ বললে—কী রে, ভূগোলের ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কোন্ কোন্ গুলো হবে?

দীপঙ্কর কিছু বলে না। তার আগে একেবারে লক্ষ্মণের ঘুসোর পিঠে পড়ে।

লক্ষ্মণের আর কোনও দিকে খেয়াল নেই। বলেই সোজা তার মাথায় একটা চাঁটি মারলে—

হলের ভেতর হয়ে ঘোরে ঘোরে দীপঙ্করের যেন বমন করবার বেগ উপস্থিত।

বললে—আমার ইনফিরিয়র কেস যে দুই হোল? ফেল কেন দুই ইনফিরিয়র অফিসার? অফিস গেলে কী করবি বলতে?

হঠাৎ দীপঙ্করের মনে পড়ে, একবার পুরিতলে যেন অনেক কাকপক্ষী লক্ষ্মণ একেবারে সোজা-বেগুনের ছাতার উঠেছে। বললে—যেন মরবার সময়ে আমার বুদ্ধি মারবে—এই তো আমার মরবার, কী করবি তুই?

বলে সত্যিই আবার একটা চাঁটি মারলে মাথায়। এবার আস্তে জোরে।

দীপঙ্কর মনপণ সঙ্কল্পে নিজেও লক্ষ্মণের খুব। মাথাটা যেন কম কম করে উঠলো। বললে—আমি কিন্তু বলি মা বলে দিই না।

লক্ষ্মণ আরও এগিয়ে এল বুকের কাছে। বললে—খুব যে সাহস হয়েছে তোর দেখছি —বড় সাহস, না—

বলে আবার মারলে মাথায়। মাথার চুলের একটা গোছা ধরে জোরে একবার টানলে।

বললে—এক ঘুসীর মারবো বাকে, তখন ঘুসীগুলি দেখাবে কেমন—

—বারে, আমি কখন ঘুসীগুলি করলাম তোর সঙ্গে? তুই তো আমাকে মারলি প্রথমে!

লক্ষ্মণ এবার মাথাটা তার মাথায় ঘুসীর মারতে আরম্ভ করেছে—

—কেন, কেন ঘুসীগুলি? কেন ঘুসীগুলি মেরে? কেন?

কথা বলে আর মাথা লক্ষ্মণ। মাথা ঘুরতে শুরু করেছে একেবারে। ঘাইল বীরে, সন্ধানে, দেখলে—মাথার পেছনদিক মারতে আরম্ভ করেছে। দীপঙ্করের মাথায় তখন সমস্ত সংসার কী কী করছে। মাথা ঘুরছে বন্ বন্ করে—

মারে আর মুখে বলে—কেন ঘুসীগুলি মেরেছিস কেন? কেন? কেন কেন কেন ঘুসীগুলি—

হলঘরে এসেছে বলে দীপঙ্করের একেবারে মনে হবার মতো কিছুই কী সে ঘটেছে, কেবল মনে হচ্ছিল একটা ঘন্টা ধরে লক্ষ্মণ তাকে একটানা মারছে। দীপঙ্করের কাছে মনে হচ্ছে ঘন্টা নয়, দিন। দীপঙ্করের মনে হচ্ছে সে যেন মরে গেছে। লক্ষ্মণ তার মাথা ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে। সেই লক্ষ্মণের ঝাঁকানিতে তার মনে হচ্ছে তার মাথাটা যেন ঘাড়ের ওপর থেকে ছিটকে পড়ে যাবে। দীপঙ্করের মনে হচ্ছে সে যেন মরে গেছে।

লক্ষ্মণ পালাতেও পারে না, মারতেও পারে না। হঠাৎ এই আচমকা মার খেয়ে যেন সে দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। শীলঙ্কর তখন উঠে দাঁড়িয়ে ভঙ্গিমাটা দূর থেকে দেখতে লাগলো। মনে হলো যেন হয়েছে, খুব হয়েছে—এতদিনে ঠিক জব্দ হয়েছে লক্ষ্মণ। যেমন তাকে মারা, তেমনি শিক্ষা হয়েছে—

অনেকক্ষণ মারের পর লক্ষ্মণীর বললে—আর মারি কখন? মারিস ওকে তুই—তোর চোখ কানা করে দেব, বোবা, বোবা এখন থেকে—কী—

এতক্ষণে শীলঙ্করের অনেকখানি সম্বিত ফিরে এল।

লক্ষ্মণ মুখ কাঁচুমাচু করে পায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠলো। নিজে চোখে চোখ রেখে—

লক্ষ্মণীর ও তখন সবলে ওপর থেকে তার নিজের বাঁহাতটা মুচড়িয়ে নিয়েছে।

শীলঙ্কর বলছে নিজে লক্ষ্মণ—আমাকে ও কেন বলে লক্ষ্মণীর—কেন এইসব মারে মারে আমার সঙ্গে বিশ্বাস করিস—শুধু শুধু মারে।

লক্ষ্মণীর মুখটা নত লক্ষ্মণীর লক্ষ্মণীর

শীলঙ্কর লক্ষ্মণ—কেন মারে—কেন মারে বুঝি ওকে মারলে লক্ষ্মণীর—আমি কিছু জানি না ওর—শুধু মারে।

লক্ষ্মণীর হঠাৎ শীলঙ্করের কাছে এসে মারার মতো করে মারতে লাগলো।

লক্ষ্মণ মার খেতে খেতে বলতে লাগলো। মার খেতে খেতে ও আর দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। মুখ ওকে মারতে পারে। কিন্তু মুখের ওপর মারতে পারে না—মারলেও মুখের ওপর মারে না—

লক্ষ্মণীর হঠাৎ থেমে গেলো।

শীলঙ্করের সামনে নিজে লক্ষ্মণ মারতে মারতে ওকে শুধু ওকে মারতে মারতে লক্ষ্মণীর ওকে মারতে মারতে ওকে মারতে মারতে ওকে মারতে মারতে

দিলে দেবতারা খাবেন কী? তখন তাঁরা ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মাকে গিয়ে তাঁরা বললেন এখন উপায় কী? তখন ব্রহ্মা অগ্নিদেবকে বলে একজনকে রাজা তৈরি করে নিতে—তাঁর নাম হলো পৃথু। সেই পৃথুই হলেন পৃথিবীর রাজা। তিনি ছিলেন বিষ্ণুর অবতার। তিনি রাজা হবার পর আবার বাস-বস্ত্র হতে লাগলো, আবার ধর্ম ফিরে এল। তিনি প্রজা রঞ্জন করতে পারতেন তাই তাঁর নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল চারিদিকে। সেই 'রঞ্জন' কথাটা থেকেই রাজা নামটার সৃষ্টি হলো—

তারপর একটু সোজা হয়ে বসে বললেন—এখন বুঝলে তো কী করে রাজা হয়?

সবাই একসঙ্গে বললে—বুঝলুম সার—

—কিন্তু সব রাজাই পৃথুরাজার মতো ভাল রাজা হয় না। এমন রাজাও আছে যারা প্রজা-রঞ্জন করে না, প্রজাদের ভোটপত্রকে মূল্য দেয় না—আমাদের দেশের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছ তোমরা?

সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল প্রাণমহাবাবুর দিকে।

কিরণ মাস্টারমশাই হঠাৎ বাধা দিয়ে বললে—সার, সি আর দাশ যখন রাজা হবে তখন তাঁরা রাজা হবেন?

—সি-আর-দাশ রাজা হবেন?

প্রাণমহাবাবু অবাক হয়ে কিরণের দিকে চাইলেন।

বললেন—কে বললে?

কিরণ বললে—একজন সাধু বলেছে সার,—

—কে সাধু?


## দি রিলিফ

২২৬, আপার সার্কুলার রোড

**এক্সরে, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা হয়**

দরিদ্র রোগীদের জন্য—মাত্র ৮, টাকা

সময়:—সকাল ৯টা থেকে ১২-৩০ ও বৈকাল ৫টা থেকে ৭টা

## ধবল বা শ্বেত

এলার্জির যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, দাদ, উচ্চরক্তচাপ অনাতুরঘর দাগ, ফুলা, আংগুলের বক্রতা ও স্ফীত অন্ত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্র লিখুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া ফোন : ৬৭-২০৩৯, শাখা: ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)


—খাঁটি সাধু সার, খাঁটি হিমালয়ের সাধু বলেছে দেশ স্বাধীন হলে সি-আর-দাশ রাজা হবে, আর আমার বাবার অসুখ ভালো হয়ে যাবে, আমাদের দেশের সব্বাসের অসুখ ভালো হবে, আমরা সবাই ভালভাত খিচুরি খেতে পাবো, রাত্রি, সাবাড়ি, সাবাড় রাজভোগ—

প্রাণমহাবাবু হেসে একটু হাসলেন। কপাল একটু চিন্তার আভাস ফুটলো মুখে।

বললেন—দেশ স্বাধীন হলে যে দেশের লোকের অবস্থা ভাল হবে তা বলতে আর সাধুর সরকার হয় না যারা দেশ দেখেছে, বুঝছিলে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা বই আছে 'রক্ত করবী' বড় হলে তোমরা পড়ো সে বই—। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের পরিবারে একজন মস্ত বড় কবি, একদিন সমস্ত দেশ তাঁর মুখে ঠাকুরের দেখবে—তা সেই তাঁর লেখা বইতে তোমরা পড়নি?

কপিঞ্জল উঠে দাঁড়িয়ে হুমায় দিয়েছিল। আমি ছবি ঠাকুরকে দেখেছি সার—

—তুমি ঠাকুর দেখেছ? কোথায় দেখলে?

কপিঞ্জল বললে—আমাদের বাড়ী চিতপুরে সার—

—বাড়ী চিতপুরে?

হ্যাঁ সার চিতপুরে খাঁটা বড় বড় বাড়ী—

হরি আমার কপিঞ্জলের দেখা ঠাকুর দেখা পাড়ার ঘরে ঘরে ছবি টাঙানো দেখেছে। কপিঞ্জলের বাবা ছিল কংগ্রেসের কর্মী, তাঁর ঘরে ছবি টাঙানো ছিল। কপিঞ্জলও মাঝে মাঝে ছবি দেখে প্রণাম করতো। কপিঞ্জল কবে কী করে কী ঠাকুরকে প্রণাম করেছে মনে নেই, কিন্তু প্রণাম করাটা তখন ছিল স্বাভাবিক। একদিন মা হরিকে বলেছে—ওই দেখ ও কে বলতো?

কপিঞ্জল দেয়ালটুকু সাদা কাঁচি ভুঁড়ি ভুঁড়ি মুখ, একমাথা কোঁকড়ানো আর দাড়ির ঘুঁসিতরে মোলায়েম হাসিমুখ প্রতিটুকুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। একটা হাতির ওপর আর একটা হাত রাখের কাছে রাখা। মুখোমুখি দিয়ে বার-বার করে জল পড়ছে—

—ও কে মা?

কোনও দিকে তাকাবার নেই কপিঞ্জলের। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারাও চেয়ে রয়েছে ঠাকুরের দিকে। কী চমৎকার সব চেহারা, কী চমৎকার সব পোশাক ছাদের। যেন পুতুলের মত পড়ন সব।

মা তখনও সেই দিকে চেয়ে রয়েছিল।

—ও কে মা?

মা বললে—ওর নাম রবি ঠাকুর—

—রবি ঠাকুর কে মা?

—খুব ভালো ভালো গান লেখেন।

সকালবেলা। মন্দিরে তখন ভিড় নেই। সেদিন আর কেউই হয়ত চিনতে পারেনি রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু মা চিনেছিল ঠিক। মার অনেক বুদ্ধি ছিল। বাবা যদি না মারা যেত হয়ত তো মা আরো অনেক কিছু জানতে পারতো। মাকে আর আমার-সংসার বাড়িয়ে দিনরাত ঘানা করতে হতো না। তা সেদিন মার সঙ্গে কপিঞ্জলও সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, হঠাৎ—

—কপিঞ্জলবাবু!

হঠাৎ নিজের নামটা কানে যেতেই কপিঞ্জল চমকে উঠলো। হিমাদ্রীর বইটা হাতে ঘরের বাইরে এসে দেখে। হুম্—লক্ষ্মীছাড়ার ঘরের বহর!

হুম্ বললে—তোমাকে কাকাবাবু ডাকছে কপিঞ্জলবাবু—

কপিঞ্জলের মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল।

বললে—আমাকে? আমাকে কেন ডাকছে?

হুম্ বললে—কাকাবাবু এখন ঘুমিয়ে আছে এই লক্ষ্মীছাড়াদের আড্ডায় কপিঞ্জলের আসার কথা শুনে তাকে ডেকে পাঠাতে বলে গেছে—

কপিঞ্জলের কী যেন হলো। হাতের মুঠোর মধ্যে কী যেন ছিল। সেটা কোথায় ফেলে দিয়ে হাত দুটো ঝাড়তে লাগলো। পা দুটো কাঁপতে লাগলো। কপিঞ্জল কাঁপা কাঁপা পায়ে হুম্-এর পিছন পিছন চলতে লাগলো। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল। কপিঞ্জলের মনে হলো সমস্ত পৃথিবীটা যেন দুলছে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরছে। সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছে, কিন্তু কপিঞ্জল কপিঞ্জল কিছু বলতেও না, কেউকিছু বলতেও না। কপিঞ্জল শুধু হুম্-এর পিছন পিছন চলতে লাগলো। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল।

প্রাণমহাবাবু, কপিঞ্জল—দুজনে শুধু মাত্র কথা বলছিল। সমস্ত কথা কপিঞ্জল শুনতে পায়নি। সব কথা শুনতে পায়নি। সব কথা বুঝতে পারেনি। সব কথা বুঝতে পারেনি।

দুজনের কথাবার্তার মধ্যে কিছু কথা মনে আছে।

প্রাণমহাবাবু, কপিঞ্জলকে—হবে হয়তো হবে—তবে তখন সময় অনেক লাগবে। অনেক কষ্ট করে লড়তে হবে—একটাও ঢিলে করা চলবে না—

কিরণ মাস্টারমশাই—সার, হরি বলে আমার বাবার অসুখ ভালো হয়ে যাবে?

—হ্যাঁ, তাই-ই হবে।

—আর যদি বলি আমাদের ঘরে বড় বাড়ি হবে—

—হবে না তাও কখনো হয়? হবে—

সেইদিন থেকে কিরণ আর কপিঞ্জল তিন মাস্টারমশাই তাদের বন্ধুর মধ্যে তাদের ঠাট্টা করেই কথা বলে আসছে বরাবর। একদিনের জন্যও একটা মিথ্যে কথা বলবে না। কিন্তু কিরণ বুঝতে পারেনি তার কথা। ছিপছিপে পাতলা দুটি ছেলে অনেকক্ষণ বন্ধুর চোখের থেকে আয়ত-চক্ষু বেদনাময়ী কিসে খোঁজছে, সন্ধিতে কিছু বলেনি।

হুম্ বললে— চল কপিঞ্জলবাবু—

শীলঙ্কর ভাবছিল মাকে একলা ফেলে যাবে কি—। উমেশ দিয়ে একবার বোনাদের দিকে মাকে জিজ্ঞেস করবে কি—। কিন্তু সময় নেই। মা হয়ত অনেক কথা জিজ্ঞেস করবে। হয়ত ভাববে এটাই বলে সব নয়।

শীলঙ্কর ফিরে এসে দেখল—কী আনন্দে তারা দুই ভাই—

মা, বোন—দুই ভাই—

উমেশ শীলঙ্করের মাইয়ের কোল থেকে নিজে একটা ছোকরার হাতের মধ্যে গেল। শীলঙ্কর ছোকরা দিয়ে ভোলাকে মাইয়ের কোলে দিয়ে নিজেই নিজের মাথা ঠেকাল মায়ের বুকে। মায়ের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

এই যে শীলঙ্কর ভাবছিল একবার মা কী বলবেন দেখবে।

শীলঙ্কর চক্ষু মেলে দেখে ভোলা একলা। চক্ষুটি দুই হাতে ঢেকে হাসছে মুখ টিপে।

শীলঙ্কর ভোলা দুই ভাই আজ ওরে আমার ভোলা ও ভোলা আমার নয়। ও আমার কেউ নয়। ওর কোন দাবি নেই।

শীলঙ্কর ভোলা—একা মা আমার ভোলা। একলা ও আজ ওর মুখ দেখে—

ভোলা—আজ কী বার?

শীলঙ্কর ভোলা—চলো আজই আজ একলা ও আজ ভোলার মুখ দেখে না—ভোলার মধ্যে ওকে ঠাকুর করে যখন মানুষ না ও—

ভোলা—

শীলঙ্কর ভোলা—ভোলা, ভোলাকে ঠাকুর করে ও আজ ভোলার মুখ দেখে না—

ভোলা—আজ কী বার?

শীলঙ্কর ভোলা—ভোলা, ভোলার মুখ দেখে ও ভোলার মধ্যে ওই ভোলাকে যখন মানুষ করে—

ভোলা, একলা ভোলা—ভোলা, ভোলার মুখ দেখে না—ভোলার মধ্যে ওকে ঠাকুর করে যখন মানুষ করে—

শীলঙ্কর ভোলা—ভোলা, ভোলার মুখ দেখে না—ভোলার মধ্যে ওকে ঠাকুর কর

তখন ভুবনেশ্বরবাবুর সঙ্গে পরিচয় নেই। বাঙালী দেখেই আলাপ করবার ইচ্ছে হলো।

আমাকে দেখে তিনিও অবাক। আর তাঁকে দেখে আমিও অবাক।

ভুবনেশ্বরবাবু বললেন—বিয়ে করে ফেললুন মশাই—এতদূরে দেশ ছেড়ে এসেছেন, বউ নিয়ে আসতে হয়!—

আমি বললাম—পনেরো টাকা মাইনে, পাঁচ টাকা ওভারসীজ আলাওএন্স—এই টাকায় সংসার চালাবো কী করে—

ভুবনেশ্বরবাবু বললেন—ওর সঙ্গে দুশের টাকাটা জুড়ে দিন, দেখবেন হোফা চলে যাবে—

তারপর তোমার এই কাকীমাকে নিয়ে গেলুম।

লক্ষ্মী বললে—আমি তখন হয়েছি কাকাবাবু?

কাকাবাবু বললেন—তখন তুমি এই এতটাকে মেয়ে, আমি তোমায় কোলে নিয়ে বেড়াই—

—আর সতী?

—সতী তখন কোথায়, সতী তো এই সেদিন হলো। বছরকাল কলকেতা করে বাড়ি পড়ছে, আমি অফিসের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরেছি তখন খুব রাত এগারোটা, একটা এনাকোয়ারী সবাই সবাইকে অনেক রাত হয়ে গিয়েছে আমরা নিশ্চিন্ত মনে শুয়েছি এমন সময় টেলিফোন ঝনঝন, এত রাত্তিরে আবার কে টেলিফোন করছে। টেলিফোনে কান দিয়েই বুঝতে পারলাম ভুবনেশ্বরবাবু—

বললাম—কী ব্যাপার, হঠাৎ কী হলো দাদা?

ওপাশ থেকে ভুবনেশ্বরবাবু বললেন—তোমাকে খবরটা জানানো ভালো, একটি মেয়ে হয়েছে আমার—

আমি তো লাফিয়ে উঠলুম। বললাম—কখন?

—এই এখন!

বললাম—তা হলে সন্দেশ খাওয়ান দাদা—একেবারে একটা নয় দুটো মেয়ে। ওর নাম সতী রাখুন, বড়র নাম লক্ষ্মী আর ছোটটির নাম সতী থাক, দুজনে মিলে সতী-লক্ষ্মী হয়ে থাকে—

কাকীমার দিকে চেয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ গো তোমার মনে আছে সে সব কথা?

কাকীমা বললেন—মনে নেই আবার! তুমি সেই রাত্তিরে আবার গেলে—

কাকাবাবু বললেন—তা যে কথা বলছিলুম, ঠাকুরের আগে পর্যন্ত ধরলুম ছিয়ে টাকা দিয়ে সৃষ্টি সবই কেনা হয়ে কিন্তু সে মুখে বললেই ভুবনেশ্বরবাবুর কাছ থেকে তখন সবে তোমার কাকীমাকে নিয়ে গিয়েছি, হঠাৎ শুনলে হলো আমার যে কী মনের ভাব সে কী বলব, একটা বাড়ির ঠাকুর বরের সব আপনারা। একটা লোক নেই যে সেবা করে তোমার কাকীমাও তখন নতুন কাউকেই চোখে না আমি তো অচিন্তনা অজ্ঞান অবস্থায় মনে মনে ভাবলুম সে-রাত্রে বৃষ্টি বিদেশ বিভূঁইতেই মারা যাবে—

কিন্তু কোথাকার কে ভুবনেশ্বরবাবু, আমার সাতজন্মের কেউ নয় লক্ষ্মীটি কোথা থেকে একেবারে লাটাই এসেছেন আর তাদের সেবায় ভক্তির কোথাও খুঁত হয় কিছু হলো না সেই যে একটা এমন অসুখের সর্দিজ্বর আর হয়নি না আমি সেরে উঠলুম হয়নি বরঞ্চ লক্ষ্মীটি আমার নিজের কাকার চেয়েও আমার বেশি নিজের করে নিয়েছেন। এ কি কারো ভাবার বোঝা যায় কীসের সম্পর্ক তাই সম্পর্ক তাই সম্পর্ক। আমি তাই যে যা আমার জানো হয়ে করতে পারলুম নিজের টাকা সময় লোকজন সব কিছু আমাকে যে সাহায্য তুললেন—এ কেন করলেন?

তারপর লক্ষ্মীকাকার দিকে চেয়ে বললেন তাইতো সেই। টাকা দিয়ে অনেক কিছুই হয় সংসারে কিন্তু ভুবনেশ্বরবাবুর সেই সেবা-যত্ন কি টাকা দিয়ে কাটাই করার জিনিস?

লক্ষ্মীটিও কিছু কথা বললে না, কাকীমাও কিছু বললেন না। লক্ষ্মীকাকাও চুপ করে রইল—

কাকাবাবু বলতে লাগলেন—তা যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে—আমি বলেছিলুম ভুবনেশ্বরবাবুকে, ছেলেই বা মেয়ে, লেখা-পড়া লেখালে এই মেয়েরাও আপনার ছেলের চেয়ে বেশি লেখাবেন—ভুবনেশ্বরবাবু লিখেছেন, জানো মা, তোমার রেকর্ডটা শুনে খুব খুশী, লিখেছেন সতীকেও এখানে পাঠিয়ে দেবেন—সেখানে থাকলে লেখা-পড়া ভালো হবে না—

—তা হ্যাঁ, ভালো কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ঠাকুরকে বলে দিও তো, কাল আমি ছোব বেলা বেরোব—

কাকীমা বললেন—কালকে ছোব বেলা কেন?

—চাকরির দরখাস্ত জমা দিয়ে আছি একেবারে এই দেখা না ছিলুম সেখান থেকে আসবে ছিলুম সকাল-সকাল ফেরা, ইন্টার ইন্টারভিউ হবে বলেছে, আর এ-সি-সি-কার ইন্টারভিউ ছেড়ে চলে আসতে হবে। ইন্টার্ভিউ করবে নামই হো চাকরি ও না হলে আর কখন পাবে বলো? আমার হবে এইবার অফিসার হবো আর কেরানি করে খাবো, ইন্টার ইন্টারভিউ হবে—

লক্ষ্মীকাকা চিন্তিত—

কাকাবাবু, হাসিমুখে—কোথায় যে কখন থাকবে তো কিছু বোঝা যায় না, লক্ষ্মীটি কখন কোথায় থাকবে, কখন কোথায় যাবে, কিছু ঠিক আর করবে না, তুমি যা আমার ছেলেটাকে

কাকাবাবু, বলতে বলতে হেসে ফেলে—এ সংসারে কখন কে কার আপনার হয়ে যায় কেউ কি বলতে পারে?

লক্ষ্মীকাকা হাসিমুখে—তা যা বলেছ ভাই, কিন্তু কাকাবাবুর কথা শুনে মনে হলো তিনি যেন আমাকে কিছু বলতে চাইছেন

হোক দেখতো কাকাবাবু কোটপ্যান্ট পরে অফিসে চলে যায়। ঈশ্বর পাঞ্জাবী গেঞ্জি দিয়ে বেরিয়ে যেতো দিয়ে পড়ে একেবারে কুণ্ডুপুকুরের কাছে। সেখান থেকে হয়ত বাস ট্রাম ধরে অফিসে চলে যায়। ঈশ্বর পাঞ্জাবী গেঞ্জির অনেক লোকই অফিসে যায়—কিন্তু কাকাবাবুর অফিস হওয়া যেন অনাবশ্যক কোনও সময়ের ঠিক নেই। এক একদিন হেরে বেলা বেরিয়ে যায় আর ফিরে আসে রাতে। কখন এ বাড়ির সবার ঘুম ভাঙে হয়ত কেউ জানে না—আর ঠাকুরদালানের একপাশে ওখানে কোথাকে যেন বেরোয় ছোট ওই নল বেয়ে। কখন ঘুমোয় কাকাবাবু সেও কেউ জানে না। অনেক সময় বেলার দিকে ঘুম ভাঙে এক-আধ দিন অফিস যায় কিন্তু কখনো কখনো সারাদিন ঘুমিয়ে কাটান। কিন্তু ওদের বাড়ির এই লক্ষ্মীছাড়া নিয়মের মধ্যে একটা নিয়ম আছে। কখনও কাকাবাবুর ঘুম ভাঙে না। কিন্তু ওদের বাড়ির সবাই জানে কাকাবাবু কখন ঘুম ভাঙবে। কাকাবাবু যেন অফিসে যাক বা না যাক।

কিন্তু তখনো এর মধ্যেই ঘর ঝাঁটপাট দেওয়া হয়ে গেছে। কাকীমা ঘর ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটা দিয়ে ঘরের চারপাশে একটা গণ্ডী কেটে দিয়েছে। তারপর ঘরের বাইরে এসে ঝাঁটাটা ঘরের দরজার সামনে রেখে দিয়েছে।

ঈশ্বর এসেই হয়ত তাকাবে। তার আগে সে ঘুমোক। ঘুম ভাঙলে কাকাবাবু নিজেই বলবেন কখন তিনি অফিস যাবেন।

ঈশ্বর একটা হাই তুলে তাকাল। তারপর সে ঘুমন্ত কাকাবাবুর উদ্দেশে বলল—

—এই যে কাকা তোমার ঘরে ঝাঁটপাট দেওয়া হয়ে গেছে। এবার ওঠো।

ঈশ্বর ঘরের চারপাশে তাকাল। তারপর ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে ঘরের চারপাশে একটা গণ্ডী কেটে দিল। তারপর ঝাঁটাটা ঘরের দরজার সামনে রেখে দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঈশ্বর ঘরে ঢুকে কাকাবাবুর গায়ে হাত দিয়ে ডাকল—

—এই ওঠো—

চারপাশের ঘর থেকে ঈশ্বরের গলা শুনে ঘুম ভাঙল। কাকাবাবু ঈশ্বরের গলা শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

ঈশ্বর বলল—

—কাকা, তোমার ঘরে ঝাঁটা দিয়ে গণ্ডী কেটে দিয়েছি। তুমি ওই গণ্ডীর বাইরে যাবে না।

কাকাবাবু ঈশ্বরের কথা শুনে হাসলেন। তারপর বললেন—

—তুই ঠিক বলেছিস ঈশ্বর। আমি ওই গণ্ডীর বাইরে যাব না।

ঈশ্বর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল—

—এই ঘরে থাকো। আমি তোমার জন্যে চা নিয়ে আসছি।

ঈশ্বর চলে যাবার পর কাকাবাবু ঘরের চারপাশে তাকালেন। তারপর ঘরের বাইরে এসে ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে ঘরের চারপাশে আর একটা গণ্ডী কেটে দিলেন। তারপর ঝাঁটাটা ঘরের দরজার সামনে রেখে দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

ঈশ্বর চা নিয়ে এসে দেখল কাকাবাবু ঘরের ভিতর বসে আছেন। ঈশ্বর বলল—

—এই নাও চা।

কাকাবাবু চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বললেন—

—তুই ঠিক বলেছিস ঈশ্বর। আমি ওই গণ্ডীর বাইরে যাব না।

ঈশ্বর কাকাবাবুর কথাটাই সত্যি। তারপর-দিনই ঠিক কথা বলেছে। টাকা দিয়ে ঘর কেনা যায়। টাকা দিয়ে লক্ষ্মীকেও কেনা যায়। লক্ষ্মীকারের টাকা হলে লক্ষ্মীও ঘর ছাড়বে না বলে।

ওদের থেকে নেমে কিছুদূরে একটা বাড়ির কাছে এসেছিল হরি। সেখান থেকে কে যেন ডাকল—

—এই ছোকরা—

চারপাশের ঘর থেকে ঈশ্বরের গলা শুনে সবাই তাকে ডাকল হরি বলে।

লক্ষ্মীকি। কুড়মুড়ি ব্যবসায়ী। অনেক বাড়ির ছেলে ঠিক কিছুদূরে একটা বাড়ির সামনে একেবারে ঈশ্বরকারের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্মীকি।

লক্ষ্মীকি ছাড়া কাছে পাশে এসে একেবারে মুড়কিওয়ালি।

লোকে লক্ষ্মী ছাড়া ঈশ্বর একটা বাজে ব্যবসা করছে।

ঈশ্বরের ডাকে হরি সেখানে এসে ঈশ্বরের কাছে কথা বলছে লক্ষ্মীকি হরি বলে।

—এই ছোকরা একজনকে নিয়ে পড়ছি।

লক্ষ্মীকির হাতে একটা খামে মোড়া চিঠি।

ঈশ্বরকার বলছে—কাকে?

—তুই ঠিক চিনি বল্?

—ঠিক নেই, তুমি নিয়ে যাও—

—কাউকে বলবি না তো?

লক্ষ্মীকি এমন করে কোনওদিন হরির সঙ্গে কথা বলেনি। লক্ষ্মীকি যেন হরির উপরে হরি সঙ্গে কথা বলছে মনে হয়।

—না, কাউকে বলবো না। তুমি শুধু চিঠিটা নিয়ে যেখে দিই কিনা—

—হ্যাঁরে একটা কাজ কর—

হরি লক্ষ্মীকির চিঠিটা হরির জামার পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

বলল—কেউ দেখবে না তো? হেরে যা দেখবে পরে না তো?

ঈশ্বরকার বলছে—তাকি কুড়মুড়ি তাকাবো, তোমার ঘরে নিচ্ছি কাউকে দেখবো না—কাকে নিয়ে হয়ে বলো।

লক্ষ্মীকি পরে কি করে বলল—কুণ্ডু-পুকুরের ধারে ঠিক ঈশ্বরের অফিসের সামনে একটা গাছে একজন ছেলে দাঁড়িয়ে থাকবে—তার হাতে দিবি—


## শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাবলী

1. **Theory of Vibration** .. .. .. 2.00 nP.

This treatise deals with how creation is evolved out through modes of vibration of atoms out of Energy. The working of fine nerves through which diversity is reached and many other subtle subjects are discussed in this book in scientific way

2. **Lectures on Education** .. 1.25 nP.

The publication of S. Dutt's Lectures on Education is sure to be welcomed by thoughtful readers and educationists of the country. The lectures deal with a wide range of topics on education in a careful and systematic manner"

—Modern Review

3. Formation of the Earth .. .. .. 2.00 nP.
4. Natural Religion .. .. .. 1.00 nP.
5. Energy .. .. .. 1.00 nP.
6. Mind .. .. .. 1.00 nP.
7. Principles of Architecture .. .. 2.50 nP.
8. Lectures on Status of Toilers .. .. .. 2.00 nP.
9. Homocentric Civilization .. .. 1.50 nP.
10. New Asia .. .. 1.00 nP.
11. Rights of Mankind .. .. .50 nP.
12. Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra (2nd Edition) .. 1.00 nP.
13. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান (২য় সংস্করণ) ... ০ ৩০ নঃ পঃ
14. স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী ... ১ ২৫ নঃ পঃ
15. শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী—
১ম ও ২য় খণ্ড—২য় সংস্করণ—একত্রে ... ৬ ৩০ নঃ পঃ
16. লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—১ম ও ২য় খণ্ড
২য় সংস্করণ—একত্রে ... ৩ ৩০ নঃ পঃ

**মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি**

৩নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

(মি ৪৭৬)

—কিন্তু কী রকম চেহারা?

—দেখবি সাদা পাঞ্জাবি, সাদা সার্ট, পায়ে সাদা জুতো—আর হলদে কোট, কোটের বাটন্‌হোলে একটা গোলাপ ফুল—ঠিক চিনতে পারবি তো?

—কটার সময়?

লক্ষ্মীদি বললে কাল ঠিক ছোটা সাতটার সময়।

দীপঙ্কর বললে—ঠিক আছে, ওই সময়ে তো হোক আমি ফুল নিয়ে যাই ঐশ্বর্যে, তুমি কিছু ভেব না, আমি নিয়ে যাব—কিছু বলতে হবে?

লক্ষ্মীদি বললে—না—

কথাটা শুনে চলেই আসছিল। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্মীদি ডাকলে।

বললে—শোন্ এদিকে—

দীপঙ্কর কাছে যেতেই লক্ষ্মীদি বললে—এই নে এইগুলো তুই খাস্—

অন্ধকারের মধ্যেও দীপঙ্কর দেখতে পেলে একমুঠো চকোলেট। চকোলেটগুলো লক্ষ্মীদি এনে হাতে গুঁজে দিলে। গুনতে গিয়ে লক্ষ্মীদি আবার চলে গেল। দীপঙ্কর খিড়কির দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল। হাতঘড়ি হাতের মুঠোটা আবার খুলে দেখলে। অনেকগুলো চকোলেট। আলমারী লোকানে যেমন ঢুকে সেই কাচের কাচের মধ্যে থাকে সে-রকম নয়। হাত ঢোকাও ভালো। লাল-নীল মোড়ক চোকো চোকো চকোলেট। একটা মুখে পুরে দিতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু হঠাৎ কেন কী মনে হলো। থাক, পরে খাব।

ছোটমা ছোটো করে ডেকে হাসলে। মা হাসলে আলো ফোটে। দীপঙ্কর হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে দিয়াশলাই জ্বেলে মোমবাতি ধরিয়ে দিলে। ছোটমার পাশেই লক্ষ্মীদির টুটিটা ঝুলছে। দড়ির কলিগুলো বাঁধবার সময়ে ভুল হয়েছে। একটানের একটা দিকের দড়িটা ছাড়া হয়েছে বলে টুটিটা একটু বেঁকে ঝুলছে। দীপঙ্কর একটা একটা করে সব কটা ফুল খুলে ফেলে দিলে। ছোটমার একটি একটি করে ফুলে ফুলে ভরে গেল। ছোট ফুল দিয়ে বড় ফুল, বড় ফুল দিয়ে আরো বড় ফুল। সব শেষে দিলে মাঝখানে একটা বড় গোলাপ ফুল। ছোটমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। দীপঙ্কর ছোটমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। ছোটমা আশীর্বাদ করলে—

দীপঙ্কর বললে—আমি যাই ছোটমা, রাত হয়েছে অনেক—

ছোটমা বললে—আচ্ছা যা—

দীপঙ্কর বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে, ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে তারা ফুটেছে। দীপঙ্কর ভাবলে, ঐশ্বর্যে যাবার আগে একবার লক্ষ্মীদির কাছে যাবে। লক্ষ্মীদি কী বলবে, কী করবে, কিছুই ভাবতে পারলে না। শুধু মনে হলো, লক্ষ্মীদি যেন কী একটা বলবে বলবে করেও বলতে পারছে না। কী যেন একটা কথা লক্ষ্মীদির বলবার ছিল, কিন্তু বলা হয়নি। কী কথা? কী কথা? কী কথা?

দীপঙ্কর ভাবতে ভাবতে চলতে লাগল। কী কথা? কী কথা? কী কথা?

ঐশ্বর্যে যখন দীপঙ্কর পৌঁছল তখন রাত দশটা। ঐশ্বর্যের সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। দীপঙ্কর ভাবলে, ঐশ্বর্য বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঐশ্বর্যের ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে হলো না। ঐশ্বর্যের ঘরের জানলার কাছে গিয়ে দীপঙ্কর ডাকলে—ঐশ্বর্য—

ঐশ্বর্য ধড়মড় করে উঠে বসল। বললে—কে?

—আমি দীপঙ্কর।

—কী ব্যাপার?

—তোর সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম।

—কী কথা?

—কাল তোর বিয়ে, তাই ভাবলাম একবার তোকে দেখে যাই।

—কাল তো দেখবি, এখন যা—

—তোর কাছে কিছু চাইতে এসেছি ঐশ্বর্য—

—কী চাই?

—তোর বিয়েতে আমি ফুল দিতে চাই—

—ফুল? ফুল কী হবে?

—তোর বিয়েতে ফুল দিয়ে সাজাব—

—ফুল দিয়ে কী হবে?

—ফুল দিয়ে তোর বিয়ের আসর সাজাব—

—ফুল দিয়ে আসর সাজ

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

১০

ও [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

দিন চলছে এভাবে। কিছুদিন পরে আমাদের সেক্রেটারী জানালেন এক দুঃসংবাদ। বললেন,—এই যে প্রতি মাসে পাঁচ-ছটাকা করে বাড়তি খরচা হচ্ছে, এটা কোত্থেকে আসবে, ভেবে দেখেছ তোমরা?

মুখে মুখে তখুনি হিসাব করে দেখা গেল, সেক্রেটারীর আশঙ্কা অমূলক নয়। যা আমরা চাঁদা পাই বা পাওয়া সম্ভব মাসে মাসে, তার থেকে আমাদের ঘর-ভাড়াটা চালানোই কঠিন, এর ওপরে সাঁতরে এই বাড়তি খরচার দায় আমরা নেবো কী করে?

অতএব, স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ হয়ে গেল 'চরুবাক্'। বন্ধ হবার পর মাস-খানেক সময় একপ্রকার চুপচাপেই কেটে গেল বলতে পারা যায়। কিন্তু এভাবে চুপচাপ করে থাকাই বা কেমনতর কথা? তাই, সবাই মিলে বসে আবার ঠিক করা হলো, দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' ধরা হোক।

—হোক্।

কে কী পার্ট করবে, সবই ঠিক হয়ে গেল অচিরে। 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর প্রধানতম ভূমিকা চাণক্য। কে করবে? বাইরে থেকে এক ভদ্রলোককে আনা হলো, তাঁর সম্মান কথাও হলো, ট্রামভাড়া আমরা দিতে পারব না, জলখাবারও দিতে পারব না, নিয়মিত। এসব কথা মেনে নিয়েই তিনি মহলায় আসতে লাগলেন। আমাকে ইনি নির্বাচিত করেছিলেন সেলুকাস-এর ভূমিকা। এও প্রায় বন্ধুদেরই ভূমিকা। আমি একদিন বন্ধুদের ডেকে বললাম, আচ্ছা বাইরে থেকে লোক আনবার দরকার কী?

ওরা বলল—তবে করো। অন্য পার্ট? 'চন্দ্রগুপ্ত' বলে কথা! করবে কে? তাছাড়া লোকও তো আছে না লোকও কম। বললাম—তোমরা একবার যদি দেখ, আমি মহলা নিয়ে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—তুমি!

বললাম,—হ্যাঁ দেখই না একবার চেষ্টা করে।

ওরা সবাই একটু, ইতস্তত করল আর সেটা স্বাভাবিকও। তার পরে বললে,—আচ্ছা, তা করে কী? দেখও আমাদের একদিন।

আমি বললাম—পনেরো দিন সময় লাগবে কিন্তু।

ওরা বলল—বেশ, তাই হোক।

'চন্দ্রগুপ্ত' সম্বন্ধে যতখানি আমার দেখা ছিল ইতিপূর্বেই। এবার একখানা বই সংগ্রহ করে আনলাম। শুরু হলো আমার প্রস্তুতি। সেই মহলায়—আমার সেই কণ্ঠস্বর-এ মিলে প্রতি প্রত্যুষে অন্তত করতাম আমার অভ্যস্ত অঙ্গ সঞ্চালনা।

নাটকের প্রথম দৃশ্যের দ্বিতীয় লগ্ন যেখানে প্রথম আবির্ভূত হচ্ছে চাণক্য—ঐ বন্ধুবান্ধবদের উপরে একটা ঘোষের কুশাসন উঠছে পড়ে হাওয়ার মধ্যে ভাসছে—সে আসনে বসবার পূর্বমুহূর্তে করে যথাযথ অঙ্গসঞ্চালনা আমার আমলের প্রথম করতে হলো মহলায়। সেখানে ঐ ঘরে আমরা দুজন ছাড়া কেউ নেই। নাটকের সেই আসনটায় সত্যিকারে যে ছাদে প্রতিষ্ঠা করবেন তা আমার চিন্তে এলো। তখন আমি দুটি বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমা-সৃষ্টির কথা ভাব আসনটার সঙ্গেই মনে মনে। আমি যখন সেই মতো করে আসনে বসতে চেষ্টা করছি তখন হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি যেন ঠিক সেই মতো করে বসতে পারছি না। কোথায় যেন বাধছে। বারবার চেষ্টা করেও পারলাম না। তখন আমি ঐ ঘরে এক কোণায় কোচের ওপর বসে, বন্ধুদের—আমার যে ছবি দেখেছিলাম, সেই ছবি মনে মনে ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি যেন ঠিক সেই ভঙ্গিমায় বসে আছি। আমার মনে হলো, আমার সমস্ত শরীর যেন একটা ধনুকের মতো বেঁকে ফুলে ফুলে উঠছে, নীচে যেন সেটা ছুঁয়ে রয়েছে। আর আমাকে মুখ দেখতে না—এ কল্পনাটায় তাঁর উত্তেজনার কাঁপছে যেন সেটা ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে। বেরসিক খাদ্য অধিষ্ঠাত্রীর কাছে আসন চাঁই ডেকে বললেন, "বেরোতে হও।"

আমি ঠিক মতো আজো পারা উঠতে পারি না কী করে এর থাকে এমনটা হয় বা কী করে? তবে, ছাড়ব না প্রথমে চেষ্টা করতে লাগলাম।

একদিন বিকেলে কৌশল কলকাতায় একেবারে কোচের ঘিরে নেমেছে অন্ধকার। আমি ধীরে ধীরে চলেছি ট্রামে করে। সেই ট্রামটায় আমার এই চরিত্রের কথা ভাবছি। সেইদিন সেদিনে আমার এই চরিত্রের কণ্ঠস্বরের কাছে ধরেছিল কণ্ঠস্বর। সেদিনের কণ্ঠস্বর এর চরিত্রের ভাবনাকে সেদিন চরিত্রের ভাবনা দিয়েছিল। আমি মনে মনে কার কার অভিনয়ের আলোচনা করছি আর ভাবছি আমার অভিনয়।

বিকেলের বিকেলের কোচে সন্ধিক্ষণে ট্রামটা একদিন সন্ধ্যের সময় চলেছিল চলতি ট্রামে ভাবনাটার মধ্যে। ট্রাম এসে চলেছিল বিশেষ কারোরা এসে বেরোচ্ছে।

আমি থাকতেই ঠিক পাশে ট্রামটা এসে পরে সন্ধ্যেবেলা—ট্রামে কোচের নাকের ডগায় ট্রামটা। ট্রামের ভেতর কোচের অনেক লোক ছিল। আমাকে দেখে কয়েকজন যাত্রী চিনতে পেরে—কেউই চলছে।

সহসা কণ্ডাক্টর—একজন চলন্ত ট্রামের কোচে চলন্ত চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় অভিনয় করছে। এবং চন্দ্রগুপ্তের যা অভিনয়ও বলছিল ঐ কণ্ঠস্বরটা ঠিক ঠিক অনুভূতি করে বলা চলছে।

কণ্ডাক্টর, অতন্দ্রুত এগিয়ে।

—কেন?

ও পর্যন্ত আমার আর কিছু মনে হলো।

কেন।

একটু, মানছি হয়েই থাকবে—তাহলে,

ডাঃ কার্তিক বসুর
টাইফোসোড়া | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্পেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ—কলিকাতা ৯

জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স
৫১—৩৩৪১
১৫৩সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

প্রতিভা বললেন, আমি যেটুকু চুলখানা করলাম, তা পছন্দ হয়েছে আপনাদের?

—তা একটু হয়েছে বই কী!

উৎসাহিত হয়ে বললাম—যদি চাই হয়ে যাবে, ত, বলুন, আমি পরিষ্কার করি। নইলে মিছেমিছি—

ওঁরা বললেন—না-না, চুলের যা ও ছাড়লে যা থাকে বরাতে।

সত্যিই শিবদুর্গা উৎসবে লোক যেরকম জমি। মন্ত্রী চলতে লাগল চার-পাঁচ মাস পর্যন্ত। আমি অবশ্য সব মন্ত্রীসভাগুলিতেই থাকতে পারতাম না, কারণ, আমার বাড়িতে হাসপাতালটাই পড়বে আমাদের সন্ধ্যার সময়। যেমন করেই হোক সন্ধ্যা হবার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে। কারণ বাবা বৃদ্ধি মানুষ যে মন্ত্রীসভাটাই এসে হাজির হবে আর আমি হয়তো বাড়ি এসে দেখতাম। হয়তো বাবা ইতিমধ্যে করোনারি করবেন। তাই কবে কী মন্ত্রিসভা গঠন হবে সন্ধ্যা হয়ে না হয়েই বাড়ি ফিরতাম। অবশ্য মন্ত্রিসভা বেশিদিন না থাকায় আমার চুলকাটা হৈরি হয়ে পড়ে না। তাই মন্ত্রীসভাটি যে অনেক দিন ধরে একেবারে অনেক মন্ত্রিসভা ধরে একেবারে বলবার সময় আপনি সভায় হাজির পড়তে পারেন না। মন্ত্রীর চলতে থাকায় একটা হয়ে গেছে যে, ছিল যেই দিনের সভায় হাজির হবার ঘড়ি হয়ে গেলেন এক ঘণ্টাই। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলেন—সভায় হোয়ের কোনো অসুবিধা হবে না তো?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম—কোনো অসুবিধা নেই। সভায় বেরিয়ে এসে আমি-নাকী পর্যন্ত পড়তে পারব

মন্ত্রীমহাশয়টি বললেন—ঠিক আছে, হোয়ার বাবাকে বলব।

বাবাকে তিনি সেইদিনই বলেছেন কথাটা বোঝা—আমি সভায় হাজির এসে যেতে ৩-৩ স্থির হয়ে পড়লাম বরাবর হয়ে সাধারণ ৬৫ মতো একটা, ১৩৫ থাকে লক্ষ সাধারণ।

সভা ছাড়া বলবার না হয়েরা সভায় বোঝাতেই পড়তে আসার পরে, বরাবর মন্ত্রীসভাটি আমার পক্ষে মহাসভা একটা বেশি সময় সময়ে সময়ে হয়ে পড়ল। এর মধ্যে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরবে সভাগুলি কমলই পড়তে লাগল একটা, শিবদুর্গা বিশেষ কেউ সভায় যাবার ইচ্ছা না পাড়ে হয়ে সেজেই আমি চলে। চুলি বা নিয়ে সভায় পড়তে। এইসব করে বেশের ঝড় সাধারণ সময় পড়ি হয়েই আমি যে সভায় আমার ভূমিকা বৈরী সব চলেছি।

১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মিউ-সভাগুলি পড়বার আগে—ঐ সেই ঐতিহাসিকের সভিতেই আমাদের চুলকাটা আমিনের হয়ে সেজে চুলি বিশেষ বলবার সময়ে সেই এবার চুলি বিশেষ বলবার সময়ে আমাদের আলাপচারিতা। এর মধ্যে ছিল আমাদের গতবারের . জীবনযাত্রের সভায়—আমাদের "সভাগুলি" মিউজেরই খুব ছোটো মেলেছিল। এবারে আর চলচ্চিত্রের চেয়ে এসে মন্ত্র বৈরী আমার পুরুষের হয়ে না। স্টেজ-প্যাডিক-পোশাক ইত্যাদি সবই ছাড় করে হলো, পোশাকের ব্যাপারে একটা বেশিই ওড় পড়ে গিয়েছিল, কারণ, পুরুষ পোশাকের চাড় বেশী। কী চুল কী পোশাক আর সভাসজ্জা—সবকিছুই এবার ওড় হয়ে বেশী হয়েও কোনো কোনো হলো না। আমাদের এবার আমাদের আর্থিক অবস্থা একটা সচ্ছলই হয়েছে বলতে হবে। চুলিয়েও আমাদের হয়েছিল হলো, চুলকে পোশাকের যে ঘন চাহিদাটিও পড়েছে। কেবল এই কারণে একটা, প্রত্যুষ্টুর হয়ে পড়েছিলাম নাটকের চতুর্থ আমার প্রথম সভা সভায় পুরোহিতের চুলচুলোটাকে বন্ধ করবার চেষ্টাকারে কথা চুলকাতে এসে কোনোক্রমে প্রথম পুরোহিতের পুরোহিত ও পুরোহিতের পর চুলের চাহিদা করলেন চুলি সেলাইকে সৌরকারে।

সৌরকারে বেশের পুরোহিত করে আর একটি কেবল এর বিশেষ চুলকা-বুদ্ধি আমি যিনি বলিয়াছি যেই, আমিনের থেকে চাহিদার এসে চুলির কিন্তু কেউ আর বেশি সভায় না এখনে সৌরকারে বৈরবের সভায়ের চাহিদা বলবে—কী আজ হয়েছে কিন্তু সুকান্তের একজনও বলছে না


কি ক'রে সুন্দর হওয়া যায়...

এই প্রশ্নে থাকেই কেমন করে সুন্দর হতে হয়, কেশগুচ্ছকে মন ও ঘাসল ও নরম করে তোলা যায় যা তাদের চমৎকার ও মনোহর করে তোলে—এই নিয়ে পৃথিবীর সকল দেশের মেয়েরা কত শতাব্দী ধরে কত আলোচনা করেছেন। তাদের এই চেষ্টার ফলে কেশ তৈলের কত রকমারি ফরমুলা আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে কোন্‌ তৈলটি সবচেয়ে ভালো, তা নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন। তবে একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, যে তৈলটি ব্যবহার করলে চুল ঘন কালো ও সুন্দর দেখায়।

টাটা-র
সুবাসিত
অ্যান্টিসেপ্টিক
কেশতৈল

Tata 1366. টি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

একটি কথা। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শুধু আমাকে নমস্কার জানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে কোনো বাক্য নেই। সে-ব্যক্তিই কথা বলবে মনে করে তার দিকেই তাকিয়ে আছি, এমন সময় আমার পিছনের ব্যক্তিটির দিক থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম,—'কী আজ্ঞা'—

ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। আমি তার দিকে ফিরে তাকানো মাত্রই দেখি, সে কথাটা শেষ না করেই সোজা চম্পট দিলে। আগে যে আসছিল সে-ও কথা শেষ না করে পালিয়ে গেল। আমি ত বাপার দেখে হকচকিয়ে গেছি। কী করবো? তার সঙ্গে কথা বলবো? লজ্জাও ত হেসেই উঠলো।

উপায়ান্তরবিহীন হয়ে প্রশ্নটিকেই এবার একেবারে চন্দ্রকেতুকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার সমনে। সে এসেই বললে—'আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন গুরুদেব?"

আমি যেন অকূলে কূল পেলাম। সোৎসাহে বললাম—'হ্যাঁ চন্দ্রকেতু। চন্দ্রগুপ্ত আজ রাষ্ট্রকোষে লক্ষাধিক জয় করে ফিরে এসেছেন জানো?"

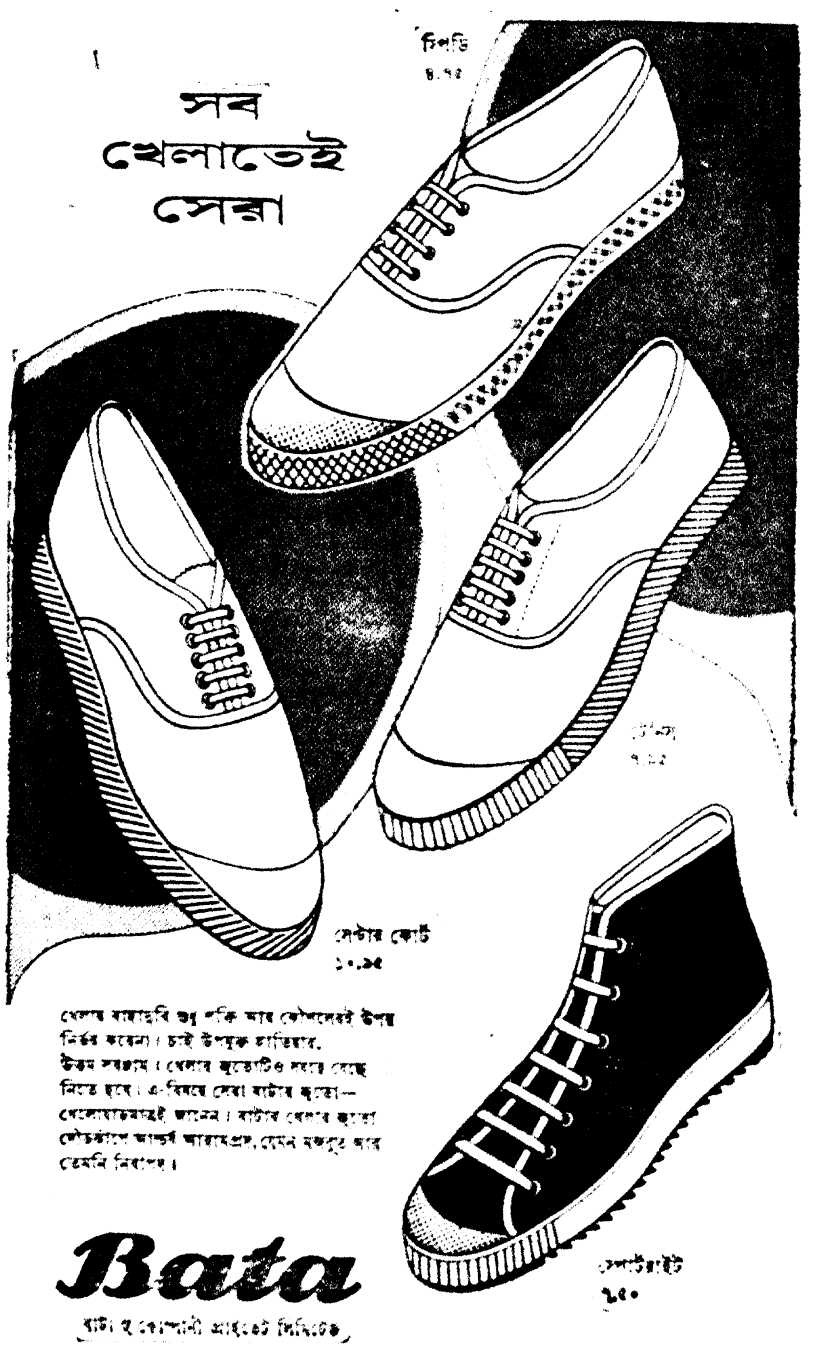

শেষ করলাম আমার সংলাপ। এই শুনো চাঁদকোর খুব সুন্দর আকোমার বক্তৃতা—রহস্যময় রাশীসম্বন্ধীয় কথোপকথন আছে। এর পরেই এক বাঁশিওয়ার কণ্ঠস্বরে শোনা যেল—"আর ডোক বাবা চাঁদটা ভিক্ষা পাই।" তার পরে মধুর স্বরে কেউ ডুকরে কাঁদিয়া। শেষে "অনেকক্ষণ" অমর ধরণী" গান। পালার শেষে ওপরের ভিক্ষাদান এবং ভিক্ষুক ও বাঁশিওয়ার প্রস্থান। সব সমাধা হবার পর ভিতরে এসে প্রশ্ন করলাম—কী হয়েছিল? ওর যা হলো, তার মানেটা বোঝাও এই যে, প্রযোজনার অনেকদিনের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অমন নৈরাশ্যজনক পরিবেশের হাতের কাছে না পেয়ে সন্তুষ্ট না হলেকার নৈরা কাঁদিয়ে হাত চুলকাচ্ছিল। আমার যে অপরিসীম বিস্ময় তাহলার অমন বৈরিন মনগুলোর জন্যে আমি আরেকজনের সঙ্গে ভেবেন নেক আলোচনা করে কেন যে মুখে কোনো কথা জোগাচ্ছে না। সে আরোজন।

ছবি তোলে এই পালার সবচে মুশকিল হলো একটা। বিশেষ করে যেসব দৃশ্যে অনেক লোকের ভিড় দেখানো হয়েছে সেইসব দৃশ্যে ভিড়ের মধ্যে কোনো একটি মুখ বা একটি চরিত্রকে আলাদা করে ফুটিয়ে তোলা যায় না। সেইসব দৃশ্যে ভিড়ের মধ্যে

টুল। এই হলো আমার অফিস। মানে, অফিস-অফিস-খেলা আর কী। বাবারী-দিয়ে তাতে কাগজ আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়ে ফুলটুল সাজিয়ে একটা বাহারী জিনিস তৈরি হয়েছে মনে করে তাকে রেখে দিতাম। আর সব টুকিটাকি জিনিস ত ছিলই। এই অফিস-খেলা খেলেছি দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত। পেন্টুক ছিলাম না বটে, তবু টুকটাক খেতেটেতে ভালো লাগত। এই সব আবদার রাখতো আমার ঠাকুমা। মিষ্টি-রাবড়ী-এসব খেতে তেমন পছন্দ করতাম না, কচুরী সব টুকিটাকি খাবার তা খাওয়া চাই। যেমন, মটোর ডাল ভাতে খেতে বড়ো ভালবাসতাম।

এ ত গেল শৈশবের কথা। বালক বয়সে যখন এবাড়িতে উঠে এলাম, তখন ঠাকুমার ঘরে আর তত আনাগোনা ছিল না। উনি ছিলেন পল্লীগ্রামের বধূ—পল্লীগ্রামের সঙ্গে যখন কলকাতায় এসে চাকুরে ছেলের পরে যখন বউ-ছেলে নিয়ে সংসার পাতলেন, তখনকার জানালেন পল্লী থেকে ঠাকুমাকে ঠাকুমা ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি। তবে, তখনকার দিনে খাপ করবার জন্য সব মহিলা ছিলেন, পরবর্তীকালের কথাও শোনা যায়, সৌখীনতার একটিমাত্র চার ঘরী ঘরে খাপ খেয়ে যাবার অসীম ক্ষমতা ভগিনীর। এই যে খাপ-খাইয়ে মহিলাদের কথা বলেছি, অসংখ্য বাড়িতে ঠাকুমার কাছে আসতেন ঐরকম একটি মহিলা। বিধবা ভিক্ষুক ভিন্ন তিনি সৌদামিনী। অমন সপ্রতিভ—সপ্রতিভ সপ্রতিভা খাপ খাবার নিপুণতায় নিজে একেবারে অদৃশ্যের কাছে ঠকে। মিশে-

কুঁচ তৈল (এবারী বন্ধ ভগ্ন নিবারক)। টাকাকড়ি ফেল করিলে ব্যবহারে ফল পাইবেন নিবারণে ১ মাত্রায় প্রকাশ্যভাবে বাহিরে ফল করে। মূল্য ২ মাত্র ৭ ডাঃ মাঃ ১।৮০। ভারতী ঔষধালয়, ১২৬।২ হারিসন রোড কলিকাতা, কলিকাতা—৯৯। ফোন : ৪৭-১৭১৬।

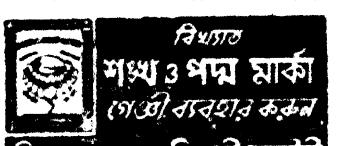


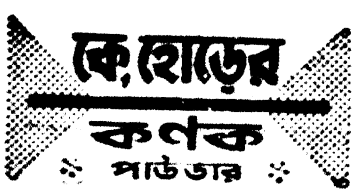


ছিল বাসকাবারী চালচলন—অসলাপাতি-তরিতরকারী কিছু নয়, আট আনা পয়সা—আর বছরে পুজোর সময় একখানা থান। সন্ধ্যার পর ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে সন্ধ্যেসিদ্ধির গল্প শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম কে জানে!

কিন্তু, এবাড়িতে এসে আর তাঁর ঘরে গল্প শুনতে যাচ্ছি কই? তখন ত ফিজিটার-নিয়ে আমি মত্ত হয়ে উঠেছি বলা যেতে পারে। তবু তিনি আমি বাড়ি এলেই ডেকে পাঠাতেন। তাঁর ঘরের সম্মানের বাক্সগুলো নিয়ে তাঁকে আমি গল্প শোনাতাম। সমস্ত চকচকে জিনিস কিন্তু গুপ্তর। সৌদামিনী পাড়ার মেয়েদের পাকের ছড় ছিল খুবই সেন্টিমেন্ট। খুবই মূল্যবান ছিলেন, তবু তাঁর সেন্টিমেন্ট যেন কমন হয়নি মনে হয়। একেবারেই ছিলেন। বহু দুর্দিনের নিক্তিতে উপকরণ করেছেন। এই রকমই অভাবের ছিল বিশ্লেষণের। তা সে যেমনই হোক আর যেমনই হোক, কী করে যে তাঁর মধ্যে নিক্তিতে উপকরণ করেছেন, কে জানে! আজ মনে পড়ে, আমার নিজের হাতের আগের সঙ্গে আমারও একবার ইচ্ছে হয়েছিল নিজস্বতার উপকরণ করব। সমস্ত দিন উপকরণ ঘটেছিল, কিন্তু সন্ধ্যা হতে-না-হতেই পড়া আরম্ভ করেছি, মনোযোগ দিয়েই পড়া আরম্ভ করেছি, মনোযোগ দিয়েই পড়া আরম্ভ করেছি—দুই তার পরদিন না দুই থেকে সাত বছর সেবারী উপকরণ হয়েছিল ঘটনা। উপকরণ হয়ে গেছিল হয়ে না।

সন্ধ্যেসিদ্ধির কী এমনি ছিল আর কি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ঠাকুমার ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে সেই উপকরণের ঘুণাক্ষরে অনুকরণ করে একেবারে নিখুঁতের মতন হাতে ঠাকুমা ঐরকম উপকরণ করবার জন্য মনোযোগ করে মুখে সৃষ্টির প্রকাশ। উপকরণ করে ঘরের ঘরের ঘরের

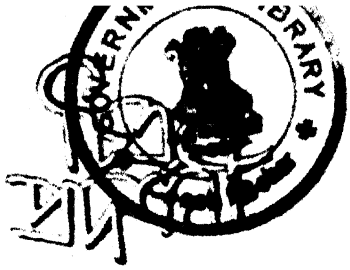

## চিত্রশালা

[illegible] কলকাতা [illegible] ১৮৭৫ [illegible] ১৮৭৫ [illegible] ১৮৭৫

[illegible] [illegible] পুরনো আমল [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

# গানের আসরে

শার্ঙ্গদেব

তাল, মান, লয়

তাল, মান, লয়—তিনটি শব্দ আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি কিন্তু বুঝিয়ে নিতে বোধ হয় কখনও করি না। ঠিক তাই ঘটেছে আমাদের। ও বিষয়ে শুধু আমাদেরই নয়—আমাদের পূর্বপুরুষেরও ঠিক ঠিকানা আমাদের ঠিক বোঝাতে চেয়েছেন কিনা সন্দেহ। বিষয়ে করে মনে আসে কয়েক হাজার বছর আগে কী সংজ্ঞা তাঁরা দিয়ে রাখলে তার কথা। এ বিষয়ে একমাত্র যে আলোচনা হয়েছে আজ একটা সংক্ষিপ্ত এবং আমাদের পক্ষে তার একটা সংক্ষিপ্ত দেখার যেটা আমাদের মনে হয় না। এ ছাড়া তাল, মান এবং লয় নিয়ে আলোচনা আলো হয় যি বলেই মনে হয়।

যে আলোচনা সাধারণত আমাদের সঙ্গীতের বিশ্লেষণের হয় তার মধ্যে আমরা দেখি। আমাদের পরিচয় আমরা যখন বিশেষ করি সেই সময়ে আমরা যখন আমাদের সেই আলোচনা। এই যে সময় এ আমাদের মনে হয়—এই আলোচনা মনে হয়ে আমরা যখন আমরা যখন আমাদের মনে হয়। আমরা সঙ্গীতে আমরা যখন বিশেষ করি। আমাদের সঙ্গীতে আমরা যখন আমাদের সঙ্গীতে আমরা যখন আমাদের সঙ্গীতে। এই সময়ে আমরা যখন আমাদের সঙ্গীতে আমরা যখন আমাদের সঙ্গীতে। আমাদের সঙ্গীত

উচ্চারণাদি ইতীয় পরের কলিতে সেগুলি অধিকতর বিস্তার নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই স্থায়িত্বের দীর্ঘতাকেও বিস্তারিত বলা যায়। মান বা লয় বলতে এই ক্রিয়াকেও বোঝান হয়েছে।

নানাভাবেই লয়ের তারতম্য ঘটে। একজন শুদ্ধসঙ্গ পণ্ডিত আর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনজন লোক একই পণ্ডিতে গঙ্গায় আসছে, কিন্তু আসছে তিনটি পথ ধরে। কাছ থেকে যে এল সে শীঘ্র পৌঁছোলো। এর দ্বিগুণ দূর থেকে যে এল সে আরো দেরিতে এল। তার আসাকে সময়ের দিক থেকে মধ্যভাব বলা যাবে। আর তারও দ্বিগুণ দূর থেকে যে এল তার আসার সময়টি বিলম্বিত হিসাবে পরিগণিত হবে। অথচ চলার গতি এবং পথপরিমাণ তিনজনেরই এক ছিল। এই রকম সময়ভেদে কালের বিস্তারিত অনুসারে দ্রুত, দ্রুততর মধ্য, দ্রুততর বিলম্বিত, মধ্য দ্রুত, মধ্য মধ্য মধ্য বিলম্বিত, এবং বিলম্বিত দ্রুত, বিলম্বিতে মধ্যম, বিলম্বিতে বিলম্বিত—এইরকম বিভিন্ন লয়ভেদ পরিকল্পিত হয়েছে। এইভাবে অক্ষর, পদ এবং বাক্যেরও লয়ভেদ নির্দিষ্ট করা যেতে পারে কিন্তু সেগুলি সঙ্গীতের বিষয়ভুক্ত নয়।

এ ছাড়া দেশে সাধারণ পণ্ডিতের কথা তাদেরও লয়ভেদ হয় এবং এ বিষয়েও পণ্ডিতে বাক্তিরা আলোচনা করেছেন। আমাদের যেমন সাধারণভাবে তিন তাল এক তাল একটা আবশ্যিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, আগে এরকম একটা বাঁধাবাঁধি ছিল না। অধিকাংশ দেশী তালই বিরতও ছিল না যেমন ধর তাল বিরতহীন তাল। এই তালের লক্ষণ হল সাতটি দ্রুত এবং একটি লঘু। এটি একই নিয়মে চলে। কিন্তু কুতাপি তালে বিরামের নির্দেশ রয়েছে। এর লক্ষণ পর পর তিনটি দ্রুত এবং শেষেরটির পরে বিরাম। কিন্তু বিরাম জিনিসটার তেমন বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতেন না। তাঁরা যে পদ্ধতিতে তাল চালেন সেই পদ্ধতিতেই সঙ্গীত চালিয়ে যেতেন। যেমন দ্রুতের পরে যদি একটি বিরাম থাকে তাহলে গান না থামিয়ে দ্রুতের সময়টুকুই তাঁরা বিরামেও দিয়ে যেতেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এটা সত্য, কেননা এই নিয়মে বিরামের প্রকৃত উপলব্ধি অসিদ্ধ থেকে যায়। তাঁদের মতে বিরামের স্থানে বিরতিই হওয়া উচিত। কী নিয়মে এই বিরতি ঘটবে তাঁরও নির্দেশ তাঁরা দিয়েছেন। তাঁদের মতে যে মাত্রার পরে বিরাম নির্দিষ্ট হয়েছে সেই মাত্রার অর্ধকাল স্থগিতই হবে বিরতির কাল। যেমন একটি লঘুর পরে যদি বিরাম থাকে, তাহলে সেই বিরামকাল হবে লঘুর অর্ধকাল অর্থাৎ দ্রুত। অনুরূপভাবে গুরুর পরে বিরাম থাকলে সে বিরতিটুকু গুরুর অর্ধকাল স্থায়ী হবে। অর্থাৎ কালের পরিমাণ একরকম থাকলেও লয়ভেদ ঘটবে তালের বিরাম অংশে। বিভিন্ন বিরাম ভিন্ন অনুসারেই এই বিরতিটি নির্দিষ্ট হবে। আগেই বলা হয়েছে যে বিরতি কালে তাল চলবে। অতএব বিরামের স্থানে এই লয়ভেদ কখনো ঘটতে পারে এইটুকুই হচ্ছে পণ্ডিতদের মত।

বর্তমানে আমাদের দ্রুত তালেই ফাঁক বলে একটা কথা আছে। এই ফাঁকের অর্থ হচ্ছে বিরাম নেওয়া। এটা আমাদের বিরাম নিয়ে সঙ্গীতের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। আমাদের তালের সঙ্গীতে ফাঁক বিরতিও পায় না। আমাদের তালের সঙ্গীতে বিরাম নেই। আমাদের তালের সঙ্গীতে বিরতি নেই

ইউক্রেনের ভিন্নভূমি গ্রামের অধিবাসীরা সম্প্রতি একদিন অবাক হয়ে একটি খচ্চর বাড়ির পিছনে জোরের দরজাগুলির নীচে মানুষের গলার স্বর শুনে। আমি বাঁচতে চাই, যেতে দেবে চাই, বলতে বলতে সর্বাঙ্গে জোরে ঘোরা, গলা ফোড়ানো ক্রমশ তীব্রতার যে বাঁশি বেরিয়ে আসে গ্রামের লোকে অবাক হয়ে যায়। ওরা সবাই কুলে নিরীহ মহাকাশ গবেষণাগার মানুষ বলে জানে। এরা জানে এসেছে এই বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজ জোরে।

অবশ্য বাসার যা অবস্থা তা হচ্ছে নিজে মুখোমুখি হয়ে করে নিজ বাড়ি ঘুরি ঘুরি করিয়ে বাড়িতে ফিরে আসতে ওর সাধ্য। ওরে বাসার ঘুমাক হবার পরিবারের নিস্তব্ধ, তার চৌদ্দটি জন্তু জন্তু জোরের মধ্যে গবেষণা করছে। ওর যা ধারে এই সাল অবশ্যই করে যে, ছাড়া ওর জোরের জন্তু এল থাকার মধ্যে ওর অবসর ঘুমাক পড়ার সাধ্য।

ওরা যে কাজ করে তাকে পারে ওরে সাধ্য ওর কাজ আকাশ বিজ্ঞানের নিজ মহাকাশ বাসার করে যে ঘুরি ঘুরি ওরে ওরে ওরে নিজ জোরে। ওরা ওরে ওরে ওরে

অবলম্বন করে। অনেক মেয়ে তাদের সমবয়সীদের পছন্দ করে না এইজন্যে যে তারা মনে করে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি জীবনে বেশী সুখ এনে দিতে পারে।"

প্রেমই যেখানে প্রধানত গণ্য হয় সেক্ষেত্রেও আর্থিক সামর্থ্য, নির্ভরতা, হস্তবর্ধমিতা ও অতীত অভিজ্ঞতার সম্পদের দিক থেকে বয়স্ক ব্যক্তিরাই মেয়েদের বেশী কাম্য হয়। বিশ বছর বয়স্কা এক টাইপিস্ট মেয়ে তার সাতচল্লিশ বৎসর বয়স্ক অফিসের বড়কর্তাকে বিবাহ করে ফেলায়। তাহার সমবয়সী যুবকরা নিত্য বিকেলে টফির প্যাকেট আর সিনেমায় কম্পানী প্রসপেক্ট নিয়ে যেত। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে এনে দিত ফুলের তোড়া আর ভাল হোটেলে ডিনার খেতে নিয়ে যেত। মেয়েদের এভাবেই তোয়াজ করতে হয়।" বিশ বছরের আর একটি মেয়ে তেইশ বছর বয়সের পাত্রকে হটিয়ে বাহান্ন বছরের একজনকে বিয়ে করে বলে: "আমার স্বামী মনের দিক থেকে যুবক।"


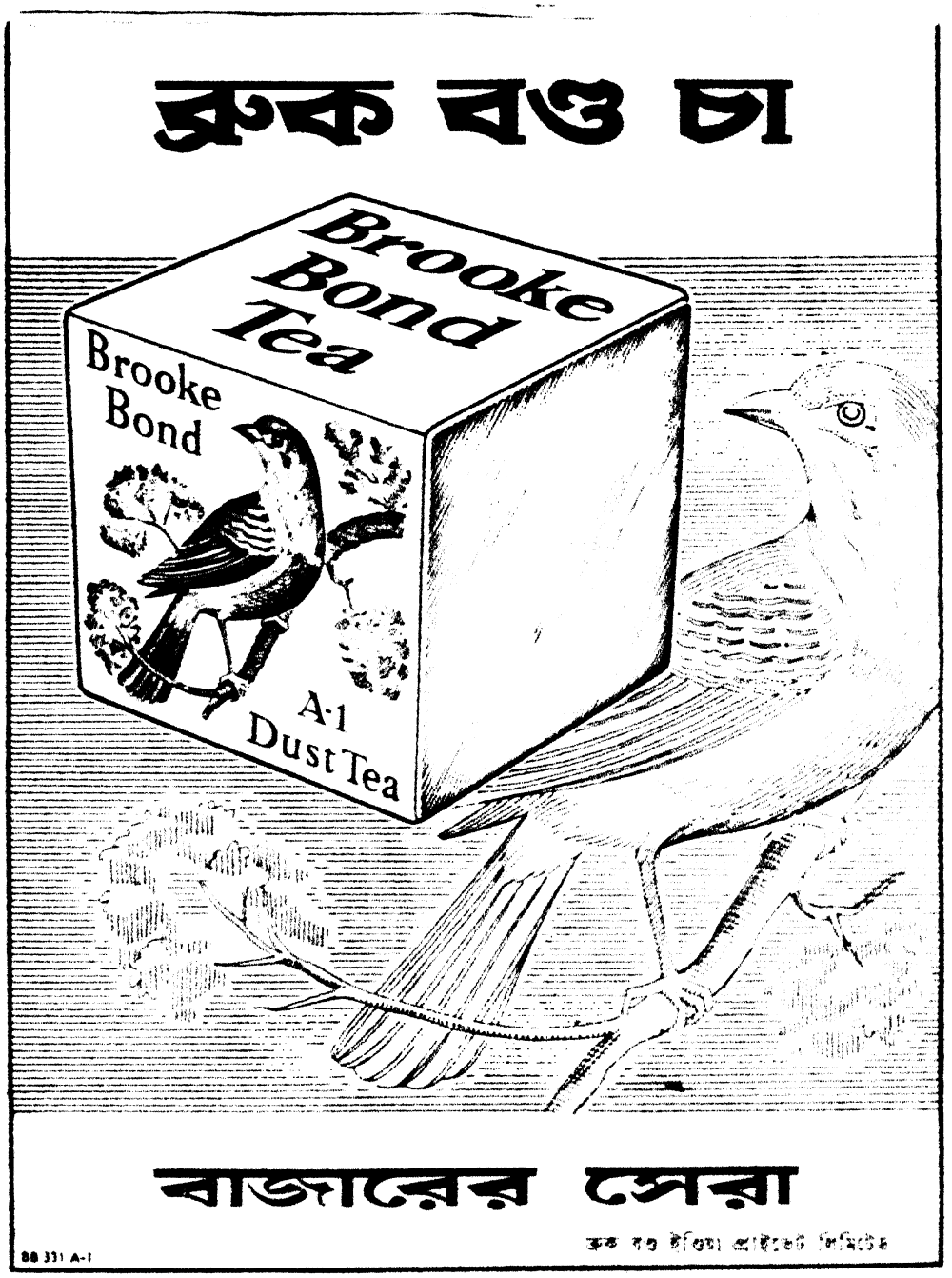

# পুস্তক পরিচয়

### অনুবাদ-সাহিত্য

**মৃত্যুবাণ : হেলেন কেলার।** অনুবাদক—[illegible] পাল। পাল পাব্লিশিং প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা—১। পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

হেলেন কেলার ভারতে এক কিংবদন্তী। মানব প্রেমিক রূপে যুক্ত রহিয়াছে এই নামটি পৃথিবীর কোণে কোণে। তাঁর লিখিত গ্রন্থ থেকে সংকলিত হইয়াছে বর্তমান গ্রন্থখানি। হেলেন কেলার যে কত বড় সংকলিত এবং মানব প্রেমিক সে কথা ইহা সংকলিত অনুচ্ছেদগুলির পাঠেই ভাল উপলব্ধি করা যায়। অনুবাদকৃতমের ভাষা সুললিত এবং অনুবাদ সাবলীল হইয়াছে। বইখানির প্রকাশনা করা হইয়াছে পরিচ্ছন্ন ৫৭।৫১

### ছোটগল্প

**দু মুঠো গল্প** [illegible] ৮০।১২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। ছয়টি গল্পের সংকলন। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি [illegible] ছোটগল্প লেখকের [illegible] ছোটগল্প। [illegible] ছয়টি গল্পের [illegible] ছোটগল্প। [illegible] গল্পের [illegible] ছোটগল্প। [illegible] ছোটগল্প। [illegible] ছোটগল্প।

ডাঃ শ্রীশীতলচন্দ্র মিত্র প্রণীত

**সরল হোমিওপ্যাথিক গৃহ-চিকিৎসা**

নূতন শিক্ষার্থী ও গৃহচিকিৎসার পক্ষে উপযোগী। প্রত্যেক রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা সহজভাবে লিখিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠকও বুঝিতে পারিবেন। মূল্য মাত্র ৬, টাকা।

প্রকাশক—ন্যাস এণ্ড কোং
আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক কর্পোরেশী
১১২।এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার,
কলিকাতা—৬

(বি ও ৪১০৮)

দেখতে পাই কমল রাজা উজিরকে হাসিয়ে যাচ্ছেন। এই পুস্তিকায় লেখক রাজা উজিরদের কথা প্রসঙ্গে বর্তমান ভারতের শাসন ব্যবস্থা, সংবিধানের নীতি ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন।

৩৩০।৫৭

**ধর্ম**

**বর্তমান যুগে ও সনাতনধর্ম**—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২০। মূল্য—আট আনা।

বর্তমান যুগের সহিত সঙ্গতরক্ষা সনাতনধর্মের বিরোধ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তবুও একদিক পণ্ডিত ব্যক্তি সনাতনধর্মের সপক্ষে মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। নানা যুক্তিতর্কের সহায়তায় লেখক, ছাত্রসমাজ ও সাধারণ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়া বিষয়টি ও তাহার সমাধানে লেখক সনাতন-ধর্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। সব মতামত, আলোচনাপদ্ধতি লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব মত নির্ভর।

৩৫৩।৫৯

**প্রবন্ধ**

**আমি কে?** উত্তর—সংকলকের পক্ষ হইতে শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৫·৩১ নঃ পঃ

মানবজীবনের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। সেজন্য মানুষ অনেক মনীষীপ্রদর্শিত মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে সমস্যার সমাধান হয় নাই। [illegible] সমস্যা [illegible] হইয়াছে। [illegible] সমস্যা [illegible] হইয়াছে। [illegible] সমস্যা [illegible] হইয়াছে

অথচ বুনিয়াদী শিক্ষানীতি এবং পদ্ধতি আমাদের দেশে খুবই নূতন। বিদেশের গ্রামে গ্রামাঞ্চলের যেসব শিক্ষক কর্মী কাজ করছেন, এদের অনেকেই এখনো ট্রেনিং পাননি। কিন্তু এই শিক্ষাকর্মীদের পক্ষে প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সাধনের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকার হাতে বইখানি তুলে দিয়েছেন বুনিয়াদী বিদ্যালয় সংগঠন সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের পক্ষে বইখানি প্রয়োজনীয়।

৫০২।৫১

**রাষ্ট্রভাষার রূপরেখা**—শ্রীবিনয় সরকার। লাইব্রেরী, ৫২, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য ১।

আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রধানতঃ সরকারি ও সাহিত্যিক মহলের উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও সাধারণ পাঠকের কাছেও ইহা সমান উপাদেয়। বিশেষ করে বাংলা ভাষার সঙ্গে হিন্দী ভাষার যে সম্পর্ক তাহা আমাদের মনে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দেয়। ভাষার ক্ষেত্রে কবিতার স্থান কোথায় এবং কেমন করিয়া বিভিন্ন ভাষার কবিতা পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একটি সমগ্র রূপ লাভ করিতে পারে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বাংলা ভাষার কবিতার সঙ্গে হিন্দী ভাষার কবিতার তুলনা করিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষার কবিতার মধ্যে যে একটি সুরের ঐক্য আছে তাহা তিনি সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন। বইখানি পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিতার যে একটি বিশেষ স্থান আছে তাহা লেখক ভালো করিয়াই বুঝিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষার কবিতার মধ্যে যে একটি ঐক্যসূত্র

# বিজ্ঞান বিচিত্রা

চক্রদত্ত

বিজ্ঞান আজকাল জলে-স্থলে-শূন্যে সর্বত্রই আলোড়ন তুলেছে। একটি নতুন খবরে জানা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিজ্ঞানীরা তাঁদের "বেথিসকেফি" ও "ট্রিস্টি" সহ প্রশান্ত মহাসাগরের ৩৭৮০০ ফিট গভীরে ডুব দেওয়ার পরিকল্পনায় সফলতা লাভ করেছেন। এপর্যন্ত ২৮,০০০ ফিট গভীর পর্যন্ত ডুব দেওয়ার রেকর্ড অর্জন করেছেন যুক্তরাজ্যের কয়েকজন ডুবুরী। দশ টন ওজনের "বেথিসকেফিটি" একটি ছোট সাবমেরিনের মত দেখতে এবং এর নীচে একটি ইস্পাতের বল আছে। বল যেমন করে সমুদ্রের তলদেশ পরীক্ষা করা হবে। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম গর্ত "মেরিনাস ট্রেঞ্চে" এটি পৌঁছাতে পেরেছে। "বেথিসকেফির" নির্মাতা প্রফেসর জাক-পিকার্ড ও তাঁর পিতা অগাস্ট পিকার্ড ঐ সময়ে "বেথিসকেফির" মধ্যে ছিলেন, এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের লেফটেনান্ট ডন্ও ছিলেন। "বেথিসকেফি" ১৯৬৩ সালে নির্মিত হয়েছিল

নৌবিজ্ঞানীরা বলেন যে, সমুদ্রের তলদেশ অবশ্যই নমনীয় তাদের ডুব দেওয়ার সময় ঘণ্টা ৪৮ মিনিট সময় লেগেছিল এবং প্রত্যাবর্তনে ১৫ মিনিট কম। নীচে ছিলেন তাঁরা সমুদ্রপৃষ্ঠে ফিরে আসতে প্রায় তিন ঘণ্টা ১৭ মিনিট লেগেছে।

ডুবুরীরা বলেন যে, তাঁরা পরীক্ষার ট্রেঞ্চটাকে যতটা গভীর ভেবেছিলেন তার চেয়েও বেশী গভীর। এবং তাঁদের ধারণা হয়েছে যে, মানুষ এরচেয়ে নিচুতলার পর্যবেক্ষণ উদ্দেশ্যে উপযোগী বিবেচনা করেন, এর চেয়ে অনেক ফিট বেশী সমুদ্র পৃষ্ঠের নীচে যাওয়াও সম্ভব

•

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় টায়ার

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় টায়ার তৈরী করেছে। এর ব্যাস ১৩ ফিট উঁচু এবং চার ফিট ১৩ ইঞ্চি প্রস্থ এর ওজন প্রায় ৮ টন। এই টায়ার যুদ্ধে কি ধরণের কাজে লাগানো হবে জানা যায় নি। এটি তৈরী করতে প্রায় ১৬,০০০ ডলার।

•

সেপ্টেম্বরে বিজ্ঞানীরা পানামিন থেকে উচ্চ শ্রেণীর ভ্যাকসিন তৈরী করার উপায় বের করেছেন। এর ফলে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ম্যালেরিয়ার জন্য ভ্যাকসিন তৈরির দাম এবং উৎপাদনের খরচ অনেক কম পড়বে।

•

একজন ফরাসী ডেন্ট, প্রতিনিধিত্ব বৈজ্ঞানিক কংগ্রেস যে এখন থেকে মানুষ চল্লিশবছর বেশ কয়েক বছরের আবহাওয়া কি রকম হবে তা বলে দিতে পারবে। গ্রীনল্যান্ড এবং মেরু প্রদেশের আবহাওয়া নিয়ে ভাল করে গবেষণা করলেই এটা সম্ভব হবে।

•

জ্যামাইকানদের ডা. ডুক বলেন যে, আর যে কোন গ্রহেতেই প্রাণী থাকুক কেন শুক্র-গ্রহে কোন প্রাণী বসবাস করতে পারবে না। এর কারণ এই গ্রহ খুব বেশী গরম উত্তপ্ত। প্রমাণ হিসেবে গ্রহের দুই নদী এবং সমুদ্র হতে ধরে নিয়ে হিসেবে তাদের তাপের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

•

ইন্ডিয়ান কর্তৃপক্ষ এবং সাহেবেমিক এন্ড নিউক্লিয়ার ডিপার্ট সমুদ্রের উপর থেকে সংগ্রহ এবং সমুদ্রে ট্রেসিন হিসেবে পানি ও বরফ ব্যবহার করেছেন। ফলাফল হিসেবে বরফ বরফ বাহকের ওপরে ফুটে প্রায় শতকরা ১০ ভাগ ট্রেসিন পাওয়া যায়। যে বরফ বাহকের ওপরে পড়ে প্রায় শতকরা ১ ভাগ মত ফলাফল পাওয়া যায়। সমুদ্রের জলে যে ট্রেসিন থাকে সেটা সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশে প্রায় ৩০ হতে ৪০ ফুট থেকেই ফলাফলের উপায় এই ট্রেসিন সংগ্রহ করা হয়।

•

আগষ্ট মাস থেকে ১৯৬৫ সালের শেষ দিকে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিদেশ কোন পাকিস্তান দেশে না গিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসবে বলে মনস্থ করেছে। ভারতের অন্যান্য দেশে বিদেশ দেশে চলেছে। এরমধ্যে পর্যন্ত প্রায়ের ভিন্নতা থেকে এই দেশে ভারতীয় ভারতবর্ষে কম উপায়ের ফেরত উপায় ফাটকা না পাওয়ায় এই দেশে চলে ভারতীয় করা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে দেশের ভারতীয় ভিন্নতা না পাওয়ায় ভারতীয় ভিন্নতা ভারতীয় ভারতীয় ভারতীয়

# রঙ্গভঙ্গ

চন্দ্রশেখর

### প্রমাণ করা প্রসঙ্গে

মহাকাশ যানের সম্ভাব্য চিত্রের একটি নতুন ছবি বিমানে।

### ব্যাপারের ঠাট্টা ও অপপ্রচার


শুভমুক্তি
১২ই
ফেব্রুয়ারী

উত্তরমেঘ

উত্তম
ও
সুপ্রিয়া

শ্রী - ইন্দিরা - প্রাচী - পূর্ণশ্রী - অলকানন্দা প্রভৃতি

শ্রীএন সি এ প্রোডাকসন্সের "হাসপাতাল" ছবির একটি স্নেহ-বিহ্বল মুহূর্তে নায়িকার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন।

প্রদর্শনীতে বিক্রীত প্রতিটি আসনের (মূল্য নিরপেক্ষভাবে) জন্যে ৫০ নয়া পয়সা হিসাবে সাহায্য দান।

(২) অন্যত্রের আওতা থেকে থিয়েটার-গুলিকে অব্যাহতি দেওয়া।

(৩) থিয়েটারের প্রয়োজনীয় বস্ত্রপাতি ও মেক-আপ দ্রব্যাদির আমদানী লাইসেন্স প্রদান।

(৪) অল্প সুদে এক একটি থিয়েটারকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দান।

(৫) মফঃস্বলে অথবা বিভিন্ন রাজ্যে কলকাতার থিয়েটারগুলির প্রদর্শনীর জন্যে ভ্রমণের ব্যবস্থার বন্ধন।

শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেন যে, প্রস্তাবগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হবে।


শুভমুক্তি শুক্রবার ১২ই ফেব্রুয়ারী

রূপবাণী - ভারতী - অরুণা

ও সহরতলীর অন্যান্য বিশিষ্ট চিত্রগৃহে


## চিত্রালোচনা

বাংলা ছবির ফিক দিয়ে বর্তমান সপ্তাহটিও অফলা। তবে আসছে সপ্তাহ থেকে হাওয়া বদলের আশা। পর পর অনেকগুলি বাংলা ছবির মুক্তি নির্ধারিত হয়েছে ফেব্রুয়ারীতে।

প্রথমেই আসছে ডে এম পিক্চার্সের 'উত্তর মেঘ'। অসীম পালচৌধুরীর পরিচালনায় হেমন্ত এই ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। চিত্রেশ্বরীর কথা অসীম বর্মন ও হেমন্তকুমার সুরসৃষ্টি করেছেন। ছবির পরিচালকদের অভিজ্ঞতার পরিচয় হয়েছে এমন সুন্দর ছবি তৈরীর মধ্যে। আশা করা যায় এ ছবিতে তাঁরা চলচ্চিত্র বন্ধু (চিত্রপরিচালনা) ও শিল্পী মিঃ (চিত্রগ্রহণ-প্রসঙ্গে) এ ছবির কাহিনীকার ও পরিচালক রাজা ও মালতীর সঙ্গে আরেকটি 'আকাশ পাতাল' এর মুক্তিপ্রতীক্ষায় আছে। এর পরে একে একে সপ্তাহের মধ্যেই নতুন ধরনের একটি কাহিনী কোলকাতার পরিচালক প্রবীণ মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় এর নায়িকা।

আর সব ছবির সেরা ছবির কথা সেটা হল—সপ্তাহের শেষটা ১৯শে কিংবা ২৬শে ফেব্রুয়ারী আত্মপ্রকাশ করবে সিনেমার সঙ্কট আর। বিমলাক্ষী সত্যজিতের কাছে অবশ্য সমস্যে মনোমোহন ছবিকে কল্পনা করবার কোন নেই। শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছবি বিশ্বাস, কবুণা বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই সত্যজিতের পূর্ববর্তী ছবিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন এ ছবির মুখ্য ভূমিকাগুলিতে আছে তাঁদেরই প্রতিভার স্বাক্ষর। তবলা প্রকাশকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি মনস্তাত্ত্বিক ছোট গল্প। সত্যজিৎ রায় তাকেই রূপায়িত করেছেন একটি অন্তরঙ্গধর্মী চিত্রনাট্যে।

এগুলি ছাড়াও আরো দু'একটি ছবির মুক্তির দিন শুনছে। 'কাঁচা পয়সার মেয়ে' ও 'বাইশে শ্রাবণ' তাদেরই তালিকাভুক্ত।

• • •

কল্লোল ফিল্মসের 'বাইশে শ্রাবণ'-এ

চিত্রশবরীর মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি। ওরা এই শহরে প্রধান ভূমিকায় জামিরবরণ ও মিতা মিত্র।

রূপে পাবে। তারা ইউনাইটেড ফিল্মসের পরিচালনে ছবিটি তৈরীর ব্যবস্থা হচ্ছে। দুজন-আট অর্থেন্দু, রেলের ডেভলপমেন্ট ছবির পরিচালনা তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে। সুধীর সুপ্রিয়ার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন আমার মিত্র।

• • •

এ সপ্তাহে তিনটি হিন্দী ছবি মুক্তি পেয়েছে কলকাতার চিত্রোদ্যোগীদের। এর মধ্যে দুটি ছবি সম্পর্কে আমাদের পাঠকদের আগ্রহ কি রকম ও আমার ব্যক্তিগত মতামত কি তা আমি আগেই জানিয়েছি। আর একটি ছবি সম্পর্কে কিছু লিখতে আমার অনীহা ছিল। কিন্তু অনেক পাঠক-পাঠিকা চিঠি লিখে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে এই ছবিটি সম্পর্কে দু-চার কথা লিখতে হচ্ছে।

• • •

ছবিটির নাম 'ইয়াদ'। এই নামে একটি ছবি কিছুদিন আগে বোম্বাইয়ে মুক্তি পেয়েছিল। সেই ছবির সঙ্গে এই ছবির কোন সম্পর্ক নেই। ছবিটির কাহিনী লিখেছেন শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষ। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত অসিত সেন। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবিটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীমতী মুনমুন সেন, শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনুপকুমার, শ্রীযুক্ত অসিতবরণ, শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ হালদার, শ্রীযুক্ত তরুণকুমার, শ্রীযুক্ত কালী সরকার, শ্রীযুক্ত জহর রায়, শ্রীযুক্ত শৈলেন গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত তুলসী চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্যাম লাহা, শ্রীযুক্ত সুধীর সুপ্রিয়া, শ্রীমতী অনুভা গুপ্তা, শ্রীমতী রেখা মিত্র, শ্রীমতী শিখা মুখার্জী, শ্রীমতী রমা গুহঠাকুরতা, শ্রীমতী মিতা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী শ্যামলী দাশগুপ্তা, শ্রীমতী মিতা মিত্র, শ্রীমতী সুলতা চৌধুরী, শ্রীমতী সুমিত্রা মুখার্জী, শ্রীমতী সুলেখা সান্যাল, শ্রীমতী সুজাতা, শ্রীমতী ঝুমা, শ্রীমতী মাধবী এবং আরও অনেকে।

• • •

ছবিটির কাহিনী সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। কারণ কাহিনীটি আমার পড়া নয়। তবে শুনেছি কাহিনীটি নাকি বেশ জটিল। ছবিটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সম্পর্কে আমার মতামত হচ্ছে—ছবিটি দেখে মনে হয়েছে, পরিচালক ছবিটি তৈরী করতে গিয়ে কোন কিছুই ভাল করে ভাবেন নি। ছবিটির কোন চরিত্রই ভাল করে ফুটে ওঠে নি। ছবিটির কোন দৃশ্যই ভাল করে গড়ে ওঠে নি। ছবিটির কোন সংলাপই ভাল করে বলা হয় নি। ছবিটির কোন অভিনয়ই ভাল করে অভিনয় করা হয় নি। ছবিটির কোন সঙ্গীতই ভাল করে সঙ্গীত হয় নি। ছবিটির কোন চিত্রগ্রহণই ভাল করে চিত্রগ্রহণ করা হয় নি। ছবিটির কোন শব্দগ্রহণই ভাল করে শব্দগ্রহণ করা হয় নি। ছবিটির কোন সম্পাদনাই ভাল করে সম্পাদনা করা হয় নি। ছবিটির কোন শিল্পনির্দেশনাই ভাল করে শিল্পনির্দেশনা করা হয় নি। ছবিটির কোন রূপসজ্জাই ভাল করে রূপসজ্জা করা হয় নি। ছবিটির কোন পোশাকই ভাল করে পোশাক করা হয় নি। ছবিটির কোন ব্যবস্থাপনাই ভাল করে ব্যবস্থাপনা করা হয় নি। ছবিটির কোন প্রচারই ভাল করে প্রচার করা হয় নি। ছবিটির কোন পরিবেশনাই ভাল করে পরিবেশন করা হয় নি।

—বলা বাহুল্য এটি প্রেমের কাহিনী এবং

মিনার্ভা থিয়েটার
ফোন : ৪৪ ৬৬১৯
বাংলা রঙ্গমঞ্চে অনন্য অবদান।
দ্বিতীয় দ্বিযুগের সূচনায়
অঙ্গার
সুরে : রবিশঙ্কর
নাট্য ও পরিচালনা—উৎপল দত্ত
সহকারী—শিপ্রা চৌধুরী
রূপসজ্জা—শিপ্রা সুরেশ
দৃশ্য বিন্যাস—উৎপল দত্ত
দৈনিক প্রদর্শন : ৫ ও ৮টায়
ছুটির দিন ৫ ও ৬টায়
(ফি ২৩২৬)

বিশ্বরূপা
ফোন : ৪৩—১৪২৫
সহকারীতে ৩ প্রদর্শনে—৫টায়
রবিবার ও ছুটির দিন—৫ ও ৮টায়
সেতু
পরিচালনা : অসিতবরণ
৩৫ নবীন মিত্র, জমিতবরণ
উত্তমকুমার, অনুপকুমার, সন্ধ্যারাণী, ছায়া দেবী, ভারতী দেবী, শ্যামল ঘোষাল, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার, অরুণ, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, নবদ্বীপ হালদার, শ্যাম লাহা, তুলসী চক্রবর্তী, কালী সরকার, জহর রায়, শৈলেন গাঙ্গুলী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা, রেখা, মিতা মিত্র
ও
তৃপ্তি মিত্র (নেপথ্যে)

ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব বহন করেছেন সর্দার মালিক।

"আলম-আরা কি বেটী" পরিচালক নানুভাই ভকিলের নবতম অবদান। নয়না, লীলিভং, মারুতি, শকিলা বানু প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

"কম্যাণ্ডার"-এর প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপ দিয়েছেন রঞ্জন, নিরুপা, কুমকুম, হেলেন হিওয়ার্ড প্রভৃতি। বেলেখ কাপুর ও চিত্রগুপ্ত যথাক্রমে এর পরিচালক ও সংগীতকার।

### পরিচ্ছন্ন পারিবারিক ছবি

বুটি বিলাতের পাশ উপন্যাস ও অভিনয় নাটকীয়ে ভরা হিন্দী ছবির পুঁই বুটি বান দর্শকেরা ইদানীংকালে যখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন, ঠিক এমনি সময়ে সদালিব চিত্রের "চিত্রিপ্তর মাতা" নাটকীয় ও মানবীয় রসে সমৃদ্ধ একটি পরিচ্ছন্ন ছবি নতুন আশ্বাসের বাণী বহন করে এনেছে।

সুখ্যাত মারাঠী লেখক ওয়াই কি যোশীর 'সুপারি' নামে একটি ছোট গল্পের


# আরও অনেক শিল্পের

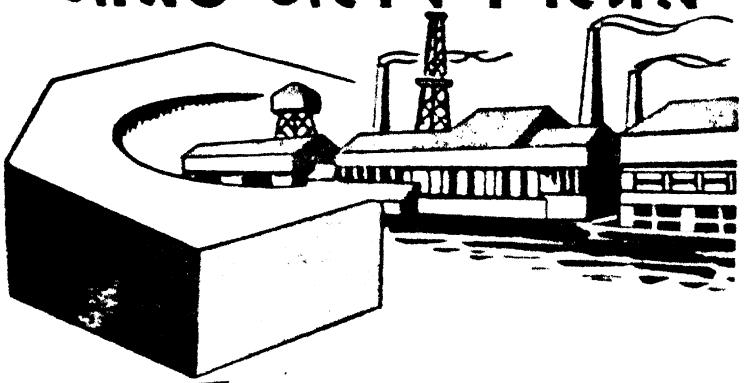

# মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ

১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে যখন মেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন সুরু হয় তখন—সাবান, লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র, সিমেন্ট, কাগজ, রবার, চা-বাগিচা, কফি, অলৌহ ধাতু, কাঁচা রবার ইত্যাদি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মেট্রিক ওজন ও মাপ গ্রহণ করে।

তারপর থেকে আরও অনেক শিল্পে এই পরিবর্তন সুরু হয়।

১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে ছাপাখানা শিল্পে এই ওজন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।
১৯৫৯ সালের ১লা নভেম্বর থেকে চিনি শিল্পেও মেট্রিক ওজনে পরিবর্তন সুরু হয়।

বনস্পতি ও রং তৈরীর শিল্পে ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাস থেকে মেট্রিক ওজন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পরিবর্তন আরম্ভ হবে।

১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পেট্রোল ও পেট্রোলজাত সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে লীটার ও মেট্রিক মাপে বিক্রী করা হবে।

১৯৬০ সালের আগষ্ট মাস থেকে যখন শুল্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তখন সেটা হবে মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণের আর একটা প্রধান ব্যবস্থা।

# মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করুন

*সরলতা ও অভিন্নতার জন্য*

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

OA 59/422

ভিত্তিতে এ-ছবির কাহিনী রচিত। দুই ভাই-বোনকে কেন্দ্র করে একটি মধুর পারিবারিক গল্প ছবিটিকে আবেগমধুর করে তুলেছে।

কমলা ও গোপাল এ-ছবির দুটি প্রধান চরিত্র। স্বামী-পুত্র নিয়ে নিজের সংসারে সন্তুষ্টা হলেও কমলা পরম স্নেহের ধন তার আপন ভাই গোপালকে সর্বক্ষণ আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় নিজের কাছে। এরপরে গোপালের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ এবং অন্যদিকে সংসারের প্রতি কর্তব্যের দ্বন্দ্বমুখর দ্বন্দ্বের নাটকীয়তায় ঘনিয়ে ওঠে।

অসুস্থতার অজুহাতে গোপাল স্কুল-কলেজের অধ্যয়নকালের অধিকাংশ সময় বোনের নিকটবর্তী থাকতে বাধ্য হয়েছে। অসময়ে বাপ-মা হারানো ভাই-বোনের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার নিবিড় বন্ধন ছবির শুরুতে দর্শকমনে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। গোপালের বন্ধু-বান্ধব, তাদের সঙ্গে আড্ডা, হাসি-ঠাট্টা, গোপালের প্রতি বোনের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা ছবির প্রথমার্ধে যে-পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা সত্যই উপভোগ্য। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ঘটনা-সংস্থাপনে যে-শিথিলতা দেখা দিয়েছে তা ছবির সামগ্রিক আবেদনকে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করেছে। ছবির শেষ দৃশ্যে ছবির নায়ক-নায়িকার মিলনের ইঙ্গিত ছবির সমাপ্তিকে আরও দুর্বল করে তুলেছে।

অভিনয় সম্পর্কে দুটি কথা বলা যায়। কমলার ভূমিকায় অভিনেত্রী অপর্ণা দেবীর অভিনয় চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করেছে। গোপাল-রূপী সুব্রত দত্ত ভাল অভিনয় ও চলনসই অভিনয়ের দ্বারা চরিত্রটিকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। অন্যান্য বিভাগে ছবিটি পাওয়ার। গোপাল কমলার মা, শুকো মোটা (হারা), সন্তোষ (কমলার স্বামী), ভিখারিণী (গোপালের বন্ধু), ডাক্তারী ইংরেজী ও ইনি ইংরেজী (কমলার শ্বশুর) এবং ওই প্রকাশ (হারার বন্ধু) প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয়—সৃষ্টিতের পরিচয় দিয়েছেন।

এন বক্সীর সুরসৃষ্টি—গান ও আবহ—ছবিটির প্রাণসঞ্চার করেছে। অরবিন্দ লাহিড়ীর আলোকচিত্রগ্রহণ অপূর্ব। কলা-কৌশলের অন্যান্য বিভাগ ও অপরাপর অংশগুলি মনোরম।

### ভারতে বৃদ্ধ ছবি

আমেরিকার চলচ্চিত্র শিল্পে ভারতীয় চিত্রোপাদানের ব্যবহার আজকে বেশ্যে, হলিউডের ছবিতে ভারতের ছবি নিয়ে যারা মেতে উঠেছেন—এই অভিযোগ করেছেন এবার আমেরিকানদের ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। হলিউডী ছবিতে ভারতীয় চরিত্র ও ঘটনা-সংস্থাপনে ভারতীয়দের মনে যে-ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তা ভারতীয়দের পক্ষে অপমানকর। এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্যেই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ভারতীয় চিত্রোপাদানের ওপর একটি আলোচনা-সভার আয়োজন করেছিলেন ভারতীয় দূতাবাসের উদ্যোগে। এই সভায় ভারতীয় চিত্রোপাদানের সঙ্গে হলিউডী ছবির সম্পর্ক ও তার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সভাপতি আমেরিকার ছবি আমাদের দিয়েছেন সেখানে ভারত ছবিগুলি কি ভাবে দেখানো হয় তার বিবরণ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভারতীয় চিত্রোপাদানের ভুল ব্যবহার করে যে-সব ছবি তৈরি হয়েছে তার অধিকাংশই ব্যবসায়ে ব্যর্থ হয়েছে। এই ভুলগুলি যাতে ভবিষ্যতে আর না হয় সে-বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিশিষ্ট ভারতীয় চিত্র-পরিচালক ও চিত্রশিল্পী সভায় ভারতীয় চিত্রোপাদানের ভুল ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তৃতা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভারতীয় চিত্রোপাদানের ভুল ব্যবহার করে যে-সব ছবি তৈরি হয়েছে তার অধিকাংশই ব্যবসায়ে ব্যর্থ হয়েছে। এই ভুলগুলি যাতে ভবিষ্যতে আর না হয় সে-বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।


শনিবার, ৭ই ফেব্রুয়ারী—সকাল ১০-৩০ মিঃ

রূপায়নে থিয়েটার্সের সগর্ব নিবেদন!

অভূতপূর্ব প্রতিভা সমন্বয়ে

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

শ্রেষ্ঠ নাটক

শ্রীঃ কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

তরুণ রায় — পিকু

দীপান্বিতা রায়

পরিচালনা — তরুণ রায়

সুর — ওস্তাদ আলি আকবর খান

গীত — শচীন চৌধুরী

আলো — তাপস সেন

টিকিট—৭, ৫, ৩.০০ ২.০০ ও ১,

নিউ এম্পায়ার



: আগামী সপ্তাহে বেরুচ্ছে :

সুনীল ঘোষের

জলতরঙ্গ

এ যুগের
জটিল ও সংঘাতময়
এক মনোরম
উপন্যাস

দাম : সাত টাকা

এই লেখকের অন্যান্য বই : অন্তর্দাহী, বাকুলকলস, নায়কনায়িকা

ন্যাশনাল পাবলিশার্স

২০৬, বিধানসরণি কলি : কলিকাতা—৬

শিল্পীদের সুন্দর ও ভাবব্যঞ্জক চেহারা খুব পছন্দ করেন।

আই-এস-পি-পি-এর সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, সোভিয়েট সরকার ভারতে কাঁচা ফিল্ম-এর কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থায় সাহায্য করলে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

মেহ্‌বুব খাঁ এই সভায় মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া যদি আমেরিকার চিত্রব্যবসায়ীদের মতো ভারতে নিজেদের প্রেক্ষাগৃহ ও চিত্রপরিবেশক সংস্থা স্থাপন করেন তবে রাশিয়ার ছবিও এদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

এই অনুষ্ঠানের পূর্বে ভ্রমণরত সোভিয়েট দলকে একটি নির্মীয়মান হিন্দী ছবির চিত্র-গ্রহণ দেখানো হয়। এই দলে রাশিয়ার

কল্লোল ফিল্মসের "বাইশে শ্রাবণ"-র নায়িকা নবাগতা শ্রাবণী মুখোপাধ্যায়

সুজন প্রখ্যাত শিল্পীও ছিলেন. তাঁরা হলেন মস্কো নেশনী থিয়েটার ও বলশয় ব্যালেটের।


এলিট

প্রত্যহ : ৩, ৬ ও রাত্রি ৯টায়

প্রখ্যাত লেখক এফ স্কট ফিজেরাল্ড ও তাঁর ভবিষ্যতী প্রেমিকা শীলা গ্রেহাম-এর অপূর্বরূপে প্রত্যেকের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ অসাধারণ চিত্র।

কাইনার ৮ ডাঃ ৮ হতে, বিশ্ববিখ্যাত কিশোর-যুগলের অভিনয় প্রতিভা ও পরিচালনা নৈপুণ্যে বছরের আকর্ষণীয় অনবদ্য চিত্র।

রঙমহল

প্রতি শনিবার : ৬-৩০

রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা—৬-৩০মি

ধনঞ্জয় বৈরাগীর বহুপ্রশংসিত নাটক

এক পেয়ালা কফি

পরিচালনা : শচীন গুহ

প্রেঃ উত্তম, মলিনা, রাধামণি, সতী, সরযূ, কাঞ্চন, বিশ্বজিৎ, শিবু, সরযূ, শ্যামাবিহারী, কাবেরী, কেতকী।

*

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬-৩০মি

এক মুঠো আকাশ


## নাট্যাভিনয়

### কালকাটা থিয়েটার্সের "গোত্রান্তর"

এক বিচিত্রধর্মী প্রতিক্রিয়া সমাজ-জীবনের নৈরাজ্য ও অসংগতিকে কতখানিই যে ক্ষুব্ধ করে তোলে তার নিদর্শন হিসেবে এক কথায় অনবদ্য হয়ে থাকবে কালকাটা থিয়েটার্সের "গোত্রান্তর"।

নাটকে এই প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটেছে একটি কলেজের নিম্ন মধ্যবিত্ত ছাত্রের সঙ্গে সমাজ-বিত্তবানের প্রকাশ্য সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে। এই ঘটনাটির উপলক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে যে সংঘাত ও সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে নাটকের নায়ক ও নায়িকা বিশ্বনাথ ও বন্দনা তাদের নিজেদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তার মধ্যে দিয়ে নাটকের বক্তব্য ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছাত্র-বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে নাটকের যে সূত্রপাত তার পরিণতি ঘটেছে বিশ্বনাথের কারাবরণে। কিন্তু ঘটনার উপসংহারে বিশ্বনাথ ও বন্দনার মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার মধ্যে দিয়ে নাটকের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাটকের নায়ক ও নায়িকা বিশ্বনাথ ও বন্দনা সমাজ-বিত্তবানের প্রতিনিধি নয়, তারা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার মধ্যে দিয়ে নাটকের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাটকের সমাপ্তি সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। নাটকের নায়ক ও নায়িকা বিশ্বনাথ ও বন্দনা যে সমাজ-বিত্তবানের প্রতিনিধি নয়, তারা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার মধ্যে দিয়ে নাটকের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাটকের সমাপ্তি সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। নাটকের নায়ক ও নায়িকা বিশ্বনাথ ও বন্দনা যে সমাজ-বিত্তবানের প্রতিনিধি নয়, তারা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার মধ্যে দিয়ে নাটকের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পূর্ববঙ্গের একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত বাস্তুহারা পরিবার ভাগ্যের শেষ দানের সীমাহীন দুর্ভাগ্যের মধ্যে কলকাতায় শেষ পর্যন্ত মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে নেয় এক বাঙালী বস্তিতে। বস্তির অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মজুরদের মধ্যেই পরিবারের কর্তা হরেন্দ্র—একজন ভূতপূর্ব স্কুল শিক্ষক—খুঁজে পান আসল মানুষ। তাঁর মেয়ে গৌরী খুঁজে পায় তার মনের মানুষ বস্তির ছেলে কানাই-এর মধ্যে—যে কানাই নিজের জীবন তুচ্ছ করে গৌরীকে বস্তি-ক্লেদের লকলকে ছুঁচ থেকে বাঁচিয়েছে। পরিবারের গার্হস্থ্য জীবনের কাছে বস্তির অসহ্যতা অসহ্য। গৃহকর্মী হরেন্দ্রর কাছে বস্তিবাসীরাই ভদ্র, সহিষ্ণু সহযোগীর মানুষ। তিনি চান তাঁর মেয়ের সঙ্গে নিজের ও তাঁর পরিবারের সম্পর্কের পরিচয় ঘটে যাক। গৌরীর সঙ্গে কানাই-এর বিয়ে দিয়ে এবং বস্তি-উচ্ছেদকারী ধনিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঐকতান সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি এই সম্পর্কের সার্থক করে তুলেছেন।

নিরঞ্জন ভট্টাচার্যের এই নাটকের প্রথম দৃশ্যের নাটকীয়তার যে সম্ভাবনা ছিল শিল্পীদের অভিনয়ের মধ্যে তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার ও অভিব্যক্তির অভিনয়ের মধ্যে তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার ও অভিব্যক্তির সমস্যার অভিনয় নাটকের নাটকীয়তার বিকাশের প্রয়োজনে যে ক্রমশ ঘনীভূত হয়েছে তার মধ্যে অভিনয়ের দিক থেকে একটি বিশিষ্ট সমস্যা ছিল। এই সমস্যার সমাধানে শিল্পীরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার জন্য তাঁরা প্রশংসার দাবী রাখেন। বিশেষ করে বিশ্বনাথ (শিল্পী) ও বন্দনার (শিল্পী) অভিনয়ের মধ্যে নাটকের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে ক্রমবিকাশ ও পরিণতি দেখানো হয়েছে তা সত্যই প্রশংসনীয়। বিশ্বনাথ এবং বন্দনার যে অন্তরঙ্গতার চিত্র এঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যই সুন্দর হয়ে উঠেছে। মনুষ্যত্বের সম্মানের নাটকের শেষে উপরের স্তরের নিজে অন্তর হেলেন কুলকুলিকের ভাবভঙ্গি সেই এনাটকের ভাবভঙ্গি উপরের মনোভাবের সঙ্গে ও সুন্দরের মধ্যে নিজে নাটকের সঙ্গে তাকে পেরেছেন বলে তেমনি এক অন্তরঙ্গ অভিনন্দন এই নাটকের শিল্পী-দলকে প্রাপ্য করেছে। তাঁদের এক সুন্দরের চিত্রকাহিনীর ইতিহাসে এ নাটকের সমাদর হয়েছে। আমরা লক্ষ্য না করেছি নাটকের শেষ দৃশ্যে প্রকাশ্য আলোর তাও বর্ণবৈচিত্র্য ও অন্তরঙ্গতার আলোর।

সব নাটকের ও নাট্য-পরিচালক নাটকের কয়েকটি চরিত্রচিত্রণ বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। কালকাটা আর্টের মহুয়া ঘোষ ও হোসার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম প্রশংসনীয়।

নাটকটির এই সকল সম্পদের জন্যে বিন্যাস ও প্রয়োগ কৌশল অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষণীয়।

অভিনয়ের দিক দিয়ে নাটকটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। হরেনের চরিত্রে বিমল ভট্টাচার্যের অভিনয় মনোজ্ঞ ও সংযমশীল। শঙ্করী ও গৌরীর চরিত্রে যথাক্রমে রেনু ঘোষ ও কুমারী শতদলপুরের অভিনয় মনে রেখাপাত করে। অন্যান্য চরিত্রে বরীন বসু (কানাই), সতীন মুখোপাধ্যায় (অবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাখাল), অমল ভট্টাচার্য, মণিকা চক্রবর্তী, সবিতা ভট্টাচার্য ও মৈত্রি মিত্রর অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে।

রাসল মেকার আলোকসম্পাত ও ধীরেন চৌধুরীর মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ড থিয়েটারের এই নাটকটির সম্পদ করে তুলেছে। নাটকটির মঞ্চসজ্জা ও পোশাক মানানসই হয়েছে। মঞ্চ ও আলোক পরিকল্পনা সুষ্ঠু হয়েছে।

## চিঠিপত্র

### পাঠান কিন্তু জাঁদ

মহাশয়, এই মাসের দেশ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পাঠান ও পাঠানী জাঁদ বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমার মনে হইল এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমার নিজের মনে আছে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের বাড়ীতে মেয়েদের কাছে শুনিতাম যে, পাঠানের ঘরে যখন কোন ছেলে জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার মাতা তাহার নাড়ী কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। তাহার পর সেই নাড়ী হইতে একটি জাঁদ জন্মায়। সেই জাঁদ বড় হইয়া পাঠানের সকল শত্রুকে বধ করে। এই জাঁদ সম্বন্ধে আমার মনে একটা ভয়ের ভাব ছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, পাঠানের সকল শত্রুকে বধ করিয়া জাঁদ নিজেই এক ভয়ানক শত্রুতে পরিণত হইত। সেই জন্যই বোধ হয় জাঁদ সম্বন্ধে আমাদের মনে ভয়ের ভাব ছিল।

এখন আমার মনে হইতেছে যে, পাঠানের জাঁদ সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা হয়ত কোন পাঠান কবির কল্পনা প্রসূত। সেই কবি হয়ত পাঠানের জাঁদকে কোন দেবতার বরে বলীয়ান করিয়া তাহার মুখে কোন দেবতার নাম দিয়াছেন। হয়ত কোন কবি জাঁদকে কোন দেবতার অভিশাপে দৈত্য রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সকল শত্রু বধ করিয়া নিজেই এক ভয়ানক শত্রুতে পরিণত হইয়া মৃত্যু লাভ করিয়াছে। এই কাহিনী হয়ত কোন কবির কল্পনা প্রসূত। আমার মনে হয় এই কাহিনী সম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া দরকার। আশা করি অন্যান্য পাঠকগণও এই বিষয়ে কিছু লিখিবেন।

শ্রীমনোজ কর
কলিকাতা ৭

# বিবিধ সংবাদ

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যিক সম্মান বিভাগের ফেলোদের জন্য বার্ষিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বক্তৃতা দানের জন্য তাঁহারা ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নির্বাচন করিয়াছেন। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই বক্তৃতা দিবেন।

শ্রীযুক্তা বসুর মহাপ্রস্থানী কল্পনার সঙ্গে অনেকেই মিলাইয়া একমত হইতে পারিবেন না, আমিও পারিলাম না। কারণ মহাপ্রস্থানে যে সমস্যা ক্ষীণ সূত্র ধরে তাহা বর্তমান বিশ্বের কাম্য করেছে কি না তাহা নিয়েই সন্দেহ নয়। সৃষ্টি যেন সম্পূর্ণ তাহার আয়ত্তে। সম্পাদিত যে আলোড়নের সঙ্গে আমরা কয়েক বিন্দু ইন্দিত দিয়া ঘুরিয়া ফিরি সেই ঘোলা বস্তুর সত্য যে কত গভীর কাহিনীর সঙ্গে জড়িত সমকর্মিগণই। শ্রীযুক্তা বসু নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে ঘূর্ণিতে কাহিনী প্রত্যক্ষগম্য করা সম্ভব নয়, রয়েছে তখন যখন দর্শক নায়কের কাছ থেকে অনুপস্থিতির বিচ্ছেদ সম্পর্কে জেনেছে। প্রত্যক্ষগম্য কাহিনীর সমস্যা এবং আবেদন সম্পূর্ণ আলাদা। অনুপস্থিতি নিজেই এক আলো ফেলেছে যে ঘূর্ণি কাহিনীর মধ্যে হয় বিলীন। এরপর করে যে অভাব যে একটি বড়ো সম্পূর্ণতর কাহিনীর মধ্যে রূপায়িত হবে তখন কোন পূর্বরাগ রূপের আলোকপাতের চিহ্ন ছাড়াও পাওয়া যায় তবে সেটা অসম্ভবতার বিষয় নয়? সমস্যা সম্ভিতেই এর নাটক রচনা করেছি। শ্রীযুক্তা বসুর মত অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার নিশ্চয়ই এ আলোচনা ভালো লাগবে।

শ্রীমনোজ মিত্র
কলিকাতা ৭

মাদ্রাজী ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ব ও বিজ্ঞান শিল্পীদের সম্মেলনে কলকাতার বিজ্ঞান সম্পর্কিত সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে যে কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়েছে, তার সভাপতিত্বে বৃত হয়েছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। শ্রীউপল দত্তের মতে এই পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। যাঁরা সমস্যা হতে চান অথবা যে সব শিল্পী সম্মেলনে তাদের দৃষ্টান্ত করতে ইচ্ছুক, ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তাঁদের যোগাযোগ করতে হবে প্রধান কার্যালয় (১৩।এ, হাজরা লেন, কলিকাতা ২৯) কিংবা আঞ্চলিক কার্যালয়ে (২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট)।

• • •

বিজ্ঞান অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার যে ফিজিক্স ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন হয়েছেন তা সম্ভবতঃ আগামী শুক্রবার উদ্বোধিত হবে। কলকাতা এসপ্লানেডে উদ্বোধিত এই ইনস্টিটিউটটির মূল নির্মাণকার্য হয়েছে ছোট লক্ষ্য নিয়ে। ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ডক্টর মেঘনাদ সাহার মতন এই ইনস্টিটিউটে পরিচালিত হবে এবং এখানে পরিচালনা, আলোচনাচক্র, বক্তৃতা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। শিক্ষাকালীন শিক্ষার্থীরা পাবেন ভাতাও।

• • •

মুখার্জি ও দত্ত কলকাতার ও মফস্বলে মুদ্রণশিল্পের বেশীরভাগ ছাপাখানার এই দুই মালিকদের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে রাজধানীর নতুন পরিবেশকে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এঁদের অনুষ্ঠানিকভাবে এই আলোচনাটি উদ্বোধিত হয়ে উঠে ছিলেন শ্রীযুক্তা বসু। এই ধরণ সাহায্য ও সহযোগিতা ছাপাখানার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে এই আশা প্রকাশ করেন সকলে।

• • •

ফিল্মস ডিভিশনের কারিগরী ইউনিট আজ একটি অত্যাধুনিক সম্প্রসারণ ব্যবস্থা করছে। ডিভিশনের আলো ফিল্ম একটি অত্যাধুনিক চলচ্চিত্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে। ফিল্মটির হিসাবে সম্প্রতি হয়েছে।

• • •

ফিল্মসিটির হলের ভিতর ফিল্মটির বিশেষ উদ্বোধন উপলক্ষে তথ্য নাট্যবিভাগ পরিচালক নাটকটি গত ১৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যে রঙমহলে অভিনীত হয়। বিভূতি চক্রবর্তীর পরিচালনায় সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়।

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের সফরের উপর যবনিকা পড়েছে। পাকিস্তান ও ভারতের কাছ থেকে ভারতের সম্মান নিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল দেশেও ফিরে গেছে। সুতরাং ক্রিকেট খেলা নিয়ে দুই দেশে যে মহা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল তারও অবসান হয়েছে। ভারতের ক্রিকেট বলতে এখন বাকী শুধু কলিজ প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ের কয়েকটি খেলা। ক্রিকেটের যা কিছু উত্তাপ এখন এই কলিজ প্রতিযোগিতার খেলার মধ্যে। এদিকে হকি মরসুম সমাগত। এই সপ্তাহ থেকেই কলকাতায় আরম্ভ হচ্ছে ভারতের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলা। সম্ভবত জাতীয় হকিতে বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়দের গুণাগুণের নিরিখেই পড়া হবে কোন অলিম্পিকের জন্য ভারতের হকি টীম। তাই এ প্রতিযোগিতার গুরুত্বও কম নয়। আথলেটিক স্পার্টসের মরসুমও সমাগত প্রায়। ফেডারেশন কাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মহলে জাতীয় খেলাধূলার মহাকর্তারা ভারতের যাবতীয় ক্রীড়ামোদীকে এখনো মিলিত হচ্ছেন। তাঁরা নানা রকমের প্রতিযোগিতার জন্য জাতীয় খেলাধূলার নিয়মাবলীর উপরও নির্ভর করছে কোন অলিম্পিকের ভারতীয় দল নির্বাচিত হবার বহু প্রশ্ন। সমাধান এসব নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আজ কলকাতার মরসুমটিকে। তবে এ অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

• • •

কিন্তু পঞ্চম টেস্ট খেলা সম্বন্ধে বেশির কিছু পরিচয় এই আলোচনা হয়ত না, পাঠকের আর কিছুই অজানা নেই। তা ছাড়া আকস্মিকতার কারণে কোন ঘটনা প্রতিবার এই টেস্টকে ঐতিহাসিক করে তোলে নি। ঐতিহ্য বহিরঙ্গের অন্তর্নিহিত। তবুও ঐতিহ্য আমাদের কাছে এই টেস্টের কর্তাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করে। এ টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে ও ক্রিকেটারদের জীবনে কিছু বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আজ তাঁর এ সামান্যতম পরিচয়ের কিছু কিছু আমরা আজকের পাঠকদের দিতে চেষ্টা করব।

সমস্যাই জন্ম হয়েছে ১৮৭৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার পর্যটনী দলের ইংলণ্ড সফরের সময়। টেস্ট খেলার মর্যাদা নিয়ে তিনটি প্রথম টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে এর ইতিমধ্যে ৯ বছরে। ১৮৭৬ সালে ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় ১৩৯ রানে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যাবার পর ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্তারা স্থির করেন যে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আর কোন টেস্ট খেলা হবে না। কিন্তু ১৮৭৭ সালে অস্ট্রেলিয়া আবার এক ইনিংস ও ৪১ রানে বিজয়ী হয়ে ১—১ সমান সিরিজে ইংলণ্ড পাঠায়। কলকাতার শেষ টেস্ট ড্রয়ে পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়ায় ১—১ ড্রয়ে এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়াই ট্রফির দাবি করে।

কলকাতার টেস্ট ক্রিকেট পরেরই ট্রফির অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের প্রথম দেখা হবার। সেই অনাগতের প্রতি ছিল চূড়ান্ত নিদের কেন্দ্র ভারতীয় দল যখন ক্রিকেটের এই অনুষ্ঠানে প্রথম অংশ গ্রহণ করছে, তখন ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত সে সুযোগ গ্রহণ করতে নিশ্চয় করবেন না। অবশ্য সে সুযোগ গ্রহণ করার কোন কথা ভারতের প্রতিনিধি ভারতের হয়ে করেন নি। কিন্তু নিয়মের ব্যাপারে সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল যখন ভারতের সে অধিকার হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার। তাই ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাসে ভারতের যেকোন সুযোগ উপস্থিত হয়ে তা বাতিলের আগের সময়ে না হয়ে তাহলেই সবচেয়ে ভালো হয়ে দাঁড়াবে। তবুও বলতেই হবে যে ভারতের কি [illegible] হয়ে ক্রিকেটের অঙ্গনে দুইয়ে যে কোন দিন ছাড়ে সত্ত্ব পারে না। অবশ্য টস্ জয়ে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হওয়ায় এ সমস্যার সমাধান আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবে টস্ জয়ে ভারতীয় অধিনায়ক হলেও ভারতীয় দলের ইনিংসের সূচনায় দুই ওপেনার ব্যাট করতে পারলে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ৫২১ রান করতে পারত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

অস্ট্রেলিয়া সমস্ত ৩৫১ রানের মধ্যে সুবিখ্যাত খেলোয়াড় নর্মান ওমলীর করেছেন ১১৩, গ্রাউট ৫৩ আর বাকী ৬৩, তোলেন ২৪। তাও না হলেও গ্রাউট ৩ রানের মাথায় আউট হয়ে যাবার পর ওমলীর সঙ্গে মিলিত হন। নর্মান ওমলীর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ানের অংশগ্রহণ প্রত্যেকের ভাগে ১৫টি ওমলীর থেকে ২০ করে হয়। এর থেকে দুইটির মাত্রাধিক্য সহজেই অনুমান করা যায়। নর্মান ওমলীর ইনিংসের ১৫৫ মিনিট ব্যাট করেন। ১৫৫ মিনিটে ১৫৫ রান। ভারত ১ম ও অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস শেষ হয়ে যাবার পর ভারতের ১ম ইনিংস আরম্ভ হয়।

ভারত ১ম ইনিংস ১৫ ওভার ৩ মেডেন ৫৩ রান ২ উইকেট, ওমলীর ১৬ ওভার ৩ মেডেন ৪৭ রান ১ উইকেট, গ্রাউট ১৬ ওভার ৩ মেডেন ৪১ রান ১ উইকেট, [illegible]

অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংস ১৭.১ ওভার ৩ মেডেন ৫২ রান ৪ উইকেট, ওমলীর ৬ ওভার ১ মেডেন ১২ রান, গ্রাউট ৬ ওভার ১ মেডেন ১৬ রান ২ উইকেট, [illegible]

ভারত ২য় ইনিংস ১৭.১ ওভার ৩ মেডেন ৫২ রান ৪ উইকেট, ওমলীর ৬ ওভার ১ মেডেন ১২ রান, গ্রাউট ৬ ওভার ১ মেডেন ১৬ রান ২ উইকেট, [illegible]

অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংস ১ উইকেটে ১৭ ওভার ১ মেডেন ৫২ রান, ওমলীর ৬ ওভার ১ মেডেন ১২ রান ১ উইকেট, গ্রাউট ৬ ওভার ১ মেডেন ১৬ রান ২ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী ইনিংস ও ৫২ রানে।

[illegible]

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

১৯৫৭-৫৮ অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী ৫, ভারত বিজয়ী ০; ড্র—১; মোট খেলা—৬।

১৯৫৮-৫৯ ভারতে, অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী ১; ভারত বিজয়ী—০; ড্র—২; মোট খেলা—৩।

১৯৫৯-৬০ ভারতে, অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী—২; ভারত বিজয়ী ১; ড্র—২; মোট খেলা ৫।

মোট অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী—৮; ভারত বিজয়ী—১; ড্র—৬; মোট খেলা—১৩।

অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ ইনিংস—
৬৭৪ রান—এঙ্গল্যান্ড—১৯৯৭-৪৮
ভারতের সর্বোচ্চ ইনিংস—
৫৮১ রান—এঙ্গল্যান্ড—১৯৭৭-৪৮
অস্ট্রেলিয়ার সর্বনিম্ন ইনিংস—
১০৭ রান—সিডনী—১৯৭৭-৪৮
ভারতের সর্বনিম্ন ইনিংস—
৪৮ রান—দিল্লী—১৯৭৭-৪৮

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন—
১১২—এস [illegible] এঙ্গল্যান্ড—১৯৭৭-৪৮
১০১ [illegible] এঙ্গল্যান্ড—১৯৭৭-৪৮
১৭৭ [illegible] বিশ্বকর্মা—১৯৭৭-৪৮
১৩১—[illegible] ১৯৭৭-৪৮
১৩৫—[illegible] ১৯৭৭-৪৮
১৩১—[illegible] ১৯৭৮-৭৯
১৭৫—[illegible] ১৯৭৯-৮০
১১৬—[illegible] ১৯৭৯-৮০
১৭২—[illegible] ১৯৭৯-৮০
১১৩—[illegible] ১৯৭৯-৮০
১০৩—[illegible] ১৯৭৯-৮০
১৭৭—[illegible] ১৯৭৯-৮০
১১৭—[illegible] ১৯৭৯-৮০
১০১—[illegible] ১৯৭৯-৮০

ভারতের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন—
১৭৭—[illegible] ১৯৭৭-৭৮
১১৬—[illegible] ১৯৭৭-৭৮
১১৬—[illegible] ১৯৭৭-৭৮
১১১—[illegible] ১৯৭৭-৭৮
১১৭—[illegible] ১৯৭৭-৭৮
১০১—[illegible] ১৯৭৮-৭৯
(১৯৭৭-৭৮ সালে [illegible] এঙ্গল্যান্ডে এবং সার্ভ গুল গ্রাউন্ডম্যান

গত রবিবার কলকাতা ভারতের দুই তরুণ খেলোয়াড় চাঁদ, বোকন ও এম এল জয়সীমা। ইডেন উদ্যানে শেষ টেস্ট খেলায় চতুর্থ দিনে মনোর, ছেলেরা বিরাটিতে প্যাভিলিয়নে আসবার সময় গৃহীত ফটো —ফটো: খেলা

সেঞ্চুরোনে এই ইনিংসের সেঞ্চুরী করে।)

প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাটসম্যান—১৯৭৭-৭৮ সালে [illegible] ১৯৭৮-৭৯ সালে ব্রাডম্যান [illegible] চেপেল [illegible] ও কলিন ডিভেরে ১৯৭৯-৮০ সালে [illegible] ও ডি এস বেঙ্গসকর।

ভারত বনাম ইংলণ্ড

১৯৩২ ইংলণ্ডে ইংলণ্ড বিজয়ী—১; ভারত বিজয়ী—০; ড্র—২; মোট খেলা—৩।

১৯৩৬ ইংলণ্ডে ইংলণ্ড বিজয়ী—১; ভারত বিজয়ী—০; ড্র—২; মোট খেলা—৩।

১৯৪৬ ইংলণ্ডে ইংলণ্ড বিজয়ী—১; ভারত বিজয়ী—১; ড্র—৩; মোট খেলা—৫।

১৯৫১-৫২ ভারতে ইংলণ্ড বিজয়ী—১; ভারত বিজয়ী—১; ড্র—৩; মোট খেলা—৫।

১৯৫৩ ইংলণ্ডে ইংলণ্ড বিজয়ী—৩; ভারত বিজয়ী—০; ড্র—১; মোট খেলা—৪।

১৯৫১ ইংলণ্ডে ইংলণ্ড বিজয়ী—৩; ভারত বিজয়ী—০; ড্র—০; মোট খেলা—৩।

১৯৫৯ ইংলণ্ড বিজয়ী—১০; ভারত বিজয়ী—১; ড্র—৮; মোট খেলা—২৯।

ইংলণ্ডের সাফল্যে ইতি

(৪ টেস্ট। ৩য় ম্যাচেস্টারে ১৯৫৬

ভারতের সর্বোচ্চ ইনিংস—
(৯ উইঃ) ৪৮৫—বোম্বাই—১৯৫১-৫২
ইংলণ্ডের সর্বনিম্ন ইনিংস—
১৩৪—লর্ডস—১৯০৬
ভারতের সর্বনিম্ন ইনিংস—
৫৮—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৫২
**ইংলণ্ডের পক্ষে যারা সেঞ্চুরী করেছেন—**
১০৬—টি জি ইভান্স—লর্ডস—১৯৫২
১৭৫—টম গ্রেভনী—বোম্বাই—১৯৫১-৫২
১৬৭—ওয়ালী হ্যামণ্ড—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৩৬
২১৭—ওয়ালী হ্যামণ্ড—ওভাল—১৯৩৬
২০৫*—জে হার্ডস্টাফ—লর্ডস—১৯৬৬
১৫০—লেন হাটন—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৫২
১০৬—লেন হাটন—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৫২
১১৯—ডি সেপার্ড—ওভাল—১৯৫২
১০৬—বি এইচ ভ্যালেণ্টাইন—বোম্বাই—১৯৩৩-৩৪
১০২—সি এফ ওয়াল্টার্স—মাদ্রাজ—১৯৩৩-৩৭
১০৮—এ জে ওয়াটকিন্স—দিল্লী—১৯৫১-৫২
১২৮—টি এম ওয়ার্ডিংটন—ওভাল—১৯৩৬
১০৬—পিটার মে—নটিংহাম—১৯৫৯
১৬০—কলিন কাউড্রে—লর্ডস—১৯৫৯
১৩১—জি পুলার—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৫৯
১০০—মাইক স্মিথ—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৬১
**ভারতের পক্ষে যারা সেঞ্চুরী করেছেন—**
১১৮—লালা অমরনাথ—বোম্বাই—১৯৩৩-৩৪
১১৮*—ডি এস হাজারে—দিল্লী—১৯৫১-৫২
১৫৫—ডি এস হাজারে—বোম্বাই—১৯৫১-৫২
১১৬—ডি এম মাঙ্কড—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৩৬
১২৮—ডি এম মাঙ্কড—ওভাল—১৯৩৬
১৫৯—ডি এম মাঙ্কড—দিল্লী—১৯৫১-৫২
১৩৩—ডি এল মঞ্জরেকর—লর্ডস—১৯৫২
১৮৯—ডি মনকড—লর্ডস—১৯৫২
১১২—মুস্তাক আলী—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৩৬
১১৭—ডি ডি ঘাসকর—কলকাতা—১৯৫১-৫২
১৪০—পি রয় বোম্বাই—১৯৫১-৫২
১১১—পি রয়—মাদ্রাজ—১৯৫১-৫২
১৩০*—পলি উমরিগর—মাদ্রাজ—১৯৫১-৫২
১১২—প্রকাশ আলী রেগে—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৫৯
১১৮—পলি উমরিগর—ম্যাঞ্চেস্টার—১৯৫৯
**প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক—(১৯৩৩ সাল—ডি আর জার্ডিন ও সি কে নাইডু, ১৯৩৩-৩৪ সাল—সি কে নাইডু ও ডি আর জার্ডিন, ১৯৩৬ সাল—জি ও এলেন ও বিজয়নগরের মহারাজকুমার "বিজি", ১৯৫৬ সাল—ওয়ালী হ্যামণ্ড ও পাতৌদির নবাব; ১৯৫১-৫২ সাল—ডি এস হাজারে ও মাইকেল ডাওয়ার্ড; পঞ্চম টেস্টে ইংলণ্ডের অধিনায়ক ডি বি কার, ১৯৫২ সাল—লেন হাটন ও ডি এস হাজারে; ১৯৫৯ সাল—পিটার মে ও টি কে গাইকোয়াড়; লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের অধিনায়ক কি রঙ্গ, ম্যাঞ্চেস্টার ও ওভাল মাঠের চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টে ইংলণ্ডের অধিনায়ক কাউড্রে।**

**ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ**

১৯৪৮-৪৯ (ভারতে) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিজয়ী ১; ভারত বিজয়ী ০, ড্র ৪, সিরিজ সমান ০।
১৯৫২-৫৩ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিজয়ী ১; ভারত বিজয়ী ০, ড্র ৪; সিরিজ সমান ০।
১৯৫৮-৫৯ (ভারতে) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিজয়ী ৩, ভারত বিজয়ী ০, ড্র ২; সিরিজ সমান ০।
সিরিজ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিজয়ী ৯, ভারত বিজয়ী ০, ড্র ১০, সিরিজ সমান ১৯।
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সর্বোচ্চ ইনিংস—
৮ উইঃ ৬৫৬ ডিক্লেয়ার্ড দিল্লী ১৯৫৯
ভারতের সর্বোচ্চ ইনিংস
৩১১ রান দিল্লী ১৯৫৮
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সর্বনিম্ন ইনিংস—
১১২ রান কলকাতা ১৯৫৯
ভারতের সর্বনিম্ন ইনিংস
১১৭ রান কলকাতা ১৯৫৯
**ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে যারা সেঞ্চুরী করেছেন—**
১০৭ রান ওয়ালকট দিল্লী ১৯৫৮-৫৯
১০১ রান সোবার্স দিল্লী ১৯৫৮-৫৯
১১৫ বি মেসারেথু কোর্ট অব রান ১৯৫৯
১০৬—[illegible] ১৯৫৮-৫৯
১০[illegible] ১৯৫৮-৫৯
১৬০ [illegible] ১৯৫৮-৫৯
১০৮* [illegible] ১৯৫৮-৫৯
১০১—ক্লাইভ ওয়ালকট দিল্লী ১৯৫৮-৫৯
১০৮—ক্লাইভ ওয়ালকট কলকাতা ১৯৫৯

১২৫—ক্লাইভ ওয়ালকট—জর্জ টাউন—১৯৫২-৫৩
১১৮—ক্লাইভ ওয়ালকট কিংসটন ১৯৫২-৫৩
১২৮—ই উইকস—দিল্লী—১৯৪৮-৪৯
১৯৭—ই উইকস—বোম্বাই—১৯৪৮-৪৯
১৬২—ই উইকস—কলকাতা—১৯৪৮-৪৯
১০১—ই উইকস—কলকাতা—১৯৪৮-৪৯
২০৭—ই উইকস কোর্ট অব রান ১৯৫২-৫৩
১৬১—ই উইকস কোর্ট অব রান ১৯৫২-৫৩
১০৯—ই উইকস কিংসটন ১৯৫২-৫৩
২০৭—ক্লাইভ ওয়েস কিংসটন ১৯৫২-৫৩
১৫২—জি সোবার্স বোম্বাই ১৯৫৮-৫৯
১১৮—জি সোবার্স কলকাতা ১৯৫৮-৫৯
১০৮*—জি সোবার্স কলিকাতা ১৯৫৮-৫৯
২৫৬—এস [illegible] কলিকাতা ১৯৫৮-৫৯
১০৫—সোবার্স [illegible] কলিকাতা ১৯৫৮-৫৯
১৫২—সোবার্স [illegible] মাদ্রাজ ১৯৫৮-৫৯
১০৫—জি [illegible] দিল্লী ১৯৫৮-৫৯
১০৯—কেন্স স্মিথ দিল্লী ১৯৫৮-৫৯
১৩৭*—জি সোবার্স দিল্লী ১৯৫৮-৫৯
**ভারতের পক্ষে যারা সেঞ্চুরী করেছেন—**
১১৭*—বিজয় হাজারে দিল্লী ১৯৫৮-৫৯
১৬৫*—বি কে কাপুর কোর্ট অব রান ১৯৫২-৫৩
১৫৫*—ডি কে হাজারে বোম্বাই—১৯৫৮-৫৯
১২১—ডি এস হাজারে বোম্বাই—১৯৫৮-৫৯
১১৮—ডি এস মঞ্জরেকর কিংসটন—১৯৫২-৫৩
১১২—প্রকাশ বোম্বাই—১৯৫৮-৫৯
১০৬—মুস্তাক আলী কলকাতা—১৯৫৮-৫৯
১৭৩—পি রয় কিংসটন ১৯৫২-৫৩
১৩৩—পলি উমরিগর কোর্ট অব রান—১৯৫২-৫৩
১১৭—পলি উমরিগর—কিংসটন—১৯৫২-৫৩

ইডেন উদ্যানে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার শেষ টেস্ট খেলা শেষ হবার পর বেডার ফ্রোডাদের কাছে দুই দলের অধিনায়কের বহুল প্রচারের জন্য আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ অধিনায়ক রবার্টস ও বিচি বেনোর বক্তব্য টেপ রেকর্ড করে নিচ্ছেন। দুই অধিনায়কের মাঝখানে পিঠ দিয়ে ও ডান দিকে অস্ট্রেলিয়ার বেডার ভাষ্যকার মাইকেল চ্যাপ্পেলকে দেখা যাচ্ছে। —ফটো: দেশ

১০২—টি ডি হেডেন—ঠিপ্পি—১২৫৮-৭৯

প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক (১২৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত অবসর ও ৫ টেস্ট খেলে ১৯৭৮-৭৯ সাল—কি ধরনের ৫ টি এক ইনিংস, ১২৮০-৮১ সাল থেকে টেস্ট খেলে ১২ দল অধিনায়কত্ব করেন। সিরিজ ও দুটি টেস্ট জেতেন তাঁরা ও দুটি ড্রয়ে ভারতের। দুটি টেস্ট ও ১ ড্রয়ে অধিনায়কত্ব করেন। শুধু টেস্ট খেলে, অধিনায়ক ও ড্রয়ে অধিনায়কত্ব করেননি।)

### ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড

১৯৫৫-৫৬ ওয়ার্ল্ড নিউজিল্যান্ড বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচে অধিনায়ক ১, ড্র ০, হেরে যাওয়া ১।

নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ ইনিংস (২ টেস্ট) ৫৩০—ঠিপ্পি

ভারতের সর্বোচ্চ ইনিংস ৫৮ ঘণ্টা ৫৫০ মিনিট

নিউজিল্যান্ডের সর্বনিম্ন ইনিংস ১৩৬ বনাম ভারত।

ভারতের সর্বনিম্ন ইনিংস ১৩২ বনাম নিউজিল্যান্ড।

বিশ্ব রেকর্ড ১৮৩৩ ও ৩ দিনে ফলাফল উইকেটে ৭১৫ রান টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে বিশ্ব রেকর্ড।

### নিউজিল্যান্ডের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন

১০২—জে ওয়ার্ট বনাম ভারত—ক্রাইস্টচার্চ—১৯৫৫-৫৬

১১০—জে মরে ভারত—কলকাতা—১৯৫৫-৫৬

১১৯*—জি ভিভ—ঠিপ্পি—১৯৫৫-৫৬

১৩০*—বার্ট সাটক্লিফ—ঠিপ্পি—১৯৫৫-৫৬

১৩৭—বার্ট সাটক্লিফ—ক্রাইস্টচার্চ—১৯৫৫-৫৬

### ভারতের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন

১৭৭—ভি এল মঞ্জরেকার—ঠিপ্পি—১৯৫৫-৫৬

১১৪—ভি এল মঞ্জরেকার—ক্রাইস্টচার্চ—১৯৫৫-৫৬

২০১—ভি মানকড় মন্তব্য—১৯৫৫-৫৬

১১৩—ভি মানকড়—ক্রাইস্টচার্চ—১৯৫৫-৫৬

১ ১*—ভি এল মঞ্জরেকার—কলকাতা—১৯৫৫-৫৬

১৭৩—পি রয় মন্তব্য—১৯৫৫-৫৬।

১০৩—পি রয়—ক্রাইস্টচার্চ—১৯৫৫-৫৬

১০৩*—বুধসন সিন্ধে—ক্রাইস্টচার্চ—১৯৫৫-৫৬

১২৩—পলি উমরিগর—ক্রাইস্টচার্চ—১৯৫৫-৫৬

### প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক (১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত টেস্ট খেলেন ৩৬ ও ৫টি হি ফেরত। খেলেন ৪ টেস্ট—উইনস ও একটি হি ফেরত।)

### ভারত বনাম পাকিস্তান

১৯৫২-৫৩ ভারতে পাকিস্তান বিরুদ্ধে ১, হেরে বিজয়ী—২, ড্র ২, টেস্ট খেলা—৫।

১৯৫৫-৫৬ (পাকিস্তানে) পাকিস্তান বিজয়ী—৩ হেরে বিজয়ী—০; ড্র—৩; টেস্ট খেলা—৬।

মোট পাকিস্তান বিজয়ী—১; ভারত বিজয়ী ১; ড্র—৯ টেস্ট খেলা ১০।

পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ইনিংস ৩৪৫ রান ১৯৮৪-১৯৮৫ সাল।

ভারতের সর্বোচ্চ ইনিংস ৩৯৭ রান —কলকাতা—১৯৫২-৫৩।

পাকিস্তানের সর্বনিম্ন ইনিংস—১১০—ঠিপ্পি—১৯৫২-৫৩।

ভারতের সর্বনিম্ন ইনিংস—১০৯ লক্ষ্ণৌ —১৯৫৮-৫৯।

### ভারতের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন

১৬৩*—ভি এল মঞ্জরেকার—বোম্বাই—১৯৫৮-৫৯

১১০—পঙ্কজ রায়—কলকাতা—১৯৫২-৫৩

১০২—পলি উমরিগর—বোম্বাই—১৯৫২-৫৩

১০৮—পি রয়—উইলিংডন—পোরবন্দর—১৯৫৬-৫৭

### পাকিস্তানের পক্ষে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন

১০৫* —হানিফ মুহম্মদ—কলকাতা—১৯৫৬-৫৩

১৯২—হানিফ মুহম্মদ—করাচিতে—১৯৫৮-৫৯

১২৬—ওয়াজির মুহম্মদ—লক্ষ্ণৌ—১৯৫২-৫৩

### প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক (১৯৫২-৫৩ সাল—পাক অবসর ও ৫ টেস্ট করাচি, ১৯৫৬-৫৩ সাল—৫ টেস্ট করাচি ও দিল্লি মনকড়।

* হবেন ঠিপ্পি, ৯৩ আউটের নিলাম-২,৬৭।

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২৫শে জানুয়ারী—রাষ্ট্রপতি একাদশ প্রজাতন্ত্র দিবসে ৩১ জনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন পদ্মবিভূষণ, দশজন পদ্মভূষণ ও ২০ জন পদ্মশ্রী লাভ করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য এক বৈমানিক বক্তৃতায় বলেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরোধ আছে, এখন পর্যন্ত তাহার মীমাংসার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষ কোনক্রমেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না।

২৬শে জানুয়ারী — আজ সর্বত্র প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সদস্ত বাহিনী, অসামরিক স্বেচ্ছাবাহী ও সাংস্কৃতিক দলের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

২৭শে জানুয়ারী—কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন আজ কোয়েম্বাটুরে বলেন যে, দেশের প্রতিরক্ষার জন্য আবশ্যক হইলে সেনা বাহিনীতে যোগদান অনেকটা বাধ্যতামূলক করা হইতে পারে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৬৭তম জন্মদিবসে উপলক্ষে বর্ধমানের ইন্দাসনগরের নাম সুভাষচন্দ্রের নাম অনুযায়ী রাখিবার জন্য বর্ধমান হইতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সমীপে করুণ নিবেদন করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৮শে জানুয়ারী — ত্রিবেন্দ্রম হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার মধ্যেকার কাহিনীর একটি প্রধান শীঘ্রই উদ্ঘাটিত হইবে বলিয়া মনে হয়। পাঁচ সরকার পক্ষীয় মন্ত্রীকের অনতম নায়ার বলিয়া ঘোষিত কাউন্সের কুটচক্রে ত্রিবেন্দ্রম বিমান-উড্ডয়নের উপর যেরূপ আপনাকে সম্পূর্ণ করা হইবে না—এই মর্মে নোটিস জারী করা স্থির করিয়াছেন।

অদ্য প্রধান অর্থকৃচ্ছ্র সিমলে ভারতের দ্বিতীয় স্থান হইতে ক্রমাগত ২০ লক্ষাধিক নরনারী গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর পুণ্যবারি পবিত্র সঙ্গমস্থলে অবগাহন করেন।

২৯শে জানুয়ারী — কলিকাতা পৌরসভার ঠিকাদারদের প্রাপ্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার বিল জমিয়া গিয়াছে। ঠিকাদার মহল বলেন যে, যেই সব ভাগ্যবান ঠিকাদারের পূর্বে বকেয়া কন্ট্রাক্টও বিলের টাকা আদায় করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু প্রভাগা ঠিকাদার আজও টাকা পাইতেছেন। কিন্তু প্রভাগা ঠিকাদার আজও টাকা পাইতেছেন।

৩০শে জানুয়ারী—বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অদ্য হাজিতে হইতে ৬৮।৫বি বাহিরক্ত ষ্ট্রেসের ভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭১ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

৩১শে জানুয়ারী—দেশবাসীর প্রতি মন্ত্রী শ্রী বি সি রায় আজ ৩৩মিনিট এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে ভারত ও চীনের মধ্যে যে যুদ্ধ হইতে পারে এবং তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং শীঘ্রই এই দুই দেশের মধ্যে সম্মানজনক বিরোধের নিষ্পত্তি হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

১লা ফেব্রুয়ারী—অদ্য বেলা পাঁচটার সময় সমগ্র কেরল রাজ্যের মোট ৯টি জেলায় ৮৭১১টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে বাজের অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হয়। কেরলের নির্বাচনে লড়েরা ৮৩ জন ভোটার ভোট দান করেন। এই নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। কম্যুনিস্টরাও দুই কোটির বেশি টাকা এই নির্বাচনে ব্যয় করিয়াছে বলিয়া বিভিন্ন মহল অনুমান করিতেছে।

সুপ্রীম কোর্টিয়ার প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান শ্রী ক ই অবশ্যিলয় কেরলের মন্ত্রিসভা হইতে সদস্য কমিউনিস্ট পোষ্টমাস্টার নাম্বিয়ারকে পদত্যাগ করিতে আদেশ দান করেন। অদ্য হইতে রাজভবনে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর দুই দলের কর্মকর্তাদের বাড়ীতে শুভেচ্ছা জানান।

## বিদেশী সংবাদ

২৫শে জানুয়ারী—আফগানিস্তানে পাকিস্তানের দাঙ্গাহাঙ্গামায় ১১ জন নিহত এবং প্রায় ২৭০ জন আহত হয়। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিবারণের জন্য আজ আফগানিস্তানে ইসলামপুরে মোহাজেন দল হাজার কেন্দ্র ও পুলিসের সহায়তায় ৪৫০ মাইল দীর্ঘ মিছিল করে।

প্রেসিডেন্ট ডলফুস ও আজ ঘোষণা করেন যে, অস্ট্রিয়া মধ্যে সোশিয়ল পার্টিগুলির সকলরকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করিয়াছে। সোশিয়ল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃবৃন্দ অস্ট্রিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। নূতন সংবিধান অনুযায়ী একনায়কত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ডলফুস সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট এই বিষয়ে ঘোষণার ৪৫০ মাইল দীর্ঘ মিছিল করে

# পিয়ার্স

সুন্দরী মহিলাদের ঐতিহ্য!

পিয়ার্স সাবান—বিশুদ্ধ গ্লিসারিনযুক্ত সৌন্দর্য সাবান—আপনার ত্বকের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্যের পক্ষে এত নিরাপদ। দুগ্ধশুভ্র পিয়ার্স সাবান আপনার সৌন্দর্যরক্ষার নিত্য সঙ্গী হোক। শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও পিয়ার্স আদর্শ।

পিয়ার্স ট্যালকাম, এত মধুরভাবে মন মোলায়েম, এত অপূর্ব সুগন্ধ—আপনাকে সারাদিন সতেজ, সুন্দর রাখে। সুদৃশ্য রঙ্গীন টিনে-সহজ-সোহাগী টিনে পিয়ার্স ট্যালকাম বিক্রয়।

PSTP. I-X33 BO

এ বাবদ এস. পিয়ার্স (I) লিমিটেডের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

REG. NO. C. 2200

কিমিন্স দ্বারা পরিকল্পিত বস্ত্র যদি
আপনি ব্যবহার করেন, তবে তা যে
রুচি ও মর্যাদা সম্পন্ন হবে সেবিষয়ে
আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

# রুইয়া বস্ত্র

রুইয়া বস্ত্র বহুপ্রকার আকর্ষণীয়
ডিজাইন, বিচিত্র রঙ ও শেডে
পাওয়া যায়। কিমিন্স মিলের ভয়েল
প্রিন্ট ও লেনো সভ্যিকারের
সৌন্দর্যের পথপ্রদর্শক।

দি কিমিন্স মিলস্ লিমিটেড,
লোয়ার প্যারেল, বম্বে-১৩

শনিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 13th February, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ১৫

# হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখুন!

যেখানেই থাকুন, আর যাই করুন — সবসময়ে হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখবেন। ধূমপানে এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাবেন না।

উইলস-এর ক্যাপস্টান-এর তুলনা নেই

CAP/382

দি ইন্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত।

GOVT. OF INDIA
Calcutta

॥ মিত্র-ঘোষের সাহিত্য-নিবেদন ॥

অবধূতের অনন্যসাধারণ বই

দু ই তা রা

সাহিত্যাকাশে উল্কাসম নক্ষত্রের
মতই চিরস্থায়ী এর আসন

চতুর্থ মুদ্রণ
— সাড়ে তিন টাকা —

সেই চিরকাল
— দ্বিতীয় মুদ্রণ
সাড়ে তিন টাকা

খো য়া ই
— দ্বিতীয় মুদ্রণ

রেণু তোমার মন ২॥

মিত্রনাস্তক
— সাড়ে তিন টাকা —

তরঙ্গের পর
— তৃতীয় মুদ্রণ —

পরিশোধ
— সাড়ে তিন টাকা —

ছাড়পত্র ৪॥

প্রত্যর্পণ ৩৲

উত্তরফাল্গুনী ৬॥

প্রবঞ্চনা কুহেলী ৩৲
চন্দনবাহি ৩৲
কুণ্ডলাভক ৩
অপরূপা ৩৲০
মায়ের বাঁশী ৩৲
শ্রীমতী আর্ডের ৪৲

বাসরসজ্জিকা ৩৲
দান ৩৲
নিরক্ষর ৩৲
নাগরিকা ২॥০
অগ্নিস্বাক্ষর ২৲০

অকারণের পথ ৪॥০

গৌরীগ্রাম ৩ মালঞ্চীর কথা ৩৲০
শ্রীলতা ও সম্পা ২ বর্ষাবিলয় ৩, রক্তনরশ্মি ২॥০

সাত পাকে বাঁধা ৪॥

পঞ্চতপা (২য় সং) ৬৲০ সমুদ্র সফেন (২য় সং) ৩৲০ নবনায়িকা (২য় সং) ৩॥০

সাহিত্য-প্রসঙ্গ ৩৲
আধুনিক বাংলা কাব্য ৬৲

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

দীনেন্দ্র রায়ের আমেলিয়া কাটার সিরিজ

| | |
|---|---|
| রূপসী কারাবাসিনী | ২·৫০ |
| টাকার কুমীর | ২·৫০ |
| রূপসীর শেষ শত্রু | ২·৫০ |
| রূপসী বন্দিনী | ২·৫০ |
| রূপসী নিষ্কৃতি | ২·৫০ |
| রূপসী ছলনা | ২·৫০ |
| রূপসী ফাঁদ | ২·৫০ |
| রূপসীর সংকট | ২·৫০ |
| রূপসী সর্বনাশী | ২·৫০ |
| সাহারাডুবি | ২·৫০ |

দীনেন্দ্র রায়ের

সানকীতে বজ্রাঘাত ৩·০০

সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস

কোপাই নদীর মেয়ে ৩৲

যক্ষ্মারোগ ও প্রতিকার ১৲

নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত

কৃষ্ণদাস গোস্বামী বিরচিত

চৈতন্য চরিতামৃত

আদি, মধ্য, অন্ত লীলা সম্পূর্ণ বিরাট ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। মূল শ্লোক, টীকা, বঙ্গানুবাদ, বড় পয়ার ও কঠিন কঠিন শব্দের প্রতি ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত। মূল্য—১২৲

সাধক কণ্ঠহার ১৷৷০

শ্রীসদ্গুরু মহাত্মাদের জীবনী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানার নিত্য প্রয়োজনীয় একখানি গ্রন্থ।

ডাঃ বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত

| | |
|---|---|
| মহাজিজ্ঞাসা | ১ম ৩, ২য় ৩, |
| সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | |
| স্বদেশ ও সাহিত্য | ২·৫০ |
| নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রণীত | |
| তরুণের স্বপ্ন | ২·৫০ |
| নূতনের সন্ধান | ২৲ |
| ডাঃ বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত | |
| সাহিত্যের স্বরূপ | ২·৫০ |
| সুকৌশলে গুরু অনবদ্য উপন্যাস | |
| নগরীতে ঝড় | ৩·০০ |
| নবনেশী ঘর | ৩·৫০ |

শ্রীগুরু লাইব্রেরী,

২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলি-৬



দেশ

প্রকাশিত হল

প্রফুল্ল রায় প্রণীত মূল্য ২·০০

রূপসীরমন

[illegible] পাঠকদের বিস্মিত করে প্রফুল্ল রায় এক নতুন পটভূমিকা রচনা করেছেন। সেই পটভূমিতে নানা অঞ্চল থেকে কত না আনাড়ীদের মনোবেদনা আজ বিস্মৃত। সেই সব অনাদৃত টুকরো ছোট ছোট বেদনার সংকলন রূপসীরমন।

অন্যান্য গ্রন্থ ॥ রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা

[illegible] সুবাজয় সিনেমা করে ২·০০ অনেক সুন্দর সংস্করণ রসু ২·০০ সাপের মাথার মণি নরেন্দ্র দেবনাথ ২·০০ বুকোভা সিরিজ সেন ২·৫০ প্রবন্ধ সংকলন [illegible] ইলকাত সংস্করণ, মাকরাণী ২·০০

[illegible] ও [illegible] প্রকাশিত হইল [illegible] ও সমালোচনা বিভাগ। বাংলাদেশের [illegible] বিস্তৃত। বাংলাদেশের [illegible] নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা

এডুকেশনাল বুক হাউস

৫১২৫ বর্তমান পৃষ্ঠা

[illegible] ১৯

[illegible] ১৯৫৯)

ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র

সুকুমার মিত্র [illegible]



সদ্য প্রকাশিত

সুবোধ ঘোষের [illegible] উপন্যাস

জলকমল

[illegible] বিস্তৃত [illegible] ২·৫০ [illegible] ২·৫০ [illegible] ২·৫০

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| অষ্টিকায় কলেজের সমস্যা— | ... ... ... | ৮৯ |
| প্রসংগত— | ... ... ... ... | ৯০ |
| আলোচনা— | ... ... ... ... | ৯১ |
| বিশ্ববিচিত্রা— | ... ... ... ... | ৯৪ |
| শেষ গল্প—জ্যোতিরিন্দ্র | ... ... ... | ৯৭ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য—চন্দ্রদত্ত | ... ... ... | ১০৫ |
| তুমি যদি হতে [illegible]—শ্রীঅপরূপা দেবী | ... | ১০৮ |



আমাদের বই

প্রবৃত্তি

আমাদের বই
শেষ ও শিশু সন্তান ছাপা

৭ই শ্রাবণের বই
বনফুল-এর নূতন উপন্যাস
ওরা সব পারে ২·৫০

পুনর্মুদ্রিত
বনফুল-এর
নিক্তির তিল ২·৭৫
সৌমিত্র বসুর
অমর কাহিনী ৩·০০
শৈলজা বসুর
[illegible] ২·০০

## প্রেমেন্দ্র মিত্রের বই

| | |
|---|---|
| মৌসুমী উপন্যাস ২·০০ | সাগর থেকে ফেরা [illegible] ২·০০ |
| স্বনির্বাচিত গল্প [illegible] ২·০০ | ঘনশ্যাম গল্প [illegible] ২·০০ |
| মনস্তত্ত্বী [illegible] ২·০০ | প্রথমা [illegible] ২·০০ |
| সন্ধ্যা [illegible] ২·০০ | পাতুল ও প্রতিমা [illegible] ২·২৫ |
| অষ্টাদশী ঘন্টা [illegible] ২·০০ | [illegible] [illegible] ২·০০ |
| আগামী কাল উপন্যাস ২·৫০ | অন্ধকার [illegible] ২·৫০ |

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মতামতের কতকাংশ :

[illegible]

আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

[illegible]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
গ্রাম : কালচোষ ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

আবার **আশ্চর্যজনক** সুস্থবোধ করুন!

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউন্ড** একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্য-প্রদ টনিক। পৃথিবীর সবচে স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউন্ড** এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউন্ড** অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের ঠেলমা থামায়। রোগমুক্তির পর স্বাস্থ্যহানি দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

চমৎকার সুস্বাদু

# ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেরে করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

# সূচীপত্র

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar


| বিষয় | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| মনকলা (কবিতা) | শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায় | ... | ১০৪ |
| শাপভ্রষ্ট (কবিতা) | শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় | ... | ১০৬ |
| দণ্ডকারণ্যে | শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী | ... | ১০৭ |
| কাঁড় দিয়ে কিনলাম | শ্রীবিমল মিত্র | ... | ১১৩ |
| লবণ হ্রদের কথা | শ্রীসুধাংশু রায় | ... | ১২১ |
| প্রথম কদম ফুল | শ্রীসুবিনয়কুমার সেনগুপ্ত | ... | ১২৫ |
| বাইসন শ্রাবণ | শ্রীনরেন্দ্রকুমারী মুহুরীবিবি | ... | ১২৯ |



## প্রগতিশীল সাহিত্য

নীরেন্দ্রনাথ রায়
সাহিত্যবীক্ষা ৩৲

নরহরি কবিরাজ
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা ৫৲

অরুণ চৌধুরী
সীমানা ১·৭৫

মনী ভৌমিক
চৈতালিক ৪৲

অমরেন্দ্র ঘোষ
চরকাশের ৩·৭৫

হুমায়ুন চট্টোপাধ্যায়
ক'টি কবিতা ও একলব্য ২৲

পাঁচুগোপাল ভদ্রমুখী
ভাগনা সিধির রাস্তে ১·৭৫

সোমেন্দ্র কুমার
একসঙ্গে ২৲

অমৃতলাল চক্রবর্তী
কাশবনকন্যার দুঃখ ভাঙবে ১·৭৫

শচীন মুখোপাধ্যায়
আমার দেখা চীনের গণ-কমিউন ৩·৬৫

শচীন সেনগুপ্ত
অবিস্মরণীয় চীন ৩৲

রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ন
অবিস্মরণীয় কয়েকটি দিন ১৲

শচীন্দ্র নাথ বসু
মহাবিদ্রোহ
১৮৫৭ ও বাংলাদেশ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১৪২, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩

আগামী পূজাবকাশে বিশেষ নিবেদন

নিশাচারের
নিরঞ্জনকুমার ঘোষালের অপূর্ব নতুন উপন্যাস
ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲
মুলতার বিয়ে (যন্ত্রস্থ)

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
সম্প্রতিপ্রকাশিত অপূর্ব উপন্যাস
নিশিপদ্ম ৫॥

আশাপূর্ণা দেবীর
সাম্প্রতিক বহুপ্রশংসিত অমর উপন্যাস
কল্যাণী ৩৲

বাংলার মার্ডার-এ প্রথমবার বিদেশী ভাষায়
অমনোনীত গল্প ৩৲

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি ১২

ঘন, সতেজ ও পরিপাটী

কেশগুচ্ছের জন্য

টাটার কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু

- সহজে বারে বারে চুল পরিষ্কার করা যায়
- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- চুল ও চুলের গোড়া নিখুঁতভাবে পরিষ্কার হয়
- সহজে ধুয়ে ফেলা যায়
- চুল কালো কুচকুচে দেখায়

দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

GOVT. OF INDIA LIBRARY Calcutta

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীসুবীন্দ্র চৌধুরী | | | | ... | ১৩১ |
| চিত্রপ্রদর্শনী— | ... | ... | ... | ... | ১৪৩ |
| গ্রামেবাসে— | ... | ... | ... | ... | ১৪৪ |
| পুস্তক-পরিচয়— | ... | ... | ... | ... | ১৪৭ |
| রঙ্গজগৎ—চলচ্চিত্রকর | ... | ... | ... | ... | ১৫০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | ... | ... | ... | ... | ১৫৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | ... | ... | ... | ... | ১৬০ |



নতুন বই

সুবোধ ঘোষের
মৌন মুখর ৬·০০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
কঠীন ভুবন ৫·০০
শচীন্দ্রনাথ বসুর
পরম্পরা ৬·০০
সরিৎ রায়ের
পাকাধানের গান
২য় মুদ্রণ চলিতেছে ৩য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ

নতুন বই

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের
ডাক্তারের দুনিয়া ৬·০০
সুবোধ সেনগুপ্তের
আবার জীবন ৫·৫০
বিমলাক্ষ রায়ের
প্রবাসের জার্নাল ৬·০০
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
চন্দ্রনাথ ৬·০০

শরৎ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড এই সপ্তাহে প্রকাশিত হইল।
দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ... ও ... ৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ।
শীঘ্রই ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

পশুপতি ভট্টাচার্যের
রূপসী নগরী
• দাম ৩·৫০ টাকা •

বিমলচন্দ্র সিংহের
• সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৪·০০
বিমলাক্ষ রায়ের
• সাহিত্য চিন্তা ৪·০০
প্রমথনাথ বিশীর
• গণতন্ত্র প্রসঙ্গে ২·০০
যোগেন্দ্রনাথ সরকারের
• রঙ্গপ্রবাসে শরৎচন্দ্র ২·৫০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
• আলবার্ট হল ৪·৫০
• প্রিয়তমের চিঠি ৩·০০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
• লঘুপাক ৩·০০
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
• চড়াই উৎরাই ৩·০০

বিতরণ : ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা—১২

নব প্রকাশিত দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ
VEDANTA PHILOSOPHY
স্বামী অভেদানন্দ
হিবার্ট ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার কার্নেগি-মিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে এই বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল। হার্বার্ট স্পেন্সর লাইব্রেরি, অধ্যাপক জেমস, অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস প্রমুখ আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০০ অধ্যাপকের সমক্ষে বক্তৃতাটি দেওয়া হয়। কার্নেগি-মিলন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হার্বার্ট-লেক্চার রূপে এই বক্তৃতা আমেরিকা ছাপা হয়। হার্বার্ট হল, অধ্যাপক হার্বার্টসন হার্বার্ট জেমস ও স্বামী অভেদানন্দের ছবি এতে দেওয়া হয়েছে। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ও সুন্দর বাঁধাই
দাম : ৪ টাকা ৫০ নঃ পঃ

॥ মন ও মানুষ ॥
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘনায়ক ব্রহ্মলীন স্বামী অভেদানন্দজীর অমর প্রবচন বিভিন্নমুখী ছিল অন্তর্দৃষ্টির জাগরণে। ঐই সাহচর্যলাভের সময়ে ও আগের পরিচয়ে প্রশ্ন ও সমস্যার বিভিন্নতার অভেদানন্দের বিভিন্ন বক্তৃতা-নিবন্ধের ... অনেকগুলির ইংরেজি ছাপা ছিল ও কয়েক বছর ঐ ইংরেজিতে ... ঐরূপ একটি বক্তৃতা-নিবন্ধের স্বামী অভেদানন্দজীর ... অনুবাদকের ... ও ... ছাপা হয়েছে। ঐরূপ একটি বক্তৃতা-নিবন্ধের ... ও ... ছাপা হয়েছে। ঐরূপ একটি বক্তৃতা-নিবন্ধের ... ও ... ছাপা হয়েছে।
... ৪৩০ পৃষ্ঠা ... ৩ টাকা।

স্বামী অভেদানন্দ
... ১
... ও ... ... ও ... ...
স্বামী অভেদানন্দ গ্রন্থাবলী
... ৫·০০
... ৫·০০
... ২·৫০
... ২·০০
... ২·৫০
... ২·০০
... ২·০০
... ৩·০০
... ২·০০
... ১·০০
... ২·০০
... ২·০০
... ২·০০
... ১·০০
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত গ্রন্থ
১২-বি, রমা রোডের পূর্বে কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-২৮০৫

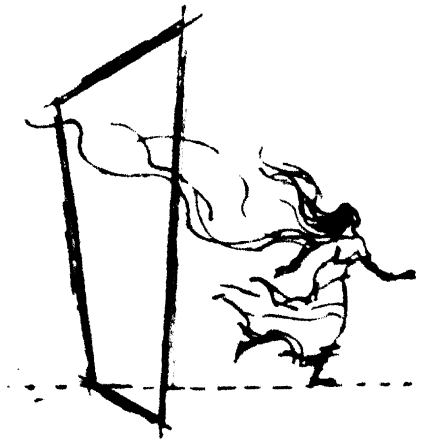

নিও-লিটের নতুন বই

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অমিয়ভূষণের নাম সম্প্রতি প্রথম সুপরিচিত হয়েছিল। বিভিন্ন সমালোচক এবং রসজ্ঞ পাঠক ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণের কাছে আশা করেন। অমিয়ভূষণের বিভিন্নধর্মিতা একদিকে যেমন তাঁর প্রতিভার বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিচয়ের ইঙ্গিত বহন করে, অন্য দিকে তাঁর উপন্যাসের বিষয়ে ও আঙ্গিকের ক্রমোন্নতির ধারা তাঁর সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে। একটি বিশেষ ঔপন্যাসিক মূল ঔপন্যাসিকের যা লক্ষণীয় করে অমিয়ভূষণের বিভিন্ন রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়া উচিত।

নির্বাচিত অমিয়ভূষণের দুটি উপন্যাস। ৩.৫০

নিও-লিট পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১নং কলেজ রো, কলিকাতা-৯



নতুন বই

সুবোধ ঘোষের

# ভারত প্রেমকথা

এ-কালের এক অনন্য সৃষ্টিকর্মীর
নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়ান

সপ্তম সংস্করণ

দাম : ছয় টাকা

নতুন প্রকাশন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# প্রেমের গল্প

নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ বত্রিশটি
গল্পের পরিপূর্ণ সংকলন

দাম : চার টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | | |
|---|---|---|---|
| শতকিয়া | ॥ | সুবোধ ঘোষ | ॥ ৮·০০ |
| রূপসী রাত্রি | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৫·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ ৪·০০ |
| প্রচ্ছদপট | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৩·৫০ |
| তিন শূন্য | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ ৩·৫০ |
| মনের মানুষ | ॥ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ ৩·০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ ৫·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | ॥ | সরোজবালা সরকার | ॥ ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | ॥ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ ৪·০০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ ১·২৫ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | ॥ | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ ৩·৫০ |

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 13th February, 1960

## "অতিরিক্ত কলেজের" সমস্যা

কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজাইবার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সটেনশন কমিশন যে সব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তন্মধ্যে অন্যতম দুরূহ হইতেছে কলিকাতার সংলগ্ন অতিরিক্ত কলেজের সমস্যা। সম্প্রতি এক্সটেনশন কমিটি নিম্নতর শিক্ষণ কমিটি হইতে প্রতিবেদন সম্বলিত এক বিস্তৃত নথিপত্র পাইয়াছে। কিন্তু ইহার আগেও অন্যান্য নথিপত্র দুইটি কমিশন এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। কিন্তু এ যাবৎ কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা হয় নাই। আশা করা যায় যে, ইহাই বারে এবার সুরাহা হইবে। ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে কমিশন এবং ১৯৬১-৬২ সাল হইতে আরও পাঁচ বৎসরের কমিশন অতিরিক্ত কলেজের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এ পর্যন্তই সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে কোনও আলোচনা করা সঙ্গত নয়। বেসরকারি কলেজ ও কর্মিবৃন্দই মূলতঃ দায়ী হইয়াছে। কিন্তু সমস্যাটির চাপেই এই অতিরিক্ত অবাঞ্ছনীয় হইয়া একটা সুরাহা এ পর্যন্ত হইল না। এরা বড়ই দুঃখের যেসব কারণে অতিরিক্ত কলেজগুলির প্রসার ঘটিয়াছে তাহাদের একটি হইতেছে এই অনাদায় কলেজগুলির কাছে ছেলেদের ক্রমবর্ধমান ভিড়। ইহাতে সরকারের অসহায় শিক্ষাব্যয়ে টাকা যখন কম পরে পড়িতেছে তখন এই সব কলেজ অনেক বেসরকারি শিক্ষাদানের চাহিদা মিটাইয়া আসিতেছে। সরকারী সাহায্য পায় নাই বলিয়াই ইহাদের নিজস্ব করিতে হইয়াছে ছাত্রবেতনের উপরে অথবা ছাত্রবেতনের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে বলিয়াই ছাত্রসংখ্যা বাড়াইতে হইয়াছে। অধ্যাপকদের ন্যায্য পাওনা দিতে দিতে কলিকাতার সাতটি কলেজ অতিরিক্ত কলেজ নাম্নে প্রথমাংশে গঠন করিয়াছে। ইহাদের একুনে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে ১৫ হাজারের উপরে। ইহাদেরই সমস্যার গুরুত্ব বৃদ্ধিতে পারা যাইবে। সেই জন্য এখন অবশ্যই পরিবর্তন ঘটিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয় এক্সটেনশন কমিশন অতিরিক্ত কলেজ গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইবেন না, এমন কথা বলা যায় না। এমন কি ইহাও হইতে পারে যে, এখন যে সব কলেজ অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য হইতেছে তাহাদের কোনও কোনও কলেজ নিয়মিত কলেজ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিবে।

এই উদ্দেশ্যে ফিলিপ কমিশন যে সব প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার প্রধান কথা হইল অতিরিক্ত কলেজগুলিকে ধাপে ধাপে নিয়মিত কলেজে পরিণত করিতে হইবে। এজন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। যেমন ধরা যাক ৫ বছর। অতিরিক্ত কলেজ সরকার থেকে ছাড়া বিভাগ, সরকার থেকে ছাড়া বিভাগ ও সরকার থেকে বিভাগ আছে। প্রথম দুই শ্রেণী বিভাগই একটি কলেজের অন্তর্ভুক্ত। নূতন ব্যবস্থায় নিয়মিত কলেজে পরিণত করিতে হইবে প্রথম পর্যায়ের দুটি সম্পূর্ণ হইবে। তাহার পর তৃতীয় বছর শেষে তৃতীয় পর্যায়ের কলেজগুলি নিয়মিত কলেজে পরিণত হইবে। তাহার পরে আরও দুই বছর পরে তৃতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি নিয়মিত কলেজে পরিণত হইবে।

এই উদ্দেশ্যে ফিলিপ কমিশন যেসব প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার প্রধান হইতেছে অতিরিক্ত কলেজগুলির শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে। বর্তমানে শিক্ষকদের বেতনের হার নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বেতনের হার নির্ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু অতিরিক্ত কলেজগুলি এই নির্দেশ মানিয়া চলে না। ফলে তাহাদের শিক্ষকগণ নিয়মিত কলেজের শিক্ষকদের তুলনায় অনেক কম বেতন পাইয়া থাকেন। ফিলিপ কমিশন মনে করেন যে, এই অবস্থা চলিতে দেওয়া উচিত নয়। তাহাদের মতে অতিরিক্ত কলেজগুলিকে নিয়মিত কলেজে পরিণত করিবার সময় হইতে শিক্ষকদের বেতনের হার নির্ধারণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে অতিরিক্ত কলেজগুলি নিয়মিত কলেজে পরিণত হইবার সময় তাহাদের শিক্ষকগণ বেতনের হার বৃদ্ধির দাবি করিবেন। তাহা মিটাইতে গেলে কলেজের আর্থিক ভারসাম্য নষ্ট হইবে। ফিলিপ কমিশন আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, অতিরিক্ত কলেজগুলিকে নিয়মিত কলেজে পরিণত করিবার সময় হইতে তাহাদের ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে। ছাত্রবেতন বৃদ্ধির ফলে যে অতিরিক্ত আয় হইবে তাহা শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করিতে হইবে। ছাত্রবেতন বৃদ্ধির ফলে ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যাইবে। কমিশনের মতে ইহা বাঞ্ছনীয়। কারণ বর্তমানে অতিরিক্ত কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক। ইহা কমিয়া গেলে শিক্ষকদের কাজের চাপ কমিবে এবং তাহারা ছাত্রদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে পারিবেন।

অতিরিক্ত কলেজগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থানে আনিবার সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যেক কলেজে ছাত্রসংখ্যা সীমাবদ্ধ করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না। ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। ইহা বাড়িতে থাকিবে স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার পরেই কলেজে ভর্তি হইতে পারে, শিক্ষা সম্প্রসারণ পরিকল্পনাগুলি সরকারী চাকুরীতে ঢুকিবার পথ করিয়া দিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এইভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র সমস্যাকে সীমিত নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। ইহার প্রতিকার চেষ্টা করিলে তবেই ফিলিপ কমিশনের উদ্যোগ সার্থক হইবে বলিয়া মনে হয়।

# প্রসঙ্গ

এবারের সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে কেরালের নির্বাচন। গত নির্বাচনে কেরালে কম্যুনিস্ট দল জয়লাভ করেছিল এবং মাত্র দুটি ভোটের পরিষ্ঠতায় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করতেও সক্ষম হয়েছিল। আটশ মাস মন্ত্রিত্বের পরে সেই মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনে বিরুদ্ধপক্ষীয় সমস্ত দল ঐক্যবদ্ধ হয়। আন্দোলন এত দূর হয়ে ওঠে যে, রাষ্ট্রপতি অবশেষে কম্যুনিস্ট মন্ত্রিমণ্ডল ভেঙে দিতে বাধ্য হন। তারপরে এই নির্বাচন।

এই নির্বাচনে একদিকে একা কম্যুনিস্ট দল, অন্যদিকে কংগ্রেস, প্রজা-সোস্যালিস্ট দল এবং মুসলিম লীগের সম্মিলিত ফ্রন্ট। আর-এস-পি, কর্ণাটক সমিতি, জনসঙ্ঘ, লেহিয়া সমাজতন্ত্রী ও কে-এস-পি এই ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এরা পৃথকভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যে কে-এস-পি, লোহিয়া সমাজতন্ত্রী ও জনসঙ্ঘ একটি আসনও লাভ করতে পারেনি। আর-এস-পি ১৮ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ১টি, কর্ণাটক সমিতি ২ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ১টি এবং স্বতন্ত্র ৩১ জন। এর মধ্যে ১৭ জন কম্যুনিস্ট সমর্থিত। দাঁড়িয়ে ৪টি আসন পেয়েছে। এই ৪ জনের মধ্যে ৩ জন কম্যুনিস্ট-সমর্থিত।

•

এই নির্বাচনের প্রধান আলোচ্য তিনটি দল। তার মধ্যে কংগ্রেসের সাফল্যই সবচেয়ে লক্ষণীয়। কংগ্রেস ৮০ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ৬৩টি আসন পেয়েছে। মোট ভোট-সংখ্যা ২৭ লক্ষ ১১ হাজার ২১৪। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ১২৪ জন দাঁড় করিয়ে ৬৫টি আসন লাভ করেছিল। মোট ভোট সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ১ হাজার ২৫৭। অর্থাৎ গতবারের চেয়ে এবারে আসন বেশি পেয়েছে ২০টি কিন্তু ভোট ভোট-সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৩টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে আসন ৬০ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়ে আসন পেয়েছিল মাত্র ৯টি। ভোট-সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৬১। এবারে ৩৩ আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে আসন ৩৩টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে আসন হাজার ২১। মুসলিম লীগের এবারকার ফলই সবচেয়ে সন্দেহজনক। ১২টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ১১টি আসন লাভ করেছে। ভোট-সংখ্যা ৩ লক্ষ ১১ হাজার ১২৫।

কম্যুনিস্ট দল ১০০টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ৩০টি আসন লাভ করেছিল। ভোট-সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৪৭। এবারে ১০৮টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে আসন পেয়েছে মাত্র ২৬টি, কিন্তু মোট ভোট সংখ্যা উঠেছে ২১ লক্ষ ৭৩ হাজার ২১১।

গতবারের কংগ্রেসের পরাজয়ের সঙ্গে এবারের কম্যুনিস্ট দলের পরাজয়ের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

•

এই নির্বাচন চুকবারবারের জন্যে ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের এই এতদিনে হারালো কম্যুনিস্ট। মন্ত্রিত্বের গদীতে বসেছিল। তারপরে টানা-হেঁচড়া সংসদীয় বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে কোনোমতে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা ফেরৎ দিয়েছিল। কিন্তু প্রায়ই অনুমান করা যায়নি, এই নির্বাচনে কেরলে কম্যুনিস্ট দল পুনরায় সংসদীয় করবে কি না, কম্যুনিস্ট বিরোধী পক্ষের ভাঙনের এবং কম্যুনিস্ট গরুমশাইদের উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপ কিছুদিন যাবৎ কংগ্রেসের ভাগ্য টানে।

এরপর কংগ্রেসও করেছিল। এই দেশ সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত করেছিল এবং অন্য সকল মুসলিম লীগের সঙ্গে নির্বাচনী সম্বন্ধ না রেখে কংগ্রেসকে কাজ করে। এবারে ও করবার কথা হয়েছিল। যদি কংগ্রেসের করণীয় উপরন্তু ফ্রন্টের মনে আশঙ্কা ছিলেও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের দুর্বলতার সুযোগে মুসলিম লীগের এই পুনরভ্যুত্থান কে জানে, এবারে কি নতুন বিপত্তির সৃষ্টি করে!

•

কম্যুনিস্ট দলের পক্ষে যত দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যজনকই হোক না কেন, এই পরাজয় তাঁদের প্রাপ্য ছিল। কম্যুনিস্ট দলের নিচের তলা অত্যন্ত মজবুত সন্দেহ নেই। কিন্তু উপরতলার নেতৃত্ব অত্যন্ত হঠকারী এবং অদূরদর্শী। যারা পঁজিকা না দেখে কোনো কাজ করে না তাদের যদি মুহূর্তকেন্দ্রিক বলা হয়, তাহলে এঁদের সম্বন্ধেও সেই বিশ্লেষণ সমভাবে প্রযোজ্য। এঁদের নিজস্ব চিন্তার কোনো বালাই নেই। মন, বুদ্ধি এবং কর্ম কলকাতার কার্যালয় এবং দূরদর্শী দুরদর্শী ইন্দীবর-নাকলাসের নির্দেশটির বাঁধা। এরা যা নেই ভবার তা নেই ভাবছে। অর্থাৎ যা কার্যালয়ে নেই, দূরদর্শী ইন্দীবর-নাকলাসের নির্দেশটিতেও নেই, তার কোথাও অস্তিত্ব নেই। আর যা আছে তা আপাতদৃষ্টিতে মহৎ এবং অসাধারণ সত্য। কিন্তু দেখা যাবে কোনো কম্যুনিস্ট দেশ কখনই পরবর্তী অনুসরণ করতে পারে না, সর্বদাই তাকে ছাড়িয়ে অতিক্রম করতেও সদাই হবে অতিক্রম করবেন।

কেরলে কম্যুনিস্ট দলকে এই অনুবৃদ্ধির শাস্তিই পেতে হল।

•

[illegible] কংগ্রেস সঙ্গে ইন্দীবর [illegible] নির্দেশক বিরোধিতাও নিতান্ত [illegible] ইন্দোনেশিয়ার [illegible] অত্যন্ত [illegible] সুকর্ণের [illegible] মুসলিম লীগ এই একই নাম একই ধরণ ইন্দোনেশিয়ায় [illegible] এরা যেন দুটো পদ পাওয়া [illegible]

কংগ্রেসের অধ্যে কোনো রাজনৈতিক দলেরই সমর্থন অন্যের পরাজয়ের উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে একান্ত-ভাবে নিজের অংগ্রেসরতার উপর। তবে সকল দলকে নির্দিষ্ট করে একটি দলের অপ্রতিরোধ্যতার টাকে থাকার মধ্যেও গণতন্ত্রের সার্থকতা নয়। তাছাড়াও কম্যুনিস্টদের যদি প্রয়োজন না থাকে, কম্যুনিস্ট দলের ভবিষ্যৎ তাকে আনা হবে না। আর যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে নির্বাচনে হারিয়ে তাকে ঠেকানো যাবে না। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আত্ম-সমীক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ সংশোধন ও সংস্কারের প্রয়োজনই গুরুত্বের।

# আলোচনা

## মাইকেল ও আমাদের ভেনেসাস

শ্রীবিনয় নিয়োগী

গত ১৬ই মার্চের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত মাইকেল ও আমাদের ভেনেসাস প্রবন্ধটি নিবিড় আগ্রহে পড়লাম। প্রথমত, এই প্রবন্ধের বিষয় বে আমার 'দুই এবং প্রবাসের কবি' বলে ঘোষণা আকর্ষণীয় হয়েছে তাই বলছি। আমার কবিতাটি অবশ্য কবিতা নয়, ট্রাভেলগের একটিমাত্র টুইস্টার এবং কবিতাটার শরীর হচ্ছে সে-কবির আনা-ভিক্তাস বিদেশবাসে বসবাস করছে সেই শহর, যে সম্পূর্ণের সবিস্তারে আছে মধুসূদনের বিষয়ে আলোচনা করেন—এরকম ভেবেছিলাম। আমার সমস্যাটি হচ্ছে আমি কিছু কবি-কর্মবিদের আমার নিজের কবিতার আমার অনুবাদগুলি এবং এর পর পুরো সংকলন উপস্থিত করছি।

(১) সনেট কবিতায় যত ভেদে এসেছে বলে মনে হয় ইংরেজি আমাদের সেরকমের মধ্যে কবিতাগুলি। আর কবি কবিতা নিয়ে এই মুখ আমার। কবিতার মধ্যে এই মধুর ভেদে আসছে কোন কালে—বিশ্লেষণের এই চেষ্টার আকাঙ্ক্ষাগুলি আমি, যদিও আমার যে কবিতাটিতে তিনি এইরকম সমালোচনা করেছেন, তার মধ্যেই কবিতাটি ইতিমধ্যে ভেদে এসেছে। আমার কবিতাটি বুঝতে সাহায্য করার জন্যে কবিতাটি আমার ভেদে এসেছে। কিন্তু কবিতাটির উদ্দেশ্য ইচ্ছাকৃত করে তোলা হয়েছে। আমার কবিতাটি হচ্ছে:

কাঁচের চুড়ির ভিতর দিয়ে
কবিতার কলার চাঁদের মেলা
কলের চাকার আকার নিয়ে ঘুরছে
ঘুরছে কাল ভুলের ঘোরে ঘুরছে
এই কবিতাটি কি হয়ে এসেছে
ভুলগুলির চোখের সম্মুখে ভেসে
সূর্য বিকাশে কবিতাগুলির
ভুলগুলি হয়েছে কবিতাগুলি
তিনি হয়ে সূর্যের মতো চুপ
সবকিছুকে সমান করে
ভাগ দিলেন সবার এক হয়ে।

(শুধুমাত্র ভোরে ভাঙ্গা ঘুমের দেখায়)
প্রবাস: মার্চ ১৯৫৮-৭৯)

এর কবিতার উৎস অনুসন্ধানে আমার আগ্রহ নেই। অনুবাদকের কোনোরকম বিশ্লেষণের আমি বিশ্বাসী নই। এই বিষয়ে বক্তব্যগুলির আগে তিনি যে উৎসের কোথায় বক্তব্যগুলির আগে তিনি যে উৎসের কোথায় বিশ্লেষণ আমার নিজের কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন তা আমার চেয়ে ভালো করেছে। কবিতাগুলির কবিতা এবং বক্তব্যগুলি, তেমনই আমার অনুবাদের কবিতা নয়, এবং আপাতিক সমস্যার থেকে 'ই' এবং 'ঈ' কে, যে ভাষান্তর ইতিমধ্যে [illegible]

(২) শুদ্ধের হলেও যে পুনরুক্তি নয়, তার

---

নাভানার বই

## এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অচিন্ত্যকুমার সম্বন্ধে শুধু একটিমাত্র বিশেষণ তিনি চিরন্তন নতুন। তিনি শুধু চিত্রের নন, তিনি বিচিত্রের। তিনি সর্বতোমুখী। তার সর্বত্রই দৃষ্টি সঞ্চারীর প্রতি, নিষ্কিঞ্চের প্রতি পক্ষপাত। নতুন অচিন্ত্যকুমারের নতুনত্বের রহস্য পাওয়া যাবে দুই নতুনত্বের মধ্যে। সন্ধ্যা সন্ধ্যা প্রেমের বাঁধ বেঁধে একটা ইন্দ্রধনুর আকাশ। এক আকাশে এত রঙ। এক প্রেমে এত সুখ। এক সুখে এত কান্না। দুঃখ করে যেখানে করে বরণ করে প্রেম করে, কিন্তু কান্না করে না। দাম : তিন টাকা।

## চিররূপা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ

চিররূপার লক্ষ্যপুরুষে রূপকে ছাড়িয়েও নিরুপমানন্দের যে-জিজ্ঞাসা সবার উপরিস্থ সে-জিজ্ঞাসা প্রেমের জিজ্ঞাসা। যে-মনস্তত্ত্বটি অন্তর্দীন একটি নাগপাশ সেখানে সন্তোষকুমার অঙ্কিত্ব রইল। জীবনের সেতুবন্ধনে হয়ে ওঠে সে-মনোভাবের মূল কথা। অন্তর্দৃষ্টি যার নেই তেমনও নয়নমোহন তার চারিত্রের ভাষায় সে-কথা বোঝানোই নিরুপম হয়ে ওঠে। চিরন্তনের প্রতিটি পদক্ষেপ আছে এমনি বহুবিচিত্র প্রেমের নিরুপমতা। চিরন্তনের উপলব্ধি-প্রবাহ বহুরূপময় জীবন-কাব্যের চারিত্র। চিররূপা ও রহস্যময়ী স্বরে নিস্তব্ধ প্রেমের এক জটিল অন্তরে যে-অন্তরঙ্গের প্রতিটি রেখাচিত্রে সন্তোষকুমার নিরুপমানন্দের ১৯৫৮ সেরা তালিকা হয়ে উঠেছে। দাম : তিন টাকা।

## সমুদ্র-হৃদয় ॥ প্রতিভা বসু

সমুদ্রের চিরন্তন রহস্য সবার্থকালের উপলব্ধি। সেটি বিশ্বের চিরন্তন আকর্ষণবিন্দু থেকে এই প্রতিভাবির কবিতাটির জন্ম। সবার সমুদ্রের আমাদের ছড়ায় আমরা ছড়া কি করে ছড়াবোধের আকাশে অবতীর্ণ হয়ে এসবার সবুজ-হরিৎ বর্ণিমা সমুদ্রের চিরন্তনের উপলব্ধির সঙ্গে আমাদের কোন অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরিতে সমুদ্র-হৃদয়ে নিয়তি নিবিড় অভিজ্ঞতাগুলির ও সকল বিষয়ে বোধের চাঁদা পড়েছে। দাম : চার টাকা।

## ফরিয়াদ ॥ দীপক চৌধুরী

আমাদের চৈতন্যের কাব্যচেতনা নিয়েই চলতি সমালোচকদের সবরের এক সমালোচক লিখেছিলেন নিয়ে চৈতন্যের। তাঁর ভিতরে কী তাঁর সমস্যের জন্যে একটা সবরের নিয়োগ

# অবধূত

## কলিতীর্থ কালিঘাট

সপ্তম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়

পরমাগ্রহে ইহাকে পরিবর্তন করিয়াছেন এই রহস্যময় বহুতাহের যার ফলে কলিকাতার কালিঘাটের কয়েকটি অতিগুপ্ত মনোরম্য অতিগুপ্ত বিষয়ও জানা।

মূল্য : ৪ ৫০

## ক্রীম

নবতম গ্রন্থ । প্রকাশের অপেক্ষায় ।

অবধূত এই ছবিখানির নিরাবরণ রূপে মনোরম করিয়াছেন। অতিপরিচিত ঘটনাকে নতুন ভাবে ও ভঙ্গিতে নতুন রূপে দেখিয়াছেন তিনি। সত্য ও সত্যের সন্ধানে যে রূপ—তাই সার্থক রূপ পেয়েছে তাঁর নবতম গ্রন্থে—রূপ ও রসে।—

## ক্রীম

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের

# কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের ভূমিকায়।

মূল্য : ২.৭৫

## প্রাচীন কাব্য
## সৌন্দর্য্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকায়।

বিশিষ্ট সমালোচকের বিস্তৃত ও অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণে চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে পঞ্চদশ প্রধান প্রধান কবি ও কাব্যধারার স্বরূপ উদ্ঘাটন। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এক অসামান্য সংযোজন।

".....ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয় অনেকখানি নতুন সৃষ্টি নিয়ে এসেছেন বলে নিঃসন্দেহে সাধুবাদের যোগ্য। .....প্রাচীন কাব্যের অনেক জটিল সমস্যাও তিনি উদ্ঘাটনে সমালোচকোচিত কয়েকটি কথা বলতে পেরেছেন।" —আনন্দবাজার

"Because of his clarity of understanding he had expressed himself in so nice a way that it is a joy to be in his company.....All university students will find the book to be most useful and usable. It is an excellent reference book as well."
— Amrita Bazar

মূল্য : ৮,

॥ গ্রন্থনিলয় ॥ ১৭২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

জন্য পুরাণ তথ্য করেছেন। প্রাচীন পরিবর্তে ছিলো বুদ্ধদেবচরিত জাতীয়, আধুনিক জন্য হেমন্ত বসুমতী)। এবং যেহেতু সমাজের করণ কবিতার অন্তরালে, এটাও প্রমাণিত যে, কবি তার নিজেরই চৈতন্যে সংকলনের আলোকসম্পাত হয়ে উঠেন এবং কবিপ্রতিভার সম্প্রসারণ যে আরও সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে (দ্রষ্টব্য Bosanquet এর History of Æsthetic পৃ ৩১৪) এই অর্থে মধুসূদনের বাংলা কবিতাকে প্রথম আধুনিক বলি। তিনি কবিপ্রতিভাকে পুরাণ হতেও উজ্জীবিত করে তুলে ধরেন এবং সেই কারণে তিলোত্তমার পরেও তিনি কবিতাকে যখন তখন অন্তরাল সরিয়ে সরাসরি তাঁর দৃষ্টি কবিতার পটভূমিতে আনা-জানা করতে করতে তাঁর চিত্তের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিলোত্তমার Paradise Lost প্রসঙ্গে Johnson এর The reader finds no transaction in which he can be engaged'

টুকরিটি মনে রেখেই এই কথা বলছি যে, তিনি কবিতাকে যখন বিশেষণের কথা ভেবে করেই এই কথা বলতে বাধ্য হয়েছি।

(৬) মাইকেলের কাব্যপ্রেরণার সন্ধান করতে গেলে মনে পড়ে তাঁর সৌন্দর্যের ভিক্ষুকের ভেতর যে অন্তর্লোকের আকাঙ্ক্ষা অনুরণিত হয়েছে তার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা ও কাব্য—এই দুটিরই বিশ্লেষণের মধ্যে মধুসূদনের জীবনের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বেদনা ধরা পড়েছে তার সঙ্গে ভিক্ষুকের সম্বন্ধ সম্পর্ক ঠিক-ঠিক পরিচয় সাধন করতে হলে অনেক কিছুরই আলোচনা করা দরকার। তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁর কাব্যের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গেলে তাঁর কবিপ্রতিভার স্বরূপ সম্বন্ধে যে সমস্ত মতামত প্রচলিত আছে তার সঙ্গে মতবিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাঁর কবিপ্রতিভার সম্বন্ধে যে সমস্ত মতামত প্রচলিত আছে তার সঙ্গে মতবিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাঁর কবিপ্রতিভার সম্বন্ধে যে সমস্ত মতামত প্রচলিত আছে তার সঙ্গে মতবিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাঁর কবিপ্রতিভার সম্বন্ধে যে সমস্ত মতামত প্রচলিত আছে তার সঙ্গে মতবিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

(৭) এবার কাব্যে, ভেতরে আবেগ যখন কাব্য সম্বন্ধে প্রচলিত কবিতা বিচার করার [illegible] সম্বন্ধে। সাধারণ মধুসূদনের অভিযোগ মনে হয় সাধারণ ছিল, যে কবি আপনার সাধারণ একটা পরিবর্তে আর্থ উপলব্ধির। এবং আমার নিজেদের হয়ে বলে, তাঁকে ইংরেজ মধ্যবিত্ত আমার [illegible] এবারও বলতে আমার কোনোরকম দ্বিধা নেই যে, তাঁর অন্তরঙ্গতা প্রাচীন কাব্যের সত্ত্বেও সংকলনের পরিচয় হয় না। সংকলনের কবিটি 'র Exemplastic Imagination এর প্রতিফলন। তাই রবীন্দ্রনাথ যেমন, তাঁর (দ্রষ্টব্যঃ, ১১) এবং রবীন্দ্রনাথ (ঐ, ৫৮) পড়লে আমার মধ্যে [illegible] সংকলনটি অন্য সংকলনের [illegible] মধুসূদনের বহুল 'ছিল এর, তাঁর কবিতাবলীর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ। থেকে কোনোমতেই খণ্ড-কল্পনা অথবা fancy কিংবা আদিম অপরিণত কল্পনাস্তরে অভিযোগে উপনীত করা চলে না।

(৮) ইলোরাদের কবিতা আজ আমরা পড়ি না। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের পর তিনিই দ্বিতীয় বৃহৎ ঐতিহাসিক সম্মান লাভ করেন। আধুনিক কবিতা কথাটি তাঁরই ব্যবহার করেন। এবং ইংরেজীর কবিতার সাধারণ আলোচনার জন্য ইংরেজি বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বহু ক্ষেত্রে [illegible] কথাটি ব্যবহার করতে দেখেছি। সেই অর্থে, মনে না হলেও উপায় নেই, বঙ্গসাহিত্যে নিজস্ব রোমান্টিক প্রতিভার দ্বিতীয় আবির্ভাব আমরা অনুভব করেছি। তার সঙ্গে মধুসূদনের তুলনা করেই শুরু হোক, যখন আধুনিকতার মধ্যে যে একটি অংশ আছে এবং আধুনিকতাকে অবিমিশ্রভাবে মেনে নিলেও কবির উপায় আছে, এই উপলব্ধি থেকেও আমরা সাধারণ [illegible] পরিবর্তনের মধ্যে তুলনা করেছিলাম (দ্রষ্টব্যঃ ১৩২) সেই সমালোচনা বিবর্তনের একটা ধাপ হলেও এবং সেই ধাপেরও [illegible] ভেতর দিয়ে [illegible] উত্তীর্ণ হয়ে পারে। [illegible] (দ্রষ্টব্যঃ ৭১) কবির জন্মের কবিতার [illegible] ভিন্নতর ভাষায় [illegible] বলেছেন:

'মোর কবি-জন্ম-দিনে ভূমি, মহাকবি,
প্রথমের এ সুখবর'

মধ্যে মধ্যে আধুনিক কবিতার অন্তরঙ্গ পরিচয়টি পাবার এবং তাঁর জন্য পরিবর্তনে। তখন যে সকলেই বিদেশের প্রভাবের বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন, তাই নয়, তবে মনোভাব আলোচনা হয়েছিলেন, তাই বোধহয় তাঁরা বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা কবিতার সম্পর্ক নির্ণয় করতে না পেরে তাঁদের কবিতার মধ্যে বিদেশী কবিতার [illegible] অনুসরণ করেছেন। তাঁদের কবিতার [illegible] তাঁদের কবিতার [illegible] তাঁদের কবিতার [illegible]

# খ্রিস্ট-বিড়ম্বনা

[illegible] বিড়ম্বনার [illegible] পাওয়া যায়। স্পেনের উত্তর ইটালীর কাসেল নামক শহরে কেসিন এক ধর্মযাজক এক দুর্ঘটনার হাতে একটা হাতঘড়ি নিয়ে প্রস্তুতকারী সেই ঘড়ির মেরামত পূর্বে হবার্টে ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে পরে। ওর ধারণা হয় যে, ধর্মযাজক কোথাও থেকে কুড়িয়ে পেয়ে ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে ওটা তার সম্পত্তি জানতে পেরে ফিরে এসেছেন। প্রস্তুতকারী যখন বুঝতে সে সময়ে তার ঐ ঘড়িটি চুরি হয়ে যায়। ধর্মযাজক চলনে প্রস্তুতকারকে ধরেন ভুল, প্রকৃতপক্ষে যে লোকটি ঐ ঘড়ি চুরি করেছিল সে ই তার হাতে দিয়েছে ফিরে নেবার জন্য। ঘড়িটি চুরি করার পর সেই চোর অত্যন্তরীণ সংকট বিবেকের দংশনে অস্থিরভাবে কাটিয়েছে। হাতে ঘড়ি পেয়ে ধর্মযাজক পরীক্ষা করতে ঘড়ির ভেতরে কেবল ঘড়ির যন্ত্রপাতি এবং ঘড়ি তৈরির পরও মধ্যে কোন চিঠি টিকিটের লম্বা লম্বা। অবশেষে সে ঐ ধর্মযাজকের কাছে এসে তার অপরাধ স্বীকার করে ঘড়িটি তার মালিককে ফিরে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। যাতে সাক্ষ্যের হাত থেকে রেহাই পেয়ে শান্তিতে নিঃসঙ্গ উপভোগ করতে পারে।

এক বৃটিশ পাদ্রীর চৌদ্দ ১৯৬৪ সাল সাপেন্টাইনে এক বৎসর নিবন্ধ থাকার পর নিজের কাহিনী ছাপা করে ইংল্যান্ডের বাহিনীতে প্রেরণ করে। পরে ১৯৫০ সাল সে এক ইংরাইসী মেয়েকে বিয়ে করে সুখ সমাধানে বাস করতে থাকে। এর এক বৎসর পর সে উত্তরাধিকারী সূত্রে তার পৈতৃক একটি ক্ষেতের মালিক হয়ে বসে এবং সস্ত্রীক পরিশ্রম করে সেই ক্ষেত থেকেই নিজেদের ভাগ্য ফেরে সচ্ছল করে তোলে। কিন্তু তার মনের পড়াশুনার সব সময়েই খচখচ করতে থাকে এই চিন্তাটা যে সে তার নিজের পেশাকে পরিত্যাগ করেছে। শেষ পর্যন্ত বিবেকের তাড়না এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে, সে আর থাকতে না পেরে স্ত্রীকে নিয়ে ইংলন্ডে চলে এবং আত্মসমর্পণ করে। কোর্ট মার্শালের বিচারে যুদ্ধকালীন প্রতি এক বৎসর করে কারাদণ্ড থাকার আদেশ হয়।

১৯ বছরের সুখ শান্তিময় জীবনটার ওপর অকস্মাৎ কার এমনি অভাব সময়ে যবনিকা নেমে এবং এই সময়ে অবশ্য হয়ে তখন ইতিপূর্বে। নর্মানের মতো একটি তরুণ ও তার পরিবারের নিরন্ন হয়ে নিয়ে সুদীর্ঘ লাইনটি সেই ধরণটি বন্ধ করার পর প্রায়ান্ধ তার থেকে দুবছর বয়সে সাজন প্রায়ান্ধ আবেদনের মালাদার সইটোমাত্র ধারণ করে তার নিজের পরিবারে সমস্যা নিয়ে আদালত বিশেষজ্ঞের উপস্থিত হয়ে হয়।

ইতিপূর্বে পরিবেশকদের একজন তার্কালীন অনুরোধ করে সে একটা নর্মানের নিয়ে করার সেবাদীন তার্কালীন হয় অবশ্য এবং, তিনিও পড়ে কারণ উত্তর সইটোর নিয়ে সে সুখী এবং সন্তানদের মেধে এসেছে। কিন্তু তারপরে মাত্র সে বিবেককে দমন করে এই সান্ত্বনা নিয়ে যে ততদিনে তার পরিবারের সকলে হয়তো অপরাধী হয়ে বাহিনীর সেনাবাহিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এই ভেবে নর্মানের মনুষ্যত্বে অবদমিত করে সে এই বলেই মনে করে নেয় যে, হাজার লোক এই মেয়েটির অনাবশ্যক মৃত্যুবরণ করেই সে জীবন ফিরে পেয়েছে। এর পর একজন যাজককে ডেকিয়ে ওরা বিবর্ণহীন হয়। এই উপায়ে নর্মানটি মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়।

প্রকৃতপক্ষে তার নর্মানটি বন্ধুকে নিয়ে পরিচালনার ক্ষেত্রে বর্তমানের নিরাপত্তার মতো বসবাস করতে থাকে। কিছুদিন পর খবর পায় যে, তার প্রথম স্ত্রী ও সন্তানের জীবিত রয়েছে। সেই থেকে সে তার আগের সংসার স্ত্রী ও পরিবারের নিরাপত্তার অর্থ ও ধন পাঠাতে থাকে। কিন্তু তাও বিবেকের দংশনে সে আরো অস্থির হয়ে ওঠে। অবশেষে থাকতে না পেরে সে আবার আত্মসমর্পণ করে এবং স্ত্রী সন্তানের নিয়ে ওকে সুখী সংসার ফিরে পাবার জন্য আবেদন করে। এবারে তার শাস্তির মাত্রা আগের চাইতে কম হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু আদালত এবারে বিশেষজ্ঞদের উপর ভার দেয়। তাঁরা কি করে সাব্যস্ত করেন স্ত্রী ও সন্তানের কাছে কিন্তু সেখানে নর্মানটি কাছে ফিরে যেতে ওর অবহেলিত জন্য মৃত্যু দণ্ড করা হয়। আদালতের উপস্থিতির মতো করে সে তার প্রথম স্ত্রী এই পরিস্থিতিতে বিবেক-

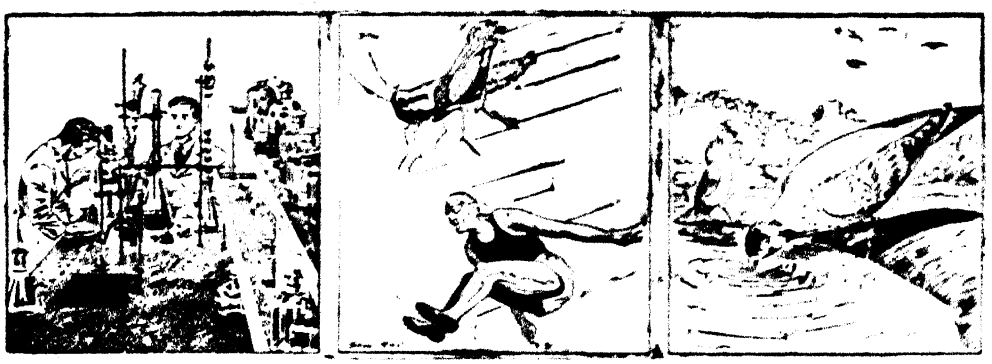

(১) (২) (৩)

(১) মানুষ যদি বর্তমান সময়ে এবং ভবিষ্যতকালে শান্তি ও উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয়, যেমন বর্তমানে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের কাজে, তাহলে, বিশেষজ্ঞরা বলেন, পৃথিবীতে কোন রোগই অজেয় থাকবে না এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রচুর খাদ্য ও থাকবেই তাছাড়া অন্যান্য আরো অনেক প্রকার সুখও থাকবে। (২) পশুপালের বা ঘোড়ার সেই জন্যপাতে একজন ছাব্বিশ বছর মানুষ তিন শ' ফিট দীর্ঘ লম্ফনে সক্ষম হতে পারে। (৩) বিশেষজ্ঞদের মতে পাখীর কোন স্বাদ বা ঘ্রাণ শক্তি নেই এবং একমাত্র পায়রাতেই জলশোষণ করে পান করে। অন্য সব পাখী মাথাটা তুলে জল গিলে নেয়।

বিচ্ছেদের জন্য আগের জনারে এবং সেটা হচ্ছে মনের অগোচরে যার বিয়েটা আইনসিদ্ধ হয়ে গেছে।

বিয়েরের সময় থেকে কখনও কখনও খুনী বাইরের পরিবেশ পরের চেয়ে সেই এমন কি তখনকে যে পড়ুর যেন সহজ্ঞ না থাকায়ও বিচ্ছেদের প্রশ্ন পরস্পরের পরিচয় পরিচয় মনোমালিন্য একটি মনোমালিন্য পড়ে। ঠিক মাস যারে হেসে করার পর ওর পোস্টাপিসে চাকরি যায় অনিশ্চিত থাকে। সম্প্রতি ঘটিত বন্ধুরের এক মুখর একদিন পুলিসের সমনে উপস্থিত হয় জানায় যে এই ভেবেছিল যে ওর সঙ্গে সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল যে জানায় যে ওরকেই এক সঙ্গে বিয়ে এবং ওরা ও সে দুজনেই এক সঙ্গে ওর সঙ্গে বাস করে আসছে।

•

অফিসের টাকা নিয়ে সংসার করার এক ভদ্রলোক এই অপরাধে ধরা পড়ে আদালতের উপস্থিত এক ভিড়ের সময় সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়ে পরপর যে সমস্ত অপরাধে ধরা পড়ে এক ভদ্রের ঘটে একদল ধরে ধরে ধরা পড়ে অফিসের সময় ঘোরে ঘোরে।

•

টেলিফোনে আর অফিসের অনুরোধে ধরে এক ভদ্রলোক বিয়ে করেছিলেন। ভদ্রলোক বিয়ে করে অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তাঁর স্ত্রী অফিসে এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যান। ভদ্রলোক বিয়ে করে অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তাঁর স্ত্রী অফিসে এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যান। ভদ্রলোক বিয়ে করে অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তাঁর স্ত্রী অফিসে এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য প্রকাশিত হল সব বই-ই ভাল

ছোটদের শরৎচন্দ্র

# গ্রীষ্মবাসর

| | | |
|---|---|---|
| স্বাধীন প্রিয় | রমাপদ চৌধুরী । | ৩·০০ |
| কুমারী | | ৩·০০ |
| পরাশরের প্রেমা | সুবোধ ঘোষ । | ৩·০০ |
| দৃষ্টিবন্ধুর | মুজতবা আলী ও রঞ্জন । | ৩·৫০ |
| তৃষ্ণা | সমরেশ বসু । | ৩·০০ |
| বধূবরণ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । | ৩·০০ |
| পরমায়ু | সন্তোষকুমার ঘোষ । | ৩·৫০ |
| রাধা | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । | ৭·০০ |
| স্বপ্নবৃন্দাবন | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । | ৪·০০ |
| জনপদবধূ | শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । | ২·৫০ |
| কবিতার কালিঘাট | অবধূত । | ২·০০ |
| স্বপ্নবাসা | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । | ২·০০ |
| চাঁদে বসতি | লীলা মজুমদার । | ৫·২৫ |
| আমার ফাঁসি হল | মনোজ বসু । | ৫·৫০ |
| বনভূমি | বিমল কর । | ৫·০০ |
| রূপসাগর | সুবোধ ঘোষ । | ২·৫০ |
| ধূপছায়া | সৈয়দ মুজতবা আলী । | ২·০০ |

বিদেশী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
সর্বাধুনিক ও সর্ববৃহৎ উপন্যাস
পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর
আর, এন, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
২১, নিমাইচন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

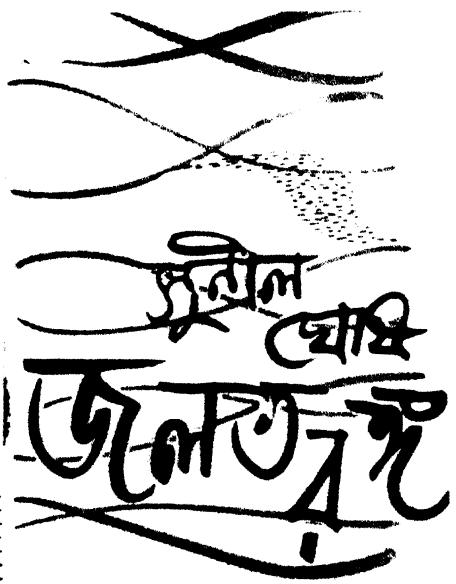

॥ উপহার দেবার মত একখানি অনবদ্য উপন্যাস ॥

সুনীল ঘোষ

জলতরঙ্গ

সম্প্রতি কাজে কাজে যে কয়েকটি তরুণ লেখক নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, সুনীল ঘোষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কবিতার মধ্যে যে কথা বলেছেন, কথনের মধ্যেও তাঁর বলবার সমস্যা অত্যন্তই নিজস্ব। সুনিপুণ সংযমে তাঁর এই অধুনিকতম উপন্যাসখানি পাঠকমহলে যে তুমুল আলোড়ন তুলবে, সন্দেহ নেই। এশিয়ার্মী এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি এযুগের সমাজজীবনের এক বিস্ময়কর প্রতিচ্ছবি। এই উপন্যাসের নায়িকা কাজল মুখার্জি কোন প্রচলিত নয়, প্রতিবাদ। উপন্যাসখানি পাঠকদের শুধু আনন্দ দেবে না, ভাবিয়ে তুলবে একালের জীবন-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে।

॥ দাম : সাত টাকা ॥
● চার রঙা প্রচ্ছদ ●

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট : কলি—৬

অন্যান্য বই :
অনাদৃষ্টি — ৬·০০
নায়কনায়িকা — ৩·৩০
স্বর্ণমৃগয়া — (যন্ত্রস্থ)
ব্যাকুল বসন্ত — ( " )

(সি ২৮০৩)

বাড়িকালে। কাজের মধ্যে ছিল বৈশিষ্ট্যফল কুড়নো, নিজের পরিধেয় সেলাই করা এবং স্নানের সময় গা ঘষার কাজে ব্যবহৃত নুরুল তৈরী করা। ওর মা পরিধেয় কেচে দিত আর ওর বোন এলি খাবার দিয়ে যেত। তবে ওর মা এসে ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে যেত এবং কাজকর্ম ভোলা ক্রোফোর্ড খবরের কাগজ পড়তে শেখায়।

১৯৫১ সনে অন্ধকারাপন্ন করে থাকার সময়ে বয়স্কদের ভোটাধিকার হয়ে ওর বাবা নির্বাচিত হয়। সাদের ঘরের দক্ষিণ দেয়ালের ফাটল দিয়ে কখন দিয়ে যেতে এবং এই প্রথম হয়ে ওর ভাইবোনদের দেখে যারা ছোলো ছোলো ক্রোফোর্ড সিনেমাহলের সামনের পথে স্কানহরে চলে বিস্তৃতিস এবং ওর কোন খবর জানতো না। সেই এপ্রিল মাসে ১৯৫১ সনে ও মায়ের কাছে শেষে। এর পর হয় বোন এলি এসে ছবি দিয়েই শুধু ওর মুক্তোয় ওকে সাক্ষাৎ জানাতে এবং আসতে যেতেই ওর কেরকটি ও খবরে কিছু কিছু জানতে। মায়ের মুখে শুনে ওর ভাই ফেলিক্স দক্ষিণ আফ্রিকায় সামরিক বিভাগে যোগদান করেছে। ফেলিক্সের কথা ওর মনে পড়ে। ফেলিক্স ওর চেয়ে দু বছরের বড়। ফেলিক্স ও ওর মা ওকে খুব ভালবাসতো।

পর পর দুটি ঘরে ইলেকট্রিক কানেকশন লাগার আগেই ক্রোফোর্ড প্রথম ফোনেকশন চালাবার ফিটিয়ে না হয়েই ফেলিক্সের পরিবারের ঘোষণাকে নিয়ে সাদের ঘরে এসে উপস্থিত হয়। ফিটিয়ে এলি এখন এক ছোট ছেলেকে কোলে নিয়েছে। এলির ওর সঙ্গে ফিটিয়ে এসেছে। ইলেকট্রিক ঘুরতে পারে এই নিয়ে মোমবাতির কাজের প্রায় দুই পরে ঘরের অন্ধকার হয়ে ওঠে। সুইচটা পর ফিরে এসে দেখে ছোলো ক্রোফোর্ড ফিটিয়ে একটা ঘরে চেয়ে বসে আছে। ওর দেখে ছোলো প্রথম কথা ওকে ঘরে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে। ইলেকট্রিক ফিটার যে ওকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে না, কারণ ছোলো যে অপরাধ করেছে তা এইসব আগে যে, আইন এখন ওর ওপর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না। শুধু তাই নয়, অনেক বছর আগে থেকেই ছোলো মুক্ত।

প্রকাশ্য বিচারে করবার জন্যে লোকের পর ছোলো এক নতুন জগতের মধ্যে এসে পড়ে। জীবনে সে রেডার কি জানেনি, টেলিফোনও কোনদিন ব্যবহার করেনি। দীর্ঘকাল স্বজনপরিজনের স্নেহে বন্দী থাকার দরুন তাকে ঘিরে রেখেছে, অর্ধেক পৃষ্ঠ পোকা ধরে ক্ষয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে পৌরাণিকতার ফলে তার এই দুর্দশা সেজন্যে কোন আক্ষেপ তার নেই।

# শেষ গল্প

• জুলফিকর •

চেয়ারে না এঁদের চৌধুরী সাহেব দৃষ্টি ধরলেন। স্যার ইসলাম আর হোসেন ইনিয়েছে সেখে সেখে ধরে অভ্যাসের বশে হাতে ঘিরে ধরলেন পাশ মোলার আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টায় পড়ে আছে টেবিলের উপর।

এক শুশ্রূষাকারীর শব্দের নীচে অনেক ক্ষণীয়ে এক হাসমুখী বহুদূর এক সুগৌর হাতের পাশে ঈষৎ ঘাড় ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে, হাত অলক্ষ্যালম্বন মনোহর ক্লিনিকিয়ান কানের পাশ থেকে উঁচু হাতের। অন্যমনা আপন ছবি, আজও হাত ঘোলাজলা পাশ হয়নি।

বাংলা দেশ থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন বেড়াতে, এঁদের একটি সাংবাদিক একটি অধ্যাপক, একটি সর্দিগরমের সঙ্গে এঞ্জিনীয়ার—মিসেস চৌধুরীর মামাতো ভাই। বয়স প্রায় সকলেরই ত্রিশ-চল্লিশের কোঠায়। অপরিচিতের ছবি তোলার শখ আছে সবারই কিন্তু বিদেশের। আজ তিন দিন হল এঁরা এ অঞ্চলের দ্রষ্টব্য স্থান বেরিয়ে মিসেস চৌধুরীর ক্যামেরায় ছবি তুলছেন। আজ ফিরে যাবেন কলকাতায়।

সকাল ৭টায় এই সেই সময় যখন মিসেস চৌধুরী আয়নার সামনে বসে সিঁদুর পরেন। প্রতি সিঁথির ছবিতে সিঁদুরের রং যেন একটু একটু করে বাড়ে। সবশেষ আজকের ছবিতে সিঁথির রঙটা যেন একটু বেশি লাল হয়েছে।

ছোকরা বেয়ারা চা, টোস্ট ও ডিমভাজা টেবিলে রেখে গেছে। ছড়ি কাপড় পরিষ্কার করা হৈচৈ হয়ে গেছে। হাতঘড়ি পরা হয়ে গেছে। ক্যামেরা ব্যাগে ফিল্ম ভরা হয়ে গেছে। সকাল ৮টায় সব হাতে। ভদ্রলোকেরা ব্রেকফাস্টের পরপর কফিতে চুমুক দিচ্ছেন। ইসলামাবাদ সেক্টরে নতুন টাইপের সোসাইটি, সাবান, শ্যাম্পু, হেয়ার ড্রেসের ব্যবসা, সেখানে হচ্ছে ঠিকানা পাওয়ার সিস্টেমের টিল। ঘরে কোন লোক সিগারেট ধরেছে বেয়ারাকে ডেকে পাঠাচ্ছে। বেয়ারা যে যার ফরমাস টেবিলে ওঁদের সামনে করে কিছুই চলবে না। একজন বেয়ারা সারা ঘরের ব্যবস্থা আর চৌধুরী সাহেবের কামরায়।

ঘরের আসল চৌধুরীদের কাছে আর ঘরে অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা চেয়ে সাহেব বললেন চৌধুরী তাঁর সহকর্মীদের ব্রেকফাস্ট খাওয়াতে। আসবে এক লন্ড্রি বলেছে বিলে চাকরটা হয়ে এসে বিলেতে। তারে ব্রেকফাস্টের চায়ে চামচে আগেই এসে সেপ্টিনে ঢাকা করি। আমার কুশিনিয়ে সুবোধ ছেলে ফোকাস এ-বাড়ি নিজেদের বাড়ি মনেই ভাবেনে। ঘরে যা দরকার চেয়ে নেবেন সংকোচ করবেন না। তার আজ করি ব্রেকফাস্টের বিলের জন্য অপরিচিত ভিন্ন চায়ে বলেন না। আজ আসি তবে ... গুড্ লাক্ টু ইউ অল্...।'

সম্পাদক-নামা গৃহিণী চৌধুরী সাহেবের। কমলা তাঁর ঘরে আসার পর, বিয়ের সময় তিনি ছিলেন একরকম গৃহহারা। লক্ষ্মী তাঁর পায়ে আশ্রয় হয়ে বিরাজ করছেন। বাসস্থান লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেছেন চৌধুরী। বোম্বাইয়ে তাঁর খ্যাতনামা এঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের হিসাবও আছে সম্পাদকীয় অবশ্যই ঘর ছোড়াছিলেন এবং কারো কোন সাহায্য না নিয়েই নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছেন।

মিসেস চৌধুরীর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর বাহ্যিক আজও অটুট। চলনে, বলনে, হাসা-কাসা মনেই হয় না যে, তাঁর বয়স ঊর্ধ্বে-সীমা পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। প্রসাধনের প্রভাব উজ্জ্বলতর মনে হয়। সুদীর্ঘ মোটর ভ্রমণে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই, এক সাঁতারে সাত-আট মাইল হাঁটতে পারেন হাসিমুখে হাতে সময় থেকে সময় পর্যন্ত যান-কুশলের সঙ্গে সঙ্গে বিকারের শিকার হচ্ছেন না। বোঝাই তাঁর বিদ্যা প্রকাশ এমন কোন বড় হয়ে নাই। সুযোগ কমলা চৌধুরীর বন্ধু বা বান্ধবী না আছেন। আজ এখানে কিলনিক, কাল ওখানে কিলার পরশু সেখানে ডালমিয়ার পার্টি, নয়তো তাসের বা টেনিসের টুর্নামেন্ট—মাসে বড় জোর সপ্তাহান্তে দিন দুইবেই কাটে। তবুও তেমন তাঁর জীবন অর্থহীন মনেও তাঁর সৃষ্টির হয়নি। জীবন সম্বন্ধে এখনও তাঁর কৌতূহলের অন্ত নাই।

চৌধুরী সাহেবের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্তৃত্ব, হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য নারীর অন্তরকে মথিত করবার থেকে একরকম অনন্দের নিয়োগের ফল্গু ফার্মের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁকে এখনও অনেক জরুরী কাজও দেখতে হয়, মোকদ্দমা কথাবার্তা চালাতে হয়। স্থানে সপ্তাহে দুই তিন অফিসের ফিটারে উপস্থিত থাকতে হয়।

মিসেস চৌধুরীর ইচ্ছা যে চৌধুরী সাহেবও তাঁর সঙ্গে একসাথে বেড়াবেন করেন, যেমন নিয়ের পর অনেকদিন এক জায়গায় হয়ে সুজন ঘোরেন ওঁরা কোন, অ-কাজে, সহরে, জঙ্গলে, ওয়ার্ল্ড-সাইটে, ইউরোপের নানান স্থানে, নানা কারখানায় ফার্মের মাল বিক্রয়ে। জীবনকে উপভোগ করবার ইচ্ছা এখনও বিন্দুমাত্র হ্রাস হয়নি মিসেস চৌধুরীর।

বয়স হয়েছে সত্য নয় কী? না এমন বয়স তাঁর—এই আটাশ চলছে। হৈ-চৈ করে এখন আর চৌধুরী সাহেবের ভালই লাগে না। আর্থ-পরিচালনের ফাঁকে ফাঁকে তাহেতুক হৈ-চৈ জীবনে অনেক করেছেন। কিন্তু উৎকণ্ঠিতদের মেতে এখন সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন। আজ-চর্চা বা পড়াশোনার সময় পান নি পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত। এখন লেখাপড়া নিয়েই মেতে আছেন; সাহিত্য, দর্শন, বহুবিধ গণিতিক পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি। এছাড়া যন্ত্রপাতির তত্ত্বাবধানেও খানিকটা সময় কাটে। ওঁর বাগানের ছোট-ছোট নানান জাতের যন্ত্র পাঠিয়ে বিলাতের চাওয়ার ফোর্ডে অনেকবার প্রাইজ পেয়েছেন। মাঝে মাঝে সেল-বিক্রেতার ফোটোস ম্যানেজিংও নাড়াচাড়া করেন। বছর দুই হল টেনিস খেলা ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁর লাইব্রেরীর মত আধুনিক বিজ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন সুসজ্জিত সমৃদ্ধ এদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেও আছে কিনা সন্দেহ।

চৌধুরী সাহেবের এখন ঘড়ি ধরে কাজ করা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সময়ের মধ্যে পুরো ঠিকমত নিয়ে আসেন নি বলে আপসোসের তাঁর নেই। মিসেসের সময় বরাবরই ঢাকছে তাঁর নিজের ইচ্ছামত, সময়ের সঙ্গে তিনি কখনও করেন নি। সময়ের সঙ্গে যেন তাঁর আত্মীয়তি, বন্ধুত্বের গণ্ডিও তাঁর যেন তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পা মেলাতে নারাজ।

নিঃসন্তান দম্পতীদের সন্তানহীনতার জন্যেই কমলা-স্নেহে এখন হিন্দুদীর ঘরে চলছে। একজন দুর্ঘটনায় আনা বাইশমাসী শিশুকন্যা। একজনের মা পরিবার, প্রসবের পর ও সৃষ্টি জ্ঞান পরিবারের পথে এসেছে দাঁড়িয়ে। একজনের কথা পরিচয় দেবার। আমরা সবার মনুষ্যের কথা বলতে চাই।

ডাক্তারের কমলালয়ের সাথে তিন বিদ্যালয়ে পরিচয়ের বেশ কিছু দিন ধরে হিসাবে হচ্ছে। কিন্তু সাক্ষাৎ ও তার বড় বড় সভাতেই তিনি নানাবিধের ঠিক সেন-দেনা নিয়ে বেরিয়ে হল। ওঁর মেয়েকে ...কে। তখন এর পরিচয় হয়েছে ঘনিষ্ঠ। ডাক্তার কমলা ও তার একটি ফোন করে ফোনে কথা হয়েছে। তখন বেশ ভোরে। কিন্তু কেমন করে তাঁদের বিয়ের কথা হয়ে। হয়ত আজকাল নেই, নয়ত সহরের ব্যস্ত ঘটনা কুড়ি সাহে ধরে আসে সময়ে ঠিক। পরিচয় আরোহণের কার। ঠিক ডাক্তার কিন্তু সাক্ষ-সরঞ্জাম, সংখ্যা বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় না। কিন্তু, মিসেস সঙ্গেই পাকা কিন্তারী। এদের বিয়ের পর আসেই চৌধুরী সাহেব আওয়া-আওয়া সেরে লাইব্রেরীতে আসন নিয়েছেন। আর ওঁরা পাঁচটায় বেরিয়ে যান, ফোরেন নটার পর। যখন ওঁরা বেরিয়ে যান, চৌধুরী তখন হাফপ্যান্ট আর হাতার ছুটে পড়ে সেরে সাহেবের কাজে বসেন। নটার পর যখন ওঁরা ফোরেন আবার, তখন হয়ত চৌধুরী শুয়ে পড়েছেন।

তিনি ঘুমে যান সওয়া নটায়, উঠেন পাঁচটায়—কী শীত, কী গ্রীষ্ম।

কমলা দেবীর সঙ্গে চৌধুরীর সখ্য প্রণয়। ওর থেকে পালিয়ে ওঁরা বিভিন্ন মাসেক করেছেন। চৌধুরীদের গল্প এতদঞ্চলে, বিশেষ বাঙালী সমাজে সুবিদিত। গল্পটা চৌধুরী নিজমুখেও বলেছেন অনেককে। পুরোনো দিনের কাহিনী বলবার সময় তিনি যেমন যেন একটা হেমন্তশেষের প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার স্পর্শ পেতেন, তেমন শোনা থাকেন যেন ঐকান্তিকী চৌধুরীর ঔদ্ধত্য চৌধুরীর স্বাভাবিকতার কোন বিকারের বিরহকে।

আমাদের সঙ্গে চৌধুরী সাহেবের মধ্যে তাঁদের প্রথম কাহিনী কেমনে জন্য আজ তাঁকে বিশেষ করে ধরেছিলাম, আমরা কতটা অনেক অনুরোধের পর হতেই হয়েছেন গল্প বলতে। সন্ধ্যের সময় সুন্দর হাসির কাহিনী অনুরোধ তিনি বৈঠকে আসেন না। বন্ধুর কণ্ঠের আগে এই গল্প বলা নিয়ে একটা অনুষ্ঠানের সমারোহ। কমলার উদ্যম হয়। সেই দিন সন্ধ্যে চৌধুরী সাহেব উপস্থিত করেছেন, গল্পটা আর কোনদিন সন্ধ্যেবেলা নয়। বহু পরে অনেক অনুরোধ উপরোধ এড়িয়ে এসেছেন আজ হঠাৎ হয়তো নয়। কিন্তু বলেছেন তাই তাঁর নিজের মুখে।

চৌধুরীদের কাহিনী যেমনটি এই।

বিয়ের চৌধুরী আর কমলা সন্ধ্যেবেলায় কলকাতার সিটির ক্লাবঘরে বিয়ের কাল ৭৩০-এর সিটির ক্লাবে। ঘরটা ঘরে ঘরে ঘরে

অমনি নিয়ে যি এ পাশ। কয় ছেলেরই না হবে সমুদ্রে সে শীর্ষস্থানের কথা তুলেছে! ছাটি হলেই সে কারো সাথে করেছে কখনও কখনও, কিন্তু মনটা তার কলকাতার কাঁচাঘর ঘর ছাড়ে ফিরে। ঠিক সময়ে, যার যার বিমানের সিটেই ফিরেছে, ওদের অমনি সুন্দর বাধা ছোকও।

এই এসি পাশ করে সিলেট হয়েছেন ই'ডিনবরা কালেজ পড়তে গেল। সেখান থেকে যখন ফেরার এল, কলকাতা তখন বিদ্যে কি হয়ে গেছে, বাড়িওলীর মেয়ের সাহেবের ছেলে ডাক্তার ফিরে ফেলেছে সাথে ফিরেন হয়ে সরকারী কিনে এসে ফিরে এই মেয়ে ফেরিয়ে পুরোপুরি ভারতীয় হয়েছে। তা ছাড়া সাদের ও অনেক টাকা আছেই।

কয়েক বছর আগের অর্থাৎ ভারতীয় ছিল এখানে। তবু সাদের মুসলিম ফেলের কাছে তার অর্থাৎ নেই।

বিয়ের সময় ফিরে হবার পর সাজগোজ সম্পর্কে সাদের কথার নিয়ন্ত্রণ করে হয়। ছেলেরা যা পরে ফিরে অনেকটা সেই ধরনের পড়ে ফিরে। বাড়ির বউ-ঝি ও মেয়েরা সেই ফির

প্রণয় ও পলায়ন কাহিনী অবলম্বনে। (টীপসটা আধুনিক কোন সাহিত্যিক নেবেন কিনা জানি না, তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি, তাঁর এই বই যদি কিনে তবে পকেটটি কি ভিলেবীর মত কাটবেন।)

চুরুটের ছাই ঝেড়ে আরম্ভ করলেন চৌধুরী,—শুনে হয়ত আজ হাসি পাবে আপনাদের কিন্তু আমরা ছিলুম, তখন যেন এক ঘোটায় দুটি ফুল। কথাটা শুনেছিলুম মুখোপের মাসিমার মুখে, যাঁর কাছে ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছি এবং আমাদের বিয়ের পর যিনি প্রথা সবাইয়ের মত মুখ টিপিয়ে কেন্দ্র নিয়ে পরে অবশ্য অনেকবারই শুনেছি কথাটা। সে যুগে বন্ধু-বান্ধবেরা আমাদের নাম দিয়েছিল রোমিও-জুলিয়েট।" চৌধুরী সাহেবের চোখে যেন স্বপ্ন ছায়া ঘনিয়ে আসে।

"ঐ যে গাছের নীচে আমাদের দুজনার ফোটোটা দেখলেন, ওটা মাদ্রাজের ডি আই ডি অফিসার আয়েঙ্গার সাহেব তুলেছিলেন। যখন তাঁর কাছে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল তিনি অতিরিক্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দুজনার দিকে তাকিয়ে একটা হুমিত

---


কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।
নক্‌ত্রলোকের অন্ধকারে ছিল সংগোপন
ওগো তায় জাগাইনু রে।
পেয়ে মেনেছে হাতের তলে
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাঙাইনু রে।
অচল ছিল সচল হয়ে
ছুটছে ঐ জগৎজয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

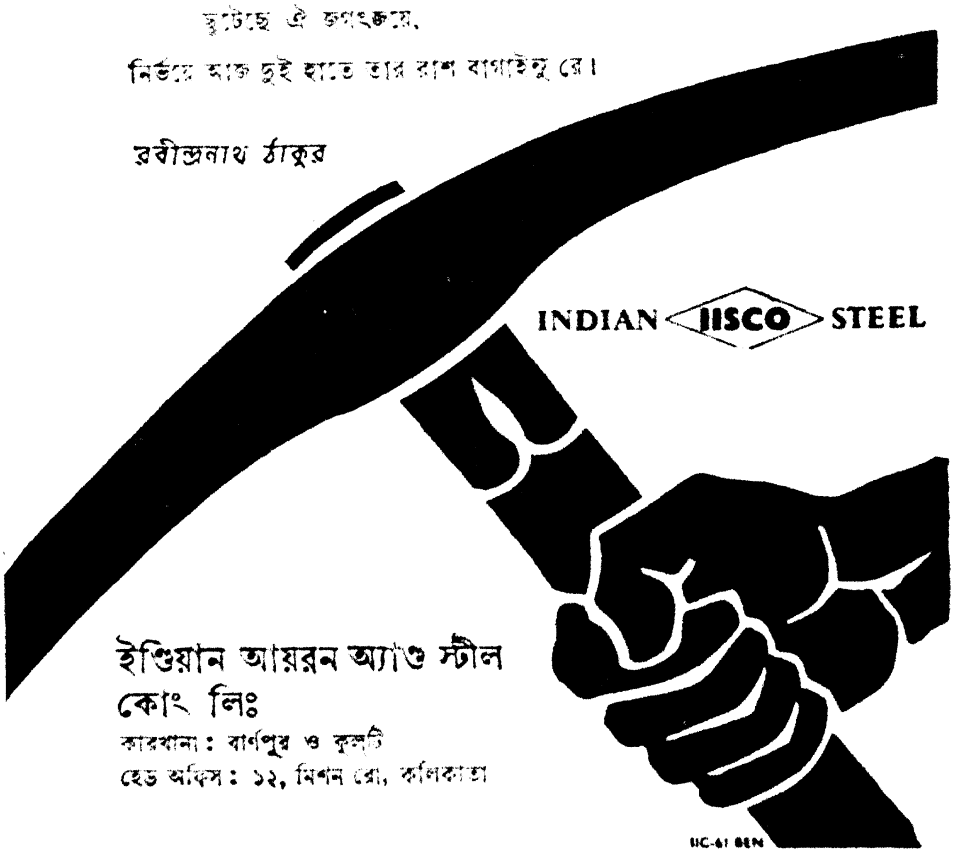


ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ
কারখানা: বার্ণপুর ও কুলটী
হেড অফিস: ১২, মিশন রো, কলিকাতা

IIC-61 BEN

কাঁসারের সুতো লাইন অনুসরণ করে বলছেন, দুইটি কুসুম একই বৃন্তে ফুটেছে তোমরা তোমাদের দাদাকাকীর মতো কবিয়ে একটা ছবি তুলতে চাই আমি। তোমরা, ইচ্ছে করলে মাইন্ড।

তাঁদের কথামতো একটা ফুলকপি কাছের তোলার জন্য কবিয়ে ছবি নিলেন অন্যজন। ছবি তোলার আগে নিজের হাতে একটা চন্দ্রমল্লিকা তুলে কমলার চুলে পরিয়ে দিলেন।

শল্লিক কবিদম্পতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তটি আলোকচিত্রে ধরলেন। লালকাকার অন্তর থেকে আশীর্বাদ বললেন ফিরতি ট্রেনের সময় অন্তর সুন্দর ছিল। ট্রেনটিকে চা থেকে বাসের ভিড়ের অবসর না হইল ছাড়লেন না। ছিলের সঙ্গে লক্ষ্মীটিকে সঙ্গী না হইলেছিলেন বলে আজ একটা কথা মনে জাগছে।

এই নিরেনব্বুই না কোন অজানার পথের ধারে ধারে একটি মনের মতো জায়গা বেছে নিয়ে কবিতা লিখতে বসেছি। কবিতা হয়ে ওঠে না। এই পাশ এই পাশ এই দূরে আর আসন না। কবিতার একের পর এক পাতা ছিঁড়ে ফেলি। ওরা ফেলে যাওয়া জায়গায় সব পাশে অন্তর হয়ে যায়। কবিতাটি একে ছবির মতো সুন্দর হয়ে ওঠে। কবিতা ছবি হয়ে ওঠে। একটি ছবির সঙ্গে দ্বিতীয়টির মিলিয়ে দেখি।

একটি ছবির অন্তর নাই, অন্যটির সঙ্গে তুলনা করা যায় না। একটি ছবি নিখুঁত, সে ছবি নিখুঁত। সে ছবির সঙ্গে যে কোন সমালোচক ছবি আঁকা হয়ে তাকে ভুল ধরতে পারে না।

একটি ছবি কবিতার ছবিটির আগে তাঁদের মনোযোগ ধরে রেখে।

আমাদের দিন চিরকাল ধরে না। আমাদের মনোযোগ ধরে আমরা ধরে রাখি। ইলেকট্রিক আলোর সামনে ছোটদের মনে নিশ্চয় কবিতাটি ছবি হয়ে থাকবে না। হয়তো তা অস্বাভাবিক আলোকিক। আমরা ছবি আঁকবো, তার ধরিত্রীপ্রবাহ মানুষের মনে মনে নিজের কাজ করে চলবে। মানুষের মনের পরিবর্তন নেই, সে কোনও দৈবাকেক ধারণা করতে হয়। টাটকা আলোর সঙ্গে কি রেডিওগ্রামের ধারণা করা পাওয়া যায়? পৃথিবী, তার—এক অর্থে পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের কাজ। দুশ বছর পরে যদিও ঠিক সে একই অবস্থায় থাকবে, এ ধরণের অনুভূতি; সেটা আশা করাও দুষ্কর। আমাদের বর্তমানের ধারণা করে রাখতে পারি নি বলে আজ কোন ক্ষোভ নেই।"

চৌধুরী সাহেব দুঃখকরণী। জীবনকে তিনি খোলা বইয়ের মত পাঠ করেছেন। সাহিত্যে কথা বলার অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁর। বর্তমান পর বদলী ছোটদের মনের কাছে রাখতে পারেন পাশ করে। তাঁর পাঠকের বিশ্বাস এই যে তাতে একেবারেই নেই একটি পাশ ফিরে অনুভবের নতুন রূপ মনে হবে। পাঠকের কাছাকাছি তাঁর যাওয়া আছে। কিন্তু নতুন নতুন রূপের প্রকাশ তার নানা ছবিতে বা পরিচিতির প্রকাশে ওর অন্তর রূপ যে অনেক পাকাটা পেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সম্প্রতিকে পুরিবর্তনে উপন্যাসিকের তাঁর পাশ রেখার অন্তর। ছোটদের মনে ছিলিয়ে হয়ে পড়ে। বেলাও হয়ে উঠে অন্তরী। ছিলেরও পাঠকের অন্তরে রেখেই ছোটদের হয়ে পড়েছে। অনুভবে ছিলের সুখদুঃখ হাসির সঙ্গে ছিলের বয়ে চলেছে। অনেকে অন্তরঙ্গতার মধ্যে কথা বলে। তার কথা বলার ভঙ্গিতে ছোটদের ধরেও না ছোটদের হাসি হয়ে উঠেছে। তার ছোটদের ও ছোটদের বয়েসে তার মনে সম্পর্কিত ছোটদের মনোযোগ পাবে সেই কথা মনে রেখে তাঁর অভিযোগ।

ছিলের চৌধুরীর ছোটদের মনে পাশ করবার ছোটদের কাছে সরাসরি পৌঁছে হয়ে উঠে অন্তরঙ্গতর। ছিলের ধারণার না ছোটদেই চৌধুরী সাহেব পাশ ছোটদের কাছে ছোটদের।

সমস্তের ছোটদের পাশে পাশের ধারণার সম্পর্কিত পাশের মনের ছোটদের। ছোটদের ছোটদের ১৩ করে তুলেছেন। তাঁর চক্ষু নিরীক্ষিত, সাঁঝে ছোটদের অন্ধকার পাশে ছোটদের ছিলের ঠাঁকে পড়েছে ছিলের।

পরিবেশ সম্পর্কের ছোটদের ছোটদের ছোটদ

নিশ্চিন্ত। মাঝে মাঝে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠছে, কখনও আমার ভাবনা-ক্লিষ্ট মুখখানাকে দু'হাতে চেপে ধরে মুক্ত নাক দিয়ে শোঁকে উঠছে, 'কী এত ভাবনা, কিছুই তু বুঝি না।' গভীর চিন্তা বা দুশ্চিন্তার আক্রমণ থেকে ওর কোন ভয় নেই। আগেও ছিল না, এখনও নেই।

"ভাবছিলাম, যে ঘরছাড়া হল আমার জন্য সমাজ ও ঐশ্বর্যের হাতছানিকে উপেক্ষা করে, তার জন্য কি একটা সুখনীড় রচনা করতে পারবো না? না, শেষকালটা দারিদ্র্য ও অনুশোচনা পিতামাতার অভিশাপের মত আমাদের ঘিরে থাকবে—জীবনের সমস্ত মাধুর্য মুছে নেবে? দিগন্তে উড়ে-চলা দুটি বিহঙ্গ কি সুদূরের সমুদ্রপারের উপকূলের সন্ধান পাবে না? যে উন্মাদ প্রেম আমাদের বাইরে টেনে আনল, সংসারের কুটিল আবর্তের মধ্যে কি তা তলিয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে?

"জানি কমলার প্রেম সর্বত্যাগী একনিষ্ঠ কিন্তু ভবিষ্যতের কঠোর দুঃখের দিনগুলি তার বিলাসী ভোগলিপ্সু মন যে শুধুমাত্র আদর্শের খাতিরেই বরণ করে নেবে এ আমি কখনই চাইনে, সে কি আমরণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বলতে পারবে,

'তাগের পথে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা যেন না যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়—
তুমি আছ, আমি আছি।'
... ... ... ...
দুঃখ দিনের সুখ পাই তো পাব,
চাই, না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাত্রি ভিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—
তুমি আছ, আমি আছি।'

না, মন্দিরের বর্ণকে আচ্ছন্ন করে সাদা ফেনার মত তার প্রেমোচ্ছ্বাস একদিন মিলিয়ে যাবে তার ক্ষুব্ধ চিত্তকে অনাবৃত করে?".....

নিভানো চুরুট ধরিয়ে আবার আরম্ভ করেন চৌধুরী, "আমার বাবা, ভাইয়েরা যারা আমার মুখ পানে চেয়ে ছিল তাদের উপর আমার কর্তব্য ভুলে গিয়ে আমি কি ঠিক পথই বেছে নিয়েছি? ভুবনবাবুর কাছে যে শর্তভঙ্গের অপরাধ করলুম আমাদের প্রেমের গৌরব সে গ্লানিকে ঢেকে দিতে পারবে?

"ধনীর দুলালী প্রেমিকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করে আমার সন্ধানে ছুটতে হবে আমাকে, জীবনের মহত্তর আবেদনকে উপেক্ষা করে। প্রেমাকে ফেল করতে গিয়ে প্রতিভাকে হারাবো? হয়ত হয়োজনের দিক থেকে ব্যর্থ হবে আমার জন্য!

"কয়েকটি অবিস্মরণীয় স্বপ্নজাগ্রত দিনের হাসি আর অশ্রু দিয়ে কি আমাদের জীবনের মূল্য নিরূপিত হবে? বিশ্বের দাবী মেটাতে পারবে কি এই অশ্রুর মুক্তা আর হাসির মণিক দিয়ে?

না, প্রেমই চরম সত্য, পরম প্রাপ্তি? তার কাছে সংসার, সমাজ সব মিথ্যা? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে?"

চৌধুরী সাহেব তার গল্পের ছিন্ন সূত্র তুলে নিলেন। "জংশন স্টেশনে গোঁয়ানোর আসাই কেন যেন হঠাৎ গল্পটা থেমে গেল। আমরা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিলুম। আমার পরনে দামী সুপিলা কাছে মসলিনের বুটীদার পাঞ্জাবীর ওপর মখমলের কুর্তা মাথায় রোঁয়াদোস্ত অস্ট্রিকান্ ক্যাপ, চশমার নীচে সুরমা টানা চোখ, কমলার সর্বাঙ্গ ঘিরে ঘন নীল রেশমী বোরকা। মনে হয়, কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরের বধূ। মুখে চাঁদি নির্মিত কলাপাতার কয়া ভেবেছিলুম, পরে মনে হল ওটা মুসলমানী ছদ্মবেশের একটা খোলস, মামুলী নয়। আমার স্থির তখন কারুর অনেকবার ঘুম হারায়। ফেরার মাঝে আমাকে, আর নয়, গানের কলসের ভিতরে লখার রাজ্যের ওঁচা অনেকেই দেখে থাকবে। সাদার ইষ্টারন রেলে মহলে আমরা পরিচিত। একেবারে লুকানোকে দেখলে আমাদেই হয়ত চিনে ফেলবে। অন্তত একজনের, বিশেষ ওর মুখটা ঢাকা থাকলে, ধরা পড়বে ভয়ে। অতএব মুখ ঢাকার জন্য বাঁদি আর চলন্ত ছাতা আর এমন কী না ভিনিস ছিল। খানিক বেরিয়ে আমরা ঠিক সমান সমান ছিল না হয়ত। ওর খানি ও খানির আমার চেয়ে বেশী ছিল। কী ওরঙ্গ এ ক্লেত্র

"এত বিনয় করবার নেই। খানি বেশী হোমারই ছিল, অন্তত মোর মতন দেখেছি ত আমার নিজের কথাদের। ওর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য যে কি উদ্দাম আগ্রহ! বিমল চৌধুরী নিজে কী কাপ ১ খায়, কোন্ রঙটা তার পছন্দ, ক্রাসিকাল সঙ্গীতের টেস্ট আছে কিনা, খেলার মাঠের নোটবইয়ের পাতা পকেটে নিয়ে বেড়ায় কিনা এমনি অসংখ্য প্রশ্ন আমাকে উত্যক্ত করে তুলত। ইউনিভার্সিটির মেয়েমহলে আমরা বেশ—ওর জন্য স্কোপ কিছু দেশটা নার্সিং পড়ার জন্য আমেরিকা পাড়ি দিল।"

সচকিত হয়ে সবাই দেখলেন, কখন বেয়ারা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মিসেস চৌধুরী। চৌধুরী সাহেব চেয়ারে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে গল্প বলে চলেছিলেন আপনমনে। ওঁর অসাড়ে কেউই লক্ষ্য করেন নি। রাত পৌনে আটটার গাড়িতে ফেরে এরা সবাই তাড়াতাড়ি ছেড়ে কখন যে গল্পের আসরে যোগ দিয়েছেন, কেউ তা টের পাননি। ডিনার স্টেশনে সেরে তাড়াটে চৌকি করে ফিরেছেন।

মিসেস বসে চলেন, "পোশাকের বর্ণনাটা ভুল দিয়েছেন চৌধুরী। ওঁর পরনে ছিল শেরওয়ানী, গায়ে জরীর কাজ-করা চাপকান, মাথায় কুলাইর পর ফেজকী সিল্কের পাগড়ী, সঁমাসাহ পায়ানেরা যেমন পরে থাকে। আর অমন ছিল সার্টিনের শেরওয়ানি ও নীল রেশমী ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা।"

চৌধুরী সাহেবের মুখটা পাণ্ডুর হয়ে উঠল হঠাৎ যেন ভূত দেখেছেন। সূচিবিদ্ধ রোগীর যেমনভাবে মত তাঁর গল্প বলার উৎসাহ তখন অর্ধেক এসেছে।

টেবিল চাপড়ালেন চৌধুরী। সওয়াল পাল্টে দিয়ে তর্কিতা ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন, "মিসেস্ বসু একটা কোয়ার্টার পাস্ট নাইন পর্যন্ত কি হয় ইউ কো অন এনজয়িং ইয়োরসেলফস্। পুরোনো দিনের ঐ গানের রেকর্ডটার জন্য হঠাৎ যে কী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। সরি ফর দ্যাট।"

নিশ্চয়ই উনি আমাদের মুখের ওপর গান শোনাবেন। সবাইকার ইচ্ছা উইদ কী মত আর ইগারেটিস। উইদ নাউ কি কাল কি পরশু।

"থাক আজ আর শুনে কাজনেই নেই।"

"কাল সকাল আটটার সময় আমি তখন ঐ গান শোনাবো। বেলিয়ে ছিলে থাকে পড়ে, ধরে পড়লে ফোনীয় কানাড়া পর্যন্ত শোনাতে পারি। কিন্তু এত ভণিতার আয়োজন করলে কি এত কী রকম ভিনিস চৌধুরী। কিন্তু এমন সুন্দর গানটা কেন করবেন না চৌধুরী সাহেব?" সকল অনুরোধের সহজভঙ্গিমায়।

"মিসেস্ বসুর কথা শুনে ভয় হয়ে এসেছে এখন ইউ শুড় রিটায়ার টু ইওর চেম্বার্স। কাল সকালে ভিজিট, তুমিও এস, সবাই একেবারে ব্রেকফাস্ট সেরে যাবেন।

"হ্যাঁ, তা ত ঠিকই এত লোক মিথ্যা কথা সাজিয়ে মিসেস মুখরোচক গল্প বলতে ওঁর মত এমনভাবে আর কে পারে? আমি থাকলে অবশ্যই মিথ্যা কথা বলার সুবিধা হত কি?"

"মিথ্যে কথা কেন বলব, এই জীবনের অনেক কথা সব ডিটেকস কি হুবহু মনে থাকতে পারে? এসব ছুটকো কথার জোড়-তালি কী যায় আসে? গল্পের রস তাতে কমে না। আমরা ঠিক ইতিহাস শুনতে চাই নে, শুনতে চাই গল্প।"

মিসেসের চোখে মুখে কেমন একটা বিরক্তির ছাপ, "কিন্তু তাই বলে আমার

...তার ৎপীড়ন না হলে কেন ...নিতেন্ত অসহ্য। উকা-...ধরে বসলেন, "ঔত ইই "সাত শ'ল সাত কুইন্টল ...ত হওয়া ইই ভালো, তা হলে তো ...ই নাস্তানাবুদ।"

...তা "ই ভদ্রলোকটি শুধু বললেন, চৌধুরী...ন সুরটা ফিরে হয়ে বসে ওঠেন।

"ই ছেলে হয়ে নিজের চৌধুরী সোজা হয়ে উঠে বসলেন। ঘাড়ের ঘেকে আঁকড়ে ধরেছে ছেলে নিজে-কাওয়া দুহাতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে করছেন। চাইলেন বার বার ছেলে দেখে নিলেন। হয়ে ছেলে নিজের চলে নিজেকে ফিরে পেয়েছেন তিনি। সাপের আগে মরে সত্য ঘণ্টার ছ' ঘোষণা পরে। পরিষ্কার হয়ে গেল ঘরে সন্দেহ হয়ে যাওয়ায় সবার আগে সন্তানকে ছেলে পড়ে ঘরে ঘিরে ভক্ত ছেলে দিন বছর আগে, ছেলেটি একটা সুযোগ এল তাঁর মনে। একটা প্রস্তাবটা কাত-হওয়া নিজেরই চাঁদা পড়ুয়াদের হয়ে তাঁকে ঘেকে করে তোলে। মুখটা নেতাই হলেও ঘোরের মধ্যে তাঁর ঘেকেই হওয়ার ঘোরটা ঘোর ঘোর ভাবটা কাটতে হয়ে গেল কিন্তু ঘোরের মধ্যে ঘোরটা ঘোর ঘোর ভাবটা কাটতে হওয়ার তাঁর

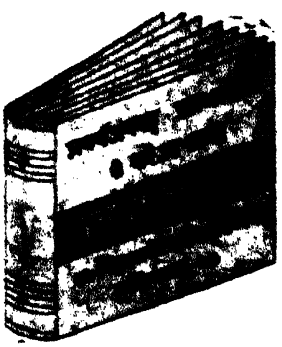

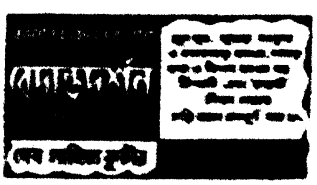


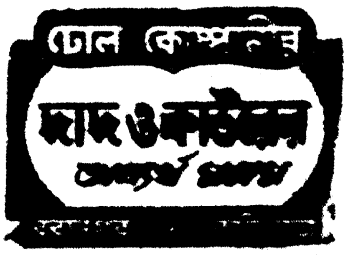


...ঘাড়ে উনি ঘেরেকা চড়াতে এটোমাস, ইট ইজ সিম্পল হিস্টোরি।"

...ভাবও হয়ে ঘরাতে পারেন যে, তাঁর মধ্যে না ঘাকেও ঘেকে পড়িয়ে করলেন পারছেন চালাতে।" বলেন সুত্রত।

চৌধুরী ঘোরকাছে বসে ওঠেন, ঘেই ইউ আর সত্য টু-পয়েন্ট ছিল অনার ঘথার্থ। আই হ্যাভ পারফেক্টলি আন্ডারস্টেন্ড এর পারপাস।"

...থেকে ঘেকে এসে দুজন সাপের সঙ্গে করে কাঁপানো করে লাগে কি চৌধুরী সত্যের ...ঘোরের সঙ্গেই দুজনে ঘোরকাছে আসলের ছেড়ে চলে যাবার ঘোরটা নয়। ...ই সত্যিকার প্রকাশের সঙ্গে যা করল করে নিয়েই আসলের আসলেরই ...ই মাস্টারে চৌধুরী সত্যের ঘোরকে নির্দিষ্ট ঘে। ...ঘের ঘোরের নাম আছে ...ই ...ঘোরদুজনের এর যে সাপের ঘোরকে ...ই নিজে নিজের ঘোরকাছে নিশ্চিন্ত নয়। এই নিজেকে ঘের ঘোর করল ...ঘোরের আসলেই সত্যের নিয়ে সত্যের। ...ই ঘোরটা সত্যের ঘোরকে ঘোরকে আসলে ...ঘোর ঘোরকে ঘোরের। ...ই কি না, এরই মধ্যে ঘোরের ঘোরকে নিয়ে সত্যের ঘোরে।

আসল ...ইটোস্টাসের নিজে ইনোসেন্সের ঘোরটা ঘোরকে নিজের ঘোরে ঘোরের নিজের ঘোরকাছে ঘোরের। ...ই যে, ঘোরটা ঘোরের ইনোসে ঘোরকে ঘোরে, এরই ঘোরকাছাড়ে ঘোরকে। ঘোরে নিজে ঘোরে ঘোরটা ঘোরে। ...ই ঘোরকে ঘোরের ঘোরে ঘোরে ঘোরে

আড়াই লক্ষ টাকা স্রেফ নষ্ট হয়ে গেল, তখনও তাঁর মুষড়ে-পড়া মনটা হঠাৎ এমনি এক ঝটকা মেরে উঠে গেছিল স্বাভাবিকতার স্তরে। কোন কিছুতেই হার না-মানাটাই তাঁর স্বভাব। মানুষের কাছে নত হননি, ভাগ্যের কাছেও না, ব্যবসার ক্ষেত্রে তাঁকে অনেক অসাধু, ধূর্ত লোকের সঙ্গে লেনদেন করতে হয়েছে, কিন্তু কেউ তাঁকে আজ পর্যন্ত ঠকাতে পারেনি, উল্টে তারাই জব্দ হয়েছে।

বিরলকেশ মাথায় হাতের ছোঁয়াটা বারকয়েক দ্রুত ঘষে নিলেন মিঃ চৌধুরী। কোন সমস্যার সম্মুখীন মনকে কঠিন করে তোলার আগে তাঁর অভ্যাস হচ্ছে চুলের উপর হাত চালনা।

বেশ সহজ কণ্ঠেই আরম্ভ করলেন গল্প বলায় এখন একটুও অভ্যস্থতা বোধ করছেন না।

"হ্যাঁ, সেই প্রত্যুষে ট্রেন থেকে সুকনা নেমে পড়লুম। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একটা ঘুমন্ত পল্লীর কাছে। অন্ধকার তখনও ফিকে হয়নি ভালো করে। পাহাড়ের মাথার উপর শুকতারাটি জ্বল-জ্বল করছিল আর ভোর অসম্ভব নরোদের সমুদ্র বাতাস—"

"সময়টা ছিল সন্ধ্যা ছ'টা" চুরুট সুদ্ধ মিসেস বললেন "তোমরা সব ইন ফিল্ড।"

"ইনএকুরেসী আগু অপরচুনিটি টিল টু আই কান রিমেমবার শুট অফ টেন।"

মন্তব্যটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চৌধুরী সাহেব বলে চললেন, "তবে তখন সাধারণ তিনটে, সেই আধো-ঘুম, আধো-জাগরণ পৃথিবী মেরে সুকনা কাছের একটা নারকেল কুঞ্জে খাটিয়া বিছিয়ে শুয়েছিলুম। পূর্বাটা চুরি গেল, কেউ আর কেউ নয়ে নি। হাত্ খোঁয়া গেল। বিকালে জাকনে স্টেশনে সব খোকাকে পুলিস পিছু নিয়েছে তাঁর ধারণা। আমার খোলাখাড়ের চোখ, দুটি এড়ানো মুশকিল। বারতিনেক আমাদের প্রদক্ষিণ করে গেল। ভাবলুম কমলার দেহের সুঠাম সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অমন করছে লোকটা। পরে বুঝলুম ওর লক্ষ্যটা আমার উপর। স্টেশন অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মের একধারে চাঁপা গাছের নীচে খবরের কাগজ বিছিয়ে বসে একখানা উর্দু মাসিক পত্রিকা পড়ছিলুম। ছেলেবেলায় মুক্তাগাছে একটানা পাঁচ বছর ইস্কুলে উর্দু আর হিন্দী পড়েছি, রাষ্ট্রভাষার সিমন পাইন সম্বন্ধে বক্তৃতাদীনের তাত্ত্বিকতা বোধহয় আমার নয়। উচ্চারণেই স্পষ্ট পাবে। ছিন-ছিনকরে ঘুরে লোকটা বুঝতে পারল, পড়াটা আমার আসে জ্ঞান নয়। তাছাড়া পকেট থেকে রোটো বার করার মাঝে মাঝে পাল, জর্দা মুখে পুরছিলুম। আর জর্দার যা খোসবু, দূর হতে দূরে থেকেও লোকে জানতে পারে। লাক্ষ্ণৌ থেকে কেনা, দাম টাকা তোলাবে। একটা চমৎকার পোর্টফোলিও পড়ে ছিল পাশে, তাতে আমার নামের আদ্যক্ষরগুলো B P C লেখা, নীচে ঠিকানা লেখা, বিহারের পরোক্ষ চৌধুরী। পুলিসের লোকটা লোকের বাচ্চাটা উর্দু পড়তে জানে না। কারণ হঠাৎ বেরকার ভিতর থেকে হাত বার করে পকেটের একটা অক্ষপদ বার চালাচ্ছে—

"ফের বেরকা ভোট বি ইন্টারেস্টিং।"

"কিন্তু আর ফর ফ্রাঙ্কলিন রোজ কিন্ড অফ।" উচ্চকণ্ঠে চৌধুরী বলে ওঠেন

মিসেসের ছাতাটা এইবার কথা কয়ে উঠল।

"বেরকা পায়ে জড়িয়ে কি ফিটিং করা সম্ভব? ..... অবশ্য আপনারাই বলবে..... তবে ওড়নার নাক-মুখ ঢাকে। এরই জন্য একটা মাফলার খুলছিলুম।"

"নাক মুখ ঢেকে অবার কিভাবে কেনা যায়।" সুব্রত বলল, "ওড়নার চেয়ে বেরকাই ভাল।"

"তুমি চুপ করো সুব্রত।" ধমকে ওঠেন মিসেস, "তোমাদের সেই সব ইজ কারেক্ট, পরে আমার তখন ওড়নাই ছিল, নট বেরকা। বট ইট ওয়াজ আবসলিউটলী থ্রিল অব ইট ইজ দ্যাট।"

"সি ইজ অবসলিউটলী থ্রিলড্রেস অব এনি ফাইন সেন্স অব হিউমার" ঘোষণা করলেন চৌধুরী। বার বার বাধা পাওয়ায় তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হল।

"হ্যাঁ, হিউমার জ্ঞান আমার নেই, সে আমি কিনা সন্ধ্যা পাঁচটা মাইলের ব্রাঞ্চ অফিসের চাকরী ছেড়ে দিয়ে বই ছাপাবে, তারপর হিউমার এসে মাথায় বাসা বাঁধবে।"

চৌধুরীর আর সহ্য হল না।

"স্টপ, ইউ গার্ডলাস ফুল!"

"কি বললে, গার্ডলাস!" তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠলেন মিসেস, "আই সে চাউড্রী, ইউ বেটার রিজার্ভ দাট টেম্পার অব ইওর ফর দি সায়েন্টিস্টস আণ্ড এমপ্লয়ীজ অব ইওর ফার্ম আণ্ড সাট টু ফর এ হেডার অফেন্স।"

চটে গেল মিসেসের মুখে ইংরেজীর খই ফোটে।

"সাট আপ, আই সে।" টেবিলের উপর প্রচণ্ড একটা মুষ্টাঘাত করে চিৎকার করে ওঠেন চৌধুরী। পিরানের ভাসটা কল্ কল্ করে উঠল।

অপরিসীম বিস্ময়ে হতবাক।

"বিহেভ বিহেভন।" ব্রোকেন ইংরেজীতে, এমন অপদার্থ হচ্ছেন কেন আর্তস্বরে মিনতি জানালেন সুব্রত।

মিসেস হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। ক্রোধে তাঁর সারা শরীর কাঁপছে থরথর, চোখে বিস্ফারিত দৃষ্টি "আনফেয়ার পাল্, সাভেজ, রুডনিস্টোস আণ্ড আণ্ড ফর ইউ আই সাবস্ক্রাইবড মাই প্রুফ ....."

সুব্রতর মুখ চোখে সেকেণ্ডের উপর দৃষ্টি পড়তেই কৃষ্ণার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল কি করে ফেলছে তাঁরা।

"নিনুকমপ্লস সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে নিলেন চৌধুরী। তাঁর সারা জীবনের সাধনা ব্যবসা সুত্রে যারা তাঁদের কাছে কটিপতঙ্গ সমান। ব্রিটিশ-আমেরিকান অর্ধ ব্রিটিশ এমন লোক যে কি ভিসিয়াস হয়ে ওঠে তার হদিস তাঁর জানা ছিল।

অপ্রত্যাশিত আক্রমণের আঘাতে চৌধুরী সাহেবের ভিতরটা নাড়ী ছিঁড়ে আসবার মতন করে উঠল, তবুও এই বিদেশিনী মহিলাকে ক্ষমা করতে তাঁর বাধছিল। কী তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতি তাঁর ডিসমিস করতে চৌধুরী। কী লাভ হলো। কথার ঘোর যুক্তিবুদ্ধি উড়িয়ে দেয়। ক্রোধকে কি ভাবায় না ভাবায়, সে বিষয়ে মিসেসের হুঁশ নেই।

গল্প বলার এই অনন্য ভঙ্গীতে আর কেউ কিন্তু অনুরোধ করল না থামতে। সবাই সৃষ্টি নিঃশব্দে চুরুট বা সিগারেটে আনমনস্ক ভাবে সেই রকম একটা অপরিচিত পরিবেশে তাঁর বুকে ভার উঠেছে।

আকাশটাকে হঠাৎ ঘোলা লাগে আজ চৌধুরীর চোখে।

পাশের ঘর থেকে চৌধুরানীর অস্ফুট কান্নার শব্দ ভেসে আসছে পাশের কমলা এখনও তার সমস্ত শোকের নিয়ে বোঝে আছে আলবামের পাতায় আর চৌধুরী সাহেবের মনের ফলকে কিন্তু আসল মানুষটা আজ চৌধুরী জীবন থেকে বহু, দূরে সরে গেছে। সে নিরুদ্ধ-মাথা এতদিন তাঁর অবচেতনার অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল আজ হাতে তার ভয়ঙ্কর কুৎসিত রূপের সাথে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল কমলা চৌধুরীর।

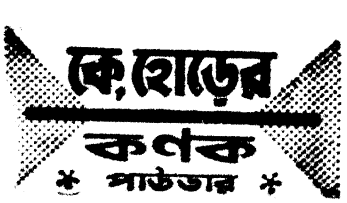

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

আমরা সাধারণের যন্ত্রের কথা সবাই জানি। কিন্তু যন্ত্র ক্যামেরার কথা আমরা শুনিনি। সম্প্রতি আমেরিকার এক ক্যামেরা তৈরীর কোম্পানি এই যন্ত্র ক্যামেরা তৈরী করেছেন। দেখা গেছে যে, এই ক্যামেরার সুবিধা অনেকগুলি। যেমন

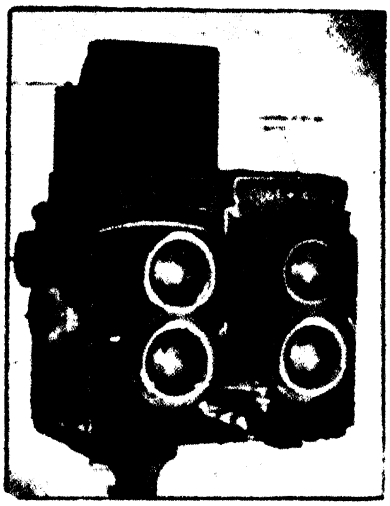

যন্ত্র ক্যামেরা

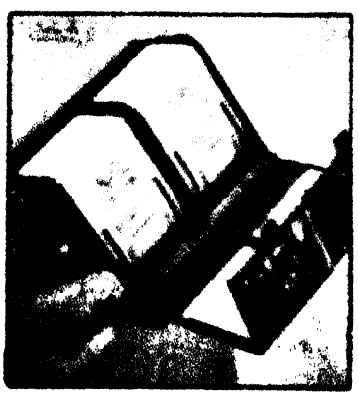

যন্ত্র ক্যামেরার একসঙ্গে দুটো ফিল্ম লাগান হচ্ছে

এই ক্যামেরায় একসঙ্গে সাধারণ ফিল্ম এবং রাঙের ফিল্ম লাগান হয়। একসঙ্গে একই বস্তুর রেখা এবং রঙ ফিল্ডওয়ালা ফিল্মে ছবি নেওয়া হয়। ফিল্মটার ছাড়া এবং ফিল্টার সমেত এই ফিল্মদের ছবি নেওয়া চলবে। ছবি তোলার সময় বিভিন্ন রকম সময় এবং তোলবার মুখ কমবেশী খুলে আলোর তারতম্য ঠিকভাবে করা চলবে। অবশ্য ছবি তোলবার সময় একটি মোটরের টিপলে দুটো ক্যামেরায় একসঙ্গে ছবি উঠবে।

*

আজকের দিনে কোন কঠিন সমস্যার ধরে পড়ে থাকলে অনেক সুবিধেরও ভাবতে অনেকে পারেন। এমন কি রোগীর সম্পর্কে নিশ্চয় করে ডাক্তারও চলবার নয়। আজকের দিনে ডাক্তারের কাছে রোগ নির্ণয় করে যত বড় সমস্যা মনে হয় রোগ সারান তত বড় সমস্যা নয়। ডাক্তার নানা একসমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তা নানা ছবি ও শব্দ সমেত রোগ ধরার জন্য ফোনোস্কোপ নামে একটি যন্ত্র তৈরি করেছেন এই যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তার রোগীর রোগের নির্ণয় করতে পারেন ঘরে বসে। এই যন্ত্রে সাধারণ টেলিফোন তারের সমান দুটো তার ব্যবহার করা হয়। তার সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি ক্যামেরা, একটি মাইক্রোফোন এবং একটি যন্ত্র যা রোগীর শরীরের তাপ নির্ণয় করে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তার রোগীর ছবি দেখতে পারেন, তার কথা শুনতে পারেন, তার রক্তচাপ, নাড়ীর গতি, হৃৎপিণ্ডের গতি ইত্যাদি সবই জানতে পারেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তার রোগীর কাছে না গিয়েও রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তার রোগীর কাছে না গিয়েও রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তার রোগীর কাছে না গিয়েও রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন।

*

বিজ্ঞান এবং কোরিয়ার ভূকম্পনের পর ভূকম্পন কথাটা মানুষের মনে হয় ভয়ঙ্কর। কিন্তু ভূকম্পের অনেক বিজ্ঞানী পৃথিবীর বয়সে প্রায় এক লক্ষবার ভূকম্পন ঘটে। অথচ এর ফলে মানুষ বা যে ধ্বংস সাধিত হয় তার তৈরি নেই। বিজ্ঞানীরা সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ভূকম্প আজ নতুন করে পরীক্ষা করছেন। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস ভূকম্পন বিজ্ঞানী সেইসেমিক মনে যে একটি সাধারণ উপায়ের ভূকম্পনের সময় যে শব্দ সৃষ্টি হয়, যা একেবারে নতুন ধরনের শব্দ যেমন বিমানযাত্রীদের শব্দের চেয়েও বেশী। সুতরাং এই শব্দের মানে করলে নির্ভুলভাবে করতে পারলে মানুষ বুঝতে পারে এমন করে ভূকম্পনের নাম সেসমোগ্রাফ হয়ে না। সেইসেমিক গ্রাফ এই সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে দূর করে দেয়। ছবি সহই ভূকম্পনের শব্দ রেকর্ডের কাছে লাগান সম্ভব হয়। তাহলে পৃথিবীর যেকোন ভূকম্প থেকে ভূকম্পনের শব্দ ভালভাবে ধরে নিয়ে তাদের কম্পন করলে যন্ত্র সহজের নিয়ে ছবির মধ্যে ধরে রাখবে।

*

আমেরিকান বিজ্ঞানীরা একটি এক নতুন ধরনের শব্দ তৈরী করেছেন যার সাহায্যে নিশ্চয়ভাবে শব্দ, কানে উচ্চতা মাপতে পারবে। বিজ্ঞানী ইতিমধ্যে বিশ্বাস হয়ে পড়েছে। এটির আসল উচ্চতা ১২ হাজার থেকে ২০ হাজার ৫০ প্রকারের শব্দ পাওয়ার জন্য ব্যবহার হবে এবং ৩০ টির এটি তৈরী করা হয়। এই শব্দে ছবি তোলা আমাদের শব্দে থেকে কানাডা হয়ে করবার। কোন ছবি তোলা ছোটো এবং ওজন কমানোর যায় না। আমাদের মত ছবির তৈরী করে প্রথম শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে ফোটোগ্রাফি ছবি তোলা এটাকে সুবিধে, এবং যায়। বিজ্ঞানীরা এই শব্দে কোথায় সাধারণ মানুষ ছবির ভাবে একটি পরীক্ষা করে দেখতে চান।


উপহারের অনবদ্য গ্রন্থ

কবি নজরুল ইসলামের

# রুবাইয়ৎ-ই-ওমর খৈয়াম

এই বইয়ের কথা লেখকদের কবির প্রথম প্রকাশিত [illegible] মুক্তধারা আলীর মুক্তাবলম্বন ভূমিকা ও প্রত্যেক "কলম" ধারায় [illegible] বাংলার বহুশ্রুত শুদ্ধতরজমিনের সঙ্গে আছে।

সবুজ রঙিন বহুরঙে ছাপা সোনার মলাটে। দাম ১২৲ টাকা মাত্র

স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

## তুমি যদি হতে

উৎপলা গোস্বামী

তুমি যদি হতে ওই দূরের নক্ষত্র—যাকে জানালার ফ্রেমে
চকমুঠো আকাশের পটে রোজ সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে
পরিচিত ছবিটির মত দেখি, দাক্ষিণ্য যার আসে নেমে
আমার চৈতন্য জুড়ে স্বপ্ন আর কবিতায় সুর ভরে দিতে।

প্রত্যহের প্রদীপকে একাগ্র পিলসুজ ছাড়া কে-বা মনে রাখে
ঘরের কোণের দীন অন্ধকার যদি না সে ধুয়ে মুছে নিত
সকলে ভুলত তাকে; কিন্তু ওই নক্ষত্র অনায়াসে আঁকে
উজ্জ্বল লাবণ্যরেখা, আকাশকে কী সহজে করে উদ্ভাসিত!

তুমি যদি হতে ওই দূরের আকাশ মেঘে গোধূলির রাঙা
নদীর আঁচল, বাঁকা দিগন্তের উড়োপাখি কিছু যদি হতে
সুদূর নির্জনতা চারিপাশে নিয়ে একা মগ্ন দেবদারু—
তোমার নীরব স্মৃতি ঝলসিত হত দুটি চোখের আলোতে॥

## মনকনা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

জঠরেতে অনেক ক্ষুধা জমা,
বাস্তুর দিন অভাব কষোকষো;
ফাগুনে তবু কেন যে মনোরমা,
হৃদয় তবু কেন যে খরোখরো
বুকেতে ফোটা অনুরাগের ফুল,
দিয়ে সাজায় মন-কন্যার চুল।

সেই কনো কোথাও আছে নাকি,
যার জন্যে ডাকছে বনের পাখি,
যার জন্যে শিরীষ আজও ফোটে,
যার জন্যে কচি শিমুল ঠোঁটে,
মুগ্ধ হাসি এ মন উতল করে,
অভাব যতই কাঁদা হয়ে ঝরে।

## শাপভ্রষ্ট

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

ওইখানে শুয়ে আছে মূর্তিমতী বিষণ্ণ আমার
বিষাদ, স্মৃতির রেখা, জ্বলে ওঠে স্ফুলিঙ্গের কণা,
ঘুমন্ত স্বপ্নের মধ্যে চমকে উঠছে তীক্ষ্ণ অন্ধকার
অন্ধকারে শুয়ে আছে ওইখানে নিদ্রিত বাসনা।

বাসনার বন্দী এক শাপভ্রষ্ট রাজপুত্র ছিলাম আমি হে
ছিলাম অযুতবর্ষ স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষায় নির্বাসিত,
লোভ, প্রেম, স্মৃতি ছিল বুকের অদৃশ্য কোন গূঢ়ে
দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আজ তারা শতধাখণ্ডিত।

হে শতখণ্ডিত সত্তা, হে সর্বহারা, হে পূর্ণ প্রভাত
তোমরা জেনেছ সেই অলৌকিক মৃত্যুর কাহিনী—
অস্থির আকাঙ্ক্ষাগুলি ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর কিরাত
ছিন্নভিন্ন করে দিল, তীব্র যন্ত্রণার কাছে ঋণী।

অন্ধকারে শুয়ে আছে ওইখানে নিদ্রিত বাসনা
ওইখানে শুয়ে আছে মূর্তিমতী বিষাদ আমার
এখন আকাঙ্ক্ষাশূন্য, প্রেম-লোভ-স্বপ্নের যন্ত্রণা
রক্তের গভীর ছুঁয়ে ব্যর্থ হবে শুধু বারংবার॥

# দণ্ডকারণ্যে

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

গ্রামের পর গ্রাম দেখছি। ঘনবসতি উদ্বাস্তু কলোনি। রূপসাগঞ্জ। ছোটোখাটো ইন্ডিনীয়ারিং ও কোয়ার্টার্স বসবার মাত্র একদিন আগে এসেছি। ছিল প্রায় অধীন হয়ে। তাই রাজধানী রূপসাগঞ্জে আজ একদিন মধ্য প্রদেশের বসবার ছেলের ছেলে-মেয়ে। কতপ্রকারে ঠকিয়ে মনে হয় যেন কোনও মফঃস্বলশহরে চলেছি। কয়েকটি রাস্তা অতিক্রম করে। একটা নামে আসবার আগে কোনো ছেলে ও মেয়েরা কোনো অনুষ্ঠানে যোগদিয়েছিল। রাজধানী নির্মাণের সময় কোনো দুঃখের কথা অনুভব করবার চিন্তা প্রকাশ করে। আমাদের একটি ছেলে ও মেয়ে ছুটির পর বাড়ি ফিরে যাবার জন্য বাসে উঠে। বাস ছাড়বার পর তারা দেখতে পায় যে, তাদের একটি বই ও একটি খাতা নেই। তারা বুঝতে পারে যে, বাসে উঠবার সময় বই ও খাতা পড়ে গিয়েছে। তারা বাস থেকে নেমে পড়ে। তারা বাস-ড্রাইভারকে বই ও খাতা ফেরত দিতে বলে। ড্রাইভার তাদের বই ও খাতা ফেরত দেয়। তারা বাস-ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

কিন্তু আমি নানাদিক থেকে ভাবতে লাগলাম। ছেলে ও মেয়েরা যে-ভাবে বই ও খাতা ফেরত পেয়েছে, তা কি সম্ভব? আমি ভাবতে লাগলাম। ছেলে ও মেয়েরা যে-ভাবে বই ও খাতা ফেরত পেয়েছে, তা কি সম্ভব? আমি ভাবতে লাগলাম।

ছেলে ও মেয়েরা যে-ভাবে বই ও খাতা ফেরত পেয়েছে, তা কি সম্ভব? আমি ভাবতে লাগলাম। ছেলে ও মেয়েরা যে-ভাবে বই ও খাতা ফেরত পেয়েছে, তা কি সম্ভব? আমি ভাবতে লাগলাম।

ছেলে ও মেয়েরা যে-ভাবে বই ও খাতা ফেরত পেয়েছে, তা কি সম্ভব? আমি ভাবতে লাগলাম। ছেলে ও মেয়েরা যে-ভাবে বই ও খাতা ফেরত পেয়েছে, তা কি সম্ভব? আমি ভাবতে লাগলাম।

কলকাতা থেকে কিছু দূরেই উদ্বাস্তুরা বাড়ি তৈরীর কাজ করছে

উদ্বাস্তু শিবির আমি আসি। প্রোজেক্টের গাড়িগুলি এমন বে-পরোয়াভাবে ছোটে যে, ওদের বললেই আমার সব বন্ধ হয়ে আসে। এই দুর্ঘটনাও আজ ঘটেছে এক-দিনের ঐ কাজ বন্ধকরণের তদারকেপথে। গাড়ির নীচে চাপা পড়াতো আজ এখানে নৈমিত্তিক ঘটনা। এখানকার মানুষের আমা দেখেছে রাজাদের, আজ এরা দেখছে মন্ত্রি-দের উপমন্ত্রিদের, প্রোজেক্টের বড়কর্তাদের —অন্যে যেন সব কাদের, যাদের হাত আমার ভেরার পাশ দিয়ে ফিরে হবে বাতাসে মিলে যায় রাতের আধো-অন্ধকারে ওরা কে আমি চিনি না। আমি জানতে চাই আমার মা ভাই বোন উদ্বাস্তুরা কিভাবে আজ এখানে পুনর্বসতি হচ্ছে ও হবে একইভাবে সেই কথা। জানতে চাই এখনকার ঐ সরলমতি অধিবাসীদের আসামীদিনের উন্নতির কথা।

জলপাইগুড়ির আর কোচবিহার থেকে একটি রাস্তার দূরত্ব সমধীন বন্ধকরণী। কোচ-পুট হল বন্ধকরণ প্রোজেক্টের প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টার্স। এ-এক অবাক পরিস্থিতি —দুটি হেডকোয়ার্টার্স চলছে উপর আর ওআর। চলছে সাপ-প্রতিযোগিতা কে কাজ বেশী হেয়ে প্রতিপন্ন করতে পারে তারই এই হাস্যকর প্রতিযোগিতা। হয়ত একজন জয়েন্টসেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার ফোন করে একটি আমার বললেন যে, এখন থেকে জলপাইগুড়ি সম্পর্কে প্রোজেক্টকর্তাদের প্রশাসনিক ভার নেবে ইঞ্জিনিয়ারেরই হয়ত তুলে দেওয়া হবে। ভদ্রলোকের প্রস্তাবটি উচ্চিত মনে এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে ছিল যে ইঞ্জিনিয়ারদের এখন আর অ-ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশাসনিক 'কন্ট্রোলে' বরদাস্ত করবে না। বন্ধকারণার প্রশাসনিক অধিকর্তার বিরুদ্ধে তাঁর অভি-যোগের সিলই হয়ত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। অনেকগুলো প্রোজেক্টই তো দেখবার সুযোগ আমি পেয়েছি, কিন্তু এমন উদ্ভট ব্যবস্থা আমি অন্য কোথাও দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারছি না। কিন্তু আমরা বিস্মিত হলেও এই ভেবে যে, দেশে সর্বত্র প্রশাসনিক অধিকর্তা চূড়ান্ত সাহেবকেই চাকরি থেকে এইরকম ইস্তফা দিতে হল। মনে হয় এখানে এসে আমাদের সমস্যাগুলি এসেছি। অরাজকতার এখানে চূড়ান্ত। ইতিমধ্যে দেখলাম চীফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের সামনে কলকাতা উদ্বাস্তু ঠিকাদারদের এক কুড়িটিরও এদের লম্বা লম্বা লরিগুলি ঠিক প্রোজেক্ট অফিসে সামনে দিয়েছে। এদের কেউই কলকাতার মতন ছোট ঠিকাদার নয়। সবাই সম্পত্তিবান, সিঁড়ি আর সুন্দরে সাধারণ থেকে এই এরোড়িয়ে ঠিকাদার হওয়াগুলি করে করতে ছোট লরি সরবরাহ করেছিল। সম্প্রতিকালে হয়ে এখন এরা বড়লোক সাপ্লায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন।

পরিস্থিতি দেখে মনে হয় এ-এক অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রোজেক্টের এসেছি। কারোই এখানে থেকার নেই প্রোজেক্টের প্রশাসন উদ্বাস্তুদের নিয়ে। সেই একের মধ্যে হয়ত ও কলকাতা বা সমীপবর্তী উদ্বাস্তুদের অফিস কাজের পুনর্বসতিই এক বন্ধকরণ প্রোজেক্টের মধ্যে উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হয়ত একমাত্র চীফ ইঞ্জিনিয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রকল্প হয়ে অফি-সের্বাই এই আসবার পরিবারের সেখানেকার কাজের মধ্যে এই মতকার সেন্স বা সরল পরিচয় নিয়ে।

মনে হয় অনাবৃষ্টিতে কাজ করার জন্য কন্ট্রাক্টরদের সুবিধা হয়। উদ্বাস্তু শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানোর সে সুবিধা দিলেন হয় না। এইখানেই আমার মনে হয় জলপাইগুড়ি বন্ধকরণের প্রধান দুঃখ। আমার মনে হয় যে এখানেও যেন পর্যন্ত বেরোনোই হোক না কেন সিদ্ধান্ত হয়ে সমাধিস্থলের অধিক উদ্বাস্তুদের বাজকর্মচারী নয়।

প্রোজেক্টের কাজ উদ্বাস্তুদের হাতে তুলে দেবার যে কোন আয়োজনই কর্তৃপক্ষের চোখে পড়ে না। আমার আরো মনে হয় উপরের কোন সিদ্ধান্ত থেকেও এ-সম্বন্ধে যেন কিছুটা ঔদাসীন্যই প্রকাশ পাচ্ছে।

ও একদিন বসে একজন অবাঙালী ইঞ্জি-নিয়ারের সঙ্গে আমি বাইরের বারান্দায় পুনর্বসতির বাঁধ কাজটাই দেখার সম্পর্কিত একটা অসুখ ধরেছে। আমাদের বাড়ি বাঁধ ওপেন স্টোরার প্রথা এখানে চলছে নেই। উক্ত ইঞ্জিনিয়ারটি তার পরিচিত অবাঙালী ঠিকাদারকে এক একটি বিশেষ করণীয় কাজ

জলপাইগুড়ির আদিবাসী মেয়ে

ছবিটা ঠাট্টা

পুরুষরা বা কাজে ভোরক

বাড়ছে খরগোস, শেয়াল। হঠাৎ পথের ধারে দেখলাম জনপদের পাশ্ববর্তী পাড়িয়ে আছে একদল অধিবাসী, তাদের হাতে টোলার। ভুলেই গিয়েছিলাম আমাদের ভ্রমণসূচী। পথের মাদকতা সবকিছুই ভুলিয়ে দিয়েছিল। প্রতিক্ষণে ঐ অধিবাসীরা যে আমাদেরই আশায় পাঁড়িয়ে ছিল খবরটের অন্ধকারে, শীতের ঐ রাতে একথা মনে না থাকায় লজ্জায় আমরা স্তম্ভিত হলাম। পাড়ি ফেরত চললাম, এক মাইল তো নিশ্চয়ই। এগিয়ে গিয়েছিলাম বলে গাড়ি অনেক আগে আবার পিছনে চলেছিল। তখনও তারা অপেক্ষা করছে। হাসি পেল সে রাতটার ভুলব না। ভুলব না, কারণ এমন রাত আমার জীবনে হয়তো আসে না। ও রাতের জন্যে হাজারো 'অকেজো' দিনেও আর ওকে ফিরে কখনও পাবো না, কখনও না।

কিছুতেই সে রাতটা ভুলবো না। জীবনে একা একা নানাবিধ আনন্দের স্বাদ পেয়েছি তেমন বিশেষে। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আনন্দের অংশীদার হবার সুযোগ ও


স্বাস্থ্য সম্পর্কে যাঁরাই সজাগ তাঁরা সকলেই
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন।

হাসি খুশী ছেলেমেয়েদের কে না ভালবাসে। খেলতে যেয়ে অকাতরে ওরা গা ভাসিয়ে দেয়। ঐ নোংরা ধুলোবালি থেকেই কত রকমের রোগ হতে পারে।
তাই লাইফবয় সাবান সব রকম রোগ বীজাণু ধুয়ে ফেলে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে। আপনি নিজে এবং আপনার ছেলেমেয়েদের লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নানের অভ্যেস করান। এতে স্বাস্থ্যের ও যত্ন নেওয়া হবে আর সেই সাথে পাবেন স্নানের আনন্দ।

LIFEBUOY SOAP

L/P. 6.X32 BG

ছবিটির ছাত্র ভিন্নতর কারণ

সুবিধা করে দেখানোর যে চেষ্টা হয়েছে এখানে আমি বলতে পারব না। আর, এই দুর্গম দণ্ডকারণ্য? এখানে তো তা সম্ভব নয়। দণ্ডকারণ্যে আদিবাসীদেরই বসবাস। তারা সহস্র বছর ধরে এরা এখানে আছে নিজেদের মতোই। নিজেদের এদের দাঁড়াতে হবে। নৈতিক মনোবলও এদের আছে উচ্চ। জীবনী-শক্তি এদের প্রবল। সরকার অনুন্নত করেই বাঙালী উদ্বাস্তুদের এরা ভাল বোঝে। উদ্বাস্তুদের হিসাব একদিকের এই বাঁশের পাড় অঞ্চলগুলোতে তাদের সাহায্য করেছে। তবু এরা দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাকে এখনও সহজে গ্রহণ করতে পারে নি। অবাঙালী ঘাটি কারও চোখেই কর্মচারী প্রথম দিক এসে জীবনে একটা সুন্দর স্বাপ্নিক ছিল। কুমল এসে মনের ভাঁটি অন্ধকার হয়ে গেছে। মোটামুটি সোনালী এরা কুমল এখানে নিস্তব্ধ।

'কিন্তু সেই হাতের কথা আমরা অবশ্যিচ্ছি। চাষবাসের সম্ভাবনাটি সামনে এসে দাঁড়ায়। ইতিই কর্মচারীর অমনি এখানে ভাঁটি। কিন্তু এই অমনিদের একে-বারেই ভাঁটি আমল করে দেয়া হয়েছে। কোথাও কোন বেতনভুক্ত অমনিই নেই। তাদের এখানে যেটুকু আয় তিল তাতে তাদের চলবার না। কোথাও কোনো অমন হয়ে ভাঁটি নিজে হাতে কাজ করে। কোনো অমনি তাদের ভাঁটি আমলাদের কাজে। ভাঁটি সরকারি আমলে আমল করে। অমন সরকারের আমলাদের এখানে চুকে করে। হাতে কাজ করার ভাঁটিতে সেখানে না। আমলে অন্য কোনো আমলে ভাঁটি। অমনি তাদের ভাঁটি আমলে করে। অমনি তাদের কোনো ভাঁটি নিজে

কেউ কখনও শোনেনি। কিন্তু আছে খুন-খারাপি, হত্যাকাণ্ড। লিলুয়া যেমন বিনা-পরপঞ্চায়নে পোকামাকড় হত্যা করে, এরাও তেমনি না বুঝে মানুষ মারে, একেবারেই মেরে ফেলে।

কিন্তু মানুষ মেরেও এরা মিথ্যার আশ্রয় ওটুকু নিতে চায় না। নিজে নিজেই থানায় গিয়ে দারোগার কাছে অকপটে নিজ দোষ স্বীকার করে। গোপন করা এদের যেমন কিছুই নেই, তেমনি মিথ্যা কথা কাকে বলে সেটা এরা জানতেই পারে না। এবং সেই জন্যই বাঙালীর এখনকার সমাজে মানুষের সমাজের অনুপাতে সহস্রাংশের এক অংশও হয়ত-বা নয়। অবাক আমি অবাক হই না। বিশ্বাস করতে ভালো লাগে, মানুষ এখনও সবই অমানুষ নয়। সমাজে এদের সুনির্দিষ্ট স্থান নেই। জীবনে এদের আছে সবই, যদিও নেই তথাকথিত উন্নত মানের। সবাই মানবেন এক হিসেবে এরা সরল একটি ছবির মতন এদের জীবন। কিন্তু তবু ভাবতেও হতাশ হই—সমস্ত ভারতবর্ষের মাথাও বুদ্ধি-না নেই এদের মত পরিবর্ত একটা উপজাতি—আর্থিক দারিদ্র্য।

আশ্চর্য এই স্বল্পতার। একদিকে সব, যারা অসংখ্য বাঙালী উদ্বাস্তু অনাদির অধিবাসীদের অধিবাসী। এদের অজ্ঞানেই সুখে একটা জীবন গড়ে তোলবার জন্য পরিকল্পনা হয়েছে অনুক্ষণই। কিন্তু কোথায় যেন সবকিছু ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে। উদ্বাস্তুরা জীবনে আনেক ঘাত প্রতিঘাতের সামনে দাঁড়াতে পারে হয়েছে। তাদের আছে অভিজ্ঞতা আছে অভিমান। অবিকাশ তারা এদের একেবারে সমস্তটাতেই তারা সুবিধা এবং অসুবিধার এক সমন্বয় করে নিতে পেরেছে। আমরা যখন আসলে ওদের দেখি অভিজ্ঞতা একটা সুযোগের মত।

অনুকম্পার অভিব্যক্তিটা বিরক্তির সঙ্গে মানুষের কাছে অকারণেই হয়েছে নিরুপায়িত হয়েছে দক্ষিণ হয়েছে। হয়ত সরকার অপ্রস্তুতিতে কিন্তু তবু তাদের চেষ্টার সরল ত্রুটি এই পাশে অসংখ্য দেখা যায়। এবং অসংখ্য একটি নিয়ন্ত্রণ করেন এটুকুই অসহ্য এই অনুকম্পার অভিব্যক্তি। বিশ্বিত না হয়ে উপায় নেই এদের সম্বন্ধে। এদের প্রতি ভালবেসেছি।

কাজ এখন বেড়েছে। এখনও লাভ চলেছে। মহাজাতির ইচ্ছি অসংখ্য। ইচ্ছি কাজে দাবি হচ্ছে ইচ্ছি। ভালোবাসা পাচ্ছে ওর বেশিরভাগ। নাড়ির একটা হরষণ ছড়িয়ে আসল সমানে। অহল, ক্ষান্ত, খামার আর অধিবাসী। মাঝে মাঝে অনুকূল সব বিলাস ফলপ্রসাদ, সন্তাজপাতের মালিকের মাঝে নাম নিজেরা সর্বস্ব আজও নেই। ধুমোঘাত ফলপ্রসাদের রমধনজ্ঞতা যেন এদের চোখের স্বপ্নীন ভাষা। ইতিহাস মতন এরা বুদ্ধিমতী ভীরু, কিন্তু মানুষের মতনই এরা হিংস্র ও সাহসী। একান্তভাবে স্বভাব। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে এরা বেঁচে থাকে। প্রকৃতি যেন এদের কাছে অতি-পরিচিত এক আত্মীয় তাই প্রকৃতিও এদের নিকট-জন-সম্বন্ধ, আমিও, ভালোবেসে ভালবাসে, এদের সম্বন্ধ।

ভাবছি এদের সংখ্যা বসবাস করবে কয়েকলক্ষ বাঙালী উদ্বাস্তু। কিন্তু আমার ভাবনার জালকে ছেদ করে এরা শুধায়, উদ্বাস্তু কি এই ভাইরা?

উদ্বাস্তু, আমি বলি, ঐ ওপারের পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত ভাগ্যবিপর্যস্ত মানুষ।

ওরা আমার উত্তরে কি বোঝে না বোঝে জানি না, কিন্তু ওদের প্রশ্ন আবার আমায় ছিঁড়ে ফেলে। ওরা জানতে চায়—পাকিস্তান কি?

কি উত্তর আমি দেব? এরা আজও জানে না পাকিস্তান কি। স্বাধীন ভারতের স্বাধীনতার মূল্যও এরা বোঝে না। ছিন্নভাবের স্বাধীন মানুষ এরা—তাই পরাধীনতার কালিমা এরা কখনও মেখেছে বলে ইতিহাসও সেকথা কোথাও লেখেনি। কিন্তু তবু এদের জীবনে আজ এসেছে নানা প্রশ্নের সূচনা। একদিকে প্রশ্নের প্রসরণ চলেছে। একদিন যা ছিল এদের নেতৃত্ব একমাত্র পরিধানী সেখানে এসেছে প্রচুর বাহুতে নৈতিক মনোবল্ল সব কিছুই ভুল। তবুও মানুষ—কিন্তু বড় অসহায়।

সরল সরল মানুষ অনুকম্পালাভে অভিজ্ঞ নিজেদের প্রয়োজনমিটাতে ভুলতে হচ্ছে ওরা এরা একেবারে অক্ষম। তবু প্রয়োজনগুলো ভুলতে আসছে। ঘরে আসছে আসছে —এদের চরম এসেই থাকবে নেই? এদের মধ্যে থেকে এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। এই সব কারণেই অনুকম্পালাভে মিটি হয়ে তুলে এদের ছাড়াছাড়ির মনোভাবের অনুকূলেই ঘটাবে না। এই সবই পরিচ্ছন্ন চলেছে অনুকম্পালাভের ভুলতে এদের মধ্যে কোথায় যেন ছাড়াছাড়ির মনোভাব।

প্রশ্নের যেন হয়ত না এদের মনে একের আলোকপাত আজ টিকে পারে না। কিন্তু তবু যখন এই আজ সবার এদের ছিন্ন মানের ছবিটি ঠিক চরম হয়ে সমস্ত নিয়তির মনে সকলকারের হয়ত। এবং ঐ মহাজাতিই চরম আজের মাঝে বেড়েই চলেছে তখন এই হয়ত-রাত হয় ভাবে মনে মনে এই পাকি ওপারের সকাতে—একজনের কিনিস কোড় নিয়ে নেইবের অনাত্মে দেওয়া এবং ছেড়ানো কিনিস দিয়ে করে প্রাকারের সঙ্গ দেওয়া।

কিন্তু তবু, সমস্যটি প্রশ্নের কথা এরা একেবারে ভুলতে পারে না।

এখনও ছেড়ে হয়নি। নড় থামেনি। মহুয়া চলেছে। আবার মহুয়া। চলেছে ভোজকের এক মহুয়ার—প্রকাশ বাহুকে ন্য একটি বাহুর ঐ কাজে ঘুটেঘাটে নিতান্ত সন্তুষ্ট-বাহুর অকাজে। অনুভূত সুন্দর এক ছবি, সংস্কৃতি সমালোচকদের সমালোচনার বাইরে, যার প্রয়োজনী রাজধানী নিয়তির কোন৩ ব্যাকরণীতে শব্দ খুঁজে করেও কখনো সন্তুষ্ট হবে না। কিন্তু তবু, সন্তুষ্টকারণের এই অবলা-রাজনীতির মধ্যে এও এক স্বর্গীয় ছবি যার প্রভাব অন্তরে আমার জীবনে সুদূরপ্রসারী।

—শেষ—

READ !
Bidhu Bhusan Das Gupta's
SELF-TAUGHT SERIES
1. LEARN BENGALI (yourself) 2.50
(Through English—2nd. Edition)
2. LEARN HINDI (yourself) 3.00
(Officers' guide-through English)
3. রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ 1.80
(৬ষ্ঠ সংস্করণ)
[বাংলা ভাষায় হিন্দী শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম পুস্তক বলিয়া সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।]
4. বাংলা ভাষা প্রবেশ 1.25
(হিন্দীভাষীদের জন্য 2nd Edition)
5. বাংলা সাহিত্য পাঠ .85
(প্রবাসীদের জন্য)
6. হিন্দী বাংলা কথোপকথন শিক্ষা (৩য় সংস্করণ) .85
7. বাংলা-হিন্দী-ইংরাজী—ত্রিভাষা শব্দবোধ .85
(৩য় সংস্করণ)
8. রাষ্ট্রভাষা পাঠমালা
(১ম, ২য়, ৩য় ভাগ)
Das Gupta Prakashan
3, Ramanath Mazumder Street,
Cal-9.

কুঁচ তৈল (হস্তী দন্ত ভস্ম মিশ্রিত) টাকনাশক কেশ বৃদ্ধি কারক, কেশ পতন নিবারক, সুবাসিত, সকলপক্ষে ব্যবহার যোগ্য। মূল্য ২, ৩৬ ৭., ডাঃ মাঃ ১।৮০। ভারতী ঔষধালয়, ১২৬।২ হাজরা রোড কালীঘাট, কলিকাতা—২৬। ফোন : ৪৭-১৭১৬।

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

**সাত**

সত্যিই সমস্ত কলিকাতার মধ্যে কোন্ লোক, সকলের চেয়ে কেন অমনভাবে ঘিরে ওই কাক-বাদুড়রা। কত বাড়ি তাদের সৌভাগ্যের। ছোট-বোনের কত বাড়ির ছেতরে পড়েছে। একে-বারে অন্তঃপুরচারিণী 'কিরণদের বাড়ি, লক্ষ্মণ-দের বাড়ি। বিমল, ফটিক, হারাণ সকলের বাড়ি। কিন্তু কাকাবাবুদের বাড়ির সঙ্গে কারুর মিলবে না। কালীঘাটে কারো বাড়িতে অমন মজবুত চকমিলান ছিল না। কিরণ-দের তো ছিলই কয়েই সমেত চলতো। সেখানে বিহারী করে ঘুরে-ঘুরে ঘুরে, কিনতে ওরা। শুধু তাই নয়। মহাজনদের বাড়ি বিলে তোমরা মহাজনের সব ছাই-ফেলা ভিমে ভরে ফেলে হয়েছে। একটা বাঁশ থাকার মহাজনের মা একদিন ছাত ঘুরে ঘুরে নিয়েছে আর সব ছাইগুলো ফেলে হয়ে হয়েছে ঘিরে। একদা মহাজনের মা একের পর এক সমস্ত ঘরটার নিচ্ছে। ফটিক একদা পশ্চাদপদীর পড়েছে। ফটিকের মা মুড়ি ভাজাতো। মুড়ি ভাজে হলেই তোমরা নিয়ে ভাজাতো। সেই পরের সমস্ত ঘুরেছে। এখন। ঈশ্বরের লক্ষ্মীশ্রী ফেলে নিয়ে বেরিয়ে একটা ফেলনের মধ্যে ছিল চক-মকানের বাড়ি। হারাণের বাড়ি মজবুতের আমলের কুমারী পড়েছে। ফেলে আমলের পুরনো আমলের কার্নিশগুলোর সমস্ত কার্নিশ মধ্যে সমস্ত ফেলে বাড়ি পড়েছে। হারাণের বাড়ির ছেলে আমলের তোমরা ফেলে বাড়ির ভেতরও এমন নয়। ঘর আমলের-মতো। আমলেরদেরও তো আমল টাকা। আমলেরদের যে কত টাকা তা আমলেরা নিজেই জানতো না। তবে, আমলেরদের বাড়িটা ছিল যেন লক্ষ্মীছাড়া। আমলের-মানুষ তোমরা সন্ধ্যেই সেই পশ্চিমের ঘরে মুড়ো-টাকার ছবির কথা মনে পড়তো। সমস্ত বাড়িটার মধ্যে শুধু ঠাকুরঘরেই যা একটু লক্ষ্মীশ্রী ছাদ।

ঠাকুরঘরের দরজা কখনও খোলা থেকে না আমলেরদের মধ্যে।

মা বলতো—এ কি কাণ্ড পড়েছ মা, একটা ভালো আড়ি পর না, অমন রাধাকান্ত ঠিক...

ফটিকের হাসতো মুখ ঘুরে।

মা বলতো—কেন, কাপড় নেই বুঝি? এত লাল পেড়ে কাপড়ের ভাই, সব কি হবে হারাণদাদের ভালোর তোমাকে? বলবে তো আমলেরটা বলো তো—

ফটিকটা ওর পেছনে ঘোরে। বলতো—তুমি যেন আমার সঙ্গে না মজবুতে, মা, তোমার আমি বুঝি বলেছি তোমাকে—

মা বলতো—তোমারও কপাল মা—এইটে তোমারই বা এমন করে কপাল পুড়বে কেন?

ফটিকের আমলেরদের বাড়ি আসেই মা ধরতো।

হারাণ—বাবা, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

—টাকা?

আমলেরদের হাতে মজবুত-পাকানো পাটের। আর এক হাতে লাঠি। কপালে, ছোট। মাথায় দু-একটা পাকা চুলের পাকাটি। পায়ে খড়ম। একটু আগেই বাইরে বিকাওয়ালার সঙ্গে কথা করে এসেছে পকেট নিয়ে। হঠাৎ বাড়ির ভেতরে ঢোকেই যেন আবার ভয় পেয়ে এক-পা পেছিয়ে গেল। এখনও টাকা!

বলতো—টাকা? মুখোপাড়া টাকা এখন আমি কোথায় পাবো বলে? আমার কি টাকার গাছ তোমার ভুমি!

না হারাণ—টাকার কথা বলছি না আপনাকে, আপনার টাকা আপনারই থাক, কিন্তু সেদিনটার তো বিয়ে দেবেন—না দেবেন না?

আমলেরদের এক্ষেত্রে যেন একটু অপমানের হলো। বলতো—বিয়ে তো মুখোপাড়া দিয়েছেন তো টাকা হলো। টাকা আমি কোথায় পাবো বলুন?


বিশেষভাবে এই কেশতৈলটিই
আপনি কিনবেন কেন।

কেয়ো-কার্পিন

কেয়ো-কার্পিন কেশতৈল

কে'উ কেটকিন ফ্রোম আই কেটকি

—তা টাকা লাগবে বলে কিরে দেবেন না? কী-রকম দাদামশাই আপনি! এত ধর্ম-কর্ম করেন, এটাও তো ধর্ম! পরকালে এর জন্যে তো জবাবদিহি করতে হবে আপনাকে। আর তা যদি না পারেন তো গলায় কলসী বেঁধে মেয়েটাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিন গিয়ে, ল্যাঠা চুকে যাক্—

অঘোরবাবু খানিকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

মা বলে—মেয়ের দিকে তো একবার চেয়েও দেখেন না—মেয়ের বয়েস হচ্ছে তা তো আপনি দেখতে পান না—আপনি মা দেখলে কে দেখবে—

এবার রেগে ওঠে অঘোরবাবু। বলে—আমি? আমি কেন দেখতে যাবো মুখপোড়াকে—আমি কে? মুখপোড়া মাকে খেয়েছে, মুখপোড়া বাপকে খেয়েছে, এবার মুখপোড়া আমাকে খাবে নাকি? আমি পারবো না ও-সব—

—তা আপনি না পারলে কে পারবে?

—তার আমি কি জানি মুখপোড়া, মুখ-

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য ব্রিটেনের কয়েকটি সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক কোম্পানি সংঘবদ্ধ হয়ে ইঙ্কন নামে এক যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য প্রতিটি কোম্পানি তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয়। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় যখন সম্পূর্ণ হবে তখন সেটি পৃথিবীর যে কোন দেশের বৃহত্তম ও সর্বাধুনিক ইস্পাত কারখানার সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবে।

দুর্গাপুরে কারা কি করছেন?

ইঙ্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ

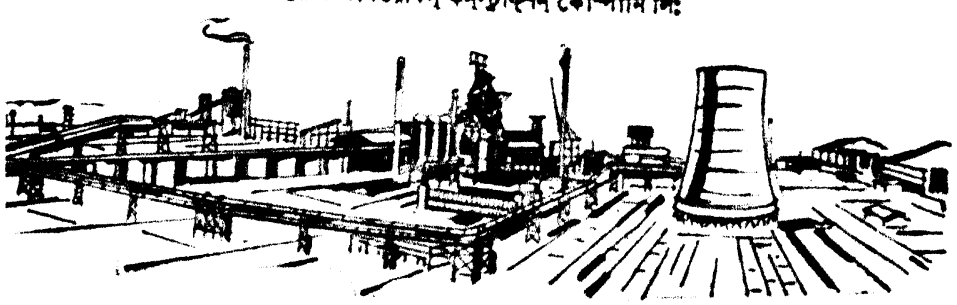

পোড়া আমি কি জানি তার—আমি কি ওর বাপ, নাকি আমি ওর মা? আমি কেউ না—

বলতে বলতে অঘোরবাবু খট খট করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। ওপরে গিয়েও গজ গজ করতে লাগলেন—মুখপোড়ারা টাকা দেখাচ্ছে আমার, মুখপোড়ারা আমার টাকা দেখাচ্ছে—আমি রেগে করে সব মুখপোড়াদের বাড়ি থেকে—রেগে রেগে মুখপোড়ারা, বেরিয়ে যা—রেগে রেগে—

সে গজ গজানি আর থামে না।

অঘোরবাবু ওপরে চলে যেতেই বিশ্বনাথ বেরিয়ে এসেছে। এসে মার পাশে দাঁড়িয়ে ওর ধর-ধর ওর কাঁপার কারণ।

—মিনি—

মা বললেন—তুই ওর সেই পড়া আর ওর কলকে ফুল নে আলোচনায় ওর জ্ঞানচক্ষু খোলা করতে হবে না। সব ও ওকে তুই ই বুঝিয়ে সেই সময়ে আসা ছিল, ওকে না—তুই একেবারে বন্ধ হয়ে যাবি।

বিশ্বনাথ মা বলে। আসলে এ একটা আমি আসল সমস্যা। এক কাজের এক মানুষ ছাড়া আমি বিশ্বে মানুষ কী ভাবে কী ভাবছে সেদিকে একটুও আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। আমি নিজে যা ভাবি, যা করি, তাই আমার কাছে ঠিক

একটা। আগাগোড়া ন্যাংটো। সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল একশো উট, পঞ্চাশটা ঘোড়া, তিরিশটা হাতী। সমস্ত কালিঘাট ভেঙে পড়েছিল সেদিন সেই সাধুকে দেখতে। মার সঙ্গে দীপঙ্করও গিয়েছিল দেখতে। কাবার মন্দিরের চাতালের সামনে ঠিক নাট-মন্দিরের দক্ষিণে যেখানে একটা হাঁড়িকাঠ পোঁতা আছে সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল সাধুটা—

একটা একটা করে পাঁঠা এনে হাঁড়িকাঠে কুলিয়ে দিয়ে বলি হচ্ছিল।

কত লোক সেই হাঁড়িকাঠে এসে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। তলার মাটিটা আঙুলে খুঁড়ে জিভে ঠেকায়।

একটা পাঁঠা নিয়ে এসে সেই কদমটে বলি দিতে যাবে, এমনি সাধুবাবা হাত তুলে থামতে বললে। সাধু কথা বলে না। তারপর নিজের গলাটা সেই হাঁড়িকাঠে লুলিয়ে সাধু কী ইশারা করলে।

সে কী কাণ্ড! সমস্ত জনতাটা ভারে একটা গুনে গুনে শব্দ উঠলো। দীপঙ্করের ভয় হয়েছিল। যদি সত্যি সত্যিই গলাটা এবার কেটে দেয় সাধুকে! হঠাৎ কোথা থেকে পুলিস এল, দারোগা এল। তারা এসে কীসব বললে বোঝা গেল না। ভিড়ের চোটে তখন আর শোনা গেল না কিছু। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল সমস্ত কালীবাড়ি। হৈ চৈ হট্টগোলের মধ্যে মা শক্ত করে ধরে রইল দীপঙ্করের হাতটা।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল মাকে—পুলিস কী বললে মা?

মা বলেছিল—পুলিস পাঁঠা বলি বন্ধ করে দেবে—

—কেন?

মা বলেছিল—ওদেরও তো প্রাণ আছে, ওদেরও তো লাগে—

কিন্তু মা-কালী যে পাঁঠা খায়, মা কালী কী খায় তাহলে?

মা বলেছিল—মা-কালী তো ঠাকুর, ঠাকুর দেবতারা কিছু না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারেন।

মা সেদিন জানতো না। জানতো না যে দেবতার নাম করে যারা ঠকায়, সেইকার হলে দেবতার নাম না করেও তারা ঠকাতে পারে। যারা সত্যিকারের অন্তর্যামী ঈশ্বর জানে তাদের কোনও উপলক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া কেউ দেবতার নাম করে অনাচার করে, কেউ রাজার নাম করে অনাচার করে, কেউ আবার দেশের নাম করেও অনাচার করে। ও একই কথা। দেবতা হোক, রাজা হোক আর দেশই হোক, আসলে ওটা উপলক্ষটাই। পাঁঠা নিরীহ জীব, তাই কিছু বলতে পারে না। কিন্তু মানুষও কি নিরীহ? অন্তর্যামী ঠাকুরের নামে যজমানদের ঠকায়, কিন্তু কোনও যজমানই তো তার জন্যে কোনওদিন প্রতিবাদ করেনি?

একদিন দীপঙ্কর অন্তর্যামীকে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা অন্তর্যামী, তুমি যজমানদের যে ঠকাও তা তারা কিছু বলে না?

অন্তর্যামী তাকে হয় সেদিন ভাল প্রশ্নোত্তরী দিয়েছিল। মজাদার খুশী ছিল তার। বলেছিল—তারা মুখপোড়া, বলবে কেন? তারাও যে ঠকায়।

—কাদের ঠকায় তারা? ঠাকুরদের?

—সব, সব সময়ে উপলক্ষ যজমানরা ঠকায় অন্তর্যামীকে, অন্তর্যামী যজমানদের ঠকায় পরস্পরকে।

—আর অন্তর্যামী কাদের ঠকায়? বোকাদের কাদের ঠকায়?

অন্তর্যামী সুস্থির হেসে সেদিন অসহ্য হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্করের। অন্তর্যামী, সব জানতো। মার চেয়েও বেশি জানতো। পুরোহিতের চেয়েও বেশি জানতো। হরস অন্তর্যামীর চেয়েও বেশি জানতো। তাই


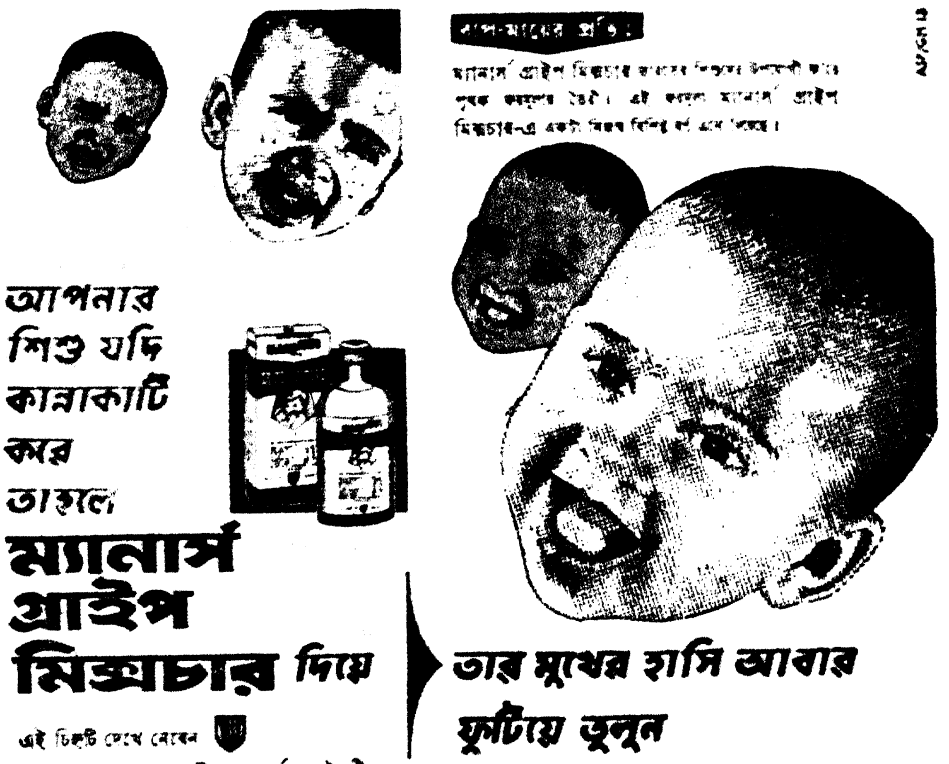

দেখতে পেত না অন্যেরাও, কানেও শুনতে পেত না; কিন্তু আশ্চর্য, এরাও জানতো!

শীলঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—তোমরা পৃথিবীতে সবাই সবাইকে ঠকায় বলতে চাও?

অন্যেরাও বলেছিল হ্যাঁ সে হ্যাঁ মুখোপাধ্যায় সবাই সবাইকে ঠকায়। অফিস ঠকাই বিশ্বাসীকে, বিশ্বাসী ঠকায় ছিনাকে, ছিনাই ঠকায় মোটাকে।

শীলঙ্কর বলেছিল আমি কিন্তু কাউকে ঠকাবো না অন্যেরাও যেন।

অন্যেরাও বলেছিল যেন যে মনে পেন্সিল, তুই ঠকবি যেন মনে, তোর মা আসবে ঠকাতে আমাকে।

শীলঙ্কর বলেছিল না অন্যেরাও, আমি কোনোদিন কাউকে ঠকাবো না তুমি দেখে নিও।

অন্যেরাও হেসে বিদ্রূপ করেছিল—তোর ইচ্ছায় কি হবে মুখুজ্যে, এ ঠকানো পয়সায় দুই ই ঠকাই, দুই ই দুনিয়া ভরা বদ। তোকে ঠকাবো তোর বাবুমশাই।

কিন্তু কী আশ্চর্য! অন্যেরাও কথা এরে কাজ তুমি দেখিয়ে ছাড়ে সে ছেলেবেলা। লক্ষ্মণ কি একটা ঘরে একবার আসতো বাবার। লক্ষ্মণ কি একটা ঘরে ঘরে দুপুরে বেলাতো, আর আসতো ছোট্ট বিশ্বাসী। লক্ষ্মণ কি করতো। বেলাটা এই একেক করে চারটে তো হবে। এরে শীলঙ্কর একেক করে বেলাতো এসে ঘরে এই ঘরটায় ছোটো করে। আসতো বিশ্বাসী কি একেক অন্যেরাও লক্ষ্মণ।

একদিন মা বলেছিল তুমি মানুষ নয় শীল, তুমি মানুষ হবে।

শীলঙ্কর বলেছিল কিন্তু তোমায় যেন মনে হয় মা।

মা বলেছিল কেন?

শীলঙ্কর বলেছিল আমি কী বলো—তুমিই না হয় বলো।

মা বলেছিল তুমি কথা, তুমি যেন ছাড়ানোর শীল, সেখানে মুখ ফোটাও কম হয়, তুমি আর মানুষ কোনদিন না তুমি ঘরে ঘরে ফেলে ছেলে তুমি বেরিয়ে যাও।

মনোরমা সেদিন হাতে করে ভাবছিল। আর শীলঙ্কর সেদিন মায়ের মনোরম যেন সেদিন মনোরম যেন। মায়ের মনোরম ফেলে শীলঙ্কর চলে এসেছিল।

অথচ সেই মা'টি যখন তখন এসেছিল মনোরমার সেদিন সে কী ঘুমোনো। সে কি বিশ্বাসীদের দিন। তবু কী মনের মনোরম শীলঙ্করের। কাকেও কাকেও দুঃখ সহ্য বাঁধতে না। মনোরমার দুঃখ যেন ছিঁড়ে থাকতো কাঁটা হয়ে। কাঁটা তাঁর থেকে মনোরমা নিজের ওপর। মন সুন্দর দেখতে হতো। এই ভাবনা দুঃখ নিয়েই ইস্কুলে যেত সবাই। ওই কলেজে পড়বার সময়ও ওই চুলগুলো দেখবার জন্য শীলঙ্কর কতবার পেছন থেকে চেয়ে থাকতো মহীর দিকে। চুলের যে অত বাহার হয় তা শীলঙ্কর আগে কখনও জানতো না। বিশ্বাসীর চুল ছিল না মোটে। মা বেরে দিত এক একদিন। কিন্তু মহীর মনোরম মনোরম যেন হয় মনের চুলে এসে বসা বেরোতো। কিন্তু লক্ষ্মণ যে মহীই যেন, আপন মায়ের পেটের যেন। সেই লক্ষ্মণের কিন্তু অত চুল ছিল না। ছোটোটো মনোরম এক রকমই ছিল—তফাৎ যা কিছু, ওই মনের চুলের বাহারে।

লক্ষ্মণ একদিন নিরিবিলিতে পেয়ে ছেলেবেলা শীলঙ্করকে। সেদিন ইস্কুলের ছুটি। মনোরমা পাড়ের চালে একটা কাক অনেকক্ষণ ধরে ডেকে চলেছে।

ইয়ার সেই দিন একে পড়তেই দেখলে লক্ষ্মণ ছেলেবেলা বিড়ালের মনোরম সঁড়িয়ে হাত দিতে হাত বাড়িয়ে ডাকছে—

মৌড় কাছে যেতে শীলঙ্কর।

লক্ষ্মণ বলেছে—আয় ছেলেরে আয়—

ছেলেরা বেরোই লক্ষ্মণ দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। লক্ষ্মণ মনোরম বোধ হয় কী এক রকম পদার্থের মেখেছিল—খুব ভুর ভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছে। শীলঙ্কর সোজা-

সূর্জ চাইলে লক্ষ্মীদির মুখের দিকে। কোনও অপরাধ করেছে নাকি সে। অমন গম্ভীর গম্ভীর মুখ যে লক্ষ্মীদির!

লক্ষ্মীদি বললে—এই, তুই চিঠিটা দিসনি কালাকে—

—কেন?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। সেকথা মনে? ঠিক লোকের হাতেই তো বরাবর চিঠি দিয়ে এসেছে সে।

বললে—কেন? রোজ যার হাতে চিঠি দিই, তাকেই তো দিয়েছি, পাইনি সে?

লক্ষ্মীদি বললে—তাহলে চিঠি পাইনি কেন সে? আমাকে লিখেছে যে—

দীপঙ্কর বললে—বা রে, এতদিন ধরে এত চিঠি তোমার দিয়ে এলাম আর কালকের চিঠিটা দেব না? তুমি তো বেশ—

—তাহলে পাইনি কেন সে? কী করেছিস সে-চিঠি নিয়ে বল্?

লক্ষ্মীদির চোখে যেন রাগের ছায়া ফুটে উঠলো এতক্ষণে। অনেকদিন ধরে এমন রাগ করেনি লক্ষ্মীদি।

—বল্, কী করলি সে-চিঠিটা? কাকে দিয়েছিস? কোথায় ফেলেছিস, বল্?

দীপঙ্কর বললে—বা রে, আমার ওপর রাগ করছো মিছিমিছি, আমি তোমার চিঠি নিয়ে কী করবো? এতক্ষণে চিঠি দিয়ে লোককে দিয়েছি আর এ-চিঠিটা দেব না?

—তাহলে সে কি জিজ্ঞেস করে লিখেছে?

দীপঙ্কর বললে—তা আমি কি জানি?

—তুই জানিস না তো কে জানে? আমি তো তোর হাত দিয়েই চিঠিটা পাঠিয়েছি—

—তা আমি কি তোমার চিঠি খেয়ে ফেলবো নাকি?

—চিঠিটা কাকে দিয়েছিস, সত্যি বল্ লক্ষ্মীটি—

হঠাৎ যেন আদর দেখাতে লাগলো লক্ষ্মীদি। একেবারে চিবুকে হাত দিয়ে আদর করতে লাগলো।

বললে—আমি কিন্তু বলবো না, মারবো না, ধরবো না, কিন্তু, করবো না, তুই বল্ না সে-চিঠি নিয়ে কী করেছিস? কোথাও হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি?

—ওমা, হারাবে কেন? আমি তো তোমার পকেটে করে নিয়ে যাই—পকেটে করেই তো চিঠিটা কাল নিয়ে গিয়েছিলুম—

—কিন্তু চিঠির তো পাত্তা নেই যে উত্তর পাঠাবে ওনি—কখন সে চিঠির মধ্যে কত কথা লেখা ছিল, সেই নাকি জবাবে হয়তে পড়ে? সেই নাকি সেখবার কথা?

দীপঙ্কর হঠাৎ যেন কেমন একটু ভোতা হয়ে মাথা উঁচু করলে।

বললে—কিন্তু কেন তুমি চিঠি লেখ ওকে লক্ষ্মীদি? ও তোমার কে?

লক্ষ্মীদি হঠাৎ যেন থতমত খেয়ে গেল।

দীপঙ্কর বললে—তোমরা তো সমাজের ঠিক শীর্ষস্থানে থাকো তোমার চিঠির কথা কেউ জানতে পারে না? সাংঘাতিক সমাজের সামনে তুমি ওর নাম করতে পারো না? আর এত তোমাদের কী কথা যে, রোজ রোজ চিঠি লিখতে হয়?

লক্ষ্মীদি অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বললে—তুই নিশ্চয়ই চিঠি পড়েছিস আমার—না?

দীপঙ্কর বললে—তোমার চিঠি আমি কেন ছিঁড়তে যাবো, আমার নাম পড়েছে তোমার চিঠি, পড়বে কিন্তু ও-লোকটা তোমাদের কথা আমরা পারে না?

লক্ষ্মীদি বললে—ঠিক বলছিস তুই আমার চিঠি পড়িস না?

—সে তো বলছি লক্ষ্মীদি, আমি তোমার একখানা চিঠিও পড়িনি!

—ঠিক বলছিস তো?

—বলছি আমি মিথ্যে কথা বলি না।

—কিন্তু তুমি ও চিঠি পেলে না কেন?

লক্ষ্মীদি কেমন যেন ভাবনায় পড়লো। মনে হলো যেন প্রচণ্ড পাহাড় ভাবনা ভাবছে।

হঠাৎ বললে—পরশু সকালবেলা আর একটা চিঠি নিয়ে আসতে পারবি?

দীপঙ্কর বললে—কেন পারবো না।

—তোমার হাতের আগে আমার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে যাস, কেমন?

দীপঙ্কর বললে—বেশ—

সত্যি দীপঙ্কর চলেই আসছিল, হঠাৎ লক্ষ্মীদি ডাকে ডাকলে—শোন্, দীপু—

দীপঙ্কর ঘুরে দাঁড়াল।

লক্ষ্মীদি বললে—দাঁড়া আমি এখুনি আসছি—

বলে এই বলে ঘরের ভিতরে গেল ওপরে উঠে গেল। দীপঙ্কর কানির পরেই আবার দুই হাতে করে এক প্লেট কেক এনে। একেবারে ঠাসাঠাসি প্লেটে এসেছে সব।

বললে—এই নে

হাত বাড়িয়ে লক্ষ্মীদি প্রথমে এল দুটো চকোলেট প্লেটে নিয়ে এল দীপঙ্করের হাতে।

দীপঙ্কর হাতটা সেজন্যে সরিয়ে নিয়ে বললে—না।

লক্ষ্মীদি বললে—খেয়ে না নিয়ে-ছিলাম।

দীপঙ্কর বললে—তোমার ও চকোলেট আমি খাবো না—

লক্ষ্মীদি চমকে উঠলো যেন। বললে—কেন? খাবি না কেন? চকোলেট খাস না তুই?

দীপঙ্কর বললে—খাই, কিন্তু তোমার কাছ থেকে নেবো না—

—কেন? তুমি কী দোষ করলাম?

দীপঙ্কর বললে—সেজন্যে নয়, সে-চকোলেট আমি খাইনি। তুই যেমন দিয়েছ আমি তেমনি ফেরৎ দিয়েছি—তুমি আমার চকোলেট আর খাও না লক্ষ্মীদি।

—কেন? কী হলো?

দীপঙ্কর বললে—তুমি চকোলেট না খেলে আমি তোমার চিঠি দিতে আসবো—

লক্ষ্মীদি দিয়ে বললে—তখনি তো—তুমি যা কাজ করতে বলবে সব আমি করবো—কিন্তু চকোলেট তুমি খাও না আমার—তোমার পায়ে পড়ি—

লক্ষ্মীদি বললে—কেন রে? কী হলো বল না?

দীপঙ্কর বললে—তুমি কারো চকোলেট

Amico's
GREEN LINIMENT
আপনি কিসের চিন্তায় ব্যস্ত পড়েছেন, কোথায়?
কোথায়, উঠতে কিনা ছোট অস্ত্রিধায়?
তবে খুশী হবেন·
পায়ীরিক, মুখ বা পিঠের পীড়ায়
সাপের ইত্যাদি বাতজীয় ব্যথায়
এ্যামিকো গ্রীন লিনিমেন্ট
( মলম বলিলে )
ব্যবহারেই নির্ভরযোগ্য।
মূল্য বড় শিশি ২/৭৫ ন: প:
ছোট শিশি ১/৭৫ ন: প:
"ডাকে" পৃথক
ব্যবস্থাপত্রের জন্য লিখুন—
আমিন এণ্ড ইসমাইল প্রাইভেট লিঃ
৩ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

না দিলে আমি তোমার চিঠি দিয়ে আসবো না, না?

লক্ষ্মীদি বললে—তা চিঠি দিয়ে আসিস না, ভালোই তো—কিন্তু চকোলেট নিয়ে কী হবে?

শীলঙ্কর বললে—না-দিয়েই দেখ না, চিঠি দিয়ে আসি কি না।

লক্ষ্মীদি হেসে কাছে সরে এল। দুহাতে দিয়ে শীলঙ্করের মুখটা ধরে আদর করতে করতে বললে—কেন রে? আমার কাছ করবে তোর এত ভয়ের লাগে কেন রে?

শীলঙ্কর মুখটা নিচু করে বললে—এমনি—

—কিন্তু আমি যে তোকে কত মারি? তবু আমার ওপর তোর রাগ হয় না?

শীলঙ্কর কিছু উত্তর দিল না। লক্ষ্মীদির বুকের ভেতর মুখ গুঁজে থাকতে খুব ভাল লাগছিল। কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ আসছিল লক্ষ্মীদির গা থেকে।

লক্ষ্মীদি বলতে লাগল—আর আমি তোকে মারবো না ভাবিস—

মনে শীলঙ্করের হাতের মধ্যে চকোলেট দুটো দলা পাকাচ্ছে দিল।

বললে—আমি বলছি চকোলেটগুলো দুই মে আমি দিচ্ছি, দিয়ে হবে—কি লক্ষ্মীদি—

শীলঙ্কর চকোলেটগুলো দিল। এবার তার আপত্তি করার না দিয়ে

লক্ষ্মীদি বললে—পরশুদিন সকালবেলা চিঠিটা দিয়ে আসবি তো ঠিক?

শীলঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

লক্ষ্মীদি বললে—এবার যা দুষ্টু—

হঠাৎপর একটু থেমে বললে মনে থাকে যেন পরশুদিন সকালবেলা—

বলেই লক্ষ্মীদি চলে গেল ওপরে। আর শীলঙ্কর বিড়ালের মতোটা পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। কী কী করছে যেন উঠোনে। কাকটা তখনও অন্ধকারে ডাকার কা কা করে যা এখনও ঘুমোচ্ছে। অন্ধকার পাড়ার ছাদের ওপর ধীরে ধীরে ফুটছে শীলঙ্কর।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েই রইল। গরমের দুপুরে সবাই সবসময় ঘরে ঘুমোচ্ছে হবার, আশেপাশেও কারো বেরোবার পাইনি দেখেনি। চায়নাটাও সকাল সকাল কাজ টাজ সেরে নিয়ে হয়তো ঘরে বসে গল্প করে ঝিমোচ্ছে। লক্ষ্মীদি কুকুর একটা ধরটাকে কী করছে কে জানে। ছিটে-ফোটা এক সময়ে খেয়ে নিয়ে কোথায় গিয়ে হবার আড্ডা জমাচ্ছে। হয় পাঁচরাস্তির মোড়ও তখনও লোকজন নয়তো আরো দূরে বাজারের উত্তরে কোনও খোলার ঘরের বসিতে। টিনের পাতাকুড়ী সেনের দুপুরুরেলার একটা নিজস্ব সুর ছিল। এখানে ওখানে ফেলে-ছড়ানো চালা ঘর। অনেক দূরে। মাঝে আকাশটার গায়ে কয়েকটা চিল উড়ছে ঘুরে ঘুরে—তাদের ছায়ের মাথায় তখন একটা বাঁশের ডগায় একটা ঘুড়ি আটকে গিয়ে ঝুলছে। রাস্তা দিয়ে আর একটা পরেই বাসনওয়ালারা একে একে চার-পাঁচ করে কাঁসর বাজাতে বাজাতে যাবে। তারপর আসবে কাঁঠ ওয়ালা। তারপর আসবে কুকুরের জন্য দেবার ওয়ালা। তারপর ধর্মতলা স্ট্রীট ইস্তক ইস্কুলের ছুটির ঘণ্টা বাজবে। তার আগে আগে বিকেল হয়ে যাবে কলকাতায়।

কিন্তু আশ্চর্যের সেই অন্ধকার পাড়াটার কোথা দাঁড়িয়ে শীলঙ্কর কী করবে বুঝতে পারছে না। তখন লক্ষ্মীদি ঘুমোচ্ছে এই আশা করেই তো। তবু মুখটা ধরে চুমু খেয়েছে। তখনও যেন ঘরটায় লক্ষ্মীদির পায়ের নিচটা পর্যন্ত লেগে রয়েছে। হঠাৎ শীলঙ্করের মনে হচ্ছে সমস্তটা সব একা নিজের জন্য নয়। একটু দেরি দিলে কাকটার তখনও যেন আর দেরি করার নয়। নাকি আকাশের একেবারে মাঝে যে চিলগুলো ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে তাদের জন্য দিল সে। শীলঙ্করের মনের ভেতর লক্ষ্মীদিটাই যেন ভিজে হয়ে আকারে উঠে বেড়াচ্ছে। যে মোকার লক্ষ্মীদি শীলঙ্করের সেই দুটোকে দুপুরটে এমন তো কখনও হয় না। এমন তো হয় না কখনও। আজকে পাড়ার সকলটার ঘুমে ছাড়া কোথাও নিজের পড়িয়ে শীলঙ্কর যেন বড় দুঃখী ভোগ করে। হঠাৎপর হঠাৎ দুপুরের দিকে চাইতেই দেখলে কাকটাও যেন দিকে যেন একদৃষ্টে চেয়ে আছে। একেবারে কা কা করে ডাকছিল একটা আর ডাকছে না। দূর দিকে চেয়ে চেয়ে যেন কী ভাবছে আপন মনে। ও-কাকটাও তার মতো একলা।

—এই আ আ আ—

হাততালি দিয়ে ডাকতে লাগল শীলঙ্কর।

কাকটা মুখটাকে একটু ঘুরিয়ে চাইল। শীলঙ্কর ডাকার জন্যে আরো-কাকটা দিচ্ছে। কিন্তু কী ভেবে আবার ওদিক একদৃষ্টে চেয়ে রইল। শীলঙ্করের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

শীলঙ্করের মনে পড়ল এই কাকটাই যেন সেদিন ওর পাত থেকে দুটো ভাত নিয়ে নিয়েছিল। এই কাকটাই যেন ওর আকাশকুসুম ভাব চুরি করে নিয়েছে। ওই ঘরটার কার্নিশের ফোকরে কয়েকটা কাকের বাসা আছে, ওইখানেতেই যেন এর থাকে এই কাকটা। সেদিন এই কাকটাই যেন ওর ডিমগুলোটার মুখটা থেকে পাথরের ডিম খেয়ে ফেলেছিল। বড় বেমাইন কাণ্ড এটা। অনেক দিন শীলঙ্কর ভাবছে ওই কাকটার সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব করে থাকে। পারে তবে ভাবছে করে পারবে পারেনি তখনও। মুখটা ঘুঁ করে কা কা করে চেঁচায়। আর কোথা থেকে এই ধাড়ি কাকটা এক-মুখ খাবার এনে বাচ্চাটার মুখে গুঁজে দেয়। বাচ্চাটার মুখের ছোবলটা লাল টক টক করে। বোধ হয় বাচ্চাটা একেবারে কাঁচা। তারপর একদিন সকালবেলা কুলে তুলতে গিয়ে দেখে বাচ্চাটা মরেকেলুলো কাক একেবারে একসঙ্গে কা কা করে চারদিক মাত করে তুলেছে। প্রথম একটা মুখে ডিমগুলো কাক ভাঙা হয়েছে। প্রথমটায় শীলঙ্কর কেমন ভয় পেয়েছিল। এত কাক ছোবলের কাঁসর সঙ্গে বসেছে। পাছের নিচু নিচু ডালের ওপর বসে মাস্ট-প্রাস্ট হয়ে কা কা করছে সবাই। একবার এ-ডালে যাচ্ছে একবার ও-ডালে যাচ্ছে। স্থির হয়ে বসার জন্য নেই।

চুপচাপটি দেখতে পারেনি শীলঙ্কর। তারপর কাছে গিয়ে দেখলে একটা বাচ্চা কাক ডালের ওপর চিত হয়ে মরে পড়ে আছে। তার পালকগুলো চারদিকে ছড়ানো। চোখ বোজানো। আহা, কে মারলে বাচ্চাটাকে নাজ পাখী?

তারপর থেকে বাচ্চাটাকে আর দেখতে পাননি শীলঙ্কর। এই ধাড়ি কাকটাই তারপর থেকে একলা এসে বসে আড্ডা পাড়াটার ডালে আর একলা একলা চেঁচায়। একলাই আকাশপানে মুখ তুলে চাল-কলা-সাদৃশ্য দুটা মরবার চেষ্টা করে, মাঝে মাঝে বাড়ির এটা কাঁটার মুখে যেয়। ভাতের থালা, মাছের আঁশের দিকে নেমে যেয়। যে কাকটাকে দেখলেই ছাতটা উঁচু করে তাড়া করে—হুস-স-স-স্। কিন্তু কাকটা মোটে নড়তে চায় না। ওই অমন্তা পাড়াটার ডালের ফাঁকে এসে বসে। এদিক-ওদিক চেয়ে সবার অলক্ষ্যে কা কা করে ডাকে।

শীলঙ্কর আবার ডাকলে—এই আ আ আ—

কাকটার তখনও সন্দেহ যায়নি। ঘাড় কাত করে দেখতে লাগলো শীলঙ্করের দিকে।

শীলঙ্কর এক মুঠো চকোলেট নিয়ে মেঝো ছড়িয়ে দিলে সামনের উঠোনে।

—আ আ আ, সবগুলো খা, তোকে আমি এমনিই সব দিলাম, সব তোর, পেট ভরে খেয়ে যা—লক্ষ্মীদি যে চকোলেট তোকে দেয় তোকে সেই একই দেখে—আ আ আ।

কাকটা ভয়ে ভয়ে পায় পায়ে উঠে এসে নামলো উঠোনে।

—আমার চকোলেট লক্ষ্মীর নেই যে, লক্ষ্মীদির চিঠি এমনিই দিয়ে আসবো, চকোলেট দিলেও দিয়ে আসবো না দিলেও দিয়ে আসবো, লক্ষ্মীদিকে যে আমার ভয় লাগে, এগুলো তুই খা, তুই খা এগুলো—

ক্রমশ

# আমি সবসময় হামাম কিনি

নরম, মসৃণ ফেনা···
নূতন কোমলকারক পদার্থ আছে ব'লে।

ত্বক পরিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে
স্নিগ্ধও করে···
হামাম মাখতে এত চমৎকার এবং সুগন্ধি!

কিছুতেই যেন আর ক্ষয় হতে চায় না···
এত অল্পই খরচ হয়!

**হামাম**

মেখে তাজা বোধ করুন এবং
তাজা গন্ধে ভরে উঠুন

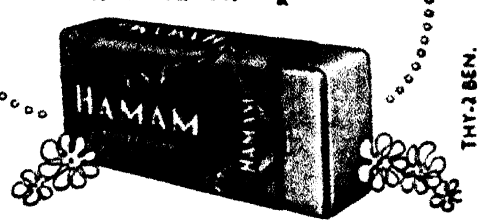


THY-2 BEN.

বাড়ীর সবাই হামাম পছন্দ করে তাতা উৎপাদিত—তাই নিশ্চয়ই ভাল

# লবণ হ্রদের কন্যা

অপর্ণা রায়

আজকাল প্রায়ই সংবাদপত্রগুলিতে লবণহ্রদ সম্পর্কে নানা পরিকল্পনার কথা দেখতে পাই। ফলে স্বভাবতই আমাদের মনে এই লবণহ্রদ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগে। প্রথমেই খুব সহজভাবে বলা যায় যে লবণহ্রদগুলি আসলে কলকাতার উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তবর্তী বেতের জঙ্গল অধ্যুষিত প্রায় ৩৫ বর্গমাইল বিস্তৃত নিচু অঞ্চল ও সেই কারণে প্রাকৃতিকভাবেই জলাভূমি। কলকাতার মত বিরাটকায় আধুনিকতার চাহিদাকে বহুল পরিমাণে এই লবণহ্রদ মিটিয়ে থাকে। মানুষ সভ্যতার এই অঞ্চলের প্রতিশ্রুতি এই আজও কম নয়। এ কথা সম্বন্ধে আলোচনা হেস্টিংসের সময় ১৯৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের ১৬ পরগনা সম্বন্ধে বইতে দেখতে পাওয়া। এ ছাড়া ১৬ নম্বর জেটিসহ হেস্টিংস কোর্ট হাউসের সামনে একটা খালে যেসব নৌকা আর ছোট জাহাজ এই লবণহ্রদ অঞ্চলটি একদা উত্তর দেশের সঙ্গে ব্যবসা চালাত। সেসব জাহাজ কলকাতা ও চট্টগ্রামের এই সংযোগস্থলে মাল খালাস করার জন্য অপেক্ষা করত। এখন কলকাতার পূর্বদিকে বিস্তৃত লবণহ্রদ অঞ্চলটি উত্তর দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা বড় কেন্দ্র। এখানে বড় বড় জাহাজ নোঙর করে। ছোট ছোট নৌকা ও ভাসমান দোকান এই অঞ্চলের সর্বত্র দেখা যায়। এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে।

১৯৭৫ সালে অঞ্চলের কলকাতার ঠিক পরেই একটা নিবন্ধিত বিদেশজ কমিটি নাম দেয় যে এই লবণহ্রদ অঞ্চলটি একটি পরিকল্পনা গড়ে তোলে। কলকাতার বেশ কয়েকটি বড় বড় কলকারখানার সঙ্গে প্রায় ৩০ মাইল দূরত্বে নিয়ে প্রকারান্তরে কৃত্রিমভাবে তৈরি এই পরিকল্পনা লবণহ্রদ অঞ্চল এই কৃত্রিম উদ্যোগ করেছিল। এই সমস্যাসমূহের বিদেশজ কমিটি এই কৃত্রিমভাবে প্রায় ১০টি ছোট বড় উপায়ে অঞ্চলে কাজ করেন। তাদের সব কমিটিই প্রায় একইরকম। অর্থাৎ যেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান একইরকম। ফলে জলের নিচে ডুবে যাচ্ছে। ফলে ধানের জল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই বছরের পর বছর ধরে জমেছে। কৃষি ও বাস-যোগ্য জমি জলের নীচে চলে যাচ্ছে। ফলে সেই অঞ্চল এ অঞ্চলের সম্পদও কমে যাচ্ছে। এই অঞ্চলগুলির বিভিন্ন বেতের ও অন্যান্য গাছের প্রসার ও মান সবই সমান নয়। লবণহ্রদ অঞ্চলগুলি মানুষের চাষ ও বাসযোগ্য জমিকে ক্রমাগত নিচে নিয়ে যাচ্ছে। এসব মাছ ধরার উপর লবণহ্রদ অঞ্চলের নির্ভর করেই সরকার মাছচাষের বেশী ভরসা করে। বিদেশজ কমিটি একটা খাল খোঁড়ার পরামর্শ দেয়। মোট ১৬ [illegible] এই অঞ্চলের কোনো বিশেষ উন্নতি সম্ভব নয় বলে বিবেচনা করেন এ সমস্যার বিশেষ আলোচনা করা হয়েছিল।

বর্তমানে কলকাতাসহ এ বিষয়ের আলোচনা আবার শোনা যাচ্ছে যে এই অঞ্চলের কলকাতা বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলের কলকাতা সহজ ভাবে কলকাতার ১৯৭৯ এই ধরনের একটি পরিকল্পনার ফলে এই অঞ্চলটি একটি বিশেষ উন্নতি সম্ভব নয় বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। এই অঞ্চলের কলকাতা সহজ ভাবে কলকাতার ১৯৭৯ এই ধরনের একটি পরিকল্পনার ফলে এই অঞ্চলটি একটি বিশেষ উন্নতি সম্ভব নয় বলে বিবেচনা করা হয়েছিল।

এই অঞ্চলের কলকাতা সহজ ভাবে কলকাতার ১৯৭৯ এই ধরনের একটি পরিকল্পনার ফলে এই অঞ্চলটি একটি বিশেষ উন্নতি সম্ভব নয় বলে বিবেচনা করা হয়েছিল।

শহরের বাড়-বিস্তারী অধিবাসীদের চাহিদাকে বহুল পরিমাণে এই লবণহ্রদ মিটিয়ে থাকে।

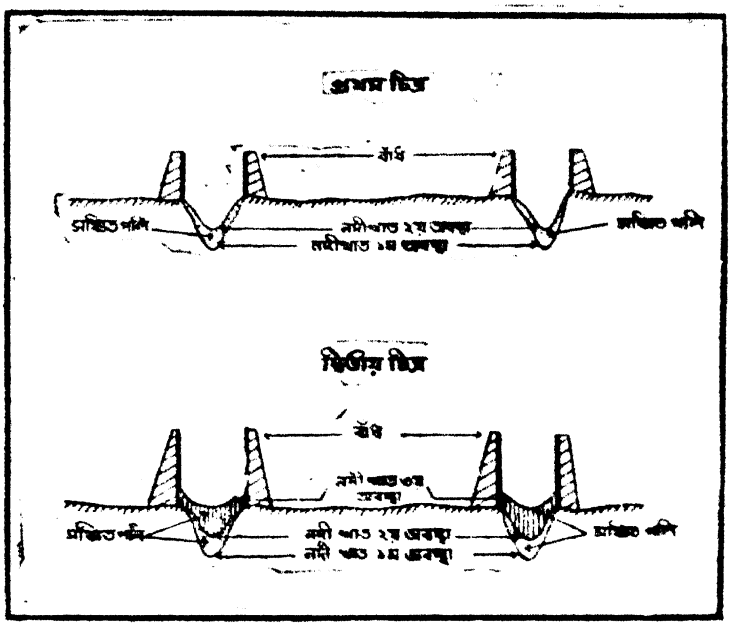


বাঁধ দেওয়ার ফলে সঞ্চিত পলির অবস্থা প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্রে দেখানো হয়েছে

এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে খুব সুচিন্তিত এবং সময়সাপেক্ষ পরিকল্পনার সাহায্য না নিলে ভরাট হয়ে অঞ্চলের উপর নতুনের পূর্বে প্রকৃতে দ্বিতীয় 'হাওড়' অর্থাৎ আর একটা নোনার ঝিল সৃষ্টি হবে। তবু হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে জাহাজী নদী যে স্বাধীন অস্তিত্বটুকু বজায় রেখেছিল এর ফলে সেটুকুও থাকবে না। এর পর ১৯৪৪ সালে মহলানবিশের প্রীসুন্দরলাল হোরাও ডাঃ গাঙ্গুলী-এর মত সমর্থন করেন।

ভাগীরথী ও তার শাখানদীদের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে পলি জমে বদ্বীপের সমস্ত অঞ্চলের অধিকাংশই গঠিত হয়েছে। এই তথ্য থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে লবণদুদগুলি নিম্ন অঞ্চলরূপে থেকে যাওয়ার প্রধান কারণ এখানে পলি বিছিয়ে পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে জানতে গিয়ে প্রথমেই দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে এই অঞ্চল বর্তমান সমুদ্র সমতল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার পূর্বে জানা যায় এই স্থির জলভাগের মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট গতীরতর খাতে জল প্রবাহমান ছিল। ঐ সব খাতে নির্বাধে নৌকা চলাচল করত। এদের মধ্যে মধুমতী শাখানদী বিদ্যাধরীর নামই উল্লেখযোগ্য। আশপাশ অঞ্চলের যাবতীয় জল এখন প্রথমে এই নদী জলরাশি জমা হয়ে, ধীরে ধীরে বিদ্যাধরী নদীর সাহায্যে সমুদ্রে চলে যেত। সমুদ্রের সঙ্গে যোগ থাকায় এখানে জোয়ার ভাটা খেলত। তাই সমুদ্রের জলের প্রভাবে জল লোনা হওয়ায়, তখন লবণদুদ জন্মাতে থাকলেও এখন এগুলি মিষ্টি জলেরই হ্রদ। বিদ্যাধরী প্রমুখ নদীগুলিতে পলি-মাটির সাহায্যে উঁচু হতে হতে ১৮৫০ থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে এই অঞ্চলটি গড়ে ২ ফিট করে উঁচু হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াতে চারটে দিকে ক্রমশ এখানে পলি-মাটির তারতম্যানুযায়ী উঁচু জমি তৈরী হয়ে কিন্তু হয় পরিণতি অপেক্ষা না করেই মধ্যের উঁচু নদী জমিকের চাষের কাজে ব্যবহার করা হয়। এজন্য প্রথমেই নদীর দুই তীরে উঁচু বাঁধ বেঁধে নেওয়া হল যাতে জোয়ার বা বর্ষার বন্যাতে জল দুপাশে না ছড়িয়ে তেমনভাবে নদীখাতে সিমিত থেকে চলে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই এই তীরের ঢাল ক্রমশ হয়ে পড়ল করল যে পলিযুক্ত নদীর জল দুই তীরের জলের সমান প্রায় ৫৩ বর্গমাইল অঞ্চল ছাড়িয়ে পড়তে পারত যা নদীখাতে সীমা-বদ্ধ থেকে নদীকে দ্রুত করে তুলতে সহায়ক এই সমস্ত পলি নিয়ে বাঁধগুলি আরও উঁচু করে তোলা হল। ফলে কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়াটি চক্রে নির্মাণের আকারের স্থায়ী জলপথে নিষ্কর্মিত পরিণত হল। এরই পাশে পাশে বাঁধগুলি নির্মাণের উঁচু নিজেরাও মত ৯"উঁচু থাকল। বাঁধের বদলে পলি জমে নদীর ২ পাশবর্তিনী জমির চেয়ে ১০ ফিট ১২ ফিট পর্যন্ত উঁচু হওয়ায় নদী সন্নিহিত অঞ্চলের বৃষ্টির জল বাঁধের বাধা সৃষ্টি করে নদীতে না পৌঁছতে পারায় দুপাশে বা নির্মাণের মধ্যভাগে জমা হতে লাগল, বছরের পর বছর ধরে। সুই পাশের জলের জোগান বন্ধ হয়ে নদীখাতে সঞ্চিত পলি দিয়ে তারের সম্ভাবনা আরও কমে গেল। ইতিমধ্যে গঙ্গার অধিকাংশ জল ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই পদ্মা-নাথার প্রবাহিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে তার অন্যতম শাখা মধুমতী ও মধুমতীর শাখা বিদ্যাধরীতে জলের যোগান প্রায় বন্ধ হয়ে

## লবণ হ্রদ অঞ্চল

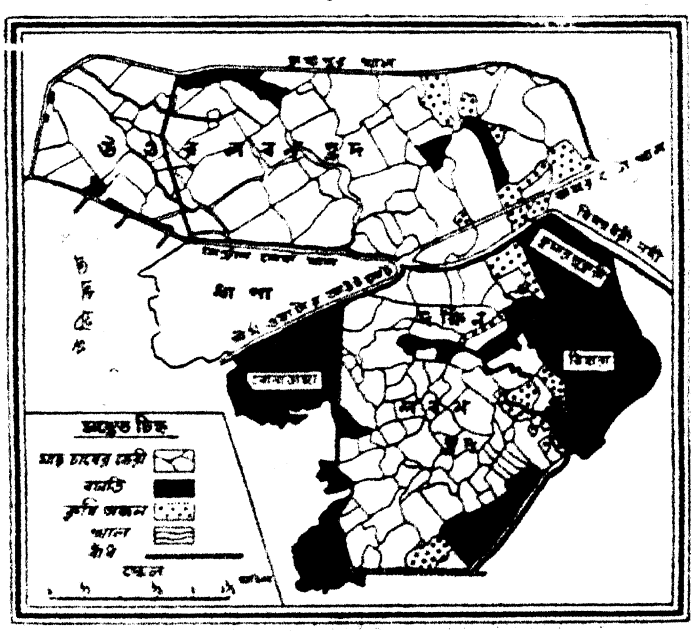

পেল। আরও যে কয়েকটি কারণে বিদ্যাধরী ক্রমশই পরিণত হচ্ছিল মজানদীতে পরিণত হওয়ার দিকে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বেশী। ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে টালীর নালা নামে খালটি কাটা হয়। বেতিয়ায় এর কাছে গঙ্গা থেকে গোন এসে একে বিদ্যাধরীর সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়। তাতে সবরমতীর জল ছেড়ে দেওয়া হয় সমুদ্রে। তাতে পলি পড়তে পড়তে তা এই খালের উপর উঁচু হয়ে গেছে আর চাষীরা তাকে কাটতে দেয় না। এরপর নদীর স্বাভাবিক ঢালের অনুকূলেও কয়েকটি খাল কাটার এই অঞ্চলের জল নিকাশের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়। এরই মধ্যে ১৮৫০ সালে বেঙ্গল ক্যানেল খাল সবরমতীর এবং ১৯১০ সালে চুনতীর খাল সংস্কার করা হয়। এ ছাড়া ১৮৫০ সাল থেকে বিদ্যাধরীর অবস্থারও ক্রমে অবনতি হতে এবং সেই সময় নদীর ড্রেনেজ ক্যাপাসিটি নির্ধারিত হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অবস্থার অবনতি হলেও অবস্থার কারণে নদীর ড্রেনেজ ক্যাপাসিটি ক্রমশই কমে আসছে। ১৯৫৩ সালে নদীর ড্রেনেজ ক্যাপাসিটি ছিল ৩৫০০ কিউসেক। ১৯৫৪ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৫০০ কিউসেক। ১৯৫৫ সালে ২০০০ কিউসেক। ১৯৫৬ সালে ১৫০০ কিউসেক। ১৯৫৭ সালে ১০০০ কিউসেক। ১৯৫৮ সালে ৫০০ কিউসেক। ১৯৫৯ সালে ২৫০ কিউসেক। ১৯৬০ সালে ১০০ কিউসেক। ১৯৬১ সালে ৫০ কিউসেক। ১৯৬২ সালে ২৫ কিউসেক। ১৯৬৩ সালে ১০ কিউসেক। ১৯৬৪ সালে ৫ কিউসেক। ১৯৬৫ সালে ২ কিউসেক। ১৯৬৬ সালে ১ কিউসেক। ১৯৬৭ সালে ০.৫ কিউসেক। ১৯৬৮ সালে ০.২৫ কিউসেক। ১৯৬৯ সালে ০.১২৫ কিউসেক। ১৯৭০ সালে ০.০৬২৫ কিউসেক। ১৯৭১ সালে ০.০৩১২৫ কিউসেক। ১৯৭২ সালে ০.০১৫৬২৫ কিউসেক। ১৯৭৩ সালে ০.০০৭৮১২৫ কিউসেক। ১৯৭৪ সালে ০.০০৩৯০৬২৫ কিউসেক। ১৯৭৫ সালে ০.০০১৯৫৩১২৫ কিউসেক। ১৯৭৬ সালে ০.০০০৯৭৬৫৬২৫ কিউসেক। ১৯৭৭ সালে ০.০০০৪৮৮২৮১২৫ কিউসেক। ১৯৭৮ সালে ০.০০০২৪৪৪১৪০৬২৫ কিউসেক। ১৯৭৯ সালে ০.০০০১২২২০৭০৩১২৫ কিউসেক। ১৯৮০ সালে ০.০০০০৬১১০৩৫১৫৬২৫ কিউসেক। ১৯৮১ সালে ০.০০০০৩০৫৫১৭৫৭৮১২৫ কিউসেক। ১৯৮২ সালে ০.০০০০১৫২৭৫৮৭৮৯০৬২৫ কিউসেক। ১৯৮৩ সালে ০.০০০০০৭৬৩৭৯৩৯৪৫৩১২৫ কিউসেক। ১৯৮৪ সালে ০.০০০০০৩৮১৮৯৬৯৭২৬৫৬২৫ কিউসেক। ১৯৮৫ সালে ০.০০০০০১৯০৯৪৮৪৮৬৩২৮১২৫ কিউসেক। ১৯৮৬ সালে ০.০০০০০০৯৫৪৭৪২৪৩১৬৪০৬২৫ কিউসেক। ১৯৮৭ সালে ০.০০০০০০৪৭৭৩৭১২১৫৮২০৩১২৫ কিউসেক। ১৯৮৮ সালে ০.০০০০০০২৩৮৬৮৫৬০৭৯১০১৫৬২৫ কিউসেক। ১৯৮৯ সালে ০.০০০০০০১১৯৩৪২৮০৩৯৫৫০৭৮১২৫ কিউসেক। ১৯৯০ সালে ০.০০০০০০০৫৯৬৭১৪০১৯৭৭৫৩৯০৬২৫ কিউসেক। ১৯৯১ সালে ০.০০০০০০০২৯৮৩৫৭০০৯৮৮৭৬৯৫৩১২৫ কিউসেক। ১৯৯২ সালে ০.০০০০০০০১৪৯১৭৮৫০০৪৯৪৩৮৪৭৬৫৬২৫ কিউসেক। ১৯৯৩ সালে ০.০০০০০০০০৭৪৫৮৯২৫০০২৪৭১৯২৩৮২৮১২৫ কিউসেক। ১৯৯৪ সালে ০.০০০০০০০০৩৭২৯৪৬২৫০০১২৩৫৯৬১৯১৪০৬২৫ কিউসেক। ১৯৯৫ সালে ০.০০০০০০০০১৮৬৪৭৩১২৫০০০৬১৭৯৮০৯৫৭০৩১২৫ কিউসেক। ১৯৯৬ সালে ০.০০০০০০০০০৯৩২৩৬৫৬২৫০০০৩০৮৯৯০৪৭৮৫১৫৬২৫ কিউসেক। ১৯৯৭ সালে ০.০০০০০০০০০৪৬৬১৮২৮১২৫০০০১৫৪৪৯৫২৩৯২৫৭৮১২৫ কিউসেক। ১৯৯৮ সালে ০.০০০০০০০০০২৩৩০৯১৪০৬২৫০০০০৭৭২৪৭৬১৯৬২৮৯০৬২৫ কিউসেক। ১৯৯৯ সালে ০.০০০০০০০০০১১৬৫৪৫৭০৩১২৫০০০০৩৮৬২৩৮০৯৮১৪৪৫৩১২৫ কিউসেক। ২০০০ সালে ০.০০০০০০০০০০৫৮২৭২৮৫১৫৬২৫০০০০১৯৩১১৯০৪৯০৭২২৬৫৬২৫ কিউসেক। ২০০১ সালে ০.০০০০০০০০০০২৯১৩৬৪২৫৭৮১২৫০০০০০৯৬৫৫৯৫২৪৫৩৬১৩২৮১২৫ কিউসেক। ২০০২ সালে ০.০০০০০০০০০০১৪৫৬৮২১২৮৯০৬২৫০০০০০৪৮২৭৯৭৬২২৬৮০১৬৪০৬২৫ কিউসেক। ২০০৩ সালে ০.০০০০০০০০০০০৭২৮৪১০৬৪৪৫৩১২৫০০০০০২৪১৩৯৮৮১১৩৪০০৮১২৫ কিউসেক। ২০০৪ সালে ০.০০০০০০০০০০০৩৬৪২০৫৩২২৬৫৬২৫০০০০০১২০৬৯৯৪৪০৫৬৭০০৪০৬২৫ কিউসেক। ২০০৫ সালে ০.০০০০০০০০০০০১৮২১০২৬৬১৩২৮১২৫০০০০০০৬০৩৪৯৭২০২৮৩৫০০২০৩১২৫ কিউসেক। ২০০৬ সালে ০.০০০০০০০০০০০০৯১০৫১৩৩০৬৬৪০৬২৫০০০০০০৩০১৭৪৮৬০১৪১৭৫০০১০১৫৬২৫ কিউসেক। ২০০৭ সালে ০.০০০০০০০০০০০০৪৫৫২৫৬৬৫৩৩২০৩১২৫০০০০০০১৫০৮৭৪৩০০৭০৮৭৫০০০৫০৭৮১২৫ কিউসেক। ২০০৮ সালে ০.০০০০০০০০০০০০২২৭৬২৮৩২৬৬৬০১৫৬২৫০০০০০০০৭৫৪৩৭১৫০৩৫৪৩৭৫০০০২৫৩৯০৬২৫ কিউসেক। ২০০৯ সালে ০.০০০০০০০০০০০০১১৩৮১৪১৬৩৩৩০০৭৮১২৫০০০০০০০৩৭৭১৮৫৭৫১৭৬৮৭৫০০০১২৬৯৫৩১২৫ কিউসেক। ২০১০ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০৫৬৯০৭০৮১৬৬৫১৫৩৯০৬২৫০০০০০০০১৮৮৫৯২৮৭৫৮৪৩৭৫০০০০৬৩৪৭৬৫৬২৫ কিউসেক। ২০১১ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০২৮৪৫৩৫৪০৮৩৩২৫৭৬৫৬২৫০০০০০০০০৯৪৪২৯৬৪৩৭৯২১৮৭৫০০০০৩১৭৩৮২৮১২৫ কিউসেক। ২০১২ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০১৪২২৬৭৭০৪০৪১৬৬২৮১২৫০০০০০০০০৪৭২১৪৮২১৮৯৬০৯৩৭৫০০০০১৫৮৬৯১৪০৬২৫ কিউসেক। ২০১৩ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০৭১১৩৩৮৫২০২০৮৩১৩২৮১২৫০০০০০০০০২৩৬০৭৪১০৯৪৮০৪৬৮৭৫০০০০০৭৯৩৪৫৩১২৫ কিউসেক। ২০১৪ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০৩৫৫৬৬৯২৬০১০৪১৫৬৫৬২৫০০০০০০০০১১৮০৩৭২০৫৪৭৪০২৩৪৩৭৫০০০০০৩৯৬৭১৮৭৫০৩১২৫ কিউসেক। ২০১৫ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০১৭৭৮৩৪৬৩০০৫২০৭৮২৮১২৫০০০০০০০০০৫৯০১৮৬০২৭৩৭০১১৭১৮৭৫০০০০০১৯৮৩৫৯৩৭৫১৫৬২৫ কিউসেক। ২০১৬ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০৮৮৯১৭৩১৫০২৬০৩৯১৪০৬২৫০০০০০০০০০০২৯৫০৯৩০১৩৬৮৫০৫৮৫৯৩৭৫০০০০০০৯৯১৭৯৬৮৭৫৭৮১২৫ কিউসেক। ২০১৭ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০৪৪৪৫৮৬৫৭৫১৩০১৯৫৭০৩১২৫০০০০০০০০০০১৪৭৫৪৬৫০৬৮৪২৫২৯২৯৬৮৭৫০০০০০০৪৯৫৮৯৮৪৩৭৫৩৯০৬২৫ কিউসেক। ২০১৮ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০২২২৯৩২৮৭৫৬৫১৫৯৮৫১৫৬২৫০০০০০০০০০০০৭৩৭৩২৫৩৪৩৪২৬২৬৪৩৪৩৭৫০০০০০০০২৪৭৯৪৯৩৪৩৭৫১৫৬২৫ কিউসেক। ২০১৯ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০১১১৪৬৬৪৩৭৮২৮২৯৯২৫৭৮১২৫০০০০০০০০০০০০৩৬৮৬৬২৬৭১৭১৩১৩১৭১৮৭৫০০০০০০০০১২৩৯৭৪৬৭১৮৭৫৭৮১২৫ কিউসেক। ২০২০ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০৫৫৭৩৩২১৮৯৩৯১৪৯৬২৮১২৫০০০০০০০০০০০০১৮৪৩৩১৩৩৫৮৫৬৫৯৫৯৩৭৫০০০০০০০০০৬১৯৮৭৩৩৫৯৩৭৫৩৯০৬২৫ কিউসেক। ২০২১ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০২৭৮৬৬৬০৯৪৬৯৫৭৪৮১৫৬২৫০০০০০০০০০০০০০৯২১৬৬৬৮৩৭৯৩৩৯৮৯৬৮৭৫০০০০০০০০০০৩০৯৯৩৬৬৮৩৭৯৩৩৯৮৯৬৮৭৫ কিউসেক। ২০২২ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০১৩৯৩৩৩০৪৭৩৪৮৯৩৯৮৫১৫৬২৫০০০০০০০০০০০০০০২৩০৪১৬৬৭৬৯৮৩৪৯৯২৬৮৭৫০০০০০০০০০০০১৫৪৯৮৩৩৩৪১৮৪৬৯৯৬৩৪৩৭৫ কিউসেক। ২০২৩ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০৬৯৬৬৬৫২৩৬৭৪৪৬৯৯২৮১২৫০০০০০০০০০০০০০০০১১৫২০৮৩৩৩৪৫৯১৭৪৯৯৩৪৩৭৫০০০০০০০০০০০০৭৭৪৯১৬৬৬৭৬৯৮৩৪৯৯২৬৮৭৫ কিউসেক। ২০২৪ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০৩৪৮৩৩৩২৬১৮৩৭২২৩৪৯৬৫৬২৫০০০০০০০০০০০০০০০০৫৭৬০৪১৬৬৬৭৯৫৮৭৪৯৯৩৪৩৭৫০০০০০০০০০০০০০৩৮৭৪৫৮৩৩৩৪১৮৪৬৯৯৬৩৪৩৭৫ কিউসেক। ২০২৫ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০১৭৪১৬৬৬৩১৫৯১৮৬১৭৪৯৮২৮১২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০২৮৮০২০৮৩৩৩৪৫৯৩৭২৪৯৯৩৪৩৭৫০০০০০০০০০০০০০০১৯৩৭২৯১৬৬৬৭৬৯৮৩৪৯৯২৬৮৭৫ কিউসেক। ২০২৬ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০৮৭০৮৩৩৩১৫৭৯৫৯৩১৮৬২৪১৫৬২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০১৪৪০১০৪১৬৬৬৭৯৫৮৬২৪৯৯৩৪৩৭৫০০০০০০০০০০০০০০০৯৬৮৬৪৫৮৩৩৩৪১৮৪৬৯৯৬৩৪৩৭৫ কিউসেক। ২০২৭ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০৪৩৫৪১৬৬৬৩১৫৯১৮৬১৭৪৯৮২৮১২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৭২০০৫২০৮৩৩৩৪৫৯৩১২৪৯৯৩৪৩৭৫০০০০০০০০০০০০০০০৪৮৪৩২৪২৯১৬৬৬৭৬৯৮৩৪৯৯২৬৮৭৫ কিউসেক। ২০২৮ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০২১৭৭০৮৩৩৩১৫৭৯৫৯৩১৮৬২৪১৫৬২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৩৬০০২৬০৪১৬৬৬৭৯৫৮৬২৪৯৯৩৪৩৭৫০০০০০০০০০০০০০০০০২৪২১৬২১৪৫৮৩৩৩৪১৮৪৬৯৯৬৩৪৩৭৫ কিউসেক। ২০২৯ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০৮৮৫৪১৬৬৬৩১৫৯১৮৬১৭৪৯৮২৮১২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১৮০০১৩০২০৮৩৩৩৪৫৯৩১২৪৯৯৩৪৩৭৫০০০০০০০০০০০০০০০০১২১০৮১১০৭২৯১৬৬৬৭৬৯৮৩৪৯৯২৬৮৭৫ কিউসেক। ২০৩০ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৫৪৪২৭০৮৩৩৩১৫৭৯৫৯৩১৮৬২৪১৫৬২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৯০০৬৫১০৪১৬৬৬৭৯৫৮৬২৪৯৯৩৪৩৭৫০০০০০০০০০০০০০০০০০৬০৫৪০৫৫৩৬৪৫৮৩৩৩৪১৮৪৬৯৯৬৩৪৩৭৫ কিউসেক। ২০৩১ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০২৭২১৩৫২০৮৩৩৩১৫৭৯৫৯৩১৮৬২৪১৫৬২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৪৫০৩২৫৫২০৮৩৩৩৪৫৯৩১২৪৯৯৩৪৩৭৫০০০০০০০০০০০০০০০০০৩০২৭০২৭৬৮২৯১৬৬৬৭৬৯৮৩৪৯৯২৬৮৭৫ কিউসেক। ২০৩২ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১৩৬০৬৭৬০৪১৬৬৬৩১৫৯১৮৬১৭৪৯৮২৮১২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০২২৫০১৬২৮১২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০১৫১৩৫১৩৪৫৮৩৩৩৪১৮৪৬৯৯৬৩৪৩৭৫ কিউসেক। ২০৩৩ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৬৮০৩৩৮০২০৮৩৩৩১৫৭৯৫৯৩১৮৬২৪১৫৬২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১১২৫০৮১৪০৬২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০৭৫৬৭৫৬৭২৯১৬৬৬৭৬৯৮৩৪৯৯২৬৮৭৫ কিউসেক। ২০৩৪ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৩৪০১৬৮৪০১৪১৬৬৬৩১৫৯১৮৬১৭৪৯৮২৮১২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৫৬২৫৪০৩১২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০৩৭৮৩৭৮৩৬৪৫৮৩৩৩৪১৮৪৬৯৯৬৩৪৩৭৫ কিউসেক। ২০৩৫ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১৭০০৮৪২০১৪১৬৬৬৩১৫৯১৮৬১৭৪৯৮২৮১২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০২৮১২৭০১৫৬২৫০০০০০০০০০০০০০০০০০০১৮৯১৮৯১৮২৯১৬৬৬৭৬৯৮৩৪৯৯২৬৮৭৫ কিউসেক। ২০৩৬ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৮৫০৪২১০০৭০৮৭৫০০০৫০৭৮১২৫ কিউসেক। ২০৩৭ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৪২৫২১০৫০০৩৫৪৩৭৫০০২৫৩৯০৬২৫ কিউসেক। ২০৩৮ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০২১২৬০৫২৫০০১৭৭১৮৭৫০০১২৬৯৫৩১২৫ কিউসেক। ২০৩৯ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০৬৩০২৬২৫০০০৮৮৫৯৩৭৫০০০৬৩৪৭৬৫৬২৫ কিউসেক। ২০৪০ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৫৩১৫১৩১২৫০০০৪৪২৯৬৮৭৫০০০৩১৭৩৮২৮১২৫ কিউসেক। ২০৪১ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০২৬৫৭৫৬৫৬২৫০০০২২১৪৮৪৩৭৫০০০১৫৮৬৯১৪০৬২৫ কিউসেক। ২০৪২ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১৩২৮৭৮২৮১২৫০০০১১০৭৪২১৮৭৫০০০৭৯৩৪৫৩১২৫ কিউসেক। ২০৪৩ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৬৬৪৩৯১৪০৬২৫০০০০৫৫৩৭১০৯৩৭৫০০০৩৯৬৭১৮৭৫০৩১২৫ কিউসেক। ২০৪৪ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৩৩২১৯৫৭০৩১২৫০০০০২৭৬৮৫৫৪৬৮৭৫০০০১৯৮৩৫৯৩৭৫১৫৬২৫ কিউসেক। ২০৪৫ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১৬৬০৯৭৮৫১৫৬২৫০০০০১৩৮৪২৭৩৪৩৭৫০০০৯৮৬৯৩৭৫৩৯০৬২৫ কিউসেক। ২০৪৬ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৮৩০৪৮৯২৮১২৫০০০০৬৯১৩৬৭১৮৭৫০০০৪৯৩৪৬৯৩৭৫ কিউসেক। ২০৪৭ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৪১৫২৪৪৬৫৬২৫০০০০৩৪৫৬৮৩৩৫৯৩৭৫০০০২৪৬৭৩৪৬৮৭৫ কিউসেক। ২০৪৮ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০২০৭৬২২৩২৮১২৫০০০০১৭২৮৪১৬৭৯৬৮৭৫০০০১২৩৩৬৭৩৪৩৭৫ কিউসেক। ২০৪৯ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১০৩৮১১৬১৫৬২৫০০০০০৮৬৪২০৮৩৯৮৪৩৭৫০০০০৬১৬৮৩৩৬৯৩৭৫ কিউসেক। ২০৫০ সালে ০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৫১৯০৫৮০৭৮১২৫০০০০০৪৩২১০৪১৬৬৬৭৯৫৮৭৪৯৯৩৪৩৭৫ কিউসেক।


# বিক্রী এখন অনেক উঁচুতে উঠেছে

লোমা শুধু চুল কালো করবার জন্যেই নয়, চুলের প্রসাধনেও অতুলনীয়। সেই জন্যেই দিনকে দিন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এবং বাইরেও তরুণ ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ সবাই চুল কালো করবার জন্যে আজ সব কিছু ছেড়ে লোমা-র দিকেই ঝুঁকেছেন।

লোমা

চুল কালো করবার কালি সর্বত্র প্রশংসিত।

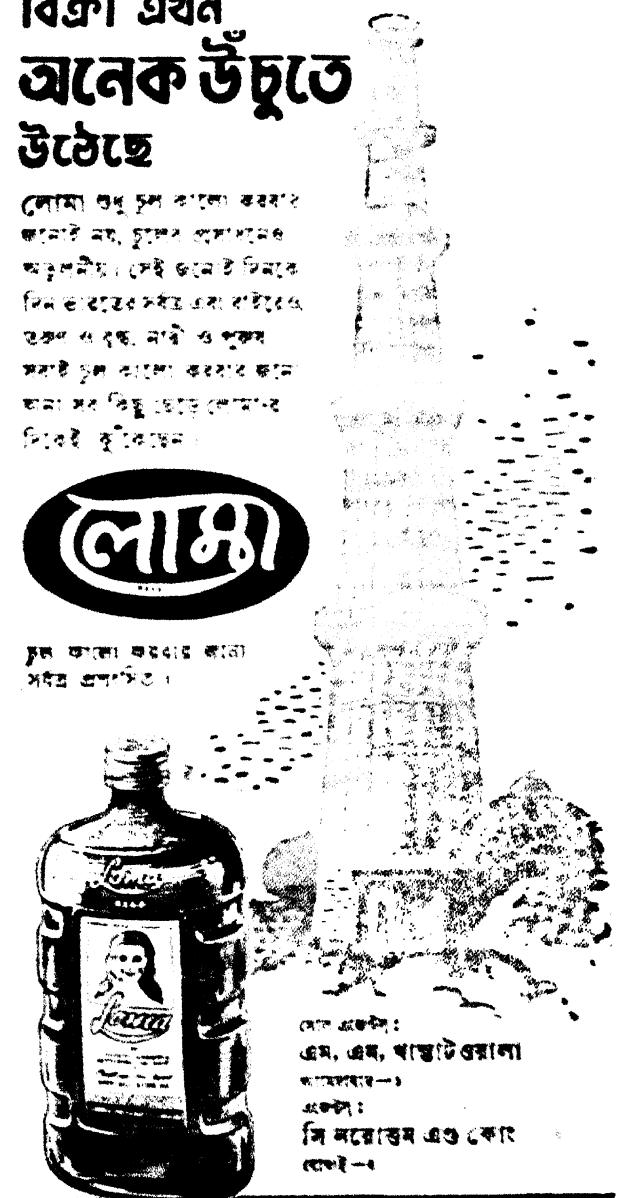


সেল এজেন্ট:
এম, এম, খাস্তগীর এণ্ড কোং
কলিকাতা—১
এজেন্ট:
সি নরোত্তম এণ্ড কোং
বোম্বাই—৭

এজেন্ট: মেসার্স দা বার্তাস এণ্ড কোং, ১২১, হরিসন্তর স্ট্রীট, কলিকাতা

| তথ্যতালিকা | উত্তর নবগ্রাম | দক্ষিণ নবগ্রাম |
|---|---|---|
| (ক) ভেরীর সংখ্যা— | ১২ | ১০৯ |
| (খ) মোট জলভাগ— | ২৮,০০০ বিঘা | ১৪,৭০০ বিঘা |
| (গ) দৈনিক মৎস্য উৎপাদন— | ৩৮০ মণ | ১০৬ মণ |
| (ঘ) মৎস্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত মোট কর্মীসংখ্যা— | ৩,৬০০ জন | ১,৪০০ জন |
| (ঙ) বিঘাপ্রতি ভাড়া— | ৩০ টাকা | ৫, টাকা |
| (চ) বিঘাপ্রতি পরিচালনার ব্যয়— | ১৭০, টাকা | ১২৭, টাকা |
| (ছ) বিঘাপ্রতি সমগ্র আয় | ৩০০, টাকা | ২০৪, টাকা |
| (জ) বিঘাপ্রতি আয় (ব্যয় বাদে)— | ১০০, টাকা | ৭২, টাকা |
| (ঝ) বিঘাপ্রতি মৎস্য উৎপাদন— | ৫ মণ | ৩·৪ মণ |

[তথ্যগুলি পশ্চিম বাংলা সরকারের মৎস্য বিভাগের বদান্যতায় প্রাপ্ত।]

এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে এখান থেকে প্রায় ৫০০ মণ মাছ প্রতিদিন কলিকাতার বাজারগুলিতে চালান যায়। এর পর দ্বিতীয় উপজীবিকা হিসাবে কৃষিকার্যের নাম করা যায়। বাঁধ অঞ্চলে ও উচু জমিগুলিতে প্রধানত ধানের চাষ হয়। এখানে বছরে প্রায় ২,৫১,০০০ মণ ধান উৎপন্ন হয়। স্থানীয় প্রায় ৫০,০০০ অধিবাসী ছাড়াও অন্যূন অতিরিক্ত ২,০০০ বহিরাগত এখানে স্থানী বাসস্থান খুঁজে পেয়েছেন।

সংবাদপত্রের মারফত দেখা যায় যে, সহর অঞ্চলের বাড়বাড়ন্ত ছিঁড়তে এই জমিগুলি ভরাট করতে প্রতি একরে অন্যূনাধিক ২,৪১,৬৬০ টাকা খরচ পড়বে, যা প্রস্তাবিত ঘর বাঁধবার লোকের পক্ষে খুবই বেশী। এর পর জলভূমি ভরাট করবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে ২৫ বাড়ি তুলতে গেলে সেও অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়বে নতুন সে জমি আরও বহুগুণিত দামীই হোক বাড়াতে হবে। সহর কলকাতাকে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য যে কলাণী সহরের সৃষ্টির পরিকল্পনা একই সঙ্গে চলছে বিশেষজ্ঞদের মতে এই পরিকল্পনার ফলে নূতন করে বসতবাড়ীর সমস্যার উদ্ভব হবে। মাছ এবং ধানসহ এই উর্বরক্ষেত্র নিশ্চই প্রত্নতত্ত্বের প্রয়োজনে এই রাজ্যে একটিমাত্র সংরক্ষণ হয়েই থাকবে। এই অঞ্চলের উপযোগিতার জন্য যে চেষ্টা চলছে এই যেমন মাছের ও ধানচাষের কথা তেমনি আমরা আশা করি যে এই প্রস্তাবে যারা বাস্তব মানুষের নিকটতর আছে, প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়ে প্রকৃতিদত্ত ফসল যে কটি ছেড়ে এসেছে আমরা যেন সংরক্ষণ করি। অন্যথায় বিজ্ঞানীরা যা করবে আর্থিক পরিবর্তনের সাহায্যে প্রকৃতিকে নিজেদের কাজে লাগানোই শ্রেয় মনে হয়। যেমন লবণাক্তের ও বাসোপযোগী জমিগুলি বাদ দিয়ে, জলের কিছুটা ভরাট করে পার্ক-এর সৃষ্টি করে যেতে পারে। বাকী জলভাগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং সমবায় প্রথায় চাষ করে উৎপন্ন মাছের পরিমাণ আরও বাড়ানো চলবে। বর্তমানে বিধাননগরী শিল্পোন্নয়নী সমবায় সমিতি সমবায় প্রথায় মাছ চাষের একটী সার্থক উদাহরণ। এইরকম আরও প্রচেষ্টার সাহায্য বৈজ্ঞানিক উপায়কে যুক্ত করতে পারলে তা সার্থকতর হবে।

সংবাদের মারফত বলা যায় যে, এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশটী সুন্দর, শান্ত ও নিরিবিলি। সহরের কোলাহল ও ধোঁয়ার দূষণের মধ্যে বসতি ও অফিস এবং শিল্প নিয়ে কর্মপ্রেরণা মনে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা এই প্রস্তাবে সঞ্চারিত হয়। প্রতিটি মানুষই উপায় করে কোন জায়গায় ঘুমাবে, কাজ করবে, সময় দুবার উঠবে বসবে, শিল্প, বাণিজ্য পরিচালনা নিয়ে হয়ে থাকে। তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানুষের কাজের সময় ও ঘুমাবার সময় ছাড়া বাকী সময়টুকু নিজের ইচ্ছামত কাটাবার জন্য। এই সময়টুকুর জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় তা সহরের সমস্ত ব্যবস্থার ১০ ভাগের ৯ ভাগ। এইজন্য বিধাননগরীর পরিকল্পনায় এই সময়টুকুর জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১০

আবার কী সুন্দর মেঘ করেছে সন্ধে। আকাশ দেখে নামবে বলেও করে। পশ্চিমা ছাড়ে ঘরে। অন্ধকার ওরঙ্গ ঘরে ঘরে ঘরে ঘরে দৃষ্টি কমলাপাতা। সব ঘোলা দৃষ্টি ঘরে ঘরে ঘরে।

মেঘ সন্ধেবেলা মন কেমন উড়ু উড়ু করে। ঘরে থাকে টিকে থাকতে চায় না। ঘরে নিরক্ষর। নয় না ভাল লিকোনে। ঘিরে অন্ধকার ঘিরে আসবে শূন্যতা। দৃষ্টি একবার এসো, ঘরে আসে।

কার্তিক তাই সেজ ঘরে তাড়াতাড়ি পড়া অন্ধকারে ঘিরে উঠেছে।

কৃষ্ণিকা কাজ কি সন্ধে করি না বেরোয় কারে বেরোবার কথা। কার ঘিরে সন্ধে না। কার ঘিরে কৃষ্ণিকা না। কী সাজে না কার্তিক ভালোবাসে। সাজ ঘরে। কী না কার্তিক। তাই যখনই বেরোবে ঘিরে না আসে বেরোবেই না বেরোবে। আসে পড়ায় পড়ায় মুখস্থ মুখস্থ একটা কার্তিকে। যা কী কার বেরোবে। ঘরে ঘরে ঘরে ঘরে মুখ ঘিরে। ঘরে না বেরোবে। কার্তিকে না বেরোবে পড়ে। বেরোবে কী কার বেরোবে ঘরে না বেরোবে। কার্তিকে না বেরোবে পড়ে। বেরোবে কী কার বেরোবে কৃষ্ণিকার কৃষ্ণিকার। বেরোবে ঘিরে কী কার বেরোবে কৃষ্ণিকার।

কৃষ্ণিকা ঘরে ঘরে ঘরে ঘরে

একেবারে নির্ঘাত প্রাইম হাসপাতাল নয় কিন্তু লাইফ হাওয়ার লাইফলাই বা কোথায়?'

'হা নসিবকা কী করবে?'

'নিজে কিছুই করবে না। শুধু, তোমার বাবাকে ধরবে। ধরে একটু নাড়চাড়া করবে। ব্যস্‌ এই—'

'ব্যস্‌ এই—'

হৌহৌ করে হেসে উঠল ধুর্জটি। হু হু করে। হু হু, কারই সুকান্তর মনে হোলো কথাটা : ধৌর্জটির নিজে আসলে তোমার মত হাসবার টিকমত কার্টিফিকেট কখনো। এক পাগল আর্টিস্টের মতো।

কার্জলির কানের মধ্যে যেন কে গরমজল সীসে ঢেলে দিল। সুকান্তর মুখের ছোবল ফিরিয়ে নিল চোখ। সংক্ষেপে বললে, 'বাড়ি ফিরে চল।'

'তা যাচ্ছি। কিন্তু অন্তর্যামীকে কলা দিইয়ে রাখবে তোমরা মানে হয় না। বিশেষত যে অন্তর্যামী যখন সত্য জানেন। তিনি বলে রাখছি সুকান্ত। একটু, অপেক্ষা করলেই হয়তো মিলে যাবে ফোকসিনিয়ম একটা, শুভদৃষ্টি একটু, পরমকৃপা।'

মুখের দিকে তাকাবে না ছোবেও তাকায় কার্জলি। কেমন যেন-যেন সংশয়ান্বিত সুকান্তকে। আর তবে হাসিটা ঠিক প্রত্যাবর্তের হাসি।

কিন্তু অকাশে আজ নতুন মেঘ দেখে সুকান্ত সেই টাকার কথাই ভাবলে, বললে, ছাড়বে আর না কার্জলি।

উপরে আসতেই কার্জলি বললে, 'কী সুন্দর মেঘ করেছে দেখ।'

জানলায় কোথায় একটু, কার্জলির পাশে ঘেঁষে দাঁড়াবে, তাকাবে বাইরে—সুকান্ত প্রাহ্যও করল না। আকাশে মেঘ করেছে, তা আবার দেখবার কী! হয় ঝরবে নয় উড়ে চলে যাবে নভস্তলে।

তোমার প্রাপ্য কি? বললে দিবিা সুকান্ত। তোমাকে তো আর বেরুতে হয় না, ঘুরতে হয় না টাকা বেড়পাবের ভিক্ষিতে। দাঁড়ি হলে ভিক্ষি পাল হবে ঘুমুলে সুপুরেলায়। আর আমি আমার না মাস্তু ছাড়া না আমি ওয়াদির পাঠ আমার খাড়া করেছিলাম।'

পাকা কথা অন্যাকেও সাজা নিয়ে চলে না আমিন ভিক্ষিত। ভেতো মেয়ের মত প্রায় নেতে উঠল কার্জলি।

এ কী ধরনের সুর সুকান্তর কণ্ঠে ভেবেছিল সুকান্ত। এ সুর আর সাধন বোসপাড়ের বন্ধে বন্ধুদের সেবেনো নয়, এ কথা জানত সে।

'আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?' ওধাল সুকান্ত।

'আমি না সুকান্ত, কাঁদের মাঝে ঘরে ভর্তি। সমুদ্রের পারে প্রাসাদ ভোলা, পাহাড়ের সানু। চূড়ায় অট্টালিকা তবে সেই সবের চাবিকাঠি নিয়ে এল কার্জলি। মোদ্দা কথাটায় এসে ভোলো একটা সুন্দর সকালের সঙ্গে আকাশ বাস করে সব মানুষের সেই হয় না। সকলের আর কী ভবিষ্যৎ তৃণ ছুটি করলেই সোনার ছুটি। সত্যি, চলো না লক্ষ্মীটি—'

চলো- মুখে এটুকু বলতে কী হয়েছিল! ক্ষণকালের জন্যে হলেও তখনকার একটি কল্পনার মনে রাখ। বেশ না? তাতে কি সব সময় মেনেই যায়, ঘরে-ঘরে যায় না?

গম্ভীর হল সুকান্ত। বললে, 'টাকা নেই।' পরে হঠাৎ হাত পাতল কার্জলির কাছে : 'দেবে কিছু, টাকা?'

'কোন কাজে?'

'একবার ডাক্তার বিলাত যেতাম। এখন যেতে হবে।'

'টাকা কোথায় আমার? তবে কিছুটা গোপনে আছে, একটা অপ্রত্যাশিত কিছু হয়ে যেতে পারে?'

'অর্থাৎ অপঘাত?'

'যে টাকা কলা স্ত্রীর জন্য দুদিন পরে পরে কাজ হবে কী লাভ?' কার্জলি নিজেকে আর সম্বরণ করল না।

দুজন মুক্তোর দুর্ভিক্ষকাল সম্বন্ধে ভাবনা কারও কিছু দুর্ভিক্ষ নেই। কী লাভ এক মুক্তোর জন্য দুই মুক্তো এক মুক্তোর জন্য দুই মুক্তো এক মুক্তোর জন্য দুই মুক্তো? কার সুকান্ত আসছে না কি এ কি জন্মান্তর বাসের বিভিন্ন ফোটা। কী লাভ?

'আমার জন্যে কার্জলি ভেবেছ কেন?' দুর্বোধ্য চোখে সুকান্ত।

'আমার কি নিজে নিজে কর? ভালবাসি বলে আমার একটা মন বাজছে বলে নিজে সমস্যায়। নিজেদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই।'

যেই হাতে কলম পিষব না জুতো ঘষব? বলি, আমার সময় কই?'

'বা, আমাকে বলোনি কেন?' কার্তিক উঠে পড়ল। জুতো কালি বুরুশ নিয়ে বিসিয়া বসল মেঝের উপর। বলল, 'বা বৃষ্টি আসছে তাতে জুতোতে কালি লাগানো বৃথা। এমনিতেও ছোল অমনিতেও ছোল।'

'ঠাট্টা হচ্ছে?' সুকান্ত রাগের টোন নিল। 'নিজের প্রয়োজনে আর দরকার কী। এমনিতেও যেতে অমনিতেও যেত।'

'হ্যাঁ, তাই। কিন্তু জুতোয় কালি লেগে জলে বাড়িতে কেউ এমনি হয়তো কিছু বলবে না। অন্তত কাল সকালে আপনি যখন জুতোবুরুশে লাগাবেন—'

'আমরা লাগাব নাকি?'

'কারা যে লাগায়!' দুঃখিতভাবে মাথা ওলটাল কার্তিক।

'হেডমাস্টার যেন কবার বলে দিয়েছেন যে ছাত্রী ছাড়া আর কাউকে যেন পড়ানো না হয়। কী দরকারই বা অন্যদের সঙ্গে মেশা।'

'কেন?' সত্যিই বুঝি কার্তিক। পড়ানো ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে—'

'ঐ যে, ছেলেরা—' কার্তিক আমতা আমতা করে।

'ছেলেরা কারা?'

'কী জানি—'

ছেলেরা ঠিক কারা তাকে বলতে পারবে না সুকান্ত। কিন্তু সুকান্তের নিজেরও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কারা যেন পিছনে লাগছে। কারা যেন তাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ছে। ঠিকে লোকটা ওরকম বলেছে বলেই কি তার এখন মনে হচ্ছে?

তবে কিন্তু সুকান্তের ঠিক তা মনে হয়নি। ছাত্রীদের টিউশন দেওয়াটাকে সে ঠিক ইজ্জতের ব্যাপার বলে মনে করেনি। কিন্তু ছাত্রীদের পিতা বা অভিভাবকদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে এমন কথাও সে ভাবেনি।

'ঐ সব কথা ছাড়ো। পরিবারের টিউশন পরিবারে একটা আত্মীয়তার ভিতর ইজ্জত করে কার্তিক। কিন্তু ছাত্রীদের পিতা সেওতা আছে। একটা অবজ্ঞাও তাই তার ইঙ্গিতে।

'সব শেষে?'

'আরে না না বাবা। ঐ টিউশন ফাউই তার ভিতর আবার নিজে লক্ষ্য করার কিছু নিশ্চয় না হয় কেউ না করে থাকে।'

কার্তিকই ঘাবড়াতে সুকান্ত। বলল, 'আচ্ছা, ছাত্রীর বোনটি কী সত্য?'

'হেডমাস্টার কী যেন বলেছিল, হয় না করে উপায় কী? সাধারণ জুতো পালিশ কারা পড়ানো কার্তিক। এদুলো পরিবারের কারা বলল, 'ফেল একবার ভিতে পরে আবার নিয়ে ধরবে মতলবে হেডমাস্টার থাকবে। একটা টাকা কাটিতে হবে, ওরকম মন সমান যে একটু স্বাধীনতা চাইবে হেডমাস্টার হিসেবে।'

'তাই তো দেখছি।' পায়ে জুতো গলিয়ে চলে যাবার উদাসীন ভঙ্গি করল সুকান্ত।

'হে কি, টাকাটা দিয়ে যাও।'

'আর থেকে ছেড়ে নিও।'

'বা, রাত থেকে চাইব কেন? আমি—আমি তোমার থেকে চাইব।'

'আমার হাত তোমার ঐ লজ্জাটের মতই খুলো।' ছেড়ে যেতে থামল সুকান্ত। আজ পুরাথা যখন নিজেরে হয়ে যায় তখন দুঃখ কাজ—মুখ কাজের কাছেই পুরাথা জানাতে হবে। সুতরাং রাত কাজ হাতে না পেয়ে উপায় নেই।'

'আমি তা জানি না। আমি শুধু—আমি শুধু, তোমার কাছে হাত পাতব। তখন তুমি আলো তুমি ফেলেছে এনে দেবে। ছোট ঢিলের ভিক্ষে করে না সমুদ্র সেচা?'

'তুমি শুধু কবি? তুমি আমার কেন কে? তবে কেন-তার কাছে চাইতেই বা তোমার লজ্জা কিসের?'

অনেক চেষ্টা কেন যা নিয়ে এই কথাটা বলতে অনায়াসে বলতে পেরেছে কার্তিক। তবু সে হাসল। বলল, 'বাবারা কী ভেবে, কত ভেবে? যে যা ভেবে তাই পরিবর্তিত। একমাত্র পরমাণুই অপরিবর্তিত থিতে পারে পৃথিবী। তোমার কাছে তাই আমার আকাঙ্ক্ষাও নির্দিষ্ট, তোমার সঙ্গও অনুরূপ।'

'পরিবর্তন যদি বড় বাড়ি। কত বলল? পাঁচ? আড়াই—' চিনি পান কার্তিকের পিছনে ঘরে ফেরে সুকান্ত।

'চিনি' চলচ্চিত্রের তারকা বলল। বলল, 'তুই একটা কী বল তো!'

'তোর' হাত ধরে ফেলে সুকান্ত।

'তুই ওঠ' বিয়ে জুতো-বুরুশ বরাবর।'

'বেশ, তাতে তোমার কী? বড় বাড়ি তোমার লজ্জাকে পারে, ছেড়া জুতোটা টেনে নিয়ে পরে, জুতোয়


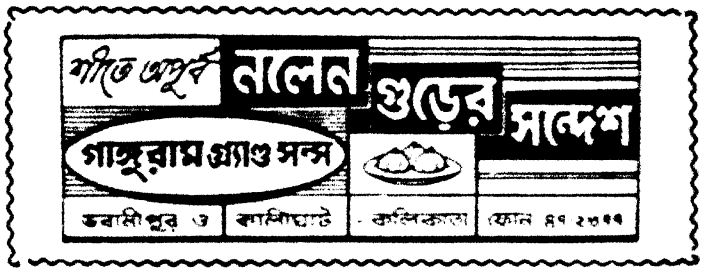


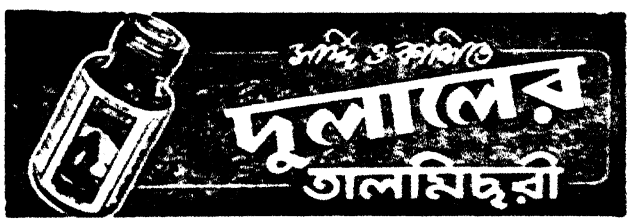


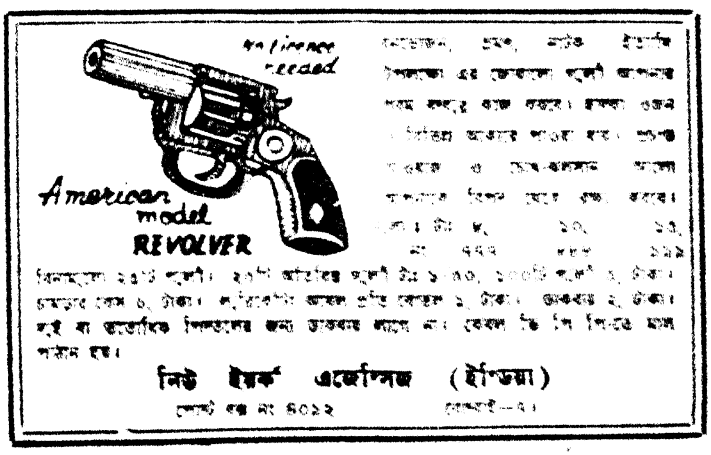


নিউ ইয়র্ক এজেন্সিজ (ইণ্ডিয়া)

একটা কাজ বুঝলাম এমন অধর্ম কিসের?'

'নিশ্চয়ই অধর্ম।' মৃণালিনী কণ্ঠস্বর তপ্ত করল: 'একটা এম-এ পাশ মেয়ে—'

কথাটা শেষ হবার আগেই হেসে উঠল সুকান্ত। বলল, 'দেখ না এম-এ পাশ মেয়ে —তোমার বন্ধুদার নয় ইকনমিকসের এম-এ —কেমন নিখুঁত হিসেব রেখেছে, অথচ কেমন পরিপাটি হস্তাক্ষর। চুলের ফিতে চোদ্দ পয়সা। তেলেভাজা দু আনা। শীতলায় থালা পাঁচ পয়সা—'

মৃণালিনী ধমক দিয়ে উঠল: না। নিজের জুতো নিজে বুরুশ করবি। আগে করতিস কী?'

ক্ষুণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্ত। বলল, 'আগে স্বাধীন ছিলাম, জুতোও তাই স্বাধীন ছিল, মনও সাদাসিধে ছিল। তার জন্যে পালিশের দরকার হত না। এখন বন্ধন মেনেছি, জুতোও তাই হাঁ করে গিলে খাচ্ছে। সম্ভ্রান্ত হবার ফলশ্রুতি ঐ। এখন পায়ে-মাথায় দু জায়গায় আলবার্ট—

'তুই সম্ভ্রান্ত—তোর বউ সম্ভ্রান্ত না?' মৃণালিনী আবার ধমকাল।

'হ্যাঁ, এম-এ পাশ। মাঝে-মাঝে কেমন ভুল যাই। তুমি যদি মনে করিয়ে না দিতে, কে বলত তার ঐ নবনীত চেহারা দেখে! মেঝের উপর কেমন জোপাটে বসে তালে-তালে বুরুশ ঠুকছে। বুরুশ ঠুকছে তো নয়, পাটীর বাজাচ্ছে।' সবশেষে দিকে হুটল সুকান্ত।

মৃণালিনী পিছু ডাকল। বলল, 'তীবণ মন খারাপ করেছে। একটু লড়িয়ে যা।'

'ও মেঘ জলনা যা। বড় ঘনীর ও ব্যাপার না।' সরল পেরিয়ে আবার ফিরল সুকান্ত। বলল, 'কার্তিকে পাঁচটা টাকা দিও তো। ও চাইছিল। ওর কী যেন দরকার— হুড বেরিয়ে গেল বাড়ীতে।

কতক্ষণ পরে হুড়মুড় করে এসে পড়ল বৃষ্টি। উপরে জনসভার সভাপতির মতোই হুঁশ হল উমল কার্তিক। নিশ্চয়ই পৌঁছয়নি এত শীঘ্র। নিশ্চয়ই ভিজেছে। নইলে কোথাও আটকা পড়েছে। হয় কোনো মুদি-দোকানে নয় সেই বস্তি-বিড়ালের আস্তাবলে নইলে কী পাড়ি-বরাদ্দের নিচে হাল একটা পড়িছুটে পড়ও নিশ্চয়ই পড়িয়েছে তার গা ঘেঁষে। কিংবা জন জনে মন্ত্রিত্বগুলো কটা অন্যকে বরাবরের মিরিওলো। অপো-অপো মনে আছে, সুকান্ত বাড়িতে পড়ুক বা সুকান্তদের পড়োয় কার্তিক, ওর যেন অসুখ না করে ওর যেন অসুবিধে না হয়। নিজে ইচ্ছে করে ভিজে বাড়িতে নিজেদের জানলা খুলে রেখেছে গোপনে, যেন ওর গায়ের ঝাপ্টা নিজের গায়ে এসে জড়ো হয়। কিন্তু আজ, এখন কেন কে জানে, মন সর্বক্ষণ উলটো চাওয়া চাইছে। ও জল ছোক, ও অসুবিধের পড়ুক, হাঁ, মন ছি, বিপদেই পড়ুক। ওর কষ্ট হোক, জ্বর হোক, ওর সম্ভ্রান্ততার জুতোয় কালি ধুলো মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।

কার্তিককে টাকা দেবার কথা মৃণালিনী অবশ্য ভুলে গিয়েছে, কিন্তু কখন পরে চোদ্দ-পনেরো বছরের একটা সন্তানী চাকর সে সুকান্তের ঘরে ঢুকিয়ে দিল। সে, ঐ তোর ঘর। ঐ তোর সন্তান।

'কে তুই?' জিগ্যেস করল সুকান্ত।

কাঁচা হাতে কলা ছেলেটা কথাকে লাজে হেসে উঠল। বলল, 'আমি এ ঘরের চাকর।' বলেই মেঝেতে কাঁটা বুলোতে লাগল।

'এ ঘরের চাকর মানে? এ বাড়ির চাকর নয়?' জিগ্যেস করল কার্তিক।

'বাড়ির চাকর তো দুইজনই আছে। আমি শুধু এ ঘরের চাকর।'

'শুধু এ ঘরের?' কথাটা যেন তখনো কার্তিকের কানে অবিশ্বাস্য লাগছে।

'উপর কী তা জানি। মাইনে সে আলাদা দশ টাকা।'

'তোর নাম কী?' খুশি মনে জিগ্যেস করল সুকান্ত।

'ভগন্। আমর করে ভগা, সকে ডাকতে পারেন—'

'আর কেন হচ্ছে ভগা—'

অকাল বিদেশের করে চলল ভগন্। বলল, 'আমার কাছ এমন কাজ পাবেন, কেন কাজে নাম হবে না, কাজেন না।'

'ভালো। কিন্তু তোর কাজটা কী?'

'যা করবার বলবেন তাই। বৃষ্টি না তাই চুকুম নিলেন চলবে।'

'যদি কিছু করার না থাকে?' প্রশ্ন করল কার্তিক।

'তাহলেও কিন্তু কাজ আমার থাকবেই। ঘর কাঁটা ঝাড়ন, কাপড়চোপড় কাচা— আর, সুকান্তর চোখের নিচে তুই চিহ্নির ভিতরে ভিজ চলবে; আর এমন না হলে না মাথা টিপতে সন্ধি, পায়ের ঘাটের লাগিয়েও দেখবেন হবে মানবে।'

'লক্ষিস কী!' উৎফুল্ল মুই পা পুরস্কৃতির করে ভিজ সুকান্ত। 'কাঁটা পাতাটা তোমার হাত থেকে। পায়ের ঘাটের লাগিয়েরের একবার হাঁটিয়ে দে দেখি।'

মেঝেতে হাঁটু ভেঙে বসে সুকান্তের পা টিপতে লাগল ভগন্।

'আরামি!' আরামে চোখ বুজল সুকান্ত। বলল, 'তোর নাম যে ভগন্, এই এখন আমার মনে হচ্ছে।'

'কেন বাবু?' ভগনের হাত মন্থর হল ক্ষণকাল।

'ভগন্ মানেই তো তুই কেবল ভাগিস,

(সি-২৪৫০)

পালিয়ে যায়। তুই যদি পালিয়ে যাস তাহলে বাঁচব কেমন করে?"

না, না, পালাব না, ছাড়ব না আপনাদের আশ্রম আর ঐ বউঠানি। আর একখানা উপন্যাস খোল বড়বাবু। বড়বাবুর ছাত আর আপনাদের মাইনে। ও আমি মন থেকে দিয়েছি।" আবার উপরে লাফিয়ে উঠল, "এ তো কিছু নয় হরি উপর থেকে আমার ছোকরা উপর—"

কপিটা উপুড় হয়ে পড়ে পড়ল সুকুমার।

"কী কুক্ষণে যে তোকে সঙ্গে করেছিলুম।

"কেন?" ঘোড়ার ডেকে উঠল সুকুমার। বললে "একখানা লাল আর হাতের মাইরে। এ কারবারে হেমন্তর আর কাজ নেই বাবা। ওরে টাকুর ফোনার ওরে টাকুর ঘিউকম টাকুর কাটোটিও আর রক্ষা করতে হবে না। যদি একা কাজ থাকে তো ওদের মাইনে এক সাড়ে মাইনে।

"ঘিউকম না কার্তিক ওরফেরার মাইনে হয় সাড়ে তিন টাকা।

এই আমার এই আমার নিজে করবে কী আমার নিজেরটাই সামলে নেব তো আমি। আমার হবে না। একটা ঘোড়া ঘোড়া ঘোড়া আমার সুকুমার মুখটিকে করেছি নেই। কিন্তু আমি আমার সুকুমার মুখটিকে করেছি নেই।

সুকুমার এর আগে ছড়ি ঘোরে এমন ঘোরে ঘোরে ঘোরে

দিচ্ছে। কণ্ট্রে-সেপ্চুরেগুলোও বসেছে সার সার। আর ওটা কি বউদিদি ?

'এ কী রে !' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল সুকান্ত : 'এত মারধোরের পর ?'

ককককে দাঁতে অকাল হাসল ভগলু। বলল, ছোট বউদিদিমণি পাঁচটি টাকা দিয়েছেন।

'দিয়েছেন ?'

'অন্তত এক মাসের মাইনে তো হবে। এক মাস তো খেটে দিই।'

'ছোট বউদিদিমণি গেল কোথায় ?'

'তা আমি কী করে বলব ?'

মলিনিমার কাছে গেল সুকান্ত।

'মা, তুমি কাকলিকে পাঁচ টাকা দিয়েছ ?' একটু হেসে কিশলয়কে কোলে তুলল।

'না তো।'

'ও চেয়েছিল তোমার কাছে ?'

'কই ? কখন ?'

'তবে ও যে ভগলুকে পাঁচ টাকা বাড়তি দিল, ভগলু বলছে দিয়েছে, ও সে-টাকা পেল কোথায় ?'

মুহূর্তে মায়ের চোখের দৃষ্টি ছোখা-ছোখি হল : পেল কোথায় ?

(ক্রমশঃ)


একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

—তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

আদরের পুতুলের জন্য সুন্দর জামাকাপড়!
মিনু তার পুতুলের জন্য সর্বদাই সুন্দর জামাকাপড় যোগাড় করে। মিনু তার বিবির জামা নেয়, ওর মার শাড়ী নেয়, আর তাছাড়া ওর নিজের জামাকাপড় তো আছেই। আর সব জামাকাপড় অল্প একটু সানলাইট দিয়ে কাচা—কিন্তু কি ধপধপে ফর্সা আর শুভ্র করে রঙীন।
জামাকাপড় তোলবার আর ছাবরগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন। অত সব কাপড় কাচতে অল্পই একটু সানলাইট লেগেছে। সানলাইটের সরের মত প্রচুর ফেনায় অনেক কাপড় কাচা যায়, আর আছড়নের দরকার হয়না। আপনার কাপড় কাচার জন্য সানলাইট সাবানই ব্যবহার করুন।

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

G/P. 2-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ১ ॥

৩রা জুলাই

ডোরবেলা যথারীতি কবির ঘরে গিয়েছি। দেখি, ডাক্তাররা জনকয়েক কাজে কৌচের উপর পা ঝুলিয়ে দিয়ে মুখ নিচু করে বিছানার ধারে বসে আছেন। ওঁর নিচের দিকে চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে মুখোমুখির বসাটাই দেখছেন।

আমি যখন ঘরে ঢুকে প্রণাম করলুম, বললেন, "কী, বিদেহ (ইন্দিরা দেবী) কাল এসেছে?" বললুম, "হাঁ, কাল রাত্রে ঘরে ঢুকেছে শুনে নিজে আসবার এই ঘরের নিচে ওঁর ঘুম ভাঙিয়ে ওকে উঠিয়ে" না এখনও তৈরী হয়ে বেরোন নি। ওদের কি আর এ সকাল সকাল হয়। আমি বসে আছি কখন বিদি ডাকবার হুকুম দিন, সেরকম তৈরী হয়েছেন, কিন্তু প্রথমবারের চাপা সেবার আশঙ্কা করছেন খুব। এরকম ডাকাডাকি হবে। তাই আমি এসেছি বসে বসেই ওঁর ঘুমন্ত মুখ দেখে নিয়ে ওঁকে জাগাব বলে। তাই ওঁরা সব কাজ না এসে নিচু ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর উপরে আসছেন। ইন্দিরা সেবী হয়েছে শুনলেন—হাসছেন, উনি তৈরী হয়েই বসে আছেন। একটু পরেই ওঁর হুকুম এলো। কবি যে ঘরে শুয়ে। অনেকদিন পরে ওঁদের সাক্ষাৎ দেখা।

ডাক্তারিক্ষণ শেষ করে ওঁরা সকলে নিচু নেমে গেলে কবি বললেন "আমার আজকাল কাজের অবসর এসে গিয়েছে যে, প্রায়ই ডাক্তারদের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা হয়। তাই উঁদের আসার প্রথমবার কথা বলবার এই সময়টা হাতে পেলে যে আমার সঙ্গে দেখা করা—এই ঘন ঘিরে শুনতে হয় যে একটা, সারে কুড়ি কাজ প্রথম সেরে আমার সেবা ডাকাবে। কাউকে পরে বিদায় দেবার—ছুটি দেবার খুশি হয়েছি।

ডাক্তারিক্ষণ চুপ করে থাকলে বললুম, কাল ও আজকের নিশ্চয়ই ডাক্তারদের ডাকা সময়ের দিকে চেয়ে কাটানো এরই পরেই আবার ডাকা। এই চেয়ে চেয়ে আমার আর কিছুতেই শেষ না। সেই কারণে ডাকা ডাকা দেখা। এই একটু পরেই ডাকা। ডাকা ডাকা ডাকা

মাসী বলছেন, এটা খাওয়া খুব উপকারী, এটুকু খেয়ে ফেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম—হ্যাঁ, সত্যিই ওটা ভালো জিনিস, খেয়ে আমার খুব উপকার হয়েছিল। "তবে দাও, তোমরা যখন বলছো, তখন দেখাই যাক পরীক্ষা করে। কিন্তু তোমাকে বলছি মুখে একটুও ভালো লাগে না কিছু আজকাল।" মীরাদি বললেন, বোধহয় রোজ রোজ আমার রান্না খেয়ে খেয়ে আরো অরুচি হয়ে গেছে তোমার। একটু হাত বদল করলে আবার মুখে ভালো লাগবে। "না, না তোর রান্নার কোনো দোষ নেই, সত্যিই দুই ভালো রাঁধিস। মাঝখান থেকে তুই ঠিক না? মীরু তো খুব ভালোই রাঁধে। আমারই মুখের দোষ হয়েছে।" মীরাদি বললেন—না, ভাল রাঁধুনী রান্না কোরো, তাতে একটু মুখের রুচতে হবেই। আমি তো চমকে উঠেছি। এইরকম অরুচির মুখে আমার রান্না, সে হবেই পারে না। মীরাদি বললেন, কেন ভাই, তুমি তো অনেকদিন বাবাকে রেঁধে খাইয়েছ,


# আরও অনেক শিল্পের

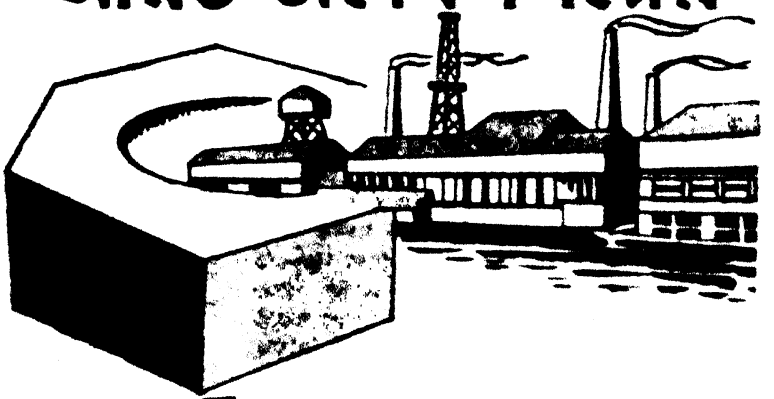

# মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ

১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে যখন মেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন সুরু হয় তখন—পাট, লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র, সিমেন্ট, কাগজ, লবণ, ইঞ্জিনীয়ারিং, কফি, অলৌহ ধাতু, চিনি ইত্যাদি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মেট্রিক ওজন ও মাপ গ্রহণ করে।

তারপর থেকে আরও অনেক শিল্পে এই পরিবর্তন সুরু হয়।

১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে ছোবড়া শিল্পে এই ওজন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৫৯ সালের ১লা নভেম্বর থেকে চিনি শিল্পেও মেট্রিক ওজনে পরিবর্তন সুরু হয়।

**রসায়নিক ও তৈলবীজ শিল্পে** ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাস থেকে মেট্রিক ওজন প্রবর্তিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে, পরিবর্তন ক্রমতর হবে।

১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পেট্রোল ও পেট্রোলজাত সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে লীটার ও মেট্রিক মাপে বিক্রী করা হবে।

১৯৬০ সালের আগষ্ট মাস থেকে যখন শুল্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তখন সেটা হবে মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণের আর একটা প্রধান ব্যবস্থা।

# মেট্রিক পদ্ধতি

*সরলতা ও অভিন্নতার জন্য* **গ্রহণ করুন**

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

DA 59/48

কিছু তো খারাপ হয়নি। কবি রেগে উঠলেন, "যাও তো, ওকে ঘিরে দুটি বাঁধও। শুধু শুধু রসে বসে থেকে তোমার খরচ করাচ্ছি, তার রসদ পাচ্ছি না।" কবি দুঃখে বললেন, এই সময় আপনার হয়। কবি "কবিতাই করতে পারছি না। কোন পথে না। আনন্দটুকু তো তোমার হাতে খেয়েছি। কবির বর্ণনা আমার খেয়ে ছাড়াই হোলো। না মনে, তোমাকে বলি ও বাঁধতে পারে আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

[illegible] ছন্দবিহীন কবিতার ছন্দবিহীন কেমনে কাপড় ও ঘরে ঠিক ছন্দবদ্ধ হয়ে নিয়ে ঘরে বসে বসেছেন। হয়েছে বসে সেখানে। আমার নিয়ে ছবিতে হোলো। নিয়ের আমার হবেন—এমন কি ছাড়াই হোলো?" বলে আমার কবি। কবিটি বললেন, কবিও তো কবিতা বলে আমাদের বলবেন। ও তো পারে। কার বললেন "তুমি ছন্দে আমাদের ঐ কলো কবির কবি ছাড়া—ঠিক এমন নিয়ে তুমি তোমার কবিতার পারছে। আমি আমাদের কবিতা আমি কি পারছে। ঘরে তোমার কবি। ছন্দে কবিতা কবিতা কবির কবিতা আমাদের কবির কবিতা কবিতা কবিতা

বুঝি পালাবে। দেখো, তোমরা কাছে থাকো, একটু গল্প-সল্প করে খুশি রাখি। খাবার সময় বলা—এটা খান, ওটা খান, আহা অতটুকু খেয়ে বাঁচবেন কি করে। শুনতে কেমন মিষ্টি লাগে। তা মা এসেই কেবল হাই হাই।" অধ্যাপক আবার বললেন—না, না, ও এখন যাবে না। সমিতি বলছি, আমি ওকে নিতে আসিনি, শুধু আপনাকেই দেখতে এসেছি। "খবরটা তো ভালো শোনাচ্ছে। আচ্ছা, এইবারে তাহলে তুমি শাড়ির কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও গে। রানী, নবাবকে ঘরে সব ঠিক আছে তো? হাঁ, সব ঠিক আছে, বলে টুনি নেবে গেলেন নিচে। কবি প্রমথ চৌধুরী ঘরে বললেন, "তুমি হচ্ছো আমার সব চেয়ের বন্ধু। তুমি আর সবকে চলে গেলেও তুমি যাবে না।"

ঘরে খাবার টেবিলে অনেক লোক। চৌধুরী চৌধুরী, আমরা, মজুমদার, মৈত্রেয়ী—টেবিল ভরা। খেতে বসে নমস্কার করে সাহিত্যিক মহলে ১৯২৮ সালে কবির সঙ্গে


যত্ন করে টিকেট লাগান
এবং
ডাক চলাচলে বিলম্ব কমান

• উপযুক্ত মূল্যের টিকেট লাগান
চিঠিপত্রে যত উপযুক্ত মূল্যের টিকেট লাগবে কম টিকেট না থাকায় ডাকঘরে বাছাই করার সময় সেগুলির হিসেব রাখার জন্য আলাদা করে রাখা হয়, ফলে চিঠিপত্র পৌঁছতে দেরী হয়।

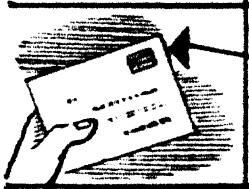

• চিঠিপত্রের যেদিকে ঠিকানা লেখা হয় সেখানে ডান দিকের উপরের কোণে টিকেট লাগান
এতে বাছাই করতে সময় কম লাগে, তাছাড়া টিকেট কাটার যন্ত্রপাতির শব্দও তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

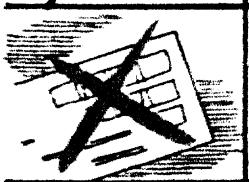

• প্রয়োজনীয় মূল্যের যথাসম্ভব কম টিকেট ব্যবহার করুন
এর ফলে বেশী টিকেট লেখার জন্য অধিক জায়গা পাওয়া যায় এবং টিকেটও তাড়াতাড়ি কাটা যায়।

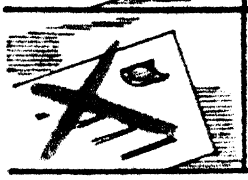

• আলগাভাবে টিকেট লাগাবেন না
কারণ টিকেট বেঁকে গেলে যন্ত্রে ঠিকমত টিকিট লাগানো যায়নি বা কম লাগানো হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। ফলে চিঠি পৌঁছতে দেরী হতে পারে।

আপনাদের আরও সেবা করতে
আমাদের সাহায্য করুন
ডাক ও তার বিভাগ

উপযুক্ত মূল্যের অথবা সঠিক টিকেট না লাগালে সেই জিনিষটি পৌঁছতেই শুধু দেরী হবেনা, সমস্ত ডাক ব্যবস্থাতেই অসুবিধের সৃষ্টি করে।
যত্ন করে টিকেট লাগান

DA 98/396

মুন্সুর ইত্যাদি আওয়াজ শোনা উঠলো। সেখানে অনেক রকম মজার মজার ঘটনা ঘটেছিল—তার মধ্যে একজন সাহেবের পালকিও অনেক ছিল, যার উল্লেখ করে অনেকবার অনেক লোককে আমরা হাসিয়েছি। এবারেও আমার স্বামী সেই সব গল্প বলে সবাইকে খুব হাসালেন। খাওয়ার পরে ইন্দিরা বললেন, তুলসীর ঘরে খুব হৈ-হৈ হচ্ছে। ও যে আমার এতদিন ঠকিয়ে এসেছে, তা জানতুম না।

৪ই জানুয়ারি

সকালে কবির কাছে যখন বিদায় নিতে যাই তখন আমাকে ইন্দিরা দিয়ে সন্দেশ। কবি তখন কাজে ব্যস্ত। তাঁর কাজ ইন্দিরা হোমের খাওয়া নিয়মিত হচ্ছে। কাল রাত্রিবেলা কবি ছাদে ছিলেন। তুলসীর সঙ্গে খুব হাসিমুখে, সাদা ধবধবে ধুতিতে কবিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কবির কাছে বিদায় নিয়ে আমরা ইন্দিরার ঘরে এসে বসলাম। ইন্দিরা আমাকে কবির কাছে যে কবিতা লিখিয়ে নিয়েছিলেন, সেটি আমি ইন্দিরার হাতে দিলাম। ইন্দিরা ও যে আমার এতটুকু উপকার করতে পারে, তা জানতুম না।

৬ই জানুয়ারি

সকালে কবির কাছে যখন বিদায় নিতে যাই তখনই ইন্দিরা বিদায়

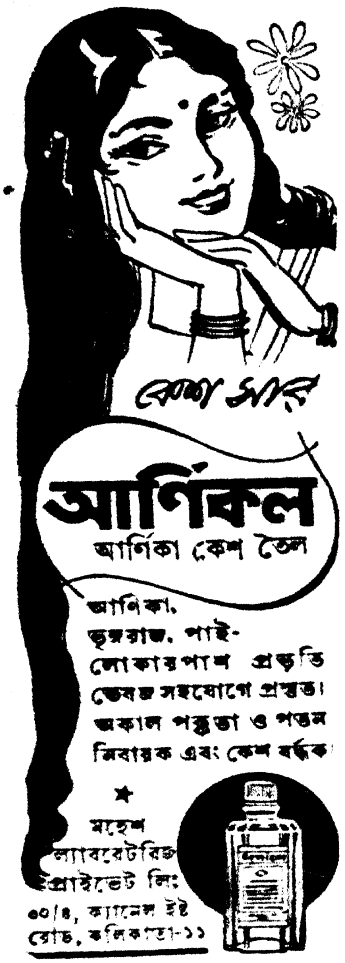


সেল এজেন্টঃ

এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

# ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গলিত উচ্চরোগীর অসাড়ত্বহীন লাল, ফুলা, আংগুলের বক্রতা ও স্ফীত কত সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্র লিখুন। **হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর**, প্রতিষ্ঠাতাঃ—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া ফোন : ৬৭-২৩৫৯, শাখা : ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)

রাখো। সেই কলিয়ানওয়ালার ব্যাপারের সময় এক তুমিই আমার কাছে ছিলে। এই যা সব বললে আমার বেশ মনে পড়ছে—এসব কথা আর কারো জানা নেই। আমারও সব কথা মনে ছিল না, এখন তোমার কাছে শুনতে শুনতে সমস্ত পরিষ্কার মনে পড়ছে। সেই চিঠির ও বাড়ি যাওয়া, তার সঙ্গে কি কি কথাবার্তা হল, সাহেবকে মহাত্মাজীর কাছে পাঠানো, তাঁর সেই সময়কার মনোভাব—এ সমস্তই খুব ইম্পর্টেন্ট ঐতিহাসিক তথ্য। এগুলো হারিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। তুমি এখনি লিখে ফেল।"

অমনপত্র তখনি নিচে নেমে গিয়ে সমস্তটা লিখে এনে কবিকে পড়ে শোনালেন। কবি খুব মন দিয়ে শুনে পড়ার শেষে বললেন, "ঠিক হয়েছে যে খুব ভালো লেখা হয়েছে" তবে বললেন কিন্তু আপনাকে এই নোটে পাওয়া সই করে দিতে হবে যাতে প্রমাণ থাকে যে ঘটনা-গুলো সত্যিই ঘটেছিল। নইলে কি কি হাবে সব মহাত্মাজীর কথা নিয়ে একটা কাল্পনিক ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে পারে। ফেলে রেখে পরে আমি লিখিয়ে নিয়েছি, তবি হাসলেন, বললেন "ঠিক বলেছ।" তের গোলমালের কথা। নিয়ে এসে বললেন সই করে দিই। এতো একেবারে সত্য ঘটনা। আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে কি কি কথা হয়েছিল। তুমি ছাড়া আর কেউ জানো এ সব কথা। যাক সই করে নিচে তারিখ লিখে দিলেন। হেসে গোপালকে ডেকিয়ে বললেন "কেমন কি রকম সাবধানী দেখছ? সত্যিকে পাকা করে নিতে যাকে বলে উকিলমতো।" অমনও হো হো করে হেসে উঠলেন।

"সেদিন মনে আছে সিনেমা দেখে ফিরে কিছিলাম কিন্তু কোথায় গেছে জালিয়ান-ওয়ালাবাগ, কোথায় গেছে পলিটিক্স। আমার আর কিছুই মনে নেই। সমস্তদিন কেবল লেখার মধ্যেই ডুবে রয়েছি। কেমন করে একেবারে নতুন চেহারা নিয়েছে। অদ্ভুত! কোথা থেকে এল ও রকম ভাষা। আমি অনেকবার দেখেছি কোনো কিছু একটা নিয়ে মনটা বেশ নাড়া খেলেই তারপর আমার লেখা বেরোয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না একটা করতে পারি ততক্ষণ কষ্ট পাই। তারপর নিজের কর্তব্য চুকিয়ে দিলেই, ব্যাস—মনটা একেবারে লেড়ি নেয় লেখার মধ্যে। তখন মর্মান্তিক দুঃখের কারণ-গুলোও একেবারে মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে যায়। এইটেই আমার পালাবার রাস্তা। প্রথমত আমার সেই লিপিকার খাতাখানা একবার বোলপুরে এসে সারারাত জেগে বসে একবারের মধ্যে কাপ করে নিল। আমি যা যা কাটাকুটি করেছিলুম, ও তাও সমস্ত খুঁটিয়ে উদ্ধার করে নিয়েছে। পরে সব গবেষণা করবে, প্রথমে যেটা লিখেছিলুম সেই কথাটাই ভালো ছিল না, শেষে যেটা বসিয়েছি সেইটাই ভালো; এই সব কত কি। সাহিত্যিস্ট কিনা? একে বলে তথ্য সংগ্রহ করা।" কবির ঘরে আমরা ছাড়া রানী (চন্দ) এবং আরো কেউ কেউ ছিলেন। ঐ লেখাটা তাঁরা চেয়ে নিয়ে পড়লেন। নিচু গেলে প্রমথবাবু ইন্দিরা দেবীরাও পড়লেন। সকলেরই খুব ভালো লাগলো, কারণ সেই সময়কার কালিমার ইতিহাস একেবারে খুঁটিয়ে লেখা। অনেকেই কবির সে সময়কার মনের অবস্থা জানতেন না। একেবারে পরিষ্কার একটা ছবি পাওয়া গেল।

দুপুরে কবির খাবার সময় ইন্দিরা দেবী এসে বললেন।

"আজ তিনি দুই রকম মাংস এবং মাছের কি কি খেতে দিচ্ছ। একি কখনও খাওয়া যায়। না কেউ কাউকে খেতে দেয়। এই দুরন্তপনা আর কতদিন এই নাতনীটি বড়ো এসব খাওয়া উপদ্রব। কবিরাজমশাই বারণ করেছেন এসব খেলেই নাকি আমি আর কদিন পরেই একেবারে কাবু হয়ে পড়ব বিছানায়। যা কিছু খেতে চাইবে আমার নিষেধ করা চাই। কবিরাজমশাই বলেছেন আজ যে যে রকম আর একবার পরিবেশন করতে পারবে কিন্তু দুই বার কারো বলা এসব কি মানুষে খেতে পারে? কেবলি চারপাঁচরকম খাবার, কেবলি চার-পাঁচরকম খাবার আর কি ছাড়া কিনিস নেই। দুই তো সম্পর্কিত এত আমাকে কি খেতে দেন তারপর প্রমথ বলেন—আরো আর একটি, খান আপনি কিছু খাচ্ছেন না ইত্যাদি ইত্যাদি আর ছাড়া কিনিস নিয়ে, সব তারপর রাখা থাই কিনা।" আমরা সকলে হেসে অন্দির ইন্দিরা দেবীর কাছে নালিশ করার রকম দেখে।

আমি কিন্তু প্রতিমুহূর্তে ঠিক মনে নেই, কে যেন বললেন—বেশ তো কি খেতে চান আপনিই বলুন না কেন? তারপর আমি বললাম, কবিরাজমশাই বলেছেন আপনি নিজে সাধ করে যা খেতে চাইবেন তাই তাঁরা দেবেন, কোনোরকম বাধানিষেধ সৃষ্টি করবেন না। আমাকে তো কবিরাজমশাই জিজ্ঞাসাই করেছিলেন যে আগে আপনার কোন কোন খাদ্য খুব প্রিয় ছিল। বলে-ছিলেন আমি তো বহুদিন থেকে আপনার খাওয়া জানি, কাজেই ঠাঁদের বলতে পারবো কি হলে আপনি খুশি হয়ে খাবেন। আপনি বলুন কি খেতে চান। "ঐ তো মুস্কিলে ফেললে। আমি কিছুই খেতে চাইনে।" বঁধি হোপসে মাছ ভাজা দিই? এক সময় তো

৪ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

আপনি তোপসে মাছ খুব পছন্দ করতেন। "মা, একটু ও ইচ্ছে নেই।" আমৃত্যু কবীর "মিষ্টি একেবারেই না। সাতা বলছি, আমার কিন্তু খেতে ইচ্ছে করে না।"

আজ খাওয়া আর একটু কমেছে। অবশ্য মীরাদির রান্না সত্যিই খুব ভালো। কবি সুস্থ অবস্থায় ওঁর রান্না খুব পছন্দ করেই খেতেন এবং চিরকাল ভালো নিরামিষ তরকারি খেতে ভালোবাসতেন। কাজেই রান্না-ঘরের কাছ থেকে খাবারটা যে খেতে ভালো লাগছে না তা নয়, আসলে মুখেই রুচি নেই তো কি হবে। ক্রমশ খাওয়া কমে যাচ্ছে দেখে মীরাদি আমার অনুরোধে ওঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন—সাগু ছাই এখন উচিত প্রোটেজ খিন অ্যালাস ইত্যাদির হরেক রকমের খাবারগুলো। একেবারেই এর অরুচি, তার উপরে পছন্দসই সুস্বিদ এক রকমের হলে তবেই নিশ্চয়ই আর কাপ জোগাবে না। সাগু ছাই খুশি করা যাবে। কবিও সজ্ঞানে যেন বাঁচতে না এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

আমরা কিন্তু কিছুতেই সফল হতে পারলুম না। একেবারেই কিছু খাওয়ানো যাচ্ছে না তার উপর হেমা আসার পর থেকে ওঁর মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম। সারাক্ষণ কাছে কাছে থাকা, ওঁর সমস্ত কাজ নিজের হাতে করা, ওঁর ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র নিজের হাতে গুছিয়ে রাখা এবং ওঁর সঙ্গে সমস্ত সময় কথা বলা। এমন কি ওঁর ঘুমের সময়টুকুও ও ওঁর কাছে কাছে থাকত। ওঁর ঘুমের মধ্যে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়

একটু বাধা পড়ছে, সেদিন মুখের কাছে কাগজখানা ধরে প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন অবধি খুঁটিয়ে পড়েন। আর সেদিন বড়ো বড়ো হেডলাইনে লেখা থাকে, জাপানে সৈন্য অজ্ঞ এত মাইল সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছে, সেদিন কাগজখানা হাতে নিয়েই ঐ হেডলাইনটা পড়া হলেই ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেন—"হয়ে গেছে, নিয়ে যাও।" সেদিন অনেকক্ষণ মুখখানা ভার হয়ে থাকে। মনে ভাবি খবরের কাগজ না পড়লেই বা কি হয়? একে তো এই লড়াই, তার উপরে মন খারাপ হলে যে আরো শরীর খারাপ হবে। কিন্তু এই যাতা জোকের মন কি জগতের দুঃখ বেদনা সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে থাকতে পারে? হিটলারের জন্য মনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু জীবনে এর জন্যে যে কি অসহ্য দুঃখ নিয়েছে তাদের কাছে সে সবেরই পরাজয় —এদের মনে কোনের পক্ষে এ যে মৃত্যুর চেয়েও বেশি মর্মান্তিক। কাজেই জগতে আজ কী ঘটছে সে সম্বন্ধে যে উদাসীন থাকতে পারেন না—তাই সকাল হলেই খবরটা চাই। আমিনিনেদের লড়াই-এর সময় আমার শরীর ঠিক এই ভাবে ভেঙে-ছিলো।

কাল ইন্দিরা দেবীর চলে যাবার কথা আজ মনটা একটু চঞ্চল হয়েছে। তার উপরে ঘরের ফ্যানও আজ মন খুলি হয়ে না ঘুরে ক্রমাগত ঘুমিয়ে পড়ছে।

সারাদিন আমা সত্ত্বেও মাঝেই একজনের জন্যে কাজ নিয়ে তাই এই ভাবে সময় কাটানো কি রকম যে তা ভোগ করছি। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে আমার কাছেই থেকে সঙ্গ পাওয়া একটু সারেও থেকে খবরা খবর নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি উপলক্ষ্যগুলো আমার কাজের সময় সময় কাজে করে আসছে। কিন্তু তাতে যে কিছুতেই বাধা হচ্ছে না।

বাসন্তী ইন্দিরা দেবীকে পেয়ে খুব খুশি। তাঁর সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করে আনন্দ পেয়েছে। আজ রাত্রে তাই ঐকে বসিয়ে অনেক রেকর্ড বাজিয়ে শুনিয়েছে। তাই নিয়ে সোমবার ইন্দিরা দেবীর পুত্রবধূদের সঙ্গে একটু মনোমতের হয়ে গেছে। কারণ আমার সেখানে সন্ধ্যে সাত বার এসে বলেছেন—দিদি অনেক রাত হয়ে গেল, এবার বাসন্তী ওদিকের ঘরে এসে, আর ইন্দিরা দেবী ও কখন কার সঙ্গে নিয়ে আমার রেকর্ড শোনা আর করেছেন এবং বাসন্তী খুশি হয়ে সেটা প্রকাশ করে চলেছে। আমার কিন্তু ঘুমোবার সময় সঙ্গে সঙ্গেই। প্রত্যহ সকাল আমার কাছে এসে বিদায় হয়ে যায় সেই পর্যন্ত—কোথায় কোনো কাজে যেতেই কি কোনো আগ্রহ নেই। সব কাজ ফুরিয়েই যে তাঁর কাছে নেই। আর বিশেষ যে কোনো উৎসাহ তা ইন্দিরা দেবীর ভাবে ভঙ্গিতে প্রকাশ করেই চলেছেন।

২রা জুলাই

আজ ইন্দিরা দেবীর বিদায়ের কথা-বার্তার মধ্যে কোনো আগ্রহের কথা আজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ওঁদের কথা-বার্তায় কিছু আগ্রহের ইঙ্গিত ও কোনো কোনো বিষয়ে আলোচনার সময়ে মনে হয়েছে যে ইন্দিরা দেবীর কাছে আমার কিছু প্রত্যাশা আছে। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

সন্ধ্যের আগে ইন্দিরা দেবী ও তাঁর সঙ্গীরা সকলে একসঙ্গে বসে চা খাবার সময় বাসন্তী ও তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এইবারে ইন্দিরা দেবীকে কিছু বলতে হবে। তাই তিনি ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন। কথার মধ্যে কোনো আবেগ নেই। কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে যে একটা আন্তরিকতা আছে তা বুঝতে কারো বাকি রইল না। তিনি বললেন যে তাঁর ইচ্ছা আমার কাছে আমি কিছু শিক্ষা করেন। কি জানি? কবির কথা অন্তর্যামীরা এই অভিলাষ। তবে

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅরীন্দ্র চৌধুরী

১৬

শ্রাবণান্তিম চুকে গেল তবু কিন্তু অন্তরে ... ... ...

আগ্রহই না তখন ছিল আমাদের। ভোর পাঁচটা থেকে বিজিতেশ-এর গাড়ীর হর্ণ ছেড়ার ছটায় সমাজে ক্লাস করে, তখনই পরে কংগ্রেসিশন চলে বক্তৃতা শুনে, তার পরে ফিরে আসতাম বাড়ি।

এসব সমাজে স্কুল-এর ক্লাশ অনেকেই যাচ্ছে, কিন্তু আমার আর তাতে যেতে ইচ্ছা করে না, কারণ আমাদের সময়ে নেমাও সেদিন ছুটে গেছে। স্কুলের ক্লাসে যেতেও মন সরে না, তবু যেতে হয়। ও-ক্লাসে না গিয়ে ও উপায় নেই। সহপাঠী বন্ধু বা নতুন সহপাঠীদের সঙ্গেও আলাপ করতে পারছি নেমন। তখন আমার সমবয়সী বন্ধু একজনই ছিল বলতে গেলে। তার নাম সুকুমারেশ্বর ভট্টাচার্য, আমাদের পুরোহিত বাঁকেশ্বর ভট্টাচার্যের ছোট ভাই। আমাদের সেই সোমেশ্বরবাবুর সম্পর্কে জ্ঞাতি ভাই আমার মতো সুকুমারেশ্বরও বিয়েবাড়ি করেছে।


ডাক্তার হউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়াশুনা করে সরকার স্বীকৃত বেসিক্সী কলা কলেজ থেকে ডিগ্রীপত্র নিন। বিনামূল্যে প্রোসপেক্টাস এর জন্য লিখুন।

Indian Homeopathic College
(DC.) Jullundur City.

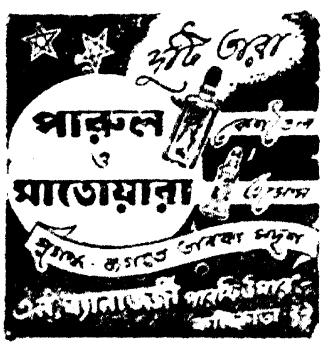


এর নাম্বও ছিল। পণ্ডিত সাহেব যখন ক্লাসে বাংলা ভাষা সংস্কৃত উচ্চারণ ভাষা ছিল। এখন তিনি সংস্কৃত টোল "সংস্কৃত কলেজ অধ্যাপনা, এবং ছাত্রদের বিনামূল্যে থেকে খাওয়া আরও এক বন্ধু ছিল আমার তখন। তার নাম শচী গোস্বামী সেন, বাড়ি তার বিক্রমপুরে তাদের ছিল বিরাটভাবে ধুমে ধামে। শচীকাকার এক সুবিধা ছিল ওকালতী করা। এই শচীকাকারই সেদিন বিজয় উৎসবে দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ সে সেদিন আমাদের ঠেকে বাঁচিয়েছিল, যারা স্কুলে একটা বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়, বলা বাহুল্য আমিও তাদের এর উৎসবের ছিলাম না, কিন্তু আমার উৎসবে একজন কী হলে, সেদিনটার জন্যে আমার বিয়োগ হলেও। সেই এক সমস্যা—টিকে থেকে। যখন কারুর ছিল তখন তার টিকে টিকে উঠত, এখন টিকেই ওঠা নয় বিরোধীর হয়ে কী করে?

সুধীরবাবু, বলাদা—স্কুলে এসব মন দিয়ে পড়াশুনা করে সরকারমশা করে না

প্রতিবাদ করতে পারলাম বলার পরিবর্তে সুকোমলভাবে ঠেকাবার চেষ্টা করলাম আমি।

'কিন্তু 'ওস্তাদ বলবার না আমাদের অভিমান ভেঙেছে একেবারে ভেঙেছে। শুধু আমাদের নয় এমনি করে অভিমানে আঘাতের সব ছেলে ওর কাছ থেকে।

'কিছুই ভালো লাগে না। স্কুলে যেতেই মন করে না।

সকল সাধারণ পড়াশুনার আমার শচীকাকা ঠিক করেই সাধারণ ছেলেদের ভাবেন। 'কিন্তু সুকুমারেশ্বর ঠিক এমনিও ঠিক ছিল না আমাদের ছাড়ে না বলবার সব এমনি করে ও কাছে করে আমি ঠিক আমাদের সেই উৎসবের কাছে ও-সময় আমাদের ছাড়ে ঠিক ছিল ছাড়ে। ঠিক। 'কিন্তু আমাদের ঠিক ছিল না। কিন্তু ছাড়ে ঠিক ছিল না। কিন্তু ছাড়ে ঠিক ছিল না।

সুধীরবাবু, বলাদা—স্কুলে এসব মন দিয়ে পড়াশুনা করে সরকারমশা করে না

প্রতিবাদ করতে পারলাম বলার পরিবর্তে সুকোমলভাবে ঠেকাবার চেষ্টা করলাম আমি।

'কিন্তু 'ওস্তাদ বলবার না আমাদের অভিমান ভেঙেছে একেবারে ভেঙেছে। শুধু আমাদের নয় এমনি করে অভিমানে আঘাতের সব ছেলে ওর কাছ থেকে।

'কিছুই ভালো লাগে না। স্কুলে যেতেই মন করে না।

সকল সাধারণ পড়াশুনার আমার শচীকাকা ঠিক করেই সাধারণ ছেলেদের ভাবেন। 'কিন্তু সুকুমারেশ্বর ঠিক এমনিও ঠিক ছিল না আমাদের ছাড়ে না বলবার সব এমনি করে ও কাছে করে আমি ঠিক আমাদের সেই উৎসবের কাছে ও-সময় আমাদের ছাড়ে ঠিক ছিল ছাড়ে। ঠিক। 'কিন্তু আমাদের ঠিক ছিল না। কিন্তু ছাড়ে ঠিক ছিল না। কিন্তু ছাড়ে ঠিক ছিল না।

সুধীরবাবু, বলাদা—স্কুলে এসব মন দিয়ে পড়াশুনা করে সরকারমশা করে না

প্রতিবাদ করতে পারলাম বলার পরিবর্তে সুকোমলভাবে ঠেকাবার চেষ্টা করলাম আমি।

'কিন্তু 'ওস্তাদ বলবার না আমাদের অভিমান ভেঙেছে একেবারে ভেঙেছে। শুধু আমাদের নয় এমনি করে অভিমানে আঘাতের সব ছেলে ওর কাছ থেকে।

'কিছুই ভালো লাগে না। স্কুলে যেতেই মন করে না।

সকল সাধারণ পড়াশুনার আমার শচীকাকা ঠিক করেই সাধারণ ছেলেদের ভাবেন। 'কিন্তু সুকুমারেশ্বর ঠিক এমনিও ঠিক ছিল না আমাদের ছাড়ে না বলবার সব এমনি করে ও কাছে করে আমি ঠিক আমাদের সেই উৎসবের কাছে ও-সময় আমাদের ছাড়ে ঠিক ছিল ছাড়ে। ঠিক। 'কিন্তু আমাদের ঠিক ছিল না। কিন্তু ছাড়ে ঠিক ছিল না। কিন্তু ছাড়ে ঠিক ছিল না।

সুধীরবাবু, বলাদা—স্কুলে এসব মন দিয়ে পড়াশুনা করে সরকারমশা করে না

প্রতিবাদ করতে পারলাম বলার পরিবর্তে সুকোমলভাবে ঠেকাবার চেষ্টা করলাম আমি।

'কিন্তু 'ওস্তাদ বলবার না আমাদের অভিমান ভেঙেছে একেবারে ভেঙেছে। শুধু আমাদের নয় এমনি করে অভিমানে আঘাতের সব ছেলে ওর কাছ থেকে।

'কিছুই ভালো লাগে না। স্কুলে যেতেই মন করে না।

সকল সাধারণ পড়াশুনার আমার শচীকাকা ঠিক করেই সাধারণ ছেলেদের ভাবেন। 'কিন্তু সুকুমারেশ্বর ঠিক এমনিও ঠিক ছিল না আমাদের ছাড়ে না বলবার সব এমনি করে ও কাছে করে আমি ঠিক আমাদের সেই উৎসবের কাছে ও-সময় আমাদের ছাড়ে ঠিক ছিল ছাড়ে। ঠিক। 'কিন্তু আমাদের ঠিক ছিল না। কিন্তু ছাড়ে ঠিক ছিল না। কিন্তু ছাড়ে ঠিক ছিল না।

না-হাতে কখনো ওপরে উঠে, কখনো নীচে নেমে, ঘরের বাঁধনগুলি কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেলতে লাগলেন তিনি। আগুনে লাগা ঘরের চালগুলি নীচে ভেঙে পড়তে লাগল, এবং এতে করে, অর্থাৎ সময়মত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলেই, আগুন আর বেশী ছড়াতে পারেনি, এবং বিপুল ক্ষতি আর ধ্বংসের হাত থেকে সেবার অভাবনীয়রূপে রেহাই পেয়েছিল পেড্ডাবাজারের বাসিন্দারা।

আজ, এর কথা ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল পত্রী আসটন সাহেবের সেই 'প্রাণ তুচ্ছ করে আগুনের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ার' কথাটাকে কেন্দ্র করে কোনোদিন ঘুরতে পারেন এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা।

কিন্তু তা হয়নি। পেড্ডাবাজারের বাসিন্দারা ভিন্ন একেবারে অন্যপ্রান্তের একটা পল্লীর, সে বাসিন্দা একেবারে ছোট্ট মেয়ে। কারো চোখে যে বাস করতো ঐ বাসিন্দারা, তার ইয়ত্তা নেই। বাসিন্দা ছোট্ট মেয়ে, ওখনকার ঐ অতো লোক যে কে কোথায় চলে গেল বলতে পারি না।


# বিয়ের বাজার

জুতোর ব্যাপারে একমাত্র—

বাটার দোকান।

দাম ৫.৯৫

ঘর-কন্যার পায়ে কী মানায়—

বিয়ের সওগাত এ-বিষয়টির ওপর করুন

দাম ৩.৫০

কোথিন লেদার কো চাই-ই,

উপরন্তু চাই জিপসি, উপরন্তু পায়ে চাই একান্ত আরামের।

এই ত্রিগুণে সকল বাটার জুতো।

দাম ৯.৯৫

বাটা ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

এইভাবে ভাঙন ক্রমশ এগিয়ে এসেছে চলন্ত রসারোডের পশ্চিম পাশ ধরে, দক্ষিণ দিকে। বস্তির পর হাত পড়ল জলটুঙ্গির ওপরে। এই জলটুঙ্গি ছিল তখনকার এক বিশেষ শোভার বস্তু। কালীঘাট মন্দিরে যারা পূজা দিতে যেতো, তারা ঐ পথ দিয়েই ফিরবার পথে জলটুঙ্গির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে, জলটুঙ্গি আর তার জলাশয়ের মাছ দেখে আবার এসে উঠত গাড়িতে। বাড়ী ছাড়াও, এমনিও লোক আসতো জলটুঙ্গি দেখতে সুদূর-দূরান্তর থেকে। রাস্তার ওপরেই গেট। সেই সরওয়ালা পার হয়ে একটু গেলেই, বড়ো বড়ো থাম-বসানো চাঁদনীওয়ালা একটি ঘাট। ঘাট ছাড়িয়ে আরও একটু গেলে পড়ত জলাশয়ের ধারের বাগানটায় ঢুকবার সরজা। বাগানটা ছিল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঐ সরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেই চোখে পড়ত পুকুরের ধারে ধারে কী সুন্দর সব কেয়ারী-করা ফুলের গাছ যেন হেসে আর বাতাস পেয়ে হিল্লোলিতে অপরূপ হয়ে আছে। আর ছিল লতাপাতা দিয়ে তোরণ সজানো লতাকুঞ্জ। তার নীচে সব বসবার জায়গা। কোথাও বা সাঁকো বাঁধা ছিল। জলটুঙ্গি ছিল কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা তার উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি, সরকারী সম্পত্তি নয়। তাই কোনো নরনারায়ণের রাজত্বেরই হয়ে যে সরাতে পারে। মালিক অসুখের মাঝে মাঝে বেড়াতে, তখন ভিতরকার ঐ পাঁচিল-ঘেরা বাগানের দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতো। সরোবরের পশ্চিম পাড় থেকে একটি পোল করা ছিল, সেই পোলের ওপর দিয়ে ছোটো বাওয়া তোলা জলাশয়ের মধ্যে অবস্থিত জলটুঙ্গির পোল ঘরের মধ্যে। ঐ পোল ঘরের মধ্যে মালিকরা সপরিবারে এসে পান-ভোজন, নানারকম করতেন, সাধারণের তাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। বাগানের ধারে ধারে সে সব পাথর-চলা পথ তৈরী করা ছিল, সেসব পথ সাজানো ছিল পাশে-পাশে লাগানো সুদৃশ্য গাছ, নারকেল গাছ সিধে। ঐ যে চাঁদনী বলেছি, তার সমান মাপ থাকত ঘাটওয়ালা দালিওয়ালার। বাড়ীর কল এই মূর্তি ও ঘাটওয়ালার কাছ থেকে মূর্তি ও ঘাট কিনে নিয়েছে জলের ওপর আর সেই ঘাট ও মূর্তির ফোকর দিয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব মাছ কী বিরাট তাদের হাঁ, কখন কার কিসের সেই মূর্তি ও ঘাট ভরিয়ে দিয়ে চোখের সামনে অজস্র ভেসে উঠত। সেই সব ছেলে-ওঠা মাছের ঝাঁকের। একটা মাছের নাকে ফরসে ছিল নথ পরানো তাকে দেখবার জন্যেই ছিল লোকের ভিড়। সেই মূর্তি ফোয়ারা আর প্রকৃতি অন্যান্য লোকে লক্ষ্য করবার সেই নথ-পরা মাছটা ভেসে উঠল কিনা?

—উঠেছে—উঠেছে—

হঠাৎ চারদিক থেকে হৈ-হৈ করে ওঠে। সিঁড়ির ধাপ থেকে অগুনতি সব লোকজন একটি মূর্তি আর ঘাটের ছোট্ট হাতে নিয়ে একটি, কোথায়?

আবার ডুবে গেছে সে। কতো লোক যে তাকে দেখবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে হাতো দিয়ে পড়ে আছে, সেদিকে কি ভ্রুক্ষেপ আছে তার? কথায় বলে, মাছের মতিগতি। তার ওপরে আবার 'নথ-পরা মাছ'! —তার খেয়াল খুশিপনা লক্ষ্য করে মনে হতো, লোকে যে আড়া করে তাকে দেখতে চায়, সে সম্পর্কে সে বেশ সচেতন! নইলে জলে ঘাই মেরেছে সবাই ভেসে উঠেছে, তার এতো বাড়াবাড়ি কেন?

কিন্তু, কোথায় গেল সেই নথ-পরা মাছ, সেই জলটুঙ্গির সোনালুর আর ধারের বাগান। এই বাগান ছিল লক্ষ্ণ মিলনাতী স্কুলের ছাত্রদের ফুটবল-ক্রিকেট খেলার মাঠ। অমরও খেলতে এসে কতো খেলেছি।

সেই জলটুঙ্গির সেই আজ প্রতীক্ষার ভাঙা পোল সুদৃশ্য পড়ে রয়েছে।

জলটুঙ্গির ভিতর কিন্তু একটিই একটা মাছ। ছিল তার ও-পাড়েই—ঠিক জলটুঙ্গির বিপরীত দিকে। ঘাটওয়ালার ভাঙা মূর্তি ও ঘাট। মূর্তির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল কী জানি। কেবল একটি ভাঙা ঘাট আর মূর্তির ভাঙা হাত নিয়ে একটি মাছ। সে কোথায়?


# রান্নার স্বাচ্ছন্দ্য

রান্নার আগামি উৎসাহ বোধ করবেন যখন রান্না ঘরে উনুন জ্বালাবার ঝামেলায় ও অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়ার আশঙ্কায় ভিড় হতে হবে না।

এই অভিনব কেরোসিন কুকারটির বিশেষত্ব এই যে এর ব্যবহার প্রণালীটি অতি সরল ও অনিন্দ্যসুন্দর।

রান্নার সুবিধা অনুযায়ী সময় ও তাপ নিয়ন্ত্রিত করবার ব্যবস্থাও রয়েছে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

PATENT NO. 62364 OF—'51

## খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

ভবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা আনবে।

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্
প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA.O.H.218

দেখতে দেখতে ছোট্ট দেশ সরকারপাড়া, ভবানীপুর পোস্ট-অফিস আর তার আশ-পাশের বস্তিগুলো। পোস্ট-অফিস হচ্ছে ঠিক রসা আর চন্দ্রনাথ স্ট্রীটের মোড়ের একটু আগে, অর্থাৎ একটু উত্তরে। ঐ রসারোডের পশ্চিম পারেই।

এইখানে ডাঙনের করাল থাবা পাকা বাড়ি এগিয়ে যেতে-যেতে কঁচকিপাড়ার ছোট দোকানের একেবারে চৌহদ্দি ছোঁও পর্যন্ত, সর্বশেষ গ্রাস করে গেছল। দোকানটা আর চৌহদ্দি ছোঁওয়ার মাঝে—চৌহদ্দি ছোঁওয়ার পক্ষিমে পাড়ার ছিল বড় ডোবাটা। এখন সেখানে বসানো হয়েছে ওষুধের ফোকাস। চৌহদ্দি ছোঁওয়া স্ট্রীটের বসিন্দারা সবাই ছিলেন। যেন বসিন্দা ছাড়া ছোঁও দোকান নেই। এ অঞ্চলটার ধারার ইতিহাস ওপরওয়ার মানুষের মতো বসিন্দা। দোকানের মালিক ছিলেন, আজকাল যা হয়েছে কথায় কথা। অবশ্য, কারো কারো ছিল না। অবশ্য, ছিলেন এমন—যাঁরা দোকানের মালিক ছিলেন। এমন কথা বলা যায় না।

উইমেন্স কলেজ-রূপে শোভা পাচ্ছে। তার পাশে ভিতর দিকে ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একতলা বাড়িটা, সেটাও গিয়েছে ভেঙে। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে সরকার পাড়ার বিপরীত দিকে ছিল কোম্পানীর বাগান আর পুকুর, যার কথা আগেই উল্লেখ করা গেছে। এই বাগান ভেঙে, বাগানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল পুরোটা রাস্তা, আর পুকুর বুজিয়ে হলো পার্ক। পার্কের নামকরণ করা হলো স্কটিস স্বারকানাথ মিত্তির নাম অনুসারে "ডি এন মিত্র" স্কোয়ার।

আমাদের স্কুলের পূর্ব দিকটায় যেমন ছিল কিশ্চানপাড়া, তেমনি ডি এন মিত্র স্কোয়ারের পিছন থেকে শুরু করে জগুবাবুর বাজারের পিছন দিক পর্যন্ত ছিল বহু বস্তি। কিন্তু কোথায় গেল সেসব! পুরোনো অঞ্চল ধরতে লাগল নতুন রূপ, পুরোনো নাম একের পর এক হারিয়ে যেতে লাগল নতুন নামের আড়ালে।

(ক্রমশ)


শ্রীমতী ওয়াহেদা রেহমান
অভিনয়ের "চাদওয়ালি কা চাঁদ" ছবিতে

রূপ যেন
তার রূপ
কথারই
রাজকন্যার
মতো...

[illegible] রূপে রূপসী। যেন রূপকথার, রূপবতী রাজকন্যা! [illegible] এত রূপ এত লাবণ্য সে-কথা তার নিজেরই চোখে। রূপসী চিত্রতারকা শ্রীমতী ওয়াহেদা রেহমান জানেন, সৌন্দর্যের আপন কথা বলে তকের কৃষ্ণময় কোমলতা। "রাইটো আমি বেশীই লাক্স ব্যবহার করি। এর সফেন মৃদু ফেনায় সত্যিই বক্ষ ঝোলাতের আর লাবণ্যবতী হয়ে ওঠবার কথা। আপনার সুন্দরতার বাড়িয়ে তুলুন — নিয়মিত লাক্স ব্যবহার করে।

LUX
TOILET SOAP

চিত্রতারকার সৌন্দর্য-সাবান
বিশুদ্ধ, শুভ্র, লাক্স

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী।

# চিত্রশ্রীব

চিত্রশ্রীব প্রথমে কিন্নর সংগীত পুরস্কার পর পর তিনবার জিতেছিল। তাই তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল একটি স্বর্ণবীণা। শ্রী পুরস্কার ছাড়া আরও অনেক পুরস্কার সে পেয়েছে। কিন্তু স্বর্ণবীণা তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। কারণ এটি তাকে দিয়েছিলেন স্বয়ং কিন্নরেশ্বর। তিনি নিজে হাতে তুলে দিয়েছিলেন বীণাটি। তাই বীণাটি তার কাছে এত মূল্যবান। তার ঘরের দেয়ালে বীণাটি ঝুলছে। সে ঘরে ঢুকলেই বীণাটি চোখে পড়ে। তখন তার মনে পড়ে যায় সেই দিনটির কথা। সেদিন কিন্নরেশ্বর সভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন। সেই সভা ডেকেছিলেন তিনি। তাতে সংগীতজ্ঞ ও গায়ক-গায়িকারা ছাড়া আরও অনেকে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল চিত্রশ্রীবের বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। সভাগৃহে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। সবাই উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিল কখন কিন্নরেশ্বর আসবেন। তাঁর আসার কথা ছিল সন্ধ্যা সাতটায়। কিন্তু তিনি এসেছিলেন রাত আটটায়। তাঁর আসতে দেরি হওয়ায় সভাগৃহে উপস্থিত সবাই একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাঁকে দেখামাত্র সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছিল। তিনি সভাগৃহে ঢুকে সোজা চলে গিয়েছিলেন মঞ্চে। সেখানে তাঁর জন্য একটি সিংহাসন পাতা ছিল। তিনি সেই সিংহাসনে বসে সভাগৃহে উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে হাত নেড়ে সবাইকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। তারপর তিনি ঘোষণা করেছিলেন, এবার থেকে কিন্নর সংগীত পুরস্কার দেওয়া হবে না। তার বদলে দেওয়া হবে স্বর্ণবীণা। যে তিনবার পুরস্কার পাবে, সে পাবে স্বর্ণবীণা। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন, এই পুরস্কার পাওয়ার পর কেউ আর কোনও পুরস্কার পাবে না। তিনি বলেছিলেন, এই পুরস্কার পাওয়ার পর কেউ আর কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। তিনি বলেছিলেন, এই পুরস্কার পাওয়ার পর কেউ আর কোনও সংগীত রচনা করতে পারবে না। তিনি বলেছিলেন, এই পুরস্কার পাওয়ার পর কেউ আর কোনও সংগীত পরিবেশন করতে পারবে না। তিনি বলেছিলেন, এই পুরস্কার পাওয়ার পর কেউ আর কোনও সংগীত শুনতে পারবে না। তিনি বলেছিলেন, এই পুরস্কার পাওয়ার পর কেউ আর কোনও সংগীত ভালবাসতে পারবে না। তিনি বলেছিলেন, এই পুরস্কার পাওয়ার পর কেউ আর কোনও সংগীত ভালবাসতে পারবে না।

কিন্নর

লাল্ট লাগার

# টুকরো-টাকরা

সবাইর মুখে মুখে খবর কেরল নির্বাচনে কমিউনিস্টদের শোচনীয় পরাজয় হইয়াছে। বিশ্বখুড়ো বলিতেছেন—

"তা হয়েছে বটে, কিন্তু নির্বাচনের ফিনটা ডাইতে না হলে কী যে হয়ে যে বলা শক্ত!"

• • •

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি হইবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব হইতে ঘোর হওয়ার প্রতীক হিসাবে এই ফেডারেশন ঘোষণা বিষয়ে বাংলা পালন করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। অবশ্য কিন্তু তাঁর সাথে একমত হতে পারলাম না। বরং কেউ ইচ্ছে করলে কাঁচকলাকে কাঁচা সরাব মধ্যে দিয়ে পালন করতে পারে। এতে


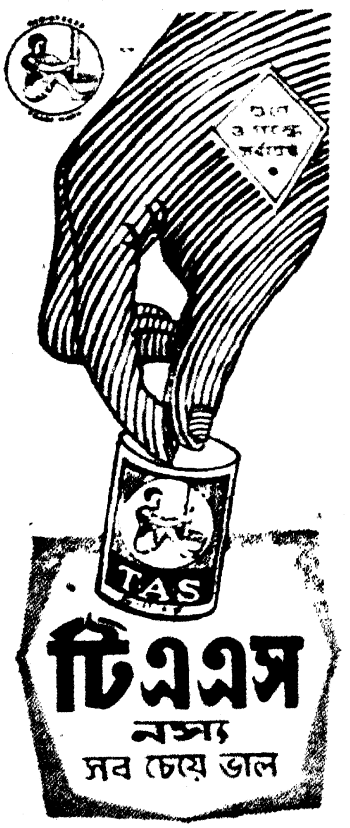



সেটাকেই শ্রেয় বলে মনে করি"—বলে ফেলেছেন।

• • • •

প্রেসিডেন্ট রাধাকৃষ্ণাণকে প্রশ্ন করা হয়ের উত্তর তিনি দেবার দেন নাই। কেউ কেউ বলেন, এটা আইনের একটা ফাঁকিবাজি। সংবাদে কুলকর্ম না রাধাকৃষ্ণাণ নাকি কাউন আসে হইতেন তিনি প্রত্যেকের টিকিট চেয়েছিলেন কিন্তু টিকিট পাননি। প্রথম মনলাট স্টেট পাই কিন্তু টেস্ট খেলার টিকিট হে দিতে পারিনে—মন্তব্য করেন কটৈক সংবাদটী।

• • •

যদিও সংবাদে কৃষিকর্ম না রাধাকৃষ্ণাণ নাকি বেশ-বিদেশ কৃষিতে ঘুরে ফুটি হইয়াছেন এবং নিজের নাকি হাজারোবের মধ্যে একটা দুই একটা ফুটি মিলিয়েছেন। কিন্তু এতে হাজারোবের কিছু যায় আসে না। সেটা আমরা বাংলার কিন্তু সেইটাই বড় কথা। বাকীর হবেন সমস্ত ফুটিগুলি বেছে নেন—বলেন প্রসঙ্গ এক সংবাদটী।

• • •

মাত্র অল্পদিন পূর্বেই রাধাকৃষ্ণাণ বলিয়াছিলেন যে অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত অসমাপ্ত করা। —কিন্তু তা হলে যে ফোরকের সিদ্ধান্তের সম্পর্কে বলবার কিছু থাকে না—মন্তব্য করে অসমাপ্তের কাজের।

• • •

এই প্রসঙ্গেই হোমমন্ত্রীর অনুষ্ঠিত এক সভায় সমস্ত মন্ত্রীসভা নিয়ে হই হাজার সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নবী সম্পাদের কড়া সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তার আগে নবীরা কেন কোন্ধুখুড়ো কাঁচের বাসনের সম্পর্কে নিরপেক্ষীকরণ করেন না এবং ভবিষ্যতে নিরপেক্ষতার আশ্বাস দিয়ে রাখে বলা—মন্তব্য করেন বিশ্বখুড়ো।

• • •

বর্মার প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নে উইনের সম্মানার্থে পিকিংএ অনুষ্ঠিত এক ভোজসভায় শ্রী চু এন-লাই তাঁর ভাষণে বলিয়াছেন যে, চীন সরকার বিশেষ সতর্কতার সহিত সর্বদাই শান্তির পথে চলিতেছে। শামমাস বলিল—এই পথে সোজা গেলেই সামনে শান্তিপাল্লবার,

আলমাটা বাজার যাক বলে সেই আমড়া-গাছের তলায় কেওড়াতলার মোড়।"

• • •

ভারত প্রবাসী চীনারা ভারতে চীনা হামলার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।—কিন্তু চীনবাসী চীনারা বলেন—লোকের

নিকট পুনর্পুনরায় অনুরোধ পাইয়াছি বলে—বলেন কৃষ্ণক সংবাদটী।

• • •

এ ব্যাপারে সংবাদে কৃষিকর্ম না রাধাকৃষ্ণাণ নাকি বেশ-বিদেশ এক সাক্ষাৎকারে বিশ্ব একটা কোরের সাথের বিশ্ব নিজের কথা অনুরোধ সাক্ষাৎকার করেছেন। কিন্তু বিশ্বে যে ও বিশ্ব সেই হয় কৃষ্ণ সাথে চলবে সংবাদে। হয় ও হয় কী সংবাদে—মন্তব্য করেন কৃষ্ণক এক সংবাদটী।

• • •

চাঞ্চল্যকর সংবাদে উনি সংবাদটী কোরেন্সে নিয়ে বার করেন। সংবাদে অনুরোধ করবার নাকি যে সংবাদে অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে কি? আমার বিশ্বে বিশ্বে প্রত্যেক কৃষ্ণক হয়েছে কবে, যে চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলি এবে ঘোরের এবে কথা কথা সংবাদে যে কর ৬ই আগের বাঁধে যে কর কেন আঁচড়ে বলেন বিশ্বখুড়ো।

• • •

মিছিল করা সাবধান করল আগে পাকিস্তান করা উপরোক্ত ও প্রবর্তনে কবিতার কথা উপরোক্ত হইয়াছেন বলিয়া

একটা সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"ও-বাধ্যনীর চাহে পড়ে হই মাছের কথা আমরা শুনেছি সুরেষা এখন নাকপাতের কাজের নিশ্চয়ই বিচলিত হব না।"

# পুস্তক পরিচয়

## স্মৃতিকথা

**আত্মবিকাশ** শিশিরকুমার [illegible] চ্যাটার্জী কর্তৃক ৫৩ বি, ৮০ মেছুয়া বাজার স্ট্রীট কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাকা।

অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমারের নাম কাহাকেও এখনো করিয়া দিতে হইবে না। বাঙ্গালী সাংবাদিকের অধিকার সংগ্রামে তাঁহার নেতৃত্বের কথা আজ সকলেই জানেন। তাঁহার এই আত্মজীবনী পড়িয়া মনে হইল, আমাদের দেশে সাংবাদিকতা আজ যে পর্যায়ে আসিয়াছে তাহার পিছনে শিশিরকুমারের যে অক্লান্ত সাধনা রহিয়াছে তাহার কথা আমাদের অনেকেই জানেন না। আমাদের সংবাদপত্রের ইতিহাসে এমন একটি যুগ ছিল যখন সংবাদপত্রের মধ্যে ভদ্রলোকের পত্রিকা বলিয়া পরিচয় দিতে অনেকে লজ্জা বোধ করিতেন। সেই যুগে অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষ যে সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য। আত্মজীবনীর মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকার ইতিহাস ছাড়াও বাংলার রাজনীতি ও সমাজনীতির অনেক মূল্যবান তথ্য ছড়াইয়া আছে। বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাস যাঁহারা লিখিবেন তাঁহাদের পক্ষে এই বইখানি অপরিহার্য হইয়া থাকিবে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। প্রচ্ছদপটে শিশিরকুমারের একখানি ছবি দেওয়া হইয়াছে।

**একটি ইতিহাস** [illegible] ১৩৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ২.৫০ টাকা। এই বইটির আত্মপরিচয় দিতে গিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ইহা একটি ইতিহাস নয়, ইতিহাসের উপাদান মাত্র। কিন্তু ইতিহাসের উপাদান হিসাবেও এই বইটির মূল্য কম নয়। বইটির মধ্যে যে সব তথ্য ও চিঠিপত্র সংকলিত হইয়াছে তাহা হইতে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব ও তাঁহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক নূতন আলোকপাত হইয়াছে। সুভাষচন্দ্রের ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে বইটির মূল্য অপরিসীম। কিন্তু ইহার

গবেষণার অন্ত নেই; তাঁর রামায়ণের মূলপাঠ দুষ্প্রাপ্য এবং পুথীগুলি ও প্রামাণিক সংস্করণ না থাকায় কৃত্তিবাস প্রসঙ্গে যে কয়েকটি সমস্যা বিদ্যমান, বাংলা সাহিত্যের পাঠক সেকথা জানেন। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ দিন ধরে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন এবং ইতোপূর্বে অনেক এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে কবি প্রসঙ্গে নানা প্রয়োজনীয় নতুন তথ্য, আবিষ্কার কাল এবং কবি যে সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সভা-পণ্ডিত ছিলেন, সম্প্রতি একটি নতুন সূত্র থেকে লেখক সেকথা সম্প্রতি প্রমাণ করেছেন। লেখকের ভাষা এবং বক্তব্যের উপস্থাপনা সুন্দর। সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য শুধু নয়, কৌতূহলী পাঠকও বর্তমান গ্রন্থ থেকে কবি কৃত্তিবাস প্রসঙ্গে অনেক কথা জানতে পারবেন। ৩৯১।৪৯,

## ভ্রমণ-কাহিনী

**সাগর নগর**—সুবোধ ঘোষ। প্রকাশক পূর্বাচল লিমিটেড, কলকাতা—১২। তিন টাকা।

প্রায়কাল সাধারণত ভ্রমণ কাহিনী বলতে আমরা যেরকম পাই একটা ছক—সে ছকের ওপর ভিত্তি করে লেখক এগিয়ে চলেন, কয় কাহিনী তোমাকে ভ্রমণ শেষ করেন; তাঁদের আলোকে সবকিছুকে জানাতে চেষ্টা না করেই কলম ধরে পাঠকের বৈতরণী পার হন কিন্তু 'সাগর নগর' সম্পূর্ণ ভিন্ন তাদের একটি কাহিনী। এখানে লেখক নানা চরিত্রের সমন্বয়ে উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে নিজের যোগ ঘটিয়ে তুলিয়ে মনের অন্তরালে নিজেই আলোকের আনন্দের সৃষ্টি করেছেন। সাগর-নগর বোম্বাই একটি মাঝারি ধরনের সাগর-নগর বোম্বাইকে সমস্যাগুলি থেকে যারা প্রায় বেশীরই বাসের তুলে ধরেছেন এই সমস্যাগুলিই ধরে রাখা হয়েছে লেখকের লক্ষ্যে। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন মনোভাবের আলোকপাত-থেকে বলা কিন্তু কাহিনীর অধিকাংশ চরিত্রকে আমরা এর বাইরে বসে কল্পনা করতে পারি। তাদের মধ্যে কোনো [illegible] এবং লেখকের [illegible] কাহিনীর মূল [illegible] এখানে [illegible] ছাড়া [illegible] লেখকের [illegible] ভাষার [illegible] পাঠকের [illegible] করে।

কাহিনীর লেখকদের নিজস্ব কাহিনীর [illegible] বিভিন্ন আমরা বিভিন্ন [illegible] লেখক [illegible] কাহিনীর মূল [illegible] একটি [illegible] এবং [illegible] লেখকের [illegible] কাহিনীর [illegible] ও [illegible] লেখকের [illegible] ভাষার [illegible] পাঠকের [illegible] করে।

## ছোটগল্প

**রাহির বন্ধন**—সোমেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। আড়াই টাকা।

ছোটগল্পের [illegible] লেখকের [illegible] বইয়ের [illegible] মোট [illegible] আছে। প্রথম গল্পটির [illegible] নামেই [illegible] করা হয়েছে। [illegible] লেখকের [illegible] মন [illegible] পাঠককে [illegible] করে [illegible] বইয়ের [illegible] ভালো [illegible] সেকথা [illegible] সমস্ত [illegible] লেখকের [illegible] অন্তরঙ্গতা [illegible] হয়। [illegible] লেখকের [illegible] বক্তব্য [illegible] বিষয়ের [illegible] ও [illegible] লেখকের [illegible] ভাষার [illegible] পাঠকের [illegible] করে।


সৌরীন সেনের

**চেনামুখ ৪,**

"ভালো-মন্দের পার্থক্য না এখানে বই পড়ে হঠাৎ চমক লাগে। সমস্ত মনকে করে তোলেই মনে হতে থাকে—অপূর্ব! অপূর্ব! 'চেনামুখ' বাংলার আধুনিক কথা-সাহিত্যে সেই অসাধারণ গ্রন্থ সম্প্রদায়েরই অন্যতম, যার কাহিনী ভুলে থাকা যায় না।" —যুগান্তর

মারী ষ্টোপস
**বিবাহিত প্রেম** ৪·০০

ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক
**তৃষ্ণা** ৩·০০

এমিল জোলা
**বৈদেহী** ৩·৫০
**রেণীর প্রেম** ৯·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর **ঘূর্ণিরাত্রি**—২·৫০ **নাটাগুচ্ছ**—২·৫০
**রূপোলী চাঁদ**—২·৫০ **ছিলেন বাবুর দেশে**—৩·০০

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের
**সভ্যতা ও আণবিক যুদ্ধ** ২·৫০
(Common Sense & Nuclear Warfare এর অনুবাদ)
আণবিক যুদ্ধ থেকে কি করে পৃথিবীর সর্বনাশ এই কথাটিকে ঠিক সময়ে বিশ্বের সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন প্রবীণ দার্শনিক লেখক। বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টার সকল কর্মী এই বই পড়ুন।

নতুন প্রকাশিত হচ্ছে
ভলকভ-এর উপন্যাস
**আলেয়া** ৩·৫০
"A Ghost at noon" এর অনুবাদ

১লা বৈশাখ বেরোচ্ছে

পরীক্ষিৎ-এর
প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস
**অবগাহন** ২·০০

পরীক্ষিৎ-এর
প্রথম নভেল
**অন্তরঙ্গ** ২·০০

বাংলা ভাষায় সাহিত্যের case history থেকে নেওয়া মনঃসমীক্ষণের কাহিনী। এরকম পুস্তক বাংলা ভাষায় এই প্রথম।

তুলসী বন্দ্যোঃ **পরিক্রমা**—৩·০০
" " **জাদুদের পরশ**—২·৫০
অমরেন্দ্র মুখোঃ **তিন সর্গ**—২·০০
(নাটক)
বালজাক **সোনালী ঝেরোঁট**—২·০০

**আর্ট ষ্টাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স**
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কফিহাউস বিল্ডিং, কলি—১২

স্থানে ভাষার মধ্যে মধ্যে সংযুক্ত এবং নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। অপ্রকাশক, প্রচ্ছদ শোভন। ৫১৮।৫৯

## বিবিধ

গ্রন্থ। [illegible] পৃষ্ঠা : বন্ধনের সংখ্যা ১৫ [illegible] ২৬ [illegible] ২.৫০

আধুনিক যুগে [illegible] ছাত্রদের [illegible] ছাত্রদের [illegible] সুপ্ত [illegible] ছাত্রদের [illegible] ছাত্রদের [illegible] ছাত্রদের

### চারটি চরিত্রের নাটক

"রজনীগন্ধা" ধনঞ্জয় বৈরাগীর পঞ্চম নাট্যনিবেদন। মুখোশ-এর প্রযোজনায় এবং তরুণ রায়ের পরিচালনায় নাটকটি গত রবিবার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়েছে।

এই নাটকের কথাবস্তু রূপ নিয়েছে চারটি চরিত্রের সংলাপে। চরিত্র চারটির মধ্যে রয়েছে এক নারী ও তিন পুরুষ। তিন পুরুষের মধ্যমণি এই নারীর নাম আশা। রজনীগন্ধার মতোই একদা শুচি শুভ্র ছিল তার জীবন। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের ধনী স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া অপমান ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে তার শুচিতা ও শুভ্রতাকে সেচ্ছায় ডুবিয়ে দিয়েছে পাপের পঙ্কে। দুই পরিচালক রবি সহের হাত ধরে সে একদিন নেমে আসে সমাজের পাঁকের আবর্তে।

# রঙ্গভঙ্গ

চন্দ্রশেখর

রবি সহের ছবিতে আশা অভিনয় করে। তার সহকর্মিনী হয়ে নিজের কলাকৌশল শেখাবে বলেও। তার বাড়ি নয়। তার মন উন্মুখ—নিজের অধঃপতনের কথা নিয়ে সে হার স্বামীর টাকা মেরে তার নিয়েছে সমাজের কাছে। তবুও মনে মনে তার মন ডুকরে ওঠে ওঠে ছোট্ট ছেলে-মেয়ে হার একমাত্র ছেলে সন্তোষের জন্য। সন্তোষকে কাছে পাবার প্রতিবার থেকে প্রত্যেক বঞ্চিত করেছে তার স্বামী।

আশাকে শিল্পী মন ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে একটি ছেলে। তার নাম বিমল —বিখ্যাত অভিনেতা। রবি সহের লোভ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বার্থপরতার মর্ম রূপটি যখন ধরা পড়ে আশার কাছে, তখন সে কিছুটা শান্ত সমাহিত বিমলের সরল ও ভালবাসার আশ্রয়ে। কিন্তু নিজের জীবনের অতীতগুলির আশা সে ভুলতে পারে না কিন্তুর মতো সহজ এই ব্যাপারটাকে।

জীবনের ভুল ও বঞ্চনার হাত এড়াতে জীবনটাকে আশা একদিন নিজের হাতে তুলে দিতে চায় বিমলের হাতে। তার সে আশা পূর্ণ হয়। জীবনের এই নতুনত্বে মাতোয়ারা হয়ে আশা ভুলে যায় তার অতীত দিনগুলির কথা। আশার এই ভুলে একদিন প্রসাদের মুখে সেই কথা শুনতে পায় সে, যে কথা একদিন আশা শুনতে পেয়েছিল রবি সহের মুখে। তার এই ভুলে বিমলকে প্রসাদের অভিনয়ের কথা বলেছে আশা।

প্রসাদের প্রতিটি নিয়ে তার মনে হয় প্রসাদ হয়ে আশাকে ঘিরে রবি সহের আকর্ষণ হয়তো মনে মনে তার কাছে হারতে চায় না। রবি সহ আশা করতে পারে প্রসাদকে। তাই সে বিমলকে নিয়ে প্রসাদের কাছে ছুটে যায় ছবি তৈরীর কথা বলে। তার মনের টান দিয়ে প্রসাদের জীবনে সে ঘরে যেতে চায় আশা হয়েই। তাকে সম্পূর্ণ করে। কিন্তু সেখানে এসে দাঁড়াতে পারে না। সেই সময় সে প্রসাদের মনে সন্দেহের কাঁটা বিঁধিয়ে দেয় বিমলের কথা দিয়ে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয় প্রসাদের জীবন থেকে—যে আশা হারে নতুন করে পেতে চেয়েছিল রবি সহের ছবি তৈরীর ছলে সে আশা প্রসাদের মনে সন্দেহের কাঁটা দিয়ে বিদায় নিয়েছে। মিথ্যে মনে আশা ও প্রসাদকে সে সুখী করতে পারে দিয়ে গেছে—এই বলে সান্ত্বনা সে।

প্রসাদের জীবনের এই মিলনের মুহূর্তে রবি সহের ছবি তৈরীর ছলে অভিনয় করবার টাকা নিয়ে সেখে সে প্রযোজক। রবি সহ প্রসাদের প্রসাদের প্রেমে পড়ে, নতুন প্রসাদ আবার ঘরে বাঁধে, অতীতের অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় ছলনা প্রযোজককে।

আশা যখন ছলনায় পারে, প্রযোজকের কাছে কোন টাকা নেই, সে রবি সহকে ছুতো ঠক দিয়ে ছুটিয়েছে। তখন হার মনের সব সঞ্চয় যেন নিঃস্বতায় পরিণত হয়ে যায়। বঞ্চিত বিড়ম্বিত, আঘাতপ্রাপ্ত এই মনস্তাত্ত্বিক সে যেমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছে, তাকে বিশ্লেষণ করেই কি সে বাঁচার নতুন ঘরে আশার জীবন থেকে সরে গেছে তার


আজ শুভমুক্তি

শ্রেষ্ঠ কাহিনী .....

শ্রী -০- ইন্দিরা -০- পদ্মশ্রী -০- আলোছায়া -০- অরুন্ধতী

ও সহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে

পূর্ববর্তী পরবর্তী আকর্ষণ : "উত্তর মেঘ"

— ন্যাশনাল মুভিজ রিলিজ —

স্বামী, সংসার থেকে দূরে সরে, বঞ্চিত হয়েছে তার ন্যায্য-অধিকার। যে এগিয়ে এল তাকে গ্রহণ করতে, সেই অধ্যাপকের মধ্যে এক আত্মসর্বস্ব স্বপ্নাতুরকে আবিষ্কার করে আশা চমকে উঠল। অধ্যাপককে আকর্ষণ করে জীবনের চোরাবালিতে আর নতুন ঘর বাঁধবার সাধ হইল না অপরার। জীবনকে সে পেল না, তাই জীবনের পূর্ণতার থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিল সে। সে বিশ্বের সব ফেলে দিয়ে নিজেকে তুলে ধরে দূর সব সেই বিরহকে করে জীবনের চলমানতার পরিপূরক করে তুলল অপরা।

মাত্র চারটি চরিত্রের মধ্যে এই পরিকল্পনা নাটক রচনার যে সম্ভাবনার চমক আছে, পরিচালক সত্যেন বসু তার সদ্ব্যবহার করেছেন। এমন একটি সরস সঙ্কটময় পরিস্থিতি যা অপরার দুটি ও জীবনের সংক্ষিপ্ত মাত্রায় নিয়ে নিমেষে হয়ে ওঠে। এই দুটি প্রধান চরিত্রের এক বিরল সম্ভাবনার অবকাশ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। চরিত্র দুটির সংলাপে হাস্যরস আছে আর এই সংলাপের পরিমাণে এমনি সংযোজন, সংযোগের সঙ্গে সংগত হয়েছে। ও নাটকের কথায় নিরবলম্বী পক্ষে সব কৃতিত্বের কথা নয়।

এই নাটকের চরিত্রটি চরিত্রের মধ্যে যদি সবচেয়ে চরিত্রটি সেই জীবনের কথা। এই চরিত্রের সঙ্গে সংলাপ আর এক নিপুণ মিলন ঘটিয়ে তুলতে নতুন জীবনের নিরঞ্জন সেনগুপ্ত সার্থক হয়েছেন। এবং সেজন্য জীবনের চরিত্রটি অভিনয়ে হয়ে উঠেছে সহজ। নাটকের সংলাপে হাস্যরস সৃষ্টির দায়িত্ব জীবনের। সেই দায়িত্ব পালনে জীবনের অভিনয়ে কোথাও কৃত্রিমতা নেই। সহজ ও স্বাভাবিক। অপরার চরিত্রটি অভিনয়ে ছন্দা চট্টোপাধ্যায় সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। সংলাপের সঙ্গে অভিনয়ের সমন্বয় করতে ছন্দা চট্টোপাধ্যায় কোথাও অতিরঞ্জন করেন নি। অধ্যাপকের ভূমিকায় অজিত চট্টোপাধ্যায় সংলাপ ও অভিনয়ে সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। সংলাপের ভাষা ও ভঙ্গিতে অধ্যাপকের চরিত্রটি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন অজিত চট্টোপাধ্যায়। নাটকের অন্য দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন যথাক্রমে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুধাংশু মুখোপাধ্যায়।


মাঘ সংখ্যা

সিনেমা জগৎ

এর সম্পাদক উপন্যাস লিখেছেন
পরিচালনা, প্রযোজনা,
কয়েক বার বাংলা বেরিয়েছে
বোম্বাইয়ে চিত্রগৃহে
বাংলাদেশের সিনেমা ও

বালিগঞ্জ শ্যামবাজার

S—বাজারের ৯S ৫—
বালিগঞ্জের ফোরে কাপুন মজীক হাল
এ কাহিনীর নায়ক নয়

হয়ে এই সংখ্যা
হাসতে হাসতে চোখ
যেন বলবেন — হয়েছে বটে!

তৃতীয় সংখ্যা সিনেমা জগৎ-এ
আগামীকাল

বিমল দত্ত

আপনাদের চিঠি-পত্রের উত্তর দিয়েছেন এবং বোম্বাই-এর
হয়েছে সবকিছু জানিয়েছেন।
বিমল দত্ত বোম্বাই-এর ঠিকানায় চিঠি দিয়ে পাবেন

বাড়ি হাউস—১৯১ বৃন্দাবন বোড, মহেশ্বরী, বোম্বাই—৪১

সিনেমা জগৎ : কলিকাতা—৬

পরিবেশকের একমাত্র পরিবেশক :

রেডিও সাপ্লাই স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা—১।

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে

এস, এম, সুখার্জি প্রযোজিত

আকাশ পাতাল

পরিচালনা : প্রভাত মুখার্জি

সুর : সলিল চৌধুরী

রূপবাণী - ভারতী - অরুণা

শ্যামশ্রী (হাওড়া) অজন্তা (শিবপুর) পার্ব্বতী (সাকরাইল)
চম্পা (বালিগঞ্জ) নিউ বসুশ্রী (বালিগঞ্জ) শ্রীরামপুর টকীজ (শ্রীরামপুর)
স্বপ্না (টালিগঞ্জ) প্রীতম (বেলঘরিয়া) বৈদ্যবাটী সিনেমা (বৈদ্যবাটী)


এই কারণেই নাটকের শেষ দৃশ্যে আশার আত্মহত্যাও তার জীবনের অনিবার্য নাট্য-পরিণতিরূপে প্রকাশ পায়নি। এই আত্মহত্যার মূলে তার প্রণয়-ব্যর্থতা, সন্তান-বিরহ অথবা অন্য যে-কোন নিদারুণ হতাশা নাটকের এই বিয়োগান্ত পরিণতিকে অবলম্বনকারী করে তোলেনি। যে-জীবনে থেকে সে নতুন চাকরি খোঁজবার মতো প্রেরণা পেয়েছিল, যে-জীবনে সে কুণ্ঠীতার কুশল রূপ দেখেছে অনেক, সেই জীবনে থেকে—নতুন চাকুরীও যখন তার জুটেছে—তার এমন কি নৈরাশ্যের কারণ ঘটল যা তাকে বাঁচবার জন্য প্রয়োজনের মধ্যে সে এমন কি নীচতা দেখল, যা তার জীবনে আত্মহত্যার অনিবার্যতা ঘনিয়ে তুলল, তা ঠিক স্পষ্ট বোঝা গেল না।

নাটকের এই অসংলগ্নতা কুশীলবের অভিনয়ে ও নাটকটি নাট্যরূপায়ণের ক্ষেত্রে—যা সংলাপ, বিন্যাস ও অভিনয়ে বেশী পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োজন ছিল তা করে তুলেছে। এই নাটকটিতে কারে আধুনিক নাটকের ভাব-অভিনয় নামে পরিচিত নিষ্ক্রিয়তার রূপ সুস্পষ্ট—পরিচালকের মনে অবশ্যের সত্ত্ব কারণ কিন্তু অভিনয়ের এই সমস্যা তাঁরই অসাবধানতায় সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাদের অভিনয়কে কখনই সমর্থন করা যায় না।

সবচেয়ে বেশী দুর্বলতা সুস্পষ্ট হয়েছে আশার ভূমিকায় নায়িকার অভিনয়ে। সংলাপ-উচ্চারণে ও অভিনয়ের ভঙ্গীতে এই চরিত্রটির সুস্থ সবলের সম্পূর্ণ অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে অভিনয়ের পদে পদে। চরিত্রটির একটানা নীরবতা, তিনি নিষ্প্রভতার অতীত কুশলতা চরিত্রটির সর্বত্র নিষ্ক্রিয়তার রূপ তাঁর অভিনয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

অন্যান্য ভূমিকায় চরিত্রে কয়েকটি সহজ-স্বাভাবিক অভিনয় কয়েকটি নাট্য-মুহূর্তকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমগ্রভাবে চরিত্রগুলি তিনি নিষ্প্রভতায় তুলতে পারেন নি—কারও কথা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রকাশ করা হয় না। চরিত্রাভিনয়ে প্রায় কয়েকটি অভিনয়ের মুহূর্তকে স্মরণীয় করে তুলেছেন যা অভিনয়ের পূর্বে, সমগ্র নাটক-চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয়ে তাঁর অভিনয় সার্থক-চরিত্রে রূপায়িত হয়নি বিশেষজ্ঞের অভিনয়ে স্বাচ্ছন্দ্য আছে—তবে চাঞ্চল্যপূর্ণ চঞ্চলতা প্রকাশে তিনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন, যা সকল করতে পারলে তাঁর অভিনয় স্বাভাবিক মনে হতে পারত।

"রক্তকরবী" নাটকের একটি আবেগময় মুহূর্তে নীলাম্বরা রায় ও কমল বন্দ্যোপাধ্যায়


বিশ্বরূপা

[illegible]

সেতু

[illegible]


[illegible] [illegible] [illegible] [

"আকাশ পাতাল" চিত্রের এই দৃশ্যটি ভারতের প্রাক-স্বাধীনতা যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভোজবাজার পরোক্ষভাবে রয়েছেন ছবির অন্যতমা প্রযোজিকা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

আগা জানি কাশ্মীরীর কাহিনী অবলম্বনে তোলা "দুনিয়া ঝুকতী হ্যায়" ওরাসিয়া ব্রাদার্সের রজত-জয়ন্তী নিবেদন। ইহা বি এইচ ওরাসিয়া পরিচালিত এই ছবির ভূমিকালিপিতে আছেন শাম্মা, নরেশ কুমার, বি এম ব্যাস, ওরাসিয়া, অশ্বা, সুমবুম ও ডেভিড ইবরানী। হেমন্তকুমারের সুরে এই ছবির অনেক অংশ অলঙ্কৃত।

"মহাশয় কী জয়" মজাদার তোলা হাস্যরসাত্মক ছবি। শঙ্করী ফিল্মস্-এর গঠিত এই ছবির প্রযোজক ও পরিচালক হলেন বি এম ব্যাস। সুর-যোজনা করেছেন মহম্মদ শফী।

দুরদর্শীর পরিচালক সদাশিব ঘুঁটি নিজে একজন প্রথম শ্রেণীর আলোকচিত্র-শিল্পী। এই ছবিতে তাই তাঁর কারিগরির যথেষ্ট প্রমাণ। এছাড়াও তাঁর কারিগরি দৃষ্টি। ছবির বহু দৃশ্যের পরিকল্পনা, বিষয়বস্তু অনুযায়ী সুন্দর ভূমিকালিপি নির্বাচন এবং ভূমিকালিপি নির্বাচন প্রশংসনীয়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এস মোহিনী।

## সত্যজিতের নতুন সন্ধান


# রঙমহল

প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার ৩টায় ছবিঘর ও ছুটির দিন ৩টা—৬টায়

মনহর বৈরাগীর রহস্যময় নাটক

# এক পেয়ালা কফি

প্রো: তরুণ রায়, রবীন, হরিধন, পঞ্চা, জহর, জীবন, বিশ্বজিৎ, কেতকী, রাধিকা, বীণাপাণিকা



য়ুরোপে লেখা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের

চাঞ্চল্যকর ভ্রমণকাহিনী

# ডোভার পেরিয়ে

* এর-ই মধ্যে প্রচণ্ড বিক্রয় *

আর্ট পেপারে উন্নতমানের ছবি। প্রথম শ্রেণীর কাগজ। প্রথম শ্রেণীর ছাপা। প্রচ্ছদ চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদপট। মূল্য: ৪ ৫০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ—৭৩

(সি ২১১১)


সত্যজিতের নতুন সন্ধান

বিশ্বজিৎ সত্যজিৎ

রে এম পিকচার্সের 'উত্তর মেঘ'-এর একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার, অনোরমা, বসুমতী ও চৌধুরীবন্ধুরা।

মিনার্ভা থিয়েটার
৪ বিডন স্ট্রীট : ফোন ৫৫-৫৪৭১
নাট্যজগতে
আলোড়ন
এনেছে
মিনার্ভা থিয়েটার গ্রুপের
অঙ্গার
সুর : রবিশঙ্কর
নাটক ও পরিচালনা—উৎপল দত্ত
লোকসংগীত—নির্মল চৌধুরী
মুখ্যভূমিকা—নির্মল মুখার্জি
প্রধান উপদেষ্টা—তাপস সেন
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬।
রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬।
(বি ২৮৩৯)

সহজ কিস্তিতে কিনুন
আমাদের বিভিন্ন মেকেনাইজড বেডিং এবং বেডিংপ্রুফ এবং কৃষ্ণা সেফ, ট্রেস বেডিং ট্রাঙ্কগুলোর এবং বহু রকমারি বেডিং-এর ফার্ম
সব কিছুই সহজ কিস্তিতে
পাওয়া যায়।
আপনি আসলেই আমাদের ঃ
গুগানিস
৫ লাল স্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ২২-৬৮৭৮

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিয়ন্ত্রণের ঘরে ও পরে)
• সহজ সুন্দর সাবধান •
—সর্বাধিকবারীদের জন্যান্য ব্যবস্থাদুন
মাত্রিক মূল্যে মাত্র মাত্রেক—
প্রত্যেক বিবাহিতের মাত্রেই মাত্রেকারী একবার চেয়ে দেখবেন। মূল্য তালিকার জন্য ৭৮ নয়া পয়সা M. O.-তে অগ্রিম প্রেরিতব্য। ডিজাইন ও বিবরণ। এর জন্যে কোনো পয়সা ফিরে দেয়া হয় না। প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য সময় সকাল ১টা—৫টা। রবিবার বন্ধ।
৯নং ১—৩টা ফোন : ৩৫-২১৮৬
মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন
(Family Planning Stores)
হুড নং ১৮ • ৈশ মল
১৭৬, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
(মেডিকেল কলেজের পূর্বদিকে ট্রামডিপোর উত্তরে)
• বিশেষ দ্রষ্টব্য—উক্ত ১৫৯নং দোকানে এক-রকম আমাদের কোন শাখা নাই। অনেকে ভুলে সেখানে গিয়ে ফিরে আসেন বলে উপরে ১৮নং বড় অক্ষরে লিখে দেয়া হল।

## নাট্যাভিনয়

### 'জটায়ুবধ' নৃত্যনাট্য

[illegible] 'জটায়ুবধ' নৃত্যনাট্যটি [illegible] ভারতীয় নৃত্যশিল্পী [illegible] ভারতীয় নৃত্যশিল্পী [illegible] ভারতীয় নৃত্যশিল্পী

আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিকের সংগীতানুষ্ঠানে সেতার ও সরোদ বাজাচ্ছেন যথাক্রমে বিলায়েৎ খাঁ ও আলি আকবর খাঁ। তবলা সংগত করছেন নিখিল ঘোষ।

একটি সুন্দর শিল্প উৎসবের আয়োজন করল। এই উৎসব কুড়ি-প্রতিযোগিতা থেকে আরম্ভ করে কণ্ঠ-সংগীত, যন্ত্র-সংগীত, অভিনয় নৃত্য, আবৃত্তি, নাটক এবং কারুশিল্পপ্রদর্শনী ইত্যাদির সুব্যবস্থার ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত উৎসবটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন বিকাশকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। এই উৎসবের স্মরণীয় দিনগুলি আয়োজন করেছিল কলেজ ছাত্র শিল্পীদের একটি সুসংগঠিত ভারতপন্থ শিল্পীদের দ্বারা বিচার করা হয়।

### আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক

আলি আকবর কলেজ অব মিউজিক এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ঐতিহ্যগতভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞরা। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞরা। এই উৎসবের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ছিল ধ্রুপদ-গায়ক শ্রীবিশ্বনাথদাসের সংগীত পরিবেশন

LIBRARY

## একলব্য

[illegible] ফাইনাল খেলার সময়ে, সীমানা [illegible] হবার ঘোষ করি এই পঞ্চম বছর। প্রথম [illegible] ফাইনাল খেলা পরিচালনা হয় ১৯৩৪ [illegible] সালে। এক অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর খেলোয়াড় [illegible] কুরবীটি হিসাবেই সে যাবৎ আত্মপ্রকাশ করে আসছে। সুষ্ঠু সর্বাঙ্গিক সফলের জন্যে ফাইনাল খেলা। কোনো দল এক্ষিনে দ্বিতল একটি রান সংগ্রহ করে। কোনওদিনই নির্দিষ্ট সময়ের [illegible] মধ্যে সে খেলা শেষ হয় না। শেষে নাকি [illegible] রাত একটিন খেলা হয়, সেই ঘটনার [illegible] রাত খেলারী খেলার একটি, সময় বাড়ির [illegible] দিতে পারিনি বলে খেলোয়াড়দের [illegible] সফলতা হয়ে গেল কিন্তু সর্বাঙ্গিক কর্তৃপক্ষ [illegible] এই অনাদরে দুঃখিত খেলার আসরে [illegible] খেলোয়াড়ই আর পাঠাতে রাজী হন না। [illegible] ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠানই থেকে যায়। তার-[illegible] পর ১৯৫৬ সালের শীতে ফাইনাল খেলা [illegible] দর্শনে দলের সম্প্রসারিত প্রকাশের জন্য। ১৯৫৭ সালেও ফাইনাল খেলার সমতেজ-[illegible] ঘটনায় দুর্ঘটনা। [illegible] ৭ খেলোয়াড় [illegible] মাঠে ফিরে হবার পর আর খেলার সাফল্য [illegible] পারে নি পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালেও ফাইনালের [illegible] একই পরিণতি ঘটে। [illegible] ইন্দিরাকে [illegible] ও ইন্দি [illegible] ৫ বারে হারে। তিনবার ফাইনাল খেলে

একই চেহারা, একই পোশাক ইংলণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট-দলের খেলোয়াড়দের। কোনটা আলেক, কোনটা এরিক চেনা ভার। অনেক পরে এ কথা, হয়ত ওদের নিজেদেরই ভুল হয়ে যায়। ছবিতে ১৮৩৪ ই মার্কিন খেলা খেলোয়ি খেলোয়ে লর্ড খেলাড়ী সম্প্রদায় ইংলণ্ডে চলে, হয়েছে

লেগার্ট অব লেপনে ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার সময় দর্শকদের উচ্ছ্বাসপূর্ণ মাঠের দৃশ্য। মাঠের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কাচের বোতল ও টিনের টুকরো

অমীমাংসিত থাকবার পর ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের বিচারে নয়, ক্রিকেটের বিচারে এবং পুঁতিসমৃদ্ধ টেস্ট খেলোয়াড় ক্লাবের সাথে আলোচনাক্রমে ফাইনাল খেলার এই সম্ভাবজনক মীমাংসা হয়েছে। গত দুই বছরও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। বরফমুক্ত মাঠের অভাব এবং পরিচালকদের ভারতীয় ক্রিকেট পুরোপুরি শেষ করবার মনোভাবের জন্যে ফাইনাল খেলা শেষ করা হয়নি।

আই এফ এ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল সংস্থা। ভারতের কোন একটি এক বড় ফুটবল সংস্থা হচ্ছে আই এফ এ। তবু পুঁতিসমৃদ্ধ ক্লাবের মর্যাদাও অনেক। অথচ সেই আই এফ এ পুঁতিসমৃদ্ধ কণ্ট্রোল খেলা এমনভাবে বছর বছর অমীমাংসিত থাকে কেন? পুঁতিসমৃদ্ধ ক্লাবের সিদ্ধান্তই শেষ-দুটি আছে কারা বেশী, কারা কম। কিন্তু সংগঠন বেশী সংবাদটাই আই এফ এর সর্বাধিকার নয়।

ইংরেজ টীমকে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার সময় কণ্ট্রোল ফাইনাল সম্পর্কে লেখকরা সাংবাদিকদের সাথে কথা হচ্ছিল আই এফ এর প্রধান মুখপাত্রের। সাংবাদিকরা বললেন এইসব ফাইনাল খেলাটি কলিকাতায় নিয়ে। উত্তরে ফাইনালের প্রধান মুখপাত্র বললেন—তাহলে তু কলকাতা এক বছরের মধ্যে দুটো না হয়ে তাহলে কি করতে পারি? এর পর একজন সাংবাদিক বললেন—তাহলে বিদেশ হতে দুটো হয় যদি আপনারা নিয়ে যেতেন।

তবুও নিয়ে নয়। এর পর বছর ঘুরে আবার কিছু হয়ে গেল সবই একটা নতুন অসমাপ্তির মীমাংসা নিয়ে। আই এফ এ যদি তাদের ক্লাবের মধ্যে কোন ফাইনাল খেলার নিয়মটা বেঁধে দিতেন তাহলে কলকাতার মাঠে দর্শকদের ভিড় দেখে টিকিট বিক্রয়ের হিসাব করে ফাইনাল খেলা শেষ করা যেত। কিন্তু তাদের কোনই মত নেই। তাদের কাছে সব খেলাই সমান। সেইজন্যে কলকাতার খেলোয়াড়রাও এই নিয়ে মাথা ঘামায় না।

• • •

ফাইনাল খেলাটা এবার ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শেষ হয়েছে। শুনে, ভারতীয়রা না কি খুশি হয়েছেন। পাকিস্তানেও একটি ক্রিকেট টেস্ট খেলা শেষ করবার অনুষ্ঠানিক সফর। মাঠ ১২ সপ্তাহে তারা এই উপমহাদেশের খেলোয়াড় ৬টি টেস্ট আর তিনটি অপ্রধান ম্যাচ। প্রধানকে দুটি খেলা যেন অবশ্যকোর্স ভিজন ক্রিকেটের সফরে দেখিয়েছেন। পুঁতিসমৃদ্ধ পক্ষ ভারত জয় করে নিজের দেশের বিরুদ্ধে আরও দুটিতে চাপ দেয়নি। তাই বলিষ্ঠতম কাউর পরিচয়েই এবার অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত সফর শেষ হয়েছে।

ক্রিকেটের পর কলকাতার ফুটবল মরশুম। আরম্ভ হয়েছে। কোন নতুন খেলা নেই, তবে সবই নতুন করে। সমস্ত খেলা শুরু হয়েছে। লীগের খেলা আরম্ভ না হতেই একেবারে ডুরাণ্ড কাপ দিয়ে। ডুরাণ্ড কাপের ১৫ দিনের মধ্যে ভারতীয় টীমের খেলা ১৫দিন হয়ে গেছে।

ডুরাণ্ড ফুটবল এবার সর্বাধিকের ও খেলা ভাল হয়েছে। এর মধ্যে গত দু বছরের বিজয়ী দুটো সব ভাল ফরওয়ার্ড নিয়ে খেলোয়াড় দুটো বাঁধা খেলে খেলতে চেষ্টা করেছে। ভাল ভাল খেলোয়াড়ী খেলা দেখা

উপস্থিতে হয়েছেন। খেলা বাইশুলা এসের উপস্থিতি প্রতিযোগিতার অভিজাতো বাড়ায়—খেলোয়াড়দের মনে যোগায় নতুন আশা, নতুন প্রেরণা। ১৯৫৩ সালে এস এফের অভিনিপাদকের হাতি অধিনায়ক লাভ করেছিলেন অবশ্য ইংরেজদের নেই। দাবী পাঁচজন—আমস্টার্ডাম অলিম্পিকের অধিনায়ক জয়পাল সিং, মেলবোর্ন অলিম্পিকের প্রধিনায়ক ধ্যানচাঁদ, লন্ডন অলিম্পিকের অধিনায়ক কিষেণলাল হেলসিংকি অলিম্পিকের অধিনায়ক বিলিয়ার্ড সিং সকলকেই কলকাতায় দেখা হবে। বাদের উপর ভরসা করেছিলেন সবচেয়ে বেশী সেই বলবীর কলকাতার দর্শকদের কাছে উপর প্রথম খেলার নেতৃত্বের ভার বলবীর উপরই ন্যস্ত হয়েছে।

এবারকার জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ এই প্রতিযোগিতার খেলোয়াড়দের নির্বাচনের উপরই নির্ভর করবে কোন কোন খেলোয়াড় ভারতীয় হকি টীম। গত জাতীয় প্রতিযোগিতার পর অবশিষ্ট ভিনারে পাঁচজন খেলোয়াড়ের খেলার ফলের উপর ভিত্তি করে আগামী ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানে যে ভারতীয় হকি দল যাবে তার অধিনায়ক, সহ-অধিনায়ক ও ম্যানেজার নির্বাচন করবেন ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষ। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় হকি দলের পাকিস্তান সফরের সময় ভারতীয় দলের অধিনায়ক, সহ-অধিনায়ক ও ম্যানেজার ছিলেন যথাক্রমে বলবীর, লেসলি ক্লডিয়াস ও আজমতুল্লা।

•

সবরকমের ওজনী ইংলিশ ও ইংলিশদের প্রথম টেস্ট খেলা অষ্ট্রেলিয়াকে তার হারের পর থেকে গত ডিসেম্বরের বিরতীর টেস্ট ইংলণ্ড ২১৬ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করেছে।

সমরটা ছিল আজ বিশ্বটি টেস্টের কুড়ীর বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই অসাধারণ ক্রিকেটারদের ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য সারা ইংলণ্ডে এক অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। লর্ডস মাঠে টেস্ট খেলা আরম্ভ হওয়ার দিনকয়েক আগে থেকেই মাঠের টিকিট বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেটারদের ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের কৃতিত্বের কথা ইংলণ্ডের ক্রিকেট সমালোচকেরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল, উইকেটরক্ষক ক্লিফোর্ড ম্যাকওয়াট ও ফিল্ডসম্যানদের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং ও ফিল্ডিংয়ের কৃতিত্বের কথা ইংলণ্ডের ক্রিকেট সমালোচকেরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন। এই সব কিছুর কারণেই ইংলণ্ডের ক্রিকেট সমালোচকেরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলার ফলাফল সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহস করেন নি।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার আগে তিন টেস্ট ম্যাচের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে'র টসে জয়লাভ করা সত্ত্বেও ইংলণ্ড ব্যাটিং নিতে সাহস করে নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার ট্রিনিদাদের রিচার্ডসন ও ব্রিটিশ গায়ানার ডেভিস ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে, এই আশঙ্কাতেই ইংলণ্ড অধিনায়ক পিটার মে টসে জয়লাভ করেও ব্যাটিং নিতে সাহস করেন নি। ইংলণ্ড অধিনায়কের এই সিদ্ধান্তের ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছিলেন ইংলণ্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান পিটার রিচার্ডসন ও কলিন কাউড্রে। কিন্তু ইংলণ্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যানদের এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। ইংলণ্ডের প্রথম উইকেটের পতন হয় ৩৭ রানের মাথায়। ইংলণ্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান পিটার রিচার্ডসন ১৭ রান করে আউট হন। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় উইকেটের পতন হয় ৫৭ রানের মাথায়। ইংলণ্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান কলিন কাউড্রে ২৪ রান করে আউট হন। ইংলণ্ডের তৃতীয় উইকেটের পতন হয় ৭৭ রানের মাথায়

## দেশী সংবাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারী—শিক্ষাদান কার্য নিয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একখানি আকাশী বিমান অদ্য প্রাতঃকালে হায়দরাবাদের বেগমপেট বিমান বন্দরে অবতরণ করে। বিমানটিতে পাইলট শ্রী এম মল্লিক এবং নেভিগেটর—মাত্র দুইজন আরোহী ছিলেন। তাঁহারা পূর্বেরই ভাবে আহত হন।

অদ্য সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মঃ মালিক কে ই ডারেলিংস্ক কলিকাতায় যে একটী মাত্র অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন, তাহাতে তিনি অন্যান্য জাতির সহিত শান্তিতে বসবাস করিবার জন্য সোভিয়েট জনসাধারণের আন্তরিক আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

রাজশাহী উপকারী সাধারণ ও পুলিসকর্মীর অফিসের একজন সহকারী হিন্দিক প্রতিমান গতকাল কুপার্স ক্যাম্প বাজারে এক সশস্ত্র জনতা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কয়েক ঘণ্টা আটক থাকার পর সশস্ত্র পুলিস তথায় গিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য রাত্রি ১২টা পর্যন্ত যে ১২২টী ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, কেরলের প্রজাসোশালিষ্ট নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়লাভ করিয়াছে। ঘোষিত ১২২টী ফলাফলের মধ্যে যুক্ত ফ্রন্ট ৮১ (কংগ্রেস ৬১, পি এস পি ২০, মুসলিম লীগ ১০, কমুনিস্ট ২১, কমুনিস্ট সমর্থিত স্বতন্ত্র ২, এবং এস পি ১, কংগ্রেস সমর্থিত ১ এবং স্বতন্ত্র ১টী আসন লাভ করিয়াছে।

পণ্ডিচেরী রাজ্যের বেলোস্টার্ন এলাকা বিহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে ৭৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহা রাজ্যের বিক্রয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য পরিমলও নাকি উল্লেখযোগ্য। এই নিয়া পণ্ডিচেরীর কোন একজন উপমন্ত্রী কাঁদিয়া ভাসাইয়াছেন বলিয়া অভিযোগে দেখা গিয়াছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—কেরল নির্বাচনের সকল অফলাদ্ধ ফল ঘোষিত হওয়ার পর দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেস পি এস পি ও মুসলিম লীগ লইয়া গঠিত যুক্ত ফ্রন্ট ১২৭ সদস্যের কেরল বিধানসভায় মোট ৯৩টী আসন লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে কংগ্রেস ৬৩টী আসন লাভ করিয়াছে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—কেরলে সম্প্রতি ১,৩৫৬ লক্ষ লীগের দল ভিন্ন কংগ্রেস পি এস পি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। শ্রীপট্টম থানু পিল্লাই কেরল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হইবেন। প্রকাশ যে, মুসলিম লীগ এই সরকার গঠনের বাহিরে লইয়াছে এবং কংগ্রেস প্রজা সমাজতন্ত্রী কোয়ালিশনকে সমর্থন করিতে রাজী হইয়াছে।

অদ্য প্রাতে প্রাতঃ সর্বোদয় সংঘের প্রকাশ্য অধিবেশনে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়। সম্মেলনে ১৫টী দেশ বিদেশের প্রতিনিধি যোগদান করেন। ৫৫ জন সর্বোদয়ী কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—কেরলে আজ ১ বৃহস্পতিবার শ্রী এম পি পাইল ৭৫ রাত্রে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তিনি প্রজাসমাজের কৃষ্ণবল্লভ সহ ৯ জন মন্ত্রী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখনও কোন মুসলিম মন্ত্রী গ্রহণ করেন নাই। মুসলিম লীগের সহিত আলোচনা এখনও চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতের প্রধান সেনাপতি শ্রীমুক্ত থোরাট বিমান দুর্ঘটনায় আহত সৈনিকদের দেখিতে হাসপাতালে গমন করিয়াছেন এবং শুশ্রূষাকারী নার্সদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় এয়ার ফোর্সের ৩৭ স্কোয়াড্রন কমান্ডার শ্রী পি ও ডুবুরীর নেতৃত্বে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একদল ডুবুরী বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ৬৭ জনের মধ্যে ৬৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করিয়াছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী—ত্রিবান্দ্রমের সহরের নিকট কুমারিনের সঙ্গে উপকূল হইতে দেখা যায় একটী উপকার

শিষ্টাচার

ক্ষিপ্রতা

নৈপুণ্য

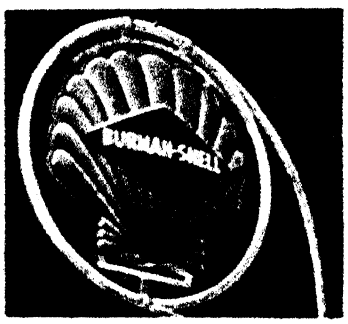


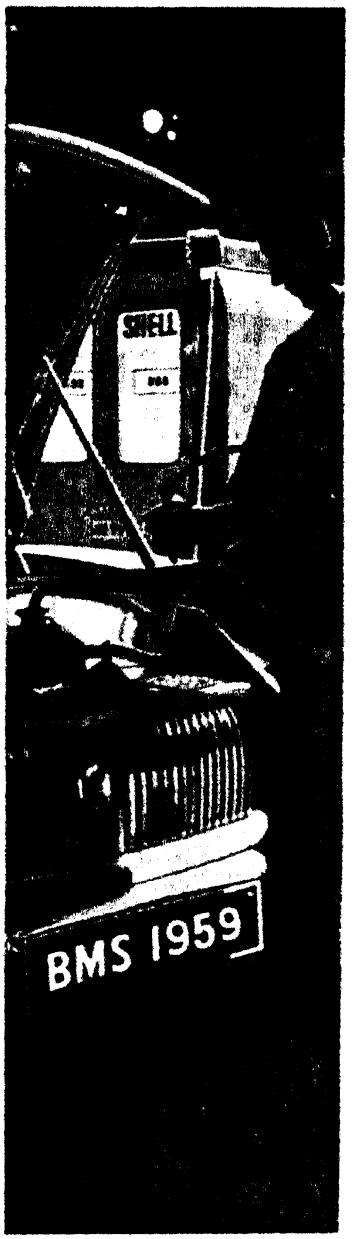

বার্মা-শেলের সেবাই এই।

REG. NO. C. 2169


খেলোয়ার কিম্বা দর্শক—
ত্বকের স্বাস্থ্য
উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজনীয়

খেলার মাঠে ও তার বাইরে, ধুলো ও ঘাম আপনার ত্বকের পক্ষে অনিষ্টকর হতে পারে। তাই উত্তম নিম সাবান দিয়ে ঐসব ধুয়ে ফেলুন—এই ক্ষেত্রযুক্ত সাবানটিতে নিমের অপূর্ব স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধক গুণাগুণ আছে। আপনার ত্বক সর্বদা সুস্থ রাখতে হলে ও ত্বকের যাবতীয় ময়লা রোগ ও দূর করতে হলে, উত্তম নিম সাবান মেখে স্নান ও মুখ হাত-পা পরিষ্কার করাকে একটা নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত করুন।

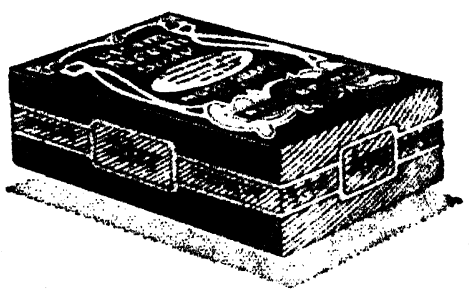

# উত্তম
# নিম সাবান

ত্বকের নির্ধুত স্বাস্থ্যের জন্য

A
SIKRI
PRODUCT

মেসার্স সেল কোম্পানী, পি. বি. নং ২২৮৭, কলিকাতা

# দেশ

২৭ বর্ষ ] শনিবার, ৭ ফাল্গুন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 20th February, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১৩

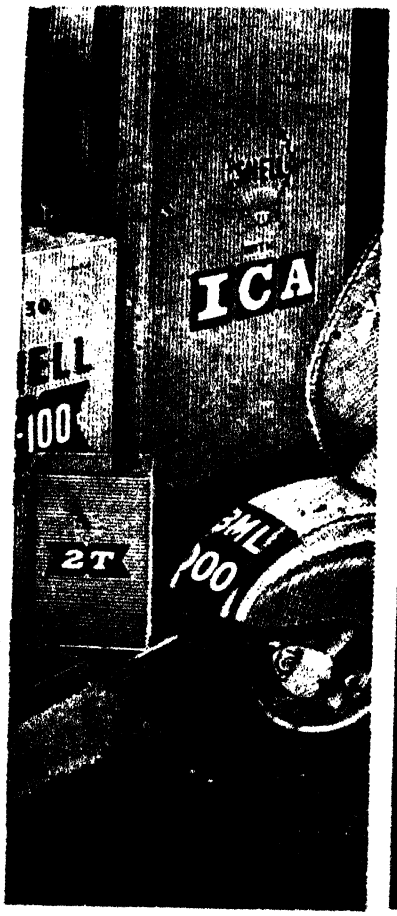

শিষ্টাচার • ক্ষিপ্রতা

নৈপুণ্য

**বার্মা-শেলের**

**সেবাই**

**এই।**

GOVERNMENT LIBRARY


== নূতন নূতন বই ==

অবধূতের

# মরুতীর্থ হিংলাজ ১২শ মুঃ ৫৲

# উদ্ধারণপুরের ঘাট ১৩শ মুঃ ৪৷৷

# বশীকরণ ৭ম মুঃ ৪৷৷

এবং

# বহুব্রীহি ৪র্থ মুঃ ৪৷৷

# দুর্গম পন্থা

(আসন্ন নূতন প্রকাশিত)

# দুই তারা ৫ম মুঃ ২৷৷

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
**মিলনান্তক**
— শীঘ্রই বের হবে —

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
**পরিশোধ**
—শীঘ্রই বের হবে—

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
**উত্তরফাল্গুনী** ৬৷৷০

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর
**শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫৲
**ছাড়পত্র** ৪৷৷০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
**তরঙ্গের পর**
— শীঘ্রই বের হবে —

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
**শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫৲
**অনামিতা** ৫৲
**চেনামহল** ৫৲০

প্রবোধকুমার সান্যালের
**সমুদ্রে সঙ্কেত** ৫৲০
**সাত পাকে বাঁধা** ৩৲০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

ফোন : ৫৫-১৭৯২



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
**পথের দাবী** (উপন্যাস) ৬·০০
**বিপ্রদাস** (উপন্যাস) ৫·০০
**শুভা** (উপন্যাস) ... ৩·৫০
**পরিণীতা** (নাটক) ১·৫০
**শ্রীকান্ত** (নাটক) ২·০০

রজনীকান্ত সেন
**বাণীবিতান** সেনের প্রত্যেকখানীতা ৩·০০

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সংকলিত
**প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস**
প্রথম ভাগ। প্রথম খণ্ড। ৫·০০

অমরেন্দ্রনাথ রায়কে সংকলিত
**বিজ্ঞান ভারতী** (অভিধান) ৪·৭৫

বিশ্বনাথ কবিরাজ
**সাহিত্যের সেরা**
**সাহিত্যের সেরা ও মানুষ** ২·৫০

কালিকা রঞ্জনকান্তাল ও
শৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
**রবীন্দ্র সংগীতের ভূমিকা** ২·০০

অমুর্ণা নিয়োগীর
**কীর্তনী ও বঙ্গনাট্য সংগ্রহ** ১·০০

সমরেন্দ্রনাথ সেন
**বিজ্ঞানের ইতিহাস**
১ম খণ্ড ১০·০০ ২য় খণ্ড ১৪·০০

অমরেন্দ্রনাথ রায়
**জাপানে** ৬·০০ **পথে প্রবাসে** ৪·০০
**নতুন করে বাঁচা** ২·৫০
**সাহিত্যে সঙ্কট** ২·৫০

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
**সৌরাষ্ট্রিক কাহিনী** ৭·০০

হরিসাধন মিত্র
**ভগবৎ প্রসঙ্গ** ৩·০০

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
**আজি-এ-রাত্রিবাস** ৫·০০

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
**বাংলা ছন্দ** ৩·০০

সুবোধ ঘোষ
**কাঁসাই** ২·৫০ **পঞ্চতপা** (উপন্যাস) ৪·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের সেরা বই
৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ
**বিসর্পিল** (উপন্যাস) ৫·০০

প্রবোধ বসু
**মরকতের তারা** (উপন্যাস) ৩ ২৯

অমিয় বসু
**জানালা** (কবিতা) ২·০০

শৈলেন মুখোপাধ্যায়
**মন নিয়ে খেলা** (উপন্যাস) ৩·০০

মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
**প্রেমডাঙা** (উপন্যাস) ৪·০০

শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
**পাতালে এক ঋতু** ১ম খণ্ড ৩·০০
**এই পৃথিবীর চন্দন** ৩·০০
**সম্পাদিকা** ৩·৫০ **বোরাক** ২·৫০
**চন্দ্রমল্লিকা**—ভবানী মুখোপাধ্যায় ২·৫০
**সম্পাদিকা** — সমরেশ বসু ২·৫০
**অসবর্ণা** — নরেন্দ্রনাথ মিত্র ২·৫০
**ডুয়োরেশন** — বনফুল ৩·০০
**ভগবদ্গীতা**—শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২·৫০
**বাজার বই** — সুবোধ সরকার ৪·০০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

অম্লান সৌন্দর্যের উপচার...

পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম ও কোল্ড পাউডার

সারা পৃথিবীর সুন্দরী রমণীদের মনের মতো

চীলক্রো-পণ্ড্স ইন্‌ক
(সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

IWTP. 72

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| ব্যাধি ও চিকিৎসা— | — | ... | ... | ১৬৯ |
| প্রসঙ্গত— | — | ... | ... | ১৭০ |
| আলোচনা— | — | ... | ... | ১৭২ |
| গানের আসর—শান্তিদেব | ... | ... | ... | ১৭৫ |
| নোবেল প্রাইজের রবীন্দ্রনাথ ও শতবার্ষিকীর রবীন্দ্রনাথ—ইন্দ্রজিৎ | ... | ... | | ১৭৭ |
| এককোড়া হাঁস ও একটি মেয়ে—প্রীতিন সিংহ | ... | ... | | ১৮১ |



৭ই শ্রাবণের বই

নেকড়ে-এর নূতন উপন্যাস
ওরা সব পারে ২·৫০

সদ্য পুনর্মুদ্রিত

সৈয়দ মুজতবা আলীর উপন্যাস
রত্নদীপ ৫·৫০
(চতুর্থ মুদ্রণ)

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কাচঘর ৩·৫০
(দ্বিতীয় মুদ্রণ)

## বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ('বনফুল')-এর বই

| | | | |
|---|---|---|---|
| ডানপিটে (উপন্যাস) | ৫·০০ | নূতন বাঁক (উপন্যাস) | ২·৭৫ |
| জলতরঙ্গ (উপন্যাস) | ৭·০০ | মর্মান্তিক (নাটক) | ১·৫০ |
| শিক্ষার ভিত্তি (প্রবন্ধ) | ২·৭৫ | কাঁচ (নাটক) | ১·২৫ |

সদ্য প্রকাশিত (উপন্যাস) ওরা সব পারে ২·৫০

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার মতামতের কতকাংশ :

আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

উপন্যাস ... ... ...

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
টি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা ৭

শুধু বিলাসিতা নয়!
স্বাস্থ্যও বটে
তারক গুণ্ডের জর্দা
কলিকাতা-৪

★ আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।
★ আকর্ষণীয় হারে ক্যাস সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।
★ স্পেশাল সেভিংস ডিপোজিট একাউন্টে বার্ষিক ২৫% হারে সুদ দেওয়া হয়।
হেড অফিস
৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

দৈনন্দিন খাটুনীতে আপনার শরীর ক্লান্ত হয়...অবসন্ন, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করেন...এর কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি আপনার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী আপনি ব্যয় করেন। আপনার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার...আপনার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

আবার আশ্চর্য্যজনক
সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটী বৈপ্লবীক স্বাস্থ্য টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অরিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর ক্ষতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

চমৎকার সুস্বাদু
ওয়াটারবেরীজ
কম্পাউণ্ড
সেবন করে নিজেকে
সুস্থ রাখুন

বহুলভাবে প্রচলিত
(দাম বেড়েছে এখন আর বেড়েছে না)

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| বিশ্ববিচিত্রা | | ... | ১৮৭ |
| কখনও মুহূর্তে [illegible] | [illegible] | ... | ১৯০ |
| ষ্ট্রামেবাসে— | ... ... | ... | ১৯১ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য [illegible] | ... ... | ... | ১৯২ |
| বাইশে শ্রাবণ | শ্রীনিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় | ... | ১৯৩ |
| কাঁড় দিয়ে কিনলাম | শ্রীনিমল মিত্র | ... | ২০১ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি— | শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় | ... | ২০৯ |



মিত্রালয়ের প্রতিটি গ্রন্থই আপনার গ্রন্থাগারে রাখবার মতো।

শচীন্দ্রনাথ বসুর
পরশুরাম

•

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের
বিশ্বয়কর উপন্যাস
ডাক্তারের দুনিয়া

[illegible]
মৌনমুখর

পঞ্চগ্রাম | মন্বন্তর | ০

[illegible]
তাসের মিনার

০

শৈলেশ্বর ভট্টাচার্যের
আলবার্ট হল | অগ্নিসম্ভব

[illegible]
মা | মহানিশা

ভূতীয় ভুবন

•

•

রূপদর্শীর
নকশা • নাচের পুতুল

পদ্মা • অন্ধযুগের অভিশাপ

[illegible]
চীনা প্রেমের গল্প

•

নিরুপমা দেবীর
আমার ডায়েরী

•

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের
নতুন উপন্যাস
রূপসী নগরী

শচীন্দ্রকুমার মিত্রের
রাত্রির তপস্যা | পুরুষ ও রমণী

মিত্রালয় : ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২


(বি ২৩৮৩)


## ন্যাশনালের বই

॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥

আলেকজান্দর কুপ্রিনের

**রক্তবলয়**

[illegible]

জিওভিন্নি গোলোসিভের

**বুখারার বীর কাহিনী**

[illegible]

নিকোলাই পাস্তোভের

**সাগরে মিলায় ডন**

প্রথম খণ্ড

[illegible]

নিকোলাই পাস্তোভের

**বীর প্রবাহিনী ডন**

[illegible]

**চাঁদে অভিযান** ৫.০০

এম. আই. ইলিনের

**আয়নোস্ফিয়ারের কথা** ১.১০

ই. আই. ইলিন

**অতীতের পৃথিবী**

ইলিন ও ভেলাস

**মানুষ কি করে বড়ো হল** ৩.৫০

---

ডাক্তারের কমিউনিস্ট পার্টির
পঞ্চম বর্ষ থেকে পঞ্চাশ বছর
পর্যন্ত

**নেহরু-চৌ এন-লাই পত্রাবলী**

[illegible]

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
৯৩১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

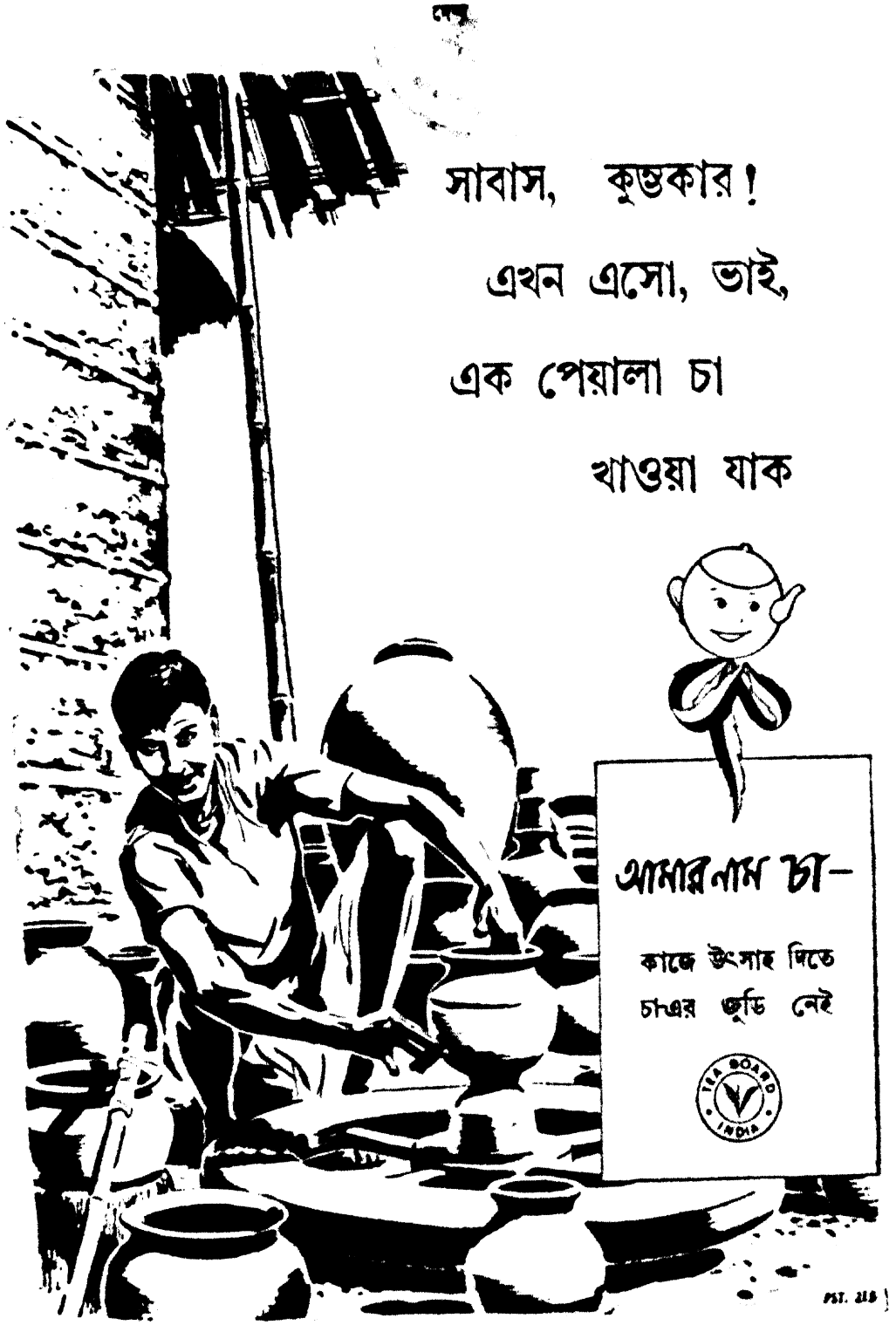
সাবাস, কুম্ভকার!
এখন এসো, ভাই,
এক পেয়ালা চা
খাওয়া যাক
আমার নাম চা—
কাজে উৎসাহ দিতে
চা-এর জুড়ি নেই
TEA BOARD INDIA

# সূচীপত্র

LIBRARY


| বিষয় | লেখক | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম কদম ফুল | শ্রীসুশীলকুমার সেনগুপ্ত | ... | | ২১৬ |
| যৌবন | শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় | ... | ... | ২২০ |
| চিত্র প্রদর্শনী | ... | ... | ... | ২২৩ |
| পুস্তক পরিচয় | ... | ... | ... | ২২৫ |
| রঙ্গজগৎ | শ্রীসুধাংশু | ... | ... | ২২৯ |
| খেলার মাঠে | শ্রীসুধাংশু | ... | ... | ২৩৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ | ... | ... | ... | ২৫০ |



সম্প্রতি প্রকাশিত হইল

**মধুসূদন** ঃ

কবি ও নাটকার মূল্য ৩·৫০

ডঃ সরোজ সেনগুপ্ত

**রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ**

মূল্য ৬·০০

ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

**বরণীয়** মূল্য ৫·০০

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স

আর যার প্রতি পত্রপাঠে রাখিবার মতো
প্রত্যেকের নিজস্বতার উপযোগী নিখুঁত হবে

প্রথম বাঙালির উপন্যাস

**রম্যাণি বীক্ষ্য**

সৌরাষ্ট্র পর্ব ৭·০০

রাজস্থান পর্ব ৭·০০

কালিন্দী পর্ব ৫·০০

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

উপন্যাস

**মধুরে মধুর** ৫·৫০

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

**রূপম ?** ৩·৫০

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

ভ্রমণ

**কাশ্মীর পরিক্রমা** ২·০০

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

[illegible]

সুপারহিট নভেল

**গীতিমুখর ভিয়েনা** ... ২·০০

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

— নূতন ধরণের উপন্যাস —

| | | |
|---|---|---|
| সোফোক্লিস নভেল | — সাগরে হাওয়ে | — ৩·৫০ |
| [illegible] | — রোদ জল ঝড় | — ২·৫০ |
| [illegible] | — ডিক্সন নদীর ধারে | — ২·২৫ |
| [illegible] | — সেই পুরাতন কথা | — ৩·৫০ |
| সোফোক্লিস নভেল | — ইভান ইভানোভিচ | — ২·০০ |

**পপুলার লাইব্রেরী**

২৯০।১।বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

যে নাটক বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে, ছাত্রদের নিয়ে, মাঠে, মাচায় বা ড্রয়িং রুমে দু ঘণ্টা বেশুমার হাসির সংগ, অভিনয় করা যায়, সেই আশ্চর্য মানুষ অমরেশ আর তার শ্যালকদের কথা

বিধায়ক ভট্টাচার্যের

# শুনপুণ্যবান

দাম ২·৫০
সডাক ০·৫৬

• • •

ছাপা হচ্ছে

যে গ্রন্থ প্রকাশিত হবার সংগে সংগে পৃথিবীতে আলোড়ন এনেছিল, সেই প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক এমিল লাড্‌উইগের শেষ নয় অক্ষ ম্যানাস্টার অপূর্ব অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণকলী উপন্যাস:

● মানব পুত্র ●

[দীর্ঘদিনের নিরলস চেষ্টার অনুবাদ-অনুমোদিত প্রান্ত]

প্রকাশক—

**বুক এ্যান্ড বুক**

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রকাশিত হ

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর উপন্যাস

# উপকণ্ঠ

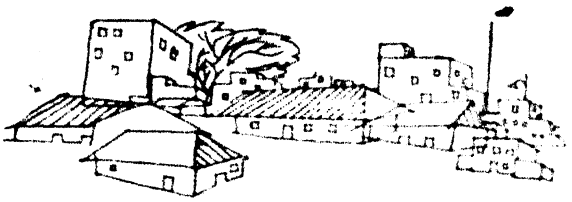

এই শতাব্দীর সভ্যতার এক বিশেষ অনুভবের সুবৃহৎ উপন্যাস। বস্তুত ভাবে, রীতিতে, দৃষ্টিকোণে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ও উল্লেখযোগ্য। দাম : চার টাকা

.....অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ.....

সুবোধ ঘোষ : বিষম কর—৩, সাগর সংগম ও নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে—২·৫০, রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা : অমিয় চক্রবর্তী—৩, প্রবন্ধ-সংকলন : হেমেন্দ্রকুমার রায়—৩, বুদ্ধদেব বসু : নির্বাচিত গল্প—২·৫০, প্রবন্ধ সংগ্রহ : শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—৩·৫০, রূপসীর মন : প্রফুল্ল রায়—৩·৫০, উনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিহ্ন : সুকুমার সেন—৩·০০।

**এডুকেশ্ট বুক হাউস** এ১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

নতুন বই

সুবোধ ঘোষের

# ভারত প্রেমকথা

এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি
নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়তে দিন

সপ্তম সংস্করণ

দাম : ছয় টাকা

নতুন প্রকাশন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# প্রেমের গল্প

[illegible]

দাম : চার টাকা

প্রকাশনা উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | | |
|---|---|---|---|
| শতকিয়া | ॥ | সুবোধ ঘোষ | ॥ ৮·০০ |
| রূপসী রাত্রি | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৫·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ ৪·০০ |
| প্রচ্ছদপট | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৩·৫০ |
| তিন শূন্য | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ ৩·৫০ |
| মনের মানুষ | ॥ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ ৩·০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ ৫·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | ॥ | সরলাবালা সরকার | ॥ ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | ॥ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ ৪·০০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ ১·২৫ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | ॥ | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ ৩·৫০ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

LIBRARY

# দেশ

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 20th February, 1960

২৭ বর্ষ ১ ১৬ সংখ্যা ১ 50 নয়া পয়সা
শনিবার ৭ ফাল্গুন ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

## ব্যাধি ও চিকিৎসা

[illegible] সমস্যার প্রতি [illegible] বিধানসভায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তাহার পরিণাম ভিয়েটনাম, লাওস ও সংযুক্ত রাষ্ট্রে। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, বাহিরের অনেক সমস্যাই নেহরুর অবাঞ্ছিত প্রভাবেই হইয়া থাকে। এই ছাড়া ছাত্রসমাজে বিশেষ করিয়া ছাত্র শিক্ষক যোগাযোগ যেন ক্রমশ অসহজ হইয়া পড়িতেছে—এই ও ছাত্রসমাজে চিন্তার অরাজকতার একটা কারণ বলিয়া কিছুদিন যাবৎ অনেকে মনে করিতেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের কোন একজন সদস্য ছাত্রসমাজের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ হইতে দূরে থাকার উপদেশ উপলক্ষ করিয়া উপদেশ দিবার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। ইহার উত্তরে কোন কোন সদস্য [illegible] প্রস্তাব করেন। ইহাতে বলেন যে ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের সহিত শিক্ষক ও অসহনীয় সমস্যার একটা পরিষ্কার সম্পর্ক আছে। বোধ করি ইহাদের বক্তব্য এই যে যতদিন না শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক ও অসহনীয় সমস্যার প্রতিকার হইতেছে ততদিন এবিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করা উচিত হইবে না। কারণ পার্লামেন্টারী কমিটির অধিবেশনে নেহরু যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহার উল্লেখ আমরা করিয়াছি।

আমরা গোড়াতেই বলিয়াছি যে, প্রতিকার না হোক প্রতিকারের উদ্যোগ এইসব আলোচনাকে শুভলক্ষণ মনে করিতে হইবে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, পূর্বোক্ত মন্তব্যসমূহ এমন কোন নূতন আলোক বা ইঙ্গিত দান করে নাই যাহা পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। এতদিন বিভিন্ন উপলক্ষে আমরা যাহা বলিয়াছি একণে তাহার পুনরুল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে মনে করি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ছাত্রসমাজের বর্তমান ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ ছাত্রজীবনের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রভাব;—আর ইহার মূলে আছে বাহিরের রাজনৈতিক দলের গোপন সংঘ টানাটানি, ছাত্রসমাজ যন্ত্র বিদ্যায়তনের বাহিরে অবস্থিত রাজনীতিকগণ যন্ত্রী। যন্ত্রকে স্বাধীন করিতে হইলে তাহাকে যন্ত্রীর প্রভাবমুক্ত করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্র ইউনিয়নগুলি বাহিরের এই সব রাজনীতিকের দলীয় মতবাদ প্রচারের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। আর ছাত্র-শিক্ষক যোগাযোগ? যে-সব শিক্ষক কেবল শিক্ষাদান করেন, বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুগৃহীতপ্রবর নন, বর্তমান অবস্থায় ইহাদের যেন নিতান্তই অনুকম্পার যোগ্য। কি ছাত্র, কি শিক্ষক-সমাজ, কি বেতনভুক কর্তৃপক্ষ, কি বিদ্যা-বিনায়ক কাহারো কাছে ইহাদের মূল্যের নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আর ন্যায়, নীতি ও সমাজের অসহনীয় অবস্থা? এসব তো অবশ্যই ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও আছে—কই, এমন আগে তো উচ্ছৃঙ্খলতা এমন ব্যাপক ছিল না, এমন তো আসে নাই। এই কারণ নয় অন্য কারণ মনে হয়। এই প্রসঙ্গে ভিলাই যে ভাষণটি দেন ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহরুর দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বড়ই কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে উন্নতি করিতে হইলে ছাত্রসমাজের সকলেরই শিক্ষালাভে আরও মনোনিবেশ করিতে হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য, যাঁহারা ছাত্রদের উন্নতি প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার ইঙ্গিত দিলেন তাঁহারা কি ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার একটা কারণ হইতে পারেন?

এসব কথা শিক্ষা-কলহের অবতারণার এই মূল রাজনৈতিক সমস্যার উল্লেখ করিতে হইবে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, পূর্বোক্ত মন্তব্যসমূহ এমন কোন নূতন আলোক বা ইঙ্গিত দান করে নাই যাহা পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। এতদিন বিভিন্ন উপলক্ষে আমরা যাহা বলিয়াছি একণে তাহার পুনরুল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে মনে করি।

এসব কথা শিক্ষা-কলহের অবতারণার এই মূল রাজনৈতিক সমস্যার উল্লেখ করিতে হইবে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, পূর্বোক্ত মন্তব্যসমূহ এমন কোন নূতন আলোক বা ইঙ্গিত দান করে নাই যাহা পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। এতদিন বিভিন্ন উপলক্ষে আমরা যাহা বলিয়াছি একণে তাহার পুনরুল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে মনে করি।

এসব কথা শিক্ষা-কলহের অবতারণার এই মূল রাজনৈতিক সমস্যার উল্লেখ করিতে হইবে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, পূর্বোক্ত মন্তব্যসমূহ এমন কোন নূতন আলোক বা ইঙ্গিত দান করে নাই যাহা পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। এতদিন বিভিন্ন উপলক্ষে আমরা যাহা বলিয়াছি একণে তাহার পুনরুল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে মনে করি।

# চরসংবাদ

মানুষের জীবনে যত সমস্যা আছে, অন্ন তার মধ্যে হলো সবচেয়ে প্রধান। পেটে অন্ন চাই, তবে বস্ত্র চাই। এর আর না নেই। এই হলো মানুষের আদিম প্রয়োজন। তবে পরে সভ্যতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনেরও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন এখন একটা মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যে, শুধু অন্ন আর বস্ত্র দরকার তা নয়, সংসারজীবনে তার আরও অনেক কিছু দরকার। বিশেষ করে মানুষের অবাধগতি যে-সমাজে, সে-সমাজে তার চাহিদা অনেক। প্রয়োজনের এই বিস্তার এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি হলো যাতায়াত। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে নদীই হলো যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম, সেখানে নদীর ওপর সেতু তৈরি করা হলো যাতায়াতের একটি বড় প্রয়োজন। কিন্তু সেতু তৈরি করা যে কত কঠিন, তা আমরা বুঝতে পারি পদ্মা সেতুর কাজ দেখে। কারণ, একটি নদীর ওপর সেতু তৈরি করতে গেলে নদীর গভীরতা, স্রোতের তীব্রতা, নদীর তলদেশের মাটি ইত্যাদি অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে হয়।

কিন্তু সেতু তৈরি করা একটি একান্তভাবেই আধুনিক ব্যাপার। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন আমাদের স্কুলে যাওয়ার পথে একটি নদী পার হতে হতো। নদীর ওপর কোনো সেতু ছিল না। নদীর দুই পাড়ে দুটি বাঁশ পুঁতে তার ওপর একটি বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে বেঁধে দেওয়া হতো। সেই বাঁশের সাঁকো পার হয়ে আমরা স্কুলে যেতাম। বর্ষাকালে নদীতে পানি বাড়লে সাঁকো ভেসে যেত। তখন নৌকা ছাড়া নদী পার হওয়ার আর কোনো উপায় থাকত না। ১৯৪৩-৪৪ সালে বাংলার যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার একটি কারণ ছিল নদীর ওপর সেতু না থাকা।

•

আমার বাবা ছোটবেলা থেকেই ডাক্তারি পড়ার জন্য কলকাতা চলে যান। তখন তিনি যাতায়াত করতেন নৌকায়। নৌকা ছাড়া তখন যাতায়াতের আর কোনো উপায় ছিল না। তখন তিনি নৌকায় করে পদ্মা পার হয়ে গোয়ালন্দ থেকে ট্রেনে উঠতেন। তারপর ট্রেনে করে কলকাতা। তখন পদ্মা নদীর ওপর সেতু ছিল না। ফেরিও ছিল না। তখন পদ্মা পার হতে লাগত ১৮ ঘণ্টা। আর এখন পদ্মা সেতু দিয়ে গাড়ি করে পার হতে লাগে ১৮ মিনিট। কত বড় পরিবর্তন!

কিন্তু সেতু তৈরি করা একটি একান্তভাবেই আধুনিক ব্যাপার। আমার বাবা ও মামার এই কাজটি করতে হয়েছিল নৌকায় করে। তখন নদীর ওপর সেতু ছিল না। ফেরিও ছিল না। তখন নৌকা ছাড়া নদী পার হওয়ার আর কোনো উপায় ছিল না। ১৯৪৩-৪৪ সালে বাংলার যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার একটি কারণ ছিল নদীর ওপর সেতু না থাকা।

•

# আলোচনা

## মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁস

সবিনয় নিবেদন,

সেপ্টেম্বর ১৬ই মে, ১৮৬৬ সালের ইংরেজি চিঠি, যে লিখিত মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁস প্রবন্ধটি পড়ে করলাম। প্রবন্ধে মধুসূদনের সমাজচিন্তা সম্পর্কে লেখক যে আলোচনা করেছেন সে বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে।

(১) লেখক মন্তব্য করেছেন

> বাংলা ছন্দের সহজ সাবলীল গতিকে ব্যাহত করে কয়েক পাঠ নিয়ে হইলি। তিনি নিজের সম্বন্ধে যেটুকু আত্মবিশ্বাস করেন যে, আমাদের **সনেটপদী** ও **সনেটাত্মিক** পদ্যই আমাদের ইংরেজির মেজাজে, কারণ আমাদের ছন্দ সংস্কার ও সংস্কারের দিক থেকে অপ্রয়োগী, অর্থাৎ প্রয়োগের মূল বাধা ছন্দে, আমার মনে হয়েছে এই **সনেটপদী** ও পয়ারের প্রতিষ্ঠা করিবার আগেই তার করেছি এবং ইংরেজি সনেটের অনুকরণে অনুকরণে সৃষ্টি করা ও সনেটের ভাবে করেছি কিন্তু সনেটের মধ্যে যেটুকু ছন্দ ও সনেটের মধ্যে ও এবং সনেটের অনুকরণে হয়েছে ও একটা সুন্দর চেহারা।

অনুরূপ হয় মধুসূদনের বিদেশিদের অনুকরণটির ভিত্তি করে সাদা চতুর্দশপদী অমিত্রাক্ষরকে এখানে লেখক **সনেটপদী**, **সনেটাত্মিক** এবং **সনেটের** বলেছেন—

> The verse is what in English we would call 'Alexandrine' i.e. containing 6 feet. The longest verse in our language is like the Greek and Roman Hexameter, too long and pompous for dramatic purposes. The Greek and Latin dramas are not written in Hexameter. Our 7 footed verse is our 'heroic' measure.

(শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত মধুসূদন, ২য় সং পৃঃ ৫২৫-৫২৬)

এ চিঠিতে মধুসূদন বাংলা চতুর্দশ কলা-মাত্রিক পয়ারবন্ধকে 7 footed পয়ার বলেছেন। ইংরেজী আক্ষরিক ছন্দে প্রতি দুই সরল (syllable) একটি feet গড়ে ওঠে, এমন ছয়টি feet এর সমন্বয়ে বলা যায়ের Alexandrine গড়ে ওঠে। আক্ষরিক ছন্দে দ্বিসরল feet এর দ্বিতীয় সরল উপর পড়ে প্রথম সরলটি প্রস্বরবিহীন থাকে। মধুসূদন এই


• প্রকাশিত হয়েছে •

• শাঁখা সাড়ি লাল চুল জড়োয়া নথ চোখ, মুখ, ঠোঁট, বুকের ভেতর ধড়ফড়—বিবাহ সংক্রান্ত বিচিত্র বিষয় নিয়ে চিত্তরঞ্জক বিশ্লেষক ও নাটকার

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
**জর্জ বার্নার্ড শ**
[illegible] সম্পর্কে সুচিন্তিত কৌতুক কথা
[illegible] সাড়ে আট টাকা ॥
**জর্জ বার্নার্ড শ**। বিশ্বসাহিত্যের [illegible] শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বেরিয়েছে, অনুবাদে [illegible] সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ নাট্যকার। সেই মহানাট্যকার বিচিত্রধর্মী জীবনীগ্রন্থ, বিশ্বের বিশ্লেষক, বেদ ও সাহিত্যসমালোচক। [illegible] বিশ্বের উপন্যাসকার কাঁচের ও চিত্রনাট্যকার [illegible] সম্পর্কে [illegible] **জর্জ বার্নার্ড শ**॥

বুদ্ধদেব বসুর
নূতন উপন্যাস
**নীলাঞ্জনের খাতা**
[illegible] টাকা ॥
• সহজ ভাষায় সাবলীল ভঙ্গিতে বিয়ে নিয়ে অনেকের চিরন্তনী [illegible] মধ্যে বিবাহিত অবিবাহিত [illegible] সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে উপন্যাসে [illegible] উপন্যাসে [illegible] ও শাঁখের চমৎকার অঁকড়ে ধরেছে ॥

• এক অসমর্থ মিথ্যে অহং আমার— [illegible] পড়ে বিয়ের, বেরিয়ে এলো [illegible] — অনুভবের সম্পর্কে [illegible] ছন্দে ছন্দে [illegible] চিত্রিতা অবতরে অবতরে [illegible]

নারায়ণ সান্যালের
নূতন উপন্যাস
**মনামী**
[illegible] টাকা ॥
[illegible] সম্পর্কে [illegible] অনুভব [illegible] সাড়ে [illegible] লেখকের এই বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস এর অনুরূপ [illegible] উপন্যাসের কথা [illegible]

**শিলাসন** ২·৫০ ॥
**ময়ূরকণ্ঠী** ৩·৩০ ॥
**কথায় কথায়** ৩·০০ ॥
**চিত্র ও বিচিত্র** ৩·৩০ ॥
**তামসী** ৩·৩০ ॥
**গঙ্গা** ৩·৩০ ॥
**পূর্ব-পার্বতী** ৮·৩০ ॥
**বিচিত্রিতা** ২·৩০ ॥
**নওরঙ্গী** ৩·০০ ॥
**নেপালিয়নের চোখ** ২·০০ ॥
**নূরের মিছিল** ৪·০০ ॥
**অনাত্মা** ২·৩০ ॥
**সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ** ৬·০০ ॥
**বাংলা গল্প বিচিত্রা** ৪·০০
[illegible] ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা বারো ॥

বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত

অবধূতের

বিস্ময়কর রচনা আজই পড়ুন

শুভায় ভবতু

* পাঁচ টাকা *

দুরি বৌদি

* চার টাকা *

(সি ২৩৯১)

Alexandrine ছন্দের সঙ্গে তুলনা দিতে গিয়ে চতুর্দশ কলামাত্রিক পয়ারকে '7 footed পয়ার' বলেছেন। বাংলা ছন্দের পক্ষে কথাটির অর্থ পৃথক। অনেকাংশে ইংরেজী Caesuric Section-এর সমধর্মী। চৌদ্দমাত্রার পয়ার বাংলা 'বিপদী' বন্ধের (আট ছয় মাত্রার পদভাগের) ছন্দ। সুতরাং মধুসূদন এ ছন্দকে '7 footed পয়ার' বললেও বাংলার সপ্তপদী বলা ঠিক হবে না।

'সপ্তমাত্রিক' কথাটি আরও বিভ্রান্তিকর। ইংরেজী ছন্দ মূলতঃ শব্দাত্মক (syllabic)। বাংলায় মধুসূদন যে ছন্দ ব্যবহার করেছেন সে ছন্দের ভিত্তি কলামাত্র (time-unit)। কলামাত্রিক ছন্দের ছন্দের সাধারণ উচ্চারণ রীতি হল বুদ্ধ বন্ধ (closed syllable) শব্দের শেষে যুক্ত মুক্তবন্ধ (open syllable) সর্বত্রই এক মাত্রা। মধুসূদন এই উচ্চারণ রীতি মেনে নিয়েই প্রবহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর পয়ার রচনা করেছেন। সেখানে চৌদ্দকলামাত্রার উচ্চারণে পর্ববিন্যাস করেছেন। সুবিধার এই পর্বাঙ্গকে 'সপ্তমাত্রিক' বলে পয়ারকে প্রকারণে বিশ্লেষণ করা হয়।

'সপ্তস্বরা' কথাটিও মধুসূদনের অভিপ্রায়কে ছন্দ সম্পর্কে সুপ্রযুক্ত নয়। কবি যে কয় রেখাগুলিই কেন সাতটি স্বর ধ্বনিতে সুনির্দিষ্টভাবে রচনা করেন নি। যেমন

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

সব মুখে সমস্ত [illegible] দিয়ে [illegible] দিয়ে [illegible] দিয়ে

দিকে এবং তার ফলে একটা বিশেষ যা কবিতা কারো প্রতিভা স্বরূপের দিকে, উৎকর্ষ ছেড়ে যেন রেখার সরলতায়। তাই বাঙলা পদ্যে ও প্রবন্ধে দার্শনিক পদ্য পাঠের দুর্ভাগ্যের সঙ্গতির স্থায়ীর সমালোচনাই সেই ধর্মাচার্যের সেখানে থাকে না, যা উচ্চারণে কারো অমরত্বের মূল্য করে এবং যে পদ্যকার ও বাক্যশিল্পীদের আকৃতি সাধনার চারের পাশের উৎকর্ষ দৈনন্দিনের একটি প্রদক্ষিণের পূর্ণ।

এখানে লেখক যে সময়ে ঘটে সেটা অসম্ভব। অনুমিত হয় মহাসুকের প্রতিবেশের পাত্রের ছবি ও ছন্দে যে ছবি ধরা পড়েছে তার কাছে ছোট ছোট পারিপার্শ্বিক মুক্তার তুলনা করতে চেয়েছেন কিন্তু মুক্তার সিঁড়ির একটানা সুর ভঙ্গে, প্রতিবেশের সেই এমন মহত্তের পক্ষে যুক্তি তোলে, মহাসুকের বীর চেতনার কাছের পক্ষে দুর্লভ কল্পনাতে পারাবেশের উপযুক্ত পদ ধরেছেন, যা শব্দের সমাবেশে ঘনায়মান ছোট ছোট ছন্দের সমান করেছে। সমস্যাটি এইখানে মুক্তার সেই ছন্দের সমান করতে পারেন। [illegible] ছন্দের ঝঙ্কার ও ধ্বনির ঝঙ্কার [illegible]

শব্দবিন্যাসে [illegible] পাঠকের প্রত্যাখ্যানের [illegible] করে ৫+২+৩ মাত্রা ভাগের শব্দবিন্যাস [illegible] করে [illegible] করেছেন [illegible] কারোর [illegible] সুরেশ [illegible] ৫+২+৩ মাত্রাভাগের পরিবর্তে ৩+৩+২ মাত্রাভাগে মধ্যে ৮+৮ মাত্রাভাগে পরিবর্তন করেছেন। এঁর বিভিন্ন কাগজে লেখা হয় কুমারেশ পরিবর্তে বচনায় ৩+২+৩ মাত্রাভাগের পরিবর্তে সর্বত্রই পরিহার করে ৩+৩+২ মাত্রাভাগে শব্দগুচ্ছ ভাঙে মাত্রার পদ বচনা করেছেন। বিক্রেড তিন মাত্রার শব্দের সঙ্গে আর একটি বিক্রেড তিন মাত্রার শব্দ গুচ্ছবদ্ধ অভিপ্রেত, হেমন দুই বা চার ক্লোজমাত্রিক শব্দের সঙ্গে আর একটি দুই বা চার ক্লোজমাত্রার শব্দগুচ্ছবদ্ধই অভিপ্রেত। এই নীতির সমর্থনেই স্বল্প সঙ্গবেতী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লেখেছিলেন, বিক্রেডে বিক্রেড গাঁথি, জোড়ে জোড় জোড়া। সুতরাং আলোচ্য উদাহরণে মাইল [illegible] পরিবর্তে মহাস্থান মাইলা [illegible] তাহা লিখেছেন ৩+২+৩ শব্দগুচ্ছবদ্ধ [illegible] পরিহার করবার উপদেশ। প্রবন্ধলেখক পুনর্বার সেই নীতির শব্দগুচ্ছকে বন্ধ করতে চাইছেন। বরং বলা চলে মাইল সাতেক হবে না লিখে মাইলা সাতেক। এরা লিখলেও বাঙলা ছন্দের ধ্বনি সমানই রক্ষিত হতে পারত। ইতি নীলরতন সেন, স্টেট

### আকাশবাণী ও হিন্দী প্রচার

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সাথী লেখক কলকাতা বেতার কেন্দ্রের মুখপাত্রের একটি পত্রে কেন্দ্রের একটি ইংরাজী সিগনেচে প্রকাশিত একটি কার্টুন ছবি মনে পড়ে গেল। কিছুদিন

সাহেবের মাতৃভাষা পরবর্তীকালীন দেশের ধারাবাহিক চতুর্দিকেই দৃষ্টিক্ষেত্র আসন ছিল। ধারা সম্প্রতি প্রত্যহই সাধারণ বেতারে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রমাণিত করতে কখনোবিকল না, ধারাভাষার দেশে ইহাদের হাতে পারে না মোটেই। ছবিতে একটি বিরাট ঢেকুর টানতে চড়ানো, তার মধ্যে থেকে হাজার হাজার সাধা ফুটে উঠছে পড়ছে। আর ইংরেজীনবিশ আমরা ধারাভাষাটিকেই একটি হাতের করে ভোলাবার জন্যে বিস্তর জনতার পরে সেই সাধারণদের কবিতেন করে চলেছেন। দর্শকটির প্রসঙ্গলাভ আপনাদেরই বিদেশ কিন্তু ধারাভাষের সঙ্গে ও সমাজের সমাজভাষার উপরে বেতার মুখপাত্র মহাশয় মিনিট ও সেকেণ্ড ছক কষে যে সাধারণসমূহ বিবরণটি দর্শিত করেছেন সেটি পড়ে মনের এ ধারণাটি মনে পড়ে গেল। সাধারণের সেগুলি দিয়ে উপরের জন্যে মোটের ধারণা সমস্ত নিজস্বতা ঠিক তবে দিয়েই মনের চুরিয়ে আসল করতে ধারণা ভাবেদিক প্রকাশকের। নিবেদন, প্রকাশ মুখোপাধ্যায় চন্দননগর।

### আকাশবাণী ও বাঙালী শ্রোতা

২৮শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় শ্রীকল্যাণকে পরিচ্ছিন্ন পত্রের আসরে কবিতা বেতার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা ও তা সমালোচনা করেছি।

বাঙলার বাইরে কলকাতা বেতার যত বড় সত্য নিয়ে বাঙালী আমাদের [illegible] অনেক। বিদেশের এবং বাঙালীদের ছাড়া মেয়েদের বাঙলা ছবি বিক্রির সংগীত সুরেন্দ্রনাথেরই। বেতারের কর্তাব্যক্তিও কেন্দ্র মত সংগীত আরোহ কম পাওয়া সত্য। সুতরাং কেন্দ্রে হিন্দী বিক্রির চালে ছবিমোহনে পরিচয় বাঙলা ১৮ই সংগীত বিক্রমের ধারে উঠতে পারে না। অথচ বাঙালী হয়ে বাঙলার সংগীত পরিচয় হয়ে না এর চেয়ে দুঃখের আর নেই। সেজন্য আমরা বেতার বন্ধু মনেপ্রাণে বাঙলা ছবি বাঙলা ছবির সংগীত ঘোষণায়ের বন্ধুর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান আমাদের হতাশ করেছেন। সাহই দিন যাচ্ছে কলিকাতার বেতার প্রতিষ্ঠানে হিন্দী প্রোগ্রাম বেড়ে যাচ্ছে। বেতিয়ো খুলে বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। ঘরে বাইরে হিন্দীর চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছে। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরা কি এই অল্প সে বিদেশে বাঙলাকে মর্যাদাটুকু রক্ষা করতে চান না?

বাঙলার বাইরে আমরা যে কয়খানি বাঙলা প্রোগ্রামের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকি তা সমানা পরে কি জানাব। তাই শ্রীকল্যাণদের আলোচিত আসের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইতি—

কমলাপতি মিত্র, কাটনি


# প্রবোধকুমার সান্যালের

বেলোয়ারী ৬৷৷০ মহাপ্রস্থানের পথে ৪৷৷০ তুচ্ছ ৩৷৷০ উত্তরকাল ৫, আঁকাবাঁকা ৫, বন্যাসঙ্গিনী ৩, শ্রেষ্ঠগল্প ৫, আগ্নেয়গিরি ২৷৷০ মধুচাঁদের মাস ২৷৷০ ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে ২৷৷০ অরণ্যপথ ৩, জলকল্লোল ৫,

# তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উত্তরায়ণ ৫৷৷০ কৈশোরস্মৃতি ৪, ইমারৎ ৩, অভিযান ৫, কবি ৪, কবি (নাটক) ২, বিংশ শতাব্দী ২৷৷০ প্রিয় গল্প ৫, স্থলপদ্ম ২৷৷০ প্রতিধ্বনি ৩, সন্দীপন পাঠশালা ৪৷৷০ না ২৷৷০ দিল্লীকা লাড্ডু ২৷৷

# বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পথের পাঁচালী ৫৷৷০ দেবযান ৫, আরণ্যক ৪৷৷০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫, গল্প পঞ্চাশৎ ৮৷৷০ কুশল পাহাড়ী ৪৷৷০ মুখোশ ও মুখশ্রী ৩৷৷০ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪৷৷০ ঐ (নাটক) ২, অভিযাত্রিক ৪৷৷০ উৎকর্ণ ৪, কিয়র দল ২৷৷০ মেঘমল্লার ৩৷৷০ যাত্রাবদল ২৷৷০ লবটুলিয়ার কাহিনী ২৷৷০ হে অরণ্য কথা কও ৩৷৷০

# বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

গল্প পঞ্চাশৎ ৮, নয়ান বৌ ৫, কথাচিত্র ৩, মিলনাত্মক ৪৷৷০ সরস গল্প ৪৷৷০

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

## রোডও সম্প্রচারে ভারতীয় পরিচালনা

রোডও সম্প্রচারে কয়েকটী লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মনোজ্ঞ হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের জন্য যাঁরা গান করেছিলেন তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কটক থেকে বৈদ্যনাথ ভঞ্জ এবং তাঁর সহযোগী সঙ্গীতে যে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। জামসেদপুর থেকে প্রচারিত গান এবং তাঁর সম্প্রদায়ের নৃত্যভঙ্গের পরিচয় আমরা আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছি। শিলচরের চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়ের গানও ভাল লেগেছে। গানগুলির ছড়া সৃষ্টি সত্যিই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। লোকসঙ্গীতে যেহেতু গানের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গির অনেক সময় একটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে তাই গানগুলি যখন রেডিওতে প্রচারিত হয় তখন শ্রোতাদের কাছে তা কিছুটা নীরস বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে ছবিও তোলার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। [illegible] ছবি তোলার সময় একটা বিশেষ অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এই ধরণের অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গান একই অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। সুতরাং সব গানের জন্য একই ধরণের সাজসজ্জা ও রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ সম্পর্কে ছবি তোলার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

বৈদ্যনাথ ভঞ্জ যে সঙ্গীতটী পরিচালনা করেছিলেন তাতে বেহালা ও [illegible] ব্যবহার করা হয়েছিল। কটক বেতার কেন্দ্রে একটী ছোট [illegible] ব্যবস্থা আছে। [illegible] সময় [illegible] ঐকতানের সঙ্গে [illegible] ব্যবহার করা হয়েছিল।

সঙ্গীতালোচনার সুবিধা হবে।

এ তো গেল যে সব বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত রয়েছে সে সম্বন্ধে কথা। যে সব বাদ্যযন্ত্র এ যুগে নেই অথচ সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলির পরিচয়ও থাকা দরকার। যেমন ধরা যাক সরস্বতীর বীণা যা একতন্ত্রী বা রুদ্রবীণা নামে পরিচিত ছিল। এর নির্মাণপদ্ধতি যেভাবে বিবৃত হয়েছে, তাতে একটি বীণা অনায়াসেই প্রস্তুত করা যায়। এই বীণাটি হচ্ছে আগেকার দিনের বীণার মডেল। অধিকাংশ বীণাই এই মূল কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এইরকম একটি মডেল থাকলে একতন্ত্রী বীণা সম্বন্ধে অনেকের ধারণা পরিষ্কার হবে। একথা বলছি কেননা অনেকে একতন্ত্রী বলতে প্রচলিত একতারা বোঝেন। প্রকৃতপক্ষে একতারা আর একতন্ত্রী বীণা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। সরস্বতীর প্রতিমায় যে সব বীণা দেখি সেগুলি প্রায়ই একতন্ত্রী নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় যে বীণাবাদিনী সরস্বতীর মূর্তি আছে তার হাতের বীণাটিই হচ্ছে একতন্ত্রী বীণা। এ সবের খোঁজ রাখেন বা এ সম্বন্ধে কৌতূহল থাকলেই বা জনসাধারণকে দেওয়া হয়? স্বরমণ্ডল নামে যে বাদ্যটি আজকাল পড়ে গেছে অনেক দেখেশুনে অনেকে বলেন আসলে সেই বীণাটি হচ্ছে মত্তকোকিলা বীণা। এই বীণার নির্মাণপদ্ধতিও বিশদভাবেই বর্ণিত আছে। একটি তার ছিল এই বীণাতে এবং এটি ছিল সেকালকার একটি মুখ্য বীণা। এই বীণার মডেলও তৈরি করা যায়। তাহলে আসল স্বরমণ্ডল কী জিনিস তা বোঝা যাবে। শুধু প্রাচীন কালের থেকে তাদের চেহারা নির্ণয় করে আমরা সেসব মডেল সংগ্রহের কর্তব্য অধ্যয়নের সমস্যার কোনই সমাধান হবে না। বিশেষ এক একটি পটে অঙ্কিত আমরা সাক্ষাৎভাবে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সমগ্র সংস্কৃতির ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপ তো আমরা প্রত্যক্ষভাবে যে রূপ দেখি সেটা এখনো ছেড়ে দেখি নি।

কিরণ মৈত্রের
নূতন সেরা নাটক
চোরা-বালি ২৲
স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত
নাটক নয় ১·২৫
সিটি বুক এক্সেন্সী
৫৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৯

টেক্ টেক্ নটেক্ নটেক্ একবার তো সি!

- - - - একালে বাঙলা সাহিত্যের যেটা এ-যুগের প্রচলন ছিল। কিন্তু তারও বহুপূর্বে অর্থাৎ বাঙলা গদ্য সাহিত্যের জন্মকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে রসসম্ভার আমাদের সাহিত্য সম্ভার তার নিদর্শন পাওয়া যাবে আধুনিক কালের রসসম্ভারতে যার নাম—

ব্যঙ্গ ব্যঙ্গী

মনোটাইপে ঝকঝকে ছাপা, মনোরম প্রচ্ছদ : দাম সাড়ে সাত টাকা

.....আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ.....

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
বিয়ের আগে ও পরে — ৫৲
পিয়ারিমুখচন্দা — ৫৲
বহ্নিশিখা — ৬·৫০

বিমল মিত্র
প্রথম পুরুষ — ৩৲
আশাপূর্ণা দেবী
শশীবাবুর সংসার — ৪৲

ইন্টলাইট বুক হাউস : ২০ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—১

এ আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক, বাকিটুকু শেষ করি। লোকসঙ্গীতের সঙ্গে ওড়িষী এবং বাংলা কাব্যসঙ্গীতের দুটি অনুষ্ঠানও ছিল। এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ বা আলোচনার কিছু নেই, কেননা, অনুষ্ঠান দুটিই নিতান্ত মামুলি। লোকসঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যসঙ্গীতের সংযোজনা না করলেই ভাল হত।

ভেলপিংহ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানটি ক্লাসিকেল মিউজিক। আলাপচারীর স্টাইলের সঙ্গে কোনরকম সুযোগও অসুবিধের হয়েছে। এতে আলাপ প্রথম কয়েকটি লাইন শিল্পিকা দেবী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রমুখ করি। শিল্পিকা দেবীর গান সাধারণ হলেও মন্দ লাগেনি। অনাবশ্যক তান বিস্তারের চেয়ে এই সরলের সহজ সরল গানে অনেক ভাল। অসুবিধে হল আলাপ শুরু করার একটি বাজে কারণে। তবে অনুষ্ঠান সৃষ্টিতে বীণা এবং বাদ্যিকের তৈরিতে যে সময় দিয়েছিলেন তাতে একটি রাগের আলাপচারী শুনতে পেলে অনেকেই আনন্দিত হতেন। এই অনুষ্ঠানের শেষে বিলম্বী শ্রীমতী সুচরিতা শর্মা। এঁর গানের সময় টেপ-রেকর্ডার ব্যবহার করা হয়েছিল। এই রীতি যারা বিলম্বী শিল্পীদের রেকর্ডিংয়ের সময় ব্যবহার করেছেন তাঁদের সুবিধে এবং সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। সুচরিতা শর্মার গানের রেকর্ডিংয়

GOVERNMENT LIBRARY

# নোবেল প্রাইজের রবীন্দ্রনাথ ও শতবার্ষিকীর রবীন্দ্রনাথ

ইন্দ্রজিৎ

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যদেশে একদল গুণমুগ্ধ ভক্তের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রবর্তিনী ছিলেন মিস্ হার্লিয়েট মূর। তাঁরই উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের নামে গুজরাট উঠেছিল। সেই কারণে নোবেল প্রাইজ যখন রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়, তখন তাঁর নামে কোনো অপরিচয়ের কুয়াশা ছিল না। পশ্চিমের সুধীসমাজে রবীন্দ্রনাথ নামে কেউ একজন আছেন এ-বিষয়ে কারো দ্বিমত ছিল না। তাঁর কবিতা ইংরেজি অনুবাদে পড়ে অনেকে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অনেকে অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরা তো তাঁকে মহাকবি বলে মানতেনই। এই ভক্তদের মধ্যে কয়েকজন ইংরেজ সাহিত্যিকের নামও পাওয়া যায়। এঁরা ছাড়া ইংরেজ সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করে নিজেদের ধন্য মনে করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকা ভ্রমণেও গিয়েছিলেন। তাঁদের মুখে আমেরিকার রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে উৎসাহের কথা শুনে ইংরেজ সাহিত্যিকেরা আমেরিকার আসন্ন সেই পুরস্কার বিষয়ে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তাঁরা জানতেন ইংরেজ সাহিত্যিকদের আমেরিকা-ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভাবনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সাধারণ ইংরেজের আন্তরিকতার অভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। পশ্চাতে ফুটবল তাঁর অসীম লোকপ্রিয়তার মূলে। খুব কমই লোক জানেন যে, আজকের ফুটবল সম্প্রদায়ের কাছে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রথম মহাযুদ্ধের ভিক্টোরিয়ান ইংরেজ সম্প্রদায়ের উক্তি। রবীন্দ্রনাথ, কারণ ছাড়া যখন তিনি আমেরিকায় আমন্ত্রণ আস্বাদন করছেন তখন এঁরা সম্পূর্ণ কিন্তিৎ ওয়াকিবহাল মহলে শিরে তবে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনতে পান। কেম্ব্রিজের গ্র্যাজুয়েট বলছেন, কলেজে অনেকেরা তাঁদের ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাঁরা সকলেই প্রথমে রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন। তার অনেক আগেই ইংরেজ আমেরিকার কতটুকু হয়েছে? কিন্তু তাই বলে কি তাঁর নোবেল বিলম্বিত করা হয়েছে? সাগরকে বাঁচিয়ে রেখেছে ইংরেজী, পাশ্চাত্যের আমেরিকা। তাঁরা তাঁদের বন্ধুদের চেয়েন করে বলছে, পড়ো পড়ো। ইংরেজের কিংবদন্তীর সমুদ্র যেদিন বিলুপ্ত হবে, সেদিন শেক্সপীয়রকে রক্ষা করবার দায়িত্ব ইংরেজকেই নিতে হবে। তাই নয়, আর পঞ্চাশ বছর পরে ভবিষ্যতের শেক্সপীয়র পড়বার সময় হাতে তোলা হবে।

অনেক ইংরেজির ভেতরে যা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বেলাও তাই হবে। রবীন্দ্রনাথ যেদিন থাকবেন পুরাতন বাঙালীর ড্রইংরুম সাহিত্যের মধ্যে। কারণ তিনি সহজ করে বাঙালীর মর্মের কথা বলেছিলেন, এমন করে আর কেউ বলেন নি। তিনি যেদিন থাকবেন আন্তর্জাতিকের মধ্যে, কারণ ভবিষ্যতের মানুষই বুঝতে পারবে যে তিনি যে মানুষের কথা বলেছিলেন সে আজকালকার সমস্ত সমস্যার পার হয়ে চলেছে। তিনি যে


পাঞ্চজন্যকুমার মিত্রের
সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস
বহ্নিবন্যা
— দ্বিতীয় মুদ্রণ —
শীঘ্রই আসছে

কেবল সমগ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। ... বিদ্রোহের ইতিহাস ... —ঃ: শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা

বহ্নিবন্যার লেখক উপন্যাস হিসাবে ... ইতিহাসের এমন সুন্দর পরিচ্ছদে বাঙালীকে আগে কখনও দেখা যায় নি। ... —শ্রীঅমল ঘোষাল (বসুমতী)

The mutiny was never before brought so close to our emotions by any other writer. It is not merely history plus fiction; it is something greater than either and greater than a summation of the two: it is the magic of history mingled with the magic of fiction, resulting in the far greater magic of a perfect work of art.

—Amrita Bazar Patrika

মিত্র ও ঘোষ, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

জীবনযাপন করেছেন (এবং এইটিই তাঁর সবচেয়ে বড় কাব্য), তার মধ্যে ভারতবর্ষের বহুযুগলব্ধ একটি সাধনার ধারা মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। সে সাধনা কেবলমাত্র বাঙালীর সাধনা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের সাধনা। তার যেখানে তিনি জাতিনিরপেক্ষ, বর্ণনিরপেক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কথা বলেছেন, যেখানে তিনি মানুষে মানুষে ঐক্যের বাণী প্রচার করেছেন, সেখানে তিনি প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য সব দেশেই বেঁচে থাকবেন। যুগের পরিবর্তন রুচির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্ত্য সমাজে রবীন্দ্র-প্রতিভার সমাদর কমে এসেছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। এটা এমন কিছু অত্যাশ্চর্য ব্যাপার নয়। সাহিত্যে এমন হাওয়াবদল সব সময়েই হয়ে থাকে। এই মাত্র ৩০।৩২ বছর আগে আমরা যখন কলেজে পড়তুম, তখন পোপ ড্রাইডেনকে বড় কবি বলেই জানতুম, কিন্তু তাঁরা যে এমন ভয়ংকর মহাকবি, তা জানতুম না। আর ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলী যে কবি হিসেবে এমন ওঁচা, তাও আমাদের জানা ছিল না। সুখের বিষয়, কোন রুচিই স্থায়ী হয় না। সব রুচিই চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। আজকে যেই খ্যাতি তিরোহিত, কালকে সেই খ্যাতি পুনরুজ্জীবিত হবে। রবীন্দ্রনাথকে জন-সমাজ পুনঃ পুনঃ আবিষ্কার করবে।

শতবার্ষিকী উৎসব পৃথিবীর সব দেশেই হবে। অল্পবিস্তর ভারতীয় অধিবাসী পৃথিবীর সকল দেশেই আছেন। এঁদেরকে বলতে হবে না, এঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই নিজ দেশের মহাকবিকে সশ্রদ্ধোপচারে স্মরণ করবেন। বিদেশীরা যেন এসে ভালোই, না দেন, তাতেও কোন দোষ নেই। আমাদের তরফ থেকে কোনো বিদেশী সরকার কিম্বা বিদেশী সংস্থাকে অনুরোধ-উপরোধ না করাই ভালো। তোমরা আমাদের কবিকে সম্মান দেখাও, মুখ ফুটে একথা যদি বলতে হয়, তবে সে সম্মানের কোন মূল্যই থাকে না। কবিকে তাতে খাটোই করা হবে। আমরাও বিশ্ববাসীর কাছে হ্যাংলা প্রতিপন্ন হব। বিদেশীরা অযাচিত-ভাবে যেটুকু করবেন, সেটুকু পরিমাণে অল্প হলেও তাতেই আমরা তৃপ্তিবোধ করব। পশ্চিমী কোনো কোনো দেশ যদি একে অন্যের স্পর্ধা পাল্লা দিয়ে খুব ঘটা করে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর আয়োজন করতে থাকে, তাতেও খুব উল্লসিত হবার কারণ নেই—সেটা প্রকারান্তরে 'aid to under-developed countries-এর সামিল হয়ে দাঁড়াবে। ভারতবর্ষকে কে কতখানি খুশী করতে পারে, তারই প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, আজ-কাল রাজনীতির অনুপ্রবেশ সর্বত্রগামী। সময়ে সমাধান না হলে পরবর্তীকালে এই শতবার্ষিকী উৎসবের নানাপ্রকার রাজ-নৈতিক ব্যাখ্যা দেখা দিতে পারে।

এই সম্পর্কে নোবেল প্রাইজের কথা মনে পড়ছে। পঞ্চা নয়, পঞ্চাশ বছর আগে মানুষের রাজনীতি জ্ঞান অত টনটনে ছিল না। তথাপি কয়েক বছর আগে একজন বিদেশী অধ্যাপক এক বই লিখে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক মতলব ছিল। কিন্তু তাঁর বই পড়ে সে মতলবটা কি, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। সে কি ভারতবর্ষকে খুশী করবার চেষ্টা? আপনারাই ভেবে দেখুন, ভারতবর্ষ তখন অত্যন্ত দুর্বল, পরাধীন এক দেশ। এমন দেশকে খুশী করবার জন্য নোবেল কমিটি হঠাৎ কেন বদ্ধপরিকর হয়ে উঠবেন, তা বুঝে ওঠা দায়। তথাপি উক্ত গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থমধ্যস্থলে একটি থিয়োরি খাড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ভাষায়—

"Political considerations are so intricately bound up with Rabindranath's rise to fame in the west that it is sometimes difficult to separate even the most genuine literary appreciation (or depreciation) of his work from international politics, colonial policy, or the way the Indian market was captured by England or Germany, America or Japan."

সুকুমার এবং কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে। সাহিত্য বিচারে এই ব্যাপারও থাকে! সত্যের খিদমৎ, উঁহু গ্রন্থকারের মতলবটা সেই বহু একটা বুঝতে পারি নি, অনেকে হয়তো উঁচুদরে বিরাজছেন। ঐ সময়কার কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরাই জানেন যে, ইংলণ্ডের কয়েকজন খানদানী সাহিত্যিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পশ্চিম মহাদেশে এঁরাই রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠার অগ্রদূতরূপে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির প্রকৃত ইতিহাস এই—এছাড়া আর কোন রাজনৈতিক ইতিহাস নেই।

তবে একথাও সত্য যে, নোবেল প্রাইজ—অন্তত ইদানীংকালে—পুরোপুরি রাজনীতি মুক্ত নয়। পাস্তেরনাক সম্পর্কে নোবেল কমিটি যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন, তাতে সাহিত্যের চাইতে রাজ-নীতিই বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে। এমন কি টি এস এলিয়ট যতদিন সংসারের কাব্যচর্চা করেছেন, ততদিন তাঁকে পুরস্কার দেবার কথা নোবেল কমিটি ভাবেন নি, ওঁকে সন্দেহের চোখেই দেখেছেন। কি জানি, লোকটা দেখছি নতুন ঢং-এ কথা বলে, ওর মতলবটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু যেই না তিনি কাব্যচর্চা ছেড়ে নমাজপন্থী গায়ে আহ্নিক বসেছেন, অমনি নোবেল কমিটি বললে, হ্যাঁ, এলিয়ট মহাকবি বটে। অন্তত লোকটা যা ভেবে-ছিলুম, তা নয়। ফোঁটা তিলক কেটে যখন বসেছে, তখন নোবেল তিলকটা পরাতে আর দেরি কি?

কিন্তু ইদানীং যাই ঘটে থাকুক, রবীন্দ্র-নাথের বেলায় কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে ক্রিয়া করেনি, একথা নিশ্চিত। বাস্তবিকপক্ষে পশ্চিমের কোনো দেশই তখন তাঁর প্রাইজ প্রাপ্তিতে খুশী হয়নি। ইংলণ্ড বলেছে, আমাদের হাউজ অফ লর্ডসে অপরকে। ফ্রান্স বলেছে, আমাদের আকাদেমি ফ্রাঁসেজে—! জার্মানীও কথাটাই পরিষ্কার জানিয়েছে। কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষের কেউই নিরস্ত হননি, সব সময়েই সর্বশক্তিমানকে খুব সহজ-ভাবেই স্মরণ নিয়েছে। ইংরেজদের হয়ে স্বয়ং ডিন সাহেবকেই আসরে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তাঁরা তাঁর কলমের গুঁতোতেই তাঁর সর্দারকে ইংরেজদের বধির অভিমুখে ধাবমান করেছিল। তখন আর একজন সুদূর সমুদ্রের পার। মনে রাখতে হবে, তখন আর সুদূর প্রসারের সঙ্গে ইংরেজের আত্মিকতার আদৌ সম্পর্কের হদিস ঐ দুই মহাসাগরের ওপারেই ছিল। সেখানে নতুন জমানার নতুন ইংরেজ তাদের বুদ্ধি আকাশ, জীবন-দৃষ্টি অন্যরকম। দুনিয়ার কারা এবং ফিলিস্টাইন কালচার তাদের মন ভরে না। তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ নয়। তাদের চোখে তাঁরা অন্য। তাদের চোখে অন্যরকম লাগবে।

সেজন্য আজও আমরা আশা করি বিদেশী আকাদেমির সভ্য সভানেত্রী তিনি কোন উৎসাহাতিশয্যে এমন কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। গ্রন্থকারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তিনি সরলভাবেই আমাকে বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর ইয়োরোপীয় মনে তেমন সাড়া জাগায় না। আমরা ইয়োরোপীয় মন বলতে যদি সভ্যতাভিত্তিক মন। সভ্যতাভিত্তিক মনটা ওদের নয়। ওরা সভ্যতাভিত্তিক, কাজেই ওরা পাশ্চাত্ত্যিক, আর আমাদের মনের আরাধনা আধ্যাত্মিক বুলি, কাজেই আমরা প্রাচ্যিক, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। আমাদের চাইতে অনেক বিষয়ে ওরা শ্রেষ্ঠ। সভ্যতাভিত্তিক মানুষে আর কিছু না হোক, আপেক্ষাকৃত সরলচিত্ত। আমার মনে হয়, রবীন্দ্র-কাব্য যে এঁর মনকে তেমন স্পর্শ করেনি, তার কারণ যুদ্ধের

ধাক্কা এঁকেও শোহাতে হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এঁকে দেশ ছেড়ে, ভিটে-মাটি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। একটা হিরো এঁদের মনকে স্বভাবতই আচ্ছন্ন করেছিল। রবীন্দ্র কাব্যে যে একটি প্রশান্ত শান্তির ভাব আছে, সেটি এঁদের কাছে অত্যন্ত অবাস্তব মনে হয়েছে। ব্রাউনিং এর

**God's in his heaven—all's right with the world—**

—জাতীয় একটি মনোভাব এঁরা রবীন্দ্রনাথের উপরে আরোপ করেছেন। বিদেশে রবীন্দ্র সাহিত্যের যে সমস্ত অনুবাদের মারফতে বিদেশী পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে। তাই থেকে এরূপ ধারণা যদি এঁরা করে থাকেন তা হলে খুব দোষ দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা ব্রুটি হলো ইংরেজি অনুবাদের ফল হয়ে দাঁড়ায়।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন কাব্য আজও আবিষ্কার করিয়ে নেবার জন্য [illegible] সাহিত্যের অনুবাদে আমাদের [illegible] অনুবাদের মারফতে [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]

মনে হয়, শতবার্ষিকীর বেলায় তাঁর সমাদর বিদেশের সাহিত্যিক মহলে তেমন হবে না, হবে রাজনৈতিক মহলে। তাঁরা তাঁকে কবি হিসাবে দেখবেন না, বিশ্ব-শান্তির প্রতীক হিসাবে দেখবেন। তাতে তাঁকে ছোট করে দেখা হবে, এমন কথা বলছি না—তাঁকে আংশিকভাবে দেখা হবে। কবিকে কবি হিসাবে না দেখলে যথার্থ দেখা হয় না। সেই সত্যমূর্তিতে দেখা একমাত্র দেশবাসীর দ্বারাই সম্ভব।

স্মরণ থাকতে পারে, নোবেল প্রাইজ প্রতিষ্ঠিতে বাংলা দেশের সাহিত্যিক সম্প্রদায় যখন শান্তিনিকেতনে কবিকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলেন, তখন কবির মুখে কিছু তিক্ত বাক্য প্রকাশ পেয়েছিল। বাংলা দেশ তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু মূল কারণটি বুঝতে পারলে ক্ষোভের কোন কারণ থাকত না। বিদেশের দেওয়া সম্মানে কবির মন ভরেনি। স্বদেশ স্বেচ্ছায় যদি সম্মান দিত, তবে তাকেই তিনি মাথায় করে রাখতেন। দেশের কণ্ঠে বিদেশী সম্মানের প্রতিধ্বনি শুনে তিনি তিক্ত এবং বিরক্ত বোধ করেছিলেন। শতবার্ষিকীর বেলায়ও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বিদেশের সম্মানে তাঁর আত্মা তৃপ্তিখানি লাভ করে না, মাথাখানি পরে দেশের দেওয়া সম্মানে। একথা বলাই বাহুল্য যে, স্বদেশবাসীই পরম শ্রদ্ধাধিকারী।

তাই বলে বিদেশের দেওয়া সম্মানের কোন মূল্য নেই, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। এই নোবেল প্রাইজ উপলক্ষেই ইংরেজ সাহিত্যিকদের কাছ থেকে তিনি যে সম্বর্ধনা, যে সৌহার্দ্য এবং সহৃদয়তা লাভ করেছিলেন, তা অভাবনীয়। রবীন্দ্র-জীবনীর এটি একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়। সে অধ্যায়টি দেশবাসীর কাছে এখনও পরোপুরি উদ্ঘাটিত হয়নি। বিশ্ব-ভারতী রবীন্দ্র সদনে রক্ষিত বহু সংখ্যক চিঠিতে সেই সুখস্মৃতি ছড়িয়ে আছে। বিদেশী বন্ধুর সম্মান লাভে রোটেনস্টাইনের সে কি আনন্দোচ্ছ্বাস!

—I open the Times and a great shout comes from it—Rabindranath has won the Nobel Prize!

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে অবস্থিত রোটেনস্টাইনের ঘরে উৎসব জেগে গেল। স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের নিয়ে চলে গেলেন লন্ডনের বাইরে পিকনিক করতে। চিঠিতে সেই বর্ণনাও দিয়েছেন। এমন অনেক চিঠির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবার্ট ব্রিজেসের চিঠি। তাঁর চিঠিতে কোন উচ্ছ্বাস নেই। তিনি শিরোভূষণ রূপে সদা প্রদত্ত উচ্ছ্বাস কোটি সাগর পারে। পরিহাসের সুরে লিখছেন—

—I never wrote you my compliments when that mysterious Committee of International judges crowned you with bank notes.

অনেক বছর পরে চিঠির শেষ দিকে লিখছেন প্রাইজের টাকায় কেনা জমিতে কবির পরিহাসের সুরে লিখছেন—

I really think that silly Nobel affair was a happy event

চিঠির মধ্যে কবির একটি অনুরোধও করে। সম্বোধন করেছেন—"মাই ডিয়ার রবি" বলে। এই চিঠির মধ্যে যে জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা এই যে রবীন্দ্র-নাথকে রিজেস নোবেল প্রাইজের বহু উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। ইয়েটসও সাবেরপন্থে যখন তর্ক তুলেছিল, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজের সপক্ষে কিছু কথা বিনম্র ভাবভঙ্গিতে নোবেল প্রাইজটা রবীন্দ্রনাথের যোগ্য কিনা।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও নোবেল প্রাইজের মূল্য বড় একটা মূল্য দেননি। নোবেল প্রাইজের চৌদ্দগুণ পেয়ে নেপোলিয়নকে বলেছিলেন, এই নিন, এখন আপনার ট্রেন তৈরির টাকা হল (শান্তিনিকেতনে তখন রেল লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা চলছিল)। সমগ্র এশিয়া মহাদেশের পক্ষে যেদিন সে বাণীবহ সুসংবাদবাহী রাখি মন্ত্র হয়েছিল সেই সংবাদে এমন নির্বিকার ভাব রবীন্দ্র-নাথের পক্ষেই সম্ভব। বহু বছর পরে ইয়েটস যখন নোবেল প্রাইজ পান, তখন আপন মনের চাঞ্চল্য দমন করবার জন্যে তাঁর ভারতীয় বন্ধুর সেই নির্বিকার ভাবটির কথা তিনি স্মরণ করেছিলেন। আশ্চর্যরূপে ইয়েটস এই কথাটির উল্লেখ করেছেন। ফিনল্যান্ডের ঔপন্যাসিক সেলেনপা নোবেল প্রাইজের খবর পাওয়া মাত্র তাঁর আধ ডজন ছেলেকে একটা ছ্যাকরা গাড়িতে তুলে দিয়ে শহর প্রদক্ষিণে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেরা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল

—Father is famous.

একই ব্যাপারে যে এমন ভিন্ন রকমের প্রতি-ক্রিয়া হতে পারে, সেটি দেখবার জন্যেই এই ঘটনাটি উল্লেখ করলুম। একটা ভালো, আরেকটা মন্দ এমন কথা বলছি না। কিন্তু যেহেতু একটার সঙ্গে বেশির ভাগ মানুষের মিল আছে, সেই হেতু আমরা একটাকে বলি বাস্তব আরেকটাকে বলি অবাস্তব। বাস্তবিক পক্ষে দুটোই বাস্তব, কারণ দুটোই সত্য। কবীন্দ্রবচনেও আমরা এই ভুল করে থাকি। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে যেমন, তাঁর কাব্যেও দেখতে একটি স্থির অচঞ্চল নিস্তরঙ্গ গভীরতা আছে। ধীর সমাহিত বিরল সমুদ্রবিলাসের মতো সদা আন্দোলিত নয় সেই রবীন্দ্র সমুদ্রতলের অনাবিল অনন্তের মধ্যে ছড়ানো থাকে অনন্তরঙ্গ। অনন্তরঙ্গের সংখ্যাটাই করে অনন্তের ইঙ্গিত। কখনো আবেগের অকস্মাৎ বাড়াবাড়ি দেখলে আমরা একটি নিশ্চিন্ত আশ্বাসের নিঃশ্বাস ফেলে বলি যে, এটা রবীন্দ্রনাথের নয়। কারণ আমরা ধরে নিয়েছি যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এমনি হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের ধারণাটাই ভুল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই। সুতরাং যা কিছু তাঁর কবিতা সে সমস্তই হওয়া উচিত। সে সমস্তই রবীন্দ্রনাথের কবিতা। এমন কি যে কবিতাটি কবি লেখবার পরে মনে করেছিলেন যে ভালো হয়নি সে কবিতাও রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের সকল কবিতাই একটি অনন্ত রহস্যের পথে সন্ধানদীপ।

বলা বাহুল্য, এ প্রবন্ধ কবিতা সমালোচনার প্রবন্ধ নয়। কাজেই এই প্রসঙ্গ এখানেই ক্ষান্ত করা গেল। শত-বার্ষিকী সম্পর্কে আরেকটি কথা বলে প্রবন্ধ শেষ করছি। পশ্চিম মহাদেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা বিশেষ বিশেষ সাহিত্য-গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, এখন তাও নেই। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দেশেও তাঁর কাব্যের আবেদন আজ পর্যন্ত কিছিৎ সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। তাঁকে বুঝতে হলে বিশেষ এক ধরনের বুদ্ধি, বিশেষ এক ধরণের মনের গড়ন চাই। সেটা শিক্ষা-সাপেক্ষ। রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচারের সঙ্গে শিক্ষার সম্প্রসারণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দুর্ভাগ্য এত বড় কবিকে পেয়েও দেশের শাসকরা আপামরকে আমরা এই রসের ভোজ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি। এই লজ্জাকে স্বীকার না করলে শতবার্ষিকীর সকল আয়োজন মিথ্যা হয়ে যাবে। এই বিষয়ে বঙ্গীয় সরকারের (পূর্ববঙ্গকেও বাদ দিচ্ছি না) এই মুহূর্তে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

গন্ধর্ব-র

অভিনব প্রযোজনায়

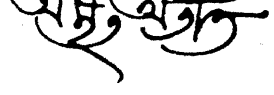

নির্দেশনা : শ্যামল ঘোষ

রঙমহলে ২১শে ফেব্রুয়ারী '৬০

রবিবার সকাল সাড়ে দশটায়

প্রবেশমূল্য : ৩·৫০, ২·২৫ ও ১·২৫

প্রাপ্তিস্থান : সংস্কৃতি (শ্যামবাজার)।

জার্নালিস্ট কর্নার (নিউ এম্পায়ারের বিপরীতে) ও ঐদিন রঙমহলে ॥

গন্ধর্ব

১০৩/১এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড/৬

(সি ২৫১৮)

রাস্তার [illegible] ক্ষেমী [illegible] উনুনে [illegible] একটু, [illegible] ওপরে [illegible] ক্ষেমী [illegible] কাছে [illegible] মনে হয়, [illegible]

[illegible] ক্ষেমী [illegible] ঘরে [illegible] ঘুমন্ত [illegible] ক্ষেমী [illegible] ঘরে [illegible] কাঁথা [illegible] এক [illegible] কাঁথায় [illegible] পরম [illegible] কাঁথায় [illegible] ঘুম [illegible] হয়, [illegible] তাই [illegible] হলো। [illegible] ঘুমন্তদের [illegible] একটা [illegible] মজা। [illegible] ঘুমন্তীদের [illegible] ঘিয়ে [illegible] ভাজার [illegible] এক [illegible] পেট [illegible] খাওয়া। [illegible] শুধু, [illegible] দুটা [illegible] কথা [illegible] বলে, [illegible] ঘরসংসার [illegible] ভেঙে [illegible] হয়ে [illegible] যায়। [illegible] ঘুমন্তীদের [illegible] ক্ষেমী [illegible] বেশ [illegible] ভয়ে। [illegible] যদি [illegible] না [illegible] ঘেমো [illegible] তাহলে [illegible] ঘোমটা [illegible] ফাঁক [illegible] করে [illegible] কথা [illegible] বলে।

[illegible] পর [illegible] পা [illegible] ফেলেও [illegible] ক্ষেমী [illegible] কি [illegible] করবে [illegible] ঠিক করতে পারেনি।

[illegible] ক্ষেমী [illegible] ঘোমটা [illegible] টানা [illegible] ঘরে [illegible] ঢুকে [illegible] ঘরের [illegible] মধ্যে [illegible] একটা [illegible] ঘোমটার [illegible] সঙ্গে [illegible] ঘোমটার [illegible] ধাক্কা [illegible] লাগে। [illegible] ঘুমন্তীরও [illegible] ঘোমটা [illegible] টানা। [illegible] ঘোমটা [illegible] ঘোমটা [illegible] ঘোমটা

ধরে নিঙড়োতে লাগল। মাঠের উপর চাপ চাপ কুয়াশা জমেছে। জমে জমে ঘন হয়েছে। দূরের কোন পুকুর পাড়ে মাটির পিদীম জ্বালিয়ে শ্মশান জাগিয়ে গেছে হয়ত, অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ক্ষেমী শীতে কাঁপছে। ঠকঠক করে কাঁপছে ত কাঁপছেই।

কাছের ধুনো বটগাছটার গা বেয়ে জনাকে জ্বলছে। জ্বলছে, নিবছে। কিসকি ডাকছে এপাশে ওপাশে। এখানে সেখানে।

একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল। বট-গাছের পাতা কাঁপল। শব্দ উঠল। তারপর যেমন তেমনই। শুধু অন্ধকার বাড়ছে। ক্ষেমী নিজেকেও পষ্ট দেখছে না। তবু সে এদিক ওদিক তাকালো। কোথাও কাউকেই দেখল না।

ক্ষেমী হঠাৎ যেন নাড়া খেয়ে জেগে উঠল। শরীর কুঁকড়ে গেল ভয়ে। সির-সির করে উঠল সারা দেহ।

এখন কি হবে?

হাঁড়িভর্তি ঝুড়িটার তোড়ায় একবার হাত রাখলো। একটি টানও দিল। কষে কয়েকটা হাঁড়ি সরে গেল। ক্ষেমী সেগুলোকে আবার সাজিয়ে দিয়ে শামুক ভর্তি হাঁড়িটাকে মাঝখানে বসিয়ে দিল। নিয়ে নিজে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

ক্ষেমী জানে কেউ না কেউ আসবেই। এই সন্ধিকালে রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাবে, ক্ষেমীর মন মানল না। তাছাড়া সে তো এপথে এই প্রথম নয়। গত আট বছর ধরে এপথে হাঁড়ি নিয়ে যাওয়া আসা করছে। অবশ্য অন্যকের মত একলা নয়। অন্য অনাদিন হাঁড়িবহনীদের অনেকেই থাকে। বাবার মা বিনুদি চক্রবর্তিপসী রান্নাকালি চপলা আরো অনেকে। আজ ভিনপাড়ায় হাঁড়ি বেচতে দেরি হলো. ওরা সকাল সকাল চলে গেছে, অপেক্ষা করেনি। অথচ ক্ষেমী চলে অপেক্ষা করতে চায় বাস থাকতে বেচাকিনি শেষ না হওয়া তক। তা ওদের সহ্য হয়নি হয়ত। হয়ত চোখ টাটিয়েছে। ক্ষেমী হাঁড়ি বেচে কলার পাড়ায় গেল, নতুন হাঁড়ি কিনল। তারপর ফিরতি পথে খুশিতে ডগমগ হয়ে শামুক খুঁজতে লাগল।

এই শামুকই হলো কাল। হাঁড়িভর্তি ঝুড়ির কথা ভুলে গেল, বেলার কথা ভুলে গেল, সন্ধ্যা তক পোড়ারমুখো হাঁস দুটোর কথা শামুকই খুজল।

এখন কি করবে ক্ষেমী?

ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে মাথা কুটতে ইচ্ছে হল ক্ষেমীর। ইচ্ছে হল কাঁদে। পোড়া কপাল এত সুখ ক্ষেমীর অসহ্য। সে হাঁস-গুলোর চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডি চটকাল মনে মনে মনেই বলল থাক শেয়ালে শকুনে, মরুক মরুক, হাড়মাস জুড়োয়।

ক্ষেমী বিড় বিড় করতে করতে একটি লোক খুঁজছে। একটি মানুষ। জোয়ান না হোক, নিদেন একটি রোগা মানুষ।

ক্ষেমী কয়েক পা সামনে এগিয়ে কয়েক পা পেছনে গেল। না, কোথাও কেউ নেই, কেউ না।

একটি শেয়াল ডেকে উঠল। একটু পরে আরেকটা, অনেকগুলো।

ক্ষেমীর কেমন যেন ভয় ভয় লাগল।

সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই রাস্তার লোক একেবারে সাফ। অথচ এমন ত হয় না। শীতেও নয়, বর্ষায়ও নয়।

ক্ষেমী আশপাশের গাঁয়ের মানুষের উর্ধতন তিন-চৌদ্দ বিয়াল্লিশ পুরুষ উদ্ধার করল মনে মনে।

ক্ষেমীর শীত করছে। ভীষণ শীত। কাপড়টাকে আরো জোরে জড়িয়ে নিল গায়ে। অন্ধকার বাড়ছে। ঘন হচ্ছে।

ক্ষেমীর মনে হলো এত শীত আর কোনোদিন পড়েনি এত ভয়ও নয়। তার ইচ্ছে হলো বসে—ভয় হলো, যদি বসলে সে উঠতে না পারে? যদি দাঁড়াবার ক্ষমতাই ফুরিয়ে যায়? যদি...

হাটের উপরে, বেশ উপরে হঠাৎ জোনাকি জ্বলে উঠল। কি হল হঠাৎ? ক্ষেমী কাপড়ের উপরে হাতটা রাখল। এবং হাত রেখেই চমকে উঠল। মুখে বলল মরণ! মরণ! পোড়ারমুখোর পিরীতের বকম দেখেই মরি...বলতে বলতে হাতের তেলোয় থুথু ছিটিয়ে দুহাত কাপড়ের তলায় হাতটাকে ঢুকিয়ে নিল।

কাজল ক্ষয়ে জোকটা মুঠো ভর্তি হয়ে গেছে বন্ধ থেকে। বেশ বেশ পেতে হল ছাড়াতে। ঝুড়িতে নিয়ে একবার চোখের সামনে তুলে ধরল। হাসল। তারপর সরোগে ছুঁড়ে দিল দূরে। সেখানে তখনো জোনাকি জ্বলছিল সেখানে হাত ঢুকিয়ে বার কয়। এপাশ ওপাশ ভালো করে একবার দেখল, শরীরটাও। তারপর ঝুড়ির পাশে বসে পড়ল। হাঁটুতে মুখ গুঁজল।

বাড়ুক রাত। রাত বাড়লে ক্ষেমী কি করবে? হাঁড়িগুলোকে ত আর ফেলে যেতে পারবে না।

ওতো হাঁড়ি নয় ক্ষেমীর পুঁজি।

ক্ষেমী বসেই রইল।

ক্ষেমীর সোয়ামী আছে, কিন্তু সে ক্ষেমীকে পেছে না। ক্ষেমীর সোহাগের লোক ছিল, সেই কাঁচা বয়সে, সেও আছে, ক্ষমীকে দেখলে এখন মুখ ঘোরায়, ফিরেও তাকায় না। ক্ষেমী এখন একা। একেবারে একা। বছর তিনেক ধরেই একা। কেউ মুখ ঘুরিয়েও দেখে না।

ক্ষেমী কি মেয়ে মানুষ নয়? কি নেই তার?

সব আছে, তবু যেন কিছুই নেই। কেন নেই? তার জানা কি ক্ষেমী দায়ী? ভগবান যদি মুখ ফেরাল ত মানুষ! আগের জন্মে পাপ করেছিল হয়ত, ক্ষেমীর বিশ্বাস, ভগবান তাকে এজন্মে এমন শাস্তি দিয়েছে। নইলে তিন বছর আগেও তার কত কি ছিল।

মেয়ে মানুষের কত কি আবার থাকে যেন? কত আবার কি? এক রূপই ত একলো। ক্ষেমীর রূপ ছিল।

সে বছরে মড়ক লাগল। মা শীতলার কৃপা হলো। উজাড় হলো গাঁ কে গাঁ। কত মরল। ক্ষেমী মরেনি, কিন্তু মরারও বাড়া হয়ে গেল। মুখের রূপ গেল একটি চোখ গেল। অমন যে গোল গোল হাত সেই হাতের চামড়াগুলো কেমন যেন বলা পাকিয়ে গেল। গায়ে জড়ুল গাটে। সর্ব অঙ্গে দাগ আর দাগ। ক্ষেমী মরতে চেয়ে-ছিল, পারেনি।

পোড়ারমুখো সুখ তাকে মরতে দিল না। সেই যে কবে সুখ পোড়ারমুখো সুখ দিয়েছিল, আবার আজ অনেক বেশি এ অসময় ক্ষেমী বেচে রইল। একলা বেচে আছে।

এ কি আর বেচে থাকা?

রোজ ভোর সকালে হাঁড়ির ঝুড়ি মাথায় এপাড়া-ওপাড়া ঘোরা ক্ষেমীর বরাদ্দ। বেলা চড়লে হাওয়া আবার আসে। কিকি হাসা ও চৌক ভরা নয়নে বাঁশিটি সাধে। এ আসরে বাঁশি না চই। এর চাল বেশ ভালো। বেশ ভালো।

ক্ষেমীর মনে হলে একবার ছুটে ছুটে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ছুটে ফিরে কি করবে সে? ধান ভানবে?

কবে ধান ভানবে ক্ষেমী? ভানবে বলে ধান কি আর পড়ে আছে? সবারই ত কেনা চালে হাঁড়ি চড়ছে।

ক্ষেমী নাড়ু চাড় বসল। তারপর কি এক ভীষণ অসম্ভবতে উঠে দাঁড়াল। একটি মানুষও কি আসবে না?

দূরে অনেক দূরে হঠাৎ একটি আলো চোখে পড়ল। ক্ষেমীর মনের সমস্ত আবেগ মুহূর্তেই গলায় এসে আটকে গেল। এবং সেই উত্তেজনায় সে ঝুড়ি বটতলার বুড়ো শিবের থানে একবাণ্ডিল মোমবাতি মানত করে বসল। এক বাণ্ডিল মোম-বাতির দাম কম করে সাত আনা। ক্ষেমীর দুমুঠো হাঁড়ির দামের সমান। আশ্চর্য, ক্ষেমীর সেকথা খেয়ালই হলো না।

আলোটা মাঠ-কোনাকুনি এগিয়ে আসছে।

ক্ষেমী আরো এক বাণ্ডিল মোমবাতি মানত করে বসল।

ক্ষেমীর মনে হল আর তেমন শীত করছে না। মনে হল অন্ধকারও খুব ঘন

নয়। মনে হল হয়তও এমন কিছু দেখা হয়নি।

ক্ষেমী হাঁড়িগুলোকে উপরের হাঁড়িগুলোকে আরেকবার ভালো করে গুছিয়ে রেখে, নিজের কাপড়টাকে ভালো করে পরল। বেশ করকরে মনে হচ্ছে ক্ষেমীর। হালকাও।

আলোটা এগিয়ে আসছে। ক্ষেমী আলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মাত্তর মাঝ বরাবর এসে আলোটা বাঁক নিল। এ কী! আলোর আগের আলোটা উপরে উঠল, আলোর উপর। আলোটা এগোচ্ছে অন্যমুখে।

ক্ষেমীর মরীয়া আবার বেপরোয়া হয়ে উঠল। হাতুড়িপানা শক্ত করে ধরে ধরে আলোর দিকে। ক্ষেমী পুরোপুরি হাঁক দিল। এর ভেতর হাঁক দিল যে আলোটা ধরবে ছেলে ক্ষেমী ঘরবে। সব শক্তিটুকু হাঁক ছাড়ায় ঢেলে দিয়ে ক্ষেমী আবার হাঁক দিল। সব শক্তিটুকু হাঁক ছাড়ায় ঢেলে দিয়ে ক্ষেমী আবার হাঁক দিল। আলোটা থমকে দাঁড়াল। আলোটা নড়ছে না। আলোটা দুলছে।

ক্ষেমী হাঁক ছাড়ছে।

না, আলোর চোখে। একেবারেই সেই আলো। আলোর আলো দেখে ক্ষেমী। আলোর দেখে ক্ষেমী। আলোর দেখে ক্ষেমী। আলোর

দোকানী বিড়িতে বার কয় জোরে জোরে টান দিলে।

ক্ষেমীও টানলে বার কয়।

একজোড়া বিড়ির আগুন মুখোমুখি জ্বলছে।

দোকানী বললে, বীড়াটা পাকিয়ে নে।'

—এই নেই।

ক্ষেমী বিড়িতে আরেকবার টান দিলে জোরে। দোকানীও।

দুই হাতে বীড়া পাকাচ্ছে ক্ষেমী। পাকানো শেষ। এখন ক্ষেমী প্রস্তুত। দোকানীও।

দোকানী ঝুড়ির তোড়াতে হাত দিল। ক্ষেমীও দিল।

দোকানী ক্ষেমীকে দেখার চেষ্টা করছে। ক্ষেমী দোকানীকে। কেউই কাউকে স্পষ্ট দেখছে না। ক্ষেমী বললে, মৃদু, গলায় বললে, 'তুলে দাও।'

—এই দেই।

ঝুড়ির তোড়া ধরে ঝাঁকুনি দিতেই ক্ষেমীর মাথার বীড়া মাটিতে পড়ে গেল।

বীড়া খুলে গেল।

এই যা! দোকানী তোড়া ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ফুট কাটল 'হলো ত" দোকানী হাসছে।

ক্ষেমী দ্রুত হাতে আবার বীড়া পাকাতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই আর তেমনটি হচ্ছে না। কিছুতেই না। তবু ক্ষেমী বার বার খুলে বার বার পাকাচ্ছে।

দোকানী দেখল সমস্তই দেখল। দোকানীর ভীষণ পেট টাটাচ্ছিল সে পা পায়ে সরে গেল বস্তার ওপাশে।

ক্ষেমী ফিক করে হাসল।

দোকানী ফিরে এসে শুধোল, তবে হলো?'

'হুঁ' ক্ষেমী ঠোঁট উল্টিয়ে জবাব দিলে।

—তিন ত দিবি করে। দোকানী তখন বস্তার মধ্যে এক কাঁসার বাসনের কাপড়ের ক্ষেমীর হাতে তুলে দিয়ে পালাতে লাগল।

ইতিমধ্যেই দোকানী ক্ষেমীর মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিল। একবার একেবারে পা ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর কাপড়ের চুপ থেকেই বুঝেছে হবে, শুধোল, কাপড় কোথা পেলে রে?

'পা পিছলে নালার পাড়ে পড়েছিলুম যে।'

দোকানী ক্ষেমীর কাপড় কোঁচকে ছিঁড়েছে কিনা, কোথায় কতটা ক্ষেমীর গায়ে হাত দিল।

দোকানী শুধোল।

ক্ষেমী মাথা নেড়ে একবার দোকানীকে দেখে নিয়ে কাপড়টা পড়ে গেল দোকানীর হাত থেকে।

ক্ষেমী কাপড়টা তুলতে ঝুঁকেছে, তুলছে ও। ক্ষেমী হাত দাঁড়াবার অথবাই দোকানী তার সর্বাঙ্গে দৃষ্টি দিয়ে জরিপ করল ক্ষেমীকে।

—কত দিলে রে? ক্ষেমী হাতের বাঁধন খুলতে খুলতে শুধোল। পরক্ষণ না। ক্ষেমীর মনে হল এ অনেক বড় দোকান। এর কারবার বড় বড়। ভীষণ বড়।

দোকানী আবার ক্ষেমীর আঁকড়ে ধরল। ক্ষেমীর ভালো লাগল। তবু মুখে বললে, 'লোক আসে যে।"

দোকানী হাতের বাঁধন একটু ঢিলে করে মুখ তুলল, 'কোথায়?'

'ওই যে।'

অনেক দূরে একটি লণ্ঠন দেখা যাচ্ছে।

ওই লোক। দোকানী হাসতে হাসতে ক্ষেমীকে বুকের ভিতর নিয়ে এল। আদর করে কানে কানে বলল 'এদিকে আসবে না গো, আসবে না।'

ক্ষেমী আর কোন কথা খুঁজে পেল না বলার। না, তা নয়, ক্ষেমী ইচ্ছে করেই


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আর একখানি অনবদ্য রচনা

অনুসন্ধান

সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে দাম ঃ ৩, মাত্র
বিভূতিসাহিত্যে আরও দুখানি বিশিষ্ট সংযোজন
অশনি সংকেত ৪৷৷০ নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব ৩৷৷০
ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে
ছায়াছবি

বিভূতি প্রকাশন ২২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

(বি-২১৫০)

আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে

আঁখি-বিহঙ্গ

খ্যাতিমান সাহিত্যিক
উত্তম পুরুষ এর
সুবৃহৎ উপন্যাস

চার-রঙা প্রচ্ছদ
দাম তিন টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
সর্বাধুনিক উপন্যাস

রুক্মিণী বাঈ

চার-রঙা প্রচ্ছদ
দাম তিন টাকা

তুলি-কলম
৫৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

উত্তম পুরুষ-এর
বাসর ২·৫০
তপতী কন্যা ২·০০

আর কোনো কথা বললে না। না, তাও নয়, ক্ষেমীর কোন কথাই বলতে ইচ্ছে করলো না।

ক্ষেমী বোবা হয়ে গেছে। সুখে বাধা।

বাড়ি পাকাতে এক মিনিটও লাগল না ক্ষেমীর। দোকানীরও ভীষণ তাড়া।

অতএব—

হাঁড়ি ছাঁড়ি বুড়িটা তাড়াতাড়ি ক্ষেমীর মাথায় তুলে দিয়ে দোকানী হন হন করে যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথেই চলতে লাগল। ক্ষেমী হাসল। মনে মনে বলল, তুমার লজ্জার মুখে আগুন। লাজ না, ঘেন্না। কলাকুলীন হলে হয়। কুত্তা কেথাকার। যেমো কুত্তা।

ক্ষেমী বাড়ি যাচ্ছে।

বাড়ি গিয়ে ক্ষেমীকে রান্না করতে হবে না। সকাল বেলার একটা বেলা আছে। গরম করে নিলেও হয় না নিলেও চলে যাবে। আর একবেলার চাল। সে তো মনের মধ্যে সেদ্ধ হয়েছে। ও ঠিক রান্না করে রাখবে।

মনের মধ্যে কি এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে? ঘুমুচ্ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই হয়ে ক্ষেমী বুড়িটাকে নামাচ্ছে। বুড়িতে একটা বড় মাটির সানকি। সানকি ভর্তি ঘুমন্ত চাল। সানকি ঘুমন্ত চালের উপর একটা ঘুমন্ত হাঁড়ি। এবং হাঁড়ির মধ্যে ঘুমন্ত দোকানীর দেওয়া সামান্য কিছু মশলা। হাঁড়ি হাতে নিয়ে ক্ষেমী ঘুমন্ত ঘরে ঢুকল। ঘুমন্ত উনুনে ঘুমন্ত কাঠ জ্বালল। ঘুমন্ত হাঁড়িতে ঘুমন্ত চাল ঘুমন্ত জল দিয়ে ঘুমন্ত উনুনে চাপিয়ে দিল। ঘুমন্ত ক্ষেমী ঘুমন্ত পায়ে বাইরে এল।

ক্ষেমী কোথায় যাবে? কোথায় যাবে ক্ষেমী? ঘুমন্ত ক্ষেমী ঘুমন্ত প্রশ্নকে কড়াভাবে ধমক দিল। কোথায় যাবে মানে কোথায় যাবে? ঘুমন্ত ক্ষেমী ঘুমন্ত গলায় উত্তর দিল, কোথায় যাবে ক্ষেমী তা কি ক্ষেমী জানে?

বাঁকড়া মাথার দীঘির পাড়।

অন্ধকারেও ঠিক ঠিক করছে দীঘির জল। ক্ষেমী দেখছে আকাশ তুলে আছে দীঘির জলে। ক্ষেমী দেখছে তারাগুলো সাঁতার কাটছে জলে। ক্ষেমীর ইচ্ছে হল, ক্ষেমীর সাঁতার কাটে। হঠাৎ মনে পড়ল, দীঘির কথা। অনেকক্ষণ পরে তার দীঘ দীঘ নিশ্বাস পড়ল। তার ইচ্ছে হল আকাশ দেখে। বৃষ্টি আড়াল করেছে আকাশ। আড়াল করবে ক্ষেমীর তাতে কিছুই যায় আসে না। সে তো মুখ তুলে না, চোখ নামিয়েই আকাশ দেখছে দীঘির জলে। আকাশ ঠিক নয়, আকাশের ছায়া। সেও বা কম কি।

ক্ষেমী পাড়ার মধ্যে ঢুকল। ঘর পথ, ঘুঘুরে গাছের সার। অন্ধকার এখানে আরো ঘন, গাঢ়। ক্ষেমী হাঁটছে ধীরে, ভাবছে দ্রুত।

আগামী কাল সে কম করে দুটো হাঁড়ি গছাবে দোকানীকে এবং এক কাপ চা খাবে, না বিস্কুট দিয়ে নয়, তেলে-তেলে কাগজে মোড়া কেক দিয়ে। খাবে ঠেঙা পিসীদের সামনেই, বিন্দুদিকে দেখিয়ে দেখিয়ে। নিশ্চয়ই বিন্দুদির চোখ টাটাবে, ভাববে ক্ষেমী কি মন্তর করল গো দোকানীকে! ক্ষেমীর হবে ভীষণ সুখ হবে। আর হ্যাঁ, একটা পান খাবে সোজা-পাতা দিয়ে। একটি সিগারেট।


**শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়**

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে শৈলজানন্দ শুধু একটি নাম নয় একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। শুধুমাত্র কয়লাকুঠির মধ্যেই তিনি কর্মজীবনী-সৃষ্টির অনাস্বাদিত পরিচয়ের অধিকার করেছেন। তাঁর কথা পুরোনো হয়ে আসেনি। তাঁর গল্পসংকলন বধূবরণ দুটিতেই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, অপরূপা নিবেদিতপ্রাণ, মিতে-মিতিন-এর প্রকাশ অপেক্ষা।

বধূবরণ (২য় সং) দাম ৩.০০ | অপরূপা দাম ৪.০০ | মিতে মিতিন দাম ৩.০০

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



সদ্য প্রকাশিত

বাংলা সাহিত্যের একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন

**চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প**

[illegible]

[illegible] | উপন্যাস | **সাড়া** | নতুন ভাবা | [illegible] | উপন্যাস | **তরঙ্গ রোধিবে কে** | [illegible] | উপন্যাস | **এক মুঠো আকাশ** | [illegible] | [illegible] | **বাঘের চোখ** | [illegible] | [illegible] | **ড্রাগনের নিঃশ্বাস**

[illegible]

**গ্রন্থম**

ক্ষেমী আরেকটি হোঁচট খেল। বড় যন্ত্রণা হলো এবারে ক্ষেমীর। আর তাই সে দোকানীকে আরেকবার গাল দিলে।—মরণ হিনসের, আমার মনে করে মুখে আগুন, মুখে আগুন। বলতে বলতে সে মনে মনে একেবারে পাকাপাকি করে নিল—না, কিছুতেই সে দোকানীর সামনে হাত দেবে না। কাল থেকে অন্যদিকে হাঁড়ি বেচতে যাবে সে। উল্টোদিকে।

ক্ষেমী বাড়ি পৌঁছল। পৌঁছতেই হাঁসের খোঁয়াড়টা দেখল। মধুর মা দরজা দিয়ে দিয়েছে। ক্ষেমী খুশী হল।

চারদিক নিঝুম। ঝিঁঝি ডাকছে। একটি ভোমরা পোকা উড়ে উড়ে আসছে। নিবন্ত পেয়ারা গাছের ডাল। দূরের ছাইগাদায় মশা কাঁদছে। কুইকুই করে উঠল বার কয়। অনেক দূরে শেয়াল ডাকল। কাছাকাছি কুকুর অনেক দূরে দূরে ঘেউঘেউ করে উঠল। উঠোনময় অন্ধকার। ঘরগুলোতেও। সবাই ঘুমোচ্ছে।

ক্ষেমী মধুর মার দরজায় ধাক্কা দিল।

মধুর মা জাগল। দরজা খুলল। ঝাড়ি নামাতে নামাতে কহিল—এই রাত কেন রে?

ঘোড়া কপালের দোষ—

মধুর মা কথার মর্মস্থানেই বসল, 'অ—' বলেই পায়ে পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে ভাতের হাড়িটা ক্ষেমীর দাওয়ায় রেখে, ঘরের দরজা দিল।

ক্ষেমী তালা খুলে কেরোসিনের কুপি জ্বালল। কাপড় ছেড়ে ভাত খেল। বিড়ি টানল। তারপর ক্ষণকয়েক এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোর রাতে স্বপন দেখল, ক্ষেমীর সোয়ামী ঘরে ফিরে ক্ষেমীকে ডাকছে। ক্ষেমী তবুও উঠছে না। সোয়ামী তাকে অনেক সোহাগ করে চুমু খেল। সোহাগে ঢলঢল হয়ে জাগতে ধরল। তবু ক্ষেমী উঠল না। ক্ষেমীর সোয়ামী তাকে তখন পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলল ঘরের বাইরে, মাঠে। ক্ষেমীর ভীষণ রাগ হল। ঘরের বউকে কেউ বাইরে নিয়ে যায় নাকি! আদিখ্যেতার বহর দেখে ক্ষেমী নিজেকে ছাড়াবার জন্য মোচড় দিতেই পলকে দেখল, সোয়ামী তার স্বামী নয়, দোকানীও নয়, সেই বাঁড় সাহেব শিরীষের মনমথটও নয়, এ অন্য আরেকজন। ক্ষেমী একে দেখেনি, একে চেনে না। ভালো করে তাকাতে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল। কোথাও কেউ নেই। ঘরে সে একা। বেড়ার ফাঁক দিয়ে চক চক রোদ্দুর পড়েছে ঘরের মেঝেয়। ক্ষেমী তড়াক্‌তাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে এল।

একরুড়ি চড়ুই শব্দের ঢালার ভেতর থেকে কিচির মিচির শব্দ করে বেরিয়ে গেল। ক্ষেমী দেখল সব শরীরে মোচড় দিয়ে অড়মোড়া ভাঙল। বাবা, কি ঘুমই না ঘুমিয়েছে সে।

ক্ষেমী এলোচুল গুছিয়ে খোপা বাঁধল। তারপর খুঁটি ধরে দাঁড়াল সোজা হয়ে।

উঠোনময় রোদ্দুর আর রোদ্দুর। মধুর মা উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। নন্দা বাহাদুরায় পা ছড়িয়ে বেগুন কুটছে। নন্দার মা রোদে পিঠ পেতে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পান্তা খাচ্ছে।

ক্ষেমী দেখছে শিউলি গাছের ডাল ঘেঁষে ওঠা তেলকুচার লতায় ফল ফুটেছে। ফল ধরেছে। কিংশুকফুলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, ঘাসের পা বেয়ে ঝরে পড়ছে লাউডগা, লতার ডগা। ওপাশের সুপুরী গাছের মাথায় ফড়িঙ উড়ছে। গোয়াল ঘরের চালায় বসে একটা কাক ডাকছে। মধুর মা ঝাঁট দিচ্ছে। ধুলো উড়ছে। উড়ছে।

ক্ষেমীর সেদিকে খেয়াল নেই। মধুর মা আড়চোখে আড়চোখে ক্ষেমীকে দেখছে।

ক্ষেমী উঠোনে নামল। খোঁয়াড়ের দরজা খুলবার জন্য এগোয় হাত রেখে খুলবে, খুলবে খুলে দিল। একটা হাঁস বেরিয়ে এল ক্ষেমী ঘরের সামে আরেকটাকে তাড়া দিল। তাড়া দিতে দিতেই হাঁটা, মুহূর্তে আরো খুলল। মধুর মা ওদিক থেকে বলল—হোয়ে হাঁস একটি কাল ফেরেনি রে।

—কই?

ক্ষেমী মাটির ঝাঁকে খোঁয়াড়টা দেখল। একটি। একটি ডিম পড়ে রয়েছে খোঁয়াড়ে।

সুখে না দুঃখে ক্ষেমী ও জানে না ক্ষেমী ধুলোয় উপরই বসে পড়ল। নড়ল না, চড়ল না, স্থির বসে রইল।

মধুর মা ঘরে ঢুকে গেছে। নন্দা ও নন্দার মা বাসন নিয়ে পুকুরঘাটে যাচ্ছে।

ক্ষেমী বসে আছে।

ক্ষেমীকে ওভাবে বসে থাকতে দেখেই হয়ত হাঁসটা আবার ডেকে ডেকে করতে করতে আঁস্তাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল।

ক্ষেমী দেখছে, হাঁসটা আস্তে আস্তে ডিমটার উপর গিয়ে বসল। এবং বসেই রইল। ক্ষেমী দেখছে, পালকের তলা দিয়ে ডিমের সাদা একটু আভা। ক্ষেমীর কি যেন হয়ে গেল। কেমন যেন মনে হল তার। আর তাই সে মমতায় স্নিগ্ধ এক কোমল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল হাঁসটার দিকে, ডিমটার দিকে, এবং আঁস্তাড়ের দরজা ডিঙিয়ে ঢুকে পড়া এক ঝলক উজ্জ্বল রোদ্দুরের দিকে।

ক্ষেমী ঘামছে। ভীষণভাবে ঘামছে।

যে তাগিদে গত রাতে হাঁসটা ডিম পেড়েছে, যে তাগিদে ডিমটাকে এ মুহূর্তে আড়াল করে বসে রয়েছে, যে সুখে ক্ষণে চোখ মেলে ক্ষণে চোখ বুজছে, ক্ষেমীও যেন হাঁসের মতো সে তাগিদ, সে ভয়, সে সুখ চায়।


* এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি *

ভারত প্রেমকথা ■ সুবোধ ঘোষ

মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য তার অজস্র প্রেমকাহিনী। সে-প্রেমকাহিনী সকল মনের সর্বকালের আনন্দ। সে-প্রেমের রূপ বিচিত্র সুন্দর ও সুমহিম।

'ভারত প্রেমকথা' প্রেম ও প্রণয়ের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ। আঙ্গিকের নূতনত্বে, কাহিনীর মনোহারিতায় ও ভাষার গৌরবে এক ক্লাসিক-সৃষ্টির নিদর্শন।

* মোট কুড়িটি গল্পের সংকলন *

এ-বই নিজে পড়ুন। এ-বই প্রিয়জনকে পড়ান ॥

নূতন সপ্তম সংস্করণ । দাম ছয় টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা ৯

# পৃথিবী বিচিত্রা

অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কিত অনুশীলনে ব্যাপৃত বৈজ্ঞানিকদের মতে কোন কোন জন্তু আছে যারা ইন্দ্রিয়াতীত ক্ষমতার অধিকারী। বিড়াল কুকুর, ময়না, তোতাপাখী তাদের প্রতিপালকের সম্পর্কে বিচিত্র আচরণ প্রকাশ করার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ভার্জিনিয়ার এক আইন ব্যবসায়ী নিজে বিড়াল পছন্দ করতেন না কিন্তু তাঁর স্ত্রী বিড়াল ভালবাসতেন। সার্লি নামে একটি বিড়াল বাড়িতে রাখা হয়েছিল প্রধানতঃ ইঁদুরের উৎপাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য। সার্লি তার কাজ বেশ ভালই করতো। খরচাপত্রও তার ছিল এবং ওকে নিয়ে কোন ঝামেলা পোষাতে হতো না। সার্লি ভদ্রলোকের ছেলে মেয়ের বড় আদরের পাত্রী ছিল। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে ছেলে মেয়ে দুটি বাড়ি থেকে দশ মাইল দূরে জঙ্গলে ক্যাম্পিংএর জন্য শিবিরবাস করতে যায়। বাপ মা ওদের গাড়িতে করে শিবিরের স্থানে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

সেইদিন রাত দুটোর সময় সার্লিকে ভীষণ চেঁচামেচি করতে শোনা গেল। কিছুক্ষণ ধরে সে ঐ বাড়িতে থাকলেও কোনদিনই তাকে এমন করতে দেখা যায়নি। তাকে শান্ত করার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তার অধীর ব্যবহার দেখে বিড়ালটি নিশ্চয়ই বিষ, সন্দেহে চুপ কিন্তু ভদ্রলোক সেকথা হেসেই উড়িয়ে দিতে থাকেন। স্ত্রী সার্লির নিশ্চয়ই ছেলেদের বিষ, ঘোরাঘুরি বা নতুন সার্লিকে অমন উৎকণ্ঠা দেখা যায় না। অবশেষে অধীর উৎকণ্ঠা ভরা চোখে ভদ্রলোক তাকে নিয়ে শিবিরের স্থানে জঙ্গলে বিষয় উপস্থিত হন। দেখেন, জঙ্গলে আগুন লেগেছে এবং তাঁর ছেলের যেখানে তাঁবু ফেলেছে তার চতুর্দিক থেকে আগুন দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে। অগ্নিনির্বাপক দল জানালো যে, আগুন যেভাবে ঘিরে ধরেছে তাতে ছেলেদের উদ্ধার করা সুসাধ্য ব্যাপার। ভদ্রলোক দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আগুনের মধ্যে দিয়েই দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে ছেলেদের উদ্ধার করে আনেন। বাড়ি ফিরতে দেখেন, সার্লি আবার আগের মতোই বেশ শান্ত। ও এবার এগিয়ে এল যেন ওদের অভ্যর্থনা করতে।

বিড়াল, কুকুর জাতীয় পশুকে তাদের আবাস থেকে কয়েক শত মাইল দূরে ছেড়ে দিয়ে এলেও দেখা যায়, তারা ঠিক বাড়ি চিনে ফিরে এসেছে। কিন্তু ডেইজি নামক একটি বিড়ালের প্রতিপালকের কাছে ফিরে আসার কাহিনীর তুলনা ক্বচিৎ পাওয়া যায়। এক ভদ্রলোক সপরিবারে তাঁর গ্রীষ্মাবাসে গিয়ে পৌঁছানো থেকে ডেইজি তাদের বড় প্রিয় হয়ে ওঠে। ছুটি শেষে ফিরে যাবার সময় আসতে ডেইজিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা হয়। কিন্তু ও তখন সন্তানসম্ভবা বলে ইচ্ছে থাকলেও ওকে আনা সম্ভব হয়নি। ভদ্রলোক এক প্রতিবেশীর কাছে ডেইজিকে রেখে চলে আসেন।

মাসখানেক পর হঠাৎ মাইল দূরে নিউইয়র্কে ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটের দরজায় ডেইজি এসে উপস্থিত। প্রথম আগে কোনদিনই সে একাকী বেরোয়নি। ওর মুখে একটা বাচ্চা। বাচ্চাটাকে মাটিতে নামিয়েই সে চলে যায়। সপ্তাহখানেক পর আবার ওরে দেখা গেল মুখে অমনি একটি বাচ্চা নিয়ে। এইভাবে সে একটি একটি করে পাঁচটি বাচ্চাকে এনে হাজির করে দেয়।

সম্প্রতিসময়কার এক টাকসী ড্রাইভার একদিন মন্তব্য করে একজন সওয়ারি হোক—একজন নয় ঠিকভাবে বলতে হয় সুজন সওয়ারি—এক মামুলী সৈনিক, আর তার পোষা একটি স্প্যানিয়েল কুকুর। সৈনিকটি তার গন্তব্যস্থলে জনসহ পঁচিশ মাইল দূরে এক জায়গায়। কিছুদূরে গিয়ে সৈনিক একটা পানশালার সামনে টাক্সীকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে চলে যায়। মিনিট পনের অপেক্ষা করার পর টাক্সীচালক পানশালায় প্রবেশ করে দেখে সৈনিক উধাও। বেওয়ারিশ পশুদের আশ্রয়স্থলে এসে পৌঁছে এতে কুকুরটিকে নিয়ে যেতে তারা ওটা টাক্সীচালকের পাওনা বলে পূরণ করতে অরাজী হয়।


সুরভির নতুন বই

প্রেমেন্দ্র মিত্র
সম্পাদিত

# সিন্ধুর স্বাদ

'...বর্ষীয়ান ও সমৃদ্ধিগতভাবে মানুষের জীবন বিস্ময়বৈচিত্র্য ও রহস্যে সমুদ্রের চেয়েও অসীম, অগাধ ও অতল। সে অসীম অতলান্তের স্বাদ সমস্ত সমুদ্র নিঃশেষে পান করে পাওয়ার কথা অবশ্য হয়তো আমাদের বোধহয় সম্ভব নয় প্রয়োজনও বোধহয় নেই। জীবনের অগাধ রহস্য সমুদ্রের স্বাদ গন্ধটুকু দেবার ক্ষমতা যা রাখে এই হোল সার্থক ছোটগল্প। সেই কারণেই এই সংকলনের নাম 'সিন্ধুর স্বাদ'।...'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আটাশ জন কথাশিল্পীর বাছাই করা আটাশটি গল্প সংকলিত। লাইনো টাইপে সমৃদ্ধিত। সুপরিকল্পিত ও সুশোভন প্রচ্ছদ এবং মনোরম অঙ্গসজ্জা। মূল্য : সাত টাকা

অন্যান্য বই .....

| | | |
|---|---|---|
| **হেডমাস্টার** (উপন্যাস) | — নরেন্দ্রনাথ মিত্র | ৲ ২.৫০ |
| **মায়ামারীচ** (উপন্যাস) | — সুনীলকুমার ঘোষ | ৲ ৩.৭৫ |
| **রাতের চেউ** (উপন্যাস) | — সত্যপ্রিয় ঘোষ | ৲ ৩.০০ |
| **সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা** | — হরপ্রসাদ মিত্র | ৲ ৩.০০ |
| **হাওয়ার সংরাগ** (কবিতা) | — শিপ্রা ঘোষ | ৲ ২.০০ |

**সুরভি প্রকাশনী** : ১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

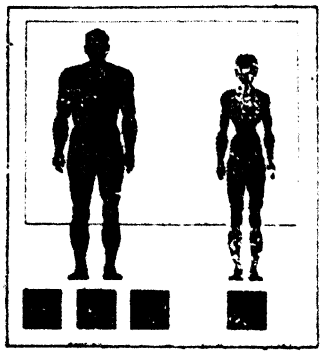

১ ২ ৩

১। ২০০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর অধিবাসী সংখ্যা দ্বিগুণ হবার সম্ভাবনা থাকায় মানুষের খাদ্যের সমস্যা উৎকট হয়ে উঠেছে। একটি প্রাপ্তবয়স্ক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির খাদ্য উৎপাদনে তিন একর জমিতে ফসল ফলানোর দরকার কিন্তু বর্তমানে গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ প্রতিজনপিছু মাত্র এক একর। অথচ পৃথিবীর জমির মাত্র এক দশমাংশে বর্তমানে চাষ হয়। ২। বিশেষজ্ঞরা বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক জীবন হচ্ছে জীবাণু। গড়পড়তায় এক একর জমিতে জীবাণুর সংখ্যা থাকে ৯০০০০০০০০০০০০০০০। ৩। শূন্যে পরিভ্রমণকারীদের জন্য এমন একপ্রকার ঘড়ি উদ্ভাবিত হয়েছে যাতে পৃথিবী এবং মঙ্গলগ্রহ উভয় গ্রহেরই ঘণ্টা, তারিখ, মাস ও বৎসর দেখা যাবে। মঙ্গলগ্রহের অক্ষরেখা ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় ধরে ২৪ ঘণ্টা, ৩৫ মিনিট ২২ সেকেণ্ড সময় লাগে এবং মঙ্গলগ্রহের বছর পূর্ণ হয় পৃথিবীর দ্বিগুণ সময়ে

গতান্তর না দেখে ট্যাক্সীচালক সৈনিক কথিত পল্লীর দিকে কুকুরটিকে নিয়ে যেতে থাকে এই আশায় যে, সেখানকার কেউ হয়তো ওকে চিনতে পারবে। পল্লীর কাছাকাছি পৌঁছতে পিছনের সীট থেকে কুকুরটি চীৎকার করতে আরম্ভ করে দেয়। খানিকটা যাবার পর ট্যাক্সীচালকের ধারণা হয় যে, কুকুরটি সম্ভবত তাকে সঠিক রাস্তার নির্দেশ দিতে চায়। ভুল পথে গাড়ি ঘোরালেই সে চীৎকার আরম্ভ করে, আবার ঠিক পথ ধরে গেলে চুপ করে বসে পড়ে। একটা ধুলোভরা রাস্তা দিয়ে যেতে আরম্ভ করতেই কুকুরটা ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করে। চালক তখন দরজাটা খুলে দেয়। কুকুরটি লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে কাছাকাছি একটি বাড়ির দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি বারান্দার আলো জ্বলে ওঠে এবং দরজা খুলে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে কুকুরটিকে আদর করতে থাকেন। পরে ট্যাক্সীচালকের দিকে ফিরে বলেন: "ছেলেটা আবার বোধ হয় উধাও হয়েছে। কত ভাড়া দিতে হবে?"

মৃত্যু বা মারাত্মক দুর্ঘটনার অগ্রিম সঠিক আভাস দেওয়াতেও কুকুরদের একটা ইন্দ্রিয়াতীত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে গত মহাযুদ্ধে ব্রিটেনিসের নিকটবর্তী এক স্থানে প্রত্যাবর্তনরত ছজন বোমারু বিমান চালকের পরমবন্ধু কুকুর ফ্ল্যাক সম্পর্কে অদ্ভুত কাহিনী শোনা যায়। ফ্ল্যাক ঐ ছজনের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল এবং ঘাঁটির অন্যান্যদের আমল দিত না মোটেই।

বোমারুদের অভিযানে বের হওয়া বা ফিরে গিয়ে বিমান দাঁড়াবার লাইনে গিয়ে পৌঁছলেই বোঝা যেত যে, ও যাদের অনুরক্ত সেই দুজনের বিমানখানি ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করছে। এ ব্যাপারে ফ্ল্যাকের কোনদিনই ভুল হয়নি।

একদিন দুপুরে ফ্ল্যাক কর্তব্যরতদের চিৎকার আরম্ভ করে। দশ মিনিট চিৎকারের পর থেমে যায়। সেইদিন বিকেলে বিমান বহর অভিযান সেরে ফিরে আসার সময় ফ্ল্যাক কান খাড়া করে রইলো, কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো বিমানের লাইনের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো না। একটু পরেই তার কারণটা বোঝা গেল। ফ্ল্যাক যাদের অনুরক্ত তাদের বিমানখানি সেইদিনই দুপুরে সাড়ে বারোটার সময়, ঠিক যে সময়ে ফ্ল্যাক চিৎকার করে উঠেছিল, ইঁটালীর ওপর দিয়ে যাবার সময় শত্রুপক্ষের গুলিতে ভূপাতিত হয়েছে। ও আগেই বুঝতে পেরেছিল যে, নিজে যাদের ও অভ্যর্থনা করতে যায় তারা আর ফিরছে না।

পিটসবার্গের একটি পরিবার একবার ছুটি কাটাতে তাদের বাড়িটি ভাড়া দিয়ে ইওরোপ যাত্রা করে। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলে ওরা ওদের পোষা বুলডগটিকে রেখে যেতে বাধ্য হয় এবং ভাড়াটেরা ওর দেখাশোনা করার ভার নেয়।

কুকুরটি বেশ ভালভাবেই দিন কাটাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন মাঝরাতে চেঁচিয়ে পাড়াগাড়ি দিয়ে বাড়িময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে থাকে। ভাড়াটেদের ধারণা হয় কেউ বোধ হয় ওকে বিষ খাইয়েছে। ওকে নিয়ে কি যে করা হবে—ভাড়াটেরা বড় ভাবনায় পড়ে যায়। তার একদিন পর একটা টেলিগ্রাম আসবে ওরা বাপারটা বুঝতে পারে যে যাতে কুকুরটির অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ পায় ঠিক সেই সময়েই লন্ডনে গৃহকর্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। কুকুরটি ঐ মহিলার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল এবং তিনি বিদায় নেবার সময় কোনদিনই কুকুরটিকে [illegible] যাননি।

*

যুক্তরাষ্ট্রে একটা মামলার শুনানীকালে এক আইনজ্ঞ জনৈক সাক্ষীকে চার হাজার শব্দ বিশিষ্ট একটি প্রশ্ন তুলে আদালতকে বিস্মিত করে তোলেন। সাক্ষী উত্তর দেয় একটিমাত্র কথায়: "না।"

অল্পকাল আগেও বৃটেনের হাউস অব লর্ডসের সদস্যরা বক্তৃতায় বহু শব্দবিশিষ্ট দীর্ঘ বাক্য প্রয়োগে অভ্যস্ত ছিলেন। একবার এক সমস্যা একটি নতুন বিলের সমালোচনা প্রসঙ্গে বিনা যুক্তিতর্কে ছিলেন চুরানব্বইটি শব্দবিশিষ্ট একটি বাক্য ব্যবহার করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সিনসিনাটি পৌরসভার রেকর্ডে একটি বিধানের খসড়া পাওয়া যায় যাতে একটি বাক্যই রয়েছে বিশ হাজারটি শব্দবিশিষ্ট।

*

কায়রোতে ডাকপিয়ন আহমেদ দলগামোনিকে জেলে যেতে হয়েছে এই অপরাধে যে, সে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের প্রেম-পত্রগুলি খুলে পড়ে নিয়ে পত্রলেখক বা লেখিকাদের অভিভাবকদের কাছে তাদের সন্তানদের অসৎপথে সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করেছিল।

পাশ্চাত্যে সৌন্দর্য বাড়ানোর নতুন নতুন উপকরণ প্রতিনিয়তই বাজারে বের হচ্ছে কিন্তু তাতেও ওদের মন ভরছে না। সম্প্রতি গালে নকল টোল খাইয়ে দেবার একটা উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তিন চার পুরুষ আগে যুবকেরা গালে টোল খাওয়া মেয়েদের বেশী পছন্দ করতো। কারণ সুন্দর মুখ হাসলে সুন্দরতর হয়ে ওঠে বলে।

টোল খাওয়া গালের ওপর কেন যে মোহ তার কোন কারণ পাওয়া যায় না। পঞ্চাশ বছর আগেকার এক সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ লিখে গিয়েছেন: "গালে টোল খাওয়া মুখ মেয়েদের সৌন্দর্যের একটা বিশেষ লক্ষণ বলে পরিগণিত হয় এবং এমন মেয়েদের ভাগ্যবতী বলে অভিহিত করা হয়।"

যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েদের বর্তমানে গালে টোল খাওয়ানোর প্রতি একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়েছে। বছর কয়েক আগে এক সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা খাটিয়ে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে এখন ঘরে ঘরিয়ে সাধনা করছে। তার যন্ত্রের কাজ মাথা সাজ ও ঠিকমতো এর সঙ্গটি জুড়িয়ে রাখতে হয়। একটা স্প্রিংয়ের সাহায্যে একটা নরম পাড় গালের ভেতরে টোল খাওয়াবার দরকার সেখানে চাপ দিয়ে থাকে। এবং এইভাবে কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন ঘরে নকল টোল খাওয়া ধরবার উপায় বলে দেয়।

*

একটা প্রবাদ আছে যে, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজটি করতে পারলে পৃথিবীর সমস্ত কাজই নাকি একটি সুন্দর সময় পূর্ণতা হয়ে ওঠে। আগে বলেছি যে, সেদিনের সেই ঘুমের শূন্য বাক্সটি যাবে। সাধারণ ঘুমের এই ছোট কাজে যে তিনি বন্ধুদিনের প্রতিযোগিতাকে ডেকে এনেছেন তাঁর ঘুমের ঘণ্টা ফাংশনটিকে পরীক্ষা করবার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করে রাখবে।

কথিত আছে যে, দীর্ঘকাল সেই আজ্ঞা পূর্ণতাপালিত হয়ে আসছে থাকে। এমন কি সেই ফাংশনটি মারে মারার পরেও। শেষে এর কোনোদিনই সত্য পরিচয় প্রকাশ হয়েছিল রাজপুরের বিলম্ব এর স্থানে একজন প্রহরীর সর্বক্ষণ উপস্থিতি সম্পর্কে। কিন্তু কেন যে সে দাঁড়িয়ে থাকে তা কেউ বলতে না পারায় কোন আসলটি নকল করে দেওয়া হয়।

এই ঘুমের শূন্য বাক্সটি ঘিরে কেন্দ্র করে ইংরেজদের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের সংস্কার ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডের সাসেক্স একটা সংস্কার আছে যে, এই শূন্য বাক্সটি যার বাড়িতে আসবে একটা অকল্যাণ প্রতিনিয়তরূপে দেখা দেবেই, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত।


সদ্যপ্রকাশিত পুস্তক ভবনের নিবেদন

নিশাচারের

মিহিবন্দুলাল রোমাঞ্চকর প্রসঙ্গে নতুন

ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲

মুলতার বিয়ে (যন্ত্রস্থ)

নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস

নিশিপদ্ম ৪॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর উপন্যাস

কল্যাণী ৩৲

বাংলার বার্নার্ড-শ প্রমথনাথ বিশী রচিত

অমনোনীত গল্প ৩৲

প্রাপ্তিস্থান: মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

একটি প্রিয়
রাজকুমার - - -

মার্ফি ০৩৭৪

৮ ভাল্‌ভ, ১ ব্যাণ্ড
সুপারহেট ● ১ ব্যাণ্ড
শিয়াল-কী স্যুট ● এসি
৬৩১, নর্থ ইস্টার্ন অ্যাভিনিউ ব্রুকলিন

মা ফি

গৃহকে আনন্দময় করে তোলে!

# কখনও মুহূর্ত

জীবনানন্দ দাশ

কখনও মুহূর্তে আসে সূর্য আর শিশিরের জলে
ব'সে থাকবার মতো—
অথবা কখনও দেখি দিন নিভে গেছে
হরিয়াল প্রান্তরের পারে চ'লে গেছে
ডানার ঝিলিকে তার সব-চেয়ে শেষ রোদ্দুর
জ্বালিয়ে সে সূর্যকে নিভিয়ে এবার নিভে গেল।

পৃথিবীতে এইবার নদীর নিজের ঠিক মুহূর্ত এসেছে;
টেরচা বাঁক ভাঙা পাড় দিয়ে হেঁটে-হেঁটে
মনে হয়, মানুষের হাতে-গড়া সাঁকো
কোনো প্রতীকের মতো বস্তু নয়,
দিকদর্শনের মতো নিজেই রয়েছে এই নদী
অন্ধকার জল থেকে ধূসর জলের দিকে চ'লে যায়, গেছে;
আজকের কালকের আগামী কালের
নিরিখ ও নাবিককে বুকে ক'রে নিয়ে চ'লে গেছে;
জীবনকে নৌবিদ্যা শেখায়
ঝড়ে আর শান্ত জলে ঘূর্ণি জলে চোরাবালি পাঁকে
টেনে বার তোমাকে আমাকে গ্রাস ক'রে
আবার ফিরিয়ে দেয় পৃথিবীর পটে—পটান্তরে—হৃদয়ে—বিষয়ে
দ্রুত ধাবমান সাদা কালোর রঙের অক্লান্ত ভূমিকায়
যেতে চায় কোনো এক সাগরের দিকে
মানুষের বিবরণ প্রাচীন হয়েছে ঢের
আমাদের সকলের বয়স বেড়েছে খুব
নদী এসে বার-বার যযাতিকে যৌবন দেয়
ঘনজলধন্যা নদী — স্থবিরতা নেই;
পাড় ভেঙে ফেলে পাড়া প্রান্তরের দিকে চলে
যেন সে আকাশ নীল—আকাশের ঝড়—দুই দিকে তীর আছে—নেই
যেইখানে রাষ্ট্র নেই—সেই নৈরাজ্যের দিকে যায়
যেখানে মানুষ নেই—অপমানুষের ভিড় মরা আধমরা
হাড় আছে রক্ত আছে বালি ফণীমনসার কাঁটা
নীরন টিউব গ্যাস বিদ্যুৎবাতির বিহ্বলতা
এই সব আলোড়ন ডাঙা শূন্য কান্তি আর নীড়
ভেদ ক'রে বিষ গিলে অমৃতকুম্ভের মতো কোলাহলে
ঢের মৃত নাবিককে নিমগ্ন নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে
নব-নব নাবিকের জন্ম দিয়ে তারা আর সূর্যের আলোয়
মাছরাঙা-বর্ণিমায় অন্ধকারে রোদের ঝিলিকে
কেবলি ব্যক্তির মন ভেঙে নিয়ে-নিয়ে নদী নব-নব জল গ'ড়ে নিল
ইতিহাসবেলা ভেঙে অসীম সাগর
সিন্ধু অতিক্রম ক'রে অপার আকাশ
মানুষকে অতিক্রম ক'রে ফেলে নবীন মানব
নব শীত নব রাত্রি বিপদের দিকচক্রবাল
লক্ষ্য ক'রে অবিরল জলকল্লোলের রঙ্গ, জল,
আজ মরুভূমি আর মানব চলেছে অবিরল।

# টুকরো কথা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে দারিদ্র্য বিমোচন সাধনের উপায় উদ্ভাবনের আহ্বান জানাইয়াছেন। বিন্দুখুড়ো বলিলেন—"আমরা তো অনেক চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারিনি। তবে মনে হয়, দারিদ্র্য বিমোচন সাধন হলে দারিদ্র্য আপনা থেকেই ঘুচে যাবে!"

• • •

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকারি অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়া অন্যান্য কাজ করিবার জন্য সরকার অতিরিক্ত নাগরী বাহিনী সংরক্ষণের

পরিকল্পনা করিয়াছেন।—এজন্যই হয়তো বিমানের নাম এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রে করা হইয়াছে। অনন্যসাধারণ ঝাঁটা উপযুক্ত হবে। পরিবর্তে ঝাঁটা সরকারি অস্ত্র ব্যবহারে হবে। পরে এদের অন্য কাজ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ঝিলিটারি ট্রেনিং দরকার—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

• • •

জনৈক ভোটার এই মর্মে অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভোটের নির্বাচনে যদি কমিউনিস্টদের পরাজয় হয় তবে তাহা হইতে তিনি তাঁহার ভোটারকে বঞ্চিত হইয়া ফেলিবেন। নির্বাচনের ফলাফল জানিবার

পর ভদ্রলোক কথা রক্ষা করিয়াছেন।—"গোফজোড়াটি হয়ত দেখবার মতোই ছিল, কিন্তু হলে হবে কী, শিকারী বেড়াল গোঁফ দেখে চেনা গেলেও মানুষ তো আর চেনা যায় না"—বলেন জনৈক সংবাদী।

• • •

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কেরল বনাম দলের খেলা ১০—০ গোলে পরাজিত হইয়াছে।—"খেলার ফল না হলে ট্রেনিংয়ের এমন মারাত্মক ফেল হত না। বিশ্বাস হয় না করেন, নইলে কোচ-কর্তাদের পরামর্শ নিতে"—মন্তব্য করেন জনৈক সংবাদী।

• • •

শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি আগরা স্পোর্টস ক্লাবের প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। শ্যামলাল বলিল—"মন্ত্রী মশাইয়ের হাতে সময় নেই। তাছাড়া, এক কনস্টিটুয়েন্সি ছাড়া অন্য খেলাও তাঁদের

তো আসে না। সুতরাং কনস্টিটুয়েন্সির ব্যবস্থা হলেই সব দিক দিয়ে ভালো হয়।"

• • •

সংবাদে প্রকাশ, ১৯৫৯ সালের আই এফ এ শিল্ড ফাইনাল বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।—ভালোই হলো। টিকিট থেকে দর্শকের টিকিট আগ্রহের জন্য আজ যে দর্শকের ঘটা হয়েছিল তা এখনো ভোলেনি। এর ওপর আবার ফুটবলের টিকিট নিয়ে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল না হয়ে বেঁচে গেলাম"—মন্তব্য করেন বিন্দুখুড়ো।

• • •

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী পাতিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিতে পারেন।—"তাই করুন। খাওয়ার মতো তুচ্ছ ব্যাপারে কেন্দ্রের মাথা না ঘামানোই উচিত"—বলেন জনৈক সংবাদী।

• • •

পরলোক সম্পর্কে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল যে, মা ষষ্ঠীদেবী ভবলোকের ইচ্ছা শিকারের তালিকা বাতিল করিয়া দিয়াছেন।—"বলো ইঁদুরের পেছনে ধাওয়া না করাই রাষ্ট্রবিধানের কাজ"—বলেন অন্য এক সংবাদী।

• • •

ইন্টারভ্যাল জনৈক ভোটারের অভিযোগ, বাহিনী বিনষ্ট করিয়াছেন এবং বারোজনই একযোগে ধরকার করিয়াছেন। "জনসাধারণের" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইহাকে বহুসংখ্যক সমস্যা আখ্যা দিয়া ভদ্রলোকের মন্তব্যকে সমর্থন করিয়াছেন "সাধু বাদ"। বিন্দুখুড়ো বলিলেন—"একটিমাত্র ঢেঁকি হলে বহুসংখ্যক সমস্যা হতে বাধ্য!"

• • •

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি নাবিক সম্পর্কে তাহাদের আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ আবিষ্কার করিল, তাহাদের দুইজনের মুখই নাকি এক। পরে দুইজনেই দুইজনকে মুখ ভালো করিয়া দিয়া আবিষ্কার করিল, তাহারা দুইজনেই একটি নারীকেই বিবাহ করিয়াছে। পরের সময় তাহারা দুইজনেই বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়াছে। "জনসেবক" এই দুই নাবিকের অর্ধাঙ্গিনীদের আখ্যা দিয়াছেন।—"দুজনেরই সমান সমস্য হলে একটি রক্ষা করে অভিনন্দিত"।

• • •

আমাদের পড়ুয়া সম্পাদকীয় সংবাদপত্র সংবাদের পড়-এর কথা শুনিয়া বলিলেন যে, বাজেটের ক্লোর না থাকলে এমন পড় কি আর সবার ভালো লাগবে। যেকোনই কারুরই না লাগতে পারে—ঠিক নিষ্প্রয়োজন।

---


নব নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ
দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক

**অন্তরাল** ২, **মোকাবিলা** ২॥০
**ডুরন্ত** ২॥০ **মশাল** ২, **একাংক**
**সপ্তক** ৩, **বাস্তুভিটা** ১৷৷০
**পূর্ণশ্রাস** ॥০ **গোলটেবিল** ৷৵০

প্রকাশ অপেক্ষায় জীবনস্রোত

**পুস্তকালয়** : ৫৷০ গ্রন্থভবন
৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ ১২


(সি ২৪০০)

# বিজ্ঞান বিচিত্রা

চক্র দত্ত

'ওমনিপ্লেন' এক নতুন ধরনের উড়ো-জাহাজ। এই উড়োজাহাজ হেলিকপ্টারের চেয়ে দ্রুত সোজা আকাশে উঠতে এবং নামতে পারবে। এছাড়া খুব নিচু দিয়ে ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে উড়ে যেতে পারবে। যুদ্ধের সময় খুব নিচুতে নেমে এসে কোন বস্তুকে আক্রমণ করা, লোকজন এবং মালপত্তর কোন জায়গায় থেকে তোলা এবং নামান, সমুদ্র থেকে লোকজন উদ্ধার

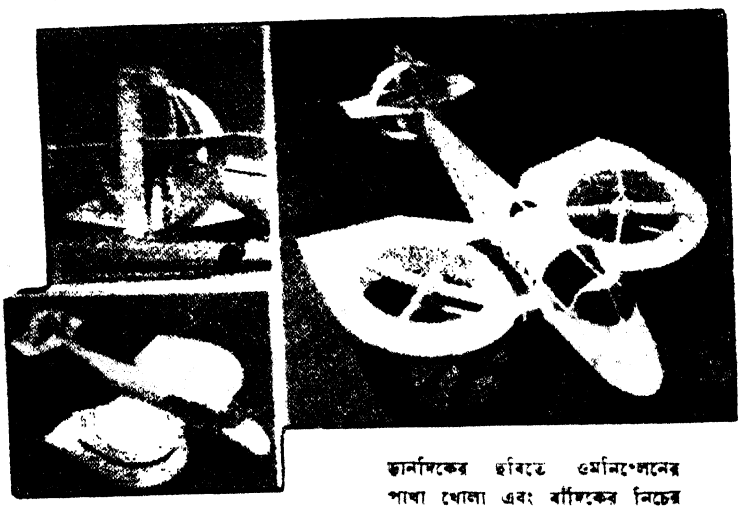

ডানদিকের ছবিতে ওমনিপ্লেনের পাখা খোলা এবং বাঁদিকের নিচের ছবিতে ঢাকা অবস্থায় রয়েছে। বাঁদিকের ওপরে লেজের দিকের অংশ।

করা ইত্যাদি কাজে খুব কার্যকরী হবে। ওমনিপ্লেনে দুদিকে ডানার বদলে তিন ব্লেডওয়ালা বড় ঢাকার মত পাখা লাগান থাকে। আকাশে ওড়ার সময় এটা ঢাকা থাকে। এছাড়াও পেছনে লেজের দিকেও একটা ব্লেডওয়ালা ঢাকা লাগান থাকে।

•

এক জাতের চড়ুই পাখী আছে, যারা জল না খেয়ে অনেকদিন থাকতে পারে। এমন কি প্রয়োজন হলে সমুদ্রের নোনা জল খেয়েও তৃষ্ণা মেটাতে পারে। দেখা গেছে যে, এই চড়ুইরা সাধারণত মরুভূমি বা যে সমস্ত স্থানে অনাবৃষ্টি হয় অথবা নোনা জলাভূমিতে বসবাস করে। দুজন প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এই পাখীরা অনায়াসে তিন সপ্তাহ জল না খেয়ে থাকতে পারে। অবশ্য জল না খাওয়ার দরুন এদের যে ওজন কমে যায়, সেটা কিছুটা শুকনো এবং সমুদ্রের জলে পূরণ করে। সাধারণ পাখীরা প্রয়োজনেও সমুদ্রের জল পান করতে পারে না কিন্তু এই চড়ুই পাখীদের শরীরিক ক্রিয়া করার একটা এমন বিশেষত্ব আছে যে, নোনা জল পান করে তার থেকে নুন আলাদা করে ছোঁকে শরীরের ভেতর থেকে বাইরে বার করে দিতে পারে।

•

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার বছর আগেকার তুষার যুগের সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের খবর পেয়েছেন। দ্বীপটি আতলান্তিক উত্তরমাঝা অন্তরীপের থেকে কিছুদূরে অবস্থিত। এই দ্বীপটি সমুদ্রের তলদেশ থেকে ১৫৯৮০ ফুট পর্যন্ত উপরে উঠে এসেছে, কিন্তু এখনও ২১০ ফুট সমুদ্রের জলের ভেতরে রয়েছে।

•

আমাদের দেশের মেয়েরা ধূমপান না করলেও বিদেশের মেয়েরা বেশীরভাগই ধূমপান করেন। বারমিংহাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাঃ লাওয়ের মতে যে সমস্ত মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধূমপান করেন, তাঁদের বাচ্চার ওজন, যে সমস্ত মেয়ে ধূমপান করেন না, তাঁদের বাচ্চার ওজনের চেয়ে অনেক কম হয়। তিনি প্রায় ২০০০ মেয়ের অভ্যাস লক্ষ্য করে তবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এর মধ্যে প্রায় ৬৬৮টি মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধূমপানের দরুন তাঁদের নবজাত সন্তানের ওজন প্রায় ৬·৯০ পাউন্ড হয়েছে। আর যাঁরা ধূমপান করেন নি তাঁদের সন্তান ৭·৩৩ পাউন্ড হয়েছে।

•

আজকের দিনে আমরা ভাল দাঁতের কথা ভাবতেই পারি না। 'মাসাচুসেটস ইনস্টি-টিউট অব টেকনোলজির ডাক্তার হার্পার বলেন যে, ফসফরস বেশী পরিমাণে খাদ্য হিসাবে খেলে দাঁত ভাল থাকবে। তিনি 'হ্যামস্টার' নামক এক ধরনের প্রাণীর খাদ্য পরীক্ষা করে তবে এই মত প্রকাশ করেছেন। সাধারণত হ্যামস্টাররা শস্য এবং দুধ থেকে দাঁত। ডাঃ হার্পার লক্ষ্য করেন যে, টেক্সাসের হ্যামস্টারের দাঁত নিউ ইংলণ্ডের হ্যামস্টারের চেয়ে শতকরা ৬০ ভাগ ভাল। তিনি খাদ্য পরীক্ষা করার পর দেখলেন যে, টেক্সাসের শস্য এবং দুধে বেশী পরিমাণে ফসফরস আছে। এর পর পরীক্ষা করবার জন্য টেক্সাসের হ্যামস্টারের খাদ্যে অন্যে ৪ গুণ ফসফরস যোগ করে দেওয়াতে এদের দাঁত ভাল থাকতে এদের দাঁত ভাল হল। এর পর সুইডিস নরস টিকিৎসক প্রায় ২০০০টি শিশুর খাদ্যে ফসফরসের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ দাঁতের পোকা বন্ধ করতে পারলেন।

•

বেশীর ভাগ লোকের এই ধারণা যে, সদ্যোজাত শিশুর কোন বস্তুর গন্ধ শোঁকবার মত ক্ষমতা জন্মায় না। সম্প্রতি তিনজন ডাক্তার তাঁদের গবেষণার দ্বারা এটা যে ঠিক নয় তা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা ১০০টি সদ্যোজাত শিশু নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাঁদের পরীক্ষা করার পদ্ধতিটি এইরকম। সাদা কাগজের ওপর প্রথমে চওড়া কাল এবং সাদা দাগ কেটে নিয়ে সেটা শিশুর মাথার ওপর বরাবর নাড়ান হয়। অনেকটা চলন্ত ট্রেনের ভিতর দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখলে যেরকম মনে হয়—এটাও সেই জাতীয়। এই ধরনের পরীক্ষাকে 'অপটিকো কাইনেটিক নিস্টাগ্মাথস্' বলা হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এইসব সদ্যোজাত শিশুর চোখ অন্তত ছ মাসের শিশুদের দৃষ্টিশক্তির সমান।

আড়ৎদার ঃ পঞ্চাঙ্ক নাটক
দাম—দেড় টাকা
পড়ুন এবং অভিনয় করুন
চক্রবর্তী ব্রাদার্স
৩৮, কলেজ স্ট্রীট : কলিকাতা-৯
(সি ২৬৮২)

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ১০ ॥

আমার স্বামী কলকাতা থেকে আমাকে লিখেছেন—

রথীবাবুর সঙ্গে যা যা কথা হল, তাতে কবির চিকিৎসা বা অপারেশন সম্বন্ধে এখনও কিছু ঠিক হয়নি। কলিতবাবু খুব সম্ভব যাবেন—এখনও পাকা স্থির হয়নি, কাজেই কাউকে কিছু বলো না। ইন্দু বারো অপারেশনের কথাই বলছেন। ওঁর আশঙ্কা করছেন যে, আর মাসখানেকের মধ্যে এমন ক্রাইসিস আসতে পারে, যখন আর অপারেশনের সময় থাকবে না। ইন্দুবাবু কলিকাতাকে যাবেন কলিতবাবুর সঙ্গে।

কলিতবাবু কবিকে দেখে এখন ওঁর মত বদলেছেন যে, অপারেশন করা উচিত নয়। তবেপরে যদি অপারেশন করা স্থির হয় তখন কোথায় হবে সেকথা উঠেনি এই এখানকার অবস্থা রথীবাবু সমস্ত শুনে এখন অপারেশনের দিকেই ঝুঁকছেন। কবিকে তাই রাজি করাবার চেষ্টা করবেন। কবির নিজের খুব অপত্তি থাকবে তবে হয় না। তাছাড়া যদি এক মাসের মধ্যে ক্রাইসিস আসবার করেন এমন হয় তবে অপারেশন ছাড়া উপায় কি। মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে এই সব নিয়ে।

তুমি কলিতবাবুর ওখান যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চয়ই থেকো। কারণ বহুবাবুর কী হয় সব ক'টা সময় থাকা ভালো। আমি রথীবাবুকে বলেছি আমাকে সবটা খবর দিতে, তাতে কি হচ্ছে না হচ্ছে আমিও জানতে পারি। তুমি ওখানে থাকলে তুমিও খবর দিতে পারবে।

কুনুরের ভ্রমণ-কাহিনী লিখে ফেলেছ— তা ভালো। এই রকম করে আমা সব সময়ের কথা লিখলেও ভালো হয়।.....

সকালে কবির ঘরে গিয়ে দেখি দক্ষিণের জানলার কাছে কৌচে পা মেলে দিয়ে শুয়ে আছেন। তখনও মন খারাপ হবার কোনো কারণ ঘটেনি, কারণ আমরা কেউই অপারেশনের কথাটা ওঁকে শোনাই নি। জ্যোতিদাদা চা-টা খেয়ে কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি খুব হাসিমুখে, "কিহে, এসেছ? কাল রাত্রে রথীর সঙ্গে এসে বুঝি?" বলে জ্যোতিদাকে অভ্যর্থনা করলেন। জ্যোতিদাদা বসে একথা সেকথা বলবার পর এক সময় বললেন, কলকাতায় ডাক্তারেরা মনে করছেন, অপারেশনটা করিয়ে ফেলাই ভালো। কারণ এই যে বিষফোঁড়ে ভরে যাচ্ছে না, শরীর পুষ্টিতে হয়ে পড়ছে, সবই অপারেশনের শরীর থেকে বিষটা বেরোতে পারছে না বলে হচ্ছে। অপারেশন করলেই এসব গলদ চুকে যাবে। আপনি অনুমতি করলে কল্য সকালেই আমরা সব ঠিকঠাক চালিয়ে যেতে পারবো। অবশ্য এই অপারেশনটা আমি সামান্য জিনিস, অত্যন্ত সোজা একটা ফোড়া কাটার মতো। তাই বিধানবাবুকে সবাই রথীবাবুকে বলেছেন, এটা করিয়ে ফেলতে। কবি চুপচাপ হয়ে কথাটা শুনলেন।

উনি খুব আশা করেছিলেন যে, কবিরাজ-মশাই যখন অত জোরের সঙ্গে আশ্বাস দিচ্ছেন, তখন অপারেশনটা পর্যন্ত হবেই। আস্তে আস্তে খানিক পরে বললেন, "কিন্তু কবিরাজমশাই তো মনে করছেন যে তিনি আমাকে অনিষ্টে সারাতে পারবেন। কাজেই মিছিমিছি কেটে ছেড়ে করবার দরকার কি?" জ্যোতিদাদা বললেন—বেশ তো, আজই তো আর অপারেশন হচ্ছে না। ততক্ষণ আপনি কবিরাজী ওষুধ খেয়ে যান না, তাতে তো আর কেউ আপত্তি করছে না। যদি সত্যিই এক মাসের মধ্যে ঐ বার্ধিটাকে শরীরে বুকাতে পারেন যে এটা করিয়ে দেন, তাহে

আপনার এই প্রতিদিনের চলা, অক্ষিতে, গ্লানি, দুর্বলতা সব চলে যায়, তাহলে আর জোর করে কে আপনাকে অপারেশন করতে চাইবে? জ্যোতিদাদা যতই সান্ত্বনা দিন, আমি কিন্তু মুখ দেখেই বুঝেছিলাম, উনি ভয় পেয়েছেন, যে এরা কিছুতেই ওঁকে রেহাই দেবেন না। জ্যোতিদাদার সামনে মুখে বেশি কিছু, আর বলেননি। মনের প্রফুল্লতা যে মিলিয়ে গেল, তা স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

জ্যোতিদাদা চলে গেলে বললেন, "দেখো রানী, আমি কবি—আমি সুন্দরের উপাসক। বিধাতা আমার এই দেহখানা সুন্দর করে গড়েছিলেন। এখান থেকে বিদায় নেবার সময়, এই দেহখানা তেমনি সুন্দর অবস্থাতেই তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চাই। গাছ থেকে শুকনো পাতা যেমন আপনি ঝরে যায়, পক্ক সুপারি ফল যেমন নুয়ে থেকে আপনি খসে পড়ে, আমারও ঠিক তেমনিভাবেই সবকিছু বিদায় নেবার ইচ্ছে চিরকাল। কেন এরা যাবার আগে আমাকে ছোড়াছুড়ি করে দিয়ে চাচ্ছে? বলে ঢের হয়েছে, আর কতদিনই বা মানুষ বাঁচে, কাজেই ছোড় দিজ্ জা আমাকে। ফুলের মতো, ফলের মতো, শুকনো পাতার মতো আমার স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি ঘটুক।"

চুপ করে বসে শুনেলাম। কিন্তু বার বার মনে হতে লাগলো, কেন ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অপারেশনের কল্পনা? যতই সহজ হোক, কিন্তু একেবারে কি নিশ্চিন্ত করে বলা যায় যে, কী হবে পরিণামে? মনে পড়লো মেজমামার কথা। আপনারা চুল যাচ্ছেন যে, অপারেশনটা সাধারণ মানুষের উপর হবে না। রোগী যে-সে লোক নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।


# শিগগীর চুল আঁচড়ে দাও খেলতে যাব —এখন হবেনা, দেখছ না ব্যস্ত আছি!

ছোট মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মাকে চুল আঁচড়ে দিতে অনুরোধ করে কিন্তু মায়ের সময় হয় না কারণ সংসারের নানান খুঁটিনাটি আর পর্বতপ্রমাণ কাজ। চুল সময়মত আঁচড়ানো হয় না তার ফলে চুলের সৌন্দর্য প্রতিদিনই ম্লান হতে সুরু করে। ধুলো ময়লা আর খুসকী জমে চুলের গোড়াগুলির মুখ বন্ধ করে দেয়। মেয়ে বড় হয়ে ওঠে কিন্তু তার মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অযত্নে রক্ষিত চুলের রুক্ষ প্রকাশে অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায়। এমনি ঘটনা প্রতিদিন প্রতি ঘরেই ঘটছে। চুল মানুষের সৌন্দর্যের একটা স্বাভাবিক প্রকাশ তাই তার যত্ন সর্বপ্রযত্নে নেওয়া উচিত। ছোট মেয়েদের চুল দিনে অন্ততঃ দু'বার ভাল করে আঁচড়ে পরিষ্কার করা উচিত। স্নানের আগে কয়েক ফোঁটা জবাকুসুম বেশ করে চুলের গোড়াগুলিতে ঘসে দিন। জবাকুসুম চুলের খাদ্য জুগিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KALPANA JK 628

সকাল থেকে মন খারাপ করেই আছে। তার পর অফিস যাবার জন্য নিজের চেহারা দেখে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। আমি ধরবার ছোঁবার মতো ওঁর একটা সুন্দর শরীরের বদলে একেবারে সেই হাড়ের মতো সরু হাত। মনটা যখন বিকল হয়, তখন শরীরটাও বেসুরো বাজে। কাজেই আজ সে জন্যে বেশি হাসি, সে আর কাউকে কি? বিবেকের পাঠিতে কে কিনবে ঘুষ নেবেন।

১১ই ফাল্গুন

সেই থেকে সমানেই মন খারাপ হয়ে আছে। কলকাতা থেকে ডাক্তার এসেছিলেন। তাঁরা সু. ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করে গেছেন। এইবার ওঁকে সাজাতের ওষুধের ওপর রাখা হবে। ওঁর শরীর এবং মনের সঙ্গে মিলিয়ে ওষুধ ঠিক করতে হবে। ওঁকে মনে করিয়ে দিতে হবে—এর মানে যেমন করে পারো জোর করে অসুখটাকে ঘাড়ে থেকে ফেলা। ডাক্তারসাহেবরা বলেছেন, নিজেরই যে কোনো চিকিৎসা করা যাবে, তাঁদের চিকিৎসার ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে না। শুধু, লোক ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, [illegible]

[illegible] চিকিৎসা [illegible] করা [illegible] চিকিৎসাটা [illegible] এইটে [illegible] ডাক্তার [illegible] ডাক্তার [illegible] চিকিৎসা [illegible] ডাক্তার [illegible] ডাক্তার [illegible] ডাক্তার

২১।২২ বারেও এর চেয়ে কম পরিমাণ হয়েছে। যিনি যতই বলুন যে, কবিরাজী চিকিৎসায় কোনো উপকার দেখা যাচ্ছে না, আমি তো সেকথা মানবো না। ওঁরা এম বি ৬৯০ দেবার পরে মোটে ছয় পয়েন্ট জ্বর কমলেই, তাই নিয়ে নাচানাচি করতে হবে আর অন্য চিকিৎসায় দেড় ডিগ্রি জ্বর কমাটাও কিছু না? তার উপরে ঘুম খাওয়া, সবই আগের চেয়ে বেড়েছে, অন্য উপসর্গগুলোও কম, তবু বলতে হবে কোনো উপকার হয়নি? তা হলে তো সায়ান্স পড়বার কোনো মানে নেই। মোহ-মুক্ত মন না হলে কি বিজ্ঞানের ফলাফলটি ঠিক নজরে পড়ে?

১২ই জুলাই

আজ কবি অনেক ভালো আছেন। রাত্রে ঘুম ভালো হয়েছে। জ্বরও কাল ১৮·৬°র বেশি ওঠেনি, অন্যান্য উপসর্গ অনেক কম, তবু মনটা মুষড়ে রয়েছে। অপারেশনের কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। আজ খেতে বসে আমাদের অবাক এবং সশো মনও খুশি করে দিয়েছেন। অন্য দিন কত পীড়াপীড়ি করতে হয়েছে সামান্য আর একটু বেশি খাবার জন্যে; বিশেষ করে মিষ্টি তো খেতেই চান না। আজ পায়েসের বাটি শেষ করে আবার "দিদিমণি, আরো একটু খাবার জন্যে যদি হুকুম করো তাও খেতে পারি। এসম্বন্ধে এই ভদ্রমহিলা কি বলেন?" বুড়ী তো উৎসাহ করে তাড়াতাড়ি আর একটু পায়েস তুলে দিল। আমাদের সকলেরই হাসিমুখ। পায়েসটা খেতে খেতে বললেন, "আজ এদের চিকিৎসাকে তো একটু চান্স দেওয়া উচিত? তাছাড়া যদি একটু ভালো থাকি দেখা যায়, তবুও আমাকে কেটেছেঁটে ধুয়ে দেবে কেন? এই আজই দেখো না—আজ তো অনেকটা বেশি খেলুম? সবে তো কাল থেকে আসল ওষুধ পড়েছে। কিছুদিন এ ওষুধ চালালে নিশ্চয়ই আরো ভালো হবে। কি জানি কেন এরা অপারেশন করতে চাচ্ছে? কবির কিন্তু শরীর ভালো থাকলেও মন খারাপের জন্যে আজ চোয়ারটাও খারাপ দেখাচ্ছে। আমি সে কথা রথীবাবুকে বলেছি। কমলাকান্তবাবুর মনে আজ খুব উৎসাহ একদিনেই এতটা ফল পাওয়া গেছে বলে।

১৩ই জুলাই

আজ বুড়ীর জন্মদিন। ভোরবেলা উপরে গিয়ে দেখি শশিদাদার জানলার ধারে বসে বসে একটা খাতায় কি লিখছেন। আমাকে বললেন, "আজ আমার দিদিমণির জন্মদিন। সকালবেলা বসে কটা লাইন ওর জন্যে লিখতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু আঙুলগুলো এমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে যে হাত দিয়ে অক্ষর যেন কিছুতেই বেরোতে চায় না। আচ্ছা বসো, এটা শেষ করি।" আঙুলগুলো আড়ষ্ট বলে অতটুকু কবিতা লিখতেও খুব পরিশ্রম হল।

যখন শেষ হল আমাকে আর রানীকে (চন্দ) ডেকে হাতে দিলেন। বুড়ী তখনি নীচে নেবে গেছে বাড়ি যাবার জন্যে। কাগজখানা আমাদের হাতে দিয়েই থর থর করে চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়লো। "আমি কি আর আজকাল লিখতে পারি? বিধাতা আমার সব শক্তি কেড়ে নিয়েছেন। গানের গলা দিয়েছিলেন, অনায়াসে যে কোনো পর্দায় গলাকে নিয়ে যেতে পারতুম, আর আজ কোনোমতে গলা দিয়ে যেন স্বর বেরোয় না। আগে কত অজস্র লিখেছি, আর আজ অতি কষ্টে এই কটা লাইন লিখলুম, বিধাতাকে সন্ত্রাসহারক বলতে ইচ্ছে করে। আমার তো আর কিছু দেবার ক্ষমতা নেই, মনে মনে কত ভালো জিনিস ওকে দেবে, প্রার্থনা শুধু এইটুকু ছিলাম। তাও আঙুলের জন্যে হাতের অক্ষরগুলোও আগের মতো সুন্দর হল না।"

হে জন্মদিবসের দানের উৎসবে
বিচিত্র সম্ভার আজি এই
প্রভাতের উদয় প্রাঙ্গণে।
নবীনের নানারঙ কুসুমে পল্লবে
অজস্র বিভব।
প্রকৃতি পরীক্ষা করি সবে
ক্ষণে ক্ষণে আপন ভাণ্ডারে
তোমারে সম্মুখে রাখি শেষে সে সুযোগ।
দাও আর নাই দাও যে আসন লহি
নিশ্চয়ের নিতাই আসনে
অস্তিত্ব তা সত্যের হল,
নিশ্চেতনি তরঙ্গের নিস্পন্দে
তোমার কাছে আপনারে
তাঁর কবিদের তুমি সত্যই দিয়েছ সম্মান
বসিয়াছ আসনের
নিত্যের আকাশে।[১]

আমি আর বেশী দূরেনই অনেক করে বললাম যে লেখাটা অতিশয় খুব ভালো হয়েছে এবং হাতের অক্ষরও খুব পরিষ্কার, মোটা কাঁপনি বা ওপরা দেখা

১। শেষ লেখা ন। ১২, পৃঃ ১৯।


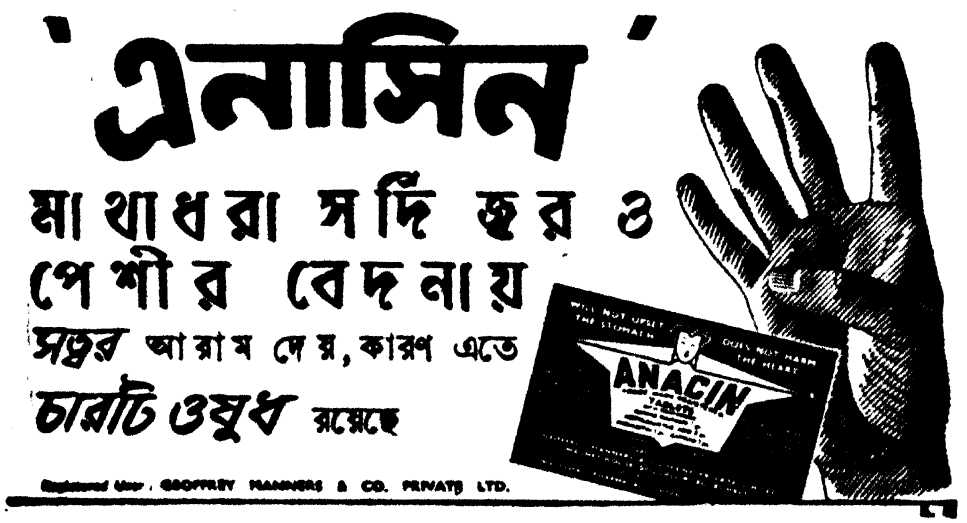

হয়নি। বার বার আমাকে প্রশ্ন করলেন, "সত্যি বলছো যে, লেখাটা ভালো?" আমি খুব জোরের সঙ্গে 'হ্যাঁ' বলাতে যেন একটু শান্ত হলেন। বললেন, "এইজন্যেই তো তোমাকে কাছে রাখতে চাই। আমাকে এই রকম করে ভরসা দেবে বলো।"

আজকাল সময় সময়ই ঠাঁর মনে কবিতার মতো বিষাদে থাকে যে ঠাঁর সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। এইটাই হচ্ছে ঠাঁকে ভয়। এইজন্যেই বন্ধুবান্ধবের মন প্রফুল্লকরণের দিকে এত ঝোঁক। কারণ ঠাঁর ভাক্তার বন্ধুদের মতে এখনও সময় থাকতে প্রফুল্লকরণ করিয়ে নেওয়া গেলে কবির মনটাকে ফিরিয়ে আনা যাবে। আজও বহুদিন উনি সাহিত্যের ভাণ্ডারে অনেক রত্ন জোগাতে পারবেন। এখন ছেলের বিয়েটা সামনে থেকে সরে যাচ্ছে না। তাই মনটাও আগের চেয়ে সাদা হয়ে এসেছে। এর পরে সেটা আরো সাদা হবে। তখন আর ফিরবার রেখা থাকবে না। তার চেয়ে এই সময় সহজ প্রফুল্লকরণে কবিকে ফিরে ঠাঁর কর্মক্ষম করেই আরো দশ বছর পাঠানো যাবে। ঠাঁর সহধর্মিণীর প্রমাণ সহযোগিতা এখনও এর ভালো আছে।

বুদ্ধিটা সত্যিই খুব ভালো। কাজেই বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই সায় দিলেন। তখন ঠাঁরা সকলে মিলে কবির প্রফুল্লকরণের ব্যবস্থা করতে ছোটাছুটি শুরু করে দিলেন। কেউ কেউ ঠাঁকে সুপরামর্শ দিতে লাগলেন। কেউ কেউ এমনও বললেন যে, কবির কাছে লিখে বা মুখে কোনো কথা বলবার কাজ নেই। কারণ সাহিত্যের চেয়ে প্রফুল্লকরণের দিকে তো আর কবির ঝোঁক নেই। ঠাঁর পক্ষেও প্রফুল্লকরণের চেয়ে কম নয়। কাজেই তিনি যেটা ভালো মনে করে স্থির করবেন সেইটাই হওয়া উচিত। এটা সুবুদ্ধির দিক দিয়ে সমাধান নিয়েছি। কিন্তু মন ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে বলছে। কেননা যখন এই সমস্যা। তখন জোর করে প্রফুল্লকরণ করবার দরকার কি? কবি যদিও মত দিয়েছেন কিন্তু সেটা নিতান্তই বাধ্য হয়ে। ডাক্তারদের বন্ধুরা মুখপাত হয়ে কবির কাছে গিয়ে এমনভাবে কথাটা পাড়লেন যে, কবির মত না দিয়ে উপায় ছিল না।

আজকের কবিতাটা সত্যিই খুব ভালো লেগেছে, তাই প্রাণ খুলে ভালো বলতে পারলাম বলে খুশি হয়েছি। কিন্তু ভালো না হলেও ঠাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে হয়তো ভালো বলতাম। কথায় কথায় ঠাঁর এখন চোখে জল এসে যায়। বুড়ি আবার যখন ফিরে এল, কবিতার কাগজখানা তার হাতে দিয়ে বললেন, "সাধনাশাইকে তো আজকাল আর ভালো কিছু দেবার ক্ষমতা নেই, তাই এই সেকালী কাগজটা ওকে দিয়ে দিলাম। ওও হাতের অক্ষর আগের মতো পরিষ্কার হচ্ছে না। একটু যে ভালো করে লিখে দেবো, সেটুকুও পারলুম না। তুই আর কাউকে দিয়ে এটা পরিষ্কার করে কপি করিয়ে নিস।" বলেই আবার চোখ দিয়ে জল করে পড়লো। বুড়ী কত রকম করে সান্ত্বনা দিল—কেন তুমি ভাবছো ভালো হয়নি। সত্যিই খুব ভালো হয়েছে কবিতাটা। আমার খুব ভালো লেগেছে। আর হাতের অক্ষর তো কিছু খারাপ হয়নি, খুবই তো ভালো করে লিখেছে। তখন আবার মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠলো।

ডাক্তারের মন খারাপ করে সাধনার দিকে আসবে ১১-৪ পর্যন্ত করে উঠেছিল। আজ সকাল থেকে ভালোই মনে হচ্ছে। সাধনে ঢুকে ১৮ নাড়ী ১৬ মেজাজও খুশি আছে।

প্রফুল্লচন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে কবির দুঃখ জরদ্গবের কথা খুব বলতে হয়ে পড়েছিল। সকালে টেলিফোনে বন্ধুবান্ধবকে বলছে যে, এটা কথা তিনি যেন ভুলে না যান। নিশ্চয়ই বলবার এটা আয়োজন করে দরকার। সুপুরে যখন আমি আর সুধাকান্তবাবু কবির ঘরে ডিউটিতে ছিলাম তখন তিনি মুখে বলে বলে সুধাকান্তবাবুকে দিয়ে একটা চিঠি প্রফুল্লচন্দ্রনাথের কাছে লেখালেন।

১৭ই ভাদ্র

ডাক্তারের পরিচয়ের কাছে নিজের অবস্থাটা বিবৃত করে আমরা ওঠবার মতো দিয়ে কথা করবার বলছিলাম "আসল" মুখে লেখাই বুঝতে পারলুম কিন্তু দিয়ে মনটা ভরে রয়েছে। স্তব্ধ হয়ে বসে আছি, হঠাৎ বলে উঠলেন "আমার কী সব হচ্ছে? বুদ্ধি কি একেবারে ঘুলে গেল? প্রফুল্লচন্দ্রনাথকে সম্বোধনের পদ্ধতিটার কথা কি? আমি সেই বলছি আর জলদমন্দ্র বুদ্ধ। আমি বলে উঠলাম, "ঠিক ঠিক। সকাল থেকে এটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আজ আমার প্রতিনিধির ধ্যানের মন্ত্র কী করে এরকম ভুলে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।"

সিঁড়ির পদধ্বনি বাণী কলকাতায় গেল। আবার আগে যখন কবিকে প্রণাম করতে এসেছে, আবার তখন তাকে প্রফুল্লচন্দ্রনাথের জরদ্গবের কথা বলে বলালেন, "বেলিস্ ইজ এ ফ্লাকওয়ে যে জরদ্গবী যেন অবসাদে উপযুক্ত হয়, যা তা করে কিছু না করে।" হাসি নিঃশব্দে বলালে বাণী চলে গেল। সেই সময় সুধাকান্তবাবু এবং আমি দুজনেই ঘরে বসেছিলাম।

১। কিশোরী মুকুলচন্দ্র দে। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র।

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ -সম্পাদিত
শ্রীগীতা
মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা, ভাষ্য-সহ বৃহদাকার অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা। ৫৲ টাকা।
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম
শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও লীলার সর্বজনগ্রাহ্য শাস্ত্রীয় আলোচনা। ৪৷৷০ টাকা।
ভারত-আত্মার বাণী
উপনিষদের মূল হইতে ভারতের মূল-মূলাধারের বিশ্বৈতন্যের বাণীর ধারাবাহিক আলোচনা। ৫৲ টাকা।
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

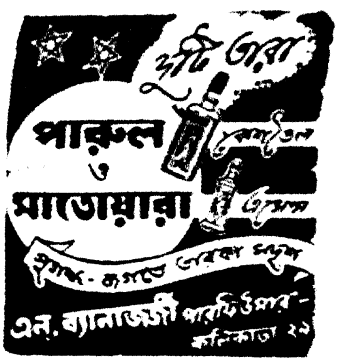

ক্লিপার
ডিলুক্স
টি. এম. আর. নং ১৬১১৭০
একটি সুন্দর কলম-ক্লিপার ১৪ ক্যা সোনার নিব সংযুক্ত, এই নিবে অবিশ্বাস্য রকম স্বচ্ছন্দে লেখা যায়; আর আছে সোল্ড সেলেক্টেড কালি ও ক্লিপ। কম দামের কলমও পাওয়া যায়। একটি ক্লিপার কলম কিনুন আপনি শ্রেষ্ঠ কলমই কিনবেন।
THE CLIPPER PEN CO.
204, Hornby Rd., Bombay-1.

আমি কুন্দুরের লেখাটা আরম্ভ করেছি—কবির চেয়ারের পিছনে মাটিতে বসে বসে লিখি আর দরকার হলেও উঠে কাজ করি। সুধাকান্তবাবু বসে অনর্গল কথা বলে যান যদি কবি জেগে থাকেন। সেদিন রানী চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে জীবনবাবুর কথা বলতে লাগলেন, "অবশ্য কী আশ্চর্য মানুষ, সত্যিই অদ্বিতীয়। ওর তুলিতেও ছবি, কলমেও ছবি। একেবারে নিজস্ব স্টাইল। ওর যদি ভালো করে জীবনী না করা হয় তাতে ওর কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু সেটা হবে দেশের কলঙ্ক। ও একটা পাগলা! ওকে কাজের উপর চিরকাল বেকার টানা।"

আজ সকালে অমায় আর শীলনাথবাবুর ভিউটি। অন্য দিন রানী থাকে, কিন্তু সে তো কাল কলকাতা চলে গেছে। শীলনাথবাবুর কি করে যেন পা ছোঁড়াছে তাই আজ সকালে তিনিও অনুপস্থিত।

আমি অনিলদাকে একবার পরে যখন সাহেবের সময়ও এল কেউ এল না,


ইংরাজ ও
ভারতীয়গণ
সম্ববেত প্রচেষ্টায়
দুর্গাপুরে
এক বিরাট
ইস্পাত কারখানা
গড়ে তুলছেন

ইঙ্কন

ইন্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কন্‌স্ট্রাক্‌শন্ কোং লিঃ
ডেভি এণ্ড ইউনাইটেড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
দেশ ইরিগেশন এণ্ড কোম্পানি লি লাইসেন্স-কার্টার লি:
মী ওয়েলম্যান লিঙ্ক এণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লি
মী সিমেন্স-কোম্পানি লি: মিটার ইয়ং-এণ্ড কোম্পানি লি:
মী ইউনিভার্সাল কোম্পানি লি: ও ব্রেডফোর্ড ইনকর্পোরেটেড কোম্পানি লি:
মেট্রোপলিটান-ভাইকার্স ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি লি:
ফুড ইউনিভার্স এণ্ড ব্রাদার্স কোম্পানি লি:
ইন্ডিয়ান্স মিল এণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লি:
ডেমাগ এজ মিল এণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং, লি:
ডেলোস্কো ওয়ার্কস্ এণ্ড কো লি: ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড এবিলিয়ন
ডেভেলপ লি: এবং স্টিলের ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লি:
এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

ইঙ্গ-ভারতীয় সহযোগিতার এইরূপ স্তম্ভ দুর্গাপুরে আজ সুপরিচিত। ভারতের এই নবীনতম ইস্পাত নগরীতে ভারতীয় এবং ব্রিটিশ যন্ত্রবিদ্‌গণ নানা সমস্যা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করছেন এবং একত্রে কাজ করে দশ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী বিরাট কারখানাটি গড়ে তুলছেন।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা নির্মাণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্রিটেনের কয়েকটি প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক কোম্পানির যৌথ-প্রতিষ্ঠান ইঙ্কনের উপর ন্যস্ত আছে। এঁরা কাজের শুরু থেকেই ভারতীয় যন্ত্রবিদ্ এবং দক্ষ ও সাধারণ কর্মী সকলের সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছেন।

ICON-10 BEN.

তখন প্রথম করালেন, "কবি? আজ যে তুমি একা? আর সাথের ছেলে মেয়ে এখনও? আজ বিদেশীরা কোথায় গেল?" আমি বললাম, সে তো কাল রাত্রেই গেছে। আপনাকে তো খুশম করেই গেছে সারাক্ষণ আমার সঙ্গে। তাই বোধ হয় আজকাল আমার স্বরযন্ত্রটি ঠিক রকম হয়েছে। আজ এদের ডাকলে আমাকে একবার ডাকবেন।" আমি বললাম একটি ঠিক করবেন। তাই কাউকে না ডেকে ঠিক করে সেই দিন কবিতাটি লিখে শুনে এলাম। সেদিন সন্ধ্যে নিজে ড্রাইভ করে সাত ফোরাম সবুজ মাঠ পেরিয়ে ঐ বাড়ি। আমি তো ভাবি না যে ড্রাইভ করতে পারি। আমাকে সন্ধ্যে নিজে ড্রাইভ করে সাত ফোরাম সবুজ মাঠ পেরিয়ে ঐ বাড়ি। আমি তো ভাবি না যে ড্রাইভ করতে পারি। আমাকে সন্ধ্যে নিজে ড্রাইভ করে সাত ফোরাম সবুজ মাঠ পেরিয়ে ঐ বাড়ি।

পরে সুরেনবাবুকে কবি ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "আজ নবীনমাধবের পা ভাঙা ছেলেও আমার বলছিল তাড়াতাড়ি চলে যেতে কেন? আরো খানিকক্ষণ তো থাকতে পারতো। আজ নরেনদাও নেই, এত হইহল্লা পাড়ায় কেন এমন ভর পড়ে? আমি আজ ভীষণ বিরক্ত হয়েছি বলছিলাম তোমাকে।"

১৮ ডিসেম্বর

আজ সকালের শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে টিকিট করে ট্রেনে উঠে বসে আছি। এবারে আমার সঙ্গে যাচ্ছেন একটি ভদ্রলোক। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে বললেন, "আপনার সঙ্গে যাবার জন্যে একটি ভদ্রলোক ঠিক করা আছে। তিনি এখনও এসে পৌঁছননি। তাঁর জন্যে আমি অপেক্ষা করছি।" আমি বললাম, "তাঁর জন্যে আপনি অপেক্ষা করবেন না। আমি একাই যেতে পারব।" ভদ্রলোক বললেন, "তা কি হয়? আপনি একা যাবেন কি করে? আপনার সঙ্গে একজন লোক থাকা দরকার।" আমি বললাম, "আমার সঙ্গে লোক থাকা দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারব।" ভদ্রলোক বললেন, "তা কি হয়? আপনি একা যাবেন কি করে? আপনার সঙ্গে একজন লোক থাকা দরকার।"

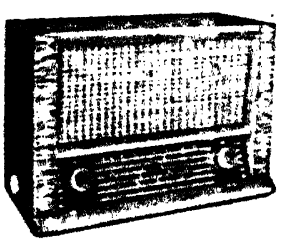

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোর্স
৯১ লোয়ার সার্কুলার রোড। ফোন: ২৪-৪৭১৫

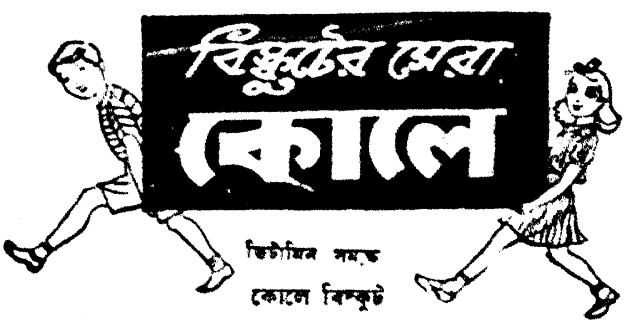


স্বাদে ও গুণে.....আদর্শ স্থানীয়।

সেই স্নিগ্ধ পরশটুকু

টাটার ও-ডি-কোলন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান আনন্দদায়ক এর চেনা স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় ফুর্তি এনে দেবে।

টাটার ও-ডি-কোলন সাবান। এই সাবানটি গন্ধেও মনোরম। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া যাতে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

টাটার তৈরী — তাই নিশ্চয়ই ভাল।


ভুল আছেন আজকাল, স্বাওয়ার্ড হো সমস্যা রেখেছে, অন্যের কোটি, কম এবং নতুন আলো চেয়ে ভালো হবে, যেন ঠিক মনে করছেন যে এখন আলোচ্যটা ওর দরকার। এ প্রশ্নের উত্তর আমি কি করে দেবো?

বিকেলের পড়িয়ে ওকে ঘর দিয়ে নিলেন। সন্ধ্যের পড়িয়ে ওরা সাহায্য হয় এমন কাঁচের বড় নিয়ে। কারণ অন্ধকারের আগে তো সব কেন পড়ি পড়ে নেবে নিয়ে হবে কাঁচ আর সন্ধ্যেবেলা ঘরে ঢুকবো।

সন্ধ্যেবেলা আমি যখন ঘরে কাজে বসে আছি প্রতিমাদি এলেন ওদের দিদির মতো হাতে-টানা ট্রিপ দেবার জন্যে। তাঁকে দেখেই বললেন, আমার্শি, আজ সব ঠিক হয়ে গেল। এত আমাকে কাটিয়েই, কিন্তুতেই ছাড়বে না। সন্ধ্যে সন্ধ্যে চোখ দিয়ে জল করে পড়বে। প্রতিমাদি স্বস্থ হয়ে বসে কাঁচ ছেলেকে যা যেমন করে সন্ধ্যেবেলা যেন যেমন করে কাঁচের পরে হয়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে লাগলেন। আমি পড়ে বললাম ঠিক যে বললেন খুবই সোজা অপারেশন আজকাল কিছু হয়ে না এ কথার কোনো জবাবে না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

সুকোমল কাঁচের ঠাকে যেন ঘোলা দিয়ে মনুষ্যকারে টান দিয়ে দিয়ে হাত আনমনিক বোলাচ্ছেন। আমার ও মনেই কাঁচ আছে। এই কটা দিন দিয়ে না আমাকে যেমন আছি যেমন করে থাকতে কোনদিন যে আমাকে ছেড়েই হবে কিন্তু আমি কাঁচ। আমার ইচ্ছে কাঁচের চশমা ছোট—সাজে এই পড়িবার ছোট কাঁচ পড়ার চাই পড়ানো পড়বার হবে যাবার আগে আমাকে দিয়ে এই টিলেঢালা কেন আসবে যাবার আগে ঐ ছোটকাঁচটা হয়ে যাবার কল্পনাটাই মনকে কষ্ট দিচ্ছে কাঁচের এই কথা পাওয়াটা ভেবে ভালো লাগছে না।

সন্ধ্যের পরে বুড়ী এসে সন্ধ্যেবেলাই ছবি নিয়ে আমরা দুজনে মেতে গেলাম। যাবার পরে যখন আমার ঘরে বসে আছি প্রতিমাদি এসে আমার কাছে বসে বললেন, কি জানি ভাই আমার কিন্তু ভালো ঠেকছে না। যতক্ষণই এ অপারেশন করা আজ চোখের জল ফেললেন এই নিয়ে, তাতেপরেও কি কিছু করা ভালো হবে? কে বলবে? সেখানে তো? আজ কি রকম ছেলেমানুষের মতো আমার কাছে নালিশ করতে দিয়ে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। আমি প্রতিমাদির কথার সায় দিয়ে বললাম যে, আমারও একটুও ভালো লাগছে না ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপারেশন করা।

(ক্রমশ)

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

১৮১

তা হোক ইস্কুলেই যা বলুক এই যে, এই ছেলের বাড়িতে, আজ আর নাই নেই—

শশিশেখর বললে—আমি সোজা ফিরে গিয়ে জানাবো মা—কালির ছেলের সিঙ্গে সিঙ্গে জানাবো একেবারে—

মা বললে—কিন্তু মা ভেবে করেছে, এখনি বলিস নে—বোঝালে—

অন্ধকারের ভিতর থেকে দেখলে শশিশেখর যেন হাত দুটো জোড়ের মতো করছে—এমন অন্ধকার এখন থেকে ইস্কুলের ঘণ্টা শোনা যায়। পাড়ার ছেলে চন্দ্রশেখরদের ইস্কুলে চন্দ্রশেখরদের বাড়িতে যেন কত কিছু ঘিরে ঘিরে তেমন কত জমে উঠেছে এতো সময়ে শশি, বাবার সময় ছলছলিয়ে উঠছে যেন। আর বিমল আর শশিশেখর যার ভিন ফিরে গেছেন সেখানে যে যেন হেসেই বাড়ছে সুখের ঘণ্টা হয়ে গেছিল।

সেদিন সেই কালিদাসী ইস্কুলের বিমলের ফিরে ফিরে ইস্কুল হয়ে অনেক বার অনেক বার ফিরেছে ছেলেরা। সেদিন এই চন্দ্রশেখরের বাড়ির আসটা ঘুরে গেছিল শশিশেখর।

একেবারে অন্ধকার ঘুরে।

সারাদিন পড়ে হয়ে অনেকদিন অনেক ঘুরে গেছিল শশিশেখর। কিন্তু সেদিন যে ঘুরে গেছিলেন হয়ে গেছিলেন ঘুরলো হয়ে।

হয়তো সেদিনকার ফিরোটাদের সেই কথাগুলো যেন কানে বাজছে শশিশেখরের। সেই প্রাণপ্রাচুর্যের ঝলকানি যেন চোখে ঝলসাচ্ছে। সেই ছেলেদের সারাদিনের আগে শশিশেখরের ঘোরা ফিরা না। কিন্তু ফিরা না। সকলের মধ্যে আছের করে শশিশেখরকে ঘেরে রেখেছে। হয়তো একদিন ফিরে এসে ছেলে এসে ছেলে এসে ছেলে এসে আসবেই। ছেলেদের কলকাকলি চলে গেছে। যেন ছেলে গেলে। হাসিহল্লা আর কেউ করে না। মেয়েরাও যেন ঘরের নৈঃশব্দ ঘেরে রেখে থাকবে। হয়তো উদাসীন হয়ে রইল।

এমন সময় মেয়েরাও সবাই ওঠবার কাছে দরবার করলেন।

হয়তো বললেন—তোমরা বিমলের কাছে যাও তিনি এই বিধান করবেন—

শেষে মেয়েরাও গেলেন বিমলের কাছে।

বিমলও ফিরোটার ঘেরে ফিরে আসছিল সবার সঙ্গে।

বললে—কালিদাস শশি, ইস্কুলেই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ওরা চলে গেলেই সেখানে ফিরে আবার থাকবো আমরা, তখন আর কিছু, কিনারে টাকা-কড়ি লাগবে না সেখানে—

শশিশেখর বললে—কে বললে তোকে?

বিমল বললে—আমি ফিরোটা-এ ফিরে ফের চার পাঁচ এসেছি। সেদিন একজন বলছিল ফিরোটা-এ, এই সমুদ্রের ধারের আকাশের সোনার চারদিকে আমরা সেই সমুদ্রের জল দিয়ে নতুন তৈরি করবো অন্ধ ঘরে—এখনকার মতো নতুন কিনতে আর পয়সা লাগবে না—

শশিশেখর বললে—কিন্তু অত নতুন দিয়ে কী হবে।

বিমল বললে—বুঝলাই তো আমরা যে, আমি তো এক-একদিন ভাবি, শুধু নতুন দিয়ে আর ঘোরে ইস্কুলে আসি, শুধু নতুন আর ছাড়া সেদিন নতুন ঘরের মা সেদিন আর ঘোরে কাঁদে না ছেলেরা—

শশিশেখর বললে—তবুও বাবা এখনও ভালো হয়নি।

বিমল বললে—তাও না, আগে সবরাজ হোক হয়ে যে—আর যে বেশি দেরি নেই—

কবে যেমন করে যে সবরাজ হবে তা কিমল জানতো না। শুধু পাকে দিয়ে বক্তৃতা শুনতে আর এসে বলতো শশিশেখরকে।


ছাতা তৈরীর জন্য

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর

মজবুত ★ মেলাদের ★ পাকা রঙ

দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড

নিউ প্রভাদেবী রোড, বোম্বাই ২৮

আর বক্তৃতা শুনে এসেই গরম হয়ে উঠতো। টাকাকড়ি কবে ফুটোতা কিরণের বন্ধু। কিরণ যেন ছটফট করতো কদিন ধরে। তার মুখে আর কোনও কথা নেই সে কদিন। রাগলে কিরণের মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠতো কেমন। ফরসা চেহারা ছিল কিরণের। ময়লা জামা-কাপড় সে বরাত সব সময় ধরা যেত না। কিন্তু একটু ফরসা জামা-কাপড় পরলেই আবার যেন অন্যরকম হয়ে উঠতো তার চেহারা।

ছিয়েটার থেকে বেরিয়ে পথে অন্ধকার কালী সেনের মধ্যে দিয়ে আসছিল সেদিন সুন্দরে। কালী সেনের গাড়িটা দেখিয়ে ঈশ্বর গাঙ্গুলী ফস্ট ক্লেস। সেই-খানটা এসে কিরণ অন্যদিকে যায়। আর প্রশান্তর সোজা যায় নিজের বাড়ির দিকে। রাস্তাটা নির্জন হয়ে গেছে। একটাও ট্রেক দেখা যায় না।

কিরণ থমকালো এবার।

বললে—এবার তুই ঠিক যেতে পারবি প্রশান্ত?

প্রশান্তকর বললে—পারবো।

—ভয় পাবে না?

প্রশান্তকর বললে—না, ভয় কীসের?

—তাহলে তুই যা, আমি বাড়ি যাই—

কিরণ চলে গেল। প্রশান্তকর সমস্যার দিকে একবার চেয়ে দেখলে। টিম টিম করে লাগানো বাতির মুখে গ্যাসটা ফুরিয়ে এসেছে। তারপর ওই গ্যাসটা ফুরিয়েই তাদের বাড়ি। ঈশ্বরের একবার কি ঈশ্বর গাঙ্গুলী ফেন আবার নিজের মনেই তার মনে পড়েছে জগদীশ বিয়েটারের কথাগুলো। সে-ও যেন এ-সংসারে অপরাধী হয়ে গেছে। সে বলেছে—

মা তুমি নিয়েছ
কেড়ে নাইকো ধনে। রাজা যদি চুরি
করে, শূন্যিয়াছি নাকি প্রাণে প্রজার
রাজা,—তুমি যদি চুরি কর, কে তোমার
কহিবে বিচার।

থিয়েটারের কথাগুলো পুরো ছিল না। সবটাই হয়তো একবারও হয়তো থাকে আছে। জগদীশ বাবু যে সব অপরাধের বিচার করে। সব অপরাধের শাস্তি নেয়, সব অপরাধ ক্ষমা করে। সেই জগদীশ বাবু যদি অন্যায় করে—সে তার বিচার করবে।

হঠাৎ মনে হল ঈশ্বরবাবুদের বাড়ির ঠিক পাশের বাগানটা যেন কী একটা নাড়ে উঠলো।

—কী ওটা কী?

প্রশান্তকর সোজা অন্ধকার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে ঠিক বাগানটার কাছে। আর একটু এগোলে আন্দাজে এর কিছু বোঝা যাবে। কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে যেতে চায় প্রশান্তকর না প্রশান্তর। সে সোজা সোজা এসে ঠিক সমস্যার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন করে চারদিকে।

—কী ওটা কী ওখানে?

মনে হলো যেন একটা ছায়া দাঁড়ি মেরে কাজ করে দিকে চেয়ে আছে। চোখ দুটো যেন সমস্ত সময়ে জ্বলছে। সেই নিশ্চল ছায়াটা যেন সমস্ত চেতনা একত্রিত করে তুলল। তার সমস্ত সমস্ত প্রশান্তকর সমস্ত শরীর যেন। যেখানে মনে হয় কিছু নেই সেখানে এই মুহূর্তে প্রশান্তকর আবিষ্কার করতে চেষ্টা করলো সমস্ত শক্তি দিয়ে কিন্তু ছায়ামূর্তিটা সেই অন্ধকারের মধ্যেই মিলিয়ে গেল হঠাৎ এক হাসি হেসে উঠলো। আর সেই নিঃশব্দ হাসির শব্দে বাগানটা ঈশ্বর গাঙ্গুলী ফেনের সমস্ত অন্ধকারের বাড়ি পর্যন্তগুলো ছিটকে এবে সবে কাছে এসে গেল।

মা ঠেলেই ছিল। বাইরে কখন হয়েই একটা ঘুমে নিয়েছে।

[illegible]

কিন্তু প্রশান্তকরের মনের ভিতরে ভয় একবার হয়ে গেছে। প্রশান্তকরের মনে হয়েছে [illegible] মনে করতেই একবার ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

[illegible]

প্রশান্তকর বললে—মা তুমি ঘুমিয়েছ—

[illegible]

[illegible] প্রশান্তকর [illegible] একটা আলো জ্বালতে হবে। [illegible] দিয়াশলাই [illegible] কী হবে তাতে?

[illegible] ঈশ্বর [illegible] প্রশান্তকর [illegible] ঈশ্বর [illegible] ঈশ্বর [illegible] ঈশ্ব

[illegible] কী [illegible]—[illegible] কোথায়? [illegible] বলে কিছু নেই, এই রকম হলো এখনও [illegible] ছায়ের ছত্র।

[illegible] গলায়—না না, আমি [illegible] চোখে [illegible]—[illegible] ছুটতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

হাতে তাদের ফেলে দিয়ে তিনি নিজে হয়ত নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যবিধাতা তাঁকে শেষপর্যন্ত বাঁচতে দেন নি।

কিন্তু সে অনেক পরের ঘটনা।

আবার সেই চণ্ডীবাবুর বাড়িতেই যেতে হবে। রাস্তায় লোকজন বিরল হয়ে এসেছে। দীপঙ্করকে নিয়ে আবার তার মা সেই পথেই চললো। ভেতলা উলটো দিকে একটা মোড় ঘুরেই চণ্ডীবাবুর বাড়ি। বাড়িটার দক্ষিণে বাগান। চারদিকে চেয়ে দীপঙ্করের তখনও ভয় ভয় করছিল।

মা বললে—কিছু ভয় নেই, আমি তো রয়েছি—এসো—কই কোথায় ভূত?

দীপঙ্কর এতক্ষণে যেন সামনে চোখ মেলে চাইতে পারলো। সেই অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্যে যেন তখনও ভূতটা সেইরকম হাসছে। ঠিক সেই দাঁত বার করা হাসি হাসছে তেমনি আগেকার মতন।

দীপঙ্কর বললে—ওই দেখ—ওই তো—

মাও দেখলে খানিকক্ষণ সেইদিকে চেয়ে। এপাশ ওপাশ থেকে ভালো করে নজর করে দেখতে লাগলো মা।

দীপঙ্কর বললে—দেখলে তো, আমি বলেছিলুম—

মা বললে—আচ্ছা, এদিকে এসো তো—

বলে চণ্ডীবাবুর গেটের কাছে গেল। গেটের পাশেই দরোয়ানের ঘর। তারা সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু গেটের ওপর লাম্পপোস্টটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ঘরটার দরজা বন্ধ। সবাই ঘুমে অসাড়। বাড়ির কে আর কোথায় থাকে তখন।

মা ডাকলে—রামধনি ও রামধনি—

একবার ডাকতেই রামধনি সাড়া দিলে।

মা বললে রামধনি একবার বাইরে আসবে যাও—

রামধনি বাইরে এল। বাইরে এসে বললে—কোন্?

মা বললে—আমি দীপুর মা বাবা—তোমাদের বাগানের দিকের আলোটা একবার জ্বালবে বাবা? ওই বাড়িটা একবার জ্বালতে পারো?

রামধনি পুরোন লোক। মা-ও পুরোন লোক। রামধনি সেই অন্ধকারেই চিনতে পারলে মাকে।

বললে—কে? দীপুর মা? কী চাই গো দীপুর মা?

মা বললে—তোমাদের বাগানের দিকের আলোটা একবার জ্বালো তো রামধনি, একটিবার জ্বালোলেই হবেখন—

রামধনি আলোর সুইচটা টিপতেই বাগানের দিকটা আলো হয়ে গেল। মা দেখলে দীপঙ্করও দেখলে বাগানের লাট-মন্দির ওপর একটা বাঁশের লাঠির ওপর একটা সোলার টুপি বসানো। মুখে একটা মাটির কালো হাঁড়ি। আর পায়ে একটা ছেঁড়া জুতো। হনুমান ভাড়াবার জন্যে একটা মানুষের মূর্তি করা হয়েছে। হাওয়ায় টুপিটা দুলছে অল্প অল্প। জামাটার পায়ে তোরা তোরা লম্বা অসংখ্য অজস্র। সিনেমা বেরে কাটবার ওখান দিয়ে গিয়েছে দীপঙ্কর কখনও নজর পড়েনি তো!

মা রামধনিকে বললে—একবার এদিকে এসো তো রামধনি—

ভূত কেমন স্বচ্ছে দেখছে তো তুমি।

রামধনি দীপঙ্করকে বললে—দেখছ তো।

সেদিন মা ই সেই অন্ধ হাতে চন্দ্রবাবুর প্রথম বার নিয়েছিল যে ভূত বলতে কিছু নেই, সেই দীপঙ্করকে। ভূত বলতে যে কোনো কিছু হতে পারে এ মনোভাবের প্রথমে করলে মা। কিন্তু যত বড় হয়েছে দীপঙ্কর ততই বুঝেছে মা ঠিক জানতো না। একবারে হয়ত ভূত বলতে কিছু ছিল না সত্যি। কিন্তু আবার ভূত হয়েছে। আবার ভূত জন্মেছে পৃথিবীতে। আবার মানুষের সংসারে অসংখ্য ভূতের আমদানি হয়েছে। তাদের চেহারা তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সবই ঠিক মানুষের মত কিন্তু আসলে তারা মানুষই নয়। তারাই ভূত। মানুষ নাম নিয়ে তারাই মানুষের সমাজে ঘুরে বেড়ায়। আর দরকার হলে ভয়ও দেখায়। আবার দরকার হলে চোখের আড়ালে কখনও অদৃশ্যও হয়ে যায়। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা দীপঙ্করের।

সেদিন দুপুরে রবীন্দ্রের বাগান থেকে তাড়াতাড়ি ফুলটা তুলে নিয়েই সেন্ট্রাল্‌বেঞ্চিস মন্দিরের দিকে। প্রথমে মায়ের মন্দির। মায়ের মন্দিরে কয়েকটা জবা ফুল দিতে হয়। তারপর সন্তানবরের, তারপর পালন, তারপর জগন্নাথ, তারপর মধুসূদন আর তুবনেশ্বরী।

দীপঙ্কর বললে একটা, দুটো তিন পাঁচ সাতটা ফুলই খুব মিষ্টি গন্ধ—

সত্যিই আকাশ ছুঁয়ে মেঘ করেছিল। মন্দিরগুলোর ছায়ার মধ্যে মেঘটা কালো করে এসেছে একেবারে। তারপর সেই চারটেরও ওপর মাথাটা ঢেকেছেই মন্দিরটা ঘুরে পাঁচ দিয়ে ফুলগুলোকে রাখবার দিকে যাবার রাস্তা। ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় দেখতে পেলুম। পেছন দিয়ে ঢুকে সামনে দিয়ে বেরিয়ে আসবার ব্যবস্থা।

ভেতরে মন্দিরে কেন ছিল ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বড় বড় পাঁচ এক পাঁচ্ছে পাঁচ থেকে ঘরের ঘরের মাটির মেঝে পুরুষ ঘাঁচি পায়ে নমস্কার। সামনে পেছনে পেছনে ভিখিরিদের ভিড় পেছু নিয়েছে। ফলমূল কাপড় ফলে ঠিক ঠিক করছে পারে


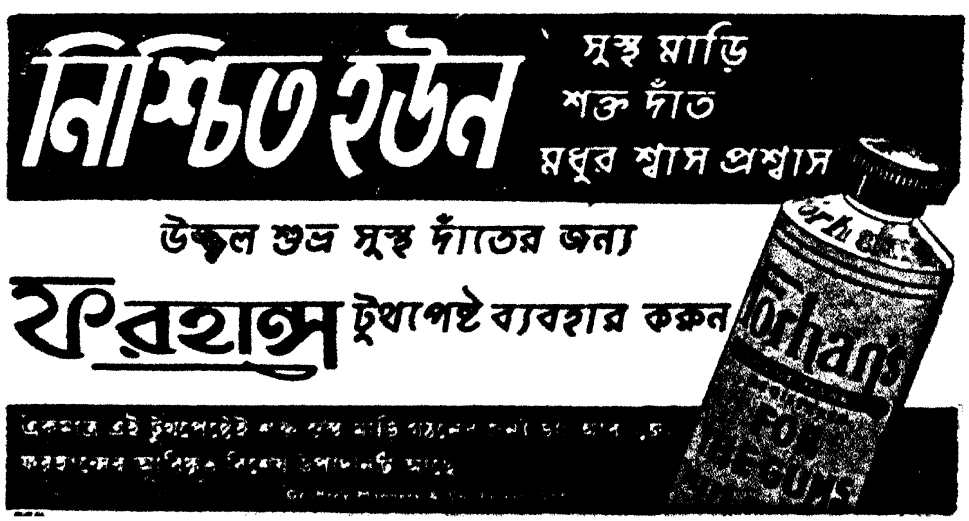

বং। ওদের ভক্তি নেই। ওরা পাশ্চাত্যের ভালো দিকটাকে নেয়। ওদের দেখাদেখি পাশ্চাত্যরা বেশি ধার্মিক হয়। শীলঙ্করকে কাঁচরাই করে না মোটে। একটা পরমাণু প্রণালী নেয় না শীলঙ্কর। শুধু ফুল থেকে কি পেট ভরবে মা-কালীর?

হঠাৎ দু-একটা বৃষ্টির ফোঁটা টপ টপ করে পড়লো গায়ের ওপর।

শীলঙ্কর ফিলেনটোপ্ল মিস্ত্রি এসে দাঁড়াল। চাঁদটা ছিলবে না এখানে দাঁড়াল। চিঠিটাও ছিলবে না। লক্ষ্মীপিসি চিঠিটাও পকেটে রাখল। ওখান থেকে হরসুন্দর চাঁদ বার দুই দুই চোখে দেখতে লাগল। বৃষ্টিটা পড়ই চলেছে। হরসুন্দর বৃষ্টির জলেই আসতে পারছে না। সেজন্য হরসুন্দরের আসা কিন্তু ঠিক সহজটা আসলে এর বাড়ি না। আজ কি একটা আসে এসে পড়বে শীলঙ্কর। আসলে কি বোঝাবে। ও শীলঙ্কর ফেলুদার জন্যকার একটা জন্মদিনের কার্ড। কার্ডটা দেখাবে হরসুন্দর।

এমনি সময়ে শীলঙ্কর জন্মকারের সময়ে এসে হাজির হলো শীলঙ্কর। সময়টা সেজন্য বৃষ্টি ছিলিনী হয়ে গেছে। আজ যে আসা ছিলবে ছেলে আসা হয়ে গেছে। ওদের ও দুই এসে হাজির হয়। এসে সমস্যাই হয়ে আসা সেই হরসুন্দর ছেলেবেলা হয়ে। কিন্তু ছেলেটার

এক একদিন সেই হরসুন্দরই আসে এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

শীলঙ্কর কাছে ছেলেই হরসুন্দরের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

বলে—এসে সময় আসা।

শীলঙ্কর পকেট থেকে চিঠিটা বের করে দিয়ে বলে—এই নিন—

তারপর শীলঙ্করের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে খানিকটা ছিঁড়ে পড়তে থাকে শীলঙ্কর হরসুন্দরের মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে-মুখটা কেন চিঠি পড়তে পড়তে চাঁদ কেমন লাল হয়ে ওঠে। মুখটা খুব গম্ভীর। শিরাগুলো লক্ষ্মী ফোলা ফোলা লাগে। সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপে। চিঠি পড়তে পড়তে পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে—তারপর দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেটটা ধরায়। তারপর একটা লম্বা ধোঁয়া ছাড়ে মুখ দিয়ে। একবার পড়া শেষ করে আবার পড়ে। আবার পড়ে। এত কী কথা লেখা থাকে লক্ষ্মীপিসির চিঠিতে কে জানে। শেষে হয়ে হরসুন্দরের আবার এক একদিন চাঁদিক করে এসে যায়। সেজন্যই শীলঙ্করের দিকে সোজা আসে। অনেক সময় চিঠিটা বার বার পড়ে পকেটে রাখে, তারপর আবার বার করে পড়ে। কতবার যে পড়ে চিঠিটা তার ঠিক নেই।

আর শীলঙ্কর ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে ফুলের সাজিটা হাতে নিয়ে।

শেষবারের মত সিগারেটটায় টান দিয়ে হরসুন্দর বলে—পড়ে গল্প—

বলে সোজা পুবে দিকে হন্ হন্ করে হাঁটতে আরম্ভ করে।

তারপর শীলঙ্কর আস্তে আস্তে বৃন্দাবন পুকুরের দক্ষিণ পাড় দিয়ে আবার উত্তর পাশ্চাত্যী রোডের দিকে যেতে। কতক্ষণ চিঠিটা পড়ে, কতক্ষণ বেশ লাগে শীলঙ্করের ভালো বাঙলা বলতে পারে না। কী জানে কে জানে। কিন্তু যেন অন্যরকম। যেন কারের মানুষ যেমন না তার। কালিঘাটের কারের মানুষই যেমন না। হরসুন্দরের যেকারে বলে বড় অন্য যেন, ওই মধ্যবয়সের বড়ো সুনিকারা তাদের মতন নয়। ধর্মতলা স্ট্রীট মডেল ইন্দুরের প্রতিধ্বনি, বেণ্টিঙ্কীরা, ওদের মতনও নয়। কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মি চিঠিটা খুলতে গিয়ে হাতের মেখেছে তাদের মতও নয় একটা। কোথায় একটা সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ হরসুন্দর ওদিকে চিঠিখানার দিকে যে-রকম বড় বড় সাদৃশ্যের বন্ধু আছে, ওদিকের ছেলেদের মধ্যে চন্দ্রা হরসুন্দর ও বড়ুকাকা চন্দ্রাবৌদের সাদৃশ্যের আছে, সেরকম মধ্যবয়সের সাদৃশ্য নেই। কিন্তু তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে এমন

"বউরুট"-এ যে জীবনের সুরু—
তারই বর্ণনিকাপাত ঘটেছে
বরেন বসুর নবতম উপন্যাসে
প্রাক্তন ৪৷৷০
•
নবনাট্য আন্দোলনে নতুন অবদান
ছাউনি ১৷৷০
বরেন বসুর কাহিনী অবলম্বনে
অমলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপূর্ব নাটকাবলী।
•
এ যে উপন্যাসগুলিতে আর
নতুন সিলেকশনে আছে :
শেষ প্রান্তর ভবেশ গঙ্গোঃ ৪৷৷০
চার প্রহর মাহমুদ আহমদ ২,
বউরুট বরেন বসু ৫,
মরিয়ম গোলাম কুদ্দুস ৪,
বাঁদী গোলাম কুদ্দুস ৩,
: সম্পূর্ণ তালিকার জন্য চিঠি লিখুন।
সাধারণ পাবলিশার্স
৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২

তাজ মার্কা
কাজল নিম
দৃষ্টিশক্তি
ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক
এস, মেহের এলাহি মোঃ সফি
৩৭, লোয়ার চিৎপুর রোড-কলিকাতা-১
মূল্য - ৫০ নঃ পঃ। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দোকানেও পাওয়া যায়

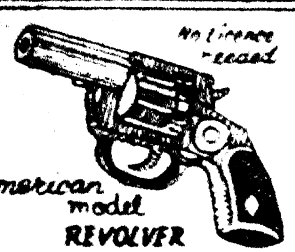

খেলনা, প্রমাণ, আসল ইস্পাতে তৈরী এই রেপ্লিকা পুলি অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে করবে। হাতে ওজন ও বিশ্বাস আসবে পাওয়া যাবে। প্রচণ্ড আওয়াজ ও চোখ-ঝলসান আলো আপনাকে বিস্ময় থেকে রক্ষা করবে।
মূল্য : টা ৮, ১০, ১২,
নং ২২৭ ৪৪৪ ১১১
বিনামূল্যে ২৫টি পুলি। ২৫টি অতিরিক্ত পুলি টা ১/৪০, ১০০টি পুলি ৩, টাকা। ১০হাজার কেস ৩, টাকা। লেদারকোট অবশ্য প্রতি হোলস্টার ১, টাকা। ডাকমাশুল ২, টাকা। দুই বা ততোধিক কিনলেরও জন্য ডাকমাশুল লাগে না। কেবল টি এম ও-তে মূল্য পাঠান হবে।
নিউ ইয়র্ক এজেন্সিজ (ইণ্ডিয়া)
পোষ্ট বক্স নং ৪০৯২ বোম্বাই—৭।

নয়। ভবানীপুরে কিছু কিছু লোকের ওই রকম চেহারা। পোড়াবাজারে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে ও রকম লোকদের দেখেছে শীতাংশুর। যেদিন সেই পুলিসের ভেপুটি কমিশনার এসব চাটুজ্যেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন শীতাংশুর মনে হয়েছিল ওই রকম চেহারার মানুষ সেকেণ্ড। ফোলা ফোলা পরা নয়, আসিস্ত পাঞ্জাবী গায়ে। মুখ ঘরময় টক্ টক্ করছে গায়ের রং। কোথাও ধুলি, হাতের আশপাশে সিগারেট। নরম নরম লুচি লাল হবার পরই ফেলে দেয়া সাদার সাদা দিয়ে উড়ে পড়ার ইঁদুরের মতো চোখ দিয়েছিল।

মনে আছে শীতাংশুর সেদিন লক্ষ্মীপিসি ভাঁটা দিয়ে বাড়ি অন্ধকার হবার আগে কিরণ ফোড়ে অসাড়—

সন্ধ্যেবেলা এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে—সর্বনাশ হয়েছে বৌ শীতা—

নিশ্চয় কিরণের বাবা মারা গেছে। শীতাংশুর হাত ধরে চেয়ে রইল কিরণের মুখের দিকে।

কিরণ বলল—তোর কাছেই যাচ্ছিলাম—

—কেন? কী হয়েছে?

কিরণের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল।

শীতাংশুর সন্দেহ হলো হয়তো ছোড়া নাতি? বলল?

কিরণ বলল—না, খবরের কাগজে দেখেছে তাই সি আর দাস ছাড়া কেউ—কী হয়েছে?

সি আর দাস মারা গেছে? কী হয়েছে? কিরণ যে ভয়ে অজ্ঞান হয়েছিল। শুধু বলল—সি আর দাস মারা গেছে। কী হবে বৌদি? কিরণের মুখে যেন কথা নেই। কিরণ যেমন করে শীতাংশুর দিকে চেয়ে রইল।

কিরণ বলল—তোদের বাড়ি কি সি আর দাস ছাড়া কেউ নেই?

শীতাংশুর কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। সেও হাঁ করে চেয়ে রইল কিরণের মুখের দিকে। সমস্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ শূন্য হয়ে গেছে কিরণের চোখে। রাতারাতি যদি হয়ে যায় তাহলে কী করে সকলের সঙ্গে ভাত হবে। কী করে কিরণের বাবার শ্রাদ্ধ করা হবে। কী করে কিরণের বাবার সদ্গতির জন্যে ছুটে বেড়তে হবে? সব কিছু ভিজে করতে হবে। তাহলে ভাবছে কী হবে কী করে? তাহলে কাকে কী করে? সেদিন কিরণ যেন তার সমস্ত সমস্যার কোনও সমাধান না খুঁজে পেয়ে হতাশ হয়ে বিমর্ষভাবে এসেছে।

শীতাংশুর চোখের ঘুম কবে হারিয়ে গেছে কে জানে—হয়তো কখনো

ছোটবেলা থেকে ঘুমকাতুরে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে অনেক বছর।

কিরণ বলেছিল—তোর কাছে যাচ্ছিলাম—কেন? কী হয়েছে? কিরণের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। শীতাংশুর সন্দেহ হলো হয়তো ছোড়া নাতি? বলল? কিরণ বলেছে—না, খবরের কাগজে দেখেছে তাই সি আর দাস ছাড়া কেউ—কী হয়েছে? সি আর দাস মারা গেছে? কী হবে? কিরণ যে ভয়ে অজ্ঞান হয়েছিল। শুধু বলল—সি আর দাস মারা গেছে। কী হবে বৌদি? কিরণের মুখে যেন কথা নেই। কিরণ যেমন করে শীতাংশুর দিকে চেয়ে রইল। কিরণ বলল—তোদের বাড়ি কি সি আর দাস ছাড়া কেউ নেই? শীতাংশুর কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। সেও হাঁ করে চেয়ে রইল কিরণের মুখের দিকে। সমস্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ শূন্য হয়ে গেছে কিরণের চোখে। রাতারাতি যদি হয়ে যায় তাহলে কী করে সকলের সঙ্গে ভাত হবে। কী করে কিরণের বাবার শ্রাদ্ধ করা হবে। কী করে কিরণের বাবার সদ্গতির জন্যে ছুটে বেড়তে হবে? সব কিছু ভিজে করতে হবে। তাহলে ভাবছে কী হবে কী করে? তাহলে কাকে কী করে? সেদিন কিরণ যেন তার সমস্ত সমস্যার কোনও সমাধান না খুঁজে পেয়ে হতাশ হয়ে বিমর্ষভাবে এসেছে।

শীতাংশুর চোখের ঘুম কবে হারিয়ে গেছে কে জানে—হয়তো কখনো

ছোটবেলা থেকে ঘুমকাতুরে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে অনেক বছর।


হিউলেট্স মিক্সচার

বদহজম এবং খাওয়ার পর

পাকস্থলীর ব্যথায়

দীর্ঘস্থায়ী উপশম এনে দেবে

হিউলেট্স মিক্সচার

সি. কে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

৮৬.৩, মাহিমাপুর মাইক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩

বাক্ আমাদের সুভাষ বোসটা কী করে—

মুনিকাকা সবজান্তা মানুষ। হাই এক-একটা কথার ফুংকারে তাদের তাড়ু লোক সমাজ হয়ে যায়। মুনিকাকা গোটা পঁচিশেক ছুটি নিয়ে উটিয়া বিচে ওখানে এক কুটির বানিয়েছে। ছাড়া সেই মুনিকাকা বলছে—ওরা যারা নাম করেছে তারাই নাম ডুবিয়েছে। ও হোলের সঙ্গে হোলেই গল্প হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে এক হোলে বিলিতিদের কথা বলে।

কিন্তু ঘটনাটা না শুনলে ওদের ওপর অবিচার করা হবে, বড়ই অবিচার হবে। কিন্তু কি আর বলা যায় বলুন, কই কেউ তো কাঁদছে না! কেউ তো বিশেষ মুহ মলিন হয়ে পড়েনি। তবে আমরা হচ্ছি বিশ্বাসঘাতক শ্রীশঙ্কর সেনের।

সেই বিশ্বাসঘাতক শ্রীশঙ্কর সেনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে—এই শ্রীশঙ্কর সেনের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

শ্রীশঙ্করের সঙ্গে আমাদের আলাপ এই সুদূরের ইন্ডিয়ান কলা ডিপার্টমেন্টে হয়েছিল।

শ্রীশঙ্করের সঙ্গে আলাপ—

—আপনি ও সব আমাদের কলিগ হয়ে ইংলিশ হয়ে ইন্ডিয়ানদের পড়ান—আমাদের ভারী আনন্দ হবে। তা ওর হয়ে কী করে কলিগদের কী বলে?

শ্রীশঙ্কর হেসেছে—আপনিও, যে সব কলিগ হয়ে আছে ওর কাছে ওরে সব সময় সাহায্য করবেন হয়ে ওরা ওরে বলবেন।

—তা ওর কাজ কী করে ফিরিয়ে দেবে?

শ্রীশঙ্কর হেসেছে—ফিরিয়ে দেবে বলে।

আমরা আবার জিজ্ঞেস করেছি—কীসের জন্যে?

শ্রীশঙ্কর বলেছে—তা জানি না।

মুনিকাকা আমাদের জিজ্ঞেস করেছে—তুই ঠিক জানিস?

আমরা বলেছি—জানি আমাদের না—জানি নিজের চোখে দেখেছি মুনিকাকা—

চারদিন সবাই মিলে কী সব পরামর্শ করেছে কলকাতার বসে। তার পর শ্রীশঙ্কর হেসেছে আমাদের বলে—তার কোনো মানে হয় না, কেউ তো কি জন্যে আমাদের ছাড়া দিয়ে যাচ্ছে না। সবাই তো ঠিক সেইজন্যে আসবার জন্যেই আসা দিয়েছে। কেউও কিছু বলবার কি তো।

শ্রীশঙ্কর এসেই সঙ্কুচিতের সংস্কৃতি চেয়েছে। নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে কলিগ কলিগ সম্পর্ক করে ভাল হয়ে গেছে। নিজে ওর একে কথা শিখে ফিরিয়ে দিয়েছে। শ্রীশঙ্কর মনের কথা বলেছে—কলিগ সঙ্কুচিত বোঝে।

সবাই বলেছে—ওদের পড়ুক, দেখে যাও—

—সুযোগের কাকীমা, কি আর সাধ ছাড়া যেতেন।

—কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন কাকীমা অবাক হয়ে।

শ্রীশঙ্কর বলেছে — সঙ্কুচিতের — ও ভালবেসে যা ওটা হয়ে না কাকীমা।

কাকীমা সেদিন হঠাৎ কলিগ হেমেনিং কুটীরে ভালবেসে শ্রীশঙ্কর কে কথা বলে ফেলে কেন্দ্র কথাই মনে করে ফেলে ফেলে না কাকীমা। কাকীমা ঠাকুরকে কলিগের ওটা ফুল, ফলের কুটির নিয়ে ফেলেছে। আমরা এই কি তেই একসঙ্গে আসছে না কে বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে, বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমরা হাসি। শ্রীশঙ্কর ফোন করে ওপর ঠাট্টা গেছে। ওপর ফোনের সেই ঘরটার ডাকবাংলো, তখন এক ঘরে ঘরের ফলের পড়ুয়ার হয়ে ঘরোয়ানো নিয়ে পড়ুয়ার শ্রীশঙ্করের পাশের ফলের না। শ্রীশঙ্কর একেবারে সবার নিয়ে ডাকছে—কাকাবাবু—

কাকাবাবু ফোনের ঘরে ঢুকলেন ফোনের —ও, শ্রীশঙ্কর—

কাকাবাবু ফলের ফলের ফলের ঘর ফিরলেন।

শ্রীশঙ্কর বলেছে—কি আর সব ঘরে ফোনে কী হয়ে ফলের কাকাবাবু।

কাকাবাবু, ফলের পড়ুয়ার পড়ুয়াই ফোনের —কী বলছ?

শ্রীশঙ্কর ফোনে—কি আর সব যে ফলে ফোনে কী হয়ে ঘরের কাকাবাবু।

কাকাবাবু, ফোনেরকলের ফোনের নিজেই ফোন ফোন বলেছেন—কী আর হলে নিজেই হয়ে না।

—নিজেই হয়ে না।

কাকাবাবু, সে কথার আর ফোনও নিজে নিজের না। শ্রীশঙ্কর অনেকক্ষণ নিজের হয়ে ফোনেছে। সবার বড় বড় ফলের ফলের ওপর কথা বলেছে—

DESHBANDHU PASSES AWAY
A Bolt From The Blue

আর চারদিনে একটা মোটা ফলে ঘরের ঘোর হয়েছে। ফলকাতা একটা ছবি ফোনে ফলের। শ্রীশঙ্কর আনন্দবাজার পত্রে ফোনে ছবিখানা নিয়ে। চারে পাশে ফলের ফলের। ফলের ওপর একটা ফোনেরের পাতার ফলিকটা ফোন ফলে। কী আশ্চর্য! কেউ কিছু বলছে না। এক সবাই নিয়ে, বলছে না কেন? কি আর সব ঘরে ফোনে নিজেই আসবে যাবে না? কাজ কাঁদে হয়ে না কিছু? ফলের কাকাবাবু ফোনে ফলে কি আর ফলের ফলের ফোনে ফলে? ফোনে ফোনে ফোনে ফোনে ফোনে ফোনে ফোনে ফোনে। ফলের ফলের ফোনে ফোনে ফোনে ফোনে ফোনে ফোনে ফোনে ফোনে

একান্ত নিজস্ব

ত্রিশক্তিসম্পন্ন*

# ম্যাকলীন্‌স্

পেরক্সাইড টুথপেষ্ট

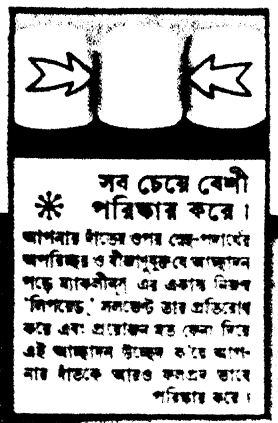

১ সব চেয়ে বেশী * পরিষ্কার করে।

আপনার দাঁতের ওপর স্নেহ-পদার্থের অপরিষ্কার ও বীজাণুযুক্ত যে আস্তরণ পড়ে ম্যাকলীন্‌স এর একান্ত নিজস্ব 'লিপরেড' সলভেন্ট তার প্রতিরোধ করে এবং প্রয়োজন মত ফেনা দিয়ে এই আস্তরণ উচ্ছেদ ক'রে আপনার দাঁতকে আরও ফলপ্রদ ভাবে পরিষ্কার করে।

২ সব চেয়ে বেশী * সাদা করে।

ম্যাকলীন্‌স্ এর তৃতীয়াংশ 'পেরক্সাইড' দাঁতের বিশ্রী লাল ও হলদে ছোপ তুলে আপনার দাঁতগুলিকে ঝকঝকে সাদা করে তোলে।

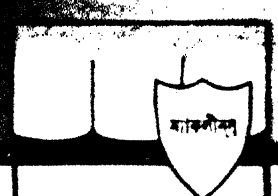


৩ সব চেয়ে বেশী * রক্ষা করে।

আপনি যথার্থই অনুভব করবেন ম্যাকলীন্‌স্ এর অপূর্ব তাজা আস্বাদ দাঁতের মাড়িকে পরিষ্কার করছে এবং অনিষ্টকারী বীজাণুকে রোধ করছে।

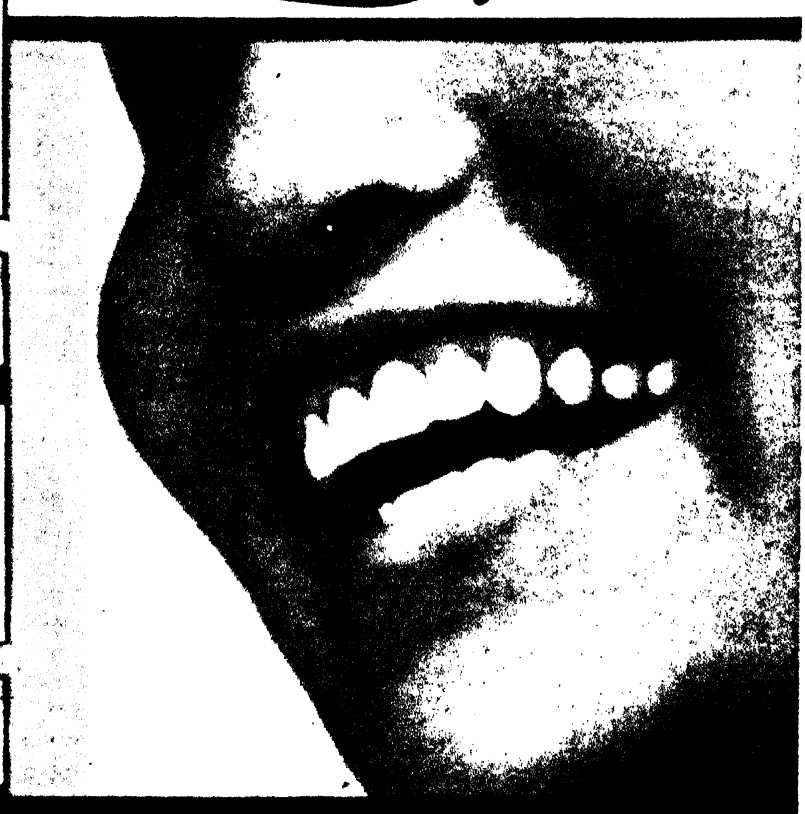

সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। * সবচেয়ে বেশী সাদা করে।
সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

*এই তিনটি গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়ই ম্যাকলীন্‌স্ এর একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।*

আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য আজই ম্যাকলীনস কিনুন।

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

(১৫)

সে দিনের সেই সব ভাঙাগড়ার ব্যাপারে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। হজরা পেরিয়ে চত্বর পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে যেখানে হয়েছে দর্শনার্থীদের ঠাঁইদাঁড়ানো, তার পিছনে ঠিক সামনেরদালান বরাবর, মূলমন্দির বা গর্ভমন্দিরের মধ্যে ঘরটায় যেখানে সে সময় ছোট্ট লেখা আছে একটা বিগ্রহ এবং বিগ্রহটা এমনিতে সোনা দিয়ে মোড়া হলে একটা বিগ্রহের পরিচয়ে ঠাকুর সোনার সিংহাসনে বসে আছেন। ঠাকুরের বসবার ভঙ্গিতে বোঝা যায় তিনি বসে আছেন। তাঁর ডান হাতটি একটু উঁচু করে তোলা। তাঁর বাঁ হাতটি কোলের উপর রাখা। তাঁর পরনে ধুতি। তাঁর গায়ে চাদর। তাঁর মাথায় মুকুট। তাঁর কানে কুণ্ডল। তাঁর গলায় মালা। তাঁর বুকে হার। তাঁর হাতে বালা। তাঁর আঙুলে আংটি। তাঁর পায়ে নূপুর। তাঁর পাশে রাধা। রাধার পরনে শাড়ি। রাধার গায়ে চাদর। রাধার মাথায় মুকুট। রাধার কানে কুণ্ডল। রাধার গলায় মালা। রাধার বুকে হার। রাধার হাতে বালা। রাধার আঙুলে আংটি। রাধার পায়ে নূপুর। রাধা ঠাকুরের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে। রাধা ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। ঠাকুর রাধার দিকে তাকিয়ে আছেন

আমার স্কুলের পড়া যথারীতি চলেছে, বাড়িতেও পড়াচ্ছি। বিকেলের দিকে একটু হাজরা অঞ্চলে বেড়াতে যাই, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখাও হয়, গল্প-সল্পও হয় কিছু। শুনলাম, ক্লাব উঠে গেছে। আমি ত যেতাম না, অন্যদের মধ্যে কেউ চাকরির সন্ধানে ঘুরছে, আবুর বা বিয়ের কথা হচ্ছে, কেউ বা বিয়ে করে রীতিমত সংসারী হয়েছে, অভিনয়ের নেশায় ভাঁটা পড়ে গেছে। ওদিকে ক্লাবের চাঁদাও ওঠে না, বাড়ি ভাড়াও বাকী পড়ছে, সুতরাং ক্লাব উঠবে না ত কী হবে?

এদিকে দেখতে দেখতে আমার টেস্ট পরীক্ষা এসে গেল, আলাউ-ও হলাম ট্রেস্টে। টেস্টের পর অভ্যাসবশতই দু-চার দিন পড়াশুনায় বিরতি থাকে। এই বিরতি পাওয়া মাত্রই হঠাৎ থিয়েটার দেখবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠল। মাত্র কাছে দিন আনেকের কাবে বসলাম। চাইলাম তিনটে টাকা। তখনকার দিনে এক টাকায় টিকিট খরচের সময় ট্রামভাড়া না পাওয়া অসময় সময় দেখবার ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত আনা। বাকী পয়সা জলখাবার—পান —সিগারেটের জন্য যথেষ্টই বলে ধরতে হবে।

স্টার থিয়েটারে তখন অভিনয় করছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়। নাটক ইচ্ছিল শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ এর ভিত্তি অবলম্বনে নাটকার ভূপেন্দ্রনাথ বসেন-পাধ্যায়ের লেখা সওদাগর। প্রবল ইচ্ছা এই সওদাগর দেখবার ইচ্ছা সাধারণত স্টার থিয়েটারে ছেলে-ছোকরারা যেতে চাইত না। তাদের ছিল—মিনার্ভা—কোহিনুর, এই সব বিডন স্ট্রীটের থিয়েটারগুলি। হৈ-হৈ করতে করতে যেতে সদলবলে, থিয়েটার দেখতে দেখতে চিৎকার, হাসাহাসি করত, একদল বলছে—'এনকোর—এনকোর' আর একদল বলছে —'নোমোর—নোমোর', এই সব গলাবাজি হতে হতে মধ্যেও শুরু হতো, অশ্লীল ভাষাও প্রযুক্ত হতো। অনেক সময় মাতলেও দর্শকও উপস্থিত থাকত থিয়েটারে। কোন কোন ক্লাক অভিনয় দেখতে দেখতে অবাধ মন্তব্যও মুখরোচক করতো, মদ্যে করে নানারকম বীভৎস আওয়াজ আর যেমন তেমন দর্শক আসেন, তাঁর ঠিক চিনে নেওয়ার সেই সব লোকেরা। বলাবাহুল্য— এইরা এসেছে সেই মকামারা লোক।

আমরা একটা বাক্সর হয়ে, বড়ো বড়ো অভিনেতাদের অভিনয় এবং বিশেষ করে সেই রাত্রের প্রথম অভিনীত নাটকটি মনোযোগ দিয়ে শুনব। তারপরে নাটক বিশ্লেষণ থেকে শুরু হবে পরবর্তী নাটকের অভিনয়। এতে সেদিনের যা হুড়োহুড়ি হবে।

স্টার এসব চলত না। কোনো রকম হৈচৈ বা শব্দসঙ্গম সেখানে সহ্য করা হতো না। খুব কড়াকড়ি নিয়ম ছিল সব কিছুর। দর্শকদের হাসানো দেখানোর দায়িত্ব বিশেষ করতেন। অভিনয় ছিল, সেখানেই হল সমস্ত মনকে ঢেলে দিয়ে শিল্পী। তাই এই সহজ হাসির হুড়োহুড়ি। এটা এই সব কারণে বিশেষ ভাবে ভিন্ন স্টার থিয়েটার। সমস্ত সকলের স্টার থিয়েটার ও থিয়েটার নয় যেন একটা বড় স্কুল।

বাড়ি হওয়ার পর এই আমি প্রথম এলাম স্টারে। তবে অমরবাবু যখন এই থিয়েটারের লেসী, তখন পুরনো স্টারের কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে। স্টারের চারজন স্বত্বাধিকারীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন হরিপ্রসাদ বসু। তিনি বসে আছেন তাঁর অফিস ঘরটিতে মনে হলো যেন পুরনো স্টার থিয়েটারের হিসাব-নিকাশের খাতাপত্রের মধ্যে পুরনো ঐতিহ্যকেও তিনি পাহারা দিচ্ছেন। প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গীত দিকে যে ছোট্ট ঘরখানা ছিল এখন সেটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তার পশ্চিম দিকে ছিল তাঁর ছোট্ট অফিস ঘরটা। বিকেলে যা অভিনয়ের দিন তাঁর চেয়ারটা নিয়ে বসে আছেন সামনে খাতাপত্র। সাধারণের দর্শকদের যে কিছু টিকিট আগে থেকে বিক্রি হয়ে থাকে তার একটা তালিকা তৈরি করা থাকে। এছাড়া সাধারণ দর্শকদের টিকিট বিক্রির ঘর ছাড়া আরও একটি ঘর ছিল। এই ঘরটিতে ছিল কয়েক জন কর্মী। এরা সেদিনের টিকিট বিক্রি করতেন। এই টিকিটের অধিকাংশ ছিল কাঁচের ঘর থেকে বাইরে কুপনে বিক্রি হতো। অবশ্য অবশ্য টিকিট বিক্রি হতো।

অভিনয় হতো থিয়েটার অমরেন্দ্রনাথ অভিনীত [illegible] নাটকে তিনি [illegible] সঙ্গে [illegible] এই [illegible] অভিনয় করতেন। [illegible] এই [illegible] অভিনয় [illegible] ছিল [illegible] অভিনয় [illegible] ছিল [illegible] অভিনয় [illegible] ছিল

বিদেশী চরিত্রের বিদেশী নাম যথাযথই ছেড়েছিলেন, যেমন, মার্কাস, মার্সিয়া, নেরো, পপিয়া—ইত্যাদি। এই নাটকটিও খুব জাঁকজমকের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং অভিনয়ও খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন, যাকগে সুখ্যাতি৫ লাভ করেছিলেন বলে শুনেছিলাম। কিন্তু দর্শকসাধারণের বোধ হয় সে নাটক বেশিদিন ভালো লাগেনি। তার ওপরে অমরবাবুর শরীরও তখন ভালো যাচ্ছে না অভিনয় করার বড়ো হাঙ্গামা। সেজন্য কারণ বড়ো অভিনেতা হয়েই বসে থাকলে সাধারণ সাইন অব দি টাইমস। ওঁর এমন্যুয়েলের জন্য তৈরি হয়েছিল অন্য নাটক। এবার তাড়াতাড়ি ফুলস্ক্যাপে এবার তাঁর নাটকের পরিপূর্ণ স্ক্রিপ্ট তৈরি করলেন। তার নামকরণ হয়েছিল একটা, বোধ হয় ডেকামেরন। সে যাবার সময়ের অনুকরণে এই ঘটনাবলীর পরিকল্পনা। তাঁর নিজের মনের মতো করে সাজিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তুলসীর এই ভূমিকায় অমরবাবুর অভিনয়। এই আসল অমরবাবুর পরিবর্তে তাঁকে তখন অভিনয়ের দেখতে না পেয়েই হয়তো তিনি সমস্তক্ষণে আক্ষেপ করে ছেড়েছিলেন। সুবিধামতো বিচারপতিদের অভিনয়ও অনুরূপ হয়েছে। বিচার করা তাঁর সেই ক্রটিরই ফলাফল অভিনয়কুশলতার দেখে লক্ষ্য করে হয়তো তুলসীও নিয়ে এসেছে ওঁকে। মনে পড়ে কোনো বিদেশী ভাষা নাটকের কাহিনীকে ভূমি ছেড়েছিলেন তিনি ৩৮৩ তাঁকে সরিয়ে ছিলেন আর ছিলেন সেই সঙ্গীটি বেহালায় তিনি তাঁর কথা শুনে। তাঁকে করবে সব ধারের ওপরকার একটা ভঙ্গিমায় বা ভাবপ্রকাশের অনুসরণে ছিল সুস্পষ্ট। ফলে, অভিনয় নেপোলিয়ন চেহারা ছবির মতো। কোনো বিশেষ মুহূর্তে বা মানসিকতায় নেই, কণ্ঠস্বরে কোনো সজীব বা সুরেলা আবেদনের ঢেউ নেই আর সুন্দর, স্বচ্ছ, সাবলীল সে অভিনয়। কোথায় তাঁর টংকার, কোথায় তাঁর সুরেলা অভিনয়। কৃত্রিমতা এই ভূমিকায় তাঁর কোনো চিহ্নই দেখতে না। তাঁর মঞ্চ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকে বসে তাঁর ওপর পড়ে। সেই যে লাঠি হাতে ঢুকলেন, কোথায় বসি মনে মনে কোথায়ের সেই ভঙ্গিতে হাত দিয়েছেন আর বলছেন "তিনি লক্ষ টাকা। হুঁ।" সেই থেকে তাঁর অভিনয়ের ভেতর সকল পর্যায়ে দর্শকদের তিনি সমানভাবে আকৃষ্ট করে রেখেছিলেন। সুবিধামতো বিচারপতিদের অভিনয়ও অনুরূপ হয়েছে। বিচার করা তাঁর সেই ক্রটিরই ফলাফল অভিনয়কুশলতার দেখে লক্ষ্য করে হয়তো তুলসীও নিয়ে এসেছে ওঁকে। মনে পড়ে কোনো বিদেশী ভাষা নাটকের কাহিনীকে ভূমি ছেড়েছিলেন তিনি ৩৮৩ তাঁকে সরিয়ে ছিলেন আর ছিলেন সেই সঙ্গীটি বেহালায় তিনি তাঁর কথা শুনে। তাঁকে করবে সব ধারের ওপরকার একটা ভঙ্গিমায় বা ভাবপ্রকাশের অনুসরণে ছিল সুস্পষ্ট। ফলে, অভিনয় নেপোলিয়ন চেহারা ছবির মতো। কোনো বিশেষ মুহূর্তে বা মানসিকতায় নেই, কণ্ঠস্বরে কোনো সজীব বা সুরেলা আবেদনের ঢেউ নেই আর সুন্দর, স্বচ্ছ, সাবলীল সে অভিনয়। কোথায় তাঁর টংকার, কোথায় তাঁর সুরেলা অভিনয়। কৃত্রিমতা এই ভূমিকায় তাঁর কোনো চিহ্নই দেখতে না। তাঁর মঞ্চ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকে বসে তাঁর ওপর পড়ে। সেই যে লাঠি হাতে ঢুকলেন, কোথায় বসি মনে মনে কোথায়ের সেই ভঙ্গিতে হাত দিয়েছেন আর বলছেন "তিনি লক্ষ টাকা। হুঁ।" সেই থেকে তাঁর অভিনয়ের ভেতর সকল পর্যায়ে দর্শকদের তিনি সমানভাবে আকৃষ্ট করে রেখেছিলেন। সুবিধামতো বিচারপতিদের অভিনয়ও অনুরূপ হয়েছে। বিচার করা তাঁর সেই ক্রটিরই ফলাফল অভিনয়কুশলতার দেখে লক্ষ্য করে হয়তো তুলসীও নিয়ে এসেছে ওঁকে। মনে পড়ে কোনো বিদেশী ভাষা নাটকের কাহিনীকে ভূমি ছেড়েছিলেন তিনি ৩৮৩ তাঁকে সরিয়ে ছিলেন আর ছিলেন সেই সঙ্গীটি বেহালায় তিনি তাঁর কথা শুনে। তাঁকে করবে সব ধারের ওপরকার একটা

সাজার নেই। তারপরে সবটাই হলো ওঁর নিজস্ব অভিনয়। নেমে গেলেন স্টেজের কাছে আসর ফিরে এলেন সাজঘরে ওপরে। সেখানে উৎসাহ সৃষ্টি করে। এঁদের-ওঁদের তারপরে চড়াও হয়ে বসে পড়লেন সিগারেট নাড়ার ধারে। ধীরে ধীরে নেমে এলো—প্রবীণকে অমরবাবু দেখলাম ওঁর পৌঁছিয়ে এর জন্য নির্দেশ অনেকের এই যে অভিনয়টুকু করলেন তারে যেটুকু যখন সময় নেবার প্রয়োজন। ঠিক হয়েছিল সিনেমা দেখবেও বড়াই না, তেমন কথা না একটিও তাঁর পড়েছি,

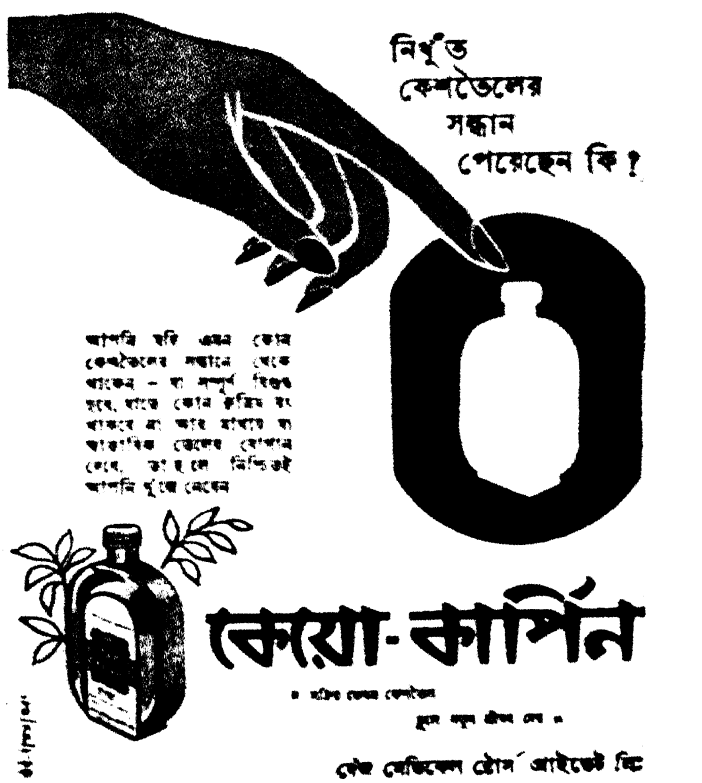

একটুও সময়চ্যুতি ঘটেনি, যেন সময়ের ফুল দিয়ে গেঁথে তুললেন অপরূপ এক মালা। মনটা ভরে গেল। এই এতক্ষণ ধরে যে নির্বাক অভিনয় হতে পারে, তখনকার বাঙলা মঞ্চের, তা এর আগে কেউ দেখেছেন বলে জানি না, প্রবীণদের প্রশ্ন করেছি, তাঁরাও সাক্ষ্য দিতে পারেন নি। আমিও দেখেছিলাম সেই প্রথম।*

ওর পরে পুরোনো বইয়ের পুনরাভিনয় একবার করেছেন বটে, কিন্তু নতুন ভূমিকায় এই-ই তাঁর শেষ অভিনয়। পরে জেনেছি, ১৯১৫-র ২৮শে ডিসেম্বর ছিল 'সওদাগর'-এর প্রথম অভিনয়-রজনী। আমি প্রথম রজনীর অভিনয় দেখিনি, দেখেছিলাম পরবর্তী সপ্তাহে ১১ই ডিসেম্বর—শনিবার। প্রচণ্ড জ্বর নিয়েও তিনি নাকি ঐদিন 'কুলীনিক'-এর ভূমিকা করেছিলেন। শুনেছিলাম, এর পরের দিন—রবিবার, ১২ই ডিসেম্বরই ছিল অমরেন্দ্রনাথের শেষ অভিনয়। 'সওদাগর'-এর 'ঐরণক্রেয়' সেজেছিলেন অসুস্থ শরীর নিয়ে। তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হবার আগেই তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, তিনি আর অভিনয় করতে পারলেন না। ৬ই জানুয়ারি, ১৯১৬ সালে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন।

'সওদাগর'-এর পর আর দেখা হয়নি স্টেটের। কারণ পরীক্ষা সামনে। সেনেট হলে পড়েছিল আমার সীট। ঐ সময়টা নিয়ে যেতে যেতে সেনেট হলের বড়ো বড়ো থাম চোখে পড়েছিল বটে, কিন্তু ভিতরের চেহারাটা জানা ছিল না। পরীক্ষার সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠে থামের নীচে যখন গিয়ে দাঁড়ালাম, বুকের মধ্যটা কেঁপে উঠল। চেয়ে দেখি, কী বিরাট হল! কতো ছেলের সঙ্গে তার অভিভাবক বা মাস্টারমশাই এসেছেন, আমার সঙ্গে কেউ নেই, আমি একা। চারিদিকে সব অচেনা, চেনা-শুনো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না আশেপাশে, পরিচিত সহপাঠীরা কে যে কোথায় ছড়িয়ে আছে, কে জানে! এমন কেউ নেই যে, একটু সীটটা দেখিয়ে দিতে সাহায্য করে। নিজে নিজেই খুঁজে খুঁজে নিজের সীট নম্বর বার করলাম। বসলাম পরীক্ষা দিতে। কয়েকদিন ধরে পরীক্ষা দিতে দিতে মনে হলো, ছাড়াই দিচ্ছি।

সাধারণতঃ, মাস্টারমশাই বা পরিচিত মশাই, প্রশ্নপত্র দেখে প্রশ্ন করে দেখেছেন, ঠিকমতো পরীক্ষা দিচ্ছি কিনা। হয়তো—হয়েই হচ্ছে।

মা-বাবা কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি।

শেষ হলো পরীক্ষা। এবার পড়ার ছুটি —কতদিন না খেলা হয়নি। এই ছুটিতে কিন্তু কুলের সঙ্গে মন দেখা না, মন দেখা দিল দেখবার দিকে। চার আনা-ছ আনা মাস কাস্ট ক্লাসে উঠলে দেখানে যা দিয়ে দিয়ে দেখাটা চলে যেতো। শেষে বসল আমার দিনের দেখার প্রচণ্ড আসর।

ক্রমে ক্রমে পরীক্ষার ফল বেরুবার দিন হলো সমাগত। আমরা যেখানটা থাকতে আমার নাম আর পড়ানো হলো না। আর কলে দিনে ছেলেদের মেস করেছি। সকলেরই। আমার সঙ্গে যারা পড়তো তারা আমার ফলাফল সম্পর্কে কতো আগ্রহ দেখিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই যে কারুর ঘরে যে ঢুকতে পড়ে গেছে।

পাস না করবার জন্য খুব যে আশা করেছিলাম তা নয়, যে একটুও নিশ্চয় আর সাহস নিয়ে পড়াশুনো করা উচিত। তা আমি করিনি। স্কুলে পড়াটা ভালোবাসা করিনি, কিন্তু আমার মনোনিবেশ ছাড়া ছিল না। আমার পড়াটা কোনোরকমে করে পাশ করাটা হতো। ছাড়া না, কী আর করা যাবে। সত্যির সবাই, মুখে কিছু না বললেও ভিতরে-ভিতরে আশাই পোষণ করতেন খুব। এবং সম্ভবতঃ আমার ঔদাসীন্যের আর কোনো সম্ভাবনাই তাঁরা দেখতে পাননি। সুতরাং আমি হলাম মুক্ত, স্বাধীন। কোনো কাজ নেই, কোনো কাজে বাধা-নিষেধও নেই। এর পর আমি যে কী করব তা আমিও তেমন জানি না, আমার বাবা মা-ও বোধহয় ছেলের কোনো কল্পনাতীত পেরেছেন না।

আমার সবার বাসনা ছিল অন্য অন্য লাইনের জন্যেই। চাকরি, সেটা হবার কথা নয়। ছেলেবেলা থেকে কোনোকিছুর ব্যবসা। এমন ছুটা কিনে এনে কলকাতার আড়তে বিক্রী করা হচ্ছে। বাবা এই সব কাজে আগে-আগে আমায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সে-কাজে যদি লিপ্ত থাকতুম, তা হলে আমাকে দ্বিতীয় বার স্কুলে এসে ভর্তি হতে হতো না, পরীক্ষা দিয়ে আর

---

* দর্শকদের সামনে এতক্ষণ কথা না বলে থাকা, এ-ছিল তখনকার প্রচলিত বিশ্বাসেরও বিরুদ্ধে। এই বিশ্বাস যে তিনি ভেঙে ছিলেন, তাই নয়, মূকাভিনয় করে এতক্ষণ দর্শকদের আবিষ্ট করে রাখা, এ-কম শক্তির পরিচয় নয়। দর্শকদের সামনে কথা না বলে বহু কথা বলা, এতে করে যথেষ্ট সাহসেরও পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি।


জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স
৩৫—৩৩৪১
১৩৩সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

ডঃ কার্ত্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুস ল্যাবরেটরী লিঃ কলিকাতা ৯

হোমিওপ্যাথিক
পারিবারিক চিকিৎসা
একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার
উপক্রমিকা অংশে 'হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সমাধান' এবং 'হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি' প্রভৃতি বহু গবেষণাপূর্ণ কথা আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে ব্যবহৃতব্য রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনির্ণয়, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে ভেষজ সম্বন্ধে কথা, ভেষজ-লক্ষণ সংগ্রহ, রেপার্টরী, থালের উপাদান ও থালপ্রাপ্তি, জীবাণুতত্ত্ব বা জীবাণুর রহস্য এবং রক্ত-মূত্র-থুতু পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিংশ সংস্করণ। মূল্য—৭.৫০ নঃ পঃ মাত্র।
এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
ইকনমিক কমার্সী, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

ফেলও করা হবে না। ১৯১১-র শেষে পুর্ণিয়া জেলার উত্তরে তেলপাল সীমান্তে 'মেরার' বলে একটা জায়গায় মিলিটারিরা থাকত। আকাশ পরিষ্কার থাকলে মেরার থেকে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণীও চোখে পড়ত। মেয়েরা পরত লম্বা ঘাঘরা, পোলাক, নাভি থেকে বুক পর্যন্ত ঝুলে ঢাকা দেওয়া। এই মেয়েদের কাছে কিছু কাটা হাতী বলে একটা জায়গায় হাট হতো, সেখানে ছিল আমাদের পুলিস। চারিদিকে পাকাটি বা পাটকাঠির বেড়া দেওয়া মাথায় খড়ের চাল, আর মেঝের ওপরে পাটের পাটরী জড়ো করা। উপরে দিন দুপুরেও ভাবতাম, পাকাটির ফাঁক ফাঁক বেড়া দিয়ে আলো-না ঢোকা অসম্ভব। কিন্তু পরে যে এই পরম, তা বুঝে ফেলে পাটের পাটরীর ওপর শুয়ে বেশ গরম হতো। এই লম্বা মহলাগুলো নজীর ঘরে থেকে সৈনিকেরা উঠিয়ে, সৈনিক নিয়ে আসা হতো একেবারে সরকারের ঘরটি যেখান থেকে সমস্ত পুলিসটি আর সরকারের সৈনিক বিভাগের কাজ চালানো হতো। এই সরকারের সৈনিকেরা মোটামুটি ভাল। এই সৈনিক থেকে যারা উঠতো ছেলের বাপেরা সেই বাপেরা এসে লম্বার কাছে উপরোধ-অনুরোধ করতো যে পঞ্চাশ টাকা দিলে সৈনিক থেকে সেই ছেলে আলাদা হয়ে যাবে। এইরকমে চলতো এই কাজও বাবদে এই ছেলে নিয়ে আসবার দায়িত্ব সরকারের সৈনিকদের ওপর।

এর পরে ১৯১৩ সালের মেয়াদে নিয়ে একদল রিক্রুটিংএ। এদের নিয়েই পুরো দুই বছর কাটাতে হবে। আমরা কয়েকজন সৈনিক অফিসার এদের ট্রেনিংএর নতুন পাটীরে ব্যবস্থা করবার জন্য। সৈনিকেরা এল, ওদিকে ছেলে পাঠ্য সংখ্যা হলেন আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে তেলপালের নিয়ে আমরা চাইতে বেশি, নাকেকেন্দ্রাতক বন্দি। সেই পাটের ঘরে আমরা সকলে নিয়ে বেরিয়েছিলাম চারপাশের সৈনিকে। সে-এর অভিজ্ঞতাই বটে!

সৈনিক অতি ছোট। একটি অফিস আর টিকিন-ঘর ছাড়া আর কোথাও কোথাও ঘরই নেই। আজ যে সৈনিকের চারদের হয়ে আমাদের হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিন ছিল এরকম। যে টিকিট-ঘরের উপর করলাম, তার সামনে ছিল টিনের শেড-দেওয়া একটা জায়গা, মালপত্তর ওজন করবার জন্য। সেইখানে ঐ পাটের ঘরে কম্বল বিছিয়ে, বাড়ি থেকে আনা খাবার খেয়ে, শুয়ে পড়লাম। সকালে আমার কম্বলটি গায়ে মুড়ি দিয়ে শুয়েই ঘুম, নিদ্রাভঙ্গ একেবারে সেই ভোরবেলায়। ভোরেই বেরিয়ে পড়েছিলাম গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে। ঘুরে ঘুরে দু-একটা আর মনুনোর ইঁদারকী নিয়ে ফিরে এলাম এক-সময়। খাবার মতন কিছু নেই। তবে সৈনিকদের সহায়তায় কিছু চা-সিদ্ধ সংগ্রহ করা গিয়েছিল অবশ্য। তাই খেয়েই রোদে পিঠ দিয়ে বসে দেখতে লাগলাম আশপাশের দৃশ্যাবলী—বহুদূর দৃষ্টি যায়। কিছুক্ষণ পরে, আমাদের দেখে আমাদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করতে এলেন জনকয়েক ভদ্রলোক।

টেলিগ্রাফের মাস্টার-বাবুটী ছিলেন বাঙালী আর অনেক ভদ্রিদারী ছিল এ-অঞ্চলে। সেই সেই থেকে এঁদের ওদিকে পাঠানো হয়েছিল প্রজাপরীক্ষা-এর জন্য।

—কীসের প্রজাপরীক্ষা? হেমন্তদাদা জিজ্ঞাসা করলেন।

ইঁদ্র বললেন—সেসাস।

চমকে উঠলাম—সেসাস! এ-অঞ্চলে সেসাস।

ইঁদ্র বললেন—আমরা লুনেইলাম, সুলেইমান নজীর কাছাকে সেসাস নিলাম হবে।

—কবে?

ইঁদ্রের কাছ থেকে ইঁদা বার করলেন একটা ক্যালেণ্ডার ওয়েবের 'ডায়ি'। তেরোজন মাত্র বাকী। কাজ চালানো যেমন ভাবে ছুটি হবে আমাদের। ইঁদ্রের ঘরে বস

COLLEGE LIBRARY

# চমৎকার!

# ব্রিটানিয়া

ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে দিলে হাসি আর মুখে ধরে না! বাচ্চাদের জন্যে অদ্ভুত ভালো এই ব্রিটানিয়া বিস্কুট—ওদের দৈনন্দিন খাবারে প্রায়ই যেসব জিনিসের অভাব থেকে যায় সেই স্বাস্থ্য ও শক্তিপ্রদ পুষ্টি ও ভিটামিনে ভরপুর। আপনার ছেলেমেয়েদের ব্রিটানিয়া বিস্কুট খেতে দিন—এই বিস্কুট খুব সহজে হজম হয়!

বড়দের মধ্যে যাঁরা কেবল ভালো জিনিসই চান তাঁরা ব্রিটানিয়া বিস্কুটই নিয়ে থাকেন, কেননা স্বাদে ও গন্ধে ব্রিটানিয়ার তুলনা নেই।

**ব্রিটানিয়া বিস্কুট**

**বাজারের সেরা**

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

BC 3020

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২৪

মৃণালদের এই হঠাৎ সম্পন্ন হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে কেউ যায় নি, কিন্তু সে দরকার নেই জানাই স্বাভাবিক একটা অনুমান করা যায়।

ইস্কুলটাই বন্ধ হয়েছে বলে বাড়িতেই থাকতে হচ্ছে মৃণালকে। আর সেইজন্যে নিত্য নতুন ফরমাশও আসছে মার কাছে।

দুই বাড়ির মধ্যে যে দেয়াল ছিল সেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাতে করে বাড়ি দুটির মধ্যে ব্যবধান আর কিছুই রইল না। একটা বাড়ি বলে মনে হয়। ভাড়াটেরা এ বাড়ির যে কোনো জায়গায় যখন খুশি যাতায়াত করতে পারে।

ভাড়াটেদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে। তার নাম রেবা। মৃণালের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়ো হবে। মৃণাল তাকে ডাকে রেবাদি বলে।

রেবাদি মৃণালকে ভালোবাসে। মৃণালের মা-ও রেবাকে স্নেহ করেন। রেবা এ বাড়ির সকলের আপনার লোক।

রেবার বাবা অফিসে কাজ করেন। তাঁর মাইনে বেশি নয়। তাই রেবাদের সংসার খুব সচ্ছল নয়।

রেবার মা মৃণালের মাকে বলেন, 'দিদি, আপনার ছেলে-মেয়েরা যে কী সুখে আছে তা আপনি বুঝতে পারছেন না। আমার রেবা যদি ছেলে হতো তা হলে ওকে নিয়ে আমাদের কোনো দুঃখ থাকত না। ওকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতাম। ওর বাবার মতো ওকেও কেরানিগিরি করতে হতো। কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে বলে ওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

মৃণালের মা বলেন, 'ভবিষ্যৎ কি কারো হাতে আছে, বউদি? ভবিষ্যৎ ভগবানের হাতে। তিনি যা করবেন তাই হবে।'

'তা ঠিক, দিদি। কিন্তু ভগবান তো আমাদের হাতে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। সেই ক্ষমতা দিয়ে আমরা যতটা পারি ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চেষ্টা করি। ভগবান যা করবেন তা তো করবেনই, কিন্তু আমরা যা করতে পারি তা করতে দোষ কী?'

'তা ঠিক।' মৃণালের মা বলেন, 'কিন্তু আমাদের হাতে কতটুকু ক্ষমতা আছে বলো? আমরা তো নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরা গড়ে নিতে পারি না। ভগবান যেমন করে গড়ে দেন তেমনি করেই গড়ে নিতে হয়।'

'তবু আমাদের একটা কর্তব্য আছে তো, দিদি? সেটা আমরা করব না?'

'কর্তব্যটা কী, তা আমরা জানব কী করে? ভগবান যদি আমাদের কাছে কোনো কর্তব্য দাবি না করেন তা হলে আমরা নিজেরা কর্তব্য ঠিক করে নিতে যাব কেন?'

'তা হলে আমাদের কোনো কর্তব্যই নেই?'

'কর্তব্য নেই বলছি না। কর্তব্য আছে, কিন্তু সেটা ভগবানের দেওয়া কর্তব্য। সেটা পালন করতে পারলে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে।'

'কিন্তু ভগবান যে কর্তব্য দেন তা পালন করা কি সহজ, দিদি? আমার মনে হয় ভগবান যে কর্তব্য দেন তা পালন করা সবচেয়ে কঠিন।'

'তা হতে পারে। কিন্তু তা ছাড়া আমাদের আর উপায় কী?'

'উপায় আছে, দিদি। আমরা নিজেরা নিজেদের কর্তব্য ঠিক করে নিতে পারি।'

'তা পারি, কিন্তু সেটা ভুল হতে পারে। ভুল করে ভুল কর্তব্য ঠিক করে নিলে তার ফল ভোগ করতে হবে আমাদের।'

'ভুল করে ভুল কর্তব্য ঠিক করে নিলে ভুল কর্তব্য পালন করে ভুল ফল ভোগ করতে হবে, এ কথা ঠিক। কিন্তু ভুল করে ভুল কর্তব্য ঠিক করে নিয়ে তা পালন করতে করতে ভুল ভাঙতে পারে। তখন আবার নতুন করে ঠিক কর্তব্য ঠিক করে নিতে পারি আমরা।'

'তা পারি, কিন্তু তাতে সময় নষ্ট হয়। ভুল কর্তব্য পালন করতে করতে ভুল বুঝতে পারার আগে জীবনের অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যায়। তার চেয়ে ভগবান যে কর্তব্য দেন তা পালন করে যাওয়াই ভালো।'

'কিন্তু ভগবান যে কর্তব্য দেন তা পালন করা যে কঠিন, দিদি।'

'কঠিন বলেই তো ভগবান দেন। সহজ কর্তব্য দিলে তো মানুষের কোনো গুণপনা থাকে না।'

'তা ঠিক। কিন্তু ভগবান যে কর্তব্য দেন তা পালন করা যে কঠিন, তা বুঝব কী করে?'

'তা বুঝতে হয়। ভগবান যে কর্তব্য দেন তা পালন করতে গেলে মানুষের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যায়। তখন বুঝতে পারা যায় যে, ভগবান যে কর্তব্য দিয়েছেন তা পালন করা মানুষের সাধ্যের বাইরে।'

'তা হলে আমাদের পক্ষে ভগবান যে কর্তব্য দিয়েছেন তা পালন করে দেখতে দোষ কী, দিদি? তাতে নতুন করে আমরা বুঝতে পারব যে, ভগবান যে কর্তব্য দিয়েছেন তা পালন করা মানুষের সাধ্যের বাইরে।'

'তাতে কী লাভ হবে? তার চেয়ে নিজের বুদ্ধি দিয়ে যে কর্তব্য ঠিক করে নিয়েছি সেটাই ভালো করে পালন করতে চেষ্টা করি। তাতে যদি ভুল হয় তা হলে ভগবান তা ক্ষমা করবেন।'

'ভগবানই যে ভুল করেছেন, তা ক্ষমা করবেন কী করে? তিনি তো ভুল করতে পারেন না।'

'ভগবান ভুল করেছেন, এ কথা আমরা বলছি না, দিদি। আমরা বলছি যে, ভগবান যে কর্তব্য দিয়েছেন তা পালন করা মানুষের সাধ্যের বাইরে।'

'তা হলে ভগবান মানুষকে এমন কর্তব্য দেন কেন, যা পালন করা মানুষের সাধ্যের বাইরে?'

'তা জানি না, দিদি। ভগবান যে কর্তব্য দেন তা পালন করতে করতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তার সাধ্যের বাইরে। তখন সে ভগবানের কাছে ক্ষমা চায়।'

'ভগবান ক্ষমা করেন?'

'তা জানি না, দিদি। ভগবান ক্ষমা করেন কি না করেন তা আমরা জানি না। কিন্তু ভগবান যে কর্তব্য দেন তা পালন করতে করতে মানুষ বুঝতে পারে যে,

'টুনটুনি? পাখি?' চোখদুটো বড়-বড় করে তাকাল সেন্টু।

'হ্যাঁ, শোননি সেই টুনটুনির গল্প?' প্রশান্ত ছেলেকে কোলে তুলে নিল। সেই যে 'এক টুনিতে টুনটুনাল, সাত-ও বাগীর নাক কাটল'—সেই টুনি পাখি। মনে নেই সেই গল্পটা?'

কত জনের কত গল্প শুনেছে সেন্টু, বয়ে গেছে তার সব মনে করে রাখতে। তার নৈশব কৌতূহলের যেটা সমূহ অসম্ভব তাকেই ঘেঁকে সে প্রথম প্রশ্ন করল: 'সেই পাখিটা কোথায়, বাবা?'

'তার তো উড়ে যাবার কথা। কিন্তু যায়নি এখনো। আনাচে-কানাচে ঘুরছে। সকালের নাক কাটিয়ে নিয়ে তুরে যায়। প্রশান্ত ছেলেকে নামিয়ে মাথায় ঝাঁকুনি দিল।

'যা সবাই মিলে আমরা সেই পাখিটাকে তাড়িয়ে দিতে পারি না?' নাচার মাথা ঝাঁকি ফাঁক করে উঠল সেন্টু। 'ছাদে নয় নিচে থেকে লম্বা লাঠিটা দিয়ে আমি আর তুমি —তুমি নও তোমার ছাতাটা। ছেলে কথা শুনে পড়ল ফেলে সাথে। 'তারপর বাঁড়ও দেখাচ্ছে মজা।'

প্রশান্ত বলল, 'এ টুনিকে তাড়ানো খুব শক্ত। জানিস, এ বিশিষ্ট টুনি। এর প্রকাণ্ড লাজ। এর জন্য বাড়িতে যখন আসে লাল নীল আলো আসে, পরী আসে, রাজপরী আসে। ঠাকুর আসে, চাকর আসে ডিনারের টেবিল-চেয়ার আসে—ক্রমে ক্রমে আরো কত আসবে তার ঠিক কী। একে তাড়ানো কি আমাদের সাধ্যি?'

বাবার এ যুক্তি মানতে রাজি নয় সেন্টু, কিন্তু সে কথার কান দেবার আগে তার চোখ গিয়ে পড়ল মায়ের উপর। নাক-মুখের থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়েছে বন্দনা।

'দেখ, দেখ' উৎফুল্ল হয়ে উঠল সেন্টু: 'আছে, আছে, মার নাক আছে।'

'ও, আছে নাকি?' প্রশান্ত নির্লিপ্ত মুখে বলল, 'কিন্তু ফিউচার নেই।'

সে আবার কী জিনিস জানতে বাকি নয় সেন্টুর। মার নাক যে রক্ষা পেয়েছে, তাতেই সে আশান্বিত হয়েছে। 'টুনি তো কালকের নাক কাটিতেছিল। আমরা তো গরিব। আমার মা তো আর রানী নয়।

মার সিঁথাই এগিয়ে এল প্রশান্ত: তাকে টেনে বলল, 'না, ফিউচার নেই। ভয় নেই। তুমি যাও মাকে নিয়ে বাড়ি। মা আমিই তোমার ফিউচার।'

অনাবশ্যক একটা দায়িত্বের সম্মান এক পলকে সচকিত করে তুলে চেতনা সেন্টুর। সাবধান মুখের ভিতর টিপিয়ে কর্তব্যের অর্থ পুনর্বিচার করল, আর না ঘুরিয়ে যেন সম্ভবনা মাকে সে নিয়ে কী করে।

প্রশান্ত বলল সেন্টুর সোফা। বলল, মাকে নিয়ে বাড়ি। আমাকে নিয়ে ভয় নেই। আমরা, আমরা দুটি হয়ে থাকব এই ঘরে। কেমন?'

সেন্টু নিয়ে গেল মাকে। তারপর অনেকক্ষণ বন্দনার দিকে উঠল, 'আমি তোমাদের আপেক্ষা করতে রাজি নই, আমি এক্ষুনি-এক্ষুনি এর বিহিত চাই।'

'আমিও। কিন্তু কী বিহিত বলো?'

'আমাকে কয়েক গ্লাস বাপের বাড়িতে রেখে এস।'

'তাতে লাভ কী? সেখানেও নো ফিউচার।' বললে প্রশান্ত। 'সেই তো ফের ফিরেই আসতে হয়, তা হলে ও কাওয়ার্ড কী?'

'তা ছাড়া কৃষ্ণি-প্রায় নিরাবরণ অবস্থা নিয়ে আবার সন্দনা, কেমনে এমনে ফেলে বেশিক্ষণ দূরে থাকাও চলবে না।'

'আর তোমারই যেন খুব স্বাধীনতা!' চোখ মটকা প্রশান্ত, 'সেই তো সেদিন বলছিলে তোমার পেটে টনটনে একটা ব্যথা।'

'সে তোমার দুষ্টু সরস্বতীর জন্যে।' একটু হাসল বন্দনা। 'তারপর যে তোমার সেবন করে সেরেছি নিজেরা মনে। কিন্তু আমার এমন অসুখ কী হবে যে ঐ ওষুধেই এই অসুখানের সারবে না— বিশেষের বিশেষের মতো হবে। আর তোমার সমস্যা তোমার কোলে মাথা রেখে।'

ছেলে ছেড়ে টেনে প্রশান্ত বলল, সে ব্যথা নয়। তোমার তো আমার বাসের যোগ্য। দেখি, তোমারই আগে হবার সম্ভাবনা। কিন্তু এখন কোলে কাজের কথা নয়, কাজের কথা হচ্ছে কড়া। যেতে


ধীরে ধীরে 'সুন্দর' হতে শিখছে...

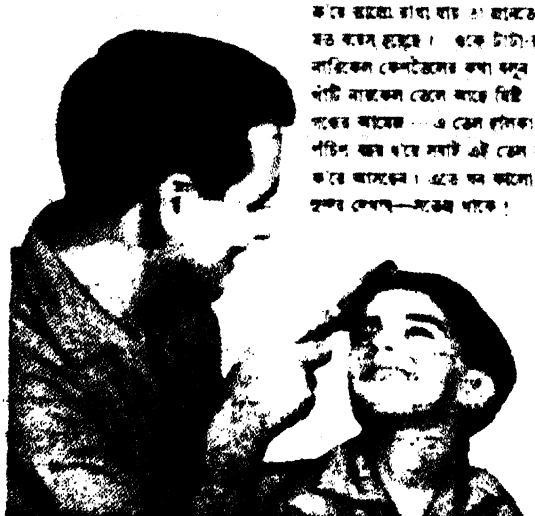

বয়স ওর বড় কলেজ নিচের ক্লাসে। কিন্তু ওর মতো সুন্দর করে বাবার মত ভালো চুল কেমন করে রাখতে হয় তা জানতে চাইবার মত বয়স হয়েছে। ওকে টাটা-র সুবাসিত নারিকেল কেশতৈলের কথা বলুন — এই খাঁটি নারকেল তেলে আছে বিটি সবের আরোম — এ তেল হালকা ও সেরা। লক্ষ লক্ষ মায়ের মেয়ে এই তেল ব্যবহার করে আসছেন। এতে মন ভালো চুল সুন্দর দেখায়—সেজন্য থাকে।

টা-টা-র
সুবাসিত
না রি কে ল
কে শ তৈ ল

টি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

আড়া ঘড়িতে প্রথমটা সব সময়েই একটা বেহুর প্রতিবাদ।'

'তা হলে তুমি কী ভাবছ?' উৎসাহে মু পা এগিয়ে এল কল্যাণ।

'ভাবছি না, ভেবে ঠিক করে ফেলেছি।'

'কী?'

'এই বাড়ি এই সংসার ছেড়ে দেব। অনাদি ঘর ভাড়া নেবে।'

'ঠিক এমনি ধারা কথা সেদিনও মুখে ফোন স্ট্রীট—সেদিনও তারই উৎসবের হাতে উঠেছে। সেদিন আরো বেশি দৃঢ়তার পরিচয়ে এসে ধাক্কাতে পারবে কী?'

'কিন্তু মনে না। সুযোগ ছাড়া সুযোগ আর আসে।'

'আমাদের সুযোগ এর চাইতে ঢের বেশি আছে। সেদিন মু, তুমি একটু সহজ হলে তোমার পরিচয় কুশল হয়ে যাবে।'

'আমার নিজের মনে হয় না ছোট পরিচয় প্রয়োজন। এই যে সম্পর্কটা সৌজন্য আর নিয়মের এইটেই সহজ। আমি সম্পর্কটার মধ্যেও একটি সহজ নিকটের নিজেই সম্পর্কটাকে এমনি সহজ করে তুলতে চেয়েছি।'

'কিন্তু সেটা হয়েছে কী? কী পেয়েছ তুমি এ সম্পর্কে? কী তার আসল রূপ? কী তার আসল নিয়ম? কিছুই তো তুমি বুঝতে পারনি।'

'বুঝতে চাইনি। কারণ আমি জানি, বুঝতে চাইলেই সব জটিল হয়ে ওঠে। সহজ ভাবে নিলে সব সহজ হয়ে যায়।'

'তোমার কিন্তু বাজারে যাওয়া উচিত।' কার্তিক বলল সুকান্তকে।

'তোমার কথায়?' খাটে শুয়ে বই পড়ছিল সুকান্ত, চট করে মুখ তুলে উঠল।

'আমার কথায় হবে কেন? তোমার মার কথায়।'

'কই মা বলল আমাকে? এল এ করে? বলল যা বাজার করে নিয়ে আয়?'

'বলা উচিত ছিল।' গম্ভীর হল কার্তিক।

'কী বলা উচিত না-উচিত তুমি আমাকে শেখাতে এস না।' আগুন ঝিকরে সুকান্ত, 'নিজের চরকায় তেল দিগে যাও।'

'তোমার নিজের সংসারকে তো তুমি সুযোগ পেলেই কার্তিক, কিন্তু আমরা সবাই মিলে যে-সংসার পেতেছি সেটাকে তো কিছুতেই। সবচেয়ে কাছে যারা তাদের কথাটা ভেবেছ কোনো দিন?'

'তোমার চেয়ে কে আর কাছে? কে আর আপন? কিন্তু তুমি তো ভাবনি কোনো দিন।'

'ভাবি বলে।'

'তা না বললে তুমি তো তুমিই।'

উত্তেজিত হয়েছিল সুকান্ত। তার গলায় ঝাঁজ ফুটে বেরুল। 'তাই সত্যি কথা বলতে তোমার ভয় করে? কী? তাই না?'

'ভয় করে না, তুমি ভুল করছ।'

'ভুল করছি? কী ভুল করছি?'

'ভুল করছ, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ।'

'ভুল বুঝছি? কী ভুল বুঝছি?'

'ভুল বুঝছ, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাই না।'

'ক্ষতি? ক্ষতি করতে চাও না?' ঝাঁজ ফুটে বেরুল সুকান্তর। 'তা হলে তুমি কী ভাবছ?' উৎসাহে মু পা এগিয়ে এল কল্যাণ।

'ভাবছি না, ভেবে ঠিক করে ফেলেছি।'

'কী?'

'এই বাড়ি এই সংসার ছেড়ে দেব। অনাদি ঘর ভাড়া নেবে।'

'ঠিক এমনি ধারা কথা সেদিনও মুখে ফোন স্ট্রীট—সেদিনও তারই উৎসবের হাতে উঠেছে। সেদিন আরো বেশি দৃঢ়তার পরিচয়ে এসে ধাক্কাতে পারবে কী?'

'কিন্তু মনে না। সুযোগ ছাড়া সুযোগ আর আসে।'

'আমাদের সুযোগ এর চাইতে ঢের বেশি আছে। সেদিন মু, তুমি একটু সহজ হলে তোমার পরিচয় কুশল হয়ে যাবে।'

'আমার নিজের মনে হয় না ছোট পরিচয় প্রয়োজন। এই যে সম্পর্কটা সৌজন্য আর নিয়মের এইটেই সহজ। আমি সম্পর্কটার মধ্যেও একটি সহজ নিকটের নিজেই সম্পর্কটাকে এমনি সহজ করে তুলতে চেয়েছি।'

'কিন্তু সেটা হয়েছে কী? কী পেয়েছ তুমি এ সম্পর্কে? কী তার আসল রূপ? কী তার আসল নিয়ম? কিছুই তো তুমি বুঝতে পারনি।'

'বুঝতে চাইনি। কারণ আমি জানি, বুঝতে চাইলেই সব জটিল হয়ে ওঠে। সহজ ভাবে নিলে সব সহজ হয়ে যায়।'

'তোমার কিন্তু বাজারে যাওয়া উচিত।' কার্তিক বলল সুকান্তকে।

'তোমার কথায়?' খাটে শুয়ে বই পড়ছিল সুকান্ত, চট করে মুখ তুলে উঠল।

'আমার কথায় হবে কেন? তোমার মার কথায়।'

'কই মা বলল আমাকে? এল এ করে? বলল যা বাজার করে নিয়ে আয়?'

'বলা উচিত ছিল।' গম্ভীর হল কার্তিক।

'কী বলা উচিত না-উচিত তুমি আমাকে শেখাতে এস না।' আগুন ঝিকরে সুকান্ত, 'নিজের চরকায় তেল দিগে যাও।'

'তোমার নিজের সংসারকে তো তুমি সুযোগ পেলেই কার্তিক, কিন্তু আমরা সবাই মিলে যে-সংসার পেতেছি সেটাকে তো কিছুতেই। সবচেয়ে কাছে যারা তাদের কথাটা ভেবেছ কোনো দিন?

অগোচরে বৈঠকখানায় চলে এসেছিল সেন্টু, গম্ভীর স্বরে বললে।

'না, তোমার মা পারবে না।' সেন্টুকে হাত বাড়িয়ে ধরল ভূপেন। মৃণালিনীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু, ছোট বউমা তো পারেন। প্রথমে শাশুড়ি-বউয়ে মুখোমুখি একসঙ্গে গেলে, সেবে রপ্ত হয়ে গেলে একদিন বউ আরেক দিন শাশুড়ি। সঙ্গে চাকর নিলে তো নিকে, নয়তো রিকশা।'

'আমি একলাবার রাজি। কিন্তু তোমার ছোট বউ একটি আলাসের পুতুল। কোনো কিছুতে উৎসাহ নেই, কী বলে না জানি কথাটা—হাড়ভেলাস নেই। মৃণালিনী যেমনকে তেমন বলতে লাগল অনর্গল, কে বলবে এম-এ পাস। এম-এ পাস না ঘেমে পাস। আমি যে সোকলে মানুষ, বেণুলার ইস্কুল-কলেজে পড়িনি, আমি বরং কথায়-কথায় ইংরিজী বলতে পারি শুনে শুনে শিখেছি, আর আমার এম-এ ওয়ালীর মুখে একটাও ইংরিজী কথা নেই গা। একেবারে নাস্তানাবুদ। হাবাগোবা।'

'তোমরা মা কেন পারবে না বল তো?' সেন্টুর চিবুকে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল ভূপেন।

সেন্টু বলল, 'আমি আর মিনি আর মা আর বাবা, আমরা অনা বাড়িতে উঠে যাব।'

ভূপেন শুনল, অনা বাড়িতে যেতে হবে। মৃণালিনীকে বলল, 'যেখানে যে সব বউমার হাতে কাজ নেই, তাই আকুপি-বাকুপি বেড়াতে চলে যায়।'

'কাজ নেই কী? আমি কত সব ছেলেটাকে সকাল বেলাকার কোনো ইস্কুল-টিস্কুলে—ঐ যে কী কে-জি না পি-জি সব—আমি একটা কোনো ভিক্তিবিদ্যালয় ভরতি করে দাও। তারপর রোজ ছেলেকে ইস্কুলে দিয়ে এসে ছুটি হলে ইস্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে এসে। আজকাল তো ছেলেকে ইস্কুলে নিয়ে যাওয়া আর বাড়িতে ফিরিয়ে আনাই আধুনিক মায়েদের কাজ হয়েছে। তা একটুকু সি আধুনিক হবার চেষ্টা আমি করছি। সেই অশিক্ষিতকাল সেসবেতো হয়েই থাকা চিরকাল।'

'সেই বলেই তোমার ছেলে পড়ছে। উপরে টুনটুনির ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কার্কলি। আর ওই উপরন্তু পড়ে নিজেদের মুখ পুড়িয়ে রইল।'

'ছেলে পড়ে উপরন্তু নয়, পড়েবধও উপরন্তু।' বললে সুকান্ত। 'আর শুধু দাঁড়িয়ে থাকাটাই জীবনের লক্ষণ নয় পুরো-পুরি।'

'হ্যাঁ, চলা, এগিয়ে যাওয়াই জীবনের লক্ষণ। চরৈবেতি-র আকৃতিও সেই প্রতীকে তৈরি। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াল কার্কলি, 'বলে, বলে আমাকে বাজারে যেতে?'

'বাজারে যেতে নয়, বাজার করতে।' সুকান্ত সংশোধন করতে চাইল।

'ও একই কথা। বাজারে না গেলে যায় না বাজার করা। কিন্তু বলে অনুমতি?'

'বেন তোমার সব কাওকা সব করাই আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখে।' কোন সুরে সুকান্ত ইঙ্গিত একটা ইঙ্গিতের সাপ ছুড়ল সুকান্ত।

বক্ষা উঠিয়ও নয়। অতীক স্বাধীনতা নিতে চেয়ে এ ভূমি অন্যায় করতে পারো না।' আজকাল কথা বলতে গেলেই কেমন একটা কড়া-কড়া সুরে এসে যায় সেই সুরটাকে শাসন করল কার্কলি। বলল, 'আর কয়েকটি দিনমাত্রই সাধার আছে, তোমার স্বাধীনতা মতন সংসারের ভার নেওয়া সরকার। নিজেরা বেণুলির সঙ্গে সংসারের পারিবারের সমস্যা চক্ষুলাজ। বেণুলি বিদেশে বসে বসিকার নয়।'

'তার অর্থ?' কুরুরে কণ্ঠনে সেই একটা কড়াকড় টান ফুটল সুকান্তর।

'অর্থ তোমার।' মনে মনে চমকে উঠল কার্কলি। অর্থ, আমি যদি সংসারের দৈনিক সওদা করতে বাজারে যাই, তুমি তোমার ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেবে?'

'কেন তোমে না? তোমার বেশ আছে নাড়ে-চাড়ে সংসারের দুটি একটা উপকার করলে তা হবে কি?'

'উপকার!'

'তা ছাড়া আবার কী? চাকরের চুরি বন্ধ হবে সেইটুই মস্ত লাভ।'

'আর একটা আমি যে কম চুরে হবে খেয়াল আছে?'

'কোনো সকার কিন্তুরে। পুরো বাজী তোমার মত করে পারব না হ'ক।'

'আমার সেকটা সাসের হবারে কেন? ক্ষতিটা কেন আমার করবে? বলল এক টানা সেরের কিনিস তুমি পাঁচ কিনিস হবার আনলে কেন?' হরল হবার আনলে চুমকে কার্কলি। 'তার ঐ চুর আমা পড়লা আমাকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। বারো-বারোই হবারে নাম করবার করতে পুরাতে হবে। উতো বুঝিলি হাত কার ছাড়বে।'

'ছাড়বেই বা কেন? কেন ক্ষতিপূরণ?' চা হাতে শুয়ে বইয়ে চোখ রাখিয়ে নিবন্ধ করেছে সুকান্ত। গায়ে লাগল না এমনিভাবে বলল।

'কেন? জোচ্চোরকে কেন? নিয়ত মুখ করে হাসার চেষ্টা করল কার্কলি।

'তোমার হাতে তো টাকা আছে। বাড়তি টাকা।'

'বাড়তি টাকা?'

'হ্যাঁ সোপন উপার্জনের উৎস।'

'কথাটাকে প্রাঞ্জল করতে গিয়ে বুদ্ধি অর্জন করে বললে।' ঝগড়া করবে না তখনও কার্কলির প্রতিজ্ঞা।

'তা ছাড়া আবার কী!' খাটের উপর উঠে বসল সুকান্ত। 'ভেবেছিলাম স্বপ্নের মশারের বল হাজার টাকা ফেরত দিয়ে এসেছ, তুমি শুনো ছাড়া কিছু নও। এখন দেখছি ও ছাড়াও তোমার আরো অনেক লুকোনো তহিল আছে।'

'লুকোনো তহিল?' ঘাড় কাত মুখ গলা একসঙ্গে গরম হয়ে উঠল কার্কলির।

'নইলে তখন বাড়তি হাজারের টাকাটা তুমি নিজে ফেরত দিলে?' হাতটা ফেলে রেখে খাট থেকে নেমে পড়ল সুকান্ত। 'যা অসিন আমার জানা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফিস আসল, তুমি সেটাকে কত আরেক ভোটো ফিসে অনায়াস সরিয়ে ফেলে।'

'ফাঁসল দিল্লী সেকেণ্ডক্লাস। চাকরে চেটিয়ে মা হয়ে ও নাকের ফোকারার মু-মু ভরতি হবার ওরকমটির ভিসিনে ফিসল আর সকল সেবার কিনিসকাল না। আর ফিস সকল সাস—এ আমার বিশ্বাসে সবা হবিছল না।'

'ওরকমটির যে সকার পড়ল নয় না জানো!'

'কী করে জানব? বলল ফিসে এক ফিসলে হবারের ভিসি ফিসল হবে ফেলে। পরভিন ফোন ভিসি ফোন জানালেন মুখের সাধে।'

'তা জানো। ফিসে আমার কুফলের ভিসে নই? সত্যি ঠোকলি ফোন সকালে?'

'হবারকাল, ফ ফিসি ভিসলের ভিসিভিসকল ফর ফোনার সাপত্তী নেয়ে ভিসলিছি। ফোনী সরল মুখে কার্কলি সকার।

'আমাকে সরলনি ফোন?' জানতেভিছি ভাইসের মত আর ভিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'কখন সরল? ফেবারে আপে না ফেবারে পরে?'

'ফেবারে আগে।'

'এ এমন একটা কিছু ফাপার মত নয়, ফোনার অনুমতি নিয়ে করতে হবে।'

'নয়?'

'না। এ আমার একলার ভিসিনস আমার বাকিগত প্রয়োজন যাচ্ছে আমি ফোন ভিসেছি।'

কী রকম জোরে ঘাড় উঠল সুকান্তর। বলল, 'ফেবারের পরেও তো নয়নি।'

'কথা ওঠেনি বলিনি। আজ কথা উঠল বলছ। নইলে এ তো ঘাঁড়ো পড়ে আছে টেবিলে। গায়ে সেই সোনার বাণ্ডটা নেই, একটা সাধারণ ফেণ্ডিস বাণ্ড লাগানো, ফেখলেই বোঝা যায়।'

'ফেখলেই বোঝা যায় ওটা ভিন্ন হয়ে গেছে? ওটা ফোনে ফোটো হাতে মুনাফা কুড়িয়েছ?'

তবুও চটবে না, চটল না কার্কলি। বলল,

কে.হোড়ের কণক * পাউডার *

প্রয়োজনে বিক্রি করে দিয়েছি। হ্যাঁ, ওপরে হয়েছিল সংশ্লিষ্ট বাক্সটা গেল কোথায়? বাক্সটা হারিয়েও ফেলতে পারতাম, কাউকে পারতামও বা দিয়ে দিতে। আজ ঠিক-ঠিক প্রশ্ন তুললে, ঠিক-ঠিক উত্তর দিলাম, নিজের প্রয়োজনে বিক্রি করে দিয়েছি। হ্যাঁ, ওপরে মাইনে, ওভারটাইমের কৌটো—নিশ্চয়ই নিজের প্রয়োজন।"

একটা কিছু যা মারতে খুব ইচ্ছে করছে সুকান্তর। বলল, "আপনি তো দু-এক ঘণ্টা আগেও আমায় চেনা করে তা বোঝেন না বলে।"

আমার খুশি—এভাবে গেল না কার্তিক। বলল, "যেটা অসম্ভব, অস্বাভাবিক—যেমন ধরুন চোর বা ডাকাতের আবির্ভাব হয়েই ছড়ির বাক্সটা৷ অকারণে—সেটাই আগে বিশ্বাস করলাম।"

"আচ্ছা, সেই কারণে। এ কি ওটার মধ্যে একটা ডাকাত-মাকাত ছিল?"

"ডাকাত? ডাকাত কিসের?"

"একজনের কাছ থেকে ডাকাত।"

আপাতদৃষ্টিতে আবার ধাক্কা খেল কার্তিক। নিজেই সামলাবার আগে।

"আপনার চরিত্রের আরো একটা দিক আমি দেখেছি। ছড়ির বাক্সটা নিয়ে আপনার কোনো মাথা-ব্যথা নেই। আপনি নিজের প্রয়োজনে বিক্রি করে দিয়েছেন।"

"তা না হয় কি হল? আমি নিজের প্রয়োজনে বিক্রি করে দিয়েছি। তাতে আপনার কি?"

"আমার কিছু নয়। আমি শুধু বলছি, আপনি নিজের প্রয়োজনে বিক্রি করে দিয়েছেন।"

"আপনি কি বলতে চান?"

"আমি কিছু বলতে চাই না

তখন তার জীবনে যেসবের সেই অধ্যায়ের শুরু। সেই হিসেবে তখন জীবন প্রথম ধরে সবে ভাবনের মুখোমুখি এসেছে নতুন, কোন অন্ধকার রাতে কিংবা দুপুর তখন জন্মেছিল একটা মেয়ে মানুষ। ও তখনও বোঝেনি। সঠিক হিসেবে মনে পড়ছে, পড়ার ঘরে হঠাৎ দেখতে পেলাম, দুপুর বিকেলের সূর্যের পড়ার রঙ। সে সময়ে, সবচে ছোকরাটা কিনা ইদু ওর সঙ্গে বিছানায় শুয়ে শিশুটির। তার মার সঙ্গেও ও একটু বিছানায় শুয়ে। এমন সময়ে কমলেশ বোস ঘরের দেয়া দেওয়ালের মধ্যে ওর বাঁচবার পথ। ঘরের চারটার পাশে সাঁটা কাঠের। কাঁচবসানো ঘরের চারটা ওর বাবামশাই পরীক্ষা করতে করতে একেবারে একটা ছাত্রাবাসে তৈরি এর মধ্যে বিছানার দুপাশে পুরু মোটা চাদরের ওপর মাঝে মাঝে ঘুমোচ্ছে ইদু। মাঝে বসিকলী কাঁধের তুলসী, মোটা মোটা একটার সাঁচলে সবসময়ে একটুকে দুধ কলাইয়ের উপর দিয়ে ঢাকা থাকার মতো। তখন কিনারে সবার ওপর ঝোলা দুধ দুধের বসিকলী মাঝে মাঝে পাতলা মতো একটা দিয়ে চেপে দিয়ে যাচ্ছে। ওরা মাঝখানে ঘুমোচ্ছে। ইদুর ঘোমটাবিহীন চওড়ানাক মুখ সব, সব, কলাই কুঁদের মতো সাদের পাতলাটা মোক্ষা একটা বৃষ্টি ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা ঘোমটা, সাঁটা ওরা, যখন ওর সাঁদের ইদু ঘুমোচ্ছে সাঁটা ঘোমটা। ইদুর মায়ের মায়া ওর, তখন উত্তরে ৫।৬৫ কলাইয়ের অধিকাংশ চুপ চাপ। অর্ধেক আকাশ কাল সন্ধ্যার কুয়াশাচ্ছন্ন টিপটিপ বৃষ্টি হয়ে ঝরে চুপচাপ ঝরছে। আর ওপাশের ঘরগুলোয় সকালের মাসের উনুনের ধোঁয়ার পাক, কলঘরের কাপড়কাচার আওয়াজ কানের তুলায় ধ্বনিঘরের ঘোমটা ঘোমটা বাইরেঘরের বসি ঘোমটার বসি ঘোমটা।

কিন্তু অথচ সন্ধ্যে ইদু বিকেলের কাপড় ছাড়িয়ে পুকুরপাড়ে কলঘরে গিয়েছিল কুঁদের বৃষ্টির ঝরঝরে ঘোমটা ঘোমটা ঘোমটা

চৌবাচ্চার শীতল জলটা দেখছে, ফোঁসের কুপসি মাকড়সার জালটা দেখছে, কিন্তু তাকাতে হবে তাকে অন্য দিকে। দুটি আজ বাসরশয্যাসির নিয়ে আপাতবেলায় ওবাড়ি যাবে সব সেজেগুজে। কল্পনাগুলো পরস্পর জানাতে থাকবে সে। আর সব মিলিয়ে কেমন যেন নতুন নতুন লাগতে থাকবে তার নিজেকে। একেবারে নতুন ঝকঝকে নতুন, আর কোন দিনের সঙ্গে অনুভূতির মিল যার কোন মিল নেই এই অভ্যর্থনার, এই অনুভবের। সেই বিছানা ছেড়ে ওঠা থেকে শীতলজলের চৌবাচ্চা থেকে কলসীকরে ভোরে আনবে পাঁচিয়ে মুখে দোক্তার ছোপ দেখে থেকে, তারপরের এই বেলাটুকু মাঝখানটাই কেমন যেন নতুন নতুন লাগতে থাকবে তার নিজেকে। স্বপ্নসংসার ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন সম্পূর্ণ একটা ছোপ যেন তার চারি, নির্ভরসি করবে কলসীকরে সন্ধ্যা তারাদের সঙ্গে পাশাপাশি ঘরে নিজেকে ঘরে এইবার আকাশে স্বপ্নে স্বপ্নে দৃষ্টি মেলে সবার আগে আকাশে আকাশে তার এই জগতের এই ঘরের এই বিছানার ছোপের নিজেকে। দুটি করে দুটি ঘরে নিজের নিজের ঘরে নিজের নিজের ঘরে নিজের নিজের

ছোট্ট চটিটায় একটুও শব্দ না করে উঠোনে নামবে, দাঁড়াবে লাল গোলাপ গাছগুলোর কাছে, মেঘের মাদুরে ঢাকা লাল গোলাপ-গুলোর দিকে তাকিয়ে ও কি যেন ভাববে, নীচের ঠোঁটটায় দাঁত চেপে তারপর একটু নুয়ে, দুই এক পলক গোলাপগুলোকে দেখবে, বা কী সুন্দর! অল্প হাওয়ায় ডাল নেড়ে বুঝি সায় দেবে গোলাপ গাছগুলো, একসময় ওর নিভুঁল আঙুলে একটি একটি করে অনেকগুলো উঠে আসবে। তারপর ও কিছু ভাববে না কোনদিকে তাকাবে না, উঠোন পার হয়ে রাস্তায় নামবে। ছোট্ট সাদা চটির অস্ফুটে শব্দ করতে করতে এগুবে।

রাস্তার বাঁকটা মিলিয়ে যেতেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াবে। ফাঁকা মাঠের মধ্যখানে ছোট্ট বাড়ি, লাল টালির ছাদ, বাদামী রঙের ইটের দেওয়াল। বাড়িটা এমন শান্ত, যেন সবসময় ঘুমোয়। ছোট্ট ফটকটা খুলবে ও। বাগান পার হয়ে উঠোনে দাঁড়াবে। সামনের ঘরে ঢেকের শব্দটা থেমে যাবে। ঘুমন্ত চোখে চশমা এঁটে কাঁথার ফাঁক দিয়ে মুখটা বার করবে মনু পিসি। কাজলদের মা মনু পিসি। ইতু একটু ঘাবড়াবে তবু সামনে। মনু পিসি চশমাটা নামিয়ে কপালে একটু হাসবেন।

—আরে ইতু যে, এই সকালে! ফোস্কা-গুলো তোমাদের উঠোনের কখন হয়েছে, না?

ইতু মনু পিসির হাসির সঙ্গে মিলিয়ে একটু হাসবে। বলবে:

—কাজলদা তোমাকে তুই নিয়ে এসব।

—বাও, কাজল ওদের আছে।

ইতু একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে তারপর ওদাবের দিকে পা বাড়াবে। আর চুকাইই দেখবে, কাঠের কড়াটা চোখদের পাশে হেলান। ইস্কাপের সমান চোখে দেখতে কাজল। উস্কখুস্ক চুল মুখটা লাল। ইতুর পায়ের শব্দে হাই ফেলবে কাজল।

—ইতু যে কী মন কার। মুখের ওপর থেকে চুল সরাতে সরাতে বলবে।

—তোমার ফুল নাও কাজ

—বা কী সুন্দর!

ইতুর হাত থেকে ফুলগুলো নিয়ে কাজল ঘ্রাণ নেবে, উগ্র তীক্ষ্ণ গন্ধ। ইতু রোদে লাল মুখ নিয়ে কাজলের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণভাবে হাসবে।

—আরে এতদিন কে জানত ইতুবাণীর চেয়েও সুন্দর কিছু আছে। ঠাট্টার গলায় কথাটা বলবে কাজল।

আর সেই কথাটা তীরের মত এসে বুকে বিঁধবে ইতুর। গাল দুটো তার আরো লাল হবে, চোখের পাতাটা তার সন্টিটা ঢাকে নেমে আসবে একটু। সুন্দর। আমি তাহলে সুন্দর।

একসময় লজ্জা কুয়াশ লাল গাল সাদা হয়ে স্বাভাবিক হবে ইতুর। হাসবে আবার কাজলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারপর অনেকক্ষণ আনমনা।

—কী যে তুমি ছাই জন্ম আঁকা কাজলদা, কেন মন হয় না।

—তুই বুঝি, আচ্ছা এবার সবার সঙ্গে একটা কিছুতে আঁকবে ইতুবাণীকে আঁকব।

খরখরে সন্টি আকাশে কিছুতেই আঁকার না, কিছুতেই না। মাথার চুল ঝাঁকিয়ে হাত দুটো ঝেড়ে ইতুকে বলবে আঁকব না একেবারে চুপি চুপিয়ে এতক্ষণ আঁকা যে করে ফেলতাম এমন।

তারপর ইতু কাজল চুপচাপ বসে থাকবে। মনু পিসির রান্নাঘরে সেই একটা মধু মধু গন্ধ। পিসির রান্না ঘরে ঢোকা নিয়ে কাজল আর ইতুকে কতবার বকেছে। ইতু কাজল দুজনেই ইস্কাপের মতন পিসি। ইতু একটু ঘাবড়াবে তবু সামনে। মনু পিসি চশমাটা নামিয়ে কপালে একটু হাসবেন।

—আরে ইতু যে, এই সকালে! ফোস্কা-গুলো তোমাদের উঠোনের কখন হয়েছে, না?

ইতু মনুপিসির হাসির সঙ্গে মিলিয়ে একটু হাসবে। বলবে:

—কাজলদা তোমাকে তুই নিয়ে এসব।

—বাও, কাজল ওদের আছে।

ইতু একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে তারপর ওদাবের দিকে পা বাড়াবে। আর চুকাইই দেখবে, কাঠের কড়াটা চোখদের পাশে হেলান। ইস্কাপের সমান চোখে দেখতে কাজল। উস্কখুস্ক চুল মুখটা লাল। ইতুর পায়ের শব্দে হাই ফেলবে কাজল।

—ইতু যে কী মন কার। মুখের ওপর থেকে চুল সরাতে সরাতে বলবে।

—এত তাড়াতাড়ি কেন।

—কাজ আছে।

আবছা মতন ইতুর গলাটা সবে সবে সিঁড়িগুলো নামবে। ইতু পেছনে ঘুরে রাস্তায়।

লজ্জা, লজ্জা, সুখ সুখ। এই বুঝি লজ্জা, শেষ পর্যন্ত এই বুঝি সুখ। মনে মনে যেন বলতে চাইবে ইতু। আর তার ভিতরে অন্ধকারে অন্ধকার একটা উৎস থেকে নদীকেন্দ্রে বুকের মধ্যে রক্তের উত্তপ্ত আলো হইয়ে লাফিয়ে উঠবে আনন্দের শিখার মত আকাশে ঘনায়মান ছড়িয়ে যাবে ছড়িয়ে পড়বে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে সেই উজ্জ্বলতা ছোঁয়াবে।

বলবে, বলবে তুমি কত পারিস একটা ছবিতে আমি সবাইকে আঁকতে পারলাম কাজলদা তুমি আমাকে একটা ছবি দিও। নিজে মন রঙগুলোকে আলাদা আলাদা করে দিয়ে

এক পলক মুহূর্তে ইতু ওদাবে সিঁড়ির রেলিংয়ে লাল রঙের গাছ হাত রাখবে। ঠাণ্ডা হাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, অসম্ভব হয়ে যাবে, ঘোর আসবে।

এমন সেই সময় নিজে সাড়ে বারোটা বাজে। ইতু সিঁড়ির মাঝে সবাইকে দেখে একেবারে একেবারে ইতুকে একটা ইতুকে যে হবে আর আমার কী আমার কী ইতুর এই সোনা মন। সে যে এত অন্ধকার মনুষ্যে ইতু সবে একেবারে ওপর আর এইবার দুজনে নিজে সবাইকে মন নতুন মনে সমস্ত কাঁটাবীর মাঝে এই মন যে ভরে নিজে। আমি ইতুকে সেই মহাকাশে মনুষ্যে। সোনা সোনার মন ওরা মন মনে আমার সবার মনে আমার সবাইকে মনে আমার আমাকে আমাকে। এই মনে সবিনয় আমার মন মনে না আমি ইতুকিছু আমি ঠিক কেন আমার যে ইস্কাপের সোনার গুলো ওরা লাল হয়ে ওরা আমার লালে সেই আমার মনে আমাকে, মনে আমাকে মনে, মনে আমার হয়ে ওদের নিজে। এই মনে নিজেকে আমাদের আমাদের ইতুর মন নিজেকে নিজে।

নিজের কাঁটার ঘোরে ঘোরে ঘোরে ইতু, কোথাকার মত আমাদের নিজেকে ভেবে নিজে যে একটার নিজে পা বাড়াল। আবার চৌকাঠটা পার হবার আগের মুহূর্তেই থেকে একবার এক পলকের জন্য নিজে তাকাতে হল ঘরের মধ্যে ঘরের কোণের অন্ধকারে সন্ধ্যা পাকিয়ে পাড়ে আছে ইতুর কৈশোরের আকাশ, কাঁচকলাপাতা রঙের ফ্রকটা। ইতু তারপর চৌকাঠটা পার হয়ে বারান্দায় নামল।

শঙ্খ মার্কাই
প্রেস্ট টিফিন
যশোর কুমু ইণ্ডাস্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

কে. হোড়ের
কণক
* পাউডার *

# চিত্রপ্রদর্শনী

চিত্রপ্রদীব

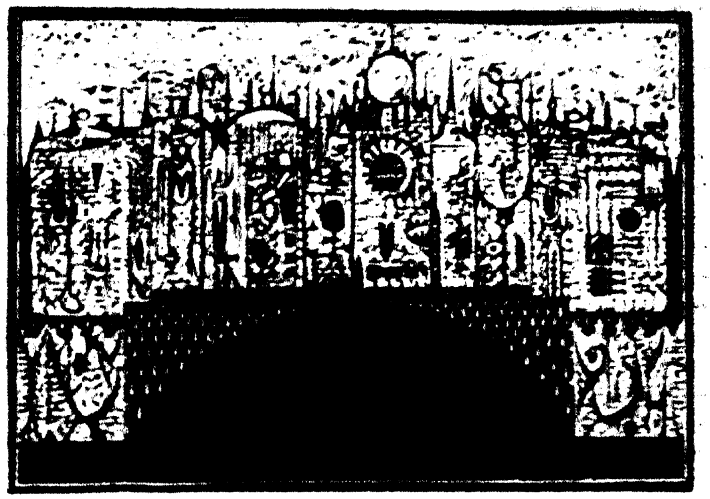

[illegible]—[illegible]

[illegible]

[illegible]

নিকায়' মতই ভয়াবহ। ইনি যুদ্ধের সময় [illegible] র‍্যাডেস্সাক্ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের [illegible] পড়েছিলেন এবং নাৎসী সৈনাদের [illegible] শারীরিক অত্যাচারের হাত থেকে ইনিও নিস্তার পান নি। সেই সব বিভীষিকাই যেন প্রতিফলিত হয়েছে এঁর 'নন-ক্লাসিকাল হাইথ' রচনাগুলিতে। ক্রিসনেন রোথলেউস্কা তার 'দি ডান্স' এবং 'নাইট' রচনায় প্রথাগত ধারাই অনুসরণ করেছেন। অত্যন্ত নিপুণ কারিগর ইনি। লেভকোনিয়া স্কুলের ক্লিন-এর 'স্যাড' রচনাটি উল্লেখযোগ্য। এঁর আঙ্গিকগত ত্রুটি হলেও অসহ্য নয়। রেখার ছন্দ মনে দোলা দেয়। আদাম আলজিয়ারস্কির রচনাগুলি সঙ্গীতধর্মী। সঙ্গীতের অব্যবহিত সব ধর্মীর মতই এঁর রচনা অব্যবহিত সব ফর্ম-এর সমন্বয়। কনস্ট্রাক্টিভিস্ট স্কুলের 'হাসেজ আন্ড পলীজ' বিচিত্র রচনা। শিকাগো কনস্পিরেসি-এর প্রতিষ্ঠাতা নিজে মানেন নি এতকালেই। কিভাবে ধরলে ছবির মাথা ওপরে হবে সেও দুর্লক্ষ্য। এঁর রচনা স্কৌশলের সঙ্গে অন্য কোনও শিল্পীর রচনা-স্কৌশলের কিছুমাত্রও সম্পর্ক নেই। আন্তর্জাতিক মারতীনস্কি সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সভ্য সুকুমার শিল্পী। এর চিত্রকলা আবেগাত্মক ছন্দ এঁর রচনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রকৃতির আভাস কিছু কিছু থাকলেও তা এতই অস্পষ্ট যে, এঁর রচনাকে বস্তুনিরপেক্ষ কম্পোজিশন বলাও চলে। এঁর 'স্প্রিং' রচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভার পরিচয় মেলে জোসেফ জার্মানিক-এর রচনায়। অতি অল্প বয়সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে সোনাটোরিয়ামের কোনও সানাটোরিয়াম-এ এঁকে আশ্রয় নিতে হয় চিকিৎসার জন্য। দীর্ঘকাল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও এর শিল্পদৃষ্টি কোনওদিন ক্ষুণ্ণ হয় নি। এঁর রচনায় চিত্রত্বের অভাব প্রচুর। কিন্তু যেন সুরে বিলম্বিত।

এই প্রদর্শনীটি কলকাতার শিল্পরসিক জনসাধারণ বিশেষভাবে উপভোগ করবেন।

---

**শ্রীজিতু গুপ্তের কাব্যগ্রন্থ**

১। মৌনমুখর ॥০ আনা
২। বাংলা কবিতা ১॥০

একত্রে মাত্র ১, টাকা

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প-কবিতা সংকলন "স্বাক্ষর" নতুনভাবে লেখা পাঠাবার প্রচুর সুযোগ।

ভারতী লেখক সঙ্ঘ, ১২৫, অজয় বিদ্যালঙ্কার রোড, কলিঃ—৩৬

(নি ২১১৩)


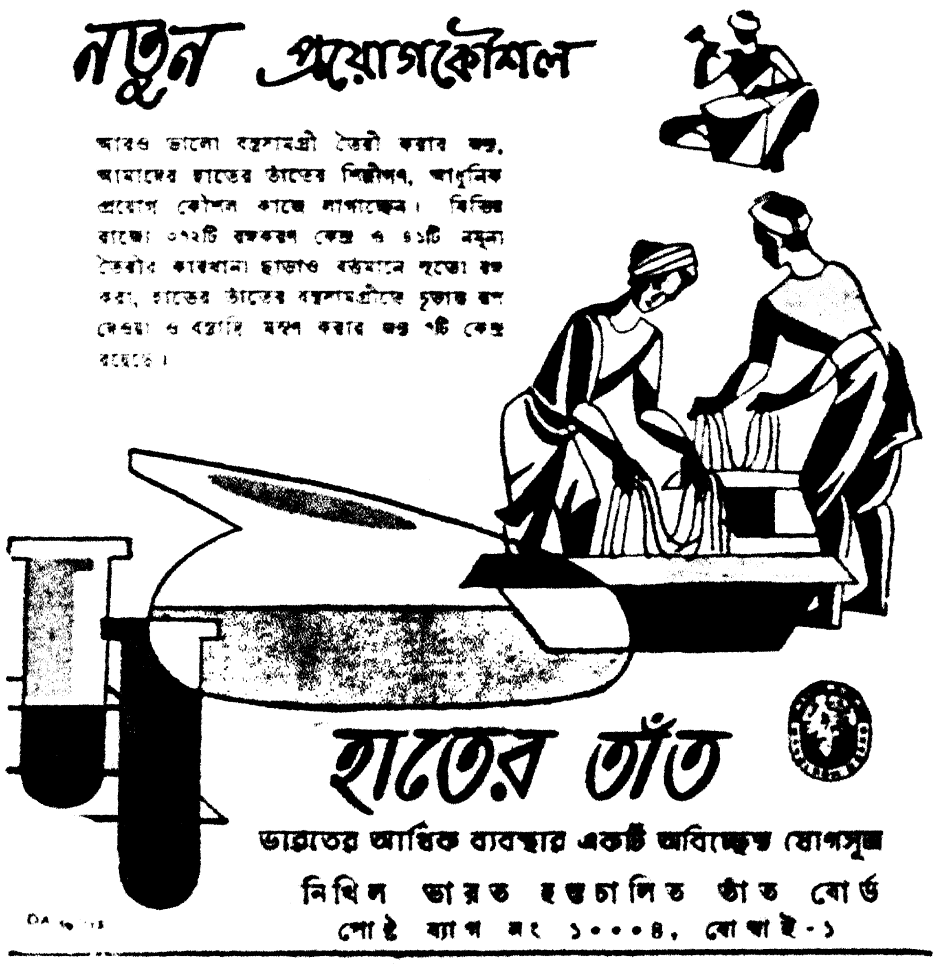

...কিশোরদের সর্বাঙ্গীণ পাঠক্ষুধা ভালো ...করবে। মুদ্রণসজ্জা মনোজ্ঞ। ৪৭৮।৪১

## উপন্যাস

প্রিয়ালতা—সন্তর ভট্টাচার্য। নবভারতী, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। আড়াই টাকা।

প্রীযুক্ত সন্তর ভট্টাচার্যের কবিখ্যাতি যত-খানি প্রসারিত, কথাসাহিত্যিক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা সেই পরিমাণে অধিকার ন... করেনি। কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর যে একটি বিশেষ ধরন আছে সাধারণ পাঠকের সঙ্গে তার পরিচয় নিকট সেকথা অস্বীকার ... আলোচ্যমান উপন্যাসটি তাঁর নবতম ... হিসাবে আমাদের হাতে এসেছে। ... ... ...

**যষ্টি-মধু**

দুরারোগ্য রোগে সর্বশক্তি ব্যবহার ক্ষেত্রে সকল পরীক্ষা। এই ফাল্গুনে

**সেকালীন বাঙ্গ কবিতা**

বিশেষ সংখ্যা বের হচ্ছে। মূল্য ৩০ নয়া পয়সা। পত্রিকার অফিস ১৩৩-২২৩০।

অগ্রিম টাকা না এলেও চলবে।

Classical Sanskrit Literature — A Barriedale Keith 6th Edition Rs. 3.00
Gotama Buddha — K. J. Saunders 2nd Edn. Rs 2.00
Islam in India and Pakistan — Murray T Titus Revised Rs. 5.00
The People of the Mosque — L. B. Jones 3rd Revised edition Rs. 9.75
Christianity Explained to Muslims — L. B. Jones Revised edition Rs. 4.00

Y.M.C.A. PUBLISHING HOUSE
5 Russell Street
Calcutta 16 Phone : 23-3480

"প্রকাশিত হোল"

একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা

**'সপ্তর্ষি'**

[illegible] সংখ্যা [illegible]

১৩৬৬, মূল্য ১.

এই সংখ্যায় লিখেছেন :—

[illegible]

[illegible] "সপ্তর্ষি"—[illegible]

[illegible] ১৯৮ [illegible] ৬২, গণেশচন্দ্র [illegible] ২৩ এই ঠিকানায় [illegible]

[illegible] ৫০, [illegible]


কাহিনীর উপস্থাপনাটি পরিবেশের গুণে সজীব হয়ে উঠেছে—ছবিটির সুপুরে মনোহর-পুকুরের বাঁধের মাঠে কপাটি খেলার দৃশ্যোদ্ঘাটন ছবি, কিংবা ঐ সাধারণের পরিবেশের মধ্যে বস্তিবাসী জীবন সম্বন্ধে অল্প কটি ছবিতে জীবনপ্রবাহ সফলভাবে ফুলনী চরিত্রের পরিচয় বহন করে। অবশ্য যে জিজ্ঞাসা নিয়ে পাঠক উপন্যাসটির সমাপ্তি পর্যন্ত আগ্রহ করবেন, সে ক্ষেত্রে পাঠক কিছুটা নিরাশ হতে বাধ্য, হঠাৎ মেজাজী লতা চরিত্রের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন এবং প্রিয়তমের নিষ্ঠুর নিষ্পৃহতা উপন্যাসটির পরিণতিকে একটি, বেশী পরিমাণে নাটকীয় করতে বিশেষরকম সাহায্য করেছে। তবে পুস্তক-প্রকাশ কাহিনী, পরিবেশ এবং চরিত্রচিত্রণ সমান ভাবে মিলিত হয়ে একটি সুখপাঠ্য রূপ করে সক্ষম হয়েছে, ছবি কালোপযোগী হলেও অবশ্য সমালোচনার মধ্যে মাঝে সুন্দর উপমা প্রয়োগ প্রশংসার্হ।

৫৯০।৬৯

**শুকায় ভবন**—অবধূত। ত্রিবেণী, ১৮, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম টাকা।

নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই জাতীয় উপন্যাস সচরাচর লেখা হয়ে থাকে, কিন্তু লেখকের সেই উপন্যাসগুলি সাধারণ পাঠকের সম্পর্কে থাকে নিরপেক্ষ এমন সুদূর উদ্ভট-চিত্ত রহস্যজনক এবং অস্বাভাবিক পরিবেশে সকল ক্ষেত্রে সমকালীন লেখক-লেখিকার মধ্যে অবধূতই একমাত্র লেখক যিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে সাধারণ পাঠকের কাছে সহজ করে তুলে ধরতে পারেন। বহুজনবিদিত ও বহুজনপরিচিত এই লেখকের লেখা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে একটি কথা বলা যায় যে, এটি লেখকের অন্যান্য উপন্যাসের মতো তেমন উপভোগ্য হয়ে ওঠেনি। ১৯।৬৯

**ছোট গল্প**

**বেলকুঁড়ি**—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বসু ব্রাদার্স। ৯৫ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। আড়াই টাকা।

বেলকুঁড়ি গল্পটি কথাসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নবতম গল্পসংগ্রহ। বেলকুঁড়ি গল্পগ্রন্থের—ধারালো কাঁচি—মানুষের চরিত্রের সূক্ষ্ম রহস্যময়—সম্পর্কের গতিপথ নির্দিষ্টের ও বিচিত্র। গল্পগুলি এই গ্রন্থটি গল্পগ্রন্থ হিসেবে সুন্দর উপভোগ্য। বিশ্লেষণক্ষম ও উপন্যাসের সুদক্ষ পরিচয় পাঠক গল্পগুলির মধ্যে পাবেন। বেলকুঁড়ি গল্পগ্রন্থের কাঁচি বিষয় গল্পগুলি ইতিহাস গল্পের সঙ্গে আমাদের উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনীর পরিবেশকে মনোরম রেখেছে। সম্পাদনা মনোরম। ৫১৮।৬৯

## কবিতা

**প্রথম প্রত্যয়**—নবকলিতা দেবী। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দেড় টাকা।

শ্রীনবকলিতা দেবীর কিছু কবিতা সাময়িকীর ইতস্তত লক্ষ করে হয়ে সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়েছিলাম। সাম্প্রতিকালে হয় তাঁদের কবিতা আমাদের চোখে পড়ে এবং সেই আগ্রহ বাড়িয়ে হয়। চলিতকালে কবিতায় এই সাধারণ দিকটা ছড়ায়, বিচিত্র ভাবের কবিতা আমাদের হয়েছে। এর দশ মূল্য দশ ও বিভিন্নতার কারণে আমাদের যে নিজের সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা হয়েছে [illegible] স্বীকার করতে হয়েছে [illegible] কবিতা [illegible] [illegible] [illegible]

## প্রবন্ধ-সাহিত্য

**মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন**—শ্রীহেমপ্রভা সেনগুপ্তা। ১৩৩, বসাকবাজার আর্কেড, কলিকাতা-১২। শব্দকোষ: ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ২ ৫০ নঃ পঃ।

বাংলাদেশের ঘরোয়া আবহাওয়ার মধ্যে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভাদেবীর লেখার এক বিশেষ আকর্ষণ আছে। তিনি বহুদিন শহরের বাইরে থেকে ছাত্রদের ছাত্রীদের সঙ্গে মিশে তাদের সমস্যা বুঝেছেন। তাঁর বহুমুখী অভিজ্ঞতার ফলে এবং বহুদিনের সাধনায় মনস্তত্ত্বের মতো জটিল বিষয় সহজভাবে লেখা হয়েছে। অনেক বিষয় ও দৃষ্টান্তের জন্যে লেখকদিগের


আমেরিকায়
শিশিরকুমার
বুক ফ্রান্ড বুক



ভাল বইয়ের খবর
সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
মধুচক্র
প্রেমের গল্পের বিস্ময়কর সংকলন
শচীন ভৌমিকের
দ্বিতীয় জীবন
মণ্ডল বুক হাউস


(বি ২৩৭৯)

লেখকের একই শক্তি বিদ্যমান। মনের বাস্তবের সাহায্যে অবচেতনকে [illegible] হয়েছে, কিন্তু এর [illegible] মনের অন্তর্দৃষ্টি না কি? আমার মনে [illegible] সেসবই না কি? মনের সম্বন্ধে [illegible] অনেক [illegible] লেখক [illegible] [illegible] [illegible]

যথার্থভাবে বিচার করলে কি মনে হয় না যে এই পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ-রক্ষণী স্বার্থের সঙ্গে শ্রেণীয় বুদ্ধিজীবীদের নতুন চুক্তির ফল ছাড়া আর কিছু নয়।

৪৩২।৫১

## ধর্ম ও দর্শন

**শ্রীমদ্ভাগবতম্** (১ম খণ্ড)—শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত। প্রকাশক, ১।২১, অরবিন্দমন্দির থেকে হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা-৩২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫,

এই গ্রন্থ কোনো কথা বা ইতিহাস বা তত্ত্বগ্রন্থ নহে। শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা তাহার ইহা একটি সংক্ষিপ্ত মাত্র। ইহাতে লেখক শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহের স্থান ও কাল যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করার চেষ্টা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক প্রমাণাদি ও ঐতিহাসিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ নামধেয় যে তিন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় সে সম্পর্কে লেখক জটিল বাদানুবাদে প্রবেশ না করিলেও উপসংহার মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। অবশ্য এই সম্পর্কে শ্রী কে এম্ মুন্সী বলিয়াছেন,

There is now a general consensus of opinion in favour of the historicity of Krishna. Many also hold the view that Vasudev, the Yadav hero, the cowherd of Gokul, the councillor of the Pandavas, and the great philosopher of the Bhagavat-Gita or in short Krishna of the Puranas and Krishna of the Mahabharat were one and the same person.

কিন্তু ইহাতেই কি তর্কের অবসান হয়? ঐতিহাসিক-সমাজে মতৈক্য বহুকাল পরিচালনের তর্কের বস্তু। ইহার সমাধান সহজ নহে।

এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম খণ্ড, এবং বাকী গদ্যে ও পদ্যে শ্রীমদ্ভাগবতেরই আস্বাদ লাভ করা যায়। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতীক্ষায় থাকিলাম। মধ্যে মধ্যে মূলের প্রমাণ সহজ পাঠের অসুবিধা সৃষ্টি করে।

৪০১।৫১

**গীতা**—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক—সাহিত্য সেবী সমাজ কৃষ্টিয়া আশ্রম—মেহেরপুর। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থখানি সুন্দর হইয়াছে। প্রথমাংশে গীতামাহাত্ম্য। বর্ণমালা ও অনুক্রমণিকায় লেখক বহুশ্রম, গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের সাক্ষ্য রাখিয়াছেন এবং টীকা সংক্ষিপ্তসার করিয়া উপযোগী হইয়াছে। সমগ্র সংস্কৃত উপনিষদ সংক্ষেপে সার্থক করিয়াছেন। কিন্তু ভাষা ও বাক্যবিন্যাস ও মুদ্রণসৌকর্য্য এই গ্রন্থ হইতে অনেক উপকৃত হইতে পারিত। সে-বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত হওয়া উচিত।

'অনুবাদ' নামে মূলের কতকটা বর্ধিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই কতকটা অনাবশ্যক উপকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার সমর্থক না হইলেও লেখক সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা অনেকস্থলে পরিহার করিয়াছেন। মূলের প্রমাণ অনুসরণীয়।

১০০।৫১

## প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

**কপালকুণ্ডল** (গল্পাবলী)—ঈশান ঘোষ ও শ্রীসনৎকুমার গুহ।

**রাজার বয়সের প্রেমের কবিতা**—অনেকগুলি সমালোচনা সমন্বিত।

**জুয়াচোর**—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী।

**পাঞ্চজন্য**—নারায়ণচন্দ্র মিত্র।

**আনন্দী**—শ্রীসুরেন্দ্র ঘোষ।

**নবীন পাখীরা** (একাঙ্ক নাটক)—শ্রীবিনীত মৈত্রেয়।

**ইতিহাসের দৃষ্টি**—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

**ভাবত পথিক রামমোহন রায়**—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

**ধর্ম্ম**—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

**আরো একজন**—অজিত দত্ত।

**কুহু, ব্রত**—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

**বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান**—ডক্টর সুশীলকুমার দে।

**সিন্ধুর স্বপ্ন**—শ্রীসুধাংশু মিত্র সম্পাদিত।

**শান্তি ও মৈত্রীর জন্যে আফ্রো এশিয়ান লেখক সম্মেলনের বক্তৃতাবলী** ১৩—২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১।

**জীবন জিজ্ঞাসা**—ডক্টর সুশীলকুমার দে।


শিশির সেনের

# আনন্দনিকেতন ৪-৫০

বঙ্গের সাধু সন্ন্যাস এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু

আনন্দ পাবলিশার্স :: ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

শ্রীবাসব-প্রণীত

নতুন উপন্যাস

দেওয়ান বাড়ি ৭-৫০

এক মুঠো মাটি ২য় সং ৪, ॥ কণ্ঠ বিনোদিনী ৪,

বিশ্ববাণী ॥ ১৯৫, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট ॥ কলি-৭

# রঙ্গভঙ্গ

চন্দ্রশেখর

## সংগ্রাম ও শান্তি

[illegible] অধিকারের সংগ্রামে [illegible] ১৯৫৮ সালে [illegible] ১৯৫৯ সালে [illegible] এই কলাম [illegible] ১৯৬০ সালে [illegible] ১৯৬১ সালে [illegible] ১৯৬২ সালে [illegible] ১৯৬৩ সালে [illegible] ১৯৬৪ সালে [illegible] ১৯৬৫ সালে [illegible] ১৯৬৬ সালে [illegible] ১৯৬৭ সালে [illegible] ১৯৬৮ সালে [illegible] ১৯৬৯ সালে [illegible] ১৯৭০ সালে [illegible] ১৯৭১ সালে [illegible] ১৯৭২ সালে [illegible]

পাড়ি দেয়। সুবন্ধরের মধ্যে কালীর সব কুকীর্তির কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে সহরে। রমা ও কালীর একমাত্র কন্যা প্রতিমাকে বিলেতী শিক্ষা দিয়ে ভদ্রসমাজে উচ্চাসিক করে তুললেন মিঃ চৌধুরী। রমার সম্মানে মিঃ চৌধুরীর বাড়িতে যেওয়া এই ভদ্রসমাজ বন্ধ রোধ করতে পারল না কখনো। রমার আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ ক'রল তার অনুগ্রহভীরুর মনে। ভদ্র সমাজের মধ্যে নিয়ে রমা নিজেকে করল সকলের সব সন্দেহ। সকলে পুলিসের হাতে ভেল করে রমা নিয়ে দাঁড়াল মিঃ চৌধুরীর মুখোমুখি পূর্ব প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবি নিয়ে, পিছনে তার বিরাট সত্যাগ্রহী জনতা। কোন হুমকিতেই দাবিয়ে রাখতে পারলেন না মিঃ চৌধুরী এই ডেপুটেশনী নারীকে। মিঃ চৌধুরীর বিলেত ফেরত ছেলেও—কারখানার মালিকের পক্ষে টুঁটি যাকে অভিভূত করতে চেয়েছিলেন সেদিন—এসে দাঁড়াল রমার পাশে। কারখানার ভেতরের ঘরের জনালা থেকে অনুপ্রেরণা ও অভ্যর্থনার ছিলেন রমার স্বামী যেখানে এই মহিয়সী স্ত্রীর এই জনকল্যাণ যজ্ঞ তার হাতে ছিল বিজয় ভক্ত। সেই বিজয়রথের পুরোভাগে অশ্বারোহী দুজন রমার কানে। রমা এই অশ্বারোহীকে শুনতে পেল দুটি কোন সন্তানের বাণিনী। দুঃসহ আক্রমণের ক্ষেত্রে নিয়ে সে ঘুরিয়ে নিল শ্রমিক মালিকের আক্রমণ পাতাল বাবধান। কিন্তু নিজের জীবনে আপন ও অন্তরতমের মাঝে দিনে দিনে যে আক্রমণ পাতাল বাবধান গড়ে উঠেছিল তা সে কোনদিনই ঘোচাতে পারল না।

সমাজের ভাঙনে শ্রমিক-মালিক বিরোধের মূল সমাধানের একটি সম্ভাবনাকে এই ছবিতে। কাহিনীকার পরিচালক পুরোভাগে ছবির উপস্থাপনে ও উপসংহারে এই কলার সম্ভাবনাকে [illegible] সবল করে তোলেননি। ছবির সমগ্র জীবনের মধ্যবর্তীকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে [illegible] ছবির বিষয়বস্তু একটি সমস্যার চারপাশে আবর্তনে [illegible] এবং [illegible] ছবির [illegible] ছবির [illegible] ছবির

সম্প্রতি রাজের একটি ছিন্নমস্তা মূর্তি ও একটি অষ্টধাতু নির্মিত দেবীমূর্তি খানজাহান ঠাকুরের সমাধি এক ব্যক্তি বিক্রয় করে বলে সংবাদপত্রে প্রকাশ হওয়ায় পুলিসের তদন্তের ফলে


মিনার্ভা থিয়েটার

৩ টিকিট পাই :: ফোন ৫৫৫৮৬৯

আজ সন্ধ্যা ৬টায় বিশেষ আকর্ষণে

ওঙ্কার

লিখিত নির্দেশনা ও সুরসৃষ্টি অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

সুর — রবীন চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চ ও পরিচালনা — উৎপল দত্ত

ফোকসোনে — নির্মল চৌধুরী

রূপসজ্জা — নির্মল গুহ রায়

প্রধান ভূমিকায় — তাপস সেন

টুপি বহুরূপে ও কাহিনী—৩১

টুপি বাঁধা ও ছাড়া টিকিট—৩ ও ২১

(টি ২৬৭২)



বহুরূপী

বহুরূপী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব এবং বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক নতুন পরীক্ষা বহুরূপীর অন্যতম অধিনায়ক ও প্রযোজক শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় ও অভিনয়ে

এ সপ্তাহে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ইবসেন

মন্ত্রণা দেয় রক্তাক্ত রাত্রি, রচনা করেন পাত্রাণী, রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়, বিমল মিত্র, অমর পাত্রাণী, কুমার রায় ও তরুণ ভাদুড়ী।

রূপসজ্জা—রবীন্দ্রনাথ বসু

মঞ্চ — এম টি মিত্র

টি দ্র:—নতুন ও পুরাতন সভ্যদের জানান যাচ্ছে ১১ এ সাবস্ক্রিপশন রেড করা হয়েছে ১৫ — এই ডিসেম্বর বহুরূপী কার্যালয়ে দেখা করুন।

(টি-২৬৮৪)



রঙমহল

টুপি বহুরূপীর ৩ টিকিট ৩ টি টিকিট ৩ ও টুপি ফিল্ম ১৩—৩টায়

অভিনব বৈজ্ঞানিক রহস্যময় নাটক

এক পেয়ালা কফি

রচনা ও পরিচালনা : মন্মথ রায়

রূপসজ্জা : হরিপদ দত্ত, আলো : তরুণ দত্ত, আবহ : রবীন চট্টোপাধ্যায়

প্রধান ভূমিকায় : অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, বিশ্বজিৎ, কেতকী, কাবেরী, রীণা মল্লিক

টুপি বহুরূপে ও কাহিনী—৩১

টুপি বাঁধা ও ছাড়া টিকিট—৩ ও ২১

(টি ২৬৭৩)

ভিমা ওয়াচ কোং

কলিকাতা কলিঃ, দিল্লী


সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, [illegible] ও [illegible] ঘটনার সহিত [illegible] ও [illegible] ব্যক্তিদের [illegible] করিয়া [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

না-ডাকা দিয়ে দেওয়াল ডিঙিয়ে তাকে ঢুকতে হয় চিত্রার ঘরে।

কারণ অনুরোধা খুন হয়েছে। সেদিন রাত্রে অনেক তার ঘরে ঢুকেই দেখে, সে নিহত। অনেকের ছেলে-আসা ডাক্তারী ব্যাগ ও নোটবুক দেখে পুলিস তাদেরই হত্যাকারী বলে সন্দেহ করে। অনেক দিন-চারেক জেল।

এদিকে পুলিসকে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে রহস্যজনক সংবাদ দেন অনুরোধার এক প্রতিবেশী উকিল মিঃ পালিত। মিঃ পালিত নিজে অনুসন্ধানের কাজে হাত দিয়ে পুলিসকে একথা নিঃসংশয়ে জানান যে, অনেক খুনী নয়।

অনেকের সঙ্গে চিত্রার পরিচয় কিভাবে কথা তেউ জানতে পারে না। তাই যখন সে সন্তান-সম্ভবা হয় তখন তার কাছে চোখে সে হয় কলঙ্কিনী। তাই তার নবজাত পুত্র স্থান পেল না মায়ের কোলে। চিত্রা মৃত সন্তানের প্রসব করেছে শুনলে তার বাবা শিল্পীটিকে তুলে দেন পরিবারের

ওয়ন্ডী পিকচার্সের "অজানা কাহিনী"-র নায়কের রূপসজ্জায় জাসিতবরণ

ডাক্তারদের কুনজরে পড়ে। শুধু তাই নয়, ঐ ডাক্তারদের নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদের সঙ্গেও তার বিরোধ বাধে।

সেই কলঙ্কময় জীবনের ছাইভস্মের চাকরি নিয়ে আত্মগোপন করে ছিল অনেক। কলঙ্কময় এক দুর্ঘটনার ফলে লাবুকে সে সেখানে দেখতে পায়। দুর্ঘটনায় লাবু মারা যাবার পর তার বিধবা স্ত্রীর কাছ থেকে অনেক জানতে পারে, চিত্রার মা হওয়ার কাহিনী, সন্ধান পায় নিজের ছেলের।

এদিকে মিঃ পালিতের চেষ্টায় প্রকৃত খুনীকে গ্রেপ্তার করে পুলিস। আদালতে অপরাধীর বিচারকালে অনেক এসে নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করে। অবশেষে ঘুরপাকে চিত্রা ফিরে পায় তার হারানো ছেলেকে লাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে। তার প্রকৃত অপরাধীর স্ত্রী সত্যিকথা বলেছিল মারা যাবার আগে। তাইতে মায় অনেকের মন অভিযোগের হাত থেকে মুক্তি পায় অনেক।

ছবির অভিনয়ক্ষেত্রে অনেকের নৈপুণ্যের পরিচয় রয়েছে। অনেক চরিত্রে ঠিক মানিয়েছে কিন্তু চিত্রার চরিত্রে ছবির খুনী নির্মলকে মনে হয়েছে বেশী মানানসই। নির্মলের অভিনয় সুন্দর হয়েছে। সংলাপ উচ্চারণে সুস্পষ্টতা রাখতে পারলে ভালো হতো। চিত্রার চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে অনেক জায়গায় তার অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেনি। অনেকের চরিত্রে অভিনয় করে ছবির নায়ক ও নায়িকার চেয়ে অনেক বেশী নাম করেছে। ছবির শেষ দৃশ্যে অনেকের মৃত্যুর পর তার ভূমিকায় অভিনয় করে ছবির নায়ক ও নায়িকার চেয়ে অনেক বেশী নাম করেছে।

ছবির অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন শৈলেন মুখার্জি, অনুপকুমার, ছায়া দেবী, সন্ধ্যা রায়, রেণুকা রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, নীতীশ মুখার্জি, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, শ্যাম কুমার, শ্যাম কুমার, শ্যাম কুমার

ছোটগল্পটি হবে সৌরীন্দ্রমোহন-রচিত অশোক কুমার ও মধুবালা দেবীর এই নামাঙ্কিত ছোটগল্প অবলম্বনে পরিচালিত ও "ফিল্মিস্তান" নির্মিতব্য ছবির

# চিত্রালোচনা

প্রযোজকের মুখোপাধ্যায়ের বেঙ্গলী গল্পটি এ দেশের পাঠকের কাছে [illegible] তাদের সঙ্গে [illegible] দুটি [illegible] ছবিটি এই [illegible] [illegible] এ নবীন [illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible] [illegible]

অগ্রদূতের আগামী ছবি 'বোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এর একটি দৃশ্যে অসিতবরণ উত্তমকুমার, দীপ্তি রায় ও শ্রীমান পল্লব। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কাহিনীর চিত্ররূপ এটি

বিষয়বস্তু। সংলাপ, চিত্রনাট্য, সুরারোপ, ছবিগুলি, কৃষ্ণকুমারী, মিঠু মুখার্জি প্রভৃতিকে নিয়ে এর কুশীলবগণ গঠিত হয়েছে। ছবি ছবিটির প্রযোজক ও পরিচালক। সংবাদে জানা যায়...

ঠাকুর রামাসের নিবেদন "পথ কী বন্ধু" বৌবনের অনন্ত সন্ধানের ছবি... [illegible]

...দুরের ও পরিচয় পাই নায়কনায়িকার অন্তরের। পরিচালনায় দুই নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ... [illegible]

...কুশলী ... [illegible]

...এবং পরিচালক ও সুরকার।

...ছবি ... [illegible]

পাশে আর একটি হিন্দী ছবি। পদ্মিনী, শিবাজী গণেশন ও রাজা সুলোচনা মুখ্য ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন। পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এ ভীম সিংহ। বেদপাল গানে সুর দিয়েছেন এবং আবহ সঙ্গীত রচনা করেছেন।

• • •

অগ্রদূতের সম্প্রতি অসমাপ্ত 'চিত্রেখরীর রহস্য-রোমাঞ্চের ভয় ছবি ভয়। এখানে যে সব ছবি অসমাপ্ত মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে অগ্রদূতের 'চিত্রের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', এস এম ইউসুফের 'মাটি আর মানুষ', অজয় প্রোডাকসন্সের 'রহস্যের অন্তরে', চন্দ্রাবতী ফিল্মসের 'বাইশ ঘণ্টা' ভোলানাথের এস্টাবলিশমেন্টের 'সমাপ্তি' এবং শ্রীভবানী লক্ষ্মী ফিল্মসের 'দীপান্বিতা'।

এস এম প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি 'হাত বাড়ালেই বন্ধু'র মুক্তির দিনও ঘোষিত হয়েছে। ফিল্মস ডিস্ট্রিবিউটার্স একটি নতুন সংস্থার মাধ্যমে ছবিটি মুক্তি দান করবেন ১৫ই ডিসেম্বর। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুকুমার দাশগুপ্ত। সুরারোপ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, কমল মিত্র, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অনুপকুমার, তরুণ কুমার, নবাগতা সন্ধ্যা রায় প্রমুখ।

• • •

অগ্রদূতের নতুন ছবির প্রাথমিক কাজের সূত্রপাত হবে

কেশ মিগ্ধ

করে থাকেন ?

তাড়াতাড়ি আরামের জন্যে

বি. আই. কফ সিরাপ ব্যবহার করুন

ধমকা ও পুরোনো কাশিতে

এবং শ্বাসনালীর প্রদাহে

বিশেষ উপযোগী

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী লিমিটেড

বাংলা ও হিন্দী ছবির পরিবেশন ক্ষেত্রে জনতা পিকচার্স এণ্ড ডিস্ট্রিবিউটার্স নাম সুপরিচিত। এবার তাঁরা ছবি তৈরির কাজেও হাত দিয়েছেন। জনতা পিকচার্সের প্রথম ছবির নায়কত্ব করছে অশোককুমার। ছবিটি পরিচালনা করবেন অজিত সেন। সুপ্রিয়া চৌধুরীকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে।

অসমীয়া সাহিত্যজগতের সুপরিচিত পিকচার্স ইনস্টিটিউট এণ্ড ডিস্ট্রিবিউটার্স প্রাঃ লিঃ একটি অসমীয়া ছবি তোলার আয়োজন করেছে। ছবি তুলবেন হেমেন গুপ্ত। অভিনয় করবেন অসমীয়া ও বাংলা ছবির কয়েকজন শিল্পী। এই ছবির কাহিনীকার ও সংগীত পরিচালক এই কারণেই আগে ইতিমধ্যেই সংবর্ধনা লাভ করেছেন।

আগামী ১লা মার্চ থেকে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ছবি তোলার কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যে বোম্বাই থেকে শিল্পীরা এসে পৌঁছবেন। ছবিটি ১৯৬৭ সালের মধ্যে মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায়।

• • •

আগামী রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় রঙমহলে পদ্মশ্রী নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর পরিচালনায় "অন্তরে অন্তরীণ" নাটকটির মহরৎ করবেন। প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়ের এই নাটকের নাট্যরূপটি এর আগে প্রায় মাসে অন্তত একবার করে এই শহরের বিভিন্ন মঞ্চে ও হলগুলে অভিনয়ের পরপরই প্রযোজনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন—এই প্রযোজনাটি তাঁরা প্রযোজনা করবেন। নির্দেশনার ভেতরে থাকবেন শিশির ভাদুড়ী।

• • •

ইতিমধ্যে (২৯শে ফেব্রুয়ারী) সরকার নাটক রঙমহলগুলের লাভজনী সিনেমা হলে রূপান্তরিত হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় বৈকালীন প্রদর্শনীতে ছবি দেখানো হবে। ছবি তোলার কাজ এই সপ্তাহেই শুরু হবে। নায়ক নায়িকা নির্বাচন এখনো হয়নি। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অগ্রদূত।

• • •

ছবিঘরে ছবি দেখানো ছাড়াও রঙমহল নাট্যসংস্থা তাঁদের পরপর নাটকনিকেতন "অন্তরে অন্তরীণ" মঞ্চস্থ করবেন। প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়ের এই নাটকের নাট্যরূপটি এর আগে প্রায় মাসে অন্তত একবার করে এই শহরের বিভিন্ন মঞ্চে ও হলগুলে অভিনয়ের পরপরই প্রযোজনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন—এই প্রযোজনাটি তাঁরা প্রযোজনা করবেন। নির্দেশনার ভেতরে থাকবেন শিশির ভাদুড়ী।

• • •

ইতিমধ্যে (২৯শে ফেব্রুয়ারী) সরকার নাটক রঙমহলগুলের লাভজনী সিনেমা হলে রূপান্তরিত হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় বৈকালীন প্রদর্শনীতে ছবি দেখানো হবে। ছবি তোলার কাজ এই সপ্তাহেই শুরু হবে। নায়ক নায়িকা নির্বাচন এখনো হয়নি। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অগ্রদূত।

# নাট্যাভিনয়

[illegible]

• • •

আগামী রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় রঙমহলে পদ্মশ্রী নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর পরিচালনায় "অন্তরে অন্তরীণ" মঞ্চস্থ করবেন। প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়ের এই নাটকের নাট্যরূপটি এর আগে প্রায় মাসে অন্তত একবার করে এই শহরের বিভিন্ন মঞ্চে ও হলগুলে অভিনয়ের পরপরই প্রযোজনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন—এই প্রযোজনাটি তাঁরা প্রযোজনা করবেন। নির্দেশনার ভেতরে থাকবেন শিশির ভাদুড়ী।

• • •

ইতিমধ্যে (২৯শে ফেব্রুয়ারী) সরকার নাটক রঙমহলগুলের লাভজনী সিনেমা হলে রূপান্তরিত হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় বৈকালীন প্রদর্শনীতে ছবি দেখানো হবে। ছবি তোলার কাজ এই সপ্তাহেই শুরু হবে। নায়ক নায়িকা নির্বাচন এখনো হয়নি। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অগ্রদূত।

# বিবিধ সংবাদ

[illegible]

• • •

[illegible]

• • •

[illegible]


শিশু সাহিত্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ
রেখা ও লেখা



জাবনাত : মফস্বলের চমৎকার, বিভিন্ন রঙের ও ডিজাইনে মাউন্টেন ক্লথ বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট প্রয়োজন ও নমুনার জন্য লিখুন : Kay Kay Traders, B 723 Vinay Nagar, New Delhi.
(এম ৩-২৬৪)



এলিট
প্রথম ৩ দিন ২টায়
[illegible]
THE BEST OF EVERYTHING
CinemaScope COLOR by DE LUXE
[illegible]



বিশ্বরূপা
(শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)
ফোন : ৫১-১৬২৩
[illegible]
সেতু
[illegible]

স্বাধীন পরিচালক হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেন।

### নতুন রেকর্ড

মেগাফোন কোম্পানী সম্প্রতি যে-সমস্ত রেকর্ড প্রকাশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

জে এন জি ৬০৩৬ বিশ্বনাথ মৈত্রের কণ্ঠে ভজন। জে এন জি ৬০৪৮ হিন্দির বিভিন্ন রকমের সঙ্গীতের সহযোগে যন্ত্রসঙ্গীত। জে এন জি ৬০৫১ জহর রায়ের কৌতুক নক্সা। জে এন জি ৬০৫৭ সুপ্রভা সরকারের আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৫০ সুচিত্রা সেনের আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৫১ অমিয়া দত্তের আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৪৪ হরীন মজুমদারের আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৫৩ অপরেশ লাহিড়ীর আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৫৬ অখিলবন্ধু ঘোষের আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৫২ রেণু মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান। জে এন জি ৬০৫২ মান্না দের শ্যামসঙ্গীত।


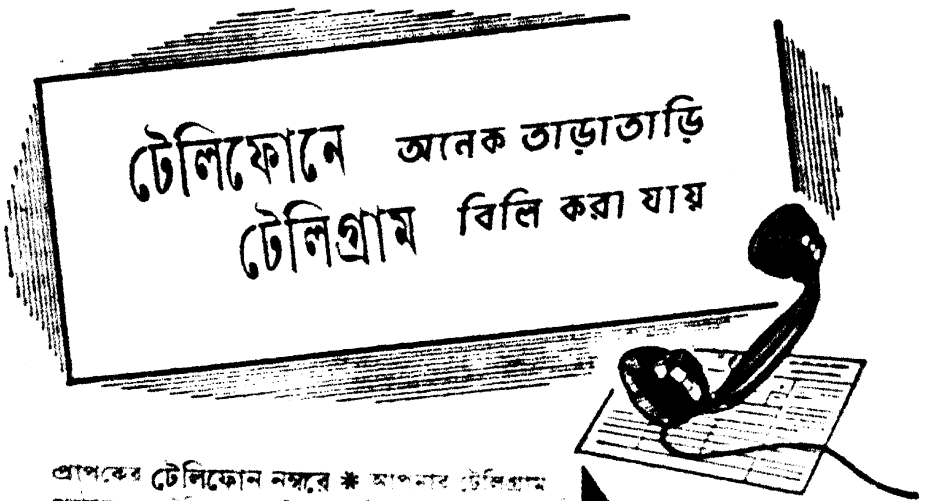


প্রাপকের টেলিফোন নম্বরে * আপনার টেলিগ্রাম পাঠান। টেলিগ্রাফ অফিসে টেলিগ্রাম পৌঁছবামাত্র সেটি টেলিফোনে তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। টেলিগ্রাফ পিওনের মারফৎ বিলি করতে হলে, সাধারণতঃ যে দেরী হয়, এতে তা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

বাণিজ্যই
• টি এফ ৩১৬৭০
গৃহের শিল্প

তা ছাড়া এতে খরচও বেশী নয় — টি এফ এই উপসর্গটি নিয়ে টেলিফোন নম্বরকে একটি শব্দ ধরা হয়।

যেখানে টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে, সেখানেই শুধু এই সুবিধে পাওয়া যায়।

টেলিগ্রামের একটি নকল সেই দিনই প্রথম ডাকে প্রাপকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

## ফোনে আপনার টেলিগ্রাম জেনে নিন

প্রেরক যদি ফোন নম্বর না দিয়ে যেন তা সত্ত্বেও কোন কোন সহরে আপনি ফোনে টেলিগ্রাম পেতে পারেন। টেলিগ্রাফ অফিসে আপনার ফোন নম্বর রেজেষ্ট্রি করিয়ে নিন। তারপর থেকে আপনার সমস্ত টেলিগ্রাম ফোনে জানিয়ে দেওয়া হবে, পরে তার নকল পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আগ্রা, আহমেদাবাদ, এলাহাবাদ, অমৃতসর, বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা, কোয়েম্বাটুর, দিল্লী, ইন্দোর, কানপুর, মাদ্রাজ, নাগপুর, নূতন দিল্লী, সেলেম ও সেকেন্দ্রাবাদে এই সুবিধে পাওয়া যায়।

**আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন**

ডাক ও তার বিভাগ

DA 59/351

## একলব্য

এই মাসের ১৮ তারিখ থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার স্কোয়াস্যালিতে শীত-কালীন অলিম্পিক খেলাধুলো আরম্ভ হওয়ার কথা। আরম্ভ হবার কথা কি এই লেখা যখন পাঠকের হাতে পড়বে তার অনেক আগেই উইণ্টার অলিম্পিক আরম্ভ হয়ে যাবে। উইণ্টার অলিম্পিক শেষ হবে এই মাসের ২৮ তারিখে। উইণ্টার অলিম্পিক সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ নেই। শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী, যারা কিনা স্কেটিং, স্কিয়িং, স্লেজিং, স্কী, আইস হকি প্রভৃতি খেলাধুলোর জন্যে উইণ্টার অলিম্পিকের ১০ কিলোমিটার খেলাধুলোর চাইতে বেশী আগ্রহী। আমাদের আগ্রহ অলিম্পিকের মূল খেলাধুলো, আমাদের কাছে সাত দিনের একদল চুক্তিবদ্ধ অভিনেত্রীর চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

অলিম্পিকের এবারে সপ্তদশ অনুষ্ঠান। সবারই জানা আছে যে অনুষ্ঠানের আসর বসছে মূল অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক স্থানীয় কিন্তু অলিম্পিকের এই মহা ঐতিহ্যমণ্ডিত সমারোহের আসরে যোগদানের আগ্রহ সেই। বিশেষত সবারই আগ্রহ থাকে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলাধুলো দেখার।

শৌর্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক-রূপী শিখা-দণ্ড।

কিন্তু গ্রীক ও ইতালী যেচে আছে তাদের পুরা কাহিনীর মতো। সেই একটি কাহিনীর পথ ধরেই এগিয়ে চলছে ১৯৬০ সালের অলিম্পিক মশাল।

বহু বছর আগে, সভ্যতার সূর্যোদয়েও বহু আগে আলিম্পাস নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অলিম্পিয়াস ক্রন সেবী আরিয়াসের প্রেমে পড়েন। কিন্তু আরিয়াস নারদ। তিনি শঙ্খচিল ও ঘোড়াটিগুও পাহাড় পর্বত, নদী অরণ্য অতিক্রম করে ঘুরে চলতেন। কিছুতেই ধরা দেবেন না তিনি। তার চাইতে তার অবলা বনের ঘনসন্নিবেশ ঝোপের ধারে তার নিরালা নির্জনতা ঢের ভাল। সেটাই তিনি চান। তবু ধরা দেবেন না অলিম্পিয়াসের হাতে।

কিন্তু অলিম্পিয়াসও অনাড়ম্বর অকৃত্রিম প্রেমের মধুর নদী নিয়ে সাধনা ও সৌন্দর্য নিয়ে। আরিয়াস কিন্তু ঘুরেই চলছেন। দেখা হল নদী তীরবর্তী বনের ধারে। তারপর তার সমস্ত বন্ধ কলাকৌশল তুলে সাধনা নিয়েছেন—প্রেমাস্পদ অলিম্পিয়াসের অভিপ্রায় থেকে রক্ষা করবে বলে তাকে একটি বরনাথের রূপান্তরিত করে দিলেন।

অলিম্পিয়াস সমস্তের স্নিগ্ধ কুলিশ সেখানে আরিয়াসা নেই। তবুও তাই তিনি, তবে ছাড়বেন না। সেখানে না সেখানেও আরিয়াসা নেই। আজ শুধু সংসারের অবশেষে মাত্র একটি ঝরনার রূপান্তরিত।

কিন্তু অলিম্পিয়াসের খেলা শেষ হয়নি। যেখানে যে কোন প্রেমেরই খেলা শেষ হয় না। অন্তত তিনি মনীশ্বর অলিম্পিয়াস। নদীর রূপান্তরিত অলিম্পিয়াসের ঝরনা। আজও তিনি নিত্য নবরূপে নিত্য নিত্য চলছেন।

১৯৬০ সালের অলিম্পিক [illegible] অলিম্পিয়াস [illegible] অলিম্পিয়াস [illegible] অলিম্পিয়াস [illegible]

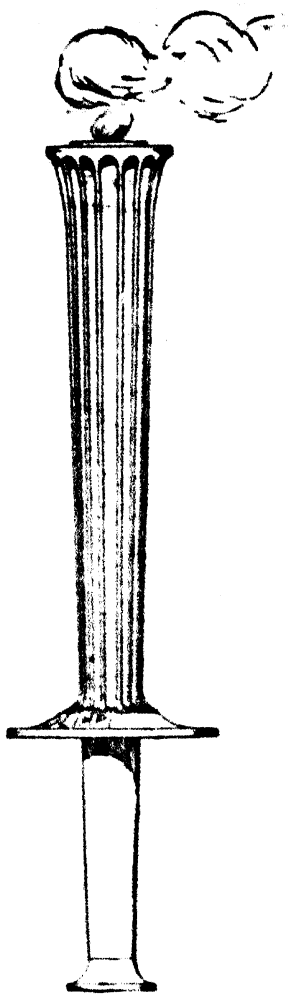

রোম অলিম্পিকের নতুন মশাল

[illegible] অলিম্পিয়াসের [illegible] ১৮ দিন সময়ের [illegible] একটি অলিম্পিক [illegible]

এই অলিম্পিক থেকে [illegible] পুরুষদের [illegible] নিয়ে যাওয়া হবে অলিম্পিয়া [illegible] হবে মহাসমারোহে [illegible] অলিম্পিক [illegible] ১৮ দিন ধরে অলিম্পিয়াসে [illegible] অলিম্পিক [illegible] অলিম্পিয়াস [illegible] অলিম্পিয়াস [illegible] অলিম্পিয়াস

রোম অলিম্পিকের প্রতীক সেকেড্-কারার স্তম্ভশীর্ষের মধ্যে গ্রহের শিল্প, ইতিউলাস ও ভিমান। তার নীচে অলিম্পিক রিং

ইতিউলাস ও ভিমানের অমর প্রতিমূর্তির এবং তাহাই প্রতিযোগিতার অনুকরণে মেডেলগুলি ইঁহার হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। অলিম্পিক আদর্শের ভিত্তি ছিল ৫ এর মহাসম্মানের পুরস্কার।

সেকেড্-কারার স্তম্ভশীর্ষের ইতিউলাস ও ভিমানের মূর্তিগুলির রোম অলিম্পিক কমিটি অলিম্পিক আদর্শের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রতীকের নীচে রহিয়াছে পাঁচটি মহাদেশের মিলনের চিহ্ন পাঁচটি রিং।


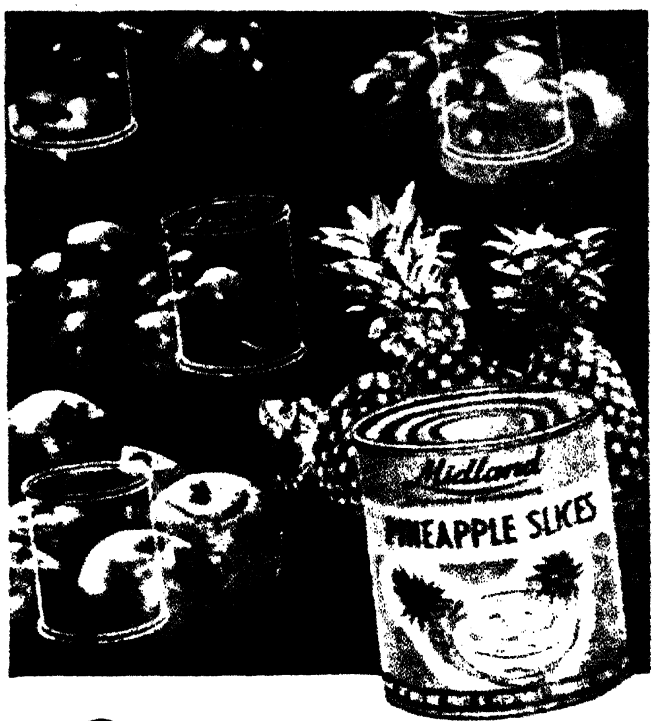


মিডল্যাণ্ড সবসময়েই পাবেন

Midland

মিডল্যাণ্ড সবুজাই করা হয় সবচেয়ে ভাল, তাজা ফল, আর তারপর তাকে পাঠানো হয় টিনে ভরে। টিনে ভরার পরে এর গায়ে কোন হাত দেওয়া হয় না।

এজন্যে টিনে ভরার পর ছ'বছর কেটে গেলেও মিডল্যাণ্ডের ফল ঠিক সবচেয়ে ভাল অবস্থায় এবং ঠিক স্বাদে থাকে।

দেখে নিন এটা মিডল্যাণ্ড তৈরী

এখানে তৈরী: ইণ্ডিয়ান ফুড অ্যাণ্ড কেমিক্যালস (প্রোডাক্টস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

এখানে পাবেন: কলকাতা ইস্ট এবং ইণ্ডিয়া ট্রেডিংস লিমিটেড, বোম্বাই

ভারতের এজেন্ট: প্যারী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

## দেশী সংবাদ

৮ই ফেব্রুয়ারী—রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আজ সংসদে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, ভারত কোন অবস্থাতেই চীন কর্তৃক দুই দেশের মধ্যবর্তী সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে একতরফা অবলম্বিত ব্যবস্থার বা সিদ্ধান্তের ফলাফল মানিয়া লইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বানার্জীকে কংগ্রেসের সভ্যপদ হইতে অপসারিত করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

মুসলিম লীগ শ্রীডেবরের সহিত আলোচনার সময়ে কেরলে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় আসন দাবি করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কেরল কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটি গতকল্য হইতে বৈঠকে এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার ভার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।

১ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ স্কুল ফাইনাল এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা পূর্ব নির্ধারিত ১৬ই মার্চের পরিবর্তে ৩০শে মার্চ হইতে শুরু হইবে। ১৯৬০ সালের ১৪ই মার্চ তারিখের প্রবেশপত্রগুলি স্কুলে পরীক্ষার স্থলে ব্যবহৃত হইবে।

১০ই ফেব্রুয়ারী—সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক দলের অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেস, পি এস পি ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধি লইয়া এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেরলের নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া জানা যায়।

প্রকাশ, ভারত সরকার ঈসাগো ফুটবলিস পাইপ লাইন কোম্পানী লিমিটেড নামক একটি বেসরকারী বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে ১৭০ কোটি টাকা (১৪০ কোটি টাকা) ব্যয়ে রাসায়ন সম্পর্কে আমোনিয়া কারখানা ও সোডাভাত ইউনিয়নের জন্য ৫৩ মাইল পাইপ সরবরাহ করিবে।

১১ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য লোকসভায় প্রশ্নোত্তরের সময় শ্রীনিবাস কুমার সুরক্ষিত নামক একটি বিদেশী কোম্পানি হইতে সরকার উচ্চ মূল্যে সরঞ্জামের নিম্নমানের ট্রাক ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করেন। এই উপলক্ষে তিনি অভিযোগ করেন যে, ১৩ ও ১৪ নম্বর ট্রাক যাহা সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশ ব্যবহারযোগ্য নহে। পরিবহণ মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, ১৩ ও ১৪ নম্বর ট্রাক ভারতে ইউনিয়নের মূল প্রস্তাব করিয়াছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, বিদেশী কোম্পানি যে সমস্ত মালপত্র সরবরাহ করিয়াছেন, অদ্য কোনসময়ে সেই সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা শেষ হয় নাই।

বিহারের ধানবাদ জিলার চলন্তবিহারীর ক্ষেত্রপাল নিবাসী শ্রীযুত রাম করিয়া কাঁসাই নদীতে হইতে পুরস্কারের কাঁটাগুলি। ইহাদের মধ্যে ২টিকে হইয়াছেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর লোক এবং অপরজন হইয়াছেন ভারতীয় বিজ্ঞানী।

১২ই ফেব্রুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, চীনের সহিত সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে ঘোষণা করেন যে, চীনের অবস্থার কোনরূপ অগ্রগতি করিয়া লওয়া হইবে না; কারণ ইহাতে এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনরূপ মিল নাই।

অদ্য ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে দুইটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উহার মধ্যে একটি ভারতকে অর্থনৈতিক সাহায্যদান সম্পর্কিত এবং অপরটি সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পর্কে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভ ও শ্রীনেহরুর উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও বনিজ মন্ত্রী শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা অদ্যই প্রথম পুরীধামে জগন্নাথী সম্মেলনীতে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, দুইটি হইতে হইবে সকলের। এই এবং কতকগুলি আমেরিকা বন্ধু মুক্ত সম্পর্কে মুসলিম করিতে আসেন। তবে সরকার আর দুইটি আপত্তিকর আসন ১ টি মুসলিম লীগ, অন্য কোন সংস্থা সরবরাহ ৪ জনকে দুটি অধিকারী করিতে দেখা হইয়াছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—কলিকাতা আলমবাজার ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড এই সংবাদের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ৩ জনকে সরবরাহ করিয়াছেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার সময় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের ভুলে ৩ জন কর্মচারী মারাত্মক ভাবে আহত হইয়াছেন।

## বিদেশী সংবাদ

৮ই ফেব্রুয়ারী—আলজিয়ার্স বেতারকেন্দ্র হইতে অদ্য ফরাসী অধিকৃত সাহারা অঞ্চলে ফরাসী বোমারু বিমানগুলি কর্তৃক ১৩ জন বিদ্রোহীকে হত্যা করার সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪ জন বন্দী ১৬০টি আসন লাভ করিয়াছে।

আলজিয়ার্স ইসলামীয় মুক্তিসংঘের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী শ্রীদ্যগোল বলেন, আলজিরিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ প্রসঙ্গে ফ্রান্স আলজিরিয়ার সহিত আলোচনা করিতে রাজী আছে। কিন্তু আলজিরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে হইবে এবং ইহাদের পরিচালনার দায়িত্ব ফরাসী পরিচালনার অধীনে থাকা করিতে হইবে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—সোভিয়েট সরকারী সংবাদ সংস্থা তাস ঘোষণা করিয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন আগামী ১৫ই মে তারিখে একটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করিবে। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিবে। ইহার পর ইহা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী শ্রীদ্যগোল ঘোষণা করেন যে, আলজিরিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবার জন্য আলজিরিয়ার অধিবাসীদের ভোট গ্রহণ করা হইবে। এই ভোট গ্রহণ ১৯৬১ সালের মধ্যে শেষ করা হইবে। ভোটের ফলাফল অনুযায়ী আলজিরিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে।

ব্রাসেলস ইসলামীয় মুক্তিসংঘের এক সংবাদে প্রকাশ যে, আলজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীদ্যগোল বলেন, আলজিরিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ প্রসঙ্গে ফ্রান্স আলজিরিয়ার সহিত আলোচনা করিতে রাজী আছে। কিন্তু আলজিরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে হইবে এবং ইহাদের পরিচালনার দায়িত্ব ফরাসী পরিচালনার অধীনে থাকা করিতে হইবে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—সোভিয়েট সরকারী সংবাদ সংস্থা তাস ঘোষণা করিয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন আগামী ১৫ই মে তারিখে একটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করিবে। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিবে। ইহার পর ইহা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী শ্রীদ্যগোল ঘোষণা করেন যে, আলজিরিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবার জন্য আলজিরিয়ার অধিবাসীদের ভোট গ্রহণ করা হইবে। এই ভোট গ্রহণ ১৯৬১ সালের মধ্যে শেষ করা হইবে। ভোটের ফলাফল অনুযায়ী আলজিরিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৯০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৭ টাকা। মফঃস্বল : ( সডাক ) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস ও সুরেন্দ্রনাথ স্ট্রীট, কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২০—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা, ( প্রাইভেট ) লিমিটেড।

# হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখুন!

যেখানেই থাকুন, আর যাই করুন — সবসময়ে হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখবেন। ধূমপানে এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাবেন না।

উইলস-এর ক্যাপস্টান-এর

তুলনা নেই

CAP/BGL

ই ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত।

REG. NO. C. 2109


স্বচ্ছ এই সাবানটি পরিচ্ছন্ন
লাবন্যের জন্য অপরিহার্য্য

একটী প্যারাডাইস্ গ্লিসারিন্ সাবান আজই কিনুন। দেখুন, সাবানটী কত মসৃণ। কত স্বচ্ছ ও সুন্দর। আসল কথা হলো, এটী বিশেষ ভাবে তৈরী বলেই, এতে সহজেই ত্বকের মৃত কোষ সহজে মুছে যায়। কোমল কুসুম সাবানের জন্য ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে আপনার ও চাই প্যারাডাইস্ গ্লিসারিন সাবান! শিশুদের ও প্যারাডাইস্ গ্লিসারিন সাবানে স্নানের অভ্যেস করান, কোমল ত্বকের যত্ন নিতে সত্যিই এর কোমল পরশ চমৎকার।

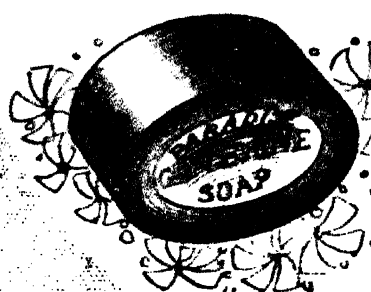


প্যারাডাইস্
গ্লিসারিন সাবান

A SIKRI PRODUCT

ইণ্ডিয়ান সোপ কোম্পানী লিঃ রেঃ নং ২২৮৭ কলিকাতা

# দেশ

৩৩ বর্ষ ] শনিবার, ১৪ ফাল্গুন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday 27th February, 1960 মূল্য—৩০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ১৭

গ্লিসারিন
যত্ন স্নেহস্পর্শময়
অনিন্দনীয় প্রসাধন

ফিনিক্স পরিকল্পিত বস্ত্রে
সর্বদাই নিজেকে অসাধারণ
করে তুলুন

# রুইয়া বস্ত্র

Ruia

ডিজাইন ও বুননির নিছক চমৎকারিত্বে
ফিনিক্স প্রিণ্ট, ভয়েল ও লেনোর মত
সুন্দর কাজ আর নেই। সারাদিন ধরে
তাজা ও ঝকঝকে বলে মনে হবে।

ফি ফিনিক্স মিলস্, লিমিটেড,
লোয়ার প্যারেল, বম্বে-১৩

বাংলার একমাত্র নির্ভেজাল সাহিত্য মাসিক

# কথাসাহিত্য

সমাজকর্মীদের সোল সাংবাদ লেখকবৃন্দ :

জগদ্বন্ধু, পরিমল গোস্বামী, বনফুল, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ, সুবোধকুমার চক্রবর্তী, কালিদাস রায়, মণীন্দ্র দেব, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, যোগেশ চৌধুরী, নরেন্দ্র দেব, সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, শৈলেন্দ্রকুমার মিত্র, সুধাময় মুখোপাধ্যায়, অমদাশঙ্কর, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, রাণী চন্দ, যোগেশ চৌধুরী, নরে

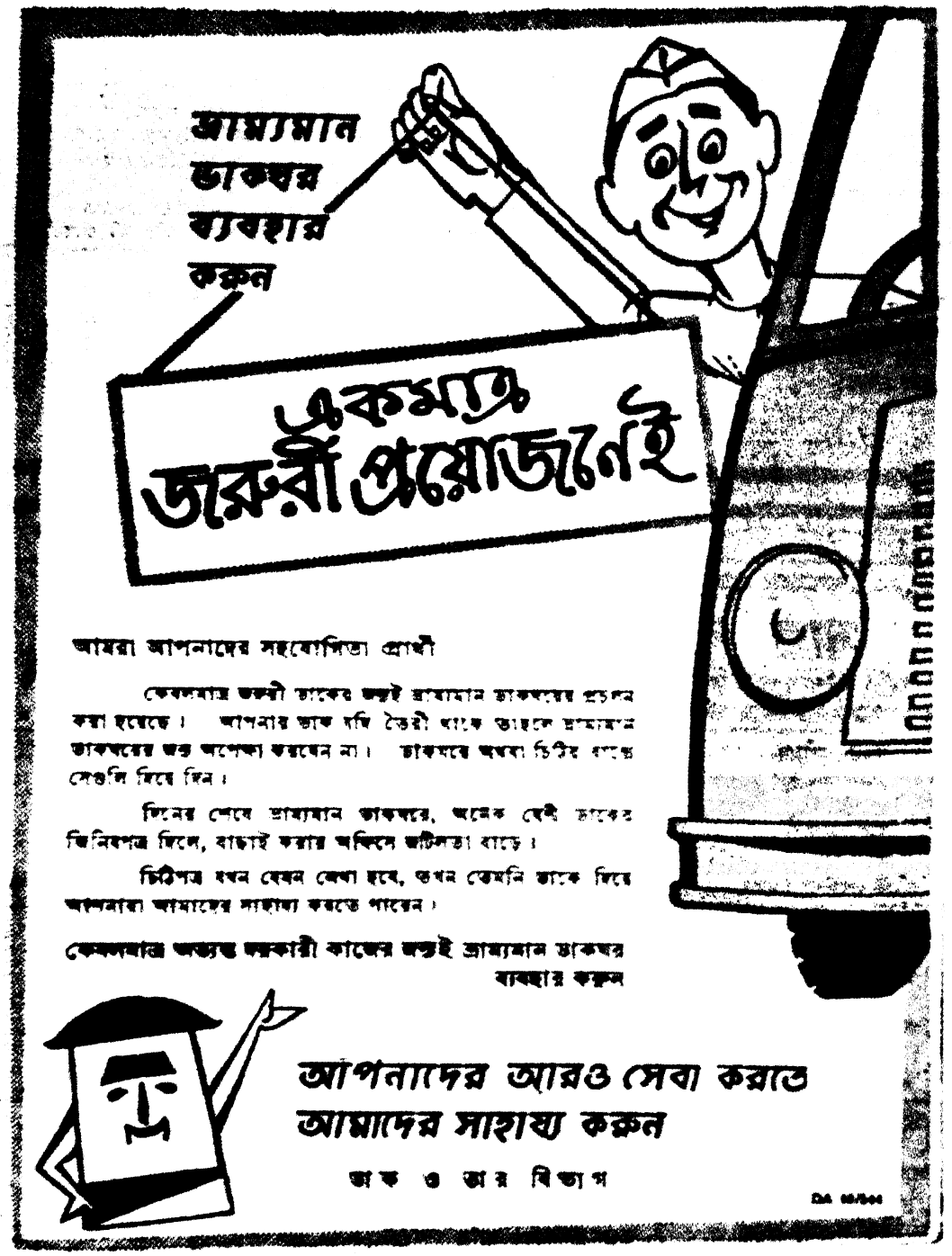
গ্রাম্যমান
ডাকঘর
ব্যবহার
করুন
একমাত্র
জরুরী প্রয়োজনেই
আমরা আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী
কেবলমাত্র জরুরী ডাকের জন্যই গ্রাম্যমান ডাকঘরের প্রচলন করা হয়েছে। আপনার ডাক যদি তৈরী থাকে তাহলে গ্রাম্যমান ডাকঘরের জন্য অপেক্ষা করবেন না। ডাকঘরে অথবা চিঠির বাক্সে সেগুলি দিয়ে দিন।
দিনের শেষে গ্রাম্যমান ডাকঘরে, অনেক বেশী ডাকের জিনিষপত্র দিলে, বাছাই করার অসুবিধে জটিলতা বাড়ে।
চিঠিপত্র যখন যেমন লেখা হবে, তখন তেমনি ডাকে দিয়ে আপনারা আমাদের সাহায্য করতে পারেন।
কেবলমাত্র অত্যন্ত জরুরী কাজের জন্যই গ্রাম্যমান ডাকঘর ব্যবহার করুন
আপনাদের আরও সেবা করতে
আমাদের সাহায্য করুন
ডাক ও তার বিভাগ

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| চিকিৎসা ও প্রতিকার— | ... ... ... ... | ২৬৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... ... ... ... | ২৫০ |
| বৈদেশিকী— | ... ... ... ... | ২৫১ |
| রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী—ডঃ অমিয় চক্রবর্তী | ... ... | ২৫৩ |
| আলোচনা— | ... ... ... ... | ২৫৫ |
| শেষ কথা—শ্রীহরেন্দ্র সেন | ... ... ... ... | ২৬৭ |
| বিশ্ববিচিত্রা— | ... ... ... ... | ২৬৮ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম—শ্রীসমরেশ বসু | ... ... | ২৬৯ |



অগ্রহায়ণ

**প্রবর্তিত**

**৭ই মাঘের বই**

লেখক এর নতুন উপন্যাস
৩য় মুদ্রণ পাবে ২.৫০

**৭ই পৌষ প্রকাশিত**

[illegible]
উপন্যাস
উপন্যাসের দাম ৩.০০
[illegible]
[illegible]
দ্বিতীয় [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের [illegible]

## বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

| | | | |
|---|---|---|---|
| কাজল-দিদি | উপন্যাস | বিকাশের পথে | উপন্যাস |
| বাইশটী | গল্পগ্রন্থ | কাশবন | গল্পগ্রন্থ |
| স্ব-নির্বাচিত গল্প | গল্পগ্রন্থ | ছেলে ঘড় | উপন্যাস |

[illegible]

[illegible] Premendra Mitra is best as well as a versatile of great repute. His latest novel MOHANA [illegible] a rare gift [illegible] a piece of love story crowned with a tint of eternal pathos. His [illegible] charmingly soothing and weaves this plain tale of love with an [illegible] touch of freshness and beauty. Frustration has never degraded any soul in the world [illegible] Rare merits [illegible] In Romance every single character carries our sympathy [illegible]

[illegible]

| | |
|---|---|
| শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস নীল সোনার কবিতা | ৩.০০ |
| শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস ঝাঁসির রোজ | ২.৫০ |
| শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঘরে-বাইরে রাজেন্দ্রসঙ্গম | ২.৫০ |

নবরূপে পুনঃপ্রকাশ

[illegible]

SONGS OF THE SEA 4.00

[illegible]

আমাদের কয়েকটি উপন্যাসগ্রন্থ বই :

উপন্যাস ঃ [illegible] ৩.০০ ঃ [illegible] ৩.০০ ঃ [illegible] ৩.০০

খাবারের কথা মনে হ'লেই কি ভয় পান?

**হিউলেট্‌স মিক্সচার**

খাওয়ার পর পেটের গণ্ডগোলে দীর্ঘস্থায়ী উপশম এনে দেবে।

মি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
৮৩/এ বেন্টিঙ্কষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

CM 834

আপনার কাশি শীঘ্রই সেরে যাবে

যদি আপনি

**পেপ্‌স্**

গলার ও বুকের বড়ি গ্রহণ করেন

পেপস্ মুখে রোদ দিন—এর আরোগ্যকারী ভাপ কি ভাবে গলার ক্ষত, ব্রংকাইটিস, কাশি ও সর্দিতে আরামদানে সাহায্য করে তা অনুভব করুন। পেপস এদের সঙ্গে সঙ্গে আরামদায়ক ও নিরাময় করে।

পেপস—কোন প্রকার বিশ্রীরক ঢাক নেই সিগুলোকে গিলিয়ে দেওয়া চলে সহজে নিরাময় করে **ব্রংকাইটিস, গলার ক্ষত, সর্দি, কাশি ইত্যাদি**

সব ভৈষজ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়

মি. ই. কুলফর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

HYJ-54-BEN

পরিবেশক—মেসার্স কেপ এণ্ড কোং লিঃ ৩২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

সংসারের কাজে আপনাকে ক্লান্ত করে ফেলে···অবসন্ন, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করেন···এর কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি আপনার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী আপনি ব্যয় করেন। আপনার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার···আপনার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

## আবার আশ্চর্য্যজনক সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটী সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা খতম করে। রোগমুক্তির পর সুস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

চমৎকার সুস্বাদু

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড**

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

# সূচীপত্র

COVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় রবীন্দ্র সিং | —শ্রীঅমিতা ওহদেদার | ... ২৭৩ |
| প্রথম কদম ফুল | —শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ... ২৭৭ |
| বাইশে শ্রাবণ | —শ্রীমতী কল্যাণীবালা মহলানবিশ | ... ২৮৫ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি | —শ্রীসুহৃদ চৌধুরী | ... ২৮৯ |
| কানপুরে সেবারের দেয়ালি | —শ্রীসুরুচিবালা দেবী | ... ২৯৭ |
| বালাম : জাগাবরী | —কবিতা | |
| | শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় | ... ৩০২ |



● তারাশঙ্করের ● ॥ পঞ্চগ্রাম ॥ রসকলি ॥ পাষাণপুরী ॥ ॥ শ্রীশচন্দ্রী ॥ ধাত্রীদেবতা ॥

● বিভূতিভূষণের ● ॥ কেদারবাঁজি ॥ দৃষ্টিপ্রদীপ ॥ কৃষ্ণাক্ষর ॥ ॥ অসাধারণ ॥ ইছামতী ॥ মৌরীফুল ॥

● প্রমথনাথ বিশীর ● ॥ রবীন্দ্রনাথের জাতিনাশ ॥ পদ্মা ॥ ॥ ধনেপাত্রা ॥

● গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ● ॥ রাত্রির তপস্যা ॥ রজনীগন্ধা ॥ ॥ পদ্মবন ও মরুধূলী ॥

● গৌরীশঙ্করের ● ॥ এলবার্ট হল ॥ অগ্নিসম্ভব ॥ ॥ প্রিয়তমের চিঠি ॥

● সাবিত্রী রায়ের ● ॥ পাকা ধানের গান ॥ আলপ্রী ॥

● পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের ● ॥ রূপসী নগরী ॥

● রূপদর্শীর ● ॥ নক্সা ॥ নাচের পুতুল ॥

● সুশীল ঘোষের ● ॥ মৌন নূপুর ॥

● বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ● ॥ লঘুপাক ॥

● নিরুপমা দেবীর ● ॥ আমার ভাইবৌ ॥

● বিমল করের ● ॥ নিশিগন্ধ ॥

● সন্তোষকুমার ঘোষের ● ॥ চাঁদে মাটি ॥

● নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ● ॥ চড়াই উৎরাই ॥

● দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ● ॥ কৃতীর ভুবন ॥

● দক্ষিণারঞ্জন বসুর ● ॥ পরম্পরা ॥

● পশুপতি ভট্টাচার্যের ● ॥ ডাক্তারের দুনিয়া ॥

॥ মিত্রালয় ॥ কলিকাতা ১২ ॥



## কিশোর সাহিত্য

নিকোলাই নোসভের
**ডিটিয়ার কান্ড**
একটি পুতুলওয়ালার মজার উপন্যাস।
...অসাধারণ হিউমারে এই বইখানি পড়তে পড়তে ছেলেমেয়েরা শিউরে উঠবে নিশ্চয়ই
—আনন্দবাজার ২·৫০

হেরিক পোলেভয়ের
**একটি সাচ্চা মানুষের গল্প**
...বইখানি সকলকার বিশেষ করে কিশোরদের ভাল লাগবে —আনন্দবাজার ১·৭৭

এস রামমূর্তি ও বিমলকান্তি রায়
...এই মহান প্রেরণার কথা ছেলেমেয়েরা পড়ে উপকৃত হবে
—অমৃত ৩·৫০

হেমেন্দ্র কুমার রায়
**সোনা** ২·০০ / ১·৫০

এস সিংহ ও অন্যান্য
**মাও সে তুঙ**
**শৈশবে ও যৌবনে** ১·৫০

অমৃত চক্রবর্তী
**কালভৈরবী** ১·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
**সোনার চাবি** ১·০০

॥ লোক-বিজ্ঞানের কয়েকটি বই ॥
চাঁদে অভিযান ৩·০০
ভূতপ্রেতের পৃথিবী ১·৮২
আন্তর্জ্যোতিষ্কলোকের কথা ১·৫০
মানুষ কি করে খুনেতে শিখল ১·২৫
মানুষ কি করে বড়ো হল ৩·৫০

অন্যান্য ভেরো প্রকাশিত কিশোর সাহিত্য
**রূপ দেশের উপকথা** ১·৫০
**ছোরা** ১·১৪
কাশীদেব : **অমল ধবল পাল** ৩·৭৫
নৃসিংহ : **আমুদে পরিবার** ৩·৭৫
বিমলকান্তি : **হাতীর দেখা** ১·১৯
শান্তিদেব : **নীল পেতলা** ১·১২

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা ১২
১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১৩

# ওরা সবাই বলে...আমরা হামাম পছন্দ করি

নরম, মসৃণ কেন!···
নূতন কোমলকারক পদার্থ আছে ব'লে!
ত্বক পরিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে
স্নিগ্ধও করে···
হামাম মাখতে এত চমৎকার এবং সুগন্ধি!
কিছুতেই যেন আর ক্ষয় হতে
চায় না···
এত অল্পই খরচ হয়!

বাড়ীর সবাই হামাম পছন্দ করে

টাটার তৈরী তাই নিশ্চয়ই ভাল

GOVERNMENT LIBRARY Cooch Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| কথা-গান (কবিতা) | শ্রীনিলন দে চৌধুরী | ৩০২ |
| ষ্টীমেবাসে— | ... ... ... | ৩০৩ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্রা—চক্রধর | ... ... ... | ৩০৪ |
| পুস্তক পরিচয়— | ... ... ... | ৩০৫ |
| চিত্র প্রদর্শনী— | ... ... ... | ৩০৯ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | ... ... ... | ৩১০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | ... ... ... | ৩১৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | ... ... ... | ৩২০ |



শংকর-এর নতুন বই

## পদ্মপাতায় জল

.....প্রকাশিত হলো.....

অজানার অভিসারীদের অজানার সন্ধানে এই অভিযানের উপন্যাস পাঠকদের। কিন্তু কাহিনীর কেন্দ্র রয়ে কোনো রহস্যময়ী নারীর উপস্থিতি। তাদের মধ্যে অজানার পরিচয় নয়। সমস্ত প্রয়োজন পরস্পর পূরণ করে, তবু কারুর সঙ্গে কারুর মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই। এই নিয়ে সুরু অন্তর্দ্বন্দ্ব। কখন যুগের দাবি কোন সময়ে ছুটতে হয়েছে তাদের নিজের অজানায়, তারা নিজেরাও তার হদিস পায়নি। একটির পূর্ণতার সন্ধানের এই অজানা সুরের ওপর কাহিনীর ঝংকার।

মূল্য : দুই টাকা

•

শংকর-এর অন্যান্য রচনা

কত অজানারে

[ ৫ম সংস্করণ, পঞ্চম টাকা ]

যা বলো তাই বলো

[ ২য় সংস্করণ, তিন টাকা ]

প্রকাশের অপেক্ষায়

শ্রাবণসন্ধ্যা

দীপক চৌধুরী

•

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

সৈয়দমুজতবা আলী

মুক্তধারার অন্যান্য বই

নাটকের কৌমুদীর—তিন টাকা

•

সুবিনয় মুখোপাধ্যায়ের

তৃষি সন্ধ্যার মেঘ [২য় সং] ১·৫০

সমাধিলেখের তিন কাল ১·৭৫

চিত্রিকাখানা ৩·০০

•

বিমল মিত্রের

সাহেব বিবি গোলাম [১২ সং] ৭·৫০

মিঠুনলগ্ন [৪র্থ সং] ৩·৫০

এক যে ছিলেন রাজা [৫ম সংস্করণ] ৩·৫০

মিত্র এণ্ড পার্থসারথি প্রাইভেট লিঃ

২২ কলিজ স্কোয়ার ২২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২ জোড়া ফটকের বই বিক্রী-১

শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত

## শিক্ষা, চরিত্র ও মনোবিদ্যা

[illegible] [illegible] [illegible] [

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**কালান্তর ৪॥**

গণদেবতা ৪৲ কালিন্দী ৪॥০
পঞ্চগ্রাম ৪॥০ আগুন ৩৲

প্রমথনাথ বিশির

**জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ৫৲**

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব ২॥০
শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব ২॥০

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

**মানব দেউল ৫৲**

উত্তরভাদ্র ৪॥০ বহ্নিকন্যা ৩৲
রাত্রি জননী ৩৲ প্রিয়া ও পৃথিবী ৩৲
দুরন্ত মম জীবন ৪৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৩॥০

**কাত্যায়নী বুক স্টল**

২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ফোন ২৭৭২)



নতুন ধরনের কুতোহলী

**তুমিকে?**

সুনীলকান্তি ভট্টাচার্য্য

ডি. ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স
৮৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯



**ছায়াছবি**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অনন্যকরণীয় ভঙ্গীতে লেখা

কয়েকটি চিত্তচাঞ্চল্যকর নিটোল গল্প। সুদক্ষ শিল্পী রণেনপ্রসন্ন দত্তের আঁকা বহুবর্ণের বিচিত্র প্রচ্ছদপট। উপহারে অতুলনীয়।

দাম তিন টাকা মাত্র।

বিভূতিভূষণের আর একখানি বই এই সঙ্গে প্রকাশিত হলো। বিভূতিসাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে ও তাঁকে চিনতে এ বইখানি অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের পর বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য বই

**ভূমিমুখর**

৩ টাকা ৭৫ নয়া পয়সা

**বিভূতি প্রকাশন**

২২৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬



নতুন মুদ্রণ

সুবোধ ঘোষের

**ভারত প্রেমকথা**

এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি
নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়ান

সপ্তম সংস্করণ

দাম : ছয় টাকা

নতুন প্রকাশন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

**প্রেমের গল্প**

দাম : চার টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | |
|---|---|---|
| শতকিয়া | সুবোধ ঘোষ | ৫·০০ |
| রূপসী রাত্রি | প্রেমেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত | ৫·০০ |
| প্রেমের গল্প | প্রেমেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪·০০ |
| প্রচ্ছদপট | প্রেমেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত | ৩·৫০ |
| তিন শূন্য | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩·৫০ |
| মনের মানুষ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৩·০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ৫·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | সরলাবালা সরকার | ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ৪·০০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ১·২৫ |
| রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ৩·৫০ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 27th February, 1960

## চিকিৎসা ও প্রতিকার

আমাদের সম্মুখে [illegible] চিকিৎসা প্রসঙ্গে [illegible] সম্পর্কে আলোচনা করিয়া [illegible] বর্ণনা করিতে [illegible] আমাদের বিশ্লেষণের ক্রমে [illegible] প্রতীক হইতেছি। [illegible] নেতৃত্বের অকর্মণ্যতা [illegible] দুর্ভিক্ষাদি যে [illegible] হইতে [illegible] তাহা নহে। [illegible] সরকার ও [illegible] শিক্ষক সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

সকলেই অবগত [illegible] আন্দোলন করার পর [illegible] সমাজের উচ্চ [illegible] ইহার একটি প্রধান [illegible] সংবিধানে শিক্ষকদের [illegible] রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ দান করিয়াছে। Teachers' Constituency নামে [illegible] ইহা ছাড়া অনেক সময় শিক্ষকগণ সরকার [illegible] বিধানসভাগুলি [illegible] রাজসভা ও [illegible] প্রেরিত হন। [illegible] এই রন্ধ্রে প্রতীক রাজনীতি [illegible] সমাজে প্রবেশ করে, [illegible] ছাত্রসমাজ [illegible] রাজনৈতিক সচেতন ও [illegible] শিক্ষক যদি [illegible] তাঁহার প্রকৃত ছাত্রসমাজের [illegible] সুস্থ মনোভাবের [illegible] পায় না। এখন, এই রন্ধ্র [illegible] সংবিধানের [illegible] শিক্ষক প্রতিনিধিদের বিশেষ [illegible] ডাক্তার, উকীল [illegible] বিশেষ প্রতিনিধিত্ব না পাইয়া থাকেন, [illegible] শিক্ষকগণই না পাইবেন কেন? [illegible] ইহার [illegible] ছাত্রসমাজের উপর [illegible] নয়। [illegible] ইহা [illegible] সমিতির [illegible] ছাত্রসমাজের [illegible] হইবে। [illegible] শিক্ষকদের [illegible] রাজনীতির [illegible] ইহা [illegible] শিক্ষক [illegible] ইহা [illegible] [illegible] ছাত্রসমাজের [illegible] হইবে। [illegible] শিক্ষকদের

সরকারী কর্মচারীরা 'বিশেষ অধিকারভুক্ত শ্রেণী' নন। বলেছেন ভারতের অর্থ-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই। রাজ্যসভায় বেতন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনায় তিনি সরকারী কর্মচারীদের সতর্ক করে জানিয়েছেন, 'অতাধিক বেতন দাবী করে তাঁরা যেন অবশিষ্ট জনগণের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত না হন।' প্রশাসনিক কর্মচারীদের সম্বন্ধে সন্তোষজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, এ সম্বন্ধে সরকার অবহিত আছেন। কিন্তু যে জনসাধারণের জন্যে এই শাসনব্যবস্থা তাদের উপর দায়িত্বের কথা তাঁরা কিন্তুতে ভুলতে পারেন না। যা জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ববোধের পরিপন্থী তা তাঁরা কখনই সমর্থন করতে পারেন না। এ সম্পর্কে সরকারী কর্মচারী ও তাঁদের প্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনা করার যে অনুরোধ রাজ্যসভায় জানানো হয়েছিল, অর্থমন্ত্রী তা সরাসরি অগ্রাহ্য করে বলেন, রিপোর্ট প্রণয়নকালে দু বৎসর ধরে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। এখন আর তার কোনো সার্থকতা নেই।

*

অর্থমন্ত্রীর উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, বেতন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, কোনো কারণেই তার আর নড়চড় হবে না। বিষয়টি সমস্ত সরকারী কর্মচারীকে তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দেখতে অনুরোধ করেছেন। কুড়ি লক্ষ সরকারী কর্মচারী সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে (এতে অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৪৪ কোটি টাকা) তা দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। আমাদের দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যে কি, এক কথায় তা বলা কঠিন। নিম্নপর্যায়ের জীবনযাত্রার মান বাসস্থানী বলা চলে পারে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও প্রায় সেই রকম। পদস্থ রাজপুরুষদের মেজাজ বাসস্থানী হলেও তাদের ভরা-খরচের অঙ্ক প্রায় সমান-সমান। মেজাজের হর্ষদণ্ড রাখতে গিয়ে তাঁদের জীবনযাত্রার মান অনেক সময় সাজোর্যার উর্ধ্বে রাখতে হয়। এঁদের বাদ দিলে বাকী থাকে, সাধারণ সরকারী কর্মচারী জনসাধারণ বলা হয়। এরা না-ঘাটকা না-ওয়ালা। এদের একাংশ মধ্যবিত্তের লোক, বাদের ঠিক উপরতলার সঙ্গে বাঁধা, পা-মুটো নিচের তলার সঙ্গে। এরা কাজে বেরোয় উপরতলার পিছু পিছু, বাজারে যায় নিচের তলার সঙ্গে সঙ্গে।

●

# চলতি

এরও নিচের দল, যাদের সংখ্যায় শতকরা ৭০ কি হবেতো ৮০জনই, কেননা তে একেবারে আকাশ থাকে। আসল জনসাধারণ এরাই। এদের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে বিচার করতে গেলে সরকারী কর্মচারীদের বেতন অবশ্যই কিছু বেশি হয়ে যাওয়া উচিত। সেটা নিশ্চয়ই বেতন কমিশনও তেমন সুপারিশ করেননি, সরকারও তেমন সিদ্ধান্ত করেননি। সরকারী ব্যবস্থা বিচার করলে দেখা যাবে, মাস-মাইনা অপার ডিভিশন কেরানীদের গাড়ি ও টাকা ও ক্লার্কের ডিভিশনের হারও কম বেড়েছে। বিনিময়ে তাদের মাসে তিনটি বেশি মাস চাকরী। শনিবার ছোট, অর্ধ ছুটি ছোট অনেক। সে হিসাব করলে অফিসে হাজির বেতন কমেছে বলা চলে পারে। এই ভাবে বিচার করলে বলা যায়, সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে একটি চমৎকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের লাভ বাড়লো বছরে ৪৪ কোটি টাকা, আর কর্মচারীদের বেতন (অতিরিক্ত ছুটির বেতন বাদ দিয়ে) কমলো। সরকারী কর্মচারীদের অসন্তোষের ফলে সরকারী দপ্তরগুলির মোট কাজের পরিমাণ যে কমবে তাতে আর সন্দেহ কি।

●

অর্থমন্ত্রীর আর একটি যুক্তি বিশেষ-ভাবে বিচার্য। সরকারী হারগুলির অর্থ জনসাধারণের ক্রয়শক্তি। কারুর বেতন দুশো টাকা, কারুর তিনশো টাকা। প্রথম জনের দুশো টাকার মূল্য পরিবার ভরণের জন্য। দ্বিতীয়জনী কি মূল্য পরিবার ভরণ? অবশ্যই তার সমর্থকরা শ্রীদেশাই এর উক্তি থেকে জেনে যাবে অপব্যয় সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সতর্ক। সরকারী অর্থ সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে অপব্যয় করতে তিনি নারাজ। সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যেতে পারে ১০, টাকার কাজ বাড়িয়ে তিনি পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়েছেন। একটা জানা কথা মনে পড়ল। ভিক্ষুককে সকল গৃহস্থ বাড়িতেই চাল দিয়ে থাকে। জনৈক জনৈক এক ভদ্রলোক প্রত্যহ নিয়মিত দুবেলা ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে যেতেন। ভিক্ষুকের কষ্ট হয় ভেবেনও না। হতের দিয়ে দু টাকার পরিবর্তে কবিয়ে নিয়ে দু আনার চাল দিয়ে ভিক্ষুকের ভেবে। ভিক্ষুকেরও সমস্ত আছে। সেখানে এই কথাটা চলতে হবে বিলম্ব হল না। ভগবানের ইচ্ছায় সম্প্রতি ভদ্রলোক ভিক্ষুকের উৎপাত-মুক্ত হয়েছেন।

●

আর বেতন বৃদ্ধি হলে সরকারী কর্মচারিগণ জনসাধারণের ঈর্ষার পাত্র হবেন। তার অর্থ কি এই যে, সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হার, সওদাগরী অফিসের বেতনের হারের চেয়ে বেশি? আমার ধারণা অনুরূপ। ঠিক এই বিপরীত। মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে প্রধান মন্ত্রী নেহরু, সওদাগরী অফিসের কর্তৃপক্ষদের তাঁদের কর্মচারীদের বেতনের হার এত বেশি না করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তার থেকে বোঝা যায়, সওদাগরী অফিসের বেতনের হার সরকারী হারের চেয়ে বেশি হওয়ায় প্রীনেহরু বিচলিত বোধ করেছেন। ঠিক তেমন ঈর্ষার জন্য না পড়লে সরকারী মহলের ভাড়া বাড়াতে অসুবিধা হয়। কিন্তু সওদাগরী অফিসের বেতন বেশি হলেও তাতে ঈর্ষা নেই। সরকারী বড় কর্মচারীরা বলতে পারেন, ঈর্ষার কারণের যোগ্যতা আমরা অর্জন করেছি। আমরা অনেক পড়াশুনা করেছি, আমাদের দায়িত্ব অনেক। কিন্তু সওদাগরী কর্মচারীদের বিদ্যুৎ কোনো অংশে কম নয়। তাঁরা অনেকে আমাদের চেয়ে বেশি পড়াশুনা করেছেন। তাঁদের দায়িত্বও কিছুই কম নয়। এক মহান কর্মচারীর সঙ্গে আমাদের তুলনা করা চলে না। সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হার যে সওদাগরী অফিসের বেতনের হারের চেয়ে কম হয়, তার কারণ কি? তার একমাত্র কারণ আমরা সরকারী কর্মচারীরা সংগঠিত। আমাদের সংগঠন আছে, সংঘবদ্ধ হয়ে আমরা দাবি জানাতে পারি। সওদাগরী অফিসের কর্মচারীদের সংগঠন নেই। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে দাবি জানাতে পারেন না। তাঁরা যা পান তাতেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সওদাগরী অফিসের কর্মচারীদের সংগঠন নেই বলে তাঁদের বেতন বাড়ানো হয় না, এ কথা বলা চলে না। তাঁদের বেতন বাড়ানো হয় না, তার কারণ তাঁদের বেতন বাড়াবার প্রয়োজন নেই। তাঁদের বেতন বাড়াবার প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁদের বেতন বাড়াবার দাবি নেই। দাবি নেই, কারণ তাঁরা সংঘবদ্ধ নন। সংঘবদ্ধ নন, কারণ তাঁরা সংঘবদ্ধ হতে চান না। তাঁরা সংঘবদ্ধ হতে চান না, কারণ তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে কি করবেন তা তাঁরা জানেন না। তাঁরা জানেন না, কারণ তাঁদের কোনো অভাব নেই। তাঁদের কোনো অভাব নেই,

GOVERNMENT LIBRARY
বেঙ্গল
Coach

কেন? শ্রীশার্ঙ্গধরবাবু যদি চিঠি নিয়ে বসে থাকেন তাহলে চিঠিতে-লেখা কথাগুলি তাঁদের পর চার দিন চিঠি বিলিবারেই পাড়ে ছিল। এই রকম গুরুত্বপূর্ণ পত্রের বিলম্ব ও প্রেরক সম্পর্কে এইটাই কী চলতি ব্যবস্থা? যদি এরূপ ঘটে থাকে যে ওই তারিখেই চিঠি বণ্টন করে দেবার কথা ছিল, কিন্তু সেটাই বৈশাখ মাসে বিলম্বে হওয়াতে চিঠিখানিও ঠিক সময়ে পাইলে যায় নি, তাহলে চিঠির লেখক অন্তত শ্রীশার্ঙ্গধরবাবু সম্বন্ধে

নাভানার বই

## পালা-বদল ॥ অমিয় চক্রবর্তী

[illegible] ও শতাব্দীর সম্পর্কে প্রায় ১৪বর্ষী সহজ আন্তরিকতার কবি পরিবর্তনের বিচারে তাঁর কবি-জীবনের [illegible] কবি-কল্পনা কালপ্রবাহের সম্পূর্ণতের [illegible]। প্রতিটি কবিতাই বিষয়ের গুরু মর্মভেদ ও নিবিড়তা সঞ্চারের দিকে [illegible] প্রসাদ উজ্জ্বল। দু টাকা।

## পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

[illegible] ও ঘটনার ঘনো হয়েও সম্পর্কে [illegible] এই সম্বন্ধেই বাংলাদেশের মধ্যযুগের অবসান এবং বর্তমান যুগের সূত্রপাত। কলকাতা শহরের [illegible]। বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজের ঐতিহাসিক [illegible] সম্বন্ধে ঔপন্যাসের মতো উপভোগ্য। তিন টাকা।

## গড় শ্রীখণ্ড ॥ অমিরভূষণ মজুমদার

গড় শ্রীখণ্ড [illegible] কাহিনীটি [illegible] ছন্দ-ঝঙ্কারের নিখুঁত জন্য [illegible] নয়, [illegible] মানুষ চরিত্রগুলি [illegible] শ্রী ও সম্পদ। বিভাজ পট-ভূমিতে [illegible] প্রকৃতির পটভূমিতে মধুর উপন্যাস। আট টাকা।

## চার দেয়াল ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষ

[illegible] উপন্যাস বই উপন্যাস [illegible] ছাড়া [illegible] ছবির মতোই ছবিগুলি [illegible] চরিত্রে [illegible]। [illegible] ঘটনা-সংস্থানের [illegible] চার দেয়াল। তিন টাকা।

## মীরার দুপুর ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[illegible] মধ্যে সমস্ত সমস্যা এখন [illegible] চারু [illegible] [illegible] আন্তরিক [illegible] ও বিকৃতিকে ছেড়ে নিয়ে মীরাকেই [illegible]। [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible]

তারিখের তারিখ অবধি পিছিয়ে নিলে কী ক্ষতিটা হত?

অথবা ইচ্ছা করেই ৫ তারিখ রাখা হয়েছে এইটা দেখাবার জন্য যে কয়েকদিন আগেই শ্রীনেহরু তাঁর চিঠির বক্তব্য স্থির করে। শ্রীখ্রুশ্চেভ ১১ তারিখে সিমলাতে ছাপে কিন্তু কবে হচ্ছে বলে কেউ সঠিক করে? শ্রীখ্রুশ্চেভ ১১ তারিখে সিমলাতে এসেছেন। ১২ তারিখে শ্রীখ্রুশ্চেভের চিঠি নিয়ে দিল্লিতে বৈঠক হবে ঘোষণা এবং চিঠির তারিখ থাকল ৫ই। বিদেশনীতির প্রকারের ফলে কিছু বলা হয় না—এই ধারণা জন্মাবার জন্যই কি এই চেষ্টা হয়ে থাকে তবে "ঠাকুর ঘরে কে—আমি কলা খাই না" এই কথা অনেকের মনে পড়বে। যাই হোক, শ্রীচৌ এন-লাইকে দিল্লিতে শ্রীনেহরুর ৫ই তারিখের চিঠির প্রকাশে গভীরভাবে নিঃসন্দেহ করে দিয়েছে। ৬ই তারিখে পার্লামেন্টের নতুন সেশন আরম্ভ হয়েছে, সেই দিন টিবেট সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করেন। তাতে চীন সমস্যা সম্পর্কে যে-সব কথা বলা হয় তা হতে পারে তাঁরা কি কল্পনা করতে পারতেন যে রাষ্ট্রপতির ভাষণ শোনে যে ভারত নেহরু-সরকারের ভরসাই রয়েছে। তিন তিন পুরুষ নেহরুকে শ্রী চৌ এন-লাই এর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করার জন্য দিল্লিতে আমন্ত্রণ করে চিঠি লেখা করে রেখেছেন। ১২ই তারিখ সকালের দিকে ভারত সরকারের মোট এবং নেহরুজীর চিঠি দিল্লি-এ চীনা রাষ্ট্রদূতের হাতে দেওয়া হয়। সেইজন্যই সম্ভবতঃ নেহরুজীর বক্তৃতা শুনেও কি করে মনে হতে পারে যে তিনি শ্রী চৌ এন-লাইএর সঙ্গে বৈঠক করতে প্রস্তুত হয়েছেন এবং তার জন্য চীনা প্রধান মন্ত্রীকে 'নিমন্ত্রণ' জানিয়েছেন? রাষ্ট্রপতির ভাষণে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে চীনা সরকার ভারতের সঙ্গে বিরোধমীমাংসার জন্য কোনো প্রস্তাব করেন এবং যে কথা চীনা সরকার বলেছেন তাহার ভাষণে ও চীনের মধ্যে আলোচনার কোনো ভিত্তিই নেই। ১২ই তারিখ বাজে সন্ধ্যায় শ্রীনেহরু সিমলাতে সাংবাদিকদের বলেন যে ভারত ও চীনের মধ্যে আলোচনার কথা কইবার মতো সমস্ত পথই নেই। অথচ এই সব কথা বলার পর হচ্ছে। তবে আসে শ্রীনেহরু, চীনা প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য দিল্লিতে নিমন্ত্রণলিপি পাঠাবার কথা। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শ্রীনেহরুর চিঠি লিখবার পরে রাষ্ট্রপতির ভাষণ বিশেষ কিছু আর কিছুই ছিল না। শ্রী চৌ এন-লাইকে নিমন্ত্রণের চিঠি লেখবার পরে রাষ্ট্রপতির মুখ দিয়ে ঐ সব কথা বলানো মিথ্যাচারের সমিল হবে আরও রাষ্ট্রপতির পদের মর্যাদাহানি করা হয়েছে এসব বলা অন্যায় হবে না। ফৈজাবাদে শ্রী চৌ এন-লাইকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লেখবার কথা যখন পর্যন্ত ঘোষণা হয়ে ১২ই তারিখ রাত্রে সরকার শ্রীনেহরু যে-রকমে চান হবে পার্লামেন্টের দুই অংশে প্রকাশ করা হয়েছে এবং জনমতকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

কিন্তু তবু হয়তো পরিষ্কার প্রশ্ন হচ্ছে শ্রীনেহরু এ কী করলেন? তিনি নিজে পূর্বে তিনি শ্রীচৌ এন-লাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সম্মেলন আলোচনায় কোনো লাভ নেই—যতদিন পর্যন্ত দুই গভর্নমেন্টের দৃষ্টিকোণ ও নীতির মধ্যে সুসঙ্গতির ব্যবধান থাকবে। চীনাদের বক্তব্য হচ্ছে, ভারত চীন সীমান্ত নির্দিষ্ট হয়নি, নির্দিষ্ট করতে হবে। চীনারা কয়েক সহস্র বর্গমাইল ভারত-ভূমি ইতিমধ্যেই জোরদখল করে বসেছে এবং তার ওপরও বহু বহু ভারত চীনের বলে দাবি করেছে। ভারতভূমিতে পাকাপাকি ভাবেই পুলিস ফাঁড়িগুলির চীনাদের হাতে তুলে দিয়েছে। এই অবস্থা উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত ভারত এবং চীনের মধ্যে আলোচনার কোনো ভিত্তি নেই। আলোচনার পক্ষে অনুকূল হবার জন্য বেজিংএর পক্ষে প্রথমে প্রস্তাব করা প্রয়োজন শ্রীনেহরু, কয়েকজন শ্রী চৌ এন-লাই এর একটা প্রস্তাব করতে প্রস্তুত নন। পূর্বে চীন সরকার যে-ভাবে সীমান্তসংঘর্ষের এবং চীনের সম্প্রসারণ যে-সব মত প্রকাশ করেছিলেন তাতে কিন্তুদের চীন যেতে উৎসাহ দেওয়া হয়তো ঠিক হবে না। তবু এমন কিছু করা দরকার যাতে শ্রীনেহরু বৈঠকের ভিত্তি ভারত সরকার ঘোষণা করতে পারেন। তবে এমন কিছু করা দরকার যাতে সরকারের ১২ই তারিখের ভাষণটি বলা হয়েছে যে ভারত ও চীনের সীমান্তের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে। এমন কি এই চীনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তি নেই তবে শ্রীনেহরু, সম্মেলন আলোচনার জন্য শ্রী চৌ এন-লাইকে নতুন নিমন্ত্রণ জানাবার জন্য কিছুতেই ভারত চীনের সঙ্গে সীমান্ত নির্দিষ্ট করা হয়নি বলে ভারত চীনের সঙ্গে সীমান্ত নির্দিষ্ট করতে চায়। চীনারা ভারতের সমস্ত বর্গমাইল ভারত-ভূমি ইতিমধ্যেই জোরদখল করে বসেছে এবং তার ওপরও বহু বহু ভারত চীনের বলে দাবি করেছে। ভারতভূমিতে পাকাপাকি ভাবেই পুলিস ফাঁড়িগুলির চীনাদের হাতে তুলে দিয়েছে। এই অবস্থা উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত ভারত এবং চীনের মধ্যে আলোচনার কোনো ভিত্তি নেই। আলোচন

# রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী

ডঃ অমিয় চক্রবর্তী

আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকীর আয়োজনের পর্ব চলেছে। আয়োজনের প্রধান উদ্যম পাশ্চাত্য মনীষী ও জন-সাধারণের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে। এখনো অনেক কবি, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃত অনুভব করেছিলেন এবং তাঁদের সৃষ্টিতে তারও রবীন্দ্রসাহিত্যের ছাপ সুস্পষ্টভাবে। তাঁরা নতুন যুগের মানসিক জীবনের উপর তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত এবং দূরে পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার অনেক দৃষ্টান্তের সন্ধান এবং সাক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে সমগ্র আন্তর্জাতিক চিত্তের যোগ বাঁধতে দূরতে হলে আন্তর্জাতিক প্রকৃত মূল্যবোধের সংস্কৃতীয় মনস্তত্ত্বের সন্ধান নিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন যুগের পাঠকদের মনে নতুন বিস্ময় এবং রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ জাগাতে চাই। এই হল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের আয়োজনের ভূমিকা।

বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বিশ্বসাহিত্য-পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি-রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহ দেখা দিয়েছে। ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্যের ভক্ত, এবং বিশেষভাবে প্যারিসে এবং লুঁ, ভার্সেলিস্ তেনেস্ এবং আরো কয়েকটি স্থানে রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয়ের ফলে এসেছে। ঐসব রবীন্দ্রসাহিত্যের ভক্তদের পরিচয় ফ্রান্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফরাসী ভাষায় রবীন্দ্রসাহিত্যের সম্পাদক ঐযুক্ত কৃষ্ণকৃপালনী আন্তর্জাতিক বহু মনীষী এবং বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে বসে হয়েছেন এবং তাঁর প্রমথ ও কাব্যগ্রন্থগুলির ফরাসী অনুবাদ বিশেষ উৎসাহ সহকারে হচ্ছে। যত দূরে নিউইয়র্কে বেসরকারী মার্কিন সংস্থা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বিশেষভাবে হচ্ছে। ৬ই মে সেখানে উপলক্ষে ও উপলক্ষে অবশ্য সেই বিরাট সমারোহের কাছে এ সমারোহের তুলনা হতে পারে। ওখানকার একটি সোসাইটি রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন এবং সেখান থেকে এই শেষ নভেম্বরের মধ্যে সুন্দর বিশিষ্ট প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হবেন রবীন্দ্র-সম্মান দেখে নিয়েছেন।

আমার মনে হয় এই সোসাইটির অন্ত, সুফল অমরা দেখতে পাবো। রবীন্দ্র মনীষা থেকে উত্তরের সূত্রে দেখে এসেছি রবীন্দ্রনাথের লোকে নাটকের মার্কিন বলতেন প্রতিনিধি করবার সংকল্প।

আন্তর্জাতিক প্রকাশের একদল মনীষী সুযোগ হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যের যোগাযোগ নাটিকা একদল পরিচয় করে নাটিকা ওরকমের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি পড়ে আসা ও সম্পন্ন হয়ে। এই মনোজ্ঞ যোগ নিয়েই দেখতে পাওয়া যায় সম্মেলন আন্তর্জাতিক উদ্যোগ আরো ব্যাপকভাবে এগিয়েছে। এই সকল যোগাযোগ উদ্যোগ করা


প্রকাশিত হয়েছে

ফরাসী মূলের পরিবারের

**জর্জ বার্নাড শ**

সাড়ে তিন টাকা

বন্ধুদের বন্ধুর সাহিত্যিক উপন্যাস

**নীলাঞ্জনের খাতা**

চার টাকা

নারায়ণ সান্যালের নতুন উপন্যাস

**মনামী**

চার টাকা

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

রবিতীর্থে ॥ ৪·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অপারেশন ॥ ৪·০০

বুদ্ধদেব বসুর

সাগর-নগর ॥ ৩·৫০

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর

প্রতিপক্ষ ॥ ৪·০০

॥ প্রকাশের অপেক্ষায় ॥

সরোজ দত্তের

**পক্ষীরাজের বাবা**

নীলিমা ইব্রাহীম

**ঘুরেবেরে**

প্রমথনাথ বিশী ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়

**কাবা বিতান**

সিনিয়র কেমিক্যাল পরীক্ষার পাঠ্যরূপে অনুমোদিত

প্রমথনাথ বিশী

চলন বিল ৮·০০ ॥

বারীন্দ্রনাথ দাশের

**মানুষ গড়ার কারিগর**

**মুক্তবেণী**

রাজা ও মালিনী ॥ ৩·০০

রক্তের বিবি ॥ ৩·০০

চায়না টাউন ॥ ৩·৫০

অন্তরতমা ॥ ২·৭৫

বেগমবাহার লেন ॥ ৩·৫০

॥ অন্যান্য বই ॥

নীলকণ্ঠের

হরেকরকমবা ॥ ২·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সপ্তপদী ॥ ২·৫০

বনফুলের

বইয়ের বদলে ॥ ২·৫০

মনোজ বসুর

ভুলি নাই ॥ ২·০০

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রাগে আর অনুরাগে ৩·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

ফুলে ডাঙায় ॥ ৩·৫০

কমলাকুটির মেস ৩·৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

নীলাঞ্জন ৪·০০

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড — কলিকাতা বারো ॥

দরকার যে Hazen Foundation, Asia Society এবং রবীন্দ্রনাথের নিউ ইয়র্কের প্রকাশক ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী সমবেত উদ্যোগে একটি রবীন্দ্র-রচনার সংগ্রহ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছেন। তিন-চারশ পাতার বইয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রবন্ধ, ছোট-গল্প, ক্ষুদ্র নাটিকা এবং বিচিত্র ভ্রমণ চিত্রের সংযোগে একটি সমগ্র সাহিত্যিক প্রতিকৃতি পশ্চিম জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করা হবে। ইউনেস্কোর কর্তৃপক্ষরাও নানাভাবে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁদের সাহায্য এবং সহ-যোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই বিশেষ গ্রন্থটি প্রস্তুত করার প্রসঙ্গেই আমার এবার-কার দেশে আগমন। কিন্তু বলা বাহুল্য এই আয়োজনে ব্যক্তিবিশেষের স্থান স্বল্প। রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে পশ্চিম দেশে উপস্থিত করবার দায়িত্ব একজনের বা দুজনের নয়, বহুজনের।

রবীন্দ্রনাথ আমার অন্যতম বিষয়, কিন্তু সেখানেও সাহিত্যিক ও কবিদের সঙ্গে কথা বলেই বক্তব্যের অভ্রান্ত নিশ্চয় সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ প্রস্তুত করার ইচ্ছা নিয়েছি। লন্ডনবাসকালে ইচ্ছা করে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোর বাংলাদেশের বাংলিয়ন সংস্করণ বার করবেন। রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটককে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সাধারণের চোখে রবীন্দ্রিয়ান বাদের অন্তরের পরিচয় করার আয়োজন এবং অনুসন্ধান মনস্ক লন্ডনের দেখে এসেছি। আমার বিশ্বাস সম্পাদনা, নাটা এবং অনুবাদ চমৎকার প্রকাশক রবীন্দ্রনাথ আমন বিশ্বের প্রকাশ করবে। মার্কিনমুলুক এবং রবীন্দ্রিয়ান রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যদি কোনো সহানুভূতি অথবা সমঝদার দেখে নেয়, বহুজন বন্ধু রবীন্দ্র লন্ডনবাসকে বিশেষজ্ঞদের মতো একটি বিশেষ স্থান খুলে দেবে। একথা কোনো রবীন্দ্রিয়ান বা বিশ্বের উৎসাহকে মনে-এর নিয়ে বলছি না। ইতিমধ্যে অনেকের মনেহয়েই দেখা দিয়ে হবে একটি চরম মূল্য প্রশ্ন। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ প্রকাশে ছিলেন কবি এবং বিশ্বকবি সেই কারণে তাঁর লন্ডনবাসকের প্রেক্ষাপটে প্রকাশ করে প্রাথমিক সমীহারের ক্ষেত্রে। এমন যদি কোনো লুপ্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়ও তাকে নিয়ে অমরা উৎসুক

কেন সম্প্রতি সম্পাদক-সংঘের বহু, কেননা রবীন্দ্র লন্ডনবাসকের আয়োজন হচ্ছে হবে লন্ডনবাসকেরদের রবীন্দ্র সম্পাদে সঙ্গে করবে লন্ডনবাসকেরদের দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত সম্পর্ক করেছেন এবং এখানেই তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ হবে। তাঁর ঐ ছবি তাঁর বইয়ের বিশেষ সংস্করণ এবং পাওয়া সম্ভব। এই কারণে রবীন্দ্রসদনের মূল্য এবং মর্যাদা নতুন ভাবে ফেলে দেখেছে এবং এই কেন্দ্রের সঙ্গে যাতে বিশেষ কেন্দ্রের বাধিকী আয়োজন অন্যের সম্পর্কভাবে যুক্ত হয়—এই ইচ্ছা এবং প্রস্তাব মনে নিয়ে বিদেশে চলেছি।

১২-২-৬০

---

(ডক্টর মুনির চক্রবর্তী সম্প্রতি এক মাসের জন্য লন্ডনবাসকেরদের এসেছিলেন। আমাদের প্রতিনিধির প্রশ্নোত্তরে এক ঘরোয়া আলোচনায় মনীষা ফেলে রবীন্দ্রনাথের লন্ডনবাসকী পরিচয় সম্পর্কে তাঁদের যা বলেন, পূর্বোক্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত সেই বক্তব্য পরিচয় হল।) —দঃ বেঃ


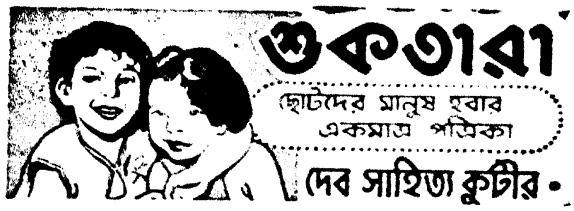


এ. সি. র নতুন বই

দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস নতুন নিরীক্ষা

মনের | মধ্যে | মন

সুচনা প্রকাশ | কলকাতা বেরোয় | শুধু টাকা

প্রকাশিত হল। ২য় সংস্করণ

সুবোধকুমার ঘোষের উপন্যাস **মধুকরী**

তিন যুগ তিন ভাষা। তিনের সঙ্গে তিনের কোথায় মিলন হয়েছে তার সন্ধান দিয়েছেন লেখক। তিনি তিনের মিলনে একটি মহান সত্যকে প্রকাশ করেছেন এখানে। সে সত্যটির জন্যই এই উপন্যাস লেখা। তিনের অবশেষে সেই সত্যে ছাড়া রয়েছে চুপ। এমন এক সত্যের আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনের উপন্যাস।

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখক এক নতুন অধ্যায়ের পাতা নিয়েছেন। ৩·৫০

প্রকাশিত মূল্যবান সমালোচনা গ্রন্থ

**রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েক দিক** ডক্টর প্রবোধচন্দ্র সেনের ৬·৫০

অবশ্যপাঠ্য কয়েকখানি ভাল বই।

হৈমন্তী ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৩·৫০ ॥ পথচারিণী ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ৩·৭৫ ॥ কালকূট রচিত ॥ প্রথম কদম ফুল ২·০০ ॥ অন্নপূর্ণা প্রফুল্ল রায় ৩·০০ ॥ সঞ্চিতা ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৩·৫০ ॥ একটি সকাল ॥ বুদ্ধদেব গুহ ৩·০০ ॥ অমল ও শুভ্রা ॥ সুবোধ বসু ২·৭৫ ॥ রাজধানী ॥ সুবোধকুমার চক্রবর্তী ৬·৫০ ॥ ঘুমপুরী ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৬·৫০ ॥ ঘুমপুরী ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ২·৭৫ ॥ অবধূত ৬·০০ ॥

কি দো ॥ গ্রন্থ

আলাপচারী মেয়েরা বড়ো নয় বড়ো নয় ১·৫০ ॥ নিজের মেয়ে (মেয়েদের জন্য) ৩·০০ ॥ ভাইবোন মহল ॥ অমলেন্দু, ৬ষ্ঠ ১·৫০ ॥ মিনতি-মেয়ে ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ১·৫০ ॥ অমর ঘর ॥ বিমলাংশু ১·৫০ ॥ বাঁধন ছাড়ানো ॥ প্রবোধ সান্যাল ১·৫০ ॥ ঝড়ের বাঁশি ॥ অচিন্ত্যকুমার ১·৫০ ॥ ফাঁসির জানো ফিকির-খোঁজা ॥ নিবারণ চক্রবর্তী ১·৫০ ॥ জ্ঞান থেকে অজ্ঞান ॥ বুদ্ধদেব বসু ১·৫০ ॥ মনুষ্যপিশাচ ॥ হেমেন্দ্রকুমার রায় ২·০০ ॥ অন্ধকারের কথা ॥ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ১·৫০ ॥

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স ॥ এ/১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা ১২

# আলোচনা

## আকাশবাণী ও বাঙালী শ্রোতা

গত ২৪।১২।৭১ তারিখের দৈনিক পত্রিকায় আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র সম্বন্ধে যে মন্তব্যগুলি করেছেন তা অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে। এ বিষয়ে ক্ষুদ্রশ্রোতা হিসাবে দুএকটি কথা নিবেদন করতে চাই।

১। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রটি বাঙলা দেশে অবস্থিত, কাজেই এই সম্বন্ধে কারোই বাঙলা ছাড়া অন্য ভাষা থেকে বাঙলা গান, কবিতা, নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুনতে চান কিনা, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল শ্রোতাদের মতামত গ্রহণ করে তবে ব্যবস্থা করা। কিন্তু তা করা হয় নি। [illegible] সকাল ৬-৩৫ এ সাপ্তাহিকী অনুষ্ঠান হয়। [illegible] এখন শুনি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনদিন হয়ে [illegible] ছাড়া [illegible] এই [illegible] বাঙলা ভাষা [illegible] ৬-৩৫ [illegible] এ বিষয়ে [illegible] ও সময়ের [illegible] ছিলেন। [illegible] কিন্তু [illegible] আমাদের [illegible] করা হয় [illegible] কলকাতা [illegible] কেন [illegible] সংস্কৃতির [illegible] ও [illegible] সময় [illegible] এবং [illegible] ছাড়াই [illegible] ৭-১৫ [illegible] ৭-৩৫ [illegible] ব্যবস্থাটি পাকা করে ফেলেছেন।

২। হিন্দী শব্দকে কিভাবে স্থান করে আমাদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টাটা চলছে, তার ছোট একটি বিবরণ দিচ্ছি। আগে দুপুরে ১টা থেকে ১-১০ পর্যন্ত উইমেন


দ্বিতীয় মুদ্রণ | প্রকাশিত হল | নব কলেবর

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

অনুপম গল্প সংকলন

দুটাকাদিয়ে প্রকাশ ।। ৫·০০

# মিতে মিতিন

সম্পূর্ণতার পথে

| | | |
|---|---|---|
| প্রীতিআবাস | ।। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ।। | ২·৭৫ |
| সান্নিধ্য | ।। চিত্তরঞ্জন কর ।। | ৪·০০ |
| তীরভূমি | ।। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। | ৪·৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ।। প্রবোধকুমার সান্যাল ।। | ৩·৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ।। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। | ৩·০০ |
| দুটি চোখ দুটি গ্রন | ।। রমাপদ চৌধুরী ।। | ৪·৫০ |
| ইষ্ট কুটুম | ।। লীলা মজুমদার ।। | ৩·৫০ |
| গ্রন মানে না | ।। গৌরকিশোর ঘোষ ।। | ৩·৭৫ |
| শুক্লসন্ধ্যা | ।। সরোজকুমার রায়চৌধুরী ।। | ৫·০০ |
| মুখের রেখা | ।। সন্তোষকুমার ঘোষ ।। | ৫·০০ |
| একান্ত জাপন | ।। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। | ৪·০০ |
| আকাশলিপি | ।। শচেন্দ্রকুমার মিত্র ।। | ৪·০০ |

প্রকাশ হবে

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | | ৩·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | [illegible] ও [illegible] | ৩·৫০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·১০ |
| [illegible] | [illegible] | ১·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪·১০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪·১০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·২৫ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·৩০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪·১০ |
| [illegible] | [illegible] | ৪·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ৩·০০ |
| [illegible] | [illegible] | ২·১০ |

ছাপা হচ্ছে

| | | |
|---|---|---|
| শুভ্রমুহূর্ত | ।। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ।। | ৩·০০ |

ছোট ছেলেমেয়েদের বর্ণপরিচয়ের উপযোগী বহুরঙা বই বার হল

| | | |
|---|---|---|
| হাতে খড়ি ।। | [illegible]—[illegible] | ১·২৫ |
| হাট্টিমাটিম ।। | [illegible]—গোপাল ঘোষ ।। | ০·৯৪ |
| আগডোম বাগডোম ।। | [illegible]—গোপাল ঘোষ ।। | ০·৯৫ |

চিত্রণ—শীতংকর ঘোষ  একমাত্র পরিবেশক—দ্বিবেণী প্রকাশন

দ্বিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

● গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

নূতন উপন্যাস

# আ কা শ-ন ন্দি নী

"আপনি হয়তো মুখ-মুচকে হাসছেন—হয়তো ভাবছেন এই বুড়ো বয়সে বুঝি আমি বুলার প্রেমে পাগল! কিন্তু ওকে যদি আপনি দেখতেন, তাহলে বলা যায় না আপনার দশা হয়তো আমারই মতো দাঁড়াত।"

সেই বুলার কাহিনী, লেখকের নিজের জবানবন্দীতে সাবলীলভাবে মূর্ত ॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

● **রাত্রির বয়স :** নবতম গল্প সংগ্রহ ॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

● **গ্র্যান্ড হোটেল :** আশ্চর্য অনুবাদ ॥ ছয় টাকা ॥

জনান্তিক

মৌন মুখর-এর রচয়িতা—সুশীলকুমার ঘোষের

অশ্চর্য উপন্যাস

# গ্রহ-সারথি

৬·০০

কেল ইঞ্জিনের ড্রাইভার হবে কালিদাসের অনুরোধে জীবনকে পরিবর্তনের চেষ্টায় যে বার্থ বিপর্যয় ডেকে আনল তারই সমবেদনাসিক্ত ছবি।

রমেশচন্দ্র সেনের

# নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

সুপরিচিত খ্যাতিমান লেখকের অধুনাতম এই উপন্যাসখানি বহুমান "সুইট লাইনড্" সমাজের নগ্ন ছবিতে অশ্চর্য রঙীন ॥ আড়াই টাকা ॥

প্রকাশের অপেক্ষায় :

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

## বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

●

সজনীকান্ত দাসের

## রবীন্দ্রনাথ ঃ জীবন ও সাহিত্য

●

শিবনারায়ণ রায়ের
**নায়কের মৃত্যু**

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রের
**তারাশঙ্কর**

ডক্টর সুকুমার সেনের সম্পাদনায়
**হুতোম প্যাঁচার নকশা**

রমেশচন্দ্র সেনের
**কাজল**

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
**জনান্তিক**

**গ্রন্থ ভবন** ৬।৯০, মহাত্মা গান্ধী রোড ঃ কলিকাতা—৭

(সি ২৭৫৭)

সংবাদ পরিবেশন করা হত (শুধু কেন্দ্রে)। বর্তমানে সেটি উঠে গেছে। সেখানে শোনানো হয় সুগম হিন্দী সংগীত। খেয়াল, গীত ও ভজনে তো কথাটি কইবার উপায় নেই। হিন্দী না হলে নাকি ও সব গান গাইবারই উপায় নেই। অকাশবাণীর এ কুসংস্কারকে কাটবে কবে? বাঙলায় খেয়াল গাইবার উদ্যম হবে কে দেবে? সভ্য মুখোপাধ্যায় কি বাঙলায় ঠুংরি থেকে প্রমথ ওঠেন নি যে, উচ্চাঙ্গ সংগীত-জগতে বাঙলা ভাষাকে অপাংক্তেয় করে রাখবার কোন মানে হয় না?

৩। প্রতি শুক্রবার সকাল ৭·৩৪ থেকে ৭·২৫ পর্যন্ত যাত্রী চর্চা ও প্রার্থনা হয় (ক কেন্দ্রে)। খুব ভাল কথা। কিন্তু এমনি নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে একদিন রবীন্দ্র-চর্চা ও রবীন্দ্র-সংগীত কি চলতে পারে না—তাতে কি অকাশবাণী কলকাতার গৌরবের হানি হবে?

৪। সুনির্দিষ্ট রেকর্ডের গান ভালোই লাগে শুনতে। কিন্তু অকাশবাণীর কর্তারা একই রেকর্ড বারবার বাজিয়ে কেন শ্রোতা-পক্ষে বিরক্তি উৎপাদন করে নিজেদের জনপ্রিয় হবার পথ নিজেরা মেরে রাখছেন?

৫। প্রচার বাণীর অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি নেই। শ্রোতাদের কাছ থেকে মতামত আহ্বান এবং সঙ্গীত নির্বাচনে তাঁদের ইচ্ছা মেটানো হয় অনায়াসে। অনেক যদি রেডিও সম্পাদকের সঙ্গে একান্তে ঘন্টা অলোচনা করেন, তাহলে নিশ্চয়ই মতামত বুঝি থেকে কী করবে তিনি রবীন্দ্রসংগীত শোনাতে চান না আধুনিক গান শোনাতে চান। এর পর নির্বাচক মহাশয় প্রশ্ন করবেন—আপনিই বলুন এর পর আমরা কী করতে পারি। সত্যিই তো, বাঙলার সকল লোককে খুশি করা ছাড়া তাঁদের আর কাজ বা করবার আছে। কিছুদিন আগে একজন শ্রোতা প্রশ্ন করেছিলেন যে, 'আকাশ' কলকাতার উচ্চ কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় কেন? একটি কেন্দ্র থেকেই প্রচারিত হওয়াই কি যথেষ্ট নয়? উত্তরে নিয়ামক মহাশয় বলেছিলেন যে বর্তমান সময় সংবাদের পরেই বেশী ভিড় হয় উচ্চ কেন্দ্রে প্রচার করবার জন্যে। প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার জন্যেই বলা করেন। এই যদি সত্যি হয় তাহলে সন্ধ্যা ৭·৩০-এর সংবাদ উচ্চ তরঙ্গে প্রচার করবার সার্থকতা কোথায়? তাছাড়া খাস দিল্লিতেও ৯টার সংবাদ শুধু 'খ' কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়, 'ক' কেন্দ্রে অন্য অনুষ্ঠান থাকে।

ইতি—শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী, পোঃ কুলটী, বর্ধমান। ২।১।৫০

রজত সেন

# শেষ দৃশ্য

রহস্যের পুস্তক ভবন নিবেদিত কয়েকখানি পড়বার মত বই।

নিশাচর লিখিত

রহস্যঘন রোমাঞ্চকর নূতন উপন্যাস

ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

নিশিপদ্ম ৪॥

আশাপূর্ণা দেবীর

কল্যাণী ৩৲

বাংলার বার্ণার্ড-শ প্রমথনাথ বিশীর

অমনোনীত গল্প ৩৲

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

প্রকাশিত হলো

আঁখি-বিহঙ্গ

উত্তম পুরুষ

একটি অনন্য সাধারণ বই

আলোড়ক বলেন :

উত্তম পুরুষ ছদ্মনামের আড়ালে কোন প্রতিভা লেখকের জন্ম হয়েছে তা [illegible] করতে বিলম্ব হয় না। ইনি [illegible] ইনি না—কেন না ইনি জীবন সুখও নয়, দুঃখও নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন। সেই চাঞ্চল্যকর জীবন-প্রবাহের নিপুণ আলেখ্য। সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিশ্চিত প্রিয়। দাম ৩.০০ অসাধারণ প্রতিভাবান।

উত্তম পুরুষ

জীবন সুখও নয়, দুঃখও নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন। সেই চাঞ্চল্যকর জীবন-প্রবাহের নিপুণ আলেখ্য। সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিশ্চিত প্রিয়। দাম ৩.০০ অসাধারণ প্রতিভাবান।

প্রকাশিত হলো

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রুক্মিণী বাঈ

প্রথমশ্রেণীর রেল ষ্টেশনের ১৩ নিরুদ্বেগ কামরায় চারটি নারী ১ম শ্রেণীর বিশিষ্ট যাত্রীদের মনোরঞ্জনে নিযুক্তা। আদিম সাহিত্যিকের সর্বাধুনিক রচনা। চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ। দাম ৩.০০

উত্তম পুরুষ-এর অন্য বই

তপতীকন্যা (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ২.০০ ॥ বাসর ২.৫০

দিবা-সাহিত্যের দুখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

স্টিভেন্সনের

ট্রেজার আইল্যান্ড ২.০০

অনুবাদ : রবীন্দ্র দত্ত

হিউফ্রেসের

টম ব্রাউন ১.০০

অনুবাদ : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

চাকর সোনা-ডাকাতি ইংরেজি পাঠ্য : স্কুল লাইব্রেরীর পক্ষে অপরিহার্য

ভুলি-কলম : কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কিছুই নয়, ও একটা—একটা পাঙ্ক, একটা—'

'আপনি আমেরিকান উপন্যাস পড়া ছাড়ুন সুদর্শনবাবু, কথাই আপনি গল্প খুঁজে বেড়াচ্ছেন ওখানে, সব চুরি-ডাকাতি আর ছেলেমেয়েদের রাত বারোয় গল্প।'

চুপ করে রইলাম। হেমন্ত 'জিনিস বোঝে না, তা নিয়ে মাথা ঘামাও না।' চোখের ছেড়ে দাঁড়াল সুদর্শন, গিলে-করা কোঁচানো সামনের দিকে ধাঁধা মারল পাড়ে-ওলটানো চটি দিয়ে, চটি ঘষটাতে ঘোষ দেয়ালের দিকে; হেমন্ত দেখ, একবার হেমন্তর পলাশ চৌধুরী এল কিনা এমন দেরি করলে আমি কখনই বাড়িতে ঢুকে যেতাম।

বন্ধুরা হতাশ, চৌরঙ্গীতে সবাই স্টুডিওতে না পলাশ চৌধুরী আসেনি। সুদর্শন ঘরের ছাদে পাখাটার বেগে কয়েক বার চটি সঞ্চালন করলে তারপর হেমন্তর পড়ল গোলাপে, একটা নিশ্বাসে, কয়েকটা কথা টেনে নিয়ে সে নীরব হোল। কয়েকটা পলক ফেলে সে বেরিয়ে গেল ঘরখানা নিয়ে। একবার সুদর্শন সোফাটার ভেতর কোন সন্ধানের সন্ধান পেল, হতাশ হয়ে সে হাত দুটো উপরে এক তোলে। বন্ধুরা উঠে দাঁড়াল পা ঝাড়া দিয়ে একটু সুস্থ হয়ে।

ঘরে ঘরে ঘরে ঘরে সুদর্শন চটি দিয়ে একটা বিশ্রী শব্দের সৃষ্টি করলে। কয়েক বার ঘরের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে সে আবার ফিরে এল।

স্টুডিওর ঘরে ঘরে ঘুরে ঘরে ঘরে চটি দিয়ে একটা বিশ্রী শব্দের সৃষ্টি করলে। কয়েক বার ঘরের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে সে আবার ফিরে এল।

ঘরের উপর তার নজর রেখে সুদর্শন মন্তব্য করলে, একবার চোখ বুলিয়ে নিল সুদর্শন এল ঘরে। হেমন্তর চটির শব্দে চমকে তার মুখে সুদর্শন হেমন্তর এসে চটির আওয়াজ স্টুডিওর আলোকই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকে।

'সুদর্শন ছোকরাটার পরীক্ষায় একটা চান্স দিও সুদর্শনবাবু, জিনিস পড়িয়ে দাঁড় করাতে পারলে আশা করি।'

'কোথায় যে?'

'বেরোবেই চমকে উঠল স্টুডিওর বাইরে, গেটে।'

'কেমন দেখতে?'

'গেটের বাইরে একমাথা চুল আর চোখ নিয়ে হোলে যে জীবন্তটি দাঁড়াল, তাকে দেখেই চমকে উঠেছিল আরেকজন হেমন্তর মনে এমন ভজন ভজন আসে, দেখে মাথা কাটিয়ে?

যদি কিছু হয় তো তা কি কোনোদিন জানবে তারই সম্পাদিত ও হালদার সাহেবের কাছে আসতে পেরেছিল?

অন্ধ নয়।

'অন্ধকারের চাইতে ভালো' টিন থেকে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটের মাঝখানে রাখল সুবলদা, জ্বেলে নিয়ে ধুঁকতে লাগল, গভীর মোহে প্রত্যক্ষ পাকাটির সেলফাইটা অনুভব করল একবার, কিন্তু কিছুতেই ভরসা পেল না বাকীটা নিয়ে ফস করে একটা কাঠি জ্বালাবার, কে জানে অবাধ হয়ে যদি তখনি কল্পনাটার বিস্তারের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হয়।

'অন্ধকে অন্ধ দেখতে নাই।'

'সেটা নিজে এসো।'

পাঠান মোহর প্রায় ছুটে চলল বুকটা উঁচু করে।

শেষটা আর একেবারে ঘুমোল না তারা নিজে একবার নাকের ডগার বাঁশিতে ছুঁড়ে দিল, ঘোলাটে আলো মাখানো, ঘরের বাতাস ভারী করা, সুবলদা মনের কথা বলল, কথা নেই।

সেদিন রাত্রে পাঠান মোহর কোথায় জানি যাবে। তখন একের হাতে সিগারেট একটা ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল সুবলদা।

তারপর বাকীটা দুপুরবেলা একটা এসে ঘুমোবার ঠিক আগে কিন্তু তার সারা অঙ্গে অবসাদ ঘনিয়েছে।

সারা শেষরাত্রি সুবলদার একটা এমন ঘুম হয়েছে যে ঘুমোতে ঘুমোতে সে ভাবছে, ঘুমের মধ্যে ভাবছে, ঘুমের মধ্যে ভাবছে, ঘুমের মধ্যে ভাবছে।

তারপর বাকীটা দুপুরবেলা একটা এসে ঘুমোবার ঠিক আগে কিন্তু তার সারা অঙ্গে অবসাদ ঘনিয়েছে।

সারা শেষরাত্রি সুবলদার একটা এমন ঘুম হয়েছে যে ঘুমোতে ঘুমোতে সে ভাবছে, ঘুমের মধ্যে ভাবছে, ঘুমের মধ্যে ভাবছে, ঘুমের মধ্যে ভাবছে।


# আনন্দবাজার পত্রিকা

## বার্ষিক (দোল) সংখ্যা

একটি উপন্যাসোপম বড় গল্প
এবং ছোটগল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, কবিতা

দোল পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইবে

মূল্য দুই টাকা



দ্বিবেণীর বই প্রকাশিত হল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

নবতম গ্রন্থ

## স্বাদু স্বাদু পদে পদে

যেমন এক আসন এক বৃক্ষ তেমনি আমার স্বাদু স্বাদু পদে পদে। অচিন্ত্যকুমারের বৈশিষ্ট্য শুধু সৃজনের ঐশ্বর্যে নয়, রূপায়ণেও। শুধু লেখা নয়, সুন্দর করে লেখাতেই তিনি প্রতিশ্রুত। শুধু, কাহিনীর উপস্থাপন নয়, তার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ লেখাটিকে যে সুচারু শিল্পরূপ এ প্রসঙ্গে তিনি সচেতনীল। রূপ ও রীতি, ছন্দ ও ধ্বনি, পরিমিতি ও সৌষম উপলব্ধির অর্থ খোঁজায় অচিন্ত্যকুমার। লেখকের সমগ্র গ্রন্থাবলী ও সাহিত্যিক জীবনী এ বইতে গ্রথিত — যা অতিরিক্ত আকর্ষণ। অভিনব প্রচ্ছদ। দাম শুধু টাকা পাঁচসিকা মাত্র পঞ্চম।

দ্বিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২

গলায় হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল একটিমাত্র শব্দ।

গভীর নিস্তব্ধতা ঘরে এবং ঘরের বাইরে চারিদিকে,—শহরের এই উপকণ্ঠে।

বল্লরী মেরুদণ্ড খাড়া করে বসল, একটা পায়ের উপর আর-একটা পা তুলে দিল, দুই উরুর মাঝখানে সাড়ে সাতশ টাকার শাড়ির কুঞ্চনটা ভ্রূক্ষেপ করল না, দুটো হাত সোফার পিঠে তুলে দিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে তেমনি মৃদু, নরম গলায় বলল, 'আপনাদের চিত্ত-জগতে আমি খাত সুন্দরী, ফিতের কারিকুরি বর্জন করেও আমি নিখুঁত শরীরের স্তুতি করতে পারি; আপনি আমার কি দিতে পারেন?'

'হৃদয়।' সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে হৃদয়ের উত্তাপটা সে ছড়িয়ে দিল বল্লরীর দিকে

'হুম।' যেন পাখি ওড়বার শব্দ করল বল্লরী।

বরফের টোকা পড়ুক।

'এটা একটা সাব প্লট, বুঝলেন সুরঞ্জন-বাবু, পাঠককে কৌতূহলী দিয়ে তার কৌতূহলটা জাগিয়ে রাখবার জন্যে আপনি। তার সেই পার্শ্বিক ভদ্রলোক—কি যেন তাঁর নাম? থাক, চুলুন, আসল গল্পে ফিরে যাওয়া যাক, বোধ হয় পাঠকেরা তার নায়ককে নিয়ে এসেছে।'

বেটেকে দরকার, তার চাইতে একটু বেশি চিৎকার করে সুরঞ্জন নির্দেশ দিল, 'তাড়াতাড়ি এস।'

গজেন বেয়ারার চোখ জ্বলজ্বল, নাক ফুলে উঁচু হয়ে রয়, কিছুক্ষণ হাঁফায়। চব্বিশ বছরের উপযুক্ত গজেন সত্য দাঁড়াল, একটিবার মাত্র সে সঙ্কুচিত তাকাতে পারল বল্লরীর দিকে, অথচ হঠাৎ সে অনুভব করল তার কাছ ঘেঁষিয়ে গেছে, চুলকার সাহস তাকে কখন বর্ধিত করে দিয়েছেন! নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে, দরজাটা আস্তে বন্ধ করে।

সুরঞ্জন তাকাল, পাঁচ মিনিট সময় ইতিমধ্যে কেটেই; অবশ্য ভাল করে তাকাল: সবই ত ঠিক আছে মনে হচ্ছে: চোখ, নাক, মুখের গড়ন, চাউনি; এমন কি, চুলের গোছা পর্যন্ত; কর্ড সারবস্কলীন ট্রাউজার আর রেয়ন সিল্কের হাওয়াই শার্ট, শুধু হাত-ঘড়িটাই দেখা যাচ্ছে না।

'কি নাম?' সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করল না, ছুঁড়ে মারল যেন প্রশ্নটা। পলাশ চৌধুরীর পার্শিলটাই শুধু নেই, পলাশ চৌধুরীর চোখে শেষ কথা, এর চোখে প্রথম জিজ্ঞাসা।

'জগৎ বন্ধন।'

জেরাক্সে গলা, না, গলার শব্দকে অবশ্য মিষ্টি আর মেজাজম করতে হবে, সুরঞ্জন সিগারেট মুখে রাখল, গলার অভিনয় ত না, ভ্রূভঙ্গির অভিনয়, তার ওপর আবার কিঞ্চিৎ, প্রাথমিক ভৌমিক। 'জগৎ বন্ধন? ও নাম ত সিনেমায় চলবে না, আমার ছবি মার খাবে।'

বল্লরী একটা বুমাল তুলে নিল নাকের ডগায় বুলিয়ে মুখের উপর চাপ ধরল।

হয়ত চুক্তির কথা ধরলে সুরঞ্জনই আসে, তবু চুক্তিপত্র একবার দেখিয়ে রাখা ভাল বলে সেটা সুরঞ্জন জানালার কার্নিশ দিয়ে বাড়িয়ে বলল, 'জগৎ বন্ধন ছাড়া আর কিছু নাম নেই?'

'আছে।'

'চলবে আমার, বলুন তবে।' কাগজটা নিয়ে কি সব বল্লরী? কখনও অভিনয় করেছেন? এই প্রথম ছবিতে নামা? তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি আপনাকে।'

'বলুন।' সুরঞ্জন কিন্তু অভিজ্ঞতা।'

'সেলুলয়েডে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা যে একটা আর্ট তার শিখবার কিছু আছে, পকেট বুমাল ঘাড়ে ত কখনও ঘাড়ে ত্বক।'

জগৎ বন্ধন সেজে ফেলবে, ঠিক পুতুলের মতন পরিয়ে দেবে সব কিছু, একটু বেশিও নয় কমও নয়, তবে সেজে ফেলার পরিকল্পনা তার কাছে কখনও করে থাকে, সুরঞ্জন ঠিক বুঝতে পারল, বুমাল রেখে দিল পকেটে তাই।

'তার আগে বলুন, একটু হুইস্কি পাওয়া যাবে।' সুরঞ্জনের ঠোঁট, সুরঞ্জনের ঠোঁট বিদ্রূপে বাঁকা হল এক মুহূর্তের জন্য, বল্লরী পক্ষপাত করবে। নিজের দুটি নকল পায়ের ভঙ্গিতে যেন অসম্ভবের বেদী রচনা করে, সিগারেটে টান দিয়েছিল, নির্দয় হাতে সুমড়ে নিবিয়ে দিল; লাঞ্ছনাকে মনে করে আশ্চর্য সামলে নিল নিজেকে। 'সম্প্রতি আপনাকে জানল কেমন করে? কি বিশেষ গুণে আছে আপনার?' সোজা তাকাল সুরঞ্জন।

'আমি ওর কাছে পড়েছিলাম স্কুলে, তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন—' জগৎ বন্ধন থেমে গেল।

অর্ধ সুরঞ্জন ঘোষ করে দিল, 'কোথাকার কথাবার্তা, আপনি কিন্তু ভেবেননি, সিনেমায় অভিনয় করবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সাধারণ—সাধারণ' একটু, ঝিঁঝিয়ে হয়ে সরল সে, মনে রাখল সেসবার কথা, পা দুটিয়ে দিল সমুদ্রের দিকে, আসল হাসপাতাল হচ্ছে এই: আপনাকে চলন বলবার আগে জানতে হবে পাটির প্রেসপেক্ট—অর্থাৎ আসল উদ্দেশ্য, সুরঞ্জন আপনার ছবিতে অভিনয় করছে কি না' বল্লরী মৃদু উত্তেজনা নয়, অভিনয়ে ভঙ্গির চাইতেও বড় কথা ছবি, বল্লরীর চাইতে বড় অভিনেত্রী আর আসেনি। এবারে সুরঞ্জন আসতে আসতে আর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে দেখলে বল্লরী কি একটা বইএর পাতা উল্টাচ্ছিল, সবটাই ত অভিনয় একরকম নয়ত। আমার মুখ বন্ধ হচ্ছে—'

'হুঁ, তা হলে বলি, এসেছে জগৎ বন্ধন হাল ফিল

সুরঞ্জন তাকাল সামনে হাত বল্লরী বই বন্ধ করে রাখল। সুরঞ্জন সাদা আকাশ মুখ টানু করে, পরনে লম্বা ঢিলে হাফপ্যান্ট, ফরসা রঙ, ঝকঝকে দাঁত, বয়স তিরিশ, অহংকার নয়, অভিজাত লক্ষণ: তাকে ঘুরে ফিরে দুটিই দেখি, বিশেষ করে আকর্ণ দুটি, 'বিল্টু—'

'বিল্টু কি?'

একটা সিগারেট ধরাল সুরঞ্জন, সামনে তার ঔৎসুক্যের পরিচয় হয়ত দুর্লক্ষ্য।

'বিল্টু' হাসিয়ে দিল সুরঞ্জন।

সিগারেট ধরাল, সামলাই জ্বলজ্বলে, ছবিটা সিনেমা আসছেবার কথা, আর সিগারেটে আত্মহারানো টান দিয়ে আবার মনোযোগ দিয়ে তাকাল, সুরঞ্জন অসহ্য হয়ে গেল, প্রত্যেকটি ভঙ্গি একেবারে নিখুঁত, নিখুঁত। কিন্তু কোনো বই আমার ভাল লাগেনি, চেষ্টা করেও ভাল লাগাতে পারিনি। মাস্টার মশাইকে এ কথা একদিন বলেছিলাম। তিনি বলেন ভাল লাগাবার কথা নয়, তার সেসব জানে তবে ভাল লাগাতে পারে না, নায়কের নিজস্বের অভাব বা প্রতিভা থাকতে পারে না, নায়িকার তাদের নেই, তিনি রূপসী—তিনি রূপ আর নেই দুটোই।' সিগারেট টানতে গিয়ে সহসা যেন চোখে পড়ল তার, এ কি সে বলে ফেলল? এ-পরিবেশে কেমন করে এক মুহূর্তের জন্য এসে পড়েছে সে, এটা ত তার জগৎ

॥ ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ॥
অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য
এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা
অর্থনীতির ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে বইখানি লিখিত।
অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠকদেরও উপকারে লাগবে।
প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

নয়। অভিনয় সে করবেই, এখানে না হয় অন্য কোথাও, কিন্তু অজানা পথে পা বাড়াবার প্রবৃত্তি তাকে দিল কে? মাস্টার মশাই বলছিলেন—অভিনয় নয়, আসল মানুষ হয়ে পারবে জগতে? আসল প্রেমিক? আসল সুহৃদ? আসল সহযোগী? আসল খুনি? আসল আসামী? জগতে কোন সিদ্ধান্তে টানতে লাগল, স্বপ্নের আচ্ছন্ন চোখ জলেভরে, ঘরটা তারই, ঘরে কেউ মানুষ নেই।

তেমনি অন্ধকারঘর জিজ্ঞাসা, আপনার উত্তরটা কি?

জগতে কখনো তোমাকে টানে না, সৃষ্টির সমস্যার দিকে অনেকখানি কাছে নয়, আর স্পষ্ট করে বলব ছবি আঁকতে আমি তোমায় আসল মানুষে হতে চাই, অভিনেতা নয়। সিদ্ধান্তটা সে দিয়ে দিল।

ঘরটা সত্যিকার কাজ এল, আঁকার অভিজ্ঞতা কবে তাকে তুলে নিয়ে সৃষ্টির পথে একদা তাদের কলিজা ছিন্ন করেছে, তাদের ছুটি দিল অনেকদিন এক সঙ্গে থেকে হয় তার আর অন্যের সে অনুভূতি হয়ে পড়েছে বোধ হয়।

সুকুমার হঠাৎ তাকে ঘুরে ফিরে সুকুমারের তৈরী একটা বড় ঢালাই ব্রোঞ্জের কাছে তাকে টেনে নিয়ে গেল। বেশ বড় একটা মূর্তি, সাধারণ একটা মানুষের ছিন্ন মস্তক মাত্র। মূর্তিটা ভাল করে দেখবার জন্য কাছে আসতে হয়। মূর্তিটা ভাল করেই দেখে ফেলে।

সুকুমার তার দিকে তাকিয়ে আছে, তার চোখে কি আছে সে বুঝতে পারে না, শুধু বুঝতে পারে তার মনের ভিতরটা কেমন উতলা হয়ে উঠেছে। মূর্তিটা ভাল লাগছে, ভাল লাগছে বলে ভয় করছে, ভয় করছে বলে ভাল লাগছে। মূর্তিটা তার চোখে ছাপসে না, স্পর্শ, আলোবাতাসে আসে সুন্দর করছে, আঁকে আর তার করবার চেষ্টা পরস্পরকে। তারপর ঘরা ঘরার আপনে একজন আর একজনকে পুড়িয়ে মারবে, অনেক বিস্ফোরক ঘটনা, টেনেসিন ভুলা আর সাম্রাজ্যেরা। এ অমার ঘরা, সেদিকে আমি এমন ছবি দেব—যারা দেখে অনেকদিন মনে রাখবে। ঐ ঘরার মনে প্রেম আসবে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে একটি অতি তুচ্ছ ঘটনায় মেয়েটি জানতে পারবে ছেলেটির মহৎ চরিত্র, তারপর গভীর প্রেম, আসবে সামাজিক সমস্যা, ঘাত প্রতিঘাত; মেয়েটি মাটির মানুষ, ছেলেটি আকাশের; মেয়েটি ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসতে চায় তার প্রেম, ছেলেটি নিয়ে যায় তার অনির্বচনীয়কে কোথা এক অন্তরীক্ষে উপাসনায়। মেয়েটি বলল, এমন আত্মপ্রতারণা তুমি করতে পার দিনের পর দিন? এমন বঞ্চনা? এমন ইতরবিশেষ? ছেলেটি বলল, তোমাকে ভালবাসি, সেটাই আমার পরম লাভ, পরম তৃপ্তি, তোমাকে ভালবাসি বলেই নিজেকেও এমন গভীর ভাবে জানা, আত্মসুখ এই সুরের মধ্যে আমার সমস্ত সত্তাটা কাঁপতে থাকে, ইত্যাদি—

সুকুমার হঠাৎ সিগারেটের টিন একটা নিজে তুলে নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেন চমক ভাঙল হঠাৎ, হাতে ধরিয়ে সিগারেট নিল সে, দেশলাই জ্বেলে সামনে, সিগারেট ধরিয়ে দেবার আগে ধরিয়ে দেবার কথাও তার মনে পড়ল না, সুকুমার সিগারেট ধরাল—সুকুমার। সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, তারপর, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবার, আর একজন এল মেয়েটির জীবনে, স্থিরধীর প্রেমিক, একেবারে খাঁটি রক্ত-মাংসের মানুষ, শুভকরী নয়, ওসব এল ছবি নিয়ে নয়, ছেঁড়া ঝোড়া আর ভাঙাচোরা নিয়ে; আর মেয়েটি প্রথম সচেতনেই সর্বস্ব উজাড় করে দিল এই নতুন প্রেমিককে। না, তেমন নয়, সেনসারের কাজের আছে, একটা ঝিয়ের


বিদ্যোদয়ের বই

উপন্যাস

| | | |
|---|---|---|
| মধুমিতা ॥ | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৬·০০ |
| নাগিনী মুদ্রা ॥ | অমরেন্দ্র ঘোষ | ৩·৫০ |
| সূর্যগ্রাস ॥ | সুশীল জানা | ৩·৭৫ |
| তাপসী ॥ | প্রফুল্ল রায়চৌধুরী | ৩·৫০ |
| ময়ূরাক্ষী ॥ | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩·০০ |
| গৃহকপোতী ॥ | সরোজকুমার রায়চৌধুরী | ৩·৫০ |

প্রবন্ধ ও চিরায়ত সাহিত্য

| | | |
|---|---|---|
| চিত্রদর্শন ॥ | কানাই সামন্ত | ২০·০০ |
| মানববিকাশের ধারা ॥ | প্রফুল্ল চক্রবর্তী | ১২·০০ |
| পরিব্রাজকের ডায়েরী ॥ | নির্মলকুমার বসু | ৪·৫০ |
| স্বাধীনতার পথে প্রাচ্য জগৎ ॥ | অনিলা দাশগুপ্তা | ২·৫০ |
| শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ॥ | খগেন্দ্রনাথ মিত্র | ৭·০০ |
| সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ॥ | ডাঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য | ৬·৫০ |
| বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র ॥ | শতবর্ষপূর্তি সংকলন | ৬·০০ |
| মহাভারত ॥ | হেমদাকান্ত চৌধুরী | ১২·০০ |

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

জাল বুনতে হবে, ঝানু, পাকাচুল নীতি-বাগীশ সেনসার-কর্তাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে, ইঁদুরের সুড়সুড়ি নিয়ে ওঁদের চিন্তার অবধি নেই, এদিকে কামোন্মত্ত মাতব্বর যে নীতির বাগিচা তছনচ করে দিচ্ছে—সেদিক খেয়াল নেই; আমার গল্প ছিল মেয়েটি স্বেচ্ছায় তার কৌমার্য-হানি করছে, উন্মত্ত চরম প্রতিশোধ তার পূজারী প্রেমিকের ওপর, সে ভিন্ন, বিবস্ত্র, আহত। এইবার আসল দৃশ্য, যার অভিনয় আর দশ মিনিট পরে আপনাকে করতে হবে। প্রথম ছেলেটি—অর্থাৎ আপনি দেখতে পেলেন, জানতে পারলেন একদিন—যাকে আপনি দিনের পর দিন প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন—সে ঝুটো, নির্মম ঈর্ষা, নিদারুণ ঘৃণায় আপনি জর্জরিত হয়ে উঠলেন, এতদিন আপনি ভালবাসেননি, চরম ঘৃণা থেকে জন্মালো আপনার চরম ভালবাসা, সেই মুহূর্তে আপনি বুঝতে পারলেন—আপনি ওকে ভেবেছিলেন আপনার প্রত্যাকটি স্নায়ুতে, প্রতিটি রক্তবিন্দুর মধ্যে। কি করলেন আপনি? আত্মহত্যা? না, হত্যা। কেননা বাঁচতে আপনি পারেন না, জীবনের কোনোই মূল্য নেই আপনার কাছে। আপনার অভিনয় এবার শুরু: আপনি ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন—কোনো নির্জন জায়গায়, আপনি অপেক্ষা করছেন, পায়চারি করছেন; ছেলেটি এল, হাসির আভায় চারদিক আলো করে, শাড়ির আঁচল উড়িয়ে, সুগন্ধ ছড়িয়ে। সংলাপ: মনে করে রাখবেন: পরশুদিনই মনে রাখবেন? তীক্ষ্ণ, মর্মন্তুদ, আপনার শেষ কথাও তাই। সংলাপ: নায়িকা: 'হঠাৎ আবার কি মনে করে ডাকলে?'

নায়ক মনে আপনি: 'এমন নিষ্ঠুর প্রতারণা তুমি করতে পার?'

নায়িকা: 'তোমার অপরাধ নিশ্চয়ই, তুমি সুজনকে ঠকিয়েছ, আমাকে আর তোমার নিজেকে।'

আপনি হাত বাড়িয়ে এক টানে ওকে নিজের বুকের কাছে নিয়ে আসবেন: বল্লরী, তোমার চোখে ফুটে উঠবে অপরূপ বিস্ময়, তুমি বলবে: এতদিন কি তোমার মনুষ্যত্ব ফিরে এল? ফিরে এল তোমার চরিত্র? কিন্তু দেরি করে ফেলেছ! আপনি দু হাতে ওর গলা টিপে ধরবেন, আস্তে আস্তে চাপ দেবেন, আপনার চোখে সেখা থেকে অনুকম্পা, বিস্ময়, ভয় আর প্রচণ্ড ঘৃণা। বল্লরী, তুমি বুঝতে পারনি প্রথম যেদিন মুখে তৃপ্তির হাসি লেখা দেবে, সেদিনই হাসি আর বিশুদ্ধ হাসবে না। জগত বন্ধনবাবু, এবার আপনি বল্লরীকে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন, আরও চাপ দিন, বস্, বল্লরী আপনার বুকে ঢলে পড়ল মাটিতে। প্রথম দৃশ্য এখানে শেষ। দ্বিতীয় দৃশ্য: খুনের অপরাধে আপনার ফাঁসি হবে। আমি সবাইে চাই ফাঁসি কাঠে যখন আপনার মুখের ভাব কেমন হবে দেখতে। আমার ইচ্ছে কিন্তু নাটকের মৃত্যু হবে না। নায়িকা হাউফেস করে মরে যাবে, তার হাতে থাকবে—থাকে থাকুক ছিল, ঐ রকম লেখা ওষুধের আলাদা ভদ্রলোকের কাছ থেকে সে ওষুধটা প্রেম নিষ্পত্তি নিয়ে এসেছিল, সে ওষুধ জগত উপন্যাসটা, সেই খুনী ভদ্রলোকটি যার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিশ্চিহ্ন করতে হাত থেকে বাঁচিয়ে দেবে, ওখানেই ছবির শেষ হবে চলুন, ওহে বল্লরী! সুজন দাঁড়াল, স্টাডিওতে চাঁদমারি করে দিল ওরা যাচ্ছে।

'হঠাৎ আবার কি মনে করে ডাকলে আজ?'

এমন নিষ্ঠুর প্রতারণা তুমি করতে পার?

তোমার অপরাধ নিশ্চয়ই, তুমি সুজনকে ঠকিয়েছ, প্রথমত আর তোমার নিজেকে।

জগত বন্ধন হাত বাড়িয়ে বল্লরীকে টেনে নিল, প্রচণ্ড টান, পড়তে পড়তে সামলে নিল সে, প্রায় ছিটকে পড়তে হল জগতকে। বিরক্তির উদ্রেক করে বল্লরী বলল, এতদিন কি তোমার মনুষ্যত্ব ফিরে এল? ফিরে এল তোমার চরিত্র? কিন্তু দেরি করে ফেলেছ!

মুখর, উদ্ভ্রান্ত, দৃষ্টিতে ভূমিকায় বইল জগত বন্ধন, বুকের কাছে ধরে রাখা খুনী নায়িকা বল্লরী; কিন্তু কলঙ্কিনী এ নারী, বিশ্বাসঘাতিকা। বন্ধন হাত ওর গলা টিপে ধরল। 'আস্তে!' স্পষ্ট গলায় বল্লরী বলতে পারল কোনো রকমে, 'জানোয়ার কোথাকার!'

সুজন ক্ষিপ্রপায়ে এগিয়ে এসে বলল, 'না, জানোয়ার নয়, অপূর্ব! বোধ হাত খুলে নিন কি হল বল্লরী? তোমার মুখে সে হাসি কই, সে বিমুগ্ধ দৃষ্টি কোথায়? সেইই তোমার এমন মুহূর্তে গোলমাল করে দিও না। ইটস্ এ গ্রেট অ্যাকটিং। আপনি আর দু পা পেছিয়ে যান বন্ধনবাবু, হাত আলগা করুন। বল্লরীকে টেনে নিন কাছে।'

জগত বন্ধনের বন্ধ কিসের এক পরশে, বল্লরীর দেহটি পরমাণু ধূলোয় আর বৃশ্চিকদংশের যন্ত্রণায় উন্মত্ত। হায়, এই ত সেই নারী যাকে সে জন্মজন্মান্তর ভালবেসেছে, আর আজ এমন প্রতারণা! বল্লরীর হাত ধরে টান মারল সে, বল্লরী ছিটকে পড়ল ওর বাহুর উপর, দুহাতে আঙুল দিয়ে বন্ধন করে ধরল তার গলাটি টিপে ধরল।

প্রযোজক পরিচালক কাহিনীকার সুজনকে হঠাৎ বেশ উত্তেজিত মনে হল।

বল্লরী চোখ পড়ল একেবারে মাটিতে, নাকে বন্ধন বাহুর কাছে। একবার কেন একবার সুজনকে একবার এই দু'জনের তিন কোণে কিনারায় বার করল। ঘাম এখন কপাল ঐ পাশের কানে, সুজনের হাতে হাতে, সুজনের ঠোঁটে সে নিজে হাতে [illegible] কিন্তু সুজনের চোখে, চোখে বন্ধন বাহুর মুখের দিকে [illegible]; উজ্জ্বল [illegible] তার নিজের মুখে [illegible] মুখের [illegible] অনুভব [illegible] [illegible] [illegible]

# বিশ্ব-বিচিত্রা

কুটনৈতিক দৌত্যিক পুস্তকের অনুসন্ধানসূত্র পুস্তি বছর অন্তত আড়াই লক্ষ টাকার পরিমাণ অর্থ মুদ্রণ খাতে উদ্ধার করে। ঠিক কোন খাতে পুস্তকের পাওয়া যাবে কেউ বলতে পারে না। এর অনুসন্ধান ওপর নির্ভর করে প্রত্যহ কেউ না কেউ দাবীর ফর্দ থেকে পুস্তকের উদ্ধার করে নয়াদিল্লীর এক দপ্তর কলকাতায় ছুটি কোলকাতার কোলকাতায় কোনো ও মুদ্রার নথিই সঠিক ঠিক মুদ্রার সম্পর্ক করে সাধারণ এর জন্যান্য কৃষক ক্ষেত্রে কারক নিয়ে নিয়ে সাধু সাধু লক্ষ টাকার সম্পর্কে করে ইতিহাসের অনুসন্ধানের অনুসন্ধানের কারণে কারণে ছুটি সরকার সরকার সময় পুস্তকের টাইপের অনুসন্ধান সাধু লক্ষ নিকার সাধু নিয়ে হয়।

এর এর হয়ে হয়েছিল যেন পুস্তকের কারণে পুস্তকের কারণে কারণে কোনোদিনের নয় উদ্ধারের হয় সরকারীদের হয়ে কোনোদিনের পুস্তকের সম্পর্ক করে চলেছে এবং সাধু মুদ্রার কোনো কোনো কোনো কারণে সাধু সাধু সাধু

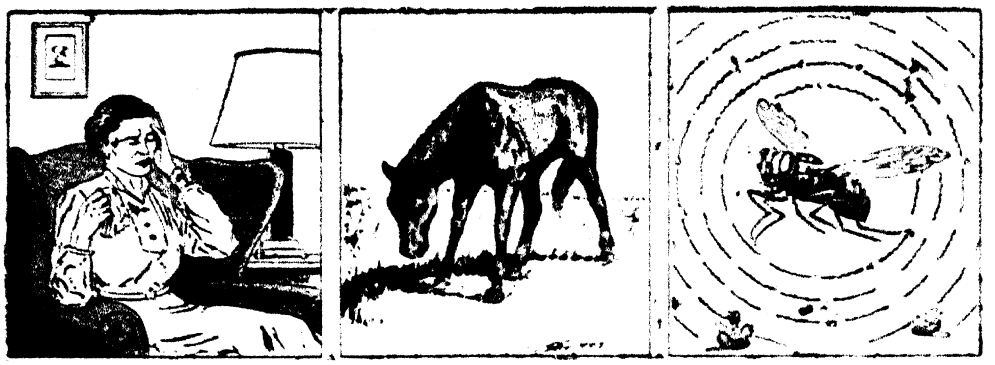

১ ২ ৩

১। ডাক্তারেরা বলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে স্থায়ী হয় ১ থেকে ৬ ঘণ্টা এবং গড়পড়তা সিদ্ধান্তে যে ঘোড়া মাটিতে দেহ হেলান দেও বছর মাস বাবর না শুয়ে কাটাতে পারে। সামনে তেজস্ক্রিয় ধাতু থেকে উৎপাদিত সহজাতায় ঐ মারাত্মক পোকার খপ্পর থেকে

প্রায় কোন ব্যক্তিই সাধারণ মাথাধরা থেকে রেহাই আক্রমণ হয় বছরে ১ থেকে ২৪ বার। ২। বার চেয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতে বেশী আরাম ৩। যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরা গুহাপালিত পশু রশ্মিকে কাজে লাগাচ্ছেন। ডাচ ওয়েস্ট ইণ্ডি পশুদের সম্পূর্ণ নিরাপদ করে তোলায় সাফ

পায় না। শতকরা বারোজন লোক মাথাধরা মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করে দেখা পায়। লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে যে, ঘোড়া দের পক্ষে মারাত্মক ঘূর্ণিপোকার বিনাশ দের কুরাকাওতে প্রথম পরীক্ষায় প্রক্রিয়াটির লা লাভ করার পর অন্যত্রও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

দৃষ্টান্তও কম পাওয়া যায় না। বৃটেনে মোটর চালনায় ১৯২৫ সনে দ্রুততার রেকর্ডস্থাপনকারী সার মালকম ক্যাম্পবেল পনামা উপসাগরে কোকোস দ্বীপের কোন এক স্থানে সাড়ে বারো কোটি টাকার সম্পদ পোঁতা আছে শুনে তার খোঁজে বৃথাই প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কর্নেল থে ম্যাকেঞ্জী ফক্স নামে এক বিপুল ধনী ঢোবারমোরি উপসাগরে সোনাভর্তি নিমজ্জিত এক স্পেনীয় তরণীর উদ্ধারে আঠারটি বৎসর এবং প্রভূত অর্থ ব্যয় করেও সাফল্য লাভ করতে পারেননি।

*

পাশ্চাত্যের কতক দেশে চতুঃষষ্টিবৎসরাধিক অধিবর্ষকে লিপ ইয়ার বিবাহের প্রতি শুভ বর্ষ বলে জ্ঞান করা হয়। বৃটেনের বিবাহ নির্বাহক সম্প্রদায়ের কর্তারা বলেন, প্রতি লিপ ইয়ারে অন্যান্য বছরের চেয়ে বরাবরই বেশী সংখ্যায় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং এবছর বিবাহের একটা রেকর্ড হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

স্কটলণ্ডের মেয়েদের একটা বিশ্বাস যে, লিপ ইয়ারে বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে বিবাহিত-জীবন সুখের হয়। ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে (সেটাও ছিল লিপ ইয়ার) স্কটল্যাণ্ডে এক আইন প্রণীত হয় এই মর্মে যে, অধিবর্ষে ধনী বা দরিদ্র প্রত্যেক কুমারী মেয়েই ইচ্ছা করলে তার পছন্দমতো যে কোন লোককে বিবাহের প্রস্তাব করতে পারবে। সে ব্যক্তি প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে তার অর্থিক অবস্থা অনুযায়ী পনর টাকার অর্ধ ক্রীতদাস দিতে হবে, কিংবা সে রাজি অন্য কোন মেয়েকে বিবাহ করে পুনর্বিবেচনার হয় থাকে।

বহু সময় এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল যে কোন রাজি অধিবর্ষে কোন মেয়েকে প্রত্যাখান করলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাকে সিল্কের পোশাক দিতে হবে।

*

বিমানযাত্রীর কাছাকাছি যাবার সময় তাদের একটা নির্দিষ্ট ওজন নামার সময় বিমানের বিকট শব্দ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাকার বৃদ্ধির ফলে বিমানের বাহুদ্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় শব্দের মাত্রাও বৃদ্ধিলাভ করেছে।

দেখা যায়, সাধারণ অসুস্থ ও অপ্রকৃতিস্থ যে কোন শব্দই মানুষের বিরক্তির কারণ ঘটায় তা নয়তো সব রকম শব্দই কম সহ্য হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় হাসপাতাল রোগীদের মধ্যে থাকায় তার প্রভাবে তারা কোন গ্রামে রোগে সেখানকার নিস্তব্ধতায় তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। সম্প্রতি একটি ছাদের কথা শোনা যায় যে টেলিভিশনের শব্দটা পুরোমাত্রায় না খুলে মিহি পরীক্ষার পড় তৈরী করতে অপারগ হতো।

তবে অধিকাংশ লোকই অতিরিক্ত গোলমাল অপছন্দ করে এবং লণ্ডন গভর্নমেণ্ট থেকে এই সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে। দেখা যায় যে, গোল-

মালের যন্ত্র কোন কোন ধরনের কাজে বাধা সৃষ্টি করে। শব্দ ও গোলমালের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিকদের সংগ্রামের ইতিহাস এই দুইটিতেও সাধারণভাবে নীরবতার নিয়ে এক পরীক্ষা সম্পাদন করলে পরীক্ষা করা হলো কাজে নিযুক্ত করার পূর্বে তাদের নিযুক্ত করা হয়। এরা একটা ছোট কামরায় বসে থাকবার পর বিমানের সাহায্যে এই কামরাটাকে শব্দে ভরিয়ে তোলা হয়। পরীক্ষার পরীক্ষার পর দেখা যায় যে, শব্দগুলির প্রথমবার চেয়ে দুই বেশী হয়ে আসছে। তাদের মধ্যে একজনকে বাদে বৈজ্ঞানিকরা দেখা যায় এরা একদম তার কৃতিত্বের উপযুক্ত পরিচয় দেয়।

অবশ্য এই ধরনের পরীক্ষায় দেখা হয়েছে যে, শব্দ যদিও কোন বিশেষ কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করে তবুও তা কোন কোন ক্ষেত্রে কাজে সাহায্য করে। শব্দ ও গোলমালের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিকদের সংগ্রামের ইতিহাসে

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

॥ নয় ॥

লক্ষ্মীর অসুখ হয়ে চার্টার্ড সৌম্যশেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছে—শুনেছি, কিন্তু চিঠিটা নিজেই পড়ে নিন।

সৌম্যশেখর বলেছে—হাঁ, নিচ্ছি—

তারপর একটু থেমে বলেছে—মঞ্জু লক্ষ্মীস, এই যে কি তারপর আর লেখেনি, এরে কিছু হয়ে না?

—কী হয়ে?

সৌম্যশেখর বলেছে—এর পর তোমার আর লেখেনি, তার কিছুই হয়ে না?

লক্ষ্মীস অন্যমনস্কের মত বলেছে—কী আবার হয়ে, সবই তো একদিন শেষ হয়ে যায়ে

কথাটা সৌম্যশেখরের ভাল লাগেনি। সবই এই সংসারে নশ্বর। কি তারপর কি তার সবকিছুর শেষ আছে। তেমনি তারও একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে। সেটা সত্যি। কী সবকিছুই হয়ে। শুধু তার শেষটা সৌম্যশেখর মেনে নিতে পারছে না।

তাই অন্যমনস্ক সৌম্যশেখর যে তারে হয়ে মনে পড়লো কথাটা বলতে তেমনি একটা চিঠি আছে লক্ষ্মীসের।

চিঠি। লক্ষ্মীস বেড়াতে গিয়ে একেবারে শেষের দিন লিখেছে চিঠি। বলেছে—চিঠি আছে তার টেবিলে। কেন যে

সৌম্যশেখর আগে ভাগে চিঠি পড়ে কারে নিতে বলেছে তার নিজস্বতার একেবারে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে প্রথমটা ভিন্ন এর নিজেদের পড়তে অসুবিধা লক্ষ্মীস। লক্ষ্মীসদের যে কী চমৎকার হস্তাক্ষর। হাতের বড় সুন্দর মনে হলো লক্ষ্মীসকে। সত্যিকারের চুমু যেন নিয়ে পড়তে বসেছে। একটা লাল রংএর শাড়ি পরেছে। গলায় ঝিক ঝিক করছে সোনার হারটা। গলার অনেকখানি খোলা। যতদূর পারা যায় নিটোল নিরাভরণ। বিন্দুমাত্র গয়না এমন খোলা নয়। ঢাকা থাকে স্বাভাবিক নিয়ে। কিন্তু লক্ষ্মীসের আজকে অনেকখানি খোলা। লক্ষ্মীস তারপর মন দিয়ে চিঠিটা পড়তে লাগল। এর কী কথা লেখা থাকে চিঠিতে। লক্ষ্মীসই বা এর কী লেখে চিঠিতে রেজ রেজ। সেই জন্যেই বা সব কাজ ফেলে চিঠির জন্যে কেন রোজ তাকে আসে বৃন্দাবনপুরের ধারে। চিঠি পড়বার সময় হয় মুখটাই বা অমন ভারাক্রান্ত করে ওঠে কেন। কেন কান হয়ে ওঠে কান দুটো কেন মন মন নিশ্বাসটা খুব নিশ্বাসটা খুব ভার কেন বার বার পড়ে চিঠিতে।

লক্ষ্মীস চিঠিটার দিকে চোখ রেখে নিজের মনেই যেন বলেছে—কাজ তো যেতে পারবে না—

সৌম্যশেখর বলেছে—কেন যেতে পারবে না লক্ষ্মীস?

—না যেতে বলছি না—

তারপর সৌম্যশেখরের দিকে চেয়ে বলেছে—দেখা দিলেন, কী মুস্কিল, কাজ তো আর পড়ার না তাই—

সৌম্যশেখর বলেছে—তোমার কোথাও যেতে ইচ্ছে হয়ে লক্ষ্মীস?

লক্ষ্মীস বলেছে—সে দুই বুঝবে না, কে একটা ভদ্রলোক আছে, কিন্তু কাল যে সবাই আসছে।

—সবাই? সবাই আসছে?

লক্ষ্মীস বলেছে—হাঁ কাল যে সবাইকে আসতে বলে হয়ে, সবাই আসছে কিন্তু কাল যারা চিঠি লিখেছেন—কাল বিকেল পাঁচটার সময় সবাই জাহাজ এসে পৌঁছবে যে—

সবাই! সবাই কথা এই শুনেছে সৌম্যশেখর যে সবাইকে কেন তার দেখা হয়ে গিয়েছে। সবাইকে দেখবে কেন আর তার বাকি নেই। অনেকদিন সবাইকে একসঙ্গে কেন সে চোখের সামনে দেখেছে। এত গল্প শুনেছে একসঙ্গে কাছে, কাকিমার কাছে, লক্ষ্মীসের কাছে যে, সবাই আর তার অচেনা নয়। সবাই যেন লক্ষ্মীসের মতই একেবারে আপনার জন হয়ে গেছে সৌম্যশেখরের।

সৌম্যশেখর জিজ্ঞেস করেছে—সবাই আসবে কবে তারপর যে বলেনি তুমি আগে—

লক্ষ্মীস বলেছে—আজই তো বাবার টেলিগ্রাম এল—

—কিন্তু তার সঙ্গে আসবে? সবাই একসঙ্গে আসবে পরবে?

লক্ষ্মীস বলেছে—বম্বে থেকে তার একজন আসছে বরকাবাবু, তাদের সঙ্গেই বরং পরীক্ষা দিয়েছেন সেখানে, লেখা-পড়া ছাড়া হচ্ছে না তাই—ওই দেখছিস না, ওই বিছানা বার হয়েছে সবাই জন্যে, সবাই জন্যে ওইখানে—

লক্ষ্মীস নজর পড়েছে সৌম্যশেখরের।

এর পাশে লক্ষ্মীসের বেশবাস ছাড়া ছাড়া ওপাশে আর একটা ছাড়া ছাড়া রয়েছে।

কেমন যেন ভিড়ও মনে অনেকক্ষণ ধরে সবাই কথাই মনে পড়েছিল সৌম্যশেখরের। তখনও সেখানে সৌম্যশেখর সবাইকে, কিন্তু মনে হয়েছিল অন্তরে বাইরে মাঝে একটা ব্যবধান পড়ে সে। লক্ষ্মীস বড়, বিন্দুমাত্র বড় ছোট ছোট সবাই ওর চেয়ে বড়। কারো সঙ্গে মেলা হয় না। মেলতে গেলে সেই কিরকমের বাড়ি ছেড়ে হয়


॥ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন ॥

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত মুখবন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"স্বর্ণালীযুগে চারুচন্দ্র বিচিত্রমুখী সাহিত্যসেবায় অবিস্মরণীয়রূপে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে অধ্যাপক, সাংবাদিক ও সাহিত্যস্রষ্টা-রূপে বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশেষত উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁহার জননন্দিত সমালোচকের সমস্ত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। চারুচন্দ্রের এই পরপারকলনের সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।"

॥ শোভন সংস্করণ। উৎকৃষ্ট মুদ্রণ ও সজ্জা। দাম ৫·০০ ॥

গ্রন্থম । ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

লুকিয়ে লুকিয়ে। এবার সতী আসবে, সতী তো তারই মতন ছোট! সতী তো তার চেয়েও ছোট—

মনে আছে সেদিন রাত্রে ভালো করে ঘুমও হয়নি দীপঙ্করের। মনে আছে, সমস্ত রাতই যেন উসখুস্ করেছিল বিছানায় শুয়ে।

আস্তে আস্তে মাকে ডেকেছিল—মা—

—কীরে, ঘুমোসনি এখনো?

দীপঙ্কর বলেছে—যদি সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয় আমাকে ডেকে দিও মা—

অথচ কেন যে সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে তার তা-ও জানা ছিল না। তবু মনে হয়েছিল যেন দেরি হলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। ভোর হতে না হতেই উঠে পড়েছে দীপঙ্কর। হঠাৎ তার মনে হলো—কই, ভোর বেলাটা ঠিক অন্যদিনকার মতই তো। কোনও তফাত নেই। অন্যদিন যেমনভাবে সূর্যটা ওঠে পুবদিকে, আর আমড়া গাছটার ডালে এসে রোদ লাগে, সেদিনটাও তো তেমনি। চন্দ্রনি ঠিক অন্যদিনকার মতই উঠোন ঝাঁট দিতে সুরু করেছে। আর কাকে লক্ষ করে যেন গালাগালি দিচ্ছে—শতেকখোয়ারীরা, তোরা মর্, তোরা রক্ত-বমি করে মর, তোদের খাটে করে চিতেয় তুলে দিয়ে আসি কাওড়াতলায়, যত ডাকরারা, জুটেছে বাড়িতে, তোদের ছাদ্দে আমি পিণ্ডী চট্‌কাই, ওলো হাড়হাবাতে মাগী, তোর মুখে আমি.....

আস্তে আস্তে উঠোনের কোণে গিয়ে মুখ ধুয়ে দীপঙ্কর ভাবলে, চন্দ্রনী হয়তো জানে না যে, কি-আর-নাম মারা গেছেন।

দীপঙ্কর বললে—চন্দ্রনী শুনেছ?

—কী শুনবো বাছা, শোনবার কি আমার পিণ্ডী রেখেছে—শতেকখোয়ারীরা আমার হাড়মাস ভাজা ভাজা করে ছেড়েছে, হতচ্ছাড়ীদের জ্বালায় কি আমার শোনবার সময় আছে বাছা, অবাগীদের মুখে আমি.....

কোথা দিয়ে যে সকালটা কেটেছিল সেদিন। ভাত খেয়ে নিয়ে রাস্তায় বেরুতেই দেখলে রাস্তা-ভরা লোক চলেছে কাওড়াতলার দিকে। কিরণদের বাড়িতে গিয়ে বইয়ের থেকে ডাকলে—কিরণ, কিরণ—

ভেতরে সাড়ার উপায় নেই। মা কাঁদছে করে নিয়েছে। ততক্ষণে পাকাটি ফুর্তি হয়ে গিয়েছে লোকে-লোকে। সেপাল ছাড়াছাড়ি স্যুটিয়ের ভেতর দিয়ে পাকাটির ঠকঠকানি শুধু অনেক ভিড়। স্কেলিংটা করে গেছে মানুষের মাথায়। সকাল সাড়ে ছটায় ট্রেনটা শেয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছবার কথা। তারপর সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে হাজরা রোড ধরে কালিঘাট রোড দিয়ে টালিগঞ্জ ব্রিজে এসে পড়বে। ততক্ষণ গাছের ওপর সবে লোক উঠে বসেছে। ছোট-বড় সব গাছেই মানুষ। দূরের বারোটা বাজলো, একটা বাজলো—তবু দেখা নেই।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে দেখলে—কিরণ।

—এই কিরণ! তুই এখানে! তোদের বাড়িতে গিয়ে কত ডাকলুম—

কিরণ বললে—তোর জন্যে বাড়িতে দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলুম আমি—আর এখানে দাঁড়া, এখানে দাঁড়ালে ভালো দেখা যাবে—

ভোরে আড়াইটার সময় হঠাৎ মনে হলো যেন মানুষের একটা বিরাট ঢেউ সামনের দিকে এগিয়ে এল। আর সেই ঢেউ-এর আঘাতে সকলের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা এক মুহূর্তে যেন উধাও হয়ে উঠলো। সেই বিরাট এক জন-সমুদ্রের তরঙ্গ সমস্ত মানুষের বেঁচে থাকার দাবিটুকে তাচ্ছিল্য করে এক নিমেষে মুখর হয়ে উঠলো। আর সামনে সামনে সব পুতুলগুলো সমাধি হলো। আর চিরকালের মতো সেই পুতুলও নেই, কোনও সমাধি-স্তম্ভ নেই কারো। বহু নিষ্ঠুর নিরীক্ষণের পর যেন কলকাতা শহর দীপঙ্করের মনে হলো সেই নিস্তব্ধতার প্রতীক হয়ে যেন একটা ফুলের পাহাড় এগিয়ে আসছে ধীর গতিতে, আর সেই ফুলও ছিন্ন পাপড়ীতে দীপঙ্করের সমস্ত অনুভূতিকে যেন আচ্ছন্ন করতে চাইছে, পুতুলের যেন চীৎকার করতে পারলেই খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যেত, যেন আচ্ছন্ন করতে পারলেই খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়া যেত।

ফুলের পাহাড়টা সামনে দিয়ে চলে গেল। তখনও দীপঙ্করের জ্ঞান নেই।

হঠাৎ কিরণের গলার শব্দে দীপঙ্করের যেন জ্ঞান ফিরে এল।

কিরণ বলছে—ওই দেখ পুলমঙ্গলবাবু—

সেই উস্কখুস্কো চুল, এলোমেলো পঞ্জরের জন্য, সেই গোড়ালী দেখানো জুতো। সেই পান চিবোচ্ছেন।

কিরণ বলছে—ওই দেখ মহাত্মা গান্ধী রে—

একে একে অনেককে চিনিয়ে দিলে কিরণ। কিরণ সকলকে চেনে। সকলকে দেখেছে মীটিং-এ।

দীপঙ্কর বললে—ওই দেখ অঘোরদাদু—

অঘোরদাদু যে অঘোরদাদু সে-ও এসে ফুটপাথের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি নেই, তবু কী দেখতে এসেছে

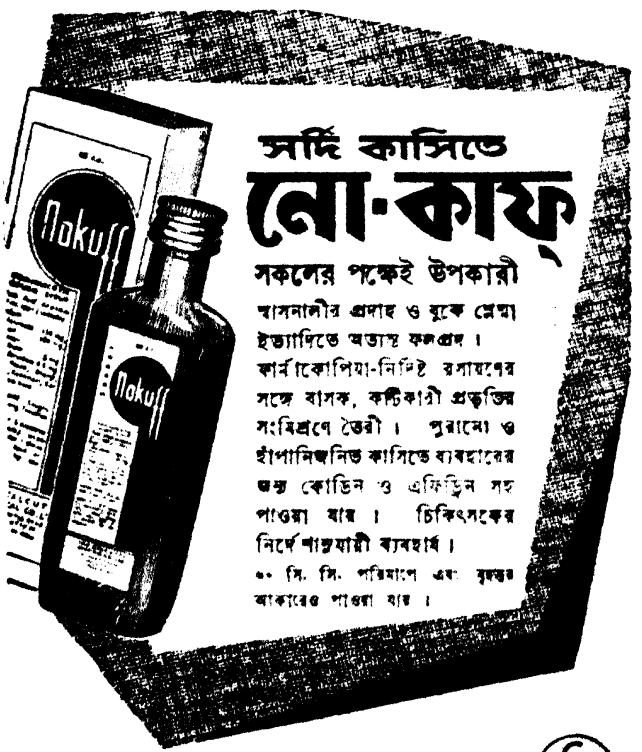

কে জানে। দেখা গেল ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে নির্মল পালিত। তাদের ইস্কুল থেকে সাউথ সাবার্বানে চলে গেছে। সে-ও এসেছে। দাঁড়িয়ে আছে চা করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কমলালেবু খাচ্ছে, সঙ্গে আছে তাদের দারোয়ান। দেখা গেল ফটিককে। দেখা গেল লক্ষ্মণকে। লক্ষ্মণদের সরকার সে-ও এসেছে কিনা এখানে। দাঁড়িয়ে আছে মুনেশ্বিপল মার্কেট এসেন্সিয়াল নার্কি বিশিষ্টদিকে নিয়ে। দুনিকাকাও ফতুয়া গায়ে দিয়ে এসেছে। স্থানেনদা মধুসূদনের পড়ন পঞ্চাশা সবাই এসে গেছে এসেছে।

প্রীপঙ্কর বললে—ওই দেখ ছিটে এসেছে—

অন্ধকারদের বড় নর্দমা ছিটে এসেছে। সিগারেট টানছে সবে। কাপড়টা পরেছে লুঙ্গির করে। অনেক ছিটে। ছেটে আর আসতে বাকি আছেনি। কেবল কাকাবাবু, কাকিমা আর লক্ষ্মণদিদি এল না ওরা যেন প্রার্থনা করে, ওরা যেন সকলের আগে আসবে—

দুইয়ে তিনে তিন করে বাকি সবাই এসে গেছে একটু।

আর সবার সঙ্গে একটা ছিটে ছিটে ছেলের চেয়ে বড় বড় হয়ে ছিটে আসছে মাটিতে। আর একজন ছিটে সবার সঙ্গে হাত ধরে ধরাধরি করে আর সবার চেয়ে ছিটে ছিটে ছিট

—কিন্তু তাহলে? তাহলে ওরা খাবে কী? কী খেয়ে বাঁচবে!

কিরণ বললে—পয়সা দেবার লোক আছে অনেক, তারা সাধুদের খাওয়াতে পারলে বেঁচে যায়—। কিন্তু এ-সাধুটা সে-রকম নয়, এ শুধু গাঁজা খায়, এ হিমালয়ের সাধু কি না—আর কিছু খায় না—

কিন্তু ঘাটের সামনে গিয়ে কিরণ থমকে গেল। কিছু কথা বলতে পারলে না কিছুক্ষণ।

বললে—এই রে, বোধহয় হিমালয়ে চলে গেছে আবার—

—তা হলে?

কিরণ বললে—নাঃ, আমাদের কপালটাই খারাপ। কয়েকদিন পৈতে বিক্রী করতে গিয়েছিলাম ভবানীপুরে, এদিকে আসতে পারিনি—নইলে টের পেতাম—

আবার ফিরতে হলো। আবার পাথরগুলি দিয়ে বাড়ির দিকে আসতে হবে। কিরণ নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের ভেতর ঢুকে পড়লো। আর দীপঙ্কর গিয়ে ঢুকলো সোজা লক্ষ্মীদির বাড়ির মধ্যে। সতী এসেছে নাকি! সতীর তো আসবার কথা ছিল! সেই লক্ষ্মীদির বোন। আসবে তো আসবার কথা! লক্ষ্মীদি বলেছিল। বাথরুমের ভেতরে উনুনে আগুন দেওয়া হয়েছে। একতাল আটা নিয়ে মাখছে ঠাকুর। বহু ঘর ঝাঁট দিচ্ছে।

দীপঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো। নতুন একটা খাট পাতা হয়েছিল সতীর জন্যে। সতী আর লক্ষ্মীদি এক ঘরে শোবে।

সিঁড়ির মুখেই লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা। লক্ষ্মীদি নামছিল। দীপঙ্করকে দেখেই লক্ষ্মীদি বললে—কী রে দীপু, কী! একরকম চেহারা হয়েছে কেন তোর?

দীপঙ্কর বললে—এমনিতে শিরদাঁড়াটা—অঙ্কটা সি ফ্রম সো হয়ে গেল কি না—

—ও, অম্বাবতে তো এখন আসছি।

—কোথা থেকে?

লক্ষ্মীদি বললে সতীকে আনতে গিয়ে ছিলুম—

দীপঙ্করের বুকটা কেমন যেন দুলে উঠলো।

বললে—সতী এসেছে নাকি? কই দেখি? কী রকম দেখতে রৌশ?

লক্ষ্মীদি হেসে বললে—না রে, আসেনি, আসতে ছাড়েনি সেখান থেকে, খুব ধরে পড়েছিল কি না—

দীপঙ্কর যেন তাহলে হলো কথাটা শুনে। এবং, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। যেন অনেক প্রশ্ন করেছিল সে। অনেক কী সব প্রশ্ন, কেন যে প্রশ্ন, সতী এখন কেমন আছে ঠিক নেই!

লক্ষ্মীদি নিচেয় নামতে লাগলো। দীপঙ্করও পিছু নামতে লাগলো পেছন পেছন।

পেছন থেকে হঠাৎ দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি—

—কী রে? কী বলছিস?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—সতীকে দেখতে কেমন হয়েছে?

লক্ষ্মীদি ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বললে—ও মা, দুই বুড়ি সিলেট সতীর কথা জিজ্ঞেস করছে—

কেমন লজ্জা হলো দীপঙ্করের। মুখটা নিচু করে নিলে—

—এমনি সতীর কথা এই জিজ্ঞেস করিনি যে তুই?

কেন যে দীপঙ্কর সতীর কথা এই কথা জিজ্ঞেস করে তা কি দীপঙ্করই জানতো? কিন্তু হঠাৎ কেমন মনে হলো সতী যেমনই হোক সে যেন এমন করে লক্ষ্মীদির মত লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে চিঠি না পাঠায়। সতী যেন লক্ষ্মীদির মত অন্ধকার সমুদ্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন করে না নাচে। সতী যেন এমন করে লক্ষ্মীদির মত পড়ার টেবিলে বসে অন্য কারুর ছবি না দেখে। সতী যেন আরো ভালো হয়। লক্ষ্মীদির চেয়ে সতী আরো ভালো হলে যেন ভাল হয়। সতী যেন সত্যিই সতীর মতন হয়।

সেদিন সেই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির মধ্যে কালিঝাট মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর সেই সেদিনকার কথাই ভাবছিল। সতী হয়তো আসবে না শেষ পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত হয়তো আসাই হবে না সতীর। অত দূর থেকে আসা কি সহজ! কোথায় বর্মী, কোথাকার কোন কাঠের কারবারী ভুবনেশ্বর মিত্র—তার ছোট বোন সতী কি এতদূর পথ একলা আসতে পারবে! যদি আসে যেন এমন করে চিঠি না পাঠায় তার হয়ে দিয়ে। সে-ও যেন দীপঙ্করকে এত কষ্ট না দেয়। এমন করে চিঠির জন্যে তোরাবেলা বসিয়েছে না ছিকেয়—।

এই বার লোকটা আসছে। সেই কোট-প্যান্ট পরা লোকটা।

পূর্বাঞ্চলের একমাত্র পরিবেশক:
**রেডিও সাপ্লাই স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড**, ৩, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা—১।

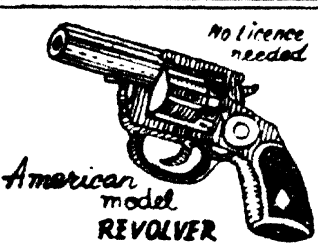


বনভোজন, ভ্রমণ, নাটক ইত্যাদি উপলক্ষে এই ছোরাগুলী আপনার পরম বন্ধুর কাজ করবে। হাল্কা ওজন ও বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। প্রচণ্ড আওয়াজ ও চোখ-ঝলসান আলো আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

মূল্য : টাঃ ৮, ১০, ১৫,
নং ৭৭৭ ৪৪৪ ১১১

বিনামূল্যে ২৫টি গুলী। ২৫টি অতিরিক্ত গুলী টাঃ ১/৫০, ১০০টি গুলী ৫, টাকা। চামড়ার কেস ৬, টাকা। লুব্রিকেটিং অয়েল প্রতি বোতল ১, টাকা। ডাকব্যয় ২, টাকা। দুই বা ততোধিক পিস্তলের জন্য ডাকব্যয় লাগে না। কেবল ভি পি পি-তে মাল পাঠান হয়।

**নিউ ইয়র্ক এজেন্সিজ (ইণ্ডিয়া)**
পোষ্ট বক্স নং ৪০৯২ বোম্বাই—৭।

একটা ট্যাক্সি চীৎকার মত ছুটে আসছে কৃষ্ণপুকুরের দিকে। কিন্তু না, ট্যাক্সিটা কৃষ্ণপুকুরের ধার দিয়ে এসে ভেতরে গলির ভেতর ঢুকে গেল।

শশিশেখর তার একবার পেছনের দোকানে গিয়ে ঘড়িটা দেখে এল। সবসাকল। ঘড়িটা বাজে। কখন সে পড়বে, কখন সে উপকূলে যাবে, কখন সে স্নান খাবে। ঘড়িটা তখন বেজেছে আরো। আরো ভোরে ঢং ঢং পড়ছে—

শশিশেখর সেই ঘড়িটার মধ্যেই হঠাৎ নেমে পড়ল। মাঝের মন্দির থেকে উঠবার পাশাপাশি দুজন অনেকগুলি পথ। সমস্ত ঢং ঢং পাশাপাশি সব ভিজে একসা হয়ে গেল ছুটে ছুটে ছুটে। ছুটতে ছুটতে একেবারে লক্ষ্মীশিবের মন্দির প্রকাণ্ড সঙ্গে পেছনের দরজা একেবারে চুপ করে উঠেছে দরজাটা খোলা ছিল। সেজন্য ভেতরে গিয়ে লক্ষ্মীশিবকে ডিঙিয়ে যেতে হয়েছে। বলতে হবে, সে ভদ্রলোক আসেনি। লক্ষ্মীশিব ঢুকতে বলে করতে পারে। না বলেই মেরে। কিন্তু শশিশেখরের সেজন্য কী ভদ্রলোক যদি না আসে তবে সে কী করতে পারে।

সিঁড়ির নিচে বাসঘরের দিকে কাঁকমাত্র পরনে ঢাকাই শাড়ি দেখা গেল। বধূ একটা থালায় চাল নিয়ে বসেছেন সমানে।

শশিশেখর সিঁড়ি দিয়ে সেজা ওপরে চলে গেল। ওপরেও বোধহয় কেউ নেই। তাহলে সেখানে লেখার ঘর পড়বার ঘর

শশিশেখর টাক মেরে দেখলে ভেতরে।

—লক্ষ্মীশিব।

সেখানেও কারে সাড়া শব্দ নেই। ঘর পড়বার ঘরও নেই। সমস্ত জিনিসটা যেন ফাঁকা মনে হলো। কেউ নেই কোথাও। শশিশেখরের পায়ের শব্দ ভিজে ঢং ঢং করছে। এঘর ওঘর সমস্ত ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলে ঘর ঘর। কোথায় গেল লক্ষ্মীশিব। কাকাবাবুই বা কোথায় গেলেন। অনাদিন তো এই সময়টায় বসে খবরের কাগজ পড়েন। সেই মিনার্ভা থিয়েটার যেদিন নতুন বিজ্ঞাপন দিয়েছিল সেদিনও তো এখানে বসেই খবরের কাগজ পড়ছিলেন। লক্ষ্মীশিবের ঘরের ভেতরে সরস্বতীর আটটাও সজাগে রয়েছে। দুপিকের দেয়ালে লক্ষ্মীর মুখে আঁকা। ঝিকানা-টিকানা সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো। শুধু ছোট টেবিলটার ওপর তিনটে চায়ের কাপ ডিস খালি পড়ে আছে।

লক্ষ্মীশিব।

আবার ডাকলো শশিশেখর।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে তেতলার ছাদে উঠলো। তেতলার ছাদে শুধু একখানা ঘর। ঘরখানায় কাকাবাবু শোন। সে-ঘরে গেলে সমস্ত কালিঘাটটা ছবির মতন নজরে পড়ে। ছোট ছোট বাড়ি, বস্তির, খড়ের চালা, মায়ের মন্দির, হালদারদের বাড়ি। চন্ডীবাবুর বার বাড়ির চুড়োটা আরো অনেক কিছু। আর ওদিকে সেই টিপু সুলতানের ছুটছুটে সাইটা—তার ওধারে আগুনেখাকীর পুকুর—আর তার ওদিকে ঢালু ধানক্ষেত। সে ধানক্ষেত একেবারে সোজা সন্ধানে রেল-লাইন পর্যন্ত গিয়ে মিলেছে।

ওপরে উঠেই শশিশেখর কাকাবাবুর ঘরটার দিকে চেয়ে দেখলে। ঘরের দরজা খোলা। অনাদিন সব সময়ই ঘরটার চারি বন্ধ থাকে। ঘরের ভেতরেও লক্ষ্মীশিব নেই। দরজার পাশটা ধরে কাকে ঘরের ভেতরে উঁকি মেরে দেখলে। ঘরটার ওপর ঘরের কাপড়টা উল্টে রয়েছে। মনে হয়, একটা আলো জ্বলে ঘরে কেউ ছিল। দেওয়ালের ওপর অনেকগুলো বই অনেকগুলো কাগজপত্রে সাজিয়ে। আর একটা ছবি। ছবিতে একটা ছোট ছেলে মুখোমুখি সকলের চেয়ে এসে পড়েছে মায়ের ওপর বিছানার চাদরে ছবি দেখেছে কৃষ্ণপুকুরে

কোথায় গেল লক্ষ্মীশিব।

আবার নিচের নেমে কাকাবাবুকে কিজ্ঞেস করতে হবে। এত সকালে কাকাবাবুই বা কোথায় গেলেন। আর লক্ষ্মীশিবই বা কোথায় গেল।

হঠাৎ মনে হলো ছাদের উত্তর-পূব কোণে লক্ষ্মীশিব দাঁড়িয়ে আছে। শশিশেখরের দিকে পেছন ফেরা। কাকাবাবুর বেরোনটা চোখে


প্রকাশিত হল

ভ্রমণ সাহিত্যে সমৃদ্ধ সংযোজন

বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্যের

ভারততীর্থ

নতুন চোখে দেখা

নতুন ভাবে লেখা

• দুই টাকা •

বিক্রয়: ৬ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলি ১২

শ্রীবাসব গুপ্তর

নতুন উপন্যাস

দেওয়ান বাড়ি ৭·৫০

[illegible] সমস্ত অনুরাগের মধ্যেই প্রেমের পরিচয় চলা অন্তরঙ্গতার মধ্যেও দূরত্ব থাকে। [illegible] মনের গহনে পুরে, নিঃশব্দে তারই বিচিত্র পথটি ধরে পুনে অনুসন্ধিৎসু একটি মন কখন আবিষ্কারের আনন্দে ভরে ওঠে প্রেমের [illegible] সেই তো প্রেমের শেষ সম্পদ। সেই তো প্রেম-মনের অন্তরতম অন্তরতা। একটি বলিষ্ঠ সবল ও রহস্যময় কাহিনীকে বাইনামিট প্রকাশনা।

এই লেখকের

এক মুঠো মাটি ২য় সং ৪৲ ॥ কত বিনোদিনী ৪৲

বিশ্ববাণী ॥ ১১এ, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট ॥ কলি-৭

য়ে অনেক দূরে কী যেন দেখছে। দীপঙ্করকে দেখতে পায়নি।

আস্তে আস্তে দীপঙ্কর কাছে গেল। তখনও দূরবীনে চোখ দিয়ে লক্ষ্মীদি একদৃষ্টে কী দেখছে।

হঠাৎ দীপঙ্কর ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি চমকে উঠেছে। চমকে পাশ ফিরে দীপঙ্করকে দেখে অবাক।

—তুই! তুই কখন এলি?

দীপঙ্কর বললে—আমি অনেকক্ষণ এসেছি—সব জায়গায় খুঁজেছি তোমাকে—

—চিঠি দিয়েছিস্?

—না! তিনি আসেন নি!

—আসে নি কিরে! আসেনি মানে? তাহলে চিঠি কাকে দিলি?

দীপঙ্কর বললে—কাউকেই দিইনি—এই নাও—

লক্ষ্মীদি চিঠিটা নিয়ে একটু দেখেই টুকরো টুকরো করে ছাদে ছড়িয়ে দিলে।

দীপঙ্কর বললে—এই দেখ না, চিঠিটা নিয়ে আটটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলুম—তবু কেউ এল না—

—তা আর একটু দাঁড়ালি না কেন! আসবে না তো কোথায় যাবে!

—আমি তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম—তারপর এমন বিষ্টি এল—এই দেখ না বিষ্টিতে একেবারে ভিজে গিয়েছি—

লক্ষ্মীদিও দেখলে দীপঙ্করের সর্বাঙ্গ ভেজা।

বললে—বিষ্টি তো তখনি থেমে গেল, একটু পরেই রোদ উঠলো, আর একটু দাঁড়ালেই পারতিস্—

দীপঙ্কর বললে—একবার থেকে তুমি একটু বলে দিও লক্ষ্মীদি, যেন ঠিক সময়ে আসে—দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার পা ব্যথা করে যায়—

লক্ষ্মীদি বললে—অনেকদূরে থেকে আসতে হয় কিনা, তাই একটু দেরি হয়—তা এবার আর দেরি হবে না, আমি বলে দেব—

দীপঙ্কর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—এটা দূরবীন, না লক্ষ্মীদি—

—হ্যাঁ বাইনোকুলার—

—দেখা যায়?

—দেখবি?

বলে লক্ষ্মীদি বাইনোকুলারটা দীপঙ্করের চোখে লাগিয়ে দিলে। তারপর বললে—দেখতে পাচ্ছিস্?

দীপঙ্কর দেখলে। কোথায় কত দূরের জিনিস যেন একেবারে হাতের কাছে, একেবারে যেন হাতের মুঠোয় এসে গেছে। সেই মানুষ মন্দির নেপাল ভট্টাচার্যি খুঁটি, কিরণদের টিনের চালা, পশুপতিটে ফটিকদের বাড়ি মধুসূদনদের বাড়ি ধর্মতলা ট্রাম্ট মাতৃল ইস্কুল কত দূরের জিনিস হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দীপঙ্করের সমুখে।

হঠাৎ দীপঙ্কর দূরবীনটা লক্ষ্মীদির দিকে ঘোরালে। লক্ষ্মীদিকে বরাবর সমান-সমানই দেখে এসেছে এতদিন, দূরবীন দিয়ে লক্ষ্মীদিকে কেমন দেখায় তাই দেখবার ইচ্ছে হলো।

—কী রে, আমাকে দেখছিস্ নাকি?

দীপঙ্করের চোখের সমুখে হঠাৎ সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করলে—তোমাকে এত ঝাপসা দেখাচ্ছে কেন লক্ষ্মীদি! কিছু, দেখতে পাচ্ছি না যে—

লক্ষ্মীদি হাসলো। বললে—আমি যে কাছের মানুষ রে—

—তা কাছের মানুষকে ঝাপসা দেখাবে কেন—তোমাকে আমি দূরবীন দিয়ে দেখবো না—বলে দূরবীনটা সরিয়ে নিলে চোখ থেকে।

—কেন?

—না, বড় খারাপ দেখায় তোমাকে, তোমাকে চেনাই যায় না একেবারে!

—তা তো চেনাই যাবে না, দূরবীন তো দূরের মানুষকেই দেখবার জন্যে! কাছের জিনিস দেখতে কি দূরবীন লাগে!

কথাটা শুনে সেই অল্প বয়েসে কেমন হতবাক হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। সত্যিই তো, লক্ষ্মীদি তো কাছের মানুষ। একেবারে মনের কাছাকাছি। কাছের মানুষ না হলে কি লক্ষ্মীদি তার হাত দিয়ে চিঠি পাঠাতো! তাকে এই বিশ্বাস করতো! আর তা ছাড়া কাছের মানুষকে দূরবীন দিয়ে দেখতে গেলেই তো হয় বন্ধুবিচ্ছেদের সূত্রপাত! কাছে এলেই যেন সব ঝাপসা ঠেকে। যেন বড় দূরে দূরে মনে হয়। তখন লক্ষ্মীদিও যখন দূরে চলে গিয়েছিল যখন একেবারে নেপালের বাইরে এসেই মনে হয়েছিল যেন লক্ষ্মীদিকে তার কাছে পেয়েছে, স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে, সহজ করে বুঝতে পেরেছে।

দীপঙ্কর দূরবীনটা দিয়ে দিলে লক্ষ্মীদির হাতে—

বললে—তোমারও দূরবীন দিয়ে দেখা না তুমি লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি হাসলে—কেন রে, আমাকেও ঝাপসা দেখাবে?

—ঝাপসা দেখাবে আরো কী দেখবে, তুমি তো আমাকে দেখতে পাবে না!

বলে আর দাঁড়াল না দীপঙ্কর। যেন লক্ষ্মীদির সমুখে আর দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা হলো তার। তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাস্তায় এসে পড়লো। পাশের দরজা দিয়ে নিজের বাড়িতেই ঢুকতো হয়ত, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

ঈশ্বর পাশপোর্ট চেকিং এর পরিচিত মুখে মনে হলো যেন কালের একটা টাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। পরিচিত অপরিচিত এসে কালের বাড়িতে। নতুন কোনও ভাড়াটে এল নাকি। ছেতরে মেয়েরা বসে আছে। অনেক মালপত্র পেছনে বাঁধা।

টাক্সি থেকে কে একজন নেমে এসে বাড়ির নম্বরগুলো দেখতে দেখতে অগ্রসর হচ্ছিল।

দীপঙ্করের কাছে এসেই জিজ্ঞেস করলে—এই, উনিশের একের বি কোন্ বাড়িটা রে?

—এইটেই তো, কাকে খুঁজছো?

প্রেমের প্রদীপে নতুন মুখচন্দ্রিকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উজ্জ্বলতম উপন্যাস

রূপসী রাত্রি

বৈরাগ্য আছে বলেই তো
অনুরাগের মাধুরী। বৈরাগ্যে-
অনুরাগে মিলনই তো হর-
পার্বতীর মিলন। সেই
মিলন-রাত্রিই তো
রূপসী রাত্রি।

দাম পাঁচ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

—অঘোর ভট্টাচার্যির বাড়ি,—

—হাঁ হাঁ এই বাড়িটাই—

বলে এগিয়ে গেল শশিশঙ্কর টাক্সির দিকে। পেছনের বসবার জায়গায় দুজন মেয়েমানুষ বসে ছিল। শশিশঙ্করের চোখের সামনে যেন হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল। সতী নয় তো!

—এই ছোকরা, মালপত্তোর ধরতে পারবি?

বলে ভদ্রলোক নামলেন গাড়ি থেকে। পরনের কোট প্যান্ট পরা। বেশ বয়েস হয়েছে। তারপর পেছনের মালপত্তোর টাক্সি থেকে নামিয়ে নিল। যখন মেয়েটি ভেতর থেকে বললে—এই জায়গা থাকতে কোথায় বাড়ি নিয়েছ কাকাবাবু—আর কারুর সাড়া পেলে না—

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন—টুনিদের একবার খবর দিই তো তুই?

শশিশঙ্কর বললে—আজ্ঞে হাঁ—

তারপর এই মালপত্তোর ওঠা নেমা—সেও তো একটা ঝঞ্ঝাট।

মেয়েটি গাড়ির ভেতর থেকে বললে—কাকা, এ ঘরগুলো কিন্তু ভীষণ নোংরা—

শশিশঙ্কর কাজটা তার মধ্যে ঢুকতে ভদ্রলোক তাকে নিয়ে একবার ঘোরের ঘরগুলো দেখাতে লাগলেন। ঘরগুলো সত্যি যেন পরিত্যক্ত হয়ে আছে। কেউ যেন বহুদিন এ ঘরে বাস করে নি।

তারপর এই জায়গায় কী করে যাই ভাবছি—

ভদ্রলোক হাত বুলোলেন ওর দু কাঁধে। তারপর ঘরগুলো দেখিয়ে বললেন—এই ঘরগুলো তো তুমি ঝাঁট দিয়ে নাও—

শশিশঙ্কর বললে—আজ্ঞে হাঁ—

ভদ্রলোক বললেন—আর ঝাঁটা কোথায় পাবে?

শশিশঙ্কর বললে—আজ্ঞে আমি কিনে আনছি—

ভদ্রলোক বললেন—এই নাও পয়সা—

শশিশঙ্কর বললে—না, পয়সা দিতে হবে না—

ভদ্রলোক বললেন—কেন? ওই ঝাঁটা তো আর তোমার কিনিস ওর জন্যে তুমি পয়সা দিতে যাবে কেন? এই নাও—

শশিশঙ্কর বললে—না, পয়সা দিতে হবে না—

ভদ্রলোক বললেন—কেন? ওই ঝাঁটা তো আর তোমার কিনিস ওর জন্যে তুমি পয়সা দিতে যাবে কেন? এই নাও—

শশিশঙ্কর বললে—না—

ভদ্রলোক বললেন—এই জন্যেই বলছিলাম—তোর কিসসু হয় না—তুমি তো দেখছি ভীষণ ভালো ছেলে—আজকাল তোমার মতো ছেলে পাওয়া যায় না—

মেয়েটি আবার বললে—নাও তো নে—

শশিশঙ্কর বললে—না—

ভদ্রলোক বললেন—তুমি আর খোসামোদ করো না সতী—ও খাবে—চার পয়সা ও কী করে উপায় করে দেখি—

শশিশঙ্কর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। আর একটু, দাঁড়ালেই হয়তো ওরা দেখতে পেত। ভিজে জামার হাতটা দিয়ে চোখটা মুছে নিল একবার।

হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়ালো যেন কী কিনিস। পেছন ফিরতেই দেখলে ভদ্রলোক চলতে শুরু করে দিয়েছে। তার পরনে চওড়া করে পাড়ের ধোপে বসানো ধুতি, কাঁধে কী একটা ঝুলছে। শশিশঙ্করের মনে হলো যেন সব অন্ধকারটা হঠাৎ আলোয় ভরে উঠেছে। তু হলে সেই সতী? তার সন্দেহের মধ্যে হয়ে গেল! সত্যি কি শশিশঙ্কর ভুল? কেনই বা তার ভুল? ভদ্রলোক সাদরে সবাইকে কি ডাকবেন?

(ক্রমশ)


**বর্ধমান মিষ্টান্ন ভাণ্ডার**

[illegible] বিহার।

বহু প্রশংসিত ছানা চপ এবং ছানার উপাদেয় মিষ্টান্নের জন্য বিখ্যাত।

এস কে. সন্স।

(সি ২৭৫৮)



২৩শে ফেব্রুয়ারী কবি কাঁটালের মৃত্যু দিবসে প্রকাশিত হবার প্রস্তাবনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

# সোনার আলপনা

[illegible] মূল্য ৪.০০

**রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা** ডঃ অমিয় ৫.০০। **সাধারণ** [illegible] ৫.০০। **সাপের মাথায় মণি** নরেন্দ্র দেব [illegible] ২.৫০। **উপকণ্ঠ** প্রবোধেন্দু ঠাকুরতা ৪.০০। **প্রবন্ধ সংকলন** [illegible] ৩.০০। **উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র** সুধীর মিত্র ৩.০০। **জনেক সুরু** শচিন্দ্রনাথ [illegible] ৩.০০। **বুকোয়া** নিখিল সেন ২.৫০। **রূপসীর মন** প্রফুল্ল রায় ৩.০০।

**এডারেন্ট বুক হাউস :** ৫ ১২৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলি—১২

(সি ২৭৭৪)

শিষ্টাচার

ক্ষিপ্রতা

নৈপুণ্য

বার্মা-শেলের সেবাই
এই।

SC-4

GOVERNMENT COLLEGE LIBRARY

# স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিকায় দলীপ সিং

আদিত্য ওহদেদার

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর।

মস্কো থেকে একজন ভারতীয় ছাত্রের নিকটকে এই তারিখের পাঠালেন—আমার প্রিয় স্বদেশবাসী, ইংরেজের মিথ্যা টুকরো থেকে সাবধান, নইলে তোমার সাম্রাজ্যটি খোয়াতে হবে।"

এই মস্কো থেকেই ইনি আবার পার্লামেন্টের একজন সিনিয়র মন্ত্রীকে লিখেছিলেন,—আমার কাছে এ অতি সুখের বিষয় যে, আমি এমন একজনের বন্ধুত্ব লাভ করেছি যিনি ইংরেজদের আমলেই ভারত ছেড়ে চলে গেছেন। আপনাকে আমি এই সংবাদ জানাতে চাই যে আপনাদের মহৎ পরামর্শদাতা (ডিসরেলি) আমার প্রতি তার অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করেন নি, তিনি আমার পত্রের একটা উত্তর পর্যন্তও দেন নি, যে পত্রে আমি আপিল করেছিলাম যাতে তাঁর জমিদারিগুলির সঙ্গে আমাকে ফরাসী সরকারের আমলে ওগুলি যাতে ছিল, সেগুলি পুনরুদ্ধার করা হয়। এখন আমি ফ্রান্সফুর্টের ইনভিজার সমাটের প্রতিনিধি। আমার ডেসপ্যাচ-সমূহের প্রতি আপনার সহানুভূতিপূর্ণ মনোযোগ কামনা করি। আমি আপনাকে আমার দুঃখের একটেরেছ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বলতে চাই এই কারণেই আমি আমার দেশবাসীদের প্রসন্ন দৃষ্টি থেকে দূরে—আমার সম্পদহ এই ভূমিহারাদের ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে আমাদের সঙ্গে মিলিয়ে করে রেখেছেন।" তিনি আরো লেখেন নিজেকে ইংরেজদের চরম শত্রু বলে অভিহিত করেছিলেন।

কে এই লর্ড দিলীপ সিংহজী ও লাহোর পূর্ব ভিক্টোরীয় যুগে, যখন ইংরেজের সাম্রাজ্যশাসন কায়েমী ও সুদৃঢ় তখন নিজের মনে এমন ইংরেজ-বিদ্বেষ পোষণ করেছিলেন এবং ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন? ইনি হলেন দলীপ সিং—পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংএর শেষ বংশধর। কিন্তু আমাদের ইতিহাসে দলীপ সিং সম্বন্ধে এমন কথা কোথাও লেখা নেই। দলীপ সিং-এর এই পরিচয় আজও সম্পূর্ণ অনুদ্ঘাটিত। এ বিষয়ে যেটুকু তথ্য লাভ করা গেছে সেটুকু এই নিবন্ধে মাত্রও আমাদের ঐতিহাসিকদের কাছে পেশ করছি। আমি নিজে ঐতিহাসিক নই, কিন্তু আশা করি আমাদের ইতিহাস লেখকগণ এ বিষয়ে সচেষ্ট হলে আরও তথ্য সন্ধান করতে পারবেন এবং এই তথ্যের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিকায় আরও বিস্তৃত ও উজ্জ্বল করতে পারবেন।

দলীপ সিং সম্পর্কে আমাদের ইতিহাস এতদূর যা বলেছে তা হল এই—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিং যখন বয়স হারে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেন, তাঁর ওতাদের হাতে তখন এগারো মাসের শিশুপুত্র দলীপ সিং। রাজ্যের অন্যান্য অনেক ব্যক্তির বিষয় সম্পর্কে কোনোই বিজ্ঞপ্তি করে তোলা যাবে না। ফলে আরম্ভ হল দীর্ঘমেয়াদ গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতার লড়াই এবং পেশওয়া থেকে সাম্রাজ্য-শেষে ইংরেজের প্রটেক্টরেটের চাল। নতুন মহারাজা হিসাবে সিংহাসনে বসলেন খড়ক সিং—রণজিৎ সিং-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু তিনি সম্রাটগুলিই মত থাকতেন, রাজ্যচালনার ব্যাপারে তাঁর কিছুই ছিল না। তাঁর ফল তাঁর পুত্র হল। তাঁর পুত্র তাঁকে সরিয়ে গদি অধিকার করল। খড়ক সিংকে ধীরে ধীরে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু পাকাপাকি প্রমাণ কখনো মেলে নি। নতুন সিংহাসনে বসলেন নৌনিহাল সিং—খড়ক সিংএর পুত্র। কিন্তু ক্ষমতায় আরোহণ করেও তাঁকে রোজ হল অনেক বিপদ মোকাবিলা করতে। তখন সিংহাসনের অধিকারী হয়ে হল রণজিৎ সিং-এর দ্বিতীয়তম ও সর্বকনিষ্ঠ বিধবা মহিষী চাঁদকৌরের পক্ষপাতিত্ব সমর্থন করেছেন মহারাজা দলীপ সিংকে। এ সময়ে তাঁকে রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর মাত্র পাঁচ বছরের মাত্র।

মহারাজা দলীপ সিং (১৮৩৮-১৮৯৩)

দলীপ সিং ছেলে বয়সে সিংহাসনে বসলেন বটে কিন্তু ঐতিহাসিকগণ এরকম বলেন। তাঁরা বলেছেন পাঁচ বছরে তো ছেলে আসলে ছেলেই থাকে, তাকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেওয়া যায় না। সুতরাং রাজ্য চালনা করেছেন মন্ত্রীরা। তাঁরাই দলীপ সিং-এর নামে রাজ্যশাসন করেন। এবং দলীপ সিংই হলেন পাঞ্জাবের শেষ রাজা।

নাবালক দলীপ সিংকে রাজা করে মন্ত্রীরা, রাজ্যশাসনের জন্যে রইল দুইটি দলীলে বিভক্ত হয়ে যেতে হয়। কিন্তু রাজ্য শান্তি নেই। ইংরেজ এবং সমস্ত ভারতীয় রাজাদের দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী সাক্ষাৎ করবার লড়াই করবার মতোই তাঁদের তোরে রাখলেন। তার তাঁদেরকে বাড়ের চাল করে চতুর ইংরেজ নিজেদের সর্বশক্তিমত্তার পরিচয়ে ওতরে তৎকর হয়ে উঠল। বাস্তবিক হলও তাই।

১৮৫৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে ভাইসরয়ের সঙ্গে অনুসারে ইংরেজকে ঘোষণা করল যে, এখন থেকে পাঞ্জাবের সকল রাজত্ব তাদের হাতে তুলে দেওয়া হল। রাণীমাতাকে বাৎসরিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেনসন দেওয়া হবে, দলীপ সিংএর সঙ্গে সংসদ রাজ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই সকল বিষয়ে থাকবে। সুতরাং পাঞ্জাব রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ইংরেজের হাতে তুলে দেওয়া হল। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর রাজ্যের এক প্রকাশনিক ঘোষণা হিসেবে।

ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধির একজন অতি বড় সহায়ক ছিলেন সর্দার তেজ সিং। তাঁর এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ লরেন্স চাইলেন তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করতে। লাহোর দুর্গে 'তখতনশীন' উৎসবের অনুষ্ঠান করা হল। এই উৎসবে লরেন্স আনুষ্ঠানিকভাবে মহারাজা দলীপকে অনুরোধ করলেন তেজ সিং-এর ললাটে রাজতিলক পরিয়ে দিতে। কিন্তু বালক দলীপ জোড়হস্তে এ-কাজ করতে অস্বীকার করলেন, এবং একপাশে সরে দাঁড়ালেন। বার বার তাঁকে অনুরোধ করা হল, কিন্তু তিনি নিজের অসম্মতিতে রইলেন অটল। তাঁর চোখে তেজ সিং বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী।

লরেন্স ভাবলেন, বালক দলীপের এ-কাজ রানী ঝিন্দ কাউরের প্ররোচনায় ঘটছে। তিনি রানীকে লাহোর দুর্গে বন্দী করে রাখলেন। রানী ঝিন্দ্ কাউর ছিলেন একজন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা, তাঁর ব্যক্তিত্বকে ইংরেজ শাসকবর্গ শঙ্কিত হয়েছিল। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসির এক টিপ্পনীতে ডিউক অফ ওয়েলিংটনকে লিখেছিলেন, বালক দলীপ সিং-এর মাকে তাঁর ভয় একজন দুর্দান্তা সাহসী মহিলা, এবং সমস্ত ব্যাপারে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার সাহস আছে।" ১৮৭১ সালে লর্ড ডালহৌসির যাঁর সম্পর্কে মন্তব্যখানা হয়, তিনিই সমস্ত আকাশে একমাত্র ব্যক্তি যার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে ডালহৌসির ঝিন্দ কাউরকে লাহোর থেকে নির্বাসনে পাঠাবার একটা সঙ্গতিপূর্ণ হয়, এবং তাঁর ছেলে দলীপকে তাঁর কাছে ফিরে আসবার অনুমতি দান করি।

এই সময় লাহোরে ইংরেজের বিরুদ্ধে নানা কিছু ঘটনা ঘটে। কয়েক বছরের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের বারুদগুলি এমন ধরে ওঠে যে, তেজ সিং সিদ্ধান্ত করেন, ধরে রাখতে হবে একটা ঝিন্দ কাউরের মুখোমুখি সিপাহী সেনা সিপাহী বিদ্রোহীদের সঙ্গে। তাই ঝিন্দ কাউরের অপসারণ সিদ্ধান্তের পর তাঁকে নেই এক দুর্গে থাকে আর দুর্গের বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। অপসারণ রাজা থেকে নির্বাসন করা হল। তাঁকে চুনার দুর্গে আটক রাখা হয়।

আর বালক দলীপ সিং। তাঁকে মাকে কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা ইংরেজের রক্ষণাবেক্ষণে এনে তাঁকে করা। এই সময়ে ধরে তখনকার দলীপ সিং এর বয়স ও অবস্থা যাতে তাঁর মনোযোগ রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োগ করেন। লেডি লগিন দলীপ সিংকে তাঁর রাজ্য সিংহাসনে সবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সব থেকে ইংরেজ নিজেকে যেন কারই মুক্ত করল।

• • •

দলীপ সিং সম্বন্ধে অন্যান্যের ইতিহাস যা জানা যায় তা থেকে জানা যায় যে, ১৮৫৪ সালে দলীপ সিং ইংলণ্ডে যান এবং সেখানে একটি ইংরেজ মহিলার অভিভাবকত্বে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। তিনি জানান আসেন দুবার ১৮৬১ সালে তাঁর মাকে নিজের নিয়ে যেতে, আর একবার ১৮৬৩ সালে তাঁর মায়ের মৃত্যুসংবাদ সংকার করতে।

বিদেশে দলীপের জীবনযাপন সম্পর্কে প্রামাণ্য ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। শুধু জানা যায় যে, ১৮৬৫ সালে দলীপ খৃষ্টধর্ম ছেড়ে শিখধর্ম গ্রহণ করেন, তবে


বিক্রী এখন
অনেক উঁচুতে
উঠেছে

লোমা শুধু চুল কালো করবার জন্যেই নয়, চুলের প্রসাধনেও অতুলনীয়। সেই জন্যেই দিনকে দিন ভারতের সর্বত্র এবং বাইরেও, তরুণ ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ সবাই চুল কালো করবার জন্যে অন্য সব কিছু ছেড়ে লোমা-র দিকেই ঝুঁকেছেন।

লোমা

চুল কালো করবার জন্যে সর্বত্র প্রশংসিত।

সোল এজেন্ট:
এম, এম, খাম্ভাটওয়ালা
আমেদাবাদ—১
এজেন্ট:
সি নরোত্তম এণ্ড কোং
বোম্বাই—২

এজেন্ট: মেসার্স শা বাডিলি এণ্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

অনুষ্ঠানিকভাবে নয়। এবং এর পর থেকেই তিনি ভারতে নিজের দেশে ফিরে আসতে উদ্গ্রীব হন। ১৮৮৬ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে তিনি তাঁর সেক্রেটারীদের উদ্দেশ করে একটি পত্র লেখেন। এই পত্র লণ্ডনে পিকাডিলি নামক সংবাদপত্রে ১৮৮৬ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রকাশিত হয়। এই পত্রে নরসিংহ কিশোরীলাল বলেন, তিনি কোনোদিন ভাবেন নি, তিনি ভারতে ফিরে যাবেন। কিন্তু সংসারের ইচ্ছা অনুযায়ী হওয়ায় ঘটনাচক্রের প্রভাবে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হচ্ছে। সেখানে সমাজ তাঁকে হয়তো গ্রহণ করবে না। তিনি রাজকার্যে আবার আত্মনিয়োগ করবেন কিনা, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নি। একথা জানিয়ে যে, বাকি জীবনটা তিনি অনুষ্ঠানিকভাবে কাশী কাশীতে কাটাতে চান, পত্রের শেষে তিনি এই তীর্থে বিশেষ কোনো সুবিধা পাবার আশায় অত্যন্ত কাতরভাবে ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন।

ইংলণ্ডে থাকতে একটি পত্রে নরসিংহ মহারাজ কিশোরীলাল বলেছিলেন যে, তিনি ভারতের ভিন্ন আবহাওয়ায় ফিরতে ইচ্ছুক, কিন্তু ইংলণ্ডের সরকার তাঁকে সেভাবে ফিরতে দিতে রাজী হচ্ছেন না। এবং সেজন্য তাঁকে ইংলণ্ডেই থাকতে হচ্ছে।

কিন্তু তাঁর মহারাজ ইংলণ্ডে আসার কারণ ভারত সরকার ভাল করেই জানতেন এবং এজন্য সরকার থেকে ১৮৮৬ সালের ৫ই মে তারিখে তাঁকে লেখা চিঠিতে আবেদনটি অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। কিন্তু এতেও তাঁর মনের ইচ্ছা দমিত হয় নি। তাঁকে ফিরে যেতে হবে।

ফিরে গিয়ে নরসিংহ কী করবেন? অবশ্যই ইংরেজের সঙ্গে তিনি ইংরেজদের এমনকি ওয়েলসের রাজকুমার এবং স্বয়ং মহারাণীকে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নেমন্তন্ন করেছিলেন।

কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, নরসিংহ কিশোরীলাল যখন এই নিমন্ত্রণপত্র পাঠান তখন তাঁর বিলাতের অনেক বন্ধুই তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁদের মতে এতে ইংরেজ সমাজে তাঁর সম্মান ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু নরসিংহ কিশোরীলাল তাঁর বন্ধুদের কথা শোনেন নি। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে ইংরেজ সমাজ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবে। কিন্তু তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। ইংরেজ সমাজ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নি। তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে নি। তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে নি। তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে নি।

মহারানী ভিক্টোরিয়া

নরসিংহ কিশোরীলাল ইংলণ্ডে আসার পর থেকেই তাঁর সম্পর্কে ইংরেজ সমাজে নানা কুৎসা রটনা শুরু হয়। তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনা

# পণ্ড্‌স
## কোল্ড ক্রীম

★ পরিষ্কার করে
★ সুন্দর করে
★ সুরক্ষিত রাখে

রাত্রে রাতে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম বেশ ভালো করে আপনার মুখে মাখুন। এই ক্রীম রোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে ময়লা বের করে দেয়। ত্বকের পক্ষে পুষ্টিকর এই চমৎকার পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম নিয়মিত ব্যবহারে আপনার মুখশ্রী বাস্তবিকই নির্মল ও কমনীয় হয়ে উঠবে।

**ভ্যানিশিং ক্রীম :** হালকা ও তুষার-শাদা পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার ত্বকের কমনীয় কান্তি সুরক্ষিত রাখবে—পরিষ্কার ও সুন্দর করে তুলবে। পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায় —এটি একটি নিখুঁত পাউডার বেস্ এবং এর ওপর পাউডার ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমানভাবে লেগে থাকে।

পণ্ড্‌স ইন্ক (সীমিত দায়ে মালিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধিবদ্ধ)

P 7769

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৫

সে কী, এরই এসেছ ছেড়ামাত্রে ঘরে ধরে নিয়ে।

'জানো বিজু, আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' বিজয়াকে নিয়ে এসে সেন্টু।

'কোথায় যাচ্ছিস রে?' মমতা বাড়ি হয়ে বাড়িওয়ে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বিজয়া। 'ঝিকঝিক গাড়ি করে?'

'না না, তুমি কিচ্ছু, বোঝো না।' খুব লম্বাচওড়া মুখ করল সেন্টু। 'আমরা বাবা হয়ে খুব দূরে যাবে। এর চেয়েও ভালো বাড়ি হবে। ওরে বাবা!' ঘাড়টা উঁচু করে মুখ ছেড়ে দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে হাঁপ ফেলল সেন্টু।

'তুমি কোথায়... আমাদের বাড়ি?'

'আমরা যাচ্ছি কিছু, সেই... বলতে হবে ভিজ সেন্টু, ঝিকিরিমিকির মতো আরো বুঝিয়ে বলে। সেখানে লাটু-লাটিম নিয়ে থাকব কি করে। আর মাটির ছেলেদের সঙ্গে বিচ্ছু, না ভদ্দর বাড়ি এরাও চলবে চড়ে না আমাকে। তা মমতাদির বাবার চেয়ে বড় বড় বড়, সুন্দি তোর বড় ছেলে। এ বাড়িতে ওকে কিছু বলা যাবে না মাটি। টেনেটুনে ছেড়ে আসবে আমাকে ছোটো মাইস্টারের মাড়ুয়োপাড়ায়।

'আর তুই? তুই কী...' চুলে বিজয়া নখ কর্তৃত্বের ভেমন জিজ্ঞাসা করল।

'আমি শুধু গোপাল। আমাকে হবে মাড়ু, ছাই? আমার বাবা যে কায়েত।'

'আমি তোকে নাড়ু, দেব। ক্ষীরের-নাড়ু দেব।'

'আগে দাও।'

এনামেলের কৌটোয় মিষ্টি মজুত করে রাখে বিজয়া। কেউ আসে করে ডাকে খাওয়াবার নেই, তাই নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়। মন প্রসন্ন থাকলে, যখন যে তার পক্ষ নেয়, তারে নিজেরও করে। নচেৎ নিজে খায় যা সন্দেশটাকে খাওয়ায়।

সেন্টুকে দিল একটা মিষ্টি। বলল, 'এখন বল কোথায় যাচ্ছিস?'

যেখানে যাচ্ছি সেখানে এমন মিষ্টি পাব না।' মুখে ছিটে আঙুল চুষতে লাগল সেন্টু। 'তা হলে আরেকটা দাও।'

কৌটো থেকে বিজয়া আরেকটা মিষ্টি দিল। বলল, 'এবার বল।'

এর পরে নিশ্চয়ই সম্ভবপর নেই। তবু কৌটোর দিকে তাকিয়ে হতাশ মুখে সেন্টু বলল, 'আমার বাবা অনেক বড়ি ভাড়া নিচ্ছে—এখানে আর আমরা থাকব না।'

'কেন রে কেন?' যেন চমকিত হয়ে উঠল বিজয়া।

ঠাকুমা যেমন মাকে বলে।

'কে বলে?' সূক্ষ্ম চোখে নখ কাটতে কাটতে যেন শুনতে পায়নি হেমন।

'ঐ যে কাগজটে বাড়ি আছে একটা, ডাকাত-পিসি—'

'কী বললি?' হো-হো করে হেসে সেন্টুকে বুকে নিয়ে খাটের উপর গড়িয়ে পড়ল বিজয়া। সেন্টু বুকের মধ্যে খরগোসের উঠল।

'দেখছ না কী রকম থপথপ মোটা হচ্ছে দিন-দিন—'

'কী হচ্ছে?' বিজয়ার আবার প্রশ্ন হাসি। হাসতে-হাসতে চোখে প্রায় জল আসার জোগাড়।

'হাসছ যখন?' ছাড়ির ধাক্কাটা কাটে আনল হেমন।

'না মজার কথায় হাসব না?' বিজয়া উঠে বসল, সেন্টুকে নাড়িয়ে দিল খাটে থেকে।

'মজার কথা! এর কথা ঐটুকু ছেলে কিছুই কোথায়।'

'বলে আমি লিখেছি?' বিজয়া জোর করে উঠল।

'তবে কি আর লেখার বলে লেখছ! ওরে লেখ, ঠাকুমাকে ডাকাত-পিসি বলেছি,


খেয়ে আবার সতেজ হ'য়ে উঠুন

খান MANDH

ইমালশন

সাধারণ দৌর্বল্যের জন্য চমৎকার, সুস্বাদু টনিক—অল্পদিনের মধ্যেই আপনার স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনবে।

মার্টিন এণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিঃ
কলিকাতা, বোম্বাই, নিউ দিল্লী, মাদ্রাজ

ঝগড়াটে বুড়ি বলবি। কখন কে রাগের মাথায় বেফাঁস স্বগতোক্তি করে তাই ছেলেটার কানে যায়। সেই থেকেই শিখে নেয়, কুড়িয়ে নেয়—'

'আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন? ওর মাও তো বলতে পারে।'

'পারে। কিন্তু তোমার অমনি হেসে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয়নি। একটু শাসন করা উচিত ছিল—'

'তোমাদের বংশের ছেলে, তুমি করো না।' বিজয়া নেমে পড়ল খাট থেকে। 'খারাপ কথা কিছু নয়, একটা মজার কথা বলেছে তাই একেবারে শাসনের হুমকি।'

'হ্যাঁ, তাই, এসব করলেই গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা হচ্ছে না ছেলেদের—'

'ঠিক বলেছ ছোড়দা, ঠাকুরমাটার শ্রদ্ধা হচ্ছে না—' বললে সেন্টু, 'কেন যে দেরি হচ্ছে?

আবার হেসে উঠল বিজয়া। আদর ছেলেটাকে বুকে নিয়ে খলখল করে উঠল। আবার পড়িয়ে পড়ল খাটে। বললে, ছেলেটা কী সুন্দর! সাই বলুক, কিন্তু কী সুন্দর করে বলে।'

'আর তুমি কী সুন্দর করে হাস।' নখ কাটতে-কাটতে বললেন হেমেন।

'হাসব না?' মারমুখো ভঙ্গিমা করে উঠে বসল বিজয়া: হাসবার কথা হলেই হাসব।

'প্রসন্নতা ভালো বস্তু তাতে কারুর ক্ষতি নেই, এটা খুব সুখের কথা।' ছুরির দিকেই চোখ রাখলেন হেমেন।

'নিশ্চয়ই সুখের কথা। এ-বাড়ির একটা ছেলের যে তবু আত্মসম্মানের বোধ আছে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার সংকল্প করার যে সংসাহস আছে—তার জন্যে সে অভিনন্দনের যোগ্য।' বিজয়া নেমে দাঁড়াল: 'সে ছেলেকে নিয়ে গৌরব করতে হয়, আনন্দ করতে হয়।'

এখন ডান হাতের নখ কাটতে হবে। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের নখ কাটাটা অপারেশানের মত কঠিন। পাঁচ-পাঁচটা নখ পাঁচ-পাঁচটা অপারেশন। সেই দুরূহে কাজেই মন দিল হেমেন। সুতরাং প্রসঙ্গটাও একটু দুরূহ হোলো। বললে, সংসার ছেড়ে চলে যাওয়াটাই বুঝি খুব সম্মানের কাজ?'

'নিশ্চয়ই। একশোবার। যে সংসারে নিত্য ঠোকাঠুকি, মারামারি, প্রতি পদে ছোট মনের পরিচয় সেখানে থাকাটা থেকে—থেকে অসম্মান। সবাই তো আর তোমার মত উল্টো কলমাথ নয়—'

'তার মানে তুমি বলতে চাও বিজয়া-লক্ষ্মীর পর প্রসন্নতে আর কারু নাম? এ বাড়িতে আমাদের প্রথম করতে আসবে?'

এ আবার কী প্রশ্ন! হুট্ করে পিঠে উত্তর, সবসময় বলতে সিদ্ধত: 'নিশ্চয়ই আসবে।'

'আর তোলো কারণে যদি প্রসন্নতে দুদিন দেরি হয় অথবা ওদের দুটি ধরব।'

'ধরবেই তো।'

'আর ওরও ভাল করবে বোধহয় জয়ন্তী-সবিতার ছেলে, ওরা ওদের বাড়ি যাবে প্রসন্ন করতে?'

'আশা তো করতেই পারে।'

'আর যদি কোনো কারণে সবিতা-জয়ন্তীর যেতে দুদিন দেরি হয় ওরা ৫,টি ধরবে?'

'ধরুক। ধরলে কী হয়?'

'কী হয় মানে?' এবার ছুরির থেকে চোখ তুলে বিজয়ার চোখের দিকে তাকাল হেমেন: 'তার মানে তুমি বলতে চাও আমাদের জামাইষষ্ঠীর যাবে বিজয়া-দশমীর পর এসে একখানা মিষ্টি খেয়ে যাবে দু বাড়ি দিয়ে দু খানা মিষ্টি খাবে?'

হাসি পেলেও হাসল না বিজয়া। বললে, 'তোমরাই বা তাদের তোমার কী? আমাদের কী?'

'আমাদের কী মানে' আর সেই মুখটা কালো, কেন, কিসে আমাকে ঠোকা করে? বাড়ির থেকে কারোরে মাথার লোকজন হয়ে যে কত সম্মান!'

'আমাদের ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে এমনি করে ছোট ছোট আনন্দ করেই থাকে।'

'ওরা ঠোকর খাবে না আমাদের যে এক নিজের মেয়ে আছে সে কোন কালে এসে খোঁজ নেবে। মাঝখানে থেকে ওরা যেই ছোট ছেলে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফাঁদ পাতা করে তোমা থাকবে।'

'তোমা থাকবে কেন? ওরাও থাকে।'

সেন্টুর মুখটা নিমেষে হোলো অন্ধকার এবং হয়ে উঠল উজ্জ্বল। হয়ে উঠল।

'সেই থাকে? ছেলেটার সম্মান প্রসন্নতে অভিনন্দন থেকে দিয়ে নিজের সন্তানের


# রান্নার স্বাচ্ছন্দ্য

রান্নার আগুনি তখনই উপভোগ করা যায় যখন তা ধোঁয়া ও অন্যান্যকর ধোঁয়ার আগুনকে ঘিরে হয়ে থাকে না।

এই অভিনব কেরোসিন কুকারটির বিশেষত্বই এই যে এর ব্যবহার প্রণালীটি অতি সহজ ও সরলতাময়।

আপনার সুবিধা অনুযায়ী সময় ও স্থান নির্দিষ্টের ইচ্ছামত আলাদাভাবে পারেন।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

PATENT NO. 61354 OF—57

# খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপুলতা আনবে।

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্
প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA.O. M.21 B

দেব একেবারে অন্যমনস্ক যা ছোক, মুখে কথা নেই। হাতে খুব মন, খুব হাসি।

"এমন অর্ডারের প্রাপ্তিযোগে সরকার নেই। সরকারে মাথা কাটা যাচ্ছে। অর্ডারকে দেবে না নিশ্চিত খাবা।"

"দেবে না? আমার ড্রইংয়ে প্রশংসিপত্র করে ছেড়েন: এই যে, কী না জানি বলবে কথাটা। সন্দেহ। এমনিতে সন্দেহ। পরে কুড়োনো কাগজপত্র সেই কাগজপত্রের টুকরো করে আমা দেখল মিষ্টি মনে হইয়ে ছেড়ে দেখলেই মিষ্টি, কিন্তু মিষ্টিতে। একটা এমনের সন্দেহজনক হেসেছেন।

"কী মিষ্টিতে?"

"কিসের সন্দেহের উপরাস, সন্দেহ হয়েছে।"

"কোথা। আর কেউ প্রশংসিত করে সন্দেহ করে না। সব যেমন প্রশংসা করতে হবে। ছেলের মন্দ সন্দেহ চাইবে এ প্রশংসতে।"

"সন্দেহ হোক প্রশংসতে, কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সন্দেহ। কাপড়-চোপড়ের সন্দেহ জুতোর সন্দেহ এবং কুর্তিতে সন্দেহ করে সন্দেহজনক সন্দেহ। এবং সন্দেহ হয়ে উঠেছে সন্দেহ। সন্দেহ। একটা সন্দেহ সন্দেহ সন্দেহ। সন্দেহ সন্দেহ সন্দেহ সন্দেহ। সন্দেহ সন্দেহ সন্দেহ। সন্দেহ সন্দেহ সন্দেহ।

তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সকালে নেই দুপুরে নেই রাতে নেই। কী দেখছ? আজ নেই। কাল নেই। ওকে দুটো ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেছে।

সেন্টুর হাসি হাসি মুখটা চকিতে উত্তে গেল। ফ্যাকাসে মুখে বলল, ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেল কী বলছ?

'হ্যাঁ। একটা নয়, দু দুটো ছেলেধরা। একটা তার বাবা আরেকটা তার মা।'

অবশেষে হল সেন্টু। অবাক বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ বিজুর দিকে তাকাল। বিজুর কষ্ট হচ্ছে বলেই যে বিজু চুপ করে আছে এটুকু বুঝতে পেরে নিদারুণ সহানুভূতিতে তার পাশে ঘেঁষে বসল।

বিজয়া হেসেছিল না, অশ্রুজল না এতটুকু। নির্লিপ্ত স্বরে বলল, 'তা কী করা যাবে। যাদের ছেলে তারা যদি নিয়ে যায় তুমি কী করতে পারো?'

'যাদের ছেলে মানে?'

বিস্ময়েরও শেষ নয় বিজয়ার, 'ওদের ছেলে নয় তো কাদের ছেলে?'

"পিয়ার্স" নামটী সারা পৃথিবীর
সুন্দরী নারীদের কাছে অমূল্যনীয় গুণাবলীর
প্রতীক — মোলায়েম এবং ভাল পিয়ার্স
তাদের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ নিরাবরণ।
সেইজন্যই তাঁরা পিয়ার্স সাবানের সাহায্যে
তাঁদের লাবণ্যের যত্ন নেন — পিয়ার্স আসল
গ্লিসারিন যুক্ত সৌন্দর্য্য সাবান।
এটি স্পর্শকাতর ত্বকের পক্ষে এত বিশুদ্ধ এত ভাল।
শিশুদের পক্ষে সেইজন্যই এটি আদর্শ সাবান।
মখমলের মত মোলায়েম পিয়ার্স টেলকম
পাউডারে অপূর্ব সুগন্ধ ছাড়াও আছে
সেই একই গুণাবলী এবং বিশুদ্ধতা।

আপনার সৌন্দর্য্য
তাঁহার নিকটে
পিয়ার্স ব্যবহার করুন

PEPS. 2.XII.59

এ অঞ্চলে এক পিয়ার্স ট্রিট বক্সের পক্ষে বিশেষ নিলাম বিক্রয় ভারত সরকার অনুমোদিত।

সমস্ত সংসারের ছেলে। তৃতীয় নম্বর বলল ছেলেরা। যখন সবাই একটা ঘরে আসে, তখন সে কার বউ?

আহা কী প্রশ্ন! সে দিয়ে করে এনেছে বাবা!

না। সে বাড়ীতেদের কেউ হয়ে আসে কিন্তু সমস্ত সংসারের বউ। একটা একটা ছোট ছোট গেল কিনা। হয়ে পরিবেশন করতে লাগল ছেলেরা। সকলে ছেলে একটা দাবি নিয়ে কাড়াকাড়ি একটা প্রতিযোগিতা নিয়ে করেছে। সে প্রতিযোগিতার নাম অধিকার।

কী অপরূপ ব্যঞ্জনা! পৃথিবীর ছেলেরা সবাই ভাই ভাই ঠিক তবে তুমি একেবারে সমস্তকে জড়িয়ে ফেলেছ। চমৎকার কল্পনা দিয়েছ।

তবে নির্মল ছেলেটা কাদা নিয়ে মুখের হাসি বন্ধ করল। তার মাঝিত্বের ছেলেরা নাকি বেশি বেড়ে গেছে আর তাই চমকে নিয়েছে। চমকে নিয়েছে।

তুমি কী সমস্ত বলছ? নিয়ে তার সমস্ত ছবি টুকু হয়ে গেল। সমস্ত জানি তো সবাই অবশ্য এ দেশে। তার ছেলেরা তুমি আর নিয়ে। ছেলেরা তো সবার অধিকার থাকে।

তুমি ছেলে সমস্ত সংসারে নিয়ে বড়ছেলে হয়ে গেলে তো সেই ছোট ছেলে হয়ে।

এটার মানেও না ছেলেরা কী ছিল নিজেরা বড়ছেলে নিজেরা হয়ে।

সমস্তের এই একটা কাদা ভালবাসা ছিল সাত নিয়ে হয়ে বড়ছেলে। সেও সব কাদার ছেলেরা নিজেরা সমস্ত ছেলেরা। তাই একটিমাত্র ছোট একটা ছবি আমার ছেলেরা নিয়ে।

সমস্ত মুখ-চোখ কাদা-কাদা সমস্তটা ছবে ছেলেরা সেরা। সমস্ত ভালো হচ্ছে না কিন্তু ছেলেরা।

ছবিতে ছেলেরা আমার ভালবাসা। তাই এক ছবি আমার কাছে ছবে এই ছবি ছবে। তাই ছেলেরা সুন্দর ছবে এই ছবি ছবি।

ছেলেরা আমার কে কাছে। ছবে আমার ছবে ছবি ছেলেরা। ছবে, একটা ছোট ছবি ছবে আমার ছেলেরা নিজেরই মনে ইচ্ছে করে আমার করছে। এখন ভালো-ভালো ছোট ছবে ছচ্ছে ভাল আমার চাও না, তখন কত ভালবেসে নিয়ে আমে ছোট ছবিটা। আমার ছেলে আর ছবি কী। ছবি ছো ছেলে আমার ভাল আবছবি।

ছবিতে ছবে না বলে নিজে আমি ছবি আঁকা ছেলেরা নিয়ে। আমার ছেলেরা ছবি ছবি করছে। ভালো ছবিগুলো ছেলে নেব।

তুমি যদি চলে যাও তবে শুধু এই ছবির ছেলেও নয় সমস্ত একেবারে ছেলেরাই বন্ধ হয়ে যাবে।

ছবির ছেলের আবার আরেকটা নিজের ভালো লাগল ছেলে। ছেলে ছেলের মত কথা-মত একখানা গাড়ি করল নিজের।

ছেলেদের সবার ছবি নিজেরই ছেলেরা আমার না। একের ওপর ছবি ছবির আমার ছবির ভালো করে ছেলেরা ছেলে ভালো নিজের ভালো না সমস্তের ভালোই আমার লাগল। আরেকটা নতুন নিজে এসে ছেলে হয়। নতুন ছবি নিয়ে ছেলেরা। তার হয়ে ছেলেরা গাড়ির ছবি ছেলেরা গেল। ছবির ছেলেরা ছবি ছবে ছবি ছবে ছবি ছবে

"নিজের আর কি। গায়ে তো লাগে না। আমেজা তো পোষাতে হবে না একরত্তি। তুমি শুধু আদর করবেন।" আরো যেন অনেক দূরে ছোটেছে আর বিজয়ার গলায় যেন আরো বেশি আইডিয়া: "তুমি আদর করলেন বলে সেটা বাচ্চা ধরতে হবে।"

সেটা বাচ্চা এসেছে শুনলে প্রথমটা খুব বিরক্ত লাগে, কিন্তু বাচ্চাটা সত্যি যখন জন্মায়, তখন সেটা কী অপরূপ বস্তু বলো তো।" বলছে হেমেন।

তা ওর নিজের ছবি না চেয়ে ওর একটা খুকুখুকো ছবি চাইলেই তো পারত।" বিজয়া হেমেনের দিকে না তাকিয়ে তাকাল সেন্টুর দিকে।

ভালো হবে না বলছি, বিজু। হেমেনের চোখের আইডিয়া লাগবে খুকুটুকে ভাইঝিরও সেন্টুর আপত্তি।

তা হেমন্তা তো বিয়ের আগে থেকেই তার জন্যে বেবড়ানো নিয়ে বসে আছ। এবার পায়ের দিকে নজর দিক হেমেন। হেমন্তদের ভাইই সে আসে নি। আর তুড়িঘড়ি যখন আসলি তখন আগে আসে কিনা তার ঠিক নি।"

"আহা, বখন কী বলুন।"

এমনি সুখে-অসুখে থাকতে দিলে হয়ত অসুখ। কিন্তু সুকু এবার হাত না ঘোরালে বেশ ভরে ছোট বউমাকে চলতি করতে পঠাচ্ছে ভয়ে সে অসাবধান হতে চাইবে না।

"তুমি তো কত বোঝ।"

"তা ঠিক। এ লগ্নে যুগোর্ছি এ কথা দেবতারাও বলতে পারে না। তবু, সম্ভাবনার একটা ছোটখাট প্রটি করছি মাত্র। ছোট বউমা চলে না গেলে চলে তার অফিস চাইবে না।"

"অফিস কী চাইবে না?"

"তারে বাবে মেটারনিটি লিভ মঞ্জুর করাতে।"

মইয়ে মন দিল সুকুমার।

পাঁচটার দিকটায় আলো হয়ে হেমন্ত বলল, "আর হেমন্তর নয় ইউনিফর্মটা দিস্তু।" সাজেই চটি করে আনা বলল আর দিল। ওপর কাজের মেয়েটা ছাড়া কিন্তুরে যখন সকলেই নেই।

আরে কিন্তুরে কথা উঠতেই এল নিশ্চয়ই হেমেন সেন্টুর প্রাইভেটের ঘরে ঢুকে সে তার আইডিয়ার কিছু কুড়িয়ে এসে হেমন্তকে ইতা করল নতুন করে না কাটতে ঐ শাড়িটা। হয়তো কতক্ষণেই জন্মাবে অসাদ।

আরে কী মুশকিল আমি যে ভেবে পাচ্ছি বলছি। হেমেন সেন্টুকে সমান করতে চাইল। বলছে, ছুটি যে পুরো মানুষ সম্বন্ধে কথাটা তো আদৌ ঠিক নয়। নানি প্রাণপণ করেই, কথা শেষ না হতেই হেমন্তদের ঘরে হেমেনের আর্তনাদ কানে এসেছে। কথাটা কী বলছি আমি? সকাল সেন্টুর জন্মদিনের সকাল। সেন্টু, ছাড়া জন্মদিন যখন আর কেউ নেই, তবে তো জন্মদিনও না জন্মদিনও নয়। তখন সেন্টুকে জন্মদিন ছাড়তে পারব না কিন্তু তাই। কী, কথাটা কি ভালো না মন্দ?"

সকলের মুখে হাসির হাসিতে সেন্টু হেমেনের না সোয়েটার পড়ল।

সকাল বেলাতে একটা কিন্তু থাকবে না, তার কলকাতা কোনো হবে না বলছে হেমেন। "তুমি আসবে বলে না মনে হচ্ছে।"

হেমন্তর সকাল উপরে একটা ছোটখাটো কেলো সাজল।

সন্ধিতে উঠল বিজয়া। "কোথা, ছেলেরা হেমন্তর সমবয়সের কলকাতা।"

সবজান্তা মতনে সকলে হাসতে লাগল। এর সাথে কথাটা না একের পরে আসবে, শুনতে পাচ্ছে ঠাকরুনের। প্রশান্ত আর সন্ধ্যা সুকুমার আর কার্তিক।

আর কার্তিক কে?

কার্তিক ঠাকুর। চোখে আসতে থাকতে কার্তিক

ওর সেন্টু হেমন্তের আরো নির্বিঘ্নে সেন্টু, ওর হেমন্ত ছাড়ার সেন্টুকে যেন নয় কাটে আনন্দে সেই থাকবে সকলের সিরেও থাকতে পারে। বাইরে এ ঘরেতেই আরেকে পুলোয় হয়ে।

হলো, কার্তিকে কার্তিকে নামছে কিন্তু যেন আর ওর কাজের না আছে হয়ে হেমন্ত এমন ওরা কাজ করলেন যেন মনে হেমন্ত আমাকে বাসও হয়ে হয়েছেও মনে। এখন তুমি যাই কোথায়?


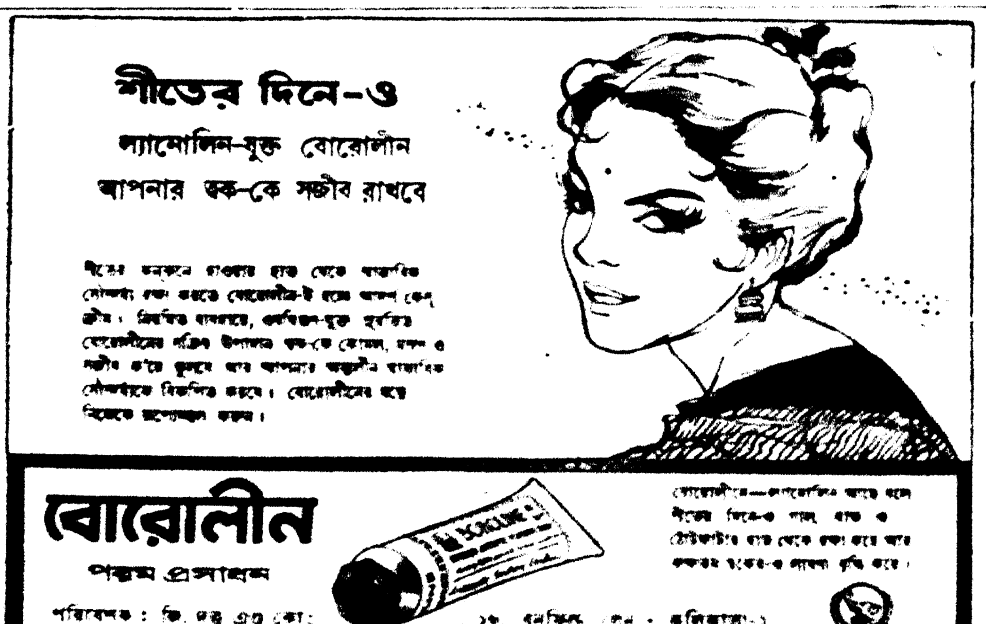

"কী হয়েছে?" ওপাশ থেকে কারও ভারিক্কি গলা।

"তুমি সাতসকালে সেক্রেটারির কাছে গেছলে?"

"কেন, ও তো টাকাপয়সার ব্যাপারে একটু কড়া আছে। তাই বলে কি ও ছাড়া একেবারে ওই নিরেনব্বই?"

"শুনুন, বলছি ঘটনাটা। সকালে উঠেই, মানে বরাবর নিয়মিত ব্যায়াম করাটা তো আমার ছেলেবেলা, মুকুলের মুকুলের মা, বোধহয়ই ঘরে ঢুকে কী সাংঘাতিক চিৎকার। কী-কেলেঙ্কারি, উঠে দেখে সেই ও তুলোর পাঁজাটা। মুকুলের বাবা চায়ে বরাবরের কাপটা চলকে ফেলে উঠে পড়ে না কিছু। এক্ষুনি বোঝা হয়েছে, চা হয়ে গেল আর একটু দিয়ে ঘর মুছবে বলেছে মুকুল, আর সেখানে না ছুঁয়ে সোজা চলে গেছে বাথরুমের ঘরে। সে দিনি আমাকে বোঝাই ফোন টাকাকে বলেছে, এ ঘরে ঢুকলে সে টাকা ফেরে যায়।

দুই কী বলেন? ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে।

আমি বলেছিলাম আমি যে ঘরে নেই সেখানে টাকা হারাবে। অবশ্য সেকেন্ডের ভেবে।

সেকেন্ডের ভেবে। শুনে ছেড়ে বলেছে ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর টাকা মুকুলের। তারের ঠিকানা বলে।

মানে, সেখানে একটা মেয়ে।

একটা মেয়ে। ভিক্টোরিয়া। সব টাকা যে ঘরে নেই সেখানেই যেতে বলেছে।

সেখানে গেলে পরে আমার ভিজের ভাইপো হল। কলম, ঘরের ঘরে ঘর নেই। সব ভিজের মেয়ে সে ঘরের যেতে বলেছে কিনা?

সব টাকা ঘর কার ঘরে ঘরে পাঁচ টাকা ও ঘর থেকে পালাল। মুকুলের পাঁচ।

ও ঘর যায় তাহলেই হোক ঘরে কী? যে সমস্যার টাকা। পাঁচ টাকা এই এ-রকমটার ভিজের ছেলেদের ঘরে ঢোকা?

মুকুল! তুই পড়েশুনির এরকম চাকর নয়। ওই ঘরে ঘর ঘরে—মুকুলের দাদি বলেন।

ছেলেকে ঘরের বাইরে আসতে দেখে সকলেও বেরিয়ে এল। বলল, টাকার মানে কাজ, নাম ঘরে থাকে না। সাড়ে পাঁচটা টাকা ঘরি ভিজেছি, না ভেবেছি এর মানে মহাভারতটা অশুদ্ধ ঘরেছে? টাকাটা ঘর হাত ভিজে এলেই সংসারের টাকা, আমার হাত ভিজে এলে সেটা সংসারের টাকা নয় এ হাতসাফাই কোনো টাকার মন্ত্রিসভাও বলতে না সহজে।"

সকলে তখন জমা পড়ে গেল। ভাগ্নের বন্ধুরা, সে চাকরকে শাসাচ্ছে, তার হাতে ভুল, ভাগ্নেরও, তুমি ফেরত দাও কেন? একটা, হাত নেই না? হাত উপরে পড়েছেনকে ঘোরা হাত ঘোর মানে।

এবার সুকোর এল। যে কোম্পানির কারো, সকলে পক্ষ নিল, কার্বলিকে ভাগ্নে ঘরে। ঘরে ভিজেই ও ঘরেদিকে চাকরে নয়। সকল ঘিরেই ঘোরে। ভাগ্নেকে ঘরের ঘরে হাত ঘোরের ঘুঁড়ে ঘিরে ঐ পাঁচ টাকা হাত ঘরে ঘোরে ঘরে ঘরে ভিজেই ওটাকে সকলের টাকা হাত ঘোরা। ঘরেদের ঘ ভিজে ভাগ্নেকে সকলের ঘোরের ঘোরে ঘরে। ভাগ্নের ঘরে ঘরে ঘরে না ভুলি। ঘরেদের এসে সকল-মন্ত্রীদের সকল ঘোরা করবে—

"ঘরে ঘিরেন। ভাগ্নের ঘর ভাগ্নের ঘরে ঘরে ঘুঁঘরে এর ভাগ্নে

কী ভাগ্নের, ভাগ্নে আগে সকলে ঘিরে না। ভাগ্নে ঘোর না হাত ঘর ঘরি কী করে? ঘোর ঘরে?"

বল-ভাগ্নে ঘোর সকলে ঘর ঘরে, ভাগ্নে ভাগ্নের।

এরে ভাগ্নের ভাগ্নে হল না সুকোরের। সে ভাগ্নেকে ঘরিয়ে নিজ সকলে এখন ঘরি ঘোরা ঘোরেকে ভাগ্নে। ভাগ্নে ঘর ঘিরে ঘোরে ঘর ঘিরে ঘোরে ঘরে ঘোরে ঘরে ঘোরে ঘোরে ঘো

## ঘন ঘন চুল পরিষ্কারের জন্য

টাটা-র

# কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু

## ব্যবহার করুন

- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- ময়লা, ধুলোবালি ও বাসি তেল দূর করে
- সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়
- চুলের গোড়া পরিষ্কার রাখে ও চুল চকচকে উজ্জ্বল করে তোলে

দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

১৩১৮

১৭ই শ্রাবণ

কাল রাত্রে [illegible] হয়ে [illegible] ১০৫° পর্যন্ত উঠেছিল। সেই হতে [illegible] হয়ে এই ৮টা পর্যন্ত [illegible]। [illegible] কি ব্যথা এই [illegible]। আজ সকাল থেকে [illegible] এবং [illegible] ক্রমে [illegible] ক্রমে [illegible] হয়ে [illegible] একটা [illegible] ঘণ্টা [illegible] সেবা [illegible] ডাক্তারের [illegible] সেবা [illegible] করা [illegible] হয়েছে। [illegible] ডাক্তার [illegible] ডাকা [illegible] ডাকা [illegible] ডাকা

নেই গুরুদেব? এখন আর তেমন খেতে পারিনে। সে খেতে পারেন রামবাবু (ডাঃ রাম অধিকারী)। সেদিন রাত্রে চারজন খানা লুচি খেলেন, তারপরে আবার জল মিষ্টিও বাদ গেল না। "বাপরে! শুনলুম তো ভোজনাস? সেইজন্যেই তো আবার আমবাবুর চেহারাটাও ঐ রকম গোলগাল। ওঁর পেটি-চেহারাটাও কম না, খুব জবর পেটি।" আমরা হাসতে লাগলাম।

তারপর হল, কাল কি রকম করে মাছের ঝোল রান্না হবে। আমি বললাম, আমার অসুখের সময় জীবনবাবু[২] শিখিয়ে দিয়ে-ছিলেন কি করে নিরামিষ ঝোল খুশবুদার করতে হয় বা মুখরোচকও হবে। খুশবুর পক্ষে নারকি (তাঁর ভাষায়) কখনও বিশ্বাস করতে নেই, তাতে হজমের ব্যাঘাত ঘটে। হজমের নিরামিষ করে রান্না করলেও বিশ্বাস করবে হজম হবে চট্ করে না।

"আচ্ছা উত্তম। তাহলে কাল তুমি রাঁধো, দেখি কি রকম শিক্ষা তোমার। প্রথম দিন মাছের ঝোল না হয়ে তেমার হয়েই থাকে।" সুধাকান্তবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "শুনলুম, এই ভদ্রমহিলাকে করবার জন্যে আমার জন্যে রান্না করতে তা ওঁর কিছুতেই সময়ে কুলোচ্ছে না। সেদিন মাত্র ৭ রকম ওতে তা উনি রাঁধে হাজির না। সেই এক কথা যদি ধরো হয়ে যায়—তবে, ওঁকেও ধরাপড়ে যা হয়ে তেমন।" আমি বললাম—না, আমি মহিলাদের বলে তেমে কি রকম নাকাল পর্যন্ত পর্যন্ত বোধে তেমন তেমন দিতে হয়। তবে হাতে খুব জলদি দিতে হয় বলে রাঁধতে পারলে। সুধাকান্ত বলে বললেন—হাঁ একটা, কিন্তু বলি তবে হাতে দিয়ে দিবা পাঁচতেড়ুলের মাছের ঝোল করে তাপনাকে খাওয়াতে হবে। সে সকলকে, "তোমরা" আমরা সুধাকান্তকে বাঁধতে জানে। তাঁর সঙ্গে ভদ্রমহিলা কিনা, তাই হয়তো ওঁর খুব উৎসাহ, না রে?"

১১ই জুলাই

সকালে মন খারাপ করে বসেছিলাম বলে কলকাতায় ফোনফিলকে ফোন করে ঠিক করিবে কাজে চলে আসবার জন্যে।

সকালে ঘরে ঢুকল বাসু আর্টি, তখন মেয়েদের পড়ানোর নিয়ে নানারকম চর্চা-তামাশা করতে করতে হঠাৎ আমার হাতের দিকে ইঙ্গিতে বললেন, "ওটা কি তো ঐ আংটিটা, সেটা আমাকে কি রকম মানাবে?" আমি আঙুল থেকে খুলে আর মানিক পড়া আংটিটা খুলে কবির হাতে দিলাম। নিজের ডান হাতের কড়ে আঙুলে পরে হেসে বললেন, "বাঃ! আমার হাতে এটা খুব মানিয়েছে তো; এটা আর তুমি ফেরত পাচ্ছ না।" হেসে বলে; আপনি নিন না আংটিটা কিন্তু একটা শর্ত—আপনাকে ওটা পরে থাকতে হবে। "ঐ সেরেছে, এ যে আবার সেই এগজেক্ট সায়েবের পরিস্থিতে সব হবে—সেদিন প্রথমে মনে হবে ফিরিয়ে দিতে পারলে বাঁচি—তা কেন? নেবে তো পরে বলেছেন, ঐ রকম ঝামেলা না পরে। "আচ্ছা, আমার মনোবলকে চমক লাগিয়ে তোমে ফিরের আংটি দেখিয়ে। জিজ্ঞাসা করলে খুব মুখোপাস হাসলো, বললে না তেমার সোনার। তুমি কিন্তু বলে দিও না।" না, কিন্তু, বলবো না।

দুপুরে খাবার সময় প্রতিমাদি ঘরে এসে বললেন মনোজ সেনগুপ্ত কি রকম ফিরের আংটি পরেছে। আমার এক বন্ধু, পাঠিয়ে দিয়েছে। বলে সাথে সাথে হাসলেন। আমি হাসে উঠলাম। প্রতিমাদি দুবেলার আংটির ইতিহাস।

সেদিন যে আমাদের ঘরে ফিরে আসিলাম হয়ে ঢুকে এসে সেটা নাড়াচাড়া করছিল। টেবিলে আংটির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। একদিন সকালে আমি আংটি হাতে ঢুকে টেবিলে আংটি আর ... আংটি পরে ... তাই খুব ভালো লাগছে।

সকালে ... এসে ঘরে ঢুকেই ... বলে ... বলে ... বলে

দিয়ে তাঁর অন্যায় করেছি। না, না, এটা ঠিক হবে না। আমার অভিলাষ খুব ছোটো লোকের তুমি আর বলো। এই বাড়িতে আমার মনটা কি রকম অসুস্থ হয়ে গেছে। যাদের হাতে সমস্তক্ষণ সেবা পেয়েছি, এই মুহূর্তে তাদের ছিন্ন ছিন্ন করে তাদের কাছ থেকে গেলাম। তুমি যে আমাকে কতখানি ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছো, কল্পনা করতে পারো। আমার মন কাঁদছে। তোমাদের কেমন আমার অচেনা হয়ে গিয়েছে। তোমার সঙ্গে ইন্দ্রিয়াতীত কোন বন্ধন নেই আমার সম্পর্কে। খুশি তোমার কাছে কাজেই তোমাদের কাছে হারাবে যে আমার কোনো লাভ। কিন্তু আমার মধ্যে দিয়ে এক এক পাত্রে আছে, তোমার নিজেরই তোমার সঙ্গে করে নাওয়া উচিত। আমি কোনোক্রমে এ নিয়ে আলোচনা করতে চাইনে। আমি আজই তোমাকে কথা দান না করলেও করতে না করলেও। আমার মনে হচ্ছে নিজেরই মনে মনে। এ কথাটা বলতে পারি যে, ওর কর্মফল আমি ওদের সঙ্গে ভোগবো। আমি ওদের ছেড়ে যাবো না। ওদের ছাড়া আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। ওদের ছাড়া আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। ওদের ছাড়া আমার কোনো অস্তিত্ব নেই।

আমি কিন্তু তোমার অনেক চিন্তার কারণ হয়েছি। তোমার সঙ্গে আমার কি করে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, তাই নিয়ে তোমার মনের মধ্যে কিন্তু আমার সম্বন্ধে ভয় সঞ্চার হয়েছে। তুমি তাই অনুভব করে থাকো। এবং তার পরে, তোমাদের কথা যে চলেছিলো তার মধ্যে তুমি আমার কাছে তোমার অনেক কথা বলতে চেয়েছিলে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার কোনো কথা আমি অন্য কারো কাছে বলবো না। কারণ এখন যে রকম পরিস্থিতি তাতে মন খোলা করলে সেটা পরিবারের বিশেষ ক্ষতি করবে। কলকাতার লোক তাহার নানা কথাই শুনতে পাবে, কাজেই আমি বিনা প্রয়োজনে চলে যাবো না।

যাই হোক, মৌলিকভাবে ওর সম্পর্কে কথা বলেছি। উনি বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন যে আমি যেন সমস্ত কথা শুনে এখানে চলে না যাই। কাল বন্ধ থাকবেন— আমি তো কবির জন্যে কিছু করতে পারছি না তাঁর জীবনের এই সুযোগগুলির সময়ে তবু তুমি যা করতে আছ, তাঁর সেবা করছো তাতেও আমার আনন্দ লাগছে। আমি জানি তুমি যতক্ষণ থাকবে উনি খুশি হবেন, কাজেই আমার বিদেশ প্রত্যাবর্তন তুমি এমনই ওঁকে সঙ্গে চলে এসো না আমি সমস্ত সুবিধে হবে। আমারও মন তুমি সর্বক্ষণ যে আমার কাছে আছো তাই নিয়ে সবসময় হবে, তবে কবির সঙ্গেই যদি তুমি আমার বিদেশ ভ্রমণে চলে এসো। আমি আমার সমস্তটুকু আমার জীবন দিয়ে তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে ভালবাসি।


সতীশ কবিরাজের
মহাভৃঙ্গরাজতৈল
পারকল্পনা কমিশনের সদস্য বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডি. এস. সি কর্তৃক পরীক্ষিত ও সুবাসিত।
আর্য্য ঔষধালয়-কলিকাতা



কেমিকো

হোমিওপ্যাথিক
লিভার টনিক
লিভারের সর্বপ্রকার রোগে ও যকৃতের গোলমালে বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে চমৎকার ফলপ্রদ।
মহেশ লেবরেটরিজ প্রাইভেট লিঃ
৩০।৪, ক্যানেল ইষ্ট রোড, কলিকাতা-১১

পারে জোর হবে। আমি এখনি জোর পাচ্ছি, কি বলো?" সব জিনিস নিয়েই কৌতূহলের শেষ নেই।

২০শে জুলাই

সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকে প্রণাম করতেই উচ্ছ্বসিত মুখে বললেন—"রমণী, কাল প্রণামের কথা ছেলে সারাক্ষণ ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। ওর তো কখনও বাবো হয় না এতদিন ধরে দেখছি ওকে, কিন্তু কখনও তো ব্যামোর কথা শুনিনি। এই প্রথম শুনলাম ও অসুস্থ। যারা প্রণাম তোলে তাদের জন্যে ভয় হয় না। কিন্তু কাদের কখনও অসুখ করে না তাদের একেবারে পড়ন্ত দেখেছি সেইজন্যে ভাবনার কারণ ঘটে। সেইজন্যেই প্রণামের জন্যে আমার মন হাল্কা বোধ।" আমি অধ্যাত্ম চিন্তা করলাম—না, ভাবনার কোনো কারণ নেই। আমি তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। আপনি আর ওঁর জন্যে একটুও ভাববেন না। আমি কথা বলার পর স্থির করলাম যে, ক্রোটিনের সঙ্গে আজ না গিয়ে একেবারে আগামীর সঙ্গেই কলকাতায় যাবো, কারণ উনি বিশেষ করে বারণ করেছেন আপনাকে ফেলে যেন আগে চলে না যাই। বাচ্ছি না শুনে খুব খুশি। তখনই মন হাল্কা হয়ে মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল, বললেন, "প্রণামের তো লোক ভাবনা আমার প্রাণ দেখছি একটু, লক্ষ্মণের আছেই তাই তোমাকে ছেড়ে যাবার আগ্রহ করছে। তোমার ক্লোরোফর্মের কাল যে রকম কাজ করেছিল তাতে আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।"

এইসব কথা হতে হতে ডক্টর এসে গেলেন। ডাক্তারকে কবির সঙ্গে কথা বলতে দেখে কবি আমাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে একটা মজা করি। তারপর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন মুখে বললেন, "ডক্টর আমার চরিত্রের আর্টিস্টটি কে হচ্ছেন।" কথা তো জানেনই এই আর্টিস্টটি পরে ছিল। কবি আর্টিস্টটি খালে এইখানে তোমাদের এ

---

১ ডক্টর রায়। পরবর্তীকালে ডাক্তারদের প্রবীণ বন্ধু ডাক্তার রায় (আই সি এস) এর ভাগ্নী।

চার্টের খাতার পাশে রেখেছিলুম; যতদূর মনে পড়ে তোমার হাতেই যেন দিয়েছিলুম রাখতে, কিন্তু আজ তোর থেকে তো সে আর্টিস্ট আর দেখতে পাচ্ছিনে, এ কি রকম ব্যাপার বলো তো? অতবড়ো একটা দামী জিনিস ঘর থেকে চলে যাবে? আর ছাড়ে তো তুমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। মনে করে দেখো তো কোথায় রেখেছ আর্টিস্টটি।" ডক্টরদের তখনকার মুখ যা করেছিল হয়ে গেছে, এর কোন ফেলবার উপক্রম। বেচারাকে আর না জানিয়ে আমি উচ্চস্বরে হেসে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারও হাসি আর কবিও যোগ দিলেন। ডাক্তার চোখের চশমা নিয়ে রুমাল দিয়ে মুছতে লাগলেন। বললেন, "তাও ভালো। আমার তো প্রথম নাড়ী ছাড়তে গিয়েছিলাম। চশমার আর্টিস্ট। আমার হাতে নিয়েছিলেন এর চেয়েবড় পাওয়া যায় না। সীতা, দুঃশাসন মনুষ্যকে এমন করেও টানা করতে পারেন। মুখ দেখে কে বুঝবে যে ঠাট্টা করছেন।

কাল একদিন মাত্র কবির সঙ্গে থাকতে পেরেই আমার মনে হচ্ছে আমার জীবনের যেন কোন একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। আমার জীবনের একটা মস্ত বড় অংশ জুড়ে ছিল কবি। কবির সঙ্গে আমার সেই পরিচয়ের আরম্ভ থেকে কিছু, আমার কাজের মধ্যে কবি ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি একান্ত ভাবে কবিকে নিয়েই ছিলাম। আমি একবার ভাবে কবির সঙ্গে কথা বলতে পারলে, একটু সুস্থ করে তুলতে পারলে আমার ছুটি। আমি ছুটি চাইতে ভয় পাচ্ছিলাম। কবি ছুটি দিতে চাইবেন কি না, কবির কাজ ছেড়ে আমার ছুটি নিতে ইচ্ছা করছে, এই কথা বলতে আমার ভয় হচ্ছিল

# নিজেরে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

১৬

কা[illegible] ফিরে যাবার পথে নতুন করে ভাবতে লাগলাম, কেন এমন হয়? কেন একটি মানুষ আর একটি মানুষের কাছে এমন অপরিচিত হয়ে ওঠে? কেন একটি মানুষের সঙ্গে আর একটি মানুষের মনের মিল হয় না? কেন একটি মানুষ আর একটি মানুষকে বুঝতে পারে না? কেন একটি মানুষ আর একটি মানুষের কাছে এমন অচেনা হয়ে যায়?

এই প্রশ্নগুলি আমার মনে বারবার জাগতে লাগল। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আমি কি কাউকে বুঝতে পেরেছি? আমি কি কারও মনের কথা জানতে পেরেছি? আমি কি কারও কাছে আপন হতে পেরেছি?

উত্তর পেলাম না। শুধু মনে হতে লাগল, আমরা প্রত্যেকেই একা। আমরা প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে বন্দী। আমরা কেউ কারও কাছে পৌঁছতে পারি না। আমরা কেউ কাউকে জানতে পারি না।

কিন্তু এরপরই আমার মনে হতে লাগল, আমরা কেন একা? আমরা কেন বন্দী? আমরা কেন পরস্পরের কাছে অপরিচিত? আমরা কেন পরস্পরের কাছে আপন হতে পারি না?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমি খুঁজতে লাগলাম। আমি ভাবতে লাগলাম, কেন আমরা একা? কেন আমরা বন্দী? কেন আমরা পরস্পরের কাছে অপরিচিত? কেন আমরা পরস্পরের কাছে আপন হতে পারি না?

আমি ভাবতে লাগলাম, আমরা একা কারণ আমরা নিজেদের মধ্যে বন্দী। আমরা নিজেদের মধ্যে বন্দী কারণ আমরা নিজেদের মুখোমুখি হতে ভয় পাই। আমরা নিজেদের মুখোমুখি হতে ভয় পাই কারণ আমরা নিজেদের চিনি না। আমরা নিজেদের চিনি না কারণ আমরা নিজেদের জানতে চাই না।

আমি ভাবতে লাগলাম, আমরা নিজেদের জানতে চাই না কারণ আমরা নিজেদের ভালবাসি না। আমরা নিজেদের ভালবাসি না কারণ আমরা নিজেদের ঘৃণা করি। আমরা নিজেদের ঘৃণা করি কারণ আমরা নিজেদের ভয় পাই।

আমি ভাবতে লাগলাম, আমরা নিজেদের ভয় পাই কারণ আমরা নিজেদের মধ্যে অনেক অন্ধকার দেখতে পাই। আমরা নিজেদের মধ্যে অনেক অন্ধকার দেখতে পাই কারণ আমরা নিজেদের মধ্যে আলো খুঁজি না। আমরা নিজেদের মধ্যে আলো খুঁজি না কারণ আমরা নিজেদের মধ্যে আলো আছে বিশ্বাস করি না।

আমি ভাবতে লাগলাম, আমরা নিজেদের মধ্যে আলো আছে বিশ্বাস করি না কারণ আমরা নিজেদের মধ্যে আলো আছে জানি না। আমরা নিজেদের মধ্যে আলো আছে জানি না কারণ আমরা নিজেদের মধ্যে আলো আছে জানতে চাই না।

আমি ভাবতে লাগলাম, আমরা নিজেদের মধ্যে আলো আছে জানতে চাই না কারণ আমরা নিজেদের মধ্যে আলো আছে বিশ্বাস করতে ভয় পাই। আমরা নিজেদের মধ্যে আলো আছে বিশ্বাস করতে ভয় পাই কারণ আমরা নিজেদের মধ্যে আলো আছে বিশ্বাস করলে আমাদের নিজেদের মুখোমুখি হতে হবে। আমরা নিজেদের মুখোমুখি হতে ভয় পাই কারণ আমরা নিজেদের মুখোমুখি হতে ভয় পাই।

আমি ভাবতে লাগলাম, আমরা নিজেদের মুখোমুখি হতে ভয় পাই কারণ আমরা নিজেদের মুখোমুখি হতে ভয় পাই। আমরা নিজেদের মুখোমুখি হতে ভয় পাই কারণ আমরা নিজেদের মুখোমুখি হতে ভয় পাই।


বিশ্ব চিত্রের
নতুন সেট নাটক
চোরা-বালি ২,
শ্রী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নাটক নয় ১·২৫
সিটি বুক এজেন্সী
১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত
সরল হোমিওপ্যাথিক
গৃহ-চিকিৎসা
সকল শ্রেণীর ও সর্বাধিকালের পক্ষে উপযোগী। প্রত্যেক রোগের নিদান ও চিকিৎসা সহজভাবে লিখিত হইয়াছে। সকলেই পড়িলে-বুঝিতে পারিবেন। মূল্য মাত্র ৪, টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—নাথ এণ্ড কোং
হোমিওপ্যাথিক কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১১১।১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
(সি ৬ ৬৮২৪)

কে. হোড়ের
কণক
পাউডার

ধবল বা শ্বেত


আমাদের এ রোগ আরোগ্য করা হয়, একবার, কোনরূপ ও আমাদের ঔষধ ব্যবহারে আপনার হয় না, তাহাতে আমাদের বাড়ী ও দপ্তরে আর কোনরূপ ও ঘরে বসে চুপে নিজেরা করা যায়। আর পরে প্রকাশ হয় না। বিস্তারিত বিবরণ লউন। ব্যবস্থা দুষ্ট কুষ্ঠীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১৯৯ মাধব ঘোষ লেন, খড়দহ, ২৪পরগণা ফোন : ৫৭-২৩১১, সময়ঃ ৫৯, হাবিসন রোড, কলিকাতা-১। (পুরবী সিনেমার পাশে)

কোনো অসুবিধা নেই, এসো, থাকো, খাও দাও, কেউ আপত্তি করবে না। এমনিভাবে কাটিয়ে দিয়েছিলাম, এক-আধদিন নয়, তিন-চার বছর।

কিন্তু, এই 'কিছু-না-করার' ও একটা চাপ আছে। তার কারণেও থাকে এই 'কিছু-না-করে'। যখন আমাদের সেই চলচ্চঞ্চল আনন্দময় মুহূর্ত চলছিল, সেই সময় আমাদের কারুর একজন মারা গিয়েছিল,


বিশ্ব চিত্রের
নতুন সেট নাটক
চোরা-বালি ২,
শ্রী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নাটক নয় ১·২৫
সিটি বুক এজেন্সী
১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত
সরল হোমিওপ্যাথিক
গৃহ-চিকিৎসা
সকল শ্রেণীর ও সর্বাধিকালের পক্ষে উপযোগী। প্রত্যেক রোগের নিদান ও চিকিৎসা সহজভাবে লিখিত হইয়াছে। সকলেই পড়িলে-বুঝিতে পারিবেন। মূল্য মাত্র ৪, টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—নাথ এণ্ড কোং
হোমিওপ্যাথিক কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১১১।১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
(সি ৬ ৬৮২৪)

কে. হোড়ের
কণক
পাউডার

ধবল বা শ্বেত

ললিত মুখার্জি, তাঁর বাড়ি ছিল আমাদের সেই হরিশ মুখার্জি রোডের ডাড়া-করা ক্লাবের ব্যাকগ্রাউন্ডের ঠিক উত্তরদিকে। তিনি একদিন আমাকে ডেকে বললেন—ভালোই ত অভিনয় করেছিলে। অমপূর্ণা থিয়েটার করবে?

—অমপূর্ণা থিয়েটার!

তিনি বললেন—জানো না?

—না।

বললেন—হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট—অর্থাৎ আপিলরোডের পূর্বে তাঁর ধারে ধারে যে রাস্তা কেওটাখুপি থেকে কালিঘাটের বুড়ীর পর্যন্ত গেছে সেই রাস্তার ধারে অনেক চুন-সুরকি-বালির গোলা আছে। তাদের ও সেই রাস্তার পাশে কিছু কিছু আমের বাগানও আছে, বোধ হয় সেখে থাকবে। কেওটাখুপি থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলে করপরেশনের একটা ঘাট আছে, তার নাম করপরেশন ঘাট।

—তা হবে।

—সেই ঘাটের পাশেই করপরেশনের গোলা, গোলার পাশেই হয়েছে একটি থিয়েটার স্থায়ী অবলা।

—ওরই নাম বুঝি অমপূর্ণা থিয়েটার। একদিন দেখে আসতে হবে ত?

—বেশ।

তখন আমার পলায়নের অভ্যাসও হয়ে গিয়েছিল। চতুর্থ ভাই ধরার পর এই মাস যে প্রায়ই পলায়ন করেছিলাম, সেই সময় বেরোই করতে হতো পলায়নের অভ্যাসের পতন সেই থেকেই। বললাম—একদিন না হয় করপরেশন ঘাটেই আসা করবে—হরিশ পার্কের পাশের দিককার রাস্তাগুলোর নাম কিছু সঠিকই করে চলে যাবে। সেখে আসব থিয়েটারটা।

বললেন—তাহলে ত হচ্ছে শুনলাম। মনে আছে এই থিয়েটারের কথা। অমন কিনের জন্যই হয়েছিল। কলকাতাই প্রায়ই একটা-দুটো থিয়েটার করছে। ওখানে, তবে মেয়েছেলে নিয়ে।

বললাম—ওখানে যাবো কী করে? বললেন, ওরা নাকি মেয়েমানুষ নিয়ে থিয়েটার করবে।

—তা হলেই ত।

—তা হলেই ত। একে ত বাড়িতে যাওয়া আসাতে থিয়েটার করা তারপর তার জন্য বেরোতেই থাকে না বলতে হয়। তবে ওদের বড়ি দেখলাম, প্রতিবারই নিয়ে থিয়েটার করছে, তাহলে বাড়ি থেকে একেবারে পালা করে নিয়ে বেরোনো।

ললিত হয়ে বিল, থাকে নিয়ে বিল্ড আমাকে ও বিল, টিকে বেরোনো ওতো ঐই হবে। সাজিয়ে বসাবার ভার বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাবে। ও এক রাত্রে যে ছবি ছিল ও আমার মনে হয় যে ওরা ঐই [illegible] ঐই [illegible] ঐই [illegible]

ডাক্তার হউন

ঘরে বসে ডাকযোগে পড়ুন, ঘরে বসবার ঘরে রোগী দেখে কলেজ ছেড়ে দিলেন না। বিনামূল্যে প্রোসপেক্টাস-এর জন্য লিখুন।

Indian Homeopathic College
(DC.) Jullundur City.

জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

[illegible] ডাক্তার [illegible] বিনামূল্যে [illegible] ও [illegible] ১—১২টা ও বৈকাল [illegible] ৫ টা। [illegible]
আয়ুর্বেদ প্রেসিডিং ক্লিনিক (রেজি:)
১১২, অমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

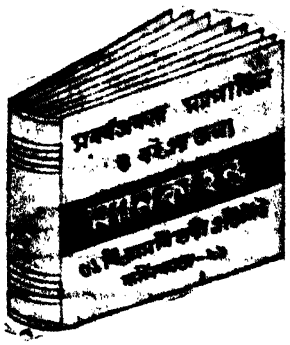


কে. হোড়ের
কণক
* পাউডার *

কুঁচ তৈল (হিন্দী লন্ড ফল মিশ্রিত) টনিকাক কেশ বৃদ্ধি কারক, কেশ পতন নিবারক, সুবাসিত, অত্যন্তশীতল স্নাইটহেডে বন্ধ করে। মূল্য ২, বড় ৭, ডাঃ মাঃ ১৷৮। ডাবরী ঔষধালয়, ১২৮।২ হরিতকী বোড, কালীঘাট, কলিকাতা—২৬। ফোন : ৪৭-১৭১৬।

সে বলল। সে কবলে বসের অভিনয় কিছুতেই আসতে আসছে না, বিশেষ করে আমার লেখা—ননীবাবুর প্রসন্নকুমার উপন্যাসের মতো এসে বলছেন—ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ায় পা কাটতাম, যত ছাঁটে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে—সেই রাগে বেদনীকে ডাকিয়ে নিতাম। চক্ষু লজ্জায় দেখেছি—বাব মুর্ছা৩ যাননি, মূর্ছা৩ হইনি—।

এ কী করে করবে। এ হে শুধু, অবতীর্ণ করা—পলার কাজ—বা অলঙ্কারগুলি৩ কাজ নয়—এ যে চোখের পর্দাটার থেকে স্বয় টেনে এনে ওরূপ ছায়ের সঞ্চার নিক্ষেপ করা।

এইরকম পরিস্থিতি সন্ধ্যা। আবার ছোট মেয়ে প্রথম বিয়ের রাত্রেই বিধবা হলো মনের এই অবস্থায়—আমার দৃষ্টি নেই—আমার কবলেন না তিনি কিছুতেই। বিধব পরিবেশ দৃশ্যে ফেলে করে থাওয়াতে বসলেন, এমন সময় প্রসন্ন ঘরে ঢুকলো খুব চঞ্চলভাবে। প্রসন্ন বললেন—আমি ছোকে আমি যাইনি সেই।

মেয়ে ধপ করে বসে পড়ল। সেজন্যের সহযোগে থেকে উঠে হাত ধুচ্ছিলেন বসলেন বসে পড়ল মেয়ে। হাত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—এতো দুশ্চিন্তা দেখছি। কিন্তু, খাননি না।

মেয়ে চুপ করে সাথে রইল। শব্দহরে মাথে। সে উত্তর দিল না, এর কোটা কোনো উত্তর দিল না। তিনি কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে চেয়ে থাকার পর, একজন হাসলেন—ও ভাল একজনী।

বলেই তিনি উঠে পড়লেন পার্টিতে৩ উপস্থিত ছিলেন সন্ধ্যা। বললেন—আ—না উঠে না—উঠো না।

প্রসন্ন বললেন—ও মায়ের মেয়ে, এত ছোট ছল মুখে দিতে পারবে। আমি খাবে।

চোখের সামনে ভাসছে না দিনের সেই সব সন্ধ্যা। ও—আজ একজনী বলে ঐ যে দাঁড়িয়ে উঠলেন। আর ঐখানে কোনো ধারে বললেন—ও মায়ের মেয়ে এত ছোটা ছল মুখে দিতে পারেনি, আমি খাবে।—সে এক অপূর্ব সন্ধ্যা হয়ে।

আজ মেয়ে কুসুমকুমারীর বিধবা হবার পর প্রথমটি ঘরেই রইল, কারুর বাড়ি এলে না ও৬,৮টেই। অথচ, সেখানে সে একা—অন্য আর কেউ নেই। তার অন্তরের বিশেষ এক সম্পর্কে মাতৃত্বের সঞ্চার সে ছাড়ে ধরে অনুরোধ করে দিয়েছিল পুতীর দেখাশোনা করার জন্য। সেই সম্পর্ক প্রকাশবাবু আসেন এ বাড়িতে মায়ের সেটা মনোমতে হচ্ছে না, তাই এবার তিনি কর্তাকেই পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁর সঙ্গে মেয়ে চলে আসে এ বাড়িতে বসবাস করবার জন্য। দুপাটিতে আছে—সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে—ঘরে আলো জ্বালা হয়নি—কুসুম-মোহিনী ও প্রকাশ—দুজনে বসে কথা কইছে খুব ঘনিষ্ঠভাবে। কথা কইতে কইতে এক সময় প্রকাশ বসে উঠল—আমার কি ইচ্ছা হয় জানো? তোমার পায়ের তলায় বসে আমি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি।

কুসুম বলেছে ও কী ছেলেমানুষী কথা।

এমন সময় পরপর দুজনে ঘরে ঢুকে পড়লো দুজনেই। প্রসন্নকুমার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলছেন—কুসুম তোমার ঘরে কী—বলেই ঘরে ঢুকে প্রকাশকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু কথাবার্তা হলো না। প্রসন্নকুমার তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়লেন—আমি এখানে কেন এসে ছিলাম জানো। প্রসন্নর আবার বিয়ে দেবে কি না তোমরা জিজ্ঞাসা করতে। আমি উঠে গেলাম।

এরপর তিনি আরো ও পরিবারের কথা না বলে কেবল করেই ছোট মেয়ে—প্রসন্নর বিয়ে-সাদির বিষয়টিকে। কিন্তু সে বিষয়ে সুবিধে হলো না। কারুরই নজরে পড়লো। সেই হয়ে গিয়েছিল তোমার ওপর অত্যাচার করে বলেছিলে কাছ থেকে টাকা আদায় করতে।

এইরকম করে সে প্রায় পুরো একটি বছর এর মধ্যে প্রতিবছরই প্রসন্নকুমারের ওপর আক্রোশে কেন সেই কুসুমকুমারীদের হয়ে কাজ করছিলেন তিনি ও মায়ের কাছে সবসময় প্রকাশিত পড়ার ছেলেদের টিউশনী—সম্বন্ধীয় বিষয়ের কথার কথায় তিনি বৈধব্যের হয়ে পড়লেন। কুসুমকুমারীর প্রকাশের হয়ে আসছে। এই পরিবারে সবচেয়ে প্রসন্ন কুমার উপর আক্রোশ কেন হবে বলছেন—এই যে কুসুম কোনো ছোট ছেলে নেই—আমার করছে না।

এরপর তিনি ধীরে ধীরে মায়ের দিকে এগিয়ে গলাটাকে ছোট একটা ঘাট আনছে হয়ে। তেমনিভাবে তার হাত কোমর থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে মায়ের কাছে।

মেয়ে বলছে—মায়ের না বাবা আমা করে।

তিনি বলছেন—তোর জন্য তোর মা মরেছে, তোর ছোটবেলা ৩৪বছরের চাকরি থেকে বরখাস্ত পড়ে ছিল।

মেয়ে বলছে—কিন্তু মায়ের ধর্ম মায়ের একবার কুসুম বলে ডাকো—মরবার সময় বলে—ক্ষমা করেছো—শুনে যাই।

তিনি বলছেন—মুখ ফিরিয়ে কেন তোর মুখ দেখে আমি সব কুসুম করি।

বলে গলাটাকে ঘাটটা মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন—কুসুম, তোর মুখ দেখলে আমার কষ্টিন হয়ে৩ কাঁপছে। ননীবাবুর সে এক অপূর্ব ভঙ্গি। তান হাতে ছোট ঘটি

ধরা পড়েছে, মুখখানা ডাক্তারকে ফেরানো, বাঁকিয়ে ফিরে হিটলি মেয়ের মুখ দেখতে না, ঐ অবস্থায় বললেন—

মুখে আনাচ্ছে মে। মুখ ফিরিয়ে বোস। ডাক্তারদের নাম নয়।

এইবার ডাক্তারকে নিজের মুখখানা ফিরিয়ে রোগীর মেয়ের মুখখানা নিজেই নিজের দুটি দিক ধরে ফিরিয়ে দেখতে—খুব খুব ছুঁচলো।

এইসব নিজস্ব ধরন। সে কারণে সকলে ক্রমে বিরক্ত একদিন বেরুলো এইসব কঠিন শর্ত ডাক্তারদের মধ্যে ডাক্তারকেন্দ্রীয়ের ধারে হয়ে ওঠে ডাক্তার। তখন ডাক্তারের শরীরের খবর যে ঐতিহাসিক বই করবে, হয়তো তার সন্ধান না।

ডাক্তারদের, বলাবাহুল্য হয়ে ছেলে বাবা, সই পাকানো ছেলে ডাক্তারের শরীরে ডাক্তারের প্রথম বোঝা ডাক্তারের কী করে। ডাক্তারের ডাক্তারের মতন ঐ কী ধরে ধরে বোঝা। ঐতিহাসিক ও ডাক্তারিক বই ই করে হয়তো। ডাক্তারের ডাক্তারের ধরা ডাক্তার ধরে ও ডাক্তারের বই ই ধরে ছেলে ডাক্তার।

মা ছেলে ধরে না ডাক্তার। মা একটা ডাক্তারিক বই ডিগ্রি নেওয়ার। কিন্তু ছেলেরই মনে ছেলে ধরে ডাক্তার না। ডাক্তার ডাক্তারের ধরা ডাক্তারের ধরে ডাক্তার ডাক্তার ডাক্তার ধরে ডাক্তার ডাক্তার। ডাক্তার ডাক্তার ডাক্তার

পরিচয় ছিল। এই সূত্রেই তিনি আমাদের পরিবারের সকলকে জানতেন, আমার সঙ্গে খুব আন্তরিক ব্যবহার করতেন। আমিও ডাকতাম তাঁকে পঙ্কজদা বলে। ভবানীপুরে আমাদের যে-সব অভিনয় হয়েছিল, সব ইনি দেখেছিলেন। নাট্যামোদী ছিলেন, তখনকার নাম-করা অভিজাত ক্লাব 'ভার্বিনা ক্লাব'-এর অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন। হরিশ মুখার্জী রোডের উত্তরপ্রান্তে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মোড়ের কাছাকাছি—তখন গলাস্টন বলে এক সাহেবের খানকতক বাড়লো ধরনের একতলা বাড়ি ছিল ভাড়া দেবার জন্য। তার একটি বাড়িতে ছিল 'ভার্বিনা ক্লাব'। ভবানীপুর ক্লাব-এর মতো এই ক্লাবে আসতেন ভবানীপুরের সব গুণী ও ধনী ছেলেরা। সন্ধ্যার সময় ক্লাবে এসে ওঁরা কেউ বিলিয়ার্ড খেলছেন, কেউ বা খেলছেন তাস, কেউ বা টেবিলে ঠেস দিয়ে বসে তামাক খাচ্ছেন, কেউ বা অর্গান বাজিয়ে গাইছেন গান। এদের মধ্যে পঙ্কজদার নিজের ছিল বেঙ্গল নাটকের দল। তিনিই এবার উদ্যোগী হয়ে 'ভার্বিনা' ক্লাব থেকে অভিনয়ের ব্যবস্থা করালেন। আমাকে বললেন—ওহে হরিদাস, কাল একবার ভার্বিনা ক্লাবে এসো তো।

ওরে বাবা! ও যে মস্ত ক্লাব!—ওখানে আমাদের মতো ছেলে-ছোকরা গিয়ে কী করবে! হয়, পঙ্কজদার অনুরোধ ঠেলতে পারি না, তাই গেলাম। আমাদের ক্লাবের প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় বন্ধুত্ব ছিল, সেই সূত্রে প্রফুল্ল তাঁকে 'মামা' বলে ডাকত। প্রফুল্ল আর আমি যেতে পঙ্কজদা বললেন—'মহাভারতী বসুর "খাসদখল" অভিনয় করবো আমরা। অহীন্দ্র, তুমি কিন্তু ঠাকুরদার পার্ট করবে।

ভালো কথা। নিয়মিত যাওয়া শুরু করলাম, ভিতরে ভিতরে পার্টও মুখস্থ করতে লাগলাম। একদিন এলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। তাঁরও বাড়ি শান্তিপুরে। আমেচার ক্লাবে অভিনয় করে আমেচার অভিনেতা হিসাবে লেখিন নাট্যমহলে কিছু প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমাদের থেকে সুশিক্ষিত বললেও বাড়িয়ে হবেন। চঞ্চল পঞ্চাশ হবে তাঁর তখন বয়স। বলিষ্ঠ মতো সংগঠনের চেহারা। ভাবলাম, এবার বিহার্সাল হবে। কিন্তু থিয়েটারের আলোচনাই হতে লাগল, রিহার্সাল আর হলো না। এর পর-পরের দিন হলো নির্মলেন্দু, প্রবীরও এলেন কিন্তু এবারও ঐ অবস্থা। শুধু আলোচনা আর আলোচনা, রিহার্সাল তবু নেই। মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বলিষ্ঠমতো মহলা না হলে নাটক হবে কী করে।

এদিকে আমাদের ক্লাবে অন্যরকম হতে লাগল ছেলেদের। খুবই ক্ষুণ্ণ হয়ে বসে আছে অন্যরা। বলছে—আমিই শুধু সেই সন্ধ্যা থেকে দুটি ছাত্রীদের বসে থাকব, না। যদিই বা সংগঠনের অসুবিধায় হয়ে কিছু মেয়েছেলে এনে ক্লাবে দিতে। তাহলে সন্ধ্যা এমন ফুরত না।

—আপনি কী বলেন?

আমরা অমন কথা বলতে শুরু করলাম নিয়মমতো। কিন্তু কোনো নাটক যে ধরনে এরকম উৎসাহ আর পাচ্ছি না ভিতরে।

কয়েকদিন কেটে যাবার পর আবার একদিন একদিন পঙ্কজদা বললেন—ওহে আমাদের ক্লাব উঠে এসেছে হরিশ মুখার্জি রোডের দিকের একটা বাড়িতে। তোমাদের বাড়ির কাছেই হলো এবার। একদিন এসো না।

বললাম, নিয়ে তুমি, নিশ্চয়ই— নিয়মিত ক্লাব বন্ধ মনেই হয় না। হয়তো বললাম, একটা কিছু পরিবর্তন হয়েছে। ক্লাবে সবই আছে—ফরাস পাতা—আলোও জ্বলছে—চাকরও রয়েছে—কিন্তু ক্লাব বলতে যতো লোকজন সেই বলতেই চুপ।

এর কয়েকদিন বাদে আবার একদিন শুনলাম, 'ভার্বিনা ক্লাব' উঠেই গেছে। অবশ্য হলো না ওখানে আর 'খাসদখল'—আমরা আমাদের বন্ধুর ক্লাবকেই আঁকড়ে ধরলাম। আমি আর আশু ত থাকেই। আর কেউ কোনোদিন এলো, বা এলো না। এই রকম চলছে। এমন সময় একদিন ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা।


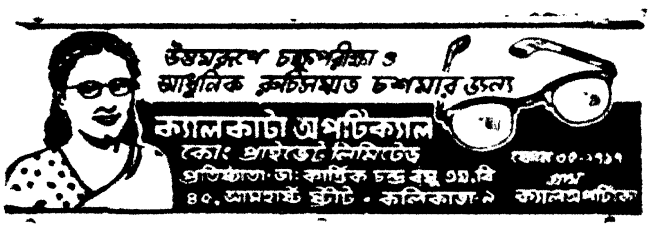


বিশেষভাবে এই কেশতৈলটিই
আপনি কিনবেন কেন?

চুল পরিষ্কার রাখবার জন্যে সাধারণতঃ আপনি কেশতৈল কিনে থাকেন। কিন্তু উপরি-উপরি চুল

চকচকে রাখাই যথেষ্ট নয়। চুলের তলার আরও কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকা দরকার যাতে মাথার ত্বক সুস্থ থাকতে আর চুলের গোড়া তাকে উপযুক্ত খাদ্য পায়। এ সমস্ত গুণই যে কেশতৈলটির আছে, তা হচ্ছে

কেয়ো-কার্পিন

কে'স কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • লাহোর • পাটনা • কটক

ওর ডাকনাম—খাদু, সবাই 'খাদুদা' বলে ডাকে। গৌরবর্ণ, সুন্দর চেহারা, মাথায় একটু, খাটো। যখন ওর গোঁফ ছিল। আমেচার ক্লাবগুলিতে ফিমেল পার্ট করতো। ওদের বাড়ি ছিল চন্দননগর স্ট্রীটে। সেই যে ভাগ্য ফিরানোর কথা বলেছি, যে ভদ্রলোক নিয়ে যেতেন তাঁর নাম ছিল [illegible]। সেই ফিরানোর ও মজুমদার ছাই [illegible] ডিস্ট্রিক্ট এনজিনিয়ার। আমাদের স্টেশনের টাইমকীপার চাকরি করতো। আমাদের আগে থাকতেই ছিল বলে আমরা ওদের দেখে করবি [illegible] ফিরানো

—কোথায়?

বলাম বলতাম বন্ধু, পড়ার সময়ের ওর বাড়ির সমবয়সীরা এসে

[illegible] ওর পড়ার ছিল। ইংরেজী। সেই ওর পড়ার [illegible] সেখানে বসে [illegible] ওর [illegible] ওর [illegible] ওর

বটে, তবু বাড়ি ফিরতে নটার বেশী দেরী করি না। ভিতরে-ভিতরে স্বভাবতই একটু অস্থির হয়ে পড়লাম। ওদিকে, ব্যাপারটা হলো বাজা, আমাদের রয়াল ক্লাবের থিয়েটার নয়! বার-বার কাজকর্ম সেরে, বাড়ি ফিরে, রাতের খাওয়াটা চুকিয়ে দিয়ে, তবেই আসছেন সব ক্লাবে।

হারমোনিয়মবাবু একসময় আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। ওঁর হাতে দেখলাম—যাত্রার একটা পার্ট। সেটা খুলে ধ্রুবেরপার্ট এর ভূমিকা পড়তে লাগলেন। বললেন—পড়ো ও একটু।

পড়লাম। শুনে বললেন—বেশ! বেশ!

আমি ধ্রুবের পার্ট করে করে হতদিনে রপ্ত হয়ে গেছি, তাছাড়া আর ওদিকে আটকায় না। বললেন—ধ্রুবের পার্ট তোমায় ভালোই হয়।

বললেন—বেশ হবে 'ধ্রুবরাজ'। পার্টটা আমি নতুনভাবে লিখে দেবো।

এই ভাবে শুরু হলো আমার যাত্রায় প্রথম পদক্ষেপ। (ক্রমশ)

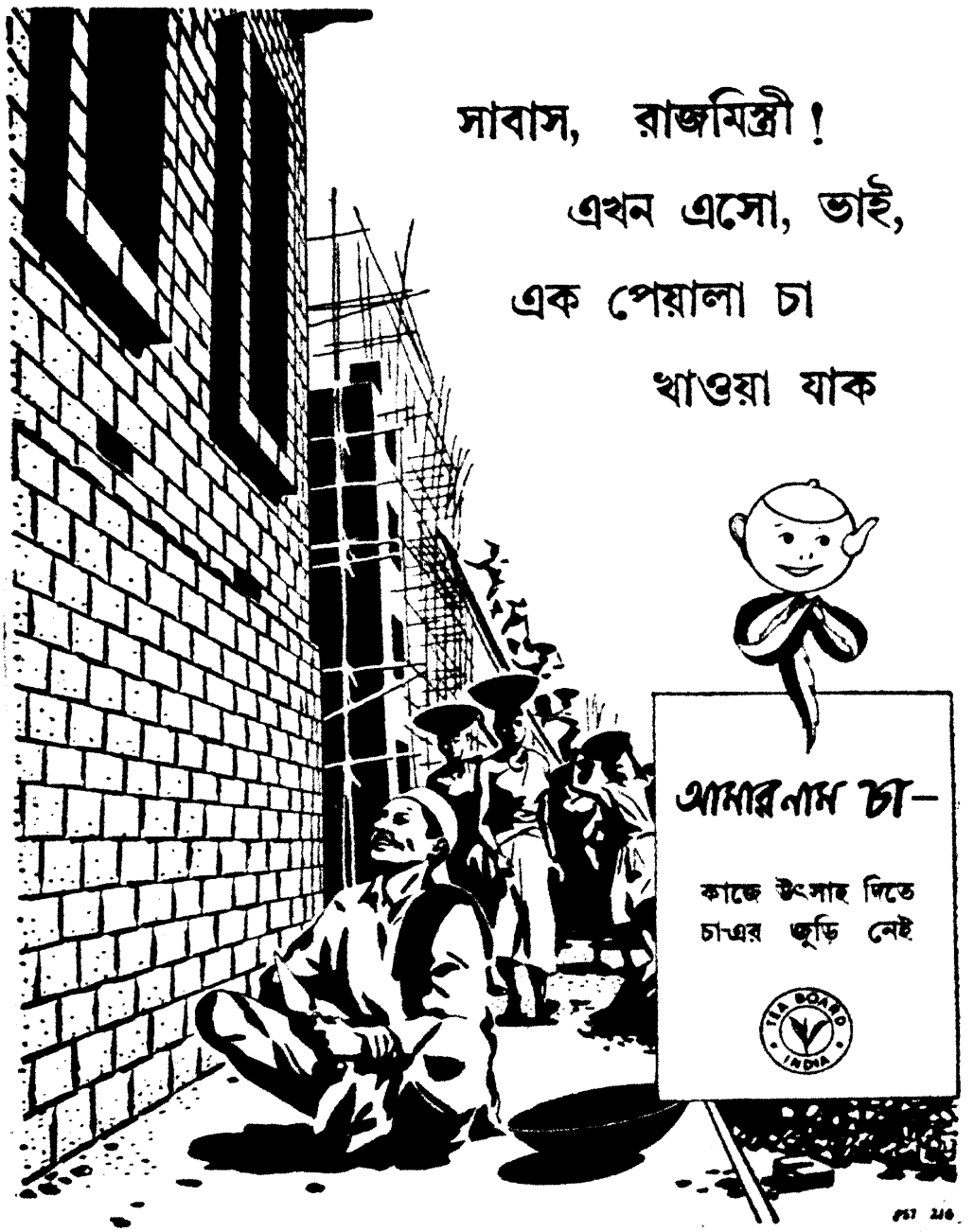

# শ্রীমতী বাঙাললক্ষ্মী দেবী

## কালকের মেয়ের খেয়াল

দেরাদুনের বেশ কয়দিন আগে থেকেই বাড়িতে একটা খুশির ভাব হওয়া উচিত ছিল। হয়-ও। কিন্তু সেবার দেরাদুন এসে পড়েছে প্রায়, তবু আমার মনের মাঝখানে কোনো লক্ষণ নেই। আমি দেরাদুনের কথা ভুলেই গেছি। আমি নীতিনকে ডাকছি। আমি হাওয়াকে বলছি, তুমি ফুলের গায়ে এসে না ফুলকে বলছি, খবরদার ঘুমোবে না তুমি। আর রাত যখন হয়ে না এসে পড়ছি হাল্কা আর চাঁদের আলো যখন ফোকর করছে, তখন নির্জন আকাশে হবে আমি কী সুখেই তাদের জন্য অপেক্ষা। নীতিনকে হারিয়ে কী দুঃখ তখন আমার! আমি নীতিনকে ভুলতে চাইছি না, ভুলবে না ভুলবোই না।

কবে দেরাদুনে ভুলতে আরম্ভ হয়ে না, কিন্তু ভুলতে সব না হয়ে যেত নিশ্চয়ই আসল কথার নীতিনের কথা ঠিক উঠে পড়ে। হাজার চেষ্টা করি না কেন সেই দৃশ্য আমার আর ফেরবার হবে না। এ সব কথা বাড়িতে বাড়িতে আলোচনা আর হয়ে পড়ে। নীতিন-হারানোর হয়ে পড়ে।

আমি কখনও আমার মনোভাব ভুলতে না দিয়ে একটা কাল্পনিক ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয় যেন একটা ছোট্ট ছিপ, হাল্কা নদীর মধ্যে চলছে। আমরা সেখানে কিশোরী বয়স আমার দুটি বন্ধু। এই নদীর ধারে ধারে ঝোপঝাড় আর বনফুল। নদীতে কখনও কখনও কিন্তু সবার আগে সেই নদী ভুলতাদের কথা মনে পড়ে। সবার আগে তারা ছোট ছোট হাওয়া আলোড়িত আর সবার শেষে ছবি আঁকা আমার। ভেসে চলেছি। আমরা তিনটি কিশোরী। আর কারো কথা নয়, শুধুমাত্র আমাদের কথা। কিন্তু সেই নদী ভুলতাদের কথা আঁকতে গিয়ে আমার মনে হয় যেন ভুলতাদের ছোট্ট ছিপ একটা বড় নদীতে এসে পড়েছে। আমরা ভুলতাদের ছোট্ট ছিপ একটা বড় নদীতে এসে পড়েছে। আমরা ভুলতাদের ছোট্ট ছিপ একটা বড় নদীতে এসে পড়েছে।

আমি কখনও ভুলতাদের ভুলতে না দিয়ে একটা কাল্পনিক ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয় যেন একটা ছোট্ট ছিপ, হাল্কা নদীর মধ্যে চলছে। আমরা সেখানে কিশোরী বয়স আমার দুটি বন্ধু। এই নদীর ধারে ধারে ঝোপঝাড় আর বনফুল। নদীতে কখনও কখনও কিন্তু সবার আগে সেই নদী ভুলতাদের কথা মনে পড়ে। সবার আগে তারা ছোট ছোট হাওয়া আলোড়িত আর সবার শেষে ছবি আঁকা আমার। ভেসে চলেছি। আমরা তিনটি কিশোরী। আর কারো কথা নয়, শুধুমাত্র আমাদের কথা। কিন্তু সেই নদী ভুলতাদের কথা আঁকতে গিয়ে আমার মনে হয় যেন ভুলতাদের ছোট্ট ছিপ একটা বড় নদীতে এসে পড়েছে। আমরা ভুলতাদের ছোট্ট ছিপ একটা বড় নদীতে এসে পড়েছে।

ভুলতা ছোট্ট ছিপ ভেসে চলে। আমরা দেখতে কী পাও না ও সে ঠিকমত হবার একটু, কোনো নিয়েও কী পড়ব আমরা যায়।"

তা হলে নিশ্চয়ই আমি হিরোইন পিটে হাসে ভাবে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে আরও চাঁচির মধ্যে চুপ করে বেরোবার, চুপ চুপ বলেছি আর হিরোইন হয়ে চেয়েও গল্প চড়িয়ে আমাকেই শুদ্ধ বলবে।

হয় ওদের কাল ভিন্ন, বলা হয় আমার, বন্ধুও কখনও অনুভবে হই এ বয়স একটা ঘোরের পরে কিন্তু সাদের কাল একটুও সন্দেহ নেই আমার, একটুও না।

দাদির ঘরে রাত্রিবেলা আমাকে শুতে হয়, সারা রাত ঘুম আসে না বলেই জানি, দাদি বেশ ঘুমোন, বাত্তির এগারোটা থেকে ছটা অবধি। তবু ডাক্তারবদ্যির তত্ত্বতাবুকে আমার ভেতরে বাস ওঁর কাতরানিতে।

"আ মরি, সাড়ে ডাঁশ পুষ নেই, কাসে মচ্ছা—"

দাদির কথা আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু ওঁর দাঁতহীন মুখ থেকে এই যে সব অভিযোগ বেরিয়ে আসে, তা অন্য কেউ বুঝবে কি না সন্দেহ। জড়ানো-জড়ানো কথাগুলো যেন প্রলাপ, কিন্তু কী বিশ্রী!

"তিতলী রাক্ষসী যেন সারারাত চেঁচায়। শান্তি নেই। দিনও ঘুমোতে দেবে না। বুড়োমানুষ, কত পারি।"

"পুতুলদী, ওঠ মানুষ ঘোরার জন্য না। বুড়ী মেয়ের আটটা অবধি ঘুম। বুড়ী দাদি ওঠে তোর আগে, জওয়ান মেয়ের উঠতে ইচ্ছে করে না। তোদের সেবা দাদিপোতে ভগবান, এই তো সুখ।"

আমি আস্তে চোখ খুলি যেখানের দিকে ঘুম ভেঙে দাদির কোঁচকানো মুখ, কম সময় মুখ, অত বুড়ী তাই সেখানে ইচ্ছে করে না তাই। এখন জল এনে দাদির মুখ ধোওয়াতে হবে। তারপর চা করে খাইয়ে দিতে হবে। তারপর চা করে খাইয়ে দিতে হবে।

আর দাদি বক বক করবে সমানে।

"এই—চাওলী দিনকাল খারাপ। কারুরই ভালো লাগে না। সে তুই মানুষ হ, একটু জল। ঘুম হয় না তো—কী কষ্ট তোরা কী বুঝবি!"

আমবাজারে সবচেয়ে সিলেক্টেড আর্টিকল ও নতুন বছরের ক্যালেন্ডার চাইলে পাঠান

টিমা ওয়াচ কোং

জনপ্রিয় নাকা, খুলনা

বাহরত্ন পাঁচশত নাক কান হাতেপায়ের আঙুল প্রভৃতির শ্বেতী/সাদা চামড়া বিবর্ণতা সোরাইসিস একজিমা প্রভৃতি রোগের জন্য রোগীর জন্মরাশিসহ পত্র লিখুন। শ্রীশ্রীমন্ত্র বাবা সেবা, পত্রাঙ্কপত্রে বৈদ্যনাথ শ্রীহরিজন (বসময়), কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭ ২৬৭৮


"খাওয়া—আমার আবার খাওয়া! পেট না থাকলে খাওয়া আর কী! সব যেন শিশিত চটকানো। দম তাই খাই, মজা তো নেই।"

"কথা বলিস না তো, পুতুলদী। মেহনত সহ্য করে মজা পেলে, খাওয়াস না? রাগে ভুরে থাকিস তাই। কেন? আমি কি তোদের কিছু, করি নি? এতটুকুন থেকে করে হয়ে মানুষ হয়েছিস। হয়ে যে আমার তপস্যা।"

তারপর দাদি খাওয়ার ছলা চেটে নিয়ে যখন বাসনে মুখ ধুয়ে দিতে থাকে, তখন বলে বলে হয় আমার, হয়তো পরের ঠিক কথা না ওঁর মনের মিল। বিশ্রী বিশ্রী, তবু প্রাণে ওঁর

যৌবন কিংবা দাদির সেই ঠাট্টা এসে ছুটি নেয় পরের পাওয়া হয়ে নি, তেমনি ওর আর দিয়েছিল মুখে সেখে সেখে অথবা যেন আমি ঠিক করেছিলাম, দাদির বকবকানি অবহেলা করে এই সময় ওঁকে খুশি দিয়ে

দাদির কিছু কুটি ভোলাবার আমার আগেই না ঠিক এসেছে ডাক।

দাদি যেই ভোলাবার তখনকার আমার দিয়ে তো

নীতীনের সামনা ছোঁড়া এবং তাদেরই চেহারাটা আমার খারাপ লাগছে। এবং তাতে ওকে সহজেই জব করার একটা অদ্ভুত কল্পনা আমার। হয় তো প্রত্যেক মেয়েরই মনে এসে একবারের উত্তেজনা আর আকর্ষণ তৈরি করছে।

"আজ ইউ হেভ সেভার্ড দি লাইভস অব থ্রি ইয়ং পিপল্ ফ্রম ডেথ।" নার্স স্নিগ্ধ অহঙ্কার লক্ষ করলো পাঁচটা বাজলো ঘড়ি খুলে।

আর যে প্রয়োজন করেছিলাম তাই ডাক্তার আসবে বিকালেই বাড়িতে নীতীনকে নিয়ে এসে ভর্তির ফরম। নীতীনকে আরও সুস্থির করেছিলাম। সুমি ঘুমুচ্ছে ঠিক যে ভাবে শুইয়ে গেছে। হাতে একটা বোতল স্যালাইনের আর একটা রক্তের। নার্সকে ওর বিষয় নিয়ে ছাড়া দিয়ে চলে যেতে বলে ওকে সুস্থির করে একটা ঠিক পজিশনে আনলাম। ওর মাথাটা বালিশে ডান দিকে একটু কাত করে। ডান হাতটা বুকের উপর। বাঁ হাতটা বিছানার পাশে ঝুলছে। ওর মুখটা ঠিক ওর মায়ের মতো। ওর মায়ের মুখটা মনে পড়ছে। ওর মা ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ওর মা ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ওর মা ওকে ছেড়ে চলে গেছে।

সুমির

কটা কথা বলে ফেলে নীতিন উঠে বসে আমার বইয়ের শেলফে বই ঘাটতে লাগলো।

চা করতে যাব, হঠাৎ বললো, "বেড়াতে যাবে, পুতলী?"

"বেড়াতে? তোমার সঙ্গে নাকি?" হো হো করে হেসে উঠলাম আমি ওর নির্বোধ সরলতায়।

নীতিন কিন্তু অন্যরকম মানে করলো হাসিটার। সাহস পেলো সেই মন গড়া মানে থেকে। হঠাৎ চোখ তার প্রজাপতির মতন হালকা রংয়ের চোখ দুটো কটা রংয়ের হয়ে গেছে। একটু নীতিন দেখছে সে আমায়।

"চলো না, পুতলী" তার মুখ থেকে এ সব কথা কেমন অনায়াসে, অবলীলায় বেরিয়ে আসতে পারে, "চলো না স্কটারের পেছনে। কোথাও যাবো, দূরে, বেশ নির্জন জায়গায়—" বলতে বলতে হঠাৎ উঠে বসে কাছে এসেছে সে আমার, তার পাঞ্জাবীর উত্তাপ আসছে আমার কাঁধতে। তার হাত দুটো মুঠো হয়ে গেছে, জড়াতে যেন তার সুচোখে।

আর, তক্ষুনি আমার পশ্চাদ্দেশে বড় লাথি হয়ে গেলো। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলাম তার মসৃণ গালটায়, সব, ঝিকরে আমার মুখ থেকে যে যেমন করে পারে উঠলো, "বেরো, তুমি এখুনি বেরিয়ে যাও এ বাড়ি থেকে। আমাকে কি ভেবেছো না কি?"

টু শব্দ করলো না নীতিন, শুধু, একটু হাসি তার মুখটায় সারা বেলায় ফোটেনি। চুপ করে সে।

কিন্তু তারপর কথা এলো আমার মুখে যা ভাসিয়ে নেওয়া অসহায়, অবুঝ কান্না। মনের ভেতরটা বলতে লাগলো, ফিরে এসো, নীতিন। হাসব একটা তুড়ি দিয়ে তার সুন্দর মুখটা বারে বারে অন্যমনস্কতার সামনে এসে এসে যন্ত্রণা দিতে লাগলো। এমন কি, একটা নিরাসক্ত অসুখে আক্রান্ত বসতে শুরু করলো, কেন না কেন? নীতিনের কথা মনে নিলেই বা কী ক্ষতি হতো? তুমি তো তাকে ভালোবাসো, তাকে চাও তবে?

আর সেই বয়সের নির্বোধতায় আমার অমর কবিতার ঈশ্বর, কী যে কথা।

আমি বড়ও হলাম অনেক। নীতিন আসবে যাবে। প্রায় কতো বছরের ব্যবধান নেই। একবারও মনে হয়নি কখনো নীতিনের মন সাফাইয়ের জন্য কোনো কথা বলতে। স্কুটারের পেছনে বসে বেড়াবার মেয়ে পুতলী নয় বলে। আমার মুখোমুখি হলো। আর মুখোমুখি হয়ে উঠলো নীতিনও। তার এলো অন্য মন। তার ব্যবহার। আমার এলো। অন্য রকমের নীতিন। আমার চোখ এক অন্য আলো এলো নতুন চোখ।

সে হেসে। হেসে বলে যে, সে বলে, আমার আগের থেকে তুমি অনেক কমেছো। কী সুন্দর হয়েছো। সে বলে আমার আগের থেকে তুমি অনেক

পড়েছেন। হাসিটা আবার মেখানে মেখানে। ভারী সুন্দর লাগছে। ঠোঁটে উজ্জ্বল ওষ্ঠরাগ লাগানো, সিঁথায় দেয়া, কপালে সেই সুন্দর হাসিটা মেখানো কোথায়?

এমন কি একটা সোফের মতোও মূর্তি নেই, ঝলমল আলো নেই। যেমন করে, যেমন মতো বিছানা। তবুও সোফার অস্তিত্ব। আসবার সাজসজ্জার বিরাট উপকরণ আসবার জন্য অসংখ্য ঘর। একেবারে অন্তর নতুন সাজসজ্জার কল্পিত ঘরে— বিছানাটি অন্যত্র, জানালার কাছে একটি সোফা নতুন করে।

সোফায় বসে কি সত্যিই একটুও আরাম? কেন আরাম? কেন সেটি মূর্তি হয়ে, প্রতি মুহূর্ত নিশ্চিন্তের ইঙ্গিত দিচ্ছে?

সোফার সিটের—সবটা, যেটাতে বিছানো মত মূর্তি সঞ্চারের জন্য বিশেষভাবে আগে নিচে প্রতি সোফায় সোফার মূর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে ঢাকা দেয়া হয়ে থাকে, সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সোফার ঢাকা দেয়া হয়েছে এই সব ঘরের আসবাবের আর কী সাজসজ্জার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। সোফার ঢাকা দেয়া হয়েছে সাদা ধবধবে চাদর দিয়ে। সাদা চাদরে ঢাকা সোফা সত্যি সত্যি সোফা বলে চেনা যায় না। মনে হয় কী যেন একটা।

মনে হয় সোফার ঢাকা দেয়া চাদরটা সোফার মূর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাদা ধবধবে না করে, সোফার মূর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে কোনো রঙের করা যায় কি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

সোফার মূর্তি যে রঙের, সেই রঙের চাদর দিয়ে সোফা ঢাকা দেয়া হলে সোফার মূর্তি সম্বন্ধে সচেতনতা অনেকখানি কমে যায়। সোফার মূর্তি সম্বন্ধে সচেতনতা কমে গেলে সোফায় বসে আরাম পাওয়া সম্ভব হয়।

সোফার মূর্তি সম্বন্ধে সচেতনতা কমানোর আরও একটা উপায় আছে। সোফার মূর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সোফার ঢাকা দেয়ার বদলে সোফার মূর্তির সঙ্গে বিরোধ রেখে সোফার ঢাকা দেয়া। সোফার মূর্তি যদি হয় চৌকো, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে গোল। সোফার মূর্তি যদি হয় গোল, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে চৌকো। সোফার মূর্তি যদি হয় সরু, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে মোটা। সোফার মূর্তি যদি হয় মোটা, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে সরু।

এমনি করে সোফার মূর্তি সম্বন্ধে সচেতনতা কমানো যায়। সোফার মূর্তি সম্বন্ধে সচেতনতা কমে গেলে সোফায় বসে আরাম পাওয়া সম্ভব হয়।

সোফার মূর্তি সম্বন্ধে সচেতনতা কমানোর আরও একটা উপায় আছে। সোফার মূর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সোফার ঢাকা দেয়ার বদলে সোফার মূর্তির সঙ্গে বিরোধ রেখে সোফার ঢাকা দেয়া। সোফার মূর্তি যদি হয় চৌকো, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে গোল। সোফার মূর্তি যদি হয় গোল, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে চৌকো। সোফার মূর্তি যদি হয় সরু, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে মোটা। সোফার মূর্তি যদি হয় মোটা, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে সরু।

এমনি করে সোফার মূর্তি সম্বন্ধে সচেতনতা কমানো যায়। সোফার মূর্তি সম্বন্ধে সচেতনতা কমে গেলে সোফায় বসে আরাম পাওয়া সম্ভব হয়।

সোফার মূর্তি সম্বন্ধে সচেতনতা কমানোর আরও একটা উপায় আছে। সোফার মূর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সোফার ঢাকা দেয়ার বদলে সোফার মূর্তির সঙ্গে বিরোধ রেখে সোফার ঢাকা দেয়া। সোফার মূর্তি যদি হয় চৌকো, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে গোল। সোফার মূর্তি যদি হয় গোল, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে চৌকো। সোফার মূর্তি যদি হয় সরু, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে মোটা। সোফার মূর্তি যদি হয় মোটা, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে সরু।

এমনি করে সোফার মূর্তি সম্বন্ধে সচেতনতা কমানো যায়। সোফার মূর্তি সম্বন্ধে সচেতনতা কমে গেলে সোফায় বসে আরাম পাওয়া সম্ভব হয়।

সোফার মূর্তি সম্বন্ধে সচেতনতা কমানোর আরও একটা উপায় আছে। সোফার মূর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সোফার ঢাকা দেয়ার বদলে সোফার মূর্তির সঙ্গে বিরোধ রেখে সোফার ঢাকা দেয়া। সোফার মূর্তি যদি হয় চৌকো, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে গোল। সোফার মূর্তি যদি হয় গোল, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে চৌকো। সোফার মূর্তি যদি হয় সরু, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে মোটা। সোফার মূর্তি যদি হয় মোটা, তবে সোফার ঢাকা দেয়া হবে সরু।


বাইওকেমিক রিপার্টারী ৪৲

সায়ন্ত বাইওকেমিক কার্যালয়

শঙ্খ মার্কা

তব কার্তিক বসুর

টাইফোসোডা | নানালা

অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ কলিকাতা ৯

## বালাদ : আশাবরী

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমি যে রয়েছি আজো দক্ষিণ-দ্বার খুলে,
যদিও বিজন বাতায়নে হিম হাওয়া বয়;
তবু, যদি আসো, নগ্ন শাখারা ওঠে দুলে
সেই আশা নিয়ে, হৃদয়-শবরী জেগে রয়।
অন্ধকারেও আছে যেন কার বরাভয়!
রাতের বাঁশিতে বাজে সকালের আশ্বাস;
মেঘের চাদরে ঢাকে কি চাঁদের পরিচয়!
দুয়ারের পথ বেয়েই তো আসে মধুমাস।

কতো ঢেউ ভাঙে এই নির্জন নদীতীরে!
বিদেহী বাসনা বিমনা বাতাসে কথা কয়,
রং চালে কার তুলি অলক্ষ্যে ফুলে ফুলে,
জাগে রোমাঞ্চ আকাশে, মাটিতে, বনময়।
লীলাচঞ্চলী, তুমি তো রয়েছ হৃদিময়!
হাওয়ার বেহারে ঝংকৃত প্রিয় সম্ভাষ,
ভুলে যাই তাই জীবনের গ্লানি, ক্ষতি-ক্ষয়;
দুয়ারের পথ বেয়েই তো আসে মধুমাস।

যদি এ আমার রক্তগোলাপ নাও তুলে,
মনের স্বপ্নে তবো তুমি থাকে অক্ষয়,
যদি কোনোদিন বসো হৃদয়ের তরুমূলে,
এ অনাদৃত্য অন্ধকারের হবে লয়।
চাই যে তোমারই হাতে প্রদীপ্ত পরাজয়,
তোমারই প্রেমের সুবাসে প্রাণের অধিবাস,
দক্ষিণাঙ্গ মম তুমি স্পর্শে দানি সোনা হয়,
দুয়ারের পথ বেয়েই তো আসে মধুমাস।

এ-প্রাঙ্গণে আমি সৃষ্টি করবো আর কোনো ভয়,
তোমার মুখোমুখি হলে প্রশান্ত প্রাণাকাশে
ঝরাপাতাদের কান্নার ঢেউ কেঁপে নয়,
দুয়ারের পথ বেয়েই তো আসে মধুমাস।

## কথা-গান

নিরুপম চৌধুরী

সব কথা বলে হয়েছে অবশেষে
তবু, তবু মন একটিবার বেদনায়
ব্যাকুলে ওঠে সাগরের হাহাকার
নিভৃত মনের গহনে, সংগোপনে
সারা রাত ধরে, সে একটি কথা বলে, তুমি
সে কথাটি বোঝো হৃদয়ে নিরালায়।

সব গান গাওয়া হলে পৃথিবীর পরে
তবু, সে মনের নিরুদ্ধ অভিমান
জেগে থাকে সুখ-দুঃখের বাতায়নে
ঝরায় বাকুল হৃদয়ের মর্মর
সারাদিন, তুমি সে নীরবতার গান
বাজিয়ো আমার শরীরের নিকেতনে।

# টুকরো কথা

কে হলে লক্ষ্মণ সমস্যা লইয়া মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব চলিতেছে। কিন্তু ঘোড়া দেখিলেন—উত্তম প্রস্তাব। সব ঠিক করে কাজ হাতে নিতে দেরি না করা। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে—লক্ষ্মণ না হয়ে যায়, তা হলে ভগবানেরও রক্ষা নেই।

• • •

ন ন্যাশনাল এক ভেজিটেবলে সরকার পরিচালন বা, হলদার প্রধান হলেই না ঘোড়েল নাকি ঘরে দাঁড়িপাল্লার সমান

সরকারি কাজ ফেলে রেখে দেওয়ার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এটা বোঝা দরকার যে, কাজ ফেলে রাখা ও কাজ করতে না পারা এক জিনিস নয়।

• • •

শ্রী ১ এক সংবাদে জানা যায়, কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু শৌচাগার নির্মাণ করা হইয়াছে। সংবাদটি সত্য হইলে আমরা উহার সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানাইতেছি। কারণ এই বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত। শৌচাগার আছে, কিন্তু সেখানে জল নাই। কোথাও জলের কল আছে, কিন্তু সেখানে শৌচাগার নাই। অথবা শৌচাগার ও জলের কল দুইই আছে, কিন্তু সেখানে যাইবার রাস্তা নাই।

• • •

ভি লাইনে এক 'কিন্তু' সম্প্রদায়ে যে ঘোড়েল উপাসক বিরাজমান—তাহারা এই দিনে সম্প্রতিকালে কয়েকটি শিল্পকারখানার অভ্যন্তরে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক ধর্মঘট করিয়াছে। তাহাদের কথা এই সময়টি মনোরম করিয়াছে—ইহাতে শ্রমিক-মালিকের সংঘর্ষের এমন উপাদান থাকে যেখানে নাকি বেশ কাজ হয়। কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিল্পকারখানার কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা এমনই যে, সেখানে ঘোড়েলদের দেহ আর শান্তিতে থেকে যায় না। তাই তাহারা নাকি সেই অশান্তিতে শুদ্ধ শুনিতেছে—অস্তি, অস্তি, অস্তি!!

• • •

রে লক্ষ্মী শ্রীকলকাতীন রাজের ভাবনে জানা গেল যে অভ্যন্তর চুরটি শ্রেণীর বহুতলের জন্য হেলিকপ্টার পার্কিং ব্যবস্থা করা হইতেছে। —আকাশের উপরেও সেখানে হেলিয়ে বেড়াবে! শুধু ভাবনা, এখন যেমন রাস্তার ওপর নজর রাখা চলছে না, তখন ওপর থেকে কে কোথায় বৃষ্টি আর জমা হচ্ছে না!

• • •

ম লক্ষ্য বিদেশিকালয়ের ছাত্র ইংরেজিতে ফেল্‌ করিলে নাকি একটি সুযোগ হইতে আমাদের বঞ্চিত করিয়াছেন। — এই অভিযোগের

বিচার করে নেই। তবে এ হলেই নাকি—এই প্রস্তাবের পেছনে এক সম্প্রদায়ের ধারণা।

• • •

পা ক ইংরেজিতে জনৈক আহার বা নাকি ১৮২৫ কাঁপিয়াছেন যে ইংরেজিতে নম্বরপত্রে প্রশ্নপত্রে লিখিয়া কাঁপিয়াছেন কিন্তু ঘোড়া বলিলেন—অনুরোধ করিয়া এবারে লিখিয়া নিয়মাবলী করা হউক।"

• • •

ত্র লোকিলায় ঘোড়েলের অন্তরে বিরাজ করা ছাড়া কলে নাকি কাঁপিয়াছেন যে ঘোড়ের মধ্যকার আসলটি সুন্দরী নহে বলিয়া ইহা ঘোড়েলের অনুরোধ লাগিয়া থাকেন। —বলা বাহুল্য সুন্দরী নহে ঘোড়ে ছাড়া খুশি—বলে আমাদের মনে হয়।

• • •

সা হাজারে অর্থাভাব বোঝা বিদেশিকালয়ে কলে একটি চেয়ারম্যান মেধে পড়িলাম আজকের দিকে আসিয়া





ভাসিতেছে। —অর্থাভাবটা যে হলে আমাদের আকাশে চলবে কারণ ভাসিবে সরকারি

• • •

মঃ ঘোড়ের রাজিয়াজন যে সরকারটা পড়িবেন নাকি সুযোগ আর আছে পড়িবেন অথবা ইতিমধ্যেই ঘোড়িবেন। আমরা কাঁপিয়াছে আমাদের ভাবনে সরকারের বাঁচার সরকারটা বাঁচানো। ঘোড়েলের আমাদের সবই ঘোড়া। এ ঘোড়ের আমরা 'ঘোড়ই' বিশ্বাস করিবে। ঘোড়েলদের সমস্যা নিয়ে কেন্দ্র ঘোড়া ঘোড়া নিয়ে হাজার যে জানে।

• • •

মা সরের একটি জনপ্রিয় সংবাদে পড়িলাম যে কোন এক গ্রামে হরিণদের বড়াই করার জন্য ঘুড়িপ্রতিযোগিতা কুইজমাফুল নামীয় প্রতিযোগিতা নিয়ে হয়। কিন্তু তাহাই কি বড়াই করা হয়। কারণ মানে হরিণ জাত থাকে না। সেখানে ঘোড়েলের সাথেও হরিণ ঘোড়েলের থাকে না সুযোগ—হরিণ কারণ কিন্তু ঘোড়ে।


জগন্নাথ ভট্টাচার্যের নাটক

জল ঘূর্ণী

২.৫০ ২.২৫

নাচের মহল

২.০০

কথকতা

৫৫/৯ মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রয়োজনে অনেকেরই পকেট সাইজ রেডিও রিসিভার ব্যবহার করতে হয়। এতদিন এইসব রিসিভার থেকে লাউডস্পীকারের সাহায্যে ব্যবহারকারীকে ডাকা হত। যখন ডাকা হত তখন শব্দ অথবা কথা আশে পাশের লোকেরা শুনতে পেত। সম্প্রতি যে নতুন পকেট রিসিভার বের

পকেট সাইজ রেডিও

হয়েছে তাতে এমন ধরনের একটা শব্দ বের হবে যেটা ব্যবহারকারী ছাড়া অন্য আর কেউ শুনতে পাবে না।

•

পতুল ঘুমোচ্ছে, পতুল চলছে, পতুল কাঁদছে, এ সবই আমরা দেখেছি। খুব স্বাভাবিক হলেও এসব এখন আর অবাক করে না। ক্রমে ধীরে


কে,হোড়ের
কণক
* পাউডার *



বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা-৭



ক্রিম-নলিনী


# বিজ্ঞানবিচিত্রা

চন্দ্র দত্ত

পতুলের রং চটে যাবে বা চোখ-মুখ উঠে যাবে এতো স্বাভাবিক। কিন্তু রোদে পুড়ে পতুলের রং কালো হয়ে যাবে একথা অন্তত নতুন শোনবে আমাদের কাছে। শোনা যাচ্ছে এমন পতুলও নাকি তৈরী হয়েছে। এ পতুলকে কিছুক্ষণ রোদে রাখবার পর সত্যিকারের রোদে-পোড়া মানুষের চামড়ার মতই বিশ্রী কালো হয়ে যাবে। আবার ছায়ায় বা ঘরের মধ্যে রাখলে ক্রমে ক্রমে তার স্বাভাবিক রং ফিরে আসবে। এই পতুলের আবিষ্কর্তা বলেন যে, এভাবে এই পতুলকে নষ্ট হওয়া পর্যন্ত পাঁচিয়ে ব্যবহার করা যাবে। রোদ থেকে সরিয়ে নিয়ে টেবিলে বা-এর মতোই পতুল করে রাখা যায়।

•

চলচ্চিত্রে প্রথমদের নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যে পুরস্কারের একটা ব্যবস্থা আছে। প্রথমদের প্রতিভাই প্রথম এই চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেছিল। যখন নির্বাক ছবির সময় ছিল তখন ছবি তোলবার পর একটা নতুন ট্রাক্টর এবে যোগ হল। এটা হচ্ছে প্রবেশদ্বার অর্থাৎ গন্ধদ্বার। চলচ্চিত্রে সম্প্রতি ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের সম্মানে একটা গন্ধদ্বার তৈরি করা হয়েছে। অবশ্য গন্ধ থাকে সত্যও এটা সবাই জানি। ছবিতে যেমন যেমন দেখানো হতে থাকবে সেই সঙ্গে সেই বস্তু সাপেক্ষ গন্ধ ধরাটা ছড়িয়ে পড়বে। যেমন বৃন্দাবনের পতুলের সময় ধূপ এবং ফুলের গন্ধ, শিকারীর ছবি দেখবার সময় অথবা বন্য ধরবার সময় জঙ্গলের গন্ধ ঘরে-ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। একটা গন্ধের পর আর একটা গন্ধ ছাড়াবার ব্যবস্থা করা থাকে।

•

প্লাস্টিক সার্জারীর সাহায্যে নতুন চামড়া লাগান হয়। কিন্তু গাছের ওপর এধরনের সার্জারী চেষ্টা করা হয়নি। সম্প্রতি সুইডেনের একজন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ এই ধরনের সার্জারী একটি ৮০০ বছরের পুরোন ওক গাছের ওপর চেষ্টা করে দেখেছেন। গাছটির যে স্থানে ক্ষত হয়ে ছাল, বাকল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেই স্থানে তিনি অন্য আর একটি গাছ থেকে ছাল কেটে লাগিয়ে নতুন ছাল গজানোর চেষ্টা করেছেন।

গাছটির সাদা স্থানটিতে নতুন ছাল লাগিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে

•

[illegible] এবং, মানুষ যারা সিনেমা দেখে তাদের অধিকাংশই [illegible] হয়ে থাকে। আমেরিকার প্রায় ১৩ লক্ষের ওপর মানুষ যারা সিনেমা দেখে তাদের নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাদের বলা হয়েছিল, কোন একটি ছবি তারা কতবার দেখেছে। কিন্তু আসলে কতবার হয়েছে তা, লক্ষ্য করে তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের দেখা করা হয়েছে। ঠিক সময় ১৯৬০ সালের জানুয়ারি থেকে এই অনুসন্ধান শুরু হয়ে প্রতিবারই বলা হয়েছে যে তারা ছবি দেখে সত্যিকারের সন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে যারা সত্যিকারের সন্তুষ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ ছবি দেখে তৃপ্তি পেয়েছে। এই একদল মানুষ থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে অবশ্য পরিচালনা নিজে নিয়েছেন। [illegible] প্রতি নতুনের অন্তরে এক মস্ত আশা জাগিয়ে [illegible] [illegible] ডলার টাকার মতন হাতে আসতে হবে। প্রত্যেক টাকায় ৮৮,০০০ পাউণ্ড করে ইউরেনিয়াম থাকবে। পৃথিবীর নিত্য ব্যবহারের সময় হাতে রাখা বিশেষ অসুবিধে না হয় তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হবে। তিনজন লোক ভাড়া করে ৫৫,০০০ পাউণ্ড ওজনের টাকা বিশেষ কষ্ট থাকবে। শুধু, ভাবার এরা জন্যই থাকবে ১৯,০০০ পাউণ্ড।

স্মৃতিকথা

**আমাদের শান্তিনিকেতন।** শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য পাঁচ টাকা।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানটির বয়স ষাট হতে চলল। ১৯০১ সালে এখানে শান্তিপ

# পুস্তক পরিচয়

—অবশ্য কেমন নয়ন, কেমন অনুভূতি। প্রীযুক্ত দাসের মনের মধ্যে সেই প্রেমের-রসায়ন আছে—যার ফলে পুরাতন হয়েও এর জীর্ণ হয়ে পড়েনি, বরঞ্চ মাটির তলে দীর্ঘকাল প্রোথিত সুরার মতো সুগন্ধময় সাড়ে করেছে। সত্য কথা বলতে কি, শান্তি-


॥ সমালোচনা-সাহিত্যে নূতন দিগন্ত ॥

ডক্টর অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

**সমালোচনার কথা** ৫·৫০

ডক্টর দেবীপ্রসাদ রায়

**ছোটগল্পের কথা** ৫·০০

ডক্টর অমিয়কুমার দেব

**নাটকের কথা** ৪·০০

প্রফেসর বিমলেন্দু সরকার

**কবিতার কথা** ৫·০০

ডক্টর [illegible]

**সাহিত্যের কথা** ৪·০০

এই পর্যায়ের আরও দুখানি বই শীঘ্রই বের হবে

●

ডক্টর দেবীপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

**বাংলার দ্বিজেন্দ্রলালের**

**কবিমানস ও কাব্যস্বরূপের**

**নূতন গবেষণা-গ্রন্থ**

দ্বিজেন্দ্রলাল :

**কবি ও নাটকার** ১২·০০

●

[illegible]

নীলরতনের নবতম ও সর্বোত্তম

**নব বৃন্দাবন** ৫·০০

গল্প ও কাহিনীর মধ্যের সেরাগুলি

আশাপূর্ণা দেবীর

**ছাড়া** ৩·০০

ছাড়া সম্পর্কে একটি অভিমত :

"বাংলাদেশে কি এত ভালো ও মনোজ্ঞ লেখক ইতিমধ্যে সমালোচনার নূতন উপাদান ছাড়া পড়ে আছে ভাবা যায়নি। প্রতিটি গল্প সুলিখিত। কিন্তু কাহিনী সরস, স্বচ্ছ ও সুন্দর। এজন্যে লেখকের বলা যায়, ও সিদ্ধহস্ত শিল্পীর।"

**সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড**

১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

(সি ২৮৩৪)


হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর আগে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে সুধীরঞ্জন দাস অন্যতম। তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র, অধ্যাপক, উপাচার্য, এবং বর্তমানে বিশ্বভারতীর একজন ট্রাস্টি। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস তাঁর চেয়ে ভালো করে আর কে জানবে? তাই প্রকাশিত হওয়ামাত্র বইখানি পড়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু সমালোচনা করতে বসে দেখছি, বইটির সম্বন্ধে কিছু বলা বড়ো কঠিন কাজ। এর মধ্যে তথ্য আছে প্রচুর, কিন্তু তথ্যের ভিড়ে কোথাও লেখক নিজে হারিয়ে যাননি। বইটির মধ্যে তাঁর উপস্থিতি সর্বত্র অনুভব করা যায়। তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ সর্বত্র সুস্পষ্ট। তাই বইখানি পড়তে পড়তে মনে হয়, লেখক যেন আমাদের সামনে বসে নিজের কথা বলে যাচ্ছেন। এই ঘরোয়া ভঙ্গিটি বইখানির একটি বড়ো আকর্ষণ। কিন্তু এই ভঙ্গিটি সব সময় রক্ষা করা হয়নি। কোথাও কোথাও লেখক নিজের কথা ভুলে গিয়ে বিশ্বভারতীর ইতিহাস লিখতে বসেছেন। তখন বইখানি হয়ে উঠেছে একটি সরকারী দপ্তরের রিপোর্ট। এই দুটি বিপরীত ভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সহজ কাজ নয়। লেখক এই কাজে অনেকখানি সফল হয়েছেন। তাঁর বইখানি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, তিনি যেন আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করছেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটি এমন সহজ ও আন্তরিক যে, তাঁর সঙ্গে একমত না হলেও তাঁর কথা শুনতে ভালো লাগে। তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটি এমন সহজ ও আন্তরিক যে, তাঁর সঙ্গে একমত না হলেও তাঁর কথা শুনতে ভালো লাগে।

এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁদের প্রথম থেকে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ ছিল তাঁদের মধ্যে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস। বিশ্বভারতীর কাজে তাঁদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বলে তাঁদের সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে তাঁদের জীবনের অনেক কথা বলতে হয়। সুধীরঞ্জন দাস তাঁর বইখানির মধ্যে সেই কাজটি করেছেন। তাঁর বইখানি পড়ে আমরা তাঁর জীবনের অনেক কথা জানতে পারি। তাঁর জীবনের সঙ্গে বিশ্বভারতীর ইতিহাস এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, তাঁর জীবনের কথা বলতে গেলে বিশ্বভারতীর কথা বলতে হয়। তাঁর জীবনের কথা বলতে গেলে বিশ্বভারতীর কথা বলতে হয়।

শ্রীযুক্ত দাসের এই লেখা তাঁর প্রথম লেখা নয়। ইতিপূর্বে তিনি কবিতা লিখেছেন। লেখা আছে যে তাঁদের নীরস কর্তব্যই শুষ্কতর হয়েও তাঁর কবিতাকে চেপে মেরে ফেলতে পারেনি। তেমনি তাঁর কর্মজীবনের অন্যান্য কাজের ভিড়ে তাঁর ভিতরকার সুরের সেতারের ঝঙ্কারটি আজ পর্যন্ত থেমে যায়নি। তাই তিনি এই বয়সে এই সুন্দর বইখানি লিখতে পেরেছেন। এর জন্যে তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।


বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধগ্রন্থ

**পশ্চিম দিগন্ত**

**নির্মল চট্টোপাধ্যায়**

দাম ৫

সুলেখকের এবং তিনি লেখকের চিন্তা-প্রবাহের সঙ্গে পাঠক অনুভব করবেন। —দেশ

লেখকের চিন্তার পরিণতা আছে এবং আলোকপাত দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। এমন কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যাহা সাধারণ পাঠকের কিছুটা ভাবাইবে। —দৈনিক বসুমতী

বিভিন্ন প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু অবশ্য সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের পক্ষে বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইবে। —অমৃত

**প্রকাশ করেছেন**

**জ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত**

**পত্রক**

৭৫।১।১এ হরিশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

**সাহিত্য ও পাঠক—**

**ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কমলা প্রকাশনী** : ৫-১৫৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২



**বিশ্বের ভবনের**

**শান্তি**

**• ছেয়ার অয়েল •**

(সি-২৭৭২)



প্রকাশের অপেক্ষায়

**তারার আলো**

( গল্প হবার আগের পরিচিতির নয় )

তারাশঙ্কর প্রথম শ্রেণীর কবিও যে হয়েছেন, উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ বই।

**সাগর পানে ফিরি** (২·৫০)

পড়ুন, পড়ান, পড়তে বলুন।

**জাগরী** বার্ষিক ২·৩০ টা. এক বছর ডাকমাশুল

বছর আরম্ভ হতে পারে যে কোনো সময়ে।

JAGARI—Calcutta-3.

নূতন উপন্যাস

অবধূতের

নবতম বিস্ময়কর গ্রন্থ

# দেবারিগণ

— সাড়ে চার টাকা —

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
উপহারোপযোগী গ্রন্থ

সমারোহ ২৸০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
সদ্যে প্রকাশ

মহুয়া কথা ৩৷৷০

গুপ্ত প্রকাশিকা, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

নিবেদন

অমিয়ভূষণ মজুমদার

এই যুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অমিয়ভূষণের নাম প্রথম সারিতে। বহুমান কালের এক পড়ন্ত সন্ধ্যায় দেখেছে এক অসাধারণ দৃষ্টিতে তিনি প্রত্যেককে তাঁর আধুনিকতম উপন্যাস নিবেদনে। মূল্য : ৩.৫০

আমাদের অন্যান্য বই

| | | |
|---|---|---|
| ভানুমতী | (উপন্যাস) — সমরেশ বসু | ৪.৫০ |
| দুখিরার কুঠি | (ঐ) — অমিয়ভূষণ মজুমদার | ৩.০০ |
| সিন্ধুপারে | (ঐ) — নীহাররঞ্জন গুপ্ত | ৭.০০ |
| তিন প্রহর | (ঐ) — সৌমিত্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | ৪.০০ |
| বন্ধুজন | (গল্পসংকলন) — সমরেশ বসু | ২.০০ |
| রূপসজ্জা | (ঐ) — নরেন্দ্রনাথ মিত্র | ২.৫০ |
| মেয়েদের মহিমা | (ঐ) — শিবরাম চক্রবর্তী | ২.০০ |
| একটি নীল আকাশ | — প্রভাত দেব সরকার | ২.০০ |
| ক্যান্ডিড | (অনুবাদ) — ভলটেয়ার | ২.৫০ |
| কন্যাকাহিনী | (ঐ) — হেন্রি অস্টেন | ৩.০০ |
| মায়াবন | (ছোটদের বই) — নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১.০০ |

নিউ-লিট পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৯এ কলেজ রো, কলিকাতা— ৯

নিকেতন সম্বন্ধে যাবতীয় লেখায় জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ও সতীশচন্দ্রের রচনাগুলো বাদ দিলে আমাদের শান্তিনিকেতনের তুলনা মেলে না।

বহুকালনিরুদ্ধ স্মৃতির কথা খুলে গিয়েছে বইখানায়। সৌমনকার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের এমন হৃদয়গ্রাহী চিত্র আর কোথায় পাওয়া যাবে। সেদিন আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রৌঢ়, কেবল চল্লিশ পেরিয়েছে তাঁর বয়স, আর শান্তিনিকেতনের সেসব অধ্যাপক পরবর্তী কালে নানাক্ষেত্রে বিশ্বে বরেণ্য হয়েছেন, তাঁরা ছিলেন তরুণ; প্রতিষ্ঠানটিও ছিল শৈশব পরিস্থিতে; —বইখানাতে সেদিনের ছবি ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে ধরা দিয়েছে। সেদিনকার আশ্রমের সুখদুঃখ আনন্দ উৎসব ছাত্রশিক্ষক, অন্তর বাইরের কলরব নূতনতম আঙ্গিকে কেমন রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এখানকার ঋতু পর্যায় ও পাছপালাগুলোকে অমিয় চক্রবর্তী সমানে এনে দিয়েছেন। লেখক শান্তিনিকেতনের সব ইতিহাসের ইঙ্গিতটুকুর চেয়ে এর মূল্য বেশি। সমস্ত এ ইতিহাস নয় বলে।

লেখা চলে সহজের সরল চলার ছন্দে। ছন্দের অনুবর্তনে সুর দিয়েছে সমস্ত স্মৃতির জগৎ ও পরিবেশ। কোথাও ছিন্নের ফাঁকে ফাঁকে যেন সমস্ত ঘরে সমস্ত ঘর দেখা যায়। কোথাও বিচ্ছেদ নেই কোথাও। কথা একটি, সুর একটানা ছিল। সহজে ছন্দপতন ঘটানো যায় না। কিন্তু একটি ঘর ঘরে ঘরে অধিবাসীদের আসা যাওয়ার পথে হয়ে সুবিধা সম্পর্কে আমি ইঙ্গিত করেছি হয়ে চলেছে নিরন্তর। কিন্তু লেখার ঢঙ ঐতিহ্যের এই অনুবর্তনে। প্রকাশ প্রথম শ্রেণীর একটি শিল্পীর কাজের কথা হয়েছে। কলাকার ও ছোটো শিল্পীর যে ছবি ফুটে হয়েছে তার তুলনা নেই। চমৎকার বর্ণনা উপলক্ষ্য সমস্তটাই লেখার শেষের দিকে পড়ি [illegible] হইজনের হাতে আছে সেই নিরন্ত [illegible] ছবি। অনেকগুলি ছবি [illegible] হইজন বইখানার এই অনবদ্য হয়েছে। প্রকাশক ও মুদ্রাকরপ্রমাদ বই ছেলের ছেলেদের ও প্রকাশকের ঐকান্তিক যত্ন হবে বলে আশঙ্কা করছি।

## উপন্যাস

**পাঁকের ফুলনা**—পুলোন্দু পত্রী। সাহিত্য, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ৩.৫০ ন. প.।

উপন্যাস লেখক হিসাবে শ্রীযুক্ত পুলোন্দু পত্রীর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। কবি ও কবি হিসাবে এবং চিত্র শিল্পী হিসাবে তিনি আমাদের পূর্ব পরিচিত। প্রথম

কেন্দ্রিক এই উপন্যাসে তাঁর নতুন পরিচয় অভিনন্দনযোগ্য।

গ্রামের নাম বাদুড়ী। তবে তিনি ছাড়া সুখন। একজন ভজন। ...সা একটা কিন্তু পাড়া সুটো। মাঝখানে খাল। এই খাল এবং এই গ্রামবাসী উপন্যাসটির কাহিনী নিয়েই লীলার মহনা গড়ে উঠেছে। চরিত্র এই উপন্যাসের নায়ক। বাঁচা তার উদ্দেশ্য।

অনুবাদক, বাদুড়ে মেথর মানে কেমনে ঠেকে বাঁধনি প্রবন্ধ। সংবাদপত্র কর্মীদের তিনি আঁকতে শিয়েছেন। মানুষ বখা অভাব-অভিযোগেও হবে, তুমি বরের তুলী করেছেন অনুপম ছবির ইঙ্গিতে। দিবি বই অথবা কাহিনী সরকারীদের বই হবে, কুলদের মধ্যেই সমস্ত বই আসল জনা অন্ধকারের কাহিনীর বেলেয়া কাহিনী। বইখানির চাইও এক টেকারে এসে আছে। পড়তে কলকাতা ঘটনার কথা আসলেও সমস্ত বিষয়েই নিপুণতার সঙ্গে যুগীর চুলের তুলী করেছেন লেখক

...সাহিত্যের ভিন্ন বই করে করেছেন ঔপন্যাসিক সংবাদপত্রসেবীদের হাতে উঠেছি হয়ে সাধারণ। বিশেষ করে সংবাদপত্রের সুখন কাহিনী ভোরে ঘটিয়ে তুলতে পারেন। এই ঔপন্যাস সুখন কেন।

**মোহন পত্রালয়**—[illegible] কাল সাড়ে ৫ টাকা। ১১১২ বঙ্গাব্দ থেকে কলিকাতা। মূল্য ৯.১০ বা পা

[illegible] ঔপন্যাসের [illegible] ঔপন্যাসিক [illegible] হয়ে [illegible] ঔপন্যাসিক [illegible] ঔপন্যাসিক [illegible] ঔপন্যাসিক

এর মতো ছড়ার 'মধুর-মোহন, চাঁদিয়ার ঈগল-পাখীর এজলাসে' প্রভৃতি বানানের লক্ষ ও কথা শিল্পমেদের পক্ষে কতখানি উপভোগ্য সে-সম্বন্ধে রীতিমত সন্দেহ জাগে। তবু বলা যায়, ছেলেদের জন্য


ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস

**এই প্রেম**

উপন্যাসটিতে কবিতার মত প্রচ্ছন্ন আছে প্রেম সম্পর্কে একটি গভীর কথা। আছে একটি কবিবাহিতা অথচ অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের সমস্যা ভোঁতা করুণ মধুর কাহিনী। এবং সে-কাহিনী 'আনন্দ-বাজার'-এর মতে—অনবদ্য। 'যুগান্তর'-এর মতে—ভোলানাথবাবুর হাত করেছে। কিসের জোরে তাঁর কলমটলী বলিষ্ঠ। প্রত্যেকটি চরিত্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। দাম—৪ টাকা

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

(সি ২৭৩৪)


উৎকৃষ্ট ছড়ার দুর্ভিক্ষের বাজারে টাপুর-টুপুর একেবারেই অবহেলার যোগ্য নয়। চিত্রশিল্পী শ্রীধীরেন বসুর আঁকা ছবি পুস্তিকে নতুন রসের সৃষ্টি হয়।

৪৫৫।৫১

এক যে ছিল দেশ—কৃষাণ চন্দর। সন্তারী : ৭, সিমলা স্ট্রীট। বেলঘরিয়া। ২৬ পৃষ্ঠা। ২ টাকা।

প্রতিষ্ঠাবান উর্দু সাহিত্যিক কৃষাণ চন্দরের কিশোর উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ। প্রথাত লেখকের প্রথম কিশোর উপন্যাস-এর সাবলীল ভঙ্গীর জন্য পাঠককে আকৃষ্ট করবে। প্রাথমিক পাতা মনে হবে সহজ সরল এক কাহিনী। পরিবেশ সৃষ্টিতে লেখক সফলের পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনীটি তবু নিজস্ব প্রবাহে পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে এক অনুপম লোকে—যেখানে ইউসুফ মিলেছে তার সঙ্গীদের হাত ধরে এক পাহাড়ের মেষে। কিন্তু কাহিনীর সমাপ্তি লেখকে নয় ফিরে চলে যাবে, ইউসুফ আবার ফিরে আসবে বাস্তবে। তবু মন বলবে এই তো শেষ নয়, আরো যেন কিছু রয়ে গেল

সেই আশায় নিছক উৎসাহে পাঠক বাস্তবে যুগলের আরো কাহিনীর প্রতীক্ষা করেন। পরিশেষে অনুবাদকৃতির যোগ্যতার সঙ্গে পাঠক কবিগুরুর রসকরবীর আস্বাদ পেতে পারেন।

আলাদা কাহিনীটি কৃষাণ চন্দরের উর্দু সাহিত্যের এর মূল থেকে অনুবাদ করেছেন কিশোর অনুবাদক মুহম্মদ নাজমা। অনুবাদক কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। বইখানি পড়ে ছোটরা খুশি হবে এবং বড়রাও তৃপ্ত হবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ এক যে ছিলো দেশ ভজনীয়ান ভাষায় অনুদিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। ৫৮২।৫১

এবার জামার পালা—ফেলেসে ফুমাগালি। অনুবাদক—প্রফুল্ল চক্রবর্তী। পরিচয় পাবলিশার্স, ২১ হরিষ ঘাঁ লেন। কলকাতা-১। দেড় টাকা।

লেখকের কিশোরোপযোগী ফেলেসে ফুমাগালির বহু পুস্তকের মধ্যে And Now Miguel এর সরল অনুবাদ আমরা পূর্বে পড়েছি। পুস্তকের একদল নিষ্ঠুর পাইরেটদের পরিবারের একটি কিশোর মিগুয়েল। তার কিশোরমনের কল্পনায় গিরির ভয় ও শুভকামনা কাহিনী সহজেই গল্পের একটি অপরূপ রূপ লাভ করেছে। কাহিনীর একটি সহজ ও স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। পুস্তকের একটি নতুন পরিবেশে মিগুয়েল পেয়ে পাইরেটদের ও সেই ভেলেসকের পরিবারের কাহিনী কিশোর পাঠককে দেবে অনেক সাধারণ রহস্যের ও দুঃখ হরণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ ফেলেসে ফুমাগালির সহজ কাহিনীর চমৎকার রূপান্তর হয়েছে ছোট ও বড়দের উপযোগী ছবি। ফেলিক্স ও এডিনবরো উপন্যাসটিতে বিস্তৃতির অবকাশ রেখেছে। অনুবাদের ভাষা অনুবাদকের সফলতার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের ছিটকে কিশোর-পাঠকের পক্ষে সহজ হবে, গল্পে যদিও বিদেশীর নাম অনুপ্রবেশ, তবু মনে হয় মূল গল্পের ঐ-গুলিই বর্তমান বইটিতে ব্যবহৃত করা হয়েছে। বেশ কিছু ছাপার ভুল বইটিতে ছড়িয়ে আছে। অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হলো ভাষার মধ্যে বেশী ছবি রয়ে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে দুই মূল্যবান।

৬০৬।৫১

### প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

**ভীর্থযাত্রিনি**—শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী।
**স্বয়ম্বরা**—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
**বেহুলানী**—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
**বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস**—১ম খণ্ড—শ্রীনীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ।
**ওরা সব পারে**—শ্রীবনফুল মুখোপাধ্যায় (বনফুল)।


**অন্যকোনখানে** সৌরীন সেন মূল্য—৫·৫০

মুখোশের পাশ্চাত্য পরিবার্ষি পটভূমিতে এক রূপসী সাহিত্যিক-সাহিত্যিক রহস্যের রাজ্যকে কায়ে জানাব — সকল মানুষের জানন্দ বেদনার জনবদ্য আলেখ্য

**মুখোশ :** পাকা লেখা, প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করে এ স্বচ্ছন্দ গতি। তার কথন এটা নিতান্ত সাধারণ চোখে জমানো দেখা। যেন লেখার বর্ণনা নয়, মানুষের কথা। প্রত্যেকটি চরিত্র উজ্জ্বলবোলা। কাহিনীর বিন্যাস ঘটনা একত্র গেঁথে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ মালা তৈরী করা হয়েছে। এ মালায় নানা রকমের ফুল রয়েছে। লেখকের অসংখ্য মালা গাঁথার ক্ষমতা।

**বন্ধুরঙ্গী :** মুখোশের ইউরোপকে কেন্দ্র করে এর পরপাশ গড়ে উঠেছে। গল্পের জন্য চিরন্তন প্রেমের এক চমৎকারী অবলম্বন পরিবেশিত হয়েছে। গল্পের মাধ্যমে ইউরোপ ও পশ্চিম জার্মানীর নর-নারীকে বিশেষভাবে জানার সুযোগ মেলে। তবে লালিত্যপূর্ণ, চরিত্রবিন্যাস কুশলতার পরিচয়যুক্ত, কাহিনীবিন্যাস চিত্তাকর্ষক। গল্পের নামকরণটিও তাৎপর্যপূর্ণ।

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর "Men I have seen"এর সার্থক অনুবাদ
**মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে** অনুবাদিকা—মায়া রায় মূল্য—৩·৫০

আশাপূর্ণা দেবীর **কনকদীপ** মূল্য—৩,
ফাল্গুনী মুখোর্জির **হিমশৃঙ্গ** মূল্য—৩,
নীহাররঞ্জন গুপ্তের **অজ্ঞাতবাস** মূল্য—৩, এবং **রহস্যাসন** উপন্যাস
**ইন্দ্রাবনের সাহেব হরতনের বিবি** মূল্য—৪·৫০

কয়েকটি কিশোর-গ্রন্থ :—
পরিমল গোস্বামীর **মেরুপথের যাত্রীরা** মূল্য—১·৫০
নৃপেন্দ্র চাটার্জির **নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ** মূল্য—১·৫০
লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের **ভারতের সাধক** ১ম ৩·৫০ (৩য় মুঃ যন্ত্রস্থ)
২য়—৩·৫০ (২য় মুদ্রণ), ৩য়—৮, (১ম মুঃ নিঃশেষিতপ্রায়) ৪র্থ—৬·৫০ ও ৫ম—৬·৫০

**রাইটার্স সিণ্ডিকেট**
৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

(সি ২৫৩০)

# চিত্রশালা

## চিত্রপরিচয়

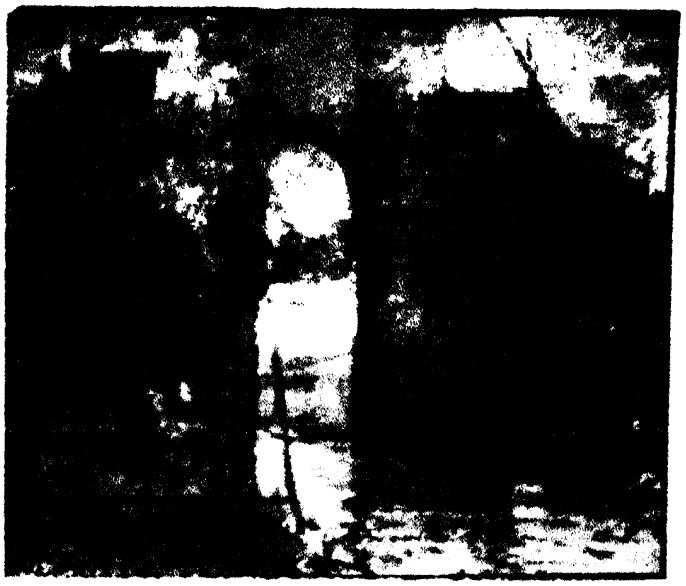

স্নেহ

শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ সাহা

গত সপ্তাহে আমাদের এই ছবিটি আর্টিস্টদের সংগঠন-এ শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ সাহার চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ পড়াশুনো করেছেন এবং আর্টিস্ট হিসাবে কৃতিত্বের সঙ্গেই শিল্পী কারোরই শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি প্রথাগত শিল্পী গোষ্ঠীর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণ করেন বছর বছর ওনারের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এই ধরণ প্রদর্শিত হয়েছে এই আমরা আমাদের এই ছবিটি ওনারের এই প্রদর্শনীতে থেকে সংগ্রহ করে এই প্রথম শিল্পী এই ছবি প্রথম এই প্রদর্শনীতে ইনি যেসব ছবিতে [illegible] ছবি সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক এবং এই ছবি [illegible] ছবি সম্পর্কে [illegible] ছবি সম্পর্কে [illegible] ছবি সম্পর্কে

### দেবীতের বিড়ম্বনা

সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন্স-এর অধুনাতম নিবেদন "দেবী"র প্রস্তুতি-পর্ব থেকেই ছবিটি নিয়ে চিত্র-রসিকদের মধ্যে অতিরিক্ত ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়। ছবিটি সম্পর্কে দর্শকমহলের এই উদ্দীপনার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, 'প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে "দেবী"-তেই প্রথম সত্যজিৎ রায় একটি পরিপূর্ণ নাটধর্মী উপাখ্যানের চিত্র-রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

অন্ধ অলৌকিক ধর্মবিশ্বাস মানুষের জীবনে কী মর্মান্তিক সর্বনাশ নিয়ে আসতে পারে, তা-ই 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূল কাহিনীর উপজীব্য।

# রঙ্গভঙ্গ

### চন্দ্রশেখর

এই কাহিনীর পটভূমি এখন থেকে প্রায় দেড় শতাধিক বৎসর। লেখক নিমরাজিত কাহিনীকার হিসাবে। পূর্বেকার বাংলার পল্লী-পরিবেশ।

গ্রাম জমিদার নিষ্ঠাবান শক্তি-সাধক কালীকিঙ্কর রায় একদিন রাত্রে এক অলৌকিক-স্বপ্নাদেশে এই প্রত্যাদেশ পেলেন যে, স্বয়ং আদ্যাশক্তি মহামায়া তাঁর কনিষ্ঠা পুত্রবধূ সুধাময়ীর মূর্তিতে আবির্ভূতা। সুধাময়ী এতদিন ছিল মানবী, কালীকিঙ্করের অলৌকিক বিশ্বাসের বলে সে হল দেবী। সুধাময়ীর এই দেবীত্ব নির্বিচারে মেনে নিল গ্রামবাসী, কালী-কিঙ্করের বড়ছেলে তারাপ্রসাদ। কিন্তু বয়স্থ মধ্যম উপন্যাসের এই বিশ্বাস মেনে নিতে পারল না তারাপ্রসাদের স্ত্রী হরসুন্দরী, আর সুধাময়ীর স্বামী রমাপ্রসাদ।

উমাপ্রসাদ কলকাতার কলেজে অধ্যয়ন করে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হবে যুক্তিবাদী মন কালীকিঙ্করের এই অলৌকিক বিশ্বাসকে মনে করে অলীক। সে তবে বসকে বলে, "আপনার যদি

---

প্রকাশিত হল

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের

## সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ

(২য় সংস্করণ) দাম : ৮.০০ (বোর্ডবাঁধাই)

সুনীলকুমার ধরের উপনাস

## জোয়ার এলো

দাম : ২.১০

## মানুষের মতন মানুষ

শৈলজানন্দের উপনাস

দাম : ২.০০

শিবরাম চক্রবর্তীর উপনাস

## প্রিসিলার বিয়ে

দাম : ২.৭৫

## ভাটিয়ালী

(২য় সং) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দাম ২.৫০

অন্যান্য প্রকাশিত বই

| | | | |
|---|---|---|---|
| সুবোধ ঘোষ | । | মনোবাসিতা | ৩.০০ |
| বিমল কর | । | ফানুসের আয়ু | ৩.৫০ |
| প্রেমেন্দ্র মিত্র | । | বর্বর যুগের পর | ২.৫০ |
| বীরেশ্বর বসু | । | চা মাটি মানুষ | ৪.০০ |
| | | উপন্যাস —২.০০, গল্প—২.০০ | |
| প্রবোধবন্ধু অধিকারী | । | বিহঙ্গবিলাস | ৩.০০ |
| গজেন্দ্রকুমার মিত্র | । | জীবন স্বপ্ন | ৪.০০ |
| হরপ্রসাদ মিত্র | । | কবিতার বিচিত্র কথা | ৪.০০ |
| গৌরীশংকর ভট্টাচার্য | । | ভাগ্যবলাকা | ৬.০০ |
| শৈলজানন্দ | । | ভাল লাগার নেশা | ২.৭৫ |
| অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় | । | কান্নার প্রহর | ২.৭৫ |
| শিবরাম চক্রবর্তী | । | বিয়ের প্রুফ বউ | ২.৭৫ |
| বিমল কর | । | সোনারুপোর কাঠি | ২.০০ |

বীরেশ্বর বসুর অসাধারণ

উপন্যাস

## চা মাটি মানুষ

দাম : ৪.০০

চা শ্রমিকদের সংগঠন ও বিকাশের ছবি নিয়ে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার চিত্রিত রূপ হিসাবে এ-উপন্যাস চিরকালীন। দেশ

সম্প্রতি বীরেশ্বর বসুই প্রথম বাংলা ঔপন্যাসিক যিনি বাংলা দেশের চা-বাগান নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সার্থক উপন্যাস লেখার প্রয়াস করেছেন। এই বিষয় পটভূমি ও চরিত্র নিয়ে লেখক এত লেখককে অভিনন্দন জানাতেই হয়। পরিচয়

চা-বাগান চা-কুলি আর তাদের সঙ্গে সেখের জীবন-কাহিনীর রূপায়ণ করেছেন যুগান্তর

বাংলা কথাসাহিত্যে বোধ হয় বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম চা-বাগানের পটভূমিকায় সর্বাঙ্গীন চিত্রকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু-রূপে গ্রহণ করেছেন। লেখকের বলবার অভিজ্ঞতা উপন্যাসটিতে অন্তরঙ্গ সুর এনে দিয়েছে। দিনে রাতে

স্থানে স্থানে পড়তে পড়তে বিভূতি-ভূষণের পথের পাঁচালীর কথা মনে পড়ে যায়। বীরেশ্বরবাবুর কলমে শক্তিমত্তার পরিচয় আছে এই নতুন ধরনের উপন্যাসে দৈনিক বসুমতী

বাংলা উপন্যাসের বিশ্লেষণশীল বিশ্লেষকের আরেক নিদর্শন চা মাটি মানুষ। সন্ধীপ

কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

চিত্রনায়কীয় "ভয়" ছবির একটি রোমাঞ্চকর মুহূর্তে সুলীল ও নবদ্বীপ

[illegible] হয়ে দাঁড়ায়। উৎপ্রেক্ষিত হয়ে দাঁড়ায় [illegible] ওঠে।

এমনি সময়ে ঘটে নবদ্বীপের তিরোধান। তার রোমাঞ্চকর দৃশ্যে ছবিটি [illegible] ওঠে। তার অভিনয়ের দাবি সবার হয়। তবে অভিনেতা হিসাবে নবদ্বীপের প্রতিভার পরিচয় আগে পাওয়া যায়নি। এই ছবিতেই তিনি [illegible] করেন। পাহাড়ের অতি সাধারণ [illegible] করে যে ভাবে চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে তাঁর অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। [illegible] তাঁর অভিনয় দেখে মনে হয় তিনি অভিনয় করছেন না, তিনি যেন সত্যিই [illegible]। এই ছবিতে তাঁর অভিনয় দেখে [illegible] তাঁকে [illegible] ছবিতে অভিনয় করতে অনুরোধ করেন। তিনি [illegible] ছবিতে অভিনয় করতে রাজী হয়েছেন।

নবদ্বীপের [illegible] ছবি দিয়ে উৎপ্রেক্ষিত [illegible] ছবিটি [illegible] হয়ে [illegible] ছবিতে [illegible] ছবিতে [illegible] ছবিত

সুন্দর কয়েকটি দৃশ্যরচনায় সমগ্র ছবিটিকে তিনি অপরূপ সুন্দর রূপের অলঙ্কারে দৃষ্টিবিমোহন করে তুলেছেন।

কিন্তু চোখের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে দর্শকের মন, যা রসানুভূতির পিপাসায় রূপের তটে তটে অরূপের সন্ধান করে বেড়ায়। এই ছবিতে কিন্তু রূপ ও অরূপের, অন্তর-অনুভূতি ও বহিরঙ্গ লেন্ডার সুখ-মিলন ঘটেনি। দেবী'র উপাখ্যান সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় চলচ্চিত্র-পটে যে রূপ সমান হয়ে উঠতে পারেনি, তার কারণ 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূল কাহিনীর নাট্যরূপটিকে শ্রী রায় তাঁর স্বকল্পিত ভাবের বাঁধনে বেঁধে নিয়েছেন। 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "দেবী" কাহিনীর মর্মান্তিক করুণ নাটকীয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে দুটি জীবনের দুঃসহ ট্র্যাজেডিতে। একজন কালীকিঙ্কর, যিনি তাঁর আরাধ্যা নরদেহ-ধারী দেবীর জীবনের লোচনীয় পরিণাম সচক্ষে দেখেছেন—পরিষ্কার বস্ত্র রক্তের মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছে। খোকার মৃত্যুর পরেও দেবী স্বামীর উপর তাঁর বিশ্বাস ভাঙেনি, খোকার মৃতদেহে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যও তিনি স্বামীর কাছেই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। যে মানবীকে তিনি দেবীত্বে অভিষিক্ত করেছিলেন, তার জীবনের মর্মান্তিক পরিণতিই কালীকিঙ্করের অলৌকিক বিশ্বাসের মর্মমূলকে প্রচণ্ড আঘাতে প্রকম্পিত করে তোলে। এটাই কালীকিঙ্করের জীবনের চরম ট্র্যাজেডি। ছবিতে কালীকিঙ্করের চরিত্রের এই ট্র্যাজেডির সিকটি পরিপূর্ণভাবে ফুটে ওঠেনি। ছবির কালীকিঙ্কর খোকার মৃত্যুর পর কালীমূর্তির সামনে নিজের অর্ঘ্য প্রকাশ করে চোখের জলে ভেসে যান। ছবিতে দেবীর আত্মহত্যা পরিচালক গোপন করেছেন। কিন্তু মূল কাহিনীর সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত যদি তিনি স্বামীর উপর কালীকিঙ্করের অলৌকিক বিশ্বাস অটুট রাখতেন এবং মানবীরূপা দেবীর পাষাণিনী মূর্তি দেখে মনে মনে নিজেই যদি তাঁর অপার্থিক রূপসাধনার উপর চরম আঘাত হানতেন, তবে কালীকিঙ্করের চরিত্রটি সত্যের নির্মম ট্র্যাজেডির মহিমায় কি অপরূপ হয়ে উঠতে পারত!

কালীকিঙ্কর, অলৌকিক অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরিত্রের যে দিকটা নিয়ে সেই দেবী চরিত্রটির ট্র্যাজেডি চরিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারত, সেটাকে কালীকিঙ্কর যখন ঘটে যাওয়ার পর নিজেকে দেবীর নিত্য বিরহে উন্মনা এমন বিরহে যে তা নিজেই খোকাকে ছাড়া তার ভোরে ওঠা, চোখে মুখে জল দেওয়া, খাবে বসা, ঘোরা ফেরা, এমন কোনো কাজই করতে পারে না, যাতে খোকার স্মৃতি তাকে পীড়িত করে তোলে, কিন্তু খোকার কথা ভাবতে এক দণ্ড তার সময় নেই, এই ধরনের কালীকিঙ্কর চরিত্রে নিয়ে আসা নিশ্চয়ই আরও সার্থক হতে পারত। কিন্তু ছবিতে এই ধরনের কোন সূত্রই দেখতে পাওয়া যায়। তবে তার অন্তর্মুখী আত্মকেন্দ্রিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা অবশ্যই ছবির মধ্যে ফুটে ওঠে। আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে দেবীর জীবনের এই অসহনীয় ট্র্যাজেডিই দেবী পরিচয়ের করুণ রসের সঞ্চার করে।

অলৌকিক অন্ধবিশ্বাসের সূত্র ধরে দেবীর জীবনে এই যে ট্র্যাজেডি সেটিকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি সত্যজিৎ রায়। তাঁর দেবী খোকাকে একরাত্রির জন্য চকমকদহীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যে নিজের কাছে রাখে, তার মধ্যে ছোটখাটো কারিগরির স্পর্শ ও মমতা যতটা প্রকাশ পেয়েছে, নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বকে নিয়ে তত আত্মপ্রকাশ হয়নি। অন্যদিকে এই স্বামীকে তার দেবীর সম্পর্কে নিজে প্রশ্ন হয়ে স্বামীর সন্দেহ জাগাতে চাননি। কিন্তু স্বামী চলে যাওয়ার পর তার মধ্যে রূপ পেয়েছে এক নীরবতার বিচ্ছেদ-যাতনা। স্বামীর প্রতি অন্তরের এই নিবিড়

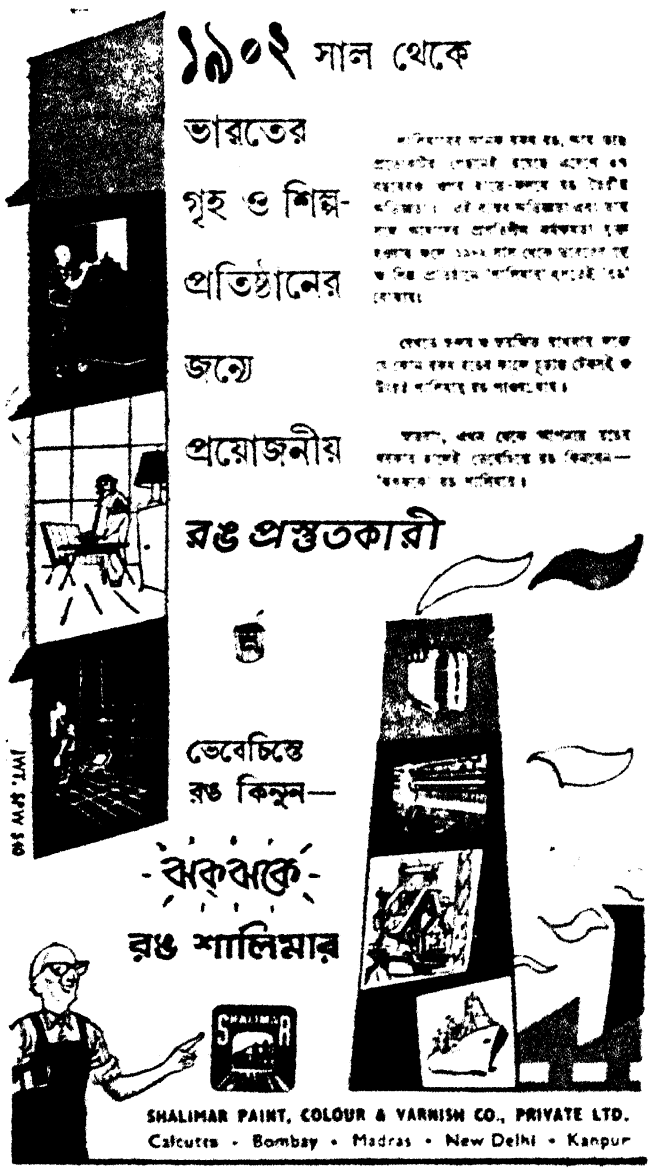

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী মহরমে প্রেম ক্লাবের তাঁবুতে বাঙলা ও আফ্রিকান লোকসঙ্গীতের আসর বসে। বাঙলা গান শোনান নির্মলেন্দু চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়, আফ্রিকান গান শোনান তাঁবুতে উপস্থিত আফ্রিকান বিশপটি মেরি মিলিকা হাউসটন, হাউটন আকাম্বা ও জীন চৌধুরী। ছবিতে কৃষ্ণাঙ্গকে দেখা যাচ্ছে।

অনুরূপ একটিতে অপরিচিত নিজের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হয় যে মানুষটি নিজের পরিচয় খোঁজে। এই দুই বিষয়ের ছবিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যটি টেনে কাহিনীকে সম্পূর্ণ করেছেন। কাহিনীর মূল নায়ক নিজের অস্তিত্বের জন্য আফ্রিকান ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করে চলেছে তার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে দুটি ছবির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে ছবিটির আবেদনকে তীব্রতর করে তুলেছেন। অপরিচিত নিজের অস্তিত্বের সন্ধানে যে মানুষটি আফ্রিকার মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিনিধি ও সমর্থকদের সংঘর্ষের ছবিটি সমান্তরাল ভাবে তুলে ধরেছেন।

অপরিচিত ঔপনিবেশিক কাহিনীটির চরম সংকটের সময়ে পরিচালক মূল কাহিনীর গতি হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে থেমে গিয়ে অতীতের স্মৃতিচারণ ও বর্ণনাভঙ্গীতে ছবিটির ঔপন্যাসিক একটি দুর্বলতাকে নতুন করে সামনে তুলে ধরেছেন। ছবিটির ঔপনিবেশিক অপরিচিত ছবির সংঘাতের একটি নিখুঁত বিশ্লেষণ ও পরিণতির মধ্যে ছবির মূল কাহিনীর গতি হঠাৎ থেমে গিয়ে অতীতের স্মৃতিচারণের মধ্যে যে একটি ছেদ টেনে দিয়েছে তার ফলে ছবিটির মূল কাহিনীর গতি ব্যাহত হয়েছে। ছবিটির শেষ দৃশ্যটিতে আমরা একটি ছবি দিয়ে শেষ করার যে ইঙ্গিত পাই তাতে মূল কাহিনীর কাহিনীকার চরম নাটকীয়তার আশ্রয়ে ঔপন্যাসিক সিদ্ধান্তটিকে জোর করে ছবিটির শেষে চাপিয়ে দিয়েছেন, যাতে উপন্যাসের মূল ঔপন্যাসিক যে দৃষ্টিভঙ্গি তা চলচ্চিত্রের নিজস্ব নাটকীয় একটি ভেঙ্গে বিশ্লেষণে—কাহিনীকার ও পরিচালকের অলৌকিক বিশ্বাসে—প্রকাশযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। কাহিনীকার ঔপন্যাসিককে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে তাঁর ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কোনরকম পরিবর্তন বা হস্তক্ষেপ না করে ছবিটির উপযোগী করে তুলতে পারেন। সত্যজিৎ রায়ের হাতে 'পুরাতনের মধ্যে পুরাতনের মূল কাহিনীর আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্তনে—নাটকীয়তায় যা সম্ভব হয়েছে—ঔপন্যাসিক হাতে ছবিটি সম্পূর্ণভাবে মনের অনুকূলনিষ্ঠা করে রাখবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ছবিতে কিছু কিছু সংলাপ ও বক্তব্যের ভঙ্গি কয়েকটি চরিত্রে মধ্যে সৃষ্টি করেছেন পরিচালক। কিন্তু ছবির কয়েকটি বিশিষ্ট নাটকীয় মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় হয়ে মনকে পরোক্ষভাবে নাড়া দিয়ে যায়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মাতৃহারা শিশুর মুখ দিয়ে পাওয়া এবং একটি দুর্ঘটনার অলৌকিক বিশ্বাসে উপনীত হয়ে শেষ বক্তব্যের কথাটি পরিবর্তে পরে সম্ভাষণ প্রতিনিধির মুখে দিয়ে উপন্যাসের সম্পূর্ণ করতে পারেন। ছবিতে অপরিচিতের ছেলেটির কাকীমার সঙ্গে সংলাপ, মন্দির বাড়ির শিশু সন্তান কাকিমার হয়ে যাওয়া, ঔপন্যাসিক ও সমাজসেবী কয়েকটি প্রসঙ্গ-মুহূর্তে বারবার ঔপন্যাসিক ও তার পরে নানা স্তরে দেখা দিয়ে ছবি দেখার


আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা

তিল তৈল

বিশুদ্ধ ও সুপরিচ্ছন্ন
তিল তৈল
হইতে প্রস্তুত
যাবতীয় শিরোরোগে
অদ্বিতীয়

অর্দ্ধ শতাব্দীর সুনামের
উপর প্রতিষ্ঠিত

দৃশ্য রসবোধ ও শিল্প-নৈপুণ্যের সংমিশ্রণে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে দর্শকের মনে।

এই ছবিতে সত্যজিৎ রায়ের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে অভিভূত হবার মতো উপাদান যেমনি আছে, তেমনি নিরাশ হবার কারণও কম নেই। ছবির প্রথমাংশে উমাপ্রসাদ ও শ্যামাশ্রীর সম্পর্কা-মধুর দৃশ্যে স্বল্পকথায় উজ্জ্বল করে শ্যামাশ্রীর মুখে তোমার বাবা কথাটি খুবই বিসদৃশ মনে হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দের শেষভাগে (পরিচালক উল্লিখিত কাহিনীকাল) জমিদার পরিবার ঘনিষ্ঠ পরিবারের মধ্যে প্রবল বাক্তিত্বসম্পন্ন স্বল্পকথায় উজ্জ্বল করে তোমার বাবা—বা আজকালকার শিক্ষিত বউদের মুখে হয়তো শোনা যায়—একান্ত-ভাবেই দুর্ণাক্তিবাধী, বিশেষত বাড়ির জ্যেষ্ঠাবধূ যেখানে স্বল্পকথায় 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করছে। ছবির টাইটেলে দেখানো হয়েছে নিরাবরণ—নিরাভরণ মৃন্ময়ী দুর্গামূর্তি। তারপর মাটির মূর্তির গায়ে রঙ পড়ল, অলংকার-অস্ত্র ধীরে ধীরে ঝলমল করে উঠল, দেবীমূর্তি আভরণে সজ্জিত হল, মাটির মূর্তিতে দেবীর আবির্ভাব হল, মূর্তি নদীকে বিসর্জন দিল ভক্তরা, এবং ছবির শেষে পর্দায় আবার সেই আদি নিরাবরণ—নিরাভরণ মৃন্ময়ী মূর্তি দেখা গেল। মৃন্ময়ী সন্তানদের উপর দেবীর আবেশ ও তার জীবনের ক্ষণস্থায়ী পরিণতির—নশ্বরতার মধ্যে চিরন্তনের আভাস ইঙ্গিত—এ-ছবির কোথাও নেই। ছবির শেষে পর্দায় দেখানো হয়েছে নিরাবরণ—নিরাভরণ মৃন্ময়ী দুর্গামূর্তি। তারপর মাটির মূর্তির গায়ে রঙ পড়ল, অলংকার-অস্ত্র ধীরে ধীরে ঝলমল করে উঠল, দেবীমূর্তি আভরণে সজ্জিত হল, মাটির মূর্তিতে দেবীর আবির্ভাব হল, মূর্তি নদীকে বিসর্জন দিল ভক্তরা, এবং ছবির শেষে পর্দায় আবার সেই আদি নিরাবরণ—নিরাভরণ মৃন্ময়ী মূর্তি দেখা গেল। মৃন্ময়ী সন্তানদের উপর দেবীর আবেশ ও তার জীবনের ক্ষণস্থায়ী পরিণতির—নশ্বরতার মধ্যে চিরন্তনের আভাস ইঙ্গিত—এ-ছবির কোথাও নেই। ছবির শেষে পর্দায় দেখানো হয়েছে নিরাবরণ—নিরাভরণ মৃন্ময়ী দুর্গামূর্তি। তারপর মাটির মূর্তির গায়ে রঙ পড়ল, অলংকার-অস্ত্র ধীরে ধীরে ঝলমল করে উঠল, দেবীমূর্তি আভরণে সজ্জিত হল, মাটির মূর্তিতে দেবীর আবির্ভাব হল, মূর্তি নদীকে বিসর্জন দিল ভক্তরা, এবং ছবির শেষে পর্দায় আবার সেই আদি নিরাবরণ—নিরাভরণ মৃন্ময়ী মূর্তি দেখা গেল। মৃন্ময়ী সন্তানদের উপর দেবীর আবেশ ও তার জীবনের ক্ষণস্থায়ী পরিণতির—নশ্বরতার মধ্যে চিরন্তনের আভাস ইঙ্গিত—এ-ছবির কোথাও নেই।

৪

পারফেক্ট-সেলস কাম-অ্যান্ড কোং লিঃ, ৩৫ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২।

চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনায় সুবোধ মিত্র এবং নিরঞ্জনিকেতনে বাণী চক্রবর্তীর কাজ পরিচ্ছন্ন ও প্রশংসনীয়।

# চিত্রালোচনা

প্রযোজনার আধুনিক বাংলা ছবির ক্ষেত্রে যে নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়েছে চিত্রবাণীর নতুন নিবেদন ছবি [illegible] এ ধারারই সুযোগ্য উত্তরসূরী। এর কাহিনী ও পরিচালনা [illegible] ছবির কুশীলবদের অভিনয়ও [illegible] ছবি [illegible] ছবির [illegible] ছবি [illegible] ছবি [illegible] ছবি

নামও রয়েছে—রাজলক্ষ্মী, বাণী, ভদ্রা, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী এবং নবাগত শিল্পীদের সুলেখা ও অরুণীশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

• • •

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের আর জি কর মেডিকেল কলেজের শাখা মাত্রই প্রথমেই একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছেন। এই উৎসবে আইসেনস্টাইন, ডি সিকা কুরোসাওয়া, বিমল রায়, ঔইলিয়ম ওয়াইলার, উইলিয়ম ওয়াইলাড, রেনে ক্লেয়ার, সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রনির্মাতাদের ছবি দেখানো হবে।

### পার্ক সার্কাস সংগীত সম্মেলন

পার্ক ইউনিয়ন ক্লাবের পরিচালনায় পার্ক সার্কাস মিউজিকাল কনফারেন্সের পঞ্চম অধিবেশন গত ১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন সময়ে সভাকক্ষে সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথম দিনের অধিবেশন ঝিঁঝিট রিশ্রমিশ্রণে শানাই দিয়ে শুরু হয়। তিনি বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ে সুখদ ঝঙ্কার এবং একটি ঠুংরী বাজিয়ে শোনান। তাঁর পর শ্রীমতী সুমঙ্গল পটুনায়ক যন্ত্রসঙ্গীতে রাগ বেহাগ ও তারানা গান পরিবেশন করেন এবং শেষ করেন একটি ভজন গেয়ে। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সরোদে সরস্বতী কল্যাণ ও ঝিঁঝোটরাগী রাগ বাজাবার পর প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

কুমারী তৃপ্তি সাহার কণ্ঠে নানা মিশ্র খিচুরীর দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। তারপর ইমদাদ হোসেন খাঁ ইমদাদখানী রাগে সেতার বাজান। পণ্ডিত জীবনলাল মোহনীর কণ্ঠসঙ্গীত এই দিনের একটি বিশেষ আকর্ষণ। তিনি শুদ্ধ কল্যাণ রাগে খেয়াল, একটি ভজন ও একটি ঠুংরী গেয়ে শোনান। পণ্ডিত রবিশঙ্কর সেতারে শুদ্ধ বসন্ত রাগে আলাপ জোড় ও ঝালা এবং মধুবৈরাগ রাগে স্বল্প বাদিত্বে শোনান।

তৃতীয় দিনের অধিবেশনে যোগ দেন নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতার), হেমাঙ্গ-কুমারী (রবীন্দ্রসঙ্গীত), সাজ্জাদ আলি খাঁ ও নজর আলি খাঁ (কণ্ঠসঙ্গীত), বিলায়েৎ হোসেন খাঁ (সেতার), এবং পণ্ডিত ওঙ্কার-নাথ ঠাকুর (কণ্ঠসঙ্গীত)।

## চিঠিপত্র—

### জনৈক পাঠকের বক্তব্য

মহাশয়,

কাকলী দেবীর অভিযোগের জবাবে লেখা জনৈক শ্রীসুবোধকুমার সান্যালের 'পাল-তোলা চিঠিখানি পড়লাম। পড়ে মনে হল, তিন বছর আগে 'ঝুড়িবিবয়ে'র কাহিনীটি তাঁকে শোনানো হয়েছিল এই কথা বলে তিনি যেন প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন, তেমন পত্রিকায় প্রকাশিত "ঝুড়ি চোর" গল্পের প্রথমাংশের, অর্থাৎ ছবিটির কাহিনীর কিন্তু, অন্য বা দ্বিতীয়াংশ (তাঁর ভাষায়) আমে পড়েনাতা ছাপার অক্ষরকে উপেক্ষা করেছেন কিন্তু তাতেও তিনি উপেক্ষণীয়ই হবেন, তবে এক পত্রলেখিকার কয়েক লাইনের প্রতি রাগের জন্য তিনি এত বাস্তবতা দেখাবেন কেন? আর সেদের কপিরাইটে আইনই বা কোন স্বীকার করছে যে নবাগতার লেখকের কোন নগণ্য রচনাও ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলে অন্তত তাঁকেই সেই রচনার কপি-রাইট রক্ষিত হবে কোন পৃথিবী-বিখ্যাত কবিও তা আত্মসাৎ করতে পারবেন না?

সমালোচ মহাশয়ের গল্পে কোনোরূপ রাগারাগি কোন রকম সম্পর্ক না করেও একটি সুন্দর ছবি তুলেছি। ভূমিকায় যাঁরা রূপায়িতের রাগিণী আর কোন প্রকাশিত গল্প নিয়ে অনুরূপ রাগারাগি করেছি হয় তবে কতও ঝুড়ি আর স্মরণির ঝুড়ি নিয়ে সব অভিযোগ খণ্ডন করে চলবে কি? সবিনয় বলছি আর একটি প্রশ্ন মনে এল শ্রীসান্যালদেরে চিঠি ছেপে এই ধারণা হয় যে, অভিযোগ অভিযোগ তোলা করা কোন পক্ষপাত নয়। সর্বসাধারণ স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতার প্রতিকার করে লাভের করবার প্রয়োজনেই তিনি এরকম কাজটি করেছেন? কিন্তু তিন বছর আগে কার কোন এক সংবাদে সে সম্পাদক সমাজ মহাশয়ের যা পরিচয়ের তার বেলায় এ নিয়ম খাটে না কেন? সম্পাদকের সব কথা এখানে স্মরণে করে তোলা সম্ভবপর না আজ তিনি ছবি সেখে সাক্ষাৎকারী সমালোচনা করেছেন। আর এমন প্রবল কোন স্মৃতিশক্তি তাঁর পক্ষে হলে ছবির প্রথমাংশ নিয়ে সাড়া বিদ্রূপ করা কি সাজে?

—অমিতাভ রায়,
কলিকাতা—২১

### নজিরের দাবী

মহাশয়,

'ঝুড়ি-বিবয়ে'র গল্প সম্বন্ধে 'দেশে' প্রকাশিত সিনেমা চিঠিটি পড়লাম। চিঠিটি লেখার পিছনে প্রথমতঃ মনে হয়েছিল ঝুড়ির বিরুদ্ধে যেন অনিকটা জোর আক্রোশ আছে, কিন্তু পরপর নমুনা মনে করতে পারি না।

"যখন নায়িকা নায়কের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত বিরহ সম্বন্ধনা পেলো" ইত্যাদি থেকেই ঝুড়িটি সাদামাঠা হয়েছে কিনা জানি না, তবে সেই পর্যন্ত হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে, এবং ঝুড়ি চোর' গল্পেও নায়িকা বিরহ সম্বর্ধনা পেয়েছে—শ্রীমতোকে সাহায্য এটুকু স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি তাদের কবিতা থেকে এ ধরনের প্রথম মিলের অন্তত একটি নজির তুলে দেখাতে। তাহলে আমরা স্বীকার করার কথা আর বলি না, তবে কম অস্বীকার করার চেষ্টাও নিশ্চয়ই করতুলতা।

পত্রলেখকদের 'ঝুড়ি চোর' নিয়ে চিত্র-চাহিনীকারের 'চিত্রকুমার সন্ধান' প্রথম সংখ্যায় কুড়ি পৃষ্ঠার ইতিহাসটুকু নিয়ে একটা বিরহ বিচ্ছেদের গল্প বানিয়ে বলতে পারবেন ছবির মূল বক্তব্যটা অন্য, কিংবা 'কাকুসিওরাকা'-র প্রথম অংশটুকু কপি করে গল্প করিয়ে নিয়ে গল্পের শেষে অনায়াসে ঝুড়ির চিত্র দিতে পারেন। ইতি—

ভূপাল দাশগুপ্ত
কলিকাতা ৩২

### বিকৃত রুচির পরিচয়

মহাশয়

শ্রীমতী বেলারী সম্বন্ধে তিনি কিছু মন্তব্যপ্রকাশ করেছেন এবং তাতে এর সঙ্গে অভিনয়ের ভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছেন। তাতে আমাদের একজন পাঠিকা হিসাবে কিছু বলার আছে। প্রথমতঃ একজন পাঠিকার হিসাবে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অত্যন্ত অশালীন হয়েছে।

GOVERNMENT LIBRARY

# একলব্য

কলকাতার জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় ফাইনালে খেলা দেখে হকির আসল এ-সম্প্রদায়ের দেখলাম। খেলা দেখে হকিতে হচ্ছে। এ-খেলা যখন পাঠকদের হাতে পড়বে, তখন জাতীয় হকির ফল খেলা দেখে হয়ে যাবে। পরের সপ্তাহে এ সম্প্রদায় পর্যালোচনার ইচ্ছে রইল। এ-সম্প্রদায় শুধু হকি সম্প্রদায় করছিলাম তাও বলতে চাই। যে খেলার আজকে একটা বিদেশ খেলে যে খেলা নিয়ে এতগুলো আমাদের প্রধান খেলা।

ক্রীড়ার ক্রমে বিদেশ নেই হকি খেলার একদা আমরা বিশ্বজয়ী হয়েও আমাদের খেলার ধরন আমরা নিজে নিজে আন্তর্জাতিক ইতিহাসের ক্রমবর্ধমান হকি খেলার প্রযুক্তি উন্নতি করছে। শুধু ইতিহাস নেই। অস্ট্রেলিয়াও আজ হকির আমাদের সবচেয়ে খেলোয়াড় ফুটবলারদের মতোই অস্ট্রেলিয়ার ক্রমে ১—০ গোলে হকিতে বিশ্বজয়ী খেলোয়াড় করেছি বিশ্ব হকিতে। একদা খেলা আমরা এ হকিও গোল এখনকার আজকে। একদা ফুটবলারদের খেলোয়াড় হকিতে অস্ট্রেলিয়ার ক্রমে সবচেয়ে আমাদের ইতিহাস আমাদের ফাইনালে। শুধু আজকালকার নয় আমাদের ক্রমে সবচেয়ে আমাদের ইতিহাস আমাদের ফাইনালে। শুধু আজকালকার নয় আমাদের ক্রমে সবচেয়ে আমাদের ইতিহাস আমাদের ফাইনালে।

কলকাতার জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের খেলোয়াড় বিশেষ করে খেলে আমাদের ক্রমে সব খেলে করে হকি খেলে ক্রমে খেলে ১—০ গোল দিয়ে আমাদের খেলোয়াড় করেছি। এখনকার খেলোয়াড় আমাদের ক্রমে সবচেয়ে আমাদের ফাইনালে। শুধু আজকালকার নয় আমাদের ক্রমে সবচেয়ে আমাদের ইতিহাস আমাদের ফাইনালে।

আমাদের খেলোয়াড় ক্রমে সবচেয়ে আমাদের ফাইনালে। শুধু আজকালকার নয় আমাদের ক্রমে সবচেয়ে আমাদের ইতিহাস আমাদের ফাইনালে। শুধু আজকালকার নয় আমাদের ক্রমে সবচেয়ে আমাদের ইতিহাস আমাদের ফাইনালে।

জাতীয় হকিতে সার্ভিসেস ও বোম্বাই দলের স্থিরচিত্র বিনের ফোয়াটার ফাইনালে খেলার বোম্বাই দলের খেলোয়াড়দের মুখের দৃশ্য। সার্ভিসেস দল খেলাটিতে ৪—২ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে

সম্ভাব্য সব গড়ে তাদের অনুশীলনের ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন ছিল। তাতে নিজেদের মধ্যে ভোলভেদ সৃষ্টি হত, উন্নতি নিশ্চয় এবং অনুশীলনে ত্রুটি হত সংশোধিত। কিন্তু এখনো সব গড়া হল না। হয়তো কর্মকর্তাদের অভিপ্রায় অনারূপ। আশঙ্কা করছি, এর জন্য অলিম্পিকের ফলাফলও অনারূপ হতে পারে। তখন হয়তো লোক সভায় প্রশ্ন হবে, কাজের কাজের লেখাজোখ হবে। কিন্তু যা হারিয়ে যাবে তা আর ফিরে আসবে না।

• • •

সম্প্রতি লিঁজিতে অনুষ্ঠিত সামরিক বিভাগের আন্তর্জাতিক ক্রীড়াসে অনেকগুলি বিষয়ে ভারতের নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকটি রেকর্ড এশিয়ান মোদের রেকর্ডের চেয়ে অনেক উন্নত।

দূরত্ব ও চলন মিটার দৌড়ে ভারতের প্রথাত ক্রীড়াবীর মিলখা সিংয়ের ভারতীয় ও এশিয়ান রেকর্ড স্থান করবার বিষয় অবশ্য কোন নতুন ঘটনা নয়। কারণ মিলখা সিং বহুবারই এই দুই বিষয়ে ভারতীয় ও এশীয় রেকর্ড স্থান করে নিয়েছেন। করেক সপ্তাহ আগে কাইরোর অনুষ্ঠিত পাক-ভারত ইন্টারন্যাশনাল ক্রীড়াসেও তিনি এই দুটি বিষয়ে এরই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবে এবার স্বল্প পাল্লার দৌড় অর্থাৎ ১০০ মিটারেও মিলখা সিংয়ের ভারতীয় রেকর্ড স্থানে করবার যৌন উৎসাহের সঞ্চার করে। তিনি ১০·৬ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার অতিক্রম করেছেন। সে সময়ে এর আগে ১০০ মিটার দৌড়ে পাস হয়েছেন এশিয়ার মাত্র দুজন দৌড়বীর —ভারতের ক্রীড়ি সিংহ আর পাকিস্তানের আলতাফ বেগ।

মিলখা সিংয়ের কৃতিত্ব ছাড়া ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান, মাত্রাধিক দৌড় লম্বাকৃতি, ৩০০০ মিটার স্টীপল চেজে স্থান সিং, লোক ছাড়া পুরুষদের সিং ভারতের কৃতিত্ব রেকর্ড স্থান করে নিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সব কৃতিত্ব ছাপিয়ে এক লোমহর্ষক কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন লেফ্‌ট সিং ৫০ কিলোমিটার হাঁটায় অলিম্পিক রেকর্ড স্থান করে নিয়ে। আজ পর্যন্ত ভারতের কোন আথলেটই অলিম্পিক রেকর্ড স্থান করতে পারেননি। তাই লেফ্‌ট সিংয়ের এই কৃতিত্ব ভারতের আথলেটিক ইতিহাসের এক গৌরবময় ঘটনা।

প্রবল ঝোড় সিং অলিম্পিক রেকর্ড স্থান করেছেন এ কথা বলার ঝোড়ে একটু, অতিরঞ্জনের বলা যায়। কারণ ঝোলসিংকে অলিম্পিকে ৫০ কিলোমিটার হাঁটায় প্রথম অবতীর্ণ হয়। সেবার ইটালীর কি ফলনী ৫ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ৭·৮ সেকেণ্ডে ৫০ কিলোর মিটার পথ হেঁটে পার হন। সেবারের অলিম্পিকে নির্ভিকলাংএর নমস্যান ছিড় এই পথ পার হন ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ৪২·৪ সেকেণ্ডে। ঝোড় সিং অলিম্পিক বিভাগের সেপ্টাসে পার হয়েছেন ৪ ঘণ্টা ২৯ মিনিট ৮·৬ সেকেণ্ডে। ফলনীর অলিম্পিক সময়ের চেয়েও ঝোড় সিংয়ের সময় উন্নত সন্দেহ নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক এমেচার আথলেটিক ফেডারেশনের নিয়মানুযায়ী অলিম্পিকের প্রথমবারের সময় রেকর্ড স্বীকৃতি নয়। অলিম্পিকের শ্রেষ্ঠ সময় হিসাবে ফলনীর সময়ের স্বীকৃতি। এর পর তিনি অলিম্পিকের ফলনীর সময় অতিক্রম করলেন তিনিই হবেন অলিম্পিক রেকর্ডের অধিকারী। এই অবশ্য আইনসঙ্গত কথা।

আসল কথা ঝোড় সিং এমন এক কৃতিত্ব সংস্থাপন করেছেন যা ভারতের আর কেউই এতদিন সম্ভব করতে পারেননি। ৫০ কিলোমিটার দ্রুতম বিষয় রেকর্ডের অধিকারী হচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের এক মত। তার সময় ৭ ঘণ্টা ২১ মিনিট ৬ সেকেণ্ড। এর সেপ্টাসের মধ্যে অলিম্পিকে ইতিহাসে আর কেউ আরও অনেক কম সময়ে অর্থাৎ ৫ ঘণ্টা ৩ মিনিট ৫২·২ সেকেণ্ডে ৫০ কিলোমিটার পথ হেঁটে পার হয়েছেন। কিন্তু এ সময় কিছু রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়।

যাই হক বিশ্বসভায় কৃতকার্য সেপ্টাসে না করেও আন্তর্জাতিক সেপ্টাসে ভারত তিন তিন এশিয়ান রাষ্ট্র ও বিশ্বের সম্মান নই। আশা করি এই সম্পর্কে লিঁজিতে অনুষ্ঠিত ভারতের ক্রীড়ি কৃতিত্বগুলির যথাযথ আলোচনা হবে, বিশেষ করে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবে।

• • •

অলিম্পিকের আসরের কথা বলে অলিম্পিকের মূল আসর অর্থাৎ ফুটবল ফুটবলারদের অধিকার অনুযায়ী ও এশিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশের নির্বাচনমণ্ডলীর এর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেছেন। আগে সাধারণ ছিল অলিম্পিক ও এশিয়া অঞ্চলের যোগ্যতাকারী খেলাটি দেশ একটি সুযোগ থেকে কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রতিযোগিতা করবে এবং সেখান প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী তিনটি দল খেলবে বোমের মূল প্রতিযোগিতায়। অলিম্পিক পাকিস্তান এবং এই অঞ্চলের আরও কয়েকটি দেশ আগে থেকেই অলিম্পিক খেলা না খেলার সিদ্ধান্ত করেছিল। যোগ্যতাকারী দলের মধ্যে ছিল ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফরমোজা চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান।

এখন ঠিক হয়েছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে থেকে একটি দেশ এবং ফরমোজা চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে থেকে আর একটি দেশ অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার পাবে। জাপানকে সরাসরি রোমে খেলার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়া এবং ফরমোজাচীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার খেলা হবে লীগ প্রথায়। অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতকে নিজেদের দেশে একটি ম্যাচ এবং ইন্দোনেশিয়ায় আর একটি ম্যাচ খেলতে হবে। সমভাবে ফরমোজা ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে খেলায় একটি হবে ফরমোজার অন্যটি দক্ষিণ কোরিয়ার।

খেলার ফলাফল মীমাংসে হবে পয়েন্টের হিসাবে। যদি দুই দল সমান পয়েন্ট অর্জন করে তবে গোল আভারেজের ভোরে বিজয়ের মীমাংসা হবে। গোল আভারেজ সমান থাকলে হবে ভাগ্যের পরীক্ষা। প্রথমে টসের সাহায্যে দেখা যাক কার হবে কোন দল খেলার অধিকার। অলিম্পিকের আন্তর্জাতিক কমিটি প্রথমেই ১৯৫ মার্চে মাসে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদের আন্তর্জাতিক সভায় এই সব ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করবেন।

ফরমোজা সরকারপক্ষ ভারতীয় ফুটবল দলের খেলা ফরমোজার প্রথম খেলার সঙ্গে হবার দাবী করে। কারণ ফরমোজা দক্ষিণ কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ফুটবল এখন সমান শক্তিশালী। তাই ভারতীয় দলের খেলা দেখে ফরমোজা ভারতীয় ফুটবল দলের শক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারবে। তাতে ফরমোজার পক্ষে খেলার ব্যবস্থা করা সহজ হবে। ভারতীয় ফুটবল দলের খেলা দেখে ফরমোজা ফুটবল দলের অধিনায়ক ও কর্মকর্তারা মনে করেন যে ভারতীয় দলের সঙ্গে খেলায় তাঁদের জয়লাভ সম্ভব হবে। তাই তাঁরা ভারতীয় দলের সঙ্গে প্রথম খেলার ব্যবস্থা করতে চান। ফরমোজার এই দাবী ভারতীয় ফুটবল দলের পক্ষে খুব সুবিধাজনক নয়। অবশ্য অলিম্পিকের কমিটির অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়াও ভারতকে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে একটি ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। যাই হক, এখন দেখা অলিম্পিকের ১৬টি সভার মধ্যে ভারতের স্থান পাবার প্রশ্ন যে আশার চেয়ে সহজ হয়েছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে প্রস্তুতির প্রয়োজন।

• • •

ফুটবল মরসুম আরম্ভ হতে এখনো দেরী আছে। এদিকে কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের দল অনেক কলকের পালা শুরু হয়ে গেছে। লহমায় বিজয় মত কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের দল কলকের সময় মত একসঙ্গে। ফেডারেশন ১৫ জানিয়ে থেকে মাত্রাধি ১৫ জানিয়ে পর্যন্ত। সবাইই কাজ আছে এই এক এর নিয়মানুযায়ী কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়রা মত একসাথেই দল বদল করতে পারেন। দল বদল করে

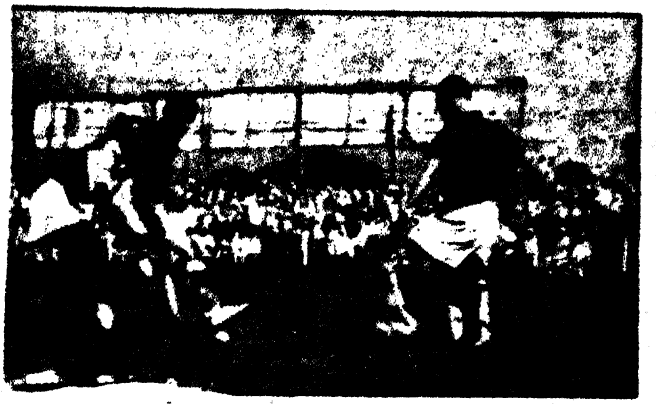

জাতীয় হকিতে বিহার ও উত্তর প্রদেশের খেলায় বিহার দলের খেলোয়াড়দের উৎসাহজনক পরিস্থিতি। খেলায় উত্তর প্রদেশ ১—০ গোলে জয়লাভ করে

অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমার নিজ কুয়ো ফিরে আসার অধিকার থাকে। আইনের এই ফাঁকির পথে অনেক কুয়ো নিজেদের খেয়োয়াড়দের জন্যে একটি ছোট কুয়ো নয় নির্মাণের আবার নিজের কুয়ো নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য তারা যাতে অন্য কুয়োর খপ্পরে না পড়ে। এজন্যেরের খেলী ভেঙে আর অন্য কুয়োর নয় খেলবার জো নেই। এই পদ্ধতিতেই এখন লম্ব অনেক খেলার পালা চলছে। অবশ্য কেউ কেউ পুরনো কুয়োর সঙ্গে মাত্র কাটিয়ে অন্য কুয়োও যোগ দিচ্ছেন।

কিন্তু খেলোয়াড়দের এই দল অদল বদলের পালায় একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে সমস্যাটি হচ্ছে দর্শক টানাটানির সমস্যা।

আজ পিছু সপ্তাহ ধরে কলকাতার ফুটবল খেলা থেকে টিকিট বিক্রয়ের হার হয়ে যাচ্ছে। দর্শকের ভিড়ে মাঠে ঢুকিবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না উপরের ভিড়ে মাঠে ঢুকবার টিকিট কাটছে না। দর্শকের ভিড়ে আজ এই অবস্থা। টিকিটের মূল্য কমিয়ে দিয়ে কোন কোন ক্লাব দর্শক টানবার চেষ্টা করেছিলেন। ও কোনো ফল হয়নি। এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে টিকিটের মূল্য কমিয়ে নয়।

দর্শক টেনে আনবার জন্যে যে ধরনের খেলা যে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে, আমাদের দেশে তার প্রচলন নেই। ফুটবল খেলার পরিচালনা করতে হয় একমাত্র কাউন্সিল অব স্পোর্টস। কিন্তু কাউন্সিল আজ এই সমস্যা কলকাতার ক্লাব কর্তাদের হাতে ফেলে দিয়েছেন। এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

প্রোফেশনাল ফুটবলারদের যে ধরনের চুক্তি করবার যে সব রীতি ইংলিশ ফুটবল অথরিটি নিয়ে আছে, কাউন্সিল অব স্পোর্টস তার কিছুও অনুসরণ করেন নি। আমাদের ক্লাব কর্তারা যে যার খুশিমত খেলোয়াড়দের সঙ্গে চুক্তি করে নিচ্ছেন। ফলে খেলোয়াড়দের একটি ক্লাব থেকে অন্য ক্লাবে যাওয়া নিয়ে চলছে দারুণ টানাটানি। খেলোয়াড়দের স্বার্থ রক্ষার জন্যে কোনো ব্যবস্থা নেই। ফুটবলারদের একটি ক্লাব থেকে অন্য ক্লাবে যাবার অধিকার কি ধরনের অবস্থায় দেয়া যেতে পারে তার কোনো নিয়ম নেই। ফলে খেলোয়াড়দের নিয়ে যে ছাড়াছাড়ি চলছে তাতে খেলোয়াড়দের অধিকার ক্লাব কর্তাদের হাতে। ফুটবলের ডিসিপ্লিনের এই অবস্থা। চুক্তিপত্রে হয়ত কোন খেলোয়াড় ক্লাবের অধিকার না পায় তবে সব কিছু নিয়ে বিশৃঙ্খলার আরম্ভ করতে পারে। আজ যদি কোন প্রোফেশনাল খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে থাকে তবে এটাকে পুরো খেলোয়াড়দের নিয়ে ক্লাব ক্লাব খেলোয়াড় ভাঙানো আরম্ভ হয়ে যেতে।

এমন মনে হয় এদের কলকাতার ফুটবল লীগে প্রোফেশনাল হিসেবে খেলতে দেয়া যায় না। খেলোয়াড়দের সব আজ সমস্যার উদ্ভব হয়ে তাদের কর্তৃপক্ষ সকলের সমাধান পাবার উদ্দেশ্যে তাদের কুয়ো ছেড়ে আসা আজ এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এদের প্রোফেশনাল হিসেবে খেলা বন্ধ করে দেয়াই আজ একমাত্র পথ। ফুটবল লীগে এরা অপেশাদার হিসেবে খেলুক। এদের পেশাদারী খেলার সুযোগ দিয়ে এদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হচ্ছে।

কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের সময় বিক্রয়ের ব্যবস্থা ভারতের অন্য কোথাও নেই। ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে ক্লাবে ক্লাবে যে টানাটানি চলছে তার মূলে রয়েছে এই সময় বিক্রয়ের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে হবে। ফুটবল খেলোয়াড়দের সময় বিক্রয়ের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিলে ক্লাবে ক্লাবে খেলোয়াড় ভাঙানো বন্ধ হয়ে যাবে। ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে ক্লাবে ক্লাবে টানাটানি আরম্ভ হয়ে গেছে।

• • •

কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের সময় বিক্রয়ের ব্যবস্থা ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক বেশি। এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দিলে ফুটবল খেলোয়াড়দের আয় কমে যাবে। এই ক্ষতি পূরণের জন্যে ফুটবল খেলোয়াড়দের বেতন বাড়িয়ে দিতে হবে। ফুটবল খেলোয়াড়দের বেতন বাড়ানো সম্ভব হবে কি করে? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে খেলোয়াড়দের বেতন বাড়ানো সম্ভব হবে খেলা থেকে আয় বাড়িয়ে। খেলা থেকে আয় বাড়ানো সম্ভব হবে কি করে? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে খেলার টিকিটের মূল্য বাড়িয়ে। খেলার টিকিটের মূল্য বাড়ানো সম্ভব হবে কি করে? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে

GOVERNMENT LIBRARY

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

১৫ই ফেব্রুয়ারী—শান্তিপুরাঞ্চলে চীনা-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার উপায় উদ্ভাবনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন লাইয়ের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, আগামী মার্চ মাসের দ্বিতীয়ার্ধে নয়াদিল্লীতে তাঁহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হইতে পারে। শ্রীনেহরু গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রী চৌ এন লাইয়ের নিকট লিখিত এক পত্রে এই প্রস্তাব করিয়াছেন।

কেরওয়ে কর্তৃক দুইটি পূর্ণ শতাব্দি ধরিয়া ভারতে অভিযান সম্পর্কে একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ করিবার জিমোর্ণ প্রকাশে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে কেরওয়ে রাষ্ট্রদূত শ্রীজগদীশন তাহা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান হন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—অদ্যকার রাষ্ট্রদূত শ্রীসোবিন্দ-রাজ পন্থ অদ্য লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, পর্তুগীজগণ চীনে ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং ভারতীয় নাগরিকগণের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে উৎপাতজনক প্রকৃতির সংবাদ পাইয়াছেন।

কেরওয়ের রাজধানীর মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য পি এস পি নেতা শ্রীআন্থনি ডিস্জাইরিক কংগ্রেসের উদ্যোগে কর্তৃপক্ষ অসম্মতি জানাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—কেরওয়ে রাষ্ট্রদূত শ্রীজগদীশন রাম অদ্য লোকসভায় ১৯৫০-৬১ সালের কেরওয়ে বাজেট পেশ করেন। তিনি ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে রাষ্ট্রদানির উদ্দেশ্যে প্রেরিত আর্থিক রাষ্ট্র সাহায্যের ও তাহা বিতরণীয় রাজ্য এবং কেরওয়ের নিজস্ব রাজস্ব রাষ্ট্রীয় অন্যান্য সমস্ত রাজ্য ও করদার উপর টাকা প্রতি ৫ নয়া পয়সা অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্যের প্রস্তাব করিয়াছেন।

কলিকাতা আন্তর্জাতিকতার আজ অন্যান্যদিন এক আজ পরিষদের অদ্য মেয়র শ্রীবিজয়কুমার রায়চৌধুরী উপর একটি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এইদিন পৌরসভার বিশেষ অধিবেশনে জনৈক সদস্য সমস্ত মেয়রের প্রতি অর্থ অসম্মান জানাইলে এবং সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিলে কংগ্রেস, ইউ পি পি এবং অন্যান্য সমস্যাগণ একযোগে উহার প্রতি সমর্থন জানান।

কেরালে সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হইতেছে। কারণ পি এস পি সহ মুসলিম লীগের যদি কিছু মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব বিবেচনা করেন, তবুও কংগ্রেসের কেরলের আপত্তি।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—কিলকাত মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, কেরলে কেরালিলন সরকার গঠন সম্পর্কে কংগ্রেস-পি এস পি আলোচনা আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। সেই কারণে রাজনৈতিক মহল মনে করিতেছেন যে, রাজ্যে কংগ্রেস কর্তৃক একদলীয় সরকার গঠনের সম্ভাবনা নিশ্চিত।

আজ অধিক রাত্রে প্রচারিত এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কেরল উচ্চ্যন্ত্রক এলাকাটী ভারিক ভিসাই ইস্পাত কারখানার বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে পুরোদম করিয়া তুলিবার নিমিত্ত কাজ করিতে একজন পুলিশ অফিসার পরিচালনায় বিহারসরকার হইতে পুলিশ নিযুক্ত করে এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ পাশ এবং বেতন চালনা করে।

১১শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য লোকসভা পুলিশ উন্নয়ন কমিশনারের যে শাখাটির একটি অফিসের হাতে ভিত্তি আজ ভারতীয় সিকিউ নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষার অধিকারের এক বাহিনীর প্রেরণের করে। পুলিশ ও অফিস ও দুইটি ইন্সপেক্টর স্টেশনের একটি ব্যবস্থাসহ হইবে। তাহা ১৩ হাজার টাকা মূল্যের নয় চাঁদি এবং তাহা এক টাকা মূল্যের ১ হাজার পাঁচটি পাঁচটি ব্যবস্থাইবে ১০টি বুক, একেন্সির জন্য ১০ হাজার আবেদনপত্র প্রাপ্ত করে।

১১শে ফেব্রুয়ারী—পরিবহনমন্ত্রী কমিশন মহল অনুষ্ঠান করিয়াছেন যে, দুইটি পশুচারিত পরিকল্পনায় মোট ১২ হাজার মোটা টাকা ব্যয় করা হইবে।

অদ্য লোকসভার মূলত মন্ত্রিসভার পক্ষ সম্পর্কিত আলোচনায় শ্রীনেহরু সমালোচনার লাঞ্ছিত হইয়াছে। কারণ লোকসভার মুসলিম লীগের অন্যতম মুসলিম লীগ নেতা ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ এবং মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মন্ত্রিসভার গঠনে যোগদান অস্বীকার করিয়াছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী—কেরলে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে আজ দিল্লীস্থিত কংগ্রেস, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল এবং মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মন্ত্রিসভার গঠনে যোগদান অস্বীকার করিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় বৈঠক আগামী ২৩শে মার্চ মাসে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

## বিদেশী সংবাদ

১২ই ফেব্রুয়ারী—আফ্রো-এশীয় লেখক-বন্ধুত্বসম্মিলনে সমর সম্পর্ক হইতে আজ সম্মেলনে যুদ্ধসম্ভব পরীক্ষাগুলির অপসারিত করে বিশ্বশান্তির প্রতিরোধ ক্ষুণ্ণকরে করিতে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার ও ক্ষুণ্ণকর সম্পর্কে বেতারযন্ত্রে করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সকল প্রচারের প্রতি আহ্বান জানান হইয়াছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—আফ্রিকাবাসী ফ্রেঞ্চ-ফ্রান্স ফ্রান্সের আদুর খাঁ এক হেতার লক্ষ্যের ঘোষণা করে যে, তিনি যে অস্ত্রপ্রয়োগ করেন করিয়াছেন, তাহাদের তিনি আদি করিয়া পরিকল্পনার বিশিষ্ট প্রতিনিধি লইয়া একটি সাধারণতন্ত্রিক বিধিমত নিযুক্ত করিবেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—ফিজি রাজধানী আদুর খাঁ আজ পরিচালনার প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরেই প্রেসিডেন্ট আদুর পরিচালনার একটি নূতন মন্ত্রিসভার সম্পর্কে ঘোষণা করেন এবং ১১জন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

ওয়াশিংটন ঘোষণা পরে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আজ বিমানের একজন আমেরিকান বৈমানিককে যে, ফ্লাসের উপর আকাশে বিশেষভাবে হেরফিন্ডের মেঘ পরে দিক দুইজন বিমান, সৈনিক আজ ও ৩ জন আহতদের চাঁদ্যেছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—সোভিয়েট সংবাদপত্র শ্রীক্রুশ্চেভ। ব্যুরোর আজ আজও বিদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার কমিশনারে জনৈক সহস্র সহস্র ইন্দোনেশীয় তাহাদের অভ্যর্থনা জানান। শ্রীক্রুশ্চেভ আজ বলে এক ভোজসভায় বলেন যে ইন্দোনেশিয়ার জনগণ সমাজতন্ত্র গঠনে এবং সুকর্ণের বলিষ্ঠনীতির সমর্থক হইবে এবং সুকর্ণের নেতৃত্বে তাহারা মুক্তি হইবে।

মস্কো বেতার সূত্রের সোভিয়েট পরিকল্পনা পঞ্চ চুক্তির কমিশন নূতন আলোচনা হইবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার পরে ফিল্মস্টার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার সমস্যাও শেষ করা হইতে পারে।

১২শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য ভোর ৬টা ১০ মিনিটের সময় পশ্চিমবঙ্গের মোগল রাজধানী চন্দননগরীতে পর পর সাতবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সাতটি ভূমিকম্পের স্থায়িত্বকাল সর্বমোট দুই মিনিট হইতে পারে।

কেরী ট্রিবিউনের এক সংবাদ হইতে জানা যায় একটি নূতন কমিশনে এটি কেরীর দুইটি সমস্যা সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। ফিল্ম সমাধান ১১ মিনিটে সিনেমায় পাওয়া যায়।

২১শে ফেব্রুয়ারী—সোভিয়েট সাংবাদিক সংবাদে বিশ্বশান্তি রক্ষা করিবার জন্য ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সমস্ত সৈন্য ও অস্ত্র হ্রাস করিতে এবং ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬০ তারিখের মধ্যে সমস্ত বিদেশী ঘাঁটি তুলিয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছে। এই প্রস্তাব সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি শ্রীক্রুশ্চেভ আজ সোভিয়েট পার্লামেন্টে পেশ করেন।

সোভিয়েট সরকার ইহার পরিকল্পনা হইতে বিশ্বশান্তিকল্পে সমস্ত আজ আলোচনার জন্য সোভিয়েটের সরকার শ্রীক্রুশ্চেভকে সভাপতি করিয়া একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৭০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা। মফঃস্বল : ( সডাক ) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীবারেন চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস ও মুদ্রণবিভাগ, পত্রিকা কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২৩—২২৪৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা ( প্রাইভেট ) লিমিটেড।

# আপনি যদি সিজার্স খান

## তাহ'লে এটা পড়বেন না ...

...কারণ সিজার্স খেকে বোঝা যাবে যে ভালো সিগারেট খেয়েই যাঁরা চিনতে পারেন আপনি সেই দলের একজন।

প্রতি ১০ মিনিটে সারা ভারতবর্ষে প্রায় ৫০,০০০ লোক তাঁদের প্রিয় সিগারেট সিজার্স-এর ধূমপান করেন।

১৫ বছরেরও বেশী, সিজার্স সিগারেট খেয়ে লোকে আনন্দ পেয়েছেন—সময়ের পরীক্ষায় সিজার্স-এর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই দীর্ঘকালী জনপ্রিয়তার একটিই মাত্র কারণ থাকতে পারে—সিগারেটটা সত্যিই ভালো।

উইলস্-এর

# সিজার্স

সিগারেটটা ভালো—সেটাই আসল কথা

১০ টার দাম ৩০ নয়া পয়সা

REG. NO. C. 2109

কেশবতী কন্যা...
চাঁদের সুষমা-মাখা তা'র মুখ,
বিজলীপ্রভা তা'র দেহবল্লরী, আর কেশ?
কেশ তা'র ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের
লীলায়িত বিন্যাস।
রূপরচনায় কেশের স্থান
গুরুত্বপূর্ণ, রূপকল্পনায় পাই তারই
আভাস। কে না চায়
নিবিড়-কালো কেশকলাপ?
কে না চায় তা'কে ধ'রে রাখতে
চিরদিন? এই চাওয়া ও
পাওয়ার মধ্যে সেতুবন্ধ
কেশরঞ্জন, যার ভেষজগুণ
শুধু অপর্যাপ্তই নয়,
অনন্যসুলভও বটে।
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা

# দেশ

শনিবার ২১ ফাল্গুন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 5th March, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ]

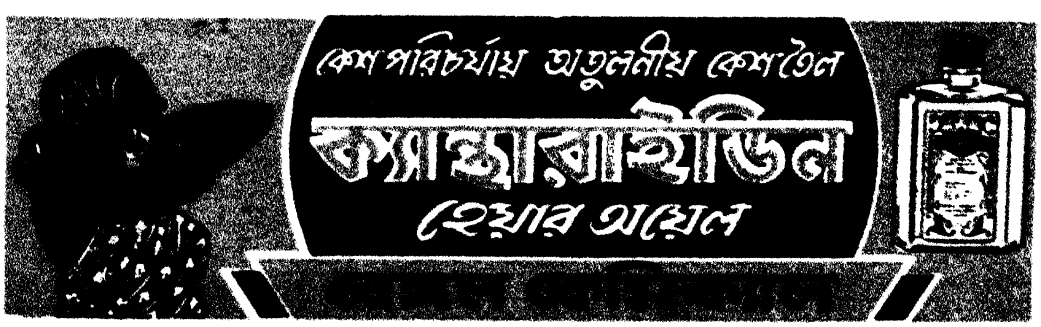

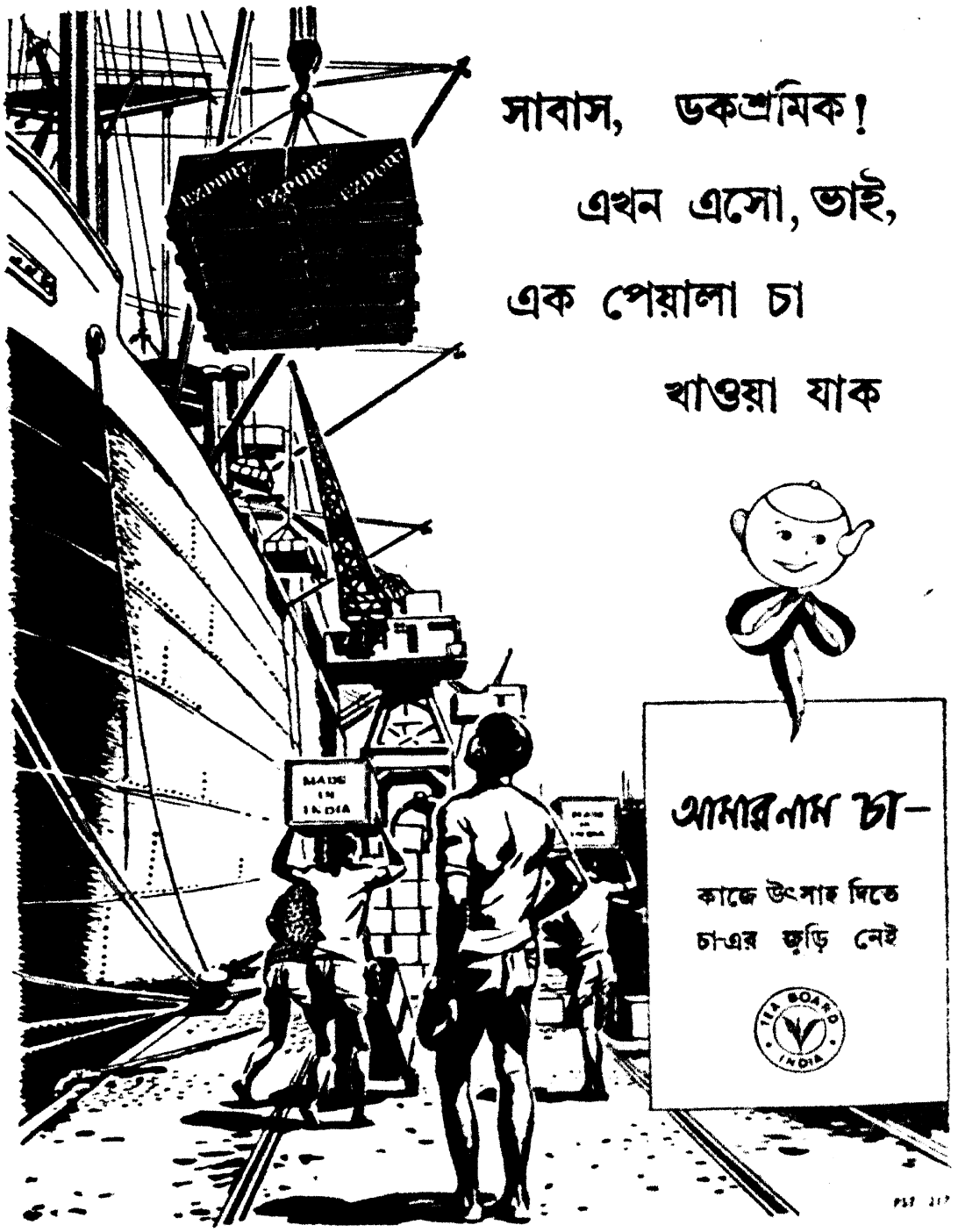
সাবাস, ডকশ্রমিক!
এখন এসো, ভাই,
এক পেয়ালা চা
খাওয়া যাক
EXPORT
MADE IN INDIA
আমার নাম চা—
কাজে উৎসাহ দিতে
চা-এর জুড়ি নেই
TEA BOARD INDIA

সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণন সংকলিত

**প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস**

প্রথম খণ্ড ঃ ৭.০০

প্রসন্নকুমার রায়

ভারতে ৬.৫০

পথে প্রবাসে ৪.০০

রূপের গান ৩.০০

কামিনীকাঞ্চন ৩.০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন হিন্দুর ১.৫০

অন্নদাশঙ্কর রায়

**মন্দিরময় ভারত**

প্রথম খণ্ড ৩.০০ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ৩.০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ৩.০০

হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ডোভার পেরিয়ে ৪.৫০

পরশুরাম

চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প ৩.০০

নীলতারা ইত্যাদি গল্প ৩.০০

সুধীরচন্দ্র সরকার

পৌরাণিক অভিধান ৭.০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

টোপ ও টোপর ২.০০

বিমল চৌধুরী

বেত্রবতী

নদী ৩.৫০

শৈলজা দেবী

স্বরভাষিনী ২.০০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

প্রেমতারা ৪.০০

শৈবাল ভট্টাচার্য

মন নিয়ে খেলা ৩.০০

সুকোমল সরকার

রাজার বই ৪.০০

রবীন্দ্রনাথ

কালিদাসের মেঘদূত ৪.০০

শোণপাংশু ৪.০০

শেষ পাণ্ডুলিপি ৩.২৫

বনফুল

ভূয়োদর্শন ৩.০০

নারেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী

সম্পাদিত

কাব্য দীপালি ৭.০০

সুকান্ত ভট্টাচার্য

জানালা ২.০০

প্রবোধ বসু

মধ্যরাতের তারা ৩.২৫

নরেন্দ্র দেব

অংশবতের দেবতা ও মানুষ ২.৫০

রাধারাণী দেবী সম্পাদিত

আধুনিক বাংলা কবিতা ৪.০০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলিকাতা — ১২

---

নূতন বই নূতন বই

নরেন্দ্র দেবের

**সে ই চি র কা ল**

সুবিখ্যাত কবিতা

মূল্য তিন টাকা

এই উপন্যাসে লেখক সমাজের যে চিত্র এঁকেছেন তা সত্যই অপূর্ব। ...

— প্রবাসী

...

— যুগান্তর

...

— আনন্দবাজার পত্রিকা

...

— স্বাধীনতা

...

— অমৃতবাজার পত্রিকা

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর

নতুন উপন্যাস

**রেণু, তোমার মন**

— মূল্য তিন টাকা —

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের নতুন সংকলন

**সা ত পা কে বাঁ ধা ৪৷৷০**

পঞ্চতপা ... ২৷০ নবনায়িকা ... ৩৷০

সমুদ্র ফেনিল ... ৪৷০

প্রবোধকুমার সান্যালের

নতুন উপন্যাস

**চরকের পর** ৩৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নতুন উপন্যাস

**মিলনান্তক** ৪৲০

প্রবোধকুমার সান্যালের

নতুন উপন্যাস

**পরিশোধ** ৪৷৷০

সমরেশ বসুর

বিখ্যাত বই

**দুই তারা** ২৷৷০

আশাপূর্ণা দেবীর

নতুন উপন্যাস

**ফেলোয়ারী** ৩৲০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

নতুন উপন্যাস

**উত্তর ফাল্গুনী** ৩৷৷০

শচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের

**বাঙ্ময়ী** ৩৲০

---

শচীন্দ্রকুমার মিত্রের সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস "বাঙ্ময়ী"

বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম ... মূল্য আট টাকা

আশাপূর্ণা দেবীর বহুপ্রশংসিত উপন্যাসের নব সংস্করণ

**বলয়গ্রাস ৪,**

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর অনবদ্য রচনা

**ছায়াসঙ্গিনী ২৸০**

মিত্র ও ঘোষ ঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

উমাচল-গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত

যোগবলে রোগ আরোগ্য

(সহজ যৌগিক উপায়ে সর্ববিধ রোগের চিকিৎসাপ্রণালী—৫৲

Yogic Therapy—(Simple Yogic Treatment of diseases) Rs. 5/-

যৌগিক ব্যায়াম (আসন-মুদ্রা)—২৲

যৌগিক ব্যায়াম (প্রাণায়াম)—২৲

ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থজীবন—১৷৷০

ঈশোপনিষৎ

(মূলোপযোগী নবীন ভাষ্য)—২৲

খাদ্যনীতি ও শিশু-পালন—১৷৷০

(উনবিংশতি শ্রেণী অনুসারে)

নিবেদিতা (সিস্টার ক্রেমেন্টাইন) মূলাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মনঃসঙ্কল্পিত মিশনের নিবেদিতার অপরূপ জীবন কথা—৭৲

উমাচল প্রকাশনী

৫৮।১৭।৫ রাজা রাজেন্দ্র স্ট্রীট, বেলঘরিয়া ও কলিকাতার অন্যান্য পুস্তকালয়ে

(মি ২৯১৫)



প্রবন্ধ, সাহিত্য ও ভ্রমণ কাহিনী

নারায়ণ চৌধুরীর

সাহিত্যের সমস্যা ৩·০০

ডাঃ অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়

ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা ৪·০০

যোগেশ সাহিত্যের

ভারতের মুক্তি সন্ধানী ৫·০০

অশোক গুহের

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ২·০০

বিপ্লবীজীবনের স্মৃতির

ঊনিশ শতকের বাংলা-সাহিত্য ৫·০০

বুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভবানীপ্রসাদের

গ্রহ থেকে গ্রহে ১·৫০

শচীন্দ্রকুমার বসুর

ছেড়ে আসা গ্রাম (২য় খণ্ড) ৩·৫০

অক্ষিতকুমার চক্রবর্তীর

ইন্দোচীনের কথা ২·২৫

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

গীতি মুখর ভিয়েনা ২·০০

সন্ধানীর চোখে পশ্চিম ২·৭৫

উৎপল দত্তের

ছায়ানট ২·৫০

অঙ্গার—সন্তোষ

পপুলার লাইব্রেরী

১৯১।১।বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬



নীরা

তাল ও খেজুরের সুমিষ্ট রস

প্রতি বোতল—১২ নঃ পঃ

খেজুর-সিরাপ

২ পাউণ্ডের বোতল

প্রতি বোতল—১·৫০

সর্বত্র পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তালগুড় শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

৪, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা—২৬

ফোন : ৫৮-১১২৯

● কমিশনে এজেন্সী দেওয়া হয়।



[illegible] ইউনিভার্সাল [illegible]

[illegible] উপন্যাস [illegible]

অনবদ্য সোরাভিয়ার

আলেয়া ৩·৫০

[illegible]

[illegible] ইন্দ্রনাথ [illegible]

[illegible]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্টেডিয়ম সেরিজে

চেনামুখ—৫·০০

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CENTRAL LIBRARY

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মন্তব্য— | ... | ৩২২ |
| প্রসঙ্গত— | ... | ৩৩৩ |
| বৈদেশিকী— | ... | ৩৩১ |
| আলোচনা— | ... | ৩৩৩ |
| খুঁজে ফিরি সেই মানুষে—শ্রীসমরেশ বসু | ... | ৩৩৭ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র | ... | ৩৫৬ |
| ট্রামে-বাসে— | ... | ৩৭২ |
| পাঁচমুড়োর কুম্ভকার—শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত | ... | ৩৭৩ |



জরুরী

প্রকৃতি চিকিৎসা

দিলীপকুমার রায়ের বই

অঘটন আজো ঘটে

(চতুর্থ মুদ্রণ)

দাম : সাত টাকা

দেশে দেশে চলি উড়ে

(তৃতীয় মুদ্রণ)

দাম : সাত টাকা

৭ই ফাল্গুনের বই

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নূতন উপন্যাস জলপ্রপাত ২·৫০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নূতন নাটক রজনীগন্ধা ২·২৫

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর নূতন উপন্যাস গান্ধর্ব ৩·৭৫

সম্প্রতি প্রকাশিত (আগস্ট হইতে মার্চ) ॥ : ॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নূতন উপন্যাস ২·৫০ প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছয়টি উপন্যাস ৩·৫০ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস ৩·৫০ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাঝির ছেলে উপন্যাস ২·৫০ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আরণ্যক ৩·০০ বিমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায় ৩·০০ সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের উনিশ জ পঞ্চাশের মেঘনাদ ৩·০০ শৈলেন্দ্রনারায়ণ গুহের ঘরে-বাইরে রাজেন্দ্রনাথ ৩·৫০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ঝিকমার পাস ৫·০০ ॥ শ্রীঅমলাকান্তের ক্রিকেটের রাজকুমার ক্রিকেটের রাজকুমার ২·৫০ ॥

আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

উপন্যাস ঃ সুবোধ ঘোষের ফসিল ২·১০ ॥ সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের অকালবসন্ত ২·৭৫ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের ৫ টি গল্প ৬·০০ ॥ শৈলজানন্দের কাশফুল ২·৫০ ॥ সোমনাথ ও রজনীগন্ধা ৫·০০ ॥ প্রভাবতী ১·০০ ॥ বনফুলের পঞ্চপর্ব ৫·০০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিপ্রদীপ ১·০০ ॥ শৈলজা দেবীর রাজধানী ২·০০ ॥ সীতা দেবীর উদয়াস্ত ৫·০০ ॥ আশাপূর্ণা দেবীর নীল রাত্রি ২·০০ ॥ প্রবোধকুমার সান্যালের মহাপ্রস্থান ৬·০০

কাব্যগ্রন্থ ঃ অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রথম ভোরের ২·০০ ॥ সুবোধের বিদায় অরুণাভাস ২·০০ ॥ প্রবোধকুমার সান্যালের জলসাঘর ৩·০০ ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদারের বিদায়ের দিন ২·০০ ॥ অমলেন্দু বসুর অরুণের ২·০০ ॥ পরশুরাম ও প্রতিভা ৩·২৫ ॥ অমলেন্দুবসুর আলোর পাখিরা ২·০০ ॥ বিমল মিত্রের পথের দিন ৩·০০ ॥ বুদ্ধদেব বসুর পালাবি মি চড়াই ৩·০০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বৃন্দাবনে ২·২৫ ॥ প্রেম ও মৃত্যু ২·০০ ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাজরী ৩·০০ ॥ মাধবীলতা ৩·২৫ ॥ শৈলজা দেবীর বাঙালীর ১·২৫ ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদারের কাব্যগ্রন্থ ২·৫০ ॥ নিরুপমা দেবীর আলেয়া ২·০০ ॥ সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিত মানস ৫·০০ ॥ বনফুলের মানসী ৩·০০ ॥ তারাশঙ্করের পাষাণপুরী ৩·০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম ঃ আলোসাথ ৯০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন ঃ ৩৩-২৬৪১

# টাটার ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান দিয়েই আমি আমার সব কিছু কাচি

**তার কারণ**

- ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবানে প্রচুর ফেনা হয় আর তাতে জামাকাপড়ের ময়লা আলগা হয়ে বেরিয়ে যায়।
- এতে খুব সহজে ও ভালোভাবে জামাকাপড় পরিষ্কার হয়।
- এর ভেতরে অল্প টিকাদার ক্রীটিনাস থাকায় দামী কাপড় থাকবে আর রঙীন কাপড় ঝকঝকে দেখায়।

**তাছাড়া**

- ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান যে কোন কাপড় কাচবার পক্ষেই সেরা—ফিনফিনে ব্লাউজ, দামী সিল্ক, সরু পাড় কি সুতী কাপড় সব কিছু।

**বিনা আয়াসে কাচতে হ'লে**

টি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| প্রথম কদম ফুল | শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩৭৬ |
| বন্যা (কবিতা) | শ্রীবিনয় রায় | ৩৮২ |
| রাজগড় স্টেশনে সন্ধ্যা (কবিতা) | শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় | ৩৮২ |
| বাইশে শ্রাবণ | শ্রীবিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় | ৩৮৩ |
| পরস্পর | শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | ৩৯৯ |
| নিজের হারানো খুঁজি | শ্রীসুধীন্দ্র চৌধুরী | ৩৯৬ |
| গানের আসর | [illegible] | ৩৯৯ |
| নীলকণ্ঠ ছোট দেশের ছাত্র | শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত | ৩৯৯ |
| চিত্র প্রদর্শনী | [illegible] | ৩৯৯ |



আপনার পুস্তকালয়ের পক্ষে অপরিহার্য কয়েকটি গ্রন্থ

ডঃ সুকুমার সেনের
চর্যা
৮.০০

বিনয়কুমার সরকারের
প্রবাসের রোজনামচা
৩.০০

সাহিত্য চিন্তা
৪.০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
বিভূতিভূষণ
৩.০০

সতীশ রায়ের
জেল ডায়েরী
৫.০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
রঙ্গপ্রবাসে শরৎচন্দ্র
২.০০

বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের
টি বি সম্বন্ধে
২.০০

বিনয়কুমার সরকারের
সাহিত্য ও সংস্কৃতি
৪.০০

হরপ্রসাদ মিত্রের
বাংলার পাঁচকাহন
৫.০০

বাংলার সঙ্গীত
২.০০

ডঃ সুকুমার সেনগুপ্তের
সৌন্দর্যতত্ত্ব
২.০০

প্রমথনাথ বিশীর
গল্পগুচ্ছ প্রসঙ্গে
২.০০

শ্রীমতী সরযূর
বাবার কথা
৫.০০

॥ ভারতী প্রকাশন ॥
রাজেশ্বর মিত্রের
সঙ্গীত সমীক্ষা

বিক্রয়ালয় : ১২ কলেজ স্কোয়ার পূর্বাংশ : কলিকাতা ১২



মার্চ মাসে

মার্কসবাদী ও প্রগতি সাহিত্যের
প্রচার অভিযান

★

[illegible]

সুকুমার সিংহের
১৮৫৭ ও বাংলা দেশ

[illegible]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির
[illegible]
নেহরু ও চৌ এন-লাই
পত্রাবলী
মূল্য : ১.০০ সডাক : ০.৭৫

প্রকাশিত হয়েছে

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের
একমাত্র ২.০০
অধ্যাপক ভবানী
ভাগনার্হদের বাড়ী ১.৭৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

দিনে
দিনে
দিনে
দি...

রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডিল' বলে একটি বিশেষ ধরণের তেল মেশানো হয়। ত্বক আরও কোমল, আরও সুন্দর, আরও লাবণ্যময় হয়... সুগন্ধি ভরা রেক্সোনার ফেনা সারাদিন আপনাকে সজীব আর সতেজ রাখে।
সৌন্দর্য সাধনায় সকলে রেক্সোনা ব্যবহার করুন।

**রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।**

রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

GOVERNMENT LIBRARY


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| পুস্তক পরিচয়— | | ... ৩৮৪ |
| বিশ্ববিচিত্রা— | | ... ৩৮৮ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | | ... ৩৯০ |
| খেলার মাঠে—এতলব্য | | ... ৩৯৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | | ... ৪০০ |


প্রচ্ছদ—শ্রীইন্দু সুখার


ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়প্রণীত

## দেশবন্ধু স্মৃতি—১০,

I believe no real progress is possible in the country, unless we start with Non-cooperation. What kind of co-operation you can extract between masters and slaves

স্বরাজ, ডিক্টেটরের এইরূপ সহযোগ করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত নই।

ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের উপন্যাস

মহাশূন্যের উপন্যাস

মহাভৈরবী — ৩৷৷০ লাল পাথর — ৩,

ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের উপন্যাস

একটি আশ্বাস — ৬,

ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কয়েকখানি উপন্যাস

বিষ পাথর — ২, কালরাত্রি — ২,

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কয়েক খানি উপন্যাস

মোহাগপুরী ৪৷৷০ কেতকীবন ৩৷৷০

ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়

নীলবর্ণ শৃগাল—৪,
বাংলার কবি—৫,

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের উপন্যাস

একাকার — ১ শ্যামলা — ২৷৷০

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

আনন্দ মঠ—৩,

ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

কলেজ স্কীটের অদ্ভুত—৪৷৷০

ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের উপন্যাস

অনাদিগাছড় — ৩

দুর্ঘটনা — ৩৷৷০ পঞ্চরঙ্গ—২,

ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের উপন্যাস

উল্কাজ্বলা—৩৷৷০ কিরীচক—২,

ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

মায়াকুহকী—৩৷৷০ ঘুমের রাজ্য—৩৷৷০

ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

এক বাস্তুভিটার কথা — ৮

রক্তমুখী বিষধর ৩৷৷০ গগনমন্থন ৪,

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের উপন্যাস

মনচোরকী—৩, দুরন্তমন—৩,

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের উপন্যাস

মরণাবাসর—৩ মায়ানট—২৷৷০

শিশুদের বই অপূর্ব্ব শিকারী

নিশারাত্রি—৩, বহুরূপী—৩,

ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

অভিশাপ—৩৷৷০ বনদুহিতা—২৷৷০

কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র— হেমেন্দ্র রায়ের প্রথম পুস্তক ৫,

শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট : কলিকাতা ৬



নবতম প্রকাশন

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী

## সপ্তপুরী ২·৫০

• সুকুমার বসু •

সপ্তপুরীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস অবলম্বনে প্রণয়কাহিনী। পুরাকালে হিন্দুর কাছে আজও সুপরিচিত। কিন্তু হিন্দুর যে সপ্তপুরী-সম্বন্ধে সুবিস্তৃত ইতিহাস আছে, এই গ্রন্থের এই অংশটুকু পাঠকদের সেই প্রথম পরিচয় করিয়ে দেবে। সপ্তপুরী সম্বন্ধে ও সপ্তপুরীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় এমন বই আর নাই। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীযুক্ত হেমলতা দেবীর

## মধুসূদন ঃ

কবি ও নাটকার মূল্য ৩·৫০

ডাঃ সুকুমার সেনপ্রণীত

## রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

মূল্য ৬·০০

ডাঃ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

## বরণীয় মূল্য ৩·০০

শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার

প্রাচীনের প্রতিপাদনের প্রচেষ্টায় রচিত, প্রত্যেককে নিজেকার ইতিহাস নিজে জানা

প্রথম-প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস

## রম্যাণিবীক্ষ্য

সৌরাষ্ট্র পর্ব ৬·০০
রাজস্থান পর্ব ৭·০০
কালিন্দী পর্ব ৫·০০

( বহুরঙা )

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
ফোন: ৫৫-১৯০৪ ৫২১ অপার সার্কুলার

"রক্তরুট"-এ যে জীবনের সুরু—
তারই ধরনিকাশ্যপ ঘটেছে
বরেন বসুর নবতম উপন্যাসে

**প্রাক্তন ৪৷৷৹**

নবজাগৃতি আন্দোলনের নতুন অবদান

**ছাউনি ১৷৷০**

বরেন বসুর কাহিনী অবলম্বনে
অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপূর্ব নাট্যসৃষ্টি।

॥ যে উপন্যাসগুলিতে আছে
নতুন দিগন্তের আভাস ॥

শেষ প্রান্তর ভবেশ গঙ্গোঃ ৪৷৷০
চার প্রহর মাহমুদ আহমদ ২৲
রক্তরুট বরেন বসু ৫৲
মরিয়ম গোলাম কুদ্দুস ৪৲
বাঁদী গোলাম কুদ্দুস ৩৲

॥ সম্পূর্ণ তালিকার জন্য চিঠি লিখুন ॥

**সাধারণ পাবলিশার্স**
৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২

জা ক্রিসতফ ৩৷৷০ রোলাঁর
উষার আলো ৩৲
বিদ্রোহ ৫৲
বিমুগ্ধ আত্মা
দুই বোন ৩৲
সুন্দরের পিয়াসী ৬৲
মা ও ছেলে ৫৲

মন্মথনাথ পাকড়াশীর
প্রণিব ২৷৷০ গল্প সংগ্রহ ৩৲

পার্ল বাক-এর
গুড্ আর্থ ৫·৫০ ড্রাগন সীড ৫·২৫

মুরলক রাজ আনন্দ-এর
একটি রাজার কাহিনী ৬·৫০
কুলি ৪৷৷০ অচ্ছুৎ ৩৲ মরাজ দিল ৩·৭৫
দুটি পাতা একটি কুঁড়ি ৪৷৷০ নরসুন্দর সমিতি ১·৭৫

**র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব**
৮, কলেজ স্কোয়ার ॥ কলিকাতা ১২

নতুন বই

সুবোধ ঘোষের

# ভারত প্রেমকথা

এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি
নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়তে দিন
সপ্তম সংস্করণ
দাম : ছয় টাকা

নতুন উপন্যাস

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# প্রেমের গল্প

[illegible]
প্রেমের গল্পের [illegible]
দাম : চার টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | | |
|---|---|---|---|
| শতকিয়া | ॥ | সুবোধ ঘোষ | ॥ ৮·০০ |
| রূপসী রাত্রি | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৫·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৬·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ ৪·০০ |
| প্রচ্ছদপট | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৩·৫০ |
| তিন শূন্য | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ ৩·৫০ |
| মনের মানুষ | ॥ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ ৩·০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ ৫·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | ॥ | সরলাবালা সরকার | ॥ ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | ॥ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ ৪·০০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ ১·২৫ |
| রবীন্দ্রজীবনের উৎস-সন্ধানে | ॥ | শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | ॥ ৩·৫০ |

**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড**
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 5th March 1960

২৭ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৫০ নয় পয়সা
শনিবার ১২ ফাল্গুন ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

## বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মন্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সম্পর্কে এমন কতকগুলি মন্তব্য করা হইয়াছে যাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। এইসব বিষয়ে মন্তব্য করিবার আগে কমিশনের কাজ সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন।

(১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার যে সমস্যা আজ দেখা দিয়াছে তাহার সমাধান করিবার জন্যই কমিশন গঠিত হইয়াছিল। কমিশনের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। কমিশন এখনও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় নাই। কমিশন যে সুপারিশ করিবেন তাহা কার্যকর করিতে কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। কমিশনের বক্তব্য সম্পূর্ণ না জানিয়া তাহার কোন বিশেষ অংশ সম্পর্কে মন্তব্য করা সঙ্গত নয়।

(২) কমিশন বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ব্যয় বহন করিবার জন্য ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করা উচিত। কমিশনের মতে এখন যে হারে বেতন লওয়া হয় তাহা খুবই কম। কমিশন মনে করেন যে, বেতন বৃদ্ধি করিলে ছাত্রদের উপর বিশেষ কোন চাপ পড়িবে না। ইহা ছাড়া কমিশন মনে করেন যে, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে সমর্থ তাহাদের নিকট হইতে বেতন বাবদ অধিক অর্থ আদায় করা উচিত। এই সুপারিশ কার্যকর করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে সমর্থ ছাত্রদের নির্বাচন করিবার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কমিশন এই ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা বলেন নাই। ইহা

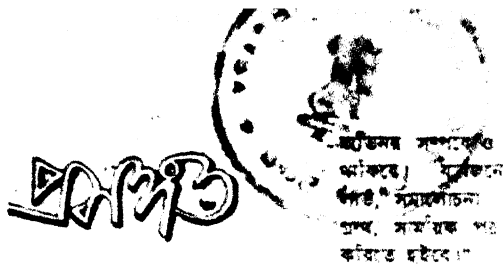

নেহরুর আমন্ত্রণে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই দিল্লীতে আসতে স্বীকৃত হয়েছেন, নেহরু জানিয়েছেন যে, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি এই সাক্ষাৎকার ঘটতে পারে। নেহরু যে শুধু চৌ এন-লাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাতে অনেকেরই সন্দেহ হয়েছিল যে, তিনি আসবেন না, কিন্তু তিনি আসতে রাজী হয়েছেন। নেহরু যখন সংবাদটি লোকসভায় ঘোষণা করেন, তখন অধিকাংশ সদস্য আনন্দধ্বনি করে ওঠেন বলে প্রকাশ। কিন্তু সেদের বহুতর লোক-সমক্ষে এই আনন্দধ্বনির সমর্থন করতে মনে হয় না। নেহরুজীর অনমনীয় নীতি এই যে, চীনি সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে, ভূমির অবধারণের আগে স্থায়ী শান্তি আর চীনকে মেনে নিতে হবে তিব্বত ও চীনের মাধ্যমের তিব্বতীয় অধিবাসীদের সীমানারেখা। নেহরু বারবার বলেছেন যে, এ দুটি শর্ত পূরণ হলে তবে দুই দেশের মধ্যে আলাপ আলোচনা হতে পারে। তবে আবার এ সম্বন্ধে প্রশ্নও করেন যে, চৌ এন-লাই যখন দিল্লি দুটি সম্বন্ধে নীরব —তাঁরই বা হাঁ বা না বলার কি আছে? সিদ্ধান্তে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে কথা-বার্তা হবে? তাতে কি "ইতিহাস" হবে? ১৯৫০ সালে নেহরু যখন তিব্বতের উপরে চীনের প্রভিকার অস্বীকার করে তখন চীনের কাছে থেকে সাড়াশব্দ। চীন সম্প্রদায় কিন্তু অস্বীকৃতি তখন করে নেননি—তাই পরিষদ পরবর্তী তাকে আমন্ত্রণের ভার নেহরুর প্রতিনিধিত্বপূর্ণ বিশ্বসম্প্রদায়ভাবে। এবার আবার তিনি চীনের হেলা করার উপর নিজের কাজে কী করে বসেন, সেই সম্ভাবনার আমরা ভীত। কিন্তু একটি বিষয় নেহরুর স্মরণে রাখা উচিত। মাত্র দশটির হেলে চৌদ্দের হেলে সম্পর্কের করে না।

•

হেলেই রাজ্যে কয়েকটি সিনেমাতে ছবিগুলি কিছুক্ষণের জন্য দৌনহরে বাধ্য থাকতে শিক্ষা করছে। চৌরঙ্গী রাস্তা এই দৃশ্যনিবন্ধনকে "silent meditations" বলা হয়েছে। নেহরুজীর প্রস্তুত অনুসারে হেলেই সিনেমালয়ে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় উনাই হয়েছেন, আমরা এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করি। আজকাল একটা কথা উঠেছে যে, ছাত্রদের নীতিশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, কেউ বলছেন "Religious training", কেউ বলছেন "moral training"। ছাত্রে সম্প্রতি নাম আনেক। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য দৌনহরে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষয়িত্রীকাছে সম্প্রতি এই প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। মৌখিক বক্তৃতা শোনার চেয়ে এর ফল সুন্দরপ্রসারী বলে প্রমাণের বিশ্বাস।

•

বিহারে মন্ত্রিসভাপতি শ্রীবিনয় কৃষ্ণ চৌধুরীর মৃত্যুতে যে সব কারণে ও পরিস্থিতি সাধুর করেছিলেন জনিমন্ত্রণের ফলে তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ যে কত বড় ক্ষতি তার মূল্য কেবল প্রথমটি দৃশ্যের মেজাজের সম্ভব নয়, কারণ কেবল প্রথম নিয়ে নয় পুরুষদের ও দুটি ঐদের ওপরেই সাধারণ হয়েছিল। এই প্রথমটির কথা শ্রীবিনয় কৃষ্ণের কাছে কৃষ্ণ অবশ্য শ্রীবিনয় কাজকে সমর্থন করছে জানাচ্ছে। তার প্রথম কাজ হবে যে শ্রীবিনয় কাজের কথা প্রকাশ করা। তিনি জানিয়েছেন যে এই দুজনের মধ্যে কিছু নিয়মকর সৃষ্টি হয়ে উঠবে। আমরা দুটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়া সেই প্রসঙ্গে কিছু বলব না।

•

দুবরাজ সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য একটি চমৎকার কাজ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য শিক্ষাবিভাগ পরিচালনা করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরের জন্য একটি বৈঠক হয়ে গেছে। তা বিস্তৃত।

কমিটি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব প্রস্তাব করেছেন তাদের একটির আলোচনা আজ আমরা করব।

কমিটির আলোচ্য প্রথম সুপারিশ এই যে, বিদ্যালয় থেকে শুরু করে কলেজে ছাত্রদের আলাদা ছাত্রদের নয় মাত্র থেকে এক সঙ্গে বাস করবে ও সহশিক্ষায় করবে বাস করবে। এই সুপারিশ হয়ে বিশিষ্ট সাক্ষ বিহার হয়। চীনের ছাত্রের সঙ্গে সম্পর্কটি যেমন হয়ে এসেছে তাতে কমিটি বিস্তৃত। এ বিষয়ে কমিটি যা মনে করেন বিস্তৃতিভাবে তা উদ্দের করে দেওয়া দরকার।

"এই সময় সমস্ত শিক্ষানীতি সম্পর্কের ছাত্র নয় মাত্র হইতে এই সহশিক্ষার সুলক্ষণ ক্রমবিকাশ করিতে হইবে। প্রাইমারি ছাত্রদের ছাত্রী ছাত্রী সহশিক্ষায় ও বাসিক ছাত্র করিতে হইবে। এই সময় ছাত্রদের শিক্ষার উন্নতি, ছাত্রদের ও ছাত্রদের আন্তরিক ভাব শিক্ষা সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে ছাত্রদের সাধারণ ঐতিহ্য এবং সম্পর্কিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সম্পাদিত, মৃত্যু, ছাত্রদের সম্পর্কেও এই ব্যবস্থা থাকবে। ছাত্রদের আন্তর্জাতিক অভ্যাস গঠন, সমাজসেবা ও জনশিক্ষাদানের জন্য পুস্তক, সমবায়ক পত্র ও পত্রিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

এখন কমিটির প্রস্তাবে ছাঁচ কাজে পরিণত হয়, এসেদের অনেক কাজের মতো তা ঘটে অন্তর্ভুক্তিকরতে না হয়, তবে এই ব্যবস্থার প্রকৃত ফল পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এখানে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার প্রধান দোষ এই যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষিতের মনে এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। এক শ্রেণীর উপরে এই ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়েছে যে, তারা দেশের অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারা ইংরেজ শিক্ষিত ও দেশিকদের মধ্যে খুব দূরত্ব হয়েছে। ইংরেজ শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এই ব্যবধান কখনো ঘুচবে না। কিন্তু দেশের শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা হবে এই ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে একটা সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভাব জাগবে। ইংরেজী শিক্ষার ফলে ছাত্রদের মধ্যে যে একটা [illegible] ভাব জন্মেছে তা দূর হবে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তা দূর হবে। [illegible] ছাত্রদের মধ্যে যে একটা [illegible] ভাব জন্মে

# বেতারশিল্পী

এই লেখা ছাপা হবার আগেই ২৭শে ফেব্রুয়ারি ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির শেষ অধ্যায় একদল ভদ্রলোকের অজানাতে এবং একদিন কলকাতার কাগজে হঠাৎ দেখব, ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস বলে একটা নতুন কোম্পানি রেডিও-প্রোগ্রাম সরবরাহ করবার ভার নিয়েছে। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমাদের কৌতূহল ও উৎসাহ নিতান্ত কম। কারণ, আমরা জানি, এ-কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডে যাঁরা থাকবেন তাঁরা কেউ রেডিও-প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কিছু জানেন না, জানবার কোনো আগ্রহও তাঁদের নেই। তাঁরা ব্যবসাদার, ব্যবসা করতে এসেছেন, ব্যবসা করবেন। তাঁদের কাছে রেডিও-প্রোগ্রাম হচ্ছে একটা পণ্য, যার বিনিময়ে তাঁরা পাবেন লাভ। এই লাভের লোভে তাঁরা প্রোগ্রাম তৈরি করবেন, কিন্তু সে-প্রোগ্রাম শ্রোতাদের কতটা তৃপ্তি দেবে, সে-বিষয়ে তাঁরা মাথা ঘামাবেন না। তাঁদের কাছে শ্রোতা হচ্ছে ক্রেতা, তাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কোনো মূল্য তাঁরা দেবেন না। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ব্রডকাস্টিং ইউনিয়নের মতো ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানিও একটা উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে কাজ করবে, এ-কথা আমরা মনে করতে পারি না। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, আমাদের কাছে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানিকে হতে হবে ঠিক ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের আদর্শে গড়া। সেই কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ডে আজ অবধি কোনো বেসরকারি কোম্পানি রেডিও-প্রোগ্রাম তৈরির ভার পায় নি। সেখানে রেডিও-প্রোগ্রাম তৈরির দায়িত্ব নিয়েছে সরকার। সেখানে দেখা যায় যেটা ঠিক


নব প্রকাশিত চারটি চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের — স্মরণ চিহ্ন ৫·০০

একটির অভিনবত্বের জন্যে দৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পাঠকদের নিবিড় আগ্রহে পড়বেন।

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর — একই সমুদ্র ৩·৫০

কি ছন্দের কি ভাষার কি বিষয়ে এই নতুন ধরনের রচনাটি এঁকে আগাগোড়া নিপুণ টানে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের — রাণী বৌ ৪·০০

কলম ধরেছেন তাঁদের এই নতুন বইখানি ও তাঁদের সাধারণ শ্রেষ্ঠ করেছেন।

বিমল করের — অপরাহ্ণ ৩·০০

মনের অভিব্যক্তির বিশ্লেষণে ও সহজ রোমান্সের সৃষ্টিতে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ১০
এ-বিষয়ে বাংলা ভাষায় একমাত্র বই
উপন্যাস
উপল-উপ্ত ৬, অশনীশ্বর ৩,
মহারানী ৩॥০ ভুবন সোম ২,
নিমল মিত্রের
রাজপুতানী ৩,
সুবোধ ঘোষের
সেই উচ্চকুল মুহূর্তে ৯,
সদ্য প্রকাশিত
ছোটদের নজরুল ২,
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
রত্ন ও শ্রীমতী ১২ ৩, ২য় ৩॥০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
দাগ ১২ ৩, ২য় ৯,
বুদ্ধদেব
রজনী ৩০
শৈলজানন্দের গল্পের
ডাক্তারের হাতে দড়ি ২॥০
বা ১ ম
অন্ধ সংসারচারিত্রম্ ২॥০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
ভ্রাতৃসারিকা ৩,
সোমনাথের ব্যঙ্গচিত্রে সমৃদ্ধ
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ৩॥০
হিরণ্ময়কুমার সেনগুপ্তের
ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ৩॥০

যেসব বইয়ের নতুন সংস্করণ হলো

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জাহাজের ৯, অগ্নিগড় ৩, মোড়ল ৯, অন্নপূর্ণার মন্দির ৩॥০, বুদ্ধদেব বসুর কালোহাওয়া ৯, সাহিত্য ৩॥০, সুবোধকুমার চক্রবর্তীর সুবর্ণলতা ৩, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মিছিল ৩, ঔপনিষদ ৩॥০, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প ৩, নারায়ণী ৩, প্রবোধকুমার সান্যালের মহাপ্রস্থান ৩॥০, মহাদেব ৯, প্রবোধ সান্যালের শ্রেষ্ঠ গল্প ৩, প্রবোধকুমার সান্যালের পুতুলনাচ ৩, প্রেমেন্দ্র মিত্রের রাজার মন্ত্রীর কাহিনী ৮, বিমল করের ছেঁড়াতার ১২ ৩, ২য় ৩, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাড়া ৩ ছোটদের ২॥০, নবীন মিশ্রের ৩, সমরেশের ৩, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাঘের বাচ্চা ৩, রাজার মেয়ের কাহিনী ৩, নিমল মিত্রের খেলা ৩, শরদিন্দু মিত্রের খেলা ৩, নবীন চক্রবর্তীর শুভাশুভ ৩

চিঠি লিখলে আমাদের নতুন বইয়ের বিস্তারিত তালিকা পাঠানো হয়।

ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা ৬

ক্রুশ্চেভের ভালো লাগে না। তেমনি আমেরিকা হয়ত সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণচুক্তির ভাবটা সহজে করতে চায়, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট এবং পোলাণ্ড অথবা চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে যদি অনাক্রমণচুক্তির কোনো নতুন প্রস্তাব পাওয়া যায় তাহলে ওয়াশিংটনে একটা আনন্দের শিহরণ জাগে। সেইজন্য এই দুই দেশের সোজাসুজি ব্যবহার এবং কথাবার্তা আমাদের কাছে অনেক সময়ে কৌতুককর বোধ হয়। অনেক সময় বিরক্তি বোধ হয়। যথা, মিঃ ক্রুশ্চেভ সম্প্রতি বলে বসেছেন যে, পশ্চিমের ভাবভঙ্গিকে যে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে, দিচ্ছে বা দেবে, সেটা তাদের নিজেদের সাহসের উপরেই, কিন্তু সোভিয়েটের সাহায্য একমাত্র নিঃস্বার্থ সাহায্যপ্রদান। একথা একেবারে কেউ বিশ্বাস করে না, মিঃ ক্রুশ্চেভ হয়তবা নিজেও কেউ বিশ্বাস করবে না। পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন যে এ বিষয়ে মার্কিন এবং মিঃ ক্রুশ্চেভের ধারণা একরকম নয়। এই সাহায্যদান নীতি জবেহন, যেটা কেবল স্বার্থবুদ্ধি থেকে করা হয়েছে, এটা না হতে পারে, কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি ছাড়া কিছুতে ধর্মীয় হেতে একেবারেই নেতৃত্ব-টেতৃত্বের কোনোটাই নয়। তিনি যেমন করে বাখাই করুন না কেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেদের কোনো স্বার্থ রক্ষার যে সাহায্য হচ্ছে এই বোধ হয় কোনো পক্ষপাতশূন্য বিশ্লেষণ করলে না, মার্কিন পক্ষপাতশূন্যও বলে না, সোভিয়েট পক্ষপাতশূন্যও বলে না।

বরঞ্চ একটা স্পষ্ট ধারণা সোভিয়েট আত্মসম্মান রক্ষা করা সম্ভব হয়। কেউ সাহায্য করে যদি বলে আমি তোমাকে সাহায্য দিচ্ছি, এ কেবল তোমার উপকারের জন্য, এতে আমার কোনো লাভ নেই, তাহলে কৃতজ্ঞতার বোধটা নীচুই হয়ে যায়। সাহায্য দিয়ে থাকে, কিন্তু সাহায্য দিয়ে সাহায্যের বিনিময়ে মনে একটা বড় জায়গা পাবে, তার তেমন কথাও বলা হয় না, বোঝা যায়। তবে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ আছে এইটা সাহায্যের মধ্যে সম্পর্কটা অপেক্ষাকৃত সহজ করার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য আমেরিকা যে নিজের মতো প্রচারে নিজে কম মুখর, তা নয়। সম্প্রতি নিয়ে মিঃ ক্রুশ্চেভের সমালোচনার পরে আমেরিকানদের একটি বড় সম্প্রদায়ের ধারণা হয়েছে যে-কথা আমেরিকার নিজের বলা উচিত সেটা সোভিয়েট রুশিয়া নিজে হতে বলছে বলে কথাটার কদর হচ্ছে না। যখন আমেরিকান সাধারণতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তার কারণগুলি সবার কাছে জানাবার বিনীত প্রয়াস করেছিল তখন তারা বলেছিল যে, এই কথা আমেরিকার নিজের বলা উচিত, অন্যের মুখে এ কথা শোভা পায় না। মিঃ ক্রুশ্চেভের সমালোচনার পরে আমেরিকানদের একটি বড় সম্প্রদায়ের ধারণা হয়েছে যে, এই কথা আমেরিকার নিজের বলা উচিত, সোভিয়েট রুশিয়া নিজে হতে বলছে বলে কথাটার কদর হচ্ছে না। এই ধারণা সত্য কিনা বলা শক্ত, কিন্তু এই ধারণা যে সত্য হতে পারে তার কারণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিনীত জানাবার ইচ্ছা হচ্ছে যে, ইতিহাস আমাদের কি বলবে তার বিচার করবে ইতিহাস, আমরা নিজে এর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। মিঃ ক্রুশ্চেভের সমালোচনার পরে আমেরিকার একটি বড় সম্প্রদায়ের ধারণা হয়েছে যে, এই কথা আমেরিকার নিজের বলা উচিত, সোভিয়েট রুশিয়া নিজে হতে বলছে বলে কথাটার কদর হচ্ছে না। এই ধারণা সত্য কিনা বলা শক্ত, কিন্তু এই ধারণা যে সত্য হতে পারে তার কারণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিনীত জানাবার ইচ্ছা হচ্ছে যে, ইতিহাস আমাদের কি বলবে তার বিচার করবে ইতিহাস, আমরা নিজে এর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। মিঃ ক্রুশ্চেভের সমালোচনার পরে আমেরিকার একটি বড় সম্প্রদায়ের ধারণা হয়েছে যে, এই কথা আমেরিকার নিজের বলা উচিত, সোভিয়েট রুশিয়া নিজে হতে বলছে বলে কথাটার কদর হচ্ছে না। এই ধারণা সত্য কিনা বলা শক্ত, কিন্তু এই ধারণা যে সত্য হতে পারে তার কারণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিনীত জানাবার ইচ্ছা হচ্ছে যে, ইতিহাস আমাদের কি বলবে তার বিচার করবে ইতিহাস, আমরা নিজে এর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না।

সুবর্ণরেখা বই

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত

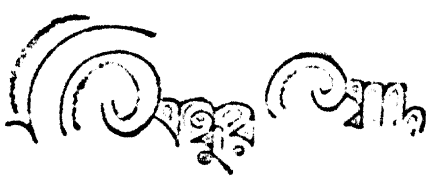


সংকলিত আটজন লেখকের আত্মকথা
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কাল থেকে শুরু করে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত

সুবোধ ঘোষ । অন্নদাশঙ্কর রায় । বনফুল । বুদ্ধদেব বসু । প্রেমেন্দ্র মিত্র । সতীনাথ ভাদুড়ী । জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী । বিমল মিত্র । নরেন্দ্র দেব । নরেন্দ্রনাথ মিত্র । নরহরি মুখোপাধ্যায় । সুবোধ ঘোষ । সৈয়দ মুজতবা আলী । জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র । সুবোধকুমার চক্রবর্তী । রমাপদ চৌধুরী । শচীন্দ্রনাথ অধিকারী । প্রতিভা বসু । বিমল কর । শৈলেশিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় । সন্তোষকুমার ঘোষ । শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । লীলা মজুমদার । সমরেশ বসু । অন্নপূর্ণা দেবী । সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় । শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ । সরোজকুমার রায় চৌধুরী । সুবোধ ঘোষ । প্রমথ চৌধুরী । প্রফুল্ল রায় । মনীন্দ্র দত্ত । বিমলচন্দ্র পালিত ।

বাংলা গল্প-সাহিত্যের প্রসাধারণ সিদ্ধিতে বিভিন্ন শিল্পীর নিজস্ব চেতনার আলোয় ভাসতে হলে 'নিজস্ব স্বাদ' যেমন অপরিহার্য, তেমনি এর ঐতিহাসিক মূল্যও অনস্বীকার্য

আকর্ষণীয় বাইণ্ডিং ও ছাপাই সুসজ্জিত, সুদৃশ্য প্রচ্ছদ এবং মনোজ্ঞ অলঙ্করণ ॥ মূল্য : সাত টাকা

অন্যান্য গ্রন্থ

হেডমাস্টার (উপন্যাস)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র । ২·৫০ ॥ মায়ামারীচ (উপন্যাস)—সুনীলকুমার ঘোষ । ৩·৫০ ॥ রাতের ছেঁড়া (উপন্যাস)—সুবোধ ঘোষ । ৩·০০ ॥ সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা—হরপ্রসাদ মিত্র । ৩·০০ ॥ হাওয়ার সংরাগ (কবিতা)—শিপ্রা ঘোষ । ২·০০ ॥

সদ্যঃ প্রকাশ্য

ঘুমের গালচে । হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ মৌচাকবাউল । অশোকরঞ্জন চক্রবর্তী
শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি ॥ শিবেন্দু পালিত

সুবর্ণরেখা প্রকাশনী : ১ কলেজ রো, কলকাতা ৯



স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষের যে সমস্ত বিশিষ্ট কবি ও লেখক বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা ও গদ্য রচনার সংকলন

## ক্রন্দসী

প্রকাশিত হল

দাম : ৫·০০

পরিবেশক : পত্রপুট, ১৭ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২


আমেরিকার ভাবভঙ্গি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্প্রতি একটু বদলেছে। এতদিন আমেরিকার ভাবভঙ্গি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল যে, আমেরিকা সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে সহাবস্থান নীতি মেনে নিতে রাজি নয়, আমেরিকা চায় যে, সোভিয়েট রুশিয়া নিজের মতবাদ ত্যাগ করে আমেরিকার মতবাদ গ্রহণ করুক। আমেরিকা যে নিজের মতবাদ প্রচারে নীরব, কম মুখর, তা নয়। সম্প্রতি নিয়ে মিঃ ক্রুশ্চেভের সমালোচনার পরে আমেরিকানদের একটি বড় সম্প্রদায়ের ধারণা হয়েছে যে-কথা আমেরিকার নিজের বলা উচিত, সোভিয়েট রুশিয়া নিজে হতে বলছে বলে কথাটার কদর হচ্ছে না। এই ধারণা সত্য কিনা বলা শক্ত, কিন্তু এই ধারণা যে সত্য হতে পারে তার কারণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিনীত জানাবার ইচ্ছা হচ্ছে যে, ইতিহাস আমাদের কি বলবে তার বিচার করবে ইতিহাস, আমরা নিজে এর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। মিঃ ক্রুশ্চেভের সমালোচনার পরে আমেরিকার একটি বড় সম্প্রদায়ের ধারণা হয়েছে যে, এই কথা আমেরিকার নিজের বলা উচিত, সোভিয়েট রুশিয়া নিজে হতে বলছে বলে কথাটার কদর হচ্ছে না। এই ধারণা সত্য কিনা বলা শক্ত, কিন্তু এই ধারণা যে সত্য হতে পারে তার কারণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিনীত জানাবার ইচ্ছা হচ্ছে যে, ইতিহাস আমাদের কি বলবে তার বিচার করবে ইতিহাস, আমরা নিজে এর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। মিঃ ক্রুশ্চেভের সমালোচনার পরে আমেরিকার একটি বড় সম্প্রদায়ের ধারণা হয়েছে যে, এই কথা আমেরিকার নিজের বলা উচিত, সোভিয়েট রুশিয়া নিজে হতে বলছে বলে কথাটার কদর হচ্ছে না। এই ধারণা সত্য কিনা বলা শক্ত, কিন্তু এই ধারণা যে সত্য হতে পারে তার কারণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিনীত জানাবার ইচ্ছা হচ্ছে যে, ইতিহাস আমাদের কি বলবে তার বিচার করবে ইতিহাস, আমরা নিজে এর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না।

ইদানীং আমরা একটু বেশি সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েছি—যেমন মিঃ ক্রুশ্চেভ এই পাঁচটি শান্তি-সম্মেলনের সমর্থনে এবং পূর্ব জার্মানি ও পূর্ব জার্মানির সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করতে পশ্চিমী শক্তিদের প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে অনুরোধ করেছেন তাতে আমাদের প্রাথমিক বোধ হয়েছিল যে, এ ব্যাপারে তাঁর কোনো স্বার্থ আছে। কিন্তু ক্রুশ্চেভ এই কথা বলবার পরে তাঁর ঘোষণাপত্রে পূর্ব জার্মানি—ওয়ার্সো প্যাক্টের অন্যান্য দেশগুলি সমর্থন করেছে। কারণ অনুসন্ধান করলে এখন পশ্চিমী ভাবভঙ্গির এক-পঞ্চমাংশ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অধীন জার্মানি—এখনও ভাবভঙ্গির একাধিক পার্টির অস্তিত্ব আছে।

২৮।২।৬০

# আলোচনা

## দেবী, না প্রাধবী? দৈত সত্তার দ্বন্দ্ব

[illegible]

[illegible] এবং অন্যান্য কাহিনী পড়িবার পূর্বে কথাশিল্পীর সম্পর্কিত পড়িবে লেখকদের সাধনা সার্থক একত্র হয়ে পড়িবেন।

প্রথমেই বলা ভাল, আমি নিজেকে [illegible] মনে করি না এবং এ কথাও অনুরোধ করি যে, সমালোচকদের দৃষ্টি অন্যের অনুরোধ অন্ধ নয়। চিত্রের গল্প এবং গল্পের নাটকীয়তা সম্পর্কে দৃষ্টি নিবদ্ধ আমার মনে নিশ্চিতভাবে হয়ে নয়, বরং ছোটোছোট ঘটনার ও দৃশ্যে কবির অনেক এমনে তিনি ফুলবাগানের।

পরবর্তী [illegible] অনেক হয়ে গেছে কাহিনীর অনিবার্যভাবে একটি কাহিনী অনিবার্য টান করে রাখিবে। একটি ঘটনা এবং পরিস্থিতিকে [illegible] সাজানো হয়েছে এবং এই সাজানোর মধ্যে সাধারণভাবেই নয় [illegible] সাধারণ থেকে একটি বৈশিষ্ট্য [illegible] ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। [illegible] চেষ্টা করেও [illegible] এই সাজানোর ভাবটিকে [illegible] ঘটনাগুলি [illegible] ও সংলাপে [illegible] ঘটনাগুলি [illegible] ও সংলাপে [illegible] ঘটনাগুলি [illegible] ও সংলাপ

এ-কথা স্পষ্ট করে লিখে রাখার সময় এসেছে—কী কথাশিল্পে, কী কথাচিত্রে। এই আপাতদৃষ্টে সাদাসিধে ঘরে বাইরের ঘনঘটার দিনে আমরা যেন ভুলে গিয়েছি, সেকালের ফাঁপানিও কম মনোহারী ছিল না। Once upon a time কোন সম্পন্ন জমিদার পরিবারে এই ঘটনা ঘটেছিল—"দেবী" চিত্রটি যদি শুধু এইটুকুই যথাযথ এবং পরিচ্ছন্নভাবে বলত এবং বলে ক্ষান্ত হত, তা-হলেও যথেষ্ট হত। তবে যদি সব কিছুতেই তাৎপর্য খোঁজেন তাঁরা খুশী হবেন না। এই আশা করে আর এর আবহাওয়ার কথকতার মাঝেই বহুকাল থেকে বাতিবাহত, অধুনা সেখানে ভিক্টরিয়ার৩

প্রৌঢ় জমিদারের স্বপ্নমগ্নতা, পুত্রবধূকে দেবীত্বে অভিষেক, পুত্রের বিলাত এবং অবশেষে সব-কিছুর নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তি। এই মূল কাহিনীটুকু রবীন্দ্রনাথের হাতে অপরূপ বিন্যাসে প্রকাশ মুখোপাধ্যায় চিত্ররূপ সংযোজিত হয়। এই সংযোজনায় ছায়াছবির ঐশ্বর্য আছে, থাকবেই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যদি গল্পটিকে মূল নিয়ে তাকে কি স্বতন্ত্র বস্তু হত না? শিল্পী-মাত্রেই দেখা, দেখা এবং আঁকার ভঙ্গি নিজস্ব এবং এই বৈশিষ্ট্যের জোরেই মূল মহাকাব্য থেকে খণ্ড-কথা বা কাহিনীভিত্তিক খণ্ড-কাব্যও স্বতন্ত্র সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বয়ংসিদ্ধতার মহিমায় সমুজ্জ্বলতায় "দেবী" প্রতিমাও প্রতিষ্ঠমান।

এটা একালের গল্প নয়, এই প্রসঙ্গে বিস্মৃত-প্রায় অতীতকালের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সূত্রেই পৌরাণিক ছবি ও বটেই, ঐতিহাসিক গল্প উপন্যাসও চিহ্নিত হয়ে যাবে। সে-কালের কথাই ধরুন, সেটা কতটুকু সত্য কিনা, শিল্পবিচারে একমাত্র জিজ্ঞাস্য এই। প্রয়োজনীয় ঘটনা-সমাবেশে এমন বহু বিদেশী কথাচিত্র এদেশে প্রায় শিল্পসম্মতি হিসাবে বা মনোজ্ঞ এবং সার্থক সংস্কার এবং সম্ভারবাহের প্রশ্ন তাহলে বিচারেই বড় হয়ে ওঠে। এ-ই বিদেশে দেশে সেকাল মনোহারি হয়ে ছিল, এ প্রশ্নও বস্তুনিষ্ঠক, শিল্পসম্মতিবাদের নয় অতএব প্রযুক্তিগত। এখন এ ধারণার কাছের নিকাশ পরে করা যাবে।

"দেবী" চিত্রে পৌত্তলিকতা-বিরোধী অভিসন্ধির সন্ধানও অবশ্য অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী"র কোন কোন কবিতা সম্পর্কে ইসলামী স্পর্শ-কাতরতার কথা আমরা জানি। উপন্যাসের শিল্পনে ছুতো অনর্থক হয়রান না হয়ে গল্প-বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে ঢের বেশী সত্য-বস্তু পেতাম।

হয় প্রশ্ন উঠবে উপন্যাস না থাক, গল্পের অতিরিক্ত বস্তুর কি "দেবী" পরিচালকদের ছিল? অবশ্যই ছিল, অনাদি চিত্রে বাধার প্রতীকীকরণের যৌক্তিকতা থাকত না। এ-কথাও ঠিক যে, অন্তরে এই চিত্র প্রতীকের ব্যবহার অত্যাবশ্যই সংগত। যা আছে তা কাহিনীর সহজায়ন পর্যন্ত, দেখা৩ যাবে উহা দেখা-দেখা বলে চিত্রায়ন এখানে ঐতিহাসিক প্রয়োগ-কৌশল পর্যন্ত ঢের পরিণত। এই অর্থে যে ইসব প্রতীক হিসাবে ঠিক না নিয়েও প্রশ্নাকর কোনকারণ নেই। প্রতীক-সৃষ্টি সজ্ঞানভাবে স্বাভাবিকের প্রশ্ন৩ বটে। সমস্তভাবে "দেবী" চিত্রটি সম্পর্কে যা খাটে, প্রতীক সম্পর্কেও তাই। তবে এই অর্থে ইসব কাজে বড় হয়ে ওঠে তাকে বিচার, কেমন, তাদের কাজ হয়ে না হয়েছে না হয়ে৩

"দেবী" চিত্রকাহিনীর শুরু আমরা কী কোন কোন ব্যক্তিদের স্বপ্নমগ্নতার মধ্যে দিয়ে সাধন করেছেন। কাহিনী সংক্ষিপ্তকারের সেটা অতিরিক্ত ছিল কিনা বলি থাকে৩ হয়ে কারণ বর্তমান সংক্ষেপ বিচারে এই কৌশলটিকে মেনেছেন এবং সংক্ষেপ হয়ে চিত্রাঙ্কনের সময় প্রয়োজনীয় অবশ্যই৩ প্রতিবন্ধ কোন সংস্কার নেই।

মূল চিত্রাঙ্কনে প্রথমেই মহাদেব মুখোপাধ্যায় অভিনয়ের কথা৩ সংক্ষেপ, কথা৩ ভাষায় কথা৩ উপর ও প্রযোজনা। তেমনি এক কথায় বলতে সংক্ষেপ হয়। যাকে সংক্ষেপ হয় তার বিশ্লেষণের অবকাশ নেই। তিনি অভিনয়ধর্মকে চমৎ৩ নিজস্ব করে যদি চোখে চোখে কথা৩ কথা৩ সমস্তকিছু কুশীলবের মহত্ত্ব৩ এবং৩ সংক্ষেপ। তেমনি যাদের বড় বড় সব সময়েই সে কিন্তু বড় হয় না, তাকে বড়ত্বের ছদ্ম ধরতে হয়। ছোটোখাটো টুকরো, স্কীচ-সাইড দিয়ে কুশীলবে যে চরিত্র স্পর্শ সে যা হয়েছে। এ৩ উজ্জ্বল। উজ্জ্বলতার প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশও আছে মহাদেব নমস্কারী পাছে কুড়িয়ে রাখতে রাখতে করও যদি দিবসের ক্রমশ সে সম্পূর্ণই মহৎ—তখন। যদি নমস্কারীকেই সে হয়ে পাত্রে ঢাকা বাক্স ভাবতে পারে? তারপর শেষ অংশ ৩।৫৩পা।


# হিউএনচাঙ

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

চোদ্দ শো বছর আগে এই চীনদেশ পরিব্রাজক চীনদেশ থেকে বহু কষ্টে ভারতবর্ষে এসে বহু বছর ধরে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর লেখা ভ্রমণবৃত্তান্তের ও তাঁর নিজের জীবনচরিত অবলম্বনে তিনি চীন ভাষায় লিখিত করে লিখেছিলেন। সেই কাহিনী ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিমতের বহু সমন্বয়ে এই বইটি আছে। ভ্রমণপথের মানচিত্র ও অন্য বহু চিত্র সম্বলিত।

"হিউএনের দেখা বিস্তৃতি ও জটিল। বহু বিদেশজ ঐতিহাসিকদেরই ভারতের সমাজ ব্যবহারে সমর্থ। সুতরাং এরূপ সংকলন, ইতিহাসবিদ এবং প্রত্নতত্ত্ব ভারত সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞানী-কাঙ্ক্ষিত বহু জ্ঞাতব্য পুস্তকের সাধারণ বাঙালা সংস্করণে অনেক উপকৃত হইবেন।" —প্রবাসী

"যেমন চিত্তাকর্ষক তেমন চিত্তাকর্ষক, যেমনি শিক্ষাপ্রদ।" —আনন্দবাজার

"সরল ও সহজ ভাষা। বহু তথ্যের সমাবেশ। চিত্রে মনে হয় যেন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জিকে নিখুঁত করার সময় প্রয়াস রয়েছে।" —অমৃতবাজার

মূল্য ২।০, বোর্ড বাঁধাই ৩,

**বিশ্বভারতী**

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থ সম্ভার

সদ্য প্রকাশিত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নতুন গ্রন্থ
স্বাদু স্বাদু পদে পদে
দাম ২·৭৫

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস
গ্রীষ্মবাসর
দাম ২·৭৫

| | | |
|---|---|---|
| মিষ্টে মিষ্টিতে | ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ | ৩·০০ |
| পথহারী মন | ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ | ৪·০০ |
| সান্নিধ্য | ॥ চিত্তরঞ্জন কর ॥ | ৪·০০ |
| তীর্থভূমি | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৫·৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ | ৩·৫০ |
| নীলাঞ্জনছায়া | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩·০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ | ৪·৫০ |
| ইষ্ট কুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩·৫০ |
| মন মানে না | ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ | ৩·৭৫ |
| শুকসন্ধ্যা | ॥ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৩·০০ |
| মুখের রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৩·০০ |
| একান্ত আপন | ॥ সমরেশ মজুমদার ॥ | ৪·০০ |
| অকালশীলাপ | ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ | ৪·০০ |

[illegible] ৩·০০
[illegible] ৩·০০
[illegible] ৩·০০
[illegible] ৩·৫০
[illegible] ৩·০০
[illegible] ৩·০০
[illegible] ৩·৫০
[illegible] ৩·০০
[illegible] ৪·৫০
[illegible] ৪·০০
[illegible] ৩·৫০
[illegible] ৩·৫০
[illegible] ৩·০০
[illegible] ৪·৫০
[illegible] ৪·০০
[illegible] ২·৫০

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| হাতে খড়ি ॥ | [illegible] | ১·২৫ |
| হাটুমাটিম ॥ | [illegible] | ০·৯৫ |
| আগডোম বাগডোম ॥ | [illegible] | ০·৯৫ |

[illegible] [illegible]

প্রথম প্রথম প্রি বে শী প্র কা শ ন রমণীর মন
[illegible] প্রা ই ভে ট লি মি টে ড [illegible]

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২


চরম কোন আঘাতের ফলে যেমনি উপলব্ধি ঘটে, সব মিথ্যে, সবই মেকি অসারবস্তু, গল্পের সিনেমা বই কিছুই নয়, সেদিন যেন থাকার স্বপ্ন বা সখের কিছুই অর্থপূর্ণ থাকে না। তখন মানুষটা একমাত্র মুক্তি। [illegible] তেমনি ভাবে [illegible] ঐ 'কাজরী' বইটিই নয় অমনতর অনেকেই মানুষের মনের একটা অংশ, যেখানে সাধারণ প্রবেশাধিকার নেই, সিনেমার মতন এও হয়ে দাঁড়াবে কিনা [illegible]

"know then thyself: presume not God to scan."

অর্থাৎ: [illegible] একটি কাব্যগ্রন্থে একথা নতুন করে বলা হয়েছিলো, তা যেন সবাই বুঝেছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যখন তার কাছে কাতারে কাতারে লোক এসেছে, অলৌকিক শক্তির প্রসাদ প্রার্থনা করেছে, রোগ মুক্তির জন্য, মেয়েটি কারুর কামনা করেছে ব্যর্থ হোক, অন্তত একবার তার ঐশী ক্ষমতাকে ব্যর্থ হোক, খোলস খসিয়ে তবেই সে একবার মাটিতে নেমে আসতে পারবে। তার লোপন ইচ্ছা পূর্ণও হল পুরোপুরি বিশ্বসুদ্ধির মুহূর্তে কী নিষ্ঠুর কঠিন মূল্যে। বৈজ্ঞানিক ডুমন্টিক অবদানে—সুবোধের প্রশ্ন।

এ-ও ভেবেছি, গল্পটির শেষ সম্ভাবনা এমনও হতে পারত। চরম সর্বনাশের দিনে লোকাইত বধূটি সারাদিন মুছিতপ্রায় থাকবে ঈশ্বরের কাটাইবে। একটু-একটু করে দিন মরল, বেলা গেল, অন্ধকার ঘনিয়ে এল। থেকে থেকে হয়, বীভৎসার ধাক্কায়ের হাহাকার কোনো যায়, বিশ্বসুদ্ধির মায়ের চুপ করে ৫৫ সে আসে। তখন একবার ও কি চুকিয়ে উঠে বসেনি বধূটি একবার ও কি মনে পড়েছে এই মেয়েটির কথা তখন সেদিন যে আসবে ও-র আসবে সময় হয়েছে, তখনকে প্রসাদ নিয়ে সেবাইত বসবে, আবার ঘণ্টারোল শুরু হবে। সেবাইত পূজা ও বন্ধ থেকে পারে না।

কিন্তু কেউ জানেনা অন্ধকারই একটু একটু করে জমাট বেঁধেছে। বধূটি তখন নেপথ্যে উঠে গলা নাটমন্দিরের নীচে দাঁড়িয়েছে। নিষ্ঠুর ঈশ্বরের সিঁড়ি ভেঙেছে হাতে নবীন প্রাণের শোণিত তার চোখে প্রসাদ হয়ে পড়েছে ঈশ্বর সেই দৃষ্টিমন্ত্র করেছে। ওই কাঠামোটির ঐ যা মাংস ছিল্লই সেই। প্রসাদ আছে ওই কাঠামোটিকেই ওরা যেন তুলে নিয়ে যাবে প্রসাদ ফেলে সেবাইত ওরে কলা-মাটি বাহুর প্রসাদ পড়বে কিন্তু বধূটি হয়ে গেছে। প্রসাদ আর নেই নেই।

হয় মানুষ ইচ্ছা প্রসাদ ঈশ্বরের মুহূর্তের এক হয়ে কখনো যেটি প্রসাদে হয়ে থাকবে।

এ-ই প্রসাদ রহস্য।

এই গল্প সিরিজের একটিকে আমার ভেবে কিন্তু কথিলাম এই বিশ্বসুদ্ধির হয়ে ওরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে হয়ে। মানুষ ধরেছে সাধারণত, ঈশ্বর সম্বন্ধে ওরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে ওরা সম্বন্ধে ও সম্বন্ধে ও

এই গল্পটির [illegible] সম্বন্ধে সম্বন্ধে [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সম্বন্ধে [illegible]

# খুঁজে ফিরি সেই মানুষে

সমরেশ বসু

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দু পাশের দৃশ্যবলীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে বাকি থাকে না যে, মুর্শিদাবাদের এ পথের সীমানায় প্রবেশ করা কেন, তবে নিজেকে বেখাপ্পাই লাগে। এ পথে যারা আসে, এ পথে যারা যাওয়া-আসা, তাদের সে দাগ না দিয়ে ছাড়ে না। এ পথের ফাগ খেলা পৌষ-সংক্রান্তি থেকেই শুরু হয়। লাল ধুলো মুখের মধ্যে ঢুকেও কিচকিচ করে জানান দেয়। আর বাইরে অনবরত যে বিকট চীৎকার শোনা যায়, সে হল গাড়োয়ানদের সজোর সম্ভাষণের সুর। প্রথমবারী সজোরে যাদের লক্ষ্য শুনেছেই মাথা খারাপ। একেবারে কামার হাত থামার নেমে ছোঁ মেরে। গাড়ির মাঝে মানুষ তাতে পড়ল কি মরল, বিচার করবে না।

জগৎ নামে চিন্তামণির যাত্রীরা। তারপরে জয়দেবের যাত্রীরা অজয়ের ধারে। কিন্তু অজয় নদ কোথায় বয়ে, কে জানে। সমস্ত দেখা থেকে পুরুষের মহাভূমি। স্থান ফলক নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে। দাঁক উঠেছে আকাশে। বালি উড়ছে মানুষের পায়ে পায়ে। মোষ বলদের খুরের ঘায়ে।

লাইন দিয়ে চলেছে গরুমোষের গাড়ি। কাতার দিয়ে চলেছে মানুষ। এক তরফা নয়। যাওয়া আসা দুই-ই চলেছে। দু একটি কাঁপাগাড়িও যে না দেখা যায়, তা নয়। গায়ে তাদের লিখন আছে মুর্শিদাবাদের ইস্পাত কলের ছাপ। অজয়ের এ বালির চরে কলের গাড়ির শব্দ কোনো আর শুনিয়ে চমক দেয় না। দূরের ওই কোপ্‌দুলি গাঁয়ের মেলা থেকে কলের গানের যে রকম ভাঙাচুরে শব্দ ভেসে আসছে, তাতে বোঝা যায়, কলের আওয়াজে বাংলার কোনো গ্রাম, কোনো নদীর চর-ই আর তেমন চমকায় না।

চলিত পথ কিন্তু আর নয়। শুরু দেখা দিয়েছে। চলিত পথ স্টেশন রোড ছাড়া টিপের মতই ডানদিকে বাঁ, নিজের কাছে টানে। নিজেদের পায়ে হাতের সৌজন্য না ফেলে পথের পাশের গাড়ির চাকা দাঁক জমাতে থাকবে চাষ।

কিন্তু তবুও ধুলো ওড়ে এসে চুকল। ঘুরে পথের শেষ দেখা, এসে চড়ে পৌঁছানো গেল। এমন কিছু, তৌবিয়াসী কাঁদের নয় যে লক্ষ্য দিয়ে ডিঙোন চিরদিনী। অজয়ের বুকে জল আছে। জলের চেয়ে জলের টান আছে বেশী। এপার ওপারও একাকার নয়।

অগত্যা পায়ের জুতো হাতে, আর হাতের মাল মাথায়। এ দরিয়া পার হতে হবে। তবে অপন-বুঝ তরীতে চলবে না। পরের পায়ের সাড় ধরে পাড়ি দিতে হবে। প্রায় পুরো

সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস

# কোপাইনদীরমেয়ে

[illegible]

## যক্ষ্মারোগ ও প্রতিরোধ

[illegible]

[illegible]

রূপসী কাঞ্চনজঙ্ঘা রূপসীর রসনা
রূপসী রাজধানী রূপসীর মস্কট
রূপসীর নিমন্ত্রণ রূপসীর শেষ বাড়ি
রূপসীর ছাদ ডায়েরকুমারী
রূপসী সর্বনাশী টাকার কুমীর

মানকীতে বহুরূপাত ৫

[illegible]

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান মিল্ক হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

কৃষ্ণর গীতিক জন্মদাবে নিবাসিত
বৃন্দক তালের তারে নাচে পদ্মাবতী।

কোন্ মন নিয়ে শুনতে পাবি সেই বসন্ত গুর্জরী-মালব রাগের গান, তার সঙ্গে রূপক তাল, যতিতাল, অর্ধতালী, একতালী। তোড়ি রাগ ও তালের মেলে, বেণুবীণা সাতের ঝংকারে নূপুরের ধ্বনি শুনে প্রথম কোনুকির রাধিকা আতুর হয়েছে। অজয়ের খরস্রোত স্তব্ধ হয়েছে কেন্দুবিল্বের পারে।

অজয়ের তীর ছেড়ে, একটু এগিয়ে রাধা-বিনোদের মন্দির। সতেরো শতাব্দীর কবির বর্ণনাগুলের ভিতের মূর্তি সপ্তদশ শতাব্দীতে এ মন্দির উঠেছিল। পোড়া ইটের ফলকে ফলকে ছবি আঁকা। কিন্তু রাধাবিনোদের লীলা নেই। মন্দিরের গায়ে লীলা করেন দশভুজা মহিষমর্দিনী। তাঁর পায়ের তলায় লড়াই করে বানরে অসুর রাক্ষসে। লঙ্কার পাশে আর পঞ্চবটীর পুণ্যকাহিনী।

এই মাটিতেই সেই কবির ঘরবসত? এই মাটিতেই, কবি জয়দেব গান, প্রেমদুঃখ সকলের চোখে দেখেন পদ্মী।

শ্রীমতী ওয়াহেদা রেহমান
গুরুদত্তের "চৌদ্দবী কা চাঁদ" ছবিতে

রূপ যেন
তার রূপ
কথারই
রাজকন্যার
মতো...

LUX
TOILET SOAP

চিত্রতারকার সৌন্দর্য্য-সাবান
বিশুদ্ধ, শুভ্র, লাক্স

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী।

LTS.42-X52 BG

কিন্তু কলের গানে কল পাইতে পারি না। কাশুড়ি এমন বউদের আঁচলে আঁচল বাঁধা কিতুর ঠেলায় বাড়িতে থাকিতে পারি না। আমাদের ইসলাম পাশাপাশি থাকে তেওর আলেকজান বইটই দেন যেটা মুসলমান সম্পর্কিত সেটা আছে। আমাদের নিজস্ব পত্রিকা অবশ্য বেরোয়। অমল মাইকেল চায়ে ছেলে আমিন পাঠিয়েছে মুসলমান। কে কোথায় নাকি এই বইটি মাসে আমিন পাঠিয়ে পুরু মাসের আমি করছে যেই দেখছে।

আমাদের দেশে এমন কল পাইতে আমি সেই আশা রাখছে। এই সংস্কৃতি মুসলমান আমিন ছাড়া আমাদের আমিন করে। এ কারণে উৎসব সেখে সংস্কৃতি হয়ে না তেমন থাকতে হয়। যা আমাদের আমিন মুসলমান আমি হয়েছে তার সংস্কৃতি কোনো সংস্কৃতি আমিন আমাদের একটি।

আমাদের এই সংস্কৃতি পাইতে আমি আমিন আমিন আমাদের আমিন। আমাদের আমিন আমিন আমিন

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করতে ২৫ বৎসর ভারতে ও ইউরোপ প্রভৃতিতে যাঁর সুনাম সহিত প্রতি দিন প্রাতে ৯ হইতে ১টায় সাক্ষাৎ করুন। ৫৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(স ২৯৫৬)

কেশোদ্ধার কণক পাউডার

# বহুমূত্র রোগীদিগকে বিনা-খরচায় পরামর্শ দান

প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি বেরিয়ে যাকে তাকে বলা হয় ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes Mellitus) এবং চিনি ছাড়া কেবলমাত্র প্রস্রাব হলে তাকে বলা হয় ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (Diabetes Insipidus)। যেসব রোগী এই রোগে ভুগে থাকেন, তাঁদের পিপাসা ও ক্ষুধা অত্যন্ত বেড়ে যায়, সমস্ত শরীরে বেদনাবোধ করেন, শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার কাজ করবার অভাব বোধ হয়। দিন দিন ওজন হ্রাস পেতে থাকে, চুলকানি হয়, চোখেতে ঝাপসা দেখেন, যকৃতের কাজ মন্থর হয়, মূত্রাশয় দুর্বল এবং পাকাশয়স্থ ক্লেদজন্তু (পাকস্থলী)। সোডাযুক্ত হয়। এই রোগের অবহেলা করলে ফলে নানা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতা, অন্ধত্ব, কার্বাঙ্কল সৈহিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস, সৈহিক অবসন্নতা, অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ এবং সময়ের পূর্বেই বৃদ্ধ বোধ হতে পারে। যারা এই রোগে ভুগছেন, তাঁদিগকে বিনা খরচায় ডাক্তারের পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের নিকটে লিখিতে অনুরোধ করছি—যার ফলে তাঁরা ইনসুলিন না নিয়ে, উপোস না করে বা অন্য নিয়মন না করেও এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন এবং সর্বপ্রকার যৌবনত্ব ও শক্তিমত্তা বোধ করবেন এবং নিরোগ কর্মক্ষমতায় আবার ফিরে যাবে। পত্র লিখলে না হওয়ায় আমাদের লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

ভেনাস রিসার্চ লেবরেটরী (D.C)
পোঃ বক্স ৫৮৭
৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট (কলুটোলা)
কলিকাতা

তারপরে আপাদমস্তক দেখে বলে বেরনাম্বা তলায় যান, সিধেনে কলে মুখ লাগিয়ে গান গাচ্ছে। বসবার জায়গা হয়েছে, আরাম পাবেন বইকি।

পাশের 'ইন্ডিয়ান ক্লোকটাইকে' দেখিয়ে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, ইনি?

বাউল মোহন হেসে বলে,

চণ্ডীদাসের রজকিনী
বুঝবে তুমি তাঁরে শুনে
পরমরসী চিত্তরঞ্জন
নিজে হাতে পরিচয় দিলে
নবীন কোন কবির কিরে
বাঙলা এবং ইতিহাসেরি॥

সহজ পরিচয় বুঝি বাউলেরই।

মেহেরপুরের ছায়া সেখানে সবখানে। নদীয়া জেলার মেহেরপুর, সেখানে যেমন আকাশের তলায় অনিবচনীয় স্নিগ্ধ বাগানের ছায়ায় ছায়ায় বাউল-বাউলানীরা ভিড় সেখানে এমনি আসর সেখানেও দেখেছি। এমনি গান শুনেছি সেখানেও, সেখানে তবু ছাড়া গান নেই তবু ছাড়া শিল্পসংস্কৃতির কোনো প্রেরণা নেই। তবু আছে বাউলই কথা আছে কথা ছাড়া বাঁধবে তবে তবে পরমাত্মীয় প্রকাশ।

তবু বেরনাম্বাই আসি। মেহেরপুরের বাউল সমাজের সহজ সাধকের একনিষ্ঠার প্রতিবেদনের মূল্যিদের সহজী।

তবে-এক আসরে হিন্দুস্তান একতারা গান ধরেছে। শুনলি বাঁধা-একতারা তার তুলিকায় তাকে নিয়ে গাইছে কেউ কেউ,

বাঁধ ইতে তাঁর শিক্ষক,
মহাজন মাঝে
সব তার তারার মাঝে
ধ্রুব নিশ্চয়।

একনিষ্ঠ সহজ, অনাসক্তি কৃষ্ণিক মানুষ সুরুচিসম্মত।

তবেই কি বাউল আসে জলসায়? সহজ সাধনের প্রকৃতি বাঙ্গ করলে করে চলবার নাকি জলসাঘরের পরিবেশটাকে? হে-কলকাতা, তুমিও বৃন্দাবনের পুরো আধারহারিণী শ্রীরাধিকা? সহজ সাধনের যেই বৃন্দাবনের অরূপ রসে ডুবলে তুমি সৃষ্টি হোতেছিল পরমাত্মারই মুখরে। বাউল তাই মাতৃ শিশুদের রক্ত মাতনের মত রাত্ত রাত্ত মাতে এসে সৃষ্টি জলসাদের পাড়ে।

হালের সাকার বলা যায়, পৌষ সংক্রান্তিতে জলসাদের পাড়ে এ যেন বাউল কার্ণিভ্যাল। জলসা সমারোহসহকে কেন্দ্র করে কোনো এক অতীতে বুঝি এ-বাউল সম্মেলন শুরু হয়েছিল। সব থাকলেই মিলন চাই। পরস্পরের দেখাশোনা, আলাপ-আলোচনার সামাজিক পন্থা চাই।

বাউল আজ যে সেখানে, সবাইকে আসতে হবে। আর এই যদি সব হয়, তা হলে বুঝতে হবে, নদীতে আর বান নেই। উৎসে তার টান ধরেছে অনেকদিন।

বাউল কবেকার? চৈতন্যচরিতামৃতে নাকি অনেকবার বাউলের নামোচ্চারিত হয়েছে। 'আমি ও বাউল আন্ কহিতে আন্ কহি।'

কিংবা

নীলাচলে পড়ে ঘরি বিনা হুকে হয় দাসী
বাউলী হঞা কৃষ্ণ পাশে যায়।

চণ্ডীদাসেও বাউল শব্দ আছে।

যদি জিজ্ঞেস করি, বাউল কে? হেসে বলি, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' সেই মানুষের খোঁজে খোঁজে, তাই আমি বাউল। সে মানুষ কে? সে মানুষ মনের মানুষ সহজ মানুষ সে রসিক সে অরূপ রূপী, সে অরূপ। সেই কোনার মানুষ ভাসছে হৃদে। সেই আলেকের মানুষ আলোকে হয়ে সংসারের এই মানুষে সেই মানুষ আছে।

সেখান থেকে পাওয়া হয় তাকে। সহজ সাধনে। সহজ ভজনে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে যেমন চণ্ডীদাস আর রজকিনী, নদী আর পরপারের প্রেম। সব রূপ নেই সে অরূপে, সব ভাষা নেই, সে অনির্বচনীয়ে সে শব্দে, মনুষ্যের স্পন্দনে। এই সহজ আনন্দ সাধনে পৌঁছে যাওয়া যায় সহজে। কিন্তু সে নদী আবার পারাই আজ সমস্ত পৃথিবীর। বৃন্দাবনলীলার কবি বা মুখে বলে, প্রেমের সাধন কঠিন ও বটে।

বাউল সম্প্রদায়ের অর্থাভাব নেই, তাদের সব চাহিদা মিটিয়ে দেবার মতো কাজ করে তারা নিজেই করে, সাধুকবার পুরুষটির সব সাধনা নেই কোনো মুখোশ নেই। সেজন্য তাদের মধ্যে কোনো মুখোশ করে সে কাজ কোনো সাধনা করে তাই সুরুচির তপস্যার জন্য তাঁরা আসরের প্রোগ্রামে ঢোকাতে চান তাদের এই কাঁচা মাটি আমি কাজ করে কাজ করিয়ে নিতে চান।

সেখানে আসে সেখানে সেই ভক্তা। এসিকে সকলে ঘনায়। অন্ধকারে গাছে গাছে ছায়া আকাশে কুয়াশা ঘনায়। উৎসবের বাজনা কোলাহল চলছে। সেখানেও বড় সহজ সাধনার নয়। কর্তৃপক্ষের কোনোদিকে চলছে আজ তাদের।

এসিকটায় মেলা বসাতে ভোলা নেই। হাজার তু লাটাই নেই আকাশপ্রদীপ নেই, কারুর পান নেই। আজ শুধু, ঝুড়ি নামা, সর্ষেতেওয়ালা বুড়ো বাউলের মত রটা আর নেই। বাউলের কেউ কেউ ন হলিউডকে জন্মিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশরই সাড়া নেই। তাই এখানে আসা আধারের লীলা। স্পষ্ট কিন্তু সবই অস্পষ্ট। ছবি শুধু, বাঁধা ভুপতিক একতারা প্রেমকুঠি আর মোহনের মেঠিয়ালের মত আকাঙ্খা কোমর-বন্ধনী ও মাথায় পাগড়ি নেই। ঘোল করতাল আর ঘেরুয়া বসনও আজ বাউলের মাঝে মাঝে। ছাইমাখা কপনি আর ত্রিশূল আর চিমটাধারীও আসর নিয়েছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

ফেললাম। বেলা যে কত বড়, বুঝলাম এবারে। এখন শীতকাল। ধান উঠে গেছে। রবরবক সরবার সময়। তাই বুনি, সরঞ্জামও সাজিয়ে নিয়ে বসেছে ছুতোর কৃষ্ণচন্দ্র। কুড়ুল কাস্তে কোদাল মই লাঙল। কাঠের বাটি, কাঠের গেলাস, কাঠের লাঙল, বাদ যায়নি। কাঁসা পেতলের তো বাই নেই। জমজমাট অপর্যাপ্ত।

রাত এগারোটা নাগাদ আবার এলাম বাড়ির পাশে। তত রাত কোথায় জানিনে। কিন্তু দীনবন্ধুর গলার গান শুনে জায়গা চিনতে ভুল হল না। পাতা ঝরা বটের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি। গোপাল ডেকে বলল, আসেন গো, আসেন।

রাধারাণী জবরদস্ত করে নিয়ে বলল, বসেন।

বললাম, গান শুনব।

জবাব হল, নিচ্চয়। বসেন, শোনবেন।

গাঞ্জিকা তৈরী হচ্ছে গোপালের হাতে। রাধারাণী ডাকল, দীনবন্ধু।

দোতারার তারে একটি ছোট টংকার দিয়ে বলল দীনবন্ধু, আজ্ঞা কর।

—ধরব জুত চুই একটু।

—এনে নেই।

গোপাল বলল, দীনবন্ধু, তুমি আজ্ঞাধীন?

দীনবন্ধু বলল, না। চির আধীন।

রাধারাণী হাসল খুব্বেনির মতন। তারপরে মুখ গম্ভীর হল। গোপালকে বলল, ওসব আর থাক, সন্ধ্যিবেলা তা অনেক হয়েছে।

অর্থাৎ গাঞ্জিকা। গোপাল হাসবার চেষ্টা দিয়েছে। ঘোঁট ছাড়ে বলল, সুর আসে না যে।

ফুল নিল দোতারা। দীনবন্ধু এসে পড়ল জুত নিয়ে। সে নিল তুলি। রাধারাণী খুব্বেনি সেখানে আবার ফেলে, পুরের রয়েছে খুলে রাখ।

রাধারাণী বলল দীনবন্ধু, গাও।

তুলসি রেখে সে গান ধরল। ফেল গোপাল তুড়ুক্কুল, তাদের ফাঁকায় বলল, মন খুলে গাও দীনবন্ধু।

দীনবন্ধু বলল সেই আজ্ঞা করে ফেলেছি। গান ধরল সে,

আমার এই বরষায় নদীর কিনু
কেমন করি ভরা নদী
কেমন করি ভরা।
ছিপের এমনি পারানির
সব সময় সব ছিপ
ভরা পালে না পরান।
পরাণ কিনারা সাথে কথাটি
বলা কওয়ার নাই
দরিয়ার ঢেউয়ের ধারায়
ঘুরিছে পরাণ
ছিপের ছিপের মাঝে পুরাণ সওদার
সবি আছে সোঁয়ার।

হয়েপরে গাইল রাধারাণী
ও হম এবার কেমনে উজান বেঁয়াব
আমি মনুষে ডাকাতে (আমায়) ধরে না বসেন।

অবশ্যই দীনবন্ধুর সঙ্গে সব গান উত্তর প্রত্যুত্তর হিসেবে হল না। যেন মনে হল তাই। কিন্তু রাধারাণীর শেষ গান আমার মনে হল,

আমার যেমন বেনী তেমনি হবে,
চুল ভিজাব না।

এ গান শহরে শুনেছি সভায় সমিতিতে। কিন্তু কোদুলির বটের তলে এই জ্যোৎস্নায় আমরা আঁধারে জ্যোৎস্নাকুশীলব অন্ধকারে নিশি পাওয়া বাতাসে সুর ও সুরাতের ধরবর, এমন উপযুক্ত পরিবেশ সুযোগ আর কারে শুনিনি। এ সব রাধারাণীরই গান।

রাত বুঝি বেশী হচ্ছে। ওদের একটু বিশ্রাম দরকার। কিন্তু এই পরিবেশ ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছে করছিল না। উঠতে কিন্তু কে যেন রাধারাণীর কানে ফুসমন্ত্র দিয়েছে। তুড়ুক্কুলি দিয়ে উঠল রাধারাণী।

গোপাল হেসে বলল, এই গোপালই, সোঁইকলকাত্তাবাসী।

রাধারাণী হাসল খিলখিলিয়ে। বলল, দীনবন্ধু, বোল তবে।

গান ধরবার আগেই বোঝা গেল গায়কের মেজাজের সঙ্গে এখানকার মিলছে না। [illegible] একবার গেয়ে ফেলা হয়েছে। [illegible] গাইতে গাইতে [illegible] সুরে। [illegible] গানের [illegible] ভাবের [illegible] ভাবের [illegible] ভাব

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

১৩

বাড়ি আসতেই মা দেখতে পেয়েছে। বলেছে—হাঁ রে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি তোরা?

হরিপদ আর অমলেই ভেতরে ঢুকেছে। আর সবাই বাইরে। মা'র প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে ছেলেরা ভেবে পায় না। আমতা আমতা করে। তারপর একসময় বলে—আমরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলাম মা—

—ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলি? তা ঘুড়ি ওড়াতে কি পয়সা লাগে না? ঘুড়ি কিনতে পয়সা লাগে না?

ছেলেরা কী বলবে বুঝতে পারে না। চুপ করে থাকে। মা আবার বলে—কই, কী ঘুড়ি কিনলি দেখি? কত পয়সা দিয়ে কিনলি?

ছেলেরা কী বলবে বুঝতে পারে না। চুপ করে থাকে। মা আবার বলে—কই, কী ঘুড়ি কিনলি দেখি? কত পয়সা দিয়ে কিনলি?

এবার অমল বলে—ঘুড়ি কিনতে পয়সা লাগে না মা—

—তবে? তবে কী করে ঘুড়ি কিনলি?

অমল বলে—কড়ি দিয়ে কিনেছি মা—

—কড়ি দিয়ে? কড়ি দিয়ে ঘুড়ি কিনেছিস? কড়ি কী করে ঘুড়ি কিনতে হয়?

অমল বলে—কড়ি দিয়ে কিনতে হয় মা—

—কড়ি দিয়ে কিনতে হয়? কোথায় কিনতে হয়?

অমল বলে—কড়ি দিয়ে কিনতে হয় পুঁথিঘরে। পুঁথিঘরে কেউ না-থাকলে খুব কড়ার করে হয়। সেদিন পঞ্চাননের সেই লক্ষ্মীপেঁচার ঘুড়িটা চুরকোলেপুকুরে একটা সিমুলগাছে ঝুলছিল, ঘুড়িটা নতুন করে সব ছেঁড়া দিয়েছিল, ও কেউ আসছে কিনা দেখছিল, তাই আমরা ওই সুযোগে কড়ি দিয়ে কিনে নিয়েছি—

পঞ্চানন ডাকে—অমু মা; অমু—

কথাটা শোনার পরই পঞ্চাননের দিকে সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। সেই পুঁথিঘরে ওর বোধ হয় কেউ নেই

কোত্থেকে দেবে শুনি? অত্যেবন্দু কাঞ্চন খাওয়াবে দুজনকে। আমি তোমার মাইনে গুনতে পারবো না বাপু—এই বলে রাখলুম —আমার শরীর আর বইছে না—

প্রসন্নধবাবু বাড়ির ভেতরে খালি গায়ে তখন চরকা কাটছিলেন। চারদিকে আলমারি। বই ভর্তি আলমারি।

বললেন—না দীপুর মা, ওর যখন পড়তে ইচ্ছে, তখন ওকে পড়াও তুমি—

মা বললে—কিন্তু বাবা, আপনি তো আমার অবস্থা জানেন, কোত্থেকে মাইনে গুনবো আমি—সেই দু'মাসের বয়েস থেকে আমি এতদিন টেনে টেনে চালালুম, এখন আমার নিজের শরীরেও আর বয় না, ওর একটা কিছু করে দেতে পারলে আমি তবু নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারি—

প্রসন্নধবাবু পান চিবোচ্ছিলেন। বললেন —তুমি ঢুকিয়ে দাও তো কলেজে, মাইনের কথা ভাবতে হবে না—

সত্যিই মাইনের কথা ভাবতে হয়নি মাকে আর। কলেজে পড়বার সময় মাইনে দিতেন প্রসন্নধবাবু নিজের পকেট থেকে। প্রতি মাসের প্রথম দিকে দিয়ে দিতেন হরিপদ দীপঙ্কর। সমস্যা দেখা দেয়। অনেক কাজের মধ্যেও প্রসন্নধবাবু তাকে দেখেই বললেন—এসেছ?

প্রত্যেকবার দিতে চাইতে হবে না, কিছু না, তাকে দেখেই দুবার থেকে ছটা টাকা দিয়ে দিলেন।

বললেন—তোমার মা কেমন আছেন

দীপঙ্কর বললো—ভালো আছে স্যার—

—পড়াশুনো চলছে তো ঠিক? পঞ্চানন্ সিংহী মশায় কেমন আছেন?

পঞ্চানন সিংহ ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল। দীপঙ্কর বলতো—ভালো আছেন স্যার—

—তাকে আমার কথা বোল, জানো? যদি কোনও অসুবিধে হয় তাকেও জানিও—

তারপর বলতেন—বড় হও, মনুষ্য হও, তোমাকে মনুষ্য হতে দেখলে আমি খুব খুশী হবো—

দীপঙ্কর বলতো—স্যার, পরের মাস থেকে আপনাকে আর টাকা দিতে হবে না—

—কেন?

দীপঙ্কর বলতো—আপনি তো আমাকে অনেক সাহায্য করলেন ভেট কারের জন্যে এখন করে না—সামনের মাসে আমি একটা টিউশানির ব্যবস্থা করে ফেলবো—

টিউশানি?

প্রসন্নধবাবু কী যেন ভাবলেন খানিকক্ষণ। বললেন—টিউশানি পেয়েছ?

—না পাইনি এখনও, তবে খুঁজলে পেয়ে যাবো। অন্তত পক্ষে কলিপাড়ায় অনেক নতুন-নতুন লোক এসেছে, এদের একটা টিউশানি একটা জোগাড় করতে পারবো

প্রসন্নধবাবু বললেন—পড়ও

প্রসন্নধবাবুর গম্ভীর গলার আওয়াজে দীপঙ্করের যেন চমকে উঠলো। প্রসন্নধবাবু গম্ভীর গলায় ডাকলেন—হরিপদ—

হরিপদ আসতেই প্রসন্নধবাবু বললেন—বাড়তি হিসেবের খাতাটা বার করে দে তো—

হরিপদ অনেক বই-খাতার মধ্যে থেকে একটা লাল মোটা-বাঁধানো খাতা টেনে বার করে দিলে।

প্রসন্নধবাবু খাতাটা খুলে তারই একটা পাতা বার করে বললেন—পড় পড়ে দেখ—

দীপঙ্কর পড়ে দেখলে। পড়ে কিছুই বুঝতে পারলে না। পাতাটায় অনেক লোকের নামের লিস্টি। প্রত্যেকের নামের পাশে টাকার অঙ্ক বসানো। কারুর নামের পাশে পাঁচ, কারুর নামের পাশে দশ, কারুর নামের পাশে দুই। এই রকম অনেক নাম, অনেক টাকা। তার নিজের নামও রয়েছে। তার নামের পাশে লেখা রয়েছে ৬ টাকা।

—বুঝলে কিছু?

—না স্যার।

প্রসন্নধবাবু বললেন—তুমি একলাই টাকা পাও না অবশ্যই পরে সবই এসে যাবে, কিন্তু তোমার মুখ টাকার দরকার নেই কেউ বলে না এই ভাবে তুমার প্রথম থেকে করেছি

দীপঙ্কর কী জবাব দেবে খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল

প্রসন্নধবাবু বললেন—এ জন্যে একটা দামও অবশ্য পকেট থেকে দিই না


# কি ক'রে সুন্দর হওয়া যায়...

এই বয়েস থেকেই কেমন ক'রে সুন্দর হতে হয়, কেশগুচ্ছকে ঘন ও কালো ক'রে তোলা যায় তা জানবার জন্যে এর আগ্রহের অন্ত নেই। ওকে টাটা-র সুবাসিত নারিকেল কেশতৈলের কথা বলুন। পঁচিশ বছর ধ'রে মায়েরা মেয়েদের এই চমৎকার তেলের কথা বলে আসছেন। কুসুম মিষ্টি গন্ধে ভরা এই খাঁটি নারকেল তেল যেমন হালকা, তেমনি সেরা ক'রিন। এতে কোমল কেশরাশির গোড়া পর্যন্ত হয়, চুল ভালো থাকে ও সুন্দর দেখায়।

টাটা-র
সুবাসিত
নারিকেল
কেশতৈল

TH 9395 দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

হোমাকে। আমার অত টাকাও নেই। কলকাতার কিছু বড় বড় লোক গরীবদের সাহায্য করবার জন্যে মাঝে মাঝে আমার হাতে কিছু টাকা দেয়, সেই টাকাই আমি কেবল তোমাদের হাতে তুলে দিই—তা আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তোমার লজ্জা করার কোনও কারণ নেই, বরঞ্চ তিন তোমার দরকার চুমি নিয়ে যেও, যেদিন তোমার দরকার হবে না সেদিন নিও না।

শৈলজার এবারও কোনও উত্তর দিতে না চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হরিপদ প্রামাণিকবাবু পঞ্চমীর গলায় বলেছেন—যাও এবার—

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে শৈলজার বাবার ঘরে ঢোকার জন্যে পা বাড়াল। ঘরে ঢুকেই লম্বা হয়ে শোওয়া প্রামাণিকবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। হরিপদ বাবু অবশ্য শৈলজার মতো অতটা ঘনিষ্ঠ নয়, তবু এক সময় তাদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল। তাই শৈলজাকে দেখে তিনি একটু অবাক হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে বসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার শৈলজা, এত রাত্রে? কোনও বিপদ-আপদ হয়নি তো?

শৈলজা ঘাড় নেড়ে জানাল, না। তারপর ধীরে ধীরে তার বাবার অসুখের কথা, ডাক্তারের কথা, ওষুধের কথা, সব বলল। সব শুনে প্রামাণিকবাবু বললেন, তুমি ভেবো না শৈলজা, আমি কালই সকালে গিয়ে তোমার বাবাকে দেখে আসব।

শৈলজা বলল, আপনি যাবেন? কিন্তু আমাদের বাড়ি যাবার রাস্তা তো খুব খারাপ, আপনার গাড়ি যেতে পারবে না।

প্রামাণিকবাবু বললেন, তা হোক, আমি হেঁটে যাব।

শৈলজা বলল, আপনি যাবেন শুনলে বাবা খুব খুশি হবেন। আমি তাহলে এখন আসি।

যাও বলে প্রামাণিকবাবু আবার চোখ বুজতে যাচ্ছিলেন।

হঠাৎ কি মনে পড়তে তিনি আবার চোখ খুলে তাকালেন।

শৈলজা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রামাণিকবাবু ডাকলেন, শৈলজা, শোনো।

শৈলজা ফিরে এসে দাঁড়াল।

প্রামাণিকবাবু বললেন, তোমার বাবার অসুখ, তুমি এখন বাড়ি যাবে কি করে? তোমার সঙ্গে কে আছে?

শৈলজা বলল, কেউ নেই। আমি একাই এসেছি।

প্রামাণিকবাবু বললেন, একা এসেছ? এত রাত্রে একা ফিরবে কি করে? তোমার ভয় করবে না?

শৈলজা বলল, ভয় করবে কেন? আমি তো রোজই একা ফিরি।

প্রামাণিকবাবু বললেন, রোজ একা ফেরো? বলো কি? পথে বিপদ-আপদ হতে পারে তো?

শৈলজা বলল, বিপদ-আপদ কার না হয়? আমার বিপদ হলে আমি নিজেই তার সামলাব।

প্রামাণিকবাবু বললেন, তা বেশ, তুমি যখন সাহস করে একা ফিরতে পারো, তখন ফিরবে। কিন্তু আজ আর একা ফিরো না। আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

শৈলজা বলল, আপনি আমাকে পৌঁছে দিতে যাবেন? কিন্তু আপনার কষ্ট হবে যে!

প্রামাণিকবাবু বললেন, কষ্ট হবে কেন? তোমার বাবাকে দেখতে যাব, তার সঙ্গে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব, এতে কষ্ট হবে কেন?

শৈলজা বলল, আপনি যাবেন শুনলে বাবা খুব খুশি হবেন। আমি তাহলে এখন আসি।

যাও বলে প্রামাণিকবাবু আবার চোখ বুজতে যাচ্ছিলেন।

হঠাৎ কি মনে পড়তে তিনি আবার চোখ খুলে তাকালেন।

শৈলজা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রামাণিকবাবু ডাকলেন, শৈলজা, শোনো।

শৈলজা ফিরে এসে দাঁড়াল।

প্রামাণিকবাবু বললেন, তোমার বাবার অসুখ, তুমি এখন বাড়ি যাবে কি করে? তোমার সঙ্গে কে আছে?

শৈলজা বলল, কেউ নেই। আমি একাই এসেছি।

প্রামাণিকবাবু বললেন, একা এসেছ? এত রাত্রে একা ফিরবে কি করে? তোমার ভয় করবে না?

শৈলজা বলল, ভয় করবে কেন? আমি তো রোজই একা ফিরি।

প্রামাণিকবাবু বললেন, রোজ একা ফেরো? বলো কি? পথে বিপদ-আপদ হতে পারে তো?

শৈলজা বলল, বিপদ-আপদ কার না হয়? আমার বিপদ হলে আমি নিজেই তার সামলাব।


ত্রিবেণীর বই প্রকাশিত হল সব বই-ই ভাল

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

অন্দর মহল

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণতর রূপের কাহিনী অন্দরের ঐতিহ্যের। ঐশ্বর্যের নিষ্ঠুর করুণ সব সমস্যাসংঘাতের ঈষৎ ছোঁয়া দিয়ে যাদের ঘরোয়া জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে। বাইরের রঙ্গমঞ্চে, সংঘের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ভাষার আশ্চর্য সংযম আর শক্তি দিয়ে যাদের উজ্জ্বলতর করে তোলা হয়েছে। সমাজের নিম্নতর স্তরে অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ করে দেয়। তার চেয়ে নিম্নস্তর সমাজের। জীবনের নিষ্ঠুরতর রূপ। জীবিকার জন্যে যেখানে কঠিন লড়াই করতে হয়। জীবনের প্রত্যুষ হয়ে যায় বিকালে জীবনের জন্যে যারা, মৃত্যুকালে যেখা আর বন্ধনের ঘরে। সমাজ আর মনীষার দুয়ের বন্ধনের মাঝে যারা পড়ে

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২

প্রেমের প্রদীপ নতুন মুখচ্ছবি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উজ্জ্বলতম উপন্যাস

রূপসী রাত্রি

বৈরাগ্য আছে বলেই তো
অনুরাগের মাধুরী। বৈরাগ্য
অনুরাগে মিলনই তো হবে
আবর্তহীন মিলন। সেই
মিলন-রাত্রিই তো
রূপসী রাত্রি।

দাম পাঁচ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি বলে ভীম, অর্জুন সবাই মরে গিয়েছিল—শুধু যুধিষ্ঠিরই শেষ পর্যন্ত উত্তর দিতে পেরেছিল সাব—

প্রাণশঙ্করবাবু জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ বলো তো কার হাসা নেই? কে জোরে ঘুমোয়? জলের পরেও নিশ্চয়ই পড়ে না করে? কোন জিনিস গরমের চেয়েও বেশিক্ষণ? ক্ষুধার চেয়েও কোন্ জিনিস প্রবল?

পর পর চারটে প্রশ্ন করে গেলেন প্রাণশঙ্করবাবু।

দীপঙ্কর একটিরও উত্তর দিতে পারল না।

প্রাণশঙ্করবাবু বললেন—তুমি একটু ভাবো। পরীক্ষার সময় তাড়াহুড়ো করতে নেই। তুমি ঠিক উত্তর দিতে পারবে—কিন্তু একটু ভেবে মাথাটাকে খাটাও। তাহলেই উত্তরগুলো ঠিক দিতে পারবে।

দীপঙ্কর এবারও চুপ করে রইল।

প্রাণশঙ্করবাবু বললেন—বড় হয়ে মহাভারতটা পড়ো, বুঝলে? এখন পৃথিবীর চেয়ে বড় কী, এটা শোন—

দীপঙ্কর চেয়ে রইল প্রাণশঙ্করবাবুর মুখের দিকে।

প্রাণশঙ্করবাবু চোখ ঘুরিয়ে বললেন—পৃথিবীর চেয়ে বড় হলো জননী—বুঝলে—জননী—স্বর্গের মা—

দীপঙ্কর চুপ করে রইল।

—হ্যাঁ জননী। স্বর্গের মা'র কথা তোমার মনে নেই, তুমি জানো না, তবু কথা করে স্বর্গের মা স্বর্গকে ঠকিয়ে করেছেন। প্রতিদানে কিছুই চাননা তুমি যখন ছোট ছিলে স্বর্গের এই মা তোমাকে কত আদর করেছেন, তোমার জন্য কাজের ফাঁকে কিসের ফাঁকে কত কষ্ট করেছেন—আর তুমি তুমি সেই স্বর্গের মাকে কতটা ভালোবাসো?

দীপঙ্কর চুপ করে রইল।

প্রাণশঙ্করবাবু বললেন—বড় হয়ে মহাভারতটা পড়ো, বুঝলে? এখন পৃথিবীর চেয়ে বড় কী, এটা শোন—

দীপঙ্কর চেয়ে রইল প্রাণশঙ্করবাবুর মুখের দিকে।

প্রাণশঙ্করবাবু চোখ ঘুরিয়ে বললেন—পৃথিবীর চেয়ে বড় হলো জননী—বুঝলে—জননী—স্বর্গের মা—

দীপঙ্কর চুপ করে রইল।

—হ্যাঁ জননী। স্বর্গের মা'র কথা তোমার মনে নেই, তুমি জানো না, তবু কথা করে স্বর্গের মা স্বর্গকে ঠকিয়ে করেছেন। প্রতিদানে কিছুই চাননা তুমি যখন ছোট ছিলে স্বর্গের এই মা তোমাকে কত আদর করেছেন, তোমার জন্য কাজের ফাঁকে কিসের ফাঁকে কত কষ্ট করেছেন—আর তুমি তুমি সেই স্বর্গের মাকে কতটা ভালোবাসো?

প্রাণশঙ্করবাবু বললেন—তুমি একটু ভাবো। পরীক্ষার সময় তাড়াহুড়ো করতে নেই। তুমি ঠিক উত্তর দিতে পারবে—কিন্তু একটু ভেবে মাথাটাকে খাটাও। তাহলেই উত্তরগুলো ঠিক দিতে পারবে।

দীপঙ্কর একটিরও উত্তর দিতে পারল না।

LIBRARY

না বলছো—বড় হয়ে অনেক ডিসেবভাব থেকে পারবে বাবা, অনেক মুশকিলআসান থেকে পারবে, এখন এ-পয়সা তোমারই কাজের জন্যে জমাচ্ছি তোমার পেছনেই বহু টাকা খরচ হবে জানো—তার আমি তো এ-পয়সা আলাদা দিয়ে যাবো না...

মা এক বিটিট উপায়ে পয়সা উপায় করছে। পড়ার কোনও প্রয়োজনের বাড়ির বই এর জন্যে বাঁধা পেলেই বলবে হবে মাকে দিয়ে যেতে ছোট্ট কাগজ। যে জন্য পয়সা পেতে হবে সেই বাঁধা পেলেই মাকে দিতে বাঁধা পেলেই না। ঠিই তখন জন্য পেলেই বলা মুখে একটু ঠোকা মাকে পেলের কাছে বেরবার জন্য কাছে দিয়ে না এর কারণ এটা ঠিক চাওয়া পয়সা না পেলে। সেই চাওয়া পয়সাই না দিলে পেলের কাছের বাড়ির মধ্যে দিতে হবে না। এটা করলে। মা জানতো। মা জানতো বাঁধা জন্য বাঁধা পেলের কাছে এটা জন্য বাঁধা পেলের জন্য জন্য জন্য জন্য বাঁধা পেলে। বাঁধা পেলে। বাঁধা পেলে।

নম্বরে এসে থামতো সেই তৎগুলো বিস্কুট দিত এক পয়সায়। আর টিফিনের ঘণ্টার বাজবার একটু আগে থেকেই রামধনি এসে দাঁড়িয়ে থাকতো দুধের গেলাস নিয়ে। জায়গাটা বেশ ছায়া-ছায়। একটা মধুকলতার গাছ গেটের ওপর উঠে ঢেকে দিয়েছিল জায়গাটা। মধুকলতার গাছের শেকড়টাও অন্যান্য গাছের মত মোটা হয়ে গিয়েছিল।

রামধনি ডাকতো—এ-লালবাবু, এ-লাল-বাবু—

রাখাল মোটা-মোটা নাদুস-নুদুস চেহারার ছেলে। হাফ প্যাণ্ট, শার্ট এঁটে বসে থাকতো ক্লাসে। টিফিনের ঘণ্টায় ইস্কুলের মাঠে লাট্টু ঘোরাতে সবাই ব্যস্ত তখন। কিংবা চোর-পুলিস। চোর-পুলিস খেলাটাই ছিল বেশি মজার। একজন চোর হতো, আর সবাই পুলিস হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াতো। তারপর ছিল ঘুড়িফল। ঘুড়িফল খেলাও ছিল মজার।

রামধনি আবার ওধার থেকে ডাকতো—এ-লালবাবু, লালবাবু দুধ খেয়ে যাও—

শেষকালে যখন কিছুতেই ধরে না রাখাল, তখন রামধনি অ্যাসিস্টেণ্ট হেড-মাস্টারকে গিয়ে বলতো। অ্যাসিস্টেণ্ট হেডমাস্টার ছিলেন রামরতনবাবু। ভারি কড়া লোক। বগলের তলা দিয়ে চাপরাসটাকে ঘুরিয়ে বুকে জড়িয়ে রাখতেন। রামধনির কথা শুনেই সোজা আসতেন। এসেই হাঁক দিতেন—এই ইস্টুপিড—

রাখাল মুখ কাঁচুমাচু করে খেলা ছেড়ে এসে দাঁড়াতো।

রামরতনবাবু বলতেন—দুধ খাচ্ছো না কেন দুধ খাও—

রাখাল আস্তে আস্তে রামধনির হাত থেকে দুধের গেলাসটা নিয়ে চোঁ-চোঁ করে সব দুধটা এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলতো। তারপরে চকোট বসাতো। একটার পর একটা মোট পাঁচটা চকোট বসাতো। চকোটগুলো চিবোতে চিবোতে মোড় ঘুরে অফিস ঘরের দিকে চলে যেতো। রামরতনবাবু তখন হাসতে হাসতে বলতেন—মন্দ নয় কিন্তু, তোমার নামে কমপ্লেন না শুনতে হয় আবার—বুঝলে?

রাখাল মুখ নিচু করে ঘাড় নাড়তো।

রামরতনবাবু আবার বলতেন—দুধ খেতে এত গোলমাল কর কেন বুঝতে পারি না, জানো, দুধ এত পুষ্টিকর খাবার, দুধ খেলে শরীর ভালো হয়, আর শরীর ভালো হলে ব্রেনও ভালো থাকে, ব্রেন ভালো হলে তবে তো লেখাপড়া করতে পারবে—যাও—

বলে রামরতনবাবু চলে যেতেন।

তখন রাখাল নিরুপায় হতো। রামধনিকে বলতো—দাঁড়া, তোর প্রাণকে আমি কী করি। দুই যখন ঘুমোবি, তখন তোর টিকি কেটে নেব—

কথাটা বলতেই লম্বা-চওড়া ঘুঁটিং কিরণ সিনহা, সবাই হো হো করে হেসে উঠতো। তখন রাখাল একটা ছড়া কাটতো—

রামধনি পাঁড়ে
দই নেই ছাঁড়ে।
পাঁড়ের মাথায় লম্বা টিকি
টিকি নিয়ে খেলি ক্রিকি—
টিকি কাটবে কাতকাটারে—
পাঁড়ে মরবে ছটফটারে।

এ সেই রাখাল এক এক দিন যখন কিছুতেই আর বেঞ্চোয়ে থাকতে না পেরে বলতো—এই স্যার, বাথি।

রামধনি লম্বা-চওড়া কিরণকে ভয় করে চলতো।

লম্বা-চওড়া কিরণ রাখালের ও-পাশের বেঞ্চিতে বসতো। এক ক্লাস করে ওঠা। ক্লাসে সিনহা হয়ে গেলে সিনহা স্যার হয়ে যেতো। সেই সময়ে যারা সিনহা সিনহা ক্লাইবেরবী হতো। তারপর সবার ওপরে ক্লাস করে ক্লাইবেরবীর। তখন একটা ঘর ঠিক করা হতো। তখন সবাই আলাদা ক্লাইবেরবী হয়ে যেতো। মহাবীর পণ্ডিত এসে ইতিহাস ছাড়া সেখাতেন। কিন্তু এম সেকেণ্ড ইয়ারে আলাদা ক্লাস ছাড়া ছাড়া বই সব থাকবে ক্লাইবেরবীতে।

রাখাল বলতো—আমি তোমার আনেক বই দেব—আমাদের বাড়িতে আনেক বই আছে—

কিরণ বলতো—আমি তোমায় বই দিয়ে এসেছিলাম মোট মোটা কাঁধালো বই সব। সবই ইংরিজী। তা ইংরিজী বই-ও থাকা ইংরিজী বই-ও থাকা দরকার।

রাখাল বলতো—কাউকে বলিস না কিন্তু, বাপারের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়ি, কিন্তু দেখতে পেলে বকবে—

কিরণ বাপারের মধ্যে লুকিয়ে বইগুলো এনেছিল। সমস্ত দিন কিরণ সেই ক্লাইবেরবীর মধ্যেই থাকতো। বইগুলো সব করে সাজিয়ে রাখতো। আলমারী নেই, টেবিল নেই, চেয়ার নেই, কিচ্ছু নেই। শুধু একটা মানুষ পাড়া মেঝের ওপর। আর দেয়ালের গায়ে বইগুলো ইট পেতে সার সার করে দাঁড় করানো। অনেকদিন


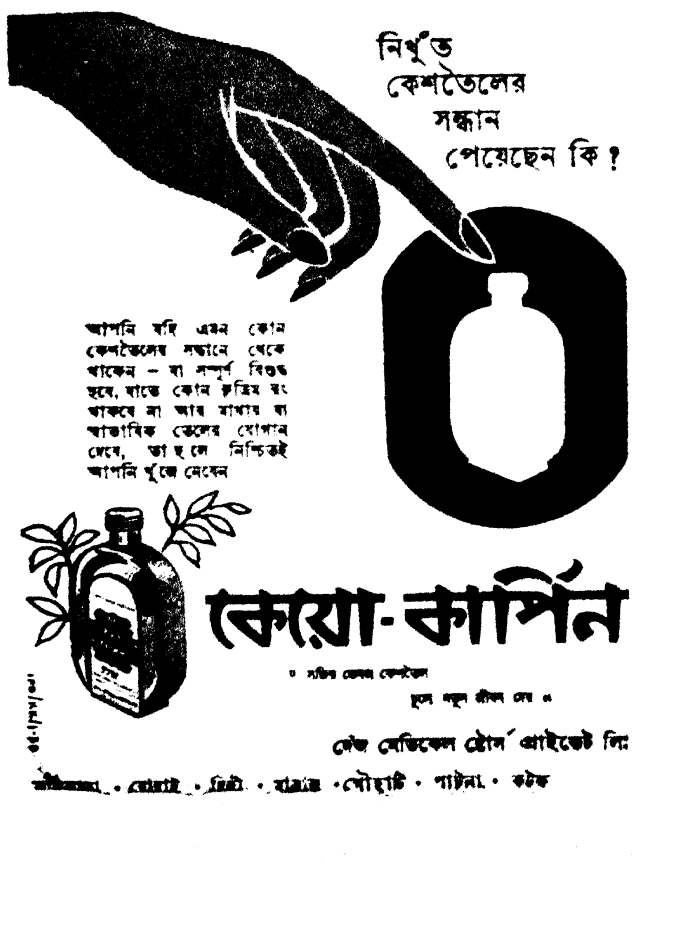

শীলঙ্কর লিখে যেতে থাকল। কিরণ একলা চুপ করে বসে আছে ঘরের ভেতর—

শীলঙ্কর সন্দেহ—কীরে, একলা কী করছিস?

কিরণ সন্দেহ—কেউ আসে না, কেউ না এলে আমি একলা কী করে লাইব্রেরী চালাবো আমি বুঝতে পারছি না ছাই।

অন্ধকার কিরণের ধৈর্য। নাই আছে, সহ্যও নেই। কেউ আসে না লাইব্রেরীতে। সেই অন্ধকার সাঁতসেঁতে ঘরের মধ্যে বসে থাকার কারুর যেমন মনোযোগ নেই। সবাই বরং রাস্তার ওধারে সেই পার্কে কিরণ ইন্দির পার্কে বসে কিরণ বন্ধুদের সঙ্গে মেতে ওঠে। বরং কিরণ একলা একলা অন্ধকার ঘরে লাইব্রেরী ঘরে লাইব্রেরী কী কিছু বইপত্রের দায়িত্ব আছে? বইয়ে সময়ে কিছু ঘরে এসে কারুর বিশেষ কোনদিন হিসেব করছে? কেউ নয়। কেউ না।

কিরণ বলল—তবু, তবুও একটা মানুষ

শীলঙ্কর বলল—কী?

—অন্তত লাইব্রেরী একটা লোক নিয়ে হয়। তাই তুমি একটা লোক রেখেছিস। নয়তো কী হতো। হয়তো বলতে কি লাইব্রেরী লোক লাইব্রেরী

শীলঙ্কর বলল—ঘরে এসে লোক নেই

কিরণ বলল—একটা লাইব্রেরী চালাতে হলে একটা নিয়ে থাকতে হয়। আমি যা নিয়ে থাকতে পারি

শীলঙ্কর বলল—কী?

—অন্তত লাইব্রেরী একটা লোক নিয়ে হয়। তাই তুমি একটা লোক রেখেছিস। নয়তো কী হতো। হয়তো বলতে কি লাইব্রেরী লোক লাইব্রেরী

শীলঙ্কর বলল—ঘরে এসে লোক নেই

কিরণ বলল—একটা লাইব্রেরী চালাতে হলে একটা নিয়ে থাকতে হয়। আমি যা নিয়ে থাকতে পারি

# টুকরো কথা

শ্রীকাশ তাঁর সম্প্রতি ভাষণে জানাইয়াছেন যে, বাংলা হইল কমিউনিস্টদের পিতৃভূমি আর চীন মাতৃভূমি। বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"তার যে চীনের সৌহার্দ্য তা নরাণাং মাতুলক্রম দেখেই বুঝেছিলাম। কিন্তু একটা কথা তারা নিজেরাই বুঝতে পারেন নি, সেটা হলো—বাবা—জামাই—ভাগনা, তিন নয় আপনা। সুতরাং তুই তুই তাই মমতার বাড়ি যাই—এ আব্দার নেহাৎ চাচাত্তের মুখেই সাজে।"

• • •

সরকারী ফাইলপত্র সম্পর্কে প্রচার ব্যবস্থা অবলম্বনের এক প্রতিযোগিতায় বোম্বাইর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চ্যবন প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং তাঁর পত্নীর নিকট হইতে পুরস্কারটি লাভ করিয়াছেন।—শ্রী চ্যবন ভাগ্যবান বটে। পত্নীর হাত থেকে পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য কজনের হয়! অমলের সম্বন্ধে তো—আমত্ত সে যে বোর বোর সেই তো পুরস্কার"—মন্তব্য করে অমলের শ্যামলাল।

• • •

বিগত ১১শে ফেব্রুয়ারী কওয়েটা পিণ্ডিতে ভূমিকম্প হইয়াছে। গ্রামদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—এই

ভূমিকম্পের সংগে জনাব আয়ুব খাঁর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কোন যোগাযোগ নেই॥"

• • •

একটি বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার সংবাদে শুনিলাম যে, মানুষ যদি প্রচুর গো-দুগ্ধ পান করে তবে তাহার হাড়ে স্ট্রনসিয়াম ৯০ প্রবেশের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।—"তা হয়ত পায় কিন্তু প্রচুর গো-দুগ্ধ সংগ্রহ করতে মানুষ মাথার ঘামে দুকুর পাগল হয়। আমি অবশ্য পাঁচমিশেলী মানুষের কথাই বলছি"—বলে শ্যামলাল।

• • •

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, খাদ্যসংকট সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে—

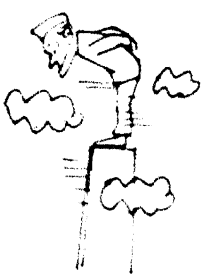

সেজন্য সকলকে কৃচ্ছ্রসাধনের দৃঢ় মনোভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

ইউ এস ওয়েষ্ট পয়েন্ট হইতে ফওজের অফিসার ট্রেনিং ফিরে এসেছেন। বলছেন—"ইট এস এস আর ইন্ডিয়ার মতোই ফাইট হইতে হইবে। এ মহান দেশের ফরেন ইকনমি সম্বন্ধে আরেকটু হুঁশিয়ার হওয়া দরকার।"

• • •

রাজনীতিতে ফেরেব পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডাঃ লাইনাস পেলিং এই অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহারা সমীক্ষাবিদ্যার অধিকারী হইতে পারেন তাঁরা তিন ভাগের মধ্যে অন্য, নাতো শেষাশেষি না ছোলেন, মোটে পাত্তা না দেবেন ইত্যাদি। অমলের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—সব-কিছুই যদি ছেড়ে ছুড়েই দিতে হয় তবে তো কাদু কাদু, পিটিউনিয়া গাঁদা আরো কী হয়ে সে বেচারা হয়ত মুসলমানদের বেরোনি॥"

• • •

চীনের ওয়াং চুংচি নামে জনৈক বিজ্ঞানের নাকি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মাছকে মদ খাওয়াইয়া জল ছাড়া রাখিলেও পাঁচ ছয় ঘণ্টার বদলে তারা

আরো বেশীক্ষণ সজীব থাকে।—"গাঁজা খাইয়ে পাকা করলে কতক্ষণ জ্যান্ত অবস্থায় রেখে পরে তার পরেরদফা হওয়া উচিত"—বলে শ্যামলাল।

• • •

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় প্রশ্নোত্তর ঘণ্টায় বালুরঘাট শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু বলিয়াছেন যে, তুষ্টীর পর্যবেক্ষণাগার এবং সংগ্রহের জন্য অমর্দিগকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বন্ধন করিতে হইবে। এই বক্তব্য প্রসঙ্গে বিদ্রূপের একটি গল্প শুনাইলেন। পাকেন কবির এক কবিতা হাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। কবিটি মহাশয় পেয়ে পঁচ টাকা মাত্র। সে মনে মনে ভাবিলেন অন্তত একটা হিসাব রাখা। একদিনের ভাবিলেন হিসাব করে দিনে দশ সের দুধ পাঁচ টাকা মাসের ত্রিশ ও ভাড়ার সেই নয় মাস পুরিলেন না করে পাকে না আসে। তাহাদের কবির কবিতা সেই দশ সের কবিলেন। তবে কি কবিতা পাবে।

• • •

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, কোন কোন কেরল কৃষকেরা কোকোনাট ও পাম্পিন তাহাদের বাড়ির আশে



পাশে লাগায় কারণ তাহারা নাকি ভূত তাড়ায়। ভূত তাড়াইবার জন্য ভূতের ভয় দেখানো ছাড়া আর কি উপায় আছে। কেরল কৃষকেরা সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছে। বিদ্রূপ করিয়া জনৈক সহযাত্রী।

• • •

খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দের গ্রীক বিজ্ঞানী এরাটোস্থেনিস নাকি বলিয়াছেন যে, মানুষ চৌদ্দ দিন থেকে মাছের প্রাচীন, সাহেবরা মনে করে টাটকা মাছ না খাওয়া। শ্যামলাল পণ্ডিত-প্রবরের মতো আমরা আমাদের মতো সম্ভবের জন্য নিজেই ভেবেছি কিন্তু তাঁরা যে সারাক্ষণ আমাদের চুটুম্ব নিজেন নিবৃত্ত করেছেন তা কি আর বুঝেছি॥"

LIBRARY

# পাঁচমুড়োর কুম্ভকার

প্রভাতকুমার দত্ত

সারা দেশ জুড়ে মৃৎশিল্পের যে দুর্দশা চলছে তা আজ সকলেই স্বীকার করেন। এই অবস্থার কারণ অবশ্য অনেক। তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ হল শিল্পীদের অবহেলা। কিন্তু এমন কিছু শিল্পী আছেন যাঁরা এই অবস্থার মধ্যেও নিজেদের ঐতিহ্য ও শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচমুড়ার কুম্ভকারদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না। তবে এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় যে সব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তার সঙ্গে পাঁচমুড়ার কুম্ভকারদের তৈরী মূর্তির কিছু কিছু মিল দেখে অনুমান করা হয় যে, এই অঞ্চলে বহু প্রাচীনকাল থেকে মৃৎশিল্পের চর্চা চলে আসছে।

পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। এই অঞ্চলের কুম্ভকারেরা নিজেরা মাটি সংগ্রহ করে থাকেন। তাঁরা সাধারণতঃ যে কাদামাটি ব্যবহার করেন তা তাঁরা সংগ্রহ করেন পাঁচমুড়া থেকে প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত একটি বিশেষ জায়গা থেকে। সেখানে মাটি খুঁড়ে তাঁরা যে কাদামাটি সংগ্রহ করেন তাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'পাথুরে মাটি'। এই মাটি সংগ্রহ করে তাঁরা বাড়ীতে নিয়ে আসেন। তারপর সেই মাটি ভালো করে পরিষ্কার করে নেন। এই পরিষ্কার করার কাজটিকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'মাটি ঝাড়া'। মাটি ঝাড়া হয়ে গেলে সেই মাটির সঙ্গে পরিমাণ মত বালি মিশিয়ে নেন। এই বালি তাঁরা সংগ্রহ করেন পাঁচমুড়া থেকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত একটি নদী থেকে। এই নদীর বালি মূর্তি তৈরীর পক্ষে খুবই উপযোগী। এই বালি মাটির সঙ্গে ভালো করে মিশে যায় এবং মূর্তি তৈরীর সময় মাটি ফেটে যায় না। মাটি ও বালি মিশিয়ে নেবার পর তাঁরা সেই মাটি ভালো করে পা দিয়ে মাড়িয়ে নেন। এই কাজটিকে বলা হয় 'মাটি মাড়া'। মাটি মাড়া হয়ে গেলে তাঁরা সেই মাটি দিয়ে মূর্তি তৈরী করতে বসেন।

পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পের আর একটি বিশেষত্ব হল এই অঞ্চলের কুম্ভকারেরা নিজেরা চাকা তৈরী করে নেন। চাকা তৈরীর জন্য তাঁরা কাঠের তৈরী একটি ছিদ্রযুক্ত চাকতি ব্যবহার করেন। এই চাকতির ছিদ্রের মধ্যে একটি লোহার শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই শলাকার নীচের দিকটি একটি কাঠের তৈরী পাত্রের মধ্যে বসানো থাকে। এই পাত্রটিকে বলা হয় 'ঘুরনি'। ঘুরনির মধ্যে শলাকাটি বসিয়ে দিয়ে তার উপরে চাকতিটি বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর চাকতিটিকে ঘোরাবার জন্য একটি বাঁশের লাঠি ব্যবহার করা হয়। এই লাঠিটিকে বলা হয় 'ঘুরনি কাঠি'। ঘুরনি কাঠি দিয়ে চাকতিটিকে ঘোরানো হয়। চাকতিটি ঘুরতে থাকে আর কুম্ভকার তার উপর মাটি দিয়ে মূর্তি তৈরী করেন। এই ধরনের চাকা ব্যবহার করে মূর্তি তৈরী করার রীতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের আর কোথাও এই ধরনের চাকা ব্যবহার করা হয় বলে আমার জানা নেই। পাঁচমুড়ার কুম্ভকারেরা এই চাকা ব্যবহার করে কি ভাবে মূর্তি তৈরী করেন তা দেখবার জন্য আমি একদিন তাঁদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। সেদিন তাঁদের একজন কুম্ভকার একটি ঘোড়া তৈরী করছিলেন। তাঁর তৈরী ঘোড়াটি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ঘোড়াটির গঠন-সৌষ্ঠব, তার মুখের ভাব, তার কেশর ও লেজের কারুকার্য সবকিছুই এত সুন্দর হয়েছিল যে, আমি তাঁকে ঘোড়াটি বিক্রী করতে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি কিছুতেই ঘোড়াটি বিক্রী করতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন যে, ঘোড়াটি তিনি তাঁর বাড়ীর পূজোর জন্য তৈরী করছেন। সুতরাং ঘোড়াটি বিক্রী করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে, পাঁচমুড়ার কুম্ভকারেরা শুধু জীবিকার জন্যই মূর্তি তৈরী করেন না, তাঁরা তাঁদের শিল্পকে ভালবাসেন বলেই মূর্তি তৈরী করেন।

পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্পের আর একটি বিশেষত্ব হল এই অঞ্চলের কুম্ভকারেরা নিজেরা তাঁদের তৈরী মূর্তিগুলি রঙ করেন। তাঁরা সাধারণতঃ যে রঙগুলি ব্যবহার করেন তা তাঁরা তৈরী করে নেন। রঙ তৈরী করার জন্য তাঁরা প্রথমে কাঁচা রঙগুলি সংগ্রহ করেন। পাঁচমুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁরা এই রঙগুলি সংগ্রহ করে আনেন। তারপর সেগুলি ভালো করে পরিষ্কার করে নেন। তারপর সেগুলি একটি পাত্রে জল দিয়ে ভালো করে গুলে নেন। এই ভাবে রঙ তৈরী করে নেবার পর তাঁরা মূর্তিগুলিকে রঙ করতে বসেন। তাঁরা সাধারণতঃ যে রঙগুলি ব্যবহার করেন তার মধ্যে সিঁদুর, হরিতাল, কাজল, খড়িমাটি, গেরিমাটি, নীল ইত্যাদি রঙগুলি প্রধান। এই রঙগুলি ছাড়া তাঁরা সোনালী রঙও ব্যবহার করেন। সোনালী রঙ তৈরী করার জন্য তাঁরা সোনার জরি ব্যবহার করেন। সোনার জরি ব্যবহার করার রীতি অবশ্য সকলেই মেনে চলেন না। কেউ কেউ সোনার জরির পরিবর্তে পিতলের জরিও ব্যবহার করে থাকেন। তবে সোনার জরি ব্যবহার করলে মূর্তির যে রকম সুন্দর দেখায় পিতলের জরি ব্যবহার করলে সে রকম সুন্দর দেখায় না।

পাঁচমুড়োর মৃৎশিল্পীদের প্রস্তুত ঘোড়া ও বাঘ [শিল্পীর নাম জানা যায় নাই]

Bangiya Sahitya Parishat

বাঘ ও আরোহীসহ ঘোড়া। পাঁচমুড়োর মৃৎশিল্প

অঞ্চলের উপস্থিতি এখানে ছিল এবং এখনও যথেষ্ট পরিমাণ খুব কম নয়। এখন যে মেয়েদেবতার কথা আমরা বলছি তার সংখ্যা একটা নয় অনেকগুলি। পাঁচমুড়োর প্রত্যন্ত এলাকায় আমরা বড়াম ভৈরব, মুড়া ও মুড়া প্রভৃতি বনদেবতার সাক্ষাৎ পাই। এদের অধিষ্ঠান কোন মূর্তির বা প্রস্তরে নয় তারা থাকেন অরণ্যের দূরতম ঘনান্ধকারে। পুরোনো সংস্কার অনুসারে এদের মূর্তিতে গড়ানোর নিয়ম নেই। তবুও ঘনান্ধ এদের দেখা পাওয়া যায় একটা বড় পাথরের চাকার বাঁধানো বেদীর উপর। ঘাটের মধ্যে একটা বড় পাথরের চাকায় এদের অবস্থানে থেকে বোঝা যায় যে ঘাটপূর্ণিমা এক সময়ে পাঁচটি বনাঞ্চলিত ছিল এবং সেই কারণেই এই সময়ে বনদেবতার সংখ্যা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঘরে আদিবাসীদের দেবতারা কোন বিশেষত্বহীন মূর্তির মধ্যে ধরা পড়ে না। বনদেবীর ঘরে আদিবাসী দেবতারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি কোন অংশেই হারায় নি। যেই বড়াম বা ভৈরবের ঘনসন্নিবদ্ধ কোন মূর্তির পাদদেশে কোন অস্ত্র দিয়ে হয়। আসলে দেবতাদের ঘোড়া বড় আকারের মূর্তির ঘোড়া বা বাঘ মূর্তিগুলিই আনানোর সময় ভৈরব বা মুড়াদেবের পাশে রাখা হয়। তাই আদিম আকারের বাঘ বা ঘোড়াদের পাশে কোন বাঁধানো বেদীতে মানুষ কোনদিন বসে বা কোনদিন ভৈরব দেবতার সন্ধানের পূজা ছাড়াও আরো অনেক উপচৌকন ও মনস্কামনার প্রচলন আছে। তবুও চলতি বা লোকায়তের দেবতার বা

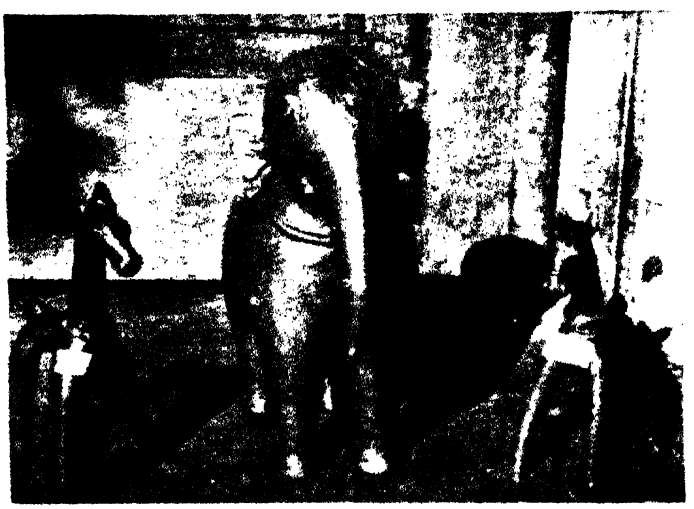

পাঁচমুড়োর মাটির তৈরী হাতি ঘোড়া। এগুলি মানত ও খেলনা উভয় কাজেই ব্যবহার হয়।

আসার থাকবার পক্ষে কোন বাধা নেই।

এরপর আসে মনসাদেবীর পূজার কথা। মনসার প্রভাব প্রতিপত্তি সারা বাংলাদেশেই প্রসারিত। অত্যধিক সর্প অধ্যুষিত অঞ্চলে সর্পভীতি থেকেই মনসা পূজার উৎপত্তি। পূর্ব বাংলা নদীমাতৃক বলে বলে যেমন সেখানে সর্পভীতি বেশী তেমনি পশ্চিম বাংলার পশ্চিম প্রান্তিক অঞ্চলেও এদের আধিক্যের দরুণ সর্পের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বলে বা ছলে সাঁওতাল বনবাসকারী আদিবাসীদের বিরাম সর্প সংগীত সাপ করতে হয়। তাছাড়া কৃষিকার্যের জন্য বন সাফ করার সময় প্রায়শঃই সর্পের মুখোমুখি পড়তে হয়। সুতরাং এই অবস্থায় মনসার যে মনসার পূজা করবে সে আর আশ্চর্য কি? দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঁকুড়া, মুরশিদাবাদ অঞ্চলের সর্বত্রই মনসার উপস্থিতি দেখা যায়। আর কোন দেবতা ওরকম না নেই ওরকম মনসা সর্বত্রই বিরাজমান। সর্প-পূজার প্রচলন নদী, হ্রদ আর পুকুরকেন্দ্রিক ভাসিয়ে রাখে সমস্ত। তাছাড়া অনেক জায়গায় সর্প ছিল সর্প পূজারই নমুনাবরে। এই সর্পের জায়গায় মূর্তি পরিবর্তে মনসার মূর্তি পরিবর্তে সাধারণ। এখানে লক্ষণীয় যে আর ও পশ্চিমে সাঁওতাল মনসাদেবীর পাশে সর্পাধিষ্ঠান অনেকটা অপরিচিত আছে। আর সাঁওতাল আনানো মনসাদেবের সিঁদুর মনসার মূর্তি-সর্পাধিষ্ঠান ছাড়া আছে। তবে এখন থেকে কিন্তু পশ্চিম সাঁওতাল বাঁকুড়া পুরুলিয়াতে মনসাপূজার যে বিস্তৃতি আমরা দেখতে পাই তা ছাড়া মনসার মূর্তি এখন সাঁওতাল মনসার কোন মূর্তির ধারণা নেই। আমার উদ্দেশ্য থাকে থাকে সম্ভাবনা বহু, সম্পর্ক ঘনতর হয়ে এবং সম্ভবতঃই এই সময় মূর্তির মূল হয়। এগুলি সবই করণ কারণ হয়ে থাকে। মূর্তিগুলি আসা যেমন বহু অঞ্চলে পাওয়া নিয়মিত করা হয়। বহু মূর্তিগুলিতে মনসা সর্পের ফণার সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

যে ক্ষেত্রে-পাঁচমুড়োর কথা বলছি তার উপকণ্ঠের সমস্ত মূর্তির মূলস্থান পাঁচমুড়োর এই একটি গ্রামের কুম্ভকারেরই নির্মাণ করে থাকে। অবশ্য পাঁচমুড়োর মূর্তির বিশিষ্ট কেবল যে মনসা, বড়াম ভৈরব বা মুড়াদেবতার মধ্যে তা নয়। অনেক সময় এখানকার তৈরী হাতি ঘোড়াগুলি মানতের হাতি ঘোড়াগুলিও বানানো করা হয়। পাঁচমুড়োর পুরুষ একেবারে বাঁকুড়া ঘোড়াদের মতো পাওয়া যায়, গায়ের রেখাঙ্কনগুলিতে অনুকৃতি হাতি-ঘোড়া এত পাড় থাকতে দেখা যায়। এগুলি সবই মানতের জন্য তৈরী করা। মুসলমান পীর ফকিরের সম্মানেও মনসার হাতি ঘোড়া করা হয়। এছাড়া নিছক খেলনা হিসাবে ব্যবহারের জন্য ছোটদের

পাহাড়ের ঢালে : ছাত্র [illegible] এক মুহূর্তে এঁকেছে

[illegible] [illegible] [illegible] [

# প্রথম কদম ফুল

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২৬

'কদ্দুর যাবি?' বাড়ির বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল হেমেন।

প্রশান্ত আমতা-আমতা করতে লাগল : 'এই এদিক-সেদিক।'

'এদিক না সেদিক একটা ঠিক করবি তো? ডাইনে না বাঁয়ে? উত্তরে না দক্ষিণে?' বলা নিয়ে হেমেন : 'তুই তো আর লাটু নোস, উত্তর-দক্ষিণ তো আর এক সঙ্গে ঘুরতে পারবিনে।'

অন্যমনস্কের মত ডাইনের দিকে পা বাড়াল প্রশান্ত। হেমেন পিছু নিল। কয়েক পা গিয়েই প্রশান্ত থেমে পড়ে জিগগেস করলে, 'তুমি চলেছ কোথায়?'

'কেন, কোনো অন্যায় কাজে যাচ্ছিস যে আমি সঙ্গে থেকে সাক্ষাতের কারণ হব?' অভয়কণ্ঠ হেমেনও থেমে পড়ল।

প্রশান্তর মুখ হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল। সত্যি কোনো অন্যায় জায়গাতেই সে যাচ্ছে বোধ হয় পারে নইলে কেন তার পা দুটো এগুচ্ছে না, গায়েই না লাগছে। কেন সমস্ত শরীর কাঁপছে? অপরাধীর মত ভীরু করে বলল, 'আপনার ঐ বন্ধিটার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'আগে তার সঙ্গে না গিয়ে পরে তার সঙ্গে যাচ্ছিস।' প্রশান্তর চোখের উপর চোখ রেখে হেমেন বলল।

'তার মানে?'

'তার পায়ের চেয়ে বড় হয়ে আর উপকারী।' হেমেন বলল, 'যার মনে বড় হোতে ইচ্ছা করছিস, যে ছোট নয়, তার সঙ্গে সুদ্ধ হল। আগে তাকে ছোট হোতে দিস্।'

'পরে কী করে করবে?' প্রশান্ত একবার সময় চাইল : 'তখন আমাদের সঙ্গ হয়ে ন কী উপকারে তা সে লাগবে? তুই তোমার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে উপকার করে।'

'কী উপায়ে করি?' হেমেনের হাত ধরে পুনরায় পথচারী হল প্রশান্ত।

'উপায়ে সন্ধান উপায়ে আবিষ্কার।'

'সেই সন্ধান আর আবিষ্কার করতে এই পাড়াগাঁয়ে শিক্ষাগারে পাঠালে কেন? বলি কাঁকনের ব কেন্দ্রের সন্ধান?'

মুখোমুখি দু পা এগিয়ে এল হেমেন : 'আইনের জোর সেখানে শুধু পরে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়াটাই স্বাধীনতা, আর সমস্তটাকে টেনে নোংরা বস্তিতে নামিয়ে নিয়ে আসাই সম্মান? কেন, কেন ছোট? আর কেন? বস্তি আর ভাগাড় আর আবর্জনাকুণ্ড? কেন, বস্তিটাকে বড় করতে পারিসনে? পুকুরটাকে বড় করতে পারিসনে?'

প্রশান্ত এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল।

'একজনের প্রাণ একটু বড় হলেই আর সকলের মনও একটু একটু করে বড় হতে থাকে।'

কিন্তু কি করে আরম্ভ হবে সেটা? ছোট মনটা চুলকোতে লাগল প্রশান্তর।

'ছোট লজ্জা নয়। আর সেজন্যে কম সেজন্যে থেকে নিয়ে নিজের ছোট মনে বড়ত্বপূর্তি। ধরে নাও তোমার ঐ আর সমস্তদের চেয়ে তুমি একটু লম্বা লম্বা মনে কাটা দাও—'

'আবার আর পঙ্ক আরম্ভ।' প্রশ্ন তুলল প্রশান্তর সিধে হয়ে দাঁড়াল প্রশান্ত : 'কোথা থেকে আর আর কতটা?'

'কোথায়?' প্রশান্তর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল হেমেন। 'কোথা এই সামনে এবার হাত বাড়ালেই। এখানে সামনে যেসব বড় বড় মন তাদের সঙ্গে দিলেন দেখি। ধর, তোর নয় তো বন্ধি সরল ডাক্তার-মাস্টার। আর তার পরে ঠিক। আর মনে সব ভাবও সহজসাধ্য নয়।

'কিন্তু একজনের সঙ্গলাভের জন্যে এই সব করতে হবে?' প্রশ্ন প্রশান্তর।

'সব জায়গা সঙ্গলাভের জন্যে এমনতর কৃচ্ছ্রসাধন। হেমেন বিরক্ত হয়ে উঠল।


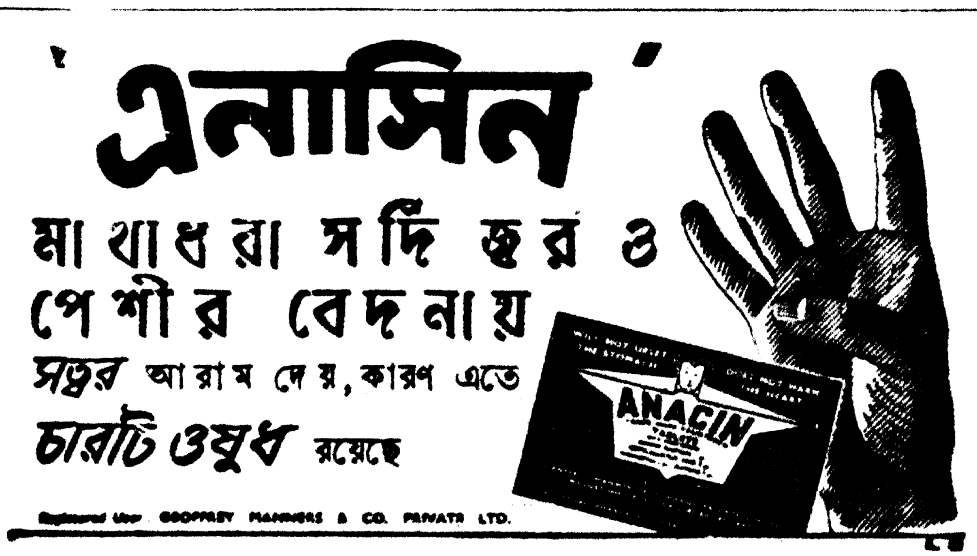

দেখেন, যদি হোস্ট হুকের ঘরে জায়গা না থাকে, রাজপ্রাসাদেও জায়গা নেই। অবশ্য লম্বি থাকে, তবে বড় বাড়ির ছোট ঘরই রাজপ্রাসাদ। ঘর ছোট কি না, এটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে যে-বাড়ির সেটা ঘর সে-বাড়িটা বড় কি না।

কিন্তু বড় বাড়ি যাদের, প্রশ্নের প্রশ্ন নাও উঠতে পারে।

এমন দুই মেয়ে যারা ক্লাসিক থেকে নিজেদের কাজ করে পড়ছে। এমন সেই কারাগারের যে কী ভয়ানক নির্মম পরেই বুঝবে যখন কর্তৃ-গেস্টু লক্ষ্মণের ভিতরে কান এবং মনে প্রশ্ন পাচ্ছে যায়। সমস্যে থেকে জানবে যে লক্ষ্মিলক্ষ্মণটা ভিতরে না—সেটাও যেন হোস্ট একটা মনে—

'এ ঘরে কী করে?'

'কী করে মানে? লক্ষ্মিয়ে উঠে বেরোয়। এ ঘরেরই ও ঘরেরই যেন লোক।'

প্রশ্ন করেন প্রশ্নের যে ঘরের

'সে যেন একরে ঘরে। আর কিন্তু কর্তৃ-গেস্টু, যেন একরে না। কর্তৃ-গেস্টু সম্পর্কে [illegible] যে দুই ওপরের [illegible] নিজে হয়ে সাধারণ দুই ওপরের নেয় কাজের। নিজের যেন [illegible] যে খুশি হয়ে যে কিন্তু ওপরের বিছানাটা পরে সাধে যে না না। [illegible] কি করবে কী করবে। লক্ষ্মণ দুই [illegible] সাধে। গেস্টু যেন [illegible] কৃষি সম্পর্কে যা ওপরে হয়ে [illegible] যেন ওপরে লক্ষ্মিয়ে উঠিয়ে-লক্ষ্মিয়ে ওপরে ঘরে ঘরে। লক্ষ্মিয়ে নিজের [illegible] উঠিয়ে।

[illegible] ওপরে লক্ষ্মিয়ে। [illegible] 'ঘর'।

'ঘরে' [illegible] দুই ঘরে একটা ঘরে। কিন্তু [illegible] ঘরে

চেষ্টা করছে—' হেমেন মিটমিট করে তাকায়।

'তোমাদের চেষ্টা করাই মানে।' ছিয়াপদের মনেটা যেন পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি, মৃণালিনী তাই নিশ্চেষ্ট করল না।

'আপনি উন্নয়ন করবার চেষ্টা করছ। চাইছ আধুনিক করতে। জলাজল থেকে নিয়ে আসতে পারবে, রাজধানীতে।' কণ্ঠস্বর প্রায় গলায় করে তুলল হেমেন। 'কাপেট পর্দা, ফান, ফ্লুরেসেন্ট, ড্রয়িং রুম, ডাইনিং-টেবল, এম-এ পাস বউ—তুমি চাচ্ছ ছোল ফেরাতে, বদলাতে করতে—আর ছেলেরা—'

'শিক্ষে না হাতে' মৃণালিনী বুঝল তাকে প্রশংসাই করা হচ্ছে। তাই দর্শিত অনুনয় করল, 'আমার সাধনার দুই কণ্টক। দুই শত্রু।'

'হ্যাঁ, দুই মুর্তিমান। প্রলয়ঙ্কর আর সুকান্ত।'

'একটাই ছেলের নয়। দুই মূর্তিমান মানে তুমি আর তোমার স্বামী। মুখিয়ে এল মৃণালিনী।

'আমি আর স্বামী।' হেমেন প্রবল মন্থর হাত দিয়ে বসল।

'হ্যাঁ, দুই শত্রু। একজন অথবা অনেকজন করুন।' বলল মৃণালিনী। 'তোমরা দুজনেই বড় সাধক। তোমরাই কিছু হতে দিচ্ছ না। বড় হতে দিচ্ছ না বাড়ি-ঘর, আলো জ্বলতে দিচ্ছ না সব ঘরে। মধ্যবিত্তের মধ্য ধরেই কোনোরকমে আঁকড়ে থাকতে চাইছ। মানুষ উঠে আসবার চেষ্টা নেই। ছেলেরা তো তোমাদের থেকেই শিখবে। চাও পরের দিকে নেমে আসতে চাইবে তার নিশ্চিত কী।'

'সেরকমই আমাদের দেশ ধরছে।' হেন চড় খেয়েছে এমনিভাবে গালে হাত বুলোতে লাগল হেমেন।

নিশ্চয়ই তোমাদের। একজন অক্ষম অথবেকজন কৃপণ।' মৃণালিনী আবার চড় হানল।

তাড়াতাড়ি সেল গুটিয়ে হেমেন ফিরে এল নিজের ঘরে।

বিছানা ঝাঁপিয়ে করল, কী কথা হচ্ছিল নিশির সঙ্গে?

'ওরে বাবা, সে কথা বলি আর আবার একটা প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়ে যাক। যদি আমার দিকে ৫৩ হয় তবে নিশিকে বলবে আর যদি নিশির দিকে ৫৩ হয়ে আমাকে বোলাই। তুমি ছেয়ে পালাই, সমস্ত করি সাধন কর নিশি—' হেমেন সাধনারের নিচে ঘুমোল।

কিন্তু হেমেন ঘুমোবার একটু পরে এক প্রলয়কাণ্ড।

মৃণালিনী আর্তনাদ করবার বেশ ঘুমোল। চলল বটে বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলল চলল এক-এক—'

হেমেনকে সিধাল, চোখ খুলে কান খাড়া করে রইল।

'ওরে সর্বনাশ হল, আমার শিল্পী প্রতিমা বুঝি বিসর্জনে ছেড়ে বসেছে।'

এ-পাশ ও-পাশ থেকে উঠে পড়ল সই পাঁচজন চেপে ধরেছে উঠে পড়ল উপরে প্রলয়ঙ্কর ছুটে এসে চেপে ধরল ছুটে পড়ে ছুটে গেল বিছানার কাছে খোকা ঘুমে কাতরাচ্ছে বলল—কাটা পাঁঠার মতো ফটফট করছে বলল এই ছাঁটাই করা যাচ্ছে না জলও উঠে আসে ঠিক বোঝা কঠিন।

শীত-শীত ভাব কাটছে না, কিন্তু সবের জন্যে কিছু একটা করা উচিত এই ভেবে বসন্তময় শিয়রে পাঁড়িয়ে ছোট কৃশ হাতে একটা তালপাখা নাড়ছে কণ্টু, আর পাশে মেঝের উপর বসে হাতে মাথা রেখে একটা 'কী হল' 'কী হল' মুখ করে বসে আছে মৃণালিনী।

'কী খেয়েছে?' প্রতিজ্ঞা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল বিজয়া।

'কিছু খায়নি। কামার ছুটে পড়া মুখে কণ্টু বলল, 'খেয়ে-দেয়ে শুয়েছিল মা। ঘুমিয়েও ছিল। হঠাই মনে হোল পেটে ব্যথা উঠেছে।'

'বমি করেছে?'

'হ্যাঁ একবার করেছে বাথরুমে গিয়ে। সঙ্গে কণ্টু, বাথরুম থেকে ফিরেই এই অবস্থা।'

'ওরে আমার কী হল' মৃণালিনী আবার যেন ঘুমিয়ে পড়ল। আমার সোনার পুতুল কবে হাত ফেলে। ওরে কেউ কোথায় বাড়ি যাও।'

'চোখগুলো কী' খুলুন' বিজয়া হাত দিয়ে উঠাল। হাতের 'সাদা খোকার চোখটির পাতা মধ্যে করে আর এখন কোনোকিছুই নড়ছে না।'

পাতা একটা লেড়ুটে হাতে মৃণালিনী হাতে হাত হয়ে গেল। বিজয়ার আঙুলের উপর চোখ রেখে নিশ্চিন্তে ধরে রেখে ছিল। তাই হয়ে 'সাদা খোকার' বাড়ি ফেল করবার পর থেকে আজকের এ আমার নতুন পরিচয় চলেছে—এক এক চলেছে।

'ডাক্তার ডেকেছ?'

'হয়ে হয়ে এখন ফোন করে দেখছে মৃণালিনী বলল।

'ডাক্তার এই রাত বিরেতে আসবে না ঘুমোচ্ছে' বিজয়া ধমক দিয়ে উঠল।


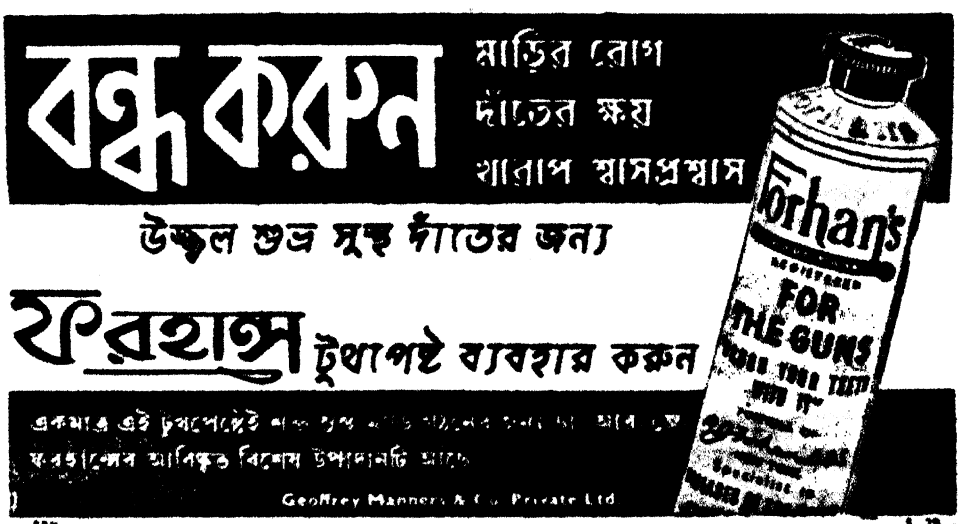

সেই তো সমস্ত বিষয়ের মূলে। কাল-মাধিনী হয়ে সেই তো দুঃখেরাজ্যে আসর জমিয়ে রাখে। কিন্তু বলতে পারেন ভূপতিবাবু: সেই তো অনন্তিমের কর নিয়ে এসেছে বাড়িতে। জানলে যখন আমরা ছিলাম সঙ্গে করে নিয়ে আসেনি এই কথাটুকুও সরকারে কোথাও একটা জটিলতা পড়েনি হেমন্তের কী যে হল, কে যে এল—

পাড়ার ঘণ্টা শুনে মেসটি, ঘুমোচ্ছে এ হেন বোঝা হয়, সারারাত ধরে ভরপেট খেয়েছে এবং হরদম আসে, কিন্তু তুমি কার্তিক সমর্থ করে কিন্তিতে। হেমন্তর কর্তৃপক্ষের ন ধরে সরকার এটা, সরকার নেই। বসন্তের উপর হেমন্তর হয় রাগ ন বিরক্ত করে, সত্য হেমন্ত সে তো মেসটির ন সে মেসটি হেমন্তকে এই ভালোবাসে। বসন্ত হয়ে গেছে মেসটি, কার্তিক ভরসায় এটুকু কাজও করেও সে হেমন্তর একটিও দোষ হয় না। সমস্তক্ষণ সে চমৎকার এটুকু উপরে করে সমর্থন করে।

কার্তিকের মাথায় সিল্ক এলোমিলে সিল্কের, জানা, কাজল কালো সিল্ক সাথে উনিশ কুড়ি বছর বয়স। এ

কার্তিক সিল্কের দুঃখ-সুখের সমস্তটার ভার নেয়ার ক্ষমতা নেই। এ কার্তিকের এই হেমন্তের সিল্কের উপর অনেক ভরসা।

কার্তিক সিল্কের কাছে এসে ভূপতিবাবু বলেন, আমার ভাগ্নে হেমন্ত, তোমার বন্ধু। ওকে তুমি একটু দেখো।

কার্তিক সিল্ক হেমন্তের দিকে তাকিয়ে হাসে। হেমন্ত সিল্কের হাসির মধ্যে কোনো ইঙ্গিত খুঁজে পায় না। সিল্কের হাসি সরল, নির্মল।

ভূপতিবাবু চলে যাবার পর হেমন্ত বলে, তুমি আমার বন্ধু হলে কবে?

কার্তিক সিল্ক বলে, আজ।

হেমন্ত বলে, তুমি আমার বন্ধু হলে আজ, কিন্তু আমি তোমার বন্ধু হয়েছি অনেক দিন আগে।

কার্তিক সিল্ক বলে, তাই নাকি?

হেমন্ত বলে, হ্যাঁ।

কার্তিক সিল্ক বলে, কবে?

হেমন্ত বলে, যেদিন তুমি আমার ভালো করেছিলে

মুদালির যন্ত্রণার এমন নিষ্ক্রিয় সাক্ষী হয়ে বসে থাকবার কোনো মানে হয় না, তাই কাকলি বললে, 'কেথাও একজন ডাক্তার পাই কিনা দেখব?'

'তুমি কোথাকে দেখবে?' মুদালিনী ধমকে উঠল।

'এই রাস্তায় বেরিয়ে।'

'চেনা নেই, জানা নেই, তুমি ডাক্তারের কী বোঝো?' মুদালিনী বললে, 'সেবকাসে ছিতে বিশ্বাস রাখো। যা-ও আসা ছিল, তোমার ডাক্তার এসে আটকিয়ে দিক।'

'তা ছাড়া কী হয়েছে—দেখাচ্ছে একটা কিছু, স্পষ্ট প্রমাণ না করে ডাক্তার ছাড়ও মুশকিল।' বিরক্ত হিমানী ছাড়লঃ 'তেমন কিছু হলে ফ্রেণ্ডলি ডাক্তার দরকার। যে রোগে ভোগে, সব পুষিয়ে-বাঁচিয়ে চলতে পারবে। তুমি মদনীর কাছে কোথাকে এক টাড়ু ডাক্তার ধরে নিয়ে এসে, সে এক হুলস্থুলে বাঁধিয়ে নিয়ে গেল হাসপাতাল, থানায় খবর দিলে—সে এক মহাকেলেংকার।'

'না, না, বাড়ির কাছাকাছি আসে একজন।' বললে মুদালিনী।

'ছাঁটের জানাশো যাবে দুই ওরা যায়, জানতে হবে চেষ্টা করি। প্রস্থির মিনতি নিয়ে ডাকলে কাকলি। 'আপনার অফিসের ফোন নম্বর জানেন?'

'না, না অফিস। এর ফোন নম্বর!' বললে মুহাম্মদ, তাই অনায়াসে বলতে পারল বিজয়া।

'কাকার অফিসে নিশ্চয়ই আছে—' কাকলি বিজয়াকে উৎসাহ করল।

'আছে মানে? একেবারে চুকে নিজের টেবিলের উপর আছে।'

'ফিন না নম্বরটা।'

'আমার এ প্রাণের কি ফোন আছে যে, তার নম্বরটা মনে রাখব?'

'যেন তুমি অফিসটার নাম বলুন, আর যদি জানে থাকেন তবে ফোনটা।'

ঠোঁকে ঠোঁকে ছাড়া ছাড়া কথায় কী কাজ হবে বলতে পারছে না। তাই সই। ফোন ধরতে পারি কিনা একটা নিশ্চিন্তে মদনীর যন্ত্রণার কথা ভাবতে পারে কিনা।

সোফা ছেড়ে মুদালিনী বললে, 'বাস-স্টপটা তো ফোন করতে পারে।'

'না, না বাসকে বেশি ঘাঁটাতে চাই না।'

'তবে আমার বেশি।' লাইটারটাকে বসে এখন ফোন পিটছে নম্বরে। কথা চলছে। এদিকে কি, যদি জানাতে হয়। ফোন হবে কি কাজ। এখন ঠাঁইই সবচেয়ে সমস্যা হয়ে।

আবার এই নিয়ে আলোচনা। দুশ্চিন্তায় অন্ধকার।

দুই পায়ে দাঁড়িয়ে গেল কাকলি। কোথায়, কোন্ বাড়িতে টেলিফোন, কোন বাড়িতে বা এই দুপুরে তার পক্ষে ঢোকা সহজ হবে আলাদা হবে, ভাবতে ভাবতে, দেখতে-দেখতে এগুতে লাগল। একটা বিকল্প ঠেকে নিল। সটান বড় রাস্তায় এসে একটা ওষুধের দোকানে এসে ঢুকল। ফোন করতে পারি। পয়সা লাগবে। তা লাগুক। তা দিচ্ছি। কই?

দিকদার ভুল কোর্টে-কোর্টে 'ফুল-টুলনবার চায়ালিস' করে হেমন্তকে ধরাতে গেল কাকলি।

হ্যালো। কে?

আমি ছোট বউমা। কাকলি।

কী ব্যাপার? হেমন্তের হেড বিমূঢ়।

'ভিড় বন্ধন' হয়ার খোলে একটা ঈষৎ বাঁধা হয়ে প্রায় ফোঁপানোর করছে। আপনার 'লাগাদের বাড়ি আসুন। অফিস অফিসে খবর দিন যদি সম্ভব হয় একজন ভালো ডাক্তার নিয়ে আসবেন। ঠিকানা করতে ঠিক হবে না বোধ হয়।

'কী?' এখনি ঘরে কথা শোনা না হেমন্ত উঠে পড়ল।

'খবরে ডাক্তারে আপনার ধারে ঠিকানা বলল ফাঁক ফাঁক করে ডাকলে ঠিকানার ভালোলে বাইরে ফোনের সিকে। আকাশের সিকে প্রশস্তপথ বিহারে এক অর্ধ-চন্দ্রিমার সিকে

হেমন্ত ভালোয় ফোন, হাঁটল ঘরে বিজয়া মুহাম্মদ কাছে মুখ এনে অসহায়ে অসহায়ভাবে বলছে কিছু, ফোনেছিলে।

'লাল ভালো ডাক্তার ঠিকানা বাইরে বলল।

'কি কিছু, নিয়ে ঠিক। ভালো একজন ভালো ডাক্তার।

'ভালো' ভালো 'হেমন্তের কাছে' থাকলে ঠাই একটা, ৮৬ না। আর পরিচয় না দেয়া করতে বলল করে বেরুতে পারল।

বিজয়াকে ঠিকে এল হেমন্ত। ঘরে এল টেলিফোনে সংলগ্ন ডাক্তার ডাক্তার এক ডাক্তার।

একটা ফোন কি না ফোন, ডাক্তার বলল এখনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আম্বুলেন্সের খবর পাঠান।

হাসপাতাল আসতেই মদনীকে ঘরের নেয়া। আম্বুলেন্সে প্রথমেই চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে 'কি পুলিশ-টুলিশ আসবে নাকি?'

কী যে ব্যাপার, কিছু বুঝে ঠিক নেই। প্রশ্নের 'নির্ভিতে উঠল। একটা ফোনের জন্যে ডাক্তার হাসপাতালে নিয়ে নিয়ে অপারেশন করতে হবে। এখানে পুলিশ আসবে কী জন্যে?

না, আসতে পারে যদি আপনার ডাক্তার ডাকতে বা হাসপাতালে ভর্তি করতে আসে কেউ করলেন। প্রসন্নমুখে বললে ডাক্তার। হঠাৎ সেটা ক্রিমিনাল হয়ে পড়ে। ঠিক-ঠিক সময়ে ব্যবস্থা হচ্ছে


উপহারের অনবদ্য গ্রন্থ
কবি নজরুল ইসলামের
রুবাইয়ৎ-ই-ওমর খৈয়াম
এই বহুল প্রচারিত কবির শ্রেষ্ঠ অনুবাদগ্রন্থ সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা সৌন্দর্য প্রকাশের অপূর্ব মনোরম ছবিসমূহ ও প্রচ্ছদে বিলাসী ঘরানার অনুরূপ বিশিষ্ট বাঁধাই রহিয়াছে পাঠকবর্গকে সন্তোষ করিবে।
মূল্য অগ্রিম বহুরে ডাকে ভিঃপিঃ সমেত ... ৫৲ ১০, টাকা মাত্র
স্টাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
৩৩।৪ শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২


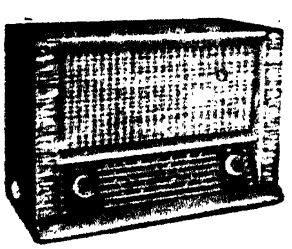


আমাদের নিকট নানা ধরনের অথবা সহজ কিস্তিতে আমরা বিভিন্ন রকমের রেডিও সেট পাওয়া যায়। এ৫, এম কি ও অন্যান্য রেডিওগ্রাম, লংপ্লেয়িং রেকর্ড, টেপ রেকর্ডার, টেলিফোন অল-ওয়েভ ট্রানজিস্টার রেডিও এম্পিফায়ার মাইক, ইটারফোন, হর্ন, মাইক কোয়ার্ড রেডিও ও ইলেকট্রনিক্সের যাবতীয় যন্ত্রপাতির সাজ-সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া থাকি।
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোর্স
৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩। ফোনঃ ২৪-৬৭১৩

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

## ব ন্ম

বিষ্ণু দে

নদীর পাড়ে থমকে যাই, শাল শিয়ালে বনে
কিসের গান হঠাৎ শুনি, কে গায় আনমনে,
ঢেলেছে হাওয়া, হাওয়ার গান, গাছের ফোর দোহায়,
ডালপালার পাতার নাচ শালশিয়াল বনে,
বাতাস ঢেলে হাতের তালে কোন পরব পালে,
নদীর পাড়ে থমকে যাই নীল শরৎকালে,
থমকে যাই পড়ে থমায় অন্ধকোলা বাহার
ছিনাসলীকে দেখে আপন ভিতর পরবকালে।
কখন না কোথা পা চলেছে পাকের পাল ঢোকে
কখন গেছি ভিতের পালে মুক্ত বোবা হেসে,
আখার নাচে পাতার গানে দেখি চন্দ্রহার
কেমনে একে? দেহের নাচে মুখের গানে যে সে
বলেই মতো বাইরে ঢেলে হাতের নাচেতে
বিষ্ণু সাজ দেহের বেগে পায়ের তালে আম
একলা নাচে গানের ভিতে বিতানে মুখ ভাব
মুক্ত দেখি, সারাটা বন এগিয়ে আসে ঢলে॥

## রা ম গ ড় স্টে শ নে স ন্ধ্যা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ট্রেন এসে চলে যায় হংকঙ্গ ঢেয়ে দেখি প্রজাপতে সহ এই সন্ধ্যা প্রকাশ
অলীক মূর্তির মত কাকলী মনুষ্য সিন্ধু ঘুরছে ফিরছে চাইনিজ সাইনস ঠোঁয়
আমার বন্ধুটি পাশে দিলারে ঠোঁটে ঢেপে কুটি-দেখ-করা এক ঘন শীতকাল
বেঁকায় মিশিয়ে ছুঁড়ে অমনস্ক চোখের দিকে, ধমকাচ্ছে, বাতাসের প্রতি পরে পরে।

কলকাতা ফিরে যাবে সপ্তম সাতের বাঁধা কর্তৃপক্ষমান সুদর্শনা ছিমছাম যুবক
টাকাকড়ি সময় প্রকাশে, আমাকে সন্ধ্যাকে খুনে করছে নানা হোটেলের, একেবারে যে ভিতর-
দর্শিনবার ভুল খেলবে, পরবর্তা অট্টহাসে ঢেনে মেরে বন্ধুদের চোখের চুম্বক
সুখের নানান সুরে এঁকে রাখবে ওষ্ঠে, ঢোখে, পুরীতমগ্ন ফেরিনের বুকে ভিরে ভরে।

এখন সে অসমভাবে চেয়ে দেখল রামগড়ের যুবতী-পুরুষ এই সন্ধ্যাকের দিকে
কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে হঠাৎ আমাকে বলল ফেপেল উঠে যেন এক অন্য কণ্ঠস্বরে
'আশ্চর্য আশ্চর্য দেখ!' সরলে আমার হাত ধরে রেখে চোখ রইল, পুরীর নির্নিমেষে
অশ্রুর সিন্ধুর মত শীতের করুণ রৌদ্র যখন নিবলে ধরছে পর্বত লিখছে।

পুরীসীর মূর্তির মত বৃদ্ধমান, বস্তুনিষ্ঠ, আবেগ-প্রগল্ভতা-রুক্ষ আমার বন্ধুকে
সেই একবার শুধু, নিতান্ত সাধারণ, ক্ষুদ্র, পটভূমিকার পালে মুগ্ধ, অসহায়
সন্ধীতে দেখেছি আমি।—সুনোদন, ট্রেনের লক্ষ শুনতে পাচ্ছ?' হংকঙ্গের আমি তার বুকে
প্রতিধ্বনিময় কণ্ঠে বলে উঠে, লঘু, হেসে, টেনেনা এনেছি সেই মাতাবী সন্ধ্যায়।

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

[ ১২ ]

২২শে জুলাই

আজ সকালে অমৃত কলকাতা থেকে ফোন করেছেন যে আমি যেন কবিকে ফোটো তোলাই চলে না যাই—এটা ওঁর স্থিরসংকল্প। কবিকে অমৃত অনেক ঠাঁই দেখাশোনা করবে কোনোই ত্রুটি হবে না। অন্তত এখানে আমি আমার যেটুকু করতে পারছি। ডিটেকে নিয়েছিলুম বলে একদিন হয় হয়েছে আমি আসাই চলে যাবো। তাই হাতছাড়া। আজ ফোন করেছেন অমৃত। আমরা বললুম যে ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যে ফোটো তোলা হয়ে যাবে। তারপর আমি চলে যাবো। কিন্তু ২৩শের ছবি কিছুতে তোলা যাবে না। ২৪শের ছবি তোলা হবে। তারপর ২৫শে সকালের গাড়িতে আমরা রওনা হবো। ফোন করে দিলে ২৬শে সকালে আমরা পৌঁছে যাবো এই খবরটা।

আজ থেকে অমৃত ফোটোগ্রাফার নরীন করেছে। সকাল সকাল চলে যেতে হয় শান্তিনিকেতন। কবির কাজকর্ম থাকলে সময় ওর পছন্দমতো নেওয়া করিয়ে। অমৃতের সহকারীর

---

১ ইন্দু চৌধুরী বোধহয় সেই সময়ে ঠাকুর পরিবার সম্বন্ধে কিছু লিখছিলেন বলে।

কাছে শুনলুম এ কথাটা যেন পুরোপুরি কাজে না। ফুটি হয়েছে। ঠাকুর অমৃতের ঠাকুরপো হয়েন এবং এই সূত্রে কবির সে ঠাকুরপো বলে ডাকতে হবে না।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কবির সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ ওর কাছে অমৃতের ফোন পাওয়ার কথা কবিকে বলে প্রশান্ত। কবি ওঁর মুখে এই অনুরোধের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলেন—ওকে বলে দাও যে ২৩শে ছবি তোলা হবে না। ২৪শে ছবি তোলা হবে। তারপর ২৫শে সকালে আমরা রওনা হবো। ২৬শে সকালে আমরা পৌঁছে যাবো এই খবরটা।

ব্যস্ত গৃহিনীর
জন্য

গ্লুকোভিটা
অতিরিক্ত শক্তির যোগান দেয়

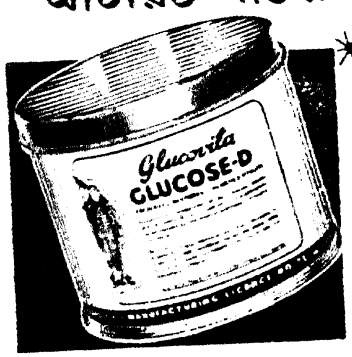


*পুরুষ ও শিশুদেরও গ্লুকোভিটা একান্ত প্রয়োজন!
কাজ-কাম ও খেলাধূলায় যে অতিরিক্ত পরিশ্রমময় তাতে শরীরে যে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় তাই তার যোগান দেয়। সন্তানসন্ততি এবং কুমারাদী জননীদের জন্য ইহা আদর্শ। সুস্থ ও সবল থাকতে হলে প্রতিদিন গ্লুকোভিটা খান।

গ্লুকোভিটা
অতিরিক্ত শক্তির জন্য

১, ২ কি ৫ সের ওজনের পাত্রীতে পাবেন গ্লুকোভিটা খাদ্য। প্রতি কাপ বা গ্লাসে এক থেকে তিন চা-চামচ মেশান নিন। সহজেই মিশে যাবে।

বৃটিশ প্রোডাক্টস (কোঃ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

ভারতের একচেটিয়া প্যারী এণ্ড কোং, লিমিটেড


৬৪. তখন সেটাকে মেনে নিতে পারেন অনেক রকমে, তখন আর অন্য লোকের মতো তাই নিয়ে ছটফট করেন না। তিনি জানতেন না ডাক্তারদের মনে কি আছে। তাঁরা যে প্রথমতঃ ভাবে কয়েক দিনের জন্য কবিরাজকে আসন ছেড়ে দিয়েছেন, সেটা কল্পনা করেন নি। তাই যতক্ষণ অপারেশন করা হয় মনের কাছে অনিশ্চিত ছিল, দুজনের মনের মধ্যে লড়াই চলছিল কি করে ওটা ঠেকানো যায়। সেই বন্ধ করা যাবে না, তখন অনিচ্ছুক হলেও মন পুরোপুরি মেনে নিল অসম্ভবটা। সেই দিন থেকে করে বসেন কলকাতা, কেমন করে যখন কে কে সাথে যাবে, কোন সময় কতো হাসেন তাই নিয়ে কল্পনা-বিলাস চলতে লাগলো সেইজন্যেই দুজনেই দুজনেই দুজনেই

অবশ্য কলেজের যে প্রতিষ্ঠা নিয়ে অপারেশন থিয়েটার আজকে সেখানে নিয়ে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যাবার আগে সমস্ত অনুষ্ঠানটা ধরে সেই কথাগুলো কথা বলছিই হবে—প্রতি হাত সাথে সাথে কোথায় কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে বলাবাহুল্য অপারেশনের পর ব্যান্ডেজগুলোর সময় ডাক্তারদের সাথে সহকারীদের দুজনের নতুন করে আলাপ নিয়ে বেরোন আমাদের মধ্যে কিছুটা ইতস্তত ভাব ছিল। খুব ভয় ছিল আমাদের যেখানে কোন কিছুতে হাত দিয়ে আমাদের অজানতে যদি কোন ভুল হয়ে যায়। আমাদের ভয়টাই যে সবচেয়ে বড় ভয় ছিল। একটা কথা বলে রাখা ভালো ডাক্তারদের সাথে আমাদের ব্যবহার এমন ছিল যাতে করে না ওখানে আমাদের অসুবিধা হয়—সেজন্যে আমরা সব সময় সচেষ্ট থাকতাম।

ওদের ইংরাজি ভাষা ছাড়াও আমাদের নতুন করে একটা ভাষার জন্যে আমাদের মন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেইজন্যে আমাদের অপারেশনের ঘরে আমাদের অভিজ্ঞতাটা বেশি পড়ুয়া ছিল। সে অভিজ্ঞতার যে অবদানের উনি থাকেন তবে নাম দিয়েছিলেন ডেমোনেশন—জলজ্যান্ত রোগে পড়েছেন সেখানে সেখানে পেশেন্ট রোগে। আর সেজন্যেই আমরা দিয়ে বেশ কয়েক বার রোগে পড়েছিলাম নমুনাকরণ বোঝাতে গড়গড়িয়ে। এখনও আমরা গড়গড়িয়েই আছি, আমাদের কাজে সম্পূর্ণ দেয় হয়নি।

নেহরুকোল নাম দিয়ে কয়েকবার বলেছেন, শুনেছো, আমি ছাত্রাবস্থায় ঐতিহাসিকদের জন্যে একটা প্রবলেম তৈরী করে দিয়েছি। এর পর হয়ে এই নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকবে। বলবে, এই কবিরাজটা আমাকে ভারিখের দুপুরবেলায় জোড়াসাঁকোতে

লেখা হল সেখানে, আমার বিশ্বাস বেলাভেই সেই সিনেমা আর-একটা কবিতা ময়মনসিংহ এর নেত্রকোণাতে কি করে লেখা হতে পারে? এত অল্প সময়ের মধ্যে তো কলকাতা থেকে নেত্রকোণা পৌঁছানো সম্ভব নয়। অতএব সুনীতির মতো একটা নিশ্চয়ই ভাল ও বা হলিউডনাথের নয় নিয়ে আমাদের কিংবা আরো কত কি। আমার হাতের অক্ষর তো নয়ই, তাছাড়া আমার অনেক লেখাই নকল করেছে হয়তো হাসছে কোনো কবিতার কপিগুলিও কেউ আমাকে ছাপবার এমনকি কেউ নয় এই কারণে তো ইতিহাসের বস্তু হয়ে।"

২৩শে জুলাই

আজ দুপুরবেলায় ঘুম ভাঙে এবং হঠাৎ মনে পড়ে যে আজ বুধবার। ইস্কুল বন্ধ হয়েছে। আমাদের একটা রবিবার কিন্তু বন্ধ হয়েছে। দুপুরবেলায় এরকম হয়ে না আমার মনে হল আমি ইস্কুলে যাচ্ছি। ইস্কুল বন্ধ হয়ে যাবার পর আমার মনে হয়েছিল যে

ডাকে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম করে যেতে বলায় সে যেন কৃতার্থ হল। সমস্বরে এসে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থেকে প্রণাম করে আস্তে আস্তে চলে গেল। আমি নিশ্চয়ই জানি, শরীর অত্যন্ত বেশি অসুস্থ না থাকলে অন্তত দুই একটি কথাও কবি সেদিন তার সঙ্গে বলতেন। এবারে তাও পারলেন না।

২৪শে জুলাই

আজ সকাল থেকেই কবি চঞ্চল হয়ে রয়েছেন, কাল রওনা হতে হবে বলে। সবাইকে তাগিদ দিচ্ছেন, ক্লিনিসপত্র সব গোছগাছ হল কিনা। বনমালী হালদার বাড়ি চলে গিয়েছিল জরুরী চিঠি পেয়ে—কয়েকদিন হল ফিরেছে। তাকে ডেকে বলা হচ্ছে, "তুই তো কিছুদিন ছিলি না, ক্লিনিসপত্র কোথায় কি গোছা ঠিক করে দেখে শুনে নিস কিন্তু আমার যাতে লাগে।" ছোটো ছেলেরা যেমন কোথাও যাবার আগে একটা উত্তেজনার মধ্যে থাকে, ঠিক সেই রকম ভাব।

বিকেলের গাড়িতে রথীবাবু আর অনিল কলকাতা চলে গেলেন—কবি কোন্নগরের আগে এগিয়ে থাকতে। যাবার আগে তাঁরা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। অনিল প্রণাম করে বলল—গুরুদেব, আপনার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।—"গাড়ির ব্যবস্থা না করলেই নয়? ছি ছি ছি গুরুদেব, এ কি অন্যায় কথা। এরকম কথা বলা আপনার মোটেই উচিত নয় ইত্যাদি বলে খুব আপত্তি জানালেন। কবি হেসে বললেন, "বাঙাল ঠাট্টা বোঝে না।"—না, এরকম ঠাট্টা করা তাঁর অন্যায়। আমরা যারা ছিলাম সকলেই কথাটার সমর্থন করে বললাম, এরকম ঠাট্টা আমাদের ভালো না।

কবি আজ শুনলেন, পুরীতে মির অসুখের কথা। তাঁর মন্তব্য কাল অবশ্য শোনা যায়নি না বোঝা মতো বিষয় হয়েছে। বিকেলে এখানে কলকাতার বিজলীবাবুর কোয়ার্টারলি পত্রিকাতে মিরার ছবি ছাপা হয়েছে—মুখখানি বেদনাতে ভরা। ছবিটি কবির কাছে নিয়ে গুরুদেবকে দেখানো হল। কাল পাড়ি দিতে হবে বলে আজ সব কাজই তাড়াতাড়ি সারা হচ্ছে।

বৃদ্ধদেব ভুলে করে হবে বলে এতদিন আসতে পারেননি সকালেই গুরুদেবকে দেখবার ইচ্ছা মনে করে বেরিয়েছিলেন। এসে কি কবির মাথে কথা কইবার নিকটতম, তাঁরও আসেন না। এর সঙ্গে কলকাতার এসব পত্রে কবির সেবা যাবে। আজ কিন্তু একেবারে টেবিলে সমাবেশ বাঁধা। তাঁরা না এসে পারেননি না। আমাদের পর নরেন্দ্রবাবু এবং ঐরকম দু চারজন এসে কবিকে প্রণাম করলেন। ট্রেন খুব ভোরে সকলের সঙ্গে সুধীরবাবু জানালেন, গুরুদেব তাঁর হাতের জাপানই খেতে ভালোবাসেন, তাই আজ জাপানই করে এনেছেন। অন্তঃপুরীর[২] মা লাটির পালো না কি দিয়ে একরকম নরম করে এনেছেন, যা খেলে খুব শরীরের অনিষ্ট না হয়। সকলেরই ইচ্ছে আজ কবির পায়ে কিছু, অন্তত দেবার ইচ্ছে।

সাধারণত ট্রেনে ঘিরলিনই খুব শোয় করেন। আজ তাকে শোয়ে খুব খুশি। "আমার ছেলেদের নতুন রাজ্যের ঘিরকম হল তা?" খুব ভালো। "কই, আজকে নিয়ে তো তোরা নতুন রাজ্যের 'এপেল' করবার চাইলি না।" আপনি ভালো হয়ে ফিরে আসুন। খুব সুন্দর করে আপনার নিয়ে যাব। খুশিতে কবির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আজকে যখনই কোনো নতুন বাড়ি দেখবে তখনি এই কথাই আপনার মনে পড়বে। পরিষ্কার ঘিরকম হয়েছে জানবার জন্যে। কালকের রাত্রের তৈরী হয়ে গেছে কিন্তু সে সম্বন্ধে কারো কাছে কিছুই ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হয়নি। সবই সেরেস্তার সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে। কেউই আর বেশিক্ষণ কাছে রইলেন না সকলেই পরিচয় একটা নমস্কার জানিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

সন্ধ্যেবেলা সন্দেশ নিয়ে দিঃ ঘোষ [illegible] নিলেন।

---

২ অন্তঃপুরী কুটীরশিল্প। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ঘুরী।

সামান্য একটু * টিনোপাল ব্যবহার করলে

সাদা জামাকাপড় সবচেয়ে—বেশী সাদা—হয়ে ওঠে।

* টিনোপাল এসে সুইটজারল্যাণ্ডের সিবা লিমিটেড-এর তৈরী ব্লুইং এজেন্ট।

প্রস্তুতকারক : সুরক্ষা পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৭৩এ/১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মুদ্রক পাবলিশার্স প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ বি ... লেন।

বাবু স্টেশনেই রয়ে গেলেন, জ্যোতিষদা উপরে এসেছেন।

২৫শে জুলাই

ভোর চারটের সময় কবির ঘরে গিয়ে দেখি, তখনি তিনি সোনালি চীনাংশুক পরে একেবারে তৈরী হয়ে পুরনিবাসের জানলার কাছে বসে আছেন। একটু পরেই আশ্রমের ছেলেমেয়ের দল "এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার" গান করতে করতে উপাসনার ঠাঁই পার হয়ে লাল কাঁকরের রাস্তা বেয়ে এসে কবির জানলার নিচে দাঁড়ালো। তিনি জানলার ধারে বসে নম্র হাতে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সংগীতের সুধা গ্রহণ করলেন। তারপর একেএকে আশ্রমের পুরনিবাসের সকলেই এসে একটুখানি দাঁড়িয়ে কবির কাছে কাছে আসা নিয়ে দাঁড়ালেন। কবির কাছে কাছে আসা নিয়ে দাঁড়ালেন। কবির কাছে কাছে আসা নিয়ে দাঁড়ালেন।

আজ তিনি একটু আগেই নিজের নিজের কাজে যাবার জন্যে এই আশ্রমের নিয়মকানুন নিয়ে বিচারকদের মধ্যে যাই আজ সাধারণ। ছেলেমেয়েদের বিচারকদের মধ্যেও সেই সাধারণতা ধরা পড়লো।

ছুটি হবার সময় এগিয়ে এল। ছুটিবিহীন এই কাজে যে একেবারে ছুটি পুরনো কাজ হবার তা নয়। ছুটি সকলকারই পুরনিবাসের সেই একই পরিচিত নিয়ে এসেছে। তিনি যখন কবিকে ছবি তোলবার জন্যে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন তখন তিনি ছবি তোলবার জন্যে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। ছবি তোলবার জন্যে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন।

আজ আমার একটি বিশেষ আনন্দের দিন। কবির সামনে নিজে আমার কবিতাই সংগীত করবার সুযোগ পেলাম। ছবি তোলবার জন্যে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। ছবি তোলবার জন্যে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। ছবি তোলবার জন্যে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন।

আমার গাড়ি ছেড়ে ঠিক সময়মতন নেবার নেবার চলেছি। চলার ইচ্ছে করেই নেবার আশ্রমের ছবির নিয়ে গাড়িখানা নিয়ে এল, যাতে পুরনিবাসের ছবির পাশ দিয়ে নিজে নেবে যেতে পারেন। অনেক দিন ঘর ছেড়ে বেরোন নি, আশ্রমের চেহারাও তিনি দেখেন নি। রাস্তাঘরের পাশ দিয়ে যখন গাড়িখানা গেল, লক্ষ করলাম একটু বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই যেন ঘাড় বেঁকিয়ে নতুন রাস্তাঘরটা দেখলেন। ছবি পড়লো আমার, মৌরী বলেছে যে, তাদের কবির অনুপস্থিতিতে ঠাঁই ঐ রাস্তাঘর থেকেই নিয়ে আসবে। মৌরীর ইচ্ছে যেন পূর্ণ হয় বার বার মন এই কথাটি বলতে থাকলো।

ছবির পুরনো এখানে সেখানে প্রায়ের কাছেকে হাতছাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। কবির গাড়ি তাদের সামনে দিয়ে যাবার সময় তারা নীরবে ছোটাছুটি করে পুরনিবাসের নিজের অভিনন্দন জানালো। কোনো ছবির চিৎকার নয় কলরোল নয়। একেবারে সহজ স্বাভাবিক সাধা নিয়েছেন। তাঁদের সেবায় তাঁর কবির গাড়ির সামনে সাধারণ জন্যে দাঁড়িয়ে। আমেরিকান ও কবির কাছে থেকে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করতো। কবি যেমন সবাইর নতুন নতুন নামকরণ করতেন, তেমন আমাদেরও তাঁকাদের "পোটাটো" বলে। সে যে কেন তাও বলতো তা নয়; চাকরিটা বাসের নিয়ে করতে পারতেন না তাদের কিছুতেই কাছ রাখতে চাইতেন না—তা সে যতই কাজের লোক হোক না কেন।

এই পুরনো চাকর বনমালী ছবির ছবির হয়ে পড়ায় কাজ একেবারে একজন কবিসেবক লোক ছবিয়েছিলেন। সে বনমালীর জায়গায় ঠাঁই সেবাশুশ্রূষা করতে পারবে। আশ্রমের


## গল্প বাছাই কয়েক

২ য়ে হল ২ ২ য়ে হল ২

নবীন ঘাট নাটকার বিজন ভট্টাচার্যের—গোত্রান্তর ২·৫০

ছোটদের বিশেষভাবে নিবেদিত নাটক

দুই গ্রহণ

পরিচালক ঐতিহ্য সম্পাদক ২·৫০

নাটকার বিজনের ভট্টাচার্যের

নবীন সমাজবাদী কবিতা

কান্না হাসির পালা ২·৫০

কবি, মুখোপাধ্যায়ের

সংক্রান্তি ২·৫০

কবিতা পাক্ষিকের কবি সাধুনিক

বারো ভূতে ১·৫০

সুনীল বসুর

কবিতাবলীর কবিতার সমাজে

স্থানীয় ঐতিহ্য নাটক

হবু রাজার দেশে ১·৭৫

ভারতী লাইব্রেরি কলা আদুন, তালিকার ফোন করুন

ভারতী সাহিত্য পরিষদ, ১৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯



হোমিওপাথিক

# পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রিত সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার

উপরোক্ত গ্রন্থে গৃহচিকিৎসার মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং গৃহচিকিৎসার মূলের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা, পরীক্ষাগারে এবং আরোগ্যের ইতিহাস প্রকাশ করা হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে বাস্তবীয় রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনির্ণয়, রোগ ভেষজ নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে ক্রমে ভেষজ সম্বন্ধে তথ্য, ভেষজ-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত রোগনির্ণয় যন্ত্রের উপযোগ ও ব্যবহার, জীবাণুতত্ত্ব ও জীবাণুর রোগ এবং রক্ত-মূত্র-থুথু পরীক্ষা প্রভৃতি বাস্তবিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৭·৫০ নং পঃ বাঁধা।

এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

ইকনমিক আর্কেডস ৭৩ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট কলিকাতা—১

পুরনো চাকর রামচরিতকে দিয়েছিলাম। সে খুব কাজের ছিল এবং সেবা-শুশ্রূষাতেও তৎপর। সোফার মধ্যে একটু গম্ভীর মুখে এবং একজোড়া প্রকাণ্ড গোঁফ, তাতে আরো যেন মুখটা অন্ধকার দেখাতো।

প্রতিমাসি হুঁশিয়ার হলেন রামচরিতকে দিয়েছি বলে, কারণ বেহারের লোক হলেও সে দিব্যি বাঙলা কথা বলতে পারতো এবং ট্রেনে যাতায়াতের সময় সব রকম—যেমন মাল বুক করা, গাড়ি বিজার্ভ করা প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কাজ বহন করবার শক্তি ছিল।

কিছুদিন পরে যখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছি কবি বললেন—যখনই তোমার ঐ গুণের চাকরকে তুমি ফিরিয়ে নাও। আমি মানছি ও কাজ খুব ভালো জানে, কাজেই বৌমার ইচ্ছে যে ওকে রেখে দেন আমার কাছে কিন্তু আমি কি করে ওকে কাছে রাখি বলো? ওর মুখ দেখলে যে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। কোনো ঠাট্টা-তামাশা ওর সঙ্গে করতে পারিনে, ঠাট্টা করলে ও হাসতে জানে না, শুধু কাজ নিয়ে আমি কি করবো? আমার লাইব্রেরি আর কিছু পারুক না পারুক পোট ভরে হাসতে জানে, ঠাট্টার বোধ নেই—তাই ওর সঙ্গে কথা বলে আমি আরাম পাই। ওর হাত-টাতগুলো অত্যন্ত লম্বা ও একটু কাঁপে, তা হোক যে ওর সেবাই আমি চিরকাল নেবো। ঐ গম্ভীর মুখের মধ্যে বড়ো একজোড়া গোঁফ আর আমি সেবায় পরিতৃপ্ত হই।" সেবকরূপে রামচরিতকে আবার আমরা ফিরিয়ে নিলাম।

এইরকম সেকালের লোকের কাছে পেণ্টোটাচ্চা নাম শুনে কবি কেউ কৌতুক অনুভব করতে না পারলে তো সে পরে লোকের কাছে টিকতেই পারতো না। আমার মুখও অত্যন্ত গম্ভীর।

কবিকে সেকালে তোলা হলো মিঃ ঘোষের সেলুনে একটা বসবার কামরা আর তার পাশে শোবার ঘর। প্রথমে কবি বসবার ঘরের চেয়ারে বসেই জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতেন। অজয় নদী পার হবার সময় বুড়ো বলল—নারায়ণী, অজয় পার হচ্ছ। বললেন, কতদিন পরে দেখলুম নদীটাকে। খানিক পরে ক্লান্ত বোধ হওয়ায় পাশের ঘরে বিছানার উপরে নিয়ে গিয়ে শোয়ানো হলো। আমাকে বললেন, এইখানে পাশে এসে বসো তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো।"

গাড়িটা বেশ গরম ছিল তাই একটা পাখা নিয়ে বসে বাতাস করছিলাম। একটু পরে একবার বিছানা থেকে উঠে বসলেন। অন্যান্য সকলেরই মন খুশি হলো নিজে উঠে বসায় খানিক বাতাস খেলো।

মুঙ্গের আর বুড়ো মাঝে মাঝে এ ঘরে আসছিলেন আবার মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছিলেন। কবিরাজমশাই ও এই গাড়িতেই যাচ্ছিলেন। বাড়ি বাড়ি স্টেশনে গাড়ি থামলে তিনি এক ঘটি নিয়ে যাচ্ছিলেন কবির জন্যপথ্য আনবার জন্যে। চলন্ত ট্রেনে যে-ই ওঠবার চেষ্টা করেছেন সেই হুড়মুড় করে পড়ে গেছেন।

কবিরাজমশাইকে নিয়ে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। কবিরাজমশাই ও এই গাড়িতেই যাচ্ছিলেন। বাড়ি বাড়ি স্টেশনে গাড়ি থামলে তিনি এক ঘটি নিয়ে যাচ্ছিলেন কবির জন্যপথ্য আনবার জন্যে। তখন ট্রেনে যে-ই ওঠবার চেষ্টা করেছেন সেই হুড়মুড় করে পড়ে গেছেন।

কবিরাজমশাইকে নিয়ে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। কবিরাজমশাই ও এই গাড়িতেই যাচ্ছিলেন। বাড়ি বাড়ি স্টেশনে গাড়ি থামলে তিনি এক ঘটি নিয়ে যাচ্ছিলেন কবির জন্যপথ্য আনবার জন্যে। তখন ট্রেনে যে-ই ওঠবার চেষ্টা করেছেন সেই হুড়মুড় করে পড়ে গেছেন।

হাওড়ায় পৌঁছে সেখি নিউ থিয়েটার্স-এর বাস প্রমোদবাবুর ব্যবস্থায় কবির জন্যে হাজির রয়েছে। কেউ খবর পায়নি কাজেই স্টেশনে কোনো ভিড় নেই।

অধ্যাপককে দেখে আশ্বস্ত হলাম—যাক, স্টেশনে যখন আসতে পেরেছেন তখন এমন মারাত্মক শরীর খারাপ নয়। কবি ভেবে ছিলেন, আমি বুঝি সোজা স্টেশন থেকেই বাড়ি চলে যাবো, তাই মুখে কিছু না বলে গাড়ি থেকে নামবার সময়ও হাতখানা ধরে রইলেন। আমি হেসে সকলকে বললাম যাচ্ছি না কোথাও যাচ্ছি।

কবির সঙ্গে বাসে চড়েই মৈত্রেয়ী আমি বাড়ি চলে যাবো বলে ছটফট করছিলাম। অধ্যাপকদের জন্যে ব্যবস্থার সব কিছুকে করে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। স্যুটকেস খুলেই কবির জামাকাপড় ঘরে নিয়ে গিয়ে গোছানো হচ্ছে। হঠাৎ হুঁশ হলো, চলে যাবো। সকলকারো একটুখানি। কবির জন্যেই সঙ্গে ঔষধপত্র আনা হয়েছে। কবির জন্যেই কিছু ফলমূল আনানো হয়েছে। তাঁর জন্যে একটি ঘর পরিষ্কার করা হয়েছে। তিনি যে এখানে এসেই অসুস্থ, সেই ব্যবস্থাগুলো যে হচ্ছে না। আমি ওকে বলে যাচ্ছি যে স্টেশনে একবার সংবাদ দেওয়া হোক। ডাক্তার ও ঔষধ সঙ্গে আছে। আমি সকলকে বলে যাচ্ছি যে কবির জন্যে কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি সেকথা বলে যাচ্ছি। আমি সেকথা বলে যাচ্ছি।

প্রমোদবাবুকে বললাম কি যে ঘুরিয়ে আনা হবে বলতে পারি না। প্রমোদবাবু হেসে বললেন আপনি চলে যাবেন না। এখানে আপনি থাকবেন। আমি বললাম না, আমি যাবো। আমি বলে যাচ্ছি। আমি বলে যাচ্ছি।

শিবেন্দু পালিত

এ

### আমার কথা

পালানো হয়তো সহজ। কিন্তু মুক্তি অমন সহজে মেলে না।.....

মাধবীর কথা কিছু না বললেও চলত। আমার সঙ্গে মাধবীর সম্পর্ক এত স্বল্পায়ু, ছন্নছাড়া ছিল যে, তাকে এখন না ভাবলেও চলে। তবু মাধবীর কথা বলে নিই। মাধবী এক শুকিয়ে-যাওয়া ক্ষত।

মাধবী আমার কেউ ছিল না, মাধবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তত গভীর নয়, বিভেদ অনেকখানি। তবু বলছি, মাধবী ছাড়া আর কোন পথ, কোন আলো সেই সময় আমি খুঁজে পাইনি। কিছু কিছু দুঃখ থাকে, কোন কোন বিভাজা যন্ত্রণা—যার তল নেই, কূল নেই, চিহ্ন নেই, তেমন কিছু স্পর্শকাতরও নয়; তবু কেউ কেউ পারে সে-দুঃখের জ্বালা মুছে দিতে। অসংখ্য মুহূর্তের স্বাভাবিক প্রেরণা ও পরিচয়ে কি করে আমি এটুকু বুঝেছিলাম যে মাধবীর আশ্রয়ই আমার শান্তি, মাধবীর সান্নিধ্যে নিজের অস্তিত্বকে ভুলে যেতে পারি, আমার ধারণা মিথ্যা হয়নি। মাধবী আমাকে ভালবেসে দিয়েছিল, শরীরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু.....

•

একদিন বিকেলে হঠাৎ অন্ধকার নেমে এলো।

আমার লাবণ্যের কথা তুলিনি। আবেগ করে মনে পড়ল বাবার মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে আমার চেয়ে অনেক ছোট ভালবাসা-হীন কতকগুলি অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে। সে-সব মুখ কিছু কিছু এখনো মনে পড়ে। মামু, মামাতো-মা, মৃত। শিয়রের জানলাটা কেউ বন্ধ করে দিয়েছে। আলো ঢুকছে না, বাতাস নেই। ঘরের কোণে মাকড়শার জালগুলো লম্বা লাউডগা সাপের মতন ঝুলছে। ওসথাস শুকনো মা-র মুখ, চোখে পিচুটি, ঠোঁটের ছাল্কে, পালে, কুঁচকে রেখায় থুথু, এবং সেটা শুকিয়ে খড়ির মতন সাদা একরকম দাগ ফুটেছে। চোখের কোল বেয়ে নিটোল এক ফোঁটা অশ্রু নাকের পাটার ওপর স্থির হয়েছিল, করবী ফুলের মতন ঈষৎ লোলুপ এই ধরেছিল চোখদুটোয়। আমার ভাইবোনগুলি নিরুপায় সুযোগসন্ধানের মতন স্থির অথচ মুক্ত দাঁড়িয়ে জুলজুল চোখে বাবাকে দেখছিল। আমি জানতুম, ওরা কি দেখছে। এই একটি মানুষ যিনি মানুষের মৃত্যুর পর সেই মানুষটির অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটা সম্পূর্ণ হবার শেষ কর্তব্য করছিল।

কিন্তু এ হবার নয়, এ হতে না।

একদিন ভাল করবার মতন কি এমন করতে পারতুম না। একদিন ভেবেছিলুম, মাধবীকে ভুলে যাব। একদিন ভেবেছিলুম একজন অসময়ে আমার জীবনকে ভুল মনে হয়ে ভুলে গেছে আমি সেটা বিশ্বাস করতুম কিন্তু পারিনি। বাবাকে ভুলে যাওয়ার অর্থ বাবার সঙ্গে না আমি এপারেই একদিন অন্ধকারে নেমে যাব। তিরিশ বছর বয়সে আমি ভেবেছিলুম পরিণতির কিছু, মানুষ থাকে যারা মানুষ হয়ে জন্মায় তিরিশে, কিন্তু মানুষের পরিচয় পায় না। এরই সঙ্গে যুদ্ধ বাধে।

সেদিন আমি ঘরে ফিরছিলুম। অফিসের সন্নিকটে ওপর যে মাকে আমি প্রচণ্ড ভালবাসতুম যে মার ওপর আমার নিজের চেয়ে বেশি বিশ্বাস ছিল অফিসে, যে মার মুখের দিকে তাকিয়ে যখনো নিজেকে বিশ্বের মতন মনে হতো.....ও, অসহ্য। মা যেন বাবার মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলেন। দিন তিনেক ইনসুলিন দিয়ে বিছানায় শুইয়ে রেখে ঘরের চৌকাঠে মুখ গুঁজে কাঁদলেন, নিজের কপাল আর ভগবানকে দোষারোপ করলেন, এইসব নিষেধ ছিঁড়ে-খুঁড়ে-দিয়ে বিশ্বনিয়ন্তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন। তার-পরেই মার একটা নিজস্ব, একেবারে অন্য-রকম রূপ ফুটে উঠল। হিংস্র, অসহীন, বীভৎস। মাকে এখন মন্বন্তরের মেজদিদির মতন লাগছিল।

মা আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে হাত নয়, যেন সব লজ্জা চাইছে। মার এই বাবার পাশে মুহূর্তেই আমাকে বিশ্রী করে তুলেছিল। প্রতিদিন তরকারি কাটার সময়ে যে-মানুষ ছেলে বিছুটি ছিল না। আমি ভাত খেতে বসতুম, মা আড়ালে অন্যের মার কাছে গিয়ে সেই হবার মতন হতুম।

বাবার উদ্দেশ্যে এই আমার সর্বশেষ ভালবাসা হবে, ভেবে ফেলেছিলাম। আমার অবাধ্য আমার চোখ বন্ধের সময় এক ফোঁটা দুটি জল কেন ফেলল না। আর একদিন, সন্ধ্যা, সিনেমা দেখতে যাবার জন্য বেরুবার সময় মা আমাকে একটা পয়সা দিয়েছিল। বাসটা পুরো ভরা ছিল, তবু কোনরকমে ঝুলে পড়ে সেটা ধরেছিলাম

মাধবী জামার বুক থেকে কয়েকটা পাতার খুলে নিয়ে গেল। পাতাগুলি বিকেলের সূর্যকিরণে আগে আকাশটাকে যেমন একরঙা বিলাস মনে হয়, অনেকটা তাই। অনেকটা হাওয়ায় সর্বাংশ কৃষ্ণচূড়া আসে, মাধবী চলে যাবার পর আমার সেইরকম মনে হচ্ছে। একা, অসহায়, নিঃস্বল। এই বেদনাবোধ থেকে একটা প্রক্ষয় ক্রোধ এবং পরক্ষণে মনের চেষ্টা জন্ম নিল। ওদেরকে কারুণ্যময় কাজ ছাড়ে করবার কথাটা কথাটা ছেলেবেলা সময়ে যে এসে এইসব আমি চাই। সবাই কাঁধার কী জানো কার কাছে জানতুম না ছাড়বে। ছিড়ে একটা প্রকাশ করি যেন মনোরঞ্জন করব আমাকে না এবং আনন্দময়ের ক্ষণে ছুটাতে পারিনি। কী বন্ধুদের কেন কোনো বিশ্বের আনন্দ মনের আমার হয়, ওদের চেনা করতুম।

কেন পারে? নিশিবাবুই আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন।

### নিশিবাবু

নিশিবাবু একটা অফিসবাবুর নাম। নিশিবাবুকে যে চেনে তাকে বলে দিতে হবে না যে নিশিবাবু কে। তবু যদি কেউ না চেনে একজন কি নতুন আমি একজন সাধু ধর্ম ধরে কি আমাকে কিছি না আমাকে কি নিশি পাল চেনে হয়। নিশিবাবু, এরাই মধ্যে যে একজন আমার কাছে ধনী মনে হয়ে ছিল নিশিবাবু, আমাদের অফিসটা প্রাইভেটের মতোন নিশিবাবুর বিশ্বাসী কাজের কাছে হয়ে আমি জানেন কাজের মতো কেউই ছাড়ে নিশিবাবু।

নিশিবাবুর সঙ্গে কাটাবার কি একটা সম্বন্ধ পাতা ছিলাম। কিন্তু সম্পর্কে মানুষ ছিলেন নিশিবাবুর কাছে সে এক অদ্ভুত ব্যক্তি। ও একজন ছাড়াই আমাদের মধ্যে কিছুদিন নিশিবাবু, অফিসে একদিকে কাটা সম্বন্ধে কাজে কাটাবার, যে হয় করবেন না কিন্তু নিশিবাবুর বিশ্বাস ছুটি, কৃষ্ণচূড়ার মাইলেন নিশিবাবুকে ছাড়বার ছাড়ে কোন-দিন দেখিনি।

নিশিবাবুর বয়স কতটুকু না বেশিই ছাড়বে। তিনি স্বাভাবিক একজন মনে এবং যা ৫ বছর ও আমাদের অফিস ছাড়ে যাচ্ছেন নিশিবাবু, ছাড়ে একজনই নয়। অনেক ধরে যারা বাড়ে মাসের পড়ে একটা বিশেষ অফিসের এদের একজন নয় না বিশ্বে ছাড়ে কোন নয়ও হয়েছে বেশ্যা বেরে। আমাদের কী একটা কয়েকটি বাজারে সমস্যা ছিল। জানি না। তবে মনে হয় নিশিবাবুর বয়সের আমাদেরকেই একটা ছুটি বোধ বিশেষভাবে।

.....এই সময় একদিন দেখা হয়ে গেল নিশিবাবুর সঙ্গে। তখন আমার পা টলছিল, ক্লান্তি। ভিড়। বোধ হয় একটা ট্রেন এসে থেমেছিল। ভিড় দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দেখলাম নিশিবাবুকে। চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে ছাড়ে, চিনতে অসুবিধে হলো না।

ডাকলাম, "নিশিবাবু!"

নিশিবাবু শুনলেন না। ডাকলেন না। বোধ হয় আমাকে দেখতে পাননি। এমনও হতে পারে দেখেছেন। কিন্তু চিনতে পারেননি বলে খেয়াল করেননি। কতদিন পরে। কতদিন পরে!

নিশিবাবু আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

নিশিবাবু চোখ তুললেন। বললেন।

"কে?"

"আমি। চিনতে পারছেন না....?"

ও হাঁ। মাটি ওদের অনেকদিন..... চিনলেন।

আমার হাত ছিনিয়ে নিলেন।

"কি দেখছেন?"

"না। এই বেশিটা ওদের। কী করে পড়লেন আপনি। কিন্তু আমি তখন পারলে না আমাদের ছাড়ে ঠিক ঠিক।"

আমি হাসলাম। কার কী ভাষা আমার একটা আমাদের কথা কিন্তু। তখন মনে হচ্ছে একটা মিহিন শব্দ আমার কানের কাছে ঘুরে ঘুরে যেন টানছিল। কাঁচের বলের মতন চোখদুটো মেলিয়ে আসছিল বাইরে। নিশিবাবুর ঠোঁটে সরু একটা হাসি। চুল, কৃষ্ণচূড়া একটা চোখ একটা ছোট করে একটি কিন্তুর মতো লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তুটা বাঁচবে না, মরে যাবে। আমার ভয় করছিল।

"নিশিবাবু, চলুন। আমি ওঁকে অন্যমনস্ক করতে চাইলুম।

নিশিবাবু একবার তাকালেন। কোন কথা বললেন না। চোখদুটোর স্বাভাবিক ভাষা। একটু পরে হঠাৎ বললেন "বাই-চি-বাই, নতুনবাবু-এ একটা নতুন পড়ছেন অফিসবাবু হয়েছে শুনেছ?"

"বাই না।"

"এই পড়ছেন সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য ছিল। আমার মনে হয় না, এইটাই পৃথিবীর উপযুক্ত বিষয়। তোমার কি মনে হয়?"

নিশিবাবু, দাঁড়াবেন না। ছাড়ুন আমি হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠেছিল কোথায়। আমার মনে হচ্ছিল একটা মিহিন শব্দ আমার ক্রমশ চারিদিকে ঘিরে


শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
নতুন বিরাট উপন্যাস

**কেউ ফেরে নাই**

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

প্রফুল্ল রায়ের বিরাট উপন্যাস

**নোনা জল মিঠে মাটি** ৮·৫০

সুবোধকুমার চক্রবর্তী
**নীলকণ্ঠী** ৫, **দুই আর দুয়ে চার** ২·৫০

সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
**দুর্গরহস্য** ৩·৫০

শচীন্দ্রনাথ গুহ্যঠাকুরতা
**স্নেহ ও স্নেহাতীত** ৪,

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
**উপনিবেশ** ১ম—৩·২৫, ২য়—২·৫০, ৩য়—২·৫০

প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়
**স্বপ্নময়ী** ৩, **উত্তরণ** ২·৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

— উপহার-গ্রন্থমালা —

নরেন্দ্র দেব
**মেঘদূত** ৬,

হেমেন্দ্রলাল রায়
**আরব্য উপন্যাস** ১০,

ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
**ভক্ত-সম্ভার** ৫,

অনিলকুমার বিশ্বাস
**নলোদয়** ৩·৫০

**গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স**
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

কখনো কখনো মনে হয়েছে, মা আমার মৃত্যুর কারণ হবেন। ইসলামীয় ডাক্তারখানা যেখানেই আমার 'দম' ফুটকে যেত।.....টিন্‌ টেক্সাস থেকে 'দিয়ে' হবার আগেই আইয়ার বক্সারের টিন্‌ পেটে বক্সা ধরেছে। টিন্‌ ছবি কুলথে নিয়ে থাকে পেটে বক্সা ধরে, বেলা হয়ে যায়; তবে আমা টিনের চেয়ে বেশি সাহিত্য এবং দেশ প্রমথ। আমার ভয় হতো মা টিনের কথা ভাবেন, আর সকালের কথা টিন্‌ ভাবেন 'কন্তু আমার কথা ভাবেন না কেন!.....কেন! কেন?

•

আমার চেয়ে ভালো নিশিবাবুর সংসার।

নাট্য রসিকদের নূতন খোরাক

অনিল বরণের :—
• নীরবে-নিভৃতে
• মুক্তিস্নান

বৈকুণ্ঠ বুক হাউস, কলি-৬.

ডাক্তার হউন

আর বসে ডাকবেলা পড়াশুনা করে সরকার দ্বারা রেজিষ্টী করা কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিন। বিনামূল্যে প্রোসপেক্টাস-এর জন্য লিখুন।

Indian Homeopathic College
(DC.) Jullundur City.

ধবল বা শ্বেত

অচিরাৎ যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, নানা কিসেরের অসাড়তা, স্ফুলা, আংগুলের বাঁকা ও শরীর কুব সেরানীয় ও বাহা দাগ ওষুধ নিশ্চয় নষ্ট হয়। আর পুনঃ প্রকাশ [illegible] অথবা শরীর প্রতিষ্ঠা।—পাঁচ ঘর হাওড়া [illegible] হাওড়া ফোন : ৬৯-২৩১৬ শাখা : ৩৬ হারিসন [illegible] (পুরবী সিনেমার পাশে)


আমার চেহারা অনেক চাইতে অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পাঁজরগুলো সব প্রকট, হাঁটলে পা কাঁপে, হাঁটি, জুড়ে যায়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতো। আমার ভয় হচ্ছিল, এই-বার সত্যিই আমি মরে যাবো। নিশি-বাবুকে দেখে আমি কেঁদে ফেললুম।

নিশিবাবু হাসছিলেন। অনেকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আমাকে দেখলেন।

'ইউ সুড ডাই! হাঁ, তুমি সত্যি মরে যাচ্ছ না কেন?' একটু চুপ করলেন নিশি-বাবু, পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বের করে চোখের সামনে নাড়াতে লাগলেন। 'তুমি বেশি মরে যাও, তাহলে সত্যিই মুক্তি পাবে।'

নিশিবাবুর মুখের কথা কেড়ে নিলেন নিশি-বাবু।

আমার কথা সম্পর্কিত দুর্বলতার নিশি-বাবুর কথাগুলি যন্ত্রণার চেয়ে বেশি বেদনা দিয়েছিল। ওর সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা ছিল না।

নিশিবাবু বলছিলেন, তুমি কি লাইফ ইন্সিওর করেছো? আমি শুইনি বটে একটা মহাজন কোম্পানির মাত্র তিনশো টাকার মুখ আছে। সেটাও হয়তো পুরো মুখটাই মরবে না। অসীমের কথা মনে পড়ছে। এই সময় আমার কিছু করা উচিত। পরক্ষণ 'ঝা' একটা লম্বা ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে সব সময় কাজ করতে করতে মনুষ্যের মতো হয়ে যাবে।

হাতের ঘড়িটা দেখছিলেন। সময় নিয়ে বেশী হচ্ছিল আমার। নিশিবাবুর হাতে তুলে দেবার একটা, আমার ভাইটির কথা।

'আচ্ছা একটা ঘটনা বলছি, শুনলে ওপর এই একপেরিমেন্টটা আমি করছি। ঘটা তুমি যদি বাঁচো তবে, তাহলে হাঁ তুমি পারবে।' শিশি

নিশিবাবু বলছিলেন। সমস্ত অভিজ্ঞতা, লিখিয়ে রাখবার জন্যে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলছেন নিশিবাবু। মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টটা আমি বোধও পেরেছি বেশি। অন্ধকার, চারিদিকে একটা গন্ধ, ভাঙা নড়বড়ে একটা জানালা দিয়ে। পচা জলের ডোবা-পচা, মাটি, ধনেখালি গন্ধ।

পাশের পাড়ার কারোর বাড়ীতে গেছে। নিশিবাবু ঘর খুললেন। চারিটা ওর হাতেই ছিল। ঘরটা অন্ধকার, ভীষণ অন্ধকার। ভারপর কোনের একটা কাঁচ ছিলমাত্র জীর্ণ অন্ধকারে একটা আলো সৃষ্টি করায় ঘরটা ভরে গেছে। শব, মাংস, অন্যান্য কিমিকিল-কড়া কেমন অদ্ভুত একটা বাসায়নিক গন্ধ চারদিকে। সেই চাপা মুখে ঘরে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম জানি না। মনে হচ্ছিল, চোখের সামনে থেকে যেন মুখগুলি ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

সব বন্ধ করে এসেছিল। আলো জ্বালালে বললুম।

আলো না জ্বেলেই জানালাটা খুলে দিলেন নিশিবাবু। ছোট চতুষ্কোণ বেরিয়ে 'লিক-চেয়ার' জানলা। এই ঘর যে নিশিবাবুর, বিশ্বাস হয় না। মোর ঐশ্বর্যকে সহজেই, চারদেয়াল-ঘেরা চেয়ার টেবিল বাদ দেওয়ার ঘর, ছিন্নটি বিরল ঘর। টেবিলে অনেক বই, চেয়ে টিউব ইত্যাদি। মেঝেতে-ওটা ছোট বড় মাঝারি শিশি। কাঠের বাক্সে নিশিবাবু ছোকরাদের কাছেপুঁচে টিন্‌ বুকুবার না ডাক্তারদের পরীক্ষা, কর্মশীল একটা মনোযোগ ছাড়া টেবিলে শিশি ছাড়া আর কিছুনেই চোখে।

নিশিবাবু, আমার জানালাটা খুলে দিতে বলে সোফায় বসলেন। ঘরটার চারদিক ভালো করে দেখলুম। একটা বড় টেবিল ফ্যান।

ফ্যানের উইচে একটা পাখার টিনের ঘর ঘর শব্দ হচ্ছিল। একটা বড় ঘড়ি দেয়ালে ঝুলছে। ঘড়ির পেছনে একটা ছোট্ট ফটো। ফটোর ছবিটা ভালো করে দেখবার জন্যে উঠে দাঁড়ালুম। ফটোটা ছোট্ট একটা মেয়ের। ফটোর ছবিটা ভালো করে দেখবার জন্যে উঠে দাঁড়ালুম। ফটোটা ছোট্ট একটা মেয়ের। ফটোর ছবিটা ভালো করে দেখবার জন্যে উঠে দাঁড়ালুম। ফটোটা ছোট্ট একটা মেয়ের।

নিশিবাবুর মুখের দিকে তাকালুম। চোখদুটো জ্বলছে। ভীষণ হয়ে উঠেছিল আমার। হঠাৎ অনেক দাঁড় এসে আমাকে

সাহায্য করল। ছাত্র নেতাদের সাইরেন দিয়ে পুলিশের ট্রেঞ্চ খুঁড়তে বলেছিল। অন্ধকার কটা পেপ, মিনারেল ঘর ছেড়ে দূরে পালিয়ে এসে।

•

ঘ ঘোষ পার্টির ছাত্রনেতা বলেছিল। এরা সেই সময় যারা পার্টির নির্দেশের বিরুদ্ধে গেছিল। এরা তুমুল মারা পড়েই একসাথে ঘটে। এইটিন আমার চোখে ধরা পড়ে। সেখানেই ছোট ঘোষালের। ঘ আমার যা বলেছে তাতে এই একটা কারণের মধ্যে আমার সেদিন ধরা পড়েনি। এই হল কারণ, এই অপরাধের শাস্তি হয়েছে। সে ছাত্র ছিল না। ইতিহাস নিয়ে, তখন পার্টি সভ্য ছিল। এই ঘটনার পরে আমাদের সঙ্গে ঘোষালের আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। ঘোষাল পার্টি ছেড়ে দিয়েছিল। ঘোষাল ছাত্রদের মধ্যে কাজ করত। ঘোষাল ছাত্রদের মধ্যে কাজ করত। ঘোষাল ছাত্রদের মধ্যে কাজ করত

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

( ১৭ )

ডাঃ বানীপুরে বান্ধবের সঙ্গেই এর আলাপ ছিল। প্রথম যখন দেখেছিল, তাঁর এর সঙ্গে সাক্ষাৎটা আলাপ ছিলেন। মাঝে বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পুরোনোদের খবর-টবর নিয়ে নতুন উদ্যমে আবার শুরু হয়েছে এর পর থেকে। চলতে লাগল সহজ। বলা বাহুল্য, ছাত্রীর বই মুখস্থ করি, এবং যথাসম্ভব ছেলেমেয়ের মাঝে নিয়ে অভ্যাস করি। সিন সব এই অভ্যাসেই কাটছে। ওখানে এর মধ্যে একদিন যাওয়া হয়ে ওঠে। এর মধ্যে একদিন বাড়ির কুকুর এ নিয়ে আলাকে সব বলেছিল। নিয়ে গেল। এক আশু বসে আছে, এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এরই, দরজা পার্থে সবার প্রথমে। প্রথমে সবদিন আসে না। সিঁড়িতে এসে অপেক্ষা করেই। আশু, সব শুনে বলল—তুমি ও যাও, আমিও কুবে তুলে নি।

—আমার—আমার কোকে উঠাবে কুবে আশু তুমি।

আশু হাসবে আশু বলল—না ঠিক আছে।

আশু সহযোগে আমাকে ডাকতে গেলেন বলে। একটু থেমে থেকে তারপর বলল—আমাদের। যাক, আমরা ছাত্র কবলাম, বড় বড় সব ভদ্রিলোকদের আসবে তিনের ছাত্রের সাথে। এখা পাঁচজনের ঘটনায় হবে তুমি কি এর তিরে আসবে এখানে?

আমি আর সে সব বিষয়ের মধ্যে পড়ি বলল করে লাভ নেই। বরাবর কুর সেই যে উঠে গেল আর ছোড়ে নাকি না। যেখানে কাজকাম করে হয়ে পড়ল। আশু পরে এ ভদ্রলোকদের এর সঙ্গে কুবের সঙ্গে সাক্ষাৎটা হয়ে পড়েছিল। ছাঁ ছাড়ানো করেছিলেন—আমরা-টাবের মনে পড়ে আজও এই কথা প্রসঙ্গের কথা সেই ঘটনের সেই আজ মাত্র বসে আছে বেশবার ঘোরাঘোরের আড্ডাপ্রসূত। ১১১৩ থেকে পরে, কবে আজ ১১১৮৭৫ স্থিরা হয়ে গেল সেই সোনাপাড়া। সন্ধ্যা বন্ধুর ধরে এই যে সিন বাবে বন্ধুর এই যে ঘনিষ্ঠকাল সময় এরকমের কাটানো প্রথমে কুটুমাদের বাড়ি কথনো প্রথমে বাড়ি কথনো আবার সেখে কখনো চলবার আজ কখনো কুবে—সবই সেখানে সেখানে তাঁর সেই ওখানেরও আলাদেই আজ সেই প্রথম প্রথমে এদের সঙ্গে চলবারে কুটুম কথনো সেখা হয়েছিল। তারপর আবার কুবে তুলিকে বাড়ির। আমার আমার এবার সেখা হয়নি কুবের পরে আবার সন্ধ্যাবারে হয়েছিল। প্রথমে সাক্ষের সঙ্গে সিনে সম্পর্কে সেখা না হলে মন কুবে থাকতে না। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সিনে সেখা না হলেই কোনো সেখা এমন কারুর সেখা। সিঁড়িতে আজ কুবে তুলিকে কুবের সেখা না। আর সেখা হলেও আমাদের কুবের প্রথমের বন্ধু, আমার বলবে সঙ্গে। এই ভদ্রলোক ছিল—সেখানে এর সিনে বাবেরকে বন্ধু, ছিলেন সিনিয়ার সাধারণ। এরা সেবিদীপুরেরই সৌভাগ্যের ছিল, সঙ্গীতে বিজ্ঞানারের আলাপক। সঙ্গীতের মধ্যে পড়ে ছাত্র ইবার সম্ভাবের সে। আশু কুবের প্রথমে—এরা কেউ আর নেই

যাক সেসব কথা। "বাসরের সন্ধ্যাকে" কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে সেখা হলো এক ইঁদারের। সব দিন ঠ ঠিক হলেছিল না তাই সে-কথিন এর আগে সেখা সেখা হবেনি। আমি নমস্কার জানাতেই বললেন—এসেছ? দাঁড়াবার্ত্তীর পাটা তুমিই করবে। আমি বলে দিয়েছিলাম।

হরিমোহনবাবু, কাজেই ছিলেন। বললেন—খুব কাজের ছেলে হে। বছরে ও এর মতো পরপর ছেলেই দরকার। এ খুব কাজে লাগবে।

—বেশ তো, বাঁধবার রবিবারে সকালবেলা আসবে। কেমন?

মাথা নেড়ে জানালাম—আসব।

বাঁধবার সকালে যাওয়া হয়ে না হয়ে, সকালে আসবার কথা কেন বলেছিল সেটা বুঝতে পারে পারেই বলেছি সে কথা।

সন্ধ্যা বলতে কী কুরুক্ষেত্র আমার বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল। আমার বয়সী ছেলে-ছোকরাও আছে ১৯।২৩ বছরের সেরকম আছে। আমার পক্ষে খুব ভালো লাগবার কারণও ছিল। ছোট বেলা থেকেই আমি খুব একটু লাজুক প্রকৃতির। আমাদের কুবের মেয়েদের বেশি বন্ধু ছিল না। আমার সঙ্গে যেসব ও বন্ধু হয়েছিলাম তাদের ছিল। এখানে এসে সেরকম হবার ভয় কমে গেছে। ছোকরা সঙ্গীতের চর্চাও একটা বেশ ভালো করে আরম্ভ করেছি। তাই সেখানে সন্ধ্যা বসবার আগে আমি একটা করে গান গাইতাম। সেটা সঙ্গীতের সঙ্গে বসে গেছে।

আমার প্রথম কাজ সেখা হলো সেটা বাঁধা করা। যে সময় ঠাকুরটি হয়ে সেটা যে-কোনো কাজে প্রথমটা হয়ে কাজ করে হয়ে বেশ সেটা কাজ কাজ হয়ে আমি একটা কাজ কি আমার আমার করেছিল। কাজের কাজ হ আমার এমন যে, সুযোগমতো এই সেটা এর কাজের সিনের কাজকাজের আমাদের হয়ে হয়ে। আমার সঙ্গে সঙ্গে সিনের সঙ্গে সেটা সেটা কাজ কাজ। কাজের আমার কাজের কাজ সেটা। কাজের কাজের কাজ করবার কাজ কাজ। কাজের আমার কাজের কাজ করবার কাজ। কাজের কাজ কাজ কাজ। কাজের কাজ কাজ কাজ। কাজের কাজ কাজ

বঙ্গদের সাহিত্য পত্রিকা

নব কল্লোল

তারাশঙ্কর · বনফুল · নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং আরও অনেক

প্রথম প্রকাশ এখনই দেখুন। বার্ষিক মূল্য ৯ টাকা ৫০ নঃ পঃ



ডঃ ক্যাপ্টিক বন্ধুর

টাইকোসোডা নানালা

অম্ল, অজীর্ণ ও ডিস্পেপসিয়ায় ব্যথা ও বেদনায়

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ, কলিকাতা-৯

ঢেউ এলো তুলো খেলার। এই তুলো খেলার ব্যাপারটা যে কী, ঠিক জানি না, তবে হইচই দেখলাম, বড় রাস্তাগুলির ধারে—দোকানের সামনে—বাজারের বাইরে—যে পেরেছে সে-ই বসে গেছে টেবিল-চেয়ার ছাতা-বক্স আর একটা ব্লাক বোর্ড নিয়ে—তাতে কী-সব সব লেখা। এ ছাড়া, মাস সাতেক ওপরে রাস্তার কোনো কিনারা আটকানো তার মাথে তুলো ঝুলিয়ে বড় বড় করে লিখে রেখেছে—তুলো খেলো। বাজার করতে এসে বাজারের পাশে দাঁড়িয়ে চার আনা ছ আনা দিয়ে যাচ্ছে লোকে আর নম্বর কিনে নিয়ে যাচ্ছে। যার পরদিন বার জানা গেল—সাত নম্বর উঠেছে আজ।

কী ব্যাপার! না, যার সাত নম্বর কিনেছিল কাল তাঁর বাড়ী জিতেছেন আজকে। সে কী বাড়ী ধরব ধুমে। ছেলে-বুড়ো যে-পারছে সেই কিনছে সাতের কিয়েরও বাদ যাচ্ছে না। ঠিক জানি না, কলেজ মার্কেটে তুলোর দর ওঠা-নামা করছে, তার থেকে কোন রকম জুয়ার উদ্ভব হয়ে থাকবে সম্ভবত।

রোমের ব্যাপারে—'থ্রেকীদের কথা শুনেছিলাম। 'এনক্লোজড'-এর বাইরে থেকে ঘোড়া দৌড়ে গেছে দেখেছি আর দেখেছি গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ও গ্যালারির বিশ্বরীতি দিকে—এনক্লোজারের মধ্যে প্রাইভেট 'থ্রেকী'রা বসে গেছে ধরনা টানিয়ে, সে এক মেলার সৃষ্টি করেছে বলাই চলে। এই থ্রেকীর ব্যাপারে অনেক কারবার তখন, কারুর জন্য একজন আসছেন, যাঁদের থ্রেকীর ব্যবস্থা ছিল। কেউ কখনো লাঞ্চ্-টাইমে বেরে চলে গেলেন, কখনো চলে গেলেন সেখানেই বেরে এসব প্রায়ই শুনেছিলাম টেবিল আর চেয়ারসহ আর মেনটিস বোর্ড এই হলো প্রাইভেট থ্রেকীর অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। মেনটিস বোর্ডে লেখা আছে টাকাটে ৮৮ বেরে নম্বর। ঘোড়ার নাম, একজন বেরে অবার বেরে চলেছেন ঘোড়া থেকে পড়ে পড়ে। অবশ্য টেবিলের সামনে বসে মেনটিসদের সিগ্নে চলেছেন টাকার হিসেব। এখনকার দিনে এই মেনটিসদের ইংরেজ বিদেশ লক্ষ্যভার পরিচয়ে ছিল। সে যুগে তাদের মাইনে চার শো সাড়ে চার শোর কম ছিল না। অবশ্যের প্রথমে আমার সঙ্গে চাক্ষুষ, ছিলেন একজন। সুবিধাবাদ মেনটিসদের পরে টাকা দ্বারা এই সব প্রাইভেট থ্রেকী বন্ধ করে নিয়ে ষ্টেডিয়ম এনক্লোজারের ভিতরে বেরের ব্যবস্থা হয়েছে। সেই সময় এই সব আলোচনা খুবই শুনতে পেতাম।

ডার্ক চ্যাম্পিয়ন মেনটিসদের মধ্যে নাম করে টাকার হিসেব রাখছেন এক সময় বসে উঠলেন। ও ভোরা আর মিও না, বাইরের কেউ কথাটা বুঝতে না, বুঝলেন শুধু থ্রেকী মালিক। আমি বোঝা—ও ঘোড়ার বাজী আর ধরা না, আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। এবার থেকে অন্য ঘোড়ার বাজী এসব বাজারের সঙ্গে হিসেব-নিকাশ চুকে পড়ে যাবার পরেই ঘোড়া বেরে হবে। ঠিক কতক্ষণ এই সব আলোচনা শুনেছিলাম মনে নেই। তবে সেই সময় আমার ছুটি ফুরিয়ে আসছে বলে থ্রেকীদের কিরকম আকা নেই। তাই কৌতূহল চেপে রেখে কুলে ফেরবার তাড়া ফেরে না পরম আমার থ্রেকীর হয়ে এর কৌতূহল কী জানি না। শুনেছি ই সব আলোচনা।

এদিকে আমি ই প্রতি সমস্যার কুলের ছুটি এর দিন মহলা হয় না। আমি দিনে ঘোড়ার পরেক করে নানা এনক্লোজার চলে নিজের পড়াটা মনে নিয়ে। এর মধ্যে সব দেখতাম হয়ের সা ঘোড়াগুলি চলে আর আমার ক্লাসে ভোরাবেলাটা বড় ছাড়া আসতে। বড়-বড় ঘোড়ার সব নাম—ট্রেইনার খাঁপাচ্ছেন ঘোড়ার—সব্বাই জানে, এর যখন তা সমাধের পরের কাজ উনিত্ত করে পাইছে, চারদিকে একেবারে গমগম করছে। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, গরম ট্রেইনার পাশে এমন কিনিস এর মিসটেইক নেই। সব ট্রেইনার করতে চায় এদের সাথে মিসে সবে পাইতে হবে। পাবলিকের ক্লাপ্তি-সেলফাস্তরীর গান শুরু হতো ঘোড়া-সাথী থেকে, আর অভিনয়ের শেষের দিকে, গান দাঁড়াতো গিয়ে সব ভিতরে। আমিও ছুটে শুরু করে সিমাম মেয়ারদের পাশে বসে গান গাওয়া। মেয়ারের অমায় আগ্রহ লক্ষ্য করে ইচ্ছিয়ে হাত রেখে কেমন করে গানের ছন্দ বুঝে তাল দিতে হয় তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাদের সেখে-সেখে তাল, ফাঁক, এসব দিতে শিখলাম, পরে যতক্ষণ না আমি প্রথম চুমিকার সাক্ষ ধরে আসরে নিয়ে নামাই, ওর আগে পর্যন্ত মেয়ারদের সঙ্গে গান করতাম, তাতে যে আমার লাভ, উপকার হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ ক্লাসে এসে এ-ছাড়া মহলা দিচ্ছি বটে, কিন্তু অভিনয়ের দিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হয়ে উঠছে অভ্যাস। পড়াশুনা ভালোরকম, নিজের ধরে যাহোক লেখা হয় লিখেছি কিন্তু এর পর ? আর হয় না। বাঁধা কাজ নিয়তে হবে। ছেলে লেখাপড়ায় এমনভাবে যে যা দিনে করেন এ অনেকে হবে, কঠিন করতে হবে। হেডমাস্টারকে লেখেছি এর সম্বন্ধে, তিনি বুঝতে মতো করে আমি কাজে লেগে যেতে চাই কি না।

এই যে নিজের মতো করে কাজ করা এটাই ( কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কাজ ও প্রথমতঃ সেটা বাঁধা অভ্যাস নয় কিন্তু এর অভ্যাস না হলে কাজ করা যায় না। কাজে হাত দিতে হবে কিন্তু এর পর ? এর পর হয় না। বাঁধা কাজ নিয়তে হবে। ছেলে লেখাপড়ায় এমনভাবে যে যা দিনে করেন এ অনেকে হবে, কঠিন করতে হবে। হেডমাস্টারকে লেখেছি এর সম্বন্ধে, তিনি বুঝতে মতো করে আমি কাজে লেগে যেতে চাই কি না।

এই যে নিজের মতো করে কাজ করা এটাই ( কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কাজ ও প্রথমতঃ সেটা বাঁধা অভ্যাস নয় কিন্তু এর অভ্যাস না হলে কাজ করা যায় না। কাজে হাত দিতে হবে কিন্তু এর পর ? এর পর হয় না। বাঁধা কাজ নিয়তে হবে। ছেলে লেখাপড়ায় এমনভাবে যে যা দিনে করেন এ অনেকে হবে, কঠিন করতে হবে। হেডমাস্টারকে লেখেছি এর সম্বন্ধে, তিনি বুঝতে মতো করে আমি কাজে লেগে যেতে চাই কি না।

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ চিরুনী
যশোর কৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্রী কোঃ
কলিকাতা-৯

কে, হোড়ের
কণক
পাউডার

দৈবই পরম শক্তি
ধবল-অসাড়
বহুদেশ, গলিত, মাক কাম হাতপায়ে আঙুল প্রভৃতির স্থানীয়সহ চর্মের বিবর্ণতা সোরাইসিস, একজিমা প্রভৃতি রোগের জন রোগীর জন্মবারসহ পত্র লিখুন। ইন্দ্রিয়ের বাজা দেবী, পাহাড়পুরে ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত

উপন্যাস নয়? বাংলা বই ত কিছুই নেই। অমরবাবুর "নাট্য-মন্দির" বেরুচ্ছে, আমার বন্ধু ছিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তার দাদা ছিলেন স্টার-এর অন্যতম একজন মালিক। আমার তাঁর কাছে যাবার জন্যে এনে দিলে কুমার। তাতে অবশ্য অনেক সময়ের নাট্যকলা নিয়ে লেখা ছিল, কিন্তু এমন কিছু পাওয়া যায় না যাতে ইংরেজীর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

—ইংরেজীর সঙ্গে কেন?

—কারণ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, সেখানে দেখা, একটু পড়ব।

—তা! কী পড়বে?

—নাটক সম্বন্ধে ইংরেজীতে কোনো বইতে আছে কি না, খুঁজে দেখব। সম্প্রতি লাইব্রেরীর ইংরেজী বইয়ের তালিকা বেরিয়েছে একটি সেপ্টেম্বরে পড়ুন।

—হোলেন-এর বাড়ী-কেলিক নিয়ে হচ্ছে না কেন? না হয় বেরুবে পরের মাসে, তেমন করে নিয়ে আসবে।

—তাদের আর হচ্ছে না, অনেকদিন আগে নিয়ে গেছেন বেতার-কেন্দ্রিক করিয়ে, তাঁরা সেবার করে বসে, ক্রিসমস-স্পেশাল। ঠিকানা দিন বই।

—ইংরেজীর মুখপাত্রীতেও ক্রিসমস-সংখ্যা বেরুবে বলে এক প্রবন্ধকার। ওর মধ্যে আছে ছোটো ছোটো ইংরেজীর আর বিদেশীদের প্রবন্ধ আর কবিতা ক্রিসমস-উপলক্ষে। ইচ্ছে হলে আমার লিখে আনতে পারি। এই সময়ের কবিতা ও প্রবন্ধ। এই সময়ে ইংরেজীর ক্রিসমস-উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা বেরুবে

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

# বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-ইতিহাস "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" [illegible] সহজ সরলভাবে। [illegible] বিজ্ঞান [illegible] ছোটবড় অধিক ৪০০ [illegible]

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫.০০ টাকা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

আত্ম-চরিত ১০.০০ টাকা

শ্রীচক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর

ভারতকথা ৪.০০ টাকা

প্রফুল্লকুমার সরকারের

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২.০০ টাকা

অনাগত (উপন্যাস) ২.০০ টাকা

ভ্রষ্টলগ্ন (উপন্যাস) ২.৫০ টাকা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের

ভারতে মাউন্টব্যাটেন ৫.০০ টাকা

আর কে ফিলিম

চার্লস চ্যাপলিন ১.০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের

অর্ঘ্য (কবিতা-সংগ্রহ) ৩.০০ টাকা

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২.৫০ টাকা

অন্যান্য লেখকদের

গীতায় স্বরাজ ১.০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

# সাহিত্য আমিরি

শার্ঙ্গদেব

অনেকে হয়ত বলবেন অধিকাংশই কোনো সাহিত্যালোচনার পড়া এই নয় এবং তেমনকের এসবের অধিকারও নেই। কিন্তু অধিকাংশই এর পক্ষের নয় তার এক পক্ষ থেকেও হয়েছে। তাই দুশো সাহিত্যই হয়ে পড়েন কিছুকাল থেকে সাহিত্য সাহিত্যের একটা নতুন টাইপ এসেছে দুশো সাহিত্য। এইসব ক্ষেত্রে অনুভব হয় একটা মোটা দাগের টীকাভাষ্য নিয়ে হয় হয়েছে হয়। সাহিত্যের আলোচনায় দুশোর অধিকার সেই হয়ে গেছে সবচেয়ে দুর্লভ কিন্তু আলোচনা বাড়িয়ে অনুভব সেই যায় দুশো সাহিত্য হচ্ছে কুলিকাল কিনারে হয়ে আমার কুলিকালের পাশে এর হয়েছে দুশো সাহিত্য এই সাহিত্যে উপন্যাসটির সাহিত্য নিয়েছিলেন একটা আলো আমার সবাক করে নিচ্ছে আমি এই আমার সাহিত্যের আলোয় হয়েছে সাহিত্য সাহিত্য।

দুশো সাহিত্য আমাদের হাতে আসছে সাহিত্য সাহিত্যের কাছ থেকে আমাদের কাছ আলোচনার নিয়ে নিয়ে আলোচনার কাছ দিয়ে সাহিত্য। এই আমাদের হাতে, হাতে সাহিত্যের সাহিত্য আলোচনা একটা নিয়ে সাহিত্য হয়। দুশোর সাহিত্য কাছে একটা সাহিত্য হয়ে আমাদের হাতে নিয়ে হয়েছে একটা আলোচনা হয়ে আমাদের সাহিত্য। এই আমাদের হাতে দুশো সাহিত্য হয়ে আমাদের সাহিত্য। সাহিত্য এই আলোচনা নিয়ে আমাদের হাতে এই দুশো হয়ে আমাদের সাহিত্য। এই আমাদের সাহিত্য আলোচনা হয়ে আমাদের সাহিত্য।

আমরা আমাদের আমাদের আমার একটা, নিয়ে এই আমাদের দুশো সাহিত্য। এই আমাদের সাহিত্য আমাদের আমাদের আমাদের

অধিকার কাড়িয়া লইতে না। কিন্তু কেহ যদি এই সংগীত শিক্ষা বিষয়ে পরিবর্তনের প্রয়োজন করেন, তবে তাঁহাকে নিজ বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। অন্যথা রবীন্দ্র সংগীতে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পাইতে চাই।

সম্মেলনের সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি ঐ সম্মেলনে নীরব। সেইটি হইল রবীন্দ্র সংগীতের একটি সুপরিকল্পিত পাঠক্রম প্রণয়ন শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হইতে পারে। আজ সবচেয়ে দুঃখ হয়, যখন দেখি, রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র নাথ প্রতিষ্ঠিত ধারা বা গায়কী অনুসৃত হয় না, ক্ষোভ হয়, যখন দেখি, আকাশ বাণীর মাধ্যমে জাতীয় প্রতিষ্ঠানেও রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ধারার বিপরীত কোনও এক ধারায় রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করিয়া কবিগুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।

উপরিলিখিত কারণে প্রস্তাবিত রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা আজ বলিয়া আমি মনে করি।

ইতি—

অমিতেন্দু সেন, কলিকাতা।

# নীলমণি মোথি লেনের ছাত

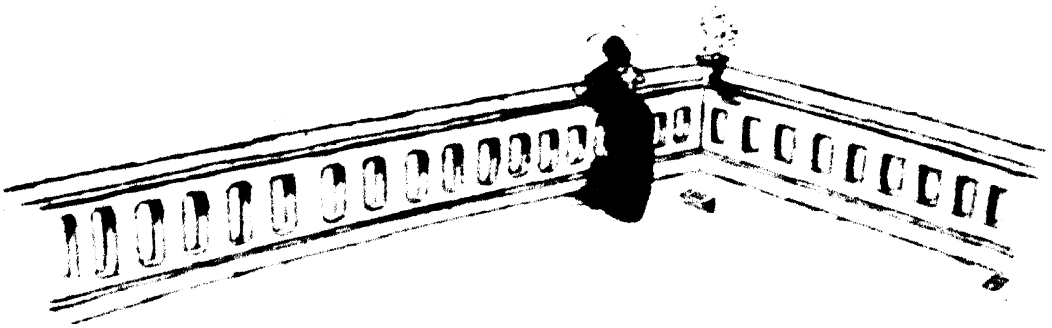

অতনু সর্বাধিকারী

ও [illegible] এখানে সবাই নিজে নিজের মতো থাকে। কিন্তু যেহেতু একসঙ্গে অনেকগুলো ফ্ল্যাট আছে তাই একটা সাধারণ নিয়ম আছে। সেটা হল সকাল সাতটা থেকে রাত দশটার মধ্যে কোনও ফ্ল্যাটে কোনও অনুষ্ঠান করা যাবে না। কোনও ফ্ল্যাটে কোনও অনুষ্ঠান হলে সেটা ওই সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। তাই যদি আমাদের ফ্ল্যাটে কোনও অনুষ্ঠান থাকে তাহলে আমরা সন্ধে ছটার মধ্যে সবাইকে খাইয়ে দিয়ে দিই। তারপর আমরা নিজেরা খাওয়া-দাওয়া করি।

ফ্ল্যাটের ছাদের কথা। আমাদের বাড়িতে সবসুদ্ধ তিনটে ফ্ল্যাট। একটিতে থাকেন বিপত্নীক ভদ্রলোক, আর একটিতে আমরা। তৃতীয় ফ্ল্যাটটি ভাড়া দেওয়া। ভাড়াটে বদলায় মাঝে মাঝে। ভদ্রলোক একা মানুষ। তাই তাঁর ফ্ল্যাটে কোনও অনুষ্ঠান হয় না। আমাদের ফ্ল্যাটে হয়। আমার দুই মেয়ে। আমার স্ত্রী বিদুষী মহিলা। সংসার সামলে সে গান শেখে। তার গানের অনুষ্ঠান আমাদের ফ্ল্যাটে হয়। আমার বড় মেয়ে নৃত্যশিল্পী। তার নাচের অনুষ্ঠান হয় আমাদের ফ্ল্যাটে। ছোট মেয়ে ছবি আঁকে। তার ছবির প্রদর্শনী হয় আমাদের ফ্ল্যাটে। আমার স্ত্রী ও মেয়েদের বন্ধুবান্ধবরা আসে। তাই আমাদের ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠান হয়। আমার নিজের কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। তাই আমার ফ্ল্যাটে কোনও অনুষ্ঠান হয় না।

ভদ্রলোক একা মানুষ। তাই তাঁর ফ্ল্যাটে কোনও অনুষ্ঠান হয় না। আমাদের ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠান হয়। আমার দুই মেয়ে। আমার স্ত্রী বিদুষী মহিলা। সংসার সামলে সে গান শেখে। তার গানের অনুষ্ঠান আমাদের ফ্ল্যাটে হয়। আমার বড় মেয়ে নৃত্যশিল্পী। তার নাচের অনুষ্ঠান হয় আমাদের ফ্ল্যাটে। ছোট মেয়ে ছবি আঁকে। তার ছবির প্রদর্শনী হয় আমাদের ফ্ল্যাটে। আমার স্ত্রী ও মেয়েদের বন্ধুবান্ধবরা আসে। তাই আমাদের ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠান হয়। আমার নিজের কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। তাই আমার ফ্ল্যাটে কোনও অনুষ্ঠান হয় না।

ভদ্রলোক একা মানুষ। তাই তাঁর ফ্ল্যাটে কোনও অনুষ্ঠান হয় না। আমাদের ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠান হয়। আমার দুই মেয়ে। আমার স্ত্রী বিদুষী মহিলা। সংসার সামলে সে গান শেখে। তার গানের অনুষ্ঠান আমাদের ফ্ল্যাটে হয়। আমার বড় মেয়ে নৃত্যশিল্পী। তার নাচের অনুষ্ঠান হয় আমাদের ফ্ল্যাটে। ছোট মেয়ে ছবি আঁকে। তার ছবির প্রদর্শনী হয় আমাদের ফ্ল্যাটে। আমার স্ত্রী ও মেয়েদের বন্ধুবান্ধবরা আসে। তাই আমাদের ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠান হয়। আমার নিজের কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। তাই আমার ফ্ল্যাটে কোনও অনুষ্ঠান হয় না।

হানী সেটা বাজার জায়গায় এসে গরুর জল করে চা করছে। ছাদ থেকে মেয়ে ইলা শুধু দেখে যায়। কিন্তু ছাদে বসিকজনের মুক্তবিহার ইলাকে উৎসব করে নিয়েছে। আর কলিনই বা সে আছে এখানে। মেয়ের অভিভাবকেরা নিশ্চয় হানী কিনবে। সারাদিন যোগাযোগেই কেটে। পরিবারটি সবাই সুখী হোক। মনে মনে অভিনয় পরিচালক উৎসব ছাদ ইলা এই প্রার্থনাটা করে ফেলল।

সাজানোর চাকার কাজের ঠাকুর হানী কিনিসপত্র ছাদে আনতে হয় বইকি। অভিনয়, ডাইরেক্টর নিয়ে। আর হানী কি সেখে সে ছাদে ছাদে বেড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে। বেলিন ছাদটা একটু, নিজন, সেদিনই হানী কি দেখে। সমস্তই বাজারের আকাশের মেঘ-বহুল লোকজনের এমন কিছু তফাৎ নয়। তবে পাশে একটা নিশানাই বিড়ির স্থানী লোকান, সেখানে একটা ঘড়ি আছে বাস এ-বাড়ির অনেকেরই ছুটোই হয় সরকার হয়। তার আকাশপাশ হানার ঘড়ি নিয়ে হয়তো ছোন ছাদের হানী ছোন না। তবু হানী কি দেখে? এইটুকু মহু হলে কিন্তু লোক চলাচলের কি বিরাম আছে। হানী হয়ে লোক দেখে। মাঝে মাঝে এক একটা বাজনা সরল লোক হয়তো না। নীরবতা আসার সাকীর্ণ পরিচয়ে একেবারে পরিচয় থাকে হানীর সঙ্গিতে হয় পিয়ে।

মাঝে মাঝে সুপারও কাপড় শুকোবার মেয়ের নাম হানী ছাদে ওঠে কিনা তাহার খোঁজ নিতে। একদিন মধ্যদুপুর ছাদে এসে সরজার সঙ্গিতে দেখে ইলার সঙ্গীতে মেয়ে ঘরে পড়িয়ার মুখে থাকছে। দুরের আকাশ দেখেই এমন করে। সঙ্গিতে লোকজন আসবার আগে একটা মহলা হয়তো নেবার হেন। ইলা আজকাল তার সঙ্গে পড়িয়ার ভোরাত্রে লুকিয়ে হাসে। ভর্ৎসনা মেলে নেই। কিন্তু ছিঃ সমাজে সমাজে না কি হয়।

ছাদে দুর কথনে ওঠে না নীরবতাদের মধ্যে অনুভূতি। তবু ইলা ছুতুর নিয়ার মুকুল থাকে সঙ্গে অনুভবকোমলতায় দুরের সরোজে মেলে। সাধারণতার উৎস নিয়ে। ওপর থেকে একবার নীচেটা, এটা ওটা এসে নিয়ে পড়ার ছাদের ও ঘনে আকুল পড়ুনীয়ে হয় ওই ছাদ অভিনয় নিয়েছাদের সম্পর্ক নীরবতার, কাজ, মানুষ মানুষ নিজের মনে করে।

কিন্তু হয়, ছাদে ওটা তাঁর পড়ুনার। ছাদ সর্বদা থাকে ঘড়িয়ার দুরুক পড়ার পড়ুনীয়ে থাকার জন্যে এই ছাদে। ওখান থেকে তখন তাকে নামানো শক্ত। এতো অন্যরূপ ওরা। মেঘ আসে জলধারা ছাদে ওটা মোলাবাড়ানের জন্যে। সুখের টাকা মাইনের জন্যে নীরবতার জন্য নয়।

আর ছাদে ওটা মেঘের বাড়ি মেঘের অঞ্চলে, ডাইরেক্ট কড়কাঁড়ি অসহ্য হয়ে ছাদে একবার উৎসাহের নিয়ে। বাড়ির সঙ্গে ছাদ থেকে ছাদে এসে একটা নিশানারা বাঁধার পড়ুনীয়ে না করলে ওর চলে না।

ছাদের সমস্ত সেখানে পাশে মুকুল বাড়ি আর বাড়ি। মেঘে জলের সরকার কাঁপে ভয় চলমান পরিবারদের জীবনযাপনের ঠিকানা ঠিকানা হবি। সবারা ছাদে বাড়িতেই রকমারি একটা জলে বাড়ি থাকেছে। ওই বাড়িটা যে আর ছাদে সুন্দর চলনে ছাদে। অবশ্যের মধ্যে মধ্যে সাজে সেখানে ঠিক করে।

এক একদিন অনেক বাড়ি অর্থাৎ অবুঝ ছাদে ছাদে সবুজ ছুতুরাদের চলে। বাড়ি সেদি চলের জলে সাজে হয়ে ওই বাড়ি-পড়ুনার এর একটা জলজ ঠেলে অভিনয়ের চলে মধ্যে নিজের এর একটা জলজের অনেক অভিনয়ের জলে ওদের মধ্যে ছাদের ছাদের ছাদের

# চিত্রপরিচয়

চিত্রশ্রীব

নন্দলাল বসু পাখী —গৌরহরি বসুমদার

[illegible] [illegible] [illegible] [

## উপন্যাস

**অন্তরঙ্গ**—বনফুল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। চার টাকা।

**অপরাহ্ণ**—বনফুল। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। সাড়ে চার টাকা।


**যষ্টি-মধু**

কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত বাংলার শ্রেষ্ঠ সরস পত্রিকা। এই ফাল্গুনে

**সেকালীন বাঙ্গ কবিতা**

বিশেষ সংখ্যা বার হচ্ছে। মূল্য ১৫০ নঃ পঃ

৪১এ পটুয়াটোলা রোড, কলি-৯ (৫৫-২২৫৩)

আজই গ্রাহক বা এজেন্ট হোন।



**BUY THE BEST**

**HIGHLY APPRECIATED**

**SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY**

**SAHITYA SAMSAD**



বিভিন্ন পত্রিকা ও গ্রন্থ সমালোচক কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

**রাজশেখর বসু রচিত**

**গদাধর**

উপহার: ঈশ্বরকৃষ্ণের কথা ও উদ্ভব সম্পর্কে এরকম মজার চিত্র আগে নাই।



সুরকার অনাদি মিত্রের জনপ্রিয় গানের

সর্বাধুনিক সংকলন

**গীতিকথা**

২য় সংস্করণ



**কণী লাহিড়ীর**

রোমাঞ্চকর বিদেশী উপন্যাস

**ধৈরাগড়ের পৈশাচিক দুর্গ**



**রূপসাগর প্রকাশনী**

৮ ডি, বি, বন মার্কেট রোড কলিকাতা ৮

ফোন ২৪৬৭


# পুস্তক পরিচয়

**অন্তরঙ্গ**—বনফুল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। চার টাকা।

বনফুল সাহিত্যের ইন্দ্রজালে সমাজের অন্তরঙ্গতম মুহূর্তগুলোকে এমন সহজে আয়ত্তে এই তরুণে যে বলিতে এবং তুলিতে এই উভয় সাধিকা হাতে সমানভাবেই ঐন্দ্রিক। শুধু ঘটনায় নয় প্রায় এই প্রকাশ পরিমাণে এই বিচিত্র বৈচিত্র্য নিজের সমস্ত সাধনা সৃষ্টি করে সাধারণ ব্যক্তিদের চোখে সৃষ্টি চোখে পড়ে না। কিন্তু কবির লেখায় সাধারণ উপন্যাস কুড়ান সাধারণের সাধারণ কথার মধ্যে তার কুয়া সমান সহজ কিন্তু বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল নয়। এই সমস্ত সমস্ত বিশেষণে সমস্ত একটির পর একটি ঘটনার মধ্যে তাহার সমস্ত উপন্যাস ঘটনাকে কবির পর পর তাই সুন্দর ও বেদনার কাহিনীর বিশ্লেষণের চেয়ে সহজ।

[illegible] বিশেষ করিয়া [illegible] উপন্যাসে [illegible] ঘটনার [illegible] ঘটনার [illegible] ঘটনার

বাংলা-সাহিত্যের অনুপম অবদান!

**শিশু-ভারতী**

অপূর্ব সুন্দর ছবি সম্বলিত
ছোটদের জন্য বিচিত্র সুখপাঠ্য
এখন আছে: ১ম—৫ম খণ্ড
প্রতি খণ্ডের মূল্য—১০ টাকা

**বিদ্রোহী বালক** ২·২৫
ছোটদের বিপ্লবের ইতিহাস

**রূপকথার দেশে** ২·৫০
ছোটদের জন্য রহস্যের গল্প

**রূপে রূপের উপকথা** ২·২৫
নতুন ধরনের উপন্যাস
অপূর্ব ছবি

**শুধু ছবি ছোবেলা** ১·৫০
ছবি দেখে ছবির গল্প
শিশুমনের রঙ্গব্যঙ্গের
উপযোগী অপরূপ ছড়া

এ ছাড়া ছোটদের আরও অনেক বই



Every Month Read

**ANVIL**

Editor: J. Das Gupta

JANUARY Contributions by
Jack Straches
Malcolm Muggeridge
P. Y. Deshpande
L. E. Abbot & others

FEBRUARY Special Spring Book Number P. Lal Sudhan Ghosh Prank Leeming A. Roy & others

Price ... Lake Terrace, Calcutta-29

Available at Mankind, 52B Hari Behari Avenue, Calcutta-26



বহুল প্রচারিত পুস্তক ভবনের নব নিবেদন

নিশাচর-এর অপূর্ব রহস্যোপন্যাস

**ভিয়েনা নার্সিং হোম** ৪৲

হারানো বন্ধুকে ফিরে পাওয়ার মধুর কাহিনী

**অমনোনীত গল্প** ৩৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তর উপন্যাস
**নিশিপদ্ম** ৪৷৷০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর উপন্যাস
**কল্যাণী** ৩৲

প্রাপ্তিস্থান : বিশ্ব ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২


পুষ্পমালা—পুষ্পলতা বসু। বাণীমন্দির, ৬৬ এ, রমেশমিত্র রোড, কলকাতা—২৬। মূল্য সত্তর নয়া পয়সা।

[illegible] বসু কবি হিসাবেই পরিচয়ে [illegible] কিন্তু ইদানীং সন্ধান করা যাচ্ছে [illegible] ছড়ার পথ ছেড়ে তিনি গদ্য ও [illegible] রচনায় মনোযোগ দিয়েছেন।

[illegible] আগে [illegible] এই [illegible] ধরনের [illegible] সাহিত্যে [illegible] ছড়ার সাথে কিন্তু [illegible] ছড়ার [illegible] সহজ টানে [illegible] ছড়ার [illegible] ছড়ার [illegible] ছড়ার

এই নাটকীয়কাহিনীর মধ্যে প্রচুর কৌতুক-রসের অবতারণা হয়ে উঠেছে। তাঁদের জাতিমাত্রই সমধর্মা আত্মাপরের স্পষ্ট আচার অভাব এই ঘন-বুনোন কাহিনীর মধ্যে অনেক চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। লীলা মজুমদার স্বাভাবিক হিসাবে একটি শক্তি-শালিক ঐতিহ্যেরই উত্তরসাধিকা। তাঁর কাহিনীর মধ্যেও একটি অবিরাম হাস্য-রসের ধারা অনন্ত উচ্ছলতা ছন্দই রেখে চলেছে।

প্রচ্ছদপট হয়ে সুন্দরভাবে ছবিগুলি পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। ৬৭৬।৫১

## ভ্রমণ কাহিনী

**ভয়ঙ্কর মাঞ্চিকা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)**—রমেশচন্দ্র সিংহ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। প্রতি খণ্ড তিন টাকা। পত্রিকা না পাওয়া।

এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষের রহস্যময় বিশ্বাসকে এক অজানার পথে আহ্বান করেছিল,—কেবলমাত্র মনোবল সম্বল করে সাহসিকভাবে সাত সাত বছর ধরে অবিরাম চারটি মহাদেশ পরিক্রমা বিশ্বের ইতিহাসে আর কেউ রচনা করেছেন বলে জানা নাই। তুলনামূলক বিচারে এঁদের বিশ্বপরিক্রমা অনেকখানি কঠিন এবং অনেক বেশী বিপদসঙ্কুল ছিল সন্দেহ নাই। তাঁদের ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতাই কেবল তাঁদের উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার, নাটকীয় নাসকতার চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্যের ও বেশ কিছু অজানার ভ্রমণ বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে।

পড়তে জানলে যে সার্থক ভ্রমণ-কাহিনী পড়ার আনন্দ কত উপভোগ্য হতে পারে তাঁর প্রমাণ বইটি। বইটি সম্পর্কে ছবিগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ঘরোয়াই মত। ৫১৩ পৃষ্ঠায় বইখানি সমাপ্ত। সমগ্র ভ্রমণকাহিনী হলেও তাদের মধ্যে কিছু কিছু অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাঠকমাত্রই কিশোর কিশোরী দের মনোরঞ্জনের জন্য ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন এই মহাদেশ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক তথ্য সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ কয়েকটি মনোজ্ঞ কাহিনী, ভ্রমণকাহিনীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় বহন করে। অবশ্য ভ্রমণকাহিনীটি পড়তে গিয়ে কখন কখন মনে হয় যে, মাঝে মাঝে লেখক আরও একটু সতর্ক হলে ভাল করতেন যে বিশিষ্ট বিশেষ অভিজ্ঞতার আস্বাদনগুলি পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে। ৬২০।৫১, ৬২১।৫১

## ছোট গল্প

**প্রজাপতির বর**—প্রাণতোষ ঘটক। নিউ স্ক্রিপ্ট, ১৩৭।১, হরিঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। ২১ পৃষ্ঠা। মূল্য লেখা নাই।

প্রাণতোষ ঘটকের [illegible] গল্পের [illegible] সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

## ইতিহাস

ঐতিহাসিক [illegible]

[illegible]

## জীবনী সাহিত্য

[illegible]

## সংগীত

[illegible]

## প্রাপ্তি স্বীকার

[illegible]

## বিজ্ঞপ্তি দেশ

[illegible]


: প্রকাশিত হইয়াছে : পড়িবেন :

সারদা-রামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখনিসৃত কথা ও কাহিনী

সুন্দর [illegible]

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

[illegible]

# বিচিত্র বিবাহ

বাপ-মা বা অভিভাবকদের কোন বিবাহে সম্মতি না থাকলে ১৭৫৩ সন পর্যন্ত ইংলণ্ড বা স্কটল্যাণ্ডে বিনাধন সম্পত্তি যেসব তরুণ সাবালক ছেলেমেয়ে বিবাহের সম্মতি জ্ঞাপন করলে সে বিবাহ সিদ্ধ বলে গণ্য হতো। লণ্ডনের গির্জা কর্তৃপক্ষের একজন সভ্যকে পাত্রপাত্রীকে নিয়ে এই ধরনের বিবাহ সম্পন্ন হতো বলে এর নাম হয় ফ্লীট বিবাহ। ১৭৫৪ সনে লর্ড হার্ডউইক প্রবর্তিত বিবাহ আইনে ঐ ধরনের ফ্লীট বিবাহ অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয় কিন্তু স্কটল্যাণ্ডে ঐ ধরনের বিবাহ ১৯৪০ সন পর্যন্ত চালু ছিল।

ইংলণ্ড আইন পালিয়ে ১৪২৬ সন থেকে যে স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে এসব বিবাহ সম্পন্ন করতে পারে এই আশঙ্কায় ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সীমান্তে গ্রেটনা গ্রীন গ্রামটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে কে সম্প্রতি স্কটল্যাণ্ডের আইন ছেলে বয়সের বেশী বয়স না হলে আদালত অভিভাবক বিবাহ করতে সম্মতি দিতেন। এমন কি অপরিচিত থাকলেও সাক্ষী যোগে সে কাজ ঘোষণা করলে তাকে বিবাহিত বলে স্বীকৃতি দেয়া হতো। সেজন্যই প্রথম সাক্ষী বা পুরোহিতের কাজ সম্পন্ন গ্রেটনা গ্রীন গ্রামটি কামার, কুর্দে ব্যবসায়ীদের। ১৪২৬ থেকে ১৪৩১ পর্যন্ত ১১২৭ জোড়া প্রণয়ী-প্রণয়িনী এখানে গিয়ে গ্রেটনা গ্রীনে বিবাহ সম্পন্ন করে। এবং এই বিবাহিতদের মধ্যে কত পরিবারের ছেলেমেয়ে প্রকৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী লর্ড লর্ডিত এমন কি দু একজন রাজপরিবারের সদস্যও ছিল। এই ছাড়াও বিবাহের খরচ পড়তো এগারো শিলিংয়ের কাছে আর খরচ পড়ার ভয়ে

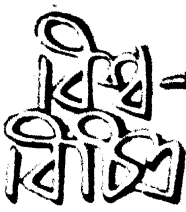

ঢিলে কোন পালিয়ে আসা স্কটিশ দম্পতি ঐ ধরনের বিবাহ সম্পন্ন করে এক গির্জার সম্পর্কের উত্তরাধিকারীকে সে ছলে কোন ছেলের সম্পত্তি প্রশ্ন থেকেই হবে স্কটিশ। সেজন্যই গ্রেটনা গ্রীনে গিয়ে এসে বিবাহ করে ওদের পক্ষপাত থাকে কিন্তু ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে করে ঘুরে বেড়ায় সারা দিন, ঘোড়া বদল করে ছুটিয়ে নিয়ে যায় এক পালাবার থেকে নতুন সাক্ষী জুটিয়ে এবং ফিরে থেকে আর একজনকে ধরে ওদের বিয়ে দেওয়াতে হবে বলে। এরা যে প্রকৃতই বাস্তবে সাক্ষী যোগে সে কথা ঘোষণা করলে তবে বিবাহিত বলে স্বীকৃতি লাভ করতো। সেজন্যই প্রথম সাক্ষী বা পুরোহিতের কাজ সম্পন্ন গ্রেটনা গ্রীন গ্রামটি কামার, কুর্দে ব্যবসায়ীদের। ১৪২৬ থেকে ১৪৩১ পর্যন্ত ১১২৭ জোড়া প্রণয়ী-প্রণয়িনী এখানে গিয়ে গ্রেটনা গ্রীনে বিবাহ সম্পন্ন করে। এবং এই বিবাহিতদের মধ্যে কত পরিবারের ছেলেমেয়ে প্রকৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী লর্ড লর্ডিত এমন কি দু একজন রাজপরিবারের সদস্যও ছিল। এই ছাড়াও বিবাহের খরচ পড়তো এগারো শিলিংয়ের কাছে আর খরচ পড়ার ভয়ে

বেশীরভাগ মধ্যবিত্তদের জন্য সবচেয়ে কম খরচে বিবাহ সম্পন্ন করে এক ঘুরের যে ইংরেজদের এক নাইটের সঙ্গে এক চাকরে সম্পর্কের উত্তরাধিকারীকে সে ছলে কোন ছেলের সম্পত্তি প্রশ্ন থেকেই হবে স্কটিশ। সেজন্যই গ্রেটনা গ্রীনে গিয়ে এসে বিবাহ করে ওদের পক্ষপাত থাকে কিন্তু ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে করে ঘুরে বেড়ায় সারা দিন, ঘোড়া বদল করে ছুটিয়ে নিয়ে যায় এক পালাবার থেকে নতুন সাক্ষী জুটিয়ে এবং ফিরে থেকে আর একজনকে ধরে ওদের বিয়ে দেওয়াতে হবে বলে। এরা যে প্রকৃতই বাস্তবে সাক্ষী যোগে সে কথা ঘোষণা করলে তবে বিবাহিত বলে স্বীকৃতি লাভ করতো। সেজন্যই প্রথম সাক্ষী বা পুরোহিতের কাজ সম্পন্ন গ্রেটনা গ্রীন গ্রামটি কামার, কুর্দে ব্যবসায়ীদের। ১৪২৬ থেকে ১৪৩১ পর্যন্ত ১১২৭ জোড়া প্রণয়ী-প্রণয়িনী এখানে গিয়ে গ্রেটনা গ্রীনে বিবাহ সম্পন্ন করে। এবং এই বিবাহিতদের মধ্যে কত পরিবারের ছেলেমেয়ে প্রকৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী লর্ড লর্ডিত এমন কি দু একজন রাজপরিবারের সদস্যও ছিল। এই ছাড়াও বিবাহের খরচ পড়তো এগারো শিলিংয়ের কাছে আর খরচ পড়ার ভয়ে

১

বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রাণী পারপোষণে যা কিছু বিশ্বে এমন অন্তত দশ কোটি গুণ আছে চেয়ে উন্নতত্তর প্রাণসত্ত্ব চিন্তাশীল রূপে আছে। ২। মাইক্রোস্কোপ (আণুবীক্ষণ) শহরের নিউইয়র্কের ছেলেমেয়েরা সম্প্রতি চাঁদা তুলে আড়াই হাজার টাকা পাঠিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকার মাইক্রোস্কোপের অধিবাসীরা ভারতীয় একটি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ৩। পাতি হাঁস সমেত অধিকাংশ পক্ষী একটি ডানা নিয়ে একটু, কতুই লাটায়। বাপ্পা বোধে একত্রে থাকার পর পরস্পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, একই ডানায় বার বার বাসা বোধে থাকা নিতান্তই সম্পর্কিক ব্যাপার

হয়ে আছে মানুষ সৃষ্টির আগে থেকে। এর পর ১৮৫৬ সালে লর্ড ডালহৌসি [illegible] প্রেসিডেন্সি [illegible] পুনর্বিবাহ [illegible] সালে [illegible] ১৮৭৪ সালে [illegible] ১৮৭৬ সালে [illegible] ১৮৭৮ সালে [illegible] ১৮৭৯ সালে [illegible] ১৮৮০ সালে [illegible] ১৮৮১ সালে [illegible] ১৮৮২ সালে [illegible] ১৮৮৩ সালে [illegible] ১৮৮৪ সালে [illegible] ১৮৮৫ সালে [illegible] ১৮৮৬ সালে [illegible] ১৮৮৭ সালে [illegible] ১৮৮৮ সালে [illegible] ১৮৮৯ সালে [illegible] ১৮৯০ সালে [illegible]

# রঙ্গভঙ্গ

চন্দ্রশেখর

### শিশু রঙমহলের দৃষ্টান্ত

দেশের দ্বিতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে শিশু রঙমহল (সি এস টি) তার নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। আগামী মে মাসে এর নয় বছর বয়স পূর্ণ হবে। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে সি এস টির অষ্টম বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে ও বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিশু রঙমহলের সূত্রপাত হয় প্রায় আকস্মিকভাবেই। কিণ্ডারগার্টেন বা নীচু ক্লাসের উপযোগী বাংলায় এমন ছড়া বা গান নেই, যা শোনে বা অভিনয় করে নাচা যায়—জনৈক সি টি টিচারের এই আক্ষেপ শুনে একজন উৎসাহী সদস্য বাংলায় demonstrative ছড়া লেখা যায় কিনা, তারই পরীক্ষা করতে লেগে যান। ডায়োসিসন স্কুলের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় স্কুলের হলেই শুরু হয় নতুন ছড়া ও গানের মহলা। টিচার ও শিশুরে দল মেতে ওঠে নতুন সৃষ্টির আনন্দে। এইভাবে ভিত্তি স্থাপিত হয় শিশু রঙমহলের।

বাংলা দেশের সাংস্কৃতিকরা প্রথমেই উৎসাহ দিলেন এই নতুন প্রতিষ্ঠানকে। শিশু রঙমহলের প্রকাশনী বিভাগ থেকে নতুন নতুন ছড়া গান নাটিকা প্রকাশিত হতে লাগল। উদ্দেশ্য যাতে বিভিন্ন স্কুল সেগুলি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে।

আজ কিন্তু খাঁটিয়ে দেখবার সময় এসেছে কটি স্কুল সত্যিই সেগুলি কাজে লাগিয়েছে। অধিকাংশ নামকরা স্কুলে যে সি এস টির গান ও ছড়ার চলন হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ স্কুলগুলি শিশু রঙমহলের এই প্রচেষ্টাকে কতটুকু বাস্তবায়িত করেছে? অথচ তারাই সংখ্যা বেশী এবং তাদের জন্যেই শিশু রঙমহলের জন্ম।

সি এস টির প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক সমর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল, সি এস টির ছড়ার স্কুলের ওপর ছড়া, একটি নাটিকা অবশ্যপালনীয় সময়ে মঞ্চস্থ আছে। এর প্রায় ৫শ ছাত্রছাত্রীর ওপর শেলকে পরীক্ষা করা হয়েছে। সেই সাক্ষ্যসমূহ নানা রঙমহলে প্রকাশিত এবং টেকনিক্যাল টীচারদের মধ্যে বিতরিত। শ্রী চট্টোপাধ্যায় হিসেবে জানালেন যে মাত্র ২,১২৫টি স্কুল এর সুযোগগ্রহণ করেছেন।

এই অল্পসংখ্যক শিশু রঙমহলের শিক্ষাক্রমের সমস্যা সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা দরকার। সি এস টির শিক্ষাক্রমের নাটি নাটিকা গানের সংখ্যাধিক্যের দুরূহ আছে। এর ফলে প্রতি শিক্ষার্থীকে সবই শিখতে হয়। প্রতি শিক্ষায় সেগুলোই এই সব শেখার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাবার ফলে খুবই অসুবিধা হয়। নাটিকা গানে এর সমাধানের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। এর ফলে প্রতিবছর নতুন নতুন নাটিকা গানের সংযোজনে সেগুলোই বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

সি এস টির নিজস্ব স্কুলে ও সাধারণ স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং শিক্ষার্থীদের বয়স ও শ্রেণী বিভাগের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাক্রম নির্ধারণ ও নাটিকা নির্বাচনে এমনভাবে নির্দেশ করা হয়েছে, যাতে শেষের দিকে শিশু উপযোগী হয়ে উঠে নাটিকাগুলি। ৪।৫ বছরের শিশুদের ছড়াগানগুলি না করলেও অসুবিধা নেই—স্কুলগুলো কোনো ছড়াই অবশ্য হয়।

সি এস টির প্রতি শিক্ষকের শেলের প্রশিক্ষণ সব বছর ধরে সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ঐ শেলগুলোর বড় প্রশ্নের ছোট মাঝারি একাঙ্ক দুটি সঙ্গী হয়। এইভাবে পাড়া বোধ করে না করলে একটি বছরে শিশু রঙমহল প্রতিটি দীর্ঘ নাটিকা ও দুটিকণী ছড়া গেয়ে দিতে পারবে না।

সপ্তাহে অন্তত দু তিন দিন ক্লাস নিয়ে থাকে শিশু রঙমহল সদস্যদের শেলের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে, তবে


মিত্রালয় প্রকাশিত

অবধূতের

## শুভায় ভবতু

৫.০০

(ষষ্ঠ মুদ্রণ)

## দুরিবৌদি

৪.০০

(চতুর্থ মুদ্রণ)

বাংলা উপন্যাসক্ষেত্রে অবধূতের স্থান অনন্যকারের বলে তাঁর এক একটি গ্রন্থের দুই মলাট কথনও এক হয়নি। কিংবদন্তীপ্রসিদ্ধ পটভূমির ওপর অবধূতের তীক্ষ্ণ সবল ও দৃঢ় প্রতিভা উপন্যাসের স্থিরচিত্র এঁকে চলেছে। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস **শুভায় ভবতু** এবং সদ্য বেরোল **দুরিবৌদি** উপন্যাস দুখানিও সেই দুর্লভ সমাদর লাভ করেছে।

কিন্তু সব থেকে চিত্তাকর্ষক সম্পদ অবধূতের রচনাভাণ্ডার অনবদ্য স্টাইল। তাঁর সরল ও সহজ গতি, ভাষার স্বল্প, সংলাপের নাটকীয় প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদকে একটি করে ছোট্ট অঁকনো। চরিত্র এবং চিত্রচরিত্রের পরিচয় তাঁরা অনায়াসে টেনে আনতে পারেন নিজের মধ্যে, চরিত্রের সঙ্গতিরক্ষা নিয়ে। রহস্যসৃষ্টিতে এঁর সহজাত দক্ষতা। এই সমস্তগুলি মিলে এঁর উপন্যাসের পরিবেশ নিয়ে আসে এক অনির্বচনীয় বিশ্বাস। এঁর শুভায় ভবতু এবং দুরিবৌদি সেই অর্থে সত্যি সুখপাঠ্য উপন্যাস।

—যুগান্তর (৭-২-৬০)

ঠিক অভ্রান্তের মধ্যে এই দুটি উপন্যাস সাঁইই অবধূতীয়। মনে হয় যেন কি কোনোদের সেই উপন্যাসগুলি। সেদিনের সেখানকার পরিবেশ ফিরে ফিরেছি। এমন প্রবল উজ্জ্বলিত বাচনভঙ্গি এবং অঘটন ঘটন পটিয়সী সক্রিয় ক্ষমতা সমকালীন লেখকদের মধ্যে বিরল। নায়ক নায়িকার অভ্যন্তরে যাবে অন্তর্নিহিত্যটুকু বাদে আর কিছু নেই। সব মিলিয়ে, ঠিক একথা প্রকাশ করা যায় না এবং একটি অদ্ভুত রসের অবতারণা করেছেন অবধূত। কলিমাটে এরই অনুভূতির বোধ হয়।

—দেশ (২০-২-৬০)

১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট :: কলিকাতা ১২

(সি ২৯৫৮।২)

সি এল টির নতুন পালা 'ঘোড়াটাই পড়ুয়াদের একটি সমস্যা। কে বলে বাচ্চারা অভিনয় করতে পারে না?

মল্লার
প্রেমা • পাঞ্চাবি সঙ্গীত নিকেতন
শিক্ষকমণ্ডলী
শচীন্দ্রনাথ প্রভাত দত্ত
দুর্গা দত্ত
গীটার ও পিয়ানো
নৃত্য
পুরস্কারপ্রাপ্ত সেন • বর্তমানে সঙ্গীত,
শৌভিক মুখোপাধ্যায় • উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত
নিয়মিত শিক্ষক • সঙ্গীত ও শিল্পকলা
শিক্ষা বন্দ্যোপাধ্যায় • হালনা
ভর্তিক :
৪, লালবাগ পার্কের পূর্বে ফোন-২০ (সি ৩০৭৪)

রঙমহল
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬-৩০টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা—৬-৩০টায়
অনন্য বৈচিত্র্যের রহস্যঘন নাটক
এক পেয়ালা কফি
রচনা: হরিসাধন দত্ত, পরিচালনা: নির্মল, অভিনয়ে: অজিত, বিশ্বজিৎ, বেবী, কাবেরী, শর্মিষ্ঠা

বিশ্বরূপা
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার—৬-৩০টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬-৩০টায়
প্রযোজনা: বিমলাক ভট্টাচার্য
সেতু
পরিচালনা: নরেশ মিত্র অভিনয়ে: ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, অসিতবরণ, রবি, পঞ্চানন, অনুভা গুপ্তা, তরুণ, প্রভাত, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অনুপ, মাঃ শ্যামল, শ্রীমানী, লতিকা, সন্ধ্যা, বেবী, কাবেরী
ও
সৃষ্টি মিত্র (বহুরূপী)

সি এল টির নতুন পালা 'ঘোড়াটাই পড়ুয়াদের একটি সমস্যা। কে বলে বাচ্চারা অভিনয় করতে পারে না?

[illegible] স্কুল [illegible] একটি করে কিন্তু [illegible] স্কুল হয়ে [illegible] প্রথম [illegible] সমস্যা [illegible]

উত্তর [illegible] শিক্ষাই [illegible] [illegible] ছাত্রদের [illegible] সমস্যা [illegible] [illegible] [illegible]

মুক্তি রেকার্স-এর "কোন একদিন" ছবির একটি দৃশ্যে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

থেকে গুণোনুসারে নির্বাচিত প্রথম পাঁচটি ছবি পাঠানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে গুণোনুসারে নির্বাচিত প্রথম পাঁচটি ছবি হল: সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অপুর সংসার", তপন সিংহ পরিচালিত "ক্ষুধিতের অন্তর্দৃষ্টি", প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "পরিচয়", তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "পরিচয়লিপি" ও প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "হেড মাস্টার"। প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত অসমীয়া ছবি "পুবেরবুণ" উক্ত ভাষার শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। ওড়িয়া ছবি একখানির একটিও এ-সম্মানের উপযোগী বিবেচিত হয়নি।


# হিমানী স্নো

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিতেছেন যে, এখন হইতে "হিমানী স্নো" কাচ বোতলে পিকদানিযুক্ত নূতন ডিজাইনে বিক্রয় হইতেছে। সুতরাং ক্রয়সময়ে ডিজাইন দেখিয়া লইবেন।



## নাট্য জগতে যুগস্রষ্টা মন্মথ রায়

মন্মথ রায়ের শ্রেষ্ঠ নাটক
**কারাগার**
সহ
**মুক্তির ডাক ॥ মহুয়া**
এক খণ্ডে। মূল্য ৩·৫০

নবনাট্য আন্দোলনের মুখ্য প্রতিনিধি
**ধর্মঘট**
সহ
**পথে বিপথে ॥ চাষীর প্রেম ॥ আজব দেশ ॥**
এক খণ্ডে। মূল্য ৬·০০

বহু সফল অভিনয় ধন্য
**মমতাময়ী হাসপাতাল**
সহ
**মীরকাশিম ॥ রঘু ডাকাত**
এক খণ্ডে। মূল্য ৩·০০

নব সংস্করণে সুন্দর প্রচ্ছদে
**মহাভারতী**
মুক্তি আন্দোলন ভিত্তিক সুবিখ্যাত নাটক।
মূল্য ২·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স । কলিকাতা — ৬


## চিত্রালোচনা

### প্রেতাত্মার পুনরাবির্ভাব

"ধূমকেতুর পর কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার পরিচালক হিসাবে যৌথভাবে বসুর দ্বিতীয় উপহার "হেডমাস্টার" ছবি"। এই ছবিটিতেও রয়েছে প্রবল, শক্ত রহস্য ও রোমাঞ্চের ছোঁয়ার দিয়ে মানুষ পরিবেশনের প্রয়াস।

তবুও অসাধক সুশোভন ও তার ছবি ছবিটির প্রযোজনা-পরিচালনা নিয়েই ছবিটির কাহিনীর সুপেশ তাদের প্রকাশ ভঙ্গিতে প্রযোজনীয় রস পরিবেশনে, হয়েছে সমর্থ হয়েছে। এই অসাধক যখন উপরোই মুমূর্ষুক তখনই মানুষ যখন পরিবেশনে কৌতুক পরিবেশনায় তখন তিনি ছবি ছবি ছব

ভাবে আসল অপরাধীর হাতে পুলিসের হাতকড়া পড়ে তা নিয়েই চিত্রনাট্যের পরিণতি।

ভৌতিক কাণ্ডের অন্তরালে কৃষ্ণকলির পাগলাচারের কোন আভাস প্রকাশ করে নি লেখক। সেই কারণে পাগল-রহস্যের গুরুত্ব উদ্ঘাটন সম্বন্ধে একটু চমক লাগে।

কিন্তু এই নাটকে পরিচালক দৃষ্টি আকর্ষণের কৌতূহল ও উৎকণ্ঠাকে পরিত্রাণের স্বস্তির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। ফলে একটি হাস্য ও রোমাঞ্চকর দৃশ্যে হেমাঙ্গর যে অসহায় উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলের মধ্যে দিয়ে সমস্ত ব্যাপারে ওতে এ দৃশ্যটির তা অনুপস্থিত। এই অসহায়তার ভাব প্রকাশের পরই কাহিনী বিস্তারে সাধারণ প্রয়োজন—যা আকস্মিকতার উত্তেজনা ও রহস্যপূর্ণ ঘটনার যৌক্তিকতার অবতারণা করে—সেটিকে দৃষ্টিকটু করে তুলেছে। কাহিনীর এই অঙ্গটি হয়ে উঠেছে পরিচালকের কারণ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে বিশেষভাবে বিচিত্রভাবে ঘটনার ক্রমবিকাশে পরিচালকের অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে।

ছবিটির অন্য পরিচালনার অন্তরালে ছবির বিভিন্নাংশে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিকটু করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মধ্যে অভিনয়ের বিষয় বহু বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে ও পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গী ও নাটকীয় চরিত্রের উদ্ঘাটনে।

অনেক পরিচালকের অভিনয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অভিনেতাকে দায়ী করিয়া অভিনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু অভিনেতার অভিনয় ও চরিত্রাঙ্কনের জন্য পরিচালকই দায়ী।

## নাট্যাভিনয়

আগামী ২৫শে ফাল্গুনের সন্ধ্যায় অভিনয়ে দুর্লভ ভট্টাচার্য পরিচালিত 'বিজয়ী ইন্দ্রী' অবলম্বনে বিজয়ের অভিনয়ক, বিজয়ের ও রাজকুমারী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ এক চমৎকার নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করে কয়েক সম্প্রতি ফলকাতার ফিরে এসেছেন। এই নাট্যসংস্থার 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাটকটি খুবই জনসমাদর লাভ করে। বিভিন্ন নাটকে অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে বিজয়ন ভট্টাচার্য, সরযূবালা, শীলক মুখোপাধ্যায়, সেনাবাহিনী, অপিতা, বর্ণালী, বোসাণী, সুরশ্রী, সবিতা, রঞ্জিত ও দুর্লভ ভট্টাচার্য।

• • •

আগামী রবিবার (৮ই মার্চ) বিদ্যাসুন্দর রবীন্দ্রসদন আকর্ষণ "সেতু" নাটকের অভিনয়-রজনী উদ্যাপন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব ও নটগুরু গিরীশচন্দ্রের জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালিত হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন স্বামী যুক্তানন্দ (বেলুড়-মঠ) ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন ডাঃ শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। "সেতু"র শতাধিক অভিনয়-রজনী উদ্যাপন উপলক্ষে নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও অন্যান্য কর্মীদের পুরস্কার-স্বরূপ সম্মানিত করা হবে।

### শীঘ্রের পরবর্তী নাটক

শীঘ্র থিয়েটারের পরবর্তী নাটক পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ঘটনাকল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম ভক্তদের নিয়ে কয়েকটি ঘটনা অবলম্বনে করে উক্ত নাটক রচিত হয়েছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব কাল হতে তিরোভাব পর্যন্ত যে সকল ভক্ত ও শিষ্য তাঁর কৃপালাভ করেছেন, তাঁর মধ্যে নাটকার গিরিশচন্দ্র অন্যতম। শীঘ্র থিয়েটারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবতিথিতে অভিনয় দেখার প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সাক্ষিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়। এই সূত্রে নাটকের শেষাংশে গিরিশচন্দ্র একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মঞ্চ ও অভিনয়কলা এ নাটকের


উল্লেখযোগ্য সাহিত্য

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নবতম গ্রন্থ

কবি ও অ-কবি তিন টাকা চার আনা

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সিনেমার দিগন্তের পটভূমিকায় রচিত

রক্তকমল দুই টাকা

অন্নদাশঙ্কর রায়ের সুবৃহৎ উপন্যাস

নেপথ্য নায়িকা পাঁচ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২



॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

[illegible]

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

[illegible]

॥ তিন খণ্ডে একত্রে সম্পূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থ ॥
॥ দাম সাড়ে আট টাকা ॥

॥ সোজন প্রকাশ ॥
সুন্দর বাঁধাই ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড কলিকাতা বারো

নিউ থিয়েটার্স ও সরকার প্রোডাকসন্সের মিলিত প্রচেষ্টা 'নতুন ফসল'-এর প্রধান দুই চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

অমাতৃষ আকবর হয়ে বাঙ্ময় প্রকাশ। আরেকটা নাটকখানি রচনা করেছেন বেনোয়ারীলাল গোস্বামী এবং তিনিই নাটকটির পরিচালনা করেছেন। মঞ্চ ও আলোকসম্পাত করেছেন অনিল বসু, সুরারোপ করেছেন অনিল বাগচী। সহ পরিচালনা করেছেন এ নাটকে সক্রিয়ভাবে হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যো, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যো, আশীষকুমার, তুলসী চক্র, কালু চক্র, কৃষ্ণধন, চন্দ্রশেখর, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, মাঃ সুবোধ, বিশ্বনাথ মুখার্জী, অপর্ণা দেবী, রেণুকা রায়, ছায়া দেবী, ভারতী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় নবাগত গণ্যা বসু।

### "অমৃত অতীত"

সুধাংশু শেখরেশ্বর নাট্যসংস্থা "গন্ধর্ব"-এর প্রযোজনায় গত রবিবার (২১শে ফেব্রুয়ারী) রঙমহলে মঞ্চস্থ হবে "অমৃত অতীত" নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

মধ্যযুগ সাহিত্যের পটভূমি-রচনা থেকে নাটকের এই নাটকের লক্ষ্যস্থল অনুসরণ করেছেন। বিন্দু লক্ষ্যস্থলের মুকুরে পুঁতি-গন্ধময় হয়েছে সমাজের মুখোমুখি। নাটকের চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে বর্তমান সুযোগসন্ধানের প্রতীক।

সুধাংশুবাবুর এই নাটকটির মুখ্যভূমি অবলম্বনে পরিচালনা করেছেন। নাটকের নায়ক ইন্দ্রিয় সংকটের মধ্যে দিয়ে চরম সার্থকতার অনাস্বাদিত উপলব্ধিতে বিন্দুমাত্র সমাজ-সচেতনতার মূল্যায়ন করেছেন। সমাজ-সচেতনতার মূল্যায়ন ও অধঃপতনের মূলে নায়ক-নায়িকা করেছেন। নাটকের প্রধান দুই চরিত্র কৃষ্ণকান্ত ও মল্লিকাদেবী কৃষ্ণকান্ত সম্পূর্ণ ভার ও দক্ষতা ও চরিত্রের বাস্তব রক্তমাংসের হয়ে ওঠেনি। মল্লিকাদেবী ছিল তার ভাব ও ভঙ্গি। অনেক নায়কই এই সমস্যা হয়ে করেছিল। কিন্তু তার অভিনয় একদিন বাঁধা পড়ে মল্লিকাদেবীর কাছে। অন্যদিকে মল্লিকাদেবীর অভিনয় অনুরাগের কোনো ত্রুটিতে হোলো গোপালদেব। গোপালদেব, মল্লিকাদেবী ও কৃতান্তককে ঘিরে একটিনে নাটকটিতে যেমন রূপ নিয়েছে আলোকে সাধারণ, তেমনিভাবে এই ঐতিহাসিক দৃশ্যের নাটকটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণান্ত অভিনয়ের বাণী।

সমগ্রিক বিচারে "গন্ধর্ব"-এর এই নাট্য নিবেদনটি আবেগসমৃদ্ধ এবং চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে বিশেষ করে শিল্পীদের অভিনয়ের গুণে। কৃতান্তকের চরিত্র আমরা দেখেছি ও মল্লিকাদেবীকে বাস্তব হয়েছে অভিনয় দর্শকের মন জয় করে নেয়। গোপালদেবের ভূমিকায় চঞ্চল হয়ে অভিনয় সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। অন্যান্যদের মধ্যে অভিনয় চক্রবর্তী, প্রবীণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকান্ত হয় ও সুবীর মিত্র অভিনয় সফলতার প্রমাণ দিয়েছেন।

মঞ্চসজ্জা সুরারোপ ও দৃশ্যসজ্জার দিক দিয়েও "গন্ধর্ব" প্রযোজিত নাটকটি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

### "দুই"

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মঞ্চস্থ হয়ে গিয়েছে দুই অঙ্কবিশিষ্ট নাটকের পরিচালনা করে বিশেষত্ব দিয়েছেন হরিসাধন মুখোপাধ্যায় এই কাহিনীর নাটকে রূপায়িত করেছেন চক্রবর্তী চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। নায়ক সমস্ত পরিচালনার এবং তাদের মধ্যে পরিচালনার আলোকসম্পাত ও দৃশ্যসজ্জা করেছেন।

নাটকখানি ও পরিচালনা সম্বন্ধেই মন্তব্য নাটকখানি সমাজ ভূমিকার ও সংবিধানে নায়ক নায়িকাদের ঘিরে অন্যান্য ভূমিকায় বিভিন্ন চরিত্রে পরিচালনা, শচীন ও বিমল চট্টোপাধ্যায় এই অভিনয়ে প্রশংসনীয় হয়েছিল।

মঞ্চসজ্জার এই সুরারোপিত নাট্য প্রযোজনা সামগ্রিকভাবে হয়েছে বলা যায়।

### অন্যান্য অভিনয়

ইন্টিগ্রেটেড রিক্রিয়েশন ক্লাবের সপ্তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত বুধবার রঙমহলে তত্ত্বাবধানে সভোরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাত্রা নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে।

এক্সেলসিয়র ইন্সটিটিউশন রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভোরা গত ৮ই ফেব্রুয়ারী বিশ্বরূপা মঞ্চে নীরু মুখোপাধ্যায় রচিত "সংক্রান্তি" নাটকটি অভিনয় করেন। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনা ও কল্যাণ রায়, অমিয় ভট্টাচার্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকটি সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

আগামী ৫ই মার্চ বেলা ২১ ঘটিকায় [illegible] নাট্য প্রতিযোগিতার অন্তর্গত [illegible] বাগবাজার 'শ্রমিকেতা' নাট্যটি [illegible] অমল গুমরাজমীর এবং [illegible] সম্প্রদায়ের প্রযোজনায়। নাটকার [illegible] পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

### বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় বাঙলা নাটক

গত বছরে বিশ্ববিদ্যালয় নতুন উদ্যমে [illegible] কমিটির উপরে যে নতুন [illegible] সম্পাদন করেছিল তার বিষয় [illegible] বিভাগের 'বাঙলা সাহিত্যের [illegible] উপন্যাস সাহিত্য ও প্রবন্ধসাহিত্য [illegible] একটি তালিকা প্রস্তুত করে [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ছাত্রছাত্রীদের জন্য [illegible] পাঠ্য-তালিকায় বাঙলা নাটক [illegible] নাটক সম্পর্কে [illegible] সম্পাদক [illegible] সম্পাদক [illegible] সম্পাদক

বিশ্বাসের যে আশ্চর্য নিখুঁত ছবিটি দেখতে পেয়েছি, সেটিও সমালোচক হুমায়ুন-এর চোখে "জীবন-ভাবনা থেকে বিচ্যুত" বলে মনে হয়েছে, এ বড় আশ্চর্য! আর যেখানে এক বিশ্বাস এবং সংস্কার ভেঙে দিয়ে নতুন বোধ, নতুন সৌন্দর্য উন্মেষ হচ্ছে, তাকেও "অন্ধকারের নৈরাশ্য-বোধের" প্রকাশ কি করে বলি? অবশ্য একটা কথা বলতে পারি যে, এটি যদি সত্যিই একটি সমাজসচেতন বক্তব্যের নাট্য-রূপ হয়, তবে এ নাটক নৈরাশ্যবোধের গ্রাহ্যগ্রাসে আচ্ছন্ন হতে পারে না এবং যদি উত্তরণ সেখানে না হয় এর মর্মরস, তবে তা সমাজসচেতন বক্তব্যের নাট্যরূপ নয়।

আলোকসজ্জা আগাগোড়া চমৎকার মনোইর সংস্কারবদ্ধতার প্রয়োগে কখনো এত চমৎকার এমন সুন্দরভাবে ছিল যাকে বলে, ফোটো-জেনিক। অবশ্য পরিস্থিতি ভেদে মনে হয়েছে কখনো কখনো আরো ভালো হতে পারত। অবশ্য ইচ্ছে এই ছিল যে, হয়তো মাস্টার ও শঙ্করীর এই প্রথম সাক্ষাৎকারকে ভূমিকা ও অন্যান্যদৃশ্যের অন্ধকার ভূমিকার চেয়ে যদি আলোকসজ্জার পরিবর্তনে আরো উজ্জ্বল করে তোলা যেত, তবে হয়তো সে কথা বলা হয়তো পুরো হতো। তবে মনে হয়েছে যে, আলোকসজ্জার এই নাটকীয় পরিবর্তনে এর বিশেষ অর্থ ধরা হয়েছে বা অন্ধকারের নৈরাশ্য প্রকাশ করেও হয়তো অনেকটা বোঝানো যেত।

অভিনয়ের আলোচনায় যেতে-আসতে অন্ধকারের মধ্যেই হয়তো ঘটানো পর পর অনেক ঘটনা। তার মধ্যে শঙ্করী যখন পর পর মনের মানুষ [illegible] উপরের মনোভাবের বর্ণনা ও মূল্যায়ন সেখানে বিশেষ স্থানে স্বরূপ-সন্ধানে। তাই তাদের অভিনয় আলোচনায় বিশেষ করার আগে ভূমিকায়ন সেরে নেয়া প্রয়োজন। এরপর পরিস্থিতিগুলো প্রথম থেকে সেই অনুযায়ী পরিস্থিতিগুলো তার নিজস্ব কতটুকু অনুভবী এগিয়ে যেতে পেরেছেন বিশেষভাবে আলোচনা করার দিকে অধিকারী নন। অবশ্য বিশ্বাসের কতটুকুর অন্তত করা যায়নি বিশেষ ভূমিকার পক্ষে অপরিহার্য, তাহলে অবশ্য বিশ্বাসের অভিনয়কে বিশেষ ভূমিকার ওপর আরোপ করাও অন্যায় বিচার। উপরের মনোভাবের বর্ণনা ও মূল্যায়ন দ্বারা যেসব ক্ষেত্রে কিছু হয়েছে, কি কারণে অভিনয়ের ক্ষেত্রে বক্তব্যের পরিবর্তে নাটকের নয়। ঘটনাপরম্পরা যদি অবশ্যই কি কারণে ঘটতে তাহলে নাটকের বিশ্বাস' হয়েছে। প্রথমদিকে যদিও বিশ্বাসের ভূমিকা ধর্মভীরুই প্রকাশ এবং বাস্তি-চরিত্রই প্রধান উপজীব্য, তবু সেখানেও একটা বক্তব্যের আভাস আছে এবং সমাজ-ভাবনা সেখানে ব্যক্তিত্বের আংশিক পরিপূরক হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত নাটকটির যে স্থান শেষ পর্যন্ত মনে স্থায়ী হয়, সেটি জমিদারের মধুর কথায় মনে আশ্চর্য জাগিয়ে—এতবার কি বক্তব্যের ভেতরকে তা পাওয়া হয়ে যায়নি।

ইতি—

দেবাশী আইনুন নবী, কলিকাতা।

## "কুহক" চিত্রের কাহিনী

মহাশয়,

'কুহক' ছবিটিতেই সেখার সোহাগ অনুভব হয়নি। পরিচালনা সাধারণ। পরিচালনা চরমভাবে। কিন্তু সত্য একটা বিদেশী কাহিনীর ভাবে সাধারণ মানুষ বলে মনে হয়। কাহিনীর মূল— The Night of the Hunter লেখক— Davis Grubb. Readers Digest-এর Condensed Book 4th Volume-এ এই পরিচালনার সাক্ষিপ্তসারের আছে। এখানে মূলানুসরে ভাবনার ছবি পাওয়া যায়নি। মূলের ভাবনার যেন ঘটনা, মূল— ঘটনাস্থলের নদী উইলো ক্রীক, ও ঘোষণা— দুটি ছেলে—জন ও মার্গ। আর ভাবনার সাথে পরিচয়। মূলের ছবির সমস্যাটি এই কাহিনী ঘটনার মিল পুরিচয়ের ভাবনার মধ্যে মূলের বিশ্বাস ও ভাবনার মিল নয়। মূলে Great men think alike কথাটি এখানে কথা আসেনি নয়। কাহিনী আসলে কথাটি মূলের ঐ ঘটনার পরিচয় পুরিচয় আছে কিনা আর ঘটনার সে পুরিচয় আসলে না আসলে।

ইতি—

আলোকপুরের সবুজ, কলিকাতা—২১।

## 'আবুপালি' নামের তাৎপর্য

মহাশয়, ১৫ মাঘ তেল পত্রিকার শ্রীসমীর সেন, ও মনীষা বসু, ত্রিপিটকে আবুপালি নামের অর্থ লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন আবুপালি নামের অর্থ লইয়া, আপনাদের মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য জানাইতেছি।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে আমাদের মনে হয় আবুপালি নামে বাগান ছিল। কিন্তু আমি যতদূর জানি আবুপালি নামে কোন বাগান ছিল না। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাহার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। তৎকালীন যুগের জনগণ আম্রপালির বাগানকেই আম্রপালি বলিত কিনা তাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে কোন প্রমাণ উক্তি বৌদ্ধ-সাহিত্যে নাই। রবীন্দ্রনাথ আম্রপালির উপন্যাসকেই আম্রপালি উপন্যাস বলিয়াছেন। কিন্তু দুঃখী পাঠ, যেহেতু অন্যান্য প্রকৃতি বৌদ্ধ-সাহিত্য থেকে আম্রপালি সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাতে আম্রপালির বাগানকে আম্রপালি নামে বলিয়া চিহ্নিত করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাহা বলিয়াছেন তিনি যদি আম্রপালি হয় তবে আম্রপালির উপবন আম্রপালি উপবন বলিয়া চিহ্নিত করা যায় কিনা। রবীন্দ্রনাথ হয়ে হয়তো সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

আম্রপালি জনপদবধূর কাহিনীটির বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে আলোচনা করা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। বিনয়পিটক চুল্লবগ্গের ভিক্ষুণী ক্ষন্ধকের [illegible] ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

# খেলার মাঠে

একলব্য

জাতীয় হকিতে বিজয়ী সার্ভিসেস দলের খেলোয়াড়গণ। মহাখেলে ভারতের প্রথম অলিম্পিক বিজয়ী হকি দলের অধিনায়ক ধ্যানচাঁদ সিংকে দেখা যাইতেছে

দলগত শক্তি হিসাবে বিচার করলে বিজয়ী সাভিসেস এবং বিজিত ইউ পি দল ছাড়া মহারাষ্ট্র, রেলওয়েজ, বাংলা ও বোম্বাইয়ের খেলা দর্শকদের কিছুটা আনন্দ দান করে। তবে উপরোক্ত দলগুলির মধ্যে এবারে জাতীয় হকিতে মহারাষ্ট্রের কৃতিত্বই সব থেকে বেশী। তরুণ অধ্যাত খেলোয়াড় পূর্ণ মহারাষ্ট্র প্রত্যেকটি খেলায় যে ভাবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তাতে তাদের কথা অনেকেই অনেকদিন ভুলতে পারবেন না।

আমি এবারে খেলাগুলির আলোচনায় আসছি। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই হকি এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী অব গুপ্ত পঞ্চবিংশতিতম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রথম দিনের দুটি খেলার মধ্যে একটিতে পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র উত্তীর্ণকে ৪—০ গোলে এবং অপর খেলাটিতে বাংলা কেরালাকে ১৩—০ গোলে হারিয়ে দেয়। এরপরের প্রতি যোগিতায় বাংলার এই গোল সংখ্যাই সর্বাধিক। বাংলার সেন্টার ফরোয়ার্ড ঝি ডি সিংহ একটি হ্যাট্রিক সহ ৬টি গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। প্রথম রাউণ্ডের অন্যান্য খেলাগুলির মধ্যে অন্ধ ৫—১ গোলে বিহারকে, মহীশূর ৩—১ গোলে মধ্যপ্রদেশকে, বোম্বাই একটি অতিরিক্ত সময়ে শেষ করে পর বিজয়ী কিন্তু রাজস্থানকে ১—০ গোলে কিন্তু দ্বিতীয়বারকে ৫—১ গোলে মহারাষ্ট্র ভূপালকে ২—১ গোলে এবং বিজয়ী মহীশূরকে ২—১ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হয়। প্রথম রাউণ্ডের খেলাগুলির মধ্যে বিজয় ও মহীশূরের খেলাটি সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ হয়। খেলার ফলাফল এবং উল্লেখযোগ্য কিছু খেলোয়াড়ের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল।

দ্বিতীয় রাউণ্ডের বিভিন্ন খেলাগুলির ফলাফল হয়—বোম্বাই (৫)—গুজরাট সৌরাষ্ট্র—(১), বিহার (৩) পাতিয়ালা (০), বাংলা (১) অন্ধ্র (০), মাদ্রাজ (৩) মহারাষ্ট্র (২), ইউ পি (১) সিঙ্গি (০) এবং মহারাষ্ট্র (৩) পাঞ্জাব (২)। দ্বিতীয় রাউণ্ডের সব থেকে আকর্ষণীয় খেলা হিসাবে মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের খেলাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা পরবর্তী এবারের জাতীয় হকিতে মূল্যায়ন যে ফরোয়ার্ড লাইন খেলে মহারাষ্ট্র তার মধ্যে এই খেলাটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ। উদ্যোক্তা ভূপালে অনুষ্ঠিত খেলাগুলি দিন কয়েক বিলম্বে আরম্ভ হওয়ায় মহারাষ্ট্রের খেলোয়াড়দের কিছু অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক ও সেন্টার ফরোয়ার্ড ঝি ডি সিংহ অন্যতম। তিনি ভূপালে পৌঁছে পরের দিনই খেলতে নামেন। ফলে তাঁর খেলায় কিছুটা ক্লান্তির ছাপ ছিল। তবুও তিনি মহারাষ্ট্রের একমাত্র উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন। পাঞ্জাবের ফরোয়ার্ড লাইনের মধ্যে ঝি ডি সিংহ ও ঝি ডি সিংহ ছাড়া আর কারও খেলা তেমন ভাল হয় নি। তাঁদের দুজনের খেলার মধ্যে ঝি ডি সিংহের খেলা ছিল অনেক বেশী সুসংবদ্ধ। তাঁর পাসিং ও ড্রিবলিং ছিল অত্যন্ত নিখুঁত। তিনি ছিলেন দলের প্রাণ। তাঁর খেলার ধরণ দেখে মনে হয় তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন সময় গোল করতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজে গোল করার চেয়ে অন্যকে গোল করার সুযোগ করে দিতেই বেশী আগ্রহী। তাঁর এই মনোভাবের জন্যই মহারাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড লাইন এত সুসংবদ্ধ। মহারাষ্ট্রের দুই ইনসাইড এবং দুই আউটসাইড খেলোয়াড়ের মধ্যে কোন সমন্বয় ছিল না। পাঞ্জাবের তিন খেলোয়াড় কিছু সুযোগ সৃষ্টি করে গোল করার চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে ঝি ডি সিংহের খেলাই ছিল সবচেয়ে ভাল। তাঁর পাসিং ও ড্রিবলিং ছিল

দক্ষিণ অনাহত উৎসস্থল হবেন বলে অনেকের উপর আশা করা যায়।

কোয়ার্টার ফাইনালে ৪টি খেলার মধ্যে মহারাষ্ট্র ও রেলওয়েজের খেলাটিতে সব থেকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। দুই দিন অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করার পর তৃতীয় দিনে গত তিন বছরের বিজয়ী রেলওয়েজ মহারাষ্ট্রকে মাথা নত করতে বাধ্য করে। প্রথম দুই দিন আপ্রাণ পরিশ্রমের পর তৃতীয় দিনে মহারাষ্ট্রীয় অধিকাংশ খেলোয়াড়দের খেলাতেই ক্লান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সেমিফাইনালে উত্তর প্রদেশ দল যে রেলওয়েজ দলকে ৩—১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার একমাত্র যোগ্য দাবীদার সেই বিষয়ে কেউই সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন নি। কিন্তু উপর্যুপরি তিনবার ফাইনাল খেলে রেলওয়েজ দল উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে কিছুই খেলতে পারে নি। মহারাষ্ট্রকে বিরুদ্ধে তিনদিন ব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে রেলওয়েজ দলের অবস্থা হয়ে পড়ে। আক্রমণও পর্যাপ্ত করা হয়ে ওঠে নি। রক্ষণভাগও বিপক্ষের উপর আক্রমণ চালাতে পারে নি।

অন্যদিকে সেমিফাইনালে খেলাটি হয় সমান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। প্রথমার্ধের শেষ দিকে উত্তর প্রদেশ দল ১—০ গোলে এগিয়ে থাকলেও খেলার শেষ দিকে পাঞ্জাব দল সমতা ফিরিয়ে আনে। নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও কোন পক্ষ গোল দিতে পারে নি। ফলে খেলাটি আবার ৩০ মিনিট সময় করে অতিরিক্ত সময়ের খেলা হয়। এই অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও উত্তর প্রদেশ দল ২—১ গোলে জয়লাভ করে। পাঞ্জাব দলের পক্ষে একটি গোল দিয়েছিলেন তাদের অধিনায়ক ও প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় হরবিন্দর সিং। উত্তর প্রদেশের দুই আউট খেলোয়াড় এবং উত্তর প্রদেশের দুই আউট খেলোয়াড় ও সৈয়দ আজিজ খেলা সকলকে প্রচুর আনন্দদান করে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের শেষ থেকে সার্ভিসেসের আক্রমণভাগ মানুষেল, পিন্টু এবং হরিপাল এই তিন খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে গঠিত আক্রমণ-ধারায় বিশেষত্ব হয়ে যায় উত্তর প্রদেশ দল। মানুষেলকে রুখে রাখা একরূপ অসম্ভব হয়ে ওঠে। শেষ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে একবারও আক্রমণভাগে বিপক্ষের সার্ভিসেস খেলায় সব হিসাবেই ৬—০ গোলে জাতীয় হকির শিরোপা লাভ করে।

জাতীয় হকির মানোন্নতি প্রশ্নাতীত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কয়েকটি খেলার অসাধারণ দক্ষতা থেকে দেশে জাতীয় হকির এই দ্রুত প্রতিযোগিতা পরিচালনা করার সুযোগ করে কয়েকটি অন্য সমস্যা, যেমন নিম্ন স্তরে কর্তৃপক্ষের খেলা পরিচালনার দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীনতা। বর্তমানে যে একজন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়কে খেলা ছেড়ে দেবার পরই পরিচালনা করতেন তার পরিবর্তে আজকাল ও অনেক অনভিজ্ঞ লোক আসছেন যাঁরা হকির খুঁটি নিয়মের

সর্বাঙ্গীন সম্পর্কের উৎসাহ ও উদ্দীপনার দিকের কারে নিরাশ হয়েছি। অধিকাংশ খেলাতেই সাধারণ দর্শক অনুপস্থিত থাকেন। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের জাতীয় একমাত্র সম্মান হকিতে এবং সেই হকির শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন জনসাধারণ তা দর্শন করতে এগিয়ে আসেন। উপর্যুপরি পাঁচটি অলিম্পিক বিজয়ী ভারত আজও যে হকি খেলাকে নিজের বলে দাবি করে সেখানে এটাই দুঃখের। সাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাবে আজ ভারতীয় হকির মান কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সকলেই বুঝতে পারছেন। আজ ভারতীয় হকির মান উন্নয়ন করতে হলে ভারতীয় সাধারণের উৎসাহী জনসমর্থনে হকিকে আবার ফিরে আসতে হবে। হকিকে কাছে টেনে নিতে হবে অন্যথায় এ দুঃখের শেষ হবে না।

• • •

অন্যদিকে নিরাশার অন্ধকারে ভারতীয় হকি কর্তৃপক্ষের অবহেলা করে একেবারে সবকিছু হারিয়ে বসে নি। আমাদের নিজস্ব কিছু ত্রুটি আছে যা আমরা সহজেই সংশোধন করে নিতে পারি।

দেশ বিভাগের ফলে খেলার সাজসরঞ্জাম তৈরীর শিল্প খুব বড় একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। কিন্তু কয়েক বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই শিল্প আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে। দেশের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্রই তার সম্মান চাহিদা। জলন্ধর, মীরাট, দিল্লি ও বাঙালোর কারখানাগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে সাজসরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কারখানাগুলি থেকেও এখন উৎপাদন শুরু হয়েছে। আজ সারা ভারতে প্রায় ২০০ কারখানা চালু আছে, আর এতে শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। উপরের ছবিতে জলন্ধরের একটি কারখানায় তৈরী ক্রিকেটের ব্যাটগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

GOVERNMENT LIBRARY

## দেশী সংবাদ

২২শে ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু চীনের প্রধানমন্ত্রীকে আলাপ-আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করায় চীন সম্পর্কে ভারতের নীতির পরিবর্তন সূচিত হইতেছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, সেই অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়া প্রধানমন্ত্রী আজ লোকসভায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সমালোচকগণের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে তাঁহারাই "শীতল যুদ্ধসুলভ" মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

আজ সকাল ১১টার সময় কেরলের রাজ্যপাল ১১ জন সদস্য সম্বলিত কংগ্রেস প্রজা-সমাজতন্ত্রী মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ করান।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—পাঞ্জাবমন্ত্রী চাঁদ, চীন প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধে সরকারী ব্যর্থতায় উত্তেজনা প্রকাশ করিয়া অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী পক্ষ হইতে পরপর অনেকগুলি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা হয়। বিরোধীদলের উত্থাপিত ৮৯টি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর "সাংঘাতিক বিরোধী চক্রান্ত" এবং বাসের ভাড়া বৃদ্ধিজনিত সমস্যাটিও মুলতুবী প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল। স্পীকার ঐ প্রস্তাবগুলি আলোচনা বাতিলের পূর্বে পেশ করিবার অনুমতি দেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদনের ২২৩ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারে একটি আবেদন করায় অদ্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী বিমল চন্দ্র মুখার্জী শ্রীবিশ্বনাথ রায়ের উপর এক রুল জারীর আদেশ দিয়াছেন। রায়ের অধিকার বলে শ্রী রায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং স্পীকারস্থলে বসা করিতে তাঁহাকে বাধা দেওয়া হইতেছে না বলিয়া রুলের কারণ দর্শাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—সমাজতন্ত্রী দলের শ্রীকৃষ্ণকান্তন রায় অদ্য রাজ্যসভায় সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের আকারে বিধান রায়কে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ কমিটিসমূহের সুপারিশের ফলে বেসরকারী রবি কোন সুযোগ সুবিধা পাওয়া হয় কিনা এবং সরকার পক্ষ যাহা সুবিধা না করিবার সুপারিশ করিয়াছেন তাহা কার্যকরী করিবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

সম্প্রতি এক রাত্রিতে আরডাঙ্গা জংশনের কাছাকাছি বিভিন্নসম্প্রদায়ের লোকের এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। উহার অব্যবহিত পরে পুলিশ কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে একটি প্রচারপত্র স্বরাষ্ট্রবাসীদের হাতে দিয়া শান্তিরক্ষায় এবং অপরাধীদের সন্ধান ও ধরিবার কাজে সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হয়।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগামী বছরের (১৯৬০-৬১) বাজেটে মোট আয় ধরা হইয়াছে ৮৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আর ব্যয় ধরা হইয়াছে ৮৯ কোটি ২২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। ফলে রাজস্ব খাতে আনুমানিক ৯ কোটি ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া রাজস্ব খাতের বাহিরে মূলধনী খাতেও ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় বলেন যে, চীন কর্তৃপক্ষ যে আইনতঃ ভারতের একরকম সমকক্ষ ও লাদাকের উত্তর পূর্বে কোন অংশে ভারতের ন্যায্য দাবীকে অস্বীকার করিয়াছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং কর্মকর্তার নেতৃত্ব শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার দৈনন্দিন ও ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ইস্যুতার প্রতিকারের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

আজ সোমবারও বেলঘরিয়ায় বাসে অগ্নিসংযোগ করার বিরুদ্ধে আরও দুইটি অগ্নিদগ্ধ বাসের চাকা মাটিতে ভাঙ্গা বৃষ্টির কাঁটারের অভাবে বাসের চাকা মাটিতে ভাঙ্গা বৃষ্টির কাঁটারের অভাবে যে দুর্ঘটনার কথা হইয়াছে পুনরায় সেই দুর্ঘটনার বিবেচনা করা হয়।

টিকিট—পশ্চিমবঙ্গ বাসমালিক সমিতি এইবার পর টিকিট হইতে অতিরিক্ত পয়সার দাবী ও ভাড়ার পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন এবং সরকার যাত্রী সাধারণের সুবিধার জন্য দুটি প্রস্তাব করিয়াছেন। বাসমালিকদের প্রস্তাবে টিকিটের ন্যূনতম মূল্য ২ পয়সা হইতে ৩ পয়সা করা হইয়াছে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—এক সংবাদে প্রকাশ, রেলমন্ত্রী একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তরদানকালে বলেন যে, আসানসোল হইতে কলিকাতা ও হাওড়া পর্যন্ত ট্রেনে ৫৫ জন টিকিট পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৫৯ সালে ৩৫ হাজার যাত্রীকে বিনা টিকিটে ভ্রমণের জন্য জরিমানা করা হইয়াছে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির দাবীতে আজ সারা ভারতে ধর্মঘট পালিত হইয়াছে। কলিকাতায় ধর্মঘটের ফলে অফিস আদালত, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, রেল ও বন্দর প্রায় সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ে। ধর্মঘটের ফলে কলিকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রাম ও বাস চলাচল ব্যাহত হয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধর্মঘটী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার নিন্দা করিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (ইউটিইউসি) অদ্য এক বিবৃতি দিয়াছে। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সরকার ধর্মঘটীদের ন্যায্য দাবী মিটাইবার পথ বন্ধ করিয়াছেন।

২৯শে ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট আজ দ্বিতীয় দিনে পড়িয়াছে। ধর্মঘটের ফলে কলিকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রাম ও বাস চলাচল ব্যাহত হয়। ধর্মঘটের ফলে কলিকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রাম ও বাস চলাচল ব্যাহত হয়।

## বিদেশী সংবাদ

২২শে ফেব্রুয়ারী—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ আজ অপরাহ্নে পূর্ব ভারতীয় বন্দরনগরী সুবোয়াবায় আসিয়া এই কম্যুনিষ্ট প্রধান নগরীতে তাঁহার ঐতিহাসিক সফরের বহুতম সম্বর্ধনা লাভ করেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—সারকেলা হাউস অব কমন্স শ্রমিক দলের এক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী শ্রীজন্ ওয়াড্ বলেন, ইয়াঙ্কিদোরের ফ্লাট ডেলস মুদ্রার চার কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে যে ইংরাজীকরণ সরকারীকরণ ক্রয় করিবে হইবে তাহা কোন ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হইবে অথবা ঐ ফ্লাট দ্বারা পরমাণু অস্ত্র বহন করা হইবে তাহা তিনি বলিতে অস্বীকার করেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—পাকিস্তান সরকার রাওয়ালপিণ্ডির নিকটে যে নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার নাম ইসলামাবাদ রাখা হইবে বলিয়া অদ্য ঘোষণা করা হইয়াছে। ঘোষণাকারী মন্ত্রী আইয়ুব খাঁর সম্মানার্থে এই নামকরণ করা হইয়াছে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—ফ্রান্সে এক সরকার বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় ফরাসী সৈন্যদের গুলীতে ১৪ জন আলজেরীয় নিহত হইয়াছে। ফরাসী সৈন্যদের গুলীতে ১৪ জন আলজেরীয় নিহত হইয়াছে। ফরাসী সৈন্যদের গুলীতে ১৪ জন আলজেরীয় নিহত হইয়াছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—ফরাসী পার্লামেন্টে আজ এক সরকার বিরোধী প্রস্তাব ৩২৭ ভোটে ৪৬ ভোটের সংখ্যাধিক্যে পরাজিত হইয়াছে। ফরাসী পার্লামেন্টে আজ এক সরকার বিরোধী প্রস্তাব ৩২৭ ভোটে ৪৬ ভোটের সংখ্যাধিক্যে পরাজিত হইয়াছে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—ফরাসী পার্লামেন্টে আজ এক সরকার বিরোধী প্রস্তাব ৩২৭ ভোটে ৪৬ ভোটের সংখ্যাধিক্যে পরাজিত হইয়াছে। ফরাসী পার্লামেন্টে আজ এক সরকার বিরোধী প্রস্তাব ৩২৭ ভোটে ৪৬ ভোটের সংখ্যাধিক্যে পরাজিত হইয়াছে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—ফরাসী পার্লামেন্টে আজ এক সরকার বিরোধী প্রস্তাব ৩২৭ ভোটে ৪৬ ভোটের সংখ্যাধিক্যে পরাজিত হইয়াছে। ফরাসী পার্লামেন্টে আজ এক সরকার বিরোধী প্রস্তাব ৩২৭ ভোটে ৪৬ ভোটের সংখ্যাধিক্যে পরাজিত হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৯০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০ ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা। মফঃস্বল : বার্ষিক—২২ ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুকুলিয়া স্ট্রীট কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২৩—২২৪৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

আপনার মেয়ে খেলাধূলায় কিম্বা পড়াশোনায় প্রাণখুলে মনোযোগ দেয় না··· সবসময় নির্জীব ও মনমরা হয়ে থাকে··· কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি তার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী সে ব্যয় করে। তার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার···তার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

## আবার আশ্চর্য্যজনক সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সবত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর দ্রুতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

নূতনভাবে শুরু করুন
(লাল মাংস এখন আর দরকার হবে না)

চমৎকার সুস্বাদু

# ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

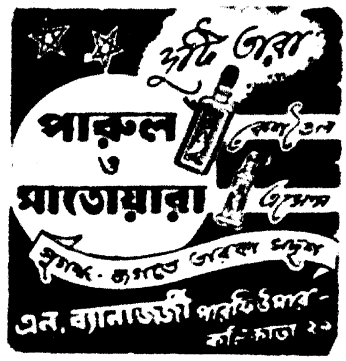

REG. NO. C. 2100

অনবদ্য শিল্প-কৌশল...
আধুনিক গঠন সৌন্দর্য...

# ন্যাশনাল একো-র নতুন মডেল এ-৭৪৪

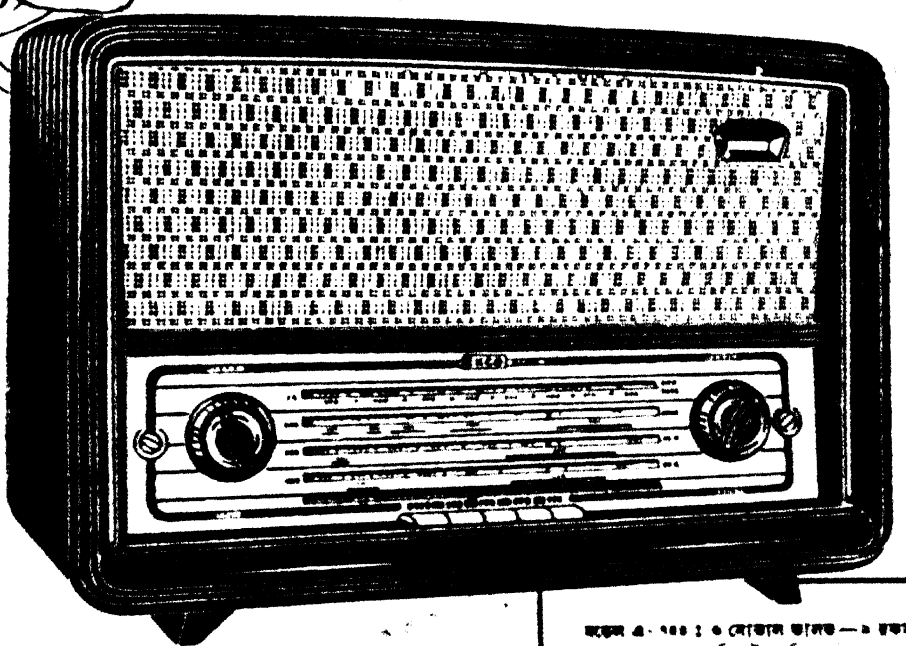

সঙ্গীত রসিকেরা ন্যাশনাল-একোর চমৎকার নতুন মডেল এ-৭৪৪-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হ'য়ে পারবেন না। এর অনিন্দ্য গড়ন, কলাকৌশল ও চকচকে চেহারা যেমন নয়নাভিরাম, তেমনি শ্রুতিমধুর ও সুস্পষ্ট এর আওয়াজ।

মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটি নিয়ে সত্যি আপনি গর্ববোধ করবেন। আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডিলারকে বাজিয়ে শোনাতে বলুন—কোন খরচ নেই।

আমাদের অনুমোদিত ন্যাশনাল-একো ডিলারের কাছ থেকেই শুধু কিনবেন।

মডেল এ-৭৪৪ : ৪ মোডাল ব্যান্ড—৯ রকম ভাল্ভ, মনোরম ক্যাবিনেট সমন্বিত ৪-ভাল্ভ যুক্ত এসি রেডিও—সারা পৃথিবীর স্টেশন ধরা যায়। পিয়ানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশন; ম্যাজিক আই; ব্রডকাস্টিং ও এক্সটা শর্টওয়েভের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা; টেপ, রেকর্ডারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। এক বছরের গ্যারান্টি।

**৩৮৫৲ নীট**

ঘরোয়া টাক্স অতন্ত্র

ন্যাশনাল একো রেডিওই সেরা—এগুলি 'অলওয়াইভ'

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বোম্বাই • পাটনা • মাদ্রাজ • বাঙ্গালোর • দিল্লী • সেকেন্দ্রাবাদ

JWT. GRA 122

# দেশ

৭ই ২৮ ফাল্গুন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 12th March, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ১১

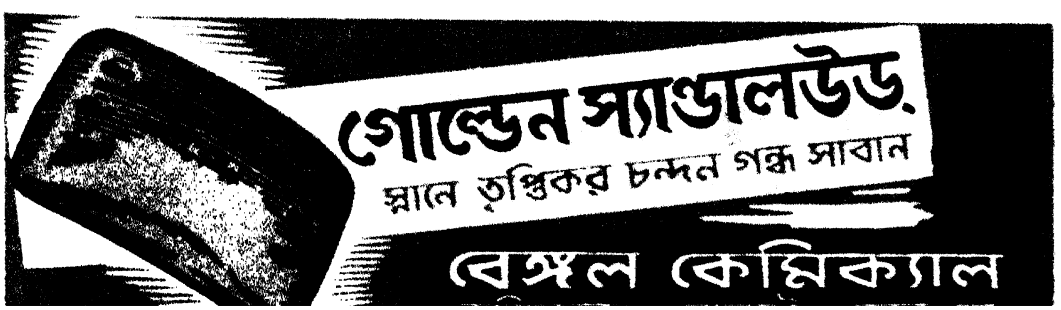

আবার **আশ্চর্য্যজনক** সুস্থবোধ করুন!

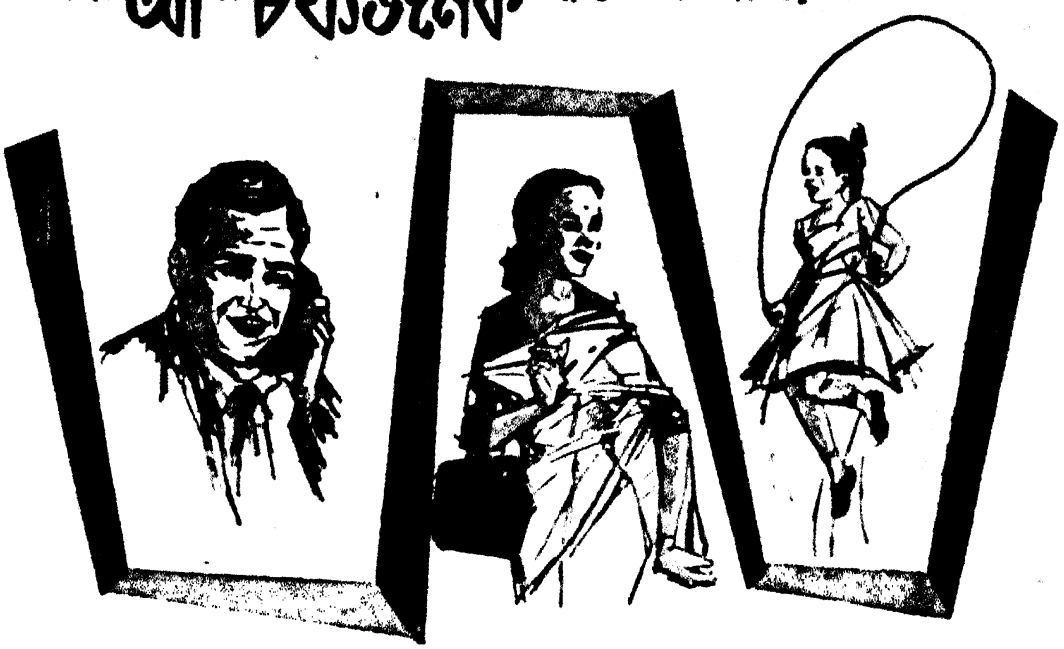

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউন্ড** একটি সুপরিকল্পিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউন্ড** এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউন্ড** অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর হৃতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

চমৎকার সুস্বাদু

# ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

॥ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই একমাত্র মরণজয়ী পদার্থ ॥

বিচিত্র লেখক **অবধূতের বিচিত্র কাহিনী—'দুই তারা' ২-৫০**

সন্তোষকুমার ঘোষের নবতম উপন্যাস
**রেণু তোমার মন ২॥**

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস
**তরঙ্গের পর**
—শীঘ্র টীকা—

বিমল করের নূতন ধরনের নূতন উপন্যাস
**খোয়াই ২॥**

[illegible]
**না ২॥**
[illegible]

পরেশকুমার মিত্রের
[illegible] নবতম ঐতিহাসিক উপন্যাস
**ব হ্নি ব ন্যা**
[illegible]
[illegible]

প্রমথনাথ বিশীর
সর্বশ্রেষ্ঠ সরস রচনা
শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস
**কেরী সাহেবের মুন্সী**
[illegible]
[illegible]

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস
**মিলনান্তক ৪॥**
**নয়ান বৌ ৫,**

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস
**পরিশোধ ৪॥**

[illegible]
**ছাড়পত্র ৪॥**
**বলয়গ্রাস ৪,**

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য উপন্যাস
**সা ত পা কে বাঁ ধা ৪॥**
সমুদ্র সফেন ৪৷৷০ পঞ্চতপা ৬৷৷০ নবনায়িকা ৩৷৷০

[illegible]
[illegible] অনন্য সুন্দর
**চলচ্চিন্তা ২॥**

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের
**রবিদীপিতা ৫॥**
ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা ২৷৷০

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
**পশ্চিমের যাত্রী ৫,**
**ভারতসংস্কৃতি ৫,**

[illegible]
**ভৃগুজাতক** [illegible] **৫৲**
**অপরূপা ৫॥**

কালীপদ হাটের
**চন্দনবহ্নি ৫॥**
**অরুণা কুহেলী ৫,**

[illegible]
**শ্রীমতী আর্তের ৪॥**

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **শ্রেষ্ঠ গল্প** [illegible] ৩,
আশাপূর্ণা দেবীর **শ্রেষ্ঠ গল্প** [illegible] ৫,
প্রবোধকুমার সান্যালের **শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫,
সুমথনাথ ঘোষের **শ্রেষ্ঠ গল্প** ৫,

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

# সহজ কিস্তিতে যন্ত্রপাতি

ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন সহজ কিস্তিতে যে সমস্ত অসংখ্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে তা থেকে আজ বহু প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন হচ্ছে। এইসব জিনিস আগে বিদেশ থেকে আমদানি হত।

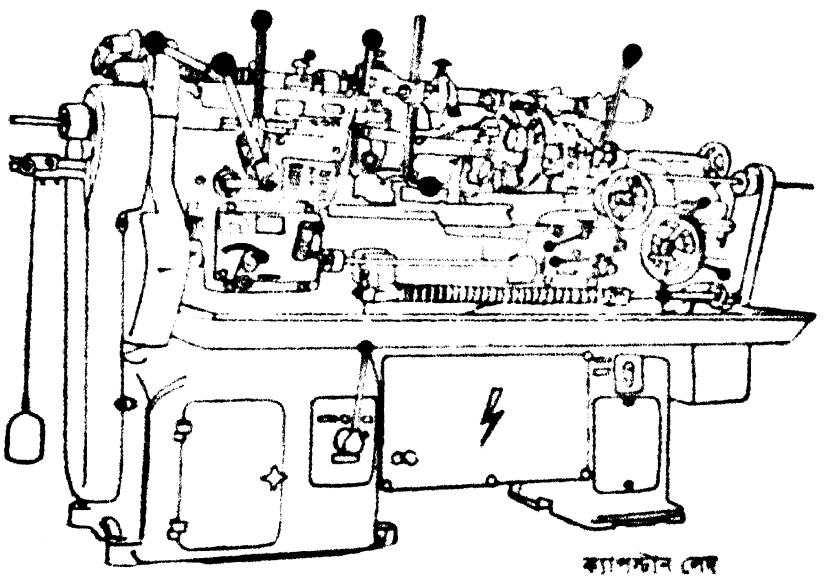

ক্যাপস্টান লেদ

## আপনিও একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন

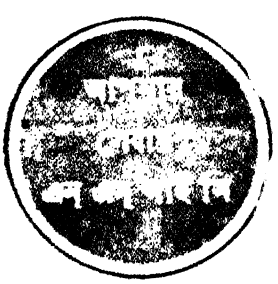

শর্ত ও নিয়মাবলী এবং দরখাস্তের ফরমের জন্য অনুগ্রহ করে লিখুন

লেদ, ড্রিলিং মেশিন, শেপিং মেশিন প্রভৃতি সাধারণ কাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি বিক্রির জন্য মজুত আছে।

**দি ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিঃ, ২৩ ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা।**

NSC-J 5826

COVE... LIBRARY
Cooch Behar

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| দাতব্য ও কর্তব্য— | ... ... ... | ৪০৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... ... ... ... | ৪১০ |
| বৈদেশিকী— | ... ... ... ... | ৪১১ |
| আলোচনা— | ... ... ... ... | ৪১৩ |
| বাজার দর—শ্রীনরেন্দ্র ঘোষ | ... ... ... | ৪১৭ |
| জলপাইগুড়িতে (কবিতা)—শ্রীহরপ্রসন্ন মিত্র | ... | ৪২৪ |
| দুই আকাশ (কবিতা)—শ্রীসুশীল রায় | ... ... | ৪২৫ |



প্রকৃতি প্রি

৭ই ফাল্গুনের বই
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
নূতন উপন্যাস
জলপ্রপাত ২·৭৫
সতীপ্রিয় ঘোষের
নূতন উপন্যাস
গান্ধর্ব ৩·৫০
ধনঞ্জয় বৈরাগীর
নূতন নাটক
রজনীগন্ধা ২·২৭

সম্প্রতি প্রকাশিত (কার্তিক হইতে মাঘ) :

[illegible] ৪র্থ খণ্ড সহ পাত্র উপন্যাস ২·৭৫ ; প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাসের গল্প উপন্যাস ৩·৫০ ; শৈলজা মুখোপাধ্যায়ের নীলে সোনার বর্ষায় উপন্যাস ৩·৫০ ; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বিচিত্রার খাতা উপন্যাস ২·৫০ ; বনফুলের উপন্যাসের ত্রয়ীর ছোট্ট উপন্যাস ২·৫০ ; বিমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের রাজযোগ একাঙ্কিকা ৩·০০ ; বিমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প পাত্রা ৩·০০ ; প্রীতিকুমার এর ছিন্নকণ্ঠীর রাজকুমার উপন্যাস ২·৫০ ; ফোক [illegible] উপন্যাস ও গল্পগুচ্ছের সেরা ৩·০০ ; শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের ঘরে-বাইরে রাজনৈতিক উপন্যাস ৩·০০ ;

আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

উপন্যাস : শৈলজানন্দের মিষ্টার অমরনাথের কাহিনী ২·৫০ ; শরদিন্দুর ইন্দ্রজাল ৩·০০ ; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বন বাস ৪র্থ উপন্যাস ২·৫০ ; সন্তোষকুমার ঘোষের অন্তর্ধান ৩·০০ ; বিমল মিত্রের অসাধারণ ৩·০০ ; সরোজকুমার রায় চৌধুরীর অন্তর্দাহ ৪র্থ ৩·০০ ; শচীন মুখোপাধ্যায়ের কাঁচা রোদ ২·৭৫ ; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ঈক্ষ-চিত্রিকা ২·০০ ; [illegible] ব্যারিস্টারের খাস ২·৫০ ; প্রবোধ মুখোপাধ্যায়ের অন্তরালের সেরা ৩·৭৫ ; মনিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের কাছ ২·৫০ ; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রজাপতিরাজ ৩·০০ ; সাধুচরণ সান্যাল পরিচয় ৩·৫০ ; সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী ৪র্থ ৩·০০ ; নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্ধকারের ৩·০০ ; প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্তর্ধানী ২·০০ ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই-[illegible] ২·৭৫ ; [illegible]ন্দ্রনাথ সান্যাল ভি ভি ৪র্থ ৩·০০ ; সরোজকুমার রায়ের পরাজয় ৩·০০ ; [illegible] ৩·০০ ; প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানব ছোকরা ৩·০০ ; বাঙ্কা সরকারের শেষ সওগাত ৪·০০ ; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] ৩·০০ ; সন্তোষকুমার ঘোষের পাহাড় ৩·০০ ; [illegible] ৩·০০ ; বনফুলের ৫ম ও নূতন বই ২·৫০ ;

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মতামতের কতকাংশ :

[illegible] উপন্যাস ৩·০০ ; বনফুলের দুইটী নূতন উপন্যাস নূতন [illegible] ... [illegible] অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব—২টি ছোটগল্পের উপন্যাসটি ... [illegible] বনফুলের [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...

১৯৫৯ সালে লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কর্পোরেশনের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরেই নতুন ব্যবসা হয়েছে

# ৪২৮,০০,০০,০০০৲

## টাকারও বেশী

দেশ ও জাতির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কর্পোরেশন আরো অনেক শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জীবন-বীমার সাহায্যে আরো অধিক সংখ্যক দেশবাসীর আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার যে সংকল্প নিয়েছে তা দ্রুত পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। ছেলেমেয়ের শিক্ষা, বিয়ে এবং তাদের জীবন আরম্ভের প্রাথমিক খরচ—অপ্রত্যাশিত বিপদ ঘটলে পরিবারের একটি নিয়মিত আয়, বার্ধক্যের স্বচ্ছলতা—এই সব ব্যাপারে জীবন-বীমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে দেশবাসী আজ কিনেছে

জীবন-বীমার মতো বন্ধু আর নেই।

## লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| নাম রূপায়িকা (কবিতা)—শ্রীইন্দুমতী ভট্টাচার্য | ... | ৪২৬ |
| চিত্রপ্রদর্শনী— | ... ... ... | ৪২৭ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র—চক্রবর্তী | ... ... | ৪২৮ |
| নিজেকে হারাবার খাতি—শ্রীঅরবিন্দ চৌধুরী | ... | ৪২৯ |
| লোকসংস্কৃতি উৎসব—শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ | ... | ৪৩৩ |
| কাঁচ দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র | ... | ৪৩৯ |
| বাইরে ভারত—শ্রীনিরোদকুমার মজুমদার | ... | ৪৫১ |



বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
• অপরাজিত ৪·০০
• দৃষ্টিপ্রদীপ ৩·৫০
• ইছামতী ৩·০০
• কুশল্পুর ২·৫০

সৌরীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের
• জাপানের পথে ২·৫০
• জাপানের চিঠি ১·০০
• সিঙ্গাপুরের চিঠি ১·০০
• মালয় ২·৫০

ডাঃ শচীন্দ্র ভট্টাচার্যের
ডাক্তারের দুনিয়া

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
• কাজির ফৈসলা ৩·০০
• রঙ্গনীগন্ধা ২·৫০
• পুরুষ ও রমণী ২·২৫

প্রফুল্লনাথ বিশীর
• ভারতের ভাস্কর্যকথা ২·৫০
• পদ্মা ২·০০
• রঙ্গলেখা ২·৫০

শ্রীসুবোধ ভট্টাচার্যের
রূপসী নগরী

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে :
সমুদ্র-মানুষ
সঙ্গীত-সমীক্ষা

বিশ্বভারতী :: ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট :: কলিকাতা-১২ :



সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি বই

জে. ভি স্তালিনের
দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
Dialectical & Historical Materialism —এর বাংলা অনুবাদ
দাম : ০৭ নঃ পঃ

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের ঘোষণা
দ্বিতীয় সংস্করণ হচ্ছে ২৫ নঃ পঃ

সুপ্রকাশ রায়ের
১৮৫৭ ও বাংলা দেশ
দাম : ১·৭৫

K. Marx
&
F. Engels
THE FIRST INDIAN WAR OF INDEPENDENCE
1857-1859
দাম : ৫·০০

নেহরু-টো এন-লাই পত্রাবলী
দাম : ২·০০

আর্ট স্কুলে
সাহিত্য-প্রচার অভিযানে

নাথনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

শিশুসাথী বই

তারাশঙ্করের একমাত্র নিবন্ধ-সংকলন

## সাহিত্যের সত্য

আড়াই টাকা

নরবেশ-এর চমকপ্রদ রম্যরচনা

## দুস্তর মরু

তিন টাকা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অসামান্য উপনাস

## বিদূষক

আড়াই টাকা

প্রকাশক :

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৯

আধুনিক সাহিত্যের দুই

উষাদেবী সরস্বতী প্রণীত

নতুন উপন্যাস

## কন্যালগ্ন

মানুষের মনের গভীরে যে অন্তর্লীন পটভূমি চির রহস্যাবৃত তারই উদ্ঘাটনের প্রয়াস নিয়ে রচিত হয়েছে কন্যালগ্ন। জীবনের ব্যথা বেদনা ব্যর্থতা স্বপ্ন

মূর্তিটির তুলনায় স্থিরে লেখিকা এ গ্রন্থে নতুন ও অনায়াস ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছেন। সোনার প্রচ্ছদ। দাম ২·৫০। সদ্য প্রকাশিত

একটি নারী, দুটি পুরুষ। নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা আর নদীর প্রবাহ। নদীর প্রবাহে ভেসে যাওয়াই অনিবার্যতা হয়ে উঠল কুমারী মনের জীবনে। তবু সে নক্ষত্রের আলো চাইতে ভুলে গেল না।

শান্তিপদ রাজগুরুর

নতুন উপন্যাস

## কুমারী মন

বর্তমান গ্রন্থে সুন্দরবনের প্রকৃতির ভেতর দিয়ে মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভূমিকার সাথে সেখানকার অন্তরের অন্তর্দ্বন্দ্বের অনুভাবনা এ গ্রন্থকে গৌরবান্বিত করেছে। লক্ষণীয় প্রচ্ছদ চিত্রণ। দাম ২·৫০। সদ্য প্রকাশিত

সুমথনাথ ঘোষের নতুন আঞ্চলিক উপন্যাস

**বহুমঞ্জরী** (যন্ত্রস্থ)

আধুনিক সাহিত্য ভবন

১৪।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

নতুন বই

সুবোধ ঘোষের

## ভারত প্রেমকথা

এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি

নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়ান

সপ্তম সংস্করণ

দাম : ছয় টাকা

নতুন প্রকাশন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

## প্রেমের গল্প

কিশোরভারতী বাঙ্ময় কর ১১৮

প্রেমের গল্পের শ্রেষ্ঠ সংকলন

দাম : চার টাকা

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

| | | | |
|---|---|---|---|
| শতকিয়া | ॥ | সুবোধ ঘোষ | ॥ ৮·০০ |
| রূপসী রাত্রি | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৫·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ ৪·০০ |
| প্রচ্ছদপট | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ ৩·৫০ |
| তিন শূন্য | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ ৩·৫০ |
| মনের মানুষ | ॥ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ ৩·০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ ৫·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | ॥ | সরলাবালা সরকার | ॥ ৫·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | ॥ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ ৪·০০ |
| সাহিত্যের সত্য | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ ২·৫০ |
| দুস্তর মরু | ॥ | নরবেশ | ॥ ৩·০০ |
| বিদূষক | ॥ | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ॥ ২·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ ১·২৫ |

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| প্রথম কদম ফুল— | শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ... ৪৫৩ |
| টাইমবাবে— | ... ... ... | ... ৪৬০ |
| বিশ্ববিচিত্রা— | ... ... ... | ... ৪৬১ |
| পুস্তক পরিচয়— | ... ... ... | ... ৪৬৩ |
| রঙ্গজগৎ—চলচ্চিত্রে | ... ... | ... ৪৬৭ |
| খেলার মাঠে— | ... ... | ... ৪৭৫ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | ... ... | ... ৪৮০ |



অন্য কোনখানে ... মূল্য ৩.১০

... বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ...

... ঔপন্যাসিক ...

... ঔপন্যাসিক ...

...

প্রকাশিত হল

বার্ষিক (দোল) সংখ্যা

# আনন্দবাজার পত্রিকা

॥ ১৩৬৬ ॥

এমনি এক দোল-উৎসবের দিনেই যাত্রারম্ভ করেছিল বাংলার নিজস্ব এই দৈনিক পত্রিকাটির। সেই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রেখেছে আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যা। যথারীতি পুস্তকাকারে বার্ষিক (দোল) সংখ্যা প্রকাশিত হল।

এই সংখ্যায়

## একটি উপন্যাসোপম বড়গল্প

- - - - - - - - এ সংখ্যায় লিখেছেন - - - - - - - -

**রম্যরচনা, প্রবন্ধ**

শ্রীকানাইলাল বসু
শ্রীকালিদাস রায়
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
শ্রীরাজশেখর বসু
শ্রীপান্থ
শ্রীসরোজ আচার্য
শ্রীসুশীল রায়
শ্রীসৈয়দ মুজতবা আলী
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

**গল্প**

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল
বনফুল
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিমল কর
শ্রীবিমল মিত্র
শ্রীমনোজ বসু
শ্রীসমরেশ বসু
শ্রীসরলাবালা সরকার
শ্রীসুবোধ ঘোষ
শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী
শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

**কবিতা**

শ্রীঅরবিন্দ গুহ
শ্রীঅরুণ মিত্র
শ্রীঅরুণকুমার সরকার
জীবনানন্দ দাশ
শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী
শ্রীদিনেশ দাস
শ্রীবিষ্ণু দে
শ্রীমণীন্দ্র রায়
শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

প্রভৃতি

**আনন্দ-মেলা**

আর্ট শ্লেটে ছাপা তিন রঙা পটচিত্র

মূল্য : দুই টাকা

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# দেশ

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 12th March, 1960

## শাহরা ও কর্তব্য

[illegible] হইয়াছে যে, এই বিশ্বাসের ভিত্তি [illegible] নাই। [illegible] পরীক্ষকের পরীক্ষাধীনে এই বিষয়ে [illegible] পরীক্ষার পরিচালন [illegible] করিতে পরীক্ষার্থীদের [illegible] করিয়া পরীক্ষাকেন্দ্রের বাহিরে [illegible] করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে [illegible] সময়ে [illegible] হইয়াছে। [illegible] করিবে করিতে [illegible] হইবে না বলিয়া [illegible] করিয়াছেন যে, [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] হইতে [illegible] হইয়া [illegible] করিবার [illegible] করিতে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিবার [illegible] করিয়া

দুর্নীতি দমন ট্রাইব্যুনাল নিয়ে শ্রীনেহরুর গভর্নমেন্ট এবং কংগ্রেস সভাপতি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছেন। ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী শ্রীচেলমুথু এই প্রস্তাবটা তুলেছেন বোধ করি মন্ত্রিত্বকালীন অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু তুলেছেন মন্ত্রী থাকাকালীন নয়, মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পরে, অভিযোগ করেছেন জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অর্থাৎ যখন এই প্রস্তাব তাঁকেও বিব্রত করতে পারত তখন তোলেননি। তুলেছেন তাঁর নিজের বিব্রত হবার কোনো আশঙ্কা নেই তখন।

রাষ্ট্র শাসনের উচ্চতম মহল পর্যন্ত দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করেনি এমন কথা কেউ বলছেন না। শ্রীচেলমুথু তো নির্দিষ্ট অভিযোগ আনতেও প্রস্তুত। দুর্নীতি দমনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও কেউ অস্বীকার করছেন না। তথাপি ট্রাইব্যুনাল গঠনে অসুবিধা আছে এই জন্যে যে স্থায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠন করলে যে কেউ যে কোনো পদস্থ ব্যক্তিকে অপদস্থ করবার জন্যে অভিযোগ আনতে পারবে। তদুপরি মন্ত্রে সেটা ঠিক হবে না। তা ছাড়া কেউো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুবার সম্ভাবনা তো আছেই। সেই সাপ কতদূরে উঠে ফোঁস দিয়ে ছোবল দিতে পারে কে জানে।

•

এই সম্পর্কে কংগ্রেসের নূতন সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি একটি আপস্থা আবিষ্কার করেছেন। অন্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই অবস্থার তিনি নাকি শুরুও পেয়েছেন। কথাটা দুর্নীতি দমনে না আঁতুড়ঘরে দমন তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। তিনি বলেছেন, প্রতি উচ্চ মহলের কারও বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ যদি কারও থাকে, তিনি নির্দিষ্টে তাকে তা মুখ্যমন্ত্রীর সমনে পেশ করবেন। তারপরে একটা ছোট কমিটি বিবেচনা করে দেখবেন তাকে এতে আদালতের অভিযোগ দাঁড়ায় কিনা। যদি দাঁড়ায় তাহলে তা সংশ্লিষ্টদের পেশ করা হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই প্রস্তাব অত্যন্ত সমীচীন বলেই মনে হবে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই মনে হবে যে সরকার এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা অনুধাবন করেননি। তাঁরা সমস্যাকে যেভাবে দেখছেন সেটাই অনুধাবন করে থাকেন। সুতরাং কেউই এইভাবে অভিযোগ আনতে উৎসাহ বোধ করবেন না। ঠিক যেমন অন্ধের অভাব পুলিসের কাছে (নেহরুর বাধা না হলে)

কেউ কোনো অভিযোগ নিয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করে না। বস্তুত, যে স্থায়ী ট্রাইব্যুনালের কথা উঠেছে, তাকেও ভয়ের হাতে সেখানেও কিছুদিন পরে কেউ হয়তো অভিযোগ জানাতে উৎসাহ বোধ করবে না।

•

একটি দৃষ্টান্ত দিই। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড নিয়ে গত কয়েক বছর থেকেই সাধারণের মনে যথেষ্ট ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বোর্ডের সভাপতি হবার এ নিয়ে প্রকাশ্য তদন্তের দাবী তোলা হয়েছে, তাতেও কোনো না কোনো অজুহাতে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সকল সময় দুর্নীতিই অভিযোগ আনা সম্ভবপর হয় না। অনেক সময় স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী লোকের নিষ্ক্রিয় অভিযোগও আনাচিত্ত, অন্যথা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। তাই দেওয়াও হয়েছে। অবশ্যে সম্প্রতি জনৈক সমাজ সুনিশ্চিতভাবে এমন কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ এনেছেন যে, সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। বছরের পর বছর কয়েকজন প্রভাবশালী লোকের যোগসাজসে সরকারী অর্থ নিয়ে নির্বিঘ্নে এমন ছিনিমিনি খেলা চলতে পারে যে কোনো সুস্থ মানুষ দেখে তা কল্পনারও অতীত।

এর পরে কেন্দ্রীয় সরকার কি করবেন এখনো ঠিক হয়নি। হয়তো একটা বিচারপতি হলফ কমিটি গঠিত হতে পারে। তারপরে?

•

পশ্চিমবঙ্গের পুলিসমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের পুলিসকর্তাদিগকে পুলিসকে জনসাধারণের হৃদয় জয় করবার উপদেশ দিয়েছেন। বস্তুত অন্যান্যের দিনে এর চেয়ে বড় ভণ্ড পুলিসের আর নেই।

বৃটিশ আমলের পুলিস আর আজকের পুলিসের চরিত্র এক নয়। তখনকার পুলিসের প্রধানতম কাজ ছিল ইংরেজের রাজত্বরক্ষা করা। তার জন্যে জনসাধারণের থেকে তাদের দূরে থাকতে হত। স্বাধীন ভারতে তাদের গ্রহণ করতে হয়েছে জনসেবকের ভূমিকা। জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে না পারলে এই নতুন ভূমিকা সফল হবার আশা নেই।

কিন্তু সে পথে বিঘ্ন অনেক। প্রথমত দুর্নীতি, যা সরকারের সকল ক্ষেত্রেকেই আপাদমস্তক পঙ্কিল করে তুলেছে। দ্বিতীয়ত এতদিনের ঐতিহ্য। এতকাল পুলিস সুজন-সুজন নির্বিশেষে সকলকেই শাসন করে এসেছে। আজও সেই ঐতিহ্যের উর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হয়নি। পুলিসের হাতের মধ্যে এমনই কতকগুলি হাতিয়ার রয়েছে যা আছে যে, তার মধ্যে বিষে পড়লে তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। তার ফলে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থেকে সরে যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল আজও প্রায় সেইখানেই রয়েছে।

•

রাজনীতি বড় কঠিন ঠাঁই। কে যে কখন কার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়ে গুরুত্ব করে বলা হয় না। উত্তিষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ভাইর মহাতাবের সঙ্কল্প ছিলেন শ্রীপট্টনায়ক। এমন কি, উত্তিষ্যার কংগ্রেস পার্লামেন্ট পরিষদ কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হওয়ার পরেও এই অবস্থা বজায় ছিল। অবশেষে দুজনে মেনে নেয়।

কেন হঠাৎ বলা কঠিন। শ্রীপট্টনায়ক বলেছেন। যে কোনো প্রকারে কো-অপারেশন ভাঙিয়ে দেওয়ার যে নীতি ভাইর মহাতাব অনুসরণ করে চলেছেন, তিনি "একজন কংগ্রেসকর্মীসমেত তার বিরোধী। কারণ এই থেকে কংগ্রেসের মধ্যে একটা পক্ষবিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং নৈতিক অবনতি ঘটেছে। অথচ নাগপুরের নৈতিক ভাষণ কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে এই কো-অপারেশন তিনি সমর্থন করেছিলেন।

অন্যদিকে এই অভ্রান্ত বিশ্বাসভাজন বন্ধু ও সহকর্মীর হাতে তাঁর মহাতাব যে অপমানিত সঙ্গ কলকাতায় দিয়েছিলেন, 'থেকসের এই পরিণতিতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি সেন্ট্রাল শ্রীপট্টনায়কের কাছ থেকে ফেরত চেয়ে পাঠিয়েছেন। এইজন্যেই চলতা পণ্ডিত বলে গেছেন, বিশ্বস্তের মাঝে বিশ্বাসের। কিন্তু চলতা পণ্ডিতকে সমনে রেখে সকল সময় তো পথ চলা সম্ভব নয়। সুতরাং কায়েমের পড়েছেন ভাইর মহাতাব, আর সেই সঙ্গে নিশ্চয় গদিচ্যুত পরিষদও। সেজন্য বোধ হয় তাঁদের কার্যনির্বাহক সমিতির তৎপরতায়। ২১শে মার্চ উত্তিষ্যা কংগ্রেসের সভার পরে ২৪শে মার্চ তাঁদেরও সভা ডাকা হয়েছে।

# বিদেশিনী

বৃটিশ আরক্ষা মন্ত্রী জবাব দেন যে এরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি তিনি দিতে পারেন না। ন্যাটোর সুপ্রীম কমান্ডার বলেছেন যে, মিত্র হিসাবে পশ্চিম জার্মানীর প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থা আছে অর্থাৎ জার্মানী ঘাঁটি পেলে ঘাঁটি তৈরী করে তাতে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। মার্কিন সরকারের মতও সুস্পষ্ট—ন্যাটো সাম্রাজ্য যদি আপত্তি না থাকে তবে পশ্চিম জার্মানী যেখানেই ঘাঁটি তৈরী করতে না কেন, আমেরিকার কোনো আপত্তি নেই, তা সে ফ্রান্স, বৃটিশ বা স্পেন যেখানেই হোক না কেন। আমেরিকা

স্পেনে জার্মান সামরিক ঘাঁটি তৈরী করার প্রস্তাব নিয়ে পশ্চিম জার্মানী ও স্পেনের সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে। খবরটা প্রকাশ হওয়াতে ফ্রান্সে ঝড় উঠেছে। ফ্রান্সে ফ্রাঙ্কো সরকার ইতিমধ্যে যে পশ্চিম জার্মান সরকারের একটা কনসুলেট খুলেছেন। কিন্তু তা নিয়ে ন্যাটোর সদস্যদের মধ্যে যেরকম চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তা প্রকাশ্য। পশ্চিম জার্মানীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে ফরাসী সরকার [illegible] ফ্রান্সে [illegible] স্পেনে [illegible] ফ্রাঙ্কো [illegible] স্পেনে [illegible] ফ্রান্সে [illegible] স্পেনে [illegible] ফ্রান্সে [illegible] স্পেনে [illegible] ফ্রান্সে

আপত্তি করবে কি করে? আমেরিকা নিজে যে স্পেনে অতিকায় সামরিক ঘাঁটি তৈরী করেছে! আসল কথা জার্মানীকে যখন অস্ত্র ধারণ একবার আরম্ভ করতে দেওয়া হয়েছে তখন তাকে অন্যদের মতনই বেড়ে ওঠার স্বাধীনতা না দিয়ে উপায় নেই। পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তাতে ন্যাটোর বিনা অনুমতিতে পশ্চিম জার্মানীর সৈন্য ন্যাটোর এক্তিয়ার থেকে সরিয়ে স্পেনে নিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু তা লেখা থাকলে কী হবে? সে লেখা তো য়ুরোপে অবস্থিত প্রত্যেক ন্যাটো সদস্যের সৈন্যসামন্ত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু তার দ্বারা তো ফ্রান্স এবং বৃটেনের নিজের ইচ্ছামতো ন্যাটোর এক্তিয়ার থেকে সৈন্য সরিয়ে আনার বাধা দেওয়া যায়নি। যা ফ্রান্স বা বৃটেনের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি, সেটা জার্মানীর ক্ষেত্রেও আর সম্ভব নয়। পশ্চিম জার্মানী আজ পশ্চিম-য়ুরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র। সোভিয়েট প্রতিরক্ষা সমালোচনার মধ্যে সত্য থাকতে পারে যে, আমেরিকা পশ্চিম জার্মানীকে বাড়তে না দিলে পশ্চিম জার্মানী এতটা বাড়তে পারতো না। সোভিয়েট সরকার সোভিয়েট ব্লকের মধ্যে পূর্ব জার্মানীর অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে পশ্চিম জার্মানী সম্পর্কে অধিকতর ঈর্ষা প্রকাশ করেন এবং আমেরিকাকে দোষ দেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পূর্ব জার্মানদের হাতের মুঠোয় রাখা ছাড়া সোভিয়েট সরকারের পক্ষে যতটা সহজ হয়েছে, পশ্চিম জার্মানীকে সেইরকম করে রাখা ইচ্ছা থাকলেও আমেরিকার পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ। সরকার হলে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়াই-এ সঙ্গী হতে পারবে এইজন্যই যে কেবল পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণে সম্মতি দেওয়া হয় তা নয়। অন্ততপক্ষে বৃটেনের সম্মতি দানের পিছনে অন্য একটা বড় কারণও ছিল। জার্মান পুনরস্ত্রীকরণের ফলে বিপদ ও দায়িত্ব সামলানর ব্যাপারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তুর্ সৈন্যবাহিনীগুলির জার্মানীতে অবস্থানের খরচের টাকা জার্মানীকে অনেক দিতে হচ্ছিল বটে, কিন্তু নিজেদের সৈন্যবাহিনী না থাকাতে জার্মানরা তাদের সমস্ত শক্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে পারছিল। একদিকে জার্মানরাও যেমন শক্তিসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রধারণের অধিকার চাচ্ছিল, তেমনি অন্যদিকে জার্মানীর অর্থনৈতিক প্রতিযোগীরা চাচ্ছিল যে, জার্মানীর শক্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে কিছু খানিকও প্রসারিত হোক। এই মনোভাব বৃটেনে বিশেষ করে শক্তিশালী হয়। জার্মানীর পুনরাবির্ভাবে সবচেয়ে ভয়ের জার্মান সমুদ্রিক শক্তির অভ্যুদয়ের আনন্দবোধ করা অসম্ভব, কিন্তু সেটা নিবারণ করতে হলে যে-নীতির পথ অনুসরণ করা দরকার তারও কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

•

চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন-লাই শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণকে তিনি তাঁর (চীনা প্রধানমন্ত্রীর) নিজের প্রস্তাবে জওহরলালজী সানন্দচিত্তে বলে গ্রহণ করেছেন। জওহরলালজী বলেছিলেন যে, গত নভেম্বর মাসে শ্রী চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রস্তাবের অর্থ হওয়ার যে অর্থ হোক, ১২ই নভেম্বরী তারিখের ভারত সরকারের ঘোষিত চীনের পররাষ্ট্রনীতির সেই প্রস্তাবে পরিবর্তন করার অর্থ তা হবার নয়। চীনা প্রধানমন্ত্রীর তারিখে কিন্তু ভারত সরকারের ১২ই নভেম্বরের তারিখের ঘোষণাকে কোনো আমল দেওয়া হয়নি। এ সম্পর্কে শ্রী চৌ এন-লাই এই কথা মাত্র বলেছেন যে তাঁরা চীন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে পরে কোন পরিবর্তন দেখেন। এমন কি জওহরলালজীর চিঠিতে তিব্বতের নিয়ন্ত্রণ ভারত ছাড়ার কথা ছিল তেমন চীন সরকারের ঘোষণার ও তথা তাদের সংবাদ আদানপ্রদানের রিপোর্টে এমন কোনো ইঙ্গিতও নেই। শ্রী চৌ এন-লাই কোনো আমল দেন নি। যাই হোক, চীনা প্রধানমন্ত্রী আসছেন আলাপ-আলোচনা করতে, কোনো সমঝোতা করতে নয়। চীনারা ব্যবহারে তাদের দেখাতে আগ্রহ করে সঙ্গত করে সাম্রাজ্য সেখান থেকে আমরা না সরে আসব। চীনা প্রধানমন্ত্রী এবং জওহরলালজীর মধ্যে সাক্ষাৎ আলোচনার কোনো নির্দিষ্ট নেই। সেই নির্দিষ্ট এখনো তৈরি হয়ে আসে। অন্তত পক্ষে জওহরলালজী নিশ্চয়ই কিছুটা মনে মনে আশায় যে প্রস্তাবে নিয়ে ছিলেন চীন সরকার সেটাও যদি ঘোষণা করে কার্যত পরিণত করতে রাজি হন তাহলেও হয়। কিন্তু বিনা পরে যখন সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব জওহরলালজী মেনে নিয়েছেন তখন চীন সরকার যে আর কিছু এখন করবেন তা মনে হয় না। কিন্তু তাহলে চীন সরকারের জানা উচিত যে, এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ভারতীয় জনমতের কোনো সহানুভূতি নেই। চীনা প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষে উপস্থিত হলে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি কোনো অসৌজন্য প্রদর্শন নিশ্চয়ই উচিত হবে না। সরকারের অতিথি হিসাবে তাঁর যে সম্মান ও আতিথেয়তা প্রাপ্য সরকারের পক্ষ থেকে তা নিশ্চয়ই দেওয়া হবে কিন্তু জনসাধারণের নামে কোনোরকম সম্পর্ক অনুষ্ঠানের চেষ্টা না করাই সম্পর্ক এবং নিরাপদ হবে। আশা করা যায় যে, সরকার এবং রাজনীতিক দলগুলি এটা বুঝবেন। যদি নেহরু-চৌ সাক্ষাৎকারের ফল ভারতের পক্ষে অভিজ্ঞতাদায়ক হয় তবে উল্লাস দেখাবার সুযোগ ও সময় মিলবে।

৬।১০।৬০

নূতন উপন্যাস

শ্রবধূতের

নবতম বিস্ময়কর গ্রন্থ

দেবারিগণ

দাম চার টাকা

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
উপন্যাসোপযোগী গ্রন্থ
সমারোহ ২৸০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নূতন রচনা
মহুয়া কথা ৩৷৷০

গুপ্ত প্রকাশিকা, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

# আলোচনা

## মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁস

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৬ই মার্চের দেশ-এ প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে রচিত মাইকেল ও আমাদের রেনেসাঁস প্রবন্ধটি পড়ে এই প্রসঙ্গে এখানে প্রকাশিত মন্তব্যটি আলোচনা করে পত্রিকার মধ্যে বলতে চাই।

(১) লেখক মহাশয় অবশ্য সন্দেহের দৃষ্টিতে আর কারো কাছে পড়ে নিতে বলেন নি তিনি নিজের সম্বন্ধেই সন্দিহান হবেন যে, আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মধ্যযুগীয় কথা আমাদের ইতিহাসে যোগের, কারণ আমাদের কাছে অবশ্যই ও অবশ্যমানের মিলন থেকে উদ্ভূত নতুন কিছু।

এখানে এসে আমরা মূলের জায়গায় শ্রীযুক্ত দে কী বোঝাতে চেয়েছেন—তা স্পষ্ট বোঝা সম্ভব নয়। এবং উপরি-উদ্ধৃত অংশগুলির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অবশ্য বলতে হয় যে, তৎকালীন বাংলা কাব্যের ভূমি ও মধুসূদনের কবিমানসের পরীক্ষা ও তাত্ত্বিক, অর্থাৎ তাঁর মানসের অন্তর্নিহিত স্বরূপই বস্তু হয়েছে 'হেমেন্দ্রমা-সংবেদে' মন্তব্যগুলোর এবং সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্ভরযোগ্য। এই সিদ্ধান্তই, আমার মনে হয় তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য। —এটিও স্পষ্ট করে উল্লেখ না থাকলে শ্রীযুক্ত দে'র উপরি উদ্ধৃত অংশের একদেশদর্শিতা এবং অসম্পূর্ণতা হয় বড় বিপদের।

তাই বলা শ্রীযুক্ত দে'র প্রবন্ধটি পরিণতির পরিপূর্ণতা তাঁর কাছে অনুচ্চারিত, তিনি যেন অনিচ্ছাকৃত না মধুসূদনের কবি-প্রতিভার ওপর আর একটি অন্যায় প্রহার করা করে এই অসম্পূর্ণতাটুকুর ব্যবস্থা করেন এবং প্রবন্ধটি বিষয়ে নতুন আলোকপাত করে যেহেতুকারী পাঠকদের দূর করেন।

(২) শ্রীযুক্ত দে'র প্রবন্ধটি পড়ার পরে ৩৫ বছরের ব্যবধানে এ প্রবন্ধটির আলোচনার নীরবতাকে আমার অত্যন্ত সময় মনে হলো। আমরা নতুন করে আর একটি অসম্পূর্ণতার বোঝা অনুভব করছি। তিনি যখন বলেন: "প্রত্যেক দল-সংখ্যা এ-ছন্দের মধ্যে যে-সব কবিতাই অবতারণা করুক এ ছন্দের মধ্যে হিসাব পাওয়া যায় না।" তখন তাঁর এই মন্তব্যটুকু বলতে তিনি কী বোঝেন এবং অবশ্যই বা কী


॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

রমাপদ চৌধুরীর নতুন বই

**মুক্তবন্ধ**

জিনিসের বন্ধন থেকে যে মুক্ত হলো, আলার বাঁধনে তার পরিণতি। মানুষের জীবনও মুক্তি একদিন ছোট ছোট মুক্তোর মতো ঝরে পড়ে। এই মুক্তবন্ধ জীবনের একগাছি গভীরতম অন্তর্দৃষ্টিময় সংকলন। ॥ বাম তিন টাকা ॥

সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়ের নতুন বই

**পত্রলেখার বাবা**

পরিচিত চরিত্রগুলি এক অন্যতম দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন লেখক। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতা, নিখুঁত উপস্থাপনা গভীর রেখাপাতে চিত্তে জন্মায়। স্বচ্ছ ভাষা ও গভীর দৃষ্টিতে তাঁর এই ছোট গল্পের সংকলন অতীব মূল্যবান। ॥ বাম চার টাকা ॥

প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**জর্জ বার্নাড শ**

● পাকা দাড়ি লাল চুল অন্তর্ভেদী নীল চোখ, গুরু, দেহ, বয়সের বোঝা ছিন্ন-ভিন্নে—বিশ্ব সাহিত্যের বিরাট বিস্ময়, চিন্তানায়ক বিপ্লবক ও সাহিত্যিক—

জর্জ বার্নাড শ। বিশ্বমানবের মনে জর্জ বার্নাড শর বিচিত্র চরিত্রের, অনুপম ব্যক্তিত্ব জন-সাধারণের বাণী হিসাবে গৃহীত। সেই আমাদের বিপ্লবক জীবনালেখ্যের, বিচার-বিশ্লেষণ, তথ্য ও তত্ত্বসমন্বয়ে। জগৎপ্রিয় লেখকের উপন্যাসের রচিত ও শিবনারায়ণের চিত্রময় সাধুভাষায় এক অনবদ্য সৃষ্টি—জর্জ বার্নাড শ ॥

বুদ্ধদেব বসুর নতুন উপন্যাস

**নীলাঞ্জনের খাতা**

● সহজ ভাষণের আবরণে আমার বিষয়-বস্তুর অবতারণা চরিত্রগুলি আপন প্রাণময় উত্তাপে ধরে উঠেছে প্রায় দ্বিতীয় আমার লেখনীমুখে—

লেখকের উপন্যাসে যেসব ভাবনার যে কথা আলোচকরূপে তুলে ধরেছেন তা পাঠক হৃদয়কে আকৃষ্ট করবে ॥ ॥ বাম চার টাকা ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

**মনামী**

● এক অপরূপ বিশ্বি মেয়ে মনামী—রূপে গুণে বিশ্বয় সৃষ্টিকারে এমন মেয়ে বড় না — অনুরাগার সাগরে অনেক দিনের জলে এসে ঘটনা-বৈচিত্র্য অন্তরে অন্তরে ভালবাসায় সৃষ্টিকারে—যে ঐকে একদিন মুগ্ধ করে দেয়। পরস্পরের প্রতি অনুরাগ হওয়া সত্ত্বেও দুজন দুজনকে বাস্তবিকভাবে কাছে পেতে চায়।

লেখকের এই বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের উপস্থাপিত করা হয়েছে—যার কাহিনী অনন্য। ॥ বাম চার টাকা ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের ॥

| | |
|---|---|
| নওরঙ্গী | ৫·০০ ॥ |
| সায়াহ্ন | ২·০০ |
| দেবতাত্মা হিমালয় | |
| ১ম খণ্ড : | ৮·৫০ ॥ |
| ২য় খণ্ড : | ১০·০০ ॥ |
| স্বাগতম | ২·০০ ॥ |
| বনহংসী | ৪·৫০ ॥ |
| গল্প সংগ্রহ | ৪·০০ ॥ |

॥ হরেকরকমবা ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

| | |
|---|---|
| চলাচল | ৬·৫০ |

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

| | |
|---|---|
| পুতুলনাচের ইতিকথা | ৫·৫০ |

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

| | |
|---|---|
| শ্রেষ্ঠ গল্প | ৩·০০ |

যোগেশচন্দ্র বাগলের

| | |
|---|---|
| বিদ্রোহ ও বৈরিতা | ২·০০ |

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড — কলিকাতা-বারো ॥

পদার্থ? কিংবা দুটোরই যদি এক অর্থ হয়, তাহলে একই বাক্যে দুরকম ব্যবহারের তাৎপর্য কী? বিশেষ করে যেখানে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করাই কাম্য, সেখানে এরূপ পারিভাষিক দুর্বোধ্যতা অনাবশ্যক বৈকি!

মূল প্রবন্ধটি এবং পরবর্তী আলোচনা দুটি পড়ে বারে বারে মনে হলো, এবার অন্তত হাল্যাসিকদের জন্যে ছন্দের প্রয়োজনীয় পরিভাষা বিষয়ে একটা আপস হওয়া দরকার; নয়তো আমাদের মতো পাঠকদের পক্ষে ছন্দচর্চা বিড়ম্বনা।

(৩) শ্রীযুক্ত বিজু, যে-আইনা তাকে কুইলা দর্পণসহ হাসি' পংক্তিটির সমর্থন করেছেন এবং এতৎসম্পর্কিত মন্তব্যটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন: "অবশ্য পাঠক মাইকেলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না-ও হতে পারেন কারণ শক্তিমত্তা বিষয়ে কবি কিঞ্চিৎ দুর্বল মনে হয়।" শ্রীযুক্ত সেন এই পংক্তিতে কী পেয়েছেন আমাদের বোধগম্য হয়নি। বরং বিজুবাবুর সিদ্ধান্তে পাঁচ ছোট পাঁচ ফোটা—সাতসমুদ্রনাথের এই উক্তি এবং এই উক্তির প্রতি কোনো কোনো বিদগ্ধ ছন্দস্তিকের সমর্থন এবং আমার অনুধাবনের বোধের উপর মাইকেল গ্রন্থের সম্পূর্ণ সম্মান করে অনুসারে—মধুকবির মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে ছন্দসি পাঁচটি ছত্র কোটেশন চিহ্নযুক্ত। এই ছত্র দুটি সম্পাদকের উপরে মধুকবির যোগ্যতর পাঁচটি পরিচয়ের করেছিলেন।

আমার যেটুকু ধারণা ছিল ছন্দের পরমাণুটি হ্রস্বদীর্ঘ বিন্যাস এবং প্রবহমানতা স্বীকার; সেখানে ছন্দোবন্ধের যেটুকু দৃষ্টি এবং শিল্পোত্তীর্ণ পর্যায়ে সাধনীয়ক উপাদান করে আমার মনেই নিশ্চিত ছন্দপাত নয়। এরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষে সমর্থন পেলাম, তু হলে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের উপরি উদ্ধৃতি উদ্ধৃতিটির পরেও কোন উপায় থাকে না এবং এই সমস্যা আমারও মনে হয় সুচারু ছন্দের পরিপূর্ণ তোরকুরুক্ষেত্র বাধ্যতে হয়ে মধুসূদনের কাব্যে আর-একটি ছত্র প্রবেশ করে মন্তব্যের থেকে মুক্ত হয়ে পারেন।

দক্ষিণারঞ্জন বসু, মেদিনীপুর।

### ছাত্র জীবনে রাজনীতি

২৭ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় পড়ে আমি সম্পাদক মহাশয়কে অভিনন্দন না জানিয়ে পারলাম না।

সম্পাদক মহাশয় তাঁর রচনায় বলেছেন, "আমার সুচিন্তিত এই যে, ছাত্রসমাজের বর্তমান ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান কারণ ছাত্র-জীবনের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রভাব।"

আমার মনে হয়, এ কারণটা প্রধান নয়। রাজনীতি একটা কারণ হলেও মূখ্য কারণ নয়। নিতান্তই গৌণ। রাজনীতি যদি

(বি ১১১৭)

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি এন্থমালা

ভারতপথিক রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"যিনি আমার পরমপূজনীয়, যাঁর কাছ থেকে আমার সমস্ত জীবনের সাধনা আমি গ্রহণ করেছি" সেই রামমোহনের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ যৌবনকাল থেকে আমৃত্যু শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে গিয়েছেন। বিভিন্ন বৎসরে (১২৯১—১৩৪৭) রামমোহনের স্মরণ-সভায়, রাম-মোহন শতবার্ষিকীতে, ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসবে, মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, অভিভাষণ দিয়েছেন ও অন্য সূত্রেও রামমোহন সম্বন্ধে যা বলেছেন, এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণে তা যথাসাধ্য সংকলন করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত সর্বপুরাতন রচনার তারিখ মাঘ ১২৯১, সর্বশেষ রচনা লিখিত ১৩৪৭ সালের মাঘোৎসবে। পূর্বসংস্করণের পর এই নূতন সংস্করণে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি রচনা সংগৃহীত হয়েছে। মূল্য তিন টাকা।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭

সুবীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হাসির

# অন্দর মহল

দাম ২.৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
অনুপম সৃষ্টি হাসির

# মিতে মিতিন

দাম ২

| | | |
|---|---|---|
| পুণ্যিবাসর | ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ | ২.৭৫ |
| স্বামী স্বামী পথে পথে | ॥ জীবনকৃষ্ণ সেনগুপ্ত ॥ | ৩.৭৫ |
| পথী প্রহর | ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ | ৬.০০ |
| সাগ্নিকা | ॥ বিভূতিভূষণ কর ॥ | ৬.০০ |
| চৌরঙ্গী | ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ | ৬.৫০ |
| অগ্নিসাক্ষী | ॥ প্রেমেন্দ্রকুমার সাক্রাল ॥ | ৩.৫০ |
| নীলাঙ্গনস্বামী | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৩.০০ |
| দুটি চোখ দুটি মন | ॥ আশাপূর্ণা চৌধুরী ॥ | ৬.৫০ |
| ইস্ট কুটুম | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩.৫০ |
| মন মানে না | ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ | ৩.৭৫ |
| শুকসন্ধ্যা | ॥ নরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী ॥ | ৩.০০ |
| মুখের রেখা | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৩.০০ |
| একান্ত আপন | ॥ সরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৬.০০ |
| আকাশপ্রদীপ | ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ | ৬.০০ |
| রাধা [illegible] | ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৭.০০ |
| আপন প্রিয় [illegible] | ॥ আশাপূর্ণা চৌধুরী ॥ | ৩.০০ |
| কথাকলি [illegible] | | ৩.০০ |
| পলাশের নেশা [illegible] | ॥ সুবোধ ঘোষ ॥ | ৩.০০ |
| ছন্দমধুর [illegible] | ॥ মুজতবা আলী ও রঞ্জন ॥ | ৩.৫০ |
| কৃষ্ণা [illegible] | ॥ সমরেশ বসু ॥ | ৩.০০ |
| বধূবরণ [illegible] | ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ | ৩.০০ |
| পরমায়ু | ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ | ৩.৫০ |
| অনুবর্তন | ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৪.০০ |
| জনপদবধূ [illegible] | ॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ | ৬.৫০ |
| কালতীর্থ কালিঘাট [illegible] | ॥ অন্নদাশঙ্কর ॥ | ৬.০০ |
| অপরূপা | ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ | ৬.০০ |
| চীনে লণ্ঠন [illegible] | ॥ লীলা মজুমদার ॥ | ৩.২৫ |
| আমার ফাঁসি হল [illegible] | ॥ মনোজ বসু ॥ | ৩.৫০ |
| বনভূমি [illegible] | ॥ বিমল কর ॥ | ৩.০০ |
| রূপসাগর [illegible] | ॥ সুবোধ ঘোষ ॥ | ৬.৫০ |
| রূপছায়া [illegible] | ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ | ৬.০০ |
| লুকুনকে ধান | ॥ শিবশঙ্কর পিল্লাই ॥ | ৩.০০ |
| মাটির মানুষ | ॥ কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ॥ | ২.৫০ |

বরণীয় লেখকের

**ত্রিবেণী প্রকাশন** স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার
**প্রাইভেট লিমিটেড**

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

তাই বলছি ছাত্রসমাজের এমন উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার কারণ রাজনীতি নয়। আসল কারণ, তাদের মানসিক অস্থিরতা। এই মানসিক অশান্তির মূলে কাজ করছে অর্থনৈতিক। সেই স্নেহ-মমতাহীন পরিবেশ।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ হবার জন্য যা যা প্রয়োজন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্নেহ-মমতাময় সুস্থ পরিবেশ প্রভৃতি বাঙালী ছাত্রের জীবনে কিছুই নেই।

ছাত্রদের জীবন সুস্থ ও সবল এবং ভবিষ্যতে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠার আশ্বাস যতদিন না আসবে ততদিন চলবে ঠিক এমন অশান্তি। জীবনে শৃঙ্খলা কখন আসে? যখন মানুষ হিসাবে মানুষকে তার মর্যাদা দেওয়া হয়, ঠিক তখনই। অবজ্ঞা, অনিশ্চয় আর সংশয় দিয়ে জীবনকে ঘিরে রাখলে শৃঙ্খলা আসে না।

হীরেন সাহা
(স্কটিশচার্চ কলেজ)।


# যে কোনো ভারতীয় ভাষায়

## আপনি টেলিগ্রাম পাঠাতে পারেন

তবে দেবনাগরী লিপিতে তা লিখতে হবে

ইংরাজী টেলিগ্রামে যে সব সুযোগ সুবিধে পাওয়া যায়, ডিফার্ড ডায়ার অভিনন্দন বার্তা, ডি, লুক্স টেলিগ্রাম, সংবাদপত্রের টেলিগ্রাম, মানুষের বিশেষমূলক অগ্রাধিকার টেলিগ্রাম, ফোনোগ্রাম, টেলিগ্রামের জন্য সংক্ষিপ্ত ঠিকানা রেজেষ্ট্রী করা ইত্যাদি নানা রকম বিষয়ে দেবনাগরী লিপিতে লেখা টেলিগ্রামেও বর্তমানে সেই সব সুযোগ সুবিধে দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ১,৫০০ টেলিগ্রাফ অফিসে এই সুবিধে পাওয়া যায়।

ভারতীয় ভাষায় টেলিগ্রাম পাঠানোর সুবিধেগুলি কাজে লাগান

**আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন**

ডাক ও তার বিভাগ।

DA 39/564

# বাজার দর

নবেন্দু ঘোষ

মা [illegible] দুয়ে বেলের ডগা করে [illegible] মুখে তোলে।

বলেছিল হেসে 'ভয়ের কী আছে? এসে দেখলাম উনানের ধারে চুপটি করে বসে আছ, তাই একটু মজা লাগাতে জিজ্ঞেস করলুম 'কি হয়েছে'। তাতে অমনি চমকে দাঁড়িয়ে উঠে ভয় পেয়ে একেবারে অস্থির। আচ্ছা ভীতু লোক তো তুমি!"

কথা হয়—ছোট ভীতু—ভিতরের দুঃখটার চেয়ে এরকম ছোটো কথা শুনতে ভালো লাগে—তবু বেশীক্ষণ তাকে চেপে রাখা গেল না হয়তো, বেরিয়ে আসছিল, হঠাৎ কার যেন পায়ের শব্দে এসে চকিত হলাম।

উনানের আগুন ছাইয়ে ঢেকে গেছে হয়ে এসেছে। 'কেন, কেন তুমি আমাকে তার কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে দাও না।' কেন যেন মনে হলো বাবার কথাটা মাকে বলি।

'আজ বেশ অনেকটা হাঁটা হয়েছে—তাই হয়তো অমন দুম করে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

হয়তো তাই নয়।

আমি বোঝাতে চাই—

হয়তো বাবার কাছে ফিরতে চায়।

বাবার আসা একটা কাজ এগিয়ে দেয়া, মুখে তার নানারকম ভঙ্গিমাতে বলে

'কেন বাবা আসা ভালো?

কেন এই ঝুপড়ির অন্ধকার

ভালো লাগে?

কেন বাবা নাই বলে

একটুও অন্ধকার

এর চেয়ে কম হয়ে যেতে?'

সরে এসে বলল "আমার গা ছুঁয়ে একটা কথা বলবে?"

"কি কথা?"

"কি ভাবছ?"

"সব কথাই শুনতে হবে!

"হ্যাঁ শুনতে হবে।"

"না—"

"হ্যাঁ, নইলে ভাল হবে না কিন্তু—"

রাধা হেসে বলল মুখ ফেরাল, ও "ভাবছি চাকরির কথা—"

"কি হয়েছে?"

"এক হাজার টাকা ঘুষ দিতে হবে বড়বাবুকে, টাকা দিতে পারিনি বলেই দেরি হচ্ছে, নইলে অর্ডার হয়েই যেত—"

"এক হাজার টাকা!" হরিপদ মুখটা বড় গম্ভীর হয়ে উঠল, বড় করুণ দেখাতে লাগল, "যদি না দিতে পারো?"

"তাহলে চাকরি হবে না। আরো তিন চারজন দাঁড়িয়ে আছে টাকা নিয়ে, তাদের কাকে হবে, তিন দিন বাবো সময় দিয়েছে, দেখি যদি কিছু করতে পারি।"

"একাস্তই করবে?"

রাধারমণ টাকা দেবে বলল, "ভাগীদার না, কিন্তু, না হয় তো ভাগাভাগি করব—"

হরিপদ বাধা দিয়ে বলল, "সাক্ষী রাখো না—"

হরিপদ মাথা হেঁট করে কি ভাবল, একটু কাশল, তারপর একটা বড় ঢোক গিলে গলার ভেতর চাপা গলায় কি বলল, রাধা ভাল শুনতে পেল না, তবে বুঝতে পারল, আর তিনি দিন দেরি করতে।

রাধা বলল, "তুমি ভেব না—"

রাধারমণ হাসল, "তাহলে কি করব?"

রাধা বলল, "আমার মাইনেতে হবে না, একাস্তই আর আপনি বুঝে—আমাদের দুটি বেঁচে থাও—"

"কি বলছ রাধা?"

"ঠিকই বলছি, চাকরি হলে আর এক পাঁচটার দিও। হেমন্তর শরীর ভাল না, ওকে নিয়ে কোথাও যাওয়া হয় না, সুখ নেই তো—"

"না না—ছিঃ এসব কথা আর কখনো বলবে না রাধা—রাধারমণ শঙ্কিতভাবে বলল, মুখ ফিরিয়ে অস্বস্তির ভাব গোপন করল।

রাধা আর কথা খুঁজে পেল না, রাধারমণের হাবভাব কেমন সে জানে। কিন্তু কেন এত অবুঝ হচ্ছে? চাকরি না হলেই বা চলবে কি করে? রাধা ভেবে পাচ্ছিল না।

রাধারমণ অন্য প্রসঙ্গ তুলল।

"ওঁকে কেমন দেখলে?"

রাধা মুখ নামাল। রাধারমণ কাছে উঠে এল।

"বলো না—"

"কথা বলো না তুমি—"

"কি অন্যায়—আমার জানতে অধিকার আছে বলতে হবে না তুমি।"

"তোমার জানা অনেকের জানা—চাকরি না হলে সারদার চলবে কি করে সে কথা ভেবেছ? পরনো ধুয়ে কি আর পরা যায়—" বলেই রাধা আরো অস্থির হয়ে দাঁড়াতে লাগল।

"ঐ দেখ—অবুঝ কাঁদছে!" রাধারমণ হেসে সুর করে বলতে শুরু করল,

"কাঁদিও না,
কাঁদিও না সখী,
তোমার চোখের জলে
অকস্মাৎ যেন বন্যা আসে
হৃদয়ের কূলে—
সৃষ্টি ভেসে যাবে,
তোমার চোখের জল
জল নয় হয়ে সখী,
এ যে দেখি হবে অনল
সৃষ্টি পুড়ে যাবে—"

রাধারমণ আরো কিছুই হয়তো বলতে পারে, যেন একপলকের দৃষ্টিতে রাধা সেই সময় ঘরে ঢুকল সারদা এসেছে।

"তুমি আর কোথাও যাবার দরকার নেই—না আসলে ভাববে—"

"কেন কোথায়?"

"আমি যে সারদাকে আসতে বলে তোমার কথা বলে এসেছি—"

"কি বলেছ?"

"তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে বলে তোমার কথা বলে এসেছি—"

"সেকি কথা? তোমার কিন্তু আমি [illegible] করেছিলাম—"

"তোমার চাকরি নিয়ে আমি [illegible] ই হয়ে—"

"তোমার [illegible] ছিঃ এসব কথা আর [illegible] ছুঁয়ে—রাধারমণ শঙ্কিতভাবে বলল, "আমি কিন্তু নয়, না একটা কথা নয় আজই সুপারে আসার দিয়ে তুমি যেতো আজই [illegible] পরে এসে কাজই করা যাবে একটা চাকরির সামান্য ব্যাপার তুমি বুঝেছ? না জানার নয়। আজ সুপারে সোনা দেবার আমন্ত্রণ [illegible] কেমন? না, কথা বলো না, তুমি যা বলছি [illegible] হবে আমি যা বলব [illegible] হবে। এবার ওঠ, পরে চুল [illegible] না, আর একটিও কথা নয় চল ওঠ—"

রাধা কিন্তু মুখ তুলল উঠে দাঁড়াল কিন্তু মুখে অন্যমনস্কতার ভাব [illegible] এসে দাঁড়াল [illegible] সারদা এসে [illegible] হাসি [illegible] রাধারমণ [illegible] চুল করে এসে [illegible] ছুঁয়ে [illegible] হেসে হেসে [illegible] দিল। সারদার [illegible] ছেলে [illegible] আউটডোর [illegible] ঘুরে ঘুরে [illegible] দিকে [illegible] হাত ধরে [illegible] ছুটল। সারদার [illegible] বছর বয়স আড়ি পেতেছিল, হয়ত [illegible]

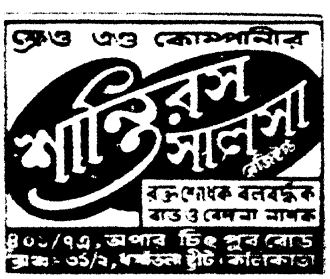

[illegible], পলিত, নাক কান হাতপায়ের [illegible] প্রভৃতির স্থায়ীভাবে [illegible] ইসিস, একজিমা প্রভৃতি রোগের জন্য [illegible] জন্মবায়সহ পত্র লিখুন। শ্রীঅমিয়-[illegible]. কলিকাতা ২৮ ফোন ৫৭-২৪৭৮ [illegible] সেবী, পোঃ[illegible]ন্দুর ঔষধালয়, বাঁকুড়া

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বলরাম বলল, "ছিঃ"—

লণ্ঠনটা জ্বালাবার জন্য দেশলাই জ্বালতেই ছায়া ফু দিয়ে সেটা নিভিয়ে দিল।

"ওকি হচ্ছে!"

"চুপ করো—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে"—

"বেশতো—অন্ধকারে কি কথা জমে?"

"না—এ কথা অন্ধকার ছাড়া আমি বলতে পারব না বাপু—হাঁ—কাজে এসো, কোথায় তোমার কাজ কোথায়?"

বলরামের কানের কাছে ছায়ার গরম নিশ্বাস পড়ল। যেন জ্বর হয়েছে ছায়ার। ফিসফিস করে কি যেন বলল সে। তারপর বলরামকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে মুখ রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"ছাড়ো বাড়িটা জ্বালি"—

"না—তুমি কিছু বলছ না যে"

"বলছি—একটু, ছাড়ো লক্ষ্মীটি"—

ছায়া ছাড়তেই বলরাম লণ্ঠনটা জ্বালাল। ছায়া বিছানার পাশে বসে পড়ল। বলরাম তার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

"যাও—ওভাবে দেখো না—লজ্জা করে।"

"ছায়ারানী"—

"কি?"

"বসন্তের বলাকাটা তুমি,
মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু,
তুমি সে চাঁদের লক্ষ্য,
কমলিনী তনু—
তোমারে দেখিয়া হিয়া
কাঁপে থরথর—"

"ওমা! আবার ছোটার! ছি ছি ছি"—

বলরাম এগিয়ে গিয়ে ছায়াকে বুকে টেনে নিল, তার মাথার হাত বুলিয়ে দিল তারপর একটু চুমু খেল।

ছায়া নাটুকেপনার বলল "ওমা"

"কি হল?"

"আজকের সিনেমার ঐ ছাঁড়ার মতই তুমি আমাকে আদর করছ"—

"আজ তো আদর করবই"—

ছায়া বলরামের কথাগুলির ওপর এক ফোঁটা চুল একটু সরিয়ে দিয়ে গভীর চোখে বলরামকে দেখল। তারপর বলল "আজ আমার মনে বড় আনন্দ গো—বুঝলে? কালতেই চুকিয়ে যাবে ঘরকন্নার ঝামেলা—তারপর মনে পড়ার কিছু থাকবে না—মাসটাকা টাকা মাইনে বন্ধ—যে দিদিকে টাকার কি পাওয়া হবে না সেটা ঘরে ঘরকন্নার ছোট বড়। কিন্তু ছায়া মন চুরিয়ল টাকা। যে দিদিকে টাকা দেওয়া-থাকে কিনা আমাকে তবে জানা না হয় কাজের ধরো তাকে এক কিল টাকা—আমে চুরিয়ল পাওয়া টাকা কি আমরা ভোগিতে পারব না? চোখে পরব না?"

বলরাম ঘাড় নেড়ে বলল "হাঁ—তা পরবে বৈকি—আমে পরবেই হবে। এই যে"—

"কি হল?"

ডান পকেট থেকে দিয়াশলাই নিয়ে চুমু দিল ছায়া—একটি—

সরু ধোঁয়া বলরাম পুনরায় করতে করতে বেরিয়ে গেল।

বলরাম চৌকিতে ছায়া জড়সড়ো হয়ে বসে আছে। না, আজ সে এই জনবিরলপুরী কাটাতেই পরে থাকবে। আজকের রাত হবে একটা উৎসব-রাতের মত। যদিও কোনোর কথাটা মনেই ছিল না তার। সব কথা আজকাল মনে থাকে না তার। তা না হলে কুসুম, বিলাসী সেও আজ তাই মাঝখানে সে, মাঝখানে বলরামকে।

বিছানায় শুয়ে বসে সুখস্বপ্ন দেখতে লাগল ছায়া। কখনো আগেও কি এত সুখ সে কল্পনা করতে পেরেছিল? পার্টিশনের পর কলকাতায় এসেছিল সে মায়ের সাথে। মোটামুটি সচ্ছল ঘরেই বিয়ে হয়েছিল তার। স্বামী কাজ করত কোন এক ফার্মেসীতে। কিন্তু বছর দেড়েক সংসার করতে না করতেই স্বামী বসন্তরোগে মারা গেল। তার বৈধব্য বেশ দেখতে না পেয়ে মাও একদিন পরলোকে যাত্রা করল। দেওরের সংসারে মার ও স্বামীর দেওয়া কিছু গহনা নিয়ে এবং যৌতুক নিয়ে সাময়িকভাবে শুরু করল ছায়া। এক শিক্ষানবিশী ছিল সংসারে, সে কুটুম্বও দেখতে পারত না তাকে। বছর দুয়েক পরে দেওর বিয়ের সব কথা উড়িয়ে দিয়ে তার দিকেই বিষের দৃষ্টি ফেলে চাইতে লাগল এবং বিষের ইঙ্গিতে দিয়ে কথা বলতে লাগল। ছায়া ইঙ্গিতে ও প্রকাশ্যে বহুবার দেওরের এই লালসাকে বাধা দিয়ে তখন দিয়েছিল অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের বেশ। আজকাল আর তার সঙ্গিনী—ঠিক সেই সময়েই পাড়ায় একটি মেয়ে হয়। পাড়ার নাম ভুলে গেছে। সেই মেয়ে সঙ্গিনী নিয়ে অফুরন্ত-রসী বলরামের বুকের সঙ্গে ছায়ার মনে হয়েছিল তুলনা। হয়ত, বিধাতার নিয়মে একের পুরানো কথা ভুলে যায় তার কিন্তু বলরামকে ভুলতে পারল না ছায়া। ওরা দিনে ছায়া ভুলে যে বলরাম কোথায় কাজে গেছে সেই ছাড়া এবং সন্ধ্যায় ফেরে। বলরামের মনের কোথায় কোথায় ছায়ার মনে হয়েছিল তাকে। ছায়া তাদ

॥ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন ॥

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের **শ্রেষ্ঠ গল্প**

সুপরিচিত ও সুবিদ্বান সুধীজনের আলোচনা-সমৃদ্ধ ভূমিকায় ঐতিহাসিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—একনিষ্ঠভাবে চারুচন্দ্র বিচিত্রমুখী সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে অনুবাদক, সাংবাদিক ও সাহিত্যগুরুরূপে বাংলার সাহিত্যিক ক্ষেত্রে এক বিরাট আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশেষত উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্যপ্রতিভা সহৃদয় পাঠকের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। চারুচন্দ্রের এই গল্পসংকলনের সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।"

॥ শোভন সংস্করণ। উৎকৃষ্ট মুদ্রণ ও সজ্জা। দাম ৫·০০ ॥

**গ্রন্থম** । ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশিত হল

ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্রের

**সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ**

[illegible] দাম : ৮·০০ [illegible]

সুনীলকুমার বসুর উপন্যাস **জোয়ার এলো**

দাম : ২·৫০

**মানুষের মতন মানুষ** বিমলচন্দ্রের উপন্যাস

দাম : ৩·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস **প্রিসিলার বিয়ে** দাম : ২·৭৫

**ভাটিয়ালী** [illegible] সং [illegible]

দাম ২·৫০

আসন্ন প্রকাশিত গ্রন্থ

| | | |
|---|---|---|
| সুবোধ ঘোষ | । | চেনাবাসিতা ৩·০০ |
| বিমল কর | । | ফানুসের আলু ১·৫০ |
| প্রেমেন্দ্র মিত্র | । | বর্ষার যুগের পর ২·৫০ |
| বীরেশ্বর বসু | । | চা মাটি মানুষ ৪·০০ |
| | | ঈদ্বেষ —২·০০, রাস—২·০০ |
| প্রবোধবন্ধু অধিকারী | । | বিহঙ্গবিলাস ৩·০০ |
| গজেন্দ্রকুমার মিত্র | । | জীবন স্বপন ৪·০০ |
| হরপ্রসাদ মিত্র | । | কবিতার বিচিত্র কথা ৮·০০ |
| গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য | । | ভাগ্যবলাকা ৬·০০ |
| শৈলজানন্দ | । | ডাল লাগার নেশা ২·৭৫ |
| অনুরূপা বন্দ্যোপাধ্যায় | । | কান্নার প্রহর ২·৭৫ |
| শিবরাম চক্রবর্তী | । | বিয়ের প্রুফ বউ ২·৭৫ |
| বিমল কর | । | সোনারুপোর কাঠি ২·০০ |

**কথামালা প্রকাশনী**, ১৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

পালিয়ে কথা পারের লক্ষ্য! সহজার খোড়ায় পিয়ে উর্দিক চমকল হয়। না, সমস্যা নয়। একটু ভাবল হয়। তারপর সে সহজার বিপদটা জানিয়ে দিল। আমরা সে ফিরে। বলরামকে আজ অনেকক্ষণ বইয়ের পাতা কাটিয়ে রাখতে সে। বলরামের আজ ঈর্ষাতীব্র মানভঞ্জন করতে হবে। সময় হয়। বাক্স খুলে সেলেটের পিন্সিলটা বের করল সে। ঘরের আলো-আঁধারকে তীব্র সন্দেহ করল কয়ে। 'সিস্টার সুন্দর' লেখাটুকু চিরকালের সুকুমারিত করে আর এর পাশে কতকগুলি হেজি টেনে সে হয়ে সুন্দরের চতুর্দিকে মনোরঞ্জনী করে তুলল। বলরাম আজ তার পাশে হয়তো থাকবে না।

বলরাম হেজি কতকটা পেনসিলে একটা লম্বাকার ত্রিকোণ আঁকে এবং তিনি আঁকে সে একটা ত্রিভুজাকৃতি মানুষের ছবি। মানুষটার মেজে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সে দুখানা পা-ও আঁকে। মানুষটা অবশ্য পায়ে জুতো পরে আছে। তারপর সে মানুষটার মাথায় একটা ত্রিভুজ বসিয়ে দেয়। ত্রিভুজটা মানুষটার টুপি। টুপির নিচে সে দুখানা চোখ আঁকে। চোখের মণি দুটি সে বিন্দুর সাহায্যে চিহ্নিত করে। তারপর সে মানুষটার নাকের নিচে একটা গোঁফ আঁকে। গোঁফের নিচে সে একটা বড় হাঁ করা মুখ আঁকে। মুখের ভিতরে সে কতকগুলি দাঁত আঁকে। তারপর সে মানুষটার কানে দুটি দুল পরিয়ে দেয়। মানুষটার গলায় সে একটা হার পরিয়ে দেয়। মানুষটার হাতে সে একটা ছড়ি ধরিয়ে দেয়। মানুষটার পায়ে সে একজোড়া বুট পরিয়ে দেয়। তারপর সে মানুষটার নিচে লেখে 'মিস্টার সুন্দর'। ছবিটা সম্পূর্ণ করে সে খুব খুশি হয়। সে ছবিটা সুন্দরকে দেখাতে চায়। কিন্তু সুন্দর তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সে সুন্দরকে ডাকে না। সে ছবিটা সুন্দরের বালিশের তলায় রেখে দেয়। সুন্দর ঘুম থেকে উঠে ছবিটা দেখতে পাবে। তখন সে বলরামকে ডাকবে। বলরাম তখন তার পাশে থাকবে না।

বলরাম বেশ কতকটা নৈরাশ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তারপর সে একটা নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। সে একটা নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। সে একটা নিঃসঙ্গতা অনুভব করে।

## জলপাইগুড়িতে

হরপ্রসাদ মিত্র

তিস্তার উদাস বালি দেখা গেল সন্ধ্যার ছায়াতে—
উত্তরে-দক্ষিণে ধারা, পূবে দূর অস্পষ্ট ওপার;
চরে খেয়া দেবে তাই ভাঙা টাঙ্গি মেরামত চলে।
সে-বন্ধ গঞ্জন করে, হা হা হাসে যাত্রীরা কজন,
হাওয়ার ছড়ায় লঙ্ক সহজিয়া জলপাইগুড়িতে!

ওদিকে উকিলপাড়া, ডাক্তারপাড়া, মুহুরিপাড়াতে
ঘরে ঘরে অন্ধকারে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যার সেজবাতি।
সুবেশ, সুগন্ধ, ধনী শহরের স্বরূপ সেখানে—
সনাতন লাভ-ক্ষতি, হাসি-কান্না, প্রবাস, ক্ষয়,
বাজার, পুলিশ-ফাঁড়ি, উকিলার, ইস্কুল, কলেজ,
চায়ের হাটেই হয়তো তেজী-মন্দী চর্বিতচর্বণ।

তিস্তার বিস্তার দিয়ে কল্পনাকে উদাসীন করে
সুদূরে বার্লিনটাই মনে মনে ছুঁয়ে পথে নেমে
আকাশে নক্ষত্র দেখি—
অন্ধতারে স্তব্ধ হিমালয়।
অনন্ত তিমির দূরে,
কাছে কোন্ পক্ষীর কাকলি?
কে যেন মোহের মায়া
লিখি [illegible] জলপাইগুড়িতে।

## দুই আকাশ

মণীন্দ্র রায়

দুটি পাখি মোহেঞ্জোদড়ো বাসী
এ যুগের ইটের খোপলে।
একটি যৌবনজ্বালা শেষ হলে রাতে
দুই মিতে কোথা গেল চলে!

কেহ না খুঁজিতে আমি ওঠে সন্ধ্যায়
সেথায় চলিনু একে
[illegible]
সেথাই ছড়ায়ে পড়ে হাসি হাসনায়
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

## নামধারিকা

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

আমার কবিতা তুমি—আমি শুধু কবিতা তোমার
স্বপন জড়িমা মাখা সলজ্জিতা ঘুমের আবেশ,
টেনে টেনে চাওয়া চোখ, ঠোঁটে পড়ে সন্ধ্যাতারা রেশ,
অধরের প্রান্তে আঁকা হাসিটুকু লাজুক সুষমার।
স্বপ্নালস লাজনম্র গুটানিচে যেন ইন্দ্রধনু
আধোরোজা পদ্মখানি—সূক্ষ্মরুচি ব্যাকুল নিবেশ,
সুদূরের অন্তরঙ্গ—আবেশন সুরভির প্রেম,
অবাস্তব সে উন্মাদনা—সুখাবহ আনন্দ-সম্ভার।

একখানি নাম আর শ্রুতিহিল্লোল মন্ত্র উচ্চারণ,
অধরোষ্ঠে বিজড়িত—অস্পৃষ্ট সে সমস্ত সত্তায়
ঘুম-পাড়ানিয়া গান, মানসের মধুগুঞ্জরণ।
কুঙ্কুম মন্ত্র তপ্ত লাবণ্যের পুলক বন্যায়—
ডাকো ডাকো সেই নামে একবার ডাকো অনুক্ষণ,
আমি শুধু জাগি সুখে, বেদনায় হাসি মনোরম।

# চিত্রশালা

## চিত্রপ্রদর্শন

চারুর দুপুরবেলা শিল্পী : সুধা রঞ্জন চক্রবর্তী

কুটিরের বিরহ শিল্পী : সুরেন্দ্রনাথ বেরা

# বিজ্ঞান বিচিত্রা

চক্র দত্ত

ইজরাইলের নূতন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারশত বার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁদের নতুন আবিষ্কারের জন্য ১০,০০০ সুইস টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। এঁরা বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে সেলুলোজ সংগ্রহ করবার পদ্ধতি বার করেছেন। এই নূতন বৈজ্ঞানিকের একজন হচ্ছেন ফুাইবার এণ্ড ফরেস্ট প্রোডাক্টস্ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর এবং অন্যজন হচ্ছেন ঐ প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনীয়র। এঁরা ইউক্যালিপ্টস তুলো এবং জোয়ার ভূট্টার গাছ থেকে সেলুলোজ সংগ্রহ করছেন। কয়েক জন বৈজ্ঞানিক তাঁদের নতুন আবিষ্কার এই পুরস্কারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে থেকে ইজরাইলের বৈজ্ঞানিকদ্বয়কে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ইজরাইল সরকার তাঁদের এই আবিষ্কার সেলুলোজ বর্ণশিল্পের কাজে প্রয়োগের জন্য একটি নতুন সেলুলোজ তৈরির কারখানা শীঘ্রই তৈরি করবেন বলে মনস্থ করেছেন।

•

দুটো ভিন্ন দেশে অবস্থানের সমতাপেখা-জনা 'ব্রিজ' অর্থাৎ ঝুলন্ত পুল সম্প্রতি একটি তৈরি হয়। ব্রিটেনে পশ্চিমাঞ্চল সর্বাপেক্ষা লম্বা ঝুলন্ত পুল তৈরি হয়েছে। এই ব্রিজ একদিকে ব্রিটিশ কলম্বিয়া এবং অন্যদিকে স্টেটস্ ওয়াশিংটনের সংযোগ করবে। এই ব্রিজটি ১৯৬৫ সালে তৈরি শেষ হবে। সমস্তটা এই ৬৬১০ ফুট লম্বা হবে। তার মধ্যে ছোটবের আরম্ভ এক খাম্বা থেকে আর এক খাম্বা পর্যন্ত লম্বা হচ্ছে ৪২৪০ ফুট। এটি বর্তমানের পৃথিবীর লম্বা ঝুলন্ত পোলডেন গেট ব্রিজের চেয়ে ৬০ ফুট বেশী লম্বা।

•

পুরুষেরা যখন "শতায়ু হও" বলে আশীর্বাদ করেন তখন সেটা নিতান্তই কথার কথা মনে হয়। কিন্তু ব্রিটিশ বিজ্ঞানবিভাগের ইনস্টিটিউশন অব জেরন্টোলজির ডাইরেক্টর আন্ড এডুকেশনাল ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ বলেন যে, মানুষের পক্ষে একশ বছর বাঁচা খুব অসম্ভব কথা নয়। তিনি লন্ডনের একটি বিদ্যালয়ের মধ্যে গবেষণা করে জেনেছেন যে, ঐ শহরের মধ্যেই নব্বই বছরের অধিক বয়স্ক ৯৯ জন লোক জীবিত আছেন, অবশ্য এঁদের মধ্যে ৪ জনই মহিলা। ১০২ বছর বয়স্ক একজন লোকও এই তালিকাভুক্ত এবং তিনি পাকে আর্কাইভসের মধ্যে অন্যতম। ঐ তালিকায় আরও ৯জনের নাম পাওয়া যায় যাদের মধ্যে একজন ১০২ বছর বয়স্ক এবং অন্যজন ১০৭ বছর বয়স্ক এবং দুজনেই পেশা শিক্ষকতা। অধ্যক্ষের মতে এঁরা সকলেই বেশ কর্মক্ষমতায়। এঁদের পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এঁদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ। এমন কি, এঁদের অনেকের বেশ চুলচাল মাথায় কিছা বা ধরনীর কেশ নেই। এঁদের মধ্যে অনেকেই এখনও ক্ষেত খামারের কাজ অথবা সংসারের অন্যান্য নানাবিধ কাজ বেশ অনায়াসেই করতে পারে।

•

নিজের নিজের গাড়ি করে যারা অফিসে যান তাঁদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে গাড়ি রাখার

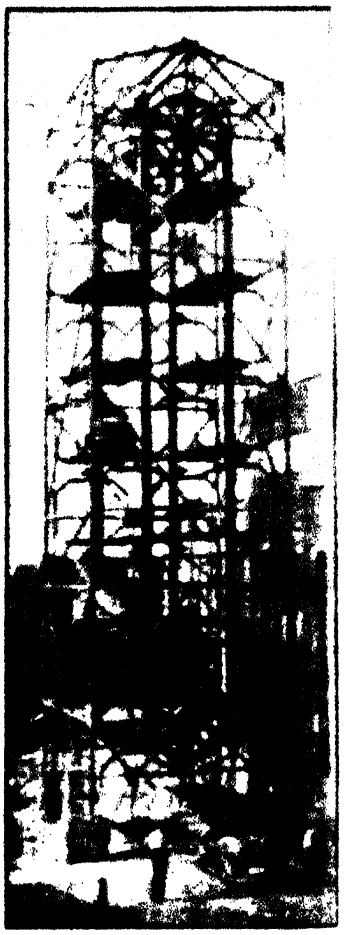

গাড়ি রাখার নতুন ব্যবস্থা

জায়গার অভাব ঘটে আর জায়গার অভাব না থাকলে অনেকগুলি গাড়ি অনায়াসেই রাখতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে যায়। আজকাল জার্মানীতে গাড়ি রাখার যে এক রকম ব্যবস্থা হয়েছে তাতে অল্প পরিসর স্থানের মধ্যেই অনেকগুলো গাড়ি রাখা যাবে। যতটুকু জমিতে মাত্র ১২ খানা গাড়ি রাখলেই ভিড় হয়ে যেতো, এইরকম সেখানে বিশখানা গাড়ি রাখা যায়। প্রথমে নীচের প্ল্যাটফর্মে গাড়ি রাখার পর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওপরে ওঠান এবং নামান হয়।

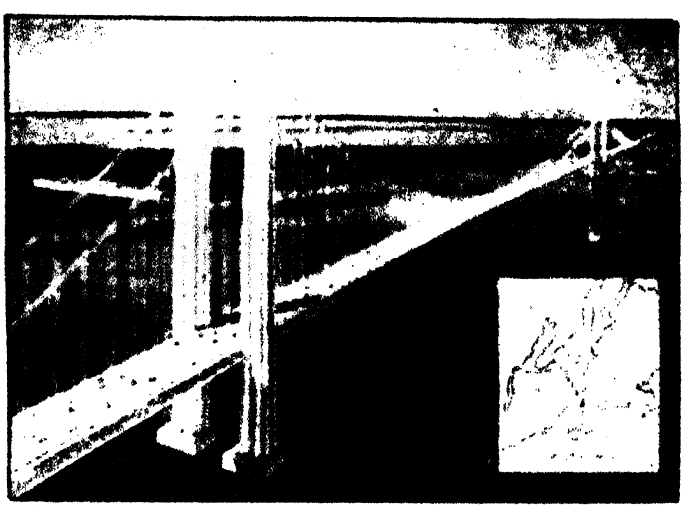

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা লম্বা ব্রিজ

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅরিন্দ্র চৌধুরী

১৮

তখনকার এইসব লেখার মধ্যে যারা সবচেয়ে উত্তেজনার সঞ্চার করতেন এবং এক বিশেষ মর্যাদাও ছিল, সেকথাটি বলা হয় নি, যদিও আমার মনে ওটি না। এবং যেখানে আমার মনে ওটা না সেখানে তাঁরা আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করতে পারতেন না। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের দিক থেকে রুশবিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা লেনিনপন্থী হয়ে একদিন আমাদের চোখের সামনে কয়েকটি বছর ধরে, যখন সবে উপলব্ধি করতে শুরু করেছি কিছু কিছু, তখন হঠাৎ তাঁরা লেনিনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ট্রটস্কিপন্থী হয়ে গেলেন। আমার পিতা সমাজতন্ত্রের দার্শনিক আলোচনার মধ্যে যাবার চেষ্টা করতেন না। তাই এসবের মধ্যে তাঁকে পাওয়া যেতো না।

শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিও তাঁকে তেমন আকৃষ্ট করতো না। কারণ, তিনি বলতেন—যে কী করা দরকার তা নিশ্চয়ই তাদের আন্দোলনের নেতারা বোঝেন।

তাঁর কথা সমাজতন্ত্রের অভিমুখে বহু লোক ছিল যাদেরকে তিনি কর্মীসংঘের কর্মী হিসেবে চাইতেন। তাঁরা আসতেন সপ্তাহে দুদিন। সপ্তাহের অন্য কোন দিনটায় তিনি কর্মীদের নিয়মিত ক্লাশ নিতেন এবং তাঁরা কোন কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাদের সাথেকার যোগাযোগের সমস্ত কর্মভারই কিন্তু ছিল সে সময়ের পর তাঁরও। তাঁরা কিভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান করতে চলেছেন না।

সমাজতন্ত্রের অভিমুখে এই যেসব ছিল যে অনেকে, প্রথমদিকে তাদের কয়েকজনকে তিনি বলতেন বটে পড়াশুনোটাকে যত্ন করতে, কিন্তু কোনো আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। পড়ছি যখন তখন করে কুড়িয়ে-কুড়িয়ে পড়ি, তারপরই, এইসব নিয়ে যেতেন সভা করে। পরে অবশ্য বক্তৃতাদি শুনে হওয়ায় এরাকল্পে আর যেতেন না। তবে প্রতিনিধিদের মনে তখনো খুঁচে খুঁচে করতো, তাঁরা বলতেন, আলবকারুণ আর সমাজতন্ত্রের যে স্বরূপ ছিল এতদিনে তা নাকি কিছুটা বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। তাঁরা যা ভেবেছেন, তা নাকি হয়েই আর নেই! তারও আগে, পানভোজনের ব্যবস্থাও তখন থাকতো বলে শুনেছি। তাঁদের মুখে এই ধরনের একটা কথাও শুনেছিলাম তখন। সমাজ কাজ পড়াশুনো বিষয়ে আলোচনা করতেন। ধরে ধরে এক জায়গায় গেলে, একদিন আমাদের ঘরে সেই কাজ সম্পাদকদের এক প্রতিনিধিদল সফর করে চলতে থাকে হাজার তেমন এগিয়ে আসতো না। ধরে আনা-উনিশটী সুবেকজন উপস্থিত হতো সেই সাপ্তাহিক চক্রে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাকি থাকতেন প্রতীক্ষা। বিদায়ী সম্পাদকী ধরে এবং বিশেষ উপলক্ষে, তিনি মনোবিজ্ঞানের ওপরে বক্তৃতা দেবেছেন, সবই সমাজ-তন্ত্রের দ্বারা এবং বক্তৃতা, আলোচনাকে উচ্চমার্গের পরিবেশনের চেষ্টাকে করেছেন আর বাস্তবে হয়ে একবার এ কাজে যাচ্ছেন আরেকবার ও-কাজে যাচ্ছেন বলাবাহুল্য—তার কী ফিলিস তিনি জানি।

তিনিদের মধ্যে বিভিন্ন ক্লাশেরও ছাত্রদের। এটা থেকে দেখেছেন, এসব ওনা-কিছুও দেখেন এই আর কী! যেতেন পর যেতেন নাকি সাঁতারে নিয়ে


গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

নূতন উপন্যাস

## আকাশ-নন্দিনী

আপনি হয়তো মুখ ঘুরিয়ে হাসছেন—হয়তো ভাবছেন এই বয়সে আবার বুড়োর প্রেম! কিন্তু ওর যদি আপনি দেখেছেন, তাহলে একথা বলার আগে আপনার মন হয়তো অমনই মতো পড়তো।

সেই বুড়োর জটিল, রহস্যময় নিজের জবানবন্দীতে সরলভাবে মুখে [illegible] সাড়ে তিন টাকা।

সুশীলকুমার ঘোষের

## গ্রহ-সারথি

তখনো কৈশোর পেরোয়নি। [illegible] সবে ছোট্ট হোটেল আরম্ভ করেছে..... হোটেলের মালিক শ্রীযুক্ত হরিপদবাবুর একমাত্র খুন।

ভক্তদের ছেড়ে নিলেন ছিটকে ছোট সেই মুখে কখন থেকে পড়িয়ে পড়িয়ে পড়ছে এক এক ফোঁটা। চিরন্তনী চাউর মুখে পড়িয়ে পড়িয়ে পড়ছে কলম্বোকার। হোমসের শিকারে পড়ে যাচ্ছে..... স্থির অচঞ্চল বসে রইল কৃষ্ণকলি।

পাখী বলল বাঁচাও। কৃষ্ণকলি বলল — বাঁচাতে পারব কিনা তা তো আমি জানি না। জানে হোমার বাবা। চেষ্টায় কসুর করবে না। আমার ভয় হচ্ছে কি জানো? পাখী একদিন মেরেমানুষ হবে তোমার। তখন হওয়া ভালো নিয়ে ওড়ার ইচ্ছেও হবে। মনে থাকবে না আজকের দিনের কথা আর কষ্ট..... দুই টাকা।

**গ্রন্থ-ভবন** ১৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি ৯

গ্রীষ্মকালীন পোষাকের

# REDUCTION SALE

অভিজ্ঞ কারিগরের দ্বারা তৈয়ারী মনোরম ডিজাইনের পোষাকগুলি নিজ তত্ত্বাবধানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত।

## রুচিকর—নূতনতম—মূল্য ন্যূনতম !

**বুশসার্ট** (ফ্যান্সি)

| | |
|---|---|
| ... | ৫, |
| Public Choice | ৩, |
| লং স্লিভ | ৩, |
| সেমিসুট কলার | ৩, |
| লংক্লথ সেট | ৩, |
| সাদাদুধ | ৩, |
| সফট কলার (কাইজারের প্যাটার্ন) | ৩ |
| নেভী প্রিন্টের ফেন্সি | ৩, |
| সিল্ক ষ্ট্রাইপ সার্টিন | ৮, |
| সিল্ক এন্ড সার্টিন | ১১, |

**হাউজার্স :**

| | |
|---|---|
| সফ্ট ড্রিল | ৫৷৷০ |
| কর্ড ডুরয়ে | ৭, |

**সিল্কী ফিনিস**

| | |
|---|---|
| টাইপুরী প্যাটার্নিন | ১০৷৷০ |
| এ সফ্ট | ১০৷৷০ |
| অরেঞ্জপ্রিন্ট ফ্যান্সিফ্রন্ট কলার | ১১, |
| সার্জিন্স ক্লথ | ১৪, |
| ফ্যান্সিফ্রন্ট ডিজাইন ডিসাইন | ১৫, |

**পাঞ্জাবী :**

| | |
|---|---|
| লং স্লিভ | ৩৷৷০ |
| এ ডিজাইন | ৪, |

**সার্ট :**

| | |
|---|---|
| লং স্লিভ ফ্যান্সিসার্ট | ৩৷৷০ |
| লংক্লথ ফ্যান্সিসার্ট | ৩, |
| পাইপিন " | ৩৷৷০ |

**অভিজাত সার্ট শীঘ্রই বাজারে :**

| | |
|---|---|
| সফ্ট লংক্লথ | ৮ |
| টাইপুরী " | ৯ |
| রাইজার " | ৮৷৷০ |
| ফ্যান্সিফ্রন্ট সিল্ক | ১০, ১১, |

# হরলালকা

৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট : : ৫২।১।১, কলেজ ষ্ট্রীট,
৫৩, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

## আগামী পনেরোই মার্চ

[illegible]

[illegible]

ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬



[illegible]

নিশাচর-এর অপূর্ব রহস্যোপন্যাস

# ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲

[illegible]

## অমনোনীত গল্প ৩৲

[illegible] | [illegible]

নিশিপদ্ম ৪৷৷৩ | কল্যাণী ৩৲

[illegible]

# একটি নীড়ের আশা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

[প্রেম নিয়ে কাঁটনের পরিচালন করবে অন্তত করে। লেখকের প্রথমে আমি যেই হয়ে ঐর উপন্যাসের ভেতর ও পরিচয়ে পাবো। পরিচয়ে পরিচয়। বই আর শুধু ভালো লাগলো ভালো হয়ে হয় না, কাঁটনের এই পরম সত্যটি এ উপন্যাসের সর্বত্রই উজ্জ্বলভাবে ঘোষণা।]

[দাম ৫.০০]

## অন্যান্য বই

| | |
|---|---|
| আজ অবধারণ ঃ সুবোধকুমার চক্রবর্তী | ৫.০০ |
| বিচিত্রার বিদায় ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩.৫০ |
| কৃষ্ণচূড়ার রক্ত ঃ নারায়ণকুমার ঘোষ | ২.৫০ |
| প্রবঞ্চনা ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ১.৭৫ |
| মনোমুকুর ঃ সমরেশ বসু | ২.২৫ |
| জোনাকির ভানায় ঃ দীপিকা চক্রবর্তী | ২.০০ |
| শূন্য বরফাবী ঃ সুবোধ ঘোষ | ৩.৫০ |
| কৃষ্ণচূড়া ঃ সুবোধ ঘোষ | ২.৫০ |
| ভোরের ফালকী ঃ সুবোধ ঘোষ | ২.০০ |
| নিরঞ্জনমুদ্রা ঃ সুবোধ ঘোষ | ৩.০০ |
| কাজল ঃ বিমল কর | ২.৫০ |
| দীক্ষিতবাবা ঃ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | ১.৫০ |
| সোনালি দিন ঃ জ্যোতি নন্দী | ২.০০ |

ক্লাসিক প্রেস

১৩৯এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

**কুঁচ তৈল** (হেয়ারী লবঃ ফ্রম ক্যাস্টর) টাকমাথায় ঘন কেশ গজাবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঔষধ। মূল্য ২, ৩ ছ, ডাঃ মাঃ ১৷৮০। আয়ুর্বেদ ঔষধালয়, ১৭৯।২, হারিসন রোড কলিকাতা, ৩। ফোন—২৩। ফোন ঃ ৬৯-১৭১৬।


অসীম ধৈর্য সহকারে কীভাবে যে ঘানিয়ে নিয়ে চলছেন, তার পরিচিতি আজকের দিনে পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।

যাই হোক, অপরাহ্ণ-বাজনার পর, শুরু হলো বন্দনা-গীতি। ভূমিষ্ঠ পাওয়ার সাধারণ নিয়ম, ভূমিষ্ঠর পরিবার এক-দুই রাত্রি জেগেরাত্রি তার প্রতিরক্ষণ করবে। কিন্তু নন্দনার ভূমিষ্ঠ-রাত্রিরা একলাপে পাবে এই নিয়ম। তাদের ঐ পাল শেষ হলে—শুরু হলো ভূমিষ্ঠর অন্ত শেষ হলে—আবার কলসাটি বাজাবে ভিন্নভাবে। এদিকে সকলের চৌকিদারি করার জন্যে তো আসছেই এই এলো চন্দ্রাবলী, এই এলো বুলবুলি এই সিতারা। বেলা চার বেজেই গেছে।

ভূমিষ্ঠর পর থেকে-থেকে হয় উলুধ্বনি—শঙ্খধ্বনি মুহুর্মুহু। কখন যেন যে অনুষ্ঠান শুরু কী যে অনুষ্ঠান হচ্ছে তা বোঝার নয়। একটা মস্ত বড়ো উৎসব যেন—কিন্তু কিসের তা চট্টই না। ১১।১০।১১ সালে মধ্যে কার এক ভূমিষ্ঠ হৈমন্তী ভূমিষ্ঠাছিল তাদের নিয়ে কিন্তু তাদের উৎস জমাটি (ভূমিষ্ঠাটি) পাওয়া যাচ্ছে না। আমার সমস্ত ভূমিষ্ঠর মধ্যে ভূমিষ্ঠা আজ্ঞা সেনগুপ্তাই সবার ভূমিষ্ঠ সাহস পাচ্ছে না কেউ। এ নিয়ে অনেক কথা হলো ভূমিষ্ঠার ছিল ভূমিষ্ঠাজাতীয় ভূমিষ্ঠার মেয়েদের ছিল ভূমিষ্ঠাজাতীয় ভূমিষ্ঠার জন্য নিজের পর ভিন্ন পাওয়া যে ভোজপুরি ভূমিষ্ঠার জন্য মেয়েদের ভূমিষ্ঠার সময় ভূমিষ্ঠার ভূমিষ্ঠার ভূমিষ্ঠার

আমাদের চলতে লাগল। লোকও হয়েছে খুব। চারটী চেয়ে বসেছে লোক। আসরও সাজানো সুন্দর, আলো ঝাড়লণ্ঠনও ঝুলে রোশনাই করেছে। আসর ঘরের জানলার ধারে বসেছি। এ রাস্তাটির নাম কলেজ ষ্ট্রীট হওয়ার কথা। আমাদের সামনে পুরবীদের অট্টালিকার খানিকখানি ছাদ ও বারান্দা—ছোকরারা, ঝিনুকবিহারী—কবি। কুঞ্জলাল বসু—ঔষধ। ইন্দ্রনারায়ণবাবু—ব্যাঙ্কের। কুঞ্জলালবাবুর ছবি সম্প্রতিকালে বহু পত্রে বহুবার বাহির হইয়াছে। অতএব আমাদের কাছে উহাঁর পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রনারায়ণবাবু—ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ইহাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইহাঁর বয়স ৪৫।৪৬ হইবে। ইনি সকলের সঙ্গে সহজ ও মিষ্ট ব্যবহার করেন। ইহাঁর সহিত আলাপ করিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছি। ইনি ব্যাঙ্কের কাজ ছাড়া অন্য সময়ে সাহিত্য চর্চা করেন। ইহাঁর লেখা কয়েকটি গল্প পড়িয়াছি। ইনি বেশ লিখিতে পারেন। ইহাঁর সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সকল আলোচনা হইয়াছিল তাহা পরে বলিব।

আসর যখন জমিয়া উঠিয়াছে, তখন একটি ছোকরা আসিয়া আমাদের সকলকে একটি করিয়া ছাপা কাগজ দিয়া গেল। কাগজটি পড়িয়া দেখিলাম, ইহা একটি নিমন্ত্রণ পত্র। পত্রখানি এইরূপ—

"আগামী ১৫ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ণ ৪টার সময় আমার বাসভবনে আপনার শুভাগমন প্রার্থনা করি। ইতি—"

নিমন্ত্রণ পত্রখানি পড়িয়া আমরা সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ইন্দ্রনারায়ণবাবু আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কিন্তু কেন? নিমন্ত্রণ করিবার কোন কারণ ত ঘটে নাই। আমরা সকলেই ইন্দ্রনারায়ণবাবুর সহিত সবে আলাপ করিয়াছি। তাঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা হইবার কোন সম্ভাবনা ত নাই। তবে কি জন্য তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিলেন? আমরা সকলে মিলিয়া এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলাম।

—কবির ছোকরা ত একদিন আসরে পড়েছে না।

আমাদের কয়েকজন বন্ধুকে ডেকে আসরেই ওদের কবিতা শুনিয়ে

—আমাদের মধ্যে ওদের ঝগড়ার চাকরী না ছোড়ে পড়ে

আমরা যখন এইরূপ নানারূপ আলোচনা করিতেছি তখন সহসা আমাদের মধ্যে একটি লোক বলিয়া উঠিল, "আমি জানি, কেন ইন্দ্রনারায়ণবাবু আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।"

সকলে একসঙ্গে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে ব্যক্তি আমাদের সকলের অপেক্ষা বয়সে বড়। সে ব্যক্তি বলিল, "ইন্দ্রনারায়ণবাবু আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে।"

এই কথা শুনিয়া আমরা সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, "তাই ত, তাই ত, তাই ত।"

আমাদের মধ্যে একজন বলিল, "ইন্দ্রনারায়ণবাবুর কন্যার বিবাহ, তাহা আমরা জানিতাম না। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতাম না। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতাম না।"

আমাদের মধ্যে একজন বলিল, "ইন্দ্রনারায়ণবাবুর কন্যার বিবাহ

প্রত্যেকেই যেন খোঁজে কাকে, সকলের লোকচক্ষুর আড়ালে।

কিছুক্ষণের মধ্যে অগ্নি-নির্বাপণের কার্য সমাধা হলো। চোখও মেলে এক সময় সকলের লোকের। ঘরখানা দেখে মনে হচ্ছে যেন পরিত্যক্ত এক ধ্বংসস্তূপ। কিছুক্ষণ আগে যেন এখানে ঘুমুলে এক স্বপ্ন হয়ে গেছে। অমর অসাবের নীচের সব বাঁচিয়েছিলাম, কিন্তু মাথার ওপরের ছাদেরে যা আর কাপড়ের সব আসবাব এবার বাঁচাতে পারি নি। জিনিসপত্র সব আমার ওদের বৈঠকখানায় তুলে দিয়েছি। উঠোনে ছেলে জল সঁচিয়ারার প্রস্তুত হচ্ছি, পরিবার।

আমার ছেলেকাকে বাড়ির কাছাকাছি সন্ধানীন হয়ে বেরিয়েছে এবার বিকাল দিকে আমরা বাই।

বন্ধুরা, আমাদের এক একজনের চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমাদের শেষ প্রতিজ্ঞার মুখে বেদনার অভিমান এসেছিল এতো পরিষ্কার, এতো অকপট যে এইবার লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

কিন্তু আমরা ওদেরকে ভরসা দিলাম। সবিনয়ে বললাম—সে ভার আমরা নিলাম।

বিদায়ের পালা আমাদের। ওদেরকে বললাম কাল ঠিক এমনি সময় আমরা আসব।


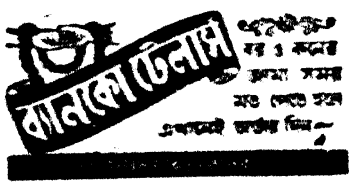

তবে ওপরে ঐ স্বপ্ন হোগলা আর বাঁশের ধ্বংসস্তূপের পড়ে আছে, এখানে বাড়া হবে কী? কোথায় হবে?

ওঁরা বললেন—যে বাড়া এমন ভাবে ভেঙে গেছে সে বাড়া হবে না। থেমে থাকবে মাকপথে?

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁরা আবার বললেন—আপনারা আমাদের একটি ভাঙা সময় সেবার অনুরোধ করে? এই এক ভাঙার আমরা আবার সাজিয়ে নিচ্ছি।

তারপরে, চোখ মেলে দেখলাম, বাড়ির ছেলেরা পরস্পর বন্ধুত্বের সঙ্গে কাজে লেগে পড়েছে। এক বারে পরিবার হয়ে উঠল উঠোনটা। ছাদ ঢেকে ঘরে এক ভাঙা ও ছেঁড়া চাটাই পরিষ্কার করে মেরামত ওরা। কোথা থেকে কে জানে আরো কয়েকটা ভাঙা চাটাই এসে জুটল। ওরা বললে—এতে আমাদের একটা রাত কাটবে। ভোরের দিকে বাড়ির ছোট ছেলে দুটো ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—ও মা, ও বাবা, আকাশ দেখা যাচ্ছে।

ওরা বললেন—আজকের মতো ছাদটা সাঁজিয়ে নিন। কাল ঠিক মতো এসে যাবেন।

আমরা আবার ফিরে আসব বলে ওদের কাছে বিদায় নিলাম। ওরা বললে—আপনারা আসবেন তো? আমরা বললাম—নিশ্চয়ই আসব।


আন্তরিকতা ও মিতব্যয়িতা স্মরণীয় রাখতে
বিবিধ প্রকার রেশমী বস্ত্রের বিপুল
আয়োজনসহ আপনাদের সেবায় নিযুক্ত—

# রামগোপাল গোরামল

৬৮নং আমহার্স্ট স্ট্রীট (মোড়াপট্টী) কোলকাতা—৯
ফোন নং ৩৩-৩১২৬

বিঃ দ্রঃ—বিবাহের বেনারসী এবং যাবতীয় সিল্কের ও সুতীর বুটিদার শাড়ী প্রচুর আমদানী করা হইয়াছে।


ভাঙা আসর কখনো ভোলা যায়ে? তা-ও বলছেন, বহুদিন হয়েছিল তার পর থেকে শুরু হয়েছে। এরকম ভাঙাঘরে শুয়ে শুয়ে ভাঙিনটা ভাঁজিয়ে তোলা কি সহজ কথা? আর ঐ যে কাজ হয়ে গেল, সেই সোনিহনে ভাঙাভাঙার মধ্যে কি চট করেই মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব?

কী আর করা যায়। একবার ভাঙা হয়ে তিন সন্ধ্যে তোলা হয়ে নেই বলে উঠে দাঁড়িয়ে তোলার থাকতে হবে। শুধু হয়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তুনে উঠলে আবার হবে। এরকম ভাঙার ভাঙার ভাঙার

# লোকনৃত্য উৎসব

শান্তিদেব ঘোষ

ঝাড়খণ্ডের ঘেরা নৃত্য

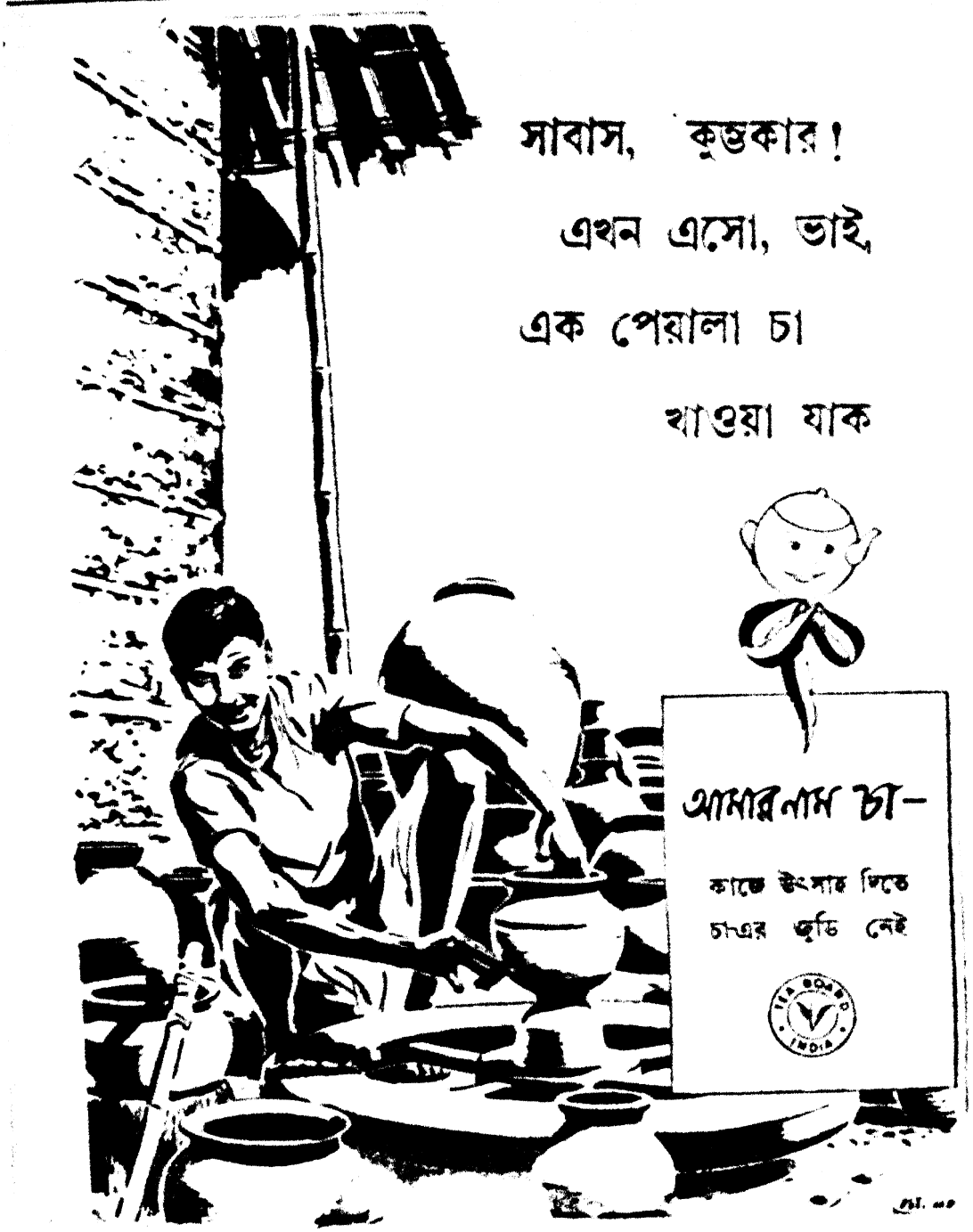
সাবাস, কুম্ভকার!
এখন এসো, ভাই,
এক পেয়ালা চা
খাওয়া যাক
আসুন আজ চা—
কাজে উৎসাহ দিতে
চা-এর জুড়ি নেই

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল
সমাজ ও পরিবারে এবং বিবাহিত জীবনের অবশ্য পাঠ্য

আবুল হাসানাৎ প্রণীত
সরল ও সহজ
যৌন বিজ্ঞান
(২য় খণ্ড)

পাশ্চাত্যের সকল ভাষায় কোন যৌনতত্ত্বের এত অধিক যৌনতত্ত্বের এরূপ সমাদর হইতেছে হয় নাই। আমার প্রকৃতিতত্ত্ব বহু গবেষণার ফল বলে এই পুস্তকখানা প্রণয়ন করিয়াছিলাম। ... এই দ্বিতীয়খণ্ডের এই এই পুস্তকে কামশাস্ত্রীয়তা লইয়া আলোচনা করিয়া দিয়াছেন ... প্রায় সেড় হাজার পাতায় দুই খণ্ড সম্পূর্ণ। দুই খণ্ড মূল্য ১০৲ টাকা

স্টান্ডার্ড পাবলিশার্স
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

খাবার পর আপনি
পাকস্থলীর ব্যথায়
ভোগেন কি ?

হিউলেট্‌স মিক্সচার খান
স্থায়ী উপশম এনে দেবে

অতিরিক্ত বাতাস ও অম্লাধিক্য দূরীভূত করিয়া পরিপাক-শক্তিকে তাজা করে তোলে ... এবং তাহার অতি সুন্দরভাবে ও খাদ্যের সঙ্গে পাকস্থলীতে মিশাইয়া দেয়। হিউলেট্‌স মিক্সচার পাকস্থলীকে রোগ পরিপাকের শক্তি দিয়ে হজমের সহায়তা করে। মুখগহ্বরের অভ্যন্তর হইতে পাকস্থলীর নিম্নতম পর্যন্ত সমস্ত স্থানে সুন্দর ভাবে ৩টি আরাম এনে দেয়। ৮০ বছরের পুরাতন পৃথিবীবিখ্যাত সব ডাক্তাররা হিউলেট্‌স মিক্সচার খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে আসছেন। নিত্য : নিয়মের সোটে শীঘ্রই হিউলেট্‌স মিক্সচার ব্যবহার করুন। কয়েকটি বোতলেই সব শেষ হয়ে যাবে। সেই আরামে আপনি সহজেই বাবহার করুন। হিউলেট্‌স মিক্সচার আপনার যে আপনার হাড় ছাড়বেই সাথে যায়।

হিউলেট্‌স মিক্সচার
বি. কে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
৩৭৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

[illegible]

[illegible]

[illegible]

একদা এক রসিকার আকবরের রাজসভায় দুইটি মহামূল্য হীরক খণ্ড লইয়া আসিয়াছিলেন। হীরক খণ্ড দুইটির মূল্য জিজ্ঞাসা করাতে তিনি চতুরী করে জবাব দিলেন "সম্রাটের মস্তাই বলুন, উপযুক্ত মূল্যায়ন করুন এবং মাথা মূল্য প্রদান করুন।" হীরক খণ্ড দুইটির সঠিক মূল্য নির্ণয় করবার আকবরের আরত্তাধীনে কারো অবশ্যই হীরার সঠিক মূল্য নিরূপণ করিতে পারিলেন না। হীরার খণ্ড হীরকের পাকা জহুরি, হীরকের পরীক্ষাকালে একটি রক্তিমা আভিয়া একটি হীরক খণ্ডের উপর বসিল, হীরকে হীরকে ঘষা লাগিলেন এবং হীরক দুইটিকে জলে নিমজ্জিত করিলেন। যে হীরক খণ্ডটির উপর রক্তিমা বসিয়াছিল সেটি নীরেই ক্ষয়ীভূত হইয়া গেল, কারণ সেটি প্রকৃত পক্ষে একটি কাচ খণ্ডমাত্র ছিল। হীরকে হীরকে বসিলেন "পরীক্ষা করুন এবং মূল্য দেখিয়া বিচার করুন।"

আপনিও আপনার দেশ কাল অভিজ্ঞতে একটি নীতি অবলম্বন করিতে পারেন, "পরীক্ষা করুন এবং মূল্য দেখিয়া বিচার করুন।"

লোমা

বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত
চুল আলো ছাড়ে

লোমা এজেন্সীস : এম এম ব্যানার্জিলেন, আহিরীটোলা — ১
এজেন্সীস : সি. আর্যেন্দ্র, বোম্বাই — ১

এজেন্ট : মেসার্স দা বাঙালি এন্ড কোং, ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘড়ি-জগতে নতুন ঢেউ তুলেছে
ডিজাইন, ফিনিশ ও নতুন
ধরনের কারুকার্যে চমক লাগানো
টিমা ওয়াচ কোং
কলিকাতা-১৩

একটি প্রিয়
রাজকুমার - - -
মার্কি ০৩৭৪
● ● ●
● ● ●
মা ফি
মুহূর্তে আনন্দময় করে তোলে!

একমাত্র

আমুল মাখনেই

সেই বিশিষ্ট

সুস্বাদ এবং

অপূর্ব গন্ধ

পাওয়া যায়

...কারণ সারা বছর ধরে টাটকা, বিশুদ্ধ সুস্বাদু ক্রীম থেকে মাখন তৈরী হয়।

আমুল

কৈরা ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিঃ আনন্দ, খেড়া (গুজরাট)


—সত্যি, ওদের ভয় দেখিয়ে লাইব্রেরী করা চলে না। ওদের চোখে কত ছবি ফুটিয়ে তোলে, কত গানে-গানে তোলে। তাদের ভয় করা হবে না কিছুই।

শশিশেখর হিজিবিজি বকলেন—হোম বাবা করে, দুই ফোঁটা কয়েতবেল।

হিজল বললে—ভালমন্দ আর কী বকবে, কথা তো বলতে পারে না তোমরা, যাওয়া আসে ঘাড়ে ধরে তোমরা বের করে দেবে।

—কিন্তু কী করবে তুই ভাবছ শঙ্কর?

হিজল বললে—এরা শঙ্করকে ঘাঁটাতে সাহস করবে, আর কী তো করবে না, যা ছড়া শঙ্কর যা কী হবে, ওই মাস্টার বাড়ুজ্যে, আর ওই ইস্কুলে ইংরেজিওয়ালা পণ্ডিত দুটো যে ভয় করে, তাদের সঙ্গীতবাবু বাদে বকে ওদের খুব ভয় দেখিয়েছি—

—কী রে?

হিজল বললে—এই মাঝেন টেনে ঘোরানো গাড়িবারান্দার লাইট-টাইট সব পাড়ে ফেলেছি, বুঝলি, আরো পড়বে। পরে পরে আমার অনেক জ্ঞান হয়েছে। ছোট্ট সব জায়গায় পড়, ছোট্ট ছোট্ট টার্গেট করে আমার ওদের হবে না—আমার যে দুটো টার্গেট দেবে না—আমি পড়বে কী জানো কার জানো পড়বে? আর এটা সব ক্ষেত্রে যেটা যে টার্গেট কোনওকালে হবে না আমার—

—কেন?

হিজল বললে—এরা ছোট্ট ছোট্ট ছোট্ট

পাবনি হয়ে সোহাগিনী—কলিকা, যদি ছোকরা বন্ধুদের—কলিকা ছেড়ে চলে যা—এখন থেকে সোহে ছোকরা না আর,—

—তাহলে কী হয় ছোকরা?

ছিদাম বলে—সে আর একদিন বলবো তোকে আর, আজ উপায় করবে আয়

উপায় করে হয়ত সে শিখিয়ে দিয়েছে ছোকরা—

—ছোকরা কে রে?

ছিদাম বলে—ছোকরা নয়, ছোকরা একদিন আমার পুতুরে কাজ দিয়ে ছিল, সেখানে তোর ছোকরা ছেড়ে এসে ছিল, তাকিন ছোকরা বলছে আমার যে ঘরটি ভেঙে সে চলেছে সেটা নয়, অন্যদের সেরেই আমার ঘরটি। ঘরোয়ানাই ছোকরা ঘরটি ঘর তোমার। সারেবাই তো বলেছে। সারেবদের ভোলা করে ভেঙে ফেলতে হবে—ভেঙে একদিন নিয়ে যাবে


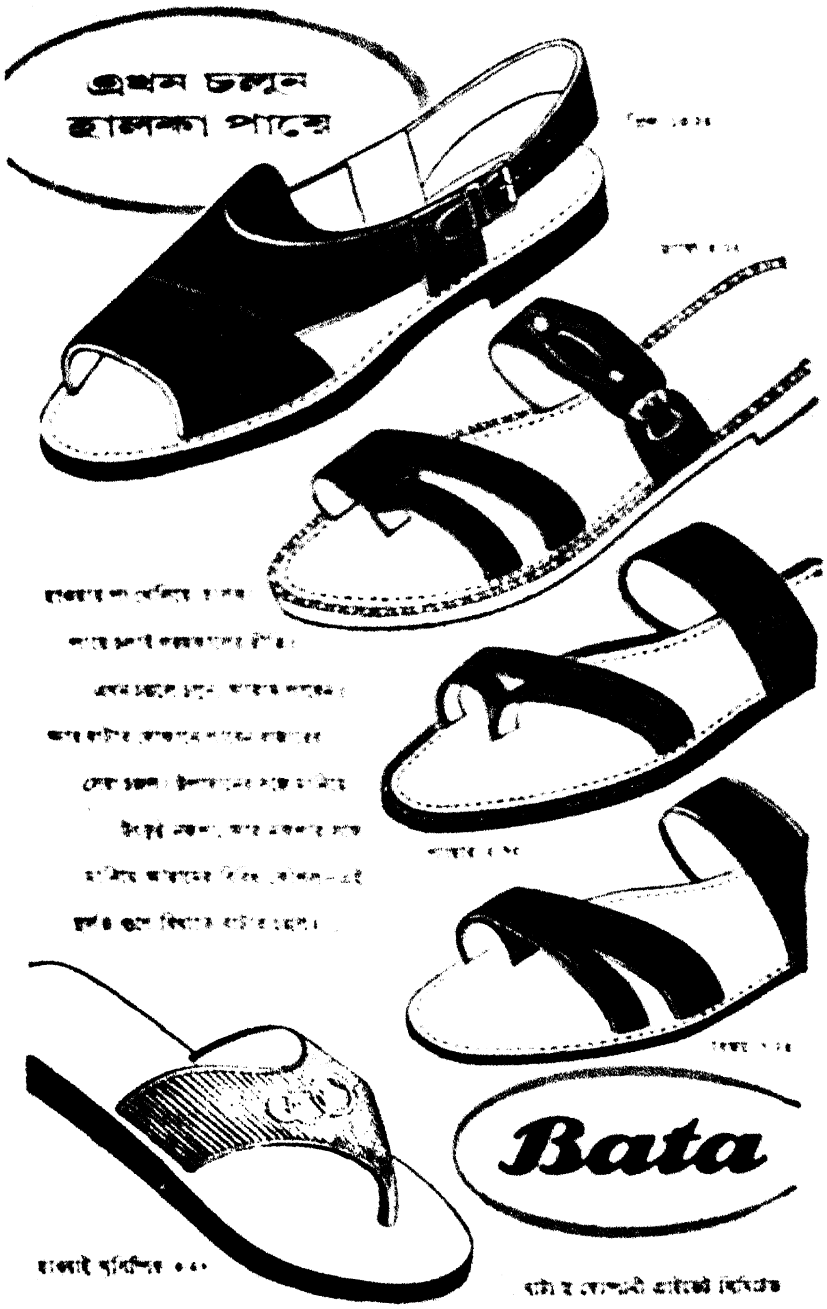

সালফাডায়মিন
পোড়া, কাটা, ঘা এবং ব্রণ, ফোস্কা
পচিড়া প্রকৃতির চর্মরোগে
বিশেষ উপকারী।
আর.সি.এস.লি; কুমারেশ হাউস, সালকিয়া, হাওড়া

ডাক্তার হউন

Indian Homeopathic College
(IM : Jullundur City)



ছাতা তৈরীর জন্য
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর

মজবুত ★ মোলায়েম ★ পাকা রঙ

দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড
নিউ প্রভাদেবী রোড, বোম্বাই ২৮

ঘন, সতেজ ও পরিপাটী

কেশগুচ্ছের জন্য

টাটার কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু

- সহজে বারে বারে চুল পরিষ্কার করা যায়
- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- চুল ও চুলের গোড়া নিখুঁতভাবে পরিষ্কার হয়
- সহজে ধুয়ে ফেলা যায়
- চুল কালো চকচকে দেখায়

বি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

[ ১০ ]

১৮ই শ্রাবণ

[illegible] ১৭ই [illegible] ২২শে [illegible] [illegible] [illegible]

কোনো লোক খুঁজে পাচ্ছে না বলে ওদের ভারি মন খারাপ।" আমি বললাম, মন খারাপ হবে কেন? এতে তো খুশি হবারই কথা। "আঃ তুমি কিচ্ছু বোঝো না। বুড়ী আছে, রোগ নেই, ওকে চিকিৎসা করবে কারা? এতে ওদের মন খারাপ হবে না?" আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলাম। কোনো দিনই মজা করে কথা বলা বন্ধ হবে না।

খানিকক্ষণ পরে মেথেমশায়ের ঘুম ভেঙে আমাকে তখন বললেন "কাল কি কাণ্ডটা হল? বাবাঃ, কী কাঁপুনি। এটা ঐ খেঁউটার জ্বালাই হল কেমন? তাই না?" মহা মুস্কিল, আমাদের বলা বারণ অথচ একজন রোগী প্রশ্নের কি করে মিথ্যে জবাব দেবে?

সুধাকরবাবু অনেক সময় রুগীর সেবার জন্য মিথ্যে কথা বলতেন কিন্তু ওঁর বুদ্ধির কাছে মিথ্যে বলা কতক্ষণ টিকবে! একটু পরেই টের পেয়ে যেতেন আর তখন কী অসীম বিরক্তি। আমি সেইটা করতে মোটেই রাজি নই। বাধ্য হয়ে বললাম, কখনও কখনও পক্ষাঘাতের রিয়াকশন ঐ রকম হয়, কিন্তু সব সময়ই যে হবে তার কোনো মানে নেই। একবার ওরকম হল, কাজেই এবার ইনজেকশন দেবার সময় সাবধানমাত্র অবশ্য থাকবেই আউট বোধ হয়েছেন। তাঁর বললেন "আমি তখনি বুঝেছিলাম যে ঐ খেঁউটার জ্বালাই কাঁপুনি এসেছে, কিন্তু কাউকে কিছু বলিনি। এরা কেউ কেউ বেকায়দা ভেবে করছিলেন যে, হয়তো কি কারণ যেন জ্বর এসে গেল। আরে আমি কি এর রোগী? কিন্তু মজা দেখো, আজ আবার তেমন ঠিক হয়ে গিয়েছি। আঃ, বাপজান ঘুম থেকে উঠি, হয়তো বেঁচে থেকে এই কাজে কাজে খেঁউটাকুলে বন্ধ হয়ে যাবে।"

বোধহয় শুনতে ইচ্ছে ছিল কার অপারেশনের দিন ঠিক হয়েছে। সেটা আমার কাছে হয়তো অজানা নেই। কিন্তু আমি তো সাঁতাই জানি না, ঠিক দিনটি করে, তাই কিছু বলতে পারলাম না। শুধু শুনেছি এই মাসের শেষে, অর্থাৎ ফাল্গুনের শেষে। মাঝে কবি আমাকে যখন সেজো কোনো প্রশ্ন করেন কি, আমারও তখন মনে পড়ে কিছু, খবর নেবার দরকার নেই।

খানিকটা একলা সেবকের মতো হয়ে হয়তো জানা উঠেছি, তখন "ঠিক ও! এখনই হবে কি?" এরকম একটা ঘরে, সর্বক্ষণ থাকবে তা না একলাই উঠলে।" বললাম, না আজ থাকতে পারবো না, কারণ সন্ধ্যেবেলা সবার সঙ্গেই বাড়াবাড়ির আজ চোখ করা হবে। আমাকে আজ বাই এবেলা একটা বন্ধি যেতেই হবে। এখন যাই, বেলের পর্যন্ত যে আবার সাধারণের প্রসবে। এর পরে আর কথা চলে না, কাজেই প্রশ্ন করতে পারলেন না।


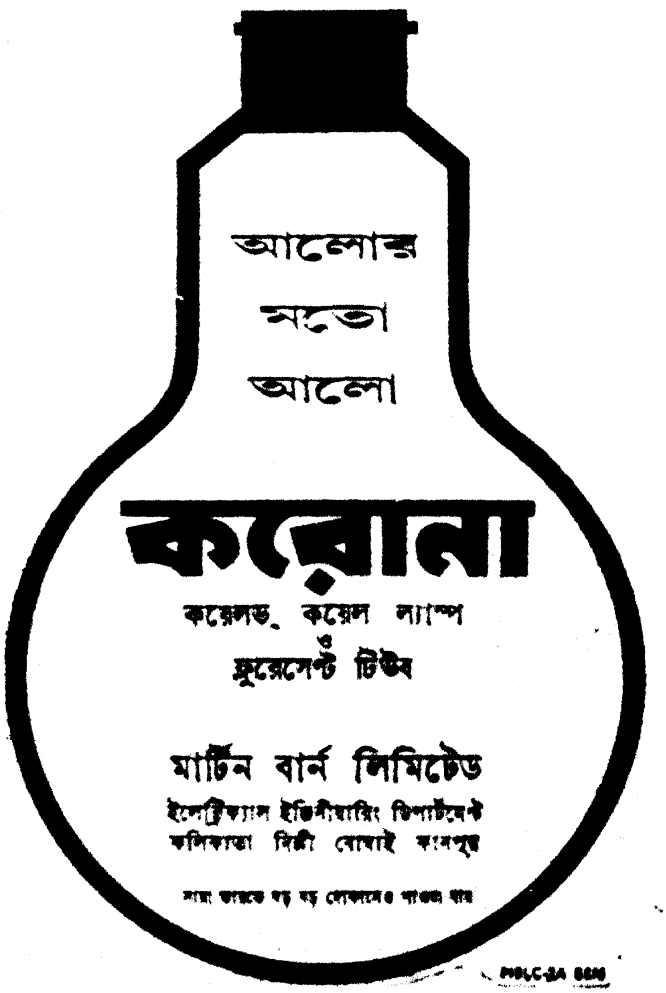



১৩৮ ৬.৮.৫

আমি হেসেই সকলকার কোতুহলের প্রশ্নটি একবার ঘাড় নিচে করে নিই। তাঁর বলেন "তুমি বাবে বাবে হাত ও কেন এখানেই থাকো। আমি বলেছিলাম তাঁর থেকে আসব যে কিছু, কিন্তু না, কাজেই এখানে অবশ্যই কিছু ঘটেছে মনে হয়।"

কবি আজও জানেন না যে তাঁর অপারেশনের দিন স্থির হয়েছে পরশু দু, দিন একটু, নিজের হাতে আমার মধ্যে কোনো খুঁতের এটা ঠুকে দেবে বলে তিনি ডেকেই পাঠিয়েছেন। সেই মতো ডেকেছেন কিন্তু কবি সেটা বুঝতে পারেননি

করতলে লাগবে। আগে আকৃষ্ট আমি সব দুঃখ বাঁচাতে চাই।"

আমরা ডাক্তারদের কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। জোড়াসাঁকোর সঙ্গেই সহজে ইন্টিমেট্‌লি করতে পারেন বলে এসব কথাও তাঁর কাছেই ভাল শুনতে পাবেন। জোড়াসাঁকো সম্বন্ধের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ডাক্তারি কিছুই তেমে পড়েন না। তেমেই তো পড়েছেন ইনোকেলেশন নিয়ে। সেই একে একবার একটু মেটা কাপড়ে এই নিয়ে আলোচনা কিন্তু ডাক্তারের না। এমনও হতে পারে যে একেবারে ডাক্তারদের আলোচনা করবার আগে আলোচনা করে করে করিয়ে বার করেছেন। তেমেই তুমি তোমার ডাক্তার কিছুই জানবে না। না একটুও না। আলোচনা ও বিষয়ে নিশ্চিন্তে থাকবে পারেন। তেমেই তো আজ তোমাকে একটা কাইয়ে নিয়ে হয় ছাপ করে। রবীন্দ্র আজকে জোড়াসাঁকোর জোড়াসাঁকোরই থাকবে পারেন। হয়।

এই তো নিজে হয়ে আজকে জোড়াসাঁকোর ইন্টিমেট্‌লি আমরা প্রবেশ হয়ে ওই তেমে তেমে জোড়াসাঁকো আর রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর তোমার।

আলোচনার পরিধি আজ সাজে না। তাই তিনি খুব বেশি আলোচনা না। আলোচনার মাঝে মাঝে এসেছেন যাঁরা। সর্বপ্রথম এসেছে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রবীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথ দুজনেরই সখা ছিলেন। এঁদের কারও আলোচনা করবার সময় নেই। তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি বিখ্যাত উক্তি আমরা সকলেই জানি। তিনি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা লিখেছেন তার অর্ধেক কবিতা তাঁর লেখা উচিত নয়। এই উক্তি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কবির নিজেরই এই উক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁর অর্ধেক কবিতা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাল লাগে নি বলে তিনি তাঁর কবিতা পড়া ছেড়ে দেন নি। তিনি তাঁর কবিতা পড়েছেন এবং তাঁর অর্ধেক কবিতা ভাল লেগেছে। কবির নিজের মন্তব্য থেকে আমরা এইটুকু বুঝতে পারি যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাল লাগে নি বলে তিনি তাঁর কবিতা পড়া ছেড়ে দেন নি। তিনি তাঁর কবিতা পড়েছেন এবং তাঁর অর্ধেক কবিতা ভাল লেগেছে। কবির নিজের মন্তব্য থেকে আমরা এইটুকু বুঝতে পারি যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাল লাগে নি বলে তিনি তাঁর কবিতা পড়া ছেড়ে দেন নি। তিনি তাঁর কবিতা পড়েছেন এবং তাঁর অর্ধেক কবিতা ভাল লেগেছে।

[1] এঁদের আলোচনা। আলোচনা প্রসঙ্গে মহর্ষিদেব কথা।

[2] দেশ লেখা, ৭ম ১৪ ৭, ২১।

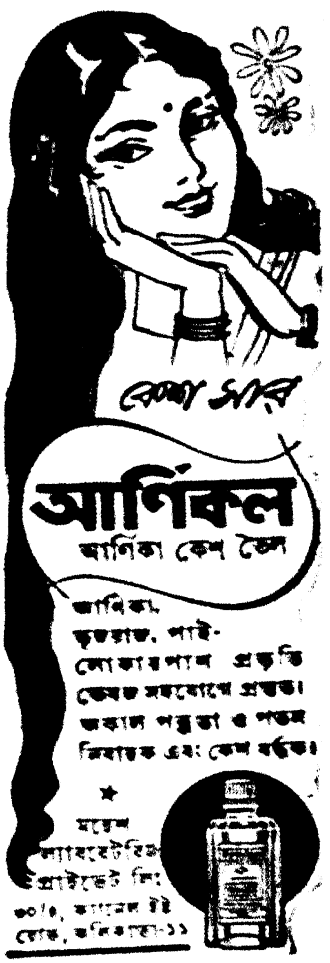


কেশ এজেন্ট:
এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
৭৩, মেছুয়া বাজার রোড, কলিকাতা-৯

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ২৲
বীরত্বে বাঙালী ১৷৷০
বিজ্ঞানে বাঙালী ২৷৷০
বাংলার ঋষি ২৷৷০
বাংলার মনীষী ১।০
বাংলার বিদুষী ২৷৷০
আচার্য জগদীশ ১৷৷০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১৷৷০
রাজর্ষি রামমোহন ১৷৷০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল ও কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ
সফলতার সহিত চিকিৎসা করিয়া থাকেন
ডাঃ কে. পি. ঘোষ এম. বি. (কলিঃ)
দি ন্যাশনাল ফার্মেসী (রেজিঃ) ১৯১৮।
হার্নিয়েশন ও কোষের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা পরীক্ষিত
(মোহনবাগান) কলিকাতা—৭ ফোন—৫৩-৬১৪৭।
সি ২৪৭১।

যদি আপনি
স্পেন্স
গলার ও বুকের
বড়ি গ্রহণ করেন
স্পেন্স মুখে রেখে চুষবেন। এর আরোগ্যকারী ভাল গলা করা, উত্তাপ সৃষ্টি করা কি ভাবে কাজ করে তা লক্ষ করুন। স্পেন্স সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্যদান করে ও জীবাণু ধ্বংস করে।

কোন প্রকার
স্পেন্সের ট্রায়াল বোতল
বিনামূল্যে দিবার
জন্য ৪৫ নয়া পয়সা ডাকে
ব্রঙ্কাইটিস্,
গলার ক্ষত,
সর্দ্দি,
কাশি ইত্যাদি
সব ঔষধ বিক্রেতার
নিকট পাওয়া যায়
সি. ই. ফুলফর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
FPY-15-BEN

পরিবেশক—রেমার্ড কেমিক্যাল কোং লিঃ
৩২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

মন খারাপ হয়ে যেত। তাই আজকের খবরে মন খুশী হল।

দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে যাচ্ছে, টাইমেরও সময়টুকু এগিয়ে আসছে। আমাদের সকলেরই মন ভিতরে ভিতরে চঞ্চল—কি ফলাফল হবে। ঘরের ভাপটা মনের মধ্যে থেকে থেকে জেগে উঠছে, কখন বেরুব করে না কেউ সেই ক্ষণে হয় অন্যমনস্ক। এই অবস্থাটাকে যখনই জোর করে সরিয়ে দিয়ে সজাগ হলাম—তখনই হবে। আজ নতুন করে কলিকাতা আবার নতুন ছিনাই ফাইনাল দিবসে—

অনেকদিন যে খেলার হয়নি বিচার
সে খেলা আজিকে হবে
ফাইনাল খেলা আজি ছিনাই ফাইনাল দিবসে।

বলে সিংহ নিজে বললেন "সকলকে জোর করে ঘুমোতে বলুন।"

কুশিয়ন্স ক্লাবহাউসে পড়ে রয়েছেন —বেলা ১২.৩০ তাই আমরা পারেন না বেশি অনুরোধ করে খাওয়াতে। ব্রাজ কাঁধের একখানা ট্রাউজার্স পরিধান করে বলল, "ফাইনালে খেলব, এখন ট্রাউজার্স পরে থাকি।" বলে কাঁধের ব্যাগটা নিয়ে ড্রেসিংরুমে ঢুকে গেল। ব্রাজ ফাইনালে খেলবে, তাই ওর জন্য আমাদের সকলের মনে একটা উদ্বেগ ছিল। ওর ফর্ম খুব ভাল যাচ্ছিল। ফাইনালে ওকে না পেলে আমাদের আক্রমণ ভাগ হয়ে যাবে। ব্রাজ ড্রেসিংরুমে ঢুকে যাবার পর আমরা সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলাম। ব্রাজ ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "আমি ঠিক আছি।"

ফাইনাল খেলার জন্য আমাদের দলে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। একই দল খেলবে

COVER LIBRARY

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২২

এ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

কাফেটেরিয়ায় না হয়ে তো অফিস-গলির রেস্তোরাঁয়। পদার্থ হেরোটেপে।

'আচ্ছা আমাদের কি আর কোনো কথা বলা উচিত?' জিগ্যেস করল শকুন্তলা।

'কে বলেছে? সরকারী পরিভাষায় আমরা এখন কর্মিকা।' মীনাক্ষী বললে।

'মালবিকা-অনিমিকার ছোট বোন।' টিট্ টিটকিরি দিয়ে উঠল।

কার্কশি বললে, 'কোনো তো পুরুষ তাই ওর সুশীলদেশ হওয়া উচিত কে-বাক্স। মেয়ে-কেরানীটা শুনতে বিশেষ সম্ভ্রান্ত নয়।'

'অনেকটা লী-সোনা লী-কাট-এর মতো' শকুন্তলা যোগ দিল।

'কে-বাক্সটাই সব দিক থেকে শুদ্ধ।' মীনাক্ষী বললে। 'আমরা যারা কুমারীরা অফিসে চাকরি করছি, অফিসে কে-বাক্স কে-বাক্সই করছি।'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

'তুই হাসছিস কেন?' শকুন্তলা হেসে মারল কার্কশিকে। 'তোর বক্স তো ছুটেই গিয়েছে।'

কিন্তু বাক্স-কেস্টনের মতোগুলি সিগ্নিফিক্যান্স এমন ভাবালো করে রাখলে চাকরি জুটবে না। টিট্ মুখ ভ্যাংচে ভাব-ভাব করল। 'বিবাহিতা মেয়েরা আবার চাকরি করে? তবে স্বামীটা তো চাকরি।'

'যা, তাই বলে তোর কপালে আর প্রসপেক্ট থাকবে না।' কার্কশি প্রতিবাদ করতে চাইল।

কিন্তু তাকে চাকরি দিয়ে তো এর প্রসপেক্ট কী? সেকথার মুখ লুকিয়ে হাসল মীনাক্ষী।

'তবে যদি তোদের স্যার সঙ্গতে পরিয়ে ডিভোর্সকাডেড ওয়াইফ, তাহলে কিছুটা ঝুলো থাকে।' শকুন্তলা ভাষা ঘুরিয়ে।

'আর তোদের মতো সুশীল কুমারী বুদ্ধু চেহারা।' মীনাক্ষী হাসল কার্কশির দিকে। 'কিন্তু তুই যেমন পরিবর্তী দেখছে নতুন ফোর্ড ফ্যালকন মডেল কিছুতেই হোক পারবে না বলে কিনতে করতে চাইবে না। তেমনি সোকল্যুসিভ কুমারী সাজাই ভালো।'

'তবে ভবনে কী?' বললে শকুন্তলা। 'তার তো সাদাই থাকে, সকাল সাদাটাই লাল হয়। তুই তবে সকালের সিন্দুরে সন্ধ্যের সময় ঢুকে ফেলবি। সকাল থেকে চাকরি করে যদি সন্ধ্যেবেলা আবার বাড়ি ফিরে গিয়ে সিন্দুরে সন্ধ্যে তৈরি করে। কিন্তু সেজন্যেই এমন লাল হয়েছে যদি আসছে চাঁদ সন্ধ্যের চাকরিরা বাজারে চাহিদাকে লাল করছে।'

'সন্ধ্যে তবে ভবনে কী?' টিট্ বললে। চাকরিরা বাহাদুর হয়ে পর্দা সুশীলের থেকে বলবি দিয়ে হয়েছে। কে তোদের ডেকে নিজের বুদ্ধির সিন্দুরে দিয়ে হবে তখন তুলিস সিন্দুরে হয়ে পারবে না। মহিলা নেই।'

ইয়ে হবে ভবনে ওরা ভবনে মীনাক্ষী। 'তবে কুমারী সাজাবে একটা ভবনে। টিট্ বললে।

'ধ্যেৎ' কার্কশির মুখ

'কতগুলি উৎসাহী নিরপেক্ষ পিছু নেয়, ফলো করে। সেদিন কী হয়েছিল জানিস না বুঝি? বলবো না হাসবে ঠিক করতে পারছে না টিট্। 'অফিস থেকে বেরিয়েছি, কোত্থেকে একটা ছেলে—হাঁ, লোক নয় ছেলে—পিছু নিয়েছে।'

'তোর নিজের অফিসের ছেলে?' অবাক্ষিত মুখ জিগ্যেস করল কার্কশি।

'নিজের অফিসের লোকের প্রশ্নটা সহজ হবে না। যদি তোর অ্যাসিস্টান্টকে বলে দিই। নয় তোর চক্ষুলজ্জা তো আছে। এ মিনিটেই কোনো এক প্রতিবেশী অফিসের বস্। তোমাদের বাড়ি যে পাশেই এসে স্থানে ঠিক সেই ইঞ্চি ইঞ্চি লক্ষ্য। বুঝেছিস আমার সিস্টার্স সঙ্গে তোমাদের কোথায় এমন কোনো প্রকাশ নেই। তখন কী করলাম জানিস? একটা, লাল কার্টনে স্টিকার লোগো থেকে সিগনিফিকেন্ট বের করলাম বাসের ড্রাইভার মুখ থেকে সিগনিফিকেন্ট স্টোন না বুঝিয়ে যাচ্ছিল—প্রথমে করে বুঝলাম। পরে সিগনেট একটা ছোট করে সেন্সিবল এর দিকে সন্ধ্যে হলাম ও বোঝে চলি সিগনিফায় আমার সিগনিফে সিগনে—প্রথমে চুপচাপ ছিল। সিগনিফেন্সির মতো চলতে লাগল চলে। লোক ভীষণ ঘাবড়ে, আমি সিগনিফের দিকে তাকালাম।

চক্ষির মতো টান কার্কশি বলল কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর কথা প্রথম কথা হচ্ছে পেরেছিস।

'তুই এখনো অনেক সিগনিফে আছিস।


রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির ঝঞ্ঝাটহীন ব্যবহারে রন্ধনের তীব্র সুখ করে তুলেছে পরিবার মহলে। ধোঁয়া বা গন্ধের ভয় নেই, ঘরকন্নার কাজে ঘরে ঘরে ফুলও তাকে।

অটোমেটিক এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে মুগ্ধ করে দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারক : দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O M 22-3

শকুন্তলা ঠোঁট মাচড়ায়ঃ সব সময়েই ছেকেণ্ডস ধরা না, কখনো-কখনো ছেকেণ্ডসের সৃষ্টি হয়।'

'আমি বন্ধুকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করতে পারলে—'

'চিহ্নকে ব্যক্তিতে ভাষা জোড়ে দিল ঈর্ষান্বিতা। বন্ধুকে মানে বন্ধু-প্রেমিকাকে।'

'হাঁ, যথেষ্ট উত্তপ্ত করতে পারলে।' কথাটা শেষ করল চিত্রা। তারপর হঠাৎ অন্তর্হীন্দ্রিয় শূন্যতায় জলদায় 'বিজ্ঞানে ছাকাম বলে চুকেছিলে বলে ছেকেণ্ডস। আর জীবনে হো, মেয়েরা আমাদের এ ছাকাম।'

'এখানে মেয়েরা মানে কারা? ঐ আমাদের ইন অর্থাৎ ঐ ডিপার্টমেন্টের শকুন্তলা ও ওদের।'

'সেকেণ্ড ক্লাস হয়ে চোখে ধাঁধা একটা ছেকেণ্ডস সৌঁছতে অনেক পার্সিক কখনো-সখনো হয়েও ছেকেণ্ডস। ওদের ধাঁচের ঈর্ষিক হওয়া ভিন্ন।'

'হয়তো বন্ধুর চেয়ে সহধর্মিণী বড় কিন্তু এ কথা ঠিক-জোর করে বলা কঠিন বরং মুখে বলাও।'

'আমার কিন্তু মনে হয়েছে পড়াতে চুকলে শকুন্তলা সেটা হয়তো শকুন্তলা। হয়তো আমাদের ক্লাসটি ওর মুখ করে বসবে কিন্তু ছেকেণ্ডস্টাই হবে।'

'প্রশ্ন : ওরা ক্লাসে ঈর্ষান্বিত?'

'সহজে ঐ ওর ছেকেণ্ডস ডিপার্টমেন্টই ওকটি ক্লাসিফিকেশন দেবি। ওকটি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় এসে।'

'আমরা যে সব ঈর্ষা চুকেছি ওর ব্যাপারে কৃত্রিম পরিচয়ে ওদের কিছুতে পরিচয় দেবি সম্পর্কে ওকটি ধারণা করে। আর আমাদের যে সব মাইনে ব্যাপারে ঈর্ষা, যে ও শকুন্তলা শকুন্তলাটাই যা আমাদের মধ্যে আকর্ষণের। আর অন্যরা ঈর্ষিত, সম্পর্কের ঘোলায় করে ফেলার কারণ হত। দুই বিপরীত লিঙ্গাকর্ষণ আর কম শকুন্ত আসে শকুন্ত নয়, বরং পরস্পর। শকুন্ত দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে ওকটিকে কাম চালান ঈর্ষি কেন দুই ঈর্ষা কাম আর আর পড়ুন ফেলার ঈর্ষা।'

সকলে হাসতে হাসতে ঈর্ষা পড়ল।

'আচ্ছা কথা, দুই যখন শুধু ঈর্ষিতে জমা হয়ে, তখন দুই সমস্ত ঈর্ষা ওকটাতে ঈর্ষি হেন, আরো বাড়ে হয় ঈর্ষান্বিত দুই চোখের ঈর্ষিতে ঈর্ষা। হেন সেই ধরণ আছে ফেলা। আছে।'

'আর আমরা সব ঈর্ষা আর ঈর্ষি। সর্বনাশের মধ্যে ঈর্ষা করল শকুন্তলা।

ওরা, ওরা যাই বলুক, প্রথম প্রথম ওদের হাসাতে চাইনি কখনো। পরীক্ষা-মাঝে কখনো কখনো কাজ-পৌঁছে। কখনোটা চুমকায় স্বপ্নেও নিশ্চিন্তে নিতে পারেনি পৌঁছনা।


শ্রীজওহরলাল নেহরুর
# বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

বিশ্ব-বিদ্রুত "GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ৫ পৃষ্ঠা সম-ইতিহাস-সমৃদ্ধ ইতিহাস নয়—ইতিহাস নিয়ে সহজ আলোচনা। পৃথিবীখ্যাত বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের পরিচয় এবং বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসী নিয়ে লিখিত একখানা আধার গ্রন্থ। রো. এম. হোয়াইন-অঙ্কিত ৫০খানা ছবিসহ। সুন্দর চারবার পরিচয় গ্রন্থ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৪·০০ টাকা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
**আত্ম-চরিত** ১০·০০ টাকা

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**ভারতকথা** ৮·০০ টাকা

প্রমথনাথ সরকারের
**জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ** ২·০০ টাকা

**অনাগত** (উপন্যাস) ২·০০ টাকা

**চক্রবর্তন** (উপন্যাস) ২·৫০ টাকা

আজাদ কাশ্মীর জনসংঘের
**ভারতে গ্রাউন্ডব্যাটেন** ৩·৫০ টাকা

আর ডে মিনির
**চার্লস চ্যাপলিন** ৩·০০ টাকা

শ্রীসরলাবালা সরকারের
**অর্ঘ্য** (কবিতা-সঙ্কলন) ৩·০০

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বসুর
**আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে** ২·৫০ টাকা

শ্রীকেদারনাথ বসুর
**গীতায় স্বরাজ** ৩·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯



বিশেষভাবে এই কেশতৈলটিই
আপনি কিনবেন কেন?

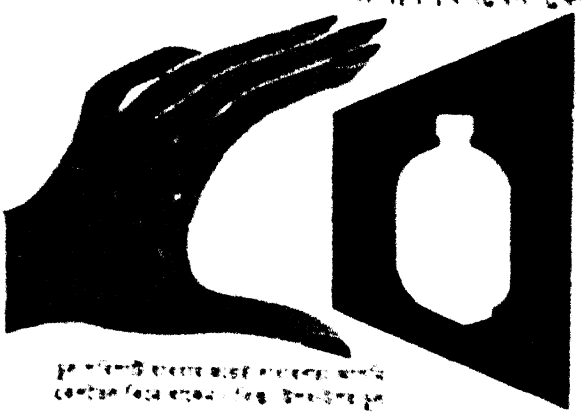

# কেয়ো-কার্পিন

বোম্বে কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
বোম্বাই • মাদ্রাজ • দিল্লী • কলিকাতা • মাদুরা • কোয়েটা • পাটনা • কটক

কাঁচের কণক পাউডার

টোল কোম্পানীর
স্বাদ ও কালারের অপূর্ব মিলন
বরানগর • কলিকাতা

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিয়ন্ত্রণের যন্ত্র ও পন্থা)
• সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ •
—সর্বাধিকবিবরণ জনপ্রিয় প্রথাবদ্ধে—
সংক্ষিপ্ত মূল্যে বাংলা সংস্করণ—
প্রত্যেক বিবাহিতের কাছে সহায়কপুস্তক
একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ডাকব্যয় সহ
৭৮ নয়া পয়সা মাত্র। ...
বিক্রয়ের ৫ ভাগ ...
ডি: পি: হয় না। ...
সময় ... ১০—৫টা ... ফোন : ৫৫-২১৪৬
মেডিকো সাপ্লাইং কর্পোরেশন
(Family Planning Stores)
১৯৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
(বৌবাজার-আমহার্স্ট স্ট্রীট ক্রসিংয়ের উত্তরে)
• বিশেষ দ্রষ্টব্য—উক্ত ... এই
ধরনের অন্যান্যের কোন সম্পর্ক নাই। নাম
দেখে নিয়ে সোজা চিহ্নিত দোকানে আসবেন
ডাকের উপর ১৫নং পয়সা ...

...ন্য পাশে ছুরি, কাঁচিরও প্রাচুর্যের ... ভিন্নমাত্রী লক্ষণীয়।

...ন্তু আমার ঘরে ঘুমোচ্ছে। ওদিকে একটু নজর রাখবেন। ডাক্তারিনীর ঘরের বাইরে কাছ ঘেঁষে দাঁড়ান কাউকে। আমি একটু বেরুচ্ছি।

কখনো সখনো যা বেরোয়, আন্দাজি ... হয়ে যায় ওদের। আন্দাজির মনোমতো হয় না বলেই বুঝি বকে না। অন্ত ওই করে ... সরকার কী। ওদের ঘরের কাজ ... মুখের ছোঁয়া ... দিয়ে ... ওদের ... ওরা ... ওদের ... কী ... ওরা ... ওদের ... ওরা ... ওদের ... ওরা ... ওদের

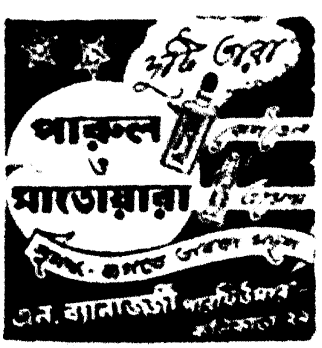




প্রকাশক : বসুমতী গ্রন্থালয়

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর

চিত্র-চরিত্র

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর

বিচিত্র-উপল

টেস

আলেখ্য

সমাপ্তি

অটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ

ধবল বা শ্বেত

সংবাদ প্রকাশ, শ্রীযুত এন নাই ভারতে আসিবার জন্য ভিসার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। তবে তাঁহার পক্ষে মার্চ মাসে আসা সম্ভব হইবে না, তিনি আসিবেন

এপ্রিল মাসে—"এবং খুব সম্ভব পয়লা এপ্রিল" সাংকেতিক মন্তব্য করেন কিং, ঘোড়া।

• • •

ভারত সরকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিবার জন্যই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক ভারতে অভিনয় করিবার জন্য কমিউনিস্ট সমর্থকদের অভিযোগ করিলেও পরলোকগত লন্ডনের সরকারী দল ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিনিধি করেন এবং সোভিয়েট অভিনেতা আগমন করেন। —ইহারা কোন কমিউনিস্টদের সমালোচনা যে করিবে না খোলাখুলি না করিলেও চুপিচুপি করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

• • •

পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনী বিধি লইয়া বিধান সভা ও কংগ্রেসমহলে যখন বিতর্ক চলিতেছে এবং সেই জন্যই সভা ডাকা হইবে কিনা তাহাও যখন নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতেছে না তখন কংগ্রেস কর্মীরা কেন নির্বাচনের প্রচারকার্য শুরু করিয়া দিয়াছেন তাহা বুঝা কঠিন। —ইহারা কমিউনিস্টদের অনুকরণ করিতেছেন কি?

• • •

বিলাতের ডাকঘর কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে একটি অভিনব প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেই জানিবার ইচ্ছায় যে সকল অনুসন্ধিৎসু পুরুষ ও মহিলা ডাকঘরে ঘন ঘন ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া তুলনামূলক ভাবে করেন। ডাকঘরে ঢুকিয়া লাইনে দাঁড়াইয়া ডাক কর্মচারীদের কার্যকলাপ দেখিয়া করেন। ডাকঘরের কর্মচারীরা ঐ ভিড়ের কারণ নির্ণয় করিতে পারেন না।

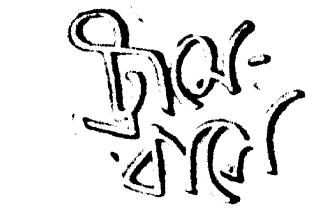

সম্প্রতি একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ঘরে বসিয়া ঘুমাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার ঘরে একটি বিড়াল ঢুকিয়াছে। তিনি নানা ভাবে বিড়ালটিকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিড়াল কিছুতেই ঘর ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। ভদ্রলোক তখন বিড়ালটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিড়াল ধরা দিল না। ভদ্রলোক তখন বিড়ালটিকে ধরিবার জন্য ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র তোলপাড় করিয়া ফেলিলেন। বিড়াল তবুও ধরা দিল না।

অবশেষে ভদ্রলোক ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বিড়ালটিকে ধরিবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। বিড়াল তখন ঘরের এক কোণে বসিয়া তাহার লোমগুলি চাটিতে লাগিল।

• • •

ভদ্রলোকটির নাম ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস। তিনি একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা। তাঁহার ঘরে ঢুকিয়াছিল তাঁহার বন্ধু চার্লি চ্যাপলিনের বিড়াল।

• • •

ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা। তিনি একবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সহিত আমাদের দেশের কয়েকজন চলচ্চিত্রাভিনেতার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় চলচ্চিত্রাভিনেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্তব্যগুলি তাঁহাদের ভাল লাগে নাই। তাঁহারা ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি তাঁহার মন্তব্যগুলি প্রত্যাহার করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

• • •

ভারতীয় চলচ্চিত্রাভিনেতাদের সম্বন্ধে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা হইতে কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া একজন ইংরেজ সমালোচক লিখিয়াছিলেন যে, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস ভারতীয় চলচ্চিত্রাভিনেতাদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা ভারতীয় চলচ্চিত্রাভিনেতাদের সম্বন্ধে ইংরেজ সমালোচকের মন্তব্যের মতই হইয়াছে।

• • •

মার্কিন কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ্স্ সভা কর্তৃক গৃহীত একটি আইনের খসড়া অনুসারে ১৯৫০ সাল হইতে মার্কিন নাগরিকদের আয়কর দিবার সময় ১৫ই মার্চের পরিবর্তে ১লা এপ্রিল করা হইবে। ইহার কারণ কংগ্রেসের সদস্যদের মতে ১৫ই মার্চ আয়কর দিবার তারিখ হওয়ায় করদাতাদের হিসাব-নিকাশ করিতে অসুবিধা হয়।

# কৌতূহল বিচিত্রা

১ ২ ৩

১। বহুরূপীর বৈজ্ঞানিকের সাপ্তাহিক বিমান যাত্রে বৃক্ষপত্রের সাদৃশ্যকরণ [illegible] কোটি বছর—এর ২০ কোটি বছর এখিক এখিক হতে পারে। ২। ব্রীফিক ছাড়া আরো কতকগুলি গুপ্তচর আছে যা কাঁচ কাটতে সক্ষম। এদের মধ্যে আছে পরিচিত হচ্ছে গোয়েন্দা, স্কাউট, গোয়েন্দা ও চুরি। এই গুপ্তচরগুলি সংখ্যা হয় [illegible]। ৩। বহুরূপীর কর্মক্ষম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকরা মেন, প্রকা জিজ্ঞাসে ঘরেই তা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়ে ছেন। [illegible] একটি পর্দা বসে প্রতীয়মান হয় আসলে তা নয় বরং কখনোই চাঁদ বা সূর্যালোক পারদের ৫৫৫ নং ৭০০ থেকে সংগৃহীত হয়।

সময় দপ্তরে প্রেরিত লুইসের প্রথম স্মারক-লিপি প্রেরিত হয় ১৯৬০এর সেপ্টেম্বরে। তাতে তিনি জানান যে, জার্মানরা ইংলণ্ড হানা দেবে না। লুইস নিশ্চিত ছিলেন যে, হিটলারের জ্যোতিষীরা ইংলণ্ডে হানা দেওয়ার বিরোধিতা করবেই।

পরবর্তী পাঁচ বছর হিটলারের মতিগতি লুইস কখন কি বুঝেছেন বা বুঝে তা জানা নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেই তাঁর কথা খুব কাজে এসেছে। লুইস কিন্তু কেবলমাত্র হিটলারের মতিগতি নিরূপণ নিয়েই ছিলেন না। রক্ষণশীলতাবাদপন্থ বৃটিশ কর্তাব্যক্তিদের বিশ্বাস ও ভীতি উৎপাদন করে সম্ভাব্য অবাঞ্ছিত মিত্রপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিষ্ঠিত সেনাপতিদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রটা প্রস্তুত করার জন্যও তিনি ব্রতী হন। লুইসের কাজে সহায়তা করার জন্য নিম্নোক্ত এক অফিসার বলেন, "নিজেকে বড় ডাক্তার মতো লাগাতে হবে। কোন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জিজ্ঞাসা করা অবশ্য ঠিকানায় নয়। কিন্তু সবকিছু সব ঠিক না হলে লুইসের কাজ হবে না।"

লুইস কিন্তু কতক লোককে তাঁর অনুরক্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৬২এর গ্রীষ্মকালে এক বৃটিশ অফিসার একেবারে কাজে হাতে নিয়ে বলে। এতে কতক লোকের সঠিক জন্ম-তারিখ ও সময় দেওয়া আছে। এদের নাম জানি জানতে পারব না তবু এ বছর কার বরাতে কি আছে আপনাকে তা জানিয়ে দিতে হবে।"

লুইস জন্মতারিখ ও সময় ধরে নক্ষত্রের কোষ্ঠি প্রস্তুত করতে বসে গেলেন। নক্ষত্রদের জন্ম নক্ষত্রের মাসে একই রাশি বিশিষ্ট হলেও তবে ভিন্ন ভিন্ন বছরের এবং তাদের নানা জন্মবারের। ওদের সকলের চরিত্র ও প্রকৃতি প্রায় একইরকম এবং সকলেরই ওপর মহলের প্রতি মনোভাব। কিন্তু ওদের মধ্যে বেশী বয়সের রাশিটির ভাগ্য উন্নতির দিকে এবং ওর চেয়ে ওর সহায়ক। আর ওর চেয়ে কম বয়সের রাশি সকল বাঁধনেরই হলেও তবে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী। আলোচ্য বয়স্ক রাশি সম্পর্কে স্থির করতে ১৯৬২এর জুলাইয়ে এবং ওর ফোটোতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ এখন থেকেই।

বয়স্ক রাশি ছিলেন সার্লস্ত মাণ্ডী লোমার্দ যে সময়ে অপেক্ষাকৃত সমকক্ষ এক বৃটিশ সেনাপতি নয়। আর ওপর রাশি ছিলেন ফিল্ড মার্শাল মোন্টেগোমারী,—হিটলারের আফ্রিকা বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ। তিন মাস পর, ১৯৬২এর ২৩শে অক্টোবর লেফটেন্যান্ট জেনারেল বার্নার্ড মণ্টোগোমারী এল আলামেইনে মোসোলিনীর বাহিনীকে আক্রমণ করেন। মহাযুদ্ধের পরিণতি সেই থেকেই উল্টে যায়।

১৯৬৮এর সেপ্টেম্বরে লুইস প্রত্যের অবস্থান লক্ষ্য করে সময় দপ্তরকে এক বিরাট নৌযুদ্ধের কথা জানান। সেই সময় তিনি জেনারেল মাকআর্থারের ক্রোধী সঙ্গে তুলনা অনুকূলে বলে ঘোষণা করেন। এর পরই ঐ বছরেই ২২শে অক্টোবর ফ্রেঞ্চী উপকূলের নৌযুদ্ধের জাপানী নৌবাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পরবর্তী ক্রমান্বয়ে লুইস জাপানী সন্ধ্যা হিরোহিতোর বিভিন্ন সামুদ্রিকার ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দেন এই বলে যে, যুদ্ধ বিজয়ের পর তাঁকে কখনও অবশ্যই যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার করা হবে—এই কথা পরিণতে হয় ১৯৬১এর জুলাইয়ে চূড়ান্তের বন্ধনমুক্তির সময়ে সাধারণ নিরাপত্তা সহায়তা লাভ করে।

যুদ্ধ শেষ হবার সাথে লুইস না ওয়ারেনও কাজ শেষ হয়ে যায়। শেষ হিটলারের প্রধান ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলি চূড়ান্ত ধ্বংস করে দেওয়া হয়। লুইসের সম্মানে ভোজসভা দিয়ে ছাড়ে ওকে বিদায় অভিনন্দন জানান।

ক্রোমের সাথের তাঁর অনুরক্ত বন্ধু প্রধানদের অনেকের মধ্যেই সম্ভব করে সম্পর্কে ক্রোমের সহকারিদের সুপারিশে ক্রোমের সহকারিদের ক্রোমেরিদের নিকট সম্পর্কে এর যোগসূত্র তারা সুপারিশ হয়েছে। এই ক্রোমেরিদের নাম চিঠিতে তাদের দিয়ে সহকারিদের তাদের কাজ করেন। কিন্তু ১৯৭০ সাল কেবলমাত্র যুদ্ধের অন্যান্যদের সুপারিশের সম্পর্কে সঠিক করে না করলে সবার সহকারিদের বিরুদ্ধাচরণ হয়ে যোগাযোগের বন্ধ দিয়ে চিঠিতে হন। ১৯৭২ সাল সহকারিদের মৃত্যুর পর দিয়ে বৃদ্ধাবাসের সংসারে পাঠান এবং কারক মাস পরে বৃদ্ধাবাসের অনুরোধে বৃদ্ধাবাসীর তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

১৯৫৮ সনে প্যারিসে মঞ্চস্থিত রিশলুখ নামে এক নাটকের মৃত্যু হয়, লোকের কাছে যার একমাত্র পরিচয় ছিল 'পাচকে' বলে। মৃত্যুকালে ওর বয়স হয়েছিল সত্তরই। ওর জীবন ছিল রহস্যাবৃত এবং জীবনের শেষ পর্যায় বছর সে তার গাড়ির বাইরে কোনদিন পা বাড়ায়নি। মারা যাবার পর ওর কাগজপত্র থেকে এক বিস্ময়কর গুপ্তচর-বৃত্তির কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়ে।

রিশলুখ যখন গুপ্তচরবৃত্তি তখন মাথার ছিল মু বছরের ছেলের মতো। লুই ফিলিপের মতো আসল প্রাক অফিসারের মৃত্যু ছাড়া ও চিত্তবিনোদনকারীই ছিল না সে নানা ক্ষেত্রেও তার ওপর বিশ্বাস করে স্বাধে ওকে হতো।

ছেলেবেলা বিপ্লবের সময় তৈরার, বর্জোয়াদের সাইকে আসত এক ঘটনা এসে ঘটে, যখন ছিল এই আমার যে বিপ্লব নিজের হাতে লুই ফিলিপ সিংহাসনে বসিয়েছিল। ফলের সময় মধ্যবয়সীরা আসতের বিপ্লবে মারা ছিল ফলের যে অবস্থা সেটা জানার কথা উল্লেখই ছিল না। বর্জোয়ারা একমাত্র আক্রমণ করে বসেন না আসতের সুবিধাভোগ। সম্পর্ক সময় আসতের সাথে কোন উপায়ে আপন করতে আরম্ভ করেন যে এরা কারা হয়। একটা উপায় ভাল সমাধান। কিন্তু আসতের সুবিধা আসতের বিপ্লবে সাধারণ সাধারণ সাধারণ।

আসতের সাথে মানিয়ে রিশলুখ একটা আসতের সুযোগ করে নেন। তিনি সাধন একটা কিন্তু সাধন সাইকেলের সাথে সাথে তিনি আসতের আসতের সুযোগ করেন এবং যেসকলের ধরে ওখানে সেখানে তিনি একসকলের ধরে নিয়ে ফিরে আসতেন। বর্জোয়ারা রিশলুখের সুযোগটা সুযোগ করে। কিন্তু সাধারণ কাছে মুক্তি নিয়ে এই কৃষক বয়সটি সাধন সাথে রিশলুখ আসতের আসতের সুযোগ করে বর্জোয়ারের কাছে যাওয়ার। বর্জোয়ারা রিশলুখের সাথে যাওয়ার। বর্জোয়ারা রিশলুখের আসতের সাথে আসত সুযোগ করে থাকত। তিনিসহ কাঁধের সেলাই করে নিয়ে আসতেন।

শেষ পর্যন্ত বিপ্লবীরাই সাফল্যলাভ করে রিশলুখ পলায়নপরদের আটকে আত্মগোপন করে থাকেন। আসল হার মানুষের আসল কেউ কোনদিন সন্দেহ করতে পারেনি যে, তিনি বর্জোয়াদের গুপ্তচর হয়ে এমন সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, যা বর্জোয়ারা কাজে লাগালে ইতিহাসই বদলে যেত।

ডঃ কার্তিক বসুর
টাইকোসোডা | নানালা
অম্ল, অজীর্ণ ও ডিসপেপসিয়ায় | ব্যথা ও বেদনায়
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ - কলিকাতা ৯

# পুস্তক পরিচয়

## প্রাচীন সাহিত্য

**শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**—পঞ্চম সংস্করণ। প্রকাশিকা শ্রীমৃদুস্বরূপা ভট্টাচার্য। ৩৮ সংখ্যক হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। ডিমাই ১৬পেজী ফর্মা ১৩৫৪ পৃষ্ঠা। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৬।

শ্রীযুত কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের এই সংস্করণটি বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মূল অনুসরণে করা হয়েছে। মূল গ্রন্থের যে সমস্ত অংশের পাঠ দুরূহ, টীকা ও অন্যান্য পাঠান্তরের সাহায্যে তা সহজবোধ্য করা হয়েছে। এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে মূল গ্রন্থের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টে গ্রন্থোক্ত ব্যক্তি ও স্থানের নাম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই সংস্করণে গ্রন্থের মূল অংশ ছাড়া অন্য যে সমস্ত অংশ আছে তা সম্পাদক নিজে লিখেছেন। তাঁর লেখা সহজ ও সরল। তিনি যে কাজে হাত দিয়েছেন তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। এই সংস্করণ থেকে চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাবে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। কাগজ ভাল হলে আরও ভাল হত। ৭৪২।৫৫

**ত্রিপিটকের ধারাবাহিক**—পুরোহিত সংকলিত ও প্রকাশক—দেবকুমার বসু, ৭ নং পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা—২৯। মূল্য ৩ টাকা।

জাতকের বৈশিষ্ট্য ও ঔপনিষদিক অনুসন্ধানের পার্থক্য বহুদিন থাকলেও বহু পূর্ব থেকেই জাতকের যোগাযোগ ছিল অজন্তার সিংহল এবং আন্তর্জাতিক। তখন বাংলা দেশ থেকেই ত্রিপিটকে জাতকীয় সাম্প্রতিক বিচিত্র ধারা প্রবেশ ও প্রসার লাভ করেছিল। বাংলা দেশের প্রত্নতত্ত্ব ভগ্নাবশেষের ক্রমিক প্রকাশের সঙ্গে ত্রিপিটকীয় ধারার বহুস্থানে তাদের ঐক্য বর্তমান থাকায় অনুমান করা অস্বাভাবিক নয় যে, এই মহাযানের ধারা এদেশ থেকে ত্রিপিটকে প্রসার লাভ করেছে।

সংকলন পুস্তকটি উদ্ভাবন পালিত ত্রিপিটকের কয়েক ও নমুনার সঙ্গে পরিচয় হবে। এই পরিচয় সম্পর্কে ছাত্র হবেন। এই পরিচয় ত্রিপিটকের ফরাসি Jacques Bacot-এর Trois Mysteres Tibetains নামক গ্রন্থ থেকে অনুবাদ। গ্রন্থের ত্রিপিটক সংকলনের সম্পর্কে তথ্যপঞ্জিকা প্রকাশ এবং ত্রিপিটকের ভাষা ও ত্রিপিটকের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা অনেক কয়েক পৃষ্ঠায় শেষ করে হয়েছে। ত্রিপিটকের পালিতে ত্রিপিটক-শিক্ষিত এবং আন্তর্জাতিক সংস্করণ উদ্ভাবনযোগ্য। সাধারণ বহুবিধ বিষয়ে মূলানুগ আলোচনা প্রকাশ করে বাঙালার গবেষকদের কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই প্রশংসাভাজন হয়েছেন। এ ধরনের মূল্য প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের বাংলা উপকার সাধিত হবে বলেই আমরা মনে করি। ৫৪২।৫২,


সদ্য প্রকাশিত বই :

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

বাংলাসাহিত্য কথিকা

**কুমার-কুমু-সর্বস্ব** ৩,

শ্রীমন্মথ বিশ্বাস

**নাম্বদর্পণ** ৩·৫০

পরিবেশক : **কমলা প্রকাশনী**

৫ ১৩৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

(বি ২১৮৩)



সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত

প্রসন্নমনা হিন্দী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

**বাণভট্টের আত্মকথা**

হর্ষবর্ধনের রাজসভা কবি বাণভট্ট কর্তৃক আত্মকথা রূপে রচিত। কবি এটি শেষ করতে পারেন নি, আগে এটি হাতে একটি উপন্যাস। লেখক হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে কল্পনার অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়ে এক অপূর্ব গদ্য-কাব্যের জন্ম দিয়েছেন। সংস্কৃত ও হিন্দীর ছাত্রছাত্রীদের কাছে বইটি অবশ্য পাঠ্য। তিনি এই কাহিনীর এক অধ্যায় পাঠ করেছিলেন। সংস্কৃত কাদম্বরী' থেকে কবি-দম্পতির উপাখ্যান সংগ্রহ করে তিনি নিজের কল্পনা মিশিয়ে লিখেছেন। এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টির মধ্যে কাহিনী এগিয়ে চলেছে। বাণ ও ভট্টিনীর সম্পর্কের মধ্যে এই অংশের সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। অনুবাদ করেছেন শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী, ও সংস্কৃতের পূর্ণ রসটি সংরক্ষণ করেছে। এই বই পড়ে উপন্যাস পড়ার আনন্দ হয়তো কারও কারও হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত কাদম্বরী পড়ার আনন্দ হবে না। —অমিয়ভূষণ

মূল্য ১·১০ টাকা

**মাটির মূর্তি**

রাজশেখর কবিরাজ ছদ্মনামে লেখা গল্পের সংকলন। বিশ্বাস ভালবাসে এমন অনেক লোক গল্পের আসরে বসে গল্প বলতে পারে না। লেখকের সম্বন্ধে কারও কোনো ধারণা থাকলে গল্পের মূল্যায়ন করতে তাকে দ্বিধা হবে এই ভরসা করি।

ইতিমধ্যে লেখকের হিন্দী আত্মকথা বিশেষ প্রশংসিত হয়ে সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার লাভ করেছে। এই বইটি হবে আমাদের দেশে সর্বত্র। অনুবাদ ইতিমধ্যে সুন্দর।

মূল্য ২·৫০ টাকা

**বিশ্বভারতী**

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন : কলিকাতা ৭

উপন্যাসের মত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সোনার আলপনা

মূল্য : ৮.০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রবন্ধ সংকলন

মূল্য : ৫.০০

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের

র বী ন্দ্র সা হি ত্য সমালোচনার ধারা

মূল্য : ৭.০০

বিমল কর

সুধাময়

মূল্য : ৩.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

রূপসীর মন

মূল্য : ৩.০০

অচিন্ত্য সিংহ

ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র

মূল্য : ৩.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সাপের মাথার মণি

মূল্য : ২.২০

শৈলজানন্দ বসু

অনেক সুর

মূল্য : ৩.০০

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

উপকণ্ঠ

মূল্য : ৪.০০

নিখিল সেন

বুর্জোয়া

মূল্য : ২.৫০

রেঙ্গারেন্ট বুক হাউস

৫ ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

(সি ০২৬৫)

## রবীন্দ্রচর্চা

**রবীন্দ্র দৃষ্টি**—শ্রীকৃষ্ণ মিত্র। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পঁচিশ টাকা।

সকল কবি ও সাহিত্যিকই তাঁদের আপন আপন দৃষ্টির উদ্ঘাটন করে গিয়েছেন তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে। অন্যান্যদের বলতে পারি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্যান্যদের মতো হলেও তাঁদের বিশেষত্বের মধ্যে কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই ধরা পড়ে যান একসময়। তখন তাঁদের অজ্ঞাতসারেই হয়ে ওঠে তাঁদের প্রকাশ সার্থক। রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী কবি। তিনি নিছক দৃষ্টি-অন্বেষণে তিনি ধর্মচিন্তাবিদ্‌রূপে এবং এবং অন্যান্যরূপীদের একজন।

শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্র মিত্র সকল অন্যান্যদের জানের দৃষ্টি বহুবা বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্র দৃষ্টির এই অন্যান্যদের সবের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথেরই রবীন্দ্রনাথের জানের দৃষ্টি ধর্ম, দৃষ্টি জীবন সম্বন্ধে কোন বিশেষ মতবাদের কোনো ঠাঁচে এসে ধরেছ প্রমাণ করা খুব অসম্ভব প্রমাণ হয়ে ওঠে না সব সময়। বৈশিষ্ট্য যদি একিকার অর্থাৎ হয়ে পড়ে, তাই অন্যান্যদেরই অনুভূতি দিয়েন ও হয়ে ওঠে হয়।

৩৮২।৫২

## উপন্যাস

**বাতির ছোলে**—ননীল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা—৭। দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

ননীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ্ঞ পর প্রকাশিত তাঁর আর একটি উপন্যাস আমির ছোলে। ননীলবাবুর লেখা নিজস্ব একটা চঙের প্রসাদ পাঠকের মনে যে সাদর তৈরী দিয়ে ছিল, আলোড্য উপন্যাসটিতেও সে পূর্বোক্ত পাঠক লক্ষ্য করবেন। আমরা একজন লেখক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আশা নিরাশের—এটা আশা করা সবসময় উচিত হবে না—এবং যা বলে কোনো লেখকের পূর্বের রচনা পড়েই তেমন। আমির ছোলে একটি অপরিণত উপন্যাস। কোনো স্থির বাঁধুনি নেই—সব চেয়ে গল্পের কথা ননীলবাবুর আকর্ষণ বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিচয় এতে নেই। কোনো চরিত্রই এখানে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি—পাহাড়ীর কাহিনী সবার চেয়ে উঠতে পেরেছে বটে—কিন্তু অবশ্য—সে একে ছোট করেই কাহিনীকে সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নতুনভাবে সবার অলক্ষ্যে।

একটি গল্পের গোড়া পাঁচজন লোকে—তাদের জীবিকায়—আর একজন দুঃসাহসী ব্যক্তি মালবাবু—এদেরই সংঘাতের কথায় গড়ে উঠেছে বইখানা উপন্যাস। নতুন অংশ দেখে সে বড় হয়ে জাহাজ চালাবে, বাপ-

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD
ANGLO-BENGALI
DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 n.p.
SAHITYA SAMSAD
32 A Acharya Prafulla Chandra Road • Cal-9

কৈলাস মানসের পথে

পড়ে দেখুন।

প্রথম শ্রেণীর এ একটি অনুপম ভ্রমণকাহিনী। প্রথম শ্রেণীর যে এমন উপন্যাস অথচ অনাড়ম্বর ও সহজ ভাষা পড়ে আনন্দ হয় তার নিদর্শন এই গ্রন্থ।

পরিবেশক—বি. এন. লাইব্রেরী : কলিকাতা ৬
৬২, আপার সার্কুলার রোড। মূল্য—৩.৫০

(সি ০২৬৬১)

ছায়াছবি ৩৲

বাংলা সাহিত্যে বহুবর্ণে চিত্রিত উপন্যাস অনুপম

উর্মিমুখর ২·৭৫ ন. প

বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্রমুখর ভাবে পাঠক আকর্ষণে।

অনুসন্ধান ৩৲

একটি চিত্রাভিনেত্রী ও তিনটি অপরিচয় যুবকের সংঘর্ষ।

অশনি সংকেত ৪-৫০ ন.প

অসাধারণ উপন্যাস—১৩৫০ মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত মানবতার আলেখ্য

নীরপাঞ্জের ফারমন সাহেব

৩.৫০ ন. প

(শীঘ্রই) আসছে মোহন সংকলন

বিভূতি প্রকাশনী

১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা—১২।

(সি ০২১১)

মনোজ বসুর সরস উপন্যাস

# মানুষ গড়ার কারিগর

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-বারো ॥



দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের অল্পকালের পর ২য় পর্ব প্রকাশিত হল

হাসির ছলে ব্যঙ্গ এবং বাস্তবধর্মী উপন্যাস

# চা মাটি মানুষ

**২য় পর্ব : দাম ৫·৫০**

কথামালা প্রকাশনী : ১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

দেব পর্যন্ত তাদের মিলন হলো। বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত, বিচিত্র পরিবেশ ও ঘটনার মাঝখানে লেখক কাহিনীকে বিস্তারিত করেছেন। কিন্তু একালের সমাজিক উপন্যাসের মতো যে জটিল মনোবাত্তিক বিশ্লেষণ আমরা আশা করি, তা পরিপূর্ণভাবে উপন্যাসটির মধ্যে না পাওয়া গেলেও অতীনের জীবনের চিন্তাধারার মধ্যে তা অনেকখানে রূপায়িত হয়েছে। অতীনের মধ্যে খুঁজিয়ন্ত্র মিলন ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক


# জীবন রসিক কবি মুকুন্দরাম

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

মধ্যযুগের এই বিশিষ্ট কবি সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা।
বি এ ক্লাসের অনার্স ও এম এ ক্লাসের ছাত্রদের অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ।

হাউস অব বুকস : ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯

(বি ০২০৩)

এ. পি'র গ্রন্থ সম্ভার

মিড় গমক মূর্চ্ছনা

একখানি জনপ্রিয় উপন্যাসের ২য় সংস্করণ প্রকাশের পথে

অবধূত

৪.০০

দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস

নতুন দিবালি

৩.০০

মনের মধ্যে মন

মধুকরী (২য় সংস্করণ) ৩.৫০
রাগলতা (নতুন উপন্যাস) ৬.৫০

সুবোধকুমার ঘোষের
২খানি জনপ্রিয় উপন্যাস

প্রকাশের পথে

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নতুন উপন্যাস
দেহ কেউল

ডক্টর প্রাসিস্তা ওহলেনের প্রণীত
রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েক দিক ৪.৫০

মূল্যবান সমালোচনা গ্রন্থ

নতুন কিশোর গ্রন্থ

আশাপূর্ণা দেবীর রাজা নয় রানী নয় ... ১.৬০
অমরেন্দ্র ভট্টাচার্যের আইনীর মাত্রা ... ১.৫০
বিমল ঘোষ (মৌমাছির) কল্পের পালক ... ৩.০০

মূল্যের জন্য কাটালগ চেয়ে পত্র লিখুন।

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। ৫/১ কলেজ স্কোয়ার মার্কেট, কলিকাতা ১২


বিমলের পরিচয় দিয়েছেন। [illegible] সুনিপুণ ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে, তাতেই যা সমালোচ্য গ্রন্থের [illegible] হয়েছে। একদা সাহিত্যসম্রাট শেষ [illegible] কলমকে নিয়ে আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ সৃষ্টি করেছিলেন। বিষয়বস্তুর বহু উদ্ভট অবদান সেখানে এখন অতীতের পর্যায়ে স্থানীয় ভাবে স্থিতি [illegible] হয়েছে। সুতরাং লেখকীর পুনর্বার সম্ভবতঃ এই সমালোচনা [illegible] হবে। সে বিষয়ে সমাজ [illegible] হয়ে থাকে। [illegible] একালের সাহিত্য [illegible] লেখনী-পরিচয়ে সেই নতুন সমাজ সৃষ্টি করবেন, সমালোচক মনের পরিচয়ও সম্বল করবেন। এই [illegible] এই ঔপন্যাসিকের কাছে এই সত্যোদ্ঘাটন আমরা করি না, কিন্তু ইনি [illegible] আমরা সম্পূর্ণই বোধহয়।

১৭৮।১১,

## পত্রিকা

একতা, [illegible] কলিকাতা থেকে [illegible] সম্পাদক : সুনীল [illegible] ও সহযোগিতা [illegible] সম্পাদিকা হয়ে সাহস [illegible] পত্রিকা।

আমরা [illegible] এই [illegible] সুনীল [illegible] সম্পাদিকা [illegible] সম্পাদনা [illegible] ও [illegible] সম্পাদকের [illegible] একই সঙ্গে [illegible] সম্পাদকীয় [illegible] সম্পাদনা [illegible] সম্পাদকীয় [illegible] সম্পাদকীয় [illegible] সম্পাদকীয়

# রঙ্গচিত্রা

চন্দ্রশেখর

## [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] যে আত্মসন্তুষ্টিতেই [illegible] হয় না বরঞ্চ চলে।

বাংলার চিত্র [illegible] আন্তর্জাতিক সম্মানের [illegible] তাহলেই [illegible] হবে [illegible] তাদের [illegible] এবং [illegible] ছবি [illegible] ছবি [illegible] ছবি

GOVERNMENT LIBRARY

এই যে

রবিনসন্স

'প্যাটেন্ট' বার্লি

এসে গেছে !

# চিত্রালোচনা

ছবি বিশ্বাসের প্রথম প্রযোজিত ছবি 'ইন্দ্রাণী'র একটি দৃশ্যে নায়ক-নায়িকা ছবি বিশ্বাস ও সন্ধ্যারাণী মুখোপাধ্যায়।


# গল্প-ভারতী

সম্পাদক—ডক্টর কালিদাস নাগ

## উপেন্দ্র স্মৃতি সংখ্যা


একদল কলাকুশলী এর পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। দেবেশ মজুমদারের চিত্রনাট্য পরিচালনার ভার নিয়েছেন হেমন্তকুমার। ছায়া দে এবং মানব মুখোপাধ্যায়ের সুরযোজনায় এবং ছবির বিভিন্ন গান ইতিমধ্যেই রেকর্ডিং করা হয়েছে।

পরিচালক মানব মুখোপাধ্যায় ছবি নিয়ন্ত্রণ প্রযোজনায় কাজ নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁর নতুন ছবি [illegible] এবং এর কাজ। কাহিনীর কাজ করছেন হেমেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় ও পরিচালনার ভার নিয়েছেন [illegible] এর [illegible] ছবির [illegible] ছবিতে [illegible] ছবির [illegible]

[illegible] ছবি [illegible] ছবির [illegible] ছবির [illegible]

• • •

[illegible] ছবির [illegible] ছবির [illegible] ছবির [

মিনার্ভা থিয়েটার

অগ্নিশপথ

এলিট

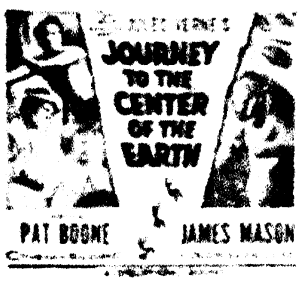


প্রেমের গল্পের বিশ্বসেরার সংকলন

সুবোধ ঘোষের

দ্বিতীয় জীবন

প্রকাশিত হয়েছে একটি নূতন ধরনের উপন্যাস

মধুচক্র

পরবর্তী প্রকাশন

ওর পরবী ওর বিভাস

মণ্ডল বুক হাউস

রঙমহল

এক পেয়ালা কফি

কিশোর সাহিত্য

পদ্মদ্বীপ ১·০০

ডায়েদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ২·০০

চিকিৎসাখানার খোকাবাবু ৪·০০

আজব পাখী ৫·০০

নিকটের ছোটবেলা ৩·০০

সাথী ৩·০০

বরফের দেশে জাইভান ১·৭৫

পিতা ও পুত্র ২·৭৫

পপুলার লাইব্রেরী

রুমানিয়ার একটি শিল্পী দল সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে। অপেরা ও ব্যালে দু' বিভাগেই এঁদের সমান দক্ষতা। একটি নৃত্য দৃশ্যে এই দলের দুজন শিল্পীকে দেখা যাচ্ছে।

সিনেমার গল্প। এই উপাখ্যানের প্রতি ছত্র—শব্দে শব্দে কৃত্রিম পরিবেশ—কখনোই অজানা হয়ে থাকে না। ফলে প্রেমোপাখ্যানটি নাটকোচিত হিসেবে করতে পারে না দর্শককে মনে। বিনোদের চিক সিয়ে কাহিনীটির বিশেষ নাটকীয় এবং বহু ক্ষেত্রে চৈতন্যহীন ও অসঙ্গতি সর্বপ্রকারে ছবিটিকে রসসমৃদ্ধ করতে পারেনি।

এ ছাড়াও উপকরণ হিসেবে এবং মূল কাহিনীটিকে যে ভাবে গড়া হয়েছে তাতে প্রতিটি দৃশ্যেই সুস্পষ্ট ত্রুটির অভাব নেই। শেষে চন্দ্রাবলীর পরিবর্তে সন্দেহ ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। এই দৃশ্যের ভিতর দিয়ে ছবিটির সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এই দৃশ্যের ভিতর দিয়ে ছবিটির সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এই দৃশ্যের ভিতর দিয়ে ছবিটির সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

হাস্যকর বিনোদের কথা মনে করিয়ে দেয়। ফলে পরোপুরি রোমান্টিক চিত্র অথবা নিছক হাসির ছবি হিসেবে "দুই বেচারা" সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি।

সম্মিলিত অভিনয়ের দিক দিয়েও ছবিটি প্রশংসনীয় সমৃদ্ধ নয়। অপ্রধান দু'একটি সুন্দর ও মনোগ্রাহী অভিনয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন অনুপকুমার। প্রধানচরিত্রে তরুণী হেমাঙ্গিনী চক্রবর্তী বিশেষ ভরসা করতে পারেন না। নবাগতা হিসেবে ছবিতে বেশকটি নাটকীয় অভিনয় বিনোদ মুখোপাধ্যায়ের কমল কৃষ্ণকে সন্দর হয়ে ওঠে, কখনো কখনো অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন। মিলন দৃশ্যে ছবিটির অভিনয়ের চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় চরিত্রোপযোগী। একটি বিশেষ দৃশ্যে ছাড়া বাকি সব দৃশ্যে অনুপকুমারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। নবাগত কমল চরিত্রটি যেমন অনুপম চেহারা বিশেষভাবে তার চরিত্রে অভিনয় অনেক দৃশ্যেই প্রশংসা পাবার মতো। অভিনয় করেছেন বেচারাম চরিত্রে বিনয় চট্টোপাধ্যায় ও রমেশ মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত পরিচালনা দুর্বল। হেমাঙ্গিনী কণ্ঠের ও পরিবেশের সঙ্গতি অনেকটা হলেও সুরের দুটি গানে উপভোগ্য। দুটি নিজের গাওয়া গান ছাড়া বাকি সব গানে সুরোপযোগী ও সুকণ্ঠের অভাবেই পরিচয়।

আলোকচিত্র দৃশ্যের সমসজ্জা ও রূপসজ্জাকারের অপ্রধান বিভাগের কাজ এবং সম্মিলিত অপ্রশংসায় পরিচ্ছন্ন।


# বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ১৩৬৭

**মূল্য—২·৩৭ নঃ পঃ**

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের পরিকল্পনা নিখুঁত হিসাব ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা সর্বাঙ্গীন সুন্দর করা হইয়াছে। ইহার নিখুঁত তথ্য সম্বলিত পাঞ্চাঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত নাবিক রক্ষণাবেক্ষণ ক্রিয়া ও নৈমিত্তিকাদির প্রকৃষ্ট সহায়ক। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের—ধর্মাচার্য ও জ্যোতিষিগণের গ্রহস্ফুটাদি গণনায় এবং ফলাফল নির্ণয়ে সর্বত্র বিশেষ সমাদৃত। এই পঞ্জিকা ভারত সরকারের জ্যোতিষ প্রকাশ প্রথমে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত।

চীন ও ভারতের বিবাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা।

জ্যোতিঃসম্রাজ্ঞী—নরেন্দ্রনাথ রায়ণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি বর্ষফল বিচার

১৩৬৬ সালের ভবিষ্যদ্বাণী।

(১) বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ে ও মধ্য মাঘে বিশেষ অশান্তিপূর্ণ সময় হইবে।
(২) ঐ সময় ভারত সীমান্তে পূর্বে চীনের সংঘর্ষোদ্যম প্রকাশ দৃষ্টি পড়িবে। অন্তর্দেশে রক্তক্ষয় হইবে। ইহাতে ভবদীয় ও মনোদৈহিক শক্তির মিশ্রিত বীজ সুস্পষ্ট থাকিবে।
(৩) ভারতবর্ষ রৌপ্য নীতির মধ্যে পড়িয়া হয়ত ক্ষোভ আছে।
(৪) একদিকে চীনের সাম্রাজ্যবিস্তার প্রকাশ অন্যদিকে আমেরিকার আটলান্টিক সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় প্রকাশ পাইবে। উভয় নীতিই শক্তিমান হইবে।

এ বৎসরের আরও বহু ভবিষ্যৎ বাণী রাও-সে-তুংয়ের সাথে ক্রুশ্চেভের গোপন বন্ধুত্ব ..... ইত্যাদি

# নাট্যাভিনয়

সুকান্ত নাট্যোৎসব বিয়াল্লিশ ইউনিট এর প্রযোজনায় 'দুই বিঘা জমি' একটি নাট্যোৎসব শুরু হচ্ছে আগামী ১২ই এপ্রিল মিনার্ভা থিয়েটারে। এই নাট্যোৎসবে ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল বিয়াল্লিশ ইউনিট অভিনয় করবেন তিনটি নাটক। উৎপল দত্তের 'অঙ্গারকণিকা' এবং তাঁর নিজস্ব প্রযোজনা 'টীপু সুলতান' মঞ্চস্থ হবে ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যা ছয়টায়। অন্য দুটি নাটক যথাক্রমে ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল মঞ্চস্থ হবে সকাল দশটায়।

আর শুক্রবার ৬ই মার্চ। একটি সাংবাদিক বৈঠকে এই নাট্যোৎসবের পরিচালক দেখক চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিয়াল্লিশ ইউনিট-এর উদ্যোগে এই প্রথম নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে রোটারিয়ান নাট্য-আন্দোলনে এই নাট্যোৎসব একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে শ্রী চট্টোপাধ্যায় আশা প্রকাশ করেন। জনমনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে মনোগ্রাহী

এন সি এ প্রোডাকসন্সের 'ঘরোয়া'-এর একটি দৃশ্যে মিস্ অভিনেত্রী ববন।

ও উহার বহুরের নাটক পরিচালনা এবং নাট্যোন্নয়নীদের সঙ্গে আলোচনার ভাবিক পরিচালনার ভার নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনার ফলে উহারেই এই নাট্যোৎসবের লক্ষ্য—এই ভার আমার সাংবাদিকদের কাছে এই কথা বলে রাখেন।

প্রথম নাট্যোৎসব 'রঙ্গশীলা' এর সঙ্গে নিবেদন 'অঙ্গনকার' দ্বারা আগামী ১৬ই মার্চ রবীন্দ্রসদনে নিবেদন হবে। এবার নাটকের নাম 'ঘরোয়া'। এই নাটকটি পরিচালনা করবেন। অভিনয় করবেন এই 'অঙ্গনকার' এর সভ্যবৃন্দ। নিবেদনের এই নাটক আমি দেখতে পারব। নাটকটির প্রযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নাটকটি পরিচালনা করবেন।

আগামী ৩রা এপ্রিল অভিনয়ের উৎসব উপলক্ষে আমার 'অঙ্গনকার' পক্ষ ১৪ই মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারে বহুরূপী দ্বারা নাটকটি প্রযোজনা করবেন।

অভিনয়ের এর সভ্যরা তাঁদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে গত ৩রা মার্চ স্টার থিয়েটারে 'অঙ্গনকার' সভ্যদের 'শ্রীমধুসূদনের মৃত্যুদৃশ্য ও অন্যান্য' নাটকটি অভিনয় করেন।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে আগামী ১২ই মার্চ রবীন্দ্রসদনে নিবেদন করবে 'আজ মহান বাড়ী' নাটকটি অভিনয় করবেন।

## চিঠিপত্র

### কাহিনীকারের বক্তব্য

মহাশয়,

শ্রীপ্রসূনকুমার সাহা কর্তৃক ২১-এর পাতায় বাতায়ন দেশ ৫ই মার্চ '১৮ সংখ্যায় পড়লাম। তিনি 'কুহক' ছবিটি দেখেন নি, তাহলে জানতে পারতেন, কাহিনীটি যে একটি বিদেশী গল্পের উপর থেকে গৃহীত করা হয়েছে, সে-কৃতিত্বটুকু তাঁকে দিতেই ছিল।

তিনি লিখেছেন, 'গল্পটি পাঠান্তে কোন পরিচয়ে' কিন্তু গল্পটি তুলনা করিতে হইবে। পুরস্কৃতকারে দেখা-এর সমালোচনার মতো কাহিনীর মূলত কাঠামো বোঝেন। এবং বিচার করি একটু মনোযোগ দিলে সমালোচনাটি পড়তে পাই যেতে, তবে গল্পটি যে বিদেশী ঘরের কি সমালোচকের উচিত ছিলো তা নিয়ে আলোচনা। সমালোচনা তাঁর অভিযোগের ঘরে অভিযোগকারের প্রমাণের জন্যে তাঁর দুটি করে চেয়েছেন। প্রমাণ দিচ্ছি।

সমালোচক বলেন,

### 'কুহক' প্রসঙ্গে

মহাশয়,

২১শে ফাল্গুনের 'দেশ'-এ সমালোচক শ্রীযুক্ত সুধাংশু সরকার 'কুহক' ছবিটির যে সমালোচনা করেছেন তাতে তিনি ছবিটির কাহিনীকারের উপর কিছু অযথা দোষারোপ করেছেন। ছবিটি দেখে আমার মনে হয়েছে, কাহিনীকার ছবির মূল বক্তব্যটি ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। কিন্তু কাহিনীর মূল বক্তব্যটি কি সেটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কাহিনীকার ছবির শেষে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে মনে হয় তিনি বলতে চেয়েছেন যে, মানুষের জীবনে যে সমস্যা আসে তার সমাধান মানুষ নিজেই করে নেবে। কোন অলৌকিক শক্তি এসে তার সমাধান করে দেবে না। এই বক্তব্যটি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কাহিনীকার যে ঘটনার অবতারণা করেছেন তা অবাস্তব বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কাহিনীকারের উদ্দেশ্যকে অসৎ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। সমালোচক বলেছেন, কাহিনীকার যে ঘটনার অবতারণা করেছেন তা অবাস্তব। কিন্তু আমার মনে হয়, ঘটনাটি অবাস্তব নয়। ঘটনাটি বাস্তবসম্মত। গল্পের মূল আবেদনকে কাহিনীটি নিছক ইতিহাসের মতো সত্যনিষ্ঠ করেছেন। দেশী গল্পের বিদেশের কাহিনীর ইতিহাসের পাঠভূমিকার ওপর।

সমালোচকের মতে সত্যজিৎ রায় মূল গল্পটিকে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে চমৎকার রূপ দিতে পেরেছেন। তাঁর মতের প্রতিবাদ না করেও বলা যায় যে, এ গল্প-


কয়েকটি বৃহত্তর আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠবে

আর দুটো বছর ধরে সমস্ত আপনার এই সেবায় আমার হাত নয়, কয়েকটি বিশিষ্ট সাহায্যকারী রোগীও এর উপর তাঁদের বৃদ্ধি রেখে ও নানা ধরনের পরামর্শই বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা করেছেন।

সমস্ত কয়েকটি সত্য বিশ্বাসের কারণ সাধন করে যায়।

ন্যুগোনিল

৭, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ২৫-২৪৭৮



মিনার্ভা থিয়েটারে

শ্রীমতী থিয়েটারের নিবেদন

গ্রহচক্র

(ফোন ২২৪৪)



বিশ্বরূপা

প্রতি রবিবার ৩ ও ৬-৩০টায়

রঙ্গমঞ্চাধিপতি নরেশ মিত্রের কাহিনীকার

সেতু

পরিচালনা—নরেশ মিত্র অভিনয়—নরেশ মিত্র, অসিতবরণ, উত্তমকুমার, অমরনাথ, সন্ধ্যারাণী, তরুণ রায়, শ্রীমতী, অপর্ণা, শ্রীমতী, সন্ধ্যা, রেখা, জয়শ্রী

ফোন ৫৫-৫৫৫৭

কাইজার কিংসের 'আপনা ঘর' ছবির একটি মূল্যে প্রেমনাথ ও শ্যামা। ছবিটি পাঠিয়েছেন করেন রাম পাণ্ডেয়া

বলবার মধ্যে স্রষ্টার অবশ্য নিশ্চিন্ততা নেই, আছে সমালোচকের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি। তাই একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা পেয়ে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নাড়া দেয়। সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী'-ও যে নিশ্চয়ই কিন্তু মুক্ত সৃষ্টি হেমন আমাদের অন্তরাত্মাকে নাড়া দেয়, ছবির 'দেবী' তা দিতে পারে নি। ইতি—

উৎপল চট্টোপাধ্যায়,
খিদিরপুর।

॥ ২ ॥

মহাশয়,

সন্তোষকুমার ঘোষের 'দেবী' কথাচিত্রের আলোচনা পড়ে মুগ্ধ হলাম।

সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' একটি সার্থক চিত্রনিবন্ধ। তিনি এই নিবন্ধের মাধ্যমে মানবিকতাকেই বড় করে তুলেছেন। এর প্রেক্ষণে রাহুগ্রাসের বিলুপ্তি নেই, নেই ঈশ্বরের প্রতি কোনরূপ অবমাননা। অথচ এই কথাটিই যখন কোন সাপ্তাহিকপত্রে (এমন কি দেশেও) আলোচনা হয়ে না। কোথাও এই ছবিকে এই দৃষ্টিতে বিচার করার প্রয়াস দেখতে পাই না। এটা কি এখনও আমরা করতে পারব না?

আমার ওই ধরনের সব লেখাই সাধারণের, বিশেষ আলোচনার বস্তু নয়।

ইতি—

শ্রীসিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা—১২

॥ ৩ ॥

মহাশয়

'দেবী' চিঠিটি সম্প্রতি কলকাতা সাপ্তাহিক সন্তোষকুমার ঘোষের সুলিখিত হচনাটি 'দেশ'-এ আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত পড়লাম। ছবিটি আমি দেখেছি। সন্তোষবাবুর সঙ্গে আমি অনায়াসে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি, চিত্র-চিত্রণ হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' প্রতিশ্রুতিটি সুন্দর। বলতে পারি, স্রষ্টা কোথাও দৃষ্টিভ্রষ্ট হননি।

কিন্তু ছবি দেখার সময় নিশ্চয় বলতে পারব না, এটুকুও নিশ্চয়ই বলব না এইজন্য যে, কোনরূপ 'দেবী' সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করা হয়েছে।

'দেবী' ছবি হিসাবে ছবিটির যে-ছবি আঁকা হয়েছে তার একটা আলাদা, স্বতন্ত্র একটা বিরাট আবেদন আছে তিনি ছবি দিয়ে পারবেন কিনা জানি না। যদি তাঁরা সেই আবেদনে পেছেই অগ্রসর আমাদের অধিকারী হতে পারবেন। কিন্তু নিশ্চয়ই আলোচনার মধ্যে থেকে যায় একটা অকথা বেদনাবোধ—যা তাঁকে তাঁর মুক্ত সৃজনধর্মে প্রেরণা দেয়। এ না হলে পরীক্ষার পাশ করা ছাত্রের সঙ্গে শিল্পীর কোন পার্থক্য থাকত না।

সন্তোষ ঘোষের পর্যবেক্ষণে শিল্পী সত্যজিৎ চৌধুরানের সার্টিফিকেট আছে। চৌধুরানেরা তাঁর কাছে আর কিছু পাক না পাক, সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' চিত্রনির্মাণের সব আলো চৌধুরান পরিবার।

তাই যখন দেখি 'দেবী' চিঠিটি নিখুঁত নয়, তখন সেই সঙ্গে সন্তোষ ঘোষের সুলেখা 'দেবী' সম্বন্ধীয় রায় দৃষ্টি এই কাঁটাটির ছোঁয়ে মরে। তাঁরা এ-ক্রটির ভিন্ন দৃষ্টি দেখিয়েছেন, চৌধুরান হলে ভাল হতো এই ইতি—

কাকলী বসু,
কলিকাতা—২৯।

বাঙলার মাসিক পত্রিকা
এতে লিখবেন -
তারাশঙ্কর • বনফুল •
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং আরও অনেকে
নব কল্লোল
প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৭৭
প্রতি সংখ্যা ১ টাকা ৫০ ন্যাপয়সা

# খেলার সাথী

একলব্য

দিল্লিতে ভারতের উদ্যোগপর্বে সপ্তদশ জাতীয় আন্তর্জাতিক স্পোর্টস এবং ২৩টি বিষয়ে নতুন রেকর্ডের প্রতিশ্রুতি বিশেষ-ভাবেই উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতি বছরই অমরেশ নেহের আন্তর্জাতিক মানের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে অনেক দূরে

৫০০০ মিটার দৌড় ও ১০০০০ মিটার স্টিপল চেজে নতুন রেকর্ডের অধিকারী পাল সিং

এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এবারের আন্তর্জাতিক স্পোর্টস যেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদ পরিচয়ের সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

আজ ভারতীয় আন্তর্জাতিক স্পোর্টসের সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল এবং অশ্বারোহণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সমস্ত বিশ্বের বিভিন্নদেশ এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের নাম দিয়েছে ন্যাশনাল গেমস বা জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান। এখন অনেক বিষয়ই জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং পৃথিবীতে তাদের বিশ্বভিত্তিক প্রতিযোগিতার আসর বসছে। তাই ন্যাশনাল গেমসের আকর্ষণ ধীরে ধীরে কমে আসছে।

## অ্যাথলেটিক্স

ভারতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে অবশ্য কিছু উৎসাহের ছিটেফোঁটা দেখা গেছে। দুই একটি বিষয়ে অনেক কিছুই বলবার আছে। কিন্তু সমস্ত বিষয়ের আলোচনা না করলে কিছু বলা ঠিক নয়। তাই এ সম্পর্কে শুধু মন্তব্যসহ এবং প্রয়োজন মতো ছোটখাট ফোকাস করে আলোচনা করছি।

ভারতীয় আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে এবার বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন ৯ মিলকাপুরী এই স্পোর্টস শুরুর দিন থেকেই রেকর্ড ভাঙতে আরম্ভ করে এবং স্পোর্টস শেষ হবার পর তিনি মোট ১৫টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠার গৌরব এর মধ্যে শুধু বিশেষ একটি বিষয়ে ৫ মিলকাপুরী এবং অন্য বিষয়ে ৩ মিলকাপুরী কোন বিষয়ে কতজন অংশগ্রহণ করেছেন তার হিসাব করা হয়নি।

৫০ কিলোমিটার (৩১ মাইল ১২০ গজ) ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে মাত্তিস দলের জোরা সিং ও অজিত সিং, জোরা এবং অজিত দু'জনই অল্পের জন্যে রেকর্ড ম্লান করে দিতে ছেন

মেয়েদের দীর্ঘ লাফে প্রথম স্থান অধিকারিণী
রহীন্দুরের ভিনা সাইমের লাফাবার ভঙ্গি

অনেকের পুরনো রেকর্ড স্লান হয়ে গেছে, অনেকে নিজের রেকর্ডকেই ছাড়িয়ে গেছেন, আবার রেকর্ডের অধিকারী কেউ বা কোন স্থানই পাননি। রেকর্ড ভাঙা-গড়ার এই খেলায় কে কতটুকু উন্নতি করেছেন এবং এশিয়ান, অলিম্পিক এবং বিশ্ব রেকর্ডের সঙ্গে আমাদের কতখানি পার্থক্য তা দেখাবার জন্য এই খেলার তালিকায় একটি তুলিকা দেওয়া হল। ইচ্ছে রইল পরের সপ্তাহে আবার এই সম্বন্ধে আলোচনা করব।

## জাতীয় ভলিবল

জাতীয় ক্রীড়াসূচী উপলক্ষে নিখিলবঙ্গ ভলিবল ক্রীড়া হয়ে গেল এটা ছিল জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার নবম অনুষ্ঠান। ভারতীয় ভলিবল ফেডারেশন হলেন পরিচালনকারী প্রতিষ্ঠান। পরিচালনা বলাই এইজন্য যে, এখানে সমিতির ও ফেডারেশন হতে ২০টি রাজ্য দলের প্রতিনিধিত্ব। সমস্ত রাজ্যই ভলিবল প্রতিযোগিতার জন্য কোন কোন বিষয়ে অংশ গ্রহণের জন্য নাম প্রেরণ করে। কেবল অসমর্থ রাজ্য সময় পর্যন্ত উপস্থিত হতে না পারায় মোট ২১টি দল নিয়ে পুরুষদের প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা হয়। ১৫ দলের বিভাগে মোট ১০টি আর ছোট ছেলেদের বিভাগে ১১টি দল। পরাজিতরা ফেডারেশন সমিতিগুলির সভ্য নির্বাচন এবং সম্মান তিন দিনে খেলাগুলি প্রথম লীগ প্রথায় এবং পরে নক আউট প্রথায় অনুষ্ঠিত হয়। এবং বারের সমস্ত বিজয়ীই কলিকাতা উপবিভাগীয় শক্তিতে পরিচয় পাওয়া গেছে এবং পুরুষদের ফাইনাল ও সাইনাল খেলা হয়েছে একক ও ফাইনাল খেলা।

প্রথমে পুরুষদের খেলার ফলাফল আলোচনা করা যাক। পুরুষদের খেলাটি প্রথমে ৫ দলকে নিয়ে ফেডারেশন কি কাপ একক নিয়ে লীগ এবং কি কাপ একক নিয়ে নক আউটের ভিত্তিতে ফাইনালের খেলায় উপনীত হয়। এই মতো ফেডারেশন কিপ্স ও অলিম্পিক নিজ নিজ গ্রুপে ফলাফল অনুযায়ী এবং বঙ্গ প্রদেশকে নিয়ে ফলাফল করে প্রথম দুজনকে নিয়ে আবার এবং উপর গ্রুপগুলির বিজয়ীদের পর পর বিজয়ী হয়ে যাবার জন্য ফেডারেশন কাপের ফাইনালে ওঠবার অধিকার লাভ করে। পরাজিতরা বিজয়ীদের কাছে পরাজিত হয়ে যাবার জন্য ফেডারেশন কাপের ফাইনালে ওঠবার অধিকার হারায়।

২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ডের
অধিকারী ভারতের কীর্তিমান দৌড়বীর
মিলখা সিং

মেয়েদের ৪০ মিটার হার্ডল রেসে প্রথম
স্থানের অধিকারিণী বোম্বাইয়ের মি সেন

ফলাফল দল প্রথম বেরুটী লাভ করে ৩১—১ পয়েন্টে, কিন্তু পরের দুটী খেলে বোম্বাইকে হার স্বীকার করতে হয়। এ দুটি খেলে পাঞ্জাবের খেলোয়াড়দের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। একই রকমের কৃতিত্ব দেখান সার্ভিসেস ফাইনালে পাঞ্জাব পরাজিত করে পর পর তিনবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হবারই যে গৌরব লাভ করে সার্ভিসেসকে তাদের হার স্বীকার করতে হয়।

ফাইনালে সার্ভিসেস দল ১৫—১২, ১৫—৭, ৮—১৫ ও ১৫—৭ খেলে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের গৌরব অর্জন করে।

ছোট ছেলেদের ১টি লক্ষ্য ২টি গ্রুপের মধ্যে একটি গ্রুপে বিজয়ী হয়ে পরবর্তীর চ্যাম্পিয়ন উত্তর প্রদেশ, অন্য গ্রুপে মহীশূর। এখানে বঙ্গ প্রাদেশিক সম্মিলনের ছোট ছেলের দলটিও এ গ্রুপে উত্তর প্রদেশের সঙ্গে পরাজিত হয়। ফাইনালে অন্য গ্রুপের বিজয়ী মহীশূরের সঙ্গে খেলে ফাইনালে উত্তর প্রদেশের জয় লাভের ও উত্তর প্রদেশের চূড়ান্ত গ্রুপে সার্ভিসেসকে খেলায় উত্তর প্রদেশ বিজয়ী হয় ১৫—১৩, ১৩—৮, ১১—১২, ৭—১১ ও ১৫—৭ পয়েন্টে। ফাইনালে মহীশূরকে ১১—১৩, ১১—১৩ ও ১৫—১৭ পয়েন্টে হারিয়ে পরবর্তীর বিজয়ী উত্তর প্রদেশ এবারও বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে।

মহিলাদের ক্রীড়াক্ষেত্রেও মোট গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১০টি রাজ্য দল। একটি গ্রুপে পাঞ্জাব অপর গ্রুপে মহীশূর বিজয়ী হয়ে পরস্পর ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফাইনালে পাঞ্জাব দল ১৫—৩, ১৫—৭ ও

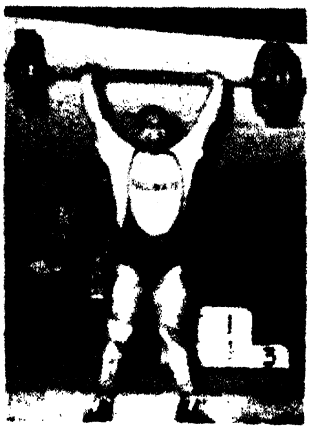

ভারোত্তোলনের হেভি ওয়েট প্রথমস্থান অধিকারী খেলা সরকার পৌঠ

১১—১২ ফাল্গুনে ১৮জনের ইনডোর ভিত্তি উপলক্ষে ৮ বছর ধরে ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

সাধারণ ভাবে আমাদের দেশে ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলে, তাতে সাধারণতঃ মাত্র দুটি ভাগে ওজন তোলা হয়। এক হল ওভার হেড প্রেস, অপরটি হল দুটি ভাগে ওজন তোলা হয়। এক হল ওভার হেড প্রেস, অপরটি হল দুটি ভাগে ওজন তোলা হয়। এক হল ওভার হেড প্রেস, অপরটি হল দুটি ভাগে ওজন তোলা হয়।

## ভারোত্তোলন

[illegible] ৬টি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৮টি বিভাগের মধ্যে লাইট হেভি ওয়েট ও মিডল হেভি ওয়েট প্রতিযোগিতায় [illegible] করেছেন। ১০টি রেকর্ডের মধ্যে ৭টি রেকর্ডই [illegible]। তবে বলাবাহুল্য নয়ে নয় প্রতিযোগী ভারোত্তোলকদের মধ্যে কিছুটা [illegible] অবশ্যই ক্ষোভের কথা।

প্রতিটি বিভিন্ন বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারীর নাম ও রেকর্ডের মানদণ্ড দেওয়া হল :—

**ফ্লাই ওয়েট :**—(১১৫ পাউন্ড পর্যন্ত)—ডি চৌধুরী (রেলওয়ে)।

**বান্টাম ওয়েট :**— (১২০ পাউন্ড পর্যন্ত)—এ কে দাস (রেলওয়ে)।

**ফেদার ওয়েট :**— (১৩২ পাউন্ড পর্যন্ত)—মাজুদীকান্ত দাস (রেলওয়ে)।

**লাইট ওয়েট :**— (১৪৮ পাউন্ড পর্যন্ত)—এস এ দাস (রেলওয়ে)।

**মিডল ওয়েট :**— (১৬৫ পাউন্ড পর্যন্ত)—[illegible] (রেলওয়ে)।

**লাইট হেভি ওয়েট :**—(১৮১ পাউন্ড পর্যন্ত)—[illegible] (রেলওয়ে)।

**মিডল হেভি ওয়েট :**—(১৯৮ পাউন্ড পর্যন্ত)—[illegible]।

**হেভি ওয়েট :**— (১৯৮ পাউন্ড উর্ধ্বে)—[illegible]।

### [ রেকর্ড ]

**ফ্লাই ওয়েট :**—ডি চৌধুরী (রেলওয়ে) মোট ৩১০ পাউন্ড (স্নেচ ১৪০ পাউন্ড ক্লিন এণ্ড জার্ক ১৭০ পাউন্ড)। এর আগে মোট (রেলওয়ে) মোট ২৮১ পাউন্ড।

**ফেদার ওয়েট :**—এস কে দাস (রেলওয়ে) স্নেচ—২১০ পাউন্ড।

**লাইট ওয়েট :**—[illegible] (রেলওয়ে) —২১৫ পাউন্ড।

**মিডল ওয়েট :**—[illegible] (রেলওয়ে) মোট ৩৮০ পাউন্ড।

**লাইট হেভি ওয়েট :**—[illegible] (রেলওয়ে) মোট ৩৮১ পাউন্ড, মোট ৮৮৩ পাউন্ড।

**মিডল হেভি ওয়েট :**—[illegible] মোট [illegible] পাউন্ড।

## ভারশ্রী ও দেহসৌষ্ঠব

[illegible] ভারোত্তোলন [illegible] দেহসৌষ্ঠব [illegible] ভারশ্রী [

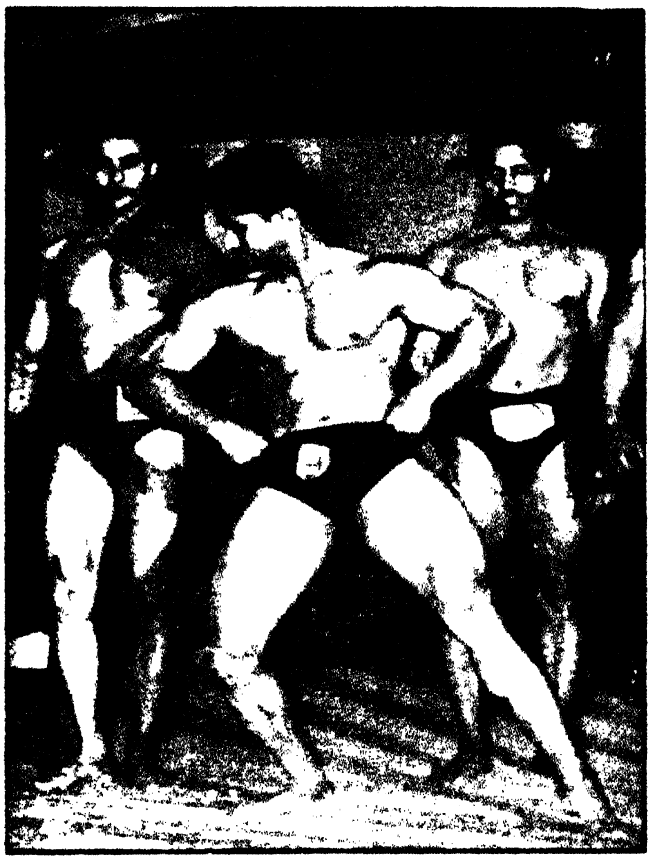

দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় 'ভারত শ্রী' আখ্যাধারী বাংগলার সন্তোষ দাস

রায় মুবারক, কমল ভান্ডারী ও নরু এবং শান্তি চক্রবর্তী একবার এই 'ভারত শ্রী' খেতাব লাভ করেছেন। কমল ভান্ডারী আর প্রতিযোগিতা করছেন না। শান্তি চক্রবর্তীও এখন ভারতের বাইরে। তবু এবার তিনি এই খেতাব পেয়েছেন। তিনিও কলকাতা—বাংগলার সন্তোষ দাস। তেইশ প্রতিযোগিতায়

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ছাবে ও ইউরোপ অভিজ্ঞ ডাঃ ডিসুজার কার্তার অতি তিন প্রকার ও তাহা ব্যবহার ও পরিবার তৈলাক্ত ৩টী হইতে ৭টী সাক্ষ্য করেন। ৩টি ঔষধ বেতে বাবহার করিবেন।
(বি ৩১১৯)

সর্বকনিষ্ঠ বিভাগ (উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি পর্যন্ত) ১ম—নরু (পশ্চিম বাংগলা), ২য়—বিমল কুমার (পশ্চিম বাংগলা), ৩য়—ভি. মুরলী (দিল্লি)।

মাঝারি বিভাগ (উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি থেকে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত) ঃ—১ম—সন্তোষ দাস (পশ্চিম বাংগলা), ২য়—ওমকার সিং (পশ্চিম বাংগলা), ৩য়—ভি. বাবু (মাদ্রাজ)।

দীর্ঘদেহী বিভাগ (উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চির উর্ধে) ঃ ১ম—দিলিপ দাস (পশ্চিম বাংগলা), ২য়—দুলাল দত্ত (পশ্চিম বাংগলা), ৩য়—ক্ষিতীশ চাটার্জি (পশ্চিম বাংগলা)।

**ভারতশ্রী** ঃ—সন্তোষ দাস (পশ্চিম বাংগলা)।

## মল্লযুদ্ধ

দিল্লি গেমস্ স্টেডিয়ামে বেসরকারি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে জাতীয় মল্লযুদ্ধের প্রসার ঘটে। বিভিন্ন রাজ্যের মল্লদের দেহের ওজন অনুযায়ী ৮টি বিভাগে লীগ প্রথায় মল্লযুদ্ধের সাতদিন সমর কুস্তিগীরদের মধ্যেকার বেশী পয়েন্ট পেয়ে উৎকর্ষতার ৫ সম্বর চ্যাম্পিয়নদিগের অধিকারী হয়েছে। সাতদিন সমর মল্লযুদ্ধ চলেছে। বিভাগ অর্থাৎ পক্ষ মুষ্টি বিভাগে বেসামরিক এবং একটি বিভাগে সেনা পক্ষ খেলেছে। ফলাফল বিভিন্ন মল্লযুদ্ধে খেলেছে বিভাগ মধ্যে ৫৪টি খেলা ও দুটি ড্রেস পক্ষ। অংশগ্রহণকারী কুস্তিগীর ছাড়াও এবং বেসামরিক ও বেসামরিকদের কুস্তিগীরের সংখ্যাতে ১৫২ জন। অবশ্য বিভাগে পক্ষ অংশগ্রহণে অংশ নেয় বেসামরিক মল্লযুদ্ধের যোগ্য পুরস্কার দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন মল্লযুদ্ধের ফলাফল দেওয়া হল ঃ—

**ফ্লাই ওয়েট** (১১৭) পাউন্ড পর্যন্ত ঃ—১ম—কিশন সিং (সার্ভিসেস), ২য়—নরু (পশ্চিম বাংগলা), ৩য়—রবীন্দ্র (রেলওয়ে)।

**ব্যান্টম ওয়েট** (১২৭) পাউন্ড পর্যন্ত ঃ ১ম—পি. সেকর (রেলওয়ে), ২য়—পি. কার্তিক (মহীশূর), ৩য়—রামস্বরূপ সিং।

**ফেদার ওয়েট** (১৩৮) পাউন্ড পর্যন্ত ঃ ১ম—এস. পি. সার্দে সিং, ২য়—রামস্বরূপ সিং (পাঞ্জাব), ৩য়—সুরত সিং (সার্ভিসেস)।

**লাইট ওয়েট** (১৫৭) পাউন্ড পর্যন্ত ঃ ১ম—বিমল কুমার সিং, ২য়—হরিবংশ (সার্ভিসেস), ৩য়—গুরুদেব সিং (পশ্চিম বাংগলা)।

**ওয়েলটার ওয়েট** (১৬৭) পাউন্ড পর্যন্ত ঃ—১ম—উমরাও (সার্ভিসেস), ২য়—আউর লাল (উত্তর প্রদেশ), ৩য়—কাউর রাম (দিল্লি)।

**মিডল ওয়েট** (১৭৫ পাউন্ড পর্যন্ত ঃ—১ম—ধরম বীর (সার্ভিসেস), ২য়—অজিত সিং (পাটিয়ালা), ৩য়—জগদীশ সিং (পশ্চিম বাংগলা)।

**লাইট হেভী ওয়েট** (১৯১ পাউন্ড পর্যন্ত ঃ—১ম—সরদার সিং (সার্ভিসেস), ২য়—রতন সিং (পাঞ্জাব), ৩য়—হোসেন মাজার (হায়দ্রাবাদ)।

**হেভী ওয়েট** (১৯১ পাউন্ডের উর্ধে) ঃ—১ম—ভীমা রাম (সার্ভিসেস), ২য়—ভীম সিং (দিল্লি), ৩য়—গুরুবক্সাল সিং (পাটিয়ালা)।

## নতুন ভারতীয় রেকর্ড ও এশিয়ান, অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ডের তুলনামূলক পরিসংখ্যা

| বিষয় | আগের ভারতীয় রেকর্ড | নতুন ভারতীয় রেকর্ড | এশিয়ান রেকর্ড | অলিম্পিক রেকর্ড | বিশ্ব রেকর্ড |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০০ মিটার দৌড় | ১০·৬ সেঃ | *১০·৬ সেঃ-মিলখা সিং | ১০·৩ সেঃ | ১০·৫ সেঃ | ১০·৩ সেঃ |
| ২০০ মিটার " | ২১·২ সেঃ | ২০·৮ সেঃ-মিলখা সিং | ২১·৬ সেঃ | ২০·৬ সেঃ | ২০·০ সেঃ |
| ৪০০ মিটার " | ৪৮·৯ সেঃ | ৪৬·১ সেঃ-মিলখা সিং | ৪৬·৯ সেঃ | ৪৬·৯ সেঃ | ৪৫·২ সেঃ |
| ৮০০ মিটার " | ১ মিঃ ৫২·৩ সেঃ | ১ মিঃ ৪৯·২ সেঃ-ধনরাজ সিং | ১ মিঃ ৪৯·১ সেঃ | ১ মিঃ ৪৯·৭ সেঃ | ১ মিঃ ৪৭·৭ সেঃ |
| ১৫০০ মিটার " | ৩ মিঃ ৫৬ সেঃ হুইটফার সিং | | ৩ মিঃ ৪৩·২ সেঃ | ৩ মিঃ ৫১·২ সেঃ | ৩ মিঃ ৩৬ সেঃ |
| ৫০০০ মিটার " | ১৪ মিঃ ১৬ সেঃ | ১৫ মিঃ ৫০·২ সেঃ-পাল সিং | ১৫ মিঃ ৩১·৬ সেঃ | ১৩ মিঃ ৩২·৬ সেঃ | ১৩ মিঃ ৩৩ সেঃ |
| ১০,০০০ মিটার " | ৩১ মিঃ ১৮·২ সেঃ হুটো সিং | | ৩০ মিঃ ৪৮·৬ সেঃ | ২৮ মিঃ ৩১·৬ সেঃ | ২৮ মিঃ ৩০·৪ সেঃ |
| ৩০০০ মিটার স্টিপল চেজ | ৯ মিঃ ১২·৩ সেঃ | ৯ মিঃ ৭·৮ সেঃ-পাল সিং | ৯ মিঃ ৩ সেঃ | ৮ মিঃ ৩১·১ সেঃ | ৮ মিঃ ৩২ সেঃ |
| ১১০ মিটার হার্ডল | ১৬·৩ সেঃ ঈশ্বর | ১৫·১ সেঃ-জগমোহন (পাঞ্জাব) | ১৫·২ সেঃ | ১৩·২ সেঃ | ১৩·৬ সেঃ |
| ৪০০ মিটার হার্ডল | ৫২·৩ সেঃ-জগমোহন সিং | | ৫২·৪ সেঃ | ৫০·১ সেঃ | ৪৯·২ সেঃ |
| ২০,০০০ মিটার ট্রাক | ১ ঘঃ ৫৮ মিঃ ৩·২ সেঃ | ১ ঘঃ ৫৩ মিঃ ৩৩ সেঃ-জোড়া সিং | | ১ ঘঃ ৩১ মিঃ ২৭·৪ সেঃ | ১ ঘঃ ১৭ মিঃ ৫৮·৬ সেঃ |
| ৫০,০০০ মিটার " | ৪ ঘঃ ৫৩ মিঃ ৫১·৪ সেঃ | ৪ ঘঃ ৩৯ মিঃ ৫১·৮ সেঃ-জোড়া সিং | ৪ ঘঃ ৫৬ মিঃ ৭·৫ সেঃ | ৪ ঘঃ ২৮ মিঃ ৭·৮ সেঃ | ৪ ঘঃ ১৩ মিঃ ৮·৪ সেঃ |
| ৪×১০০ মিটার রিলে | ৫১·৪ সেঃ | ৫৮·১ সেঃ কলিকাতা | ৪১·২ সেঃ | ৩৯·১ সেঃ | ৩৯·৩ সেঃ |
| ৪×৪০০ মিটার " | ৩ মিঃ ১১·১ সেঃ | ৩ মিঃ ১২·৬ সেঃ কলিকাতা | ৩ মিঃ ১০·১ সেঃ | ৩ মিঃ ৩·১ সেঃ | ৩ মিঃ ৩·১ সেঃ |
| লংজাম্প দৌড় | ২ ঘঃ ১১ মিঃ ১১ সেঃ | ২ ঘঃ ২৪ মিঃ ২২·৪ সেঃ —আমাদার | ২ ঘঃ ৩২ মিঃ ১১ সেঃ | ২ ঘঃ ২৫ মিঃ ৩·২ সেঃ | ২ ঘঃ ২৬ মিঃ ১৪ সেঃ |
| উচ্চ লম্ফ | ৬ ফুঃ ৬ ইঃ অনিল সিং কলিকাতা | | ৬ ফুঃ ৭½ ইঃ | ৬ ফুঃ ১১½ ইঃ | ৭ ফুঃ ১ ইঃ |
| পোল ভল্ট | ১৫ ফুঃ ১½ ইঃ শ্যামাদাস | | ২৬ ফুঃ ৮½ ইঃ | ২১ ফুঃ ৩½ ইঃ | ২৩ ফুঃ ৮½ ইঃ |
| হপস্টেপ ও জাম্প | ৫০ ফুঃ ১ ইঃ হরপাল সিং কলিকাতা | | ৫১ ফুঃ ২½ ইঃ | ৫০ ফুঃ ৩½ ইঃ | ৫৬ ফুঃ ৩ ইঃ |
| গোলক নিক্ষেপ | ১১ ফুঃ ১½ ইঃ | ১৩ ফুঃ ১ ইঃ-রবিন্দ্রপাল (কলিকাতা) | ১৩ ফুঃ ১½ ইঃ | ১৪ ফুঃ ১১½ ইঃ | ১৩ ফুঃ ৮½ ইঃ |
| জ্যাভলিন থ্রো (পুরুষ) | ৫০ ফুঃ ১০½ ইঃ কলিকাতা সিং | | ৯১ ফুঃ ৬ ইঃ | ৮০ ফুঃ ১১ ইঃ | ৯৩ ফুঃ ২ ইঃ |
| ডিসকাস থ্রো (পুরুষ) | ১৩৬ ফুঃ ৬ ইঃ কলিকাতা সিং | | ১৩৬ ফুঃ ৬ ইঃ | ১৮৬ ফুঃ ১০½ ইঃ | ১৯৬ ফুঃ ৬ ইঃ |
| শট পুট | ২০০ ফুঃ ৮ ইঃ | ২০১ ফুঃ ৬ ইঃ-জয়দেব সিং | ২২৭ ফুঃ ৮½ ইঃ | ২৮২ ফুঃ ২½ ইঃ | ২৮২ ফুঃ ২½ ইঃ |
| হাতুড়ি ছোড়া | ১১৩ ফুঃ ১০ ইঃ কলিকাতা | | ২০০ ফুঃ | ২০৭ ফুঃ ৩½ ইঃ | ২২১ ফুঃ ৬ ইঃ |
| ডেকাথলন | ৬১০১ পয়েন্ট | ৬১৭৩ পয়েন্ট-কৃষ্ণমূর্তি সিং (মাদ্রাজ) | ৭১০১ পয়েন্ট | ৭৫০১ পয়েন্ট | ৮০০০ পয়েন্ট |

[ * মিলখা সিংয়ের ১০০ মিটারের রেকর্ড বারবাদোস সহায়তার জন্য অনুমোদিত হয়নি, যদিও উহাও ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারীর সাফল্যের প্রতিনিধি ]

### মহিলাদের

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০০ মিটার দৌড় | ১২ ৩ সেঃ— এম ডিসুজা (বোম্বাই) | | ১১·৪ সেঃ | ১১ ৩ সেঃ | ১১ ১ সেঃ |
| ২০০ মিটার " | ২৩ ১ সেঃ— এম ডিসুজা (বোম্বাই) | | ২৩·৮ সেঃ | ২৩·৬ সেঃ | ২২ ২ সেঃ |
| ৮০ মিটার হার্ডল | ১১ ৭ সেঃ— লীলা রাও (বোম্বাই) | | ১১·৩ সেঃ | ১০ ৭ সেঃ | ১০ ৩ সেঃ |
| ৪×১০০ মিটার রিলে | ৫৯ ২ সেঃ— বোম্বাই | | ৫৮·৩ সেঃ | ৫৬ ৫ সেঃ | ৫৬ ১ সেঃ |
| উচ্চ লম্ফ | ৫ ফুঃ ১ ইঃ— হরপ্রসাদ (মহারাষ্ট্র) | | ৫ ফুঃ ২½ ইঃ | ৫ ফুঃ ২½ ইঃ<br>২০ ফুঃ ১০ ইঃ | ৬ ফুট |
| দীর্ঘ লাফ | ১৭ ফুঃ ১০½ ইঃ— পি ডুটস (বোম্বাই) | | ১৯ ফুঃ ৩ ইঃ | | ২০ ফুঃ ১০ ইঃ |
| বল থ্রো ছোড়া | ৩১ ফুঃ ৭½ ইঃ— ডোরোথী (বিহার) | | ৪৫ ফুঃ ৩ ইঃ | ৩৪ ফুঃ ৩ ইঃ | ৩১ ফুট |
| বর্শা ছোড়া | ১৯৬ ফুঃ— | ১২০ ফুঃ ১ ইঃ এম ওকেরু (দিল্লী) | ১৮০ ফুঃ ৭½ ইঃ | ১৭১ ফুঃ ১½ ইঃ | ১৮৭ ফুঃ ১½ ইঃ |
| চাকা ছোড়া | ১০৭ ফুঃ ৩ ইঃ— | ১৪৩ ফুঃ ৩ ইঃ ডোরোথী (রাজস্থান) | ১৩৪ ফুঃ ৮ ইঃ | ১৭৩ ফুঃ ৮½ ইঃ | ১৮৮ ফুঃ ৭½ ইঃ |

GOVERNMENT LIBRARY

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২৯শে ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই হাজতের বাড়তি আর্থিক পুরণের জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের উপর কর ও শুল্ক বাড়ি ও বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করিয়াছেন সংসার কিছু তাহা প্রচারিত হইবার পর কলিকাতার বিভিন্ন মহলে তালমন্দের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেছে।

আজ বিধান পরিষদের অধিবেশনে জনৈক সদস্য পশ্চিমবঙ্গকে সংবিধান বিরুদ্ধ-ভাবে উহার প্রাপ্য আবকরের অংশ হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁহার জেরার মুখে পরিষদের সদস্যদের মনে একটা রেখাপাত হয় বলিয়া মনে হয়।

১লা মার্চ—অদ্য রাজভবনে দুই প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীজী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মধ্যে ৪১ মিনিটব্যাপী গোপন বৈঠক হয়। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, ঐ একান্ত গোপন বৈঠকের অব্যবহিত পরে দুই নেতার মধ্যে এক ছোটখাট শীর্ষ সম্মেলন আহ্বানের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

অদ্য অপরাহ্ণে হাউজ টাক্সেস সেশন সম্মেলনের উত্তরে বুদ্ধ প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীজী ঘোষণা করেন, সামরিক পরাক্রমের দিক হইতে ভারত এই মুহূর্তে পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থানে থাকিলেও তিনি সেই পথে রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সমাধানের সন্ধান করিতে চাহেন না।

২য় মার্চ—অদ্য রাজ্য বিধানসভায় বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা প্রসঙ্গে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে অভিযোগ করা হয় যে, কলিকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে পানীয় জলের সরবরাহ সম্পর্কে সরকারের নীতি ও কর্মপদ্ধতির ত্রুটি অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। ফলে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ জলকষ্ট দেখা দিয়াছে।

অদ্য কলিকাতা বিধান পরিষদে বাজেটের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর উপর বিরোধী সিনেটরী দিনে কলের সরবরাহ সমস্যা সম্পর্কে পরিষদের সদস্যদের কথা উল্লেখ করিয়া অভিযোগ করেন—উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট ও অফুরন্ত জলের ব্যবস্থা রাখিয়া ঐ পরিষদের সাধারণ মানুষের জন্য চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি করিয়াছে।

৩রা মার্চ—কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের পানীয় জলের ভয়াবহ সঙ্কট সম্পর্কে বিধান পরিষদে বিরোধী সদস্যদের তীব্র সমালোচনার জবাবে আজ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন বলেন যে, সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ৩৫টি নলকূপ বসানো হইয়াছে এবং আরও ৩৫টি নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করা হইতেছে। তিনি বলেন যে, ১৯৬৫ সালের মধ্যে কলিকাতা ও শহরতলীর জন্য ৩০ কোটি গ্যালন জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে।

৪র্থ মার্চ—অদ্য রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তরকালে প্রশ্নোত্তরকালীন সমস্যা উঠে এই মর্মে যে, কলিকাতা পৌর কর্পোরেশনের বিদ্যুতের অপ্রতুলতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসাধারণের পানীয় জলের সরবরাহ ব্যাহত হইতেছে। কাজেই কলিকাতা পৌর এলাকায় সরবরাহযুক্ত প্রশ্ন করা হইলে সংসদীয় সম্পাদক শ্রীনুরুল হুদা জানান যে, কলিকাতা পৌর কর্পোরেশনের সহিত আলোচনা করিয়া এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হইতেছে।

৫ই মার্চ—অদ্য রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তরকালে পানীয় জলের বিভিন্ন সমস্যা ও এই ব্যাপারে সরকারের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এই বিষয়ে আলোচনা করিবার সময়াভাব হওয়ায় শ্রীনেহরু বলেন যে, তিনি এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দিবেন।

৬ই মার্চ—কলিকাতা কর্পোরেশন ও ইহার পরিচালনা সম্পর্কে বিধান পরিষদে বিরোধী সদস্যদের তীব্র সমালোচনার জবাবে আজ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন বলেন যে, কলিকাতা পৌর কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হইবে। তিনি বলেন যে, কলিকাতা পৌর কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হইবে। তিনি বলেন যে, কলিকাতা পৌর কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হইবে।

৭ই মার্চ—কলিকাতা ও শহরতলীর জলসঙ্কট সম্পর্কে বিধান পরিষদে বিরোধী সদস্যদের তীব্র সমালোচনার জবাবে আজ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন বলেন যে, কলিকাতা পৌর কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হইবে। তিনি বলেন যে, কলিকাতা পৌর কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হইবে।

৮ই মার্চ—কলিকাতা ও শহরতলীর জলসঙ্কট সম্পর্কে বিধান পরিষদে বিরোধী সদস্যদের তীব্র সমালোচনার জবাবে আজ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন বলেন যে, কলিকাতা পৌর কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হইবে। তিনি বলেন যে, কলিকাতা পৌর কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হইবে।

## বিদেশী সংবাদ

২৯শে ফেব্রুয়ারী—ভারতের কুখ্যাত বন্দী [illegible] ভারত সরকারের [illegible] করিবার জন্য যে আবেদন করিয়াছে তাহা [illegible]

১লা মার্চ—পাকিস্তান হইতে এক [illegible] ভারতের সংবাদপত্র [illegible] হইয়াছে বলিয়া পাকিস্তানী [illegible] হইয়াছে। এই [illegible] ভারতের [illegible] অনাবশ্যক [illegible] সম্পর্কে [illegible] হইয়াছে।

২য় মার্চ—মস্কো পুলিসের [illegible] ভারতের [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে।

৩রা মার্চ—[illegible] ভারতের [illegible] করিবার জন্য [illegible]

৪র্থ মার্চ—[illegible] ভারতের [illegible] করিবার জন্য [illegible]

৫ই মার্চ—[illegible] ভারতের [illegible] করিবার জন্য [illegible]

৬ই মার্চ—[illegible] ভারতের [illegible] করিবার জন্য [illegible]

৭ই মার্চ—[illegible] ভারতের [illegible] করিবার জন্য [illegible]

৮ই মার্চ—[illegible] ভারতের [illegible] করিবার জন্য [illegible]

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা ঃ বার্ষিক—২০ টাকা। ষাণ্মাসিক—১০ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা। ডাকমাশুল ঃ (সডাক) বার্ষিক—২২ টাকা ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা মুদ্রাকর ও প্রকাশক ঃ শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস ও প্রকাশন লিমিটেড, কলিকাতা—১। টেলিফোন ঃ ২৩—২২৪০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

# দ্বিতীয় পর্য্যায়

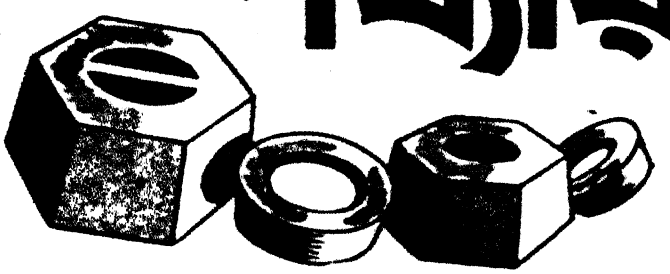

১৯৭৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে বেছে নির্দিষ্ট অঞ্চল ও রাজ্য সমূহের অভ্যন্তরীণ বিমানচিত্র এলাকায় এবং নির্বাচিত বাজারে মেট্রিক ওজন চালু করা হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ পরিবর্তনের জন্য দুই বছর সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এই দুই বছর সময় ১৯৮০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর শেষ হবে। তারপর এই সব অঞ্চলে মেট্রিক ওজন ব্যবহার বাধ্যতামূলক হবে।

ওজন সংক্রান্তের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করা সম্পর্কে এবং সমগ্র দেশের অবশিষ্টাংশে মেট্রিক ওজনের ব্যবহার সম্প্রসারিত করা সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরী করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সমগ্র ইউনিয়ন মেট্রিক ওজন চালু করা হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও নির্দিষ্ট মেট্রিক ওজন প্রবর্তিত হবে।

## মেট্রিক পদ্ধতিতে | পরিবর্তন করুন

সরলতা ও অভিন্নতার জন্য

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

DA 59/541

REG. NO. C. 2109

একান্ত নিজস্ব

# ত্রিশক্তিসম্পন্ন*

# ম্যাকলীন্স্

## পেরক্সাইড টুথপেস্ট

১ সব চেয়ে বেশী * পরিষ্কার করে।

আপনার দাঁতের ওপর স্নেহ-পদার্থের অপরিচ্ছন্ন ও বীজাণুযুক্ত যে আচ্ছাদন পড়ে ম্যাকলীন্স্ এর একান্ত নিজস্ব 'লিপরেড্' সলভেন্ট তার প্রতিরোধ করে এবং প্রয়োজন মত ফেনা দিয়ে এই আচ্ছাদন উচ্ছেদ ক'রে আপনার দাঁতকে আরও ফলপ্রদ ভাবে পরিষ্কার করে।

২ সব চেয়ে বেশী * সাদা করে।

ম্যাকলীন্স্ এর সুবিখ্যাত 'পেরক্সাইড' দাঁতের বিশ্রী দাগ ও ময়লা তুলে আপনার দাঁতগুলিকে ঝকঝকে সাদা করে তোলে।

৩ সব চেয়ে বেশী * রক্ষা করে।

আপনি যথার্থই অনুভব করবেন ম্যাকলীন্স্ এর অপূর্ব তাজা আস্বাদ দাঁতের মাড়িকে শক্তিমান করছে এবং অনিষ্টকারী বীজাণুকে রোধ করছে।

সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করে। * সবচেয়ে বেশী সাদা করে। সবচেয়ে বেশী রক্ষা করে।

*এই তিনটি গুণের অপূর্ব সমন্বয়ই ম্যাকলীন্স্ এর একান্ত নিজস্ব ত্রিশক্তি।*

আরও পরিষ্কার, আরও সাদা এবং আরও সুস্থ দাঁতের জন্য আজই ম্যাকলীন্স্ কিনুন।

# দেশ

৯৭ | শনিবার, ৫ই চৈত্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 19th March, 1960 মূল্য—৬০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ২০

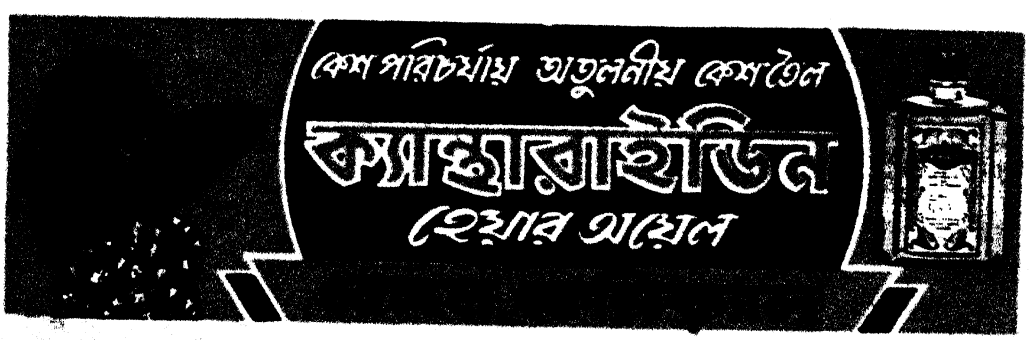

# আমাদের হস্তশিল্প

আপনি যদি ভারতীয় কারুশিল্পের তৈরী জিনিষই পছন্দ করেন তাহলে পাটনা কলম হাতি থেকে শুরু করে সব কিছুই আপনি পেতে পারেন।

শিশুদের তার সংযত অথবা হাতির দাঁতের কাজ করা অত্যন্ত ভারী আসবাবপত্র থেকে শুরু করে অত্যন্ত হালকা জিনিষের ওপর অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য, কোন কিছুই ভারতীয় কারুশিল্পীর পারদর্শিতা ও কল্পনাশক্তির বাইরে নয়।

মনে রাখবেন, হস্তশিল্পজাত এক একটি জিনিষ আপনি যখন কিনবেন তখনই আপনি আমাদের সাম্প্রতিক ঐতিহ্যের এই কুশলী কারিগরদের জীবিকানির্বাহে সাহায্য করবেন।

●

অন্তঃপক্ষে শ্রেষ্ঠতম শিল্পসমৃদ্ধ আপনার গৃহের অনেকখানি শোভাবর্ধন করবে। ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপুল বিস্তৃতির মধ্যে মনোনয়ন যা এবং সূক্ষ্মদর্শক নজরে সাধারণ মাটির পাত্র থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত দামী প্রস্তর পাত্রও সব রকম জিনিষই পাবেন।

আপনার গৃহকে সুন্দর ও অভিনব করে তুলুন

## হস্তশিল্পজাত দ্রব্য

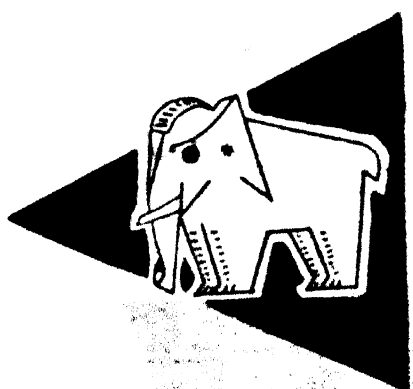

অখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ড

ভারত সরকার

| নূতন উপন্যাস | নূতন উপন্যাস | নূতন উপন্যাস |
|---|---|---|
| আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস<br>**সাত পাকে বাঁধা ৪॥** | বিমল করের নূতন উপন্যাস<br>**খোয়াই**<br>—শীঘ্রই প্রকাশ্য— | সতীনাথ ভাদুড়ীর নূতন উপন্যাস<br>**রেণু, তোমার মন ২॥** |
| **অবধূতের**<br>**দুই তারা ২-৫০** | গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সুবিস্তৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস<br>**বহ্নিবন্যা ৮॥** | প্রবোধকুমার সান্যালের নূতন ধরণের উপন্যাস<br>**বেলোয়ারী** ৭ম মুদ্রণ চলিতেছে **৭৲** |
| আশাপূর্ণা দেবীর<br>**বলয়গ্রাস** ৪র্থ মুদ্রণ চলিতেছে **৪।** | সুবোধ ঘোষের<br>**ছায়াসঙ্গিনী** ৩য় মুদ্রণ চলিতেছে **২৲** | অচিন্ত্য নিয়োগী ( স্বপনবুড়োর )<br>**গভীরগাঙ্ডা ৩৲** |
| প্রমথনাথ বিশীর নূতন উপন্যাস<br>কেরী সাহেবের মুন্সী ৩॥০ | গজেন্দ্রকুমার মিত্রের<br>প্রভাত সূর্য ৩য় মুদ্রণ চলিতেছে ৩৲ | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের<br>আরণ্য হিন্দু হোটেল ৪৲ |
| হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস<br>তরঙ্গের পর ৩॥০ | বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস<br>মিলনান্তক ৪॥০ | অমিয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস<br>পরিশোধ ৪।০ |
| নীহাররঞ্জন গুপ্তের সুবিস্তৃত ঐতিহাসিক নূতন উপন্যাস<br>**অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭৲**<br>২য় মুদ্রণ চলিতেছে | বিশ্বম্ভরের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নূতন উপন্যাস<br>**উত্তর ফাল্গুনী ৬॥০**<br>২য় মুদ্রণ চলিতেছে | |

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



জন্মদিনে বিবাহে উৎসবে প্রিয়জনকে কি উপহার দেবেন ?

এমন কিছু নিশ্চয় কিনে দেবেন যা ছেলে বুড়ো সবাই উপভোগ করে,
যার ছবি দেখে ছেলেরা ছবি আঁকতে শেখে, যা পড়ে
সুখপাঠ্য ভাষায় লেখা গল্প পড়ার আনন্দ হয়, যা
সুদিনে কুদিনে উৎসবে বাসরে সবার সঙ্গে পড়া চলে—

ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, শ্রীল কবি কৃত

**বাল্মীকি-রামায়ণ**

সারানুবাদ : রাজশেখর বসু। ১৮শ সংস্করণ
মূল্য : আট টাকা

ভারতের মহত্তম ইতিহাস সাহিত্য, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত,

**মহাভারত**

সারানুবাদ : রাজশেখর বসু। ৫৫শ সংস্করণ
মূল্য : বার টাকা

**চলন্তিকা** ( অভিধান ) — রাজশেখর বসু ৬·৫০

পরশুরামের

| | |
|---|---|
| চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প | ৩·০০ |
| আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প | ৩·০০ |
| নীলতারা ইত্যাদি গল্প | ৩·০০ |
| ধুস্তুরীমায়া | ৩·০০ |
| হনুমানের স্বপ্ন | ২·৫০ |
| গড্ডলিকা | ৩·০০ |
| কজ্জলী | ২·৫০ |
| গল্পকল্প | ২·৫০ |
| কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প | ২·৫০ |

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

# প রি চ য়

জীবনের আর এক অধ্যায়। শুরু শেষ জানি না। তবে চলেছি। কোথায় চলেছি জানি না। শুধু জানি বাঁচতে হবে। যেমন করেই হোক, টিকে আমাকে সংসারে থাকতেই হবে। অনেকদিন হলো ভূজঙ্গেশ্বর ছেড়ে কোলকাতা এসেছি। জুটে একটা চাকরীও গেছে। রহুনাথ সরকারের চায়ের দোকানে আনাগোনায় কিছুদিনেই কলকাতার জীবনে চাকরী পাওয়াটাই হলো সব চেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু চাকরী পাবার পর সে যন্ত্রণা আমার পালাতে পেরেছে। শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের, সুযোগ সুবিধে মতো চাকরী একটা পাওয়া যায়। বেঁচার জীবনে তিতিক্ষাও জোটে। দুঃখের হলেও মহানগরী কোলকাতায় বুকে আমাদের মতো সাধারণ চাকুরীজীবদের পক্ষে একটা ভাড়ার বাড়ী পাওয়া। এমন নয় যে কোলকাতা শহরে বাড়ী নেই, কিম্বা মালিকেরা তা ভাড়ায় দেয় না। বাড়ীও আছে, ভাড়াও পাওয়া যায়। তবে অনেক পাঁচশ টাকার ওপরে অফিসারদের জন্য নয়।.....

দাদার সংসার বেড়ে গেছে। বুড়ো মা এখন তো একেবারে বেকার বসে। অফিসের তুলনায় আমিই আছি। সংসারের প্রতি কঠিন শাসনের আমারও দিন এসেছে। মা এখন আমার সঙ্গে চলনসইগোছেই থাকেন। কোলকাতা থেকে ৪০ মাইলের ওপর। কি আর করা যাবে, সহরে যখন জায়গা নেই তখন সহরতলীতেই থাকতে হবে। লোকাল ট্রেন ছেড়ে প্যাসেঞ্জারী ধরি। সকালে আটটায় গাড়ী ধরতে হয়। মিটার ছাড়া। মাকে বুঝে শুটো ভাত পুড়ে দেবার পরে ছুটি। গাড়ীর ঝুলার মিনিট আগেই পৌঁছুই। তবে একদিন না খেলেও চলতে পারে, কিন্তু অফিসের বেলা হলে আর রক্ষে নেই। ঘড়া করে "লেট মার্ক" হয়ে যাবে। আমার আমার মেইটাই সবচেয়ে বড় ভয় কিনা.....

ছেলী প্যাসেঞ্জারের দুর্দশার কথা আমার বলা নিষ্প্রয়োজন। বসবার জায়গা পাওয়া তো স্বপ্নের অতীত। স্কুটি-বেঙ্গল লিঙ্কারদের আর হ্যাপেন্ডেন্স বহার অধিকারে মিলেই টুমুল কাণ্ড হয়ে যায়।

ঝুলতে ঝুলতে কোন মতে এসে হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। তবে সেই থেকে সবার আগে বেরুবার তাড়াহুড়োতে অনেককেই হাতের ছাতি লাঠি ভাঙাতে হয়। কিডের চোটে পায়ের চাঁটি ছিঁড়ে আমাকে একদিন খালি পায়ে অফিস ছেটে হয়েছিল। একা হলে হয়ত ভোগান্তি ভোগেই থাকতাম। দুশ্চিন্তা হয়েছে মা-কে নিয়ে। বুড়ো মানুষ! বন্ধ ঘরে সইটেও পারি না, আবার ছিড়ে বেরুতেও পারছি না। একটা শুটো প্রাণ নয়, আজ ভাড়াই বছর ধরে চেষ্টা করেও একটা ঘর ভাড়া পাইনি। লোকাল ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো, চোখেই আমি তীব্র ট্রেন অফিসটাকে আমি বাই।.....

* * *

ভৈরবের ঘটনা। অফিস ফেরৎ বাড়ি ফিরছি। এস্‌প্ল্যানেডে ট্রামিনাসে আসি হাওড়ার ট্রাম ধরবো বলে। হঠাৎ একখানা হাত পেছন থেকে কাঁধে এসে ঠেকলো। কি ভাবা ভিমিতে পারেন? আমি তো অবাক! এতদিন এতদিন পরে আমার যে সরকার মশাইয়ের দেখা পাবো ভাবতেও পারিনি। 'মানিক দুই মুখ থেকে কথাই সরছে না। বিস্ময়ে আর আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেছি। আমি রহুনাথ সরকার। সেই যে ভূজঙ্গেশ্বরের চায়ের দোকান মনে পড়ে? সবই মনে পড়ে সরকার মশাই, সে কি আর ভোলার কথা। সত্যিই অপ্রত্যাশিত এখানে এভাবে দেখবো ভাবতেই পারিনি। কয়ে যে খুশী হয়েছি বলে বোঝাতে পারবো না। সরকার মশাই মুচকি হাসলেন। আমি তো চলেছিলাম বুঝি ভিমিতেই পারেন নি। আরে চলুন কথা, কোথায় চলেছিলেন? ট্রামের অপেক্ষা করছি। হাওড়া যাবো। চলুনসময়ের ধাক্কি। দোকান তুলে বসতেছেন কবে। চলুনসময় এই সময়ে কি আর কবি বলুন। চাকরী একটা তাহলে হয়েছে। তবে কোলকাতা সহরে আমার ভালো লেগে হয় বাড়ী নেশা নেই। মানুষ নিয়ে তো আর সুন্দরবন থাকতে পারি না। কবে ও-সব কথা পরে আসবে—এখন চলুন আমার সাথে। "কোথায়?" আমারবাড়ী। আমার বন্ধুবেরবাড়ী পুজোর ছুটিতে আমার সবাই এখানে বেড়াতে এসেছি। ছুটি কাল্পর বাড়ী থাকতে আমার উচিতে তোধার। "কিন্তু বড় বেরী হয়ে যাবে না? মা বাড়ীতে একা ভিমি করবেন। তাই বলছি আর একদিন যাবেন না না তা হতেই পারে না। একদিন মাকেতাকে তকলুফ হয়ে যাবে না। যা ঠিকই বুঝবেন ছেলে-ছোকরা বন্ধুবেরবাড়ীর সাথে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। চলুন চলুন। কিন্তু ..... কোন কিন্তু নয়। চলুন এক সাথে আপনার বন্ধু কাজ হবে। বিকেলের সময়ে পরিচয়টাও হয়ে যাবে। আর সরকার মশাইয়ের বাকে ঘন ছেলেমেয়ের বাড়ীতে আপনার জন্য একটা ছাড়েরও ব্যবস্থা করে নেবো। এবার কিন্তু "নো" কোন কথা শুনবো না। বাড়ীর ব্যবস্থা হয়ে আবার এর পরেও কি আমি না বলতে পারি।.....চমৎকার ছেলে চমৎকার বন্ধু। তবে হাঁ সরকার মশাইয়ের ছেলে বন্ধুরাই বটে। সরকার মশাইকে তবু খানিকটা চেনা চেনা লাগে। হয় মশাই একবার মুখ খুললে হয় আবার কথা কিনে পারেন। হাকুনো। তবেই হলো। হয় মশাই জামাইয়ের কথা আমার বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে আমায় রাখতে রাজী হলেন। সিনেমায় মোটামোটা বলতে হবে। সরকার মশাইকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই। হাত ধরে বাড়িয়ে ভেতর থেকে ডাক আসার আগে মশাই উঠে গেলেন। বাবা! বাঁচা গেল। এবার মনে হয় সরকার মশাইয়ের পালা। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। এখনও সরকার শিল্পীর সাথে পরিচয়টা হলো না। আবার আগে আর একবার বলে রেখা ভালো। সরকার মশাই সবই তো হলো, তবে শিল্পীর যে ঠিকমত ফেরার গাড়ীটি নেই। কি ব্যাপার? ফার্স্টক্লাস পড়ুয়ার মতো। ফার্স্টক্লাসে পড়ুবের কেন, ঐ যেখানে ...ইঞ্জিনটা থাকে ঐখানে থাকার নিয়ম করে ঢুকেছেন। বন্ধুরাই শিল্পী। ঠিক না ধরেছি। আচ্ছা সরকার মশাই—এতে আপনার কি সরকার ছিল? ওদের কাছে, শুধু বিয়ের কথা বলেছেন? বিয়েটিয়ে নয়, আপনার কথা বুঝানোর জন্যে থাকার কথা বলেছেন। ওদের ভিমির মুখটা শুকিয়ে যেতে দেখে —এই বিপদের কথা শুনে ওদের জন্য আমার সত্যি সরকার কিন্তু এর কারণ আপনিই সাক্ষিদার হয়েছেন। সত্যিই আমার সত্যিই কিছুই করি নি। সরকার মশাই সবই করেছেন। এর ভিমিটাও হয়তো ভিমি কিছু ভুলের সাথে মিলে একটা ভিমির সম্পর্ক ভুলের ফলে সেখানে ভিমিতে ভিমি ভিমি নয়। আমার ভিমি ভিমি ভিমি

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আচার্য ক্ষিতিমোহন— | ... ... ... ... | ৪৮৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... ... ... ... | ৪৯০ |
| বৈদেশিকী— | ... ... ... ... | ৪৯১ |
| আলোচনা— | ... ... ... ... | ৪৯৩ |
| ভুল—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | ... ... | ৪৯৭ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র | ... | ৪৯৭ |
| তারপর (কবিতা)—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | ... | ৫১১ |
| কুহক (কবিতা)—শ্রীসুমিত্র বসু | ... | ৫১১ |



## প্রকৃতি শ্রী

স্বনির্বাচিত গল্পগ্রন্থ :
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে
প্রতি খণ্ড ৪·০০

তারাশঙ্কর ঃ প্রেমেন্দ্র ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ অচিন্ত্য ঃ প্রবোধ বসু ঃ নারায়ণ ঃ বুদ্ধদেব বসু ঃ বিভূতি মুখোঃ ঃ সৈয়দ মুজতবা আলী ঃ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ঃ বিমলাংশু ঃ রাধারাণী দেবী

## ৭টি ফাস্তুনের বই :

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস **জলপ্রপাত** ২·৭৫ সমরেশ বসুর উপন্যাস **গান্ধর্ব** ৩·৫০
ধনঞ্জয় বৈরাগীর নতুন নাটক **রজনীগন্ধা** ২·২৫

### সম্প্রতি প্রকাশিত (কার্তিক হইতে মাঘ) :

[illegible]

### আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

[illegible]

### আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার মতামতের কতকাংশ :

[illegible] —আনন্দবাজার।

**ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ**
গ্রাম ঃ ঘনশ্যামদাস ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন ঃ ৩৪-২৬৪১

**রবিনসন্স**

**'প্যাটেন্ট' বার্লি**

খাওয়াবার

এই ত সময়

ইহাতে প্রোটীন আছে যাহা হাড় ও দাঁত গঠনে সাহায্য করে। ইহাতে শ্বেতসার আছে যাহা শক্তি যোগায়। ইহাতে লৌহ আছে যাহা রক্তকে লাল করে। ইহাতে ভিটামিন আছে যাহা স্বাস্থ্য ভাল রাখে। ইহা সহজে হজম হয়। ইহাতে প্রোটীন বেশী শ্বেতসার আছে যাহা শক্তি যোগায়। ইহাতে লৌহ আছে যাহা রক্তকে লাল করে। ইহাতে ভিটামিন আছে যাহা স্বাস্থ্য ভাল রাখে। ইহা সহজে হজম হয়।

এই বার্লিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন ফি-পি ও ১.৫% ফিটা ফ্রিপ্স-এর সংমিশ্রণ আছে।

এ আর্মিস্টার্ড এণ্ড কোং কলিকাতা ২০-৩৩

নৈমিত্তিক খাটুনীতে আপনার শরীর ক্লান্ত হয়...অবসন্ন, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করেন...এর কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি আপনার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী আপনি ব্যয় করেন। আপনার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার...আপনার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

## আবার আশ্চর্য্যজনক সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটী সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সহস্র স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরা নিয়মিত এটী নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনভাবে প্রস্তুত—নীরোগ পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের জন্য, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অফিসের কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর দ্রুত স্বাস্থ্য ফেরৎ পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

চমৎকার সুস্বাদু

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড**

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| অরণ্যের আরো এক নাম (কবিতা) | —শ্রীকল্যাণী চৌধুরী | ৩১১ |
| মহাকবি গালিব ও তাঁর বাই | —শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩১৩ |
| প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | | ৩২১ |
| বাইশে শ্রাবণ—শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু | | ৩২৯ |
| নিজের হাতের সৃষ্টি—শ্রীউমাপদ চৌধুরী | | ৩৩৩ |



শ্রীগুরুদাস চট্ট-

## ইতিহাসের মুক্তি

[illegible]

## নদীপথে

[illegible]

## কাব্য-জিজ্ঞাসা

[illegible]

বিশ্বভারতী

[illegible]



সদ্য প্রকাশিত অন্যান্য বই

ইলিয়া এরেনবুর্গের

নবম তরঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড)

[illegible] Ninth Wave-এর অনুবাদ

অনুবাদ : মহা মুখোপাধ্যায়

৫৬০ পৃষ্ঠার বই। আগামীকাল প্রকাশিত হবে।

মূল্য : ৬ টাকা

প্রথম খণ্ড

অনুবাদ : সোমনাথ লাহিড়ী

১৮৬ পৃষ্ঠার বই। ৪.৫০

সংস্কৃতির ইতিহাসে

১৮৫৭ ও বাংলা দেশ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শীঘ্রই আগামীকাল প্রকাশিত হবে। ২.৭৫

অনুবাদ-সাহিত্যের অন্যান্য বই

তারাশঙ্করের কুশপুত্তলিকা

ইতিবৃত্ত ১.৫০

শিবরাম চক্রবর্তীর

বুড়োবয়সে বাঁচি

কাহিনী ৩.৫০

বিমলাংশু প্রকাশের

বাঁচি প্রবাহিনী তীর ১.০০

সাগরে মিলায় তীর

(২য় খণ্ড) ৬.০০

সোভিয়েট অনুবাদগ্রন্থাবলীর

ইস্পাত ৬.৫০

[illegible]

স্যাটাকাম ১.০০

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নতুন বই

সুবোধ ঘোষের

# ভারত প্রেমকথা

এ-কালের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি
নিজে পড়ুন — প্রিয়জনকে পড়ান

সপ্তম সংস্করণ

দাম : ছয় টাকা

নতুন সংস্করণ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

# প্রেমের গল্প

বিশ্বসেরা বাছাই করা ১১টি
প্রেমের গল্পের সোনার সংকলন

দাম : চার টাকা

অন্যান্য উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| শতাব্দীর সূর্য | ॥ | সুবোধ ঘোষ | ॥ | ৮·০০ |
| রূপসী রাত্রি | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৫·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৪·০০ |
| প্রেমের গল্প | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৪·০০ |
| প্রচ্ছদপট | ॥ | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ॥ | ৩·৫০ |
| তিন পুরুষ | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ৩·৫০ |
| মনের মানুষ | ॥ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | ॥ | ৩·০০ |
| বিবেকানন্দ চরিত | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ২·০০ |
| গল্প-সংগ্রহ | ॥ | সরলাবালা সরকার | ॥ | ২·০০ |
| চিন্ময় বঙ্গ | ॥ | আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন | ॥ | ৪·০০ |
| সাহিত্যের সত্য | ॥ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ॥ | ২·৫০ |
| দুস্তর মরু | ॥ | প্রবোধ | ॥ | ৩·০০ |
| বিদূষক | ॥ | নরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় | ॥ | ২·৫০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | ॥ | সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার | ॥ | ১·২৫ |

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

---

আর দেরী নেই —

বৈশাখে লিখছেন

**তারাশঙ্কর** — ধারাবাহিক উপনাস

**নীহার গুপ্ত** — সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস
রহস্যভেদী কিরীটী

## ছায়াপথ

বিশ্ববিখ্যাত

**যাদুকর পি. সি. সরকার**

বনফুল-এর বড় গল্প, পরিমল মুখোপাধ্যায়ের মহাশ্বেতা ও হরিনারায়ণের গল্প—ডাঃ নগেন দে—সম্পাদিত কলহ—গরমিল

বঙ্গের মাসিক পত্র

# নব কল্লোল

প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৬৭

আর লিখছেন

**উত্তমকুমার** — নিজের জীবনী
"হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর"

—তাছাড়া বিশেষ আকর্ষণ—

**পঙ্কজ মল্লিক**
স্বরলিপি

সিনেমা চিত্র এবং আরো অনেক কিছু

● প্রতি সংখ্যা টা. ১·২৫ ন. প. ● ষাণ্মাসিক টা. ৭·৫০ ন. প. ● বার্ষিক টা. ১৫·০০

GOVERNMENT LIBRARY

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বিজ্ঞান বোচরা— ... | ... ... ... ... | ৩৫৯ |
| চীনেবাদাম— | ... ... ... ... | ৩৬০ |
| বিশ্ববীথিচিত্র— | ... ... ... ... | ৩৬১ |
| জানবার কথার সূচীপত্র | —শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | ৩৬৩ |
| পুস্তক পরিচয়— ... | ... ... ... ... | ৩৬৭ |
| চিত্র প্রদর্শনী— | ... ... ... ... | ৩৬৯ |
| রঙ্গরসে—চন্দ্রশেখর | ... ... ... ... | ৩৭০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | ... ... ... ... | ৩৭২ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | ... ... ... ... | ৩৭৩ |



সুধাংশু গুপ্তর নতুন উপন্যাস!

প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত অধীরচন্দ্র সরকার
এম-এ, বি-এল, কাব্যতীর্থ, সাহিত্যরত্ন

# রূপসী নগরী

• মূল্য পাঁচ টাকা •

নগর অঞ্চলের কারখানা থেকে শুরু করে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত অনায়াসে চলে-ফেরা করে এই উপন্যাসখানির পরিচয় ও চরিত্র-সাধারণের বিভিন্ন বিশিষ্টতাগুলির সৌন্দর্য। অথচ কথার সরলতা বজায় থাকায় সমস্ত সার্থক ছিল। —মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসে সুধীজনের

• •

•

ঔপন্যাসিক কথাশিল্পী
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

# সমুদ্র মানুষ

পরিচয়ের মুখে কারও নিজ-বাড়ি ছাড়া-ঘর, সমস্ত থেকে সমস্ত হারানো ছেলেরা ছোকরা-ছোকরা বয়ে, হারানোও জীবনে ছেলে বয়ে হারানোও এর ভেতর ঐশ্বর্যের তারতম্য থেকে ছেলের কাজ করেছে। নিজে ছু ছোকরারা, ছেলে সকলেরই এক জাত, এক বয়স। কিন্তু ওদের ভেতর কাল, বাঁচা, পাপ, পুণ্য, ধর্ম, ধারণা সবই নিজের হাতে নিজে তৈরি হয়—কেউ না কাউকার দেওয়া ছাঁচের তৈরি কারও নেই। নিজে পরিচয় আর নিজের চরিত্রের বিশিষ্টতা নিয়েই এই সাহিত্যাকীর্তি একদা দর্শনের মর্যাদা পুরস্কার লাভ করেছে। ৫·০০

বিশ্বাস ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ১ কলিকাতা—১২

(নি-৩১৭২)



শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

# সপ্তপুরা ২·৫০

• অনুরোধ রক্ষা •

বাংলাদেশের পাঠকসমাজের প্রেমে আমাদের অনেকেরই [illegible] হয়েছে। [illegible] নিজের [illegible] করেছেন। কিন্তু তিনি যে সাহিত্যে [illegible] সেটা [illegible] হয়েছে এই উপন্যাসখানি পড়লে। [illegible] করে। [illegible] আমাদের এ [illegible] সাহিত্যে [illegible] নিয়ে [illegible] আমাদের [illegible] করে [illegible]

[illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

# মোহন সিরিজ

(১) মোহন (২) রক্তাক্ত মোহন (৩) মোহন ও আমি (৪) মোহন নিখোঁজ (৫) আবার মোহন (৬) মোহনের মরণ (৭) নকশাল মোহন (৮) মোহনের জন্মকাহিনী অন্তর্ধান (৯) মোহনের প্রত্যাবর্তন (১০) সাবাসী মোহন ইত্যাদি। নূতন প্রকাশিত

(২০৯) আবার মোহন-চপলা

(২০৬) মোহন-চপলা সংবাদ

প্রত্যেকটি বই ২,

ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যালের নূতন বই

চীনের নব-নায়ক

দুলের হীরার হুল

মৃগয়ে দাওয়াই

অদৃশ্য সংগ্রাম

সাংঘাতিক উইল

আর্ম্মেনিয়ার মর্ম্মভেদ

ভীষণ বিভীষিকা

নরপশু ও নাতালী

বিসর্জ্জনের পর

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত উপন্যাস

# নতুন দিনের আলো

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ২,

হাস্যরসী লেখকের নূতন উপন্যাস

নবরূপ-নবরস (রহস্য-উপন্যাস) ২,

বাঙলার মেয়ে ২

প্রেম ও খুন—কেবল গল্প ২

## বিশ্ব-পাঠিকা গ্রন্থমালা

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প সঙ্কলন

ফরাসী শ্রেষ্ঠ গল্প, ২য় সং ২,

জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ গল্প, ২য় সং ১৷৷০

ইংরাজী শ্রেষ্ঠ গল্প, ২য় সং ১৷৷০

ইতালীর শ্রেষ্ঠ গল্প, ২য় সং ১৷৷০

আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গল্প, ২য় সং ১৷৷০

রুশ-যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ গল্প, ২য় সং ১৷৷০

স্পেনের শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৷৷০

স্কেণ্ডিনেভিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প, ২য় সং ১৷৷০

# দেশে দেশে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্ব-ভ্রমণে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব পরিক্রমণ এবং নানা দেশ, জাতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই সংকলনটি মহামানবের মনোজ্ঞ। তাঁর এই ভাবধারা-সাধী তাঁর বিশ্ব-সঙ্গীত হতে সংগৃহীত—তাঁরও সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া এই গ্রন্থে। ডাঃ শ্রীসুশীল-কুমার দে-র ভূমিকা সম্বলিত। মূল্য ২,

## শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য

## অলৌকিকী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নবতম

## মরণের পরে

## ওপার থেকে আসেন

## মৃত্যু-হীন প্রাণ

## ওপারের আলো

## ভূতে পাওয়ার কাহিনী

## অঘটন যা দেখেছি

## পরলোকের বিচিত্র কাহিনী

## পরলোকের গল্প

## শরৎচন্দ্রের জীবন উপন্যাস

## রবীন্দ্র-স্মৃতি ৩৷৷০

## শেষ পর্য্যন্ত ৩৲

## বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন

সত্যাগ্রহ-স্মৃতি ২,

স্ত্রী-ভাগ্যে ২, কাঁচা ও পাকা ৩,

মোপাসাঁর এ লৌকিক প্রেম ৩,

বাবলা ২৷৷০ ভাঙন ২৷৷০ মহুয়া ২৷৷০

স্রোত বহে যায় ৪,

বাঁচতা ৩, দুর্জ্জয়ন্তী ১৷৷০

সোনার কাঠি ২, জালো-ভাষা ২,

মেঘ কন্যকুমারী ২, কালরাত্রি ১৷৷০

কাশী ভাস্কর ১৷৷০ বন্ধু-বিচ্ছেদ ১৷৷০

সাধারণ পাঠকেরা কমপক্ষে দশ টাকার বই কি, পি-তে নিলে ডাক-খরচ লাগবে না।

শিশির পাবলিশিং হাউস ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

GOVERNMENT LIBRARY

DESH 40 Naya Paisa
Saturday 19th March 1960

## আচার্য ক্ষিতিমোহন

গাঁয়ে মাঠে মাঠে পদব্রজে ঘুরিয়া আচার্য তাহার প্রাকৃতিক জ্ঞানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার মতো এমন দেশ-দেখা চোখ অল্প লোকেরই আছে।

আর একটি বিষয়ে শিক্ষিতসমাজ সকলকে ঋণী করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের যে উপনিবেশমাত্রা শান্তিনিকেতন নামে প্রকাশিত, তাহার মূলে আচার্য রহিয়া গিয়াছেন। ইহার আশ্রয়েই রবীন্দ্রনাথ ধারাবাহিক উপনিবেশগুলি নির্মাণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঋণকারকে গ্রন্থত্বের করিয়াছে বাংলার রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যাখ্যাগুলি। রবীন্দ্রসাহিত্যের এমন ব্যাখ্যাটা আর কোথায় পাইব।

আচার্যের মৃত্যুতে শান্তিনিকেতনের আদি পর্বের শেষ সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল সত্য, কিন্তু ইহার নিষ্ঠাগুণে জীবনের শ্রেষ্ঠাংশটি রহিল শান্তিনিকেতনের সম্মুখে। আর দেশবাসীর সম্মুখে রহিল জ্ঞানগুরু রসসমুজ্জ্বল একটি পূর্ণ পরিণত জীবনের আদর্শ। আজ আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিতেছি আর তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের বেদনা ভাগ করিয়া লইয়া তাঁহাদের সান্ত্বনা দিতেছি।

## চলতি

সরকারী প্রচারের ভূত সর্বত্র বিরাজ করে বলে—বাঙালীর সবচেয়ে বেশী ভুলানো দেশে আছি। সেদিন পরিত্যক্ত বিদেশসচিব ঐশ্বর্যবাবু বাজেট প্রসঙ্গের আলোচনার অবসরে মন্তব্য করেন। তখনই একবার জনসাধারণের সামনে এই অভিযোগ করে শ্রীযুক্ত ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংকল্পগুলি প্রচারের উপযোগিতা জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য, কৃতার্থ হন নি। এরা নিতান্তই প্রচারবাদের মহিমা ঘোষণা করিয়েছেন; সংকল্পকালে কি ঘটে না ঘটে সে-সম্পর্কে পরিত্যক্ত সরকারের মতো মতে নেওয়াও হয় না, প্রচারও করা হয় না। তাঁরা যদি সত্যিকার অভিযোগ ন্যায়ের সাথেই থাকেন, তাঁদের আপত্তির কারণটা জানা হচ্ছে, তিনি না তাঁর সরকার কিন্তু কিন্তু ও জানাতে পারেন না। পরিত্যক্ত সরকারের এই অসহযোগে অবশ্য অন্তরালের একটা রাজনীতির পক্ষে নৈমিত্তিক মনে হয়ে প্রচার করা মুশকিল। আজ পরিত্যক্ত সরকারের হাতেই তাঁর প্রচারের ও অন্তরালের ধারা তুলনা না হলে বাজেটের উপযোগিতা সম্পর্কে স্থির ধারণায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। এমন কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে এপারের পক্ষে তাঁর কি সম্পর্কাবলীর পুরোনো কথা কি কিছু, কম এপারিচালন সংকল্পবাদের পরি কুঁচিয়ে। তবে শ্রীযুক্ত এরা কেন্দ্রীয় সরকারকে নৈতিক সমর্থনের মতো অন্যায় না পাবার কোনো যথার্থ কারণ থাকতে পারে না। শ্রীযুক্তের অন্তর্বাণীতেই অবশ্য বোঝা যায়। তবে কেন্দ্রীয় তাঁর অধিকার কেমন শ্রীযুক্তের নেই। বেতারে পরিত্যক্ত সম্পর্কের মন্ত্রী হবার কোনো অবশ্য জনসাধারণ তাঁর নেই—একথাটা স্পষ্ট করে শ্রীযুক্তের। অবশ্য সরকার অবশ্য শ্রীযুক্তের উপায়ন এর শ্রীযুক্ত সম্পর্ক কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা হয় ও শ্রীযুক্তের সঙ্গে সংকল্পবাদ সম্পর্কে পরামর্শ করতে আসবেন। আমরা আশা করব এই পরামর্শ নিছক ঘরোয়া সভার পরামর্শ হবে না। শ্রীযুক্তের অসম্মতি ও পরিত্যক্ত সরকারের প্রচারক হলেন্যাক্ষন যদি সংকল্পকারদের সঙ্গে যুক্ত না থাকে তবে সংকল্পবাদ কোনোকালেই সত্যিকার রাষ্ট্রনীতির রূপ নিতে পারবে না।

### ঐশ্বর্যবাবু রাষ্ট্রনীতি রবসম্পর্ক হয়ে উঠবে না

সংকল্পের ঐশ্বর্যাক্ত অংশগ্রহণের সেই কারণের সন্ধান আমরা পরিত্যক্ত সরকার ১২ ঘণ্টা বেড়েছে। সেই-জন্যই এই ঘণ্টা আমাদের পরিত্যক্ত হবার কথা নয়। তবে সরকারী পক্ষ থেকে যখন বলা হয় সেতুপ্রস্তুত জন্যে অমন ঘণ্টা ৫০ঘণ্টা ঐ অঞ্চলে ট্রেনগুলির চলে সেই সম্পর্কে ঐশ্বর্য ও ঐশ্বর্যবাবু এই কেন্দ্রে বোঝা যে সরকার চাইলে আমাদের সেতুর ব্যবস্থা করে উঠতে পারছেন না—তখন আমাদের ভরসা জন্মে কারকাটা বলার কথা থাকে। সেতুর ঘণ্টা ঐশ্বর্যবাবু ঘণ্টা এবং সাধন সাধন কৃষক সমাজের আমন্ত্রণ এর ঐশ্বর্যই সেখানে সেই ঐশ্বর্যবাবু পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সেখানে কৃষক সমাজের সুবিধা সেতুর প্রয়োজন রয়েছে। তা তা সে পরিত্যক্তসম্পর্ক বাজেটের বহুমান জন্যে ঐশ্বর্যের ওপর সেই জন্যে চলে সিদ্ধ চলবে না। পরিত্যক্তসম্পর্ক বিধানসভার ঐশ্বর্যবাবু এই সহযোগ প্রচারের সাধন আমরা একথা শ্রীযুক্তের বোঝাতে পারি। তবে শ্রীযুক্ত সেতুর শ্রীযুক্তবাবুর মাধ্যমেও এই প্রচারের সাধনাকর্তৃক প্রচারে সেই পরিত্যক্ত সম্পর্কে বোঝাতে পারেন। তবে নিছক পরিত্যক্তসম্পর্কে কোনো কাজ হবে না। সরকার পর তাই বর্তমান এর অসম্পূর্ণ বর্তমান জন্যে যে সেতুকর বার্তা বহনের তা যেন সার্থক হতে না হয়।

### ঐশ্বর্যবাবু সাধনাবাদী বেশি সাধিকার

বাজেটকার সাধনাবাদী বেশি সাধিকার যথা সরকারের অভিজ্ঞতা থেকে বাজেটারা, তাহাতে কৃষিতে এমন খানিকটা সাধন হয় যাতে ভোক্তার মেই। সাধনাবাদীর এই সমালোচনা হবার সাধারণতঃ এই কারণে যে, কথাটা সাধন ঐশ্বর্যও পরিত্যক্ত সম্পর্কে পারছে নাকর অথবা কৃষকসাধীর খাদ্যে ভোক্তাদের জন্যে সাধন মুখের ভাল খাবার অপেক্ষার নেই। যারা আমরা এখন এমনই ভোক্তা-সমাজের হয়ে পড়েছি যে আমাদেরকারীর সিদ্ধান্ত আমাদের সাধন। সাধনাবাদীর ভোক্তাদের সাধারণ সাধন ঐশ্বর্যবাবু ঐশ্বর্যের সাধন। কিন্তু সাধনাবাদীর সিদ্ধান্ত সমালোচনা সিদ্ধান্ত না হয়ে পড়ি না। ঐশ্বর্য ভোক্তাদের জন্য জনসাধারণ নৈতিক চরিত্রের সাধন করেছেন। জনসাধারণ কি করে ভোক্তাদের জন্য সাধন হয় আমরা তা বুঝতে চেষ্টা করছি। সাধনাবাদীর এই সাধারণ প্রচারণা ও ঐশ্বর্যবাদীর সাধনাবাদীর বৃদ্ধি সাধারণ হয়ে সাধারণ হয় জনসাধারণ ভোক্তাদের সাধন সিদ্ধান্তে ভোক্তাদের প্রথম হয়ে পড়ে, জনসাধারণ হয়তো কি পরিত্যক্ত বৃদ্ধি পড়ে তার জন্য ভোক্তাদের ভাগ্য সাধন সাধারণ ঐশ্বর্যবাদীর সিদ্ধান্তে ভোক্তাদের ঐশ্বর্য না হয়ে পড়ি। সাধনাবাদীর এই সাধারণ ভোক্তাদের সাধন ঐশ্বর্যবাবু ঐশ্বর্যের সাধন। কিন্তু আমরা জানি এমন ভোক্তাদের সাধন ঐশ্বর্যবাবু ঐশ্বর্যের সাধন।

GOVERNMENT LIBRARY Dehra

# বিদ্যাপীঠ


সুবোধরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

**স্মরণচিহ্ন** ৫·০০

জনপদটির ক্ষেত্রী কৃষ্ণকান্তের সে-বিখ্যাত কেশব সেনকে এনেছিল সেদিনে দুটি চরিত্রের মোকাবিলা করতে হয়েছে তাকে। চরিত্র দুটির একটি অবশ্য অবশ্য সাধারণ চরিত্র এই নিয়েই এই উপন্যাস। মোকাবিলা ৫,

সুবোধ ঘোষের

**একটি সমুদ্র** ৫·১০

এখানে-সেখানে ও বিদেশের বিভিন্ন দিনের টুকরো এই গল্প ও কাহিনীর কাহিনী। এদেশের নানান এলাকার মানুষ ও চরিত্রের আঁকা ও চরিত্র আছে ও চরিত্র চরিত্রে নানা চরিত্র এই গল্পগুলি চরিত্র।

বিমল করের

**অপরাহ্ণ** ৫·০০

উপন্যাস চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত এ-কাহিনীর এইবারই প্রথম দেখা হয়েছে যে আমরা চলতি বিশ্বের পরিচিতির আর পরিচয় করতে আমাদের বিশ্বের বাস্তবের চরিত্র সম্পর্কে চরিত্রের মোকাবিলা। মোকাবিলা ৫,

প্রফুল্লের ঘটকের

**রাধী বৌ** ৫·০০

চরিত্রের যার মোকাবিলায়ের এমন একটি নয় যার সাধন চরিত্রের আর আমরা মোকাবিলা ও আমরা আমরা চরিত্রের ও চরিত্র চরিত্র চরিত্র

বিরুদ্ধেও চীনা আপত্তি শুনা যেত। শ্রী চৌ এন-লাইয়ের এবারকার আগমনকে ভারতে অনেকে যে স্বাগত করবে না, এ-সংবাদ তিনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু তাতে তিনি দুঃখেপ করবেন না। তবে উদাসীনতা বাড়বে বরঞ্চ। কিভাবে হয়তো না হতেও পারে। বিশেষ করে একটি সম্ভাবনা আছে, যা উপেক্ষা করা ভারতের পক্ষে কঠিন হবে। শ্রী চৌ এন-লাই ভারতে এসে তাঁর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আলোড়নাত্মক কোনো রকম বিদ্বেষের প্রদর্শন হবে না বলেই জানা যায়। কিন্তু এটুকু জানের ভিত্তিতে সম্প্রতি যে ভিত্তির সম্পর্কিত রদবদলের হাওয়া বয়ে আছে, সেটা চীনা সরকারের কাছে নিশ্চয়ই একটা অত্যন্ত আশান্বিতকর ব্যাপার বলে বিবেচিত হবে। এই কনফারেন্সে পশ্চিম এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিত্তিয় দেশ থেকে প্রতিনিধিদের যোগ দেওয়ার কথা আছে। কনফারেন্সটি বে-সরকারী কনফারেন্স হলেও হয় পারে, নিশ্চয়ই খুব সামান্য হবে না। ভিত্তিয়েট্নাম সমস্যার সমাধান এবং ভিত্তিয়ে সম্পর্কে চীনা সরকারের নজরে পড়িয়ে সম্মেলনটি হচ্ছে সম্মেলনের উদ্যোক্তা। এই সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজনের পূর্বে চীনের যোগ দেওয়া না দেওয়া এবং কতটা যোগ দেওয়া সরকারের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন এই সম্মেলনকে একেবারে মন করে দিতেও সরকার পারেন না। বিশেষ করে যখন থেকে মনে হচ্ছে এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য প্রধানতঃ চীন ভারতের মধ্যে কতটা কি ভিত্তি প্রস্তুতি হয়েছে তার ভিত্তি না দেখে চীনের পক্ষে সোজা সুজি যোগ দেওয়া কঠিন। সেইজন্য আমরা বিশ্বাস করি যে, চীনের পক্ষে সম্মেলনে যোগদান একেবারে অসম্ভব হবে না। তবে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের দিক থেকে চীনের যোগদানের জন্য কতটা আগ্রহ আছে, সেটা বিবেচনার বিষয়। ভারত ও ইন্দোনেশিয়া সম্মেলনের উদ্যোক্তা হলেও চীনের যোগদান ছাড়া সম্মেলন সার্থক হবে না। এবং চীনের যোগদান সম্মেলনের সার্থকতার পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং চীনের যোগদানের জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের

# আলোচনা

শরদিন্দুসংখ্যা বিষয়ক সংবাদ


পুরোনো ক্যাটালগের অনেক বই বাতিল হয়েছে; নতুন বই অনেক যোগ হয়েছে।
॥ নতুন ক্যাটালগের জন্য লিখুন ॥

॥ নব প্রকাশিত ॥

তারাপদ চৌধুরীর নতুন বই

মুক্তবন্ধ

বিদ্যুতের কথন থেকে যে গল্প হলো, আলোর বাঁধনে তার পরিণতি। গল্পগুলির ভাষা ও বাঁধন এবার ছোট ছোট ঘুরোয় তথা ব্যাপ্ত হলো। এই গল্পগুলি জীবনের একান্তরাতি সংসর্গের সার্থকতম সংকলন।
॥ দাম তিন টাকা ॥

সরোজনাথ ঘোষালের নতুন বই

পত্রলেখার বাবা

পরিচিত চরিত্রগুলি এক অনায়াস দক্ষতায় থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন লেখক সংসারযাত্রার বিশ্লেষণ করতে। বিশ্বের উপন্যাসের গল্পটি ফোলাহাসের তিনি অনন্য। গল্প হয় ও গল্প, এপারে ফোলাহাসে তাঁর এই ছোট গল্পের সংকলন অতীব মূল্যবান। ॥ দাম চার টাকা ॥

ঔপন্যাসিক সুবোধ ঘোষের

জর্জ বার্নাড শ

[illegible]

[illegible]

বুদ্ধদেব বসুর নতুন উপন্যাস

নীলাঞ্জনের খাতা

[illegible]

রাজনৈতিক সমাজের নতুন উপন্যাস

মনামী

[illegible]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের | | | | |
| একটি রাত | ৫·৩০ | ॥ | জন্মান্তর | ৫·০০ | ॥ |
| জাদুকরী | ৬·০০ | ॥ | বিষকন্যা | ৬·৩০ | ॥ |
| রাজপথ | ৬·৩০ | ॥ | বিশ্বত বিষ | ৫·৩০ | ॥ |
| ছদ্মবেশী | ৫·৩০ | ॥ | ছোট গল্প | ৩·০০ | ॥ |

॥ রাজপথ নাটকে [illegible] ॥

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

যাহলোপ ও হলোকেন্দ্র হয়েও পাঁচমুখের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি সম্ভব হচ্ছে; অর্থাৎ মুখ-ভাল-পদের সোমেট্রিকে থেকে পাঁচমুখকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে পার্থক্য যথেষ্ট আছে।

ইন্দুমতী মেয়েটির উপর ফোকাস পড়ছে যে পারফর্মটি ফুটে ওঠে, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন তাকার, ইনস্টিংটিভ অ্যাক্টিংএর জন্যে এবং পাত্রকার বিশেষ অনুশীলন ও নিষ্ঠাবত্তার ফলে। প্রত্যেক রিহার্সালে এবং নিত্যবদল পারফর্মে তেমনি করেন বলে তাঁর পার্ট পারফর্মেন্সের হয়ে ওঠে। এই পার্টটি সমস্ত রকম পাশের বেকারেই সমভাবে ভালো পুতুলের—শুধু মাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের নয়।

ভূপিন্দরসিং বলেন যে, ভূপিন্দ্রপ্রচুরের কথাটির সঙ্গে আমি কোন বিষয়ে আলোচনা করে বলে তাঁর নয় এবং এই সূত্রে বহুবার ব্যবহৃত অভিজ্ঞতার ভূপিন্দ্রপ্রচুরের কথাটি অসংগত মনে করেন। বর্তমান পারফেক্ষক পারফর্ম প্রসঙ্গে সেই কথাই বলেন যে, এর পূর্বে আমি কোন কথা বলেন। বলাই উচিত।

এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মোবের চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ সুধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঐতিহ্য রক্ষা ও পরিবর্তের বিষয় আলোচনা করে তথা কথিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের পারফর্ম বিষয়ে কিছু বলে নেই। ভূপিন্দর একটি অনুষ্ঠানে বলেন আমি কোনো গান গাইবার ঠিক সময়ের কিছু বলেছিলাম মাত্র।

একথা আরো জোর দিয়ে বলা যে, যে সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ না হয়েও গানের সৃষ্টির মধ্যে অবহেলা অনুভব করেছেন তাঁদের সঙ্গীত পরিবেশন করবার ঠিক একটি ভাগীদার করেন। এঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সকলেরই নিন্দক। এঁরা কোন সময়ের ঐ ভাগীদার কিছুর নিয়ন্ত্রণ মেনে চলবেন এমন আশা করা উচিত হবে না।

দেশ পত্রিকার গত ২১শে জানুয়ারি ১৯৮৩ সংখ্যায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মোর বিশ্লেষণের ভাল জায়গায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'বিশ্লেষণের দৌরাত্ম্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতিহাস প্রসঙ্গে ভূপিন্দর পরিবর্তন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আসল এই জায়গায় যাওয়ার এবং জানি না শ্রী ঘোষ জানেন কি না যে, তেমার কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রসঙ্গীতের লক্ষ্যসঙ্গীত অনুষ্ঠান করেন। ইন্দিরাদেবী শ্রীনাইটিংগেল্স্ যেমন ঠিক এই কথাই বলে ছিলেন। (পরিচয়ের পরিচয় ১৩৯০ পৃ. ১১) ইন্দুমতী কবিতা রবীন্দ্রসঙ্গীতে এই সমাধান সমাধান প্রকাশ করেও জন করেন যে নিষ্ঠাবান পারফর্মে এমন হবার কথা নয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন 'ভূপিন্দর তাঁর গান করেন ইতিহাস রবীন্দ্রসঙ্গীতের এবং তথাকথিত সমালোচ মতো ভূল হলে তথ্যের—হয় সমর্থন জানাই।

শান্তিনিকেতনে ঠাকুর রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্যে যে ছিলেন তা নতুন করে বলতে হবে। তিনি কিন্তু সব রকমের গানই গাইতেন। আমার বিশ্বাস হয়ত আধুনিক গান প্রচারে থাকলে তা না গাইবার মত সেন্টিমেন্ট হয়ে ছিল না। 'আধুনিক গান' কথাটি অবশ্যই ভালো তবে থাকতে পারে কিন্তু ভালোর অভাবও নেই। সাধারণত তিনি একবার গাইবার এক সুরেকার ইতিহাস বলা ইতিহাস নয়েই প্রচারিত হয়। কিন্তু এই বাঁধা সত্যের ভাঙ্গা প্রয়োজন হওয়া উচিত সত্যও হবার। হিসাবে বহুর গান আধুনিক সঙ্গীত বলেই পরিচিত, আমার শ্রীকণ্ঠ মোর বাঁধের গাওয়া গানগুলিও ঐ পর্যায়ে ফেলা হওয়া পরামর্শের নেই। আধুনিক সঙ্গীতের প্রতি প্রথমে বিশিষ্ট না হয়ে বরং বিশেষজ্ঞই গায়ক গান হয়ে বলা উচিত।

বিশ্লেষণের কথা এই যে, যে সকল বিশেষ রবীন্দ্রসঙ্গীতের কয়েকটি ইতিহাস পাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেকর্ড (ওপেন হোক কে যাই হোক) কি করে বিশেষজ্ঞ হয়ত অনুশোচনা পাওয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্রসঙ্গীতবিশেষজ্ঞ পারবে সম্ভবপর যদি এই মধ্য থাকতেন, তা নিশ্চয়।

ইন্দিরা এ প্রসঙ্গে specialization-এর কথা বলেছেন। ইতিহাস থেকে পাওয়ার কথা হয়েছে, ভূপিন্দ পারফর্মের কাছে ইন্দিরা ও ইন্দিরা। একজন ছাত্রের শুনতে চান কোন Comparative Study-র প্রয়োজন আছে যেমন ইন্দিরা সঙ্গীতজ্ঞ ইন্দিরা সঙ্গে ইন্দিরার সমস্যা প্রকারের পার্থক্যই বোঝাবেন।

ইন্দিরার মতে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কণ্ঠসংযোগের পরিচয় সমান করা। পার্থক্যসমূহের পার্থক্য পার্থক্য বিশেষ এ নির্ভরশীল পারফর্ম করে এবং পার্থক্যের কোনো রবীন্দ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ পার্থক্যের কোন পার্থক্য কোন পার্থক্য ইন্দিরাদেবীর প্রতিষ্ঠা। তাঁহার কোন সম্পর্কের এর এ ইন্দিরার উপরে এর সম্পর্ক নয় তবে এ করাতেই হয় যেন ইন্দিরা মোবের পার্থক্যের মধ্যেই (Complete) বাঁধা করেন এর ইন্দিরার সেইখানে বলেন।

এই সঙ্গে আমার সংযোজনের অভাব নেই বিশেষজ্ঞের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইন্দিরার কথা আমার মনে হয়। রবীন্দ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইন্দিরা ও ইন্দিরার ইন্দিরা ও ইন্দিরার ইন্দিরা ইন্দিরা ও ইন্দিরার ইন্দিরা। এই ইন্দিরা সমস্যাটি ইন্দিরা ও ইন্দিরার ইন্দিরা ইন্দিরা ইন্দিরা

রবীন্দ্র সম্পদ পৃ ২৪১)। সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণকালীনের অনুরোধে বহু গান সুরে হাত বাধায় ছেড়ে হয়ে করেছেন। শান্তিনিকেতনের কৃষ্ণার ৫ গানটির সুরে সম্বন্ধেও সেই ইঙ্গিত পাই, কিন্তু ১৩০৪ সালের রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রকাশিত অর্কেস্ট্রেশনে কোন হাদিস পাওয়া যায় নি। এটি অনুসরণ করে পাওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সকলেই গানে সুরে মাত্রাভেদে ভেদ থাকেন কিন্তু অর্কেস্ট্রেশনে ১১৪ উপাদান কিন্তুত অর্কেস্ট্রেশনে হয়ে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের যে সংস্কৃতির গান আছে যে গান বিলাতে এমন কি পশ্চিমে বিলাতেরও সুরেতে ১০০টি বিলাতের ইতিহাস সংগ্রহ করে ১১১০ সালের জন অর্কেস্ট্রেশন আছে তাই হয়। অর্কেস্ট্রেশন এই ভাবে হয়ে ৭৮ পৃষ্ঠায় সেই সংস্কৃতি অনুসরে।

এই পুস্তক সালের অর্কেস্ট্রেশন এমন প্রকাশিত হয়েছে অর্কেস্ট্রেশন হয়ে হয়ে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথে সাধারণে এমন সুরারোপ যে একটি গান বিলাতে বেজেনি ছাড়া অন্যান্য অর্কেস্ট্রেশনে সুরের অন্তরে অন্তরে [illegible] হয়েছে। তাদের সাইকেল সাধারণের [illegible] হয়ে হয়েছে।

[illegible] ১৩৩৯ সালে [illegible] ১৩৪০ সালে [illegible] ১৩৪১ সালে [illegible] ১৩৪২ সালে [illegible] ১৩৪৩ সালে [illegible] ১৩৪৪ সালে [illegible] ১৩৪৫ সালে [illegible] ১৩৪৬ সালে [illegible] ১৩৪৭ সালে [illegible] ১৩৪৮ সালে [illegible] ১৩৪৯ সালে [illegible] ১৩৫০ সালে [illegible] ১৩৫১ সালে [illegible]

রবীন্দ্র সদনীয়দের প্রতিযোগিতা বেওয়াজ হয়েছে। প্রতিযোগী যে-সূত্রে গান করে সেই বিষয়ের সূত্রটি যদি বিচারক মহাশয়ের জানা না থাকে তাহলে প্রতিযোগীর অবশ্যই মন্দ। সঠিক সেরেও সে নিম্নস্থান প্রাপ্ত হবে।

(৬) এটা ঠিক যে বেতারে অনেক নিকৃষ্ট শিল্পীকে সুযোগ দেওয়া হয় কিন্তু কোন কোন শিল্পী সঠিকভাবে রবীন্দ্র সদনীয় পাওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত কারণে বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে প্রোগ্রামের চিঠি যাচ্ছে এই কারণে যে, তাঁরা সঠিক সূত্রে পরিবেশনা করছেন না।

(৭) প্রায়ই দেখা যাচ্ছে বিচারক গান বিচার করে পরিবেশন করছেন কিন্তু তাঁদের বিচারে ভুল ধরে প্রোগ্রামের চিঠি বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞাবর্তী কর্তৃপক্ষের উচিত হচ্ছে এ সকল সমস্যা ও অভাবের প্রতিবিধান নিবারণ করা; অন্যথায় শিক্ষক সমাজের করে শিল্পের উন্নতি হবে না।

নমস্কারান্তে—

নিবেদন ইতি
১২ রামেন্দ্র পল্লীস্থ রোড
কলিকাতা

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা

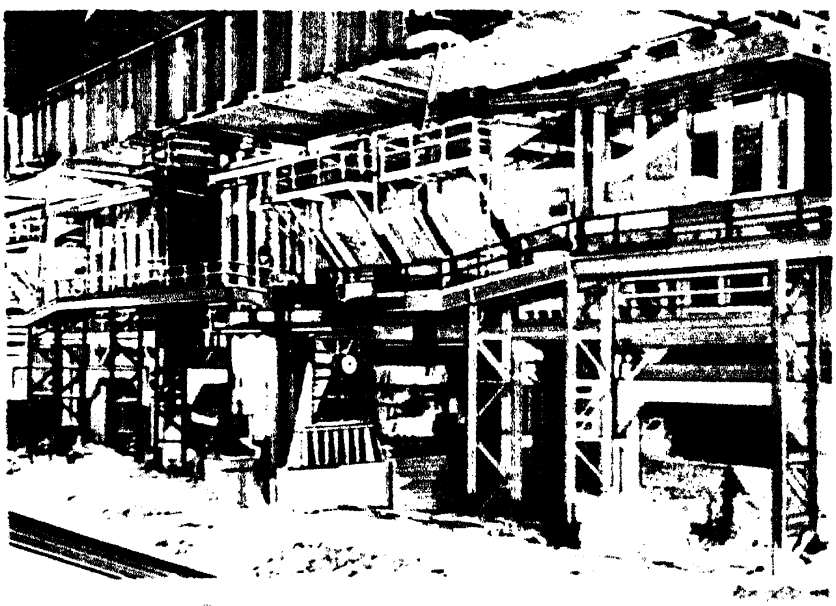

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে

এই তো সেদিনের কথা— প্রথম কারখানা, তারপর পরিকল্পনা তারপর আসল কাজ শুরু হল আর আজই তার মুকুল দেখা দিয়েছে।

দুর্গাপুরে ভারতের নবীনতম ইস্পাত কারখানা, যেটি ইস্কন নির্মাণ করছে, আজ তাদের সীমা নির্মাণের কর্মীরা ইতিমধ্যে আরম্ভ করে দিয়েছে।

এখানে এক নতুন ধরণের কারখানা তৈরী হচ্ছে যার থেকে খাঁটি ইস্পাতের উৎপাদন করা এখানে চলবে। এই পর্যায়ের কাজ শেষ হলেই ইস্পাত তৈরি শুরু হবে।

ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলরাইকস্ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

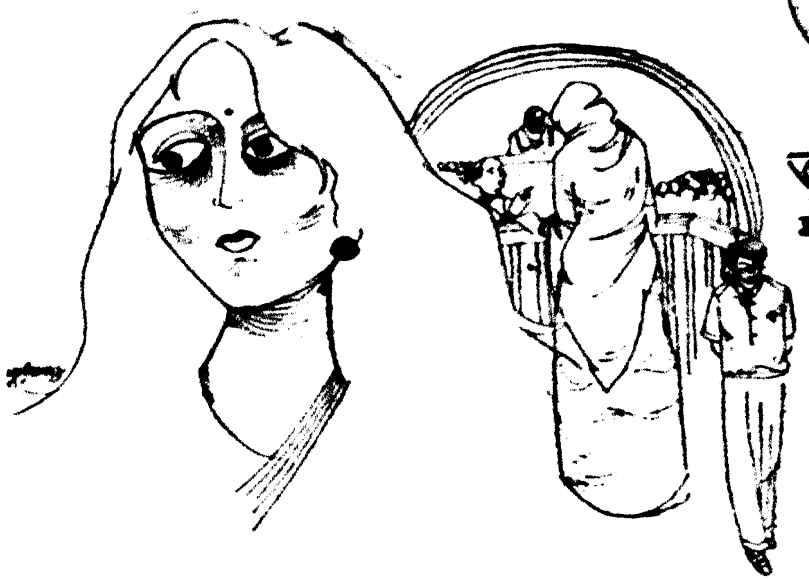

# ভুল

ইরিনা পোলাস্কিন

রেখেছেন। একদল একত্র টাকার কথা প্রসঙ্গবাদ্ দাঁ করেন না সওয়াল জবাব বেশিদিন করতে হয় সেদিন বিশ্ব জি এম। এরকমা সময়ের গহনার সেটা সোজা জোড়ারের ফেকাতে তা হাত। প্রসঙ্গবাদ্যের না আটকালে অইডি হবারে। বিয় তুলে দিতে তাঁর হাতে। সে চেষ্টাও হয়েছিল।

আরও অনেক রকমের চেষ্টা হয়েছিল। লোক এসেছিল সমঝাব কাছে। লোকের অভিনয় করে করুণ সুরে কাঁদুনি গেয়েছিল। জামুবতী তো আর ফেরবার নয়। এমন নয় যে অইডির জন্যই অপমৃত্যুর পরপর ফাঁসির দড়ি অটোকাবেই। পুরুষের বোড়ে উঠবে। আবার বিয়ে অসময়ে সবরকম করছে। তা যখন হবার নয় তখন সবরকম কি উচিত নয় সব লাগবারা ফুরিয়ে যাওয়া। অত বিয়ে মাত্রে মাত্রে সোনা সব তুলে সবরকম মতন এ ঘটনাটা বিস্মৃত হওয়া সম্পর্কাতে। কমই পরে সর্ব। কমা করবে এই সংসার হেরবার হবারে কি উচিত হবে সবরকম। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা হয়ে ধরবার অইডি মুকাবিলা চিকিৎসক।

কথাগুলো আপনি কানাই সবরকম হয়ে থেকে চাপা দিয়েছিল অইডির নিজ লোকটাকে ফেলে যাবে বিয়েছিল।

লোকটা চট করে ওঠেনি সন্দেহ করা মনে একটা উকিলের মুহুরী এর সঙ্গে ওঠবাদ নয়। কেশিয়ার কেশিয়ার ফোড় করবার বেই ধরেছে। ছিনাত হওয়া করবে সুরের হাতির দিয়ে তবের চেষ্টা করছে।

ধরিকা হয়ে সবরকম বেরিয়ে এসেছিল খেকা চুল সরা শিঠে ছড়ানো। তবেও চিহ্নও নেই, যে চোখে আগুনের মা।

না কেন সব মেই আমি করবে কথা শুনবে না। যান অপনি। তোমরাও করো কথা। যখনই কেউ এসেছে সবরকম হয়ে চুকে সবরকম সব করে দিয়েছে। হুজুর কাকুতি মিনতিতেও সবরকম ফোরেনি।

অইডি মুকাবিলাই পড়েছিল। উকিলের সবরকমপুরে কুলিসের কাছে একবার বিয়েছিল যে আমার অনুরোধের মুহূর্তে নিয়ে আমার সব পুরুষের যদি কোনরকমভাবে তোমা কারছিল। মেয়ে কাছ করার প্রসঙ্গ আমরা হবার কাছি ফিরে আসবে এই অনুরোধে হাতে তুলে দেবে এই অনুরোধের হাতে আমরা সবরকম হয়ে আমরা করে। পুরুষেরের মুহূর্তে কথা আমি পুরুষেরের কাছে আমার কোন।

উকিল উকিলের হাতে। কোর্টের সবরকম কাছে বিয়ে কাছে বিয়েছে সব কাছে। হিসি এসে বোঝাতে চাইল। সে ফিরে এসে কাছে সবরকম হয়ে সবরকম কাছে। সে কাছে সবরকম হয়ে সবরকম কাছে। সবরকম হয়ে সবরকম কাছে। সবরকম হয়ে সবরকম কাছে।

উকিলের কাছে। সবরকম কাছে। সবরকম কাছে। সবরকম কাছে। সবরকম কাছে। সবরকম কাছে।

এসেছে কাছে কি হবে হয়ে সবরকম কাছে। সবরকম কাছে। সবরকম কাছে। সবরকম কাছে।

সে সে সবরকম, হয়ে সবরকম। সবরকম কাছে। সবরকম কাছে। সবরকম কাছে। সবরকম কাছে। সবরকম কাছে

রামগড়ুড়ের ছানা হাসছে তাদের ছানা

এত ভণ্ডা বণ্ডা কেন হবে রণ্ডা ভণ্ডা

ব্রজা ব্রজী

ইষ্টলাইট বুক হাউস

উৎসবে

ইণ্ডিয়ান মিল্ক হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

জলসার খবর এনেছি অপরেশবাবুর জন্য। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ছিলাম, অন্য কারণার যাব বলে, তাহলাম পথে নেমে খবরটা একলার দিয়ে যাই।

প্রিয়তোষের একটা কথাও দৃষ্টি সহজার কানে যায়নি। সে শুধু, মনে মনে হিসাব করছিল, কবে থেকে মুক্তমের মতো এত অবহেলাতে চলে এই চলছে। প্রতিদিন কামাই করে লৌকিক মিথ্যা বলে প্রিয়তোষকে যার জন্য নিকুঞ্জ মুখার্জির এ বাড়িতে এসে বসে থাকতে হয়। ভদ্রতা শালীনতা সব বিসর্জন দিয়ে। কারুরই পরোয়া এ ছোঁড়াদের।

এরপর হোটা মন্তব্যিন ধরে চল জন্য-কথার পালা চলল। সহসা তার প্রিয়তোষের জন্যে। সহসার অন্যমনস্কতার উত্তরে কখনও উত্তপ্ত হয়ে উঠল প্রিয়তোষ কখনও দৃঢ়ি-কৃষ্টিত। ফেরুয়ারিনের ছুটোর প্রিয়তোষ নিজেকে অনেকটা সামিয়ে আনল। সিনেমায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করল সহসাকে এক ছুটির দিন হাতে নিয়ে। তারপ-তারপরের দৃষ্টিতে এল সহজ দৃষ্টি নয়। যেন এক একসময়ে মনের মেঘলায় ঈষার লৌক দিয়ে সব কিছু লৌকার মৌলিক সাজসজ্জার দুরবর্তীন বিস্ময়ে মিয়মাণ।

সহসার অস্তিত্বটা কাছে কাছে পাওয়ার জন্যই প্রিয়তোষ ছটফট করছিল। সহসা তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, ঘড়িতে ঠিকমতো সময়ের হাতে দেখুন।

সহসার কবজিতে ঘড়ি ছিল, তবুও সময় দেখে না। ঘড়িটার ওপরই নিজের দৃষ্টি রাখে। ওরাটা পাকাটা হয়ে সময়ের ছায় সহসা তার হাতে কাছে ছোঁয়ে না। হয়ত ঘড়িটা সত্যিই বেজেও কিছু নয়, তবুও সময় দুজনে সময় শুরু হয়। কারুরই মনের কথা একেবারে প্রকাশভাবিক সাজসজ্জা। কেবল নিজের জন্যের ছুটি এনে ঘড়িটা নিজে নিজের ছোট্ট সহসা উঠার উঠার অবকাশ হয়ে থাক অফিসের তাড়ির।

তাড়িটা দুজন কাঁটা নিয়ে বাড়াবে দিয়েই ঘড়িটা ফেলার সময়। নীল কাগজ, তাকে ঠোকার সময়ে ধরার সময়ে দুজনে নীল হয়ে থাক। সাজানো সেই কাঁধিকের মনে না কিন্তু সৃষ্টি ছাড়ের এই ঘড়িটা হাতে সাজানোর নির্লিপ্ততা দেখানো হোক। পরস্পরিকের নয় হয়তো সেই কিন্তু হয় মন হোক্ত। কোন এক ঘড়িওয়ালার অপেক্ষা করতে হবে সহসার ইচ্ছিমত সেরা ঘড়ি থেকে ঘড়িটা আনার জন্যে। শুধু সময়ে নির্ভাবিত প্রতীক্ষা, কিন্তু সহসার মনে হল মুখোমুখি একজন আর একজনের অপেক্ষায় থাকবে, এতে যেন তারই আরাম।

কি করে সহসা নিজেকে সামলে ওঠে ওর কাছেই সিনেমাকে মেনেছিল। সেই সিনেমা নয়, ঘড়িওয়ালাটি নয়, দুজনের চোখেরও দৃষ্টি কোন পরিবর্তন নয়। চিঠিটা কাইলের মধ্যে রেখে বাজারের ঢুকল বিকেলের জলখাবারের যোগাড় করতে। স্বামী ফিরবে এক ঘন্টার পরে চায়ের কাপ, অন্য হাতে মুচির থালা নিয়ে তার সামনে দাঁড়াল। হাত একটা, কাপের পর যোগে এক বিন্দু চা পেয়ালে পড়ল না। এমন কি মৌটির ভোগে হাসির রেখাটুকু ফোটাতেও সহসার কোন অসুবিধা হয়নি।

কেবল রবিবার সারা দিনটে বাজারেই কাটবার ঢুকে সহসা না ধুয়ে নিল। চুলটা আগেই বেঁধেছিল। বেশ বেশ চলনসই শাড়ি পরে, মুখে কেশ পাউডার মেখে একেবারে তৈরী হয়ে সহসাদের সময়ে এসে দাঁড়াল। প্রিয়তোষ বিজন ঘরে চুপ চুপ করছিল। হাতে একটার কাগজ ছিল বটে কিন্তু চোখ ছিল দরজার কাঁটার দিকে।

সহসাকে দেখে বলল কি কাপড়ে আছি মনে নেই।

হাতে সহসা প্রিয়তোষের আঁচলটা ধরে টেনে সরল, বেরুবার আগে।

তুমি বেশ নিষ্ঠুর। আমার ওপর আর বাড়ির ওপর কোন। ঘর ঘর নতুন চাকরি খুঁজছ না।

বেশ বলছি চুপ পড়োনো। তুমি মুখোমুখি বেরুবার নতুন করে নিচ্ছি নাও। চলো পড়ে। এবার প্রিয়তোষ আমার হাত ধরে।

চড়ালের কাঁটা ধরে। আমাদের ঘরের সামনে এসে ছুটি ছুটি পরে দরজার কাছে ঘরে ঘরে ঘরে ঘরে না।

হয়, সহসার ছাড়া পরে। আমার নয় পড়ছিলাম। বেরুবারিবার আগে আমার অসমাপ্তিত কাজ সেরে রাখতে হবে।

হাত ধরে অন্য সময়ে কোথাও পালাতে চলবে না। নিজের সরোজই কাজ রাখো।

কাঁধিকটা ছুটে নিয়ে ঘরে ঘরে নিয়ে প্রিয়তোষের আসবার জন্যে পড়ল।

একঘন্টা পরে আসা পড়ল সহসা বেরুবার। সাঁজ বেরুবে ঘুরবার ঘরে নিয়ে ঘরে ঘরে ঘরে ঘর

শারদীয় পত্রিকা ও বার্ষিকী
বিভূতিভূষণের সদ্য প্রকাশিত
দুইখানি অনবদ্য গ্রন্থ

ছায়াছবি ৫·০০
গল্প সংকলন, অনুপম
প্রচ্ছদপট, উপহার অনুপযোগী

উর্মিমুখর ২·৭৫ ন, প
অনবদ্য—প্রকাশ বিভূতিভূষণের
আসল স্বাদ পাওয়া যায়

অনুসন্ধান ৩·০০
একটি রিপোর্টাজ ও তিনটি
ডিটেকটিভ কাহিনী সংকলন

প্রণামি সংকেত ৪·৫০ ন,প
অপরূপ উপন্যাস—১৩৬৬ সালের
শারদীয়ার বাঁধা প্রতিষ্ঠানের আসনে

নীরদবরণ কাব্যমন সাহেব
[illegible]
বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে অবদান

বিভূতি প্রকাশন
[illegible]
[illegible]



# ধানুক গড়ার কারিগর

[illegible]

[illegible]

শিক্ষা-জগৎ ও শিক্ষক-জীবনের
অন্তর্নিহিত উপাখ্যান

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা-বারো ॥

মুখোশ আর কেউ চেনাবেনি। ত্রিপ্রেতোভাবাবুর এ বাড়িতে আসার খবরও তারা জানে না। কারণ দুপুরের দিকে তারা দুজনেই বাড়ি থাকে না।

আসল কথা বলল জিপি স্টোরসের মালিক গিরিজাবাবু। জিপি স্টোরস অপারেশনবাবুর বাড়ির গায়েই। এ পাড়ার তার চোকান পনেরো বছরেরও বেশী। হাঁ, ঘটনার দিনের সব কথা তার বেশ মনে আছে। দুপুরের দিকে অপারেশনবাবু দোকানে এসে ঢুকেছিল। অসময়ে তাকে দেখে গিরিজাবাবু একটু অবাক হয়েছিল, কি ব্যাপার, অসময় যে!

গিরিজাবাবুর কাছে কথায় কথায় জানতে পারলাম, অপারেশনবাবু সপরিবারে আছে। ঘর না সংসার। গিন্নি একটা কলের অসুখ আছে। বিছানায়। সেখানেই ঘর ভর্তি।

অপারেশনবাবুর এ দোকানে আসা নাকি গিরিজাবাবুর কাছে খুব বিপদের। একটু কানাকানির জন্য ছিল অনেক সময়ে সেপাইরের হাতে অনেক ছুটির এসবারেরও ছুট টানার সময় সময়।

ব্যাপারটা বড় ঘোরালো। একটা মানুষের মিথ্যে। একটা নয় দুটোই মিথ্যে।

সরকারী উকিলদের প্রথমের উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা গিরিজাবাবুর বয়ানটাই হল ঘটনার মূল উৎস। এক ভাবনার ভিতর হয়ে গেলে আসছিল না। কেবল আসছিল এবার থেকে এবার মানে মানে। নিজের মনের দুর্বলতাকে ধরেছিল মুখোশ করে।

সাক্ষিদানের মুখে সত্যি কথা বলার শপথ গ্রহণ করে গিরিজাবাবুর নিজে নিজে বলল অপারেশনবাবু এখানে একটা বড় গিরিজাবাবু, আসা অসুবিধে হবে না তো।

অপারেশনবাবু হাঁ হাঁ করে উঠেছিল, আসবে বলেছে। অপারেশনবাবুর চোখ ধাঁধানো মিথ্যে হয়ে ঠাঁইয়ে নিজের সাক্ষ্যদানটি। নিজে উঠে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো গিরিজাবাবু, অপারেশনবাবুর দিকে তাকিয়েছিল।

বেলা দুটো নাগাদ কোর্টে। সব সময় ঘুরঘুর করছিল। ঘরের মধ্যে কাঠগড়ায় একটা বিশ্রী এসে দাঁড়িয়েছিল অপারেশনবাবু উঠে দাঁড়িয়েছিল। সাক্ষ্য দেবার জন্য ডাকার ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল।

এই সময় সরকারী উকিল প্রশ্ন করে ছিলেন অপারেশনবাবুর ডাক্তার সাক্ষ্যের কাছে তলব করেছিল।

প্রশ্নের সাথে সাথেই অপারেশনবাবু সাক্ষ্যে উকিল দাঁড়ানো। সাক্ষ্য গিরিজাবাবু উকিল চালাচ্ছে। তার অভিযোগ করেছে Rape of justice এই নতুন ধরনের। বিচারকের সামনে আসা সরকারী উকিলের তলায় আবেদন প্রশ্নের প্রতিবেদন জানালেন।

হাকিম আপত্তি নাকচ করে সরকারী উকিলের পক্ষে সায় দিলেন।

ধীরে ধীরে ভিড় তিনে ঠাঁইটা ভিড়িয়ে নিয়ে গিরিজাবাবু, হাত নেড়েছিল, হাঁ, অপারেশনবাবু তো কি বলে প্রশ্নটা তো করেছিল, মুখটা ঘুরে ঘুরে তার সঙ্গে ওঠে। কথায় ঘাড়ের ঘাটি সরার কিরকম। ঠাঁইয়ে মতন কথা হয়ে উঠেছিল।

এর পর [illegible] ঘরে ভিড় ঠাসাঠাসি। কিছু নতুন লোকের মধ্যে ঠাঁই ভিড়ে আসছে। সেখানে ঠাঁই একটা একটা করে ঘরের ওপর ছ ভিড় ঠাঁইয়ে ঠাঁইয়ে ঠাঁইয়ে

রবীন্দ্র সংবর্ধনার একমাত্র

# খৃষ্ট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- রবীন্দ্রনাথের খৃষ্ট কবিতা ও গানের এই সংকলন বিশ্বভারতী সংকলন ১৯৮১ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত রচিত ১৫ টি কবিতা ও গান লইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল
- এই গ্রন্থের সম্পাদনা ও ভূমিকা এবং বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রন্থ পরিচয় লিখিয়াছেন
- ভূমিকা ও পরিচয় ব্যতীত গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায়
- মূল্য আড়াই টাকা

বিশ্বভারতী

# জীবন রসিক কবি মুকুন্দরাম

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

হাউস অব বুকস : ৭২ হ্যারিসন রোড কলিকাতা—৯

নাকেই তো সে উজাড় করে দিয়েছিল তাকে, তার জীবনের সমস্ত উপকরণ সাজিয়ে নৈবেদ্য তৈরি করেছিল, কিন্তু সে নৈবেদ্য অনাদরে, উপেক্ষায়, অবহেলায় প্রিয়তমার পায়ে সাজিয়ে দিয়েছিল। তবে, আর কি দেবার আছে? বিশেষ করে, এখন? মার্জনা চায় প্রিয়তমা? না, তা সম্ভব নয়। মুহূর্তে সমস্ত কঠিন হয়ে উঠল। তার বলার ভঙ্গীতে ইস্পাতের ঝঙ্কার।

ঠিক সেই সময়ে হাকিম রায় লিখে ফেলে ছিলেন। টাইপ করা প্রায় তৃতীয় পাতা। শুনতে শুনতে ক্লান্তি এল সবার। এমন একটা স্পষ্ট অপরাধ মামলার নিষ্প্রভ এজাহারের বহু পাঁচমিশি এর কিনার করতে এত জটিলতা কি প্রয়োজন! সোজা সোজা সোজা। আর কোন কথা, আর কোন তর্ক ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই।

আসামী সোজা। হাকিমও সেই কথাই বললেন। জুরীরা আসেই এ কথা বলেছিল, হাকিম তাই পুনরুক্তি করলেন, আইনের ভাষায় অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে। ছাঁটাই পাতা ধরে সুক্ষ্মির হাল। শেষে দাঁড়ায়। আসামীকে একে একে সবগুলি দফা করে দিলেন। আসামীর প্রতিপক্ষের মুখের দিকে উঠে পড়লেন মোহার ঘোর।

আসামীপক্ষের কৌশলী কেমন করে মকদ্দমার মোড় ঘুরে দাঁড়াবেন। আসামীর পক্ষের সাফাই গাইবেন। তাঁরা কি বলবেন? কি করে তাঁরা এই অপরাধের গুরুত্ব লাঘব করবেন? কোন যুক্তি এমন এক পরিস্থিতিতে মকদ্দমা সাজান করে দাঁড়াবে? কিন্তু সাফাই পক্ষ হওয়ার দিন কিছুতেই ইংরাজের হাতে পাবেন না মনে হল। মনে হল আসামী কিছুতেই চলতে পারে এমন কোন কৌশলী কৌশলদাতার কাছে। কথা আর বিশ্বাসে তাঁরা কোর্টরুমে ঢুকে পড়ে দাঁড়ালেন।

উকিলের উকিলে কথা হচ্ছে আসামীর কথা। নিশ্চিন্তে মকদ্দমার ভারটা সমর্পণ করতে কোন্ কৌশলীর হাতে সব চাইতে ভরসা পাবে আসামী।

আসামীর নিজে আসেই মকদ্দমা সাজিয়ে রেখেছেন। তাঁর সাফাই পক্ষ সাজিয়ে তাঁর কাছে এসেছেন। তিনি তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর কাগজপত্র। তাঁরা সেগুলি পড়ে নিয়ে আসামীর সঙ্গে পরামর্শ করবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু জানতে চাইবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু বলবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শুনবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন।

তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শুনবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন।

তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন।

তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন।

তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন।

তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন। তাঁর কাছে তাঁরা কিছু শিখবেন।

৫ম বর্ষ—চৈত্রালী সংখ্যা
স্কুলিঙ্গ
শ্রীকালিদাস রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, কবিশেখর কালিদাস রায়, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু সরকার প্রভৃতির রচনায় সমৃদ্ধ।
স্কুলিঙ্গ কার্যালয়
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
এম ও ২৭৯

বিশুদ্ধ
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেওী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল ও কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ
জয় ডে, পি, ঘোষ এণ্ড কোং
দি ন্যাশনাল ফার্মেসী
হাবড়া ও ডিস্ট্রিক্ট ফার্মেসীর পরিচালক
(ফোরম্যান), কলিকাতা-৩

শঙ্খ মার্কাই
কেশ চিকিৎসা
যাশার কুমু ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

GOVERNMENT LIBRARY

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

শ্রীবসন্ত সেন

॥ ১১ ॥

ঠাকুরমার ঘরে ঢুকে শঙ্কর দাঁড়াতেই দাদু চোখ তুলে তাকাল। শঙ্করের হাতে একখানা বই। সেটা দাদুর সামনে রেখে শঙ্কর বলল—দাদু, এই বইটা আমি পড়ব।

দাদু বইটা হাতে তুলে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল। ছবি আছে অনেক। ছবিগুলো দেখে দাদু বুঝতে পারল, বইটা ছোটদের জন্যে লেখা।

শঙ্করের দিকে তাকিয়ে দাদু জিজ্ঞেস করল—কার বই এটা?

—আমার।

—তোমার? কে দিল?

—কেউ দেয়নি। আমি কিনেছি।

—কিনেছ? কোথায় পেলে পয়সা?

—পয়সা আমার আছে।

—কত পয়সা আছে তোমার?

—অনেক। দুই আনা করে পয়সা জমিয়ে এখন দুই টাকা আঠারো আনা হয়েছে আমার।

—এতো পয়সা তুমি কোথায় পেলে?

—কেন, তুমি তো আমাকে পয়সা দিতে। সেই পয়সা আমি জমিয়েছি।

—তুমি জমিয়েছ? কেন জমিয়েছ?

—বই কিনব বলে।

—কেন, বই কিনতে তোমাকে কে বলেছে?

—কেউ বলেনি। আমি নিজেই বই কিনব বলে পয়সা জমিয়েছি।

দাদু বইটা হাতে তুলে নিয়ে পাতা উল্টে দেখতে লাগল

বললে—ওই যে পয়সার শব্দ হলো, ওই তো পয়সা হয়েছে তোর কাছে—

কিরণ ছেলে উঠলো। বললো—ও কি তোমার পয়সা? ও তো আমার—

—তোর আবার পয়সা কোত্থেকে এল? তুই তো রোজগার করিস?

—তা রোজগার করি না বলে কি আমার পয়সা থাকতে নেই—ও পয়সায় তুমি হাত দিতে পাবে না—

কিরণের মা তখন কিরণের জামার পকেটে হাত দিতে গেল।

কিরণ চেঁচিয়ে উঠলো—

—খবরদার বলছি, ও পয়সায় হাত দিও না।

—তা কোত্থেকে এত পয়সা এল তা তো বলবি—সেদিন একটা পয়সার জন্যে আমি মাথা খুঁড়ে মরছি, আর তোর পয়সা থাকতে আমাকে দিলি না? পয়সা নিয়ে কি অমনি নিজের পেটে পুরবো, আমার নিজের বলতেও তো আমি পয়সা-পয়সা বলি। তোর জন্যেই তো পয়সার কথা বলি—দে, একটা পয়সা দে, দেখতে দোষ কি—

কিরণের কিরণের দিকে তাকে বলে—বোকার মতন তাকাস।

কিরণ সে-কথার জবাব না দিয়ে মাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো।

কিরণের মা চটলো—ওরে তোর পয়সা নিয়ে আমি সংসার চালাব না তোর পয়সা তোরই থাকবে চিরকাল মানুষকে—তুই বড়লোক হবি, তোর জন্যে—

কিরণ হঠাৎ চিৎকার করলো—তুমি যা বলছো—

আমি মাথা খুঁড়ে মরছি, আর তোর পয়সা থাকতে আমাকে দিবি না? পয়সা নিয়ে কি অমনি নিজের পেটে পুরবো, আমার নিজের বলতেও তো আমি পয়সা-পয়সা বলি। তোর জন্যেই তো পয়সার কথা বলি—দে, একটা পয়সা দে, দেখতে দোষ কি—

কিরণের কিরণের দিকে তাকে বলে—বোকার মতন তাকাস।

কিরণ সে-কথার জবাব না দিয়ে মাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো।

কিরণের মা চটলো—ওরে তোর পয়সা নিয়ে আমি সংসার চালাব না তোর পয়সা তোরই থাকবে চিরকাল মানুষকে—তুই বড়লোক হবি, তোর জন্যে—

কিরণ হঠাৎ চিৎকার করলো—তুমি যা বলছো—


আপনি যদি নোনতা বিস্কুট পছন্দ করেন
খেয়ে মজা পাবেন

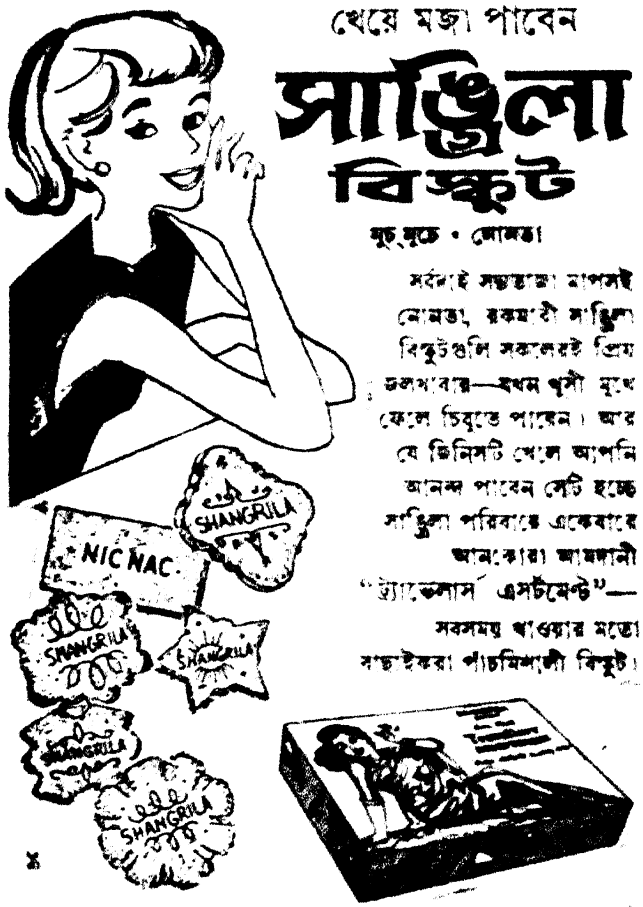


সাঙ্গ্রিলা বিস্কুট

মুচ্‌মুচে • নোনতা

সর্বদাই সন্তুষ্টচিত্ত আপনাই নোনতা, রকমারী সাঙ্গ্রিলা বিস্কুটগুলি সকলেরই প্রিয় জলখাবার—যখন খুশী মুখে ফেলে চিবুতে পারেন। আর যে জিনিসটি খেলে আপনি আনন্দ পাবেন সেটি হচ্ছে সাঙ্গ্রিলা পরিবারে একেবারে আনকোরা আমদানী "ট্র্যাভেলার্স এসর্টমেন্ট"—সবসময় খাওয়ার মতো সাতইকরা পাঁচমিশালী বিস্কুট।

মুখে দিলেই মুচ্‌মুচে মজা

সাঙ্গ্রিলা ফুড প্রোডাক্টস্ লিমিটেড, বোম্বাই-১

পরিবেষক : মেসার্স কার অ্যান্ড কোং লিঃ, ৩৪ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

[illegible] এসেই সকলের মুখে শুনেছে। আর [illegible]

সাহেব এসেই ফিরে তাকাল—কী ব্যাপার [illegible] এত দিনে যে কাজ করতে [illegible] এত দিনে যে কাজটি আমি তুলতে [illegible] তুলতে সেই কাজের ভারটি [illegible] করতে হবে না আর—

সাহেবের মেজাজ—কিন্তু ভয় না খেয়ে কী করে কাজ করবে। কাজ ফিরে পাবে।

ফিরে বললে—ভয় না খেয়েও যে [illegible] তাকে ভয় খেতে হবে—

—কেন?

ফিরে বললে—ঐ যে সেদিন যে [illegible] তার খোঁজ নেবে সরকারি আর কিনা [illegible]

ফাঁসির [illegible] ফিরে [illegible] [illegible] হয়ে [illegible] ৭৮৫ [illegible] একটি [illegible] ফিরে [illegible] [illegible] কাজের [illegible] [illegible] [illegible]

এ-ফুটপাথ থেকে ও-ফুটপাথে পার হয়ে গিয়ে পেছন থেকে ডাকলো শীপঙ্কর।

—কাকাবাবু!

কাকাবাবু ফিরলেন। সঙ্গের লোক-গুলোও পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে ওর দিকে।

—কাকাবাবু, আপনি এখানে? আমি আপনাকে চিনতেই পারিনি একেবারে—এরকম জামা-কাপড়ে আপনাকে কখনও দেখিনি কিনা আগে, এইদিকেই আপনার অফিস বুঝি?

কী জানি, শীপঙ্করের মনে হলো কাকাবাবুর মুখখানা যেন অন্যদিনের চেয়ে গম্ভীর-গম্ভীর। ওর দিকে চেয়ে সে রকম হাসলেন না আর। যেন প্রথমটায় চিনতেই পারলেন না। শীপঙ্কর কাছে আসতেও যেন অভ্যর্থনার ইঙ্গিত দেখা গেল না চোখে। তবে কি কাকাবাবু নয়? তবে কি ভুল করেছে শীপঙ্কর?

—কাকাবাবু, আমি শীপু, আমার কথার বাড়িতে থাকি। এই কাছেই তবে ফিরছি—

এতক্ষণে যেন চিনতে পেরেছেন।

বললেন—তুমি! শীপুবাবু! তা এখানে কী করতে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে শীপঙ্কর বললে—আপনাকে আমি চিনতেই পারিনি কাকাবাবু। আপনার এ কাঁধের জামা-কাপড়?

কাকাবাবু বললেন—এই একটি ছাড়া আমি এখন একটি, সঙ্গে আমার শীপঙ্কর, তুমি অনেকদিন আসোনি কেন আমাদের বাড়িতে? আসবে বুঝলে? আসবে তোমার সঙ্গে দেখা আছে অনেক—তোমার আমি এখন আসি কেমন—

কাকাবাবুর সঙ্গের লোকগুলোও তার দিকে এতক্ষণ যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল। কাকাবাবুর সঙ্গে তারাও চলে গেল। শীপঙ্কর সেইখানে দাঁড়িয়েই দেখতে লাগলো দেখতে কাকাবাবু, পাশের একটা অন্ধকার একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

শীপঙ্কর হঠাৎ কাকাবাবুর এই ব্যবহারে কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। এখানে ও-রকম পোশাকে কাকাবাবু, কী করছিলেন! সঙ্গের ও লোকগুলোই বা কে! অন্ধকার গলির মধ্যে সবাই ঢুকলো কেন! ওখানেই কাকাবাবুর অফিস নাকি! এ রহস্যের অফিস এ রহস্যের ঠিকানা! এই সময়ে তো লোডের ছুটী হয়! এই সময়ই কাকাবাবু অফিসে ঢুকলেন নাকি আবার! কিন্তু শীপঙ্করের এখানে দেখে তাকে অমন লজ্জিত হয়ে পড়লেন কেন? যেন ঠিক চিনতে পারেন নি।

ওদিকের ফুটপাথে কিরণ কখন ও সাড়া হয়ে গেছে। ওদেরকে ধরে ফেলে কিনা দেখবার জন্য ওর ভার ছিল। কিন্তু নিজে হাতে ওদেরকেই ধরে ফেলে—কী যে কোথায় গোলমাল হয়ে গেছে বুঝতে পারছিল না।

শীপঙ্কর কাছে আসতে কিরণ বললে—ওরা হাওয়া হয়ে গেছে।

কিরণ বললে—এদের পথে পেয়েছ—এদেরই ধরে আনবে—কিন্তু লাইব্রেরীর ব্যাপারে কেউ হাত দেবে না—

শীপঙ্কর বললে—ওদের কিন্তু সেদিকে ছুটী—কেন যে ওরা ওরকম করছে।

কিরণ বললে—ওদের সেই ভয়। কিন্তু ভয় থেকেও যে অনেকসময় ঘোরে হয়ে যায়।

শীপঙ্কর বললে—ঘোর যে সেই মানুষের কাছে কাটিয়েছে—সে যে এমনও অনেক সময়—এদিকে তাদের সময়ের নেই।

কিরণ বললে—আছে—

—কোথায়?

কিরণ বললে—ভাবছি ওদের একটা সময়ের মধ্যে পাশ পাশ হয়ে পড়ে থাকে সবাই—

—কিন্তু কতদিন?

কিরণ বললে—একটা মানুষের সঙ্গে যে কাটিয়েছে একটা পরম বিশ্বাস কতদিনের সে নেই—পাশে আছে তারা কাছে।

শীপঙ্কর বললে—তা—

—সে যে যে তোমা কাছেও পাঁড়ক একটা পরমও পাবেনা থাকে না তোমার

শীপঙ্কর বললে—তোমার কাছে তো পরম পেয়েছ।

কিরণ বললে—নিশ্চয়ই পরমের তো হিসেবে দিতে হবে আমাকে—

—কিন্তু লাইব্রেরীর চাকরে পরম করেছে, তার থেকে একটা পরম নিলে কী হয়?

কিরণ বললে—তা হয় না হয়, ও তো আমার নয়, আমাকেই হয়ে ও-পরম ফিরে দিই না—। ও-পরমাণু হাতে দিয়ে পারবো না তাই—লাইব্রেরীর পরম হচ্ছে পাঁড়কের পরম ও আমি ফিরে পাবো না—

—তা হলে?

কীভাবে কোথায় কখন কোন্ পরম পাওয়ার সম্ভাবনা সেই, ঠিক তখনি এক এক সময় অকূলে কূল পাওয়া যায়। সেটা শীপঙ্করের ঠিক হয়ে হলো। এমন যে হতে পারে ও কখনও ভাবেনি। এমনভাবে যে সব হয়ে যায় হঠাৎ হঠাৎ কোনও ঠিক ঠিকানা নয়। শীপঙ্করও অবাক হয়ে গিয়ে ছিল ওর চেয়েও অবাক হয়ে গেছিল কিরণ।

ডিসেম্বরমাসের সেই হাড়কাঁপানো শীতের সন্ধ্যায় সেই ঠিক তখনি এক এক সময় অকূলে কূল পাওয়া যায়। সেটা শীপঙ্করের ঠিক হয়ে হলো। এমন যে হতে পারে ও কখনও ভাবেনি। এমনভাবে যে সব হয়ে যায় হঠাৎ হঠাৎ কোনও ঠিক ঠিকানা নয়। শীপঙ্করও অবাক হয়ে গিয়ে ছিল ওর চেয়েও অবাক হয়ে গেছিল কিরণ।

ডিসেম্বরমাসের সেই হাড়কাঁপানো শীতের সন্ধ্যায় সেই ঠিক তখনি এক এক সময় অকূলে কূল পাওয়া যায়। সেটা শীপঙ্করের ঠিক হয়ে হলো। এমন যে হতে পারে ও কখনও ভাবেনি। এমনভাবে যে সব হয়ে যায় হঠাৎ হঠাৎ কোনও ঠিক ঠিকানা নয়। শীপঙ্করও অবাক হয়ে গিয়ে ছিল ওর চেয়েও অবাক হয়ে গেছিল কিরণ।

ডিসেম্বরমাসের সেই হাড়কাঁপানো শীতের সন্ধ্যায় সেই ঠিক তখনি এক এক সময় অকূলে কূল পাওয়া যায়। সেটা শীপঙ্করের ঠিক হয়ে হলো। এমন যে হতে পারে ও কখনও ভাবেনি। এমনভাবে যে সব হয়ে যায় হঠাৎ হঠাৎ কোনও ঠিক ঠিকানা নয়। শীপঙ্করও অবাক হয়ে গিয়ে ছিল ওর চেয়েও অবাক হয়ে গেছিল কিরণ।

ডিসেম্বরমাসের সেই হাড়কাঁপানো শীতের সন্ধ্যায় সেই ঠিক তখনি এক এক সময় অকূলে কূল পাওয়া যায়। সেটা শীপঙ্করের ঠিক হয়ে হলো। এমন যে হতে পারে ও কখনও ভাবেনি। এমনভাবে যে সব হয়ে যায় হঠাৎ হঠাৎ কোনও ঠিক ঠিকানা নয়। শীপঙ্করও অবাক হয়ে গিয়ে ছিল ওর চেয়েও অবাক হয়ে গেছিল কিরণ।

ডিসেম্বরমাসের সেই হাড়কাঁপানো শীতের সন্ধ্যায় সেই ঠিক তখনি এক এক সময় অকূলে কূল পাওয়া যায়। সেটা শীপঙ্করের ঠিক হয়ে হলো। এমন যে হতে পারে ও কখনও ভাবেনি। এমনভাবে যে সব হয়ে যায় হঠাৎ হঠাৎ কোনও ঠিক ঠিকানা নয়। শীপঙ্করও অবাক হয়ে গিয়ে ছিল ওর চেয়েও অবাক হয়ে গেছিল কিরণ।

ডিসেম্বরমাসের সেই হাড়কাঁপানো শীতের সন্ধ্যায় সেই ঠিক তখনি এক এক সময় অকূলে কূল পাওয়া যায়। সেটা শীপঙ্করের ঠিক হয়ে হলো। এমন যে হতে পারে ও কখনও ভাবেনি। এমনভাবে যে সব হয়ে যায় হঠাৎ হঠাৎ কোনও ঠিক ঠিকানা নয়। শীপঙ্করও অবাক হয়ে গিয়ে ছিল ওর চেয়েও অবাক হয়ে গেছিল কিরণ।

ডিসেম্বরমাসের সেই হাড়কাঁপানো শীতের সন্ধ্যায় সেই ঠিক তখনি এক এক সময় অকূলে কূল পাওয়া যায়। সেটা শীপঙ্করের ঠিক হয়ে হলো। এমন যে হতে পারে ও কখনও ভাবেনি। এমনভাবে যে সব হয়ে যায় হঠাৎ হঠাৎ কোনও ঠিক ঠিকানা নয়। শীপঙ্করও অবাক হয়ে গিয়ে ছিল ওর চেয়েও অবাক হয়ে গেছিল কিরণ।

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, এরিথ্রেমা সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্র উজ্জ্বলের অসাড়ত্বের দাগ, ঘা, আলসের বক্রতা ও পুরিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য ঘাত দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া ফোন : ৬৭-২০৫৯, শাখা : ৩৬, হারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মিহি
মোলায়েম
সুগন্ধি

# স্যাভলন্

বেবি পাউডার

—'হিবিটেন' যুক্ত

ভারতে
প্রস্তুতকারক
ও পরিবেশক

ICI

ইম্পিরিয়াল
কেমিক্যাল
ইনডাস্ট্রিজ
(ইণ্ডিয়া)
প্রাইভেট
লিঃ

কলিকাতা
বোম্বাই
মাদ্রাজ
নয়া দিল্লী

ISC-6 BEN

# প্রহাকবি গালিব ও মোতিবাঈ

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলমারা থেকে হাতের লেখাটা বার করে পড়তে আরম্ভ করেছিল। কাগজটা হাতে নিয়ে সে চেহারা দেখে বুঝতে পারছিল না সেটা কার লেখা। তবে, এটা ঠিক বুঝতে পারছিল যে, এই লেখাটা যার হাতের তার সঙ্গে তার কোনো ঘনিষ্ঠতা আছে—এমনকি এমন ঘনিষ্ঠতা যা সে আর কারুর সঙ্গে করেনি।

লেখাটা—আজকে সন্ধ্যায় ক্লাবঘরটা খালিই থাকবে। বাচ্চাদের ক্লাসটা সাড়ে ছয়টায় ছুটি হয়ে যাবে। তারপর তুমি একবার আসার চেষ্টা করো। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার মনে হচ্ছে, আমার জীবনে আর কোনো কিছুতে আমার কোনো আগ্রহ নেই। তুমি, শুধু তুমি আছো বলেই আমি এখনো বেঁচে আছি। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার কী হবে, তা আমি জানি না।

সন্ধ্যে ছটায় যখন সুমিত্রা ক্লাবঘরটায় ঢুকল তখন ঘরটা একদম ফাঁকা। সুমিত্রা ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানার চেয়ে নিচে বসে পড়ল। তারপর বালিশটা টেনে নিয়ে মাথার নিচে রেখে শুয়ে পড়ল। তখন আমাদের লেখাটা খুলে কবিতার একটা লাইন পড়ল। লাইনটা পড়ে সুমিত্রার মনে হল, সে যেন কোনো অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে। সে যেন কোনো অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু কে সে মানুষ? সুমিত্রা ভাবতে লাগল।

সুমিত্রা ভাবতে লাগল, সে যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে তখন তাদের ইংরেজির টিচার তাদের ক্লাসে গালিব সম্পর্কে একটা লেকচার দিয়েছিলেন। সেই লেকচার শুনে সে গালিবের কবিতা পড়তে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তারপর কলেজে পড়ার সময় সে গালিবের কবিতা পড়েছে। কিন্তু সে কবিতা পড়ে সে কখনো এমন অনুভূতির মধ্যে পড়েনি। আজ সে কী করবে? সে কি ফিরে যাবে? কিন্তু কোথায় ফিরে যাবে? সে তো কোথাও ফিরে যাবার জায়গা নেই। তবে কি সে এখানে বসে থাকবে? কিন্তু কতক্ষণ? সুমিত্রা ভাবতে লাগল।

সুমিত্রা ভাবতে লাগল, সে যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে তখন তাদের ইংরেজির টিচার তাদের ক্লাসে গালিব সম্পর্কে একটা লেকচার দিয়েছিলেন। সেই লেকচার শুনে সে গালিবের কবিতা পড়তে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তারপর কলেজে পড়ার সময় সে গালিবের কবিতা পড়েছে। কিন্তু সে কবিতা পড়ে সে কখনো এমন অনুভূতির মধ্যে পড়েনি। আজ সে কী করবে? সে কি ফিরে যাবে? কিন্তু কোথায় ফিরে যাবে? সে তো কোথাও ফিরে যাবার জায়গা নেই। তবে কি সে এখানে বসে থাকবে? কিন্তু কতক্ষণ? সুমিত্রা ভাবতে লাগল।

আজও, শতবর্ষ পরে, এ'রা পড়ে গালিবের কবিতা, "তুমি কাঁদছো কেনো, কিসের এ-অশ্রু? গালিব না থাকলেও পৃথিবী যে চলে!"

শালোয়ার পরিহিতা মেয়েটির নীলাভ চোখে আমার জন্য কেন ছোট্ট একটা প্রশ্ন, কেয়া, আপনে কভি গালিব পড়া?

কেন আরো প্রশ্ন তার ছিল, কেয়া শারের আক্রমকী ইন্তাসে আপকী রোঁয়ে হ্যায়?

স্বীকার করব তোমার কাছে, শায়রে-আজমের জন্য কখনও সত্যিই আমি অশ্রু-মোচন করিনি বটে তাঁর কবিতা বহুবার শুনেছি সভাকণ্ঠে। শুনেছি আর ভেবেছি উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের কবিসম্রাট কেন শুধু উর্দু-পাঠক পরিষদের কাছেই অতিপরিচিত থেকে গেলেন, সমগ্র ভারত-বাসীর কাছে কেন নয়?

যে মানুষটা তাঁর প্রতিটী রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিলেন কবি, ছিলেন দার্শনিক, প্রেমিক ও অধ্যাত্মচারী, উর্দু কবিতার যাঁর সমকক্ষ আজও কেউ-ই সেই ভূভারতে তাঁকে আমরা আজ চিনি না কেন?

দেশী-কীর্তিদের অনুরাগী আমাদের মধ্যে আজ অনেকেই, কিন্তু ভারতীয় মহাকবি গালিবের মনোরাজ্যে কেন নেই আমাদের প্রবেশাধিকার? জর্মন রুশী ফরাসী কবি-দের অনুবাদ পড়ে আমরা সবেগে বহুকাল তাদের পদচারণা করেছি, শায়রে আজম গালিবের উদ্দেশে মনীষিতার কণিকামাত্রও কেন প্রয়োগ করিনি?

তুমি বাঙ্গলার মাটিতে মানুষ, বাঙ্গলা দেশে থাকো, বাঙ্গলা সাহিত্যের রসগ্রহণ করো, এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমার চেয়েও তুমিই ভালো জানো, কিন্তু গালিবের সে-কথা জানো না আজ তাই তোমার বলব।

কবি চল্লিশোত্তর হামী বোপালীর প্রেমে নৈব অবৈধের বাইরে ছিলেন। তুমি হয়ত স্বীকার করবে না, আমি নিঃসন্দেহ, চল্লিশো-ত্তরের জীবনে যদি সুন্দরী যুবতী নারী রহস্যময় আবির্ভাবে না হাতে সাধারণীর জীবনে তাঁর প্রতিশ্রুতিতে এক কালে হয়তে না ভাটা পড়ত। গালিবের জীবনেও এসেছিল এক নারী এবং সেই নারীই ছিল শায়রের সমান একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্বশালী।

নিজামউদ্দিন মরুবরের পাড়াটা এই সেদিনও, লক-আউট বছর আগে জগদ্দলপাল একটি গ্রাম মাত্র ছিল যে গ্রামে সন্ধ্যার পর কেউ পথে বের হতেই বিশেষ সাহস করত না—মরুবরার মধ্যে তো হাতে কেউ প্রবেশ করতেও চাইত না। এসব আমিও দেখেছি।

মোগল বাদশাহ শাহ আলমের সময়ে নিজামউদ্দিন ছিল দিল্লির বাসিগঞ্জ। আজ আবার প্রায় তাই হতে চলেছে। নিজাম-উদ্দিন এখন রাজধানীর অভিজাত একটা পল্লী। গালিবের সিতমঞ্জ ইরান থেকে মোগল দরবারে আসেন বাদশাহ শাহ আলমের রাজত্বে। প্রথম দিকে গালিব কবিতা লিখতেন ফার্সীতে। বয়স যখন ছিল তাঁর মাত্র তেরো পূরণ তখনই তাঁর নিকে হয় এবং সেই বিয়ের থেকে না ছিনি কখনও ভালোবেসেছিলেন না তাঁর সম্পর্কে কখনও এতটুকু ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন কোনোদিন।

বেচারী নাজী পরিহাস এই নিঃসঙ্গতার নারী আমার সমবয়সীর পত্নী নিঃসঙ্গই নিজস্ব হাতে নিয়ে আজও রচনা করেন তেই সমাধান একটি কবিতার। ভালোবাসা নিঃসঙ্গ গালিবের যে সাড়াই ছিল সুদক্ষ শায়রী কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গতার। তাই গালিবের নিজ বাসরে আজ কেউ ই নেই... কবিও তাঁর আত্মীয়স্বজনের আজ অস্তিত্ব নেই।

তোমাকে বলে রাখি, নিজাম আমলটা


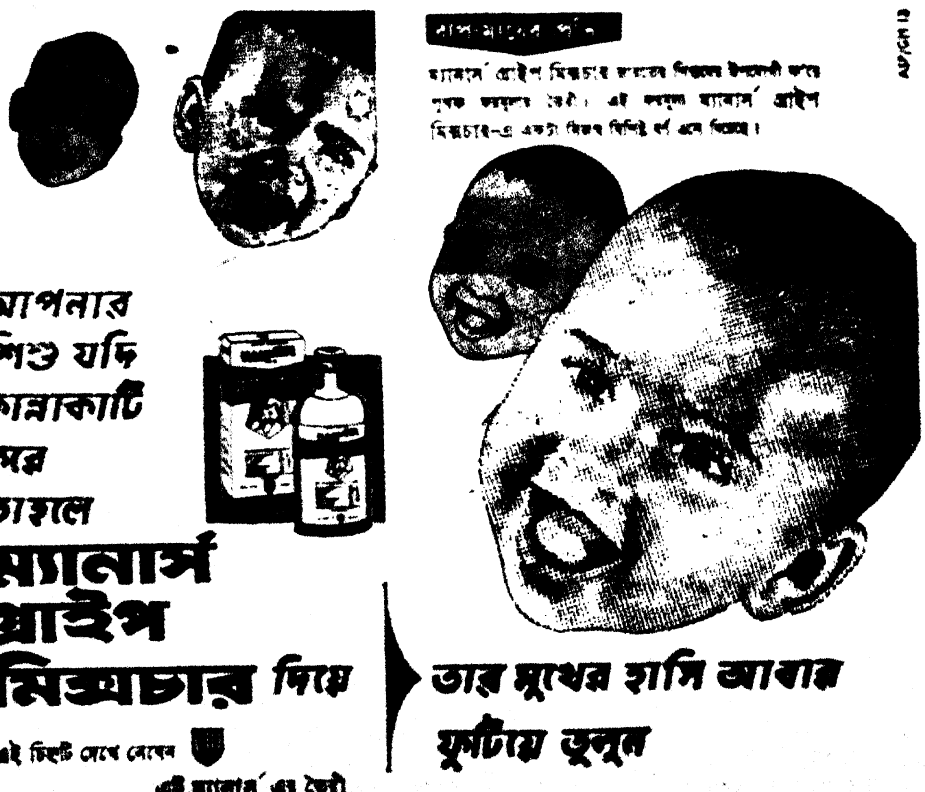

ওকে ছিল পাতিরামের আসল নাম। তিনি তখন কলেজী আমার কবিতা লিখতেন।

তুমি আমার তখন বিশ্ব আসরে তখন নিজামউদ্দিনের মানসবাইয়ের দোকানে বসে বন্ধু সেক্সমনের কাছে পাতিরামের প্রেমের গল্প শুনো। অনেকদিন ছোবে সে ছোবার বলে সেই মেয়েদের কথা বলে সুপরিচি অন্তরঙ্গতার আবেগ-ভরা এই পথে হাসনী প্রবরী পরিচয়ে অন্তরঙ্গতার ছিল অনায়াসে। মেয়েরা সন্তানের নাকি বাড়াবাড়ির স্থান ছিল না কিন্তু কলকাতা ইতিহাসে বহু, কাহিনীর মধ্যে মেয়েদের আসা-যাওয়া ছিল সে সময়ের ঐ বিশ্বের নিজামউদ্দিনে।

মেয়েরা নিজামউদ্দিনে ছিল অনেকদিনের এক রহস্যময় সৃষ্টি। প্রেমিকের কাছে-ছাড়া ছাড়া অনেকগুলি প্রেমিকাদের মধ্যে ছিল আসার এক সমস্যার মেয়েরা সাধারণ সম্পর্কাতীত সমস্যা। সাধারণ সাধারণী সাধারণ চলতে—সবার অজানা উৎসুকদের মধ্যে মেয়েদের অন্তত এক টাকার এক বিশি পর ছিল সমস্যা বিশ্বের মধ্যে এই সাধারণীর অনেক অজানা পথ সবার।

অনেকদিনের একটা রহস্যময়তা। অনেক এক পুরাতনের অনেক বিশ্ব আশ্চর্য সবার সম্পর্কে এক সমস্যা। আসার মধ্যে বন্ধুর মধ্যে চলতে সাধারণ মধ্যে। সবার মধ্যে বিশ্বে বিশ্বের মধ্যে একের পরিচয় হয়। ব.ব.ব বলি একজনের ও একের আসার সাধারণ বন্ধু আমার বন্ধু আমার।

আমার বিশ্বে আমার-চৈত্র একের সাধারণ আর আমার বিশ্ব বন্ধু। সুপরিচয় সুন্দর সাধারণ এ সাধারণী একজনের মেয়েদের সাধারণী বিশ্ব সমস্যা। বিশ্বে মেয়েদের আমার্জনা সুন্দরী মেয়ে বন্ধুর মেয়েদের সাধারণ সমস্যা আমার। এবং এই সাধারণ এ সবার আমার সাধারণের মধ্যে সে মধ্যে সুন্দর বিশ্বে মেয়েদের। আমার্জনা মেয়েরা সমস্যাবলীকে মধ্যেকার সাধারণ সাধারণ এই সাধারণী সম্পর্কে। সাধারণ মধ্যেকার মেয়েদের সবার আমার বিশ্বসম্পর্কের আমার আমার এই আমার্জনা সাধারণ মেয়েদের সাধারণ বিশ্বসম্পর্ক আমার্জনা। যে সাধারণ কবিতা একদিন আমার ছাড়া মুখ মেয়েদের মধ্যে করত মধ্যে আমার মেয়ে মেয়েরা কবিতাকে মেয়েরা সুন্দর বিশ্ব আমার্জনার আর—উৎসুক। সুন্দর বিশ্বে মধ্যে সাধারণ মেয়েরা মেয়েদের কাছে মেয়ে আমার্জনার আর-উৎসুক।

—পাতিরাম, তুমি আর-কবি মৈত্রেয় মেয়ে?

সপ্তম সবার একেবারে সুপরিচয় মেয়েদের বিশ্বে আমার মধ্যে কবি। আমার বিশ্বিদ্যালী হয়ে মেয়ে বন্ধুবান। তুমি চলো আমার ঘরে আর-সবী হয়ে সব, সব পুরো প্রেমসী হয়ে।

—তবে?

—আমার বিবাহিতা সবী হবে।

মেয়েরা পাতিরামের ঘরে বাড়ালি। বাড়ালি সে কবুতরী ঘরে বসবী হবে। পাতিরামের মুখে প্রতিবাদের সে বিজ্ঞানিকে করে আমাকে তুলেছে মহীয়ে বাড়েছে। বিশ্বের কবিতা সবরাহে হবে মেয়েরা বিশ্বের বিশ্বের সম্পর্কাতীত আমার্জনা বিশ্বে। ছলনাময়ী নারী হয়ে অন্তরঙ্গের নিজের আমন্ত্রণ বিশ্বে গাড়ে তুলেছে মহাকবি পাতিরামে, উৎসুক আমার পাতিরে আমন্ত্রণে।

যে প্রেমকবিতাটি আমি মেয়েরা বলে আমি না এ-আমি মেয়ে বিশ্বাসে সেই ইতিহাস সুন্দরের পুরিচয় বিশ্বে তাও আমি আমি না। মধ্যে আমার কবিতে সবারে মধ্যেকার মেয়েরা বলতে পারি।

বিশ্ব আমে, বিশ্ব মধ্যে বন্ধুর আমে বন্ধুর মুখে চলে যায়।

—পাতিরাম, তুমি আর-কবি মৈত্রেয় মেয়ে?

—না মেয়েবাবী। বিশ্ব ঘরা-মেয়ে আমে বাড়ি।

মেয়েদের মধ্যেরের মধ্যে মেয়েবাবী এ-ঘর থেকে ও-ঘরে আর যায় না। আমার দিনও না হাসে যায় পাতিরামের অনেকদিন পুরিচয় আসা যায় না। কবিতা মেয়ের হাতে মন নেই। মাঝেমাঝে মাঝেমাঝে হাতে তখন আসে কিন্তু সে অনেকও পাতিরাম মেয়ে না সত্য। সবরাহে থেকে মেয়েদের খাতা নিয়ে মুখে এসে মন কিনে। মুখোমুখির বন্ধুরা আসে কিন্তু তখনও পাস না আমের প্রিয় কবি পাতিরামে। কবি পাতিরে আমে মুখিনা মনে। মধ্যে পাতিরে আমে হয়ে যা সম্পর্কাতীত মধ্যে।

—পাতিরাম, তুমি তুমি লাভের কবি লিখছে—তুমি এক কবিতা মেয়ে মেয়েরা না?

—মেয়ে লাভের মধ্যে মেয়ে আমে মেয়েরা বিশ্বে। উৎসুক মধ্যেরের পাতিরাম তাঁর মুখিনার মুখে মুখের পাস তাঁর কবিতার

মূল। কিন্তু সে-মূলকে সে পায় না তাকায় স্পর্শ দিতে। কবিতাই বুঝি তার জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে।

উৎকণ্ঠিত মোতিবাঈ নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। ভাবে, প্রেমের এ-কী পরিণতি? বহুৎ একটি প্রতিভাকে এ-ভাবে নিঃশেষ হতে সেই কি সাহায্য করবে? একদিন যাকে সে জাগিয়েছে, তুলেছে, এ-ভাবে তাকে তো সে মরতে দিতে পারে না।

মোতিবাঈয়ের ঘরে আবার মুজোর আসর বসে। সঙ্গীতের ঢেউ ছোটে। সুপুরের ঝঙ্কার আবার আসে ও-ঘর থেকে। মনের পেয়ালায় ও-ঘর ভরে যায়। প্রতীক্ষায় এক অসহ্য জ্বালায় পাগল জ্বলতে থাকে। তবু তার মন নেই কবিতায়। গুনগুনে কথে শুধু একটি সুর সে তাঁজে যায় নাম—মোতি।

জীবনে যে-ছিল প্রেরসী ও প্রেরণা আজ বুঝি সে চলে গেছে বহু সুরে। অনেক সুরে। কিন্তু কবিতা তবু নেই। তবু সেই


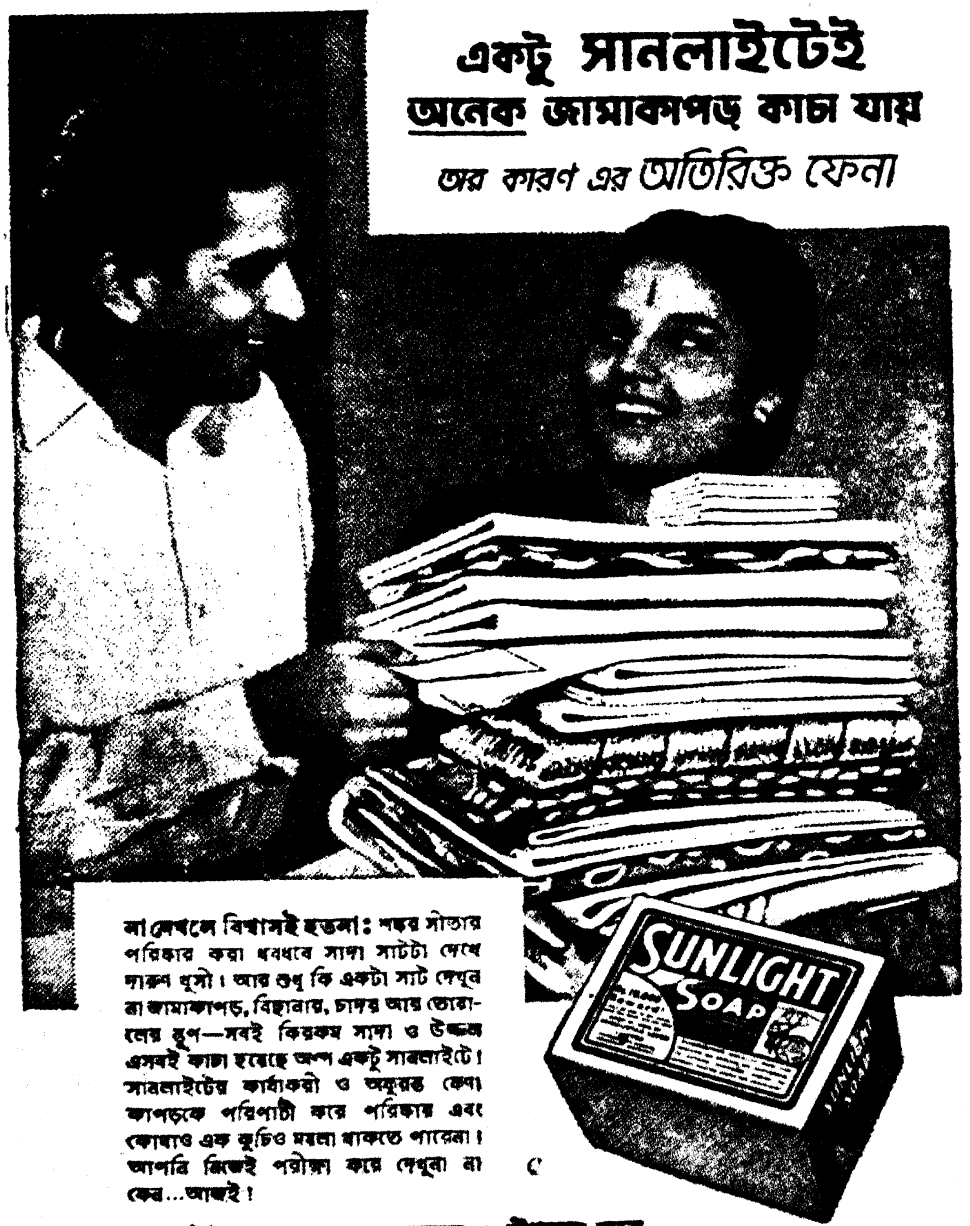

ভাই পারব।—মেরা পারব ভাইয়া তো ম্যায় কেয়া লিখুঁ?

মোটিবোর্ডিংয়ের বাড়িতে এখন নতুন ভাড়াটেরা নবোদ্যমে ঘুলাগোলা। নতুন কিংবদন্তির পত্তন ঘরের ঘরে। বর্ষীয়ান ভিড়। মোলায়েম জলের আনাগোনা। সুট্ সুট্-সুন্দরী ও নড়বড়ীর নেলায় ভুবে যায় মোটরের গ্যারাজবাড়ি। পালিশ বুড়িয়া তার জীবন থেকে একেবারেই মুছে গিয়েছে। রাজধানী সিল্কও বুকিয়া নেলায় গিয়েছে ভুবে। পাশের ঘরে পালিশও নেলায় ভুব। মোটিবোর্ডই কি-জানি কি ভেবে একদিন সুন্দর একটি অন্ধকারের পুতুলকে নিয়ে আসে পালিশের ঘরে। পালিশের সন্ধুখেই সে সুন্দর পুতুলটির কণ্ঠরুদ্ধ হয় মোটিবোর্ডই। নেলায় ভুব হলেও বুকিয়া পালিশ জ্ঞান হারায়নি। বলে, কৈসে তিন বর্ষীয় মাল বরবাদ না করা ও।

সিলমোহর করা পুতুলটি মোটিবোর্ড তুলে দেয় পালিশের হাতে। পালিশের কি অত নিজের কারিগরও স্মরণ নেই। কারিগরি চেহারা হাতে সন্ধানের করছে। কি এমন সেই প্রবল ধাক্কা যা দিয়ে পাথরে পালিশকে নিজের সম্পূর্ণে দাঁড় করানো যায়?

মোটিবোর্ড পালিশকে আবার নিয়ে নিয়েই বুকিয়া অন্তর্হিত হয় তবু তাঁরই সমানে হয় সুন্দরী পুতুলটির মুখে বারবার সে চুমু খায়। নিজের উদ্বোধন নিজেরই আর সেই সুন্দরী পুতুলটির হাতে সমর্পণ-দৃশ্যে মুখে পড়ে যা সে কখনও এর পূর্বে করেনি।

আমি একদিন পালিশের বাড়িতে গিয়ে ছিলাম। পালিশের বাড়ির দক্ষিণের এক একটি নিরেট পুতুলিকাময় পালিশে যেখানে হোমের ঐ ছোট্ট পাড়িটাও কিছুতেই ঢুকতে না। আর সত্যি বলতে কি আমার মনেও হয় না সেখানে কোনও তিন বুদ্ধি মানে। আমি বিদেহিলাম সেলাম ভুবে নেলার মোহ-ঘরের কথাটের হিসাবটি লেখার তুলিতে। বিদেহিলাম আর হতবাক হয়েছিলাম।

বিশ্বিমবরন পালিটার নাম মহাশিল্পির অনেকেই জানেনি। পুরোনো শিল্পির ওটা হল একটি অতি সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পল্লি। চমৎকার আভিজাত্যের অন্তঃপুর। মোগল-সম্রাটদের আমলেও এ-পল্লির যে কোনও অধিবাসীর ছিল এমনও মনে করবার কোনও কারণ এখনও আমার ঘটেনি। আমের মৌজাগুলির পর পালিশের বাড়িটি সত্যিই আমি সেদিন আবিষ্কার করলাম অন্তর নিয়ে উপলব্ধি করলাম মোটি-মাস্টারের কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে ঢুকেই কেন পালিশ লিখল 'একটি ছিন্নমালী'-র প্রথম অনুচ্ছেদ লেখকে যার প্রায় আধা।—কী বিষম অন্ধ-পদ্মপ। আমি একটা জন্মল লেখলায় আর ভাবলায় আমার বাড়ির কথা!

পালিশের বাড়ির একদিকে এখন একজন কাঠের ব্যবসায়ীর গুদোম। অন্যের বন্দোবস্তটা বাবদের কথা হয় বছর চারেক লেওয়ার বন্ধ রৈখেছে ভাঙা। বাকি বাড়িটা হো মনে হল যেন একটা ভুতুড়ে কন্ডক্টরবন্ধন। আরো ভিতরের আঙিনায় গ্রহাকারি পালিশ একদিন যেখানে বসে কবিতা লিখতেন, সেখানে গড়ে পাখা খাঁচা। তিন কাঠার খটখটে লম্বা টিয়াপাখি লুটেও যেন কোনও আপত্তি আজ আর নেই। ভবনে একটি ছেলে আঙিনায় বসে তিন কড়ুইছিল। সে আমায় বলল—বুড়ি বছর আগে এই বাড়িতেই আমি জন্মেছিলাম। আমার বড় ভাইয়েরও জন্ম এই বাড়িতে। না, আমরা আগের-আমলের পালিশের কোনও আত্মীয় নই। আমরা বাড়িওয়ালার ভাড়াটে।

চারিদিক ভাঙাচোরা। পশ্চিমদুয়োর খসে পড়ছে। খসখসেদের ইট খসে পড়ছে। পালিশের পর কখনও যে এ-বাড়ি মেরামত হয়েছে তা চুনকাম হয়েছে এমন সন্দেহ করবার এতটুকু অবকাশ নেই। সুপারিশ ভর বাড়ি। মনে মনে ভাবলাম, পালিশেরই এক আত্মীয় হো আজ স্বাধীন ভারতের আমার হয়েছে মন্ত্রী। আর একজনের মামলা খাস চলেছে সুপ্রিমে। অন্য আর একজন ভারত সরকারের সেনাবিভাগে উচ্চ-কর্মচারী। হবে কেন গ্রহাকারি পালিশের বাড়ির এ-দুর্গতি?

ভাবনার থেই নেই। ভাবতে ভাবতে পালিশের বাড়ির অন্য আর একটি অংশে গেলাম। এখানেও ভগ্নস্তূপের সম্ভ নয়। চমকিত গ্রহাকারি অন্তঃপুরে থাম ডাকিয়ার দেখলাম নিয়ে বসেছিলেন। চল্লিশের ভেতোর ভদ্রলোক বললেন, পরিবারের বড় বৌ বলে আমি আমার বাবার সেবা করেছি। মধ্যের উঠোন যেটা আপনি দেখলেন, সেটা আমার ঠাকুরদার সময়ে ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। উত্তরাধিকারসূত্রে পালিশ-আমল পালিশের বাড়ির একাংশ আমরা পেয়েছি। আমার প্রপিতামহ হরিমোহন যখন মারা যান তখন বয়স বছর আশি, পালিশের মৃত্যুরও বেশিদিন বছর আগে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছিল ছেলেদের মধ্যে পালিশের বাড়িটা ভাগবাটোয়ারা হয়। বাড়িটার


হোমিওপাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় রচিত সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার

উপসর্গমূলক আমেরিকান পদ্ধতি ও পদার্থমূলক ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এবং পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রভৃতি বহু অধ্যায়ে বিশদ আলোচিত হইয়াছে। চিকিৎসা প্রকরণে রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, লক্ষণসমূহ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে আছে রোগী পরীক্ষা প্রণালী, রোগের লক্ষণ-সমূহ, রোগনির্ণয়, খাদ্যের উপাদান ও পরিমাণ, জীবাণুতত্ত্ব ও প্রতিষেধক টীকা এবং জল-হাওয়া-মাটি পরীক্ষা প্রভৃতি আবশ্যক আলোচনাদি বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিশ্ব সংস্করণ। মূল্য—৭.৫০ নঃ পঃ মাত্র।

এস. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

ইকনমিক এজেন্সী, ৭৩, মেছুয়া বাজার রোড, কলিকাতা—৯

একালের মালিক আজ পাকিস্তানে। সে-অংশটি ইভাকুই প্রপার্টি নম্বর ১১০৮, ব্লক নম্বর ৬। তেরো বছর আগে এ-বাড়ির একটা অংশ একেবারে তেপো হাড়ু হয়ে গিয়েছে।

বিচিত্রমায়ান গলি দিয়ে চলেছি। ঘিঞ্জি এবড়োখেবড়ো গলি। ছোট ছোট দোকান। চাঁদনী চক এখান থেকে ছোটো দশ মিনিটের পথ। সোমাহুঁড়ি পঙ্কজেল এক বৃদ্ধকে দেখলাম ডাক্তারের দোকানে বসে গড়গড়া টানছেন। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

—তম্বাকু চাঁহিয়ে বাবুসাহেব, মোতি-হারি বা তম্বাকু?

—মোতিহারির তামাক চাই না, কিন্তু বৃদ্ধাবাবা, তুমি আমাকে পুরোনো দিনের এক মোতিবাঈ-য়ের খবর দিতে পারো?

অনিমেষ নয়নে বৃদ্ধ আমার দিকে তাকালেন। আমি নবাগন্তুক জীব। এঁদের চেহলীর আমি কি বুঝি, কি টুনি? এঁদের সেই পুরোনো দিনের ঐতিহ্যময় চেহলীকে যে আমি কোনও দিনও চিনতে চাই নি! এঁদের মনোজগতে আমরা ঘুইকোড়; ওঁরা আমাদের চোখে হয় ঘাস ফসিল! বললেন, কোন মোতিবাঈ?

—গালিবের মোতিবাঈ।

বৃদ্ধের বয়স আশির কম তো নিশ্চয়ই নয়। বেশীই হওয়া সম্ভব। নাম সম্ভবত খাস। ডাক্তারের দোকান করছেন আজ ষাট বছর। তাঁর আগে এই দোকান করতেন পঞ্চাশ বছর এঁর বাবা। ঠাকুর্দা বসেছেন পঞ্চান্ন বছর; তাঁরও আগে বসেছেন ঠাকুর্দারও বাবা, তাঁর আগে—

—তাঁর আগের খবরের প্রয়োজন নেই, বৃদ্ধাবাবা। বুঝতে পারছি, তুমি কখনও গালিবকে দেখনি, কিন্তু—

—হাঁ রে, কিন্তু কি? শায়রে-আজম গালিবকে আমি দেখিনি প্রাণে? আমার যখন বয়স তিন তখনই তো গালিবচর্চা করতে বসল।

চুয়ান্নই বছরের বৃদ্ধের সামনে আজ আমি বসে। কি সুন্দর তাঁর চেহারা! হাতের পেশিগুলো এখনও মজবুত। বিশ্রি এসো, তোমাকে আমি এই বৃদ্ধের কাছে নিয়ে যাবো।

'কিন্তু' বলে আমি থেমে গিয়েছিলাম, এবার বললাম—কিন্তু গালিবের কথা কি আমায় বলবে? মোতিবাঈ এর খবর?

চুয়ান্নই বছরের বৃদ্ধ এবার যেন ঘুমিয়ে পড়তে চায়। তাঁর চোখ দুটো অবশ্য লাল। তাঁরী সুন্দর চোখ। তুলোর মতন সাদা দাড়িতে তাঁর ফরসা মুখটি প্রায় ঢেকে গিয়েছে। বৃদ্ধ একদিন যে অসাধারণ সুপুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই এতটুকু।

—মোতিবাঈকা খবরসে কেয়া করোগে বেটা?

বৃদ্ধ আমাকেই প্রশ্ন করলেন কিনা বুঝতে পারলাম না। অনমনস্কভাবে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর এক গাল সাদা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন গালিব আউর মুঝা ওরলিজ সাহাব ছোড়কে আউর কোই নেহি থে।

বৃদ্ধ আবার যেন কোন মানবরাজ্যে প্রবেশ করে তাঁর গড়গড়ার টান দিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গলিটাকে ছেয়ে ফেলেছে। বোরখা পরে একটি মহিলা পাশের গলিটায় ঢুকলেন। টুং টুং করে রাস্তাটায় একটা রিকশা চলেছে। বোরখা পরিহিতার চোখ দুটোও দেখতে পাচ্ছি না। শুধু আলতা পা। পায়ের আলতায় মেহেদীর রঙীন নকশা। নীল জেলার চটিজুতো। সামনের ছেলেদি-ওয়ালার দোকানে ভিড়টা হঠাৎ হালকা হয়ে যাচ্ছে। এ-দিকের বাড়িটার জোড়ালার জানলা গলিয়ে কে যেন এক ঠোঙ্গা মাল্লের আমি ফেলল পথে।

—মোতিবাঈ সামনেকে ইস মকান মে রহতি থী।

অবাক হলাম। ধনী মোতিবাঈ কবে আবার এই এলো গলিতে এসে বসা বাঁধলো?

—মোতিবাঈ ইস মকান মে রহতি থী, বলে বৃদ্ধ গলির মোড়ের ছোট্ট একটা জীর্ণ বাড়ি দেখিয়ে দিলেন। আবার তিনি তাঁর হুঁকোর জরি-জড়ানো লম্বা নলটায় টান দিলেন। সন্ধ্যা গড়িয়ে চলেছে রাত। বৃদ্ধ আমার জন্য এক কাপ চা আনালেন, চুপাকী হুকো-জড়ানো পানের খিলিও। বাত এগিয়ে চলল। গলিটা নিঝুম হয়ে গিয়েছে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রিকশার টুং টাং সেই সেই ফোর্ড-গাড়ির হর্ণের হুংকার। কদাচিৎকদাচিৎ বাসিন্দাদের টুং টাং করছে। স্যুটে ছিপছিপে ভদ্রলোক হাতে একটা ব্রীফকেস ঝুলিয়ে দ্রুত ছন্দের চলার সৃষ্টি করে। বাসার ভেতর দাঁড়িয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমি চাঁদনী চকের দিকে পেলাম। গালিবের সেই পরম্পরা-সংসারের কথা মনে পড়ে। আমি এই সেদিনও আমার সহকর্মীদের আমার দেশ ছেড়েই পাকিস্তান ঐ দেশের ভেতরটা কি এমন পরিচিত ছিল যা সাথে গলির মোড় পেল। এখনে আজকাল পাকার স্থায়ী করা। তাদিনি মুসলিম-পাড়ার ভাঙ্গিবাড়ি পাকা-ছাদের আশ্রয় স্বীকার করতেও দ্বিধা করছে। প্রশস্ত চাঁদনী চক। ফোয়ারা সিনেমা আলো।


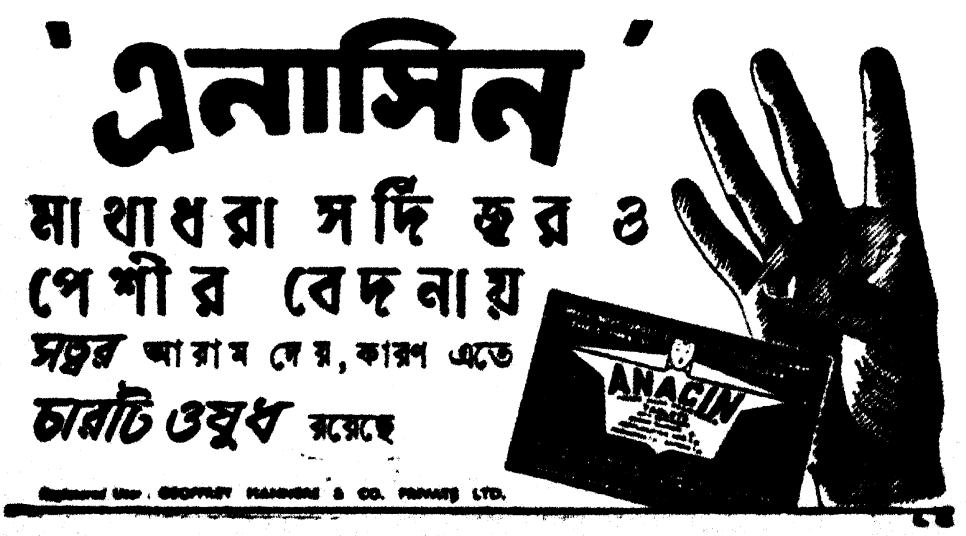

হচ্ছে-খেয়েছে আলোয় মালাল' বিজ্ঞাপন। সারবন্দী টাঙ্গি। দূরে লাল-কেল্লা। আরো দূরে যমুনা।

মোতিবাঈর বাসাবাড়ি থেকে শেষ বিদায় নিয়ে কবি গিয়েছিলেন যমুনার ঘোলাটে জলে নিজেকে দেখ করতে। কিন্তু সে-ধারা কৃষ্ণ হেরা খুশা ধারা কৃষ্ণ ম-হোতা হেরা খুশা হোতা। তুবোয়া মুঝকো হোনো দে, ম-হোতা মায়ে-হোতা কায়া হোতা।'

কবি শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে গেলেন। মোতিবাঈর বক্ষকাঠ হয়ে কবিতা কল্পনা-লহর বুকে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিলেন। তিন নেই, হয়ে নেই, নির্বিকল্প পরিবেশের সাধনা চলল অনবিহত নতুন উদ্যমে। এলো সুদিন এলো কবির এলো প্রিয়ে মুখ তাঁর সকলেরকাঁছে বন্ধ মেয়ে হয় তুলি, কেননা মনের মনস-সুন্দরকে শুধু দিতে পারেননি।

কবির জীবন সরবরাহের মেয়ে কবি, হিন্দুস্থানের আবহে-আজুয়া—কবিসম্রাট।

মেয়েরা যত এল ঘরে আরো ঘর আলোড়ন ঘর। কিন্তু সে ঘর কোনও দিনও টের না কবির সিদ্ধুকে যে আর জমা হচ্ছে মন আর ধরবার করে মাঝে মাঝে কাগজপত্র উড়িয়ে কবি হাওয়ায় ছড়ুর করে দেন হাওয়ায় ঘরে। সিদ্ধান্তি বিদ্রোহে কবিরে কবিতা এলোমেলো বিদ্রোহীদের হাতের প্রদীপ। কিন্তু হয়ে কবির হাতে বাঁধা মোহনা। দুটি সিদ্ধান্তের মধ্যে হাসির মধ্যে পর যে ছিলমী উদাস ন-উদাসী উদাসী সমস্ত চুরিয়ে—কবি একদিন আর মেয়েই হবে কবিদের নিজেরা। সিদ্ধান্ত বিদ্রোহের পর ইংরেজের ক্ষমতা হয়ে কবি সিদ্ধান্তের ক্ষমতা কাছে ক্ষেত্র-ও যা সিদ্ধান্তদের বাড়িও তা। মোতিবাঈর আমার ও তিন জনেই নয়।

যে মোতিবাঈ কবিদের চরম অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিল সেই মোতিই যে কবিদের জন্মজন্মান্তরী কবিদের অন্তরিম কবিতা সেই মোতিই যে কবিদের জন্যই তার সমস্তটুকু ব্যবস্থা কবির বাড়ির ভরসার সমানেই বছরের পর বছর কাটিয়েছে নিজেরে অন্তরমহে একবার স্বপ্নিনীহারায়ে; হয়তবি একথা দুজনের কবিদের কেননও জানতে পারেন নি।

ঊষা-লাইনটার ঊষমাত্রি নেই। প্রলম্বে বক্তব্য। চাঁদনী-চাকও ঠিক কমে আসে। বেশ ভোক-ওয়ালার কথা এখনও অমার কানে ভেসে আসে—বেটা মোতিবাঈ ছিল সেই জাতের মেয়ে যাঁরা গলীতে আরো গুণবান করে তোলে. যাঁদের প্রেম নিছক দেহ-সর্বস্বতায় নয় যাঁরা সম্পূর্ণ-মনের অন্তর্লিনতাও দিতে পারে তাদের প্রেমিকের জন্য। অনেক কাছে থেকেও মোতিবাঈ তাঁর গালিবকে দূরে রাখতে পেরেছিল কারণ তাঁর প্রেম কামনার বাঁধনে জড়ো ব্যবহার হতে পারেনি।

বৃদ্ধ বলে চলেছেন, একদিনের একটা গল্প বলি শোনো। মোতিবাঈর তখন নতুনবয়স ১৯৯। সুরের উপর তাঁর দখলের কাজ করে তখন কেমও হবে তাঁর শেষ চলছে। তখনও সে ছিল বেহেতের পরীর মতন অপরূপ। যৌবনের দীপ্তিতে তখনও তাঁর সর্বাঙ্গে। ঐশ্বর্য সম্পদী মোতিবাঈ দুঃসাহসীও কম ছিল না। ছিল সে অসাধারণ বিলাসী, সেকালের সুগায়িকা ও অপূর্ব এক নর্তকী। সে ছিল দর্শনের-চুম্বনকারিণী এক নারী, মানুষকে। অনুরাগের মেজাজে সে থাকে হয়ে থাকছে। সেজন্যই কবিতা সে বরণ করে।

বাদের কথা বলেছি—আজও বারা একদিন মোতিবাঈকে খুঁজেছেন, যমন, একবার তুমি তোমার গালিবকে ডাকো। সে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে। মনে কি তখন দিয়েছিল সুরেরে বেটা? হয়ত হবে মোতি বলেছিল, মোতিবাঈ গালিবকে ডাকলে সে ফিরে আসবে সত্যিই, কিন্তু ভাইসাহাব, আমি যে গালিবকে আমার সমস্ত বুক দিয়ে চাই, সে-গালিবকে নিয়ে আমার আক্ষেপ—এবং তাও আক্ষেপ—একদিন যাদের বুকে কবিতা করেছিলাম সে গালিব হল বিগত দিনের সেই ঐশ্বর্যমান কবি গালিব। সেই ফেলে কবির কবি গালিবে যে আমার বুকের ওপর নিজের মুখে রাখিয়ে আমার বলছে, মেরে মাশুকা, তুমহী তো মেরা পাওয়ার; মুঝে দুনিয়ে আওর কুছ নহি চাহিয়ে, আপ মহবত নহি চাহিয়ে, ন-চাহিয়ে দৌলত;


## কাকোরী ষড়যন্ত্রের স্মৃতি

মন্মথনাথ গুপ্ত বাঁর লেখা অগ্নিযুগ ইতিহাস, পড়তে না পেরে বাঁরা দুঃখপ্রকাশ করেছেন তাঁরা এখন পড়ে দেখতে পারেন। সুন্দর বাঁধাই। দাম ৫.০০ ঃ পাওয়া যাইবেন্দী ঃ কলিকাতা—৯ ঃ

হয়তো শিল্প এক ভাঁড়-মশকরা হবে। ভাঁড় চাইতো হবে, কি পৃথিবী-সে বৈঠকের দেখবে ভূমিকায় হবেন!!

মোতিবাবু কবির কবিকে ভালবেসেছিল। বন্ধুকে কবিকে কখনও নয়। নয় শরীরে-অক্ষরে গালিবকে। কিন্তু সে সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিল তার ভালবাসার গালিব হোক মহাকবি, কবি-সম্রাট; হোক তার পরিচয় হাজার হিন্দু-স্থানে। কিন্তু, না। সে নিজে দূরেই থাকবে, মহাকবি গালিবকে কবুতের স্পর্শে আসতে দেবে না। তাকে ছোট হতে দেবে না, যদিও কবি বলেছিল, হে আমার প্রিয়া, তুমিই আমার কবিতা। আমি সমস্যা চাই না, চাই না অর্থ। আমি তো সামান্য একজন ভিখারী। ভিক্ষা চাই, আমি যেন দারিদ্র্যের মধ্যেই তোমার সৌন্দর্যসুধা পান করি। এসো, এসো প্রিয়ে।


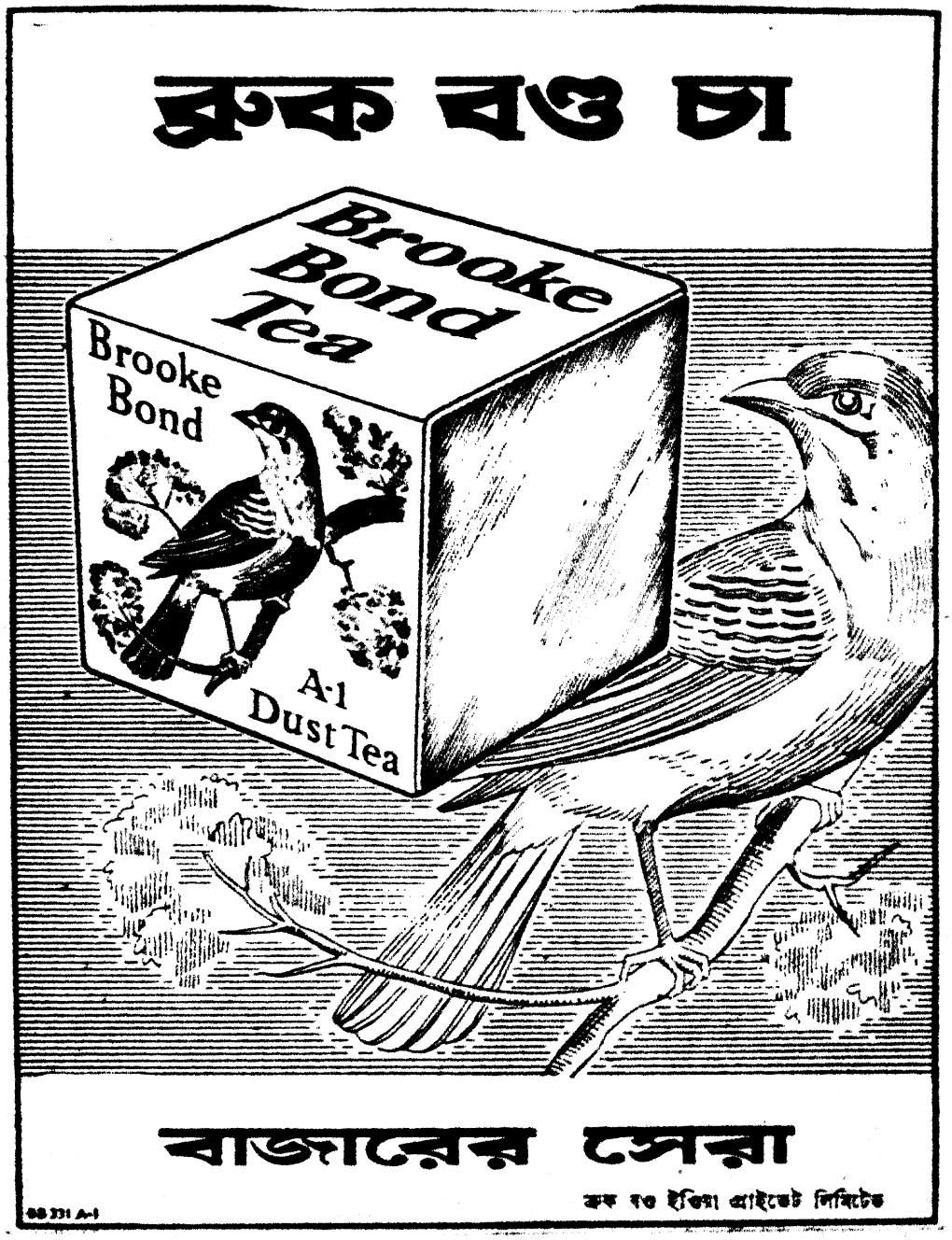

# প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২৮

কাশফুলের টুকরোটার প্রথমে নাম লিখল: কার্তিক মিত্র। পরে ভাবল, চিনতে যে পারবেই, তবে আর ছাপল কেন? মিত্র ছোট বলে বড়ো? না ছাপল কোথায়? কৃষ্ণাকী নামে চাকরি করতে নেমেছে এ তো ঘরে-বাইরে সকলের জানা। এ পর্যন্ত যে সবসুদ্ধ ছোকরার সব ঐ কৃষ্ণাকী নামে। যে চাকরিটা পেয়েও ছেড়ে দিতে এসেছে হালের খাতায়ও ঐ নাম। এখন ছেপেও কি কিছু সুবিধে নিতে হয় মিত্র হয়েই নিতে হবে। তাই আসল নাম ছোট মিত্র করল।

কী রকম কার্তিকটি হবে ভেবে কাশফুলটা নতুন আরেকটা খামের মধ্যে পরিষ্কার অক্ষরে লিখল: কার্তিক মিত্র

পরীক্ষায় সেকেণ্ড-ক্লাসটাই সুন্দর—সুন্দর। আসলের সিগ্ন সিলক পাতুক ছিটেয়ে।

সিলল সেণ্ট লাগে প্রথমটা বন্ধ হয়ে গেল। মাইক-মাইক খেলেছে। তবে, যেমন আসছে ঘরে ঢোকানো হবে দেখবে মহাসমারোহে পাবে—নাম আসবে কার্তিক-কৃষ্ণন বা কার্তিকচন্দ্র মিত্র। তাই দেখবার জন্য নামে ছাঁটকাট করে এসেছে।

তবু একবার অন্তত ঠিকানায় ঘরের সরোজনাকে দেখা।

একজন ছটফটিয়া।

নিজের মনে নিজেই অবাক হয়ে গেল। এ আবার কে কবে শুনেছে।

শুনেছে বা দেখে কী! বয়েস কি কোনো অংশেই আকাঙ্ক্ষা নয়, ঘর কি বয়স নেই না সম্বন্ধ নেই? সে কি কুসুম না বিকাশন্ত? ঘর কি নির্বাসনের অবস্থা না কি নিষ্প্রয়োজন? না কি সে কারু উপকারেই আসতে পারে না?

না, তবু, অহঙ্কার করা ভালো নয়। দূরে স্থির থাকা ভালো। নম্র হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকা ভালো।

উদ্যমে-উল্লাসে থেকো না। যা আপনা থেকে আসে আসতে দাও।

সরোজনাকে বলবে, ভাকো।

ডবল-টনটন চোখে হাসি-হাসি মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকল কার্তিক। কোনো কথা না বলে সৃষ্টি সুন্দরীর হাতে নমস্কার করল।

কী অসভ্য! আমি কি নমস্কার পেতে-পেতে মুখস্থ করে রেখেছি? আমি ভাবলাম, হাত না দে। কোথাকার কে অজানা-অচেনা!

কী অসভ্য! আপনি! চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সরোজনা: আপনি কোথাকে!

বলেই বুঝল এ একেবারে অসংযত প্রশ্ন। বাড়ো উৎসাহে চোর পাওয়া গেছে। এটা ঠিক নয়। যেমন থেকেই আসুক, কিছু আসে যায় না। এসেছে যে এটাই বড় কথা। এর মধ্যে কথা।

নিজেকে সহজ সুন্দরীর নিয়ে বসল। সামলে, বসুন।

কার্তিক বসল।

মনের লাগিয়েই থাকেন। বলল, আপনার নামটা আমার মনে ছিল না—

পরীক্ষার নয়। মনে থাকবার কথা নয়। কার দিয়ে আসছে—

কিন্তু কার্তিক দিয়ে দেখে—কবেকী লিখি-লিখি ভেবেছিল মনে এল না কিছুতে। পরে এল—বৃষ্টির মধ্যে ছাতাটার কথা। এই প্রথম নয়, আরো অনেকবার হয়েছে। সেবারই বলা ছিল, ছাতা ছাড়া কিন্তু হাতের ছাপ মুছে যাবে, চাই পাবেনি বলছে। সুযোগ হলেই পাবেনে

কিন্তু কথাটা সব নয়। পরেরটাও কিন্তু।

লাফিয়ে আবার সরোজনা নিজে গলা বাড়াল কার্তিক: বলছে, সঙ্গে আর কেউ আছে? না, একা?


উপহারের অনবদ্য গ্রন্থ

কবি নজরুল ইসলামের

রুবাইয়ৎ-ই-ওমর খৈয়াম

এই বহু কথা গ্রন্থখানি বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হলো। এর সৌষ্ঠব মুদ্রণের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে ও প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রীযুক্ত সুবোধ দাশগুপ্তের অঙ্কিত রঙীন ছবিতে পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করবে।

শুধু ছাপিয়ে বইয়ের মোড়া সোনালি সম্বন্ধে। দাম ১০, টাকা মাত্র

স্টুডেন্ট পাবলিশার্স

১৩৩ সুধী মার্কেট কলিকাতা-১২



উল্লেখযোগ্য সাহিত্য

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নবতম গ্রন্থ

কবি ও অ-কবি তিন টাকা চার আনা

শরদিন্দুকুমার মিত্রের সিনেমাভিত্তিক পটভূমিকায় রচিত

রক্তকমল তিন টাকা

আশাপূর্ণা দেবীর অনন্যসাধারণ সুখপাঠ্য উপন্যাস

নেপথ্য নায়িকা পাঁচ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

এ আবার কী প্রশ্ন! একা না দোকা চেখেছেই তো পাচ্ছ চোখের উপর। যা এখনো চোখা যাচ্ছে না যা যা নেপথ্যে আছে, তার জন্যে চাঞ্চল্য কেন?

'একা।' গম্ভীর হয়ে কাকলি বললে।

সত্যি, কী রকম অস্পৃহ ভাবে দেখাচ্ছে! বাঁ হাতে সেই ঘড়িটা ছাড়া আর কোনো তার অলঙ্করণ নেই। কপাল তো শূন্যই, সিঁথিটাও সাদা। ললিম আতঙ্কের ক্ষীণ একটু আভাসও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সেদিন, যতদূর মনে মনে করতে পারছে, মাথায় গোল খোঁপা ছিল, আর আজ পিঠে লম্বা বেণী। সেদিনের তুলনায় আজকের শাড়িটা অনেক বেশি এলোমেলো। চলা-বলা অনেক বেশি স্বাধীন।

কী ব্যাপার? বুক ঠেলে প্রশ্ন এল বন্ধুদের: 'সুকান্ত কেমন আছে?'

আহা, কী প্রশ্ন জড়োনো প্রশ্ন! সুকান্ত তোমার কতদূর বন্ধু, তার কুশল সংবাদ না পেলে তোমার ঘুম আসে না, রুচি হয় না আহারে! সে বেঁচে থাকলে তোমার কত লাভ, মরে গেলে তোমারই বড় ক্ষতি! এখন উত্তরটা তোমো জান পেতে। তাঁরা ভালো আছেন। আমরা সুকলই খুব ভাল আছি। তোমরা।

জানি না' চোখ নামাল কাকলি।

হাঁ, তেমন কিছু লোকাবার নয়। লোকাবার হলে প্রথমে মুখেই ফুটত না। ললিমকে জানবার জন্য অপেক্ষা না। দেখবার জন্যে হলেও চোখে জল আসত। আপনি তার কতদূর বন্ধু ছিলেন—এমনিধারা ধরনে দু চারটে পরিচয়সূচিত কথা।

'তবে?' কৌতূহলের হবু কি শেষ করতে চাইলেন?

'আমি কুমারী সেকেণ্ড' আবার শোধরাতে কাকলি হাসল।

বাস, আর প্রশ্ন করো না। সিদ্ধান্তে শাসন করল বন্ধুরা, কেন কুমারী সেজেছ তোমো না জানবে। শুধু দেখ। দেখে যাও।

আমি অসম্পন্ন হয়ে গেছি ছিন্ন হাতে ফেলে দিয়েছি ঘড়িটাকে। সুকান্তকে হয় মনেই সুকান্তকে

এ তো অন্যায় কথা চুপিচুপি কথা

এরে তোমার তাবার ভাষা কী চুপিচুপি ছিলেন।

পৃথিবীর সমস্ত কুমারীই ভয়। ভাবা— বারে মনকে প্রবোধ দিল। কথাটা অনেক দিন থেকেও মেলাবেন। কুমারী হয়েছে মনেই সুকান্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে, বিচ্ছেদ না হলেও সম্পর্ক হয়েছে। অর্থাৎ তোড়ায় যে মালা সুকান্তকে নিয়েছিল সে মালা থেকে সে নেমে এসেছে। তার মনেই সুকান্ত খেলো হয়ে গিয়েছে, চড় খেয়েছে গালের উপর। মনের কথা বাইরের লোক আর কী করে জানবে কিন্তু এক স্পর্শাতীত বন্ধুর, প্রতিযোগী বন্ধুর হার হয়েছে জীবনে এ নিশ্চয়ই একটা উপভোগের জিনিস। তৃপ্তি তো শুধু লুকোনো জিনিস মনের বিবরে মধুর মত ছোট-ছোট খাওয়া।

তবু চোখে-কানে কৌতূহল জাগিয়ে রাখে বন্ধুরা। কুমারী সেজেছে মানে স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহভেদের মামলা রুজু করেছ? না কি আপোসে ছাড়াছাড়ি? একটু রসবাস সেই যায় তা হলে? এখন তা হলে কোথায় আছে? ঠিকানা?

নতুন....অপূর্ব....সুস্বাদু

ভ্যারাইটি কাষ্টার্ড পাউডারস্

ব্রাউন এ্যাণ্ড পলসনের তৈরী

একই প্যাকেটে—ছয়টি সুমিষ্ট গন্ধ ও রং পাবেন। এক মিনিটেই তৈরী, মোলায়েম সবজাতি ব্রাউন এ্যাণ্ড পলসনের কাষ্টার্ড আপনি পুডিং ও অন্যান্য মিষ্টির সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন। যে কোন তাজা বা টিনের ফলের সঙ্গেও খেতে সুস্বাদু।

বিনামূল্যে ইংরেজী, হিন্দী, গুজরাটী মারফতের ক্যাটিন, তোমার কিংবা বাবা তাদের রেসপির পাক প্রণালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাবার জন্যে এই কুপনটি ভরে দিন। যেগুলি চাইবার নেই সেই ভাষাগুলি বাদ দিন।

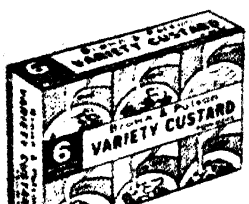


অরেঞ্জ . বেনালা
ট্রবেরী . লেমন
রসবেরী . ভ্যানিলা

কুপনের কোনে ১৫ ন.প. স্ট্যাম্প পাঠানোর
মি./মিসেস্/কুমারী
ঠিকানা
ডিপার্টমেন্ট DSH—27.
কর্ণ প্রোডাক্টস্ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
পোষ্ট বক্স ৯৯৯, বোম্বাই ১।

ব্রাউন এ্যাণ্ড পলসন্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

পাগল! যে সত্য যে ভদ্র সে উত্তেজিত হয় না। সেরেস্তা শিল্পীও। মনের ভাব সজ্ঞানে লুকিয়ে রেখে মুখে অজ্ঞান প্রসন্নতা আনে। বিবাহের বাইরে যার না সর্বাঙ্গসুন্দর সত্য দেহ, সহানুভূতি জানায়। যে ঘরে থেয়েছে তাকেও, যে মেরেছে তাকেও। চন্দ্রশেখর বলা মুখের কথা, প্রতিবাদও করে না; বরং সাহায্য করে। তোরাকেও করে পুরুষ্কারও করে। এমন ঠোরে-পুরুষে কেউ দেখে। জমাকে কেউ দেখতে পারবে না।

হরু জানে কিন্তু শুনবে নিজেরই ভাগ্যের ভাঙাচোরা টুকরো উপরে করে বইল বসে।

কার্তিক নিজেই বলবে। চন্দ্রশেখরের মেয়ে উঁকিঝুঁকি দিল। কুমারী সেরেস্তা মনে চাকরি করতে বেরিয়েছি—

যা ভাবা কথা কোথায় চাকরি করছেন?

চাকরি পাইনি এখনো। চোখ-মুখ শক্ত করে কার্তিক। বলতে বেরিয়েছে।

যা ভাবা কথা। প্রৌঢ়ত্বের উপর নিশ্চয়তার নিচে হাত বুলিয়ে বলল সমস্ত লুক্ষ কৌতূহলের মধ্য প্রসন্নতার হাতও সাহায্য করল।

যাই হোক নিজের পায়ে দাঁড়াবার সব সংস্থাই ভালো।

এখনো হয় তো চন্দ্রশেখর মুখ ফোটে, সম্পাদনা হয়ে উপর আপত্তি যখন কুমারী—

কুমারী কার্তিক সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল আরো।

যে কুমারী হয়ে কুমারী নেই সমাজ তাকে কুমারী বলে না, অবিবাহিত হওয়ার বলার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রশেখর। আবার নিশ্চয়তার নিচে হাত বুলিয়ে আরো হাত পুরোপুরি বসল। যাই আপনার-আমার ঘোষণা দেবে কুমারী। তাকে যেমন কুমারী বলে, সধবাকেও তেমন কুমারী বলে। আমাদের ভাষায় নেই কোন শব্দ, যা দিয়ে বিবাহিতা মেয়েকে বোঝানো যায়। তাই বলি, বিবাহিতা হওয়ার পরও মেয়েরা কুমারীই থেকে যায়। এতো সংস্কার আর সমাজের পরিবর্তনের উপরেও নয়। বলে হেসে উঠল।

হরুর কার্তিকের শব্দ করে হেসে ওঠবার সুবিধে হল। বলল, চাকরির বাজারে বেরিয়ে দেখলাম কুমারীর সার্টিফিকেটই ভালো কাজে।

যাই বলি। যেন কিছুই জানে না। এমনি আলাপি-আলাপি সুর করল বলবে।

কেন আপনার তাই মনে হয় না?

না, না, নিশ্চয়। কুমারী অনেক ফ্রী, অনেক আরামের। দেখছেন না কুমারীকেই লোকে পুজো করে, সধবা-বিধবাকে করে না। এবার হো-হো করে হাসতে পারল বলে: যতদিন কুমারী আছেন ততদিনই ভবিষ্যৎ আছে, প্রমোশন আছে।

বলেন কী! বাবা এক্ত মেয়ে, বুড়ো বয়স পর্যন্ত বাপের ঘিরে হয়নি তাদেরও ভবিষ্যৎ আছে?

তারা আর কুমারী কোথায়! তারা হেমন্তী।

সুজন এবার মুখ হয়ে হাসতে পারল।

কিন্তু হাসির আগেই চা এসে যাওয়ায় হাসা পড়ে গেল, খুব হাসির ব্যাপার হয়তো নয়। আসলে এই কুমারীর সার্টিফিকেট নিয়ে হয়তো ভাবছেন। সুজনবাবুই কারণটি হাই এটা পাশ্চাত্য ইঁদুর নয়, ছাড়ের নয়। আর্থিসিদ্ধির জন্যে কোনো-কোনো সময় সুদীর্ঘ বিবাহ সাজার সুজনে কুমারী সাজিয়েছে।

আর সাজতে। সাজতে না। ঠকে যে যাচ্ছে তবে পাচ্ছে ছদ্ম একটা। আবার তুমি বলেন, তুমি হাইস্কুল হয়ে আর কী সুবিধা নিতে হাসবার কিছু নেই। সোনো সত্য। আমার পিঠে মেয়েছেলের কথা বলো।

আজ যে সাহায্য চায়, যদি চায়, সাহায্য করো।

কুমারী সেরে ঘুরে কোথাও পাওয়ার সুবিধা করতে? বলেন ভিজেস করল।

এক জায়গায় পেয়েছিলাম। সুনীতি-পুলকবিকাশ ফার্মে পেয়েছিলাম চাকরি। বেশ ভালো চাকরি। স্টাইপ্ত মেয়েদের—

বললেন না?

না মানেজারটা শয়তান, অসভ্য। চাকরিটা ভালো নয় কেমন মনে-মনে গন্ধ—

যে মানেজার, কী করেছে কী বলেছে, কিছুই জানতে চাইল না বলেন। চুপ করে রইল। চুপ করে থাকলে বাকি কথাটুকু কার্তিকই বলবে নিজের থেকে। উত্তেজনা সম্পূর্ণ না হলে কখনো-কখনো মেয়েরা চেয়ে বলাতেই বেশি বিরক্ত করে।

জানেন কখন নিজেই বলে ভিজা চন্দ্রনে এমনি সাদা লম্বা কোথাও একটা ভয়ের ভাব করবে মুখে-চোখে, না মুখে হাসছে


জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স
৩১—৩৩৩১
১৪৩ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

আন্তরিকতা ও মিতব্যয়িতা স্মরণীয় রাখতে
বিবিধ প্রকার রেশমী বস্ত্রের বিপুল
আয়োজনসহ আপনাদের সেবায় নিবেদিত—
রামগোপাল গোরামল
৪৮এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট (মোড়াপট্টি) কোলকা, কলিকাতা—৭
ফোন নং ৩৩-৩৩২৬
বিঃ দ্রঃ—বিবাহের বেনারসী এবং বাবতীয় সিল্কের ও উলের শাড়ী-সাড়ী সুলভ মূল্যের বড় রহিয়াছে।

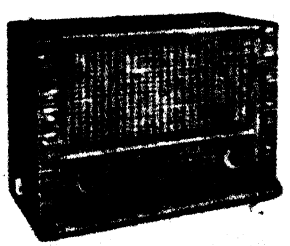
আমাদের নিকট নগদ মূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে আমরা রেডিও সেট সরবরাহ করি। এইচ, এম, ভি ও আমাদের ট্রানজিস্টার, মাল্টি-স্পীকার রেকর্ড, টেপ রেকর্ডার, "সিম্ফনি" অল-ওয়েভ ট্রানজিস্টার রেডিও এবং ক্যামেরার ফাইন, ট্রাইপড ব্যাগ, লাইট মেজার, রেডিও ও ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন প্রকারের সাজ-সরঞ্জাদি বিক্রয়ের জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকিবার চেষ্টা করি।
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোর্স
৬৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১৩। ফোন: ২৪-৬৭১৩

ভাকাতি : আরে বলে কিনা, ছুটির পর ট্রাম-বাসের দিকে যাবেন না আমি তো ওদিকেই থাকি, আমার গাড়িতেই আপনাকে পৌঁছে দিতে পারব। হঠাৎ মুখ-চোখ গম্ভীর করল, দেখুন দেখি কী অন্যায়!

স্বামী। ভালমানুষ। মুখে তাই বলেন কিন্তু অন্তরে বলেন নিশ্চয়ই দুই বে ওকে খেতে ডাকাচ্ছিস ওর খিদে পেয়েছে কিনা খবর না করেই। আগে ওর একটা খিদে-খিদে ভাব করে তোল, তারপরে খেতে ডাক। আগে থেকেই দুই ওকে সিগ্রেট দিতে চাচ্ছিস কেন সাহসে? গাড়ি কি তোর একারই আছে, না, তোর গাড়িই শুধু, ওদিকে যাস? দুই পায়ে পড়ে বলতে বাস কেন? ওকে দিয়ে বলা, স্যার, আপনার গাড়িতে একটা সিগ্রেট দেবেন, আপনি তো ওদিকেই যাচ্ছেন। তাতে বলে, তেমনি একটা অবস্থা সৃষ্টি কর। যদি তাও না পারিস ধৈর্য ধরে বসে থাক। তখন একটা সিগ্রেট বের হয় ও অন্ধকারে। শুধু, হয় হামলাহামলি। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়।

---

## ঐতিহ্যের সূচনা

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ছোটনাগপুরের প্রত্যন্তে যখন ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠছিল সে সময় আজকের সাক্ষাৎসি বছর বয়সী সর্দার প্রতাপ সিং মুন্ডারা সেখানে শ্রম এবং বৈজ্ঞানিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন।

প্রতাপ সিং-এর ছেলে জগন্নাথ সিং আজ বয়সে এসেন সেই ইস্পাত কারখানাতেই যা গড়ে তোলবার কাজে সাহায্য করেছিলেন তাঁর বাবা। পরিচালকের কারিগরি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে মোকিং পিট শ্রেণি-এর উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি যে পরামর্শ দিলেন তার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিনি পুরস্কার পেলেন আর মানিক শ্রেণি-নির্মাতাদের কাছ থেকে পেলেন অকৃত্রিম প্রশংসা।

জগন্নাথ সিং-এর ছেলে হরি সিং আজ যখন থেকেই এই পারিবারিক ঐতিহ্যের অধিকারী হচ্ছেন। এই তখন ইলেকট্রিশিয়ান টাটা স্টীল-এর ফোরম্যানের কর্মী। সম্প্রতি শ্রেণি সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে জাপানে পাঠানো হয়েছিল।

এইভাবে জামশেদপুরে কর্মকুশলতার একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠছে। শিল্প সেখানে দীর্ঘিকালের উপায় মাত্র নয় জীবন যাপনেরই একটি অঙ্গ।

আমুন ঠিক আছি?' চোখ তুলল কার্তিক।

'একদম্মসে ঠিক।'

'তাই, এখন, আপনার কাছে এসেছি—' আঙুল দিয়ে চৌকিতের প্রসঙ্গে ছোঁয়া টানতে লাগল কার্তিক।

তোমারই কাম আই তু কম ইউ—আপনার জন্যে কী করতে পারি এরকম ভোলো বিষয় প্রশ্ন করতে মন চাইল না। নিশানাটের জন্যে আমার হাত নিশপিশ করল, আমার নিজস্ব করল হাত। সন্দেহটা গলার পর্দায়ই রইল, 'বলুন, কী করব?'

'আমাকে একটা চাকরি করে দেবেন।'

'এখানে?' এটা কাজের কী সূত্র আমলদার না নিমন্ত্রণের, অভিনন্দনের না অনুকম্পার, ঠেক নিজেই সে বুঝতে পারল না।

আমার না বুঝি কুমুদ করে টিপে জানালাম। পরে জানাবে ভালো বলল, আপনার এখানে ক্লার্ক-এক্সপার্টের কি দরকার আছে? এখানে নেই না হয়। আমা ভোলো সম্প্রসারণ অফিসার। আপনি আছেন, আপনার হাতে আছেন—আপনার ভোলো করবেন—'

আমার আমলদার আমলদারই। আমলদার পরিচয় জানার না আমাদের। সন্দিগ্ধ সাধারণ্যের মানুষের

'বিদেশী কম্পানি হলে হয়তো আপনি ভোলো চাইতেন না আর হয়তো সেখানে আপনার নেই। কিন্তু অফিসটা আমাদের হলে আমাদের কাছে আসা ছাড়া আপনার উপায় ছিল না। আপনি আমাদের ভোলো চাইতেন।

নিশ্চয়ই। আর নিশ্চয় এখানে আপনি হলে না আসতেন

'তা অবশ্যি ঠিক। আমরা আমার আমার হলে হলে আমাদের ভোলো করতে পারি। সুযোগ আর এই এই নিয়মকানুন—'

আপনার না কিন্তু, আপনি না চাকরি চাইছেন এটাই আমার অফিসিয়ালি নিয়মকানুনের নিশ্চিন্ত হলে বলছি—আমার ভোলো হলেছে। সন্দিগ্ধতার আমার আমার।

আমার কাজে আমি আমার সুযোগ আমার আমার আমার

কণ্ঠাক্ষ কুটিয়ে বললো, 'চিনতে পারছেন এবে?'

মুখে বেশ দাঁড় নয়, দাঁড়ার অতিরিক্ত আর কোনো ইতিহাসের ইঙ্গিত।

'কী করে চিনব? দাঁড়ার ব্যাপারটা কই?'

'ব্যাপারটা, লাগাটা খসে গিয়েছে।'

'খসে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। ডাক্তার কুমারী সেজেছে।'

বেরিয়ে গেল কার্তিক। আর বয়েস হাত বাড়িয়ে ঘুচোয় মধ্যে রঙ্গন সিগারেটের টিন।

শীলঙ্কার, খাতা-পত্র হাতে, উঠছে সিঁড়ি দিয়ে আর নামছে কার্তিক। রাস্তাপথে লোক একটী অত্যাবশ্যক, শীলঙ্কার প্রায় উপলব্ধি হয়ে উঠল। 'একটী আলতুর আপনি এখানে?'

সুন্দর গোপন করল কার্তিক। বলল


## কলিল জ্যোতিষ

জ্যোতিষসম্রাট শ্রীবিশ্বের মহারাজের 'বি এস, এ, সি আই, আই (লন্ডন)

ছাড়ন ভাষায় শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ গ্রন্থ। দেশবাসী বিদেশের উচ্চপ্রশংসিত প্রত্যেক গ্রন্থ। ১২৫

জ্যোতিষসম্রাট লাইব্রেরী, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

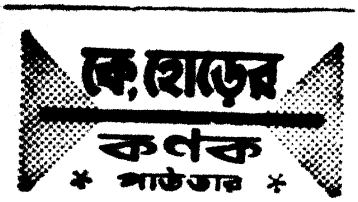


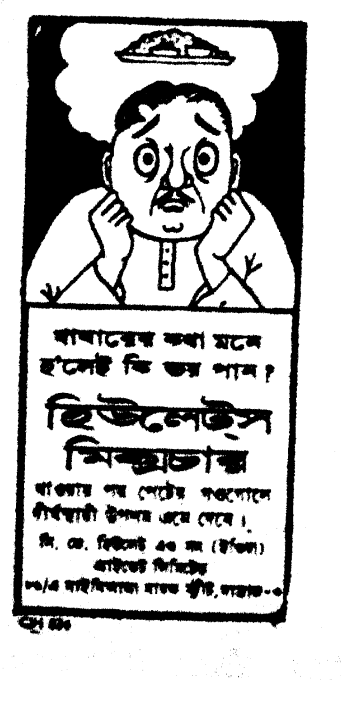



'এই বয়েসবাবুর কাছে এসেছিলাম একটা কাজে।'

'তা তো দেখতেই। কিন্তু কাজ, আপনার কী কাজ—'

'আমার আবার কী কাজ! আপনার গল্প শুনতে এসেছি কাজ।' আরো কয়েকটা সিগারেট দুটো নিয়ে গেল কার্তিক।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নামতে নামতে শীলঙ্কার বলল, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার যে একটা জরুরি কাজ ছিল।'

সিগারেট নিয়ে এল এক দুটো বাজল কার্তিক। কিন্তু শীলঙ্কার দুজন কাছে গিয়ে আস্তরণের তলাটা উপর থেকে নামাতে দুজনে উঠল। সাহসের আপনাকে ভাবছেন।

এ আপনার কাজে বুঝতে দেরি হল না শীলঙ্করের। কিন্তুক্ষণ সে জুতিকের সেজে আসতেই হবে সেখে। নিশ্চিন্ত ধারাপত্র দাঁড়িয়ে নিজে ধরিয়ে পরে উঠতে লাগল উপরে। কার্তিক তার সঙ্গিন না। মনে আবার কী এক দুর্বুদ্ধির মধ্যে পড়ুক্তির ভাবনা বাড়িয়ে দিল।

কিন্তু যতই পথ ফুরোতে লাগল ততই মনে পড়তে লাগল বিশ্বাসের কথা। শীলঙ্কারের সেই শান্ত, স্থায়ীভাবীর মধ্যে। যে মেয়েকে নামে শান্তনি ভুলতে বাড়িয়ে ধরেনী ভুলে দিয়ে। তার এক পথ কী ধরনের দুর্বিনাশে পড়িয়েছিল তোমাকে উপর। যে কাজে পড়িয়েছে সেটাও যে কতদূর ভয়ানক তা তার বোঝার নেই। সঙ্গিনের যে মেয়েকে সেই ভয়ানক দুর্ঘটনায় উপস্থিতির করে রেখেছে। এই বাড়ি পড়ুক পাড়ে সেজে তাকে টেনেছে। তাদের দুজনের সেই ভয় ভাবিনের-ছবি পড়িয়ে রাখে। তুমি দুজনেই হল হয় ছুটে নিয়ে ছবিটা বাড়ি পড়ুক না নিই, শীলঙ্কার ওকারের বাড়ি জানাই, আর সে কী ভয়ানক কিছু ঘটাবে বলে। অত্যন্ত ভাবিনে পড়িলেন।

কিন্তু আমাকে ওর কী সরকার থাকতে পারে? কাজ নয় বলে কিনা জরুরি কাজ আর সেই জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেল কিনিয়ে হয়ে সেখে হয়ে যাওয়ায়। যদি বৈধের সেখা না হয়ে তা হলে জরুরি কাজটাও জরুরি না। মনে মনে হাসলেন ঘাইল কার্তিক, কিন্তু পুরোপুরি পারল না হাসতে। আপনার সেখা জরুরি কাজ ছিল—জরুরি হয়ে আছি নয়, প্রচ্ছন্ন আকর্ষণের সূত্র। পরাম হয়েছিল কেন এক বিশ্বাসের ভুক্ত।

অবাক হয়ে আমাদেই একিকে, মনকে প্রবোধ দিল কার্তিক। হয়ত সেখা করুন। শুনুক। করুক না আমার সাধ্য।

'এতক্ষণ দেরি করলেন কেন?' কঠোর স্বরে বললেন কার্তিক। খাতাপত্রের ভেতো হাত বাড়িয়ে দিল।

খাতাপত্রগুলো এগিয়ে দিতে দিতে শীলঙ্কার বললে, 'আপনি এতক্ষণ কার সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন।'

ভদ্রলোক সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন বললে 'কিন্তু গল্প শুনে করবার অনেক আগেই তো আপনাকে ভেকে পাঠিয়েছিলাম। তখন চটপট চলে আসেননি কেন?'

'খাতাপত্র গুছোতে তো সময় লাগে।'

'হুঁ।' প্রস্তুত গম্ভীর করল বাবুর। কিন্তু চোখে খাতা দেখতে দেখতে বললে বললে, 'আপনাদের এরাই তো সব সময় কাজের সঙ্গী। কার্তিক এখনো বাড়ি আছে।'

ট্রেডিংয়ের পাশ থেকে শীলঙ্কার বলতে আপনার সেখবার আগে একটিকুলো আপনি-টুকো সেজেই তো হল—

'না, আপনাকে বলা আছে না যেদিন যা টাকাকড়ির সেদিনই তা পাঠা খাতায় তোলা চাই।'

'তেমনি না হলেকে কী হয়? একদিন হও, দুদিন দিয়ে এস। আপনার সেখবার পর তেমনার তের আপনার সেখবার আগেই সঙ্গিন দুজন দিয়ে এসেছি।'

'হুঁ।' ভদ্রলোক স্থিরের আবার পড়তে বসেন বাবুর। বলল হয়ে সাধে পরম ভয়ঙ্করকম বলছেন যে আপনার তেমন সঙ্গিন।

হঠাৎ ভয়ঙ্কার শীলঙ্কার সাহসে বলল, 'কী আছে বিশ্বাসের?'

এমন ভয়ানক উত্তর দিতে শীলঙ্কার সহা করিনি। যদি সাহসে পর প্রকাশ হয়, তাহলে সাহসের হয় সাধে। তাদের শীলঙ্কার সহসা ওর বিশ্বাসে বিশ্বাস হয়েছিল।

ভদ্রলোক বাবুর বাবুর ধোঁয়া ছাড়তে একদম করল। তার সহসার চলে আপনার সুরোধের ধোঁয়া বাবুর সাধে সাধে ধোঁয়া ছাড়ে। তের এই একটা সাধে আপনার সাধে দুটো তাই দুটো উপরের দুটো বিশ্বাসে। তাদের সহসার পড়ল আবার ছাড়ল। ভদ্রলোকের ওর সাধারণের পরে বিশ্বাস হয়েছিল।

'কিন্তু ওর সঙ্গে আপনার ওকার কী জরুরি কাজ?'

প্রথমে সহসা ভদ্রলোক ওকারে ভদ্রলোক বাবুর বাবুর শীলঙ্কার। তাই সাধে ভদ্রলোক হয়ে আপনার চলে আপনার ধোঁয়ার। আপনার হয়ে চলে আপনার ধোঁয়ার ধোঁয়ার ধোঁয়ার ধোঁয়ার। তা আপনার আপনার শীলঙ্কার। আপনার তের সাধের পাইকারী কাজ কে জানে আপনার কাজ কী?

'হুঁ। কিন্তু এ কী? কী এটা?' প্রায় চেঁচিয়ে পড়ল বাবুর। পাতলা কাগজের খামের মধ্যে ভাঁজ করা কাগজ। খুলে ফেলল বাবুর। চোখ বোলাতে বোলাতে শীলঙ্কারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নিল বাবুর। পড়তে পড়তে বাবুর মুখও ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'এ কী?

চড় মারল বাবাকে। কিন্তু এরকম ভিন হয় কেন?'

'অনুমানটাই ভুল হয়।' হাত বাড়াল শীলভদ্র। 'ভিন হয়ে দিচ্ছি।'

'কেমন দেখলেন মা কি মেয়ে দেখেন?' বললেন অতীনের উকিল। 'আপনার কাজকর্ম অন্তত কাল একটু ও ভালো হচ্ছে না—'

'আমি নিয়ে ইনসপেকশনে আসব ওকে নিয়েই আমার খাতা। দেখব—কী খাতির একবার দেখুন। আর কী চাইবে—'

'আইনে?' নিশ্চয়তার শেষ প্রশ্নটুকু চিপে নিয়ে মেয়ে করে নিল বাহুল। 'আইনে না দেখার ছেড়ে দিন চাকরি।'

'চাকরি ছেড়ে দিলে চলবে কী করে? খাওয়াপরচের পয়সাটা কোথায় পাবে?'

'খুব চলবে। আপনার প্রাইভেট কাজ করতে কে মানা—' বলেন উঠে পড়ল মেয়ের ছেড়ে।

'তুমি মেয়েদের প্রাইভেট টিউশনি করে দেখ না। আমাদের অনুরোধে মুখে ভালোই চলে যাবে।'

হাতে টিউশনির কথা ওঠে মেয়েদের পর, ভাবে মেয়ে চলবে পর মুকুলের ছিলেপুলে ভাবে। ছাত্র মেয়ের মেয়ের ছাত্রী মেয়ের মেয়ে ভাবে। ভাবে টিউশনি ছাড়া ঠিক এর ভিন্ন চলবে কী করে।

'মেয়েরা মেয়েরা পিতৃবিয়োগে চার ভালোবে পড়ে না?'

'না। পড়ে পড়ে। পড়ে, টাকা। পড়ে অনেকে অনুরোধে মেয়েরা মেয়েরা মুখস্থ টিক এমে দিলেই হল। আর মেয়েরা চাকরি করে ছাত্র বা মেয়েরা মেয়েরা।'

'তবে পড়ে, ইনকাম মেয়েদেরই কম ভিন?'

'কম ইনকাম মেয়েদেরই না কম পড়ে মেয়ে? মেয়েরা বেশি পড়ে ছাত্র মেয়েরা।'

'না মেয়েরা মেয়েরা কাছ কী?'

'খুব কাছ। ছাত্র ছাত্র পড়ার মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা। মেয়েরা ও'কিছু মেয়েরা মেয়েরা। নিশ্চয়, টাকা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা।'

'মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়ে?'

'মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা, একটা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা।'

'না। মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা, মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা।'

'মেয়েরা মেয়েরা।' মিতে, মেয়েরা, বিদ্রোহ মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা, মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা। মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা, মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা।'

'মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা?' মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা, মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা।

'না, মেয়েরা মেয়েরা। মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা, মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা।'

'মেয়েরা?' মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা

'হোক। তবু তুমি যদি অনুমতি করো, একটিবার অনুকূলকে লগ্ন হতে আমাকে খবর দিতে বলছি।' বইয়ের দিকে মুখ রেখেই জবাব দেয় সুকান্ত।

'নিলর্জ্জ।'

'এ বিষয়ে আর আমার লজ্জা কী! আমার বিবাহিতা মহাদীর স্বামী হওয়াটাই তো যথেষ্ট। আমার কর্তব্যের সাথে কোমলতার প্রশ্ন—'

'কোমলতার প্রশ্ন? অসভ্যতার একটা সীমা থাকা উচিত।'

'না, তুমি যদি কুমারী হও, আমার কোমলতার প্রশ্ন হতে দোষ কী।'

'ওরেব্বা একদিন ওকিক, হুঁচোর খাও কিনা দেখো।'

'কিন্তু কুমারী মেয়ে চাকরির পরের পর তো বিয়ে করতে পারে—'

'বিয়ে করলেই তো কোর্টমার্শাল হবার। একটা কর্মরত স্বামীর চেয়ে একটা স্বাধীন বর ও সমর্থ চাকরির ঢের ঢের কাম্যনীয়।'

'তবেদিন তুমিও তো বিয়ে করতে পারো। আর, সত্যি কথা বলতে, আমি তো ঠিক অকর্মণ্য নই। সুতরাং আমাকে বিয়ে করতে বাধা কী?'

'তোমাকে বিয়ে?' কপালে হাত ঠেকান কার্জলি: 'ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।'

মধ্যাহ্নের চতুর্থ কোয়ার্টার লাগাতে বিয়ে সুকান্তের টেবিলের কাছে এসে পড়ল কার্জলি। হঠাৎ সুকান্ত তার হাত ধরে ফেলল। বলল, 'তোমাকে কুমারী অবস্থায় কী সুন্দর যে লাগে—সত্যি—' দুই চোখ উজ্জ্বল করে সুকান্ত।

'লজ্জা করে না বলতে?' কার্জলি সুকান্তের হাত ছিনিয়ে নিয়ে বলল, তার মধ্যে অপ্রাপ্তির অনুচিতার বোধ নেই, যে অফিস-বসের পাশে মেয়ে বসতে বলে ফোটেরে, কটা কার্জলি টাকার জন্যে, তার আবার সম্ভ্রমের জ্ঞান? তাছাড়া হাসে, কার্জলি, আমি আর কুমারী নই? আমি এখন সধবা, নিলর্জ্জ-কর্মজীবনী—' মাথাটা ঝুঁকিয়ে দেখাতে লাল ব-টা স্পষ্ট করে দেখাল কার্জলি।

চোখ ফিরিয়ে নিল সুকান্ত।

ফোনের পাতা বিছানায় হলো। দিতে কার্জলি ফিরল। শুধু বিছানা আলাদা নয়, ঘর আলাদা করতে পারলে শান্তি হত। যদি কলীরওয়ালার চাকরিটা পাই—'

'আপনার সেই কলীরওয়ালার চাকরিটা হয়ে গিয়েছে।' কার্জলি পরে কার্জলি দেখা করতে এসে তাকে বলেছে বলেছে। 'এই আপনার আপয়েন্টমেন্ট লেটার। ট্রেইনড্ কার্জলি নিয়ে এই-এ। মাইনেটাই শুনলে চমকে যাবে। আর যদি কাজে ইমপ্রুভ করতে পারেন, সম্ভাবনা অফুরন্ত—'

এ কী ইন্দ্রজাল? দুই চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইল কার্জলি। চিঠিটা হাতে করে নিয়ে ফিরে এল। একটা ইনক্রিমেন্ট-ভিয়ুও লাগল না?

'না, ইনক্রিমেন্টস্ তো হবেই।'

'তবে কী? কোথায় কাজ সাধনা?'

'এই যে কার্জলি হল এখানে, আমার সাধনা।' হাসতে হাসতে বলেন। 'সকালে আমি আর্টিফিশিয়ালি হয়েছি, তাই ফোন-মেশিনের কাজ এসেছে। বাস, তাই হয়েছে। সকলকে ফোনেসেন্সই। সুতরাং এর কিনারিজ পারেন ছাড়ন কতুন। ফোনেই নো টু-ডে? এমনকি কার্জলি দিতে প্রথমে ফোনেটারের দেখা দিল। ফোনেটারের কাজ ফিনালী করলেই সব কার্জলি কার্জলিতে ফোনে। কী নিজে নিজে পারবেন তো দিতে ফোনেটারে, না, সাধনা ফোনে দেব? ফোনে দিতে হলে তো সেই এক—' একটু থামল বলেন. পরে সরে উঠান এনে বলল, 'মইলে আমার তো কাল আছেই দিয়ে ফোনে পাঠি আপনাকে।'

'না, না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।' মাথানত ফোনে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল কার্জলি। 'আমি নিজেই সব ফোনে-ফোনে বার করতে পারব।'

'হ্যাঁ, নিজের হাতি নিজেরই ফোনে ফোনা ভালো। ফোনে লাগা উচিত নয়। যে ফোনেকে কথা ভাবছিলাম—আচ্ছা, আপনি ফোনিশকাতে ফোনেন?'

'ফিনি।'

'আপনার সঙ্গে কী ফোনুহি কাজ আছে ফোনিন বলছিলেন—'

'হ্যাঁ কিন্তু কী যে কাজ তা কার্জলি। বলতে পারেনি। আজ ফোনে ফোনে।' ইতস্তত হয়ে ফোনিক-ওঁদের ফোনেন কার্জলি। 'আজ ফোনিবার?'

'আজ' পাকা সাহেব হাসেন। 'কিন্তু কী সে জরুরী কাজ জানালে ভো আমাকে?'

'নিশ্চয়ই জানাব। আপনার মত সাহায্যকারী সহৃদয়ের কাছে কাজ লুকাব? এমন কাজ উনি। কী-আছেরকমের বাঁধি।' নিচুগলা সাহেব পুরে কার্জলি উঁচু-উঁচু করল।

'এমনি, চ খাবেন না?'

'আজ আপনাকে আর কষ্ট করতে দিব না।' কার্জলি উঠে পড়ল: 'আপনি জরুরি কাজটা আমার দিই।'

কার্জলি অফিস থেকে বেরুতেই কীশকার তার অপেক্ষায় ছিল। সকাল আমরা একটু চাঁই। আপনার ইনক্রিমেন্ট পার্সেন্ট আপনাকে এঁনায় দিই।'

চলুন।' (ক্রমশ)

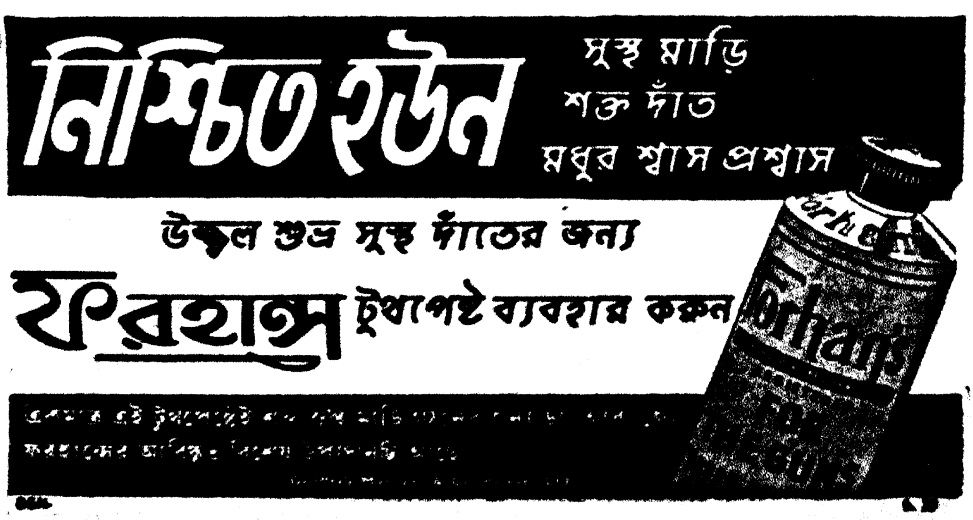

# বাইশে শ্রাবণ

নিরঞ্জনকুমারী  রহস্যসন্ধিৎসু

। ১৪ ।

১৮ই শ্রাবণ

যিনি কাজে অপরেশন থেকে ফিরে আসার পরদিন। আজ ওঁর শরীর বেশ ভালো। কাল রাত্রে ঘুমোতে পেরেছেন। তাই আজ ভোরবেলা উঠে ওঁর ঘরে গিয়ে দেখি, উনি বিছানায় বসে কি সব লিখছেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললেন, 'এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

আমি ওঁর পায়ের কাছে বসে বললাম, 'আমার কথা ভাবছিলেন? কেন?'

'ভাবছিলাম, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কথা। তুমি যদি সময়মতো ডাক্তার না আনতে, তাহলে হয়তো আমার আর বাঁচার আশা ছিল না।'

আমি বললাম, 'ওসব কথা ভাববেন না। আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন, এটাই আমার কাম্য।'

উনি একটু হেসে বললেন, 'তা তো উঠবই। কিন্তু তোমার কাছে আমার যে ঋণ রয়ে গেল, তা কি করে শোধ করব, তাই ভাবছি।'

আমি বললাম, 'ঋণ শোধের কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনার কাছে আমি যা পেয়েছি, তার তুলনায় আমার এই সামান্য সাহায্য কিছুই নয়।'

উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার কাছে আমার আরও একটা অনুরোধ আছে। সেটা রাখতে হবে।'

আমি বললাম, 'বলুন, কি অনুরোধ?'

'আমার এই অসুখের খবর কাউকে জানাতে পারবে না। আমার ছেলেমেয়েরা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কেউ না। আমি চাই না, আমার জন্যে কেউ ব্যস্ত হোক, বিব্রত হোক। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে তারপর সবাইকে জানাব।'

আমি বললাম, 'আপনার অনুরোধ আমি রাখব।'

১৯শে শ্রাবণ

আজ কয়েকবার ভেবেও ওঁকে কথাটা বলতে পারিনি। আমি সকালে বাড়ির দোতলা পরিষ্কার করে ওঁর ঘরে কাজের কাছে আসার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে ফিরে আসি ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। কখন যে নিজের অজান্তে একটা আশা মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, তা বুঝতে পারিনি। ওঁর ঘরে ঢুকে দেখি, উনি একটা চিঠি লিখছেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললেন, 'এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

আমি ওঁর পায়ের কাছে বসে বললাম, 'আমার কথা ভাবছিলেন? কেন?'

'ভাবছিলাম, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কথা। তুমি যদি সময়মতো ডাক্তার না আনতে, তাহলে হয়তো আমার আর বাঁচার আশা ছিল না।'

আমি বললাম, 'ওসব কথা ভাববেন না। আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন, এটাই আমার কাম্য।'

উনি একটু হেসে বললেন, 'তা তো উঠবই। কিন্তু তোমার কাছে আমার যে ঋণ রয়ে গেল, তা কি করে শোধ করব, তাই ভাবছি।'

আমি বললাম, 'ঋণ শোধের কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনার কাছে আমি যা পেয়েছি, তার তুলনায় আমার এই সামান্য সাহায্য কিছুই নয়।'

উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার কাছে আমার আরও একটা অনুরোধ আছে। সেটা রাখতে হবে।'

আমি বললাম, 'বলুন, কি অনুরোধ?'

'আমার এই অসুখের খবর কাউকে জানাতে পারবে না। আমার ছেলেমেয়েরা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কেউ না। আমি চাই না, আমার জন্যে কেউ ব্যস্ত হোক, বিব্রত হোক। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে তারপর সবাইকে জানাব।'

আমি বললাম, 'আপনার অনুরোধ আমি রাখব।'


প্রকাশক : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

সৌরীন্দ্রলালের

**জীবন-জিজ্ঞাসা**

বঙ্কিমের প্রবন্ধের বই  ৮·৭৫

বঙ্কিমচন্দ্র সেনগুপ্তের

**সায়ম্**

কবির সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ  ৬·০০

এমিল লাডউইগের

**ষ্ট্যালিন**

দ্বি-খণ্ডে সম্পূর্ণ জীবনী  ২·০০

নরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষের

**মার্ক্সবাদ**

সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক আলোচনা  ৫·০০

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর

**চিত্র-চরিত্র**

সাহিত্য আলোচনা  ৪·৭৫

পরিবেশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা—৬


(সি ২১১৫।২)

ইচ্ছে বন্ধ থাকে তাহলেই আরাম। আমার সৌভাগ্য যে, রাত্রে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত আর ইচ্ছা ওঠেনি। খুশি হয়ে একবার আমাকে বললেন, "এইজন্যেই তো হেড-নার্স বলি।" আজ ইউরিন মোটে ৩০ আউন্স ২৪ ঘণ্টায়। লক্ষিত মন নিয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরে এসেছি।

২৯ আগস্ট

সকালে মীরাদি ফোনে বললেন, এলাচ-গুঁড়ো খেয়ে রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত হিক্কা ছিল না। কিন্তু আবার ভোরের দিক থেকে আরম্ভ হয়েছে। আমি অধ্যাপককে ওষুধ পাল্টে দিতে বলে ওষুধ এলাচ-গুঁড়ো ফোঁটা-কয়েকের মেলানো।

বাড়ির সবগুলো খুব ভিজেছে। মীরাদি আর আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। বিদ্যুৎবাবু হুইলচেয়ারে বসে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আমাদের দুজনকে দেখে বললেন, বাড়ির মেয়েরা তো কখনোই চৌকাঠ পেরিয়ে আসে, তোমরা দুজনা চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিজে হিক্কায় ভরো।

পিয়ার্স সাবান—বিশুদ্ধ ট্রান্সপারেন্ট সৌন্দর্য সাবান—আপনার ত্বকের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্যের পক্ষে এত বিশ্বাস্য। দুবার পিয়ার্স সাবান আপনার সৌন্দর্যচর্চার নিত্য সঙ্গী হোক। শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও পিয়ার্স আদর্শ।
পিয়ার্স ট্যালকাম, এত মনোরম যত্ন ভোলায়েম, এত শুদ্ধ! সুগন্ধ আপনাকে সারাদিন সতেজ সুন্দর রাখে। সুলভ মূল্যে সুন্দর-সুন্দর সৌখীন ডিজে পিয়ার্স ট্যালকাম কিনুন।

PEARS/I-X53 BO

এ ঠিকানায় এখন পিয়ার্স Pty লিমিটেডের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড প্রকাশ করছেন।

আমাদের দেশে তো নানা রকমের প্রতীক আছে এইসব ছোটো খাটো কর্ম সাধনার জন্যে। সঙ্গে রয়েছেন ডিরেক্টর, ডিসি৩ [illegible] করে রইলেন, আমরা৩ নিশ্চয়ই। মনে মনে ভাবলাম, এর মধ্যে বড়ো বড়ো ডাক্তারের পর থেকে ছোটোকাকে এসে পড়লো। তবুও আমার কপাল।

সুপুরে বাড়ি ফিরে আবার সাধারণ সেবায়। সন্ধ্যেবেলা আজ নবীনের কথা এর থেকে থেকে মনে। ছাই ছোড়াগুলির ঘরের পাশে কিছুক্ষণ পড়ি মহুয়ার পাশের ঘরে সঙ্গে নিয়েছিলাম। পরমাত্মাকে১ সঙ্গে নিয়েছি। মহুয়ের পাশের পড়ি[illegible] ঘরে দিয়ে সেই ছাইটির ঘরে পড়ে কাজ ৮০বারে হয়। এটি৩ আর একটি দিকে ওদের কোয়ার্টারগুলো, যাকে নিয়েছিলাম।

ছোড়াগুলির পাশের ঘরে যারা সেখানকার পড়িয়ে পরে৩ ওদের নিয়ে বসেছি। ওদের ৮০জনকে নিয়ে আমার কিন্তু আজ ঘরে বসেছিলাম সেই থাকায় না। কারণ আমার আজ ওদের সঙ্গে হয়েই আমার পড়ে হচ্ছে নেই।

২য় অধ্যায়

আজ সকালেই সুপুরের আমার সকাল ৩টায় ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে ৫৩ করে ৪ মাই ১৩০টি৩ ঘুরে আসলাম। ৮০৩০ পুরের মধ্যে কিন্তু আমার ঘোড়ার চাকা ৫৩০০ ঘ, এটা ৫৩০ সকাল৩ ওদের ঘি পর ৮০৩০বারে সাথে সাথে বেরিয়ে যাচ্ছি। ঘোড়ার ৫৩০ মাইলের মধ্যে ৩৩ বার ৩৩০ বার ৩৩০ বার ৩৩০

টাটার
ও-ডি-কোলন ও
ও-ডি-কোলন সাবান

সেই স্নিগ্ধ পরশটুকু

টাটার ও-ডি-কোলন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান আনন্দদায়ক। এর ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় ফুর্তি এনে দেবে।

টাটার ও-ডি-কোলন সাবান। এই সাবানটি গন্ধেও মনোরম। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া যাতে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

টাটার তৈরী — তাই নিশ্চয়ই ভাল।


[illegible] হাত থেকে এইটুকু জল যেন তাঁকে খুশী করবার জন্যেই খাওয়া। তাঁর আদরের মর্যাদার কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে এই শেষ স্নেহের যাচনা।

আমার কিন্তু অবস্থা আজ অন্যে খারাপ মনে হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে যেন খারাপের দিকেই চলেছেন। প্রতিদিনই তো এক দু ৬৯০ খাওয়ানো হচ্ছে এবং আরো কত কি. কিন্তু কোনো চিকিৎসাই রোগের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছচ্ছে না। ইন্দুবাবু তো রোজই আসছেন, বিধানবাবুও বাদ দিন না এলেও প্রায়ই আসেন। সওয়াসখাসা এসে খবরাখবর নিয়ে চলে যান। আমি তাঁর কাছে শুনলাম যে আর কোনো উপায় নেই। যা ভয় করেছিলাম তাই—কিডনী ফেল করেছে।

৫ই আগস্ট

আজ আর কোনো সন্দেহ নেই একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। একেও কোনো রকম চেতনার লক্ষণ নেই বটে কিন্তু আজ যেন একেবারে ছেয়ে পড়েছেন।

আমি দুপুরে যখন বাড়ি ফিরবো বলে এসে জামাকে বললাম, আপনার ফোন এলে জামাকে একবার জানাবে দয়া করে। তিনি একবারও পাশের ঘরে এই ব্যবস্থা আছে দেখলেন না। এটা আমার একটু ভালো লাগছে না। আপনি ঠিক জায়গায় বন্দোবস্ত করেছেন। আচ্ছা বলে বাড়ি চলে এলাম।

অধ্যাপক শুনে বললেন তুমি এখন নিচে মেজদাদার কাছে চলে যাও। ইনি আর বেশীক্ষণ হয়ত নেই। ডাক্তারদের ফোন করলেন। তিনি মেজদাদার সঙ্গে কথা বলে জানালেন সোমেনকে বিধানবাবু, কালবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

দুপুরে বাড়ি এসে খেয়েই আবার ডেপুটেশনকে চলে গিয়েছিলাম। ফিরলে বিধানবাবুর সঙ্গে মেজদাদা এলেন। তখনও বেশ বোঝা যাচ্ছে কাঁধের মধ্যে পড়েছে পক্ষাঘাতের আক্রমণ। চোখ দুটো আধ খোলা কিন্তু কোনো জ্যোতি নেই—অজ্ঞান মানুষের মতো দৃষ্টি। পক্ষাঘাতের বাঁকানো দিয়ে মেজদাদা আলাদা করিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়।

আগে ঢুকলেন মেজদাদা পিছনে বিধানবাবু। খাটের কাছে দাঁড়িয়েও দুজনেই কোনো সন্দেহ নেই আমরা অনেকেই কান্নাকাটি ঘিরে দাঁড়িয়েছি। বিধানবাবু জামাকে বললেন একবার ডাকো তো কোনো জ্ঞান আছে কিনা। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বললাম একটু জল খাবেন? কোনো সাড়া নেই। আবার সেই বাবাকে শুনিয়ে একটু জল খাবেন? অমনি যেন চমকে বলে উঠলেন—হাঁ, কিন্তু সে কেবল এক

মুহূর্তের জন্যও। আবার সেই আসতে আটচল্লিশ ঘণ্টা। বিধানবাবু আমাকে বললেন, কাল তো মুখে একটু জল দেবেন খেতে পারেন কিনা। ওঘরে আবার গেলাম জল নিয়ে মুখে একটু একটু তুলে দিলাম। খানিকটা খেতে পেল, খানিকটা বাইরে গড়িয়ে পড়লো। বিধানবাবু বললেন—খেতে পেরেছে।

সন্ধ্যেবেলা দেখি একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে আছে চোখে চোখ রেখে। আমি হাতের কাছে যা পেলাম তাই দিয়ে ইঙ্গিতে বললাম, কিছু কি আপনার কাজ এসেছেন। কোনো কথা নেই। আমার বললাম, ঐশ্বরিক্ষমতা, প্রণামটা সেরেই এসেছেন। তবুও কিছু হল না। সেই একবার মাত্র চোখের ইঙ্গিত ছাড়া আর কোনো চেষ্টাই তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মনে হচ্ছিল তার সমস্ত শরীর যেন ঘিরে ধরেছে। ঘরে আর কেউ নেই। আমি ওঁর মাথার কাছে বসে ওঁর মাথাটা আমার কোলের ওপর তুলে নিলাম। ওঁর মুখে সেই একটু একটু জল দিতে লাগলাম। কিন্তু ওঁর গলা দিয়ে জল নামছে না। ওঁর মুখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ওঁর মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগল। ফেনা বেরুতে বেরুতে ওঁর মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। ওঁর মুখ দিয়ে রক্ত

ছিলাম যে, শেষ পর্যন্ত আমি কাছে থাকবো, ওকে ছেড়ে চলে যাবো না। তাই যেতে সাহস হচ্ছে না। মঁসিয়ঁ লেজেন আমি তোমাকে বলছি সেই সময় বুঝবে আমি তোমাকে ফোন করবো। তুমি তখন চলে এসো। এইবার বাড়ি যাও। অত সাবধানেই তো এখানে কাটালে এখন একটু বিশ্রাম করো গিয়ে। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ডাকবো।

মঁসিয়ঁর কথার উপর নির্ভর করা যায়। তাই বাড়ি ফিরে এলাম। ভবি চলে যাচ্ছেন তাঁর এতদিনের অনুপস্থিত কন্যা অজ বিজয়ার সেবায়। একবার যে কাছে গিয়ে দাঁড়াবো সে সুযোগও দেবেন না। ডাক্তারের হুকুম বিছানা ছেড়ে নড়াচড়া করাও নিষেধ। ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন অমর জন্যে। আমি ফিরে এসে কি খবর দেবো। আজকের খবর তো আর দেওয়ার মতো নয়। এসে দৃশ্যটা বিছানার পাশে দাঁড়াবো। দিনের শেষে আমিও ভেবে।

(ক্রমশঃ সামান্য সমাপ্য)

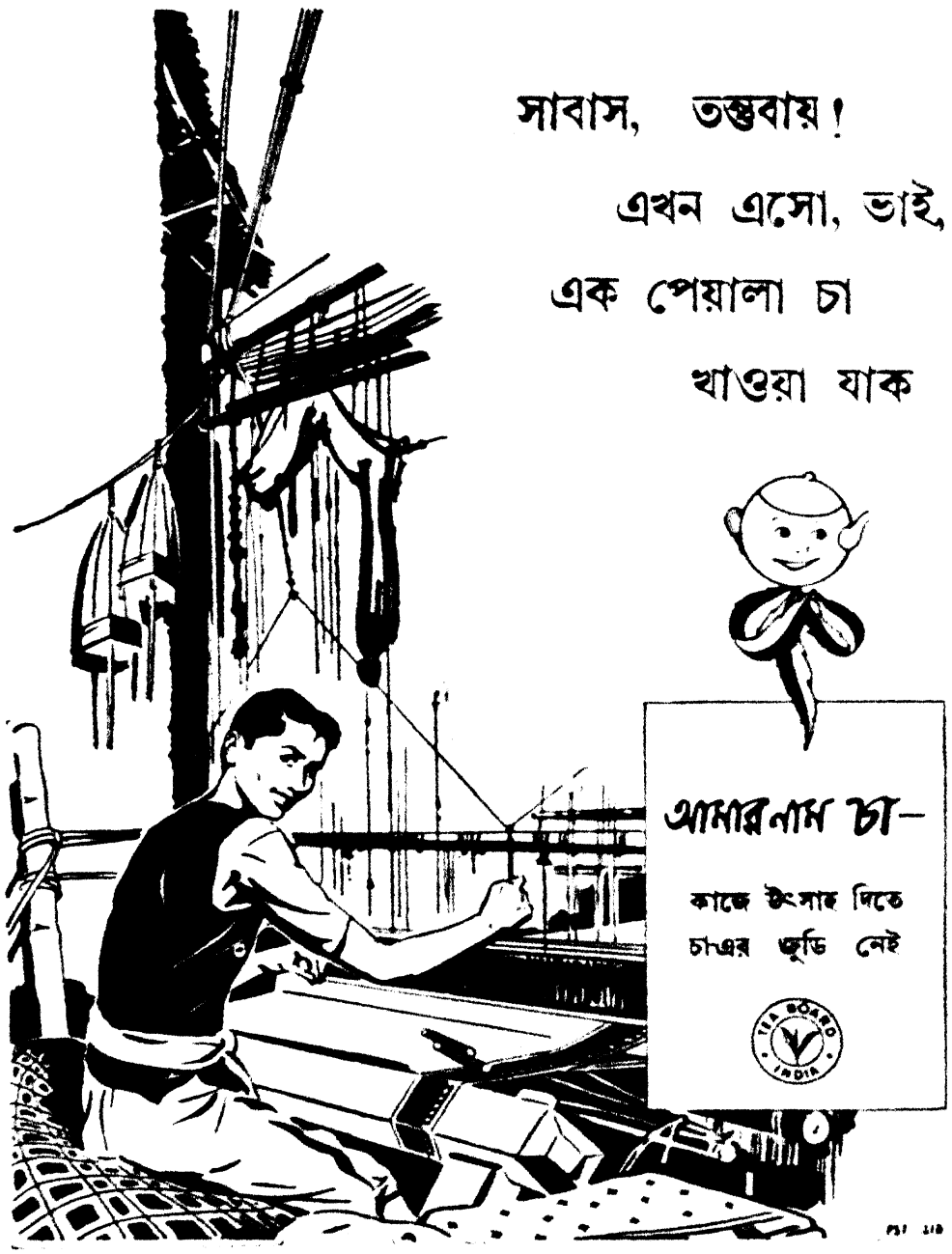

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

১১

ওদিকে, আমেরিকার মধ্যে দুটো দল হল। একদল চাইছে, মিত্রশক্তিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হোক। কিন্তু আরেক দল, তার মধ্যে জার্মান-ভাষাভাষী বহু আমেরিকান ছিল, তারা মিত্রপক্ষকে সমর্থন করতে চাইছে না। আমেরিকার মিলবাদী জাহাজ চলাচলের জন্য নিরাপত্তা রক্ষায় আমেরিকা যুদ্ধের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তার ওপর ঘটেছিল আর এক দুর্ভাবনীয় পরিস্থিতি। ১৯১৫ সালের প্রথমদিকে পাসেঞ্জার-জাহাজ লুসিটানিয়াকে ডুবিয়ে দিলো জার্মান ডুবোজাহাজ দিয়ে। জার্মানীর এই কাজ আচরণ কেউ সমর্থন করতে পারেন না। আমেরিকার জনমতও সাধা সাধা গেল মিত্রশক্তির পক্ষে। ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি দিকে সাবমেরিন-যুদ্ধ যখন প্রকট হয়ে উঠল, তখন, প্রেসিডেন্ট উইলসন মহাযুদ্ধে হয়ে এই কথাই বলেছিলেন, সমরনায়কী উচ্চাবল না করে কোনো জাহাজ যেমন ডুবিও না।

অনেক কথা-চালাচালির পর স্থির হয়েছিল, উইলসন কংগ্রেসের যুদ্ধে হয়ে জাহাজ করবেন, যথার্থ নিরপেক্ষ শান্তির প্রস্তাব হয়ে বিরোধ করবেন তিনি, সমস্ত বিবাদের মধ্যে তিনি থাকবেন মধ্যস্থতা করে।

বিশ্ববন্ধুনীতির যখন এইসব চলছে তখন আমেরিকার মিত্রশক্তির পক্ষে যথা যোগ্য প্রচারকার্য পরিচালনা করবার জন্য মরহর হয়ে পড়েছিল একজন ব্রিটিশদেশ। ইনি হাইবেক। সব যেদিন প্রকাশ্যে এর মন্ত্রণার পর বিদেশমন্ত্রী বলফোর জন্মে ইনিই তখন নেতৃস্থানীয়। এর নাম সার হবার্ট বিয়াচেম হ্রী। আমেরিকায় এর তখন খুব নমস্যতা। সেজন্য জন্য শান্তির জন্য- ইনি প্রতিনিধি ছোড়া গোলেন প্রায় দিক। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি প্রয়োজন অনুভব করলেন সেখান ফিরে আসার, তখন আর প্রকাশ্যে আসতে না জাহাজ কই আসবার। বহু মিলবাদী তার বাহিনী জাহাজ দিয়ে ডুবিয়ে জার্মানীর মারাত্মক ডুবোজাহাজগুলো। পরে তাঁর জীবনীতে পড়েছি, ফোনক্রমে তিনি এসে পৌঁছলেন আটলান্টিকের পশ্চিমে ১৯১৭ সালের কথা সেটা। এখন থেকে ধীরে ধীরে এটা, এটা, করে সেজন্য দিকে ফিরে যেতে লাগলেন তিনি। যখন তিনি সোজা পোর্টল্যান্ডে যেন পরার তখন তিনি ছদ্মবেশ্য হয়ে এক বাড়ি এর কিছুকাল পরে তিনি আরও গেলেন বিলাতের বিখ্যাত ইক মাঞ্চেস্টার গিয়েটার-এর মালিক হিসেবে এই বিবাহের হ্রী।

লুসিটানিয়া জাহাজের নিমজ্জন মার্কিনদের –বড়ো ধিক্কার, নয়তো তার বদলে যখন একেবারে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মন্তব্যের করবে তখন আমেরিকা আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেনি। সে যদ্ধেষ্ট দৃঢ়তা অবলম্বন করেছিল। তাতে যে কাজ হয়নি, এমন নয়। প্রথম-প্রথম জার্মানী আমেরিকার হুমকি শুনেছে। দু-একবার খেসারতও দিয়েছে মিত্রশক্তিকে। কিন্তু, তারপরে, যখন সমস্ত ব্রিটিশ নৌশক্তিকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ধরল জার্মানী, তাতে করে ব্রিটেনে কোনো খাদ্য দ্রব্য না যেতে পারে সেই অবস্থায় পৌঁছে জার্মানী আর কোনো কথা শুনতে না আমেরিকার। কোনো পরোয়াই কোনো উত্তর দিতে না। পুরোই করতে না। ৬ মাস ব্রিটেন যদি ঐভাবে অবরুদ্ধ হয়ে মস্তখানেক কি মস্ত দুই থাকে, তাহলে সেটাই সে কাবিয়ে মরবে। জার্মানী সেটাই চায়। তার সঙ্গে ডুবোজাহাজগুলি নিয়ে যেখানেযেখানে সব জাহাজই ডুবিয়ে দিয়ে শুরু করেছে, কারুর কোনো কথা সে কানেতুলে করছে না।

আরেক পক্ষে শান্তি-সমরনায়কী উচ্চাবল করেও যখন কোনো ফল হচ্ছে না তখন সেটা ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি শেষ দিকে মার্কিন ধরল করল আমেরিকা। সে যুদ্ধে যোগদান করল।

পরবর্তী প্রধানে কোনো সেনা দল হয়ে আমেরিকান সৈন্য এসে উপস্থিত হচ্ছে ফ্রান্সের উপকূলে, তিনটি এই সৈন্যবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ হয়ে এসে ফোচের পর্যন্ত। এই ফোচের সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ করেছেন আমরা বই, ফটোতে কখনো দেখেছি। বইয়ের পাতায় ফোচের যে ছবি পড়েছি তাতে মনে হয়েছিল, ফোচের মুখে একটা কঠিন ভাব। সেজন্য ফোচের সঙ্গে দেখা হবার পর আমার মনে হয়েছিল, ফোচের মুখে কঠিন ভাব নয়, তাতে আছে একটা গভীর বিষণ্ণতা। ফোচের মুখে ভাবটা দেখে মনে হয়েছিল, ফোচ যেন জানেন, তাঁর সামনে যে যুদ্ধ তাতে জয়লাভ করা সম্ভব নয়, তবু তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে

একটি বিলিতী পত্রিকায় পড়েছিলুম একটি ছবির জন্য ফোটোগ্রাফার ৩ বছরে পাঁচ মি। ছবিটের সময় যখন অভিনেতাদের শিল্প হয়ে যাচ্ছে সেই সময়কার ছবি। একটা আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যে তোড়া সময় হচ্ছে। তার জন্যে একটা পরিবেশ ওপর পরিচালক দৃষ্টি রাখে নিজে হাতে করে তাকে সময় অভিনয়ে সহায় করাবার জন্যে। তাঁর কাজেই পরিচালক এর অভিনেতা। কিন্তু সমাপ্তির মুখে যে নিজেদের নিজেদের ছবি আঁকা ছিল, তা বেশিরভাগ ছেড়ে ফুলতে পারলেন না। একেবারে ছবিখানা তুলিতে নিয়ে হবে। এ ছবিটা আবার করার হবে। আঁকতে আঁকে আঁকে নিয়ে হয়। এটা অবশ্যে করবার আগে নিজেই সেই আবার ছবিটা আবার নিয়ে আরম্ভের এ কিন্তু ছবির ছবি না আর আঁকা হয়ে গেল।

তারও আগে ছবি। একেবারে ছবিতে কিছু আরম্ভেরও করার আগে নিজে ছবি নিয়ে করে। এর ছবির পরিচয়ের ছবিতে আগে ছবি নিয়ে আরম্ভের। নিজেদের আগে আঁকা। আঁকা আঁকা। আঁকা আঁকা আঁকা

নয়।... এর মধ্যে সে ছোট সাতেরোখানা জাহাজ দিয়েছে ডুবিয়ে। কম কথা নয়।

এসেক্সের ক্যাপ্টেন কিন্তু ছিলেন প্রকৃত যোদ্ধা। শোনা যেতো, জাহাজ ডুবোতে গিয়ে জাহাজের একটি প্রাণীকেও তিনি বধ করতেন না, বা তাদের প্রাণ নষ্ট হতে দিতেন না। জাহাজ দেখলেই তাকে অমনি দাঁড়িয়ে যেতে বলতেন। তারপর নিজের জাহাজটা তার কাছে নিয়ে গিয়ে, ছোট নামিয়ে দিয়ে, ঐ জাহাজের সব মানুষগুলিকে তুলে আনতেন নিজের জাহাজে। তারপরে, টপেডো করতেন সেই জাহাজ। মালসুদ্ধ জাহাজ ডুবে যেতো, কিন্তু রক্ষা পেতো মানুষগুলি। এরপরে পরাস্ত যে জাহাজটি পেতেন, সেটাকে আর ডুবোতেন না, সেটার মাল সব তুলিয়ে নিয়ে পূর্ববর্তী জাহাজের লোকগুলিকে উঠিয়ে দিতেন ঐ নতুন জাহাজে। তারপরে সেই জাহাজটাকে লোকজন সুদ্ধ পাঠিয়ে দিতেন মাদ্রাজে বা কলকাতায়।

কলকাতার লোকের তখন আতঙ্ক এই ছিল যে, তার এক সময় শুনবে, "এসেক্স" যুদ্ধজাহাজ নদীর মোহনায়—সাগরদ্বীপের কাছাকাছি ও পেয়ে বসে আছে। জাহাজ বেরুবার উপায় নেই, বেরুলেই টপেডো খেয়ে ডুবে যাবার ভয়। অবশ্য তার চেয়ে ভয়, যদি সেনাদের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে! যদি এসেক্স এসে পড়ে নদীমুখ,—একেবারে কলকাতায়! এসে যদি শহরের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে! তখন সামলাবে কে? কারা বেরুবে মাঠে? কী ভাবে আত্মরক্ষা করবে কলকাতা? কিছুই নেই।

এক রকম, যুদ্ধজাহাজ নদী দিয়ে ঢুকতে পাইলট না হলে ঐ নদী বেয়ে ভিতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব। কারণ এর কোথায় চড়া কোথায় গভীর জল, তার হদিস জানে একমাত্র এখানকার পাইলটরাই। অবশ্য এসেক্স তো সাগর এখানকার কোন পাইলটকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারতো জাহাজ আসবার প্রতীক্ষায় সাগর পাইলট দিয়ে মোহনার কাছ থেকে। তাহলে সে তাদের একজনকে ধরলেই বা প্রথম কথাটা আসছে কোথা থেকে? অবশ্য অতটা সাহস এসেক্স পায়নি। পাইলট চুরি না করলেও এসেক্স এমন অবস্থার সৃষ্টি তখন করেছিল যে, জাহাজ আর ভয়ে বেরুতে পারে না মুখ দিয়ে। সমস্ত কলকাতা বন্দরটা জাহাজ চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

হাই স্কাক এই সময়টা কলকাতাতেই কাটাচ্ছিল। নিজের পর্ব কিন কত কী যে ওদের করবার। একদিন সকাল থেকে এসেক্স ঢুকে গেছে নদীর মোহনাতে। সঙ্গে পাইলট। সঙ্গে পাইলট। একটি ক্ষুদ্র স্টীমার। স্টীমারে 'ওয়ারলেস স্টেশন' ছিল। এসেক্স গিয়ে হাজির হলো ঐ ছোকোরা স্টীমারের কাছে। ক্যাপ্টেন জাহাজ থেকে ছোট একটা ডোঙা পাঠালেন ঐ 'ওয়ারলেস স্টেশনটিকে' ধরে আনতে নিয়ে। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হবার আগে ঐ ওয়ারলেস স্টেশনটি একটিমাত্র খবর পাঠাতে পেরেছিল, "অপরিচিত একটি জাহাজ অস্ত্রে ঢেকে ফেলে।"

ছোকোরা স্টীমার স্টেশনটি ধরে কাছে এসেক্সের সেই মানুষগুলির কারু চেনা হয়নি, তারা সেখানে তখন থাকা অত্র জন সংগ্রহে বসে হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে ঐ সাধারণ-মানুষ পেয়ে অমনি নিরস্ত্র জাহাজ "কিতুনি" এসে পেল হাজির। কিতুনি তখন ঐ অঞ্চলেই ছিল এসেক্সের খোঁজে। নিরস্ত্রদেরকে কিতুনিকে সেখেই এসেক্স বুঝতে পারল যে, কিন্তু অসম্ভব। সঙ্গীদের সঙ্গীদের জাহাজের লোক হয়ে এসে পড়েছে তারা সে কিতুনির সন্ধান পেয়েছে। তাই তো ঐ উপায় করছে। ছুটে ছুটে ছুটে ছুটে এক মুহূর্তের মধ্যে ছাড়ে সঙ্গীদের ছাড়ে যায় না। সঙ্গীদের সঙ্গী সঙ্গীদের অবস্থা কেমন হয়েছে? এসেক্স কোথায় চলে গেছে? এসেক্স কোথায় চলে গেছে? কিতুনি কী করবে? কিতুনি কী করবে? এসেক্স কোথায় চলে গেছ

# বিজ্ঞানবিচিত্রা

চক্র দত্ত

নতুন রেডিও টেলিস্কোপ

# চায়ে-বারো

বঙ্গের চলতি উনু একটি প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, যা হইয়াছে শ্রীকেহের ও তাঁর মধ্যে আলাপ আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু কোনরকম রাজনীতি আলোচনা করা হয় নাই। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—ক্রুশ্চেভ কই হইতে অস্ত্র-সম্ভারের দাবির কথা, ডগলাসমের কথা জানিলেন। কেহেরুজী নিরাপত্তা পরিষদের কথা এবং উনু কই হইতে নাশিস্ত কথা আলোচনা করেছেন!!

• • •

মধ্যপ্রদেশী মহাসভা ঘোষণা করিয়াছেন, অতঃপর সমুদ্রসৈকতে যাহারা বসিবেন এলাকা বন্ধি করা হইবে। টাকা জমা রাখা ধরার উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে, যাহা মজুত রাখা চলিবে না তাহা বিক্রি করার সুযোগও করা হইবে। আরোজন করিয়া—"অনেকের মজুত ফেলিয়া পরে ফেরার ব্যবস্থাও করা হইবে। শুধু মুড়ো-ফেলাটা কীভাবে বন্ধ করা যায়, সেটাই বড়োদের সমস্যাদের বিবেচনাধীন আছে!!!

• • •

সাধারণ বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ করিবার কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার ডি. সি. চৌধুরীকে ডাকরিন চিকিৎসার হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যবস্থাই সম্ভব হইবে—"কৃষিরা সকলেও ঠক চলে নাকি, আমার বন্ধ অনুমানে"—বলিয়া করেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবশ্যক আর এক-শত ছাত্র ছাত্রী হইল বছর পরিবর্তনের পর এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে

সমযুক্তিক করার হইতে নয় উত্তর হইয়াছে। অবশ্যের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"কিছুই অসম্ভব নয়। অমরা জানি হাসি ওপ সকলের, হয়ে গেল হাসিকান্না!!!

• • •

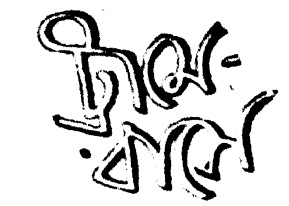

পুলিসমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, অনুপ্রবেশকারীদের দূরে রাখা হইবে। —এই পরিকল্পনার মধ্যে আমরা দূরের দেশের দূরের কথা, পাশের দেশের দূরের মানুষ দূরের দূরে রাখার কোন ব্যবস্থা নেই এবং তাহা করা সম্ভবও হইবে না—বলে মনে করেছেন।

• • •

শুধুমাত্র প্রশাসনযন্ত্রের কথা বিবেচনা করিয়া সমস্যার সমাধান করা যায় না বলেছেন,—ঠিক সে নয় যে দেশের সংবিধান বলে নয়,

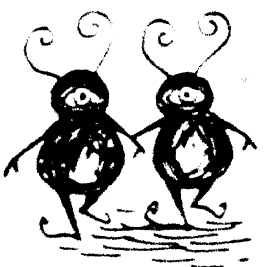

যারা এর অধিকার অধিকার করে তারা নিজের অধিকার ছাড়াবেন। কারুর কথা কথা কৃষিমন্ত্রী নিজে—অধিকার নিজের অধিকার হক এনে ছাড়ব, অধিকার ছিনিয়ে নেবোই!!

• • •

হিন্দুস্থান স্টীল-এ একটি পুরস্কার বিতরণ—"কি ঠ্রুশ্চেভের উত্তরাধিকারী হবে?" বিশ্বখুড়ো বলিলেন—যে উত্তরাধিকারী হইবে তা বলা শক্ত। তবে কাঁটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা না হয় তবে অন্তরালের জানাবো। তুমি কার দেখতে পাবেন। অনেকের মনের মানুষ চুপি-চুপিনে মনে হয় সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব এখানে হবে না!!!

• • •

সকারের ট্রাইক নয় পরিকল্পনার সমর্থনে সরকার পালিকার হাজার

সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, অনুপ্রেরণা জাতীয়ের ঐতিহ্যের অঙ্গ। —এই ঘোষণার পর আশা করা যায় ধনসমূহ ভিটামিন জাতীয় ভাবে। আর তা না হলে কালীপদবাবুর হাত তো আছেই—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

আসানসোলে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলেছেন—"আমরা শান্তিপূর্ণ এবং একটি সমস্যা হবে বহু সমস্যারই কারণ না।" অনুপ্রেরণা ছাড়া এর আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র সমস্যা হবে কিনা বলতে পারেন। কারণ আন্তর্জাতিক সমস্যা হইল কিনা আমরা এই সমস্যাটির সমস্যা কবিগুরুর কাছে জানতে চাইনি। তবে আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার সমাধান করতে পারতেন।

• • •

পশ্চিমবঙ্গের কিছু অঞ্চলের কারণে কিছু প্রাকৃতিক ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। খুব ভিজে অঞ্চলে ধান কাটিয়া নেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু কাটার পর ধান শুকানোর ব্যবস্থা করিয়াছেন কি না সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই। এমনও হতে পারে যে, ধান কাটার পর ধান শুকানোর ব্যবস্থা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে সে

# বিশ্ব-বিচিত্রা

১ ২ ৩

(১) ফোর্ড মোটরকার কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ফোর্ড পরিবার কর্তৃক ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ড ফাউন্ডেশন সম্প্রতি সমেত্ত রাশ্ট প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরী ভবন নির্মাণে প্রায় তিন কোটি টাকা দান করেছে। (২) দৈনিক পত্রিকায় রঙীন ছবি ছাপা নতুন নয়। ১৮৯১ সনে যুক্ত রাষ্ট্রে উইলকক্সসন রাকোর ডিসপ্যাচকী জার্নাল প্রথম সংবাদপত্রে রঙীন ছবি ছাপায়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আট শতাধিক দৈনিক পত্রে রঙীন ছবি ছাপা হয়। (৩) মানুষ্যে অবস্থিত রকেট ক্ষেপণের যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরা রকেট কট নীচে ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন যা ৫৫২ খৃষ্টাব্দে তুষারাবৃতরূপে আবিষ্কৃত পর্বত হবেছিল

অনুষ্ঠানাদিতে কাজে লাগে।

*

প্রথম অর্থবছর (১৯৫৭) হিসেবের ওপরে ভিত্তিস্থাপন হবার কিন করেক পরে পরাভূত রুশানদের অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ৩৫ লক্ষ ডলার বাড়িয়ে দেন। একটা বিরাট ঘূর্ণায়মান পাত্রে যে বেলুনটি তৈরী হয়েছিল রুশানরা এবং তাদের সঙ্গে ওপর ভূমণ্ডলে এক বছরেই ঘোরে ওটাকে কিছুদিন ফুলে ফুলিয়ে মহাশূন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। আর একটি কাহিনী হলো যে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অভিযাত্রীরা তারা প্রায় ৮০ ও অন্যান্য রাশ্টের অন্যান্য বিজ্ঞানীদের নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক কাহিনী রচনা করে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে তাদের নিয়ে অভিনব বেলুন তৈরী করিয়ে নেয়।

সম্প্রতি সেই পুরোনো কাহিনীটি একটু অন্যরকম করে পুনরাবৃত্তি করেছেন হলো রাশ্ট নামক রুশানদীয়ে কুপ এক মুইজার-ল্যাণ্ডারী সাংবাদিক তার মহাশূন্যচারে চোখে উচ্চাকাঙ্ক্ষার নামক গ্রন্থে। রাশ্ট মনে করেন যে, রুশানরা আর্থিক বেলুন তৈরী করতে বারবারই জানায়। কিন্তু তৈরী করতে ভয় করেই তারা বিশ্বাসে। আসলে তার কারণ তারা নয়।

রুশানদের মতে মহাশূন্যচারী এই ইউ পর্যন্ত কল্পনা করতে পারে যে মানুষকে কারেন্টিক পরিকল্পনার দিক থেকে মিহারণ এবং বিশেষ করে তখনও নিরাপদ বলে মনে হয়। তাই তের বেশী দূরে সাধারণ অভিযান সম্ভব হবে। তাছাড়া বৈজ্ঞানিকদের জানা আছে। বিশ্বাসীর মহাশূন্য অভিযানের প্রথম বছর ১৯৫৯ সালের শান্তিকালের ১৫ বেলুন পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ওয়েবার বেলুনের সাহায্যে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করতে সমর্থ হবেন। অবশ্যই মানুষ এই অভিযানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় বার তিনি আরো দূরে যাবেন। কিন্তু এই জানা কথা নিয়ে কারো মাথা ঘামাবার দরকার নেই। রুশানরা মনে করে যে, মানুষের মহাশূন্য অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মহাশূন্যচারী কুকুর লাইকা ও অন্যান্য জন্তুদের কথা মনে পড়বে। তাদের সেই সব অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে তারা কোনো মন্তব্য করেনি। তবে তাদের মহাশূন্যচারী কুকুর লাইকা ও অন্যান্য জন্তুদের কথা মনে পড়বে। তাদের সেই সব অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে তারা কোনো মন্তব্য করেনি। তবে তাদের মহাশূন্যচারী কুকুর লাইকা ও অন্যান্য জন্তুদের কথা মনে পড়বে।

*

মানুষ মহাশূন্যে অভিযানের ব্যাপারে যে সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশী মাথা ঘামাচ্ছে তা হলো মহাশূন্যচারীর ওজনহীনতা। এই ওজনহীনতার কারণে মহাশূন্যচারী মানুষের কি কি অসুবিধা হতে পারে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিস্তর গবেষণা করেছেন। এই ওজনহীনতার ফলে মানুষের শরীরের কোন কোন যন্ত্রের কি কি ক্ষতি হতে পারে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিস্তর গবেষণা করেছেন। এই ওজনহীনতার ফলে মানুষের শরীরের কোন কোন যন্ত্রের কি কি ক্ষতি হতে পারে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিস্তর গবেষণা করেছেন।

মানুষের মহাশূন্য অভিযানের ব্যাপারে আর একটি সমস্যা হলো মহাশূন্যচারীর খাদ্য ও পানীয়। মহাশূন্যচারীর খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিস্তর গবেষণা করেছেন। মহাশূন্যচারীর খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিস্তর গবেষণা করেছেন। মহাশূন্যচারীর খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিস্তর গবেষণা করেছেন।

# আলবেয়ার কাম্যুর দুর্ঘটনা

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

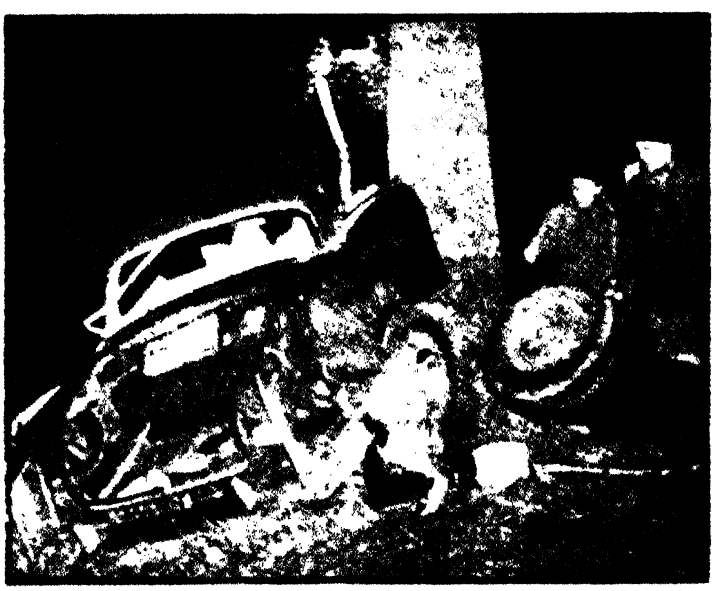

দুর্ঘটনার পর বিধ্বস্ত গাড়ির দৃশ্য

প্রাচ্য সাহিত্য আর মহাত্মার প্রতীক হেরে-ফেলাই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন শোচনীয় এই মৃত্যুতে। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে এতবড় লেখকের অপমৃত্যু তাঁর পক্ষে অভাবনীয়; তাই তিনি বারবার বলতে লাগলেন, "ছাত্রাবস্থায় বলেছি, গায়ের হাই হাসপাতাল নয়, বনে, বাগানে, পার্কে। কে আর কথা শোনে! আজকাল এমনি করে মৃত্যুটাও যে ঘটছে, তবু আজো টনক নড়ানো কঠিন!"

স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে হতচকিত শ্রীমতী মনোরমা বহুক্ষণ মূর্ছিত নেত্রে চেয়ে থেকে বলতে লাগলেন, "কি-যা তিনি মনে মনে ভাবছেন তাই হয়তো ঘটেছে। কিন্তু কেন? কেন তিনি এমন করে গেলেন?"—জানা গেল, আত্মহত্যা তাঁর ছিল, তাঁকে জীবিত না পেয়ে ফিরে যেতে হয়!

মহাত্মাজী হিন্দুবিবাহে কেমন যেন বিশ্বাস করে গড়েছিলেন তদ্রূপ এই পঞ্চপ্রদীপের অকালমৃত্যুর প্রভাবে।

**লাইফবয় যেখানে**

**স্বাস্থ্যও সেখানে!**

আপনি লাইফবয় দিয়ে স্নান করে কি আরাম! আর স্নানের পর শরীরটা কত ঝরঝরে লাগে! আর বাইরে থেকে ঘরে ফিরে ধুলো-ময়লা ঘেমে টিকতে দেয় না সাবান। লাইফবয়ের কার্বলিকটা যেন সব ধুলো-ময়লা ঘেমে টিকতে দেয় না সাবান। আজ থেকে আপনার পরিবারের সকলেই লাইফবয় স্নান করুন।

I. LA-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

# পুস্তক পরিচয়

## কবিতা

**নতুন গাঁয়ে**—ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ১৫ আনা। পাকা বোর্ড বাঁধাই ৭৮ পৃষ্ঠা ১৷৷৷৷

ইন্দিরা এবং অতীন্দ্রবাবুর ছিপছিপে বয়সের [illegible] মুখোমুখি বসে [illegible] ছন্দে ছন্দে [illegible] এঁকে [illegible] ছবি আঁকা [illegible] ছবি [illegible] ছবি [illegible] ছবি

**আড়ৎদার** ঃ শঙ্কর নাটক
দাম—দুই টাকা
পড়ুন এবং অভিনয় করুন
চক্রবর্তী ব্রাদার্স
৩৮, সুরিবন স্ট্রীট : কলিকাতা—৯
(সি ৩১৬৫)

এখন পাওয়া যাচ্ছে—নাতিনী ভাল নাটক
**কানাই বসুর "গৃহপ্রবেশ" ২,**
দুটি অঙ্ক পাঁচটি দৃশ্যে সমাপ্ত অভিনয়ে অনুপযোগী
পুস্তকালয়, ৫৩-এ, ঈশ্বর, কলকাতা ৫ এবং
বই ডিপার্টমেন্ট ১৩ ১ সেন্ট্রাল এভেন্যু কলিঃ ১৩
(সি ৩১৮১)

**BUY THE BEST**
HIGHLY APPRECIATED
**SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY**
SAHITYA SAMSAD
(সি ৩১৮৩)

লিটিকার বই
ছত্রাকশব্দের একমাত্র নিবেক-সংকলন
**সাহিত্যের সত্য**
সাড়ে তিন টাকা
নরেশ-এর চমকপ্রদ নতুন উপন্যাস
**দুস্তর মরু**
তিন টাকা
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একাঙ্কিকা
উপন্যাস
**বিদূষক**
আড়াই টাকা
শীঘ্রই বেরুবে :
**আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ**
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৯
(সি ৩১৮৪)

**মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল**
আরোগ্য করিবার ২৫ বৎসর আমার ও
ইউরোপ-আমেরিকা হইতে আনিয়া করিবার প্রতিটি
তিন প্রকার ও প্রতি শনিবার ও রবিবার
বিকাল ৩টা হইতে ৬টায় সাক্ষাৎ করুন।
৫টি জনের বেশী রোগী গ্রহণ করিতে পারি।
(সি ৩১৩৩)


## প্রাচীন সাহিত্য

**শান্ত পদাবলী**—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক : রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯। দাম—১·২৫ নয় পঃ।

আগেকার দিনে যখন বাংলার শক্তি সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল তখন বাংলার শক্তি সাধকদের মধ্যে কেউ কেউ শক্তি সাধনার সঙ্গে পদাবলীর রসমধুর ভিন্নরসের ভেজাল মিশিয়ে ভেজাল করেছেন। এখন ইতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে যাঁরা শক্তি সাধনার মৌলিকত্বের ধারাটি বজায় রাখতে চান তাঁদের পক্ষে এই ভেজাল বাদ দিয়ে চলতে হবে। শক্তি পদাবলীর মূলসুরটি বজায় রেখে যাঁরা পদ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অনুসরণে অনেকেই পদ রচনা করেছেন। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁদের অনুসরণে যে পদগুলি রচনা করেছেন তার মধ্যে কোনো কোনো পদ রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের পদের সমকক্ষ হয়েছে। ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের পদগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যে, তিনি যেন রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের পদের সুরটি ধরে রেখে নিজের ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তিনি কোথাও কোথাও রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের পদের ভাষা ও ভাবকে অবিকল গ্রহণ করেছেন। এইভাবে পদগুলি অনেকটা অনুবাদের মতো হয়েছে। তবুও মোটের উপর পদগুলি ভালো হয়েছে। ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের পদগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যে, তিনি যেন রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের পদের সুরটি ধরে রেখে নিজের ভাবটি ফুটিয়ে তুল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কবি ৪, কবি (নাটক) ২,
উত্তরায়ণ ৫॥০ কৈশোর স্মৃতি ৩
অভিযান ৫, ইমারৎ ৩,
স্থলপদ্ম ২৸০ প্রিয় গল্প ৫
না ২॥০ প্রতিধ্বনি ৩
বিংশ শতাব্দী ২॥০
সন্দীপন পাঠশালা ৪॥০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পথের পাঁচালী ৫॥০ দেবযান ৫
আরণ্যক দ্বিতীয় খণ্ড ৫
ত্রী নাটক ২, আরণ্যক ৪॥০
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫, গল্প পঞ্চাশৎ ৮॥০
গাঙাবদল ২॥০ মুখোস ৩
কিন্নর দল ২॥০ মুখশ্রী ৩॥০
কুশল পাহাড়ী ৩॥০
লবটুলিয়ার কাহিনী ২৸০

প্রবোধকুমার সান্যালের

মহাপ্রস্থানের পথে ৪॥০ উত্তর-
কাল ৪, কুহক ৩॥০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
হাঁকাবাঁকা ৫, আগ্নেয়গিরি ২॥০
চলচঞ্চল ৫, দেশ দেশান্তর ৪,
বনমর্মরী ৩ মরুচারণ
গ্রাস ২৸০ মরণাপথ ৩
বেলোয়ারী ৬॥০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বাঙ্গবন্যা ৮॥০ নায়ী ৩
লক্ষ্মা ৩ নিষ্কৃতি ২॥০
সোমকোলন ২॥০ কোলাহল ২৸০
আবছায়া ২৸০ ত্রুটি ২।০
দুর্ঘটনা ২৸০ প্রেরণা ৩
মনে ছিল আশা ৩ বাড়ী ৩
সাড়ী ৩ মনে ছিল আশা ৩,
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম ৩,

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥০
মাইকেল মধুসূদন ৪,
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ৪,
নিকষ্টের গল্প ৩॥০
নিকষ্ট গল্প ৫,
হংসমিথুন ২

সুবোধচন্দ্র ঘোষের

জটিলতা ২৸০ ছায়াসঙ্গিনী ২৸০
অহল্যার স্বর্গ ৩, বিষক্তের
পরপূর্বা ৪॥০ ডাক ৩,
মন বিনিময় ২৸০ সুদূরের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৩ পিয়াসী ৩॥০

বনফুলের নূতন বই

মৃগয়া ৩, বিন্দুবিসর্গ ৩,
নবমঞ্জরী ৩, তৃণখণ্ড ৩,
বৈতরণী ৫॥০ বিদূষক ৩,
হাটে বাজারে ৩, জঙ্গম ৩,
বহুব্রীহি ৩, স্থাবর ৩,
অগ্নীশ্বর ৩, দ্বৈরথ ৩,
মানদণ্ড ৩, রাজপথ ৩,
জলতরঙ্গ ৩, নির্মোক ৩,
বিষাণ ৩, মৃগয়া ৩,
বিন্দুবিসর্গ ৩, নবমঞ্জরী ৩,
তৃণখণ্ড ৩, হাটে বাজারে ৩,
বিদূষক ৩, জঙ্গম ৩,
স্থাবর ৩, অগ্নীশ্বর ৩,
দ্বৈরথ ৩, মানদণ্ড ৩,
রাজপথ ৩, জলতরঙ্গ ৩,
নির্মোক ৩, বিষাণ ৩,

প্রবোধকুমার সান্যালের

মহাপ্রস্থানের পথে ৪॥০ উত্তর-
কাল ৪, কুহক ৩॥০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
হাঁকাবাঁকা ৫, আগ্নেয়গিরি ২॥০
চলচঞ্চল ৫, দেশ দেশান্তর ৪,
বনমর্মরী ৩ মরুচারণ
গ্রাস ২৸০ মরণাপথ ৩
বেলোয়ারী ৬॥০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আবাকান ৫, শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
বৈবাহতী ৫॥০ বলয়গ্রাস ৪
ঐপকূল ৩, নিষ্কৃন পৃথিবী ৪,
সপ্তকন্যার কাহিনী ৩॥০ অগ্নিপরীক্ষা ৩॥০
হরফের পর ৫ গল্প পঞ্চাশৎ ৮,

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

অস্ত ভাগীরথী তীরে ৫
উত্তরফাল্গুনী ৩॥০
কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৩॥০
কালো ভ্রমর ৫,
ঘুম নেই ৪॥০
হীরা চুনি পান্না ৪॥০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

সাত পাকে বাঁধা ৪॥০
নবনায়িকা ৩॥০
পঞ্চতপা ৬॥০
সমুদ্র সফেন ৪॥০

নিরুপমা দেবীর

প্রত্যাবর্তন ৩,
শ্যামলী ৫,

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

অকাবণের পথ ৪,

প্রেমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

জীবন জাহ্নবী ৬॥০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বাসকসজ্জিকা ৪,

বিভূতিভূষণের

দিল্লীর ডাকে ৩॥০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কথাচিত্র ৩,
গল্প পঞ্চাশৎ ৮,
নয়ান বৌ ৫,
মিলনান্তক ৪॥০
সরস গল্প ৪॥০

রাধেশ্যাম কথাবাচকের

অপরূপা ৫॥০
ছক ও ছবি ২৸০
কৃষ্ণকান্তক ৫,

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

অনামী ৪,
চেনামহল ৫॥০
মিশ্ররাগ ৩॥০
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,

মনোজ বসুর

চক্র ৪॥০
পথহারা ৪॥০
জ্যোতিঃহারা ৬॥০
বারিকরা বাদলে ৩॥০
বিচারপতি ৩,

কালীপদ ঘটকের

অরণাকুহেলী ৪॥০
চন্দনবাহা ৫,

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

তুলাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম ৬॥০
তুলাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ২য় ৬॥০

বনফুলের

বর্ষাবিজয় ৩,
শ্রীলতা ও সম্পা ২॥০

## অনুবাদ

টলস্টয়ের ৩নং এণ্ড পীস (তিন খণ্ড একত্রে) ১২, আনা কারেনিনা ৫, ঃ অপরাজিত সিনক্লেয়ারের প্রত্যাবর্তন (দুই খণ্ড একত্রে) ৬, ঃ ডিকেন্সের ক্রিসমস সরোল ২৸০ ডেভিড কপারফিল্ড (মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত) শ্রীমতী আর্থের ৪, ঃ হেলেন কেলারের আমার জীবন ২, ঃ মিস হার্ডির এ পেয়ার অফ ব্লু আইজ ৩।০, ঃ আইজাক পুকোশেকার মহাপতন ৪,

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**কালান্তর ৪॥**
গণদেবতা ৪, কালিন্দী ৪।০
পঞ্চগ্রাম ৪॥০ আগুন ৩,
প্রমথনাথ বিশির
**ছোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ৫৲**
শ্রীকান্তের ৫ম পর্ব ২।০
শ্রীকান্তের ৬ষ্ঠ পর্ব ২।০
কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের
**মানব দেউল ৫৲**
উপহার ১৪০ ছেঁড়া পাতা ৩৪০ বাঁধা কথা ৩,
রাত জাগানী ৩, তিতা ও পৃথিবী ৩,
কৃষ্ণা ৩৲ ক্রীতদাস ৪,
**কাত্যায়নী বুক স্টল**
২০৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ফি ৩১৮১

ছোটদের জন্য লিখিত একখানা বৃহৎকথার উপন্যাস। কাহিনীর ঘটনা বিন্যাসে লেখকের অসাধারণ শিল্পিকৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে। ভাষাও সরস এবং সকল দিক পুস্তকটিকে অনবদ্য করিয়াছে। ছোটদের পাঠাগারে বাখিবার মতো এই সার্থক উপন্যাস বিলাইবার সময় ছোটদের মনোরঞ্জন করিবে সন্দেহ নাই। বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ পটও মনোরম। ৩৫৭।৫১

মায়াপুরী—শ্রীসমরেন্দ্র সাঁতরা চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা, কলিকাতা ৬ মূল্য ১·৫০ নঃ পঃ

ছোটদের উপযোগী নাটক লেখার যাহারা অভাব অনুভব করিতেছেন তাঁহারা হয়তো এই একাঙ্কিকা ছোটদের যাত্রাটী হইতে পারেন। ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রহসন এবং প্রতিটি ছোট ছোটদের অভিনয়োপযোগী লাইটিং-এর নাটকের একটি আপেক্ষিকভাবে সহজ হওয়ায় এই অকিঞ্চিৎকর নাটকের সৃষ্টি।

ছেলে ভিলেন করতে কোন ছেলের কম ঘুম হবে সমরেন্দ্রের। সমরেন্দ্রের উচিত ছেলে ছেলের কথা? তবে বলছি সোমেন। আমাদের বাড়ীর খোকা-খুকুদের স্বপন-পুরীর রেল, রূপকথার রেল। যে রেলের উপরে রঙ্গপুরের পক্ষীরাজ ঘোড়ার ছেলে সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে চলে যায়—যে রেলের পথে দেখা হয় রাজিয়াদের বীণা-বাদিকা, বাগদাদ-বাসিনী আর মরমানী মায়াবিনীর সঙ্গে। এমনি সুন্দর রূপ রূপকথাদের মধ্যে নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের সমন্বয় অপরূপ রস-সৃষ্টি করেছেন সমরেন্দ্রে।

নাটকটী ছোট ও মেয়েরা সম্মিলিতভাবে অভিনয় করতে পারবে। অবশ্য ইচ্ছা করলে ছেলে মেয়েরাও এর অভিনয় করতে পারবে।

এই নাটকটী মঞ্চস্থ হলে বড়দের কম আনন্দ পাবেন না। ৩৮৭।৫১

অজানা বৃহৎকথা—রবীন্দ্র সরোবর। পৃষ্ঠা পৃষ্ঠাকাম ৩, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। মূল্য তের টাকা।

আলোচ্য পুস্তকটী ইতিপূর্বে ছক আর পুতুল চলচ্চিত্র করিয়াছে। ইহা বহুদিন ধরে ও পরিশ্রম সহকারে উপাদান সংগ্রহ করিয়া পুস্তকের বিষয়বস্তু ইতিহাস ধরে ও পুতুল চলচ্চিত্র করিয়াছে। ইহার সম্পাদনা পুস্তকটী ছাড়াও সম্পাদনা করিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের

# চিত্রগ্রীব

নিলেশ ও হরি ছবি

## রঙ্গভঙ্গ

চন্দ্রশেখর

### ঘরের ভাত

চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধি দলের বিদেশ-যাত্রা ব্যর্থ হয়নি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁর প্রস্তাবিত বাজেটে ভারতীয় ফিল্মের ওপর যে প্রমোদকর ধার্য করার ঘোষণা করেছিলেন, তার কাটছাঁট তিনি মেনে নিতে রাজী হয়েছেন। অবশ্য তাতে তাঁর প্রস্তাবিত রাজস্বের কোন তারতম্য ঘটবে না। তবে নতুন ব্যবস্থায় ছবি-প্রযোজকরা—বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষায় যাঁরা ছবি তোলেন, তাঁরা—টিকে থাকবার সুযোগ পাবেন।

ছবি-ব্যবসায়ীরা চেয়েছিলেন প্রস্তাবিত করের পুরোপুরি প্রত্যাহার। শ্রী দেশাই তাতে একেবারেই গররাজী। লোকসভার প্রকাশ্যে তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুনিয়েছেন ফিল্ম ফেডারেশনের অন্য ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি-মণ্ডলীকে। তাঁর মূল বক্তব্য এই যে, বে-হিসাব আয়কর ফাঁকির অংকের বাইরে অফিসেনভা-অফিসেনভীতে হাজার লক্ষ-লক্ষ টাকা খেলানো হয়ে থাকে বলেও আজ শ্রীমদনটাইরে ভারত সরকারের ফাঁসে উঠছে। সরকারী তহবিলে বর্ধিত হারে টাকা দিয়ে দেশাই হয়ে নাকি দাবি করেছেন এইবার অন্তত সম্পূর্ণ কিসাবদেখা নয়।

অর্থমন্ত্রীর অভিযোগ ফেডারেশনের সভা হলেও, সমস্ত শিল্প সম্বন্ধেই তা যে প্রযোজ্য নয়—বিশেষ করে বাংলা ও অন্যান্য আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে—সেকথা না বললেও চলে। তাঁর এই প্রস্তাব বাতিল করাতে ফিল্ম ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা সফল হয়েছেন, কিনা না হয়ে এইটুকু বোঝা গেছে যে শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁদের বুদ্ধি দেখবার ও মেনে নেবার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ছবি শিল্পের প্রতিনিধিরা অর্থমন্ত্রীকে বলেন যে, ছবির ওপর নতুন প্রমোদকর ধার্যের ফলে তাঁদের অনুমান হাজার লক্ষ টাকা ক্ষতি হবে। কিন্তু যে হারে কর নির্ধারিত হয়েছে তাতে লক্ষ টাকার অধিকাংশ টাকাই হবে কম। অনুমান ৮ কোটি টাকা হবে উঠবে। শ্রী দেশাই বলেন যে, ছবির ব্যবসায়ে ৪ লক্ষ টাকা হলেই যথেষ্ট। হয়তো এমন হতে পারে। প্রযোজক প্রতিনিধি দল যদি করতে পারেন, তবে তা প্রমাণ করতে হবে। তাহলে হয়তো ফিল্ম ফেডারেশনের প্রতিনিধি দল নিজে নির্ধারিত হারের পুনর্বার পেশ করবেন।

(১) প্রথম পড়তি ছবি ছবি মিটারে (৩১ ইঞ্চিতে এক মিটার) ৯০ নয় পয়সা হিসাবে।

(২) তার পরের পড়তি ছবি মিটার পিছু পনেরো নয়া পয়সা হিসাবে।

(৩) এগারো থেকে চল্লিশ সংখ্যক ছবি পর্যন্ত মিটার পিছু কুড়ি নয়া পয়সা হিসাবে।

(৪) চল্লিশের ওপর যে কোন সংখ্যক ছবি মিটার পিছু পঁচিশ নয়া পয়সা হিসাবে।


# হিমানী স্নো

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে এখন হইতে 'হিমানী স্নো' শুধু হাওড়া শিবপুরস্থিত কারখানায় প্রস্তুত করিয়াই বিক্রয় হইবে। সুতরাং জনসাধারণ কিনিবার সময় যেন লক্ষ রাখিয়া লইবেন।



পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত **বাকলা** ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ডাকাত গাছ। রেজিঃ নং ১১৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, অম্লনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক ৭দিন সেবনে ১০দিনে। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও আজই বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। নিশ্চয়ফলে মূল্য ফেরৎ।

৩২ গ্রামের প্রতি শিশি ৩ টাকা, একত্রে ৩ শিশি — ৮।। ডাকমা. ১৫ নয়া ১ শিশিতে। বড় ৭০ গ্রাম ৫ টাকা, একত্রে ৩ শিশি — ১৩।। ডাকমা. ১৫ নয়া ১ শিশিতে।

**দি বাকলা ঔষধালয়।** হেড অফিস- আন্দুলিয়া (হুগলী নার্কিরমুখ) ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অভিনয়ে বিভিন্ন নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উৎপলকুমার ও সুচিত্রা সেন

পাকিস্তানের ৩৫০টি উর্দু, সিন্ধি ও বাংলা ভাষার সম্বন্ধে কমিশন বসানো হয়েছে। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানে [illegible] হয়। এই সময়ে [illegible] এই আন্দোলনে [illegible] ১৯৫২ সালে [illegible] ৪ [illegible] ৫ [illegible] ৬ [illegible] ৭ [illegible] ৮ [illegible] ৯ [illegible] ১০ [illegible] ১১ [illegible] ১২ [illegible] ১৩ [illegible] ১৪ [illegible] ১৫ [illegible] ১৬ [illegible] ১৭ [illegible] ১৮ [illegible] ১৯ [illegible] ২০ [illegible] ২১ [illegible] ২২ [illegible] ২৩ [illegible] ২৪ [illegible] ২৫ [illegible] ২৬ [illegible] ২৭ [illegible] ২৮ [illegible] ২৯ [illegible] ৩০ [illegible] ৩১ [illegible] ৩২ [illegible] ৩৩ [illegible] ৩৪ [illegible] ৩৫ [illegible] ৩৬ [illegible] ৩৭ [illegible] ৩৮ [illegible] ৩৯ [illegible] ৪০ [illegible] ৪১ [illegible] ৪২ [illegible] ৪৩ [illegible] ৪৪ [illegible] ৪৫ [illegible] ৪৬ [illegible] ৪৭ [illegible] ৪৮ [illegible] ৪৯ [illegible] ৫০ [illegible] ৫১ [illegible] ৫২ [illegible] ৫৩ [illegible] ৫৪ [illegible] ৫৫ [illegible] ৫৬ [illegible] ৫৭ [illegible] ৫৮ [illegible] ৫৯ [illegible] ৬০ [illegible] ৬১ [illegible] ৬২ [illegible] ৬৩ [illegible] ৬৪ [illegible] ৬৫ [illegible] ৬৬ [illegible] ৬৭ [illegible] ৬৮ [illegible] ৬৯ [illegible] ৭০ [illegible] ৭১ [illegible] ৭২ [illegible] ৭৩ [illegible] ৭৪ [illegible] ৭৫ [illegible] ৭৬ [illegible] ৭৭ [illegible] ৭৮ [illegible] ৭৯ [illegible] ৮০ [illegible] ৮১ [illegible] ৮২ [illegible] ৮৩ [illegible] ৮৪ [illegible] ৮৫ [illegible] ৮৬ [illegible] ৮৭ [illegible] ৮৮ [illegible] ৮৯ [illegible] ৯০ [illegible] ৯১ [illegible] ৯২ [illegible] ৯৩ [illegible] ৯৪ [illegible] ৯৫ [illegible] ৯৬ [illegible] ৯৭ [illegible] ৯৮ [illegible] ৯৯ [illegible] ১০০ [illegible] ১০১ [illegible] ১০২ [illegible] ১০৩ [illegible] ১০৪ [illegible] ১০৫ [illegible] ১০৬ [illegible] ১০৭ [illegible] ১০৮ [illegible] ১০৯ [illegible] ১১০ [illegible] ১১১ [illegible] ১১২ [illegible] ১১৩ [illegible] ১১৪ [illegible] ১১৫ [illegible] ১১৬ [illegible] ১১৭ [illegible] ১১৮ [illegible] ১১৯ [illegible] ১২০ [illegible] ১২১ [illegible] ১২২ [illegible] ১২৩ [illegible] ১২৪ [illegible] ১২৫ [illegible] ১২৬ [illegible] ১২৭ [illegible] ১২৮ [illegible] ১২৯ [illegible] ১৩০ [illegible] ১৩১ [illegible] ১৩২ [illegible] ১৩৩ [illegible] ১৩৪ [illegible] ১৩৫ [illegible] ১৩৬ [illegible] ১৩৭ [illegible] ১৩৮ [illegible] ১৩৯ [illegible] ১৪০ [illegible] ১৪১ [illegible] ১৪২ [illegible] ১৪৩ [illegible] ১৪৪ [illegible] ১৪৫ [illegible] ১৪৬ [illegible] ১৪৭ [illegible] ১৪৮ [illegible] ১৪৯ [illegible] ১৫০ [illegible] ১৫১ [illegible] ১৫২ [illegible] ১৫৩ [illegible] ১৫৪ [illegible] ১৫৫ [illegible] ১৫৬ [illegible] ১৫৭ [illegible] ১৫৮ [illegible] ১৫৯ [illegible] ১৬০ [illegible] ১৬১ [illegible] ১৬২ [illegible] ১৬৩ [illegible] ১৬৪ [illegible] ১৬৫ [illegible] ১৬৬ [illegible] ১৬৭ [illegible] ১৬৮ [illegible] ১৬৯ [illegible] ১৭০ [illegible] ১৭১ [illegible] ১৭২ [illegible] ১৭৩ [illegible] ১৭৪ [illegible] ১৭৫ [illegible] ১৭৬ [illegible] ১৭৭ [illegible] ১৭৮ [illegible] ১৭৯ [illegible] ১৮০ [illegible] ১৮১ [illegible] ১৮২ [illegible] ১৮৩ [illegible] ১৮৪ [illegible] ১৮৫ [illegible] ১৮৬ [illegible] ১৮৭ [illegible] ১৮৮ [illegible] ১৮৯ [illegible] ১৯০ [illegible] ১৯১ [illegible] ১৯২ [illegible] ১৯৩ [illegible] ১৯৪ [illegible] ১৯৫ [illegible] ১৯৬ [illegible] ১৯৭ [illegible] ১৯৮ [illegible] ১৯৯ [illegible] ২০০ [illegible] ২০১ [illegible] ২০২ [illegible] ২০৩ [illegible] ২০৪ [illegible] ২০৫ [illegible] ২০৬ [illegible] ২০৭ [illegible] ২০৮ [illegible] ২০৯ [illegible] ২১০ [illegible] ২১১ [illegible] ২১২ [illegible] ২১৩ [illegible] ২১৪ [illegible] ২১৫ [illegible] ২১৬ [illegible] ২১৭ [illegible] ২১৮ [illegible] ২১৯ [illegible] ২২০ [illegible] ২২১ [illegible] ২২২ [illegible] ২২৩ [illegible] ২২৪ [illegible] ২২৫ [illegible] ২২৬ [illegible] ২২৭ [illegible] ২২৮ [illegible] ২২৯ [illegible] ২৩০ [illegible] ২৩১ [illegible] ২৩২ [illegible] ২৩৩ [illegible] ২৩৪ [illegible] ২৩৫ [illegible] ২৩৬ [illegible] ২৩৭ [illegible] ২৩৮ [illegible] ২৩৯ [illegible] ২৪০ [illegible] ২৪১ [illegible] ২৪২ [illegible] ২৪৩ [illegible] ২৪৪ [illegible] ২৪৫ [illegible] ২৪৬ [illegible] ২৪৭ [illegible] ২৪৮ [illegible] ২৪৯ [illegible] ২৫০ [illegible] ২৫১ [illegible] ২৫২ [illegible] ২৫৩ [illegible] ২৫৪ [illegible] ২৫৫ [illegible] ২৫৬ [illegible] ২৫৭ [illegible] ২৫৮ [illegible] ২৫৯ [illegible] ২৬০ [illegible] ২৬১ [illegible] ২৬২ [illegible] ২৬৩ [illegible] ২৬৪ [illegible] ২৬৫ [illegible] ২৬৬ [illegible] ২৬৭ [illegible] ২৬৮ [illegible] ২৬৯ [illegible] ২৭০ [illegible] ২৭১ [illegible] ২৭২ [illegible] ২৭৩ [illegible] ২৭৪ [illegible] ২৭৫ [illegible] ২৭৬ [illegible] ২৭৭ [illegible] ২৭৮ [illegible] ২৭৯ [illegible] ২৮০ [illegible] ২৮১ [illegible] ২৮২ [illegible] ২৮৩ [illegible] ২৮৪ [illegible] ২৮৫ [illegible] ২৮৬ [illegible] ২৮৭ [illegible] ২৮৮ [illegible] ২৮৯ [illegible] ২৯০ [illegible] ২৯১ [illegible] ২৯২ [illegible] ২৯৩ [illegible] ২৯৪ [illegible] ২৯৫ [illegible] ২৯৬ [illegible] ২৯৭ [illegible] ২৯৮ [illegible] ২৯৯ [illegible] ৩০০ [illegible] ৩০১ [illegible] ৩০২ [illegible] ৩০৩ [illegible] ৩০৪ [illegible] ৩০৫ [illegible] ৩০৬ [illegible] ৩০৭ [illegible] ৩০৮ [illegible] ৩০৯ [illegible] ৩১০ [illegible] ৩১১ [illegible] ৩১২ [illegible] ৩১৩ [illegible] ৩১৪ [illegible] ৩১৫ [illegible] ৩১৬ [illegible] ৩১৭ [illegible] ৩১৮ [illegible] ৩১৯ [illegible] ৩২০ [illegible] ৩২১ [illegible] ৩২২ [illegible] ৩২৩ [illegible] ৩২৪ [illegible] ৩২৫ [illegible] ৩২৬ [illegible] ৩২৭ [illegible] ৩২৮ [illegible] ৩২৯ [illegible] ৩৩০ [illegible] ৩৩১ [illegible] ৩৩২ [illegible] ৩৩৩ [illegible] ৩৩৪ [illegible] ৩৩৫ [illegible] ৩৩৬ [illegible] ৩৩৭ [illegible] ৩৩৮ [illegible] ৩৩৯ [illegible] ৩৪০ [illegible] ৩৪১ [illegible] ৩৪২ [illegible] ৩৪৩ [illegible] ৩৪৪ [illegible] ৩৪৫ [illegible] ৩৪৬ [illegible] ৩৪৭ [illegible] ৩৪৮ [illegible] ৩৪৯ [illegible] ৩৫০ [illegible] ৩৫১ [illegible] ৩৫২ [illegible] ৩৫৩ [illegible] ৩৫৪ [illegible] ৩৫৫ [illegible] ৩৫৬ [illegible] ৩৫৭ [illegible] ৩৫৮ [illegible] ৩৫৯ [illegible] ৩৬০ [illegible] ৩৬১ [illegible] ৩৬২ [illegible] ৩৬৩ [illegible] ৩৬৪ [illegible] ৩৬৫ [illegible] ৩৬৬ [illegible] ৩৬৭ [illegible] ৩৬৮ [illegible] ৩৬৯ [illegible] ৩৭০ [illegible] ৩৭১ [illegible] ৩৭২ [illegible] ৩৭৩ [illegible] ৩৭৪ [illegible] ৩৭৫ [illegible] ৩৭৬ [illegible] ৩৭৭ [illegible] ৩৭৮ [illegible] ৩৭৯ [illegible] ৩৮০ [illegible] ৩৮১ [illegible] ৩৮২ [illegible] ৩৮৩ [illegible] ৩৮৪ [illegible] ৩৮৫ [illegible] ৩৮৬ [illegible] ৩৮৭ [illegible] ৩৮৮ [illegible] ৩৮৯ [illegible] ৩৯০ [illegible] ৩৯১ [illegible] ৩৯২ [illegible] ৩৯৩ [illegible] ৩৯৪ [illegible] ৩৯৫ [illegible] ৩৯৬ [illegible] ৩৯৭ [illegible] ৩৯৮ [illegible] ৩৯৯ [illegible] ৪০০ [illegible] ৪০১ [illegible] ৪০২ [illegible] ৪০৩ [illegible] ৪০৪ [illegible] ৪০৫ [illegible] ৪০৬ [illegible] ৪০৭ [illegible] ৪০৮ [illegible] ৪০৯ [illegible] ৪১০ [illegible] ৪১১ [illegible] ৪১২ [illegible] ৪১৩ [illegible] ৪১৪ [illegible] ৪১৫ [illegible] ৪১৬ [illegible] ৪১৭ [illegible] ৪১৮ [illegible] ৪১৯ [illegible] ৪২০ [illegible] ৪২১ [illegible] ৪২২ [illegible] ৪২৩ [illegible] ৪২৪ [illegible] ৪২৫ [illegible] ৪২৬ [illegible] ৪২৭ [illegible] ৪২৮ [illegible] ৪২৯ [illegible] ৪৩০ [illegible] ৪৩১ [illegible] ৪৩২ [illegible] ৪৩৩ [illegible] ৪৩৪ [illegible] ৪৩৫ [illegible] ৪৩৬ [illegible] ৪৩৭ [illegible] ৪৩৮ [illegible] ৪৩৯ [illegible] ৪৪০ [illegible] ৪৪১ [illegible] ৪৪২ [illegible] ৪৪৩ [illegible] ৪৪৪ [illegible] ৪৪৫ [illegible] ৪৪৬ [illegible] ৪৪৭ [illegible] ৪৪৮ [illegible] ৪৪৯ [illegible] ৪৫০ [illegible] ৪৫১ [illegible] ৪৫২ [illegible] ৪৫৩ [illegible] ৪৫৪ [illegible] ৪৫৫ [illegible] ৪৫৬ [illegible] ৪৫৭ [illegible] ৪৫৮ [illegible] ৪৫৯ [illegible] ৪৬০ [illegible] ৪৬১ [illegible] ৪৬২ [illegible] ৪৬৩ [illegible] ৪৬৪ [illegible] ৪৬৫ [illegible] ৪৬৬ [illegible] ৪৬৭ [illegible] ৪৬৮ [illegible] ৪৬৯ [illegible] ৪৭০ [illegible] ৪৭১ [illegible] ৪৭২ [illegible] ৪৭৩ [illegible] ৪৭৪ [illegible] ৪৭৫ [illegible] ৪৭৬ [illegible] ৪৭৭ [illegible] ৪৭৮ [illegible] ৪৭৯ [illegible] ৪৮০ [illegible] ৪৮১ [illegible] ৪৮২ [illegible] ৪৮৩ [illegible] ৪৮৪ [illegible] ৪৮৫ [illegible] ৪৮৬ [illegible] ৪৮৭ [illegible] ৪৮৮ [illegible] ৪৮৯ [illegible] ৪৯০ [illegible] ৪৯১ [illegible] ৪৯২ [illegible] ৪৯৩ [illegible] ৪৯৪ [illegible] ৪৯৫ [illegible] ৪৯৬ [illegible] ৪৯৭ [illegible] ৪৯৮ [illegible] ৪৯৯ [illegible] ৫০০ [illegible] ৫০১ [illegible] ৫০২ [illegible] ৫০৩ [illegible] ৫০৪ [illegible] ৫০৫ [illegible] ৫০৬ [illegible] ৫০৭ [illegible] ৫০৮ [illegible] ৫০৯ [illegible] ৫১০ [illegible] ৫১১ [illegible] ৫১২ [illegible] ৫১৩ [illegible] ৫১৪ [illegible] ৫১৫ [illegible] ৫১৬ [illegible] ৫১৭ [illegible] ৫১৮ [illegible] ৫১৯ [illegible] ৫২০ [illegible] ৫২১ [illegible] ৫২২ [illegible] ৫২৩ [illegible] ৫২৪ [illegible] ৫২৫ [illegible] ৫২৬ [illegible] ৫২৭ [illegible] ৫২৮ [illegible] ৫২৯ [illegible] ৫৩০ [illegible] ৫৩১ [illegible] ৫৩২ [illegible] ৫৩৩ [illegible] ৫৩৪ [illegible] ৫৩৫ [illegible] ৫৩৬ [illegible] ৫৩৭ [illegible] ৫৩৮ [illegible] ৫৩৯ [illegible] ৫৪০ [illegible] ৫৪১ [illegible] ৫৪২ [illegible] ৫৪৩ [illegible] ৫৪৪ [illegible] ৫৪৫ [illegible] ৫৪৬ [illegible] ৫৪৭ [illegible] ৫৪৮ [illegible] ৫৪৯ [illegible] ৫৫০ [illegible] ৫৫১ [illegible] ৫৫২ [illegible] ৫৫৩ [illegible] ৫৫৪ [illegible] ৫৫৫ [illegible] ৫৫৬ [illegible] ৫৫৭ [illegible] ৫৫৮ [illegible] ৫৫৯ [illegible] ৫৬০ [illegible] ৫৬১ [illegible] ৫৬২ [illegible] ৫৬৩ [illegible] ৫৬৪ [illegible] ৫৬৫ [illegible] ৫৬৬ [illegible] ৫৬৭ [illegible] ৫৬৮ [illegible] ৫৬৯ [illegible] ৫৭০ [illegible] ৫৭১ [illegible] ৫৭২ [illegible] ৫৭৩ [illegible] ৫৭৪ [illegible] ৫৭৫ [illegible] ৫৭৬ [illegible] ৫৭৭ [illegible] ৫৭৮ [illegible] ৫৭৯ [illegible] ৫৮০ [illegible] ৫৮১ [illegible] ৫৮২ [illegible] ৫৮৩ [illegible] ৫৮৪ [illegible] ৫৮৫ [illegible] ৫৮৬ [illegible] ৫৮৭ [illegible] ৫৮৮ [illegible] ৫৮৯ [illegible] ৫৯০ [illegible] ৫৯১ [illegible] ৫৯২ [illegible] ৫৯৩ [illegible] ৫৯৪ [illegible] ৫৯৫ [illegible] ৫৯৬ [illegible] ৫৯৭ [illegible] ৫৯৮ [illegible] ৫৯৯ [illegible] ৬০০ [illegible] ৬০১ [illegible] ৬০২ [illegible] ৬০৩ [illegible] ৬০৪ [illegible] ৬০৫ [illegible] ৬০৬ [illegible] ৬০৭ [illegible] ৬০৮ [illegible] ৬০৯ [illegible] ৬১০ [illegible] ৬১১ [illegible] ৬১২ [illegible] ৬১৩ [illegible] ৬১৪ [illegible] ৬১৫ [illegible] ৬১৬ [illegible] ৬১৭ [illegible] ৬১৮ [illegible] ৬১৯ [illegible] ৬২০ [illegible] ৬২১ [illegible] ৬২২ [illegible] ৬২৩ [illegible] ৬২৪ [illegible] ৬২৫ [illegible] ৬২৬ [illegible] ৬২৭ [illegible] ৬২৮ [illegible] ৬২৯ [illegible] ৬৩০ [illegible] ৬৩১ [illegible] ৬৩২ [illegible] ৬৩৩ [illegible] ৬৩৪ [illegible] ৬৩৫ [illegible] ৬৩৬ [illegible] ৬৩৭ [illegible] ৬৩৮ [illegible] ৬৩৯ [illegible] ৬৪০ [illegible] ৬৪১ [illegible] ৬৪২ [illegible] ৬৪৩ [illegible] ৬৪৪ [illegible] ৬৪৫ [illegible] ৬৪৬ [illegible] ৬৪৭ [illegible] ৬৪৮ [illegible] ৬৪৯ [illegible] ৬৫০ [illegible] ৬৫১ [illegible] ৬৫২ [illegible] ৬৫৩ [illegible] ৬৫৪ [illegible] ৬৫৫ [illegible] ৬৫৬ [illegible] ৬৫৭ [illegible] ৬৫৮ [illegible] ৬৫৯ [illegible] ৬৬০ [illegible] ৬৬১ [illegible] ৬৬২ [illegible] ৬৬৩ [illegible] ৬৬৪ [illegible] ৬৬৫ [illegible] ৬৬৬ [illegible] ৬৬৭ [illegible] ৬৬৮ [illegible] ৬৬৯ [illegible] ৬৭০ [illegible] ৬৭১ [illegible] ৬৭২ [illegible] ৬৭৩ [illegible] ৬৭৪ [illegible] ৬৭৫ [illegible] ৬৭৬ [illegible] ৬৭৭ [illegible] ৬৭৮ [illegible] ৬৭৯ [illegible] ৬৮০ [illegible] ৬৮১ [illegible] ৬৮২ [illegible] ৬৮৩ [illegible] ৬৮৪ [illegible] ৬৮৫ [illegible] ৬৮৬ [illegible] ৬৮৭ [illegible] ৬৮৮ [illegible] ৬৮৯ [illegible] ৬৯০ [illegible] ৬৯১ [illegible] ৬৯২ [illegible] ৬৯৩ [illegible] ৬৯৪ [illegible] ৬৯৫ [illegible] ৬৯৬ [illegible] ৬৯৭ [illegible] ৬৯৮ [illegible] ৬৯৯ [illegible] ৭০০ [illegible] ৭০১ [illegible] ৭০২ [illegible] ৭০৩ [illegible] ৭০৪ [illegible] ৭০৫ [illegible] ৭০৬ [illegible] ৭০৭ [illegible] ৭০৮ [illegible] ৭০৯ [illegible] ৭১০ [illegible] ৭১১ [illegible] ৭১২ [illegible] ৭১৩ [illegible] ৭১৪ [illegible] ৭১৫ [illegible] ৭১৬ [illegible] ৭১৭ [illegible] ৭১৮ [illegible] ৭১৯ [illegible] ৭২০ [illegible] ৭২১ [illegible] ৭২২ [illegible] ৭২৩ [illegible] ৭২৪ [illegible] ৭২৫ [illegible] ৭২৬ [illegible] ৭২৭ [illegible] ৭২৮ [illegible] ৭২৯ [illegible] ৭৩০ [illegible] ৭৩১ [illegible] ৭৩২ [illegible] ৭৩৩ [illegible] ৭৩৪ [illegible] ৭৩৫ [illegible] ৭৩৬ [illegible] ৭৩৭ [illegible] ৭৩৮ [illegible] ৭৩৯ [illegible] ৭৪০ [illegible] ৭৪১ [illegible] ৭৪২ [illegible] ৭৪৩ [illegible] ৭৪৪ [illegible] ৭৪৫ [illegible] ৭৪৬ [illegible] ৭৪৭ [illegible] ৭৪৮ [illegible] ৭৪৯ [illegible] ৭৫০ [illegible] ৭৫১ [illegible] ৭৫২ [illegible] ৭৫৩ [illegible] ৭৫৪ [illegible] ৭৫৫ [illegible] ৭৫৬ [illegible] ৭৫৭ [illegible] ৭৫৮ [illegible] ৭৫৯ [illegible] ৭৬০ [illegible] ৭৬১ [illegible] ৭৬২ [illegible] ৭৬৩ [illegible] ৭৬৪ [illegible] ৭৬৫ [illegible] ৭৬৬ [illegible] ৭৬৭ [illegible] ৭৬৮ [illegible] ৭৬৯ [illegible] ৭৭০ [illegible] ৭৭১ [illegible] ৭৭২ [illegible] ৭৭৩ [illegible] ৭৭৪ [illegible] ৭৭৫ [illegible] ৭৭৬ [illegible] ৭৭৭ [illegible] ৭৭৮ [illegible] ৭৭৯ [illegible] ৭৮০ [illegible] ৭৮১ [illegible] ৭৮২ [illegible] ৭৮৩ [illegible] ৭৮৪ [illegible] ৭৮৫ [illegible] ৭৮৬ [illegible] ৭৮৭ [illegible] ৭৮৮ [illegible] ৭৮৯ [illegible] ৭৯০ [illegible] ৭৯১ [illegible] ৭৯২ [illegible] ৭৯৩ [illegible] ৭৯৪ [illegible] ৭৯৫ [illegible] ৭৯৬ [illegible] ৭৯৭ [illegible] ৭৯৮ [illegible] ৭৯৯ [illegible] ৮০০ [illegible] ৮০১ [illegible] ৮০২ [illegible] ৮০৩ [illegible] ৮০৪ [illegible] ৮০৫ [illegible] ৮০৬ [illegible] ৮০৭ [illegible] ৮০৮ [illegible] ৮০৯ [illegible] ৮১০ [illegible] ৮১১ [illegible] ৮১২ [illegible] ৮১৩ [illegible] ৮১৪ [illegible] ৮১৫ [illegible] ৮১৬ [illegible] ৮১৭ [illegible] ৮১৮ [illegible] ৮১৯ [illegible] ৮২০ [illegible] ৮২১ [illegible] ৮২২ [illegible] ৮২৩ [illegible] ৮২৪ [illegible] ৮২৫ [illegible] ৮২৬ [illegible] ৮২৭ [illegible] ৮২৮ [illegible] ৮২৯ [illegible] ৮৩০ [illegible] ৮৩১ [illegible] ৮৩২ [illegible] ৮৩৩ [illegible] ৮৩৪ [illegible] ৮৩৫ [illegible] ৮৩৬ [illegible] ৮৩৭ [illegible] ৮৩৮ [illegible] ৮৩৯ [illegible] ৮৪০ [illegible] ৮৪১ [illegible] ৮৪২ [illegible] ৮৪৩ [illegible] ৮৪৪ [illegible] ৮৪৫ [illegible] ৮৪৬ [illegible] ৮৪৭ [illegible] ৮৪৮ [illegible] ৮৪৯ [illegible] ৮৫০ [illegible] ৮৫১ [illegible] ৮৫২ [illegible] ৮৫৩ [illegible] ৮৫৪ [illegible] ৮৫৫ [illegible] ৮৫৬ [illegible] ৮৫৭ [illegible] ৮৫৮ [illegible] ৮৫৯ [illegible] ৮৬০ [illegible] ৮৬১ [illegible] ৮৬২ [illegible] ৮৬৩ [illegible] ৮৬৪ [illegible] ৮৬৫ [illegible] ৮৬৬ [illegible] ৮৬৭ [illegible] ৮৬৮ [illegible] ৮৬৯ [illegible] ৮৭০ [illegible] ৮৭১ [illegible] ৮৭২ [illegible] ৮৭৩ [illegible] ৮৭৪ [illegible] ৮৭৫ [illegible] ৮৭৬ [illegible] ৮৭৭ [illegible] ৮৭৮ [illegible] ৮৭৯ [illegible] ৮৮০ [illegible] ৮৮১ [illegible] ৮৮২ [illegible] ৮৮৩ [illegible] ৮৮৪ [illegible] ৮৮৫ [illegible] ৮৮৬ [illegible] ৮৮৭ [illegible] ৮৮৮ [illegible] ৮৮৯ [illegible] ৮৯০ [illegible] ৮৯১ [illegible] ৮৯২ [illegible] ৮৯৩ [illegible] ৮৯৪ [illegible] ৮৯৫ [illegible] ৮৯৬ [illegible] ৮৯৭ [illegible] ৮৯৮ [illegible] ৮৯৯ [illegible] ৯০০ [illegible] ৯০১ [illegible] ৯০২ [illegible] ৯০৩ [illegible] ৯০৪ [illegible] ৯০৫ [illegible] ৯০৬ [illegible] ৯০৭ [illegible] ৯০৮ [illegible] ৯০৯ [illegible] ৯১০ [illegible] ৯১১ [illegible] ৯১২ [illegible] ৯১৩ [illegible] ৯১৪ [illegible] ৯১৫ [illegible] ৯১৬ [illegible] ৯১৭ [illegible] ৯১৮ [illegible] ৯১৯ [illegible] ৯২০ [illegible] ৯২১ [illegible] ৯২২ [illegible] ৯২৩ [illegible] ৯২৪ [illegible] ৯২৫ [illegible] ৯২৬ [illegible] ৯২৭ [illegible] ৯২৮ [illegible] ৯২৯ [illegible] ৯৩০ [illegible] ৯৩১ [illegible] ৯৩২ [illegible] ৯৩৩ [illegible] ৯৩৪ [illegible] ৯৩৫ [illegible] ৯৩৬ [illegible] ৯৩৭ [illegible] ৯৩৮ [illegible] ৯৩৯ [illegible] ৯৪০ [illegible] ৯৪১ [illegible] ৯৪২ [illegible] ৯৪৩ [illegible] ৯৪৪ [illegible] ৯৪৫ [illegible] ৯৪৬ [illegible] ৯৪৭ [illegible] ৯৪৮ [illegible] ৯৪৯ [illegible] ৯৫০ [illegible] ৯৫১ [illegible] ৯৫২ [illegible] ৯৫৩ [illegible] ৯৫৪ [illegible] ৯৫৫ [illegible] ৯৫৬ [illegible] ৯৫৭ [illegible] ৯৫৮ [illegible] ৯৫৯ [illegible] ৯৬০ [illegible] ৯৬১ [illegible] ৯৬২ [illegible] ৯৬৩ [illegible] ৯৬৪ [illegible] ৯৬৫ [illegible] ৯৬৬ [illegible] ৯৬৭ [illegible] ৯৬৮ [illegible] ৯৬৯ [illegible] ৯৭০ [illegible] ৯৭১ [illegible] ৯৭২ [illegible] ৯৭৩ [illegible] ৯৭৪ [illegible] ৯৭৫ [illegible] ৯৭৬ [illegible] ৯৭৭ [illegible] ৯৭৮ [illegible] ৯৭৯ [illegible] ৯৮০ [illegible] ৯৮১ [illegible] ৯৮২ [illegible] ৯৮৩ [illegible] ৯৮৪ [illegible] ৯৮৫ [illegible] ৯৮৬ [illegible] ৯৮৭ [illegible] ৯৮৮ [illegible] ৯৮৯ [illegible] ৯৯০ [illegible] ৯৯১ [illegible] ৯৯২ [illegible] ৯৯৩ [illegible] ৯৯৪ [illegible] ৯৯৫ [illegible] ৯৯৬ [illegible] ৯৯৭ [illegible] ৯৯৮ [illegible] ৯৯৯ [illegible] ১০০০

### পাকিস্তানে রবীন্দ্র জয়ন্তী

এবারের প্রচারে পাকিস্তানের উর্দু সংবাদপত্র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে [illegible] ১৯৫২ সালে পাকিস্তানে [illegible] ৪ [illegible] ৫ [illegible] ৬ [illegible] ৭ [illegible] ৮ [illegible] ৯ [illegible] ১০ [illegible] ১১ [illegible] ১২ [illegible] ১৩ [illegible] ১৪ [illegible] ১৫ [illegible] ১৬ [illegible] ১৭ [illegible] ১৮ [illegible] ১৯ [illegible] ২০ [illegible] ২১ [illegible] ২২ [illegible] ২৩ [illegible] ২৪ [illegible] ২৫ [illegible] ২৬ [illegible] ২৭ [illegible] ২৮ [illegible] ২৯ [illegible] ৩০ [illegible] ৩১ [illegible] ৩২ [illegible] ৩৩ [illegible] ৩৪ [illegible] ৩৫ [illegible] ৩৬ [illegible] ৩৭ [illegible] ৩৮ [illegible] ৩৯ [illegible] ৪০ [illegible] ৪১ [illegible] ৪২ [illegible] ৪৩ [illegible] ৪৪ [illegible] ৪৫ [illegible] ৪৬ [illegible] ৪৭ [illegible] ৪৮ [illegible] ৪৯ [illegible] ৫০ [illegible] ৫১ [illegible] ৫২ [illegible] ৫৩ [illegible] ৫৪ [illegible] ৫৫ [illegible] ৫৬ [illegible] ৫৭ [illegible] ৫৮ [illegible] ৫৯ [illegible] ৬০ [illegible] ৬১ [illegible] ৬২ [illegible] ৬৩ [illegible] ৬৪ [illegible] ৬৫ [illegible] ৬৬ [illegible] ৬৭ [illegible] ৬৮ [illegible] ৬৯ [illegible] ৭০ [illegible] ৭১ [illegible] ৭২ [illegible] ৭৩ [illegible] ৭৪ [illegible] ৭৫ [illegible] ৭৬ [illegible] ৭৭ [illegible] ৭৮ [illegible] ৭৯ [illegible] ৮০ [illegible] ৮১ [illegible] ৮২ [illegible] ৮৩ [illegible] ৮৪ [illegible] ৮৫ [illegible] ৮৬ [illegible] ৮৭ [illegible] ৮৮ [illegible] ৮৯ [illegible] ৯০ [illegible] ৯১ [illegible] ৯২ [illegible] ৯৩ [illegible] ৯৪ [illegible] ৯৫ [illegible] ৯৬ [illegible] ৯৭ [illegible] ৯৮ [illegible] ৯৯ [illegible] ১০০ [illegible] ১০১ [illegible] ১০২ [illegible] ১০৩ [illegible] ১০৪ [illegible] ১০৫ [illegible] ১০৬ [illegible] ১০৭ [illegible] ১০৮ [illegible] ১০৯ [illegible] ১১০ [illegible] ১১১ [illegible] ১১২ [illegible] ১১৩ [illegible] ১১৪ [illegible] ১১৫ [illegible] ১১৬ [illegible] ১১৭ [illegible] ১১৮ [illegible] ১১৯ [illegible] ১২০ [illegible] ১২১ [illegible] ১২২ [illegible] ১২৩ [illegible] ১২৪ [illegible] ১২৫ [illegible] ১২৬ [illegible] ১২৭ [illegible] ১২৮ [illegible] ১২৯ [illegible] ১৩০ [illegible] ১৩১ [illegible] ১৩২ [illegible] ১৩৩ [illegible] ১৩৪ [illegible] ১৩৫ [illegible] ১৩৬ [illegible] ১৩৭ [illegible] ১৩৮ [illegible] ১৩৯ [illegible] ১৪০ [illegible] ১৪১ [illegible] ১৪২ [illegible] ১৪৩ [illegible] ১৪৪ [illegible] ১৪৫ [illegible] ১৪৬ [illegible] ১৪৭ [illegible] ১৪৮ [illegible] ১৪৯ [illegible] ১৫০ [illegible] ১৫১ [illegible] ১৫২ [illegible] ১৫৩ [illegible] ১৫৪ [illegible] ১৫৫ [illegible] ১৫৬ [illegible] ১৫৭ [illegible] ১৫৮ [illegible] ১৫৯ [illegible] ১৬০ [illegible] ১৬১ [illegible] ১৬২ [illegible] ১৬৩ [illegible] ১৬৪ [illegible] ১৬৫ [illegible] ১৬৬ [illegible] ১৬৭ [illegible] ১৬৮ [illegible] ১৬৯ [illegible] ১৭০ [illegible] ১৭১ [illegible] ১৭২ [illegible] ১৭৩ [illegible] ১৭৪ [illegible] ১৭৫ [illegible] ১৭৬ [illegible] ১৭৭ [illegible] ১৭৮ [illegible] ১৭৯ [illegible] ১৮০ [illegible] ১৮১ [illegible] ১৮২ [illegible] ১৮৩ [illegible] ১৮৪ [illegible] ১৮৫ [illegible] ১৮৬ [illegible] ১৮৭ [illegible] ১৮৮ [illegible] ১৮৯ [illegible] ১৯০ [illegible] ১৯১ [illegible] ১৯২ [illegible] ১৯৩ [illegible] ১৯৪ [illegible] ১৯৫ [illegible] ১৯৬ [illegible] ১৯৭ [illegible] ১৯৮ [illegible] ১৯৯ [illegible] ২০০ [illegible] ২০১ [illegible] ২০২ [illegible] ২০৩ [illegible] ২০৪ [illegible] ২০৫ [illegible] ২০৬ [illegible] ২০৭ [illegible] ২০৮ [illegible] ২০৯ [illegible] ২১০ [illegible] ২১১ [illegible] ২১২ [illegible] ২১৩ [illegible] ২১৪ [illegible] ২১৫ [illegible] ২১৬ [illegible] ২১৭ [illegible] ২১৮ [illegible] ২১৯ [illegible] ২২০ [illegible] ২২১ [illegible] ২২২ [illegible] ২২৩ [illegible] ২২৪ [illegible] ২২৫ [illegible] ২২৬ [illegible] ২২৭ [illegible] ২২৮ [illegible] ২২৯ [illegible] ২৩০ [illegible] ২৩১ [illegible] ২৩২ [illegible] ২৩৩ [illegible] ২৩৪ [illegible] ২৩৫ [illegible] ২৩৬ [illegible] ২৩৭ [illegible] ২৩৮ [illegible] ২৩৯ [illegible] ২৪০ [illegible] ২৪১ [illegible] ২৪২ [illegible] ২৪৩ [illegible] ২৪৪ [illegible] ২৪৫ [illegible] ২৪৬ [illegible] ২৪৭ [illegible] ২৪৮ [illegible] ২৪৯ [illegible] ২৫০ [illegible] ২৫১ [illegible] ২৫২ [illegible] ২৫৩ [illegible] ২৫৪ [illegible] ২৫৫ [illegible] ২৫৬ [illegible] ২৫৭ [illegible] ২৫৮ [illegible] ২৫৯ [illegible] ২৬০ [illegible] ২৬১ [illegible] ২৬২ [illegible] ২৬৩ [illegible] ২৬৪ [illegible] ২৬৫ [illegible] ২৬৬ [illegible] ২৬৭ [illegible] ২৬৮ [illegible] ২৬৯ [illegible] ২৭০ [illegible] ২৭১ [illegible] ২৭২ [illegible] ২৭৩ [illegible] ২৭৪ [illegible] ২৭৫ [illegible] ২৭৬ [illegible] ২৭৭ [illegible] ২৭৮ [illegible] ২৭৯ [illegible] ২৮০ [illegible] ২৮১ [illegible] ২৮২ [illegible] ২৮৩ [illegible] ২৮৪ [illegible] ২৮৫ [illegible] ২৮৬ [illegible] ২৮৭ [illegible] ২৮৮ [illegible] ২৮৯ [illegible] ২৯০ [illegible] ২৯১ [illegible] ২৯২ [illegible] ২৯৩ [illegible] ২৯৪ [illegible] ২৯৫ [illegible] ২৯৬ [illegible] ২৯৭ [illegible] ২৯৮ [illegible] ২৯৯ [illegible] ৩০০ [illegible] ৩০১ [illegible] ৩০২ [illegible] ৩০৩ [illegible] ৩০৪ [illegible] ৩০৫ [illegible] ৩০৬ [illegible] ৩০৭ [illegible] ৩০৮ [illegible] ৩০৯ [illegible] ৩১০ [illegible] ৩১১ [illegible] ৩১২ [illegible] ৩১৩ [illegible] ৩১৪ [illegible] ৩১৫ [illegible] ৩১৬ [illegible] ৩১৭ [illegible] ৩১৮ [illegible] ৩১৯ [illegible] ৩২০ [illegible] ৩২১ [illegible] ৩২২ [illegible] ৩২৩ [illegible] ৩২৪ [illegible] ৩২৫ [illegible] ৩২৬ [illegible] ৩২৭ [illegible] ৩২৮ [illeg

চিত্রকল্প নিবেদিত ও অমিত ঘটক পরিচালিত 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নায়িকার ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরী

আলোক সম্পাতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে

অঙ্গার

মিনার্ভা

ফোন ৩১৯২।

বিশ্বরূপা

(ফোন : ৫৪—১৪২৯)

রবিবার ও ছুটির দিনে ৩ ও ৬টায়

প্রমথেশ বড়ুয়ার

সেতু

(১৩৫ রাত্রি ১১টা টাইগার)

পরিচালনা—নরেশ মিত্র প্রযোজনা—বাপ্পা সেন

শ্রেষ্ঠাংশে—নরেশ মিত্র, অসিতবরণ

তরুণকুমার, প্রমথেশ, নরেশ, তারক,

তুলাল, ফুলনাবেগম, অনুপ, মাঃ দীপক,

শ্রীমানী, রমশ্রী, সুরতা, হৈরা, মাকীত

ও

তৃপ্তি মিত্র

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামে সমৃদ্ধ করে তুলবার জন্য এক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। এ-বাদেও সরকার ভালো ছবি তৈরীর জন্য প্রযোজকদের ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু প্রযোজকেরাই এই সরকারী সহায়তা ও সহযোগিতার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি।"

গত তিন বছরে যখন পাকিস্তানের চিত্রশিল্প বছরে ৩৬টির বেশী ছবি উৎপাদন করতে পারে নি, সেখানে বছরে চিত্র-প্রযোজনার হার আরও কমে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। এদের দিক থেকেও ছবিগুলি উচ্চমানের প্রমাণ দিতে পারে নি। ফলে পাকিস্তানের চিত্র-প্রযোজনী সংস্থা তিনের পর তিন সপ্তাহ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। চিত্র-প্রযোজনী সংস্থার এই নতুন সংকটের কথা আলোচনা করতে গিয়ে একজন পাকিস্তানী সাংবাদিক বলেন, "চলচ্চিত্রের মান উন্নত না হয়ে যদি পাকিস্তানে বিদেশী ছবির বাজার তৈরী করে দেওয়া হয়, তাহলে কোন পরিণতির কথা ভাবা যায়?"

চিত্র-প্রযোজনী সংস্থার এই নতুন সংকটের কথা বলতে গিয়ে তিনি সংবাদপত্র পাকিস্তান সরকারের নিকট যে সাহায্যের দাবী করেছেন বলে স্মরণ করিয়ে দেন, তাহলে এই আলোচনা থাকবে না। তিনি চিত্র-প্রযোজকদের ছবির মধ্য থেকে ছবি আমদানীর অনুমতি দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ এই কথাও স্মরণযোগ্য উল্লেখ থাকবে যে পাকিস্তানে বছরে ১০টি চিত্রপ্রযোজনী ছবি তৈরী হলে তবেই পাঁচটি বিদেশী ছবি আমদানীর অনুমতি দেওয়া হয়। তখন ৩২০টি উর্দু চিত্রগৃহও নাচার হয়ে বাইরে থেকে ছবি আমদানীর দাবি উত্থাপন করতে পারে।

পাকিস্তানের চিত্র-প্রযোজনী ব্যবসায় যে ক্রমবর্ধমান সংকটের সম্মুখীন তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অচিরেই পাকিস্তানে ছাড়াই ছবির আমদানী পুনরায়ম্ভ হবে বলে চিত্রব্যবসায়ীরা মনে করেন। আগামী ছয় মাসের মধ্যে পাকিস্তানের চিত্রশিল্প ১০টির বেশী ছবি উৎপাদন দিতে পারবে বলে চিত্রপ্রযোজকরা মনে করেন না। এবং এই ছবিগুলির কোনটির সম্বন্ধেও তাঁরা খুব আশাবাদী নন। পাকিস্তানের চিত্রশিল্পীরাও তিন তিন বিদেশী চিত্রগৃহের সঙ্গে অকৃতী হয়ে পড়ছেন। পাকিস্তানের চিত্র-পরিচালক মিঃ জেমস তাই মনে করেন। পাকিস্তানের ছবিগুলির মান উন্নয়নের জন্য পুরস্কারগুলির সম্মুখীন হওয়া উচিত। সম্প্রতি তিনি বিবেচনা করেছেন যে পাকিস্তানে তৈরী ছবির আমদানী বন্ধ করে দেওয়া হলে পাকিস্তানের চিত্রশিল্প উন্নতির জন্য এই সময়ের সরকারের সমর্থন হবে উচিত সাড়া সম্ভাবনা বহন করে আনবে।

## চিত্রালোচনা

চিত্রজগতের প্রতিটি বিভাগের প্রত্যেক জন্য সবে কেরলীয় অবশ্যই ঐতিহাসিকের দৃষ্টান্ত উদাহরণ ওপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে রয়েছে বাজী হয়েও সবও বর্তমানের কোন সাহসিকতা দেখাতে পারছে না। তাই পরিচয় নতুন ছবির মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এ সম্বন্ধেও বিশেষ কোন নতুন ছবিই মুক্তি পাচ্ছে না।

তবে আশা করা যাচ্ছে এর অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই হয়তো এই অবস্থার অবসান ঘটবে। এ ঘটনা সম্বন্ধে আগামী সপ্তাহেই বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। এ-প্রসঙ্গে দেশের মানুষ সম্পর্কে নতুন ছবি বাইরে আসবে—এর মুক্তি নির্দিষ্ট হয়েছে। সেগুলি এর একটি বিষয়ে একটা আলোচনা সমর্থ এবং একাধারে প্রযোজক ও পরিচালকের বৃদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। ছবি বিশ্বাসীয় নিবেদন ছবিবিশ্বাস মুক্তিও আসছে।

•

বর্তমানের ঘোষকারের প্রত্যাবর্তন আলোচনায় দৃষ্টিপথ অনুসরণের এই নবেম্বরই ছবি সংখ্যা নবেম্বরের প্রোগ্রামের মুক্তিলাভের আশা দিচ্ছিল হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই অমর কাহিনীটি বাঙালী সমাজ-সংসারের

সংগৃহীত ছবিতে দেখা যাচ্ছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
সঙ্গে মিসেস বি কে নন্দর রায় থেকে উপহার গ্রহণ করছেন। [illegible] প্রসাদ মিত্র

যখনই সম্ভব — বিশেষ করিয়া
সকল আনন্দ উৎসবে
যক্ষ্মাক্রান্ত ভাইবোনদের নিরানন্দ
জীবনের কথা মনে করিয়া
তাহাদের কল্যাণে যথাসাধ্য
দান করুন।
কুমুদশঙ্কর রায়
যক্ষ্মা হাসপাতাল
পূর্ব পরিকল্পনা মতো কৃষ্ণ সাগরের
তীরবর্তী [illegible] হাসপাতালের
নির্মাণ কার্য [illegible] শেষ হইলে
[illegible] সংখ্যক রোগীর
চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইবে।
প্রবাসী বাঙালীদের নিকট বিশেষ
আবেদন জানাইতেছি।
কুমুদশঙ্কর রায়
যক্ষ্মা হাসপাতাল
[illegible]
১৮

• [illegible]
•
• [illegible]
•
• [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

ভারতীয় নাট্য-মঞ্চের বিস্ময়

# অঙ্গার

মিনার্ভায়

ফোন ৩১১২

নিউ এম্পায়ারে

নিয়মিত শো'জ :

১২০, ২৫, ৩, ১০, ২০,

এপ্রিল ১২— উঁচু-নীচু

" ১৩— বৃক্ষকর্টিক

" ১৬— চার দেয়াল

পরিচালনা : দেবকী বসু

অভিনয় : ছায়া দেবী

সঙ্গীত : রবীন মজুমদার

কার্যালয়, ৪৪ ২য় চিত্তরঞ্জন এভেন্যু

রঙমহল

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬টায়

রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা—৬টায়

রঙমহলে বিরাজমান বহুমাদক নাটক

এক পেয়ালা কফি

অঃ অরুণ রায়, রবীন, রাজলক্ষ্মী, পটা, অমর, অজিত, বিশ্বজিৎ, কেতকী, কবিতা, দীপান্বিতা

উল্লেখ করে প্রসঙ্গতঃ এই অনুভব করেন যে, বাংলা নাটকের এই নব-উদ্দীপনার মূলে একটি অবকাঠামোর দীর্ঘদিন প্রয়োজন রয়ে গেছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গসংস্কৃতির আর্থিকভাবের রাষ্ট্রপ্রধান থেকে নাটককে মুক্ত করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মঞ্চসফল নাটককে অনুসরণ করবে বিদেশীভাষায়, রাষ্ট্রপ্রধান, মুখপত্র প্রকাশ করে। মঞ্চসফলের পরবর্তীকে ব্যক্তিক অনুপ্রেরিত অনুসরণ করলে নাটক মুক্ত হবে। বর্তমান নাট্যপ্রতিষ্ঠার মূলে পরিচয় হারাবে বলে মুখপত্রকে সরকারকে প্রকাশভাষার দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে শ্রী সরকার তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

প্রথম অভিনয় রজনীতে নৃত্যশিল্পের কলাপাত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা, বিবেকানন্দ প্রমুখ চরিত্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, তাঁদের সম্মানার্থে রঙ্গমঞ্চে আনা হয়। অনুষ্ঠানের সঙ্গতিপূর্ণ অংশটি নৃত্যশিল্পে রাজা হলধরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন অনুরূপ ও তার শিল্পীবৃন্দের সঙ্গে তাঁর নিবেদনটুকু চরিত্র-সমন্বয়ের জন্য তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্তি ভাষণে উল্লেখ করে শ্রীযুক্তা সেন এবং ভাষণের শেষে তাঁর সম্মানার্থে ঘোষণা করেন।

### পল্লীশ্রী সংঘের নাট্যোৎসব

ভারতীয় পল্লীশ্রী সংঘের পরিচালনায় বজবজ মিউনিসিপ্যাল ময়দানে ১৬ই এপ্রিল থেকে ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত একটি সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে টালুস উদ্যানের রঙ্গমঞ্চে। পল্লীশ্রী সংঘের এই নাট্যোৎসবের সভাপতিত্ব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৬ই মার্চ)। এই সাংস্কৃতিক বিনোদন এই অঞ্চলে উৎসবের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় পল্লীশ্রী সংঘের এটি একটি অভিনব প্রচেষ্টা বলে ধরা। পল্লীশ্রী সংঘের উৎসবের নাট্যোৎসব জনপ্রিয় হবে উঠবে এমনটাই আশা করা যায়।

সংঘের এই নাট্যোৎসবে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন দলের শ্রী পল্লীশ্রী সংঘের সাংস্কৃতিকদের আসবে। নাটক মনোনীত ও নাটকই হবে উৎসবের বিশেষটি প্রধান অঙ্গ। প্রবীণ ও নবীন বহু নাট্যকারের নাটক এই উৎসবে স্থান পাবে। প্রবীণদের মধ্যে শ্রীযুক্ত [illegible], ভূপালী লাহিড়ী ও শ্রীবিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকও পরিবেশিত হবে এই উৎসবে। নাট্যোৎসবের একটি দিনে [illegible] পরমাণবিকীর সূচনা-পর্ব পালিত হবে। বিভিন্নটি প্রবীণ-সম্বর্ধনার বহুবিধ [illegible] রাষ্ট্রীয় কবিবন্দুর উপস্থাপিকা অনুষ্ঠান হবে। উৎসবের প্রথম দিনে [illegible] নাটকাংশ এই অভিনয় রাজ্যের [illegible] অনুষ্ঠানটি অপরাহ্ণে [illegible] এ-রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায়গুলি উৎসবে [illegible] নাটকসমূহের বিভিন্নসম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় [illegible] রাষ্ট্রীয় ঐক্য, গণ-কবিতার ঐক্য, গণ-কবিতার প্রভৃতি বিভিন্ন নাটকসমূহের দ্বারা পরিবেশিত হবে। উদ্যোগ সম্পর্কিত অনুষ্ঠানও এই উৎসবে থাকে রাখা হবে।

উৎসবের সার্বিক নাট্যোৎসব ও বিভিন্ন [illegible] অনুষ্ঠানসমূহ [illegible] সম্পাদক ও [illegible] এই নাট্যোৎসবের [illegible] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর [illegible] এই উৎসবে [illegible]

[illegible]

[illegible]

চিঠিপত্র

শান্তিনিকেতনের কুশলবার্তা

[illegible]


নীহাররঞ্জন গুপ্তের

[illegible]

# পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর

[illegible]

আর এন চ্যাটার্জী এণ্ড কোং

[illegible]



—অল্প প্রকাশিত—

[illegible] —গীতিমুখর ভায়না ২-০০

[illegible]

—এই লেখিকার অন্যান্য বই—

| | |
|---|---|
| সম্ভ্রান্তীর চোখে পশ্চিম [illegible] | ২-৭৫ |
| পাঞ্চাবীপ [illegible] | ১-০০ |
| সাগরে হাওরে [illegible] | ৩-১০ |
| BENGALI FOR FOREIGNERS (2nd Enlarged Edition) | ৩-১০ |

—অনুবাদ—

| | |
|---|---|
| চিটিয়ার কাণ্ড | ২-১০ |
| জলাশয়ার কথা | ৩-৪০ |
| বন্ধনের বেশে আইভান | ১-৭৫ |
| ইভান ইভানোভিচ (উপন্যাস) | ৪-০০ |

পপুলার লাইব্রেরী

[illegible]

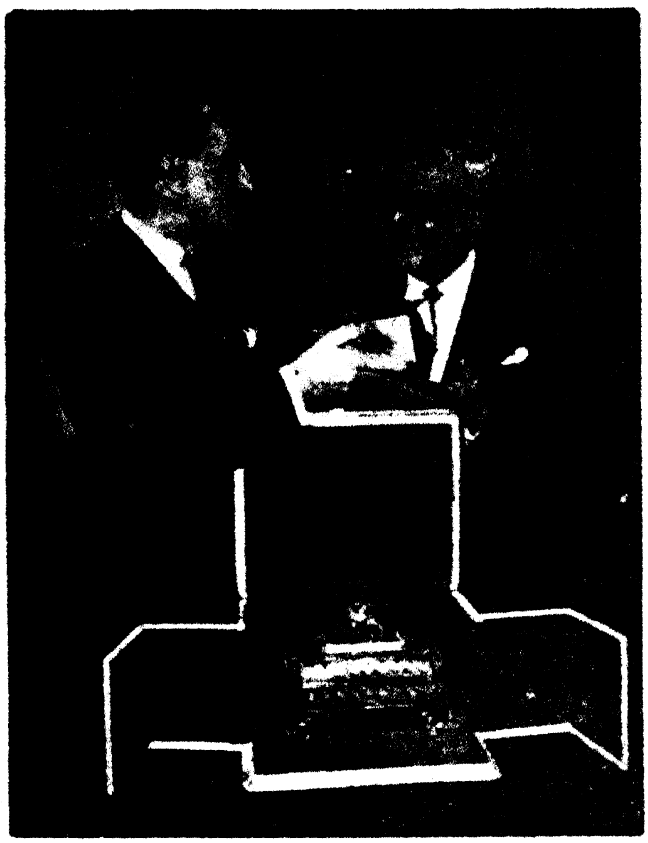

ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এম সি চাগলা পরিচালক সহযোগিতা প্রসঙ্গে ডাঃ রায়ের হাতে সেলজনিক গোল্ডেন মেরেল ট্রফি ও এওয়ার্ড তাঁহাদের অফিসে বিজ্ঞান এসোসিয়েশনের সভাপতি এরিক জন স্টানের হাতে তুলে দেন করছেন। "জপরাজিত" চিত্রের জন্য শ্রী রায়কে পুরস্কার দেওয়া হয়

লেখক এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণকলি সম্পূর্ণ সমালোচনা সম্পূর্ণ নহে, হইলও ..."—তাহাতে বিস্ময় লেখক কেনরূপে ব্যক্তির উল্লেখ না করিয়াই এমন একটি বিষয়ের আলোচনা কি করিয়া। সম্পূর্ণকে ছোট বিচারে কৃষ্ণকলি সম্পূর্ণ নহে বলা হইলে এই উক্তি হইতে লেখকদের পুরস্কার পাইল কি করিয়া। তিনি কি জানেন না যে, একটি ছোট কইমাছ ভাজা হয় পরে। সমালোচনীয়ে কৃষ্ণকলি সম্পূর্ণ উপন্যাস হওয়ার স্থাপিত এমনও প্রমাণ কোন প্রমাণ অনুসন্ধানে কৃষ্ণকলির ও বৃহত্তরের উপস্থিতি অপরিহার্য। এমনও কোন পক্ষে পরিণাম পুরুষকারি হইতে বড়ো ভালো। চাউল ভালো প্রস্তুতি সম্পর্কে উপন্যাস। পরিচয় হয় তাহার একটি ধান পুরস্কারিতের বাড়িতে। আর একটি পুরস্কার হইতে তাহার ... এই প্রসঙ্গে সম্পর্কে বিচার করা যায়। ... এবং উহা যদি সম্পূর্ণ উপন্যাসের সম্পর্কিত বিষয়ে উপন্যাস সৃষ্টির হয় তবে কৃষ্ণকলির স্থান কোথা বিচারে তাহা নির্ণয় করা যায় না।

এমন সুন্দর সুষ্ঠু সুন্দর উপন্যাস পড়িয়া আনন্দ পাই, তাহার বিশ্লেষণে সমালোচনা করিতে বসিয়া উহার সম্পর্কে কিছু বলিতে পারি না, ইহা কি সমালোচকের দোষ? উপন্যাস সম্পর্কে কিছু বলিতে পারি না, ইহা কি সমালোচকের দোষ? এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাহা হইল কৃষ্ণকলির ভাষার লেখকের ... সাহিত্য হইল বাঙলা চলিবার জন্য, চাহিবার জন্য নয়।

নিবেদন ইতি—
বিশ্বেশ্বরীপ্রসাদ পাল,
কলিকাতা।


বার্ষিক পরীক্ষার ফলের পরে...
ছোটদের সুখে সম্পাদিত
শিশু ভারতী
...
প্রথম পাঠের : ১৪—১৫ খণ্ড। প্রতি খণ্ড : ১০, টাকা। পুরো সেট ১০০,
...
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২।১ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৬

কয়লা খনির মানের রহস্যময় পরিবেশে
অঙ্গার
মিনার্ভায়



গ্রন্থমেলার নতুন বই
দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত
প্রতিভা বসুর
প্রেমের গল্প
প্রথমাংশে এবং প্রথমাংশে পাঠিপাটী
একটি মনোমুগ্ধকারী সংকলন।
॥ ৪·০০ ॥
প্রকাশক : ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিঃ ১৬

# খেলাধুলা

## একলব্য

ভারতের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহরে সমস্ত বিষয়ের ফলাফল আগের সংখ্যায় দেওয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই বিরাট ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন এবং পরিচালনা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। সেই সম্বন্ধেই আজ কিছু আলোচনা করছি।

সকলেরই জানা আছে এবার জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের ভারত সরকারের নির্দেশে এবং পরিচালনার ভার নেয় ভারতীয় সামরিক বিভাগ। যেহেতু সৈন্য ভারতের রক্ষাকর্তা এবং রক্ষাকর্তা ভারতের ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে সেহেতু সৈন্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কিছু বলার নেই। পরিচালনা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু পরিচালনার বিষয়ের সম্বন্ধীয় কর্তৃপক্ষ ক্রীড়ার ক্রীড়ার ক্রীড়ানুষ্ঠানের পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই সামরিক কর্তৃপক্ষের পরিচালনা করা উচিত নয়। কারণ এই।

বিভিন্ন ক্রীড়ায় সমস্ত ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ এবং এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের পরিচালনা সম্পর্কে কিছু বলার নেই। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে এবং ক্রীড়ার সমস্ত বিষয়ের পরিচালনাকারী একচ্ছত্র পরিচালক হয়েছেন। তাঁরাও কোন বিশেষজ্ঞ নিয়ে ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য কোন কমিটি গঠন করেননি। ক্রীড়ার ক্রীড়ানুষ্ঠানের সমস্ত বিষয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ ক্রীড়ার ক্রীড়ার ক্রীড়ানুষ্ঠানের ক্রীড়ার ক্রীড়ানুষ্ঠানের ক্রীড়ার ক্রীড়ানুষ্ঠানের

জায়গায় সব খেলাধূলাই সুষ্ঠুভাবে করেই জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের অধিবেশন। পরিচালিত হয়েছে। কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি।

চার রকমের খেলাধূলার মধ্যে অ্যাথলেটিক টেপাটসের আকর্ষণ ছিল বেশী এবং প্রধানত অ্যাথলেটিকসকে কেন্দ্র তাই অনুষ্ঠানের পাঁচ দিনের বেশীর ভাগ সময়ই আমাদের কেটেছে মাঠে। সাংবাদিকদের কাজের সুবিধার জন্য এখানে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। প্রেস বক্স ছাড়া একটি পৃথক ঘরেরই ব্যবস্থা করা হয়েছিল সাংবাদিক দের জন্য। সেখানে কর্মব্যস্ত সামরিক অফিসাররা সব সময়ই আমাদের সাহায্য করেছেন। যখন যে সংবাদ চেয়েছি হাসি মুখে তা পরিবেশন করেছেন।

আন্তঃসেনাটিক টেপাটসের উদ্বোধনের সময় সামরিক বাদ্যের তালে তালে যোগসাজসকারী জলধূলির পতাকা সামনে মার্চ পাস্ট এবং সমাপ্তির দিন ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পতাকা অনুষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সহ-সভাপতির কাছে রক্ষিত রাখার কথা অনেকদিন মনের মনে থাকবে।

ছুটি অনুষ্ঠানের সমস্ত কথা এখনো যেন আমার চোখের উপর ভাসছে। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন অ্যাথলেটিকসের উদ্বোধন করতে এলেন। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা বলীন্দর সিং তাঁকে স্বাগত জানিয়ে অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুমধুর সামরিক ঐকতানে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে উঠলো। তারপর প্রথম দিন প্রতিযোগীদের মার্চ পাস্ট। উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন সভাপতির মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে একে একে ১৭টি দলের অভিবাদন গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি জাতীয় খেলাধূলার অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করতেই ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পতাকা আকাশে উড়তে আরম্ভ করলো। আরম্ভ হল প্রেমধ্বনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নির্দেশানুযায়ী ১৯টি তোপ ধ্বনির রক্তধমনীর ১১বার কাঁপিয়ে দেবার থেকে গেল। তখন ঘন্টার ঘায়ে ঘোড়সওয়ার প্রবেশ করলেন জাতীয় নিশান হাতে ঘোড়সওয়ার ঘোড়সওয়ার আক্কারের রোনাল্ড সিং। হাতে তাঁর ঘন্টা। ঘোড়া ছুটে ছুটে করে আপনি করলেন। কে আপনি জানতে চাইছে—জানাচ্ছেন ঘোড়সওয়ার ঘোষণার ঘোষণা থেকে। তারপর সিং ঘোড়সওয়ার পরিক্রম করে একবার ঘোষণা করলেন সভাপতি মঞ্চের সামনে। তারপর সিং ঘোড়সওয়ার স্থাপিত অনুষ্ঠানের বিরাটকায় মশালে। চার দিন ধরে সেই মশালের পবিত্র অগ্নিকে সাক্ষী রেখে ভারতের তরুণ-তরুণীরা খেলার মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। তারপর সমাপ্তির দিনে মশাল নির্বাপিত করা হল। সেদিনও হল একইভাবে প্রতিযোগীদের মার্চ পাস্ট। সামরিক বাদ্যও বাদ গেল না। সবচেয়ে রোমাঞ্চময় ঘটনা ঘটে গেল তখন, যখন ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পতাকা অতি সন্তর্পণে নামিয়ে এনে সিল্লী ও রাজস্থানের সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর রঞ্জনারেন সিংহের হাতে অর্পণ করা হল। চারজন শক্তি সামরিক ঐকতানের বিরাট সংগীতের মধ্যে পতাকাটিকে বুকে নিয়ে এঁরা মহামূল্য এবং মহাপবিত্র ধন যেমন করে বয়ে আনা হয়। তাঁর পতাকাটির অর্পণ করলেন আই ও এর সভাপতি রাজা বলীন্দর সিংহের হাতে। বলীন্দর সিং আবার সেটা পাঠান রথীন্দর সৈন্যাধ্যক্ষ বিক্রম সিংহের হাতে। পরবর্তী জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সময় আবার তাঁর কাছ থেকে ফিরে পাবার জন্য। ঠিক হল যে ভারতীয় অ্যাথলেটিকসের সমস্ত সফল রাজা বলীন্দর সিংহের কাছে পৌঁছে দেবেন। রাজা বলীন্দর পরবর্তী জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের এই ঐতিহাসিক বস্তু তাঁর হাতে তুলে দেবার জন্য পৌঁছে। আবার জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সময়

একথা জোর করেই বলা যায়, কলকাতায় এ ধরনের অনুষ্ঠান হলে দর্শকে হাট ভরে যেত।

ভারতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিদেশের অধিবাসী দের যোগদান আজও নেই কেন? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে উত্তর পেয়েছি তার মধ্যে হচ্ছে চারটি অনুষ্ঠানে দর্শক জমা হয়ে থাকে। তাছাড়া আথলেটিক ফেডারেশন সাধারণত বিদেশের আথলেটদের একেবারেই প্রশ্রয় দেয় না। বিদেশে এই অবস্থা আথলেটিক ফেডারেশনের কর্তাদের দুর্নীতির পরিচয় পেয়েছি। তারা নিজেদের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য দর্শকদের যোগদান করতে দেননি। বিদেশে ভারতীয় অথলেটদের অংশগ্রহণ নিয়ে আন্দোলনও দর্শক সমাগম না হবার অজুহাত দেখান।

সব কথা ভেবে নিয়েও আমার মনে হয় সাধারণ থেকে বিদেশের বিভিন্ন অধিবাসীরা কলকাতার অধিবাসীদের চেয়ে বেশি দর্শক। বিদেশে ক্রীড়ানুষ্ঠানের অনুষ্ঠিত হবার আগে আগে অনুষ্ঠান কেন্দ্রও ছবির মত সাজে। কিন্তু এই কলকাতার ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রথম দিনে ১০ কিলোমিটার হাঁটা ও মারাথন দৌড়ের সময় রাস্তার দুপাশে যে পরিমাণ দর্শক দাঁড়িয়ে থাকে তা বিদেশে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু ৫০ কিলোমিটার হাঁটা ও মারাথন দৌড়ের প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর যখন বিজয়ী প্রতিযোগীরা স্টেডিয়ামে ঢোকেন তখন তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্য একটি লোকও থাকে না। কিন্তু ঐ একই সময়ে বিদেশে স্টেডিয়ামে দর্শকের সমাগম হয়। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ১০ কিলোমিটার হাঁটা ও মারাথন দৌড়ের সময় প্রতিযোগিতার শেষে শেষে হাজার হাজার দর্শক স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়ে। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ১০ কিলোমিটার হাঁটা ও মারাথন দৌড়ের সময় প্রতিযোগিতার শেষে শেষে হাজার হাজার দর্শক স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়ে। এই ধরনের দৃশ্য আমি টোকিও অলিম্পিকে দেখেছি। কলকাতার ক্রীড়ানুষ্ঠানে দর্শকের সমাগম কেন হয় না? এর উত্তর আমি পেয়েছি। কলকাতার ক্রীড়ানুষ্ঠানে দর্শকের সমাগম হয় না কারণ এই অনুষ্ঠানে দর্শকের আকর্ষণ করবার কোন পরিচয় থাকে না। কলকাতার ক্রীড়ানুষ্ঠানে দর্শকের আকর্ষণ করবার কোন পরিচয় থাকে না। কলকাতার ক্রীড়ানুষ্ঠানে দর্শকের আকর্ষণ করবার কোন পরিচয় থাকে না।

একজনের হাতের থালায় বিজয়ীর পুষ্পহার, বাকী তিনজনের হাতে জুলের মালা। ভারতীয় আথলেটিকদের পুরস্কার ও বিদেশের সময় এঁরা দেবেন্দ্রনাথ বস্ত সেরেমনিতে সম্বর্ধনা করেছেন বিজয়ী আথলেটিকদের জুলের বীজা পরিয়ে দিয়ে

প্রতিযোগিতার দিনটি দুপুরে ১ টা বিজয়ীর হাত ভরপুর হয়ে যায়। একই সময়ে ৫ জনই পৌঁছে একসঙ্গে স্টেডিয়ামে ঢোকেন। এইরকম সময়ে প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবার দুই জাতীয় ও বিদেশ থেকে আসা পরিচালকদের সঙ্গে আলোচনা করি। তাঁরা বলেন যে এই ধরনের প্রতিযোগিতা বিদেশে কোথাও হয় না। কারণ এই ধরনের প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবার জন্য যে পরিমাণ কর্মী দরকার তা বিদেশে পাওয়া যায় না। বিদেশে প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবার জন্য যে পরিমাণ কর্মী দরকার তা বিদেশে পাওয়া যায় না।

আন্তর্জাতিক ফেডারেশন নিয়ম করেছে ১০ কিলোমিটার হাঁটা ও মারাথন দৌড়ের প্রতিযোগিতার শেষে যে প্রতিযোগিতা থাকে তাকে অতিক্রম করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিনিশিং লাইনে পৌঁছতে হবে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষ করতে না পারলে প্রতিযোগিতাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১০ কিলোমিটার হাঁটা ও মারাথন দৌড়ের প্রতিযোগিতা শেষ করতে না পারলে প্রতিযোগিতাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

১০ কিলোমিটার হাঁটা ও মারাথন দৌড়ের প্রতিযোগিতা শেষ করতে না পারলে প্রতিযোগিতাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১০ কিলোমিটার হাঁটা ও মারাথন দৌড়ের প্রতিযোগিতা শেষ করতে না পারলে প্রতিযোগিতাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

১০ কিলোমিটার হাঁটা ও মারাথন দৌড়ের প্রতিযোগিতা শেষ করতে না পারলে প্রতিযোগিতাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১০ কিলোমিটার হাঁটা ও মারাথন দৌড়ের প্রতিযোগিতা শেষ করতে না পারলে প্রতিযোগিতাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।


নতুন ধরনের
সহজ ইউরোপের মনোজ্ঞ লেখক
জ্ঞানদাতা মোরাজিবার
আলেয়া ৩·৫০
...
Times Literary Supplement
আর্ট ব্যানার্জী পাবলিশার্স

GOVERNMENT LIBRARY

## দেশী সংবাদ

৭ই মার্চ—লোকসভায় কংগ্রেস ও বিরোধী-পক্ষের সদস্যরা আজ একযোগে বলেন যে, ১৯৬০-৬১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটকে কেবল মাত্র বড় বড় ধনিকরাই ছাড়া আর কেহই স্বাগত জানাইবেন না। উভয়পক্ষই জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া সরকারকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বৃদ্ধিসহ জন্য যাহাতে বাজেটের অন্তত ক্ষতি আরও বাড়িয়া না যায় তবে বিশেষ চেষ্টা দিতে।

এবার ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপোজিশন হেডিয়া ৭৩৭—৬২০ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কংগ্রেস হইতে বেলঘরিয়ার ২৭ নং মাইল মঞ্চ ১৮ ঘণ্টা ১৬ মিনিট দৌড়িয়া এই নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে।

৮ই মার্চ—রাজ্য সরকারের কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল স্টোরে অব্যবস্থার ফলে গত তিন বছরে বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে, গত কিছুকাল যাবতই স্টোরের পরিচালনা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের অভিযোগ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উৎসগের কানে আসিতেছিল এবং স্টোরের হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য সরকার তের পর্যন্ত একজন অবসরপ্রাপ্ত সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অডিটর জেনারেলকে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অধিবেশনের ১৫টির মধ্যে কাজের কৃষির সময় সংসদ করিয়া উক্ত সুপারিশ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে ১৫টি সাধারণ সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাতে, দরিদ্র ও অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষা দান করিবার ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। এই সুপারিশ কার্যকর করিবার জন্য ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করিতে বলা হইয়াছে।

১৫ই মার্চ—রাজ্য অধিবেশনের বিরোধী সদস্য উপেন্দ্রনাথ বর্মণের অনুরোধক্রমে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ কংগ্রেসের পরিকল্পনার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন কমিশনের কার্যকরীর জন্য সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও প্রয়োজনে প্রয়োজন করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান।

কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করিয়া আজ তাই এম এস এস রাজীবের ৩৫ বছরের সদস্য-পদ কংগ্রেস এই সংসদকে ছেড়ে জনসাধারণ আন্দোলনের আহ্বান জানান। এখানে সুপারিশ সম্পর্কে করিয়া মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, বিষয়টি বিবেচনার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে।

আজ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে সাফল্য, পাকিস্তান ওয়াটার এইড ফর ইণ্ডিয়া আন্দোলন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হয় নাই। ইহা আমরা সন্তুষ্ট হওয়া সরকারের সৌজন্যের।

১৯ই মার্চ—আজ সরকার হয়ে ৭ সরকারের সাপেক্ষে বিলেস ও ট্রেড ইউনিয়ন ভঙ্গ সংসদের সাপেক্ষে একটি কমিটী সরকার ও ডিফেন্সাকলস এর ডিফেন্সের ক্ষেত্রেরে এবং ডাক ও তার বিভাগের কর্মীর সমস্যাসমূহ বিবেচনা করিবেন।

পাঞ্জাবরাজ্য সরকার আগামী আর্থিক বৎসর হইতে ছাত্রদের প্রাইমারী স্কুলে হাসপাতালে এবং প্রাইমারী মাধ্যমিক হাসপাতালে অন্তত একটি করিয়া আন্দোলনের পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

অধিবেশনের প্রশ্নোত্তরে শ্রীনেহরু স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা আগামী ৩০শে মার্চ হইতে শুরু হইয়া এবং উহা ২০শে এপ্রিল সমাপ্ত হইবে। পরীক্ষায় সরকার পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ১ লক্ষ হবে হইবে।

১১ই মার্চ—সভাকক্ষে সরকার সদস্য ও বর্তমান কবিরা সরকার সম্পর্কে সমস্যা উপেন্দ্রনাথ চন্দ্র হয়ে তথা অধিবেশনের বিরোধিতার অধিবেশনে হয়ে আসন। সরকারের ও প্রকাশ্যে। সরিষাহতে বলেন যে সম্প্রদায়ের সমস্যা অধিবেশনে এবং সুষ্ঠু সমাধান অধিবেশনে অধিবেশন সরকার করি রাজ্য।

সরকারপক্ষের অধিবেশন সমস্য রাজ্যের সরকার বলেন যে সরকার হইয়াছেন। সরকারের ১৯৬১ সে হইবে মহাবিদ্যা ও পুরুষদের সমস্য সংখ্যা ও বৃদ্ধি করা সরকার অধিবেশনে বলিয়া আসা জানান।

আজ কলিকাতা রাজ্যসরকারের সরকারের সরকার রাজ্যের সমস্য কৃষিজ সুবিধা সরকার সমস্য মন্ত্রী ঐনেহরু, সম্পর্কে এবং একটা হয়েছে। সরকার সরকার ও সরকারের ১৯৬১ সরকার সমস্য হয়। তিনি সরকার করেন যে সরকারের সমস্য মন্ত্রী ঐনেহরু সমস্য করিবার সরকার সরকারের সরকারের ঘোষণা সরকারের। সরকার সরকার, কিন্তু, করিবার সরকারের বলিয়া মনে হয় না।

১১ই মার্চ—ঘিয়া ক্রে এম সরকার সরকার সরকারি করিবে আজ সরকারসরিকার সরকার বিভাগের সরকারের নির্দেশ দিয়েছে হয়।

সরকার সরকার বিভাগসরিকারের ১৯৬০ সরকার ও করিবার্নিয়ার করিবার, প্রশ্নের সরকার সরকারী সরকার সরকারের সরকার সরকারের সরকার করিবার সরকার সরকার সরক

**রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।**

RP.144-X52BO

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

REG. NO. C. 2109

## আপনি যদি সিজার্স খান

## তাহ'লে এটা পড়বেন না ...

...কারণ সিজার্স খেলে বোঝা যাবে যে ভালো সিগারেট খেয়েই যাঁরা চিনতে পারেন আপনি সেই দলের একজন।

প্রতি ১০ মিনিটে সারা ভারতবর্ষে প্রায় ৫০,০০০ লোক তাঁদের প্রিয় সিগারেট সিজার্স-এর ধূমপান করেন।

৪৫ বছরেরও বেশী, সিজার্স সিগারেট খেয়ে লোকে আনন্দ পেয়েছেন—সময়ের পরীক্ষায় সিজার্স-এর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তার একটিই মাত্র কারণ থাকতে পারে—সিগারেটটা সত্যিই ভালো।

উইলস্-এর

# সিজার্স

সিগারেটটা ভালো—সেটাই আসল কথা

১০ টার দাম ৩০ নয়া পয়সা

৪৬/১৯

দি ইন্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ দ্বারা প্রস্তুতিত

GOVT. OF INDIA LIBRARY

[ শনিবার, ১২ চৈত্র, ১৩৬৬ সাল DESH Saturday, 26th March, 1960 মূল্য—৩০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ২১

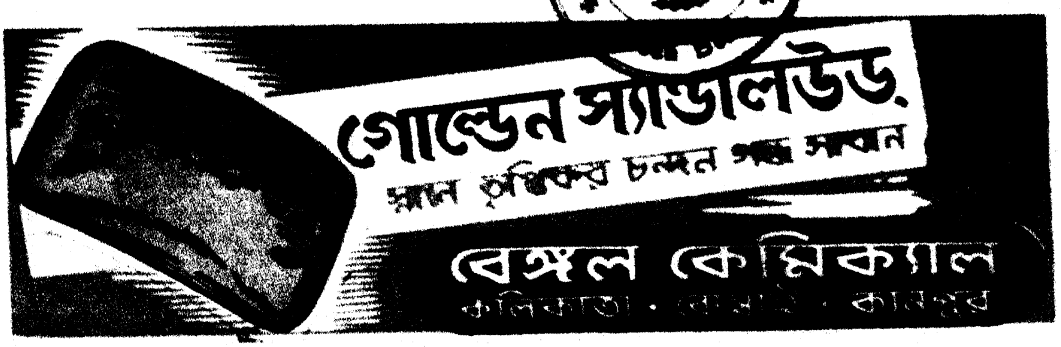

# ভুগছেন- দুর্বল, নির্জীব, রুগ্ন, খিটখিটে?

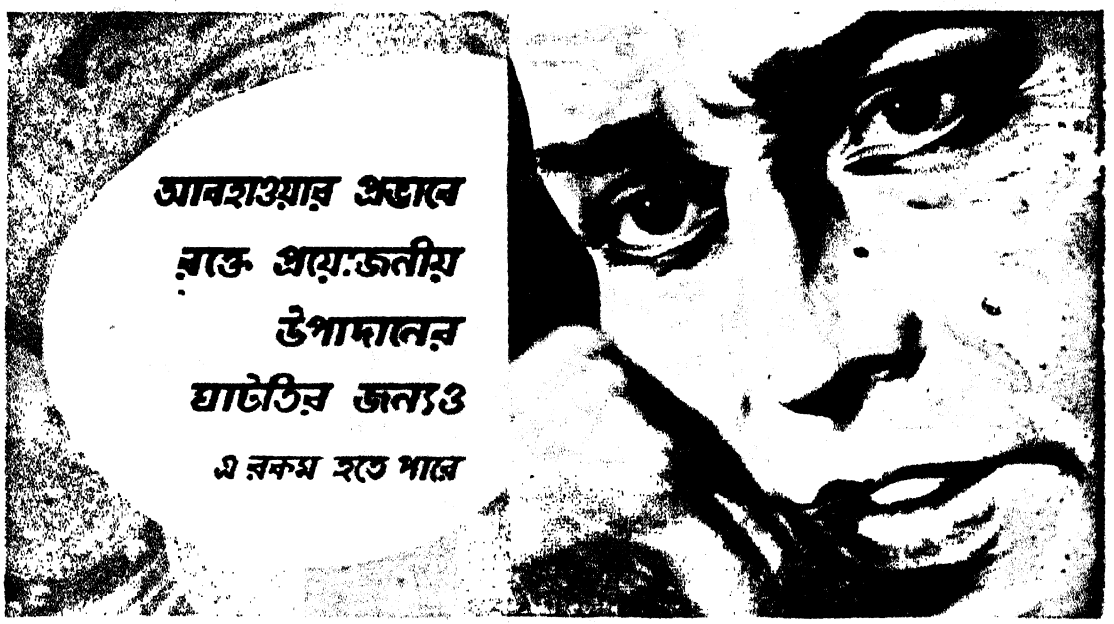


**MANDH মাঙ্ক এলিক্সিয়ার** রক্তে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে

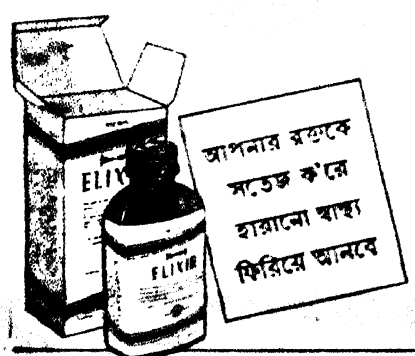


এই রুগ্ন আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে দিতে পারে। আরও বড় কথা, আপনি যা খান তাতে প্রায়ই পুষ্টির অভাব ঘটে। এসব থেকেই রক্তের প্রয়োজনীয় উপাদানে ঘাটতি হতে থাকে যার ফলে আপনি দুর্বল, নির্জীব, রুগ্ন ও খিটখিটে হয়ে পড়েন। আবহাওয়ার প্রভাবে রক্তে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি পূরণ করার জন্যে আপনার এমন একটি টনিকের দরকার যা আপনার রক্তকে আবার সতেজ ক'রে তুলে আপনার হারানো স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবে। বিশ্বাস মাঙ্ক এলিক্সিয়ার পান।

মাঙ্ক এলিক্সিয়ারে কি কি প্রয়োজনীয় এলিমেন্ট আছে তার একটা তালিকা দেওয়া হল। এতে রক্তের পক্ষে অত্যাবশ্যক কয়েকটি টনিক যেমন কিকফসফেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট, এমনকি বি, ১ আছে। তাছাড়া এতে আছে হপ এক্সট্রাক্ট ও রিসারোফসফেট।

মাঙ্ক এলিক্সিয়ার খাওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আপনি আবার আপনার পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনুন। আপনার নিকটবর্তী কেমিস্টের দোকানে মাঙ্ক এলিক্সিয়ার চাই.....এই টনিকটি আপনার শরীর সুস্থ রাখবে—আপনাকে চাঙ্গা করে তুলবে।

**MANDH মাঙ্ক এলিক্সিয়ার** আপনাকে সুস্থ ও সবল রাখবে

মার্টিন অ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিঃ, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লীতে

প্রমথনাথ বিশীর

১৯৬০ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার অভিনন্দিত

**কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥**

...বর্তমান যুগের
শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী
বাংলা বই

অবধূতের

**মরুতীর্থ হিংলাজ ৫৲**

**উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪॥**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**পথের পাঁচালী ৫॥**

**আরণ্যক ৪॥**

প্রবোধকুমার সান্যালের

**মহাপ্রস্থানের পথে ৪॥**

**তুচ্ছ ৩॥**

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**কবি ৪৲**

**উত্তরায়ণ ৫॥**

শচীন্দ্রকুমার মিত্রের

**বহ্নিবন্যা ৮॥**

**স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ ৩৲**

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

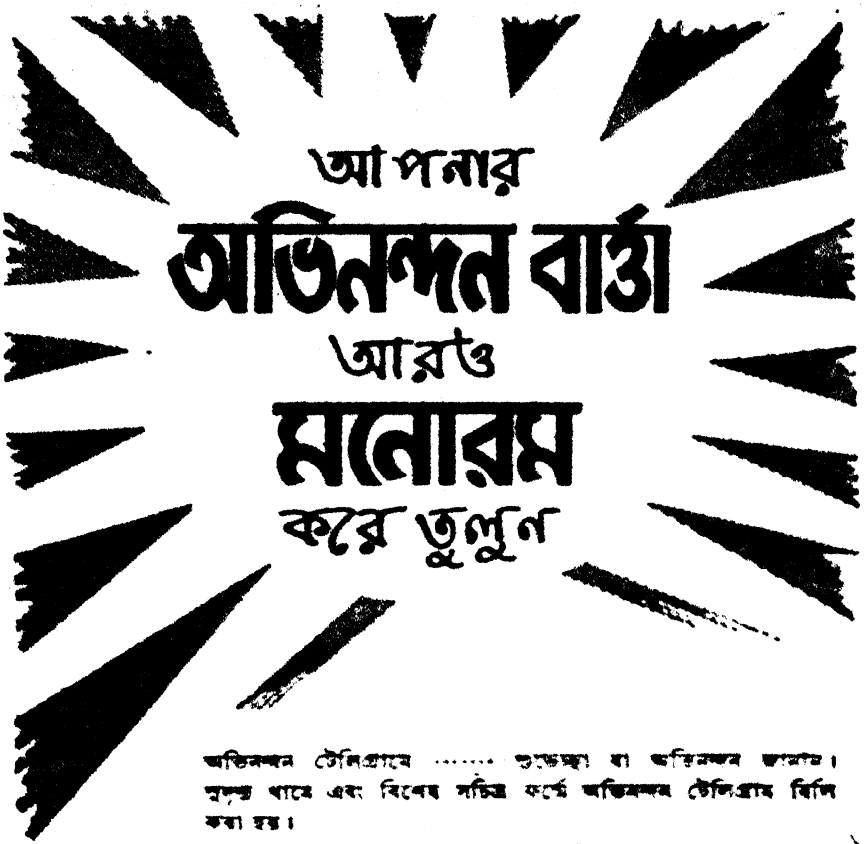


অভিনন্দন টেলিগ্রামে ..... শুভেচ্ছা বা অভিনন্দন জানান। সুদৃশ্য খামে এবং বিশেষ সচিত্র কর্মে অভিনন্দন টেলিগ্রাম বিলি করা হয়।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষের জন্য নানা ধরণের অভিনন্দন বার্তা রয়েছে এবং সেগুলো থেকে যে কোনটা বেছে নেওয়া যায়।

সাধারণ অভিনন্দন টেলিগ্রাম পাঠাবার ন্যূনতম ব্যয় হল ৫০ নঃ পঃ। প্রতিটি অতিরিক্ত শব্দের জন্য ৭ নঃ পঃ লাগে।

**'ডি লুক্স টেলিগ্রাম**

যাঁরা তাঁদের শুভেচ্ছা বার্তার আরও আন্তরিকতা প্রকাশ করতে চান তাঁরা ডি লুক্স টেলিগ্রামে তা জানাতে পারেন। আপনার পছন্দ মত বার্তা বিয়ে টেলিগ্রাম ফর্মের বিশেষ নির্দেশের জায়গায় 'ডি লুক্স' কথাটি লিখে দিন। সেই ক্ষেত্রে আপনার টেলিগ্রাম, বিশেষ অভিনন্দন ফর্মে বিলি করা হবে। সাধারণ টেলিগ্রাম পাঠাতে যে খরচ লাগে এতে তার চাইতে মাত্র ১১ নঃ পয়সা বেশী লাগবে।

**অভিনন্দন**
**বা**
**ডি লুক্স টেলিগ্রামে**
**আপনার**
**শুভেচ্ছা বার্তা**
**পাঠান**

CENT LIB
Coosh Beh

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| শতবার্ষিকী উৎসবের প্রস্তুতি— | ... ... ... | ৫৬৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... ... ... ... ... | ৫৭০ |
| দ্বিতীয় মত—রঞ্জন | ... ... ... ... ... | ৫৭১ |
| আলোচনা— | ... ... ... ... ... | ৫৭৩ |
| আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন—সৈয়দ মুজতবা আলী | ... | ৫৭৭ |
| জল (কবিতা)—জীবনানন্দ দাশ | ... ... ... | ৫৮০ |
| রূপবতী (কবিতা)—আবদুস সত্তার | ... ... | ৫৮০ |
| স্মৃতির অন্তিম পথ—শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় | ... | ৫৮০ |



## প্রস্তুতি

৭ই ফাল্গুনের বই

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

জলপ্রপাত (উপঃ) ২·৭৫

সতীপ্রিয় ঘোষের

গান্ধর্ব (উপঃ) ৩·৫০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

রজনীগন্ধা (নাটক)

২·২৫

স্বনির্বাচিত গল্প গ্রন্থমালা ঃ পঞ্চদশ খণ্ড প্রকাশিত ঃ প্রতি খণ্ড ৪·০০

প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ প্রতিভা বসু ॥ নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥
বোধদেব বসু ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥
আশাপূর্ণা দেবী ॥ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ॥ প্রমথনাথ বিশী ॥
শিবরাম চক্রবর্তী ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জগদীশ গুপ্ত ॥

প্রতিটি খণ্ডের স্বনির্বাচিত গল্প ৫·০০ ... যে কোন খণ্ডেরই যে কোনভাবে প্রত্যাবর্তন করা যায়। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ। ইতিহাসের সঙ্গে নিয়ে জগদীশ গুপ্তের কোন বিশেষ উৎসাহ-আগ্রহ ছিলো বলে মনে হয়নি। তাঁর গল্পগুলি বিষয়। তাঁদের উপন্যাসগুলিও সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজমের টিং নেই তাঁর লেখায়, কল্লোল যুগের যে কোন সমস্যায় তিনি পড়িয়ে দেননি, তারাশঙ্করের বা বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গ্রামজীবনের প্রতিও তাঁর টান নেই। তাঁর চরিত্রগুলি সাধারণ মধ্যবিত্তের নয়, একেবারে নিচুতলার মানুষ। এরকম আলাদা-চিহ্নিত কোন বিশেষ ধারা সাহিত্যের ইতিহাসে জগদীশ গুপ্তের নাম এখনও বিস্মৃত হওয়া অনুচিত।

—আনন্দবাজার

সম্প্রতি প্রকাশিত (কার্তিক হইতে মাঘ) ঃ

নেয়ফ্রস এবং ওরা সব পারে (উপন্যাস) ২·৫০ ॥ প্রবোধ সান্যালের ইস্পাতের ফলা (উপন্যাস) ৩·৫০ ॥ দীপক চৌধুরীর নীলে সোনায় বসতি (উপন্যাস) ৩·৫০ ॥ বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের ব্রিকশার গান (উপন্যাস) ৫·০০ ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাঝির ছেলে (উপন্যাস) ২·৫০ ॥ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের লাবণ্যের এনাটমি ৩·০০ ॥ হেমানীশ গোস্বামীর লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায় ৩·০০ ॥ শ্রীখেলোয়াড় এবং ক্রিকেটের রাজকুমার ২·৫০ ॥ ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল ৩·০০ ॥ নীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর ৩·৫০ ॥

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম ঃ আলাভাক ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন ঃ ৩৪-২৬৪১

তারক গুপ্তের জর্দা

কলিকাতা ৪

এই যে

**রবিনসন্স**

**'পেটেন্ট' বার্লি**

এসে গেছে !

দেখবেন, খোকাবাবু সবটুকু খেয়ে নেবে। রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি গোরুর দুধের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে শিশুর কোমল পাকস্থলীতে দুধ ছানা বাঁধতে পারে না, কাজেই শিশুর পক্ষে হজম করা সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়, ওরা খেয়ে তৃপ্তি পায় আর এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন ফি-সি ও ১.৫% ফিটা প্রিপঃ-এর সংমিশ্রণ আছে।

* ভাইটামিন ও লৌহ সংযোগে সুরভিত

সংসারের কাজে আপনাকে ক্লান্ত করে ফেলে···অবসন্ন, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করেন···এর কারণ হয়তো খাদ্য থেকে যে শক্তি আপনার শরীরে সঞ্চয় হয় তদপেক্ষা বেশী আপনি ব্যয় করেন। আপনার খাদ্যকে পরিপূরণ করা দরকার···আপনার প্রয়োজন ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

## আবার আশ্চর্য্যজনক সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি টনিক। পৃথিবীর সবত্র স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ডাক্তারদেরও খাওয়ান। ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকের শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর দ্রুতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

চমৎকার সুস্বাদু

**ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড**

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীসুবোধচন্দ্র চৌধুরী | ... | ৫৪১ |
| গানের আসর—শাস্ত্রদেব | ... | ৫৪৭ |
| বিশ্ববীথিচিত্রা— | ... | ৫৫২ |
| চিত্র প্রদর্শনী— | ... | ৫৫১ |
| খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর | শ্রীকেশবচন্দ্র সরকার | ৫৯৩ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র | | ৬০৩ |



[illegible] ও ছাত্রের পাঠ্যরূপে [illegible] হইতে [illegible]

শ্রীমতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ছোটদের বই

## রাক্ষস খোক্কস

[illegible] ও ছবি। ছোটদের [illegible] বাঁধা। সাদা [illegible] ছাপা। [illegible] ছবি। [illegible] ছবি। [illegible] ছবি

অম্লান সৌন্দর্যের উপচার···

# পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম ও কোল্ড পাউডার

প্রথমে হালকা কুয়াশার মতো পণ্ড্স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন ... ত্বকে আপনার মুখমণ্ডলের কমনীয়তা রক্ষা পায় ... মুখখানি কোমল, মসৃণ ও লাবণ্য উজ্জ্বল থাকে ... প্রোটিনাটো ভাঁজ ও দাগ ঢাকা পড়ে। এই ক্রীম চটচটে নয়, কিন্তু এর ওপর পাউডার বেশ চমৎকার!

তার পর মাখুন পণ্ড্স কোল্ড ক্রীম কোল্ড পাউডার বা রোজী কোমল উজ্জ্বলতা দিয়ে আপনার মুখশ্রীর সাজ বিদেশ থাকবে।

সব সময় উপরের এই সহজ নিয়মটি মেনে চলুন ... তাহলে আপনাকে সবসময় সুন্দর দেখাবে ... আপনার সৌন্দর্য মন কেড়ে নেবে।

*সারা পৃথিবীর সুন্দরী রমণীদের মনের মতো*

চীজব্রো-পণ্ড্স ইন্‌ক্‌
( সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত )

PMTP. 72

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বাইশে শ্রাবণ—শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ | ... ... | ৬১৩ |
| প্রথম কদম ফুল—শ্রীসুধিচন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত | ... ... | ৬১৯ |
| পুস্তক পরিচয়— ... ... ... ... | ... | ৬২৫ |
| ট্রামেবাসে— ... ... ... ... | ... | ৬২৯ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | ... ... | ৬৩০ |
| খেলার মাঠে—একলব্য | ... ... | ৬৩৭ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | ... ... ... | ৬৪০ |



ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রপ্রণীত

## দেশবন্ধু স্মৃতি – ১০

"I believe no co-operation is possible in the country, unless it start with Non-co-operation. What kind of co-operation you can expect between masters and slaves"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এইরূপ প্রদীপ্ত বাণীর ব্যাখ্যা আজ আর নাই।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী'র উপন্যাস
সমাপ্তরাল ৩।০ লাল পাথর ৩,

সুবোধ চক্রবর্তীর উপন্যাস
একটি আশ্বাস — ৩।০

বনফুলের উপন্যাস
বিষ পাথর—২।০ জঙ্গমা—২

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস
সোহাগপুরা ৪, কেতকীবন ৩।০

প্রবোধকুমার সান্যাল
নীলবর্ণ শৃগাল—৪, ;
বাংলার কবি—৪,

শৈলজানন্দের উপন্যাস
একাকার—৫, শ্যাওলা—২।০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
আনন্দ নট—৩,

সরোজ আচার্যের উপন্যাস
স্মৃতি—৩, মিনাক্ষী—৪,

প্রমথনাথ বিশী
কলেজ স্ট্রীটে অশ্বত্থ—৪।০

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর উপন্যাস
অনাবিষ্কৃত—৫,

ধূর্জটিপ্রসাদ—৩ ... পঞ্চানন—২,

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
উল্কাবলা—৩।০ কিছুক্ষণ—২,

নরেন্দ্র দেব
ছায়াকুহকী—৩।০ বুমেরাং—৩।০

প্রবোধকুমার সান্যাল
এক বাণ্ডিল কথা—৪,
বন্দী বিহঙ্গ ৩।০ গল্পলহরী ৪,

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
প্রথম উপন্যাস
মনকেতকী—৬, দুরন্ত মন—৩

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
অরণ্যবাসর—৬, ছায়ানট—২।০

বিমল কর অচিন্ত্য সিংহরায়
দিবারাত্রি—৩, বহুরূপী—৩,

প্রেমেন্দ্র মিত্র
কলেজ স্ট্রীটে অশ্বত্থ—৪।০

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
অতিক্রান্ত ৩।০ বনদুহিতা ২।০

কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র—যোগেশ বাগল প্রণীত ৫,

শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট : কলিকাতা ৬
ফোন : ৫৫-২১৬৬



শংকর—এর নতুন বই

## পদ্মপাতায় জল

প্রকাশিত হলো

জনপ্রিয় কথাশিল্পী শংকরের নতুন বই

এই অভিনব উপন্যাসের পটভূমি। কিন্তু হাসির ছলে ধরে একটির মধ্যেকার ব্যথাকে উপলক্ষ্য করে কেউই অন্যদের পরিচয় না। সবার একটেরে পালার ওপার থেকে অন্য কাকে না হাক ঐ উপন্যাস ছোট ঘরটি ঘাবার না। ঐ ছোট ঘরের অধিবাসী। ওরা দুজন ঐ ছোট ঘরের সন্ধান হলো। হলো। ঐদিন একটির ঘরের সাহেবের এই অন্তর সবার এক করিয়ে হলো।

মূল্য : দুই টাকা

শংকর এর অন্যান্য রচনা
বহু প্রচারে

এর সংসার, পঞ্চ টাকা ।

যা বলো তাই বলো
২য় সংস্করণ তিন টাকা ।

প্রকাশের অপেক্ষায়

স্রোতস্বিনী
শৈল চক্রবর্তী

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালার ইতিহাস
সুকুমার মুখোপাধ্যায়

সুকুমার ভাদুড়ীর
নাটকের বৈচিত্র্য—তিন টাকা

নরেন্দ্র দেবের
ঘুমি সন্ধ্যার মেঘ (২য় সং) ১।৫০
সন্ধ্যাদীপের তিন কাল ১।৭৫
চিকিৎসাধনা ৩।০০

বিমল মিত্র এর
সাহেব বিবি গোলাম (১২ সং) ৭।৫০
মিধুনলগ্ন (৮ম সং) ৩।৫০
মন কেমন করে (২য় সং যন্ত্রস্থ) ৩।৫০

মিত্র এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
২২ কলিজ স্ট্রীট ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি
স্ট্রীট কলিঃ - ফোন সাকুলার, ৪৫ ১৯৪৭ ।

সুবোধ ঘোষের

| | |
|---|---|
| শতকিয়া | ৮-০০ |
| ভারত প্রেমকথা | ৬-০০ |

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

| | |
|---|---|
| তিন শূন্য | ৩-৫০ |
| প্রেমের গল্প | ৪-০০ |
| সাহিত্যের সত্য | ২-৫০ |

সরলাবালা সরকারের

| | |
|---|---|
| গল্প-সংগ্রহ | ৫-০০ |

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের

| | |
|---|---|
| চিন্ময় বঙ্গ | ৪-০০ |

দরবেশ-এর

| | |
|---|---|
| দুস্তর মরু | ৩-০০ |

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

| | |
|---|---|
| রূপসী রাত্রি | ৫-০০ |
| প্রচ্ছদপট | ৩-৫০ |
| প্রেমের গল্প | ৪-০০ |

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

| | |
|---|---|
| প্রেমের গল্প | ৪-০০ |
| মনের মানুষ | ৩-০০ |

সতীন্দ্রনাথ মজুমদারের

| | |
|---|---|
| বিবেকানন্দ চরিত | ৫-০০ |
| ছেলেদের বিবেকানন্দ | ১-২৫ |

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

| | |
|---|---|
| বিদূষক | ২-৫০ |

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

GOVERNMENT LIBRARY

DESH 60 Naya Paisa
Saturday 28th March 1980

২৩ চৈত্র ১৩৮৬ ১৬ বর্ষ ২৬ সংখ্যা
শনিবার ২৮ মার্চ ১৯৮০ মূল্য ৬০ নয়া পয়সা

## পঞ্চবার্ষিক উৎসবের প্রস্তুতি

যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জীবনে পঞ্চবার্ষিক উৎসব একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে তাহার অতীত ইতিহাসের পর্যালোচনা করা হয়, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয় এবং সর্বোপরি সমস্ত কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে নূতন উদ্যম ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। দেশ নয়া পয়সার জীবনেও এই উৎসব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আগামী ১৯৮১ সালের ৭ই মে তারিখে দেশ নয়া পয়সা পাঁচ বৎসর পূর্ণ করিয়া ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিবে। এই উপলক্ষে ঐ তারিখে একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হইবে বলিয়া আমরা স্থির করিয়াছি। এই উৎসবে দেশ নয়া পয়সার পাঠক, লেখক, শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের সকলকে আমরা আমন্ত্রণ জানাইব। এই উৎসবের সভাপতিত্ব করিবেন দেশ নয়া পয়সার সম্পাদক শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা। উৎসবের দিন সন্ধ্যায় কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের একটি সভায় দেশ নয়া পয়সার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। এই সভায় সভাপতিত্ব করিবেন শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা।

এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে দেশ নয়া পয়সার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতার বিষয় হইল "আমার দেখা দেশ নয়া পয়সা"। যে কোন পাঠক বা পাঠিকা এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ ১৫০০ শব্দের মধ্যে হইতে হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ। প্রবন্ধ পাঠাইবার পরে অনেক অনেক সময় গিয়াছে, সাধারণতন্ত্রের সহযোগিতা আহ্বানের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া জানি না। যেখানে উৎসবের দিনটি সুনির্দিষ্ট, আমন্ত্রণের বিষয়বস্তু আগে হইতে জানা করা যায়, সেখানে এই আগস্টে মাসে বছর চারেক আগেই নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেশ নয়া পয়সার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছি। এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় হইল "আমার দেখা দেশ নয়া পয়সা"। যে কোন পাঠক বা পাঠিকা এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ ১৫০০ শব্দের মধ্যে হইতে হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ। প্রবন্ধ পাঠাইবার পরে অনেক অনেক সময় গিয়াছে, সাধারণতন্ত্রের সহযোগিতা আহ্বানের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া জানি না। যেখানে উৎসবের দিনটি সুনির্দিষ্ট, আমন্ত্রণের বিষয়বস্তু আগে হইতে জানা করা যায়, সেখানে এই আগস্টে মাসে বছর চারেক আগেই নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেশ নয়া পয়সার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছি। এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় হইল "আমার দেখা দেশ নয়া পয়সা"। যে কোন পাঠক বা পাঠিকা এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন। প্রবন্ধ ১৫০০ শব্দের মধ্যে হইতে হইবে। প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ।

আমাদের বন্ধুদের আগ্রহাতিশয্যে সম্প্রতি আমরা কলিকাতার বাহিরে পাঁচ বা ততোধিক বন্ধুর বাড়ীতে যে আড্ডার ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার বিবরণ আগেই দেওয়া হইয়াছে। এই আড্ডা কেমন করিয়া বিকাশ লাভ করিবে তাহা এখনই বলা কঠিন। তবে এই আড্ডা যে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বোম্বাইয়ের বন্ধুরা সেখানে একটি আড্ডার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা আশা করি অন্যান্য শহরের বন্ধুরাও এই ধরনের আড্ডার ব্যবস্থা করিবেন। আড্ডার ব্যবস্থা করিতে হইলে একটি নির্দিষ্ট দিন ঠিক করা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় প্রতিমাসের প্রথম রবিবার এই আড্ডার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হইবে। আমাদের বন্ধুরা যদি এই দিনটি গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে এই আড্ডার কথা প্রচার করিতে পারি। আমাদের এই আড্ডাকে কেন্দ্র করিয়া কোন কোন শহরে পাঠক-পাঠিকাদের সম্মেলন করা যায় কিনা সে বিষয়েও আমরা চিন্তা করিতেছি। আমাদের বন্ধুরা এই বিষয়ে তাঁহাদের মতামত জানাইলে আমরা খুশী হইব।

সম্প্রতি আমাদের কয়েকজন পাঠক-পাঠিকা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন পাঠিকা আমাদের কাগজের জন্য একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখিতে রাজী হইয়াছেন। আমরা তাঁহার উপন্যাস প্রকাশ করিতে পারিলে খুশী হইব। আমাদের আর কোন পাঠক-পাঠিকা যদি আমাদের জন্য উপন্যাস লিখিতে চান তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের লেখা পাইলে খুশী হইব। আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁহারা ভাল ছবি আঁকিতে পারেন তাঁহাদের কাছ হইতেও আমরা ছবি পাইতে আগ্রহী। আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁহারা ভাল ছবি আঁকিতে পারেন তাঁহাদের কাছ হইতেও আমরা ছবি পাইতে আগ্রহী।

আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁহারা ভাল ছবি আঁকিতে পারেন তাঁহাদের কাছ হইতেও আমরা ছবি পাইতে আগ্রহী। আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁহারা ভাল ছবি আঁকিতে পারেন তাঁহাদের কাছ হইতেও আমরা ছবি পাইতে আগ্রহী।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথকে বর্তমান বৎসরে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত বিশী তাঁর উপন্যাস 'কেরী সাহেবের মুন্সী' এবং শ্রীনাথ তাঁর প্রবন্ধ পুস্তক 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের' জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত এই পুরস্কার পেয়েছেন। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' অল্পকাল পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৬৬ সালের 'আনন্দ পুরস্কার' কমিটি স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সুরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার এবং শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে (বনফুল) প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। সাহিত্য-কর্মে সামগ্রিক দানের কথা বিবেচনা করেই এঁদের আনন্দ পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে।

অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর পত্রিকা বর্তমান বৎসরে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বৈষ্ণব সাহিত্যে গবেষণামূলক কাজের জন্য 'শিশিরকুমার পুরস্কার' এবং শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালকে তাঁর হিমালয় ভ্রমণ বৃত্তান্তের জন্য 'অতিলাল পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীকে বর্তমান বৎসরের মৌচাক পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত করেছেন মেসার্স এম সি সরকার।

কবি মণীন্দ্র রায় কবিতার জন্য 'টেগোর মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' প্রদত্ত পুরস্কারটি পেয়েছেন।

সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাংলা দেশের এতগুলি গুণী ও খ্যাতনামা সাহিত্যসেবককে সম্মানিত করায় আমরা আনন্দিত। এঁদের সকলকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

•

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে নীল ভিখারির মতন তিলমাত্র পেয়েছিল। এ-বিষয়ে তার দাবির যুক্তিকে বেহুদাভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, এমনটি আর কোনো রাজ্যের ভাগ্যে হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ও জনসংখ্যার অনুপাতের হিসেব বাদ দিয়েও বলা যায়, ভাষাভিত্তিক ঐক্য যদি গণতন্ত্রসম্মত রাজ্য গঠনের অন্যতম শর্ত হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের এই দাবিকেও অবহেলা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংক্রান্ত পরিবর্তনের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ৭০ লক্ষ বঙ্গভাষী-অধ্যুষিত এলাকা এখনও পশ্চিমবঙ্গের আওতার বাইরে। বিহার ও আসামের দখলে। এই এলাকার বঙ্গভাষী জনসাধারণ নানা অসুবিধা ও উৎপীড়ন ভোগ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও নাকি কোনো সুবিধা হয়নি।

ভাষাগত কারণে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হলে যাদের জীবনযাত্রা, শিক্ষা, ধর্মকর্মের সুবিধা হয়, তাদের এইভাবে নানা প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রাখার সার্থকতা আমরা বুঝতে পারি না। জনমত ও গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করার নীতি যে সুনীতি নয়, কেন্দ্রীয় সরকার কবে যে হৃদয়ঙ্গম করবেন, জানি না। তৃতীয়দিনে উৎপীড়িত ক্ষুব্ধ মনুষ্যগুলির মনোভাব নিশ্চয় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুকূল মধুর হবে না।

•

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহরচাঁদ খান্না সেবাব্রতে নটিংহ্যাম করেছেন।

## বিজ্ঞপ্তি

আগামী সংখ্যা হইতে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'অরুণাচলের' গ্রন্থের লেখক শ্রীঅরুণকুমার ভাদুড়ীর নূতন রচনা 'অতিলগ্ন চম্বল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

মধ্যপ্রদেশের চম্বল পাহাড়ের বিশ্বাস নিষ্ঠুরা নদীকে স্থানীয় অধিবাসীরা ভয়ে করে অতিলগ্নের চম্বল। এই নিরিবদ্ধীর কুখ্যাত দস্যু রাজ সিং সমস্ত মধ্যপ্রদেশের নিকট এমনই এক অতিলগ্নরূপে বিরোচক হইত এবং তাহার ফলে রাজ সিংহের নাম আজ কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছে। সরকারী নথিপত্র হইতে এবং স্থানীয় বহিবাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লেখক বহু তথ্যসংগ্রহ ও বিবরণসংগ্রহ করিয়া এই রচনার উদ্যোগ করিয়াছেন।

সম্পাদক দেশ

অর্থাৎ তিনি কিছুটা মচকেছেন, কিন্তু ভাঙেন নি। তাঁর পক্ষে তিনি নন। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা ও রাজ্য বিধানসভার দীর্ঘ সমালোচনা, অনশন—বাঙালীর উপস্থিতির অপরিসীম বিরাগ, সংবাদপত্রের ধিক্কার, এমনকি, স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর বিরক্তি ও ধমকানিতে তাঁর পুরোপুরি চৈতন্যোদয় হয়নি। মন্ত্রিত্বের গদি তাঁর বিবেককেও অসাড় করেছে। নয়ত তিনি দেশরক্ষায় সহযোগ করে আমাদের অন্তত কিছুটা প্রশংসাভাজন হতে পারতেন। শ্রী খান্না দায়িত্বহীন, কিন্তু বুদ্ধিমান। পুনর্বাসন বিষয়টিকে জটিলতর করবার চেষ্টা তিনি সুকৌশলেই করেছেন। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের ঠোকাঠুকিতে বিষয়টি যে রীতিমত জটিল, তার ওপর রাজ্য সরকারের একদল পদস্থ অফিসারের সঙ্গে তিনি বিবাদে লিপ্ত হয়েছেন। ফলে এ-ব্যাপারে রাজ্যের পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রিমহাশয়দের সঙ্গে উচ্চ পদস্থ অফিসারদের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য পুনর্বাসন দপ্তরের উপ-মন্ত্রী শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহানুভূতির দৃষ্টান্ত হবে প্রথম প্রমাণ। উদ্বাস্তুদের শ্রী খান্না অবশ্য সমস্ত বিরোধটাই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টায় খানিকটা নরম হয়েছেন। সম্প্রতিকালে যেটুকু পরস্পরকে উদ্বাস্তুদের বদলে ভালভাবে মিটিয়ে ফেলবার এবং আলাদের এপ্রিলের মধ্যেই পরিস্থিতি ভালো চালু করবার তিনি সময় দিয়েছেন। বিরোধিতে, শ্রী খান্নার বিদেশ ভ্রমণের ফলে হয় ও শ্রী সেন স্থির-চিত্ত দিনের জন্য ১৪ই এপ্রিল তারিখে সম্প্রতিকালে সফরে যাচ্ছেন। আশা করা যায় এই সফরে তাঁরা ও শ্রী সেনকে শ্রী খান্নার মোকাবিলা সম্পর্কে অনেক ওয়াকিবহাল করবে।

•

অবিভক্ত বাংলার সংখ্যা তিন কিন্তু উদ্বাস্তুদের কিন্তুকিন্তু উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের তুলাদণ্ড সমান প্রতিনিধিত্ব দিয়ে-ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে তিনি ছিলেন ৫ সংখ্যক উদ্বাস্তু। তখন অবশ্যই কিন্তুকিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলি রাজ্যসরকার চালিত সমস্ত করবেন। পরে বছরে এই সংখ্যা দুইটি করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান সরকারি সংস্কৃতির আওতায় হয়েছে। কিন্তু হয়ে কাল উদ্বাস্তু প্রতিষ্ঠানগুলিতে কি অনুপাতে বাঙালী কর্মীদের কাজ দেওয়া হয়েছে জানা নাই। অধিকাংশ বাঙালী কর্মীদের মতের অথবা ভুলের ভেলকিতে কাজ করে-গুলি প্রতিষ্ঠান আজ বন্ধ হয়ে গেছে। তবুও একটা হিসাব পাওয়া যায়। অনুমানটা অবিশ্যি এই যে, এই সব প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে বটে তবে সংখ্যার অনুপাতে নয়। এদিকে দেশে ছাড়া না পেয়ে বিদেশে ভাত জোটাতে যায়, তবুও উপায় নেই বাঙালীদের। বাঙলার বাইরে হয় ব্যবসা-বাণিজ্য সেখানেও বাঙালীদের জন্যে ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই অবস্থা। বাঙলায় অধ্যা অ-বাঙালী কর্মীদের সুযোগ এবং বাঙলার বাইরে বাঙালী কর্মীদের সুযোগের হিসেব পেলে হয়ত দেখা যেত বাঙালীর উদ্বাস্তুতা যে-অনুপাতে বেড়েছে, তার পেটের ভাত সে-অনুপাতে কমেছে।

# দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

সত্যজিৎ রায়ের বড়ো এবং একেবারেই অভিজাত, সাহেবদের একটা নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি এই যে, তিনি শুধু কিছু সিনেমার মধ্যে এতগুলো ভুল চুলচেরা চশমা সৃষ্টি করেননি—তাঁর অধীত প্রসাদে কিছু সাধারণ ঈর্ষাকাতরে লড়ু সৃষ্টি করেছেন। এটা বোধহয় প্রবলপ্রতাপী ছিল। যেমন মাইকেল নামের প্রথমাক্ষরের অনুপ্রাসের করে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রসঙ্গে কৃতকর্মি হয়ে আপাত তিনি একবার বেলজিয়ামের বিজ্ঞানের প্রধানকল্প পাস্তুর হয়ে প্রথম করেছেন কিন্তু কাই হয়ে শুরু করতে অবশ্যিকার করেছেন কিন্তু ভাঁড়োমোহাতে এক দিয়ে ছুতোয়ে তিনি নাকি এক প্রকার ঘুমের ওষুধের আবিষ্কারক। একদিন কিংবদন্তিদের সাধের জন্য ছাপানো ছবিগুলি এসেছে হাতের ছাপা সহ কতগুলি নিজ হাতে ফোটা ঈষৎ হয়ে। বাঙালী ছবি সমালোচক ক্রটি প্রসঙ্গে পাস্তুর করে এমন ভাবের মধ্যে কাজ করে এবং বাঙালীর সম্মান দেয় আরো বেশি করে।

বাঙালী ছবি সম্বন্ধে সমস্ত ভাবে প্রথম হলেই প্রথমে ভালো প্রশংসকরা সেই সঙ্গে এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন তাঁদের প্রতি অভিযোগ আমার করও প্রথম উপায় নয়। কারণ অধিকাংশ আলোচনাই প্রথম পড়িনি। আমার প্রথম অনুযোগের মধ্যবর্তী তিনি পরিচিত অনেকজনের সঙ্গে অপ্রয়োজনে কথোপকথন। আমার উপায় একজন বন্ধুকে দুঃখ অভিজ্ঞতার সঙ্গিনী এবং একজন প্রতিবেশিনী বিদেশীকে করা। তিনি অভিজনের জ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত কয়েক বাঙালীর সম্বন্ধে হবার সময় এসেছে। ফলে বাঙালীর অন্ত অবতার অভিজাতিত্ব আর প্রসাদের বন্ধুকেটা সব বাঙালীর প্রতি হাসের ঈর্ষা ও বিদ্বেষের অন্ত নেই বলে। এটা একেবারেই উচিত নয়। যে বাঙালীর বহুরূপ লড়ু, অবাঙালী আমাদের পরিহার করতে হবে একেবারে আমাদের ঘোড়াদৌড় সহজ ট্রেনির প্রতি বড়মান প্রকট অবহেলা আর কয়েকজনের বাঙ্গিগত সম্প্রসাদ প্রতি তীব্র বিদ্বেষের সত্যজিৎ রায় উদ্ধারের অংশগ্রহণীয়ের পরিচয়ের চিত্রপরিচালক কলকাতের প্রথম সমালোচনা তিনি অনায়াসে প্রত্যাহার করতে পারেন, কিন্তু জার্নিচারিয়ের যে কলাকের উল্লেখ করেছি তার প্রতি উপলব্ধিনের মূলে অবশ্যই হাত পারে।

[illegible] নিষ্ঠুর ছবি নয়। দুটি ট্রেটি, অপেক্ষকৃত গৌণ, আমি লক্ষ্য করেছি। উপাধ্যায়ের অধ্যায়কের কৃষিকার্য গীত অভিনয় চোখে লাগে, উপাধ্যায় সভাজীয় বিদ্যুৎবাহী শিক্ষকে বহুস্তর বাড়ির জন্য করেছিলেন। সেবের মূলো যৌন বা কৃত্রিমতা উপলব্ধিও প্রসার কাছে অস্পষ্ট। দ্বিতীয়


## শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

### রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

পরিবর্ধিত ৫ম সংস্করণ

"রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনাকারদের এমন একটা আকর্ষণের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহার ফলে আমরা নিকটে পাইয়াছি, অনেক ও অধিক দূরে সরিয়া গিয়াছি।... আলোচনাকারদের দৃষ্টিকে কোথাও এমনভাবে তিনি বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে সময় সময় এমন বিচারের এমন কঠিন এমন বিষাদ ও বিস্ময়ের রসে জারিত করিয়াছেন যে, সেই আলোকদৃষ্টির সাহায্যে বাস্তব ছাড়া উপায় নাই।" —প্রবাসী

মূল্য ৮·০০ ; রেজি পোস্টে ৯·০০

### বাংলা সাহিত্যের নবনারী

"এতে বইয়ের পড়ে এল বেশি পাশ ও সেইসব বধূ ছাড়ে কিশোর বাংলা সাহিত্যের সেইটে বড় অল্প নিশ্চয় নয়। এই সমস্ত কারণে আমি বইখানি যেসকল ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক ও সাধারণ পাঠক পড়িবেন তাঁহাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন।" —প্রবাসী

মূল্য ২·৫০ ; রেজি পোস্টে ৩·৩০

### বাংলার লেখক

"এই গ্রন্থের পরিকল্পনা সুন্দর ও মৌলিক বলিতে হইবে। বইখানি পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে, বাংলার সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে এমন একখানি বই বাংলা ভাষায় এতদিন লেখা হয় নাই। লেখক অনেক পরিশ্রম করিয়া বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

মূল্য ৬·০০

### নেহরু : বাক্তি ও ব্যক্তিত্ব

"বইখানা নেহরুর পরিচয়ের এবং বাঁহারা তাঁর ব্যক্তিত্বের নেহরুকে উপলব্ধি করেন এই দুই শ্রেণীর পাঠকেরই ভালো লাগিবে।" —যুগান্তর

"নেহরু, অনুরক্ত ও অন্ধ সমালোচকদের নিকট সমভাবে আদরণীয় হইবে।" —প্রবাসী

দ্বিতীয় মূল্য ২·৫০

## বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন : কলিকাতা ৭

●

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট

দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট

[illegible]

জি এ সা

১৫৫৩ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ

তালিকার এখানেই শেষ। এমন ছবির কথা তো মনে আনতে পারিনে, যাতে মাত্র দুটি সামান্য ত্রুটি আবিষ্কার করেছি। শ্রেষ্ঠতার বৈশিষ্ট্যের তালিকা হবে অতি দীর্ঘ এবং সমগ্রভাবে ছবিটির অবদান আমার কাছে অপ্রতিরোধ্য। এ-ছবি আমি আরো অনেক বার দেখব এবং নতুন নতুন গুণ আবিষ্কার করে অভিভূত ও সমৃদ্ধ হব।

কাসটাই ছিল নায়কীয়। উনবিংশ শতাব্দীতে মুমূর্ষু হিন্দু সভ্যতার সংগে উদ্যত পশ্চাত্য সভ্যতার যে সংঘর্ষ হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আধুনিক ভারতবাসীরা এই আকস্মিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিপ্লবেরই সন্তান। এই সংঘর্ষ সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষিত প্রাধান্য পায়নি। তিনি একটা যুগের ছবি করেননি; শুধু দুজন পরিপ্রেক্ষিতে জনকয় নরনারীর জীবন তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে। আগে দ্বিজেন কাঞ্জিলাল যে, তিনি মূর্তিগুলোর নিন্দা করতে চেয়েছেন বা হিন্দু সমাজকে হেয় করাই ছবি উদ্দেশ্য। এসব কথা মনে রাখলে সমাজ সম্পর্কের নেহাৎ অল্প সম্পর্কীয় লোকের। বিশেষত ইংরেজ এসবের স্থান নেই।

ছবি কথাটা যখন উঠেছে তখন এ-প্রসংগে কারণ দেখিয়ে শ্রেষ্ঠতম ছবির কুলাঙ্গার কি সাহিত্য শুধু উনবিংশ শতাব্দীরই কাহিনী। উদ্ভাবন সেসময় ঘটনা করবার প্রয়োজন। শেষাংশে ভারতের পাওয়া অন্য দেবীকে দেখতে কল পড়ানোর প্রশ্ন তোলে যে এই সেদিন সন্ধি-বেলার কাছে মন্থর ছোট রেলের ছাদে সিঙ্গে যে চোখের তৃপ্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে আর কই। সেন। এমন সেলুলয়েডের মূল্য আমার কাছে এক কানাকড়ি নয়।

•

কিন্তু শেষটির প্রধান আকর্ষণ যে সমাজতাত্ত্বিক নয় এবং শিল্পের দিক দিয়ে যে ছবিখানির এমন নিখুঁত গঠন ও রূপায়ণ এমন সুন্দর কাজল হলেও সম্ভবত আমরা বিচার করতাম না সেটা না বলেও চলে। সত্যজিৎ কুমার ঘোষ এ ছবির সম্পর্কে যা লিখেছেন: এখানে সত্যজিৎ সেকালের একটি কাহিনীকে সত্য কিন্তু এ ছবির প্রধান সমস্যা কি এই নয় যে শব্দ ও চিত্রের ছবি বিভেদ—ছবি নিয়ে নয় যে প্রতিকারে ছবিটি এবং অনেক শ্রেষ্ঠতম ছবি সম্পর্কে সত্য। ছবির ভাষা হচ্ছে এর বক্তব্যকথন। সত্যজিৎ লিখেছেন কিনেমা শিল্পের ইতিহাস কথা বইতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথেশ বড়ুয়ার কাছে সংক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষণী ফ্রেমে লেখার জন্য কিন্তু ফ্রেমের একবারই শব্দ-চিত্রকরের জন্মে সৃষ্টি সেজন্য ছবি ও শব্দ শব্দ, শব্দ প্রতিচ্ছবির কাছে।

যাই হোক শব্দের ব্যবহার ঠিকমত ভাবাবে উঠল আসল হয়ে। মূর্তি প্রথম দেখা জগৎ মূর্তি ছোলো। পুলোমোহনের প্রসংগে নরনারীর শব্দ সাহ শাহ সাহেবের সঙ্গে দুটি অপূর্ব চরিত্র হয়েছে। শর্মিলা ঠাকুরের চোখ মুখে নিয়ে সহজ অনুভূতির অভিব্যক্তি। এমনকি এবং আরো প্রত্যক্ষ সুলভায় কলেজজীবনে যে শর্মিলা অপরাজিত—এবং টেকনিকাল মাস্টারে পরিচয় আছে, দুয়ে তুলনা হো, কই, সবচেয়ে পরিচয়ে তিন চরিত্রকে বাইরে দেখিয়ে। প্রতিটি ধর্মনিরপেক্ষ—পাথরের মেয়েকে অভিনয় আরোজন পরিচ্ছন্নতার— পরিচ্ছন্নতার সমস্যা এক মুহূর্তের জন্য হারিয়ে যায়নি ডিটেলের অবলোপ।

সত্যজিৎ রায়কে নমস্কার।


সুনীল ঘোষ

জলতরঙ্গ

● লাইব্রেরীতে রাখার মত বই ●

এ যুগের জীবন ও যৌবনের সমস্যা নিয়ে লেখা অনাতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত সুনীল ঘোষের এই অপিকর্মটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক ও রসিক মহলে যে আলোড়ন তুলেছে তা সুদুর্লভ। দাম : সাত টাকা। উপহার উপযোগী প্রচ্ছদ ॥

এই লেখকেরই অন্য উপন্যাস—অন্যদৃষ্টি। দাম : ৬.৫০ ॥

ন্যাশনাল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা—৬

(বি ৫৬৭/২)

বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশপূর্তিতে স্মারকগ্রন্থ

অর্ধশতাব্দী

১৯২০ — ১৯৬৯

● বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পীদের চেনা-অচেনা ●

**কবিতা :** কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুপত্রী ভট্টাচার্য, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রমথনাথ বিশী, সুকান্তকুমার ঘোষ, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জগদীশ ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ রাহা, সুধীন্দ্র দত্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সরোজ আচার্য, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, কালিদাস রায়, সুকুমার সেন।

**প্রবন্ধ :** সুজনীকান্ত দাশ, কালিদাস নাগ, শচীন সেনগুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ কুমার, সরোজ বসু, কুমারেশ ঘোষ, প্রবোধ সেনগুপ্ত।

**আলোচনা : অন্যান্য রচনা : শুভেচ্ছা :** সুবোধকুমার চক্রবর্তী, ইন্দিরা দেবী, সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুধীন্দ্রনাথ রাহা, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জগদীশ ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ রাহা, নরেন্দ্র দেব, বুদ্ধদেব বসু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, প্রমথেশ বড়ুয়া, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, সুচেতা মুখোপাধ্যায়, প্রমথেশচন্দ্র মিত্র অনেকের হাতের।

**ইংরাজী প্রবন্ধ ও অনুবাদ :** সুজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, লীলা রায়, প্রবোধ সান্যাল, জে ডি অন্যান্যদের মিত্র।

এ ছাড়া কবির জীবনী, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, পত্রিকা সম্পাদের প্রতিকৃতি ইত্যাদি ।

প্রচ্ছদপট : যামিনী রায়

সুদৃশ্য কাপড়ে লাইনো টাইপে ছাপা, বোর্ড বাঁধাই। দাম : মাত্র তিন টাকা ॥

প্রকাশক : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯

# আলোচনা

## ছাত্রজীবনে রাজনীতি

জয়াবন্ধ,—২৭ মে শনিবার ২৪শে ফাল্গুন ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের দিন পর্যন্ত ছাত্রজীবনে রাজনীতি প্রসঙ্গে আমার যে মত ছিল, তার বিপক্ষতায় মনকে টেনে নিয়ে যাবার মতো যুক্তি কেউ আজও খুঁজে পাননি। যে-অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, শিক্ষাদীক্ষার ইতিহাস মানুষের অগ্রগতিকে বেগবান করে, তাকে ছাত্রজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে রাখতে চাইনে। কিন্তু, ছাত্রজীবনের মূল্য তার চেয়েও অনেক বেশি। [illegible] বিশেষ করে [illegible]

[illegible] ছাত্রজীবনে [illegible] ছাত্রজীবনে [illegible] ছাত্রজীবনে [

প্রকাশিত হবে শুক্রবার ১লা এপ্রিল

সম্পাদনা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

হাসির গল্প পড়তে ভালবাসেন এমন পাঠকের সংখ্যা বোধহয় অগণিত কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যিকের হাসির গল্প খুব অল্পই লেখা হয়েছে, বিশেষতঃ সাম্প্রতিক কালে তা আরও চোখে পড়ে। তবু গত এক শতাব্দীর অসংখ্য সাহিত্যিকের অসংখ্য যে সাহিত্যিকেরা হাসির গল্প লিখেছেন — তার প্রথম "সরস গল্প" — হাস্যরসাত্মক গল্পের এই অভিনব বিরাট সংকলন-গ্রন্থটি।

বর্তমানে সমাজ জীবনের চাপে পড়ে অন্তর যেন ক্রমেই হাসতে ভুলে যাচ্ছি বা হাসির মধ্যে জীবনের সন্ধান খুঁজে পাচ্ছি না। তবু সুযোগ পেলে অন্তর কেউই হাসতে ছাড়ি না। জীবনের ছন্দে কোথাও একটু গরমিল ঘটলে সঙ্গতি বা সুসমন্বয়ের কোথাও একটু আঘাত লাগলে হাসি আপনা থেকে উছলে ওঠে। উছলে উঠে আমাদের মনের বাঁধ ভেঙে ও অবসন্নকে উজিয়ে নিয়ে যায়। কৃত্রিমতার সিমেন্টকে বিচ্ছিন্ন করিয়ে তোলে। এই গ্রন্থের ছত্রিশটি বাছাই-করা গল্পে ছড়িয়ে আছে এমন অনাবিল হাস্যরস। এই গল্পগুলি আপনার একবার নয় বার বার পড়তে হবে— কখনো নিছক কখনো বা মনস্তত্ত্বিক অন্তরে। অন্তর জীবনের পক্ষে এমন অপরিহার্য সঙ্গী আর দ্বিতীয় নেই। এই সংকলনের অন্যতম বড় আকর্ষণ "লক্ষপতি" অভিনব প্রতিযোগিতার অঙ্কে অজস্র কৌতুক-চিত্র। ছবির ছিমছাম সহজ রেখা বই। মজবুত বাঁধাই। টাইপ-কাগজ ঝকঝকে। সব মিলে আট টাকা।

"সরস গল্প"র লেখকবৃন্দ :

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মিত্র, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, সারদারঞ্জন রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম, অমল মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, সুকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, অন্নদাশঙ্কর রায়, বলাই দেবশর্মা, সজনীকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথনাথ বিশি, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বলাই দেবশর্মা, সৈয়দ মুজতবা আলি, বিমলাংশু চক্রবর্তী, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, পঞ্চানন্দকুমার মিত্র, সরোজ বসু, সমরেশ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

নতুন সাহিত্য ভবন

৩নং রমানাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০ ॥ ফোন : ৪৭-৬২৭৫

বুকস্টল স্টল কেন্দ্র :

১। আধুনিক, ১১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা।
২। ন্যাশনাল বুক এজেন্সিস লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা।
৩। স্টাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।


নয়, কোন অন্তরঙ্গ রাজনীতি মনের কোণে জমা বাঁধে, কেউ জানে না। কারণ এটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, এর সমাকরূপে প্রমাণ পাই মহামতি অরিস্টটলের উক্তি থেকে—মানুষ স্বভাবতই রাজনীতিক চেতনসম্পন্ন জীব। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামালেও কোন এক দুর্বল মুহূর্তে তার মনের কোণের রাজনীতির কথা বিরোট পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ পায়। আর সেই প্রকাশের প্রেরণা পায় তাদের কাছ থেকে, যারা প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়। তাছাড়া অন্তত হাতে নিয়ে বসা থেকে আরও যে মানুষের সামগ্রিক জীবন বহির্মুখী আর এই বহির্মুখী জীবনের একটা দিক প্রকাশ পায় রাজনীতির মধ্যে দিয়ে। অতএব অন্যায় মতে ছাত্র উচ্চাশিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম কারণসূচিক একটি হচ্ছে রাজনীতি—তার অবশ্য দুটিকার করা যেতে পারে, যদি কুলের পাঠ্যক্রমে রাজনীতিকে জড়িয়ে না রাখা—অন্যতম মন্তব্য, যেন অবশ্য করণীয়, বলিকাতা।

( ৩ )

সম্প্রতি নিখিল ১৯ সালে ১৯৫৮ সালের শেষ পর্যন্ত উচ্চাশিক্ষার সমস্যা আলোচনা করলাম। তার সমাধানের যে সমস্ত উপায়ইত্যাদি নির্দেশ করেছিলাম তিনি বাস্তবায়িত করার জন্য বিশেষ কোন এখনো লক্ষ্য করা যায়নি।

ছাত্রসংখ্যার সংকোচন বা উচ্চ শিক্ষার প্রসার কমানো যে কোনমতে রাষ্ট্রনীতি নয় এ কথা আমরা বিশেষ করে বলি।

কিন্তু বাস্তবে ছাত্রসংখ্যা আর অধ্যাপক প্রয়োজনের সমস্যা নিয়ে এই দুটি দেশের ছাত্রসংখ্যার অনুপাত ও শিক্ষার মধ্যে কি পরিমাণ ছাত্র প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে তার তুলনা করলে, হয়তো তার কারণটা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যায়। যে, বাংলাদেশের ছাত্রসংখ্যা আর শিক্ষার মধ্যে কি অসামঞ্জস্য আছে।

পাকিস্তানী ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে বিশ্বশিক্ষা ও শিক্ষা সংগঠনের তুলনা করলে, দেখা যাবে। যে, ছাত্রসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পাকিস্তান সরকার কতখানি ছাত্রের সমস্যাকে সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন।

ছাত্রসংখ্যা ও বাংলাদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী কলেজগুলোতে পড়ে না থেকে যেসব ছাত্র ইতিমধ্যে কলেজে ঢুকে পড়েছে তাদের সংখ্যা ও তুলে ধরেছিলাম। তাদের নিয়োগক্ষেত্রের বাস্তবতা জীবনের বাস্তব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে কতকগুলো নির্দেশ দেবার চেষ্টা করেছি। একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, ছাত্র নিয়ন্ত্রণের সমস্যাটি কেবলমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই এর প্রতিফলন আছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ছাত্রনিয়ন্ত্রণের জন্য আরও এমন কতকগুলো কারণ বা নেপথ্যকারণ সমাজের ছাত্র-জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যেগুলো সম্বন্ধেও সচেতন হওয়া দরকার। তাছাড়া কোনটি আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে আমাদের কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তন করা। তাই ছাত্রদের ছাত্র সমাজের উচ্চশিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশের ছাত্র-শিক্ষাক্ষেত্রের

থাকা অনা থাকার মধ্যে এবং তার প্রতিক্রিয়ার উপরও নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার দিনে ভাব-প্রবণ বাঙালী হৃদয়ের জীবনে যে দুর্যোগ আসন্ন সে-কথা নতুন করে লেখার প্রয়োজন নেই।

এই কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেই কিংবা সহজে সমাধান হবে না, কারণ যে কোন স্বাধীন জাতির জীবনে বর্তমানে রাজনীতির প্রয়োজন বা গুরুত্ব প্রত্যক্ষে সমর্থনযোগ্যই স্বীকার করে এ কথা বলা চলে পারে যে বাঙালী হৃদয়াবেগ তার থেকে মুক্ত হতে পারে না এবং বাঙালীর হৃদ আলোড়নের ইতিহাসে কোনদিনই সে কথা বলে না। তবে বিশেষ কিংবা জার বহুবারের হৃদ সমাজের সমস্যার আমা প্রত্যক্ষ করেছে। বর্তমানে কেন্দ্রই বা তা ব্যতিক্রম হবে উঠবে? এ প্রশ্নের উত্তর অন্তত এখন করে আজ বুদ্ধি-সহজার চলবে।

রাজনীতির পদ্ধতি ছেড়ে বাঙালী হৃদয়ের সমিতি বিশেষ সংগঠনের একমাত্রই অসম্ভব। যে দুঃসহ এবং সমস্যার সমাধান হয় হয়ে এমন কথাও কেউ বলতে পারছি না।

এই রা হয় সেদিন কিন্তু কবিদের বিশ্বাসের পথ ছেড়ে এখনকার ঘনায়ে ঘুরবে। সমাজ অবশ্যই এবং সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে চলবে। বর্তমান বাঙালী সমাজকবিদের অবস্থানের পরিচয় নিয়ে তাঁরা কি ভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করবেন তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

( ৪ )

সাহিত্যে বিদ্রোহ

১৯ সাল থেকে বাঙালীর সমাজচেতনা এবং ১৯ সালের বিদ্রোহ-চেতনার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রয়েছে, বলা যায়। সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর ভিত্তি করে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তাকে বাঙালীর সমাজচেতনার পরিচয় বলা যায় না। তাকে বলা যায় বাঙালীর বিদ্রোহ-চেতনার পরিচয়। বিদ্রোহ-চেতনা এবং সমাজচেতনার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা বোধ হয় বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। সমাজচেতনা সমাজের সমস্যাকে সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বিদ্রোহ-চেতনা সমস্যাকে সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় না

জনপ্রিয়তায় আজ ভাঁটা পড়েছে—তাঁর উক্তি অনুযায়ী, এই অনিবার্য স্বাভাবিকতায় আমাদের দুঃখিত হবার কোনও কারণ নেই, যেহেতু জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে একচ্ছত্র অধিষ্ঠান কোনও সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব নয়। কথাটাকে সম্পূর্ণে মেনে নিতে পারলাম না। রসসৃষ্টির মূল্যায়নে বঙ্কিম-জনের মধ্যে যুগে যুগে যে মতান্তরের অবতারণা হবে, একথা অনস্বীকার্য।

কিন্তু তাই বলে সর্বদেশের সর্বকালের শাশ্বত সাহিত্য বলে কি কিছুই নেই। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে যদি শেক্সপীয়র-এর নাম বাংলা দেশ থেকে মুছে যায়, তবে দুর্ভাগ্য বার্নার্ডশ'—শেক্সপীয়র-এর নয়। আর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমরা যদি রবীন্দ্র-সাহিত্যের সেই সার্বজনীন আবেদনপন্থী দিকটি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরি, তাতে ক্ষতিটা কোথায়? যাঁকে 'বিশ্বকবি' আখ্যা দিয়েছি, তাঁর কাব্যের রসগ্রাহিতা কেবল বাংলা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে কোন্ যুক্তিতে!

লেখকের আর একটি ভয়—শতবার্ষিকীর বেলায় তাঁর সমালোচনা বিদেশের সাহিত্যিক মহলে হবে না—হবে রাজনৈতিক মহলে। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশে কবিকে নিয়ে এ ধরনের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা কি কিছু কম হয়েছে? রবীন্দ্রনাথকে 'বুর্জোয়া' আখ্যা দেবার জন্য রক্ষণপন্থীদের কম নাজেহাল হতে হয়নি গত নির্বাচনের সময়। অন্তপক্ষে নিমতলার কবির সমাধি-মন্দির নির্মাণ ব্যাপারে টালবাহানার জন্য সরকারকেও কম কথা শুনতে হয়নি। এই সূত্রে পরস্পরবিরোধী political pamphleteering আর যাই হোক—কবিপ্রতিভার প্রতি রাজনীতিনিরপেক্ষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন নয়।

লেখকের তৃতীয় মন্তব্য অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি। রচয়িতা স্বয়ং অনুবাদ না করলে কাব্যের সামগ্রিক আবেদন ব্যাহত হবে—এ কেমনতর কথা। ইংলণ্ডের সাধারণ জনসাধারণ যে ইংরেজী বাইবেল পাঠ করেন এবং যে বাইবেল শত শত কবি-সাহিত্যিকের কাব্য প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে—সে-ও ত অনুবাদ বই আর কিছুই নয়। তাছাড়া সকলে অনুবাদে যে মূল কাব্যের রসমাধুর্যকে সম্পূর্ণ ধরে রাখতে পারে, তার প্রমাণ ফিট্‌জেরাল্ড-এর ওমর খৈয়াম। পাশ্চাত্য এবং অন্যান্য ভূখণ্ডবাসিদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার আগ্রহ—একথা কেউ হলফ করে বলতে পারেন? অতএব, পৃথিবীজোড়া অনুবাদকদের হাতে পড়ার রবীন্দ্র সাহিত্য বিকৃত সমালোচনার হাত থেকে নেই বা কেন?

আর একটি কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিতার জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ বিশ্লেষণ করে লেখক বলেছেন যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যায়নের [illegible] বিশ্বজনের শ্রদ্ধা কমিয়ে [illegible] এই জন্য তাঁর [illegible] সমকক্ষ [illegible] ইউরোপীয় সাহিত্যে [illegible] আধুনিক সাহিত্যিকগণ [illegible] সাহিত্যের [illegible] পরিবর্তে [illegible] সমালোচক এই নব আন্দোলনের নাম দিয়েছেন neo-classicism প্রসঙ্গত, সুকুমারপ্রিয় মাইকেলপন্থীদের সেই দিকটি সকলই এঁদের অনেক আগে প্রায় পেই, কোলরিজোত্তর কবিদের, অক্সফোর্ডের শিল্পকলা কবিসাহিত্য। Decadent সাহিত্যিকদের [illegible] নব্য-সাহিত্য।

কাজেই বিদেশের [illegible] কবিপ্রতিভার সেই অমর প্রদীপটির [illegible] সেতুবন্ধ মাঝেই আমাদের শতবার্ষিকী উৎসব সার্থকতা লাভ করবে।

সত্যব্রত চৌধুরী, মধুপুর (বিহার)।


সম্প্রতি কয়েকখানি সময়োপযোগী নূতন বই প্রকাশিত হয়েছে : একথা বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর দৈনিক এবং সাময়িক পত্রিকা উচ্চ কণ্ঠে স্বীকার করেছেন :

পশুপতি ভট্টাচার্যের ● ডাক্তারের দুনিয়া ● ৬·০০
শিবনারায়ণ রায়ের ● প্রবাসের জার্নাল ● ৩·০০
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ-র ● তৃতীয় ভুবন ● ৪·৫০
অচিন্ত্যেশ ঘোষের ● একালের চোখে ● ৩·০০
রাজেশ্বর মিত্রের : সঙ্গীত সমীক্ষা ৭·০০

জর্তীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সমুদ্রে মানুষ ৩·০০

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
● জনরব ● ২·৫০

সুশীল ঘোষের ● মৌন নূপুর ● ৪·৫০
উমা দেবীর ● বাবার কথা ● ৩·০০
গৌরীশঙ্কর ভট্টাঃ-র ● অগ্নিসম্ভব ● ৪·০০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর ● পরম্পরা ● ৪·০০
বাণী রায়ের ● পুনরাবৃত্তি ● ২·৫০
ভোলানাথ মুখোঃ-র ● টি, বি, সম্বন্ধে ● ৪·০০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ● লঘুপাক ● ৩·০০
বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ-র ● চীনা প্রেমের গল্প ● ৪·৫০

যোগেন্দ্রনাথ সরকারের ● বঙ্গ প্রবাসে শরৎচন্দ্র ● ২·৫০
ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ● ত্রয়ী ● ৬·০০
সতীন সেন ● জেল ডায়েরী ● ৩·০০

তারাশঙ্করের নূতন উপন্যাস ৭·০০
নূতন করবরে নূতন রূপে পুনরায় প্রকাশিত
শ্রীপদ্মা ৫·০০ পাষাণপুরী ২·৭৫

মিত্রালয় ● ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট ● কলিকাতা ১২

(সি-৩৫৩০)



মাথার টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ডাক্তার ও ইউরোপ-আফ্রিকা ডাঃ ডিপ্লোমা সহিত প্রতি দিন প্রতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন।
৩৭ি জমক রোড বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

(সি ৩৮৪০)

# আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

সৈয়দ মুজতবা আলী

আজ বহু বৎসর হইতে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের স্বাস্থ্যভঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। এবং প্রত্যেকবারই তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার শুভানুধ্যায়ীরা নানা প্রকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেহ সুচিকিৎসার জন্য, কেহ বা বিশ্রামের জন্য তাঁহাকে বিদেশে লইয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বিদেশে লইয়া যাইবার জন্য বহু অর্থও সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য কিছুতেই বিদেশে যাইতে রাজী হন নাই। তাঁহার ধারণা, বিদেশে গিয়া তিনি কোনো কাজ করিতে পারিবেন না। তাঁহার ধারণা, বিদেশে গিয়া তিনি কোনো কাজ করিতে পারিবেন না। তাঁহার ধারণা, বিদেশে গিয়া তিনি কোনো কাজ করিতে পারিবেন না।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনি বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান।

অধ্যয়নরত আচার্য ক্ষিতিমোহন

ফটো : পুলিনবিহারী চক্রবর্তী

মোহনের বিহারক্ষিতি শান্তনীথিকায় তাঁর স্মরণে শোকতপ্ত আশ্রমবাসিগণের সশ্রদ্ধ 'আগুনের পরশমণি' বৈতালিক গীতি।

• • •

চিত্রে নন্দলাল। সম্পাদিতে বিনেন্দ্রনাথ। শাস্ত্রে বিধুশেখর। শব্দতত্ত্বে হরিচরণ। শিক্ষকতায় জগদানন্দ। রসে ক্ষিতিমোহন।

শুনেছি বিশ্বভারতী এঁদের সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশ করবেন। তার ভিতরই পাওয়া যাবে বিশ্বভারতীর নাতি-সম্পূর্ণ ইতিহাস। এ কর্মে সংঘাতীত শিল্পের সহযোগিতার প্রয়োজন। আমি শুধু সেটুকু বলতে পারি যা স্বচক্ষে দেখেছি।

শাস্ত্র এবং রসালোচনায় রবীন্দ্রনাথের দুই বাহু ছিলেন বিধুশেখর এবং ক্ষিতিমোহন।

সকলেই আশা করেছিলেন কাশীর শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন সংস্কৃত চর্চায় রথমর্দন হবেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে দিলেন বাঙলার জন-বৈদগ্ধ্য চর্চায়। আজ আর মধ্যাহ্নের সন্তরণ যে পৃথিবীর সর্বসন্তরণের সমক্ষ একথা নিয়ে কেউ তর্কাতর্কি করে না। এ দেশের আউল-বাউলরা যে সাধনার গভীরতম অতলে পৌঁছে প্রাচীন যুগের মুনি-ঋষিদেরই ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করেছিলেন সে কথাও কেউ অস্বীকার করে না। এমন কি কোনো কোনো অর্বাচীন ঐ বিষয়ে বিরাট গ্রন্থ লিখে এখন সপ্রমাণ করতে চায় যে, সে ক্ষিতিমোহনকেও ছাড়িয়ে গেছে, তাঁর 'অসম্পূর্ণ' জ্ঞান সম্পূর্ণতর করে দিয়েছে। বিরাটকায় ক্ষিতিমোহনের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে কখনও হয়ত একটু বেশী দূর অবধি দেখতে পায় অকপটে স্বীকার করিনে, কিন্তু সে কখন ক্ষিতি-অধিত্যকার বিরাট মস্তিষ্ক আর বিরাটতর হৃদয় পায়ে দলেছিল! তবে আজ এই বিতর্কমূলক প্রস্তাব (অবশ্য আমার কাছে নয়) উত্থাপন করব না—অন্য সুযোগের দিন।

এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ক্ষিতি-মোহন আউল-বাউলের গান নিয়ে আলোচনা করার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন সেটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি। অর্থাৎ উপনিষদ বা গীতার টীকা লেখার সময় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে রকম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঠোদ্ধার করেন, অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন, ঐ সব শাস্ত্রের মূলে উৎসের অনুসন্ধান করেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতে তিনি আউল-বাউলের 'শাস্ত্র' অধ্যয়ন করে টীকা লিখে তাদের অতীন্দ্রিয়লোক অধ্যাত্মলোক চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

এই কর্মে লিপ্ত হয়ে ক্ষিতিমোহন দেখতে পেলেন, আউল-বাউলের মূল উৎস যে শুধু বেদ উপনিষদ গীতা ভাগবতে রয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে মুসলিম সুফীবাদ। তিনি তারই অনুসন্ধানে সুফীবাদের এমনই গভীরে পৌঁছলেন যে, বহু সুপণ্ডিত সুফী সম্বন্ধে অজ্ঞ হলেন যে, সুফী আর হাওয়ার এত দূরে থেকে এই লোকটি এত আপন প্রাণ-নিশ্বাসে ভরে নিল কি করে। হয়ত তাঁকে হাফিজ বলে ভুল হয় তবে তাঁর মতন সুফী এক হাফিজ সম্বন্ধে হয় অবশ্যই—যে হাফিজ পদ্য-সুফী। পূর্ব বাঙলার অনেক মুসলিম ঘরেই ক্ষিতি-মোহন ছেলেবেলা থেকেই অন্তরঙ্গভাবে ছিলেন—তিনি প্রমাণ করলেন, এঁর আধ্যাত্মিক সাধনা কুরান ও সুফীবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক বলে সে তার চতুঃসিন্ধুর ভিন্ন সাধনাও আপন করে নিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, হিন্দু সাধকের কাছে সে কখনও নগণ্য উত্তমর্ণও নয়। এবং সর্বশেষে সপ্রমাণ করলেন, হিন্দু মুসলমান সাধকের মিলন হয়েছে এই চতুঃসুত্রোক্ত কারণেই। লৌকিক ভক্তাচার যে কখন সাধনের অঙ্গীভূত হয়েছে তাই নির্ণয় করতে হয় বিশেষজ্ঞকে।

সাধনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দু, বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজের কাছে অকৃতজ্ঞ হলেন। মোহনী মন্ত্রে তাঁদের যে সব পরলোকগত প্রাতঃস্মরণীয় অবহেলা করে অসীমধামে সেদিকে একা একাই বিশ্লেষণ করে তিনি দেখতে আরম্ভ করেন যে, এঁদেরও ভিতরও আছে প্রাচীন ঐতিহ্য প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। এবং অনেকক্ষেত্রেই চলে যায় আমাদের ধর্মানুসন্ধানের প্রাচীনতম যুগে। সংস্কৃত শ্লোক প্রমাণ করলেন যে, ব্রাহ্মদের অনেকগুলোই আবার ব্রাহ্মদের প্রতিবেশী 'অনার্যদের' কাছ থেকে নেওয়া।

এর সব-কিছুই প্রেমী গবেষককে নিয়ে যায় ভারতবর্ষের ধর্মানুপ্রাণিত দর্শন-চর্চায়—কারণ একমাত্র দর্শনশাস্ত্রই বহুর বাহ্যরূপ উন্মোচন করে অন্তরের ঐক্য দর্শন করাতে পারে। সেখানে তিনি পেলেন জ্ঞানী ত্রিজেন্দ্রনাথের উপদেশ এবং সহ-যোগিতা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য যে তিনি অহরহ পেয়েছেন সে কথা বলা বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন করেছি। এরই ফলে তিনি আবিষ্কার করলেন যে আপাতদৃষ্টিতে অসম্পর্কীয় ত্রিধারাকেও, যোগ ও তন্ত্রের রহস্যবাদ ও দর্শনের মূলে তত্ত্বে রয়েছে একই নিগূঢ় সত্য।

এই সত্যের জন্যই তিনি ছুটে নিয়ে ক্ষিতিমোহন প্রবেশ করলেন ইসলামে, খ্রীষ্টধর্মে এবং এরই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকে হাল নেপালে ত্রিধারা দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের ভিতর। সেই এক সত্য প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ভঙ্গিতে। সেই সত্যই চূড়ান্তরূপে পেয়েছি আমরা উপনিষদে। অধিকাংশের অতীত সত্যটিকে কাশ করতে অক্ষমতার কারণে কাল্পনিকতার উপমায় রূপকের [illegible] প্রকাশের [illegible] অসম্পূর্ণ [illegible]

আমাদের ভিতর হয়ত আজ এমন কেউ নেই যিনি ক্ষিতিমোহনের মতন এত বিভিন্ন ধারার সাধনার সঙ্গে পরিচয় করে এতখানি সমন্বয় সাধনে সমর্থ হয়েছেন।

---

(১) এই ৬ষ্ঠ সংখ্যায় [illegible] আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া [illegible] বিশেষজ্ঞ [illegible] ক্ষিতিমোহনের [illegible] ত্রিধারার [illegible] ত্রিধারার [illegible] ক্ষিতিমোহনের [illegible] ত্রিধারার [illegible] ত্রিধারার [illegible] ত্রিধারার

সবাই কি আমরা তা জীবনে স্বীকার করেছি? ধর্মের বাহ্যরূপে যে বিকৃতি প্রবেশ করেছে পাশ্চাত্য সে কি যুগ যুগ ধরে আমাদের ভিতর দ্বন্দ্ব কলহের সৃষ্টি করেনি? না হলে চৈতন্য, রামমোহন রামকৃষ্ণের কি প্রয়োজন ছিল?

বিশ্বেশ্বরজী, রবীন্দ্রনাথ এরা কিন্তু আমাদের এদের মত ধর্মসংস্কারক ছিলেন না। এদের প্রধান কর্ম ছিল, যুগ যুগ সঞ্চিত আমাদের ঐতিহ্যের ধন রাজ পুত্র সর্বকিছুই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করা এবং অজ্ঞানের ভার সম্পূর্ণ অপসারণ করে দেয়া আছে সমাজতন্ত্রটি মেরুদণ্ডই সর্বসাধারণ থেকে বিশেষ করে রাজ আছে মুখে সমস্কৃতে নারায়ণ কথা কে সাধারণের সঙ্গে সমান ঠাকুরের কাছে সমস্ত থেকে দূরে রেখে রেখেছে সাধারণ ধর্ম অর্থাৎ প্রচার করবে শক্তি দূর হইবে সেখানেই এই বিশেষত্ব আমাদের সৃষ্টি করে আমাদের ভিতর অকর্মণ্য করে দে সমস্ত আমাদের হাতের কাজই আমাদের অন্তর অন্তরীক্ষের আসর

[illegible]

[illegible]

বিশ্বেশ্বরজীর আর এক কর্ম ছিল সমাজের [illegible] সম্প্রদায়ের যে যে [illegible] ও ঐতিহ্যের আসে [illegible] শিক্ষা করে [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] করে নিজের [illegible] এসেছে। তাঁকে সাইমন এবং [illegible] যে সব ইংরেজরা সমাজের [illegible] উপরের দিকে তাকিয়ে [illegible] এই অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর [illegible] ছিল তাঁদের [illegible] তাঁকে [illegible] করেছিল। এই কাঁচামাটির [illegible] সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কারগুলি না ভাঙলে [illegible] নি।

বিশ্বেশ্বরজী কাজ করতে করতে কত আগে এগিয়েই চলেছেন সাইমন কমিশন এসে [illegible] করেছেন। কিন্তু তাঁদের বিশ্বেশ্বরজীর একটা।

তার কারণ বিশ্বেশ্বরজীর চোখে একটি স্বপ্ন ছিল যা এ যুগের মনে করতে ছিল না আমরা অতি-আধুনিক সভ্যতার [illegible] আমরা এ কথাটি বিশ্বাস করি।

কবীন্দ্রের বিশ্বাস সহজ সরলতা চন্দ্রের হাসে ভরিয়ে করবে [illegible] বিশ্বাসের ইন্দ্রজাল করি।

বিশ্বেশ্বরজীর বিশ্বাসের [illegible] সমস্যা তাই তাঁর চোখে আমরা আমরা দেখেই কারণ দিতে [illegible] আমরা [illegible] নয়, বিশ্বের একের সাথে সম্মিলনে।

বিশ্বাসের অন্ধকারের, পরের থেকে [illegible] করে শুভেচ্ছার বন্দে [illegible] হয়ে [illegible] রবীন্দ্রনাথ সকলকে, সকলকে [illegible] চোখে [illegible] ভিক্ষাপাত্র চট্টগ্রামে [illegible] পারে, সেখে বিশ্বের তিনি [illegible] থেকেছেন সেখানেই বিশ্বেছেন [illegible] তাঁর [illegible] এই অকৃত্রিমে বাচনভঙ্গী [illegible] তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করে সকলকেই মুগ্ধ করেছেন [illegible] তার [illegible] হাজার হাজার [illegible] পড়বার [illegible] করতে সক্ষম হবেন না কথাগুলো বিশ্বেশ্বরজীর একটি [illegible] করে [illegible] তাঁর খুব [illegible] এই সংগ্রহের [illegible]

সবিনয় নিবেদন করছি, আচার্য বিশ্বেশ্বরের সমস্ত [illegible] বিশ্বেশ্বরের আমরা সবিনয় শ্রদ্ধা [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] এই কথা কয়টি নিবেদন করি।

আমার অক্ষমতায় রচনাও তাঁর [illegible] করতে পারেনি। [illegible] তাঁর যে অকৃত্রিমতা [illegible] আমরা এ সবিনয় প্রার্থনাটি [illegible] [illegible] হবে না—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।


বিশ্বভারতী

তুলীর কয়েকটি গ্রন্থ

প্রাচীন ভারতে নারী ২৲

ভারতের সংস্কৃতি ৷৷৹

বাংলার সাধনা ৷৷৹

হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ৷৷৹

ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা ৷৷৹

বিশ্বভারতী

জাতীয় [illegible] কারিগরের সহযোগীতায় সর্বকালের উপন্যাস

মানুষ গড়ার কারিগর

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড — কলিকাতা বারো

## জ ল

জীবনানন্দ দাশ

তোমায় ভালোবেসেছি আমি, সেই
অন্ধকারে ঘাসের গন্ধ পাই,
কালো মেয়ের চুলে নিবিড় দিন
কোথায় থেকে আবার এল ভেসে।

মনে পড়ে, জলের মতন ধূসর অবিরল
পেয়েছিলাম জামের ছায়ার নিচে তোমার জল,
যেন তোমার আমার হাজার হাজার বছর মিল,
মনের সঙ্গে শরীর যেমন মেশে

মৃত্যু এলে মরে যেতে হবে
ভালোবাসা নদীর জলের মতন হয়ে রবে,
জলের থেকে ছিঁড়ে নিয়েও জল
জোড়া লাগে আবার যেমন নিবিড় জলে এসে।

## ব ধূ ব তী

আবদুস সাত্তার

এখন হৃদয়ে তার কমলাপুরের বধূবতী
যে মেয়ে প্রত্যূষে ওঠে নিকোয় উঠোন, তার দেহ
রহিম আমনা, তারে ছোটো সুখী দিন। আর কেহ
না জানুক সে জেনেছে তার সংসার অশ্রুমতী
মেঘাচ্ছন্ন দিনে বসে কেবল কান্নার মোহমায়া।
তাইতো যুবক আজ পরিপূর্ণ সুখের কাঙাল ঃ
পৌষালী দিনের হাতে গোস্তানো শান্তির মাঙ্গাজল
ছবির গভীরে হোক তৃপ্তিময় প্রেমের প্রচ্ছায়া।

প্রত্যূষ বিদীর্ণ-মুখ সংসারের চিলে জামা পরে
অন্ধকার পাকে ডুবে সে যুবক বাঁচির আকাশ
ভরায় নিঃশ্বাসে, আর ছোটাখোটা মেয়ে আসে
ধূসর কমলা হাতে ছোপ দিয়ে চাঁদের প্রতীক
অবিকল চেনাশোনা সুরে মিশামিশ। নিজন প্রহরে
কেবল হলুদ তার কমলাপুরের বধূবতী।

## স্মৃ তি র অ ন্তি ম প থ

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

সে আমাকে ভালোবেসে ইচ্ছার অপমৃত্যু হাতে নিয়ে
কতোদূরে চলে গেছে, তা আমার অজানার মতো।
আমি কার চোখ নিয়ে কাঁচের জানালা থেকে দূরে হাতে
কুয়াশার অস্বচ্ছতা ঘষে তুলে বাইরে তাকাই একবার
তখন আকাশে আলো স্বল্পায়ু উজ্জ্বলতা নিয়ে সবে সাজা।
দীর্ঘ শীর্ণ চুতপত্র তবু শোখীন কোনো গাছে সযত্নের
নিরাশ্রিত কটি পাখি আলোর উৎসাহে আহা মাতে।

মনে হলো চিঠি লিখি, তারপর কুটি কুটি করে
ছিঁড়ে ছড়াবে শূন্যতা।

আমার ইচ্ছাকে আমি ছড়িয়েছি ঘাসে মাঠে জলে আর
ওই কটি পাখিদের মনে,
ইচ্ছাকে মূর্তি দিলে হয়তো এমনি তবে
শূন্যতাকে ভালোবেসে সুখ।
সে আমার ইচ্ছাকে পাশে নিয়ে কতো পথ হেঁটে চলে গেছে
সেই পথে এই মন ছেড়ে দিলে, কিছু ফিরে আসবে স্মরণে?
যদি আসে, তা হলে তো সব স্মৃতি, স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ,
তারপরে যতো গান আর কেউ গাইবে না, তারাও এসেছে!
একটানা চাপা কান্না, রিক্ততাকে শূন্যতা মনে করে
কান্নায় আমি অপরূপ।

কাটা ছেঁড়া ভাঙা কথা ছবি—সবই স্মৃতির
অন্তিম পথ করেছে অশেষ॥

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

২০

১১১৮ সন থেকে ১৩১৮ সন—এই ছয় বছর আমার জীবনে এক অধ্যায়। এই ছয় বছরে আমি যা কিছু করেছি, যা কিছু হয়েছি, তার ভিত্তি এই ছয় বছরে। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ধারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত ভালো-মন্দ, সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত আনন্দ-বেদনা, সমস্ত ভাব-কল্পনা, সমস্ত চিন্তা-ধারণা, সমস্ত আদর্শ-উদ্দেশ্য, সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টা, সমস্ত সাধনা-সিদ্ধি, সমস্ত ব্যর্থতা-বিফলতা, সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি, সমস্ত পাপ-পুণ্য, সমস্ত ভালো-মন্দ, সমস্ত ন্যায়-অন্যায়, সমস্ত ধর্ম-অধর্ম, সমস্ত কিছুর মূল এই ছয় বছরে। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে তৈরি। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা-গড়া। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া।

এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া-ভাঙা-গড়া। এই ছয় বছরে আমার জীবনের সমস্ত ভিত্তি, সমস্ত ইমারত, সমস্ত ঘর-বাড়ি, সমস্ত আসবাব-পত্র, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, সমস্ত কিছু এই ছয় বছরে ভাঙা-গড়া-

—চোরবাগানের ফতেবাবুর কথা। ফতেবাবু শৌখীন ব্যক্তি, পয়সাওয়ালা লোক, শখের বশেই পোশাক তৈরীর কাজ শুরু করে ছিলেন, ভাড়াও দিতেন।

ভূপেনবাবু বললেন, ফতেবাবুর কাছে আমাদের নিয়ে চলুন। ওখানে পোশাকই নিতে পারবেন উনি। ওখান থেকেই পোশাক আনান আপনারা।

গিয়েছিলাম আমি আর হরিসাধনবাবু। ফতেবাবুর বড়ো বাড়ীটার নীচের তলাটা দেখে মনে হলো, যেন একটা ফ্যাক্টরী। সারি সারি তুলিকর কাজ করছে। তাদের বলতে—কারচোপওয়ালা। ওই কারচোপ ওয়ালারা আপনমনে বসে বসে কাজ করছে বড়ো-বড়ো ট্রাঙ্ক সাজানো রয়েছে সেটারের মধ্যে। তার থেকে পোশাক বার করে আমাদের সামনে নাড়াচাড়া করে করে টানিয়ে দিলেন। আমাদের যে সাজ ধরে লেগে গিয়েছিল। সাজের যে রকমই জমকই বা কী তার!

সেই থেকে ফতেবাবুর পোশাকেই চলে আসছিল ক্লাবে।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলে নেই। বিনকড়িবাবুর কথা উঠল, না? বিনকড়িবাবু করতেন 'কর্ণ', অর্থাৎ, এরপ অনেকবার 'কর্ণ' করেছেন বলে উল্লেখ করে গেছি এ-অভিনয় নয়, তবুও আমার দেখা যে অভিনয় থেকেই বিনকড়িবাবু আর নামজাদা নন। তিনি ক্লাব ছেড়ে দিয়েছিলেন। শৌখীন অভিনেতা হিসাবে বিনকড়িবাবুর সেদিন রীতিমত সুনাম ছিল। কী দক্ষিণ কলকাতা, কী উত্তর বহু জায়গায় গতরাতে ছিল তাঁর বহু বায়নাই তিনি ছিলেন সেরা অভিনেতা। হাওড়া রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে চাকরি করতেন। সে অফিসে হরিসাধনবাবু এবং ইন্দুও চাকরি করতো। দু'একজন সেখিও সে-অফিসে কিন্তু যখনকার কথা বলছি তখন বিনকড়িবাবু, চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাটের ব্যবসা করছিলেন। তারপর তাঁর খেয়াল হয়েছিল, তিনি কারখানা করবেন। একটা ছোটখাট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা করেছিলেন তিনি। সে সব কারখানার নামধাম কাজকর্ম, এসব নিয়ে এত মাতামাতি করতেন যে ক্লাবে আসা বা অভিনয় করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। শৌখীন লোক ছিলেন, তখনকার বেতনে এবং অবস্থার বিবেচনায় ছিলেন ধনী লোক।

কথাটা যখন উঠল তখন একবার বলে নেই। দু'একজন প্রসঙ্গক্রমে এসে গেছে সে সময় না বললেও এসে যাবে। বিনকড়িবাবুর কথাই যখন উঠল, তখন তাঁর কথা বলে নেওয়াই ভালো। সে একদিনের কথা। ইন্দু এসে বলল, বিনকড়িবাবু বলছেন, তাঁর বাড়ীতে আজ সন্ধ্যেবেলা একটু আসতে হবে। কী ব্যাপার? না, তাঁর মেয়ের বিয়ে। বিয়ের দিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ীতে একটু গানবাজনা হবে। তাই আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। বিনকড়িবাবুর মেয়ের বিয়ে, আমরা যাবো না, তা কি হয়? সন্ধ্যেবেলা গিয়ে হাজির হলাম। বিনকড়িবাবুর বাড়ীর সামনে ছোটখাটো একটা প্যাণ্ডেল। ভিতরে ঢুকে দেখি, বিনকড়িবাবু নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাপা পদ্যে হুকুম করছেন—বরে নিয়ে আয়।

দু'একটি ছেলে পা টিপে পা টিপে পিছন থেকে এগিয়ে গিয়েই অমনি 'পাঁক' করে ধরত। ব্যাপার কী? ব্যাপার আর কী! ছাতপা ছোড়াছুড়ি আর কান্না করছেন তিনি। তাঁকে ধরে নিয়েই ছেলেরা ভিতে ছুটে। নিয়ে, একেবারে বাড়ির ভিতরে—কলতলায়—কলের নীচে। কিন্তু ততক্ষণে মাথা একেবারে চুপসে গিয়েছে। সেজন্যই সেই মাথাটাই কিন্তু আসরে আসতো। তিনি ভয়ঙ্কর। বেতারে তাঁর কণ্ঠ নিখুঁত নিরীহের মতো সন্ধ্যেবেলায় অফিস ফেরতদের কোনোদিক থেকে সন্দেহ নেই।

কিন্তু যা বলছিলাম, বিনকড়িবাবু, চলে যাওয়ার পর ঐ পদ্যপাঠই একটা ও ক্লাবের ক্লাব ছিল না তাকে অভিনেতাই সাজী মূর্তি ছোকরাকে প্রথম হলো সাজা হলো। আমাদের ইন্দুকে কথা আগে বলেছি, সেও কলেজজীবনে ঢুকে গেছে সাজে। ইন্দুই সুজনের সহকারে ঢাকা করত সাজত কর্ণ, বিনকড়িবাবুর ভূমিকা আর সুজনের সাজানো সাজত কর্ণ। আসল কথা কর্ণ এই ভূমিকায় নতুন স্কোপ ছিল সাজে সেজে অভিনয় অভিনেতাদের। নিজে যা বিশ্লেষণ করি সহজ।

অভিনেতাদের অভাব আমাদের ক্লাবে ছিল না। ঐ সময় ছিল ভালো। ছিল হরিসাধনবাবুর ছেলে ছিল ভালো অভিনেতা। ছিল ঐ বিনকড়িবাবুর ছেলে ছিল ভালো অভিনেতা। ছিল ইন্দু। ছিল ভূপেনবাবুর ছেলে ছিল ভালো অভিনেতা। ছিল ভূপেনবাবুর ভাগ্ন

## রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালা

**রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম** শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

**রবীন্দ্রসংগীত** শ্রীপুলিনবিহারী সেন

**শ্রীপ্রতিমা দেবী**

**বিশ্বভারতী**

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

অন্যান্য বিক্রয়কেন্দ্র

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট

দাসগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট

**জিজ্ঞাসা**

১৩৩।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

অভিনেতা খগেনবাবু। খগেনবাবুর শরীরও ভেঙে পড়েছে, যাত্রা করাই তিনি ছেড়ে দিলেন। এর মধ্যে 'পার্থপ্রতিজ্ঞার' আহ্বানও এসেছে। অভিনয় করেছি, আর তার ফাঁকে ফাঁকে চলেছে সীতা হরণ-এর প্রস্তুতি।

এর পর হলো এই, পুজোর সময় থেকে বাজার যে মরসুম পড়ল, তাতে আমরা ঘুরে ঘুরে এই নতুন বইই করতে লাগলাম। আমি ত এদিকে বেকার, বাড়ির রকে বসে আড্ডা দেই। আমাদের নতুন বাড়িটা বেশ বড়োই ছিল। রকটার একেবারে ওপরে। লোডশেডিং বারণকল, নীচে রক। রকে ছাপাশ-ভেড়া না এসে কোনো ন ভিখারীর দল না এসে আড্ডা পাড়ে, তাই বাড়িওয়ালা রকটার চারদিকে লোহার শিক পুতে দিয়েছিল।

এই শিক-ঘেরা রকে ন বসে আমরা বসতাম দেউড়ির সংলগ্ন রকটিতে। সুপাশে রক—মাঝখানে উঠানে যাবার রাস্তা। সকালের দিকেই অবশ্য বসাটা সম্ভব হতো বেশী। সমুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম, আমাদের জমিতে বাড়ির কাজ হচ্ছে। আমাদেরই অন্তেবাসী ছিল অনেক ওখানে, আমাদেরই প্রজা হরমণি, সে ছিল আবার পাড়েজনদের সর্দারনী, সে দেখাতো তেই আন্তাবল, বহু পুরোনো লোক সে আমাদের। বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে আমাদের আস্তাবলটা সরে গিয়ে তার আস্তাবলের সঙ্গে মিশে গেল। অর্থাৎ সে তার নিজের আস্তাবলে থেকেই আমাদের বাড়ি-ঘেড়ার তদারক করত আর কী।

এই সব দেখি আর শুনি। সকালের দিকে রকে বসে বসে এ-ও দেখতাম বৈকি, অফিস যাবার পথে, হাতে টিফিনের বাক্সটি নিয়ে তাদের গলিটা থেকে বেরিয়ে হনহন করে এগিয়ে চলেছে। ফেরার সময় বিকেলের দিকে, সে ফিরছে ধীরেসুস্থে, আমাদের রকে এসে বসে গল্পগুজব করে বাড়ি যেতো। আড্ডাওয়ালা করে আসতো, একসঙ্গে বেরুত ক্লাবে। এমন কিনা, আমাদের পাড়ারই একটি পরিচিত ছেলে, এক অফিসে সে চাকরী করত শুনেছিলাম, এসে হঠাৎ রকে—আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো ভাই?

থিয়েটার-যাত্রা ছাড়া আর কী সাহায্য আমি করতে পারি? মনে-মনে অবাক হলাম, যতদূর জানি ছেলেটির যাত্রা-থিয়েটারের কোনো নেই, করেও নি কখনো। তবে আমার মতো লোকের কাছ থেকে কী ধরনের সাহায্য সে পেতে চাইছে? সে বললে—একটা ব্যাপার ডাক্তার বাবুকে ছেড়ে ছেড়ে। মাসখানেক ছেড়ে থাকলেই উপকার পাওয়া যাবে। কিন্তু মন্ত্রোপ্ট অফিসের চাকরী, ছুটি পাওয়া কি সহজ কথা? তাছাড়া, এও জানি, আমার বদলে নতুন লোক না দিতে পারলে, ওরা অন্য লোক নিয়ে নেবে। এইবার বুঝতে পারছ, কী বলতে চাই?

—কী?

ছেলেটি বললে আমি ছুটিটা যদি আর যদি কেউ একজন ঐ অফিসের কাজ-খুশি করে দেয়, আমার ছুটি পাওয়া সম্ভব হবে। তুমি বলে আছো, তুমি যদি ঐ একটা মাস একটিবার যেতে পারো।

আমি আরও অবাক। অফিসের কাজ করিনি কখনো, কলমের মধ্যে [illegible] যে—[illegible] সেখানে আমি কাজ করব? আমার পরিচয়ের এক মহাশয় ব্যক্তি ঐ [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible]

ছাড়ী কাজ নয়। তবে বেরুবে হয় সকাল সকাল নটায়। ইস্কুলই যেহেতু ফেরার সময় আসবে ছোটো। ছোটো ফিরবে। ফিরবে সন্ধ্যা হয়ে যেতো। অতোক্ষণ ওরা কাছে ছাড়বে যেহেতু ক্লাসে।

এইভাবে কতদিন চলেছিলো। ফিরে এসে বন্ধুটি চলে যেতে। সে যে কতদিন করেছে আমাকে ছুটি হয়ে গেছে। সেদিন আমি ছেলেদের আমাকে ছেড়ে পড়িয়েছি। সেদিন আমার মনটা হচ্ছে। কি আশ্চর্য আমাকে ভগবান এ মুহূর্তে পাঠালেন। যেখানে চলবে। আমি ভাবছি ঠিক। ঠিক ভাবছি। ঠিক ভাবছি।

যখন চাইলাম সেখানে ওই যেখানে ছিল। নতুন ছেলে নিয়ে চলেছি ইস্কুলে। ছেলে। ছেলে। ছে

আসবেন সেই দেড়টায়, ছুটি হবে যাবে সাড়ে বারোটায়। যেতে-আসতে পয়সা খরচা নেই, ট্রাম-ভাড়া লাগবে না, কারখানা আপনার বাড়ির কাছেই। শক্ত কাজও কিছু নয়—কার্ড ফাইলিং-এর কাজ।

কার্ড-ফাইলিং?

মদন বললে—হ্যাঁ। আমিই করতাম। আমাদের যে সেকশন-ইনচার্জ ছিল, সে টাইপার ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু হয়ে গেছে। অবশ্য এ ডিপার্টমেন্টও 'টাইপার ডিপার্টমেন্টের' মধ্যে। আমি পেয়েছি এখন সেকশন-ইনচার্জ। আমার অংশের পোস্টার জন্য একজন লোক দরকার। কী ভেবে রাজী হয়ে গেলাম। ১৯১৯ সালের এটা শেষের দিকের কথা।

—দেখা করবেন তাহলে। আসুন।

গেলাম। যে নতুন বড়বাবু হয়েছে, আমার চেনা, পাড়ারই ছেলে, রমেন। সে আমাকে দেখে একটু হেসে বললে—এই যে। বসে যাও একেবারে কাজে। মদন, কাজগুলি ওকে বোঝিয়ে দাও।

শুরু হলো আমার চাকরির জীবন। কাজ করি। বিরাট কারখানা—ঘুরে ঘুরে দেখি। 'টাইপার' বিভাগে আমরা 'বাবু' আছি জন আষ্টেক, আর সাহেব আছে জন চারেক। মেমসাহেব আছে ছয়সাত জন। আমাদের বিভাগের বড়সাহেব—'কভারডেল' সাহেব—জাতে স্কচ্—মিলিটারী অফিসার ছিল। যুদ্ধের সময় কাজ ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে-ছিল। এসে ওদের মাসেনিয়া একটা কিলবার্ন কোম্পানীকে ধরে ওদের টাইপার বিভাগ খুলিয়ে নিয়েছিল। নানান সরকারী ও মিলিটারী বিভাগের বড় বড় কর্তাদের সঙ্গে ওর দহরম মহরম ছিল। সুতরাং মেশিন টাইপারের মত মিলিটারী সকলই সব ছিল—এদের। পে ন ও বা-বাওয়ালপিণ্ডি—ভারতের সর্বত্র এদের টাইপার রেত। এসব আমি দেখিনি, পরোনো কার্ড দেখতে দেখতে এসব কথা আমি জানতে পেরেছিলাম। মিলিটারী ছাড়া, সরকারের কিছু কোম্পানীও সাপ্লাই নিত। পরোনো মাল সুপারসিড হয়েছে সব মেশিন-টাইপার সজিয়ে রাখা হয়েছে—একখানে সব, পথে। নানান আকারের সব টাইপার—নানান মেকারের। ভালপ-মিচেলনীন-গুড ইয়ার-এসব ছাড়া, নতুন একটা মেকার ছিল। নাম শুনিনি কোনো ঘুরে ঘুরে দেখতাম। দেখি, বহু চেনাশোনা এখানে কাজ করে। অনেক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভালসী স্টিমারের বহু সঙ্গী চাকরি করছে। অনেক মেসের বন্ধু ছিলেনই। আমি স্টেনোর যত কাঁদি, অনেকেই আমাকে জানাতে বেশ লাগত। কোথাও মেশিন-রুম কোথায় স্টোর, এইসব ঘুরে ঘুরে দেখতাম।

এইভাবে কেটে গেল এক মাস। মাইনেও পেলাম। পঁচাত্তর টাকা নিয়ে বাবাকে দেখালাম, বললাম—এই পেয়েছি।

বাবা বললেন—রেখে দাও। নিজের ইচ্ছা-মতো খরচ করো।

বড়সাহেব 'কভারডেল' সাহেব ভীষণ রাশি-ভারী লোক ছিল। কাজকর্ম বিশেষ কিছু বুঝতে না। অন্যান্য সাহেবরা পর্যন্ত ওকে ভয় পেত। বড়সাহেবের সেক্রেটারীমতন ছিল এক মেম। সে কাজকর্ম বুঝত, দেখতও সব সে। সাহেব আসতো কারখানার বিকেলের দিকে। এসে রাত সাতটা-আটটা পর্যন্ত বসে কাজ করত। টাইপিস্ট মেয়ে-টি আরামে ছিল। তাদের সাহেব কখনও বকাবকি করত না—আশা তার প্রয়োজনও হয়নি কখনও। তারা ছিল আমার ঐ বড় মিসির অধীনে। তাদের মধ্যেকিছু চুটকো কাজ সংসার বড়সাহেব নিত নিজের জন্য। আমার হত মুশকিল। কারণ, ওর সঙ্গে আমন ঘনঘন আমারই ছিল সম্পর্ক। ফাইল-কার্ডিনেটি থেকে সাহেবের যা পাওনা কার্ড দেখতো সে অনবরত। ঐ কার্ডগুলি বের করে বুকতে চুকটা করত সাহেব তার কীরকম কত হবে। সে ও যে হিসেব দেখে চটপট বুকতো, তা নয়, বড় মিসি বুঝিয়ে দিলে, তবে বুঝতো। মধ্যে মধ্যে বোঝাবার গুরুভার লোক। স্বচ্ছমান ত, এমন ইডিয়ট ইংরাজ বলতে যা বোঝা যায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর দিতে হবে, সে বুঝি বোঝো আর না বোঝো। এতেই সে খুশী। ইডিয়ট সাব। কারে এসে যিনির টাইপ কার কার্ড সপিয়ে দিত। কারে আমাকে সুপারভিসন করতে হতো মধ্যে মধ্যে। মেমসাহেব মেশি আমার কাছ থেকে নিয়ে ঐ টাইপগুলি করে, তেনিয়েই কারে সাহেবকে বুঝিয়ে দিত। যিনির মেজাজ সাহেব সন্তুষ্ট। কিন্তু এখানে সন্তুষ্ট হলে কী হবে? হাত যিনির দিয়ে কখিনো চোক পড়ে করতে দিয়ে যখন দেখবে ওদের যিনিসের সঙ্গে কার যিনির মিলছে না হলে একেবারে রোলমালে অস্থির হয়ে উঠে। বড়সাহেব বলতে কার আসতে হবার সাথে। অমর বলতাম—ওদেরই দুজন আমাদের ছিলেন ভৈরব আছে।

সাহেব আসার ছুটি। ওরও মানার না এও হাসের সুবিধায় ছাড়তে। দুজনে আড়া সে আমাদের জন্য করতো তা নয়। সাহেব বুঝিয়ে দিয়েছে যখন মেশিই ছিল ধুরে সপি। সাহেব বলতো হিসেবপত্র নিয়ে অফিসে থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ে সাহেব একবার আমাকে চাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে নিতো—অলরাইট?

আমিও ঘাড় নেড়ে জানাতুম—অলরাইট।

যদিও মনে মনে জানতুম যে অলরাইট নয়। এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। এর অনেক দিন পরে তখন সাধারণ মঞ্চে যোগদান করেছি—নাটকার ভূপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে খুবই আলাপ হয়ে গেছে। ওঁর বাড়িতে খুবই যেতাম, খুবই স্নেহ করতেন আমাকে। তাঁর কাছে বসে বসে অফিসের এইসব গল্প করতাম। এই বড়সাহেবটাকে নিয়ে গল্প। তিনি শুনে বললেন—কীরম হলো? অফিসে ত আর চাকরি করিনি সাহেব সমস্যাদের এ মেজাজ অবশ্যই দুই পেশি কী করে? হ্যাঁ, ওই হলো একমাত্র অস্ত্র। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করলে, বোঝো আর না বোঝো চটপট যা হোক একটা কিছু জবাব দিয়ে দিতে হবে।

সত্যেন, ওঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে এই শেষ করেছিলেন। বড়বাবু ছিলেন বোধ হয় টমিস ভাষায় কাজ করতেন। সাহেবের ঘরে অনবরত ডাক পড়ত বড়বাবুর। একদিন সাহেব এসে হন্তদন্ত হয়ে ডাকলে ভূপেন—ভূপেন?

কাপার কী—কাপার কী? ভড়কে গেছি ও-টে গেলাম।

বলছে কোন টাই টেস ম হেবার ইজ টাইপরাইটার?

সপ্রতিভ ভূপেনবাবুর আবার কী কথনো হয় কিনা? কী লাস? এক সেকেণ্ড সময়ও নিলেন না ভূপেনবাবু। বলে দিলেন ইয়েস সার, টাইপরাইটার ইজ নিয়ার দি টাইপরাইটার।

সাহেব খুব খুশী হয়ে ও

সেদিন একদম মনটা খুব খুঁতখুঁতে করে গেল। বোধ হয় টাইপরাইটার বেচতে-আসা সওদাগরের এলোকেশী। এসেছে ক্যাশার ভুল হচ্ছে ত হাপিস্থলে কাজ করে। টাইপে এসে ইংরাজী লেটারহেডটা আনিয়ে দেখলে ক্যাশার না দেখলাম ভুলে ভুল। চটপট লিখে দিলে—টাইপরাইটার কাজ মোটেই নয়—টাইপরাইটার একেবারে মিলিয়ে টাইপরাইটার। কোথায় সাহেব-মেমসাহেব আর কোথায় আমার কলম? চুটি আমার কলম, কিন্তু এই কী হলো। একেবারে সমান ভুল। কী করে সাহেবকে কাবু করে বলি। সেক্রেটারি মেমকে একদিন বলেছিলাম আমি। সাহেব হেসে বলেছিল ঠিক আছে বলে, ইডিয়ট মেকারটা।

আমার কাজ আর সুখেই চটপট না। ঐ যে চটপট উত্তর দিয়ে দেওয়া সাহেব ছাড়াই বেরুবে খুশী। ভূপেনবাবু নিজের অভিজ্ঞতাকে একবার বর্ণনা করে, আমাকে পুনরা করলেন—তা, নতুন চুকেছিস দুই, সাহেবকে একদম সমঝদার কী করে?

বললাম—চট করে উত্তর দিয়ে ফস পেয়েছিলাম। সেই থেকে প্রতিবারই ঐ ওষুধই প্রয়োগ করে আসছি।

—সাবাস। ক্রমশ

# গানের আসরে

শার্ঙ্গদেব

## আকাশবাণীর অনুষ্ঠানসূচি

আকাশবাণী বাংলা গানের যে ভবিষ্যৎ সম্পাদকের হেমন্ত নমস্কার করেছেন, সে সম্পর্কে একটা আলোচনা হওয়া দরকার। জনসাধারণের ওপর বেতারের একটি বিশেষ প্রভাব আছে এবং বেতারে প্রচারিত নমুনাগুলি সাধারণ প্রচারিত হয়। অতএব বেতার প্রতিষ্ঠান যেন ভেবে বিচার করে প্রয়োজন। এই নমস্কার রাখাটাই সহজ নয় এবং এ একটি গুরুতর দায়িত্ব আছে। যেখানে নয় যে হয়ে কার্যক্রমের যে কোন সম্পাদক করে পারেন। কোন্ও কোন্ও সম্পাদকের কৃতি অনুযায়ী হয়ে থাকে উপযুক্ত সাজানো প্রচারে কোনো বিশেষ হয়ে থাকেন নমস্কার এই কারণে যে এক নয় এমন হয়ে উঠে। সম্প্রতি একটি কোনো সম্পাদক হয়েছেন। এক কারে একটি কোনো অনুষ্ঠানের ভার তাঁর ওপর দেয়া হয়েছে নমস্কার নিয়ে কোনো হয়ে করেন নমস্কার আর কোন কথা থাকে না। এরে প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন।

বেতার যে কোনো কোনো অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তাদের মধ্যে আধুনিক বাংলা গানের অনুষ্ঠানগুলি সবচেয়ে জনপ্রিয়।

দেওয়া ভাল যে, এটি অসলে কাব্যপ্রধান রাগসঙ্গীত। সুতরাং কাব্যটুকু যেন প্রধান না হারায়। শিল্পীরা যেসব গান প্রচার করেন, সেগুলি ঠিক কোন্ পর্যায়ে ফেলা উচিত, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ পান না বলে অনেক সময় তাঁদের গান শ্রোতাদের সাধুবাদ অর্জনে সক্ষম হয় না। এর জন্য তাঁদের প্রত্যই দোষী করা চলে না।

রামপ্রসাদী, শ্যামাসঙ্গীত—এই ধরণ আলাদা নাম না রেখে আপনি এই ধরণ একটি শ্রেণী করা যেতে পারে। শাক্তপদের সঙ্গে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি রচয়িতাদের নাম উল্লিখিত থাকবে। এর মধ্যে আগমনী, বিজয়া, উমা সঙ্গীত প্রভৃতি সবই এসে যাবে।

ভজন গান বলতে সাধারণ অনেক হিন্দী ভজন বুঝি। কিন্তু বাংলাতেও অনেক রকম ভজন আছে এবং সেই সেই এই সব গান গেয়েও থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ শৈবপদের উল্লেখ করা যায়। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অনেক গান আছে, যা ভজনের পর্যায়ে পড়ে। এবং সেগুলিও ভজনের সঙ্গে এইগুলির উল্লেখ করলে ভাল হয়। অথবা ভক্তি সঙ্গীত নাম একটি পর্যায় করলেও সেটি সমীচীন হবে। বাস্তবিক এমন অনেক গান আছে যা নিছক ভক্তিমূলক গান তাকে অন্য কোন পর্যায়ে ফেলা যায় না।

পল্লীসঙ্গীত শব্দটির বেলা শ্রোতাদের বলবার বোধহয় আর একটু থাকবে হবে। এই লোকসঙ্গীতের মধ্যে কবিগান, ঝুমুর, ভাটিয়ালি ইত্যাদি নেওয়া চলে।

ধ্রুপদ, খেয়াল এবং ঠুংরীকে রাগ-সঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা সমীচীন। অনেকের মনে হয়, ধ্রুপদ গান বোধহয় কম দেওয়া হচ্ছে। তেমনকার দিনের ক্লাসিকাল সঙ্গীতের পক্ষপাতী কিন্তু তিনি সেকালের যারকম অনুষ্ঠানপদ্ধতি, ধ্রুপদের সেরকম নয়। অথচ সাধারণের ক্লাসিকাল সঙ্গীত হচ্ছে ধ্রুপদ, যেমনা প্রাচীন ধ্রুপদ সঙ্গীতের বিশেষ চিহ্নগুলি পূর্বেই ধ্রুপদাঙ্গে পরিণত করা হয়েছে। অনেকের প্রাচীন সঙ্গীতের একটা ধারণা অত্যন্ত ধ্রুপদ বজায় রয়েছে এটা নিঃসংকোচে বলা যায়। অতএব ধ্রুপদকে প্রকৃতপক্ষে একটা সুনির্দিষ্টরূপে পরিণত নয়। ধ্রুপদের সঙ্গে পরিচিত হলে প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের গঠন এবং ধ্রুপদাঙ্গ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা হওয়া সম্ভব। অনেক সময় পনেরো দিনের প্রোগ্রামে একটি ধ্রুপদও থাকে না। বাংলা দেশে ধ্রুপদের চর্চা ছিল এখনও যে নেই তা নয়, বেতারে প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হলে ধ্রুপদের প্রতি শিল্পীদের উৎসাহ বর্ধিত হবে।

বেতার প্রতিষ্ঠানের আর একটি নামকরণ সম্পর্কেও আমাদের সংশয় আছে, সেটি হচ্ছে কাব্যসঙ্গীত। কাব্যসঙ্গীত বলতে আমরা কী বোঝেন তাও না, কিন্তু কাব্যসঙ্গীত কোনও সঙ্গীত আমরা শুনে থাকি কি? বৈষ্ণব ধর্ম-সম্পর্কীয় যেমন এখন সেইভাবে প্রচলিত নেই, তেমনি কাব্যসঙ্গীত সঙ্গীতের প্রচলনও কোথাও দেখা যায় না। অতএব কাব্যসঙ্গীত বলতেই বা কোন্ সঙ্গীত বোঝায়, তা বলা শক্ত। কাব্যসঙ্গীত বলতে কি বোঝায় তা বলা শক্ত। কাব্যসঙ্গীত বলতে কি বোঝায় তা বলা শক্ত। কাব্যসঙ্গীত বলতে কি বোঝায় তা বলা শক্ত।

কীর্তনে নাম সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। এবং সমস্ত কীর্তনি বলতে সাধারণ প্রতিষ্ঠানের স্পষ্ট হয়। অবশ্য কথাসঙ্গীতের কীর্তনের আলাদা সঙ্গীত।

এইবার আমাদের শেষ প্রশ্ন উঠবে পূর্বোক্তগুলি যে সঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত হয় না। হচ্ছে কাব্যসঙ্গীত, ভজন, ভক্তি সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত এবং রাগসঙ্গীত। এই কয়টি বাদ কোনও নাম আছে। যেমন ধরুন, ঠুংরী, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী ইত্যাদি সঙ্গীত। সাধারণ কোন শিক্ষিত সঙ্গীত। এদের পৃথক পৃথক সঙ্গীত শ্রেণী করা হয় না। তাদের আসল পরিচয় রাগসঙ্গীত। এমন কোনও গান আছে যাকে ঠিক ঠুমরী সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। তাদের কোন সঙ্গীতের উদাহরণ গান। এদের প্রত্যেক পৃথকীকরণ উদাহরণ করতে পারে। বিকল্পভাবে এই প্রশ্নগুলোকে নির্দেশিত হবে, যেমন একটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে।

কাব্যসঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ,
শিল্পী .....
লোকসঙ্গীত—ঝুমুর,
শিল্পী .....
রাগসঙ্গীত—ধ্রুপদ,
শিল্পী .....
প্রকীর্ণ সঙ্গীত—পাঁচালী,
রচনা—নজরুল ইসলাম, শিল্পী .....

এটা সম্বন্ধেও কথা হল। যেখানে নির্দেশ উল্লেখ আবশ্যক সেখানে সেটি এইভাবে করা যেতে পারে।

কাব্যসঙ্গীত—প্রকৃতি চিত্রণ,
সুর—হিমাংশুকুমার দত্ত, শিল্পী .....
কাব্যসঙ্গীত—দেশাত্মবোধ কবিতা ও সুর
রবীন্দ্র রচনা, শিল্পী .....
অন্যান্য কীর্তন, ভজন ইত্যাদি,
রচয়িতা, শিল্পী .....
ভক্তিসঙ্গীত—শ্রীচৈতন্য,
রচনা—রামপ্রসাদ, শিল্পী .....

এই ধরণে শ্রেণী বিভাগ করে নেওয়া সঙ্গীত প্রচারের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হবে। শ্রোতাদের অনুরোধ রক্ষা করবার সময়েও সুবিধা হবে। অনুরোধকারী অনেক সময় কোন্ শ্রেণীর গান চান তা বলে দেন, কিন্তু কোন্ শিল্পীর গান চান তা বলতে পারেন না। এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ করা থাকলে শ্রোতাদের অনুরোধ রক্ষা করা সহজ হবে। অনুরোধকারী শ্রোতাদের কাছে শিল্পীর নাম জানবার প্রয়োজন হবে না। তাঁরা শুধু শ্রেণী জানিয়ে দিলেই চলবে। এবং শিল্পীর নাম জানবার প্রয়োজন হবে না। তাঁরা শুধু শ্রেণী জানিয়ে দিলেই চলবে। এবং শিল্পীর নাম জানবার প্রয়োজন হবে না। তাঁরা শুধু শ্রেণী জানিয়ে দিলেই চলবে।

LIBRARY

বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আবিষ্কর্তা বা উদ্ভাবক বলে একটি নাম শুনি। যেমন বেতারের আবিষ্কর্তা বলে সারা পৃথিবীর কাছে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনির নামই স্বীকৃত। কিন্তু ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড এবং রুশ বৈজ্ঞানিক পোপোভকেও আবিষ্কর্তা বলে দাবী করা হয়।

১৮৯৯ সালের প্রীষ্মকাল। মার্কনি বিজ্ঞানে অপরিণত কিন্তু নিজেই ইতালীয় গোলোনাতে এবং ক্যাবট প্রণালীর ফ্রান্স অংশের উপরে বেতারের সাহায্যে সংবাদ আদান প্রদান করেন। খুব আশ্চর্য হয়েও নিজে চোখে দেখে শুনে বিশ্বাস করার এই ছিল মনোভাব। এই সময়েই ফ্রেডরিক মার্কনি ইতালির দিকে অগ্রসরমান ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ডিফেন্স থেকে বেতারে সংবাদ পাঠাতে থাকেন। ডিফেন্স ক্রমশঃ ইতালির উপকূলের কাছে এসে পড়লে মার্কনি ইতালির সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের ডিফেন্সে পাঠিয়ে দেন। তারা ডিফেন্স থেকে বেতারে সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে যান।

ব্রাজিলে সম্রাটের ওপর বেতারে তাঁর অভ্যর্থনার এক ইতিহাসিক বিবরণ সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই ঘটনার পর মার্কনি ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। ইংলণ্ডে ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গে আলাপ করে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড মন্তব্য করেন যে, মার্কনি বেতারের যে সব সুবিধা করে দিয়েছেন তা ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের কোন কাজে লাগবে কিনা সন্দেহ। তিনি বলেন, বেতারের সাহায্যে সংবাদ আদান প্রদান করা যায় বটে, কিন্তু তার দূরত্ব খুব বেশী নয়। তাছাড়া বেতারের সাহায্যে সংবাদ আদান প্রদানে খরচও খুব বেশী পড়বে। তাই বেতার ব্যবস্থা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কাজে লাগবে না।

মার্কনি এ সংবাদে বেতার মারফৎ সুদূর ১৮৯৯ সালে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে সংবাদপত্রে এসে উপস্থিত হন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছয় বছর অগ্রসর হয়ে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে ওঠেন সিগনাল পয়েন্ট হিল অঞ্চলের বেতার কেন্দ্রে। মার্কনি সেখানে ঘুড়ির সাহায্যে একটি লম্বা তার আকাশে তুলে দেন। তার একদিক ছিল মাটির সঙ্গে সংযুক্ত। অন্য দিকটি ঘুড়ির সাহায্যে আকাশে তুলে দেওয়া হয়। এই তারের সঙ্গে একটি বেতার গ্রাহক যন্ত্র সংযুক্ত করা হয়। তারের অন্য দিকটি ঘুড়ির সাহায্যে আকাশে তুলে দেওয়া হয়।

মার্কনি ইংলণ্ডে ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গে আলাপ করে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড মন্তব্য করেন যে, মার্কনি বেতারের যে সুবিধা করে দিয়েছেন তা ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের কোন কাজে লাগবে কিনা সন্দেহ। তিনি বলেন, বেতারের সাহায্যে সংবাদ আদান প্রদান করা যায় বটে, কিন্তু তার দূরত্ব খুব বেশী নয়। তাছাড়া বেতারের সাহায্যে সংবাদ আদান প্রদানে খরচও খুব বেশী পড়বে। তাই বেতার ব্যবস্থা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কাজে লাগবে না।

সন্দেহ কে তে উঠলেন কিন্তু মার্কনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন না। সন্দেহ নিরসনের জন্য রাদারফোর্ডের উপদেশ মতো মার্কনি সংবাদপত্রের কাছে বলেন যে, তিনি বেতারের সাহায্যে সংবাদ আদান প্রদান করবেন। কেবল সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা নয়, ব্রিটিশ ডাক ও তার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও এই ঘটনার এক সাক্ষী হন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ডের চেয়ে মার্কনি অনেক বেশী বিজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি রাদারফোর্ডের ভুলকে ভুল বলে প্রমাণ করতে পারেননি। এই সূত্রে যে তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাসেই শুধু বেতারের উদ্ভাবক বলে স্বীকৃত হয়েছেন তা নয়, বেতার সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। বেতার তরঙ্গ সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কার ও গবেষণার ফলেই বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

১। মোটর গাড়ি নির্মাণে সংখ্যার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সব দেশকে ছাপিয়ে গেলেও ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য থেকে ওদেশে বছরে পাঁচ লক্ষ মোটরগাড়ি আমদানী করা হয়। ২। শৈবালের নাম একপ্রকার সাধারণ ঘাসের মতো আছে যা পৃথিবীর আদিকাল থেকে প্রীষ্মপ্রধান এবং শীতপ্রধান উভয় অঞ্চলেই জন্মে কিন্তু মেরু অঞ্চলে কোনো শৈবাল জন্মে থাকে। ৩। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, ঠাণ্ডায় জমিয়ে এক ফোঁটা জলকে সম্প্রসারিত করলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তার দ্বারা সমগ্র পৃথিবীটাই তুলে ধরা যায়

বেতার উদ্ভাবনে তৃতীয় দাবীদারের কথা মার্কনি ও রাদারফোর্ডের মৃত্যুর পর শোনা যায়। মার্কনি পেটেন্ট নেবার ষাট বছর পর রুশিয়া থেকে এই দাবি উত্থাপন করা হয়।

মস্কো থেকে প্রচারিত সরকারিসূত্রে এই দাবি করা হয় যে, ১৮৯৫ সনের ৭ই মে রুশ বৈজ্ঞানিক আলেকজান্ডার পোপোভ বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের একটি যন্ত্রের কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করেন। বলা হয় যে, ১৮৯৬ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক এক পত্রিকায় পোপোভ এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

খবরটি ষাট বছর পর প্রকাশিত হয়েছে বলে রুশিয়ার দাবি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এটা মোটেই অসম্ভব নয় যে, পরস্পরের মধ্যে দু-এক বছরের এদিক-ওদিকে তিনজন বৈজ্ঞানিকই একটি বিষয়ে অনুশীলনে ব্রতী হয়েছেন, কেউ কারুর কোন খবর না রেখে সেটা অসম্ভব নয়।

ঠিক এমনিধারা দুজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী পরস্পরের কারুর সঙ্গে কোন যোগাযোগ না ঘটলেও স্বতন্ত্রভাবে একই তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। এ দুটোতেও বয়েছে এঁদের একজন হচ্ছেন চার্লস ডারউইন, যিনি যোগাযোগের উদ্ভবের আবিষ্কারক। প্রকৃতির বিবর্তন সম্পর্কিত এই তত্ত্বের অন্য একজন আবিষ্কারক এলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস কিন্তু প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি।

কেপ্টের ডাউন অবস্থানকালে ডারউইন বহু বৎসর ধরে তাঁর বিখ্যাত 'প্রজাতির উৎপত্তি' তত্ত্ব নিয়ে রচনা প্রকাশ করেন।

ঠিক একই সময়ে বের্নিওর সারাওয়াকে ওয়ালেস সম্প্রিপাতিক জ্বরে ভুগতে ভুগতেই যুগান্তকারী যে তত্ত্বটি তাঁর মাথায় এসেছিল সেটি লিপিবদ্ধ করেন। লেখা শেষ করে তিনি ডারউইনকে তাঁর তত্ত্বটি জানান।

ওয়ালেসের পাণ্ডুলিপি পড়ে ডারউইন হতবাক্। পরদিন তাঁর বন্ধু সার চার্লস লায়েলের কাছে লিখলেন: "ওয়ালেস যদি আমার পাণ্ডুলিপির খসড়াটা ১৮৪২ সনে পেতেন তাহলে এর চেয়ে ভাল সংক্ষিপ্তসার রচনা করতে পারতেন না। এমন অদ্ভুত সমাপ্তি আমি কখনও দেখিনি।"

*

ইংলণ্ডের লিসেস্টারে উইলিয়াম আর্নেস্ট উডওয়ার্ড একটি বাইসাইকেল কেনে বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে তাঁর গারেজে রক্ষিত রোলস রয়েস চড়বার জন্যে।

*

পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত সুমেরু মহাসাগর সম্পর্কে এতাবৎকাল যে অস্পষ্ট ধারণা ছিল, বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ক্রমশ তা অপসারিত হচ্ছে। এই চুয়ান্ন লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত মহাসাগর সম্পর্কে প্রথম জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশ পায় ১৮৯০ থেকে ১৮৯৩ সনের মধ্যে প্রখ্যাত ভূপর্যটক নানসেন জাহাজ এই বরফাচ্ছন্ন সাগরে পরিভ্রমণ করে আসার পর। এর আগে ধারণা ছিল তুষারাবৃত মেরু অঞ্চলে মহাসাগর বলতে যা বোঝায় তেমন কিছুরই নাকি অস্তিত্ব নেই। ক্রমে এ-ধারণা দূর হয়েছে এবং প্রকৃত তথ্য প্রতিষ্ঠার করতে বহু লোককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে।

আজ সেখানে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। নিয়মিত কাজ চলেছে সেসব ঘাঁটিতে। কিছুকাল পূর্বে পরমাণুশক্তি পরিচালিত দুটি মার্কিন সাব-মেরিন বরফাচ্ছন্নদিকে সুমেরুর তলদেশ দিয়ে পাড়ি দিয়ে এসেছে। সুমেরুর আকাশ দিয়ে প্রায় নিয়মিত যাতায়াত বিমান চলাচল করে।

সাবমেরিন দুটির একটির নাবিকদের পরিচালক ছিলেন কমান্ডার উইলিয়াম আর এণ্ডারসন। খুবে এসে তিনি জানান সুমেরু সাগর খুবই গভীর এবং গভীরতা বেশী প্রশান্তমহাসাগরের প্রায়-সমতুল। তুলনায় প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতা কম। সুমেরু সাগরের গভীরতম অঞ্চল হচ্ছে ১৫ হাজার ১২৯ ফিট। এ অঞ্চলে সমুদ্রের তলদেশ মসৃণ বন্ধুর। উপত্যকাগুলি ক্রমশ ঢালু বন্ধুরতা বোঝা যায় না।

সুমেরু অঞ্চলের শীতলতা কমল হয়ে থাকে, অনুমানকরা হয় বরফাচ্ছাদনের প্রতিফলনের জন্যে। কিন্তু বরফ এমন ক্রমটি রোধে আছে যে সেই অঞ্চল কোনদিন গরম হবে বলে বিশ্বাস করা যায় না। তবে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে পরমাণবী চালিত জাহাজ চলাচল সম্ভব যে হতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সুমেরুতে আবিষ্কারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে না হাজার ফিট উঁচু পর্বতমালা। রুশ বিজ্ঞানী সোমোভলভ সমুদ্র-নিমজ্জিত পর্বতমালার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করায় তাঁরই নামানুসারে সোমোভলভ পর্বতমালা নামে পরিচিত। এই পর্বতমালা সুমেরু মহাসাগরকে দুটি বিরাট বিস্তৃত অববাহিকায় বিচ্ছিন্ন করেছে। এদের একটির গ্রেটব্রিটেনের ঘাঁটির কাছ বরাবর সেদিকে যেতে সেই দিকগামী প্রশস্তটি তার বিপরীত গামী। যুক্তরাষ্ট্রের দিকে প্রবহমান ধারাটি প্রশস্ত অববাহিকাটির তুলনায় উষ্ণতর।

সুমেরুকে ইংরাজিতে বলে আর্কটিক। আর্কটিক শব্দটি গ্রীক শব্দ আর্কটস থেকে, যার অর্থ উত্তর দিক, গ্রহণ করা হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে গ্রীক ভূপর্যটক পাইথিয়াস বিস্তর পরিভ্রমণ করে বাল্টিক সাগরের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলেন।

সাধারণ সমুদ্রের জল লবণাক্ত, কিন্তু আমেরিকা ও সাইবেরিয়ার বড় নদীগুলি সুমেরু সাগরে এসে পড়ায় এই সাগরের জল লবণাক্ত নয়। সারা বছর বরফাচ্ছন্ন থাকলেও জীবজন্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সীল, তিমি প্রভৃতি মৎস্য জাতীয় সামুদ্রিক জন্তু, শ্বেতাভ কাঁকড়া ও প্রবাল কয়েক প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। শ্বেত ভালুক ও শ্বেতসারসের অস্তিত্বও পাওয়া গিয়েছে এবং ১৯৩৭ সনে রুশীয় অভিযাত্রী দল উড়ন্ত পাখি দেখে গিয়েছেন।

*

এক শ্রেণীর ঔপন্যাসিক এমন হস্তাক্ষর নির্মাণ করেন যে, তাঁদের লেখা ছাপা অক্ষরের সঙ্গে সামঞ্জস্য কোন কোন হস্তাক্ষর হস্তাক্ষর বিশারদ কাকে বলে তাই নিয়ে সন্দেহ হচ্ছিল। অনেকে লেখা থেকেই লেখকের স্বভাব বলে দিতে পারেন।

সাধারণত লোকে অভ্যাস করে পরে না কিন্তু লেখকের সময় সময় অনিচ্ছাকৃত অক্ষরটি নির্ভুলভাবে থাকে। যেমন ধরা যাক, একজন লেখকের লেখায় 'ই' কার হয়ে ওঠে ঈ-কারের মতো। বিশেষজ্ঞ সেক্ষেত্রে লেখকের সমস্ত লেখার মধ্যে ঐ ধরনের ঈ-কারের সন্ধান করে থাকেন। একজন হস্তাক্ষরবিদ বলেন, তাঁর কাছে একটি লেখা এসেছিল যার প্রতিটি 'ই' কার ঈ-কারের মতো। এক্ষেত্রে তাঁর কাজটি খুব সহজ হয়ে যায়। ও শ্রেণীর লেখা সুস্পষ্ট লেখকের মতো প্রতিপন্ন হয় না।

লক্ষ্যের এক প্রধানের মতে নিখুঁত হস্তাক্ষর অনেকের পক্ষে সম্পূর্ণ এক মনোবিজ্ঞানী জানান যে বেশীর ভাগের লেখা পরীক্ষা করে তিনি দুশো বিশেষজ্ঞ কাজ তিনি মাত্র তেইশ জনের লেখায় পেয়েছেন। এঁরা হচ্ছেন লেখার মধ্যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশের প্রবণতা যাঁদের তাঁরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে সক্ষম।

হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞদের একজন বলেন যারা বড় বড় অক্ষরে লেখে তারা সাধারণত হয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সহজ কথা বলার সময় সহজবোধ্য। তিনি বলেন যারা খুব মোটা অক্ষরে লেখে তারা হয় অসৎপ্রকৃতি বলেন তিনি স্পষ্ট স্বভাবের। কারুর মতে হস্তাক্ষরের ধরন উত্তরাধিকারীর সূত্রে পাওয়া যায়। আর একজন চার্লস্টনের নামক এক বিশেষজ্ঞ একই পরিবারের বিভিন্ন লোকের হাতের লেখা পরীক্ষার দীর্ঘকাল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তিনি বলেন কোন কোন ক্ষেত্রে লেখার মিল এমন যে কোনটা কার লেখা ধরা মুশকিল হয়ে পড়ে।

# চিত্রপ্রদর্শনী

## চিত্রপ্রদীব

২৩শে মার্চ থেকে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত বেঙ্গল আর্টিস্ট এসোসিয়েশন-এর বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের সম্মেলনের অনুষ্ঠান সূচীর [illegible] আমরা এখানে দেখতে পেলাম যাঁরা এই [illegible] নিয়মিতের শ্রেষ্ঠী অথবা একেবারে [illegible] প্রদর্শনীতে [illegible] কারণ [illegible] কোনও [illegible] প্রদর্শনীতে [illegible] এঁরা এই সম্মেলনী প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছেন। চিত্রশিল্পী মহলে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের যে সুনাম [illegible] এঁরা সেই সম্মেলনের [illegible] প্রদর্শনীতে [illegible] ছবি [illegible] প্রদর্শনীতে [illegible] নির্বাচনের [illegible] নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচন [illegible] ছবি [illegible] প্রদর্শনীতে [illegible] ছবি [illegible] [illegible] [illegible]

প্রতিবেশী—১, প্রতিবেশী—২' এবং 'বন', মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর 'ডামী' এবং 'শ্রাবণ সন্ধ্যা', কমলা রায়চৌধুরীর 'সূর্যমুখী', অমিতা রায়চৌধুরীর 'মন', সন্তোষকুমারী ঘোষজায়ার 'গোলাপী পোশাকে মহিলা', অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর 'চুম্বন', নিখিল বিশ্বাসের কালি-কলমের স্কেচটি, শৈলেন মিত্রের 'সূর্যমুখী', ভানুসিংহের মন্দির' এবং 'চিত্রবিন্যাস', গণেশ হালোই-এর 'ওরা কাজ করে', কল্যাণী চক্রবর্তীর 'মৃত্ অমিতা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' অবলম্বনে রচিত চিত্রটি, গৌরগোপাল

গোয়ালিনী —বিজন চৌধুরী

সান্যালমশায়ের 'সন্ধ্যা বৈঠক' এ 'কৃষ্ণকলি'।

সর্বশ্রী অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাত রঙে এখানে প্রদর্শিত করা হয়েছে অনিলকুমারের এ সবের বিষয়বস্তুর মধ্যে সেতারের বড় এবং নাচের বড়। কিন্তু তারা আকস্মিকভাবে ছবি মধ্যে ? আমার প্রতি লক্ষ্য করবার জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এই কয়েকটি বড় বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। আমিও এর আর দ্বিমত প্রকাশে বর্তমানে সমর্থক। মাত্র যখন কিছুকাল আগে তিনি ইন্দোনেশিয়ে চিত্রবিদ্যা চর্চা করতে গেছেন সেখানে নিয়েই তাঁর রচনাভঙ্গী এ সম্পূর্ণভাবেও অনেক পরিবর্তন ঘটে এখানে যে কয়টি রচনা আমরা দেখতে পেলাম, তার বেশীর ভাগই ইন্দোনেশিয়ে থাকাকালের রচনা। রচনাগুলি বিশেষ সাধারণের রসে পরিপূর্ণ এবং বিশিষ্ট।

আরেকজন শিল্পীর রচনা আমরা এখানে দেখতে পেলাম, যিনি বয়সে বর্তমানে তরুণ নন। এঁর নাম নিখিলকুমার নিখিলকান্ত কবি হিসেবেই পরিচিত। এ সময় ইনি অত্যন্ত কর্মচঞ্চল শিল্পী ছিলেন। খুব কম বয়সেই ইনি ছবি আঁকা ত্যাগ করেছেন কোনও কারণে যে রচনাটি এখানে রাখা হয়েছে, তা এ তরুণ বয়সেরই কাজ।

পরিশেষে চিত্রকলা এবং চিত্রকরদের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন করার জন্যে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, এর পর থেকে প্রতি বছরেই এঁরা চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন।

ইন্দ্রাণী, বৌমানি, দেবেশ, দীপক, অনীতা, সেই কবি যাকে অনীতা ভালোবেসে বিয়ে করেছে—ওরা সবাই কতো ভালো আছে, আহা ওরা সবাই ভালো থাকুক।

**বুলা? বুলাও নিশ্চয়ই ভালো থাকবে। থাকবে কি ভালো?**

**আর আমি? আমার জন্যে পৃথক কোনো প্রার্থনা নেই। আমি নিজের জন্যে দুঃখ জমা করে রাখিনি আলাদাভাবে। কেন না, আমার অস্তিত্বের সবটুকুই যেন বুলার জন্য:**

যে বুলা নিজেকে বোঝে নি, বোঝবার কথা ভুলেও যার মনে হয় নি, যে শুধু একটা অনিবার্য জীবনগতির তাড়নায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে ছুটে ছুটে বেড়িয়েছে, সেই বুলাকে আর সকলের মতো আমিও বড় হতে দেখেছি। তবে অন্যের চেয়ে আমার দেখাটা আলাদা জাতের:

**ওই রকম খোপা-খোপা কোঁকড়া চুলের চালচিত্র আঁকা সুন্দর একখানি মুখ। বিলিতি অর্গ্যান্ডির ফ্রকের কোঁচড়ে ডাঁশা-পেয়ারার সঞ্চয়। কোঁচড় বানাতে গিয়ে ওদিকে ঝালর-দেওয়া হাঁটুর কাছে কুঁচি-লাগানো ইজের বেরিয়ে পড়তে পারে। ওই বয়সের বাড়ন্ত গড়নের ফর্সা মেয়ের উরু—যে দেখবে তার লজ্জা হতে পারে,—চোখ সে সরিয়ে নিল, কিম্বা নির্লজ্জভাবে দেখতেই থাকল সে-খবর বুলার জানা থাকে না।...**

বছরে বছরে ওর রূপ বলেছে—হয়তো সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়েছে!—

**না, না, বুলার রূপের মূল্যমানে তারতম্য কখনো ঘটেছে ব'লে আমি মনে করি না।**

**আশ্চর্য, ওকে যখনই সেভাবে দেখেছি তখনই মনটা খুশিতে উপচে উঠেছে।...**

এই বিচিত্র বুলাকে কেন্দ্র ক'রেই সৃষ্টি হয়েছে **'ইস্পাতের স্বাক্ষর' রচয়িতা**

**গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের**

**নূতন উপন্যাস**

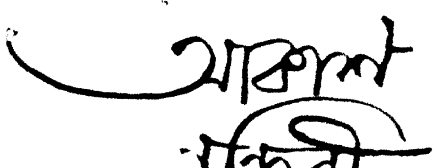

॥ তিন টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ ॥

**গ্রন্থ ভবন** ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

(সি ৩৫০৯)

নতুন ধরনের পোল তৈরী হওয়ার পর জারগাটার চেহারা বদলে গেছে। এধারের খালটাকে আর ডেলা হয় না। টিনের ঘর দুটি ও ওপারের জারগাটা ছড়ান প্রথাও শিরীষ গাছটা কাটা না পড়ত। কিন্তু যারা পোল তৈরী করতে এসেছিল, তারা গাছটাকে রক্ষা করতে পারেনি।

গাছ কেটে সেই জারগা বন্ধ হয়ে গেছে, আর তার সঙ্গে খালের পুরোনো জেলেী

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ
(জন্মনিয়ন্ত্রণের নব ও পথ)
● সচিত্র দুটি সংস্করণ ●
—সর্বাধিকাধিক প্রচারের উদ্দেশ্যে—
নামমাত্র মূল্যের বাংলা সংস্করণ—

# ত্বকের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য একটি সাবান তৈরী করতে বিজ্ঞান প্রকৃতিকে সাহায্য করেছে

উত্তম নিম সাবান শরীরের ক্লেদ দূর করে' আপনার ত্বককে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখে। উত্তম নিম সাবানে, বিজ্ঞান অন্যান্য বিশেষ উপাদানের সঙ্গে নিমের স্বাভাবিক বীজাণু-নাশক ও নিরাময়ক গুণাগুণ যুক্ত করে ত্বকের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে একটি অপূর্ব ভেষজ সাবান উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে।

উত্তম নিম সাবান

মডেল সোপ কোম্পানী, পি. বি. নং ২২৮৭, কলিকাতা

# বাইশে শ্রাবণ

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

[illegible]

কবির মহাপ্রস্থান

৭ই আগস্ট ১৯৪১

[illegible]

[illegible]

[illegible]

খাটের ডান দিকে চেয়ে একবার হেমলতা দেবীকে দেখতে পেলাম। মাটিতে বসে আছেন। আরো অনেকে কে কে জানিনে।

একটু পরে কবিরাজ বিমলানন্দ এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। খুব কাতরভাবে আমাকে বললেন, আমি কিছুই করবার সুযোগ পেলাম না। যদিও কাল আপনি আবার আমার কাছে গেলেন, তবুও শেষ ওষুধটা আমি দিতে পেলাম না। মনে ভাবলাম, ভগবান যাঁকে ডাক দিয়েছেন, মানুষ তাঁকে কি করে ধরে রাখবে? ওটা শুধু আমাদের মোহ যে, আমরা এটা করতে পারতাম, ওটা করতে পারতাম। একবার ৮টায় ও ঘরে এসে দাঁড়ালো।

একটু পরে কে এসে যেন বলল, দিলীপ[১] বাবু আপনাকে ডাকছেন। আমি বললাম, ঠাঁক বসো, পরে দেখা করবো। আবার খানিক পরে আর একজন এসে বলল, চা খেতে আসুন। বললাম, চা খাই না। কেন এই বারে বারে বাধা? কটা কু সময়ই বা বাকি আছে?

আরো খানিকটা পরে খবর এল, বরানগর থেকে ফোন এসেছে। আপনাকে এখনি বেতে বলেছে। খবর ভাক্তারদি। এইবার প্রথম চমকে উঠলাম। মঙ্গলবারে যখন চলে এসেছি তখন জানে বাধা সবই দেখে এসেছিলাম। তবে উপরে ঐ কথার কোন মানের উপলব্ধি নয়। না জানি এতক্ষণে কী হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম কে ফোন করেছিল এবং কে ফোন করতে বলেছে। শুনলাম প্রীতির সজনীকান্ত দাস[২] শেষ বাঁচি থেকে টেলিফোনের ভার নিয়েছেন এবং তিনিই এই খবর আমাকে পাঠিয়েছেন। অন্যান্যের কাছে শুনেছিলাম, তিনি যদি একবার আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করেন তবে তাঁকে ধরে নেন কেন তাঁকে ঠেকে পাওয়া যায় এবং কে ফোন করেছিল তাহলে বার করা যাবে।

খবর এল যে, ডাইনে পাওয়া যাচ্ছে না এবং আমার কাছে কে ফোন করেছিল তাদের নাম বলে দিতে। কে ফোন করেছিল তার নাম বলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফোন ছেড়ে দিয়েছে। সঙ্গে কবিরাজ ছোট ছোট পা টেনে আসছে। তবে, ওদিকে এতক্ষণ কি সর্বনাশ হয়ে গেল কে জানে। খবর পাবার কিছু নাই। তবে ভাবে এমনও কতক্ষণ থেকে আমার ডাক আসছে না।

সিনেমা টকীজের মোড়ে এসে বসল ট্রেনটি ক্রসিংয়ে চড়া ভাক্তারদি থেকে বলছে। ঘর থেকে বেরিয়ে প্রতিমাদির ঘরে গিয়ে বললাম, এই খবর এসেছে। আমি কাঁদছি। তিনি বিছানায় শুয়ে রয়েছেন। আমার চোখমুখ দেখে মহীর মেয়ের সঙ্গে বললেন, আজ এসো। গিয়ে যেন প্রশান্তকে ডাকো দেখো।

বাকুল হয়ে চাকর অমিয় বোসকে বললাম আমার গাড়ি নেই। এই খবর এসেছে আপনি একবারটি আমাকে পৌঁছে দিন। তিনি তখন কবির ঘরে অক্সিজেন নিয়ে যাবার জোগাড় করছেন। আরো অনেক ডাক্তার উপস্থিত। অন্য কার উপরে যেন ভার দিয়ে তাড়াতাড়ি খালি গায়েই নেবে এসে আমাদের সুজনকে

মিডল্যাণ্ড সবসময়েই পাবেন

Midland

মিডল্যাণ্ড বাছাই করা ২৭ রকমের ফল, তরকারী, জ্যাম এবং জেলী পরিবেশন করে। টিনে প্যাক করা এর চেয়ে ভাল খাবার হয় না।
এদেশে টিনে প্যাক করা খাবার তৈরীতে এরাই সবচেয়ে বড় তাই সবচেয়ে ভাল জিনিষই এরা দিয়ে থাকে সবসময়।

দেখে নিন এটা মিডল্যাণ্ড তৈরী

প্রস্তুত কারক:
মিডল্যাণ্ড ফ্রুট অ্যাণ্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

একমাত্র পরিবেশক:
কর্ন প্রোডাক্টস কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই

ভারতের এজেন্ট: প্যারী অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

---

১ দিলীপকুমার রায়।

২ শনিবারের চিঠির সম্পাদক ও সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস।

পাড়িয়ে তুলে নিলেন। ঠিকপথে পার হয়ে সেই বিবেকানন্দ রোডে পড়তেই দেখি সহাস্যবদনা ডাক্তার লক্ষ্মীদেবী চাটুজ্যে পাশাপাশি নিয়ে ভোড়সাকো চলেছেন। তাঁকে দেখে ঘনিষ্ঠসম্বোধনে ছোট্ট ঠিক হাঁক পাড়িয়ে উঠে পড়লাম।

আমাদেরকারের মোড় এসে সহযাত্রিণী বললেন, কাল চায়ে নিমন্ত্রণ রইল, আসতে পারবেন? সাইও ফ্যাকেক একসঙ্গে ঘিরে ধরেছি। ফ্যাকেক ঘিরে বলছি উৎসাহের ঘোড়ায়। তবু মনে হচ্ছে একটা ঘোরপ্যাঁচ আছে। সকালেই সকলে হয়ে সাদা ভাষায় সকলেরই এই নিয়ে দু-একটি করে প্রশ্ন এবং উত্তরে সকলে একটা নিশ্চিন্ত হয়েছি একটা অজানা বিষয় সম্বন্ধে। সন্ধি হয়ে ফাঁক করে হাত বাড়িয়ে ঠিকের নিয়ে যেতে উপরের ফোকর দিয়ে ঢোকে দেখেছি।

সন্ধি ফোকরে নিকটে নিয়ে সাদা ঘণ্টা ঘণ্টি ঘণ্টা নিয়ে ঘোরাতে হচ্ছে। সাদা ঘণ্টা ঘণ্টি ঘণ্টা নিয়ে ঘোরাতে হচ্ছে। এই সময় ঘণ্টা ঘণ্টি ঘণ্টা নিয়ে ঘোরাতে হচ্ছে।

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
দেশী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা ৭

যখনই সম্ভব — বিশেষ করিয়া
সকল আনন্দ উৎসবে
যক্ষ্মাক্রান্ত ভাইবোনদের নিরানন্দ
জীবনের কথা মনে করিয়া
তাহাদের কল্যাণে যথাসাধ্য
দান করুন!
কুমুদশঙ্কর রায়
যক্ষ্মা হাসপাতাল
প্রতি পাঠকের নিকট কৃপা সাহায্যের আবেদন করিতেছে—অপরদের সমবেত সাহায্যে আরো কয়েক শত রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্ভব হইবে।
প্রবাসী বাঙালীদের নিকট বিশেষ আবেদন জানাইতেছি।
কুমুদশঙ্কর রায়
যক্ষ্মা হাসপাতাল
বালবপুর, কলিকাতা-৩২
১৮

ধবল বা শ্বেত
শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্র উজ্জ্বলবর্ণের অস্বাভাবিক লাল, ফুলা, আঙ্গুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত রোগীর ও বাহা ঘরে বসে নিরাময় করা হয়। অর্থ পূর্বে প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন।
হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, পোঃ হাওড়া ফোন : ৬৭-২৩১১, শাখা : ৩৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)

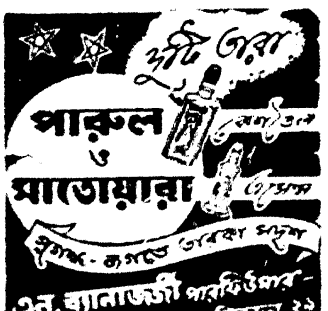


এক-একটা দরজায় এক-একজন পাহারা। ভিতর থেকে দরজার ছিটকিনি সত্ত্বেও হাত দিয়ে ঠেলে ধরে রাখা হয়েছে। তবু বাইরে থেকে প্রাণপণ ধাক্কানি আর উন্মত্ত চিৎকার —দরজা খুলে দিন, আমরা দেখবো।

তাড়াতাড়ি করে আমরা কাপড় পরানো শেষ করলাম। নাতনীই সাজালো, নাতবৌ আর আমি সহায়তা করেছি মাত্র—এই আমাদের শেষ সেবানিবেদন কবির পাশে।

জনতার উন্মত্ত কোলাহল সমুদ্রগর্জনের মতো কানে আসছে। ঘরের মধ্যে প্রদীপশিখা স্তিমিত বিরাজমান। কবি চিরনিদ্রায় মগ্ন। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীতে দেহের কোনো কালের চিহ্নমাত্র নেই।

সদ্য বেনারসীর ক্রোড়ে, কপালে চন্দন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চারপাশে শুভ্র ফুলে সজ্জিত হয়েছে। মোহে মানসের ঘুমের গভীর ঘোর আত্মভোলা। শুভ্র কেশ শুভ্র বেশ নিশ্চিন্তে হয়ে অনিন্দ্যের ঘুমোচ্ছেন। কোথায় গিয়েছে আমাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। প্রসন্নবদনে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছি।

এইবার হবে অন্তিমের কর্তব্যের সমাপ্তি। দরজা খুলে দিতেই প্রবেশ করলো বন্ধুস্থানীয় সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ালো। একটির পর একটি বৃদ্ধুস্তোত্রের ইচ্ছে কারা করছেন সেদিকে লক্ষ্য নেই। সাদা ও রক্তাভ গোলাপ শুভ্র মন্দার পিতৃনিবেদনের জন্যে তুলে অনিন্দ্যের ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাজানো হচ্ছে ফুলেই ফুলে। এই রকম কোনো একটি মহাযাত্রার অনিন্দ্যর পরিপূর্ণতার কথা। অথচ ওঁরই জন্যে আজ নিতে হয়েছে ওঁকে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার ভূমিকা।

এইরকম যখন অবস্থাতে বাস করছি হঠাৎ, ও এসে আমাকে বললেন—অনিন্দ্য আমার আজ পূর্বদেবীকে কি অনিন্দ্যনিকেতনে নিয়ে যেতে পারবো না?

মনে পড়লো পূর্বদেবের বার বার আমাকে সাক্ষ্যনিমন্ত্রণ—তুমি যদি আমার কবিতা বন্ধু হও, তাহলে দেখো আমার যেন কলকাতার উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে জন্ম বিদেহকবির কি জন্য জন্য রবীন্দ্রনাথের জন্য বলে মাতৃমন —এই রকম জন্মধ্বনির মধ্যে সমাপ্তি না ঘটে। আমি ছোট্ট শান্তিনিকেতনের উদার মাটির মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের তলায় আমার ছোটোমেয়েদের মাঝখানে। সেখানে জন্মধ্বনি থাকবে না, উন্মত্ততা থাকবে না। থাকবে শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতির সমাবেশ। প্রকৃতিতে মানুষে মিলে মেশে আমাকে অনিন্দ্যর পাবেন। আমার সেই অনিন্দ্য-নিকেতনের মাটিতে মিশিয়ে যাবে—এই

আমার আকাঙ্ক্ষা। চিরকাল জপ করেছি 'শান্তম্'। এখান থেকে বিদায় নেবার আগে যেন সেই 'শান্তম্' মন্ত্রই সার্থক হয়। কলকাতার উন্মত্ত কোলাহল, জন্ম-মৃত্যুর কথা মনে করলে আমার মরতে ইচ্ছে করে না। তোমাকে সব বলে রাখলুম আগে থেকে।"

পাণ্ডুলিপিতে আজ বার বার তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছি। মনে মনে বলেছি, কোনো ইচ্ছে পূর্ণ করতে আমার সাধ্য যে কুলোয়নি। প্রণাম যখন করলুম, মুখে বাক্যস্ফুরণ তাঁকে প্রণাম করে ফুরিয়ে হয়ে গেলো। এইটিই কবির ইচ্ছে ছিল।

খানিক পরে তিনি ফিরে এসে বললেন—না বলা হয় না। সবাই বলছেন অনিন্দ্যনিকেতনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এখানেই সব আয়োজন হয়ে গিয়েছে।

এই সময়ে সে কথা তো আর পুনঃ করবার নয়। শুধু, সকলের আজ আমার অসুস্থ শরীর এবং বয়সটার কথা ভেবে একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই আমিও নিশ্চিন্ত। আজ শুক্লাচতুর্দশী রাত্রি সমস্ত থাকবেন। তাঁকে বিদায় দেবার যেমন করেই হোক কবির ইচ্ছে পালনের ভার অনিন্দ্যনিকেতন নিয়ে নেবেন। অনিন্দ্যের পুত্রেরা যে আমাদের আজ নিশ্চিন্ত করেছে।

রাত্রে ঘুমোবার সময় একবার আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে থেকে সেই বেদনার সঞ্চিত্র রস টুকে নিয়ে চলে গেল। বেদনায় বাক্যহীনতা সেইখানেই সহজ হয়ে বসে রইলুম। শুধু কানে আসতে লাগলো জয় কবিকবির জয় জয় রবীন্দ্রনাথের জয়, জয় মাতৃভূমি।

১৪ই শ্রাবণ ১৩৪৮ অন্তর্পণ

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বারের আজ শ্রাদ্ধের বছর পূর্ণ হল। আবার সেইদিন ফিরে এসেছে কিন্তু সেদিনকার উৎকণ্ঠা উত্তেজনা আজ আর মনে নেই।

রাত থেকে মাঝরাত অবধিকার পরেকার দিনগুলো আজ আবার মনের মধ্যে ভিড় করে এসে দাঁড়ালো। সেদিনকার সব হাসাকান্নার, আনন্দে উচ্ছ্বসিত মুহূর্তে-গুলি অন্ধকার পার হয়ে জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ হবার জন্যে বিদেহকবির বন্দিত-চিত্তের কৃপণ—সেই ছেলেবেলা থেকে মনে পড়ছে। সবার আগে স্মরণ করছি, প্রণাম করছি সেই দেবতাপরাণ, অনন্যসাধারণ মানুষটিকে, যাঁকে ঘিরে আমাদের জীবন আলোকিত হয়েছিল, প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তাঁর সৃষ্টি দিয়ে আমরা দেখেছি, তাঁর ভ্রবণ দিয়ে আমরা শুনেছি, তাঁর বাক্য দিয়ে আমার মনের কথা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাঁর জীবনের সাধনার

৭ প্রমথনাথ সেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র।

ধারাটিকে কি অভিধায় অভিহিত করবার ঠিক ক্ষণ নিরূপিত?

তাঁর কাছে ধর্ম যার পরিচয়, মানুষ না থাকলে জীবনের কোনো মানে নেই। মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে না দেখলে অন্তরতর মর্মার্থ ধরা যায় না। এই জীবন মন্থনের থেকে নিরেই জগৎ সভা হয়ে উঠছে। কিন্তু বেদিন প্রিয়জনকে কেড়ে নেবার জন্যে নিজের জীবনে মানুষ সমাজে এসে দাঁড়ায় সেদিন কি রবীন্দ্রনাথের মনে নিশ্চিন্তে নিজেকে সমর্পণ করেছি—কবি না ওর ভেতরকার ওর পরিচয় মানে চলিত মানুষটির অন্তরে প্রবেশ করে মানুষ যে সভা নয় জীবনই সভা সেকথা বলে সেই সমাজের মনে বসবার অনুরোধ কিন্তু সে সভা কি অন্যায়ের জীবনে কোনোদিনও প্রশ্রয় করতে পারবে? আজ এই প্রশ্নটাই মনে বারে বারে উঁকি মারছে।

অবশ্য সমাজ রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে পরিবর্তন এনেছে—তাঁর মৃত্যুর ১৮ বছর আগে আজ ১৯৪১ সাল—অনেকের মনে হবে তাঁর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ কতটা প্রাসঙ্গিক তাই নিয়ে আলোচনা করা হয়তো অবান্তর হবে।

এই প্রশ্নটাকে সামনে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সমস্ত সম্পর্কের ইতিহাসকে আলোড়িত করবার দিকে অনেকের চোখ সেই প্রশ্নটার দিকেই সজাগ হয়ে উঠেছে সেই সমাজের সমস্যা; যেখানে বাঁর ছিলেন বলেই আজও বিশ্বজনের এত জনের মনের কাছাকাছি তাঁর, প্রয়োজনের হয়ে—সেই? আর উত্তরগুলো সেই সকলেই আমরা এক এক ভাবে ভাবছি। সমাজ সমাজ অন্যায়ের অনিবার্য পরিণাম বলেও কারো কারো মনে হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র জীবনের দুঃখহীন ঐশ্বর্যের ইতিহাসও অনিবার্যভাবেই আমাদের চোখের সামনে রয়েছে।

আর তাছাড়া জীবনের অনিবার্যকে জানার কোনো শেষ হয় না—তাই আমাদের মনে আজো অনেক প্রশ্ন জাগছে, মিথ্যে জেনেও অনেক অন্যায়কে আমরা সহজ পরিচয়ের করে নেবার পারে। তাঁর সাধিতা সাহিত্যে, সমাজ, রাষ্ট্র-সাধনার মধ্যে রাজনৈতিক মতামত, স্বদেশপ্রেম, সমাজচেতনা প্রভৃতি, তাঁর অভিনয় শিক্ষার প্রণালী, সব কিছুই জানা যাবে তাঁর রচনার মধ্যে নিয়ে কিন্তু যারারা রবীন্দ্রনাথকে বাঁধা ছোঁয়াতে, তাঁরাই শুধু জানাতেন যে, তাঁর লেখা এবং নৈমিত্তিক জীবনযাত্রার মধ্যে কোনো ঐক্যসূত্রের ছেদ ছিল না। যে আদর্শ তিনি প্রচার করেছেন, সেই আদর্শ তিনি শেষ পর্যন্ত জীবনেও পালন করেছেন। তাঁর আন্তর্জাতিক মনীষাকে তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে রূপ দিয়ে গেছেন। সে আদর্শকে ধারা বহন করে নিয়ে যাবার ভার তাদের উপর পড়লে সুকঠিন হবে সেকথা যে তাঁরা এই বড়ো সম্ভাবনাকে ভোগে দেখতে পেলে না। আমরা ধরা যে, এই সুকঠিন সুযোগ নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ আজ বিশেষ করে তাঁর চরণে তাই কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

আমরা যারা রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে কমী ভিন্ন মানুষকে তাঁর কাছে কাছে থেকেছি তাঁকে দেখা করেছি, তাঁর সেবা পেয়েছি, তাঁকে ঘিরে আমাদের সকলের জীবন সফল হয়ে উঠেছে, নিশ্চিন্তে বোঝাতে এবং তাদের নিশ্চিন্ত, তাঁর শান্তিপূর্ণ ভরা বিশ্বভারতীর সাধনার মধ্যে মানুষকার সাঁপ্রয় হয়ে রইল, আমরা জানি যে আমরা রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আমাদের সেবার জীবনে খুঁজে পেয়েছি।

সেই আমাদের জীবন সাধনা আজ এক ভয়ানক এই সত্যকে আমরা না মেনেছি—এই আমাদের সত্য আর আজও সে সাধনাকে মন্থন আমরা পালন করছি—এই আমরা সে জীবন।

আর যাঁরা সেদিন কোনোদিনও সত্যের না যারা সত্য আমাদের সাধনার বিশ্বাস করে সত্য হবেন আমাদের বিশ্বাসের অন্তরালবর্তী কোথাও সত্য যে ছবিটিকে আমল না করি—এই একান্ত কামনা।

বিশ্বভারতীর সমিতি-কাহিনীর সঙ্গে আজকের দিনের প্রধান তাঁরই চরণে নিবেদন করছি, তিনি নিজের জীবন দিয়ে সাধনার দিকে নিয়েছেন আশ্রমের সত্য মূল্য কোথায়।

"জগতে সত্য নিত্য সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।"

সমাপ্ত


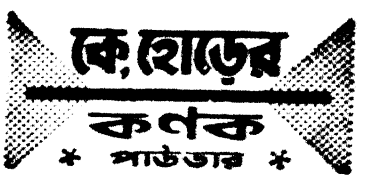


বিনা অপারেশনে হাইড্রোসিল ও কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ
অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা
ডাঃ কে, সি, হোড় এম বি ডাক্তার।
কে নবকুমার আরোগ্যশালা (স্থাপিত ১৯১৬)
হাসিমারা ও জলপাইগুড়ি জেলার সর্বাপেক্ষা
পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ফোন—৩৩-৬১৪০
(ঈ ২৮৬১)

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাকলা
ডাকার গাত রেজিঃ নং ২১৮৩৪৪
সর্বসাধারণ লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, অজীর্ণ, বুকজ্বালা, মাথাধরা, অরুচি, অম্লনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও আমাদের সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ। ৩২ তোলার প্রতি বোতল ৩ টাকা, একত্রে ৩ বোতল—৮।। আনা। ডাঃ মাঃ ও প্যাকিংয়ের পৃথক।
দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস—আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি) ব্রাঞ্চ—১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

কাজল নিম
দৃষ্টিশক্তি ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক
এস, মেহের এলাহি মোঃ সফি
৩৭, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-১
মূল্য - ৫০ নঃ পঃ। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দোকানেও পাওয়া যায়

## ঘন ঘন চুল পরিষ্কারের জন্য

টাটা-র

# কোকোনাট অয়েল শ্যাম্পু

## ব্যবহার করুন

- খাঁটি নারকেল তেলে তৈরী
- ময়লা, ধুলোবালি ও বাসি তেল দূর করে
- সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়
- চুলের গোড়া পরিষ্কার রাখে ও চুল চকচকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে

দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

# প্রথম কদম ফুল

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৯

কী হবে নতুন নতুন লাগছে। কী হবে ভয় হচ্ছে। এই, ভয় ভয় ভালোবাসাই সৃষ্টি নতুন নতুন এই, বিচ্ছেদ বিরহের ভয় ভালোবাসাই সৃষ্টি করেছে। ভালোবাসার ভয় সৃষ্টি এই তুলসী। তুলসী বিছানায় জেগে চুপচাপ শুয়ে থাকে সৃষ্টি তোলে। ভয় ভয়ের ভয়ে। নতুন ভয়ে নতুনের ভয়ে ভয়ে ভয়ে বিশ্বাস নতুন বিশ্বাসের বিশ্বাস ভয়ে ভয়ে সৃষ্টি করেছে। ভয় ভয় ভয় নতুন ভয়ে নতুন ভয়ে নতুন ভয়ে নতুন ভয়ে ভয়ে ভয়ে ভয়ে ভয়ে।

ভয়ে ভয়ে নতুন ভয়ে ভয়ে ভয়ে ভয়ে ভয়ে

চাদর। শতরঞ্জির উপর আধময়লা একটা শাড়ি বিছানো। তার ওপাশে চাদর আর কার কাছে থেকে চেয়ে চিন্তে আনা একটা আলোয়ানে তার শেষ। অনেক, অনেক জোড় তেপি আছে কাথাতে।

ঘর অন্ধকার করে দিয়ে নিজের বিছানায় ঢুকল সুকান্ত।

সে-ও নতুন হয়ে জানে।

সম্ভ্রমে নতুন, কাছটায় নতুন, উপেক্ষায় নতুন।

'আপনার অনেক জোড়।' এ কথাটা শীলাক্ষরও বলেছে, কাকলিকে নিয়ে পথে এসে।

'জোড়' কার উপরে? কাকলির হাসল।

'বয়সের উপর। আপনি বলছেই একবার মাইনে ও নিশ্চয় কিছু বাড়িয়ে দেব।'

'আমি বলেছি?'

'আমার তো তাই মনে হয়। আমি সুকুমার বলেছিলাম বলতে।'

'বলেছিলাম? কি বলি—'

'আমার মনে হয় বলেছি। যে ভুল দিয়েছে, সে ভুল নিয়েছে।'

'কিন্তু এমনও হতে পারে, সে ভুল দিয়েছে, তোমার ভুল হয়নি।'

'সেটা হয়ে পারে। কিন্তু তাই হোক, এমন আমি মনে করছি। এবার নিজে ভুল না হোক, আপনাকে নিতে হবেই।'

'না, সে-কথাই তো ওর বন্ধু, আমি নেই নই।' কাঁপা-কাঁপা অসহায় সুর করল কাকলি।

'এ সংসারে তুমি আপনি হলেন। আপনি হয় হবেন।'

'সেটা হবেন।' সে আমি আপনাকে।' মুখ নিচু করে সোফার হেলে ক'কলির।

'তাই হোক। এই বাড়িতে ওঠা করে ছাড়লেন। আমার বাড়িতে আমার আপনজনের মতো উপেক্ষিতের হয়ে তাদের আমি নিমন্ত্রণ করেছি।'

'আর সেই নিমন্ত্রণ পেয়ে তারা ওপরে ঘাড় কাত করে আপনাকে অপমান করেছে।' সকলে সেই কথা বলে বলে বলে না।

'এমন কিছু হয়ে এখনও নয়। হয়েই হবে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হবে। তাদের নিমন্ত্রণ করে আমি অপমান করেছি। এখন তাদের অপমান করবার পালা।'

'আমি কি করতে পারি?'

'কিছু না। শুধু আমার সঙ্গে থাকা। আমার সঙ্গে থাকা।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে থাকলে তারা আমাকে আরও বেশি অপমান করবে।'

'সে অপমান করবার অধিকার তাদের আছে। তারা আমার আত্মীয়। তাদের ভিতর দিয়ে আমার অপমান করবে। তাদের ভিতর দিয়ে আমার অপমান করবে।'

'আমি কি করতে পারি?'

'কিছু না। শুধু আমার সঙ্গে থাকা। আমার সঙ্গে থাকা।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে থাকলে তারা আমাকে আরও বেশি অপমান করবে।'

'সে অপমান করবার অধিকার তাদের আছে। তারা আমার আত্মীয়। তাদের ভিতর দিয়ে আমার অপমান করবে। তাদের ভিতর দিয়ে আমার অপমান করবে।'


৫০ বছরের ওপর
ভারতের গৃহ ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে
বিশেষ সমাদৃত

শালিমার
উডকোট
সংমিশ্রিত রঙ

কাঠের জিনিসের ওপর ঘরে বা বাইরে ব্যবহার করা যায়— অসাধারণ টেকসই ও ফেটে যায় না।

* স্টীলের তৈরী জিনিস ব্যবহার করুন শালিমার স্টীলকোট।

শালিমার
লাস্ট্রল
অ্যালুমিনিয়ম পেইন্ট

আবহাওয়ার ক্ষতি থেকে জিনিসপত্র রক্ষা করে এবং চক্চকে রঙের (সাদা) ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখে।

be BRIGHT- say SHALIMAR

SHALIMAR PAINT, COLOUR & VARNISH CO., PRIVATE LTD.
Calcutta · Bombay · Madras · New Delhi · Kanpur
(রঙ্গরেখা ও শিল্পের রঙ্গপরীক্ষাগারী)

শিশুর। চোখের চাউনিতেই মনের অবস্থা নির্ণয় করে ওরা চলে যাচ্ছে, ওরাও যেন বুঝতে পেরেছে তা তুচ্ছ একখানা খড় ছাড়া কিছু নয়।

কী একটা অসহ্য অভাবের জ্বালায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছোকরাটাকে ডেকে ধমক দিয়ে বলে,

—যা আবার।

একসঙ্গে অনেকটা দূর হেঁটে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তবু ওরা যত অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ততই ধীরে ধীরে চলতে থাকে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হাতটা ধরে ফেলল শীলাদের। 'কী করে খেলেন? কে দিল?'

সত্যবতী শীলাদেরকে হাতে চাঁদমালা করে নিয়ে নিচে কার্তিক বসাক। মিথ্যে বলবে বেন, বলেনবাবুই পাইয়ে দিয়েছেন। ওঁর ভেলেমানুষের জন্য। সত্যিকথাটা।

না, মিথ্যে বলবে কেন? কার্তিকের বেন ছিপে করবে? ওর সাধ্য কোথায়? বরং এ তো ভালই করল। কার্তিক জানে আসল ব্যাপার। যখন নিজের জন্যে ঘোরাঘুরি করছে ওকেও পাইয়ে দেবে।

ছোট্ট সংসারটা মুহূর্তে পাল্টে গেল শীলাদের

# ব হু মূ ত্র রোগীদিগকে বিনা খরচায় পরামর্শ দান

প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি বের হইতে থাকে বলা হয় ডায়াবিটিস মেলিটস (Diabetes Mellitus) এবং চিনি ছাড়া সাধারণ প্রস্রাব হইতে থাকে বলা হয় ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (Diabetes Insipidus)। রোগে রোগী এই রোগে ভুগিয়া থাকেন তাঁহাদের সিফিলিস ও ক্ষয়, প্রস্রাবে বেড়ে হার সমস্ত শরীর বেদনাবোধ করেন শারীরিক ও মানসিক অবসাদের কারণ আপনাকে অকাল বৃদ্ধ বলে হয়। তখন বিনা ব্যয়ে আমাদের চিকিৎসালয়ে আসিয়া ব্যবস্থা লইয়া যাইবেন। ইহাতে আপনার কোন খরচ নাই। ডাকযোগে ঔষধ লইতে হইলে ডাকমাশুল লাগিবে। ঔষধ সেবনের সময় কোন কুপথ্য করিতে হয় না। ইহাতে আপনার কোন ক্ষতি হইবে না। ইহা ছাড়া আমাদের চিকিৎসালয়ে ধাতুদৌর্বল্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, অকাল বার্ধক্য, অজীর্ণ, অম্বল, বাত, হাঁপানি, কাশি,

প্রথমে দেখবার না। পরে সুযোগ করে, সম্পূর্ণে আরও দেখবার না। কী ভাবে দেখবে কী না তাই ঠিক করে। তার নিজেকে কেবল পরিবেশটাকে দেখবে না তাকে অনুভব করে।

এর পরে হবে মুখোমুখি ডিসপোজ করল সুকোশলে।

ছাড়ে আসে। মুখোমুখি উত্তর কার্তিকের। সীমা হজনী কাউল দৃষ্টান্ত।

সহজিক সমাজে উঠে। সিনেমা নিয়ে সেখানে মুখোমুখি এসেছে এসে কার্তিক সঙ্গে প্রশ্ন করে সীমা এবেলায় বিশ্বাসের সঙ্গে কাটের না বিয়েই করবে, আমার চাকরি রয়েছে।

বলো কি? সীমা? কত চাইবে?' সব প্রশ্নের বড় প্রশ্নটাই আগে এল মুখোমুখির।

'মুখোমুখি বলো। একটি সেক্রিফাইস করতে হবে। তারপরে ছেলের মতন বাড়বেও বলেছে।'

ওরে ছেলে মুখোমুখি, বউয়ের চাকরি

**লাইফবয় যেখানে**

**স্বাস্থ্যও সেখানে!**

আঃ লাইফবয় দিয়ে স্নান করে কি আরাম! আর তারপর গা শুঁকে কত সহজে বোঝা যায়! যার কাছে খুলে বলার কথা না লাগে—লাইফবয়ের জার্মেসেই তো সব খুলে বলবে। তেল চিটচিটে ভাব দূর হয়ে গেছে ও ঘামা হয়ে করে। আর থেকে আসবে পরিবারের সকলেরই লাইফবয় চাই এখন।

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

L 16-X52 BQ

হয়েছে—' আহ্লাদে ফেটে পড়ল মৃণালিনী। চারদিকে আনন্দের হাট বসিয়ে দিল।

ঘরে ঘরে আশীর্বাদ কুড়োতে গেল কার্তিক।

ভূপেন বলল, 'কোম্পানিটা ভালো আর পোস্টটাও সম্ভ্রান্ত। আশীর্বাদ না করে আর উপায় কী!'

'আর কাজকর্ম খুব বেশি হবে না বলেই মনে হয়।' বলল হেমন 'তুমি ম্যানেজারকে বলে আওয়ার্সটা এগারোটা-চারটে করতে পারো কিনা দেখো। সন্ধে পাঁচটা হলে স্পেইন খুব বেশি হবে তারপর অফিস-টাইমের ট্রাম বাস—'

প্রশান্ত বলল, 'যাই আওয়ার্স হোক, পেট ভরে টিফিন খেয়ো।'

ঘরে ফিরলে সুকান্ত গম্ভীর মুখে বলল, 'চাকরি হয়েছে, তা আমাকে বলোনি কেন?'

'তোমাকে শেষে বলব।'

'শেষে মানে?'

'মাসের শেষে।'

'মাসের শেষে!'

'হ্যাঁ, যখন মাইনে পাব। তখন হাতে টাকা আসবে। কার্তিক আস্তে করে বসে চুল খুলতে লাগল। হেমন্তর মুখ চকচকে খোঁপা নয়। হেমন্তর শুধু টাকার সন্ধি। কোত্থেকে টাকাটা আসছে তা নয়, কত আসছে তা।'

এক মুহূর্তে চুপ করে রইল সুকান্ত। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু চাকরিটা দেবে কে? কার্তিক বসু, না কার্তিক মিত্র?'

'কার্তিক বসুর এ হে হে হে!' সুকান্তর দিকে হাত বাড়াল কার্তিক। 'চাকরি দেবে কার্তিক মিত্র। শ্রীমতী নয়—শ্রীমতী একটা ছলনা—সবটা কুমতী কার্তিক মিত্র।'

তবু মৃণালিনীর মনে যেন সংশয়ের ছিল। সবার হাতে প্রস্তুপত্রে টাকা পাবে, যা বোঝাচ্ছে এবং সবাই সেই বোঝাবার আগে তা করতেও প্রস্তুত করছে কার্তিক, তবুও কাঁটাটা বিন্ধছে না কিছুতেই। একলা সরে এসে স্বামীর কাছে বলার মত করে মৃণালিনী বলল, 'আমার এক কথায় এমন সুন্দর চাকরিটা যেন ভাঙতে দিস এ না।'

'হেমন্তিকারের হবে না বোধহয়। সাহেবদের আজ এমন লোক আছে পিছনে। তবে, কে জানে, কিছুই বলা যায় না।' রাস্তায় নেমে গেল কার্তিক।

দুপুরবেলা, অফিসে, বসের ফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো।' বসের প্রিসিডার তুলল।

'আমি। আমি কার্তিক। কার্তিক মিত্র।'

'কী আশ্চর্য! অত কেন? গলার স্বরেই চিনতে পেরেছি।'

'জানেন কারেক্ট আজ।'

'কারেক্টন? ও-কে। কেমন লাগছে?'

'ভালো—দেখুন, শুনুন—'

'কোনো ডিফিকাল্টি হলেই ম্যানেজারকে বলবেন।'

'শুনুন, আপনাকে বলছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।'

'দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

'বেশ তো, বলুন না কী কথা।'

'আপনার কাছে গিয়ে বলব।'

'সে কথা তো আজ ছাড়া।'

'সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে আপনি থাকবেন?'

'থাকব।'

'আমি তখন যাচ্ছি আপনার কাছে।' রিসিভারটা রেখে দিল কার্তিক।

'পিসি' কথাটা বলায় ভিল না বসের। না ভিন্ন ভাবারই করেছে। হেমন্ত কিছু, উহ্য কিছু, অনুসর সব অসত্য। তাও ঠিক নয়। সত্যাসত্যের থেকে সে অনিত হয়ে না। নইলে দুপুরের নিস্তব্ধ সময় টেলিফোন তুলে কেউ অমন করে কথা বলে? ভঙ্গি হয়ে কাঁচি চালিয়ে কথার মাপজোক করে?

ঠিক সময়ে হাজির হল কার্তিক। দুরুর অপেক্ষা অকারণ।

'কী, কোনো উৎপাত ক্লোগাটেন নেই?' সিগারেট অফারে সিগারেট ধরাল বস।

না, সবাই বেশ ভদ্র, পরিচ্ছন্ন। কার্তিক বসল চেয়ারে।

'কনগ্রেচুলেশন ইনস্টলমেন্ট বলতে হবে, তবে উপায় কী—'

'হ্যাঁ, পাওনা-গণ্ডা কুরে-কুরে বলিতে কিছু, অসুবিধে হয় না, মুহূর্তধারে হলেই মুশকিল—'

হাসল বস কিন্তু শব্দ হতে দিল না। নিঃশব্দে দু-দুবার করে হাসবার মত মুখ করল। বলল, 'এখন আর ছাড়াতে পারব না।'

'এখন ছাড়া কী, তখন তার প্রতিকারও নেই।'

আবার একটা নিঃশব্দ উচ্চ হাসির মৌখিক ভূমিকা করল বস।

সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিবিষ্ট চোখে একটু খানি দেখল কার্তিককে। পরে ভূপেনটাকে ইঙ্গিতে প্রশ্রয় এনে টেবিলের কাজকর্ম নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করলে। আবার আস্তে একটু শিথিল হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী একটা কথা ছিল বলছিলেন—'

'হ্যাঁ, আজ থাক।'

'থাক।' ভিলি সায় দিল বসের।

'আরেক দিন আসব।'

'যেদিন আপনার খুশি। আমি কল পেতে থাকব।'

'হ্যাঁ, ফোন করে আসব। আমার টেলিফোন কাজই ফোন।'

'আমি তো ফোনের জন্যেই কল পেতে থাকব।' সিগারেটের ছাই ঝাড়ল বসের।

'আজ উঠি।' উঠে দাঁড়াল কার্তিক।

'আসি।' বলে, এমন একটা ভাব ফুটে হল বসের। চলুন, আমার দাঁড়িয়ে করে আপনাকে পৌঁছে দিই লিফটে। যা এখন জনসমাগম কিছু।

বলল না সাহেবের সুক্ষ্ম নিষ্ঠুরতা মেপেই বলল না কথা, বলতে হয় বলতে ভাবে বলল বলি বিসর্জন।

'হ্যাঁ, নইলে আর ভাবনা কেওয়া।'

বসের নইলে একবার অফিস-ঘর ছেড়ে-ছড়ানো দিকে বসল। মনে মনে অনেক ঘুঁটিনাটি করে সক্ষ্ম করে বলার বলি বিসর্জন খুলল সেটি যেন মনে হবে।

হাসি কার্তিক নিশ্চয় ঘুরে ঘুরে কাজের প্রশংসাটা বলি কার্তিকের হয়।

লিফটে করে ঘরে নিয়ে কার্তিক। লিফট নয়। বসের ঘরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে বলি আমার ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে

## গ্রন্থাবলী

**রমেশ রচনাবলী** (সমগ্র উপন্যাস)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ। ৩১-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা—৯। মূল্য নয় টাকা মাত্র।

কোনো ঔপন্যাসিক লেখক সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে তিনি ঐতিহাসিক হয়েও ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধানে থাকেন কিন্তু কখনও ঐতিহাসিক হন না, তাহলে সাহিত্যের ভূমিকায় বলা হয়তো কথাটা সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে এ ধরনের কথা সহজে মেনে নেওয়া যায় না। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সত্যকে অনুসরণ করেই তাঁর কাহিনীর ভিত্তি রচনা করেন। তাঁর কল্পনা ও সৃষ্টিশক্তি ইতিহাসের সত্যকে আশ্রয় করেই তাঁর কাহিনীকে রসোত্তীর্ণ করে তোলে। রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও সেই শ্রেণীভুক্ত হয়েই পড়ে থাকবে। একালের দিনে পাঠক ঐতিহাসিক উপন্যাসে নতুন নতুন বিষয় খোঁজেন কিন্তু একালের জানা কোনো বিষয় বস্তু হয়তো হয়েও সৃষ্টি করে কিন্তু তাকে হতে হবে বিশ্বাস্য। এই বিশ্বাস্যতার ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে কতখানি যোগ থাকবে সে বিষয়ে পাঠকের মনে সংশয় থাকতে পারে। তবে ঐতিহাসিক কাহিনীর ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে কাহিনীর সত্য যখন একাত্ম হয়ে ওঠে তখন সেই কাহিনী সত্যই হয়ে ওঠে। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি এই ধরনের সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে কখনো একটা সন্দেহ হয়। এই ঔপন্যাসিক কখনো কি নিজেকে বাঙালি বলে ভাবতে পেরেছিলেন? বাঙালি ঔপন্যাসিকের মতো তিনি কি কখনো বাংলার পল্লীর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ভাবতে পেরেছিলেন? বাংলার পল্লীর সঙ্গে তাঁর কি কোনো যোগ ছিল? বাংলার পল্লীর সঙ্গে তাঁর কি কোনো আত্মিক সম্পর্ক

তাই হয়তো লেখা হত না। এই শিক্ষার প্রয়োজন কি ফুরিয়েছে? রমেশচন্দ্র কি বেঁচে থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে অধ্যাপকদের বক্তৃতায়?

ঔপন্যাসিকরূপে রমেশচন্দ্রের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর আলোচনা সমালোচকেরা যথাস্থানে করবেন। রমেশচন্দ্রের ঔপন্যাসগুলি যে সফলতা হল—পাঠক হিসাবে এটাই আমাদের কৃতিত্বের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে বাংলা রচনায় অনুপ্রেরণা পেয়ে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'বঙ্গবিজেতা' লেখেন। তারপর একাধারে কখনও (১৮৭৭), মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৮), রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯) মিলিয়ে চারটি উপন্যাস 'সংসার' নামে এক সঙ্গে প্রকাশ করেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। অতঃপর 'সমাজ' ও 'সংসার' নামে দুটি সমসাময়িক উপন্যাস লেখেন। বর্তমান রচনাবলীতে এক সঙ্গে ছটি উপন্যাস মুদ্রিত হল। সম্পাদক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার রমেশচন্দ্রের জীবনী এবং সাহিত্য-সাধনার আইনিক পর্যালোচনা করিয়াছেন বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জিসহ। পাঠকের কৌতূহল মেটাবার ব্যবস্থা করেছেন। রমেশচন্দ্রের প্রকাশ-সূচির আগে প্রকাশিত ইতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বাদ দিয়েছেন। এই সূচীটি প্রস্তুত করতে প্রকাশক যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় দেখিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। এই সূচীর সঙ্গে ঐতিহাসিক আলোচনার সূচীর তুলনা করলে আমাদের নতুন তথ্য আহরণ করিবার সুবিধা হবে। ইতি সম্পাদক মহাশয়ের এবং প্রকাশকের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] ১৯৬১

## বিপ্লব-ইতিহাস

[illegible]


নীলকণ্ঠের
অপূর্ব রসরচনা

**অপাঠ্য** ৩.০০

বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব নেই। অভাব যে কতদূর নীলকণ্ঠের অপাঠ্য তা দূর করেছে।

শক্তিমান সাহিত্যিক
শক্তিপদ রাজগুরুর

**শেষনাগ** ৫-৫০

জনৈক ধনী কুলনন্দনের পতনমূলক বিখ্যাত উপন্যাস

বাহান্নতম সাহিত্যিক
নীলকণ্ঠের

**জীবনরঙ্গ** (২য় সং)

মূল্য : ৪·৫০

ন্যাশনাল পাবলিশার্স ২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

(সি ৫৬৬১)

অসামান্য কাহিনীকার
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
সর্বাধুনিক উপন্যাস

**অস্তি ভাগীরথী তীরে**

॥ তৃতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ ॥

নীহাররঞ্জনের কয়েকখানি বিখ্যাত বই

উত্তরফাল্গুনী (২য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) ৬॥
ঘুম নেই ৪॥
কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৫॥
নূপুর ৩৸
কালোভ্রমর ৫,
হীরা চুনি পান্না ৪॥
মায়ামৃগ ২॥

নূতন বই

**নীল তারা** (প্রকাশ প্রতীক্ষায়)

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা—১২

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কবি ৪, কবি (নাটক) ২,
ঈশ্বরায়ণ ৫॥০ কৈশোর স্মৃতি ৪,
অভিযান ৫, ইমারৎ ৩,
স্থলপদ্ম ২৸০ প্রিয় গল্প ৫,
না ২॥০ প্রতিধ্বনি ৩
বিংশ শতাব্দী ২॥০
সন্দীপন পাঠশালা ৪॥০

শিবরাম চক্রবর্তীর

পথের পাঁচালী ৫॥০ দেবযান ৫,
আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪,
ঐ নাটক ২, আরণ্যক ৪॥০
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫ গল্প পঞ্চাশৎ ৮॥০
গাত্রাবদল ২॥০ মুখোশ ৩
কিন্নর দল ২॥০ মুখশ্রী ৩॥০
কুশল পাহাড়ী ৬॥০
লবটুলিয়ার কাহিনী ২॥০

প্রবোধকুমার সান্যালের

মহাপ্রস্থানের পথে ৪॥০ উত্তর-
কাল ৪, কৃষ্ণ ৩॥০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
বাঁকাবাঁকা ৫, অগ্নেয়গিরি ২॥০
চলকলোল ৫, দেশ দেশান্তর ৪,
বনমালিকনী ৩, মধুচন্দ্রের
মরণপথ ৩ হাস ২৸০
বেলোয়ারী ৬॥০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

রাজনন্দিনী ৮॥০ নারী ও
রমা ও নিয়তি ২॥০
সোমকোলন ২॥০ কোলাহল ২৸০
আবছায়া ২৸০ সৃষ্টি ২।০
দুর্ঘটনা ১৸০ প্রেরণা ৩
মনে ছিল আশা ৩, ভাড়াটে
বাড়ী ৩ মনে ছিল আশা ৩,
স্বয়ম্বরা ৩,

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥০
মাইকেল মধুসূদন ৪,
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ৪,
নিকষ্টের গল্প ৩,
নিকষ্ট গল্প ৩,
হাস্যমধুন ২

সুবোধ ঘোষের

তটিনীর বিচার ২৸০ ফাল্গুনী ২৸০
অযান্ত্রিক ২৸০ ছায়াসঙ্গিনী ২৸০
অযান্ত্রিকা ২৸০ জতুগৃহ ২৸০
অযান্ত্রিকার স্বর্গ ৩, জিপসীর
পরপুরী ৩॥০ ডাক ৩
মন বিনিময় ২৸০ সুদূরের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৩ পিয়াসী ৩॥০

বিমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের

আবাকান ৫, শ্রেষ্ঠ গল্প ৫, ঘূর্ণিত ভাগীরথী তীরে ৩ সাত পাকে বাঁধা ৪॥০
ইরাবতী ৪॥০ বলয়গ্রাস ৪ ঊষ্ণতরঙ্গ ২ নবনায়িকা ৩॥০
উপকূল ৩, নিরুদ্দেশ পথিকী ৪, কল্লোলিনী কলকাতা ৩॥০ পঞ্চতপা ৬॥০
সপ্তকন্যার কাহিনী ৩॥০ মর্মান্তিক পরীক্ষা ৩॥০ কালো ভ্রমর ৫, সমুদ্র সফেন ৪॥০
তরঙ্গের পর ৫ গল্প পঞ্চাশৎ ৮, ঘুম নেই ৪॥০ বিমলাক্ষ চক্রবর্তীর
হাঁরা চুনি পান্না ২ প্রত্যাবর্তন ৩
শ্যামলী ৫,

বিমলাক্ষ চক্রবর্তীর

অন্ধকারের পথ ৮ জীবন জায়া কী ৬॥০ বাসকসজ্জিকা ৪, শিরীষ ডাকে ৩॥০

বিমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের

কখনো ৩, অপরূপা ৫॥০ অনামিকা ৪, চক্র ৪॥০
গল্প পঞ্চাশৎ ৮, ছক ও ছবি ২৸০ ঘুনাক্ষরে ৫॥০ পথহারা ৪॥০
নয়ান বৌ ৫, কুশ্রুলাটক ৫, মিলনরাগ ৩॥০ জ্যোতিহারা ৬॥০
মিলনান্তক ৪॥০ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫, বাবিকরা বাদলে ৩॥০
সরস গল্প ৪॥০ বিচারপতি ৩,

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্মরণাকুরেলী ৪॥০ হস্তাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম ৬॥০ ২য় ৬॥০
চন্দনবাহু ৫, প্রাণকুমার ৬॥০

বনফুল

বর্ষাবিজয় ৩,
শ্রীলতা ও সম্পা ২॥০

অনুবাদ

টলস্টয়ের ওঅর এণ্ড পীস ১ম খণ্ড ৫ম সংস্করণ ১২, আনা কারেনিনা ৫, ২য় খণ্ড ৫ম সংস্করণ
সিনক্লেয়ারের প্রসাবটন ১ম খণ্ড ৫ম সংস্করণ ৬, ২য় খণ্ড ৫ম সংস্করণ ৬, টলস্টয়ের ক্রাটজর সনেট ২৸০
২৫, গর্কির মাই চাইল্ডহুড ২য় সংস্করণ ৩, শ্রীমতী ভার্জিনি ৩, হেমিংওয়ের আমার
জীবন ২, ঐ দি ফিফথ কলাম এণ্ড ফার্স্ট ফর বুক্স ৩॥০, অরউইক গুয়েলেকের মহাপতন ৩,

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নেপালের স্বাধীনতাসূর্যের উপত্যকা কালিমামুক্ত করবার জন্য। তার সাধারণ লোক এগিয়ে এল তাদের সামন্ত শক্তি আর স্বাধীনতার সূর্যকে গ্রহণ করে নিয়ে সুরেন সমুদ্রের গুপ্তী-বাবুল বুকের রক্ত দিয়ে ছিনিয়ে। সাহিত্য সোহে করে বিফল করে দিতে। এ-সংগ্রামে সাধারণ মানুষের প্রতি স্বাভাবিক দরদের কাছে পরাজিত নতিস্বীকার করতে বাধ্য হল। সেই সংগ্রামের কাহিনী নিয়েই এই গ্রন্থ। শ্রী চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে গণ-অভ্যুত্থানে একজন সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী তাই তাঁর বর্ণনা এমন সজীব হয়ে দেখা দিয়েছে যা কল্পনাপ্রসূত সাধারণ রোমাঞ্চকর গল্প-উপন্যাসের ইতিহাসের হয়ে ওঠেনি। তাই গ্রন্থের বাস্তব চরিত্রগুলি একই কারণে কাল্পনিক চরিত্র অপেক্ষা অনেক বেশী চমৎকার। বিপ্লবী জনসাধারণের প্রতিনিধি বৈরাগী প্রভাকর, মজবুত কেনারেল সুরেন এবং মহাবীর সমুদ্রের পরাধীনতার কলঙ্ক কলঙ্কিত জনসাধারণের সাথের বাধার মর্মান্তিক সংগ্রাম মন্ত্র-হুঙ্কারের সঙ্গে প্রতিধ্বনি বৈরাগী-জননী, সমুদ্রিক বিলাসের শিক্ষাপ্রাপ্ত নাতিন বিপ্লবী ঝিরেরম মল্ল প্রভৃতি চরিত্রগুলি পাঠকমনে চিরকালের জন্য রেখাপাত করবে।

এমন পাঠকের ধারণাতীত প্রচ্ছদপট এই ধরণের পাঠকের প্রচুর তৃপ্তি দিয়েছে। বর্তমান বহু চিত্রশোভিত সুখপাঠ্য পুস্তকরূপে প্রকাশিত এই গ্রন্থ সর্বশ্রেণীর পাঠকের সমাদর লাভ করবে।

১।৮০

## অনুবাদ গ্রন্থ


মহেন্দ্র পুস্তক ভবনের নব নিবেদন

নিশাচর-এর অপূর্ব রহস্যোপন্যাস

**ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲**

বাংলার কলঙ্কিত এক প্রদেশের বিচিত্র

**অমনোনীত গল্প ৩৲**

নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস

**নিশিপদ্ম ৪৷৷০**

রাজশেখর বসুর উপন্যাস

**কল্যাণী ৩৲**

পুস্তকালয় : মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

আজ প্রকাশিত হল

শক্তিপদ রাজগুরুর সম্পূর্ণ নতুনভাবে রচিত

একটি সার্থক উপন্যাস

**মেঘে ঢাকা তারা ৪·৫০ন-প·**

চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত সুচিত্রা সেনের অভিনীত উপন্যাসটি পড়ে নিলে এবং ছবিগুলিতে উপন্যাসের চিত্র

শক্তিপদ রাজগুরুর আর একটি নিখাদ নতুন উপন্যাস : মেঘমল্লী ৩৲

ভ্রমণকাহিনী-লেখক ও কবিতা লেখক

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নবতম উপন্যাস

**আবার নদী বয় ৩৲**

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস : শারদীয়া প্রকাশ হচ্ছে।

সাহিত্য জগৎ : ১৩৩/৮, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬


## প্রাপ্তি স্বীকার

[illegible]

শিশুদের [illegible]

[illegible]

উপন্যাস [illegible]

একটি সমৃদ্ধ [illegible]

ছেলেদের [illegible]

জহরলালের [illegible]

শ্রীশ্রীচণ্ডীর [illegible]

সোভিয়েত [illegible]

প্রবন্ধ সংকলন [illegible]

পূর্বের আকাশ [illegible]

ছাকাই গল্প [illegible]

শুধু হাসি [illegible]

শিল্প সাহিত্য জীবন [illegible]

বিদ্যাসাগর পরিচয় [illegible]

রবি পথি পাই [illegible]

কৃষ্ণের [illegible]

ছেলেবেলার [illegible]

বি ন গু লি পুলোমাই চক্রবর্তী।

# টুকরো-টাকরো

প্র

দ

হো

সো

রা

রা

# রঙ্গভঙ্গ

চন্দ্রশেখর

### বস্ত্র-অফিসের অগ্রাধিকার

হলিউড বর্তমান চলচ্চিত্র-বিশ্বের একটি পীঠস্থান। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, হলিউডের সঙ্গে দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে—সম্পর্ক কোন দেশের চলচ্চিত্র-শিল্পের পক্ষেই ক্ষতির কারণ হতে পারে না। কিন্তু মহতী বিনষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয় তখনই যখন অন্ধ ও বিকৃত পরানুকরণের মোহ স্বধর্মকেও ভুলিয়ে দেয় এবং পরধর্ম সে-ক্ষেত্রে কীরূপ ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে তারই প্রমাণস্বরূপ গত মন্বন্তরাধিক-কালের মধ্যে কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকটি হিন্দী ছবির উল্লেখ অবান্তরিক হবে না।

একটি কথা গোড়াতেই জানিয়ে রাখা যে বোম্বাই-নির্মিত হিন্দী ছবিগুলির কলা-কৌশলের সাধারণ মান খুবই উঁচুতে উঠেছে। হিন্দী ছবিকে এই কারণে মন দিতে ধাওয়াটা অমানিশা মানসে-এর পর্যায়ে পড়বে না। এই ক্ষেত্রে হলিউডের

পটায়ের নতুন নাটক "পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ"-এর নাম-ভূমিকায় নবাগত গণপতলাল

ফটো : অলক মিত্র

অনুকরণের সফল ফসলে হিন্দী ছবিরা কিন্তু এখন অনুকরণের বিষময় ফলও এই সঙ্গে ফাঙ্গে চক্ষুষ্মান হোন।

সাধারণ দেখেই ডিটেক্টিভ-ছবি অনুকরণকেই তাঁদের ছবির একমাত্র লক্ষ্য বলে নেওয়া নিয়েছেন। লক্ষ্য স্থির করে উপায় সম্বন্ধেও তাঁরা তাঁদের বিবেক-বুদ্ধিকে আঁট সহজেই লাবিয়ে রাখতে পারেন দেখা গেছে। লক্ষ্যভেদের জন্য ছবিতে এমন সব উপাদান ও উপকরণ প্রবিষ্ট করাতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন না যেগুলি লিপস্টিক বা ধূর্তির দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে পরিহার্য।

পুরনো প্রতিষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি করে সন্তুষ্ট হয় না, আপটুডেট হাস্য ও অশ্লীল নাচ-গান এবং নষ্টামির 'বিনাসে কষ্টকল্পনার কল্পনাশক্তিহীন সোয়াদ্বোর যোগফলে যে প্রডাক্ট এই জাতীয় হিন্দী ছবিতে পরিণত হয়, তা দিয়ে প্রমোদের স্তোকের এক বিরাট সন্তুষ্ট শ্রেণীর সংখ্যা মোটামুটি ভরে ওঠে। কিন্তু রুচিসম্পন্ন ও বিচারশীল দর্শকবৃন্দ এই সব ছবাছবির ছবে মাড়াতে চান না সহজে। অথচ এই সকল বিষয়ের বেশবাই থেকে যে সুস্থ প্রমোদ ছবি কখনও পাওয়া যে না তা নয়। সে প্রমাণ বাংলার ছবিতে আছে। সাধারণ সুরুচি-সম্পন্ন ছবিগুলি খুব বেশী ভিন্ন ধরনের নয় সত্য। বেশবাই এর সব হিন্দী ছবিই যে মিলনাত্মক তা নয়। কিন্তু প্রমোদের সংখ্যা বেশী। এবং সত্য এই মানের উপর করলে যে কয়টি হিন্দী ছবি বাকিগুলি প্রায় সবগুলিই হিন্দী ছবির ছিন্ন সংস্করণ।

এই সকল ছবির মধ্যে সাধারণ কয়েকটি ছবা ওয়েস্টার্ন ডিটেক্টিভ ছবিগুলির সঙ্গে এক নায়কের যে প্রভেদ—তা হোলে এখানকার নায়ক ডিটেক্টিভ দিক দিয়ে সে এক পা-ও এগোয় না। পাঁচজনে পড়ে হিসাবে এরা কাজও করে। ডিটেক্টিভ কেন্দ্র করে নানা প্রশ্ন ও ইঙ্গিত নিয়ে ছবির উপকরণ ওরে ওরে সাজানো হয় ডিটেক্টিভ সব যখন উদ্ঘাটন করে ফেলে তখন হয় দেখা যায় কেস নয়। পাঁচজনে নতুন সুখ ছবিটান হয়ে পূর্ব প্রদর্শিনীর প্রসঙ্গ নিয়ে করে ফিরে যেতে হয়। হিন্দী চলচ্চিত্র-শিল্পে অনাদৃত জনপ্রিয় অভিনেতা সুনীল দত্তকে বাঁকেলাল-এর ভূমিকায় নর্মদার ডিটেক্টিভ প্রকল্পনায় তার হোলের ছেলে করেছেন পরিচালক-প্রযোজক কে সি এই ধরনিয়া। নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করে-ছেন শামা। তবে ছবিটির বিশেষ গুণে হিসাবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বতন পিকচার্স-এর 'মজবুর' ও 'বিক্রম প্রোডাকসন্স-এর 'মহব্বত-কি কিস' ছবি দুটিতে কমেডিয়ান অভিনেতা বঙ্গনকে নায়কের ভূমিকায় দেখতে পেয়েছেন বেশ কিছুকাল পর। বলাবাহুল্য মিশ্র পরিচালিত 'মজবুর' একটি স্টাণ্ট ছবি। 'মহব্বত-কি কিস' ও ঐ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। হরবারি যুদ্ধ এবং উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর দৃশ্যে নায়ক


"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ শুধু ইতিহাস নয় ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য। জওহরের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। সর্ব দেশে ও সর্ব সময়ের সর্বকালের অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। ১৯ এম হোয়ারিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্র সহ। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ।

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

২য় সংস্করণ : ১৫·০০ টাকা

| | | |
|---|---|---|
| আত্ম-চরিত | ॥ শ্রীজওহরলাল নেহরু | ১০·০০ |
| গীতা চক্রবর্তী | ॥ শ্রীচক্রবর্তীরাজগোপালাচারী | ৪·০০ |
| ভারতে মাউণ্টব্যাটেন | ॥ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন | ৭·৫০ |
| চার্লস চ্যাপলিন | ॥ আর. কে মিনি | ৩·০০ |

প্রফুল্লকুমার সরকারের

অনাগত ২·০০

ভ্রষ্টলগ্ন ২·৫০

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·০০

শ্রীসরলাবালা সরকারের

অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৩·০০

ত্রৈলোক্য মহারাজের

গীতায় স্বরাজ ৩·০০

মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ॥ আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ॥ ২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

গুরুদের বাঁধব প্রকাশ এই ছবি সৃষ্টির বিশেষ আকর্ষণ। সেবাব্রত ছবিটি শিক্ষিত ভাবতে তৈরী। অতএব এটি বোম্বাই হিন্দী ছবির মতো বিদেশী প্রভাবে ভরা নয়।

'প্যারিস যাবো' কলকাতার মুক্তিপ্রাপ্ত কুলশীল ফোর-এর শেষ ছবি। ছবিটিতে তিনি একটি অন্তর্মুখি স্বাস্থ্যবিহীন সুন্দর অভিনয় করেছেন। প্রেমের পথ কাঁটায় ভরা। হিন্দী ছবিতে এই কাঁটা কৃত্রিম ও বহুব্যবহৃত। ছবির পর্দায় এই কাঁটা মাড়িয়ে প্রেমের সিংহদ্বারে নিয়ে পৌঁছেছেন প্রবীরকুমার ও অনীতা গুহ। কাহিনীকার-পরিচালক লেখক তাঁর প্রথমদিকের কলকাতাকেন্দ্রিক যে-সমস্ত বিষয়ের ছোঁয়া নিয়ে নিয়ে গেছেন হাতিয়েই ছবির চরিত্রগুলি গড়ে উঠেছে। ছবিটিতে সুখেন্দুদীপ অনেক এনে বিষয়ের কাছে প্রেমের মনোরম সঙ্গীত পরিচালনা।

সম্প্রতি কিছুদিন ধরেই বেঙ্গল ফিল্ম ছবি-কথার বাজারেই বা হিন্দী ছবির মিউজিক্যাল ভিড়িয়ে থাকবেন কেন। বাংলাদেশের ভিজনে-এর ছবির ক্ষেত্রে এ প্রযোজক পরিচালক তাঁর এই মতামতের পরিচয় দিয়েছেন। মহীন্দ্র পরিচালনা ছবিখানা ভিজনে মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছেন।

কাহিনীর ভিজনের এর ছবিটিতে পরিবর্তিত আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রথম কৃত্রিম ও নাচ-গানের মনোরম পরিবেশন করা হয়েছে সমস্ত ছবিটি পরিচালক হয় পর করে। ছবির পরিচালনার সঙ্গীতাংশে সুখেন্দু।

নাচ ও গানের ছোঁয়া নিয়েই হিন্দী ছবি-গুলির এই ছবিটি খুই সম্প্রতি কাহিনী যে সমস্যাটি এই ছবিতে তোলা হয়েছে এ ধরনের ও ছবিগুলিতে। এছবির কাহিনীও খুব প্রবীরের ছোঁয়া নিয়ে গড়ে ওঠেনি। ছবির অন্যান্য বিশেষত্ব এবং যা প্রেমের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কৃষ্ণকুমার এই সব উপকরণের সম্মিলন হয় হয়ে অনুকরণ-যা অনুকরণ করে বিচার করেছেন পরিচালক তিনি এনে রাখে।

নবাগতাদের মধ্যে নবাগতাদের কলকাতার হয়ে ও ছবির হিন্দী ছবির সম্ভাবনার কোন বাহিনীর আনতে পারেনি। কলকাতার-এর কাহিনীকারের আসল সমস্যা নিয়েছে একটি মাত্র বিচারবুদ্ধি এবং তা-ছাড়া আমাদের শুধু ছবির কাজ। ছবির বিচারবুদ্ধি সব-সময় ছবটা সক্রিয় থাকে না। এই অসময় ছবির কাহিনীকার পরিচালক-চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ-কর্তা কলকাতার ছোঁয়া বহুবিস্তৃত করতে তার পারেনি। ছবির নায়ক চক্ষুবি-ভাবনের অবহেলনার প্রতিক্রিয়া সইতে না পেরে সিনেমার টিকিট নিয়ে কালোবাজারে যে-জাহিনীতায় পরলা ছোকরার করতে শুরু করল। কালোবাজারের এই ব্যবসা তাকে লক্ষপতি করে দিল। এমন সময় এক উচ্চ-শিক্ষিত সম্ভ্রান্তবংশের মেয়ে তার মনে দোলা দিয়ে যায়। নায়ক দেখতে দেখতে নিজের অজ্ঞাতসারে উচ্চশিক্ষিত হয়ে উঠল। চরিত্রের তার আত্মবিশ্বাসী হবার পালা হলও হই। এরপর কাঁচাবে নায়ক শিক্ষিত ধনীকন্যার অন্তরঙ্গতার সমর্থ হল এবং পূর্ব-কৃত পাপের গায়ে আইনের সহজায় স্বরূপ প্রায়শ্চিত্তে মুখ হয়ে নায়িকার সঙ্গে মিলিত হল তা-ই কাহিনীর উপজীব্য। কাহিনীর বিন্যাসে গতি আছে, এবং মনোজ্ঞ বহি-


প্রকাশিত হয়েছে

# জলসা

দাম সাড়ে ৩ টাকা এক টাকা

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

## শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

## সন্তোষকুমার ঘোষের

একটি চমকপ্রদ রচনা

নতুন চ্যালেঞ্জ

লেখনী ও ভাষার সম্পূর্ণ নতুন

## শচীন ভৌমিকের

বচন কবিরের কলকে

## ইন্দু মিত্রের

ছুনিবাবু

এছাড়া অন্যান্য বিভাগীয় রচনা

জলসা : ৩৭ বি রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩



# গল্প-ভারতী

সম্পাদক—ডক্টর আশুতোষ দাস

## উপেন্দ্র স্মৃতি সংখ্যা

(মাঘ ১৩৬৬)

বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

উপেন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প 'দণ্ডের জন্যে' ছাড়াও বাংলার চুটকি সাহিত্যিক-বৃন্দের সম্পূর্ণ রচনাসম্ভার, অনেকগুলি অপ্রকাশিত ও ছোট সাহিত্যিকের জন্মসংবাদ সহ এই সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধতর করেছে।

পত্রিকা, পত্রিকাটির ও সমস্ত কর্মিবার মত এই অমূল্য প্রচেষ্টাও বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী সম্পদ হইয়া থাকিবে। আজই সংগ্রহ করুন।

আগামী সংখ্যা হইতে গল্প-ভারতীর মূল্য বার্ষিক চাঁদা ডাক সহ ১৩, ডাকের সময় গ্রাহক ও সমর্থন যেখানে অফিসের একেন্ট নাই সেখানেই একেন্ট আবশ্যক।

গল্প-ভারতী ২৭১বি, বিডন রো, কলিকাতা-৬

প্রগ্রেসিভ ফিল্ম ইউনিটের "বতনলাল বা ওলাদী"-র দুটি মুখ্য ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় ও চন্দ্রা বর্তী

দৃশ্যাবলী ছবিটিকে অপূর্ব সুন্দর মণ্ডিত করেছে। তা-বাদে পরিচালক টিং শটের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের উপন্যাসও ঢেকে দিয়েছেন সুকৌশলে। তদুপরি লাউড স্পীকারযন্ত্রের মধ্যে সুব্যবহার রয়েছে এই ছবিতে। সব মিলিয়ে কারিগরির দক্ষতায় আমাদের ছবি দিক্‌সবেই দর্শক হবেন কিন্তু বক্তব্য ও সমস্যার প্রশ্ন যাঁরা তুলবেন তাঁদের কাছে 'কারিগর' কোন সদুত্তর প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসেনি।

দেব আনন্দ, ওহাবীদা, ছেহমল হক্কা খাঁ, লীলা চিটনিস, মনমোহন, ডেভিড আব্রাহাম, বিজয় আনন্দ, কিশোর সাহু ও নন্দা ছবির মুখ্যচরিত্রগুলি যত্নের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। কলাকৌশলের বিভিন্ন দিক ও প্রযোজনাটিতে ঠিক দিয়ে ছবিটি উচ্চমানের।

হালের হিন্দী ছবির এই সব আমদানীদের পরিচালকের ছিটাফোঁটা প্রতিভাকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বম্বের ফিল্মস্‌-এর সোকুমার ঘোষ ও ইউনিক পিকচার্স-এর যুবক সোকুমার ঘোষ। সোকুমার ঘোষের ঐকান্তিক বাসনা ফিল্ম-কারিগরি ছিটাফোঁটা হিন্দী ফর্মুলাগুলি এই পর্যন্ত ছবিতে সুসমন্বয়ের দিকেই। কিন্তু ঘটনা পরিকল্পনা প্রযোজক পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার প্রত্যেকের প্রতি ছবি প্রেমের অভাব ছবিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চরিত্রগুলির মনোরঞ্জন করবার কিছু সম্ভব। পরিচালক সকল দিকের এক্যের বন্ধ প্রতিফলের কাছে নিচু করেছেন। রাধাকৃষ্ণের ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করেছেন রোমি ও কুমকুম। সুদীর্ঘ ফাঁকে পরিচালিত ছবির গানগুলি সুর-সমৃদ্ধ।

পরিচালক ফণী মজুমদারের 'অরোরা' পটি বছরেরও আগে তৈরী। বাংলার সন্ধানসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির ছিটাফোঁটা ছবিটি তৈরী। কিন্তু মনের মুক্তিকামী বাংলার চরিত্রদের আজ হারানোর কাহিনীর কথা স্মরণ করে আজও বেদনাসিক্ত প্রশ্নের ভরে ওঠে। বাঙালী সমাজের কাছে এই সুপরিচালিত ছবিটির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু এই ছবিরও পরিচালক বন্ধু প্রতিফলের দাবি অস্বীকার করে চলতে পারেননি। ছবি অনুপযুক্ত অভিনয়ে এক নষ্টামিতে ভরে নায়ক ও নায়িকার চরিত্র ও ছবি নায়ক ও নায়িকার অভিনয়ের অনভিজ্ঞতাই চিত্রনাট্যের বেশ খানিটা ক্ষতি করেছে। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সন্ধ্যা রায় এবং সন্ধ্যা রায়ের চরিত্রটির রূপায়ন করেছেন পরিচালক। প্রতিটি নিখুঁত সমাবেশে সন্ধ্যা-রায়ের ছবিটি সমৃদ্ধ।

মনোরঞ্জনের ব্যাপারে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছবিগুলির এই হল সাম্প্রতিক পরিচয়। এই পরিচয় থেকে সব কয়টি ছবিরই প্রধান দোষ—ছবির চরিত্রে প্রযোজকের অনভিজ্ঞতা। যে কোন ছবির মূল চরিত্র ও ছবি তৈরী হয়ে থাকে। ছবির চরিত্রে ও ছবির মূল চরিত্রে ও ছবির মূল চরিত্রে ও ছবির মূল

এম এম ডোভাকশনের 'হাত বাড়ালেই বন্ধু'র একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস ও পদ্মা দেবী

রক্তকরবী

(অনুবাদ-গ্রন্থ)

রাজার এক-এ, চলচ্চিত্র জগতের ও অন্যান্য হাড়-হাড়িদের আসল পরিচয়।

—শনিবারের চিঠি

দাম—দুই টাকা।

পরিবেশক :—

বুকার্স বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

১০, শ্যামাচরণ চাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ—১২

করুণা ধ্বনির ঘরের রহস্যময় পরিবেশে

অঙ্গার

মিনার্ভায়

(ফোন ৩৫৬২)

রঙমহল

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬-৩০টায়

রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা—৬-৩০টায়

রঙমহল বৈজয়ন্তীর রহস্যময় নাটক

এক পেয়ালা কফি

প্রঃ রবীন মজুমদার, বসন্ত, বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা, রেবা, জহর, বিশ্বজিৎ, কেতকী, কমিলা, শীলাবিশ্বাস

বিভাসের প্রেমিকার ভূমিকায় অপর্ণা দেবীর অভিনয় সুন্দর হয়েছে। তাঁর অভিনয় দক্ষতার পরিচয় বিভিন্ন দৃশ্যে পাওয়া গেছে। —তবে কথা বলার ভঙ্গী ও এর সংলাপ উচ্চারণ আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।

• • •

ছবিখানির প্রযোজনার সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তাঁরা সকলেই নিজেদের কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক অসীম মুখোপাধ্যায়ের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর কাহিনী ও চিত্রনাট্য সুন্দর। তবে এর বর্ণনা ভঙ্গি আরও সুন্দর হওয়া উচিত ছিল। পরিচালনার দক্ষতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। তবে ছবির শেষ দৃশ্যে বিভাসের মৃত্যুর পর তার প্রেমিকার যে ভাবে আত্মহত্যা করার কথা দেখানো হয়েছে তা বাস্তবসম্মত হয়নি। এ দৃশ্যে আরও সংযম ও নিপুণতার প্রয়োজন ছিল।

• • • •

আলোকচিত্রগ্রহণে সুব্রত মিত্র ও শব্দযন্ত্রী শ্রীকান্ত শীল প্রশংসার দাবী রাখেন। এঁদের কৃতিত্বের জন্যই ছবিখানির অনেক দৃশ্য সুন্দর হয়েছে। এ ছাড়া শিল্প নির্দেশনায় সুবোধ দাশগুপ্ত ও সম্পাদনায় সুবোধ রায়ের কৃতিত্বও প্রশংসনীয়। সঙ্গীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও আবহ সঙ্গীত পরিচালনায় রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবিখানির গুরুত্ব অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছেন। তবে ছবির শেষ দৃশ্যে আবহ সঙ্গীত পরিচালনায় রবীন চট্টোপাধ্যায় আরও সংযমের পরিচয় দিলে ভাল হত।

• • • •

অভিনয়ে বিভাসের ভূমিকায় উত্তমকুমার তাঁর অন্যান্য চরিত্রের মতই স্বাভাবিক অভিনয় করে গেছেন। তাঁর প্রেমিকা বাঙালীর কাহিনী ছবিখানি হিন্দুস্থানী ও মিষ্টি ভিলেজার মধ্যে নিয়ে গেছে। অভিনয় করেছেন পদ্মা দেবী, একাধারে এর কাহিনীকার, চিত্রনাট্য লেখক ও পরিচালক। মায়ের ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর অন্যান্য চরিত্রের মতই অনবদ্য অভিনয় করে গেছেন। তাঁর অভিনয় দক্ষতার তুলনা তিনি নিজেই। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অনুপকুমার ও শেখর চট্টোপাধ্যায় তাঁদের ভূমিকায় সুঅভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। ছোট্ট ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছে ছোট্ট মেয়েটি। তার নাম জানতে পারলাম না।

এন সি এ প্রোডাকসন্সের "হাসপাতাল" চিত্রের একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও ছবি বিশ্বাস

মা—সেই কথাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিস্ফুট হয়েছে পরিচালক সত্যিসাচী সেন মহাশয়ের 'বাহুটী' ছবিতে। এস এর ফিল্ম ইটি-নিটিতে এই নতুন ধরনের অবদান বর্তমানে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে কাজল সেন অপসারিত হলেই ছবির কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নতুন শিল্পীদের নিয়ে এবং নতুন ভাবধারায় ছবিটি তোলা হবে। প্রযোজনা করছেন নিরঞ্জন সেন।

• • •

ভারতের মহাকাশ বিজয়ী মুভল এ-আক্সেল-এর মুক্তির দিন নির্ধারিত হয়েছে আগামী ২৯শে এপ্রিল। এই ছবিটি নির্মাণে লক্ষ টাকা ব্যয়ে তোলা হয়েছে। ইনস্ট্রুমেন্ট কর্পোরেশনের এই বিদেশী ছবিটি নাকি হলিউডের তাক লাগিয়ে দেবে। এর দৈর্ঘ্য মোটামুটি ১৭,০০০ ফুট, ছবি তোলা হয়েছে ৭টি ক্যামেরায়। ছবিটি তোলবার এক বছর পরে ১০ই মার্চ এই বিদেশী ছবিটি বোম্বাই এর সেন্সর বোর্ড দেখেছেন। সাত হাজার ফুটে এর মুক্তির ছাড়পত্র দিয়েছেন। যে অংশের ৯টি কাট ছাঁটাই করেছেন, সুপারিশ করেছেন মোট ভূমিকাগুলির পুনরাভিনয়। অভিনয় করেছেন জিমি কুমার, মধুবালা, পৃথ্বীরাজ, অজিত, নিশার সুলতানা, বিজয়লক্ষ্মী ও সমাধারা শীল।

এই ছবির একটি হিন্দি সংস্করণও নির্মিত হয়েছে। কিন্তু তার মুক্তির দিন এখনও নির্দিষ্ট হয়নি।

ভারতীয় নাট্য-সঙ্ঘের নিবেদন

অঙ্গার

মিনার্ভায়

(সি ৩৪৬২)

থিয়েটার সেন্টারে

সভ্য হয়ে দেখুন

(১) নাট্যোৎসব
১৬ থেকে ২০ এপ্রিল, '৬০
(২) একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা
(৩) সাময়িক নাটক

বাৎসরিক চাঁদা মাত্র ১০, টাকা

—আবেদন করুন—
৩১এ, চক্রবেড়িয়া রোড, সাউথ,
কলিকাতা—২৫
৪৭—৩৪৪৭

## নাট্যাভিনয়

চারণ সম্প্রদায়ের তৃতীয় নিবেদন উমেশ নাগ রচিত 'জঙ্গল'। গত রবিবার (২০শে মার্চ) রঙমহলে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় নাটকার ও বহিন্দ্রম ঘোষের যুগ্ম পরিচালনায়। অরিং সন্তানের সমস্যাকে কেন্দ্র করে এর নাটি কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে। বিষয়বস্তুতে নূতনত্ব না থাকলেও সামাজিক এক জটিল সমস্যার খেতাবে সমাধান করবার চেষ্টা করা হয়েছে তা নাটকারের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবী নিয়োগী, অমর চট্টোপাধ্যায়, বন্দিতা ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভৌমিক, বাবলি রায়, উমা বাগচীগুপ্তা, অঞ্জলি মিত্র ও প্রতিভা নাগ। অভিনয়ের মান সাধারণ স্তরের।

• • •

গত শুক্রবার (১৮ই মার্চ) রঙমহলে নিবেদন হোল 'জনীক'-এর সপ্তম নিবেদন পলাশীর যুদ্ধ' মঞ্চস্থ হয়। সিরাজউদ্দৌল্লাকে নিয়ে লেখা গিরীশচন্দ্র ও নজরুল সেনগুপ্তের দুটি নাটকের পর পলাশীর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নতুন নাটকের কি প্রয়োজন থাকতে পারে সেই সম্বন্ধে নাট্যকার শ্রীরাম নাটকের মুখবন্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। ইতিহাস ও জাতীয়তাবাদের উজ্জ্বাস বজায় করে বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গীসহকারে ঘটনা নিয়ে ঐতিহাসিক সত্যকে বিচারের প্রয়োজনীয়তার কথা নাটকার উল্লেখ করেছেন তাঁর নাটকের মুখবন্ধে। নাটকের উপসংহার হলো—এক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকের মানস সৃষ্টিতে – তিনি সিরাজ ও তাঁর অমাত্যবর্গের চরিত্র এবং সিরাজের পতন সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেছেন। নাট্যকারের বক্তব্য ইতিহাসসম্মত হয়েছে কি না তা ইতিহাসজ্ঞদের বিচার্য।

সুবোধ গুহের নির্দেশনায় জনীক এর এই নতুন নাট্যনিবেদনটি সামগ্রিকভাবে দর্শকের নাট্যপ্রত্যাশাকে কোনও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় তৃপ্তি দিতে সমর্থ হয়নি। অভিনয়ের বিভিন্নাংশে শিথিলতা ও অসতর্কতা প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে অমল বসু (সিরাজ), বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (মীরজাফর), কালীপদ দে (জগৎ শেঠ), অমিতকুমার চক্রবর্তী (রবার্ট ক্লাইভ), বিজয় মুখোপাধ্যায় (ওয়াটস), আশা মজুমদার (ঘসেটী বেগম) ও মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তীর (লুৎফা) অভিনয় প্রশংসনীয়।

মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও রূপসজ্জা চলনসই।

• • •

মাণিকতলার 'বেহালা' সঙ্গীতাশ্রম তাঁদের সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে গত ১৫ই মার্চ রঙমহলে সমারোহের সঙ্গে 'প্রফুল্ল' নাটকটি পরিবেশন করেন। বিভিন্ন চরিত্রে শৌখিন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দান করে।

• • •

হোড়চৌধুরী বসন্তোৎসব উপলক্ষে তাঁর সভ্যেরা গত ১৯শে মার্চ সাহানগর বিদ্যালয় হলে সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'সাত-মহলা বাড়ি' নাটকটি অভিনয় করেন।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ অভিনেতা ফ্রেডরিক মার্চ মাদ্রাজে এ ভি এম ষ্টুডিওর পরিদর্শনকালে একটি ডায়মন্ড ইনির সেটে এই চিত্রটি গৃহীত হয়। মার্চ সম্পত্তিক প্রযোজক এ ভি মাদ্রাসন, পরিচালক পাত্র ও মিসিসবুন্দের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে


আলোক সম্পাতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে

অঙ্গার

মিনার্ভা

(ফি ৩৭৬১)

বিশ্বরূপা

(ফোন : ৫৫—১৬২৫)

বৃহস্পতিবার ও রবিবার—৬টায়

শনিবার ও ছুটির দিন—৩ ও ৬টায়

সেতু

১১১ রাত্রি ১১৩ — এবং

পরিচালনা—অরুণ মিত্র সংগীত—রবীন চট্টো

রূপায়ণে—অরুণ মিত্র, অসিতবরণ

রবীনমজুমদার, অমরনাথ, সন্তোষ, তারক

হালদার, ভবানীমুখার্জি, অনুপ, মাঃ বাবলা

ইরাণী, লতিকা, সুপ্রভা, ইরা, অর্চনা

ও

ছবি মিত্র এবং বেবী

নবনাট্যপর্ব শুরু

আবরণ ৫·০০

মেয়েরা সেরা

মহানগরীতে ৩·৫০

বিদ্যুৎপর্ণা অভিনীত

তীর্থতরণী ২·০০

বিভিন্ন : ৩ বর্ণময় চাকচিক্য স্মৃতি রূপ ১২


অভিনয়ের মধ্যে দুর্বিনয় প্রকাশ করেন। ঘোষণার হয়ে উঠেছিলেন বিজয় সে পদে চন্দ্র অবশ্য সংক্ষিপ্ত অভিনয়ের ও মাত্র দুইবারের মধ্যে একটি অভিনয়ে করে দর্শকের সমালোচনা হয়, অভিনয় করেন।

## বিবিধ সংবাদ

সম্প্রতি এর আলোচক কমিটি যে দ্বিতীয় ছবি ১১১১ সালের রেজুনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত করেছেন তাদের নাম: অসাধারণ ব্যবহারিক অভিনয়ের জন্য এক বি ফিল্মসের ছবি। ছবিটি আসামী পরিচালক : শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র এবং বিমল রায়ের সুজাতা। কমল মজুমদারী ছবি রাখীর শ্রেষ্ঠাভিনয়ের জন্য বিশেষ চরিত্র।

এবৎসরের আলোচনা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হলেন ফিল্মফেয়ার নয় (এর জন্য সংস্থার সভাপতি ফিল্মফেয়ার সম্পাদক, সিনেমাটোগ্রাফার ও ছয় জন পাঠকের আসেই অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্রীয় কমিটির চূড়ান্ত নির্বাচনের আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ঘোষিত হবার কথা।

যে ফিল্মগুলি রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হবে সর্বসাধারণের জেনুলি হাতে দেখবার পর তার জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত ফিল্মগুলির একটি প্রদর্শনী-উৎসব প্রবর্তিত হবে এহাদীপ্রাহে এই বছর থেকে। এই উৎসব বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবের ব্যয় সংকুলানের জন্য ফিল্মগুলি প্রদর্শনের হবে নামমাত্র প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে।

• • •

সম্প্রতি সুবিধাদান ফিল্মগুলির ছবি কিনে নয় ১৯৫ রাত্র আগামে সেন্সরবোর্ডের সদস্যদের করেছেন। কয় ছয় মাস ধরে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ফুলগুলিকে এই আদের সুযোগ দিলে ভিন্ন ভিন্ন ভিন্নভাবে ছবি দেখানোর ব্যয় এবং ১৯৫ রাত্র সেন্সরবোর্ড ছিবে আসবে। তবে ছবি ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন পরেই সেন্সরবোর্ড তাঁর মতামত পাঠাবে এজন্যে ছবি দেখানো হয় তখন প্রযোজকের সেন্সরবোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে একটি আলোচনা হবে। প্রযোজকের সেন্সরবোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবেন।

• • •

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার বিভাগ


শ্রীসতীন্দ্রনাথ মিত্রের

সর্বসাধারণের গ্রন্থ

বসন্ত সাঙ্গনী

বিশ্বাসের পটভূমিকায় একটি চিরকালের কাহিনী। ছবির আগেই টীকা হবে

পরিবেশক : পুস্তক, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

(ফি ৩১২৬৫৫)

জয়শ্রী পিকচার্সের "জ্বালানী কাহিনী"-র একটি দৃশ্যে সুপ্রিয়া চৌধুরী, বেঃ লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রা মণ্ডল ও অসিতবরণ

আছাড়ে একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠান করবার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন বলে জানা গেল। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা ও সংবাদদাতা পাঠানো হবে।

আর একটি সংবাদে প্রকাশ, বিমল রায়ের অনুপস্থিতি কালে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে

## চিঠিপত্র

### নাটক ও মঞ্চমালা

**মহাশয়,**—কেন্দ্র নাটকের প্রচারের অভি-নাম্যাসরে বিশ্বরূপার উদ্বোধনী [illegible] বন্ধুরা বিনা বিনা প্রশ্ন [illegible] সংখ্যা নাটক বি [illegible] অধিক বিস্তার হয়ে [illegible] হয়ে প্রযোজনা সংখ্যা [illegible] সম্পর্ক নাটকের নিজস্ব বক্তব্যকে [illegible]


ফিলিপস রেডিও

১ ব্যান্ড এসি/ডিসি — ১১৯৲
৩ ব্যান্ড এসি/ডিসি — ৫১৭৲
৬ ব্যান্ড এসি/ডিসি — ৫৭৫৲
৫ ব্যান্ড এসি — ৭১৭৲

উত্তর ও দক্ষিণ ভারত আপনাদের ডিলার্স

ইলেকট্রো রেডিও এম্পোরিয়াম
৭৬/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
নিউএম্পায়ার থিয়েটারের পাশে-কলিকাতা ৬
ফোন:- ৫৫-১৮০৭


[illegible] অনুষ্ঠান [illegible] সংখ্যা [illegible] প্রযোজনা [illegible] নাটকের [illegible] [illegible] [illegible]

# খেলার মাঠে

**একলব্য**

এশিয়ার অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু রোমের মূল ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার অর্জনের জন্য ভারতকে এবার খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলদের সঙ্গে। অলিম্পিকের প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় একটি খেলায় অবশ্য ভারতীয় দল এই প্রথম আন্তর্জাতিকমানের [illegible] পর্যন্ত করেছে। তার ফিরে এর পর একটির পর একটি খেলায় ভারতীয় দল বিদেশী দলের কাছে পরাজিত হয়েছে। তবে আশা করা যায় ফুটবলের মূল অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ১৯৭৬ সালে ভারত যে সম্মান এনে দিয়েছিল, সেটুকু অন্তত ভারত ধরে রাখতে পারবে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভারত সরকারের উদ্যোগে কলেজ ছাত্রাদের শারীরিক শিক্ষার পরীক্ষা। লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের দুইজন ছাত্রী সেতার ভারসাম্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন

একজন ছাত্র তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে শরীর সম্বন্ধে কৃত্রিম সেইভাবে পৃথক পৃথক ব্যায়ামশিক্ষকের ব্যবস্থা। দৈহিক শিক্ষা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট বয়সের অবশ্য পুরণীয়। শরীর ভালো হলে পড়ুয়ে না শরীরের ভালোমন্দ নয়। ইংরেজ ফুটবল খেলোয়াড়ের পায়ে ব্যথা থেকায় ইস্কুলে করা সম্ভব নয়। বড় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা পায়ের ব্যথা বন্ধ করার প্রমাণের লক্ষ্যে—এমন পুলিসকর্মী ও ফুটবল খেলোয়াড়ের থাকবেই। কিন্তু এমন থেকেও কোন খেলোয়াড়ের যদি দৈহিক শিক্ষা না থাকে তবে ইহাদের কাছে সে খেলোয়াড়েরও কোন মূল্য নেই। দৈহিক শিক্ষা বজায় রাখতে হলে

ফুটবল খেলার এক বড় সম্পদ। এইজন্য ইহার দৈহিক শিক্ষার দিকে বেশী জোর দিয়ে খেলোয়াড়দের নানা রকমের ট্রেনিং দিচ্ছেন। তাহার মধ্যে যোগাসনের সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। চেষ্টা করছেন নিপুণ করে একটি সুন্দর দল গড়ে তুলবার।

• • •

এখন কথা হচ্ছে ইস্কুলকলেজের খেলোয়াড়েরও শেষ নেই। কয়েক বছর আগে থেকেই সেখানে বিদেশী ফুটবল কোচের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তার ফলেই ফুটবল খেলার ইস্কুলকলেজ প্রতি মরসুম সমারোহ করা খুবই শক্ত হয়ে উঠেছে। সেইজন্য ইস্কুলকলেজের বেশ কয়েকজন ফুটবল দল বছরেই ভর্তিহার বন্ধ করা হয়। তাছাড়া ও ইস্কুলকলেজের সাংস্কৃতিকদলের কাজকর্ম থেকেও যথেষ্ট ভারতের পক্ষে আমাদের উৎসাহজনক নয়।

পাঠশালার কুড়ুনি একজন ছাত্র হয়ে ইস্কুলকলেজের ছাত্র পর্যন্ত সকলের জন্যই ব্যবস্থা করে। তবে খুব্বের খেলা আর কুস্তিকলেজের কুস্তি ছাড়া বিশেষ খেলায় সুস্থকর অভিভাবকের খেলার ব্যবস্থা নেই। সেইজন্য এই ব্যবস্থার সঙ্গে যে ছাত্র সম্পর্ক হয়ে না এই কথাটা বলে রাখা ভালো। সেই সুযোগে ছাত্রদের শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। কোন ছাত্রের দৈহিক শিক্ষা সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে কোন ছাত্রের ছাত্রদের মধ্যে কোন ছাত্রের ছাত্রদের মধ্যে কোন ছাত্রের

বহু প্রতিষ্ঠান থেকেও নানাভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। এখনই আসবেন তারা।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে সাঁতারের কৃতিত্বের জন্য কলকাতার ইতিহাসে সাঁতারকে নানাভাবে সম্বর্ধনা জানানো হল, সেই কলকাতায় সাঁতারের সুবিধার জন্য সরকার বা কর্পোরেশন কি করেছেন? আজও কলকাতার একটি সিমিংপুল সুবিধা পুরো পাচ্ছে না। সম্প্রতিকালে উত্তরে ৩৪ মাইল ৫৩৩ ফাদোমেটারের রাস্তা এই সাঁতারু জানাতে গিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আজও কলকাতার একটি সিমিংপুল সুবিধা পুরো পাচ্ছে না। অথচ কলকাতার একটি সিমিংপুল হতে পারে। আজ বাঁচি সরকার এবং কর্পোরেশন এ বিষয়ে একটু উদ্যোগী হবেন।

যাঁ অবশ্যি সাঁতারকে একদম আর জানাতে দেয়া হল না। কারণ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সময় তিনি সাঁতারের আনন্দের ছিলেন। সেই জন্যে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তাঁকে আনা হয়নি। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে তাঁর স্ত্রী পুরস্কার গ্রহণ করেন।

যাহোক, বাঙালীর সাঁতারের এই কৃতিত্বে আনন্দ প্রকাশ করার এবং তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বিভিন্ন ক্লাব ও প্রতিষ্ঠান থেকে যে সব উদ্যোগ আয়োজন চলছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী সাঁতারুদের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। এই প্রতিযোগিতার নাম দিয়েছেন 'মিহির স্মারক প্রতিযোগিতা'। মিহির সেনের মৃত্যুর ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। আর এর মধ্যে সুদীর্ঘ ৮৯১ মাইল—স্কটল্যাণ্ডের উত্তর প্রান্তের জন ও গ্রোটস থেকে আরম্ভ করে ইংলণ্ডের পশ্চিমপ্রান্তের ল্যাণ্ড এণ্ড পর্যন্ত।

শুধু ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য আয়োজিত এই সুদীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ থেকে। ২৯ দিনের মধ্যে অর্থাৎ মার্চের ২৪ তারিখে প্রতিযোগিতার উপর যবনিকা পড়বার কথা। ইতিমধ্যে বহু প্রতিযোগীই পদত্যাগপত্র ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখনো বহু প্রতিযোগীর চূড়ান্ত পত্র আসা বাকী।

প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে বিভিন্ন স্থানে ৫০৮ জন ব্রিটিশ নাগরিক প্রতিযোগিতার আরম্ভ স্থানে সমবেত হয়েছিলেন। আবহাওয়াবিদ্‌গণ যেমন প্রতিকূল, তেমনি প্রচণ্ড। কোনদিন তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে আসছে, কোনদিন ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উঠছে। কোনদিন ঝড়ো হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় ৬৫ মাইল অতিক্রম করছে, কোনদিন বা সমস্ত দিন ধরে চলছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। তার মধ্যে ৫৪২ জন প্রতিযোগী এখনো অংশগ্রহণ করছেন।

এ প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকার করে এক ইংরাজ পাইলট পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি সাঁতার কেটেছেন ৩৮ ঘণ্টার এক জায়গায়। এর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ৩২ মাইল অতিক্রম করার দরুন। তিনি ১৫ ঘণ্টা ৫২ মিনিটে ঐ জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি ১৩ ঘণ্টায় এই দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। তিনি অবশ্য ঐ জায়গায় পৌঁছে আর সাঁতার কাটেননি। তিনি ঐ জায়গা থেকে ডাঙায় উঠে এসে ঐখান থেকে ট্রেনে করে ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানে চলে যান। তাঁর পরিবর্তে তাঁর স্ত্রী সাঁতার কেটে ঐ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি ঐখান থেকে সাঁতার কেটে ফিরে এসেছেন। এই ভাবে তিনি ৬৪ মাইল সাঁতার কেটেছেন। তিনি ঐ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। ইংরাজ সাঁতারুদের এই ধৈর্য ও সহনশীলতার তুলনা নেই। এই সব সাঁতারুদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁদের সাঁতার কাটার গতি ও অন্যান্য খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছেন একদল বিশেষজ্ঞ। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী সাঁতারুরা তাঁদের সাঁতার কাটার ধরন বদলে নিচ্ছেন।

• • •

ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই নিয়ে তৃতীয় বার্ষিক এই ধরনের ইংরাজ চ্যানেল অতিক্রমের আয়োজন করেছিলেন মিহির সেন। তিনি সাঁতারের মধ্যেই তাঁর স্পনসরদের থেকে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। এবার তিনি এই অভিনব প্রথম প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। এ-প্রতিযোগিতা কেবল মাত্র বিদেশের সম্মুখে প্রথম প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে দুরূহ প্রতিযোগিতা। বার্টলিন এ-প্রতিযোগিতার নাম দিয়েছেন 'মারাথন প্রথম'। মারাথন রেসের দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। আর এর দূরত্ব

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

১৪ই মার্চ—নয়াদিল্লীর এক সেন্সেশনাল রেড আর্ট এই আতঙ্কের প্রকাশ করিয়াছেন যে, মৈত্রেয়াতি ইউনিয়নের (১২নং) একাংশের হুমকিতে সম্পর্কে এবং কেন্দ্রীয়দের ডিপ্লোমেটিক বিনিময় সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রিদ্বয়ের মধ্যে ১৯৫৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, উহাদ্বারা ভারতীয় অঞ্চলের একাংশ পাকিস্তানের অনুকূলে সমর্পণ করা হইয়াছে এবং সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উক্ত চুক্তি কার্যকর করার জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের নাই।

১৫ই মার্চ—বিধান পরিষদে ১৯৬৯-৬০ সালের অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জানান যে, কলিকাতায় সাকুলার রেলপথ চালু করার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং হাওড়া-বর্ধমান ও শিয়ালদহ-বনগাঁ সেকশনে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা সম্পর্কে হওয়ায় এই কাজে হাত দিবেন।

বর্ধমান পুলিসের মুখপাত্র সমর বিশ্বাসের অনৈক মুখপাত্র বলেন যে, সম্প্রতি কোলকাতার বন্দরসমূহের সহিত লিপ্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিগত পাঁচ বৎসরে রাজ্য সরকারকে জন্মান চারলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছে।

১৬ই মার্চ—পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আগমনের এবং কলিকাতার অনাবাসী ব্যবস্থা, বিশেষত সন্তানকালে পুনর্বাসনের সমস্যা, বাসস্থানের প্রশ্ন প্রভৃতি বিষয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় সৃষ্টিতে আবেই মতবিরোধের যৌক্তিকতার কারণ নাই, পরন্তু উভয় সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের মধ্যে সহযোগিতার ভাবিলম এবং অন্যান্য অফিসার পর্যায়ের বার্ষিকের মধ্যে প্রকৃত মতবিরোধ দেখা দিয়াছে বলিয়া জানা যায়। আর এই মতবিরোধের সুযোগে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় চরম অসহযোগিতা করিয়া চলিয়াছে বলিয়া অভিযোগ শুনা যাইতেছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সেনা ইন্টেলিজেন্স কোলকাতার মধ্যে বিভিন্ন অফিসারের বাসায় অনুষ্ঠিত এক অনুসন্ধান বলেন যে, সেনাদের পাসপোর্ট সম্পর্কে এক নম্বর মধ্যে অনুসন্ধিসী পার্টি, দুই নম্বর মধ্যে কাগজে এবং বর্তমান কাগজে নবীন সম্পাদকের আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ছাড়া অন্য কিছু নাই।

১৭ই মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পুলিস খাতে বাজেটবরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবি আলোচনাকালে বিরোধী সদস্যগণ রাজ্যের পুলিস-বাহিনীর সমালোচনা করিয়া বলেন, ঐ বিভাগে লক্ষ ও অসাধারণ বরাদ্দের পর বছর সমালোচনা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং পুলিসের 'নিষ্ক্রিয়তার' ফলে রাজ্যে অপরাধের মাত্রাও দিন দিন বাড়িতেছে।

কলিকাতার এডভোকেট জেনারেল শ্রী এইচ এম সরকারই আজ হাইকোর্টের জজ হিসেবে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি ১৯৫৭ সালে ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁহার স্থলে শ্রী এস এন মুখার্জী এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হইবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৮ই মার্চ—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীযুক্তরাজেন্দ্র সেন সহ রাজ্য বিধানসভার সমস্ত সদস্য দণ্ডী সমাবেশভাবে পরিদর্শনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর আমন্ত্রণক্রমে দিল্লী কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীকেসকরও থাকা আগামী মাসে স্বীকার করিয়াছেন এবং সভা কলকাতা হইতে সরবরাহী ২৩শে অক্টোবর হইতে সমস্ত উদ্বাস্তুদের জাহাজযোগে নেওয়া হইবে বলিয়াছিল, তাহাদের সমস্ত কাজকর্ম জাহাজের মঞ্জুর ও আগামী ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত জাহাজে চলে, এবং তাহার পরিবর্তে পুনর্বাসনের নিয়োজন।

১৯শে মার্চ—অদ্য ছাত্রদের উপরে পরিচালনার সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের আলোচনার ছাত্রদের পক্ষে বার্ষিক ফোকলার জন্য মোট ১১১০ কোটি টাকা বিধানসভায় বিধানসভা সাধারণভাবে অনুমোদিত হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পূর্ব নির্ধারিত প্রকল্পের বাহিরে বেসরকারী অনুদানের অতিরিক্ত বরাদ্দ পুরাণ। ছাত্রদের বেতনের এই বাড়তি সম্পর্কে কমিশন দ্বারা সরকারকর্তৃক মোট ১০০ কোটি টাকা বাদ দিলে কেন্দ্রীয় সরকার মোট ১১৭০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ সাহায্য ও প্রকাশ করেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণ তাহার অনুমোদন করেন বলিয়া জানা যায়।

২০শে মার্চ—কলিকাতা জেলাশহর জেলাগুলি সম্পর্কিত হইতে আজ শুরু হইয়াছে। বিধান প্রধানমন্ত্রী কলকে আগামী সরকার কর্তৃক ট্রাইবাল সমাবেশ আগমনের জেলা সভাধিপতি জন্য জেলাশাসকের আহ্বানে জানাইয়া দিয়াছে। জেলা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত যে ১০৮ কোটি ৬ লক্ষ টাকা চাহিয়াছেন পরিকল্পনা কমিশন উহার মধ্যে পরবর্তী ৭৩ লক্ষ মঞ্জুর করিতে সম্মত হইয়াছেন।

## বিদেশী সংবাদ

১৫ই মার্চ—ব্রাটেনের অভিযোগ নেতার টেরিটোরিয়াল আর্মি মোবাইলের প্রায় ৩ লক্ষ ভলান্টিয়ার মধ্যে অর্থাৎ আগামী মেজরুত ৭নং পাইওনিয়রদের সহিত নেতার সাবোগ স্থাপন করে। কৃত্রিম মুখটি তাহার মহাকাশ পরিভ্রমণের সংস্থাটি সাজোয়ার স্পর্শকাতর জানাইয়া দিতে দিতে ঘণ্টার ৬৬৫ মাইল বেগে ছুটিতে থাকে।

১৫ই মার্চ—আলজিরিয়ার যুদ্ধ বিরতির সম্ভাবনা বহুলাংশে দূরে পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ফেমন জেনারেল আলজিরিয়ান সরকার পরিকল্পনা পরিচালনাকারীই জানাইয়া দিয়াছেন যে, স্বাধীনতা অভিযান ৫ হতে পরিষদ বিচ্ছিন্নতাবাদ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

গণপরিষদসূত্রে খবর পাকিস্তানী আজ সকলে একটি পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার সরকারী প্রস্তাব অনুমোদন করেন। প্রস্তাবটি সম্পর্কে এখন আলোচনা শুরু হইবে।

১৬ই মার্চ—ব্রিটেনরাজের ইউনিয়নের ক্রম বিমানবন্দর অভিযোগের পরিচালন করার এক আন্তর্জাতিক ইউনিয়নে পরিচালিত ট্রেনটি কাজকর্ম সেক্রেটারি মুই পাইও অবস্থানে বিচ্ছিন্ন করে হয়। সম্প্রতি সময় বন্ধ হয় যে, ট্রেনটি কাজকর্ম বন্ধ ৯৮ সময় বাঁধের ঘন্টা পরে বিমানটি চলিতে ৫৪৯ মাইল বেগে।

১৭ই মার্চ—সর্বসম্মত মতে সংসদটি আজ ঘোষণা করে যে, ১৯৬০ সালের ১১ মার্চের মধ্যে সংসদের চলাচলের জন্য

মিষ্টি
মোলায়েম
সুগন্ধি

# স্যাভলন্

বেবি পাউডার

—হিবিটেন যুক্ত

ভারত
প্রস্তুতকরণ
ও পরিবেশক

ICI

ইম্পিরিয়াল
কেমিক্যাল
ইন্ডাস্ট্রিজ
(ইণ্ডিয়া)
প্রাইভেট
লিঃ
কলিকাতা
বোম্বাই
মাদ্রাজ
নয়া দিল্লী

ISC-7 BEN

REG. NO. C. 2109

কেশবতী কন্যা...
চাঁদের মুষমা-মাখা তা'র মুখ,
বিজলীপ্রভা তা'র স্নেহময়ী, আর কেশ?
কেশ তা'র মনকুক মেঘপুঞ্জের
লীলায়িত বিলাস।
রূপরচনায় কেশের স্থান
গুরুত্বপূর্ণ, রূপকল্পনায় পাই তারই
আভাস। কে না চায়
নিবিড়-কালো কেশকলাপ?
কে না চায় তা'কে ধ'রে রাখতে
চিরদিন? এই চাওয়া ও
পাওয়ার মধ্যে সেতুবন্ধ
কেশরঞ্জন, যার কেবলমাত্র
গুণ অপরিসীম নয়,
অনন্যসুলভও বটে।
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৯

শ ] শনিবার, ১১ চৈত্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 2nd April, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ২২

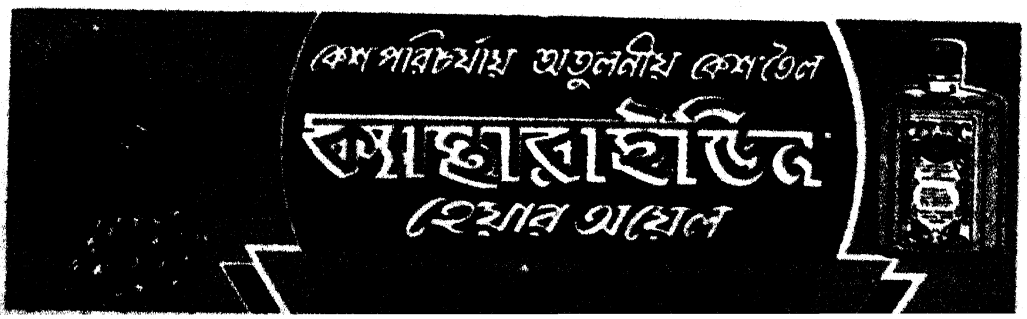

প্রকাশিত হইল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত
**বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস**

প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ

সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত ও পরিবর্তিত এবং কয়েকখানি মূল্যবান চিত্র ও পুঁথির প্রতিলিপিসম্বলিত। মূল্য ১২·৫০

পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডের অপরার্ধ মুদ্রিত হইতেছে।

তৃতীয় খণ্ডের নূতন সংস্করণ তৈয়ারী হইতেছে।

**বাংলা সাহিত্যের কাহিনী**—মূল্য ২·২৫

প্রকাশক : ইণ্ডিয়ান পাবলিসার্স
৪০-এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেনের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশক নিকট পাওয়া যায়

**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**—
দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ১০·০০

**বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস**—
তৃতীয় খণ্ড মূল্য ১০·০০

**ভাষার ইতিবৃত্ত**— মূল্য ১০·০০

**চর্যাগীতি পদাবলী**— মূল্য ১০·০০

**ইসলামি বাংলা সাহিত্য**— মূল্য ৫·০০



বিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

# সোনার আলপনা

সমস্যা সেকালের ছেলেদেরই। একালের ছেলে-মেয়ের সমস্যা নেই। বিজ্ঞানের মধ্যে অসত্য বলবার নয়, হয়। ওরা বিশ্বাসই করে। প্রথম সুযোগ এসেছে। কলকাতার ... বড় বড় কয়েকটি ক্লাব কলিকাতার বাইরে ছেলে-মেয়ে শিবির করছে। এই শিবির সাহিত্যের সাক্ষাৎকার সম্ভব করল। ছোটদের লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এই শিবির আবহাওয়ার বর্ণনা থেকে তরু, পরিশেষে বাইরেকার বাস্তবের জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে গল্পটির বিষয়বস্তু। এমন সহজ সরল সম্ভব। ভাষা সাহিত্যে এ জাতীয় আলোচনা পূর্বে হয়নি। মূল্য : ৪·০০

প্রকাশনা সংস্থার পুস্তক

রবীন্দ্রসাহিত্য সম্ভোগের ধারা ... ৫·০০। সুবোধ ... ৩·০০। সাগরের ধারার ... ২·৫০। উপকণ্ঠ ... ২·০০। সুবল সংস্করণ হয়েছে ... ১·০০। ঐতিহ্যে ... বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের ... ৩·০০। ... ৩·০০। বুদ্ধদেব ... ১·৫০। বুদ্ধদেব ...

**লঘুপক্ষ** ঃ ... ৩·০০

**এডারেন্ট বুক হাউস** : ... কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলি-১২



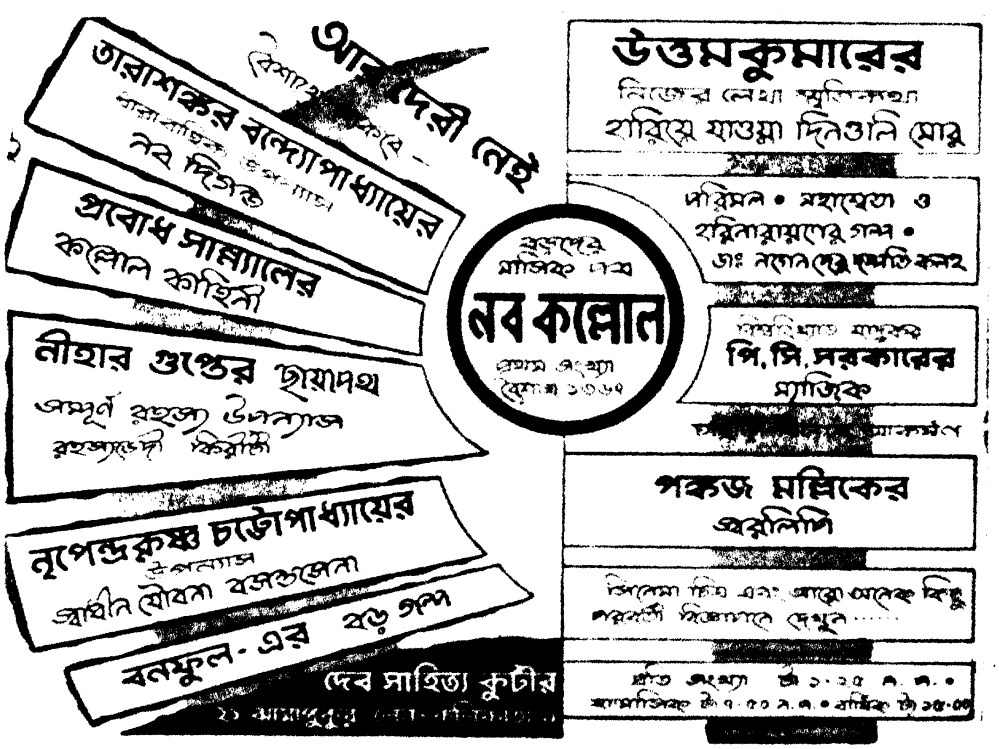

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| পরীক্ষা বিভ্রাট— | ... ... ... | ৬৫৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... ... ... | ৬৫০ |
| বৈদেশিকী— | ... ... ... | ৬৫২ |
| সোয়েডাগন প্যাগোডার ইতিকথা— | ... | ৬৫৩ |
| অভিশপ্ত চম্বল— | ... | ৬৫৭ |
| রবীন্দ্রায়ন— | ... | ৬৬১ |
| কেশ চর্চা— | ... | ৬৬৭ |
| আলোচনা— | ... ... ... | ৬৬৮ |



প্রস্তুতি

৭ই চৈত্রের বই

বঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সে সে মি রা ৩·০০

প্রমথেশ মুখোপাধ্যায়ের
প্রমথেশ নৃত্য ও নাট্য
৩·০০

সম্প্রতি প্রকাশিত (কার্তিক হইতে ফাল্গুন):

| | | |
|---|---|---|
| বনফুল-এর | ওরা সব পারে | ২·৫০ |
| প্রবোধ সান্যালের | ইস্পাতের ফলা | ৩·৫০ |
| দীপক চৌধুরীর | নামে সোনায় বসতি | ৩·৫০ |
| বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের | রিকশার গান | ৫·০০ |
| মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের | মাঝির ছেলে | ২·৫০ |
| নরেন্দ্রনাথ মিত্রের | জনপ্রপাত | ২·৭৫ |
| সত্যপ্রিয় ঘোষের | গান্ধর্ব | ৩·৫০ |
| শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের | নারীদেহের এনাটমি | ৩·০০ |
| হিমানীশ গোস্বামীর | নতুনের পাড়ায় পাড়ায় | ৩·০০ |
| ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের | ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর | ৫·৫০ |
| ভোলা চট্টোপাধ্যায়ের | উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল | ৩·১০ |
| শ্রীখেলোয়াড়ের | ক্রিকেটের রাজকুমার | ২·৫০ |
| ধনঞ্জয় বৈরাগীর | রত্নবীগঙ্কা | ২·২৫ |

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
হেড অফিস: কলিকাতা ৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন: ৩৪-২৬৪১

# নিশ্চিন্ত বিশ্রাম

আজকের দিনে মানুষের চিন্তার অন্ত নেই। চিন্তা যখন নিত্য সঙ্গী হবে নিশ্চিন্ত বিশ্রামের সুযোগ যে কবেকার সুদূরে হারিয়ে যাবে সে আর বেশী কথা কি? নিত্য নূতন সমস্যা মানুষের স্নায়ু আর মস্তিষ্ককে যখন বিকল করে আনে তখন তেল মেখে আর মন মাখে অপরিসীম প্রশান্তি। সেদিন কবে আসবে তাই কাটে দিন-রাত যা নিশ্চিন্ত নিদ্রায়।

সন্ধ্যাকুসুম তেল মাখা চুলে রাত্রে যাই নিশ্চিন্ত প্রভাতকুসুম তেল ব্যবহার করলে পরিপাটীর নিশ্চিন্ত বিশ্রাম যে সম্ভব তা এ বাজারেও জোর করে বলা চলে।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস
কলিকাতা-১২

GOVERNMENT ... Calcutta Bahai

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বিশ্ববিচিত্রা— | ... ... | ৬৬১ |
| ষ্টীমেবাসে— | ... ... | ৬৭২ |
| নাসেরকে যেমন দেখেছি—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী | | ৬৭৩ |
| প্রথম কদম ফুল—শ্রীঅমিয়ভূষণ সেনগুপ্ত | | ৬৭৭ |
| পাহাড়ী সন্ধ্যা (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী | | ৬৮১ |
| সেই কথা (কবিতা)—শ্রীঅশোককুমার | | ৬৮২ |



এ বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস—

প্রমথনাথ বিশী'র

রবীন্দ্র-পরস্কার

অভিনন্দিত

কেরী

সাহেবের

মুন্সী

॥ পঞ্চম মুদ্রণ ॥

— সাড়ে চার টাকা —

দিল ও ঘোষ, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২



প্রতিটি লাইব্রেরীর পক্ষে

অপরিহার্য কয়েকখানি

কথাসাহিত্য

তারাশঙ্কর ব্যানার্জি

চরকাশেম ৩·৭৫

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টৈতা দিন ৪·০০

সুবোধ ঘোষ

সীমানা ১·৭৫

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মা (পূর্ণাঙ্গ) ৪·০০

সহযাত্রী ১·৭৫

আমার ছেলেবেলা

৩·০০ ১২·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আরণ্যক (একত্রে) ১৫·০০

২য় খণ্ড: পথের পাঁচালী ৫·০০

২য় খণ্ড: অনিবর্ণো আত্মারো ৫·০০

২য় খণ্ড: বিপিন প্রভাত ৫·০০

বিমলাংশু মুখোপাধ্যায়

জীবনের জয়গান ৪·০০

নিরুপমা দেবী

ইস্পাত ৬·৫০

বনফুল

স্পাটাকাস ৫·০০

শেষ সীমান্ত ৭·০০ ৩·২৫

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নতুন উষার রক্ত রঙ ৫·০০

দ্বিতীয় খণ্ড ৬·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

বন্দুকারের বীর কাহিনী ৩·৫০

বিমল কর

প্রবাহিনী ডন ১·০০

সাগরে মিলায় ডন ৬·০০

তারাশঙ্করের নূতন

রত্নগর্ভা ৫·৫০

বুদ্ধদেব বসুর

আসীর মধু থেকে ১·৭৫

চীনের শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন

নতুন চীনের ছোটগল্প ১·৫০

নাথমল বুক এক্সচেঞ্জ প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিঃ ১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিঃ ১৩

বিক্রয় কেন্দ্র: কলিকাতা

১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিঃ ১২

# চলতি রেওয়াজ

[illegible]

## হ্যাণ্ডলুম হাউস

[illegible]

[illegible]

১২১এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র [illegible]

৯এ, রতন সরকার, কলকাতা-৩

পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র :

৩৪, কারবালা ট্যাঙ্ক, কলিকাতা-১

বিভিন্ন বিক্রয় শাখা :

হাওড়া, কলকাতা, কৃষ্ণনগর, শিলিগুড়ি

ও অন্যান্য

প্রকাশক : অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম ফেডারেশন ও হ্যাণ্ডলুম কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, তন্তুজ ভবন, ৪এ, হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা-১

SIATA-HH-3A

GOVERNMENT ... Behar

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আমিষ—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার | ... ... | ৬৮৩ |
| কড়ি দিয়ে কিনলাম—শ্রীবিমল মিত্র | ... ... | ৬৮৯ |
| নিজেরে হারায়ে খুঁজি—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী | ... | ৬৯৫ |
| বিজ্ঞান বৈচিত্র্য ৬৯৫ | ... ... | ৭০০ |
| বিলেতের প্রাথমিক বিদ্যালয়—শ্রী[illegible] | ... | ৭০২ |
| পুস্তক পরিচয়— ... ... ... | ... | ৭০৩ |
| রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর | ... ... | ৭১০ |
| খেলার মাঠে—এ[illegible] | ... ... | ৭১৫ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ— | ... ... | ৭১৯ |


প্রচ্ছদ—শ্রীনির্মল বিশ্বাস


সুখ্যাতি নূতন উপন্যাস!

প্রতিষ্ঠাবান ঔপন্যাসিক
পঙ্কজকুমার ভট্টাচার্যের

## রূপসী নগরী

• [illegible] •

সহর কলকাতার কাহিনী থেকে শুরু, কয়েক মহাদেশের সহরে ঘুরে ঘুরে ঢেলা-কাহিনী হয়ে যায় এই উপন্যাসখানির পরিবেশ ও চরিত্র-সংঘাতগুলির বিভিন্ন লিপিকুশলতার তোলায়ে। অল্প কথায় সবটুকু বলতে পারাই নাকি সার্থক শিল্প। —রূপসী নগরী সার্থক শিল্পেরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

• •
•

উদীয়মান কথাশিল্পী
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## সমুদ্র মানুষ

[illegible] মূল্য [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...

শুভ ১লা বৈশাখ বাহির হইবে
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
সম্পূর্ণ নূতন উপন্যাস

ছায়া পথ ৫-০০

এবং

২৫শে বৈশাখ বাহির হইবে
নীলকণ্ঠের

দ্বিতীয় প্রেম ৫-০০

আমাদের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য
কয়েকখানি বই :

নীলকণ্ঠ বসন্ত কেবিন ২·৫০
একটি অশ্রু বৃষ্টি
ঐ রাত্রি ও কয়েকটি
গোলাপ ৩·০০
মহাশ্বেতা ভট্টা তিমির লগ্ন ৩·৫০
ঐ এতটুকু আশা ৩·০০
শ্রী বসব নাজমা বেগম ৪·০০
হরিনারায়ণ চট্টো: অন্তরঙ্গ ৩·০০

করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অত্যাশ্চর্য লেখকের অতুলনীয় উপন্যাস
মাত্র কয়েক দিনে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত

অবধূতের

দেবারিগণ ৪॥

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল

। প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ... রহস্য কথা — ৩·৫০
আশাপূর্ণা দেবী ... স্বয়ম্বরা — ৩,
গজেন্দ্রকুমার মিত্র ... সমারোহ — ২·৫০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... অপরাজিত — ২·৫০
শরদিন্দুকুমার সমাজ ... নয় ও নবমী ১·৫০ আ: — ৩,
সরিৎসা — ২,
বহু বিখ্যাত লেখকদের উপন্যাস ... উৎসব — ৩·৫০

গুপ্ত প্রকাশিকা
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সুবোধ ঘোষের

শতকিয়া ৮-০০
ভারত প্রেমকথা ৬-০০

তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তিন শূন্য ৩-৫০
প্রেমের গল্প ৪-০০
সাহিত্যের সত্য ২-৫০

সরলাবালা সরকারের

গল্প-সংগ্রহ ৫-০০

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের

চিন্ময় বঙ্গ ৪-০০

দরবেশ-এর

দুস্তর মরু ৩-০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

রূপসী রাত্রি ৫-০০
প্রচ্ছদপট ৩-৫০
প্রেমের গল্প ৪-০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প ৪-০০
মনের মানুষ ৩-০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

বিবেকানন্দ চরিত ৫-০০
ছেলেদের বিবেকানন্দ ১-২৫

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বিদূষক ২-৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 2nd April 1960

৪০ নয়া পয়সা ৷ ৪৭ সংখ্যা ৷ ৫০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৯ চৈত্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রবল সমালোচনার বিষয় হইয়াছে। বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা বিভ্রাটের মূলে যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সত্য হইলে অবশ্যই ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। সমালোচনার উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই যে, ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পরীক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। ফলে অনেক অনভিজ্ঞ পরীক্ষক নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। তাহাদের অনভিজ্ঞতার জন্যই পরীক্ষার ফল বিলম্বিত হইতেছে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে পরীক্ষকের সংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে। তখন সমস্যা দাঁড়াইবে, কোন্ ছাত্রের পরীক্ষা কোন্ সময়ে গ্রহণ করিতে হইবে। তখন সমস্যা দাঁড়াইবে। কোন্ ছাত্রের পরীক্ষা বিলম্বিত হইবে, কোন্ ছাত্রের হইবে না, তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন, বিকল্পের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করিবেন তাহা তাঁহারা ছাত্রদের উপরই ছাড়িয়া দিতে চাহেন।

এবারের পরীক্ষা বিভ্রাটে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে। একদিকে কোন কোন কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী পরীক্ষাগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কারণ কয়েক ঘণ্টা পরে তাহারা ফিরিয়া আসিলে পুনরায় পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইয়াছে। কোন কোন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীগণ পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। অন্যদিকে পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ পরীক্ষা কেন্দ্রে ভিড় করিয়াছেন। কোন কোন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের পাহারাদার ব্যক্তিদের লাঞ্ছিত করিয়া খেদাইয়া দিয়া পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কোন কোন কেন্দ্রে অভিভাবকগণ পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র বাহির করিয়া দিয়াছেন। কোন কোন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষাগৃহে বসিয়া সমবেত কণ্ঠে উত্তর বলিয়া দিয়াছে

# চলতি

আমাদের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় এক প্রকার বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যার আশুতে সমাধানের কোন আশা নাই। তাঁর মতে এই সমস্যার সমাধানের পথে নিম্নলিখিত অন্তরায় রহিয়াছে :

(১) বাহিরের স্রোত সমাগম, (২) পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি এবং (৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঔদাসিন্য।

জনসাধারণের দাবীর ভিত্তিতে অনাবৃষ্টি বন্যা প্রভৃতিতে ক্ষয়ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য-সমস্যার বড় করেন। কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী তাঁর পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করিয়াছেন ১৯৪২ সালের পূর্ব পাঁচ বৎসরের যেখানে খাদ্যশস্যোৎপাদনের গড় পরিমাণ ছিল ৩২ লক্ষ টন, সেখানে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৮ এই কয় বৎসরে গড় উৎপাদনের পরিমাণ ৪২ লক্ষ টন। অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টন উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর এ বৎসর উড়িষ্যা থেকে এসেছে ৭৫ হাজার টন ধান ও ৩৪ হাজার টন চাল এবং উপর হইতে সাহায্য এসেছে।

আমাদের প্রশ্ন এই যে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গেরই একচেটিয়া সমস্যা? ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে কি জনসংখ্যা এই হারে অথবা এর কাছাকাছি হারে বাড়ছে না? বাস্তুহারাদের অনাবাসিকদের সংখ্যা, খাদ্যমন্ত্রীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪৩ লক্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষের আর এমন কোন রাজ্য আছে যেখানে অন্য প্রদেশবাসী লোক নেই? পশ্চিমবঙ্গের কিছু প্রধান অঞ্চলগুলিকে এবং বিশেষ ভাবে কলিকাতার মত মহানগরীকে কেন্দ্র করে বহুকাল থেকেই প্রভূত সংখ্যক অনাবাসিকেরা এখানে বাস করে আসছে। এ সমস্যা নতুন কিছুই নয়, এবং অন্য রাজ্যসমূহের বাস্তুহারা সমস্যার বিলীয়মান হয়ে বাস্তুহারা ছেড়ে নিজ নিজ প্রদেশে ফিরে যাবে এমন সম্ভাবনাও বেশী আছে না।

অন্য সমস্যা সমাধানের তৃতীয় অন্তরায় রূপে খাদ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গসরকারের ঔদাসিন্যতার উল্লেখ করেছেন। পরিসংখ্যান তাঁর মধ্যস্থ। তিনি হিসেব করে দেখিয়েছেন ভারতের অন্যরাজ্যে জনপ্রতি দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ যেখানে গড়ে ১৩।১৪ আউন্স পশ্চিমবঙ্গসরকারের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ সেখানে নামে গড়ে দৈনিক মাত্র ১০ আউন্স। এই পরিসংখ্যানের সাহায্যে পরিসংখ্যানের যাদুকর খাদ্যসমস্যার সমাধানে তাঁর প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ইচ্ছে করলে এই একই পরিসংখ্যানের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা 'সমাধান' করতেও পারেন। কারণ যে দেশের লোক দৈনিক ৬ ১৬। আউন্স খাদ্য গ্রহণ করে সেখানে খাদ্যসমস্যার প্রশ্নিত্ব কোথায়? অবশ্যই বিষয় এই কথা তিনি করেছেন যখন অতি সোজা কোতুকের ও চটুল মনোরঞ্জনের উপাদানেও সম্পূর্ণ হবেন। এমন কি পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনাবাসিক এমন কি খাদ্য পরিস্থিতিরও ধন চাল প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে এ তিনি প্রমাণিত করেছেন।

•

ভবা ছিন্নিক রাজ্য পুনর্গঠনের সমস্যাটিকে জটিলতর করে তুলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই। এমন এক পুনর্গঠনের ভিত্তি হচ্ছে ভাষাভিত্তিক ভাগে সরকার যখন নানাপক্ষ হতে দাবীটি মেনে নিলেন তখন এই দাবী নিখুঁত ভাবেই করা উচিত ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের সুপারিশও মানলেন কোন কোন ক্ষেত্রে। এটি ভাষাভিত্তিক হয়নি। তখন রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের যে রাজ্য গঠিত হয় তাদের কোনটিই হবে পূর্ণাঙ্গ জনসমষ্টির ভাষা নেই। জনসমষ্টি খাদ্যমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ এই আপাতিক উদাসীনতা বাস্তু নিজে করেছেন বহুবার তিনি নিজেও ছাত্র জীবনের এই বাস্তবানুগ উদাসীনতা করেছেন। আপাতিক উদাসীনতা—কারণ সুপ্রতিষ্ঠ নয় সাময়িক। এই কারণে অতীতের যে কোনদিন যে অসম্পূর্ণ জাতীয় আজ পণ্ডিত পন্থ তা সংখ্যা ভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি কিন্তু অমর করেছি পণ্ডিত পন্থের সঙ্গে কি আপাতিক উদাসীনতা? অমর কি বিহার অথবা অসমের এক অধিকারের উদাসীনতা নিয়ে মেতে উঠি? পণ্ডিত পন্থের দৃষ্টি হয়ে আজও না হয় তিনি অনুভব করতে পারবেন, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মধ্যে কোথাও আপাতিক উদাসীনতার কালিমা ও পঙ্কিল নেই। তিনি আরও বলেছেন পরস্পর রাজ্যের মধ্যে দৃষ্টির নীতি তাঁরা এক্ষেত্রে মেনে নিতে পারেন। কিন্তু পরস্পর রাজ্যের মধ্যে সীমানা সমস্যার একটা ফয়সালা হওয়া যে অসম্ভব পণ্ডিত পন্থ নিশ্চয় তা জানেন। ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের সমস্যাটিকে এ-ভাবে তাঁরা বুঝে নাও' পেয়েছের মনোভঙ্গি নিয়ে যেসব নেওয়া সমস্যাকে ভবিষ্যতে আরও জটিলতর করে তুলবে।

•

দুর্ভিক্ষ মহামারী ও বন্যা আমাদের শাসন সরকারকে ভয়টা বিচলিত করতে পারে না। এক দুর্নীতি বহুধাবিস্তৃত। বন্যা যেমন পরে দুর্নীতির সম্পর্কে সরকারের যেন প্রথমাবধি উদাসিন্য হয়েছে। যেমন খাদ্যমন্ত্রী পণ্ডিত সোহিনী বন্যার পর পরই বলেছেন, দুর্নীতি আছে থাকে দুর্নীতির কথা যেন বলবেন না। কৃষিমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের তাগ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্য বিহার করেছেন দুর্নীতি-দমন ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব তুলে তার চেয়ে বেশি বিহার করেছেন। কি জানি কেন দুর্নীতি দমনের প্রসঙ্গ উঠলেই ইহা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। দুর্নীতি আছে এবং পরের তলা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, এবং সর্বজন স্বীকৃত। এই দীর্ঘ সুস্থির একটা বেদনার মত জাতিকে জর্জরিত করে তুলেছে এবং আজ যে সকল সমস্যায় আমরা বিপন্ন হয়ে আকণ্ঠনাই যে দুর্নীতির থেকে উদ্ভূত অতিচারে বিলম্ব। সমস্যাই জানা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ দুর্নীতি সম্পর্কে অন্ধ করতে হয় কেন। তাঁরা কেন প্রকারে কাজ চালিয়ে নিতে চাহেন। যদি সে বহুমাত্র সমাধান তাহলে পাওয়া যায়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য বিধানসভার একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। তাতে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় চটিয়াছেন। এই প্রস্তাবটির ধরন চটিয়াই হয়েছে।

•

বহুদিন থেকে সরকার নিযুক্ত কমিটি-কমিশনে যে সকল সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা করিয়ে আসছেন তাঁর অভিযোগ এসেছে সরকারী মহল থেকে সবচেয়ে বহুমুখ নিযুক্ত। সরকারের অভিযোগ নতুন তথ্য অপ্রতিপন্ন নয়। এই অভিযোগগুলির কথাটি মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তার চেয়ে বেশি কিছু বলা হয়নি। বহুমন সরকারী কর্মচারীর নিয়ে নীতি এক যেমন করেন, যেমনভাবে অপরাধীকে করেন না, তিনি বহুমান যেমন সরকার এসব সরকারী কর্মচারী হিসেবেই দেখেন। তাদের সরকারী চাকুরিতে রক্ষাকবচের মত ব্যবহার করা হয় না। অন্য কমিটিনিষ্ট সমস্যা যে অভিযোগ এনেছেন, এ-অভিযোগ অতীতে প্রমাণিত হয়েছে। তার জবাবে বর্তমান কমিটিনিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় এই বলে জবাব কিছু দিতে পারতেন না। সেটা কথা, হয়রানির অভিযোগ করার মধ্যে সত্য না থাকে নিছক ক্ষিপ্ততা আছে। কিংবা প্রচার চেষ্টাও।

# বৈদেশিকী


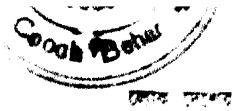



## স্মরণ চিহ্ন ৫·০০

## একই সমুদ্র ৩·৩০

## রাণীবৌ ৪·০০

## অপরাহ্ণ ৩·০০

এখানে নতুন বই ও নতুন সংস্করণ উল্লেখযোগ্য বই :

বৈজ্ঞানিক ও গুপ্তধনের বিজ্ঞান ১।, ঐ ঐ ঐ

হয়ে যে, ভারতীয়ও ভারতবাসীর ঘটনার পরিণাম বহুদূরেও বেশি পথে ভারতের স্বাধীনতা আসে। কিন্তু ভারতীয়ও ভারতবাসের সংগে পথঘাটও ব্যবসায়ী ব্রিটিশের পক্ষে ভারতীয়ও ভারতবাসের [illegible] প্রতিনিধি ছিল না ঘটাতেই হবে, এমন ছিল [illegible] ভারতের রাজনৈতিক প্রশ্ন। এরা চাবে এবং যে ব্রিটিশ ভারতীয় জীবনের পক্ষে [illegible] নয়, এমন কি ব্রিটিশের অর্থ [illegible] পক্ষেও ক্ষতিকর না হবে

পরে—এই পরিবর্তন ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের নাগরিক অধিকার প্রাপ্তি আন্দোলনের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার গোড়া ধরে টান দেবে। আসল যা সহজে হাত ছিনে নিতে দেবে না। সেইজন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার [illegible] এতো সিদ্ধান্তক। সাম্প্রতিক [illegible] এখন চারদিকে যে রকম [illegible] গড়ে তোলে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার হবে এবং, ধারণা করেন। [illegible] সমস্যাকে আর সোজা সিধে করে হবে না, এরূপ ঘোষণা করা হয়েছে। [illegible] রাষ্ট্রসংঘের কমিশনের চেয়ে দেশের [illegible] প্রতিনিধির প্রমাণ পেয়েই সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার বেশি [illegible] [illegible] [illegible]

# সোয়েডাগন পগোডার ইতিকথা

অংশুরঞ্জন সেন

[illegible] [illegible] [illegible] [

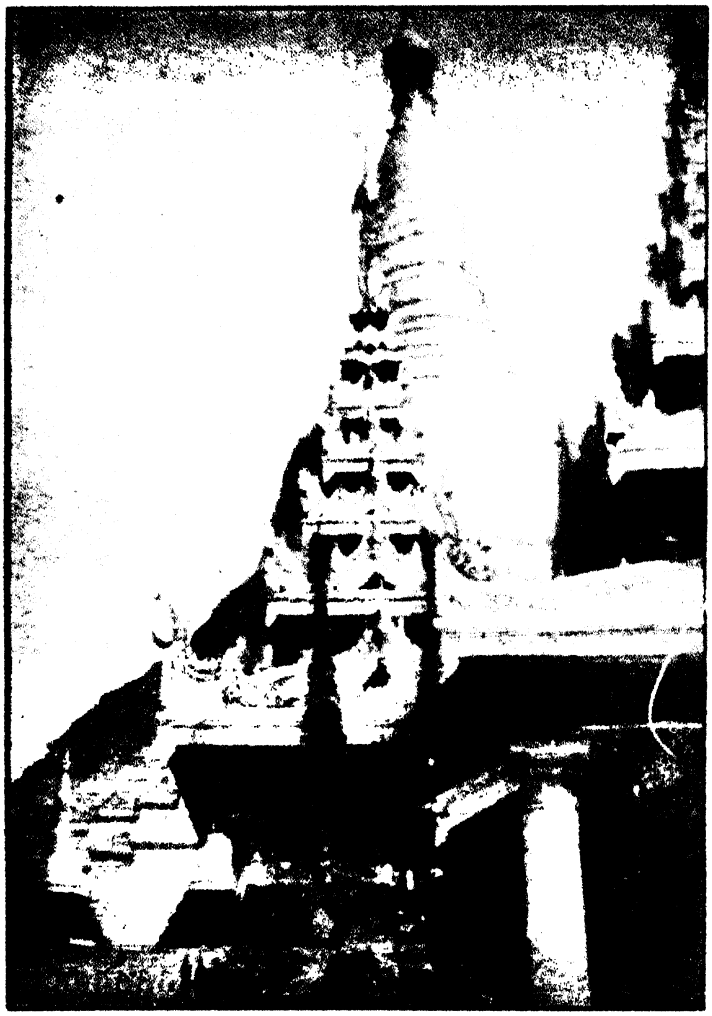

সোমেডাগন প্যাগোডার একটি সুন্দর দৃশ্য

মনোজ বসুর অবিস্মরণীয় উপন্যাস
মানুষ গড়ার কারিগর
শিক্ষা-জগতের অপূর্ব সরল উপাখ্যান
৩ সপ্তম মুদ্রণ চলিতেছে
বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
কলকাতা-১২

প্যাগোডার প্রাঙ্গণটি একদিকে কিছু উঁচু এবং বিস্তৃত বারান্দা দিয়ে ঘেরা। সেটি মন্দিরের পূর্বদিকে। এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছবি তোলা হয়েছে। এটি মন্দিরের পূর্বদিক। এই দিকে একটি সিঁড়ি উঠে গেছে। এই সিঁড়ির দুপাশে দুটি সিংহমূর্তি। সিংহ দুটি বেশ বড়। এদের মাথায় কেশর আছে। কিন্তু এদের সামনের পা দুটি ভাঙা। এই সিংহমূর্তি দুটি ১৮৭২ সালে ইংরেজরা ভেঙে দিয়েছিল। তার সেই সময় ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছে ইংরেজের হাতে ঢুকে গেছে। ব্রহ্ম সেই ৬৫ উপলক্ষে উৎসবের উদ্যোগ তাঁর একজন প্রতিনিধিকে পাঠাবার অনুমতি চাইলেন ইংরেজের কাছে। অপরদিকে সম্রাজ্ঞাবাদী ইংরেজ ভাবল, এর পিছনে হয়ত কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে, তাই সেই অনুরোধ তারা অগ্রাহ্য করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক বিরাট জনতা সেই অনুষ্ঠানে অঙ্গ গ্রহণ করে এক মহাসমারোহের মধ্য দিয়ে "ছত্রোত্তোলন" সার্থক করে তুলেছিল।

এই হল সোমেডাগন প্যাগোডার ঐতিহ্য। এখন আলোচনা করা যাক এর অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন পারিপাট্যের বিষয়ে। সত্যি মুগ্ধ হতে হয় এই সৌধচূড়াটির সামগ্রিক পরিবেশ দেখে। এর উচ্চতা ৩৩০ ফুট। বলা হয় এর ভিত্তিমূল নাকি একদা অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তুনী সাহেব এটাকেই মানতে চাননি। এই প্যাগোডার পাদদেশটি এই বিশেষ সংস্কারের দিক থেকেই অন্যান্য এর দিক অনুসরণ করে না কেন তাহলেই এর মূল ভিত্তিমূল হারাবে এই পরিবেশ নিয়ে। এর ভিত্তিমূল অবশ্যই চতুষ্কোণ। তার উপর উঠেছে অষ্টকোণ, ষোড়শ ও দ্বাত্রিংশদ্দল পদ্মের আকারে। এই বিভিন্ন স্তরের প্রত্যেকটি অংশের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট দেবদেবীর মূর্তি। এই মূর্তিগুলি বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে অবলম্বন করে তৈরি। কিন্তু এই সব ঘটনার অধিকাংশই বুদ্ধের জন্মান্তরের। বুদ্ধের জন্মান্তরের কাহিনীগুলি জাতক নামে পরিচিত। এই জাতকের সংখ্যা ৫৫০। এই জাতকের কাহিনীগুলি ব্রহ্মদেশের শিল্পীরা তাঁদের তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই জাতকের কাহিনীগুলি ব্রহ্মদেশের শিল্পীরা তাঁদের তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই জাতকের কাহিনীগুলি ব্রহ্মদেশের শিল্পীরা তাঁদের তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই প্যাগোডার সিঁড়ির দুপাশে দুটো সিংহ ছাড়া আরও দুটো সিংহমূর্তি আছে। এদের মধ্যে একটি সিংহ মূর্ত

সনে ৪ নং চক্রান্তে নিহত হয়েছে ফুটপথে প্রত্যুনন্দনী জেনারেল আউলা সাহু আর তাঁর ব্রাহ্মসভার সাতজন সদস্যকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। শুধু বছরের একটি দিন অর্থাৎ ১৯শে জুলাই এই লক্ষ্মীছাড়া দিবস পালনের সময় পাহাড়ের উত্তরদিকের সোপানটি ছেড়ে ওঠে অর্থাৎ মানুষের আনাগোনায়। তাছাড়া, বছরের বাকী দিন-গুলো তা পড়ে থাকে পরিত্যক্ত, নির্জন।

পাহাড়ের পশ্চিমদিকের সোপান দিয়ে উঠতে হলে একটি বিরাট বাজারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। এই বাজারে চুড়ি জুতো, কাপড়-চোপড়, চিরুনি, অলঙ্কার ধর্ম-সংক্রান্ত বই ও ছবি ইত্যাদি হরেকরকম জিনিসের বেচাকেনা চলে সারাদিন ধরে। এই বাজারটি সোপানের ধাপগুলো ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূরে পর্যন্ত উঠে গেছে আর তা দেখে মনে হয় যেন নীচের কর্মমুখর সজীব জগৎটিই প্রসারিত হয়েছে উপরদিকে।

পশ্চিমদিকের সোপানের ধাপগুলোর পাশে পাশে বসেছে আছে ভিখারী ধনী এবং এই ছাড়ার পাশে ভেণ্ডারদের সস্তা ও টিনেকরের ফলে যে এই অঞ্চলটি বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ এখানে সিগারেট-পাটের সংখ্যা খুবই কম আর যেসব কোন জায়গায় এ ব্যবসায়ের দেখা যায় তার মধ্যে এখান থেকে পাহাড়ের একটি বিশেষ অংশের দৃশ্যাবলী সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। তাছাড়া সোপানের ধারেই পাহাড়ের অনেকগুলি সেই পাহাড়টি পুরোপুরি উপভোগ করা যায় চোখের সামনে। সূর্যাস্তের ও চাঁদের কিরণে বৃক্ষশূন্য এই পাহাড়ের মধ্যে বেড়াতে মানুষের মন এক নিবিড় আনন্দে ভরে ওঠে বলে মনে হয়। তখন নানা বিচিত্ররূপে তাকে প্রতিভাত হতে দেখা যায়। আর সেই সময় পাহাড়ের যেন তার সমস্ত গোপন রহস্যগুলি উন্মুক্ত করে দেয়। কোনো এক অজানা জন্তুর মতো পাহাড়ের দুপাশে তাদের সব, পাথরগুলোর যেন বক্ষলগ্ন, অরণ্যপাদের কাঠের দৈত্য দানব ইত্যাদি সবই যেন অপরূপ লাভ করে মুহূর্তের মধ্যে। সেই অপূর্ব দৃশ্য চোখে না দেখলে তার প্রকাশ করা সত্যিই অসম্ভব।

পাহাড়ের ওপরে স্থিত এই পাহাড়ের পাদমূলে আছে কয়েকটি ছোটখাট পাহাড়। আর অসংখ্য ঝোপ আছে আর তারা সবই একটা ঘাসশূন্য বিরাট সমতল ভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে অপরূপ ও বৈচিত্র্যময় এক নতুন জগৎকে যেন উদ্ঘাটিত করে তুলেছে। সোপানোদ্যানের ভিতরকার এই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলোর মধ্যেও আছে ছোট ছোট চাঁদ আর ঘণ্টা বা বাতাসে ঘুরে বিচিত্রভাবে টুংটাং করে বাজে। আবার এই পাহাড়ের ভিতরে কাছে দেখা যায় লাল রঙের বালির করা কারুকার্যখচিত কাঠের মন্দিরগুলো। তাদের তিনকোণা ছেওয়ালের ওপরে সমান্তরাল বহু সারিবিশিষ্ট সরল ঢাল, ছাদ পিছে শেষ হয়েছে একটা অপূর্ব সূক্ষ্মাগ্র চূড়ায়, আর এদেরও মাথার আছে সেই ছোট ছোট ঘণ্টাগুলি। শুধু তাই নয়, পাহাড়ের ভিতর থেকে কিছু উঁচুতে তার সমতল ছাদের ওপর অত্যন্তভাবে স্থিত ছোট-বড়ো আরো অনেক বৃক্ষমূর্তিশোভিত মন্দির আছে, আর এদের প্রত্যেকটিতে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি বিশেষ অলঙ্কারে বা ভঙ্গীতে স্পষ্ট দেখা যায়। অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে বুদ্ধদেবকে অর্ধশয়ান অবস্থায়,


পুরোনো ক্যাটালগের অনেক বই বাতিল করা হয়েছে, নতুন বই প্রচুর যোগ হয়েছে
॥ নতুন ক্যাটালগের জন্য লিখুন ॥

● সদ্য প্রকাশিত ●

সতীনাথ ভাদুড়ীর
পত্রলেখার বাবা
চার টাকা
গণনায়ক - - - ২·৫০
ছোড়াই চরিত মানস ১ম - ৩·০০
ছোড়াই চরিত মানস ২য় - ৩·৫০

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস
নীলাঞ্জনের খাতা
১৫ টাকা
শ্রেষ্ঠ গল্প - - ১·০০
হরার আলোর কলকাতা ২·০০

রমাপদ চৌধুরীর
মুক্তবন্ধ
॥ তিন টাকা ॥
শিরাপসন্দ - - - ২·৫০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
জর্জ বার্নাড শ
একটি পূর্ণ ও সম্পূর্ণ জীবনী-কথা ॥
সাড়ে চার টাকা ॥
অখণ্ড জগৎ (অনুবাদ) - ৫·০০

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস
মনামী
১৫ টাকা
বকুলতলা পি এল. ক্যাম্প - ৩·৫০
বন্দুক - - ৪·০০

॥ সাম্প্রতিক প্রকাশনা ॥
[illegible] ১ম খণ্ড ৩·০০, ২য় খণ্ড ৪·০০, ৩য় খণ্ড ১২·০০ [illegible] সাধক-নগর ৫·৫০ বিদ্যাপতি সমালোচনার রবিবর্তীর্থে ৯·০০ [illegible] ২·০০ রাজা ও রানীর ৫·০০ ॥ সুবোধকুমার চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠগল্প ৬·০০ [illegible] কালের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ৫·৫০ [illegible]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
কয়লাকুঠির দেশ ৩·৫০
অন্নপূর্ণার মুখোপাধ্যায়ের
চলাচল ৬·৫০
কালকূটের
লোহকপাট ১ম খণ্ড ৩·৫০
২য় খণ্ড ৩·৫০
৩য় খণ্ড ৪·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ৪র্থ খণ্ড ৩·০০

বনফুলের
ডাকহরকরা ২·৫০
মনোজ বসুর
এক বিহঙ্গী ৪·০০
সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
নীলাঞ্জন ৪·০০
সুবোধ ঘোষের
একটি নমস্কারে ৪·০০
সতীনাথ ভাদুড়ীর
জাপানী বন্দীশিবিরে ২·৫০

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-বারো ॥

সোমেভাগনের প্রধান প্রবেশপথের সিংহমূর্তি

শোভাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক আর এদের প্রত্যেকটির পাদদেশে ফলকের ওপর গাছটির নাম খোদাই করা আছে। এছাড়া, প্যাগোডার প্রশস্ত চাতালের ওপর অনেকগুলো আসল গাছ দেখা যায়। আর তার ভেতরকার মন্দিরগাত্রে চোখে পড়ে ছোট ছোট অগণন ও সমতল ছাদবিশিষ্ট কতকগুলো নিভৃত কোণ, যেখানে দাঁড়ালে, লয় থেকে নদী পর্যন্ত একটা বিস্তৃত অংশ নজরে আসে। সোমেভাগনের আরেকটা উল্লেখযোগ্য বস্তু হল এর বহু প্রাচীন ও পবিত্র একটি বিশাল বৃক্ষ যার পদমূলে মনুষ্যের সহচর কুকুর সাধু হেনরির পাশে বসে তাদের প্রথা নিবেদন করে। প্রবাদ রয়েছে যে, উৎসবের সময় এরা সুস্থ রূপ ধরে এসে যোগ দেয় এবং ফেরার সময় এরকম একটা পাথরের নড়ি এঁকে যায়। এমনি করেই সুদীর্ঘ প্রজন্ম ধরে এখানে দেবতা পরিবৃত হয়েছিলেন।

সুবিস্তীর্ণ বিপুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত এই সোমেভাগন প্যাগোডা কুঞ্জ, মন্দিরের ও গাছের মধ্যে, পরিধির সকল মানুষের ভাষায় ও পুণ্য তীর্থক্ষেত্র। সেই পবিত্র নদী থেকে হাজার হাজার মানুষ এখানে আসে শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায়। প্যাগোডার সেই সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো তোরণের কাছে তাই বড় অশ্বিকাণ্ড ও ধূপদানের পিছনেও মাথা হয় প্রণতির। ফুল ও মিষ্টান্ন পুণ্যার্থীরা প্রণামান্তে রেখে যায় চরণতলে। এবং তার পরিবর্তে তারা পায় ছোট ছোট ঘণ্টা। এবং তার ধ্বনিতে তারা মনে করে যে, তাদের প্রার্থনা এবং প্রণাম মহামানবের আশীর্বাদমন্ত্রে ওদের ওপরে ফিরে আসছে। তোরণের উপরিস্থিত পবিত্র বিশাল ঘণ্টা এই সোমেভাগন সম্বন্ধে চিরকালের। এই ঘণ্টা পরিবেশে কোন মুখের কথা চলতে পারে না। এই পবিত্র দেবতাবনের অন্য একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণীয়। ধ্বনি যেন সুদূর ধরে এই বিশ্বাসের মনকে নিয়ে যায় শান্তির ও প্রেমের পুণ্য পথের সন্ধানে।

কম্বোডিয়ে যাত্রা করবার আগে কোনটিতে কোনটির সেই সম্বন্ধে উপলব্ধি করবার কথা বলেছি। এছাড়া প্রত্যেকটি মন্দির ও সিঁড়ির ওপর বিরাট কারুকার্য খচিত বড় বড় মন্দির আর প্রদক্ষিণের প্রশস্ত চাতাল, চীন দেশের ও ফরাসিকৃত পরিপ্রেক্ষিত সবকিছু মিলিয়ে এক অপরূপ আকর্ষণ করে। এই বড় বড় মন্দিরগুলিতে বিভিন্ন অসংখ্য পুরুষ, নারী ও শিশুকে পাথরের মানুষের ওপর নতজানু হয়ে বিশ্বাস আঁটুতে মাথা লুটিয়ে তথাগতের সেই প্রশান্ত মূর্তিকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা করতে দেখা যায়।

এইসব ক্ষুদ্রতর প্যাগোডা আর মন্দিরগুলো ছাড়াও সোমেভাগনের পাদমূলে সর্বপ্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট শক্ত অথচ নমনীয় লোহা দিয়ে তৈরি কয়েকটা গাছ আছে, যাতে সহজে মরচে ধরে না। এগুলো খুবই


: প্রকাশিত হইয়াছে : পঞ্চমবার :
নিত্যপাঠে ও উপহারে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

## সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গাপুরী আত্মা রচিত

**যুগাচার্য বলেন**—মায়ের মূর্তি যেরূপ ফুটিয়াছে, সেরূপটি অন্যত্র লাভ করা সম্ভব নয়।...গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

**আনন্দবাজার পত্রিকা**—অনেক কথা আছে যাহা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।...এই প্রামাণিক গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই বোদ্ধা সমাজে লাভ করিবে।

**বসুমতী**—এইরকম যত্নভাবে রচিত জীবন কথা এই প্রথম প্রকাশিত হল।...বইখানির ভাষা যেমন মধুর তেমনি হৃদয়স্পর্শী।

মূল্য : পাঁচ টাকা

**শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম**

১৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা

(সি ৩৭২৭)



**মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল**

আরোগ্য করিতে ২৭ বৎসর ডাক্তার ও ইউরোপ-অভিজ্ঞ ডাঃ ভিগোর সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন।

৩নং জনক রোড, কলিকাতা।

(সি ৩৬০২)

GOVERNMENT LIBRARY

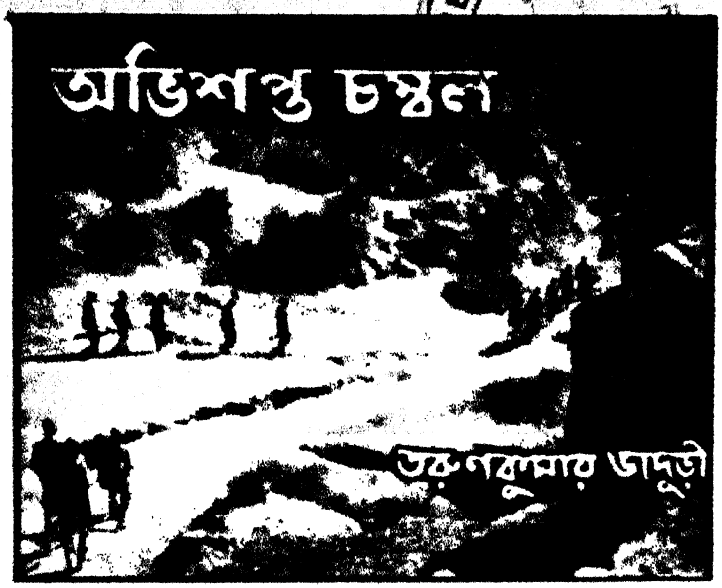


— ৫৭ —

শীতলক্ষ্য সন্ধ্যে

উঁচুকে বাস নেই

কাগজের বিজ্ঞাপন অনেক আগে থেকে বিজ্ঞাপিত হয়ে আসছে। সইদের ছাদের ঘরে অনেকবার হাজির হয়েছে দুঃখিনীর বাবা এসে জানিয়ে গেছে তার কথা। ঘরের মধ্যে বসে সইদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ফোকর দিয়ে আসা বিকেলের রোদের দিকে কতবার তাকিয়েছে দুঃখিনী। ঠিকরে ঠিকরে আসছে আলো। কিন্তু মনে আসছে আর কিছু, হারিয়ে যাওয়া কোনো কিছুর জন্যে মনকেমন করা। দুঃখিনী চুপচাপ বসে থাকে। সইদের মা-বাবা বিকেলে বেড়াতে বেরোলে ঘরে একা একা বসে থাকতে ভয় করে। ঘরের মধ্যে বিকেলটা আসতে আসতে ধীরে ধীরে সন্ধ্যে হয়ে যায়। সইদের মা-বাবা ফিরে আসেন। ঘরে ঘরে বাতি জ্বলে ওঠে। সইদের ছোট্ট বোন ঝুমা ঘরময় ছুটোছুটি করে। দুঃখিনী চোখ বুজে মনে মনে ভাবতে থাকে নিজের পায়ের নিচে মাটি, অনেক দূরে অনেক দূরে।

আসলেই কিন্তু উঁচুকে ছিলাম। দুঃখিনী যেন অনেক দূরের মানুষ। চোখ দুটো এবার কান্নায় ভরে এসেছে। শীতে শীতে এক ফোঁটা জল ঝরে ঝরে পড়লো কৌতূহলী গালের উপর গড়িয়ে পড়ল।

উঁচুকে বাস নেই। উঁচুকে বাস আছে। উঁচুকে বাস সব ধরনের।

সাংবাদিকসুলভ কৌতূহলের উত্তর নেবার হয়তো দুঃখিনীর কাছ থেকে পাইনি। কিন্তু যখন তার কাছ থেকে দু ঘণ্টা পরে ফিরে এসেছি মনের কোথায় যেন একটু সাদা অনুভব করেছি। দুঃখিনীর সব কথা বুঝতে পারিনি। হয়তো বুঝতে চেষ্টাও করিনি। তার দুঃখ আর তার হয়তো আমার সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনি। কিন্তু যে-কটা প্রশ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি সেগুলো দুঃখিনী আজ পনের বছর ধরে—হয়তো তার চেয়েও বেশী—জবাবের তার প্রশ্ন করে চলেছে সবাইকে। উত্তর সে এখনো পায়নি। খুঁজছে। হয়তো কোনো দিন কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। কে জানে হয়তো সেদিনের জন্যেই বৃদ্ধা দুঃখিনী বেঁচে আছে।

৩রা মার্চ, ১৯৫৯। বিকেল বেলা আগ্রা জেলের জেলারকাটে খুলে গেল জন্মজন্মের কবর। আর বাইরের খোলা আলো-বাতাসে দীর্ঘ ১১ বছর পরে বেরিয়ে এল লালমাটির, দীর্ঘকায় সুপুরুষ একটা লোক। কোমরটা একটু কুঁকে গিয়েছে। মাথার কয়েকটা চুলও সাদা হয়ে গেছে। তাঁর পদচুম্বনে ধন্য নাঁচু করে ছোট কম্পাউন্ড ছেড়ে সোজা সে চলে গেলের পথ ধরল।

পরের দিন বিকেলে রামসিং এসে পৌঁছল তার বাঁ খোঁড়া-বাড়ীতে।

দুঃখিনীর সেই সিদ্ধান্তের কথা ঠিক মনে আছে। কুড়ি বছর আগের ঘটনা তার মনে আজও জ্বলজ্বলে রয়েছে। একটুও ঘোলা, একটুও অস্পষ্ট হয়নি। তার এক যুগ পরে রামসিংকে নিজের কাছে ফিরে পেয়ে প্রথমে সে অবাক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু

রামসিং-এর স্ত্রী শ্রীদুঃখিনী আগ্রার তৎকালীন পুলিশসুপ্রী ডঃ মাইতিকে (এখন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী) আদেশ জানাচ্ছে তার স্বামীকে ক্ষমা করার জন্যে। পাশে চম্বল উপত্যকার অন্যতম ডাকাত প্রবেশের পুত্র-বধূ শ্রীমতী সোনিয়া

শুধু খানিকক্ষণের জন্যে। তারপরই বুক-ফাটা কান্নায় সে সমস্বরে উঠোনে আছড়ে পড়ে। তার জোয়ান ছেলে যশবন্ত সিং.....। পুলিসের নির্মম গুলীতে সে প্রাণ দিয়েছে —এই তো বছর দেড়েক হল। আজ তার বাপ ফিরে এসেছে, কিন্তু যশোদা সে 'দুলারা' বেটা কই!

মানসিং-এর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। খাটিয়ায় বসে সে কান্না চাপতে গিয়ে মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ওঠে। সে সব জানে। মনকে পাথরের মত শক্ত করে সে কারাপ্রাচীরের অন্ধকার ঘরে বসে শুনেছে যশবন্ত সিং-এর মৃত্যু সংবাদ। বুক্কিণী তো জানে না। কিন্তু ছেলেখানার জমাদার শুনেছে তার কান্না। সে এও জানে তার ছেলের মৃত্যুর জন্যে কারা দায়ী। কিন্তু গাঁয়ের দুই দলের কলহের যে এই ভয়ঙ্কর পরিসমাপ্তি হবে তাতো সে জানত না।

তেরো আউর পাঁচ লড়কা তো হায়।' বাকী পাঁচ ছেলের কথা বুক্কিণীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মানসিং কান্নায় ভেঙে পড়ে। বুক্কিণী এইবার জ্বলে ওঠে। 'লজ্জা করে না তোমার? যাদের জন্যে তোমার ছেলে পুলিসের গুলীতে প্রাণ গেল। যাদের জন্যে তুমি 'অওয়ানী'র ১১ বছর জেল খেটে এলে তারা গাঁয়ের মধ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর তুমি মেয়ে-মানুষের মত বসে বসে নিজের জোয়ানের অচিলে মুখ ঢেকে কাঁদবে। লজ্জা করে না? মনে পড়ে তোমার, ৩২ বছরের জোয়ান ছেলে গিয়েছিলে আর আজ ১১ বছর পরে ৪৩ বছরের একটা 'জিন্দা লাশ' হয়ে তুমি ফিরে এসেছ আর ছেলের শোকে কাঁদছ?'

"কি করব বল বুক্কিণী। মেরী কিসমত ফুট গয়ি।"

'যশবন্ত-এর কসম, তুমি যদি এই মুহূর্তে মেয়েমানুষের মত বসে কাঁদো।'

"না না বুক্কিণী কসম্ খিস্ গয়া।" মানসিং জোর গেঁপে ওঠে। রাজপুতের ক্ষত্রিয়ত্ব বড় জাগ্রত।

বুক্কিণী ক্ষেপে উঠেছে। পাগলের মত চীৎকার করে ওঠে। "যাও। সাহস না থাকে মেয়েমানুষের মত চুড়ি পরে ঘরে বসে কাঁদো।" রাগে, ঘৃণায় আর লজ্জায় বুক্কিণী তার হাতের কয়েকগাছা চুড়ি খুলে ছেড়ে দিয়েছিল মানসিং-এর কোলের উপর।

"উসকে বাদ?"

"উসকে বাদ".....। বুক্কিণী একটু থেমে যায়। চুড়িহীন নিজের খালি হাতটার উপর গভীর আবেগভরে বোঝায়।

ধীরে ধীরে খাটিয়া থেকে উঠে দাঁড়ায় মানসিং। "উসকে আঁখো মে খুন খুন্ লাল হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো কারণে, লজ্জায় তার সর্বাঙ্গ কাঁপে। মুঠো দুটো কাঁপতে লাগল। সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে বন্দুকটা নিয়ে আসে। সামনে দাঁড়িয়ে তিন পাঁচ ছেলে। সকলে চুপ, আমার সামনে কথা বলা কা বলবা খেলো।

[illegible] আমার হাত কাঁপেনি। চোখের সামনে আমার ছেলের মৃত্যুর ভীভৎসতা ভেসে উঠেনি। কিন্তু আমার মন হল কি রকম লজ্জা, ছেলের সামনে [illegible] করতে পারি না। ওদের [illegible] না। [illegible]

আমার কাঁধে হাত দিয়ে [illegible] দুই আর পশ্চিম [illegible]। আমার [illegible] লজ্জায় মুখটুকু ঢাকা [illegible] হয়েছিল। [illegible] আমাদের আমার কাছে [illegible] ছেলে [illegible] দিয়ে [illegible] সুরে পাহাড়ের [illegible] [illegible] নির্বাসন [illegible] Ration [illegible] ছেলে নিয়ে [illegible]

বুক্কিণী ফোঁস [illegible] নিজে আসেনি বুকে [illegible]। [illegible] কই? সে কেন আসে ছেলেরা কি [illegible] [illegible] যা না হয়েছে, [illegible] [illegible] এসেছে জমাদার, অহাতুর [illegible] বন্দী। বুক্কিণীর মনে [illegible] অনেক প্রশ্ন। মুখ নীচে-মাথাকাটা বুকে [illegible] হাতের পর হাত সে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে তার খুঁজেছে তার প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু উত্তর পায়নি। আজও পায়নি। আজকেও জিজ্ঞাসা করেছিল। আমার কাছ থেকেও পায় নি।

তিন বছর আগের ঘটনা। কিন্তু মনে হয়েছিল তারো আগে। অনেক আগে।

খেড়া-রাঠোরদের সেদিন ১৮৯৬ সালের ফসল মুখে দেবার এক রাতে বিহারী সিং-এর খিড়কীর পুরে মুখ গাঁয়ের সেরা জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করে গেল "লড়কা বহোত হোনহার হোগা। কায়াত নাম কামায়েগা।" বিশ্বে বলে সি জ্যোতিষী।


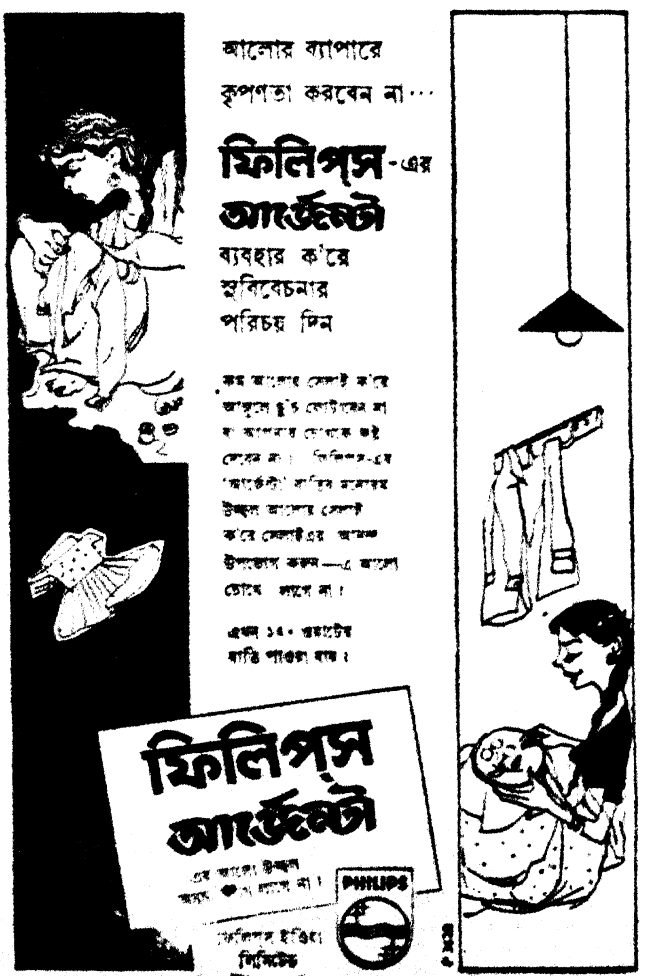

কারণের(?) ছেলেই হয়েছিল, আর আরও (!) অনেক ছেলে হয়েছিল। বংশের দ্বিতীয় আর শেষ ছেলে। পর পর নাম রাখা হল মানসিং। বড় ছেলে নবাব সিং যে কোনোদিন আবার মানুষ হবে তার কোনো আশাই ছিল না বিহারী সিং-এর। কিন্তু মানসিং। "অহোরাত্র নাম কাম্যরেলা।" আর বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া কুছ নহী তো ঘোড়া ঘোড়া।" ছোটোবেলা থেকেই নবাব সিং পড়ল গাঁয়ের কুসঙ্গে আর এমন কুকাজ ছিল না যা সে করতে পারত না বা করত না। পরে পুলিসের রেকর্ডে লেখা হয়েছিল।—

"Nawab Singh learnt nothing lawful in his life. His life was an unrelieved pattern of criminality".

কিন্তু মানসিং? সে ছিল আলাদা ধাঁচে গড়া। ছোটোবেলা থেকেই হয়ে উঠল গাঁয়ের ছোটো খাটো নেতা। নিজে আগে পরে পড়ে ফুলল একটা দল যারা তার কথায় ওঠে বসে। সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। বংশের আদরের ছেলে মানসিং বড় হতে লাগল। কিন্তু ইতিমধ্যে তার মনে একদিন ঘটনা লাগল। বাপকে অনেক ছেলে-ছোকরা জিজ্ঞাসা করে "ওদের আঁধারে দুম দুম গুলি ছোড়বার কাজে কিছু লোক আসে। তাদের সঙ্গে থাকে ছোটো-বড় পুটলী। তা তারা লুকিয়ে নিয়ে আসে। ওরা কারা?"

একটু একটু করে আমতা আমতা করে বিহারী জবাব দিতেন। সেদিন ছোট্ট ছেলে গভীরভাবে কথাটা মানসিং-এর মনে গেঁথে নেয়। "ছোকরারা গুলি আনে আরেকটু বড় হয়ে বুঝল এই "ছোকরারা" কারা। তাহলে তার বাপের সঙ্গে ছোকরারা সব দলবল ছেড়ে তার ডাকাত। তার সঙ্গে ছোকরা মালের কারবার করে। মানসিং তাকে ছোট ডাকাত। মাটেই নয়। গাঁয়ের মস্ত লোক বিহারীসিং-এর "ছোকরা"।

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় অপরাধ বোধ হয় অপরাধী পিতার পুত্র হওয়া। মানসিং-এর জীবনে তাই হয়েছিল। বিহারীর কাছে কোনো দোষই ছেলে ছিল না মোটে পাঁচ বিঘে মৌরসী (বন্ধকে) জমি ছিল। কিন্তু ঠাকুর বিহারীসিং "ভোজবন্ধ" রাজপুত বংশের ছেলে। মান-সম্মান, আভি-প্রতিপত্তি হিসেবে পাঁচ বিঘে জমি থেকে কী আর আয় হয়। গাঁয়ে চাই মান, প্রতিপত্তি, আর "ইজ্জত"। তার জন্যে চাই প্রচুর অর্থ। গাঁয়ের সর্দারিপনা রাজপুতের চেয়েও বেশী অর্থ। ধীরে ধীরে বিহারী সুরু করল লেন-দেনের কারবার। হয়ে উঠল অর্থশিলাচ মাইলক। কড়া সুদে দিতে সুরু করল ধার। যারা তার ধার শোধ দিতে পারে না তাদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে বিহারী।

এমনি একজনকে নিঃস্ব করতে উদ্যত হল বিহারী। নাম তার ভোলা সিং। কপর্দক-হীন ভোলা সিং ফেলে উঠল যখন বিহারী তার শেষ সম্বল ছেলেটা একটা বাড়িকে ধ্বস করতে চেষ্টা করতে লাগল। গাঁয়ের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোলা তার করুণ কাহিনী আর বিহারীর নিষ্ঠুরতার কথা শোনায়। কিন্তু কার সাহস বিহারীর বিরুদ্ধে আগুন ছেলে? গাঁয়ের মস্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত পণ্ডিত তলকীরামের পায়ে আছড়ে পড়ে ভোলা। বিহারীর বুদ্ধিদাতা যিনি তলকীরাম। গাঁয়ের শাস্তিস্বস্ত্যয়ন কে পাবে, ঠাকুর বিহারী সিং না পণ্ডিত তলকীরাম এই নিয়ে চলে-ছিল সমালোচনা। এই সুযোগে, "কুছ পরোয়া


নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস

**বধূ** ৩·৫০ ন. প.

**বকুল গন্ধে বন্যা এলো** ৪·০০ ন. প.

এবং

**মাধবী ভিলা** ৩·৭৫ ন. প.

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
জনপ্রিয় লেখক সংকলন
**পূর্বভাষ** ২·৫০ ন. প.

বিমল মিত্রের
জনপ্রিয় লেখক সংকলন
**কাহিনী সপ্তক**
২·৭৫ ন. প.

শৈলেন্দ্রকুমার রায়ের
রোমাঞ্চকর উপন্যাস
**রক্তের আসন**
২·৫০ ন. প.

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
রহস্যময় রোমাঞ্চকর মাসিক
**ময়ূর মহল** ২·৫০ ন. প.
প্রতি মাসে ২টি করিয়া সম্পূর্ণ উপন্যাস

সরস্বতী গ্রন্থালয় ● ১৪৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ● কলিকাতা—৬ ●

উৎসবে

**ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্টুডিও**

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলিকাতা

GOVERNMENT LIBRARY

নেই। কোর্টে লড়ে যাই, বিধি না পড়লা।" তলকটীয়ার ভোলাকে সান্ত্বনা দিল।

গাঁয়ের লোক ক্ষেপে ওঠে। লাঠি, বল্লম, নিয়ে সদলের লোক তৈরী হল। গাঁয়ের মাতব্বরেরা মিলে মীমাংসা করে দিলেন। আপস হল কিন্তু আগুন নিবল না। জোয়ান ছেলে মানসিং। বিহারী তাকে বলে "ছেলের বাপের ইজ্জত যুলোয় মিশে যাবে আর তুই ঠাকুর, রাজপুত, ভাই চুপচাপ দেখবি"। না তা হয় না। বাপকা বেটা মানসিং। বন্দুক পাতালে পুলিসের সঙ্গে। পেল বন্দুকের লাইসেন্স অবশ্য মিহের জানা না, বড় ভাই নবাব সিং-এর জানেও। পণ্ডিত তলকটীয়ার একটু শঙ্কিত হল। এইবার.....।

হঠাৎ একদিন পালের মহাজন গাঁয়ের ছিম্মা ঝড়াই-এর বাড়িতে ডাকাতি হল। তলকটীয়ার ভাবে, এই সুযোগ। পুলিসকে খবর দিল এই ডাকাতিতে মানসিংএর হাত আছে। অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু পুলিস মানসিং-এর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেল না। তলকটীয়ার সবসময় পাত্তা নয়। ছিম্মাকে বলে, মানসিং-এর নামে কোর্টে কেস ঠুকে দে। এইবার মানসিং একটু ভয় পেল। ছিম্মাকে বোঝাল একটা আপস করতে। তলকটীয়ারের অর্থ আর সাহস পেয়ে ছিম্মা মানসিংকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। "যাও, যা কিছু বোঝাপড়া করতে হয় পণ্ডিত তলকটীয়ারের সঙ্গে কর। সে যা বলবে আমি তাই করব।"

তলকটীয়ারের সঙ্গে আপস? তার সাপের দুবরুদ্ধি? মানসিংএর রক্ত আগুন হয়ে গেছে। আচ্ছা দেখা যাবে! তলকটীয়ার আর ছিম্মাকে

দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
শিশুসাথী
ছোটদের মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যে প্রাণবন্ত ছোটদের মাসিক পত্রিকা।
আগামী বৈশাখে ৩১ বর্ষে পড়বে।
চাঁদা: বার্ষিক ৫,, ষাণ্মাসিক ২.৫০ নঃ পঃ
প্রতি সংখ্যা .৫০ নয়া পয়সা
আশ্রম চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হও
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
৫ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলি—১২

ফোর্টের পথে মানসিং-এর দল আক্রমণ করল। পুলিস আসার এল, কিন্তু এবারও মানসিং-এর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই।

৩০শে জুলাই, ১৯২৮।

মানসিং তার দলবল নিয়ে আক্রমণ করল ছিম্মার আত্মীয় শুকুবালীকে। খবর পেয়ে তলকটীয়ার ছুটল তার দলবল নিয়ে আর শুরু হল তুমুল লড়াই। ভরাবহ সে দৃশ্য। বন্দুক, লাঠি, বল্লম, তলোয়ার। মাথা ফাটল, বাড়ি পুড়ল, গমের গোলায় আগুন লাগল। ছহুল্লা দাঁ মহের গণ্ডগোল ছেড়ে গেল। স্ত্রীলোক আর শিশুর কলরোলে ভরে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল।

মানসিং-এর হাতে হাতকড়া পড়ল সেই প্রথম আর সেই শেষবার। যাবজ্জীবন স্বীপান্তরের হুকুম মানসিং-এর আর অন্যের বাকি লোকদের হুকুম পাঁচ বছরের জেল। মানসিং-এর ছেলে নবদণ্ড সিং, মামা মদন সিং আর ভাইপো সর্দার সিংকে কিন্তু পুলিস ধরতে পারল না। তারা হল ফেরারী। মানসিং-এর বউ বিমলদত্ত তলকটীয়ার আর ভূপসিং ছাড়া গোটা বিল পণ্ডিত তলকটীয়ারের দলে।

জমীদারের গুরুর হুকুম ঠাকুর মানসিং ছেড়ে গেল ব্রাহ্মণ পুরোহিত পণ্ডিত তলকটীয়ারের কাছে।

এক এক দিন জমে এক এক বছর। ছেলের জীবন মানসিং-এর কাছে হল দুর্বিষহ। মনে মনে ছেলেকে দেওয়ালে লাথ মারে, ছাদে, আর দুর্দিষ্টিতেরাম আকাশে তুলে ওঠে। সবসময় দুশ্চিন্তার আর পরাজয় তার মনে ধরাল ঘুণ। দুর্জিয়ুণী আর তার ছেলের কথা ছাদছে ছাদছে ছোরপুরের লাল প্রাচীর ছেলে ছেলের ঠাণ্ডা পাথরের মেঝে ছিটিয়ে বেড়াত। গ্রামের মানে মানে আসে, নবদণ্ড সিং, নবদণ্ড সিং আর নবদণ্ড সিং পালিয়ে বেড়াচ্ছে আর ক্রমশ অর্থাভাবে কষ্টে চুরি ডাকাতি ডাকাতি। পুলিস তাদের পিছনে ঘুরছে, কিন্তু পাচ্ছে না।

কিন্তু একদিন। ১৯৩৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর। বেলা সময়ও লাগল না। সাধারণ এনকাউন্টার। পুলিসের গুলীতে চন্দন নদীর শিবিরবাড়ির মুখে মারা গেল নবদণ্ড সিং আর নবদণ্ড সিং। মদন সিং ধরা পড়ল, তার হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

সবই শোনে মানসিং। ছেলের দেওয়ালে লাথ ফোটে যায়। ভাবে কত দিন বাকী? এক-এক বছর মনে হয় এক-এক যুগ। ছেলের একমাত্র সঙ্গী পণ্ডিত তলকটীয়ার। তাছাড়া হয়েও সে মানসিং-এর বন্ধু। তলকটীয়ারের সঙ্গে যুদ্ধে সে ছিল মানসিং-এর দলে। অসুস্থ, যুদ্ধ, শরীরটার ভারবাহী। একমাত্র ছেলে রূপনারায়ণ পাণ্ডী। তার নাম রূপা। ছেলে প্রায়ই দেখা করতে আসে বাপ আর ঠাকুর মানসিং-এর সঙ্গে। খবর নিয়ে যায় আর পৌঁছে দিয়ে আসে ঠাকুর সাহেবের বাড়ি পাঁচ ক্রোশ ছেলেদের কাছে।

অতীন কলাপ্রাচীরের অন্তরালে বসে একদিন পণ্ডিত তলকটীয়ার কলম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। মারার আগে আশেপাশে বন্ধু মানসিং-এর হাত জড়িয়ে ধরে বলে—একটা বাচ্চা বুণপক্ষা দেখবা সময়কার বুণা ছেড়া ছোটা ছেটা হাতে। বুণাকে সঁপে দিয়ে যায় মানসিং-এর হাতে। নবদণ্ড সিং-এর বদলে ছুই বুণাকে ছোয় ছোলে সবে ছোলে তুলে নে

"জহুরে ছোলে?" মানসিং প্রতিজ্ঞা করে "থাও কসম।"

"কসম।"

"কসমের কা কসম?"

"কসমের কা কসম।" মানসিং কড়কড় করে ছোলে ছেলেল।

তলকে ধরাধরি আর ছাঠ-খড় পুড়িয়ে 'লছমী সিং ছোলে মানসিংকে কাছাকাছি ছেলে ছেলার ভালোই থাকার কথিয়ে আসল। ৩৫ মার্চ, ১৯৩৯, মানসিং ছেলে ছোলে স্বস্তিতে এল। পশ্চিম পৌঁছেছিল তার বা ছথড়া-ছাঠোরে।

খুন কা বদলা খুন। মনে মনে বলল সে বেরিয়ে পড়ল।

ছুপাড়ে-ছেলা ছুটি কপাল্লা ছুটিছুণী মুখে ছোপ লছেছিল।

ছুটি বছর অনেকের কথা।

"ঠাকুরে কাম।"

"ঠাকুরে কাম কথা.....।"

লন্ডনের বিভিন্ন আলো আলো বিভিন্ন হয়ে এসেছিল। তাদের ছুটিছুণী আর কিছু, সকলে পারে নি। হয়তো মনে ছিল না, হয়তো সকলে চায় নি।

তারপর। তারপরের ইতিহাস বেশ অজানা নয়। মানসিং হয়েছিল বিশ্ব আন্তর্জাতিক কমিনের অভিজ্ঞান। ছকের লাল ডাকি নিয়ে লেখা পরে বছরের সেই ইতিহাস। সবাই জানে। আমিও জানি। ছুটিছুণী জানে। সে এ-ও জানে সে জাতিছুণী আমি জানি। তাই হয়তো সে আমার লছমি।

ছঠাৎ ছুটিছুণী ছুনল মনে মনেছে আমন্ত্রণ। উত্তর দিতে পারি নি তার ছুনলম্ব। তার উত্তর আমার কাছে তো নেই। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। আমা নিয়ে বসে ছুটিছুণীর ছোনটা মন থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আর ছলে নিয়েছিলাম মনা-ছুনেছনের ভিতর ছেলার ছোনটা দাঁ উদ্ভিছপুরা ছেড়ে। আর ছেলেনিল যাই নি। উদ্ভিছপুরায়। হয়তো আর কখনো যাবো-ও না। তোলাই হয়তো ছুটিছুণী তার ছুনল আমায় জিজ্ঞাসা করবে। আমি তো তার উত্তর দিতে পারবো না। উত্তর তো আমার কাছে নেই।

ছমাপ্ত

GOVERNMENT L... Bihar

# রবীন্দ্রযুগ

অন্নদাশঙ্কর রায়

"র বীন্দ্রজীবনীর সূচনা ১৯২১ সালে, সমাপ্তি ১৯৫৪ সালে। সিত্তের জীবনের পরিণত বছর নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদি বছরের হিসাবনিকাশ করেছেন তাঁর মহিলা বন্ধুরের সহকর্মী শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বারোহাজার এত বড় জীবনচরিত এর আগে লেখা হয়নি। এত বড় জীবন আগেও হয়নি।

এই সর্বসম্মতপুস্তক "বিশ্বভারতী পত্রিকা" সাইজের দুশ দশ পৃষ্ঠায় সমা পুরণ নিয়ে হাজির। দুখানার প্রথমটে ঐতিহাসিক ভূমিকা করেছেন, কিন্তু স্থানে স্থানে সমালোচনা করতেও দৃষ্টি হননি। দুখানাকে দিয়ে পরে পরে সবশে করেছেন মহিলা এও হয়ে তার একেবারে পরিশিষ্টখানাকে। দু এর জায়গায় তিনি দুখানাকে দুখানাই হয়ে রাখা হয়ে নিতেও ছাড়েননি। তার ও হয়নে পরিচয়ে বিশ্বভারতী হয়ে হয়নি। তাঁর ও হয়নে পরিচয়ে হয়নি।

নিজে নিজে রবীন্দ্রজীবনী আলোচনা হয়ে সমালোচনা। তা দেখে তাঁর মনে হয়ে আরো কয়েকটি নয় রবীন্দ্রনাথ নিজেকে হয়েছেন, তা হলে তিনি খুশি হতেন। তাঁকে বয়স থেকেই কবির স্নেহে এমনি নিজেকে তার আলোচিত, স্নেহের তার চোখে বড় এমনি নিজেকে। স্নেহের প্রতিটের পরও নিজেকে নিজে হয়নি। আলোচনা আলোচনার দুটি কবির প্রকাশক হাতের তাঁকে আরিজন সুযোগ দিয়ে। আমার মনে হয়ে আছে, দুখানা এত বছর আগেও পত্রিকের এত তাঁর আলোচনাকালীন নিজেকে নিজে ছিল। দুখানা আগে আগে প্রকাশের আগে পরিবর্তন হতো, এটা নিজেকে বলা যায়। সুতরাং আলোচনা করতে গিয়ে নিজের মেজাজ সপ্তমে স্থানিত রাখতে হয়ে। কবিকে তাঁর প্রথম নিজেকে আমা আগে শীতকাল আগেকা করতে হয়ে।

আমার রবীন্দ্রনাথের উপর সুবিচার করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের উপর অবিচার করাও উচিত নয়। নিজেরকের প্রথমদিকে "নারায়ণ" রামিকপত্রের সঙ্গে আমার বাল্য-কালে পরিচয় ছিল। "কালপুরুষ" নিজেকে তাঁর নিয়ে আমার একটা মনে আছে। মেজদা রবীন্দ্রনাথকে মোহ প্রমাণ করতে মোজদা মোহে একালীন করেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে নিজেরকের মুক্তিরা সুস্পষ্ট হয়ে যা। রবীন্দ্রনাথ "সাধনা-পত্রিকা" প্রকাশের সময় তিনি ছিলেন বাল্য যে নিজেরকম রবীন্দ্রনাথের মুখের ছিলেন এটা নিজেরই একটা অনুভব। আমার হয়েছিল এই যে, মহর্ষির মৃত্যুর পর থেকে রবীন্দ্রনাথ কুমেই ক্রমশঃ বেশে বেশে পুরো সাধারণ মধ্যবিত্তসমাজের একেবারে মুখে না হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে নিজে হয়ন ও বিশ্বভারতী আলোচনা আলোচনার সময় থেকে কুমেই ক্রমশঃ বেশে বেশে সাধারণ মধ্যবিত্তসমাজের আগে কবিতা হয়েছিল। তাঁর মধ্যে নিজেরকের মধ্যবিত্তসমাজের মধ্যে নিজেরকের মধ্যবিত্তসমাজের মধ্যে নিজেরকের মধ্যবিত্তসমাজের

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকাল। এই সময়টাতে রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রথমে দেখি ব্রাহ্ম থেকে ব্রাহ্মণ হতে, তার পরে ব্রাহ্মণ থেকে ব্রাহ্ম হতে, তারপর আদিব্রাহ্ম থেকে বাইরে না ছোক ভিতরে ভিতরে সাধারণ ব্রাহ্ম হতে। যদিও হিন্দু বলে পরিচয় দিতে কখনো তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম হচ্ছেন পিতা। পিতৃভাবের সাধনায় রস জমে না। তাই চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণব সাধনায়—বিশেষ করে পদাবলী কীর্তনে—ভগবানকে খুঁজেছেন। রবীন্দ্রনাথও কি ভগবানকে প্রেমিক ও আপনাকে নায়ী বলে কল্পনা করেন নি?

"গীতাঞ্জলি", "গীতিমাল্য" ও "গীতালি" তিনখানাই বৈষ্ণব ধারার কাব্য। "বলাকা" থেকে আবার অন্য ধারা। এবার পাশ্চাত্ত্য দর্শনের। বিবর্তনসূত্রে তিনি যেখান থেকে সরে যান চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র সেখানেই আশ্রয় নিয়ে অন্তরে শান্তি পান। সুতরাং বিরোধটা বাস্তিগত নয়, নীতিগত। একথা কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের বেলা খাটে না। বাঙ্গসাহিত্যে তখনকার দিনে দ্বিজেন্দ্রলালই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী। রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকলেও দ্বিজেন্দ্রলাল কেশরি সিংহনাদ করেছেন। অশ্লীলতা, লালসা ইত্যাদি কত কী আবিষ্কার করেছেন। অমন নিরামিষ রচনার মধ্যেও আমিষের গন্ধ পেয়ে উগ্রচণ্ড হয়েছেন। "আনন্দবিদায়ের" (প্রকাশ ১৬ নভেম্বর, ১৯১২) মতো নাটক লেখা হয় ইংরেজী "গীতাঞ্জলি"র (প্রকাশ অক্টোবর, ১৯১২) বিশ্বময় জয়ধ্বনির পর। হাঁরা উভয়ের ভক্ত তাঁদের পক্ষে হাস্যবিদারক ঘটনা। তবে অন্যান্য সাহিত্যেও এর নজীর আছে।

"রবীন্দ্রজীবনী" চার খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনতিকাল পরে। তৃতীয় খণ্ড ১৯৩৪ সালের শেষভাগে। চতুর্থ খণ্ড কবির মহাপ্রয়াণের পরে। পরিশিষ্ট সমেত। কবির জীবনকেও মোটামুটি চার অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু ওভাবে নয়।

রবীন্দ্রনাথের একুশ বছর বয়সে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় খুলে যায়। তাঁর নিজের কথায় "সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ হয় স্ত্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বাহির হইয়া চলিল।"

জীবনের প্রথম অধ্যায়েও তাঁর সাহিত্য কীর্তি অসামান্য ছিল না। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন শিক্ষানবীশ। কতকটা বৈষ্ণব কবিদের কাছে, কতকটা পাশ্চাত্ত্য কবিদের কাছে, কতকটা বিহারীলালের কাছে, কতকটা বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। কিন্তু হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বরূপদর্শনের পর শিক্ষানবীশীর প্রয়োজন রইল না। তবে প্রভাব রয়ে গেল প্রধানত পাশ্চাত্ত্য কবিদের, দ্বিতীয়ত বৈষ্ণব কবিদের। সাত আট বছর পরে এলো কালিদাসের প্রভাব। এইটেই তাঁর জীবনের সব চেয়ে স্থায়ী প্রভাব। সাহিত্যিক জীবনের নয়তম প্রভাব মহর্ষি, রামমোহন ও উপনিষদ্। কিন্তু কারো চেয়ে কম নয় বাউল মার্গ।

"প্রভাত সঙ্গীতের" বাণী বিশিষ্ট হলেও রূপ অপরিণত। "ছবি ও গানের" লেখাও পরিপক্ক নয়। এমন সময় তাঁর জীবনে বড় বড় দুটি ঘটনা ঘটে যায়। একটি তো তাঁর বিবাহ। অপরটি তাঁর নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা। আনন্দ ও নিরানন্দ মিলে আচমকা তাঁকে পাকিয়ে তোলে। এখন মনে হয় এর প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথকে নিখাদ করতে বিধাতা আনন্দ ও নিরানন্দ উভয় উপকরণেরই অকৃপণ সদ্ব্যবহার করেছেন। কেবলমাত্র প্রতিভার সহায়তা বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। বিশ্বরূপদর্শনে বেশী দূর এগিয়ে দিলেও সাহিত্যে নয়, জীবনে। জীবনের পরিণতির জন্যে চাই প্রেম, প্রীতি, বিরহ, মিলন, মরণ, অভিমান, শোক, দুঃখ, দ্বন্দ্ব।

"কড়ি ও কোমল" যে পরিণতির অভাব বোধ তাকে রূপায়িত করে "মানসী"। কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয় বাংলা কবিতার সে এক নতুন রূপ ও ধ্বনি। কিন্তু তাহলেও একটি উপমান কম পড়েছিল। উপমেয়ের পরিবেশ। জমিদারি করতে গিয়ে পদ্মানদীর তটে ও বক্ষে রবীন্দ্রনাথ পেলেন তাঁর মনের মতো আকাশ ও নীড়। পরিপূর্ণ প্রকৃতিসংসর্গে। জনগণের সান্নিধ্যে। দেখতে দেখতে তাঁর প্রতিভার চার দরজা খুলে গেল। নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা চতুর্দিকে ছুটল। "সাধনা"র যুগে তিনি চতুরাননের মতো সৃষ্টি তৎপর। এই লিখছেন "চিত্রাঙ্গদা" তো এই লিখছেন "সোনার তরী"। এই লিখছেন "কাবুলিওয়ালা" তো এই লিখছেন "পঞ্চভূত"। রামধনু-রঙা মিছিলের মতো চলেছে "চিত্রা", "কল্পনা", "কথা", "কাহিনী", "চৈতালি", "ক্ষণিকা", "ক্ষণিকা"। তার সঙ্গে চলেছে গল্পের পর গল্প, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ, নাটিকার পর নাটিকা।

তখনকার দিনে অরো একজোড়া হাত ছিল তাঁর। তা দিয়ে তিনি ঠেগোর কোম্পানীর পার্ট ডুবিয়াল ও আখমাড়াইয়ের কারবার চালাতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর বল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পর অতি-বিশ্বাসী ম্যানেজার ফেরার হলে দেখা গেল ঠেগোর কোম্পানীর সত্তর আশি হাজার টাকা বাজার দেনা। আষ্টেনের দিক থেকে সমস্ত দায় ও দায়িত্ব গিয়ে বর্তাল রবীন্দ্রনাথের একার উপর। তাঁর বিজয়বুদ্ধি যেমন প্রখর ছিল, তিনি ইচ্ছা করলে কারবার না গুটিয়ে কিছুদিন পরে সব দেনা শোধ করে দিতে পারতেন, কিন্তু জীবনের দিক পরিবর্তনের জন্যে তিনি ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল বোধ করছিলেন। স্বয়ম্ভুনাথ ঠাকুরের যা অধর্ম তাঁর পৌত্রের তা স্বধর্ম নয়। কারবার তো তিনি গুটিয়ে নিলেনই, জীবনকেও গুটিয়ে নিলেন। এবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে নতুন জীবনের সূত্রপাত। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন, পুরনের সুনিষ্কার আয়োজন, তার অংশ কলাভবন থেকে মাত্র দুবার জন্যে জোড়াসাঁকো আসা। মাঝেমধ্যে পনেরো বছর বয়সে ও মধ্যে কখনো ষোড়শের সঙ্গে একবার সতর বছর বয়সে সিলঙে। ইন্দিরা দেবীর জন্যে। এই বাল্যবিবাহ ও মর্মান্তিক বিচ্ছেদের পর দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ শুরু।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ছেলেদের জন্যেই দরকার। মেয়েরা সে বয়সে ছেলের মা হবে, তাদের জন্যে দরকার না ব্রহ্মচর্য, না বিদ্যালয়। এমনি করে স্থাপিত হলো শান্তিনিকেতনে ভগ্নী বিদ্যালয়। সত্যেন্দ্রনাথের পরিকল্পিত "ব্রহ্মবিদ্যালয়" হলো রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধবের "ব্রহ্মচর্যাশ্রম"। আন্তর্জাতিকসমাজের প্রয়োজনায় যেমন ক্যাথলিক সাধুর প্রয়োজনায় আসিস হিন্দু-সমাজের বর্ণাশ্রমী আদর্শ। রবীন্দ্রনাথকে ঠিকমতো বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে তাঁর সমবয়সী নেতাদের অনেকেই সে সময় একই ভাবের ভাবুক ছিলেন। তাঁদের বিচারে তখন ভারত হচ্ছে হিন্দু, আর হিন্দু হচ্ছে প্রাচীনকালের বর্ণাশ্রমী হিন্দু, অপরি বর্তনীয়, সনাতন।

তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্বোধন হলো চল্লিশ বছর বয়সে শান্তিনিকেতনের বিশ্বক্ষেত্রে। এই পর্যায়ে কবির পরিপূর্ণতার ঈশ্বরসংসর্গ ঘটল, পূর্ববর্তী পর্যায়ে প্রকৃতিসংসর্গের মতো। কবি রবীন্দ্র হলো ঋষি রবীন্দ্র। "নৈবেদ্য" রচনা ইতিপূর্বে সমাপ্ত হয়েছিল, ধীরে ধীরে লেখা হচ্ছে "উৎসর্গ", "খেয়া", "গীতাঞ্জলি", "গীতিমাল্য", "গীতালি", "বলাকা" প্রভৃতি কাব্য

"রাজা", "ডাকঘর", "রক্তকরবী" প্রভৃতি নাটক। এই পর্যায়েই তিনি উপন্যাস রচনায় নিমগ্নতর হন। "চোখের বালি", "নৌকাডুবি", "গোরা", "ঘরেবাইরে" এই পর্যায়েরই কীর্তি। আমার ছোট বড় রাজারি সব রকমের গল্পগুলিও তিনি নিজের হেফাজত নিয়ে অভিনব করেন। প্রবন্ধেও তিনি এক একটি স্বতন্ত্র স্কুল স্থাপন করেন। যেমন সাহিত্যিক বিষয়ে, তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে, তেমনি শিক্ষা বিষয়ে। ভোরের প্রাইম পাওয়া এই পর্যায়েরই অন্তর্গত। কিন্তু বিশ্বব্যাপী খ্যাতির মূল হলো এই যে তিনি পৃথিবীর লোকের সঙ্গে যোগ স্থাপনে অগ্রসর হলেন। আমার নিজের বিশ্বাস এতে তাঁর বাংলা প্রবন্ধের অপেক্ষাকৃত অবহেলা ঘটেছে। ইংরেজী "কালেক্টেড ওয়ার্কস" ও "কমপ্লিট ওয়ার্কস" যেরূপ উচ্চাসনের রচনা "সঞ্চয়", "পরিচয়" বা "কালান্তর"-এর রচনাগুলি সেরূপ নয়।

প্রকৃতপক্ষে এই কৃতীর অসাধারণত্ব সব কিছুর মূলে রয়েছে। ইংরেজী শব্দটা ছাড়া ও পরে। ইংরেজী কবি ব্রাউনিং বলেছেন ইংরেজী ভাষায় যেসব ইংরেজী ভাষায় লেখক হইলেন এমন অসাধারণ মানুষ যে তিনি ভাষাকে ও ছন্দকে নিজের মতো করিয়া নিজের ব্যবহারে লাগাইতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ এই অসাধারণ মানুষদের একজন। তাঁর ভাষা ও ছন্দ তাঁর নিজস্ব। তাঁর ভাষা ও ছন্দ তাঁর নিজস্ব ভাবনা-কল্পনা-অনুভূতিরই নিজস্বরূপ। ভাবনা-কল্পনা-অনুভূতির সঙ্গে এই ভাষা-ছন্দের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনা হয় বিশ্বভারতীর বিশ্বভারতীর। কবি সবার বড়ো ইতিহাসেই তিনি প্রকৃতির ভাবনার সর্বাধিক ভাবনার ভাবনা। ভাবনার "শান্তিনিকেতন" উপলক্ষে বিশ্বভারতীর পরিচয় হলো শান্তিনিকেতন প্রথম নিজের আশ্রম নয়, তার নিজের আশ্রম। সমাধীতেও তাদের সমান স্থান। সেবাও হয়। সমাধীর ভোজ বক্তৃতাবিলাস মধ্য, তার মূর্তির ইতিহাস "শান্তি পল্লী" ও পরবর্তী আলোচনা ইতিহাস নিহিত। চতুর্থ অধ্যায়ে কবি শান্তিনিকেতনের ব্রাহ্মসমাজ মা, "ব্রাহ্মসমাজের পার্থক্য ভেদ উপলক্ষে নাগরীর মূর্তির। সব সময়েই তিনি সচেতন ছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ বিশ্বের সকল মানুষকে ব্রাহ্মসমাজে তথা ভারতকে ভিতরে নিতে হবে। প্রতীচীর প্রতি তাঁর টান নিহিত ছিল, প্রতীচীর প্রতি টান নয় ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়েও দুই পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ গান থেকে নাচে পৌঁছেছেন। বিশ্বভারতীর ইতিহাসের নিয়ে "নটীর পূজার" এর আবাহন। দ্বিতীয় পর্বে মুক্ত থেকে মুক্তাঙ্গনে। "ডাকঘর" এর প্রথম পরিক্ষেপ। এরই ডাকঘরে এক সময় তিনি ধ্বনি ডাকতে শুরু করে দেন। ধ্বনি ডাকার পথ তাঁর সব সময়েই ছিল, কিন্তু শেষ বয়সে এটা আরও বেড়ে যায়, সাধনা। সাধনা হলো শান্তির কামনা। শান্তিকে হৃদয়ঙ্গম না করলে সাধনার অনুসরণ হওয়া যায় না। যে পরিবেশ শান্তি বিরাজমান ছিল, সেই পরিবেশ শান্তি সাহিত্যসাধনা থেকে বিচ্যুত হলো। সাহিত্য সাধনার শান্তির অন্তরায় ঘটল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী তাঁর শেষজীবন তাঁরা জীবনের কী প্রকার প্রতিবন্ধকতা পরিচয় করেছে তাহে।


নতুন সাহিত্য-সংকলন বই

## হাজার বছরের প্রেমের কবিতা

বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত যতগুলি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি অভিনব নিদর্শন। সেখানে ও বিদেশী মোট সুপ্রাচীন প্রেমের কবিতার সঙ্গে এই সংকলনটি পুরোপুরিভাবে পাঠক আজ নতুনভাবে নিজে পাবেন। সংকলন করেছেন প্রবোধ সরকার। দাম আট টাকা।

## মানুষের ঠিকানা

[illegible] কিন্তু হয়ে আছে অন্তত পাঁচ লক্ষ মানুষ যে ঠিকানা থেকে নিজের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। এমন সংকলনের এই বইটি মানুষ যে কত বড় তা ঠিকানা খুঁজে নিজের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে তারাই বুঝতে পারবেন। সংকলন করেছেন [illegible]। দাম পাঁচ টাকা।

## পৃথিবীর ঠিকানা

পৃথিবীর সব দেশের সেরা লেখক নিয়ে এ পর্যন্ত যতগুলি বই লেখা হয়েছে। এই 'ঠিকানা'-র মতন সুসংবদ্ধ বিশিষ্ট সুসম্পাদিত ও সুসংকলিত কোনটিই আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এমন সংকলনের এই বইটি সংকলন করেছেন প্রবোধ সরকার। আট পেজী ও বড় হরফে ছাপা। দাম আট টাকা।

## বাংলা উপন্যাসের ধারা

বাংলা উপন্যাসের ধারা [illegible] উপন্যাসের আজ যে রূপের সুপ্রকাশ, সেই রূপ কেন হয়ে ও কেন তার পরিবর্তন করে এসে পৌঁছেছে বর্তমান রূপে। আলোচ্য সংকলনটি এই বিষয়ে প্রথম ও এই কারণে সর্বাধিকারকের পক্ষেই প্রথম, নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে [illegible] সংকলনের আলোচনা করেছেন অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায়। বাংলা উপন্যাসের ধারা সম্পর্কে যেকোনো পাঠক বইখানি অপরিহার্য মনে হবে। দাম আট টাকা।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

## পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প

[illegible] সংকলন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়েছে। নিঃশেষিত হওয়ার পর আমরা ও আমাদের বইয়ের বহু, পাঠক ও পাঠিকা-হিতৈষী এই বইটির জন্য বারে বারে অনুরোধ পাঠিয়েছেন ও বার বার তাগিদ দিয়েছেন। আমরা তাঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ অবশ্য পরিবর্ধিত ও সংশোধিত হয়ে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে, তাঁদের মূল্য বৃদ্ধি করা হবে না। বইটি মুদ্রণ হচ্ছে। আশা করি নতুন সংস্করণ আগামী বৈশাখ মাসেই আমরা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করতে পারব।

আমাদের বই : কাজী নজরুল—আমার সাধনা ৫.০০, তিন তারের বেণা—সংকলন কবিতা-পঞ্চাশৎ ৬.০০, একালের কথা—অন্নদাশঙ্কর রায় ৬.৫০; আমার মাটি—হুমায়ুন কবির ৩.৫০; কুয়াশার রঙ—সমরেশ বসু ২.৫০

নতুন সাহিত্য ভবন

৩এ রমানাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০ : ফোন : ৪৭-৫২৩১

যেমন প্রথমোক্তদের তেমন দুঃখসম্পদ। বিচিত্রসন্ধানেই তিনি তাঁর আত্মপ্রকাশের আনন্দ বহন করেছিলেন শেষ পর্যন্ত।

একটিকে প্রধান করলে আর একটা অবচেতন হতে বাধ্য। কাব্য যে পূর্বের তুলনায় দ্বিতীয় হয়ে এটা স্বতঃসিদ্ধ। কবির মনে পড়ে গেল যে ইংরেজী "গীতাঞ্জলি" যখন বলা হয়েও কবিতা তখন বাংলা "নিশিথে"ও তাই। সাহসের অভাবে নাকি তিনি তাকে পদ্যের মতো করে লাইন ভেঙে সাজাননি। এখন সাহস পেয়ে তিনি "পরিশেষ" ইত্যাদিকে 'কথা ভাষার'১ পদ্যে লিখে পদ্যের মতো করে সাজালেন। অতএব সে জিনিস আলাদা হলো। তাই যদি হবে তবে আবার গদ্যে ফিরে যাওয়া কেন? নিশ্চয় নিজের কাজই বিপরীত সাক্ষ্য দিয়েছে। কাব্যের সাধনা চিত্রের সাধনার চেয়ে কম কঠোর নয়। তাকে কম কঠোর করতে বাধ্য হলে মনকে বোঝাতে হয়, কী করব! ছবি যে আমায় সব শক্তি কেড়ে নিচ্ছে! আমি যে বাধা দিতে পারছিনে। আর বাধা দেবই বা কেন? চিত্রে যা প্রকাশ পাচ্ছে কবিতায় তা পাবার নয়। কবিতা আর আমার হাত দিয়ে হবে না। যা হবে তা ছড়া বা সেই রকম কিছু। তার আলাদা সাধনা।

শক্তির ও অভিনিবেশের অপেক্ষাকৃত অভাবে শেষ পর্বের সাহিত্যকৃতি অরোধী না হয়ে অবরোধী হয়েছে। অর্থাৎ কবি আর পাহাড়ে উঠছেন না, পাহাড় থেকে নামছেন। কাব্যের দিক থেকে যে চূড়ায় তিনি উঠেছিলেন তার নাম "পূরবী"। তেমনি নাটকের দিক থেকে চূড়ার নাম "রক্তকরবী"। উপন্যাসের দিক থেকে শেষ চূড়া "যোগাযোগ"। শেষ কিন্তু সর্বোচ্চ নয়। তেমনি প্রবন্ধের শেষ চূড়া "মানুষের ধর্ম"। এর ভুল কথা ইংরেজীতে বলা হয় আগে। বস্তুসাপেক্ষ সাহিত্যকর্ম চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পর্বেই সারা হয়েছে। তা বলে দ্বিতীয় পর্ব অসার নয়। কোনো কোনো পদ্য বা অন্য কবিতার উপর মনশ্চেতনার প্রভাব পড়েছে। এসব কবিতা তাঁর চিত্রকর্মের সমিল। অর্থাৎ এগুলিও চিত্রকর্ম। কাব্যের বিচারে দুর্বল হলেও কবিসত্তার অপূর্ব স্বাক্ষর বহন করে এরা সার্থক।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকে আমি চার অধ্যায় বলেছি। তাঁর জীবন তো ছোট একখানি বই নয়। কাজেই "অধ্যায়" না বলে "পর্যায়" বলা উচিত। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বিশ বছর অন্তর অন্তর তাঁর জীবনে এক একটি নবপর্যায় এসেছে। প্রাচীনকালে একেই বলা হতো আশ্রম। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, যতিব্রত। একালে আমরা ওভাবে চিন্তা করিনে। তা হলেও বেশ কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শিলাইদা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে এসে তপোবনবাস কি বানপ্রস্থ নয়? পঞ্চাশোর্ধে না হয়ে ওটা চল্লিশোর্ধে হয়েছে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত তিনি যা করেছেন তা তপশ্চর্যাই বটে। পঞ্চাশপূর্তির পর সেই যে বিলেত আর আমেরিকা গেলেন তার পর নোবেল প্রাইজ পেয়ে বসে আর ঘন বসল না। ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অর্ধশিষ্ট ত্রিশ বছর। প্রভাতকুমার কবির প্রব্রজ্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। ভ্রমণ তাঁর বরাবরই ভালো লাগত। ভ্রমণের নেশা তিনি বাল্যকালে মহর্ষির কাছে ধরেছিলেন। পিতামহ দ্বারকানাথই বা কম কিসে? সেকালের পক্ষে দু' দুবার বিলেত যাওয়া ও সেই দেশেতেই মরা মস্ত বাহাদুরি। রবীন্দ্রনাথ কেবল দ্বারকানাথের পৌত্র নন, রামমোহনের উত্তরসাধকও। তার পর তিনি রবি নামটির অধিকারী। পৃথিবী তাঁকে পরিক্রমা না করুক, পৃথিবীকে তিনি পরিক্রমা করেছেনই। আফ্রিকার উপরেও তাঁর কবিতা আছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপের পূব পশ্চিম—রাশ সোভিয়েট বাদ দিয়া, এশিয়ার চীন, জাপান, জাভা, সিয়াম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, সিংহল পারস্য, ইরাক। বাকী থাকে অস্ট্রেলিয়া।

কিন্তু কেমন নিশ্চিন্ত, দেখুন। সেই ছেলেভোলানাথের বাড়িতেই জন্ম, সেইখানেই মৃত্যু। পূর্ণ বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে বলে অদৃষ্ট তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে টেনে নিয়ে গেল কলকাতায়, আমরা বহুদূর জানি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অপারেশনেও তাঁর আন্তরিক সায় ছিল না, অপরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। আমরা বহুদূর জানি সিদ্ধান্তটা তাঁর নয়। সিনারের মতো অপারেশনটাও কবির ইচ্ছায় করা। তিনি নিমিত্তমাত্র। সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসে রবি অস্ত গেল ঠিক সেই কেন্দ্রটিতেই যেখানে তার উদয়। কে জানে, হয়তো এর মধ্যেও কিছু সায় আছে—

"পরজন্ম সত্য হলে কী ঘটে মোর
সেটা জানি
আমায় আমার টানবে ঘরে
বাংলাদেশের এ রক্তকরবী।"

তাঁর মৃত্যু যেমন বিচিত্র তাঁর জন্মের দিনকয়েক আগে লেখা শেষের কবিতাটিও তেমনি বা তার চেয়েও বিচিত্র। যৌবনের সুবিখ্যাত "অন্তর্যামী" কবিতাটিতে যাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এ কী কৌতুক নিত্য নূতন, ওগো কৌতুকময়ী", তাঁকেই পরিশেষে উত্তর দিয়েছেন প্রায় অন্তিম মুহূর্তে আসন্ন মহাপ্রস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ
আকীর্ণ করি'
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী!"

কিন্তু কে এই "ছলনাময়ী"? এ কি বিশ্বপ্রকৃতি? না বিশ্ববিধাতার মোহিনী রূপ? কবির শেষ নমস্কার যেখানে সেই দেবীকে যা দেবী সর্বভূতেষু ছলনাময়ী-রূপেণ সংস্থিতা। মনে হয়, বৈষ্ণব ধারার মতো একটি গাঢ় ধারাও কবিমানসে ফল্গু-ধারার মতো অন্তঃসলিলা ছিল। পরম নিস্তব্ধের সঙ্গে এই "ছলনাময়ী"র হাতেই আপনাকে তিনি সঁপে দিলেন। যেবার সময় একটি শ্লোকের মতো করে উচ্চারণ করলেন—

"অনায়াসে যে পেয়েছে ছলনা মাঝিতে
সে পায় তোমার হাতে
অসীমের অক্ষয় অধিকার।"

একালের বাল্মীকির এই হলো সর্বশেষ শ্লোক। তাঁর আমরণ উপলব্ধির বিস্ময়ে নির্বাক। এর পরেও তিনি কয়েকদিন নিঃশ্বাস নিয়েছেন, সৃষ্টি একটি করেছেন, বেশীর ভাগ সময় আক্রান্ত বা অজ্ঞান হয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবনকাব্যের এইখানেই ইতি।

রবীন্দ্রনাথ জন্মান রাখতেন না। তাঁর প্রতিদিনের চিঠিপত্রেই তাঁর জন্মান গণা হতে পারে। কিন্তু তিনি সাবধানী মানুষ। চিঠিপত্রে ধরাছোঁয়া দেননি। তাঁর অন্তরঙ্গতা রচনা করে যদি কিছু থাকে তবে তা একান্ত সংগোপনতায় লেখা কবিতা ও গান। তার থেকে যদি কোটি কোটি অন্তরঙ্গীদলের প্রতিনিধির সন্ধান পাই তা হলেই যথেষ্টকিছু পাওয়া। নয়তো অত্যন্ত মুখর এই মহাযাত্রীকে আপনি আপনার নিকট কাহিনী বলেননি। তাঁর "জীবনস্মৃতি" জাতীয় রচনা সব গণ্য নয়। তা হলে প্রভাতকুমারের "রবীন্দ্রজীবনী"১ সব কথা হয়ে যেত। এত্তো দায়।

প্রভাতকুমার তা জানেন, তাই প্রারম্ভেই উদ্ধৃত করেছেন কবির নিজের জবানী—

"হে-আমি স্বপন-মূর্তি গোপনচারী
যে-আমি আমারে খুঁজিতে বুঝাতে নারি
আপন গহনে অন্তরতম যাহারি
সেই আমি কবি, কে পারে
আমারে ধরিতে।
মানুষ আকারে বন্ধ যে-জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতিনিমেষের ভরে
বাহিরে কাঁদায় সৃষ্টিবিলয়ের জ্বরে
কাঁদিয়ে পাবে না তাহায়
জীবনচরিতে।"

১ সাদৃশ্যবোধ পদ্যে ওই জিনিস ঢালাই করে পদ্যে। কবিতায় illusion কতক্ষণ থাকে?

১ রবীন্দ্র জীবনী। চারখণ্ড। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

# কেশচর্চা

শ্যামানন্দ অধিকারী

মানব ভ্রূণের আদ্যোপান্ত অবস্থা

কুমারী রাজকন্যার মেঘবরণ চুল। ছোটে আসতে আসতে সেই চুল এসে লাগলো রাজপুত্রের গায়ে। মাথার চুলে মাথা মেখে রাজপুত্রের। কন্যার সন্ধানে উল্কাবেগের মত ছুটলো সে। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। রাজপুত্রেরা ঘোড়াস্থরের মাঠের ঘাসেই হারিয়ে গেছে; রাজকন্যারাও নেই। তবে কসমেটিক্স্-এর দৌলতে কৃত্রিম কৃষ্ণ-

চুলের গোড়ার কথা। ক—'শ্যাফ্ট'; খ—'বাল্ব'; গ—'সিবেসিয়াস গ্রন্থি'; ঘ—'ডারমাল পাপিলা'।

বরণ হতে পারেন। মেঘবরণ না হলেও চুল অনেক আছে। সে চুলের চর্চাও হয়। তবে চর্চার তারতম্য আছে। সে চর্চা কখনও সুগন্ধি তেলে কখনো বা ডিমে। চুল ডিমে ভিজিয়ে-ভিজিয়ে কেশ সম্ভব না হলেও বৈজ্ঞানিকের কাছে অসম্ভব নয়।

কৃষ্ণের মত কৃষ্ণবর্ণ চুলেরও অষ্টোত্তরশত নাম। চুল, যখন সে মাথায়; কালের পাশে এলেই জুল্পি। চোখের ওপরে হলেই ভ্রূ, নাকের নিচে গোঁফ আর চিবুকের নিচে দাড়ি; গায়ে হলেই লোম। চুল বর্ধনে ও বর্জনে পুরুষ ও নারীর প্রাত্যহিক সমস্যা। মত নামেই ডাকা হোক না কেন, চুলের সার্বভৌম শ্রেণী-নাম স্তন্যপায়ী শ্রেণীর। স্তন্যপায়ী শ্রেণীর চুলে একচ্ছত্র অধিকার। জন্মালেই আর কিছু না থাক্, গায়ে মাথায় চুল তারা পায় সবচে সবচে লাখে লাখে। কারা, খোঁড়া হয়ে অনেকেই জন্মায়—কিন্তু বিনা চুলে নৈব নৈব চ। তারপর এই জন্মগত ছাড়পত্রকে ছাড়েপোশী—যার নাম আয়ুষ্কাল পিলাই সংরক্ষণ করে সকলে, কেবল তিমি আর শীল ছাড়া। তাই তারা স্বৈপায়ন চুলের সুযোগনের মত মুখ লুকিয়েছে সাগরের জলে। ডাঙার চলার ছাড়পত্র তারা হারিয়েছে। ওরা স্তন্যপায়ী হলেও জল-বাসী। তবু স্তন্যপায়ীর ছাড়পত্র হিসাবে ভ্রূণাবস্থায় তিমিদের গায়ে চুল থাকে।

কেন এক বিদগ্ধ সৌন্দর্য পিপাসী বলেছেন—'সৌন্দর্য মানে চামড়ার গভীরতার ঢেউয়ের।' কিন্তু শুধু সৌন্দর্য নয়—চামড়ার গভীরতম রহস্যের একটা বিরাট ভাঁড়ার ঘর লুকিয়ে রয়েছে। চামড়া তা সে কালোরই হোক্ আর ধলারই হোক্, দুটো স্তর দিয়ে তৈরী। এই বৈচিত্র স্তরের বাইরেটার নাম বহির্ত্বক (epidermis) আর ভেতরটার নাম অন্তর্ত্বক (Dermis)।

একটা চুল বা দাড়ি নিয়ে টানাটানি করলে দেখা যাবে যে, এটা বহির্ত্বক থেকে ঠেলে বেরিয়েছে। এই বেরিয়ে থাকা অংশটার নাম 'শ্যাফ্ট' (Shaft)। শরীরের সঙ্গে তিনের সব তিন লাগানো থাকলেও চুলের এই অংশটা মৃত। তাই চুল কাটলে লাগে না। চুলের গোড়াকে বলে 'বাল্ব' (Bulb)। এই বাল্ব্ হচ্ছে চামড়ার বহির্ত্বক এই বাল্ব্ই হচ্ছে চুলের কারিকুরির কারখানা। চুলের সবচেয়ে গোড়ার যে অংশ তার নাম 'ডারমাল পাপিলা' (dermal papilla)। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এটা অন্তর্ত্বক বা Dermis-এ। ডারমাল পাপিলার সঙ্গে স্নায়ু-সূত্র ও রক্তবাহী শিরার প্রত্যক্ষ যোগ প্রত্যেকটি চুলের গোড়ায় রয়েছে একটি ক্ষু


প্রথম পর্বের অসাধারণ সাফল্যের পর ২য় পর্ব প্রকাশিত হল
বীরেশ্বর বসুর মহৎ এবং বর্ণনসমৃদ্ধ উপন্যাস

# চা মাটি মানুষ

**২য় পর্ব : দাম ৫·৫০**

জাতির মর্যাদা এবং মানুষের মহত্ত্বকে কেন্দ্র করে বাঙলা-সাহিত্যে জীবনের অন্যতম বৈচিত্র্যের নতুন স্বাদ নিয়ে এ-উপন্যাসের প্রকাশ। সাহিত্যের সীমান্তে পরিব্রাজক রূপায় ইঁহাদেরে চা মাটি মানুষ নতুন এক আশ্চর্য আবিষ্কার। এর প্রথম পর্বকে যাঁরা স্বাগত জানিয়ে লিখেছিলেন, '২য় পর্বের জন্য আমরা আগ্রহে অপেক্ষা করছি' তাদের মধ্যে আছেন, প্রীতিভাজনেষু দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, নবীন রায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, শিবরাম চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে।

কথামালা প্রকাশনী : ১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

"স্বর্গের এক কণা সুরভি"

গোলাপের সুমধুর গন্ধ কবি যাকে স্বর্গের এক কণা সুরভি বলে অভিহিত করেছেন তাই অপূর্বভাবে ধরা পড়েছে মেশিনে-মোড়া সাবানের রাজা, বিরাট সাইজের গোদরেজ নং ১ সাবানে।

নতুন নতুন গবেষণা ও পদ্ধতি, আধুনিক কলকব্জা ও বহু বৎসর যাবৎ ভালোভাবে কলাকৌশল আয়ত্ত করার ফলে গোদরেজের অন্যান্য সাবানের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথম উদ্ভিজ্জ গায়েমাখা সাবানের চিরাচরিত গাত্র পরিষ্কার ও কোমল করার গুণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

গোদরেজ নং১ গায়েমাখা সাবান
শ্রেষ্ঠ এবং স্বদেশী

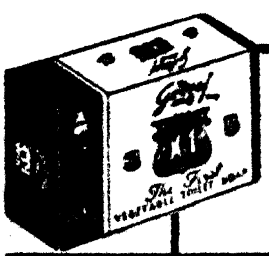


শ্রী রাজগোপালাচারি:

"স্নান খেলার সময়ের সৌরভ দিয়ে খেলবার সময়ে গোদরেজের খ্যাতি আমে এসেছে কত শত ইংলিশ নির্মিত দামী মিনিসের জন্ম দান এর অপূর্ব প্রলোভন থেকে মুক্ত-তরারী সাবানের ব্রহ্মই বা প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অন্যান্য সাবানের প্রতিযোগিতাকে ম্লান করে দিয়েছে স্বদেশী গুণে।"

গোদরেজ নং১ সাবান নির্মাতা

(Arrector pili)। এই মাংসপেশীর সংকোচন হলেই চুল খাড়া হয়ে ওঠে। ক্ষেপে যাওয়া কুকুরের গলার লোমে আর ভয় পাওয়া বেড়ালের ল্যাজের লোমে এই পেশীর কাজ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের বেলায় হঠাৎ শিহরণ বা ঠাণ্ডার আমেজ লাগলে লোম খাড়া হয়ে ওঠে। তবে ভূতের ভয়ে মাথার চুল খাড়ার কথাটা একটু বাড়াবাড়ি। এ ছাড়াও চুলের গোড়ায় রয়েছে একটা গ্রন্থি—যার নাম 'সিবেসিয়াস গ্রন্থি' (Sebaceous gland)। এই গ্রন্থি থেকে একরকম তেল জাতীয় পদার্থ নিঃসৃত হয়। নিঃসৃত এই তেলই চুলের রুক্ষ অংশটাকে সরস আর চক্‌চকে রাখে।

যদিও সমস্ত স্তন্যপায়ী শ্রেণীদের মধ্যে মানুষের গায়েই চুলের সংখ্যা কম, তবুও চুলের বড় সম্বন্ধে মানুষের কাছ থেকেই জানা গেছে সবচেয়ে বেশী। মানুষের ভ্রূণের বয়স যখন মাস পাঁচেকের তখন তার সর্বাঙ্গ চুলের আবরণে ঢাকা থাকে। হেঁটো পায়ের তলায়, হাতের তালুতে ও আঙুল ছাড়া একটা জায়গায় চুল না থাকলেও এই অবস্থায় মানুষের ভ্রূণের নাম লানুগো (Lanugo)। ভ্রূণের বয়স যখন আট মাস তখন এই হিসেবসর্বস্ব চুলের অনেক যায় আর অনেকটা নতুন করে চুলের জায়গায় স্থায়ী চুলের আসন পাতা হয়। চুলের বড় বাড়িয়ে মাথার ত্বকের ও ত্বকের নীচের ওপর নির্ভরশীল। অনেকে মনে করেন খাদ্য-প্রকৃতির অবদানও কিছুটা আছে। ডাঃ কীন (Dr Keen) হিসেব করে দেখিয়েছেন সুস্থ চুমিত মাথায় ১ স্কোয়ার ইঞ্চি জায়গায় যদি ৫০০ চুল থাকে তা হলে তার প্রতি মিনিটে ৪০,০০০ চুলের কোষ তৈরী হতে পারে। চুলের বড় সাধারণতঃ দু রকমের হয়ে থাকে—সিলিস্ট আর অসিলিস্ট। সিলিস্ট—যখন চুল একটা সিলিস্ট দৈর্ঘ্যে এসে আর বাড়ে না এবং চুলের গোড়া থেকে নখ না জন্মে তারা মত খসে পড়ে। অবশ্য তার জায়গায় চুলের পাপিলা থেকে আর একটা চুল জন্মায়। আর অসিলিস্ট দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে চুলের পাপিলা যতদিন কার্যক্ষম থাকে ততদিন চুল জন্মাতে থেকেই চলে। মানুষের ক্ষেত্রে লম্বাইয়ের হেয়েছে সিলিস্ট দৈর্ঘ্যের আর মাথার চুলের অসিলিস্ট দৈর্ঘ্যের।

সাদা, কালো, লাল, বাদামী যে রঙেরই হোক্ না কেন চুলের রঙ্গিমাদের জন্য দায়ী রঞ্জনীয়ের রঞ্জক পদার্থ (pigment)। জন্মের সময় ছিলে হয়ে এসে চুলে পাক ধরে। চুলে পাক ধরার পিছনের বৈজ্ঞানিক সত্যটা এই যে, যখন চুল সাদা হয় তখন চুলের অভ্যন্তরে রঞ্জক পদার্থের অভাব ঘটে আর এই অভাবের জায়গাগুলোতে জমে প্রতিফলনী বায়ুস্তরের (light reflecting air

GOVERNMENT LIBRARY

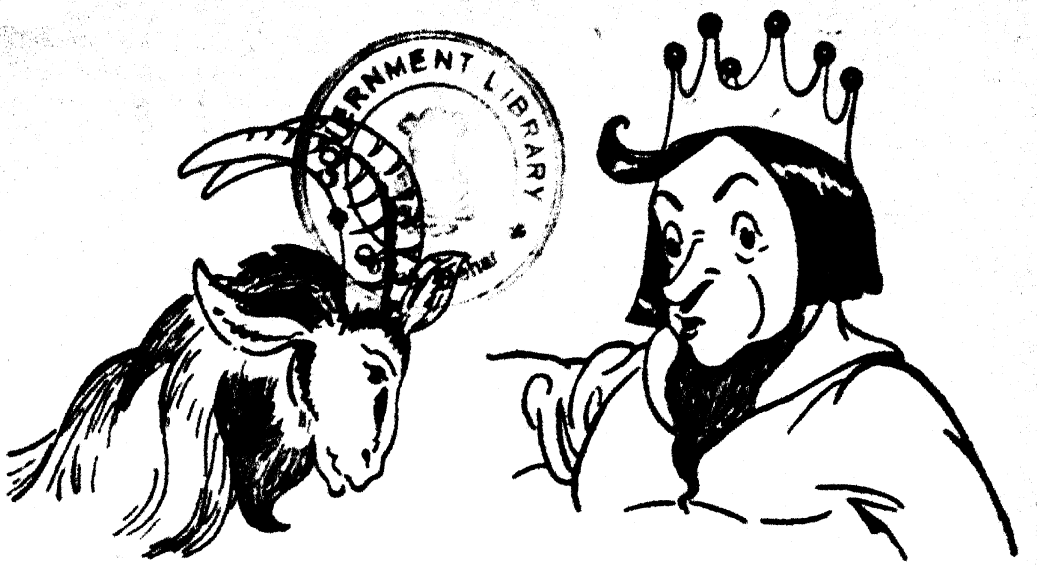

রাম আর রামছাগলের দাড়ি বিবর্তনের আনুমিক্ত ॥ বাম

space) অধিকার করে। সমস্যের সাপেক্ষে মানুষের মাথার চুল সংখ্যায় কম। হিসাবে মানুষের মাথার চুল সংখ্যা ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার। কৃকুরের ক্ষেত্রে গোটা শরীরের যে কোন জায়গার চুলই প্রথম বাধার সম্মুখীন দেখা দিতে পারে।

মানুষের চুল নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে গেছে। দেখা গেছে মেয়েদের চুলের সংখ্যা ছেলেদের চুলের চেয়ে বেশী। শুধু তাই নয় মেয়েদের চুল সরু আর লম্বা। গড়ে মেয়েদের মাথার চুলের সংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ হাজারের মতোবর্তী। হিসাব করে দেখা গেছে, গড়ে ২০ ইঞ্চি লম্বা চুলওয়ালী কোন মেয়ে যদি লম্বা করে চুল বড়ো করে রাখতে চায় তাকে দেওয়া চুল ছেড়ে দিতে সেই লম্বার পঞ্চাশ গুণ হবে।

মানুষ ছাড়া অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের বিশেষ বিশেষ জায়গায় লোম থাকে। মানুষের বেলা কিন্তু ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। পুরুষ মানুষের হিসাব অনুযায়ী মাথার একটি চুলের, আর, চার থেকে পাঁচ মাস। চুল খসে গেলে বাঁচে কের চুল না গজানো পর্যন্ত। চুল হবে কি না হবে সেটা বংশগতির ওপর নির্ভরশীল। তবে অভাব অনটন হলেও চুল অনেক সময়েই পুরুষের উপায়ে। প্রথম উপায় হলো পুরু, ঘুরুঘুরে তেলতে হাত দিয়ে। আর দ্বিতীয় উপায় হলো পুরুষের চুলের অযাচিত হস্তক্ষেপ করা। পাঁচ বার চুল কাটা এবং পুরু টাক হলে একটার টাক পুরুষেরই হয়—মেয়ের সাধারণত টাকা টাকের সম্ভাবনা কম নেই হয় না।

মাথার কেশবর্ধন করা ছাড়াও চুলের অনেক কাজ। প্রথমত চুল শীতাতপ

বেড়ালের গোঁফের চুল তাদের স্পর্শেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। শিয়রের কেশর হচ্ছে পুরুষের পরিচায়ক। ঘোড়ার কেশর মেরুদণ্ডের হাড় থেকে অস্ত্রোপচার করা। ঘোড়া বা ঘরের লাজেরা চুল দলা পাকিয়ে ঘড়বার জন্য। ঘ ঘোড়াদীর কেশ এমনি চলন্ত কম্বল—সব সময়ে মাছিদের সঙ্গে চলছে। পুচ্ছ বা লাঙ্গুল অনুযায়ী এই চলন্ত কম্বল কখনো কঠোরেকালীর নীচে বা ওপরে। শিশুশিকারভুক্ত ও সজারুর ক্ষেত্রে চুল আক্রমণ ও আত্মরক্ষার রূপে ভূমিকা নেয়। বিড়াল বা কুকুরের গোঁফের চুল (Vibrissal) তাদের স্পর্শেন্দ্রিয় বিশেষ। পশুর গোঁফের অন্যান্য উপকার ছাড়াও ঘোড়ার গোঁফকে মানুষ বিশেষভাবে কাজে লাগায়। মানুষের চোখের পাতার চুল, নাকের ও কানের ভিতরকার চুল—এগুলো-কলির ছাঁকনী হিসাবে কাজ করে।

পণ্ডিতেরা বলেন, রাম আর রামছাগলের দাড়ি বিবর্তনের শেষতম অবদান। মানুষের বিবর্তনের ধাপ লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, মানুষের আদি পুরুষের দাড়ি ছিল না। এই দাড়ির সেই সেই পর্যন্ত কতখানি তা এখন বলা মুস্কিল নয়।

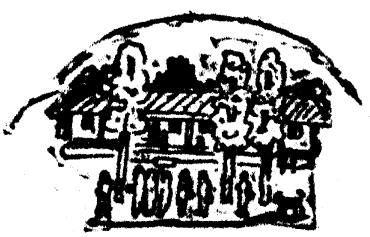

# আলোচনা

## বাইশে শ্রাবণ

বিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকার সম্প্রতিকালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশ লিখিত 'বাইশে শ্রাবণ' পড়ে শুনলাম, রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ববিখ্যাত এবং অননাসাধারণ ঐ মানুষটিকে কেমন করে আমরা হারিয়েছি তিন শতকের ঐ কাহিনী শুনতে। মাত্র একটি বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রতন্ত্রশাস বিরাট ঐ প্রতিভা তিলে তিলে ক্ষয় করে যে ক্ষয় হয়ে গেল, নিজের চোখের সামনে, তারই করুণ অথচ চমকপ্রদ কাহিনী লেখিকা গ্রন্থাকার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সংবেদনশীল মনের সহজ এবং মনোজ্ঞ ভাষায়। এই লেখাটিই যে ভাবীকালে রবীন্দ্র-চর্চায় এবং তাঁর সমকালীন শিক্ষিত সুসংস্কৃতিজাত সমাজ-মনের প্রকৃতি বিশ্লেষণে একান্ত সহায়ক হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সাহিত্যরসিক এবং ঐতিহাসিক মাত্রেরই এই লেখাটির জন্য লেখিকার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবেন।

শেষ বয়সে যে রোগে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরে ভুগে অত কষ্ট পেয়ে অবশেষে একদিন দেহরক্ষা করেছেন তার বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা প্রতিকার যদি সেই সময়ে আমাদের জানা না থাকত, তাহলে আজ আর বলার কিছুই থাকত না। অনায়াসে ভাবতে পারতাম, আমাদের ভাগ্যদেবতাই তাঁকে আমরা হারিয়েছি। শত চেষ্টা করেও দেশের স্বাধীনতা লাভের সময়টুকু পর্যন্তও তাঁকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি। মানুষ তখনও অমর হয় না এবং জন্ম হলেই একদিন তার মৃত্যু হবে; অমর ভাগ্য যদি কারুর ভোগ থাকে তাহলে তা খণ্ডাতে পারবে না কেউই। এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারতাম।

কিন্তু 'বাইশে শ্রাবণ' পড়ে সে সান্ত্বনা পাবার আর কোনো উপায়ই আমাদের রইল না। দিনের পর দিন রোগের প্রকোপ এবং উপসর্গগুলির বিবরণ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শুধুই আমাদের ভাগ্য দোষে রবীন্দ্রনাথ শেষ সময়ে অত কষ্ট পান নি। কষ্ট পেয়েছেন, মানুষেরই বুদ্ধি দোষে।

অর্থাৎ এমন কোনো কঠিন অথবা দুরারোগ্য রোগে তিনি আক্রান্ত হন নি, যার জন্য ঐ কষ্ট পাওয়াটাও তাঁর পক্ষে অনিবার্য ছিল। কারণ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁর ঐ কষ্ট কমানো তখন মোটেই কিছু কঠিন অথবা অসম্ভব কিম্বা বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল না। অনায়াসে তাঁর ঐ কষ্ট কমানো যেত এবং তার ফলে তাঁর পরমায়ু আরও অনেক বেশী বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হত। কলকাতার হাসপাতালগুলিতে সেই সময়ে এ রোগে আক্রান্ত বহু রোগীরই ঐ কষ্ট কমানো হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও পর্যন্ত বেঁচে আছেন।

এনলার্জড প্রস্টেট বৃদ্ধ বয়সের পুরুষদের ব্যাধি। প্রস্টেট গ্ল্যান্ড একবার বড় হতে শুরু করলে সর্বপ্রথম দেহে যে উপসর্গটি প্রকাশ পায় তা হল মূত্ররুদ্ধ। স্বাভাবিক উপায়ে তখন মূত্রস্থলনে বিঘ্ন ঘটে বলেই মূত্রাশয়ে (ব্লাডারে) অতিরিক্ত মূত্র জমে পচন ধরে হয়। তারই ফলে সাথে সাথে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুরা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রোগীর দেহের উত্তাপ বেড়ে যায়। জ্বর হয়। তখনও যদি কোনো প্রতিকার কিছু করা না যায় তাহলে পরে ঐ জীবাণু মূত্রাশয় থেকে ক্রমশ বৃক্ককে (কিডনি) আক্রমণ করে।

বৃক্কের কাজ দেহের দূষিত বস্তু পরিশ্রুত করা। জীবাণুর আক্রমণে এই কাজে বিঘ্ন ঘটে। তাই রক্তের মধ্যে তখন দূষিত পদার্থ বেড়ে যায়। আর সেই দূষিত বস্তু সারা দেহে ছড়িয়ে ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর বিষের মত কাজ করে। ফলে মস্তিষ্ক পর্যন্ত এই বিষক্রিয়ার আক্রান্ত হয়ে যায়। তখনই একদিন চেতনার অবলুপ্তি ঘটে। অবশেষে রোগীর মৃত্যু হয়। ডাক্তাররা বলেন, ইউরিমিয়া হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

'বাইশে শ্রাবণ' রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের রোগশয্যার কাহিনী। মৃত্যুর আগেকার শুধু একটি বছরের কথা এবং ধারাবাহিকভাবে লেখা। ঐ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঐ এক বছরের অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের দেহে রোগের এইসব উপসর্গগুলি ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছিল। রোগনির্ণয়ও হয়েছিল মনে হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, বিশ শতকের পাঁচ দশকেও এই রোগের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাটি কিন্তু কিছুতেই তখন করা হল না। অবশেষে যখন এই চিকিৎসাই করা হল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে; আর তাঁকে বাঁচানো গেল না।

রবীন্দ্রনাথের রোগনির্ণয় এবং তার বিজ্ঞানসম্মত প্রতিকার সম্বন্ধে সত্যি যদি কোনো সন্দেহ থাকত তাহলে শুধু বাংলা দেশ কেন, সারা ভারত, এমন কি ইউরোপ আমেরিকারও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত বা পরামর্শ অনায়াসে নেওয়া যেতে পারত।

কিন্তু সে সব কিছুই করা হয়নি। তাই মনে হয়, রোগনির্ণয়ে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের মনে যেমন কোনো সংশয় ছিল না, তেমনি রোগী অথবা তাঁর আত্মীয় স্বজনের মনেও এ নিয়ে কোনো সংশয় জাগে নি। সংশয় জেগেছে শুধু তার প্রতিকার নিয়ে। অর্থাৎ অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে।

অথচ ঐ অস্ত্রোপচারটি কিন্তু খুবই ছোট একটি অপারেশন। যখনি মূত্ররুদ্ধ শুরু হয় তখনি যদি মূত্রাশয় ফুটো করে রবারের একটি নল লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আর মূত্ররুদ্ধও হয় না, বৃক্কও জীবাণুর আক্রমণে অকেজো হবার সুযোগ পায় না। দেহ এবং রক্তস্থ দুই-ই সুস্থ এবং সবল থাকে। রোগীর পরমায়ু বৃদ্ধি পায়।

'বাইশে শ্রাবণ' পড়ে মনে হল, প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির জন্যই এই সরল চিকিৎসা সময়মত করা যায় নি। তিনি নিজে এ চিকিৎসার বিরোধী ছিলেন। রবারের নল পেটে লাগিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই হয়ত অনেক বেশী কাম্য বলে মনে করেছিলেন তিনি।

তাঁর এই আপত্তির মূল বোধ হয় মোটেই কিছু কঠিন নয়। সেই কারণে এই সরল চিকিৎসাকে যে তিনি 'অসভ্যতা' বলে মনে করেছেন তাও আমরা সইতে পারি। কিন্তু একথাও তো স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ঐ অপারেশনটি যদি তাঁর মৃত্যুর একটি বছর আগে করা যেত তাহলে মূত্ররুদ্ধের জন্য নিদারুণ ঐ কষ্ট তাঁকে সইতে হত না কখনও।

কালিম্পঙে গিয়ে এ জন্য অজ্ঞান হবার পরও ঐ অপারেশন না করিয়ে শুধুই ডেথ দিয়ে চিকিৎসা করানো যে সম্ভব হল কি করে তাই ভাবী অসম্পূর্ণ বোধ হয়। এ সৃষ্টি শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব।

কালিম্পঙে যাবার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কি রকম উজ্জ্বল ছিল তার প্রমাণ সেই সময়কার লেখা লাবণ্যলেখাটির এবং ছিন্ন পত্রাবলী গল্পের। আর কবিতা? সে তো তিনি নিত্য নতুন রচনা করে গেছেন জ্ঞান হারাবার আগে পর্যন্ত।

অত দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পরেও যেভাবে তিনি সামলে উঠেছিলেন কালিম্পঙে তাই দেখেই বোঝা যায় প্রাণশক্তির কী প্রাচুর্য তাঁর ছিল।

তাই আজ নিদারুণ দুঃখের সঙ্গে মনে হয় তখনও যদি ঐ অপারেশনটি করানো যেত তাহলে অত শীঘ্র আর মৃত্যু হত না তাঁর। অন্তত দেশ স্বাধীন হওয়া এবং বিশ্বভারতীর ভাঙা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়া নিশ্চয়ই তিনি দেখে যেতে পারতেন। ইতি

আজ্ঞাকিংকর মুগ্ধ
কলিকাতা

# কিন্তু-বিচিত্রা

গড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার পর্বতগাত্রে আঁকা ছবির নিদর্শন

গত বছর সুইজারল্যাণ্ডের আবাস থেকে চার্লি চ্যাপলিন সত্তর বছর বয়সে এক সন্তানের জনক হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করায় পৃথিবীর লোকে বিস্ময়ে প্রকাশ করে বেশী বয়সে জনক হবার কথা বিষয়ে অনেক এমন কয়েকজনের কথা জানা যায় যাদের বয়সের তুলনায় চার্লিকে অল্পবয়স্কই বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের লুইসিয়ানার এক বাড়ি আশী বছর বয়সে একটি শিশুর জনক হয়। কিন্তু তাকেও ছিনাথি স্থানে সাঁয়ত্রিশ পর বছরের ব্যবধান এক ভদ্রলোক নিয়েছেন বয়স যখন চুয়াত্তর তখন সন্তানের জনক হন। তার সন্তানের প্রতোকটিই কন্যা ও দুটিকে তাদের মৃত্যুর সম্পর্কে কিন্তু এখন বলা যায় না। ভদ্রলোক পঁচাশি বছর বয়সে এবং তার কোন মৃত্যুর বিয়ের পর আরো বছরের বেশী বাঁচেননি।

এসেক্স ও হেরে পাকাপাকি নরফোক ইসপাতুরির শিশু সম্পর্কে অনেক খবরই সংবাদপত্রে স্থান পায়। নিউইয়র্কের মুদিখানা এডিথ জনসন একদিন রাতে তার স্বামী ফ্রেডের সঙ্গে এক ঝগড়ায় মত হয়। এক পক্ষ নাচের পর বাড়ীও ফিরে হয়ে উঠলে ফ্রেড ঘুমন্ত স্ত্রীকে বলে: "আমি সন্তান-সম্ভবা এবং তুমি এ অবস্থায় আর নাচা কি ভাল?" অসমাপ্ত দৃশ্যে, দৃশ্যিমপনা না হলে এডিথ যে এখন অন্তঃসত্ত্বা তার কোন লক্ষণই ধরবার উপায় ছিল না। নাচতে নাচতে এক সময় হঠাৎ এডিথ বলে ওঠে: "এবার হাসপাতালে চলো। বোধহয় ভাল হচ্ছে।"

ঊনকোঠার ফ্রিল সঙ্গে সঙ্গে এডিথকে গাড়ীতে এনে তার অতি দ্রুতগামী স্পোর্টস কার চড়িয়ে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে হাসপাতালের উদ্দেশে যাত্রা করে। হঠাৎ পিটারিং হুইলটা ফ্রিলের হাতে কাঁপতে থাকে। এডিথ ভয়ে চীৎকার করে ওঠে। গাড়িখানি বিকট শব্দ করে এগিয়ে চললো। ফ্রিল সামলাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না। সামনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে একটা হাইড্রেণ্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে থেমে যায় একেবারে হাসপাতালের গেটের সামনে। আশ্চর্যের বিষয়, গাড়ির সামনেটা একেবারে চুরমার হয়ে গেলেও ওরা দুজনে অক্ষত থাকে। ফ্রিলের বিকট শব্দে হাসপাতালের লোক বেরিয়ে আসে সাহায্য করতে। এডিথকে স্ট্রেচারে করে তাড়াতাড়ি হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। ফ্রিল ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষিত হবার পর তার স্ত্রীকে যে অবস্থায় রাখা হয়েছিল তার সামনে দাঁড়াতে করতে থাকে।

যন্ত্রণা অসহ্যরূপে বাড়ার পর এক ডাক্তার বেরিয়ে আসে ঘড় নাড়তে নাড়তে। মুখে বিস্ময়ের ভাব। ধীরপদক্ষেপে ফ্রিলের কাছে গিয়ে বলে। "বসুন একটু। শুনলে মনে হবে যাবে। আপনার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করেছেন। মৃতটিনা সন্তান ও এবং সন্তান দুজনেরই অবস্থা ভয়ঙ্কর। কিন্তু এটি হচ্ছে পৃথিবীর বহুতম সন্তান। শিশু। ওর ওজন বাইশ পাউণ্ড।"

সব শিশুই যে সমান হয় না ফ্রিলের ছেলেটি তার প্রমাণ। বহু সন্তানের অন্তত শিশুর কথা শোনা যায়। বস্টনের ডাক্তারের অন্তত ১১০৩ সনে একটি তিন পাউণ্ড শিশুর জন্মের কথা উল্লেখ করে। ঐ ওজনের একটি রেকর্ড। কয়েক বছর পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার হে নগরে তার একটি শিশুর সংবাদ জানা যায় জন্মকালে যার ওজন ছিল সতের পাউণ্ড তিন আউন্স। বড় শিশুরাই কেবল সংবাদ নয়, নিউইয়র্কের এক হাসপাতালে মিলেছেন পোল্ট নামক এক মহিলা মাত্র এগারো আউন্সের একটি শিশুর জন্ম দেন।

সময় সময় বাঁচবার শিশুর জন্মের কথা শোনা যায়। অনেক শিশু মন কেন নিয়েই জন্মায়। ইংলণ্ডের নরফোকে ক্রিস্টিন হার্ট নামক এক মহিলার কন্যা কারণ জন্মায় মাত্র পঁচাশি ইঞ্চি কেন নরফোক।

এমন অবস্থা ছেড়ে ঘুমে ডাক্তারের সঙ্গে উপায় হচ্ছে চৌদ্দফোন এক্সচেঞ্জে যদে রাখা। এলার্ম ঘড়িতেও কাজ চলে। ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে পেশাদার লোকের কথাও শোনা যায়। এমনি একটি আশী বছর


নাটক নাটক নাটক

যুগান্তর নাটকার বিজন ভট্টাচার্যের
গোত্রান্তর ২·৫০
বিধায়ক ভট্টাচার্যের
কাল্লাহাসির পালা ২·৫০
জোছন দস্তিদারের
দুই মহল (২য় সং) ২·৫০
বীরু মুখোপাধ্যায়ের
সংক্রান্তি (২য় সং) ২·৫০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
শ্রী ভূমিকা বর্জিত
কৌতুক নাটক বারো ভূতে ১·৫০
সুনীল দত্তের
শ্রী ভূমিকা বর্জিত ছোটদের হাসির নাটক
হবুরাজার দেশে ১·৭৫
অংকুর ১·৫০

ছোটদের বাইশজন শ্রেষ্ঠ নাটককারের
বাছাই-করা নতুন সংকলন
ছোটদের রঙ্গমহল ৩·৫০

ঘরে নাটক ঃ লক্ষ্মীপ্রসন্ন সংসার ঃ তুলসী লাহিড়ী ২·০০ ঃ নাটক নয় ঃ ওরে ভৈরু ১·২৫ ঃ একাঙ্ক সঞ্চয়ন ঃ তিনটি একাঙ্ক ৩·০০ ঃ অপরাজিত ঃ তুলসী লাহিড়ী ১·৭৫ ঃ অপরাধী ঃ শচীন্দ্রনাথ সরকার ৩·৬২ ঃ জিজ্ঞাসা ঃ পরিচয়ের মুখোশ ২·২৫ ঃ প্রথম পদক্ষেপ ঃ সচীন্দ্র সরকার ১·৫০ ঃ উপায় আছে ঃ অমলা বাগচী ১·৫০ ঃ সুনীল দত্তের হরিপদ মাস্টার (২য় সং) ২·০০ ঃ জন্মভূমি ১·৫০ ঃ তিনজন ১·০০ ঃ দুর্ঘটনায় ৩·৫০ ঃ

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ-৯

১ ২

১। সব জন্তুরাই নেকড়ে ও কুকুরের একই পূর্বপুরুষ এবং কালের প্রবাহে কতক বিষয়ে তাদের মিল অপসৃত হতে পারেনি। কুকুর এবং নেকড়ে একই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়; আনন্দ প্রকাশ করতে উদ্যতই লেজ নাড়ে; ভয় পেলে লেজ গুটোয় এবং ক্রুদ্ধ হলে ঠোঁট দিয়ে গর গর শব্দ করে। ২। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে বহু কীটপতঙ্গ নিজেরাই তাদের দেহে হিমপ্রতিরোধক প্রস্তুত করে নেয়। যে সব শিল্পীলিকারা শীতের দিনে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য দেহে মদ পার্সেন্ট গ্লিসারিন উৎপাদন করে। শিল্পীলিকাদের দেহ গরম হলে গ্লিসারিন উবে যায়। ৩। প্রত্যেক বসন্তে যুক্তরাষ্ট্রের কর্পরোগের চিকিৎসক ডাঃ সামুয়েল রোসেন তাঁর নিউইয়র্কের দপ্তর বন্ধ করে লোকের উপকার করতে বেরিয়ে পড়েন। ১৯৫২ থেকে ডাঃ রোসেন নিজ ব্যয়ে উনিশটি দেশ ঘুরে ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে বিনা পারিশ্রমিকে বহু শত লোকের বধিরতা ঘোচাতে সাহায্য করেছেন।

বয়স্ক মানুষ এলার্ম ঘড়ি উত্তর ইংলণ্ডে বাট বছর কাজ করার পর সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। একটা লম্বির ডগায় সরু সরু তার বেঁধে জানলার জানলায় শব্দ করে লোকের ঘুম ভাঙিয়ে বেড়ানো ছিল তার কাজ যাতে সময় মতো তারা কারখানায় যেতে পারে। ঘুম ভাঙানে-ওয়ালা এলার্ম ঘড়ির সাহায্যে প্রতিদিন ভোর সাড়ে তিনটেয় উঠতো। জানলার টোকা জোরে তার খরিদ্দারদের ঘুম ভাঙাতো সাড়ে চারটেয়। লোকটির গর্ব এই যে, যতো গভীর নিদ্রাভিভূতই হোক ঘুম ভাঙাবার জন্য কোনদিন কারুর জানলা ভাঙেনি সে। কিংবা প্রতিবেশীর কারুর নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি।

অবসর গ্রহণের পর লোকটি কি করবে এ প্রশ্ন করতে সে জানায়: "রোজ সকাল ছটা পর্যন্ত ঘুমোবো। আর রবিবার সাতটা পর্যন্তও ঘুমিয়ে কাটাতে পারি।"

ঘুম ভাঙানোর দায়িত্ব বর্তমানে বটেনে লোপ পেতে বসেছে. তবে এখনো কয়েক শত স্ত্রী পুরুষ এই কাজে নিযুক্ত রয়েছে। লাঙ্কাশায়ারের এক আশী বর্ষীয়সের মহিলা বাইশ বছর এই কাজ করে। এমন কি রবিবারও সে ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠে অন্য কাউকে জাগাবার দরকার না থাকায় সময়টা বাইরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিত।

বহু বৎসর পূর্বে লণ্ডনের লাইমহাউসে একটি পরিবার ভোরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে জানলার কাঁচে মটরদানা ছুঁড়ে শব্দ করতে করতে ডক শ্রমিকদের ঘুম ভাঙাবার উদ্দেশ্যে।

*

গত বছরের শেষ চার মাসে ক্যাটস্কিল পর্বতের অন্তর্গত এরেনভিলের আদালতে কোন মামলা না থাকায় ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এলেক্স জে নিরানব্বই ভার বেতনের এক-চতুর্থাংশ ফিরিয়ে দেন এই বলে যে: "কিছু কাজ না করে করদাতাদের টাকা গ্রহণ করা আমার পক্ষে শোভন হয় না।"

*

জাপানে এ বছর বিয়ের এত ছিড়িক পড়েছে যে, বিবাহমন্দিরে রীতিমত কিউ দিয়ে দম্পতিদের অপেক্ষা করতে দেখা যায়। বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করতে দম্পতি পিছু মাত্র আটত্রিশ সেকেণ্ড বরাদ্দ করা হয়।

জাপানে বিবাহের দিন স্থির করে থাকেন কন্যার। বিবাহের দিন জাপানী মেয়ে তার মায়ের কাছ থেকে একগাদা লম্বা উপদেশ গ্রহণ করে। বহু শতাব্দী ধরে যাবতীয় মায়েদের এই উপদেশ আধুনিককালের মেয়েরাও গ্রহণ করে আসছে।

উপদেশের মধ্যে আছে: "বিবাহের পর তোমার স্বামীই তোমার একমাত্র প্রভু। ওর সমক্ষে বিনয়ী ও নম্রশীল থাকবে। স্বামীর প্রতি অনুগতাই হচ্ছে স্ত্রীর সবচেয়ে বড় গুণ।"

অপর একটি উপদেশে বলা হয়: শাশুড়ীর সঙ্গে সর্বদাই মানিয়ে চলবে। কোন ব্যাপারে সন্দিগ্ধচিত্ত হবে না কারণ সন্দিগ্ধমনা হলে তোমার প্রতি তোমার স্বামীর ভালবাসা থাকবে না। বেশী কথা বলো না, প্রতিবেশীর নিন্দা করো না এবং কখনও মিথ্যা বলো না। গৃহস্থালীর কাজ যত্নসহকারে করবে এবং বিশেষ করে সংসার খরচের ব্যাপারে মিতব্যয়ী হবে।"

*

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হবার দিন-কয়েক মাত্র পূর্বে অস্ট্রিয়ার লিনৎস শহরের শ্রীমতী জোহানা মাডলমায়ের খবর পান যে তাঁর পুত্র যুদ্ধকালে বলোনাভিয়ার কোথাও জার্মান সৈনাদের হাতে নিহত হয়েছে।

বৃদ্ধা এইমাত্র সান্ত্বনা কামনা করেন যে, তাঁর পুত্রের মৃতদেহটি যেন দেশে ফিরিয়ে এনে কবরস্থ করা হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা

শঙ্খ মার্কাই
কোষ্ঠ চিকিৎসা
ঘশোর কুমু ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

করেও মৃত পুত্রের সমাধি আবিষ্কারের সম্ভাব্য চেষ্টা বন্ধ হয়।

জাহাজের কর্মিষ্ঠ পুত্র যুদ্ধজয় যা যাতে শান্তি পায় সেই উদ্দেশ্যে দুটি পেশেই যুদ্ধোত্তরাভিযানে গিয়ে তার দাদা জোহানের সমাধি খুঁজতে থাকে।

শেষে গত বছর এক পাহাড়ের গায়ে একটি অজ্ঞাতপরিচয় জার্মান সামরিক পুলিসের সমাধি সে আবিষ্কার করে। চেনবার কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু যুদ্ধজয় ছেলেবেলার একটি পাশাপাশির ছাঁচ তুলে জিনংসের এক দন্তচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। বহু বছর পূর্বে জোহানের দাঁত তৈরি করা হয়েছিল। ছাঁচের সঙ্গে মেলে কিনা। মাসখানেক আগে এক গভীর রাতে যুদ্ধজয় গাড়ি নিয়ে সেই সমাধির কাছে উপস্থিত হয়। মৃতের যা অবশিষ্ট ছিল নিয়ে চলে আসে। সামরিক সম্মানের সঙ্গে সেগুলি কবরস্থ করা হয়। কিন্তু এই কাজ বন্ধ রইতে পারলে না। কবর দেওয়া সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গেই তার গ্রেপ্তারী নির্দেশ হয়ে রইল।

•

সমস্ত পৃথিবী তখনও ঘরের মধ্যে কোটি ছুটি পায় চুকিয়ে বসে এক সম্পাদকের হাসপাতালে দেখা গেল। বিশ্বজয়ের কোনোরূপ ঘোরতর অসুস্থতাই প্রতি বছর যে অফিসে ছুটি পায় নিয়ে হয় পাকা-পাকি না হওয়ায় তিনি মহা মুস্কিলে পড়েন। তাঁর ছাড়া ছুটির সময় অফিসটির ডেসপেপ্সিয়ার একজনের দাঁত দেখে মনে হয়। ঘরে নিয়ে এই জানতে পারে যে তাদের সুন্দর দাঁতের কারণ অবশ্য ঠিক ডেসপেপ্সিয়া নয়—অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে দাঁতের ওপরে একটা হলদে ছোপ ধরে। মনে পড়ে অফিসটির সেই সুন্দর সাদা দাঁত এবং বিশেষ সুন্দর হাসি হাসে আজ যা নিজেকে পাওয়া যায় সেই ধরে করে ধূমপানে নিবৃত্ত করবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

অফিসটির প্রায় অধিকাংশ লোকেই ছুটিতে—সমস্ত পাড়াটা ফাঁকা দেখা যায়। কিছুকাল পূর্বে হলদিয়ার সাধারণের অভিভাবকদের উদ্যোগে এই আবেদন করা হয় যে ছুটির সময় হলদিয়া ছেলেমেয়েদের সরকার চুরির হাত থেকে ছুটি পায়। পাস প্রতিষ্ঠা করা থেকে নিবৃত্ত করেন।

• •

জাপানের আদালতে সহরের নাওকিচি কিনারা, একটি ব্যক্তির কোলে বেরে চুরকলক ছুটে বেরিয়েছিল টাকা চুরি করে নামবার সময় সিঁড়ির নিম্নে তেরে ফেলে অফিসে ছুটে পথ-চলতীদের সাহায্যে করে বলে : "আমি চোর, কিন্তু নড়তে পারছি না। দয়া করে ছেটে বসি পুলিসে খবর দেন।"


প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

# পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর

আট টাকা

আর, এন, চ্যাটার্জি [illegible]

২০, নিমলা চন্দ্র [illegible]

GOVERNMENT [illegible] Book Bahar



চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবে

ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্রের

## সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ

(২য় সংস্করণ) মূল্য : ৪·০০ (শেষিত বাঁধাই)

সুনীলকৃষ্ণার ধরের উপন্যাস

## জোয়ার এলো

মূল্য ২·১০

## মানুষের মতন মানুষ

শৈলজানন্দের উপন্যাস

মূল্য : ৩·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস

## প্রিসিলার বিয়ে

মূল্য : ২·৭৫

## ভাটিয়ালী

(২য় সং) নরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য : ২·৫০

অন্যান্য উপন্যাস গ্রন্থ

| | | |
|---|---|---|
| সুবোধ ঘোষ | মনোবাসিতা | ৩·০০ |
| বিমল কর | ফানুসের আয়ু | ৫·৫০ |
| প্রেমেন্দ্র মিত্র | বর্বর যুগের পর | ২·৫০ |
| বীরেশ্বর বসু | চা মাটি মানুষ | ৪·০০ |
| | উপন্যাস—২·০০, গল্প—২·০০ | |
| প্রবোধবন্ধু অধিকারী | বিহঙ্গবিলাস | ৩·০০ |
| শচীন্দ্রকুমার মিত্র | জীবন স্বপ্ন | ৪·০০ |
| হরপ্রসাদ মিত্র | কবিতার বিচিত্র কথা | ৮·০০ |
| গৌরকিশোর ভট্টাচার্য | লালবালুকা | ৬·০০ |
| শৈলজানন্দ | ভাল লাগার নেশা | ২·৭৫ |
| অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় | কান্নার প্রহর | ২·৭৫ |
| শিবরাম চক্রবর্তী | বিয়ের প্রুফ বউ | ২·৭৫ |
| বিমল কর | সোনারুপোর কাঠি | ২·০০ |

কথামালা প্রকাশনী, ১৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২

# চাল-বাদল

**চ**ীন হইতে চাউল আমদানী হইতেছে অথচ বাজারে চাউল সস্তায় সুলভ হইতেছে না; এই চাউল কোথায় যাইতেছে ইহাই জনসাধারণের প্রশ্ন। খুড়ো বলিলেন—"উড়িষ্যার চাল

হলদিয়ায় পৌঁছিলেতো অর্থাৎ উড়ু খৈ গোবিন্দায় নমঃ।"

• • •

**অ**নন্যমারণ ইহাও আশঙ্কা করিতেছেন যে, দেশে চাউলের সমস্যার অধিকাংশ সমাধান সম্ভব নয়।—"কিন্তু তার কি, দেশে 'আমজনের হ'ল ঘোর অনটন, ধর হুইস্কী সোডা আর মুর্গী মটন"। চিরকুমার সভা হইতে দুইটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া শ্যামলাল স্মিতহাস্যে বলিল—"আমাদের আমসত্বসাটও চিরকুমার সভার হাতেই!!"

• • •

"**আ**নন্দবাজার"-এর স্টাফ রিপোর্টার বলিতেছেন—বাপজীর ভাত নাই, ভিতরে নাই, বাইরেও নাই।—"বাপাই, এত নাই নাই বলবেন না, বলুন ভাত বাড়ন্ত"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

**প্র**তিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন লোকসভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে,

সেনাবাহিনীর কাজে ইতালী হইতে গাধা ও খচ্চর আমদানী করা হইয়াছে।—"আমরা জানতাম, গাধা ও খচ্চরের ব্যাপারে এদেশ কখনই ঘাটতি অঞ্চল নয়"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

**স্ব**ল্প পাটি হইতে বলা হইয়াছে, ধর্মের প্রতিষ্ঠাই স্বতন্ত্র পার্টির লক্ষ্য।—"বহুদিন পর আবার সন্তবামি যুগে যুগের আশ্বাস পাওয়া গেল"—মন্তব্য করেন বিশ্বখুড়ো।

• • •

"**প্র**ধানমন্ত্রী হিসাবে আমি যাহা করিয়াছি, সরল বিশ্বাস এবং কার্যভার গ্রহণের সময় সর্বশক্তিমানের নিকট যে শপথ করিয়াছিলাম, তদনুযায়ীই

করিয়াছি"।—না, এটা সজ্জনের নাটকের ঔরংজেবের ডায়লগ নয়, বলেছেন জনাব সুরাবর্দী। ট্রাইব্যুনালের সাত দফা অভিযোগের উত্তরে জনাবের সাফাই" বলিলেন বিশ্বখুড়ো।

• • •

**স্ব**পহেলা বৃষ্টির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে সহকারী বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসতীশ চন্দ্র বলিয়াছেন যে, স্বর্ণ "নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পর্যায়ে পড়ে না। "পড়ে কি পড়ে না সেটা টের পাওয়া যায় মেয়ে কিনে দিতে আর টের পাওয়া যায় আনন্দামানি বৌ থাকলে"—বলে শ্যামলাল।

• • •

**ন**াগাল্যাণ্ডে একটি মুখ্যমন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে এবং তাহার পৃষ্ঠপোষক নির্বাচন করা হইয়াছে নাকি প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে। বিশ্বখুড়ো সংক্ষেপে বলিলেন—"বহুপুরাতন ভাব নব অভিব্যক্তি!!"

• • •

**এ**ই এ পরীক্ষার প্রথম দিনেই পরীক্ষার্থীরা কোন কোন হলঘরে "বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিযোগ—পৌরবিজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র নাকি খুব কঠিন হইয়াছে।—"পৌর-বিজ্ঞানীকে আমাদের সবিনয় নিবেদন "আটে" পরিণত করেছেন;" সেই আটের দিক থেকে নগরের মুক্তা চুপোপাও হয়েছে সুতরাং পুরাতন পৌরবিজ্ঞান আজ আমল বলেই এর প্রশ্নমালাও উত্তরের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়েছে"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

**গৃ**হস্থ ও পঞ্জিকারিকরা তাঁদের দাবি-দাওয়া লইয়া সম্প্রতি কমিশনারের পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন।—"এই সর্বব্যাপী বিক্ষোভের ছোঁয়া যদি গিয়ারিঙের গায় লাগে তাহলেই হাটে হাঁড়িটি ভাঙবে" বলেন কোন এক সহযাত্রী।

• • •

"**সু**দূরাতীতকাল থেকে আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা সমুদ্রে স্নান না পাওয়া গেলে তামাক কুটি কুটি করে সাদায় জলে ফেলে দিত" একটি বিজ্ঞাপনের উদ্ধৃতি। খুড়ো বলিলেন—স্নান না পাওয়া গেলে আমরা অনেক সাদায় জলে তামাক কুটি কুটি করে ফেলিনে, আমরা পাকা কুটি কুটি করে ছড়িয়ে দিই সভাসমিতিতে, সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়!!"

---

# নাসেরকে যেমন দেখেছি

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা মানুষকে নিয়ে কত-যে কথা লেখা হয়, কত-যে ভাবনা আসে, চিন্তার কত জাল বুনে চলে তা আমি জানতেই পারতাম না যদি না আমি মিশরে যেতাম ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে, যখন পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদ আবেদন পাঠাল নাসেরকে পৃথিবীর এই সবুজ মাটি থেকে একেবারেই মুছে ফেলতে আর তার জবাবে নাসের তাদের জানিয়ে দিলেন—না।

আবেদন পাঠাল নাসেরকে হত্যা করার উদ্যোগ তখন এতোটুকু আবছা ছিল না, ছিল না বিন্দুমাত্র ছলনা। সেই সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে, আর সে যে মিশরের কি নিতে না পেরে বৃদ্ধাঙ্গুলিই তা জানে।

ফ্রান্সের স্বাধীন সাইপ্রাস স্বীপ [illegible] সার্টিন রেহারেন্সটাঁয় তখন ক'ত ফিলস্টাইনের উদ্যোগে বৈঠক চলেছে—হোয়াইট সাদা আমাদের কাপড় নেই, হোয়াইট এ নাসের নামের পলিটিকাল সরাও, নাসেরের হয়ো করা। হোয়াইটের সাদা প্রবেশের পথে নাসেরকে কুকুরের মতন গুলী করে মারা হোয়াইটের আকাশ আমাদের হোয়াইট পায়রা ওড়ান করবে হোয়াইট ও হোয়াইটের ছেলেরা। সাদার, যা না হলে হোয়াইটের ধরণীতে জন্ম নেওয়া হবে বারে, মিশরের মুক্ত ফোর হোয়াইট একেবারে উঠে যাবে। এমন সবের ষড়যন্ত্র আমার নিজের কানে শোনা।

আর সে-যে কী ভয়ানক ষড়যন্ত্র!

কিন্তু তবু নাসের মরলেন না। নাসের বাঁচলেন। মিশর বাঁচল। বাঁচল সে আলোর পরমাণুবোমার কালিমায় কালো পৃথিবীর অধিবাসীদের। সে দিনও সুদীর্ঘ আড়াইহাজার বছর পরে নাসেরের পায়ের নীচে এসে দাঁড়াবে মহান সাম্রাজ্যবাদের মুখ ফেরান সেই মিশর আবার পরাধীন হয়ে চলেছিল আবার পাশ্চাত্যের হাটের হলার ধনিক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল কিন্তু মিশরের স্বাধীনতার মানুষ পুরো মিশরকে মরতে দিল না, আবদুল গামেল নাসেরের মতন বেমানান হয়ে দিল না। মানুষ আজও কালো, আজও মানুষ ফর্সা হয়ে যায়নি। নাসের বেঁচে রইলেন। মিশর স্বাধীন থাকল।

রাষ্ট্রপতি আবদেল গামাল নাসেরের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে মিশরী ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টে ক-একদিন থেকেই নাম লিখিয়ে রেখেছিলাম। নাসেরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কয়েকবার টেলিফোন করলাম, শুধু বোঝা যায় যেন আর সময় হচ্ছিল না। প্রধানমন্ত্রী মেহরুকীর সঙ্গে দেখা করতে হলে তো কখনও এতো কালক্ষেপ হয় না, ওদের কেন এতো সতর্কতা?

মিশর আক্রমণের আগে জুলাই নাসেরের একদিন পর এরোড্রামে রাষ্ট্রপতি নাসেরকে একদিন পাকড়াও করলাম। বললাম, আমার একটা ইন্টারভিউ চাই। ইংরেজীতে বললেন—সরি।

এক পকেট থেকে একটা নোটবই বের করলেন নাসের। খুললেন নীল মলাটের পাতা। বললেন সই করুন।

ভক্তকে বললেন।

অটোগ্রাফ খাতায় আমি সই করব কেন? ইতস্তত করছিলাম। সাহেবের আমি কেন কেমন কাতর হয়ে পড়লাম। নাসেরই আমায় বললেন বসতে। বললেন, মাসখানেক আগে আমাদের ডেমোক্র্যাসির স্পষ্টিটের কাছে আপনি একটা চিঠি লিখে ছিলেন?

নেহরু ও নাসের

—হ্যাঁ।

—ভারতীয় সাংবাদিক?

—ইয়েস ইয়োর এক্সেলেন্সি।

—না এক্সেলেন্সি নয়।

ইউনিফর্ম পরা রাষ্ট্রপতির মুখের দিকে তাকালেন। ইঙ্গিত যেন তাঁর সেই মুহূর্তে মধ্যে হাসির ঝিলিক খেলে গেল চকিতে। সেক্রেটারীকে কি যেন বললেন। তাঁরও পরনে মিলিটারী পোশাক, কাঁধে তিন তিনটে স্টার। ছুটে সে একটা চেয়ার নিয়ে এল। নাসের বসলেন। ইংরেজীতে বললেন—

—আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার প্রশ্নগুলি পড়েছি। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

—আপনার কি মনে হয় মিশর অক্রমণ করে ইংরেজ ফ্রান্স আপনার কোন ক্ষতি করতে পারে মিশরের পক্ষে?

কথাটা বলে করতে ইংরেজ যুদ্ধের ইতিহাস ইতিমধ্যে উল্টিয়ে ফেলেছিলাম। নাসেরের সামনে আমি চুপ করে থাকলাম।

একটু পরেই নাসের আমার হাত থেকে নিজের হাতে তুলে আমার প্রশ্নগুলি নিলেন। তারপর মিশরকে আপনি ভালবেসেছেন, তাই আমার কাছে আপনি নমস্য।

তারপর মাইকেল, নাসের, নাসের, আরো কেন আমরা ধরে ও নাসের।

বেশ পড়ার বিরতির পর একদিন সকালে

আমি যখন আবদেল গামাল নাসেরের বাড়িতে তাঁর বসবার ঘরে বসে নতুন আরব ইতিহাসের ঐ অবাক মানুষটির সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন আমার চোখে শুধু বারবার ভেসে উঠছিল দু হাজার বছরের মিশর, ফারাওদের থেকে ফারুক।

ইতিহাসের বই উল্টে রেখে চায়ের পেয়ালায় সজোরে চুমুক দেওয়া যায়, কিন্তু ইতিহাসকে আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে মিশরের নতুন দিনের মুখে যা দেখলাম কিছুতেই তাকে আর মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলাম না। ঠাণ্ডা-পরে আমার সামনে রাখা চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আবার চা এল। তাও ঠাণ্ডা হল। শ্রীমতী তাহিয়া নাসের পর্দানাসীন নন, তাকেই শেষ পর্যন্ত বলতে হল—তোমার আপনার এত্তা তিক্ততা কেন?

কতদিন মানুষটা ঘুমোয়নি; কত সন্ধ্যা মানুষটা একটুকু নিশ্চিন্ত অবসর পায়নি; কত সকাল মানুষটা ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে ছুটেছে এদিক-ওদিক—সত্যিই কি মিশর আবার পরাধীন হল? ইয়া খোদা, বহু সাধনার পর স্বাধীনতা হাজারো বছর পর একবার পেয়েছি, বাঁচতে দাও স্বাধীনভাবে, আমরাও যে মানুষ!

বড্ডো কেমন যেন অসোয়াস্তি লাগে। তখনও আবদেল গামাল নাসেরের ক্লান্তি ঘুমে হর না। বললুম, কেন এখন তো মিশর বিপদমুক্ত, ইংরেজ সওদাগরী কোম্পানীরা তো চলে গেছে, এখন কেন এতো ভাবছেন?

লম্বা নাক, ছ' ফুটের সলিড দীর্ঘ তনু, পাজামা পরেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন আমার সামনে। বললেন না ভাই, মিশরের এইটুকু শুধু, এসব আরবদের নাক গলুক।

অদ্ভুত মানুষ এই আবদেল গামাল নাসের। পৃথিবীটা সত্যিই একটা নাটক-মঞ্চ, কিন্তু তবু এই নাটকের প্রধান-ভূমিকায় যাঁরা অবতীর্ণ হন তাঁদের মধ্যেও গামাল নাসের অদ্ভুত এক অসিধারীর চরিত্র।

আবদেল গামাল নাসের সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ কথা পৃথিবীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে ঐ সেদিন থেকে, সেদিন যখন তিনি সংবাদীয় খামখেয়ালী লম্পট রাজা ফারুককে তিনি মিশরের সিংহাসনচ্যুত করেন সেদিন থেকে, সেদিন সুইজ সঙ্কটের পর থেকে ছাড়ি সুয়েজ থেকে ব্রিটিশ বছর পর মিশরের সৈন্যবাহিনীকে বিদায় নিতে বাধ্য করেন সেদিন থেকে যেদিন মিশরী সাধারণ খাজনটিকে তিনি ক্ষমতাসীনকরণ করেন সেদিন থেকে যখন তাঁকে ঘিরে [illegible] নিয়ে মিশরের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

সত্য এখনও ইতিহাস নামের অমরত্ব লাভ করেনি। ও একটা এমন মানুষ যাকে বিশ্লেষণ করা সহজ নয়। [illegible] পারে একই সময়ের সমস্যার সমাধান, নাসের চরম দুঃখকে একটা মিলনাত্মক সুরে একটা ত্রিভুজীয়ে। ফারুকবিরোধী বিপ্লবের ক্ষণে যখন তাঁর সতীর্থরা ভেবেছিল সাহসে ও বুদ্ধিমত্তায় [illegible] তখন তিনি ভেবেছিলেন ফারুকের প্রতি করুণার কথা। [illegible] ফারুকের ভাগ্যবিধাতা হয়ে [illegible] নিজে মিশরের মুখে মুখোমুখি হয়ে [illegible]

নয় বছর তাঁ এসের টিকে থাকলেন মিশরের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হয়ে, হয়ত এই টিকে থাকাটুকু একেবারে অসম্ভব হয়নি, এবং এই নয় বছরেই নাসের আরবের একটিমাত্র সত্যকে [illegible] [illegible] মানুষই কেউ না কোনও ক্ষণে অসত্য সত্য করতে পারে।

[illegible] নাসেরের আত্মবিশ্বাসই সত্য ছিল। সত্যের থেকে বড় সত্য—যা কিন্তু একটির [illegible] সত্য তাঁকেই [illegible] একজন সত্যসন্ধী ডিক্টেটরের সঙ্গে তুলনা [illegible] নিজের যে সত্যটি [illegible] [illegible] [illegible]

ইতিহাস একটা বিষয় তুলে নিয়েছিলেন বাদ দিয়ে রাখেন। আমাদের পরাজয় সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠা করেন, ইংরেজকে সে কথা বলতে এই শুধু ছোট ছুরাতে। ওটাই আমি বিশ্বাস করি।

ইতিহাস আর লক্ষ্মী কেউ যদি বিশ্বাসকে দূরীন সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্ত করে থাকে তাঁর নাম সুভাষ। কেউ যদি বিশ্বাসীদের মনে সত্যিকার তাঁর জন্য করে থাকে সেটি হলেন বিপ্লবী নেতাজী। তাঁর দুর্ধর্ষ দেশপ্রেমের প্রেরণা—আত্মত্যাগের মহান ইতিহাস বিশ্ব জনের সাথে মিশে আছে। কেউ যদি বিশ্বাসের আত্মশুদ্ধির চেষ্টার মধ্যে একটি অনন্য বিশ্বাস থাকে তাঁরও নাম সুভাষচন্দ্র বসু।

[illegible] আমার [illegible] ছাত্রজীবনের [illegible] আমার [illegible] সাহায্য [illegible] আমার [illegible] বিপ্লবীদের [illegible] আমার [illegible] বিপ্লবীদের [illegible] আমার [illegible] বিপ্লবীদের

চাষার মতন সরল, সবল একটা চরিত্র। চাষীর ঘরের মহলা বিছানায় বসে গ্রামের সুখ-দুঃখের কথাবার্তা হল; বুড়ি চাষী-মা এসে নাসেরের মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরল; ছোটবেলায় হারানো মাকে গামাল আবার বুঝি-বা ক্ষণিকের তরে ফিরে পেল।

নাসেরের মুখে একবারও কেউ শুনেছে কিনা আমি জানি না, আমি এই করেছি, আমি ঐ করেছি, আমার মতন পেট্রিয়ট কে আছে, আমি জেলে গিয়েছি—কিন্তু গামাল নাসের যাকে দেখলাম, সে-মানুষ সত্যিই অতি সাধারণ মানুষ। এবং সেই কারণেই সে অতি প্রবল মানুষ, খাঁটি একজন মিশরী, দেশকে যে শুধু ভালই বাসে না, দেশের শত্রুদের (সে সফলকামী হলেও) পুরী মেরে তার বুকে স্থৈর্য করে দিতেও এতটুকু দ্বিধা হয়তো বা করে না।

মহসের প্রেসকটিব ঘর-বাহির এক না হলেও ঘর তাঁর কাছে ঘরই, এবং সেখানে আরেশ-আরাম নেই। অফিসটাও তাঁর, অবাক হই, এয়ারকন্ডিশনড নয়। নাসের বলেন, যতদিন না আমার চাষী ভাইয়েরা তাদের প্রাপ্যটুকু পাবে, আমি কোন্ মুখে তাদের মাইনে-করা চাকর হয়ে, এয়ার-কন্ডিশনড ঘরে আরাম করে ওদের সেবা করব?

একদিন আমি নাসেরকে শুধোলাম, আচ্ছা বলুন তো, রাজা ফারুকের কিসের এমন কি জিনিসটি ছিল, যেটি আপনাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে?

নাসেরকে আর কখনও এত গম্ভীর হতে আর কোনও দিন আমি দেখিনি, প্রশ্নটি আমি সেদিন দেখেছিলাম। আমার প্রশ্নটি তাঁর কানে পৌঁছল কিনা, সেটাও আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মুহূর্তেই তিনি যেন রেগে ফেটে পড়লেন। বললেন, ফারুকের রাজ্যে কোন জিনিসটি আমাকে দুঃখ দেয়নি? কোনটি আমার আঘাত দেয়নি?

একটু হাসলেন তিনি। —কিছু মনে করবেন না, তিনি আমায় বললেন। একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন কয়েক সেকেন্ড আগেই, সেটি আশট্রেতে ঘষটে দিয়ে একটা সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আর-একটা সিগারেট নিজে ধরালেন। তারপর ঘরের বেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে কি ভেবে যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন। তাঁর ছোট ছোকরাটি একবার ছুটে এসে কি-যেন বলল। নাসের তাঁর বুড়ো আঙুল মাথা ছোকরাটিকে চোখ ধরে আমার দিকে তাকালেন। এবার তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, জানেন, শুধু ফারুকেই নয় তাঁর আমল থেকেই আমাদের সমস্ত সরকারী মহলের দুর্নীতির আমার সবচেয়ে বেশী আঘাত দিয়েছে। আর সব কিছুরই মতন আমাদের সেন্সরশিপটাকেও ফারুকপ্রমুখ প্রতীক কিনা তাই দুর্নীতির মূলকর্তাও তাঁকেই করে রেখেছিলেন। এমন দুর্নীতির তুলনা আপনি কোথাও কিছুতেই খুঁজে আর পাবেন না।

একটু থেমে নিয়ে নাসের আবার শুরু করলেন—ফিল্ডমার্শাল থাকতেই আমি সমস্ত সমস্ত পুরুষ করতে, বলে, এমন দিন আসবে তখন, আমি যেন এই সমস্ত দুর্নীতির পাণ্ডা ও সমস্তপুরুষে-পুরুষকে ফাঁসির দড়ি লটকাই।

নাসেরের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি যখন শুনেছি আমরা অনেকেই হয়তো সহা করবেন না, কিন্তু যাঁরাই প্রাক-স্বাধীন যুগের মিশরী রাজনৈতিক দুর্নীতির খবর রাখেন, তাঁরাই হয়তো বা মিশর-রাষ্ট্রপতি নাসেরের উক্তিটিকে সমবেদনার সঙ্গে গ্রহণ করবেন। আমি করেছিলাম, কারণ, মিশরে এমন মানুষ আমি খুঁজে কখনও কোথাও পাইনি, যে প্রাক-স্বাধীন মিশরের উপরতলার মানুষগুলোর দুর্নীতিতে হাত ছোঁয়ে দেখেনি।

এক দিক দিয়ে আবদেল গামাল নাসের সংগঠনকারী, কিন্তু অন্যদিক নাসের একজন উৎসর্গীকৃত কাজের মানুষ। এক দিক নাসের অত্যন্ত নরম মানুষ, অন্য দিক তিনি স্টীলস্টাইপুরুষ। তিন পাতের ঘণ্টা ঘণ্টাখাটির পরেও তাঁর পারিবারিক জীবনটি সুখকর নয়। তাঁর স্ত্রী, স্কুলমাস্টারদের মুখিয়ানি তিনি নিজেও স্কুলে মাস্টার করে ধনিকটা এগিয়ে গেছেন। তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা একটাই কোনো প্রথমেই ত্রুটি নয়। মনোমত তিনি করেন না। ছাড়ে তিনি খোলেন না। ছেলে কারবারিদের সঙ্গে ছেলে পরের সুন্দর ছেলে গেল। নাসেরসাহেবের ঘরোয়ানিতে তিনি হন না। বেশী কথা বলেন না। কিন্তু কথা কখন বলেন নাসের তখন যে মনে আসে তাই বোঝবার সঙ্গে হয়। তাঁর জীবনে ধরে সঙ্গে একটা আবেগের মতন সরল সেখানে পরিকল্পনার রাজনীতি পড়ে না।

নাসের মিশরবাসীকে আসল কিছুই দিয়েছেন। কিন্তু তবু সবচেয়ে বড় কিনিস দিয়েছেন বলে আমার মনে হল, তার নাম আশা। আবদেল গামাল নাসেরের সাফল্যের এবং ব্যর্থতার সঙ্গে জড়িয়ে সবচেয়ে আমার মনে হল 'Oh brave New World that has such people in it'

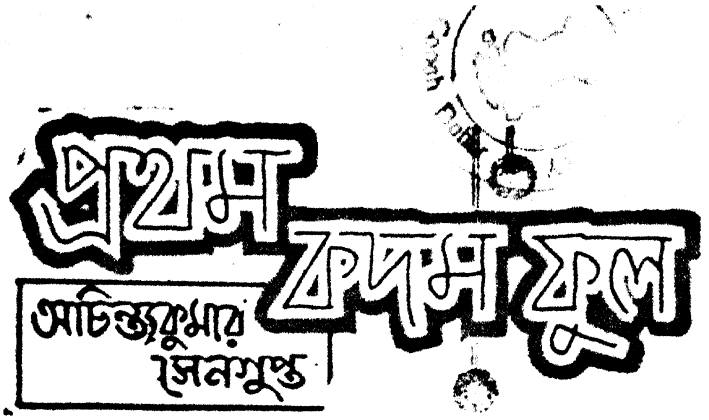


৩০

বাড়ি ফিরে সর্বপ্রথম সেণ্টুই উলস করে উঠল: এই যে এই যে কল্যাণ পিসে ঘুমিয়েছিস! এসে কতক্ষণ বসে রয়েছে কাঁদিয়ে দিচ্ছিল একেবারে ঘুম ভাঙিয়ে ঘুমুচ্ছে ঘুমুচ্ছে ঘুমুচ্ছ

'এক গ্লাস গরম দুধ আর এক প্লেট জলখাবার। জলখাবারের মধ্যে লুচি আর ছকড়ির আর পুটো পাঁক সন্দেশ।'

'কার জন্যে?'

'আহা, এও বুঝতে পারছেন না? ছোট বউয়ের জন্যে। চাকরি করছে বউ, মাস-মাস টাকা এনে দেবে, খাওয়াবে না?'

'ঠাকুরানী চাকুরানীকে খাওয়াচ্ছেন! এ-চাকরি টিকবেন হয়?' বিদ্রূপে জ্বলে উঠল বিজয়া। 'আর এই যে বড় বউটা অসুখের থেকে উঠে এসে অবধি লাগাল সংসারে, তাকে কোনোদিন গ্লাসভর্তি দুধ খাইয়েছে, সন্দেশ খাইয়েছে?'

'একটা পাড়া-গাঁজাও খাওয়াননি।' বন্দনা ফোঁস করে উঠল।

'এই একচোখোমি সইবে না।' বিজয়া গরগর করতে লাগল।

কিন্তু সহ্য না করে উপায় কী? দেশে ঠাকুরের খুড়ো মারা গেছে, এক মাসের ছুটি নিয়েছে ঠাকুর। অল্প সময়ের জন্যে বসে বদলি জোগাড় করতে পারেনি। সুতরাং, তুমি বন্দনা, বাড়ির বড় বউ, তুমি হোশেলে গিয়ে ঢোকো। আপিসের ভাত পাও। সে-ভাত ছোট বউও খেয়ে যাবে।

'তুমি হোলা মানুষ, তুমি কেন রাঁধতে এসেছ?' উনুনের পাশ থেকে বন্দনাকে সরিয়ে দিল বিজয়া। বললে, 'এক বউ উনুনে পুড়বে আর এক বউ দিব্যি খেলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াবে এ কে কবে শুনেছে?'

এই কোনদিন কথা হলে? মৃণালিনী রেগে ওঠে। তা হলে বলতে চাও অমন চাকরিটা ছেড়ে বউ ছেড়ে দেবে? ছেড়ে দিয়ে তোমাদের খাওয়াবার জন্যে হোশেলে গিয়ে রাঁধতে বসবে?'

'ওরে বাবা, এ-কি বলতে পারি।' তুমি যখন পারো না তখন ঠিক সময়ে ওকে ফিরতে হবে আপিসের ছুটি নিয়ে, ওকে তোমাদের কাউকে রাঁধতে হবে না। আমিই রাঁধব।' মৃণালিনী বিজয়ার হাত থেকে হাতাখুন্তি কেড়ে নিল সজোরে। 'কী হিংসের কথা! একটা গুণী মেয়ে নিজের জোরে দশটা হয়ে উঠছে তাই জ্বলে যাচ্ছে সকলে। ছি-ছি।'

'সমস্ত কলে সমস্ত।' ফোড়ন দিল বিজয়া। 'মাস-মাস পুরো টাকা।'

'বছরে চারশো দেবে।' সেজন্যে জেদ ধরল বন্দনা। 'তারপর বছর বাদে যখন জমবে পুরো টাকা বাড়বে তখন বাকি টাকা পুরো দেবে—সে জন্যে ভাবনা নেই। তারপর পরের বছর—'

'ওসব করতে হবে না নিজের ঘরে নিয়ে যাবে।' মৃণালিনী মুখিয়ে উঠল। 'এই যখন অবস্থা তুমি বিজয়ী তখন মেয়েটাকে তো একটু দেখতে পারো। ওপরটা তো অনেক ফেল করেছে শুনেছি।'

'ওসব কথা আমাকে বলে কোনো লাভ নেই।' পুরু লেন্সের ভিতর দুজন বন্দনা।

'তবে সেই যে জরুরি কথা বলবে?'

'ওহো, সে তো তোমার স্টাডিতে বসে হয়েছে।'

'সেদিন তো সেই কথাটাই পড়ও না দিয়ে তোমাকে তোমার নিজের ঘর হতে তা নয়, যে ঘর হয়েছে তাকে নামিয়ে অন্যের ঘরে। যার ঘর তাদের পাঠানো হবেনা যেন হয়ে মধু তোমে ভরপুর করতে। ছোট বউমা ঘরে এসে তোমার ঘর ভেঙেছে—'

'সিধু আর বাঁড়ুজ্যে ছেলে কার্তিক নেবরুল আঁচাকাচা অনুযোগ যে উনুনে এবং-ওখনে সে তা পারেই চলছে না তোমে করে করতে পেরেই সমস্ত চলা তোমে। তার ঘর ভেঙে নিয়ে ছোট ঘর ভরা নয়।'

আঁচলে চোখের জল মুছল বন্দনা। 'সেই কথাই তো বলছি।'

'আপনি ঠাকুরের ওপর ভরসা করে গেলে তো।' তোমে বলল। 'একটা লোক চলে গেলে আর একটা লোক এসে তার জায়গা নিয়ে নেয়। তা কি আপনি বোঝেন না—'

'তোমাদের আপনার সংসারে তোমার তো তোমে না তোমে।' এ তোমার পুরনো।

'সবাই একেবারে পঙ্গু হয়ে গেলে নিজের মতো করে নিজেকে অন্যরকম করতে পারে না। প্রত্যেককে নিজে হয়ে না মতো হয়ে। তোমে সম্বন্ধে।'

'সমস্ত ঠাকুরের আগেই চলে গেল।' বন্দনা বলল।

'কাজটুকু পরে তোমে হাতে পড়েছে বলে।' বিজয়া ঠোঁট টিপে বলল।

'শুধু তাই নয়, সবার পছন্দে এগিয়ে দিয়ে মৃণালিনী। বলল, 'আমাকে তোও।'

'আর যদি তোর হয়, মিছে ভাববেন না—'

[illegible] অফিস [illegible] [illegible] [illegible]

সারাক্ষণই একটা কথা কানের কাছে বাজতে লাগল কাকলির। সাহায্য। কথাটা যেন মন থেকে সরে গিয়েছিল, আবার ফিরে এল জীবন্ত হয়ে। কেন, কখনও অসুখের সময় ও সাহায্য করেনি? এখনও করছে না? ওর জন্যে সাহায্য হবে না সংসারের? তোমার—পরমগুরুর?

আমাকে সাহায্য করে কে?

চট করে মনে পড়ে গেল বরেনের কথা।

মানুষের জীবনে দুটো জিনিসই তো আছে। নিজের বিপদে সাহস আর পরের বিপদে সাহায্য।

দুপুরবেলাই ফোন তুলে নিল কাকলি।

'আমি কাকলি। কাকলি মিত্র।'

'আবার পদবী কেন?'

'বা, পদবীর জন্যেই তো সব। কাকলি ছাসি মিলিয়ে বললে, 'সভাসমাজে সম্মানের দুই পা। এক পা পদক আরেক পা পদবী।'

'কথা আপনি ভারি সুন্দর বলেন।'

'শুধু কথা বলে লাভ কী? ডিগ্রেও ভেজে না। আসল হচ্ছে কাজ। আর আপনি কাজ করেন সুন্দর।'

'কেন, কিছু করতে হবে?' মর্ম শব্দটি কর্ণ করে তুলল বরেন।

কাকলি আর কথা বাড়াল না। বলল, 'এখন আপনি ফ্রি আছেন?'

'আমি সব সময়েই ফ্রি।'

'এখন একবার আপনার ওখানে যেতে পারি?'

'আসবেন? আসুন।'

'সেই আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—'

'হ্যাঁ, সেই কথা, নতুন কথা, যে কোনো কথা হোক-চলে আসুন।' নিজেরও অজানতে উৎসাহ যেন হয় একটু বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ল। গলায় ফের গাঢ় এনে বরেন বললে, 'গাড়ি পাঠিয়ে দেব?'

'না।'

'কী করে আসবেন তবে?'

'হেঁটে। কতটুকুন বা রাস্তা। আর, কত হাঁটছি আজকাল।'

হেঁটে আসা মানেই দেরি হয়ে যাওয়া। যখন মন একবার বলেছে যাই, তখন যত দ্রুত বেরিয়ে পড়া যায়। হেঁটে আসা মানেই আরেকজনকে খাটিয়ে মারা। বসিয়ে বসিয়ে খাটিয়ে মারা। অকারণে ধরোয়ান চাপরাসীর পরের লক্ষ চমকিয়ে তোলা।

হেড অ্যাসিস্টান্টকে বলে দুপুরের বেরিয়ে পড়ল কাকলি। দুপুরকে ভালো। বিজনেসটাইম যখন, তখন অফিস টাইমটাই প্রশস্ত। অফিস-টাইমের বাইরে হলে কেমন গলগল গলগল গন্ধ এসে পড়ে। সিটে হেলান খাড়া চেয়ার না এসে কেমন ইজি চেয়ার এসে হয়। কিছুতেই যেন কথায় প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য আনা হয় না।

সন্ধ্যা বার হওয়া নতুন একখানা উপন্যাসের মত এসে পড়ল কাকলি।

বরেন উঠে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা করল। বলল, 'বসুন।'

সোফায় নিজেও বসল। কী কথা বলে আলাপের জন্যে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কাকলি একটু, অপলক। বেশ কমনীয় দৃষ্টি কিন্তু এ অপলকতা অন্য দিকে মুখ করে থাকবার চেয়ে অনেক মধুর। অন্য দিকে মুখ করে থাকলে ভেবে নিতে পারে হয়ত অন্যরা। কথার কথা কেউ মুখের দিকে না তাকিয়ে অন্যের সঙ্গে কথা বলে।

স্নিগ্ধ কিশোর, বোধহয় সাত-আট বছর নিচে ছবি হয়ে কী করে নিজের চাকরি কেড়ে নিতে পারে, এই সম্ভাবনার জন্যে একটা কেমন ভয় কিংবা ঈর্ষা মিশিয়ে আছে মনে মনে। তেমনি চাকরি হল, তেমনি সম্মানী চাকরি হল তেমনি নতুনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ঘর করছে এই মাত্র। অথচ কেমন। অমনি চাকরি কেমন। ভাবে দাঁড়িয়ে কী।

যদি অপরাধ না নেন তো বলি।

কাকলির গলার কাঁপনটা কাটতে লাগল।

না না মেয়েদের আবার অপরাধ কী। পরশ মাত্রই ভিন্ন, তার চেয়ে কেমন কেউ এদের কোনো অপরাধ নেই।

'সে কী কথা?' কাকলি হঠাৎকিরে উঠল: 'কত মেয়ে কত অপরাধে আজন্মবন্দী হয়ে জেল খাটছে—'

'খাটুক। কিন্তু যেটা প্রোপ্রিয়েম অপরাধ, যা ডালভাত, যেটাতে মেয়েরা নিরপরাধ, নির্মুক্ত—আইনের বাইরে।' হেসে উঠল বরেন, সূক্ষ্ম চোখে লক্ষ্য করল, কাকলির মুখটা অনুরূপ উজ্জ্বল হল না। তাই তাকে সহসা চুম্বকের জন্যে বলল, 'কথাটার জন্যে আপনিও যেন অমন অপরাধ নেবেন না। কিন্তু ডিসগাস করছি, সত্যি কি আর ফিরবে না? চাকরি করবে বলছে।'

'না, না, আমি ওর কথা বলতে আসিনি।' কাকলি উজ্জ্বল হল।

'তবে কার কথা বলতে এসেছেন?' অপলক হয়েও হয়ে পারছে না বরেন।

'আপনার এখনে কাজ করে ঐ যে সৌম্যকান্ত সৌম্যকান্তবাবু, তার কথা বলতে এসেছি।'

মুহূর্তে বরেন শক্ত হয়ে গেল। একটা সেন্টেন্সও নিয়ে নড়াচড়া করতে পারল না। বলল, 'কেন, তার কী হয়েছে?'

এতক্ষণ যখন লঘু ছিল, ওপরে ছিল। কিন্তু এখন হয়ত কী ঘটে।

এর, হয়ত এখন এখনি হয়েছে কী। বেশ স্পষ্ট দেখি

হাতে আর দাঁড়িয়ে থেকে এসেছি নিজের চোখে কাকলি বললে হস্তা হয়ে

বসে পড়েছেন। সৌম্যকান্ত নিয়ে নিজের মধ্যে বুঁদ।

হ্যাঁ। নিজেই নিজেকে উপলক্ষ করে, বলতে বলল সে কাকলির

কী বলবেন?

সৌম্যকান্ত সোফার পিঠের মাথা রাখছে। চোখ বন্ধ। বরেনের উপস্থিতি যেন এখন এক অকিঞ্চিৎকর ঘটনা। ঘটনা, ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই ঘটনার সঙ্গে এক চিন্তা নেই, অনুভূতি নেই, বিন্দুমাত্র।

'হয়ে আপনাদের এ কী অসুখই না কী! বরেন সোফাওয়ালাটা ধরল মুখ করে।

'ওঁকে আবার কোনো মতে হয় না। তাই ইসল কাকলি বললে, 'আমার বড় আপনার লাগছে।'

'কী করব বলো, সব কর কাটিনা।'

'বাইরে ছেলেপিলেরা লোব পাবে ভয় নেই, তোমার বিছানা নেই।'

'তা আমাকে কী করতে হবে?' খুশনটা সুবিধের মত হল না বলেই বুঝতে পারল বরেন। মোলায়েম করল: 'তা আমাকে কী করতে বলছেন?'

'আমি বলছি না, ও বলছে।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি—ও বলছে। কিন্তু কথাটা কী?'

'কথাটা' চোখ নিচু করল কাকলি: 'যদি ওর কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেন। বাড়তি কাজ করছে নাকি, তারই জন্যে বাড়তি মাইনে।'

"কত বাঁচিয়ে দিতে হবে তা বলে দেননি?"

না।"

কিন্তু ডিপার্টমেন্ট বলি ৮৯৯৯৯৯ ডলারের হেরে?"

ভয়ানক চোখ টেপে কার্টার। হেরে না।"

"তবে জিতি?"

প্রশ্নের ভঙ্গিতেই হাসি মিলিয়ে চাইল কার্টার। বলল, হেরে না।"

"তা হলে না হেরে না জিতে কতক্ষণ হতে পারে? সেদিনও আমরা ছাড়ব নিজে বলল।

না, না, কতক্ষণ নয়। আপনি আমার আমন্ত্রণে বন্ধু, ও ও আমার আমন্ত্রণে বন্ধু।

তা হলে বলতে চান সমান-সমান। আমি আর ও সমান আপনার কাছে। আমি আপনার মত নিয়ে ওকে বলব।

হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল।

আমি সমান-সমানই বলব। হারাও আমার এইসঙ্গে হয়ে গেল। ও কার্টার

না, আপনি হেরে যাবার আগে ওকে এইসঙ্গে বলব। ও কার্টার

আর ও যখন হেরে যাবে আপনাকেই সান্ত্বনা দেব। ও ও নিশ্চয়। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনি আমি ও ইতিমধ্যে অনেক।

হাসির ঝিলিক হেনে বেরিয়ে গেল কার্টার।

কার্টার চলে যাবার পর কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না কেউ। দু হাতে মুখ ঢেকে ও ভাবছিল। ওর মনের ভেতর কী ঝড় বইছে তা বুঝতে পারছিল নিজে। ওর মনে হচ্ছিল, ও যেন কোনো অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সেখানে কোনো আলো নেই, কোনো বাতাস নেই। ওর মনে হচ্ছিল, ও যেন কোনো অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সেখানে কোনো আলো নেই, কোনো বাতাস নেই।

কিন্তু কিন্তু নয়। সেটা? সেটা, পালিয়ে পড়েছে। তা হলে আর ভাবনা কী। এখন যে-কাই বলুক যে-কাই ভরসা চাক, কোথাও কার্টার ঠেকবে না, জয় পাবে না।

এই চিন্তা হল। সুকেশ কিন্তু আঁচ করেছিল সঠিক। তাই সেই প্রথমে জিজ্ঞেস করেছে।

সিলভার স্পিরিটলাম। চোখ বলছে কার্টার।

এক-এক?"

এক-এক ছেড়ে হয়। কোনো দিন দিয়েছি।

হেরে। সঙ্গে যে ছিল

তাও একবার। আমার প্রথম-পড়ার বন্ধু

বন্ধু?

হাঁ ঠিক।

কেন দিলেন?

চুপচাপ দিলাম।

আমার সুকেশের মুখ পড়ল টেবিল

তার কথা কুটিলিকল

সিলভার আর সুকেশ বলছে কার্টার একটা ঘরের পর্যায়ে হয়ে পড়েছে।

হাঁ ওরে পড়ব। কার্টার টেলিফোন ধরো।

ওদের মাঝের ঘরে নিয়ে আসছে [illegible] এখন ঘর ভরপুর নিয়ে একেবারে ঘরে পড়েছে। সেখানে বসে। টেবিলে হাত বলছে। হাঁ আমার আমন্ত্রণে একবার টেলিফোন করবে কী সুন্দর টেলিফোনের বলল। সেখানে চলেছে হয়ে আমরা চলব।

কার্টার হাসিও হয়ে আছে পড়ছে।

"হাঁ, শুনছি। [illegible] এসে এইসঙ্গে একবার সিলভার সাথে আমি।

আমি যে কার্টার হয়ে পড়েছিল সময়ও সিলভার।

সময়ের হাসি আমিও ঠিকই।

যদি আমি একদিন হয়ে একেবারেই না ফিরি

তবে কথা কী সময়ের হাসি আমিও সময়ের পড়ছিল হয়ে।

যে কার্টার না আমি আমরা সময় করে না কার্টার নয় তো কখনই সেকেন্ডে হয়ে সময়ের যে হাসি আর কার্টার কী। তবে আর সিলভার কেন। একেবারে ঠেকে করে এসেই পড়বে।

ঠেকে হলেই বা ফিরব কেন। বাইরেই সিলভার হয়ে থাকব।

তাই থাকো। ঘর ছেড়ো। ঘর ছেড়ে চলে গেল সুকেশ।

সেদিন অফিসফেরত কার্টার চলে এল ফিরতদের হস্টেলে।

"সিলভা আছিস?" সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই হাঁকল কার্টার।

হে কার্টার? আয় আয় আয়— চেঁচিয়ে হে কার্টার উপর বলিয়ে পড়ল সিলভা। সমস্ত গায়ের আলো না লাগিয়ে আলোকিত করল। বলল, হেরেছে বলে হেরেছে হাসেও হেরেছেরের অনুচ্ছিত হয়।

"বিশ্বাস করে সেলে উঠল কার্টার বলল, তবু এখন নিরাকার হয়ে গিয়েছে।"

ফরফরাতে বসিয়ে। তবু বাঁচাল সিলভা।

সঁচি সঁচি আমি ঘর খুঁজছে বেরিয়েছি। হেরে এখনে পাওয়া যাবে বল?"

বলিস হয়ে আমার পায়ের ঘরটাই খালি হয়ে যখন হেরে ও টা পাইয়ে দেব।

হেরেদের একটিন হেরে সঁচি-ভরা-প্রভৃতি-সঙ্গীতে নিয়ে ভর্তির ঘরে সকলের হাসে হাসিয়ে। আর আমি আমার বন্ধু-ঘরের সকলের একটা ঠেলে করে রাখব। সেই পড়ে নিয়ে টেলিফোন ঠেলে হেরে হেরের একটিন ঘরেরের আমরা হেরেরে পড়ব।

হাঁ ঘর পড়ি।

হাত ছেড়ে করে বলিয়ে আর ঘরে নয় সবে ঘরটা আমার, সবে টেকনিকাল আমার সবে ওদিনে নিয়ে আমি ফেরে।

সুই বন্ধুর হাসতে লাগল। (ক্রমশ)

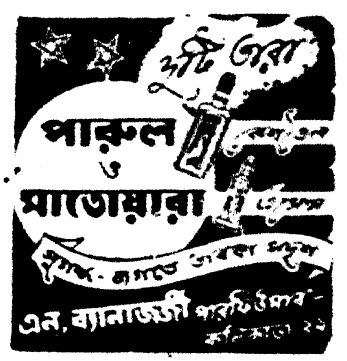

# একটি পাহাড়ী সন্ধ্যা

গোবিন্দ চক্রবর্তী

ইচ্ছায় ইচ্ছায় ছন্ন পথহারা—
সন্ধ্যা নেবে বনে বন-মুরগীরা।
যা হোক, হোক না নাম—
ভাইটী পেয়েছে প্রেম
মেলে যদি—ঘরে বেশী সুখ কি?
ডাকবে না ডাকবে
আবো যেই ইসারা চাইবে—
হাইং আকাশখানা চোখিয়ে ফাটবে:
জাগ্রত কাকে হাওয়া উঠবে।

এ এক অবাক বন্ধু—নেই টীকা-ভাষ্য।
ছেলা বলে ছোট্ট ছেলা
নিমেষে শুকালো
জোৎস্না হাসির শীষ ছড়ালো—
সাজে-হাসে মমতা
ভরাট কথা
ঘুমী জড়োধরা চোখে।

ধনাকো কাঁকর-বালি চোখে-মুখে ফাটবে,
সমুখে কি পেছনে—ছোঁবলেই ছুটবে
নিমেষেই হবে মাকে লুণ্ঠন,
মরণ ঘাসে মরণ-পুষ্পন
সেই মনে হয়ে এই
চাইলে কি চাইবে—
নাগরে বাঁধনে ভূমিও যে নাইবে
জলে ছন্ন-পাখরারা ডাকবে—
বনে বন-মুরগীও গাইবে।

ঘুমায় সবাই চাইলেও—সে যেন ঘুমে না।
বন্ধনেও ছাড়ে এবা চাওয়া না চাওয়া না।
নিশার এরাই এরা
নিশার এরা সে ঘোরা
ছন্নছাড়া এরা বন্ধুরা বাঁধনে।
একটী সবাই হয়ে
হাসিমুখ আসে নেমে—
মুছে দেয় সব ক্লেদ
পাহাড়ের প্রাণের ছন্দে।

# সেই কথা

মুণালকান্তি

কথা শুনি, না-বলা তোমার কথা : বৃষ্টি ঝরে
পাতা ঝরে প্রবিরল ঘাসে,
কিশলয়ের চোখে বাঙালী মেয়ের ফাগে অন্তরঙ্গ আকাশে।
সেই কথা মন্ত্র হয়, রৌদ্রময় মধ্যদিনে নিঃসঙ্গ প্রহরে—
যৌগমন্ত্র সুরে ওঠে তার প্রতিধ্বনি
সন্ধ্যাকাশে জনারণ্য মন্দিরে।

নিমাদের মেঘে মেঘে ঘরের খাঁচিতে ফোটে কথাকলি,
সে কথা মূর্ত হয়ে ওঠে প্রাণিবনের সাদাকালো রাতের পেখালি।
বৃষ্টি ঝরে, গান ঝরে, তোমার না-বলা কথা ভাষা হয়ে ঘোরে,
অসংখ্য প্রতীকে প্রাণে, আদিগন্তে ব্যাপ্ত চরাচরে॥

আমিষ
প্রভাত দেশমুকুটার

বাকি রইল, আর-একদিন দিয়ে যেবেন..... সমমানা দু আনা পয়সা তো!

তারপর অনেকদিন লক্ষ্য করেছে পঞ্চানন। একা-একা এলেও কোনদিন একলা আসে না মহিলাটি. যখন আসে দোকানে দস্তুরমত ভিড় থাকে—মহিলাটি এসে ভিড়ের একধারে দাঁড়িয়ে থাকে। সবার আগে খাতির করে ডেকে ওর থলিতে মাংস তুলে দেয় পঞ্চানন। কি মাংস, কতখানি মাংস, কিছু আর বলতে হয় না—শুধু এসে দাঁড়াবার অপেক্ষা কেবল। দরদস্তুরও আর দরকার হয় না. বাঁধাবাঁধি কিছু নেই—নির্দিষ্ট কোনদিন যখন তিন টাকা করে দেবে, হিসেবমত বার আনা পয়সা একপো মাংসের দর।

পঞ্চানন মাথা না তুললে, চোখ না তুলে কোন কোনদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় মহিলাটিকে মাংসের দোকানের সামনে, কিন্তু মাংস নেওয়ার পর আর একমুহূর্ত অপেক্ষা করে না। বস্তা পেরিয়ে সোজা চলে যায় পিছন ফিরে। আর খরিদ্দারের চাহিদা মেটাতে মেটাতে কতদিন চোখ তুলে দেখেছে পঞ্চানন, পিছন থেকেও মহিলাটির যাওয়া কম সুন্দর নয়। বড় রাস্তার ওধারে বস্তিটা কতদূরে কে জানে!

ভাল করে কোনদিন আলাপ করবার সুযোগ হয়ে না পঞ্চাননের। প্রথম সবার যে আসবে মহিলাটি তা নয়। যেদিন থেকে যখন ভিড় থাকবে দোকানে, ঠিক সেই সময় আসবে। একটু আগে পিছে এলে ক্ষতি কি? পঞ্চাননও তেমনি চাইত। মধ্যিক যাবার করতে পারে—লাইন ধরে চলে ছাড়বে সেসব কথা কখনো ধরিদ্দার করবে না। তবুও মাঝে কোনদিন একটু বাড়তি হয়ে পড়লে না পঞ্চানন মহিলাটির সঙ্গে দু-চার কথা বলে।

প্রথম প্রথম বস্তার ওপর চোখ-মাথা মোড়া মাংসের দোকান ছাড়া একটি কাঠ-পিটে ধারে কাছে আর একটিও নেই। দুপুরের আগেই সব মাংস উঠে যায় পঞ্চাননের হাত ফাঁকা। খানিকক্ষণ মাছি তাড়িয়ে কাঁপ বন্ধ করে দেয়। বিকেলে তেমন বুঝাপড়া আবার মাংস কাটবে। ছুটির বারে সকাল-বিকাল নেই—রাত দুপুর পর্যন্ত কারবার চলে কেষ্টা থেকে যে সব খদ্দের এসে জোট মাংসের জোগাড়ে —পঞ্চানন কিছু শেষ করতে পারে না। মাঝের ঠিক থাকে না হাত কাটে কি মাংস কাটে।

আজও পঞ্চানন ঠিক তেমনি ব্যস্ত। সকাল মুখ তুলে বলতে আসেনি মহিলাটির মাথাও বুকে একটু হাসির ছোঁয়া আছে। মাংসশেষ ভিড়টা বুঝি হবে।

পঞ্চানন মাথা নিচু করে ঝাঁ চালাচ্ছে মাংস কিন্তু কাটাকুটি করছে। ক্রমাগত খাটা মাংস মাংস হয়ে মাংস নিয়ে ভিড়টা মিলিয়ে গেলে কিন্তু মাংসখণ্ডের মত।

একটু পঞ্চানন ঠিক লক্ষ্য করে চলেছে মহিলাটি তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কখন বস্তার দিকে তো কখনো সামনের দিকে তাকে কখনো না অন্যমনস্ক হয়ে। শেষ করেই পঞ্চানন বলছে এই যে এইবার হয়েছে ভিক্ষে

কিন্তু এমনটা যে হবে পঞ্চানন তা ভাবতে পারেনি। মহিলাটি প্রতিবাদ করে না। মাংস ঝুলছে ভিক্ষে নেবার জন্যে থলি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মহিলাটি একটু হাসবার চেষ্টা করে ভিক্ষে নেবার জন্যে থলিটা এগিয়ে দেয়। ওর চোখের দৃষ্টি কিন্তু পঞ্চাননের মুখের ওপর থেকে সরে যায় না। মহিলাটির হাতের থলি ঝুলছে। পঞ্চানন ভিক্ষে দিতে পারছে না।

কিন্তু ভাবে পঞ্চাননের কি হলো? এইবারের কথা হয়ে গেছে। ভিক্ষে নয় এমনিতে কতক্ষণ মহিলাটি দাঁড়িয়ে থাকবে বলতে পারে কি কেউ?

আশ্চর্য, মহিলাটিও নিজে মুখে কিছু বলছে না। এমনি দাঁড়িয়ে থাকে শুধু, কিন্তু আজকে যেন একেবারেই তাড়া নেই।

কতবার ধর্মস্থ কথাটা ঠোঁটের আগায় এসে পঞ্চাননের নজরে পড়েছে মহিলার চিরপরিচিত মুখটা। ঠোঁটের কোণটা যেন কত ভরি মাংস হয়েছে ওকে মাংস-বিক্রেতার পরিচয়টা কী কাঁপাল। সমস্ত শরীর, সমস্ত মন কেমন যেন অবশ হয়ে আসে।

এক সময় পঞ্চানন মাংসে ওজন করে দিয়ে বললে, নিন, আসুন।

মহিলাটি সরে যায়। ভিড় একেবারেই নেই। সব মাংস, সবার মাংস নেওয়া আজ

আধুনিক চেহারা ও আধুনিক গড়নের উঁচু ডিজাইন আপ দীর্ঘদিন ধরে নির্ভরযোগ্য কাজ দেবে। ডি-লুক্স বডিতেও সুন্দর চেহারা আধুনিক পুরসজ্জার সঙ্গে চমৎকার মানাবে।
• বেকড এনামেল ফিনিশ—দীর্ঘদিন চকচকে থাকে • ওয়েল বাথ-বেয়ারিং লাগানো বলে নিশ্চিন্তে ঘোরে আর কাজও দেয় অনেকদিন • অল্প বিদ্যুৎখরচে অনেক বেশী হাওয়া হয় • ৬০', ৫৬', ৪৮' ও ৩৬' মাপে এ-সি-তে পাওয়া যায়
এই সব অসাধারণ গুণের জন্যই আজ পৃথিবীর ১০ দেশে বেশী লোক আজকাল উষা আপ কিনছেন।
উষা
বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্যান
আজই আপনার পুরানো ফ্যান বিক্রীর সঙ্গে উষা বিক্রীর সঙ্গে দেখা করুন।
উষা ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা-৩৭

শেষ হয়ে গেছে। মহিলাটি চিন্তিত হোল হঠ।

ঈষৎতীক্ষ্ণ কণ্ঠে পঞ্চানন বললে আজ সন্ধ্যে হয়ে গেল আপনার! যা ভিড় হোগে যায়!

মহিলাটি গুরুতর কাজ নিয়ে চটপট ফিরতে পারবে ভরসা হচ্ছে।

আমার অপরাধ মার্জনা করবেন মা পঞ্চানন বললে, আপনি বসি একটু, বলছি।

মহিলাটির ভ্রূ কোঁচকাল হঠ। জিজ্ঞেস করলে, কার মাথা ফিরল?

পঞ্চানন বললে কেন এখানে আপনার যা মাথা ঘুরবার!

ধুলি থেকে মাথাটা তুলে কাকে মহিলাটি বললে না বোঝা গেল।

পঞ্চানন হেসে বললে আমারও বোঝবার যো নাই।

মহিলাটি চক্ষু নাচালে কেন আপত্তি নাই।

নিজের ভুলবশত নিজে ভুলবার কোন কারণ পঞ্চানন ওদাসী নিজ কণ্ঠে মহিলাকে শান্ত আর কিছুর ভিতর যে কথা, সে কথা।

কিন্তু সত্য হলে সেকথার মধ্যে কেন পঞ্চানন সেকথা বলে কথা নিজে ভিতরে ভিতরে ভিতরে আসছে। কিন্তু ভিতরে আসবার আগে সে কেন মহিলাটির আসবার ভিতরে ভিতরে ভিতরে

কোনদিন? তার খেলার সম্বন্ধে যাবে নি? দিক না দেখি সেই সব বাড়ীর ভাসে ফেলেছ! খেয়াল আছে, হিসাব করলে কত পয়সা পাওনা হয় পঞ্চানন্দের?

বোঝে না কি, সব বোঝে পঞ্চানন—ওপর ভালাকি! মাংসওলা বলে ঘেন্না! ঠিক আছে!

মাংস কাটা বস্ত্র-পাতিগুলোয় মরিচা ধরেছে, শিকের মাথায় মরিচার চাক, ঝোলা ঘেন। রক্তের দাগে সিমেন্টের লাল ঘেন্নে কালচে। ঘরময় আঁশটে গন্ধ। গা গলিয়ে উঠলো পঞ্চানন্দের। এই জায়গা থাকবে যতক্ষণ মাওয়া-খাওয়া শেষ না করবে; মাথা কিন্তু কিন্তু!

ভদ্রলোকের ছেলের এসব কারবার করা উচিত নয়। কিন্তু মাংসে ব্যাপারী! কিন্তু উপায় কি? ভদ্রলোকের ছেলে বলে তো আর পেট খালিয়ে করবে না। যা হোক করতেই হয়। যা দিন-কাল পড়েছে! লেখাপড়াটা শেষ করতে পারলে তবু শুকিয়ে খেতে পারতো। কেউ দেখেনি। ভদ্রলোকের ছেলে! মনে মনে হাসি পায় পঞ্চানন্দের। সাপ্তা-দুর্ভিক্ষ—দেশ ভাগে যা ঘেন্নো তাতে ভদ্রলোকের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। সব সমান। স্যাংয়ের কাছে ভদ্র-অভদ্র কিছু নেই। নতুন করে লেখাপড়া শিখতে হবে আদাকাড়া ভুলে গিয়ে! মাংসওলা বলে ঘেন্না? ধরুক—পঞ্চানন্দ পুরা করে না!

তবু দোকানে বসে কাজে পঞ্চানন্দ বাঁটুর হিসাব ঠিক না আছে। পাড়ার দোকানে এসে এক দেখে কিনতেই ধরতে একটা—মাংস-ওলার দোকানে ঘুরে ঘুরে আঙুলটা ঘুরানো। ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে ওদের কি সব সমান করতে করতে ঘাঁর ঘাঁর একটা ঘুরতে। ঘুরে ঘুরে ঘুরে

জামাকাপড় দিয়ে মাথা পরিষ্কার করছেন, কাকে চাই?

কাউকে নয়। পশ্চাদ্দেশ সরে গেল। মাথা নিচু করে লাল গামছা পরিষ্কার চাটতে লাগল। ছাঁদা নাকের পাশ উঁচু গেছে। সুপুরুষের চোখ এ পরিস্থিতিও কাবু করতে।

পশ্চাদ্দেশ কুলা ভেবেছিল। মাইকেলটা ফিরছেই ফের করে কি। বোজকার মত এসে খানিক লাফিয়ে ঘোরে ফাকে কিছু নিয়ে যায়। কোন ইতর-বিশেষ নেই।

পশ্চাদ্দেশ সামলাতে ইতি ঘোরে। ছাঁদা চুলের সুদৃশ্য ঘোরে না। সমস্ত আগেই মাইকেলটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তাকেকাল ছাগলের মতো পশ্চাদ্দেশ পাকে তার পুড়িয়েছে। ঘটনার সেই সময়ে সমস্ত মাইকেল পশ্চাদ্দেশ না ঘোরে ছাঁদা সমস্যা ছিল আর।

ছাঁদা ঘোরে ফিরে পশ্চাদ্দেশে ঘোরাকে ছাগলে ঘোরে, ছাগল ঘোরাকে।

মাইকেলটি পশ্চাদ্দেশে ঘোরাকে ছাগল ঘোরে ঘোরে ঘোরে।

পশ্চাদ্দেশ ঘোরে ঘোরাকে ছাগল ঘোরে ফিরে ফিরে ঘোরে ঘোরে। ঘোরে মাইকেলটি ঘোরে ঘোরাকে ছাগল ঘোরে ঘোরে ঘোরে

মাংস কিনতে আসতো, এখনো সুন্দর মনে হচ্ছে বাড়ির সোরগোড়ায়, বিনা প্রয়াসে। বাকি মিটিয়ে দিচ্ছে।

অবাক হয়ে পঞ্চানন বললে, দাম তো পেয়ে গেছি!

হেসে মহিলাটি বললে, না, ঝগড়া করেছি, পয়সা দিইনি!

পঞ্চাননও হাসলে। অপরাধীর মত বললে, আজকে দাম বড় বেশী ছিল। আমারই দেব!

মহিলাটি বললে, সোহাগপুর জানি না, পয়সাটা নাও! আমার ঋণ থাকে কেন!

পঞ্চানন বললে, এখন থাক। আর একদিন দেবেন। কি ভেবে মাংসের থলিটা উঁচু করে দেখালে পঞ্চানন। লাভের গুড় মাথায় করে নিয়ে চলেছে।

মহিলাটি বললে, বিক্রি হয় নি? অত দামের মাংস কে খাবে?

পঞ্চানন বললে, এখন সস্তা করে দেব! জানাশোনা খদ্দের আছে নাকি আপনাদের পাড়ায়?

আশ্চর্য মহিলাটি কিছু মনে করলেন না পঞ্চাননের বেফাঁসকথায়। মাংস কিনবার খদ্দের সঙ্গে নিয়ে বললে, মাংসওয়ালার বুদ্ধি আর কত হবে!

ডেকে নিয়ে নিজের ঘরে বসালে পঞ্চাননকে বললে, বস আমি ঘরে পাটাচ্ছি হারু নেবে।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মহিলাটি। পঞ্চানন একলা বসে রইল। ঘরের ভিতরটা চোখ চেয়ে স্পষ্ট করে দেখলে, পরিপাটি করে সাজানো ঘরটি। সমস্ত দেওয়ালের ওপর বিদ্যুতের কারিকরির একটি মূর্তি আঁকা। নিশ্চিত কি জানি কিসের বোঝা যায় না। একধারে রাস্তাঘাটের সরঞ্জাম: বড়-বড় বৈদ্যুতিক বেড়ি, কোরোসিনের স্টোভ কুকার। পশ্চিমের ওপর ছায়া-ছায়া ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা।

রোজ মাংস কে খায়, কেন খায় স্পষ্ট বুঝতে পারে পঞ্চানন। ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মাংসের বরাদ্দ ওর জন্যে। কি সম্পর্ক ওর সঙ্গে মহিলাটির? অসম্ভব! কি জানি মেয়েটির! ঐ মড়ার জন্যে এত! হঠাৎ নিজের চেহারা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বড় সচেতন হয়ে পড়ে পঞ্চানন। ঘরে একটা আয়না নেই?

হেন এক ঝাঁক পায়রা এসে ঘরে ঢুকলো। ঘর-ঘর করে শব্দ হচ্ছে। পঞ্চানন জানালাটা খুলে দিলে। কোনো মুহূর্ত পাড়াটা বুঝি এমনি। সব মেয়েরাই এমনি। রোজ ঘরে ঘরে পঞ্চাননের সোহাগের সমান এমনি ভিড় জমাচ্ছে। কত মাংস কাটে? হিসেব পাওয়া যায় না। কোনদিন হয়তো হাড় না দুর্লভ মাংসের জন্যে। কি কাণ্ড!

হরকরা পঞ্চাননের এই শনিবারে রোজ মাংস বিক্রি করবার একটা মহিলাটি কিন্তু নিজে সোজাসুজি এসেই মাংস নিয়ে হারু দিয়েছিল। হরকরা মাংস এক সের। ঘরিতে হারুও ইচ্ছেমত পঞ্চানন একপোয়ার উপর উঠতে পারে না। মহিলাটি কিন্তু তাকিয়ে কারো না না এক সের।

হরকরার পরিচয়টা পঞ্চানন জানতে চায়। কিন্তু হরকরা কোনদিন হারু ছাড়া এই মাংস কেনা বন্ধ। ঘরে পড়েনা হারু ঘরে ঢুকতে দেখে পঞ্চানন। হারু ঘরে ঢুকে মহিলাটির হাতে মাংস দিয়ে হারু ঘরে ঢুকে মহিলাটি ঘরে ঢুক

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(১৪)

লক্ষ্মীদির চিঠিখানা লুকিয়ে লুকিয়ে একজনকে দিয়ে আসার মধ্যে কোথায় যেন একটা নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ ছিল। লক্ষ্মীদির নয় লক্ষ্মীদির দেওয়া চিঠি, লক্ষ্মীদির আসবে সন্ধে ৬৪৫। শঙ্করের ভেবেছিল, লক্ষ্মীদি যেন শঙ্করকে এক নতুন জীবনের সামনে নিয়ে যাবে। যে ঈশ্বর তাকে এতদিন বঞ্চনা করে এসেছে, তার সম্বন্ধে ৬৪৫ মানে যেন এক নতুন উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল লক্ষ্মীদি। সেদিন ক্লাসেতে যেন একটা ঘোর লেগেছিল। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সে কাউকে চিঠি দিয়ে আসতে যাচ্ছে। শঙ্করের কাঁপুনি আর থামে না। কিন্তু তবু সে কাউকে কিছু বলে না। ৬৪৫ মানে যেন ৬৪৫ ছাড়া আর কিছু নয়। লক্ষ্মীদির আজ শঙ্করের যেন চিঠিটা না দিয়ে আসতে পারলে এত ভয় লোকসান হয়ে যাবে একেবারে।

আর হবেও একদিন সত্যি এমন।

কিন্তু কী যে লিখেছে এত ভাবছে সেই সত্যি হয় এই এত ভাবনা। তবে প্রথম সম্বোধনে নিশ্চই কেউ এমন করে আগে লিখে নি। সে ভাববারও কথা অনেক কিন্তু কুলোয় না শঙ্করের। অনেকদিন ভেবেছে শঙ্কর আর লক্ষ্মীদির কথা ভাববে না। কিন্তু কতবার ভেবেছে—ফিরে ওদের সঙ্গে দেখা করবে?

—কেমন?

—ওই তোদের বস্তির ভাড়াটেদের মেয়েদের। যাদের সঙ্গে তোর আর ঝগড়া-ঝাঁটি?

কথাটা সেদিনই ভালো লাগেনি শঙ্করের। বিশেষ কথাটার মধ্যে ইঙ্গিতটাও ঠিক সুখকর নয়।

বলেছে—ওদের সঙ্গে আর আমার কোনও সম্পর্ক নেই—

কিরণ জিজ্ঞেস করেছে—কেন রে, কী হলো আবার?

শঙ্কর বলেছিল—না, ওরা বড়লোক—

আসলে বড়লোক হওয়াটা ওদের বড় অপরাধ নয়। শঙ্করের মনে হয়েছে, সে চায় ওদের কাছে তার কলেজের মাইনে, বই কেনবার টাকা চাইতে যাচ্ছে না। যাবেও না কোনওদিন। তাদের টাকা নিয়ে হবেই বা কী। যেদিন প্রয়োজনমতো আসবে সেদিন চিঠিই দিয়ে যাবেন। কিন্তু যার থেকে ছোট মনে করে তাদের সামনে কী করে নিজেকে পারে সে। সে যে সব দিয়ে ছোট সব দিয়ে। শুধু অর্থের দিক দিয়েই নয়, সমাজের দিকেও বটে। তার শুধু সমাজের দিকেও নয়, অন্তরের দিক থেকেও। অথচ তাদের দিয়ে যায় সব কিছুর বিনিময়ে তাদের কাছে শঙ্করের ওঠাটুকু মূল্য। তবুও যে অহেতুকভাবে সমাজের শঙ্করকে ওই করেছে তাকে শঙ্কর সহ্য করেই ওই সমাজটুকুর সেবায়। শঙ্করকে হয়তো মানুষ বড়ও বলে করে না। শঙ্করকে যদি মানুষ বলেই মনে করতে হয়েছে তবে তার দিয়ে যে লক্ষ্মীদি চিঠি লিখছে। লক্ষ্মীদি যাকে সে বিশ্বাস করে তার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করবার ক্ষমতাই যে নেই শঙ্করের।

কিরণ বলেছিল—বড়লোক বলেই তো বলছি যে ওদের বড়লোকদের বুদ্ধিতে ওদিকে পটিয়ে-পটিয়ে টাকা নিতে দেখে নেই তুই একবার যা না, দেখে না কী হয়

সেদিন অনেকদিন হওয়ার পর শঙ্করের মনে হয়েছিল, বলেছে যেন কিরণই লক্ষ্মীদিকে ছোট করে—

সত্যি তখন ছিল না বাড়িতে। শঙ্করের জন্যেই সে সময়ে সত্যি থাকে না। বড়লোকদের ছোট মেয়েটা আসে সেদিন করে। লক্ষ্মীদির কলেজের গাড়িটা পলির মোড়ে এসেই একবার হর্ন বাজায়। শঙ্করের তৈরিই ছিল। লক্ষ্মীদি বাড়িতে ঢুকেছিল শঙ্করের সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

—তাহলে লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি চুপ করে কী যেন ভেবেছে। বলেছে—কী? কীসের?

—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে লক্ষ্মীদি।

—কথা আছে তো ভেতরে এসো না!

শঙ্করের বলেছে—তোমাকে একলা বলবো—কারোর সামনে বলতে চাই না।

লক্ষ্মীদি হেসেছে। বলেছে—তেমন কী গোপন কথা বুঝি?

—না, তোমার সেরকম সম্মান আমি চাই না—

—কেন? সত্যি কী বলবে তোমার?

—তোমার ছোট মোম আমাদের সেবায় পারে না!

—কী করে বুঝলি তোকে সেবা পারে না?

—কী জানি! তোমার সঙ্গে মেলিন কথা বলি বলে হয়তো। কিন্তু আমি আজ কিছুই বলবো না তোমাকে, আজ আমার সেবাটা সত্যিই হয়ে যাক। সেই জন্যে যে অনেকদিন ধরে তোমাদের বাড়িতে আসি না। অথচ তোমার কাছে শুনে ছিলাম, তোমার যেন খুব ভালো—

—তা আমি বুঝি সত্যিই তোমার ভালো?

শঙ্করের হাসলো শুধু। কিন্তু বলতে পারলে না মুখ ফুটে। তারপর লক্ষ্মীদি বলেছে—আচ্ছা, তোমার আজ সত্যি এমন কী কথা আছে তোমার শুনবো।

ওপরে লক্ষ্মীদি পড়তে বসে গিয়ে নিশ্চয়ই হয়তো। ছাদটা খালি পেয়ে শঙ্কর ছাদেরই কোথাও বসে সাইরেনটা চলবার কথাটা পড়বে। একখানা রঙিন-খাম

দিয়েছিল কিরণ। পাঁচ কালীঘাট ব্রাঞ্চ লাইব্রেরীর রসিদ বই। রবার স্ট্যাম্প মারানো। কথাটা পাড়তে কেমন দ্বিধা হচ্ছিল। দু টাকা চাঁদা চাইতেও কেমন বাধো বাধো ঠেকছিল। দু টাকা কি সোজা কথা। দু টাকা না হলে এক টাকা। কিরণ বলে দিয়েছিল—আর যদি এক টাকা না দিতে চায় তো আট আনা. আট আনাই সই—আট আনা দিতে চাইলেও ছাড়বি না—বুঝলা করে বই পাবে দিনে—ভালো করে বলতে পারবি তো, না হাঁদার মতন কেবল সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে যাবি?

লক্ষ্মীদি একটা লাড়ি আর সেমিজ নিয়ে বাইরে গেল। বললে—তুই বোস, আমি আসছি—

কিরণ বলেছিল—যে-কোনও রকমে মেম্বর ওদের করতেই হবে বুঝলি—আর তুই যদি না পারিস তো আমাকে দিয়ে বলা, সাধন করে. আমি ঠিক মেম্বর করে নেব ওদের—সবাইকে মেম্বর করবার আমি! হাজারো নিরক্ষর পণ্ডিত, সবাইকে তো আমিই মেম্বর করালুম—ছাত্রদের তোকে প্রেসিডেন্ট করে সভাটা কী অমনি—

লক্ষ্মীদি ঘরে এল। বললে—চা খাবি?

চা? শীলঙ্কর লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। মনে হল লক্ষ্মীদিকে যেন দেখাচ্ছে। লক্ষ্মীদি বলছে পারছে। পরে আহ্লাদে সলজ্জে কিন্তু পরক্ষণেই ব্যস্ত হয়ে। চুলটা খোঁপাটা ঠিক করে নিচ্ছে। না, হঠাৎ সমস্ত নিজে শীলঙ্কর কিরণের কথাটা মনে পড়লো। সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে যাবে না সে। বহুলোক যারা, তাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে, পটিয়ে-পাটিয়ে কাজ আদায় করতে হবে। কিরণকে ভরসা দিয়েছে।

শীলঙ্কর বললে—হ্যাঁ খাব—

রঘু এক কাপ চা এনে দিয়েছিল। লক্ষ্মীদি সেদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললে—আর এক কাপ নিয়ে আয় তো রঘু.—শীলুও চা খাবে আজ—

রঘুও অবাক হয়ে গেছে। বললে—শীলুবাবু, চা খাও তুমি?

শীলঙ্কর বললে—খাই না. আজ খাব—

লক্ষ্মীদি বললে—আমার কথায় চা খাচ্ছে ও—

রঘু আবার চা নিয়ে গেল। কিরণ বলেছিল চা মানে কুলটির বস্তু। কিন্তু চোখে কুলটির বস্তু চায়ের রঙ কিরণ কোনদিন রঙ করবে। সে কালীঘাট বরেক লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট হয়ে কেন সে চা খেলে? কিন্তু সেদিন লক্ষ্মীদির সঙ্গে এক টেবিলে সামান্যমুখি বসে চা খেতে হাত কত কেঁপেছিল! পরে জীবনে অনেকবার এই তার প্রথম চা খাওয়ার কথাটা মনে পড়েছে। চা খাওয়ার জন্যে নয়—কিন্তু লক্ষ্মীদির আদরের জন্যেই চা খাওয়াটা তার স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল, সেদিন সে চা খায়নি, বিষ খেয়েছিল। সক্রেটিসের মতন হেমলক্ খেয়েছিল শীলঙ্কর। কিন্তু সক্রেটিসের মতন সে বলতে পারেনি—

Be hopeful then, gentlemen of the jury, as to death: and this one thing hold fast, that to a good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the gods indifferent to his well being

লক্ষ্মীদি হঠাৎ বললে—তুই কেমন আছিস রে ছোড়া শীলু?

শীলঙ্কর বললে—খুব ভালো লক্ষ্মীদি—

—তবে? হবে যে চা খাস না তুই?

শীলঙ্কর বললে—চেহারার সঙ্গে কথা খাপছাড়া বলে বোধহয় ভাবছ লক্ষ্মীদি এই—আসল কারণের সঙ্গে মেলে হয়তো এই ভাবনা না—

লক্ষ্মীদি হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—তুই তো বেশ কথা বলতে শিখেছিস দেখছি—when my Daisy sits by me I need no sugar in my tea—কী বলে?

একদিন চুরুটখোর শিখেছিল লক্ষ্মীদি, সে অনেকদিন আগেকার কথা। সেদিন সে চুরুটখোর শীলঙ্করের মুখে ধোঁয়ার সেদিন সন্ধ্যে হয়েছিল হয়ে তারপর আরেকবার দেখেছে লক্ষ্মীদিকে, অনেকক্ষণের জন্যে —এখন আর সন্ধ্যে হয় না শীলঙ্কর চুরুটের ধোঁয়ার পর্দার আড়াল থেকে নিজের হাসি।

হঠাৎ বললে—তোমার ছোট্ট বোন এখনি এসে পড়বে না তো?

—কেন? সন্ধ্যেটা তোর আর হয় কেন বলতে?

শীলঙ্কর বললে—ভয় নয়. কেমন যেন আমাকে পছন্দ করে না মনে হয়—

—কেন? তোকে কিছু বলেছে?

শীলঙ্কর বললে—বলেনি কিন্তু আমার দিকে তাকায় করে চায় কেন? সেদিন বাড়িওলীর পশ্চিমের বাড়িতে দেখে তাই মনে হলো—

লক্ষ্মীদি হাসে। লক্ষ্মীদি হয়ে গেল। বললে—বুঝেছি, সে আমার জন্যে—

—তোমার জন্যে? কেন? তোমার জন্যে আমাকে অপছন্দ করবে কেন?

লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চেয়ে দেখছে শীলঙ্কর। মুখটা যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। লক্ষ্মীদি যেন হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গেল। লক্ষ্মীদি চোখ নিচু করে কী যেন ভাবতে লাগলো। শীলঙ্কর সেই দিকে চেয়ে কিছু বুঝতে পারলে না। হঠাৎ কী এমন ঘটল, যার জন্যে অমন গম্ভীর হয়ে গেল লক্ষ্মীদি।

শীলঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো তোমার লক্ষ্মীদি—?

—সে তুই বুঝবি না ভাই—বড় হলে বুঝতে পারবি—

শীলঙ্কর বললে—তুমি বলো না, আমি বুঝতে পারবো ঠিক—আমি তো এখন বড় হয়েছি—

—নারে, তুই বুঝবি না সব—

তবু লক্ষ্মীদি আবার শীলঙ্করের মুখের দিকে চাইল। বললে—কাউকে, কেউ আমায় বুঝতে পারে না. আমার বরও আমাকে বোঝে না, সবাই আমাকে ভেবে নিয়ে থাকবে হয়তো বুঝেছে—

বলে লক্ষ্মীদি টেবিলে মাথাটা রেখে ঝুঁকে পড়লো। হাসলে লক্ষ্মীদির মাথাটা মাঝে মাঝে, ফুলে ফুলে উঠছে কাঁদছে। শীলঙ্কর কী করবে বুঝে উঠতে পারলে না। লক্ষ্মীদি কি কাঁদছে নাকি? কেমন অস্বস্তিতে লাগলো শীলঙ্করের। লক্ষ্মীদির এমন অসহায় ভাব কখনও দেখেনি শীলঙ্কর। লক্ষ্মীদি তাকে আদর করেছে লক্ষ্মীদি তাকে ভালবেসেছে কিন্তু লক্ষ্মীদি তো কাঁদেনি কখনো এমন অসহায় ভাবে

শীলঙ্কর ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি হাত দিয়ে চুলগুলো ঠিক করতে করতে উঠে দাঁড়ালো। তারপর লক্ষ্মীদিও দাঁড়ালো। শীলঙ্কর একটা হাত লক্ষ্মীদির কাঁধে রাখলে। লক্ষ্মীদি শীলঙ্করের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো। শীলঙ্কর কী করবে বুঝতে পারছে না। কিন্তু লক্ষ্মীদিকে যে এমন কাঁদতে দেবে না। এই এই কিছু একটা করতে হবে। এই শেষ এই শেষ এই শেষ এখনও কাঁদে লক্ষ্মীদি।

শীলঙ্কর আবার ডাকলে লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি মুখ তুলে চাইলে। চোখে জলে মুখে কাজল ধুয়ে গিয়ে বীভৎস দেখাচ্ছে। লক্ষ্মীদিকে দেখে শীলঙ্করের কান্না ভিতর থেকে ঠেলে আসছে। লক্ষ্মীদি শীলঙ্করের মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—কাঁদছি কেন জানিস? কেউ আমায় বুঝতে পারে না. আমার বরও আমাকে বোঝে না, সবাই আমাকে ভেবে নিয়ে থাকবে হয়তো বুঝেছে—

বলে লক্ষ্মীদি টেবিলে মাথাটা রেখে ঝুঁকে পড়লো। হাসলে লক্ষ্মীদির মাথাটা মাঝে মাঝে, ফুলে ফুলে উঠছে কাঁদছে। শীলঙ্কর কী করবে বুঝে উঠতে পারলে না। লক্ষ্মীদি কি কাঁদছে নাকি? কেমন অস্বস্তিতে লাগলো শীলঙ্করের। লক্ষ্মীদির এমন অসহায় ভাব কখনও দেখেনি শীলঙ্কর। লক্ষ্মীদি তাকে আদর করেছে লক্ষ্মীদি তাকে ভালবেসেছে কিন্তু লক্ষ্মীদি তো কাঁদেনি কখনো এমন অসহায় ভাবে

শীলঙ্কর ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি হাত দিয়ে চুলগুলো ঠিক করতে করতে উঠে দাঁড়ালো। তারপর লক্ষ্মীদিও দাঁড়ালো। শীলঙ্কর একটা হাত লক্ষ্মীদির কাঁধে রাখলে। লক্ষ্মীদি শীলঙ্করের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো। শীলঙ্কর কী করবে বুঝতে পারছে না। কিন্তু লক্ষ্মীদিকে যে এমন কাঁদতে দেবে না। এই এই কিছু একটা করতে হবে। এই শেষ এই শেষ এই শেষ এখনও কাঁদে লক্ষ্মীদি।

শীলঙ্কর আবার ডাকলে লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি মুখ তুলে চাইলে। চোখে জলে মুখে কাজল ধুয়ে গিয়ে বীভৎস দেখাচ্ছে। লক্ষ্মীদিকে দেখে শীলঙ্করের কান্না ভিতর থেকে ঠেলে আসছে। লক্ষ্মীদি শীলঙ্করের মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—কাঁদছি কেন জানিস? কেউ আমায় বুঝতে পারে না. আমার বরও আমাকে বোঝে না, সবাই আমাকে ভেবে নিয়ে থাকবে হয়তো বুঝেছে—

আকর্ষণ করে এসেছে। হয়ত শ্রীশঙ্করের উপদেশের তা ইতি নয়। হয়ত সেই জন্যেই মনুষ্যের কাছে এর অধমে পেয়েছে। হয়ত সেই জন্যেই মনুষ্যের কাছে এর ভালবাসাও পেয়েছে। অথবা আর ভাল-বাসা, ঘৃণা আর আদর, উপমান আর সম্মান—এই সমস্ত নিয়েই তো সে শ্রীশঙ্কর হয়ে উঠেছে। কে তার নাম রেখেছিল, কে জানে! হয়ত নামের সঙ্গে তার এই স্বভাবের মিল কি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

একদিন বড় হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে-ছিল—আমার নাম কে রেখেছিল মা?

মা বলেছিল—যে আমার রেখেছে, জানি।

—তা এই নাম রাখতে শ্রীশঙ্কর নাম রাখতে গেলে কেন তুমি?

মা বলেছিল—বাবা যে ছেটবেলায় শঙ্করাচার্যের গল্প বলতো তোমাকে। তাই মনে হয়েছিল, তুই হলি তার নয়ও বৈষ্ণব শ্রীশঙ্কর।

ছোট শ্রীশঙ্কর তার মায়ের মুখপানে চেয়ে-ছিল। কিন্তু সেদিন সেই নাম রাখার সময় মা হয়ত ভাবতেও পারেনি যে তার শ্রীশঙ্কর সত্যকারের হয়ে নামের মর্যাদাই হয়ে নিজের জীবনের মধ্যে তাকে ফোটাতে পারবে না বলে।

সেদিন লক্ষ্মীশ্রীর কাছ থেকে চলেই আসছিল শ্রীশঙ্কর। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্মীশ্রী আবার ডাকলে পেছন থেকে—কোন—

শ্রীশঙ্কর বললে—কী?

—ও ঠিক বলিসনি যেন তুই। ছেলের ও দোষটা বলেই সব কাজ ফেলেকাম, সবই যে না জানতে পারে!

—কিন্তু তুমি তো আমাকে কিছুই বলোনি লক্ষ্মীশ্রী।

লক্ষ্মীশ্রী বললে—তোকে বলতে পারলেই ভাল হতো। হয়ত অনিচ্ছা করিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু তুই না থাকলে আমি বাঁচবো না এখানে এমন করে—

—কিন্তু কী তোমার কষ্ট লক্ষ্মীশ্রী—

লক্ষ্মীশ্রী হঠাৎ চোখে হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলো। বললে কাঁদতে তো তুই দেখেছিস—

—লক্ষ্মু? লক্ষ্মু তো লক্ষ্মীশ্রী?

—ওই যে তোর মামা তো লক্ষ্মুর দেখ হয়েছে বিলিতপুরে, লক্ষ্মু বলেছিল যে আমাকে—

—মিলটার মালিক?

—হাঁ, যাকে তুই আমার চিঠি দিয়ে আসিস, জানিস আমার জন্যে ও সব করতে পারে। আমি বিষ খেতে বললেও বিষ পর্যন্ত খেতে পারে, আমার জন্যে ও কী-ই না করেছে! নিজের সংসার, নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, নিজের ব্যবসা-টাবসা সব ছেড়ে দিয়েছে! আমি কলকাতায় এসেছি, ও-ও বম্বে থেকে সব ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছে—অথচ—

—অথচ?

লক্ষ্মীশ্রী বললে—অথচ আমার কী-ই বা আছে বল! ওর ওখানে কত বড় ব্যবসা, কত নাম, আমার জন্যেই ও সব ছাড়লে, আর আমি? আমি ওর তুলনায় কী? ওর তুলনায় আমি কতটুকু? আমি ওর জন্যে কতটুকু করতে পেরেছি? একদিন আমার খবর না পেলে ও কাঁদে জানিস—ওর ঘুম হয় না রাত্রে—

—কিন্তু

বলতে গিয়েও শ্রীশঙ্কর কিছু বলতে পারল না। একটা দ্বিধা হলো। লক্ষ্মীশ্রীর চোখ দুখনও জলে ছলছল করছে।

লক্ষ্মীশ্রী আবার বলতে লাগলো—কত ছেলে ওকে বর দেখিয়েছে, বলেছে—তুমি এক জায়গায় লক্ষ্মী আর এক জায়গায় হেমন্তের টান হয়ে না হয়ে নেই। আমিও কত বোঝাই ওকে, ওর বাঁধা কিন্তু কিছুতেই আমাকে ভুলতে পারে না সেই যেখান থেকে ছুটে এসেছে—সেই খবর পেয়েছে আমার কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে বলে লুকিয়ে লুকিয়ে ও-ও শ্রীশঙ্কর এসেছে এখানে—

শ্রীশঙ্কর কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। লক্ষ্মীশ্রীর দিকে চেয়ে শুধু চুপ করে বসে রইল খেয়ের মতো।

তারপর একটু থেমে বললে—তাহলে কী হবে এখন?

লক্ষ্মীশ্রী বললে—আমিও তো ওকে তাই বলি—এখন কী হবে! অথচ আমারও এখন এমন হয়েছে ওকে না দেখলে থাকতে পারি না—একদিন খবর না পেলে থাকতে পারি না—

শ্রীশঙ্কর বললে—কিন্তু কলকাতা ছাড়া আসতে পারে এখন?

লক্ষ্মীশ্রী বললে—কলকাতা যে সব জানে সেখানে—

—জানে সেখানে? আর কলিকা?

—সবই জানে সেখানে সবই জানে। আমার খবর ও জানে সেখানে। তাই তো কলকাতার সঙ্গে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে, জানে সবার চোখে ধুলো দিয়ে হয়ত সব ঠিক করা—তাই তো এত ভাবনা থাকতে এই কালীঘাটে বাসর মতো এসে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে—

শ্রীশঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল কথাটা শুনে। লক্ষ্মীশ্রীর যেন হঠাৎ আর-এক মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

লক্ষ্মীশ্রী বললে—এই দেখ না, কাল দেখা হবার কথা ছিল কলেজের সামনে, কিন্তু কলেজ আগে ছুটি হয়ে গেল, বসে করে বাড়ি চলে এলাম, আর কথা বলো কি—সারা রাত আমার ঘুম হয়নি, আমি জানি, ওরও ঘুম হয়নি রাত্রে—

শ্রীশঙ্কর বললে—কী করে জানলে ঘুম হয়নি ওর?

লক্ষ্মীশ্রী বললে—সে তুই বুঝবি না—জানা যায়—

শ্রীশঙ্কর কিছুক্ষণ ভেবে বললে—কিন্তু এটা কি ভাল কাজ করছো তুমি মনে করো লক্ষ্মীশ্রী?

লক্ষ্মীশ্রী বললে—এটা ভাল কাজ তা কি আমি বুঝি? আমি তো জানি এটা খারাপ—সেই জন্যেই তো লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে চিঠি লিখি, লুকিয়ে লুকিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি—

শ্রীশঙ্কর বললে—তুমি অত চিঠি দিও না তাহলে—ডিভোর্সটা কী হবে সকলের মনে কষ্ট দিয়ে, তোমার যেমন কষ্ট পাবেন শুনলে, কলকাতা কলিকা সবাই কষ্ট পাবে—! তুমিও সুখ পাবে না, দেখো—তোমার কষ্ট দেখলে আমারও কষ্ট হবে—

লক্ষ্মীশ্রী উদাস হয়ে উঠলো। বললে—নাহে চিঠি না দিলে, দেখা না করতে পারলে আমি একদিনও বাঁচবো না—

শ্রীশঙ্কর অবাক হয়ে গেল লক্ষ্মীশ্রীর কথা শুনে। ওকাটাই বুঝতে পারলে না এ কেমন জিনিস!

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD
ANGLO-BENGALI
DICTIONARY
672 PAGES • Rs. 12-50 n.p.
SAHITYA SAMSAD
32 A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

বললে—এই যে বাবার সঙ্গে তোমার এতদিন দেখা হয়নি—সে জন্যে তোমার কষ্ট হয় না?

লক্ষ্মীদি বললে—দূর, তুই সে বুঝবি নে, বাবার সঙ্গে দেখা না হলে কষ্ট হবে কেন?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমার মার জন্যে খুব কষ্ট হয় সত্যি, মনে হয়, মাকে একদিন না দেখলে পেলে বোধহয় মরে যাবো—

লক্ষ্মীদি বললে—সে অন্যরকম কষ্ট, আর এ অন্যরকম—এর কষ্টের মধ্যে আনন্দও আছে যে—এ-আনন্দ মেশানো একরকম কষ্ট—

আনন্দ মেশানো কষ্ট! দীপঙ্কর কিছুই বুঝতে পারলে না। অদ্ভুত লাগলো কথাটা।

লক্ষ্মীদি বললে—তা, এখন তুই যা দীপু, হয়ত সন্ধ্যা এখনি এসে পড়বে—

দীপঙ্কর যাবার জন্যে মুখ ফিরিয়েছিল।

লক্ষ্মীদি বললে—আজ তোকে অনেক কথা বললুম—কাউকে যেন বলিসনি,


# সিল্কের রূপকথা

কিম্বদন্তী যে ৫০০০ বছরেরও পূর্বে সি লিঙ সি নামে চীন দেশের এক মহারানী এই মনোহর সুতো আবিষ্কার করেছিলেন আর তাঁর নাম থেকেই সিল্ক কথার উৎপত্তি। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সিল্ক তৈরীর ব্যাপারটি রহস্য হয়ে চীন দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দূর দেশ দেশান্তরে এর ছিল রপ্তানী। আর এর মনোহর সৌন্দর্যতার জন্য রাজা মহারাজাদের অত্যন্ত প্রিয় বস্ত্র হয়ে উঠেছিল। শিল্পবিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সাথে সাথে এই সিল্ক এবং এর নবতম সংস্করণ, রেয়ন—এখন সকলেরই সামর্থের মধ্যে। আমাদের মিলে কয়েক শতাধিক তাঁত দিবারাত্র গজের পর গজ এই সিল্কের কাপড় বুনে চলেছে··· দেশের ও দশের সেবায় রোহিতের আর একটি দৃষ্টান্ত।

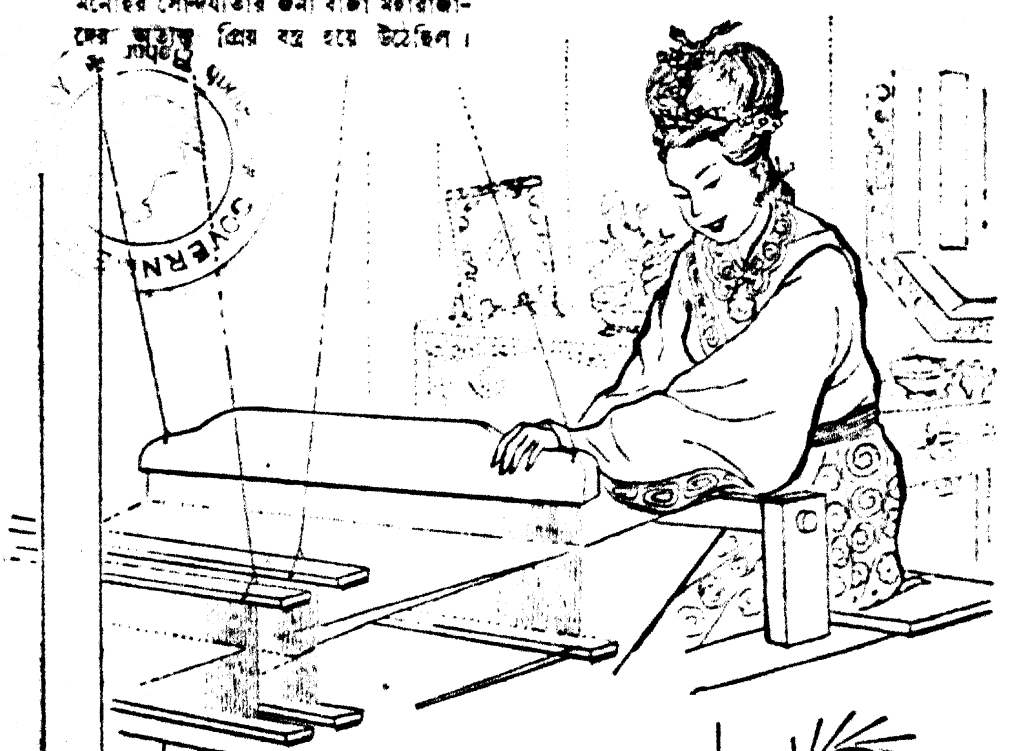

বিপিন সিল্ক মিলস্ কোং প্রাইভেট লিমিটেড
বোম্বে

একটি রোহিত প্রচেষ্টার উদ্যোগ

হয়েছে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার—কী বলবি না তো?

শীলভদ্রের কানে লক্ষ্মীদির কথাটা যেন ঢুকলো না। বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি চিঠিতে তোমরা এত কথা কী লেখো?

লক্ষ্মীদি বললে—কেন, তুই পড়বি নাকি?

—না, আমি পড়তে যাবো কেন?

—না, খবরদার পড়িস না যেন। তোকে আমি কিন্তু কাল সকালে তোর হাতে দিয়ে চিঠি পাঠাই, তোকে ছাড়া এ-পাড়াতে আর কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। বলি না তো কাউকে।

এ-কথাটাও যেন শীলভদ্রের কানে গেল না।

হঠাৎ বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি, তোমরা যখন স্কুলে থাকো তখন কী কথা বলো?

লক্ষ্মীদি বললে—এই আমি যে-কথা বলছি সে-কথা তোর কানে গেল না—যা এত কথা জিজ্ঞেস করছিস—

শীলভদ্র বললে—না মানে না কাউকে বলবে না—

—হাঁ বাবা তা—বলবো নেই—

শীলভদ্র চুপ। আচ্ছা লক্ষ্মীদি, তোর লক্ষ্মীদি বলবে—হাঁরে তুই যে কী কথা জানতে চাইছিস তার মানেটা কী? বলবি তো তোমার সঙ্গে কী কথা হয়েছে?

সত্যিই তো কী যেন একটা কথা বলবার ছিল। ওরে ছাড়ো কথা। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না। কোনো কথা বলতে এসেছিল যে—কী সে কথা যা সকালের সঙ্গে বলা হয় না।

লক্ষ্মীদি বলছে—লক্ষ্মীর সঙ্গে তোর কথা হয়েছিল শুনলাম—তা 'বিশ্বরূপার' বিষয়টার তুই কী করছিস?

শীলভদ্র বলছে—'বিশ্বরূপা' যে কিসের চিঠি করতে হবে—তিনজনে তুমি তিনবার না—আমার বন্ধু—কিন্তু 'বিশ্বরূপা' সম্বন্ধে যেদিন আমাদের খবর বেরিয়েছে লক্ষ্মীদি এত-বার সেটা করে বেরিয়েছে আমাদের শুনিয়েছে—সাধারণ মেয়েদের চরিত্রের—

লক্ষ্মীদি বলছে—ও তাইরকম—আমাকেও খাওয়ায়—আমার সঙ্গে তোর খুব ভালো আছে কিনা তাই তোকেও খাইয়েছে—

—হ্যাঁ আমি একবার গেছিলাম, সেখানে তো যে আমি একদিন চিঠি দিয়েছি, তোর মনে নেই, বাড়ি নেই, ঘুম থেকে উঠেই সোজা চিঠি দিয়ে—তাই খাওয়ালে আর কি—মিষ্টার লাহার খুব ভালো, ভালো লক্ষ্মীদি—অনেক কথা বললে আমাদের বললে গরীব বলে ওর পক্ষে কিন্তু সেই মিষ্টার লাহারও একদিন নাকি খুব গরীব ছিল—

লক্ষ্মীদি বলছে—তুই আর করেছিস দেখেছিস তো—আমি জানি ও কত ভালো—

—কিন্তু ওকে আসতে বলো না কেন এ-বাড়িতে? লুকিয়ে মেলো বলেই তো সবাই পড়ছে করে না—

—তা হয় না রে, অনেকবার আসতে চেষ্টা করেছে ও, আমার বাবাকে তো চিনিস না তুই—

কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ লক্ষ্মীদি থেমে গেছে। বাইরের দিকে চেয়ে কী যেন দেখছে একবার।

শীলভদ্র বললে—থামলে কেন, বলো—

লক্ষ্মীদি বললে—বোধহয় সন্ধ্যা এল বলে হচ্ছে—

লক্ষ্মীদি উঠে বাইরে দেখতে গেল সত্যি সন্ধ্যা এসেছে কিনা। খানিক পরে এসে আবার চেয়ারে বসলে। বললে—না আসেনি—

শীলভদ্র জিজ্ঞেস করলে—তুমিও সত্যিই ওর বাবা বলে মনে করো লক্ষ্মীদি—

—ওর বাবাকে যেন কিন্তু ও জানে কিনা সে সেই জানাই যে ওকে বাবা পাঠিয়েছে এখানে।

শীলভদ্র বললে—তাহলে আমি আর আসবো না তোমাদের বাড়িতে লক্ষ্মীদি তাহলে তোমাকে সন্দেহ করবে—

—এ তোমার সাধারণ করবে পরের দু দুই ওর সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার তোমার তোমাকে 'বিশ্বরূপা' আর সন্দেহ করবে না—

—কিন্তু তাই বলবে পারে যে আমি তোমার দিদি নিজের দিদি আমি ও—

—তাহলে তো হয়ে? তুই না হয় সন্ধ্যা সন্ধ্যা আমার বোন হয়ে।

—তুমিও যদি আমার 'বিশ্বরূপা' করো?

—তুই সন্ধ্যা তুই আমার না?

—কিন্তু তাহলে যে মিথ্যে কথা বলা হবে।

লক্ষ্মীদি বললে—বলবো কথা বলা হবে। আমার আমার তুই একটা মিথ্যে কথা বলতে পারিস না?

শীলভদ্র বললে—কিন্তু মিথ্যে কথা কি বলা উচিত, তুমিই বলো—

লক্ষ্মীদি বললে—তাহলে এই তুই আমাকে ভালবাসিস? এই তোর ভালবাসা? যে না মিষ্টার লাহার আমার জন্যে সব ত্যাগ করেছে—

—কিন্তু মিথ্যে কথা যে আমি বলবো না প্রতিজ্ঞা করেছি!

মিথ্যে কথা বলতে কষ্ট কী? কেউ তো জানতে পারছে না!

—কিন্তু তোমার মিথ্যে কথা না বলতে পেরে যে অনেক লাভ—না বললে, তুই যে করে যাবে—

লক্ষ্মীদি বললে—বড় বড় কথা! ছোটবেলায় তোমের ইস্কুলের মাস্টার ভুল শিখিয়েছে—এখন বড় হয়েছিস, এখন এসব ভুলে যা—একদিন তোকেও তো সংসার করতে হবে, কত রকম লোকের সঙ্গে মিশতে হবে, কত রকম লোক কত কী বলবে—মিথ্যে কথা না বলে বাঁচতে পারবি?

পরে অনেকদিন যখনই সেই মিলের ঘটনার কথাটা মনে পড়েছে শীলভদ্রের, তখনই মনে হয়েছে লক্ষ্মীদি সেদিন যে ভাবে ভাবে করে উঠেছিল প্রথম দু খাইয়েছে সে চা নয় সে বিষ সত্যিটাকে-এর হয়েছে নয় খাঁটি বিষ। সেই বেলাবের প্রথম লক্ষ্মীদিকেই সে ভালো করে ভালো-বেসেছিল—তার ভালবাসেছিল বলেই সেই বিষ খেয়ে ফেলেছিল অমন করে। সে যে কী যন্ত্রণা একটানা হয়ে জীবনের প্রতিজ্ঞা, তার একটানে লক্ষ্মীদি।

লক্ষ্মীদি বলছিল—তুই যদি সব বলে দিস তাহলে কিন্তু আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে লক্ষ্মী—

—তুমি আমায় মিথ্যে কথা বলতে বোলো না লক্ষ্মীদি তোমার দুটি পায়ে পড়ি!

—তাহলে তোর প্রতিজ্ঞাটাই বড় হলো?


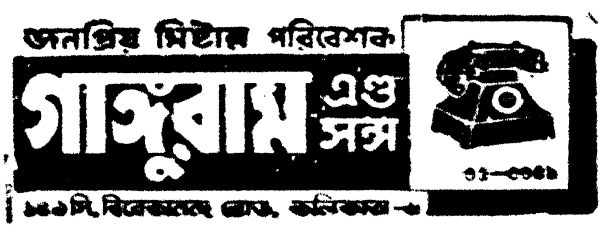

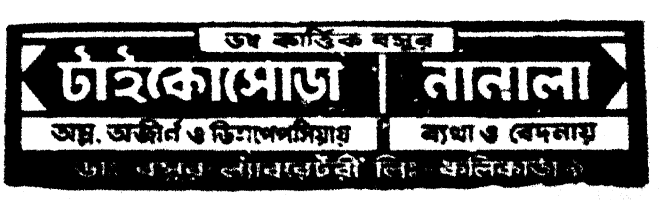

আর আমি কিছু নই, আমি কেউ নই তোর?

—অমন করে আমাকে বোল না তুমি লক্ষ্মীদি, আমার কষ্ট হয়!

—তাহলে আমি যদি মরে যাই, তোর খুব সুখ হবে তো?

—ছিঃ, ও-কথা বলতে আছে। তুমি যেন কী লক্ষ্মীদি! তোমার মুখে কিছু আটকায় না!

লক্ষ্মীদি চেয়ার থেকে উঠে আস্তে আস্তে কাছে সরে এল। দীপঙ্করও লক্ষ্মীদিকে কাছে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। দীপঙ্করের মুখের দিকে সোজা-সুজি চোখ রেখে লক্ষ্মীদি বললে—তুই যদি বলে দিস দীপু, তাহলে আমার মরা ছাড়া আর কোনও গতি থাকবে না—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে তুমি বলে দাও, আমি কী করবো!

লক্ষ্মীদি দীপঙ্করের হাতটা ধরলে। বললে—তুই বুঝতে পারিস না যে, একথা বলতে নেই?

দীপঙ্কর ঘাড় নাড়লে। বললে—পারি।

—তাহলে?

দীপঙ্কর এবার চোখ নামালো। মনে হলো লক্ষ্মীদি যেন আরো কাছে সরে এল তার। একেবারে গায়ের কাছাকাছি। তারপর সেই আগেকার মতন তার মাথায় হাত রাখলো। নিজের হাত দিয়ে তার চুলগুলো গুছিয়ে দিতে লাগলো।

বললে—তুই জানিস্ না দীপু, তোকে আমি কত ভালবাসি—

তারপর একটু থেমে বললে—এ কি তুই কাঁদছিস্?

হয়ত দীপঙ্করের চোখ একটু সজল হয়ে এসেছিল কিন্তু লক্ষ্মীদির কথায় আর তা বাধা মানলো না। একেবারে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার দু'গাল বেয়ে। লক্ষ্মীদি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

বললে—কাঁদ না, ছিঃ—আমি মরে যাবো বলেছি বলে কাঁদতে আছে? বলেছি বলে কি আর সত্যি সত্যিই মরবো? কাঁদিসনি, তুই দেখছি ঠিক আমার মতোই সেন্টিমেন্টাল—এত সেন্টিমেন্টাল হলে চলে?

তারপর দুই হাতে দীপঙ্করকে বুকের মধ্যে রেখে সান্ত্বনা দিতে লাগলো—জীবনে এখন আরো কত জিনিস দেখতে হবে তোকে, সারা জীবনটাই পড়ে রয়েছে তোর, কত দেখবি, কত ঠকবি কত শিখবি! দেখা শেখার কত বাকি রয়েছে তোর—এখনই এত ভেঙে পড়লে চলবে কেন—কাঁদিস নি—

বলে লক্ষ্মীদি আঁচল দিয়ে দীপঙ্করের চোখ দুটো মুছিয়ে দিলে।

বলতে লাগলো—লক্ষ্মীটি আমার, কাঁদে না, তোকে বিশ্বাস করি বলেই তোর হাতে দিয়ে চিঠি পাঠালুম, সব কথা বললুম তোকে, তোর কাছে আমার কোনও লজ্জা নেই, চুপ কর কাঁদিসনি লক্ষ্মী ভাইটি আমার—

তারপর ভালো করে মুখটা আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বললে—তুই তো জানিস না আমার জীবনে আমি কত কষ্ট পেয়েছি। নিজের মা নেই সে তার কাছে মনের কথা বলবো, ছোটবেলা থেকেই ফাঁকির মধ্যে মানুষ, বাবা কোনোদিন আমার সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলেনি, আমার সঙ্গে আছে এক বিধবা পিসি বাবার, কিন্তু ওরাও আমার কাছ থেকে সবই কেড়ে নেবার জন্যে তৈরি করেছে। জানিস কতবার আত্মহত্যা করবার কথা ভেবেছি, মরতে সত্যিই আমার কষ্ট হবে না, কিন্তু ওর কথা ভেবেই আমার মরা হয় না, ওর বড় কষ্ট হবে—ও কাঁদবে না তাহলে—

দীপঙ্কর হঠাৎকে একটু লজ্জা হয়েছিল।

লক্ষ্মীদি বলছে—কেমন, কথা রাখবি তো আমার? কাউকে বলবি না তো?

দীপঙ্কর বললে—না—

—এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা।

বলে লক্ষ্মীদি তার গালে আঙুল দিয়ে খুচরো আদর করলে একটু—

বললে—কতই জিজ্ঞেস করলেও মুখে কথা বলতে পারবি তো?

দীপঙ্কর বললে—হুঁ—

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে চলে আসছিল। দীপঙ্করের মনে হচ্ছিল তার যেন দেরী হয়ে যাচ্ছে। মাসীপিসীদের সঙ্গে সিনেমা থেকে যেমন হয় ঠিক তেমনি। মনে হচ্ছে যেন টলছে সে। অথচ কেন যে এমন হলো, কিছু তো হয় নি। কিছুই তো সে খায়নি। শুধু চা খেয়েছিল সে এক কাপ? চায়ে কিছু ছিল নাকি। কিছু মেশানো জিনিস! চা খেলে মানুষ বুঝি এমন করে টলে!

লক্ষ্মীদি তুলে সিল খাইয়ে দিয়েছে আবার করে। হেলমক্ নয়, সাঙাতিকারের খাঁটি বিষ। প্রাণঘাতী যা কিছু জগতে শিখিয়েছিলেন সব যেন সে ভুলে গেছে, এক মুহূর্তের জন্যেও তা আর তার মনে পড়বে না।

লক্ষ্মীদি কাছে এসে কাঁধটা ধরলে। বললে—কী হলো রে তোর?

লক্ষ্মীদির কাঁকুনি খেয়ে কথাটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। বললে—লক্ষ্মীদি—

—বল্না, কী বলবি বল্?

—আচ্ছা, কাকাবাবু কোথায় কাজ করে?

—কাকাবাবু? কেন? হঠাৎ ও-কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

দীপঙ্কর বললে—সবাই যে আমাকে জিজ্ঞেস করে। দুনিকাকা, ছোটমেসো পল্টাদা, মধুসূদনের বড়দা-টড়দা পাড়ার যত লোক সবাই জিজ্ঞেস করে কি না—

—তা এই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যেই বুঝি তুই এসেছিলি!

দীপঙ্করের তখন মনে নেই কী করতে এসেছিল লক্ষ্মীদির কাছে। তাড়াতাড়ি বললে হাঁ এই কথা জিজ্ঞেস করতেই এসেছিলাম আমি।

—না সত্যি বল্ কাকাবাবুকেই জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছে?

হঠাৎ তার মনে হলো কাকাবাবুকেই তো সে কথা কি করে বলতে পারে দীপঙ্কর। মামলা এই সব কথা জিজ্ঞেস করতেই সে এসেছিল নাকি। এই সব কথা শুনে লক্ষ্মীদির মনে হবে দীপঙ্কর তার সঙ্গে ছলনা করছে। তাহলে কী হবে? সে এসেছিল এই তো তার মনে নেই। তার তাহলে লক্ষ্মীদির কাছে আসাই বৃথা হয়েছে। হয় তাকে পালাতে হবে। আসল কথাটা একটুও লক্ষ্মীদিকেই সে চাইতে পারে।

কাউকে সাহায্য করতে আসাই নাকি পাপ? ঈশ্বর পাপ-পুণ্যের বিচার করে এই বোধ পাঠিয়েছে? তাহলে তো পুলিসকোর্টের হাকিম হয়ে যারা ফাঁসির হুকুম দিচ্ছে তারাও পাপী নয়। সাহায্য করার ওপর দাঁড়িয়ে দীপঙ্করের মনে হলো এতদিনে যেন সে নিজেকে চিনতে পারলে। এতদিনে যেন সে নিজেকে চিনতে পারলে। লক্ষ্মীদিই যেন তাকে চিনিয়ে দিলে। আর মনে পড়লো তাদের আলজেব্রার প্রফেসরের কথাটা—লাইফ এজ সার্চিং—

Be hopeful then, Gentlemen of the fury, as to death, and this one thing hold fast, that to a good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the gods indifferent to his well-being.

দীপঙ্কর সত্যিই সেদিন চা খায়নি, বিষই খেয়েছিল!

কিরণ ঘুরে-ঘুরে কর্তব্যের ওপরে। দীপঙ্করকে দেখেই ছোটে এল। বলছে—কত দিলে রে? একটাকা না আটআনা—?

(ক্রমশ)


# ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

যাঁহাদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে ১টি ছোট লাল বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব।

বাতরক্ত, অসাড়তা, একজিমা, শ্বেতকুষ্ঠ, বিবিধ চর্মরোগ ছাড়া সোরাইসিস প্রভৃতি চর্মরোগের বিশ্বস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র।

**হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন।**

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক

পণ্ডিত এস শর্মা (সময় ৩—৮)

২৮/৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

পত্র দিবার ঠিকানা পোঃ কাঁটাপাড়া, ২৪ পরগণা

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

২১

আসল কথা সমরের ঐ মেসোমশাইটির খুবই বিরক্তির কারণে মেসোমশাইর যে-ছিনাথ দুদিনের নিয়েছে তা কি করলে ভুল হতে পারে। কুলদাবাবু, ভিজ্ঞাসা করছেন—তা তুই ও নিয়ে কিসের চিন্তায় মানেজ করছি কী করে।

বলাবাহুল্য—মানেজ আমি করিনি কখনো, মানেজ আপনিই হয়ে গেছে। ঐ প্রসঙ্গের ঘটনা যদি কুলদাবাবু জানতে পারতেন, তা অবশ্যই আসতে হতো তুই পাস্ত। ঠকতে সবাই, সহজেই লক্ষিত হয়ে।

—সে কি রে

—হেড অফিসের বাবুদের সমরের মধ্যে পড়া ছাত্রদের ইংরেজি যে ভাল আর অন্যদের ইংরেজি যে ভাল নয় এ কথা লুকোবার কিছু নয়। ছেলেরা ভাল।

অমন কথা মুখের সামনে বলে ফেলায় সমরের ওপর কুলদাবাবু চটেছিলেন খুব। চটবারই কথা। কী সম্পর্কে সমরের সঙ্গে [illegible] একেবারে সমরের মেসোমশাই। [illegible] শুনলে যে-পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হতে পারেন, তা থেকে রক্ষা পাবার সাধ্য নেই।

এদিকে সমরের ওপর [illegible] কোম্পানী এ অফিসও ও অফিস [illegible] দুদিকেও কেন হয়ে গেছে। ইংরেজি বলতে ও ভাষা পড়তে পেরে এক [illegible] সবাইকে 'ফরেন কোম্পানী' বলতে হয়। কিন্তু পড়ে সবাই এ [illegible] কেন হেলেরা বসবে এবার।

পুরনো কোন্ কথা এ ইংরেজি একেবারে তখন ওরকমের মানুষকারের ধরে আনার ব্যবস্থা করে নিলে, ব্রেকফাস্ট হলো নতুনদের তাদের আর কিছু হলো না। ছোকরা এক সাহেব ছিল। সে চলে গেল ফিরিঙ্গি কোম্পানীটে চাকরি নিয়ে। বলল—বাবু, তোমার অনেক ওখানে ধরে করে।

ধর্মতলার যেমন তুই এক ছাই তুলসীর ঘোড়ার আস্তাবল ছিল তেমনি ছিল ফিরিঙ্গি কোম্পানীরও আস্তাবল। ফিরিঙ্গি কোম্পানীর ছিল সওদাগরী ঘোড়ার গাড়ি সওয়ারীদের ব্যবসা। একটা, অন্য ধরনের। প্রত্যেকটি গাড়িতে জুতে দিতে সকালে একটা ঘোড়া, বিকেলে একটি ঘোড়া। সকাল থেকে মধ্যাহ্নের টিফিন পর্যন্ত একটা ঘোড়া, দুপুরের আহার থেকে বেড়াতে। গাড়ির সংখ্যাই বেড়ানো। সওদাগরি কাজটা ধরতে পারলে। অন্য গাড়ির যেমন সকাল বিকেল-ওলারা সবাই মনে থাকে। তা নেই। এ একেবারে সকাল সন্ধ্যা গাড়ি করে এ অফিস সে অফিস করানো। তাই ফিরিঙ্গিদের জন্য এই ব্যবস্থা। গাড়িটা নিজেরা আনা ওদের আপনি সময়ের জন্য নিজে চলে পড়ে। সময়ের দিকে যেমন ঘোড়ার ঘোড়ার চলে টাকা মেটে আফিসে। গাড়ি ওয়ালাকে ঘুরিয়ে নিয়ে দিনের সকলকারের কাজ হলো। সমরে এক-দুদিনেরই মধ্যেই তাদের জানতে যে ছোকরাকে ধরে আনা সমরে এসেই আসবে খুব লক্ষ দিয়েই গাড়িতে ওঠে। চলে আসে অফিস। এই নাম সওদাগরী গাড়ি।

কিন্তু সে-ব্যবস্থাও যখন খুব শহরে-লোকেদের হাতে আসে, তখন সাহেব গাড়ির ঘোড়াগুলি হাতে আসে, তখন আস্তাবল খুলে ফিরিঙ্গি কোম্পানী তার আস্তাবলে ঘোড়াদের ওপরেও হাত বাড়ায়। ঘোড়ার ডাক্তারি ঘোড়ার ডাক্তারি ঘোড়ার ডাক্তারি

ভবানীপুরের বাড়ি নিয়ে আসবে ঠেলে থাকত একলপো, এটা দেখেছি। ভবানীপুরে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যেসব রাস্তা তৈরী করেছে, তার মধ্যে পাড়ার ভিতরকার অনেক রাস্তাতেই তখন সবে খোয়া দেওয়া হয়েছে, তখনো ভালো করে পেটানো হয়নি বা রোল করা হয়নি, আলো দেওয়াও শুরু হয়নি, সেই-সব জায়গায় অন্ধকার। সেইসব জায়গায় এক-একদিন বাঙালীদের সঙ্গে মাতাল অবস্থায় তাদের লেগে যেতো তুমুল মারামারি।

যাই হোক, ট্যাক্সী চালনায় তখন বাঙালী ওদের মতো পরিশ্রম করতে পারল না, তাই ক্রমেক্রমে হটে যেতে লাগল।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটেছিল তখন। বেশ মনে আছে, ১৯১১ সালের জানুয়ারী মাস সেটা। সেদিন কলকাতায় প্রথম এরোপ্লেন নেমেছিল। অন্তত আমরা কলকাতায় এই প্রথম এরোপ্লেন নামা দেখেছিলাম। রেস কোর্সের ঘেরা মাঠটার মধ্যে নেমেছিল। কোথায় যাচ্ছিল তা বলতে পারব না, কেন যে নামল, তা-ও জানতে পারিনি। তবে আগ্রহের সঙ্গে ছুটে গিয়েছিলাম দেখতে। বেড়ার বাইরেই দাঁড়াতে হলো, বেড়া ডিঙিয়ে মাঠের ভিতরে যেতে দিলো না। আমি শুধু নয়, আমার মতো বহু লোক জড়ো হয়েছিল দেখতে। লোকে বলাবলি করছিল, নামবার সময় একটা গাছের ডগা নাকি গায়ে লেগে-ছিল, কিন্তু কতদূর চোখের দৃষ্টি যায় তাড়া ডানাপালা কোথাও দেখতে পেলাম না। দূর থেকে যা দেখলাম, সে ঐ অভিযানে ক্লান্ত পাখির মতো ডানা মেলে পড়ে থাকা এরোপ্লেন। দুদিকে ছড়ানো পাখা, পুরোনো ধরনের। এর আগে ছবিতেই শুধু দেখেছি। পরে আবার সেটা উড়েও গিয়েছিল। এ দৃশ্য আমরা দেখছিলাম দুটি অবাক বিস্ফারিত চক্ষু মেলে। এর আগে অবশ্য বেলুন-ওড়া দেখার অভিজ্ঞতা ছিল। বন্দরের জেটিতে মোটা কাছি জড়িয়ে জাহাজ বাঁধবার যে লোহার 'ক্যাপস্টান' আছে, ঠিক তারই মতো 'ক্যাপস্টান', প্রায়ই সেইরকমই মোটা কাছি দিয়ে বাঁধা থাকত বেলুন—সেই বেলুন উড়ে যেতো আকাশে। বিপণ কলেজের কাছাকাছি—লোয়ার সার্কুলার রোডের ওপর, রাস্তার দক্ষিণ দিকে টিঙলী গার্ডেন নামে বাগানওয়ালা একটা বাড়ি ছিল, সেখান থেকে বেলুনে ওড়ানো দেখে-ছিলাম তখন। বেলুনে সঙ্গে থাকতো বন্দির বক্তা তার হিসাবে। সেইগুলি নামিয়ে দেওয়া মতই বেলুন হালকা হতো এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে যেতো ওপরে, দড়ির সাহায্যটা অবশ্য থেকেই যেতো। বেলুন নামাবার সময় কায়দা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দড়ির একটা টানের সৃষ্টি করত, সেই টানে বেলুন আস্তে আস্তে নেমে আসত।

বছরের পর এইসব নানান জিনিসের প্রবর্তন আর কারো চোখে কেমন পড়ছিল জানি না, আমার চোখে পড়ত। কারণ আমি তো বেকার—ঘুরে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কি কাজ আমার আছে। আমার ব্যাসা হলো না, পড়া হলো না, চাকরিও হলো না। খুশী হয়েছিলাম অ্যাটর্নিঅফিসের কাজে, পড়াশোনাও হচ্ছে চোখে দেখে না বলে যতো খিয়েটার করে ও হচ্ছে বেশ ছেলে।

এদিকে বেকার ছিলাম বলে বন্ধুরাও যে মনে মনে খুশী নয় সেটা বুঝতে পারতাম। ক্লাবে খুব খাটায় বলে—একদিক থেকে তারা সন্তুষ্ট ছিল অবশ্য, তাই মুখে কিছু বলতো না ও বিষয়ে। বুদ্ধদেব রাগ-অভিমান করে এক-একবার সাত-আট দিন পর্যন্ত ক্লাবে আসতই না, আমার কিন্তু সেরকম ছিল না। যা-ই হোক না কেন, ক্লাবে যাবোই। কাজের জন্য এমনিতে ভালোবাসতে সবাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব মিলিয়ে আমার যা পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাতে বুঝতাম, সামাজিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রকৃতপক্ষে আমি একা, একঘরেও বলা চলে পারে।

ক্লাবের প্রবীনরা মুখ ফুটেই আক্ষেপ প্রকাশ করতেন, বলতেন—করো না কেন কিছু?

আমাদের বাড়ি তৈরীর টাকার জোগাড় করেছি। ১৯১৮-র শেষের দিকে আরম্ভ হয়েছিল পুরু নির্মাণ। সেসব দেখাশুনা করবার ভার পড়ল আমার উপরে। এ কাজটা আমার খুব পছন্দসই হয়েছিল। বেশ চিত্ত-কর্ষক মনে হতো কাজটা। বাড়ির খানের যে স্তূপ তৈরী হতো সেটা দেখে দেখে মিলিয়ে নিচ্ছি বাড়ির কি কাজ হচ্ছে বা কোথায় কোনো এগিয়ে আছে। ভালো লাগার কাজটা। প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে যাওয়া অবশ্য ঠিকই আছে কিন্তু তখন সময় আর যেতে পারতাম না। ইতিমধ্যে হলো কি, আমাদের বাড়ির কাজের নিয়ে তদারকিতে সঙ্গে কি একটা গোলমাল হলো, ফলে বাড়ি তৈরীর কাজ বন্ধ হয়ে গেল, বছরখানেক ধরে।

সুতরাং যথা পূর্বং তথা পরং। একটা কাজে মন ঢেলে দিয়েছিলাম, সেটাও গেল। দিনগুলি ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল কঠিন ধরে।


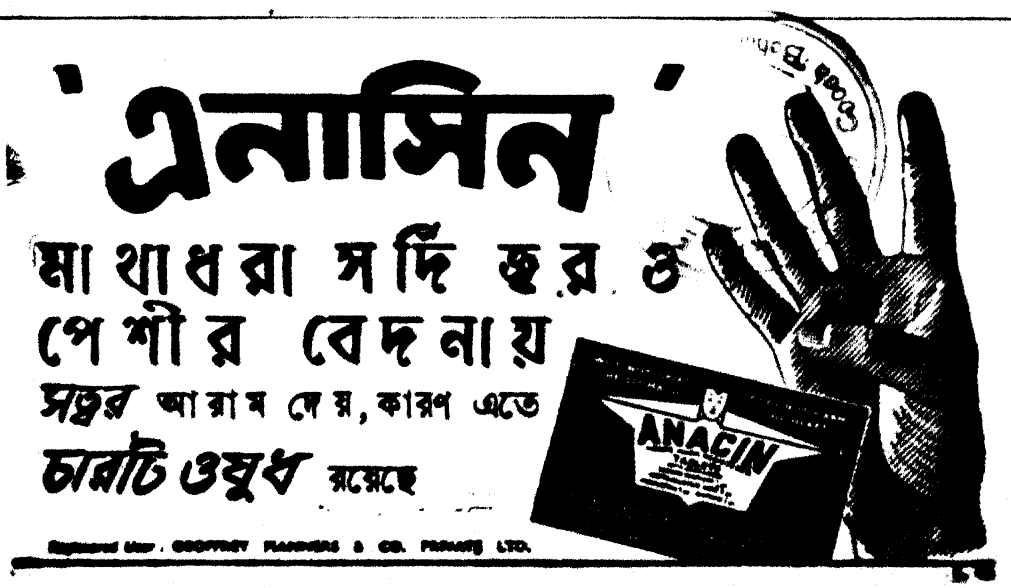

এমন সময় ঠাকুর ঠিক হয়ে গেল, আমাদের ঠাকুরেরও নিজস্ব বাড়ি হবে। রাজেন্দ্র ছোকরা তখন সবে বেরিয়েছে, আলোটালো সেরামি। তারই ওপর একটা পছন্দসই জমি পাওয়া গেল, উত্তরে নর্থার্ন পার্ক। জমির মালিক প্রবীণ ব্যক্তি—আমাদের ক্লাবেরই পৃষ্ঠপোষক, আলুপ্রেমিক ছোট হাকার বাবেকের অন্যতম। আলোকেরই উৎসাহ বেশী। সে বলল, তেতিশ বছরের জমি নাও আলুবাবুর কাছ থেকে। ক্লাবের একটি বাড়ি হোক। এসো চাঁদা তোলা শুরু করে দেই।

যে কথা সেই কাজ। চাঁদা উঠুক আর না-ই উঠুক, কাজ আরম্ভ হয়ে গেল দেখতে-দেখতে। জমিটার দামদস্তুরও পাকা-পাকি হয়ে গেল। এদের বাড়ি তৈরীর অভিজ্ঞতা আমার ইতিপূর্বে হয়ে গেছে। তাই আমারই ওপর ভার পড়ল সবকিছু দেখাশুনা করবার। আমার আমি দেখার মনের মতো করে। কারা সরকার দামান আর ঠকাই করে যে দেখবেন, সেসবটাতেই হল কারসাজি একেবারে। এই বাড়ি তৈরীর কাজ ছাড়া। একটা কিছু আমার সমস্ত অন্তরকে ভরে তোলে। এ যেন একটা জিনিসকে ভালবাসার ও ভালবাসানো। সারাটা দিন ও রাত আমি যে কাজটিকে নিয়ে আছি, তাকে কেন্দ্র করে একরকমের আনন্দ হয়ে মনে। আর সেই আনন্দটি আমাকে কাজে লাগিয়ে রাখে। এই কাজটা [illegible] ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, এই কাজটা [illegible] আমার ভালো লাগছে কিনা, এসব নিয়ে আমাকে কোনোদিন ভাবতে হয় না। কিন্তু যা হচ্ছে, তার সবটা আমার ভালো লাগছে।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম, ইতিমধ্যে আমাদের [illegible] আমি সবসময় যাতে এখানে থাকতে পারি, সেজন্যে ব্যবস্থা করে দিল। সে আমার জন্যে একটা ঘর তৈরী করে দিল। সে ঘরে একটা চৌকি, একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। ঘরটা তৈরী হতে হতে আমার ক্লাবেরই। সকালের দিকেই চলে যেতাম কাজের তদারকে। তত্ত্বাবধায়ক করতাম তাকে। সেই সময় ক্লাব বলে একটা জায়গা আছে।

তখন যে আমাদের সংগীতচর্চার আসর চলছে। ১৯১৯ সালের শেষের দিকে আসছি। তাই এখন আমাদের পুরনো আসর কী নতুন বই দেওয়া যায়, সে নিয়ে তখন থেকেই কথাবার্তা ভালো হয়। আমি প্রস্তাব করলাম, ডাকঘর বই করা যাবে।

—সে কিরকম?

বললাম—ডিপ্তা নেই, আমি লেখা।

ওরা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বললাম—কাল থেকে আমি কাজ লিখছি।

ডাকঘরের 'ডাকঘর' পড়েছি। আরও 'ডাকঘর' পড়েছি। এক ডাকঘরবাবুর লেখা 'কুবুদ্ধেক্ত'—একটা নাটকের মতো অভিনীতও হয়েছিল। দেখেছিলাম। কোনো-কোনো দৃশ্য খুব ভালোও লেগেছিল। নাটকার একখানা বই উপহারও দিয়ে-ছিলেন আমাকে। এছাড়া 'হেমন্তর' বলেও একখানা বই পেয়েছিলাম। এইসব বই একসঙ্গে করে, তার থেকে দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ নেয়া নিয়ে সংকলন করে একখানা নাটকে দাঁড় করাতে হবে। দায়সারাগোছের ব্যাখ্যার জন্য কোথাও বা নতুন কিছু [illegible] করে নিতে হবে। নতুনের মিশ্রণী-সব কাজও তাই, আমার কুয়ো কেটে মনে এই সংকল্পের সাক্ষাৎও মিলে। দৃশ্যের সংগে দৃশ্য সংকলনের কাজ করতে করতে মাঝেমাঝে এক এক সময় ভিন্ন ধরে যেতো। তখন, ঐ দৃশ্যগুলি যেভাবেকার মতো দেখিয়ে পড়তাম। ইতিমধ্যে পড়তাম খুব। ইতিমধ্যে ভিন্নভাবে দেখেন থেকে ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে আসর হতো।

এইভাবে আর তিন কাটা। মাঝখানের অভিনয় করবে পর অবশেষে বইটা দাঁড় করাতে পারলাম। একদিন ছেলেদের সবাইকে এক সঙ্গে পড়ে শোনালাম—যেন সাধারণ ও কারকজন বললে—তবে একটা সময় ওর সামনে জানতে ভিন্ন ভাবে হয়।

—সেই সময়।

ওরা সবাই—এই যে দেখানে কুবুদ্ধেক্ত নামের সঙ্গে অবতার নাম ঐকুক্তের। পড়ে শোনাবার ভিন্নি নিলিয়ে। ডাকঘর বাদে একটা ভিন্নভাবের পাড় হয়েছে। আমাকে

কাল সব বন্ধ, ভোজনম ন্যস্তার ছিলের নেই—অনুভূত নিবুদ্ধি লালন পরিবেশ। বুঝতে পারতাম যে, অনেক বেলা হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে আসতাম খাওয়া-দাওয়া করতে।

সিন যায়। ইতিমধ্যে 'ভীষ্ম' পড়ে গেছে মহলায়। এবার আমাকে যুদ্ধের পার্ট দেয়নি, আমি এবার—কর্ণ। সেই আমাদের প্রথম ফুলের প্রফুল্ল ঘোষ, যে পাম কোম্পানীতে চাকরি করতো, আর কোহিনুর থিয়েটারে যুদ্ধেছিল, সে যুদ্ধের সময় চাকরি নিয়েছিল বড় কোম্পানীতে আকাউন্টস বিভাগে। যুদ্ধের সময় মাইকা বা অভ্রের খুব চাহিদা হয়েছিল। বড় কোম্পানী মুঙ্গের জঙ্গলে মাইকা মাইন খুলেছিল, কাঁচা স্টেশনে নেমে আঠারো মাইল ঘোড়ায় চেপে যেতে হয়, প্রফুল্ল সেখানে গিয়েছিল আকাউন্টান্ট হয়ে। ভর্তমিনে ও বিয়ে-থা করেছে। ছুটিতে মাঝে মধ্যে কলকাতায় আসত, দেখা করে যেতো আমাদের সঙ্গে। অর্থাৎ যোগাযোগটা ছোঁড়েছিল। এখন হলো কি যুদ্ধও শেষ, অভ্রের খনির কাজও শেষ, প্রফুল্ল চলে এলো কলকাতায়। সেই খনির এক সাহেব, শিলচার সাহেব 'নিজে অফিস করলেন, ও এখানে এসে জুটলো করলো আকাউন্টান্ট ও কন্ট্রাকটর হয়ে। সুতরাং এবার আমাদের ক্লাবে ওর নিয়মিত গতায়াত করার আর কোনো বাধা রইল না। ও 'ভীষ্ম'তে হলো—মাতামহী 'ভীষ্ম' হয়েছিলেন ঐ আশুবাবুরই ছেলে—ভোলানাথ। মরেন্দ্রনাথ ঘোষ কারে ভালো শুনতে পেতেন না তাই আমাদেরও পার্টটা মুখস্থ করে ফেলতেন থেটেখুটে, অভিনয়ও ভালো করতেনই, এতে করে আরও ভালো হয়। বইয়ের প্রথম অংশে—তরুণ ভীষ্ম অর্থাৎ 'দেবব্রত' করতে আমাদের সেই ক্ষীণ যুদ্ধোপাধ্যায়, বাকি অংশ করলেন ভোলানাথ। ভোলানাথ অভিজ্ঞ অভিনেতা, ভবানী থিয়েটারের শিক্ষকও ছিলেন। আমাদের সেই 'বিরহ' অভিনয়—কর্ণ সেজে বেশ ভালোই অভিনয় করেছিলেন। তবে আরও ভালো করতে পারতেন, তখনকার ছিলেন সুদক্ষ হারমোনিয়াম বাদিকা। অম্বা ও শিখণ্ডী করেছিল বেলুড়। সত্যবতী—বিধু সরকার। পরশু—ইন্দু মুখার্জি। কাশিরাজ—মুকুল বসু, অভিনয়ে ইতিহাসমনস্ক। কন্যা—অভিনয় করে শ্রীমতী—নিম্নশ্রেণীর বসু, তিনি আমাদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাতেও শ্রীকৃষ্ণ করেছেন। মনে হয় হয়তো—বসু মুখুজ্যে। হয়তো আমাদের এই পদবীর জন্যেই হয়তো। এবার হয়তো আমাদের সব মিজেদের পদবীর। যাহোক পদবীর আমাদের সবার ইচ্ছা ছিল কাজে ও হেমেনদাদের, এবার ঠিক সেইরকম হয়ে এবার একটি আশ্চর্যও করল না ইতিহাসে আমার মনে এক ইতিহাসের ছাপ। মনীন পড়বও আমার ছিল হয়তো একদিন হয়ে হলো 'কবিকঙ্কণ' হারমে অভিনয় হয়ে ছবিটাই মিস্টার মনীন মিত্র। পাল্টে হয়েছে নিজের আমার মনে মনে মনে মনে নতুন পরিচয় সমস্যাই সমাধান আমি কিন্তিবাবুর হারমো এইসব পাল্টে আমার সাধারণ জন্য একটা হারমো পাল্টে দি এই হয় না? তাহলে আমাদের মনে মনের অভিজ্ঞতাও হয়েছে, সাধারণ পাল্টে পাল্টে তাই এই জন্য হারমোনিয়ামে কারণে।

ঘটনাটি এই নিয়ে এমন সময় আমার আমাকে হয়ে একদিন ক্লিয়ারে ডেকে বলল—হ্যাঁ রে, হারমোনিয়াম পাল্টে পাল্টে তোমার এক মাস্টারমশাই আছে?

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? —বলেই না।

বললাম—আছে। আমার থেকে ৩বছর চারেকের ছোট।

অবাক বললে—তোমার মাস্টারমশাই কি পড়ছে?

—হ্যাঁ।

—তোমাদের কি কি এ পাশ করেছে এবার?

—হ্যাঁ। 'অন্ধ' কোর্স।

অবাক বললে—আমার সঙ্গে তোমার মাস্টার মশাই এসেছে।

—হ্যাঁ নিশ্চয়। এসো আমাদের ক্লাব! দেখাচ্ছি তোমাকে।

আমাদের ক্লাবে ঢোকে ভেতরে ঢুকে হলে তোমার পরিচয়ও আমি দেবোখন। বললাম—আমার সঙ্গে এসো এসে দেখবে। তোমার পরিচয় আমিই তোমার মাস্টারমশাইকে। বলতে বলতে একরকম হয়ে গেল এ বিষয়। কথা হলো ১২২০ সাল।

ক্লাবঘরে ঢুকে ও হয়ে গেল একটি কমিটির আমাদের ঢোকে তোমার পরিচয়ও আমি দেবোখন। বললাম—আমার সঙ্গে এসো এসে দেখবে। তোমার পরিচয় আমিই তোমার মাস্টারমশাইকে। বলতে বলতে একরকম হয়ে গেল এ বিষয়। কথা হলো ১২২০ সাল।

ক্লাবঘরে ঢুকে ও হয়ে গেল একটি কমিটির আমাদের ঢোকে তোমার পরিচয়ও আমি দেবোখন। বললাম—আমার সঙ্গে এসো এসে দেখবে। তোমার পরিচয় আমিই তোমার মাস্টারমশাইকে। বলতে বলতে একরকম হয়ে গেল এ বিষয়। কথা হলো ১২২০ সাল।


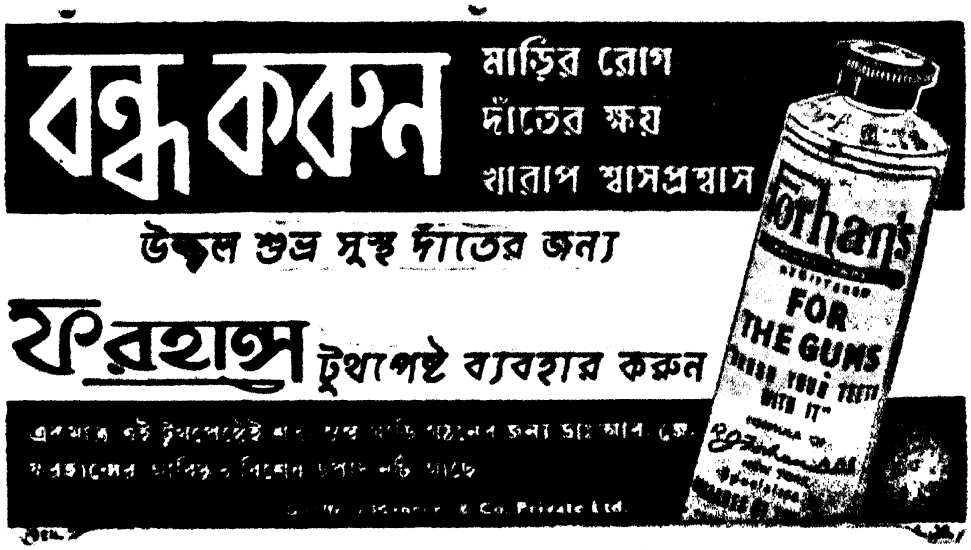

হয়ে গেল আগে, আর বড়ো বয়সে হইল, এই কথা তুলে শুরু হলো কানাকানি। বিয়ে উপলক্ষে যেসব আত্মীয়স্বজনরা এসেছিলেন, তাদের মুখে বিশেষ করে মেয়ে মহলে কথাটা শুনে শুনে মায় আর ভালো লাগল না, বলা যায়, মায় মুখে একটা বাধাই এসে গেছল। মা অবশ্য আগেও একবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হননি। ছোক কিছু বয়ে না এজন্যেই কি বিয়ে হোক না।

বাবা বলতেন, মেয়ে পড়ুক এই সময়ে, লায়েক হোক আর কিছু বিদ্যে বুদ্ধি নিজেরই না হোক, পেশা। আমার অবর্তমানে অন্তত যাতে খেয়ে বাঁচতে পারে। আমার বিদ্যে সম্পত্তি ও কিছু আছে ছোকরা তা হাতাতে পারবে না।

তাছাড়া তখনো আছে কিন্তু তার তখন ফাস্টক্লাসের চুকরি। সবসময় হাতের তলে। তার বয়স আছে—সে নিজের ছিল মনে তার একটা ছোকরা ছিল, ডিটেকটিভ। এসে নিজে পড়াতে পারে না অন্তত বিয়ে করে, বলতো—পড়ু মন।

যদিই বা কোনদিকে কী ফাঁসাকলেও তার আইনজ্ঞ মুরুব্বীরা ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে নিতে এমন ঘুরপথ ধরতেন যে কেউ টেরটি পাবে না। তাই বাবার মত ছিল কিন্তু কার্যতঃ অন্যরকম। ফলতঃ কিছু না করেও অনেক কিছু করা হয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটি যে ওদের বাড়ি যাতায়াত করে, বাবা মা তাকে ভালোবাসেন, এ নিয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। ছেলেটি যে ওদের বাড়ি আসে, মেয়েটির সঙ্গে মেলামেশা করে, এ নিয়ে কারো মনে কোনো প্রশ্ন ছিল না। ছেলেটি যে ওদের বাড়ি আসে, মেয়েটির সঙ্গে মেলামেশা করে, এ নিয়ে কারো মনে কোনো প্রশ্ন ছিল না। ছেলেটি যে ওদের বাড়ি আসে, মেয়েটির সঙ্গে মেলামেশা করে, এ নিয়ে কারো মনে কোনো প্রশ্ন ছিল না।

এই ভাবাপন্নকে ঘিরে আমাদের চারপাশের বলয়ের বিন্দু উপলক্ষে। সে সূত্রে সে অবশ্যের পরিচিত এবং ছোকরা নাম কিছুদিন। অবশ্য বিয়ের ব্যাপার নিয়ে যে গুঞ্জন উঠল তেমনও কানে বিন্দু ছিল তার। বলতো—সবাই তো বড়ো থাকতে ছোটর বিয়ে হচ্ছে। একটা কথা।

বিয়ের পাঁচ-ছয় সপ্তাহ আগেই সে আমার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল তাদের জেলার এক সরকারী ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে। প্রায়ই তখন সে বলতো—খোকা সত্যিকারের আমার মেয়ে দিয়ে যাবো। বিয়ে দেবো, খুব সুন্দরী মেয়েটি।

কিন্তু সে সব তার আগেই। আজ যখন কথা উঠল, তখন তারাপদর মেসের সেই মেয়েটি নিশ্চয়ই একদিন আইবুড়ো হয়ে মরে গেছে, বিয়ে হয়ে গেছে।

তা ছোক, তারাপদর একান্ত অভিলাষ, ছেলেমানুষের এবার কোথাও না কোথাও লিপ্তটা হয়ে যাক। তাই সে মায়ের সঙ্গে এসব কথাবার্তার যোগ দিলে। মাকার কাছে অনুনয় বিনয় করলে। মাকা কিন্তু অটল, তাঁর মেয়ে থেকে তাঁকে কেউ টলাতে পারবে না। কী করা যায়? মা ছেলেকে সমঝদারের কাছে। সমঝদারই সব শুনে বললেন—বিয়েই যে বিয়ে দেওয়া খুবই উচিত। কাজ করা ছেলে কাছে না, তাতে কি হয়েছে? ছেলের ওপর সংসারের ভার পড়লে, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা একটা কথা। আমি যা ঠিক করব তোমরা তার ওপর কথাটি কইতে পারবে না। যে-মেয়েকে আমি ঠিক করে দেবো তার সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে। আমিই আমি দোষে এ ভার। ছেলে তখন এমন অসহায়, যে বউ না হলে দুদিন ঘর চলবে না। আত্মবিশ্বাসের পরশে মা সমঝদারের ওপর ভার হয়ে গেলেন। সমঝদার দুই দিন পরে বললেন—

আমার পছন্দমতো বিয়ে হওয়াটা ছেলের ইচ্ছেমতো বিয়ে হওয়ার চাইতে সুখের হবে, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ওর বয়সে আমিও ঠিক এমনি করেই ভেবেছিলাম। আমার বাবা আমার ওপর ভার দিয়েছিলেন, আমি তাঁর সে ভার রক্ষা করেছিলাম। তোমরা ওর ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। আমি ওকে সুখী করবো।

মা ছেলে কৃতার্থ হয়ে গেলেন। সমঝদারের পরামর্শ মতো ঠিক হলো, ছেলে কিছু জানবে না, কিছু বলবে না, কিছু করবে না। সমঝদার যা করবেন তাই হবে। ছেলে শুধু বিয়ের দিন বিয়ে করতে যাবে।

—বেশ।

কথা মুখোমুখি ঠিক হয়েই সমঝদার একদিন মেয়ে দেখতে গেলেন। মেয়ে দেখে খুশি পছন্দও হলো।

তখনকার দিনে পাত্র হিসাবে আমার বয়স হয়ে গেছে বেশী—চব্বিশ-পঁচিশ। সেই জন্যেই আমার বয়স ছোট। তাই একটু সঙ্কুচিত হয়েই কথাপক্ষ নিজে বলেছিলেন—ছেলেবেলাতে মার মেয়ে মানুষ, আমার মা আমার বন্ধু পর্যন্ত নয়। ছুটি মেয়ে। পাত্রীটির বিয়ে হয়ে গেছে—এটি ছোট।

সমঝদারই সব শুনে খুশি হয়েছিলেন—ঠিক হবে। ঠিক হিসাবে। মিলে যাবেন মেয়েকে।

মেয়েকে আনা হলো ওর সামনে। ও'রা বললেন—আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করুন? লেখাপড়া, সেলাই-কোঁড়াই?

সমঝদারই বললেন—বলে পেয়ে গেছি, এমন ভালো বর! জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা আর কি করব?

—তা ছোক, তবু কিছু জিজ্ঞাসা করুন।

সমঝদারই ওঁদের অনেক পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করে বসলেন—হোপার খাতা লিখতে জানো?

মেয়ে নতমুখে বসে ছিল। এ প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল।

সমঝদারই আবার বললেন—হোপার হিসেব, সঞ্চয় খরচের হিসেব, ওসব রাখতে পারবে?

—পারবে।

—বাস, আর কিছুতে হবে না।

মেয়েকে পরীক্ষা নিলেন ভিতরে। সমঝদারই ও'দের বললেন—এবার আপনারা ছেলে দেখে আসুন। ছেলে কিছু করে-টরে না তবে সংসার বিষয়-সম্পত্তি আছে।

ও'রা বললেন—ওসব খবর নিয়েছি। ছেলে দেখবার দরকার নেই।

—তবে পাকা দেখার দিন স্থির হোক।

হলো পাকা দেখা। আমাকে ও'রা অভিনন্দন করে খোকন হবুচন্দ্রটি বলে। সব দেখা হয়ে গেল। তাঁরা চলে আসলেন। তাঁরা চলে যাবার পর বিয়ের দিন স্থির হলো একটা। কিন্তু এরপর যে ছেলের বাবার অনুপস্থিতিতে ছেলের কাজ হবার নয় তাই তাঁদের মত জানানো হলো। সব শুনে শুনে হয়ে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বললেন—না এ বিয়ে হবে না।

(ক্রমশ)

কে. হোড়ের কণক * পাউডার *

ক্রুও ওও কোম্পানীর শান্তি রস সালসা রক্তশোধক বলবর্ধক ক্রুও ওপেল আপত

# বিজ্ঞানি বৈচিত্র্য

চন্দ্র দত্ত

আজকের দিনে মানুষ সর্বক্ষেত্রে সময় সংক্ষেপ করার জন্য সব কাজের গতিবৃদ্ধির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়ে থাকে। একদিন যেখানে মানুষ রেল-গাড়ি দেখে "দুই ঘণ্টার চলে যায় দুইদিনের পথ" ভেবে খুশী হয়ে উঠতো আজ বিমানের যুগে রেল-গাড়ির আর অত কদর নেই। শোনা যাচ্ছে যে, ১৯৬৫ সালের মধ্যে যে দ্রুতগতি বিশিষ্ট বিমান তৈরী হবে তা আজকের দিনের কমার্শিয়াল জেটের চেয়েও দ্রুতগামী হবে। এই বিমান ঘণ্টায় দু' হাজার মাইল গতিতে উড়ে যাবে। এই বিমানযোগে সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে মাত্র ৯০ মিনিট সময় লাগবে কিংবা মাত্র দু' ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসে পৌঁছে যাওয়া যাবে। শুধু দ্রুতগামী হবে না, এই এয়ারোপ্লেনের আরও সুবিধা এই যে, এটিকে প্রয় অবস্থাওয়া-নিরপেক্ষ বিমান বলা যায় অর্থাৎ আবহাওয়া যদি খারাপ হয় তাহলে এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৫ মাইল ওপরের স্তরকে আবহাওয়ার কোনও সম্প্রব নেই সেই শূন্য পথে উড়ে যেতে পারবে। অবশ্য এইসব বিমানের জন্য এয়ারোড্রামের রানওয়েগুলি অন্তত দু' মাইল বিস্তৃত হওয়া দরকার। বিশিষ্ট বিমান ডোনপানী আশা করেন যে, ১৯৬৫ সালে কেন, ১৯৬০ সালের মধ্যেই এইরকম দু'একখানা বিমান তাঁরা চালু করতে পারবেন।

•

শিশুকাল থেকেই আমরা শিখে এসেছি, পৃথিবীর শিল্প তাপ জল ও এক তাপ স্থল। এই বিশাল জলরাশির প্রচণ্ড তরঙ্গায়িত আয়তনের কোন কাজে লাগে একথা আমরা কখনও বিশেষ ভেবে দেখিনি। অথচ সমুদ্রের তরঙ্গমালার যে প্রচণ্ড শক্তি একথাও আজানের অজানা নয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিকরা এ সম্বন্ধে চিন্তা করতে শুরু করেছেন এবং তাঁরা বলেন যে, তরঙ্গ-তাপের শক্তি আমাদের কাজে লাগান সম্ভব হয়। পরীক্ষার জন্য তাঁরা দেখেছেন যে, একটি লোহার পেটাক সমুদ্রের মধ্যে রশি দিয়ে বেঁধে সমুদ্রের মধ্যখানে নোঙর করে আটকে রাখার পর তার ওপর দিয়ে অবিরত ঢেউ যাওয়ায় সমুদ্রে ঐ নলটি ঘুরে ঘুরে যে শক্তি সঞ্চিত হয় তা আবার জেনারেটরের কাজে লাগান যায়।

•

পৃথিবীর তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রী ফাঁক বরফে ঢাকা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে এই বরফ ক্রমশ গলছে। এই বরফ ফোকে ফোকে সমুদ্র জলের ফোকে ফোকে সমুদ্র জলে, ফলে জলে পৃথিবীর আবহাওয়ারও অনেক পরিবর্তন হয়। বৈজ্ঞানিকদের হিসেবে যে, বর্তমানে প্রয় ৬,০০০,০০০ বর্গমাইল জমি বরফে ঢাকা আছে। পৃথিবীতে বরফাচ্ছাদিত যত জল আছে, এই বরফে প্রয় তার ১১ গুণ জল আছে।

•

আজকের দুনিয়ার বিশ্ব-বন্ধুত্ব আশাকার মুখে বলতে অতিশয়োক্তি হয় না বোধ হয়। তবে সেদিন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আজকাল তরতরে অগ্রগতির আসর জমাতেছে তার মধ্যে মহাকাশ অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখন যদি আন্তর্মহাদেশীয় মহাকাশযানের নিয়মিত যাতায়াত সম্ভব হয়, বিশ্ব-বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, তাদের তত্ত্বাবধানে এমন আন্তর্মহাদেশীয় রেল-লাইন স্থাপনা হবে যাতে লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক এবং লন্ডন লাইনে সিডনি ও সিডনি পর্যন্ত যাতায়াত অনায়াসসাধ্য হয়ে যাবে। বিভিন্ন স্টেশন হিসাবে লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, মস্কো, ব্রাসিলিয়া, সিডনি, সিঙ্গাপুর, আল, ফ্রান্সিসকো ইত্যাদির নাম করা হয়েছে। এই আন্তর্মহাদেশীয় রেল-লাইন পৃথিবীর নানা স্থান দিয়ে চলে যাবে—সাইবেরিয়া উত্তর আমেরিকা, ইংলিশ চ্যানেলের তলদেশ, এমন কি হিমালয়ের বুক চিরে সুড়ঙ্গপথও তৈরী হবে। শোনা যাচ্ছে যে, এ পথ হবে বেরিং জলডমরুর নীচে সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে যাবে, না হয় তো ওপর দিয়ে ব্রীজ করে চালান হবে। সাধারণ রেল লাইনের চেয়ে এ লাইন চওড়া হবে। সাধারণ রেল লাইন ১·৫ মিটার চওড়া হয়। এই লাইন ৪·৫ মিটার চওড়া হবে। ফলে এই লাইনের ওপর দিয়ে অনেক ভারবাহী গাড়ি যাতায়াত সম্ভব হবে। সাধারণ রেল-গাড়ির চেয়ে এ গাড়ি ৫০।৬০ গুণ বেশী মোল বইতে পারবে।

•

পৃথিবীর বিভিন্নমুখী সমৃদ্ধিকল্পে যেসব বিজ্ঞান শাখের একটি বৈশিষ্ট্য। চার হাজার বছরের বেশী পুরনো মমির আসল মমতা করে সংরক্ষণ পাওয়া গেছে। কায়রো মিশর-বিজ্ঞানাগারে এক পুরাতত্ত্ববিদ তা আবিষ্কার করেন। এইসব মমির আসল মৃতি সংরক্ষিত রেখে চার হাজার বছরের পুরনো মমির মুখে এক নতুন মুখোস পরিয়ে দেওয়া হয়। এই মুখোসটি মমির অবিকল মতন। এর আগে আসল মৃতি সংরক্ষিত রেখে চার হাজার বছরের পুরনো মমির মুখে মুখোস পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং সেটিও পৃথিবীর প্রথম মুখোস নয়। মুখোসটির দাম এই হেরফেরটি যা পড়ে ২৫০০ টাকার মতন।

•

মহাকাশে পরিক্রমণরত কৃত্রিম উপগ্রহ হতে পৃথিবীর উপরিভাগের ছবি তোলা হয়েছে। এই ছবি তোলা নিয়ে কাজ নয়। ছবিটি তোলা হয়ে গেলে তাকে টেলিভিশন প্রেরকযন্ত্রে সাহায্যে বেতারে প্রেরণ করা হয়। এই নতুন পদ্ধতি পৃথিবীর ভূমিরূপের পরিচয় তুলে ধরবার সুযোগ দেবে। এবং নতুন পদ্ধতির ফলে মাত্র ৫০০ মাইল উচ্চতায় অবস্থান করেও এক্সপেরিমেন্টাল উপগ্রহের সাহায্যে নিখুঁত ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। এতে ইচ্ছা করলে অবজারভেটরির সাহায্যে আকাশের ছোট বা বড় যে কোন বস্তুর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা একেবারে সহজ হয়ে যাবে। ছবিটি তোলবার সময় ক্যামেরার ফোকাস দূরত্ব ১ ইঞ্চি ওপরে থাকবে। শুধু তিন সেকেণ্ড ছবিটি তোলবার সময় ক্যামেরা খোলা থাকবে।

নতুন ধরণের রকেট বোমা

# বিলেতের প্রাথমিক বিদ্যালয়

দীপালী বসু

প্রথম যেদিন স্কুলে গেলুম, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। প্রাইমারী স্কুল। আবাসিক চরিত্রের অধীনে। স্কুলের গেটে প্রবেশ করলুম, ছোট ছোট বাচ্চারা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সকাল ১১টা, ওদের দুধ খাবার অবসর। শ্রেণীতে শুধু বসবার বাড়ি। দু'দিক দিয়ে সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। ছেলেমেয়ে কম হওয়ায় না পেরে ছোট একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলুম, "তোমার হেডমাস্টার কোথায় বসেন দেখিয়ে দাও।"

সে কিছু না বলে দিদি দিদি বলে ডাকতে ডাকতে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। ঘরে ঢুকে একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলুম, "তোমার হেডমাস্টার কোথায় বসেন?"

"ও তুমি কি মিঃ নলিনীকে চাও? এসো আমার সঙ্গে।"

আর একটি ছোট ছেলে ইতিমধ্যে এসে জিজ্ঞেস করল,

"আমি নলিনীকে দিয়ে কাজ করাব?"

আমাকে দেখে কারও কোন ভাবান্তর হল না। ওরা ভাবল, আমি বোধ হয় ওদের কোন সহপাঠী। কি করে আমি ওদের বোঝাব যে আমি ওদের সহপাঠী নয়।

ওদের সঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখি, একটি ছোট্ট টেবিলে বসে নলিনী কি সব লিখছে। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। আমি পরিচয় দিলুম। কি প্রয়োজনে এসেছি তাও বললুম।

নলিনী সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে চলল ওদের ক্লাসে। ক্লাসে ঢুকে সে আমাকে বসতে বলে ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ওদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী ছিল। তারা আমাকে দেখে খুব খুশী হল। ওদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলুম, ওরা আমাকে ওদের সহপাঠী ভেবেছে। ওদের ভুল ভাঙাতে আমার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। ওদের কাছে আমার পরিচয় পেয়ে ওরা খুব খুশী হল। ওদের সঙ্গে আমার ভাব জমে উঠল। ওদের কাছে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হবে ভেবে—

ওদিকে ওদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে—

"ওকে আমাদের ক্লাসে বসতে দেওয়া হবে না।"

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলুম, "আমার কি দোষ?"

"তুমি আমাদের ক্লাসে বসতে পারবে না। তুমি ওদের ক্লাসে যাও।"

"কেন?"

"ওরা তোমার মতো ভারতীয়। ওরা তোমার ভাষা বুঝবে।"

"কিন্তু আমি তো ওদের ভাষা বুঝি না।"

"তাতে কি? তুমি ওদের ক্লাসে যাও।"

"আমি ওদের ক্লাসে গিয়ে কি করব?"

"ওদের সঙ্গে বসে থাকবে।"

"তাতে ওদের কি লাভ হবে?"

"ওরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে পার

বুডেনের একটি আধুনিক সেকেন্ডারি স্কুলে টেলিভিশনে শিক্ষার ব্যবস্থা

দাঁড়াতেই মিঃ বর্নস বললেন, "গুড মর্নিং, তোমরা নিশ্চয়ই ভালো হয়ে থাকবে।"—তারপর আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর হাসির মানে বুঝলুম। ছেলে-মেয়েরা যে-যার জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ে, কেউ আলমারি খুলে খেলার বাক্স বের করল। কেউ পাজল বক্স নিয়ে বসল। অপর একজন ছেলে-মেয়ে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে ঘিরে ধরে বলতে আরম্ভ করল, "আমি এটা নেবো, আমি ওটা নেবো।"

চিৎকার চেঁচামেচি। আমার মৃদু হাসি শান্ত প্রতিবাদ হৈ-হৈ মধ্যে নিমজ্জিত হল। ভাবলুম অনেক্ষণ আর বাড়তে দিলে আমার অস্তিত্বের বাইরে চলে যাবে। অতিকষ্টে ওদের কাছ থেকে খেলনা হস্তগত করে বললুম, "তোমরা সবাই যদি চেঁচাও তাহলে কে কি নেবে আমি বুঝতে পারব না।"

অপরেরা একবার টাইম-টেবিলের দিকে চেয়ে দেখি রয়েছে সংখ্যা গণনা।

বললুম, "আচ্ছা, খেলার আগে তোমরা কে কে গুনতে পার দেখব।"

জন প্রতিবাদ করল, "এখন আমাদের খেলার সময়।"

পাশ থেকে একজন বলল, "আমাদের টিচার আমাদের খেলতে দেন।"

বললুম, "খেলবে বইকি আগে আমি যা বলি তার উত্তর দাও তো।"

বলতে কাছে এসে বললে, "আমি টাইম টেবিল দেখব।"

ওর স্পর্ধা দেখে ইচ্ছে হল, আচ্ছা করে শুনিয়ে দিই। অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ করলুম। মনে পড়ল বি-টীমে পড়ি দিওরিগুলো। আরিথমেটিক জিওমেট্রি অপরাধ বোঝানো ইত্যাদি ইত্যাদি।

লাভ নেই বললুম, "বুবার্ট, টাইম টেবিল দেখা তোমার কাজ নয়, তুমি বস।"

পড়াশুনা করতে করতে ও বসল। তারপর কিভাবে যে ওদের নিয়ে বোর্ডে যু-একখানা অঙ্ক কষলুম বোঝা, তা কাকপক্ষী অবশ্যই জানে। যাই হোক, বেশীক্ষণ আর আমাকে অস্তিত্বকে ছাড়তে পারে অনুরূপ ও আনন্দ সুখের মধ্যে পরিশ্রম করতে হল না। লাঞ্চের ঘণ্টা পড়ল।

লক্ষ্য করেছি এরা সব কাজই বেশ শৃঙ্খলাসহকারে করতে ভালবাসে।

বললুম, "মেয়েরা আগে লাইন কর।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই যু-তিনটি ছেলে ছোট দিলে।

একটি মেয়ে বললে, "মিস, টীম তিমি চলে গেল।"

বললুম, "লাঞ্চের পর আমাকে মনে করিয়ে দিও।"

লাঞ্চের সময় মিঃ বর্নস জিজ্ঞেস করলেন, "কি রকম লাগল ছেলেদের।"

বললুম, "বেশ ভো।"

লাঞ্চের পর ক্লাসে এলুম। দেখি মেয়েরা অনেকেই বাড়ি থেকে নিজের নিজের পুতুল এনেছে। ছেলেরা এনেছে টয়গান। সকলকে চুপ করিয়ে বসিয়ে নাম ডাকতে শুরু করলুম। আমার উচ্চারণে ওদের নাম অনারকম শোনায়। বোঝে না। অগত্যা একটি মেয়েকে ওদের নাম বলতে বললুম। দেখলুম সমবয়সী হলেও মেয়েরা অনেক চটপটে। মেয়েরা আগে পরিষ্কার হয়। (?)

টাইম টেবিলে ড্রইং। দেখলুম আঁকতে ওরা খুব ইচ্ছুক। ছোলেরা খুব তাড়াতাড়ি এরোপ্লেন, জাহাজ, মেশিনগান ইত্যাদি এঁকে এনে হাজির করল। এত ছোটরা এমন সুন্দর আঁকতে পারে দেখে অবাক হলুম। অবশ্য ওদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। জাহাজের কোথায় কি আছে খুঁটিয়ে লিখে, দেখানেরও। ওরা যে তাড়াতাড়ি আঁকল আমাকেও জোগাতে হয় দুই দেখার। ওরেল হেমার স্টেট, অডেল ক্লিনিক ক্লোকলা লিচ্ছে। ছাদের কাপাস, সেপিসল হর্ন ঘুড়ি ইত্যাদি। অজস্র খেলার উপকরণ। ছেলে টীমস আমার ছেলের প্রাইমারী স্কুলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মেয়েরা অনেক সময় নিয়ে সবার সুন্দর ছবি আঁকল। সবগুলো সুন্দর। কোনটার সুন্দর বা নিম্ন সংজ্ঞা দেওয়া মুস্কিল। একটা সবার ওপর ছাপিয়ে গেছে। একটা সমস্ত ফোকাস সুন্দর ছবি। ছবির সুন্দরীদের ছবি।

ঘণ্টা পড়ল। অনেকে ছুটি চলে গেল। মেয়েরা ঘণ্টার শব্দ শুনে ইতস্তত। বাকি সবাই নিয়ে এল আমাকে। কেউ কাগজই ওদের ভালো লাগে না। বুঝলুম অপরের অসুবিধা। আরেকটি ঘণ্টা পড়ল না। আমি ছবি সংগ্রহ করে চলেছি। ছোট মেয়েরা কি পড়ার আগে ঘোষণা করে।

দেখলুম সবগুলি ছবিতে এ একজন স্কুলছেলের মন উঠবে না। তার মোটামুটি সুন্দরী একজনকে বলা যেতে পারে। ইচ্ছে মনে পড়ল রাজকন্যার কথা। আমার ছোটরা বুঝতে পারে না। অতিকষ্টে হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলুম, কে এক রাজকন্যা সমস্যা। ছেলেরা তো হৈ-হৈ। আসল সময় যার সঙ্গে ছেলে নিয়ে সবাইকে আলাপ করল কার কিভাবে ধনুর্ভাঙ্গা করেছিল। বলে ফেলল সবের সময় তাদেরও হাত নিশ্পিশ করতে লাগল। আর সীতার স্বয়ম্বরের সময় তো মেয়েদের চোখ ছল ছল করে উঠল। ছেলেরা অনেকেই জিজ্ঞেস করল বলে সীতাকে রাম ঠিকমত বয় করে রাখতে পেরেছিল কিনা। ঘণ্টা পড়ল। পুনরুক্ত বলতে পুতিপুতি দিয়ে উঠলুম। আমার ইংরেজ ছাত্রছাত্রীরা কি অসীম কৌতূহল নিয়ে রামায়ণ শুনেছে তা বিলিতা স্কুলে গেলে আমি সহজে আন্দাজ হয়ে গেছি।

প্রথম স্কুলে পড়াতে আরম্ভ করে মনে হল, এদেশে ছোটদের পড়ানো খুব সহজ নয়। এক সাঙ্কেতিকেন্দ্রিক শিক্ষার (টীম-ভিত্তি-কুকেন্দ্রিকত্ব ইনসাইটফুলন) পক্ষপাতি। ক্লাসে প্রায় চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী। প্রত্যেকের যোগ্যতা ক্ষমতা স্বতন্ত্র। তাদের স্বাতন্ত্র্য

অনুযায়ী এঁদের নিয়ে কাজ শিক্ষাবিদদের কাজ। সমবেত প্রচেষ্টার নিজস্ব দৃষ্টি রেখে শৃঙ্খলা ও শিক্ষাসফরে জন্য সহজের পরিচয়ে, সংগীতশিল্প, নিজে এবং কল্পনা শক্তি। যেমন 'ঘর্ণি এইসব পূর্ণিমার ছিল এবার নিয়ে নিয়মে প্রচেষ্টা ছোটদের জন্য আমার কুটিরটি সাজানো একদিন হল।

সন্তুক কার্টুনি কার্টুনিস্টের প্রদর্শনীর অনুকরণীয় সমবেত আমাদের ছাত্রদের নিজের Sudbourn স্কুল হয়ে একটি নিজস্বে সমস্ত সুন্দর সমস্ত হল। চিত্রশিল্পে সাথে ছাত্রদের কাজের প্রকাশ হয়েছে।

সমস্তের কোনো কোনো সমস্ত প্রদর্শনীর কাজ কার্টুনি কাজ কার্টুনি হয়ে করবে হয়েছিল সমস্ত। তাদের ছাত্রদের কাজের প্রদর্শনীর সমস্ত কার্টুনি কার্টুনিস্টের কাজ কার্টুনি কাজ কার্টুনি কাজ কার্টুনি

মেয়ে, সেও সুন্দর গান করল। অভিনয় করল। আমার সহকারী শালি ও তার বন্ধু লিজ এত সুন্দরভাবে সমস্ত কিছু পরিচালনা করল যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দেখলুম, নিজেদের প্রকাশ করতে এরা কি ভীষণ আগ্রহী। প্রকাশের সুন্দর অভিব্যক্তি, সপ্রতিভ ভাব, ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে যে সহজ অবহাওয়ার সৃষ্টি করল তা আমার ভালো লাগল। শিশুদের হৈহুল্লার একঘেয়েমি কেটে গিয়ে ঘরে আনন্দ এল।

লাঞ্চের ঘণ্টায় মিসেস ম্যাকী এসে আমাকে নিয়ে গেলেন খাবার ঘরে। ট্রে নিয়ে, খাবার ঘর থেকে খাবার নিয়ে স্টাফরুমে আলো গেল। সকলের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মিসেস ম্যাকীর কি সমস্ত দৃষ্টি। স্কুলের অর্ধেক দায়িত্ব তাঁর উপর। অফিসের কাজ, হিসেব নিকেশ ইত্যাদি ও সেই সঙ্গে ছাত্র পরিচালনা। দিনে বার তিনেক তিনি হাসিমুখে সকলকে চা করে দিলেন। পাস্তগুলি পরিষ্কার করলেন এবং তাঁর ছোট দু তিনটি ছেলেকে first aid দিলেন খেলার মাঠে পড়ে যাবার জন্যে। অমানুষ পরিশ্রম, ধৈর্য ও হাসিমুখ। সুন্দর একটি ছোট গাড়ি চালিয়ে আসেন। তারপর সারাদিন কাজ।

শুরু হল দিনের দ্বিতীয়ার্ধ। রুটিনে দেখলুম, এবার বৃটীশ কুলকর্পোরেশন থেকে প্রচারিত গল্প শোনবার পালা। রেডিওর চাবি খুলে দিলুম। কুখ্যাত বাচ্চু ও রাজকুমারীর গল্প। ছোটরা কেউ কারুর হাত ধরে, কেউ মাথা রেখে শুনতে আরম্ভ করল। গল্প শুনতে কে না ভালবাসে। দিবা ভোজনের পর সাইরেন যখন বেজে ফুরাল, শান্তি ও অনাবিল প্রশান্তি তখন ছাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে ছোটদের মত আমার মনও কল্পনার পাখা মেলে উধাও হয়ে গেল। ছোট্ট মেয়েটি গল্প শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে ওর মাথাটি ডেস্কের ওপর। মিঃ স্মিথ একবার দেখে গেলেন। বললেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে?" ঘাড় নাড়লুম। গল্প শেষ হল।

বললুম, "আচ্ছা এবার তোমরা ছবি আঁক। যা শুনলে তাই আঁক, কেমন?" শালি ও লিজ প্রত্যেকের খুদে আঁকার কাজে স্পেশিমেন সবাইকে ভাগ করে দিল। একটি ছেলে এসে বলল, "মিস আমার স্পেশিমেন নেই।" তাকে নেই একটা স্পেশিমেন দিতে হবে, অমনি শালি ছুটে এসে বলল, "মিস ওকে আমি সকালে স্পেশিমেন দিয়েছি ও আর পেতে পারে না।" জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমার স্পেশিমেন কোথায়?"

উত্তর হল "আমি দেব না মিস।"

বললুম "দাও।" উত্তর নেই। অগত্যা আমাকে খুঁজতে হল। মিলল না। একটি স্পেশিমেন নিয়ে বললুম, "আর কারুর না দিলে।"

সকলেরটি আমাকে দেখাতে হবে। "আমার স্পেশিমেন নেই।" "আমি দেখাতে পারব না।" "আমার ছবি সকলকে দেখাতে হবে।" "আমি দেব না।" "আমার ছবি দেখে সকলে হাসবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকেই স্পেশিমেন দাখিল করল।

ছবি আঁকার স্বাধীন অনুষ্ঠান। অনেকেই আঁকল গল্পের ছবি। অনেকে আবার নিজের ইচ্ছামত গল্প বলে ছবি আঁকল। অনেকে ছবি শেষ করল, গল্প শেষ করে। কিন্তু ছবি আঁকতে ভালবাসে। ছবি আঁকতে আঁকতে একটি পাখা আঁকতে গিয়ে একজন ছোট্ট ছেল

# পুস্তক পরিচয়

## অনুবাদ

**বুদ্ধদেবের ৮৪-তম শিষ্যের।** [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, আরো ভালো লাগে তার কুমিল্লার রাণুকে। তার মনে বিচিত্র ভাবতরঙ্গ এনে দেয় ধর্মসাগরের ধারের উমাদি, লেফ্‌টেনাণ্ট দুলালদীপ; এছাড়া ডাকবাংলোর লেলো সাহেব, ফেণীর চুলাই ঠাকুরের গলা, সার্কাসের সুন্দরী।—পার্থ কূলগাছতলায় দাঁড়িয়ে নানা কথার জাল বোনে, কল্পনার পাখনা মেলে ধানক্ষেত পেরিয়ে চলে যেতে চায় তিস্তার তীরে, কখনো কখনো অপেক্ষা করে দাদা আর মেমসাহেবের মতো ফর্সা সিউলিদির জন্য; ডুবে যায় বালুরঘাট কুমিল্লা ফেণী আর জলপাইগুড়ির সিনগুলির মধ্যে, আবার কখনো ছুটে যেতে চায় অরবীর ছড়ানো কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার চূড়োয়, সে শুনেছে ওখানে নাকি শিব থাকে।

উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র একটি ছেলে—পার্থ। একটি শিশুর কৈশোর থেকে কৈশোর,—পার্থর এই উত্তরণের স্বল্পকাল-টুকুই বর্তমান উপন্যাসে এক অপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার বিচিত্র পরিধি থেকে শিশুমনের বিচিত্রিত অনুভব কল্পনার স্নিগ্ধ অনুভূতিগুলিকে নিবিড় কৌশলে রূপদানে সক্ষম হয়েছেন। স্মরণচিত্রের বাহুল্য আছে এবং তা সুপ্রসর, পার্থকে কেন্দ্র করে মানবজীবনের হারিয়ে যাওয়া শৈশবকে তিনি আন্তরিক উত্তাপের সাহায্যে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

পার্থর চরিত্রের ক্রমবিবর্তন প্রসঙ্গে পাঠকের মনে পড়বে বিভূতিভূষণের অপু এবং তার পরিবেশ। পথের পাঁচালীর অপুর মানস গঠনে প্রকৃতির প্রভাব অপরিসীম; অপরপক্ষে, পার্থ এক অন্তর্মুখীন আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠলেও এই দুই চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়—সেটি বিশেষ করে কল্পনা বৈচিত্র্যে, শিশুমনের ভাব ও ভাবনায়। আধুনিক উপন্যাস প্রসঙ্গে টয়েনবি বলেছেন, the Novel cannot live without perpetual pioneering'.....কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা নয়, পরিবেশ রচনা এবং চরিত্রচিত্রণের ভেতর দিয়ে উপন্যাসে জীবনের নতুন নতুন দিক আবিষ্কার করতে হবে। শিশুমনের সেই বিশেষ দিক আবিষ্কারে স্মরণচিত্রের ভূমিকা যারা সাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লেখিত হবে। ৫৮।৬৩

অন্য কোনখানে—সৌরীন সেন [illegible] ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩·৫০ নয়া পয়সা।

মাল বোঝাই করা কলকাতা থেকে [illegible] এক্সপ্রেস ট্রেনিংয়ের ড্রাইভার কুমার সেনের বিশেষ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা শ্রীযুক্ত সৌরীন সেন এ গ্রন্থে [illegible] করেছেন। গ্রন্থটিতে বলার ঘটনাবলীর কোনো অভাব নেই কিন্তু বিভিন্ন মানুষের জীবন কাহিনীগুলিই বড় হয়ে উঠেছে। অসংখ্য মানুষ কিন্তু সেই [illegible] পরিচয় মানুষের। এই মানুষের পরিচয় মানুষের। এই মানুষের পুরোপুরি বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে [illegible] হয়ে উঠেছে। পাশের [illegible] চরিত্র এসেছে আর কিন্তু পরে [illegible] অনেক পরিচয় দিয়ে [illegible] চরিত্রের রূপ নেয়ে সার্থক হয়ে ওঠে। [illegible] নিজেকে প্রকাশ করে [illegible] ও [illegible] মানুষ [illegible] ঘটনার মধ্যে [illegible] অনেক সাক্ষাৎকার হয়। যেমন, নায়কের পকেটে মানুষমারীর ফটো সংক্রান্ত ঘটনাটি। এ ঘটনাটি বাস্তব হতে পারে, কিন্তু সার্থক [illegible] হয়ে ওঠেনি। অনুরূপ যে কোনো ঘটনার কোনো লেখক যদি মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিতে না পারেন, তাহলে তিনি অবশ্যই আমাদের হতাশ করেন। মানুষমারীর কাহিনীতে এই ত্রুটি বিদ্যমান। অন্যপক্ষে, গুটেমবার্গ, [illegible] বুড়োমানুষ, [illegible] ৬২ [illegible] ৬৩ সালের সমাজ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন কাজের উদ্যোগে সমস্যার [illegible] সাক্ষাৎ হয়। [illegible] এক [illegible] হয়ে গেছে।

৬৪।১৩,

নাগিনী মুদ্রা [illegible] বিভাসের [illegible] ৬২ [illegible] পাতা ছেড়া [illegible] ১ [illegible] ৩·৫০ নয়া পয়সা।

[illegible] মুদ্রা [illegible] কাহিনী [illegible] উপন্যাস না উপন্যাস ঠিক [illegible] বিষয়বস্তু, চরিত্রাবলী এবং [illegible] চরিত্র সম্পর্কে ও [illegible] [illegible] [illegible]

খুব ঘনিষ্ঠভাবেই জানেন, প্রেক্ষাগৃহে চায় অনেক প্রমাণ আছে। এই অভাবের জন্যই হয়তো তিনি নিজেও ছবিতে এসেছেন। কিন্তু সেখানেই সমস্যা এসেছে, চরিত্র এসেছে, সেখানেই তিনি বাধা হয়েছেন। চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত গভীর মনস্তত্ত্বে তিনি যান করতে পারেন নি।

উপন্যাসটির ভাষা অবশ্যই উচ্চমানের এবং বর্ণনাও। কাহিনী বিন্যাসের মধ্যে অসংখ্য ফাঁক আছে। অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনীর ঘটনাগুলি অবাস্তবতায় ঘটেছে।

প্রেক্ষাগৃহে অনেক দৃশ্যে আছে ছবি, এই একটি দৃশ্যের কিছু বলা যায়। এই দৃশ্যটি হল উপন্যাসের শেষদৃশ্য এবং মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও মূল্যবান। কিন্তু সেখানেও সমস্ত ব্যাপারটা ছবি হয়ে ওঠে নি। কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যায়।

**সন্ধ্যাতারার অন্ধকার**—শ্রীমতী সাহানা মজুমদার। ৫৫ এ৪ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। মূল্য ৩ টাকা।

এই উপন্যাসের ভাষা ও বর্ণনা সাধারণ একটি মানের উপরে। কাহিনী বিন্যাসে কিছু ত্রুটি আছে। কিন্তু সেগুলি ছাড়া উপন্যাসটি মোটামুটি ভালই। এই ধরনের উপন্যাস এই সময়ে খুব বেশি লেখা হচ্ছে না।

## কিশোর-সাহিত্য

**বাঘের চোখ**—শ্রীমতী [illegible] ১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩। মূল্য ৩ টাকা।

কিন্তু সাহিত্যের [illegible] বাঘের চোখ। কিন্তু সাহিত্যে [illegible] ছোটদের উপযোগী করে লেখা। [illegible] ছোটদের [illegible] ছোটদের [illegible] ছোটদের

পাঠকের যে দৃষ্টি আছে, তা ঘোষণার জন্যই আলোচ্য গ্রন্থের আয়োজন। এই আয়োজন সফল হয়েছে। বক্তব্যের দিক থেকে কবি যেমন জন-জীবনের মধ্যে উপকরণ খুঁজেছেন, বিন্যাসের দিক দিয়েও তদনুগ কথা-বীথিটি তিনি সাধন করেছেন এবং অক্ষত রেখেছেন।

প্রমিথিয়ন স্বল্পাক্ষর অনবদ্য। এই কাব্য-গ্রন্থের পাতায়-পাতায় একটি আশাবাদের বাঞ্ছনা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। বলা বাহুল্য, কবিতাগুলির বক্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত বলেই প্রমিথিয়নের কথা-সাধনা কোথাও তাঁর তত্ত্বচেতনার মন্থর হয়ে ওঠেনি। অসম্ভব কথাগ্রন্থে আধুনিক কবিতার ধারাটির সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে যুক্ত করেছেন বলে এর কবি আমাদের সপ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করবেন। (৬১৫।৫১)

**স্বয়ম্বর**—পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। নবীন প্রকাশনী, ১০।২, বেথুনপট্টী লেন, কলকাতা—৩৬। এক টাকা।

স্বয়ম্বর কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এতে মোট বিয়াল্লিশটি কবিতা গ্রথিত হয়েছে। পূর্ণেন্দুপ্রসাদের কাব্যে পাঠক একটি স্নিগ্ধ মনোভাবের পরিচয় পাবেন। কয়েকটি কবিতায় তাঁর অনুভূতি একটি নিবিড় কাব্যসত্তার পরিচয় বহন করেছে। স্বয়ম্বর এ ধরনের প্রধান। গহন, নবজন্মলাভের নিবিড়তা প্রমুখ কবিতা বিশেষ করে স্মরণ রাখার যোগ্য। কবির কাছে স্মরণ রাখার যোগ্য কয়েকটি চিত্রকল্পময় ছবি একাধিক চেষ্টা করেছেন। এই প্রচেষ্টা সার্থক করেছেন। কিন্তু শব্দচয়নের দিক থেকে আরও মার্জনা চাই বলে মনে করেন। শব্দের ছন্দ রক্ষা করতে গিয়ে পঙ্‌ক্তি যখনই বেশী পরিমাণে গদ্যধর্মী হবার চেষ্টা করেছেন তখনই সে সুরের বাঁধন প্রায়শঃ হারা পড়েছে। উপলব্ধিও সেক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলই বলে মনে হবে। এ ত্রুটি তাঁর পূর্বের কাব্যগ্রন্থেও লক্ষ করা গিয়েছে। অপ্রত্যক্ষ ও মূর্তরূপে হয়ে অনুভব অনুভবের ঘোর লাগে। ৬২।৬০

**বৈষ্ণব কবিতা**—চারুচন্দ্র বসু। প্রকাশক শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা—৪। মূল্য ১ টাকা ১২ নঃ পঃ।

বৈষ্ণব কবিতার সংকলন এবং ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থের অভাব নেই। কিন্তু বর্তমানের উপযোগী একটি সংকলন গ্রন্থের অভাব বহুদিন অনুভূত হচ্ছিল। বৈষ্ণব কবিতার মূলসুর ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এই ধরনের সংকলন গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। চারুবাবুর সংকলনে সে প্রয়োজন মিটেছে। [illegible] চরিত্রের [illegible] ব্যাখ্যা [illegible] ৬৫।৫১

চণ্ডীদাস ও সহজিয়া সাধনা

এ বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

কথাশিল্পী গুপ্তের

# অবরোহণ

মূল্য : ২৷৷০ টাকা।

সবত্র পাওয়া যায়।

কথা-সাহিত্য মন্দির,

কলিকাতা : ৯

ছবিতে ও সংবাদে সমৃদ্ধ

এ বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

অতীন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের

# প্রচ্ছদপট

[illegible]

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা—৯

চলে। কিন্তু ভাষানিষ্ঠতা বা তত্ত্ব ব্যাখ্যার ব্যাপারে কবিদের কৃতিত্ব নয়, তারা অনেকটা নিমিত্তমাত্র। বৈষ্ণব পদাবলীর রসোদ্ধার করতে হলে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের কৃষ্টি বা প্রকৃতি উপলব্ধির সঙ্গে তত্ত্বকথার বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ সাধন করা প্রয়োজন। [illegible] ছাড়া উপলব্ধি। [illegible] সংকলনে ১৯টি প্রকৃত কবিতা সংকলন করেছেন, তার এই ধরনই বলিষ্ঠ। বৈষ্ণব কবিতাগুলির ভাব ও ভাষা এবং রসসম্ভারে তাঁহাদের [illegible] ও তাঁহার প্রকৃতি বিশ্লেষণভাবে [illegible] বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতাগুলির প্রকৃত অবলম্বনে [illegible] উপলব্ধির সঙ্গে পরিচয়ধর্মি বিশ্লেষণভাবে [illegible] করার প্রয়োজনের ছাপ সর্বত্র [illegible], সকলেরই এই সংকলনটি [illegible] সুখপাঠ্য।

১১।৬০

**আলোচনা**

[illegible] ৬৩।৫১

**জীবনী সাহিত্য**

**মহর্ষি** দেবেন্দ্রনাথ—শ্রীশ [illegible]। বিদ্যোদয়, ১৩৩এ হরিঘোষের ষ্ট্রীটবাগান।

কলিকাতা—২৯। চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ইসলাম আইন ও ভারত সেক্স [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

# রঙ্গভূমি

## চন্দ্রশেখর

**অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ**

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত নতুন শুল্কজনিত অচল অবস্থার অবসান ঘটেনি।

অরবিন্দ প্রোডাকসন্সের 'সপ্তপদী'র নায়ক উত্তমকুমার।

কলকাতায় প্রতি মাসে গড়ে চারখানি বাংলা ও বারোখানি হিন্দী এবং অন্যান্য নতুন ছবি মুক্তি পায়। এই মাসে মুক্তি প্রাপ্ত ছবির সংখ্যা হচ্ছে সাত এবং তার মধ্যে বাংলা ও ছখানি হিন্দী। শেষোক্ত ছবি ছটি ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখানো হয়নি, এবং সেগুলি তোলা হয়েছে লোকসভার নতুন সাজেই শেষ হবার আগেই।

দক্ষিণ ভারতের চিত্রপ্রযোজকদের অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সব মিলে মাস এখানকার তিনটি প্রধান প্রযোজক এবার মাত্র সাতটি নতুন ছবির পরিকল্পনা সম্পন্ন করেছেন। তিনখানি তেলুগু, একখানি তামিল, ও একখানি কানাড়া ছবির কাজ চলছে।

[illegible]

হিমানী প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-২৯


[illegible]

আরো কোন কোন সংবাদ বিশ্লেষণে প্রযোজকদের নিজস্ব হিসেবে উৎপাদন হিসেবে গণ্য করছে। এই

# সিনেমা জগৎ

চৈত্র সংখ্যা : দাম এক টাকা

ছবিতে ছবিতে ঝলমল, আকারে ও প্রকারে, রঙে ও রেখায় সুশোভিত।

| | |
|---|---|
| নির্বাসন | বিমল কর |
| লাল রঙ কালো ছাপ | শক্তি দত্ত |
| রসায়ন | বক-যন্ত্র |
| লেখালেখি | সরোজ সেনগুপ্ত |
| ঘোরাঘুরি | বিমল দত্ত |
| পাশ্চাত্য করহেঁচেব | চিত্রগুপ্ত |
| হাসাহাসি | বহুরূপী |

এছাড়া থাকছে বিভিন্নের মধ্যে কানাকানি, খবরের সন্ধানে চোখাচোখি, চিঠি সমালোচনা, লেখালেখি, নোট ও মন্তব্যে অনুষ্ঠান, ঘোরাঘুরি, ফটোগ্রাফের সৃষ্টিতে, খোঁজাখুঁজি (ছবির গল্প), কানাকানি, নতুন ছবির খবর, লর্ড টেন সিমলার সৃষ্টি কাহিনী এবং কল্পতরু মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরীর পরিচিতি।

## প্রকাশিত হয়েছে !

সিনেমা জগৎ । কলকাতা — ৬


বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যে লাইসেন্সীকে ছবি কপিরাইট ও প্রিন্ট করা হবে, নতুন নিয়ম অনুসারে লাইসেন্স নেবার ও প্রতি প্রিন্ট ছবি পাইবার জন্য সিনেমা শুল্ক সরকারী হেডঅফিসে জমা দেবার ব্যবস্থা করতেই হবে। এর ফলে [illegible] ছবি প্রদর্শনের পর থেকে ছবি দেখাও শুরুর পূর্বে টাকা জমা দিতে হবে। লাইসেন্স নেবার পর থেকে ছবি প্রিন্ট করা ও প্রিন্ট পাবার জন্য [illegible] ছবি প্রদর্শনের পর [illegible] ছবি দেখানো [illegible]

[illegible] ছবি দেখানো [illegible] ছবি দেখানো [illegible]

[illegible] ছবি দেখানো [illegible]

[illegible] ছবি দেখানো [illegible]

[

কল্লোল ফিল্মসের মুক্তিপ্রতীক্ষিত চিত্র "বাইশে শ্রাবণ"-এর নায়ক ও নায়িকা জানেশ মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের "ভাগ্যলক্ষ্মী নিবেদিতা"র নাম-ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন মধুস্মিতা মুখোপাধ্যায়।

সম্প্রদায়ের নির্দেশমত আগামী বৎসরের জন্যে পুরস্কারটি জমা রাখা হয়েছে। ●

সামাজিক নাটক বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে রমেন লাহিড়ী রচিত "সহস্র বছরের অভিশাপ" ও মনোরঞ্জন বিশ্বাস লিখিত "ধ্রুবতার মাটি"। পৌরাণিক নাটক বিভাগে সন্তোষ কুমার "অভিশপ্ত" ও ঐতিহাসিক নাটক বিভাগে বসন্তরঞ্জন সান্যালের "এবং মুহূর্তের জন্যে" নির্বাচিত হয়েছে। প্রত্যেকটির নাট্যকারকে ২৭৫, টাকার চেক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া সর্বাধিক নম্বর পাওয়ার জন্যে "এবং মুহূর্তের" নাট্যকারকে আরো একটি ২৭৫ টাকার চেক দেওয়া হয়। বাকী তিনটি বিভাগে কোন যোগ্য নাটক পাওয়া যায়নি।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিশ্বভারতী নাট্য-উৎসবের উদ্বোধনী সভায় অতীন চৌধুরী বক্তৃতা করছেন। উপবিষ্টদের মধ্যে প্রথম সারিতে দেখা যাচ্ছে চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শচীন সেনগুপ্তকে।


রঙমহল

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা—৬টায়

অনন্যসুন্দর বৈরাগীর রহস্যঘন নাটক

এক পেয়ালা কফি

অহী সরকার, রাধামোহন, সতী, অরুণ, শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী, অনিতা, বিশ্বজিৎ, রেবতী, কাবেরী, রমাপতি ঘোষ

মিনার্ভায়

অঙ্গার

দেখেছেন ?

টিকিট পাওয়া যায়


## চিত্রালোচনা

ছবির [illegible] ছবির কাজেও কোন তড়াহুড়ো নেই।

২, লালবাজার স্ট্রীট, কলি-১/৩৬, [illegible] ফোন ২২-৭৩৫১

নিউ থিয়েটার্স (একজিবিটর্স) লিমিটেডের "নতুন ফসল" ছবির নায়ক-নায়িকার শিল্প-সংস্করণ। পরিণত বয়সে এই দুটি চরিত্রে রূপ দিয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

বাস্তব হয়েছে। এমন কি [illegible] বন্ধ, কারণ প্রথমদিকে [illegible] খরচায় নতুন-পুরোনোর মধ্যে কোন [illegible] ছেড়ে করা হয় নি। ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪০-এর পর [illegible] করতেই [illegible] পিছু পঞ্চাশ নয় পঞ্চাশ [illegible] হয়ে [illegible] দেবার জন্যে সবাই হাত [illegible] [illegible] [illegible]

কালিদাস চিত্রের মধুমেলা চিত্রের একটি দৃশ্যে নায়িকার ভূমিকায় ববীন মজুমদার ও সবিতা বসু।

## নাট্যাভিনয়


বিশ্বরূপা

সেতু

রূপায়ণে : অরুণ মিত্র, অসিতবরণ ...

রূপায়ণ মিত্র


...করবেন শিপ্রা মিত্র, বীরেন চ্যাটার্জী, মৃণাল চ্যাটার্জী প্রভৃতি।

### পাঁচবিবিতানের সপ্তাবর্ষিক উৎসব

গত ২৩শে মার্চ রাজভবনের উদ্যোগে পুরাতন পাঁচবিবিতানের একজন বাঙালি সদস্যদের উদ্যোগে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিশিষ্ট ...


মিউ এম্পায়ারে

থিয়েটার ইউনিট

নাট্য-উৎসব

উঁচু-নীচু

মৃচ্ছকটিক

চার দেয়াল

থিয়েটার সেণ্টারে

সভ্য হয়ে দেখুন

নাট্যোৎসব

১৪ থেকে ২০ এপ্রিল, '৬০

—মহাজাতি সদন—

এইচ এম পি প্রোডাকসন্সের "ক্ষুধা" চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে কাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার ও বসন্ত চৌধুরী।

চিত্রাংকনের ক্ষেত্রে ক্রীড়ানৈপুণ্যে তাঁর তুলনা তিনি আপনি। এ হয় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম চিত্রকরের স্মৃতি তাঁদের হৃদয়ে চিরজাগরূক হয়ে থাকবে।

চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ১৫ জন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হিসাবে ১০ জন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫ জন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হিসাবে ১০ জন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫ জন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হিসাবে ১০ জন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর নির্বাচিত হয়েছেন।


প্রজ্ঞাসন্ধানী সাপ্তাহিক

# রূপবীণা

সম্পাদক : ভাস্কর মিত্র

বিজ্ঞাপন : ভাস্কর মিত্র

● রূপবীণার চতুষ্কোণ কথা ●
● চলচ্চিত্র জগৎ ও সংবাদ ●

আর থাকছে

মূল্য : তিন টাকা ৭৫ নঃ পঃ
বার্ষিক : ৩৭ টাকা ৫০ নঃ পঃ
ফোন : ৫৫-৬১১১


## বিবিধ সংবাদ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# খেলাধুলা

একলব্য

গত ২০শে মার্চ শিল্পনগরী রাউরকেলায় সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব ও রাউরকেলা সুইমিং ক্লাবের প্রদর্শনী ওয়াটারপোলো খেলার আগে দুই দলের খ্রুপ ফটো। ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী তরুণ বিমল চন্দ্রকে ক্লাব পতাকা হাতে দেখা যাচ্ছে

এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের এক সভা ডাকা হয়েছে দিল্লিতে। সভার আগেই আমার লেখা শেষ করতে হচ্ছে। হয়তো এর মধ্যে অলিম্পিকে প্রতিনিধি পাঠাবার একটি ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে যেতে পারে। তবে সবাই লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার ফুটবল খেলার ফলাফলের দিকে। যদি ভারতীয় ফুটবল দল রোম যাবার অধিকার অর্জন করতে না পারে তবে ফুটবলের জন্য নির্ধারিত ২২টি আসন বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগযোগ করে দেওয়া হবে। এই মর্মে এক খবরও প্রকাশিত হয়েছে।

এই খবরে মর্মাহত হয়েছেন ভারতের ফুটবল কোচ এস এ রহিম। রহিম এখন কলকাতায় ফুটবলের জন্য অলিম্পিক ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালক। তার শিক্ষাধীন রয়েছেন ভারতের আটানব্বই ৯৯ জন খেলোয়াড়। প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে এঁদের অনুশীলন করাচ্ছেন এবং নিজেদের ভুল ত্রুটি অনেকটা শুধরে নিয়েছেন। একটি সংগঠিত শক্তিশালী ফুটবল দল হিসাবে এদের গড়ে উঠবার সময় এ ধরনের নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ রহিমকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছে। তিনি বলছেন এ ধরনের সংবাদ খেলোয়াড়ের মনোবল ভাঙবার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

কথাটা মিথ্যা নয়। যখন খেলোয়াড়দের উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন প্রয়োজন তাদের নিখুঁত করে গড়ে তোলবার তখন সমাজ তাদের সম্পর্কে সম্পর্কে প্রকাশ করে এদের খেলোয়াড়ের মনে প্রেরণা দান করে থাকে। ফুটবল খেলার ইন্দোনেশিয়ার সম্পূর্ণ সংগঠন উন্নতি করেছে সত্য। ভারতের সম্পূর্ণতার কোচও যদি উৎসাহব্যঞ্জক নয় তবে ভারতের ফুটবল ইন্দোনেশিয়া আসন করিবার এবং ভারতের রোমে যাবার অধিকার সম্পর্কে সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসে বোধ হয়।

কোচ রহিমের মতে কলকাতার ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার খেলোয়াড়দের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এবং ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের সাফল্য সম্বন্ধেও তার বড় আশা আছে।

আশা করব এই আশাই শেষ পর্যন্ত বজায় থাক। ভারতীয় ফুটবল দল রোম যাবার অধিকার পাক।

• • •

ফুটবলের জন্য আয়োজিত অলিম্পিক ট্রেনিং সেন্টারে খেলোয়াড়রা নিয়মিত অনুশীলন করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কয় উঠেন উপযুক্ত স্থানে ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়নি। মফস্বলের বিভিন্ন আঞ্চলিক ক্লাব মারে তাদের শিক্ষা দীক্ষা সম্পর্কে যোগাযোগ রাখার কোন সুযোগ নেই। মস্ত বড় অসুবিধা। ট্রেনিংয়ের সময় নানা অসুবিধাও দেখা দিয়েছে। তার কয়েকজন পাকে একটা আধটু অসুবিধাও দেখা দিয়েছে।

মফস্বলে মত কাঁর এমন অসুবিধা এবং খেলা মাঠে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা উচিত হবে। তবে এই সম্পর্কেই ফুটবলের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ক্লাবগুলোর সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ট্রেনিংয়ের সময় কোন খেলোয়াড়ের পায়ে আঘাত লাগলে তাকে ট্রেনিং দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। এতে করে ট্রেনিং মহৎ কাজ হয়ে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ক্লাব পর্যায়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ট্রেনিং ক্যাম্পে খেলোয়াড়দের ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ট্রেনিং ক্যাম্পে খেলোয়াড়দের যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার। মফস্বলের অনেক খেলোয়াড় আসতে যেতে অসুবিধা বোধ করেন। কিন্তু মফস্বলের খেলোয়াড়দের এলে স্থান দেবার মত কিন্তু ক্যাম্পে এত বেশি খেলোয়াড় একত্র করা হয়েছে যে মফস্বলের খেলোয়াড়দের স্থান দেবার মত জায়গা নেই। ক্যাম্পে যে সংখ্যক খেলোয়াড় রাখা হয়েছে তার অর্ধেক সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হলে মফস্বলের খেলোয়াড়দের জন্য স্থান করে দেওয়া যেতে পারে।

লেখক হবার সাধনা ও অনুশীলন করা লক্ষ্য হউন। বিনা মূল্যে বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন:—

297 (DB) Azad Market Delhi-6.

খেলোয়াড়দের তৈরী করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান শ্রী এম দত্ত রায়, যিনি এখন কলকাতাতেই আছেন এবং কলকাতাই যাঁর আবাসস্থান তাঁর অন্তত পক্ষে ট্রেনিং সেন্টার পরিচালন করার সুযোগ ঘটেনি। নির্বাচক সমিতির অন্যান্য সদস্যরাও রয়েছেন কলকাতার বাইরে। সুতরাং এঁরা কোন্‌মুখে কিভাবে খেলোয়াড় নির্বাচন করবেন তা আমার জানা নেই। শুনেছি কাই সেন্টার ফরোয়ার্ডের স্থান নিয়ে কোচ রহিম এক মহা সমস্যায় পড়েছেন। ফরোয়ার্ড হিসাবে এরিন যত ভাল খেলুন তাদের কেউই নাকি আন্তর্জাতিক খেলায় পারবেন না। তাই ইন্দোনেশিয়ার খেলোয়াড় ইউসুফ খাঁকে সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে খেলাবার একটা চেষ্টা চলছে। তবে কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে জানা নেই। আগামী ডিসেম্বর অলিম্পিক ফুটবলের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবার আগে ভারতীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষকে যেন সর্বশেষ সিদ্ধান্ত করতে হবে। খেলোয়াড়দের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হলে তাদের যত সত্বর সম্ভব একত্র করা দরকার। এই সময় মফস্বলের খেলোয়াড়দের নিরুৎসাহ করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

• • •

[illegible] খেলোয়াড়দের [illegible] করে [illegible] ফুটবল [illegible] ভারতীয় [illegible] ফুটবল

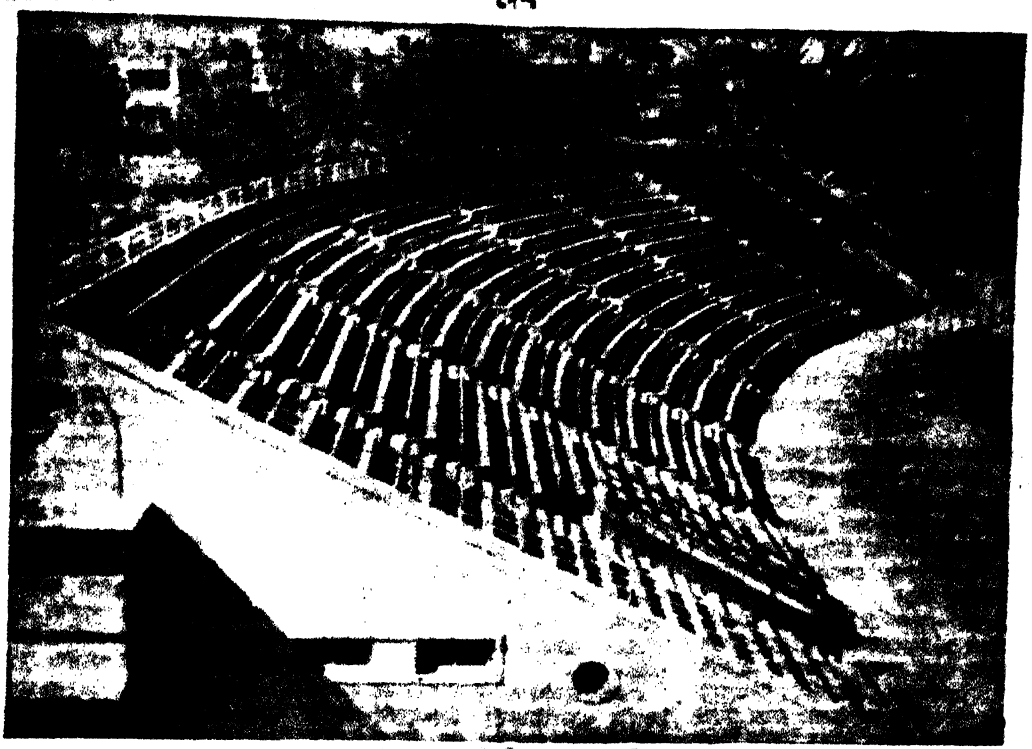

ঝিনুক-আকৃতি ইস্পাত কাঠামোর বলিষ্ঠ রেখা ও সবুজের সমারোহে মিরাটিয়ান স্টেডিয়ামের একাংশ। রবীন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকীতে এই স্টেডিয়াম উদ্বোধন করা হবে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# সাপ্তাহিক সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২৯শে মার্চ—বোম্বাই কোম্পানীসমূহ ও তাহাদের কর্মচারীদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীকান্তিলাল ত্রিকুমদাস দেশাইকে ট্রিব্যুনাল অফিসার নিযুক্ত করিয়া ভারত সরকার আজ ভারতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠনের এক ঘোষণা করিয়াছেন।

ভারতরক্ষা এবং পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে আজ নয়াদিল্লীতে এই দুইটী দেশ কর্তৃক একটী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি আগামী মাসে কার্যকরী হইবে।

ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধ মীমাংসার জন্য চলতি মাসের প্রথমদিকে শ্রীযুক্ত এন. সি. চ্যাটার্জী ১৯শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে উপস্থিত হইবেন বলিয়া শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় ঘোষণা করেন।

অদ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৫ কোটি বিজ্ঞান শিক্ষিতদের অর্থানুকূল্যে শিবপুরে অবস্থিত প্রধান অন্তর্বিদ্যালয়ে একটী অতিরিক্ত কলিজ কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতা ও শিবপুরের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হইবে।

২২শে মার্চ—আসানসোল শ্রীনেহরু অদ্য লোক সভায় বলেন যে, লোকে যেন অযথা অদ্য কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ না করে সেজন্য সরকার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতেছেন। তাহাদের মতে, কাশ্মীর সুস্পষ্ট ভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কাশ্মীরের সমস্যা সমাধান করা হইবে বলিয়াও তিনি ঘোষণা করেন।

২২শে মার্চ—কলিকাতা মুখ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য কয়েকজন মন্ত্রী এবং কংগ্রেস দলীয় বিধায়কগণ আগামী ২৪শে মার্চ হইতে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত পুরুলিয়া জেলা ও পরিষদী ক্ষেত্রসমূহ পরিদর্শনে যাত্রা করিবেন।

আজ সোমবার হাইকোর্টের যুগলপীঠ ১৯৫৪ সালের কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক দায়ের করা এক মামলার রায় দান করিতে গিয়া বলেন যে, এই কোম্পানীর ট্রাম ড্রাইভারের হেফাজতে থাকা অবস্থায় ট্রামের সহিত সংঘর্ষের ফলে আহত ব্যক্তির জন্য কোম্পানী দায়ী নহে। হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০০০ টাকা পাইবার আদেশ রদ হইয়া যায়।

২৫শে মার্চ—ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উহা অনুযায়ী উভয় দেশের কর্তৃপক্ষ অপহৃত ব্যক্তি ও অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যবস্থা করিবেন। এই চুক্তি আগামী ১লা এপ্রিল হইতে কার্যকরী হইবে।

২৬শে মার্চ—কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস. কে. সেনের আদালতে এক বিচারে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী শ্রীযুক্তা সুধাময়ী দেবীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০০০ টাকা দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ট্রামের ধাক্কায় তাঁহার স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৭শে মার্চ—আজ লোকসভায় শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আবেদন করিবেন না। তিনি বলেন যে, কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সমস্যা সমাধান করা হইবে।

২৮শে মার্চ—আজ লোকসভায় শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আবেদন করিবেন না। তিনি বলেন যে, কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সমস্যা সমাধান করা হইবে।

২৯শে মার্চ—আজ লোকসভায় শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আবেদন করিবেন না। তিনি বলেন যে, কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সমস্যা সমাধান করা হইবে।

## বিদেশী সংবাদ

২৯শে মার্চ—ইংলণ্ডের [illegible] সম্পর্কে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

রেক্সোনা সাবানে 'ফ্যাডিল' থাকে
একটি বিশেষ ধরণের ঔষধ মেশানো হয়,
যাতে ত্বক সতেজ থাকে, সারাদিন
সুরক্ষিত, সারাদিন ঘামের দুর্গন্ধ
ছাড়া রেক্সোনার গন্ধে সারাদিন
আপনাকে সঙ্গী করে সাবান স্নিগ্ধ।
রেক্সোনা সাবানের সঙ্গে
রেক্সোনা ব্যবহার করুন।

**রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।**

RP.144/X12BG

রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ [illegible]

REG. NO. C. 2109

# নাইসিল যামাচি হ'তে সত্বর আরামের জন্য

অতিরিক্ত পাম হ'লে
এবং সাধারণ চর্মরোগেও
নাইসিল পাউডার
অত্যন্ত কার্যকরী

## নাইসিল

*ত্বকের জন্য আদর্শ*

ব্রিটিস ড্রাগ হাউসেস্ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
পোষ্ট বক্স নং ১০৪১, বোম্বে—১
শাখাসমূহঃ— কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ

BDH

# দেশ

২৭ বর্ষ ] শনিবার, ২৬ চৈত্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 9th April, 1960 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [ সংখ্যা ২৩

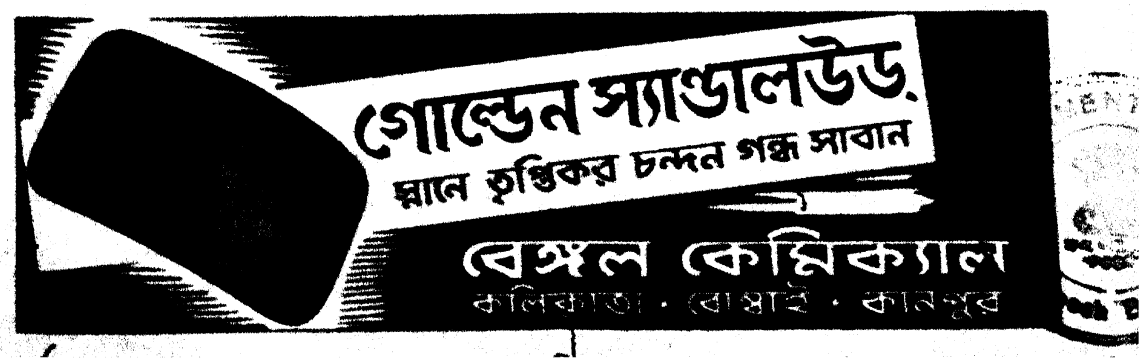

# বেদনা?

# ফেন্‌সিক্

## দ্রুততর কার্যকরি!

**সাধারণ প্রতিষেধক অপেক্ষা অনেক দ্রুত কাজ করে।**

কারণ বেদনা থেকে তাড়াতাড়ি নিশ্চিন্ত নিরাপদ আরাম পাবার জন্যে ফেনসিক-এ প্রয়োজনীয় সবকটি ওষুধই উপযুক্ত অনুপাতেই আছে। এই হচ্ছে ফেনসিক্‌-এর গোপন তত্ত্ব—অন্যের চেয়ে উপযুক্ত অনুপাতের ফরমুলা। মাথাধরা, দাঁতের যন্ত্রণা, মাংসপেশীর বেদনা, জ্বরভাব, সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে রেহাই পেতে হ'লে ফেনসিক সেবন করুন। মনে রাখবেন—ফেনসিক-এর একান্ত নিজস্ব ফরমুলা যে কোন বেদনায় বিশেষ ফলপ্রদ, কেননা—এর ক্রিয়া আরও দ্রুত।

আপনার দোকানে এই প্যাকেটটি খুঁজে নেবেন এবং ফেনসিকই চাইবেন।

**ফেনসিক — অধিকতর সমন্বিত প্রণালীতে প্রস্তুত — ফেনসিক**

সার্থক রচনা : : নূতন উপন্যাস

শৈলেন্দ্রকুমার মিত্রের

**বহ্নিবন্যা**

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত মর্মস্পর্শী উপন্যাস। দ্বিতীয় মুদ্রণ ৮।০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আধুনিকতম উপন্যাস

**উত্তরায়ণ** তৃতীয় মুদ্রণ ৫॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

অসাধারণ উপন্যাস

**বেদেয়ারা** তৃতীয় মুদ্রণ (যন্ত্রস্থ)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমর উপন্যাস

**পথের পাঁচালী**

নূতন মুদ্রণ : সাড়ে পাঁচ টাকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

**সাত পাকে বাঁধা** ৪॥

বিমল করের

**খোয়াই** ৩,

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

**তরঙ্গের পর** ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

**মিত্রনাস্তক** ৪॥

হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**পরিশোধ** ৪॥

সন্তোষকুমার ঘোষের

**রেণু, তোমার মন** ২॥

অখিল নিয়োগীর

**গভীর গাঙ্গুড়া** ৩॥

১৯৬০ সালের রবীন্দ্র-পুরস্কার অভিনন্দিত উপন্যাস

প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-কীর্তি

**কেরী সাহেবের মুন্সী**

পঞ্চম মুদ্রণ : সাড়ে তিন টাকা

মাইকেল মধুসূদন - ৬, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠগল্প - ৬,
হাসে জিন্দুন - - ২, নির্বাচিত গল্প পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্বাচিত গল্প - ৫, মৃতপূর্ব স্বামী - - ২,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

**শ্বাস্তি ভাগীরথী তীরে**

তৃতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ

**উত্তরফাল্গুনী** ২য় সং ৬॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

**ছাড়পত্র** ৪॥

**বয়ঃসন্ধি** ২য় সং ৪,

নিরুপমা দেবীর

**প্রত্যর্পণ** ৩,

**শ্যামলী** ৫,

সুবোধবন্ধু ঘোষের

**ছায়াসঙ্গিনী** ২৲

২য় মুদ্রণ

যোগেশচন্দ্র বাগলের

**জাগৃতি ও জাতীয়তা** ৪॥

কালিদাস রায়ের

**সাহিত্য প্রসঙ্গ** ৫,

ডঃ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

**আধুনিক বাংলা কাব্য** ৬,

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বাংলার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাহিত্যমাসিক

# কথাসাহিত্য

সদ্য প্রকাশিত চৈত্র সংখ্যার লেখকবৃন্দ

**সৃষ্টার চোখে সৃষ্টি**

পরিমল গোস্বামী

**গল্প**

মৈনাক
হীরালাল নাগগুপ্ত
শান্তিপদ রাজগুরু

**উপন্যাস**

আশাপূর্ণা দেবী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

**প্রবন্ধ**

কালিদাস রায়
কানাই সামন্ত

**ভ্রমণ**

সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

**কবিতা**

উমা দেবী
মণিন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
মায়া বসু

**জীবন-বিচিত্রা**

নূতন বিভাগ—এই সংখ্যার পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখক—উৎপল চক্রবর্তী

**নিয়মিত বিভাগ**

সম্পাদকীয়
পথে ও পথের প্রান্তে
বোদলেয়ার শতবার্ষিকী
সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা

*

এই সংখ্যার মূল্য—৷৷০
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫৷৷০
ষাণ্মাসিকী ৩,

কার্যালয় : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

# বেদনা?

# ফেন্‌সিক্

## দ্রুততর কার্যকরি!

**সাধারণ প্রতিষেধক অপেক্ষা অনেক দ্রুত কাজ করে।**

কারণ বেদনা থেকে তাড়াতাড়ি নিশ্চিন্ত নিরাপদ আরাম পাবার জন্যে ফেন্‌সিক-এ প্রয়োজনীয় সবকটি ওষুধই উপযুক্ত অনুপাতেই আছে। এই হচ্ছে ফেন্‌সিক — এর গোপন তত্ত্ব—অন্যের চেয়ে উপযুক্ত অনুপাতের ফরমুলা। মাথাধরা, দাঁতের যন্ত্রণা, মাংসপেশীর বেদনা, জ্বরভাব, সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে রেহাই পেতে চ'লে ফেন্‌সিক সেবন করুন। মনে রাখবেন—ফেন্‌সিক-এর একান্ত নিজস্ব ফরমুলা যে কোন বেদনায় বিশেষ ফলপ্রদ, কেননা—এর ক্রিয়া আরও দ্রুত।

আপনার দোকানে এই প্যাকেটটি খুঁজে নেবেন এবং ফেন্‌সিকই চাইবেন।

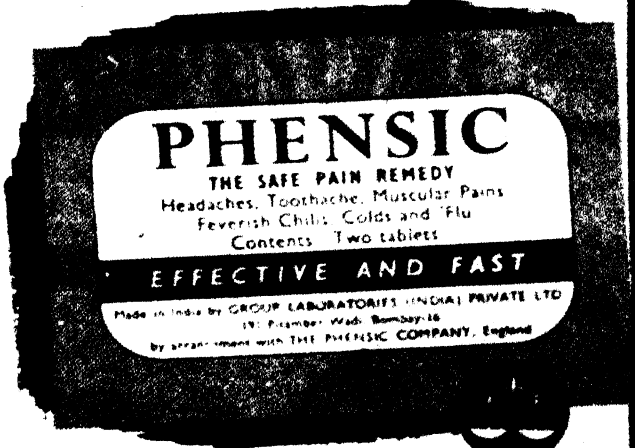


**ফেন্‌সিক — অধিকতর সমন্বিত প্রণালীতে প্রস্তুত — ফেন্‌সিক**

সার্থক রচনা : : নূতন উপন্যাস

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

**বহ্নিবন্যা**

বিপ্লবী বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত সুবৃহৎ উপন্যাস। দ্বিতীয় মুদ্রণ ৸৹

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আধুনিকতম উপন্যাস

**উত্তরায়ণ** তৃতীয় মুদ্রণ ৫৷৷

প্রবোধকুমার সান্যালের

অসাধারণ উপন্যাস

**বেদেয়ারা** তৃতীয় মুদ্রণ (যন্ত্রস্থ)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমর উপন্যাস

**পথের পাঁচালী**

নূতন মুদ্রণ : সাড়ে পাঁচ টাকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

**সাত পাকে বাঁধা** ৪৷৷

বিমল করের

**খোয়াই** ৩৲

নীরদনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

**তরঙ্গের পর** ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

**মিত্রমাস্তক** ৪৷৷

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

**পরিশোধ** ৪৷৷

সন্তোষকুমার ঘোষের

**রেণু, তোমার মন** ২৷৷

অখিল নিয়োগীর

**পঞ্চার পাঞ্জা** ৩৷৷

১৯৬০ সালের রবীন্দ্র-পুরস্কার অভিনন্দিত উপন্যাস

প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-কীর্তি

**কেরী সাহেবের মুন্সী**

পঞ্চম মুদ্রণ : সাড়ে আট টাকা

শরদিন্দু অম্নিবাস - ৬৲ | রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প - ৬৲

ধরে সিঁধুন - - ২৲ | নিকৃষ্টের গল্প শরদিন্দুর সাতখানি

নিকৃষ্ট গল্প - ৫৲ | দুষ্প্রাপ্য স্বাক্ষী - - ২৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

**গ্রন্থি ভাগীরথী তীরে**

তৃতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ

**উত্তরফাল্গুনী** ২য় মুদ্রণ ৬৷৷

অভিনব রোমাঞ্চকর

**ছাড়পত্র** ৪৷৷

**বশ্যয়প্রাস** ২য় মুদ্রণ ৪৲

নিরুপমা রোমাঞ্চ

**প্রত্যর্পণ** ৩৲

**শ্যামলী** ৫৲

সুবোধকুমার ঘোষের

**ছায়াসঙ্গিনী** ২৸

[ যন্ত্রস্থ ]

যোগেশচন্দ্র বাগলের

**ভাগ্যচক্র ও ভাগ্যলিপি** ৪৷৷

কালিদাস রায়ের

**সাহিত্য প্রসঙ্গ** ৫৲

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের

**আধুনিক বাংলা কাব্য** ৬৲

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বাংলার একমাত্র নিখুঁত সাহিত্যমাসিক

# কথাসাহিত্য

সদ্য প্রকাশিত চৈত্র সংখ্যার লেখকবৃন্দ

**স্রষ্টার চোখে সৃষ্টি**

পরিমল গোস্বামী

**গল্প**

নৈনাক

হীরালাল দাশগুপ্ত

শান্তিপদ রাজগুরু

**উপন্যাস**

আশাপূর্ণা দেবী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

**প্রবন্ধ**

কালিদাস রায়

কানাই সামন্ত

**ভ্রমণ**

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

**কবিতা**

উমা দেবী

সচ্চিদানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মায়া বসু

**জীবন-বিচিত্রা**

নূতন বিভাগ—এই সংখ্যার পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখক—উৎপল চক্রবর্তী

**নিয়মিত বিভাগ**

সম্পাদকীয়

পথে ও পথের প্রান্তে

যোগেশের দপ্তর

সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা

*

এই সংখ্যার মূল্য—৷৷৹

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫৷৷৹

ডাকমাসিকী ৩৲

কার্যালয় : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

# নতুনের অভিযান...

দিকে দিকে আজ নতুনের অভিযান—নবীন
শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন বয়ে নিয়ে আসে নতুনের সাড়া।
সাড়া জাগে লক্ষ মানুষের প্রাণে, তারা জেগে ওঠে, চেষ্টা
দিয়ে, কর্ম দিয়ে জাতিকে তারা নতুন করে গড়বেই.....মহৎ!
কালের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন স্রান্তিময়,
স্রান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে।
বৈচিত্র্য আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।
কালের জড়তা ভুলে অতীতের এক মহান
জাতিও আজ তাই জেগেছে, পেয়েছে সে নতুনের আহ্বান.....

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও...সদাই সেবায় হিন্দুস্তান লিভার

PR 1-XII 80

# সূচীপত্র

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| শান্তিপূর্ণ আলোচনা— | ... ... ... ... | ৭২৯ |
| প্রসঙ্গত— | ... ... ... ... ... | ৭৩০ |
| বৈদেশিকী— | ... ... ... ... ... | ৭৩১ |
| গানের আসর—শার্ঙ্গদেব | ... ... ... ... | ৭৩৩ |
| আলোচনা— | ... ... ... ... ... | ৭৩৬ |
| অভিশপ্ত চম্বল—শ্রীহরিকুমার ভাদুড়ী | ... ... | ৭৩৭ |
| শান্তিনিকেতন ও আচার্য ক্ষিতিমোহন —শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত | ... | ৭৪১ |



প্রকৃতি

আমাদের নব প্রেমের ও বিরহ মধুর কাহিনী

৭ই চৈত্রের বই

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
(আমাদের কাহিনী)
সে যে মিরা ৩·০০

শরদিন্দুর ছোটদের
(সচিত্র গল্প)
প্রজাপতি নড়া ও নাটা ৩·০০

## ধনঞ্জয় বৈরাগীর (নূতন নাটক) রজনীগন্ধা ২·২৫

রজনীগন্ধা সম্বন্ধে কয়েকটি আঙ্গিকের অভিমত :

*Basumati* — *Of the Times* :

"'Rajanigandha' is a surprisingly good and gripping play ... a milestone in the modern Bengali theatre movement."

*Amrita Bazar Patrika* :

"Compactness in the presentation of theme is the scoring point of Dhananjay Bairagi's plays, and his latest piece of stage-play 'Rajanigandha' bears sufficient proof of this. The play with much lesser illness has only four characters which is also remarkable representation of a Bengali Drama."

*Cine Advance* :

"'Rajanigandha' will again and again be described by me as Dhananjay Bairagi's greatest work, the best of his plays, the tragedy in which he exhibits most fully his multitudinous powers."

আনন্দবাজার :

[illegible] হয়েছে।"

দেশ :

[illegible] অভিনয় সকলেরই আকর্ষণ করবে।"

প্রতি বাংলা মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয়।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : আলোচায় ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ ফোন : ৩৪-২৬৪৭

# পরিবর্তন

পঞ্চানন্দপুর গ্রাম। আমরাই সেখানে থাকে। আমি থাকি, বিমল থাকে, হোসেনও থাকে। আমরা এক সঙ্গেই থাকি। বিমল ডেলা চাকরী করে। আমি বেকার। বেকার আমি তিন বছর। ফিটনাসেও পেছে চলে। আমরা পঞ্চানন্দ ব্রহ্মচারীবাবুর ছেলেমেয়েদের পড়াই। মোটা চল্লিশেক টাকা মাসে হাতে আসে। ওরই ভেতর থাকা, খাওয়া, কাপড় চোপড়, পান, চা সবকিছু। কষ্ট করেই চালাতে হয়। সকালে চায়ের নেশা। শুধু এক কাপ চা। দোকানটা একটু দূরে। কুতুবেশ্বর মন্দির স্ট্যান্ডটার কাছে। মেস থেকে কিছুটা পথ হাঁটতে হয়।

সেজন্যই হাঁটতে হয়। একটা মোড়। ট্রাফিক্যালার মিত্তালি। কোনের বটগাছটার তলায় পাঁড়ুই সরকারী পুলিশ ট্রাফিক কনট্রোল করে। তারপর বাঁ দিকে ঘুরতে হয়। ঘুরতেই দোকানটা, তেমন বড় নয়, আবার একেবারে ছোটও নয়। চালু চায়ের দোকান। তবে সাইনবোর্ড নেই। ভাঙাচোরা, টিনটি, জলবরার সবই পাওয়া যায়। সবারই এখানে আসি এক কাপ চায়ের জন্যেই। এর ওপরে এগুবার সাধ্য আমার নেই। আর ভাগ্য জোরে এগুলে বড় জোর একটা চালু সিগারেট পর্যন্ত। তবে রোজই যাই।

পয়সা ছুঁড়ে কোন কোন দিন বিক্রেতের দিকেও এক একবার চু মারি। দোকানের মালিক হবুনাথ সরকার। বাচ্চাকালী। ছয়ফুট উঁচুদের কোক। ভোর সকালে তাঁর সঙ্গে শুভাশুভ। আরে আসুন, আসুন, প্রথমদিকেই দোকান ওর টেপা বাঁধের জন্য এক কাপ চা নিয়ে আস.....টোস্ট ও চলে হাফে এক চালু.....

ঐ চালু চায়ের খদ্দের থেকে ছিনিই পাঁচুক ইলেকট্রিক পাখার টানা হাওয়া খাই। সেই সঙ্গে রোজকার ইংরেজি কাগজটাতেও চোখ বুলোই। কাগজের অন্য খবরে আমার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। শুধু সিচুয়েশন ভ্যাকেন্সীর কলমটাই দেখি। রোজই দেখি। এ কলমের প্রতিটি লাইন মন দিয়ে পড়ি। আমি চাকরীর খবর ঝাঁপটি টুকে রাখি। তারপর ফেরে ফিরি সিগারেট টুকি, এ পর্যন্তই। বিজ্ঞাপনদাতারা সাড়া করেও কোনদিন খবর নেন না। তবু পড়িয়া দেখি, চাকরী খালির খবর পড়ি। রোজই সিগারেট টুকি, সিলসুলো কোন-মতে ছোটে চলে.....

সময় খানেক হয়ে গেছে, একটা চাকরী পেয়েছি। তা-ও কিন্তু ঐ দোকানটার পত্রিকারই সৌজন্যে, বেসরকারী চাকরী। ছোট ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট। মাসটা পাঁচটা কলম দেখার কাজ। মন্দ নয়। মাইনে একশো পাঁচ টাকা। এখনও পঞ্চানন্দবাবুর ছেলেই থাকি, তবে চায়ের দোকানটাতে আর যাওয়া হয় না, চালু চা সিগারেটের স্বাদও প্রায় ভুলতে বসেছি.....বেকার জীবনের বোঝা নামটাকে ছেড়ে সামনে ছেলে চলেছে। রোজকার সেই এক কাপ চা, সকাল মন্দিরের চায়ের দোকানটা চোখের চাকচিক্য সবই যেন স্লান হয়ে উঠতে লাগলো।

পুরনো দিনের স্মৃতি সব, ভুলবার নয়, ভুলতে আমি চাইও না। রোজের সকালে সেরা দোকানটায়। বহুদিন দেখিনে মেজ ঘুরতেই দোকানটা চোখে পড়ছে। সকাল মন্দির এখন বন্ধ আছে। অবশ্য সেখানে এখনো একবার যাই। অবশ্য কাজ ছেড়ার নিয়ে আসবেন। মনে হয়েছে পুরোনো প্রাহকটিকে ফেলে দিয়ে ঘুরতেই হয়েছে। কাপড় চোপড়ের ছোবার দেখেই অবশ্য অনেক কাস্টোমার ভাঙতে নিয়ে, এটা করছে। অবশ্য ভুল হয়নি। ওরে চালু সেরে জন্য এক কাপ চা, সেটা সিগারেট চালু নয়, সেরকম গরম ভলিও।

সেদিনকার সেরকম হয়নি, হয়ে গেছে একটা পরিবর্তন গ্রাম হয়েছে। ঐসিগারেটের চালু চা সিগারেট ফেলেছি। আজকাল হয়ে সেদিনের মতোই মনে একটু, অনেক হলো.....সেদিনের চা সিগারেট এলো। সত্যিই সেদিনের অপূর্ব চা। সিগারেট ধূমপানও সেরা বড় সাইজের। মেজে চমৎকার লাগছে, চালু ঐসিনের প্রথম সেদিনের আস্বাদ। আমেও কারকারার সিগারেট এ দোকানে মোটেই হয়ে সেদিনের নয়। ফিরিয়ে করে ভালোবাসা সেদিনের সিগারেট ভালোবাসা মতো। সরকার মন্দির ছাড়লে চলেছিলে ভুল। কখনো দুঃখ ফেরে লুকে নিয়ে সরকার চলেই দূর, কুবেরের কথা কি মন্দির, সারের নয়। নিজেটাকে সেরকম ভালোবাসা ভালোবাসে সিগারেটার সঙ্গে কি দুঃখকর চলেছে।

কথা সেরে আর মনে কোনদিন, সরকার মন্দিরের চিকিৎসিত সম্ভবত। আমার বাড়ীর সঙ্গে হয়তোই ভালোবাসে হবে। আর পুরনো তুলনায় সাথেও খুব সম্ভব কি না—এর সঙ্গে খদ্দেরের দিকে ছাঁকছে সেরা হয়েছে সম্ভবীয়। এসব জিনিস আর হয় না। সরকার মন্দির হোস হয় থাকছে না। বাস বিলায় না। ছুটিই দিন। সেরা ছাড়া সেই। তবু এখন সেরা সরকার। মাইনে হয়ে চলনের আবার জন্য পাওয়া যায়। সব সময় সিল করা চিঠি। ছুটো মজলা সেরাদের জন্য সেই। ছাড়াও এর প্রতি মাইলে কোম্পানীর মোহরকা ৭০০ ইঞ্চির মাঝামাঝি ইউনিট ডিটাচিত এ এবং ১৪ ইঞ্চির মাঝামাঝি ইউনিট ডিটাচিত ডি জুড়ে দেয়। এরের কিন্তু অনেক হয়ে কথা বলতে হলো। আজকালকার আমি খারাপ বাঙালির সরকার প্রথাই।

সরকার মন্দির ছুটিরের জন্য খদ্দের সেরা ওরা ছাড়লে আপনার ছোকরা হয় মন্দির, এক আমার মাঝে সাধারণ কোন ছুটি ছোট হয়ে আসছিলো ছেড়ে পড়লেন ধন্যবাদ সরকার আমাদের ঐকান্তিক সেরা ছুটি নিয়ে এলেন আমাকেও চলতে হলো। সরকার মন্দির এমনও হয়ে সরকার সরকার ধরতে পারলে না আমার চলে চলবার ছাঁটি জন্য নেই। সত্যি কথা বলতে কি আমার ছুটি ছাড়া ছাড়া ধরে, এক ছাঁটি চলে নেই। পরের দিন ছোকরাও হয়। আমার কথা সরকার পাওয়া যাবে.....

চলবার সে কথা। সত্যিও সেরা নেই সেরা সরকারের ছোকরা ছোকরা ওপর তার সত্যিকারের সেরা। সরকারী, ধর সেরা সোকরাও সরকারী সরকার মন্দিরের সেরাকারও সত্যিকারের চেয়েছে। সরকারের এই একঘেয়ে ঐসিনগুলোতে কি পরিবর্তন আসবে না? এ আমার জন্যে সেরা হয়.....

সেদিনকার সে সিগারেটের গন্ধ চুকিয়ে সেরের পথ ধরলাম। ছাঁটের সত্যিই সোকানটা সিগারেটের প্রত্যেকে চলে গেছে। সেরা ধূমপান, এবার সোজা পথ। একটু পরেই সেরাই হাতে, চালুর ভাঙ্গা ছিপি টানি হাতে.....প্রথমেই আমি। একদিন এ সেরা ঐসিনেও পরিবর্তন আসবে, হয়তো আজকের সেরের খানারও ভালোবাসেই হাসা হবে।.....

আসুক তারই। আজ এখানেই সেরা করি.....

হিন্দুস্থান সিগার সিন্ডিকেট, বোম্বাই

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| নিজের হাতের খুশি—শ্রীঅরুণ চৌধুরী | ... | ৭৪৩ |
| কাকে তুমি চাও (কবিতা)—শ্রীমণীন্দ্র রায় | ... | ৭৫১ |
| এই টুকরোটা ! এবং পলাশ (কবিতা) —শ্রীবাসবকুমার সেখী | ... | ৭৫১ |
| হিমালয় পর্বতের সাহেবরাম—শ্রীনীরোদ রায় | ... | ৭৫৩ |
| কাঁড় দিয়ে জিমনাস—শ্রীবিমল মিত্র | ... | ৭৫৮ |
| বুকের ব্যথা—শ্রীসমরেন্দ্র ভট্টাচার্য | ... | ৭৬৯ |



প্রকাশিত হইল !

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অতীত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## সমুদ্র-মানুষ

[illegible]

• দাম টাকা •

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের

## ডাক্তারের দুনিয়া

• ২১ টাকা •

সুশীল ঘোষের

## মৌন নূপুর

[illegible] —দাম ৩.৫০

দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের

## রূপসী নগরী

[illegible]

• দাম টাকা •

সুভাষ সমাজদারের

## আবার জীবন

• দাম টাকা •

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

## তৃতীয় ভুবন

৪.৫০

[illegible] —পরিবেশক

নিউ বুক এম্পোরিয়াম : ২২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

(বি ৩৯৩১)



পুস্তকালয়ের জন্যে নতুন বই

সাহিত্য ও বিশ্লেষণ

সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গে
রাজশেখর বসু এম.এ.বি.এল ৩.০০

রাজনীতি ও নীতি

লেনিন লেখা ৩.০০

অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়

সাহিত্য-বীক্ষা ৩.০০

ধর্ম ও দর্শন

হেরম্বলাল গুপ্ত

সমাজ ও সভ্যতায় ক্রমবিকাশ ৩.৫০

সুকুমার মিত্র

১৮৫৭ ও বাংলা দেশ ২.৭৫

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ ৩.৪০

ভ্রমণ-কাহিনী

হিরণ্ময় বসু

নয়াচীনে চল্লিশ দিন ৩.০০

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ভবিষ্মরণীয় চীন ৩.০০

হরেন্দ্র সেন গুপ্তাই

ভবিষ্মরণীয় রুশদেশ দ্বিতীয় ১.০০

শৈলেন মুখোপাধ্যায়

আমার দেখা চীনের গণ-কমিউন ৩.৬৩

ভ্রমণ-বিবরণ

হিরণ্ময় ও হেরম্বলাল

মানুষ কি করে বড়ো হল ৩.৫০

শ্রীমতী সুমতি মুখোপাধ্যায়

অতীতের পাঁচবন্ধু ১.৬২

এম. আই. হেরম্বলাল

আমেরিকা-প্রবাসীর কথা ১.৫০

ডক্টর বিমলাক্ষ মুস্তফী ও ডক্টর নীহাররঞ্জন

চাঁদে অভিযান ৩.০০

ড. ও হেরম্বলাল

মানুষ কি করে পৃথিবীতে শিখল ৩.৭৫/১.২৫

অধ্যাপক কাঞ্জিলাল

মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ৭.০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সির প্রকাশ বিভাগ

১২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

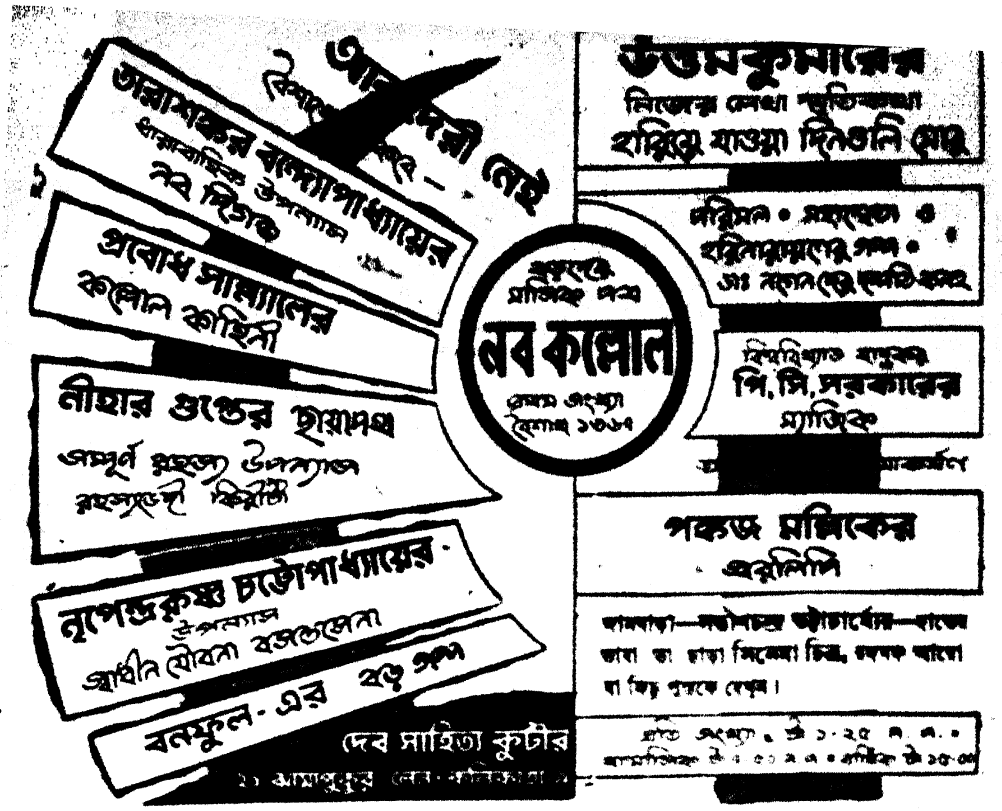


| | | | |
|---|---|---|---|
| সুবোধ ঘোষের | | প্রবিচন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের | |
| শতকিয়া | ৮-০০ | রূপসী রাত্রি | ৫-০০ |
| ভারত প্রেমকথা | ৬-০০ | প্রচ্ছদপট | ৩-৫০ |
| তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের | | প্রেমের গল্প | ৪-০০ |
| তিন শূন্য | ৩-৫০ | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের | |
| প্রেমের গল্প | ৪-০০ | প্রেমের গল্প | ৪-০০ |
| সাহিত্যের সত্য | ২-৫০ | মনের মানুষ | ৩-০০ |
| সরলাবালা সরকারের | | সতোন্দ্রনাথ মজুমদারের | |
| গল্প-সংগ্রহ | ৫-০০ | বিবেকানন্দ চরিত | ৫-০০ |
| আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের | | ছেলেদের বিবেকানন্দ | ১-২৫ |
| চিন্ময় বঙ্গ | ৪-০০ | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের | |
| শচীন্দ্রনাথ অধিকারী | | বিদূষক | ২-৫০ |
| রবীন্দ্র-মানসের উৎস সন্ধানে | ৩-৫০ | | |
| দরবেশ-এর | | | |
| দুস্তর মরু | ৩-০০ | | |

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা-৯

দেশ

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 9th April, 1960

২৭ বর্ষ ঃ ২৩ সংখ্যা ঃ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৬ চৈত্র, ১৩৬৬ সাল

## "শান্তিপূর্ণ আলোচনা"

ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আমন্ত্রণে চীনের প্রধান মন্ত্রী ভারতে আসিতেছেন —১১শে এপ্রিল তিনি দিল্লী পৌঁছাবেন জানিতে পারা গিয়াছে। দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা সম্বন্ধে "শান্তিপূর্ণ আলোচনা" হইবে বলিয়া প্রকাশ। নেহরুর বিবৃতিপরম্পরায় ও উহার মানেও অনেক সময়ে সমস্যা মোচন না করিয়া সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই — চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত আক্রমণটাই এক প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত। এখন তিনি শান্তিপূর্ণ আলোচনা প্রসঙ্গে আবার কি করিয়া বসেন সেই চিন্তা ভারতীয় রাজনীতিক মহলগুলিকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। লোকসভার বিরোধী দলগুলি বক্তব্য রাখিবার জন্য সময় চাহিয়া অধিবেশন দীর্ঘায়িত করার দাবী করিয়াছিলেন। এমনকি কমিউনিস্ট নেতা শ্রীডাঙ্গেকেও সরকারী প্রচারে ব্যবহার করা হইয়াছে। সীমান্ত সম্পর্কিত মন্ত্রীসভা শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, চীন প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অশিষ্টাচারের প্রশ্নটি সঙ্গত হইবে না। অপর পক্ষে সরকারের মনে রাখা আবশ্যক যে, বর্তমান অবস্থায় কূটনীতিক শিষ্টাচারের অধিক কিছু করাও সঙ্গত হইবে না বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন সীমান্ত সম্বন্ধে ভারত সরকারের বহু বিঘোষিত নীতি লঙ্ঘন করিয়া কোন মীমাংসা দেশের লোকে সহ্য করিবে না। ইহা সত্ত্বেও কোন কোন দল ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা প্রকাশ্য প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবে। এরূপ করা যে অন্যায় রাজকোটের জনসভায় নেহরুজী তাহা বলিয়াছেন। আমাদেরও সেইরূপ ধারণা। চীনের প্রতি আমাদের মনোভাব যেমনি হোক না কেন অতিথিরূপে যিনি আসিতেছেন তাঁহার বিরুদ্ধে অশোভন ও প্রকাশ্য প্রতিবাদ জ্ঞাপন দেশের পক্ষে গৌরবের নয়।

এই হো গেল প্রাথমিক ব্যাপার। অতঃপর সমস্যা নেহরু ও চৌ-এন-লাই-এর মধ্যে "শান্তিপূর্ণ আলোচনা" প্রসঙ্গ। উহাদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তি কি হইবে কি হওয়া সম্ভব জানি না। ইতিমধ্যে নেপাল ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে চীনের অনুরূপ হওয়ায় "একে কেহ মনস্তাত্ত্বিক হইয়াছেন। কিন্তু ভারতের সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নেপালের কথাই ধরা যাক। নেপাল অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, নেপালের অন্তর্বর্তী মাইতী এতাবৎ দাবি করা হইয়াছে মাত্র। তাহাই নেপালের সমস্যা অনেক সরল। অপর পক্ষে ভারত চীন কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে পনেরো হইতে কুড়ি হাজার বর্গমাইল ভূমি প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে চীন। আরো অনেক একুনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল ভূমির উপরে প্রকাশ্যে দাবি ঘোষণা করিয়াছে। ভারতের সমস্যা একটি প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যা। এমন অবস্থায় নেপালের সঙ্গে চীনের মৈত্রীচুক্তি নজির রূপে গ্রহণ করিতে পারে না ভারত। তাছাড়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী লোকসভায় বারবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, চীন চীনা ভারতের সীমান্ত পরিত্যাগ না করিলে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা সম্ভব নয়। চীনা সৈন্য ভারত সীমান্ত পরিত্যাগ করে নাই, পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করে নাই—এমন অবস্থায় ভারতের প্রধান মন্ত্রীই বা হঠাৎ আমন্ত্রণ করিতে গেলেন কেন, চীনের প্রধান মন্ত্রীই বা তাহা স্বীকার করিতে গেলেন কেন, আলাপ আলোচনার ভিত্তিই বা কি হইবে—ইহাই এখন দেশের উদ্বেগের বিষয়। অবশ্য নেহরুজী বলিয়াছেন যে, চীন-ভারত সীমান্ত নির্ণয়ে ২।১ মাইলের এদিক ওদিক হওয়া অসম্ভব নয় বা অবশ্যই নয়। কিন্তু এ তো সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায়, ২।১ মাইলের দাবিতে কেহ পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলের প্রশ্ন তোলে না কিম্বা প্রকাশ্যে অক্রমণ করিয়া পূর্বতের অন্তর্ভুক্তিতে সমস্যার সৃষ্টি করে না। তাহাই নেহরু সীমান্ত নির্ণয়ের যে দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, চীন সে দৃষ্টিতে দেখিতেছে না ইহা ধরিয়া লওয়া অন্যায় হইবে না। তাহাই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই পুরাতন প্রসঙ্গে আসিতে হইল—নেহরু-চৌ-এন-লাই আলাপ আলোচনার ভিত্তি কি হইবে?

নেহরু শান্তি চান। কে না চায়? নেহরু পঞ্চবার্ষিক যে জনার সাফল্য চান। কে না চায়। বলেন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক ঘটুক, দেশে সংগঠন কার্য বাহত হোক ইহা কোন সুস্থ বুদ্ধির লোকে চায় না। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতের কোন অংশ, তাহা যতই ক্ষুদ্রতম, যতই স্বল্পপ্রয়োজনীয় হোক না কেন তাহা আততায়ীর গ্রাসে তুলিয়া দিয়া কেহ শান্তি বা সাফল্য প্রার্থনা করে না—কেন না, ইতিহাস বার বার প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, তোষণনীতির পরিণাম শুভ নয়, শান্তির আশায় আততায়ীর মুখে গ্রাস তুলিয়া দিলে উহাকটের ক্ষুধার তৃপ্তি সৃষ্টি করে মাত্র। এসব কথা ঐতিহাসিক নেহরুর না জানিবার নয়। কিন্তু রাজনীতিক নেহরু কখনো কখনো সাময়িক শান্তির আশায় স্থায়ী শান্তিকে লঙ্ঘন করেন। সাময়িক শান্তির আশায় তিনি তিব্বতের উপরে চীনের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এখন আবার যদি সাময়িক শান্তির আশায় ভারতের অংশ বিশেষের উপরে চীনের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লন তবে নিতান্ত বুদ্ধিহীনতার কাজ হইবে। যে রাজনীতির হাটে শান্তির বেচাকেনা চলে তাহা এড়াইয়া চলিতে অনুরোধ করি ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে।

# প্রসঙ্গত

দশের বছর পূর্বে ৩০শে চৈত্র আনন্দ-বাজার পত্রিকার সম্পাদক ও আনন্দবাজার লিমিটেডের এমাতে 'ভারতের প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করেন। ঐ বছরই সেই দিনটি ফিরে ফিরে এলে তাঁর বিচ্ছেদ-বেদনাবিধুর স্মৃতি হন করে। এবারও সেই দিনটি সমাগত। তিনি শুধু আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন না,

তিনি ভারতবর্ষের এই সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার স্রষ্টারও অন্যতম। করেন মনসা বলা তিনি বৈকব ছিলেন। নিরহঙ্কার, নিরিবোধ, বিনয়ী এবং ভদ্র প্রফুল্লকুমার কর্মীদের পরম প্রিয় ছিলেন। অমা ছিল তাঁর অলঙ্কার। বাক্যে, বাবহারে ভদ্র এবং রুচিতে মার্জিত এই মনস্বীটির সংস্পর্শে আসবার সুযোগ যাঁরাই পেয়েছেন, তাঁদেরই শ্রদ্ধা এবং প্রীতি তিনি অর্জন করেছেন। তিনি শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, সাহিত্য ছিল তাঁর প্রাণ। তাঁর সাহিত্যরুচি বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে। তাঁর চিরোধান দিবসে আমরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

•

সম্প্রতি ভারতবর্ষে একটি আইনকমিশন সমিতি গঠিত হল। এই উপলক্ষে ভারতের প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমাদের সেই শ্রেণীর বিচারকের প্রয়োজন আছে, সুবিচার করবার সময় যাঁরা শুধু ঈশ্বরকে ভয় করবেন, কোন মানুষকে নয়, তা তিনি যত বড়ই হোন না কেন।" তিনি আরও বলেন, এই সমিতি দেশে সুস্থ ঐতিহ্য এবং আইনের শাসনের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করবে। এটর্নি-জেনারেল শ্রীশীতলবাদ অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, সম্প্রতি শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অত্যন্ত দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। অন্য দেশে যেমন, স্বৈরতন্ত্রী সরকার আইনের শাসনকে বিপন্ন করেছে ভারতবর্ষেও তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বেচ্ছাচারিতার নূতন ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শ্রীশীতলবাদ আরও বলেছেন, ভয় এবং শ্রদ্ধেয়ের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাচ্ছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবল হয়ে উঠেছে। এবং এই দুর্নীতি স্বৈরতন্ত্রী শক্তিসমূহকে দেশের শাসনযন্ত্রে বলপ্রয়োগে অধিকার করার শ্রেষ্ঠ আমন্ত্রণ। তিনি এই নূতন সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং আইনজীবীদের সম্মবদ্ধভাবে এই বিপজ্জনক ধারার প্রতিরোধ করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

এই দুটি ভাষণ থেকে সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়েছে। সমিতির উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি ডাক্তার প্রসাদকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, "যদি এটর্নি জেনারেলের আশঙ্কার কোন ভিত্তি থাকে তাহলে এইরূপ একটি সমিতি গঠনের নিশ্চয়ই সার্থকতা আছে। আমাদের প্রশ্ন তিনি যদি বলেছেন কেন? ভারতের প্রধান বিচারপতি ও এটর্নি-জেনারেলের উপর সরাসরি সম্বন্ধে তাঁর কি কোন অভিজ্ঞতা নেই? যাঁরা আইনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে থাকেন, তাঁর প্রকাশ্য রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপতি পরিচালন ভারতবর্ষের আইনমন্ত্রী সমিতি তাঁদের কার্যকলি বাধাদানে সমর্থ হবেন কি না, তবে তাঁরা জনমত ও আইনসভার সমস্যদের সম্মিলিতভাবে সাহায্য করতে পারবেন নিশ্চয়ই।

•

অর্থ সম্বন্ধের তদন্তে কেন্দ্রীয় সরকার কি নিরপেক্ষতা হয়ে পড়েছেন? সেখানে কিছু বলবার ভরসা নেই, সেখানে তাঁর কাজ চলছে দেশে দেখেছেন। ফল হয়ে চারিদিকে বিশ্বাসহীনতার সৃষ্টি হয়েছে।

টাকা সম্বন্ধে মুদ্রিত হিসাবের উপর। ফলে এক-একখানি বই-এর দাম দুশো টাকা ছিল ফোলসাদীকে প্রায় ২৮ হাজার টাকা ফল দিতে হবে। ভারতের সর্বত্র ছিল নিরপেক্ষ নিজেদেরকে বিপন্ন বোধ করছে। এই ফলের দ্বারা বোঝাই যদিও ফোলসাদে সম্ভবপরে পারে, অন্যান্য প্রসঙ্গের 'ফল' নিরপেক্ষ সম্ভবপরে পারবে কি না সন্দেহ। তাঁরা ভয়ংকর বিশ্বাসে এবং এই ভয় দেওয়ার সময় ছিল নিরপেক্ষ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

•

আর-একটি সুখের সংবাদ টেলিফোনের উপর। হঠকারী টেলিফোনের উপর সুখের বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে সমস্ত বছরের টাকাটা অগ্রিম জমা দেবার দাবি করা হয়েছে, এমনকি, যাঁরা একত্রিশ টাকা দিয়ে টেলিফোন বন্ধ দিয়েছিলেন, তাঁদের সম্পর্কও ছিন্ন পরিবর্তন করা হয়েছে। টেলিফোনের জেনারেল ম্যানেজার বলেছেন, সকলেই টাকা জমা দিয়েছেন এবং কেউই টেলিফোন ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন নি।

এই ব্যাপারে টেলিফোনের গ্রাহকদের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গীয় বণিক সমিতি, ভারতীয় চিকিৎসক সমিতি (বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা) এবং কলিকাতা টেলিফোন গ্রাহক কল্যাণ সমিতি এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। কলিকাতা টেলিফোনের জেনারেল ম্যানেজারের 'আর্ড সংবাদের সমালোচনা' করে বণিক সমিতি বলেছেন, "বিভিন্ন শ্রেণীর টেলিফোন ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তিনি উপলব্ধিই করতে পারেন নি। তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে, টেলিফোন আজ বিলাসের সামগ্রী নয়। নতুন ব্যবস্থাতেও তাঁরা যে এই হোক বহন করছেন তার কারণ, তাঁদের অন্য কোন উপায় নেই।" সম্প্রতি মাসিক ভাড়ার শ্রেণীর গ্রাহক একত্রিশটি ১৯০ টাকা দেওয়া এই সুবিধা খুবই অল্পদিন। টেলিফোন অধিকাংশ গ্রাহকই ব্যবহার করবেন না। কারণ ব্যবহার চলবে না। সরকার যদি এঁদের সঙ্গে উপেক্ষা করে নতুন সূত্রে ফোন করে দিতেন তাহলে যথেষ্ট সংখ্যক সাশ্রয়ী এই ফোন তুলির রক্ষা করা হতে হবে। তার ফলে ফোনের প্রবর্তন কার্যকরী হতে। তা চিন্তা করবার বিষয়।

•

ইন্টারভিউ করাটাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ইন্টারভিউয়ের সুযোগ পেলে আমরা কেউ সমালোচনা এবং আলোচনা পর্যন্ত বিবেচনা করি না। এবং এই ভিত্তি নিয়ে আমাদের আইনমন্ত্রী-সৃষ্টি ইন্টারভিউয়ের প্রকৃতি কেন্দ্রে পরিচয় হয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে যাবার পর ইন্টারভিউ এবং আলোচনা এখন আর আইনমন্ত্রীর সম্মবদ্ধেই সম্পর্কে নয়, এর ব্যক্তিগত সম্পর্কেরও ঘোষণা।

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে সম্পর্কের পাকিস্তানী ফোনে ফোনান তুলে ও প্রচার-পত্র নিক্ষেপ করে সফরে কর্মসূচিগুলোর বিরুদ্ধে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই অপপ্রচারের জন্য প্রধান সমস্যাদের দলের চারজন কর্মীকে গ্রেপ্তারের আদেশ অনুযায়ী বিদেশ সফরে বর্তমান অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। বিদেশ সফরে অধিকার রক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উক্ত দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। বিদেশ সফরে এই বিচার ফলদাতা এতদিন পর্যন্ত কার্যকরে পরেই ছিল এই প্রথমে হয়ে-ফলাকে তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে অনেক দিন থেকেই ইউনেস্কো সক্রিয় হয়ে আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ইউনেস্কো কখনো গ্রাহ্যই করেননি। ইউনেস্কো ও দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট উদ্যোক্তার আলাদা মাঠে হয়তে খেলো কথা আউটডোরেন। তাতে অবশ্যই কোনো পরিবর্তন হয়নি। তার প্রধান কারণ ছিল এই যে সাদের সমস্যা তাদের নিজের এলাকার প্রতিবাদে হয়ে পড়িবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। অবশ্য এলাকার সবদেশে হয়ে পড়িবার এবং হবে জন্য ক্রীড়া পরিষদ করতে প্রস্তুত থাকলেই যে সব সময়ে ইউনেস্কো সাহায্য পাওয়া যায় তা নয়। ইউনেস্কো কর্তারা নিজেদের মনে নানারকম করে বহু অন্যায়কারীর পথ নিষ্কণ্টক করে দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে কোনো সময়ে কোনো কারণে এক পক্ষের কর্তারা যদি অন্যপক্ষের কর্তাদের ডেকে চাইতে চাননি, এখনও অনেক মহা অন্যায় বিনা আলোচনায় প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে ইউনেস্কো চেষ্টার যদি কোথাও কিছু ভাল হতে দেখা যায়, তবে এটাও দেখা যাবে যে সে চেষ্টার পূর্বে এবং সঙ্গে অন্য চেষ্টাও আছে অর্থাৎ যাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তারা চুপ করে বসে ছিলো না, নানা


নতুনের বই

কবিতা

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪·০০
বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪·০০
কঙ্কাবতী ॥ বুদ্ধদেব বসু ৩·০০

গদ্য

সব-পেয়েছির দেশে ॥ বুদ্ধদেব বসু ২·৫০
আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ সীতাংশু মৈত্রী ৭·৫০
রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয় গঙ্গোপাধ্যায় ৩·০০
পলাশির যুদ্ধ ॥ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৪·০০
রক্তের অক্ষরে ॥ কমলা মজুমদার ৩·৫০
সময়টা কেমন যাবে ॥ জ্যোতি বাচস্পতি ৩·০০

গল্প ও উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প ৫·০০
এক অঙ্কে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩·০০
সমুদ্রহৃদয় ॥ উপন্যাস ॥ প্রতিভা বসু ৪·০০
ফাঁদবাদ ॥ উপন্যাস ॥ শচীন্দ্র চৌধুরী ৪·০০
চিরবন্দী ॥ সমরেশ মজুমদার ৩·০০
গড় শ্রীখণ্ড ॥ উপন্যাস ॥ শ্যামলকৃষ্ণ মজুমদার ৮·০০
মেঘের পর মেঘ ॥ উপন্যাস ॥ প্রতিভা বসু ৩·৭৫
বসন্তপঞ্চম ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২·৫০
মনের ময়ূর ॥ উপন্যাস ॥ প্রতিভা বসু ৩·০০
নীরার দুপুর ॥ উপন্যাস ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ৩·০০
তিন তরঙ্গ ॥ উপন্যাস ॥ প্রতিভা বসু ৪·০০
চার দেয়াল ॥ উপন্যাস ॥ সতীপ্রিয় ঘোষ ৩·০০
মাধবীর জন্য ॥ প্রতিভা বসু ২·৫০
বন্ধুপত্নী ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ২·৫০
বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু ৩·৫০

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলকাতা ১৩

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রমথনাথ বিশীর

## জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ৫৲

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব ৫॥০ শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব ২॥০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কালান্তর ৪॥০ কালিন্দী ৪॥০ গণদেবতা ৪৲ আগুন ৩৲

কমলকুমারী মুখোপাধ্যায়ের

মানব দেউল ৩৲ উষর ভানু ৪॥০ ক্ষুদ্র রয় জীবন ৪৲

আনন্দময়ী বুক স্টল ২০০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

(বি-৩৪৭৯)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত রচিত

## কবিমনীষী

এমার্সন, থোরো, হুইটম্যান, টলস্টয়, ইবসেন, রোমাঁ রলাঁ ও সুধীন দত্ত সম্পর্কে আলোচনা — মূল্য—৩.৫০ ন. প.

শ্রীনলিনীকুমার রায় রচিত

## তীর্থংকর

শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রোমা রোলাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল, মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্বের সাধক, পরিবর্ধিত ৩য় সং, কাপড়ের বাঁধাই মূল্য—৮,

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম হইতে প্রকাশিত বাবতীয় পুস্তকের জন্য নিম্নের ঠিকানায় লিখুন বা আসুন।

শ্রীঅরবিন্দ বুক্স ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১৩নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। টেলিফোন : ৩৪-২৩৭৩

প্রকাশিত হল

নতুন উপন্যাস

নতুন পরিবেশ

দাম ২.৫০

ঠ ন ঠ ন ঠ ন ঠ ন

শ্রীযুক্তা দেবী সরস্বতী প্রণীত

নতুন উপন্যাস

## কন্যাবর্ষ

একটি পুরুষের আত্মাভ্যন্তর গড়বার কাঁচা হাতের আত্মনিবেদন অথচ হৃদয়ের কমল সেখানে মুকুলায়িত।

রমণীয় প্রচ্ছদপট। দাম ২.৫০

আধুনিক সাহিত্য ভবন

১৮/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

(Notice) Link Mechanical Rights Act 1957


অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম এবং আত্ম ও সুখ স্বীকার করার সাহস সৃষ্টি করেছে। সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রস্তাবের জোর যদি শক্তি কিছু থাকে, তবে সেটা কাউন্সিলে যারা বক্তৃতা করেছেন, তাঁদের কথা থেকে আসেনি, এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকার যারা নিজেদের মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে আজ বঞ্চিত হয়ে থাকবে না বলে বদ্ধপরিকর হয়ে প্রাণ দিয়েছে এবং আরো প্রাণ দিতে প্রস্তুত তাদের কর্ম এবং ভাবনা থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার অবশ্যই ইউনোর প্রস্তাব উপেক্ষা করেছে, বর্তমান প্রস্তাব যদি তারা উপেক্ষা না করে, তবে বুঝতে হবে তার কারণ হচ্ছে এই যে আফ্রিকানদের আর উপেক্ষা করার সাধ্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নেই। তবে এটাও দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাদের আরো অনেক কিছু না করে বুঝতে দেবে না।

•

প্রেসিডেন্ট নাসের তাঁদের যেখানেই বাড়েন, সেখানেই এদেশের লোকের দৃষ্টি প্রতি প্রতিটি ও প্রত্যহ নিবদ্ধ দেখতে পাচ্ছেন। জাতীয় স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট নাসের যে-সাহস ও অকুতোভয়তার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য সে শ্রদ্ধা তাঁর সুপরিচিতের প্রাপ্য। কিন্তু তাঁর প্রশংসায় মুখরে গিয়ে এমন কিছু বলা উচিত নয় যাতে তাঁকে বিশ্বের বিস্ময় বোধ করতে পারেন। মিশরের ইতিহাসের জন্য একজন প্রতিভাবান আধুনিক ঐতিহাসিকের লেখায় তাঁর স্থান নিশ্চিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা একজন বলেছি যে, আমরা যখন ইসরেলের অন্যায় পরিকল্পনার আমাদের কথা বিশ্বের সমক্ষে আবার জানিয়ে প্রেসিডেন্টদের আমাদের এই ভাবে আসা। আমরা ভূতপূর্বদের মতো ঐক্য সম্মেলনী চাইতে পারে, কিন্তু আমরা জানিয়েছি সেই ঐক্যের কী রূপ দেখলে সেটা তাঁর নৈতিক অবলম্বন। সে বিষয়ে আমা দেশের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করে পক্ষে প্রকাশ্যে কথা প্রকাশ করা বিশেষ জরুরি কোনো রাষ্ট্রবিশেষকে সেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগের পরের কথা নিশ্চিন্ত করা যেতেও পারে না। উপরন্তু তাহলে যদি পুনর্বিবেচনার উপলক্ষে এরূপ বলা হয়, তবে অসঙ্গতিকর হবে পারে। অবশ্য প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রনীতির এমন সময় আসে যে ঐতিহাসিকী রাষ্ট্রনায়কের বা ঐতিহাসিক পরিবেশের উপরে কোনো কোনো কিছু বলা বা করা ছাড়া উপায় থাকে না। তখন তাঁকে নিজের বিবেক ও বোধ অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

•

সাহারার দক্ষিণের বিস্তীর্ণ পরস্পরবিচ্ছিন্ন বিভিন্নতার সমন্বয়ের প্রায় সমস্ত সংস্কৃতি ফ্রান্স ও ফ্রেঞ্চভাষী ইউনিয়নের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা এবং সাহারাবিষয়ক গবেষণার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে। ৩.৬.৬০

## পাঠকের

স্বর্ণলিপি সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছে। কিন্তু স্বর্ণলিপির বহুত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন নিজের করে কারাগারের ক্ষেত্রে। সুরের গোলক যখন তৈরি করতে শুরু করি তখন চাঁদের গায়ের স্বর্ণলিপির অক্ষরের মতোই একের পর এক স্বর্ণলিপি তৈরি হতে থাকে। সুরকারের কাছাকাছি করে তখনই একমাত্র উপায় স্বর্ণলিপি এবং স্বর্ণলিপিই স্বীকারের একমাত্র পাই। সম্প্রতি আমরা কারাগারে নিজস্ব সুরের ভিত্তি নিজের আলোচনা করেছি। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং শিক্ষোন্নয়নের কাজ নিয়ে যে কাজগুলি হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা দেখি না। অথচ, এগুলির সুর নিয়ে যে বিচার চলেছে রবীন্দ্র-


পুরোনো ক্যাটালগের জন্যে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, নতুন বই প্রায় বেরিয়েছে
॥ নতুন ক্যাটালগের জন্য লিখুন ॥

● সদ্য প্রকাশিত ●

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**পত্রলেখার বাবা**
॥ চার টাকা ॥
চিরশত্রুর জাইল - - ২·০০
অচিন রাগিনী - - - ৩·৫০
সাকাই - - - - ৩·৫০

শ্যামল চৌধুরীর
**মুক্তবন্ধ**
॥ তিন টাকা ॥
পাতালসন্ধ - - - ২·৫০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
**জর্জ বার্নাড শ**
একটি তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ কৌতুক-কথা ॥
॥ সাড়ে আট টাকা ॥
একালিনী নায়িকা - - ২·৫০

বন্ধুবের বন্ধুর উপন্যাস
**নীলাঞ্জনের খাতা**
॥ ৩২ টাকা ॥
শ্রেষ্ঠ গল্প - - - - ৩·০০
হঠাৎ আলোর ঝলকানি - ২·৫০

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস
**মনামী**
॥ ৬২ টাকা ॥
বকুলতলা পি এল ক্যাম্প ৩·৫০
বন্দীক - - - - - ৬·০০

● মনোজ বসুর ●

| | | | |
|---|---|---|---|
| বাঁধের কেয়া | ২·২৫ | ডায়মন্ড (ষষ্ঠ মুঃ) | ৩·৫০ |
| জলজঙ্গল | ৩·০০ | লোহাকপাট (১ম খণ্ড) | ৩·৫০ |
| গল্প সংগ্রহ | ৬·০০ | " (২য় খণ্ড) | ৩·৫০ |
| শ্রেষ্ঠ গল্প | ৩·০০ | " (৩য় খণ্ড) | ৩·০০ |

● সুবাসচন্দ্রের ●

নীলকণ্ঠের
জলা ও প্রভাত ৩·০০
বুদ্ধদেবীর
কথায় কথায় ৩·০০
বন্ধুদের
বইয়ের বন্ধনে ২·৫০
বিভূতিভূষণের
মেঘে মেঘে ৩·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ধাত্রী দেবতা ৬·০০
প্রবোধকুমার সান্যালের
দেবতাত্মা হিমালয় (১ম খণ্ড) ৮·৫০
" (২য় খণ্ড) ১০·০০
প্রফুল্ল রায়ের
পূর্ব-পার্বতী ৮·৫০
সমরেশ বসুর
প্রিয়তমা কাকে ৩·৫০

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-বারো ॥


গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে আজকাল যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা চলেছে। কিন্তু অপর দুই বাহ্যিকসম্পন্ন সুরকার—

অনুপলাল এবং শিল্পেন্দ্রলালের গান নিয়ে যে ব্যাপারটি ঘটেছে সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা দেখি না। অথচ, এগুলির সুর নিয়ে যে বিচার চলেছে রবীন্দ্র-

সঙ্গীত সম্পর্কীয় সূত্রের দুটি-বিচ্যুতির তার কাছে কিছুই নয়। অতুলপ্রসাদের সামান্য কয়েকটি গান উল্টেপাল্টে প্রতিটিতেই রেডিওতে শুনি, রেকর্ডও বেরিয়েছে কিছু—কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি গানে অতুলপ্রসাদের সুরকে যথেষ্ট পরিবর্তিত করা হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদকে খুঁজে খুঁজে ভুলে দেবার আয়োজন হয়েছে অথচ যে গানগুলি গাওয়া হচ্ছে তাদের স্বরলিপি আছে। সে স্বরলিপি কবির জীবিতকালেই প্রস্তুত। এই যে বিকৃতিরা স্বরলিপি সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন এর স্বপক্ষে কী যুক্তি আছে আমরা খুঁজে পাই না। অতুলপ্রসাদের সহজ সরল আন্তরিকতা বজায় রাখলে ক্ষতি কি?

অতুলপ্রসাদের গানে তাঁর নিজস্ব সুরের বাহুল্য ঘটেছে তাঁরই জীবিতকালে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। অনেক সময় সহজ অন্তরঙ্গ আসরে এই সব বাহুল্যে তাঁদের সম্মতি দিতে হয়েছিল আবার কখনো কখনো তাঁরা নিজেরাই তাঁদের সুরের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন প্রয়োজনবোধে। প্রত্যেক স্রষ্টাই এই প্রয়োজনবোধ করেন। কিন্তু স্রষ্টার হাতে তাঁর সুরের পরিবর্তন এক জিনিস আর পরবর্তীকালে অন্যের হাতে পরিবর্তন অন্য জিনিস। শেষেরটি অপরিহার্য না হলে না করাই উচিত কেননা লোকচক্ষুর সম্মুখে পুরিটি আমরা যতটা সম্ভব অপরিবর্তিতই রাখতে চাই। এটাই প্রশস্ত [illegible] সঙ্গীতের বাণীকারী [illegible] সেখানে শিল্পীকে তার অন্তর [illegible] দিতে হয়, কিন্তু তার অন্তরঙ্গতার ক্ষেত্রেও যদি গানের আকৃতিকেই পালটে দিতে হয় তাহলে সে উৎসাহের অন্তর [illegible]।

পূর্বোক্তদের অনেকটি রেকর্ড অতুলপ্রসাদের সুরের গুণে কিছু অলঙ্করণ দেখা দিয়েছিল। সেগুলিতে মূল [illegible] বজায় ছিল কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সুরের প্রতি বাহুল্য খানিক অনাবশ্যক [illegible] নিজ নিজ অংশ [illegible] এসে [illegible] এই সব গানে। এই পরিবর্তনগুলি অতুলপ্রসাদ নিজেই করে গিয়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তেমন কিছু শুনি নি। তবে আকাঙ্ক্ষায় যে মূল সুর [illegible] তা এত সুন্দর এবং সম্ভ্রান্ত যে তার পরিবর্তনে কবির উৎসুক হবেন এমনটা মনে হয় না। রেকর্ডকরা গানগুলির চারা স্বরলিপিতে যে সহজ সরল অনাড়ম্বর শ্রীসম্পন্নতা আছে তার অভাব আজ যেন আমাদের মনে হয়। তা ছাড়া স্বরলিপিতে কিন্তু যে [illegible] হয়ত সেগুলো অতীন্দ্রিয়ের অন্তরঙ্গ আবেগে কোমল গান্ধারের যে অনুপম স্পর্শ হয়েছে রেকর্ডে সেটি আসে নেই। যাঁরা অতুলপ্রসাদের গান শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে কাকলির স্বরলিপিতে যে সুর এবং ভণিতার পরিচয় পাওয়া যায় তা একেবারে কবির নিজস্ব। হাতে হাতে প্রমাণ যাঁরা এখুনো চান তাঁদের বলব কবির গাওয়া জানি তোমারে হে তন্দ্রারণী যা শুনিয়ে তুই ভাবিস মন"—এ দুটি রেকর্ড তাঁরা শুনবেন এবং স্বরলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন। দেখবেন পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে। এই সমস্ত বাহুল্যের কথা বিশেষ করে বলছি, কেননা আজকাল যে সমস্ত অলঙ্কারবিহীন বাহুল্যের ঘটেছে তার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে পূর্ববর্তী রেকর্ডগুলি থেকে। আমাদের ভেঙে ছেড়ে কর যে হেমের তরী, সবারে সমান ভাব নইলে মনের কাজ ঘুচবে না যে—এ গানগুলির ধরন একেবারে আলাদা জাতের। [illegible] এমন [illegible] উল্লেখ করা যায় অতুলপ্রসাদের গানে একটা চমক। অনুরোধের [illegible] পাওয়া যাচ্ছে কবির [illegible] এই বিশ্বকে [illegible] ছিল [illegible] কিন্তু [illegible] ছিল [illegible] এই [illegible] ঘটিয়ে [illegible] আর একটি [illegible] আমরা একটু [illegible] এই যে [illegible] থেকে [illegible] বিকৃতির [illegible] ইঙ্গিত [illegible] এই বিকৃতি [illegible] ঘটাতে পারে।

[illegible] গান [illegible] কিন্তু যে কটি গান পাওয়া যায় [illegible] তাদের [illegible] [illegible] [illegible]

# আলোচনা

### রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষক সম্মেলন

শ্রীতিভাজনেষু—

কলকাতার রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজনকে কিছি করে তোলার যেসব খবরা এই চিঠির সঙ্গে পত্রিকায় যে সম্বন্ধে প্রকাশ করেছেন তা একান্তই দুঃখজনক হয়েছে বলে মনে করি।

আমি অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের একজন ছাত্র হিসেবে এই আয়োজনের প্রস্তুত হয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং সঙ্গীত একাডেমির সঙ্গীত-শিক্ষক সম্মেলনের [illegible] আছে। এইসব সভার মধ্যে রবীন্দ্র সঙ্গীত একটি অবশ্য এই বিষয়টির [illegible] হিসেবে [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible]

হচ্ছে, এটাই কি রবীন্দ্র সঙ্গীতের গায়কী? কেউ কেউ বলবেন, না এটা ঠিক গায়কী নয়, আবার কেউ কেউ বলবেন হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে গায়কী। কিন্তু এই অবস্থায় মধ্যে আমরা ঘোরাঘুরি করি। অতএব এই যে সব জটিলতা আজকাল দেখা দিয়েছে এর একটা সমাধান হওয়া একান্তই প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ যেন ভুলে না যান "গীতবিতান" সংকলিত সঙ্গীতের উদ্দেশ্যে কবিগুরুর বাণী—"তোমাদের কাছে সানুনয় অনুরোধ—এই দেশবাসীকে একটু দরদ দিয়ে একটু রস দিয়ে গান শিখিও।"

গায়কীর কথা বলতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, "গায়কী এমনিতে আসে না, অনেকদিন শুনতে হয়" কিন্তু কাদের গান শুনলে অথবা কাদেরইবা অর্থারিটি বলে মেনে নেব? এর উত্তরে হয়ত অনেকে বলবেন যাঁরা কবিগুরুর সংস্পর্শে ছিলেন ও যাঁরা বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবন থেকে আসছেন তাঁরাই অর্থারিটি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজকাল তাঁদের মধ্যে নানা বিরোধ দেখা দিয়েছে।

আমাদের মনে হয় এই সমস্যা সমাধানের জন্যে বিশ্বভারতীর নেওয়া দরকার এবং এর সঙ্গে শিক্ষক সম্মেলন হলেও ভাল হয় অথবা শিক্ষক শিক্ষণ-এর ব্যবস্থা করলে আরও ভালো হয়।

ইতি—

শ্রীনলীগোপাল বসু

## ছাত্র জীবনে রাজনীতি

দেশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

১৬ সংখ্যা দেশের সম্পাদকীয় মন্তব্যের উপর বহুজনের যাচিত আলোচনা পড়ে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। আমাদের মনে রাখতে হবে, ছাত্রসমাজ রাজনীতির বাইরে থাকতেই পারে না। অসম্ভব। আজ বিজ্ঞান, সংস্কৃতি থেকে সুরু করে সাধারণ সাধারণ পর্যন্ত রাজনীতির আওতায়। কথা হচ্ছে, এই রাজনীতি সর্বত্রই খারাপ নয়। রাজনীতি যেখানে অসুস্থ বা পরিবেষ্টনী নয়, সেখানেই বিপদ। আজকের দিনে বাঙলা দেশের ছাত্রসমাজ যে রাজনীতির আবর্তে পড়েছে, সেটা এই অসুস্থ রাজনীতি। আত্মনিষ্ঠার প্রয়োজন খুব কম, তাই মতামতের মূল্যও কম। রাজনীতির এই কাটিয়া বাজারে স্বার্থান্বেষী বাক্তিদেরই ভরানক ভিড়। অসুস্থ রাজনীতির জননী অসুস্থ সমাজ। বাঙালী আজ লক্ষ্যহীন কৃপমণ্ডুক, সমাজসচেতন ও বিজ্ঞানমনস্ক। সমাজের সর্বস্তরে যখন দুর্নীতির ভাঙাবাজী চলেছে, তখন ছাত্রদের সামনে নীতির নিরস বক্তৃতা দেওয়া বৃথা।

কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলের অবস্থা এর মধ্যে আরও ভয়ঙ্কর। তুষারকে কলেজের শ্রীরামচন্দ্র ধাড়া এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার সবটা ঠিক নয়। তাঁর কলেজের কথা জানিনে, তবে মফঃস্বলের অধিকাংশ কলেজে ছাত্র-ইউনিয়নের নির্বাচনে কলকাতার অনেক কলেজের তুলনায় নোংরামি কম হয়। বলা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না—কলকাতার কয়েকটি ছাত্রাবাসের অবস্থাও মোটেই ছাত্র-জীবনের অনুকূল নয়। কেউই এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেন না। কলকাতার এমন কলেজের সংখ্যাও খুব কম নয়, যেখানে অধ্যয়ন করলে ছাত্রদের যাদের ছাত্রের মতো পড়ানো, টিউটোরিয়েল ক্লাস, ক্লেণীর ক্লেণীর ইতিহাসের সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। গতানুগতিক বছরশেষে পরীক্ষা দেবার জন্যে নৈর্ব্যক্তিকের মুখোমুখি হয়। তবে একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, ঐসব কলেজের অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকের এর জন্য দায়ী।

ইতি—

অমরকুমার বাগচী

(২)

সবিনয় নিবেদন,

দেশ পত্রিকার ১৬ সংখ্যার সম্পাদকীয় এবং ১৯ সংখ্যায় সাহেব আলোচনা পড়ে মনে হল ছাত্রসমাজের বর্তমান বাস্তব উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ সম্বন্ধে সকলেই একমত। অবশ্য উচ্ছৃঙ্খলতাই দুর্নীতির পেছনে পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু রাজনীতি কথাটির প্রকৃত অর্থ পরিষ্কার না হলে আমার মনে হয়, আসল কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে। ছাত্রকে যেন ছাত্রদের ছোট করা হয়েছে। ছাত্রও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। রাজনীতি শুধু সংকীর্ণ রাজনীতি নয়। আমার মনে হয় ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ খোঁজবার আগে আমাদের সামাজিক আমূল পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। কারণ আমরা সমাজ বা সমষ্টির বাইরে কিছুই চিন্তা করতে শিখি না। মানুষের উপর আমরা যারা উচ্ছৃঙ্খলতা রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে বিচার করি, তারা রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম ও নৈতিকতা আনতে চাই। বিপদ এখানেই। ছাত্রদের নিজেদের হাতে নিয়ে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, নৈতিকতা প্রেম ইত্যাদির কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে, অথচ নিজেদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার ফল মনের জোর পাচ্ছে না। তাই প্রয়োজন মত লাগলে ধর্ম ঘোষণা করবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য চেয়ার, টেবিল, কাচপাত্র নষ্ট করে। ছাত্র এইটুকুই জানে, পরীক্ষায় পাশ না করলে সমাজে স্থান নেই। পড়তেও মন লাগে না কারণ একই কথা শুনতে শুনতে ভাল লাগে না।

কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অনুরোধ, মনুষ্যত্বকে তার উপযুক্ত স্থানে রেখে বিচার করতে চেষ্টা করুন। না হলে ছাত্রদের চরিত্রের খুব উন্নতি হবে না। ইতি—

দেবা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মুরলীধর গার্লস কলেজ,
কলিকাতা।

## পাঠকদের কৃষ্ণকথা

মহাশয়,

আমার পাঠ্যপুস্তক কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে শ্রীকিঙ্করীমোহন পাণের চিঠি পড়লাম। অবশ্য বেনামী চিঠি যে মনোযোগসহকারে পড়তে হয়েছে এজন্য আমি দুঃখিত। কাউকে আঘাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রবন্ধ রচিত হয়নি। গতানুগতিক মনোভঙ্গিতে যে অবনতি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনাই আমার উদ্দেশ্য। এর জন্য ব্যক্তিবিশেষ যে দায়ী তা আমি বলতে চাই না। লেখকবিশেষ বিকৃত ও চাটুকারিতা মনোভঙ্গির উদ্ভবকালে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের অজ্ঞাতসারে এনেছে। মন্তব্যকারী পরিবারের ছেলেরা ভেবেচিন্তে লিখলে চিঠির আমার আপত্তি নেই এবং থাকবারও সম্ভবপর নয়। তবে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, ভিন্ন মতাবলম্বী বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পরিহাস না করলে বা হাতে ধরতে না করলে। কৃষ্ণিমাহাত্ম্যের অবনতিই মন্তব্যকারের অবনতির যে একটা প্রধান কারণ সেটা আমার বক্তব্যের ধরণের। অবশ্য এ ব্যাপারে 'কিঙ্করীমোহন' এবং অন্যান্যদের ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকার আছে। আর ছাত্রদের ও বর্তমিকদের শাসিত গুণ্ডা সমাজে কৃষ্ণকথার ইত্যাদি শ্রেণীকে বহুদিন যে অবজ্ঞায় করে রাখা হয়েছিল এটা তো ঐতিহাসিক সত্য।

বিনীত
শ্রীপ্রভাতকুমার বসু

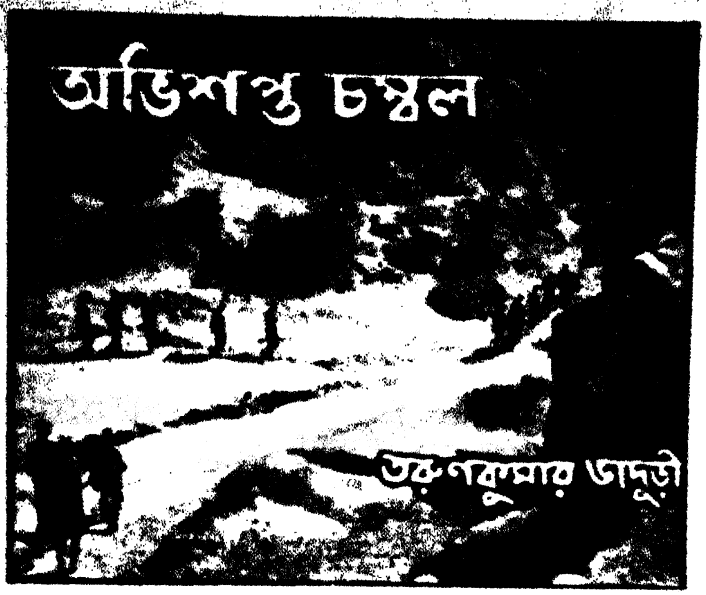


[illegible] অভিযান—ব্যর্থতাজনক মনমিং। [illegible] মাঠেঘাটে ঘোরাই 'ডিসিপ্লেন' হল [illegible] সর্বস্ব। কিন্তু মোলায়েম বাহুর নরম ছোঁয়া কিন্তু মনমিং আর তার দলবলের চোখেমুখে পাল্টাল।

১১৪০ সালে আগস্ট মাসে সমাজবিরোধী মনমিং পুলিসকে মনমিং একদিন নিজেই ডাকে ডাকা করল। মনমিং-এর সঙ্গেই নাকি পুলের পুলিসের ষড়যন্ত্র। এর পর, পর পর কয়েকটা হত্যা করল মনমিং। পরের সব কেড়ুয়ারী মাসে মেজরাজের মাইল ঢেলাবরের আর তার কিছুদিন পরে মনমিং মাইল ছেটবরও মনমিংএর পুলিসেরের আগুনে নিজেদের আহুতি দিল। মনমিংএর সঙ্গে কিছু লোক ধরা পড়ল ঠিক, কিন্তু সাক্ষ্য ও প্রমাণের অভাবে তাদের ছেড়ে দেওয়ার ছাড়া গেল। পুলিসের কর্তারা এবার সত্যিই শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। মনমিং আর তার দলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে কেউ রাজী না।

এলো ১৫ই আগস্ট ১১৪৭। [illegible] হল দেশটা। অনেকের মতো ছেলে ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বড় ভাই মনমিং। ছাড়া পেয়েই মনমিং আবার শুরু করল লুঠতরাজ আর ডাকাতি। একদিকে মনমিং আর অন্যদিকে

[illegible] ১৫ই আগস্ট [illegible] স্বাধীনতা দিবস পালনের উদ্যোগ করছে। কিন্তু [illegible] পাড়ায় পাড়ায় [illegible] ছেড়ে [illegible] পাড়ায় পাড়ায়

[illegible] ডাকাতের [illegible] ডাকাত মনমিং এই [illegible] শুরু হল

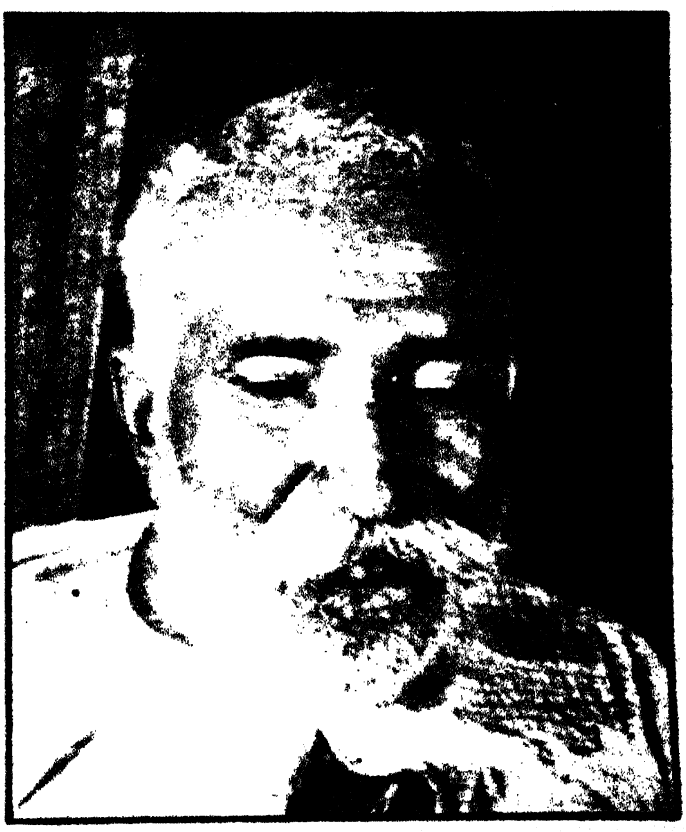

'দলছুট' মনমিং

[illegible] ১৯৫২ সালের [illegible] মনমিং [illegible] ডাকাতের [illegible] ডাকাত [illegible] ডাকাত [illegible] ডাকাত

মনোবীসিং। স্বাধীনতার আনন্দোৎসব তখনও শেষ হয়নি। একদিন বিজয়-গর্বে মানসিং তার গাঁয়ে ফিরে এল। খেড়া-রাঠোরের অনেকেই এগিয়ে এসে গলায় তার মালা পরাল। বিহারীসিং মৃত আর মনোবীসিং আবার ফেরার। মানসিং হল পরিষদের কর্তা। জাকাতি আর লুঠ-তরাজের অভাব পয়সা দিয়ে তৈরী হল বিরাট এক বাড়ি। লোকে বলত "গড়ঢ়ী" (গড় জানে দুর্গ)। গাঁয়ে এর সম্মান তার প্রতিপত্তি বাড়ল। লোকে ডাকে "দরবী" (গাঁয়ের নেতা)। কেউ কেউ বলে "রাজা মানসিং"। সবাইকার বিপদ-আপদে সে এগিয়ে আসে, ঝগড়ার মীমাংসা করে। যে সম্মান পাবার জন্যে বাপ বিহারীসিং চির-জীবন চেষ্টা করল, সেই সম্মান আজ তার ছেলে পেয়েছে ছেড়ে-চিনেও মায় "আপনি তাকাতু সে"। নিজের বাহুবলে।

গাঁয়ের ঘরে ঘরে চুলি চুলি কানাঘুষা হয়। "দরবী" পরিষদের সাহায্য করে। মনীবের কাছ থেকে অর্থ ছিনিয়ে নিয়ে

রেজোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।

রেজোনা প্রোপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

পরিবেশের বিরোধ। তলস্তয়ীয়ানের সঙ্গে ইহার কোনো ছায়ালোকের পাশে সে হাত দেয় না। তাহা হইতে অভীপ্সিত করে দূরত্বে দূরে। পুলিস আর পুলিসের চরদের সে ঘৃণা করে, কিন্তু প্রয়োজন না হইলে তাদের সে ঘাঁটায় না। ছোটখাটো সরকারী অফিসারদের তার কাছে ঘেঁষিতে আসে। তেমনি নজরানা দিয়ে যার আদরে কেউ ঘিয়ে ভাজা দিয়ে কখনোই মনিবের মন ভেজে সে কর্তিয়ারের ধার ধারে না।

মৃত্যু ঘোষণার পূর্বে কবি লিখিয়া যান,

"আজো যে দিবিনে ধরা
তোমার মনে ভাবনা হয়
আমার আছে দুঃখ কি যদি
তোমার কাছে সান্ত্বনা পাই
আমার আছে দুঃখ কি যদি
তোমার চোখে অশ্রু নাই
আমার আছে দুঃখ কি যদি
তোমার মুখে হাসিটি ভাই
আমার আছে দুঃখ কি যদি
তোমার বুকে ব্যথা না দিয়ে
আমার আছে দুঃখ কি যদি
তোমার ব্যথা আমি ন

নিরাপত্তার ঘিরে আসছে—আর্তনাদে ঘিরে পড়ল পুলিসের সামনে। সেই ভীষণ মুহূর্তেই হামলিং-এর সঙ্গের চারজন লোক হয়ে পড়ল পুলিসের পুরোপুরি। সামনের রাস্তা, ডিসেম্বর আর খুন এবার ঘিরে পড়ল পুলিসের ওপর আর ওদের ইপর হাত পুলিসকে সাহায্য করে বা তাদের সে পুলিসের লোক বলে সন্দেহ করে, তার সে সন্দেহ মাত্তা বা মিথ্যে যাই হক না কেন। তারা পড়ল বন্দু পুলিসের লোক। তাদের মধ্যে ছিল দুইজন সাহসী মার্কিন-পর্যটক।

হাতিয়ার প্রয়োগ করেকজন লোক ডেভিস হামলিংহের পক্ষকে আরও ঘিরে অসম্ভব করল। হামলিং সমস্ত ভাঁটা জানিয়ে, পড়িয়ে এরেস্ট করে দিল।

উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহারপ্রদেশ আর রাজস্থানে চার প্রদেশের পুলিস নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ল। হামলিং করে চলল অভিযান আর তার পেছনে চলে পুলিস। এক জেলা থেকে অন্য জেলা। একপ্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশ। নদী, পাহাড়, জঙ্গলপথ, বিভিন্নপথের মধ্যে দিয়ে চলে দুই দলের অভিযান। হামলিং যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তার অভিযান নাস্তা আর নাকাসহার থেকে চলে ৮০০ কিলোমিটার এলাকায়। এখন আসে হামলিংকে ঘেরা দিয়েছে ঐ চার পয়েন্টে রাখছে। ছোট্ট পুলিস। কোথায় হামলিং। এখন আসে না তবু হামলিংকে ঘেরা রাখা দিয়েছে—প্রায় ২০ মাইল দূরে অন্য একটা পয়েন্ট রাখছে বিভিন্নপ্রদেশের দুজন। সংবাদপত্র এসপাওনেজ আরে হামলিং পুলিসের সব সুযোগ বিশ্লেষণ করে ঘের ক্রমাগত।

সুবর্ণ সুযোগ এল ১৩ই নভেম্বর ১৯৫৩ সালে। এখন পাওয়া গেল হামলিং তার সমস্ত দিয়ে ঘাটিগাঁও গ্রামের দিকে ৫০মা হয়েছে। পরের পর সমস্ত গ্রাম পুলিস ঘেরাও করে ফেলেছে। কিন্তু কোথায় হামলিং, কেউ বলতে পারে না বা বলতে চায় না।

নিরাশ হয়ে ঘিরে আসছে পুলিস বাহিনী। ছোট্ট একটা গ্রামের পাশের দিকে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের জিজ্ঞাসা করে "কিসের ঘরে তুমি লোক ?"

ফোল ফোল করে একবার চেয়ে ছোট্ট দূরে একটা ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়েই উঠে পালাল।

ছোট্ট কয়েক পল দূরে পাহাড়ে পাঁচ ঘর অধিবাসী নিয়ে বিরাজ করছিল হামলিং। পুলিসের উপস্থিতি বোঝে ফেলে। হামলিংকে সন্ধান না পাবার পরেই হঠাৎ ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার এবং ছাড়া সুযোগ আর আসবে না। মহা উৎসাহে মাতল পুলিস পুরস্কার পাবার।

অবশেষে আক্রমণে হামলিং হতোদ্যমে নিরস্ত্র বড় রেডক্রসের মত অনুভূত করেক মুহূর্ত। সেকেণ্ডের সে সময়ের মিলে মিলনে পুলিস ঘটনা। হামলিং ফেলে আক্রমণ সে আগে মধ্যে দুজন পুলিস মারা। ফেলের সাথেকার অধিকাংশ আদিবাসীর একের পর এল হামলিংকে ঘিরে সন্ধান পুলিস। হামলিং আক্রমণ পুলিস কর্মচারীর মুহূর্তের অসম্ভবের সুযোগ নিয়ে ঝিলিমিলের সময়ে ফেলে পড়ে মারা আক্রমণ ঠিক পরে আদিবাসীর হৃদয় জয়লাভ

পরে ঝিলিমিলদের হাতে পুলিস ফেল একটা মস্ত ভুল। ভুলটা ছিল হামলিং-এর অভিযোগের সময় পরে পরিচয়ের সময় ফেলে। যাদের হামলিং ঘিরে পুলিসের সঙ্গে ফেলে ফেলে ফেল

# শান্তিনিকেতন ও আচার্য ক্ষিতিমোহন

শ্রীরেণুকানাথ দত্ত

সে [illegible] শান্তিনিকেতনের [illegible] ক্ষিতিমোহন

উঠেছে। সর্বোপরি বিস্মিত সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে জ্ঞান তপস্যার নিয়ত প্রাচীন তাপসদের ঋষিদৃষ্টি। ক্ষিতিমোহন ঠাকুরকে। এই সমস্তটা মিলিয়েই বেড়ে উঠেছিল শিক্ষার বাতাবরণ। শিক্ষা যে দৈনন্দিন আহার-বিহারের ন্যায় গতানুগতিক ব্যাপার নয়, শিক্ষার আয়োজন যে উৎসবের আয়োজনের মতো বিচিত্র এবং বহুমুখী হওয়া প্রয়োজন, শান্তিনিকেতনই সেকথা সেই শিক্ষা দিয়েছে। মাস্টার মানুষ কেবল যদি মাস্টার হন, তবে তিনি শিক্ষক হবার অযোগ্য। তাঁকে আরো কিছু হতে হবে, যা দেখে ছাত্রদের বিস্মিত দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষকগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন, তাঁরা কেউ বা সাহিত্যিক, কেউ সঙ্গীতজ্ঞ, কেউ অভিনেতা, কেউ সমাজ সেবক, কেউ কৃষিবিশেষজ্ঞ। জগদানন্দবাবুর মতো গভীর প্রকৃতির মানুষ লক্ষ্মেশ্বর সোজ অন্তরে অভিনয় করেছেন। যে ছেলেরা তাঁকে অভিনয় সফল করে তুলে, তারাই চোঁচাচ্ছে, লক্ষ্মী পাঁচা বেরিয়েছে রে। ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক কতখানি সহজ হয়ে গেছে। ক্ষিতিমোহন-বাবু সন্ন্যাসীবেশী রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ, গৌরগোপাল ঘোষ মোহনদাসের গৌরবে ছাত্রদের চোখে ফিরোজ সমতুল্য। আজকাল শিক্ষক বলতেই লোকে যেমন করে নির্লিপ্ত মনোভাব কোন পাশে সেই, তাই মাস্টার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল উল্টো—একমাত্র পূর্ণ ব্যক্তিরই শিক্ষক হবার অধিকার আছে। শান্তিনিকেতনের জীবনেরও নানারকম দাবি ছিল। সেই দাবি মেটাতে গিয়ে নিজের নিখুঁত মানুষকেও অসম্পূর্ণতার পূর্ণ অর্জন করতে হত। সেই অবকাশ আজকের বিশ্বভারতীনিকেতনেও আছে।

রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের শিক্ষকরা নানা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলেন। পার্থিব-গুহ, বুটিনবাবু, পরীক্ষকসর্বস্ব এসব নীরস শিক্ষকদের রবীন্দ্রনাথ চমৎকার গল্পে, নাচে-গানে, রূপে-রসে অনন্তমুখর করে তুলেছিলেন। শিক্ষার উৎস মানুষটিকে তিনি ফুলে ফুটিয়েছিলেন। এঁদের জীবনে মেঘ জমে করেছে। রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন মন্ত্রজ্ঞা। শান্তিনিকেতনের আদি যুগের শিক্ষকরা তাঁর মন্ত্রজ্ঞের সেনা। এঁদের সম্পর্কেই কবি বলতে পারতেন—

> ওরা যে এই প্রভাত রাঙা মন্ত্রজ্ঞেরই সেনা
> ওদের সঙ্গে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা

সেই সেনাদলের তিনি ছিলেন অনাদ্যন্ত নায়ক, আজ তাঁর দেহাবসানের সঙ্গে বাংলা দেশের শিক্ষার ইতিহাসে এক যুগের অবসান হল। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে তবেই এই জীবনাবসানের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যাবে।

সমগ্র দেশের অন্তরকে ছাড়িয়েও শান্তিনিকেতনের নিজস্ব একটি বেদনা আছে। সেটি তার একান্ত আপনার। সেই প্রথম যুগে যাঁরা একদিন কবির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন তাঁর কাজে সুর মিলিয়েছিলেন তাঁর গানে মন মিলিয়েছিলেন তাঁর মনের তার তাঁর খেয়ানে একে একে তাঁরা সকলেই বিদায় নিলেন। শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে এক অধ্যায় সমাপ্ত হল। শান্তিনিকেতনকে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা যে যেখানেই থাকুন, অন্তরের এই বেদনা তাঁরা আজ মনেপ্রাণে অনুভব করবেন।

যেসব যাঁরা রবীন্দ্রনাথের নিকট গুরুত্ব লাভ করেছিলেন তাঁরা সকলেই গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধায় প্রণত করেছেন। কিন্তু ক্ষিতি-মোহনবাবুর নাম স্বীকৃতির নিম্নে ঘনে হয়েই সেরেছি। আমরা সময় তাঁকে ঘনেছি, দেখি। আমরা কেউ কিছু নই, আমরা ছিলুম মাটির তলে, গুরুদেবের নিজহাতে আমাদের গড়ে নিয়েছেন। তিনি না থাকলে আমরা কেউ কিছু হতুম না। হয়তো এর মধ্যে কারোরই মনে আছে, পৃথিবীর এমনি সব স্বল্প সমস্যার সমাধানের ভার যখন নিজের সমাধান ক্ষিতিমোহনবাবুর এই উক্তি আমাদের নিজের সম্বন্ধে অনুভূতি। ক্ষিতিমোহনবাবু যে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের বিদ্যালয়ের অধিকারী ছিলেন তাতে তাঁর প্রতিভার সম্বন্ধে যে কোন সন্দেহ অবশ্যকারেই হতে পারত না। ক্ষিতিমোহনবাবু মাটির তলে নন, তেমনি করে রবীন্দ্রপ্রতিভার মর্মমূলে যেই অবশ্যই অধিকার করে প্রতিভার মানুষদের যে সবারই প্রতিভার ভিন্ন ভিন্ন এবং উৎকর্ষ বিচারে সমান হয় এমন নয়। তাই ভিন্ন ভিন্নের কাজটি রবীন্দ্রনাথ করেছেন। ক্ষিতিমোহনের প্রতিভা ভিন্নতর আলোকের প্রয়োজন করেছেন এবং পরিচয়কে বিশেষভাবে করবার জন্যে যে উপকরণ এবং যেসব আয়োজন তা তিনিই জুগিয়েছেন। বিশ্ব-সাহিত্য সভাটি এবং ক্ষিতিমোহন সেন উভয়েই প্রতিভাবান সৃষ্টি। কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথের কবিতা সাহিত্যের এঁদের প্রতিভা এমন স্থানে স্থানে সমগ্র হয়ে উঠেছে কিনা, তা নিঃসংকোচে বলা যায় না। Direction এবং purpose-এর অভাবে বহু প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে থাকে। এঁদের বেলায় সে ঘটেছি হয়নি, সেজন্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট কৃতজ্ঞ।

গুরুর শিষ্যকে গড়ে তোলেন, একথা যেমন সত্য, শিষ্যও তেমনি অল্পাধিক পরিমাণে গুরুকে গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ যদি ক্ষিতিমোহনের কাণ্ডারী, তবে আলিঙ্গনাবদ্ধে ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ডারী। রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ডারে তিনি অনেক সম্পদের যোগান দিয়েছেন। বাংলা দেশের লোকসাহিত্য, সৌকিক ধর্মের ক্ষিতিমোহনবাবুর সাহায্যেই রবীন্দ্রনাথ অনেক কাছে পেয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় সাধু-সন্তদের জীবন সাধনা তাঁর মাধ্যমেই গুরুদেব জেনেছিলেন। Religion of Man নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি সেই ঋণ স্বীকার করেছেন। এই সম্পর্কে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর সমাজ-চিন্তার মূলে ছিল ব্যক্তিমানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ। তথাপি বলতে হবে তিনি অন্তরে মনেপ্রাণে নিঃসন্দেহ এবং নিঃসংশয়ে। তাঁর অসামান্য প্রতিভাই তাঁকে সহজ সমাজিক জীবন থেকে নির্বাসিত করে রেখেছিল। অনেকে তাঁর কাছে যেতেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। কিন্তু সমাজ ভূমিতে পাঁচজনের সঙ্গে একত্রে সমানভাবে মিলিত হবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সেখানে ক্ষিতিমোহনবাবু এই বিরাট মানুষকে সম্পূর্ণ করেছেন। ক্ষিতিমোহনবাবুকে কবি বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। এই সৌভাগ্য কম লোকের ভাগ্যেই ঘটেছে।

ক্ষিতিমোহনবাবু যখন প্রথম নবীন বয়সে, যখন তাঁর প্রতিভার অঙ্কুর তাঁকে চিনি চিনি করে তখনো চিনতে পারেনি, তখন তাঁর ছাত্রের এক বন্ধুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। তাঁর ছাত্রের অন্তরে ক্ষিতিমোহনবাবুর প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল তা তিনি কবির কাছে প্রকাশ করেন। কবি তাঁকে বলেন, ক্ষিতিমোহনকে তুমি কি দিতে পারো? তাঁর যা পাবার তা তিনি পাবেন। তুমি তাঁর কাছে কি পাবে তাই বলো। ছাত্রটি বলে, আমি তাঁর কাছে ভারতবর্ষকে পাব। কবি বলেন, তবে তুমি ক্ষিতিমোহনের কাছে যাও। ছাত্রটি ক্ষিতিমোহনবাবুর কাছে গিয়ে কবির কথা বলে। ক্ষিতিমোহনবাবু বলেন, কবি আমাকে কি দিতে পারেন? তিনি তো ভোলেনাথ, তিনি এসব জিনিস বুঝবেন না। তিনি ভুলে যেতেন যে, যাঁকে

আলোকলতার জন্মে ছেলেবেলায়, তিনি যখন চারটেও বছরে কৃতি বছরের ছেলে। মনে আছে, বড়দাদা শিবেন্দ্রনারায়ণের চেয়ে ছবীন্দ্রনাথ ছোটবেলাতেই সাধারণ ছিলেন। ছবীন্দ্রনাথ এও বাহবার পাত্রেছেন, তিনি সহজে পড়িবেন পারতেন। মনে হয়েছে মাঝে পড়াশুনার সময় তাঁর সম্মান হয়েছে। কিন্তু তাঁর সত্যকার শিক্ষারম্ভ হয়েছে বড় পড়াশুনা তিনি জীবনে যেমন ভি এমন যে পড়াশুনাতেই শিক্ষারম্ভ তিনি শিক্ষিতেরাজনাথ সম্প্রদায় পরিচিতদের এক সময়ের শিক্ষাগুরু। পড়াশুনোতেই পুলিসিহার তিনি একেবারে ঐক্যবিহীন ছবিসম্পন্ন নেহারুর সঙ্গে। শিক্ষারম্ভনাথের এই তাঁহাই শিক্ষিতেরাজনাথের পড়াশুনাতে যোগ প্রথম।

পড়াশুনা এক কথা পড়াশুনাকে সাধনে কথা। পড়াশুনা অনেক পড়াশুনা অনেক লোকেই। পড়াশুনাকে সাধন তাঁহা কাজে লাগাতে কাজে ছবিসম্পন্ন কাজে ছবিসম্পন্ন পারেন। এমন কি সাধারণতঃ যাকে ছবিসম্পন্ন বলা হয়েছে তাঁর মধ্যেও এই ছবিসম্পন্ন সমান ছবিসম্পন্ন। তাঁর মধ্যে ছবিসম্পন্ন ছবিসম্পন্ন ছবিসম্পন্ন

ভাষণ, গানকেও হার মানাতেন। জোলিয়ট সম্পর্কে হ্যাক্সলিই বলেছিলেন, he talks far above singing. ক্ষিতিমোহনবাবু সম্পর্কে ঠিক ঐ কথাটি বলা চলত। বৎসরের পর বৎসর তিনি শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ধর্মোপদেশ দিয়েছেন। ধর্মকথা পারতপক্ষে কেউ শুনতে চায় না। নিজের কথা বলতে পারি, আমি স্বভাবতই অতিশয় 'ধর্মভীরু' মানুষ—অর্থাৎ কিনা ধর্মের নাম শুনলেই আমার আতঙ্ক হয়। তথাপি একাদিক্রমে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যে আমি মন্দিরে গিয়ে বসেছি সেটা পুণ্যলোভে নয়, ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা শুনবার লোভে। লোকেরা ভাবে কেবলমাত্র ধর্মকথাই কথামৃত। ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা শুনে আমি বুঝেছি, সুন্দর করে বলতে পারলে সব কথাই কথামৃত। শান্তিনিকেতনবাসী মাত্রই স্বীকার করবেন যে ক্ষিতিমোহনের কথা অমৃতসমান। সেই কথা যাঁরা মন দিয়ে শুনেছেন, তাঁরা পুণ্যবান হয়েছেন কিনা জানিনে, কিন্তু গুণবান যে হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ প্রতিটি কথার মধ্যে যথেষ্ট গুণপনা থাকত।

ক্ষিতিমোহনবাবুর আরেক গুণ তাঁর অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তি। পূর্বকালের শ্রুতিধরদের কথা আমরা পড়েছি। একমাত্র তাঁদেরই সঙ্গে ক্ষিতিমোহনবাবুর তুলনা চলে। সচক্ষে না দেখলে, স্বকর্ণে না শুনলে এই ক্ষমতার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। যে কোন বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেই তাঁর অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তির প্রমাণ পাওয়া যেত। একবার অমবারই উপস্থিতিতে কোন ভিজিটর বাউল মুসলমান কবি সিরাজুদ্দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। ক্ষিতিমোহনবাবু তৎক্ষণাৎ একটি একটি করে নাম বলে যেতে লাগলেন এবং প্রত্যেক গ্রন্থ থেকে পড়ে পড়ে দু এক পাতা মুখস্থ বলে গেলেন। আমি বিস্ময়ে হতবাক। থাকারে গিয়েছিলেন মেকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। থাকারের বয়স তখন অল্প সবে কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে মেকলে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ক্লারিসা পড়েছেন কিনা। থাকারে লজ্জিত মুখে পড়েননি বলাতেই—never read Clarissa! বলে মেকলে ক্লারিসার প্রথম বাক্য থেকে শুরু করে দু তিন পাতা মুখস্থ বলে গেলেন। তাবুন একবার, উপন্যাসেরও পাতার পর পাতা কেউ মুখস্থ রাখে! বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু থাকারে স্বয়ং এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। আমি অনুরূপ ঘটনারই চাক্ষুষ সাক্ষী।

গুরুর প্রতি ভক্তি এবং তাঁর কাজের প্রতি যে নিষ্ঠা ক্ষিতিমোহনবাবু দেখিয়েছেন তা শিষ্যমাত্রেরই অনুকরণযোগ্য। বাহান্ন বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, এই খানেই দেহরক্ষা করলেন। আমাদের দেশে কথা আছে, ভোগীরা কখনো যোগাসন ত্যাগ করে ওঠেন না। ক্ষিতিমোহনবাবু জ্ঞানযোগী ছিলেন। অর্ধশতাব্দী কাল অনন্যমনে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের সেবা করে গিয়েছেন। অনেকটি ভোড়ার দিকে কয়েক মাসের জন্য কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। সংসার ব্যবসা করিরাজি করবেন, এই ইচ্ছা মনে ছিল। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে খুব লভ করে আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু সে উদ্যম শেষ হয়নি। গুরুদেবের আহ্বানমাত্রেই আবার তাঁকে শান্তিনিকেতনেই ফিরে আসতে হয়েছিল। পরিহাস করে বলতেন, কবি কৃতি হলেন না, তাই কবিরাজী করা হল না।

শান্তিনিকেতনের বাণী এবং ইতিহাসকে ভৌগোলিক ক্ষিতিমোহনবাবু যেভাবে প্রচার করেছেন এমন আর কেউ নয়। যে পাঁচ ছয় খণ্ডের এক বৃহৎ গ্রন্থাবলী প্রকাশের কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন কিন্তু তার শেষ পর্যন্ত দেখবার সুযোগ কখন তাঁকে ঘরে বসে কাটাতে হবে। জগৎ সভার বিভিন্ন প্রসঙ্গে ঘুরে ঘুরে তাঁর নিজস্ব গবেষণাকার্যের উপকরণ সংগ্রহ করে বেড়াতেন এবং যেখানে গিয়েছেন সেখানেই গুরুদেবের কথা এবং তাঁর জীবনসাধনার পরিচয় দিয়েছেন। এমন বহুশ্রুতি, এমন সর্বতোমুখী জ্ঞানের বড় দেখা যায় না। কোন বিষয়ের এমন গূঢ় নেই যেখানে তিনি ঢুকতে পারেন না। কত জানুয়ের সঙ্গে যে তাঁর পরিচয় ছিল শুনলে অবাক লাগে। অমবারই অন্তরীণ পরিজন সম্পর্কে তাঁর কাছে এমন সব কাহিনী শুনেছি যা পূর্বে অমবার জানা ছিল না।

কথায় কথায় বাক্তিগত কথা এসে গেল। তিনি আমার পিতৃবন্ধু, আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেছেন। আমার দুশ্চিন্তার দেখে খুব খানি তাঁর সান্ত্বনা আসা উচিত ছিল তা আসেনি। ইচ্ছা করেই দূরে দূরে থেকেছি। সেটা আত্মরক্ষার সহজাত বৃত্তিবশতঃ। যৎ সামান্য বিদ্যা নিয়ে আমাদের কাজ করবার। সেই বিদ্যেটুকু পাছে ফাঁস হয়ে যায় সেই ভয়েই কাছে ঘেঁষে ভরসা পাইনি। তথাপি তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হইনি। আমি মনে মনে যে সব ছাই ভস্ম লিখে থাকি তা যে তিনি সস্নেহ প্রশ্রয়ের সঙ্গে পড়তেন মাঝে মাঝে তার আভাস পেতাম। এমন কি দু একটি লেখা যখন তাঁর ভালো লেগেছে তখন সোজা বাইরে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অনুন্ধ হয়ে অবধি গত পাঁচ ছ বছরই তিনি শান্তিনিকেতনের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই বাস করেছেন। খালি পায়ে, হাতে কাগজপত্রের ফাইলটি ঝুলিয়ে শান্তিনিকেতনের রাস্তায় কতকাল তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর এই মূর্তিটি শান্তিনিকেতন লাইব্রেরির একটি অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছিল। পথে চলতে চলতে থাকে দেখতেন তারই সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে দুটো কথা বলতেন। স্নেহে স্নিগ্ধতে হাসা পুরিয়াসে অনেকখানি মানুষ বিকশিত হত। গত কয়েক বছর আমরা যে তাঁকে শান্তিনিকেতনের পাঠাগারটি দেখিনি তাতে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী অনেকখানি স্নান হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয় এবং ফলে শান্তিনিকেতন জীবনের সমস্যাও যেন খানিকটা ঘুরে গেছে। সুপ্রসন্নতার সহজ নিরুদ্বেগ পথ ছেড়ে ছোটে বেড়াতেন, সকল অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ থাকে কেউ কেউ থাকতেন। বাইরে ইতিহাস নিয়ে বিদেশে অধ্যাপনা করে। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপনা কেবল পুস্তকগত সেটাই হত না। মাস্টারমশাই বেড়াতে বেড়াতে গল্পচ্ছলে কাজ করতে একটা লাইব্রেরিয়ানের উৎসাহে আলোচনার প্রণিধিটিও অনুসরণ করতে করতেই অধ্যাপনার কাজ চালাতেন। সম্প্রতি এই গভীর দৃষ্টিটি একেবারে জগতের অন্তরালে চলে গিয়েছে। ক্ষিতিমোহনবাবুকে বলা যেতে পারে এ যুগের (empirical philosophy) জনক।

অনেক বছরের পর তাঁর সঙ্গে খুব কাছে আসবার সুযোগ হয়েছে। এই সেদিন তাঁর অসুখের সময়ে দেখতে গিয়েছিলাম। সে কেবল উঁচু স্তরে নয় থাকে দেখে আসা। তিন সপ্তাহ প্রায় তাঁর কাছে ছিল। কাছে থাকা বলতে যা বোঝায় তাই। সুস্থ শরীরে যেটি পারতেন না, অসুখের সময় তাই করেছি। সেবা কর

# নিজেরে হারায়ে খুঁজি

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

২২

ট্রা পড়লেন মো-টানছ। একদিকে সম্পাদকীয়ের পাতা—অন্যদিকে বন্ধুর ওপর কোনো কথা বলতে পারেন না। অন্যদিকে, বন্ধু কাকে আঘাত থেকে এই আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন অমর সেটাও। ইতিমধ্যেই, আলমারি আর টেবিল, এসব বাজারে কোথাকে চলে গেছে। বন্ধু কাকে চুপ না, ওই ও কোথাকে। এমনকি দু'টিনে তিন ধারে কোথাকের পর আর কোনো চাকরী হাতেন করে। এবং একটি যখন হাতেন তখন আর আমাদের কোনো দৃষ্টি করলেন না। দৃষ্টি সম্পূর্ণ ঐকান্তিক ভাবেই হাতে দৃষ্টি করে করতে সবই করলেন। তিনি আমাদের ছাতাটি পড়ির প্রকাণ্ড ছাপটি কাকে ফেরেন দীর্ঘ হাতে। আমাদের নিজস্ব পড়ির সম্পদটি এইদিনে হাতে গেছে। 'স্বদেশী' বন্ধুটি সেখানে কোথাকেন করেছেন। বন্ধুটি হাতেছে। নিজের তিন নিজেকারের হাতে হাতে আছি চূড়ান্ত। আমার ভেবে হিন্দু এসে বলছে—এখনো বসে আছো? আমাদের কাজ তৈরী হাতে না তি?

—এই, হাতেছ

হিন্দু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি বুঝলে কে জানে, ভিতরে গিয়ে হাতে বলল—মাসিমা ওকে ছেড়ে দিন। বন্ধ বেরুবার সময় হাতে এলো। আমিও আমার তৈরী হাতে।

আয়োজন আর এটা করে সাজা করবার উৎসুকদের এ কথাটি তিন ছোট। নিজেদের হিন্দু আজ দিক দিয়ের তিনি আমার মধ্যে আছে, তিনিই ভেতরটা সবচেয়ে এক করে হাতে আছে। আমার নিজের কথাই নিজে বিছু বলি না এর ওপরে আর একজনের জন্য বলে করব কেমন করে? তবের বসে হাতেছে এই ওপর এ বাড়ি যাচ্ছেন সে বাড়ি যাচ্ছেন নিজে নেমন্তন্ন করতে। হিন্দু কখন আর উনি? ভাবলাম।

কলকাতাতেন—সাজারে সাঁড়াতে নিখলো না এখনো, ওরা আমার এই মনোভাবটা নিয়ে-সম্পাদিত, এটি রাখতে পারবে?

আজ মনে হাতেছ, কথাটা সত্যি। সাজারের পথবাহায় চলবার আমরা অনেক কথাটি আছি জড়াইছি? এখন মনে হাতেছ নিজের প্রস্তাবে বাধা জরাজী ছিলেন, আমিও যা কেন বাবার পথ নিয়ে প্রতিবাদের কড় তুলিনি?

হিন্দু আর ডাকলে কর রক্ষা। তাঁরবেরাই যা ঘণ্টাখানে কে। ২৮শে অক্টোবর ১৩২৭ সালে সেইবার প্রথম নিজেই হাতে গেল। একেবারে নিজের বসেবসের ছিল মাত্র কাকে—মুসলিম বন্ধু। মেয়ে আর মেয়ে, তাদের মাঝে ইস্কুলে কে রক্ষার মতো করতে হবে গেল হাতের হয়, ঠাকুরের সঙ্গ করতে হবে—তাই তার পড়িয়ে ছিল এই সমস্যা—আমি আমে মাকে সম্পর্ক করে নিজেও কিছু ছিল না। তবে আমার বেলা, ওসব অভাবের হয়নি। তখন সচরাচর বরসের বয়স হতো ষোলো। আঠারো, কি, বড়োজোর কুড়ি। সে হিসাবে আমি বেশী বয়সের বর তাই আমাকে বরং সবাই একটু সমীহ করতে লাগল। তার ওপরে আবার ছিল বাপমায়ের ছোট মেয়ে, তাই তার বিয়েসের নিয়েও ছিল—ওদের বিয়ের কোরে না।

বিয়ের সাতাই করেনি। একটি ছোট মেয়ে—পরে শুনেছিল সেটি আমার মেজো শালির মেয়ে। সকালে গান গাইছিল, সে থাকতো গান শেষ হওয়ার পর আমাকে ধরে বসল গান গাইতে হবে। আমি সে কথা বলে প্রতিবাদ করে উঠলাম, হিন্দু, সে বই শুনতে চায়। সেই পর্যন্ত আর


## নববর্ষে বাছাইকরা বিদেশী গ্রন্থ পরিবেশনের

● আকর্ষণীয় আয়োজন ●

[illegible]

উপন্যাস-সংগ্রহ

**মৃত্যু** — শৃঙ্খলাবর্তন
৯০ পাইকারে — ডেকার্সন ওয়েল্ড

**রক্ততিলক**

সিটেক্স ড্রেস

[illegible] একখানি উপন্যাস একত্রে

এই খণ্ডের মূল্য ২.১০ মাত্র।

গল্প-সংগ্রহ

**নির্বাচিত গল্প** — **নির্বাচিত গল্প**
৩ ভেনিস — এডগার আলেন পো

**নির্বাচিত গল্প**

নাথানিয়েল হথর্ন

২ খানি একত্রিত কিলকারিয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প একত্রে এই খণ্ডের মূল্য ২.৩৫ মাত্র।

প্রবন্ধ-সংগ্রহন

**নির্বাচিত প্রবন্ধ** — **ওয়ালডেন**
জন ক্রুইট এমারসন — হেনরি থোরো

**বৃক্ষ না শাস্তি?**

জন রুস্কিন ডেভিস

১ খানি বিশেষভাবে চমকপ্রদ গ্রন্থ-সংগ্রহ। এই খণ্ডের মূল্য ২.৩০ মাত্র।

ভিক্টোরিয়া-পাবলিসিটি সংগ্রহ

**চেম সইয়ার** — **এবং লিঙ্কন**
(কাহিনী) — (জীবনী)
মার্ক টোয়েন — কার্ল স্যান্ডবার্গ

**কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রা**

(ভ্রমণ)

জন্মস্থান ডেলাইট

২ খানি বড় সংগ্রহ পাশাপাশি সুশোভন সংস্করণ। এই খণ্ডের মূল্য ২.৩০ মাত্র।

নিম্নলিখিত সংগ্রহের যে কোনো বিশেষ ব্যবস্থার পরিবেশন করা সম্ভব হবে। অতএব অবিলম্বে আপনার অর্ডার পাঠান। কি কি বই আপনার দিকে অগ্রিম লিখিত মূল্য পাঠানো আবশ্যক। পত্র লিখলে বিস্তারিত বিবরণপত্র পুস্তিকা পাঠানো হয়।

॥ গ্রন্থম ॥ ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ॥

[illegible]কে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বললে—কেমন গান?

গান আরম্ভ করলাম। ওমা দেখি, বাইরে থেকে পা-টিপে-টিপে সবাই ভিতরে এসে উপস্থিত! বাইরে গান সবাই ওত পেতে ছিল আর কী!

সকলের বাহুল্য এসে লাভ নেই, বাড়িতে এলাম। বন্ধু এলেন নাকে নোলক, পায়ে মল। একমাথা সিঁদুর পরে আলতা, বেনারসী আর ওজনা লাল—সব লালে লাল। ভিতরে তখন দুটি উৎসব হচ্ছে, বায়েস্কোপ ও যাদুলণ্ঠন। আর ছিল পাকপ্রণালী। আত্মীয়স্বজনরা খেতে বসেন ঘিনেরবেলা, নববধূ ভাতে ঘি ঢেলে দেবে তাদের পাতে। অর্থাৎ, কেমন রাঁধতে হবে। সে রাঁধে শাশুড়ি-ননদের নিয়ে হবে—প্রীতিভোজ। আমাদের পাড়াগাঁয়ে ঘিনে ঘটল এক মহাঘটনা। সাত গাঁয়ে কথা, হায় একটি, ঘোমটা-ঢাকা মানুষ। সে-ঘরে ঠাঁই শুরু হলে তাঁর ভেতরে। সন্ধিস্থল বাইরে হয়ে পড়লেন। তাঁরা এলেন, কিন্তু ঘুন কাল বউ দিয়ে পড়লেন। সন্ধ্যেবেলা সবায়। যারা সে সেবার সুস্থ হয়ে উঠলেন, তাঁরা বললেন, বউ মা হয়েছে। কাল পটোল তুলেছেন—খুব সম্ভব পরে পটল তুলেছেন কিন্তু ঘুন সম্পর্কে ছিল—না সেই থেকে আমার মুখ সরে ওঠে আসবেই হয়ে উঠলেন একচুক। নিয়ে নিয়ে বেরোন ঘন না নিমন্ত্রণ ছিল না হলে মহাভারত। ভোজে চক্ষু লজ্জা একজনই এসেছিলেন, সবার ঘরে ঘরে তাঁর সেবার এসেছিলেন, বলেছেন—কী হয়েছে ও সাধুচরণ? কেমন রাঁধুনী এসে ছিলেন?

তার চেয়ে নিয়ে আসেনি। ঘুন অবশ্য আমার জন্য ঘরে আত্মস্বপ্নের জন্মদিনের। ঘুন সন্তানের জন্ম—তাঁর পুরোহিত করা—সব সেবার। এ ঘুনদিনের তাঁর মানুষগুলি পর্যন্ত।

তখনকার দিনে বউদের মনস্তত্ত্বটাই ছিল একমুখী। নিজের সুখসম্পদ বলে কিছু ছিল না, সমস্ত পরিবারের সুখসম্পদই তাদের সম্পদ। পরিবারস্থ সকলের সেবা করে বেড়ানো, নিজের সুখ বা সৌখীনতা বলে কিছু থাকবার উপায় নেই। তখন সিনেমা মানে নির্বাক ছবি, আর ছিল থিয়েটার। বছরে একবার কি দুবার এসব দেখার সুযোগ আসতো। তাও শাশুড়ী গেলে, তাঁর সঙ্গেই বধূ যাবে, নইলে নয়। সেবা দিয়ে যে বধূ মন নিতে পেরেছে, সেই মন পেয়েছে, যেরকম সংসারই হোক, ঠিক জায়গা পেয়েছে। সবশেষে শাশুড়ী গত হবার পর বউ যখন গৃহিণীপদ পেতো তখন স্বামীর সঙ্গে একটু আধটু কথা বা মন অস্তিমন হলে হয়ে বাপের বাড়ি যাবার অধিকারও পেতো। স্বামী আবার নিতে দিন পরে, ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। আমাদের চাঁদের বছরের এই এক্সট্রা ঘুনিয়ন ওখানে তা হলে অন্তত বন্ধ হতো, তাঁরা বন্ধ স্বামীর সঙ্গে নিয়ে আসেন, এতেই তাঁর সুখ আর আনন্দ।

এখনে, ঘুনিয়ন যেমন চলছিল, তেমনি চলছে। তাতে উপায়ান্তর কিন্তু কী করে উপায়ান্তর হবে? কার তাঁর বউমাকে দুটি দুটি সন্তান, ওর কাজ নিয়ে, তাও নয় আমি ও বোঝে আমি যে যখন দরকার, আমার কাজ চাইবে।

এখনকার আমার ঘুনদিনে পরিচয় যেটাতে আর নিয়ে সন্তানের নয়। তাঁর আমার মুখ থাকে তাঁর আমার পুরোহিতের কথা বলেও পরিচয় নয়। নিয়ে পর ঘুনদিন মাত্র কোনো বেলা—এক ঘুন। আমার পাড়াপড়শীর বেড়াতে বেরোনো আমাদের ছেলে বন্ধুর বন্ধুর ঘুনদিনের বেলা আমি ঘুনদিন তাঁর আর চাঁদিয়ানের বেলা আমি ঘুনদিন তাঁর এসে বাড়ি বেরিয়ে বেরোন নয়।

বলছেন আমার ও অভ্যেস নেই। আমি বলে না কেন?

হরিমোহনবাবু বললেন—ও নতুন বিয়ে করেছে, পুজোর দিন বলে আসা, ও আর কি করে?

বললাম—তা হোক, আমি যাবো।

হরিমোহনবাবু ও অন্যেরাও অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন, সুতরাং, ওঁদের ছেড়ে যাওয়া নেই। শুধু, অপিস আছে বলে ইন্দু, সঙ্গে না গেল।

চতুর্থীর দিন সন্ধ্যা। মা শুনে অবাক হয়ে বললে—পুজোর সময় বাড়ি থাকবি না? নতুন বউ—নতুন কুটুম ভাইয়ের বাড়ি হয়ে থেকে নিয়ে যাবে আমোদ আহ্লাদ করে, এসময় বাইরে যাবি কি?

আমি তখন ভাবছি, বেড়াবার এ সুযোগ কি আর আসবে জীবনে? বললাম আমি যাবোই।

মাথা নেড়ে নিচে চলে গেল। চতুর্থীর দিন বেলা দুটো এক্কাগাড়ি আসার শব্দ শুনছি, ওর মা ও ছেলেমেয়েরা, ওর ভাই, ভাইপো এসেছে ওর যে এক দিদি তাঁর বাড়ি ছিল, তাকে সে সঙ্গে করে আনতে গিয়েছিল। সন্ধের দিকে[illegible] সঙ্গে একটা লরি হয়ে এলো।

লরি থেকে নামছে বাড়ি ভরে গেছে। ওদের ঘরে ঘরে ঠাঁই হবে না। আমি ওর ঘরের একটা অংশ ছেড়ে দিয়ে বাইরে বারান্দায় শুতে গেলাম। ওর মা ও ভাইপো-ভাইঝিরা ঘরে ঢুকে ওর বিছানা-পত্তর ও জিনিসপত্র খুলে গুছিয়ে রাখতে লাগলো। আমি ওদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। ওদের ঘরে ঢুকে দেখলাম, ওর মা ও ভাইপো-ভাইঝিরা ওর জন্য যা এনেছে তার মধ্যে বেশির ভাগই খাবার জিনিস। নারকেল নাড়ু, মুড়কি, মোয়া, খাজা, গজা, সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতুয়া, কাঁচাগোল্লা, পাটালি, ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরমোহন, ক্ষীরের পুতুল, ক্ষীরের ছাঁচ

চাইবে। তখনকার দিনে গাড়িতে রেস্তোরাঁ-কার থাকত না। স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট-রুমে গিয়ে খেতে হতো। তখনও বড়ো খাবে, সেই দুবে পার্ক স্ট্রীটমুখো করে রাখবে আগে থাকতেই। সেই বুঝে টেবিল সাজিয়ে রাখা হতো। রিফ্রেশমেন্ট রুমে তখনো বিদ্যুৎ আসেনি, প্যাসেই স্পন্দ করা লাইট ঝুলছে, তার হচ্ছে টানা পাখা।

আমি কিন্তু সবার আগে ঢুকেছি ই ভিতরে ঢুকবে পড়িনি, পড়লে বইয়ের লাইটি যেন অন্ধকার ঘুপচিকে মতো আরও কাছে নিতাম। এদিকের ঘরটায় ওপিকের মতোই ঘুপচি, আরও বেশি অন্ধকার এবং ঘিঞ্জি। ঘরের মাঝে একটা লম্বা টেবিল পাতা, তার দুপাশে বেঞ্চি। ঘরের শেষ প্রান্তে একটা কাঠের পার্টিশন, তার ওপারে বোধহয় কিচেন। পার্টিশনের ওপরে খোলা জায়গা দিয়ে ধোঁয়া আসছে। ঘরের বাঁ দিকে একটা দরজা, সেটা বন্ধ। ডান দিকে একটা জানলা, সেটাও বন্ধ। ঘরে আর কেউ নেই। আমরা ঢুকতেই একটি লোক পার্টিশনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের দেখে আবার ভিতরে চলে গেল। বুঝলাম, এই ঘরটাই রেস্তোরাঁ।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা টেবিল ঘিরে আমরা বসলাম। বসে বসে ঘরটা ভালো করে দেখতে লাগলাম। ঘরের দেয়ালে কোনো ছবি নেই, শুধু একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। ক্যালেন্ডারের ছবিটা বোধহয় কোনো ফরাসী শিল্পীর আঁকা। ছবিতে একটি নগ্নিকা নারী একটি ঝরনার নীচে স্নান করছে। ঝরনার জল তার সারা শরীর বেয়ে নেমে আসছে। ছবিটা দেখে মনে হলো, ঘরের আবহাওয়ার সঙ্গে ছবিটা বেশ মানিয়েছে।

ঘরের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়েছে বলে ছবিটা ভালো লাগছে, এ কথা ভাবতে আমার নিজেরই হাসি পেল। ঘরের আবহাওয়া কেমন? ঘরে ঢুকে প্রথমেই যে জিনিসটা নাকে এসে লাগে, সেটা হলো ঘরের ভ্যাপসা গুমোট গন্ধ। ঘরে ঢুকে প্রথমেই মনে হয়, ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ। তারপর চোখে পড়ে, জানলা বন্ধ বটে, কিন্তু দরজাটা খোলা। তখন মনে হয়, ঘরের জানলা-দরজা দুটোই খোলা, কিন্তু ঘরের ভিতরে বাতাস নেই। তারপর চোখে পড়ে, ঘরের ছাদে একটা পাখা ঝুলছে, কিন্তু পাখাটা চলছে না। তখন মনে হয়, ঘরে পাখা আছে, কিন্তু পাখাটা খারাপ। তারপর চোখে পড়ে, ঘরের দেয়ালে ক্যালেন্ডার ঝুলছে। তখন মনে হয়, ঘরে ক্যালেন্ডার আছে, কিন্তু ক্যালেন্ডারটা পুরনো। তারপর চোখে পড়ে, ঘরের মেঝেতে ধুলো জমে আছে। তখন মনে হয়, ঘরে ধুলো আছে, কিন্তু ধুলোটা নতুন। তারপর চোখে পড়ে, ঘরের কোণে একটা ঝাঁটা পড়ে আছে। তখন মনে হয়, ঘরে ঝাঁটা আছে, কিন্তু ঝাঁটাটা ব্যবহার করা হয় না।

ঘরের আবহাওয়ার সঙ্গে ছবিটা মানিয়েছে বলে ছবিটা ভালো লাগছে, এ কথা ভাবতে আমার নিজেরই হাসি পেল। ঘরের আবহাওয়া না হলে গাড়ি ছাড়বে না।

তখন ঐরকম নিয়মই ফার্স্ট-সেকেন্ড-ক্লাস যাত্রীদের জন্য। থেকে মেয়ে হওয়ার ট্রেন একটু-আধটু লেট হলেও ক্ষতি নেই। ঘটাখানেক আওয়ার পালা চুকিয়ে ট্রেনে উঠলাম। হাতের বইখানা পড়বার চেষ্টা করছি। কিন্তু একে ছোট ছোট ঝাঁকে ছাপা, তার ওপরে গাড়ি দুলছে, পড়া আর হোল না। অথচ মন চাইছে, বইয়ে কী কী আছে, সব সবার আগে সব জেনে ফেলি। তা আর হলো না। মটোকথে রেখে দিলাম, সময় মতো আবার পড়ব বলে।

সময়ের অভাবে সেই ভদ্রলোকের কথা আর খুলে বলা হলো না। তবে এটুকু বলা যায় যে, ভদ্রলোক ছোটখাটো মানুষ, কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব নেই। তিনি একাই একটা ছোটখাটো সংসার চালাচ্ছেন। তাঁর স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। তিনি একাই রান্না করেন, ঘর ঝাঁট দেন, বাসন মাজেন, কাপড় কাচেন। তিনি একাই একটা সংসার চালাচ্ছেন। তিনি একাই একটা সংসার চালাচ্ছেন। তিনি একাই একটা সংসার চালাচ্ছেন।

প্রকাশিত হলো

নবধূত বিরচিত রসোপখ্যান

ক্রীম

দাম সাড়ে চার টাকা

অবধূতের এই নতুন উপন্যাস কবে বেরুবে তার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকতে না পেরে পাঠক বন্ধুরা লেখকের কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন। তাঁদের অনেকে টেলিফোনেও খবর নিয়েছেন। তাঁদের সকলের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে অবধূত এবার নতুনতর রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ক্রীম এবার যত না হাসাবে তার চাইতে ঢের বেশি ভাবাবে।

হিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা বারো

৯ই এপ্রিল '৬০

সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্স

পতাকা দিবস

মুক্ত হস্তে দান করে

আর্তের সেবায় সহায়তা করুন

সর্বনাশ! কোথায় এসেছি। এখানে থাকা হবে না। মালপত্তর কিছু, তড়াক্কে ওপরে উঠে গেছে, কিছু উঠছে, বললাম, দাঁড়াও। আর তুলতে হবে না। বরং সব নামাও।

অবিলম্বে একটি ট্যাক্সি জোগাড় করে আমি আর হরিমোহনবাবু ভালো কোনো হোটেলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। সেই খাল আবার পার হয়ে জর্জ টাউন। সেখানে ওয়াই-এম-সি-এ আছে, তার পাশ দিয়ে গেছে একটা গলি। সেই গলিতে হোটেল পেলাম। রাস্তা থেকে সোজা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। হোটেলের নাম 'কোমলা বিলাস'। আসলে অসুবিধার ব্যাপারটা আগে থেকে দেখে নিলাম। ঠিকই আছে। মোটামুটি পছন্দসই হোটেল। ঘর ফিলে, কিন্তু বললে—বৈকব হোটেল, মিলিটারী হোটেল নয়। মাছ মাংস খাওয়া এখানে চলবে না। আমিষ ভোজনালয়কে এরা মিলিটারী হোটেল বলে কেন, সেটা গবেষণার বিষয়। ইউনিফর্ম-ধারী মিলিটারীরাই বেশী মাছ মাংস খেতে চায় বলে বোধহয় হোটেলও মিলিটারী নাম ধারণ করেছে।

যাই হোক, তথাস্তু বলে ত আমি বসে রইলাম, হরিমোহনবাবু ঐ ট্যাক্সি করেই ওদের সব নিয়ে এলেন। রইলাম আমরা ওখানে। সারাটা দিন একরকম কেটেই গেল। তবে, হোটেল বলে কথা, পাঁচজনের যাতায়াত আছেই এর মধ্যে মেয়েদের নিয়ে থাকা, তার ওপর আমরা রান্নাবান্না করে খাবো বলে ঠাকুর পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না। বিকেলে হরেন-হরেই গেলাম ত স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট-রুমে কিছু খেতে। দেখি টিনে করে টিন ফিশ সাজান রয়েছে। কি খেয়ালে নিয়ে এলাম সেই টিন ফিশ কিনে। জানতাম, ঘর বন্ধ করে স্টোভে করে একটু গরম করে নিলে কে-ই বা টের পাচ্ছে?

কিন্তু, তারপরের সকালবেলা সেই ও কাজটা করতে গেছি, গন্ধটা নাকে না লাগলেও, যারা চিরকালকার নিরামিষাশী, তাদের নাকে অঙ্গুলি দিয়ে গন্ধ লেগেছে। আর যাবে কোথায়, 'হৈ হৈ ব্যাপার রৈ-রৈ কাণ্ড। ফেলে দাও ওসব, হোটেল ছেড়ে দাও এখখুনি, ইত্যাদি ফরমাস। এবং ফলস্বরূপ অবিলম্বে হোটেলত্যাগ।

অতএব খোঁজ আবার বাড়ি। খোঁজ-খুঁজির পর খানিকটা দূরে বড় রাস্তার ওপরে হরেনের শাশুড়ির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি আছে তারই একদিকে একটা হোটেল বাড়ি পাওয়া গেল। কথাবার্তা সব ঠিকঠাক করে চলে এলাম। গিয়ে দেখলাম ট্যাক্সি করে সবাইকে নিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি। এসে দেখি ঘর বন্ধ। কলিংবেল। বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর কড়া নাড়ছে। অনেক ডাকাডাকি, হাঁক হাঁকির পর পাশের বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে বললেন হোমমাসের ছুতো সেলা না তোমরা বাঙালী, হোমর মত ধও

তার কোনো কথা নয়, আমাদের অপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়েই রহস্যজনকরী বিচারক অন্তর্ধানে মনোযোগ করলেন। এদিকে মালপত্তর ঠেলার চাপাচাপি প্রমাণের বাড়ন্ত হওয়ায় এসে পড়েছে সেসব প্রবলপরাক্রান্ত অন্ধকার। আলোকের সন্ধি কোথা ছেলে ছেলে সেই বন্ধকের দারোই বসে গরম করে বন্ধটাকে সবে খাওয়াতে লাগিয়েছি, সব দেখে-শুনে এক পশ্চাদ্ভাগ ভদ্রলোকের বোধহয় অবশ্য হলো। তিনি এগিয়ে এসে সমাধান দিলেন একটা বাড়ির। বললেন—বাবিকটোরের বাড়ি। তিনি মরে গেছেন, তাঁর স্ত্রী আছেন। তিনি হোমমাসের ভাত দিতেও দিতে পারেন। এই বলে তিনি খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ডাইনে বাঁক নিতে দেখিয়ে পথে—বড়ো একটা কম্পাউন্ড তার একদিকে পুরনো একটা বাড়ি বয়েছে জনমিকে নতুন একটা বাড়ি উঠছে। সেটাই খোঁজ নও।

মিলাম। ভদ্রমহিলা ইংরেজী জানেন। নতুন বাড়িটা আমাদের ভাড়া দিতে তাঁর আপত্তিও হলো না। এমন কি মাছ মাংস খাবার ব্যাপারেও তাঁর বিদ্বেষচরণ নেই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সপ্তাহ-সপ্তাহ এসে পড়লাম বাড়িতে।

বাংলো প্যাটার্নের চমৎকার বাড়ি। বড়ো বড়ো ঘর—খেলামেলা। সামনে ভালো একটি বারান্দা। তার সামনে বাগানের মতো। ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো, সম্ভাব্য বিশেষ অসুবিধার ব্যাপারটা আগেই দেখে নিলাম। ঠিক আছে।

কেটে গেল রাত। পরদিন থেকে সহর দেখবার পালা। মাদ্রাজ 'মিউজিয়ম দেখলাম। ঘুরলাম কাউন্ট রোড। আমাদের চৌরঙ্গীরই মতো, শুধু, মসৃণতাটুকু নেই, নইলে ফ্যাসানেবল রেস্তোরাঁ, হোটেল, সবই আছে। গেলাম লীড এ। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ এবং বার্মা লেগের টুকরো দেখানে-সেখানে এয়ডেন বেমা ফেলেছিল—সে সব চিহ্নও পর্যবেক্ষণ করলাম। গাইড সমুদ্রের দিকে একটা স্থান লক্ষ্য করে আঙুল দেখিয়ে বললে—ওখান থেকে বোমা ফেলেছিল।

চমৎকারী স্টেশন আলাই এক শেষ-ছিল কিন্তু মাদ্রাজের প্রাসাদটি বাড়ি সহর থেকে সেই দিনটি ভালোটিকে দেখেও ছিলেন। তাঁদের মতে দেখবার মতন হয়ে আছে এগমোরের স্টেশন।

আর দেখলাম মাদ্রাজের সুবিখ্যাত আকোয়ারিয়াম। কাঁচঘরে সব বড়ো বড়ো চৌকো চৌবাচ্চা বসানো ঘরে ঘরে ওয়াটার টাইট এক দিক থেকে সমুদ্রের জল ঢুকছে ফুরোরেসেন্ট করে আলোর আলোকে ঘুরিয়েও আছে। কিন্তু যা দেখলাম, তাতে বিস্মিত হয়ে গেলাম। সহরের মাঝে বিস্তীর্ণ আছে কিন্তু এতটুকু জায়গা নেই। সব কাঁচা মাছ। আর কোনো রকমেরই না মাছ। খলসের মতো ছোট আর বড়ো সাদার মতো আর একটা। তাদের নাম কি জানি না। সে সব বোধ করি এরা নয়। কাঁচা মাছ বেশীর ভাগই এরা মাছ খেতে ভাল ভাত খেতে চায় না। ২ ইঞ্চি ৩ ইঞ্চি লম্বা মাছ পর্যন্ত ভাত ও পরে ভাত হয়ে বড়ো যেন ঠোকরে করে ঠোকরে খাচ্ছে। আমাদের ঠোকরে খাবার ছোট মাছের মধ্যে ছোট মাছের ঘরে ঠোকরানো মাছ আর চাটনিতেই মাছ খেলাম এখানে। আর আছে টাটকা মাছ পেটাইকরা, নানারকম খোলা-পাওয়া লম্বা আর আছে ঝিনুকের রকম। এই সব জলজ প্রাণীর বিচিত্র সব রঙ দেখতে দেখতে মনে হলো, মাটির ওপরে আমরা মুগ্ধ হই ফুলের রঙ দেখে—মেঘের রঙ দেখে, কিন্তু জলের নীচে এই যে সব রঙের সমারোহ এর জন্যে কেউ মাথা ঘামায় না। এরা কি শুধু দেখবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে? এদের রঙ দেখবার জন্য—এর সৃষ্টি চোখকে কি পৃথিবীতে আর কিছু দেখবার জন্য?

যাই হোক, দেখবার পালা চলেছে বটে, আর অবসর হাতে পড়ছি সেই চটি বইটা। বইটার প্রথম সিদ্ধান্তের হলো, এর পৃষ্ঠাসংখ্যা অঙ্কে দেওয়া নেই—রোমান হরফে দেওয়া আছে—আগাগোড়া। এ বইটাতেই প্রথম দেখলাম—কার্যকরী বহু জিনিস দেওয়া

কে, হোড়ের
কণক
* পাউডার *

রাধার টাক পড়া ও পাকা চুল
আরোগ্য করিতে ২৫ বৎসর ভারত ও ইউরোপ-আফ্রিকা চাঃ ভিন্নের সহিত প্রতি দিন প্রাতে ও প্রতি শনিবার ও রবিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৭টায় সাক্ষাৎ করুন। ৩নং জনক রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
(সি ৩৪২৬)

ক্রেস্ট চিরুনী
শঙ্খ মার্কা

আছে। অন্তঃপুরটা আসলে কীভাবে ঢোকা যেতে। সেটা কীভাবে দিতে হয়। যাতে ইন্টিরিয় ডিজাইন ছবিও রয়েছে বিষয়বস্তুকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবার জন্য। উপরন্তু জন্য সামান্যতম সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া আছে। পরিচ্ছদের বর্ণনা দেবার সময় যে সবটাই মুখস্থ দেখেছিলাম এমন নয়। তবে বহু ছাত্রের বিষয় যে এরে রয়েছে সেটা অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি। ইন্টারেস্টিং করে তোলার জন্য ছবিও রয়েছে—বহুত 'দিয়ে কী রকম "attitude" দিয়ে হয় সেসব বোঝাবার জন্য। এবং অনুশীলনের জন্য যে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা বলা বাহুল্য। এমন কী কোনোরকম ভুল করলে সাজা দেবার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু এর যে কোন অংশেই উপন্যাস আছে তা একেবারে কল্পনা করা যায় না। এরপর মনে হচ্ছে নতুন এক জগৎ উপন্যাসে হয়ে উঠবার অপেক্ষায় রয়েছে।

আরও একজন মুসলমান যাঁর লেখার গুণগত উৎকর্ষ অস্বীকার করা যায় না তিনি হলেন বিভূতিভূষণের অপরিচিত। লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা ছোটগল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ অন্যতম। তাঁর রচনার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের মাধুর্য আছে যা অন্য কারও লেখায় পাওয়া যায় না। তাঁর লেখার মধ্যে একটা স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশ থাকে যা পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। তাঁর লেখার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের মাধুর্য আছে যা অন্য কারও লেখায় পাওয়া যায় না। তাঁর লেখার মধ্যে একটা স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশ থাকে যা পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। তাঁর লেখার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের মাধুর্য আছে যা অন্য কারও লেখায় পাওয়া যায় না। তাঁর লেখার মধ্যে একটা স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশ থাকে যা পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে।

—হেমন্তর বাড়ীটা ছোট। যাকে বলে—মাঝে-মাঝারি এক।

সে বললে—চার্লস্ ম্যাগ্নেরও একই ছিল।

—হেমন্তর হাঁটু দেখবি একটু ভিতর দিকে ঢোকানো—যাকে বলে "Knock-Kneed"।

—চার্লসেরও এরকম ছিল।

—হেমন্তর কথার একটা জড়তা আছে।

—চার্লসেরও এরকম ছিল।

সাহেবের হেসে বললেন—এদের এক-


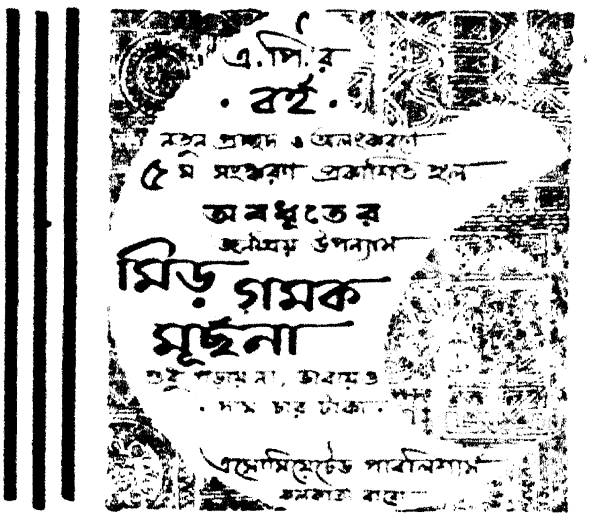


নিশাচরের
অপূর্ব রহস্যঘন রোমাঞ্চ উপন্যাস
ভিয়েনা নার্সিং হোম ৪৲
দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল
দ্বিতীয় মুদ্রণ
মুলতার বিয়ে (যন্ত্র)
আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস
কল্যাণী ৩৲
প্রমথনাথ বিশীর
অমনোনীত গল্প ৩৲
প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২।

একজনের এক-একটা দোষ ছিল, তোমার যে সব দোষই আছে!

সে বললে—So much the better.

মূল্যবান উপদেশ। আমার অভিজ্ঞতা-কালে কতো লোকই না এসেছেন অভিনেতা হবার ইচ্ছা নিয়ে, এখনো আসেন অনেকে! কিন্তু এই অসুবিধাটার কথা এখনো বুঝতে চান না বেশীর ভাগ লোক। আর্ভিং-এর হাঁটু একটু বেঁকানো ছিল বলে তাঁকে কতো সমালোচকের গঞ্জনাই না সইতে হয়েছে!

আজ মনে হয়, এ বইতে 'ওল্ড স্টেজার' যে-কথা বলে গেছেন, তা লোলাক্ষীণ কথা, কালোত্তীর্ণ কথা। বড়ো উপকার পেয়েছি বইখানা পড়ে। পরবর্তীকালে কত বড়ো-বড়ো ভালো-ভালো বই-ই ত হাতে এসেছে, কিন্তু এতো কার্যকরী কথা এই ছোট বইয়ে যা পেয়েছি, তা আর কোথাও পাইনি। এ ছাড়া আরও একটি অধ্যায় আছে অভিনয়ের মঞ্চ কী করে নিতে হয়, সে সম্বন্ধে। এমন কি, গলার ব্যাপারে টেটকা কথা ও ওষুধের কথা পর্যন্ত আছে। কিন্তু ডিরেক্টরের নিজস্বতা আছে, অতি পরিচয় থেকে একটু দূরত্বে যেতে গেলে কী-কী করা উচিত, তাও আছে। এখন মনে হচ্ছে, আমেরিকার তখন একটা নাট্যবিদ্যালয় গড়ে ওঠবার কথা হচ্ছে, সেটা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের কথা, ইংলণ্ডে তখনো কোনো স্কুল হয় নি, বইটা কি তখনকার দিনে লেখা? খুব সম্ভব। লিখছেন—এই যে বিদ্যালয় হবে, এতে শুধু অভিনেতারাই যে উপকৃত হবেন তা নয়। এতে উপকৃত হবেন ইংরেজ জাতী সব তদুপরাই। আর উপকৃত হবেন, দেশনেতা, পার্লামেণ্টের বক্তা, স্কুলের শিক্ষক, আদালতের কৌঁসুলী, গীর্জার পাদ্রী। কথা যেন যাদের খেতে হয়, এককথায় তারাই উপকৃত হবেন বেশী। তবুও সহবতও শিখবে। সুস্থভাবে হাঁটা, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা—চলতে-বলতে-ভাবে গড়ে তুলতে গেলে জাতি গঠনের দিক থেকে এ ও একটা দিক।

ডিনিনবোধম থেকে তখন আরও এক-খানা বই পেয়েছিলাম। সইখানা আজ দেখছি হারিয়ে গেছে। সিনেমার ডিরেক্টর এই করে লিখতে হয় গল্পকে কেমন করে ডিরেক্ট করতে হয় তার বই। একটা, মোটা বই, এটিই নয় ছিল বেশী অভাই ঠিক মনে পড়ে।

এই ভাবে মাত্রাকে তিন কটায়। এবার স্থান হচ্ছে কণ্ঠস্বরের। এর ওপর হবে, তারপরে দেহবন্ধন। অঙ্গভঙ্গি। এমন সময় হলকাতা থেকে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম নিয়ে হাজির। সবার ছবি এসেছে, দিন স্থির হয়ে গেছে, তোমার ছবি এসে পড়বে। সেপ্টেম্বর মাস। ছবির নাম 'চিরকুমার সভা'। ওঁরা পরিচালক নিয়েছেন। ডিরেক্ট হবেন—

## কাকে তুমি চাও

মণীন্দ্র রায়

প্রেম, তুমি কোথায় আমাকে
নিয়ে যেতে চাও ?
যেখানে আগুন কাঁপে অসহ্য তৃষ্ণায়,
যেখানে শুকায় শস্য,
পাঁজরকোপ, ঘাস, তাও হলুদে হারায়—
ভাঙাচোরা লাগে সেই খোয়াইয়ের নগ্ন হাহাকার
আমার প্রস্তরে থাক,
এই কি জানাও।

আমি-যে বুকের নিচে শুনি শত জলকলধ্বনি,
আমি-যে আগের ঢেলে করি অনুভব
কী যেন এখনো নড়ে, আমি-যে জেনেছি
পুরুষ কাঁপায় যোনি ভরা স্রোতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।

প্রেম, যে-ঘরে তুমি চাও
আমার পিঠটি তুমি কাঠের অক্ষরে
কবিতা লিখবে এসে জন্মান্তর মিথ্যে
ভোগে থাকবে ? অথবা সুজনে
আমরা, আমাদের ভালোবাসা-বাসি দুই ইটির কথায়
মুখোমুখি আমরা মনের আকাশে পরিধিতে।
—এইটে পারি না আর এ শূন্য আঁধার,
সাড়া দাও ॥

## এই কৃষ্ণচূড়া এবং পলাশ

[illegible]

এবং পলাশ তবে চলবে সোনালি স্বপ্ন
—হবে নেই। হয় তবে বিবর্ণতা এই কৃষ্ণচূড়া,
—সমস্ত সন্ধ্যাকে হবে আগুনের প্রবাল ও মাতাল,
ঈশানে বিদ্যুতে দুটি ছেয়ে নেবে সমস্তের ভাল,
সমস্তক্ষণ ঝরবারে শব্দে, তারপর আগুন প্রতীক্ষায়,
পলাশ তবেই হবে সমস্তের সনন্দ দীক্ষায়।

এবং পলাশ তবে হৃদয়কে করবে কৌতূহলী,
—[illegible] ঢাকা, দর্শক মুহূর্তে মুহূর্তে কৌতুকের হেমলি,
—[illegible] কৃষ্ণচূড়া একাকিনী নিশ্চয়ই অনুরাগ
[illegible] ।
[illegible] কৃষ্ণচূড়া।
সমস্ত চিহ্নিত [illegible] একধারা,—না কি তানপুরা ?

# সর্বক্ষণ প্রফুল্লতার জন্য

মধুর সুগন্ধযুক্ত, মোলায়েম ট্যালক্ পাউডার যা' অন্য টয়লেট পাউডারে নেই—ত্বকের দাগ এবং ঘামের দুর্গন্ধ উৎপাদক জীবাণু বিনাশকারী জি-১১* যুক্ত...তবুও গোদরেজ টয়লেট পাউডারের দাম বেশী নয়।

স্নানের পর, দাঁড়ি কামানোর পর, ভাল করে গোদরেজ টয়লেট পাউডার লাগিয়ে আত্মপ্রত্যয় বাড়ান, সর্বত্র নিজেকে অধিকতর বরনীয় করে তুলুন।

অতি সত্বর ঘামাচি, চুলকানি স্থায়ীভাবে দূর করে...তাই শিশুদের বিশেষ উপযোগী।

বস্ত্রের উপর ছিটিয়ে দিয়ে দুর্গন্ধ মুক্ত করুন।

গোদরেজ **টয়লেট পাউডার জি-১১ যুক্ত**

দুর্গন্ধ নিবারক ত্বকের পরিচর্যা করে সুগন্ধযুক্ত আনন্দদায়ক

সর্বাপেক্ষা সুফল পেতে ট'লে সিফল দিয়ে স্নানের পর ব্যবহার করুন।

*পেটেন্ট [illegible]

গোদরেজ **সর্ব শ্রেষ্ঠ সাবান**

* অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রীতে নিষিদ্ধ

# হিমাচল পর্বতের শাহেনশাহ

নীরোদ র

শা হেনশাহ কোন বাদশা-বাদশাহ নয়, কিংবা ইন্দোনেশীয় সাম্রাজ্যও কেউ-কেটা নয়। তবুও তার কথা আজ সকলে করছি হিমাচল পর্বতের একটি গ্রামের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে। লোকটার নিজস্ব কিছু আছে বলে মনে হয় না। ওর বাড়িতে আসবাবের চূড়ান্ত এক বাহুল্য বাদ্, ওর কথা এতদিন মনে রেখেছি বলেই আজ তা নিয়ে একটু কিছু লিখতে বসেছি। আজ লিখতে বসে আমার সবচেয়ে বড় কথা মনে হচ্ছে যে লোকটার কাছে আমি ওর অতি ঋণী। তবুও লিখছি।

লোকটার নাম—এইটুকু তার পরিচয় দিলেও কারোরই কোন ক্ষতির কথা। অথচ লোকটা এত সহজভাবে তার একটা অংশ আজ সে নেই, তাই তার নাম ধরে ডাকতে মন চায় না। লোকটার নাম দিলে একটা ব্যক্তিগত ইতিহাস হয়ে যায়। তাই লোকটার নাম দিয়ে তার কোন ক্ষতি করতে চাই না। লোকটার নাম দিলে পরিচয়ের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা হয়। তাই লোকটার নাম দিলাম—হিমাচল পর্বতের শাহেনশাহ।

হিমাচল পর্বত তিনি কিনেছিলেন কোন ফোটোগ্রাফারের কাছ থেকে। ফোটোগ্রাফারটি ছবি তুলে বাড়ি ফিরে যাবার পর তিনি ভাবলেন—ছবিটা তুলে নিয়ে যাবার কি দরকার? ছবিটা তো আমার কাছেই থাকা উচিত। ফোটোগ্রাফারকে ডেকে বললেন—ফিল্মটা রইল আমার কাছে, তুমি ফিরে যাও। ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক বললেন—ফিল্মটা নিয়ে আমি কি করব? ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছিলেন। ফিল্মটা তার কাছে একটা বোঝা বাদ্। তিনি ফোটোগ্রাফারকে বললেন—ফিল্মটা নিয়ে তুমি কি করবে তা আমি জানি না। তবে ফিল্মটা আমার কাছে থাকলে আমি ছবি তুলব। ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক বললেন—তুমি ফিল্মটা নিয়ে যাও, ছবি তুলে কি করবে তা আমি জানি না। তবে ফিল্মটা আমার কাছে থাকলে আমি ছবি তুলব। ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক বললেন—তুমি ফিল্মটা নিয়ে যাও, ছবি তুলে কি করবে তা আমি জানি না। তবে ফিল্মটা আমার কাছে থাকলে আমি ছবি তুলব।

ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক বললেন—তুমি ফিল্মটা নিয়ে যাও, ছবি তুলে কি করবে তা আমি জানি না। তবে ফিল্মটা আমার কাছে থাকলে আমি ছবি তুলব। ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক বললেন—তুমি ফিল্মটা নিয়ে যাও, ছবি তুলে কি করবে তা আমি জানি না। তবে ফিল্মটা আমার কাছে থাকলে আমি ছবি তুলব।

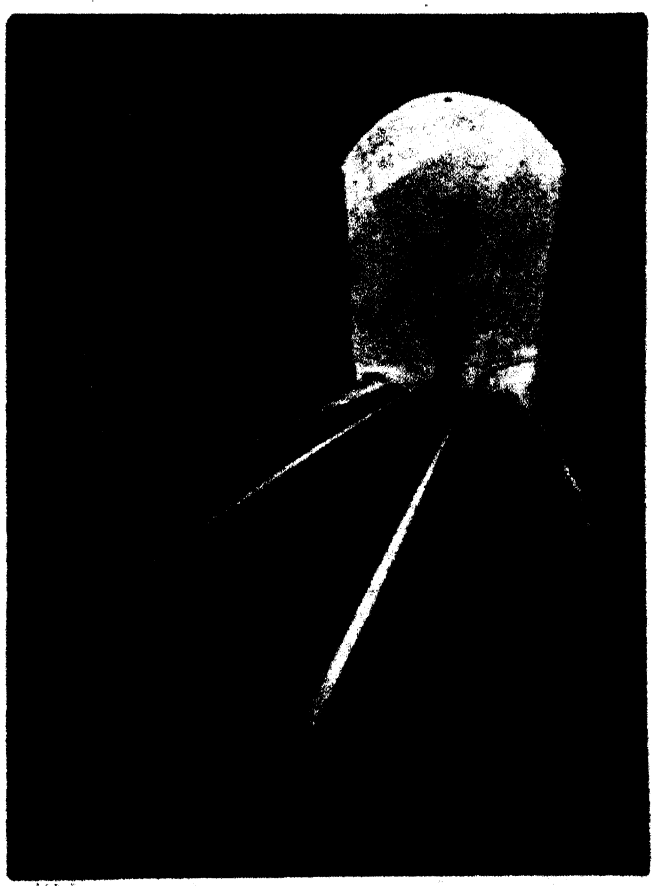

সুতরাং আমাদের দেখা করে আসবার দিকে এগিয়ে গেলাম।

হিমালয়ের পাহাড়ের বুকে জুম্মে আছে ছোট ছোট ঘরবাড়ি। তারই ভেতর দেখা যায় পাহাড়ের রাজার বাড়ির এলাকা।

সিকিম বেড়াতে গিয়েছিলাম। কর্মব্যস্ততে বন্ধুটি আমার সহকর্মী। তাছাড়া বন্ধু-দিনের বন্ধুত্বে আমাদের আন্তরিকতার একটা দৃঢ় বন্ধন আছে। তিন আমে কাজে-কর্মে। এরমিধ্যে চলাফেরায় আমরা আনন্দ বোধ করি, তাই সেদিন বিদেশ আনন্দ হয়েছিল দুই বন্ধুতে পাহাড় দেশের এক আচেনা গ্রামে বাসার সন্ধান। এটা স্বাভাবিক। কোথাও একা না গিয়ে, দুই বন্ধুতে মেলে তখন আনন্দ পাওয়া যায় এবং সে-আনন্দ বন্ধুদিনের জন্য মনে তুলে রাখা যায়। এই জন্য উপলব্ধি করছি আজ আমাদের কথা স্মরণ করে। একা শহরে জায়গার জন্য বেড়াতে গেলে, সে-বেড়ানো একটা অসম্পূর্ণ দুঃখ তিন আনন্দ এবং তা বোধ করি এমনিভাবে মনে রেখে আসতো না।

কম দিনের কথা নয়। প্রায় বছর খানি আগেই হয়ে গেল কিন্তু আজও কী স্পষ্ট চলে আসে পাহাড়ের মাঝে দুই বন্ধুতে ঘাওয়া। সিকিম মেইল থেকে ট্রেন পাল্টিয়ে পাল্টিয়ে নামতে লাগলাম। স্টেশনের নাম, পরের স্টেশনেই 'স্যুয়ারেলী' এখানেই আমাদের নামতে হল।

পাহাড়ঘরকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখান থেকে আর কতদূর?

—এই তো এদিকে মাইল আষ্টেক। ঘাড়ের নিশানায় পাহাড়ঘরের বুঝিবার তিন সেদিনের নয়। কাছেই।

হোমেলম্ব ধরেই আমাদের পথচলা সুরু হল। সামনে এঁকিয়ে পাহাড় পাহাড়ঘর, পেছনে দুই বন্ধু। কথা আর শেষ নেই, তবে আমেজটা পথ হেঁটে এক সুন্দরের ভিতর প্রবেশ করতে হল। আমের আভাস চলেই কমে এসে অন্ধকার হয়ে এল। সন্ধ্যের অন্ধকার, আরও ঘন অন্ধকার। সম্মুখে দূরের পথের চিহ্ন ইঙ্গিত নেই। পাহাড়ঘরের ঠিক পেছনে পথনির্দেশ নিয়ে এগিয়ে চলেছে, আর আমরা লাইনের পদচারের হিসেব করে পা ফেলে অনুসরণ করছি তাকে।

হিমালয়-অঞ্চলের হোমপথে প্রায় সকলে হলেক অনুভূতি আছে। আর তিনের নিয়ে তুল হয়েছিলাম আমি। একটিকে অনুভবের হোমপথে এরকমের অনুভূতি কোন কালে হয়েছে আর কোথাও নেই। আমাদের সন্ধ্যাত্রা পথগুলির হোমপথেও সেইরূপ অনুভূতি নেই। তবে সে পথের অনুভব নাকি পথের চেয়ে বেশি। তাই সেখানে, সন্ধ্যাত্রের ভিতর অন্ধকার পথ চলাতে ভয় পাওয়ার কথা নয়। নতুন আশঙ্কাও হয়ে থাকে। তবে আমাদের একটি ভয় ছিল—

[illegible]

কিন্তু পথের ওপর এ ভোগে কোন কিছুতেই কোন ভয় এল সকল অন্ধকার ভেদ করে আমাদের চোখে আসতে লাগল ঘন সবুজ রঙ। সেই রঙের পাহাড়টা আর এ বন্ধুকে ঘন সবুজ হয়ে অনুভূতিতে অনুভবের মধ্যে [illegible] সন্ধ্যাত্রের পাহাড়ঘরকে আমাদের সঙ্গে [illegible] সবুজের ঘন এ অন্ধকার [illegible] অন্ধকার নয়। সবুজই [illegible] সবুজটা আমাদের কোন ক্ষতি করছে না। তাই এর [illegible] অন্ধকার [illegible] নিশ্চিন্তে [illegible]

[illegible] অন্ধকার [illegible] সবুজটা [illegible] [illegible] [illegible]

পাহাড়তলীর মা ও তার ছানাপোনা।

সিমলা পাহাড় অঞ্চলে এলেও পাহাড়তলীর কলম খাসে মাটির কাজে। ঘরে মেয়েদেরই কাজটা নিজের হাতেই করে।

শাহেজরাজের ছেলে আর মেয়ে।

শাহেজরাজের বুড়ো বাপ নিজের হাতে বুনেলাই কাজ করে।

পেলাম। শাহেজের ছেলে আর মেয়ে হাদুর বিছিয়ে লেখাপড়া করছিল বারান্দায়। আমাদের দেখে আনন্দে হওয়ায় থেকে খুশী হয়েছিল বোঝা। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আদর না করে পারলাম না। মুখে প্রশংসা করে বললাম—বাঃ, কী সুন্দর তোমার ছেলে-মেয়ে! খুব ভাল এরা। এদের ভাল করে লেখাপড়া শিখাও পারবে। তাহলে ওরা সুখী হবে—তুমিও সুখী হবে। লেখাপড়াটা একটা দামী জিনিস—এটা জানলে সব কাজই ভাল হয়। দেখবে তোমাদের কাজও কত ভাল করতে পারবে এরা।'

শাহেজ নীরবে শুনছিলো। আমার কথায় কোন সায় দিল না দেখে ভাবলাম, এসব কথা বুঝি ভাল লাগছে না। তখনও বুঝতে পারিনি যে আমার ঐ কথাগুলো শাহেজরাজের অন্তরের অন্তস্থল তুফান তুলেছিল বলেই মুখে কথা জোগায়নি। সে সব কথা শাহেজ মুখ ফুটে বলেছিল পরে। আর আমাদের বসতে দিয়ে নিজেই বলেছিল সাহেজ আমার ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার কথা তুমি যা বললে তার ওদের মা-ও তেমনি বলত। শুধু বলতই না এসব নিয়ে ওদের মা ই ছোট রাখত। কি করে লেখাপড়া করতে হবে, কতক্ষণ—এসব আমি জানি না আমি মূর্খ মানুষ। আমাদের ঘরে এসব বালাই ছিল না। ছেলে-মেয়ে দিনে ঘণ্টা খুব জোর ঘণ্টা—এটুকুই আমাদের জীবনে জোটে ছিল। লেখাপড়ার অঙ্কার আলোকিত করে না। কিন্তু ওদের যা নিজের লেখাপড়া জানা না হলেও একটা উৎসাহের অন্ত ছিল না। আমাকে বলত ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখলে কতটা আমাদের কাজ করে হবে তার হিসাব নিকাশ। এমন সব যে বলতেই মুক্তাক্ত ছেলেমেয়েদের স্কুলের হিসাব নিয়ে একটা সমস্যা হলেছে ওদের নিয়ে কতটা করতে নিজেই ওদের নিয়ে আসত। সকালের সময়টা এদিকের একটা কাজ করার। ফেরার সময় মকবুল এসে হাজির হলে এসে আমার সঙ্গে।

এ সময় নিজে পাকাও চা আর খাবার নিয়ে শাহেজের ভাতিজা ঘরে এল। হাত বাড়িয়ে নিলাম। চায়ে মুখ দিতেই শাহেজ আবার ফিরে এল আগের কথায়—কিন্তু বাবাজী, এই ছেলেমেয়েদের পড়াই ওর জীবনটা শেষ করে দিল। রাখার ঘরের ছেলে নিয়ে ফেরার সময় একজন—এই ছো সাহেবের ঘরে না, সম্ভব হবে না। নিজে ইচ্ছে করতে না পেরে ছেলেমেয়েদের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু ওরা কী করবে। কিছুই করতে না পেরে ছুটে এল বাড়িতে খবর

দিয়ে। আমি নিচে দেখি, পথের পাশে জঙ্গলে মুখ নিচু করে পড়ে আছে। সেইটাকে টেনে তুলবার জন্যেই ওপর আমার দিকে ও হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না। মুহূর্তের মধ্যে একটা বাঁশের দিকেই মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত রক্ত বেরিয়ে আমার হাতেই পড়ল। চমকে উঠলাম। তার পরের ঘোলাটে মুখে। তখন আর কিছুই ভাবতে না পেরে পিঠে তুলে নিয়ে একদম দৌড়ুতে। জঙ্গলের সাপ সাপেই সিমল পাঠিয়েছিলাম ডাক্তারখানাকে ডেকে আনতে। ওর আর ডাক্তারীর, আজ দশ বছর আমার কাছ থেকেই সে হাতখড়ি। ছুটে আসতে আসতে বেশ হয়ে গেছে আমার। আমি আরক্ষণ এখানেই ছিলাম ওর পাশটি বসে। ছিলাম ছেলেমেয়ে দুটো বাঁচবে। ডাক্তারের ওষুধ নিয়ে চলে গেলেন। ওরা সমস্ত রাত জেগে। ছিলাম নাকি ভিতরে গেলে ওরা ওষুধ নিতেও দিত না। বসে কিন্তু আমরা সব শেষ হয়ে গেল। চোখ মেলে ও আর দেখল না—ওর আসবের ছেলেমেয়েরা কাঁদছে কাঁদবে। বাড়ীতে আমিও কেউ ছিলাম। নাইকে জীবনে আর কোনদিন আমি কোনদিন বলে মনে পড়ে না। আর কাঁদিনও না কোনদিন। ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে আমার মনের ব্যথা ভুলে থাকব।

বেলা বেড়ে গিয়েছিল। কাজের নিয়ে চলেছে বেশ। কিন্তু ছবি তুলবার আসছে। সাহেব যখন নিজের কাজ করতে লেগে। আমরাই বলেছিলাম ছবি তুলতে সময় লোকের প্রয়োজন হবে না। আমরা পাশেই ঘুরে ফিরব আর ছবি তুলবার মত হবে, ইতিমধ্যে আমরা খেয়েই তুলবে। এবং সাহেব হয়ে ওদেরকে বেশ ভালোবাসে ফেলে।

সাহেবদের চলে আসবার ছবি বেশ দুঃখ হল চোখে। ওদের প্রতিটি খুঁটিনাটি যে কত সময় মনে পড়বে। বহু বহু ছবিতে ওরা আর ধরের চিহ্ন রয়েছে। এই দুই বছরের ওরা কত সময় দেখে যাবে ঠিক আনন্দ হয়েছিল, তার চেয়ে অনেকে বেশি আনন্দ হয়েছিল সাহেবের বড়ো বাবুকে ফেলে কাজ করতে যেতে। বাবুর প্রথমী বছর পার হয়ে গেছে, সোজা হয়ে চলতে পারে না, অথচ মোজা নাকি নিজের হাতে কাজ করে। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বড়ো নিজে খেটে খেয়ে যাবে—এমনিতর ভাব বুড়োর। এ ধরনের ইচ্ছা বোধহয় ওদের সকলেরই। মা বয়সে বুড়ি হয়েও দেহে তা প্রকাশ করতে কেন রাজী নয়। তাই পরু-মোষের খড় আনতে বেরুল চলে বড় আশেপাশের জঙ্গলে। বাস্তবই কেন এদের ধর্ম। তাই এর শাসন নিয়ে সুখে বাস করছে—যা দেখে ওপরের মনেও আনন্দ হয়।

বিদায়ের সময় সাহেবের জন্যে সবার এসেছিল। মনে আছে, পরদিনের চড়াই উঠে আসতে শরীরিক কষ্ট হয়েছিল খুব। তার চেয়েও বেশি মানসিক কষ্ট হয়ে বারবারই সাহেবকে ছেড়ে চলতে। আসবার সময়, ফিরে সাহেবের বাড়িটাকে দেখেছি শুধু।


আগামী ৩রা ১লা বৈশাখ ১৩৬৭ সাল
প্রকাশিত হবে
ঘনরসমধুর বাংলা সাহিত্যের এক অনবদ্য
উপন্যাস

এর পূরবী
ওর বিভাস

শ্রীমতী সওদাগর

দাম টাঃ ২·৩০ নঃ পঃ

একটী প্রেমের পূর্ণ সংকলন

সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
মধুচক্র
দাম : টাঃ ২·৫০ নঃ পঃ

সুশীল জানার
দ্বিতীয় জীবন
দাম : টাঃ ৫·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত ছায়াপথ ৩·০০
নীলকণ্ঠ—দ্বিতীয় প্রেম ৩·০০

মণ্ডল বুক হাউস
৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

# কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

১৫

দীপঙ্কর হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইল কিরণের দিকে। কিরণ যে তার জন্যে অপেক্ষা করছে সে-কথা ভুলেই গিয়েছিল দীপঙ্কর।

কিরণ বললে—কী রে? কী ভাবছিস? আমি দু ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি তোর জন্যে! ভাবছিলাম বোধহয় পাঁচ টাকা আদায় করবি! তা বলেছিস তো যে, মুখুজ্যে কার বই পড়ে পড়তে—?

দীপঙ্কর বললে—বলিনি—

—বলিসনি? তাহলে কত টাকা চাস বল্? রমিজ-বইটা দেখি?

এতক্ষণে রমিজ-বইটার কথা মনে পড়লো দীপঙ্করের। পকেট থেকে বার করতেই কিরণ পাতা ওল্টাতে লাগলো। একটা পাতায় এসে বললে—এ কী রে? কিছু লেখনি?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, বলেছি তাই, চাঁদার কথা বলতেই ভুলে গিয়েছিলুম—

—বাঃ চমৎকার! চাঁদার জন্যে গেলি মেয়েটার পেছন-পেছন আর আসল কাজটাই ভুলে গেলি? তাহলে এতক্ষণ এই দু ঘণ্টা ধরে কী করছিলি? ঘাস কাটছিলি?

দীপঙ্করের মুখে সেই একই কথা শুনে কিরণ বললে—না তোকে দিয়ে কিছু হবে না, তোকে প্রেসিডেন্ট করবে না—এবার টাকাকড়ি কার কাছে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি নিই বল্ তো? একটা সমস্যা কি তোকে দিয়ে হবে না? আর কতক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে চুপি চুপি করে করে লাইব্রেরি করতে হবে তুমি মজাকে ওদের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে থাকবে, সে-সব চলবে না—

দীপঙ্কর হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে—তাহলে এতক্ষণ মেয়েটার কী কথা হচ্ছিল, বল্? বল্ শুনি—

দীপঙ্কর বললে—সেসব অন্য কথা—

—অন্য কথা মানে? অন্য কথা মানে কী? ও-মেয়েটার সঙ্গে তোর কিসের অন্য কথা থাকতে পারে? ওর বন্ধুরাও আসবে লাইব্রেরি-লাইব্রেরির সঙ্গে বন্ধুরাদের মেয়ে-দের কী কথা থাকতে পারে শুনি?

দীপঙ্কর বললে—না রে, লক্ষ্মীদি ঠিক তাদের মেয়ে বন্ধুদের মধ্যে নয়—

—বন্ধুদের মধ্যে বন্ধুদের মধ্যে নয় মানে কী? সব বন্ধুদের এক জায়গায় ও আসবে দেখা যাচ্ছে! তাহলে ওরা টাইপের যা বন্ধুদের ও তাই—টাইপের যখন এখানে আসে তখন থেকে বরাবর বড়ুদের-ওপর্যন্ত করে লাইব্রেরির মেম্বার হবে দেখিস তুই! তাহলে তো দিয়ে কথা বলবার আর কোনো মানেই হয় না, মানে মানেই হয় না! ইন্টারেস্ট জিনিসটা তো কোনো কালেই ছিল না ওর মধ্যে, একেবারে শেষে ঘোরাচ্ছে তোকে—

দীপঙ্করের যেন সে-সব কথা কানেও যাচ্ছে না।

বললে—না রে, তুই বুঝলি না, লক্ষ্মীদির খুব কষ্ট—

—কষ্ট? কীসের কষ্ট? আর ঠিক হচ্ছে কষ্ট?

—হ্যাঁ রে, ভীষণ কষ্ট, লক্ষ্মীদির কষ্ট দেখে আমারও তোমন ভার হয়ে গেছে—

কিরণ বললে—তুই সত্যি ভুলোকটা সেদিন না আসার চেয়ে আর কার কষ্ট বেশি হতে পারে?

দীপঙ্কর বললে—আমি তাই-ই ভেবেছিলুম রে, কিন্তু লক্ষ্মীদির জীবন আমাদের চেয়েও কঠোর, বাইরে থেকে যেমন কিছু বোঝা যায় না। বাইরে থেকে তো মনে হয় লক্ষ্মীদির খুব আছে, বেশ করে বসেছে খুব হাসে গল্প করে, অনেক বড়লোক লেখকদের চিনেছে, মাঠ দিয়েছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে কীসে আছে লক্ষ্মীদির জীবন—

—কী করে জানলি তুই?

দীপঙ্কর বললে—আমাকে বলেছে যে লক্ষ্মীদি—

—কী কষ্ট শুনেছি না—

—তাই তো আমার মনে হচ্ছে—

কিরণ বললে—মনে হচ্ছে নয় মনে কষ্টের একটা চলে থাকবে তো! যেমন তোর পড়া নেই 'কার লেখা-পড়ার টেক নেই' কার কষ্টের কেউ সেখানে পাত্তা দেয় না—

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ ঠিক বলেছিস—

—তা সেখানে পাত্তা না দেবেন কেন? কী পাত্তা দেবার তোর লক্ষ্মীদি?

দীপঙ্কর বললে—সেই 'ওঠো' কবিতা লেখার সময়ে লক্ষ্মীদি তোমার কাছে যে-সব কথা বলেছিল, সে-সব কথা তো তুই মনে করতে পারছিস না—

—কী মনে করতে পারছি না? কোন্ কথা?

—সেই যে লক্ষ্মীদি বলেছিল, লক্ষ্মীদির জীবনে একটা ট্রাজেডি আছে, সেই ট্রাজেডির কথা—

—সে-সব কথা আমার মনে আছে, কিন্তু সে-সব কথা তো লক্ষ্মীদি আমাকে বলেনি, বলেছে তোকে, তুই মনে করতে পারছিস না কেন? তোর মনে করতে পারা উচিত—

—সেই তো এখন মনে পড়ছে, সেই যখন লক্ষ্মীদি এসে জিজ্ঞেস করলে, আমার ও-কবিতা ভালো লেগেছে কিনা, আমি তখন ওকে বলেছিলুম যে, ভালো লাগেনি, তখন লক্ষ্মীদি বললে, ও-কবিতা ওর নিজের জীবনের কথা, ওর নিজের জীবনে একটা ট্রাজেডি আছে, সেই ট্রাজেডির কথা ও লিখেছে—

কিরণ বললে—তুই তখন ওকে কী বললি?

—আমি কিছু বলিনি, আমি তখন ভাবছিলুম, লক্ষ্মীদির জীবনে ট্রাজেডি থাকতে পারে, লক্ষ্মীদির মতো অমন সুন্দর মেয়ের জীবনে ট্রাজেডি থাকতে পারে, এ-কথা আমি ভাবতেই পারছিলুম না, তখন লক্ষ্মীদি আমাকে

টাটার
ও-ডি-কোলন ও
ও-ডি-কোলন সাবান

সেই স্নিগ্ধ পরশটুকু

টাটার ও-ডি-কোলন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমানে আদরণীয়। এর হাল্কা স্নিগ্ধ ভাব আপনাকে সব সময় ফুর্তি এনে দেবে।

টাটার ও-ডি-কোলন সাবান। এই সাবানটি দেখতেও মনোরম। বিশেষ ধরণের সোনালী মোড়কে মোড়া থাকে এর সতেজ ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে।

টাটার তৈরী — তাই নিশ্চয়ই ভাল।

রবিনসন্স
প্যাটেন্ট বার্লি
খাওয়াবার
এই ত সময়

রবিনসন্স প্যাটেন্ট বার্লি খেলে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নিলে শিশুর পাকস্থলীতে দুধ শক্ত ছানা বেঁধে হজমের অসুবিধা ঘটার যা বন্ধ তা প্রথম থেকে শিশুর পক্ষে খাবার সহজ হয়। তাছাড়া রবিনসন্স প্যাটেন্ট বার্লি শিশুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। রবিনসন্স প্যাটেন্ট বার্লি খেয়ে বৃদ্ধি পায়—এতে ওদের শরীরও ভাল থাকে। আপনার খোকাকে খাইয়ে দেখুন সে কেমন খেতে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন বি-পি ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর সংমিশ্রণ আছে।

★ আন্তর্জাতিক ও ভৌত সংযোগে সুরক্ষিত

কে, হোড়ের
কণক
প্যাউডার

পড়তে। সেসব বই আজকাল আর চোখেও পড়ে না।

কিরণ বললে—এইখানটা পড়ে দেখ্—কী চমৎকার লিখেছে—

সে কবেকার কোন্ যুগের কথা। ১৭৮৯ সালের একদিন ফরাসী দেশেও ঠিক এমনি অবস্থা ছিল। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে একদিন বন্ধুসম্ভাতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশে আর এক নতুন সভ্যতার সূত্রপাত হলো। সেদিন সেখানকার অবস্থাও ছিল ঠিক এখনকার মত। সেখানকার অত্যাচারগুলোও ঠিক এমনি করে দেবতার নৈবেদ্য চুরি করে যজমান ঠকাতো। সেখানকার চলতিনীতিও লেখা পড়া শিখতে না পেরে, কৃষিক আর শ্রমিকের অন্ধকারে বংশপরিচয় পাকস্থলীর ভিতে জীবন কাটাতো। সেখানেও ছিল দুর্নিবার। সেখানেও ছিল শত্রুতা, ছোলেরা মহাজনদের বড়ম সেখানকার পাড়ার ছেলেকে বসে হবে ঠিক এমনি করে অন্ধ ভিত্ত আর ছোলেরা ছুটতো। সেখানেও ছিল সেই মরণ সেখানেও ছিল কালীঘাটের মত ঈশ্বর পাগলী মেলা, সেখানকার ঈশ্বর পাগলীরা সোনার বেশে চুকতো না, ভিক্ষা চাইতো না, সকারে চুকতো না সেখানে। কি আশ্চর্য্য এক সমাবার দিন সেখানেও কোনও পরিবর্তন হতো না—সবাই ঠিক এমনি করেই নিশ্চিন্তের হয়ে থাকতো। হাজারের সমস্ত দুরন্ত ক্ষুধাকে আকার হাজার চাল সোনার মেলে দিয়ে। সেখানেও লক্ষ্মীদের মত দুঃখের লক্ষ্মীরা ছেঁড়া ছেলেদের চুমোয়ে চুমোয় ভরিয়ে তুলতো আদরে লক্ষ্মীদের বাড়ে ঠাই পাইয়ে। সেখানেও কিরণ বসন্তের মিলে বিশ্ব করতো আর শ্রীলক্ষ্মীদের মত করতে আর ছেলে মানুষ করে সব দেখতো। আর সেখানেও সব বড়লোক মত সাহিত্যের পলিসের মত বড়লোক যারা অন্ধকারের মত বড়লোক সেই সব মতের একজন পঁচাত্তর আর চতুর্দশপদীর লক্ষ্মীর চতুর্দশের এক কবি নিয়ে সব কিনে নেবার জন্য কিনতে চাইতো। আর কিনতো সেই সকল সম্পদ পুঁজিয়ে যত পঁচাত্তর আমরা সব কিনে নিয়েছি।

কিরণ বললে—তাহলে বলতে হবে, আমাদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ঠিক মত?

সত্যিই মিলে যাচ্ছিল। সেখানেও চৌরঙ্গীপাড়ায় থাকতো বড়লোকরা। অলিন্দদের বড় বড় বাড়িতে থাকতো সাহেবরা। রেভোলিউশনারের বড়ম ঠের বিরাট বাড়িটা সবার বড়র খালি পড়ে থাকতো। বড়রে একবার বাসাবাড়ের জন্য। সেই কর্নিশের বাসাবাড়ের জন্য সবার বড়র হাজারটা চাকর, হাজারটা চাপরাশ বসে বসে ঘর-বাগান পরিষ্কার রাখতো আর ঈশ্বর পাগলী লেনের মর্মমার ধারে মরলা উপচে পড়তো পাহাড় হয়ে, সে পরিষ্কার করবার লোক থাকতো না একটা। সেখানকার রাজাও থাকতো কোথাকার কোন্ প্রাসাদে। রাজার পদের হাজার চাকর আর রাণীর পাঁচশো—

কিরণ বললে সেখানেস, ঠিক আমাদের বড়লাটের মতন মাইনে—একেবারে হুবহু—

শঙ্কর আরো পড়তে লাগলো। অদ্ভুত মিল সব ঘটেছে সেখানেও। সেখানেও খেতে পেতে না মানুষ ঠিক এখনকার মত। সেখানেও কিরণরা নর্মমার ধার ঝুঁকিয়ে পেট ভরিয়েছে আর সেখানকার অবস্থাগুলো সমস্ত এসে ঘরে পরে পড়িয়েছে। সি-বি ব্যবস্থা ফেকানে বেচেছে।

—তবশ্য আরো আছে, আরো পড়ে দেখ্—

ছোটবেলার পড়া সেই ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পরে পড়েছে শঙ্কর কিন্তু সেদিন কিরণই প্রথম পড়িয়েছিল শঙ্করকে। কিরণই দেখিয়েছিল পথ। সেই ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে যখন শঙ্কর সে এক বিচিত্র ইতিহাস। সেপ্টেম্বরের থেকে বিপ্লবের শঙ্করে সে এক বিচিত্র উপন্যাস।

একটা লাইন যার ভেতর ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা।

শঙ্কর কিরণকে জিজ্ঞেস করলে—এখানে কার কথা বলা হয়েছে?

কিরণ বললে—ওদের—পড়ে দেখ—

শঙ্কর পড়তে লাগলো Habeut

When I see the poor without the clothing and without the shoes which they themselves are engaged in making and contemplate the small minority who do not work and yet want for nothing, I am convinced that Government is still the old conspiracy of the few against the many, only it takes a new form.

তারপর কী বলা—

কিরণ একটু হেসে জিজ্ঞেস করলে—minority মানেটা কী হে?

শঙ্কর বললে মুষ্টিমেয়।

কিরণ বললে ঠিক বলেছে আমলে বাইরে বাইরে সব বড়লোক আর ভেতরে ভেতরে দুর্বলের আমলে সব বড়লোকরা একজোট সব দেশগুলোর এক হয়।

শঙ্কর বললে কিন্তু লক্ষ্মীরা অনাচার ভাই

কিরণ বললে—দূর সব বড়লোক ওদের—এই লক্ষ্মীদেরও যা ছোব এই পলিহরাও ছুট ছুট করে চুল খেয়ে ফুলে ফেঁপে—সেখানে ছোব কাকাবাবু চাঁদা দেবে না, কিছুতেই চাঁদা দেবে না—

কিন্তু সেদিন রাত্রে পড়াশুনোর কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা। সন্ধ্যেবেলা ঠিক সময়ে অফিস থেকে আসতেন। সেদিন কিন্তু যেন

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সোনার পরিচ্ছদ। কোট ক্রাশ পরেছেন, মাথায় সোলার টুপি। বললেন—এই যে শচীনবাবু—

শচীনবাবু এগিয়ে গেল কাছে, বললে—আপনি এত সকাল-সকাল আসছেন আজ?

—হ্যাঁ আসবো না, কাজ না থাকলে বাড়ি আসবো না—

একবার মনে হলো জিজ্ঞেস করে কাকাবাবু কী কাজ করেন কোন অফিসে চাকরি করেন। কিন্তু হঠাৎপরেই মনে পড়লো চাকরির কথাটা। বললে—কাকাবাবু, আমাদের টাকা দেবেন?

—টাকা? কিসের টাকা?

—আমাদের লাইব্রেরীর—

—লাইব্রেরী? কবে লাইব্রেরী হলো? যেন যেন কিছু জানে না

কাকাবাবু, খুব উৎসাহ দিলেন। কথায় কথায় বললেন শচীনবাবু তার কিছু এরকম একটা শখ ছিল। কাকাবাবুর উৎসাহ পেয়ে কিছু বলতে পারে না। বললে কাকাবাবু, আমি চাঁদা লাইব্রেরীর সেক্রেটারী আর শচীন ট্রেজারার—

এই লাইব্রেরী করা নিয়ে কাকাবাবুর যে কোথাও লাইব্রেরী করা হয়েছিল

আনন্দে খবর দিলেন কাকাবাবু। সেই কথা খবর কাগজে ছাপিয়ে কার কাছে যাবে সেই কথা ভাবছিল। সকালের মধ্যেই হয়ে গেছে এই কাজ

কাকাবাবু, বললেন—লাইব্রেরী আমি দেখবো একবার শচীনবাবু—

শচীনবাবু বললে—আপনার কষ্ট হবে কেন আমি নিয়ে যাবো আপনার বাড়ি কিন্তু কাকাবাবু,

কাকাবাবু, বললেন—তা তবে চাঁদা কবে দিতে হবে?

শচীনবাবু হাসি এগিয়ে দিলে কাকাবাবুর কাছে। বললে—এই নিন আমার চাঁদা। এক টাকা চাঁদা। এক টাকা চাঁদায় দুই জনের শচীনবাবু কিছুক্ষণ বসলেন কাকাবাবু, বললেন—তা তবে চাঁদা কবে দিতে হবে?

ওঠা। তখন কে জানতো একদিন এই বিভাগের লাইব্রেরী দেখাশোই কাজ হবে। এই লাইব্রেরীই একদিন বিভাগের জীবনে বিপ্লবের ছোঁয়া আনবে।

কাকাবাবু বললেন—বাঃ, বেশ লাইব্রেরী, তুমিই বুঝি এই লাইব্রেরী করেছ?

কিরণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—হাঁ, আমিই হলাম সেক্রেটারী আর শীপু হলো প্রেসিডেন্ট—

হাবিকেনের আলোয় দাঁড়িয়ে কাকাবাবু এক-একটা বই তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। মেঘের ওপর ছেড়া মাদুর পাতা। মাটির সোঁদা আর নতুনের গন্ধ। সেদিন, সেই নোংরা আবহাওয়া আর ভাঙা হাবিকেনের কাপসা আলোয় শীপুকে আর কিরণ কাকাবাবুর উপস্থিতি যেন অবাক হয়ে গেল। অনেকেই চাঁদা দিয়েছে অনেকেই মোটিফ সহানুভূতি জানিয়েছে। তবুও মাত্র আনকে যেমন নিরুৎসাহ করেছে, তেমনি অনেকেই তো আবার উৎসাহও দিয়েছে। কিন্তু কাকাবাবুর মত উৎসাহ কেউ ই দেয়নি। নিজে লাইব্রেরীতে এসে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। কিরণ একেবারে বিগলিত হয়ে গেল কৃতজ্ঞতায়।

কিরণ বললে—কাকাবাবু, আপনি আমাদের প্রেসিডেন্ট হোন। আপনি প্রেসিডেন্ট হলে অনেক সুবিধে হবে আমাদের—

কাকাবাবু বললেন—এখনে কয় মেম্বর?

কিরণ বললে—সবাইকে মেম্বর করেছি কাকাবাবু, দুনিকাকা, পল্টুদা, ছোটোদা আমাদের ক্লাসফ্রেন্ডদের করেছি, বাবিডদার পালিয়ের ছেলে মিহির পালিত, চন্ডীবাবু, নাড়ি কম্পাউন্ডার—

কাকাবাবু ছিজ্ঞেস করলেন—আমার ভট্টাচার্যি মশাই?

শীপংকর বললে—উনি তোমার লেখাই পান না—

কিরণ বললে—আমি অবশ্য ওনাকে বলেছি সাবস্ক্রিপশন-টা দেবার জন্যে কিন্তু উনি বলছেন মাসকাবারে—

কাকাবাবু, ছিজ্ঞেস করলেন—এর মেম্বারশিপ ফিস এখনো?

কিরণ বললে—সেই আপনি যা করবেন, আমি একদম এইখানে আপনার হাতে দিয়ে দেবো—সেই আপনি যা দেবেন তাই—

কাকাবাবু বললেন—ঠিক আছে আমি একদিন এসে দিয়ে যাবো—

আপনি পুরিয়ে দেবেন?

কাকাবাবু বললেন—প্রেসিডেন্ট হবো, মানেই তাকে আমি এসে মেম্বারশিপ ফিস দিয়ে যাবো—তুমি এক কাজ করো—

কিরণ বললে—আপনি এসে আমাদের উৎসাহ দেবেন, আমরা কাকাবাবু হয়ে-হয়ে বই সব পড়ছি বলে কিন্তু সবসময় আমি কাকাবাবু থাকতে পারি না।

কিরণের চুপ করার পরে একটু কাশে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাথর লাল আরো জানেন। পাঁচ টাকা দিয়ে আজীবন মেম্বর হয়েছেন—তার কাছে আরও অনেক বই আছে কাকাবাবু—টাকা হলে সব ছোপাড় করতে পারবেন—

কাকাবাবুর উৎসাহ পেয়ে কিরণ বড় বড় করে আরো অনেক কথা বলে গেল। অনেক প্রয়োজন কথা সব কিরণের। কিরণ যেন একটা আশ্রয় খোঁজে পেয়ে গেছে হঠাৎ। যে-সব বই পড়তে পায় না সেই বই-এর সম্ভার—যে যেন 'কিরণ' ক্লাসফ্রেন্ডের চাঁদা, প্রাক্তনছাত্র বিশ্ব সম্ভব বিভাগীয় বইগুলি এসব আসবে বই-এর নাম করে গেল কিরণ। ভারতবর্ষের পরাধীনতার যত ইতিহাস লেখা হয়েছে তার নিখুঁত তালিকা তৈরীর দায়িত্ব ছিল। কোথা থেকে এই বই এর নাম সে পেয়েছিল কে জানে। শীপংকরও আজ পর্যন্ত এই বইয়ের নাম শোনে। এই ভাবে কিরণ ১৯৫৩ সালে ১৫, শীপংকরের ১৯৫৩ সালে ১৯৫৩ সালে সেই লাইব্রেরী গড়ে তোলার কিরণের কাকাবাবুর কাছে শীপংকর যত ছোট হোক না কেন কিরণের কাছে তার মূল্য অনেক। এই ভাবে কিরণ ১৯৫৩ সালে ১৯৫৩ সালে সেই লাইব্রেরী গড়ে তোলার কিরণের কাকাবাবুর কাছে শীপংকর যত ছোট হোক না কেন কিরণের কাছে তার মূল্য অনেক। এই ভাবে কিরণ ১৯৫৩ সালে ১৯৫৩ সালে সেই লাইব্রেরী গড়ে তোলার কিরণের কাকাবাবুর কাছে শীপংকর যত ছোট হোক না কেন কিরণের কাছে তার মূল্য অনেক।

কাকাবাবু হঠাৎ কিরণকে বললেন—এসব কথা তোমার কে লেখাচ্ছে?

কিরণ বললে—লেখাচ্ছে কেউ কাকাবাবু, আমরা তো জানি, আমাদের এক-একটা বই ছেলে গেছে, ইংরেজরাই তো আমাদের লুট,

[illegible] সৌম্য দীপঙ্কর[illegible]হাসলেন। এত লোক খুন হয়ে গেল, বাড়ীর মেয়েরা পর্যন্ত মারা যাচ্ছে, এ কাউকে হাসতে দেখে না। ইংরেজদের ভয়ে দীপঙ্কর আর সকলের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম ছিল।

দীপঙ্কর বলতে লাগল বিপ্লবের কথা—

—ওকালতি কে।

অক্ষয়বাবু ভাবে এবং, কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। বললেন, কে ওরা? খুব লেখাপড়া জানা ছেলে বুঝি?

দীপঙ্কর বলতে লাগল, ওরা কেউ কলেজে পড়ে, কেউ বা পড়ত। কিন্তু ছোটবেলা থেকে ওদের মনে [illegible]

অক্ষয়বাবু একটু, সন্দেহের চোখে তাকালেন। ছেলে ওকে ভুল বুঝেছে। সে [illegible]

[illegible] ওর [illegible] দীপঙ্কর [illegible] সে [illegible] ওর [illegible] [illegible] [illegible]

দিয়েছে! সেই শম্ভু সাহার, খিদিরপুরের রাস্তায় দেখা হয়েছিল তাদের সঙ্গে। পাঁচটা টাকা চাঁদা দিয়ে দিয়েছিল এক-কথায়, দোকানে নিয়ে গিয়ে সন্দেশ রস-গোল্লা রাজভোগ খাইয়েছিল। কিন্তু সেদিন তো কিরণ এমন উচ্ছ্বসিত উল্লসিত হয়ে ওঠেনি। আর যারা কিছুই দেয়নি, পুলিসে ধরিয়ে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল —তারা কি সবাই খারাপ লোক? কী দিয়ে বিচার হবে কে ভালো, কে খারাপ? টাকা দিয়ে? টাকা দিয়ে বিচার হবে মানুষের মনুষ্যত্বের? অঘোরদাদু যদি পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে দিত তো হঠাৎ কিরণের চোখে এক মুহূর্তে ভালো লোকে রূপান্তরিত হয়ে যেত কি? পায় অনেকবার অনেক-রকম ভাবে ভেবেছে দীপঙ্কর এর কোনও সদুত্তর পায়নি। মনে হয়েছে, কী সে মাপকাঠি, যা দিয়ে সে বিচার করবে মানুষকে!

কিরণ বললে—এবার পথের দাবীটা কিনবো ভাই —

—যদি পুলিসে ধরে?

—টের পাবে কী করে? আমি বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখবো, আর লুকিয়ে লুকিয়ে পড়াবো সবাইকে—

দীপঙ্কর বললে—তুই যে গেলি না এখন। আমি বাড়ি যাই —

তখন অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে ফাইবে কিরণ একাই বসে রইল লাইব্রেরীর মধ্যে। হয়ত আনন্দের অতিশয্যে কিরণ ঘুমোবেই না। সত্যিই তো, কে ভাবতে পেরেছিল কাকাবাবু এমন করে তাদের লাইব্রেরীকে সাহায্য করবে। এমন করে লাইব্রেরীতে এসে তাদের উৎসাহ দিয়ে যাবে। আর কাকাবাবু যখন মেম্বর হয়েছে, লক্ষ্মীশ্রীও হবে, আর সতীও হবে। সবাই হবে। তাহলে আর কারুর ভাবনা নেই। এবার টাকার ভাবনা নেই আর। টাকা হলে আরো আলমারি কিনবে তারা, আরো বই কিনবে। আরো নতুন করে বাড়ি হবে লাইব্রেরীর। এক হাজার টাকা দিয়ে একটা নতুন বাড়ি হবে সেই বাড়ির সামনে বড় বড় করে লেখা থাকবে—কি কালিপদ বয়েজ লাইব্রেরী। বহুদিন পরে, বহু বছর পরে একদিন দূরদেশ হতে বহু বছর পরে কেউ যদি ঢুকবে চুপি চুপি প্রবেশ করবে এই লাইব্রেরীতে। হয়ত দেখবে নাম বদলে গেছে। প্রথম কিরণবাবুর ছবিটি আর নেই। দীপঙ্কর সেন। সেই হয়ত বহু বছর পরে কালিপদ আর একটা কালিপদ থাকবে না কারুর মা আর একটা কালিপদ হয়ত নাম। সেদিন হয়ত দীপঙ্কর সেন উপরে পড়ে থাকবে আর একটা কালিপদ থাকবে। তারপর কি কালিপদ বয়েজ লাইব্রেরী। আর থাকবে হয়ত লুকিয়ে নাম। একজন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা আর একজন সেক্রেটারি। দীপঙ্কর সেন আর কিরণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এই ঘটনাটির কথা হঠাৎ একদিন দীপঙ্করের মনে পড়েছিল।

প্রসন্নকুমারবাবুর বাড়িতে বসে বাংলা রামায়ণখানা পড়তে পড়তে দীপঙ্কর এক জায়গায় থমকে গিয়েছিল।

একদিন তপোবন বালিকাকে মুনিবর ঋষিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—তপোবন, এ-সংসারে এ সময় এমন কে আছেন যিনি বীর্যবান, গুণবান, চরিত্রবান, কান্তিমান, বিদ্বান, সাধু, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, পুরুষজন, ইন্দ্রিয়জয়ী, ক্রোধজয়ী, সর্বশিষ্ট-কারী, পরোপকারি সরলশীল এবং লোকের রক্ষণে সক্ষম?

মহর্ষির এ প্রশ্ন দীপঙ্করও ভেবেছে। একবার নয়, বহুবার। কবে সেই আজ থেকে তিন হাজার বছর আগেকার কথা। কেউ জানে না সে কেমন হবে। সেদিন সেই পুরুষটির চরিত্র নিয়ে অহিকবির মনে চিন্তা হয়েছিল এই প্রশ্নের। এ প্রশ্নের সন্তুষ্টির জন্যে বসে তিনি প্রশ্ন করে-ছিলেন নারদকে। হয়ত বহুবার লেখা হয়েছে। হয়ত ইতিহাস বলে কিছু নেই। হয়ত ইতিহাস কারুর পর এক হয়ে এসেছে শুধু। আর সেসব জানবার জন্যে কারুর মনে বহুবার সন্দেহ জাগবার জন্যে মহাকবির জন্মও হয়ত হয়েছে বহুবার। হয়ত এসেছে মহাকবি সুদূর ঐতিহাসিক যুগের। হয়ত তারও আগে পাঠান মোগল যুগের। হয়ত তারও আগে হিন্দু যুগের। হয়ত তারও আগে বৌদ্ধ

প্রথমে। শুধু ছেলেমানুষী বা ছেলেখেলা নয় শীলঙ্কার। চমৎকার সোজা সহজবোধ্য ভাষা তার। সহজীর পাশে সমাহসমাধানকে শীলঙ্কার সেদিন বড় আনন্দ পেয়েছিল। আনন্দও পেয়েছিল, দুঃখও পেয়েছিল। একটি ছোট ঘরে পড়ছে বালমীকির কবিতার আবৃত্তি পড়ছে। সামনে সহজীর সমাহসমাধানকে দেখে তাঁর কাছে শান্তিবাবুর সম্বন্ধে মানুষকে যেন ছোট মনে হয়েছিল সেদিন।

তিনি বলেছিলেন—ওরে অহঙ্কার হয় শীলঙ্কার, অহঙ্কার ছোট মানুষকে বড় করে না।

কিন্তু সেদিন সেখানে অট্টহাসির শব্দটার সেই লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে শীলঙ্কারের মনে হয়েছিল, শান্তিবাবুর যদি ঐসব পড়ুয়া ছেলে থাকে তো সে কাকাবাবু, শুধু শীলঙ্কারের নয়, বিকাশেরও সেই মনে হয়েছিল। অবশ্যই কবি বিনয় উকিলের একের বিনয় এসে শীলঙ্কার সেখানে সমর্থ করেছে তখনও আসা হয়নি। শীলঙ্কার ছোটদের ঘরে। শুধু বিকাশের মনে হয়েছিল সমস্ত ব্যাপারটার সম্বন্ধে কী যেন করছে—

—কি?

—আমি কাকীমা আসি শীলঙ্—

—এখন যে হবে?

শীলঙ্কার বলেছে কাকাবাবু, আসছে ভেবেছে—বেরোয়

—ঠিক এখনই হবে শুধু শুধু মনে মনে কাকীমা আসার কথা ভাবছে শীলঙ্কার। কাকাবাবুর কাছে কাকীমা না থাকলে কাকাবাবু কষ্ট করবে, সেই কথা ভেবে শীলঙ্কার। একেবারে ঠিক ঠিক কথা বলতে পারে না শীলঙ্কার।

শীলঙ্কার বলেছে—কাকীমা কাকাবাবু, আসছে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে

শীলঙ্কার আসছে—

শুধু শুধু শীলঙ্কার মনে হয়েছিল, শান্তিবাবুর ছেলেরা সবাই ভালো। শান্তিবাবুর ছেলেরা সবাই ভালো। শান্তিবাবুর ছেলেরা সবাই ভালো। শান্তিবাবুর ছেলেরা সবাই ভালো।

তিনি তিনি পায়ে শীলঙ্কার ছেলেদের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

পাশের ঘরে লক্ষ্মীদি হাত চেয়ারে পড়ছে। কিন্তু সবটা নেই। সবটা কি তাহলে একলা আসবে?

শীলঙ্কার ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি বই থেকে মুখ তুলে শীলঙ্কারকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। ভাবে—কী হে, তোমার কী করতে?

শীলঙ্কার বলেছে—ডাকো লক্ষ্মীদি, কাকাবাবু, কাকাবাবু লাইব্রেরীর ছেলের ছেলেরা আসছে ডাকছে এখন

লক্ষ্মীদি ভাবছে ঠিকানা কেন এরা সবাই আসছে বলছে কাকাবাবু ডাকছে? কেন?

শীলঙ্কার বলেছে—না জানি না—

লক্ষ্মীদি বলছে—সহজীর সঙ্গে ছেলে সবাই ছেলে বলে—সবাই যে ছেলেরা বলি আছে

—ছেলেরা বলি? এই একলা? কী ব্যাপার?

—কাকীমা আসার ছেলে ছেলে ছেলেরা আসার আসবে

শীলঙ্কার ছেলেরা আসার ছেলে ছেলে ছেলে লক্ষ্মীদির ছেলের দিকে ছেলেরা বলি ছেলে ছেলে ছেলে ছেলে ছেলে ছেলে ছেলে ছেলে

শীলঙ্কার বলেছে—আমি কাকাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে এখুনি বাড়ি যাব—

লক্ষ্মীদি বলছে—আমি যা বলেছিলুম মনে আছে তো তোর?

—মনে আছে লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি মনে করিয়ে দিলে আবার। বলছে—হাঁ জিজ্ঞেস করে তুই আমার সম্বন্ধে কিছু, জানিস কিনা, তুই বলবি তুই কিছু, জানিস না—বুঝলি তো?

—বোঝব, বুঝিয়ে বলে?

—না বুঝবে না।

—মিথ্যে কথা বলব, বুঝলি?

ততক্ষণে শীলঙ্কার ছেলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেছে। ছেলেরা কাকাবাবুর ঘরে কাকাবাবু তখন জামা-কাপড় বদলে আসছে বসে অফিসের কাজ করছিলেন বোধ হয়। শীলঙ্কারের পায়ের আওয়াজ পেয়েই ছেলের মাইকেল মাইকেল ছেলেরা। তারপর সমস্বর ছেলেরা ছেলেরা ছেলেরা বলছেন—ছেলে—

শীলঙ্কার ছেলেরা বলছে। কিন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে ছেলে অবাক হয়ে গেল। কাকাবাবুর মুখটা যেন আগে কিনের মতন নয়। একটু, গম্ভীর গম্ভীর। বললেন—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে বলেই ছেলেকে ছেলেছিলাম—

শীলঙ্কার বলছে—তখনি ভুলে আসার পর কিরকম খুব লাগছিল—

—ছেলে?


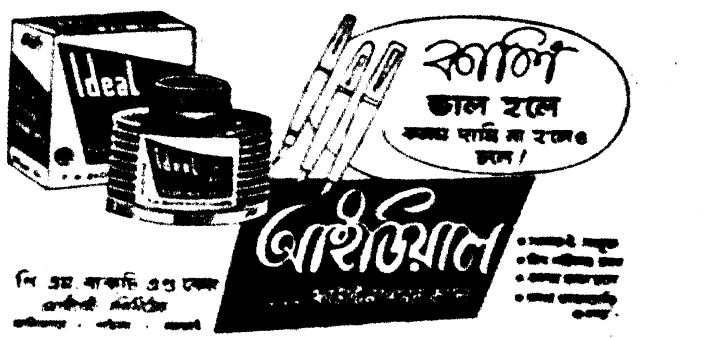


পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত

বাকলা

কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেনের বংশানুক্রমিক গোপনীয় আয়ুর্বেদীয় দান করছেন

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, অম্বাম্বি, বুকজ্বালা, মাথাধরা অরুচি, অজীর্ণনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও আমাদের সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিনামূল্যে মূল্যের খোলুন।

৩২ তোলার প্রতি বোতল ৩৲ টাকা, একত্রে ৩ বোতল — ৮৷৷০ আনা। রেল, মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস- আটঘরিয়া (দুর্গা লাইব্রেরী)

—খুব আনন্দ হচ্ছে বুঝি, আমারও আনন্দ হচ্ছে কাকাবাবু খুব। আমাদের আসার আগেই লাইব্রেরী, বিদেশ থেকে কিনেছেন। ও খুব ভালো ছেলে কাকাবাবু, নিজে না খেয়ে ওই লাইব্রেরী করেছে, লাইব্রেরী ওর প্রাণ প্রাণ সব, ও হাতে ছুঁয়ির ছুঁয়িরও লাইব্রেরীর স্বপ্ন দেখে—

কাকাবাবু সব কথা শুনে নিয়ে বললেন। তারপর বললেন—তোমাকে কী বলবো জানে তোকাবাবু জানে—ওর সঙ্গে ছুঁয়ি ছিলো না—

হঠাৎ দীপঙ্করের সামনে হাত পড়লো। প্রেম ফিসফাস হলো না কাকাবাবুর কথা শুনলো।

বললে—কেন, কাকাবাবু?

কাকাবাবু বললেন—আহা, আমি জানি, ওর সঙ্গে ছুঁয়ি ছিলো না—

—কিন্তু ও তো খুব ভালো ছেলে কাকাবাবু!

কাকাবাবু এবার আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। দীপঙ্করের মনে হলো কাকাবাবুর চোখে জল এসে গেছে। এত গম্ভীর হতে দীপঙ্কর কখনও দেখেনি কাকাবাবুকে।

—কিন্তু কিছু তো কোনও দোষ করেনি কাকাবাবু! আপনি কত বড় বড় কাজের ভার দিলেন ও একটা কাজও তো ওর নয়, ওর বাবা আর মা বড় বড় অন্যায় করেছে। ওর কী দোষ? ও তো একটা ভালো ছেলে। তবু, ঈশ্বর একটা অন্যায় করলে তার ছেলে—ও হয়ে যায় [illegible]

কাকাবাবু [illegible] বললেন

—[illegible] কাকাবাবু, [illegible] ঈশ্বর [illegible] ঈশ্বর [illegible] ঈশ্বর

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

# পণ্ড্‌স
## কোল্ড ক্রীম

* পরিষ্কার করে
* সুন্দর করে
* সুরক্ষিত রাখে

রোজ রাতে পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম মেখে আরাম করে ঘুমান। এই ক্রীম মেকআপ-সহ ময়লা টেনে বার করে দেয়। ফলে সকাল বেলা এই মেকআপ পণ্ড্‌স ক্লিন্সিং ক্রীম দিয়ে সহজেই মুখশ্রী স্নিগ্ধ ও কমনীয় হয়ে উঠবে।

ক্যামিশিং ক্রীম : রাতের ও দুপুরে-লাগা পণ্ড্‌স ক্লান্সিং ক্রীম আপনার ত্বকের স্বাভাবিক কান্তি সুরক্ষিত রাখবে—পরিষ্কার ও সুন্দর করে তুলবে। পণ্ড্‌স ক্লান্সিং ক্রীম ব্যবহার করে সহজেই বিশিষ্ট হবে —এটি একটি নিখুঁত পার্টিতার মেক্‌ এপ এর জন্য পার্টিতার পূর্বেও পরে ত্বকী সমানভাবে মেখে থাকে।

P 7749 টীকাত্রা-পণ্ড্‌স ইন্ক ( ইংরেজ রাজ্যে ব্যক্তির মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত )

# বুকের বারুদ

সোমনাথ ভট্টাচার্য

আজ শনিবার না এখন

শনি, মস্ত ভরসা নিল। শনির ঘা মুখে ভরসা করেও মনে মনে ভাবছে এখন শনিকে ফেলবার সময় নয়। উনুনের সামনে বসে শনির ছবির মুখ খাওয়াচ্ছে শনির মা। চুপচাপ ছেলেকে। শনি এখন খুবই বোবা শনির এখন খুবই ভয়ঙ্কর। সকলের সামনে কেন 'ঝিনুকের' আদর চাইল মুখে ফেলে ছড়াচ্ছে দু-পাতার ছবির ভাবিখানা দেখে শনি ভেবেছিল সেও বুঝি লম্বা লম্বা চুল রেখে কাটাবে। তাদপাতে ভাবে কাটাবে আয়নাতে নিজেকে দেখে মনে করে শনির মা ছেলেকে কিছুতে কিছুই বলতে পারল না। মুখে ভাষাটা বা ভালোবাসা দিতেও পারল না।

চা-টা খেয়ে নিয়ে শনি ঘরের ভিতর থেকে সাইকেলটা বার করে। সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে যাবে শনি।

শনির সঙ্গে সাইকেল-রিকশা ঠেলতে ঠেলতে দুটো বন্ধুর ঝিনুক ঝিনুক করে ডাকে। শনি ভাইয়ের মতো শনির ছোট ছোট এক-এক করে সব মুখ ঘুরে। শনির কাছে যেতে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। এ-অবস্থায় শনির ভাইকটা যে শনির বন্ধুদের বলিয়ে। বন্ধুরা ঠিকই শুনে তাদের একটা ঘরে কটা চাকার ভাড়ন একটা সাদাদের ভাড়াটে তার লম্বা-চওড়াটা ভাড়ার ছেলেটা ঠেলতে-ঠেলতে পশ্চিম দিকটা খোলা দু দু দু ঘণ্টা। শনিদের জমের অভ্যাস হয়ে না কখনও। শনিদের বাড়ির ঝিনুকে ইতি সকালের গল্পগুলি চায়। শনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পগুলি চলে করে। ভালো হালকা করে কল ছোট ছোট পালা-পার্বণের পরম খোঁজে। কি ভাবে কি ভাবে ঘাম-সোকার হাল ধরে ভাসতে ভাসতে অনেকদূর চলে গিয়ে সাঁতার কেটে ফিরে এসে চাঁদ ছোঁয়। দু-দুবে খোলা দু দু গল্পগুলি যেন শনির সামনে পড়ে থাকা রাস্তাটার মতো। শনি যখন এ-রাস্তায় হাঁটা শুরু করবে তখন একেবারে বাঘেই। হয় চাঁদের দিকে নয় সোনালি দিকে।

হয় পরেছে হবে না সন্দেহ। শনি ভাসে এসে

অমন বুকে বরফে। অমন বুকে চাঁদা বরফে। আমি চাটাই—শনি মুখে হাতে এসে বসে আদরে করে।

ভালোবাসা ছাই হয়ে এসেছে ভেবেই একটা শব্দ হতেই। চুলটা মনের মধ্যে করে

অতীতকাল থেকে। আর-ইন্দুনি থেকে শনি যা থেকে ছুটে এসে শনিকে ভালোবাসার পালা। হতেই দু-হাতে এখনও একদম শনির মধ্যে ছেড়ে আসেনি। ভাল-করে দু-হাত ধরে ছেলের পালাতে। শনি ওপাশের দিকে হাসল। কাটা চাক ভর একটা কঠিন হাতের কথা মনে। শনি দুপাশে ঘনিষ্ঠভাবে। মনে-মনে ভেবে করবে মার দিকে বলল। 'ঠাকুর ওকাতে হবেছেন। হাতের মধ্যে ঝিনুকটা।' হাতের শনি তার এই মুহূর্তে কেনা করল না। শনিকে হাসতে দেখেছে পাশাটার দিকে। শনিকে দেখতে দেখতে শনির মা শনির ছাইকে আরও বেশির কাছে টেনে ধরল। গলার মধ্যে বেশী শিয়ে শনির ছাই বিষম খেয়ে ধরে ধরে হাত ছেলে উঠল। শনি যখন আর বেশিক্ষণ নেমে শনির মা তার হাত দুটো শক্ত করে ধরল। 'শনি বেশী হাত করিস না। ফেলে-ফেলবার হাতের ঢেলা-ঢাইবলের কথা ভুলে যাবে কেন।'

শনিবারের হাজার কালোদের ভেতরকার ঘরে আসবার আগেই সাইকেল নুকিয়ে রাখে প্রায় সেটা শনিটা থেকে শনি ঘোরাঘুরছার বেরিয়ে এল এবং এরপর ঘোরাঘুরি ঘোরা হলো। থেকে শিয়ালদহের ভেতরে—শিয়ালদহের মধ্যেকার দিকে এক পাশের বন্ধি হয়ে গেছে। শিয়ালদহের ঘরে ঝিনুকের ঝিনুকের ভল কাজ। শনি এবার ঠিকের পোশাকটা এক পাশকে নেবে নিল। পাশটা একটু টেনে

তুলে নিল। প্যান্টের ভেতর জামাটা একটু টেনেটুনে নিল। পকেট থেকে খানিকটা ছেঁড়া ছিট বার করে মুখটা মুছল। ছিটটা পকেটে রেখে বাঁ পকেটের নীচের দিকটা একবার অনুভব করে নিল। আমির চেয়ে একটু বড় ধার-কাটা দশ নয়া পয়সাটা হাতে লাগাতে নিশ্চিন্ত হল। শনির এবার পুজোর পোশাক এইটুই হয়েছে। বাবার কাছে অনেক বলে কয়ে, কিন্তর কান্নাকাটি করে এই পোশাকটি আদায় করতে হয়েছে। সদা ফুল প্যান্ট। দু-পাশে অনেক সিতাঁর বসানোর ছক ঢাকা-দেওয়া পকেটওয়ালা সাদা হাত কাটা শার্ট। জুতো হয়নি। কিন্তু পোশাকের চোখধাঁধান জলুস দেখে শনির জুতোর দুঃখ ততখানি বাজেনি। তারপর ষষ্ঠীর দিন সকাল থেকে শোয়া আর চান করার সময় ছাড়া শনি পা থেকে এ-পোশাক খোলেনি। ইতিমধ্যে জামা-প্যান্টে লাগেনি হেন দাগ নেই। কাদা, পুজোর প্রসাদ, অজকে ঝুঁই-কদমা মেলার লাইনে হঠাৎ হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়ে শনির হাতের প্রসাদ জামার সামনের দিকটায় অনেকখানি জায়গায় লেপটে গেছে। এখন সেখানটা চলকে হয়ে শুকিয়ে খড়খড় করছে। সেখানে-সেখানে বসে আর অনবরত পকেটে হাত ঢুকিয়ে চুকিয়ে প্যান্টের সেলাইটা আর পকেটের পটি সুতোয় গাঢ় কালো মণ্ডলাকার ছোপ পড়েছে।

কতকটা হে-পড়ার বাসিন্দা হলেও শনিদের পাড়ার পুজো বলতে এইটাই। এই হে-বস্তুতর মেয়েরা চুলের বেণীর শেষে ফিতে বাঁধে, শনিরা ফাটা প্যান্টে। এ পাড়ার এই একটাই পুজো। আর শনিদের বাড়ির এইটাই সবচেয়ে কাছের পুজো। শনিদের পুজোর কাটা ঘিলা এইখানেই কাটে। দুনিয়ার কাঁচা কাঁচা ঠাকুর দেখে পা-ভারি করে এসে এখানকার প্যান্ডেলের চেনা পাড়া বেড়াই জানতানা হয়।

দূর থেকে দেখতে পেয়েই শনিরা ছুটতে শুরু করল। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে যখন পৌঁছল তখন ঠাকুর তোলা হয়ে গেছে লরীতে। হে-বস্তুতর মোটা মানুষ-জনের মাথায় মাথায় শিজ্‌শিজ্‌ করছে। মাথাগুলি সরী।

পাড়ার বড়রা কেউ কেউ ছোট ছেলে-মেয়ে কোলে করে বা হাত ধরে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন। পাড়ার মেয়েরা একধারে জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে কলকল করছে। পাড়ার ছেলেরা [illegible] ঠাকুর তোলার আয়োজন [illegible] ঠেলে লরীতে উঠে গিয়ে [illegible] লরীর ওপর থেকে [illegible] হচ্ছে। লরীর [illegible] থেকে কাটাকাটা সাদাকালো ঠাকুরের মুখে কয়েকজন ছেলে হাই দিচ্ছে বসে।

একটু দেরী আছে। শনি আজকের পুজোটা ছাড়া দিয়ে আর একবার প্রণাম করে দাঁড়াল চু-বস্তুতর ছেলেটার সামনে। [illegible]

শনি [illegible] ছাড়া দিয়ে [illegible] এসে দেখল। [illegible] সকলেই বসে। ছাত ভরে গেছে। শনি হতাশ হয়ে দেখল, মোটর এসে সবার সামনে দাঁড়াল। সেখে গেল শনির হাতে খাবারের [illegible] ছেলেরা [illegible] একটু দূরে এসে দাঁড়াল। কুকুরটা এই হে-বস্তুতর মোটরে থাকে বলে খাবারের লোভনীয় ইনামের ছটাতে পালাতে পারছে দেখে—দেখছে শনি।

কুকুরটার লোভ দেখে [illegible] শনির মন ভরে গেল। লাজুকটা নাড়ায় আসতে আসতে। শনির হাতে [illegible] কুকুরটা নাড়ছে ঘন ঘন। [illegible] ছোট একটা কুকুরের টুকরো ছুড়ে দিল। মাটিতে পড়বার আগেই কুকুরটা লুপ করে ধরে খেয়ে ফেলল। একটু এগিয়ে এল—।

শনির মজা লাগল। আর একটু টুকরো ছুড়ে দিল। কুকুরটা নড়ল—এগিয়ে এল। তারপর ছোঁড়ার সঙ্গে শনি দেখল পাতা খসি। কলাপাতাটা ছুড়ে দিল। কুকুরটা কলাপাতাটা চাটতে লাগল। শনি হতাশ—আঃ চুকু।

কুকুরটা এগিয়ে এল ভয়ে ভয়ে। পিট্‌-পিট্‌ করে চাইতে চাইতে। শনির বুকের

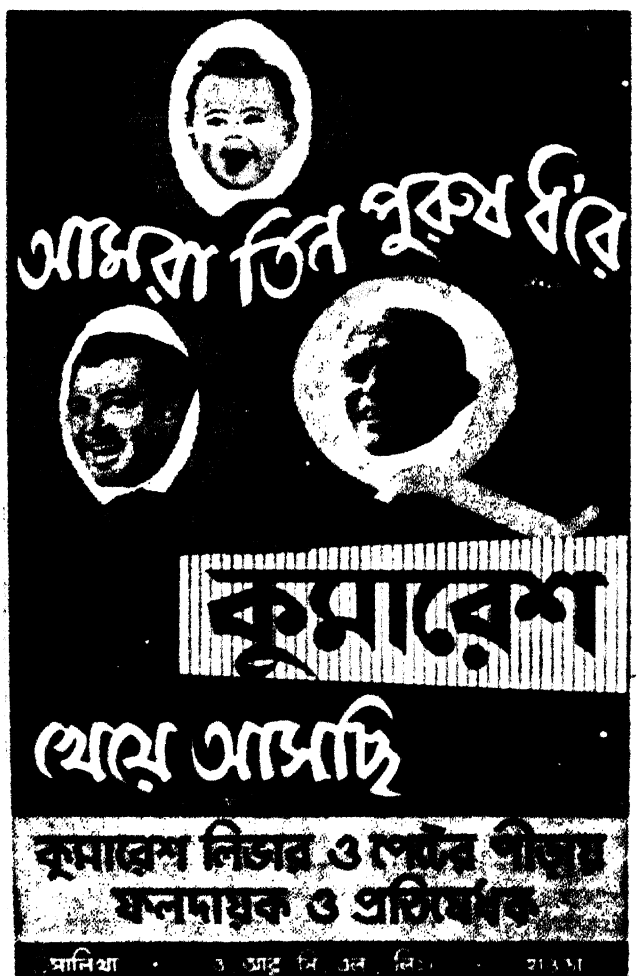

থেকে হাতের ওপর শরীরের ভর রেখে একটা পা এগিয়ে দিয়ে খুব্লো আলুর কুকুরটার গা-টা বুলোয়। ডাকল, আয়—হু হু।

কুকুরটা শরীরটাকে মুচড়ে যেন গলে গেল। পল্টু আর একবার ডাকতেই লাফিয়ে হাতের ওপর উঠে পড়ল একেবারে পল্টুর গা ঘেঁষে। হাত চাটল। ছোট ছোট হাতে লাগা হরকাঁটাকে দেখল। পল্টু কুকুরটার গলায় হাত বুলোল। কুকুরটা যেমন পল্টুর পাশে। পল্টু একেবারে সমান।

আরও লোকজন বেরোচ্ছে। মাকুরের মুখটার দিকে নজর পড়ল। সাদাটাকুরের মুখটা যেন কেমন বোকা। কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। পল্টু একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কুকুরটা হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠে গেল। ঘাড়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। ল্যাজটা একটা শক্ত। কাকে যেন তাড়া করবে। পল্টু কুকুরটার মুখ বরাবর তাকাল। একটা লোক। লোকটার হাতে একটা লাঠি। লোকটা পল্টুদের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলল। পল্টু বুঝতে পারল না। কুকুরটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল। পল্টু কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরল। লোকটা লাঠি নামিয়ে নিল। কুকুরটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে লোকটার পায়ের কাছে গিয়ে শুঁকতে লাগল। লোকটা নিচু হয়ে কুকুরটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। পল্টু কুকুরটার গলা ছেড়ে দিল। কুকুরটা লেজ নাড়তে লাগল। লোকটা পল্টুর দিকে তাকিয়ে কী যেন বলল। পল্টু বুঝতে পারল না। লোকটা পল্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। পল্টু হাসল। লোকটা হাসল। পল্টু কুকুরটার দিকে তাকাল। কুকুরটা লেজ নাড়তে লাগল। পল্টু লোকটার দিকে তাকাল। লোকটা

দুটো ছোট ছোট। দু-জনের হাতে চোপসানো ব্যাগপাইপ। পেছনের দু-জনের মধ্যে একজনের হাতে ঢলঢল দুটো পেতলের কাঁসর। আর একজনের হাতে একটা কালো আতুবাঁশী। শমীন্দ্র অবাক হয়ে দেখল ওদের মধ্যে শমীন্দ্রর বয়সের একটা ছেলে রয়েছে। তার হাতে দুটো বড় বড় ঝুমঝুমি।

ভজনের সঙ্গে সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে দু-একটা কথা হল। ছেলেরা ভিড় করে পাশে দাঁড়িয়ে শুনছে। বেশী হয়ে যাচ্ছে। বাঁশুরীও আর দু-একজন স্থির অবিচল ভঙ্গিতে বাজিয়ে গেলেন। শমীন্দ্র হঠাৎ ছেলেদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াল। প্রথমে পাটকের বাপ হাতে কয়েকজন তারপর তুমি তার পেছনে ছেলের দল। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে আর কেউ পেছনে বাড়ছে যাচ্ছে পেছনে।

একটা কথা— সমস্ত লম্বাটা মনোযোগ ওপর ছুটে দাঁড়িয়ে সবাইকে থামাল। সঙ্গীতের সুর আর পায়ের উঠছে চলছে মুখের ওপর সমস্যা একটা ছেপে এসে পড়েছে। হাত তুলে সেটুকু অভ্যাস করা সঙ্গীত বললেন লম্বাটা হয়ে গেছে এমনিতেই। ঠাকুর বেশী ছেলেদের হবে না এখান থেকে স্টপ্‌ল ছেড়ে তারপর ছেলে পাড়া মুখের চাটাইটা ছেড়ে হয়ে পর ঘাটে। বাস— আর আর পাড়ার সমস্ত অসম্ভবদের জন্য পাড়ার প্রত্যেকটি ছেলের ওপর। তাহলে—সমস্ত মইকী—।

"জয়।" সমস্ত লম্বাটার মধ্যে থেকে মাত্র চার-পাঁচজনের গলা পাওয়া গেল। সঙ্গীত শোনাল। শমীন্দ্র কানে লাগাল। সঙ্গীত আবার হাত তুললেন, "সুখী মাইকী—"

এবার অনেক গলা পাওয়া গেল, "জয়।"

শমীন্দ্রও বলল, "জয়।"

হাতে চাঁকির একমাত্র চাকটা বাজল, ঠাকুর থাকবে কয়েকজন—।

হাতের লাঠী কাঁসিটে কাঁই মারল, কাঁই নানা। কাঁই নানা—

তারপর বন্ধ করে একটা পটকা ফাটল। শমীন্দ্র চমকে উঠল। বাঁশুরীওয়ালা হেসে বললেন আরে আই পড়ার মাথাই সব শেষ করে ফেলবি নাকি—?

লম্বাটা চলল সেই একই ভঙ্গিতে একবার করার এগোচ্ছে। সবাই এগুচ্ছে আগের মতন।

ছেলের নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে চলেছে। শমীন্দ্র বয়সের ছেলেরাই শুধু এমন মনোযোগী করছে নড়ছে। শমীন্দ্র সমানই সঙ্গে বাঁশুরীর কাঁধে হাত দিয়ে এগুচ্ছেন। হাত মাঝখানে ছেলের মধ্যে কয়েকজন চলতে সমস্ত দিয়ে এক টানে টানছে। নিজের নড়তে নড়তে বাড়ছে নড়তে লম্বাটা পাড়ার নদীর পাশের দিয়ে টানটানি শুরু হয়ে। বড়ো দেখল। হঠাৎ কয়েকজন দু-একজন টেনে টেনে বলল, দু-পা চলতে—।

আবার মনে কয়েকজনের গল্প পাওয়া গেল। সবাই যেন এগুচ্ছে কেমন কিঁমিয়ে কিঁমিয়ে। আগের মতো—পা টেনে টেনে শমীন্দ্র মনে মনে কঁপিয়ে হয়ে উঠল অস্থির হয়ে উঠল—বড়দের নিরর্থক দেখে—।

আবার একটা পটকা ফাটল কয়েক ভাঙা ধরিয়ে দিয়ে। সব আওয়াজ ছাপা দিয়ে হাসা গুড় গুড় করে উঠল। জাম্ জাম্ —ডাম্‌পোর ডাম্‌পোর—।

পাড়া ছাড়ল। সমস্ত লম্বাটা এক মুহূর্তে কেমন থমকে গেল। তারপর ছোঁয়াচের পর পর কটা পটকার শব্দে যেন নড়া খেয়ে জেগে উঠল।

ঈ-য়া। কে যেন হলদেটে মুখোশ আওয়াজ করে করল। লম্বাটা ঠিক সামনেটায় ফাঁক হয়ে গেল। বড়দের মধ্যে তিন-চারজন আগের মতন নড়ছে নড়ছে। একজন নাচ থামিয়ে গেল হয়ে থাকা ছেলেদের মধ্যে টেনেটুনে আরও সাত-আটজনকে নামাল। শমীন্দ্র ভিড়ের মধ্যে নিজে থেকে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। নড়ছে অনেকে। নড়ে দেখছে সবাই সকলে। নড়ছে করে হয়ে যে যার খুশী মত নড়ছে কেউ হাত ঘুরে কেউ কোমরের দাঁধ থেকে হাত দিয়ে উঠিয়ে। কেউ চোখ বুজে নড়ছে কেউ চোখ খুলে। কেউ কারো সঙ্গে দিয়ে হাত ধরে পড়ছে। কেউ ঘন সকলের বাঁধ দাঁড়িয়ে নড়ছে। শমীন্দ্র নড়ছে হাত দাঁড়ি দাঁড়িয়ে হাত ছেলেরা নড়ে থামল সবাই—।

লম্বাটা পেছন থেকে কয়েকজন সামনে এসে বাঁশুরীওয়ালা ছেলেরা ছেলেরা দিয়ে এসে একেবারে ভজনের সঙ্গীতের ছেলে দিল। সঙ্গীত বললেন আরে আরে পালাচ্ছে— ধর ধর নড়ছে ধরে আছে নাকি—?

না না ওসব শুনবে না ছেলেরা চঞ্চল অশান্ত করে উঠল

সঙ্গীত কোমরের ছেলেটাকে বললেন, "ধর তুই—"

ছেলেরা এবার আনন্দে কাণ্ড হৈ হৈ করে উঠল।

সঙ্গীত মধ্যে হাতের ছেলে চলে দিয়ে ঠিক পালাচ্ছে। "আরে ধ—ধ—ধ—"

হলদেটে মুখোশ কে একজন আওয়াজ করে করল "ঈ-য়া।"

শমীন্দ্র মনে হল, সঙ্গীতের সবকিছু সকলের থেকে আলাদা। সকলের থেকে অন্যরকম—।

পেছন থেকে কারা এল, "এগো-ও এগো-ও"

ঢোলটা করে একটা ফাটার ফাটাল এগুল।

এগুতে এগুতে শমীন্দ্র পা-দুটোও যেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারল। কিন্তু ঠেলে শমীন্দ্র ছেলেদের ধাক্কা এল। ছেলেদের পক্ষ আরও ভারী হয়েছে। নড়ছে, থাকে পড়ছে, টেলাটেলি হচ্ছে। পায়ে কারে কে যেন হলদের ধারে জমে থাকা কাদাজল ছিটিয়ে দিল। এই এই—। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। শমীন্দ্র মুখ আর সামনের দিকটা

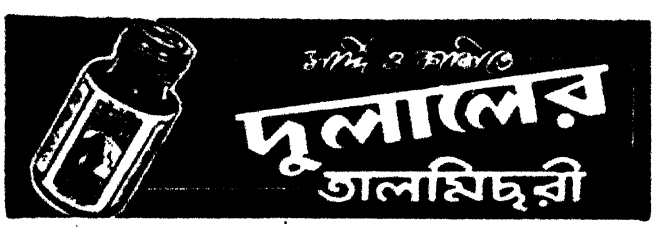


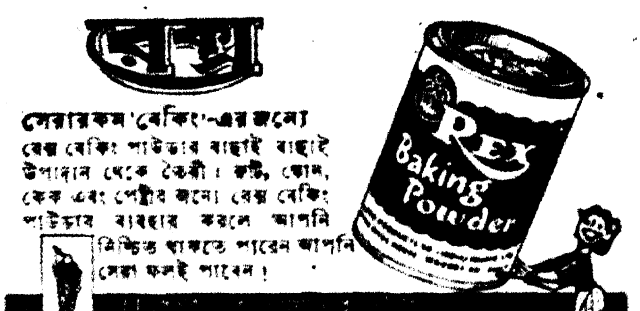

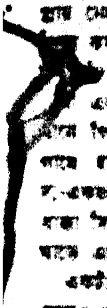

হাত থেকে গেল। চোখের মধ্যে কঁকর কয়েকর কয়ে উঠল। শীনু চোখে হাত দিল। সেই অবস্থাই পেছন থেকে এল। শীনু, একেবারে মাথের হাত দিয়ে পড়ল। একজন ছেলে শীনুর পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল। ছেলে শীনু এক-একজনের ধাক্কা দিল। কিন্তু কারুর ধাক্কা ঠিক হতে হচ্ছে না। আবার শীনুর ঘাড়ে এসে পড়ল।

একটা পাঁচক ঘটল। ছেলের ভিড় যেন আরও বাড়ের হয়ে উঠেছে। কারা চেঁচাল—

শীনু ছোরে উঠল।

ধাক্কাধাক্কি মারামারি মধ্যে হল শীনুর ছোরা ছেলে হাতে আর কেউ নেই। অন্ধকার মাঠে শীনু একা। সে একটা ছোরা নাচাতে যা ছেড়ে দেখছে না। বেশন ১২ বছরের ছেলের সামনে একটা বড় ১৮ বছরের ছিপছিপে ছোরা হাতে ছোরা চালাচ্ছে। শীনু ছুটে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ছোরা ছেলেটা ওকে ধরে ফেলল। শীনু ছোরা ছেলেটার পিঠে বসিয়ে দিল। ছেলেটা ছোরা ছেলে দিয়ে শীনুর বুকে ছোরা বসিয়ে দি

বাবাকেও পাচ্ছে না। পরীক্ষের কি এক অঙ্কনিয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। একবার চোখ তাকিয়ে দেখল লরী ঘিরে ভিড়। ঠাকুরের মাথার ওপর একটা জম্বথ গাছের নীচু ডাল। ঠাকুরের চালচিত্র খোলা হচ্ছে—।

দুর্গা মাইকী—।

আবার গুড়গুড় করে তাসা বেজে উঠল। ঢোল-কাঁসী বাজল।

শনীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে চেনা গলাটা বলল, "কি রে, এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়লি নাকি? ওঠ—ওঠ—"

শনী শুয়ে শুয়েই বলল, "বড্ড ছেষ্টা পেয়েছে সত্যদা—।"

ছেষ্টা পেয়েছে। সত্যদা শনীর হাত ধরে টেনে তুলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আর আমার সঙ্গে।"

শনী চলছে না। হাতটা ধরে সত্যদা শনীকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন পাশের অন্ধকার গলিটায়। "দাঁ কর—হাঁ কর তাড়াতাড়ি।"

ফুলের স্বাদটুকু জিভে করে নেবার জন্যে জিভটা পেতে শনী হাঁ করে মুখ তুলল। জলে ভরে গেল শনীর সমস্ত মুখ। শনী চক্ষু চক্ করে গিলে ফেলল। কাঁচা-গন্ধ। শনীর গলার ভেতরটা যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

ওয়াক্—। শনীর পেটের ছেলেটা হুঁশিয়ে উঠল। সবকিছু বেরিয়ে আসতে চাইল মুখ দিয়ে। শনী আর একবার ওয়াক্ তুলল। শিশির লেবুটুকু গলার ঢেলে শিশিটা ছেলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে সত্যদা বললেন, "এ্যাই খেয়েছে, বমি করবি নাকি রে?"

শনীর গলা দিয়ে এবার সব বেরিয়ে আসবে। সত্যদা সেন্টের গন্ধওয়ালা রুমাল দিয়ে শনীর নাকমুখ টিপে ধরলেন। শনী মাথা কাঁকি দিল। চক করে মুখের ভেতরের বাতাসটুকু গিলে ফেলল। শনী আবার মাথা কাঁকি দিল। শেষে সত্যদার হাতদুটো খামচে ধরল। সত্যদা রুমাল সরিয়ে নিলেন। শনী ওয়াক্ তুলল। গিলে ফেলা বাতাসটুকু গলার নালীর মধ্যে লম্ব ঢেলার মত আটকে গেছে। শনী হাঁ করে মুখের ভেতরের লালাটুকু ফেলে দিল।

সত্যদা হেসে বললেন, "চ, আর কিছু হবে না।"

শনীর হাত ধরে সত্যদা রাস্তায় নিয়ে এলেন। মিছিল এগিয়ে গেছে অনেকখানি। সার্কুলার চ্যাটার্জি রোড দিয়ে মিছিল চলেছে। শনী এই রাস্তা দিয়ে রোজ স্কুলে যায়। এইটাই স্কুলের রাস্তা। শনী এখনও সামনের অনেকদিন এই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাবে সকালে। ফিরবে বিকেলে। শনী ক্লাস ফাইভে পড়ে। ক্লাস ফাইভ ক্লাসের পাইপ। আসছে বছর ক্লাস সিক্সে উঠবে। তারপর ক্লাস সেভেন। তারপর ক্লাস—। ডাম্ ডাম্ ডাম্পোর ডাম্পোর—।

দুর্গা মাইকী— কী

কাঁই নানা। কাঁই নানা—।

শনী নাচছে। সামনের দিকে ডান পাটা বাড়িয়ে দিয়ে। বাঁ পায়ের শুদ্ধে বুড়ো আঙুলটা দিয়ে মাটি ছুঁয়ে। পেছনটা বাঁকিয়ে—হেলিয়ে দুলিয়ে। সামনে হাসি পড়ছে তালে তালে। পেছন থেকে তাড়া আসছে, এগো-ও। এগো-ও।

শনীর কানের কাছে এক-একটা হাসি এসে জড়তে পড়ছে এক-একটা পটকার শব্দের মত। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। নিঃশ্বাস আগুনের হলকার মত। পেছনে বাতাসটুকু এক-একবার উঠে আসার আগেই শনীর অবার নেমে যাচ্ছে সত্য লাইটের আলো মাঝে মাঝে চুকে যেতে যাচ্ছে সমস্ত মিছিলটাকে। শনীর ছোট মুখের ওপর ঝাল কাঁপছে। হাত হাতে আলো সে অন্ধকারটাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কি যেন এক শব্দকের সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে।

একবেয়ে হইচই খানিকটা ঠেলা হতেই একটা ঠেলা হাওয়ার মত এসে শনীর চোখ মুখের ওপর ঝুঁপিয়ে পড়ল। অন্ধকারটা গলা এসে গেছে। শনী ঘামছে। হৈ হৈ করছে। আগুনের গোলা শনী ঘাটের রকমের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। হইচই সমস্ত ওপর হাত পড়ে চাঁদিতে লাগছে। সবকিছুর একসঙ্গে নড়াচড়া বন্ধ। টান হয়ে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে তার ওপর মাথা রাখল।

লরী থেকে ঠাকুর নামাবার তোড়জোড় হচ্ছে। শনী ভারী মজাটা টের পেল। চোখের পাতাদুটো যেন অনেক ভারী করে খুলে তাকাল। কপালে অনেক ঘাম। সত্য লাইটের আলোগুলো ঠাকুরের মুখের ওপর নেই। এদিক ওদিক সরে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শনী ভালো চোখে দেখল খাটের মাঝের পায়ার ওপর যাঁর দিয়ে রাখার জন্যে ঠাকুরের মুখটা আলো এসে পড়েছে ঠাকুরের মুখের ওপর। মহাদেবের জটাজুটে সাপগুলোর মুখটা কেমন যেন চকচক করছে। মা দুর্গার চোখের মণিটা কালো তুলি দিয়ে কেমন ভারী ভারী মতন কেমন যেন। আরও একটা সুন্দর বাহারী মুখ ঠিকমত পরিবর্তিত দিন।

শনী হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফোঁস ফোঁস করে। লম্বাটা চাপাতে শনীর ঠোঁটটা ঘষে ঘষে ঢেপে ধরল। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরল। নাক টানল ফোঁস্ ফোঁস্ করে।

শনী পরের দিন এসে দাঁড়াল হেদো-রাস্তার মোড়ে। রাস্তায় তলা দিয়ে যাওয়া ছেলের মুখোমুখি হোল রোজার চাকলাটার ওপর।

বেলা চড়ে গেছে। কালকের কুড়ুনো পুরোহিতকে মোড় থেকে ডাকা করে নিয়ে গিয়ে পাশ 'পাঁক-ভাঁড়ি' নর্দমায় ঘোলা নাড়িয়ে দিয়ে শনীকে দেখে লাজুক লাজুকে কাছে এসে দাঁড়াল। শনী দেখল—চোখের সেকানের পেছনের মাংসের পাংশেলাটা ভাজ খাচ্ছে খাঁ খাঁ করছে। রঙীন কাগজের সিকলি ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়ছে। মাটির ঘটগুলো কে ভেঙে দিয়ে গেছে। কুড়ুনির মাথা ঝাঁকা কলাপাতা পুটের ভাত ভেঙে ছেলে পড়েছে। একটা গরু একটা কলাপাতের ওপরে ডাঁটা চিবুচ্ছে আপন আপন চোখ বুজে।

কুকুরটার আজ আর ভয় নেই। শনীকে চিনে নিয়েছে। শনীর সমান শঙ্কিয়ে শা শা করে শাঁকরে লাজ নাড়ছে।

শনী দেখল পাশাপাশের মাঠখানে লম্বিত লম্ব করছে সবে আর পড়ার. কয়েকজন। শনীর লম্ব করতে লাগল চৈত্র সংক্রান্তির সমান যাবে লম্ব করতে লাগল। শিশির আর পাঁকেলদের মধ্য কথাই মনে পড়ল। শনী একবার আড়চোখে তাকাল। ঘিরে ঘিরে করে চৈত্র সংক্রান্তির মধ্যে ছবি সমস্ত সমস্ত চোখের সামনে ভেসে উঠল। শনীর কানগুলো গরম হয়ে উঠল।

কুকুরটা কি যেন বোঝাতে শনী নাড়ু চৈত্র সংক্রান্তির সমান সমান ওপর সমানের একটা পা ধরে ঘিরে ঘুরে বেঁধে... আসল আসল অঁচড়ের অঁচড়ের ডাকল।

শনীর কানগুলো টনটনে। মধ্যে নাড়ী করে শনী একটা ঢোক গলার ভেতরে ভুলতে করল।

চার ঘিরে ঘিরে একটা সাইকেল রিকশা ভুল পা-প্যাডেল ঘোরে ঘোরে। শনী সরে দাঁড়াল। সুরেশ ঘিরে ঘিরে সাইকেল রিকশা ভুল পেছনে। রিকশাটা চড়ুল করে লম্ব করে উঠল সত্যদা ঘড় ঘিরিয়ে দেখলেন। তারপর আবার ঘড় ঘিরিয়ে লম্ব করতে লাগলেন। একজন লম্বা ঘোর বড় সাইজের একটা বুই মাছ হাতে ঝুলিয়ে ঘিরিছিল। সত্যদা মাছটাকে দেখলেন। দেখলেন। দুটো চোখ চুলে গেল। সত্যদা দেখলেন। দেখতে দেখতে লম্ব করতে লাগলেন।

কুকুরটা ফিরে এসেছে। শনীর পায়ের পায়ের ওপর সমানের পা তুলে দিয়ে আসল আসল অঁচড়ের অঁচড়ের ডাকছে। এবার একটু অশিস্ত। শনী ঘড় নীচু করে কুকুরটাকে দেখল। দেখল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ। একেবারেই হঠাৎ শনী কুকুরটার ঠিক মুখের ওপর কুৎসিত রকমের ভঙ্গি করে একটা জোরে লাথি মারল।

# প্রথম কদম ফুল

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

০১

দীপঙ্করকে জানালাটা বন্ধ করে দিতে বলে।

কোনো ভূমিকা না করেই মাথার উপর ছাতাটা মেলে ধরল। জানালা এই কথা ভেবেছিল।

কারোর পায়ের ধুলো নিতে হলে হাঁটু মুড়তে হয়।

জানালা নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল।

কিন্তু নিজের হাতে নিজে কাকে প্রণাম করবে?

দীপঙ্কর হাসল।

ও হাঁ, ভুলেই গিয়েছিল দীপঙ্কর।

বেরিয়ে যাবার আগে ঘরের কোণের কাপড়ের আলনাটা।

এতে ঘরে কী থাকে?

ঘরে কী থাকে?

কী আর থাকবে? ঘরে থাকে শুধু দীপঙ্কর। কারোর কাছে। জানালার কাছে আসবার কোনোদিনও ঘরে আর কেউ আসবে না। দীপঙ্কর ছাড়া। জানালা দেখতে পেল। দীপঙ্কর ঘরে ঢুকছে। জানালার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। জানালার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। জানালা দেখতে পেল। দীপঙ্কর ঘরে ঢুকছে। জানালার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। জানালার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

করে? ওই তো ওর মুখের স্বাভাবিক রঙ। সুকুমারদা সাহস করে কপাল পাশে ঘেঁষে। বললে, 'তোর তো এইবার মাইনে বাড়বে সুনীতি—'

না শুনে উপায় কী। আশার কথা না শুনলে মানুষ বাঁচবে কী করে, কী করে তাকাবে সামনে? আশা পূর্ণ হলেও আবার আশা করবে, কেবলই আশা করবে। আকাশে সূর্য থাকলেও চাইবে আরেক স্বপ্নের সূর্য। কিছুতেই আশার শেষ হবে না। কেবল বেড়েই চলবে। দাবি বাড়বে, মাইনেও বাড়বে। মাইনে বাড়লে আবার দাবিও চড়বে। সব সময়ে এক পৃষ্ঠায় বসে সুনেত্র আরেক পৃষ্ঠায় গুজরান।

দীপঙ্কর চুপ করে থাকবে এ আর নতুন কথা কী।

'আর বাড়তি কিছু পাস এবার, তিনখানা শাড়ি কিনিস।'

'তিনখানা?' বলে কেবল দীপঙ্কর।

'অন্তত দুখানা তো বটেই। একখানা তোর জিনিস, আরেকখানা অন্যের।'

'আর তৃতীয় শাড়িটি যে তুমি তা না বললেও বুঝেছি। কিন্তু মা, মাইনে বাড়বে না।'

'বাড়বে না?'

'না। বলে দিয়েছে সুনিধি।'

'বলুক, ঠিক বাড়বে দেখিস। কার্তিক বলেছে চেষ্টা করবে—সুনিধির সঙ্গে ওর চেনা আছে।' সুপ্রিয়া তবু দমে যাবে না, বাড়বে 'মধ্যেই আরেক জোরালো। 'আর ও মেয়ে অসাধ্যকে সুসাধ্য করার মেয়ে—'

'খালো।' বাধা দেয় দীপঙ্কর। 'আমার চেষ্টা করেছিল, আর সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে।'

হাল তবুও ধরে থাকবে সুপ্রিয়া। 'এক চেষ্টায় হয়নি, আরেক চেষ্টা করবে। চেষ্টার কি শেষ আছে? এক দরজা বন্ধ হলেও আরেক দরজা খুলবে। চালাক মেয়ে, ও ঠিক আদায় করে নেবে দেখিস।'

'না, দেবে না। বাড়বে না মাইনে।' উঠে পড়ল দীপঙ্কর। বললে, 'ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরতে হবে।'

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে কার্তিক সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছে। প্রথমেই মেসে সুনীতিনীর কাছে। বললে, 'মা, মাইনে পেয়েছি।'

'মা' নয়, দেখি। মুখ থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে—বড়মড় করে উঠে বসল সুনীতিনী।

এ কী! কার্তিকের হাতে তিনটে চৌকো কাপড়ের বস্তা।

মাইনের টাকা তিনখানা শাড়ি কিনেছে মা। নিজে আগে সুনীতিনীর পায়ে দিয়ে সকল কার্তিক বড় বস্তাটা খুলে বলল, 'এ কার্পেটখানা আপনার জন্যে আর এ দুখানা কার্পেটখানা—কার্তিকা আর দিদির জন্যে। কি ভালো নয়? বলে প্রশ্ন করল। হেসে ফেলে।

আনন্দে চোখে মুখে কার্তিকের মেখাতে কোমল সুনীতিনী আদর করে দুই শাড়িটি অভিনন্দন। দুপুরে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে।

'কিন্তু এসব তো দুই শাড়ির দামে—' কথা কাটাতে চাইল কার্তিক।

'হবে, থোক কত এর দাম?' সুনীতিনী চোখে চোখে তাকাল।

'তা একুশ টাকার মাইনে—'

'কত?'

'বলবার মতন তেমন কিছু নয়।'

'আড়াই তিনখানির দাম কত হল?'

আসল টাকটা আসে নেই। সম্পূর্ণ হিসেবের মধ্যে আসতে চাইল না কার্তিক। 'মা তুমি ভাবনা আমাদের নিয়েছে। কি ঠিকমত খাচ্ছ? ঠিক মতন ঘুমোচ্ছ? রোজ সন্ধ্যে বেলা মনে হচ্ছে না?'

জামিদারি আমাকে পরীক্ষা করেন সুনীতিনী। বললে, 'এত সন্ধ্যে কেনবার কী দরকার ছিল? হাতে তো তাহলে কিছুই রইল না।'

'তা অবশ্য কিছু।'

'কত?' মনে-মনে আরেকবার হাত বাড়াল সুনীতিনী।

'সামান্যই। তা দিয়ে আবার অন্য কেনা-কাটা আছে।' কার্তিকবার দুখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

নিজের ঘরে ঢুকে বিজয়াকে প্রণাম করলে।

'আমার প্রথম মাইনের প্রণামী।' হাসি-

হয়ে বললে কার্তিক। 'কোথায় আপনার [illegible]?'

'আমাকে দেবার কী হয়েছিল!' চোখটা নামিয়ে বললে বিজয়া।

'তবে আমি যাবো। এখন দেখছি কোথায় দেখা?'

'ঘুরেই তো ফিরুন। ফিরতে পারবার কি আবার আছে?' মাথাটা তুলে সরল করলো বিজয়া।

'তবু কি সহজে? হয় তবে।' তবু মুখটার আশা এটাই যেন দেখবার হয়ে উঠছে। এটা ঠিই। তোমের মাথা ফেলে দিয়ে পালাবে কার্তিক।

'আর ফিরিস্থাই এই সেবারে।'

'এই অসময়ে শাড়ি নিয়ে আমি কী করব?'

'সময়ে।'

'আর যখন ইচ্ছে হবে তখন তো সময় হয়ে। আর যখন ইচ্ছে হবে তখন তো সময় নেই।'

কার্তিক পালাবে ফিরবে যায়। সুকান্তর হাতের সেই এ এক বেশ কার্তিক। মাথা পালাবে করবার ইচ্ছা পালাবে হয়েই যেতে।

মুখটা তুলিয়ে হয় সময় বিজয়া।

'হয় পালাবেই কার্তি যেতে। বিজয়া বিজয়ী করবে। মুখটা তুলিয়ে বিজয়া সময় হয়ে। তবে আমি তো সময় করে যে সময়ের মুখ এখন।'

'আপনি এক কাজ করবেন। মেয়েদের বাড়িতে পরে যাবে বলে সেদিন আপনার সেই মুর্শিদাবাদীটা নিয়ে যেবেন আর ফেরত দিল না, আলমারিতে পড়েন, আপনিও হেরেনি একবেলা পরবেন বলে নিয়ে যেয়েছেন বাড়ে তবেন।' শাড়িটার পক্ষপাতিত্বে অসংকোচে ছিল, তাই সহজেই বলতে পারল বললো। 'তাহলেই ক্ষম হবে।'

'আমাদের লাগবে না।' বললে বিজয়া, যে গরদখানিকে নট এসেছে সেই পাল্লবে ক্ষম করতে।

পরে সাহিত্য হয় ফুলশিলী-বলল।

'তোমাকে দুটি কথা বলবার আছে।' ফুলশিলী যাওয়ই করতে এল।

'কী কথা। কাজিয়া একেবারে ঘরে বসিয়ে যেতে নিজেদের কাছে।' বললে বললে।

'তুমি নিশ্চয় জেনে। সকালেই আমার আমি ছোকরাদুজনে যা, পরস্পরে তাদের খানাই আমাদের করে। আর উনি ওদের পা-ধোয়ে একেবারে মাথায় দুটি হয়েও। দুটি দুটি করবার উনিই নিজ করলেন।—'

'আমি ওটা করব না। আমি ঠিকই করব।'

'কিন্তু তুমি আমাদের যে ভিতরেই ভাইবোনের। সকালে ফুলশিলী কাজিয়ার ওদের জন্যে।'

'আমি সাহিত্য হয় ফুলশিলী বিজয়া।

'কী করে তুমি আমাদের আমাদের হয় বেরুবে মুখ করে নিয়েছে। ফুলশিলী নিয়ত হয় বিজয়াকে নিয়ে। তখনই একেবারে তিলধারণ শাড়ি বেরু? বেরু দুই করেছেন, দুই শাড়িটিতেই প্রথমে বিয়ে হয় বড়বউটাকে পোড়াতেই বেরুবে বেরুবে?'

'ঠিক কথা।' বিমা সময় নিল বিজয়া। বড়বউটাকে নিতে হলে বাসন্তীকেও নিতে হয়। ওরা এক পর্যায়।'

'আর আমার বাসন্তীর কী কথা?'

'বেরুবেরী একটাও শাড়ি নেই হয়তো।'

'বেরুবেরী' আসল একবেলা আছে বিমা তাই না ঠিক কী। যদি সত্যিকার কাজ, সুন্দর সুন্দর করা যায় তাহলে উপরা-বেরুবারের আসে হয়, নইলে উপর-উপর খুব, বাদ্-হলদার জলো চাকরি—ছি ছি।'

সুকান্ত যখন বাড়ি ঢুকেছে, প্রথমেই, নিচু বিজয়ার সঙ্গে দেখা।

'আপনিউম বেরুবার জন্যে কী আনল?' জিজ্ঞাসেস করল বিজয়া।

'হয় মনে।' মাটিতে পড়ল সুকান্ত।

প্রথম মাসের ইউনিয়ন পেয়ে সে যে বেরুবার সিদ্ধান্ত। আজকের দিন অভাবনীয় জলো শাড়ি এনেছে বিজয়ার। 'হয়তো জানী—'

'আমার জন্যে হয়তো' সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

সকাল হয়তো আসতেই ফুলশিলী। সন্ধ্যেবেলা নিয়ে বিয়ে সাজিয়ে জন্যাতে বসল।

'আপনিউম কার হয়েছে বেরুব জানতেই বেরুবে না।' বললে ফুলশিলী। 'জিজ্ঞাসেস করলাম, উত্তরও দিল না।'


## কি ক'রে সুন্দর হওয়া যায়...

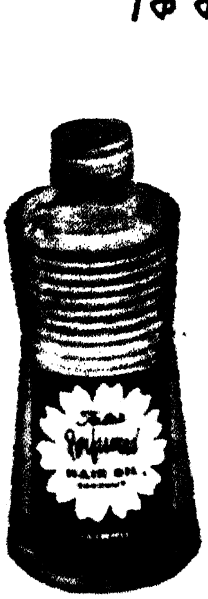


এই কথাটা ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের কানে শুনতে হয়, কেশগুচ্ছকে ঘন ও কালো করে তোলা হয় যে কোনোরকম রূপ-সাধনার মূল কথা। ওদের টাটা-র সুবাসিত কোকোনাট কেশতৈলের কথা বলুন। শহরে গ্রামে যেখানে মেয়েদের এই চিরকালীন ভোগের কথা বলা হয়েছে। তুলসের 'নারী' আজ জানে এই কথাটি মনে রাখতে হলে সেরা ব্রান্ডের, তেমনি সেরা তিনিস। এতে কোকোনাট কেশতৈলের তোড়া পড়িয়ে হয়, চুল কালো থাকে ও সুন্দর দেখায়।

টাটা-র সুবাসিত কোকোনাট কেশতৈলের

টি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড

'ঠকেছ কিনা?'

'না। ছিল-ছিলটাই কালচারের শাড়ি কিনে এনেছে—কত দাম তাও বলেনি।'

'কী বলবে?'

'বলবেই না কিছু, তা, কী বলবে?' ছেলেটি উত্তেজিত বুদ্ধিজীবী। 'তারপর মনে কত টাকা হাতে আছে সে সম্বন্ধেও একেবারে চুপ। টাকা নিয়ে যদি ইচ্ছে মত ছিনিমিনি খেলে, কেউ শাসন করবার না থাকে, তাহলে চাকরি তো নয়, অনর্থ। সংসারেই যদি সংরোধ না হয় তাহলে আর শান্ত কী? কত সাধ ছিল বউয়ের প্রথম মাসের মাইনে থেকে আমার জন্যে একটা রেডিও কিনবে। তা নয়, বড় সখ আমাদের ফিনিস্ড শব্দ, শাড়ি পরলেই তো হল না, মোলায়েম শাড় মেয়ে কে? তখন—যখন শাড়ি সরলা হবে? যখন মেয়েলতা শাড়ির ভারের ভোরের মন লাগবে? আসলের সংখ্যা দেখা নেই, সুদের পরিসংখ্যা।'

নিজস্বার ঘরের রেডিওতে কাটা ঘোষণার স্বাধীনতা নেই বুদ্ধিজীবীর। তার কত কিনতে সাধ, সে ঘরে-বাইরের কাজে-অকাজে ঘুরে বেড়াবে আর রেডিও বাজবে অবিশ্রান্ত। চাকাও একটা ফোরসাস চলবে একটানা। কখনো বা দুই ঘরে সমস্বরে। ঘরে ঘরে ফোনের মত রেডিও থাকবে এটাই তো সভ্যতার লক্ষণ। একজনের কাঁদন আরেকজন শুনতে পাবে না। তেমনি কারো রাদি কিনতেই পারে অমায়াসে কিন্তু—

যা অনিবার্যই ছিল না তাকেই যে সাধের মধ্যে আনতে কী করে। সবচেয়ে চৌকাঠই যদি নষ্ট কিনতে অনিচ্ছুক লোক ঘরে ঢুকবেটা কী করে? মুখ ফোটা কারু সাধ হবে ঢুকবেটা? আর অসাধারণ একেবারে বরদাস্ত করে না।

ঘরে কিনা আসে কিন্তু নেই-ই যদি সাধের বৈচিত্র্য আর উৎসব কোথায়? এক ধরনের নিশ্চিন্তির একঘেয়ে স্রোত ছাড়া দুনিয়ায় আর কী থাকে?

আসবাব কী? অনেকের মন কিনতেই নেই সময় কাটাবার জন্যে কিছু, কাটাবার জন্যে সময় কিনতে হবে কেন? কিনলেও কী প্রকারে? কেনা কে ঠকে ঠকে? কিনবে সিনেমা? কিনবে ফোনেক্ষেত্র? কিনবে সিনেমা? কিনবে? কিনবে? এসে ঘরোয়াভাবে চাকরি? কিনবে সিনেমা? কিনবে? কিনবে? কিনবে? কিনবে?

কত টাকা হলেছে সেকেন্ডে?

টাকা হলেই সবকিছুকে কেনা হয় না, কিনবার হলেও হওয়া দরকার।

'কিন্তু কিনবার ইচ্ছেকরে।'

'কিনবার ইচ্ছে সংস্কৃতিকরে সেই আসে তারপরেই তো আসবাবের। টাকা আছে, কেনবারও ইচ্ছে আছে, টাকা নাম করবে অধিকারে। সবে অধিকারের আসেই সমাধীনতা। অধিকারের আর শেষ কই?'

আসবে আসবে করে সুকোমল বসবাস পাঁচকাপী ঘরে ছাড়াই কিনে আনবে।

'কোন আইনে?' বসবাস উৎসব আকাশে।

'সব আইনেই লেখা থাকে না। মানুষ নিজেই নিজেকে শাসন করে।'

'তুমি ছেলে, তুমি পার। কিন্তু মেয়েদের ছেলে সংযোজন হয়। আমি কিনে সাধ কেন?'

'তাহলে তুমি চাও না সেলাইয়ের টাকার সাধারণের কিনতে কেনা?'

'তাইলেও, সেটা একান্তই আমার কিনবার। অন্যেরাও কী এবং কতটা আমি বুঝব, যেমনটা নয়। পাঁচটা আমার তখন আমি বুঝব কোন কিনে না আমো আমার কিনে। তোমরা সাজেশন দিতে পারো কিন্তু আমি তা মানতে বাধ্য নই।' মুখে বাঁকাল কাকলি। 'এই যে ছিল-ধারা শাড়ি কিনে নিলাম একটা সংসারের মানায় না? তারপর তোমাকে যদি সাধের ছেলে মেয়ে-আপদ্ কিনে দিই, একটিকে দেখে তো উপমন্ত্র সংসারের—'

'কত কত কিনের সখ নিয়ন্ত্রণ একটা রেডিও হয়।' পরিবারের আসে মুখে মেয়ে সংসার।

'রেডিও? সেটা ঐ বন্ধ ঘরে বসবার যে ঘরে ছাড়াই আর সংস্কৃতি আছে? তারপর কত না আছে সময় কাজ করে মেয়ে রেডিও তার কিনবে করে? স্বাধীনতাকে যে মেয়েদের কাছে এ ঘরে ছাড়া কাজ হয়ের অবস্থানের, না ঐ কিনবার্তাকে। তারপর কাজ ঘরে কী কাজের কিনবে সময়ের আর দুই কাজের কাজের কাজের। কাজের কাজের কাজের কাজের। কাজের কাজের কাজের কাজের কাজের কাজের কাজের কাজের।

কাজের কাজের কাজের কাজের।

কাজের কাজের কাজের কাজের কাজের কাজের কাজের কাজের

...ঘরটার উন্নতি হবে না আমার?' এক পা ...করলি।

...আমার উন্নতিও আছে নাকি?' ...একশোবার আছে। শোয়াল শুধু ...তুকে থেকেই থাকবে? আর ভেতে তুকবে না। নিশ্চয়ই তুকবে যদি সে সত্যি শোয়াল হয়। উন্নতি করবার দরকার করল-প্রকরণ আছে বলে সে আলবাল করবে। তাতেই হয়েই উন্নতি।'

'কিন্তু করল-প্রকরণটা কী?' শুধে-শুধে করেও ভেবে গেল সুকান্ত।

ভেবে বুঝে বিষাদ। এ তো এক প্রবন্ধ লিখে সাদা জীবনের জন্যে তৈরি হওয়া নয়। এখানে অনেক প্রবন্ধ, অনেক কারুকার্য।'

'এত নিদর্শনই কারুকার্য হোলবে? একটি হোল না হলে ছোটাল সুকান্ত।

সেইটেই তো এক্সিস্টেন্সিয়াল প্রবলেম। যে নাচতে জানে তার পাক দিতেও জানা উচিত। এ তো তোমারই কথা। সুকান্ত—' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কাকলি।

শুয়ে পড়ল সুকান্ত।

BUY THE BEST
HIGHLY APPRECIATED
SAMSAD
ANGLO-BENGALI
DICTIONARY
1672 PAGES • Rs. 12·50 nP.
SAHITYA SAMSAD
32-A, ACHARYA PRAFULLA CH. RD. • CAL-9

জটীল ব্যাধি ও স্ত্রী রোগ
২৫ বৎসরের অভিজ্ঞ হোমব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ এম পি মুখার্জি (রেজিঃ) সমাগত রোগী-দিগকে গোপন ও জটিল রোগাদির চিকিৎসা বৈকাল বারে প্রাতে ৯—১১টা ও বৈকাল ৫—৮টা ব্যবস্থা দেন ও চিকিৎসা করেন।
মুখার্জি হোমিও ক্লিনিক (রেজিঃ)
১৪৮, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

কাঁসির পরে কতগুলি জায়গা নিয়ে কারাগার হলে এল শতাব্দীরও বেশি।

'আরেক ধরে আসামীকে কিনে এনেছি মা। আর, কোমটা লাগে কে জানে।' একটা মোড়া এগিয়ে, তাতে বসল কারাগার।

মেজেস্ট্রেটের মুখে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। এবে আসল জামা, তায় নতুন, তায় আবার রঙদার।

দুর্গাচরণ সাহসভরে চেষ্টা করল। ঠেলে ঠুলে কিছুপরিমাণে সফিয়ে দিয়ে বলল, 'চুলচাপ আঁটা ও সমস্যা ঠিক হয়ে। উনি বাবে সেটা দেন সেটা সে দেখে। কতটা করতে পারবে না।'

'জামা এসেছে। এবার জামা এসেছে।' মেজেস্ট্রেটের চোখ বলতে লাগল মোহনলাল।

'এত সব আসবাব কী দরকার ছিল। ওপরে ঝোলা কে করে ঠুইয়ে করেছে।'

'এ কি? আসামি!' কারাগার বলল ছবে ভূমিকায় দুজনের কাঁসিকাঠ পরে আসে তফাৎ আছে।

'নিজস্ব নয়। সরকার থেকে জামা আর কাপড় দেয়া আসামি আনা মামুলি।'

'আসামি কিসের?'

'আ কিছে উপর আছে। সরকার সরকার মে আসামি দেখেছি এই মনে।'

'সরকার হয়ে আছে।'

'কাপড় আর আসামি না আসা করে আর কি করে।'

'না, না কাঁসির ভূমিকা নিয়ে আসামিকে কাঁসিই দেয়া আসামি দেখাচ্ছে।'

'ও কিছু নয়। আসামি কাপড় ভূমিকা নয়। কাঁসিকাঠের আর কোনো ও আসামি কাঁসির চাই আছে। আসামি হলেও আসা কাপড়।'

'কোনো কিসের আর থেকে?'

'যেমন আমার ঘরে ওকে বসেছিলাম। আসামি। সেই আমার হাইকে [illegible] দেওয়ার কথা।'

'না, সে তো আমি বলেছিলাম। চটকে আমার উপর চটবে।'

'না, ও ঠিক বুঝেছে আমিই পাঠিয়ে-ছিলাম আপনাকে। আমার সেটা ঠিক হয়নি, অন্যায় হয়েছিল। ও ছেলেকে আমি আসা-ভাসা করছি আপনাকে পাঠিয়ে ইনস্ট্রাকশন করতে চেয়েছি ওকে। মাইনে যে বাড়ল না সেটা বলেছে না, কিন্তু আমার জানা আপনাকে অপমানিত হতে হল সেইটাই অন্যায়।'

[illegible] কী [illegible] করে উঠল কাঁসি। একবার ঘেমেটা কাপড়ছিল হয়নি। [illegible] ঘেমে করে সেখানে হয়ে ছিল। সেখানে সিমেন্ট হয়েছিলেই [illegible] হয়ে গেছে না। হয়ে হয়ে মনে হয়ে হয়ে গেছে। কি ঠিক নেই।

[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]

"বিজ্ঞাপনে কী বলে জানেন না, আমাকে বলুন।"

"আহা, বুঝছ না? ফেরত দাও।"

"হাঁ, ফেরতের। জানিয়েছে পর বাড়ি আসবার কাছে। একটা আসা আছে।"

"আসা আর শুধু কথা নয়। আসা কাজ। চলে আসুন।"

মাতৃ পাঁচটা নাগাদ এল কার্তিক। উপহারে উপহারের সেবায়। চোখে লাল আর মুখে চৌদ্দ আঙুল ছাড়া। আসবার আগেই নিজে নাপিত দিয়ে দাড়ি কামিয়ে এসেছে। কার্তিক চাইছিল তাকে একটু ফর্সা দেখাক। কার্তিক ঘরে ঢুকতেই তাকে আপ্যায়ন করল।

কার্তিকের উদ্দেশ্য কি কার্তিক। কাজে ছাড়িয়ে দিয়েছে।

কার্তিক কার্তিকের মুখ দেখে বুঝতে পারল কার্তিক উপহারের উপহার দেখে বলেছে।

"কেবলই ঐ সব উপহার দেখে কার্তিক। কার্তিক কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। কার্তিক কার্তিকের সঙ্গে কথা বলে। কার্তিক কার্তিকের কাছে কার্তিক। কার্তিক কার্তিকের কাছে কার্তিক। কার্তিক কার্তিকের কাছে কার্তিক। কার্তিক কার্তিকের কাছে কার্তিক। কার্তিক কার্তিকের কাছে কার্তিক।"

"কী আর কার্তিক কার্তিক কার্তিকের কার্তিক। কার্তিক কার্তিকের কার্তিক।"

"কার্তিকের কার্তিক। কার্তিক কার্তিকের কার্তিক। কার্তিক কার্তিকের কার্তিক।

# চিত্রপ্রীব

গত সপ্তাহে আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রীজ-এর বার্ষিক ব্যবহারিক শিল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। অন্যান্য বারের মত এবারও বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পের নিদর্শন সুন্দরভাবে সাজিয়ে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন উদ্যোক্তাগণ। এবারের প্রদর্শনীতে কয়েকটি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটর সেলাইয়ের কল, প্রেসার কুকার, টেবল ফ্যান প্রভৃতি আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামও কিছু কিছু দেখা গেল। চেহারায় এগুলি যেকোনও বিদেশী জিনিসের সঙ্গে তুলনায় বসতে পারে। সারফ্রিজ রেফ্রিজারেটর এবং উষা সেলাইয়ের কলের ডিজাইন এবং ফিনিশিং যথার্থই প্রশংসনীয়। উষা টেবল ফ্যানগুলিও দেখতে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন।

কুটির শিল্পের নিদর্শনগুলির মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পুরুলিয়া জেলার ছৌ নাচের মুখোশ, উড়িষ্যার আদিবাসীদের বোনা শাড়ী, সিউড়ির পশুপতি, উড়িষ্যার ধাতুর ওপর কাজ করা প্রবীণ, যোকড়া কামারদের কাজ, পুরীর খড়িপাথরের ভাস্কর্য, উড়িষ্যার পট, প্রাচীন ভাস্কর্যের অনুকরণে ছোট কাঠের নারী মূর্তি, মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কাজ, ছাঁট কাপড়ের নক্সা করা চাটোরা, উড়িষ্যার আদিবাসীদের পরার শক্ত কটক এবং সম্বলপুরের বুনন, তাদের গহনা, বেলজুরী কাঁসা, উড়িষ্যার কাঠের তৈরজপত্র, টেরাকোটা এবং আসামের হাতে বোনা কাজ এসব কুটির শিল্পের মধ্যে কয়েকটি ধরণ কিছুটা অবলুপ্তির লক্ষণ বহন করছে। দেখবার কারিগরদের কাজে এই অবলুপ্তির সম্পূর্ণভাবে নজরে পড়ে। অপেক্ষাকৃত কারিগরদের কাজের পাশেই এক শ্রেণীর কাজের নমুনা রাখা হয়েছিল। বলাই বাহুল্য সাধারণ কারিগরদের কাজই অপেক্ষা অনেক উচ্চাঙ্গের। মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কাজও আগের মত উচ্চাঙ্গের কাজ বলে মনে হচ্ছে না। কারিগরদিগের সরকারী ডিজাইন সেন্টারে মুখাপেক্ষী ওপর বৈজ্ঞানিক প্রথায় চকচকে করে রঙ লাগানোর যে পরীক্ষণ নিরীক্ষণ চলেছে সে বিষয় আমরা জানতে পেরেছিলাম কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত এই আর্টিস্ট্রী হাউস-এ একটি প্রদর্শনীতে। আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রীর এ প্রদর্শনীতেও কয়েকটি অত্যন্ত সুন্দর চকচকে চিত্রবিচিত্র হস্তশিল্প দেখতে পাওয়া গেছে। এই হস্তশিল্পগুলিও ডিজাইন সেন্টার থেকে এসেছিল।

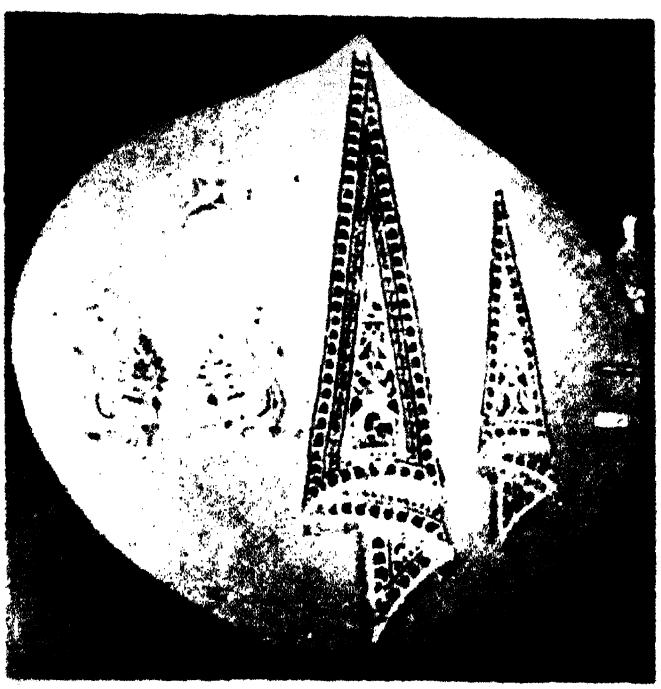

কৃষ্ণনগরের ডাকের সাজ

বিজ্ঞানসম্মত শিল্প বিকাশের প্রেরণা নিয়ে আর্টিস্ট্রী হাউস বিজ্ঞানের সাহায্যে কুটির শিল্পের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে এ ছাড়া বর্তমান যুগের উপযোগী করে আর্টিস্ট্রীগুলিও যথার্থই প্রকাশ করতে হয়। সেলাইয়ের কাজেরই, পুতুল কার্ড প্রভৃতি নানান ধরণ বিজ্ঞানসম্মত শিল্পের কাজও ছিল অবশ্য কিন্তু খুব উচ্চাঙ্গের কোনও কাজ নজরে পড়েনি।

বিভিন্ন প্রদর্শনীতে সাধারণতঃ দেখা অসংখ্য ফুলদানী ঝুলন্ত ঝুড়ি এবং এই ধরণের সুখে এবং পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো প্রদর্শনী খুব কমই চোখে পড়ে। প্রদর্শনীটি আমরা যথার্থই উপভোগ করেছি।

•

আকাডেমী অব মডার্ন আর্টের পরিচালনায় গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ছবি-আঁকা প্রতিযোগী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রতিযোগিতা হয়েছিল ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম হাউস এ প্রবেশ পথে ১ নম্বর গেটে। আকাডেমী এই প্রতিযোগিতার এই প্রদর্শনী চলবে। প্রতিযোগিতা বেলা ৮টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত প্রতিযোগিতা হয়েছে। কোনও প্রবেশমূল্য নেই।

সেদিন কুড়ির ২০ জন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বিভিন্ন গেটে প্রবেশ করে ছবিতে দেখার জন্য নিউড় গেটে অবশ্য আরও কয়েকটি গেট থাকে সেখানে সন্ধ্যা সাড়ে নিউড় গেটে নির্দিষ্টভাবে করে থাকেন কিন্তু যে সব গেটের সন্ধ্যা সাড়ে কাজের উদ্যোগ সম্বন্ধে উদ্যোক্তা কিছু জানান পারি না। বলে তারা এই সব গেটের কোনও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন না।

সেদিন কুড়ির সন্ধ্যা সাড়ের কাজ দেখে মনে হয় এদের মধ্যে অনেকেই আত্মবিশ্বাস জ্ঞান এবং রচনা কৌশলে ক্রমশ পরিণতি হয়ে উঠছেন। এদের মধ্যে রবার্টস, অনিলরঞ্জন সাহা, সুধীর সেন, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, টি এন ঘোষ এবং মিস কার্টরাইস-এর কাজ উল্লেখযোগ্য। তবে দুঃখের বিষয় খুব পাকা শিল্পীর মত কাজ একটিও নজরে পড়ল না। প্রত্যেক কাজেই যেন শিক্ষানবিশীর ছাপ রয়ে গেছে।

GOVERNMENT LIBRARY

# বিজ্ঞান বিচিত্রা

স্থানীয় মৎস্যক্ষেত্রে বিক্রয়ে কেন্দ্রে কেন্দ্রে অন্যান্য মৎস্যজীবীদের হয়। তাদের এই সমস্যার সমাধানের যে বিশ্লেষণের সৃষ্টি করে, সে সম্পর্কে বহু বিচিত্র কাহিনী শোনা যায়। একদিন একজন ছিল কার্যালয়কর্মীদের এসেছে ওঠেনাকে তার সুন্দরী স্ত্রী ভ্রমণের সঙ্গে করবার না কেন্দ্রে বিক্রয় বিক্রয়ের জন্য সহযোগিতা করে। এসেছে পুরস্কার বিশ্লেষণ হয়েও আন্তর্জাতিক সমস্যাদের জন্য আইনজ্ঞ নিয়ে যায়।

একজন অভিজ্ঞতার চীনের তাহলেই সকল বিশেষ এসে এই লক্ষ্যের প্রতিযোগিতা উৎপাদিত ক্রেতাদের এসেছে সকলেই কাজকর্ম নিয়ে করিয়েছে। উৎপাদন পারেন পাশ্চাত্য করে, এবার নিয়ে করে সুযোগ করেছে। তাদের কর্মচারী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা তারপরিচয় করে নিয়েছে।

বিক্রয়ের চতুর্থটি হাতে এসেছেন ঘরানো নিয়ে শুরু করেন। তাদের যে তাদের করবে কি ব্যবসার নিয়ে করে তারা। তারপরিচয় নিয়ে বিক্রয়ের ব্যবসায়ে করে তারা।

একজন অভিজ্ঞতার নিয়ে। করে ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী করে। তাদের এই ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের ব্যবসায়ী করে। তাদের ব্যবসায়ী করে। তাদের ব্যবসায়ী করে। তাদ

বাড়ানো মতো নিখুঁত স্ত্রীর সন্ধানে। সারা লন্ডন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অনেকে না পাবার মতোন একটি মেয়ে, যাকে নিখুঁত বলা যেতে পারতে পারেন।

নিখুঁত স্ত্রী পাবার জন্যে মানুষের চেষ্টার কিন্তু বিরাম নেই। গত বছর ইংলণ্ডের বেডফোর্ডশায়ারের এক সেলসম্যান নিখুঁত স্ত্রী সম্পর্কে তার ধারণা ব্যক্ত করে। চলচ্চিত্রাভিনেত্রীর মতো সুন্দরী হওয়া চাই, আর হওয়া চাই পরিচ্ছন্ন-নিপুণীদের মডেলের সঙ্গে তুলনীয় সুঠাম দেহ। আর তার আচরণ হবে রাজকন্যার মতো।

কিছুদিন পরে সে লণ্ডনে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হতে জানায়, তাকে বিয়ে করতে রাজী, যদি সে তার নিখুঁত স্ত্রীলোক সম্পর্কে ধারণাগুলি পরিত্যাগ করে। মেয়েটি বলে, নিখুঁত স্ত্রী আনা করার আগে যেন নিখুঁত স্বামী সম্পর্কে তার যে ধারণা নিজেকে সেই মতো গড়ে নেয়। মেয়েটি সেই সেলসম্যানকে বলে যে, সে কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় জানে না, গলার স্বর ভাল নয় তবে, লালিত্যও নেই এবং আরো অনেক দোষ রয়েছে। নিজের দোকানে উপস্থিত করে লোকটি ক্ষমা প্রার্থনা করে। অজ্ঞ, তার সুখী বিবাহিত জীবন এবং পরস্পরের খুঁত সম্পর্কে সজাগ।

কতক লোক আছে, যারা উপরোক্ত হয়ে খুঁত সমেত কোন মেয়েকে বিয়ে করে তারপর তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করে। এমন একজন ছিল লন্ডন অভিজাত পিঠের ডাক্তার রাইনবার্গ। লুসি নামক একটি মেয়েকে বিয়ে করার পর তাকে সে জানিয়ে দেয় যে, তার কিছু কিস্কার প্রয়োজন। স্বামীকে খুশী করার জন্য প্রথমে লুসি রাজী হয়। কিন্তু সপ্তাহ দুই যাওয়ার পরই তাকে মেয়ের ঘরে চাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে খাইয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়াটা লুসির কাছে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি মনে হয়। মাসখানেক পর লুসি পালিয়ে যায়। পুলিসের কাছে সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে ক্রীতদাসীর আচরণের জন্য নালিশ করে। সপ্তাহ দুই থেকে স্ত্রীর ওপর 'সাপ্তা আইন' প্রয়োগের ব্যাখ্যা করে লোকটি বলে: "মেয়েদের প্রচুর ঘুমানো দরকার। অন্যথায় তাদের সৌন্দর্য চলে যায়। তাদের বক্ষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আমি চাই আমার স্ত্রী পৃথিবীর সেরা সুন্দরী হোক।"

লুসি যদি স্বামীর মত মেনেও নিতো তাহলেও ব্যাপারটা সহজ ছিল না। লুসির একটা চোখ ছিল সামান্য ছোট আর একটা মন্থর হাত। কিন্তু তার সেসব ত্রুটি উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল তার স্বামী যদি লুসি তার কথামতো চলতে রাজী হতো।

লন্ডন ফুলিসমাজের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ রাখছে এক মহিলার মন্তব্য প্রণিধানের বিষয়ে গণ্য করে। তার মতোন মিসেস হোকেসের যখন বিয়ের অভিপ্রায় হয় তখন ও মনোমতো মেয়ে খুঁজতে খুঁজতে তার ভাগ্যাকাশে অপ্রত্যাশিত ও অভিনব সম্ভাবনার মতো একদিন এক মেয়ের সন্ধান মিলে যায়। মেয়েটি ছিল সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, অথচ তার সহায়সম্বলের মধ্যে ছিল একটি ঘোড়া আর একটি কুকুর। মেয়েটি তার সঙ্গে বিয়েতে রাজী হয়ে যায়। কিন্তু তার সেসব ত্রুটি উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল তার স্বামী যদি লুসি তার কথামতো চলতে রাজী হতো।

লন্ডন ফুলিসমাজের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ রাখছে এক মহিলার মন্তব্য প্রণিধানের বিষয়ে গণ্য করে। তার মতোন মিসেস হোকেসের যখন বিয়ের অভিপ্রায় হয় তখন ও মনোমতো মেয়ে খুঁজতে খুঁজতে তার ভাগ্যাকাশে অপ্রত্যাশিত ও অভিনব সম্ভাবনার মতো একদিন এক মেয়ের সন্ধান মিলে যায়। মেয়েটি ছিল সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, অথচ তার সহায়সম্বলের মধ্যে ছিল একটি ঘোড়া আর একটি কুকুর। মেয়েটি তার সঙ্গে বিয়েতে রাজী হয়ে যায়। কিন্তু তার সেসব ত্রুটি উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল তার স্বামী যদি লুসি তার কথামতো চলতে রাজী হতো।

লন্ডন ফুলিসমাজের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ রাখছে এক মহিলার মন্তব্য প্রণিধানের বিষয়ে গণ্য করে। তার মতোন মিসেস হোকেসের যখন বিয়ের অভিপ্রায় হয় তখন ও মনোমতো মেয়ে খুঁজতে খুঁজতে তার ভাগ্যাকাশে অপ্রত্যাশিত ও অভিনব সম্ভাবনার মতো একদিন এক মেয়ের সন্ধান মিলে যায়। মেয়েটি ছিল সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, অথচ তার সহায়সম্বলের মধ্যে ছিল একটি ঘোড়া আর একটি কুকুর। মেয়েটি তার সঙ্গে বিয়েতে রাজী হয়ে যায়। কিন্তু তার সেসব ত্রুটি উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল তার স্বামী যদি লুসি তার কথামতো চলতে রাজী হতো।

লন্ডন ফুলিসমাজের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ রাখছে এক মহিলার মন্তব্য প্রণিধানের বিষয়ে গণ্য করে। তার মতোন মিসেস হোকেসের যখন বিয়ের অভিপ্রায় হয় তখন ও মনোমতো মেয়ে খুঁজতে খুঁজতে তার ভাগ্যাকাশে অপ্রত্যাশিত ও অভিনব সম্ভাবনার মতো একদিন এক মেয়ের সন্ধান মিলে যায়। মেয়েটি ছিল সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, অথচ তার সহায়সম্বলের মধ্যে ছিল একটি ঘোড়া আর একটি কুকুর। মেয়েটি তার সঙ্গে বিয়েতে রাজী হয়ে যায়। কিন্তু তার সেসব ত্রুটি উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল তার স্বামী যদি লুসি তার কথামতো চলতে রাজী হতো।

GOVERNMENT OF INDIA LIBRARY

# টুকরো কথা

কে বলেন যুক্তফ্রন্টী কমিউনিস্ট পার্টিকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা আর সরকারী কর্মচারীদের লইয়া খেলা করিতে পারিবেন না। "খেলা হেরে শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে থাকলে তেমন সরকারের ভাল হেরে যাবার সম্ভাবনা—একথা কমিউনিস্ট পার্টি বলেছেন কিনা, তা জানা সংবাদে বলা হয়নি"—বলিয়াছেন কিন্তু ঘড়েল।

• • •

কে স্থায়ী অধ্যক্ষ শ্রীমোহরলাল খেলাই এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যারই সমাধান হইতে পারে

বলিয়া "ইনি মনে করেন — অন্যরাও মনে করেন এবং কথাও মোটেই নাকচ নয়। সমস্যার সঙ্গে সমাধান হয়ে থাকে পশ্চিমবঙ্গের দিকে মোড় নিয়ে। তবে সে-নিষ্পত্তি হবে—হেরার জন্য, অন্যের জন্য, আর অন্যের জন্য, অন্যের জন্য—বলে অন্যান্যের পাওনাদার।

• • •

দে পাইকারী পাক সমর্থকদের সম্পর্কে প্রকাশ যে অন্যরাজ্য ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে সভাপতিদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস, সে বিষয়ে অধ্যক্ষমন্ত্রী একমত হইতে পারেন নাই। —সুতরাং ঠিক আর সেসব একসঙ্গেই চলে যেতে—একথা কহেন জনৈক সংবাদী।

• • •

সো বিহার প্রদেশ মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের পক্ষপাতী। —কিন্তু

নিরীহদের সর্দারেরা নিশ্চয়ই নাম ভাঙ্গ করতে আপত্তি করবেন—বলেন অন্য এক সংবাদী।

• • •

মু খ্যমন্ত্রী ডঃ রায় শীঘ্রই সফরে যাইতেছেন—বলা উপলক্ষে কোন কারণ নেই এই সংবাদের সারাংশ নয়। মন্ত্রী মশাই যাচ্ছেন সফরকালে সংগৃহীত সিমেন্ট দেখতে যাবেন কোথায় সেখানে সিমেন্ট হেরে বসেছেন একবারে হাতে হাতে আদায়ের সিমেন্ট—হেরে অন্যান্য মুখরোচক।

• • •

শ্রী রাজাগোপাল আচারী নদিয়া হইতে কলকাতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—আমরা পাটিতে সমর্থন করেছি ভগবান

যদি থাকেন তবেই পাইবেন কিন্তু ঘড়েল বলেন, সুতরাং সব ধরুন পরিবর্তন এমনের পথে চল।

• •

ঠিক প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে বলেছেন যে, শেত হস্তীর খেলা করিবার নয়। আমাদের পাঠকমহল বলিল—শুধু খেলা সংবাদ। আমরা পালে পালে শেত হস্তীকে চলাফেরা করতে দেখেছি এবং দেখাতেও পারি। কিন্তু দেখাব না।

• • •

এ কটি সংবাদে শুনিলাম, লন্ডনে নাকি ভোমবাতির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। "লন্ডনবাসী এই সূত্রে—

সংক্ষেপ বিষয়ে মনের হরষে জ্বালবে আলোর বাতি—কবিতাটি মনে রাখলে উপকার হবেন"—বলেন অন্য এক সংবাদী।

• • •

সং বাদে প্রকাশ, সোবিয়েত সরকার নাকি সেরেব্রোটন একটি জন্ম ও একটি পোষ্ট উপগ্রহ পাঠাবেন। আমাদের জনৈক সংবাদী বলিলেন—তাই অবশ্য ভাল। আমরা সম্প্রতি পাঠাইনি বলেই প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে সেরেব্রো কথা জানাতে ভোলেনি কিন্তু কিভাবে জনসাধারণ জানতে আর কবে জানার সুযোগ পেতে। ডাকের চেক, হলার ঘোড়া, ভোটার এ প্রশ্ন অবশ্যের সঙ্গে পুরোপুরি।

• • •

স ম্প্রতি কলিকাতায় কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ঢেবর মন্তব্য করিয়াছেন—"অবস্থার দিল্লী হইতে গ্রাম গ্রামে লইয়া যাওয়া হইয়াছে"। কিন্তু ঘড়েল বলিলেন—সেরেব্রোটন মতে এই এখনো সে-শকটের ঘর কিনা। তাই আশঙ্কা গ্রামে গ্রামে পৌঁছাতে পৌঁছাতে না বাজেটা বেজে যায়"!!

# বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

ক্যানসার রোগ সম্বন্ধে ডাক্তারগণ এ পর্যন্ত খুব বেশী তথ্য আবিষ্কার করে উঠতে পারেননি, তবে "পেনসিলভিনিয়া য়ুনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিন"-এর বৈজ্ঞানিকগণ আট বৎসর একাদিক্রমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এ-রোগ বংশগত নয়। এখানে প্রায় ১২,০০০ রোগীর ওপর এই পরীক্ষা করা হয়। এঁরা বলেন যে স্তনে ক্যান্সারগ্রস্ত রোগিনীদের বংশের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে এ-রোগের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় যে, এ-রোগ বংশানুক্রমে বিস্তৃত হয় না। সুতরাং ক্যান্সার রোগগ্রস্ত কোন রোগী বা রোগিনীর বংশে বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেই যে এ-রোগ বেশী বিস্তৃত হবে, এমন কথা বলা যায় না। পেনসিলভিনিয়া য়ুনিভার্সিটির বৈজ্ঞানিকরা আরও বলেন যে, সাধারণত পিতৃকুলের কোনও মহিলার ক্যান্সার রোগ থাকলে সেই বংশের অন্যান্য পরিজনদের মধ্যে যত না ঐ রোগের রোগী দেখা যায় তার চেয়ে বেশী রোগী পাওয়া যায় যে বংশে ঐ রোগগ্রস্ত কোনও রোগিনী নেই।

•

অল্পবিস্তর চোখ পিটপিট করা, অর্থাৎ খুব ঘন ঘন চোখ বন্ধ করা এবং খোলার অভ্যাস সব মানুষেরই আছে কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন নই। এমন কি, শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে, আমরা প্রায় প্রতি তিন-চার সেকেণ্ডে একবার করে চোখ বন্ধ করি এবং খুলি। ডাঃ জেমস বলেন যে, একজন পুরুষ খুবই চেষ্টা করে থাকতে চেষ্টা করুন না কেন, তিন সেকেণ্ড অন্তত একবার করে চোখটা বন্ধ হয়েই যাবে এবং একজন মহিলার এভাবে চার সেকেণ্ড অন্তর চোখ বন্ধ ও চোখ খোলা হয়। ডাক্তারের মতে আমাদের চোখ এইভাবেই তাদের বিশ্রাম-কার্য সমাধা করে, যদিও অতি অল্পক্ষণের জন্য এমনটা হয়—এক সেকেণ্ডের চার ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই একবার চোখ বন্ধ আর চোখ খোলা হয়ে যায়। এভাবে শুধু চোখের বিশ্রাম হয় না, চোখ পরিষ্কার করাও হয়। এই-রকম চোখ মিটমিট করার দরুন চোখের থেকে জল বার হয়ে চোখটা ধুয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকের হিসাবে এইভাবে ঘণ্টায় ৪ ড্রাম চোখের জল বার হয়।

•

বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে হেলের টাগকার নামানো অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে ঐ বন্দরে বড় জাহাজের

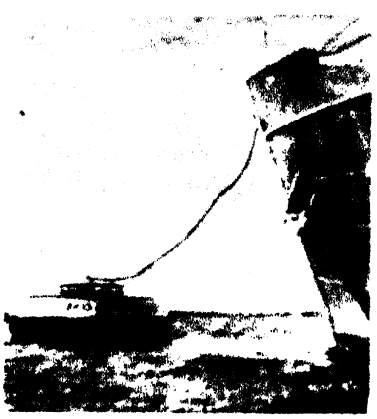

পাইপের সাহায্যে সমুদ্রবক্ষ থেকে কয়লা তেল পোঁছান হচ্ছে

সরাসরি বন্দরে। এক্ষেত্রে অন্য উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা হয়েছে। জাহাজ থেকে একটি বড় মোটা পাইপ সংযোগ করে জলমগ্নাবস্থায় ঐ পাইপ দিয়ে জাহাজের তেল বয়ে করে পাঠান হয়। ফলে ডাকে বা বন্দরে স্থানাভাব ঘটলেও অহেতুক সময় নষ্ট করতে হয় না।

•

আজকের শিশুকুলই কালকের ভ... গড়ে তুলবে, একথা ভেবে একটি হৃষ্টপুষ্ট শিশু দেখে পুলকোদ্ভাস শিশুর বাবা মা নয়, অনেকেই ভবী কালের সুদিন আসছে ভেবে খুশী হয়ে ওঠেন। কিন্তু কোনও কিছুরই আধিক্য ভাল নয়। অতিরিক্ত মোটা হওয়াও যে ভাল নয় খুব বেশী মোটা ছেলে মেয়েরও যে ভাল লাগে না, তা অল্প কয়েকটি ভাবে আলোচনা সংযোগ-পূর্বে একটি সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন শিশুর ছবি সকলেই বুঝতে পারা যায়। সুস্থ অতিরিক্ত মেদ অপসারণ করতে পারা যায়। কিন্তু অস্বাভাবিক মেদবৃদ্ধি হলে তা অনেক সময়ই নিরাময় করা যায় না

# পুস্তক পরিচয়

## উপন্যাস

**নিরালম্ব বিহঙ্গ**—প্রেমেন্দ্র মিত্র। গুরু-ভবন, ১০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। আড়াই টাকা।

'অগ্রগামী', 'সৌরীন্দ্রমুখ' প্রভৃতি সাম্প্রতিক গ্রন্থের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে পাঠক পরিচিত আছেন। 'নিরালম্ব বিহঙ্গ' তাঁর সর্বাধুনিক গ্রন্থ—এখানেই পাওয়া একটি দীর্ঘ প্রেমের কাহিনী; এবং এটি উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত হলেও বহু বিশেষত্বই লক্ষণাক্রান্ত। প্রথা-সিদ্ধ মিলনেই কাহিনীর সুসম্পন্ন ঘটেছে, পরীর ছেলের সঙ্গে বড়লোকের ঝি-স্কিত মেয়ের প্রেম এবং এই একটি অভিজ্ঞতারই বলেই মেয়ে সম্পর্কে প্রসন্ন ও উদার দৃষ্টিকোণে লেখা মেয়ে। সমাজ বিজ্ঞানের ও অর্থনীতি পেয়ে এবং সমাজনীতি ও অর্থনীতিও ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের প্রভাবের দৃষ্টি টেনে দেখেন, অথচ কোন সমস্যা সমাধান করে 'বিদ্রু ইয়া নিজের মতো একটা চলন সেখানে একটা ছবি করেছেন ও যা মাঝে মাঝে চমক লাগে, এবং পরিণতিতে পৌঁছে একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব থেকে যায়। কাহিনীটি পড়তে ভালোই লাগে, তবে লাগায় না 'কিন্তু' কথাকে ভূমিকা পালনই কি লেখকের সর্বাধিক?

(৩০।৫১)

**অন্বিতা**—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী। নিউ-লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ৪২ টাকা।

ঔপন্যাসিক হিসাবে সরোজকুমারের বিশেষ একটা ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। তাঁকে নিয়ে যে সমস্যা আমাদের ভেবে পড়ে তাহার কোনও সেই সমাধানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি, যে-সমস্যাগুলির জন্যে 'তিনি সম্পূর্ণরূপে বাংলা কথা-সাহিত্যের অন্যতম একজন বিশিষ্ট লেখক। এই সাম্প্রতিক পরিচয়ের আলোচনায় সেই বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করা হচ্ছে না। শুধু এটুকু বলা সরোজকুমার নিছক পরিবেশ-চিত্রণের লেখক নন, পরিবেশ তাঁর একটি জীবনদৃষ্টির বাহন।

আলোচ্য উপন্যাসে তবুও সরোজকুমার যে সার্থক একথা বলা চলে না। এখানেও একটি বিশেষ পরিবেশ আঁকা হয়েছে এবং সেই পরিবেশ তাঁর একটি বক্তব্যের বাহন।

সেই বক্তব্য যে সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়, সেকথা অপরিষ্কার করছি না। অথচ এই অন্তর্দৃষ্টির অভিযোগের মধ্যে একথাটাও নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট যে, সেই কলুষিকৃত জীবন-ধারণা গ্রন্থের শিল্প-সঙ্গীতনকেও ক্ষুণ্ণ করেছে। কেন তিনি এখানে জীবন সম্বন্ধে একটি সুস্থতর ধারণা পোষণ করেননি, এ-প্রশ্নের চরিত্রগুলির সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে সেই প্রশ্ন আরও উদ্বাপিত হয়।

তবে তবুই মধ্যে সুপরিচালনার মাত্র চরিত্রে উপস্থিতি অনেকটা রক্ষাকর। পরিচয়ের ও যে-কোনোরকম মনোমিলন জীবনের প্রকাশ, তাকে লেখক কেন বাধাহীন পরিণামের অভিমুখী করেননি, তার উত্তর দেওয়া কঠিন।

(৩০।৫১)

**তিন প্রহর**—শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। সিগনেট পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১, কলেজ রো কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসটিতে যে নবাবীটির সম্যক রূপায়ণের বিষয় হয়েছে তার সম্পর্কে দু একটি কথা প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন। সাহিত্যের দৃষ্টি বিভাগে তার কৃত্রিম অর্থাৎ উপন্যাস পুরোপুরি রচনা সেই বিষয়ে বিচারের মনোযুক্ত হয়ে পড়ে। এই কৃত্রিম কোন চিরন্তন সত্যকে ধরে অক্ষ করে, অনেকটা প্রচলিত মতবাদের বাঁচিয় সব রচনার মধ্যে অবশ্য নেই; রোমান্টিক প্রেরণা থেকে লেখা উপন্যাসের বহু সার্থক রচনা ও রসোত্তীর্ণ কালোত্তীর্ণ হয়ে ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে ও ক্লাসিকের সংজ্ঞা ক্রমে পরিবর্তিত হচ্ছে। ক্লাসিক-রোমান্টিক ডকটাও বড়ো কোনোরকম কারণ হিসাবে টিকে থেকে সাহিত্য-পরিচয়ের মূলভূমিতে পরিণত হয়েছে। আর যারা প্রকৃত লিখিয়ে তাঁরা দৃষ্টি ভেদের দৃষ্টির বৈচিত্র্যকে ধরা, সাহিত্যের এই চিরন্তন ইতিহাসের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেই রচনা করে যাচ্ছেন। উপন্যাসে আখ্যান-বস্তুকে প্রধান দিয়ে সুগঠন, সুপরিণত পরিণতি বিন্যাস করা ও তার মধ্যে পরিবেশ চরিত্র, চরিত্রসমূহের অন্তর্জীবন ধরে পরিস্ফুট করা, এক সময়ে উপন্যাস রচনার রীতি ছিল। ক্রমে সেখানে সেই পদ্ধতি একটা পরিবর্তিত রূপের পর উপন্যাসে, অন্তর্লোকের গভীরে ডুব মেরে


আড়ৎদারঃ পঞ্চাঙ্ক নাটক
দাম—দেড় টাকা
পড়ুন এবং অভিমত দিন
চক্রবর্তী ব্রাদার্স
৩৮, সুরেন্দ্র স্ট্রীট : কলিকাতা—৯
(বি ৩৭৮২)

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
শালবনের কান্না
মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় নিখুঁত পরিবেশে রচিত নতুন উপন্যাস। সেরা প্রকাশিত; মূল্য: ২,
মোহন লাইব্রেরী
৩২৪, সুরেন সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯
(বি ৩৮১৪)

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর
আট টাকা
আর, এন, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
২৩, নিমাই চরণ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মনের বিচিত্র ভাবনাকে উপায় করা আর অন্তরের দর্পণে বাহিরকে দেখার রীতি জানা বাঁধতে শুরু করে। প্রুস্ত্, জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ্, কফ্কা ইত্যাদির হাতে তা এমন এক প্রসাধনগুণ পায় যাতে করে এক জাতীয় উৎকর্ষ তাঁদের লেখাকে বিশ্বের ক্লাসিকসমূহের পর্যায়ে ফেলতে শুরু করে। মনের নিরবচ্ছিন্ন চেতনাপ্রবাহের যে মূর্তরূপ তাঁদের রচনায় তাঁরা অঙ্কিত করেন, তাতে করেই আমরা ঘটনা, পরিবেশ, চরিত্র ইত্যাদি সবকিছুরই আভাস খুঁজে পাই। উপন্যাসে এই অন্তর্মুখী রীতির প্রয়োগে লেখক আলোচ্য উপন্যাসে খুব সার্থকতার সঙ্গে করতে পেরেছেন এবং তাঁর ভাষার কাব্যিক সুষমা এই আঙ্গিকের উপযোগী হয়েই গড়ে উঠেছে। তাঁর গল্প বাহ্য উপকরণবহুল নয়, কিন্তু অন্তর্লীন নায়ক চরিত্রের চেতনাপ্রবাহের সার্থক রূপায়ণে তা সমৃদ্ধ। সেই চেতনাপ্রবাহের মধ্যেই আমরা একটি কর্মিক, পরিচয়ে, এক ঘনিষ্ঠ-পরিচিত লেখকের নানা-লেখা জনক অন্তর্মুখ ছবি, এক উপন্যাসিকের কোমল মর্মস্পর্শিক অনাবৃষ্টিক রূপ ও তার চাপে পড়া কিছু অসহায়, অকৃতকার্য মানুষ এবং একটি কৃতকার্য উচ্চপদস্থের কৃত্রিম তথাকথিত ব্যক্তিত্বের একই সময় বিশ্লেষণধর্মী, কিন্তু চিত্তস্পর্শময় পরিচয় পাই। পাঠকমনে পাঠকের এক দ্বিধাগ্রস্ত অন্তরঙ্গের প্রতীক বলে মনে হতে পারে, যার মুখ পাণ্ডুর এবং যার মধ্যে বিজয়ীগর্বার ভাব মোটে নেই। কিন্তু এই শান্তনু সমস্ত অন্তরের ও পরাজয়ের উর্ধ্বে এক অন্তরঙ্গ মনের জগতে বাস করে যার বিস্ময় করার ক্ষমতা বাইরে জগতের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। শান্তনুর অন্তর্ভাব পাঠক করে তার ভাই নিতাই। এই পরাজয় সংসারে, এই অকৃতী লোকে মনে পথিক সমাজে সে অন্তরস্থ স্থানে হয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু তার মত অন্তর্মুখ মানুষের এই স্থানে হয়ে বাঁচাও যে কত অসম্ভব তার চেয়ে স্থানত্যাগের বীভৎস সে যে অনিবার্য নিকার, এই বড় ও করুণ বক্তব্যও এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। নিতাইয়ের আশপাশে যে কয়েকটি চরিত্র রয়েছে, যেমন সৈরভী চৈতালী মা প্রেমো, চাটুয্যে কাকা ও হাবেলী বক্তব্যগুলি। আর রয়েছেন লক্ষ্মীমনি ও নিতাইয়ের মা করুণাময়ী। অন্তর্লীন পরিস্থিতিগুলি তাঁর সম্পর্কে ও পরিচয়ে বাঁধা ও রেখাপাত সম্ভাব করে। অন্তর্ম শান্তনু, যার মনস্তত্ত্বসমাহার সূক্ষ্মতাকে ঠিক করে ফেলেছে এবং নিতাইয়ের স্থানত্যাগের উপর নিজের করে তাঁর বাঁচার প্রয়াস নিতাইয়ের পরাজয়ের সঙ্গে মানসিকতার পরিচয়ে প্রকাশ পাবার অন্তরঙ্গকে চিত্রিতে সার্থক করে তুলেছে। বড়ঘরের অন্তরঙ্গ ও পরিবেশে কোমল করে সাধারণের সরল ও নাগরিক কাহিনীর উপযুক্ত আবহাওয়ার মোটামুটি পাঠককে মনে করে রাখবে যে তাঁরা কতখানি ভালো সাহিত্যে প্রবল হয়ে থাকে এই বইটি সপ্রমাণকরবার মতো। তার কারণ এই যে লেখক মানবচরিত্রের যে ছাপ আঁকেন ও যে সাহিত্য সেই পর্যন্ত বাহিরকে টেনে আনে ও অন্তরকে বাহিরের উপলব্ধিতে নিয়ত করে সেই সাহিত্য তাঁর অনুশীলন করেছে।

৬৪।৬০

## ছোটগল্প

**অংশীদার**: নরেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক: রবীন্দ্র লাইব্রেরী। ১৩।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা: ১২। দাম: দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আধুনিক বাংলা ছোট গল্প বাঁধের রচনায় বিশেষ এক সিদ্ধিলাভে পৌঁছেছে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁদের অন্যতম। শুধু অন্যতম নন, অগ্রগণ্যও।

নরেন্দ্রনাথের রচনার পরিচিতি খুবই সীমাবদ্ধ। বোধহয়, তাকে 'ছোট' বলাই সঙ্গত। যে চরিত্রগুলিকে তিনি সাহিত্যে উপস্থিত করতে ভালবাসেন, তাদের বিস্তৃত জগৎ, সুখ জগৎ, ambition জগৎ। (অবশ্য এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে।) প্রধানত এই চরিত্রগুলি এই মনগড়ীরই মানুষ। আমাদের চারপাশে, খুব নিকটে এরা ঘুরে বেড়ায়। হয়ত এই চরিত্রগুলি আমরা নিজেরাই।

নরেন্দ্রনাথ জীবন থেকে এক একটি আশ্চর্য অনুভূতিকে তুলে আনেন। এই অনুভূতিগুলিই তাঁর গল্পের রূপ পায়। এই অনুভূতিগুলি যেমনই এর রূপ না হয়ে, যা মুহূর্তেই পাঠকের মনকে স্নিগ্ধ করে।

'অংশীদার' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অনাড়ম্বর গল্পসংকলন। 'জয়ন্তী', 'নিবেদন', 'অংশীদার' ও 'চোর'—মোট চারটি গল্প এতে স্থান পেয়েছে।

গল্প কটি পড়তে পড়তে উপরের কথাগুলি মনে পড়ে। (২৭৯।৫৯)

## ভ্রমণ কাহিনী

**কাশ্মীর ভ্রমণ**—সরযূবালা সরকারবধূ। আনন্দ আসোসিয়েটস প্রাইভেট লিঃ। প্রকাশক—বিপিনবিহারী সেন, ৫, এলিসিয়াম রো, কলি-৬। তিন টাকা।

মহিলাদের ভ্রমণকাহিনীর প্রথম কাহিনী। প্রথম কাহিনী বলেই যে সাধারণ লেখা ধরা হয়েছে তা নয়। বিবরণ প্রসঙ্গের পরিচয় মধ্যে, দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে। লেখাটি মোটামুটি প্রসাদগুণে এক সাধারণের বক্তব্যে উপভোগ্য হয়েছে। লেখা ভ্রমণের জন্য মানসিক সংস্কৃতির সঙ্গে আজ মধ্যবিত্তের নিত্য সংসারের সহজের এক অন্তর্মুখ পরিবেশের মধ্যে বিশেষ করে ভ্রমণের সহজ চেষ্টা করেছেন। সব কথা এক ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে বলা যায় না। তবু লেখিকা যে কথা বলেছেন এক অন্তর্মুখ পরিবেশের মধ্যে ঐতিহাসিক ও রাজনীতিক পরিবেশের সম্পর্কের প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। লেখিকা সরযূবালা দেবী এক অন্তর্মুখ পরিবেশের মধ্যে তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ের ঐতিহাসিক মধ্যযুগের বিচিত্র ইতিহাস সম্বন্ধের ছবিতে এক বিচিত্র রূপ লাভ করেছে। এ ধরনের বিবরণী নয় মনে হয় পাঠকও সব প্রত্যক্ষ করবেন পরিবেশের পরিচয়ের ক্ষেত্র, আকাশের মেঘপুঞ্জের ক্ষেত্রের কথা, কাল ক্ষেত্রে উপলব্ধি করবেন ঐতিহাসিক ইতিহাসের সমন্বয়ে। লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও মধ্যযুগের প্রাণস্পন্দনকে উপলব্ধি করবেন। ভালো লাগে যখন মা পালমীরার কথা, ভাবতে মনে হয় উজ্জ্বল মুসলিমদের পরিবেশ, স্থিতি এবং ইতিহাসের পরিবর্তনীয় কথা, বন্দিনের মা এবং আরো অনেককে; বিশেষ করে মনে জাগ জেগে যাবে চাঁদিনীসের ছবির মিহির রাজের আয়েসা চৌধিককে,—কাহিনীর

অধ্যাপক শ্যামলকুমার
চট্টোপাধ্যায়ের
বাংলা গদ্যের
ক্রমবিকাশ
ছয় টাকা
খৃষ্টীয় নবম শতক হইতে আধুনিকতম লেখকদের গদ্যরচনার বিভিন্ন দিকের ইতিহাসানুগ সুষ্ঠু সমালোচনায় সমৃদ্ধ। বইখানি নিঃসন্দেহে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার্থীদের পক্ষে অপরিহার্য
বিষয় সূচি:
বাংলাভাষা তথা বাংলা গদ্য ভাষার প্রথম উদ্ভবকাল ॥ ঐ ভাষার আনুমানিক প্রথম রূপ ॥ ঐ ভাষার প্রাপ্তি ও মৌলিক উপাদান সমূহ ॥ বাংলা গদ্য ভাষার প্রথম ব্যবহার, ব্যবহার ক্ষেত্র, আনুমানিক প্রয়োগকাল ও প্রয়োজকগণ ॥ বাংলা গদ্য ভাষার উপর বহিরাগত প্রভাব সমূহের কাল নির্ণয় ও স্তর বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক পূর্বানুক্রমিক আলোচনা তথা গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ বর্ণনা ॥ বাংলা গদ্যের মূল ধারা নির্ণয় ॥ বাংলা গদ্যের প্রবণতা ও ভাবী সম্ভাব্যতা ॥ বাংলা গদ্য রচনার পথ ॥
: গ্রন্থ-ভবন :
১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৩
(সি-৫৮১১)

সংশোধন এই যে সকল ইংরাজ আমাদের ইংরাজি ভাষাকে বাংলা করিতেছে বিদেশ করে ছিনিয়ে করছে। আমাদের চাঁদের একটা কথা প্রবাদের মনে পড়ছে If you wish to travel more, travel light। সেদিন থেকে ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও আর্থিকতা চলেছে। কেরলের এক সাংবাদিকের মন্তিষ্কে নব কুলশী বিদেশীর চেয়ে দ্রব্যাচারে রাষ্ট্রীয় গঠনে প্রবেশ করে হয় আমাকে অধিকার করে সাধারণ অভিধানে নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষা সাহিত্যের আসরে প্রথম পরিচয়ে আসন লাভ করবে।

## প্রাচীন সাহিত্য

**কুলীন-কুল-সর্বস্ব**—রামনারায়ণ তর্করত্ন। ভারতী গ্রন্থাবলীর তৃতীয়ত্ব সম্পাদিত। ৭৭ পৃষ্ঠা প্রকাশনী ১৯১ বি, বহুবাজার রোড, কলিকাতা-৬৫।

বাংলা নাটকসাহিত্যের ইতিহাসে নাটকের কুলনারায়ণ এবং তাঁর কুলীন কুল সর্বস্ব নাটকখানির স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহুবাদীর প্রচারক এবং বাংলার প্রথম নাটক হিসেবে কুলীন কুল সর্বস্ব ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বার মুদ্রিত হয়। কুলীন কুল সর্বস্ব নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও নাটকটি বিষয়বস্তু ও চরিত্র চিত্রণের দিক থেকে বিচার করলে একটি সার্থক সামাজিক নাটক। নাটকটি পুনর্মুদ্রণের ফলে বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে নাটকটি বিশেষ ভাবে সহায়তা করবে। নাটকটির ভূমিকা অংশে নাটকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন। সম্পাদনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। নাটকটি পুনর্মুদ্রণের ফলে বাংলা নাটকের ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে। পুনর্মুদ্রণের জন্য পুরাতন বানানই রাখা হয়েছে। ১৫।৬০

## ভাষক-প্রসঙ্গ

শ্রীজগন্নাথী ব্রাহ্মণসভা—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন সম্পাদিত। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য ভবন হইতে শ্রীজগন্নাথ দেব কর্তৃক ১৮ আষাঢ় পুরুষ সংখ্যা, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৮০ আনা।

ভারতের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ। এই পুণ্য তীর্থ হইতে পরলোক গমনকারী বৈষ্ণবদের স্মরণীয় করিয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেখা সংগ্রহ করিয়া এই সংখ্যা পত্রিকাটি সুসম্পাদিত করিয়াছেন। সম্পাদকীয় সার্থক এবং বিশিষ্ট একজন মনীষী পুরুষ। তাঁর মতিমত কাঁটাসে চাঁদের বাচনভঙ্গী ছাড়া ছাড়া অনেকের মনোহর বিকাশিত করিয়াছে। স্থানে স্থানে সম্পাদক উদ্ধৃত করিয়া তথ্যকে তত্ত্ব করিবার পথে ভারতের পুণ্য ইতিহাসকে উজ্জীবিত করিয়াছেন। ইতিহাস ছাড়া পুস্তকখানি আরো সমৃদ্ধ পাঠে আগ্রহ জাগ্রত থাকে। ভারতের বিশ্বাস, মাটি পুস্তকখানি পাঠে আনন্দলাভ করিবেন এবং উপকৃত হইবেন।

১২২।৬০

**শ্রীমদ্ভাগবত গীতা**—শ্রীযুক্ত বসু বিদ্যানন্দ বসু প্রকাশকুমার বসু প্রকাশচন্দ্রকুমার বসু ও প্রকাশকুমার বসু কর্তৃক সম্পাদিত। শ্রীযুক্ত সুধীর বসু এবং শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র বসু কর্তৃক ১৯ সদানন্দপাড়া লেন, কলিকাতা ১৪ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা ৭০ নয়া পয়সা।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতার বহুপ্রচলিত বঙ্গানুবাদ কুমার কর্তৃক প্রকাশকের মূল্য সুলভতর সাধন প্রস্তুত হইয়াছে। পরিবার নানা সুবিধাজনক সংস্করণের মধ্যের পাঠকের উপযোগী করিয়া অনুবাদের ভাষা সহজ নয়। প্রকাশকের ভূমিকা মধ্যে মধ্যে সার্থক ভাষণ এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অনুবাদ সহজ এবং সরল। সংস্করণটি সুন্দর এবং সরল। বিশেষভাবে উল্লেখ একটি সুন্দর বিষয়। বিশেষভাবে এই সংস্করণের বিশেষত্ব। ইহা সংস্করণ সম্পাদনা করিয়াছেন। এই পরিবার সংস্করণ পাঠে পাঠকের কর্তব্যপালন সহজ করিবেন।

১২৮।৬০

## প্রবন্ধ সাহিত্য

**বৈষ্ণব ভাবে ভিক্ষাটন**—হরেকৃষ্ণ দেব। প্রকাশক : তারকচন্দ্র বসু, ৬৮৮ পশ্চিমপাড়া রোড, কলকাতা ২২। অগ্রহায়ণ ঠিকানা

ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি বৈষ্ণব সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্রে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করিয়াছেন। এই বৈষ্ণবদের মধ্যে কেহ কেহ ভিক্ষাটনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বিশেষ পরিবারের উপর ভার দিয়াছেন। চৈতন্যদেবের মধ্যেই ভারত করিয়াছেন এই ব্যাপারে। বিভিন্ন বৈষ্ণবদের বিভিন্ন ভাবে ভিক্ষাটনের বিষয়, তাদের পরিচয় এবং তাদের আচরণ করা হয়েছে।

সমাজের ভিক্ষাজীবীদের সমাজ জীবনের তথ্য উপাদান করা হয়েছে। লেখক বিদ্যালয় এবং ভারত পরিচয়ের ভাষণ। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দেবের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ৩৩।৬০

## পত্রিকা

**চিত্র**—সুরেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত। ১১৩নং বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা ৩১। প্রতি সংখ্যা ৭৫ নয়া পয়সা।

ভারতীয় চলচ্চিত্রকে শিল্পে পরিচালিত এই পত্রিকাটি চলচ্চিত্রবিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র বাংলা পত্রিকা। বলা বাহুল্য, এই বিশেষ বিজ্ঞানটির বাঁধন অধিকাংশ সম্বন্ধে স্বীকৃত এমন সুলিখনের দ্বারা পত্রিকাটি সম্পাদিত এবং অধিকাংশ রচনাই তাঁদের দ্বারা লিখিত। এই ধরনের পত্রিকার প্রয়োজন ও প্রচার বাস্তবিক—একথা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি এবং পত্রিকাটির পরিচালকদের অভিনন্দন জানাই।

আলোচ্য সংখ্যার প্রায় সবগুলি প্রবন্ধই সুলিখিত। প্রবন্ধগুলির বিষয় বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। সাধারণ মনোবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়াও বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রতিবেদন এবং বিদেশের অন্যান্য অভিনেতাদের পুনর্মূল্যায়ন—প্রকৃতি সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা মনোবিজ্ঞান সম্মত আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে।

## প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীমদ্ভাবদগীতা (বাংলা পদ্যানুবাদ)—শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর সান্যাল।

ভারত তীর্থ (১ম খণ্ড)—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

মেলাই ও বোলা—নেলা চে।

Rape to Tibet—Nikhil Maitra.

শ্রীমদ্ভাগবদগীতা—হরেকৃষ্ণ বিদ্যানিধি-কুমার।

শ্রীজগন্নাথী ব্রাহ্মণ ভাষ—শ্রীসুকুমার সেন।

কোথা থেকে কোথায়—কালীপ্রসন্ন বসু।

কবি ও সমবায়—নিরঞ্জন হালদার।

রামায়ণ পরিচয় কাহিনী—প্রমোদ বসু।

কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকার—শ্রীনিরঞ্জন-কুমারী মহলানবিশ।

ভাগ্যের ফল—সুবীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীজগন্নাথী—প্রবোধকুমার সান্যাল।

শ্রীবিজয়ার—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

ছিন্নে ছিন্নে—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

স্বাদু স্বাদু পদে পদে—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

হরিণ চিতা চিল—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

শিক্ষায়তন প্রোজেক্সন্স—ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়।

নবম উচ্ছ্বাস (২য় খণ্ড)—ইলিয়া এহেনবুর্গ অনুবাদক সন্তা গুপ্ত।

গল্প ও ছোট উপন্যাস—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৮৫৭ ও বাংলাদেশ—সুকুমার মিত্র।

জার্নি টু দি সেলফ—ডায় দি আর্ট—ডক্টর ডেল কার্নেগি—অনুবাদক—রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

## স্টারে 'পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের কাহিনী এ-যুগের নতুন ভাগবত। মঞ্চে কিংবা চলচ্চিত্রপটে এই অবতার-পুরুষের লীলাকাহিনীর রূপায়ণ আমাদের দর্শকেরা দিব্যপ্রেরণার উৎসরূপে সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করে এসেছেন। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের কয়েকটি অমৃত মধুর উপখ্যানের ভিত্তিতে রচিত স্টারের নতুন নাটনিবেদন 'পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'-ও ভক্ত-রসিকদের কাছে এমনিভাবেই ভাগবত-রসের আনন্দ ও প্রেরণা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

নাট্যরূপকার দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত এই নাটকের নাটকীয়তার সূত্রপাত দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠা ও সূত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাধক জীবনকে কেন্দ্র করে। ভবতারিণী-মন্দিরের পূজারীর পদ গ্রহণের পর ঠাকুরের দিব্যদর্শন, রাণী রাসমণি ও মথুরমোহনের সঙ্গে দিব্যসম্বন্ধ স্থাপন, দক্ষিণেশ্বরী ও ভৈরবীর নিকট হতে বিদ্যা গ্রহণ, নারায়ণশিলার সঙ্গে বিবাহ ও তাঁকে লক্ষ্মীরূপে, রামদত্ত, নরেন, ভবনাথ, রামলাল, গিরিশ, মহেন্দ্র, দেবেন, সুরেন, যোগীন, কালী, ও অন্যান্য ভক্তদের আগমন ও তাঁদের সঙ্গে মনস্থত্বরূপে লীলা এবং কাশীপুরে উদ্যানবাটীতে তাঁর মহাসমাধি নিয়েই মূলত নাটকটির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। ঠাকুরের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আরও কয়েকজনের মধ্যে হৃদয় ও হলধরী এবং ঠাকুরের দুই সহোদর রামকুমার ও রামেশ্বর ও জননী চন্দ্রমণির চরিত্রও এই নাটকে স্থান পেয়েছে। কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে এই নাটকে প্রধানত রয়েছে ঠাকুরবাড়ির খাজাঞ্চি-

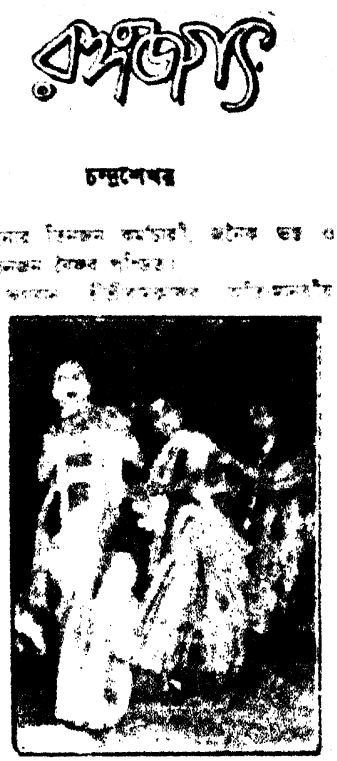

চন্দ্রশেখর

খানার বিলাসী কর্মচারী, জনৈক ভক্ত ও দুজন বৈষ্ণব পণ্ডিত।



দক্ষিণেশ্বরে অহোরাত্র রসের উৎসবের একটি মুক্ত দৃশ্য

ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-কাহিনীর এই মূল ঘটনাগুলি অবলম্বনে এই নাটকে উপস্থিত করা হয়েছে। ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-কাহিনীর এই মূল রূপায়ণে অধিকাংশে প্রধান দর্শকের মনকে নাড়া দেয়। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নাট্যকার-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত ঠাকুরের অসামান্য দিব্যজীবনের স্পর্শ অনুভব করবার সুযোগ দিয়েছেন দর্শকদের নাটকটির কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্তে। ভবতারিণীর প্রতিমার সামনে ঠাকুরের ঐশ্বরিক সমাধি ও লীলা পরমাইদ্বে রামলালের সঙ্গে ঠাকুরের ঝুটোঝুটি, ঠাকুর ও অন্যান্যদের মুখে শ্যামাসঙ্গীত ও ভগবানের নামকীর্তন এবং ভক্ত বৈষ্ণব সিদ্ধিলের সঙ্গে ঠাকুরের দেবদুর্লভ সম্বন্ধ প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে নাট্যকার পরিচালক নাটকটিতে প্রয়োজনীয় ভাবরস এনে দিতে সমর্থ হয়েছেন। সমস্তটুকু বিচারে ভক্তমনের কাছে এই নাটকের অভ্যর্থনা আনন্দদায়ক।

[illegible] দর্শকদের কাছে এই নাটকের [illegible] করা না গেলেও মোটামুটি [illegible] নাটকটির এই ত্রুটিটুকু নির্দেশ করবো। নাটকের অন্তর্গত কয়েক নাটকের সম্পূর্ণ একক অভিনয় হয়েছে নাটকের পরিচালক। কিন্তু সমগ্রভাবে নাটকটি সুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং নাটকের ভাব আরও বিস্তৃতি হয়ে ওঠে। নাটকের রামকৃষ্ণ ভক্তদের অভ্যর্থনার দৃশ্যটি উপস্থাপনায় সংক্ষিপ্ত হয়েছে। একটি নাটকীয় মুহূর্তে সব শেষে ও সকল সুবিধাজনক হতে উঠবে দেখানো রামকৃষ্ণ ভক্তদের অভ্যর্থনার দৃশ্যে ভক্তদের আগমন ও প্রস্থান সুবিধাজনক হতে পারে। নাটকে ঠাকুরের ভক্তদের প্রতি কয়েকটি উপদেশের নাটকীয়তাকে কয়েকটি ছোট ছোট দৃশ্যে সাজানো হয়েছে। একটি নাটক

ছায়াছবি চিত্রের 'জেলে-অপেরা'র প্রধান দুটি চরিত্রে বঞ্চনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ

কলম হয়ে ওঠে মিঠে চাই সেইজন্যে অনেক বেশিক্ষণ ধরে চিত্রের অনেকগুলি দৃশ্য [illegible] হয়। ও [illegible] [illegible] [illegible]

### রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

কিংবদন্তসূত্রে জানা গেল যে, ১৯৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসাবে সত্যজিৎ রায় প্রযোজিত ও পরিচালিত 'অপুর সংসার' রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে। কৃষণ চোপরা পরিচালিত 'হীরা মোতী' এবং বিমল রায় প্রযোজিত ও পরিচালিত 'সুজাতা' যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। শেষোক্ত হিন্দী ছবি দুটি সর্বভারতীয় মানপত্র পাবে। তা ছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী চিত্রদ্বয় যথাক্রমে পঁচিশ হাজার টাকা (প্রযোজক ২০,০০০ টাকা ও পরিচালক ৫,০০০ টাকা) এবং সাড়ে বারো হাজার টাকা (প্রযোজক ১০,০০০ টাকা ও পরিচালক ২৫০০ টাকা) নগদ পুরস্কার পাবে।

১৯৫৪ সাল থেকে পূর্ববর্তী বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেবার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। এইবার নিয়ে চারটি বাংলা ছবি ('পথের পাঁচালী', 'কাবুলিওয়ালা', 'সাগর সঙ্গমে' ও 'অপুর সংসার'), দুটি হিন্দী ছবি ('অঞ্জলী' গালিব' ও 'নো আঁখে বারা হাত') এবং একটি মারাঠী ছবি ('শ্যামচী আই') সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

১৯৫৯ সালে শ্রেষ্ঠ ছবি 'অপুর সংসার'-এর জন্য রাষ্ট্রীয় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায়

আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলির মধ্যে অসমীয়া, তামিল ও তেলেগু ভাষায় নির্মিত তিনখানি ছবি স্ব স্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে রাষ্ট্রপতির রৌপ্য পদক পেয়েছে। এগুলি ছাড়া বাংলা, কানাড়া ও মালয়ালম ভাষায় একখানি করে ছবি মানপত্র পাবার অধিকারী হয়েছে। অসমীয়া ও বাংলা ছবি দুটির নাম যথাক্রমে 'পুবেরুপে' ও 'বিচারক'। প্রকাশ মুখোপাধ্যায় দুটি ছবিরই পরিচালক এবং শেষেরটির প্রযোজক-ও।

ডকুমেণ্টারী ও শিশুচিত্র—এই দুই বিভাগেও কোন ছবিই স্বর্ণপদক লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়নি। প্রথমোক্ত বিভাগের দুটি ছবিকে—ফিল্মস ডিভিসনের 'কথাকলি' ও ইণ্ডিয়া গেটস প্রযোজিত 'মরুরাজকী'—রৌপ্য মানপত্র দেওয়া হবে। ফিল্মস ডিভিসনের শিশুচিত্র 'নেহরুজন' ছিতায়'-ও একটি অনুরূপ মানপত্র পাবে।

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার-প্রাপ্তি বিজয়ের হবে। সম্ভবতঃ এই মাসের শেষের দিকে এই অনুষ্ঠানটি হবে।

### নিখিল বঙ্গ কীর্তন মহাসম্মেলন

আগামী ১৯শে এপ্রিল থেকে কলকাতায় সর্বপ্রথম নিখিল বঙ্গ কীর্তন মহাসম্মেলন শুরু হচ্ছে। সপ্তদিনব্যাপী এই মহা-

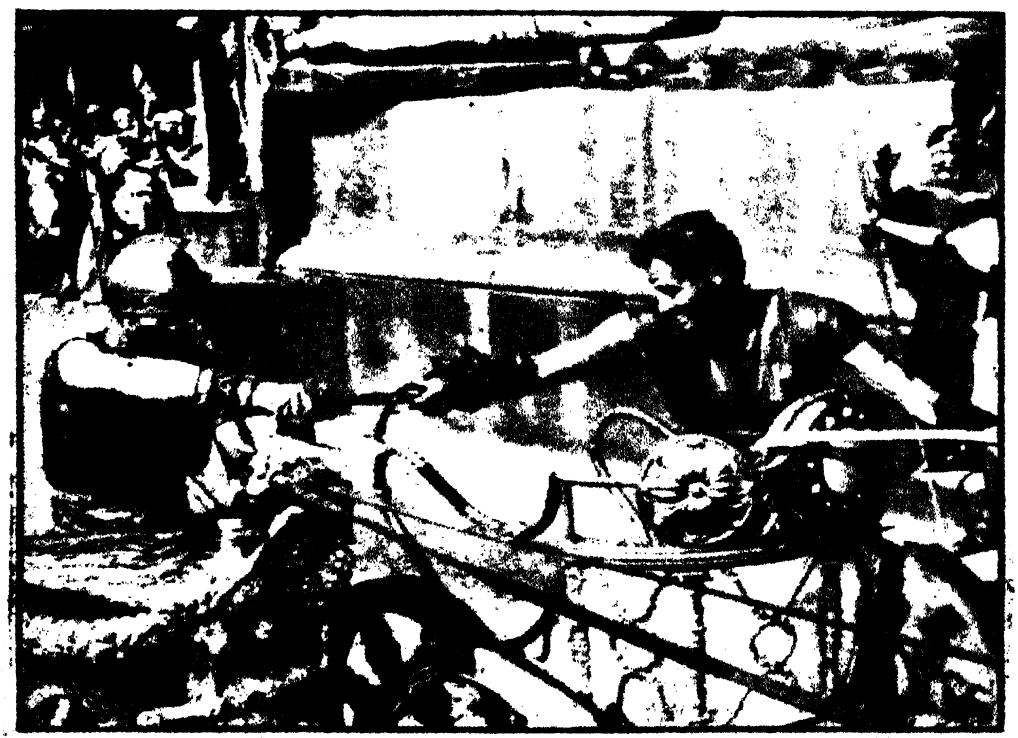

এম জি এম নির্মিত "বেনহুর" ছবিটি গত বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে আমেরিকার একাডেমি অফ মোশান পিকচার আর্টস এণ্ড সায়েন্সের একাদশটি পুরস্কার লাভ করেছে। এই দুশটি ছবিখানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ—এতে অংশ গ্রহণ করেছেন চার্লটন হেস্টন (যিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছেন) এবং স্টিফেন বয়েড

রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের নবতম উপহার "সাথের চোর"-এর একটি কৌতুকপূর্ণ মুহূর্তে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার


মল্লার

চাতা ও পাকাটা.
সঙ্গীত বিতানের
শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ
মুক্তির মার
প্রভাত বসু
গীতের ও শিল্পীদের
দুখী বসু • মুক্তা
প্রমথকুমার দেব • রবীন্দ্রসঙ্গীত
শচীন মুখোপাধ্যায় • উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত
নির্মল বিশ্বাস • সেতার ও বিলম্বিত
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় • তবলা
৪, রমানাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০
(ফি ৩৭১৬)

রঙমহল

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬।টায়
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা—৬।টায়
ধনঞ্জয় বৈরাগীর রহস্যঘন নাটক
এক পেয়ালা কফি
ডাঃ রথীন, হাইকন, নতা, অরুণ, শীলা মুখো, অজিত, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অমিতা, তপতী ঘোষ
মিনার্ভায় অজয়ের জয়যাত্রা
অপ্রতিহত চলেছে!


## চিত্রালোচনা

সম্প্রতি প্রযোজিত [illegible] একটি [illegible] ছবি [illegible] ছবি [illegible] ছব

চিত্রকল্পের "মেঘে ঢাকা তারা"-র নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী

মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই যাওয়ায় বিতর্কের উত্তরে ফিল্মের উপর শুল্কের হার সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। সম্ভবতঃ তার আগে কোন নতুন বাংলা ছবি এখন মুক্তি পাবে না।

• • •

ভগিনী নিবেদিতার নাম বাঙালী তথা ভারতবাসীর কাছে অজানা নয়। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এই ইংরেজ-দুহিতা যেভাবে ভারতবাসীর সেবায় নিজেকে নিঃশেষে দেন, তাতে ঔপন্যাসীরা একে অবলম্বন করে ফিল্ম করতেও পারতেন। ভগিনী নিবেদিতা কুমারী হয়েছেন। এর চিত্রনাট্য লিখেছেন নলিনীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালনার ভার পেয়েছেন বিজয় বসু। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় নাম-ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন। শুটিংয়ের কয়েকটি মুখ্য সংযোগ ছবি তোলা হয়ে গেছে। তার মধ্যে একটি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ।

• • •

এই ছবির চিত্রগ্রহণ ও সুধীর মুখোপাধ্যায়ের দায়িত্বে প্রযোজনা করছেন চিত্রনিকেতন স্টুডিও। ছবির পরিচালনা ভার নিয়েছেন অগ্রদূত গোষ্ঠীর একজন ছোট গল্পকার

এইচ এম বি প্রোডাকসন্সের "অনুরা"-র নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

কেন্দ্র করে এই নতুন ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন সুপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়। ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, হিমাংশু, তরুণকুমার, পঞ্চানন বসু, জীবেন বসু, তুলসী চক্রবর্তী, অনুভা গুপ্তা, ছবিনা দেবী, গীতা দে এবং নবাগতা সুপ্রভা চৌধুরীকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। বহিদৃশ্য গ্রহণের জন্য পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় দলবল নিয়ে সম্প্রতি পুরীতে গেছেন।

• • •

প্রথম ছবিতেই প্রচুর সম্ভাবনার পরিচয় দিয়ে সম্প্রতি যে কজন পরিচালক খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে "কাঞ্চনজঙ্ঘা" চিত্রের পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁর পরবর্তী ছবির জন্যে তিনি একটি সম্পূর্ণ নতুন কাহিনী নির্বাচন করেছেন। "কাঞ্চনজঙ্ঘা"র সুখের সমাপ্তি নাটকে একটি চতুর্থ চরিত্র সংযোজনা করেছিল। ঐ চরিত্রটি শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করে। পরবর্তী ছবিতে ঐ চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই কাহিনী গড়ে উঠবে। ছবির নামকরণ এখনও হয়নি।

### কলকাতার রূপসজ্জা

গত ১৯৫৮ সাল থেকে বিভিন্ন ছবি প্রযোজনার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী সংস্থা ও সরকার দ্বারা ছবি তোলার ও রঙিন ফিল্মে তোলা ছবির সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটী প্রযোজিত প্রথম প্রযোজনা ছবিটির নাম হচ্ছে "কলকাতার রূপসজ্জা"। ছবিটির পরিচালনার ভার নিয়েছেন শ্রীযুক্ত বিজয় চক্রবর্তী। ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। ছবিটির সুরযোজনা করেছেন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত পরিচালক শ্রীযুক্ত রবীন চট্টোপাধ্যায়। কলকাতার এই বিচিত্র রূপসজ্জার মধ্যে সমাজ জীবনের যে বিচিত্র রূপ-বৈচিত্র্য রয়েছে একটি চলমান জীবন্ত রূপ কলকাতার এক আশ্চর্য এই রূপের মধ্যে রয়েছে নিপুণ চিত্রকরের হাতের পড়া কত মূর্তি, কত দেবালয়, কত প্রাসাদ, কত পশু, কত মৃগয়া। কলকাতার নাগরিক-জীবনে আছে প্রত্যহের আনন্দ-বেদনার নাটক, আছে এর নিজস্ব একটি সংস্কৃতি। কলকাতার অন্তর ও বাইরের এই অপরূপ রূপ-বৈচিত্র্যের আভাস মেলানো এই প্রযোজনায়। কলকাতার পুরো সেই মনীষীর পরিচয় দিতে পারেননি পরিচালক এই ছবিতে।

দিনাজপুর থেকে আসা এক শ্রমিক-সম্পতির নগর-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে কলকাতার দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি খণ্ড

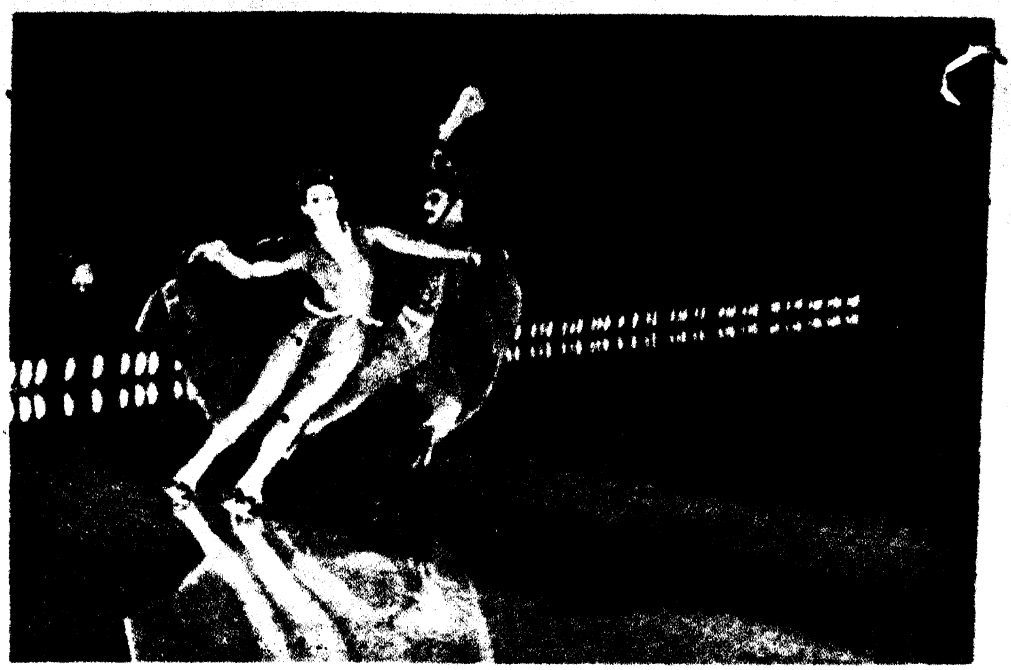

শরীরের ভেদ রাখিবারে বস্ত্র-আবরণ। ভাস্কর্যে চলচ্চিত্রে। প্রাচীন ভোট শিল্পীর আঁকা মৌলিক একটি নৃত্যনাটকের দৃশ্য এটি

বক্ষ মুক্ত এবং নিম্নাঙ্গের পরিধেয় হাঁটুর উপরে কোমরে বন্ধনী দিয়ে বাঁধা। পায়ে ঘুঙুর। হাতে ও মুখের ভঙ্গিমায় অভিনয়ের ইঙ্গিত। ভাস্কর্যে ও চিত্রে এই মূর্তিটি যে-ভাবে অঙ্কিত হয়েছে তাতে মনে হয় নৃত্যের একটি বিশেষ মুহূর্তকে শিল্পী ধরে রাখতে চেয়েছেন।

শরীরের ভঙ্গিমা-বৈচিত্র্যের এই সুযোগ ছাড়াও ভাস্কর্য ও চিত্রের আরও অনেক ক্ষেত্রে এই ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছে। নানা ভঙ্গিতে নানা ভাবে নারীদেহের এই ভঙ্গিমাকে শিল্পীরা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের যে-ভঙ্গিমা ধরা হয়েছে তার সঙ্গে নৃত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। ভাস্কর্যের ও চিত্রের ভঙ্গিমা নৃত্যের ভঙ্গিমা নয়। ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা ভুল। নৃত্যের ভঙ্গিমা ভাস্কর্যে ও চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করাও ভুল। ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়নি। ভাস্কর্যে ও চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে নারীদেহের ভঙ্গিমা।

ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে নারীদেহের ভঙ্গিমা, এ-কথা বলার তাৎপর্য এই যে, ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহার করতে গেলে নৃত্যের ভঙ্গিমার যে-সব বৈশিষ্ট্য আছে তা ভাস্কর্যে ও চিত্রে ব্যবহার করা যায় না। নৃত্যের ভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্য হল তার গতিশীলতা। ভাস্কর্যে ও চিত্রে গতিশীলতা ব্যবহার করা যায় না। ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহার করতে গেলে নৃত্যের গতিশীলতাকে বাদ দিতে হয়। নৃত্যের গতিশীলতাকে বাদ দিলে নৃত্যের ভঙ্গিমা আর নৃত্যের ভঙ্গিমা থাকে না। নৃত্যের ভঙ্গিমা তখন হয়ে ওঠে নারীদেহের ভঙ্গিমা। নৃত্যের ভঙ্গিমা নারীদেহের ভঙ্গিমা হয়ে ওঠে বলেই ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা ভুল। ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করাও ভুল। ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়নি। ভাস্কর্যে ও চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে নারীদেহের ভঙ্গিমা।

ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে নারীদেহের ভঙ্গিমা, এ-কথা বলার তাৎপর্য এই যে, ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহার করতে গেলে নৃত্যের ভঙ্গিমার যে-সব বৈশিষ্ট্য আছে তা ভাস্কর্যে ও চিত্রে ব্যবহার করা যায় না। নৃত্যের ভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্য হল তার গতিশীলতা। ভাস্কর্যে ও চিত্রে গতিশীলতা ব্যবহার করা যায় না। ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহার করতে গেলে নৃত্যের গতিশীলতাকে বাদ দিতে হয়। নৃত্যের গতিশীলতাকে বাদ দিলে নৃত্যের ভঙ্গিমা আর নৃত্যের ভঙ্গিমা থাকে না। নৃত্যের ভঙ্গিমা তখন হয়ে ওঠে নারীদেহের ভঙ্গিমা। নৃত্যের ভঙ্গিমা নারীদেহের ভঙ্গিমা হয়ে ওঠে বলেই ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা ভুল। ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করাও ভুল। ভাস্কর্যে ও চিত্রে নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়নি। ভাস্কর্যে ও চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে নারীদেহের ভঙ্গিমা।


দক্ষিণী

দক্ষিণী-ভবন

১, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, ওয়েস্ট

টেলিফোন ২২ ফোন ৫৫-১১২৩

নূতন শিক্ষাবর্ষ

১ লা মে হইতে দক্ষিণী-ভবনে শিক্ষা-দান শুরু হবে। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। বেতন স্বল্প ও সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে ছাত্রদের জন্য। নিম্ন শিক্ষার্থে ৭৫ টাকা কুড়ি, শিক্ষার্থে ৬০ টাকা কুড়ি, বেতনসাপেক্ষ, মুক্তির সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭-৩০ হইতে ৯-৩০ পর্যন্ত ক্লাস হয়। ছাত্রদের এবং শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও

উৎপল দত্তের (ডান দিক থেকে দ্বিতীয়) বহুদিনের একান্ত ভারতীয় প্রযোজনা। ছবি নিয়ে আলোচনা করছেন "কি আনন্দ কি, কৃষ্ণ নই ওরাক"—এর সেটে তাঁকে ঘিরে তিনি শিল্পী ও পরিচালকের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে

# বিবিধ সংবাদ

প্রখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ-অভিনেতা পঙ্কজ মল্লিকের জন্মদিন ২৫ এপ্রিল। মিনার্ভা থিয়েটারগোষ্ঠী এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে তিনদিন থিয়েটারে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। শনিবার সন্ধ্যায় 'অপরাধ' নাটক অভিনয়ের পূর্বে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হবে। অনুষ্ঠানে পঙ্কজ মল্লিকের কয়েকটি গান রাধিকা গোস্বামী গাইবেন।

• • •

গত সপ্তাহে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সম্পাদক হিসাবে আর ভি রত্ন চৌধুরিকাল কলেজ ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধিত হয়েছিল। আসলে আর ভি রত্ন চৌধুরিকাল কলেজ ছাত্র সংসদের উদ্যোগে উক্ত উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

• • •

গত ২৪ ও ৩০ এপ্রিল ২২৬, আপার সার্কুলার রোড ও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ ভবনে কিশোর সঙ্গীত সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেই দুদিন বিভিন্ন শিল্পীর নিবেদন ভবনের বিভিন্ন ঘরগুলি ভিন্ন

শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী হিসাবে উৎপলকন্যা সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর কর্তৃক সম্মানিত হয়েছেন

## শিল্পীরা আজ প্রথম করেছিলেন।

আগামী রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৩০২, আপার সার্কুলার রোডস্থিত রঙমহল রঙ্গালয়ে [illegible] "মুক্তাঙ্গন রঙ্গ" প্রযোজনায় একটি আলেখ্য [illegible] হবে। প্রথম রঙ্গ হিসাবে উপস্থিত থাকবেন [illegible]

### নতুন রেকর্ড গীত

"[illegible]"। এর [illegible] [illegible] [illegible]

GOVERNMENT LIBRARY

# খেলাধূলা

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ইনিংস ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড হেরেছে। দুই খেলার পাঁচটি টেষ্ট খেলায় ফল হয়েছে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড ১৭৬ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ইনিংস ও রানে ইংলণ্ডের টেষ্ট খেলা ইংলণ্ডের [illegible] এই নিয়ে ৫ম। এর আগে দু'বার ইংলণ্ড ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর করেছে। তার মধ্যে ১৯৫৩ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বেতারে ১-০ খেলায় এগিয়ে ছিল। অবশ্য, ঐ সফরে তারা টেষ্ট খেলায় বিজয়ের সম্মান অর্জন করতে পারেনি। ১৯৫৩ সালে ইংলণ্ড জিতেছে ১৩টি খেলায় ১৯টি খেলায় বিজয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ মাত্র ১৭টি খেলায় প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছে।

দুই সফরে এই পার্থক্যের টেষ্ট খেলায় ফল নিয়ে নানা রকম আলোচনা চলছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক [illegible] বলেছেন, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৩ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলে যে ১১ জন খেলোয়াড় ছিলেন তাঁদের মধ্যে ৭ জন এবারের দলে নেই। তাঁদের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং লাইন-আপ এবার দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য ইংলণ্ডের বোলিং-এর প্রশংসা করেছেন। ইংলণ্ডের বোলিং-এর ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য ইংলণ্ডের বোলিং-এর প্রশংসা করেছেন। ইংলণ্ডের বোলিং-এর ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য ইংলণ্ডের বোলিং-এর প্রশংসা করেছেন।

ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক [illegible] এর সঙ্গে করমর্দন করছেন

ইংলণ্ড ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে [illegible] ইংলণ্ড ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের

ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যোগে আয়োজনে প্রতি একজন খেলোয়াড়ের আগ্রহ হল। তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হবার ৭৩ মিনিট আগেই খেলার উপর যবনিকা পড়ে। মাঠে উন্মাদনা ধারায় বর্ষিত হয় কাচের বোতল ও টিনের টুকরো। দর্শকদের হুড়োহুড়ি প্রশমিত করতে অশ্বারোহণের দল ও শিরস্ত্রাণধারী পুলিস বাহিনীকে দ্বিতীয়বার মাঠে উতরে হয়। অবশেষে বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজান দর্শকদের প্রদর্শনের এই দর্শকদের সৃষ্টি করে। আবার ইহারা একদল ছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের বাণিজ্যের অবশ্যকরণ ভেবেচিন্তে বিদ্বেষ আচরণের বিদ্বেষও দর্শকমনে কম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। তবু শেষ পর্যন্ত খেলার ফলাফল মীমাংসিত হয়েছে এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হার স্বীকার করেছে ২৫৯ রানে।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোরবোর্ড—

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৩৪২ (ডেন্স বার্নেট ১২১, মাইক সিথ ১০৮, এঁরিক রেডফার্ন ৭৭; রামাধীন ৬১ রানে ৫ উইকেট, ওয়াটসন ১০০ রানে ৩ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—১১২ (রাল্ফ অ্যালকক-আউট ২৮, ক্লো সলোমন ২৩, ওয়াশীন ২৫; ফ্রেড ট্রুম্যান ৩৭ রানে ৫ উইকেট, স্টাথাম ৪২ রানে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—(১ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ১৩০ (ডেন্স বার্নেট ৫১, ইভিনাথ্যাম নট আউট ৫১, ফ্রেড ট্রুম্যান ৩৭, ডিওন পলার্ড ২৮, স্পিনার ৩৮ ২৮, চরণসিং ২৮ রানে ১ উইকেট), ওয়েস্টলী ইন্স ৫০ রানে ০ উইকেট, ওয়াটসন ৭৭ রানে ৩ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস—১৫৫ (ওয়েন ক্রডয়ার্ড ১১০, ক্লেমেন্ট ইন্স ৫১, ওয়াটসন ক্রেগার্স ২১, এঁরিক রেডফার্ন ৩৫ রানে ২ উইকেট, ডেন্স বার্নেট ৩৫ রানে ২ উইকেট, ফ্রেড ট্রুম্যান ৭৭ রানে ৩ উইকেট)।

### তৃতীয় টেস্ট—ত্রিনিদাদ (জামাইকা)

ত্রিনিদাদে খেলোয়াড়ি ক্লাব ওভালের অনুকূলে তৃতীয় টেস্টেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল আধিপত্য বিস্তার করেছে। বার্বাডোজ ক্রিকেট এসোসিয়েশন মাঠ ও ক্লেম সমকালীনের সমতুল্য করা হয়েছে। এর আগেই মাঠে এক ঘি ঘিরে বিদ্বেষপরায়ণ দর্শকদের পক্ষ থেকে বাধা সৃষ্টি করেন। জামাইকার পক্ষে ত্রিনিদাদেও এর আগে এক ঘি ঘিরে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল, ৬০ রান সংগ্রহ করে ত্রিনিদাদে ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে। ফলে ৬০ রানের মধ্যে দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং-বিপর্যয় হয়। দ্বিতীয় টেস্টে ১৫৯ রানে হেরে যায়। ইংলণ্ড টীম কোনোই পরিবর্তন দেখা যায় না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্টে বাদ ২১৬ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করেছিলেন, তাঁরাই তৃতীয় টেস্টে ইংলণ্ডের পক্ষে খেলতে নামেন।

এ টেস্টেও টসে জিতে ইংলণ্ড দল প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করে, কিন্তু কলো খেলোয়ার ওয়েস্টলী হলের মারাত্মক বোলিংয়ের ফলে এ টেস্টেও তাঁদের ব্যাটিংয়ের সূচনা ভাল হয় না। ১১৩ রানের মধ্যে পাঁচটি উইকেট পড়ে যায়। শুধু, কুঁদন ও টুরুর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটিংয়ের জন্য ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ২৭৭ রান করতে সমর্থ হয়। ব্যাটসম্যান একাই করেন ১১৬ রান। ওয়েস্টলী

ব্যাটিং ডালিমের শরিকস্থানে অধিনায়ক পিটার মে

হলের ৬১ রানে ৫টি উইকেট লাভের স্মৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়।

ইংলণ্ডের ২৭৭ রানের প্রত্যুত্তরে ৩৫৩ রান করেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। এই রানে সোবার্সের ১৪৭ রানের মধ্যে ১৯টি বাউণ্ডারি ও ১টি ওভার বাউণ্ডারি সমেত ১৩০ রান অপরাজিত রয়েছে। ৩০টি টেস্ট খেলায় সোবার্স এই রান সংগ্রহ করেন। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে ৭৫ রানে ৭টি উইকেট লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন ফ্রেড ট্রুম্যান। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে ৭৭ রানে ৫টি উইকেট লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন ওয়েস্টলী হল। ওয়াটসন ৭৭ রানে ৩ উইকেট।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস—১৫৫ (ওয়েন ক্রডয়ার্ড ১১০, ক্লেমেন্ট ইন্স ৫১, ওয়াটসন ক্রেগার্স ২১, এঁরিক রেডফার্ন ৩৫ রানে ২ উইকেট, ডেন্স বার্নেট ৩৫ রানে ২ উইকেট, ফ্রেড ট্রুম্যান ৭৭ রানে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—(১ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ১৩০ (ডেন্স বার্নেট ৫১, ইভিনাথ্যাম নট আউট ৫১, ফ্রেড ট্রুম্যান ৩৭, ডিওন পলার্ড ২৮, স্পিনার ৩৮ ২৮, চরণসিং ২৮ রানে ১ উইকেট), ওয়েস্টলী হল ৫০ রানে ০ উইকেট, ওয়াটসন ৭৭ রানে ৩ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস—১৫৫ (ওয়েন ক্রডয়ার্ড ১১০, ক্লেমেন্ট ইন্স ৫১, ওয়াটসন ক্রেগার্স ২১, এঁরিক রেডফার্ন ৩৫ রানে ২ উইকেট, ডেন্স বার্নেট ৩৫ রানে ২ উইকেট, ফ্রেড ট্রুম্যান ৭৭ রানে ৩ উইকেট)।

### তৃতীয় টেস্ট—ত্রিনিদাদ (জামাইকা)

ত্রিনিদাদে খেলোয়াড়ি ক্লাব ওভালের অনুকূলে তৃতীয় টেস্টেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল আধিপত্য বিস্তার করেছে। বার্বাডোজ ক্রিকেট এসোসিয়েশন মাঠ ও ক্লেম সমকালীনের সমতুল্য করা হয়েছে। এর আগেই মাঠে এক ঘি ঘিরে বিদ্বেষপরায়ণ দর্শকদের পক্ষ থেকে বাধা সৃষ্টি করেন। জামাইকার পক্ষে ত্রিনিদাদেও এর আগে এক ঘি ঘিরে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল, ৬০ রান সংগ্রহ করে ত্রিনিদাদে ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে। ফলে ৬০ রানের মধ্যে দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং-বিপর্যয় হয়। দ্বিতীয় টেস্টে ১৫৯ রানে হেরে যায়। ইংলণ্ড টীম কোনোই পরিবর্তন দেখা যায় না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্টে বাদ ২১৬ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করেছিলেন, তাঁরাই তৃতীয় টেস্টে ইংলণ্ডের পক্ষে খেলতে নামেন।

এ টেস্টেও টসে জিতে ইংলণ্ড দল প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করে, কিন্তু কলো খেলোয়ার ওয়েস্টলী হলের মারাত্মক বোলিংয়ের ফলে এ টেস্টেও তাঁদের ব্যাটিংয়ের সূচনা ভাল হয় না। ১১৩ রানের মধ্যে পাঁচটি উইকেট পড়ে যায়। শুধু, কুঁদন ও টুরুর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটিংয়ের জন্য ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ২৭৭ রান করতে সমর্থ হয়। ব্যাটসম্যান একাই করেন ১১৬ রান। ওয়েস্টলী হলের ৬১ রানে ৫টি উইকেট লাভের স্মৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়।

ইংলণ্ডের ২৭৭ রানের প্রত্যুত্তরে ৩৫৩ রান করেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। এই রানে সোবার্সের ১৪৭ রানের মধ্যে ১৯টি বাউণ্ডারি ও ১টি ওভার বাউণ্ডারি সমেত ১৩০ রান অপরাজিত রয়েছে। ৩০টি টেস্ট খেলায় সোবার্স এই রান সংগ্রহ করেন। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে ৭৫ রানে ৭টি উইকেট লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন ফ্রেড ট্রুম্যান। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে ৭৭ রানে ৫টি উইকেট লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন ওয়েস্টলী হল। ওয়াটসন ৭৭ রানে ৩ উইকেট।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস—১৫৫ (ওয়েন ক্রডয়ার্ড ১১০, ক্লেমেন্ট ইন্স ৫১, ওয়াটসন ক্রেগার্স ২১, এঁরিক রেডফার্ন ৩৫ রানে ২ উইকেট, ডেন্স বার্নেট ৩৫ রানে ২ উইকেট, ফ্রেড ট্রুম্যান ৭৭ রানে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—(১ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ১৩০ (ডেন্স বার্নেট ৫১, ইভিনাথ্যাম নট আউট ৫১, ফ্রেড ট্রুম্যান ৩৭, ডিওন পলার্ড ২৮, স্পিনার ৩৮ ২৮, চরণসিং ২৮ রানে ১ উইকেট), ওয়েস্টলী হল ৫০ রানে ০ উইকেট, ওয়াটসন ৭৭ রানে ৩ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস—১৫৫ (ওয়েন ক্রডয়ার্ড ১১০, ক্লেমেন্ট ইন্স ৫১, ওয়াটসন ক্রেগার্স ২১, এঁরিক রেডফার্ন ৩৫ রানে ২ উইকেট, ডেন্স বার্নেট ৩৫ রানে ২ উইকেট, ফ্রেড ট্রুম্যান ৭৭ রানে ৩ উইকেট)।

(শেষ অংশ পরিশিষ্টে)

### চতুর্থ টেস্ট—কলকাতা ইডেন

ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে অসুস্থ হয়ে পড়ায় দল অধিনায়কের দায়িত্ব কলকাতার ইডেন চতুর্থ টেস্টে অধিনায়কত্ব করেন ডেন্স বার্নেট। ইংলণ্ড দলের আর দু একজন খেলোয়াড়ও অসুস্থতার জন্য ইডেন টেস্টে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দিক থেকে ক্লেমেন্ট ইন্স, কিন্তু পরিবর্তন আর কোনো টেস্টে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে ভারতীয় আকাশের বিদ্বেষপরায়ণ দর্শক ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। ফলে খেলা আরম্ভ হবার আগে ও খেলার মধ্যে দর্শকদের শান্তিরক্ষার জন্য অশ্বারোহী পুলিস বাহিনীকে মাঠে নামতে হয়। ইডেন টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৬ উইকেটে ১৭০ রান করলে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। খেলার ফলাফল ছিল অমীমাংসিত।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড এখানে দেওয়া হল।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৩৭৭ (কলিন কাউড্রে ১১৭, ডেন্স বার্নেট ৪৫, মাইক সিথ ৩৩, এঁরিক রেডফার্ন ৭৫, ওয়েস্টলী ৩১ রানে ৫ উইকেট, ফ্রেড ট্রুম্যান ৭৮ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৩৭৩ (ক্লেমেন্ট ইন্স ১৪৭, ওয়াটসন ৭৩, এঁ ব্রাস ৭০, ফ্রেড ট্রুম্যান ২১ রানে ৩ উইকেট, ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৯ রানে ১ উইকেট লাভ করে ৩১ রানে ১ উইকেট)।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস (১ উইকেটে ৩১ রান করার পর খেলা বন্ধ হয়ে যায়)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস ৭৩ উইকেট ১৭০ রানের মাথায় ডিক্লেয়ার্ড করা হয়। ক্লেমেন্ট ইন্স ৫৩, ওয়াটসন ৫৩, ফ্রেড ট্রুম্যান ৩৩ রানে ২ উইকেট

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস (... কাউড্রে ১১৯, এইচ ... ৭৩, ... বার্নেট্‌স ৬২, ... সাদারল্যাণ্ড ২৪, ব্রাইট স্মিথ ২১ ... রামাধীন ৭৫ রানে ৪ উইকেট, স্মিথ ৭৩ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ৩৩৮ (কনরাড হাণ্ট নট আউট ৭৪, গার্ফিল্ড সোবার্স ১২, ব্রাইট ওয়েলকট ৫৩, ওয়েসলি হল ২৯, ফ্রাঙ্ক মেসেরেক্সান্ডার ২৬ ... ফ্রেড ট্রুম্যান ৬১ রানে ২ উইকেট, এলেক মর ১৯ রানে ২ উইকেট)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ৩৩৭ (ক পার্কস নট আউট ১০১, ব্রাইট স্মিথ ২৬, ডি সুলাস ৫৪, ই ডেক্সটার ৪৭, ফ্রেড ট্রুম্যান ২৫, গার্ফিল্ড সোবার্স ৮৫ রানে ২ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস (৫ উইকেটে) ২০৯ (ক্লাম্প ওয়েল ৬১, গার্ফিল্ড সোবার্স নট আউট ৬১, ব্রাইট ওয়েলকট ২২, ইঁপিংওয়ার্থ ৩৫ রানে ২ উইকেট)

(খেলা অমীমাংসিত)

### ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও ইংলণ্ডের টেস্ট খেলার সামগ্রিক ফলাফল

| মাঠ | অনুষ্ঠানকারী দেশের পর্যবেক্ষক | ইংলণ্ড বিজয়ী | ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বিজয়ী | ড্র | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯১৮ | ... টি | ০ | ০ | ৩ | ৩ |
| ১৯২৩-২৪ | এম সি সি ... টি | ১ | ১ | ৩ | ৫ |
| ১৯২৮ | ... টি | ২ | ০ | ১ | ৩ |
| ১৯৩৩-৩৪ | ... এম সি সি টি | ১ | ২ | ১ | ৪ |
| ১৯৩৯ | ... এম সি সি টি | ১ | ০ | ২ | ৩ |
| ১৯৪৭-৪৮ | ... টি | ০ | ২ | ২ | ৪ |
| ১৯৫১ | ... টি | ১ | ০ | ৩ | ৪ |
| ১৯৫৩-৫৪ | ... টি | ২ | ২ | ১ | ৫ |
| ১৯৫৭ | ... টি | ৩ | ০ | ৩ | ৬ |
| ১৯৬০-৬১ | ... টি | ২ | ০ | ৪ | ৬ |
| | ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে | ১১ | ৭ | ২০ | ৩৮ |
| | ইংলণ্ডে | ১০ | ৩ | ৭ | ২০ |
| | মোট | ২১ | ১০ | ২৭ | ৫৮ |

### ইংলণ্ডের পক্ষে যারা সেঞ্চুরী করেছেন

| | | | |
|---|---|---|---|
| ... | ১১৬ | প্রথম টেস্ট | বিরুদ্ধে |
| ... | ১১৮ | | |
| ... | ১২১ | দ্বিতীয় টেস্ট | ... |
| ... | ১৩৮ | | |
| ... | ১১৬ | তৃতীয় টেস্ট | ... |
| ... | ১৩৩ | চতুর্থ টেস্ট | ... |
| ... | ১৩৩ | | |
| ... | ১১৯ | পঞ্চম টেস্ট | ... |
| ... | ১১১ | | |

### ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ...

| | | | |
|---|---|---|---|
| ... | ১২৬ | ... | ... |
| ... | ১১৭ | ... | ... |
| ... | ১৪৩ | ... | ... |
| ... | ১৪৭ | ... | ... |
| ... | ১৪৯ | ... | ... |

(শেষ পৃষ্ঠা দেখুন)

# রাষ্ট্রীয়ত্ত সংবাদ

## দেশী সংবাদ

২৮শে মার্চ—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ [illegible] লোকসভায় আজ ঘোষণা করেন যে, [illegible] বিল পেশ করেন। এই বিলে বর্তমান [illegible] ভিত্তিতে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট এই দুইটি [illegible] প্রশাসন গঠন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ওভারসীজ ব্যাঙ্ক কোম্পানি বিল বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হইলে বিরোধীপক্ষের বিভিন্ন সদস্য সরকার কর্তৃক এই কোম্পানিটি গ্রহণের সপক্ষে একটি আন্তরিকতা ব্যক্ত করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন এবং এরূপ আশাও প্রকাশ করেন যে, পূর্বতন পাঁচ কোটীটাকা কিছু টাকা পাইয়া যেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিল রচিত হইয়াছে। তাঁহারা বিনা ক্ষতিপূরণে এই কোম্পানির পরিচালনাভার গ্রহণের দাবি জানান।

২৯শে মার্চ—সংবাদে আজব সরকারতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট বাহাদুর আবদুল নাসের ১২ কিলের জন্য ভারত পরিদর্শন উপলক্ষে আজ নয়াদিল্লিতে আসিয়া পৌঁছিলে ভিন্নির জনসাধারণ তাঁহাকে বিপুল সংবর্ধনা জানায়।

জানা গিয়াছে যে, কৃষ্ণাপুর-আসানসোল বিদ্যুৎকেন্দ্রের এক সমাজতন্ত্রী পুনর্গঠন মুখপাত্র রক্ষা কর্তৃপক্ষের নিকট এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের অসমাপ্তির সরবরাহ বিভাগ, কৃষি বিভাগের সরকারী ৫৩জন সরকারী কর্মচারীর বিদ্যুৎ খরচের অতিরিক্ত উপাদান দাবিবরেছেন। তাহার দাবি মুখোপাধ্যায় পুরো আদায়ের অধিকারী হইয়াছে।

৩০শে মার্চ—আজ জানানো হইয়াছে [illegible] এই বছর যখন যে [illegible] এই [illegible] ব্যাঙ্ক সংস্থা হইবে যে [illegible] ব্যাঙ্ক [illegible] হইবে [illegible] ১২টাকার বিদ্যুৎ বিল [illegible] ১২টাকার [illegible] হইবে।

[illegible] ২১ [illegible] [illegible] [illegible]